সম্পাদকীয়—

মুক্তির নববর্ষের আহ্বান

ইংরাজী সালের পুণ্য নববর্ষের সঙ্গে আমাদের মুক্তির নববর্ষ—৩৩তম বর্ষ আরম্ভ হোল। এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধ'রে, মুক্তির জীবনে কত যে বিচিত্র ঘটনা ধারা—কত যে ঐতিহাসিক জীবন ধারা পার হ'য়ে গেছে—তাকে আশ্চর্য্য লাগে।

পরাধীন জীবনে যেদিন আমাদের জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবর্ত্তন চলছে বিদ্যুৎ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, অগ্নিগর্ভ অভিযান ও দুঃখবরণের মধ্যে, জাতিকে ডাক দিলেন—মুক্তির বন্ধুকর্ত্তে—মুক্তির আহ্বানে। কত কষ্ট, কত ভয়, কত ত্যাগ, কত অপমান মুক্তির জীবন তরীর ওপর দিয়ে পার হ'য়ে গেল—কতবার কতভাবে বিদেশীর ক্রুর চোখ মুক্তির হরণার আগল টেনে গেল—তার বিচিত্র ইতিহাস জাতির মুক্তির লেখন-পটে আজও গাঁথা হ'য়ে আছে।

সেদিন 'মুক্তির' আহ্বান ছিল—পরাধীনতার নিগড় থেকে মুক্তির সাধনা,—মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির সংগ্রাম; দারিদ্র্য থেকে মুক্তি,—বৈষম্য থেকে মুক্তি, অন্ধ আত্মবিস্মৃতি থেকে জনজীবনের মহান্ মুক্তি। সেদিন জাতির সেই মুক্তি-সংগ্রামের অন্তরঙ্গ পুরোহারূপে মুক্তি ছিল—প্রাণময় তেজোদীপ্ত নবীন ও উজ্জ্বল।

মুক্তিকে ঘর দিতে এগিয়ে এলেন—দারুণ দুর্দ্দিন ঘনি নিরাবরণ চক্ষু। প্রাণের জগতা থেকে জাগের হোমানল জ্বলে উঠল;—মুক্তির ভিত্তি বিরাট আহ্বানে দিকে দিকে আগুনের পরশমণি ছড়িয়ে পড়ল। সে এক মহান ইতিহাস—তাকে আজও হোমাঞ্চ লাগে।

অতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সহযোগিতা মুক্তির তত্ত্বধারকণে তিলে তিলে নিজেকের নয়ন তপস্যার আহুতি দিয়ে মুক্তির হোমানল জাগিয়ে রেখে চললেন—একের পর এক। কত নীরব নাহক মুক্তির জীবন বেদীতে তার অর্ঘ ঢেলে গেলেন—তার ইতিহাসও অবিস্মরণীয়।

সুদীর্ঘ কাল ধ'রে বহু দুঃখ-আঘাত, বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে—বহু সৌরব, বহু শ্রদ্ধা-প্রীতি ও বহু সেবার মধ্য দিয়ে—সেই 'মুক্তি' ৩০ বৎসরের ইতিহাসের 'মুক্তি'। এর প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে জেলার জনগণকেলের প্রাণশক্তির পরিচয়। আজ মুক্তির এই মহান ইতিহাসের পাতে প্রণাম জানাই।

'মুক্তি' এই ৩০ বৎসরের জীবন শুধু টিকে থাকার জীবন বা শুধু দীর্ঘ জীবন লাভের গৌরবই বহন করছে না। এই সুদীর্ঘ জীবন—সুদীর্ঘ সংগ্রামের জীবন, জনগত জীবন, তাদের জীবন, নির্ভিকতার জীবন, আত্ম-মর্য্যাদার জীবন,—নিষ্ঠাবান নিলীভিক মানুষের অবিরামের অক্ত কঠিন সেবা ও দুঃখবরণের জীবন,—বিশ্বস্ত, অক্তরিত, নিষ্ঠাপুত সাংবাদিকতার গৌরবময় জীবন।

তবিষ্যের জন্য, ভুয়োদের জন্য, মুক্তি জগনো অজানার সঙ্গে, অসঙ্কোচ আশোষ করেনি।—'মুক্তি'র প্রথম দিনের আদর্শ আজও মাথা উঁচু করে 'মুক্তি' বহন করে চলেছে। আজ ৩৩তম বৎসরে 'মুক্তির' অন্তরের প্রার্থনা —তার সেই মহান আদর্শ অক্ষয় হ'য়ে থাক।

জগনায় মুক্তির লক্ষ্য ছিল—মুক্তির অগণিত মানুষের জন্য আদর্শ-ময় সমাজ-গঠনের ডাক দেয়া যাওয়া। সুস্থ বলিষ্ঠ, কল্যাণময় চিন্তাধারা প্রসারের লক্ষ্যে নিষ্ঠাপুত লোকবুদ্ধিকে সংগঠিত করে তোলা। শাশ্বতিক জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে বিকাশের জন্য বিস্তৃত-প্রসারী করা।

'মুক্তি' তার সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ঠিকমতো এগিয়ে চলেছে দৃঢ়সংকল্পে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে সে চলা ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েই চলেছে—এই প্রত্যয়ী নিয়ে,—যে কত লক্ষ মানুষের প্রাণের ভাষা বহন করবার—তাদের বহু বিচিত্র জীবন-কথা বহন করার বিশাল আবর-ভাবে মুক্তিকে গড়ে উঠতে হবে। তাদাবাদের দেবকরণে তার প্রাণিণা দিয়ে নয়—কর্ম্মতালীনের মনোরঞ্জনের পালা বহন ক'রে তার প্রাণান দিয়ে নয়; কর্ম্ম দিয়ে, সেবা দিয়ে, সাধারণ মানুষের আরত চেতনা শক্তি দিয়ে, অগণিত জনগণের বিশাল সহযোগিতার বাহিত সম্পদ দিয়ে—মুক্তির মহান ভবিষ্যতকে গড়তে হবে।

জনচিত্ত উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আজ দিকে দিকে জ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটছে—নিত্য বিশ্ব বার্ত্তার আলোক বহনকারী সংবাদ পত্রের জন্য জন-জীবনের চাহিদা দ্রুত প্রসারতর হচ্ছে। তাইই সুযোগ নিয়ে, চারিদিকে আজ কুসাদোভী, বিদেশভীন, আজাবাদী শক্তিকুকুরের বিষবাষ্প-নিঃশ্বাসে অগণিত মানুষ দামকুচ্ছ, বিভ্রান্ত। অগণিত মানুষকে আজ এই বিষ-বাষ্প—এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিতে হবে। দেশের সারা দেশের সামগ্রিক পরের আজ দায়িত্ব বহনের। তাকে আজ এর যোগ্য হ'তে হবে। দেশের আজ মুক্তির ৩১শ বর্ষ বরণারদের প্রার্থনা করি—এই মহান সঙ্ঘে 'মুক্তি' যে ব্রত এত দিন তুলে নিয়েছে—তার সেই লক্ষ্যের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবার শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী, দৃঢ়তা ও বাহুবলের 'মুক্তি' লাভ করুক।

আমরা আজ গৌরবান্বিত যে, আমাদের অগ্রগামীরা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট পথ রেখে গেছেন। তাঁদের জীবনের সম্পদে মুক্তি একদিন প্রজ্বলিত কোন শিখার মত অন্তস্তিত অন্ধেছে তাঁদের চরণ চিহ্ন আজ খেকে গেছে—মিলিয়ে গেছে সত্তা; কিন্তু তাঁদের অবিস্মরণীয় প্রাণের চিহ্ন 'মুক্তির' সাজার পাতায় পাতায় নিত্য উজ্জ্বল হ'য়ে—অক্ষয় হয়ে আছে। 'মুক্তি' আজ ধন্য। মুক্তির জীবনে তাদের অমর অক্ষরে লিখিত তাঁদের সেই অবিস্মরণীয় প্রাণ-চিহ্নের প্রতি ভ্রদয়ের প্রণতি জানাই।

'মুক্তি' একদিন যাত্রা করেছিল—মুক্তি সংগ্রামের বাণী বহন ক'রে—পরাধীনতা থেকে মুক্তি—বঞ্চিত জীবন থেকে অগণিত মানুষের মহান মুক্তি। স্বাধীন জীবন মুক্তির সেই লক্ষ্য আজও অম্লান রয়েছে সেই মুক্তি সংগ্রাম। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, বৈষম্য থেকে মুক্তি—পরাজিত জীবনের গ্লানি থেকে অপরাজেয় মনুষ্যত্বের মুক্তি! বঞ্চিত মানুষের জন্য সম-সুযোগ, সম অধিকারের লক্ষ্যে মুক্তির মুক্তি সংগ্রাম আজও অবিচলিত থাকবে।

মুক্তির ইতিহাসের পানে তাকিয়ে আজ বহু সৌরব অন্তরঙ্গ করার সঙ্গে, মনের মধ্যে বেদনার সঙ্গে খেকে উঠছে—তাঁদের কথা—যাঁদের আমরা হারিয়েছি। যাঁরা দ্রুত দিয়ে ঐতিহাসিক দিয়ে মুক্তিকে ক'রে তুলতে প্রাণ ঢেলেছিলেন—এক একে তাঁরা অনেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বেদনার আলোয় মুক্তির জীবনে তাঁদের উজ্জ্বল মূর্তি অন্তরে থাকবে—যা মুক্তিকে প্রাণ দেবে, শক্তি জোগাবে, প্রেরণা দেবে। আজকের দিন গৌরবের আনন্দ ও হারানোর বেদনার মধ্যে আমার সংকল্প করি—মুক্তির অমরতা সার্থক হোক।

৩০ বছর আগে 'মুক্তি'কে মুক্তির ডাক দিয়েছিল—তার সেই ডাক আজও প্রবলের মত জাতির অগণিত মানুষকে জড়তা থেকে তুচ্ছ জীবনের আকর্ষণ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ে চলুক—মহিমাময় মনুষ্যত্ব ও উজ্জীবিত করুক—মুক্তির নব বর্ষে এই প্রার্থনা।

—০—০—

মাঝিহিড়ায় পঞ্চায়েৎ সচিব প্রশিক্ষণ শিবির

১ম পৃষ্ঠার পর হইতে

কার্য্যাবলী দেখবার জন্য পুকলিয়ার আদার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রশ্ন অনুসরণবুর নিকট পর লিখেছিলেন; কিন্তু আকস্মাতীর গুনিতে নিরক হওয়ায় তাঁর গান্ধীজীর যে আশা পূর্ণ হতে পারে নি।

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রী রাশগুপ্ত আরও বলেন যে - ঐক্য মার্থক পঞ্চায়েৎ যাঁরা সভেছিলেন এবং তার মাধ্যমে কাজ করেছিলেন সে সব কর্মীরা অনেকেই এখন বেঁচে আছেন; সুতরাং তাঁদের অভিজ্ঞতা যেমন আমাদের কাজে লাগাতে হবে—সেরূপ নূতন কর্মী যাঁরা পঞ্চায়েতী কার্য্যে ব্রতী হচ্ছেন—তাঁদের মানভূমের সেই গৌরবময় পঞ্চায়েতী ঐতিহ্যের বাহক ও বাহকরূপে সেই লক্ষ্য ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে অকল পঞ্চায়েৎ সচিবদের উপরই গভীর দায়িত্ব পড়েছে। প্রকৃত কর্মী যাঁরা তাঁর তাদের উপর কোনও দায়িত্ব চাপাতে হয় না তারা নিজ কর্তব্যবোধ ও বিবেকের তাড়নায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং পঞ্চায়েৎ সচিবদেরও আজ প্রকৃত কর্মীরূপে নিজেদের পরিচয় দানের সুযোগ এসেছে।

নূতন পঞ্চায়েতী আইন সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বলেন যে বিধান সভার আগামী অধিবেশনে নূতন পঞ্চায়েৎ বিলটি গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হবে। এই আইনের মাধ্যমে মার্থক ও প্রকৃত পঞ্চায়েৎ গঠনের চেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তোল শাসন ক্ষমতার পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ—যাতে জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। বর্তমান শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা কোন প্রতিনিধি নির্বাচন তথা ক্ষমতা হস্তান্তর। অর্থাৎ পঞ্চিবরকের চার কোটী জন নাগরিক বিধান সভার ২৮০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাঁদের মাধ্যমে তাঁরা শাসন ও আইন প্রণয়নাদি করেছেন। ফলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এটা দীর্ঘ দিন চলতে পারে না—প্রায় প্রায়ে ঐ শাসন ক্ষমতা ছড়িয়ে দিতে হবে। ক্ষমতার প্রকৃত উৎস হবে জনসাধারণ সুতরাং উপর থেকে ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে না—নীচের দিক থেকে ক্ষমতা উপরের দিকে যাবে। গান্ধীজীর আদর্শে গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসিদ্ধ হতে হবে—আর সেই সুদিনের নূতন পঞ্চায়েতী আইন রচিত হচ্ছে।

কর্মসূচিতে এই ঐতিহ্য রীতিগুলি যে সমস্ত কাজ সরকার করে এসেছে। রাস্তাঘাট, স্কুল, কুয়া, লাইব্রেরী প্রভৃতি সব কাজ সরকার না করে দিতে হবে না। সেগুলি কর্মসূচির হবে বটে থাকবে—আর সরকার গ্রামের সমস্ত কাজ করে বেড়াবে। এর চেয়ে মর্মান্তিক মনোভাব আর কিছু নেই। সুতরাং এই পঞ্চায়েত-শিলনের মনোভাব দূর করতে হবে। নিজেদের যে সম্পদ সরকার—তা নিজেরাই করে নোব—এই হোল আত্মনির্ভরতা। গ্রামের বুদ্ধিশক্তি, প্রশ্রমশক্তি ও অর্থশক্তি সমবেত ও নিযুক্ত করতে হবে—গ্রাম্য সম্পদ রক্ষনাত্ত ও তার মার্থক প্রয়োগে।

সর্বশেষে অকল পঞ্চায়েৎ সচিবদের উদ্দেশ্য করে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বলেন যে পঞ্চায়েৎ সচিবরা নিজেদের কর্ম্মধারী মনে না করে—দেশ গঠনে ব্রতী কর্মীর মনোভাব নিয়ে কাজ করুক। তাদের দাবী ও অভাব অভিযোগ আনেক এবং সে সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে নিজেদের দায়িত্ব পালনে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রামের প্রশাসনিক দিক থেকে রাজ্য বা প্রাদেশিক জিলিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেখানে গ্রামের শক্তিতে করে না—সেখানে অঞ্চলের নাড়ায়া নিয়ে তবে—তাদেও না হলে জেলার শক্তি বা রাজ্যের শক্তি যোগান দিয়ে ঐ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নিজেরা সং ও কর্তব্য পরায়ণ হলে—ক্ষমতা আসতে বিলম্ব হবে না।

পঞ্চায়েৎ প্রশিক্ষণ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল অফিসার পবিত্র বাবু উদ্যমহোর কারণে বলেন পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয়ের পরিকল্পনা এবং মানভূমের গৌরবময় পঞ্চায়েতী ঐতিহ্যের মধ্যে এই জেলার পঞ্চায়েৎ সচিবরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছে—সুতরাং তার মর্যাদা যেন পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারে। অবশ্যই অপ্রয়োজন করতে হবে—প্রথমে নিজেকে অগ্রপ্রার্থিত হতে হবে।

—০—০—

রাজ্য সভায় চাণ্ডিল-ইচাগড় অঞ্চলের প্রশ্ন

১ম পৃষ্ঠার পর হইতে

একটি প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি এই প্রকার অবন্ধুসুলোচিত ও অবাঞ্ছিত মনো-ভাব এবং সরকারী স্তরে সম্পূর্ণ অসংযোগি ভাব কাণে অসুমন্তান করতে গলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টটি বিবেচনা করতে হবে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ কার্য্যকরী করার সূত্রে বিহারকে মানভূম জেলার অংশ বিনের রাজ্য-ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তাকন সরকারই এই রাজ্য পুন গঠন কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন/ সুতরাং ঐ কমিশনের সুপারিশ-সমূহের বাস্তবে কোনও অংশ রদ্দাস্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য যদি কুরু ও বাধিত হয় তবে, তার যা কিছু ক্ষোভ বা অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে পারে। মোট্ কথায় বলতে গলে কেন্দ্রীয় সরকারের ও নিজেকের কার্যবিধি দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মধুমিত্রা গঠন করে সহযোগিতার ভিত্তিতে দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং পঞ্চায়েৎ সচিবদেরও আজ প্রকৃত কর্মীরূপে নিজেদের পরিচয় দানের সুযোগ এসেছে।

আমাদের সম্পর্কে বলতে পারি যে বিহার সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে আমরা প্রস্তুত এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিভাগকে (ডাঙ্গা) নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে বিহারের রাজবিভাগের সঙ্গে একযোগে বেন কাজ করা হয়। এর ফলে পুরুলিয়ার জনসাধারণের এবং পার্শ্ববর্তী বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সুবিধা দিনের অভাব ও অসুবিধা দূরীভূত হবে। সুতরাং বিহার সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাড়া যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সচেষ্ট ও উদ্যোগী হতে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে তিক্ততা ও অসহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠেছে—এই কার্যের ফলে সেটা বিদূরিত হবে বলে আশা করি। ইতি

ভবদীয়

প্রতিভা মুখার্জী

শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়! তারপর আরও যা কিছু আছে তা বিশেষ প্রবিধানযোগ্য। ইতিমধ্যে লোক সেবক সংঘের নেতৃবর্গ বিহারের রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত বিষয় আলো-চনা করেন এবং ৩১।৭।৬১ তারিখে বিহারের রাজ্যপাল নিম্নলিখিত পত্রটি শ্রীযুতাকে লেখেন। আমি সেই পত্রটি এখানে পাঠ করছি :—

'প্রিয় শ্রীযুতাকে,

আমরাও ২৩।৭।৬১ তারিখের পত্রের শুধু অংশ পড়লাম। সে পত্রে আপনি পুরুলিয়া-বরাবাজার রাস্তা সম্বন্ধে ডাঙ্গার যে ১ মাইল অংশ বিহার রাজ্যে পড়েছে তার সঙ্গে সে সম্পর্কে আমার দুটি আকর্ষণ করেছেন। আমি ঐ রাস্তার অবস্থার কথা শুনে বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং ঐ রাস্তাটি জেলা বোর্ডের একিয়ারভুক্ত ডাঙ্গার সংশ্লিষ্ট জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সাধ্যমত ও সাধ্য অনুসারে এটির উন্নয় করতে দুটি দিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছি। আমি আশা করি উন্নয় করতে পারি" যে—ঐ রাস্তার রাস্তা ভবন (সি-ডব্লিউ-ডি) ঐ ১ মাইল অংশ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তৃত অবহিত এবং সেইজন্য চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সকল নূতন রাস্তা সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হবে এবং তাদের উন্নতি সাধন করা হবে এই রাস্তাটিও সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার যা সীমিত দার্য্য হয়েছে তাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার অসমাপ্ত কার্যগুলিও সমাপ্ত করার মত অর্থসম্পদ রাজ্য সরকারের নেই। তাছাড়া পরিকল্পনার পাটনার নিকট গঙ্গানদীর উপর সেতু নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করায় এবং বিহার রাজ্যের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করায় রাজ্যের অর্থসম্পদের উপর সুগভীর চাপ পড়েছে ফলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন কার্য্য খুবই সমস্যা সঙ্কুল হয়ে উঠেছে। "এই সমস্ত কারণে চতুর্থ পরিকল্পনায় কোনও নূতন রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।"

তারপর নিছক মানুষের জন্য রাস্তাগার জানিয়েছেন যে ডাঙ্গাজা কমি-শনের অর্থবন্ধ বৃদ্ধির সুপারিশ অনুসারে গ্রামিন কমিশন কর্তৃক রাজ্যের বরাদ্দ অর্থ সাধারণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে এবং তা যদি হয় ও রাজ্য সর-কারের সঙ্গে নূতন রাস্তা ঘাট নির্মাণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা যদি সম্ভব হয়—তবে এই ৫ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটির বিষয় বিবেচনা করতে তাঁরা ভুলবেন না।

—০—

শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি

শ্রীবিজেন্দ্র লাল সেনগুপ্তঃ— এতক্ষণ আমি রাজ্য ঘাটের সমস্ত ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি—গত ১২।১১।৬১ তারিখে পুরুলিয়ার স্থানীয় পত্রিকা মুক্তিতে উল্লেখক কিনরি থানা চাণ্ডিল ইচাগড়-পটমদার (বৈদ্যনি পশ্চিমবঙ্গ উপঢৌকন খণ্ডন বিহারকে দেয়) ভূমিক কালীন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলে হাকন খরা দেখা দেয়—লোকেরা কোনও প্রকার কাজ পায় না এবং কোনও তাদমূলক কার্যেরও ব্যবস্থা হয়নি। উভতর্তব্য তাকত এর আমি উল্লেখ বিষয়গুলি সম্পর্কে রাস্তা-ঘাটের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামাঝিয়া ও খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুত সৈয়দ হায়দের ছুটি পত্র দিই। আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনও উত্তর পাইনি। বিহারে কোনও অনিচ্ছ সরকার না থাকার অবস্থার আ ও অবনতি ঘটছে। সেইজন্য আমি মনে করি বিহারে অবিলম্বে অনধিগ্রহ সরকার গঠনে সকলের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। দল ত্যাগের ফলে সম্ভাব্য বিহারের সঙ্গে মধুমিত্রা গঠন যখন সম্ভব নয়—তখন শ্রী বীরেন্দ্র কেওড়াকে অথবা শ্রীযুক্তা ঠাকুরকে মন্ত্রী সভা গঠনের সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

—

লেভীর বহর!

জয়পুরের বি. ডি. ও তাঁর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের চাষীদের উপর লেভীর নোটিশ জারী করেছেন। সেই অনুযায়ী বোগো অঞ্চলের শিরী গ্রামের কয়েক ঘর মাঝির উপরও যথারীতি নোটিশ জারী করেছেন এবং গত বৎসর তারা যে পরিমাণ লেভী ধান দিয়েছিল এইবার তার একশত গুণেরও অধিক দাবী করে লেভীর নোটিশ জারি করেছেন। নিম্নের হিসাব থেকে সেটা দেখা যাবে:—

নোটিশ নং	নাম	লেভীর পরিমাণ (কুইন্টাল) ১৩৬৯	১৩৮৮
৫	কালি মাঝি……(পিতা—বাবুলাল মাঝি)	১৸	✕
২৪	বাবুলাল মাঝি……(পিতা—গোঁসা মাঝি)	১৩৩	২
২৭	শ্যামলাল মাঝি (পিতা—৺সহরই মাঝি)……২২৯		২
২৮	সিনন মাঝি……(পিতা—৺সহরই মাঝি) ২২৭½		২

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাবুলাল মাঝির পুত্র কালী মাঝির নামে কোনও জমি নাই—তবু পিতার সঙ্গে পুত্রের উপরও লেভীর নোটিশ জারি হয়েছে। আর শ্যামলাল মাঝি ও সিনন মাঝি দুই ভাই এবং তাদের এজমালী সম্পত্তি—কিন্তু দুই ভাই এর নিকট পৃথক পৃথক ভাবে লেভীর নোটিশ জারি হয়েছে। এদের জমির পরিমাণ নিম্নরূপ:—

নাম	বাঃ	কানালী	বহাল	মোট
বাবুলাল মাঝি……	৪	১	২'৫১	৭'৫১ একর
৺সহরই মাঝি……(সীবন ও শ্যামলাল)	২'৩৩	৬'৫১	৩'৬৮	১২'৩৩ ,,

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একই পরিবারে ৪৫৬ কুইন্টালের উপর লেভীর নোটিশ হয়েছে এবং আপত্তি জানাতে গেলে বি. ডি. ও কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেন নি—সময় দেওয়ে গেছে এই অজুহাতে। বি-ডি-ওর না জানার কথা নয় যে জয়পুর ব্লকের বোগো অঞ্চলে বিশেষ করে অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি ও রোগের কারণে ব্যাপক ফসল হানি হয়েছে। এই স্থলে এমন অভিযোগও আসছে যে বোগো অঞ্চলে বোগো, বালী প্রভৃতি গ্রামে যে সকল বড়ঁফ চাষী আছেন—তাঁদের কারো কারো হাজার মণ ধানের চাষও আছে—তাদের উপর নাকি নাম মাত্র লেভী হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের লেভী, ধান্য সংগ্রহ, মজুত ধান উদ্ধার সংক্রান্ত খাদ্য নীতিতে সহায়তা দেবার জন্য ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছে—কিন্তু লেভীর ব্যাপারে ব্লক কমিটির সঙ্গে কোনও আলোচনা করেন নি বলে শোনা গেছে। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত প্রয়োজন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চেয় প্রতিপন্ন করার কোনও চেষ্টা এই লেভী অভিযানের পশ্চাতে আছে কি না সেটাও জানা দরকার।

—•—

জনতা ফার্মেসী

(পোষ্টাফিস মোড়) পুরুলিয়া

এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের দোকান এখানে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ কোম্পানীর ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং মিক্সচার, পাউডার, ড্রেস ও ইনজেক্‌সেন দেবার জন্য উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার সর্ব্ব সময়ের জন্য মজুত থাকেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—জনতা ফার্মেসী
বরাকর রোড, পুরুলিয়া

ভারতীয় সংবাদ

রাজা ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলন

গত ২৮শে ডিসেম্বর ২৯ পরগনার বারাসতে রাজা ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনের এক বিশাল জনতার সামনে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য উল্লেখ করিয়া দেখান যে, বি. পি. এম. দলীয় স্বার্থে প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সমাজবিরোধী আচরণ দ্বারা ফ্রন্টের ঐক্য সুদৃঢ় করিয়াছে এবং শক্তি বিরাট বৃদ্ধি করিয়াছে। নিজেদের দলীয় স্বার্থে গ্রাম ও শহরে গৃহীন মানুষের উপর বি. পি. এম. যে তাণ্ডব চালাইয়াছে—সেই অত্যাচার ফরোয়ার্ড ব্লক সহ্য করিবে না।

বাংলা কংগ্রেসের অনশন

বাংলা কংগ্রেস প্রথম পর্যায়ে অনশন সত্যাগ্রহ চালাইবার পর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তখন পলাতেকময়ী শ্রীবৃক্ত বিভূতি ভূষণদের প্রস্তাবক্রমে ফ্রন্টে শরীকি বিবাদ লইয়া আলোচনার মাধ্যমে মতভেদ সুমিত করা হইয়াছে। প্রকাশ যে বীজ মধ্যেই ফ্রন্টের আলোচনার জন্য বৈঠক হইবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন আশা

বিগত বৎসরে ভারতবর্ষে কৃষি উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উৎপাদনের পরিমাণ দশকোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন। ইহার ফলে কোণা সংখের চাহিদা উল্লেখিত হইবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থারও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইবে।

বাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় করণের পর সরকার যে সব পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে পল্লী অঞ্চল উন্নয়ন অনুদানের সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহার ফলে চাষের পদ্ধতি উন্নত ও আধুনিক করা সম্ভব হইবে।

নিরর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ শেষ

গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে নিরর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ শেষ হইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে নিরর্তনমূলক আইন আটক ৪৫৩ জন সমাজবিরোধী ছাড়া পাইতেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ইহার ফলে দীর্ঘ সাতের বছর পর আইনটি উঠিয়া গেল।

মেঘালয় রাজ্য ও রাজধানী

আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সী লইয়া একটি নূতন স্বয়ং শাসিত রাজ্য গঠিত হইতেছে। এই রাজ্যের নাম মেঘালয় ও রাজধানী হইবে শিলং।

আসামের ৪ টি স্বশাসিত প্রতিনিধিদের বর্ত্তমান আসামে রাজ্যপালকেই নব গঠিত এই রাজ্যের ভার বহন করিতে হইবে।

কৃষিপণ্য সংগ্রহের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণ

আজার নগরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কয়েকটি অর্থনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে কৃষিপণ্য সংগ্রহের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণ অন্যতম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

স্পীকার সম্মেলন

রাজ্যের আইন সভাগুলির স্পীকারদের দুই-দিনের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গোয়াতে। লোক সভার অধ্যক্ষ শ্রী পি. এন. সীলম তাঁহার ভাষণে ছাত্র আইন সভার বিশ্বাস্যতার উপর প্রকাশ করিয়াছেন। যদি ঐ ধরণের ভাঙ্গ কার্যধারা ঘটিতে থাকে তবে এদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও সংসদীয় ব্যবস্থা গুরু হইবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

বেতন কমিশনের সুপারিশ

শ্রী কে. কে. হাজরার নেতৃত্বে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট বেতন কমিশন তাঁহাদের সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করিয়াছেন।

এই কমিশনে মোট ২৯ টি বেতন স্কেলের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে একজন চতুর্থশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর মোট প্রায় ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পাইবে প্রায় ৪০ টাকার মত। অশিক্ষানী মাসে স্কুল শিক্ষক ও অন্যান্য কে-সরকারী কর্মচারীর বেতন বিষয়ে কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন।

—•—

বিশ্ব সংবাদ

পাকিস্তানের শত্রু-সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবী

সি. টি. আইয়ের খবরে প্রকাশ যে জাতীয় আওয়ামী দলের (ভাসানী) সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আমেদ ও সাধারণ সম্পাদক ইয়ার আলতাফ হোসেন ও কৃষক ফ্রন্টের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা এক বিবৃতিতে পাকিস্তানে শত্রু-সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবী জানিয়েছেন।

ঢাকার বাঙলা দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ বিবৃতিতে ভাসখন্দ চুক্তি চালু করে ভারতী অবস্থা প্রত্যাবর্তনের পক্ষে আইনের অযৌক্তিকতার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই যে আইনটি প্রধানতঃ ভারতের বিরুদ্ধেই প্রণীত হয়েছিল।

—•—

পাকিস্তানকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণার দাবী

ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়েছে যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির এক সম্মেলনে পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণার দাবী করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের জন্যে সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগের গ্যারাণ্টি এবং শত্রু-সম্পত্তি আইন প্রত্যাহারের দাবী করা হয়েছে। রবিশালের টাউন হলের নাম "মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত টাউন হল" নাম পাল্টে যে "আবুহাসান টাউন হল" রাখা হয়েছে, সম্মেলনে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান হয়েছে।

—•—

উপগ্রহ যোগাযোগে পাকিস্তানের প্রয়াস

ইউ. এন. আইয়ের খবরে প্রকাশ যে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে "আটলাইট গ্রাউণ্ড ষ্টেশনের" ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

ভারতের সামরিক তথ্য পাকিস্তানে পাচার

আনন্দ বাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ যে এক পাকিস্তানীর সুন্দরী স্ত্রী ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসারদের সহায়তায় এবং অন্যান্য গুপ্তচরদের মাধ্যমে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ও টীন মাইক্রো-ফিল্ম ছবি, চলচ্চিত্র আয়ুধপুর, হালুয়ানের এবং অন্যান্য সামরিক বিমান ঘাটীর ছবি ও তথ্যাদি পাচার হয়েছে।

পুরুলিয়া হোমিও মেডিক্যাল একাডেমি ও হসপিট্যাল

নূতন বর্ষে ছাত্র ভর্ত্তি চলিতেছে। নিম্নোক্ত ঠিকানায়—যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—
পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক
মেডিক্যাল একাডেমী
মেন রোড পুরুলিয়া
পোঃ পুরুলিয়া।

Wanted

A temporary science teacher competent to teach Physics in higher classes. Preference will be given to Hons. graduates or M. Sc. Apply sharp.

Sukumar Mukherjee
Secretary
Santamoyee Girl's High School
Purulia.

Wanted

"An M. A. (Preferably in English) B. T. having five years teaching experience for the post of Headmaster, R. B. B. High School (Govt. aided) P. O. Garhjaipur Dt. Purulia.
Apply to the Secretary within 20. 1. 70."

Advertisement

Wanted one lady graduate teacher for Lalimati Girls' School, Balarampur, P. O.—Rangadih, Dist-Purulia on a deputation vacancy (4 months only). Interview on 8. 1. 70. at 1 P. M. in the school-office.

Secretary
Lalimati Girls' School,
Balarampur

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বর্গীদার ভূমি সংস্কার সার্কেলের অন্তর্গত ১৯ নং হালকার তপশীলদার শ্রীপশুপতি দাস এর হেফাজত হইতে একটি D. C. R. (Duplicate Carbon Receipt) রসিদ বহি নং ৪১৫২৪৯ তহশীল কাছারী হইতে আসিবার সময় তাং ১২।১২।৬৯ রাস্তায় খোওয়া গিয়াছে। এই রসিদ বই এবং পাতা নং ১ হইতে ১৯ নং পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হইয়াছে বাকী ২০ হইতে ২৫ নং পাতা ব্যবহার করা হয় নাই। যদি কেহ উক্ত বহি পাইয়া থাকেন তবে তাহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি যদি উক্ত বহি বাঘমুণ্ডি থানায় কিংবা জে, এল, আরও বরাবাজার বা সার্কেল ইন্সপেক্টার বলরামপুর তহশীল অফিসে সত্বর জানাবেন। রসিদ বহির নং ৪১৫২৪৯ এর ২০ নং হইতে ২৫ নং পাতাগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইল।

হীরক ঘোষ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
পুরুলিয়া

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া জেলার রেজিষ্ট্রেশন কর্মীদের গণ-অবস্থান—

" পশ্চিমবঙ্গ রেজিষ্ট্রেশন এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন রাজ্য কমিটীর নির্দ্দেশে, বিভাগীয় ছাঁটাই, কর্ম্মচারীদের পুনর্বহাল, সমস্ত রকম অনিয়োগ বন্ধ ও অস্থায় ভাবে বদলীর সুযোগ সুবিধাদানের দাবিতে, পুরুলিয়া জেলা শাখার অংশরত্বা ও উদ্যোগে সমস্ত রেজিষ্ট্রেশন অফিসের সমুখে ২৯।১২।৬৯ তারিখ বৈকাল ৪ টা থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য গণ অবস্থান ধর্মঘট দিবস পালন করা হয়। সমস্ত অফিসের সমুখে সভা, মিছিল, দোষ্টারিং-সহ গণ-অবস্থান দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মানবীয় জেলাশীল মহাশয় সহ জেলার সরকারী বিভাগের প্রায় প্রতিটি সমিতি তথা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটীকে আন্দোলন জন-সাহায্যের দাবী আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সাংত্রিই সংবলে নিজই বিষয়টি আবেদন জানাব হইয়াছে। কর্মীরা এই নিরাকরণ নীতিও বিশেষ আগ্রহ, উদ্দীপনা ও সচিষ্ণুতার সহিত নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষায় রাখিয়া শান্তিপূর্ণ গণ-অবস্থান ধর্মঘট দিবস উদ্যাপিত করেন।

রেজিষ্ট্রেশন বন্ধুরের কর্ম্মচারীদের মূল অভিযোগ ও দাবী হোল—

১) বহু এন্ট্রী-মোহুরার এখনও তালিকাভুক্ত হন নি —ফলে তাঁদের পদোন্নতি হচ্ছে না। সুতরাং তাঁদেরও ভিত্তিতে তালিকা-ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) অবসর গ্রহণকারী কর্ম্মচারীদের এয়াটেনমন দেবার ব্যবস্থা বন্ধ হোক;

৩) পীস-রেট প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হোক;

৪) একই কাজ করা সত্বেও কণ্টিই ও মোহুরারদের এক, ডি, ক্লার্ক বলে ঘোষণা করা হচ্ছে না;

৫) কাজের চাপ বৃদ্ধি সত্ত্বেও তিনটি পদ খালি রাখা হয়েছে—অবিলম্বে ঐ পদগুলি পূর্ণ করতে হবে।

আদ্রায় রেলওয়ে

টেরিটোরিয়াল আর্ম্মীর বিশেষ অনুষ্ঠান

গত ১৯ই ডিসেম্বর আদ্রায় ১০৩২ রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার্স গ্রুপ (টেরিটোরিয়াল আর্ম্মী)-এর ১৯৬২-৭০ সালে প্রথম বার্ষিক টেনিং ক্যাম্প উপলক্ষ্যে আড়ম্বরপূর্ণ সুসজ্জা ও খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্ব রেলপথের চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ, ডে, সাইমোন বর্ণাঢ্য মার্চ্চ পাষ্টে অভিবাদন গ্রহণ করেন। খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরও তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। রেলওয়ের বহু বিশিষ্ট অফিসার ও কর্ম্মচারী এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৯৬৮-৭০ সাল আদ্রার বর্ত্তমান টেরিটোরিয়াল আর্ম্মী ইউনিট গত ৬ বৎসরের মধ্যে চতুর্থবার উহার কম্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল আর্ম্মী ব্যানার অধলাভ করেন।

For Perfect Repairs of
TYPEWRITERS
Please Contact :
Mechanical Deptr. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Purulia
(Advocate Shri Karuna Babu's Lane)

পুরুলিয়া মেলার

কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পুরাতন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে পুরুলিয়া মেলার অনুষ্ঠান হবে সেই সম্পর্কে নিম্নলিখিত সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে :—

১। শ্রীপার্থ সারথী চৌধুরী, আই-এ-এস, জেপুটি কমিশনার —চেয়ারম্যান।

২। শ্রীআর মুখার্জ্জী এস-ডি-ও (২ নং)—সম্পাদক

৩। ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, কার্য্যকরী সভাপতি, এম-এস-এ যুগ্ম সম্পাদক

৪। শ্রীমকর চন্দ্র ঘোষ

৫। শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক এম-এস-এ

৬। শ্রীঅমলেন্দু মাইতি এস-ডি-ও (১ নং)

৭। শ্রীজে মুখার্জী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জীনীয়ার (সি-ডব্লিউ-ডি)

কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের যুক্ত কনভেনশান

আগামী ১২ই জানুয়ারী রবিবার স্থানীয় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের অঙ্গনীতে হলে পুরুলিয়া জেলার কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্ম্মীদের এক "যুক্ত কনভেনশান" অনুষ্ঠিত হবে।

এই কনভেনশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হোল—

(১) যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত অষ্টম শ্রেনী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা সম্পর্কে;

(২) জেলার সর্ব্ব স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্ম্মীদের বিশেষ সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ জন্মোৎসব

আগামী ১৯ই জানুয়ারী (২৯শে পৌষ) বুধবার কেশর-গড় আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উৎসব উদ্যাপিত হবে।

বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠান

আগামী ১০ই জানুয়ারী চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের সাহায্য-কল্পে পুরাতন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ড প্রাঙ্গনে এক বিচিত্রা-নুষ্ঠান হবে। শ্রীহেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীগণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

সমবায় মন্ত্রীর পুরুলিয়া সফর

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভৌমিক গত ৩১া জানুয়ারী সাবকিট হাউসে স্থানীয় যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এবং বিভাগীয় অফিসারদের সঙ্গে এক যুক্ত বৈঠকে সমবায় ঋণ আদায় সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যাবলী আলোচনা করেন।

এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রীর সফর সূচী

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায় আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে দুই দিবস ব্যাপী সফর কল্পে পুরুলিয়া আসছেন। তিনি পুরুলিয়ায় এক জন-সভায় ভাষণ দেবেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্মেলন

সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের পুরুলিয়া জেলা শাখার দ্বিদিন ব্যাপী সম্মেলন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সূত্রে স্থানীয় পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে এক জনসভায় শ্রীনলিনী গুহ সভাপতিত্ব করেন এবং কৃষীর ও ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ, আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীভক্তি ভূষন মণ্ডল, ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীঅনিরুদ্ধ মণ্ডল প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

আগামী সংখ্যায় জনসভার বিবরণ প্রকাশিত হবে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

ডি, পি, এজেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

জয়পুর থানার গড়জঙ্গীপুর গ্রামের শ্রীমধুসূদন দত্ত এবং শ্রীমদন মোহন দত্ত অভিযোগ করেছেন—

আমরা এবং এই অঞ্চলের বহু চাষী জয়পুরের ডি, পি, এজেন্ট শ্রীসুধন চন্দ্র ভাণ্ডারীকে ধান বিক্রয় করেছি কিন্তু তাঁহাকে তিনি কোনও রসিদ দিচ্ছেন না। বহু পীড়ন পীড়ি করার ও কুইন্টাল ধান ওযিন্ন ৪০টি পাকা রসীদ দিয়েছেন—কিন্তু কাঁচা রসীদে ও কুইন্টাল ৬৪ কেজি ৫০০ গ্রামের হিসাব দিয়ে সেই মত টাকা দিয়েছেন। প্রতি কুইন্টালে তিনি কিন্ন চাল কেজি করে বাদ দিচ্ছেন আর ফাইন ও মিহি ধানকেও মাঝারী বলে অবহ-হক্তি ভাবী করে সেই মত দাম দিচ্ছেন। ফল চাষীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিস্থার ধান নিয়ে গেলেও তিনি বলেন যে অনাদ্রিয়ার ধান; সুতরাং তিনি বাচা কাটেন। বিশেষ প্রতিবাদ করলে ডি, পি, এজেণ্ট বলেন আমি ধান কিনবো না—তোমরা পুরুলিয়া বা ঝালদায় বিক্রী করো। কিন্তু ঝালদায় ধান নিয়ে গিয়ে বিক্রীর চেষ্টা করলে ডি, পি, এজেণ্টের প্ররোচনায় পুলিশ বাধা দিচ্ছে যে থানার বাইরে ধান নিয়ে যেতে পারবে না। ফলে লোকসান করেও জয়পুরের 'ড. পি. এজেন্টে। কাছে চাষীরা ধান বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে।

সুতরাং চাষীরা মতে ক্ষতিগ্রস্ত ও হায়রান না হয় তার জন্য অবিলম্বে তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমরা বিশেষ অনুরোধ জানাই।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

—মুক্তি সম্পাদক

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

করতে নতুন বিষয় অবগত করিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দেন। তাঁরা বলেন—আইন অনুযায়ী যদি কারখানা খোলানোই নিয়ম হয় তবে শ্রমমন্ত্রী সেই নিয়মই প্রয়োগ করুন; আর তা যদি না হয় এবং মালিক পক্ষ যদি আইন অনুযায়ী নব ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারখানা বন্ধ করে থাকেন—তবে অস্থায় অবস্থান ধর্ম্মঘট ও অবাঞ্ছিত বিক্ষোভ বন্ধ করে মালিক পক্ষের আজ্ঞাবিক শৌর্যবাহা ও ভায়সঙ্গত নিয়মপত্তার ব্যবস্থা করুন। ফলে শ্রমমন্ত্রী গতকাল ১৯শে ডিসেম্বর এবং পরে ২৯শে ডিসেম্বর বিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে মালিক পক্ষ ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের বিভোধ মীমাংসা কল্পে মহাকরণে আহ্বান করেন। গত ২৯শে ডিসেম্বরের আলোচনাকালে শ্রমমন্ত্রী শ্রী ঘোষ এবং সরকারের মন্ত্রী শ্রীবৃক্ষভূষণ ভাদগুপ্ত উপস্থিত থাকেন। এই ত্রিপাক্ষিক আলোচনাকালে শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীবুদ্ধদেব দত্ত ও শ্রীহরেন কুমার, মালিক পক্ষে শ্রীবি, পি, সাহা এবং সরকার পক্ষ শ্রীএচ ঘোষ জয়েন্ট লেবার কমিশনার উপস্থিত থাকেন এবং ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপাক্ষিক আলোচনাকালে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। শ্রমমন্ত্রীর ব্যবস্থার বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে অতিপূরণ, বেতন ও বিশেষ ভাতা বাবদ এক এক জনকে ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হন। নিম্নলিখিত মর্ম্মে চুক্তি হয়—

১। চাবি বিড়ি কারখানা বন্ধ করার দরুণ ছাঁটাই শ্রমিকদের নোটিশ পে, ছাঁটাই এর দরুণ ক্ষতিপূরণ ও বাড়তি অর্থ নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী মা মালিক পক্ষ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন সেটাই ইউনিয়ন ও শ্রমিকগণ বিবেচনের চূড়ান্ত মীমাংসা রূপে গ্রহণ করছে।

২। উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ যথারীতি বন্ডীদ গ্রহণ করে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই সকল শ্রমিককে প্রদান করা হবে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রমিক চাকা নিয়েছিল তাদেরও চুক্তি অনুযায়ী বাড়তি অর্থ প্রদান করা হবে।

৩। ভবিষ্যতে আবার কখনও যদি বিড়ি কারখানাটি চালু করা হয় তবে শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে ছাঁটাই শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যে সকল শ্রমিককে ৯০০ টাকা হারে বেতন, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা ৫০; যথা—

অর্জ্জুন বাউরী (তুচক পাড়া), অর্জ্জুন বাউরী (তেতকল পাড়া), সেখ অর্জ্জুন, আশাউল্লিন, বাদল বাউরী, বনমালী পাতর, বিশ্বনাথ, তীর্থ বাউরী, লুবু বাউরী, বিশু বাউরী, বিশ্বনাথ বাউরী, বিলাস বাউরী, ভৈরব বাউরী, ভুতুক্ষ বাউরী, ধরণী দাস, গৌর বাউরী, (বেনী রোড); গঙ্গাধর সহিস, গোবিন্দ বাউরী, হরেন হাঁসদা, হরিপদ বাউরী, হারাধন দাস, বুলা দাস, কল্প দাস, কালাচাঁদ বাউরী, কালিপদ দাস, মাধব রাজোয়াড়, কালিপদ বাউরী (পোকাবাঁধ পাড়া), মাধব রাজোয়াড়, মতিলাল দোসাদ; মঙ্গল বাউরী, নরেশ বাউরী, নরেন বাউরী, নন্দ বাউরী, নকুল বাউরী, পুর মহম্মদ, পূর্ণ বাউরী, রঙ্কিত সাউ, রূপচাঁদ বাউরী, সুকাদেও মাহাতী, সুচাঁদ বাউরী, সুকদেও রাজোয়াড়, শিবপ্রসাদ চৌধুরী, শিশির চৌধুরী, সনাতন বাউরী, সাধু বাউরী।

যাদের মাথাপিছু ৮০০ হারে দেওয়া হয়েছে-তাদের সংখ্যা—৭ জন, যথা—

দুলাল দাস, দেবুদাস বাউরী, দ্বিজপদ বাউরী, কালো বাউরী, গৌর বাউরী, (পোকাবাঁধ পাড়া), নিবারণ বাউরী, ঋষি বাউরী।

গান্ধীজীর পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী চলছে

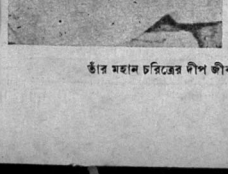

তাঁর মহান চরিত্রের দীপ জীবনে জীবনে শক্তির আলো জেলে দিক

- আমরা যেন তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।
- আমরা যেন তাঁর মহান বাণীসমূহ মনন করি
- আমরা যেন তাঁর আদর্শময় জীবন আমাদের জীবনে অনুসরণ করতে চেষ্টা করি
- আমরা যেন তাঁর জীবন আদর্শকে জাতির পাথেয়রূপে বরণ করি

১ম পৃষ্ঠার পর

জেলায় খাদ্য সংকট

"আমি যুক্তফ্রন্টের খাদ্য কমিটির বৈঠকে ক'দিন আগেই খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা সূত্রে বিশেষ-ভাবে জেলার এই সংকটের কথা বলেছি। বিভিন্ন মহকুমে বলেছি—আমনি এখনই বিপত্তরের সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

শ্রেয় রিলিফ-ব্যবস্থা চাই

"যদি শীঘ্র যাতে বিভিন্ন ধরণের রিলিফ ব্যবস্থা এই জেলার জন্য হয়—তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

"চাষিদিক থেকে অভিযোগ আসছে—জেলার থেকে বহু ধান চাল বাইরে যাচ্ছে—সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে। লোকে বলছেন—এর ফলে জেলার ভাণ্ডার শূন্য হবে—বাজারের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। তবে সরকার বলছেন—ধান চাল ওপার থেকে এলেও,—পুরুলিয়া জেলায় চাহিদা মত আমরা যোগান দিতে থাকবো।

"সরকারী ধান সংগ্রহ আরো দ্রুত জানজাবে যাতে হয়—তার জন্য সরকার আরো ডি, পি, এজেন্ট করার ব্যবস্থা থাকলে—এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবেন বলে আমাদের বলেছেন। চেঁকি ছাঁটাই চাল কেনা বন্ধ হয়েছিল। আমাদের অনুরোধে সরকার আবার তা' চালু করেছেন।"

"জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্যের বাজার বিষয়ে যার যা অভিমত আছে—এ সময়ে আমাদের জানালে বাঞ্ছিত হবো।"

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

Wanted

For Satyabhama Vidyapith Jhalda,
i) One M. Sc, II Class in Chemistry.
ii) One B. Com.

To appear for an interview with application & testimonials and Mark-sheets before the Administrator, (District Inspector of Schools, Purulia) on 15. 1. 70, at 1 P. M.

মুক্তির মূল্য সম্পর্কে

মুক্তির বার্ষিক মূল্য হে৬, ছিল—তাই রইল। কাগজ ও ছাপার আকার এবং আগের আকারের তুলনায় পাতা ও তার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা দাম বাড়াচ্ছি না—তবে তাক খরচ যা আগে আমরা নিচ্ছিলাম না—সেটার জন্য এবারে বার্ষিক ১৫ টাকা নেওয়া হবে—স্থির হল। মুক্তির খুচরো বিক্রিতে প্রতি সংখ্যা ১৩ পয়সা। ১৩ পয়সা লেনদেনে অসুবিধেও ঘটে। বহু ক্রেতা ১২ পয়সা দিয়ে থাকেন। আমরা সেজন্য ১৫ পয়সা করছি। এতে আমাদের খরচ ওঠার দিক থেকে সাশ্রয় তেমন কিছুই না হলেও, যে লোকসানটা হচ্ছিল তা হবে না। আশা করি দামের এই হেরফেরের জন্য মুক্তির গ্রাহকরা কিছু মনে করবেন না।

—মুক্তি সম্পাদক

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

চালীবিড়ি কারখানার শ্রমিক-বিরোধ মীমাংসা

বিরোধ মীমাংসায় শ্রমমন্ত্রী ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর প্রচেষ্টা

পুরুলিয়ার চালী বিড়ি কারখানা গত বন্ধ করে দেওয়া উপলক্ষ্যে প্রায় মাসাধিক কাল যে শ্রমিক-মালিক বিরোধ চলছিল—সেব পর্যন্ত তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে। এই বিড়ি কারখানার মালিকার শ্রীজগবন্ধুনারায়ণ বিশ্বনাথ পুরুলিয়া কারখানাটি শ্রম কমিশনারকে যথাযথি জানিয়ে দেওয়ার পর ২১।১০।৬১ বন্ধ করে দেওয়ার নোটীশ দেন এবং ৫৭ জন শ্রমিককে তাদের এক মাসের মজুরী ও আইনানুগ হারে অন্যান্য পুরস্কার টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বিড়ি কারিগর ইউনিয়ন শ্রমিকের ঐ টাকা নিতে নিষেধ করায় মাত্র ৬৪ জন শ্রমিক টাকা গ্রহণ করেন বাকী সবাই অস্বীকার করেন। ইউনিয়ন দাবী করেন যে মালিক অন্যায়ভাবে কারখানা বন্ধ করেছেন—কারখানা যে কোনও মূল্যেই হোক খুলতে হবে। এই বিরোধকে সুষ্ঠু করে ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রদর্শন করতে থাকেন এবং শেষকালে শত ভূমিকা সত্ত্বেও মালিকের বসত বাটীর বারান্দার চলিশ ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন।

এই অবস্থান ধর্মঘটের ফলে শ্রীজগবন্ধুনারায়ণ মহাশয়ের মন্ত্রী ও বসত বাটীর দরজা বন্ধ রাখতে বাধ্য—কারণ মালিক পক্ষ আশঙ্কা করেন দরজা খোলা থাকলে বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা তাঁর ঘর চড়াও করতে পারে এবং ঘরের মধ্যে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করতে পারে। এইভাবে একজন বন্দী দশায় মালিক পক্ষ অবস্থান করেন এবং শ্রমিকগণও অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। শ্রমিকদের এই ব্যাপারে জেলেরার করার উদ্দেশ্যে সংগ্রামী আন্দোলন কমিটিও সমর্থন জানান করেন এবং কারখানা খোলাবার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিকে দুর্গাপুরের সরকারী লেবার কমিশনার এই বিরোধের মীমাংসার জন্য দুইদিন ব্যাপী ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করেন কিন্তু কোনও ফল হয় নি।

মালিক পক্ষ ব্যবহার বিরোধের মীমাংসার জন্য লোক সেবক সংঘের সভির শ্রীমকুল চন্দ্র ঘোষ এবং পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের নিকট আসেন—তাঁরা শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণকুমার ঘোষকে এবং স্থানীয় শ্রীনাথ (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

পূর্ব বুনিয়াদী বিভাগ হইতে উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগ (নার্সারী হইতে অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত সম্মিলনমূলক বিদ্যা বিভাগের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন শিল্প কলা ও শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা বেসরকারী রূপে বিদ্যমান। আবাসিক বিভাগের জন্য ভোজন খরচ মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা মাত্র। ১লা জানুয়ারী হইতে ভর্তি আরম্ভ করা হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সম্পাদক
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ—মাঝিহিড়া, (পুরুলিয়া)

শিক্ষয়িত্রী চাই

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগের জন্য একজন শুক্লমা শিক্ষয়িত্রী প্রাপ্তা ও একজন নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। অবিলম্বে নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সম্পাদক, জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ—মাঝিহিড়া, (পুরুলিয়া)

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩

জানুয়ারী সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্তি চলিতেছে :

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফি এ. এস. এম. কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতি নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাধাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE ইলেকট্রিক পাম্পিং সেট

এসি ৪৪০ ভোল্ট, ৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন
(মিনিটে ১৪৪০ পাক) মোটরযুক্ত

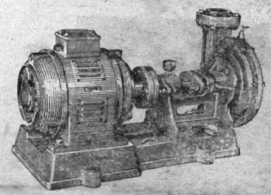

এত চের ডালোভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। বোতাম টিপে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়।

ওসরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিশন রো
কলিকাতা
দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

ইতিহিত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত

মুক্তি

৩১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা | সোমবার, ১২ই জানুয়ারী '৭০ ২৭শে পৌষ, ১৩৭৬ | বার্ষিক—৬., সডাক—৭. নগদ—১৫ পয়সা



অহিংসা কাপুরুষের জন্য নয়!
—গান্ধীজী

সারা পুরুলিয়া জেলায় গুরুতর খাদ্য সংকটের ছায়া

এখন থেকেই টি, আর; জি, আরের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য সরকারকে আহ্বান

জেলায় ৪০ ভাগও ধান হয়নি : কোথাও কোথাও ২০ ভাগ : আর দুদিন পরেই হাহাকার দেখা দেবে

জেলার এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের সমস্ত নেতৃবর্গকে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়েরা একে একে এই জেলায় আসছেন। তাঁরাও জেলার এই নিদারুণ সঙ্কটের অবস্থা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। যুক্তফ্রন্টের পুরুলিয়া জেলার পার্টিগুলিও নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার তথা নিজেদের পার্টি প্রধানদের কাছে জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে কোন্ পার্টি কি চেষ্টা করেছেন তার বিবরণ মুক্তি অফিসে পাঠাতে অনুরোধ করি। তাঁদের প্রত্যেক কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ আমরা মুক্তিতে প্রকাশ করব।

এই জেলা অত্যন্ত দরিদ্র ; নিত্য সংকটের মুখে এর বাস, সেজন্য ফ্রন্টের আশ্বাস

শুধু সারা পশ্চিম বাংলার কেন—বোধ হয় সারা ভারতে এহেন দরিদ্র, এহেন অসহায় কাল ধরে উপেক্ষিত কোনো জেলা নেই। সেজন্য যুক্তফ্রন্ট ৩২ দফা কর্মতালিকার মধ্যে আর্থিক জীবনে অনগ্রসর পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যুক্তফ্রন্টের নানা আর্থিক সমস্যার মধ্যে পুরুলিয়ায় অর্থ নৈতিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষ কিছুই করা হয় নি—তবে একটা সততাপূর্ণ আগ্রহ এবং চেষ্টা বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। তাই আমাদের আশা, দশরীয় নানা অসুবিধের মধ্যেও এই জেলার ভয়াবহ জীবনের কথা মনে ক'রে যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁরা ব্যাপক পূর্ণ উদ্যোগে এই জেলার জন্য কতকগুলি কার্যকরী পরিকল্পনার আয়োজন গড়ে তুলুন। এ সম্পর্কে কয়েকজনের কাছেই আমরা আশ্বাস পেয়েছি—

মন্ত্রীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা—

১) সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যতই টাকার টানাটানি থাক, অবিলম্বে কতকগুলি সেচ-প্রকল্প পুরুলিয়ার জন্য গ্রহণ করছেন। এ সম্পর্কে আমাদেরও পরামর্শ চেয়েছিলেন আমরা পরামর্শ দিয়েছি। কাজ আরম্ভও হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন—সেচ প্রকল্প বর্ষাতালিকায় পুরুলিয়া জেলার জন্য আমি সবচেয়ে বেশী টাকা খরচ করব।

২) কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ বলেছেন পুরুলিয়া জেলার জন্য একটি "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট" উনি শীঘ্রই করছেন। এবং এই জেলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পগুলির প্রচার এবং এই দরিদ্র জেলার জন্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে প্রসার ব্যবস্থার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত—এই আশ্বাস দিয়েছেন।

৩) ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন এই জেলা অত্যন্ত দরিদ্র এবং অনুর্বর ভূমি-সম্পন্ন ব'লে এই জেলার সাধারণ চাষীকে আর্থিক সুবিধা দেবার জন্য ভূমিরাজস্ব কর ব্যবস্থায় উনি এই জেলার ডাঙ্গা ও গোড়া জমিকে বাদ দেবেন এবং শীঘ্রই এ সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশ দান করবেন।

৪) কৃষিমন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য এই জেলা ঘুরে আমার সঙ্গে বিশেষ আলোচনায় বলেছেন—এই জেলার শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর মনে হয়েছে বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে (শালপ্রকৃতি সহ) এক কোটি টাকার ব্যবস্থার সঙ্গে উপযুক্ত উন্নত কৃষি ব্যবস্থার জন্য তিনি সবিশেষ আগ্রহান্বিত। তিনি তাঁর বিভাগ থেকে সাধ্যমত ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হচ্ছেন এবং আমাকেও বিষয়ে চেষ্টায় যুক্ত হ'তে অনুরোধ করেন।

৫) পূর্তমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী পুরুলিয়া জেলার অনুন্নত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে উন্নত হ'য়ে আর্থিক সুযোগের পথ উন্মুক্ত হয় এবং বিহার অঞ্চল বাঁর দিয়ে যাতে বাঙ্গোভান প্রকৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সারা জেলার সংযোগ পথ হয়—তার জন্য অনেকগুলি নূতন পথ-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শ চেয়েছিলেন—এবং বৈঠকে আহ্বান করেছিলেন—আমরা তাঁকে পরিকল্পনা ও পরামর্শ দিয়েছিলাম। এই জেলার জন্য প্রায় ১৮০ লক্ষ টাকার কাজ গৃহীত হয়েছে।

৬) শিল্প মন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া বলেছেন—গ্রাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিয় কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে পার্ক প্রভৃতি দেওয়া হচ্ছে—পুরুলিয়ার জন্য যে সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়েছে—তার চেয়েও বেশী পুরুলিয়ার জন্য দরকার হ'লেও তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। অনুন্নত পুরুলিয়ার উন্নতি জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত। পুরুলিয়ায় সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী করার জন্য আমাদের দাবীর প্রতিশ্রুতি ভূষণ দাসগুপ্ত ও আমাদের সঙ্গে বারবার বৈঠকে বসেছেন এবং কার্যকরী ব্যবস্থার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

৭) আগের সমবায় মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী পুরুলিয়ার বিশেষ আর্থিক উন্নয়নের জন্য "ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক" বিষয়ে আমাদের জরুরী অনুরোধ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ ক'রে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে যান। এবং পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শোচনীয় পরিস্থিতি সত্ত্বেও এবং সমবায় বিভাগের অবিশ্বাসীদের বিশেষ পরামর্শ সত্ত্বে "ব্যাঙ্কিং লিসেন্স" না দেবার জন্য আমাদের অনুরোধ গ্রহণ ক'রে,—ব্যাঙ্কটির দুর্দ্দিনে বিশেষ সহায়তা দেন ও এই জেলার সমবায় ব্যবস্থাকে দ্রুত উন্নত করবার জন্য আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। বর্তমান সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক আমাদের জেলার সমবায় বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক আগ্রহ দেখে আমরা এ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার আশা রাখছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সম্পাদকীয়—

অগ্রগতি ও অধিকার : অধিকার ও অগ্রাধিকার

আমরা অগ্রগতির পথে চলেছি। বিশ্বজগৎ পর্যায়ে পর্যায়ে বিস্ময়কর অগ্রগতির অবদানে ইতিহাস সমৃদ্ধ করে এগিয়ে চলেছে; এবং অগ্রগতির নব নব উন্মাদ ধারণা, পরিকল্পনা ও স্বপ্ন বিশ্ব মানবের সামনে তুলে ধরছে। আমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মত দেশ সমূহ—যারা বৈষয়িক জীবনে অনগ্রসর, তারাও আজ বহু সমাজ বন্ধন, বহু বৈষম্যের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রগতির দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

এই অগ্রগতির ধারণার মধ্যে অধিকার-বোধ একটি বড় অঙ্গ। মানব জীবনে আমরা প্রত্যেকে সমভাবে বিশ্বের বৈষয়িক সম্পদ ও সুযোগের অধিকারী। যাঁরা বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত নিরুপায় তারা আজ দেশে দেশে দিকে দিকে তাদের ন্যায়সঙ্গত মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য যাত্রা শুরু করেছে এবং করছে। কেউ ধীরে ধীরে—কেউ দ্রুত বেগে,—কেউ ধৈর্যের মধ্যে গভীর প্রচেষ্টার সঙ্গে, কেউ প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আলোড়ন ও বিপ্লবাত্মকের সঙ্গে। বঞ্চিত হ'য়ে মানুষ আজ থাকবে না—তাদের ন্যায্য অধিকার আজ চাই।

এই দাবী সত্যই খুবই সঙ্গত, তবে এই দাবী অর্জন করতে হ'লে কার্যধারা কি হবে—সেই নিয়েই আজ মনে মনে গভীর পার্থক্য। আজ আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত রকম অধিকারের লড়াইএ পরিষ্কার ভাবে ধারণা করে নিতে হবে যে, আমাদের অধিকারকে সার্থক ভাবে অর্জন করতে গেলে আমাদের কার্যধারা কী হবে—সেই লক্ষ্যে আমাদের সার্থক উপায় সমূহ কী হবে।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট অগ্রগতির মোড় এসে গেছে দিয়েছে—সে হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট শাসন। এই শাসন এই কয় সময়ের মধ্যে আর বিশেষ কিছু দিকে পাকুক আর নাই পাকুক—আমাদের সাধারণ মানুষকে এই ধারণার উদ্বুদ্ধ করেছে যে, এই সরকার আমাদের সরকার, আমাদের সকলের তার সঙ্গত অধিকারের দাবীকে আঘাত হেনে ফেরাবার দিন গেছে—এই সরকার আমাদের দাবীকে সম্মান দেবে, সহানুভূতির সঙ্গে দেখবে,—সাধ্যমত তা পূরণ করবে; বিভিন্ন জন-গোষ্ঠী নিজ নিজ দাবী নিয়ে যদি কায়েমীস্বার্থের মেতে ওঠে, এমন কি বাড়াবাড়িও করে ফেলে, তাহলেও সরকার যেন মৃদু হেসে তাদের—এদের সুদীর্ঘ কালের বঞ্চিত জীবনের দুঃখ, ক্ষোভ, অসম্মানের বেদনা আজ মুক্তির পথ পেয়েছে—সমবেদনা পেয়েছে—তাই একটু বেসামাল হয়ে পড়ছে—সময়ে ঠিক হয়ে যাবে।

একটা নিরন্তর অবরোধের অন্ধকার থেকে সহসা মুক্তির আনন্দে এত বেসামাল হবে—বাড়াবাড়ি করে সম্ভাবনা। এবং সময়ে সামলে যাবে, এও ঠিক কথা। কিন্তু দূরচিন্তা রাজনীতির ধারা অগ্রগতির ধারা গুলিকে শুদ্ধ সাংগঠনিক বন্ধনে এগিয়ে নেবার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এগিয়ে—তাঁদের আশু পরিচালনার উদ্ভূত অধিকারের সাধ্যায় বিশৃঙ্খলার রূপ নেবে—তা কখনই সহ্য করবেন না, কখনই তাঁরা তাকে শ্রেণীগত প্রশ্নের চক্ষে দেখবেন না। তারা মনে করবেন এই ধারা তাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয়ে মালিন্য ঘটাচ্ছে—এর ধারা অধিকার-সংগ্রামে রত জনগণের ক্ষতি হচ্ছে। আজ আমরা সারা বাংলার বিভিন্ন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকারের দাবী সমূহের প্রতি অন্তরের সমর্থন জানিয়েও আমরা আশা করব—এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে যে সমস্ত দুঃখজনক বিশৃঙ্খলা, বিরোধ বিচার ঘটছে—তার অবসান হ'বে এবং এর গতি সার্থক ও দ্রুত অগ্রগতির সম্ভাবনাকে নিয়ে আসবে।

সারা বাংলার দিকে দিকে আজ শিক্ষক সমাজ, শ্রমিক সমাজ, কর্মচারী সমাজ আপন আপন দাবী নিয়ে বাংলার আকাশ আলোড়িত করেছেন। তাঁদের বাঁচবার দাবী অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত। তাঁরা দেশকে কাজ দিচ্ছেন—দেশকেও অন্ন তাঁদের এবং তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের উপযুক্ত ভরণ পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনের আনন্দের উপকরণ নিশ্চয়ই দিতে হবে। তাদের দাবী করবার আছে। কিন্তু এই দাবীর মধ্যে সব বড় একটি কথা দেখা দিচ্ছে। তা এই যে, একটা দেশে সমগ্র উন্নয়নের, সমগ্র উন্নতি ব্যবস্থা, সমগ্র অগ্রগতির ওপরই সমাজের বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হ'তে পারে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের—বিশেষতঃ যা সমাজ জীবনের অপরিহার্য যোগানের দিক—সেই দিক গুলির অগ্রগতির ওপরই বিভিন্ন-জন-গোষ্ঠীর বা সকলের কল্যাণ, অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কোনো জন-গোষ্ঠী যদি বলেন—আমরা তা জানি না—আমাদের অধিকার আমরা চাই। শাসন যারা চালাচ্ছে তারা কি করছে—বা তারা কি করবে তা আমরা জানি না—আমাদের অধিকার আমরা এখনই চাই—এ হেন অবুঝ মানুষদের কথা আমরা এখন এই আলোচনার মধ্যে আনছি না। যাঁরা মনে করবেন—এই সরকার আমাদের নিজেদের সরকার—জনগণের সরকার;—এরা আমাদের দুঃখ বোঝে,—অধিকার বোঝে—এরা হাতে যা মহান সম্বল আছে—তাই দিয়ে এরা জাতির আর্থিক বুনিয়াদি গড়তে চেষ্টা করবে—এই বিচার সম্পন্ন সংগ্রামী মানুষদের কাছে আমাদের একটি বিশেষ নিবেদন করার আছে। তা হচ্ছে এই। এই সংগ্রামী মানুষেরা যদি দেখেন যে এই সরকারের হাতে যা সম্বল সম্বল আছে,—তা উপযুক্ত ভাবে বিনিয়োগ না ক'রে সরকার তাঁদের উপেক্ষা করছেন—তাহলে তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠী অধিকারের সংগ্রাম তাঁরা চালিয়ে যেতে পারেন—কিন্তু অবশ্য যদি তা না হয়—তার বিপরীত হয়—তাহলে তাঁদের বুঝতে হবে—এই সরকার তাঁদের সরকার এবং যে অপরিহার্য বিষয়গুলির সুদৃঢ় উন্নয়নের ভিত্তিতে সমগ্র কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারবে—তার প্রতি তাঁদের সকলের দৃষ্টি এবং আগ্রহ না থাকলে—এবং তার প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে, বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী সংগ্রামের ফলে সরকার এবং তার অর্থ-নৈতিক শক্তি দুর্বল হবে এবং তাঁদের নিজেদের দাবীর প্রতি বাধিত পালনে সরকার অসমর্থ হবে।

এখন বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে এই বিষয়-টির আলোচনা করি। শিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারী সকলেই আজ জীবন যাত্রার বিপন্ন হ'য়ে বাঁচবার জন্য আজ সঙ্গত বৃদ্ধির সংগ্রাম করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা কিছু কিছু সাফল্য লাভ করেছেন। ফলে সরকারের বিপন্ন তহবিলে আরো টান পড়ছে; এবং শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য যে কিছুগুলি সুষ্ঠু শাসন জীবনে সমৃদ্ধির পথগুলি উন্মোচিত হত—তার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে ও সরকার সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পিছিয়ে যাচ্ছে।

যে শিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারীরা জীবনযাত্রার অনিবার্য্য জিনিষপত্রের অনটন, দুর্মূল্যতা, অনিশ্চয়তা প্রভৃতির জন্য আজ আর্থিক সঙ্গতি বাড়াতে আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছেন—তাঁদের আজ নিশ্চয়ই একথা জানা উচিত যে জাতির অনিবার্য্য জিনিষপত্রের সরবরাহের পরিমাণই সমৃদ্ধির উনরই জাতির অগ্রগতি ও কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করছে। এই লক্ষ্যে যদি তাদের অগ্রগতি না হয়—তবে বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর একটিকে যেমন সঙ্গতি বৃদ্ধি হতে থাকবে—অন্য-দিকে তেমনি অনটন ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে আরো দ্রুত বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে। এই ভাবে এক বিপজ্জনক বিষ চক্রের আবর্তন চলতে থাকবে।

সেজন্য আজ পশ্চিম বাংলার সংগ্রামশীল মানুষ-দের উপলব্ধি করতে হবে যে, তাঁরা তাদের দাবীর প্রতি গভীর মহানুভূতি সম্পন্ন তারা তাঁদের দাবী অন্তরে আগ্রহ রেখেও, তাঁদের কাছে যে আবেদন করছেন—সে আবেদন অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। সেই আবেদন হচ্ছে জাতির উন্নয়নের পথে অগ্রাধিকারের আবেদন।

এই অগ্রাধিকারের দাবী হচ্ছে—উৎপাদনের অগ্রাধিকার। এবং জীবনের সর্বনিম্ন কোটি কোটি যে অভুক্তক্ষ দুর্গত মানুষ আছে—তার জন্য নিত্য ক্ষুধার অন্ন দেবার অগ্রাধিকার। আমাদের পশ্চিম বাংলার সমস্ত জল, সমস্ত জনগোষ্ঠীর আজ সমস্ত দৃষ্টি, সমস্ত কর্তৃত্ব, সমস্ত মহানুভূতি, একান্ত-ভাবে নিয়োগ করা দরকার এই অনিবার্য্য মহান অগ্রাধিকারের প্রতি। উৎপাদনের অগ্রাধিকারের মধ্যে শীর্ষ স্থান গ্রহণ করবে কৃষি, সেচ, পশু-পালন, শিল্প, সমবায় আর কুটির শিল্প। এবং সর্ব নিম্নের কোটি কোটি বঞ্চিত, অথোপার্জনে মানুষের অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকবে—দরিদ্র চাষী, ক্ষেতমজুর, দরিদ্র শ্রমিক, নিম্ন স্তরের কর্মচারী ও বিপন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের দল। এর জন্য আমাদের অন্ত চিন্তা পরিকল্পনা কর্মধারা সর্বাগ্রে জাতীয় অগ্রাধিকারকে ক্রম গ্রহণ করুক—এই কামনা।

———•———

বিশ্ব সংবাদ

ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে গান্ধীজীর প্রতিমূর্তি স্থাপন

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখার উদ্দেশ্যে পোর্ট অফ স্পেনে (ত্রিনিদাদ) তাঁর একখানি প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়। মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীএল. এন. রায় উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্দু, মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরা প্রার্থনা করেন।

সিংহলে ভারতের রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি কলম্বোয় উপস্থিত হলে সিংহলের গভর্ণর শ্রীসুব্র গোপালগুপ্তা তাঁর সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করেন।

তাঁরা উভয়ে দুই দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মের যুগান্ত-ব্যাপী বন্ধনকে আরও নিবিড় করার ওপর এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডাগুলি সেনানায়কের ঘোষণা

"ডেলী মিউজ" পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীডাগুলি সেনানায়ক বলেছেন যে পার্লামেন্টের পরবর্তী পাঁচ বছরের কার্যকাল শেষ হলে তিনি বর্তমান পদ থেকে সরে দাঁড়ানেন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর ৪০ বছরব্যাপী রাজনৈতিক জীবন শেষ করবেন।

আরব জগতে মিশর-সিরিয়া-লিবিয়া জোট—

লিবিয়া রাজ্যের রাজধানী ত্রিপলিতে আরব জগতের একটি ক্ষুদ্র শীর্ষ বৈঠকের অনুষ্ঠান হোল। সেখানে আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল নাসের, সুদানের প্রধান মন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জাফর মহম্মদ নুমেরি ও লিবিয়ান বিপ্লবী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মুমের কাজাফি একত্রে মিলিত হয়ে আরব সাধারণতন্ত্র, সিরিয়া ও সুদানের মধ্যে একটি সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করেন। ত্রিপলি বৈঠকে একে পরে বলা হয়েছে যে এই চুক্তি তিনটি দেশের পূর্ণ সংযুক্তির পথে বৃহৎ পদক্ষেপ এবং ইস্রাইলের বিরুদ্ধে সমরেতভাবে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে তিনটি দেশের বিপুল সম্পত্তি একত্র করার জন্য তিনজন নেতার মহান প্রয়াস।

চীন-মার্কিন রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের বৈঠক

মার্কিন সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ৮ই জানুয়ারী এক ঘোষণায় বলেছেন যে আগামী ২০শে জানুয়ারী ওয়ারশতে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে বৈঠক বসবে। এটি হবে ১৩৪তম বৈঠক।

গতকাল ওয়ারশতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীস্টোয়েনেল ও চীনা রাষ্ট্রদূত শ্রীলেইয়ের মধ্যে ৬ ঘণ্টার আলোচনায় আগামী বৈঠকের দিন স্থির হয়।

মার্কিন মুখপাত্র শ্রীরবার্ট মাকলসাক বলেন যে আলোচনার সময় আগামী বৈঠকের প্রস্তাবটি চীনের পক্ষ থেকেই তোলা হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এ বৈঠক সুদূরপ্রসারী হবে বলে আশা করা যায়।

ভারত সীমান্তে চীনের তৎপরতা

চুম্বি উপত্যকায়-ফারিঙ্গং এলাকায় চীনারা বিমানঘাঁটি নির্মাণ করেছে বলে জানা গেছে। ভারত-তিব্বত সীমান্তে চীনাদের এই ঘাঁটি খুবই বিপজ্জনক, কারণ ফারীঙ্গং ভারত থেকে সিকিম হয়ে ভূটান যাবার বাণিজ্য পথে অবস্থিত। খবরে জানা যায় ১৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত চীনা বিমান ঘাঁটিতে জেট বিমান ওঠা নামা করতে পারবে। এ ছাড়া আমাদের সীমান্ত চৌকি বুমলার খুবই কাছাকাছি অঞ্চলে চীনারা একটি মোটর চলাচলের রাস্তা, এবং ভারত, ভূটান ও তিব্বতের সংযোগস্থল থিম্ফোমানের সঙ্গে লাসার সংযোগ করে একটি জীপ চলাচলের রাস্তা নির্মাণ করেছে।

ইস্রায়েলকে ব্রিটেনের গোপন সাহায্য

ব্রিটেনের রক্ষণশীল মুখপাত্র "ডেইলী মেল" পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে যে ব্রিটেন সম্প্রতি ২০০ সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক ইস্রায়েলকে সরবরাহ করেছে। ১২৬৭ থেকে এ পর্যন্ত ব্রিটেন গোপনে ৩০০ ট্যাঙ্ক ইস্রায়েলকে দিয়েছে এবং আরও সামরিক যন্ত্রপাতি দেবে।

নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি নতুন রাষ্ট্র

১লা জানুয়ারী তারিখে পাঁচটি নতুন রাষ্ট্র রাষ্ট্র সঙ্ঘের সর্বোচ্চ সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সভ্যপদ লাভ করেছে। হাঙ্গেরী, প্যারাগুয়ে, পাকিস্তান, সেনেগল ও আলজিরিয়ার বদলে পোলাণ্ড, নিকারাগুয়া, সিরিয়া, সিয়েরা লিওন এবং বুকতি এক বৎসরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছেন।

কব্জার নাম বদল

সমাজবাদ ঘেঁষা কব্জো সাধারণতন্ত্র তার নাম পাল্টালো। নতুন নাম হোল জনগণতান্ত্রিক কব্জো। পূর্বতন ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকাও আর থাকিল না। তার জায়গায় এলো লাল পতাকা। রাষ্ট্র প্রধানরূপে মেজর এনগোবীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বার্ষিকীর ৬৮ ঘন্টা আগে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

পাক-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে ইয়াহিয়া খানের মন্তব্য

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে পাকিস্তান ও ভারতের মৌলিক বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে দু দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন যে এ বছর কোন এক সময়ে তিনি যখন মস্কো পরিদর্শনে যাবেন তখন সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে আলোচনাকালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর-সহ সব সমস্যার কথাই তুলবেন।

পাকিস্তানে আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদলে "বাংলা দেশ" রাখার দাবী জোরদার হয়ে উঠেছে। ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীরা সমস্ত সাইনবোর্ড ও টিকানায় পূর্ব পাকিস্তানের বদলে "বাংলা দেশ" শব্দটি ব্যবহার করার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে বহু সাইনবোর্ডে ইতিমধ্যেই নতুন নাম লেখা হয়েছে। লাহোরের এক সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে এই আন্দোলনের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ঢাকা ও রাজশাহীর বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পঞ্চাশটি বড় এবং মাঝারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাঁদের কাজ কারবার গুটিয়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে।

ভিয়েতনামে চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে যুদ্ধ বিরতি

চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে ভিয়েৎকংরা ৪ই জানুয়ারী থেকে চার দিনের জন্য যুদ্ধ বিরতির কথা ঘোষণা করেছেন। ভিয়েৎনাম মুক্তি বেতার কেন্দ্র থেকে এই সংবাদ প্রচারিত হয়।

মার্কিন চন্দ্রাভিযান স্থগিত

মার্কিন মহাকাশ সংস্থার সংস্থা ঘোষণা করেছেন যে বাজেটে ব্যয় সংকোচের জন্য এ্যাপোলো ১৩'র পরবর্তী চন্দ্রাভিযান এক মাসের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত কর্মসূচী অনুযায়ী ১১ই এপ্রিল তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। এ্যাপোলো-১৩ চাঁদের মালভূমি "ফ্রামরো"তে অবতরণ করবে।

———•———

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

জানুয়ারী সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্তি চলিতেছে :

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ. এস. এম. কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাধাবল্লভি ভট্টাচার্য্য
প্রিন্সিপাল

শোক সংবাদ

পরলোকে বিশিষ্ট বিদ্যালয়-কর্ম্মী

৺বিমলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২-১-৭০ তারিখে রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট বিদ্যালয়-কর্ম্মী ও পুরুলিয়ার নামোপাড়া ষোলআনার অন্যতম পরিচালক ৺বিমলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি চার ছেলে, চার মেয়ে ও নাতি-নাতিনী সহ বৃহৎ পরিবার রেখে গেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অমরাগড় গ্রামে ৺বিমলানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার বাঙলা স্কুলে (ভিক্টোরিয়ার আদিরূপ) তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। এখান থেকে উত্তীর্ণ হবার পর তিনি বর্দ্ধমানে শিক্ষালাভের জন্য যান এবং সেখান থেকে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের করবিকল্পে তাঁর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। করবিক হলেও স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কর্ম্মকুশলতা এমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তাঁকে বাদ দিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের কথা চিন্তাও করা যেত না। সাদা গলাবন্ধ কোট ও ধুতি পরিহিত দীর্ঘকায় মানুষটি এই স্কুলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ ছিলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অবিরাম কর্ম্মজীবন হতে ৩০।১।৫৩ তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

নামোপাড়া ষোল আনার নূতন দুর্গা মন্দির নির্মাণের কাজে, পূজা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিচালনায় ৺বিমলানন্দ ছিলেন অন্যতম পুরোধা। স্থানিক জীবন-যাপন, কর্ম্মনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর দেহমুক্ত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করছি।

—•—

ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখ থেকে

পুরুলিয়া শহরের পুরাতন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে

বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী

নানাবিধ স্টলে, আমোদ প্রমোদের অভিনব ব্যবস্থাপনায় এবং ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মণ্ডপাদি স্থাপনায় ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত।

স্টলের জন্য বন্দোবস্ত নিতে হলে এই সুযোগ
অবিলম্বে যোগাযোগ করুন ঃ
সম্পাদক, মেলা ও প্রদর্শনী কমিটি, পুরুলিয়া।
অথবা
মুখ্য সম্পাদক " " "
পোঃ+জেলা—পুরুলিয়া (ফোন নং—২৩৬)

স্টলের রেট – টিন দিয়ে ঘেরা প্রতি বর্গ ফুট ১৫ দিনের জন্য ১৲ টাকা হারে বিলি করা হচ্ছে। সরকারী ষ্টল হলে ২৫% রিবেট। খোলা জায়গা বর্গফুট ২৫ পয়সা মাত্র ১৫ দিনের জন্য। অন্যান্য বিবরণের জন্য সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

মুক্তির বর্তমান সংখ্যায় এই জেলার এল-এম-ই ও ট্রেড এ্যাপ্রেন্টিসের যোগ্যতা সম্পন্ন যুবকদের চাকুরীর সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—সেই সম্পর্কে **প্রয়োজনীয় ইণ্টারভিউ আগামী ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার বেলা ১০টার সময় থেকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে সুরু হবে।** সুতরাং প্রার্থীদের সেই সময়ে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়ায় ছোঁ-নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য আপাততঃ তিন মাসের জন্য ৩ জন ওস্তাদ, ৫ জন যন্ত্র শিল্পী ও ২০ জন শিক্ষার্থী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুযায়ী। আবেদন করুন।

অজিত মিত্র
২৩ দুলমী কোয়ার্টার্স
পুরুলিয়া

জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

পূর্ব্ব বুনিয়াদী বিভাগ হইতে উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগ (নার্সারী হইতে অষ্টম শ্রেণী) পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন শিল্প কাজ ও শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্ম্মী শিক্ষার ব্যবস্থা বেসরকারী রূপে বিদ্যমান। আবাসিক বিভাগের জন্য ভোজন খরচ মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা মাত্র। ১লা জানুয়ারী হইতে ভর্ত্তি আরম্ভ করা হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সম্পাদক
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ— মাঝিহিড়া, (পুরুলিয়া)

For Perfect Repairs of

TYPEWRITERS

Please Contact :
Mechanical Deptr. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Purulia
(Advocate Shri Karuna Babu's L ne)

SINGHAL ALUMINIUM

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বস্তকর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—ঝকঝকে ভাব নয়নাভিরাম, কিন্তু স্টেনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলী ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

মুক্তির মূল্য সম্পর্কে

মুক্তির বার্ষিক মূল্য যে ২৲ ছিল—তাই রইল। তবে মুক্তির আকার এবং আগের আকারের তুলনায় পাতা ও তার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা দাম বাড়াচ্ছি না—তবে ডাক খরচ যা আগে আমরা দিচ্ছিলাম না—সেটার জন্য এবারে বার্ষিক ৲ টাকা নেওয়া হবে—স্থির হল। মুক্তির গুচ্ছরা বিক্রিতে প্রতি সংখ্যা ১৩ পয়সা। ১৩ পয়সা লেনদেনে অসুবিধেও ঘটে। বহু ক্রেতা ১২ পয়সা দিয়ে থাকেন। আমরা সেজন্য ১৫ পয়সা করছি। এতে আমাদের খরচ ওঠার দিক থেকে সাশ্রয় তেমন কিছুই না হলেও, যে লোকসানটা হচ্ছিল তা হবে না। আশা করি দামের এই হেরফেরের জন্য মুক্তির গ্রাহকরা কিছু মনে করবেন না।

— মুক্তি সম্পাদক

—•—

বিজ্ঞাপন

ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান।

(হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল)

বর্ত্তমান বৎসরে পঞ্চম হইতে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি চলিতেছে। দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ছাত্রাবাসের ব্যয় মাসিক ৪০৲ টাকা মাত্র। উন্মুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

খেলাধুলা ও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। উপযুক্ত শিক্ষকগণ দ্বারা শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। পাশের হার সন্তোষ জনক। ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছুক অভিভাবকগণ সত্বর আবেদন করুন।

ভজহরি মাহাত এম, পি, ১১।১।৭০
সভাপতি
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুট গুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মনজুরির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (সি, এস টি, পি, এ,) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট রুটের ষ্টেজ ক্যারেজ শিরোনামাঙ্কিত খামে রেজেষ্টী করিয়া দরখাস্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১২।২।৭০ তারিখের বেলা ৩ টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে পৌছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলি ও এক খানি পৃথক কাগজে দিতে হইবে।

১। দরখাস্তকারীর নাম ২। পিতার নাম ৩। পুরা ঠিকানা (ডাকঘর ও থানা)। ৪। ষ্টেজ ক্যারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ ৫। আর্থিক অবস্থা, ব্যাংকে জমা টাকার অঙ্ক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রমান পত্র। ৬। মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ৭। গাড়ী রাখিবার ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা। প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ৫৲ পাঁচ টাকা জমার ট্রেজারী চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোন ক্রমেই ফেরৎ যোগ্য নহে এবং উহা জমা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাঁহারা ঐ প্রস্তাবিত রুটে অথবা এলাকা ধরিয়া অথবা উহার নিকট ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রী পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন অথবা এতদ্দেশে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব মূলক সমিতি তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্ব শেষ ১৬।২।৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

ইতি
অচলেশ মাইতি ৮।১।৭০
সম্পাদক
আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ পুরুলিয়া

১। পুরুলিয়া হইতে সোনাখলি ভায়া ভুড়া ১টি পারমিট
২। পুরুলিয়া হইতে মনিহারা ভায়া কাশীপুর ১টি পারমিট
৩। সাঁওতালডি হইতে আদরা (আদ্রা হইতে রঘুনাথপুর পর্য্যন্ত একটী অতিরিক্ত ট্রিপ সহ ট্রেনের সময়োপযোগী) ১টি পারমিট
৪। পুরুলিয়া হইতে কাশীপুর ভায়া রঘুনাথপুর ১টি পারমিট
৫। পুরুলিয়া হইতে মানবাজার ১টি পারমিট
৬। পুরুলিয়া হইতে আড়শা ভায়া সিরকাবাদ ১টি পারমিট (পুরুলিয়া হইতে সকালে ছাড়িবে এবং পুরুলিয়া পৌছাইবে সন্ধ্যার সময়)

Government of West Bengal
Office of the Deputy Commissioner, Purulia.
Judicial (M. V.) Department.

Notice

Applications have been received for the following stage Carriage Operators for grant of extension/div rsion of the exiting routes as shown below. The application will be available for inspection on any working day of the office hours. Any objection to be made in connection with the said application under section 57 (3) of the M. V. Act., 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 10th February, 1970.

The application and objection, if any in connection with the said applications will be considered by the R. T. A., Purulia in its meeting to be held after that date. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such application.

Sd/-A. Maity
Secretary,
Regional Transport-Authority, Purulia.

Purulia
The 20th December, 1969.

Name of the operator	Proposed Diversion/extension of the route
1) Shri Shéo Ch. Lal-Litha, Purulia	Purulia to Suisa Via-Balarampur, Baghmundi to ply up to Atna.
2) Shri Sasanka S. Banerjee, Ladhurka.	Puncha to Cheliama Via Hura. Ladhurka, Kashipur, Raghunathpur to ply up to Manbazar Via Budpur.
3) Shri Dhiranidhar-Kar, Purulia.	Purulia to Adra Via Keshargarh. Arjun-jora to ply Via Hura, Kashipur during rainy season.

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া ১ নম্বর উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত সমস্ত বুনিয়াদী প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা আধিকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র।

স্থান নতিহা, ক্যান হাউস
সময়—সকাল ১০টা হইতে ২টা
আঃ সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী
পুরুলিয়া ১ নম্বর উন্নয়ন আধিকারিক

—•—

পুরুলিয়া জেলার বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর নিকট খাদ্যমন্ত্রীর পত্র

মন্ত্রী
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ

প্রিয় বিভূতিবাবু,

আপনার ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ তারিখের পত্রে যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চাল-কলের চালের মত সমান বোনাস-সহ একই দামে পুরুলিয়া জেলায় চেঁকি ছাঁটা চাল কিনবার জন্য যুক্ত কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় চেঁকি-ছাঁটা চাল যা কেনা যাবে তা পুরুলিয়া জেলার সংশোধিত রেশনিং-এর মোট প্রয়োজনের চেয়ে সম্ভবতঃ বেশীই হবে; সে ক্ষেত্রে সেখানকার উদ্বৃত্ত চাল ঘাটতি জেলায় বণ্টনের জন্য পাঠাতে হবে। গত সংগ্রহ বৎসরে (১-১১-৬৮ থেকে ৩১-১০-৬৯ পর্য্যন্ত) পুরুলিয়ায় সংশোধিত রেশনিং-এ মোট চাল খরচ হয়েছিল ২০৫৫ টন। এ বছর সে বাবদ খরচ সম্ভবতঃ ৩০০০ টনের বেশী হবে না। সেই জন্য যুক্ত কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়াকে পুরুলিয়ায় সংগৃহীত চালের মধ্যে ৩০০০ টনের মত চেঁকিছাঁটা চাল স্থানীয় খোরাকীর জন্য রেখে দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকীটা ঘাটতি জেলায় বণ্টনের জন্য পাঠাতে হবে। আপনাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি যে, পুরুলিয়ায় যদি ৩০০০ টনের বেশী প্রয়োজন হয় তবে তা কেন্দ্রীয় সংকয় থেকে পাঠানো হবে।

খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে জানাই যে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ২৩ জুন, ১৯৬৯ তারিখের ৯৮৭ নম্বর সার্কুলার যারা ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে যে এম, এল, এ, এবং এম, পি-রা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিতে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। ইতি —

২৯।১২।৬৯

ভবদীয়,
প্রভাস রায়

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

—মুক্তি সম্পাদক

Wanted

A Lady graduate teacher for Santamayee Girls' High School to serve temporarily in a leave vacancy for a month or more. Apply sharp.

Sukumar Mukherjee
Secretary

একটি সংস্থার জন্য কর্ম্মী চাই

পুরুলিয়ার অধিবাসী বর্ত্তমানে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার মজুমদার একজন কৃতি ব্যবসায়ী। শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের একাধিক কারখানা আছে। তাঁর কারখানার জন্য কিছু কর্ম্মী দরকার—জন ২৫। তিনি পুরুলিয়ার ছেলেদের কাজ দেবার উদ্দেশ্যে এই জেলা থেকে এই কর্ম্মী সংগ্রহ করতে চান। এজন্য তিনি আমাদের সহযোগিতা চেয়েছেন। এল, এম, ই পাশ ২৩ জন নেবেন এবং ট্রেড এ্যাপ্রেনটিশিপ নেবেন আরো ২০।২২ জন। দিন ১০।১২র মধ্যে কলকাতা থেকে সরোজবাবুর সংস্থার দু'জন অফিসার এখানে আসবেন। পলিটেকনিক, বা রঘুনাথপুর, ডুমকা প্রভৃতি শিল্প স্কুলে যাঁরা শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইনটারভিউ-এ আসবেন—তাঁদের মধ্য থেকে অফিসারেরা উপযুক্ত কর্ম্মী বাছাই ক'রে নেবেন। বেতন ভালই দেবেন। যাঁরা এই ইণ্টারভিউএ থাকতে চান তাঁরা মুক্তি প্রেসে নাম লিখিয়ে রেখে যাবেন—অনুরোধ করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়!

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মা র্টি ন ব র্ন লিঃ

EMBEE ইলেকট্রিক পাম্পিং সেট

এসি ৪৪০ ভোল্ট, ৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন
(মিনিটে ১৪৪০ পাক) মোটরযুক্ত



এতে চের ডালোভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। বোতাম টিপে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়।

৩সরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিশন রো
কলিকাতা
দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

আন্দোলনের পথে ইচাগড় থানার জনগণ

দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে ত্রাণমূলক কার্য্যাদি সুরু করার দাবী

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ইচাগড় থানার জনদেবক ও কর্ম্মিগণ সত্যাগ্রহী দল গঠন করুন। মুনাফাকারী মজুতদার চোরা কারবারীদের অত্যাচার ঘুষ অত্যাচার জুলুম এর হাত হইতে গরীবদের রাঁচাইতে অথোগ্য সরকারের শাসন ও ক্ষমতা নাই। গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহী দল গঠন করিয়া মুরুকীন সরকারের হাত হইতে চাষীর মজুত ধন, খাদ্য সমস্যার সমাধান সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমেই করিতে হইবে। জরুরী জনদেবক প্রয়োজনে ধান চাউল কেনা বেচার অধিকার সত্যাগ্রহের শক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমস্ত থানার জনসাধারণের প্রতি উদাসীন সরকারকে জনগণের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিতে হইবে।

সাধারণ চাষীর উদর লেকীন জুলুম—সরকারী কর্ম্মচারীদলের উপর অত্যাচার প্রতি এখনও যদি সরকার দৃষ্টিপাত না করেন তবে এঁসব অত্যাচার উপদ্রব প্রতিরোধ করিবার জন্য—কমিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য স্থানীয় গণশক্তিকে জাগ্রত ও সুসংগঠিত করিয়া অবিচার ও অত্যাচারের অবসানের জন্য জনগণের মধ্যে নির্ভীকতা স্বাধিকার বোধের সঞ্চার করতঃ সত্যাগ্রহ কর্ম্মধারা চালাইয়া যাইতে হইবে।

সত্যাগ্রহ কর্ম্মসূচীর নোটীশ পূর্বেই জানাইয়া দিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য-অনুসারে থানার গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ ও অনশনের অভিযান চালাইয়া যাইতে হইবে।

১) চাষীদের নিজেদের ঘরে ধান নাই এমন কি তাহাদের খাওয়ার সংস্থান নাই। এমত অবস্থায় যদি লেভী ধার্য্য আদায়ের জুলুম অব্যাহত থাকে তবে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সত্যাগ্রহীগণ দলবদ্ধ ভাবে ইহা প্রতিরোধ করিতে সমুদ্যত হইবেন। সত্যাগ্রহীগণের সঙ্গে অবশ্যে মেয়ে ছেলেরাও সমভাবে ইহার প্রতিরোধ করিবেন। এবং বলিবেন যে ধান দেওয়া হইবে না যদি গ্রেপ্তার করিতে চাও করুন।

২) অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মহাজনগণ যাহাতে ধান্য বিক্রয় করিতে না পারেন তজ্জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন এবং সরকার যাহাতে মহাজনগণের মজুত ধান্যের হিসাব গ্রহণ এবং ধান, যাহাতে আতঙ্কগণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩) দেশের লোককে রেশন সরবরাহ জন্য সরকার ধান চাউল অধিক করিতে ইচ্ছা করিলে যাহাদের বিক্রয় করিবার মত ধান চাউল মজুত আছে তাঁহারা বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু ছোট্টা কারবারি অথবা ছোট্টা চাষীর নিকট কোন অপরেটার প্রমার পাইয়া গেলে চাল ধান অধিক করিতে দেওয়া হইবে না। এইজন্য মুনাফাকারী মজুতদারগণের ধান চাল সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হউক।

৪) হাটে বাজারে গ্রামে গ্রামে জনগণের প্রয়োজন মিটাইতে ধান্য, চাউলের কেনা-বেচা চলিতে থাকুক। যুগবা বিক্রেতারা নির্দ্দিষ্ট এই কাজ চালাইয়া যান।

৫) ছোট্টা কারবারী মুনাফাকারী ধান চাল পাচারকারীদের অকায়ের বিরুদ্ধে তথা বে-আইনী ঘুষ লুণ্ঠন ও সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ চালাইয়া যাইতে হইবে।

৬) খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য গণদাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—জনস্বার্থ ও জন খাদ্য ব্যবস্থার প্রতি সত্যাগ্রহীগণের পূর্ণ সচযোগিতা থাকিবে। অভাবী অঞ্চলের লোকের জন্য এবং অনটনগ্রস্ত লোকেদের জন্য সুব্যবস্থার দাবী অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৭) স্বাধিকার রক্ষার জন্য চাই বুকের বল, মনোবল শক্তি ওনগ্রাম শক্তি এবং সত্যাগ্রহীগণের নির্ভিকতা।

৮) ইচাগড় থানার বিভিন্ন স্থানে—সস্তা কটির দোকান খোলার চেষ্টা করিতে হইবে ও অধিক সংখ্যায় রেশনের দোকান করিতে হইবে ও অধিক সংখ্যায় রেশনের দোকান খোলার জন্য বিভাগ সরকারকে চাপ দিতে হইবে।

আমাদের দাবী :—

১) লেভী বন্ধ ও লোন খাজনা আদায় বন্ধ করিতে হইবে।

২) অবিলম্বে রিলিফের কাজ খুলিতে হইবে।

৩) অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বৃদ্ধ ও অসহায় দের জন্য সাহায্য ব্যবস্থা করা হউক।

৪) খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা চাই।

৫) চাষীদের জন্য লোনের ব্যবস্থা চাই।

৬) কোন গ্রামে কেমন ধান উৎপন্ন হইয়াছে তদনুযায়ী লেভি ও লোন আদায় করা হউক।

৭) যেহেতু পঞ্চায়েতের মুখিয়াগণ সবাই নিজ নিজ পঞ্চায়েতে কিরূপ ধান উৎপন্ন হইয়াছে বিশেষ ভাবে জানেন—অতএব পঞ্চায়েত মুখিয়াদের মাধ্যমে এবং পরামর্শ অনুযায়ী লেভি ও লোন আদায় করা হউক।

৮) ছোট্ট অকেজো ক্যানেলের জল মাঠাতে আগামী বৎসর হইতে ক্যানেল অকেজো সর্ব্ব জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় উক্ত ক্যানেল কর্ম চারিগণকে তথা সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য জনগণ হইতে হইতে

ইতি

নিবেদক—

ডাঃ বিমলেন্দু রায়গুপ্ত—	চৌকা
শ্রীযুঃ মাহাতো—	চিকণডোড়া
শ্রীবংশীধর মাহাতো—	বাঙ্গলা
শ্রীমনজয় গাঁইং—	বুধকাতু
শ্রীমেঘু মুরাব—	পুরানডি
শ্রীরসবিহারী আদিত্যদের—	ইচাগড়
শ্রীরামকীনর সাহাদেব—	ইচাগড়
শ্রীরাম কিস্কলাল সাহাদেব—	কাজাবেড়া
শ্রীবন্ধির বিহারী রক্ত—	চিনড়ী
শ্রীরংদোবিন্দ পরামানিক—	টীকর
শ্রীঠাকুর দাস মাতাতো—	বড় ধ্যানাং
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়—	ইচাগড়
শ্রীগোবিন্দ গাঁইং—	টীকর
শ্রীদুর্গা প্রসাদ সিংহ—	চৌকা
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মাতাতো—	উরাটাঁড
শ্রীমেঘন মাতাতো—	টিমটীরা
শ্রীরামধান সিংহ—	পাতকুম

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

খিড়কির দরজা দিয়ে নূতন পাইমারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের এক অদ্ভুত পরিকল্পনা!

বান্দোয়ান থানা হইতে শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল, প্রাক্তন এম-এল-এ লিখিতেছেন :—

প্রকাশ, পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন থানাতে মোট ১৩৭টি প্রাইমারী স্কুল মঞ্জুরী হইয়াছে। সেই অনুসারে ডি-আই মহোদয় মুক্তি ও অন্যান্য পত্রিকায় এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়েন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরই দেখা গেল থানার এম, আই-অফিসগুলিতে ঘুষ ফাইনাল-ও হাড়াও দেকেজারী পাশ যুবকেরা ভীড় জমাইতেছে, ও শিক্ষক হইবার ইচ্ছায় বরখাস্ত দিতেছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে এম-আই মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইয়া কিছু সাধারণ লোক মারফত হইবার জন্য "অঞ্জনমাইজ" নামক ভুয়া স্কুলের জন শিক্ষক সাজিয়া গ্রামের জনসাধারণের নিকট টাঁদা নই সংগ্রহ করিতেছে, এবং তাহাতে দেখা গিয়েছে এই ভুয়া স্কুল মাস, এক বৎসর ও কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিতেছে। গ্রামের লোকেও সরল আগ্রহে টাঁদা নই দিতেছে, কারণ তাহারও ভুয়া চাহ, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার আলো দিতে চায়। সুযোগ তাহারা ছাড়িবে কেন?

আমাদের বক্তব্য উক্ত জন অঞ্চলগুলিতে ভুয়া স্কুল হোক, এবং প্রতি গ্রামে ভুয়া হে ক্ যাহাতে সকল মানুষ শিক্ষার সুযোগ পায়। আমাদের জেলা শিক্ষার দিক হইতে বহু পিছনে পড়িয়া আছে, বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় আমাদের জেলাতেও শিক্ষার প্রসার হোক এবং নিয়মিত ভাবে যাহারা শিক্ষকতার জন্য ডি আই-মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছে, তাহাদের ইণ্টারভিউ করা হোক। ৪০% উর্দ্ধে যাহাদের নম্বর আছে তাহাদের শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করা হউক।

বান্দোয়ান থানার বিষয়ে বিশেষ দাবী—প্রথমতঃ থানার ৪০% পার্সেন্টের উর্দ্ধে ডি সরল আবেদনকারী আছেন, তাহাদের সুযোগ দিতে হইবে, তাহাতেও যদি পূরণ না হয় তাহা হইলে ঐ থানার ৪০% নিম্নে যাহারা আছেন তাহাদেরও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে; কারণ ঐ থানা অজলা কীর্ণ আদিবাসী অঞ্চল, অজলাদু অত্যন্ত খারাপ বাহিরের মাষ্টার ঐ থানায় নিয়োগ করিলে শিক্ষা ব্যাহত হইবে।

Regd No. C—4290
Phone No—175

মুক্তি

C. R. No—2539/57

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব

গত ১-১২-৭৯ তাং মুক্তি পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে দেখিলাম পঃ বাঃ যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক ত্বরান্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন যে গ্রামে বা মৌজায় কোন বিদ্যালয় নাই সেখানকার স্থায়ী অধিবাসিকে পাইবে এবং যেখানে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বিদ্যালয় সংগঠন করিয়া শিক্ষাদান কার্য্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে সেই বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী মঞ্জুরী দানের প্রাপ্তিতে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হইবে।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, শুধু গ্রাম বা মৌজা হইলেই চলিবে না, এরূপ বহু মৌজা আছে যেখানে ৭৮ টার বেশী ঘর নাই এবং তৎসংলগ্ন ও পাড়া ও পাড়ার মত স্থানে বিদ্যালয় চালু আছে সে সব জায়গায় নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের কি সার্থকতা আছে? কিন্তু নামমাত্র গ্রাম বা মৌজার সুযোগ লইয়া ঐ সব জায়গায় বিদ্যালয় খুলিবার ছোড়জোড় বা কার্য্যাদি চলিতেছে। অথচ এই অঞ্চলে বাথানবাড়ীতে প্রায় একং বৎসর কাল হইতে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় সংগঠন করিয়া শিক্ষাদান কার্য্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে এবং এখানকার জন সংখ্যা, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বা অন্যান্য সরিকলী বিদ্যালয় মঞ্জুরী পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহা স্কুল সাব ইন্সপেক্টার মহাশয়ের পরিদর্শনকৃত মন্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। অতএবঃএব এখানকার চালু বিদ্যালয়টি সরকারী মঞ্জুরী পাওয়ার কোনরূপ নিশ্চয়তা পাওয়া যাইতেছে না বা তদন্তের কোন ব্যবস্থা নাই।

উক্ত মহতী পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার পূর্বে প্রয়োজনীয়তা, অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত না করিয়া কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্যে সাধিত হইবে না এবং পুরাতন আমলের মত কায়েমী স্বার্থসিদ্ধ ব্যক্তিদের তহিরী পট্টতায় অপ্রয়োজনীয় স্থানেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে যে সব জায়গায় প্রকৃতপক্ষে ১০।১২ জনের বেশী ছাত্র পাওয়া যাইবে না। ঐরূপ আমাদের অঞ্চলে বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহা প্রয়োজন হইলে প্রমাণিত হইবে।

অতএব এ বিষয়ে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জেলার প্রতিনিধিবর্গ বিধানসভার সদস্যবৃন্দকে, যুক্তফ্রন্টের আস্থাশীল নেতৃবৃন্দকে তথা শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি— তাং ১৫-১-৭৯

নন্তিয়া শুকলিয়া অঞ্চল

স্থানীয় যুক্তফ্রন্টের শরিকদলের পক্ষে
১। শ্রীসত্যনারায়ণ ব্যানার্জী
লোক সেবক সংঘ
২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মাজী (সি-পি-আই)
৩। শ্রীজলেশ্বর মাহাত (F-B)
৪। শ্যামসিংকান্ত মাহাত
(বাংলা কংগ্রেস)
৫। Binod Bauri (S. U. C.)
৬। শ্রীরাম কিস্কু মুখোপাধ্যায়
(বাংলা কংগ্রেস)

জনতা ফার্ম্মেসী

(পোষ্টাফিস মোড়) পুরুলিয়া

এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের দোকান এখানে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ কোম্পানীর ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং মিক্সচার, পাউডার, ড্রেস ও ইনজেক্সনের জন্য উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার সর্ব্ব সময়ের জন্য মজুত থাকেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—জনতা ফার্ম্মেসী
বরাকর রোড, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া হোমিও মেডিকেল একাডেমি ও হসপিটাল

নূতন বর্ষে ছাত্র ভর্ত্তি চলিতেছে। নিম্নোক্ত ঠিকানায়—যোগাযোগ করুন।

অধ্যক্ষ—
পুরুলিয়া হোমিও প্যাথিক
মেডিক্যাল একাডেমী
মেন রোড পুরুলিয়া
ফোঃ—পুরুলিয়া।

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE ডিজেল পাম্পিং সেট ৩½"x২½"

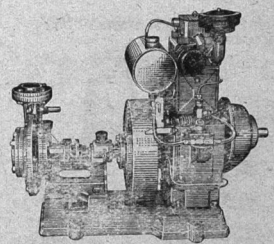

জমি আর ফসল অনুযায়ী
প্রতিদিন ২ (থেকে ৪ হেক্টর
(৫ থেকে ১০ একর)
জমিতে সেচ দেওয়া যাবে।
ওকলিকাতার আলিপুরস্থ জাতীয় টেস্ট হাউসে পরীক্ষিত।
ওওসরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
এ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল
ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিশন রো
কলিকাতা
দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধতন জাগ্রত প্রাপ্যবান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক— অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | সোমবার, ১৯শে জানুয়ারী '৭০ ৫ই মাঘ, ১৩৭৬ | বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০ নগদ—১০ পয়সা



লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।
—অনি নিবারণ চন্দ্র

পুরুলিয়ায় খাদ্য মন্ত্রীর যুক্ত বৈঠক

যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতি ব্যাখ্যা ও রূপায়ণ প্রচেষ্টা

পুরুলিয়া জেলার খাদ্য সংকট বিষয়ে উদ্বেগ

গত ১৯শে জানুয়ারী বেলা ১০ ঘটিকার সময় স্থানীয় সার্কিট হাউসে খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়ের আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও এম-এল-এ গণ এবং বিভাগীয় অফিসারদের এক যুক্ত বৈঠকে এই জেলার খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সফল ও সার্থক করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই বৈঠকে সর্বশ্রী মনমোহন নাথ ওঝা এম-এল-এ সিধিল চন্দ্র মাহাত এম এল-এ; দেবেন্দ্র নাথ মাহাত এম-এল-এ প্রমুখ এবং সি-পি-এম; মাঝিই জেবারার্ড ব্লক, লোক সেবক সংঘ; আর এস-এস-পি, এস ইউ পি, কংগ্রেস, সি-এস-পি; এস-এস-পি; ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগ দেন। এ ভাড়া জেলা শাসক; এস-ডি-আই এর মাানেজার, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সাব ডিভিসানাল অফিসার প্রমুখেরাও বৈঠকে যোগ দেন।

খাদ্য মন্ত্রীর ভাষণ

খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায় যুক্তফ্রন্টের খাদ্য নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন যে খাদ্য শস্যের সাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ব করাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিঘোষিত নীতি হলেও—একমাত্র অর্থের অভাবেই এই নীতিকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সেই জন্য ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনের উপর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সার্থক করার ভারাস্ত অর্পণ করা হয়েছে। আর এই অভিযানের সাফল্যের উপর রাজ্যের খাদ্য সংকট সমাধানের সম্ভাবনা বহুলাংশে নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে খাদ্য মন্ত্রী বলেন যে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকের দৈনিক ১৬ আউন্স (গড়ে) খাদ্য প্রয়োজন

(শেষাংশ আট পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের শোচনীয় চিত্র উদ্ঘাটিত

পুরুলিয়ায় সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিকের বিশ্লেষণ

সার্কিট হাউসে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ও বিভাগীয় অফিসারদের সহিত যুক্ত বৈঠক

গত ৬ঠা জানুয়ারী পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে সমবায় ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক স্থানীয় যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ও বিভাগীয় অফিসারদের এক যুক্ত বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের সমস্যাদি পর্য্যালোচনা করেন। আলোচনায় সূত্রপাত করে তিনি বলেন যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার ঋণ আদায়ের চিত্র অতীব শোচনীয়। পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের খেলাপী ঋণের পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ টাকা আর গত বিগত মাস পর্য্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমাণ হোল মাত্র ১২ হাজার টাকা—অথচ গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ঋণ আদায়ের চিত্র অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি আরও বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় উন্নতি ও প্রসারকল্পে বিগত ব্যয় যেখানে ১৯৫ কোটী টাকা মঞ্জুর করেছে—সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই পর্য্যন্ত মাত্র ৯ কোটী টাকা লগ্নী করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে অর্থের অভাবে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নির্দ্ধারিতভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে—সেখানে উক্ত পরিকল্পনা বহির্ভূত এই বিরাট পরিমাণ অর্থ পশ্চিমবঙ্গের কুটীর, ক্ষেত্র, শিল্প প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হলে এই রাজ্যের অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক জোয়ার ঘটানো সম্ভব হতে পারতো। কিন্তু খেলাপী ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিগত ব্যয়ের ২৯ ভাগ অর্থের সমাবেশ করা সম্ভব ত নয়ই; বরং এই পরিস্থিতি দীর্ঘকাল চলতে থাকলে সমবায় আন্দোলন বিশেষ করে সমবায় কৃষি ঋণ দান ব্যবস্থা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হবে।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

প্রাক্তন ডি, এম, ও এবং তদন্ত রহস্য

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

দৈনিক বসুমতীর ৯ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। সংবাদটি যাঁরা প্রকাশ করেছেন—তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই করেছেন—আমার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এবং এই সংবাদে যে জনমতের কথা বলা হয়েছে—তাও আদৌ সত্য নয়—আমি জানি। সংবাদে কি লেখা হয়েছে—তা জানাই।

সংবাদটি পুরুলিয়া থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন—সহরে বিরাটভাবে বহুমতীর বিভিন্ন প্রতিনিধি কে আছেন জানি না। একজন মাত্রে মাত্রে সংবাদ পাঠান জানি। তাঁর মতামত যা আমি জানি—তাতে আমার মনে হয় তিনি পাঠান নি। যিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন—তিনি প্রকাশ্যে এই সব কথা বলতে যদি পারেন—আমি তাঁর সংসাহসের প্রশংসা করব।

এর শিরোনামায় লেখা আছে পুরুলিয়ার ডি, এম, ও'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয়। সমগ্র লেখাটি এই—"গত মে মাসে পুরুলিয়া সহর হাসপাতালের হৌকীপার পুরুলিয়ার ডি, এম, ও ডক্টর পি, সি, চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে কতকটি গুরুতর অভিযোগ করেন। পুরুলিয়ার ওকালীন পি, এম, ও এই সেই অভিযোগগুলি সন্তোষজনক ভাবে তদন্তের জন্য পুরুলিয়া খাদ্য ভাইরী করলে স্থানীয় হাসপাতাল ও সহরে হাজত ডাক্তারের সৃষ্টি হয়। বিভাগীয় কমিশনারের অনুরোধে এডমন ম্যাজিষ্ট্রেট এই তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। সম্প্রতি এই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এবং তাতে ডি, এম, ও শ্রীপি, সি, চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয় নি বলে উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই ডাক্তার পি, সি, চ্যাটার্জীকে পুরুলিয়া হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযোগগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার এবং ডাক্তার চ্যাটার্জীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তে কোনো কোনো মহলের যে একটি প্রচ্ছন্ন যড়যন্ত্র ছিল—স্থানীয় অসাধারণের তাই বিশ্বাস। এই যড়যন্ত্র যাতে আর মাথা চাড়া দিতে না পারে এবং পুরুলিয়া হাসপাতালের অব্যবস্থার দুর্নীতি যাতে চিরতরে বন্ধ হয় তার জন্য জনসাধারণের পক্ষ

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

চুরি-ডাকাতি-খুন

কিছুকাল যাবৎ এই জেলায় চুরি, ডাকাতি ও খুনের সংখ্যা উল্লেখ-জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই এই সব অপরাধ মূলক কার্যকলাপ অত্যাশ্চর্যিক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণ স্বভাবতই বিশেষ ভয়ভীত হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রতিক কালের চুরি ডাকাতির ঘটনাগুলি থেকে মনে হয় যে প্রতিবেশী বিজ্ঞির রাজ্যে স্মাজ-বিরোধী কার্যকলাপে নিয়তই আত্মনিয়োগ দুর্বৃত্তের দল হয়ত এইসব অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত—নতুবা স্থানীয় দুর্বৃত্তেরা যথারীতি ট্রেনিং পেয়ে এখন পাকা চোর ডাকাতে পরিণত হয়েছে। চুরি বা ডাকাতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাগ্রে গৃহস্থালীর আয়োগাস্ত্র হরণ করা যাতে করে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আত্মরক্ষার বা প্রতি আক্রমণের কোনও সুযোগ না পায়। তার পর দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে অলঙ্কার লুণ্ঠন করা। পর পর কয়েকটি ডাকাতির ঘটনা থেকে এই ধারাই পরিলক্ষিত হয়।

এই সব দুষ্কৃতকারীদের নিপুণভাবে অপরাধ করার ও আত্মগোপন করে থাকার কলা কৌশল যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—অপরাধ দমনের বা অপরাধীদের অনুসন্ধান করে আইনের আওতায় আনার কৃতিত্ব আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের ক্ষেত্রে সেভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এর কারণ দুটি হতে পারে—হয় তদন্তকারী শাসন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার অভাব—নয়ত তাঁদের সততা বা আগ্রহের অভাব। কারণ অপরাধ অনুষ্ঠিত করার সব সুবিধাজনক পর্যায় অপরাধীর কোনও প্রকার কূল কিনারা না হওয়ায় জনসাধারণের মনে এই ধারণা বা অনুমানই স্বাভাবিক। তাছাড়া এমন ঘটনাও বহু ক্ষেত্রে ঘটে থাকে যে অপরাধের কূল কিনারার মুখবন্ধ করার চেষ্টায় তদন্তকারী অফিসার অপরাধী "পাঁচকড়ি"র কোনও তদ্বির নির্বাহ করতে না পেরে নিরপরাধ "ছকড়ি" ও "তিন কড়ি"কে কাঠগড়ায় বিচারের জন্য হাজির করেন।

আবার সুস্থ ও যোগ্য প্রশাসনের ক্ষেত্রে "অপরাধ দমন" অপেক্ষা অপরাধ নিরাধরণ কৃতিত্বই সমধিক তাৎপর্য বহন করে। এর দ্বারা প্রশাসনের মান ও মর্যাদা উন্নত হয় যেমন বৃদ্ধি পায় জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রেও তেমনি সহজ হয়। তবে অপরাধ নিরাধরণের জন্য অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তি-দের সঠিক সন্ধান; তাদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তাদের অপরাধ সংঘটনের চক্রান্তাদির খোপন সংবাদ পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করার যে সুনিপুণ গোয়েন্দা ব্যবস্থা প্রশাসনের আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন সেই ব্যবস্থায় ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকলে প্রশাসন ব্যবস্থা কখনই সুষ্ঠু ও উন্নত হতে পারে না।

যাই হোক বর্তমানে এই জেলার অপরাধমূলক কার্যকলাপ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে—তাতে এর মোকাবিলা করার জন্য কঠোর হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনসাধারণের ঔদাস্য, সম্পত্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রশাসন ব্যবস্থার যে ত্রুটি ও কর্তব্য আছে সে সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ হতে হবে এবং এই বিষয়ে কোনও প্রকার শৈথিল্য বা গাফিলতীকে নিমূলের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

আশা করি অপরাধ নিবারণে পূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শন সম্ভব না হলেও অপরাধ দমনে প্রশাসনের যোগ্যতা ও মর্যাদা রক্ষিত হবে।

অ. চ.

বিবিধ প্রসঙ্গ

গঠীর জন্য জিম্মুখী দ্বন্দ্ব

বিধায়ক মন্ত্রীসভা গঠনের এক অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ফলে বিধায়ক ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস নেতা রাজ্যপাল ধরম বীর এবং নিজলিঙ্গাপন্থী কংগ্রেস নেতা মর্যাদ চরিতর সিং এক মধ্যে মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে গজ-কচ্ছপের লড়াই শুরু হয়েছে। উভয় নেতাই নিজের দলে অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্যের আনুগত্যের বড়াই করে রাজ্যপালকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য একচেটিয়া ট্রিকারানী দানের অনুরোধ করছেন। কিন্তু কোনও কংগ্রেসের পক্ষেই আর নির্ভেজাল কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা গঠন সম্ভব নয়—অন্যান্য দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রী-সভা গঠন করতেই হবে এবং তাতে সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টির সমর্থন অনিবার্য। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক এস-এস-পি নেতা রামানন্দ তেওয়ারী একক সর্ববৃহৎ দল হিসাবে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তাঁকে আহ্বান জানাবার জন্য রাজ্যপালের কাছে দাবী জানিয়েছেন। এদিকে রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগো মহা ফাঁপরে পড়েছেন—কিন্ত দলের কোনটির সিংহে সর্বাধিক সংখ্যক বিধান সভার সদস্যের প্রকৃত আনুগত্য আছে তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করার কোনও মাপকাঠি খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষত: এই জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে তাঁকে রাজ্যপালের গদী ত্যাগ করতে হচ্ছে। সুতরাং বিধায় বেলায় নূতন কোনও ফ্যাসো নেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন—নির্দ্বিধায়ে আর দু-এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে চান। সেইজন্য নয়া দিল্লীর চাপেও রাজ্যপালকে নাকি নড়ানো যাচ্ছে না। সুতরাং বিধায়ের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীসভার ভাগ্যাকাশ সম্ভবের হয়ত আগামী ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

গুপ্ত ও ব্যক্ত

বিধায়ের প্রতিবেশী রাজ্য যুক্ত প্রদেশের গুপ্ত মন্ত্রীসভাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসী লড়াই জমে উঠেছে। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজ রাজ্যে নিজলিঙ্গাপন্থী চন্দ্রভান গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর গদী আঁকড়ে বসে থাকবেন—এটা একান্তই দুর্বিসহ। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী গুপ্তমন্ত্রীসভাকে গদীচ্যুত করতে কোমর বেঁধেছেন—আর গুপ্তজীও গদী রক্ষাতে তাল ঠুকছেন যে কার কত ক্ষিপ্ত আছে তাঁকে গদী থেকে তাড়ায়। এদিকে গুপ্তজীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ইন্দিরাজী এখন গুপ্ত নিধন যজ্ঞের সাফল্যের জন্য যুক্ত প্রদেশ অভিমানে বেরিয়েছেন এবং গুপ্ত চালিত মন্ত্রীসভার অযোগ্যতা সম্পর্কে জেনারালীকে অবহিত করে ঐ "পাপ শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সক্রিয় পন্থা গ্রহণে" উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে গুপ্তজীও দল ও গদী রক্ষার জন্য মন্ত্রীত্বের টোপ দিয়ে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ; লোক নেওয়া কিছুকিছু সংস্কার কার্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা-পন্থী কংগ্রেসীদের ঘাঁটিগুলি ভাঙবার জন্য আক্রমণাত্মক পাল্টা অভিযান শুরু করেছেন।

জোড়া-বলদের লড়াই

কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় এখন "জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদের" বিশেষ দুর্দিন এসেছে। সার্টিন মামলা অনুসারে দুই শাখার এখন নিজ নিজ অংশ দাবী করায় জোয়াল ও জোড়া বলদকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই কংগ্রেসের ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দিতে হয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মূল নির্বাচনী কমিশনারের—কংগ্রেসী নির্বাচনী প্রতীক "জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ" আর ভাগ করা চলে না—সুতরাং কোন্ কংগ্রেস আসল আর কে নেকী সেটা নির্দ্ধারণ করে আসলটিকেই যথারীতি সমর্পণ করতে হয়। এক-দিকে ইন্দিরা-কংগ্রেসের তাকে প্রাচীন সভা আর অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্যের সমর্থন আর অন্যদিকে নিজলিঙ্গাপন্থী কংগ্রেস মঞ্চের মনের মুক্ত ছিল্লীর মজুর ভোরেক আর কংগ্রেস অফিস ঐ'কড়ে ধরে রেখেছে। সুতরাং আসল ও নকল চেনা কঠিকর হয়ে পড়েছে। আবার কয়েকটি উপনির্বাচন শান্ত হওয়ায় মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে অনতিবিলম্বে তাঁর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতে হবে। কারণ উভয় কংগ্রেসই উপনির্বাচনে প্রার্থী দিলে কংগ্রেসী নির্বাচনী প্রতীক কোন দাবীদারকে দেবেন সে সিদ্ধান্ত তাঁকেই করতে হবে। বেচারা জোড়া বলদকে এই অনিশ্চয়তায় শান্তিতে মরতে দেবে না!

পুরুলিয়ায় বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী

এই মেলা উপলক্ষ্যে যে স্মরণী (Souvenir) প্রকাশিত হচ্ছে তাতে বচনা (পুরুলিয়া জেলা কেন্দ্রিক) পাঠাবার শেষ তারিখ ২৬। ১৭ এবং বিজ্ঞাপন দেবার শেষ তারিখ ২২।১৭।

পত্রিকার স্থান অনুযায়ী পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের হার -

১০০৲, ২৫০৲, ১৭৫৲ টাকা।

বিশেষ বিবরণের জন্য সম্পাদক, মেলা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। (ফোন নং ২৩৩ অথবা ১৫২)

বিশ্ব সংবাদ

বৃটেনের সহিত জর্ডানের যড়-যন্ত্রের অভিযোগ ঃ

জর্ডানের রাজা হুসেন বর্তমানে লণ্ডনে বেসরকারী সফর করছেন। জানা গেছে তিনি নাকি আরব গেরিলা থেকে বেরিয়ে এসে ইস্রায়েলের সঙ্গে একতরফাভাবে শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য অভিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং জর্ডানে অস্ত্রসরবরাহ বৃদ্ধির জন্যও নাকি বৃটেনের কাছে আবেদন পেশ করেছেন। মধ্য প্রাচ্যে আরবের স্বার্থ হানি করার জন্যই জর্ডান বৃটেন এবং আমেরিকার সঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত হয়েছেন বলে মিশর থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে, রাজা হুসেনের এই সফর সেই অভিযোগটিকে অধিকতর পূর্ণ করে তুলেছে।

বায়াফ্রার আত্মসমর্পণ ঃ—

নাইজেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে তিন মাস যুদ্ধ চালাবার পর বায়াফ্রা সরকার ১২ই জানুয়ারী তারিখে আত্মসমর্পণ করেছে। বায়াফ্রার অস্থায়ী প্রশাসক মেজর জেনারেল এফিয়েক বলেন যে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার প্রস্তাবের সর্ত অনুযায়ী শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্যে বিচার-পতি স্যার লুই বেনেডাের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যে কোন স্থানে লাগোস সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। বায়াফ্রান নেতা ওদুমেজু ওজুকু কয়েকজন আফ্রিকান নেতার সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি ও সম্মান-জনক শান্তিচুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য গেছেন। জানা গেছে যে বিজ্ঞির বায়াফ্রাতে থাকা সরবরাহ বন্ধ করায় সেখানকার পরাশক্তি অধিবাসী বস্তুতঃ অনশনে রয়েছেন বিশিষ্ট দেবা প্রচিষ্টান কেলাই রিলিফ একটি তার বার্তায় কানাডার সরকার-কে অবিলম্বে নাইজেরীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বায়াফ্রায় খাদ্য সরবরাহ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসন গত ১৩ জানুয়ারী তারিখে নাইজেরিয়ান নেতা মেজর জেনারেল ইয়াকুবু গোওয়ানকে তাঁর বিজয়ী সৈন্যদল কর্তৃক ব্যাপক বায়াফ্রান হত্যা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে নির্বাচনী প্রস্তুতি ঃ—

পাকিস্তানে অক্টোবর মাসে জাতীয় পরিষদে নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে নির্বাচনী আঁতাত চলছে। পিপলস পার্টির নেতা মিঃ ভুট্টো ঘোষণা করেন যে তাঁর দল সম্ভবতঃ মৌলানা ভাসানীর পিকিংপন্থী আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করবে। পাকিস্থান টাইমসের এক সংবাদে জানা গেছে যে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও কাউন্সে আজ মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা আছে। মওলানা ভাসানী জাতীয় আওয়ামী লীগের নেতা আ আবদুল ওয়াদী খাঁন বলেন যে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা মুজিবর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুজনের মধ্যে সমঝোতার কথা বলেছেন।

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তিপ্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া

বাড়ী বিক্রয়

বরাভূম (বলরামপুর) রোডওয়ে ষ্টেশন রোডে অবস্থিত মন্দিরের নিকট যাহা পূর্ব্বে জমিদারী কোম্পানীর কাছারী ছিল—তাহা বিক্রয় করা হইবে। পাকা কম্পাউণ্ড বড় চাবাল বাঁধান পাকা কুয়া, পাকা পায়খানা ২টি বাবরুম ও তৎসহ জায়গা আছে। মোট ১৪ কাঠা জায়গা আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

শ্রীবোমকেশ রায়
হাবিলপুর
পোঃ জেলা—মেদিনীপুর

Wanted

One temporary graduate teacher and one temporary Hons. graduate in English on a Sectional Vacancy for Kashidih C. R. C. G. Vidyapith P. O. Kashidih, Dist. Purulia. Apply on or before 26th January 1970.

Secretary

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং ঐক্যবোধ সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা

অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য ভারতীয় আইন সংশোধিত

যে সমস্ত কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করতে বা অসন্তোষ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে অথবা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাভাষীর মধ্যে বৈরী ও বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করে অথবা স্থান, জন্ম বা বাসস্থান সম্পর্কিত কারণে বিভিন্ন জাতি বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভিতর শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব উদ্রেক করে, সেরূপ যে-কোনো কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করছেন। বর্তমানে এই সমস্ত অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশোধিত ১৫৩ক ধারার আওতায় পড়ে। উপরন্তু, ঐ একই আইনে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রবণতা থাকে বলে ধর্মাচরণের স্থানকে সভাসমিতির স্থানকে বাবহার করা গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য করা হয়েছে, এবং সেজন্য তা বর্ধিত শাস্তির যোগ্য। সংযোজিত একটি নতুন উপধারায় বলা হয়েছে যে, অশান্তি বিদ্বেষ বা ঘৃণা জাগিয়ে তোলার জন্য গুরুতর-সৃষ্টি বা আশুবদ্ধনক-সংবাদ রটা সম্ভবপক্ষি পরিবেশন করাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং ধর্মাচরণের স্থানে অনুরূপ ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০২ ধারায় বর্ধিত শাস্তির যোগ্য অপরাধরূপেই পরিগণিত হবে। এগুলি ছাড়া ফৌজদারী কার্যবিধির ২ নং তপশীলের যথাবিহিত সংশোধন করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-ক ও ৫০২ ধারার এই অপরাধ জামিনের অযোগ্য ও আদালতগ্রাহ্য অপরাধ হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৯ ধারা সংশোধনের মাধ্যমে জেলাশাসক/জেলাপুলিস কমিশনারের উপর এই সব অপরাধ সম্পর্কে মামলা রুজুর করার উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনও অনুরূপভাবে সংশোধিত হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-ক ও ৫০২ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দোষীসাব্যস্ত করা হলে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারার (১) উপধারা বর্ধিত মতে একে জনপ্রতিনিধিত্বের পক্ষে অযোগ্যতা বলে ধরা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বা ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে পারে বা সাম্প্রদায়িক প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরকম ধরণের আঙ্ক সৃষ্টিকারী, ভিত্তিহীন বা প্ররোচনামূলক কোনো সংবাদ বা মন্তব্যাদি মুদ্রণ বা প্রকাশন অনধিক দু'মাসের জন্য নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ১৯৬৯ সালের ফৌজদারী ও নির্বাচনবিধি (সংশোধন) আইনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে পাওয়া আবেদনাদি বিবেচনা করার সময় সরকারের পরামর্শ-গ্রহণের সুবিধার্থে একটি 'সংবাদপত্র পরামর্শদাতা সমিতি' স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পশ্চিম বাংলার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে যুক্তফ্রন্টের আত্মবিরোধ সম্পর্কে প্রচার যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে—তাতে সারা বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত ভাবছেন—এই বুঝি যুক্তফ্রন্ট শেষ হয়ে গেল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যুক্ত থাকার জন্য এবং বিরোধ মীমাংসার চেষ্টায় ঘনিষ্ঠভাবে থাকার কারণে আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার জল ক'রে জানার ফলে, আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে,—আভ্যন্তরীণ ভালোমতোই কিছু গোলযোগ হয়েছে একথা সত্য হলেও যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে না।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

গোলযোগগুলি কী ধরণের হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে—এ বিষয়ে ফ্রন্টের শরিক হিসাবে যতটুকু বলা যেতে পারে—তা বলবার আমি চেষ্টা করলেও, সে কথা বলবার পূর্বে এ কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব যে, বিরোধ বা মতভেদ সমূহ যা কিছু ঘটছে—সেগুলিকে ঐ সংবাদপত্রগুলি এমনভাবে লোকের সামনে তুলে ধরছে এবং বিষয়গুলি এমন ব্যাপার রঙ দিয়ে ফলিয়ে তুলছে যে, বাইরের মানুষের মনেও যেমন তা সংশোধনের অতীত ব'লে ধরা হচ্ছে—তেমনি ফ্রন্টের ভেতরের ঘনগুলির মধ্যেও সেই ছবিকে তীব্র ভাবে প্রতিক্রিয়া এবং সম্পাদের প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছে। এইভাবে ক্রমশ শক্তি অযথে তুলোর চাকরা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত পাকিতে তোলার জন্যে অন্তঃভাবে যুক্ত রয়েছেন—সেই সংবাদপত্রগুলি যারা ক্ষমতা বিচ্যুত প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের কাজে যোগান দিতে অকাতরভাবে এবং অংশত।

ফ্রন্টের প্রতি সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গী চাই

আমার এই কথার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রশ্ন তুলবেন যে, তোমরা কলম করছ মেটা কি সত্য নয়? মেটা প্রকাশ করাতেই কি আমাদের অপরাধ হচ্ছে? আমাদের উত্তর—আমরা কলম করছি মেটা সত্য এবং মেটাকে চাকছি না। তাই বলে তার সুযোগ নিয়ে আপনারা যে অশোভন সাংবাদিকতা আরম্ভ করেছেন—তাকে সত্যই অপরাধজনক। ২০ বছরের বাসী কয়লার আগুনের অভিশাপের পর অসহায়, বিধ্বস্ত, অগ্নগাস্ট্রীর বাংলার অর্থনীতির বাঁচবার আশার আলো ছ্রম যে অভিনব ঐতিহাসিক সম্ভাবনা নিয়ে এই যুক্তফ্রন্ট সম্ভব হয়েছে—তার গঠন-চরিত্র উপলব্ধি ক'রে, তার বিরোধ বিলম্বকে থানিকটা স্বাভাবিক মনে ক'রে, তার ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে তাকে যুক্ত থাকবার অনুকূলে আন্তরিক সহানুভূতি দেওয়াই এই সংবাদপত্রগুলির উচিত ছিল। রাজনৈতিক জীবনে অগ্রগতির সম্পর্কে প্রগতিশীল ঘনগুলিরও যেখানে নিজেদের ঐক্য এবং সহায় অপূর্ণ রাখার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা যেখন হয় নি—তেমনি এইসব জনজীবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে সব দিক থেকে খাঁটি তুলতে—শক্তিশালী করতে ঐ সংবাদপত্রগুলিরও আজ যে প্রগতিশীলের ভূমিকা গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল—তা তাঁরা করতে পারেন নি। এ কথা মনে রেখেই এবং সংবাদপত্রগুলির ভ্রান্ত-বিভ্রমরা বিযুক্ত ক'রেই আজ যুক্তফ্রন্টের বিরোধকে যুদ্ধতে হবে এবং তার বিরোধকে মেটাবার পথে আন্তরিক চেষ্টা দিতে হবে—আমাদের সকলের পক্ষ থেকেই।

নিজেদের মধ্যে এঁরা যখন মেলেন—বিরোধের চিহ্ন নেই

যুক্তফ্রন্টের ঘনগুলির এবং তার নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক যোগাযোগের পরিবেশ আজ কী,—সে বিষয়ে দু এক কথা বলি। বিরোধের খবরগুলি দিয়ে ঐ সংবাদপত্রগুলি দেশের মনে এমনভাবে ছবি তুলে ধরছে যে, মনে হবে—ফ্রন্টের ঐ নেতৃবৃন্দ নিজেদের বৈঠকগুলিতে বোধ হয় সহস্রর মুখ দিয়ে কোনোরকে আলোচনা শেষ করেন। আসল প্রতি মুহূর্তে ফ্রন্টের বৈঠক হচ্ছে—মেখানে যখন নেতৃবৃন্দ মিলিত হন—তখন বুঝতে কেউ পারবেন না যে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটছে। স্বাভাবিক কথাবার্তা হাস্য পরিহাস, কথাবার্তায় সহস্পরের প্রতি সম্মান বার্তা বিনিময় চলছে। মেখান সভায় বৈঠকে কেউ বুঝতে পারবেন না যে মেখানেই মতানের সংবাদপত্রে এঁদের মধ্যে কোনো তীব্র বাদ বিসম্বাদ ঘটছে।

এই বিরোধের আভ্যন্তরীণ রূপ কী—

এই বিরোধের স্বতাবার ছ্রম কী এবং কেন হচ্ছে এবং এর প্রতিকারপথ কী—এ বিষয় দুই এক কথা এখন বলি। যুক্তফ্রন্ট যাতুন,

যুক্তফ্রন্টের সমস্যা

-এর ৩২ দফা কর্মতালিকা তপায়িত হোক এবং নিজেদের ভেতর ফ্রন্টজনিত ঐক্য বজায় থাক—এই ইচ্ছে শক্তির ঘনগুলির সকলের মধ্যে থাকলেও,—নিজ নিজ ঘনগুলির প্রসার চিন্তা এবং বহু ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ফ্রতগতির সঙ্গে ঘন বাড়াবার লক্ষ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতা এবং এই উদ্দেশ্যে ঘনের নিম্নস্তরগুলিকে সচেতন বা অচেতনভাবে প্রশ্রয়দান এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে কিছু অবাহিত ব্যক্তিকে ঘনে স্থান দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে ভ্রান্ত সন্তোষলাভ প্রভৃতি কারণে এই বিরোধ জন্মলাভ করেছে। এই সব প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ঘনগত, ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা, সম্পানের প্রশ্ন প্রভৃতির কারণে আত্মকলহ, তার থেকে বিচ্ছান্তি, সংঘাত ও সাময়িক দোষারোপ প্রভৃতির উদ্ভব ঘটেছে।

এই বিশ্লান্তিতে যে সবদিক যোগান দিচ্ছে

এই সমস্ত দুর্ঘটনার ব্যাপারকে আরো বিশ্লান্তিকর এবং জটিলতাপূর্ণ ক'রে তোলার জন্য, যোগান দিয়েছে—(ক) সংবাদ পত্র, (খ) ভারতের বিভিন্ন দুরুহ রাজনৈতিক গতিধারা এবং (গ) নিজেদের নেতৃত্বের ত্রুটি। প্রথম দুটির ওপর আমাদের হাত নেই। তৃতীয়টি আমাদের হাতে এবং আমাদের সাধ্যের। আমরা আশা করছি—বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা ক্রমে এলে ফ্রন্ট-নেতৃত্ব সুষ্ঠুপথ অনুসরণ করবে। আমাদের গভীর বাধবা এই যে, দীর্ঘকাল বঞ্চিত, বিলম্ব রাজনৈতিক জীবনের পর ঘনগুলি ক্ষমতা এবং মুক্তির আনন্দ আজিসাধ্যে নিজেদের প্রসারের জন্য যে ব্যগ্রতার ইতিহাস রচনা করেছেন—তা যে সর্বাঙ্গীন হয় নি এবং ঘনের প্রসার এবং বৈপ্লবিক কর্মধারার জন্য নিম্নের এবং উপরের ঘনীর স্তরগুলিকে যে আরো বল সময়, মনোবল এবং শৃঙ্খলায় শক্তিসম্পন্ন করা দরকার—এটা ক্রমশ সকলে উপলব্ধি করছেন।এবং আরো করবেন।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

আমাদের ধারণা,—সকলেই ক্রমশ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন যে, ঐ ভাবে চললে যে ফ্রন্টের প্রসারের জন্য এই মন চেষ্টা—সেই ফ্রন্টের প্রসার এবং দফা রূপই আসতে বিলম্ব হবে, এবং ফ্রন্ট থাকতে চাইলে—এক অর দেওয়া উচিত হবে না—হিলে ফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে। সঙ্গে এই মানসিক বাস্তবতাবের উন্মেষ ধীরে ধীরে হচ্ছে—তখন নানা বিক্ষিপ্তি মনে সই এই মনোমালিন্যকে দূর ক'রে সহায় ফিরিয়ে আনতে পারলে, ঐ মানসিক বাস্তবতার শক্তিশালী হবে এবং বিরোধের মূলের সঙ্গে জড়িত নীতির প্রশ্ন এবং কর্মধারার কথা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান সহজ ও সরল হবে। এই ইচ্ছে সমস্যার ইতিবাচক দিক।

ফ্রন্ট যখন ভাঙবে না—এটা নিশ্চিত এবং ৩২ দফা কর্মসূচি যখন তপায়িত করতেই হবে, তখন আভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণগুলি দূর না করলে ফ্রন্ট বা সামনে থাকাই মায় করে—অসম্পর্কের ফলে প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হটে না—তা পরিস্থানে পরিণত হবে। সেজন্য আমাদের কোন সেবক সংঘের দৃঢ় অভিমত এই যে, ফ্রন্টে যদি থাকতে হয় তবে ঐক্যবদ্ধভাবে আর এদিকে নিম্ন ভাবার জন্য সতর্কতাপূর্ণ মনোভাব ও দৃঢ়তা রাখতেই হবে।

আর তা যদি সম্ভব না হয়—তবে নীচুর মধ্যেই ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। এই হল সমস্যার নেতিবাচক দিক। সুতরাং সেই চেষ্টা করে রেখে নিম্নে করে যে, অবস্থা এ রকম দুরাবোগ্য পর্যায়ে এসেছে কি না।

শান্তি প্রচেষ্টা কি ভাবে দানা বেঁধে উঠছে

এই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই প্রশ্নের আলোকেই আমরা কোন সেবক সংঘ যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের জন্য আন্তরিক চেষ্টায় অগ্রসর হয়েছি—সেই কথা এখন বলি। যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরিবেশ আজ কী—সে বিষয়ে দু এক কথা বলি। বিরোধের খবরগুলি দিয়ে ঐ সংবাদপত্রগুলি দেশের মনে এমনভাবে ছবি তুলে ধরছে যে, মনে হবে—ফ্রন্টের ঐ নেতৃবৃন্দ নিজেদের বৈঠকগুলিতে বোধ হয় সহস্পর মুখ দিয়ে কোনোরকে আলোচনা শেষ করেন। আসল প্রতি মুহূর্তে ফ্রন্টের বৈঠক হচ্ছে—মেখানে যখন নেতৃবৃন্দ মিলিত হন—তখন বুঝতে কেউ পারবেন না যে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটছে। স্বাভাবিক কথাবার্তা হাস্য পরিহাস, কথাবার্তায় সহস্পরের প্রতি সম্মান বার্তা বিনিময় চলছে। মেখান সভায় বৈঠকে কেউ বুঝতে পারবেন না যে মেখানেই মতানের সংবাদপত্রে এঁদের মধ্যে কোনো তীব্র বাদ বিসম্বাদ ঘটছে।

এই বিরোধের আভ্যন্তরীণ রূপ কী—

এই বিরোধের স্বতাবার ছ্রম কী এবং কেন হচ্ছে এবং এর প্রতিকারপথ কী—এ বিষয় দুই এক কথা এখন বলি। যুক্তফ্রন্ট যাতুন,

ও আপোষ চেষ্টা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার পরিণতিতে একটি অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতির ভূমিকায় ১৯৪ জানুয়ারী মন্ত্রিসভা মীমাংসার বৈঠক দেখা দেয়। শান্তি প্রচেষ্টার এ একটি বড় সফলতা ছিল। যুক্তফ্রন্টের এই বৈঠকের প্রাক্কালে পরিবর্তী সম্পর্কে মধ্যে নতুন একটা বিশ্ব গড়ে ওঠার ভাবিত হয় এবং ১৯৪ তারিখের বৈঠক এক অভিনব বিরক্ত পটভূমিকায় দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও বিরোধ মীমাংসার অগ্রগতি কেন অব্যাহত আছে তাও বলছি।

আপোষ বৈঠকের প্রাক্কালেও সহসা নূতন বিরোধ কেন

আপোষ বৈঠকের প্রতি সকলের আগ্রহ সত্ত্বেও, ঠিক তার প্রাক্কালে, শরিকী আক্রমণ কেন ঘটল—যার সংবাদ সংবাদ পত্রে বৃহৎ কলমে প্রকাশিত হল—এই প্রশ্ন অগণিত মানুষের মনে দেখা দিয়েছে এবং উদ্বেগে তাঁদের মন পূর্ণ করেছে। তাঁদের মনে হয়েছে—তাহলে কি শান্তির পর্বের আড়ালে বিরোধটাই আরো বাড়ছে? কিন্তু তা নয়। সেজন্য তবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে যে ব্যবস্থানি আগেই ছাড়া হয়েছিল—সেগুলির পরিবর্তে অন্যেই ঐ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। যদিও এই সব কলহের মধ্যে নীতির প্রশ্ন সত্তাকার উদ্বেগ প্রকৃতি আছে—তবু এখন যে অবস্থাটা মূলতঃ প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে—সম্পানের প্রশ্ন। সংবাদপত্রগুলির সক্রিয় অবদানে অবস্থা এখানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, অনেকে ভাবছেন এইবার আমি কিছু না করলে অগণিত সংবাদ পত্র পাঠকের চোখে আমি এই সংগ্রামে পরাজিত হয়ে যাবো।

সবচেয়ে বড় কথা আজ এই সম্পানের প্রশ্নকে সমগ্র বিষয় থেকে সরিয়ে শান্ত পরিবেশে পরিস্থিতির আসল রূপকে এবং নীতিগত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ব্যাপারগুলিকে সমাজকলের উপলব্ধি করতে হবে।

১৯ই জানুয়ারীর বৈঠক ঃ দু ভাগ হোল কেন

সংবাদ পত্রে সকলেই দেখেছেন—১৯ই জানুয়ারী ফ্রন্টের বৈঠক দু ভাগে ভাগ হয়ে দেখা দেয়। নেতৃবর্গের এক অংশে লোক দেবক সংঘের অফিসে সমবেত হন—আর এক অংশ নি, নি, আই অফিসে। উভয় জায়গায় সমবেত নেতৃবৃন্দ বলেছেন—ভুল বোঝাবোঝির ফলে এই অবস্থা ঘটছে। সংবাদপত্রেরা গর্হেষণা করেছেন যে, একটা সাংঘাতিক কিছুর পরিণতি হলেই এই ভুল বোঝাবুঝি ঘটছে। সাংঘাতিক কিছু নয়। এর আসল কথা এই।

১৯ই জানুয়ারী বৈঠক হবে—১৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় ফ্রন্টের আহ্বায়ক আমাদের জানান যে, বিশেষ কারণে করেকটি ঘনের প্রতিনিধি বৃন্দবারের বৈঠকটা আপনারের অফিসে হ'লেই ভাল হয়। আমরা রাজী হ'লে তাই করাই তাঁদের ইচ্ছে। পরিবর্তনের বিশেষ কারণ এই যে, ১৪ই বৈঠকের ফল সবচে একটা ব্যাপক আঘাত সৃষ্টি করেছে—এই বৈঠক নি, নি, আই অফিসে হলে লোকে ভাবে, সেখানে আসল ভীড় হবে যাবার সম্ভাবনা—ভীড় হলেই চাঞ্চল্যের উত্তেজনার ঘটার সম্ভাবনা—সেজন্য বৈঠকের আয়তন বড় বলে হলে কেউ আসবে পারবে না—আর সংঘের অফিস, তুলনায় তা অনেকাকৃত অনেক নির্বিবিলি। সেই কারণেই পরিবর্তন হলে ভাল। আমরা রাজী হলাম। কম সময়ের মধ্যে সমস্ত পার্টি সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগে দেরী হয়—কেউ কেউ সব দিন তুপরে থাক পান।

এক কম সময়ের মধ্যে এইভাবে স্থান পরিবর্তন করায় এবং এই সিদ্ধান্তের পূর্বে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করায় করেকজনের বিক্ষুব্ধ মন—এবং বলেন যে, এইভে পরিবর্তন ঠিক হয় নি—আর প্রয়োজনও নেই—যেখানে বৈঠক হবার কথা আগে থেকে ঠিক আছে—সেখানেই হোক—সেখানেই সব চলুন।" স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়েই পরামর্শ করা হয় যে, কোনো শরিক দল রাজী না হলে কলহেরও স্থান পরিবর্তন করবেন না। করেকটি দল স্থান পরিবর্তন পছন্দ করেন নি—আগের নির্ধারিত জায়গাতেই হোক বলে। সংবাদ পরিবেশনকারীদের বলেছেন। কিন্তু সে খবর কলহেরও সময়ে পান নি এবং সেই জন্যে সকলকে আবার সংবাদ দেওয়া হয় নি, ফলে এই বিভক্ত ফ্রন্টবৈঠকের পরিস্থিতি ঘটে।

দু'জায়গায় বৈঠকে সময়ের সমন্বয়ে সকলের আবার অপেক্ষা ক'রে পরে জানতে পারেন—কের সকলের আবার বিলম্ব হচ্ছে। পরে জোনে আমরা যোগাযোগ করি। উভয় জায়গাতেই এই অভিযত দেখা যায় যে, এখন আর এক দেখাতে সকলে একত্র হ'লে কী কথাবার্তা হবে? সবলা এইভাবে বৈঠক পরিবর্তনের সমীচীনতার প্রশ্নও এই সিদ্ধান্তকে খানিকটা প্রভাবিত বিলম্বিত করেছিল—উভয় ক্ষেত্রেই। এসব ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার সর্বত্রই সব সময় ঘটে থাকে। এর মধ্যে সাংঘাতিক বিরোধের সন্ধান করার কিছু নেই। আপোষ বৈঠকের প্রাক্কালে এই ঘটনাগুলি ঘটে থাকলেও, গোলযোগ মেটানর আগ্রহ সত্তাই আরো গভীর হয়েছে।

ক্যাবিনেটে ঐক্যের যে দৃষ্টান্ত দেখা গেল

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৫ই জানুয়ারীর ক্যাবিনেট বৈঠক। ফ্রন্টের বিরোধীরা আশ্রয়ভরে আশা করছিলেন যে, রাজ্যপালের ভাষণে কি বলা হবে—এই নিয়ে ফ্রন্ট ক্যাবিনেটে ঐ রাত্রেই বাদ বা এবং এর কারণে একটা সংকট দাঁড়িয়ে হবে। কিন্তু সংকট এলো না—১৪ই তারিখের ঐ সব ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে থাকা সত্ত্বেও, ১৫ই বেলা নেল ক্যাবিনেটে রাজ্যপালের ভাষণ কী হবে সে বিষয়ে সমস্ত ঘনের নেতৃবর্গের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বিরোধীকুলকে নিরাশ করেছে এবং সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন।

আমাদের সামনে যে কাজের আহ্বান রয়েছে

পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যে সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হচ্ছে—যুক্তফ্রন্টের মতোরা করতে তাদের ভূমিকা বেমন ঠোক না কোন—তাদের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই আমাদের ফ্রন্ট স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্য সকলকে অতন্দ্রভাবে গভীরভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। কারণ ফ্রন্ট না ভাঙলেও, আপোষের মনোভাবে আমরা সবাই কাছাকাছি হ'লেও, বিরোধের ব্যাপারগুলি বিরোধের কারণগুলি, নীতিগত প্রশ্নগুলি, সমুখীন হ'লে ফ্রন্টের ঐক্য, প-বৃদ্ধিক সম্পর্ক এবং ফ্রন্টের অন্তঃ সাংগঠনিক রূপ আরো ভিন্নরোগা রূপে গড়ে তুলতে হবে এবং তার ভেতর দিয়ে জনগণের প্রতি অঙ্গীকার-সম্পূর্ণ ৩২ দফা কর্মসূচীর দ্রুত এবং সার্থক রূপায়ণের প্রতি আগ্রহের মধ্যে সাধারণ মানুষকে আজ বাঁচবার সহজ নিশ্বাস ফেলার সুযোগ দিতে হবে। ফ্রন্ট-র দিক থেকে এই সব সংস্থা আমরা যে সমস্ত বিধি বিধান ও প্রতিশ্রুতি আমাদের মধ্যে গড়ে তুলছি—তাকে নীরক ক'রে তুলতে যে সক্রিয়পূর্ণ বোঝাপড়া, ঐক্যবোধ এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ এবং কর্ম বন্ধনের যে নিয়মক্ষ গড়ে তোলা চাই—তার জন্য আমাদের সকলকে গভীর ঐক্যবিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সক্রিয় চেষ্টা ও তৎপরতায় কাজ করে যেতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি—এই চেষ্টার কাজ অগ্রসর হবে এবং আশা করি ফ্রন্টের সংকট কেটে যাবে।

আমাদের সংঘ যে ভূমিকা নিয়েছে

আমরা আগেই বলেছি যে, এই লক্ষ্যে লোক সেবক সংঘের সক্রিয়পূর্ণ নিয়মক্ষ চেষ্টা-শান্তির বাংলার আমূল করেছেন। সকল প্রতিকূল অবস্থার প্রতিকূলতার সঙ্গে সকল শক্তির সকলের প্রতি সংঘের সেবাভাবের মনোভাব, বিভিন্ন স্তরে সংঘের সম্ভব সংগঠনী শক্তি, প্রচার সংগঠনে ফ্রন্টের নিষ্ক্রিয় শান্তির এবং সংবাদপত্রি, এঁদের পরিবেশ সম্পর্কে সংঘের বিস্তারীয়-চ্ছিন্নে যে চেষ্টা সংঘকে সকলের আস্থাভাজন করেছে—সংঘ ফ্রন্টের মধ্যে তার এই ব্রত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে যাবে—পরিবেশে এই অঙ্গীকার জানাই।

—

বিজ্ঞপ্তি

মুক্তির গত সংখ্যায় এই জেলার এল-এম-ই ও ট্রেড এ্যাপ্রেন্টিসের যোগ্যতা সম্পর্ক যুবকদের চাকুরীর সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইন্টারভিউ আগামী ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার বেলা ১০টার সময় থেকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে সুরু হবে। সুতরাং প্রার্থীদের সেই সময়ে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই ঃ—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

—মুক্তি সম্পাদক

প্রাক্তন ডি. এম, ও এবং তদন্ত রহস্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর হইতে)

থেকে শক্তিবরের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্যের নিম্নত আবেদন জানানো হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পুরুলিয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা গেল।

বক্তব্যটা সংবাদটি এই। এর সমস্ত কথাগুলি কেন ক্রমাগত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাই বলি। প্রথমতঃ তদানীন্তন উক্ত ডি, এম, ওর বিরুদ্ধে যে বহুবিধ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে—তার মূল অভিযোগগুলির এ পর্য্যন্ত কোনো তদন্ত হয় নি। ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টসের তদন্তে ডি-এম-ওর হাতে ন্যস্ত বহু সুলোর ভৌচর পত্রের হিসাব পাওয়া যায় নি বলে অভিযোগ হয়। খাতায় অবৈধ কেরুড়, বহু আসবাবপত্রের অন্তর্দ্ধান দেখা যায়—সে সম্বন্ধের কৈফিয়ৎ দিতে একমাত্র ডি, এম, ও দায়ী। এ সমস্ত বিষয় মুক্তিতে প্রকাশিত হয়।

হাসপাতালের ষ্টোরে এমন বহু ওষুধ পাওয়া যায়—যে সমস্ত ওষুধ পুরুলিই খরচের হিসাবে তালিকাভুক্ত। এছেন ওষুধ পত্রের শিশি, এমপিউল প্রভৃতি ডাক্তার কার্য্যে রত অবস্থায় ডি-এম-ওকে দেখা যাচ্ছে বলেও জন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে অভিযোগ আছে। এর মাত্র এই অংশটুকুর জন্যই তদন্তের ভার টাউন থানার একজন এস, আই-এর ওপর দেওয়া হয়। তিনি সুদীর্ঘ কয়েক মাস ধরে তদন্তের পর যে রিপোর্ট দেন—তার ভিত্তিতে ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেছেন এবং বিশ্বস্তসূত্রে যার কথা জানলাম তা এই। তিনি বলেছেন—যা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে—তাতে মূলতঃ ষ্টোরকিপারই দায়ী বলে মনে হয়। এবং এ সবের জন্য ডি-এম-ও নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত নন। সুতরাং উক্ত ডি, এম, ও সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত একথাও যেমন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তেমনি ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তে তিনি সম্পূর্ণ দোষ মুক্ত একথা বলাও বাস্তব তথ্য সম্মত নয়।

ডি, এম, ও এ ঐ জিনকার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী আছেন। একজন ডাক্তার, দু'জন ষ্টোর কীপার, একজন ডি, ডি, এ। অথচ প্রমাণের মূল ভিত্তিকে কেন এঁদের দেওয়া পরিচয় বক্তব্য সত্ত্বেও পুলিশ এস-আই-এর রিপোর্টে অভিযোগ গ্রাহ্য হওয়া উচিত। তাছাড়া, উনি থাকলে উনযুক্ত প্রমাণের হদিস না থাকায় আমরা আশঙ্কাদ্বিত হচ্ছি। তাছাড়া ঐ বিবরণীর বহু ওষুধ যা ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গেছে—সেগুলির বিষয়ে হিসাবের খাতায় কি ব্যাপার; কার হেফাজতে আছে এগুলির তদন্তের মধ্যে আনা দরকার। তবেই উনযুক্ত তদন্ত হবে। উনযুক্ত তদন্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া, ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস্ যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন—যা ভিত্তি ক'রে আরো ব্যাপক এবং সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম তদন্ত ও তা দরকার—তা না করে ষ্টোরকীপারকে অভিযুক্ত করলে ঐ বিষয়ে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অবিচার ঘটে যেতে পারে। সেজন্য আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে লিখেছি যে, যে পুলিশ এস, আই তদন্ত করেছেন—তার তদন্তের ব্যাপারসহ ঐ বিষয়টির উনযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করি।

বহুমতীর ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে—নির্দ্দোষী ডি, এম, ওকে সরাবার জন্য কচ্ছর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল—তার বিষয়ে তদন্তের আগেই তাঁকে সরানো হয়েছিল এবং এই ব্যাপারের জন্য চক্রান্ত-কারীদের বিরুদ্ধে সরবে বিক্ষোভ চাঞ্চল্য প্রভৃতি হয়। এই তিনটি দাবীই সম্পূর্ণ অসত্য। ডি-এম-ওকে সরাবার জন্য কোনো ষড়যন্ত্র হয় নি। তাঁকে সরাবার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—এবং কেন নিয়েছি—তা প্রকাশেই আমরা একাধিকবার বলেছি। দ্বিতীয় কথা, বহু দিন ধ'রে আমরা উক্ত ডি, এম, ও বিষয়ে বহু অভিযোগ শুনছিলাম। ও'র কতকগুলি অবাধ্যি কার্য্যধারার পরিষ্কার প্রমাণ এবং ঐ উচ্চশ্রে কতকগুলি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও একটি নামস্বিকপত্রের সঙ্গে ঐ প্রচ্ছন্ন যোগাযোগের ব্যাপার আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সেজন্য আমরা ওঁকে পুরুলিয়া থেকে বদলী করে দেবার জন্য অনুরোধ করতে স্থির করি। এবং বলা কওয়া করি। তদন্তের জন্য ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস আসেন এবং গুরুতর ব্যাপারসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে আরো ব্যাপক এবং নির্দ্দিষ্ট তদন্তের জন্য অনুরোধ করি যে দোষ ভ তাকারে প্রমাণিত হওয়ার পরই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এবং একথাও বলি যে, এই অনিশ্চিতিতে ঐ ডি, এম, ওকে পুলিয়ায় না রাখাই উচিত। তাছাড়া, উনি থাকলে উনযুক্ত তদন্তে বাধা পড়বে—কেরুড় পত্র গোপনান হবার সম্ভাবনা থাকবে। ডি, এম, ও সম্পর্কে বিবিধ অবাস্তিত ব্যাপার ঘটা সত্ত্বেও ওঁকে পুরুলিয়ায় রাখবার এবং ওঁকে নির্দ্দোষ ব'লে প্রমাণ করার একটা অত্যন্ত অপোভন কচেষ্টা কিছু ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। আমি জানি—ওঁদের নিজেদেই সহরে তীব্র জনমত দেখা দেয়—ডি, এম, ওকে সরাবার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত ঐ শুটিকতক ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য সকলের সমর্থন পেয়েছে ব'লেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম।

যদিও ডি, এম, ও কার্য্যকলাপের অসমীচীনতা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যাদি আমাদের কাছেই আছে—তবুও আমরা মনে করি আরো ভালভাবে তদন্তের পরই এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা উচিত হবে। সেজন্য আমি দিন কয়েক পূর্ব্বেই তার সম্পর্কে স্পেশাল অডিট ব্যবস্থা করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি। তদন্তের পর যদি দেখা যায়—তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—তাহলে এই মুক্তির পাতায় ক্ষমা ভিক্ষা করব—এবং আনন্দিত হবো যে একজন পরম্ব সম্মানিত ব্যক্তি অপরাধী নন। কিন্তু উনযুক্ত তদন্তের পূর্ব্বে তাকে নিরপরাধ বলতে আমি সক্ষম নই। মুক্তকণ্ঠের কেউ যদি এই কথাকে মুক্ত আছেন—তাঁদের আমি ও'র ভগ্ন কর্ণস্বরের কথা স্মরণ করিয়ে বলব যে, দুর্নীতির অভিযোগ অন্তস্থ পূর্বেই তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করার চেষ্টা ফ্রন্টের কর্মী বিশারের দ্বারিত্বের পক্ষেই বিচুক্তি হবে।

ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস ষ্টোরের এবং হিসাবের রেকর্ডপত্র দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটি রেকর্ডার জন্য "স্পেশাল অডিট" অবশ্যই করতে হবে। কারণ একজনের দ্বারা তদন্তে সমগ্র অবস্থার সঠকরা ১০ ভাগ মাত্রই তদন্ত সম্ভব। স্পেশাল অডিট কয়েকজন অডিটের দিলে সমগ্র অবস্থার তদন্ত করেন। অগের সি, এম, ও, এইচ ষ্টোর এবং হিসাবের বহু গোপ-মালের জন্য স্পেশাল অডিট চান এবং বর্ত্তমান সি, এম, ও এইচও ঐ কারণে স্পেশাল অডিট চেয়েছেন।

—•—

বিজ্ঞাপন

ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান।

(হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল)

বর্ত্তমান বৎসরে পঞ্চম হইতে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ছাত্রাবাসের সীট মাসিক ৪৲ টাকা মাত্র। উন্মুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

খেলাধুলা ও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। উপযুক্ত শিক্ষকগণ দ্বারা শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। পালের হার সন্তোষ জনক। ভর্তি করিতে ইচ্ছুক অভিভাবকগণ সত্বর আবেদন করুন।

ভজহরি মাহাত এম, পি, ১১১৯৭০
সভাপতি
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান
পুরুলিয়া।

Wanted

A Trained Graduate strong in Sanskrit and Mathematics for BORO High School. Pay according to Govt. scales. Apply to Secretary, Boro High School, P. O.+Vill.—Boro within 31st January, 1970.

বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

মাত্র ১০ দিনের জন্য

উলেক্স ফেয়ার—প্রতি বর্গফিট ১০ দিনের জন্য ১৲ হারে বিলি করা হচ্ছে। এতদুপরি স্টলের বৈদ্যুতীকরণের জন্য ধার্য্য খরচা দেয়। স্টলের জন্য ৫০% ভাড়া অগ্রিম দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদক বা ক্ষেত্র তথ্যাধিকারিকের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

স্থানীয় সংবাদ

জালকা গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতি

গত ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় পুরুলিয়া মফস্বল থানার জালকা গ্রামে ডাকাতি হয়। মুখার্জী, এ্যাডভোকেটের গৃহে নয়জনা সশস্ত্র দুঃসাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ, ঠিক সন্ধ্যার সময় যখন কালি-রঞ্জন বাবু বাহিরে সশস্ত্র গার্ডের থেকে থানের বন্দুকগুলি ঘরে তোলার তদ্বির করছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ঘরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালছিলেন সেই সময় ভদ্রবেশধারী জন নয় ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয় ও কালিরঞ্জন বাবুর গ্রহের তোষাখানা করে দোতলা ঘরে ঢুকে পড়ে। দুর্ব্বৃত্তরা ঘরের তোষালায় উঠে যেখানে বন্দুক ছিল সর্ব্বপ্রথম সেটা হস্তগত করে এবং তাদের অন্যান্য পত্র ও টাকা-কড়ির সন্ধান করে কিছু না পেয়ে কালিরঞ্জন বাবুর স্ত্রীর গায়ের গহনা সমস্ত কেড়ে নেয়।

ইতাবসরে বৈ চৈ শুনায় গ্রামের বহুলোক ঘটনাস্থলে এসে পড়ে এবং কালীরঞ্জন বাবু পাশের এক গুরুত্বের বন্দুক নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করেন। ভৈক গ্রামবাসী ডাকাতদের বাধা-দানের জন্য অগ্রসর হলে ডাকাতেরা গুলি ছোঁড়ে ফলে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান এবং কয়েকজন বাকি আহত হন। ডাকাতেরাও এই অবসরে পলায়ন করে।

এই খুন ও ডাকাতির কিনারার উদ্দেশ্যে পুলিশ কুকুর আনা হয়—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্তদের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় নি।

—•—

গড়জয়পুরের রাজবাটিতে চাঞ্চল্য-কর চুরি

গড়জয়পুরের রাজবাটীতে এক চাঞ্চল্যকর চুরিতে রাজবাটীর পারি-বারিক অলঙ্কারপত্র, সোনার বিগ্রহ প্রভৃতি চুরি হয়ে এঁদের প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করে গিয়েছে। সংখ্যায় নয় জনের দুর্ব্বৃত্ত রাজবাটীতে প্রবেশ করে সর্ব্ব-প্রথম বন্দুকধারী রক্ষীদের হস্তগত করে—তার পর যে যে স্থানে রাজপরিবারের মূল্যবান অলঙ্কারপত্রাদি, রাজমুকুট, স্বর্ণবিগ্রহ প্রভৃতি রক্ষিত ছিল সেই সব লুণ্ঠন করে; কেবল ভ্রমক্রমে কারণে ঘোড়া সোনার দুর্গা প্রতিমাটি ফেলে যায়। দুর্ব্বৃত্তরা পালাবার সময় কিছু দূরে বন্দুক দুটিও ফেলে যায়।

পুলিশ অনুসন্ধান চলছে এ পর্য্যন্ত তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

—•—

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

ভাষাস্থানী সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্তি চলিতেছে:

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম, কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও বেলওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি ভট্টাচার্য্যা

প্রিন্সিপাল

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংঘানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

মুক্তির মূল্য সম্পর্কে

মুক্তির বার্ষিক মূল্য যে ৬৲ ছিল—তাই রইল। তবে মুক্তির আকার এবং আগের আকারের তুলনায় পাতা ও তার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা দাম বাড়াচ্ছি না—তবে ডাক খরচ যা আগে আমরা নিচ্ছিলাম না—সেটার জন্য এবারে বার্ষিক ১৲ টাকা নেওয়া হবে—স্থির হল। মুক্তির খুচরো বিক্রিতে প্রতি সংখ্যা ১০ পয়সা। ১৩ পয়সা লেনদেনে অবশ্যই ঘটে। বহু ক্রেতা ১২ পয়সা দিয়ে থাকেন। আমরা সেজন্য ১৫ পয়সা করছি। এতে আমাদের খরচ ওঠার দিক থেকে সাশ্রয় তেমন কিছুই না হলেও, যে লোকসানটা হচ্ছিল তা হবে না। আশা করি দামের এই হেরফেরের জন্য মুক্তির গ্রাহকরা কিছু মনে করবেন না।

—মুক্তি সম্পাদক

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE ইলেকট্রিক পাম্পিং সেট

এসি ৪৪০ ভোল্ট, ৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন

(মিনিটে ১৪৪০ পাক) মোটরযুক্ত

এতে চের ভালোভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। বোতাম টিপে স্বতঃস্ফূর্তে চালানো যায়।

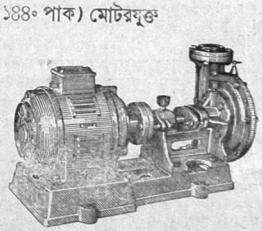

ওয়ারকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।

EMBEE MARTIN BURN

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন

অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভিশন

মার্টিন বার্ন হাউস

১২ মিশন রো

কলিকাতা

দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

Regd. No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

পুরুলিয়ায় খাদ্যমন্ত্রীর যুক্ত বৈঠক

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

এবং সেই হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মা ও ১ার কোটী লোক সংখ্যার জন্য বৎসরে ৭৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাদ্যশস্য বা চাল প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মোট খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হোল ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টন এবং এর মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ নানা খাতে অপচয় বাদ দিয়ে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হোল ৫১ লক্ষ ৬০ হাজার টন, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য শস্য ঘাটতির পরিমাণ হোল প্রায় ২২ লক্ষ টন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৫ লক্ষ টন চাল ও ১১ লক্ষ টন গম দাবী করেছেন। কিন্তু খাদ্য মন্ত্রী বলেন যে ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে নিজের হাত গুটিয়ে থাকা উচিৎ নয়—সেইজন্য সরকার স্থির করেছেন যে ফসল কাটার পর পশ্চিমবঙ্গের হাটে বাজারে বিক্রয়ের জন্য চাষীরা যে ধান আনেন তার পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টন। সুতরাং এই "বাজার উদ্বৃত্তের" শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ৬ লক্ষ টন সংগ্রহের লক্ষ্য সরকারীভাবে ধার্য্য এবং এক সি-আই এর উপর তার সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চাল কলগুলিকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে এবং ডি-সি এজেন্ট ও সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন ও বাকী ১ লক্ষ টন লেভী প্রভৃতির মাধ্যমে সংগৃহীত হবে। তিনি জানান যে এই লেভীর জন্য জোন-বিভাগ প্রথা (Zonbi system) নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এবং পুরুলিয়ার জায় অন্-সেচ এলাকায় ১০ একরের কম জমির মালিকদের লেভীর আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

পুরুলিয়ার সমস্যা

খাদ্য মন্ত্রী আরও জানান যে পুরুলিয়া জেলার খাদ্য সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্য ১৫ হাজার টন ধান অর্থাৎ ৯০ হাজার টন চাল ধার্য্য করা হয়েছে এবং এই অভিযানকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে বিশেষ অনুরোধ ও আবেদন জানান। খাদ্য মন্ত্রী স্বীকার করেন যে পুরুলিয়া জেলায় এই বৎসর ব্যাপক ফসল হানী হয়েছে এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ গতবৎসরের ৯০ ভাগের বেশী হবে না—সেইজন্য তিনি বিশেষ নির্দেশ দিচ্ছেন যে পুরুলিয়া জেলার সংগৃহীত খাদ্য শস্যের শতকরা ২৫ ভাগ এই জেলার প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে—এবং তাতেও যদি জেলার প্রয়োজন না মেটে তবে সমস্ত ঘাটতি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পূরণ করা হবে।

পুরুলিয়া জেলার আসন্ন খাদ্য সংকটের আশঙ্কা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে খাদ্য মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে এই জেলার বিভিন্ন আশুমূলক ব্যবস্থা যাতে অতি নীঘ্র গ্রহণ করা হয়—তার জন্য তিনি ত্রাণ-মন্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ জানাবেন।

কঠোর কর্ডনিং ব্যবস্থা

খাদ্য শস্যের চোরা কারবার বা পাচারের চেষ্টা রোধের জন্য কর্ডনিং ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত খাদ্য মন্ত্রী ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে আলোচনার পর মন্ত্রীসভা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন খাদ্য মন্ত্রী তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে কর্ডিকাতায় চাল পার্শ্ব অঞ্চলের কর্ডনিং ব্যবস্থা যাতে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে কলিকাতায় চোরাই পথে সমস্ত চাল চলে এসে জেলাগুলিতে খাদ্য সংকট বা খাদ্য মূল্যের বৃদ্ধি ঘটাতে না পারে সেইজন্য চলিত সরণগুলি, অন্দর বন, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি উপ্ত জেলাতেও কর্ডনিং ও নিরন্ত্রণাদেশ কঠোর করা হচ্ছে। এই সূত্রে নিয়ম করা হয়েছে যে একজন লোক বিনা অনুমতিতে ১ কুইন্টালের বেশী ধান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারবে না; আর রাত্রি ৯টা থেকে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত (সরকারী ধান চাল ছাড়া) কোনও প্রকার ধান বাহন যোগে ধান চাল প্রভৃতি খাদ্য শস্যের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নির্দেশাজ্ঞা অমান্য করলে ধান চাল সহ গাড়ীটিও বাজেয়াপ্ত হয়েযাবে এবং গাড়ীর চালক ও মালিককেও গ্রেপ্তার করা হবে।

খাদ্য মন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মীদের সহযোগিতা কামনা করেন যে—চোরাই চালান ও চোরা কারবার দমনে তাঁরা যেন বিশেষ সচেষ্ট হন।

ইতিপূর্ব্বে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীসেন তিনি গমজাত এবং চাল কলের মালিকদের সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান নব সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

———

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের শোচনীয় চিত্র উদঘাটিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর হইতে)

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে—ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ সমবায় আন্দোলনের সম্মুখে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ দেখা দিয়েছে। কারণ এই ব্যাঙ্কগুলি এখন গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করে চাষীদের সরাসরি ঋণ দানের কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে চলেছে; সুতরাং আগামী সাত আট মাসের মধ্যে সমবায় আন্দোলন নিজের ঘর নূতন পথের উদ্ভাবন করতে না পারলে—সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুতরাং সমবায় মন্ত্রী আগামী তিন মাসের মধ্যে সমবায় ঋণ আদায়ে কার্য্যকর অভিযান চালাবার উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকারী ও বেসরকারী সমবায় কর্মী, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং যুক্তফ্রন্টের সহিত দলগুলির নিকট সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানান।

বিভিন্ন ব্লকের সমবায় সমিতি সমূহের পরিচালকবৃন্দ এবং সরকার নিয়ন্ত্রক সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করেন। জেলা শাসক শ্রীবার্ধবার্ধ চৌধুরী, আই-এ-এস তাঁর ভাষণে সহ-নিয়ন্ত্রকের প্রদত্ত তথ্য ও তথ্যাদিকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন যে এই জেলার সমবায় আন্দোলন তথা সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার শোচনীয় পরিস্থিতি সমাকরূপে অনুধাবন করতে হলে—এই জেলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা পর্য্যালোচনা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষ বলেন যে বিগত আমল এই জেলার যা কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—তাতে সরকারী টাকা লুটী করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী প্রচার আর সেই সরকারী টাকা পরিশোধ করার কোনও প্রশ্ন ছিল না? সারা জেলার অবাধ লুটের রাজত্ব চলেছিল এবং বহ মাদ্ধাতার লোকও সমবায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এটাকেও একটা লুটের আড্ডা করে তুলেছিল—সুতরাং সমবায়ের মাধ্যমে যারা ঋণ নিয়েছিল—তাদের অধিকাংশের মনে ঋণ আর পরিশোধ করতে হবে না এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তার পর ১৯৭৬ সালে পুরুলিয়া জেলার বন্যাকবলিত পরও এই জেলার কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বিপরীত অনুকরণে চলতে থাকে ফলে জেলাবাসীর মনোভাব পরিবর্তনের সুযোগ ঘটে নি।

জেলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা সূত্রে তিনি বলেন—বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার চাষীরা ঋণ নেয় তাদের চাষের পুঁজী বা ঘরে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে—সুতরাং তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মানভূম জেলার চাষীরা ঋণ নেন তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের প্রয়োজনে—খুব কম ক্ষেত্রেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সেই টাকা নিয়োজিত হয়। ফলে তাদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা এক মহা সমস্যা। তাছাড়া ফসলহানী, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি মৃত্যু এই জেলার নিত্য সঙ্গের সাথে। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই এই জেলায় কাজ করতে হবে—এবং সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মের বোঝা লাঘব করার জন্য আমাদের সকলকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষ এই অভিযোগ করেন যে সমবায়ের ঋণ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার প্রশ্নে রাজনৈতিক দুষ্টিভঙ্গী নিয়ে পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে।

———

For Perfect Repairs of
TYPEWRITERS
Please Contact :
Mechanical Deptt. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL
INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Furulia
(Advocate Shri Karuna Babu's Line)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস্ পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্বিগ্ন জাগরণ
প্রাপ্তাবরান্
নিবারত

মুক্তি

সম্পাদক — অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

সোমবার, ২৬শে জানুয়ারী '৭০
১২ই মাঘ, ১৩৭৬

বার্ষিক — ৬.-, সডাক—৭.
মূল্য—১৫ পয়সা

অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে



মৃত্যুর হোক লয়!

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ

রাজ্যপাল ধাওয়ানের উদ্বোধনী ভাষণ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিনবত্ব ব্যাখ্যা

গত ১১শে জানুয়ারী বুধবার রাজ্য বিধান সভার বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীসাহিব সিং ধাওয়ান বলেন—সারা ভারতে যে পদ্ধতি রূপ পাচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার তারই একটা অংশ। ১৪টি রাজনৈতিক দলের সম্মীলিত সরকার একটি অভিনব পরীক্ষা। এই সব দলের নেতৃবৃন্দ পশ্চিম বঙ্গের জন-গণকে স্থায়ী একটি সরকার দেবার জন্য যে সাধারণ কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেটা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও সুবোধ কেমের নিদর্শন। মাঝে মাঝে বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়েছে—এটা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নয়। যুগো-পযোগী ও জনমতের প্রতিফলনযুক্তন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ কার্য্যক্রমের সন্ধান করে ভুল ত্রুটি ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে যাওয়া অনিবার্য।

আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেন—পুলিসের কাজ ও কর্ম্ম পদ্ধতি সম্পর্কিত অভিযোগের মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকারকে

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম সঙ্কট ও সমাধান প্রচেষ্টা

যুক্তফ্রন্টের রবিবারের গুরুত্ব পূর্ণ বৈঠক

বিগত দু তিন মাস যাবৎ যুক্ত ফ্রন্টের ঘটি বহু শরিক—মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের বিরোধকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের যে সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল সেটা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে বাংলা কংগ্রেসের গৃহ-অনশন সত্যাগ্রহ ও প্রচার অভিযান এবং সি-পি-এমের পাল্টা প্রচার অভিযানকে উপলক্ষ করে। এই বিরোধ-বিবাদ মীমাংসার জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে লোক সেবক সংঘের নেতা তথা প্রকারান্তরে মন্ত্রী শ্রীবিভূতি কুমার ভালগুপ্ত এবং আর-এস-পি নেতা শ্রীআশুর পাল যে প্রচেষ্টা চালান তা সংঘের উভয় দলের উদ্বেগপূর্ণ ও প্রবোচনামূলক উক্তর প্রত্যুত্তরের স্থানের দ্বারা ব্যাহত; বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট বিধা-বিচ্ছিন্ন হবার পরিস্থিতি দেখা দেয়।

যুক্তফ্রন্টের এই সঙ্কট চরমে ওঠে বিধান সভার বাজেট অধিবেশন উদ্বোধনের দিন বিধান সভার লবীতে সি-পি-এম সমর্থক এক দল ছাত্রছাত্রী কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়কে

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

সংঘ সংবাদ

সংঘের পক্ষ থেকে আনীত নির্বাচনী মামলা ঃঃ একটিতে পুণর্গণনা হবে : একটির শুনানী চলছে

শ্রীঅশোক চৌধুরীর মামলা

এই মামলার আমাদের প্রধানতম দাবী ছিল—পুণর্গণনার নির্দ্দেশ দেওয়া হোক। সেই পুণর্গণনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টে এই মামলার আগে অন্যান্য যে নির্বাচনী মামলায় পুণর্গণনার আদেশ হয়েছে—সেগুলির গণনার পর আমাদের সংঘের এই মামলায় পুণর্গণনার কাজ করা হবে। একটির গণনা চলছে—আর দুটির গণনার পর আমাদের মামলার গণনা হবে। গণনা কলকাতার হাইকোর্টে করা হবে। হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার এই গণনার পরিচালনা করবেন। আমাদের মামলারই গণনা শেষ হ'তে দুদিন সময়—বা তারও অধিক সময় লাগবে ব'লে জানা গেছে।

এই মামলার আমাদের পক্ষে হাইকোর্টে কৌসলী ছিলেন—ব্যারিষ্টার শ্রী শাম্-ধর চাটার্জ্জী, এ্যাডভোকেট শ্রীরঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায়, এ্যাড-ভোকেট শ্রীসুবীর কুমার রায়, এ্যাটর্ণী শ্রীসাহি রঞ্জন সাহা এবং তাঁর অনিয়ার শ্রীঅশোক ঘোষ। মামলাটি বিগত মাচ মাসের শেষ সপ্তাহে দাখিল করা হয়। তিন দিন মামলা চলার পর আমাদের দাবীর অনুকূলে গণনার নির্দ্দেশ হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে চীফ মাননীয় জাষ্টিস শ্রীসত্য প্রসাদ মিত্রের এজলাসে এই মামলার শুনানী ও নির্দ্দেশ হয়। এই মামলায় শ্রীঅশোক চৌধুরীর কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরাজকৃষ্ণ মহাতের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ মূল বক্তব্য ছিল যে, শ্রীচৌধুরী বেশী ভোট পাওয়া সত্ত্বেও, অবৈধ ভাবে কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে সংখ্যা বৃদ্ধি ও অসমাচার ঘোষণা করা হয়। সংঘের কর্ম্মীরা এই আশা করেন যে, কারচুপি অযোগ্যতার সহিত করা হ'য়ে থাকলে শ্রীচৌধুরীর অনুকূলে ভোটের সংখ্যা পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে।

শ্রীকীর্দ্দক মাঝির মামলা

বিগত ১৯ শে ডিসেম্বর থেকে সংঘের এই নির্ব্বাচনী মামলা হাইকোর্টে চলছে। হাইকোর্টের মাননীয় জাষ্টিস শ্রীসত্য মিত্রের এজলাসে। এঁর কোর্টে লোক সেবক সংঘের এই মামলাটিরই প্রথমে শুনানী হচ্ছে। এ পর্য্যন্ত ১৯ দিন শুনানী হয়েছে। শ্রীকীরুক মাঝি তাঁর নির্ব্বাচনী মামলার অনুকূল কারণে প্রার্থী শ্রীসুভেশ্বর মাঝির বিরুদ্ধে বিবিধ নির্ব্বাচনী দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করেন।

নির্ব্বাচনী আইনের মতে (ইলেকশন পিটিশনে) বর্ণিত অভিযোগ সমূহ সম্পর্কে প্রীকীরুক মাঝির এজাহার দানের পর উপরোক্ত দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা সমর্থন করে এ পর্য্যন্ত যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের নাম এই :—জামজোড়ার অন্তর্গত ঝাকরো গ্রামের শ্রীকালী মাহাত, শ্রীবরণ মাহাত; শ্রীসমু মাহাত, বিজয়ভিটে গ্রামোপান মাহাত, বাবোহাল থানার গড়মাহা গ্রামের শ্রীপদন মাহাত, ঐ গ্রামের মুন্ডি টোলার শ্রীবুধু মুর্মী, বাবোহালের শ্রীবৃন্দাবন সোরেন। আরো এখনো দিন কতক ধরে মামলা চলবে।

এই মামলায় সংঘের পক্ষে আছেন—ব্যারিষ্টার শ্রীশ্যামাপ্রসাদ চ্যাটার্জ্জী, এ্যাডভোকেট শ্রীরঞ্জিত কুমার মুখার্জ্জী, এ্যাডভোকেট শ্রীচৌধুরী কুমার রায়, এ্যাটর্ণী শ্রীসাহি রঞ্জন সাহা ও তাঁর জুনিয়ার শ্রীঅশোক ঘোষ।

সম্পাদকীয়—

তিরিশে জানুয়ারী

বাইশ বৎসর পূর্বে তিরিশে জানুয়ারী তারিখে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে দেহরক্ষা করেন। সেই মহান নেতার তিরোধান দিবসরূপে এই দিনটি দেশ ও জাতির নিকট বিশেষ স্মরণীয় দিন। একটি দলিত ও পর-পদানত জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজী যে ত্যাগ ও তপস্যা; সাধনা ও সংগ্রাম করে গেছেন এবং তাঁর আদর্শ ও নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের শত সহস্র বীর সন্তান স্বাধীনতার বেদীমূলে চরম আত্মদান করে গেছেন সেই সব অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই স্মরণীয় দিনটি শহীদ দিবসরূপেও উদ্‌যাপিত হয়।

এই বৎসর তিরিশে জানুয়ারীর আরেকটি বিশেষ তাৎপর্য্য হোল — গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র দেশ ও জাতি যখন এই মহা-নায়কের শততম জন্মমুহূর্ত্তের জয়ন্তী উৎসব বিভিন্নভাবে পালনে ব্যস্ত; তখন সেই উৎসব মুখরিত কার্য্যসূচীর মধ্যে এই বিশেষ দিনটিতে আমরা তাঁকে স্মরণ করবো—কর্ম ও আদর্শের জন্য তাঁর সর্ব্বস্ব পণ ও আত্মবিসর্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো। গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে এই দিনটি তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম ও আধি-ব্যধিগ্রস্ত দীনাতিদীন মানবের জন্য তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত করুণা ও সেবার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগনের জন্য বিশ্ব-কুষ্ঠ-নিরোধ দিবসরূপেও উদ্‌যাপন করবো। কুষ্ঠব্যধিগ্রস্তদের লাঞ্ছিত সামাজিক জীবনের অভিশাপ গান্ধীজীকে যেভাবে ব্যথিত করেছিল এবং এই দুর্গত মানব শ্রেণীকে আন্তরিক সেবা ও সামাজিক মর্য্যাদা দানের জন্য সংগ্রাম করতে গান্ধীজী যেভাবে সাধনা ও সংগ্রাম করে গেছেন—এই পবিত্র দিনে আমরা তারও পর্য্যালোচনা করবো এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে আরব্ধ কর্মকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে নূতন করে শপথ গ্রহণ করবো।—এ ছাড়াও গান্ধী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জাতীয় কার্য্যক্রম স্বরূপ জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় পক্ষটি মাদক-বর্জ্জন অভিযানের ঠিক বিশেষ কার্য্যক্রম দ্বারা উদ্‌যাপন করাও তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এক বিশেষ অঙ্গ হবে।

মহাত্মা গান্ধীও এই তিরোধান দিবসে—আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করবো যে স্বদীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতির জনকের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত প্রয়াণে দেশ ও জাতি তাঁর মহান নেতৃত্বের কল্যাণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এই দীর্ঘ ২২ বৎসর ধরেকর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় উদ্বাস্ত-ভাবে ভেসে বেড়িয়েছে। সেই কারণেই দেশের এত দুঃখ ও দুর্গতি পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং জাতি আজ উন্নতির শিখরের পরিবর্তে অধোগতির পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে।

অ, চ,

—০—

ছাব্বিশে জানুয়ারী

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী মুক্তি সাধনার যজ্ঞশালায় ভারত-বাসীর ডাক এসেছিলো সর্ব্বস্ব পণ করে, সর্বস্ব নিবেদন করে পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে আত্ম নিবেদন করার। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ সন্তান স্বাঁপিয়ে পড়েছিলো স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত সংগ্রামে। সেই সংগ্রামের শেষ পরিণতিতে ভারত অর্জন করলো রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৯৪৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান গৃহীত হোল। সেই দিন থেকে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা দিবস পরিণত হোল স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে।

স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান প্রবর্ত্তিত হবার পর বিশ্ব বৎসর অতিক্রান্ত হোল—এবং গত বিশ বৎসর ধরে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন, যে আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে দেশ পূর্ণ স্বাধীনতার সনন্দ বাণী গ্রহণ করেছিলো এবং বিশ বৎসর পূর্বে ভারতের জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও মৌলিক অধিকারগুলির পূর্ণ মর্য্যাদাদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনগণের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রূপরেখা রচিত হয়েছিল—তা আজও অপূর্ণ ও অসাধারণত্ব আছে।

সুতরাং এই ছাব্বিশে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে আমাদের নূতন সংকল্প গ্রহণ করতে হবে নূতন সংগ্রাম ও সাধনার উদ্দেশ্যে; যাতে সার্থক ও প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শে দেশে পূর্ণ বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার শোষণ নিগ্রহ ও অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে দেশের জনগণ নিজের ভাগ্য রচনার পরিপূর্ণ অধিকার পায়।

অ, চ,

—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ভারতের মতো দেশের পক্ষে মারাত্মক। কারণ পৃথিবীর আর কোন দেশের জনসমষ্টিতে এত বিচিত্র সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা দেখা যায় না। ভারতের গণশক্তি মানেই বহু বিচিত্র সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ শক্তি।

সম্প্রতি দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আহমেদাবাদ থেকে দার্জিলিং জেলা পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিটি ঘটনা একটি মর্মান্তিক সত্যের প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত। এ সংকেত যদি দেশ অগ্রাহ্য করে তবে একদিন এর জন্যে মূল্য দিতে হবে সর্বস্ব দিয়ে—ভারতের মানচিত্রে ভারত আর থাকবে না। দেশের গণশক্তি যে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়েছে—দেশের দেহ হতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে দেশ ছোড়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার গণমুক্তিরোগের মধ্যে সেই আসন্ন সর্ব্ব-নাশের রক্তাক্ত বিপদ-সংকেত দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু দেশকে গড়তেরা যাঁরা, চোরা বালির ওপর যাঁরা সমাজ-তত্ত্বের সৌধ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা এখনও অবহিত নন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে। অবহিত হলে অনেক আগেই এ বিপদ কেটে যেত। পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা এতখানি প্রশ্রয়লাভ করেনি, যতখানি করেছে দেশ স্বাধীন হবার পর; যদিও সাম্প্রদায়িক অছিলাতেই দেশকে টুকরো করা হয়েছিল। পরাধীন দেশে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব ও বাঙলায় কিছু তিক্ততা ছিল এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি শোচনীয় দাঙ্গাও হয়েছিল। বিহারে যা ঘটেছিল, তা' প্রতিক্রিয়ামাত্র—স্বাধী তিক্ততা সেখানে ছিল না। পাঞ্জাব, কোলকাতা নোয়াখালি, ঢাকা, খরসৌয়া ইত্যাদির ঘটনা মনে রেখেও বলতে পারি, বিশাল ভারতের তুলনায় এ ঘটনাগুলির ব্যাপকতা সামান্যই ছিল।

যাই হোক, সাম্প্রদায়িক শান্তির অছিলায় দেশ ভাগ করে আমরা স্বাধীন হলাম। হিন্দু-মুসলমানের সামান্য সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাস্তু হোল বাঙ্গালী-বিহারী, বাঙ্গালী-অসমীয়া, বাঙ্গালী-ওরিয়া, অন্ধ্র-মাদ্রাজী, মাদ্রাজী-মালয়ালী, মারাঠী-গুজরাতী, মারাঠী-গোয়ানিজ, শিখ-পাঞ্জাবী এবং গুজরাতী-কাথিয়াবাড়ী সাম্প্রদায়িক তিক্ততায়। এর ওপর পুরোন সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর তিক্ততাও যখন-তখন চোখ রাঙিয়ে ওঠে। এর কারণ কি?

গলদ আছে গোড়াতেই। যে শাসনযন্ত্র জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়ে তোলে, গলদ আছে সেইখানেই। এক চোখো শাসনের পক্ষপাতিত্বে প্রথম থেকেই উপেক্ষা করা হয়েছে বাঙলা অন্ধ্র, শিখ আর মহারাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবীকে। শুধু তাই নয়, শাসনের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে বিরোধী দাবী খাড়া করা হয়েছে—খাড়া করা হয়েছে নতুন সাম্প্রদায়িকতা। শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সমাজবিরোধী গুণ্ডার দল রাতারাতি সমাজকণ্টক তকমা লাগিয়ে সারা দেশজুড়ে ধ্বংসজ্ঞের আয়োজন করেছিল। আমাদের জেলার জীবনেও সেদিন সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের নিয়ে খাড়া "বিহার মে বরেঙ্গে" দল পাকিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই জেলা কংগ্রেসের শোভা বর্দ্ধন করছেন এবং এঁদের নিয়েই ইন্দিরাজীর পিলে-চমকানো বিগরের পর বিগর চলছে।

যাই হোক, এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি শাসনযন্ত্রের আশ্রয়-আস্কারা এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্বই অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করে থাকে—নইলে স্বাধীনতার পর এ মহামারী দেখা দিত না।

দেশের জীবন থেকে এই আত্মঘাতী গণদ্রোহ রোগ দূর করতে হলে শাসন কর্তৃপক্ষকে পক্ষপাতশূন্য ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সর্ব্বাগ্রে। রোগের কারণ পুষে রেখে ক্ষতচিহ্ন করলে রোগী মরবেই। নিজেদের মনের ময়লা সাফ না করে দেশকে, জাতিকে, সারা পৃথিবীকে উদার, সহিষ্ণু এবং মানবিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে বললে তা' নির্লজ্জ পরিহাসের মতোই শোনাবে এবং সর্বশুদ্ধ ব্যর্থতাই তার একমাত্র পরিণাম!

— নেপাল চট্টোপাধ্যায়

—০—

বুনিয়াদী শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থার সংকট

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা অর্থাৎ উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়ার যে নির্দ্দেশনামা প্রচার করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট এক স্মারক লিপি পেশ করা হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। উৎপাদনাত্মক শ্রম এই শিক্ষানীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎপাদনাত্মক কাজ দ্বারা শ্রমের মর্য্যাদা বোধ প্রতিষ্ঠা করার যৌক্তিকতা বর্তমান সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌গণই স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে সেইজন্য উৎপাদনাত্মক শ্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরিচালনার তাগিদে ইহা সর্বত্র সফলতা লাভ করে নাই ইহা অবশ্য স্বীকার্য। যেখানে যেখানে এই নীতি সফল হইয়াছে তাহাও শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আদৃত হয় নাই ও প্রসারিত করার চেষ্টা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কোনও রূপ উপযুক্ত তদন্ত না করিয়াই অথবা এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না লইয়াই একরূপ নির্দেশনামা হঠাৎ জারী করায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে বলিয়া পরিষদ মনে করে। এই নির্দেশনামায় নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগের পঞ্চম শ্রেণীকে উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগে জুড়িয়া দিবার কথা বলা হইয়াছে। শিল্প শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ বাদ দিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্প শিক্ষকের পদ লোপ করিয়া বর্তমান শিল্প শিক্ষকগণকে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াইতে বলা হইয়াছে। শিল্প শিক্ষার ঘর গুলিকেও শ্রেণীকক্ষ রূপে পরিণত করিতে বলা হইয়াছে এবং সর্বোপরি উচ্চ-বুনিয়াদীর নামও বিলুপ্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বাংলাদেশে বর্তমান সালে তিন শতাধিক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও আড়াই হাজার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই আদেশ কার্য্যকরী করিতে গেলে যে অন্তত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে তাহা পরিষদের পক্ষ হইতে প্রেরক স্মারক-লিপিতে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদের ধারণা, এই নির্দেশনামায় শিক্ষার অগ্রগতি না হইয়া বরং অবনতিই হইবে। পরিষদ মনে করে, এই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য এইভাবে নষ্ট না করিয়া বরং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া ইহার সময়োপযোগী পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদ উক্ত নির্দ্দেশনামা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি যে ভাবে চলিতেছে সেইভাবে চলিতে দিয়া পরিবর্তের সহিত আলোচনা করিয়া ইহার সময়োপযোগী পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিবার আবেদন জানাইয়াছে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পরিষদের প্রতিনিধিদের কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। অবশ্য আমরা তাঁহার বিবৃতির সহিত সকল বিষয়ে একমত নহি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি—

পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদ শিক্ষা দপ্তর হইতে সম্প্রতি যে সার্কুলার [৪২৯৯ (৩৬২)—এস, সি, পি (ii) তাং ১২।১।১৯৯৭] প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত করার নির্দেশ জারী করা হইয়াছে। পরিষদ মনে করেন যে, এই বিজ্ঞপ্তির ফলে লোকচক্ষে মনে হই ধারণার সৃষ্টি হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা শ্রমভিত্তিক শিক্ষার নীতি পরিত্যাগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যুক্তফ্রন্ট বহুপূর্বেই তাঁহাদের শিক্ষানীতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহাতে যেমন একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নিঃশুল্ক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে তেমনই শ্রমভিত্তিক শিক্ষার নীতিও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু গত বাইশ বছর ধরিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার নামে শ্রমভিত্তিক-শিক্ষার যে প্রহসন করা হইয়াছে বর্তমান সরকার তাহা আর চালাইয়া যাইতে রাজী নন। যুক্তফ্রন্ট সরকার সমগ্র পশ্চিম বাংলায় একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চান এবং বলা বাহুল্য সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শ্রমকেও বাধ্যতা মূলক করিতে চান। তবে দেখিতে হইবে যে, এই শ্রম যেন উৎপাদনমূলক ও আর্থিক দৃষ্টিতে উপযোগী হয়। সমস্ত বিদ্যালয়ে একই ধরণের শ্রম চালু করা হইবে কিনা অথবা কোন কোন উৎপাদনমূলক শ্রম চালু করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তর বিশেষজ্ঞদের একটি সম্মেলন শীঘ্রই আহ্বান করিবেন। কিন্তু আমি এই কথাই জানাইতে চাই যে উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য শ্রমভিত্তিক শিক্ষা-নীতিকে বাতিল করা নয়, পরন্তু সমস্ত বিদ্যালয়ে যাহাতে উৎপাদনমূলক ও আর্থিক দৃষ্টিতে উপযোগী শ্রম সুবিধে করা যায় এবং সমস্ত সরকারী বিদ্যালয় যাহাতে একই রীতি অনুসারে চলে তাহার ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।"

স্বাঃ—সত্যপ্রিয় রায়
শিক্ষামন্ত্রী
পশ্চিম বঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে এই বিবৃতি সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত আহ্বান করিতেছি।

ইতি
চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
আহ্বায়ক
পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদ
(সাংগঠনিক কমিটি)

৯৮ নং বেলতলা রোড
কলিকাতা—২৬

স্থানীয় সংবাদ

শিল্প এস্টেটসমূহ অফিসারদের বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গ এস্টেটসমূহ অফিসার্স (হেডাফিস) এসোসিয়েসনের আহ্বানে গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে কার্যরত শিল্প এস্টেটসমূহ অফিসারগণ তাঁদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ দূরীকরণ এবং দাবী দাওয়া পূরণের উদ্দেশ্যে সাধারণ কার্য্য বিরতি স্বল্পক্ষণ পালন করেন। পুরুলিয়া জেলার উক্ত অফিসারেরা এই দিন জেলা শিল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়ে উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি স্বল্পক্ষণ পালন করেন।

এঁদের মূল দাবী ও অভাব অভিযোগ নিম্নরূপ—

১। অবিলম্বে আমাদের পদকে স্থায়ী করতে হবে।

২। অবিলম্বে পদোন্নতির ব্যবস্থা তথা উচ্চপদসমূহ আমাদের পদকে 'কীডার পোষ্ট' ঘোষণা করতে হবে।

৩। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকারের নিম্নতম পর্য্যায়ে আমাদের পদকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এই অধিকারের বিভিন্ন বিভাগের সমস্ত কাজ তথা সরকারের বিভিন্ন অধিকারের ও অন্যান্য আইন-ঘটিত সংখ্যা ব্যাঙ্ক ইত্যাদির শিল্পোন্নতির ব্যাপারে সমস্ত কাজ আমাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিল্পবিকাশে Junior Industrial Service এর প্রবর্তন করতে হবে।

৪। আমাদের এসোসিয়েসনের অধিকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৫। আমাদের পদে নিয়োগ বহাল তথা বদলীর ব্যাপারে মুষ্টিভাবে নীতির প্রবর্তন করতে হবে।

৬। ব্লক পর্য্যায়ে মর্য্যাদাসহ বেতনসহ যে বৈষম্যের আমরা শিকার হয়েছি, অবিলম্বে তা দূর করতে হবে।

৭। ডুয়া সি, এ আর প্রথা বিলোপ করতে হবে।

৮। সমস্ত আধুনিক সংযোজনসহ কুথ্যাত সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল বাতিল করতে হবে।

৯। পূর্ণ ঘণ্টাভিত্তিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।

—০—

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়!
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
শক্তিগড়।

পুরুলিয়া মেলা—'৭০

পুরাতন পুলিশ ময়দানে গ্রাউণ্ডে পুরুলিয়া মেলার যে আয়োজন চলছে—সেটা আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে দশ দিন ব্যাপী চলবে। এই মেলাতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ ধরণে উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক কার্য্যাদির প্রদর্শনী, পুরুলিয়া জেলার পরিচিতি সূচক এই জেলার সম্পদ ও সম্ভাবনার নিদর্শন, ভারত সরকারের তথ্যমূলক প্রদর্শনী এবং বেসরকারী উদ্যোগে বিবিধ শিল্পকলার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। এই মেলায় সাংস্কৃতিক ও আনন্দানুষ্ঠান বিভাগে বিভিন্ন শিল্পী সম্প্রদায়ের যাত্রা, নাট্যানুষ্ঠান; সুধনিল্পী ও যন্ত্র শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান; লোকরঞ্জন শাখার বিশেষ অনুষ্ঠান, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী যাদুবিদ্যা প্রদর্শন, এবং লোকসংস্কৃতি মূলক নৃত্য-গীতাদির আয়োজন হচ্ছে।

এই পুরুলিয়া মেলা—'৭০ এর অন্যতম বিশেষ অঙ্গ থাকবে—এই জেলার কৃষি,শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সমবায় প্রভৃতি সম্পর্ক, সম্ভাবনা ও আশু প্রয়োজনাদির ভিত্তিকে আলোচনা চক্রাদির অনুষ্ঠান এবং পুরুলিয়া মেলা-কেন্দ্রিক এক স্মারক গ্রন্থের প্রকাশন।

—০—০—

ইহা কি সত্য ?

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের এ্যাসিস্টাণ্ট ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজ এবং কুটীর শিল্প দপ্তরের ডেপুটী ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজ গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রে পুরুলিয়া এসে স্থানীয় শিল্প দপ্তরের কোনও অফিসার বা কর্মচারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা কোনও প্রকার আলাপ আলোচনা না করেই কি পরদিন ১৩ই জানুয়ারী সকালে পুরুলিয়া ত্যাগ করেন ? এখানে ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণরত কর্মীরা যে কিছুকাল যাবৎ ধর্মঘট করছে—তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা তাদের বিষয় আলোচনা করাও কি তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি ?

কোন্ বিশেষ কার্য্যের সূত্রে তাঁরা পুরুলিয়া এসেছিলেন ?

—০—০—

ভারতীয় সংবাদ

এশিয়ার বৃহত্তম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তারাপুরে অবস্থিত ভারতের প্রথম ৪০০ মেগাওয়াট পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। বোম্বাই থেকে প্রায় ৬৪ মাইল দূরে অবস্থিত এই পরমাণবিক শক্তি কেন্দ্রটি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। একটা পরমাণু শক্তি প্রকল্প শক্তি সরবরাহের চিন্তন উৎস। এই শক্তি কেন্দ্র থেকে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে —তা মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই দুই প্রদেশের ব্যাপক অঞ্চলে শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই কেন্দ্রের প্রধান ঠিকাদার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইকৌর-ভানলাল জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী।

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে আরও দুটি অনুরূপ শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হবে—প্রথমটি রাজস্থানের রাণা প্রতাপ সাগরে; আর দ্বিতীয়টি তামিল নাড়ুর কলপাক্কামে।

বিদেশী তৈল কোম্পানীদের প্রতি চরম পত্র

ভারত সরকারের পেট্রোলিয়ম ও রাসায়নিক দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেন বাঙ্গালোর, ক্যালটেক্স ও এসো—এই তি-টি বিদেশী তৈল কোম্পানীকে চরম শর্ত দিয়েছেন যে—তারা যদি নিজেরা আমদানী করা অপরিশোধিত তৈলের দাম ব্যারেল প্রতি ১-২৮ ডলার না কমায় তা হলে ঐ তৈল আমদানীর জন্য উক্ত বিদেশী কোম্পানীদের যে বৈশেষিক মূল্য মকুব করা হয়েছিল তা ২০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হবে। —এই তিনটি বিদেশী কোম্পানী ছেপের জন্য বর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য লাইসেন্স নির্দ্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী তৈল পরিশোধন করছে।

জোড়া বলদের মামলা

গত ২৩শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে মুখ্য-নির্ব্বাচনী কমিশনার শ্রীসেন বর্য্যার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের "জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ" নির্ব্বাচনী প্রতীক নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিজলিঙ্গাপা পন্থী কংগ্রেসীরা প্রথমেই জানতে চান যে এই সম্বন্ধে তদন্ত করার এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনারের আছে কি না।—মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনারের অভিমত এই এই উপলক্ষ্যে আদালতে পরিষদ হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস দল নির্ব্বাচনী প্রতীক সম্পর্কে ঔদের নিজ নিজ দাবী নিয়ে এই প্রথম আদালতের শরণাপন্ন হন। তিন দিনী শুনানীর পর আগামী ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা স্থগিত রাখা হয়।

দমদম বিমান বন্দরের নূতন ভবন

দমদম বিমান বন্দরের নূতন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন গত ২৩শে জানুয়ারী করা হয়। ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক গমনাগমনের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। আকাশ পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এক সন্ধি লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে—সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিবহনের জন্য বিশেষ ভাবে এবং আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের জন্যও একটি প্রথম শ্রেণীর বিমান বন্দর রচনা করার প্রয়োজনে দমদম বিমান বন্দরে প্রায় ছেড় কোটী টাকা ব্যয়ে এই নূতন টার্মিনাল ভবন নির্মিত হোল। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী ডঃ করণ সিং এই ভবনের উদ্বোধন করেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ভারতের চারটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের জন্য ভারত সরকার প্রায় ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করবেন।

ধানবাদে শোচনীয় ও মর্ম্মান্তিক ঘটনা

ধানবাদ বাজারে পলিটেকনিকের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক দুজন মহিলার প্রতি অশালীন আচরণের প্রতিবাদে সমগ্র সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং ঐ অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ কয়েক সহস্র ব্যক্তির এক শোভাযাত্রা ধানবাদ পলিটেকনিকের সম্মুখে বিক্ষোভ জানায় কিন্তু পলিটেকনিকের সম্মুখে প্রহরারত পুলিশ অত্যন্তকে বাধা দেয় এবং পলিটেকনিকের ছাত্রেরা জনতার উদ্দেশ্যে ইট পাথর ছুড়তে থাকে। ফলে ছাত্র-জনতা সংঘর্ষে পরিস্থিতি দেখা দেয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে এবং ছত্রভঙ্গ জনতার বহু লোক পলিটেকনিকের পার্শ্বস্থ লোকো ট্যাঙ্কে পড়ে গিয়ে জলমগ্ন হয়। পরে জলমগ্ন ব্যক্তিদের উদ্ধার কার্য্য শুরু হলে এ পর্য্যন্ত ১২টি মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ এই সূত্রে পলিটেকনিকে ৪০০ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে।

—০—০—

বিশ্ব সংবাদ

ভুটোর সভায় হাতাহাতি :—

করাচীতে আইনসভীরের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ও প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টার বক্তৃতার সময় হাতাহাতি হয়। ঐ সভায় শ্রীভুট্টো অমাক-ই-ইসলামী দলের নেতা আবদুল মৌবুদির সমালোচনা করলে পর তাঁর দলের সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে ভুটোর সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতি করে।

চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সীমান্ত আলোচনা

মোস্কোতে ইউনিভনের সরকারী সংবাদ কমিশন 'তাস' মস্কোর এক সংবাদে মাও-সে-তুঙ সরকারের বিরুদ্ধে 'সামরিক মনোবিকার' সৃষ্টি, সোভিয়েট বিরোধী কুৎসা রটনা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের অভিযোগ করেছে। অপরপক্ষে চীন সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাড়ে চার হাজার মাইল সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ বন্ধ বাধা সম্পর্কে সমঝোতা করার অভিযোগ করেছে। এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ফলে শিকির এ দুরাস মধ্যে সীমান্ত সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে তা নিষ্ফল হয়ে গেল।

মিঃ সাতো জাপ প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত

মিঃ আইসাকু সাতো গত ১৪ই জানুয়ারী তৃতীয়বার জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হয়েছেন। জাপ ডায়েটের এক বিশেষ অধিবেশনে মোট ৪৮৮ ভোটের মধ্যে তিনি ২৯৭টি ভোট পেয়েছেন। মিঃ সাতো ১৯৬৯ সাল থেকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

চাঁদের পাথর নিয়ে গবেষণা

১৯৬৯ সালের ২৪শে জুলাই নভোচারীরা চাঁদের শান্ত সমুদ্র থেকে যে ২২ কিলোগ্রাম পাথর, মাটি, ধুলো নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি প্রাথমিক পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে তাদের রাসায়নিক গঠন পৃথিবীতে যে সব শিলা দেখা যায় তাদের মতো নয়। চাঁদে প্রাণের কোন লক্ষণ বা চাঁদে কোন ধরনের প্রাণী কিংবা জল ছিল অথবা এখন আছে—ঐ শিলাগুলি থেকে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন যে কোন কোন শিলার বয়স অন্ততঃ সাড়ে তিন শত কোটি বছর। পশ্চিম জার্মানীর ম্যাক্স প্লাঙ্কস ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স থেকে জানান হয়েছে যে ঐ পাথরগুলিতে এক নতুন খনিজ পাওয়া গেছে। খনিজটি চৌদ্দজন তাদের নাম দিয়ে গঠিত। সম্ভবতঃ খনিজটির নাম দেওয়া হবে 'টি জুকিটি'।

বটেনে ফু :—

ইংল্যাণ্ডে নাকি 'এশিয়ান ফ্লু' ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গত ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে তার মধ্যে সেখানে ফ্লু রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু হাজার চারশ।

—০—০—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

লেভী আদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রীগিরিশন মাহাত জানাইতেছেন যে—মানবাজার থানার বামনী গ্রামের (১) শ্রীচরণ মাহাতের নামে ৪৫ কুইন্টাল (২) শ্রীপুটা মাহাতের ৪৫ কুইন্টাল (৩) শ্রীজীতেন্দ্রনাথ মাহাতের ৪ কুইন্টাল এবং (৪) শ্রীবেদেন্দ্র নাথ মাহাতের ৪ কুইন্টাল ধান্য লেভীর নোটীশ পেয়েছেন। কিন্তু তদন্তের দ্বারা দেখা গেছে যে উপরোক্ত চারীদের লেভী দিবার মত জমি নেই।

এই বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত প্রয়োজন।

জয়পুর থানার রাজনীটাড় গ্রামের শ্রীহরিপদ মাহাত জানাইতেছেন যে—জয়পুর ব্লকের বি-ডি-ও নিষ্ক্রিয়তার লেভীর নোটীশ আরি করেন যার ফলে যুক্তফ্রন্টের শরিকদলের কর্মীদের গ্রামাঞ্চলে নানা বিরূপ সমালোচনা ও উপহাসের পাত্র হতে হচ্ছে। বিভাবে লেভীর নোটীশ দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে—

(১) রাজনীটাড়ের শ্রীআশু মাহাতের নামে ১ একর ২৪ ডেঃ বাদ ও কানালী এবং ৪০ ডেঃ বগাল অর্থাৎ মোট ২ একর ৬৭ ডেসিমাল জমি আছে। তাঁর উপর লেভী ধরা হয়েছে।

(২) শ্রীসুরীধর মাহাত বাদ, কানালী, বগাল শুদ্ধ মোট ৭ একর জমি আছে।

সুতরাং এঁরা লেভীর আওতাভুক্ত হতে পারেন না—তবু এঁদের নামে লেভীর নোটীশ জারী হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত প্রয়োজন।

—০—০—

শোক সংবাদ

জাইপুর থানার অন্তর্গত গ্রামপুর গ্রাম নিবাসী লোকসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্মী এবং প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীসেতু মাহাত মাতা শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী মেহান (চুঙ্গি মেহান) গত ১৩ই পৌষ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৯৯ বৎসর হয়েছিল এবং তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা, বহু নাতি নাতনী ও আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তিনি দুর্গ স্বজন বৎসল, মিতভাষী ও ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন।

অভাব-অভিযোগ

পাড়া থানার নডিহা সরুলিয়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আসন্ন

পাড়া থানার নডিহা গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ ব্যানার্জী জানাইতেছেন :

পাড়া থানার নডিহা সরুলিয়া অঞ্চলে এ বৎসর প্রথমে অনাবৃষ্টি ও পরে ব্যাপক হোর হেতু যে শস্যহানী হইয়াছে তাহা অতীব শোচনীয়। ধানের উৎপাদন মাত্র শতকরা ২০ ভাগ হইতে ৩০ ভাগ মাত্র হইয়াছে। গরীব চাষীগণ ইতিমধ্যেই খাদ্যাভাবে এবং গ্রামে কোন কর্ম-সংস্থান না থাকায় ঘর চাষিয়া কলিয়ারী অঞ্চলে পলাইতেছে, মেখানেও অনেকে কাজ না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে। বহু মধ্যবিত্ত চাষীর অবস্থাও সংকটজনক। তাহার উপর আবার সরকারী লেভীর নোটীশ ও আদায় ও খাজনা আদায়ের ছোড়জোড় চলিতেছে। অবিলম্বে সরকার পক্ষ হইতে খাদ্য শস্য সরবরাহ ব্যবস্থা, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও গুরু রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ডি, আর প্রাপকের মাত্রা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হইলে এই অঞ্চলে যে ভিষণ খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় এই দুর্ভাগ্যদের জন্য সরকারী লেভী ঋণ ও খাজনা আদায় বাধ্য রাখিতে ও খাদ্য সত্বর দূর করিবার জন্য বিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

—০—০—

কালদা হতে শ্রীশশীভূষণ কৈবর্ত্ত জানাচ্ছেন—

লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী কালিদাস দমনীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাদের শুভটি আনন্দায় আ-দ্য রাজ্যের অবস্থিত। গত ১৯।১।৭০ তারিখে রাত্রি ১টার সময় যুবকটির আগুনে জোকানের বিনিময়ধনর সমস্ত শুভটি ভস্মীভূত হইয়াছে। মালসহ ক্ষতির পরিমাণ ১০০০ টাকার মত।

জেলা স্কুলবোর্ডের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য তালিকা

১। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক।
২। শ্রী আর, সি, মহাপাত্র—সিনিয়ার জি, সি,
৩। ডঃ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অধ্যক্ষ বে, কে, কলেজ
৪। শ্রীমতী উষা চট্টোপাধ্যায়—প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়
৫। শ্রীঅমলাকান্ত মাহাত—সম্পাদক, এ, বি, সি, টি, এ,
৬। শ্রীশক্তিপদ সাহানী—সম্পাদক এ, বি, টি, এ,
৭। শ্রীসাধু ব্যানার্জী—ঝুইদা
৮। শ্রী কে, আর, মণ্ডল—ঝুমুরাধপুর
৯। শ্রীশরৎকাল কেশরবানী—ঝালদা
১০। শ্রীঅরুণ আলী আমারী—শিক্ষক, কেন্দা
১১। শ্রীনিমাইপদ রক্ত—পুরুলিয়া।
১২। শ্রীশিবির কুমার ব্যানার্জী ঝমুরাধপুর
১৩। শ্রীনিতোষ ব্যানার্জী—পুরুলিয়া
১৪। শ্রীমণোক চৌধুরী
১৫। শ্র অমুক মিশ্র—
১৬ শ্রীমতেশ্বর কুইরী—ঃ-ঃ্যাতি
১৭। শ্রীঅনীভূষণ পাল—ঝুলু
১৮। শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়—পুরুলিয়া

চিকিৎসকের গৃহে চুরি

পুরুলিয়া সহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বসন্ত কুমার গুপ্তের মুলেফডাঙ্গা-স্থিত গৃহে সম্প্রতি চুরি হয়। প্রকাশ চোরেরা কেবল অলঙ্কারপত্রের বাক্সটি নিয়ে পালায়।

—০—

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২
—মুক্তি সম্পাদক

লোক সেবায়তন, নিমডি আবেদন

মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম সংগঠনের আদর্শ সম্মুখে লইয়া লোক সেবায়তন দীর্ঘ ২২ বৎসর যাবত নিমডি ব্লকে কাজ করিয়া আসিতেছে। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম্মধারার মধ্যে চরকা এবং খাদীর স্থান সর্ব্বোচ্চে ছিল গান্ধীজী বলিতেন সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ নিয়মিত ভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে সেইরূপ চরকাকে মধ্যমণি করিয়া বিভিন্ন গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। এইরূপে গ্রামের স্বাবলম্বন সফল হইলেই গ্রাম স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে।

গ্রামে গ্রামে এইরূপ সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বন শিক্ষা দ্বারা গ্রাম-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত লইয়াই লোক সেবায়তন সমগ্রভাবে গ্রাম সেবার কার্য্য করিয়া চলিতেছে।

খাদীর প্রসারের জন্য গ্রামে গ্রামে চরকায় সুতা কাটা শিক্ষাদান এবং উৎপন্ন সুতায় বস্ত্র বয়ন করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াও লোকসেবায়তন বিভিন্ন গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের প্রতিটি মানুষকে অক্ষর শিক্ষাদান এবং শিশুদের উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

যুগের পরিবর্ত্তনে যেমন সর্ব্বক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে সেইরূপ চরকার ক্ষেত্রেও বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। পূর্ব্বে প্রচলিত চরকায় কাজ করিয়া এক জন লোক যেখানে ৮ ঘণ্টায় মাত্র ১ লাছি সুতা উৎপাদন করিতে পারিত এখন উন্নত ধরণের চরকায় এক জন লোক ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ ১৮ লাছি সুতা উৎপাদন করিতেছে এবং ঐ সুতা কাটিবার মজুরী প্রতিদিন ১ টাকা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। লোক সেবায়তন চরকার এই বিবর্ত্তনকে গ্রহণ করিয়া উন্নত ধরণের চরকার কেন্দ্র খুলিয়াছে। নিমডি আশ্রমে কয়েকটি চরকা চালু রাখিয়া সম্প্রতি বলরামপুরে অপর একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বলরামপুর কেন্দ্রে ২০ জন মহিলা নিয়মিত ভাবে সুতা কাটিতেছে এবং প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিদিন ১ টাকা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছে। ঐ কেন্দ্রে উৎপন্ন সুতায় বলরামপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের তাঁতীরা বস্ত্র বয়ন করিতেছে। তাঁতীরা প্রতি মাসে বস্ত্র বয়ন মজুরী বাবদ ৪০ টাকা হইতে ৬০।৭০ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছে। উৎপন্ন খাদি বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য বলরামপুরে একটি খাদি ও গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। উক্ত ভাণ্ডারে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার রুচি সম্পন্ন খাদি বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে। শীঘ্রই উক্ত ভাণ্ডারে গ্রামে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য শিল্পজাত দ্রব্যাদিও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

খাদি উৎপাদন ও বিক্রয় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখিয়াছে। এই প্রক্রিয়াতে প্রাপ্ত প্রতিটি পয়সা গ্রামেই থাকিয়া যাইতেছে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামের মানুষের হাতেই পড়িতেছে। কাজেই খাদি য গ্রামের মানুষের সেবার একটি প্রকৃষ্ট পথ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অবহেলিত ও দরিদ্র গ্রামের মানুষের নিকট খাদি একটা আশার আলো লইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদি ক্রয় করা মানে গ্রামের দীনাতিদীন মানুষের সেবা করা—ইহা চরম সত্য।

এই প্রকার উন্নত ধরণের চরকায় উৎপন্ন সুতার দ্বারা যে খাদি বস্ত্র হইতেছে উহা রুচির দিক হইতেও কত উন্নত হইয়াছে ভাণ্ডারে মজুত খাদি দেখিলেই বুঝা যাইবে এবং মূল্যও পূর্ব্বেকার খাদি বস্ত্রের মূল্যের তুলনায় কত কম হইয়াছে উহাও উপলব্ধি হইবে।

মুক্তহস্তে খাদি ক্রয় করিয়া আমাদের গ্রাম সেবাব্রতে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আমরা দেশের সকল মানুষের নিকট ঐকান্তিক আবেদন জানাইতেছি।

নিমডি, লোক সেবায়তনের পক্ষে—
শ্রীসুবোধ কুমার রায়
শ্রীমতী বাসন্তী রায়

আমাদের স্মরণীয় তিনটি মননীয় দিবস

- ২৩শে জানুয়ারী
- ২৬শে জানুয়ারী
- ৩০শে জানুয়ারী

এই তিনটি দিবসই জাতির জীবনে মহৎ প্রেরণা ও লক্ষ্যের সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণের দিন। এই দিবসগুলি পালনের মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষাই পাইয়াছি- যে কেবল সভাপালন ও স্তবের পথ অনুসরণ দ্বারাই আমাদের পূর্ণ দায়িত্ব উদ্যাপিত হয় না। সততাকে রক্ষা ও প্রসারিত করার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগ্রামও আমাদের জীবনে অপরিহার্য্য। গান্ধীজীর ও নেতাজীর জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প লইয়া জাতির অগণিত বীরের যে মহান সংগ্রাম ভারতবর্ষ ও বিশ্বকে মুক্তি অর্জনের যে পথ দেখাইয়াছে—সেই বরণীয় সংগ্রামের প্রেরণা যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

জাতির সম্মুখে আজ নূতন সংগ্রাম দেখা দিয়াছে—কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, শোষনের বিরুদ্ধে এবং ত্রাসান ও অপশাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সাফল্যে আমাদের নূতন করিয়া যে দীক্ষা ও সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে—তাহা উদ্যাপনের মাধ্যমেই আমাদের দিবসগুলি উদ্যাপনের সার্থকতা নির্ভর করে।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

For Perfect Repairs of
TYPEWRITERS
Please Contact :
Mechanical Deptr. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Purulia
(Advocate Shri Karuna Babu's Lane)

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।
সিংহল—বন্ধন ক্ষমতা ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা অল্প দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন-গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

স্থানীয় সংবাদ

ডাকাতি করতে গিয়ে মৃত্যু

গত ৯ই জানুয়ারী রাত্রে পুরা থানার বুলাপড়া গ্রামে আদিবাসী পল্লীতে যুগল খেড়িয়ার নেতৃত্বে এক ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা সুস্থিত দ্রব্য নিয়ে পালাবার সময় গ্রামবাসীরা তাড়া করে এবং গ্রাম থেকে কিছু দূরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে উক্ত যুগল খেড়িয়া ঘটনাস্থলে মারা যায় বলে প্রকাশ।

যুগল খেড়িয়া ঐ অঞ্চলের এক দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত ছিল। কিছুকাল পূর্বে ডাকাত মামলার আসামীরূপে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করার পর সে মুক্তিলাভ করে। জেল থেকে খালাস হবার পরেই সে পুরা থানায় ধান লুট করার কাজে নেতৃত্ব নেয় এবং দামোদরপুরে ধান লুট করার এক মামলায় আসামী হয়।

কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

দিন কয়েক পূর্বে জয়পুর থানার খাগরা অঞ্চলের দহিকুড়ি গ্রামে আঙ্কা-প্রাদেশিক সমাজবিরোধী দলের কুখ্যাত ডাকাত বৃষ সিংকে বিহার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রকাশ, এই দলের আরও কয়েকজন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত পশ্চিম-বঙ্গ ও বিহার রাজ্যের সীমান্তবর্তী জয়পুর, চাস ও চন্দনকিয়ারী থানার কয়েকটি বিশেষ গ্রামে ঘাঁটি করে চুরি, ডাকাতি রাহাজানী, খুন প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। আরও প্রকাশ এই কুখ্যাত ডাকাতের দলই গত বৎসর পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার সিঁদুরগড়িয়া গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি করে; এই বৎসর পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার জালকা গ্রামে নরহত্যাসহ ডাকাতি এবং গড়জয়পুরের রাজবাড়ীতে চাকলাকর চুরি করেছে। এই সঙ্গে প্রকাশ এই সব অপরাধমূলক কার্য্যের তদন্তের জন্য স্থানীয় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকেও নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এই দল ইতিমধ্যে বিহার অঞ্চলেও কোনও স্থানে ডাকাতি করায় বিহার পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে যে ঐ দলের নেতা পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামে আত্মগোপন করে আছে এবং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করে।

এই সূত্রে এই তথ্যও জানা যায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোনও কোনও প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই ডাকাতদলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আছেন এবং এদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন।

জয়পুরের রাজবাটীতে আবার চুরি

গতজয়পুরের রাজবাটীতে চাকলাকর চুরির দিন দশেকের মধ্যে আবার চুরি হয়। এইবার মন্দিরের তালা ভেঙ্গে দুষ্কৃতকারীরা প্রায়ত্ব আঢ়াই মণ ওজনের অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীশ্রীরাধিকার মূর্ত্তিটি নিয়ে পালায়।

পূর্বকার চুরির সূত্রে পুলিশ এই পর্য্যন্ত প্রায় আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এদের মধ্যে রাজবাড়ীর এক পরিচারিকাও আছে। প্রকাশ, ঐ পরিচারিকা চোরেদের সঙ্গে এসে রাজবাড়ীর কোথায় বহুত্ব ও অলঙ্কারাদি থাকে সমস্তই দেখিয়ে দেয়—যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় সোনা-দানা, অলঙ্কারপত্র এবং বহুত্ব নিয়ে তারা পালাতে সক্ষম হয়।

এই অপরাধের কিনারা করার উদ্দেশ্যে তাঁদেরও ভার গোয়েন্দা দপ্তরের উপর-দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

ম্যাটিন, mb বার্ন লিঃ
EMBEE
পাওয়ার থ্রেশার
১৮" [৪৬০ মিমি]
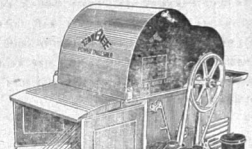
২ হর্স পাওয়ার মোটর অথবা ৩৫ বা ৩ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন চালিত এই কলের সাহায্যে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা অথবা ঐ জাতীয় ফসল মাড়াই করা যায়। রকমারি-কার্যক্ষম এই মেশিন বিশেষত নতুন ধরনের অধিক ফলনক্ষম জাতের ফসলের পক্ষে খুব উপযোগী। প্রতি ঘণ্টায় ১ থেকে ২ কুইন্টাল পরিষ্কার ধান পাবেন। এতে সময় বাঁচবে, পয়সা খরচ কম হবে আর শস্যের অপচয়ও বন্ধ হবে।
এসরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত
আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
২২ মিশন রো
কলিকাতা
নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা
EMBEE mb MARTIN BURN
REG. A/A 8214

Regd. No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R No.—2539/57

নেতাজীর জন্মজয়ন্তী ৭৪তম সাড়ম্বর অনুষ্ঠান

সমগ্র বেংগে বিশেষ করে কলিকাতা, হাওড়া ও সহর তলীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম জয়ন্তী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব স্তরের অগণিত মানুষ ২৩শে জানুয়ারীর স্মরণীয় দিন-টিতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রভাত ফেরী, শোভাযাত্রা, প্রতিকৃতিতে মালা দান, সভাসমিতি, জনসভা, আলোক সজ্জা, বাজী পোড়ানো প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নেতাজীর পূণ্য জন্ম দিন উদ্যাপন করেন। তাঁর কর্ম, জীবন ও আদর্শের প্রতি জনগণের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

কলিকাতার বড় বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বৈকালে শহীদ মিনারের পাদদেশে কেন্দ্রীয় নেতাজী উৎসব কমিটি কর্তৃক আয়ত জনসভা; মহাজাতি সদন কমিটির জনসভা; উত্তর কলিকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি কর্তৃক আয়ত শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের সভা; বিজন ষ্ট্রীটে আজাদ বাহিনীর বহুজন বার্ষিকী অনুষ্ঠান; রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কংগ্রেস (ইন্দিরা-পন্থী) আয়োজিত জনসভা এবং সকালে ও বৈকালে নেতাজীর প্রতিকৃতি মাল্য করেছেন বর্ষীয়া শোভাযাত্রা।

এবারের নেতাজী জন্মদিনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পথের ধারে নেতাজীর প্রতিকৃতি সহ আলোক সজ্জা ও বাজী পোড়ানো। সকালে ভ্রাম স্কোয়ার থেকে যে শোভাযাত্রা মহাজাতি সদনে যায় তাতে হাতী, ঘোড়া, ভ্যান প্রভৃতি ছিল।

পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠান

রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মত পুরুলিয়ার বিভিন্ন মহল্লার ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নেতাজীর ৭৪তম জন্ম জয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে চকবাজার নেতাজী পার্কটি সুসজ্জিত করে একটি বেদীর উপর নেতাজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী এখানে বিবিধ অনুষ্ঠান করা হয় এবং রাত্রিতে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

ছাদনীতে নেতাজী বিদ্যালয়েও এই দিন বিশেষ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয়।

—০—

যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম সঙ্কট ও সমাধান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। ঐ বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীরা যুক্তফ্রন্টের শান্তি বৈঠকে হামলা করার চেষ্টা করে এবং বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনাতে সর্বত্রই বিরাট চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এবং প্রতিবাদে বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত মুখ্য-মন্ত্রীকে জানান করেন। এই ঘটনা ও সংবাদ সহরে অভিসন্ধি মূলক প্রচারের ফলে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী বলেই জনসাধারণে ধারণা হয়।

এই নিয়ে সমগ্র পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্টের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক গত ২২শে জানুয়ারী রবিবার শুরু হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ আলোচনার পর এক সন্তোষজনক সমাধান ও মীমাংসায় উপনীত হন। সর্বসম্মতিক্রমে বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিগ্রহের ঘটনাকে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং যুক্তফ্রন্টের নেতা ও মন্ত্রী যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কে এই কয়েক আচরণ বিধি প্রণীত হয় যে—যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের কোনও প্রকাশ্য সমালোচনা করা চলবে না, এক মন্ত্রী অপর মন্ত্রীর দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য প্রকাশ বা সমালোচনা করতে পারবেন না এবং যুক্তফ্রন্টের কোন শরিক দল অন্য কোনও শরিক দলের বিরুদ্ধে কুৎসি, বিদ্বেষ মূলক সমালোচনা, অশালীন মন্তব্য করতে পারবেন না বা সাধারণে প্রকাশ করা হবেন না।

—০—

রাজ্যপাল ধাওয়ানের উদ্বোধনী ভাষণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অধিকতর প্রয়াস করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিবারণ, জনসাধারণ ও সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং সাধারণ ভাবে জনসাধারণের স্বার্থে সর্ব প্রযত্নে কাজ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট ও খাদ্য সমস্যা

রাজ্যপাল আরও বলেন—যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই রাজ-নৈতিক পরিবর্তন সাধন ও সময়য়ের প্রচেষ্টা চলেছে তাও নিদারুণ অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা আছে। অর্থ-নৈতিক মন্দার সামান্য উন্নতির ভাব লক্ষ্য করা গেলেও সে উন্নতি সন্তোষে বিশ্বাস জন্মাতে পারে নি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা রাজ্যের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে বেকারত্ব এক ভয়ংকর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রাজ্যের তীব্র ও বৃহৎ সমস্যাগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রের ক্রমাগত উপেক্ষা ও অবহেলা এই অসুবিধার জন্য দায়ী। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, মহানানগরিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কল্যাণের বড় বড় পরিকল্পনাগুলি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের যথোচিত সাহায্যের প্রতীক্ষায় আছে। জনসাধারণের কল্যাণে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী রাজ্য সরকার নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বর্তমান সম্পদ সর্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগাতে কুণ্ঠিত হন নি।

সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে আমাদের অর্থ-নীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। খাদ্যোৎপাদনের দুই বৎসরের একটি ফসলী কার্যসূচি ত্বরান্বিত হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রথম বৎসরের ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন লক্ষ্য ধার্য হয়েছে ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের খাদ্য ঘাটতি ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিত্রাণ মাত্র ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন হওয়া স্বত্ত্বেও সমগ্র রাজ্যকে সংকটের মুখে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এবং রাজ্য সরকারের সক্রিয় অনমনীয় মনোভাব বাজারের অবস্থা ভাল ছিল। অনমনীয় একটা বিরাট অংশে সংকোচন বেশনের আওতায় আনা হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালে রাজ্যের ৩ কোটি ৭ লক্ষেরও অধিক মানুষকে সংকোচিত বেশনিং, আংশিক বেশন ও বিধিবদ্ধ বেশন অনুসারে সরকারী বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হয়েছিল।

শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলায় অবৈতনিক ও আবশ্যক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের সমগ্র গ্রামীন এলাকা এই ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। সহরাঞ্চলে ৮৯টি সৌর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭ টিকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সুসম্প্রসারণের প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। একটি বিশ্ব প্রাথমিক শিক্ষা বিলের খসড়া রচনা করা হয়েছে এবং বিধান সভার বর্তমান অধি-বেশনে সেটি পেশ করার সম্ভাবনা আছে।

পঞ্চায়েত

গণতন্ত্র যাতে সুস্থভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য তৃণমূল ক্ষেত্রে জনগণের অধিক হতে অধিকতর অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে রাজ্য সরকারের নূতন পঞ্চায়েত বিলটির বর্তমান অধিবেশনে পেশ করা হচ্ছে।

রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে শিল্প, ভূমি, কুটীর শিল্প, সমবায়, পুনর্বাসন বেকার কমিশন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে ঐ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের অনুসিদ্ধি নীতি ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেন।

—০—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্বিগ্ন জাগ্রত প্রাণবান নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | সোমবার, ২রা ফেব্রুয়ারী '৭০ ১৯শে মাঘ, ১৩৭৬ | বার্ষিক—৬.., সডাক—৭ নগদ—১৫ পয়সা

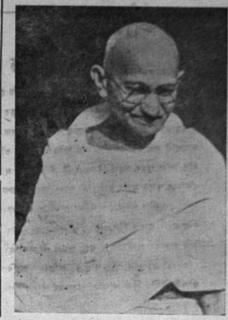

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ২২তম তিরোধান দিবস সমগ্র দেশে বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে উদযাপিত হয়। কলিকাতার নিকটস্থ ব্যারাকপুরে গান্ধী ঘাটে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃ-বর্গ গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বৈকালে কলি-কাতায় সহীদ মিনারের পাদদেশে এক মহতী জনসভায় শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃবর্গ গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শ আলোচনা করে ভাষণ দেন।

নয়া দিল্লীতে রাজঘাটের অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরি; প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানেরা গান্ধীজীর স্মৃতি বেদীতে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

—০—

পুরুলিয়া ও অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠান

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখ মহাত্মা গান্ধীর ২২তম তিরোধান দিবস "সহীদ দিবস" ও "বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস" রূপে উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৯ ঘটিকা থেকে ১১ ঘটিকা পর্যন্ত আরাজ্য প্রাঙ্গণে গান্ধী কানন সুসজ্জিত করা হয় এবং এক প্রার্থাপূত অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। গান্ধীজীর বৃষ্টিতে জেলা গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রভৃতির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ রামধুন সঙ্গীত পরিবেশন করে এবং দুই ঘন্টা ব্যাপী সুরেন্দ্রজের অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কমলা দেবী রাঠি; অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতি প্রকাশ সরকার, শ্রীবাদেন্দ্রলাল রায় ও শ্রীনন্দ দুলাল মিত্র অংশ গ্রহণ করেন।

সর্ব ধর্ম সভার অনুষ্ঠানে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সাতজন শিক্ষক শ্রী নিতাই চন্দ্র রায় মঙ্গলাচরণ ও বেদমন্ত্র পাঠ করেন, মৌলভী হাফিজ সাহেব কোরাণ পাঠ করেন এবং ভেঙ্কটেশ্বর আনন্দ পুস্তিকা বাইবেল পাঠ করেন।

শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ রামধুন এবং কয়েকটি ভজন পরিবেশন করে এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গীতের শিক্ষক শ্রীসুশীল কুমার সরকার কয়েকটি ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বেলা ১১ ঘটিকায় এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

—০—

সি:বাজারের অনুষ্ঠান

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের নিবোদার গ্রামে "কুষ্ঠ দিবস" উদযাপিত হয়। এই গ্রামে জেলা গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি উদ্যোগে এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় একটি কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীসিরীশ চন্দ্র মজুমদার, জেলাঃ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে, বি, মুখার্জী প্রমুখেরা যোগদান করেন। বেলা আড়াই ঘটিকার সময় এই অনুষ্ঠান হয়।

নব-কুষ্ঠ নিবাস

৩০শে জানুয়ারী বৈকালে ৪.৩০ ঘটিকার সময় নব-কুষ্ঠ নিবাসে বিশ্ব "কুষ্ঠ দিবস" উদযাপিত হয়। নব-কুষ্ঠ নিবাসের এই অনুষ্ঠানে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে-বি মুখার্জী কুষ্ঠ নিবাসের সেক্রেটারী ডাঃ কান্তিবিলাস মুখার্জী এবং ভেঙ্কিতাস অভিনয় ডাঃ নিরঞ্জন মুখার্জী প্রমুখেরা যোগদান করেন।

—০—

পুরুলিয়ায় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিবসু

রাস ময়দানে মহতী জনসভায় ভাষণ

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট নিরসনে শরিক দলগুলির প্রতি আবেদন

গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্য মন্ত্রী তথা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর পুরুলিয়া আগমন উপলক্ষে স্থানীয় রাস ময়দানে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীসুনীল মাহাত সভাপতিত্ব করেন এবং কৃষক সভার সভাপতি ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে উপমুখ্যমন্ত্রীকে মাল্যদান করা হয়।

শ্রীজ্যোতি বসুর ভাষণ

দীর্ঘকাল পরে পুরুলিয়া আসার সুযোগে আনন্দ প্রকাশ করে শ্রীবসু তাঁর ভাষণে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বক্তব্য ও নিষ্ঠাকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে ১৯৬৯ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে যে কেন্দে কংগ্রেসই হোল একমাত্র পথ—এর আর বিকল্প নেই। ভুল ভাঙার পিছনে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে এবং সেটা জ্যোতের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যুক্তফ্রন্টকে বিচার করুন

শ্রীবসু বলেন যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট বিপুলতর সংখ্যা-ধিক্য নিয়ে সরকার গঠন করেছে এবং যুক্তফ্রন্ট শাসনের ১১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার কি করেছে না করেছে জনগণ তার বিচার করুন। তিনি বলেন যে ভারত এক ও অখিল রাষ্ট্রিক এটা তাঁরা চান—কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করে রাখবেন এটা তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং রাজ্য সরকারগুলির হাতে অধিকার ক্ষমতা ও সম্পদ আবার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করে যাবেন। সেইজন্য রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও সম্পদ অন্তের কাছেরী স্বার্থের বজ্রে শ্রমিক-কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রামে তাদের দাবী আদায়ে সহায়তা দিয়ে যুক্তফ্রন্ট তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। চা বাগান, সুতা-কল, চটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রভৃতির লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সংগ্রাম করে ২৫ টাকা থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। কংগ্রেসী শাসন কালে মালিকের পক্ষ নিয়ে শ্রমিকদের এই আন্দোলনের বিরোধিতা করা হোত। এ ছাড়া আড়াই লক্ষ সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের বর্ধিত ভাতা ও দাবী দাওয়া পূরণে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়েছে। শাসন ক্ষমতা হাতে নেবার তিন মাসের মধ্যে ৯ কোটী টাকা মাগীভাতা বাড়ানো হয়েছে।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

চণ্ডীগড়

অনেক জল ঘোলা করে কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত চণ্ডীগড় সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। চণ্ডীগড়ের দুই দাবীদার পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের মধ্যে মামলায় পাঞ্জাবের জিত হয়েছে—কারণ পাঞ্জাবের ভাগেই চণ্ডীগড় লাভ হয়েছে আর পরাজিত হরিয়ানা রাজ্য চণ্ডীগড় রাজধানীর পূর্ণ সুযোগ সুবিধা বিনা কোটি টাকা অর্থ সংস্থান করে নিজের মনোমত কোনও স্থানে নূতন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে পাঞ্জাব স্বভাবতঃই উল্লসিত আর হরিয়ানা বিক্ষুব্ধ। গত বাইশ বৎসরে পাঞ্জাব রাজ্যের শক্তির সঙ্গে পূর্ণ পাঞ্জাবের বহু তফাৎ হয়ে যায়। স্বাধীনতার সময় পাঞ্জাব ছিল বিভক্ত হয় এবং পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর সহ পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে, আর রাজধানীবিহীন পূর্ব পাঞ্জাব অবশিষ্ট পায়। তারপর ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় গড়ে ওঠে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুন্দর-সুষ্ঠু নগরীগড়ের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী পাঞ্জাবে মোচ্চার হতে থাকে এবং ভাষার সঙ্গে ধর্মও জড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের শিখ ও আকালী সম্প্রদায় অন্যত্র শিখস্থান দাবী করে, অন্যদিকে পাঞ্জাবের হিন্দীভাষী হিন্দু সম্প্রদায় বিশাল হরিয়ানা রাজ্যের আন্দোলন সুরু করেন। পাঞ্জাবের এই দ্বিমুখী আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে চরম বিস্ফোরণের মুখে এসে উপনীত হলে দ্বিতীয় কংগ্রেসী রাজনাথের ঘুম ভাঙে এবং পাঞ্জাবকে আবার দ্বিধা বিভক্ত করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু চণ্ডীগড় সামরিকভাবে উভয় রাজ্যের রাজধানী বলে ঘোষিত হয়। আর তারপর থেকেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য দুই পক্ষেরই ঘুড়ি টানাটানি সুরু হয়—কে চণ্ডীগড় জয় করবে।

রাজধানী চণ্ডীগড়ের অবস্থান পাঞ্জাব রাজ্যে, কিন্তু একেবারে হরিয়ানা রাজ্যের সীমান্তে। আয়ার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীতে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবেরই প্রাপ্য। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সুবিধা পাঞ্জাবের অনুকূলে ছিল যে পাঞ্জাবে আকালী জনসঙ্ঘ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন, অন্যদিকে হরিয়ানার বংশীলালের মন্ত্রীসভা ইন্দিরা-কংগ্রেস পন্থী। সুতরাংতাই পাঞ্জাবের তুলনায় হরিয়ানার পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব সৃষ্টির সুযোগ ও সম্ভাবনা অধিকতর ছিল। সুতরাং রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিচার করলে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রেত হলে তাদের সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই জানাতে পারতেন—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মনের কোনে গভীর পাপ লুকায়িত থাকায় তাঁরা সুযোগ্য অবকাশ ও পরিস্থিতির প্রতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি অগ্নি-গর্ভ পর্যায়ে এসে পৌঁছিলে তাড়াতাড়ি চণ্ডীগড় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র হরিয়ানা রাজ্য তুফান এ আন্দোলনের ডাক দেয় জনসঙ্ঘ ও সিপিকেচ পন্থী কংগ্রেস। এই জনসঙ্ঘ ও সিপিকেচ পন্থী কংগ্রেসের রাজনীতির বিচিত্র। পাঞ্জাবে এই দুইটী রাজনৈতিক দল দাবী ও আন্দোলন করছিলেন যাতে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের ভাগে পড়ে; আবার সর্বভারতীয় রাজনৈতিক এই দুটি দলের হরিয়ানা রাজ্য শাখা হরিয়ানার জন্য চণ্ডীগড় দাবী করে আন্দোলন করছিলেন এবং আন্দোলন বাল না হওয়ায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন ও সেই সঙ্গে পাঞ্জাব রাজ্যে চণ্ডীগড় অরের জন্য আন্দোলনের তরঙ্গের। সুতরাং এই দুই দলের রাজনীতির মূলে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই—তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার তথা ইন্দিরাগন্ধী কংগ্রেসকে কিভাবে কাবু করতে পারেন তার সুযোগ সন্ধানের অনুসন্ধান করা।

হরিয়ানা রাজ্যে যে বিক্ষোভের তুফান সৃষ্টি হয়েছে তাকে আরও উত্তপ্ত করে তুলে বংশীলাল মন্ত্রীসভার পদত্যাগের দাবী করা হয়েছে এবং এই মন্ত্রী-সভার পতনের জন্য প্রচেষ্টাও সুরু হয়েছে। এবারই প্রথম বিশিষ্ট হরিয়ানা বিধান সভায় লালা বংশীলালের বলবত্ত শক্তি মাত্র পাঁচটির জন্য, সুতরাং অতি সূক্ষ্ম সংখ্যা গরিষ্ঠতার সূত্রে এই মন্ত্রীসভা ঝুলছে। বাজ্যের দাবীও মোচ্চার হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে এবং বিশাল হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুলেছেন। সমস্যার আশু ও ন্যায্য সমাধান না করে—কেবল কাল হরণ করলে সমস্যা যে কেবল জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে এই কাণ্ডজ্ঞান কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কালে হবে না।

অ, চ

বিবিধ প্রসঙ্গ

সীমান্ত গান্ধীর বিদায় সম্বর্ধনা

সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফর খান প্রায় চারমাস ব্যাপী ভারতবর্ষ অবস্থান করার পর এই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুনরায় পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছেন। এই চার মাস কাল ধরে তিনি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন এবং গান্ধীজীর বিশ্বস্ত অনুগামী এবং সুদ্র নিক্রোগত ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নীতি ও আদর্শগত দিক দিয়ে গান্ধীবাদের যে মর্মকথা করেছেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সীমান্ত গান্ধী গঠন মূলক কর্মী ও তুলার কর্মীদের কাজের দ্বারা সম্পর্কে তাঁর নিজ অভিমত প্রকাশ করেন ও পরামর্শ দেন। অশীতিপর বৃদ্ধ সীমান্ত গান্ধীকে আমরা মাতৃর বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

যুক্ত প্রদেশে গদীর লড়াই

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্ত প্রদেশ বিধান সভার অধিবেশনের তারিখ ধার্য হওয়ায় যুক্ত প্রদেশে গদীর লড়াই এক সঙ্কিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সি, বি, গুপ্ত হলেন নিতি-কেট পন্থী এবং ইন্দিরা গন্ধী পন্থী কংগ্রেসী সংঘের নেতৃ কমলাপতি ত্রিপাঠী তাঁরই জন্যে ক্ষেত্রে মনে খাঁতাত করে চরণ সিংকের নেতৃত্বে বিরল কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। যুক্ত প্রদেশ বিধান সভার ৪২৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় উভয় পক্ষই কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন সহ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দাবী নস্যাৎ করছেন। কিন্তু এইসব ফাঁকা পরতারা একেবারে মূলহীন—কারণ বিধান সভার অধিবেশন বসলে, অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে উভয় পক্ষের শক্তির দাবীর চূড়ান্ত যাচাই হবে।

বিহারের অনিশ্চিত পরিস্থিতি

রাষ্ট্রপতির শাসন অবসান করে অনতিরে মন্ত্রীসভা গঠনে রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টা ক্রমশঃই অধিকতর অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। ইন্দিরা পন্থী ও সিণ্ডিকেট পন্থী উভয় কংগ্রেস দলের নেতা নিজ নিজ দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য বিহারের রাজ্যপালের নিকট ফাক্ত আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল আড়াইটী মাসের শেষ ভাগে শক্তির পরিচয় ও প্রমাণ দাখিলের মর্ত আরোপ করলে তাঁরা পশ্চাৎপদ হন। ইতাবসরে সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির উদ্যোগে জনদখ, অতঃ, সিণ্ডিকেট পন্থী কংগ্রেস ও সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির মিলনে যে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয়েছে—তার নেতা হিসাবে রামানন্দ তেওয়ারী রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সংযুক্ত দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে তাঁকে দলকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানাতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তেওয়ারীজীর রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের এস-এস-পি দলে ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং ১৪ জন এম-এল-সি এস-এল-এ তেওয়ারীজীর রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃমণ্ডলের নিকট আবেদন জানাচ্ছেন। আবার অনন্যদেরও দুই জন এম-এল-এ বিদ্রোহ করে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেস-কে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত জানান করেছেন। এইসব যোগে বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ অনিশ্চিত থেকে অনিশ্চিততর হয়ে উঠছে।

সংঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সংঘের উত্তর

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শরিকী লড়াই যা চলছিল তার অবসানের জন্য লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছিল তা সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হয়েছিল। সংঘের এই বিশেষ ভূমিকার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়েছিলেন—আর-এস-পি। এর জন্য এই দুটি দল বহুভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন সত্য; কিন্তু এর জন্য সংঘের প্রতি কতকগুলি বিশেষ ধরণের অভিযোগও আজ উঠেছে—যার প্রতি আজ বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার মনে করি।

সংঘের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দেখা দিয়েছে

যে অভিযোগগুলি উঠেছে—তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে লোক সেবক সংঘ নাকি বিশেষ এক বড় দলের অনুগামী হয়ে পড়েছে;—কোনো দলের অত্যন্ত আশঙ্কাজনক আচরণ সমূহের বিষয়েও সংঘ নাকি সম্পূর্ণ নীরব; এবং এর দ্বারা তাদের অন্যায় কাজকেই সংঘ সমর্থন করেছে; এবং এই শরিকী বিবাদের অবসানের চেষ্টার মূলে সংঘের নেতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ চিন্তা কাজ করেছে—তা হচ্ছে ক্ষমতার আসন রাখবার ব্যাকুলতা। এ ধরণের অভিযোগগুলি আজ আমাদের কাছে এসেছে।

যে যে পরিস্থিতির কারণে এবং যার আভ্যন্তরীণ কারণগুলি না জানার জন্য এই ধারণাগুলি ঘটেছে তা' পরিষ্কার করার জন্য আমি এখানে আলোচনা রাখছি। তবে এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোনো কর্ম পরিস্থিতি ছাড়াই যদি কেউ ঐ সব ধারণা করেছেন এবং কেবলমাত্র তাঁর মনে হয়েছে বলেই তাঁর ঐ ধারণা—তাহলে সে কথার উত্তর দেবার আমাদের কিছু নেই বা সাধ্যও আমাদের নেই। কিন্তু ধারণাকে যাঁরা যুক্তি দিয়ে দেখতে চান তাঁদের কাছেই আমি এখানে কয়েকটি কথা রাখছি।

এই কৈফিয়তের প্রয়োজন কেন ঘটল

যদি কেউ বলেন—কোনো বড় দলের আমরা অনুগামী হ'য়ে পড়েছি—তাতে আপত্তি করার বা কৈফিয়ৎ দিয়ে সময় ক্ষেপণ করার কিছু নেই। কারণ বড় বড় দল—যেমন সি, পি, এম; সি, পি, আই; বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক- এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মপন্থা বা আদর্শগত নিয়ে চলেছেন; আমরা যদি ভুলভাবেও এঁদের কারুর অনুগামীরূপে চিহ্নিত হই—তাতে আপত্তি জানাবার প্রয়োজনই বা কি আছে? কিন্তু যখন শরিকী সংঘর্ষের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দলের অবাঞ্ছিত কার্যকর্ম বিচার করা হচ্ছে—বিভিন্ন দল যখন বিভিন্ন দলকে গুরুতর সব ব্যাপারের জন্য অভিযুক্ত করছেন—সেই পরিস্থিতির মধ্যে সংঘকে যদি কারুর অন্যায়ের সহযোগিরূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়—তাহলে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য রাখার দরকার হ'য়ে পড়ে। আজ এরকম এক অবস্থায় যথার্থ অবস্থা জানাবার জন্য বলতে হচ্ছে যে, শরিকী লড়াই-এর এহেন গোষ্ঠি গঠনের মধ্যে আমরা আজ কারো বশ্যবদ বা তল্পীবাহক অবশ্যই নই বা হই নি।

শিবির ভাগেও সংঘের নীরবতায় সন্দেহ

যুক্তফ্রন্টের শরিকী কলহে পরস্পর যখন পরস্পরকে তীব্রভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন দলগুলি যখন প্রায় দুটি শিবিরে ভাগ হ'য়ে পরস্পরের সম্পর্কে পরস্পর গুরুতর অন্যায় আচরণের তথা উদ্ঘাটন করছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের জনমতও যখন প্রায় দু'ভাগে ভাগ হচ্ছিল তখন লোক সেবক সংঘ কেন নীরব থাকছেন—কেন তাঁরা একটা শিবিরের বিরুদ্ধে অন্যায় অনেকের মত তীব্র অভিমত সমূহ প্রকাশ করছেন না এই প্রশ্ন অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এবং এই দুই শিবিরের মধ্যে-ভাতীয়তা-বাদী শিবির বলে কথিত শিবিরের সঙ্গে সংঘের মতবাদের বেশী সাদৃশ্য আছে বলে যখন লোকে মনে করেন তখন সেই শিবিরের গোষ্ঠিভুক্তরূপে অপর শিবিরের বিরুদ্ধেই লোক সেবক সংঘের অভিমত দেখা দেবে—এটাই অনেকের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। কিন্তু তা' না হওয়ায় লোকে সন্দেহ করেছেন যে, তাহলে এঁরা ভেতরে ভেতরে বোধ হয় অপর শিবিরের অনুগত লোক হয়ে পড়েছেন এইভাবেও বহু জনের মনে সন্দেহ জেগেছে ব'লে আমাদের মনে হয়।

আমাদের এই নীরবতা কেন?

এই বিষয়ে লোক সেবক সংঘের পরিস্থিতিটা সকলের পক্ষে বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক বা। কারণ চারিদিকের নানা গোলমালের মধ্যে সংঘ যে বিশেষ কারণে চুপ করে আছে সেটা যে একটা নীতি অনুসরণের প্রয়োজনে অনুসৃত হচ্ছে—সেটা অনেকেই ধরতে পারেন নি। এখানে সেজন্য আমরা একটা কথা আজকের দিনের সঙ্গেই বলতে পারি যে, লোক সেবক সংঘ যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যতটুকই যা করতে পেরেছে বা না পেরেছে, একটি জিনিষ সংঘ নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে এসেছে—তা এই যে, যুক্তফ্রন্টে সকলে মিলে যা স্থির করা হয়েছে সংঘ তা যথাযথভাবে পালন ক'রে আসছে। যুক্তফ্রন্টের নির্দেশ ছিল যে কোনো শরিক দলের বিরুদ্ধে কোনো শরিক দলের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তা ফ্রন্টের কাছেই রাখতে হবে প্রকাশ্যে তার আলোচনা কেউ যেন না করেন। অন্য কোন শরিক দল এ বিষয়ে কী করেছেন সে আলোচনায় না গিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আমরা ফ্রন্টের এই নির্দেশ আন্তরিকতাবে মেনে এসেছি—এবং সেজন্যই এত বাদানুবাদেও নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছি; এবং স্বাভাবিকভাবেই তার জন্য বহু লোক আমাদের ভুল বুঝবেন—এই সুকিও আমরা নিয়েছি।

শরিকী সংঘর্ষে সংঘের অসন্তোষ ও তার প্রকাশ

ফ্রন্টের এক শরিকদল কর্তৃক আরেক শরিকদলের ওপর আক্রমণ যুগ অথবা একে অপরের প্রতি তীব্র কটু মন্তব্য প্রভৃতি যেই করে থাকুক—আমরা ফ্রন্টের মধ্যে এবং প্রকাশ্য বক্তব্যের মাধ্যমে সে সবের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করেছি এবং ফ্রন্টের বৈঠকে নিখিতভাবে এবং আলোচনার মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা বলেছি যে, এ সব কাজ যেই করে থাকুন—সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিষয়ে বা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দল বা ব্যক্তিদের আচরণের বিষয়ে সমাক তথ্য করে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত করা হোক কে অপরাধী তার নির্ণয় করে তাদের লক্ষিত করা, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা অপরাধজনক কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে বাধ্য করা হোক। আমরা কারুর অন্যায়কেই সমর্থন করার বা কারুর অন্যায়কে চেপে যাওয়ার কোনো মনোভাব কোনো সময়ে প্রকাশ করেছি ব'লে আশা করি কেউ বলতে সমর্থ হবেন না। তবে একথা ঠিক যে, যে কোনো শরিক দল সম্পর্কে যে কেউ যা কিছু আলোচনা সৃষ্টি করেছেন সেসব সময়ে আমরা নীরব থেকেছি—ফ্রন্টের শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে সমাক আচরণের প্রয়োজনে। ঐভাবে যাঁরা ফ্রন্টের শৃঙ্খলা বহির্ভূতভাবে আলোড়ন তুলেছেন—তাঁরা আমাদের নীরবতায় মনে করেছেন যে, আমরা অপর পক্ষের লোক। এ হেন অবস্থায় তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, তাঁরা নিজেরাই ভুল করছেন। তাঁরা ভেবেছেন যে, তাঁরা যা করছেন—তা' ন্যায়সঙ্গত, জন স্বার্থের অনুকূল; এবং জনস্বার্থের প্রয়োজনেই তাঁরা তা করছেন এবং তার জন্য তাঁরা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমরা একমতহই নি।

তথ্য উদ্ঘাটন আমরা কী ভাবে চেয়েছি

এখানে আর একটি বিষয়ে কথা বলবার রয়েছে। শরিকী বিবাদের গুরুতর যে সব কাণ্ড ঘটেছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন দল বা ব্যক্তি বা সংবাদপত্র নিজ নিজ তথ্য পরিবেশন ক'রে রাখী করেছেন যে, তাদের বক্তব্য সঠিক। ঘটনা বিষয়ে তাঁদের উক্তিকে চূড়ান্ত সত্য ব'লে ধরে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। কখনো কখনো ঘটনার ধরণ থেকে কারুর কারুর বক্তব্য সত্য হ'তে পারে মনে হলেও, আমরা সর্বদাই বলেছি যে উপযুক্ত তরফ ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে বিচারের বিষয়কে বা রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় রূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না। সেজন্য সর্বদাই আমরা চেয়েছি যে উপযুক্ত ধারায় তরফ করা হোক এবং তা করবার জন্য ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের কাছে ও ফ্রন্টের কাছে লিখিতভাবে ও আলোচনায় বক্তব্য রেখে এসেছি। এ ভাবে তথ্যাদি যাচাই না করা পর্যন্ত তার ওপরে কিছু বলাও আমরা সমীচীন মনে করি নি। এই জন্যেও সম্ভবতঃ আমাদের সম্পর্কে অথবা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

(শেষাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়)

বিস্ময়কর এক মিথ্যা প্রচারের ধৃষ্টতা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

মিথ্যা প্রচার করা যাদের নিত্যকর্ম তারা বিশ্বাকে খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য রূপে তাঁর করতেও সাধারণতঃ অত্যন্ত বেশী বকম ভাবে দীমা ছাড়ায় না। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের প্রচার আমার আলোচ্য ক্ষেত্রে এক বেশী রকম বাড়াবাড়ি হয়েছে যে তা বিলকুল এবং অবিশ্বাস্য-রূপে সাধারণ মানুষের কাছেই দেখা দিয়েছে। সিণ্ডিকেট দলের কংগ্রেসীরা এক ফতুর কাগজ বার করে—যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচারে লেগেছেন। উৎসাহের বশে লোক সেবক সংঘের এবং তার কর্মীদের ওপরও এক অযথা ধরণের প্রচারের ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছেন যে সে বিষয়ের জন্যই আমাকে এই প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হতে হল।

কংগ্রেসীদের এই কাগজটির নাম ছ'ল—'যুগের ডাক'। তার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে—"লোক সেবক কর্মীরা পুরু-লিয়ার নারী ধর্ষণ করেছে—পুলিশ সুপোরিণ্টে নিজিয়।" এই শিরোনামা দিয়ে, বিশেষ প্রতিনিধির নামে যে সব কথা লেখা হয়েছে—তার মধ্যে আছে এই :—

পুরুলিয়ার নারী ধর্ষণ। আর তার নায়ক লোক সেবক সংঘ। ভদ্র-মহিলার অপরাধ—জনৈক স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীর স্ত্রী তিনি। এই অপ-রাধে ক্রুদ্ধ রাজত্বে আর একজন সতী নারীর ইজ্জত নিতে হল। ..... গান্ধী নামাবলী যার গায়ে, সেই লোক সেবক সংঘ আজ নারী ধর্ষণের মত জঘন্যতম অপরাধে লিপ্তপাত্র নয়।

এই পত্রিকাটি লিখেছেন—তাঁদের কাছে সংবাদটি দিয়েছেন কংগ্রেসী এম, এল, এ, সুবর্ষের মাঝি, ঘটনাটি বান্দোয়ান থানার একটি গ্রামের সম্বন্ধে—কর্মীদের অভিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ হেন জঘন্য মিথ্যা প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন—সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্যাগণ হিসাবে তাঁ-প্রত্যাশ চন্দ্র চন্দ্র আর সম্পাদক শ্রীলগেন্দ্রনাথ ধাড়া। দুজনেই কংগ্রেসের নেতা হিসাবে সুপরিচিত। আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছি যে, রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের জন্য এঁরা নিরপরাধ মানুষের প্রতি এভাবে জঘন্য অপবাদ আরোপ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

তা ছাড়া, আর একটি ব্যাপারে আমি আরো বিস্মিত হয়েছি যে, ঘটনা যদিও আদৌ সত্য নয়—তবু একটা ছলের ২।৩ জন লোক দুর্বলতা বশতঃ যদিই বা এহেন গুরুতর অপরাধ করেই ফেলতো—এবং করাও যদি বা তা বিশ্বাস করেই ফেলতেন—তাহলে তার জন্য সমগ্র দলকে এই কথা অপরাধের জন্য দায়ী করবেন—এ সাংঘাতিক কথা। এ হেন নজীর আমি আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম। অপরাধী কর্মীরা কোন্ দলের লোক—এটা প্রচার ক'রে কোনে দলকে সরোক্ষভাবে হেয় করার চেষ্টা কেউ হয়তো করতে পারেন। তত্তুর পর্যন্ত ভাবা যেতে পারে। কিন্তু ছলের ২।৩ জন অপরাধ করছে এই জন্য সংবিবেদন ক'রে সমগ্র লোক সেবক সংঘকে এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়েছে, এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। বলা যাচ্ছে !!! পুরুলিয়ায় নারী ধর্ষণ আর তার নায়ক লোক সেবক সংঘ। অর্থাৎ আমরা সবাই পরিকল্পনা সহকারে এই কর্মযজ্ঞ কর্ম-ভূমিকায় লিপ্ত হয়েছি, এই অপরাধ সংগঠিত করার মূলে আমরাও আছি। কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল অভিত হয়ে কংগ্রেসী নেতারা জীবনে বহু অবাঞ্ছিত কাজ করেছেন—তার ইতিহাস আছে। কিন্তু প্রফুল্ল বাবু, হরেন্দ্রনাথ বাবুরা যে এ হেন পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারেন, তা আমার ধারণা ছিল না।

এই ব্যাপারে আমাদের যে দুজন কর্মীর নাম উল্লেখ ক'রে তাঁদের অপরাধী করা হয়েছে—তাদের নাম—শ্রীলবেন চন্দ্র মাহাত, শ্রীঅনাদি মাহাত। শ্রীলবেন মাহাত আমাদের সংঘের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট কর্মী —অনগ্রসর এবং নম ব্যক্তি ব'লে আদৃত। শ্রীঅনাদি মাহাতও একজন নিষ্ঠাবান ভাল কর্মী। ওদের গ্রামের একটি পরিবারের পারিবারিক জীবন যাতে বিলম্বিত না হয়—গ্রামের ছোলআনার নিজেদে তারা নিঃস্বার্থপর হ'য়ে বহু চেষ্টা করেছিল—এই তাদের অপরাধ। এবং সেই উদ্যোগের জন্য কংগ্রেসের নেতারা তাদের উৎপীড়ন পুংস্কারে পু ষ্কৃত করেছেন।

যুগের ডাকে বলা হয়েছে—ভদ্র মহিলার অপরাধ—"তিনি জনৈক স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীর স্ত্রী কিন্তু ঐ জনৈক' ব্যক্তিটি বংগ্রেসকর্মী বলে আগে জানা যায় নি। আজ তাঁহাদে তিনি কংগ্রেসের কর্মী হয়ে গেলেন,—কারণ তাঁকে কর্মী না করলে কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না কিন্তু তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি যে, এই ঘটনার দ্বারে তাঁদের তালিকাভুক্ত কর্মী-রাই তাঁদের প্রচারিত ঘটনার বিরুদ্ধে অস্ত্র কথা বলতে আর প্রস্তুত।

এই সাংঘাতিক ব্যাপারের যে গল্প সৃষ্টি করা হয়েছে তা ওঁরা জানাতে এই :—"বান্দোয়ান থানার পারবাইহ গ্রাম নিবাসী শ্রীসুবীধর হাদের স্ত্রীকে জোর করে ধরে আটক রেখে অন্যায়ভাবে চালান—আর পুলিশ চুঁটো অগ্রাহ্য। স্থানীয় লোক সেবক সংঘের কর্মী বলে পরিচিত সবেশ মাহাত, অনাদি মাহাত এবং আরো ওই জন দুর্বৃত্ত শ্রীসুবীধর হাদের স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং প্রায় ৪ দিন যাবৎ তাঁকে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সেখানে ঐ সব দুর্বৃত্ত শ্রীহাদের স্ত্রীর উপর বৈধিক অত্যাচার চালায় এবং তাঁর ইজ্জত নষ্ট করে। প্রায় ৪ দিনের পর শ্রীমতী হাদ দুর্বৃত্তদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে কোনো রকমে সক্ষম হন।"

ঐ কার্ণিজে আরও জানান হয়েছে যে, এম, এল, এ, শ্রীসুবর্ষের মাঝি বান্দোয়ান থানায় শ্রীসুবীধর হাদ ও তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের করেন। সঠিক তদন্ত না করে পুলিশ অভ্যাধি নীরব। আর অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই সংবাদটি পরিবেশনের সূত্রে সম্পাদক মণ্ডলী যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আরো বহু কথা উল্লেখ্য। আমি এই আলোচনার সে প্রসাদের কথা উত্থাপন করে আলোচনাকে অনর্থক দীর্ঘ করব না।

আমি যুগের ডাকের তথ্য বিবরণ পাঠ করে আসল তথ্য কি জানবার জন্য বান্দোয়ান থানার পারবাইহ গ্রামে যাই। দুদুর বেলা বৈঠক করি। বৈঠকে গ্রামের ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নাম আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এই ৪০ জন প্রায় সকলে নিজ নিজ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামে ৮২ ঘর লোকের বাস। সুতরাং ৫০টি পরিবারের প্রতিনিধির উপস্থিতি দ্বারা গ্রামের ঘোল আনার অভিমত ভাল রকমই ব্যক্ত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী মৌজাকোল ও কুমীর গ্রামের যাঁরা এই ব্যাপারে অভিত হয়েছিলেন এবং যাঁরা কংগ্রেসী বলে পরিচিত তাঁদেরও আমি লিখিত অভিমত পেয়েছি। এ ছাড়া পারবাইহের আসনাসের গ্রামের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমতও সংগ্রহ করেছি। এই সমস্ত বিবর অভিমত সংগ্রহ ক'রে যা প্রকৃত তথ্য জেনেছি তা এখানে আমি প্রকাশিত করছি।

আমাদের সংগৃহীত তথ্য

যা আসল তথ্য তা এই :—বান্দোয়ান থানার পারবাইহ গ্রামের শ্রী সুবীধর হাদ (বয়স ৩৫)। ওর জাঠতুতে ভাই শ্রীনিতাই হাদের ছেলে (বর্তমানে ২২।২৩) শ্রীবীহ হাদকে পোষ্য পুত্র রাখে। সুবীধরের স্ত্রী শ্রীমতী শিশুমতী (বয়স ২৬।২৭) বীহর বৈমাতা বিবেছিল। বরুথার দিয়ে বীহর ভিক্ষা মা হয়েছিল। বীহ সুবীধরদের বাড়ীতেই থাকত বাগালের কাজকর্ম করত। ঘরের ছেলের মত ছিল।

গত বৎসর ফাল্গুন মাসে সুবীধরের বাবা শ্রীগোপী হাদের সঙ্গে তর— বীহর চরিত্র খারাপ। নিজের পুত্রবধূকে সন্দেহ করে। এই নিয়ে, পিতা-অর্থাৎ গোপীহাদ ও সুবীধরের মধ্যে বচসা হয়। সৃষ্টি বলে এতখা কখনই সত্য হতে পারে না—তাঁরা শিশুমতী কে ভিক্ষাপুত্র করেছে। গোপীহাদ একথা শুনল না—ঐ গ্রামের ১৬ আনাকে ডাকে। তাকে কোনো মীমাংসা হল না। পিতা পুত্রে কলহ বাড়ল। সৃষ্টি এই ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে একদিন পিতার গায়ে লাঠী চালাল। আজও সে সীমান আবার বাল অ না ডাকল। ১৬ আনা বলল—বীহ হাদকে তোমরা রেখ না। কিন্তু ১৬ আনার পরামর্শের হরকার হল না। পিতা পুত্রের মিটমাট হয়ে গেল—বীহহাদ ওদের ঘরেই থেকে গেল।

গোপীহাদ ও সুবীধর গরু ছাগল ভেড়ার ব্যবসা করে। গ্রামের অনেক লোকের কাছেই ধর প্রকর করে। লোক সেবক কর্মীরাও কয়েক জন ২৫।৩০৲ করে টাকা ধর দিয়েছে। পাংপাত্রিক সম্পর্ক ভালই ছিল।

সুবীধর সংঘের বিরোধী ছিল না—বরং মাঝে মাঝে সভাগৃহকে ভূমিকায় দেখা গেছে। কংগ্রেস কর্মী রূপে কখনো দেখা যায় নি।

গত ৯ই আশ্বিন ২৩।৯৬ তারিখে শ্রীসুবীধর হাদ তার স্ত্রী শ্রীমতী শিশুমতী হাদকে সন্ধ্যার সময় মারপিট করে ভেঙেচুরো ভাই শ্রীনিতাই হাদের বাড়ীতে জোর করে পৌঁছিয়ে যায়।

৭ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীসুবীধরের স্ত্রী নিতাই হাদের বাড়ীতে থাকে এবং ৮ই আশ্বিন ২৪শে মানবাজার থানার তালুবাসা গ্রামে শ্রীবীহ হাদের সিনীয়ার বাড়ীতে বীহহাদ ও শিশুমতী দুই জনেই যায়।

৮ই আশ্বিন দুপুরে সুবীধর হাদের সম্বন্ধী বরাবাজার থানার সিনরী নিবাসী শ্রীমধু। হাদ পারবাইহ গ্রামে আসেন এবং সুবীধরের কাছে দাবী করেন যে আমার ভগ্নী কোথায় ? তখন সুবীধর বলে যে বীহহ বাড়ীতে ছিল। তখন সুবীধরের সম্বন্ধী বলেন যে ওসব কিছু আমি না। তুমি আমার বোনকে এনে হাও না হয় থানায় জানাবো। সুবী ধর তখন গ্রামা ঘোলআনাকে ডেকে বলে যে, আমার স্ত্রীকে আমি বীহর বাড়ীতে এনে রিখেছিলাম—এখন বীহ কোথায় নিয়ে চলে গেছে—এর বিচার করুন। তখন গ্রামা ঘোলআনার নির্দ্ধেশে সুবীধর; পূর্ণ সভিম, লক্ষণ তুরিয়, প্রেম মাহাত বৈদ্যনাথ মাহাত তালুবানা গ্রামে যায় এবং ৯ই আশ্বিন ২৩।৯৬ তারিখে সুবীধরের স্ত্রীকে পারবাইহ গ্রামে নিয়ে আসে—বীহ হাদকে আনতে পারেন নি। গ্রামা ঘোলআনা তখন আবার সুবী-ধরকে ডেকে বলেন, যে, তোমার বৌকে এখন তুমি নিয়ে যাও। সুবীধর অস্বীকার করে বলে যে এই বৌ কে আমি আর রাখবো না। তখন গ্রামা ঘোলআনা বলেন যে তুমি না রাখলে তোমার শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছে দাও নতুবা তোমার সম্বন্ধীকে নিয়ে এসো। আপাততঃ বৌটি নিতাই হাদের বাড়ী থাকে। দেখে ১১ই আশ্বিন সুবীধর সিনরী যায়—তার সম্বন্ধীকে আনবার জন্য কিন্তু সে আসতে অস্বীকার করে। গ্রামের লোক সুবী-ধরকে বুঝিয়ে বলেন যে, তিনটি বাচ্চা। শিশুর মা—তাদের ছেড়ে, নিজের সংসার ছেড়ে ও কোথায় থাকবে। মিথ্যে সন্দেহ করে ওর এবং শিশুদের জীবন নষ্ট কর না। সুবীধর কিছুতেই মানতে চায় না। তখন গ্রামের ঘোলআনা সুবীধরকে জোর ক'রে বলে যে, তোমাকে তোমার বৌকে রাখতেই হবে। তিনটি সন্তানের জননী। এখন কি ভাবে কোথায় যাবে ? তখন সুবীধর স্বীকার করে। ঘোলআনা তখন বৌটিকে সুবীধরের বাড়ীতে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয়।

ঘোলআনার কথামত সুবীধর তার বৌকে বাড়ীকে রাখলেই বৈশ্বিক মারপিট করিকে থাকে এবং অনাহারে রাখে। তাকে বাড়ীতেও ঢুকতে দেয় নি। শেষে বলে যে আমি তোর স্বামী নই—তোর স্বামী বীহহাদ।

১৬ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ডিস্ট্রাক্টের দিনে দুপুর বেলা আবার সুবীধর তার স্ত্রীকে মারপিট ক'রে বাড়ী হইতে তাড়িয়ে দেয়। বিতাড়িত হ'য়ে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

১৭ই আশ্বিন ৩।১০।৯৬ তারিখে কুমীর গ্রামের শ্রীগোপাল মাহাত (ইনি একজন কংগ্রেস কর্মী) পারবাইহ গ্রামে এসে সংবাদ দেন যে, তোমাদের গ্রামের বৈদ্যনাথ বৌ কুমীরে পাগল হাদের বাড়ীতে আছে। আমার বাবস্থা কর, ঘরের অগ্নত্যা স্যাটি মিটিয়ে হাও। পাগলহাদ সুবীধর-দের অনাত্তি এবং কুটুম। এই ব্যাপারে গোপালের সঙ্গে কুমীরের বংশের কর্মী শ্রীভীম মাহাত ও শ্রীমনহুর মাহাত যোগাযোগে থাকেন।

শ্রীগোপাল মাহাতের কাছ থেকে সংবাদ পাবরাই গ্রাম নেমিনই পার-বাদের ঘোলআনার বৈঠক হল। ঘোলআনার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও গোপাল মাহাত সুবীধরকে ডেকে বোঝাতে লাগলেন—স্ত্রীকে এইভাবে বিতাড়িত না করতে। অবশেষে ঘোলআনা বললেন—তাঁরা আইনের সাংগ্যে প্রত্য-ক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তাতে সুবীধর রাজী হল—পরদিন কুমীর গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে। ঘোলআনা থেকে নির্দ্ধারিত হোল যে, বৌকে আনতে সৃষ্টি ও গোপালের সঙ্গে পারবাইহ গ্রামের শ্রীসবেশ মাহাত, বী অনাদি মাহাত ও শ্রীমনহুর মাহাত কুমীর যাবে। গোপাল হাজে পারবাইহে হইল। পরদিন অর্থাৎ ১৮ই আশ্বিন ৪।১০।৯৬ তারিখে কুমীর যাবার সময় গোপাল সুবীধরকে ডাকতে গেল। সৃষ্টি গেল না।পরবে অনাদি বওনা হতে গেছল। কুমীর গিয়ে দেখে সুবীধর আসে নি। গোপালও কুমীর পৌঁছলো। কুমিরের কমিটিনিট হলে বৈঠক ডাকা হোল। তাতে অন্তাজদের সঙ্গে গোপাল, ভীম, মনহুর, সবেশ, অনাদি উপস্থিত ছিল। বৈঠকে স্থির হ'ল বৌটিকে কুমীরে আর না রেখে পারবাইহে নিয়ে যাওয়াই উচিত বরে। সবেশরা বলল—বৌটিকে নিয়ে যাবার সময় কুমীরের কয়েক জন যেন যায়—তাহলে সবাই মিলে সুবীধরকে চাপ দেওয়া যেতে পারবে। কুমীরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বললেন—আমরা কালই সকলে যাবে—আজ বাক-বেড়ায় বৈঠক আছে—আর যেতে পারছি না—আপনারা বৌটিকে নিয়ে যান; আমরা কালই সকালে যাবো—ঘোলআনা ডেকে বৌটিকে সৃষ্টির ঘরে দিতে হবে। শিশুমতী পরবেদের কাছ এসে বলে—কমলকে ছোট ছেলে-টিকে আমার কাছ দেওয়াবার ব্যবস্থা করো।

সেদিনই শিশুমতীকে নিয়ে সবেশ, অনাদি ও মনহুর পারবাইহ এলো। ওদের সঙ্গে কুমীর থেকে আর একজন আসেন—তিনি রমানাথ হাদের বেয়াই নিতরাত গ্রাম নিবাসী গোপাই হাদ। সন্ধ্যার সময় শিশুমতীকে এনে অনাদিদের বাড়ী রাখল। এবং ১৬ আনার প্রধান ব্যক্তিদের সংবাদ দিল। ঘোলআনার দ্বিতীয় অনুশাসনে বেস্তাকরণ ও কুমীরের প্রধান ব্যক্তি-দের ডাকা হয়। পরদিন (অর্থাৎ ১৯শে আশ্বিন ৫।১০।৯৬ তারিখে) বেলা ২টার সময় ঘোল আনার বৈঠক বসল। এই বৈঠকে কুমীরের শ্রীগোপাল মাহাত, শ্রীভীম মাহাত, শ্রীমনহুর মাহাত এবং পারবাইহের ১৬ আনা সমবেত হন।

সকলে মিলে শ্রীসুবীধর হাদ ও তার বাবা শ্রীগোপী হাদকে বোঝা-বার চেষ্টা করেন। সকলে একবাক্যে বলেন—শিশুমতী যখন ঘরে থাকতে ইচ্ছুক, তখন তাকে এভাবে তাড়িয়ে তার ধর্ম, কুল নষ্ট করা বা অতগুলি শিশু-সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না। ওকে রাখো- রাখতেই হবে।

শ্রীসুবীধর হাদ বললেন—ওর জাত গেছে। ঘোল আনার সবাই বলল—জাত কিসে গেছে ? কিছু হয়ে থাকলেও তোমরা ঘরে ঘরে ন্যাগাও। তোমাদের সমাজকে ডেকে সব কথা বলে বিচার করে নিয়ে নাও। সুবীধর বললেন—সমাজ ডাকার খরচ আমার নেই। ঘোলআনার প্রধানেরা বললেন—আমরা সমাজ ডাকার খরচ দোব। সুবীধর তাতেও রাজী হলেন না—বললেন—ও যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। তখন ঘোল আনার প্রধানেরা ওদের এপর অন্যায় বিদ্ধ হন এবং ধমক চমক দেন। তখন গোপীলালেরা মাথমুণ্ডী হন—১৬ আনার সমবেত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেও উত্তেজিত হয়ে ২।১ জন মাথমুণ্ডী হয়ে ওঠে। ফলে কোনো মীমাংসায় আসা সম্ভব হোল না।

অবশেষে ঘোল আনা বললেন—এর ভার কোনো শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক—আইনের আশ্রয় নেওয়া হোক। সন্দেহ রাখো একজন অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর এই অবিচার সহ্য করা হবে না। মামলার ভয় ঘোল আনা থেকে খরচ দেওয়া হোক।

সুবীধরের সম্বন্ধী শ্রীঅমূল্য রাজবার ঘোল আনা ডাকিয়ে আনালেন। অমূল্য পরদিন এলেন। ঘোল আনা অমূল্যকে সব বললেন। অমূল্য বললেন—ওর ভগ্নির ব্যবহার নেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই। আপনারা এ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন। আমি আপাততঃ আমার বাড়ীতে ওকে রাখছি। অমূল্য ওর ভার নিলেন। অমূল্যকে থানায় নালিশ করতে পাঠানো হল। ওর সঙ্গে ঘোল আনা থেকে পাঠানো হল—শ্রীলবেন মাহাত, শ্রীমনহুর মাহাত ও সুবীধরের নিকট আত্মীয় শ্রীরমানাথ হাদকে। অমূল্য এদের সহ শিশুমতীকে নিয়ে বান্দোয়ান থানায় গেলেন।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নবতর ফ্রন্টের প্রশ্ন ও লোক সেবক সঙ্ঘ

এ ছাড়াও জনমনে আর একটি সন্দেহ কাজ করেছে মনে হয়। কিছু লোক ভেবেছেন—শরিকী কলহের অবসানের উপায় আমরা ভেবেছি এবং সে উপায় হচ্ছে কাউকে কাউকে বাদ দিয়ে নবতর ফ্রন্ট গড়তে হবে এবং এটাতেই জনগণের কল্যাণ হবে; আর আমরা তা করবই। এ কথা কেউ বললে আমরা বলতাম—আপনাদের ইচ্ছে আপনারা করুন। তার সঙ্গে আমাদের যুক্ত হ'তে বললে আমরা শরিনয়ে বলতাম যে, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া যখন এ হেন ফ্রন্ট সম্ভব নয় তখন এই ফ্রন্টে আমরা যোগ দিতে পারছি না। তা ছাড়া, অন্যান্য আরো সঙ্গত কারণ আছে—যার জন্য এহেন ফ্রন্ট আমরা সমর্থন করি না। (অন্যান্য কারণগুলিও আমরা ইতিপূর্ণে আমাদের প্রকাশিত প্রচারপত্রে আলোচনা করেছি।) কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কোনো শরিকদল আমাদের কাছে এহেন ফ্রন্ট গঠার চিন্তা তাঁদের আছে কখনো বলেন নি। শরিকদলগুলির অনেকেই আমাদের কাছে এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা এ হেন নবতর ফ্রন্ট চান না। এবং তার সঙ্গে শরিকদলগুলির বহু দলই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, তাঁরা ফ্রন্ট ভাঙতে চান না।

এই পরিস্থিতিতে যে অপরিহার্য্য পথ দেখা দিল

সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে এক বিশেষ সমস্যা দেখা দিল। ফ্রন্ট ভাঙা হবে না অথচ গুরুতরভাবে শরিকী লড়াই চলবে এ অবস্থা আমাদের কাছে অসহনীয়। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলাম যে, যুক্ত ফ্রন্টের কিছু দল মনে করছেন—শরিকী বিবাদ থামবে না—এবং এক বা একাধিক শরিকের আচরণ কিছুতেই পরিবর্তিত হবে না তাহলে এখনই ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেওয়া দরকার—অগণিত জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য। কিন্তু যখন আমাদের সে প্রস্তাব গ্রহণ যোগ্য মনে হল না—ফ্রন্ট টিকিয়ে রাখাই যখন তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ পেল, তখন এই অবস্থায় আমরা অগ্রসর হলাম এই দাবী নিয়ে যে ফ্রন্ট যখন রাখতেই হবে, তখন বিরোধ বন্ধ করতেই হবে; যে ক'রেই হোক সম্ভবের পরিবেশ গড়তেই হবে নতুবা ফ্রন্ট না থাকার চেয়ে বেশী ক্ষতিই হবে।

কারুর সহযোগিতার জন্য সন্দেহ ?

আমরা মনে করি, এই পটভূমিকা জানার পর আমাদের আচরণকে ভুল বোঝার বা কারুর অন্যরূপে আপোষ চেষ্টা করা হচ্ছে ব'লে অভিযোগ তোলার আর কিছু থাকে না। তবে তাহ'লে মধ্যে আর একটা কথা উঠতে পারে যে যে ২১টি দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংঘের দিক থেকে এই আপোষ চেষ্টা শুরু করা হয় সেই দলগুলির সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণেও লোক সঙ্ঘকে বিশেষ শিবিরের লোক ব'লে অযথা ধারণা ক'রে থাকতে পারেন। এর জন্য লোক-মনে বিশেষ ধারণা হ'লেও আমাদের দিক থেকে অস্বোয়াস্তির কিছু নেই। কারণ তাঁরা যে শিবিরেরই হোন (হয় তো বা ভুলভাবে তাঁদের বিশেষ শিবিরের যোগ্রী বলে ভাবা হয়েছে) —তাঁরা আপোষ চেষ্টায় অগ্রণী হ'য়ে প্রশংসনীয় কাজই করেছেন—তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে শান্তি স্থাপনার কাজ করার জন্য আমরা আনন্দিত।

সংঘের এই চেষ্টার মূলে ছিল কি ক্ষমতার ক্ষেত্র রাখার ব্যাকুলতা ?

কেউ যদি ভাবেন নিজেদের ক্ষমতার ক্ষেত্র রাখার জন্য ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখতে আমরা এত আগ্রহান্বিত ছিলাম তাঁদের আমরা বিনীত-ভাবে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ফ্রন্টের অস্তিত্ব কোনো একটা শিবিরের ওপর নির্ভর করছিল না—দুই শিবিরের ওপরই নির্ভর করছিল। সুতরাং ক্ষমতা রাখার জন্য বিশেষ এক শিবিরের অনুগামী হবার তাৎপর্য্য কিছু ছিল না। অধিকন্তু যদি ক্ষমতার ক্ষেত্র রাখার ব্যাকুলতাই আমাদের মধ্যে বড়ো হয়েছিল—তাহলে অন্য শিবিরে না গিয়ে—নবতর ফ্রন্টের সম্ভাবনা যে শিবিরে'-সে দিকেরই অনুগামী হওয়ার সুবিধে ছিল। কারণ তাদেরই হাতে তখন চাকা অন্যপথে ফেরাবার চাবি ছিল। আমরা তা করি নি কারণ ক্ষমতার চিন্তাটাই বড় ছিল না। যে তাগিদটা বড় ছিল তা হচ্ছে—ফ্রন্টের ঐক্য, জনগণের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার—আর পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জটিলতার চাবি বিপন্ন না হয় তাহার উৎকণ্ঠা।

আমরা সকলের সঙ্গে আছি, কারুর পিছনে নেই

আমরা প্রত্যেক শরিকদলের সঙ্গে যেমন আন্তরিক সম্ভাবের সম্পর্ক রেখেছি—তেমনি এই শরিকদলগুলির মধ্যে যে দলেরই কর্মী হোন —তাঁরা অন্যায় করলে আমরা আমাদের জেলায় তা' প্রতিহত করেছি বা তার দৃঢ় প্রতিরোধ করেছি, এবং সভাগণ থেকেছি—যাতে কর্মীদের এই অন্যায় আচরণের জন্য তাঁদের দল যেন অযথা অভিযুক্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হন। আমরা আশা রাখি—এ কথার সত্যতা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

রাজনৈতিক জীবনে নিজ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে কোনো দল দুর্ব্বল হ'লে, প্রভাববালী দলের দাক্ষিণ্য লাভের জন্য অনেককে তাঁদের বশম্বদ হতে হয়,—তা সুবিদিত। লোক সেবক সঙ্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রভাবের আসনেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং এই দৃষ্টিতেও তার অপরের মুখাপেক্ষী বা অনুগামী হবার প্রয়োজন নেই। তবে আজ কোন্ স্বার্থে লোক সেবক সঙ্ঘ অপর কোনো দলের আজ্ঞাবাহী বা শিবির ভুক্ত হবে? যদি কেউ এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কোনো ধারণা রাখেন অথবা যদি কেউ লোক সেবক সঙ্ঘ পক্ষপাতদুষ্টভাবে বা স্বার্থপ্রণোদিত হ'য়ে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কাজ করেছে ব'লে তথ্যের ভিত্তিতে অভিমত পোষণ করেন—তাঁদের আমরা তা জানাবার জন্য অনুরোধ করছি।

সঙ্ঘের স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন কেন ?

লোক সেবক সঙ্ঘ যে আদর্শবাদ অনুসরণ করে অপর কিছু দলের মতবাদ অনেকগুলি গুরুতর ব্যাপারে সে আদর্শবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেজন্য তাদের কর্মধারার সঙ্গে সঙ্ঘের রাজনৈতিক আদর্শগতের সম্পর্ক অলীক ধারণা মাত্র। এ ছাড়া এমন দলও কিছু আছেন—যাঁদের মতবাদ প্রকৃতি সঙ্ঘের মতবাদ প্রকৃতির কাছাকাছি বলে কথিত হলেও সঙ্ঘ নানা কারণে এবং তাঁদের মতবাদের প্রয়োগ রুচিতর বিভিন্নতার কারণে তাদেরও অনুগামীত্বলে যা যোগ্রিকুক্তিতে কাজ করতে পারে নি—পারছে না। খণ্ড বিচ্ছিন্ন বহু ছোট ছোট দল রাখার পক্ষপাতী সঙ্ঘ অবশ্যই নয়। তার নিজ আদর্শবাদ ও কর্মধারার দিক থেকে অনুকূল বহু দলের আশ্রয় পেলে সঙ্ঘ তার সঙ্গে একাত্মতায় কর্ম্ম বন্ধনে যুক্ত হ'তে পারতো। কিন্তু সঙ্ঘ তা পারে নি বলেই স্বাধীনোত্তর অবস্থায় আছে এবং আগামী দিনের বহু কর্ম্মবন্ধনের ক্ষেত্রের অপেক্ষায় সে আছে।

যে বৈশিষ্ট্যের জন্য সঙ্ঘ—সেই বৈশিষ্ট্য আছে এবং থাকছে

সেজন্য আমাদের দিক থেকে দৃঢ় বক্তব্য এই যে, লোক সেবক সঙ্ঘ আজ কারুর তল্পিবাহক বা অনুগামী হয়েছে একথা সত্য নয়। রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে, কর্মধারার দিক দিয়ে ফ্রন্টের শরিকদলগুলির সকলেরই যেমন নিজের নিজের পার্থক্য বৈশিষ্ট্য আছে লোক সেবক সঙ্ঘেরও তেমনি পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব মতবাদ, কর্ম্মধারা আছে। ছোট দল হ'লেও এবই জন্যে লোক সেবক সঙ্ঘ আজও লোক সেবক সঙ্ঘ। লোক সেবক সঙ্ঘ আজ তার স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। লোক সেবক সঙ্ঘ নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়েও আজ সমস্ত শরিকদলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছে। এবং শরিকদলগুলির কার দ্বারা কি আচরণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে—সে বিষয়ে বিবিধ তথ্য অবহিত হ'য়েও সঙ্ঘ চাইছে যে ভুল ভ্রান্তি হলেও বিশ্বাস্থির মধ্যেও ফ্রন্টের জীবনে আত্মচেতনা এনে ফ্রন্টকে তার অঙ্গীকারের পথে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য দৃঢ় পরিচালনা এবং সদ্ভাবের পরিবেশ আজ গড়তেই হবে। কারণ ফ্রন্ট ছাড়া পশ্চিম বাংলার সামনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

———•———

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পাড়া থানার রাস্তাঘাট সম্পর্কে আবেদন

পাড়া থানার নড়িহা গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ ব্যানার্জী লিখিতেছেন :

আমাদের জেলা সদরের সহিত যোগাযোগের একমাত্র পথ মাত্র দুইটি থান ইষ্টকে অবরেলিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, জনসাধারণ মন্ত্রী মহোদয়কে দুষ্টিদানে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই রাস্তাটি সোনাকুড়া "বরাকর রোড" হইতে বাহির হইয়া (তারা নড়িহা) বরজায় গিয়া বহু পুরাতন রাস্তা "মরমারাই রোডে" সহিত মিলিত হইয়াছে, তাই "সোনাকুড়া বরজা রোড" নামে পরিচিত। ইহা প্রথমে জেলাবোর্ডের অধীনে ছিল যে সময় কিছু কিছু মেরামতাদি হইত; এখন জেলা পরিষদের অধীন হওয়াতে মেরামত তো দূরের কথা, গত চার বৎসর হইতে একটি কালভার্ট ভাঙিয়া গিয়া রাস্তায় যাতায়াতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে যাহার জন্য আমাদিগকে একটি "Diversion Road" তৈয়ারী করাইয়া বাস, ট্রাক, গোগাড়ী, সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন পার করিতে হইতেছে; যাহা খুবই বিপদসঙ্কুল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

এই রাস্তাটি প্রায় সত্তরখানের গ্রামের অধিবাসীগণের নিত্যব্যবহার্য্য এবং গ্রামবাসীগণকে এই রাস্তাটিকেই গোগাড়ী, সাইকেল, ট্রাক ও বাস-যোগে যাতায়াত ও মালপত্র আমদানী-রপ্তানী করিতে হয়। বর্ত্তমানে এই রাস্তাটি পুরুলিয়া হইতে সাঁওতালডি যাতায়াতের পক্ষে সোজা রাস্তাটির এক গুরুত্বপূর্ণ পথ।

গত মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনকালে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কুমার মুখার্জী মহাশয় যখন এই রাস্তার নির্ব্বাচনী সভায় নড়িহা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন তখন তিনিও অবহেলিত রাস্তাটির উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাচনী সভায় এই সম্বন্ধে আশ্বাসবাণীও দিয়াছিলেন। আমরা আমাদের মাননীয় প্রতিনিধি মহাশয়ে এই রাস্তাটির উন্নতি সাধনের জন্য জনসাধারণের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র মাননীয়া পূর্ত্তমন্ত্রী মহোদয়ার নিকট পাঠাইয়াছি; যাই হোক বর্ষণ এ বৎসর আমাদের জেলার যাতায়াতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে এখন আমরাও আশা করি এই যোগাযোগকে বর্দ্ধিত হইব না।

———•———

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—২৩

পুরুলিয়ায় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চারীদের স্বার্থরক্ষার্থেও এই সরকার বিশেষ সচেষ্ট। ১৫ বৎসর ধোল জমিদারী বিলোপ আইন পাশ হয়েছে—কিন্তু কার্য্যকরী করা হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ৩ মাস এক বৎসরেই জমি খুঁজে বের করে চাষীদের বন্টন করেছে এবং চাষীরা এই বৎসর ঐ জমিতে সোনার ফসল ফলিয়েছে। বাকী আরও কয়েক লক্ষ বেনামী জমি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিগ বৎসরের কংগ্রেসী আমলে রাজ্যের মাত্র ২০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে—যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যাংক মেচ ব্যবস্থার জন্য আগ্রহশীল ও সচেষ্ট। এই সরকার ৯ বিঘা পর্য্যন্ত জমির মালিক চাষীদের খাজনা মকুব করে দিয়েছে—সারা ভারতে অন্য কোথাও এই ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া ভিটে মাটিহীন কৃষক বা শ্রমিকদের "মাথা গোঁজার ঠাঁই" দেবার জন্য ৪ কাঠা পরিমাণ জমি দেবার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং গরীবের মান, ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে এমন সরকার আজ পশ্চিমে বসেছে—এই সরকারকে আরও বলবান করতে হবে গরীবের স্বার্থ সাধনে।

নূতন বিপদ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের এত সুযোগ—এই বিপুল গণ-সমর্থন থাকের একটা নূতন বিপদ দেখা দিয়েছে। দু চারজন এম, এল, এ খবির করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙা যাবে না দেখে কংগ্রেস এখন নূতন চাল নিয়েছে। কংগ্রেস বলছে—"যুক্তফ্রন্ট দুষ্ট ভাগ—তার সরকার থাকতে আপত্তি নেই—কিন্তু যত নষ্টের গোড়া হোল ঐ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি। সুতরাং ওকে বাদ দিয়ে নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হোক—এতে আমাদের (কংগ্রেসের) পূর্ণ সমর্থন আছে।" দুঃখের বিষয়, শ্রীযুত বলেন—যে কংগ্রেসের এই ফাঁদে ফ্রন্টেরই দু একটি শরিকদল পা বাড়াচ্ছেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁরাও বলতে আরম্ভ করেছেন যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই—প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।

শ্রীযুত বলেন যে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে সন্দেহ নেই—এবং অবিলম্বে শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে। এবং এই ব্যাপারে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব যে সর্ব্বাধিক সে কথা তিনি স্বীকার করেন। পি, ডি, এ-টি উঠে যাওয়াতে বহু গুণ্ডা ও সমাজ বিরোধী ছাড়া গোটা যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলে ভিড়ে পড়েছে এবং নানা স্থানে মারপিটা সুরু করেছে। সুতরাং যে দলের ভাণ্ডা নিয়েই তারা বরবাইনী করুক না কেন—অতি কঠোর হস্তে তাদের দমন করতে হবে।

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট নিরসনের আবেদন

শ্রীযুত বলেন যে যুক্তফ্রন্ট এখন সঙ্কটের মধ্যে যাচ্ছে। এই সঙ্কট নিরসনের জন্য যুক্তফ্রন্টের দুটি বৈঠক হয়ে গেছে—মীমাংসার দিকে কিছু দূর এগিয়েছে—কিন্তু সঙ্কট এখনও কাটে নি। কারণ সকলেরই মীমাংসার মনোভাব নেই। সেইজন্য মীমাংসার দিকে দুপা এগুলেও নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হয়ে প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের কথাও এখনও ওঠে নি। সেইজন্য তিনি-

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

Regd. No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

স্বাধী দিয়ে—শ্রীবসু বলেন যে মাত্র বাহাত্তর বার দিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা দেশের প্রতি চরম বেইমানী হবে এবং দেশ সেটা বরদাস্ত করবে না। যুক্তফ্রন্ট তিনি যুক্তফ্রন্টের সকল পরিকল্পনার কিছু সমিক্ষ আবেদন জানান যে সকল সূত্রতা ও ভেদ বিভেদ ভুলে যুক্তফ্রন্টের এই সংযত নিবেদনে সাধিসের সঙ্গে হবে—যাতে ফ্রন্ট সরকার পূর্ণ পাঁচ বৎসরের মেয়াদ পরিপূর্ণ করে ও রক্ষা কার্যাদিটিকে রূপায়িত করতে পারে।

কেন্দ্রে সরকার গঠনের সুযোগ

শ্রীবসু আরও বলেন যে—দিল্লীতে কংগ্রেস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ছ তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ভেঙ্গে পড়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গভীর আগ্রহ ও আশা সঞ্চার করেছে। তারা আমাদের বিপ্লবের অগ্রসরণের চেষ্টা করছে। কারণ আমাদের পথই হোল একমাত্র পথ—এর কোনও বিকল্প নেই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে—আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের নিজের ঘরের এই আত্ম-কলহ ভুলতে হবে।

ইন্দিরা-কংগ্রেস সম্পর্কে সাবধান বাণী

শ্রীবসু বলেন যে মরণোন্মুখ কংগ্রেসকে কিছু মৃত সঞ্জিবনী দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এখন কিছু ভাল ভাল কথা বলছেন। শ্রীমতী গান্ধী সমাজতন্ত্রের যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন—তিনিও এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্র। কিন্তু তিনি আফেন করেন যে ফ্রন্টের শক্তি কোনও কোনও দল শ্রীমতী গান্ধীর তথাকথিত প্রগতিশীলতায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু শ্রীবসু কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন যে শ্রীমতী গান্ধীর ঝাঁকে ধরা পড়লে একেবারে ডুবাডুবী হতে হবে এবং দলেরও সর্বনাশ ঘটবে।

পার্টি সদস্যদের উদ্দেশ্যে

তিনি তাঁর বলের সদস্যদের সকল প্রকার পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাকার উপদেশ দিয়ে বলেন যে—আজ আমরা মন্ত্রী আছি—আবার কাল হয়ত জেলখানার বন্দী হতে পারি। কারণ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন ভাঙাচোরার মধ্যে চলেছে—সুতরাং খুবই ধৈর্যধারীর সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবে জন বিরোধী কোনরূপ কাজ তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

বেকারীর অভিশাপ

দেশে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন যে কংগ্রেসের নীতির ফলে দেশে বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং পরিস্থিতি এখন এত বিস্ফোরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের এমন সম্বল সম্পদ নেই যে বেকারী দূরীকরণে কোন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। সামান্য ছিটেফোঁটা যদিও হয়ত কিছু বেকার ভাতা দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু বেকারীর অভিশাপ যেন থেকে দূর করতে হলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে একেবারে ঢেলে সাজতে হবে এবং এই বিষয়ে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেবেন।

অবহেলিত পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলার বিবিধ সমস্যার উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন যে পুরুলিয়া দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত এবং সব বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু পুরুলিয়ার দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? যুক্তফ্রন্টের শরিকগণ নিজেদের মধ্যে কলহে ব্যস্ত। সকলেরই সারা দিনের একমাত্র চিন্তা—এই বুঝি ফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল—সরকারের পতন হোল। এই পরিস্থিতিতে কোনও কাজ সম্ভব নয়। সুতরাং শরিকী বিবাদ অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলার জন্য ফ্রন্টের সকল নেতৃত্বকে তিনি পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

[পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সেদিন পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার থানায় ছিলেন না। ওরা ফিরে গেল। সেদিন অমূল্য শিশুরতীদের হেডমাস্টারের শ্রীসৌরেন্দ্রনাথের বাড়ী ডিগ—সেখান থেকে ওরের বাড়ী নিন্দরীতে গেল। কিন্তু তার দিন সরে নির্দ্ধারিত দিনে অমূল্য শিশুরতীদের থানায় গেল। পূর্ব নির্দ্ধারিত মত পরেশবাও গেল। সেদিনও থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন না। আবার ফিরে আসতে হল। সেদিন অমূল্য এবং শিশুরতী পায়বাইদে এসে রাত্রিতে রইল। সকালে নিন্দরী গেল। আবো একদিন থানায় গিয়ে অফিসারকে না পেয়ে ফিরে এলো।

অবশেষে ১৫। ১০। ৬৯ তারিখে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পাওয়া গেল। পূর্ব নির্দ্ধারিত মত অমূল্য, শিশুরতী ও পরেশবা থবাই তাদের কাছে লিখিত নালিশ দাখিল করা হোল। অফিসার সব শুনিয়ে অমূল্য শিশুরতী নিন্দরী ফিরে গেল-পরেশবা নিজ গ্রামে ফিরে এল।

তার পর দিন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুরীধর ও তাঁর বাবাকে থানায় ডাকলেন। শিশুরতীর আবেদন মত ওকে ঘরে নেবার জন্য বোঝালেন। সুরীধর শিশুরতীকে ঘরে রাখতে সম্মত হলেন। থানার অফিসার একটি লিখিত আপোষ নামার ব্যবস্থা করেন এবং শিশুরতীকে অনবরত জন্য সুরীধরকে তিনি অমূল্যর কাছে নিন্দরী পাঠান। সেদিন অমূল্য হাল ওঁর ভগ্নী শিশুরতীকে সুরীধরের সঙ্গে পাঠান নি। তিনি বিস্ময়র দিনে পাববাদে এস পরামর্শ নিয়ে যান। যোগ আনার প্রধানেরা বলেন যে হাঁ্যা পাঠাও—তবে ওর কাছ থেকে একটা লিখিত কিছু নিয়ে নেবে এবং আমাদের জানাবে। অমূল্য বোনকে বিদায় দিলেন—সুরী নিয়ে এল। এখন শিশুরতী সুরীর বাড়ীতেই আছেন।

শিশুরতীর তিনটি ছেলে—সবচেয়ে বড়টি ৭। ৮ বছরের—মেজটি ৫ বছরের আর ছোটটি ৩ বছরের। এদের তিন জনকে সুরীধর কেড়ে রেখে—শিশুরতীকে শিশুদের থেকে বঞ্চিত করায় শিশুরতী অত্যন্ত বাড়ুল হয়েছিল এবং পরিস্থিতি মর্ম্মান্তিক হয়েছিল।

আমি এ বিষয়ের জন্যে গিয়ে বাল্যোহান থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—আমার সঙ্গে তো এটুকু ব্যাপার। আমার কাছে সুরীধরেরা তো কোনো নালিশ করতে আসেনি। আমিই ওদের ডাকিয়ে ওদের পারিবারিক কল্যাণের জন্য ঘরের ঝগড়াও মিটমাট করে দিয়েছি। এই ব্যাপারটাকে নিয়ে এতবড় কাহিনী করা হয়েছে দেখে অফিসার তো অবাক। এতবড় একটা ঘরি ঘটে থাকতো—ঐ অঞ্চলের লোক সব জানতো। কিন্তু কেউ কিছুই জানে না। যে পায়বাইদ গ্রামের ঘটনা বলে দাবী করা হয়েছে—সেই পায়বাইদের সমস্ত লোক আমাই যেখানে এই ব্যাপারে জড়িত—সেখানে সেই ব্যাপারকে এইভাবে অভাবনীয় এক কাহিনীকে রূপ দিয়ে করার সাহস এরের হল কি করে তাই ভাবি।

নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে গ্রামের লোক ওদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে বলে সুরীধরেরা গ্রামের লোকের উপর বিরূপ হতে পারেন। যেখানে নিজের গ্রামের সমস্ত লোক এবং ঐ অঞ্চলের অনেক গ্রামের প্রধান বা গিন্নী ঘটনার সমস্ত জানেন সেখানে সেই ঘটনাকে এইরকম ভাবে বিকৃত করার ইচ্ছে বা সাহস সুরীধরের হয়েছিল বলে মনে করি না। একটা ঘটনার সন্ধান পেয়ে তাকে একটা অঞ্চলের কাহিনীতে দাঁড় করিয়ে প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলকে জড়াবে কেন করার অপচেষ্টা দেখে এদের বুদ্ধিহীনতায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। এই কথা অপচেষ্টা ও বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ জড়িত হয়েছেন।

বিকৃত মনোভাবের বশবর্তী হয়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আমাদের সঙ্গে এবং কর্মীদের প্রতি এই কথা আচরণ করেছেন—তার জন্য ওঁদের প্রতি আমাদের মনে কোন বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। তবু এ সম্পর্কে বাধ্য হয়ে গ্রহণ না করলে অপচেষ্টাকারীরা এই ঘটনা সত্য বলে দাবী করতে থাকবেন। তাকে আমাদের সঙ্গের তথা কর্মীদের স্থ-ান বিচ্ছিন্ন করতে থাকবে। সেজন্য এরের কর্তৃপা মিথ্যা অপবাদের আপোষ থেকে সঙ্গকে এবং সঙ্গের কর্মীদের রক্ষা করার জন্য আমরা উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিবৃত্ত জাগ্রত
প্রাণ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সোমবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী '৭০
২৬শে মাঘ, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০
নগদ—১০ পয়সা

নব ভারতের পথিকৃৎ



খণ্ডিত ভারতের প্রণাম নাও!

রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের সদস্যের বক্তৃতা

বিগত ৬ঠা ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের ভাষণের ওপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে লোক সেবক সংঘের বিধানসভা সদস্য শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত যে আলোচনা করেন তা এই—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। অনেকে অভিযোগ করেছেন এতে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার বাস্তবছবি নেই। মাননীয় রাজ্যপাল বাদ্য বিগত্তি ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেই, আশাবাদের দিকটা তিনি ভুলে ধরছেন, তিনি ঠিকই করেছেন।

আমাদের যুক্তফ্রন্টের শাসনে বিবিধ রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে এবং ঘোলযোগও হচ্ছে এ কথা আমরা নিজেরাই স্বীকার করেছি। আমাদের যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের প্রস্তাবই তার সাক্ষ্য। কিন্তু সেটা বড়ো ক'রে তুলে ধ'রে লাভ কি? বরং তার অবদান হ'য়ে যাতে এই শাসন আরো শক্তিশালী হয়—তারই চেষ্টা করতে হবে। কারণ, যুক্তফ্রন্ট ছাড়া আজ শুধু পশ্চিম বাংলায় কেন ভারতবর্ষেরও গতি নেই। কারণ ২০ বছরে কংগ্রেস প্রমাণিত হয়েছে যে, সে শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং সে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং এই ফ্রন্টকে শক্তিশালী করা ছাড়া পথ নেই।

চৌদ্দটা পার্টির শাসন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে অভিনব পরীক্ষা। যুক্তফ্রন্ট শাসন এই অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য বহু কিছু করেছে একথা আমাদের জেলার জীবনেই আমরা জানি।

পশ্চিমবঙ্গে এ বছর খারিফ শস্য খুব ভাল হয়েছে ব'লে মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন এবং বলেছেন যে, রবি শস্য ও গ্রীষ্মের ফসলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সমগ্র রাজ্যের দৃষ্টিতে উনি ঠিকই বলে থাকবেন। কিন্তু অভাগা পুরুলিয়া জেলায় এ বছর খারিফ ফসলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শতকরা ৪০ ভাগও ধান হয় নি। ফসলের প্রথম দিকে অনাবৃষ্টিতে এবং শেষের দিকে ব্যাপক রোগে অবস্থা ভয়াবহ হয়েছে আর আমাদের পুরুলিয়া জেলায় রবি বা গ্রীষ্মের আবাদ নামমাত্র হয়। জেলার বর্তমান ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির জন্য আমাদের সরকার ১২৬৯ সালের ঐতিহাসিক সাহায্যের মত ব্যবস্থা ক'রে সেবারের মত আমাদের সরকার মানব সেবার গৌরব অর্জন নিশ্চয়ই করবেন—আমরা বিশ্বাস করি।

রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের উন্নয়নের কর্মসূচি আমাদের গভীর আশার বাণী শুনিয়েছে। এই সঙ্গে আমাদের সরকার অবশ্যই মনে রাখবেন যে, সমগ্র রাজ্যের মোট উন্নয়ন যেমন তার লক্ষ্য, তার সঙ্গে অনুন্নত বঞ্চিত জেলাগুলিকে সমতোষভাবে আজ উন্নত করতে হবে। যুক্তফ্রন্টের বিরোধীরা আজ যুক্তফ্রন্টের ভুলত্রুটী বিষয়ে বাঁধের খাবা দেখাচ্ছেন।

আমি বিরোধীদের মনে রাখতে বলি যে, এত সুযোগ পেয়েও তাঁরা নিজেরা যখন শাসন চালাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন—তখন তাঁরা আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভুল ত্রুটী দেখাতে চান কেন—কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তা করুন। কারণ আজ কংগ্রেসের ফিরে আসার দিন শেষ হয়ে গেছে। ইতিহাস তাকে বর্জন করেছে। আজ যুক্তফ্রন্ট ছাড়া পথ নেই। সেই জন্য যুক্তফ্রন্ট বিরোধী বন্ধুদের আমি বলি যে যুক্তফ্রন্ট শক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করুন। এই বলে রাজ্যপালের ভাষণকে আবার আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পরলোকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষি বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বৃটিশ বিজ্ঞানী-দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বিশ্বের অন্যতম মানব-প্রেমিক শান্তিবাদী সংগ্রামী মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল গত ২।২।৭০ তারিখে প্রায় ৯৮ বছর বয়সে নিজের বাসভবনে পরলোকে গমন করেছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তাঁর জন্ম। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ও সংস্কারমুক্ত নির্ভীক মতবাদ সারা বিশ্বে বহুবার বিতর্কের ঝড় তুলেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। বিশ্বমানবের দুঃখ হিসাবে তিনি পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই মানবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যেও এবং পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া জনমত জাগ্রত করার প্রয়াসে তিনি ছুঁবার কারাবরণ করেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এই মনীষী মানুষের পক্ষে এবং অমানুষিকতার বিরুদ্ধে বিরামহীন লেখনী-চালনা করেছেন। বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বহু গ্রন্থ আছে।

উল্লেখযোগ্য যে লর্ড রাসেল বিশ্বমানবের আত্মরক্ষার সংগ্রামে গান্ধীবাদকেই অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেন। আয়েরিকার পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রণ-নেতা আর্নিন লুথার কিঙের মতো রাসেলের মৃত্যুতেও বিশ্বের সাধারণ মানুষ একজন অকৃত্রিম দরদী বন্ধুকে চিরদিনের মতো হারাল।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

মনীষি রাসেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়েলসএর কলউইন বে নামক গ্রামের একটি গীর্জায় সম্পন্ন হয়। এই মনীষীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করার পরিবর্তে চিতায় ভস্মীভূত করা হয় এবং এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কোনও রকম প্রার্থনাসঙ্গীতাদি হয় নি। বিশ্ববিশ্রুত এই মনীষীর শেষকৃত্য সমাপনের সময় স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, একাত্ম সচিব এবং রাসেল সীস ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টার, এই পাঁচ জন ব্যক্তি মাত্র উপস্থিত ছিলেন। আর গীর্জার বাইরে ব্রোঞ্জ ৯ জন ব্যক্তি এই মহীয়ান পুরুষের শেষকৃত্য সমাপনের সময় অপেক্ষারত ছিলেন।

সম্পাদকীয়—

চুরির হিড়িক

কিছুকাল যাবৎ সহরে ও গ্রামাঞ্চলে একটা চুরির হিড়িক পড়ে গেছে যে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষই বিশেষ বিপন্ন বোধ করছে। প্রতি রাত্রেই এক বা একাধিক স্থানে চুরি বা ডাকাতি ঘটে চলেছে। এধরণের চোরেদের বৈশিষ্ট্য লোকমুখে তারা সাধারণতঃ সশস্ত্র থাকে—সুতরাং গৃহস্থামীদের অজ্ঞাতে যদি চুরির কার্য্য সমাপ্ত করা যায় তবেই চৌর্য্যবৃত্তিতে আশানুরূপ পায়। কিন্তু যদি বাড়ীর লোকেরা কোনও মতে জেগে উঠে এবং প্রতিরোধ বা সাহায্যের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয় তখন চোরেরা ডাকাতের মূর্ত্তি ধারণ করে ও গৃহস্থদের জীবন হানীর আশঙ্কা দেখা দেয়।

আধুনিক কালের সমাজ বিরোধীরা একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল সম্পর্কে নানা বিচিত্র ও অভাবনীয় জ্ঞানে তারা তাদের লুণ্ঠন ও চৌর্য্যবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে—অন্যদিকে এরা পুরই সুসংগঠিত, সংখ্যাধিক্য ও দুঃসাহসিক। কিন্তু এই সব সমাজ বিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসনের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা একান্তই অকিঞ্চিৎকর অথবা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অকার্য্যকরী। সহরের বুকে পরপর যে কয়টি দুঃসাহসিক ও চাঞ্চল্যকর ডাকাতি পর্য্যায়ের চৌর্য্যবৃত্তি ঘটে গেছে ও নির্দ্বিঘ্নে ঘটে চলেছে—তা থেকে ঐ ধারণাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়ে পড়েছে। কারণ পুলিশ ডাঁটিয়ে নাকেদুঃ ভরাই একজন গুণ্ডা সাবল মেরে ঘর থেকে বার করে দোকানের বা গুদামের যে লুঠপাট চলছে—তা কখনই সম্ভব হতে পারে না যদি তাতিকে সহরে পুলিশের টহল দেবার কোনও ব্যবস্থা থাকে অথবা আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষীবাহিনী বিন্দুমাত্র সজাগ বা সচেতন থাকে।

সহরের বুকেই যখন এইরূপ অবস্থা তখন গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবন কত অসহায় তা সহজেই অনুমেয়। গ্রামাঞ্চলের যত স্থান থেকেই সংবাদাদি আসছে যে কেবল রাত্রি দ্বিপ্রহরে চুরির প্রশ্নই নয়—পুলিশের খাতার নাম লেখা সমাজ বিরোধীদের উৎপাতে সন্ধ্যার পর সাধারণ মানুষের একান্ত প্রয়োজনে ঘোরাফেরাও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ফলে গ্রাম্য জীবনেও এক অনভীপ্সিত পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থার দীর্ঘ দিন চলতে দেওয়া উচিৎ নয়—চলতে পারে না। স্থানীয় ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এই অস্বাভাবিক ও প্রশাসনের পক্ষে কলঙ্কজনক পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলা করা অত্যন্ত পুরিদলে সমাপ্ত ও সচেষ্ট হতে হবে। এই ব্যাপারে কালবিলম্ব বা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ত্রুটি ও অক্ষমতা প্রশাসন ব্যবস্থার পক্ষে অমার্জনীয় হবে।

আর পরিস্থিতি যখন অতি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন বিপন্ন নাগরিক জীবন রক্ষার রাষ্ট্রিয় প্রশাসন ব্যবস্থার উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। এক অস্বাভাবিক অবস্থার সমাজ জীবনের রাষ্ট্রিয় পালনের জন্য নাগরিকদের উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে হবে এবং নিজস্ব আত্ম রক্ষার স্বার্থে মহল্লায় মহল্লায় অথবা গ্রামে গ্রামে উদ্যোগী ও রক্ষী যুবকের নিয়ে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলে সমাজ বিরোধীদের দমন ও মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ তৎপর হতে হবে।

অ, চ,

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের নিবু নিবু দশা কেন?

সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের রাষ্ট্রিয় প্রশাসনিক ভাবে যে সংস্থা গঠন করেছেন সেই সংস্থা যদি ঠকাঁৎ ঢিলে হয়ে পড়ে তবে সরবরাহী মানুষের অসুবিধার অন্ত থাকে না। বর্তমানে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই সংস্থার ঢিলেমি এমন পর্য্যায়ে এসেছে যে সহরের মানুষ সাময়িকের ভুলে সাময়িক বিদ্যুতের আলো পেতে নাজেহাল হচ্ছেন। রাস্তার আলো খারাপ হলে দিনের পর দিন অন্ধকারে পথ চলতে হয় মানুষকে। হাসপাতাল, নার্সিংহোম, যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে পড়তে পারে—সে অন্ধকার যে তাড়াতাড়ি দূর হবেই এমন কোন স্থিরতা নেই। রোগীদের পুরুষাক্রমে সঞ্চিত কিছু পুণ্যবল থাকলে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কৃপা হতে পারে। সংস্থাটি এমন অবস্থায় এসেছে যে যে কোনদিন এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

বাড়ীতে আলোর দরকার থাকলে প্রয়োজনীয় সব কিছু করে, টাকা জমা দিয়ে আপনি পায়ে হেঁটে বিদায় নিন। ফিরে এসে দেখবেন বাড়ীতে তখনও ফেরোসিন জমছে—ইলেকট্রিক সাপ্লাই কাজ করার লোক পাচ্ছেন না।

কিন্তু সত্যিই কি কাজ করার যোগ্য লোক নেই, না ওঁদের যোগ্যতার মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে না? আগের কাজের খতিয়ানে দেখা যাবে যে তখন বৈদ্যুতিক যে তারে বিদ্যুৎ-পরিবহনের কাজ হয়েছে এখন তার চার ভাগের এক ভাগও হচ্ছে না।

পুরুলিয়ার মতো বর্দ্ধিষ্ণু সহরের জন্যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই সংস্থা মাত্র পাঁচজন মিস্ত্রী রেখেছেন। তিনজন থাকেন সাবষ্টেশনে, আর দুজনের হাতিয়ে সারা সহরের মেরামত, নতুন বিদ্যুৎ-পরিবহন ইত্যাদি সব কিছু করার। এর বা ফল, তা ভোগ করছেন পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষ। আগে সহকারীদের দিয়ে মিস্ত্রীর কাজ করানো হোত। তাই কাজ আটকে থাকতো না। আগের কাজের খতিয়ানই প্রমাণ করে, এইসব সহকারীর যোগ্যতা আছে মিস্ত্রীর কাজ করাবে। শুধু তাই নয় এঁদের অনেকের যোগ্যতার উপযুক্ত প্রমাণ পত্র ও প্রশংসাপত্রও আছে। তবু কর্তৃপক্ষ এঁদের মিস্ত্রীর পর্য্যায়ে উন্নীত করছেন না। যোগ্যতার সুযোগ নেব, যোগ্যতার মূল্য দেব না, কর্তৃপক্ষের এ নীতি নির্ণয় সোষবোধ নীতি। এ দোষের বহু করার জন্যে সহকারীরা পদ্ধতি কেবল সহকারীর কাজই করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইলেকট্রিক সাপ্লাইও সঙ্গত সিদ্ধান্ত করেছেন জনসাধারণ যতই কই পান, যোগ্যতার মূল্য দেব না। তাই কাজ পড়ে থাকছে, মানুষ পরমা দিয়ে অসুবিধা ভোগ করছে। বহু চেষ্টায়, বহু প্রযত্নে এখানে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই সংস্থা গঠিত হয়েছিল এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা মনে করি বর্তমান কর্তৃপক্ষের উচিত উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন সহকারীদের মিস্ত্রীর পর্য্যায়ে উন্নীত করে বর্তমান অচল অবস্থার অবসান ঘটানো।

নে, চ,

পথ, পথিক ও যানবাহন

পুরুলিয়া সহরের রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা না থাকায় পথিকদের অবস্থা "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।" যানবাহন যদি পথ ছুড়ে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, পথিক যায় কোথায়? রাস্তার এলাকার বিস্তা, চেলা, টাক, গোরু গাড়ী প্রকৃতি এমন বেপোরোয়াভাবে চলাচল করে এবং দাঁড়িয়ে থাকে যে পথচারীরা যে কোন মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারেন। এগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়া খুবই দরকার। পুলিশ বিভাগ এ টু নজর দেবেন কি?

নে, চ,

সংঘ সংবাদ

লোক সেবক সংঘের বর্তমান কর্মধারা কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। তা হচ্ছে—(১) কর্মী সংগঠন। (২) সংঘের শাসনে দীর্ঘ দিনের যে অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা রয়েছে—সে সম্পর্কে কতকগুলি সুদূর প্রসারী কর্ম ব্যবস্থার উদ্যোগন। (৩) সংঘের কৃষি কর্ম পরিকল্পনার বিশেষ কয়েকটি জরুরী ব্যবস্থার রূপায়ণ। (৪) গান্ধী শতবার্ষিকী কর্ম তালিকা।

কর্মী সংগঠন

কর্মী সংগঠনের কর্মধারা দ্বিবিধ কর্মীদের আদ্য গঠনের বিশেষ কর্ম তালিকা অনুসৃত হচ্ছে। এই লক্ষ্যে সারা জেলার প্রতি থানার বিশিষ্ট কর্মীদের একটি শিবির সাগরা কৃষি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মীগণও যোগদান করেন। এই কর্মতালিকা অনুসারে জেলার সর্বত্র কর্মী বৈঠকও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে সব কর্মী বৈঠকে কর্মীদের সংগঠন কর্মসূচি ছাড়াও স্থানীয় অন্যান্য কর্মী বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়—এ ব্যাপারে বৈঠকের কর্ম বিবরণ কিছু কিছু প্রকাশ করা হবে।

সংঘের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা ও কৃষি পরিকল্পনা—

সংঘ এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বিষয়ে অগ্রসরকল্পি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং এই দিকে সংঘের কর্মীদের বিশেষ দৃষ্টি নিবোধিত করার চেষ্টায় রত রয়েছে। কিছুদিন পরেই এই কর্ম প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ কি কি করা সম্ভব হয়েছে—তা সাধারণে জানান হবে। সংঘে, নিজস্ব কর্মধারার বাইরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেলার বেকার যুবকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করার যে চেষ্টা সংঘ থেকে অনুসৃত হচ্ছে—তার মধ্যে কিছু কিছু সাফল্য লাভ ঘটেছে। জেলার কিছু বেকার ছেলেদের জন্য মুরগী পালনের জন্য ঋণ সংগ্রহ এবং তার দ্বারা জেলার কয়েকটি ভাঙ্গায় যুবকদের সমবেত ভাবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলে কারখানায় অনুরূপ এই জেলার বেকার ছেলেদের চাকুরী সংস্থান চেষ্টায় সম্প্রতি কিছু কার্যকরী ফল দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে আরো চেষ্টা চলছে।

গান্ধী শতবার্ষিকী কর্মতালিকা—

এ সম্পর্কে সংঘের অনেকগুলি কর্মতালিকা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শ ধারায় কর্মী গঠনের কাজই সবচেয়ে বড়ো ক'রে দেখা হয়েছে। কেন্দ্রস্থানীয় মধ্যে এই সমস্ত কর্মতালিকা উদ্যাপন করার কথা ছিল। কিন্তু জেলার সম্প্রতিপরিস্থিতি খুবই খারাপ হওয়ায় এ সম্পর্কে কতকগুলি কর্মধারা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে—এবং তারই মধ্যে কয়েকটি কর্মধারার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। গত ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর শত বর্ষ পূর্তির দিন থেকে আগামী ২রা অক্টোবর—এই এক বছর মধ্যে সংঘের কর্মধারাগুলি উদ্যাপিত করার কর্মতালিকা সংঘ থেকে নেওয়া হয়েছে।

লোক সেবক সংঘের
প্রচার বিভাগ কর্তৃক সংবাদ

ভারতীয় সংবাদ

চণ্ডীগড় সমস্যা সমাধানের জের

কেন্দ্রীয় সরকার চণ্ডীগড় সমস্যার সমাধানসূচক যে সরকারী ইস্তাহার গত ৩০শে আষ্টোবর তারিখে দেন—সেই অনুযায়ী রাজধানী চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দেওয়া হয় এবং হরিয়ানা রাজ্যকে পাঞ্জাবের ফিরোজ-পুর, ভক্তিলতা, তরনতেরণ জিলাগুলি এলাকা এবং চণ্ডীগড়ের সঙ্গে যুক্ত এলাকার ৬টি গ্রাম দেওয়া হয়। তা ছাড়া হরিয়ানা নূতন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য ১০ কোটি টাকা পাবে এবং ঐ টাকার মধ্যে ১০ কোটী টাকা সাহায্য হিসাবে ও ১০ কোটী টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে পাবে। যতদিন না হরিয়ানার নূতন রাজধানী নির্মিত হয় ততদিন হরিয়ানাও চণ্ডীগড়কে রাজধানী হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব রাজ্য ভেঙ্গে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এই দুই রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং সেই সময় থেকে চণ্ডীগড় উভয় রাজ্যের রাজধানী রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত যেমন হরিয়ানা বিযুক্ত—তেমনি পাঞ্জাবেরও একান্ত খুবই বিযুক্ত হয়েছে এই কারণে যে কৃষি সমৃদ্ধ ফজিলকা হরিয়ানাকে দেওয়ায় পাঞ্জাব বৎসরে প্রায় ৩০ কোটী টাকা আয় থেকে বঞ্চিত হবে। পাঞ্জাবের এই বিক্ষোভকারীরা মনে করেন যে একমাত্র ফজিলকার সম্পদ থেকেই চণ্ডীগড়ের মত ছয়টি রাজধানী গড়ে তোলা যেতে পারতো।

আবার পাঞ্জাবের আকালী জনসঙ্ঘ কোয়ালিশনী মন্ত্রী সভার অনীহার গত ১লা নভেম্বরী তারিখে পাঞ্জাব সরকারের নিকট চরম পত্র দাখিল করেছেন যে ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চণ্ডীগড় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে হবে। এর ফলে পাঞ্জাবে কোয়ালিশন সরকারে এক চরম সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন নির্দেশ

ব্যাঙ্কের চৌদ্দটি ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনের নীতি নির্দ্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের হাতে নিয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধায়করের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছেন যে বর্ষ লক্ষ টাকার অধিক ঋণদান দেওয়ার ক্ষেত্রে যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি জমের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকার বেশী বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বিনিময়ে ৫ লক্ষ টাকার বেশী ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মতি ছাড়া কোনও কিছু করাই সম্ভব হবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ, অপি, দানান প্রভৃতির ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত সীমার বেশী ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুনাফা ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র হস্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ব সংবাদ

আরব-ইস্রাইল লড়াই

পশ্চিম এশিয়ার আরব-ইস্রাইল লড়াইকে কেন্দ্র করে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করছে। সোভিয়েট রাশিয়া ইস্রাইলের আগ্রাসী নীতিকে নিন্দা করে হুমকি দিয়েছেন যে আরবকে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র দান করে ইস্রাইলের আক্রমণাত্মক নীতিকে চূর্ণ করার জন্য সাহায্য করবেন। সোভিয়েট রাশিয়ার এই হুমকির জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েট রাশিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক ভারসাম্য ইস্রাইলের প্রতিকূলে হতে চলেছে বোধ করে মার্কিন সরকার তাকে আরও অধিক অস্ত্র সাহায্য দেবে। তিনি বলেন যে ইস্রায়েল তার একটি মিত্র রাষ্ট্র যদি তার আত্মরক্ষার জন্য আরও অস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করে—তবে আমেরিকা নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি আরও উগ্র আকার ধারণ করেছে এবং যুদ্ধ আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পাক-মার্কিন আঁতাত

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান যে পাকিস্তানকে পুনরায় অস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা প্রত্যাহার সম্বন্ধে তিনি তাঁর অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্কিনী পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রয় করার জন্য যে মনোভাব দেখাচ্ছে বা গোপন কাজে করছে তা তার বিরুদ্ধে আমেরিকার নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

রেডিও পাকিস্তান আরও বলিয়েছে যে আমেরিকা ও পাকিস্তানের মধ্যে শীঘ্রই এক শুল্ক-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং ঐ চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান প্রায় ১০ কোটী ডলার শুল্ক আমেরিকার কাছ থেকে পাবে। এ ছাড়াও পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে ১০ লক্ষ টন গম চাইবে।

যুক্তফ্রন্টের শরিকী সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী ও সহায়কদের কর্ত্তব্য

যুক্তফ্রন্টের সম্প্রীতি প্রস্তাবের ভিত্তিতে লোক সেবক সংঘ সচিবের বিবৃতি—

বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার যুক্তফ্রন্ট রাজ্য কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—ফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং ফ্রন্টের সংহতি দৃঢ় করতে। তাতে বলা হয়েছে যে, কোনো শরিকদল কোন শরিকদলের ওপর কোনোভাবে আক্রমণ করবেন না এবং কোনো শরিকদল লেখায়, বক্তৃতায়, জনিতে এমন কিছু বলবেন না বা অপর কোনো শরিকদলের প্রতি কুৎসা বা নিন্দাবাদ হয়, অথবা তার দ্বারা অপর কোনো শরিকদলের অনুসরণীয় রীতি অথবা ঘোষণাপত্র হয়। যুক্তফ্রন্টের এই ঐক্যের প্রস্তাব সাধারণ প্রকাশিত হয়েছে। এবং রাজনৈতিক মহলেনাসম্পন্ন সকল মানুষ তা দেখেছেন আশা করি।

আমরা আমাদের সমস্ত কর্মীদের কাছ আনন্দের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই একথা রাখতে পারি যে, আমাদের সংঘের পক্ষ থেকে বা সংঘের হাইয়ের কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন কি, বোধ হয়, বন্ধুমে পারি—সংঘের কোনো কর্মী বা অনুরাগীর পক্ষ থেকে—এমন কিছু বলা বা করা হয় নি যা শরিকী বিরোধের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে বা যার দ্বারা কোনো শরিক দলকে ছোট করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

আমরা আমাদের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে এবং ১৪টি শরিকদলের উচ্চতম মিলনক্ষেত্রে অবিরত চেষ্টা ক'রে আসছি—ফ্রন্টের মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও আন্তরিক সম্প্রীতি যাতে গড়ে ওঠে। এবং এ কথাও বলতে পারি যে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আমরা অনেকগুলি ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতি দৃঢ়খণ্ডন আচরণ স্বত্বেও আমরা সে সব বিষয়ে নীরব থেকে গেছি—মন্দ ক'রে গেছি: সাধারণে প্রকাশ করি নি। আমাদের প্রতি প্রকাশ্যে অবাস্তবিক প্রচার যে সব হয়েছে—সে সব প্রচারের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ আমরা গ্রাহ্য করি নি। কিন্তু সংঘকে যেখানে অথবা অপরাধ দেওয়া হয়েছে—আমরা যারা ক'রে, সংঘের ভাবস্থ, সংঘই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দলের সম্মান রক্ষা করে, আমরা উত্তর দিয়েছি—এক আধ ক্ষেত্রে।

কারণ আমাদের লক্ষ্য এবং চেষ্টা—ফ্রন্টের সংহতি এবং সম্প্রীতি, তার জন্য বরাবর আমরা সচেষ্ট ছিলাম এবং আজও আছি। আমাদের ব্যাপক ক্ষেত্রের সমস্ত কর্মীরাও এই মনোভাবের মর্যাদা রেখেই বরাবর ফ্রন্ট এবং সংঘের নিয়মানুবর্তীতা পালন করে চলেছেন—একথা নির্দ্বিধাতার সঙ্গে আমরা বলতে পারি। এমন কি খান ভাটার ব্যাপারেও আমাদের কর্মীদের প্রতি অন্যায় আঘাতের কর্মীরা যে শান্তি-পূর্ণ মনোভাব সুধাসাপূর্ণ আচরণ দেখিয়েছেন তা সংঘের কর্মধারার ঐতিহ্য এবং আদর্শের সম্পূর্ণ অনুসারেই হয়েছে।

আমাদের সংঘ এবং তার কর্মীরা এ পর্যন্ত যে বাহ্যিক মনোভাবে বাহ্যিক কার্যধারা অনুসরণ ক'রে ফ্রন্টের ঐক্য এবং সম্প্রীতি রক্ষা করে এসেছেন—আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আশা করছি যে, আমাদের ব্যাপক ক্ষেত্রের সমস্ত কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলের প্রতি—সেই মনোভাব, সেই ঐক্যবোধ এবং সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রক্ষা করে যুক্তফ্রন্টের সম্প্রীতির প্রস্তাবকে সর্বদা মর্যাদাপূর্ণ করে রাখবেন। সংঘের আদর্শ নির্দেশ, শৃঙ্খলা ও কর্মধারাকে গৌরবান্বিত রাখবেন।

যদি কোনো শরিক দলের পক্ষ থেকে সংঘের বা সংঘের কর্মীদের প্রতি এমন কোনো আচরণ দেখা যায়—যা সমর্থন যোগ্য নয়, এমন কি তা অবাঞ্ছিত, তাহলেও সংঘের কর্মীরা তা সহ্য ক'রে সংঘকে ঘটনার বিবরণ পরিজ্ঞাত করাবেন। সে সংঘের প্রতিকার ফ্রন্টে সংশ্লিষ্ট দল বা সম্মিলিত নেতৃত্বের কাছ থেকে আমরা পাবার ব্যবস্থা করব জানি পারবো আমরা আশা করি। সংঘের বা তার কর্মীদের কি থেকে ফ্রন্টের সম্প্রীতির প্রস্তাবকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না বা তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে—একথা কেও মনে করলে অবিলম্বে তা জানাবেন—এই অনুরোধ করি। আমরা তার অবশ্যই প্রতিকার করতে প্রস্তুত থাকবো।

যুক্তফ্রন্টের সম্প্রীতির প্রস্তাব আমাদের সকলের অ ক্ষুরিক চেষ্টায় সফল হোক। কারণ যুক্তফ্রন্টের ঐক্য এবং আভ্যন্তরীন শক্তির ওপরই নির্ভর বাংলার কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ ও আগামীর নির্ভর করছে—একথা আমরা আমাদের প্রত্যেকটি কর্মী যেন স্মরণে রাখি—এই আমাদের প্রার্থনা কামনা।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

এবারের যুক্তফ্রন্ট বৈঠক

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

গত ৩০শে জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের যে বৈঠক কলিকাতায় সি, পি, আই অফিসে সন্ধ্যা ৬টায় আরম্ভ হয়, সেই বৈঠক বিষয়ে কতগুলি সংবাদপত্রে যেভাবে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হবে—যেন বৈঠকে কোন বিছুই স্থির হয় নি বরং নিষ্ফলভাবে বৈঠক ভেঙে গেছে। এই প্রসঙ্গে দুটা বিভিন্ন প্রস্তাব বিষয়ে লোক সেবক সংঘের অভিমতরূপেও বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন কথা পরিবেশিত হয়েছে। তাও সব ঠিক নয়, বৈঠকের আসল তথ্য প্রকাশ আনাচ্ছি।

বৈঠকে প্রথমে কথা ওঠে যে, বিগত ২৩শে জানুয়ারীর যুক্তফ্রন্ট বৈঠকে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং নিয়মানুবর্তিতা সহকারে কাজ করার যে নির্দেশ ও প্রস্তাব হয়েছে—সেই প্রস্তাবের পরই কয়েক জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে বিক্ষোভকারীরা বিশেষ বিশেষ দলের প্রতি গালিগালাজ করেছে। কারা করেছে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। তাতে দেখা যায়—কেউই ঐ বিক্ষোভকারীরা নিজের লোক বলতে রাজী হন না। এবং সকলেই বলেন যে, ওদের কাজের প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হোক। তারপর অন্যান্য আলোচনা অগ্রসর হয়।

প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল—প্রত্যেক মন্ত্রীর সঙ্গে একটি করে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন। লোক সেবক সংঘ সহ ১১টি দল এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন ক'রে আলোচনা করেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বলেন—তাঁর পার্টির সঙ্গে আলোচনা না ক'রে এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফ্রন্ট থেকে তাঁদের অনুরোধ করা হয়—এ বিষয়ের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক বলেন—তাঁরাও পার্টির সঙ্গে আলোচনা ক'রে এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানাবেন। একটি পার্টি প্রস্তাবের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কিছু বলেন নি—তাঁরা আর-সি-পি-আই

দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল—খানা থেকে পুলিশ বিভাগের কাজ কর্ম্ম দেখে ও তাদের পরামর্শ দিতে একটি ক'রে যুক্তফ্রন্ট। সকল প্রতিনিধি নিয়ে খানা কমিটি গঠন। আগের প্রস্তাবটির মত মূলতঃ এই প্রস্তাবটিও ছিল ভাংবের কমিউনিষ্ট পার্টির। আরো ২০টি দল এই প্রস্তাবটির পক্ষে বিশেষ জোর দেন এবং মোট ৭টি দল অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য বিশেষ যুক্তি দেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এই প্রস্তাব তাঁরা সমর্থন করতে পারবেন না জানান। এবং তাঁদের সমর্থনে কতগুলি যুক্তি উত্থাপন করেন এবং বিকল্প ব্যবস্থারূপে বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট রাজ্য কমিটিতে পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে অভিযোগ সমূহ ভালভাবে আলোচনা করা হোক। এবং পুলিশ বিভাগ ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে কী অবস্থা চলছে তার সম্যক ধারণা নিয়ে এ বিষয়ে কর্ম নির্দ্ধারণ গ্রহণ করা হোক। আরো চারটি দল এই রকম কমিটি গঠনের অনুকূলে মত দেন নাই।

লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে আমরা এ সম্পর্কে অভিমত প্রদান প্রসঙ্গে বলি যে, আমরা সর্বপ্রথমই বিকেন্দ্রিত কর্মপদ্ধতির উপযোগীতায় বিশ্বাস করি। (যুক্তফ্রন্ট শাসনে সর্বত্র জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটি গঠনের প্রস্তাবটিও লোক সেবক সংঘই দিয়েছিল এবং তা প্রবর্তন করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিল।) খানা স্তরে এরূপ একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনে কতকগুলি অসুবিধার কথা থাকলেও, এর উপযোগিতা আছে ব'লে আমরা বলি। এবং দেখছ এই রকম কমিটি গঠনের অনুকূলেই আমাদের অভিমত প্রদান করি। তবে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ বক্তব্য রাখি তা এই যে, ফ্রন্টে এখন নীচে ধীরে যখন একটা ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠছে—তখন পুলিশ বিভাগ যে ফ্রন্ট-ভাঙ্গে তাঁদের অন্যান্য অনিচ্ছুক মধ্যে এবং তাঁদের ইচ্ছুকের বিরুদ্ধে এই এরূপই চাপিয়ে না দিয়ে, আর একটু অপেক্ষা করে চেষ্টা করলে উভয়তর স্থানের এবং বিধানের পরিবেশে আমরা পুলিশ মন্ত্রীর কাছ থেকে এবং তাঁর পার্টির কাছ থেকে এই প্রস্তাবের অনুকূলে অভিমত পেতে পারব—আমরা বিশ্বাস রাখি। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু সময় অপেক্ষা করার জন্য অভিমত জানাই। আর, এস, পি'ও এরূপ প্রস্তাবের উপযোগিতা রয়েছে মনে করলেও এখনই তা প্রবর্তনের পক্ষপাতী তাঁরা কেন নন তার যুক্তি দেন।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির অনেকেরই সভা, শোভাযাত্রা, মিছিলে তাঁদের কর্মীরা বা তাঁদের অনুগা মী ব্যক্তিরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যান। এঁভাবে অস্ত্র প্রথা বন্ধ করার জন্য এস, এস, পি থেকে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আমরাও আগে মিছিল প্রভৃতিকে অস্ত্র নিয়ে চলার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছিলাম এই বৈঠকে সংঘের পক্ষ থেকে আমরা এস, এস, পি প্রস্তাব সমর্থন করি এবং আরো অনেকেই করেন। ফ্রন্টের বৈঠকে স্থির হয় ফ্রন্টের শরিক দলগুলি এ বিষয়ে সংঘের সঙ্গে কাজ করতে আন্তরিকভাবে করবেন।

এরপর একটি বিষয়ের কথা উঠে। নিজের যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই মুখ্যমন্ত্রী খন্ডন ও বর্জনের কথা বলেছেন—এই অর্থে একটা ব্যাপক আলোচনা কিছুদিন থেকে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী কেন তা বলেছেন—এই বৈঠকে তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, কোনো শাসনযন্ত্র যদি জনগণের সব কথাতে কলাগাঁ সঙ্গে সঙ্গে করতে না পারে; তবু তাদের নিরাশকার অপরিহার্য দায়িত্ব রয়েছে—সরকারের ওপর। সেই সরকারের শাসন দায়িত্বের ভার নিয়ে যে সব দল আছে—তাদের মধ্যে এক বা একাধিক দল যদি নিজেদের শাসনের ক্ষমতার ফলতাগার থেকে, জনগণের কোনো অংশের নিরাশকতা বিধিক করে—তবে সমগ্র শাসনযন্ত্র তথা তার সমস্ত দল দায়ী হয়। সেই অন্যায় কাজের জন্য সমগ্র শাসন তথা দল অসভ্য বর্জনরূপে প্রতিভাত হয়।

শেষ বিষয়টি একটু বেশী রকম বিতর্ক মূলক হয়। প্রথমেই যে আলোচনাটি ওঠে—অর্থাৎ ১৯শে তারিখের প্রস্তাবের পরই ফ্রন্টের কোনো কোনো শরিকের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা—এ বিষয়ের প্রস্তাবটির খসড়া একজন করেন, তাতে দু একটি ক্ষেত্রে দুই একটি দলের উল্লেখ করায় আপত্তি ওঠে। কেউ কেউ বলেন যে, যারা ঐ সব কাজ করেছে—তাদের প্রতি যদি সাধারণ ভাবে নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হয়—তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যদি কারও নাম দিতে হয়—তাহলে তার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট থেকে উদ্যুক্ত তদন্ত ক'রে—তা অভিযুক্ত সাব্যস্ত প্রমাণিত হ'লেই তাদের নাম দেওয়া উচিত হবে। শেষে আপত্তি করছিলেন তাঁরা বললেন—আপনারা এসব বললেও আমাদের তথা অন্য কারও। দু একটি দল এগিয়ে এলেন—একটা মামুলি প্রস্তাব নেওয়া হোক। অনেকে তা সমর্থন করেন। কিন্তু দুটি দল—যাদের তীব্র পরস্পর বিরোধী অভিমত ছিল—তারা উত্তরেই বললেন—আমরা এ ব্যাপারে থাকছি না, মন্ত্রীসভা যে প্রস্তাব নিতে হয়—আপনারা নিন। আমরা চললাম। এ ভাবে ঐ দুজন একজন আগে একজন পরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা মামুলি একটা প্রস্তাব নিজ্জিলেন—তাঁরাও আবার সর্বসম্মত একটা অভিমতে আসতে পারছিলেন না। তখন রাত ১১।৮ টা। সেজন্য তখন স্থির হল—এত রাতে একটা কিছু বলবই স্থির করা মুস্কিল। এখন তবে থাক—পরে বসা যাবে। এই ভাবে বৈঠক শেষ হল।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পূর্ণ আজাদী, না নৈরাজ্য ?

জনৈক গ্রামবাসী সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে : জয়পুর থানার বোগো অঞ্চলবাসী গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আশার অ আজাদী গত দু-তিন বৎসর যাবৎ সুর করছেন না—ছাত্রদের পড়াচ্ছেন না এই অভিযোগে ডি-আই সাহেবের নিকট করা হলে যথাবিহিত তদন্তের পর প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা হিসাবে ডি-আই সাহেব উপরোক্ত শিক্ষককে অন্যত্র বদলীর আদেশ দেন। কিন্তু প্রায় আট দশ মাস অতিবাহিত হতে চললো উক্ত শিক্ষক ডি-আই সাহেবের বদলীর আদেশকে ছেঁড়া কাগজের ন্যায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন। ইতিমধ্যে বালী গ্রামের বিদ্যালয় পৃথক বেতনাদির মান হিসাবে তাঁকা পাচ্ছে হোমসার্ভ/এন, ডি, এফের পুনরায় এই বর্ষণ করে তাঁদের কাম্পে পরিবর্ত করেছেন। খুব চালাকো বা ছেলে মেয়েদের পড়ানোর কোন বালাই না থাকলেও শিক্ষক মহাশয়ের "হাঁচার ধারণে" বিনাশ্রমে বেতন পাবার নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এই শিক্ষক মহাশয়কে বেতন দিয়ে হাঁরিয়ে রাখার জন্য অভিভাবকদের টাকা বোঝা বহন করতে প্রতি মাসে অর্থ ব্যয় করে ছেলে মেয়েদের ভেসে যেতে দেখছেন। শিক্ষা বিভাগের কাছ কি কোনরূপ শিক্ষক মহাশয়ের বেতন যোগাবারও ব্যবস্থা করা—আর বছরের পর বছর ধরে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা উচ্ছন্নে গেলেও তাঁদের কোনও মাথা ব্যাথার কারণ ঘটে না ?

বালী গ্রামের মতই কালয়া থানার চাটুয়াড়া অঞ্চলের চামড়াকা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীবেলাহার গোয়ালীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের বহু অভিযোগ। স্থানীয় অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি এই বিষয়ে তদন্তের করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—বি-ডি-ও সাহেব তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন এবং বিগত জুন মাসে ডি আই সাহেবকে এই বিষয়ে তদন্ত ও বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কা তস্য পরিবেদনা! ইতিমধ্যে "আপন বালাই" স্বরূপ বিদ্যালয় পৃহটিও সুধীবর্গের বেয়াদব না করার জন্য ফেলে পড়েছে। আমাদের মেসার্স নিশ্চায় প্রতিটি দুটি অনন্ত দৃষ্টান্ত !!

খোঁয়াড় রক্ষকের জুলুম ?

পুরুলিয়া মফস্বল থানার বালিগাড়া গ্রামের আজু আনসারী লিখিতেছেন :—পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের অধীন বালিগাড়া গ্রামের শ্রীরমজান আনসারী খোঁয়াড় রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই খোঁয়াড় রক্ষক কিছু লোকের সাথে যোগসাজস ভাবে আবার নই না করিলেও বা একটী গরু, ছাগল, বাছুর, ছাগছানাদিকে জোর পূর্বক খোঁয়াড়ে দিয়ে জনসাধারণকে হায়রানিতে ফেলিতেছে।

খোঁয়াড় রক্ষক জুলুম করিয়া গরু মহিষের কাছ থেকে বেশী পয়সা আদায় করিয়াছে। গ্রামে জরুরী কিনিসে সময় বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন হইবেন। যে সকল ছাগল বা ভেড়া বাচ্চা ঘাস খাইতে পর্যন্ত জানে না তাহারও এক টাকা দুই আনা আদায় করা হইতেছে।

রবিবারে পেট্রল পাম্প বন্ধ সম্পর্কে

পুরুলিয়া পেট্রল পাম্পের জনৈক কর্মী জানাইতেছেন :—গত ৩১ জানুয়ারী থেকে প্রত্যেক রবিবার পেট্রল পাম্প বন্ধ থাকবে এরূপ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু একক পক্ষে সম্ভব রবিবারে অধিকাংশ পেট্রল পাম্প বন্ধ থাকলেও তাদের থেকে প্রতি রবিবারেই পাম্পগুলি খোলা থাকছে—কিন্তু হুকুম কাগজ করবে কেনাবেচা হচ্ছে যে পাম্পগুলি বন্ধ আছে। এইভাবে পেট্রল পাম্পের কর্মীগণ সপ্তাহে একদিন করে ছুটি পাবার যে সুযোগ পেতে যাচ্ছিল তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শ্রীঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও এ সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের সচিবের বিবৃতি

কলকাতার ডরীজ সদনের অধুরোধে সদনের সাম্প্রতিক অগ্নি নে যোগ দেবার জন্য পুরুলিয়া থেকে ছোঁয়াচের ২। ৩টি ট্রাকে আমরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ছিই। তাদের নাচে রেখে গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়ে প্রতিভাবান কিন্তু পরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটক আমাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে যোগাযোগ করতে পুরুলিয়া আসেন। সেঁকন বেডিওতে তাঁর সঙ্গেই সমান সাজের সংবাদ আসে। তিনি তখন আমাদের আশ্রয়ে। আমরা তাঁকে মালা দিয়ে সম্বর্ধিত করি। এবং তাঁর পুরুলিয়া বেলার কার্যক্রমে আমাদের সহযোগিতা চাওয়ায় আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে সহায়তা দিতে রাজি হই।

এই ঘটনার পরই কোনো কোনো পক্ষ থেকেও এ০টা গুরুতর অভিযোগ তোলা হয় যে শ্রীঘটক তাঁর কোন ছবিতে গান্ধীজীকে অত্যন্ত আপত্তিজনক ভাবে কথা কওয়েছেন এবং তাঁরা দাবী করেন যে, এই অংশটের জন্য তাঁর পদশ্রী কেড়ে নেওয়া উচিত। এ সম্পর্কে তাঁরা কে কল গান্ধার ছবির বিষয় উল্লেখ করা হয়।

এই অভিযোগ ওঠার পর পুরুলিয়া সফরে দু' একজন আমাদের বলেন যে, লোক সেবক সঙ্ঘ গান্ধীজীকে আদর্শরূপে সামনে রেখেছেন—সেই সংঘের পক্ষ থেকে কি শ্রীঘটকে সম্মান বা কোন সহায়তা দেওয়া উচিত হচ্ছে — যখন জানা যাচ্ছে যে, তিনি গান্ধীজীকে এরকমভাবে অপমানিত করেছেন?

তাতে আমরা বলেছি যে, প্রথম কথা,—আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ যখন করেছি তখন এসব কথা জানতাম না। দ্বিতীয় কথা,—এই অভিযোগের সত্যতা কতটুকু তা জানতে হবে। তৃতীয় কথা, তিনি যদি এই রকম কোনো দুঃখজনক অবাঞ্ছিত উক্তি করেও থাকেন, প্রতিভার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলা উচিত হবে না।

পুরুলিয়ায় ঐ সব কথাবার্তার পর কলকাতায় শ্রীঘটকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। আমি শ্রীঘটকের কাছে ঐ কথা উত্থাপন ক'রে ঐ ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাই। তিনি এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করেন। তিনি যা বলেন তা এই :—"একটা দুঃখজনক পরিস্থিতিতে এই ব্যাপার ঘটে গেছে। সেই পরিস্থিতি কি, তা বলার আগে আমি জানাই যে, গান্ধীজীর প্রতি আমি কি শ্রদ্ধা পোষণ করি এবং তাঁর মহিমান্বিত চরিত্র আমাদের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ সমাজ জীবনের জন্য কি বাণী রেখে গেছে—তা আমি আমার 'তথাপি' ছবিতে তুলে ধরেছি—এই ছবি আমি আপনাদের দেখবার জন্য অনুরোধ করি।

"আমার কোনো ছবিতে গান্ধীজীকে হেয় করেছি—এই অভিযোগও আদৌ সত্য নয়। কোমল-গান্ধারেও এসব কিছু নেই। গান্ধীজী সম্পর্কে আমি কোথাও আমার কোনো লেখায় বা সভা সমিতির ভাষণে একথা বলেছি—তাও সত্য নয়। তবে একটা ব্যাপার ঘটেছে—যার ফলেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে এই :

"মালদহ বিষবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র গত বৎসর মার্চ মাসে একটি ফিল্ম উৎসব করে। সেই উদ্যোক্তা তারা একটা স্মারক গ্রন্থ বের করে এবং তাতে তারা ফিল্ম উৎসবে আয়োজিত ছবিগুলির মর্মার্থসহ বিভিন্ন আলোচনা করে। এই ব্যাপারেই তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বিভিন্ন আলোচনা সূত্রে আমার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়—সেই কথাবার্তা থেকে আমার উক্তি ব'লে কতকগুলি কথা তারা সেই স্মারক গ্রন্থে নিজেরাই লেখে। ঐ লেখা ছাপবার আগে আমাকে দেখায়ও নি। আমি যদি ইচ্ছে করতাম তবে ঐসব কথা আমি কস্মিন্‌কালেও বলি নি বা বলতে পারতাম। কিন্তু আমি এই অসত্য আচরণ করতে চাই না বা পারছি না। যা সত্য তাকে আমি স্বীকারই করতে চাই।

"আমি এক বিশেষ অবস্থায় ঐ কথাগুলি বলেছিলাম এবং আমি স্বীকার করি আমি নিশ্চয়ই তা' বলেছিলাম, না ব'লে ছাত্রগুলির উপর অবিচার করা হবে। তবে কি অবস্থায় আমি ঐ কথাগুলি বলেছিলাম সেই পরিস্থিতির কথা বলি।

"ছেলেদের সঙ্গে আমার ঐ কথাবার্তা গত বছর মার্চ মাসে হয়। আর আপনি ইতিমধ্যে জানেরন যে, গত বছর জুন মাসে আমাকে এক গুরুতর অবস্থায় মানসিক রোগের হাসপাতালে যেতে হল। হাসপাতালে যাবার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই আমি এই অসুখে আক্রান্ত হই। যখন অত্যন্ত বেদনাময় অবস্থা হ'য়ে ওঠে তখন হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া উপায় রইল না। এখনও আমি হাসপাতালেরই রোগী। সম্প্রতি মানসিক ভাবে ছাড়া পেয়েছি। কিছু সৃজন-মূলক কাজের মধ্যে থাকলে আমার রোগ নিরাময়ে সাহায্য হবে—চিকিৎসকদের এই অভিমত।

'সুবর্ণরেখা' আমি নির্মাণ করতে পারছেন সেই অবস্থার নানা অসংলগ্ন আপত্তিকর কথা বলা আমার সঙ্গে অসম্ভব কিছু ছিল না; সেরকম ছেলেদের আমি এখন রোগী করতে পারি না। ভারত ভাগের কারণে বাংলার সমাজ জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছিল—আমি আমার ছবিতে তা তুলে ধরি। সেই ছবির আলোচনা সূত্রে ঐ মর্মান্তিক কথা বলে পড়ে এবং এইসব কথার সঙ্গে আমার মানসিক অবস্থা যুক্ত হয়। ফলে ঐসব অসংলগ্ন কথার সৃষ্টি।

"আমি সুস্থ স্বাভাবিক মনে যখন বিচার করেছি—তখন দেখেছি – ভারত ভাগ গান্ধীজীকে বেদনা দিয়েছিল এবং ভারত ভাগ ক'রে পাকা স্বাধীনতা গান্ধীজী স্বাধীনতা মনে করেন নি—স্বাধীনতা গোছের একটা কিছু মনে করেছিলেন। এবং আমার ছবিতে আমি দেখিয়েছি যে, তাঁর চিতার আগুন নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাবেত শিল্পী বিপর্যয় সুরু হোল। সমাজ জীবনে বিজ্ঞান্তি যখন চরম তখন তাঁর বেদ-ব্যাসীর্ণ ম 'হে রাম' বাণী জেগে উঠল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে পথ দেখাতে আমাদের সামনে তাঁর মানব-প্রেমের বাণী কে রাম' জেগে রইল। এর মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পারছেন গান্ধীজীর প্রতি আমার মনোভাব কি। আমার সুস্থ চিন্তায় গান্ধীজী আমার কাছে এই। আমার কথা বলে যেসব কথা উঠছে—প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমি কখনই ওসব কথা বলতে পারি না। এক বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় আমার বলা কথাকে আমার কথা মনে করলে আমি অন্তরে বেদনাই পাবো।"

শ্রীঘটক আরো বলেন—"আমার নামে অভিযোগ তুলে আজ যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করা হচ্ছে—আমি ভাবছিলাম সে সম্পর্কে কোনো একটা উপলক্ষ্য ঘটলে আমি আমার বক্তব্যটা রাখবো। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করে ভালই করলেন।"

আমার সঙ্গে শ্রীঘটকের এই কথাবার্তা হয়। তাঁর কথা থেকে ব্যাপারটা কি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়। এই কথাবার্তার পর এ সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি। এর প্রথম কারণ এই যে, ওঁর মতো প্রতিভাবান একজন মানুষ বিশেষ একটা পরিস্থিতির কারণে অথবা এ০টা ব্যবসায় অসাধানিক হচ্ছেন—তা' দূর হওয়া দরকার। আর গান্ধীজীর ব্রহ্মকে যে লোক সেবক সংঘ নিয়ত তুলে ধরছে—সেই সংঘ যখন তাঁকে সম্মানিত করেছে—তার কিছু কাজে সহযোগিতা দিতে যখন অগ্রসর হয়েছে—তখন সেই অবস্থায় সংঘ সম্পর্কে কিছু অনর্থক সমালোচনারও অবসান হওয়া দরকার ভাবলাম। তাই্ই জন্য এই বিবৃতি।

শ্রীঘটককে আমরা সহযোগিতা দিতে এগিয়ে গেছি এই জন্য যে, তিনি একটি প্রশংসনীয় কাজে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন, এবং তাঁর মত কৃতি মানুষ একটা গুরুতর অসুস্থতার পর চিকিৎসার অন্তরালে আবার সৃষ্টি কার্যের মধ্যে থাকতে চাইছেন। এ অবস্থায় তাঁকে সহায়তা দেওয়া আরো বেশী দরকার বোধ করেছি। আমরা আশা করব কারের মধ্য দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হোন এবং আরো বহু বিচ্ছু দরার মত জিনি তিনি আমাদের দিন এবং কামনা করব যে দুঃখজনক অভিযোগ যাঁরা তাঁকে ব্যথিত করেছে—তাঁর সম্পূর্ণ অংশান চোক।

অরুণ কুমার রায়

———০———

স্থানীয় সংবাদ

সহরে চুরীর হিড়িক

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লায় চুরির হিড়িক পড়ে গেছে এবং প্রতি রাত্রে অন্ততঃ দুতিন জায়গায় চুরি বা চুরির চেষ্টার খবর আসছে।

প্রকাশ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় সহরের পাড়ার কয়েক বাড়ীতে দুঃসাহসিক চুরির চেষ্টা হয়। দুষ্কৃতকারীরা সংখ্যায় প্রায় সাত আট জন হবে মুখোস পরে এক কালো এ্যামব্যাসাডর গাড়ী চড়ে আসে এবং নায়েপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির পার্শ্বে গাড়ী থামিয়ে তারা সড়ক পাড়ার শ্রীউপেন সরকারের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া মেরে ভাকতে চেষ্টা করে। এর পূর্বে দুর্ব্বত্তেরা প্রতিবেশী সকলের গৃহে বাহির থেকে শিকল বন্ধ করে দেয় যাতে সাহায্যের জন্য কেউ না আসতে পারে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সারদা দ্বারা দরজা ভাঙার সঙ্গে পাড়ার বহু লোক জেগে ওঠেন এবং উপেন বাবুর বাড়ীতে সকলে জেগে উঠে ডাকাতেরা কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে চুপ করতে বলে। চু একজন যুবক কোনরূপ সাহে বাহির হয়ে ঘটনাস্থলে এগোবার চেষ্টা করলে তাদের নির্মমভাবে মারধোর করা হয়।

একই রাত্রে দুষ্কৃতকারীরা শ্রীরণজা সরকার, শ্রীবিভূতি সরকার এবং শ্রীউপেন্দ্র সরকারের বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতির চেষ্টা হয়, কিন্তু পাড়ার সকলে জেগে ওঠায় তারা গাড়ী করে পালাতে বাধ্য হয়। সেই রাত্রে চোরেরা বীণাপানি অলঙ্কার ভাণ্ডারের ৩টি তালার মধ্যে ৫টি তালা ভাঙ্গে এবং বাকী ৩টি তালা ভাঙ্গার সুবিধা না হওয়ায় অলঙ্কার ভাণ্ডারটি রক্ষা পায়।

সেই একই রাত্রে ঐ দুর্ব্বত্তের দল অথবা অন্য কোনও দল রাণী মহলাদে রায় বাহাদুরের প্রাঙ্গন বেষ্টত বাড়ীর সংলগ্ন একটি ঘরে যে নূতন গোলদারী দোকান রয়েছে—সেই দোকানের যাবতীয় জিনিষ পত্র চুরি করে নিয়ে যায়। দোকানের যে মাল চুরি যায় তা প্রায় এক ট্রকের মতন হবে—সুতরাং চোরেরা সঙ্গে মাল বয়ে নিয়ে যাবার মত কোনও যানবাহনও ব্যবহৃত ছিল।

সেই রাত্রে বৃষ্টি বাদলের জন্য স্বভাবতই লোকেরা বিশেষভাবে নিদ্রাভিভূত ছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বিষ্ণুপুর যাবার কার্যক্রম থাকায় সহরের বা জেলার যত পুলিশ সেদিন প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষা কল্পে আজ্ঞা অফলে মোতায়েন করা হয়- ফলে সমগ্র সহরে পুলিশের সংখ্যা নামমাত্র ছিল—এবং নায়েপাড়া ফাঁড়িতে নাকি একজন অসুস্থ কনেষ্টেবল ছিল।

———০———

গুদামে চুরি

পরেশ নাথ ঘোষ ষ্ট্রীটের শ্রীকেদার মণ্ডল জেল ও বিবিধ পণ্যের গুদামে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। চোরেরা সম্ভবতঃ বৈদ্যুতিক আলোর পোষ্ট এর সাহায্যে গুদাম ঘরের ছিদ্রে উঠে সিদ্ধলের দিকে ঘরজা খুলে গুদাম ঘরে কাঁচা চন্দির পঞ্চাশ টিন সরিষার ও নারিকেল তেল, কয়েক বস্তা সোডা ও অন্যান্য দ্রব্য; কয়েক পেটী সাবান, সিগারেট ও বিভি সর্ব্ব সাকুল্যে প্রায় আট হাজার টাকার দ্রব্য চুরি করে পালায়।

করগালিতে ডাকাতি

দিন কিছু চার আগে রঘুর থানার ১নং ব্লকের করগালি গ্রামে এক ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা গৃহস্থামীর বন্দুক এবং নগদ অর্থ ও অন্যান্য সব নিয়ে পালায়। বাড়ীর কয়েকজন ব্যক্তি ডাকাতদের দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হন।

স্টেট ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে চুরি

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কাউণ্টার থেকে চার হাজার টাকার অধিক চুরি যায়। প্রকাশ, এন-দিন-দির বেতনের টাকা তোলার জন্য অনেক কর্ম্মচারী সেট ব্যাঙ্কে আসেন এবং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ব্যাগে ভরে চলে আসার সময় একজন যুবক এসে মেজেতে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি নোটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত কর্ম্মচারীকে বলে যে তার ব্যাগ থেকে কয়েকটি নোট পড়ে গেছে। উক্ত কর্ম্মচারী ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে টাকার থলিটি রেখে যাবী থেকে ছড়িয়ে পড়া নোটগুলি কুড়িয়ে রেখে যে তার টাকার থলি উদ্ধার করে গেছে। সে প্রথমে ভতঙ্গর হয়ে পড়ে এবং পরে যখন ব্যাগ চুরি গেছে বলে চৈ চৈ করে—ততক্ষণে চোরেরা উধাও হয়ে গেছে। কেশমারী বল কর্তৃক এই চুরি অত্যন্ত দুঃখ জনক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভাব দিবস

গত ৩০শে মাঘুয়ারী নেতাজী পার্কে শক্তি সংঘের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভাব দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী প্রভবানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ ব্যতীত বহু মার্চ করে এসে নেতাজী পার্কে সমবেত হয় এবং স্বামীজীর মূর্ত্তি ও নেতাজীর আলেখ্য মাল্যভূষিত করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাপীঠের দুই জন ছাত্র, নিস্তারিণী কলেজের একজন ছাত্রী ও জনাথ কিশোর কলেজের একজন ছাত্র স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে ভাষণ দেয় কিম্বা প্রবন্ধ পাঠ করে। শিক্ষণীয় কেন্দ্রের ছাত্রীদল কিশোর বিবেকানন্দের ব্রহ্মচারী জীবন ও পরিব্রাজক বিবেকানন্দ রূপে অংশ গ্রহণ করে। নিস্তারিনী কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী নাগাশানী মুখোপাধ্যায়, জনাথ কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জনাথ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অনেক ব্রহ্মচারী, শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রমুখেরা এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী প্রভবানন্দ তাঁর ভাষণের পর অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রীমতী উজ্জ্বলা ঘোষ ও শ্রীমতী সরলা ঘোষ এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন ও বিদায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

———০———

আবশ্যক

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কয়েকজন Architectural Draftsman আবশ্যক। এই পদের জন্য বেতন ও যোগ্যতা নিম্নরূপ—

পদ—আর্কিটেকচারাল ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান

যোগ্যতা—আর্কিটেকচারে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ হওয়া চাই। উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়স –১৮ থেকে ২৮ বৎসরের মধ্যে

বেতন ২০০৲—২৮০৲ ও তৎসহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ভাতা

অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন।

রিক্রিওল্যাল এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার
৩ কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
কলিকাতা- ১

WANTED

An experienced B. A. (Hons) or M. A. in English preferably trained for a permanent vacancy in Hura High School, P O. Hura, Dist. Purulia. Pay according to Scale of pay for Non Govt. Secondary Schools. Apply to the Secretary by 20.2.70.

শিক্ষিকা চাই

বেলগুমা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের (কার্য নির্বাহক সমিতির ২৯।১।৭০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে (জুনিয়র হাই স্কুল) সংস্কৃত পাঠদান-কল্পে একজন সহ শিক্ষিকার পদ খালি আছে। উক্ত পদের জন্য সংস্কৃত সহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত পৌঁছাইবার শেষ তারিখ ২০।২।৭০

সেক্রেটারী—
বেলগুমা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ
(জুনিয়র হাই স্কুল)
পোঃ। জেলা—পুরুলিয়া।

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

পুরুলিয়া মেলা ও প্রদর্শনী

অবহেলিত ও অনুন্নত জেলার সম্পদ, সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের সমীক্ষা ব্যবস্থা

আগামী ১৫ই থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান

বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে পুরুলিয়ার সমস্যাদি পর্য্যালোচনা

জেলার লোক-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানাদির গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যক্রম

স্থানীয় পুরাতন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে দশ দিন ব্যাপী **পুরুলিয়া মেলা '৭০**-এর আয়োজন হয়েছে। এই মেলায় পুরুলিয়া জেলা কেন্দ্রিক কৃষি, শিল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমবায়, সেচ, পশুপালন, বন ধন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পুরুলিয়ার কি পরিমাণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সেই সমস্ত প্রদর্শনের ব্যবস্থা হবে এবং সেইসঙ্গে পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক অগ্রগতি ও উন্নতি বিধানে কোন কোন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ও অগ্রাধিকার দান প্রয়োজন তারও সমীক্ষা করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেসরকারী স্তরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে কি পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেই সমস্তও এই মেলায় প্রদর্শিত হবে।

পুরুলিয়া মেলায় প্রদর্শনীর সঙ্গে বিবিধ আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও থাকবে যথা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লঘু সঙ্গীত যাত্রা, নাট্যানুষ্ঠান, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি। এই আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে মানভূমের ছৌ, নাচোয়াড়ী, ঝুমুরগানী প্রভৃতি লোকনৃত্য; সুমুর, টুসু, ভাদু প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতেরও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আলোচনা সভা

"পুরুলিয়া পরিচিতি" সূচক এক বিশেষ আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়েছে এই সভায় পুরুলিয়ার সংস্কৃতি ঐতিহ্য, সম্পদ, সমস্যা প্রভৃতি আলোচিত হবে এবং অধ্যাপক নির্ম্মল বসু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিনয় ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ এই আলোচনা সভায় যোগদান করবেন।

"গান্ধী-লেনিন" আলোচনা সভায় এই দুই যুগমানবের জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী ও মার্ক্সবাদী নেতৃবৃন্দ যথা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅন কুমার সেন শ্রীনবহরি কবিরাজ প্রমুখ সুধীবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়েছেন।

পুরুলিয়া মেলার উদ্বোধন করবেন পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ ভাণ্ডার এবং তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। মেলার উদ্বোধনের পরে সমবায় শিল্প, কৃষি, উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সভা হবে এবং কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভৌমিক পুরুলিয়া আসার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী এসুখেরা আমন্ত্রিত হয়েছেন।

— •—

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

নিখ বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

যুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের ঠিকানা জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

গান্ধী শতবার্ষিকী বর্ষে জাতীয় তালগুড় দিবস

(যাত্রা মোহন নাথ)

চরকাপোলপুর, ঃ (পুরুলিয়া) ১০শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদ পরিচালিত নূতন প্রতিষ্ঠিত খেজুর গুড় শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রে "মহাত্মা গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী" বর্ষে জাতীয় তালগুড় দিবস বিশেষভাবে প্রতিপালিত হয়। বলতে গেলে চরকার ন্যায় লুপ্ত প্রায় তালগুড় শিল্পের নব প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীজীই। এ জন্য জাতির জনক বাপুজীকে সামনে রেখেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এক বিরাট প্রভাতফেরীর মিছিলের সামনে বিশেষভাবে সজ্জিত বাপুজীর প্রতিকৃতি, জাতীয় পতাকা এই শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন পোষ্টারাদি নিয়ে বন্দেমাতরম্, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়, তালগুড় দিবস কী জয়, তাল-খেজুর গাছ –চিনি মিশ্রির মা বাপ, এ দিতে পারে তাত ফেলে রাখা মহাপাপ ইত্যাদি ধ্বনি আর বাদ্য যন্ত্র সহকারে তালগুড় শিল্প বিষয়ে পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ "টুসু" সঙ্গীত করে চক গোপালপুর নগাড়া, পুরাবাগান সর-চাকলতা, বড়গ্রাম প্রভৃতি ঘুরই আকর্ষণীয় হয়। প্রতি গ্রামেই একটা আলোচনার চিত্র পরিলক্ষিত হয়। উক্ত মিছিল শিক্ষা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে ফিরে এসে শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাহাত মহাশয়কে সভাপতি বরণ করা হয়। তাঁর নির্দ্দেশ ও জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ গানের পর শিল্প শিক্ষার্থী শ্রীনগেন্দ্রনাথ মাহাত মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলে পতাকা অভিবাদন, পতাকার তাৎপর্য্য ব্যাখান ও "ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা"—গীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও দু'মিনিট সমবেত নীরব প্রার্থনা করা হয়। কেন্দ্র পরিচালক শ্রীযাত্রা মোহন নাথ বলেন—বাপুজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের জাতীয় সরকার তালগুড় শিল্পকে অধিক আগ্রহসহ উৎপাদন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেন ১৯৬৯ সনের ২রা ডিসেম্বর আর ১৯৭০ সন উক্ত দিনটিকে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিতে "জাতীয় তালগুড় দিবস" রূপে পালিত হয়ে আসছে। মূল উদ্দেশ্য হলো—এ কাজের প্রসারতা দান করা। গান্ধী শতবার্ষিকীতে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

সভাপতি মহাশয় এ শিল্পের উন্নতি কামনা করে ভাষণ দেন ও দিবসীয় শপথ বাক্য পাঠ করান। পরে "জনগণমন—" সঙ্গীত আর এ দিনের বিশেষ গানাদি বিতরণান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—বন্ধন ত্রুটী ও বাসনসত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনসত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেস স্টীল অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
হেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিস্তত জাগ্রত
প্রাণাবান
নির্ভোদক

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

সোমবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী '৭০
৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭
মূল্য—১৫ পয়সা



কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নন্দ ও সঞ্জীবায়ার পুনঃ প্রবেশ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন করে দুজন প্রবীন কংগ্রেস নেতা গুলজারীলাল নন্দা ও শ্রীযুক্ত সঞ্জীবায়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভায় গ্রহণ করেছেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীনন্দা এবারে পেলেন রেল দপ্তর এবং শ্রীসঞ্জীবায়াকে শ্রম, কর্ম সংস্থান ও পুনর্বাসন দপ্তর দেওয়া হয়েছে। এই দুজন মন্ত্রী নিয়ে বর্তমান ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়াল পনের জন। শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূর থেকে আরও দুজন ক্যাবিনেট পর্য্যায়ের মন্ত্রী গ্রহণ করা হবে বলে প্রকাশ। তবে অর্থ দপ্তর এখনও শ্রীমুক্ত প্রধান মন্ত্রী নিজের হাতে রাখবেন মনে হয়। বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে কাজের সুবিধার জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

— •—

বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান

গত ১৬ই অক্টোবর বিহার রাজ্যের শাসক কংগ্রেস সবিধানিক দলের নেতা শ্রীদারোগা রাই এর নেতৃত্বে নূতন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিহারে গত আট মাস কাল ব্যাপী রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটলো। গত ১৯৬৯ সালের ৩রা জুলাই তারিখে সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী এর মেয়াদ উর্দ্ধীর্ণ হবার তারিখ ছিল। তৎপূর্ব্বেই রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি এক বিশেষ আদেশনামায় বিহার থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করে নেন।

বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসের অনুগামী। তাঁর নেতৃত্বে কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা শাসক কংগ্রেস, সি-এস-পি, সংযুক্ত পার্টি, বি-কে-ডি, ঝাড়খণ্ড ও শোষিত দল নিয়ে গঠিত হ। বিহার বিধান সভার বর্তমান দলস্ত সংখ্যা হোল ৩১২ আর নূতন কোয়ালিশন দলের দলস্ত সংখ্যা হোল ১৭৩ জন। ছয়টি সবিকদল নিয়ে গঠিত বিহার কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভায় দুই শরিক – কংগ্রেস পার্টি ও সি-এস-পি, আপাততঃ যোগদান করছেন না; তবে রাই মন্ত্রী-সভাকে তাঁরা সমর্থন করছেন।

বিহারে পাল্টা মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য সিন্ডিকেটপন্থী কংগ্রেসীরাও বিশেষ উদ্যোগী হন এবং সিন্ডিকেট কংগ্রেস, এস-এস-পি, জনসংঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি দল নিয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয়। এবং এই দলের দলস্ত সংখ্যা দল নিরপেক্ষ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এই হারীতে তাঁরা মন্ত্রীসভা গঠন করতে অগ্রসর হন—কিন্তু ব্যর্থতায় হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সংযুক্ত বিধায়ক দল ভেঙ্গে যায়। তারপর এস-এস-পির নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশনী দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এস-এস-পির নেতৃত্বেই কোয়ালিশন রেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে শাসক কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

— •—

পুরুলিয়া মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী কর্ত্তৃক উদ্বোধন ঃ তথ্য মন্ত্রীর প্রধান আতিথ্য গ্রহণ

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুরু হয় মেলা '৭০ এর উদ্বোধন হয়। বৈকাল ৪ ঘটিকায় মেলা প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ ভাণ্ডার মেলার নিজস্ব প্রতীক যুক্ত পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর মেলার আনন্দানুষ্ঠান মণ্ডপে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বাদ্যের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের প্রথম অতিথিরূপে তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রকার মেলা ও প্রদর্শনীর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে বলেন যে প্রত্যেক জেলার উন্নতি ও প্রগতির মাপকাঠি স্বরূপ জেলাভিত্তিক মেলা অনুষ্ঠানের যে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে—তাতে নদিয় বঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা পুরুলিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই মেলার ফলস্বরূপ জেলার উন্নয়নমূলক কার্য্যগুলি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ ভাণ্ডার বলেন যে সরকারী উদ্যোগে এই মেলা অনুষ্ঠানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও স্থানীয় মেলা কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যগণ এই মেলার যাবতীয় প্রভৃতি কার্য্য চালিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে লোক উৎসবগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জেলার লোক সংস্কৃতিকে মর্য্যাদা ও গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে এবং পুরুলিয়া জেলার এই মূল্যবান সম্পদ সম্পর্কে বহির্জগতের পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে। এই প্রসঙ্গে তিনি জেলার দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকশিল্পীদের শত দুঃখ, অভাব ও অনটনের মধ্যেও কিভাবে লোক শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার বিবরণ দেন; এবং ছৌনৃত্য ও ছৌ-নৃত্যের মুখোশ শিল্প ওড়ীষ্যনের কিছু প্রশংসা করেছে আর ব্যক্ত করেন। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন যে পুরুলিয়া মেলা অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্যা কণ্টকিত পুরুলিয়া জেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং জেলার অগ্রগতির সাধনে শক্তি সঞ্চারি গৃহীত হবে।

পুরুলিয়া মেলা অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমণোক চৌধুরী পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী ও তথ্য মন্ত্রীকে পুরুলিয়া মেলা স্মারক গ্রন্থ প্রদান করেন এবং মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে দুর্গম অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার অর্থ-নৈতিক কাঠামোয় মানভূম জেলাকে তিন ভাগ করে একটি বড় পুরুলিয়া জেলা গঠনে রক্তস্নান করার ফলে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং গত চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে এই জেলার অর্থ-নৈতিক পুনর্বাসনের কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নি সুতরাং পুরুলিয়ার সমস্যা, এর সম্পদ ও সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে কেন্দ্র বিভাগগুলিকে অগ্রাধিকার দান প্রয়োজন সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও সুপারিশ করাই পুরুলিয়া মেলার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কতকগুলি বিশেষ আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এবং লোক উৎসবের মাধ্যমে জেলার লোক সংস্কৃতির উন্নতি, প্রসার ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়াস সাধন করা হচ্ছে।

পুরুলিয়া মেলা কমিটির সভাপতি শ্রীগৌর বরণ চৌধুরী, আই-এ-এস, তাঁর ভাষণে বলেন যে পুরুলিয়ার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অতি

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

আয়ার রিপোর্ট

বিচারের দুইজন প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য বিহার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আয়ার কমিশনের বহু প্রতীক্ষিত রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। " বিহারে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই তদন্ত কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করে; আয়ার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার পর কংগ্রেস সমর্থিত নোনিহাল দলের নেতৃত্বে কোয়ালিশনে সরকার ক্ষমতাসীন হলে মহামায়া প্রসাদ সিংহের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের চৌদ্দ জন প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাঁচ অভিযোগের তদন্ত করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কমিশন গঠিত হয়। এই মুখ্যমন্ত্রীর কমিশনের রিপোর্টের ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছে। প্রজাদের কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত দুটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ প্রতিধানযোগ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর কমিশন বিহারে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের চৌদ্দ জন প্রাক্তন মন্ত্রীর সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করে এক মাত্র কর্পূরী ঠাকুরকে রাজাকের দোষী সাব্যস্ত করেন। এই কর্পূরী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণবাবু ও অনুগ্রহ নারায়ণ সিং মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হয়ে নিজের কয়লাখনিগুলি সম্পর্কে নানা অন্যায় ও অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করেন—তদন্তকারী মুখ্যমন্ত্রীর কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন এবং সেই সঙ্গে এই অভিমতও জ্ঞাপন করেন যে বাকী অন্যান্য তেরো জন মন্ত্রীর সম্পর্কে দুর্নীতির কোনও অভিযোগই প্রমাণিত হয় নি বরং তাঁদের অনেকের আচার আচরণ প্রশংসার্হ ছিল।

অপরদিকে প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণ বল্লভ সহায় সহ ছয় জন মন্ত্রী সম্পর্কে আয়ার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন—তাতে ক্ষমতা মানুষকে কতদূর অন্ধ করতিত ও কলুষিত করতে পারে—তার এক কদর্য চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। আয়ার কমিশন সুস্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছেন যে ছয় জন প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রীর তাঁদের পদ ও ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত লোভ ও লালসা চরিতার্থ করেছেন এবং অন্যায় ও অবৈধ ভাবে অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ছয় জন মন্ত্রী কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে অর্থ ও সম্পত্তি অর্জনেই দুর্নীতির গণ্ডী সীমাবদ্ধ রাখেন নি- তাঁদের মন্ত্রীত্বের পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের আত্মীয় স্বজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদেরও নানা অবৈধ এবং অন্যায় সুযোগ সুবিধা দান করেছেন। বর্তমানে নিষ্ক্রিকে সদী কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতা এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায় সম্পর্কে আয়ার কমিশন মন্তব্য করেছেন যে "নিজের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের স্বার্থ সাধনই একমাত্র বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় " শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় নিজের পুত্রের খনির ইজারা ও লাইসেন্স দানের ক্ষেত্রে কিরূপ অন্যায়, অবৈধ ও রাজোর স্বার্থবিরোধী আচরণ করেছিলেন—তারও বিশদ বিবরণ আছে। বিহার কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিধর শ্রীমহেশ প্রসাদ সিংও তাঁর মন্ত্রীত্বের সুযোগ নিয়ে সুদ্র সমরের মধ্যে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধ-ভাবে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছেন তার বিবরণও কমিশনের তদন্ত রিপোর্টে আছে।

এই আয়ার কমিশনের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে দুর্নীতির স্রোত কেবলমাত্র মন্ত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এই ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের বাঘা বাঘা আমলারাও কেবল শুচিবাই নন—তাঁরা দুর্নীতির কলা কৌশল বিশেষ দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত। সুতরাং আয়ার কমিশন তদন্ত রিপোর্টে বিশেষ-ভাবে সুপারিশ করেছেন যে দুর্নীতি দুষ্ট আমলাদের আচার-আচরণ সম্পর্কেও বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা এবং দোষী আমলাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান করা হওয়া চাই। এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দুর্নীতির স্রোত বন্ধ হবে না এবং দুর্নীতি দুষ্ট শাসন ব্যবস্থা কায়েম থাকার ফলে জনগণের যেরূপ অপরিমেয় ক্লেশ ও দুর্গতি হতে থাকবে—সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাও বিশেষ বিপন্ন হতে থাকবে।

আয়ার কমিশনের রিপোর্ট গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে দুর্নীতির প্রসার কেবলমাত্র উচ্চ স্তরে মন্ত্রী ও বড় বড় আমলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এই দুর্নীতি সংক্রামিত হয়ে নিম্নস্তরে শাসন-ব্যবস্থাকেও যেন দূষিত করেছে—তেমনি ক্ষমতাসীন দলের "হাই কমাণ্ড টাইপ"কেও সংক্রামিত করেছে। বহুক্ষেত্রে দেখা যাবে যে দুর্নীতির উদ্যম দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্য থেকেও প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে—তাই তাঁরা আন্দোলনের স্পর্শ করেছে।

আয়ার কমিশনের রিপোর্ট রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তগত হয়েছে—এখন বিহার সরকার ও কেন্দ্রের সরাষ্ট্র মন্ত্রক এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—তাই দ্রষ্টব্য।

অ. চ.

বিবিধ প্রসঙ্গ

চাঙিল-ইচাগড় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

উপর্যুপরি দুই বৎসর ব্যাপক খরা ও তজ্জনিত ফসল হানী বা চাষবাস না করতে পারা ফলে সাঁওতাল পরগণার দুমকা, চাকুলিয়া, পাকুড় ও ইচাগড় ব্লকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গত কয়েক মাস ধরে লোক সেবক সংঘের নেতৃত্বে স্থানীয় অধিবাসীরা এই অঞ্চলের দুর্গত অবস্থার প্রতি সরকার বিহারের রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও আজ পর্যন্ত কোনও ত্রাণ-ব্যবস্থাই চালু করতে পারা যায় নি। রাজ্যপাল সরাষ্ট্রদপ্তরের সঙ্গে সমস্ত বিষয় শুনে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও বিহার রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্রের শাসনযন্ত্রকে নড়ানো সম্ভব হয় নি—ইতিমধ্যে অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে এবং আরও বহু লোক মৃত্যুর অবস্থায় রয়েছে। ব্যাপক হারে টেস্ট রিলীফ-কাজ, আর্ত ও অনাহারের খয়রাতী সাহায্য দান, অনাবশ্যক বৃক্ষকুলের অন্ত লয়ন খানা প্রভৃতি ত্রাণ মূলক ব্যবস্থা এবং চাষীদের সাহায্যের জন্য কৃষি ঋণ, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল কিন্তু আমলাতন্ত্রের বধির কাণে কিছুই প্রবেশ করে নি। পানিহাটিতে এই সব অভাব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং নব কংগ্রেসের সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রামেরও দৃষ্টি এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আকৃষ্ট করা হয়—কিন্তু এই পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয় নি।

দীর্ঘ ছয়মাস পূর্বে বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটেছে। সুতরাং বিহারে মন্ত্রীসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবাবু পা প্রমার দৃষ্টি এই দুর্গত অঞ্চলের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কি পরিমাণ আগ্রহী হন—সেটাও দ্রষ্টব্য।

বাংলাভাষীদের জন্য দরদ!

বিহারের কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) পরিষদীয় দলের ডেপুটী লীডার শ্রী কেদার পাণ্ডে বাঙালদের বেকার সমস্যা ও সরকারী-বেসরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে প্রসঙ্গে বলেন যে শিল্প ব্যবস্থাপনা ও সরকারী দপ্তরে মাতৃভাষী সন্তান তথা স্থানীয় অধিবাসীদের চাকুরী ক্ষেত্রে প্রধান্য দিতে হবে এবং কেবল মাত্র কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন বিদেশ হতে আগত যোগ্যতার বিচারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়োগ করা চলতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিহার প্রবাসী বাঙালীদের সম্পর্কে শ্রীপাণ্ডে বলেন যে বিহারের বাংলাভাষী অধিবাসীরা বিহারের মাটীর সন্তান এবং যে কোনও বিহারীর ন্যায় তাঁহাদেরও সমান অধিকার ও মর্যাদা আছে। সুতরাং চাকুরী অথবা অন্য যে কোনও প্রকার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাভাষীরাও হিন্দী ভাষীদের সমান ন্যায় বিচার ও সুবিধা পাবেন।

শ্রীপাণ্ডের এই সব উক্তি যদি সত্যি ঠাঁর মনের কথা হয় এবং এর পশ্চাতে তাঁর সততা যদি থাকে তবে তাহার ক্ষেত্রে বিহারবাসী বাঙালীদের সুদীর্ঘ কালের অভিযোগ দূর করতে সন্দেহ হবে এবং খতিত মানভূমের বিহার ভুক্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষী অঞ্চল রূপে প্রতিপন্ন করার যে সরকার ও বেসরকারী চেষ্টা চলছে আশা করি অবিলম্বে তা বন্ধ হবেন।

———

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন

ভারতীয় ক্রান্তিদলের কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠন

উত্তর প্রদেশে বিরোধী কংগ্রেসের মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে নব কংগ্রেসের সহায়তায় ভারতীয় ক্রান্তিদলের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে এক ন্তন অধ্যায়ের সূচনা হয়। নির্ভিকটপন্থী কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীচরণ সিংও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসের নেতা তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীহেমবতীনন্দন বিজয়ীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ আয়োজন দীর্ঘকাল ধরে চলছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর কংগ্রেসই বি-কে-ডির চেয়ারম্যান শ্রীচরণ সিংকে এই মন্ত্রীসভা ভাঙ্গা-গড়ার কাজে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছিলেন এবং অতঃপর শ্রীচরণ সিং উত্তর কংগ্রেসের মাথার কাঁঠাল ভেঙ্গে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ সন্ধান করতে সুরু করেন। বি-কে-ডি দল ত্রিভিকেট পন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ও যুক্ত থাকবে এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতে মুখ্যমন্ত্রী সি. বি. গুপ্ত পদত্যাগ করেন এবং বি-কে-ডির নেতা শ্রীচরণ সিংকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন। শ্রীচরণ সিংও এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রীসভা গঠনে আমন্ত্রিত হয়ে ত্রিভিকেট পন্থী কংগ্রেসীদের বৃষাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে ভিড়ে পড়েন ও তাদের সহায়তায় নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

উত্তর প্রদেশ বিধান সভার বাজেট অধিবেশন সুরু হওয়ার কথা ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারী এবং ঐ দিন গুপ্ত মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও উত্থাপনের দিন ছিল—কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী গভর্ণার করে গুপ্ত মন্ত্রীসভা অনাস্থা প্রস্তাবের হাত থেকে রেহাই পান।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসের সহায়তায় ভারতীয় ক্রান্তিদলের চেয়ারম্যান শ্রীচরণ সিংহের নেতৃত্বে দশ জন মন্ত্রী নিয়ে বি-কে-ডি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পূর্বাঞ্চল মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন। আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশ বিধান সভার অধিবেশন সুরু হবে।

উন্নত বীজের জন্য উন্নত বীজ চাই তাই

কৃষি প্রচার ভবনে আসুন

নানা প্রকারের ভাল ভাল বীজ
কৃষি প্রচার ভবনে এসেছে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে উন্নত বিশ্বাসযোগ্য বীজসমূহ দীর্ঘদিন ধ'রে সরবরাহ ক'রে—কৃষি প্রচার ভবন আজ সকলের বিশ্বাস অর্জন করেছে।

বছরে কয়েক হাজার চাষী কৃষি প্রচার
ভবন থেকে বীজ নিচ্ছেন
জেলার সমস্ত চাষীর প্রতি সাদর অভ্যর্থনা
জানাই

সংগঠক, কৃষি প্রচার ভবন

পুরুলিয়া মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অল্প লোকেরই আছে। সেই জন্য পুরুলিয়া পরিচিতি নামে বিশেষ আলোচনা সভা এবং লোক উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পুরুলিয়ার ও বহির্দেশের লোক পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির সার্থক পরিচয় দান এই পুরুলিয়া মেলার মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। মেলার পক্ষ থেকে তিনি বিশিষ্ট অতিথি ও অভ্যাগতদের স্বাগত জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করে।

———

ছাত্রীদের ধর্মঘট

বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফলাফল ঘোষণার পূর্বে পারসেন্টেজ গণনার ফলে অধিকাংশ ছাত্রীর অযথা অনুবিধা হওয়ার প্রতিবাদে পুরুলিয়া নিস্তারিণী মহিলা কলেজের ছাত্রীরা ছাত্রী সংসদের ডাকে ধর্মঘট সুরু করে। স্থানীয় জে, কে, কলেজের ছাত্র সংসদ নিস্তারিণী কলেজের ছাত্রীদের এই একান্ত বৈধ দাবীকে সমর্থন করে নিস্তারিণী কলেজের এই নীতিকে তীব্র নিন্দা করে।

বীণা খেড়িয়া
সম্পাদিকা, ছাত্রী সংসদ
নিস্তারিণী কলেজ,
পুরুলিয়া

এই সংখ্যার একটি প্রবন্ধে ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার মুক্তিতে ৫ম পৃষ্ঠায় আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি—তার নাম শরিকী লংখর : মুক্তকচ্ছম : ভক্তপাতের চিত্র—এই প্রবন্ধে অনেক জায়গায় অনেক মুদ্রাক্ষর প্রমাদ ঘটেছে। তার মধ্যে বেশী রকম যে কয়েকটি ভুল আছে—তার সংশোধন এখানে করছি। ঐ প্রবন্ধে মুক্তির ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ২য় কলমে ২৫ লাইনে লেখা আছে—"এই সংগ্রামকে যদি ঠিক মতো বোঝানো যায়—" এর পরিবর্তে হবে —" এই সংগ্রামকে যদি ঠিক মতো বোঝা না যায়—"।

এই কলমেই যেখানে ছেড়িএ আছে—"মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হ'লে তার ভবাবহ পরিণাম"—সেই ছেড়িএ এর লেখায় ৮ম লাইনে এক জায়গায় আছে—"মর্যাদা দিতে শিখছে"—এর পরিবর্তে হবে—'মর্যাদা দিতে শিখছে না"।

এই প্রবন্ধেই মুক্তির ৭ম পৃষ্ঠার একেবারে প্রথম কলমে চতুর্থ লাইনে আছে—"তাঁদের তুলনায়" তার বদলে হবে "তাঁদের অন্যায় আক্রমণ কারীদের তুলনায়"।

ঐ পাতাটেই প্রথম কলমে ২৭ পাতার প্রথম লাইনে আছে—"কোন ঘটনায় কতটা ঘটনায় প্রথম আক্রমণকারী কে—" এর পরিবর্তে হবে—"কোন ঘটনায় প্রথম আক্রমণকারী"—অর্থাৎ "কতটা ঘটনায়" তথা দুটি বার পড়বে। ঐ পাতার তৃতীয় লাইনে আছে—"তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন্ দল সবচেয়ে বেশী ক্ষেত্রে—" এর পরিবর্তে হবে"—"তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোথায় কোন্ দল বেশী ক্ষেত্রে"। এর পরই অর্থাৎ ঐ পাতারেই ৬ষ্ঠ লাইনে আছে—"সুযোগ অনুসারে অ ক্রমণকারী ভূমিকায়"—এর পরিবর্তে হবে—"সুযোগ অনুসারে কোথায় আক্রমণকারীর ভূমিকায়"—।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

শরিকী সংঘর্ষ ঃ খুনজখম ঃ রক্তপাতের চিত্র
সংঘের আবেদন ঃ অবিলম্বে বন্ধ করুন

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

অত্যন্ত বেদনাদায়ক চিত্র

সকাল বেলার সংবাদপত্র হাতে পেয়ে, তার সংবাদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। সংবাদ পত্রের পাতায় চোখ রেখেই প্রত্যহই কোন না কোনো জায়গায়—একটির জায়গায় পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষের ভয়াবহ চিত্র চোখে পড়ছে। খুনজখম, ছোরা ছুরি, অগ্নি সংযোগ মারাত্মক আহত প্রহার, রক্তপাত, নরহত্যা। এর চেয়ে আর দুঃখের, উদ্বেগের, বেদনার বিষয় কী হতে পারে।

এত সুযোগ গ্রহণ করতে কি আমরা ব্যর্থ হবো ?

দেশে মন অত্যন্ত বা কুল হয়ে ওঠে। তাই, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে রাজনৈতিক দলগুলি এত দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করে, দুঃখ বরণ করে জনগণের দুঃখ মোচন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এত সুযোগ পেলেন তারা তা' পেয়েও আজ শরিকী কলহে, শরিকী সংঘর্ষে কী ভাবে তা' হেলায় হারাবার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এর মধ্যে শুধু দলগুলির নিজ নিজ দলীয় সুযোগ হারাবার প্রশ্নই অড়িত নয়। এর সঙ্গে ছুটি খুব বড় প্রশ্ন অড়িত রয়েছে। যে প্রশ্ন ছুটি হল এই :

জনগণেরও জয় পরাজয়ের প্রশ্ন

প্রথমটি হল—জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জন-সংগ্রামের অগ্রগতির প্রশ্ন। সংগ্রামকারী দলগুলি সংগ্রামের মধ্যে যে অগ্রগতি লাভ করেছে—তা বাস্তব পক্ষে জনগণের অগ্রগতি। রাজনৈতিক চেতনাহীনতা, জড়তা, ও দুর্নীতির দুই রাজনৈতিক দলগুলির এই অগ্রগতি ও অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে। এই চেতনাসম্পন্ন জনগণই তাদের অর্জিত অধিকারকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে, আরো সুদৃঢ় করতে, তাদের প্রতিভূরূপে এই দলগুলিকে তারা সামনে রেখেছে। জনগণের প্রতিক্রিয়া এই দলগুলি যদি সেই ভুল নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হন—তবে জনগণের অর্জিত এই অধিকার ও শক্তির গতীর সম্ভাব্য গতি ঘটবে; এবং তাদের অর্জিত শক্তি কারণে তাদের যে দুঃখমুক্তি, দারিদ্রমুক্তি, শীঘ্রই অড়িত দ্রুত অগ্রগতি স্বাভাবিক ছিল—তা এই ভুল নেতৃত্বের জন্যই বহুলাংশে ব্যর্থ হবে; আর তাও যদি জনগণে আশা এবং অভিজ্ঞতার পরিবর্তে হতাশা এবং আত্ম অবিশ্বাস জন্মে ওঠে।

যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের জয় পরাজয়ের প্রশ্ন

দ্বিতীয় হল—আন্তর্বর্ণের রাজনৈতিক জীবনে 'যুক্তফ্রন্ট' রূপ যে শক্তির আবির্ভাব হয়েছে—তার সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের কায়েমী স্বার্থ ও প্রতি ক্রিয়াশীলরা কংগ্রেস-কে ঢালাই-এ যে ভাবে হাতিয়ার বেঁধেছিল—এবং যে ভাবে দেশের ঔপনিবেশিক দিয়ে ভয়াবহরূপে বিপন্ন ক'রে তুলছিল—তাতে তাকে অবিলম্বে সরাবার অত্যন্ত সঙ্গত প্রয়োজনীয়তা সত্বেও—এক কোনো দলের সরাবার ক্ষমতা হয় নি। অথচ বিপন্ন জনগণকে এই সংকট থেকে মুক্তি দান করতে কংগ্রেসকে সরাতেই হবে—এই ছিল সমস্যা। এই দুরূহ সমস্যার মধ্যে হঠাৎ আলো দেখা দিল। এলো যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে এক অভিনব পরীক্ষা।

দলগুলির মধ্যে বহুবিধ মত-পার্থক্য সত্বেও এবং সংবিধান ও বর্তমান সমাজ পরিস্থিতির কারণে যথার্থ সুসমাজের পথে বহু অসুবিধা সত্বেও জনগণকে অবিলম্বে সাধ্যমত বাঁচবার সুযোগ দিতে ও প্রশাসন ঢিলে, সর্বসম্মত কর্মসূচির ভিত্তিতে 'যুক্তফ্রন্টে' আবির্ভাব ঘোল। স্থির হল—নিজের নিজের আদর্শগত ও রাজনৈতিক কর্মধারা অব্যাহত থাকবে—তবে তা এই যুক্ত-জোটকারকে কোনোভাবে ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন না ক'রে। না হলে যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব মূলাধীন হবে—সম্ভাবিত অঘটনার অবতীর্ণ হবে। নিজেদের মধ্যে শত বিরোধ সত্বেও, জনগণের স্বার্থে এবং জনগণকে বৈধয়াদায়ী ব্যবস্থার হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে, সাধারণভাবী সম্প্রতিক প্রতিজ্ঞাকে, যুক্তকর্মের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন—যাতে বৈধয়াদায় শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁরা উপযুক্তভাবে শাসন শক্তি মাধ্যম সংগ্রাম দিতে পারেন।

যুক্তফ্রন্টে ঐক্য না থাকলে ফ্রন্ট নিরর্থক

বিভিন্নভাবে এই পথে সংগ্রামের কাজ উপযুক্ত গতি ও শক্তি লাভ করছিল না—দুঃখের এবং অন্তই প্রগতিশীল দলগুলির এই ঐক্য, এই সম্প্রীতি, এই চুক্তি ও এই অঙ্গীকার অনিবার্যই হ'য়ে রেখা দিল। আজ যদি এই ঐক্য, এই সংহতি, এই চুক্তি ও এই সম্প্রীতি না থাকে—তবে জন-অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই জন-সংগ্রামের ভন্ত যুক্ত শক্তির আধারক্রপে পরিকল্পিত এই যুক্তফ্রন্টের অর্থ কী থাকবে? সুতরাং যুক্তফ্রন্টের শরিকী বিবাদ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আজ এই প্রশ্ন গুরুতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে—যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব যদি পরীক্ষায় সুফলেই এভাবে মার খায় তবে জনগণের সামনে আশার বাণী আজ কী থাকবে?

সম্প্রীতির সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকরী করার পথে বাধা কোথায় ?

এই যে সব শরিকী বিবাদ ও শরিকী সংঘর্ষ হচ্ছে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের সমস্ত দল কে অন্তত অবাহিত এবং দুঃখজনক ব'লে ঘোষণা করেছেন—তাঁরা তা' অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রস্তাবও নিয়েছেন। কিন্তু কোনো সুরাহার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাহবার ঐ প্রচার পুরাতন হচ্ছে—বাধার পরিবর্তি নিয়ত্তর নিচ্ছে। একটিকে যেমন আমরা মনে করি—এ বিষয়ে প্রত্যেক দলকে বার তৎপরতার নিজের নিজের দলকে ঐ সব পথ থেকে নিরস্ত করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে,—যেমনি প্রত্যেক দলকেই অতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতি ও বিশেষ ধারণা সম্পর্কে সচিয়ার হ'য়ে নিতে হবে। কাজে আমরা মনে করি—ধারণা পরিষ্কার না করার জন্যও নিয়ত কর্মী-ক্ষেত্রে অনেক বিভ্রান্তি ও অনর্থ ঘটেছে। সেই বিশেষ বিষয়গুলি কী সে বিষয়ে আলোকপাত রাখছি।

সংঘর্ষ ও প্রতিশোধ ভাবনা এবং যুক্তফ্রন্টের শরিকের কর্তব্য

যুক্তফ্রন্টের সকল দলই বলছেন—বিবাদ সংঘর্ষ সৃষ্টি করা অন্যায়।

কিন্তু কেউ কেউ বলছেন—'আমরা গান্ধীজীর মতবাদ গ্রহণ করিনি; মার খেলে পাল্টা মার দেবো।' আমরা মনে করি—যাঁরা গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের অনুগামী নন—অহিংসায় বিশ্বাসী নন—তাঁরা ও কথা বলতে পারেন—তা সাধারণ ভাবেই বলতে পারেন—কিন্তু যুক্তফ্রন্ট যাঁরা যুক্ত—ঐ মনোভাবাপন্ন হ'লেও যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কিত কাগজপত্রে ওরূপ ভাবে বলা চলে না। কারণ যুক্তফ্রন্টের যুক্ত শক্তি তাঁদের চাইনে। তার কাছ থেকে সুবিধার সংযোগ সন্ধানের চেষ্টা আগে ক'রে নিতে হবে।

এখানে সত্য যে, কোনো পার্টি অনুগামীরা যদি দেখেন যে, তাদের জমি দখল হচ্ছে—তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে—তাদের ছেলে মেয়ের ভীষন বিপন্ন হচ্ছে—তাহলে আত্মরক্ষা ও অধিকার রক্ষার জন্য তাঁদের সব রকম চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে এবং আত্মরক্ষার তাগিদেই যেটুকু দাঁড়ান হওয়া—সংকট সময়ে তা ক'রে—ও তার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য সুবিধাবোধ জন্য, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের জন্য ফ্রন্টের কাছে দাবী রাখতে হবে। অন্যান্য শরিক দলের পক্ষ থেকেও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে—ঐ অন্যায়াচারি ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য ও তাদের প্রতি সুবিচার আনতে হবে—তার ব্যবস্থার জন্য।

সংঘর্ষের দুষ্টচক্র কিভাবে বন্ধ হতে পারে

কিন্তু তা না করে যদি আক্রান্ত ব্যক্তিরা অন্য কোন সংঘ আক্রোশ বশতঃ আক্রমণকারী শরিক দলের অনুগামীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য অগ্রসর হয়ে যান—তবে এই দুষ্টচক্র থামবে না। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্তহীন ভাবে এই বিরোধ, সংঘর্ষ, রক্তপাত এগিয়ে চলবে এর শেষ কোথায় ঘটবে কোথায় ?

সেজন্য প্রত্যেকটি শরিক দলকে ভাবতে হবে—কোথাও কোনো ঘটনা ঘটে গেলে—তাকে নেতৃত্বানিই থামিয়ে ফ্রন্টকে সংকট-মুক্ত করতে হবে। কারণ নিজেদের মধ্যে লড়াই বাড়িয়ে তোলায় আমাদের ফ্রন্টের কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। বরং যে সংগ্রাম করার লক্ষ্য নিয়ে ফ্রন্টের এই ঐক্য সেটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটি দল দুর্বল এবং অনস্থানিত হ'য়ে পড়বে। লড়াইটা যেখানে হোক্‌না কেন তার সেখান থেকে লড়াই সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে, ঘরের মধ্যে লড়াই এসে পড়বে বা পড়ছে।

বিবাদ বিসম্বাদ ঘটতে পারে—তারই মধ্যে ঐক্য গড়তে হবে

মানুষ দেবতা নয়—মানুষ মানুষই। ভুলত্রুটি ঘোর ত্রুটি, অনিচ্ছাকৃত, স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মাঝে মাঝে ঘটবেই। যুক্তফ্রন্টও বাদ যাবে না। তা আছে জেনেই আমরা ঐক্যের পরিকল্পনা করি—শুধু রাজার মধ্যেই নয়—দেশের মধ্যেই নয়—সারা বিশ্বের জন্য—নিখিল বিশ্ব সর্বজনীনের সকলকে এক করার জন্য। সুতরাং সংঘর্ষ ঘটলে—অন্য সাধারণ মানুষের মত আচরণের মত আচরণ নিয়ে, তাতেই সমস্ত মন বুদ্ধিকে আমরা অক্ষুণ্ণ কেন্দ্রীভূত না—তার থেকে বেরিয়ে যুক্তফ্রন্ট ঐক্যকে পক্ষে তোলার জন্য আমাদের সকলকে প্রাণপণ করতে হবে। তবেই যুক্তফ্রন্ট সার্থক হ'য়ে উঠবে—সর্বজনগণের নিশ্চিন্তেরী তবেই সম্ভব হয়ে উঠবে। নতুবা মাঝে মিথ্যে হয়ে যাবেন, পাছে মিথ্যে হ'য়ে যাবেন এবং যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব এবং জননেতৃত্বের অঙ্গীকার মিথ্যে হ'য়ে যাবে !

সম্মানের প্রশ্ন এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে

এই সব বিবাদ সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে আমরা সম্মানের প্রশ্নকে (প্রেস্টিজের প্রশ্নকে) অথবা বড় ক'রে তুলি বা বৈধয়াদিক বড় ক'রে আরো বেশী কলম জটিল হ'য়ে পড়ে। এবং এই লড়াইএ নিজেকে ভরী করতে অন্যকে তুচ্ছ ক'রে ক্রৈকি এসে পড়ে। ফলে পাংক্তিক আক্রমন, দুর্নিবেদন, উৎকোচ এমন পর্যায়ে এসে পড়ে যে, তার মধ্যে কোনো সম্মান থাকে না, তেমনি অন্য কোন দল এই সংঘর্ষে সকলে অসম্মানিত হয়ে পড়েন।

দল বাড়াবার অবাঞ্ছিত ব্যবস্থাতার ভয়াবহ পরিণাম

এই সব শরিকী সংঘর্ষের মূলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটা বিষয় বিশেষভাবে কাজ করছে—তা হচ্ছে নিজের দল বাড়াবার অসম্ভোষ ব্যবস্থা এবং বিবেকহীনতার কর্মপন্থা। এর জন্য দলে ফ্রক্তবেশে লোক বাড়াবার প্রতিযোগিতা চলেছে—ফলে বহু অবাঞ্ছিত, এমন কি, অন্যান্য সাংঘাতিক মনোবের লোক সমস্ত দলে ঢুকে পড়েছে। ফলে এমন সব লোক ঢুকছে যাদের বিরুদ্ধে আমরা তত্ত্বগত ভাবে দৃঢ় সংগ্রাম করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এইসব লোক দলে ঢুকছে—তাদের হাতে ক্ষমতা এলে তাদের খেয়াল খুশী মর্জিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও দিচ্ছে। এমন কি, তারা গুরুতর উনস্থ, লুঠন প্রভৃতি করলেও দলের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে দলভোগে সব বিষয় নীরব থাকতে হচ্ছে অথবা তাদের আড়াল দিতে হচ্ছে। একথা আজ সমস্ত দলকে উপলব্ধি করতে হবে যে, রাজ্যে বা নিজ নিজ দলের স্ফীতি সাধন শক্তির চেয়ে বিপদের কারণ হচ্ছে এবং আরো হবে—যখন কংগ্রেসের পতন। এদের আগমনে এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে নিজ নিজ দল যে সত্যিই অসুস্থ হন—এই সব কুখ্যাত ব্যক্তিদের দল বদলের ব্যাপার দেখে এদের প্রতি জনগণের অশ্রদ্ধ দলের ওপর গিয়ে পড়ছে। এর দ্বারা কোনো শরিক দলের সম্মান আরো বাড়ছে না।

আজ ক্ষমতায় থাকার জন্য পিছনে জুটে পড়বার লোকের অভাব হবে না, কিন্তু বিজ্ঞ রাজনীতিকেরা এদের বিষয়ে সাবধান নিশ্চই হবেন—এবং দল থেকে এদের বিদায় দিয়ে নিজের নিজের দলের সম্মান ফিরিয়ে আনবেন এবং বহু বিপজ্জনক সংঘর্ষ ঘটার আ সু' এই ব্যবস্থা দ্বারাই ফিরিয়ে আনতে পারবেন। দেশে জান মাল মানুষের অভাব নেই—তাদের পুঁজি খুঁজে একটী দলে গড়ে তোলবার অনন্ত অবকাশ আমাদের সামনে রয়েছে—এতে দল প্রসারের কাজ কিছু বিলম্বিত হতে পারে—কিন্তু সেটাই দলের সত্যকার শক্তিরূপ দেখা দেবে।

দলের নিয়মানুবর্তিতার জন্য যাদের সুনাম ছিল

আগে সকলের কাছে কতকগুলি দলের কর্মীদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তীতার খুব নাম ছিলো। আমরা জানতাম,—এই সব দলের একেবারে নিচের কর্মী তর পর্যন্ত এ বিষয়ে অত্যন্ত ভাবে শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং এই সব দলের সমস্ত কর্মীরা সজাগ নয়। এর জন্য এই সব দলের সংগঠকের সকলেই অত্যন্ত সজাগ থেকে দেখতেন। আজ যেন দুঃখ হয় যে, দল বাড়াবার জন্য এইসব দলেরই কর্মীদের নেওয়া হচ্ছে—এবং বহু ক্ষেত্রে এই সব দলের নিচের স্তর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বা যাবে—তার মধ্যে বিচার কিছু নেই।

যখন দেখি যে, যুক্তফ্রন্টের বৈরীকে সকল দলই দৃঢ়তার সঙ্গে অভিমত ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন যে, শরিকী সংঘর্ষ হওয়া উচিত নয়, এবং তা আর হবে না—অথচ সেই সব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রকম কতকগুলি দলের নিজেদের মধ্য থেকেই এই সংঘর্ষের প্রবল আক্রমণ আসছে তখন মনে হয় যে, হয়তো এঁরা নিজেদের সাধারণ স্তরের কর্মীদের আজ আর নানা কাজের সামলাতে পারছেন না। সুতরাং বিশৃঙ্খলা, বিবাদ সংঘর্ষের অবস্থার বিবরণ অনেকখানি নির্ভর করছে—এঁরা কতখানি নিজেদের দলের কাজ বন্ধ করা,—এ রকম মানুষ যাঁরা এনেছে তাদের অধিকাংশ সরানো এবং অপর অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা এদের সংস্পর্শে এসে উচ্ছৃঙ্খলতার আঘাতে উৎসাহিত হতে চলেছেন—তাদের প্রতিনিবৃত্ত করা। এসব করলে অবশ্যই স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শুধু যুক্তফ্রন্টের শক্তির ও সম্পদের জন্যই যে এটা হওয়া তা নয়, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি দলের স্থিতির, সম্মান ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য এই সাবধানতা অনিবার্য।

কথা দেওয়ার গুরুত্ব না ভাবা অথবা দলকে সামলাতে না পারা ?

বা না নিজেদের দলের শৃঙ্খলা বিষয়ে দৃঢ়তা অনুভব করেন—তাঁদের কাছে আজ অসংগত পক্ষ থেকে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে—তা এই যে, যে সমস্ত দল ফ্রন্টের ঐক্য চান এবং শরিকী সংঘর্ষ হবে না ব'লে প্রতিশ্রুতি বার বার দিচ্ছেন—তাদেরই কারো কারো দলের অনুগামীদের ভেতর থেকে কেন তাহলে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পরিস্থিতি ঘটছে ? এর মধ্য সকলের মধ্যেই দুর্বলতা দিচ্ছে।—তা হচ্ছে এই যে, দৃঢ়ই দলের সম্মানিত ব্যক্তিরা যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—তাকি তাঁরা সে কথা বলার সময় তা পালন করার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে বলছেন না ? এ রকম কথা তাঁদের সম্পর্কে তাঁরা যদি অন্যায় হয় তবে সরবতী প্রশ্ন এই আসে যে, তাহলে কি তাঁরা নিজেদের দলের অনুগামীদের অন্য আর সামলাতে পারছেন না ? এর কোনটার উত্তরই আজ কোন দলের পক্ষে সম্মানের পরিচায়ক নয়। জনগণের মনে এরূপে কোনো একটা প্রশ্ন যাতে না দেখা দেয়—প্রত্যেকটি দলকেই তার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে এবং যদি দ্বিতীয় প্রশ্নটি সত্য হয় তবে জনগণের কাছে নির্জীবতার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, নানা কারণে দলের কতকাংশে এই অ সুখ ঘটে গেছে দেরী, সবে আমরা এই অবাঞ্ছিত অবস্থা নিশ্চয়ই দূর করে ফেলব—প্রয়োজন ঘটলে দল থেকে হলে বলে লোক আমরা বহিষ্কার করব। কারণ ফ্রন্ট এবং নিজেদের দলকে বাঁচাতেই হবে।

অবাঞ্ছিত কাজ যদি মতবাদের নামে চলে

এই সব পরিস্থিতির সঙ্গে আর একটি অত্যন্ত চিন্তাজনক পরিস্থিতি ঘটছে। কোনো মানুষ বা দল যখন নিজের অবাঞ্ছিত কাজ—অন্যের ওপর নিজের অন্যায় অ ক্রমণের কাজ; অবৈধভাবে আইন ভাঙার কাজকে সমর্থন করার জন্য কোন মতবাদ বা তত্ত্ব এবং আদর্শবাদের দোহাই ভুলভাবে দিতে থাকেন—তখন অবস্থা বিপজ্জনক হয়। এই সব অবাঞ্ছিত শরিকী সংঘর্ষ এবং অন্যান্যরূপের ওপর বহু অন্যায় অবাঞ্ছিত আক্রমণ এবং নিত্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে অবৈধভাবে আইন ভাঙার কাজকেও ভন দেওয়া হচ্ছে যে, এজন্যি (ক) শ্রেণী সংগ্রামের অন্তর্ভুক্তি (খ) বিপ্লব গড়ে তোলার ভূমিকা। আজ এই পার্থক্যকে ভাল পরিষ্কার করে বুঝা। নিজের নিজের এই তাত্ত্বিক মত ও আদর্শবাদ যে তাগেরা তিতাবে হবে তা সঠিকভাবে কর্মীদের কাছে তুলে ধরতে হবে; নতুবা, রাজনৈতিক আদর্শগত ও তত্ত্বের নামে যে যে কোনো উন্নত্ত করার জুলুম বেসরোয়া এবং দুঃখাত্মক ছাঁচে

উঠবে। সেজন্য এর মধ্যে আজ দুটি জিনিষ পরিষ্কার হওয়া দরকার। তা এই।

নিয়মতান্ত্রিকতা ও শ্রেণী সংগ্রামের সীমানা

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে—শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী, এবং সেই বিশ্বাসের প্রয়োজনে যাঁরা প্রচলিত আইন ও বেশের প্রচলিত কাঠামো ভাঙার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে চলেছেন—তাঁদেরই মধ্যে অনেকে মুক্তফ্রন্ট রূপে শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে বিধানতান্ত্রিক পথের দাবিও তুলে নিয়েছেন; অর্থাৎ নিজেরা আইন তৈরী ক'রে দেশের লোককে তা মানতে বলেছেন এবং বিধানতান্ত্রিক পথে সত্যটা সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব তা করতে তাঁরা দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তাঁরা যে আইন তৈরী ক'রে জনগণকে মানতে বলবেন—তাঁদের নিজেদের দলের অনুশাসনেরও তাহলে সেই আইন মানতে হয়। তাছাড়া, সমাজ কাঠামোর সাধ্যমত পরিবর্তন যা তাঁদের শাসন ক্ষমতার মাধ্যমে সম্ভব—তা করতে যখন তাঁরা অঙ্গীকার ও কর্মে নিযুক্ত, তখন তাঁদের সেই বিধানতান্ত্রিক চেষ্টাকে সুযোগ বেওয়া হাস্যকর নিজ নিজ দলের অনুশাসনেরও আছে। তাহলে এই অঙ্গীকৃত চেষ্টার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবকে জড়িয়ে ফেলে ফ্রন্ট তথা নিজ নিজ দলের নেতৃবর্গের অঙ্গীকৃত চেষ্টার সুযোগকে বিঘ্নিত করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। তা করলে শাসন হাতে নেওয়ার কোনো অর্থই হয় না। সে ক্ষেত্রে শাসন হাতে না নিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের ক্ষেত্র গঠনের মধ্যে থাকাই উচিত ছিল।

সুতরাং আজ ঠিক করতে হবে যে, শাসন হাতে নিয়ে বিধানতান্ত্রিক চেষ্টার কাজ ও শ্রেণী সংগ্রামের কাজ কি ভাবে পাশাপাশি সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে চলবে—তার সীমা নির্দেশ ক'রে নেওয়া। যাঁরা জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন—সুনির্দিষ্ট মতবাদ সমূহ নিয়ে কর্মধারা পরিচালনা করছেন—তাঁদের কাছে আজ এই বিষয়টা নিশ্চয়ই অপরিষ্কার থাকবে না। সুতরাং অবিলম্বে এই সব জটিলতার ভট ছাড়িয়ে প্রত্যেক দল নিজ নিজ কর্মীদের সামনে এই বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কর্মধারা রাখুন।

শ্রেণী সংগ্রামের ধারা কি হবে? বিচ্ছিন্ন, না, সুসংবদ্ধ

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। উপরোক্ত দুটি কর্মধারার সীমানা পরিষ্কার ক'রেও ঠিক করতে হবে যে, শ্রেণী সংগ্রামের তাদের প্রয়োগ ধারা কি হবে। এর সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে, একটা ব্যাপক জাল প্রস্তুতির পর দলের সামগ্রিক নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী, সুসংবদ্ধ ভাবে, কার্যকরীভাবে এর প্রয়োগ হবে, না দলের যে, জংশে যিনি আছেন তাঁরা যখন যে যেভাবে মনে করবেন সেই রকম ধারণার খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বিপ্লবলালসায়, যে যেখানে পারবেন সেই ভাবেই কি শ্রেণী সংগ্রাম চলবে? আশাকরি শ্রেণী সংগ্রামের নামে এই আত্মঘাত ও বিপ্লবধ্বংসী কোনো দলই মুক্তিসঙ্গত মনে করবেন না; সুতরাং এ বিষয়ে স্থির নির্দিষ্ট নির্দেশ নিজ নিজ দলের প্রতি আজ নিশ্চয়ই থাকবে।

জনগণের শোষণকারী কারা এবং কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্নটি যা তা এই। দেশে কায়েমী স্বার্থবাদী জোতদার, মজুতদার, পুঁজিপতি, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজ বিরোধী বহু আছে—তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। কিন্তু জনগণের এই শত্রুবের সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা আজ ক'রে নিতে হবে। কারণ দীর্ঘ দিনের বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দীনাতিদীন মর্জাধারা ছাড়া, বরঞ্চে দেশে আর যারা সবাই শোষণকারী কাঠামোর প্রসাদ-পুষ্ট, এমন কি কেউ বাদ পাবেন—এরা সবাই শোষণকারী সম্প্রদায়ভুক্ত—তা যেচ্ছায় হোক আর দেশের কাঠামোর কারণেই হোক—আর সক্রিয় ভাবেই, আর নিষ্ক্রিয়ভাবেই হোক। আজকে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা-ধারার কাঠামোর কারণে শ্রেণী সংগ্রামের ধারক ও বাহক মধ্যশ্রেণী বাধা পাচ্ছেন—বেতন ও নানা বিষয়ে বিদ্যুৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা রাখতে। এবং বহু শ্রেণী সংগ্রামের পুংবোধা-ব্যক্তি আজ যে অর্থ-নৈতিক সুযোগ সুবিধে ভোগ করছেন—তা এক্ষন সর্বজাতা পাচ্ছে না। সুতরাং আজ ঠিক করতে হবে এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিটা ও সংগ্রামের জনতা কি হবে। এ বিষয়ে আমাদের অতিমত—বৈষম্যের অবস্থাগুলিকে যত নীঘ্র সম্ভব সাংবিধানিক ও গঠনমূলক ব্যবস্থার কবিয়ে আনতে আজ প্রাণপণ শক্তিতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে—যাঁরা অন্যায় জানীতে এই চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়বে বা যাঁরা প্রগতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থের অন্ধদৃষ্টি কাঠামোকে ধ'রে রাখতে সক্রিয়-ভাবেলড়াই দেবে বা বিবিধ চক্রান্তে লিপ্ত হবে—তাদেরই বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ-ভাবে লড়াই দিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামকে যদি ঠিকমতো বোঝানো যায়—এর কর্মধারা যদি পরিষ্কার না ক'রে নেওয়া হয়—তবে এর নামে বহু অনর্থ ঘটবে এবং ঘটছে।

শ্রেণী সংগ্রামের নামে কি শোষিত জনগণের মধ্যে আত্মসংগ্রাম হবে?

একজন ক্ষেত মজুর একজন ধনিক চাষীকে 'মহাজন' আখ্যা দিয়ে তার ধান লুঠন করছে—একজন ভিক্ষুক একজন সামান্য কোকানদারকে 'পুঁজির মানিক' আখ্যা দিয়ে তার সম্পত্তির উপর আক্রমণ করছে। এবং কোনো মতবাদ ও ভাড়া বোঝাই তাদের অন্যায় উপদ্রবে প্রেরণা যোগাচ্ছে; —বেশবোরা হবার সাহস দিচ্ছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিজ নিজ দলের অনুশাসনের কাছে আজ ছড়িয়ে দেওয়া চাই। নতুবা এই জাতীয় বহু বিশৃঙ্খলা ঘটতে থাকবে তা' রোধ করা সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষের ওপর সাধারণ মানুষের আক্রমণের অভিজ্ঞতায় শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিকৃত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এর প্রতি বিরূপ হচ্ছে। সেজন্য শ্রেণী সংগ্রামের ধারক বাহকদের এ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই। মনে রাখতে হবে—অনিশ্চয় পরিস্থিতি কেউই সমর্থন করেন না।

মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হ'লে তার ভয়াবহ পরিণাম

আর সংগ্রামের কথা চারিদিকে। তা হোক। তবে তার পথের সাথীটা কী তা' ঠিক করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রাম বা সমগ্র বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী—তাঁদেরকে নেই কর্মধারার লক্ষ্য—একটা উপযুক্ত জন-শাসন বা জনগণের আত্ম শাসন। সুতরাং চরম লক্ষ্য হচ্ছে—সমাজ নিয়ন্ত্রণ। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরি হোক, অহিংস হোক, একটা উপযুক্ত সংগ্রাম চাই। কিন্তু সংগ্রামের নামে প্রচলিত কাঠামো ভাঙার নামে আজ যদি মানুষকে অত্যন্ত ভয়াবহ ভাবে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তোলার যায় যে, তারা কোনো নিয়ন্ত্রণের জীবনকে কোনো গঠনের কাজেরই মূল্য দিচ্ছে, মর্যাদা দিতে শিখছে এ রকম অবস্থা ঘটতে থাকলে কি সংগ্রামের শেষে তারা নিজেরই দলের পরিচালিত নূতন সমাজ গঠনের দিনে, তার প্রয়োজনে কোনো নিয়ন্ত্রণ-কেই মানতে চাইবে?

পাশাপাশি আজ দুটি কর্মধারা অনগুই চলবে

সুতরাং আজ যাঁরাই যে কিছু সংগ্রাম পরিকল্পনা, বিপ্লব পরিকল্পনা গ্রহণ করুন—তার পাশাপাশি নিজের অনুগামীদের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিতে, চৈতন্যের চিন্তাধারা ও নূতন পরিকল্পনার ধারণার গড়ে তোলার জন্য আনুষঙ্গিক ও উপযুক্ত কর্মধারা তাঁদের নিতে হবে—না হলে লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। আর যদি এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচেষ্টা না থাকে—তবে মুক্তফ্রন্টের ওর হক্ত বা নূতন সমাজ গঠনের কাজও ব্যর্থ হবে। এবং পাশাপাশি এই দুই কর্মধারা আমরা ঠিকমতো রাখতে পারিনি বলেও, মুক্তফ্রন্ট-ই জীবনে আজকের এই সংকট। এবং এই জন্যই বহুদারে মুক্তফ্রন্টের তান্ত্রিক রূপও যেমন আজ ভারতবর্ষের সামনে সংকটাপন্ন হ'তে চলেছে—তেমনি বিভিন্ন দলগুলিও আজ বিভক্ত থেকে আরো বিভক্ত হবার মুখে চলেছে। সুস্পষ্ট আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মুক্তফ্রন্টের সামনে আজ যে সংকট তত্ত্ব নিরাকরণের প্রয়োজনে এই সমস্ত দিকগুলি ভালভাবে বিবেচিত ও সুস্পষ্ট ধারণার নিবিষ্ট হওয়া দরকার। তা করতে পারলে বিভিন্ন মতবাদ ও দলের সম্বিলিত এই মুক্তফ্রন্টের শক্তি দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে, নিশ্চিন্তভাবে মুক্ত থাকতে পারবে।

হিংসাত্মক কাজসমূহের বিরুদ্ধে আমাদের মর্মবেদনা

আজ পশ্চিম বাংলায় যে সমস্ত শরিকী সংঘর্ষ, খুনজখম ও রক্তপাত চলছে আমরা তার জন্য অত্যন্ত বেদনাহত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং মনে করি যে, দীর্ঘকালের রাজনৈতিক কর্মের ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রগতিশীল দলগুলির কারো পক্ষ থেকে এ কাজ করা

অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং দুঃখজনক হচ্ছে। শরিকদলের যাঁরা কোথাও আক্রমণাত্মকভাবে এদের কাজ সুরু করছেন—তাঁরা খুবই অন্যায় করছেন। এবং তার সঙ্গে শরিকদলের যাঁরা আত্মরক্ষার সঙ্গে তার নামে প্রতিহিংসার কর্মধারা চালিয়ে সংঘর্ষের দুষ্টচক্রকে জিইয়ে রাখছেন—তাঁদের তুলনায় কম হ'তে পারে—কিন্তু সংকটের ওরুত্বের দৃষ্টিতে কম কিছু নয়।

কোন্ ঘটনার কতটা ঘটনায় প্রথম আক্রমণকারী কে, বা কোন্ ঘটনার কার দোষ বেশী—উপযুক্ত তথ্য, তথ্য ছাড়া এর কথা ঠিকভাবে বলা না গেলেও আজ দীর্ঘ দিন ধরে যে অস্থা চলছে—তাতে বেশা আছে যে, কোন্ দল সবচেয়ে বেশী ক্ষেত্রে এই সব মারাত্মক অন্যায় কাজের ব্যাপারে অভিত, আরো কোন্ কোন্ দল নিজের নিজের প্রাধানোর ক্ষেত্রে সুযোগ অনুযায়ে আক্রমণকারী কৃৎকার অবশ্যই ক'রে অন্যায় সংঘর্ষের করে তুলেছে ইত্যাদি। মতোচ্ছ্বাস অবশ্য ছাড়াও, শরিকী কলহ ক্রমশঃ উদ্বেগজনক পৌঁছে, যে রূপ নিচ্ছে তাতে মুক্তফ্রন্টের সম্পর্কে মানুষের গভীর আশা ও ধারণা ওরুতরভাবে বিপন্ন হচ্ছে। জনজীবনের ভবিষ্যতের প্রতি তাঁদের মারা ধারণা বেশ আজ আলোড়ন তুলেছে—অবিলম্বে আমরা এসব বন্ধ করুন। আজ এসব বন্ধ না হলেই হবে এবং ভুল-প্রান্তি যাই ঘটে থাকুক—তাকে সামলাবার বলিষ্ঠ ক্ষমতার ওপর ভিত্তি মুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের শক্তির পরিচয় আজ দিতে হবে।

শরিকী সংঘর্ষের নিরাকরণে আমাদের যে কর্মধারা ছিল

যে সব দলের মধ্য দিয়ে এই সব পরিস্থিতি ঘটছে—তাঁদের নিজের নিজের ভুল উপলব্ধি ও আন্তরিক প্রতিকার প্রচেষ্টার মধ্যেই এই আত্ম-কলহের যথার্থ নিরাকরণ হ'তে পারে—অন্য কোনো ভাবে নয়। সেজন্য আমরা দলগুলির প্রতি প্রকাশ্য ভাবে বোঝাপোর না ক'রে—তাঁদের কর্মী-দের অন্তরিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের মধ্যে প্রতিকার প্রচেষ্টার আগ্রহ গড়ে তুলতে আন্তরিক চেষ্টা আমরা ক'রে এসেছি। এবং আজও করছি। বিরোধকে প্রকাশ্যে না নিয়ে যাওয়া বিষয়ে ফ্রন্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল—তা ছাড়া উপযুক্ত তথ্য ওরুত্ব ছাড়া কাউকে প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে অভিযুক্ত করার সুবিচারের দিক থেকে উচিৎ বলে মনে করি নি। সেজন্য এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে উপযুক্ত যে আচরণ প্রয়োজন ছিল সেই ভাবে চলেও, আমরা এসব বিষয়ে বরাবরই উপযুক্ত তথ্য, সমাক পরিস্থিতি বিচারের দাবী করে এসেছি।

আমাদের অন্তরের আবেদন

সুবিচারের দৃষ্টিতে এবং ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ থাকার জন্য আমরা আজও এই পরিস্থিতি বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও সকল শরিক দলের প্রতি আমাদের আন্তরিক সম্মান, সম্প্রীতি ও সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখেছি। এবং তার জন্য বিরোধ মীমাংসায় আমরা সকল শরিকী দলের আন্তরিক যোগাযোগ দাবি করেছি। সকল শরিক দলের সঙ্গে আমাদের সেই সম্প্রীতি সম্পর্কের দাবীর সঙ্গে আজ ন্যায়ের দাবী মিলিয়ে সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক আবেদন এই আজুকটী বিরোধের অবসান হোক—সকলের মিলিত চেষ্টায় মুক্তফ্রন্টের আজকের সঙ্কট দূরীকৃত হোক—বেশের দুর্দিনে মুক্তফ্রন্টের আদর্শের মধ্যে সারা ভারতের মানুষ যে পথ পেয়েছিল—সংকট মথিত জীবনের আশ্রয়রূপ সেই পথ আজ অক্ষয় হোক।

—•—

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতার যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

Wanted

A Craft teacher for Bandwan R. N. C. Vidyapith (Higher Secondary School). Apply to the Headmaster on or before 22-2-70. Minimum qualification Higher Secondary Passed and trained in Wood Craft. Salary according to G. A. rule.

Headmaster
R. N. C. Vidyapith, Bandwan
P. O —Bandwan
Dist Purulia
W. Bengal

Government of West Bengal.
Office of the Executive Engineer, P. W. D,
Purulia Division
Purulia.

NOTICE INVITING TENDERS (Abridged)

E. E. P. D. No. 4 of 1969-70 dated Purulia the 6th. Feb. 1970

Scaled tenders are invited by the Executive Engineer, P. W. D., Purulia Division Purulia, from the enlisted contractors of Class I & III as per approved list of P. W. D as well as Construction Board, for the work, construction of New Buildings for Puncha P. S., in the Dist. of Purulia, "Thana Building".

Last date and time limit of receipt of tenders: 24th February 1970 upto 15-00 hours

The tender documents and all other relevant particulars may be seen and had from the office of the Executive Engineer, Purulia Division, P. W. D. Purulia, Assistant Engineer, Purulia/Raghunathpur Sub-division, Purulia and Raghunathpur, during the office hours of all working days.

No tender documents shall in any case be issued on the last date of receipt of tenders.

Intending tenderers will have to produce valid certificate of upto-date clearance of Income Tax and Sales Tax for being entitled to receive tender documents for the works.

রাঁচীতে বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মেলন

বিহার বেঙ্গলী এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশন এই বংসর রাঁচীতে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পাটনার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ এম, এম, ঘোষাল সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ঘোষাল তাঁর অভিভাষণে দুঃখের সঙ্গে বলেন যে বিগত বিশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসন এক জাতি, এক বেশের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সম্মেলনে এসোসিয়েসনের ১৯৬৯ সনের বার্ষিক রিপোর্ট মাথা ও সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ সরকার বিগত কয়েকটি অধিবেশনের নয় দফা দাবী ওছায় উল্লেখ করে বলেন যে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিহারবাসী বাঙ্গালী সাধারণের যে সব অভাব অভিযোগ আছে তার মধ্যে একটা হোল অনশনের নিরপেক্ষতা ও সুচিন্তার না পাওয়া।

—•—

Regd No C—4200
Phone No—175

মুক্তি

C. R. No—2539/57



অনুষ্ঠান সূচী

আলোচনা সভা
স্থান ..... আলোচনা সভামণ্ডপ (মেলা প্রাঙ্গণ)

২২শে ফেব্রুয়ারী
বেলা ২টা
পুরুলিয়া পরিচিতি
পুরুলিয়া জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ, লোক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা।

এই আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করবেন—অধ্যাপক শ্রীনির্মল কুমার বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীঅনিল ঘোষ প্রমুখ সুধী।

বৈকাল ৪-৩০ মিঃ
লোক সঙ্গীতের আসর : ঝুমুর, টুসু, ভাদুবাউল, সাঁওতালী, আখাইজা, জাওয়া প্রভৃতি লোকসঙ্গীত।

২৩শে ফেব্রুয়ারী
সকাল ৯টা
পুরুলিয়া পরিচিতি (২য় অধিবেশন)

২৩শে ফেব্রুয়ারী
বেলা ১১-৩০ মিঃ
কৃষি :
মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন এবং সরকারী কৃষি-বিশেষজ্ঞেরা অংশ গ্রহণ করবেন।

বেলা ৪-০০ মিঃ
গান্ধী-লেনিন :
মানব-মুক্তি সাধনার মহান সাধক এই দুই যুগ-মানবের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হচ্ছে। তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশেষ আলোচনা সভায় গান্ধীবাদী ও মার্ক্সবাদী দর্শনে রূপায়িত অধ্যাপক শ্রীনির্মল কুমার বসু, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্রীনবহরি কবিরাজ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীগৌতম অট্টোপাধ্যায় শ্রীমনকুমার সেন প্রমুখ মনীষিবর্গ অংশ গ্রহণ করবেন।

বৈকাল ৫-৩০ মিঃ
লোক নৃত্যের আসর :
ছৌ, নাটুয়া, দাঁড়শাল, সাঁওতালী নাচনী, ঘোড়ানাচ, করম প্রভৃতি লোকনৃত্যাদি পরিবেশিত হবে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী
সকাল ৯ ঘটিকা
গান্ধী-লেনিন (২য় অধিবেশন)

২৫শে ফেব্রুয়ারী
বেলা ১১-৩০ মিঃ
সমবায় ও সেচ
সমবায় ও সেচ মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক মহোদয় এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন এবং সরকারী ও বেসরকারী সমবায়িগণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। সেচ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ জেলার সেচ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

বেলা ২-৩০ মিঃ
শিল্প :
এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী শ্রীসন্তু ঘোষ এবং সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞগণ এই আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করবেন।

পুরুলিয়া মেলা ও আমাদের বক্তব্য

আমি এবারে ১২।১।৭০ তারিখে পুরুলিয়া ফিরে এলে, আমাদের সংঘের কয়েকজন আমাকে বলেন যে, পুরুলিয়া মেলা সম্পর্কে অনেকে বিশেষ অভিযোগ করছেন এবং তাঁরা অবশ্যই আমরা এই মেলার সঙ্গে কোন জড়িত আছি—জিজ্ঞেস করছেন। এখানে এসে মুক্তির জন্য তিনজনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পত্রও দেখলাম। তাতে বহু অভিযোগ করা হয়েছে। ঐ পত্রটিতে স্বাক্ষরকারীদের ঠিকানা দেওয়া হয় নি। সেজন্য ঐ পত্রটি মুক্তিতে দিচ্ছি না।

যে সব অভিযোগ উঠছে—মোটামুটি এখানে আমি ঐ বিষয়ের বিবরণ দিচ্ছি। এই বিবরণ দেবার আগে এক কথা আমি বলে নিই। সেটা হচ্ছে এই যে, পুরুলিয়া মেলা সম্পর্কে কি ঘটছে—সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। কারণ, কিছুদিন ধ'রে নানা কারণে আমাকে কলকাতায় খুব বেশী সময় থাকতে হচ্ছে ব'লে আমি এখানের মেলা সম্পর্কে এই মেলা কমিটিতে সভ্য হ'য়েও একটিও কমিটি বৈঠকে উপস্থিত হতে পারি নি। সেজন্য অভিযোগগুলির বিষয়ে আমার নিজের পক্ষে কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ সবের উত্তর মেলার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁরা দিতে পারবেন। কিন্তু যে অভিযোগগুলি এসেছে—সেগুলি সঠিক তথ্যসহ নয় ব'লে সঠিক তথ্য সহ অভিযোগ না পাওয়া পর্যন্ত উত্তর দেওয়াও তাঁদের পক্ষে অসুবিধে ঘটবে। যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা এই :—

১) মেলার জন্য চাঁদা সংগ্রহে জুলুম করা হয়েছে। কংগ্রেসী আমলের মত যুক্তফ্রন্ট আমলেও শাসন ক্ষমতার চাপ দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

২) কমিটির কার্যধারা দেখে মনে হচ্ছে—এই মেলা কংগ্রেসী আমলের মত কিছু লোকের ফূর্তি আমোদের আড্ডা জমানো হবে—এবং টাকা অসমীচীনভাবে ওড়ানো হবে।

৩) মেলাটা কার্নিভ্যালের চাইতে চলেছে।

৪) কয়েকজন অনাহূত লোককে কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

৬) আমি কেন এই কমিটির সঙ্গে জড়িত আছি—তাঁরা জানতে চান।

এই সমস্ত অভিযোগগুলি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সহ পত্র দিতে অভিযোগ কারীদের অনুরোধ করছি। সংঘের বহু লোক নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে—তাঁরা সকলে নিশ্চয়ই ঐ অভিযোগের জবাব দেবেন। অভিযোগগুলি বিষয়ে উপযুক্ত তথ্যসহ উত্তর পেলে জানাবো—আমরা কেন এর সঙ্গে জড়িত আছি। ১৩।২।৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

শ্রীবামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৮ম-৯ম সংখ্যা

সোমবার ২রা মার্চ '৭০
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

মাতৃভাষার মর্য্যাদার সংগ্রামে নির্ভীক মানভূম নূতন সংগ্রামের শপথে স্মরণ করছে ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ববাংলাকে।



বিহারের মানভূম অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে রিলিফ ব্যবস্থার জন্য সঙ্ঘসচিবের তার

ইতিপূর্বে মুক্তিতে বিহারের মানভূম অঞ্চল ইচাগড়, নিমডি, পটমদা, চাক্লিয়া ব্লকে যে গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আকারে পরিণত হয়েছে—তার কথা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এই সব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দর্শনে ভারতের আকাশ বাণী করেছে যে, ঐ সব অঞ্চল থেকে হাজার হাজার গ্রামবাসী শিল্পাঞ্চলে চলে যাচ্ছেন। ঐ সব অঞ্চলের নিরুদ্দেশ রিপোর্টগুলির বিবরণ দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, কিছুদিনের মধ্যে দ্রুত কি ভয়ঙ্কর সংখ্যায় কর্মহীন গ্রামবাসীরা বিদেশ কতকগুলি শিল্পাঞ্চলের উদ্দেশ্যে ট্রেকিং করেছেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিহারে সঙ্গীসভা গঠিত হওয়ার পরদিনই অর্থাৎ ১৯ই ফেব্রুয়ারী লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা রাইকে তারবার্তা প্রেরণ করে জানান যে, বিহারবিস্তৃত মানভূমের এই অঞ্চলগুলির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি অবিলম্বে প্রতিবিধান ব্যবস্থা না করলে অবস্থা বিপজ্জনক হবে। তিনি ঐ তারবার্তায় আরো জানান যে, আপনারা সঙ্ঘ এক গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কর্তব্যভার নিয়েছেন—আজ আর্ত মানবতার ত্রাণ কাজে আপনাদের ডাক পড়েছে—স্বাধীন ভারতের ভাগ্য অনুরোধ করি।

লোক সেবক সংঘের সচিব অরুণ তারবার্তা প্রেরণ করেন—আরো এটি দলকে যাঁরা বুধাময়ী শ্রীদারোগা রাই এর দলকে (অর্থাৎ শাসন অধিষ্ঠিত কংগ্রেসকে) মন্ত্রী মণ্ডলী গঠনে সহায়তা দিয়েছেন। এই এটি দল যথা—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বিহার শাখা, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল বিহার শাখা, ভারতীয় ঝাড়খণ্ড বিহার শাখা, ভারতীয় ক্রান্তি দল বিহার শাখা ও শোষিত দল বিহার।

লোক সেবক সংঘের সচিব পুনরায় ২১শে ফেব্রুয়ারী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও উপরোক্ত এটি দলকে তারবার্তা প্রেরণ ক'রে ঐ সব অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে অনুরোধ করেন। লোক সেবক সংঘের সচিবের অনুরোধে নিম্নে লোক সেবাভবনের পরিচালক নিমন্ত্রিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী এক বৈঠকে ঐ সব অঞ্চলের বিশিষ্ট কর্মীদের ও অগ্রণী ন গঠিত-দের এক বৈঠকে মিলিত হন। লোক সেবক সংঘের সচিব ঐ বৈঠকে যোগদান করেন। সমবেত কর্মীরা ও অগ্রণী ব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষের সংক্টজনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। বিহার রাজ্যপাল সহ সরকারী কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘ দিন থেকে এ সম্পর্কে বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোনো কিছু সাড়া না পাওয়ায় এবং জনগণ অন্যান্য বিপন্ন ও বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের গণ-আন্দোলনের যে প্রকৃতি চলছিল—সে সম্পর্কেও পরিস্থিতি আলোচিত হয়। তাতে স্থির হয় যে, নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হওয়ার, সেই সরকারকে দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করা ও তাঁদের এ সম্পর্কে কাজ করতে সুযোগ দেওয়া উচিত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গণ-আন্দোলনের কর্মীরা বসিত রাখা হয়। লোক সেবক সংঘের পক্ষে লোক

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জেলা-স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও রিলিফ বিভাগ

জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে আমি কয়েক দিন পূর্বে মাননীয় রিলিফ মন্ত্রী জনাব আবদুর রেজাক খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জেলার বর্তমান খাদ্যের অনটন, কাজের অভাব এবং লোকের বেশী কম ক্রয়ক্ষমতাজনিত অন্ন যে শোচনীয় পরিস্থিতি হয়েছে—তার কথা বলি। ব্যাপক টি, আর, এর কাজ এবং টি, আর, বাড়াবার কথা বলি। রিলিফ মন্ত্রী বলেন যে, আপনারা তো জেলার এ বৎসরের সংকটের কথা আগেও বলেছেন—আমি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করছি। টি, আর, এর কাজ আপনারা বেশী ক'রে করার পরিকল্পনা করুন—ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাফে কাজ বাড়িয়ে যেতে বলুন—আমি তার ব্যবস্থা করব। গত বৎসর আপনাদের চাহিদামত ব্যবস্থা করতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত। এবারে আপনাদের কাজের অসুবিধে যাতে না হয়—আমি দেখব।

টি, আর বিষয়ে বলেন যে, টি, আর বিষয়ে বার্ষিক টাকা কম আছে। সেজন্য এ বিষয়ে প্রয়োজনমত ভালভাবে ব্যবস্থা করতে পারবো ব'লে মনে হচ্ছে না। তবে অন্য জেলার তুলনায় আপনাদের জেলার টি, আর এ টাকা বেশী দেবার চেষ্টা করছি—যাতে টি, আর আপনারা আর কিছুটা বাড়াতে পারেন।

আশা করি নীঘ্র মধ্যে জেলার ডেপুটী কমিশনার এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটিরও যথাসত্ত্ব বৈঠক অনুষ্ঠিত ক'রে সরকারী এ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান করবেন।

জেলার বিভিন্ন দিকে বিশেষ ক'রে সাঁতুড়ি, নিতুরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি থানার যথাসত্ত্ব সত্বর সহায়তা পৌঁছানো দরকার।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

জনসংঘের সঙ্গে সিন্ডিকেটী জোট

সিন্ডিকেটী সঙ্গী কংগ্রেসী সভাপতি নিজলিঙ্গায়া নয়াদিল্লীতে যে মত করেন যে কম্যুনিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট ঘেঁষা দলগুলোকে ক্ষমতার আসন থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট কংগ্রেস জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে দ্বিধা করবে না। নিজলিঙ্গায়া আরও অভিযোগ করেন যে কংগ্রেসের ভাঙন সৃষ্টিতে মোরারজী ইন্দিরাজীর অনুচর হয়ে আছে—আর উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে রাজ্যপালেরা অন্যায়ভাবে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেস বা তার সমর্থক দলকে মন্ত্রীসভা গঠনের অন্যায় সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে রাজ্যপালেরা পক্ষ-মর্য্যাদার অপব্যবহার করেছেন।

সম্পাদকীয়

যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা!

যুগের হাওয়া বদল হবার সূচনা দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে। দেশ স্বাধীনতা লাভের বিশ বৎসর পরে চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে যুগ পরিবর্ত্তনের প্রথম লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারীরূপে কংগ্রেস সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সমন্বয়ে কংগ্রেসী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সাধারণ মানুষ প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসী ঐতিহ্য ও তার সংগ্রামী সত্তার মোহে আবিষ্ট হয়ে কংগ্রেসের উপর অন্ধ-বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভারতবর্ষে কংগ্রেসের বিকল্প কোনও শক্তির উদ্ভব বা সম্ভাবনাকে কেবল সন্দেহের চক্ষেই নয়—অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে। দেশের প্রগতিশীল ও সংগ্রামী রাজনৈতিক সংস্থাগুলির সাংগঠনিক দুর্ব্বলতা, পরমত অসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বিরোধ এবং সর্ব্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত উপাদানের অভাব কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের দ্বিধা ও সংশয় ঘনীভূত করে। এই প্রতিক্রিয়াকে বিভিন্ন মত, পথ ও আঙ্গিকের অন্তর্দ্বন্দ্বকারী প্রগতিশীল ফ্রন্ট সাম্যবাদী ও বৃহৎ বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক সংস্থার সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বনিম্ন কার্য্যক্রমের ভিত্তিতে ছোট বড়ন ও কংগ্রেসের বিকল্প শক্তিরূপে আবির্ভাব—দেশের রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভারতের রাজনীতিতে চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের এটি হোল অভাবনীয় অবদান।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে কংগ্রেসের নিশ্চিত এবং ক্রমিক অপসারণ যে শূণ্যতার সৃষ্টি করে চলেছে তা পূরণের জন্য প্রগতিপন্থী শক্তিগুলি যেমন ছোট বড়ন করার চেষ্টা করছে অন্তরূপভাবে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিও ফুটা নৌকার মত কংগ্রেসকে ত্যাগ করে বিকল্প সংগঠন গড়ে তুলে কংগ্রেসের শূণ্যস্থান পূরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। অন্য দিকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় মরীয়া হয়ে আত্ম-বঞ্চনের উদ্যানকে তীব্রতর করে তুলছে এবং কংগ্রেসের অবক্ষয়কে উগ্রতর ও ত্বরান্বিত করছে। জেলায় জেলায়, রাজ্যে রাজ্যে এবং সর্ব্ব-ভারতীয় স্তরে বিরোধ, বিসম্বাদ ও অসন্তোষ উৎকটভাবে আত্ম প্রকাশ করে পরিস্থিতি ও পরিবেশ খুবই জটীল অনিশ্চিত ও সংঘাতময় করে তুলেছে।

দেশের এই পরিস্থিতি যুগ পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করলেও—সেই পরিবর্ত্তন কোন মুখী হবে তা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। কারণ ভারতের যে সকল রাজ্যে অকংগ্রেসী বিকল্প সরকার গঠিত হয়েছে-তাদের সকলের রূপ ও চরিত্র এক নয়। দ্বিতীয়তঃ, এদের এক রাজ্যে কংগ্রেসের বিকল্প শক্তিসমূহ যুক্তফ্রন্ট, সংযুক্ত বিধায়ক দল বা গুবিধাবাদী কোয়ালিশন সরকারের শ্রেণী চরিত্রের বিশ্লেষণের কথা বাদ দিলেও পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিভূমী এখণ্ড দুর্বল যে এদের স্থায়িত্ব ও স্থিরতা সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না। তৃতীয়তঃ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে বিধ্বস্ত কংগ্রেসও এক পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হয়েছে—কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কতদূর সুদূরপ্রসারী সেটাই বিবেচ্য। প্রকাশ্যতঃ দ্বিধা বিভক্ত কংগ্রেসের সিন্ডিকেটপন্থীরা চরম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবপন্ন এবং কায়েমীস্বার্থের ধারক, বাহক ও পোষক। অন্যদিকে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসীরা প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের বড় বড় কথা বললেও তাঁদের সমাজতন্ত্র সর্বশোষণমুক্ত সমাজ ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে—তা কারও অজানা নেই। কিন্তু এই প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের বুলি দ্বারা হয়ত এখনও কিছুকাল তাঁরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করবেন।

এই যুগ পরিবর্ত্তনের মুখে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হোল পরিবর্ত্তন প্রগতিমূলক হবে, না, প্রতিক্রিয়াশীল হবে। কারণ প্রগতির ধারক বিভিন্ন বামপন্থী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রগতিপন্থী শক্তিগুলি বহুধা বিভক্ত। রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হয়ে এই শক্তিগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে চলেছে। সদ্বন্দ্বত ও সদ্বনি কার্য্যক্রমকে বাস্তবে রূপদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েও এই শক্তি ছোট আত্ম-কলহের জন্য তা পালন করতে সক্ষম হয়ে উঠছেন না। বিপল জনসমর্থন ও জন সংগঠন এই মিলিত শক্তিগুলির পশ্চাতে থাকলেও—তাতে এই সুযোগে ফাটল ধরাবার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থাগুলির পশ্চাতে ব্যাপক জন সমর্থন না থাকলেও তাদের সাংগঠনিক বুনিয়াদ দৃঢ়তর করে এবং কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বামপন্থী শক্তিগুলির ঐ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই পরিবর্ত্তনশীল যুগকে প্রতিক্রিয়াশীলতার পথে নিয়ে যাবার সুদূর প্রসারী চেষ্টা চলছে।

ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে নিয়ে যাবার যে প্রচেষ্টা কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা করে চলেছে—সেটা ব্যর্থ তখনই হতে পারে যখন দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে এই সম্ভাব্য বিপদ প্রতিরোধে সর্বপ্রযত্নে সচেষ্ট হবেন। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উপেক্ষা করে বা তার সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করে বিপদ এড়ানো যায় না বরং বিপদ আরও ঘনীভূত হবার সুযোগ পায়। সেইজন্য আজ দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে আত্মকলহের ত্রুটি ও দৌর্ব্বল্য কাটিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের সার্থক মোকাবেলা করার জন্য পূর্ণভাবে তৈরী হতে হবে।

অ, চ

একুশে ফেব্রুয়ারী

ভাষা সংগ্রামের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এক স্মরণীয় দিন। প্রতি বৎসর পূর্ব বাংলার অর্দ্ধাংশ পূর্ব পাকিস্তান এই দিনটি বাংলা ভাষার জন্য শহীদ দিবসরূপে পালিত হয়। পাকিস্তানের জন্মী আয়ুবশাহী বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষাভাষি যে প্রচণ্ড রঙ্গমূলক নীতি গ্রহণ করে তার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতী সহ সমগ্র মানুষ যে ভাবে গর্জে উঠে এবং প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে তা আয়ুবের ডিক্টেটরী শাসনের পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বহু ছাত্র ও যুবকের তাজা খুন পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে আত্মাহুতি দিল এবং তার ফলে আন্দোলন এমন দুর্বার হয়ে উঠলো এবং দাবী এরূপ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো যে আয়ুবশাহী নতি স্বীকার করে বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন রাইভাষা রূপে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষারূপে স্বীকৃতিদানে বাধ্য হোল।

পূর্ব বাংলার শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং বাংলা ভাষা রক্ষার এই অবিস্মরণীয় সংগ্রামকে অভিনন্দিত করার জন্য গত কয়েক বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামের সীমান্ত এলাকা কাছাড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

পূর্ব পাকিস্তানের এই ভাষা আন্দোলন মূলতঃ সেখানকার সার্বিক জাতীয় আন্দোলন তথা অস্তিত্বাধানের অঙ্গরূপ। এই ভাষা আন্দোলনকে সম্বল করে পূর্ব বাংলার যে বিরাট গণ অভ্যুত্থান গড়ে উঠেছে এবং অদ্যিগর্ভ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে জন্মী আয়ুবশাহী আজ গদীচ্যুত ও বিতাড়িত এবং তার উত্তরাধিকারী জন্মী শাসন বা স্বাও টনটলায়মান। এতদিন শাসনপ্রাধিকারের নিয় সমস্ত পূর্ব পাকস্তানকে জর্জরিত করে পূর্ব বাংলার মানুষদের আত্মাসন্ধানের প্রয়োগ দেয়নি কিন্তু মাতৃভাষার উপর দমন পীড়ন শুরু হবেই পূর্ব বাংলার মানুষ জেগে উঠলো এবং এই উপলব্ধি করলো যে মুসলমান পরিচয় বা ইসলাম ধর্ম্মীয় পরিচয় তাদের একমাত্র সত্তা নয় ধর্ম্মের আবরণ ভেদ করে তাদের এক জাতীয় সত্তা আছে এবং মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে তারা যে বাঙালী এই বোধ ও উপলব্ধি আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটলো এবং তারই ফলশ্রুতি হোল এই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং এই আন্দোলনকে সূত্র করেই আবার পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সেতু বন্ধন গড়ে উঠছে।

অ, চ

স্থানীয় সংবাদ

চোরের ঘাঁটি আবিষ্কার

সহর পুলিশ সক্রিয় হলে সাম্প্রতিক সকল চুরির সূত্র পাওয়া যাবে।

৭-২-৭০ তারিখে শ্রীকেরাবাদ মন্ডল মালগুজারে যে চুরি হয় সেই প্রসঙ্গে খবর পেয়ে পুলিশ ১৯।২।৭০ তারিখে বেলা ১২ টার সময় অমলীডাঙ্গার বনাই মুখার্জীর দোকানে হাজির হয়। সেখানে বিশ্বম্ভর হাটী ও অনৈক মুটে ৩ টি মহিষের গুপর বিক্রি করতে যায়। পুলিশ মালসহ মুটেটিকে গ্রেপ্তার করে। থানায় প্রকৃত মুটেটির বিবৃতি অনুযায়ী পুলিশ বেলা ১২টা নাগাদ ভোলানাথ বাবু লেনের বাউডয়ল আইরান হাটীরের বাড়ীতে হানা দেয়। সেখান থেকে পুলিশ নিম্নলিখিত জিনিষগুলি উদ্ধার করে।

১। ২০ টিন মর্ষের তেল	টিন সহ ওজন
২। ২২ টিন নারকেল তেল (K. M. মার্কা)	১১ কে, জি
৩। ১ পেটী এ্যালেক্স সাবান	
৪। ৩৫ বান্ডিল টেলিফোনের তার	
৫। ৩৫টি টেলিফোনের ক্রস পস	
৬। ৫১টি টেলিফোনের বল্টু	
৭। ১ টি সাইকেল	
৮ মোটরের স্প্রিংপাতি কতকগুলি	
৯। পুলিশের পোষাক (নকল)	
১০। কালো রংএর প্যান্ট	
১১। ৫ বস্তা তামা ও লোহার ছাঁট (Scrap)	
১২। তালা ভাঙ্গার যন্ত্র	

পুলিশ সনাক্তকরণ হাটী ও তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু বিশ্বম্ভর হাটীকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। তিনি নাকি আত্মগোপন করছেন।

সহরের বহু লোকের দৃঢ় ধারণা এই সূত্র ধরে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হলে পুলিশ বহু বড় বড় চুরির কিনারা করতে পারবে। কিন্তু বিশ্বম্ভর হাটীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ঘাঁটি এবং চোরাই মাল সবে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। চোরাই মাল বিক্রি করতে গিয়ে মুটেটি গ্রেপ্তার হোল—কিন্তু বিশ্বম্ভরকে কেন ধরা হোল না, জনসাধারণ তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

হাটীদের ঘাঁটি থেকে যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে, তাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা যে বিভিন্ন ধরণের বড় বড় চুরি ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার সঙ্গে এই ঘাঁটির নিবিড় যোগ রয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে বিপত্নী দুইডিস প্রবন-কারিণীদের সাতাযোর প্রতারণামূলক আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশ করে ছেলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠানো টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে এই হাটী দর একজন অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। কাজেই এদের প্রতিষ্ঠার হতখানি পরিচয় আমরা জানি, তাতে আমাদের মনে হয় আন্তঃরাজ্য অপরাধীচক্রের সঙ্গে এদের যোগ থাকা বিচিত্র নয়। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে সহর-পুলিশ এ ব্যাপারে উদ্যুক্তভাবে তৎপর হবেন, এটাই আমরা আশা করব। কিন্তু সহর পুলিশের প্রাথমিক তৎপরতার পর পরবর্তী অন্তরের দ্বারা এবং কোন কোন বিষয়ে বৈপরিত্য জনসাধারণের মনে নানা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে।

WANTED

A Lady Graduate Teacher to serve temporary in a leave vacancy for a month or more. Apply immediately.

Sukumar Mukherjee
Secretary.
Santamoyee Girls' High School

ভারতীয় সংবাদ

উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় তাণ্ডব

গত ১৬শে ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশ বিধান সভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রীগোপাল রেড্ডী উদ্বোধনী ভাষণ দিতে উঠলে সংগঠন কংগ্রেস (নিজলিঙ্গাপ্পা-পন্থী), জন সংঘ, এস, এস, সি ও স্বতন্ত্রদলের সদস্যগণ প্রচণ্ড কোলাহল শুরু করেন। এই গণ্ডগোলের মধ্যে রাজ্যপাল মাত্র পাঁচ মিনিটে বক্তৃতা সম্পূর্ণ করে সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে যান। রাজ্যপাল সভাকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র এস-এস-পি দলের নেতা উঠে দাঁড়িয়ে অভিযে গ করেন যে—গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য রাজ্যপালদলে তিনি যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন—সেই শপথকে হত্যা করে তিনি শপথ ভঙ্গ করেছেন।

ভারতে পাক-চীন অস্ত্র সরবরাহ

মহানগরী কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ, হাঙ্গামা-ভাংচুরি, সবিধী সংঘর্ষ, গুলযুদ্ধ ইত্যাদিতে যে সব বিদেশী অস্ত্র, সিসুল, বোম্ব গান, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র বাহুড় হচ্ছে—সেই সমস্ত অস্ত্র লাল চীন ও পাকিস্তান থেকে গোপন পথে ভারতে আসছে—এই তথ্য সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ সম্প্রতি উদ্ঘাটিত করেছে। প্রকাশ উত্তর পূর্ব সীমান্তে নাগা ও মিজোদেরও চীন ও পাকিস্তান এই-ভাবে অস্ত্র সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দান করেছিল।

পাকিস্তানে রুশ অস্ত্র সরবরাহ

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার, ব্যাঙ্কার সেট, বন্দুক, গোলা বারুদ প্রভৃতি সরবরাহ করেছে—তাতে ভারত বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে সোভিয়েট ইউনিয়নকে জানিয়েছে যে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক যোগ সাজস থাকায় পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং এই উদ্বেগজনক সামরিক উন্নতিরও বৃদ্ধি পাবে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়—রণক্ষেত্র

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিজনস্ট্রীট, তারোয়াল, লোহার রড আর বোমা নিয়ে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে দুদল ছাত্রের মধ্যে সোমিলা যুদ্ধ বাধে। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন অফিস ভস্মসাৎ হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরীর সার্সি জানলা বোমার ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়, বহু আসবাবপত্রের বহ্নি উৎসব করা হয় এবং একটি কেন্দ্রের পরীক্ষা পণ্ড হয়। প্রকাশ সন্ধ্যালগ্নে ছাত্রদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের বিরোধ ও দ্বন্দ্বঘট আরম্ভ হয়ে কেন্দ্র করে এই প্রচণ্ড সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

কোলিয়ারী অঞ্চলে শরিকী সংঘর্ষ

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী আসানসোলের বেনাদী কোলিয়ারীতে সি-পি-এম ও সি-পি-আই এর সমর্থকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংর্ষ হয়নে পুলিশকে কয়েক রাউন্ড গুলি চালাতে হয়—ফলে ৩ জন নিহত হয়েছে এবং সংঘর্ষে একজন নিহত হয়। ঘটনায় নিহত সকলেই সি-পি-এমের সমর্থক বলে প্রকাশ। বৈশাখে শ্রীপুর কলিয়ারীতেও এম-এস-পি ও সি-পি-এম সমর্থকদের মধ্যে গুলুতর সংঘর্ষে গুলিতে ৪ জন এবং তীরের আঘাতে ১ জন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন।

পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, ঘটনার দিন সকালে সি-পি-এম সমর্থক প্রায় তিন হাজার লোক বন্দুক, বোমা, লাঠি সোঁটা প্রভৃতি নিয়ে বেনাদী কয়লা খনি ঘিরে ফেলে এবং একদল শ্রমিককে আক্রমণ করে। এই কলিয়ারীর শ্রমিক ইউনিয়ন সি-পি-আই গঠন করে নেবার পর থেকে সি-পি এমের সঙ্গে বিরোধ সুরু হয় এবং শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করে। এই আদেশ বলবৎ থাকা অবস্থায় উপরোক্ত ঘটনা ঘটে।

যুক্তফ্রন্টের বৈঠক ঃ বোঝাপড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার যুক্তফ্রন্টের বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক বি, পি, আই-এর অফিসে সন্ধ্যে ৬টায় অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত শরিকদলের প্রতিনিধিরাই যোগদান করেন।

আলোচ্য বিষয় ছিল—(১) শরিকী বিবাদ মেটানোর এবং শরিকদের পক্ষ থেকে অগ্রিম হিসাবযুক্ত কাজের পূর্ণ অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য কর্মধারা নির্ধারণ করা। (২) এই উদ্দেশ্যে এম, ইউ, সি, রচিত একটি কর্মধারার খসড়ার ওপর আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (৩) প্রত্যেক মন্ত্রী দপ্তরের সঙ্গে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা। (৪) ব্লক পর্যায়ে ফ্রন্ট কমিটি গঠন করা। (৫) শরিকদলগুলির পক্ষ থেকে সভা শোভাযাত্রার অস্ত্র দি সঙ্গে না রাখা। (৬) থানা পুলিশের কাজে তদারক করতে ও পরামর্শ দান করতে কমিটি গঠন করা। (৭) যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্তসমূহ শরিক দলগুলির সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে হবে, না, সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে হবে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে ফ্রন্টে বৈঠকে বহু আলোচনা হয়। সকল শরিকদলের প্রতিনিধি নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সব বিষয়ে সংবাদপত্রে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বহু সময়ে সঠিক তথ্যাদি না থাকায় আমরা যেখেছি আমাদের বক্তব্য ঠিক মতো জানান হয় নি। সেজন্য এই বৈঠকে সংঘের পক্ষে যা আমরা অভিমত ব্যক্ত করি তা এই। প্রয়াত শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এবং আমি এই বৈঠকে সংঘের প্রতিনিধি ছিলাম এবং দুজনেই আলোচনায় আমাদের বক্তব্য রাখি। আমরা ঐ বিষয়গুলির ওপরে আমাদের পক্ষ থেকে যে বক্তব্যসমূহ রেখেছি তা এই :—

শরিকী বিবাদ ও সংঘর্ষ মেটানোর কর্মধারা

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই ছিল যে, আমরা প্রত্যেকেই যখন এই সোদ্যোগের পূর্ণ অবসান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছি ও করছি—তখন আগামী কাল থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ দলকে প্রতিনিবৃত্ত করুন। আন্তরিকভাবে এই ব্যবস্থা করলেও দু চার জায়গায় অবুঝ গোলমাল হয়ে যেতে পারে—যা পরিস্থিতি হয়েছে। সেজন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া হোক—এর মধ্যে প্রত্যেক দলের মিত্রস্থ স্তরের পর্যন্ত কর্মী ও অনুগামীদের পূর্ণ-রূপে নিবৃত্ত করতে এবং শরিক দলগুলি যেন ঐ কার্যকাল মধ্যে একযোগে কাজের মনোভাবে তৈরী হয়ে যেতে পারেন। এ সম্পর্কে আমরা নিম্নিখিত কার্যধারাও দিয়েছি। আমরা আরো বলেছি যে, ফ্রন্ট এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন যে, সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে এই সংকল্প পালন করছেন কিনা অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে কেউ লঙ্ঘন করছেন কি না।

এম, ইউ, সির রচিত কর্মধারা

এ বিষয়ে আমরা বলি যে, ফ্রন্টের কার্যধারা শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত যাতে হয়—সেই উদ্দেশ্যে এম, ইউ, সির রচিত কর্মধারাটি একটি ভাল পদক্ষেপ। এটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার জন্য আমরা সমর্থন জানাচ্ছি এবং এর ভিত্তিধারার আলোকে বাস্তব কার্যোপযোগী উপযোগী ক'রে একটি গঠন ধারা অবিলম্বে রচিত করা হোক, এবং এই বিষয়টি বিবেচনা ক'রে ফ্রন্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য একটি সাব কমিটি ঐ বৈঠকেই গঠিত করা হোক।

প্রত্যেক মন্ত্রী দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শদাতা কমিটি

মন্ত্রী দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শদাতা কমিটি আমরা গোড়া থেকে সমর্থন করে এসেছি। এই বৈঠকেও আমরা তা সমর্থন করি।

ব্লক পর্যায়ে ফ্রন্ট কমিটি গঠন

এ বিষয়ে বিধির ব্যবহারিক অসুবিধে থাকলেও আমরা বরাবরই ব্লক পর্যায়ে কমিটি গঠনের পক্ষপাতি ছিলাম। এই বৈঠকেও তা সমর্থন করি।

সভা শোভাযাত্রায় অস্ত্রাদি সম্পর্কে

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সভা শোভাযাত্রা অসুশৃঙ্খল প্রদর্শনের যে প্রতিযোগিতা কিছু দিন থেকে চলছে—আমরা তা বন্ধ করতে বহু দিন থেকেই সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি। প্রত্যেক শরিক দল অবিলম্বে নিজ নিজ দলকে এ সম্পর্কে নিরস্ত্র করুন পূর্ব থেকেই আমাদের অভিমত ছিল।

থানা পুলিশের কাজে তদারকী—পরামর্শদাতা কমিটি

থানা পুলিসের কাজ তদারক করতে ও সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে প্রতি জেলার প্রতি থানায় এই কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যাঁরা পক্ষে তাঁরা এই ব্যবস্থা না করার কুফলের কথা বলেছেন—যাঁরা এর বিপক্ষে তাঁরা এই ব্যবস্থার প্রবর্তনে কি কি অসুবিধে ঘটবে তা বলেছেন—আমরা বলেছি—এর প্রবর্তনে যে সব অসুবিধে আছে তা সত্ত্বেও, এর এর প্রবর্তনে বিশেষ সুবিধাজনক যে সব দিক আছে তা সত্ত্বেও—নীতিগত ভাবে আমরা এই কার্যধারার সমর্থন করি ও অ-সংঘকে এই কিভিত্তি হাজির তৈরী ক'রে তুলতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফ্রন্ট ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ এখনই এটার জন্য জানী না জানিয়ে সময় নেওয়া উচিত। এবং সেই সময়ের মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি—যাঁরা আজ এই ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারছেন না—তাঁদের সমর্থন আমরা পাবো বিশ্বাস করি। সেজন্য এই ব্যবস্থা আমাদের কাছ থেকে আপাততঃ স্থগিত রাখতে বলেছি।

মুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্ত কোন্ ধারায় চলবে

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময়ে এই নীতি লিখিতভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যে, ফ্রন্টের সমস্ত কাজ কর্ম শরিকদলের মিলিত পরামর্শ ও সিদ্ধান্তে পরিচালিত হবে। ইদানীং ফ্রন্টের কয়েকটি বৈ বথা তোলেন যে, এই ব্যবস্থা খানার পরিবর্তন ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যে, ফ্রন্টের কার্যধারা সমূহ সংখ্যা গরিষ্ঠের অভিমতে পরিচালিত হবে। কিছু দল এর বিশেষ ঘোর আপত্তি করেন। এ, ইউ, সি তাঁদের ফরমুলায় এই প্রস্তাব রাখেন যে সমস্ত নীতিগত বিষয়গুলি সকলের পরামর্শে পুনীত হবে। আর কার্যধারায় বিষয়গুলি সংখ্যাবিক্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। আমরা এম, ইউ, সির এই প্রস্তাব সমর্থন করে তার সঙ্গে একটি কথা রাখি যে, নীতিগত বিষয় ও কর্মধারা ব্যবস্থার সম্পর্ক মোটামুটি একটা ধারণা সম্মিলিতভাবে ঠিক করে রাখা উচিৎ হবে—না হলে পরে এ সম্পর্কে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

ফ্রন্টের এই বৈঠকে আলোচনের কার্যধারা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে—কোনো ব্যাপারে কি থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন আছে তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে নেওয়া সম্ভব হয় নি। এই বৈঠক আলোচনের পর বহু পরিবারে উজ্জ্বল করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণের মধ্যে যাহারা বর্তমান ফেব্রুয়ারী এবং আগামী মার্চ মাসের দরুণ কলেজ-বাস ভাড়া দিয়াছে তাহাদিগকে জানান যাইতেছে যে উপরি উক্ত দুই মাসের বাস ভাড়া কলেজ হইতে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে এবং ২৮শে মার্চ '৭০ তারিখে ফেরৎ দেওয়া হইবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট রসিদ আগামী ১৭ই মার্চ তারিখের মধ্যে ছাত্রীগণকে কলেজ অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

প্রিন্সিপ্যাল,
নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলার চাষ ও ভূমি প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(সমরেন্দ্রনাথ ওঝা, এম, এল, এ)

১। মিঃ বি, কে গোখেলের মানভূম সেটেলমেন্ট রিপোর্ট (১৯১৮-২৪) থেকে এই বিধানীয় সংখ্যাগুলি নেওয়া হয়েছে। এখনকার পুরুলিয়া সে সময়ের সদর মহকুমার একটি অংশমাত্র। এবং তার পরিমাণ বছরে কিছু কিছু পরিবর্তনশ ঘটছে নিশ্চয়ই। তবু উক্ত সংখ্যাগুলি পুরুলিয়া জেলার ভূমি ও চাষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভালভাবেই দেখিয়ে দেবে এবং বাংলা দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তুলনায় পার্থক্যগুলি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে।

২। পুরুলিয়া জেলা একটি মালভূমি আর সেই মতোই এখানে রয়েছে উঁচু নীচু জমি, জঙ্গল, পাহাড় ও ছোট ছোট নদী। চাষ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। বৃষ্টির বাৎসরিক মোট পরিমাণ ও চাষের সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ-এই উভয় দিক দিয়েই বিভিন্ন বৎসরে ও জেলার বিভিন্ন অংশে যে পার্থক্য দুই হয়। রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯১২ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত বছরে বৃষ্টির গড় পরিমাণ প্রায় ৫১ ইঞ্চি ধরে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল ৩৩'৩২ ও সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৭১'০৭ ইঞ্চি। চাষের প্রধান ফসল আমনী—এবে জুলাই ও সেপ্টেম্বর দুই সময়েই প্রচুর বৃষ্টির প্রয়োজন। তার পরেই স্থান ভাদই ফসলের—যদি ফসলের চাষ মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। সদর মহকুমার মোট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল মোট আয়তনের শতকরা ৫৮ ভাগ।

৩। আবাদী জমিগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধানী জমি ও গোড়া জমি। ধানী ও গোড়া জমির শতকরা অনুপাত নির্ধারিত হইয়াছিল—৬০:৪০। ধানী জমিগুলির আবার তিনটি শ্রেণী—প্রথম শ্রেণী (বহাল, দ্বিতীয় শ্রেণী (কানালি) ও তৃতীয় শ্রেণী (বাইদ)। ইহাদের কমাঙ্কসমূহে শতকরা হার ৭, ১০ ও ৪০। জমির উঁচু নীচু প্রকৃতির দৃষ্টিতে সাধারণতঃ বহালগুলির অবস্থান সর্বাপেক্ষা নীচু স্তরে, বাইদগুলি রোল ধানীজমির সর্বোচ্চ স্তর এবং মাঝামাঝি স্তরে থাকে কানালি জমি। এরও উচু স্তরে ক্রমশঃ আবাদী (গোড়া) ও অনাবাদী (ডাঙ্গা) জমিগুলি অবস্থিত। এর আগেকার সেটেলমেন্টের মাপে গোড়া জমিগুলিও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল —গোড়া এক (৩½), গোড়া দুই (৬½) ও গোড়া তিন (৩½)। তৃতীয় শ্রেণীর গোড়া জমিগুলিতে সাধারণতঃ তিন বছরে এ একবার আবাদ করা হয় ও পরে পতিত রাখা হয় উর্বরতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে। এবারের বিভিন্নমান সেটেলমেন্টে তিন শ্রেণীর গোড়া জমির পার্থক্য গণ্য করা হয় নাই।

৪। কাজেই পুরুলিয়া প্রধানতঃ এক ফসলী অর্থাৎ একটি ধানোৎপাদক অঞ্চল। পরের ফসল তুলা। তার পরে আসে অড়হর, মাড়া, নানাবিধ ডাল ও তৈলবীজ জাতীয় শস্য প্রভৃতি। ব্যাপকভাবে ফসল কেটে নদীকার পর রিপোর্টে ধান্যোৎপাদনের একটি সাধারণ গড় হিসাব নির্ধারিত হয়েছিল প্রতি একর বহালে ২৭ মণ, কানালিতে ১৭ মণ ও বাইদ জমিতে ৯ মণ (একনে)। এটাও লক্ষ্য করা হয়েছিল যে এই সাধারণ হিসাব থেকে বিভিন্ন বৎসরে যে পার্থক্য দেখা যায় তার পরিমাণ সবচেয়ে কম বহালে (২৫%), কানালিতে (৪০%) ও সবচেয়ে বেশী বাইদ জমিতে (১০০%)। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমগ্র জেলায় সমস্ত রকম উৎপাদনের হিসাবে দেখা যায়—জমিবাবদে খাস চাষের অংশ শতকরা ১৬ ভাগ, তারা যে খাজনা পায় মুনাফাসমেত তার অংশ ৫ ভাগ—মোট শতকরা ২১ ভাগ পায় জমিদারেরা।—দ্বিতীয়ার্ধ রাইয়তেরা সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৭৯ ভাগ ভোগ করে (পাকামো জেলায় ইহাদের ভাগ ৫০-এর নীচে)। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উৎপাদন ও চাষ খরচের সব হিসাবগুলি বিবেচনা করে—খাজনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ধানী ও গোড়া জমির সমস্ত শ্রেণীগুলির পারস্পরিক মূল্যমান নির্ধারিত হয়েছিল যথাক্রমে ২৪:১৫:১০:১২:৪:১। রিপোর্টে পতিত ভাঙ্গার জন্য কোন পৃথক খাজনার হার পরিলক্ষিত হয় না।

৫। বর্তমানে বাংলার জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রবর্তনের পর রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে আলোচিত জেলার ভূমি ব্যবস্থার বৈচিত্র্যগুলির আর বিশেষ গুরুত্ব নাই। যাহা হউক, নিম্নলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি প্রথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

৬) এখন টাকা খাজনার বন্দোবস্ত নিলে রাইয়ত সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়বার স্বত্ব লাভ করত—এই ছিল জেলার সর্বসম্মত প্রথা। যেখানে খাজনা ছিল উৎপন্ন দ্রব্য অথবা কুতভাগীদার সেখানে কিন্তু জমি বন্দোবস্ত নিলে কোনও স্থায়ী স্বত্ব পেত না।

খ) পতিত জমি আবাদযোগ্য করবার উদ্দেশ্যে নয়াবাদী বন্দোবস্ত দেওয়া কোন নামমাত্র সেলামী ও খাজনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ঐ সময় গতে নূতন করে খাজনা ধার্য হোত আবাদী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে তবে পরিপ্রম ও খরচের জন্য রাইয়ত খাজনার হারে প্রতি টাকায় ছয় আনা হিসাবে স্থায়ী ছাড় পেত।

গ) পতিত জমি থেকে ধানী জমি তৈয়ার করলে রাইয়ত তিন বছর ধান চাষের পর স্থায়ী কোরফার স্বত্ব লাভ করত।

ঘ) অনবরে গোড়া জমি চাষ করলে চাষীকে সেই বৎসরের জন্য "নজর ওয়" হিসাবে জমির মালিককে কীজের সমপরিমাণ ফসল দিতে হোত। এই রীতি এখনও প্রচলিত রয়েছে।

৬। পুরুষ সেটেলমেন্টের সময় দেখা গিয়েছিল যে জেলার শতকরা ৪০ ভাগ জমির কিছু বেশী পতিত ও অনাবাদ (জঙ্গল-সহ) ছিল। রিপোর্টে প্রকৃত হিসাবগুলি বহুভূম ও পাতকুম অঞ্চল ছাড়া সদর মহকুমার অনাবাদী জমি (আবাদ যোগ্য জঙ্গলসহ) ছিল সমগ্র আয়তনের শতকরা ২০ ভাগ এবং আবাদ যোগ্য অথচ অনাবাদী (আবাদযোগ্য জঙ্গলসহ) জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ১২ ভাগ। সদর মহকুমার মোট ৪২২ বর্গ মাইল জঙ্গল রেকর্ড ভুক্ত করা হয়েছিল এবং মন্তব্য করা হয়েছিল যে মূল্যবান জঙ্গলের মধ্যেমাত্রই অক্ষিত ছিল তখন পর্যন্ত। এখন জঙ্গলের পরিমাণ আরও কমেছে—কারণগুলি অবশ্য সকলেরই জানা।

৭। বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, একটিমাত্র ফসল এবং বাইদ জমির প্রাচুর্যের জন্য এই জেলার অন্ত আবাদী ফসলের উৎপাদনও কতটা অনিশ্চিত তা বুঝা যাবে। রিপোর্টে লেখা হয়েছে,—"এরূপ সত্ত্বেও যে মানকুমে দুর্ভিক্ষ ঘটে নি তার কারণ কেবল লাক্ষা ও কয়লা শিল্পগুলি।" কাক্ষা শিল্প বহু দিন যাবৎ মৃতপ্রায় ও বাস্তবক্ষেত্রে কয়লাখনি। যাবধান পূর্বে হয়ে গেছে পুরুলিয়া থেকে ও কয়লা শিল্পও ব্যবসাক্ষেত্রে সাধারণ মন্দার কবলে পড়েছে। ফলে এদিকেও কাজ মেলা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এই বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে রেখে কেন পুরুলিয়া জেলার লোকেরও আজ কাল প্রায় স্থায়ী দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

৮। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, এই জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যখনই কমে আসছে এবং সেই জন্যই ফসল উৎপাদন সাধারণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চাষীদের আবাদের অসুবিধা উচ্ছ অমিতে চাষ করতে হচ্ছে—যার উৎপাদন আরও বেশী অনিশ্চিত। কাজেই ব্যক্তিগত জমির সর্বোচ্চ সীমা এবং খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলার জমির বিভিন্ন শ্রেণীগত এবং তাকে অংশকৃত কম উৎপাদ-নীলতার বিষয়গুলি সম্পর্কে তর্ক বিচার বিবেচনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই অবস্থার জন্য কয়েকটি ব্যাপারের সঙ্গে গোড়া জমি শ্রেণীগত বিভাগ অত্যন্ত ওতপ্রোত এবং পতিত জমি অভিপ্রায়ীকে কৃষি জমি অনুকূল করার জেলার লোক বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমান ভূমি সীমার পুনর্বিচার এবং বিভিন্ন স্তরে ক্রমবর্দ্ধমান খাজনা প্রবর্তনের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলেও দেখি সম্পর্কে এই জেলার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে প্রকৃত ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত সাধারণ মানগুলি এই জেলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ-না করে এই সকল বিষয়ে জেলার বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথকভাবে বিচার করা উচিত।

—:—

"যুগের ডাক" সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা

লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের

মুক্তিতে ইতিপূর্বে লেখা হয়েছিল যে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'যুগের ডাক' নাম দিয়েকেই পন্থী কংগ্রেসীদের এই সাপ্তাহিক কাগজটি তার ১৯শ সংখ্যায় ২৩-১১-৬৯ তারিখে লোক সেবক সংঘের কয়েকজন কর্মীর নামে নানী ধরণের অভিযোগ প্রকাশিত করে। এবং ঐ সঙ্গে সমস্ত লোক সেবক সংঘকে ঐ কাজের নায়ক বলে অভিযুক্ত করে। বিগত ১৪।২।৭০ তারিখে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ঐ সাপ্তাহিক পত্রটির সম্পাদক শ্রীরণেন্দ্রর ঘাড়া ও তার প্রকাশক শ্রীমানীর মজুমদার ও সংবাদদাতা শ্রীবৃন্দের মাননির বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা রুজু করেছেন। লোক সেবক সংঘের জেলা পরিষদ সংঘের পক্ষে এই মামলা আনয়ন করার জন্য সংঘের সচিবকে তার দিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সংঘের পক্ষে ঐ কোর্টে বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ বসু, মহোদয় মামলার ভার গ্রহণ করেছেন। হাইকোর্টের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই মামলার সংঘের পরামর্শ দান করেন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মামলাটি গ্রহণ করেছেন এবং আসামীদের বিরুদ্ধে সমন জারী করার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২৯।৩।৭০ মামলার জবানীর তারিখ ধার্য্য করা হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের খড়্গপুর বিভাগীয় সম্মেলন

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তরিণ সাহিত্য মন্দির হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের খড়্গপুর বিদ্যুতীয় সম্মেলন ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপুর দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তারূপে ইউনিয়নের সভাপতি তথা বি-দি-টি-ইউ-নির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা এস বি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের এবং মেহনতী মানুষের স্বার্থে যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা পর্য্যালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তৃপক্ষ যুক্তফ্রন্টকে বন্ধিম করা বিরোধী এবং শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী মনোভাব পোষণ করে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। দেশের কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যুক্তফ্রন্ট ভাঙার যে চক্রান্ত করে চলেছে—তাকে ব্যর্থ করার জন্য তিনি জনগণকে বিশেষ করে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে আবেদন করেন। তিনি এই সন্ধর্ভেই উল্লেখ করেন—কেরালার ন্যায় যুক্তফ্রন্ট থেকে মিনিফ্রন্ট গড়ার চেষ্টা হলে বাংলা দেশের সর্বজন্তে বিপুল বিক্ষোভ দেখা দেবে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীদীপুর দেব বলেন যে ৬ঠাকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে শক্তিশালী করে তোলার আবেদন জানান। ইউনিয়নের সম্পাদক প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন।

আগামী বৎসরের জন্য শ্রীনগেন্দ্র নাথ চৌধুরী সভাপতি এবং শ্রীকমলেন্দু হাস সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

জমি বিক্রয়

নীলকুঠী ডাঙ্গার ভাল পরিবেশে জায়গা বিক্রয় হইবে।

অনুসন্ধান করুন :— রাধা কিশোর সরকার (বাঁকুবাবু)

নীলকুঠী ডাঙ্গা,

(রাধিকা কুণ্ডুর গলি)

'যুগের ডাকের বিরুদ্ধে পুরুলিয়ায় মামলা

ঐ 'যুগের ডাক' সাপ্তাহিক পত্রটিতে যে কর্মীদের নামে নানী ধর্ণের অভিযোগ আনা হয়েছে—সেই কর্মীরা হচ্ছেন—বান্দোয়ান থানার সাবাইদ গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ কর্মী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মাহাত ও শ্রীমনাতি মাহাত। এই কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মাহাতও বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুরুলিয়ার জুডিশিয়াল এম, ডি, ও,র কোর্টে ঐ কাগজটির সম্পাদক শ্রীরণেন্দ্রর ঘাড়া ও প্রকাশক শ্রীমানীর মজুমদার ও সংবাদদাতা শ্রীবৃন্দের মাননির বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা আনয়ন করেছেন। এই মামলার সংঘে পক্ষে আছেন পুরুলিয়া কোর্টের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত ভূ মাণিক্য ভট্টাচার্য্য মহোদয় ও এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত অমলীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আদালত ঐ মোকর্দ্দমায় শ্রীরণেন্দ্র ঘাড়া, শ্রীমানীর মজুমদার ও শ্রীবৃন্দের মাননির বিচারের জন্য সমন করেছেন।

বিপুল ভোটাধিক্যে শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী নির্বাচিত

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও প্রাক্তন লেবমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী মেদিনীপুর কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকের ভোটের ফলাফল নিম্নরূপ :

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী (সি-পি-আই)—	৩৩১৭২
শ্রীসুধীর দাস পন্থা (নব কংগ্রেস)—	১৫০১৪
শ্রীসতীশ মন্ডল (আদি কংগ্রেস)—	১৬১৭
প্রথম ভোটের সংখ্যা—	৫০,১২৩
ভোটার সংখ্যা—	৭৮ ৯৬৯

আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসতীশ মন্ডলের জামানতের টাকা বাজে প্রাপ্ত হয়।

গত মহাযুদ্ধ 'নির্ব্বাচন অপেক্ষাও কম্যুনিষ্ট প্রার্থী অধিকতর পরিমাণ ভোট লাভ করেছেন। কম্যুনিষ্ট এম-এল-এ শ্রীমাখ্যা যে সংসদীয় করার যে আসন শূন্য হয় তা পূরণের জন্য এই উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার ভোট গণনার ফলাফল জানার পর মঙ্গলবার দিন শ্রীমুখার্জী বিধান সভার সদস্যরূপে শপথ গ্রহণ করেন এবং বুধবার দিন মন্ত্রীসভার সদস্য রূপে (সেচমন্ত্রী) শপথ গ্রহণ করেন।

স্থানীয় সংবাদ

ছাত্রীদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার

নিজাবনী কলেজের ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে যে ধর্ম্মঘট শুরু করে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তা প্রত্যাহৃত হয়। প্রকাশ, ছাত্রীদের এক প্রতিনিধি দল কলিকাতায় শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে।

রাজ্যপালের পুরুলিয়া পরিদর্শন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর অদ্য বাঙয়ান গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবের সূত্রে সদ্যই পুরুলিয়া পরিদর্শন করেন। বর্তমান রাজ্যপালের এটি দ্বিতীয়বার পরিদর্শন। আগামী সংখ্যায় বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হবে।

জমির দাঙ্গায় গুরুতর জখম

প্রকাশ, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আড়ষা থানার শিবতি গ্রামে জমীর সীমানা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বিরোধের সূত্রে ধরম মাহাত বনাম জীবু মাহাত, অনন্ত মাহাত, মধু মাহাত ও নিত্য মাহাতের মধ্যে এক দাঙ্গা বাধে। ধরম মাহাত একটী তীর ধারা বিদ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় এবং ধরমের মা শ্রীমতী দুখী মাহাতানুকেও গুরুতর ভাবে জখম করা হয়। আহত ব্যক্তিদের পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। থানার প্রকাশ আড়ষা থানায় এই ঘটনা সম্পর্কে তারেরী করলেও স্থানীয় পুলিশ এই বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত ছাড়া অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুরুলিয়া মেলায় লোক উৎসব ও আলোচনা সভা

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রী, সুধী, সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞদের যোগদান

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বার দিন ব্যাপী পুরুলিয়া মেলার প্রতিদিন লোক উৎসব অনুষ্ঠানের কার্য্যক্রম রাখা হয় এবং মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণরূপে দৈনিক বিশেষ বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। লোক উৎসব অনুষ্ঠানে যেমন জেলার বিভিন্ন প্রকার লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা যোগদান করেন—তেমনি আলোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপযোগী বক্তারা বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রী-মহোদয়গণ সভাপতিত্ব করেন। প্রতিদিন লোক উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী লোকশিল্পীদের যাতায়াত ও আহারাদির ব্যবস্থা মেলার পক্ষ থেকে করা হয়।

লোক উৎসব অনুষ্ঠান

পুরুলিয়া মেলার লোক উৎসব শিবির প্রাঙ্গণে প্রতিদিন বৈকাল ৩ ঘটিকা থেকে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত লোক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ঝুমুর, টুসু, বাউল, ভাদু, করম, সাঁওতালী, অরাওন, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি বিভিন্ন লোক সঙ্গীত এবং ছৌ, নাটোয়া, ঝিঙ্গুলাল, করম, সাঁওতালী প্রভৃতি বিভিন্ন লোক নৃত্য পরিবেশিত হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বার দিনের অনুষ্ঠানে দেড় সহস্রের অধিক লোক শিল্পী যোগদান ও অংশ গ্রহণ করেন।

গত ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া-পরিষিত্তি আলোচনা সভার সূত্রে লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্যের বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় এবং এই অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট লোক শিল্পী ও কথ্যাত্ত শিল্পী গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে সমাক পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে এবং লোক উৎসবাদিতে যোগদানের সূত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট সুধী শ্রীবিনয় ঘোষ; বাংলার লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষক মণ্ডলী শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র মিত্র প্রমুখেরা; শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের সহিত শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ; মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট সুধী ও সাংবাদিক বীরেন্দ্রপাতে প্রমুখেরা পুরুলিয়াতে আসেন।

পুরুলিয়া মেলার এই লোক উৎসবের তথ্য সংবাদাদি সংগ্রহ ও পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, স্টেটসম্যান প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ আসেন এবং আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের সহকারী কেন্দ্র ডাইরেক্টার শ্রীদিলীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এবং পল্লীমঙ্গল আ-রের পরিচালক শ্রীসুবীর সরকারের ব্যবস্থাপনায় লোক সঙ্গীতের অনুষ্ঠানাদি রেকর্ড করা হয়। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের লোক সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীদের মধ্যে মানবাজার থানার ভিতুডুকী গ্রামের লোকশিল্পী গোষ্ঠীর ঝুমুর ও সাঁওতালী গান; পুরুলিয়া থানার ভুতাশ গ্রামের শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত ও সম্প্রদায়ের টুসু গান; পুরুলিয়া থানার বালিসাড়া গ্রামের লোকশিল্পী শ্রীআর আদ্যানীর ঝুমুর ও টুসু গান, পুরুলিয়া থানার ভাদরা গ্রামের লোকশিল্পী গোষ্ঠীর করম, ঝুমুর ও বাউল গান; আড়ষা থানার কেন্দরী গ্রামের শ্রীমতী শিতুবালার বিভিন্ন প্রকার ঝুমুর গান প্রভৃতি আকাশবাণীর পক্ষ থেকে রেকর্ড করা হয়। এই সূত্রে পুরুলিয়া পরিষিত্তি আলোচনা সভার অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত পত্রিত মানভূমের চ য থানার শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক পরিবেশিত ঝুমুর প্রভৃতি লোক সঙ্গীতও আকাশবাণী কর্তৃক রেকর্ড করা হয়।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী লোক নৃত্যের বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীমধু হাড়, শ্রীমতীর সিং, শ্রীকলেশ্বর মুরারি, শ্রীমাহাতো মাহাত প্রমুখ বিশিষ্ট লোকশিল্পী গোষ্ঠীর ছৌ-নৃত্য, পুরুলিয়া থানার কোনাপাড়া গ্রামের নাটোয়া নৃত্য; সাঁওতাল নৃত্য, ঝিঙ্গুলাল নাচ, করম নাচ প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানের গুণীজন সমন্বয়ক জেলার বরিষ্ঠান নৃত্য শিল্পী শ্রীমধু হাড়কে মেলার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

আলোচনা সভা

পুরুলিয়া মেলা উপলক্ষে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য হোল—পুরুলিয়া সম্বন্ধে পরিচয় দান এবং সেই উদ্দেশ্যে এই জেলাকে জানা এবং জানানো। সেইজন্য প্রথম আলোচনা সভা রাখা হয়—পুরুলিয়া পরিচিতি অর্থাৎ পুরুলিয়ার ঐতিহ্য ও অবদান, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা; সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা। এই আলোচনা সভায় জেলার ও জেলার বাহিরের বিশেষজ্ঞগণ যোগদান ও অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় আলোচনা সভ ছিল—গান্ধী-লেনিন সম্পর্কে। মানব মুক্তি সাধনার এই দুই মহান মানব মুখ্যত গান্ধীজী ও মহামতি লেনিনের জন্মশতবর্ষ দ্বিতী অনুষ্ঠানাদি চলছে, সুতরাং এই দুই মহাপুরুষের নীতি, দর্শন ও কর্ম্মধারা আলোচনার উদ্দেশ্যই এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং বিশিষ্ট গান্ধীবাদী ও মার্ক্সবাদী তথা লেনিনবাদী প্রবক্তারা এই আলোচনা সভায় যোগদান করেন। তৃতীয় আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল—কৃষি। এই জেলার কৃষি বা স্থার অনগ্রসরতা ও বিবিধ সমস্যা; কৃষির উন্নতি ও তার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন এবং কোনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার—প্রভৃতি বিষয় কৃষি আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল এবং এই সভায় পন্ডিতবর্গের কৃষি মন্ত্রী ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আসেন এবং কৃষি বিশেষজ্ঞরা যোগদান করেন। চতুর্থ আলোচ্য বিষয় ছিল সমবায় ও সেচ। অন্যত্র ও অবহেলিত এই জেলার সমবায় আন্দোলনের অবস্থা ও বিবিধ সমস্যা; আন্দোলনের উন্নতি ও প্রসার কল্পে কি কি প্রকারী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন; সেচ বিহীন জেলার বার্ষিক সেচ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী সেচ প্রকল্পাদি ত্বরান্বিত বাস্তবায়ন, প্রভৃতি বিষয় এই আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল এবং সমবায় ও সেচ মন্ত্রী ডঃ কানাই ভৌমিক মহোদয় এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ও সমবায় ও সেচ বিশেষজ্ঞগণ যে গবেষণা করেন। পুরুলিয়া মেলার পঞ্চম ও শেষ আংশিক সভার বিষয়বস্তু ছিল শিল্প। এই জেলার অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প এবং মাঝারী শিল্পের ব্যাপক প্রসার সাধন এবং অবিলম্বে কোন কোন শিল্প স্থাপন ও প্রসার আবশ্যক এই সব বিষয় সভায় আলোচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তর হতে মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীপতি ঘোষ সভাপতিত্ব করেন।

পুরুলিয়া পরিচিতি

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুরুলিয়া পরিচিতি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডঃ ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলা পুরুলিয়ার নৃতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব পর্য্যালোচনা করে এই জেলার লোক সংস্কৃতি আধ্যাত্মবাদ লোক-সঙ্গীত ঝুমুর এবং লোক নৃত্য ছৌ-এর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। গত ১৯৭১ সাল থেকে ভারতীয়দের মানবতত্ত্ব এবং বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা সম্পর্কে তাঁর গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন এবং এই জেলা বিষয়ে জেলার বাহিরে বিভিন্ন মহলের চরম অজ্ঞতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেন।

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এই আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করে স্থানীয় ভাষাকে বিভাষা আখ্যা এই জেলার হিন্দী প্রচারের চেষ্টা; জেলার তথা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার অপপ্রয়াস এবং এই জেলার বঙ্গভুক্তির জন্য ব্যাপক গণদাবীগ্রামের সাক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবরণ সূত্রে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের উ-খ করে এই জেলার তথা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি ব্যাখ্যা করেন। মনীষি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণিত ইন্দ্রপূজা বাংলা দেশের অজস্র সুদূর হয়ে গেলেও মানভূম তথা পুরুলিয়ার আজও প্রচলিত আছে; গৌরবের আহ্বিত

যুবক সকলে এই জেলার বিশিষ্ট লোক সঙ্গীতরূপে কিভাবে প্রচলিত আছে; মনীষি কর্ণেল ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানভূমের ভাষা সম্পর্কে যে সকল মূল্যবান গবেষণা করেছেন; বাংলা ভাষাকে যাঁরা ক্ল্যাসিকের বিরুদ্ধে পর এই জেলার ভাষার মধ্যে কিভাবে প্রচলিত আছে—ইত্যাদি বিবিধ তথ্য তিনি পরিবেশন করেন। শ্রী ঘোষ তাঁর ভাষণে এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন যে বঙ্গ সংস্কৃতির আদি রূপ আবিষ্কার ও উদ্ধারের জন্য এই কেন্দ্রকে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে হবে। তিনি এই জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও এই জেলার বিবিধ প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

শ্রীমানিকলাল সিংহ (বিষ্ণুপুর) : পুরুলিয়া পরিচিতি সম্পর্কে বলেন যে প্রাচীনত্বের দিক থেকে পুরুলিয়ার গুরুত্ব খুবই বেশী এবং এককালে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বর্দ্ধমান এই অঞ্চলে জৈন ধর্ম্মের প্রবল প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল—যার পরিচয় এই জেলার প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যাবে! পরে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতি ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় তখন বহু জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি বিষ্ণু দেবদেবীতে পরিবর্তিত হয়। জৈন ধর্ম্ম প্রচারের সূত্রে এই জেলার সরাকদের প্রসঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির উপাদান এই মানভূম জেলার ভূমিতে আছে এবং তিনি "স্টাডীজ ইন কালচারাল হিস্টরি" পুনরুদ্ধারের যে চেষ্টা করছেন—তাতে বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটিত হবে বলে তিনি আশা করেন।

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য (চাষ) : শ্রীভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে বলেন যে বারভূইঞার অন্যতম মানভূম এখন খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয়ে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। শিখরভূম অর্থাৎ চাষ-চন্দনকিয়ারী পরগণা এখন বিহারভুক্ত এবং সেখানে ও মা ভূমের অন্য অংশে চাতিগ-ইচাগড়-পটমদা থানায় বাংলা ভাষাকে লোপ করার ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে কয়েক পুরুষান্তরে এই অঞ্চলগুলিতে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে কিনা—তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

মানভূমের লোক সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বিশিষ্ট লোক সঙ্গীত সুরুয়ের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন এবং টুসু, বাউল, ভাদু, আঁধারী প্রভৃতি অন্যান্য লোক সঙ্গীত গুলিরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশিষ্ট সুরয়িত্রা ও পরকর্তাদের বিষয়ও বিস্তৃত আলোচনা করেন।

শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) : প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 'শিল্পীর দৃষ্টিতে মানভূম' এই বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এই জেলার স্থাপত্য, প্রাচীন মন্দির ও মূর্তির রচনা শৈলী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীভূবার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং শ্রীপশুপতি প্রসাদ মাহাত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

(ক্রমশঃ)

গান্ধী রচনা সম্ভার

গান্ধী রচনা সম্ভার-এর পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং বাকী খণ্ডটি (৩য় খণ্ড) মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। যাঁরা ১০ টাকা জমা দিয়ে নাম রেজেষ্ট্রি করেছেন তাঁদের বাকী ১৪৲ চৌদ্দ টাকা অবিলম্বে জমা দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। রচনা সম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ডটি সপ্তাহকালের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই রচনা সম্ভারের বকেয়া টাকা জমা দিবার পর পুস্তক খণ্ডগুলি আনাবার ব্যবস্থা করা হবে। এই রচনা সম্ভারের অর্থ পুরুলিয়া মুক্তি স্টোরে জমা দিতে হবে।

পুরুলিয়া
১।৩।৭০

সাধারণ সম্পাদক
পুরুলিয়া জেলা গান্ধী শত-
বার্ষিকী সমিতি

সর্ব্বত্যাগী অতুল চন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তী



২রা মার্চ, সোমবার, ১৮৯ ফাল্গুন সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের জন্ম দিবস। মানভূমের জাতীয় জাগরণের বরেণ্য নেতা; দেশের মুক্তি সংগ্রামের বিশিষ্ট নায়ক এবং স্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জ্জনের প্রথম সংগ্রামী নেতা অতুল চন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তী দিবসে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী ১৯৬)-এর ৮নং ধারা অনুসারে "মুক্তি" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ (নোটিশ ফরম—৪)

১। প্রকাশের স্থান পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক (সোমবার)
৩। মুদ্রাকরের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া
৪। প্রকাশকের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া
৫। সম্পাদকের নাম—অরুণ চন্দ্র ঘোষ
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা—শিল্পাশ্রম (পুরুলিয়া)
৬। মালিকের নাম—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
ঠিকানা ইত্যাদি—শিল্পাশ্রম (পুরুলিয়া)

আমি রামচন্দ্র অধিকারী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

২৮-২-৭০

স্বাঃ রামচন্দ্র অধিকারী
প্রকাশক, 'মুক্তি'

বিশ্ব সংবাদ

পাক নেতাদের প্রাক্-নির্ব্বাচনী প্রচার :—

পাক নেতাদের খবরে প্রকাশ আওয়ামী লীগের নেতা মুজিবর রহমান বলেন যে আগামী নির্ব্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনীতির, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি নির্দ্ধারণের সুযোগ পাবেন। নির্ব্বাচনের ফলে জনগণ তাঁর ছয় দফা কর্ম্মসূচী ও আঞ্চলিক স্বশাসনের জন্য তাঁর দলের দাবী সমর্থন করেন কি না সে কথাও জানা যাবে। অন্যদিকে পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদির জানিয়েছেন যে শেখ মুজিবরের ছয় দফা কখনই পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করবে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর মৃত্যু :—

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ইস্রায়েলী সাহিত্যিক মিঃ এস ওয়াই এগ্নেসন ৮১ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকে গমন করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে ইহুদী কবি নেলীজের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার লেখেছিলেন।

ইস্রায়েলের প্রতি রুশ হুঁশিয়ারী :—

সোভিয়েত সরকারী সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়া মধ্য প্রাচ্যে ভিয়েতনামের মতো যুদ্ধ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলকে সাবধান করে দিয়েছে। ঐ পত্রিকার মধ্য প্রাচ্য বিষয়ক মার্কিন ও বৃটিশ নীতিরও সমালোচনা করা হয়েছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রেও ইস্রায়েলের বিমান বাহিনীর বিমান সুয়েজ খালের কায়রোকূলের সামরিক লক্ষ্য বস্তুর উপর প্রায় এক ঘন্টা কাল বমে বোমা বর্ষণ করে।

মিঃ কোসিগিন এক চিঠিতে মধ্য প্রাচ্য বিরোধ বিষয়ে ইস্রায়েলের ঔদ্ধত্য সংযত করতে বৃহৎ শক্তিবর্গের কতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। কারণেতে সোভিয়েত সাহায্য দানের পরিমাণ ও গতি বাড়তে পারে বলেও জানা গেছে।

মার্কিন কংগ্রেসে প্রেঃ নিক্সনের ভাষণ :—

মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভাষণে প্রেঃ নিক্সন শান্তি এবং অহিংসা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য মহাত্মা গান্ধীর শান্তির পথ বেছে নিতে হবে। তিনি রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্র সংঘের প্রচেষ্টার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্র সংঘের তদন্ত কমিটি সম্বন্ধে ইস্রায়েলী মনোভাব :—

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের কাছে লিখিত এক পত্রে ইস্রায়েলী প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর অধিকৃত আরব ভূমিতে ব্যবসাবিকার বর্জ্ব করার অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য রাষ্ট্র সংঘের যে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার সঙ্গে কোনও প্রকার সহযোগিতা করতে ইস্রায়েলী সরকার অস্বীকার করেছে। তাঁদের মতে সোমালিয়া, সিংহল এবং মুসোম্বো ভিন্ন এই কমিটি বিশ্বের সেই অংশ প্রতিনিধিত্বে নিয়ে গঠিত ঐ অংশ কমিটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

শ্রীদত্তরীর আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সদস্য পদ লাভ :—

ভারতের তৃতপূর্ব এ্যাটর্নী জেনারেল শ্রীমি, কে, দপ্তরী সর্বসম্মতিক্রমে জেনেভাস্থিত আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

রাশিয়াতে জাপ সাহায্য :—

সম্প্রতি যে জাপ-রুশ কারিগরী সহায়তা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার অর্থ অনুযায়ী উপাদান বাড়াবার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া এবার জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করবে। সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলের সঙ্গে রেলপথ চালাবার জন্য নালোক্কা মাম্ব স্থানে রাশিয়া একটি বন্দর নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার রূপায়ণের জন্যও জাপানী বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করবেন। রুশ-জাপান চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়া দশের জন্য জাপানী বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ওয়াশংটনে চীন-মার্কিন আলোচনা :—

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে চীন-মার্কিন আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। একজন মার্কিন মুখপাত্র আশা প্রকাশ করেন যে এই আলোচনার ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান প্রদান ও সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হবে। এদিকে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেও এক প্রস্থ সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "ইকনমিক এ্যাণ্ড সাংস্কৃতিক ফর বিগার্ড কাউন্সেনেস" এক সমীক্ষায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত এখনও কত পশ্চাৎপদ আছে তা দেখানো হয়েছে। এই সমীক্ষা মতের অর্থানুযায়ী অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিতে ভারত ব্রেজিল অপেক্ষা ২০ বৎসর, জাপান অপেক্ষা ৪৪ বৎসর, বৃটেন অপেক্ষা ৪৫ বৎসর এবং আমেরিকা অপেক্ষা ৫৩ বৎসর পিছিয়ে আছে।

ভারতের মাথাপিছু আয় যে হারে (শতকরা ১%) বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ফিলিপাইনের সম পর্য্যায়ে (১৯৬৩ সালের হিসাবে) পৌঁছতে ৬৩ বৎসর, পর্তুগালের পর্য্যায়ে ৮৩ বৎসর, ইতালীর পর্য্যায়ে ১৪২ বৎসর, বৃটেনের পর্য্যায়ে ১৭৬ বৎসর এবং আমেরিকার পর্য্যায়ে পৌঁছতে ২১৮ বৎসর লাগবে।

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপাত্রের জন্য
বিশ্বস্তরের ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় মসৃনাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সস্তী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বত্রিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি-সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মার্চামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

Sponsored Teachers' Training College, Purulia,

P. O. & Dist—Purulia, West Bengal

Applications for admission into the B. T. Training Course for the session 1970-71 are invited from graduates, both male and female, duly filled up in the prescribed form, obtainable from the college office for which a self addressed cover of 9" × 4" size stamped with 0·20 paise and accompanied with another extra postage stamp of 0·25 paise must be sent. No tuition fee is charged. A number of stipends of Rs. 40/- per month are available and will be awarded according to the direction of the Director of Public Instruction, West Bengal. Apply to the Officer-in-Incharge, **by the 15th March, 1970** for prospectus and application form.

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

বিহারের মানভূম অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সভার সভাপতি শ্রীঅতহরি মাহাত এবং রাজ্য সভার সদস্য শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ সেনগুপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী করার জন্য তিমুখিনি যাবৎ চেষ্টা করছেন। লোক সেবক সংঘ থেকেও এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বতন মুখ্য-মন্ত্রী, নিম্নতম ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেন। লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ সংঘের এস, পি, শ্রীঅঙ্গদরি মাহাত, নিম্নতি লোক সেবাভবনের পরিচালক শ্রীসুবোধ কুমার রায় কিছু দিন পূর্বে বিহারের মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানান। রাজ্যপাল তখন বহু আশ্বাস দেন।

চাতিল ইচাগড়ের অনলেতা শ্রীবিমলেন্দু হালদার, ইচাগড়ের রাজা শ্রীশত্রুজিতা সিংহ দেব, লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মীগণ যথা—শ্রীবংশীধর মাহাত (চিরুলডা, ইচাগড়), যোগাল চন্দ্র মাহাত (নিমতি), শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মাহাত (উরাটাঁড়, চাতিল) শ্রীসতীক্ষিত মাহাত (বারুসা, ইচাগড়), প্রভৃতিরা দুর্ভিক্ষ-প্রতিকারে বহু চেষ্টা করেন ও ক'রে চলেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁরা গণ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজেও উদ্যোগী হয়েছিলেন।

নিম্নতি লোক সেবাভবনের পক্ষ থেকেও সংঘের পরিচালক শ্রীসুবোধ কুমার রায়, পরিচালিকা শ্রীমতী রানজী রায় ও তাঁদের কর্মীরা দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে কয়েক বৎসর যাবৎ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রভৃতি বহু চেষ্টা করছেন। বর্তমানেও পূর্বে নিমতি, চাতিল ইচাগড় পটমদার দুর্ভিক্ষে রিলিফ কাজ সংগঠিত করার বিষয়ে লোক সেবক সংঘের সহযোগিতায় লোক সেবাভবন বহু কাজ করেন। এ সম্পর্কে বিহার রাজ্য রিলিফ কমিটিকে উদ্যোগী ক'রে যে রিলিফ ব্যবস্থা হয় তাতে জনসাধারণ রাজ্য রিলিফ কমিটি ও লোক সেবক সংঘ সহ লোক সেবাভবন জনগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

—:•:—

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ক কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE **হ্যাণ্ড কম্প্রেশন স্প্রেয়ার**

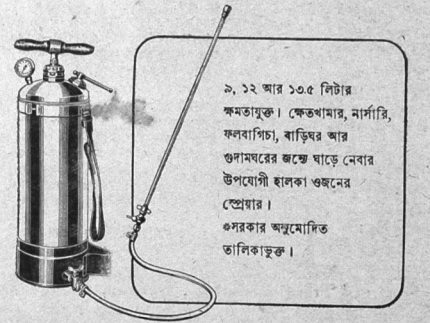

৯, ১২ আর ১৩.৫ লিটার ক্ষমতাযুক্ত। ক্ষেতখামার, নার্সারি, ফলবাগিচা, বাড়িঘর আর গুদামঘরের জন্যে ঘাড়ে নেবার উপযোগী হালকা ওজনের স্প্রেয়ার। গুসরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিশন রো
কলিকাতা
নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

শিক্ষক চাই

মাকিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সিনিয়র বেসিক বিভাগের ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষক (বি, এ, পি, ভি, বি, টি) প্রয়োজন।

অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সেক্রেটারী
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ মাকিহিড়া
(পুরুলিয়া)

Wanted

For Manbhum Victoria Institution, Purulia one 'Physical Instructor' with deploma in physical Education (Bookanan-Trained). Preference will be given to them who have experience in this line.

Apply to the 'Secretary' to reach on or before 7th March, 1970

আপনার সকল প্রকার মুদ্রণে মুক্তি প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

সোমবার, ৯ই মার্চ '৭০
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা

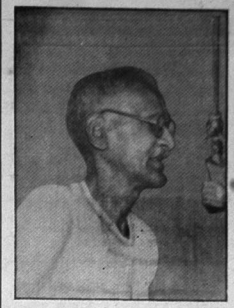

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল উপস্থাপিত

বিধানসভায় বিলের উদ্বোধনে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বিলটি বহু প্রশংসিত হয়েছে ও বহু প্রতীক্ষিত হ'য়ে আছে—সেই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিলটি (বিল ১৯৭০) সিলেক্ট কমিটির কাছ থেকে গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয় এবং বিলটির আলোচনার উদ্বোধন করে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ হালদার বিধানসভায় যে ভাষণ দেন—তা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই বিলটি প্রথমে গত সেপ্টেম্বর বিধান সভার অধিবেশনে পেশ করা হয়েছিল। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয় যে ভাষণ দেন তা এই—

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সভাতে পূর্বেই পেশ করা হয়েছে। কমিটি ১৯শে সেপ্টেম্বর এই বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন এবং নয়টি বৈঠকের পর ৩১শে অক্টোবর আলোচনা শেষ করেন। আমি এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্বে এই সিলেক্ট কমিটির যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁরা এই আলোচনার সময় যে রকম সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন এবং যেভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁদের প্রতি আমার গভীর ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিলটি সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তিত আকারে এসেছে, যদিও আলোচনার মাধ্যমে এর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে কিন্তু এর মূলগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। আলোচনা সুরু করার আগে আমি সংস্কৃতে বহু প্রচলিত একটা শ্লোক এখানে বলছি, সেটি হচ্ছে —

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ"।

আজকে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে এই পঞ্চায়েৎ বিল উপস্থিত করার সময় আমার মনে হচ্ছে এই যে 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ' অর্থাৎ মৃত্যু যেন কেশে ধরে আছে এই ভেবে আমি বিধানসভার সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং এটা আমি দৃঢ় স্বরে বলছি যে সমস্ত পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ বহু দিন থেকে এই পঞ্চায়েৎ আইনে যে গণতন্ত্রের জন্য, তাদের প্রতি দাবি, তারা যে ক্ষমতা চায় তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং এটা সত্য যে এই পঞ্চায়েৎ বিল যে ভাবে আলোচিত হয়েছে—শুধু এ একদিন বা দশ নয়, ১৯৬৭ সাল থেকে যে রকম ভাবে হয়েছে, আমি জানি না বিধান সভার ইতিহাসে কোন বিলের এ রকমভাবে আলোচনা হয়েছে কি না। লোকসভার ইতিহাসেও কমিটিতুল্যেট এ্যাসেম্বলিতে কমিটিউসন ছাড়া এই রকম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং সমস্ত পর্যায়ের সদস্যদের ও লোকদের দ্বারা একটি বিল বা আইনের খসড়া আলোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ। সুতরাং আজকে সমস্ত দেশে গ্রামে জনসাধারণ তাকিয়ে আছে এই পঞ্চায়েৎ বিলে যে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে সেটা পাবার জন্য তারা আশায় বসে আছে, অধৈর্য হয়ে আছে। আমি বাংলা দেশের সমস্ত জায়গা ঘুরেছি, বহু গ্রাম বহু জায়গায় জনসাধারণের সঙ্গে মিলেছি। তারা এর মধ্যে একটা নতুন আশা দেখতে পেয়েছে।

(সেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বৎসরের বাজেট

মুখ্য ও অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জীর বাজেট বিবৃতি

১৯৭০-৭১ আর্থিক বৎসরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আনুষ্ঠানিক বাজেট বরাদ্দ উত্থাপন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"যে সব প্রগতিশীল শক্তি সারা ভারতে শক্তি সঞ্চয় করেছে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদেরই বিশ্বস্ত প্রতীক। একাধিক দলের সম্মিলিত সরকার একটি কঠিন পরীক্ষা এবং এ ধরণের পরীক্ষার বাধা বিপত্তি অতিক্রিম থাকেই। জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য জনগণের ইচ্ছায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি হয়েছিল। ফেডারেশনভুক্ত সংবিধানে রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ-বণ্টন ব্যবস্থা-বণ্টনের অসুরূপ করা উচিত। বর্তমান সংবিধানের আওতায় সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কৃত্যগুলির ক্রম-বর্দ্ধমান ব্যয়িতাভার পড়েছে প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের উপর অথচ সংবিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্য সরকারের রাজস্বের যে সব উৎস বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি মোটেই সন্তোষজনকনীল নয়। বর্তমান সংবিধান অনুসারে যথেষ্ট সম্পদ রাজ্যগুলির আয়ত্তে নেই বলে আমরা এমনভাবে সংবিধান সংশোধনের দাবী জানাব যাতে রাজ্যগুলির হাতে প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণ রাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত দায়িত্বের অনুরূপ হয়।

চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ এবং আগামী বৎসরের আনুষ্ঠানিক বরাদ্দ আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন :—

প্রারম্ভিক তহবিল (১৯৬৯-৭০) ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে উপস্থাপিত ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বরাদ্দে ২২'৬৪ কোটি টাকার প্রারম্ভিক ঘাটতি তহবিল দেখানো হয়েছিল। ঐ বৎসর ২৮ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় ঋণ পরিশোধ বন্ধ থাকার কারণে প্রকৃতপক্ষে ১১৮৮ কোটি টাকার নগদ তহবিল নিয়ে বৎসর আরম্ভ হয়। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে উদ্বৃত্তাদির ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বরাদ্দে দেখানো ৫০'৬৭ কোটি টাকার সব মোট ঘাটতি ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত হিসাবে ২৪'০৬ কোটি টাকার ঘাটতিতে দাঁড়ায় কারণ চলতি বৎসরে পক্ষ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ২১'৪০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। তাছাড়া পরিকল্পনা ব্যয় হ্রাস ও অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করা হয়।

রাজস্ব আদায়—১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে উপস্থাপিত বাজেট বরাদ্দের ২০০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার স্থলে চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ৬৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব ব্যয়—বাজেট বরাদ্দের ২৮২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার স্থলে চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে মোট রাজস্ব খাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

১৯৭০-৭১

(সেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র

মানভূমের জাতীয় জাগরণের দুই অগ্নিঋষি—নিবারণ চন্দ্র ও অতুলচন্দ্র। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন সাক্ষিণ্য। তিনি মাত্র চৌদ্দ পনের বৎসর কাল তাঁর তপস্যাপূত কর্মময় জীবন বহু ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অতিবাহিত করে দেশের মুক্তি সাধনার বেদীতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধানের পর তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী, সহমর্মী এবং উত্তর সাধকরূপে অতুলচন্দ্র আরও পঁচিশ বৎসরাধিক কাল ত্যাগ ও সাধনানিষ্ঠ সংগ্রামমুখর জীবন যাপন করে স্বাধীন ভারতে দেশ গঠনের মহান যজ্ঞে আত্ম-বিসর্জন করেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে অসুস্থ শারীরিক হয়ে তিনি তাঁর গৃহধর্মময় জীবনের সকল সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায় বর্জন করে অনিশ্চিত সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে সপরিবারে ঝাঁপ দেন। অতুলচন্দ্রের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ তপস্যা ও নিরলস সংগ্রাম ও নির্য্যাতনের এক অখণ্ড অধ্যায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামী নায়কের ভূমিকায় তিনি অসহযোগ, আইন অমান্য, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, আগষ্ট আন্দোলন প্রভৃতি সকল জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সকল প্রকার দুঃখ ও নির্য্যাতন ভোগ করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের পর বৃটীশ সাম্রাজ্যের তোষণ নীতিতে ভারতে স্বায়ত্ব শাসনের পর্ব প্রবর্তিত হলে বহু বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে দেশ শাসনের নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হন। কিন্তু পদ ও ক্ষমতার মোহ অতুলচন্দ্রকে কখনও প্রলুব্ধ করতে পারে নি—তিনি সেই স্বল্পকালস্থায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পর্বের সময়ও গঠনমূলক কার্য্যে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অনুষ্ঠিত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হন। প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধিদুষ্ট বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলী বিহারবাসী বঙ্গভাষীদের সম্পর্কে ঘোরতর অন্যায় ও বৈষম্যমূলক "ডোমিসাইল প্রথা" প্রয়োগ করলে—তার বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ কংগ্রেসীরূপে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে দেশে যখন পর্য্যায়ক্রমে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস তথা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং পরবর্তী ধাপে দেশ-বিভাগ ও খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর্ব্ব সুরু হয় তখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী ও কংগ্রেসী নেতৃবর্গের অধিকাংশই মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু যে কয়জন একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী পদ ও ক্ষমতার ঐশ্বর্য্য হতে দূরে থেকে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন অতুলচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরও অতুলচন্দ্রের সংগ্রামী জীবনের অধ্যায় শেষ হয় নি। সঙ্কীর্ণ দোষদুষ্ট বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলী মানভূমের মাতৃভাষা বাংলার উচ্ছেদে ও জোরপূর্ব্বক হিন্দী প্রবর্তনে যে ভ্রান্ত জঙ্গী নীতি অবলম্বন করেন তার বিরুদ্ধে অতুলচন্দ্র কেবল প্রতিবাদই নয় প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যায় প্রতিকারের কোনও পথ না পেয়ে তিনি ন্যায় ও সত্যের দাবীতে নিজের অস্থি মাংস দিয়ে গড়া কংগ্রেসকেও পরিত্যাগ করে এবং স্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীতে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। মাতৃভাষা রক্ষার "টুসু সত্যাগ্রহ" ও মানভূম তথা বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলির বঙ্গভুক্তির দাবীতে সত্যাগ্রহীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে ঐতিহাসিক "বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান" অতুলচন্দ্রের সংগ্রামী জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

ত্যাগ ও তপস্যা, সংগ্রাম ও সাধনার পথে যাঁর নির্ভীক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হয় সেই সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্রের পুণ্য জীবনের পরম লগ্ন হোল দোসরা মার্চ। উননব্বই বৎসর পূর্ণ এই দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশ ও দশের সেবায় নিজের সমগ্র জীবনকে বিলিয়ে দেন। তাঁর পবিত্র জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই এবং তিনি যদিও তাঁর মহৎ কর্ম্মের মাধ্যমে মহীয়ান ও অমরীয় হয়ে থাকবেন—তবু আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর স্মৃতি রক্ষার সাধ্যমত প্রচেষ্টা যেন ত্রুটি না করি দেশবাসীর নিকট এই প্রার্থনা।

অ, চ

বিহারের মানভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রতিকার চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লোক সেবক সংঘের সভাপতি শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ, লোক সভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাতো এবং নিখিল লোক সেবাতন্ত্রের সম্পাদক শ্রীবোধ কুমার রায় পাটবীর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিহারের মানভূম অঞ্চলের ইচাগড়, পটমদা, নিমডি ও চাতিল ব্লকের ভয়াবহ অভাব, নিদারুণ খাদ্য কষ্ট; এবং কাজের অভাবে শত শত ছুস্থ নরনারীর গ্রাম ত্যাগের বিষয় বিবৃত করেন। রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যপালের এই অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে কোনও প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রী সহানুভূতির সঙ্গে সমস্ত বিষয় শোনেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ত্রাণসহ ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

মানভূমের এই প্রতিনিধি মণ্ডলী ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিহার শাখার সম্পাদক শ্রীসুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার কথা আলোচনা করেন। বিহারে নবগঠিত মন্ত্রী মণ্ডলীকে যে ছয়টি রাজনৈতিক দল সমর্থন করছেন—তাদের মধ্যে এই কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যতম। সুনীল বাবুর সঙ্গেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সুনীলবাবু দুর্গত ও আর্ত্ত মানবের জন্য আশুসুফল ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর নিজের ও দলের পক্ষ থেকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পুরুলিয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং-কাম-প্রডাক্সন সেণ্টার
অবিলম্বে সরকারী আয়ত্বাধীন হওয়া দরকার

পুরুলিয়ার কাঁচা রোডের পর G. E. L. চার্চের ২ একর পরিমাণ আয়তার ওপর চার্চ কর্তৃপক্ষ একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং-কাম প্রডাক্সন সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গত চার বছর ধরে তাঁরা এটি বহু দেখেছেন। ২ একর আয়তা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি পুরুলিয়ার মানুষের কোন কাজে লাগছে না। অথচ এখানে ৫০ জন কর্মী বিভিন্ন কাজে রত ছিলেন—কোর্সাগেল, গেট, গ্রিল, আসবাবপত্র তৈরী হোত এখানে—রাজাবে যেন সুনামও করেছিল।

চার্চ কর্তৃপক্ষের মতলবী আচরণ :

অথচ এই G. E. L. চার্চ কর্তৃপক্ষই ৩০।৬।৬৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে T. T. C.র পরিচালনা দেশ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এর দ্বারা তাঁরা আয়ত্বাধীন স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণের কাজে লাগাবেন। আজ বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণের জন্য মোটেই ব্যগ্র ছিলেন না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬১ সালের ২রা জুন রেণ্টাল কাউন্সিং জীবের জন্য এ আয়তাটির ওপর যে দখলী আদেশ জারী করেছিলেন, জনসাধারণের কল্যাণের দোহাই দিয়ে সেই আদেশ হতে আয়তাটি বাঁচাবার জন্যেই তাঁরা ব্যগ্র হয়েছিলেন। T. T. C.র পরিচালনা একটা সুপরিকল্পিত প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরিচালনার ভার হয়েছিল সরকার ১৯৬৯ সালের ২৮শে জানুয়ারী দখলী আদেশ প্রত্যাহার করলেন, আর চার্চ কর্তৃপক্ষ ১৯৬৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর হতে কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিলেন, কর্মীদের চাকুরী খতম হয়ে গেল এই সেপ্টেম্বরের এক নোটিশে।

নোটিশেও চালাকী :

কেন্দ্রটি উঠে গেল বলে পড়ে কর্মীদের মধ্যে অথবা জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তাই কেন্দ্রের পরিচালক মিঃ শল বেক নোটিশে জানিয়ে ছিলেন যে, তাঁদের T. T. C.র পরিচালক মিঃ শোয়ার্ক এই কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু "At present he is unable to continue the work here in Purulia and he asked me to close the workshop and to terminate all the employees to 9. 9. 66.', কেবল তাই নয়, সেখানেও অন্যরও দেওয়া হোল এই নোটিশে "Mr. Schwerk will after some months re-open Technical Training Centre, Purulia."

চালাকী ধরা পড়লো :

নোটিশের চালাকীতে চার্চ কর্তৃপক্ষ প্রায় ৯ মাস কর্মীদের ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কর্মীরা নোটিশে বিশ্বাস করে ভেবেছিলেন কেন্দ্রটি আবার চালু হবে। কিন্তু ৯ মাস অপেক্ষা করার পর তাঁরা জানতে পারলেন যে চার্চ কর্তৃপক্ষ এখানকার যন্ত্রপাতি তাঁদের ভূ দিকে নিয়ে যাবার মতলব করেছেন। ৩০।৬।৬৭ তারিখে কর্মীদের পক্ষ থেকে G. E. L. চার্চের প্রধান অধ্যক্ষের কাছে কেন্দ্রটি চালু করার আবেদন জানানো হোল এবং আবেদনপত্রের অনুলিপি দেওয়া হোল আঞ্চলিক বাণিজ্য দূতাবাসের কর্তৃপক্ষকে এবং লোক সেবক সংঘের সভিব শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষকে। প্রধান অধ্যক্ষ কোন জবাব দিলেন না। শ্রীযুক্ত ঘোষ স্থানীয় চার্চের Synode সভাকক্ষে বেড়াতেও কেন্দ্রটকে চিঠি দিলেন প্রকৃত ব্যাপার জানাবার জন্যে। চিঠি পেয়েই পাদ্রী কেন্দ্রের তাঁদেতে ছুটলেন পরামর্শ করতে।

পরামর্শের ফল :

পাদ্রীর ছোত্তোর ফল ফললো। ক্ষুদ্রে পরিচালক Klaus Schwerk (তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই পুরুলিয়ার কেন্দ্রটি চালু করবেন বলে নোটিশে জানা দেওয়া হয়েছিল) একজন জাপান সরকারী আর এক ট্রাক মুণ্ডা কুলি নিয়ে হাজির হলেন পুরুলিয়া হতে মেশিন, যন্ত্রপাতি, সব নিয়ে গেলেন। কর্মীদের অনুরোধে ও কর্মীদের সহায়তায় শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় বাধা দিলেন। মেশিনগুলি আবার যথাস্থানে রাখা হোল। A. D. C.র মধ্যস্থতায় ব্যবস্থা হোল হিমাকিক বৈঠকের।

সরকারী প্রশাসনের সঙ্গেও ধাপ্পাবাজী :

২৩।১০।৬৭ তারিখে পুরুলিয়ার জেলাশাসকের কক্ষে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসলো। যুবাবিহার চার্চের K. S. S. এর প্রধান অধ্যক্ষ ও সহকর্তৃপক্ষ, ডিরেক্টার মিঃ শোয়ার্ক, পুরুলিয়ার জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অফিসার, এবং ডি. টি. সি. বঙ্গ কমিটির সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত হলেন শ্রীশচীন্দ্র মোহন চৌধুরী ও শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়। মেশিন ও যন্ত্রপাতি ফাঁচীতে সরিয়ে নেবার প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুললেন বঙ্গ কমিটির প্রতিনিধি দুজন। ফলে শেষ পর্য্যন্ত চার্চ কর্তৃপক্ষ কথা দিলেন যে তাঁরা উর্দ্ধতন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রটি চালু করবেন অথবা সরকারের হাতে তুলে দেবেন এবং কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতি তাঁরা কাঁচী নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না।

অথচ বৈঠক শেষ হবেই তাঁরা কয়েকটি ছোট খাট যন্ত্রপাতি গাড়ীতে তুললেন। কেবলার মুখে দেখলেন গেট বন্ধ। সতর্ক কর্মীরা বন্ধ গেট আটকে দিয়েছেন। মহকুমা শাসককে দেখানো হোল চার্চ কর্তৃপক্ষের সততার নিদর্শনটি এবং একটি আলোকচিত্র নেওয়া হোল যন্ত্রপাতি বোঝাই গাড়ীটির।

প্রতারণার তরঙ্গ :

বার্থতায় চার্চ কর্তৃপক্ষ এর পর থেকে অজস্র প্রতারণার জাল বুনে বুনে সরকারী প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার নীতি গ্রহণ করলেন। একবার তাঁরা জেলাশাসককে জানালেন যে বঙ্গকমিটির শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করেছেন এবং বঙ্গকমিটি একটি সমবায় গঠন করছেন। কিছুদিনের মধ্যেই গঠন সম্পূর্ণ হবে এবং তাঁরা তখন ঐ সমবায়ের হাতে কেন্দ্রটি তুলে দেবেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে জানালেন যে চার্চ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি। প্রতারণার এ সব ইতিহাস জেলার শিল্প আধিকারিকের দপ্তরে আছে রয়েছে।

রক্ষাকমিটির প্রয়াস :

রক্ষাকমিটি চেষ্টেছেন যাতে কেন্দ্রটি চালু হয়, সম্প্রদায়িক হয় এবং পুরুলিয়ার কারিগরী শিক্ষিত কর্ম্মীর যুবকের সংখ্যা কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। তাই চার্চ কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যৌথ যোগাযোগ করে কমিটি ব্যাপারটির সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিটি আজ পর্য্যন্ত চার্চ কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির পরিচয় পান নি; যা পেয়েছেন তা হচ্ছে শুধুমাত্র মনোভাবের বিলীয়ন, কুটকাচালে বুদ্ধির পরিচয়। সম্প্রতি এক 'ফরিনেন্স' ছড়বেশে এখানে এসে চার্চ কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করেছেন যে রক্ষাকমিটি নিজেকে মুছে ফেলতে নাকি রাজী হয়েছেন। রক্ষাকমিটি তাঁদের এই হীনতার নিন্দা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে রক্ষাকমিটি চার্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করতে চান না।

কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ :

রক্ষাকমিটি ১৯৬৭ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছেন। রাষ্ট্রপতির শাসনেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। গত ২৪।১।৭০ তারিখে বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ মশাই পুরুলিয়া মেলায় আসেন। সেখানে আয়োজিত আলোচনা সভায় শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় জেলার শিল্পের সামগ্রিক সমস্যা এবং কর্ম্মহীন যুবকদের ভিন্নতারা জীবনের দুর্দিন অবস্থাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই টেকনিক্যাল ট্রেনিং কাম প্রডাক্সন সেণ্টারটি অবিলম্বে সরকারী আয়ত্বে আনার জন্য আবেদন জানান। মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে ইতিপূর্ব্বেই এই কেন্দ্রটির সম্পর্কে সমস্ত তথ্য শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ মশাইয়ের মারফৎ পাঠানো হয়েছিল। বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত একটি পত্রও তাঁকে সম্প্রতি আবার পাঠানো হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্র মোহন চৌধুরী, শ্রীঅতুল চৌধুরী, শ্রীসুনীল কুমার টিবী, শ্রীঅমলেন্দু রুদ্র প্রমুখ একাধিক পুরাণ সদস্য রক্ষাকমিটিতে আছেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে এক্স আয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রের ১২টি মেশিন ও যন্ত্রপাতি চার বছরের অবহেলিত নিষ্ক্রিয়তার শেষ হয়ে যাওয়ার আগে সরকার এই কেন্দ্রটি আশু আয়ত্বে এনে পুরুলিয়ার নবনারীদের প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত করুন। আমরাও আশা করব দুরুক্ষণের পুরুলিয়া-উন্নয়ন কর্মসূচি অবিলম্বে কার্যকর হোক এখান থেকেই।

পুরুলিয়া মেলায় গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভা

কৃষি মন্ত্রীর পৌরহিত্যে মেলায় কৃষি সম্পর্কিত আলোচনা

পুরুলিয়া জেলার সম্পদ ও সম্ভাবনা, সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যে পুরুলিয়া মেলার আয়োজন করা হয়—তার দ্বিতীয় আলোচনা সভা ছিল কৃষি সম্পর্কে। পুরুলিয়া মেলায় কৃষি মডেলে জেলার কৃষি কার্য্যের পরিচয় সূচক বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শন এবং অগ্রগতির চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। কৃষি বিভাগের হাতে আধুনিক কৃষির উপায় ও উপকরণ, বৈজ্ঞানিক কৃষির পদ্ধতি, কীটনাশক ঔষধাদির ব্যবহার ও উপযোগিতা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রদর্শিত বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। কৃষির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সারের ব্যবহার ও উপযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রকার শস্যের জন্য বিভিন্ন ধরণের সার ব্যবহার—এই সব তথ্যাদি পরিবেশনের জন্য ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকেও পুরুলিয়া মেলায় ইলা খোলা হয়। আর কৃষির আনুষঙ্গিক এবং পুরুলিয়া জেলার পক্ষে একান্ত জরুরী ভূমি সংরক্ষণ সম্পর্কিত কার্য্যাবলী সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ স্টলে ভূমি সংরক্ষণ যোজনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। পুরুলিয়া জেলায় যে হারে ভূমি ক্ষয় হয়ে চলেছে—তাতে ভূমি ক্ষয় নিবারণ অর্থাৎ ভূমি সংরক্ষণ কার্য্য ব্যাপক ভাবে সুরু করা এই জেলার স্বার্থে বিশেষ জরুরী।

এই জেলায় কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সেচের ব্যবস্থা একান্ত জরুরী এবং সেচের জন্য জলাধার নির্ম্মাণ ও পাম্পযোগে সেচের ব্যবস্থা এই জেলার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী। পুরুলিয়া মেলার দুটি বিভিন্ন ষ্টলে মেসার্স কে, দি, পাল এণ্ড সন্স ও শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ পোদ্দার বিভিন্ন প্রকার পাম্পের ব্যবহার ও উপযোগিতা প্রদর্শন করেন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য পুরুলিয়া মেলার কৃষি-আলোচনা সভার পৌরহিত্য করার জন্য পুরুলিয়া আসেন। বৈকাল ৫টা৩০ মিনিটের সময় তিনি পুরুলিয়া মেলায় আসেন এবং মেলার বিভিন্ন ষ্টল, বিশেষ করে কৃষি সম্পর্কিত ষ্টলগুলি পরিদর্শন করেন।

বৈকাল ৬টা৩০ মিনিটের সময় কৃষি আলোচনা সভা সুরু হয়। এই আলোচনা সভায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট চাষী এবং সরকারী বিশেষজ্ঞরা যোগ দেন। পুরুলিয়া মেলার পক্ষ থেকে শ্রীঅশোক চৌধুরী পুরুলিয়া মেলার উদ্দেশ্য ও এই আলোচনা সভার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম ও দীর্ঘ অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে ও প্রসারে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কার্য্যসূচির ভেতর দফায় অনুরূপ পুরুলিয়া জেলা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই জেলার প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশেষ মনোযোগী ও সচেষ্ট হবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৃষি সম্পর্কিত আলোচনা সভার সভানেত্রীর ভাষণ দান প্রসঙ্গে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য বলেন—পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অনগ্রসর জেলা এবং এর বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও এই জেলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কৃষ্ণ সন্তানের প্রতি মায়ের যেমন সর্ব্বদা বিশেষ নজর থাকে—তেমনি পুরুলিয়া জেলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও ব্যবস্থা গ্রহণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলে তিনি বলেন।

কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন যে পশ্চিম বাংলায় অনেকের ধারণা এবং আমরাও তবে আগেই যে পুরুলিয়া জেলা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও উদ্বৃত্ত এলেকা। আর সেই নীতিতেই পুরুলিয়া জেলায় খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই খাদ্য সংগ্রহের সাফল্যের পিছনে এই জেলার যে করুণ চিত্র রয়েছে—তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এই জেলার লোক খুবই দরিদ্র এবং ক্রয় ক্ষমতাও খুব কম। সেইজন্য এই জেলার চাষী তাদের উৎপন্ন চাল নিজেরা খেতে পায় না—নিজেদের উৎপন্ন চাল দাম বিক্রী করে নিরুপায় হয়ে খাদ্য শস্য খেয়ে জীবন ধারণ করে। ফলে বাজারে যে ধান চালের আমদানী হয়—খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে তাই সংগৃহীত হয়ে থাকে। এবং জেলার লোক নিজেরা না খেয়ে যে ধান চাল কিনী করতে বাধ্য হয় সেই খাদ্য শস্যের আমদানীর ফলে ঘাটতি জেলার সৃষ্টি হয়েছে যে পুরুলিয়া খাদ্য শস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও উদ্বৃত্ত জেলা।

কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন—বিশেষ করে পুরুলিয়ার মত জেলায় চাষের জন্য যথেষ্ট জলের দরকার। পুরুলিয়া জেলায় বছরে ৪০ থেকে ৪৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়—এই বৃষ্টি চাষের পক্ষে যথেষ্ট নয়—কিন্তু কিন্তু এখানের অধিক জলধারণের ক্ষমতা খুব কম। ফলে বৃষ্টির জলে চাষের পূর্ব সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে এই জেলায় চাষের উন্নতি সম্ভব নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ—তাই সেচ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট। এইজন্য ব্যাপক হারে নলকূপ, অগভীর নলকূপ, প্রভৃতির ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু অন্য জেলার মত পুরুলিয়া জেলার তুলনা চলে না—সুতরাং পুরুলিয়ায় নলকূপের বিকল্প সেচের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যিসিং জেলার বিশেষ পরিস্থিতিকে যে ধরণের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে—অন্যতম পরিকল্পনা পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রেও বিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ করার কথা উপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষি মন্ত্রী বলেন যে ছোট চাষীদের সাহায্যের জন্য বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং রাজ্য সরকারের সামর্থ্যের অতিরিক্ত অর্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করে আনতে হবে। জোড়বাঁধ, কূয়া, লিফট ইরিগেশন প্রভৃতির দ্বারা জলসংরক্ষণ ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সবের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কৃষি মন্ত্রী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তে স্থান থাকা এই জেলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে—কৃষি ব্যবস্থার নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার দ্বারা উন্নতি সাধিত হচ্ছে—সেই সব পদ্ধতি পুরুলিয়া জেলাতেও প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই জেলার চাষবাসের ব্যবস্থা ও ধারার পালটাতে হবে। চাষীদের এই বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রণী হতে হবে এবং সংস্থা থেকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হবে।

গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভা

২৩শে ফেব্রুয়ারী বৈকালে পুরুলিয়া মেলায় আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল—গান্ধী-লেনিন। মানব-মুক্তি সাধনায় উভবিংশ ও বিংশ শতকের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—এই দুই যুগমানবের দর্শন, রাজনৈতিক কর্মধারা ও জীবনী পর্য্যালোচনার জন্য গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই দুই মহাপুরুষের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠান সারা বিশ্বে চলছে। এই উপলক্ষে পুরুলিয়া মেলার আয়োজিত গান্ধী মঞ্চ ও লেনিন মঞ্চে সকল দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলার প্রধান তোরণের সম্মুখে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত গান্ধী-মঞ্চ ও তৎপার্শ্বে লেনিন মঞ্চ সমগ্র মেলার বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করে।

পুরুলিয়া জেলার গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট গান্ধীবাদী সমাজসেবক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং মার্ক্সবাদী দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

গান্ধীবাদ ও লেনিনবাদের তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য বলেন—"গান্ধী ও লেনিন—এই দুটি নাম সারা বিশ্বে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে—কারণ এই দুই যুগ পুরুষ ইতিহাসের ধারাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। মরণারী ভাবে গান্ধী অসমাপ্ত বাকীদের কাজ শেষ হয়েছে এবং লেনিন অন্য শতবার্ষিকীর কাজ সুরু হচ্ছে। ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম এবং মহামতি লেনিনের জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল।"

ডাঃ ভট্টাচার্য্য আরও বলেন—"গান্ধী ও লেনিন এই দুই যুগপুরুষের মত ও পথের সত্য সার্থকতা অন্বেষণ এঁদের জন্মের মধ্যে মিলও আছে বিরাট। এঁরা যে ভিন্ন বিষয়ে দেখেছেন—নিজের দৃষ্টিতে যে আলোর সন্ধান পেয়েছেন সেই পথে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে গেছেন সংগ্রাম ও আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষায়; উদ্বুদ্ধ করেছেন ত্যাগ ও সাধনার মহান দীক্ষায়। তাই বলে তাঁরা মধ্যেমাঝি ছিলেন—এই কথা মনে করাও ভুল হবে। স্থানিক, কালিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এঁদের জীবন ও বাণী প্রতিফলিত করে সেই আলোকে এঁদের বিচার করতে হবে।

"১৯১৭ সালে জার শাসিত রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সংঘটিত করার কিছু পরে বৃটিশ শাসিত ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাও হয়। এঁদের জন্মের সংগ্রাম ও আন্দোলনের দ্বারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও ঐ আন্দোলনের ধারার বিভিন্নতার সন্ধানে তাঁদের দার্শনিক মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, জৈন ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি গান্ধী-মানসকে যেমন নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছে; তেমনি ইউরোপীয় জড়বাদের উপর ভিত্তিতে বস্তুমূলক বস্তুবাদের দার্শনিক প্রত্যয়ের পরিবেশে লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। গান্ধীজী মানব মুক্তির কথা ভেবেছিলেন—এবং পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য সাধারণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী লেনিনের সমভাবাপন্ন ছিলেন না। অন্তরিকে লেনিন স্বদেশী ভাব শাসনতন্ত্র থেকে মুক্তির সংগ্রামে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—কিন্তু তিনি মনে করতেন যে ভার শাসনের উচ্ছেদ শেষ কথা নয়—মেহনতী মানুষ যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা কি করে পাই তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য এটা স্বীকার করেছেন যে যে সময়কালীন ভারতের পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক স্থাপনের কথা আসতেই পারে না। তখন গান্ধীজীকে বৃহত্তর ভারতের গণ-আন্দোলনকে সংগঠন ও নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। সুতরাং এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে গান্ধী বড় না লেনিন বড় এই বিচার করতে যাওয়া মানসিক মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হবে।

মার্ক্সীয় মতে রাষ্ট্র তোল শোষক-পীড়নের যন্ত্র। সুতরাং বিপ্লব মানে রাষ্ট্র ক্ষমতার রূপান্তর কেবল নয়—রাষ্ট্র ব্যবস্থার চূড়ান্তের করে কিছু সংস্কার সাধন নয়—একে ভেঙ্গে চুরমার করে নূতন রাষ্ট্রীয় যন্ত্র গড়ে তোলা। সুতরাং রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করা লেনিনের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু গান্ধীজী এইরূপ ক্ষমতা অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন না—এতে হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয় এই ছিল তাঁর মতবাদ। সুতরাং শ্রেণীকে শ্রেণীতে মিলন ঘটিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তরই ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

গুরু শিষ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীধাওয়ানের মনোজ্ঞ ভাষণ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীশান্তি স্বরূপ ধাওয়ান এবং শ্রীমতী ধাওয়ান গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া আসেন। বৈকাল ৪ ঘটিকায় তাঁদের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সঙ্ঘ থেকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং সঙ্গীক রাজ্যপালকে নিবেদিতা কলা মন্দির, সারদা মন্দির (আর্ট গ্যালারী), মিউজিয়াম প্রভৃতি পরিদর্শন করানো হয়।

বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেলুড় মঠের গুরু শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ" এই উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয় এবং বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ স্বাগত সম্ভাষণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। তাঁহার কয়েকটি ভজন ও সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী আবৃত্তির পর শ্রীমতী ধাওয়ান পুরস্কার বিতরণ করেন। গত বৎসর দুর্ঘটনায় বিদ্যাপীঠের যে ছাত্রদল ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যু হয় ও তদ্দ্বারা এই বৎসর ছাত্রটি নিজ পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীমতী ধাওয়ান সংক্ষিপ্ত ভাষণে ছাত্রদের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির ভাষণ দান প্রসঙ্গে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীশান্তি স্বরূপ ধাওয়ান বলেন—"বিদ্যাপীঠের এই পরিবেশে অনুষ্ঠানগুলি দেখবার সময় আমার মন সুদূর অতীতের দিকে চলে যায় এবং প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে। ঐ তক্ষশীলাতে ভারতবর্ষের এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এসে দর্শন, অর্থ-নীতি, ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতো। বিদ্যাপীঠের সম্পাদক মহারাজ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে ভারত (India in miniature) বলে যে আখ্যা দিয়েছেন—তা সুন্দর সত্য ও সমীচিন বলে আমি মনে করি এবং ছাত্রদের এই বাস্তবিক প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে অনুরোধ করি।"

বিশেষভাবে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে রাজ্যপাল প্রশ্ন করেন—"কিসের ভিত্তিতে তোমরা নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দাও এবং কোন্ মাপকাঠিতে তোমরা নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করো? জার্মানী ইতালী বা স্পেনের মত তোমাদের কোনও একটি সাধারণ ভাষা নেই—একটি সাধারণ ধর্ম্ম নেই বা একটি সাধারণ জাতি নেই। তবে কোন্ বন্ধনে এই বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠি, ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও জাতি গোষ্ঠিকে আবদ্ধ করে ভারতবর্ষ একটা দেশ ও ভারতবাসী একটা জাতি হয়েছে সেটা তোমাদের ভালভাবে জানতে ও বুঝতে হবে।"

এই প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন—"বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাই ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং যুগ যুগ ধরে সমগ্র ভারতকে এক বন্ধনে যে সৃষ্টি আবদ্ধ করে রেখেছে—সেই হোল ভারতীয় ঐতিহ্য (tradition)। তাই আমাদের কোনও এক সাধারণ ভাষা নেই বলে যে কোনও একটি ভাষাকে সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা রূপে আখ্যা দিয়ে অন্য সকল ভাষা-ভাষীদের উপর চাপাতে হবে—এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি এবং এর দ্বারা অবশ্যই সংহতি গড়ে উঠবে না—বরং বিপরীত হবে। কারণ সাহের জোরে ভাষা সৃষ্টি হয় না। আমরা নিজেদের প্রকাশ করবার জন্য যা বলি—সেটাই আমাদের ভাষা।

"ভাষার মতই ভারতে ধর্ম্মেরও বিভিন্নতা আছে। প্রকৃত পক্ষে সারা পৃথিবীতে যত রকমের ধর্ম্ম আছে—তার চেয়ে বেশী প্রকারের ধর্ম্মমতে ভারতবর্ষেই আছে। এটাই আমাদের গৌরব। আমরা আবার বৈষম্য মত যে কোনও ধর্ম্ম অবলম্বন ও ধর্ম্মমত পোষণ করতে পারি রামায়ণ বা মহাভারতে এমন একটি কোনও দৃষ্টান্ত নেই যেখানে কি ধর্ম্মমত পোষণ করার জন্য কাউকে উনি নির্যাতন করেছে। বরং বুদ্ধদেব বের বা ধর্মে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু কিন্তুরা তাঁকেও নবম অবতার রূপে জ্ঞান করে। এই হোল ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরা। ভারতের কোনও সাধারণ ধর্ম বা ভাষা নেই। খৃষ্ট বা মহম্মদের জন্মের বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে বেদের সৃষ্টি। জাতি (race) কি বেদকে আমরা বিশেষ কোনও জাতি গোষ্ঠী জ্ঞান করি। এখানে ত্রাবিড়, আর্য্য, কোলেরিয়ন, মেসোটিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মিলন ঘটেছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষার পুণ্যোদ্যান বলা চলে।"

রাজ্যপাল আরও বলেন—"শঙ্করাচার্য্য ছিলেন ভারতের ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রান্ত কেরলের সন্তান। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ এক বিরাট অনেছিলেন এবং ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করছিলেন। কয়েক শতাব্দী পরে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত বাংলা দেশের সন্তান যুগপুরুষ বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্য্যের উত্তর সাধক রূপে মর্ম্মগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এইভাবে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাধনার পরম্পরা বা ঐতিহ্য আত্ম-প্রকাশ করেছে। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব সংবাদ

লাওসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

১৯৪৯ সালের জেনেভা চুক্তির ফলে ইন্দোচীনকে যে নিরপেক্ষতার রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়, তার অন্যতম হচ্ছে লাওস। তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদের' বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের সময় সেখানে স্থানীয়তাবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী ও কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত হয় পাথেট লাও বাহিনী। তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তারা উত্তর অঞ্চলের দুটি প্রদেশ দখল করে নেয়। ১৯৫৪ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল যে পাথেট লাও বাহিনী জাতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তাদের নেতাদের নিয়ে লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। শান্তিপূর্বভাবে ঐ কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে পাথেট লাও দলের রাজনৈতিক শাখা বিপুল সাফল্য অর্জন করে। তারপর থেকেই আরম্ভ হয় গোলমাল এবং আমেরিকা লাওসকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সুভন্নফুমা সরকারকে বাধ্য হন। পাথেট লাওদের বিরুদ্ধে দমননীতি আরম্ভ করল নতুন সরকার, ফলে তারা আবার বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে সামরিক তৎপরতা প্রস্তুত তোল।

১৯৬০ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর আবার সামরিকভাবে সুভন্ন কুমার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারও পতন ঘটিয়ে মার্শাল প্রভুসনষ্ট নোসাভন ভিয়েন্তিয়ান শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৬২ সালে জেনেভায় আবার চৌদ্দ শক্তির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে ভিত্তি করে সুভন্নফুমা, স্যাথেটলাও দলের নেতা সুভন্ন ভং এবং মোসাভনকে নিয়ে এক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল। কিন্তু এও স্থায়ী হোল না। কিছু কালের মধ্যেই পাথেট লাওদের সঙ্গে বিরোধ বাধল এবং সুভন্ন কুমার অধীনে আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পাথেটলাও গেরিলা আবার যুদ্ধ আরম্ভ করল। সরকার পক্ষের সঙ্গে পাথেট লাওএর যে যুদ্ধ করছে উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যরা। জানয় কর্তৃপক্ষ এর বিরোধীতা করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁদের কোন সৈন্য লাওসে নেই। সম্প্রতি পাথেট লাও সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে 'প্লেন অবজারভেশন' অধিকার করেছে। সরকার পক্ষের জেনারেল রাখিকসের নেতৃত্বে বেত্ত হাওর সৈন্য এই সমতলভূমি রক্ষা করছিল। তাদের এক-তৃতীয়াংশের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই সব কারণে লাওস সমস্যা আবার জটিল আকার ধারণ করছে। পাথেট লাও হুমকি দিয়েছে যে আমেরিকা যদি লাওসের ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে তারা অস্ত্রত্যাগ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাতে প্রস্তুত। মার্কিন জনমতও লাওসের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত। তারা আরেকটি ভিয়েৎনামের সৃষ্টিতে আশঙ্কি জানিয়েছে। লাওসের সমস্যুমিতে যুদ্ধ আবার আরম্ভ হওয়ার তারতের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

"যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে প্রস্তুত" প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘোষণা

যুগোস্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোর সম্বর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত এক ভোজ সভায় প্রেসিডেন্ট নাসের ইস্রায়েলকে সতর্ক করে বলেছেন যে মিশর আত্মরক্ষার জন্য সামুদ্রিক কাজে ভীত নয়, এবং তারা চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন মিশর শান্তি চায়। কিন্তু শান্তি ও স্বাধীনতার শত্রুরা যুদ্ধ চাইলে এবং আমরা অবশ্য যুদ্ধ এই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে প্রস্তুত।

ভারত-পাক সেক্টর কমাণ্ডার বৈঠক

ভারত এবং পাকিস্তানের সেক্টর কমাণ্ডার যথাক্রমে শ্রীসি, কে, সেন এবং লেঃ কর্ণেল টি, কোরেশী সীমান্তে অবস্থিত তুসবাক্টীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানীদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে এ বৈঠকে আলোচনা হয়। শ্রী সেন জানিয়েছেন যে সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানীরা কয়েকবার সশস্ত্র ডাকাতি এবং গবাদি পশু চুরি করেছে।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে চাকায় ভারত-পাক সীমান্ত চিহ্নিত করণের জন্য কর্তৃপক্ষীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

---•---

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বৎসরের বাজেট

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রাজস্ব আদায়—১৯৭০-৭১ সালের আনুমানিক বাজেট বরাদ্দ মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ হোল ২৭৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে সংশোধিত বরাদ্দে এই টাকার পরিমাণ ২৬৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। মর্ম মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব ব্যয়—১৯৭০-৭১ সালে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের বরাদ্দ হোল ২৮৫ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা; ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত হিসাব এর পরিমাণ ২৮৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। ঘ্রাসের পরিমাণ ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা।

ঋণ ও অন্যান্য খাতে—কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য স্বয়ং শাসিত সংস্থা থেকে ১৯৭০-৭১ সালে প্রাপ্তব্য ঋণের অনুমিত হিসাব ৫১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বরাদ্দে এর পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ ৬ কোটী ১ লক্ষ টাকা।

মূলধনী ব্যয়—১৯৭০-৭১ সালে মূলধনী খাত বাবদ বাজেট বরাদ্দ মোট ২৯ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বরাদ্দে এর পরিমাণ হোল ৩১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা।

১৯৭০-৭১ সালে মূলধনী খাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়গুলি—

১) "অমিদারী প্রথা রদের ফলে জমিদার প্রভৃতিকে ক্ষতিপূরণ দান" খাতে ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা।

২) প্রধানতঃ বীজ খামার উন্নয়ন, উত্তোলন মূলক সেচ ও গভীর নলকূপের জন্য কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণা পরিকল্পনাগুলিতে মূলধনী বিনিয়োগ" খাতে রাখা হয়েছে—২ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা।

৩) প্রধানতঃ এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন, সমবায় সংস্থামমূহ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ও শিল্প সংস্থাগুলিকে শেয়ারে মূলধন বিনিয়োগের জন্য "শিল্প ও অর্থনীতি উন্নয়ন মূলধন বিনিয়োগ" খাতে রাখা হয়েছে—১ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা।

৪) মযূরাক্ষী ও কংসাবতী নদী প্রকল্পগুলির জন্য "বহুমুখী নদী পরিকল্পনা সমূহে মূলধন বিনিয়োগ" খাতে ধরা হয়েছে—২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

৫) "বহুমুখী নদী পরিকল্পনা সমূহে মূলধন বিনিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য উপভোক্তা কার্য" খাতে রাখা হয়েছে ৩ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা।

৬) বিভিন্ন সেচ ও নিকাশী প্রকল্পের জন্য "সেচ, নৌ-পরিবহন, বাঁধ নিকাশী কাজ (বাণিজ্যিক)" খাতে ধরা হয়েছে—৪৩ লক্ষ টাকা।

৭) "পূর্তকাজে মূলধন বিনিয়োগ" খাতে রাজ্যের সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে—৩ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা।

৮) বিভিন্ন পরিকল্পনা ও অঞ্চল পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজের জন্য "পূর্ত কাজে মূলধন বিনিয়োগ" খাতে রাখা হয়েছে ৩ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা।

৯) শিল্প সংস্থাগুলির পুর্ব নির্ণীত পরিকল্পে সহায়তা বাবদ রাখা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষীদের ভাড়া দেওয়ার বাড়ী নির্মাণ প্রকল্পের জন্য রাখা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা।

১০) লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পে ব্যয় করা হবে ৩ কোটী টাকা।

১১) বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পে ব্যয় করা হবে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা।

১২) অন্যান্য কাজে মূলধন বিনিয়োগ—"উদ্বৃত্তের জন্য ব্যয়" খাতের পরিকল্পগুলির জন্য রাখা হয়েছে—৭২ লক্ষ টাকা।

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ

৯, পঞ্চানন তলা লেন

কলিকাতা—১২

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল উপস্থাপিত

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটা অন্ধকার রাত্রিরের আশ্বাস পেয়েছে। আজকে যদি কোন কারণে এই বিলের পাশ করার পথেকে ব্যাঘাত হয়, তাহলে বাংলা দেশ তা ক্ষমা করবে না, বাংলা দেশের জনসাধারণ তা ক্ষমা করে না। দেশের স্বাধীনতা আসার পরে এই প্রথম দেশের জনসাধারণ, বাংলা দেশের জনসাধারণকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের বাংলা দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সবচেয়ে বড় অবহান হচ্ছে এই পঞ্চায়েৎ বিল এবং এর দ্বারা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব জনসাধারণকে দেবার ব্যবস্থা করা। সুতরাং আমি এই সদনে আজ সকলকে সাবধান করে দিচ্ছি, যে কোন পরিস্থিতি হোক না কেন যুক্তফ্রন্টকে আমাদের রাখতে হবে, রেখে এই বিল পাশ করতে হবে এবং বাংলা দেশে এই আইনকে কার্যকরী করে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক যে কাঠামো সেটাকে সফল করতে হবে। এর যদি অন্যথা হয়, তাহলে যারা যুক্তফ্রন্ট সরকার অক্ষ দায়ী হবেন তাদের আমরা বাংলার জনজীবন থেকে দূরে ঠেলে দেবো। এই বিলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরে নির্বাচন। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যারা ভোট দাতা (Voter) তাদের সব প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আমি আগে তিনটি স্তর (3 tier)-এর কথা বলেছিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিস্থিতি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ব্লক পর্যায়ে একটা ব্লক সমিতি রাখতে হবে। তার প্রধান কাজ হবে যে সেই অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষীয়দের নিয়ে গঠিত ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েৎ কমিটিগুলির মাধ্যমে উন্নয়ন কার্য করা। পঞ্চায়েতে সরকারী অনুদান ও বন্টন করার জন্য এ ব্লকে একটা সমিতির প্রয়োজন সকলেই অনুভব করছে। গ্রাম অঞ্চল এবং জেলা পরিষদ পর্যায়ে সমস্ত কাজের নির্বাচন দ্বার তা গঠিত হবে। এই গ্রামে একটা ভিন্নি এই আইনের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে (Audic) ব্যাপার। আমাদের পুরোনো পঞ্চায়েৎ আইনে অডিটের ব্যাপার ছিল কিন্তু এতে আবার নতুন অধ্যায় (Chapter) করে হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুরুতর অনৈক অনিয়ম আমার নাম করেন এবং পঞ্চায়েতের কথা বলে একটা মন্তব্য করেছিলেন। কো-অপারেটিভ বিল আলোচনাকালে এই মর্মে মন্তব্য ও অভিযোগ করেন যে, পঞ্চায়েতগুলিতে দুর্নীতি আরোপ করে আমি নাকি জেলা পরিষদগুলি বাতিল করার ব্যবস্থা করছি। আমি দেখাতে চাই যে এর মধ্যে ব্যাপার কি আছে। অন্যান্য পঞ্চায়েতগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার এখানে প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ অনেক মাননীয় সদস্য কোন অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে বলেন, ১২ হাজার টাকা তছরূপ করেছে। কিন্তু আপনারা সকলেই চাংড়ি জেলা পরিষদ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও পুরুলিয়ার কথা জানেন। বাঁকুড়ার ২ লক্ষ ৭ হাজার ৭৩০ টাকা, মেদিনীপুরের ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৩৭ টাকা, ২৪ পরগণার ৮৭ হাজার ৪৯০ টাকা ও পুরুলিয়া জেলা পরিষদের ১৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৫ টাকার কোন হিসাব ছিল না। সেজন্য ১৯৬৯ সালে স্পেশাল অডিটার নিয়োগ করে এই সমস্ত হিসাবগুলি পরীক্ষা করা হয়, তার পর এদের উপর Supersession এর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়।

এই যে টাকা, এই টাকা কিন্তু সরকার দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্নের জন্য টাকা, আর্তত্রাণের জন্য টাকা। নির্বিবাদে এই টাকাগুলি লোপাট হয়ে গেছে। সুতরাং এই কি থেকে যদি বাস্তবিকপক্ষে দুর্নীতির অভিযোগ আনা যায় তাহলে সেটা কিছু অন্যায় হবে না। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা পঞ্চায়েৎ আইনের মধ্যে বিশদ ডিটেলস এর মধ্যে যাচ্ছি না, তার কারণ সেগুলি ক্রস বার ক্রস যখন আলোচনা হবে তখন দেখা যাবে, কিন্তু এই সম্বন্ধে সকলেই জানতে উৎসুক হয়ে রয়েছেন। পঞ্চায়েৎ বিভাগের গ্রাম পঞ্চায়েৎ থেকে আরম্ভ করে জেলা পরিষদ পর্যন্ত যে সমস্ত কর্তৃপক্ষরা আছেন তাদের সম্বন্ধে কিছু বাবস্থা করা উচিৎ এবং এই সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট ভেবেছি। চৌকিদারদের সম্বন্ধে, পঞ্চায়েৎ সচিবদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পে কমিশনও কিছু রেকমেণ্ড করেছেন। বাকী অন্যান্য যে সমস্ত পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদের কর্তৃপক্ষীরা আছেন বা আনুষ্ঠানিক পরিষদের কর্মকিরা আছেন, তাদের চাকরীর নিরাপত্তা থাকে থাকে সেজন্য আমরা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবো—এটা জব ইনফরমেশন এই হাউসকে দিচ্ছি। এখন পঞ্চায়েতের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষ করে বাংলা দেশে (এ ভরসে : তথাকিত কি গভর্ণমেণ্ট থাকবে?) গভর্ণমেণ্ট যাবে না, যুক্তফ্রন্ট থাকবে—পঞ্চায়েতের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থা মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই যে গ্রামে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত শোষিত জনসাধারণ তফসিল পর্যন্ত শোষিত নিপীড়িত হয়ে রয়েছে তাদের জীবনে জীবন সঞ্চার করা। এর একটা লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, এই আইন এই যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটা means emancipation of million of skeletons. ইংরাজ ২০০ বছর ধরে যা করে যেতে এবং কংগ্রেস ২১ বছর ধরে যা করে যেতে মিলিয়ন স্কেলিটন সমস্ত দেশে তৈরী করে গেছে।

It denotes a condition of things when the dumb and lame millions will speak and walk. এমন আজকে জনসাধারণের অভ্যুক্তি থেকে কয়েকশোবার বিশ্রি যারা তারা নয় শিকরে উঠছে। গ্রামের জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে পড়ে আছে শুধু তাই নয়—রাষ্ট্রিক নিপীড়িত তাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, সামান্য পশুত্বের মূল্য পর্যন্ত দেওয়া হয় নি তাদের। তার কারণ হচ্ছে এই যে কংগ্রেস স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কেন, যে ব্যবস্থা করতে চাওয়া গেছে, তাকে সমস্ত বিএকশনারি দল সমস্ত কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট সম্প্রদায় যারা পুঁজিপতি, জোতদার, জমিদারশ্রেণী এবং তাদের আশ্রিত যারা তারা বরাবর চক্রান্ত করে পড়েছে, অস্থির হয়ে পড়েছে। এই পঞ্চায়েৎ যদি তার অগ্রহণ নেয়, তাহলে বাংলার গ্রাম দেশ থেকে এই বাংলার নিপীড়িত জনসাধারণ, শোষিত জনসাধারণ, এই কায়েমী স্বার্থকে সমূলে উৎখাত করবে। সেই উদ্দেশ্যে এই পঞ্চায়েৎ বিল এবং এই পঞ্চায়েৎ বিলের প্রণবেরা অবিত হয়েছে। এই পঞ্চায়েৎ বিলের লক্ষ্য সত্যিকারের গণতন্ত্রের রূপকে বাস্তবে পরিণত করা। গভর্ণমেণ্ট এ পর্যন্ত চেষ্টা করে আসছে যে জনসাধারণকে spoon feeding করে রাখবো। কিন্তু এই বিলের মধ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে আমি বলছি এই কথা যে, জনসাধারণকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের বলা হচ্ছে যে এই দায়িত্ব এবং ক্ষমতা নিয়ে তোমরা নিজেদের ব্যবস্থা তৈরী করে চলো। গ্র ভ্রীজী বলতেন যে, People should be thrown on their own resources. Democracy should not result in making them helpless.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দেশে এই পঞ্চায়েতের আইন চালু হলে পরে যদি আমরা এটকে implement করতে পারি—implement করবোই, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে বাংলা দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে। একটা গভর্ণমেণ্ট কখনো সমস্ত কিছু দিয়ে লোককে সাহায্য করতে পারে না—লোককে দেবো incentive ও initiative যদি তৈরী না হয়। আমাদের বাংলা দেশে, ভারতবর্ষের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, যে লক্ষ লক্ষ idle man power রয়েছে, সেই idle man power-কে যদি আমরা সত্যিকারের সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে কখনই দেশের যে জনসাধারণ, তাদের জন্য asset তৈরী করতে আমরা পারবো না। একটা সাধারণ অর্থনীতির মূল কথা যে, মানুষের পরিশ্রম প্রকৃতির সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হলে তার দ্বারা মূল্য সৃষ্টি হয়। গত ২১ বছর ধরে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে যে লক্ষ লক্ষ idle man power রয়েছে সেই idle man power কে সুনিশ্চিতভাবে asset সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করতে পারে নি। সেজন্য আজকে আমরা দেখছি দেশের কোথাও কিছু করতে আমরা পারছি না। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, একটা করা হবে, এটা কল্পনা বা vision নয়, আজকে যেটা আমরা ইউ.টি.পিয়া বলে মনে করছি কালকে দেখছি সেটা প্রকৃত বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। দেশের দিকে দিকে আবার

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/5

হতে হবে যে আমাদের গ্রামে গ্রামে যে idle man power রয়েছে তাদের একদিকে সংগঠনের মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের মুখ্যবোধ নিজেদের সঙ্গে তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিয়ে সেটা প্রতিষ্ঠা করা, আর এক দিক দিয়ে তাদের কেন্দ্রীভূতে যে idle man power রয়েছে সেগুলিকে শক্তিকারের সংগঠনের মধ্য দিয়ে কি করে আবার সম্পূর্ণ সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারি তার জন্য চেষ্টা করা এবং সেটা করতেই হবে। আমরা কংগ্রেসের সামনে কেবল এদের দুর্গতি বাড়িয়ে দেছি এবং দুর্গতি দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের উপর তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিয়ে তাদের পিছনে সরকার তাদের সমস্ত সাহায্য নিয়ে সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের নিজেদের সম্পদ সৃষ্টি করতে নিজেদের ব্যবস্থা করতে তাদের সাহায্য করবে। আমরা এই জিনিষটা এখনও পর্য্যন্ত করতে শুরু করিনি, আজকে আমরা সেটা শুরু করতে চাই এবং পঞ্চায়েৎ আইন যেভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যদি আমরা সেদিকে লক্ষ্য রেখে এক প্রয়োগ করতে পারি জনসাধারণের মধ্যে তাহলে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশে একটা নতুন ভিত্তি স্থাপন করতে পারবো। সেটা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তি—জনসাধারণের ভিত্তি people যাদের বলি, তাদের ভিত্তি এবং সেটা ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। এর পিছনে শুধু আইন পাশ করলে হবে না। আমাদের সকলের সমবেত শক্তি দিয়ে যেমন করে একখানা ইটের উপর আরেকখানা ইট দিয়ে প্রাসাদ তৈরী হয়, তেমনিভাবে এটা তৈরী করতে হবে। এর সঙ্গে আরো একটা কথা আছে, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ, সেটা হচ্ছে রিয়াল ডেমোক্রেসী—সেটা will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when abused. আজকে আমাদের কেন্দ্রে বা ষ্টেটে যে কোন গভর্ণমেণ্ট থাকুক না কেন সেই গভর্ণমেণ্ট যদি তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহলে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েৎগুলি সেই ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের resist করবার যে capacity সেটা বাড়িয়ে তুলবে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শক্তি সেখানে হবে।

এই কথা বুঝবার মতো অবস্থা আপনাদের নেই। আমি এই বিধানসভার মাধ্যমে সমস্ত পশ্চিম বাংলার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকারী বলবো না' সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পথে জনসাধারণের দৌর রচনা করবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যুক্তফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট এখানে পঞ্চায়েৎ নিয়মের মাধ্যমে পঞ্চায়েৎ আইন রচনা করছেন। ভারতবর্ষের মধ্যেই ষ্টেট পঞ্চায়েৎ আইন রয়েছে আমাদের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত পঞ্চায়েৎ আইন রয়েছে, এই রকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোথাও কেউ গ্রহণ করেন নি। সমস্ত ভারতবর্ষ আইন রয়েছে জনসাধারণ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের ভিত্তি নিয়ে, কিন্তু, আপনাদের সামনে যে পঞ্চায়েৎ আইন উপস্থিত করছি তার মূল ভিত্তি হচ্ছে জনসাধারণের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে। আজকে ক্ষমতা আমরা তাদের দিতে যাচ্ছি না? তাদের যে ক্ষমতা রয়েছে তাকেই আমরা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। তার কারণ, শক্তিকার people. জনসাধারণ তারা ক্ষমতার জন্য বসে থাকবে না, আজ কোন কাল কোন, তারা ক্ষমতা কেড়ে নেবে যদি তার মূল্য আজকে স্বীকার করে না নেওয়া যায়। সুতরাং এদিক দিয়ে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এই উদ্যোগই কাজ করতেই হবে।

বর্তমান সময় দেখে যে পরিস্থিতি চলেছে তাতে আমাদের মনে হতে পারে যে, এটা কী সম্ভবপর ব্যাপার হবে? এটা খুব স্বাভাবিক সত্য কথা যে, যুক্তফ্রন্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে এতকাল যে একটা পাথর চাপান দিয়ে ছিল, সেটা বিলিজ হয়েছে, সেজন্য কোথাও কোথাও excess হচ্ছে। কিন্তু তাতে আমাদের নিরাশ হবার কিছু নেই বা তাতে আমাদের আশঙ্কা করবার কিছু নেই। এরকম একটা অবস্থা লক্ষ্য করে কোন এক মহাপুরুষ বলেছিলেন—What is happening is this: with the end of the slavery and the dawn of their independence, independence of the masses and the independence of the people, all the weaknesses of Society are bound to come to surface. I do not see any reason to be unnecessarily upset by it. If we keep our balance at such a time every tangle will be solved. As far as the economic question is concerned, it has to be solved in any way.

জনসাধারণ যে কৃতজ্ঞতা ছিল, সেই কৃতজ্ঞতা থেকে মুক্তির আশা তারা পাচ্ছে, এটা শক্তি কথা। ইংরেজ আমলে, কংগ্রেস আমলে স্বাধীনতা এবং মুক্তির স্বাদ তারা পেয়েছিল? যারা জনসাধারণকে শোষণ করে, যে শোষণের অস্তিত্বের উপর যাদের অস্তিত্ব ছিল, তাহাই মুক্তির স্বাদ পেয়েছে শুধু তাই নয়, দেশে যারা শোষণকারী তারাই মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আজ যুক্তফ্রন্টের আমলে জনসাধারণের ক্ষোভ যা ছিল, পুঁজিপতিদের ... কায়েমীস্বার্থের ক্ষোভ, দেশে যারা শোষণ করে তাদের ক্ষোভ তা দূর হচ্ছে এখন বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে এ পুঁজিপতির কারবারীর যে মহুরী করছে সেটা তো ক্ষোভ, আজকে তারা সেখানে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। আর এই দিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুধু তাই নয়, মাননীয় সভাপাল মহাশয়, I am urging everybody —যে, এই পঞ্চায়েৎ আইন এটা আজকে দেশের লোকের সামনে—দেশের নিম্নশ্রেণীর শোষিত জনসাধারণ—তাদের সামনে আজকে dawn of independence সেটা এনে দিচ্ছে—আজকে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আপনারা তৈরী হোন।

——•——

শিক্ষক চাই

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সিনিয়র বেসিক বিভাগের ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষক (বি, এ, পি, ডি, বি, টী) প্রয়োজন।

অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সেক্রেটারী
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পো: মাঝিহিড়া
(পুরুলিয়া)

Wanted

An assistant teach... B. Sc. (Hons)/M. Sc. in Ph... sics or Chemistry preferab... trained and experienced in... permanent vacancy. T... intending candidates shou... appear for an interview i... the school office with cer... ficates and testimonials ... 14.3.70 at 2 P. M. Pay acc... ding to grant-in-aid rul... No T. A. will be given f... the journey.

Secretary,
Moutorh M. S. High Sch...
P. O. Moutorh.
Dist.—Purulia

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালী সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্বিগ্ন জাগ্রত প্রাণবান নিবেদক

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

সোমবার, ১৬ই মার্চ '৭০
২রা চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা



যুক্তফ্রন্ট সরকার চরম সঙ্কটের মুখে

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত যুক্তফ্রন্ট রক্ষার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত

ছোট শরিকের দ্বারা গঠিত যুক্তফ্রন্টে বাস্তবঃ বাংলা কংগ্রেস ও মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ এবং রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসন মহলে ভূমিকা তথা কর্মীর মধ্যে ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ ঘনীভূত হতে থাকে শেষ পর্য্যন্ত তা চরম সঙ্কটের মুখে এসে পৌঁছেছে। বাংলা কংগ্রেস এই সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ১৬ই মার্চ পদত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই সঙ্কট ত্রাণের জন্য লোক সেবক সংঘের নেতা ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ মণ্ডল এবং আর-এস-পি নেতা শ্রীবাঘাই পান বিশেষ চেষ্টা করেন। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলও বিভিন্ন পর্য্যায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান এবং শেষে কুমুদমেলন এস-পি অনিলকান্তার এসে বাংলা কংগ্রেস ও মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মীমাংসার বিশেষ চেষ্টা করেন। পরে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানও এই বিরোধের মীমাংসার চেষ্টার আরও প্রকাশ করেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা কংগ্রেসের নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়কে দিল্লী আসার জন্য এই সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকের দিল্লীতে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র হাতিলের সঙ্গে সঙ্গে ছোট শরিকদল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটবে এবং রাজ্যের বাকেট মন্ত্রীসভা উদ্ভবে স্বল্পস্থায়ীন রাষ্ট্রপতির শাসন হয়ত প্রবর্তিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে এক পক্ষে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু উদ্যোগী হবেন এবং অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ও উদ্যোগী হবেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট এইভাবে বিধানসভার খণ্ডিত কোন ফ্রন্টেরই হল নিরপেক্ষ সংখ্যা সরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব নয়—যদি না পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সমর্থন নেওয়া হয়। অন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন যদি এখন ওঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন—সেটা অন্য কথা। তবে এই অবস্থায় যুক্তফ্রন্টে সি-পি-এম বা বাংলা কংগ্রেস যে যে কোন দলের উদ্যোগে বিকল্প মন্ত্রী সভা গঠিত হোক না কেন ফ্রন্টের দু একটি ক্ষুদ্র শরিক দল কোনও মন্ত্রীসভায় যোগদান করবেন না বলে মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের শক্তি নিম্নরূপ—

মোট সদস্য সংখ্যা ২৮০

১। মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি	৮০	১১। গোর্খা লীগ	৪
২। কংগ্রেস (শাসক)	৩৮	১২। সি-এস-পি (বিদ্রোহী)	৪
৩। বাংলা কংগ্রেস	৩৩	১৩। সি-এস-এল	৩
৪। কম্যুনিষ্ট পার্টি	৩০	১৪। ওয়ার্কার্স পার্টি	২
৫। ফরোয়ার্ড ব্লক	২১	১৫। আর-সি-পি-আই	২
৬। কংগ্রেস (সংগঠন)	১৭	১৬। মার্ক্সিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক	১
৭। আর-এস-পি	১২	১৭। পি-এস-পি	১
৮। এস-এস-পি	৯	১৮। আই-এ-ডি-এফ	১
৯। এস-ইউ-সি	৭	১৯। নির্দ্দলীয়	১১
১০। লোক সেবক সংঘ	৪	——•——	

কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যায় সঙ্কট কংগ্রেসী ও কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা ভাঙনের মুখে

কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর বিধান সভায় ৭২ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের ৬১ জন সদস্য। সুতরাং কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যা সরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক মন্ত্রী সভা আজ ভাঙনের মুখে কারণ ৩৫ জন কংগ্রেসী সদস্য কংগ্রেসের চীফ মিনিষ্টার গোলাম মহম্মদ মীরের নেতৃত্বে মুখ্য মন্ত্রী তথা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা জি, এম, সাদিকের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। এই পরিস্থিতিকে যে সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে—তাকে সাম্প্রতিক মন্ত্রীসভার আসন্ন পতন এড়াবার চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল জম্মু ও কাশ্মীর বিধান সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন।

উড়িষ্যা

১৪০ জন সদস্য বিশিষ্ট উড়িষ্যা বিধান সভায় স্বতন্ত্র-জন কংগ্রেস কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা দলত্যাগের ফলে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে পদত্যাগপত্র দেয়। ৬ জন কংগ্রেস এবং ২ স্বতন্ত্র সদস্য কোয়ালিশন দল ত্যাগ করে নূতন দল গঠন করেছেন। এই আটজন সদস্যের দলত্যাগের ফলে কোয়ালিশন দলের শক্তি এখন কমে দাঁড়াল ৬৬ জন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআর, এন, সিংদেও ও উ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মোহন প্রধান এই কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা রক্ষার বিশেষ চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের অভিযোগ যে শাসক কংগ্রেস গোষ্ঠি উড়িষ্যার বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবার কাজে বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাব আনবার কথা পাঞ্জাবের বর্ষীয়ান মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ে রাজ্যপাল পাঞ্জাব বিধান সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কাল মুলতুবী করে দিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশ

উত্তর প্রদেশের শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে গঠিত চরণ সিং এর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত করেছে।

মধ্য প্রদেশ

মধ্য প্রদেশেও কংগ্রেসী মন্ত্রী সভায় এক সঙ্কট সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট মধ্য প্রদেশ শাসন মুখ্য মন্ত্রী ডি, পি, মিশ্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর নির্বাচন বাতিলের আদেশ বহাল রেখেছেন এবং সেই সূত্রে মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্রা চরণ শুরুকে অনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২২ ধারা অনুসারে কেন নির্বাচনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না—তার কারণ দর্শাবার নোটিশ দেওয়া হোক।

——•——

সম্পাদকীয়

পরিষদীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের তৎকালীন ভাগ্য বিধাতারা গণ-পরিষদের গণ অধিবেশনে ভারতবর্ষের জন্য যে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র রচনা করলেন তাতে বিশেষ বিশেষ বিশেষণ সহকারে স্বাধীন রাষ্ট্রকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যায় ভূষিত করলেও এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে শাসনতান্ত্রিক ধাঁচার রূপ-রেখা দেন তা হোল পরিষদীয় গণতন্ত্র। এর চেয়ে উন্নততর ও সার্থকতর গণতন্ত্রের রূপ আমাদের সংবিধান রচয়িতারা কল্পনা করতে পারেন নি। আবার এই পরিষদীয় গণতন্ত্রকে পরিচালনার জন্য যে কাঠামো বা প্রশাসনিক যন্ত্রকে তাঁরা বরণ করে নিলেন সেটা হোল বৃটিশ আমলের ঐতিহ্যস্বরূপ বহু নিন্দিত ও বহু-সমালোচিত আমলাতন্ত্রের ষ্টীল ফ্রেম। বৃটিশ আমলের এই মরীচা-ধরা আমলাতন্ত্র এখন জরাজীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় কিন্তু একে পরিবর্তন করার ক্ষমতা বা বিকল্প যন্ত্র কল্পনা করার শক্তি আমাদের নেই। সুতরাং এই মরীচা-ধরা যন্ত্র স্বাভাবিক গতিতে ভেঙ্গে চৌচীর হয়ে না পড়া পর্যন্ত আমাদের দিন গত পাপক্ষয় করে যেতে হবে।

আমরা গান্ধীবাদের আদর্শে সার্থক গণতন্ত্রের বুনিয়াদ অথবা মার্ক্সবাদের আদর্শে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি—যা কিছুই গড়ে তুলতে চাই না কেন—সেটা যেমন পরিষদীয় গণতন্ত্রের আধারে সম্ভব নয়—তেমনি আমলাতন্ত্রের দ্বারাও নয়ই। দীর্ঘ বাইশ বৎসর ধরে গড্ডলিকা প্রবাহের মত আমরা এই পরিষদীয় গণ-তন্ত্রকে শাশ্বত ও সনাতন জ্ঞানে এর ভাগ্যকে আমলাতন্ত্রের মর্জ্জীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব ঝালনের আত্মতৃপ্তি লাভ করে এসেছি। আর সেই অবিবেচনা ও অক্ষমতার বিষময় ফল এখন আমরা ভোগ করছি। আজ রাজ্যে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট; কথায় কথায় দল ত্যাগ; সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ নিয়ে অমার্জ্জনীয় বিরোধ; আর এই সব সুযোগে আমলাতন্ত্রের প্রোচ্ছাবারো এবং জনসাধারণের দুর্গতির অবধি নেই! সর্ব্বস্তরে এক অসহ্য পরিস্থিতি!!

দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ও শোষিত মানুষ আজ জেগে উঠছে—নিজেদের অধিকার অর্জ্জনের কথা চিন্তা করতে শিখছে—স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকারের কথা তার মনকে নাড়া দিচ্ছে; কিন্তু সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে তার দেহের ও মনের ক্ষুধার অন্ন কোথাও পাচ্ছে না। স্বভাবতই সে চঞ্চল ও হয়ত কিছু পরিমাণে উদ্‌ভ্রান্ত। আর জন-মানসের এই পরিস্থিতি এক বিশেষ সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত। কারণ এই পরিস্থিতিতে বিপ্লব অথবা প্রতি-বিপ্লব দুই-ই সংঘটিত হতে পারে। প্রগতিশীল শক্তি যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারলে দেশকে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে নিয়ে যেতে পারে—নতুবা প্রতিক্রিয়া-শীল ভাগ্যেষী শক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেশে ফ্যাসীবাদের নিগড় রচনা করতে পারে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে পরিষদীয় গণতন্ত্রের সুশীতল ছায়ায় জাঁকিয়ে বসে হিটলারের অভ্যুদয় ও ফ্যাসীবাদের জন্ম হয়েছিল। সুতরাং আজ দেশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—দেশ গণতন্ত্রের পথে এগুবে, না, ফ্যাসীবাদের পথে ঝুঁকবে। দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এই চ্যালেঞ্জের কিভাবে মোকাবিলা করে—তারই উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

অ, চ.

লেনিন

৭ই মার্চ ১৯৭০, শতবর্ষের আলোকে আরেকটি ব
উদ্ভাসিত—লেনিন। কার্ল হেনরিখ মার্ক্স, এ্যাঞ্জেল আর ফা
বাদের ভাবনাকে গড়ে পিটে মূর্তি দিলেন যিনি, শোষিত মা
তার মুক্তির পথ যিনি তৈরী করলেন নিজের ত্যাগ, দৃঢ়সংকল্প ও
দৃঢ় নিষ্ঠা দিয়ে, আজ ত্যাগ, দৃঢ়সংকল্প ও নিষ্ঠার অভাবের দি
বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবাধ শোষণের চি
আমরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সেই যুগন্ধর পুরুষ লেনিনকে
মার্ক্সবাদই লেনিনবাদ—একজন চিন্তা, অপরজন কর্ম। মা
বাদী লেনিন বিশ্বাস করতেন, পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন বা
নৈতিক-অর্থ নৈতিক বিবর্তনে। শোষিত মানুষের যে সংগ্রাম, ত
সে বিবর্তনেরই একটি স্তর, বিরতি নয়। এই বিবর্তনের মূ
এমন দিন আসবে যেদিন মানুষের জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে
তর্ক চলতে পারে পথের যাথার্থ্য নিয়ে, কিন্তু গান্ধীজীর "স্বরাজে
লক্ষ্যের সঙ্গে এইখানেই মার্ক্সবাদের মিল।

আজ কামনা করবো, লেনিনের জন্মদিনে সেই পরিবর্ত্ত
ও বিবর্তনের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠুক মানুষের মনে। বিবর্ত্ত
পরিবর্তনই একমাত্র সত্য—বলেছেন কার্ল হেনরিখ মার্ক্স, বলে
ছেন লেনিন। চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনকে অস্বীকার করা
গোঁড়ামীতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে যেন অশ্রদ্ধা
দেখানো হয়, এটাই আজ কামনা করবো।

—•—

যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিকল্প সম্পর্কে —লোকসেবক সংঘের বক্তব্য—

লোকসেবক সংঘের পক্ষে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতি
জানিয়েছেন যে (১) বর্ত্তমান অবস্থায় যদি কংগ্রেসের নিরপেক্ষতা
কোন বিকল্প মন্ত্রীসভা হয়, তাহলে সংঘ নিরপেক্ষ থাকবে
কারণ রাষ্ট্রপতির শাসন অপেক্ষা জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতি-
নিধিদের শাসনকে সংঘ শ্রেয় মনে করে। (২) যদি কংগ্রেসের অ
গ্রহণে বা সক্রিয় সমর্থনে কোন মন্ত্রীসভা হয়, সংঘ তার বিরোধিতা
করবে। কারণ এমন মন্ত্রীসভা কংগ্রেসকে জীইয়ে রাখতে সাহায্য
করবে। (৩) ফ্রন্ট ছিল, এমন শরিকদলগুলির বিধানসভা
সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন ফ্রন্ট গঠিত হলে ঐ ফ্রন্টের সর
কার গঠনে সংঘ সাহায্য করবে।

—•—

যে সব কাজ অবিলম্বে সুরু করার জন্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা হাতে
নিয়েছিলেন—

(১) খাদ্যাভাবগ্রস্ত মানুষের জন্যে পুরুলিয়া জেলার অকাল
অঞ্চলে ব্যাপক টেষ্ট রিলিফের কাজ।

(২) সংকুচিত তহবিল সত্ত্বেও পুরুলিয়া জেলার জন্যে যতটা সম্ভ
বর্দ্ধিত হি, আর, দেবার ব্যবস্থা।

(৩) পুরুলিয়া জেলার কৃষি-উন্নয়নের প্রাথমিক পর্য্যায় হিসেবে
অকালে অঞ্চলে জোড়বাঁধ সেচ পরিকল্পনা।

(৪) পুরুলিয়া জেলায় সিমেন্ট-শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ।

(৫) পুরুলিয়ার পথঘাটহীন গ্রামাঞ্চলের জন্যে রাস্তা নির্মাণের
কাজ।

(৬) পুরুলিয়া জেলার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং
নূতন ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার কাজ।

—•—

পুরুলিয়া মেলায় আলোচনা সভা

গান্ধী-লেনিন জীববাদর্শ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরুলিয়া মেলার সূত্রে গান্ধী লেনিন সম্পর্কিত আলোচনা সভার মার্ক্সবাদী দর্শনের বিশেষ প্রবক্তা ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন—

"অহিংসার অস্ত্রেই হিংসার আশ্রয় নিতে কোনও মার্ক্সবাদী বলেন না। শাসনেতা কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। সুতরাং ক্ষমতাকে হস্তান্তর নির্ভিত্তে হিংসার আশ্রয় নেয়। তাই লেনিনের মতে জনসাধারণ যাতে তার অস্ত্র যে হিংসার অস্ত্র নিতে বাধ্য হয় সেটা Revolutionary Violence। অবশ্য শক্তি বিরোধী শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে করার জন্য ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। সর্ব্বহারার একনায়কত্ব এক শ্রেণীর গণতন্ত্র। এই চিন্তাধারা লেনিনের মনে স্থান পেয়েছে—কিন্তু গান্ধীজী একে বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং তাঁর চিন্তার স্থান পায় নি। গান্ধীজী নিখিয়েছেন গণ-আন্দোলনের রাজপথে দেশের মুক্তি সাধনা।

লেনিন বলেছেন যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের ভাগ্যকে অধিকার করার জন্য এগিয়ে আসে ও আন্দোলন করে—তাকেই দিয়েছেন পলিটিক্স বলে। এই মানকাঠিতে গান্ধীজীই প্রথম নেতা যিনি পিতিয়স পলিটিক্স করেছিলেন। ভারতবর্ষে গণ-বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে গেছেন গান্ধীজী।

উপসংহারে ডঃ ভট্টাচার্য্য বলেন যে তিনি গান্ধীবাদী নন—তিনি মার্ক্সবাদী সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তাঁর কাছে শক্তি গান্ধী অপেক্ষা নেতা গান্ধীই মহান। গান্ধীজীই একমাত্র নেতা যিনি এই কথা বলার ক্ষমতা রাখতেন যে "আমার এক পা গুঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সারা হিন্দুস্থান উত্থান পাথান" করে যাবে।" জনসাধারণকে ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হয় তার মধ্য গান্ধীজী বিরুদ্ধ আন্দোলন এবং উপযুক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিক্রিয়া করার উপদেশ তাঁর দিয়ে আসছেন। আর গান্ধীজীর অহিংসাবাণী দেশকে ভাগিয়েছে তিনি মানুষকে সর্ব্বপ্রকার জুলুমের ভয় করে—মানুষকে বীর্য্য ও শৌর্যে প্রতিষ্ঠিত করে মানব মুক্তি সাধনার পথ দেখিয়ে গেছেন।

সুতরাং আমাদের কাছে গান্ধী ও লেনিন উভয়েই যুগন্ধর পুরুষ—মানব মুক্তি সাধনার উভয়েই মহান। সমস্ত বিশ্বের লোক এই দুই মহাপুরুষের কর্ম্ম পদ্ধতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

সভাপতির ভাষণ

গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভার সভাপতির ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বলেন—

"গান্ধীজীর মত স্বাধীনতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মানুষ কিভাবে রাজনীতির নিম্ন স্তরে এসে পড়লেন সেটাই পরম বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু রাজনীতি, কংগ্রেস সভাপ্রাণ ছিল তাঁর মহান অস্ত্র। রাজনীতি প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর গুরু মহাত্মা গোখলের গুরু স্বীকার করেছিলেন, আর সাধারণ মানুষকে জানি ও চেনে, তার পরে রাজনীতি করেছেন। গুরুর এই উপদেশ গান্ধীজী নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন—ফলে জননেতা-রূপে গান্ধীজীর কোনও তুলনা মেলে না।

"গান্ধীজীর পূর্ব্বে কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালনা অভিজাত উচ্চশ্রেণী ও উচ্চ মধ্যবিত্তের আবেদন নিবেদনের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নাগরিক জীবনের গণ্ডী সম্পূর্ণ ভাঙ্গে ছিল। গান্ধীজী সেই গণ্ডী ভেঙ্গে দিলেন এবং নিজেরও শ্রেণীগত রূপ পরিবর্তন করে জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন।

"সাধু সন্তেরা মাটীতে নেমে আসেন না—উচ্চ স্তর থেকে মানবের কল্যাণ সাধন করেন। এই চরম সত্যকে স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিংশ শতাব্দির বলেন মহাত্মা গান্ধী। স্বরাজ আশ্রমে থেকেই জনমানসের প্রতি-চ্ছবি তাঁদের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠছিল।

"১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতির সমগ্র কৃষিক একমাত্র গান্ধীজীর। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন চৌরীচরার হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের জন্য গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয়ে মতভেদ ঘটেছিল—কিন্তু গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরকে পূর্ণ শ্রদ্ধা করতেন। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম পরিদর্শন কালে গান্ধীজীকে "মহাত্মা" আখ্যা দেন।

"গান্ধীজীর চরিত্র মূল প্রত্যয় ছোল সত্য। অহিংসার উদ্ভব হয়েছে সত্য থেকে। রাস্কিন, টলষ্টয়, থোরো প্রমুখ মনীষিরাও অহিংসার নীতি ব্যাখ্যা করে গেছেন। হিংসার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না—অস্ত্রহিকে অহিংসার কোনও অস্তিত্বকরতা নেই। সুতরাং শান্তিস্তরের আদর্শে গান্ধীজী ত্রিগুণী সংস্থাবাদী—এই প্রশ্ন নিরর্থক। শান্তিস্তরে রাজনীতির চর্চা সত্য থেকে অনেক দূরে। কূটনীতির মারপ্যাঁচ ছোল তাঁদের বিচার ধারা।

"গান্ধীজীর রাজনীতি ছোল বৈয়ধিক—ধর্ম্মভিত্তি তাঁর রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ১৯০৮ সালে পুণীর সন্নিকটে বেলগাঁও এ গান্ধী দেশ সংঘের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য বালগঙ্গাধর, শঙ্করাচার্য্য মহাদেব দেশাই প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সকলেই যোগ দেন। পুরীতে তখন অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং গান্ধীজী কড়া নির্দ্দেশ দিলেন যে পুরীর মন্দিরে কেউ পূজা দিতে পাবেন না। কারণ গান্ধীজী বললেন—যে মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার নেই—সেই মন্দিরে দেবতা আছেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। গান্ধীজীর এই নির্দ্দেশকে অগ্রাহ্য করেও লোকমান্য বালগঙ্গাধর ও শ্রীমতী দেশাই সকলের অগোচরে পুরীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন। পরে গান্ধীজী এই কথা জানতে পেরে বালগঙ্গাধর প্রতি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং মহাদেব দেশাইকে বিরক্ত তিরস্কার করেন। মহাদেব দেশাই ক্ষোভের সঙ্গে বলেন—মহাত্মার ন্যায় ব্যক্তির দেবা করা অপেক্ষা অন্ধ ভগবানের সেবা করা সহজ।

গান্ধীজী তথা গান্ধীবাদের সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে শ্রীচৌধুরী বলেন—আজকের দিনে শ্রেণীগত সংগ্রামের কথা যারা চিন্তা করেন—তাঁরা চিন্তাধারায় একান্তই পশ্চাৎপদ। আর যাঁরা গান্ধীজীকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার কথা বলেন—তাঁদের ঐতিহাসিক বোধেরও প্রশংসা করা যায় না। ভারতের ইতিহাস থেকে গান্ধীজীর নাম বাদ দেওয়ার অর্থই হবে ভারতের ইতিহাস অস্বীকার করা। এঁরা হবে একান্ত-ভাবেই ইতিহাস বোধের অভাব এবং কৃতজ্ঞতা বোধের অভাব। অনাধারণ ত্রৈকালিক অতীন্দ্রিয়তিত মনীষি গান্ধীজীকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কোনও ইতিহাসের নেই।"

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আশানসোল) তাঁর ভাষণে বলেন যে গান্ধী ও লেনিন এই দুই মহাজীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন এই আলোচনা সভার মধ্য সমস্যের মধ্যে নয়। এঁদের অবদান সমস্ত দেশের সর্ব্বকালের মানুষের পরম সম্পদ হয়ে থাকবে এবং তাঁকে অস্বীকার করা বা তাচ্ছাভাবে বিচার করার চেষ্টা করলে আমরা মানবী বিরুদ্ধিরই সম্মুখীন হব।

আলোচনায় যোগ দেয়ে পুরুলিয়া ছোল থেকে শ্রীমশোক চৌধুরী ও শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য অন্যান্যদের মতামত জ্ঞাপন করেন।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

ডাকাতির সন্দেহে তিনজন যুবক গ্রেপ্তার

গত ৭ই মার্চ তারিখে বলরামপুর থানাধীন থেকে সর্ব্বশ্রী অমল কুমার ঘোষ, সুধাংশু চ্যাটার্জি এবং মনোরঞ্জন নাথ বাইকে পুলিস রঘুনাথপুর থানার একটা গ্রামে ডাকাতি সূত্রে গ্রেপ্তার করেছে। সম্প্রতি একটা গ্রামে ডাকাতির সময় এক মহিলার মৃত্যু ডাকাতির ভয় এবং সেই সময় একটি বন্দুক ও টাকাকড়ি নিয়ে ডাকাতেরা পালায়।

মৃত যুবকের পুলিস-স্যাঃ ছাই বলে সন্দেহ করছে। কিন্তু যুবকেরা নিজেদের বেকারত্ব কলঙ্ক ঘোচাতে বেরিয়ে পড়ে এবং পুলিসের তাড়া খেয়ে পুলিয়ার তারা ভ্রমণের উদ্দেশ্য এসেছে বলে জানায়।

—•—

বিহার মানভূমে দুর্ভিক্ষঃ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকা

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পরিষদ লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীযুক্ত চন্দ্র ঘোষ, সংঘের লোক সভা সদস্য বৈদ্যনাথ মাহাতো ও নিমডি লোক সেবাসদনের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু কুমার রায় পাটনা সেক্রেটারীয়েটে পূর্ব নির্দ্ধারিত সময় অনুসারে বিহারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রীবাবু সাইব সহিত বিহারবাসিত মানভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষঃ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন।

ইচাগড়, নিমডি, পটমদা, চাণ্ডিলের ভয়াবহ অভাব, নিরারুণ খাদ্য-সঙ্কট এবং কাজের অভাবে লক্ষ লক্ষ পরিবারের হলে হলে গ্রাম ত্যাগ, এমন কি অনেকগুলি অনাহার মৃত্যু এবং বহু আতুর সংঘের সাহায্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সরকারী নীরবতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। অবিলম্বে বিবিধ বিলিফ ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে মন্ত্রীত্বের গুরুতর কর্ত্তব্যের ভারে লঘুভার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাঁহার সামনে বহু রাজনৈতিক ব্যাপারের জমেলা রহিয়াছে আশিয়ান তাঁহারা এখন সময়ে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন—এই কারণে যে পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক।

প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, তিনি রাজনৈতিক নানা কাজের ভীড়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও তিনি যত শীঘ্র সম্ভব এ সম্পর্ক ব্যবস্থা করিতেছেন।

সংঘ সচিব মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে, মাননীয় রাজ্যপালের শাসনের সময়ে বহু চেষ্টা করিয়াও এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে কোনো কিছু ব্যবস্থা না করায় তাঁহারা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়াত মধ্যে ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষেরা তাঁহাদের চোখের সামনে ক্ষুধায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে খাদ্য ও কাজের সন্ধানে দলে দলে নিজেদের গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে দেখিতেছেন। এমন অবস্থায় সংঘের সঙ্গে তাঁহার মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কিন্তু তাঁহাকে তাঁহারা তার করেন।

সংঘ সচিব বলেন যে রাজ্যপালের অধীন অফিসারতন্ত্রের হাত হইতে শাসন আজ জন-প্রতিনিধিদের হাতে আসায় তাঁহারা আশান্বিত যে, এইবার অফিসারতন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার অবসান হইবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, রাজ্যপালের শাসনের সময়ে বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কোনো প্রতিকার হইল না দেখিয়া ঐ আন্দোলনগুলির সাথে বিপন্ন মানুষের সক্রিয় যোগাযোগ নাস্তিতে যাইতেছিল। তাহারা এতদূর বিক্ষুব্ধ যে, খুব শীঘ্র মধ্যে সহায়তার ব্যবস্থা না হইলে তাহারা আন্দোলনের পথে নামিয়া পড়িবে। তাহাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন—এতদিন অন্ত লোকের হাতে শাসনভার ছিল—তাহারা কিছু করে নাই। আজ আমি কিনা মাত্র শাসনভার হাতে লইয়াছি—মানা অবাবস্থা ও অসুবিধার মধ্যে আছি। অনশন নিশ্চয়ই তারা উপবাস করিবে এবং আমাকে ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে সামান্য কিছুটা সময়ও তো দিবে। প্রতিনিধিরা জানান যে, নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে আজিই তাঁহাদেরকে ব্যবস্থাপকদের ও তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, এই পরিস্থিতি পরিস্থিতিকে এমন আন্দোলন সৃষ্টির হাথাই সম্ভাবনা। তাঁহারা শীঘ্র মুখ্যমন্ত্রী সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।

প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে যে স্মারকলিপি দেন তাহাতে বিহার অবস্থিত মানভূমের শোচনীয় অর্থনৈতিক জীবন, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কঠোর জীবন সংগ্রাম এবং দুর্ভাগ্যকাল বরিয়া শাসনতান্ত্রিক উৎপত্ত ও অবহেলার কথা জানান। গত কয়েক বছরের অন্নহা ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় বর্তমানে যে ভয়াবহ সংকটের আবির্ভাব হইয়াছে—তাহাও ঐ লিপিতে জানান। ১৯৬৭ সালে বিহারের মুক্তকণ্ঠের তৎকালীন নেতা স্বর্গতপুর্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবরাহাদা প্রসাদ গুপ্তিকের কথা উনিয়াই অসুস্থ অবস্থাতেও যেভাবে নিমডি প্রভৃতি অঞ্চলে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং সরকারী যন্ত্রকে যেভাবে জনগণের প্রতি অনুকূল করিয়াছিলেন এবং সে সময় লোক সেবক সংঘের আহ্বানে শ্রীঅরুণাচল নারায়ণ পরিচালিত বিহার বিলিফ কমিটি শ্রীসিন্ধুরাজলী চাঙ্গার নেতৃত্বে দীর্ঘ দিন ধরিয়া ঐ বিস্তির ব্লকে বিস্তির আয়োগ যেভাবে বিলিফ দিয়াছিলেন—ঐ আবেদনিপত্রে সে সবের কথার কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা হয়।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার

ঐ দিনই প্রতিনিধিরা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বিহার শাখা অ্যাডিমান জনরিয় নেতা শ্রীসুরজীন কুমার মুখার্জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিহারের নব গঠিত মন্ত্রীসভাটিকে যে ছয়টি রাজনৈতিক দল সমর্থন করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে অন্যতম কমিউনিষ্ট পার্টি। এই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সুরজীনবাবু সহিত প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে খর্ত্তমান কাল আলোচনা হয়। প্রতিনিধিরা তাঁহাকে খাদ্য সংকটের ভয়াবহ গুরুত্বের কথা বিশদভাবে বলেন। এবং সাধারণ মানুষের এই চরম দুর্গতির সময়ে শাসনযন্ত্রের কাছ হইতে অবিলম্বে উপযুক্ত সহায়তা লাভ করা বিষয় বিহারের কমিউনিষ্ট পার্টি তথা আপার নেতৃত্বমের কাছ হইতে তাঁহারা সর্বাত্ম সহায়তার ও সহযোগিতার উদ্যোগ আশা করিতেছেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সুনীলবাবু প্রতিনিধিদের বলেন যে তিনি সম্প্রতি সিংভূম জেলায় গিয়া নিজে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার উপর তিনি প্রতিনিধিদের কাছ হইতে অবিলম্বে বিবরণ জানিয়া সংকটের ভয়াবহতা আরো উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি ভালভাবে জানিয়াছেন যে, বিহারের অন্তত এতদ সংকটের আবির্ভাব হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রতিকারের জন্য সচিবের প্রচেষ্টায় হইয়াছে। তিনি অন্তরভাবে বিধায়ন্তিত মানভূমের অঞ্চলগুলির জন্যও অবিলম্বে চেষ্টা করিবেন।

সুনীলবাবু আরও বলেন যে, বিহারে জনমর্থিত শাসন—ছাত্র শাসক এবং জনগণের ক্ষুধ দুর্ভিক্ষ লাঘবের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এই মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের এই সংকট সময়ে বিপন্ন মানুষের সাহায্যে চরম সরকারী সহায়তা পাশ্ব জন্যই তাঁহারা শিল্পই দেখিবেন। দুই শাসন ও খার্ত বিপন্ন মানুষের দুঃখ লাঘবের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই মন্ত্রীসভাটি টিকিয়া থাকার দাবী থাকিবে এবং তাহা হইলে এই সমীকরণকে সমর্থন করার দাবী থাকিবে। সেজন্য তিনি এ বিষয়ে আন্তরিকতার চেষ্টার উপর উদ্বেগ হইবেন বলিয়া প্রতিনিধিদের গভীর আশ্বাস দেন।

প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন—তাঁহারা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সুনীলবাবুর সহিত আলোচনায় সন্তোষজনক আশ্বাসন, এবং আশ্বাসিত হইয়াছেন। প্রতিনিধিরা সুনীলবাবুকে বলেন এ সমস্ত দুর্গত স্থানগুলি প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিজ মধ্যে নিমডি লোক সেবাসদনে আসিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। ইহাতে সুনীলবাবু বলেন যে, বিলিফ কার্য্য সম্পর্কে প্রাথমিক কাজে চেষ্টা করার পর তিনি সুযোগ হইলেই যাইবার জন্য আশা রাখেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে ও সুনীলবাবুকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে দুর্গত ব্লকগুলিতে যে সমস্ত সংঘকর্মী এবং প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা যথার্থ কাজ করিবেন—তাঁহাদের বিলিফ কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিতে পারিবেন—মুখ্যমন্ত্রীকে ও সুনীলবাবুকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে তাঁহাদের নাম দেওয়া আছে।

তাঁহাদের নাম এই—

ইচাগড় ব্লক—(১) শ্রীশক্রয় আদিত্যদের ইচাগড়, (২) শ্রীনিমলেন্দু রাণগুপ্ত, চৌকা (৩) শ্রীবধেশ্বর মাহাত, চিকসডা (৪) শ্রীমধু ব্যানার্জ্জী, ডুমরী।

নিমডি ব্লক—(১) শ্রীসুবোধ কুমার রায়, নিমডি লোক সেবাসদন, (২) শ্রীবংকেশ্বর মাহাত নিমডি, (৩) শ্রীমহতী প্রসন্ন সিংদেও পাত্র বামনী (৪) শ্রীশ্রীসন্তু সিংদেও বাড়েরা।

পটমদা ব্লক—(১) শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত গাগীডুব, (২) শ্রীশ্রীপদর মাহাত, চুমী, (৩) শ্রীনীলকান্ত মাহাত, মাধবপুর।

চাণ্ডিল ব্লক—এই ব্লক বিষয়ে নিমডি লোক সেবাসদনের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে বলা হইয়াছে।

পাটনায় এই সময় সাক্ষাৎকারের জন্য অরুণবাবু কলিকাতা হইতে ওভরবিবারু দিল্লী হইতে ও সুবে ধর্মবু নিমডি হইতে আসিয়া জিলির ন। অরুণবাবু ও ওভরবিবারু দেই বারেই যথাক্রমে কলিকাতা ও দিল্লী ফিরিয়া যান। বিহার বিলিফ কমিটির নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকার ও অন্তাত সাক্ষাৎকারের জন্য সুবোধবাবু পাটনায় থাকিয়া যান।

———

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে রাজ্যপাল

ভারতীয় ঐতিহ্য ও শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে শ্রীধাওয়ানের ভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজ্যপালের ভাষণ:

মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে করে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"ভারতীয় ঐতিহ্য কি এটা তোমাদের জানতে হবে কারণ এটা যদি সঠিকভাবে জানতে ও উপলব্ধ করতে পারো তবেই ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হবে। আর এটাকে যদি হারিয়ে ফেলো তবে সমগ্র ভারতকে ঐক্য, ও কর্মপ্রবাহ আর কোনও বন্ধন থাকবে না। এই ঐতিহ্য বা সংস্কৃতা একদিনে অথবা এক শতাব্দীতেও গড়ে ওঠে নাই। সভ্যতা একমাত্র চীন দেশ ছাড়া ভারতীয় সভ্যতার মত এত প্রাচীন ঐতিহ্য আর কোনদেশের নেই মিশর, ব্যাবিলোন, গ্রীক, রোম প্রভৃতি বহু প্রাচীন সভ্যতা ছিল—কিন্তু মহাকালের গর্ভে বহু শতাব্দী পূর্বেই সে সব সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের উপর শক, হুন, গ্রীক, মোগল, তুর্কী প্রভৃতি যুগে যুগে বহু আক্রমণ হয়েছে—বহু সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে—কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা আজও অক্ষত আছে। এমন কি চীন দেশকেও ভারতের মত এমন বৈদেশিক আক্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় নি। সম্প্রতি ভারত পরিষ্কৃত হয়েছে সত্য—কিন্তু তাতেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে নষ্ট করতে পারে নি বা পারবে না।"

গুরু-শিষ্যের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান বলেন—"গুরুর নিকট শিক্ষালাভের জন্য যেমন আদর্শ পরিবেশ প্রয়োজন—তার চেয়েও অধিকতর প্রয়োজন শিষ্য বা ছাত্রের মানসিক প্রস্তুতি। দুটি বিষয়ের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে—প্রথম শ্রদ্ধা বোধ এবং দ্বিতীয় গুরু প্রতিষ্ঠা।

মনুর বিধানে এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যুক্তি-ক্ষমা-দম-মন্ত্রের-অক্রোধ-শৌচ-শুচিত-সত্যানুচিতা প্রভৃতি গুণাবলী শ্রদ্ধা বোধের সঙ্গে অপরিহার্য্য। কিন্তু এক সব বিষয়ের কথা থাকলেও কোথাও বিধান এর কথার উল্লেখ নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক শিষ্য বা ছাত্র নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তার বিবেচনার দ্বারা নিজেদের মত ও বিশ্বাস গড়ে তুলবে এই ছিল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই নয়ে আর একটি অবশ্য পালনীয় বিষয় ছিল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা আত্ম-নিগ্রহ। ভারতীয় ঐতিহ্য বা সংস্কৃতার গড়ে তোলার পথে এই গুণটির বিশেষ অবদান আছে।

এই ভাবে অতীতকালে ছাত্র সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা জ্ঞান গড়ে তোলা হোত। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধের একান্ত অভাব দেখা যায়। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার নামে আজকাল চরম স্বেচ্ছাচার ঘটে চলেছে—যে কোনও প্রকার কার্যকলাপের এর জোরাই দিয়ে চালানো হচ্ছে। শৃঙ্খলাবোধ কখনই জাগরূক নাযাবার নয়। শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় ও উৎসাহ দান করা হচ্ছে।

ছাত্রদের দ্বিতীয় অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হোল—গুরু প্রতিষ্ঠা। গুরুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনাবিল ভক্ত গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রথম ভিত্তি। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে আমরা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের প্রকৃত চিত্র পাই। শরণাগত শান্তির শিক্ষাগত ভীষ্মকে গুরুর স্থান কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে—পিতাধাতাতার উর্দ্ধে গুরুর স্থান। তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভীষ্ম বলেন পিতামাতা শিশুর দেহ-দীক্ষেই জন্ম দান করেন—কিন্তু শিশুর প্রকৃত মানসিক ও আত্মাগত সত্তা ও তার মনুষ্যত্ব বিকাশ গুরুর দ্বারাই সম্ভবপর।

সুতরাং ছাত্র যদি তার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা তবে জীবনে সে কখনও কোনও উন্নতি করতে পারে না। আজকের ভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে এই ভয়াবহ সঙ্কট আত্মপ্রকাশ এবং ভারতের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করছে। স্বাধীনতা ও বিপ্লবের দোহাই দিয়ে গুরুবাদ নিন্দাবের ধ্বনি তোলা হচ্ছে—ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক মৎপরোনাস্তি তিক্ত ও বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে।

কিন্তু যে সব পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে মোহান্ধ হয়ে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য ভুলে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা করছি যে সব দেশের গুরুর প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধার ভক্তির শ্রদ্ধা স্থাপনের ও সুষ্ঠুতা বোধ সৃষ্টির বিশেষ প্রয়াস করা হয়। লেভিংহেড হাসিয়াতেও ছাত্রদের আচরণ বিধির প্রথম ও প্রধান নির্দ্দেশ হোল—বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা। প্রাচীন কালের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বিষয়ে আমরা যে সব বিধি নির্দ্দেশ দেখি—তার বহুলাংশে লেভিংহেড হাসিয়া প্রমুখ প্রাগতিশীল পাশ্চাত্যরা ও ছাত্র সমুহ নিজেদের দেশে প্রবর্তন করছেন।

আর আমাদের দেশে যাঁরা বিদ্যুবের দীক্ষান্তও দেছেছেন তাঁরা গুরু-বাদের মূলে কুঠারাঘাত করে ছাত্রের জীবন থেকে গুরুর স্থান সম্পূর্ণ বাহ্য দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। আধুনিক বিপ্লবীরা গুরুর উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করে গুরুকে অস্বীকার ও অশ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিচ্ছেও—নিজেরা কিন্তু সমগ্র সমগ্র মাইল ঘুরে অবিশ্রান্ত তাঁদের নেতা মাওকে পরম গুরুজনে পূজা করেন এবং লিবিংসারে মাও এর চিত্রাধারা প্রচার করার জন্য বেশবাসীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

গুরুকে অশ্রদ্ধা করা বা গুরুর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণার নাম বিপ্লব নয়। প্রিয় চোল অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও ভাবিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং উন্নতমন্ত্র ও শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম। এই বিপ্লব সংগঠনের জন্যই ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই বিপ্লব সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। মনু বা পরাশর প্রমুখ ভারতের প্রাচীন ঋষিরা যে বিধান দিয়ে গেছেন সে সবস্তই তাঁদের নিজের কালের ও নিজের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ও পটভূমিকায় দিয়েছেন। তাঁরা কোথাও বলেন নি যে তাঁদের বিধান শাশ্বত ও সনাতন এবং সর্ব্বকালের ও সর্ব যুগের জন্য প্রযোজ্য। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধি বিধানেরও পরিবর্তন অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধন করলেই তা স্থায়ী ও সর্বজনগ্রাহ্য হবে।

"আমি চীন দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ভ্রমণ করেছি; সুতরাং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে দেশে ছাত্রেরা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবীল হয়ে শিক্ষা অর্জন করে—তাদের শিক্ষা সার্থক হয় এবং দেশও উন্নতি লাভ করে। সুতরাং ভারতের এই বিপ্লব অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ছাত্রদের আচার্য্য-নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার দ্বারা তাদের শিক্ষাও সার্থক হবে এবং দেশও উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।"

রাজ্যপালের ভাষণের পর বিদ্যাপীঠের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনারির জন্য বিদ্যাপীঠকে রাজ্যপাল ৫০০৲ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

এই অনুষ্ঠানের পর বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ রাজ্যপালকে মার্চ পাষ্ট করে অভিবাদন জ্ঞাপন করে এবং প্রেট্রন ডিল, লেজিয়ন ডিল, মশাল ডিল, অগ্নি গোলকের মধ্য দিয়ে উল্লম্ফন প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে।

———

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব সংবাদ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পাক ভারত বৈঠক :—

গঙ্গা কমিশনের নবীগুলি সম্বন্ধে পাক ভারত সেক্রেটারী পর্যায়ের আলোচনায় আন্তর্যায় প্রতিনিধি দলের নেতা মেঃ হুসরতের সেক্রেটারী শ্রী ভি, ডি, চাবী বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারতের পক্ষ থেকে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন যে ইতিপূর্বে কর্ণফুলি ও তিস্তা নদী সম্পর্কীয় আলোচনাতেও ভারত অনুরূপ আশ্বাস দিয়েছিল। তবে পাকিস্তানকে বাস্তু দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পাকিস্তান যদি তার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করেন তবে ভারতের বহু অঞ্চল বন্যা জলে ডুবে যাবে এবং তা ভারতে বিশেষ বিঘ্ন হবে। তিনি আরও জানান যে পূর্ব পাকিস্তানের চাষাবাদের জন্য যে পরিমাণ জল প্রয়োজন বলে দাবী করা হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্মত পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হয়নি, করা হয়েছে, অবান্তর দৃষ্টি কোণ থেকে। পাকিস্তান পদ্মা নদী সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে, তাতে গঙ্গা নদীর উপর ভারতের সার্ভে ও অন্যান্য প্রস্তাবের প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

ইসলামিক সেক্রেটারিয়েটে ভারতের আপত্তি :—

গত বছরে ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর এক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে যে পাকিস্তান রাবত সম্মেলন ইসলামিক সেক্রেটারিয়েট গঠনের জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে ভারত সে সম্পর্কে তাঁদের আপত্তির কথা সমস্ত আরব দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতের মতে রাবত সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল আরবদের ব্যাপারে সমর্থন সংগ্রহের জন্য এবং ঐ সম্মেলন কোন ধর্মীয় সম্মেলন ছিল না। রাজনৈতিক বিবরণগুলিকে যদি ধর্মীয় আচ্ছাদন দেওয়ার চেষ্টা হয় তাহলে ভারতের পক্ষে আরবদের ব্যাপারে সেখানকার মত সমর্থন জানিয়ে যাওয়া কঠকর হবে।

ভারত পাক সেক্টর কমাণ্ডার বৈঠক :—

ভারত এবং পাকিস্তানের সেক্টর কমাণ্ডার যথাক্রমে শ্রী বি, কে, সেন এবং বর্গেন টি, কোরেশী সীমান্তে অবস্থিত ফুলবাড়ীতে এক বৈঠকে মিলিত হবে। ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানীদের অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে ঐ বৈঠকে আলোচনা হয়। শ্রীসেন জানিয়েছেন যে সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানীরা ইয়েকবার সশস্ত্র ডাকাতি এবং গবাদি পশু চুরি করেছে।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় ভারত-পাক সীমান্ত চিহ্নিত করণের জন্য কর্মকর্তাদের এ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে রুশ-বিরোধী বিক্ষোভ :—

চেকোশ্লোভাকিয়াতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ব বিখ্যাত প্রতিযোগিতা উপলক্ষে রুশ প্রতিনিধিদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। গত ১৯৬৮ চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ অভিযানে চেকদের মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে এই বিক্ষোভ তারই অভিব্যক্তি। ঐ প্রতিযোগীতা চলা কালে চেক দর্শকেরা অন্য দেশের সকল প্রতিযোগীদের বিপুল হর্ষধ্বনিতে উদ্দীপিত করে। কিন্তু রুশ প্রতিযোগীরা বিজয় মঞ্চে উঠলে, বা রুশ জাতীয় সঙ্গীত চলাকালে তারা হয় চড়াগলায় বিদ্রূপ করেছে না হয় অভিবাদন না জানিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থেকেছে।

—:—

স্থানীয় সংবাদ

মানবাজারে ডাকাতি

গত ২৩ মার্চ রাত্রি প্রায় ১১৷৩০ টার সময় একদল সশস্ত্র ডাকাত মানবাজার থানার অন্তর্গত বাঘী-জগদ্দল অঞ্চলের মলিয়ান গ্রাম নিবাসী শ্রীমহেশ মাহাত ও শ্রীরামধোন মাহাত এর বাড়ীতে ডাকাতি করে। প্রবেশ পথে লাঠি দিয়ে ডাকাতেরা মাহাতি তরলে ডাকাতদল বোমা ফাটিয়ে বাড়ীর লোকজনকে আহত করে। পাড়া প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক লোকমাল শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ডাকাতেরা বোমা ছুঁড়ে তাদের নিরস্ত করে। অতঃপর, কাপড়-চোপড়, নগদ টাকা, রেডিও, ঘড়ি ইত্যাদি সহ ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্নেও ৫/৬ হাজার টাকার মত। মধ্যবিত্ত চাষীর পক্ষে ইহা অপূরণীয় ক্ষতি নিঃসন্দেহ। এখন গ্রামাঞ্চলের [illegible] বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীমহেশ মাহাত সহ তাঁহার দুই [illegible] ডাকাতদের বোমা ও লাঠির দ্বারা গুরুতর ভাবে আহত হন এবং তাঁহাদি[illegible] মানবাজার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

—:—

নরহত্যা সহ ডাকাতি

জঙ্গল থানার বেতকোথর গ্রামের নিকট রাধাপুর গ্রাম গু[illegible] মার্চ তারিখে নরহত্যা সহ ডাকাতি হয়েছে। প্রকাশ মহা কাহিকে এক[illegible] ডাকাত দলটা কেড়ে বিপোদের মাতাত ঘরে প্রবেশ করলে তাঁ স্ত্রী চী[illegible] নিয়ে ডাকাত দল বাধা দেন এবং একজন ডাকাত গুরুতর ভাবে আ[illegible] করেন। এর পরে ডাকাতেরা পাল্টি আক্রমণ করে বিলোচন মাহাত এ[illegible] তাঁ স্ত্রী ও বন বয়সের কন্যাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে। ঘটনায় বিলোচন মাহাতের মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে স্থানান্তরের [illegible] মারা যান। আহত কন্যাটি বর্তমান হাসপাতালে রোগিরত রয়েছে।

ডাকাতেরা পালাবার সময় পাশ্ববর্তীবনকারী গ্রামবাসীদের উদ্দে[illegible] হাকেবোমা ছোড়ে বলে প্রকাশ।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রীসভা গঠনে প্রস্তুত, অন্যান্য দলগুলির এম.এল.এ.রা আমাদের সমর্থন করবেন – প্রমোদ দাশগুপ্ত

বাঙলাদেশে কি আবার আয়ারাম-গয়ারামের পালা সুরু হচ্ছে ?—সোমনাথ লাহিড়ী।

১৫ই মার্চ্চ কোলকাতার জনসভায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন যে অজয়বাবু পদত্যাগ করলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রীসভা গঠন করতে প্রস্তুত আছে। তিনি বলেন যে সি, পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রমুখ দলগুলি আমাদের সমর্থন করবেন না বলে জানিয়েছেন কিন্তু ওঁদের বহু এম, এল, এ, আমাদের সমর্থন করবেন।

সি, পি, এমের মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তুতির কথা শুনে ইতিপূর্বে সি, পি, আই নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, সি পি, এমের প্রয়োজনীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা কোথায় ? তবে কি বাঙলা দেশে আবার আয়ারাম-গয়ারামের পালা সুরু হোল ?

জনসভায় শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে আহ্বান পেলে তাঁরা মন্ত্রীসভা গঠন করবেন—পরে বিধান সভায় তাঁদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা প্রমাণিত না হলে তাঁরা মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবী করবেন।

—:—

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম ; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ চালনা করে। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

যুক্তফ্রন্টের ৪র্থ মার্চের বৈঠক ও ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

ফ্রন্টের বিগত ৪র্থ মার্চ তারিখের বৈঠকটির প্রতি সারা পশ্চিম বাংলার মানুষের আগ্রহাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। বহু মানুষ ভাবিয়াছিল ঐ দিন হয় কোনো একটি ঐক্য সূত্রের ভিত্তিতে আপোষের পথ হইয়া ফ্রন্ট টিকিয়া যাইবে অথবা সেই দিনই ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া শেষ হইবে।

সন্ধ্যা ৬৷৩০ টায় সি, পি, আই অফিসে ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল আসিয়া সমবেত হইলেন। ঘণ্টার মধ্যে সকলেই আসিলেন—কেবল মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলা কংগ্রেস প্রতিনিধিরা তখনও কেহ আসিলেন না। তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছিল সেই সময়ে জানা গেল যে, বাংলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের পার্টি অফিসে সন্ধ্যা ৬৷৩০ টায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া অনেকেই মনে করিলেন তবে কোনো গোলমালের উদ্ভব হইয়াছে।

ঘানিকক্ষণ পর বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুনীল কুমার ধাড়ার কাছ হইতে ফ্রন্টের আহ্বায়কের নামে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পত্রটির সহিত বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলীর দ্বারা গৃহীত এক প্রস্তাবের প্রতিলিপিও দেওয়া হইয়াছে। চিঠি এবং প্রস্তাব হইতে যাহা জানা গেল তাহা এই—

বনিরহাট নির্ব্বাচনে বাংলা কংগ্রেস তথা যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীর বিরুদ্ধে এবং মুসলিম লীগ প্রার্থীর অনুকূলে সি, পি, এম, কাজ করিয়াছেন তাহা বাংলা কংগ্রেস পরিষ্কারভাবে জানিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সি, পি, এম-এর সহিত বসিতে রাজী নন। এবং ৭ই মার্চ তারিখে বাংলা কংগ্রেসের কর্মী পরিষদের বৈঠকে স্থির হইবে যে সি পি, এমের সহিত ভবিষ্যতে বসিতে পারা যাইবে কি না।

যুক্তফ্রন্টের কাজের দ্বারা এই যে, কোনো শরিকদলের প্রতিনিধি বৈঠকে না আসিলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় না। সেজন্য বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্টের এই বৈঠকে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত করায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল না। উপস্থিত সভ্যগণ বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইয়াছে কি, হয় নাই এ সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য নিজ নিজ মন্তব্য করেন। কেহ বলেন—এক বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে আঘাত পাইয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া এই কাজ করিয়াছেন; সেজন্য সহানুভূতির সঙ্গে তাঁহাদের বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাদের বুঝাইয়া বৈঠকে আনিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের বিশেষ আঘাত লাগিবার বা বিশেষ অভিযোগ করিবার কারণ থাকিলেও, তাহা ফ্রন্টের বৈঠকে আসিয়া বলাই উচিত ছিল। ফ্রন্ট যতক্ষণ আছে —ততক্ষণ কাহারও অভিযোগের প্রতিকারে ইহাই একমাত্র পথ। ফ্রন্টের কাছ হইতে কোনো অভিযোগের কোনো প্রতিকার পাওয়া যাইবে না এই ধারণা কাহারও বদ্ধমূল হইলে ফ্রন্টের বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করিয়া সকলের সহিত যুক্তি অভিমত বিনিময় করিয়া সকলকে যুক্তি বাধিবার চেষ্টা করিবার সুযোগ দিয়াই ৯ম তারিখের বা ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরিস্থিতি সিদ্ধান্ত নেওয়াই উচিত। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ ফ্রন্টের বৈঠকে তো সকলকেই আসিতে হইবে।

ঐ বৈঠক হইতে তখন সি, পি, এম নেতারা চলিয়া যাইতে চাহিলে কেহ কেহ বলেন যে, আহ্বানিকভাবে বৈঠক না হইলেও ঘরোয়াভাবে ঠিক করা যাক—বাংলা কংগ্রেসকে কিভাবে বুঝানো যাইবে, কে, কে বুঝাইতে যাইবে—সেজন্য ঘানিয়া পরামর্শ করুন। সি পি, এম নেতারা বলেন যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসের অভিযোগ থাকিলে তাঁহারা বসিতে পারিতেন। তাঁহারা যখন সি, পি, এমের সহিত বসিতে চান না —তখন বলিতে চান না তখন সি পি, এমের দিক হইতে যোগাযোগ করার প্রশ্ন নাই—বাকি সকলে এ বিষয়ে যাহা ভাল বোঝেন করুন। এই বলিয়া সি পি, এম নেতারা ফ্রন্টের বৈঠক হইতে চলিয়া যান।

তাহার পর ফ্রন্টের যে সব শরিক দলের সভ্য রহিলেন তাঁহাদের সকলেরই কাছ হইতে এই অভিমত দেখা গেল যে, ফ্রন্টের বৈঠকে সকলে মিলিত হইয়াই পথ নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। সেজন্য বাংলা কংগ্রেসকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই চেষ্টার জন্য কয়েকজন বা যিনি যিনি আগ্রহ বোধ করিবেন তাঁহারা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন।

এই বৈঠকে ঘরোয়াভাবে ঠিক হইল যে, ফ্রন্টের নির্দ্ধারিত কর্মধারা অনুযায়ী পরবর্ত্তী বুধবারে বৈঠক হইবে। আহ্বায়কের পক্ষ হইতে সকলকে এই মর্ম্মে সাবাদ দিয়া আসিতে অনুরোধ করা হইবে।

এই সমস্ত অনুরোধ যোগাযোগ সত্ত্বেও যদি এক বা একাধিক শরিক দল আগামী বৈঠকে আসিতে বিরত থাকেন—তাহা হইলেও বাকি শরিক দল যেন বৈঠকে আসেন এবং সেই পরিস্থিতিতে পরবর্ত্তী কর্মধারা কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহারা সকলে স্থির করেন—লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে আমরা এই প্রস্তাব রাখি। ইহা সকলে সমর্থন করেন এবং ফ্রন্টের এই ঘরোয়া বৈঠক শেষ হয়।

—:—

West Bengal State Electricity Board
Corrigendum Notice

The draft public notification in respect of erection of 132 kv. D. C. transmission line from **Purulia to Santhaldi** was published in the 46th issue of "Mukti" dated 22nd December, 1969. But the following discrepancies were noticed for which necessary amendments are being published –

1. The name of the P. S. of the mouzas Belkuri, Chakbad, Erendih and Peradih (Sl. Nos. 25 to 28) should be under **Raghunathpur** P. S. instead of P. S. Para. Dist. Purulia.
2. The address of the Hd. Office of the West Bengal State Electricity Board is 48/1, Diamond Harbour Road instead of 48, Diamond Harbour Road.
3. The word 'or' inserted at the end of the 8th line should be at the end of the 9th line of the aforesaid notification as published in page 13 of the Mukti. The corresponding line should be read as..... .....and shall exercise all the powers for the placing of any wires, poles, wall brackets, stays, apparatus and appliances for transmission and distribution of electricity or for transmission of telegraphic or telephonic communication.....

Regd No C—1290
Phone No—175

মুক্তি

C. R. No.—2539

বিজ্ঞাপ্ত

আগামী ১৯৭০-৭১ (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন থানায় অবস্থিত ফেরীঘাট, হাট, বাজার নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী নীলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটস্থ জে, এল, আর, ও, অফিসে অনুসন্ধান করুন।

স্বাক্ষর—পার্থসারথী চৌধুরী
জেলা সমাহর্তা, পুরুলিয়া।
১০-৩-৭০

List of Govt. Hats, Markets and Ferry Ghats to be settled in coming Financial year i, e, 1970-71 (lease being expired on 31-3-70)

Sl. No.	Name of Sairat.	Auction to be conducted by	Name of L. R. Circle	Date and Time	Place of auction.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kuilapal Weekly Hat	Addl. Dy. Commissioner	Barabazar	20.3.70 (1PM)	Kuilapal Dak Bangalo
2.	Balarampur Weekly Hat.	do	do	24.3.70 (2PM)	Balarampur Dak Bangl
3.	Sindri Weekly Hat.	do	do	2.4.70 (12noon)	Barabazar L. R. Of
4.	Ropo Weekly Hat.	do	Purulia	26.3.70 (2PM)	Ropo Tashil Kutchery
5	Barabazar Weekly Hat,	do	Barabazar	2.4.70(12noon)	Barabazar L. R. Office
6	Bartanr Weekly Hat.	do	Purulia	7.4.70 (1PM)	S. L. R. O's Office, Pur
7.	Bhiringi Ferry Ghat	Subdivisional Land Reforms Officer	Raghunathpur	18.3.70 ( )	
8.	Ghatkul Ferry Ghat				
9.	Begunkodar Weekly Hat.	do	Purulia	8.4.70 (2PM	Begunkodar
10.	Bamundiha Weekly Hat.	do	Barabazar	2.4.70 (12noon)	Barabazar L. R. Of
11.	Begunkodar Daily Hat.	do	Purulia	8.4.70 (2PM)	Begunkodar
12.	Joypur Weekly Hat	do	do	4.4.70 (12noon)	B.D.O.'s office, Joypu
13.	Jamtoria Weekly Hat	Junior Land Reforms Officer, Purulia			
14.	Madla Weekly Hat	do	Barabazar		
15.	Malti Weekly Hat		do		
16.	Berada Weekly Hat		do		
17.	Deoli Weekly Hat				
18.	Kerwa Weekly Hat		do		
19	Keyali Mahal Daily Hat. Joypur	J. L. R. O. Purulia.			

The other particulars to b ascertained from the re pective J. L. R. O.

Sd. Iligible, 11-3-70
Subdivisional Land Reforms Officer, Purulia,

Wanted

A Sanskrit Teacher, Kabya-Byakaran Tirtha or B. A. with Sanskrit for Beko Anchal Jr. High School. Applications stating age qualification experience etc should reach the undersigned by 31st March, 1970 positivly.

Sri Bashudeb Kumbhakar
12-3-70
Secretary
Beko Anchal Jr. High School
P. O. Beko, Dist. Purulia

বিজ্ঞাপন

বাস্তু বিক্রয়

পুরুলিয়া নডিহা মধ্যে কুক্স কম্পাউণ্ডে উৎকৃষ্ট বাস্তুজমি একত্রে বা প্লটে বিক্রয় হইবে।

জিতেন্দ্রনাথ রায়
"রায়বাটী" মানবাজার রোড
পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক-মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

সোমবার, ২৩শে মার্চ '৭০
৯ই চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.৩, সডাক—৭
মগদ—১৫ পয়সা

দেশজোড়া, বিশ্বজোড়া হিংসা, অবিশ্বাস ও হানাহানির মাঝে স্মরণ করি প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে।



পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন

যুক্তফ্রন্টের শরিক দল বা কংগ্রেসের বিকল্প সরকার গঠনে অক্ষমতা

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান কর্তৃক রাজ্যের প্রশাসনভার গ্রহণ

গত ১৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। রাজ্যে সাংবিধানিক যন্ত্র ভেঙে পড়ায় রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করে সাতাইশ ঘণ্টার মধ্যেই রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করার কথা ঘোষণা করেন এবং বিধান সভা ভাঙ্গিয়ে দেন। যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হোল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৬ই মার্চ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় রাজ্যপালের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করলে রাজ্যপাল তাঁকে সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য একক বৃহত্তম দলের নেতাকে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রীজ্যোতি বসুকে আমন্ত্রণ জানান। ইতিপূর্বে রাজ্যপালের অনুরোধে কংগ্রেস সহ বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই, এস, ইউ, সি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দশটি রাজনৈতিক দল বিধান সভার ১৮৫ জন সদস্যের স্বাক্ষর যুক্ত পত্র রাজ্যপালকে লিখিতভাবে জানান যে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত কোনও মন্ত্রীসভাকে তাঁরা সমর্থন করবেন না। গত ১৮ই মার্চ রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্য মন্ত্রী তথা সি, পি, এম; দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের দাবিও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু রাজ্যপালের সুপারিশ তাঁর সমর্থকদের হাজির করতে অসম্মত হন। রাজ্যপাল উপমুখ্য মন্ত্রী শ্রীবসুর এই দাবী সমর্থন করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে সি-পি-এমের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠনের পর্ব্ব সমাপ্ত হয় এবং রাজ্যপাল কংগ্রেস (শাসক) বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, আই এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দকে পর পর মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান—কিন্তু তাঁরা সকলেই বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের দায় গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। এই পরিস্থিতিতেও রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের বিবৃতি

রাষ্ট্রপতির শাসন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলের বিরোধী। জন-প্রতিনিধিদের ব্যর্থতার পরিচায়ক এই রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু যখন সুস্থতা পুরুদের অপরিহার্য্য ব্যবস্থা-রূপে রাষ্ট্রপতির শাসন দেখা দিয়েছে—তখন জন-প্রতিনিধিদের একটা সুযোগ দেওয়া উচিত—যদি তাঁরা কোন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করতে পারেন। সুযোগ দেওয়ার কথা আমরা এই অর্থে মনে করেছি যে, যদি কিছু পার্টি রাজনৈতিক কর্তব্যাদির মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করতে পারেন। আমরা অবশ্যই আশা করব না যে, এই অল্প চাপ সৃষ্টি বা হুমতাগ কথানোর অবাঞ্ছিত কার্য্যধারার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে। যদিও আজ আশা করা খুবই সুকঠিন, তবু পশ্চিম বাংলার মানুষ আজ মনে করবে—তাদের জীবনে এক সংকটমুক্ত ইতিহাস লেখা ছিল—যদি যুক্তফ্রন্টের দলগুলি এই অবকাশের সুযোগটিকে নিজেদের বিভেদের অবসান ক'রে যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারেন।

কিন্তু যদি মন্ত্রী মণ্ডলী গঠনের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে এই অপগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসানের জন্য নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অভিমত গ্রহণের এবং তার জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন হবে। এবং বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা ক'রে যত শীঘ্র সম্ভব তা' করা উচিত হবে কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধানের জন্য যে প্রচেষ্টা চলবে—সেই সময়ে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার জন্য সংবের সদস্য থেকেই সচেষ্ট থাকা উচিত হবে।

সম্প্রতি ১৫ই মার্চ্চ তারিখে প্রকাশ আমাদের এক বিবৃতিতে আমরা জানিয়েছি যে মন্ত্রী মণ্ডলী গঠনের ব্যাপারে আমরা কি অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকবো অথবা কি অবস্থায় বিরোধিতা বা সমর্থন করবো। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির বিভেদ এবং অন্ধের ভিত্তিতে গঠিত কোনো মন্ত্রী মণ্ডলীকেই আমরা যোগদান করব না। মুখ্য মন্ত্রীর পদত্যাগের পর যুক্তফ্রন্টের বিদ্যমান শরিক দলগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যে সমঝে চেষ্টা চলছিল তার কোনো ঠিক সন্ধই আমরা যুক্ত হইনি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলাম। আমাদের কর্ম্ম-ধারা এখনও এইভাবে চলবে। কলিকাতা—২১-৩-৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

সম্পাদকীয়—

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

তিন বছরে দুবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হোল পশ্চিম বাংলায়। প্রথমবার সংখ্যানুঘু সংকটকে অজুহাত করে যখন সারা বাংলা দেশ উত্তাল হয়ে উঠলো, গণ আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে সংখ্যালঘু সরকারের সমস্ত নিরবলম্বা যখন খড়ের কুটোর মতো ভেসে গেল, বিধানসভার তালা পড়লো অনিদ্দিষ্টকালের জন্যে, তখন বন্ধুরীর বাধা হলেন রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্যে সুপারিশ করতে। অর্থাৎ কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী একটা অর্থনৈতাত্ত্বিক উপায়ে একটা অর্থনৈতাত্ত্বিক ধরকার চাপিয়ে দিয়েছিল বাঙালীর ঘাড়ে, এবং সেই ভূত ঘাড় থেকে নামিয়ে আবার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন অর্জন করতে হয়েছিল বাঙালীকে সংগ্রামের পথে। কিন্তু এবার?

যুক্তফ্রন্টকে দেশ-পর্যটক বিপুল সমর্থন দিয়ে গেছেন বাংলা দেশের মানুষ। কংগ্রেস-জনসংঘ সহ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রবল অপপ্রচার, যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলির আত্মঘাতী কলহের আত্মঘাতীও রূপ দুর্ভাগ্যের এবং খবরের কাগজের নীরাশীর অবিরাম উস্কানী সত্ত্বেও উন নির্বাচনগুলিতে নির্বাচকেরা বিপুল আস্থা জ্ঞাপন করেছেন যুক্তফ্রন্টের ওপর। কৃতিত্ব যুক্তফ্রন্ট বা নির্বাচিত দলের নয়, এ কৃতিত্ব বাঙালী নির্বাচকের। উন-নির্বাচনগুলি সাধারণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বাঙালী অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কঠিন ইতিহাস রচে থাকবে। বহু দলগুলি সম্মান রাখতে পারবে নি মানুষের এই প্রত্যয়, মানুষের এই ভালোবাসার, মূল্য যেন নি এই অমূল্য সম্পদের। তাঁরা সংলেই বলেছেন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত জনসাধারণেরই হাতে। কিন্তু যে যুক্তফ্রন্টকে ঘিরে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বপ্ন গরনা সার্থকতার আনন্দে স্পন্দিত হচ্ছিল, আঘাতে আঘাতে সেই ফ্রন্টকে জীর্ণ ভঙ্গুর করে তোলার সময় তাঁরা কেউ মনে রাখেন নি জনসাধারণকে। তাঁরা বলছেন, যুক্তফ্রন্ট গড়েছে জনসাধারণ, কিন্তু তাঁদের সরল জনমত নেওয়ার প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার করেন নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হবার সময়েই আমরা কয়েকটি সম্ভাব বিপদের কথা ঘোষণা করে ফ্রন্ট সরকারকে ও শরিকদলগুলিকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম। 'আজ তা' কাল মনে থাকার কথা নয়। তাই পুনরুল্লেখ করছি। আমাদের সে বিপদ সংকেত অভ্রান্ত ছিল, এ প্রশ্নী সরকার কি না সাঠিক বিচার করবেন। আমরা বলেছিলাম, যুক্তফ্রন্টের বিপদ আসতে পারে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ঘাত থেকে, ছিন্ন ভিন্ন কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তগুলির সবরকম প্রয়াস থেকে এবং সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ আসতে পারে ক্ষমতাসীন শরিকদলগুলিতে দলাজবিরোধী ভূমিকা সম্ভানীদের অনুপ্রবেশ থেকে। নির্বাচনে ছিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আত্মরক্ষার তাগিদে একত্রিত হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে। বাংলা দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র এদের হাতে। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা থেকে এদের অভিযান শুরু হয়েছে ফ্রন্টের বিরুদ্ধে। এ অভিযান এখনও অব্যাহত আছে। ফ্রন্টের শরিকদলগুলির অধিকাংশই দলাজবিরোধী সুযোগসন্ধানীদের অনুপ্রবেশ রোধ করেন নি, ফলীর মর্য্যাদার ভাড় ভোরে তাঁরা উদ্যুক্ত রেখেছিলেন অনুপ্রবেশের পথ 'এনামী অমি হথল, তাতা উড়িয়ে যান কাচ, প্রমিক ইউনিয়ন হথল, বিহারী ইউনিয়নকে হরন করার কাজে দলাজবিরোধীদের ডরু দিয়েছিল বেড়ে, কাজ্যাড়ি, পড়ে গিয়েছিল বলে দেশ্যাকার অপরাধীদের নিয়ে। তাদেরও লাভ ছিল এতে—প্রশাসনিক স্তরকে কীকি রেখার মতো বিভক্ত আদর্শবাদের আড়াল তাঁরা লাভ করেছিল, সুযোগ পেয়েছিল অবাধ অপরাধ অনুষ্ঠানের। সরকারী জুমিনীতি কাজে ত্যাগিত করার জন্যে সরকারী প্রশাসনকে দক্ষতার সঙ্গে নিয়োগ করা হোক—এর নিয়ে কথা হথল, যান কাটা বন্ধ করা উচিৎ, এ যুক্তি বহু পরিবেরা স্বীকার করেন নি। তাঁরা তখন ফ্রন্টের প্রভাব বৃদ্ধির স্বপ্নে মশগুল! অথচ পরিবেরা তিক্ততার, শরিকী কোন্দলের কালসাপ ঢুকলো এই ছিদ্রপথেই।

যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রে আবার সরকার গঠনের পর জনগণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নি। রাষ্ট্রপতি-বিরোধী সাময়িক শাসন একটা আংশিক কারণ মাত্র। কিন্তু গণতন্ত্র তাকে অবলম্বন করে এসেছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে? কংগ্রেসের ভূমিকা বহু দিন আগেই শেষ করে গেছে। ফ্রন্টের বড় দলগুলি মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়ে চরম আঘাত হেনেছে মানুষের আস্থার উপর। এখনও পর্যন্ত দেশের চাইতে দলের মর্যাদা তাঁদের কাছে বড়। তাই যুক্তফ্রন্টের অকাল-মৃত্যুর ভয়াবহ আগাতে বিষ্ণু মোদুলির রঙে আজ একটি প্রশ্ন জেগে আছে—পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি?

দে, চ,

পুলিশের ম্যাজিক?

যুক্তফ্রন্টের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু যেদিন ঘোষণা করলেন যে, বোমা, চোরাই আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ইত্যাদির গোপন ঘাঁটি আবিষ্কারের জন্যে তিনি একটি বিশেষ স্কোয়াড গঠন করেছেন, সে দিন থেকে রাস্তায় ঘাটে বোমা ফাটতে লাগল বেশী করে এবং পথে ঘাটে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার চলতে লাগল যথেচ্ছভাবে। কলুটোলা স্ট্রীটের অভাবনীয় ঘটনার পর প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণের ভাঙা বাড়ীর ঘাঁটি পুলিশ আবিষ্কার করলো—ধরা পড়লো না কেউ, আবিষ্কৃত হোল না কোন বড় ঘাঁটি।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অস্বাভাবিক দ্রুতভার সঙ্গে বড় বড় ঘাঁটি আবিষ্কার করছে কোলকাতা, আসানসোল ও আরও কয়েকটি জায়গায়। পুলিশের কাজের এই অস্বাভাবিক দ্রুততাই প্রমাণ করে যে পুলিশ সবই জানতেন। আগে থেকে সব না জানলে তৎরিত-গতিতে এতগুলি ঘাঁটি আবিষ্কার একমাত্র ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকরদের পক্ষেই সম্ভব। আশা করি বাংলা দেশের পুলিশ আর যাই হোক ম্যাজিসিয়ান নয়।

দুটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগছে মানুষের মনে। সব জেনেও পুলিশ এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয় নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন পুলিশকে, অথবা পুলিশই চুপচাপ ছিল, যুক্তফ্রন্টকে হেয় করবার জন্যে। এ দুটির কোনটি সত্য তা আজ সাধারণ মানুষের জানা দরকার। কারণ সত্য যেটিই হোক, দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে তা মারাত্মক।

রাজ্যপালের সমস্যাজ্ঞান

সসচিব রাজ্যপাল দিল্লী গিয়েছিলেন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে পশ্চিম বাংলার সমস্যা ও উন্নয়নের প্রশ্নটি তুলে ধরার জন্যে। কেতাব ভাষা তিনি বাঙালী জাতিকে বহু প্রশংসাপত্র দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে বাঙালী তার উপযুক্ত উন্নয়নের সুযোগ থেকে চিরকাল বঞ্চিত থেকেছে—যা পাওয়া উচিৎ তা সে পায়নি কোনদিন।

স্বভাবতঃই আহুত ভেবেছিল বাংলার সমস্যা সম্পর্কে রাজ্যপাল অভিনিবেশ সহকারে অবহিত। দিল্লী থেকে ফিরলেন তিনি—বাঙালীর জন্যে নিয়ে এলেন দিল্লীকা লাড্ডু! বেতারে আবার শোনা গেল পশ্চিম বাংলার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উন্নয়ন পরিষদকে তিনি অবিলম্বে কোলকাতার উন্নয়ন ও উৎথান সমস্যা সম্পর্কে সক্রিয় হতে বলেছেন।

রাজ্যপাল হয়তো ভুলে গেছেন যে পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া জেলা আছে এবং তিনটি জেলায় অধ্যয়ন অঞ্চলকার এলাকা আছে। সেচ, কৃষি, শিল্প কোনটাই এ তিনটি জেলায় নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু সচিবেরা বোধ হয় এর খবরা তাঁকে দেন নি। কাজেই এ তিনটি জেলা আপাততঃ অন্ধকারেই থাক।

শস্যহানিজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিকার ও ফারষ্টারের অত্যাচারের অবসানের দাবীতে জয়পুরে লোকসেবক সংঘের জনসভা

গত ১১ই মার্চ লোক সেবক সংঘের ডাকে জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক দলাভাবের ফলে জয়পুর থানার কোলেসা, সিদি, খাগরা প্রমুখ কয়েকটি অঞ্চলে মানুষ যে অবর্ণনীয় বিপন্ন অবস্থার ভিন নাইনেজন এর সম্মুখীন হয়েছে, তার প্রতিকারে যথেষ্ট পরিমাণ জাগ্রুক ব্যবস্থার দাবীকে প্রধানত এই জনসভা আহত হয়। ফলল একান্তর শান্তিয়ে দরিদ্র অধিবাসীদের ওপর বন বিভাগের গার্ড ও অফিসারদের অত্যাচার জুলুম ও অন্যায়ের বন্ধে দাবীও এই জনসভার অন্যতম আলোচ্য ছিল।

সভার সভাপতিত্ব করেন লোক সেবক সংঘের প্রধান কর্মী ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার প্রারম্ভে সংঘের থানা ব্যবস্থাপক শ্রীরামদত্ত ভাস্কা অল্পুদের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে সাধারণ মানুষের যে অসহনীয় দুর্ভোগের পরিচয় পেয়েছেন, তার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে মানুষ বেঁচে থাকার অন্তে বনের অন্যান্য সম্পদগুলো খেতে বাধ্য হচ্ছে। খাদ্যাভাবের তাড়নায় ব্যাপক-হারে মানুষ দলে দলে গাঁও ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিভারের বলিয়াদী অঞ্চল কাজের সন্ধানে। তিনি স্থানীয় ফরেষ্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে অভিনারদীর নিজের খেয়াল অনুযায়ী দরিদ্র মানুষকে মামলায় জড়াচ্ছেন—নিজের কর্তাদিগকে জাতির কলঙ্ক। এই প্রসঙ্গে তিনি জুলুম নাবালককে সভার সামনে হাজির করে জানান যে ফরেষ্টার তাদের বিরুদ্ধে ভৌজদারীর অভিযোগ এনেছেন। খাদ্যাভাবে অসহায় মানুষ যে জলাশাকা খাচ্ছে তার নমুনাও শ্রীগুহা সভায় সামনে হাজির করেন। তিনি অবিলম্বে সরকারী সহায়তার দাবী জানান এবং নিরীহ মানুষের ওপর ফরেষ্টারের জুলুম ও অত্যাচারের অবসান দাবী করেন।

শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে এ বছর পুরুলিয়া জেলায় ব্যাপক শস্যহানি হয়েছে। সমগ্র জেলায় এ বছর শতকরা ৬০ ভাগের ও বেশী ফলন নষ্ট হয়েছে। পাড়া, সাঁতুড়ি, নিতুড়িয়া, জয়পুর প্রমুখ বেশ কয়েকটি থানায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি বলেন যে লোকসেবক সংঘের কর্মীরা যে অঞ্চলে সংগ্রহ করেছেন, তাতেই এই সব থানায় শতকরা ২০ ভাগ বা ভাগ মাত্র ফলল হয়েছে। তিনি জানান যে লোকসেবক সংঘের সভিঃ শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী জেলার সামগ্রিক ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দর্জাদীন সরকারী সহায়তার অন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সমাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। গত ১৫ই জানুয়ারী শ্রীজ্যোতি শ্রী ভাস্কার পুরুলিয়া আসেন এবং তিনি জেলার ব্যাপক শস্যহানির ব্যাপারে সংঘের সংগৃহীত তথ্যের যাথার্থ্য স্বীকার করে এখান থেকে সংগৃহীত খাতের শস্যকণা ২৫ ভাগ প্রদানকার জন্যে সংকেত করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানান। তিনি আরও জানান যে এর ফলেও যদি ঘাটতি দেখা দেয় তবে সেই ঘাটতিও রাজ্যের কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পূরণ করার আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মশাই দিয়েছেন।

জাগরণী জনাব আবদুর রেজাক খান মশাই এ জেলায় অবিলম্বে প্রচুর T. R. এর কাজ খোলার আশ্বাস দেন সভিকে দিয়েছেন। জেলাশাসককে T. R. পরিবেরার ব্যাপারে তৎপর হতে বলা হয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রাভুক্তি থাকা সত্ত্বেও সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র যেহেতু চিরাচরিত নিয়মে চলছে, সেই হেতু আমরা তরসা করতে পারছি না যে বিলম্বের শুরুত্ব বুঝে সরকারী ব্যবস্থার অভাব-নিত্য দীর্ঘসূত্রতা রুখে দাবে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন যে কৃষি ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে দেশের নৈতিক অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। দেশের কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত না করে কোন দেশ তার শিল্পকে উন্নত করতে পারে নি। তিনি বলেন যে আমাদের দেশের পরিকল্পনাগুলি রচিত হয়েছিল প্রধানত বৃহৎ শিল্পের দিকে নজর রেখে—কৃষি এখনও অবহেলার শিকার হয়ে আছে। সারা পশ্চিম বাঙলায় এবছর ২২ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পড়েছে। সাড়ে চার কোটি বাঙালীর খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা হচ্ছে ৭৬ লক্ষ ৩০ হাজার টন। এ বছর এই বাজে অপচয় বাদে নীট উৎপাদন হয়েছে ৫১ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাদ্যশস্য।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন অধ্যক্ষেপি কৃষি ব্যবস্থার জন্যে পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিম বাঙলায় খাদ্যোৎপাদনের এই শোচনীয় অবস্থা বলে দিয়েছে তিনি বলেন যে চিরকাল ধরে তাঁদের আত্মা ধুলো ঝাপটেই দুর্ভিক্ষের আগমন রোধ করেই ভূমিক্ষয় বন্ধ করে চিরসিঞ্চের মতো। উন্নয়নের বেখিরে তিনি বলেন যে পঞ্চবার্ষিকী বছরে মাত্র ৮ কোটি টাকা খরচ করে মাত্র ৮০ লক্ষ একর অবাবী জমিতে গমের ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করছে। আর আমাদের পশ্চিমবাঙলা তার মাত্র সাড়ে চার কোটি মানুষের জন্যে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ একর জমিতে আবাদ করেও গড়ে ৫৫ লক্ষ টনের বেশী উৎপাদন করতে পারছে না। তার কারণ ১ কোটি ৩৩ লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে ১ কোটি একরেরও বেশী জমিতে সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি বলেন কৃষির উন্নতি করতে গেলে উপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে আকাশ থেকে খাদ্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে—বইলে বৃষ্টি বন্ধের না।

শ্রীঅশোক চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে সব চিরকাল মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছে। আজও জেলার মানুষের পাশে আমরা রয়েছি আছি। জেলার ব্যাপক শস্যহানির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেই সংঘের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। খাদ্য, কৃষি, সেচ, শিল্প, কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং ত্রাণ বিভাগের মন্ত্রী মশাইদের কাছে জেলার খাদ্যাভাবে ও জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে শক্তির তরফার আন্তরিক আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক দীর্ঘ সূত্রতার জন্যে আজ প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও বিলম্ব ঘটছে। তিনি গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলে ক্ষোভবীন পরিবেরার খবরা বলনা করতে বলেন। তিনি বলেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার আজ এমন একটি সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে যে এ সরকার আসরী কাল থাকবে কি না, একথাও কেউ বলতে পারবে না। কাজেই সরকারী অথাল কলপ্রসূ করে কি না তা নির্ভর করছে সরকারের থাকা-না থাকার ওপর। শ্রীচৌধুরী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে অবস্থা যাই দাঁড়াক, জেলার বিপন্ন মানুষকে বাঁচানোর পথ থেকে আমরা সরে যাব না। যুক্তফ্রন্ট সরকার থাক আর অন্য কোন শাসনব্যবস্থাই আসুক জেলার মানুষকে বাঁচার দাবী নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব, প্রয়োজনে হলে সংগ্রাম করে, যেমন চিরদিন করেছি।

স্থানীয় ফরেষ্টার মাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার শুরু করেছেন শ্রীচৌধুরী সে সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে ফরেষ্টার সহ আইনের নামে ওনলী আইন চালু করার চেষ্টা করছেন। বনরক্ষার নামে তিনি আজ নিজের প্রয়োজনে বনলুকানোদের, আর চাকুরী বজায় রাখার তন্যে কাজ দেখাতে তিনি হয়রান করছেন নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসীদের। তিনি সংগ্রহে অভিযোগে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে জেলের রাষ্ট্রপতি হতে আরম্ভ করে মন্ত্রী, সেনাশাসক, বি, ডি, ও, ফরেষ্টার, চৌকিদার পর্যন্ত সবাই সংগঠনের ভূক্তাকে চেয়ে বড় কিছু নন। একথা মনে রেখে ফরেষ্টার সেবকের মতো আচরণ করতে শিখুন। নইলে পরিণামের জন্যে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ ভূক্তার ঔদ্ধত্য, সেবকের বিনীত আচরণ মানির বরদাস্ত করবে না। জঙ্গলী আইনের যুগ আর ফিরে গেছে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে জেলার খাদ্য সমস্যার সরল তথ্য সংঘ ইতিপূর্বেই সরকারের গোচরীভূত করেছেন। যাতে

(বেষ্টন সঃ পৃষ্ঠায়)

অগ্রাধিকার-ভিত্তিক পুরুলিয়া উন্নয়ন প্রকল্পাদি

পুরুলিয়া মেলার আলোচনাসভাসমূহের বিশেষ প্রস্তাব

রাজ্যপাল সহ বিভিন্ন মন্ত্রীর পুরুলিয়া মেলা পরিদর্শন

অনগ্রসর ও অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য; সম্পদ ও সম্ভাবনা; সমস্যা ও সমাধান পন্থা প্রভৃতি সম্পর্কে পুরুলিয়ার সমাক পরিচয় দান এবং বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া মেলার অনুষ্ঠান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পুরুলিয়া পরিচিতি; কৃষি; শিল্প; সেচ সমবায় প্রভৃতি জেলার জরুরী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আলোচনা সভাসমূহে পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও পুনরুজ্জীবনে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প তথা পরিকল্পনাকে পূর্ণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে রূপায়ণের জন্য বিশেষ সুপারিশ করা হয়। এই পুরুলিয়া মেলা সঙ্গীত রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান পরিদর্শন করেন; মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন; পরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিজয়কুমার দাসগুপ্ত ও তথা ও জন সংযোগ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি কুমার ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে পুরুলিয়া মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কৃষি মন্ত্রী ডঃ কানাই ভৌমিক এবং ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ সংশ্লিষ্ট আলোচনা সভাদিতে যোগদান করেন। প্রাথমিক প্রচেষ্টাস্বরূপ পুরুলিয়া মেলা ১৯৭০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে এই ভাবে চেষ্টা করা হয়।

পুরুলিয়া জেলার শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধন; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থার প্রসার; যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও প্রসার এবং বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণের সুপারিশ করা হয়:—

১। শিল্পোন্নয়ন ও প্রসার

ক। মাঝারী শিল্পগুলে অবিলম্বে সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা;

খ। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধনকল্পে অবিলম্বে এই জেলায় একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট তথা শিল্প উপনগরী স্থাপন।

গ সমবায় ভিত্তিক একটি পাওয়ার লুম কারখানা স্থাপন;

শিল্প সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা

ক) আনাদালা শিল্পাঞ্চল ও পুরুলিয়া জেলার সরাসরি যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দামোদর নদের উপর সড়ক সেতু নির্মাণ;

খ। নির্মীয়মান বোকারো ইস্পাত কারখানা অঞ্চলের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য জয়পুর থেকে কড়কড়া গ্রাম (বিহার সীমানা) পর্যন্ত পাকা সড়ক (High way) নির্মাণ;

গ। মানবাজার থানার তামাদুন ও তামধনি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মানবাজার থেকে ঐ অঞ্চল পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ।

এই সকল সড়ক ও সেতু নির্মাণের দ্বারা পুরুলিয়া জেলায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ব্যাপক প্রসার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং সেই সঙ্গে কৃষি, পশুপালন, বাবসা বাণিজ্য প্রসার ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা দ্বারা জেলার অর্থ-নৈতিক সমস্যাও বহুলাংশে সমাধান হবে। মানবাজার অঞ্চলের এই রাস্তাটির দ্বারা তামাদুন অঞ্চলের সমীক্ষা কার্য্য ত্বরান্বিত হবে। অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে তামধনি স্থাপিত হলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এই জেলা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে।

২। কৃষি ও সেচ

পুরুলিয়া জেলার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থার প্রসার সাধনে অবিলম্বে নিম্নলিখিত সেচ প্রকল্প রূপায়ণ করা হোক—

ক) **আপার কংসাবতী সেচ প্রকল্প** প্রায় সাড়ে ছয় কোটী টাকা ব্যয়ে এই মাঝারী সেচ প্রকল্পের দ্বারা এই জেলার ব্যাপক অঞ্চলে জল সেচের যে সম্ভাবনা রয়েছে দীর্ঘ ছয় সাত বৎসর কাল ধরে অর্থের অভাবের অজুহাতে এর কাজই সুরু করা হয় নি। ভারতবর্ষের সকল রাজ্যে এবং পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলায় বিভিন্ন সেচ প্রকল্প রূপায়ণে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হচ্ছে—কে ন পুরুলিয়া জেলার সেচ প্রকল্পের ব্যাপারে অর্থাভাবের অজুহাত দেখানো হচ্ছে। সুতরাং এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিত্যাগ করে এই বিশেষ সেচ প্রকল্পটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়িত করা হোক।

খ) **সাহার ডোড় সেচ প্রকল্প**—আশানী আর্থিক বৎসরের মধ্যে সাহারডোড় সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক;

গ) এই জেলার অগভীর ও গভীর নলকূপ স্থাপন সম্পর্কিত সমীক্ষা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সাপেক্ষে আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১০০ একর জমিতে জল সেচ হতে পারে এরূপ প্রতি ব্লকে দুটি করে ডোড়া জেলার ব্লকে ব্লকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হোক।

৩। যোগাযোগ ব্যবস্থা

এই জেলার রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার সাধনকল্পে কয়েকটি দীর্ঘ অবহেলিত ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে —

ক) পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর-করণ।

খ) গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় রেলপথ বিস্তারে কোনও কার্য্য সূচী গ্রহণ করা হয় নি—সুতরাং এই জেলার ছড়া, পুরুলিয়া, মানবাজার, বরাবাজার, বান্দোয়ান, আড়ষ প্রভৃতি থানার সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক এবং পর্য্যায়ক্রমে রূপায়িত করা হোক।

গ) পুরুলিয়া-বরাবাজার-বান্দোয়ান এই সড়কটির অবিলম্বে প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধান করা হোক এবং বিহার অঞ্চলের সড়কের উন্নতিবিধান করা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বিহার সরকারকে চাপ দেওয়া হোক।

ঘ) পুরুলিয়া-টাটানগর জাতীয় সড়কে পুরুলিয়ার সন্নিকটে কাঁসাই নদীর উপর সেতুটি জীর্ণ ও একাস্ত সঙ্কীর্ণ বিধায় একটি সুপরিসর সুদৃঢ় সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে যত সত্বর সম্ভব করতে হবে।

৪। পর্য্যটন কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যনিবাস

পুরুলিয়া জেলার ভূপ্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কল্যাণে এই জেলার অযোধ্যা পাহাড়; পাকেৎ পাহাড়; পাকেৎ জলাধার; মুরগুমা জলাধার; তাহেরবেড়া (ক্যালো), ঘাটবেড়া (বলরামপুর); কুইলাপাল (বান্দোয়ান) প্রভৃতি নানাস্থানে পর্য্যটন কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য নিবাস নির্মাণ করা যেতে পারে। এই সকল স্থানে কেবল পুরুলিয়া নয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণীর মানুষের উপযোগী পর্য্যটন কেন্দ্র এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য নিবাস স্থাপন করা যেতে পারে। **সুতরাং প্রাথমিক ধাপরূপে অবিলম্বে অযোধ্যা পাহাড়ে একটি পর্য্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হোক এবং ঘাটবেড়ায় স্বল্প আয়-বিশিষ্ট পরিবারদের জন্য একটি স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠা করা হোক।**

৫। জেলা সংগ্রহশালা

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পুরাকীর্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীন হিন্দু ও জৈন মন্দির অথবা দেবদেবীর মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে যথাযোগ্য তত্ত্বাবধের অভাবে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে অথবা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই সকল পুরাকীর্তি নিদর্শন এবং প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য একটি জেলা ভিত্তিক সংগ্রহশালা স্থাপন অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। এই সংগ্রহশালায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি ছাড়াও এই জেলার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত বস্ত্র, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র, শিকারের অস্ত্র প্রভৃতি এবং খনিজ, কৃষিজ ও বনজ সম্পদও সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। লোক সংস্কৃতি অনুশীলন সংস্থা

পুরুলিয়া মেলা -৭০ এর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুলিয়ার সর্বাঙ্গীন পরিচিতি; সুতরাং এই পরিচিতির সূত্রে জেলার লোক উৎসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সুতরাং জেলার লোক সংস্কৃতির আধারস্বরূপ জেলার বিবিধ ও বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীত ও লোক নৃত্যাদির অনুশীলন যেমন বিশেষ প্রয়োজন—সেই সঙ্গে পুরুলিয়া মেলা '৭০ এর সঙ্গে জেলার লোক উৎসব পরিবেশনের যে সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছে তাকে স্থায়ী রূপদানের উদ্দেশ্যে একটি লোক সংস্কৃত অনুশীলন সংস্থা গঠন ও তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একান্তই আবশ্যক। সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করার লক্ষ্যে লোক-সংস্কৃতি অনুশীলন করে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনও বিশেষ প্রয়োজন। এই সংস্থা যেমন পুরুলিয়া (মানভূম) জেলার বিভিন্ন লোক সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের অনুশীলন প্রসার ও প্রচারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করবে—সেই সঙ্গে পুরুলিয়া মেলা-৭০ এর পুরুলিয়া পরিচিতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতি বৎসর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লোক উৎসব ও পুরুলিয়া মেলার অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

—•—

পুরুলিয়ায় পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাস ময়দানে কৃষক ও ক্ষেত মজুর জেলা সম্মেলন

গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে পুরুলিয়া জেলা কৃষক ও ক্ষেত মজুর সম্মেলনের উদ্বোধনকালে পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ স্বাধীন হবার পরও জনগণের মুক্তি অদ্ভির না হওয়ার জন্য গত বিশ বৎসরব্যাপী কংগ্রেসী শাসনকে দায়ী করেন এবং কংগ্রেসকে কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানরূপে আখ্যা দেন। গত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে এক বৎসরের মধ্যে বেনামী জমি উদ্ধার ও ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিতরণ; তিন একরের কম চাষের জমিকে খাজনা মুক্ত করা প্রভৃতি জনগণের কল্যাণসাধক বিভিন্ন কার্য্যের ব্যাখ্যা করে বলেন; যুক্তফ্রন্ট যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সব পূর্ণ করতে পারে নি এবং যুক্তফ্রন্ট জনগণের বিশ্বাসের মর্য্যাদাও রক্ষা করতে পারে নি। তিনি মন্তব্য করেন যে সেই মর্য্যাদা যদি যুক্তফ্রন্ট রাখতে পারতো তবে ফ্রন্টের এমন হাল হোত না।

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ত মন্ত্রী বলেন, যারা এই ফ্রন্ট ভাঙার জন্য দায়ী তাদেরই সাজা দিতে হবে। দেশে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে এবং সি-পি-এম দলের সঙ্গে বিংবোধের সূত্রে বাংলা কংগ্রেসের একতরফাভাবে ফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং এর জন্য সি-পি-এমকে বিশেষভাবে দায়ী করেন। কারণ তিনি বলেন যে, মাস্ক্রিষ্ট কম্যুনিষ্ট দল দৈনন্দিন যে প্ররোচনা দিয়ে আসছিল তার জন্যই বাংলা কংগ্রেস তথা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পূর্তমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, সি-পি-এম দল পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে দলীয় স্বার্থ সাধনের জন্য ব্যবহার করেছে এবং তিনি অন্যঃ উপমুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে মন্ত্রী হিসাবে চিঠি দিয়ে অনুরূপ বহু অন্যায় ঘটনা জানিয়েছেন কিন্তু প্রতিকার ত দূরের কথা চিঠির কোন উত্তর পর্যন্ত পান নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে শরিকী সংঘর্ষের মাধ্যমে সি-পি-এম দল ফ্রন্টভুক্ত অন্যান্য সব দলকে নিশ্চিহ্ন করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একাধিপত্য স্থাপন করতে চায়—কিন্তু তা কখনই সম্ভব হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্তমন্ত্রী আরও বলেন যে যুক্তফ্রন্ট হোল জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার সুতরাং যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করতেই হবে এবং এস-ইউ-সি দল যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। পশ্চিমবঙ্গে মিনি-ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টায় এস-ইউ-সি দলও যুক্ত আছে এই অভিযোগ অস্বীকার করে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, সি-পি-এম দল নিজের দোষ ঢাকবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে আজগুবী অভিযোগ উত্থাপন করছে।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীসাধুচরণ বানার্জী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীঅমুকূল দাশগুপ্ত, শ্রীইন্দ্রাজিত পৈলান, শ্রীকেনারাম মণ্ডল প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

—•—

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

রায়তদের উদ্দেশ্যে

এতদ্দ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ৩১শে মার্চ, ১৯৭০ ইং তারিখের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনের ২৩বি (২) ধারা অনুযায়ী পরিবারের কর্ত্তার নাম সহ তাহাদের সমস্ত রায়তি জমাভুক্ত জমির তালিকা নির্দ্দিষ্ট ফরমে স্থানীয় অধস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের নিকট দুই প্রস্থ করিয়া দাখিল করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট ফরমের নমুনা যাহা ১৫।১২।৬৯ ইং তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমস্ত অধস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিবরণ জানিবার জন্য রায়তদের এলাকায় উক্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

স্বাক্ষর—হীরক ঘোষ
অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুরুলিয়া।

সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া

টেণ্ডার নোটিশ

বিষয়—খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ

সৈনিক স্কুলে ১৯৭০-৭১ সালে নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট মানের শাকসব্জী, আলু, পিয়াজ, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ইংরাজীতে লেখা টেণ্ডার নোটিশে বিস্তারিত বিবরণ আছে। ঐ নোটিশের অনুলিপি সৈনিক স্কুল অফিসে ও স্থানীয় প্রধান প্রধান বিভিন্ন অফিসে টাঙ্গাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সৈনিক স্কুলের রেজিষ্ট্রারের নিকটেও পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারসমূহ আগামী ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে সকাল আটটার পূর্ব্বে অধ্যক্ষের অফিসে পৌঁছান আবশ্যক।

রেজিষ্ট্রার,
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়ার অধ্যক্ষের পক্ষে
তাং ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৭০

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট ও সমাধান প্রচেষ্টার বিভিন্ন রূপ
লোক সেবক সংঘের নীতি সম্পর্কে সংঘ সচিবের বিবৃতি

পশ্চিম বাঙ্গর রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করে যুক্তফ্রন্টের বিধায়ক শক্তির ঐক্যশক্তি যাহা থেকে একটি বিকল্প ফ্রন্ট গঠনের আগ্রাণ প্রচেষ্ট চলছে। যুক্তফ্রন্টের একটি শক্তির দল তাঁদের অভিযোগের কোনও সুরাহা হয় নি মনে করে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন। ফ্রন্ট অভ্যন্ত শক্তিশাল নিশ্চিত হবে এখন যদি কোনও বিকল্প সরকার গঠন করতে পারেন এবং যে দল ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন তাঁদের ফ্রন্টে প্রত্যাবর্তনের ও মন্ত্রী সভায় যোগদানের পথ খোলা রাখেন—তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভাল কোনও পন্থা হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বাস্তব যে বর্তমানে এ রকম কোনও ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

আজ কোনও বিকল্প ফ্রন্ট বা সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে যে কোনও পক্ষ থেকে যে কোনও প্রচেষ্টা করা হোক না কেন তাঁদের ফ্রন্টে ফিরি বিধায়ক শক্তি থেকে সমর্থন ও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার বিষয় হোল যে রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-সমূহের দৃষ্টি ও আঙ্কাঙ্খীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে কোনও বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সুতরাং এই রাজ্যর পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত শক্তিসমূহ রূপে লোক সেবক সংঘের কি নীতি ও কর্মপন্থা হবে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যদি কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণে (অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সমর্থনে ও সমর্থন ব্যতীত) কোনও বিকল্প ফ্রন্ট বা মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়—তবে লোক সেবক সংঘ তাকে সমর্থন করবে না, বা, বিরোধিতা করবে না। কারণ সংঘ মনে করে রাষ্ট্রগতিত শাসন অপেক্ষা জনপ্রতিনিধিদের শাসন বহুগুণে বাঞ্ছনীয়—সুতরাং সেরূপ শাসনব্যবস্থার বিরোধিতার প্রশ্ন ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ যদি কংগ্রেসকে অন্তর শক্তিরূপে অথবা কংগ্রেসের পক্ষে সমর্থনে কোনও নূতন ফ্রন্ট বা মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়—তবে লোক সেবক সংঘ তার বিরোধিতা করবে। কারণ কংগ্রেস তার মূল শক্তি বা স্থান ফিরে পাবার কোনও প্রচেষ্টা বা সম্ভাবনাকে সংঘ বিরোধিতা করবে।

তৃতীয়তঃ যদি বিধান সভার সদস্যদের মধ্যে সংখ্যা পরিষ্কার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের শক্তি হ্রাসজনিত ক্ষমা থেকে কোনও বিকল্প ফ্রন্ট গঠন করা হয়—তবে সেই বিকল্প ফ্রন্টকে মন্ত্রীসভা গঠনে লোক সেবক সংঘ সমর্থন জ্ঞাপন করবে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সংঘের পরে প্রকাশিত সংঘের বিবৃতির বিশদ ব্যাখ্যাস্বরূপ এই বিবৃতি প্রকাশ করা হোল।

কিন্তু সমাক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করে আমরা যে টুকু উপলব্ধি করেছি—তাতে কোনও শিবিরের পক্ষে বিধান সভার ফ্রন্টভুক্ত সদস্যদের সংখ্যা সন্তোষজনক অর্জন করা সম্ভব হয় নি—ফলে ঐক্যপ্রচেষ্টারত প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের মধ্যে যাঁরা মন্ত্রী সভা গঠনের উদ্যোগী হচ্ছেন তাঁদের ঐ প্রচেষ্টার পশ্চাতে কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন নিশ্চিত থাকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিচার বিবেচনা ও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে বর্তমানের অত্যন্ত সংকটময় অনাবাস্থা মবনান করে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সুসংঘবদ্ধ মনে সংগ্রাম করে এসেছি তার রূপা ভিক্ষা করা অপেক্ষা ফ্রন্টের শক্তি হ্রাসজনিত নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা বহুগুণে সম্মানজনক হবে। এই প্রকার জাতীয় অথবা রাজনৈতিক সংকট অত্যন্তিক বিলম্বের কোন প্রশ্ন নেই। বর্তমানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল—অতি বিলম্ব হলেও আমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে কি না!

কলিকাতা—১৫।৩।৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—•—

শস্যহানিজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিকার

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষ উপযুক্ত সহায়তা লাভ করতে পারে তার জন্যে প্রয়োজন বোধে সংগ্রামে নামতেও সংঘ প্রস্তুত। তিনি বলেন চিরকালীন এই ভাবে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যে জরুরী ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটাতে হবে।

ফরেষ্টরেব অন্যতাপরের ৭০৭ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে তিনি আশা করেন ফরেষ্টরেবের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। যদি না হয়, তাঁকে পরিণামের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন যে লোক সেবক সংঘ অতীতে সংগ্রামের দ্বারা জঙ্গলী আইনের বহুতাকে সরাসরি করেছে—এবারও হলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সে তার সংগ্রাম শক্তির পরিচয় আবার দেবে।

আন্তর্জাতিক্রান্ত কর্মহীন মানুষদের জন্যে অকলে অকলে ব্যাপকভাবে T. R. এর কাজ চালু করা এবং খরাপীড়ি শাতাংযের প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফরেষ্টরেবের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে উদ্বেগ কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ দাবী করে আরেকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর সভার কাজ শেষ হয়।

—•—

হরতালের হাঙ্গামা

১৬ই মার্চ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৭ই মার্চ হরতালের আহ্বান জানায়। ঐ রাত্রেই চক্রবাজারে মার্ক্সবাদী দলের ঘোষণাকারীর সঙ্গে কয়েকজন যুবকের সংঘর্ষ হয়।

হরতালের দিন লাঠিধারী মার্ক্সবাদী মিছিলের সঙ্গে বড়বাজারে দোকানদার ও সাধারণ মানুষের সংঘর্ষ হয়। তাঁরা মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ আনেন। চক্রবাজারেও আগুন ধরানো হয়। ব্যবসায়ী এবং সাধারণ নাগরিকের একটি জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়া করে নিয়ে যায় মার্ক্সবাদী মিছিলকে। লোকপ্রিয়নাথ শ্রীঅজয় বিকাশের নেতৃত্বে বেরুন সমিতি নামে কথিত একদল যুবক ও ল্যাঠিচার্জ নিয়ে হরতালের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে দিতে সহর পরিক্রমা করে। এই ঘটনাও ক্রুদ্ধ জনতার সামিল হয়। শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের অফিসটি আক্রান্ত হয়। এই সময় কাছের একটি ছাদ থেকে একটি কাঁচের ভাঙ্গা জার জনতার ওপর নিক্ষিপ্ত হলে এতজন গুরুতরভাবে আহত হন। লাঠি ও টালবাড়ী পুলিশ জনতার গতিতে অবস্থা আয়ত্বে আনে। ছাদ থেকে পুলিশের ওপরও বোমা ফাটানো পড়ে।

হরতালের দিনে পশ্চিম বাঙলার চারটি জেলায় ব্যাপক হাঙ্গামা হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বর্দ্ধমান জেলায় ৩ জন, হুগলী জেলায় ৩ জন কুচবিহারে ২ জন এবং ২৪ পরগণায় ১১ জনের নিহত হওয়ার সংবাদ এখন পাওয়া যায়। হাওড়া জেলাতেও ব্যাপক হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া যায়। কোলকাতায় ১ জন নিহত হন। এখন নিহতের সংখ্যা জিলেরও বেশী দাঁড়িয়েছে। ২টি জায়গায় সান্ধ্য আইন ও একাধিক জায়গায় ১২ঘণ্টা জারী হয়।

হরতালের আগে থেকেই পরিকল্পিত উপায়ে কোলকাতাকে অন্যান্য জেলার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় বলে মনে হয়। আমরা তিনদিন যাবৎ কোলকাতার টেলিফোন লাইন পাইনি। পরে সংবাদ পত্রে দেখেছি, কোন জেলা থেকেই কোনে কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ পাওয়া যায় নি।

—•—

পশ্চিম বাঙলার বাজেট

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক হতে প্রত্যাগত পশ্চিম বাঙলার মুখ্যসচিব শ্রীএম. এম. দাস জানান যে আগামী ২৮শে মার্চ পশ্চিম বাঙলার বাজেট লোক সভায় উত্থাপিত হবে। ২৮শে মার্চ আগে চলা শুরু হবে। আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে বাজেটটি পাশ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

—•—

পুরুলিয়া সহরে হরতাল ও প্রতিক্রিয়া
হরতালের দিন সহরে উত্তেজনা ও খণ্ড সংঘর্ষ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পরদিন সারা বাংলায় হরতাল পালনের জন্য মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৬ই মার্চ রাত্রিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ আকাশবাণীর মাধ্যমে ঘোষিত হওয়ার পর সেই দিন রাত্রে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে পর দিন ১৭ই মার্চ তারিখে পুরুলিয়ায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের কথা মাইকযোগে প্রচার করা হয়। প্রকাশ, এই প্রচারকালে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকার সময় চক্রবাজারে কতিপয় যুবক হরতালের প্রচারে প্রতিবাদ করে ও প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। এই খণ্ড সংঘর্ষে মাইকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রচারকারীরা লাঠিত হন।

১৭ই মার্চ পুরুলিয়া সহরে মোটামুটীভাবে হরতাল পালিত হয়। দোকানপাট, হাট বাজার প্রভৃতি বন্ধ থাকে এবং যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকে। সহর থেকে কোনও বাস ছাড়ে নি—কিন্তু গ্রামাঞ্চল থেকে সহরে বাসগুলি যথারীতি যাত্রী বোঝাই হয়ে আসে। ট্রেন চলাচলও কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়। সরকারী অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ও ব্যাঙ্কগুলি খোলা থাকে। দেওয়ানী আদালত ও কালেক্টরেটে সরকারী কর্মচারীরা প্রায় যথারীতি উপস্থিত হন কিন্তু সেটেলমেন্ট অফিস, সি-এম-ও-এইচ অফিস প্রভৃতিতে পিকেটিং-এর ফলে অফিস প্রায় বন্ধ থাকে। জীবন বীমা অফিসও বন্ধ থাকে।

সহরের মধ্যে নামোপাড়া মহল্লায় দোকান পাট প্রায় সবই খোলা থাকে এবং হাটে ও বাজারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে দু একটি দোকানপাট খোলা থাকে। সকালের দিকে হরতাল পালন করার আহ্বান জানিয়ে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি মিছিল বের হয় এবং একটি পাল্টা মিছিল হরতাল না করার জন্য এবং দোকানপাট খোলার জন্য আহ্বান জানিয়ে সহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। বাংলা কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির (বামপন্থী) সমর্থকেরা প্রতিবাদ মিছিল বের করেন এবং জনসভা, কংগ্রেস প্রভৃতি হরতাল-বিরোধীদের সমর্থকেরাও যোগ দেন।

এই পরিস্থিতিতে সহরে কিছু উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে হাটে একজনের জিনিষপত্র লুণ্ঠন ও দোকানীর লাঞ্ছনার সংবাদে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় এবং অভিযোগ আসে যে চকবাজারে একটি দোকান খোলা থাকার জন্য মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মী বা সমর্থকেরা কো-পূর্বক দোকান বন্ধ করে দেয় ও বাকি দোকানীকে প্রহার করে। এই ঘটনায় উত্তেজনা খুবই বৃদ্ধি পায় এবং চকবাজারের কতিপয় যুবক প্রতিবাদ করে মার্ক্সবাদী কর্মীদের তাড়া করে তাদের অফিস পর্য্যন্ত যায়। সি-পি-এম অফিসের সামুখে প্রায় দুই হাজার মানুষ জনতা অফিস আক্রমণ করার উদ্যোগ করে—কিন্তু পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে পড়ে এবং অবস্থা আয়ত্বে আনে। তারপর সারাদিন রাত্রি সি-পি-এম এর অফিসের নিকট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকে।

বৈকালের দিকে অবস্থা বহু পরিমাণে শান্ত হয় এবং সন্ধ্যা ৬টার পর অনেক দোকানপাট খোলে। কিছু কিছু বাসও বিকেলের দিকে ছাড়ে। কিন্তু গ্রামাঞ্চল থেকে কয়েক শত যাত্রী বিশেষতঃ শিশু ও নারী ভক্তদের মধ্যে সহরে এসে পড়ায় এবং ফিরে যাবার যানবাহন না পাওয়ায় বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় চক্রবাজার ও সহরের কিছু ব্যবসায়ী ও মোটর মজুর সমাজের কর্মীরা অর্থ সাহায্য করে এবং যুবকদের ব্যবস্থাপনায় বিপন্ন যাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধর্মশালায় সাময়িক বাসের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিবাদ মিছিল ও সভা

পরদিন অর্থাৎ ১৮ই মার্চ তারিখে সহরের ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও অন্যান্য কতিপয় শ্রেণীর উদ্যোগে হরতাল আহ্বান ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর প্রতিবাদে বৈকাল ২টার পর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয় এবং ছোট, বড় মাঝারী বিভিন্ন শ্রেণীর বা সাঁইদের এক দীর্ঘ মিছিল কালীদেলা থেকে বের হয়ে সহর প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রাকারীরা ধ্বনি দিতে থাকেন "হরতাল ডাকা চলবে না," "চাঁদা আদায় চলবে না" ইত্যাদি। শোভাযাত্রা চক্রবাজারে নেতাজী পার্কে সমবেত হয় এবং সহরের বিশিষ্ট চাইল ব্যবসায়ী শ্রীনবেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন বক্তা যখন তখন হরতাল ডাকার প্রতিরোধ করার এবং ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের অনুমোদিত ১৯৭০-৭১ সালের স্কুল ফাইন্যাল Condensed Course এ ভর্তির জন্য ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের অভাবগ্রস্থা মহিলাগণ যাহাদের নিম্নতম যোগ্যতা অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পাশ তাহারা আবেদন করিতে পারেন। অনুমোদিত প্রার্থীগণ থাকা খাওয়া ও পড়ার খরচার জন্য (stipend) ফাইপেণ্ড পাইবেন।

আবেদন করিবার শেষ তারিখ ৩০।৪।৭০

বিশেষ বিবরণের জন্য

সত্যনারায়ণ মুখার্জী
সম্পাদক
শিশুনিক্ষা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, পুরুলিয়া

নিম্নলিখিত বিবরণ সহ আবেদন করিতে হইবে :—

১) নাম ২) ঠিকানা (৩) জন্ম তারিখ (৪) বিবাহিত/অবিবাহিত (অভাবী, স্বামী পরিত্যক্তা ও অন্যান্য কিনা?) (৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা (৬) বিদ্যালয়ের নাম (৭) অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা (৮) এই কোর্সে যোগদানের কারণ (৯) নির্ধারিত হইলে হোষ্টেলে থাকিবে/থাকিবে না (১০) এর পূর্বে কোন Cond. Course এ পড়িয়াছ কি না?

বিঃ দ্রঃ দরখাস্তের সহিত বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

স্বাক্ষর

সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া
"বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭০ ত রিখে অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিটে সৈনিক স্কুলে এই বিদ্যালয়ের একখানি পুরাতন রিক্সাগাড়ী চালু অবস্থায় নিলামে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব আছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের রেজিষ্ট্রারের সহিত এই বিষয়ে যোগাযোগ করিতে পারেন।

রেজিষ্ট্রার
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়ার অধ্যক্ষের পক্ষে
তাং ১৮ই মার্চ, ১৯৭০

Regd No C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—2539

শান্তি ও সম্প্রীতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

• সংবাদপত্রের জন্য নীতি নির্দ্দেশ
• প্রেস কাউন্সিলের সুপারিশ সমূহ

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্ম্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা সংগঠিত ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য এবং জাতীয় সংহতি-সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিবেকবুদ্ধি প্রভাবিতকল্পে জন্য প্রস্তুত বাক্-স্বাধীনতা ভোগকারী সংবাদপত্রসমূহকে নির্ভুল পথে জনমত সংগঠনে ও জনশিক্ষার মহান্ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে,—এ কথা মেনে নিয়ে ভারতের প্রেস-কাউন্সিল মনে করেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মমত বিষয়ে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশে সংবাদপত্রগুলি যদি যথোচিত আদর্শ ও মান বজায় না রাখেন তাহলে এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবে এবং জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবে। বিস্তারিতভাবে না বলেও, ভারতের প্রেস কাউন্সিল মনে করেন যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সাংবাদিক শালীনতা ও নীতির দিক থেকে দোষাবহ :

১) সাম্প্রদায়িক বিষয় সম্পর্কিত তথ্য কিম্বা ঘটনার বিকৃতিসাধন বা অতিরঞ্জনে অথবা সত্যাসত্য যাচাই না করে গুজব, সন্দেহ, অনুমান প্রভৃতি প্রচার এবং সেগুলিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে মন্তব্য প্রদান ;

২) সাহিত্যগুণ-সমন্বিত করা কিম্বা অলঙ্কার প্রয়োগ কিম্বা জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে হলেও সংবাদ কিম্বা মতামত পরিবেশনে অশালীন কিম্বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ ;

৩) সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও, অভিযোগ খাঁটি হোক বা না হোক, তার প্রতিকারকল্পে হিংসাত্মক কার্য্যাবলী উৎসাহিত করা কিম্বা উৎসাহ করা ;

৪) যে কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত ও ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকার যাতে সর্ব্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত পথে হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সংবাদপত্রসমূহের ন্যায়সঙ্গত কাজ হলেও, অভিযোগ উদ্ভাবন কিম্বা প্রকৃত অভিযোগ অতিরঞ্জন অনুচিত ও সাম্প্রদায়িক নীতির পরিপন্থী —কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ বৃদ্ধি পায় ;

৫) কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি সম্পর্কে অশালীন ও মিথ্যা আক্রমণ, বিশেষ করে যখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ সম্প্রদায় কিম্বা জাতির অন্তর্ভুক্ত বলেই অন্যায় আচরণ করেছেন এরূপ আক্রমণ আনা হয় ;

৬) কোনো ঘটনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ জড়িত থাকলেও, সেই ঘটনার মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রূপদান ;

৭) সাম্প্রদায়িক ঘৃণা কিম্বা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে এরূপ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া ;

৮) মূলতঃ ভিত্তিহীন এমন কোনো আতঙ্কজনক সংবাদ প্রকাশ কিম্বা এমন সংবাদের উপর উত্তেজনা-মূলক মন্তব্য প্রকাশ কিম্বা বিভিন্ন সম্প্রদায় কিম্বা বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠি কিম্বা বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠির সম্পর্ক তিক্ত করতে পারে এরূপ সংবাদ প্রচার ;

৯) চাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঘটনার অতিরঞ্জন করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করতে পারে এরূপ সংবাদ বড় শিরোনামায় (ব্যানার হেড লাইনে) কিম্বা বিশেষ ধরণের হরফে প্রকাশ ;

১০) বিভিন্ন ধর্ম্মমত কিম্বা ধর্ম্ম বিশ্বাস কিম্বা সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন, অসম্মানসূচক কিম্বা অবমাননাকর মন্তব্য কিম্বা উল্লেখ।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত—

পুরুলিয়া গ্রামাঞ্চলে হাতীর উপদ্রব

গত সপ্তাহে একটি পাগলা হা
সোণালডি, পোঁয়াইডি, ডুঁডুড়, ঝ
লিয়া, বান্দিয়াড়া প্রভৃতি গ্রামে উপ
করে দুজনের প্রাণহানী ঘটিয়েছে
বহু ঘরবাড়ীর ক্ষতি, ক্ষেত খা
সব্জি আখ প্রভৃতি নষ্ট ও ঘরের
চাল খেয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করেছে।
ফলে আদিবাসীরা তীর মেরে হা
টিকে জব্দ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ
শেষ পর্য্যন্ত আগুন জ্বেলে ও
ধামসা বাজিয়ে গ্রামবাসীরা হা
গ্রাম থেকে তাড়াতে সক্ষম হয়।
সপ্তাহকাল পুরুলিয়া থানা অঞ্চলে
ত্রস করে হাতীটি বরাবাজার অ
দিকে চলে গেছে বলে সংবাদ পা
গেছে।

—•—

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের বিক্ষো

সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্ম্ম
সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত
ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া
স্টেট্স্ ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমি
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমি
'বাঁধা দিবস' পালন করে। এই
দিনই ব্যাঙ্ক গেটের সম্মুখে বিক্ষো
প্রদর্শন করা হয় ও ভারতীয়দের বঞ্চ
হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে সেন্ট্
ব্যাঙ্ক ও ইউনাইটেড, ব্যাঙ্কের
উদ্যোগে বিকেল ৫৷৷ টার সময় ইউনা
চৈত্র, ব্যাঙ্কের সম্মুখ থেকে এক মিছি
নানারকম স্লোগান্ দেইতে দি
কর্ম্মচারীরা সহর পরিক্রমা করে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সর্ব্বভারতীয় ধর্ম্মঘ
রায়ের বিরুদ্ধে সারাভারত ব্যাঙ্ক ক
চারীর ডাকে বেলা ১-টা থেকে বে
১২টা পর্য্যন্ত প্রতীক ধর্ম্মঘট পালন ক
হয়।

—•—

আপনার সকল প্রকার মুদ্রণ
মুক্তি প্রেসের সঙ্গে
যোগাযোগ করুন।
সকল প্রকার স্কুলের বই
পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
সোমবার, ৩০শে মার্চ '৭০
১৬ই চৈত্র ১৩৭৬
বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲
নগদ—১৫ পয়সা



গণতন্ত্র ও গান্ধীজী

সুশৃঙ্খল এবং বিধৃত গণতন্ত্র, পৃথিবীর একটি সুন্দরতম পদ্ধতি। পূর্ণ-ধারণায় আবদ্ধ, অক্ষ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গণতন্ত্র নিজেকে বিকৃত করতে অরাজকতায় এবং তা আত্মঘাতী হতেও পারে।

—গান্ধীজী

মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের চারটি রাজ্যেই মন্ত্রীসভার পতন

দুটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন এবং দুই রাজ্যে মন্ত্রীসভা পরিবর্ত্তন

গত ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে "মুখে সাধারণ নির্ব্বাচন" বলা হয়ে থাকে। যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের কারণে এই চারটি রাজ্যে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পর মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্বাচন প্রয়োজন হয়—সেই চারটি রাজ্যেই তের মাসের মধ্যেই আবার চরম সঙ্কট ঘনিয়ে এসে একের পর এক মন্ত্রীসভার পতন ঘটতে থাকে। প্রথমে বিহারে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং প্রায় আট মাস-কাল রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ থাকার পর বিরোধী শাসক কংগ্রেস গোষ্ঠির দারোগা রাইএর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে।

বিহারের পর উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ফলে মন্ত্রীসভায় চরম সঙ্কট দেখা দেয় এবং ত্রিঙ্কেচৌপট্টী গুপ্ত মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। পরে শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে ভারতীয় ক্রান্তিদলের নেতা চরণ সিংহের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গে সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের স্বরূপ বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত করে এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। ফলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন হয় এবং পঞ্জিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়। এখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে।

সবার শেষে সঙ্কট দেখা দেয় পাঞ্জাবে। সেখানে মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের পর আকালী-জনসঙ্ঘ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু গত তের মাসের মধ্যে আকালী দলেও সঙ্কট ঘনীভূত হয় এবং বাজেট বরাদ্দকালে মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য বিদ্রোহ করেন ও বাজেট বরাদ্দের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ফলে পাঞ্জাবের গুরুনাম সিং মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং মুখ্যমন্ত্রী গুরুনাম সিং আকালী দল থেকে বহিষ্কৃত হন। আকালীদলের নূতন নেতা হরকাশ সিং বাদলের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

—•—

লোক সেবক সংঘের মামলা

কংগ্রেসী কাগজের সম্পাদক, প্রকাশক ও বান্দোয়ানের কংগ্রেসী এম, এল, এ-র জামিনে মুক্তিলাভ

কোলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কোলকাতার কংগ্রেসী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগের ডাক'র বিরুদ্ধে সংঘের সম্মাননীয়নিক, ভূষা এবং কল্পিত সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ যে মানহানীর মামলা দায়ের করেন গত ২৬শে মার্চ্চ তার শুনানী হয়। আসামীত্রয়ে হাজির হন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসন্দজ ধাড়া, বান্দোয়ানের কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীবৃন্দেশ্বর মাঝী এবং পত্রিকার প্রকাশক-মুদ্রাকর। শুনানীর পর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি মঞ্জুর করেন। বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীসরোজরঞ্জন বসু মহোদয় লোক সেবক সংঘের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

—•—

বর্দ্ধমানের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

তিন জন কংগ্রেস কর্ম্মী নিহত
কয়েক জন গুরুতর আহত

গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আহুত হরতালের সূত্রে বর্দ্ধমান সহরের বুকে এক মর্ম্মান্তিক ঘটনায় তিন জন নিহত ও মহিলা সহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন এবং এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া সারা পশ্চিমবঙ্গে আলোড়নের সৃষ্টি করে। বর্দ্ধমানের এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রকারের তথ্য পরিবেশিত হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিজ নিজ দলীয় বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন দলের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণসূচক বিবৃতি ও তথ্য পরিবেশনে প্রকৃত ঘটনা ঘোলাটে হয়ে ওঠে—তবে হিংসাত্মক আচরণ ও তার ভয়াবহ পাল্টা হিংসাত্মক প্রতিহিংসার পৈচাশীয় পরিবর্ত্ত বর্দ্ধমানের ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। এই ঘটনায় শ্রীমলয় সাঁই, শ্রীপ্রণব সাঁই ও শ্রীজীতেন্দ্র রায় নামক তিন জন কংগ্রেস কর্ম্মী নিহত হন। শ্রীনবকুমার সাঁই ও তাঁর মা শ্রীমতী মৃগনয়না দেবী, তমিপতি শ্রীঅমল ধর, সুশীল পাল, দিলীপ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েকজন গুরুতর জখম হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ১৬ই মার্চ্চ রাত্রে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর মলয়, প্রণব প্রমুখ বর্দ্ধমানের কংগ্রেস কর্ম্মীরা কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর ফুলপুকলিকা দাহ ও বোমা ফাটিয়ে আনন্দ উৎসব করে। আরও প্রকাশ, ১৭ই মার্চ্চের হরতালের বিরোধিতা করে তারা প্রচার করে। পরদিন ১৭ই মার্চ বর্দ্ধমান সহরেও অন্যান্য স্থানের মত হরতাল পালিত হয় এবং মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট সমর্থকদের লাঠি, বর্শা তীর ধনুক সহ সশস্ত্র মিছিল বর্দ্ধমান সহর প্রদক্ষিণকালে তেলমারুই রোডে সাঁই পরিবার-দের বাড়ীর সন্নিকটে অগ্রসর হতে থাকে। প্রকাশ এই সময়ে বিপরীত দিক থেকে কংগ্রেস সমর্থকদের একটি শবযাত্রী মিছিলও অগ্রসর হতে থাকে। অভিযোগ এই যে উক্ত শবাধারে একটি খুন পুকলিকাসহ বোমা, পটকা প্রভৃতি বাঁধা ছিল। আরও অভিযোগ যে দুইটি মিছিল পরস্পরকে প্রায় অতিক্রম করে যাবার পর শবযাত্রী মিছিল থেকে মার্ক্সবাদীদের মিছিলের উপর বোমা, পটকা, ইট পাথর প্রভৃতি ছোঁড়া হয় ফলে কয়েকজন গুরুতর আহত হন। তখন মার্ক্সবাদী মিছিলের লোকেরা পাল্টা আক্রমণ করে ও উত্তেজিত জনতা মলয়, প্রণব প্রভৃতিদের তাড়া করে তাদের গৃহে প্রবেশ করে। বর্শা ও তীরের আঘাতে মলয়, প্রণব ও জীতেনকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হয় ও মলয়ের বিধবা মা শ্রীমতী মৃগনয়না দেবী সহ সাত আট জন গুরুতর আহত হন। উত্তেজিত জনতা সাঁই পরিবারের ঘরের আসবাবপত্রে আগুন লাগিয়ে এক তাণ্ডবের সৃষ্টি করে।

এই ঘটনার সূত্রে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যচ্যুতি ও দায়িত্বহীনতার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এবং বর্দ্ধমানের এস, ডি, ও; ও এ্যাডিশান্যাল এস, পি, কে ইতিমধ্যে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে এবং

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

॥ হত্যা ও বিচার ॥

হত্যা মাত্রেই নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য। আদিম যুগে এমন কি মধ্যযুগেও পৃথিবীর বহু দেশে অপরাধের বদ্ধা শোনা মাত্র শাস্তি দেওয়া হোত তখনি। অনেকে ভাবতে পারেন যে ব্যবস্থাটা ছিল ভালো। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন যে বহু নির্দোষ প্রাণ নিহত হয়েছে এই পাশবিক ভালো ব্যবস্থার হাতে। স্যালিসিবর মতো বিজ্ঞানীকে, জোয়ান অব আর্কের মতো বীরাঙ্গনাকে মানুষ এইরূপ হত্যা করেছে এই ভালো ব্যবস্থার সুযোগেই। বহু প্রাণ ভালি দেবার পর মানুষ বুঝেছে, অপরাধ মাত্রেই শাস্তিযোগ্য, কিন্তু সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। মানুষের এই শুভবুদ্ধি থেকেই এসেছে বিচার ব্যবস্থা।

হাজারটি অপরাধী মুক্তি পেলেও একটিও নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়, এই আদর্শে পরিচালিত সভ্য দেশের বিচার ব্যবস্থা। তাই বিচার বিভাগের পরিচালনা সব দেশেই স্বীকৃত। আধুনিক কালে স্বাধীন মানুষের অধিকার রক্ষার দায়িত্বও বহন করতে হয় বিচার বিভাগকে। তাই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা সবার কাছেই ঙ মা। শাসন বিভাগও যদি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভিত্তিয়ে যাবার চেষ্টা করে, বিচার বিভাগ টেনে ধরে তার লাগাম। নিরপেক্ষতাই নিচ্ছ বিভাগের আসল সত্বতা তাই বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, বিচার বিভাগের নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টা এবং মনোমত নিষ্পত্তির জন্যে বিচার বিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বেআইনী, বিচার বিভাগের পক্ষে অবমাননাকর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সকল সভ্য দেশে।

স্বাধীনতার পর আমাদের সভ্যতারও মাপি ক্রত বাড়মান। তারই নিদর্শন হিসেবে দেশের গণদোকপন্ন ইংরেজি সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রথাত প্রধানমন্ত্রী হতে আরম্ভ করে রাজ্যের মন্ত্রীদেরও যথেষ্ট আপালত-অবমাননা করতে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বিচার বিভাগকে আলাদা করেছেন, যাতে শাসন বিভাগ বা বিধান বিভাগ প্রভাবিত করতে না পারে তাকে। তবু যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের ত.নাধি বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে, বিচার বিভাগের ঘাড়ে না হবার জন্যে প্রতিপক্ষকে হুমকী দিতে। তবে সাম্প্রতিককালে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিচার বিভাগে। পবিত্র মর্যাদা ভিত্তিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি।

বাঙলাদেশে যুক্তফ্রন্ট ভঙ্গে যাওয়ার আগে ও পরে অনেকগুলি হত্যাকাণ্ড হয়েছে। বর্ধমান, শ্রীপুর কোলিয়ারী, কেশোরাম রেয়ন ফ্যাক্টরী, বরাহনগর ইত্যাদি করেকটি জায়গায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে এবং রাজনৈতিক দলের মিছিল, যুদ্ধিমন ইত্যাদি অঙ্কিত হয়েছে এবং তথাকথিত সঙ্গে, এমন অবিযোগ এসেছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। সংখ্যা হয়েছে প্রচুর, আহতের সংখ্যাও কম নয়। বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরকে অপরাধী বলছেন। যুদ্ধিমতির শাসন আরো বহাল করার সময় বেতার ভাষণে রাজ্যপাল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার যে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপ সে সংকল্পের অনুসারী হচ্ছে না—এরূপ অভিযোগ করার উপায় নেই। রাজ্যপালের নিজের কার্যকলাপও তাঁর বেতার ভাষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলছে না—রাজ্যপালের অতি বড় ভক্তও সাহবেন না এ অভিযোগ অস্বীকার করতে। বর্ধমানের শান্তি পরিবারের গোষ্ঠীর হত্যাকাণ্ড বর্তমানে বিচারাধীন আছে তো'রাও হত্যাবিধি অনুমারে—এরূপ রাজ্যপাল শ্রীরাধারমন সিংহই বহে ছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্তের রাগী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। অথচ বিচারাধীন ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন মন ও মন্তব্য থেকে বেশরোয়া আনবিকের মন্ত্রণা, প্রচার ও কাহনিক বা অর্দ্ধসত্য কাহিনী রটানো হচ্ছে রাজ্যপালের জ্ঞাতসারে। রাজ্যপাল কি মনে করেন এগুলি আদালত-অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না? এগুলি কি আইন শৃঙ্খলার প্রতি বেপরোয়া অবজ্ঞারই নয়? এগুলি কি উত্তেজনা বৃদ্ধির সহায়ক নয়? রাজ্যপাল এই ধরণের বেআইনী কাজ তবু সহ্যই করেন নি, বর্ধমানে গিয়ে ইন্ধন জুগিয়েছেন এই বেআইনী কাজে। ফলে তাঁর উপস্থিতিতেই ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও হয়েছেন বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তার পর অবস্থার অবনতি ঘটেছে যে হত্যা দুটির প্রথমটা করতে হবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজ্যপালের পরিদর্শনের আগে অবস্থা এমন অবনতি ঘটেনি—এটা অনস্বীকার্য্য। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় যাই হোক, খুনী এবং তাদের অভিভাবকদের আইনানুগ শাস্তি প্রত্যেক সভ্য নাগরিকের কাম্য। কিন্তু কামনা শুধু বর্ধমানের ক্ষেত্রেই নীমাবদ্ধ হবে কেন বিশেষকরে? সব কাণ্ডের প্রতিটি ঘটনাকে সমান চোখে দেখতে হবে। সরকারী অভিযোগ বিরুদ্ধে নিহতদের অভিযোগ রয়েছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। অগ্নি-পাশ্চী-অভিযোগ এবং অভিযোগের অস্বীকৃতিও বিদ্যমান প্রায় ক্ষেত্রেই। সুতরাং আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে, অভিজ্ঞতার ভিত্তি দিয়ে উপলব্ধি নয় কোনটিই। এক্ষেত্রে রাজ্যপালের উচিত প্রতিটি ঘাতনা পরিবর্তন এবং প্রতিটি ঘটনাকে বিচার করা একই ন্যায়নীতি অনুসারে। বর্দ্ধমানের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের আলামীরা শাস্তি পাক, শাস্তি পাক কর্তব্যচ্যুত পুলিশ অফিসারেরা—এটাই আমাদের দাবী। নইলে নাগরিকগণের ক্ষুব্ধ নিরাশা পুনরুদ্ধারের প্রশাসনিক সদর একটা ফাঁকা বুলিতে পর্য্যবসিত হবে।

বাঙলা দেশের সংবাদ সরবরাহ করে থাকে যে কোন গোষ্টির কাছে। ভবিষ্যতে আশিকৃত হবে যে সংবাদপত্র সমূহ কতকগুলি প্রচারণার প্রচলিত ছিল ভারতের অন্যতম প্রগতিশীল রাজ্য বাঙলায়। আজ এঁরা গোষ্টির স্বার্থে দিনের পর দিন প্রচার চালিয়ে প্রচার চালিয়ে বর্দ্ধমানের ঘটনাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন এমনভাবে যাতে অন্য ঘটনা চাপা পড়ে যায়। হত্যা মাত্রই মর্মান্তিক। বর্দ্ধমানের শান্তি পরিবার মতোই শ্রীপুরের এবং কেশোরাম রেয়ন ফাক্টরীর নিহত শ্রমিক পরিবারের আজ সমানভাবে সহানুভূতি লাভ করতে পারে। আমাদের দাবী, তিন্নের প্রতিটি পরিবারকে রেখতে হবে ভারবিবাদের দৃষ্টিতে— হল, সেটা আন্তর্নিকতার সংবাদপত্রের চোখ দিয়ে নয়।

২৮শে মার্চ সংঘর্ষ হয়েছিল সি, পি, আই পরিচালিত মজুর এবং অরাজনৈতিক প্রমিক সংঘ, কোলিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ঘটনাস্থল শত্তাল থাকার পরদর্শন করলাম্বনি। ৬ জন শ্রমিক হতাহত সংখ্যা নিয়েছেন গুরুতরভাবে জখম হয়ে। এঁদের ছবি বেরোয় নি কাগজে, কোন কাগজে-কোনার ভরিলে কলম নিয়ে বসেন নি এঁদের কোনও পারিষ্কারণ কলমধর মূর্তি নিয়ে ছাপিয়ে ধন নি এঁদের বিষয়ে, এঁদের পরিবারের মাঝে। কারণ এক্ষণক, মুক্তকীরীন মহাকৌশলী সংগঠন। এর পরও কি বিশ্বাস করতে হবে যে রাজ্যপালের বাচনভঙ্গি কিভিয়ে আনবে অরাজনৈতিক অনশান্তরাপদের নিরাপত্তাবোধ ?

বিশেষ বলি রয়েছেন যাঁরা তাঁদের প্রতিটি পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক আইনের চোখে, শাস্তি হোক অপরাধীদের, এ আমাদের দাবী। রাষ্ট্রশাসনের প্রায়ক্ত 'আইনের শাসনের' যে প্রতিশ্রুতি রাজ্যপাল দিয়েছিলেন আমরা চাই—"সেটা সত্য হোক, শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলাচ্ছে চোখ

—দে

ডাক-তার বিভাগ নজর দিন

ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে ডাক-তার বিভাগের টেলিফোন মাঝে মাঝে গওগোল ঘটে এবং পরে আবার তা মেরামত হয়। প্রায়ই দুর্যোগে লাইন হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে। এটা সকলেই মেনে নেবেন। কিন্তু দুর্যোগ ছাড়াই যদি 'লাইন আবার' প্রায়শই ব্যাপার দাঁড়ায়, তবে বিভাগীয় অব্যবস্থার কথা স্বভাবতই আসে।

পুরুলিয়া থেকে কোলকাতায় যাঁদের ফোন্ করতে হয় তাঁরা জানেন যে এই ফোন প্রায়োজনীয় ট্রাঙ্ক লাইনটি বছরে ৩০০ দিন প্রায় আবার থাকে এর পেছনে যে কারণই থাক, সেই কারণের প্রতিকারে ডাক-তার বিভাগ কোন চেষ্টা করেন নি, এ অভিযোগ আমরা করছি। রাজ্যপালের যোগাযোগে ডাক তার বিভাগের একটি অন্যতম মাথায় এইভাবে অবহেলা হয়ে থাকায় বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিরা বিদ্যুমাত্র বিচলিত নন। আজকাল টেলেক্স ব্যবস্থা প্রচলন করার সময় ডাক-তার বিভাগ যখন গর্জ অনুভব করেন, তখন দেশের ভিতরকার সামান্য ২০০ মাইলের একটি ট্রাঙ্ক লাইন এই দুঃখের কি তাঁদের বিদ্যুমাত্র লজ্জিত করে না? আমরা এ বিষয়ে সি, এম, ডি, মনাধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের দাবী, পুরুলিয়ার প্রতি বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করুন।

"গান্ধী দর্শন" স্পেশ্যাল ট্রেন

জাতীয় জীবনের এক পরম ক্রান্তে সত্য ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী ভারতের মাটিতে অন্তরীণ করেন। মানবতা যখন ধূলায় লুণ্ঠিত, জাতীয় মর্যাদা যখন চরম অবজ্ঞাত—তখন গান্ধীজীর আবির্ভাব মানব জাতির ইতিহাসে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। চরিত্র, নৈতিক ও নির্ভীকতা মানবের প্রবলী বহু মহাত্মা গান্ধী ও লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৬৯-১৭) জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। উজ্জ্বাই এই ১৮৬৯ সালে।

১৮৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর গুজরাট প্রদেশের কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত পোর বন্দর নামক স্থানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। সেই শিশুই ভবিষ্যতে জগদ্বরেণ্য মহাত্মাজীর খ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষের এই শুভলগ্নে রেল কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন চিত্র, ফটোগ্রাফ, মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে।

(প্রথম প্রকোষ্ঠ)
(স্বাধীনতার শিখী)

গান্ধীজী ছিলেন নৈতিক শক্তির ধারক ও বাহক। তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দান দেখা করেন। যখন নবলব্ধ স্বাধীনতার উৎসব আনন্দে ভারতবাসী মত্ত ছিল (১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭) তখন মহাত্মাজী বেশ বিভাগের কুফল স্বরূপ সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি-শিখায় যে নারকীয় অত্যাচার ও হত্যালীলা চলল—তাকি প্রতিরোধ করে অনিচ্ছাতার অন্তর্গত বেসিয়াঘাটা মহল্লার একটি সাধারণ গৃহে শান্তি পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনারত ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ)
(মোহন থেকে মহাত্মা)

বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে মহাত্মাত্তন পরিণত পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর প্রকৃতির যে ক্রত রূপান্তর ঘটেছে—এই প্রকোষ্ঠে তা প্রদর্শিত হয়েছে। বৈশ্যকোকাল থেকে আরম্ভ করে লন্ডনে ব্যারিষ্টারী পাশ (১৮৮৯) ও ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। মদ্য, মরনারীর, বৃদ্ধ, অশোক প্রমুখ মহাপুরুষ ও রাজর্ষিগণের আদর্শ এবং নীতি ও বাইবেল বালাকাল থেকেই তাঁকে সত্য ও অহিংসা নীতিকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তৃতীয় প্রকোষ্ঠ
(দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান)

১৮৯৩-১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থান,—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরবর্তী কালে ভারতে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বের—এই ছিল প্রস্তুতির পূর্বাভাষ। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিষ্টারী করার সূত্রে গান্ধীজী অনুভব করেন যে আত্ম সম্মান নিয়ে ভারতীয়দের সেখানে বাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সময়ে সত্যাগ্রহ ও অহিংসা নীতির প্রয়োগ করে ১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের প্রথম গণসত্যাগ্রহের সূচনা করেন।

চতুর্থ প্রকোষ্ঠ
(সত্যের প্রয়োগ)

১৯১৫-১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত এই পনের বৎসর কাল গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যের সাধনা এবং চরিত্র উন্নয়নের কেন্দ্র স্থল ছিল আমেদাবাদের নবজন্মী আশ্রম।

আশ্রমের বাপু কুটীর নামক ক্ষুদ্র কুড়ে স্বাধীন ভারতের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রগতির জন্য মহাত্মার কি পরিকল্পনা ছিল এখানে তাই দেখানো হয়েছে।

'প্রার্থনাই আমার আত্মার খাদ্য—প্রার্থনা ছাড়া আমি কোন কাজ আরম্ভ করি না"—গান্ধী। এই প্রকোষ্ঠে ঘড়ির রকলের সাহায্যে গান্ধীজীর সমস্তক্ষণব্যাপী প্রার্থনার পর্য্যায়ক্রম দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকটুকিয় সঙ্গে গান্ধীজীর দেশকের ক্রত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

ভারতবর্ষে গান্ধীজীর কারাবাসের অধিক সময় "যারবেদা সেন্ট্রাল জেলে" অতিবাহিত হয়। গান্ধীজী ভারতে সর্বমোট ২০৮৯ দিন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৯৬ দিন জেলে অতিবাহিত করেন। সেইজন্য মহাত্মাজীকে "জেল পন্থী" বলা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

পঞ্চম প্রকোষ্ঠ
(স্বাধীনতার অভিমুখে)

১৯১৭-১৯৪৭ সাল এই ত্রিশ বৎসর কাল গান্ধীজীর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী গণ-সত্যাগ্রহের আরম্ভ করেন—তথাপি ভারতে গণ-সত্যাগ্রহের আরম্ভ হয় ১৯১৭ সালে বিহারের চম্পারণ জেলায়—নীল সত্যাগ্রহের মাধ্যমে। এর পর আন্দোলন প্রায় লেগেই থাকে এবং ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহ (ডাণ্ডী যাত্রা) এবং ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলন পরবর্তী সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্মরণ চিত্র ও ফটোর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠ
(সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব)

গান্ধীজীর আন্তরিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল—সাম্প্রদায়িক মিলন। দুস্থর নোয়াখালি ও বিহারের শান্তি যাত্রা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতের প্রগতি তখনই সম্ভব যখন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এক হতে পারবে।

সপ্তম প্রকোষ্ঠ
(তীর্থ যাত্রা)

স্বাধীনতা আন্দোলন গান্ধীজীর তীর্থ যাত্রার সামিল ছিল—সুতরাং কারাবরণকে তিনি বিভাগই মানুষী তাগ বলে মনে করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল এই প্রকোষ্ঠে তাই দেখানো হয়েছে।

অষ্টম প্রকোষ্ঠ
(বাণী)

১) ভারতের আশাদীপ (স্বাবলম্বী বিদ্যালী), (২) জ্ঞান থেকে সত্য শুদ্ধতাই শ্রেষ্ঠ, (৩) বিদ্যালীদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়, (৪) অহিংসার পথ বোল পুরায়ত; (৫) অহিংসার মাধ্যমেই আন্দোলন সম্ভব (৬) ছোট ছোট কুটির শিল্পের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা উচিৎ, (৭) প্রথমে কর্তব্য—পরে অধিকার, (৮) মাদক দ্রব্য বর্জ্জন—ইত্যাদি বাণী তুলে ধরা হয়েছে।

নবম প্রকোষ্ঠ
(কস্তুরবা ও মহাত্মাজী)

বিভিন্ন অবস্থায় মহাত্মাজী ও কস্তুরবার মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা বিভিন্ন ফটো ও চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এই প্রকোষ্ঠের প্রথম মডেল হোল "দুর্গার আগা খাঁ মহল"। ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের অন্য বাপুজী এখানে নজরবন্দী ছিলেন এবং এই প্রাসাদেই লোকমান্য কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাই কালাতিপাত করেন। বর্তমানে এঁদের সমাধি মন্দির আগা খাঁ মহলের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গান্ধীজীর প্রিয় ভজন "বৈষ্ণব জনতো তেনে কহিয়ে—" এর সচিত্র প্রতিফলন এখানে দেখানো হয়েছে।

দশম (শেষ) প্রকোষ্ঠ
(অন্তিম যাত্রা)

দেশের জন যিনি সর্বস্বাগী রয়েছিলেন তাঁকেও আমরা নিজ হাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করিনি। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই—কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি বস্তু আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। এই শেষ প্রকোষ্ঠে মহাত্মাজীর অর্থ-নৈতিক মূল্য হয়ত নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—কিন্তু এই দ্রব্যগুলি তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার সাক্ষ্য বহন করে। দেবা গ্রামের যে কুটিরে গান্ধীজী বাস করতেন তার অবিকল নমুনা এই প্রকোষ্ঠে দেখানো হয়েছে।

শব সম্পর্কীয় সাম্রাজ্য যখন পরিহিত এই অর্দ্ধ নগ্ন ফকির—মানবদরদী মহাত্মাজী ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী নাথা বিদ্ধকে কাঁদিয়ে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

যুগান্তর সম্পাদকের নিকট সংঘ সচিবের পত্র

পত্রিকায় বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবা

নিম্নলিখিত পত্রটি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয়নি :

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহোদয়
'যুগ অর' সমীপে, কলিকাতা।

মান্যবরেষু,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার গত ১৯শে মার্চের কলকাতা সংস্করণে—"ক্রস সহকারে শব্দের কলিন (৬) " প্রবন্ধে লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে দু' একটি মন্তব্য করা হয়েছে দেখলাম। এ রকম বিদ্বেষ মূলক লেখার উদ্দেশ্য যা বুদ্ধি তা হচ্ছে—সত্য-অসত্যের ওপর ভিত্তি ক'রে আজগুবী ঘটনা রটার স্বভাব উল্লাসিক করা কিন্তু যদি অনুরূপভাবে আমরা ক'রে কতকগুলি তথ্য সৃষ্টি করা হয়—তবে এরূপ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই প্রবন্ধে এরূপ ত্রুটি চোখে পড়ায় এই চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।

এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"লোক সেবক সংঘ এবারের মহী সভার শোভার দিক থেকে একটু বেশী সি-পি-এর ঘেঁষে যাচ্ছিলেন। অন্তরাবু ওদের সঙ্গে ব্যবহার তথা বলেছেন। তাঁরা তাঁদের জানিয়েছেন: না মশায়, আমরা কমুনিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি না। তবে পুরুলিয়ার রাজনীতির পরিবেশিতে ওদের সি-পি- এরের প্রতি একটু দুর্বল চোখে না তাকিয়ে উপায় নেই কারণ সি-পি-আই বা ফরোয়ার্ড ব্লকের মত সি-পি এম এখন পর্যন্ত পুরুলিয়ার ভেতর নাক গলায় নি।"

আমাদের লোক সেবক সম্পর্কে এখানে বর্ণিত তথ্যগুলি, কেন সত্য নয়—তা জানাবার জন্য অন্নদবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার বিষয়ে দু' এক কথা বলছি। যে তথ্যে দেখানো হয়েছে—দুর্বলতা নিবন্ধন লোক সেবক সংঘ কারুর পক্ষ পুটাপ্রিত ক'রে নিরপেক্ষতা বর্জন করেছে—তা সত্য নয়।

অন্নদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমরা সি-পি-এর হয়ে যাচ্ছি না ব'লে অবাবদিহী করার বা সি-পি-এরকে কেন দুর্বল চোখে দেখতে হচ্ছে তার কৈফিয়ত দেবার কোনো অবকাশই ঘটেনি। তাঁর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে যে সব কথাবার্তা হয়—সে সব বিষয়ের মধ্যে এক্ষেত্রে যতটুকু বিষয় সান্নিষ্ট—তারই উল্লেখ ক'রে আসল ব্যাপার কি ছিল তা এখানে বলছি।

ক্রস্টের সচিবদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ যখন চরমতার অবস্থায় পৌঁছেছে—তখন শেষের দিকে অন্নদ বাবু একদিন আমাদের সঙ্গে কতকগুলি বিষয় খোলাখুলিভাবে আলোচনার জন্য আমাদের ডাকেন। আলোচনা সূত্রে কথায় কথায় অন্নদ বাবু একথা বলেছিলেন যে, দু' একজন বলছিল—দু' একটা বিষয় রেখে তাদের মনে হচ্ছে—লোক সেবক সংঘ সি-পি-এমকে সমর্থন করছেন; এবং শত্রুর সঙ্গেই লোক সেবক সংঘের বেশী ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে। তাতে আমি (অন্নদ বাবু) ওদের বলেছি—আমি একথা কখনো বিশ্বাস করি না। কারণ আমি জানি—লোক সেবক সংঘের কর্মীরা নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ধ'রে চলেছেন। কোনো পক্ষভুক্ত হননি। তবে কোনো কোনো বিষয়ে নিজে ধরা পড়ার ভয়ে নিজস্ব মত ব'লে মনে ক'রে লোক সেবক সংঘ আমাদের থেকে ভিন্ন অভিমত প্রকাশ ক'রে থাকতে পারেন—তাই ব'লে তাঁরা কোনো একটা পক্ষে ভিড়ছেন—সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তখন আমি আন্তরিকভাবে মনে করি ব'লেই আপনাদের ডেকেছি; এবং যে সব কথা আপনাদের কাছে খোলাখুলিভাবে বলছি—আপনাদের নিরপেক্ষতা বিষয়ে দৃঢ়বাধণা এবং বিশ্বাস না থাকলে আপনাদের এভাবে বলতে পারতুম না। অন্নদ বাবু আমাদের কাছে খোলাখুলি আলোচনা করেছিলেন এবং আমরাও খোলাখুলিভাবে আমাদের অভিমত রেখেছিলাম।

সুতরাং এর থেকেই উপনিষ্ট হবে—অন্নদ বাবু সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল। অন্নদ বাবু যদি কাউকে এই আলোচনা সম্পর্কে কোনো কথা বলে থাকেন তাহলে তা ঘটেছিল—তাই তিনি বলে থাকবেন—বিশ্বাস করি।

প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—যেহেতু সি-পি-এম পুরু এখানো নাক গলায় নি—সেই হেতু তাঁদের প্রতি লোক সেবক সংঘ চোখে না তাকিয়ে উপায় নেই। কিন্তু রাজনীতির বাস্তব ভীষণে কি এর বিপরীতটাই দেখি না? আমার কর্মক্ষেত্রে যদি অন্তরে আসর জমিয়ে ফেলেন—তাহলে তাকে খুনী রাখবার দুর্বলতা আমা দিব। কারণ তাকে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতে আমার আসন সাবাড় লাভের বা অন্যের বিরোধীতা করবার দুর্বিধে হয়। কিন্তু যেখানে কর্মক্ষেত্রে অন্যের কোনো প্রভাবের স্থানই নেই—সে ক্ষেত্রে দুর্বল চোখে তাকাবার কোনো কারণ আছে কি?

অর্থবীন কিছু প্রচারের ফলে কিছু লোকের মনে ধারণা হয়ে লোক সেবক সংঘ নিজের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে কারু সুঁকেছেন। এই প্রবন্ধের লেখক মহোদয়ের হতাশা সেই ভাবে সেই ঘটেছে। সেই ধারণা থেকে সংঘ সম্পর্ক লিখতে গিয়ে তার একটা দেখানো হতাশার ভেবেছিলেন। সঙ্গত কারণ না পেয়ে যা হোক কিছু লিখতে হয় বলে লিখেছেন—আমার মনে হয়।

আমরা বরাবর জানিয়েছি—ক্রস্টের সমস্ত শরিকী দলাদলির লোক সেবক সংঘ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষই থাকার গভীর প্রয়োজনীয়তা উপ ক'রে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষই থেকেছে। তাঁরা তথ্য বা যুক্তি দিয়ে পারেন যে, লোক সেবক সংঘের ঐ দাবী যথার্থ নয়, তাঁরের প্রতি দরের এই কারণে যে, তাহলে দেখাতে পারবো—লোক সেবক সংঘ ভিত্তিতে বরাবরই ঠিক আছে। কিন্তু যুক্তি ও তথ্য নিয়ে কেউ এ আসেন নি। কেবল ধারণা, অনুমান এবং অন্যের প্রচার থেকে সংবাদের ওপরই ভরসা। তার পরিবর্তে তথ্য ও যুক্তি সহকারে যুগা প্রবন্ধকার যদি লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রশ্ন বা আলো উত্থাপন করেন—আমরা বিশেষ বাধিত হবো। ইতি

বিনীত
অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সং

কলকাতা
২৭। ৩। ৭০

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্দ্বিধায় পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—বহুল ব্যবহৃত ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রক্ষণ পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

জাপানী পাট চাষের পরীক্ষা

(জয়বরি মাহাত এম, পি)

গত বছর কৃষি প্রচার ভবন মারফৎ ২ কে, জি জাপানী পাটের বীজ আনা করাইয়াছিলাম। বীজের মূল্য প্রতি কে, জি ৬৲ ছয় টাকা।

আমি ১ কেজি জাপানী পাটের বীজ বইয়া চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে যৎসামান্য বৃষ্টি হইলে পর আলু বাড়ীর মাটিতে বুনিয়াছিলাম ঐ মাটিতে আলু ছিল—তাই মাটী তৈরী করিতে বেশী হয় নাই। ক্ষেতটীর পরিমাণ ১৫ কাঠার মত টচি মাটী। তারপর আর বৃষ্টি না হওয়ায় ফলে সকল বীজ একসাথে বাহির হইল না, ধানও বিশেষ অন্নিল না। আষাঢ় মাসে যখন ভাল বৃষ্টি হইল তখন সকল বীজই বাহির হইয়া গেল। আশেকার গাছগুলি তখন প্রায় প্রতিটি দুই আড়াই হাত লম্বা হইয়া গিয়াছিল। শ্রাবন মাসের মাঝা-মাঝি একবার নিড়ান করাইয়াছিলাম।

ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত পাট গাছগুলি প্রায় ৯/১০ হাত করিয়া লম্বা হইল, এবং ফুল ফলও হইতে লাগিল। আমি পাট চাষের বিশেষ কিছু না জানিলেও ঐ সময়েই পাটকে কাটিলাম। এক সপ্তাহ রৌদ্রে রাখার পর জলে ডিলাম, পাট কাটিতে প্রায় ২০/২৫ দিন সময় লাগিল। রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যাওয়ার অজই নাকি পচিতে দেরী হইয়াছিল।

পাটের সুতা ছাড়াইয়া দেখিলাম যে ৫/৭টি মন পাট হইল। আমার ওখানে পাট খরিদের কোন মহাজন না থাকায় কুঁড়ি মন যে ঘরে বিক্রয় হইতেছিল সেই ঘরেই বিক্রয় করিলাম—অর্থাৎ ৩০৲ টাকা মন হিসাবে ২০০৲ দুই শত টাকা পাইলাম। ভাদ্র মাসের দিনে এই টাকা কম নহে, আমি অনেক লাভবান হইয়াই মনে করিলাম।

খরচের হিসাব নিম্নে দিলাম—

বীজ—১ কেজি—	৬৲
সার ২ গাড়ী—	১২৲
মজুর খরচ—	২০৲
সুতা ছাড়ান বাং—	২০৲
	৫৮৲

পাটের মূল্য—২০০৲ টাকা
খরচ— ৫৮৲
মোট— ১৪২৲ আয়

চুরি ডাকাতির হিড়িক

কেশরগড়্যা গ্রামে ডাকাতি

গত ৩০শে ফাল্গুন ১৩৭০ সাল রাত্রি আন্দাজ ১টার সময় মানবাজার থানার অন্তর্গত কেশরগড়্যা গ্রামের শ্রীশিবরাম সাহার বাড়িতে ডাকাত আক্রমণ করিয়া ২।৩ খানি কলাই ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। গৃহস্বামী কোঠার উপর থাকায় এবং কাঠের সিঁড়ি উপরে তুলিয়া লওয়ায় ডাকাতেরা কোঠার উপরে উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ঘরে চালের উপরে উঠিয়া টিন কাটিয়া উপর হইতে টর্চ্চ লাইট ফেলিয়া দেখে অথবা প্রাণভয়ে গৃহস্বামী সিড়ি নামাইয়া দিতে বাধ্য হন। দুর্দ্ধর্ষ উপরে উঠিয়া তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করে এবং একটী শিশুকে তার মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলে গৃহস্বামী সঞ্চিত অর্থ এবং অলঙ্কারাদি বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হন। ডাকাতেরা এইভাবে আন্দাজ ৮'০০০ হাজার টাকার মত অর্থ ও অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে।

বামনী গ্রামে চুরি

মানবাজার থানার অন্তর্গত বামনি—মাঝিহিড়া অঞ্চলের মধ্যে বামনি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবান হাঁস আদরওয়ালার বাড়ীতে রাত্রিতে দুর্দ্ধর্ষেরা প্রবেশ করে এবং ৮ বস্তা ধান, ১ বস্তা চাউল, ১ গাঁইতি, কাপড় ও কিছু বাসন-কোসন চুরি করিয়া পলায়ন করে।

মান গোবিন্দপুরে ডাকাতি

মানবাজার থানার মানগোবিন্দপুর গ্রামের শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মাহাতীর বাড়ীতে গত ১২ই মাঘ রাত্রি ৯ বজনে ডাকাত কলাই ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং গৃহস্থ বীর ক্ষেত্র সাহার গুরুতর ভাবে আঘাত করিয়া, অলঙ্কার, বাসনপত্র, চাউল প্রভৃতিতে প্রায় তিন সাড়ে তিন হাজারের টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে।

মানবাজারে গ্রামে চুরি

মানবাজার গ্রামের ডাঃ অরদাময় কবিরাজের বাড়িতেও এক দুঃসাহসিক চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুর্দ্ধর্ষেরা কলাই ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং বহু টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে যায়। ডাঃ কবিরাজের গৃহ সদর রাস্তার উপর বাজারের মধ্যে এবং থানার অদূরে অবস্থিত।

বি-ডি-ওর গৃহে চরি

পুরুলিয়া ২ নং বি-ডি-ওর গৃহে রাত্রিবেলা জানালার গরাদ ভাঙ্গিয়া দুর্দ্ধর্ষেরা প্রবেশ করে এবং অর্থ, অলঙ্কার, আম্বা, কাপড় প্রভৃতি সর্বস্ব চুরি করে পালায়। অপহৃত দ্রব্যের মূল্য কয়েক হাজার টাকা হবে বলে অনুমিত হয়।

রাজ্য সংবাদ

রাজ্যপালের উপদেষ্টা :

রাজভবনের একটি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে যে শ্রী এম, এল, বাহু (চীফ সেক্রেটারী), শ্রী বি, বি, ঘোষ (বোর্ড কমিশনার্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান), শ্রীকে, কে, সেন (প্রাক্তন সভ্য-বোর্ড অফ রেভিন্যু) এবং শ্রী, কে, ঘোষ (ডেপুটী চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল ওয়াটার এ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন) রাজ্যপালের উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি দাবী :

বিরোধী দলের ১১ জন বাঙালী সংসদ সভ্যদাবী করেছেন যে রাজ্য থেকে নির্বাচিত সমস্ত সংসদ সভ্যদের নিয়ে পশ্চিম বাঙলার জন্যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবহিত করবেন এবং সমাধানের পরামর্শ দেবেন। সংশ্লিষ্ট সংসদেরা সংবেতভাবে এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর কাছে লিখিত দাবী উপস্থাপিত করেছেন।

হত্যা ও তদন্তের দাবী :

বর্দ্ধমানের শাঁখারীবাড়ীতে সি, পি, এমের হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন ছাত্র পরিষদ, কংগ্রেস, বাঙলা কংগ্রেস ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল। পরিদর্শনরত রাজ্যপাল শ্রীধাবরান বলেছেন এ বিষয় আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

• • •

হুবতালের দিন কেশোরাম বেয়ন ফ্যাক্টরীর তিনজন সি, পি, এম সমর্থক শ্রমিককে হত্যার অভিযোগে এনেছেন রাজ্যসভার সভ্য শ্রীনীরেণ ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, এবং শ্রীসেলেন পাল। এক যুক্ত ভাবেবার্তায় তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে সি, পি, আই, ঘুনিয়নের স্থানীয় নেতা, ফ্যাক্টরীর কর্তৃপক্ষ এবং বিড়লা ফ্যাক্টরীর সিকিউরিটি ষ্টাফ যুক্তভাবে চক্রান্ত করে এই তিনজন শ্রমিককে হত্যা করেছে। রাজ্যসভার ঐ তিনজন সভ্য সম্প্রতি দরেমজিনে তদন্ত করেছেন। বি, পি, টি ইউ, পি, (সি, পি, এম, সাখা) ঐ নিহত শ্রমিকদের পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্যে রাজ্যপালের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

• • •

শ্রীপুর থানা অঞ্চলে অস্ত্রাদির হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন রাজ্যের বিভিন্ন দল ও শ্রমিক সংঘ।

সংঘর্ষ :

অজয় থানার শহরপুর কোলিয়ারীতে সি, পি, আই পরিচালিত 'রক্তপতাকা' এবং অরাজনৈতিক কোলিয়ারী ওয়ার্কার্স ইনিয়নের মধ্যে এক সংঘর্ষে ১৮শে মার্চ ৬ জন শ্রমিক গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

ভারতীয় সংবাদ

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ

সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯—৭৪) সম্পর্কে বিবেচনার জন্য নয়া দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিন ব্যাপী অধিবেশন গত ২১ ও ২২ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিকল্পনার সরকারী উদ্যমে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫, ৯০২ কোটী টাকা করার ব্যবস্থা হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনার ব্যয় হবে ২৪ হাজার কোটী টাকার উপর। এই পরিষদের বৈঠকে প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নিজ নিজ রাজ্যের বক্তব্য ও দাবী পেশ করেন। পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হওয়ায় রাজ্যপাল শ্রীধাওয়াগ এই পরিষদের বৈঠকে যোগদান করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের বিশেষ সমস্যার জন্য আরও বর্দ্ধিত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দাবী জানান।

উত্তর প্রদেশে অনাস্থা প্রস্তাব

উত্তর প্রদেশে নব গঠিত চরণ সিং মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে বিরোধী দল যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন উহা প্রদেশ বিধান সভা তা বাতিল হয়ে যায়। অনাস্থা প্রস্তাবের স্বপক্ষে মাত্র ১৬২ ভোট এবং বিপক্ষে ২৩৯ জন সদস্য ভোট দেন। ৬৭ ভোটের ব্যবধানে জনতানীল কংগ্রেস সমর্থিত বি-কে-ডি মন্ত্রী সভা এই প্রথম অগ্নি পরীক্ষায় জয় লাভ করেন। জনতা সীল কংগ্রেস, বি-কে-ডি, কমিউনিষ্ট পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

পাঞ্জাব মন্ত্রী সভার পতন

গত ২৪শে মার্চ্চ পাঞ্জাব বিধান সভায় ১৯৭০ সালের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী বিলটি৪৪-২২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ায় পাঞ্জাবের তেরো মাসের আকালী-জনসংঘ কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে। বিধান সভায় পরাজয়ের অব্যবহিত পরে আকালী পরিষদীয় দলের (সন্ত দল) এক যুক্তরী সভায় মুখ্যমন্ত্রী গুরণাম সিংকে দলের নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে উজ্জমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ সিং বাদলকে নূতন নেতা নির্ব্বাচন করা হয় এবং গুরণাম সিংকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

রাজ্যপালের নির্দ্দেশে গুরণাম সিং পদত্যাগ করেন এবং তাঁর সিফারিশে সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন আছে এই দাবীকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান। কিন্তু রাজ্যপাল আকালী দলের নূতন নেতা প্রকাশ সিং বাদলকে মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানালে তাঁর নেতৃত্বে পাঞ্জাবের নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়।

ক্ষোটকটির পূর্ব্বে পাঞ্জাব বিধান সভায় দলগত শক্তি এইরূপ ছিল:—আকালী—৫৭ (স্পীকার সহ); কংগ্রেস—৫৮; জনসঙ্ঘ—৭; সি-পি-আই—৪; সি-পি-এম—২; এস-এস-পি—২; পি-এস-পি—৩ ও নির্দ্দলীয়—২

জন্ম-মৃত্যু খতিয়ান

১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে দেশের সর্ব্বত্র জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা সরকারী খতিয়ানভুক্ত করতে হবে। ঐ তারিখ থেকে জন্ম মৃত্যু রেজেষ্ট্রীকরণ আইনটি কার্য্যকর হবে। দেশের সর্ব্বত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে জন্ম ও মৃত্যু তারের সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে এবং দেশের জনসংখ্যা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা পাওয়া যাবে।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার

এ বছর মোট ১৪ জন মাতিত্য সাধক আকাদেমি পুরস্কার পেলেন। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী রায় তাঁর বাঙলা কাব্যগ্রন্থ "মোনী আভাস" এবং ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ "An Artist in Life" এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। আকাদেমির তাঁরা ফলক এবং ৫ হাজার টাকার একটি চেক পেয়েছেন প্রত্যেক ২জন সাহিত্যিকেরা।

—•—

গুজরাট মন্ত্রী সভার সঙ্কট ত্রাণ

সংগঠন কংগ্রেসনেতা শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই এর নেতৃত্বে গঠিত ... মন্ত্রী সভা একটি সরকারী বিলে বিরোধী পক্ষের সংশোধনী প্রস্তাবের ... ভূটিতে ৬৩-৩০ ভোটে জয় লাভ করে। উক্ত পক্ষেই বহু সদস্য অ... ছিলেন। কয়েকদিন যাবৎ মন্ত্রী সভার সমর্থক কয়েকজন সদস্য ... করায় গুজরাট মন্ত্রী সভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে এক সাধারণের মনে দে... ১৬৮ জন সদস্য বিশিষ্ট গুজরাট বিধান সভায় সংগঠন কংগ্রেসের সদস্য ... হোল ৭১ জন এবং সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের সদস্য সংখ্যা হোল ৭৭ জ...

গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্প

গত ২০শে মার্চ সকালে দক্ষিণ গুজরাটের ভোচ সহরসহ ... অঞ্চলে প্রবল ভূকম্পনে ১২টি শিশু ও আটজন মহিলা সহ ২৫ জন ... হারিয়েছে এবং দুই শতেরও অধিক আহত হয়েছে। একমাত্র ভোচ ... ফেড়ন বাড়ী ভেঙ্গে গেছে; দুই হাজার বাড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ... ১০ হাজার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কেরল মন্ত্রী সভারও সঙ্কট মোচন

কেরলের অত্যুত মেনন সরকার সম্প্রতি এক দারুণ ফাঁড়া ... উঠেছেন। গত ২৩শে মার্চ্চ কেরল বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ... সূচক ভোট গ্রহণকালে সরকার পক্ষ ৬৬-৫৮ ভোটে জয় লাভ করায় ... আই পরিচালিত ১৪৩ দিনের কোয়ালিশন সরকার অগ্নি পরীক্ষায় জয় ... করলেন। বিরোধী কংগ্রেসের চারজন-সমেত মোট পাঁচজন ভোট ... বিরত থাকে।

কেন্দ্রীয় সাহায্য বৃদ্ধির দাবী

চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কালে পশ্চিম বঙ্গে কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ... দাবী জানিয়েছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা ও কলিকাতা উন্নয়ন সমস্যার উ... তিনি বিশেষ জোর দেন। কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ পশ্চিম বঙ্গের জন্য ... কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ওভার ড্রাফ্ট ও রুতাশার সংস্থান হয়েছে। সর্ব্বশে... কেন্দ্রীয় সাহায্য ৯৮২ কোটী টাকা উত্তর প্রদেশ এবং ৮৯৮ কোটী টাকা ... রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছে।

—•—

বিশ্ব সংবাদ

তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প

২৮শে মার্চ্চ তারিখে তাব্রিজো তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের ... কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত গেদিজ মহকুমি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ... সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে এবং প্রায় তিন চার হাজার ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে ... বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। এই সহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬০ হা... এবং সহরের শতকরা ৮০ ভাগই বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

কম্বোডিয়ায় ভিয়েৎ কং দের অনুপ্রবেশ

ভিয়েৎনামের সঙ্গে কম্বোডিয়ার যে ৫০০ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত আছে ... তার সব জায়গা দিয়েই ভিয়েৎ কং বাহিনী কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে ... ছয় মাইল পর্য্যন্ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কম্বোডিয়ার রাজধানী নম-পেন ... দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আওয়ামী দলের নেতা গ্রেপ্তার

পূর্ব্ব পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা ও পাক পার্লা... মেম্বের ভূতপূর্ব্ব সদস্য নেখ মুজীবর রহমানকে গারেতে রাজদ্রোহের অ... যোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তোরা ডাকসিংএ প্রায় পঞ্চাশ হাজার ... কিয়াদের এক সম্মেলনে তিনি বর্ত্তমান পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানে... কৃত প্রস্তাবিত বিরোধী নীতির জন্য "বিশ্বাস ঘাতক" বলে অভিযোগ করে... মুজীবর রহমানকে মার্শাল "আদালতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ... মৌলানা ভাসানীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

—•—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কে

জয়পুর থানার বেপো অঞ্চলের বালী গ্রামের শিক্ষক শ্রীআজাদ আলি আলবী সম্পর্কে বিবিধ অভিযোগ "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর স্থানীয় জেলা স্কুল বোর্ডের পরামর্শদাতৃ কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচিত হয় এবং কমিটির কতিপয় সদস্য গত ১লা মার্চ্চ ঐ সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক কমিটির সদস্যদের সেই তারিখে বা পরবর্ত্তী অন্য কোনও তারিখে সরেজমিন তদন্ত করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি। ফলে স্কুলের অবস্থা পূর্ব্ববৎ চলছে।

বালী গ্রামের শিক্ষক সম্পর্কে অভিযোগ এই নূতন নয়। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে রোপো অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির ২৫।৮।৬৭ তারিখের সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় "রোপো অঞ্চলের কাজকর্ম্মে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটছে। এর মূলে রয়েছেন বালী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক আজাদ আলী আলবী। ইনি স্কুল বন্ধ রেখে সর্বদাই বালী গ্রামের শ্রীকালি সিং ও হোমগার্ড শ্রীনগেন সিং এর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান এবং ইচ্ছামত যেখানে সেখানে মিটিং করে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন। লোনের ব্যাপারেও অনেক কিছু অন্যায় করেছেন। সুতরাং তদন্তমতে সুবিচার চাই।"

উপরোক্ত প্রস্তাব সহ একটি পত্র জয়পুর সার্কেলের স্কুল সাব-ইন্সপেক্টারকে ৮।৯।৬৭ তারিখে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি। শিক্ষক মহাশয় নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন কিন্তু গ্রামে স্কুলও হচ্ছে না—ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও হচ্ছে না। এই যে ক্ষতি এর জন্য দায়ী কে?

সুতরাং কেবল শিক্ষক সম্পর্কেই নয়—জয়পুর সার্কেলের স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কেও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

বালী গ্রামের স্কুলের এই দুরবস্থা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। অনুসন্ধানে এরূপ দুরবস্থা অন্য অনেক স্কুলের পাওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পিরী গ্রামের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পিরী গ্রামেও একটি প্রাথমিক স্কুল আছে এবং এর শিক্ষক হলেন রড়েকচা গ্রামের শ্রীকালিপদ সিং। গত আড়াই বৎসর ধরে তিনি স্কুল করছেন না—অবশ্য বেতন নিয়মিত পাচ্ছেন। প্রথম দিকে মাসে এক আধ দিন পিরী গ্রামে আসতেন এবং কোথাও যাওয়া জলের মধ্য পাতলা করে জনকয়েক ছাত্রের মধ্যে বিতরণ করে তাঁর শিক্ষক জীবনের ব্রত উদযাপন করতেন। গ্রামবাসীরা দীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল ধরে বহু চিঠিপত্র ও আবেদন নিবেদন করে কোনও ফল আজ পর্য্যন্ত পান নি।

এই প্রকার "আদর্শ স্কুল ও আদর্শগাঁও শিক্ষক" এই জেলার আর কতজন আছেন কর্তৃপক্ষ তার হিসাব দিতে পারেন কি?

—•—

গান্ধী রচনা সম্ভার

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি গান্ধী রচনা সম্ভারের ছয়টি খণ্ড রেজিষ্টার্ড গ্রাহকদের সরবরাহ করা হবে। সুতরাং যাঁরা ১০৲ টাকা দিয়ে নাম রেজিষ্টি করিয়েছেন তাঁদের আগামী ১০ই এপ্রিলের মধ্যে বাকী কিস্তীর ১৫৲ টাকা পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যাঁদের পূর্ণ টাকা দেওয়া আছে তাঁদের বাকী ৫ খণ্ড একসঙ্গে সরবরাহ করা হবে।

গান্ধী রচনা সম্ভারের প্রথম খণ্ড যাঁরা এখনও নেন নি তাঁদের অবিলম্বে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টার মধ্যে মুক্তি প্রেসে এসে ঐ খণ্ডটি নেবার অনুরোধ করা যাচ্ছে। দয়া করে রসিদটি সঙ্গে আনবেন।

গান্ধী রচনা সম্ভারের রেজিষ্টার্ড গ্রাহকদের বাকী কিস্তীর টাকা ১০ই এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ করার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুরুলিয়া/৩০-৩-৭০ সাধারণ সম্পাদক,
পুরুলিয়া জেলা
গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি

—•—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

স্কুল মঞ্জুরী সম্পর্কে প্রদত্ত সরকারী বিবরণের প্রতিবাদ

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাতো এম-এল-এ জানাচ্ছেনঃ

মানবাজার ১ নং সার্কেলের প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাতে কাছাকাছি স্কুলের দূরত্ব, জন-সংখ্যা এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কর্ম্মরত শিক্ষকদের নামের তালিকা দেখলাম। এই তালিকা দেখে পরিষ্কার ধারণা হচ্ছে যে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। সেইজন্য এই তালিকার বিবরণ অনুযায়ী বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের অনুমোদন না দিয়ে সঠিক তদন্তের পর মঞ্জুরী দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

তালিকাতে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কাছে পুরাতন বিদ্যালয়ে যে দূরত্ব দেখান হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

যেমন :—(১) টুন্ডামা—বনগ্রামের দূরত্ব দেখান হয়েছে ১½ মাইল অথচ আরও কাছাকাছি একটি স্কুল আছে "মেনেডি" গ্রামে যাহা উল্লেখ করা হয় নি। তাহা ছাড়া টুন্ডামা ও বনগ্রামের দূরত্বও সঠিক দেওয়া হয় নি।

আবার জেলাগোড়া—বনগ্রামের দূরত্ব ½ মাইল দেখানো হয়েছে। বেঁকা—জিতুজুড়ি দেখান হয়েছে ½ মাইল। মুদিখান—জিতুজুড়ি দেখান হয়েছে ½ মাইল কিন্তু তদন্ত করিলে দেখা যাবে এগুলির দূরত্ব অনেক বেশী। খৈজাডি—পাঁড়কিডির দূরত্ব দেখানো হয়েছে ১ মাইল। অথচ খৈজাডিতেই মানকচার পুরাতন বিদ্যালয়টি আছে। ঘাসতড়িয়া কুমরডি, বৃন্দাবনপুর ½ মাইল করে দেখান হয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবনপুর নামে ঘাসতড়িয়াতে স্কুল আছে। এইভাবে প্রত্যেকটির দূরত্ব ভুল দেখানো হয়েছে। তাছাড়া প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্য্যকাল এবং কর্ম্মরত শিক্ষকদের তালিকাও বিশেষভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন।

—•—

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—253

স্থানীয় সংবাদ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কার্যক্রমের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এই পর্যন্ত পরীক্ষা বহুল পরিমাণে নিরুপদ্রবে ও নির্বিঘ্নে নির্বাহ হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিন কিছু সংখ্যক যুবক ও তথাকথিত ছাত্রদরদীরা অসৎ উপায়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করবার চেষ্টায় ব্রত ও নিগৃহীত হয়। প্রতি পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা করা হয় এবং পরীক্ষার্থী অথবা বাহির থেকে পরীক্ষার্থীদের অসৎ উপায়ে সাহায্যদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রকাশ্যে অন্যায় ও অসৎ প্রচেষ্টাগুলি বন্ধ হয়। পরীক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও কিছু যুবককে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য ধরা হয়। অন্যান্য বৎসর পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি যেভাবে অবাধ ও বেপরোয়া চুরি, জালিয়াতী, উপদ্রব ও অন্যান্য অসদাচরণের লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এই বৎসর তার বিশেষ ব্যতিক্রম।

বসন্ত উৎসব

গত ২১শে মার্চ তারিখে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে জগদীশ হলে স্বরতীর্থ সঙ্গীত সংস্থা, বালজাগরতী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহযোগিতায় শিশুদের দ্বারা বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেন সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীগোপাল চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে শিশুদের দ্বারা আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয় ও হাস্যকৌতুকমূলক নাটক পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীগোপাল চক্রবর্তী; নৃত্য পরিচালনায় শ্রীমতী ইরা দেবনাথ এবং যন্ত্র সঙ্গীতে সর্বশ্রী অজয় ব্যানার্জী, সবুজ সাও; শচীন্দ্রনাথ রায়, বিতান গুপ্ত ও হরি মাহাতী অংশ গ্রহণ করেন।

নাট্যানুষ্ঠান

গত ২২শে মার্চ তারিখে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে বি. এন. ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে সলিল বক্সী ও শ্রবন রায়ের পরিচালনায় যথাক্রমে "অশান্ত বিবর" ও "রক্তে রোয়া ধান" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়।

বর্দ্ধমানের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জেলাশাসকের বিরুদ্ধেও কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগ উঠেছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানানো হচ্ছে। স্বয়ং রাজ্যপাল সরেজমীন তদন্তের উদ্দেশ্যে বর্দ্ধমানে যান এবং সাঁই পরিবারের গৃহ পরিদর্শন করেন। এই সূত্রে চল্লিশ জনের অধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—তবে এখনও কিছু আসামী পলাতক আছে।

দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দাবাদ ও উপযুক্ত তদন্ত ব্যবস্থা দাবী করেছেন। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপাত্রেরা মন্তব্য করেছেন যে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে এবং মার্ক্সবাদী সমর্থকেরা আত্মরক্ষার জন্যই পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নিহত মনা সাঁই ও প্রবল সাঁই ঐ অঞ্চলে নাকি সমাজ-বিরোধী দুর্বৃত্ত বলে কুখ্যাত এবং কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের আমলে খুন, ডাকা ডাকাতি প্রভৃতি বিবিধ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার সূত্রে পি-ডি-এ্যাক্টে ধৃত হয়েছিল। অন্যদিকে বর্দ্ধমানের উপাচার্য্য জানিয়েছেন যে নিহত ছাত্র নেতা শ্রীবীতেন রায় বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্র ছিল।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্বন্ধিত কলিকাতার আফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

রায়তদের উদ্দেশ্যে

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তগণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনের ২৩ বি (১) ধারা অনুযায়ী পরিবারের কর্ত্তার নামসহ তাঁহাদের সমস্ত রায়তি জমাভুক্ত জমির তালিকা যাহা ৩১-৫-৭০ ইং তারিখের মধ্যে দাখিল করিবার দিন ধার্য্য ছিল তাহার মেয়াদ বর্দ্ধিত হওয়ায় উক্ত তালিকা নিম্নিখিত ফরমে আগামী ৩১-৫-৭০ ইং তারিখ মধ্যে স্থানীয় অধঃস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের নিকট দুই প্রস্থ করিয়া দাখিল করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট ফরমের নমুনা যাহা ১৫-১২-৬৯ ইং তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমস্ত অধঃস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিবরণ জানিবার জন্য রায়তগণ এলাকায় উক্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

পুরুলিয়া
৩০-৩-৭০

পার্থসারথী চৌধুরী
জেলাশাসক, পুরুলিয়া

WANTED

For Santamoyee Girls' High School a Lady Graduate Teacher strong in English and Mathematics to serve in a leave vacancy. Apply by 6, 4, 70. to the Secretary.

Sukumar Mukherjee
Secretary

NOTICE

It is hereby informed that the statutory audit for the year 1968-69 of Jhalda Annapurna Co-operative Rice Mill Ltd. has been undertaken by the undersigned on and from the 14.3.70.

The creditors, debtors and all the members of the Society are requested to get their respective accounts verified during the audit, failing which the accounts maintained by the Society will be deemed to be final and further claim in respect of any account will not be entertained.

Dated 15th March, '70.
Purulia

Sanat Kumar Sarkar
Audit Officer
C/o. A. R. C. S. Office
P. O Purulia
Dist. Purulia

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঐতিহ্যে জাগ্রত
প্রাণবান
নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সোমবার, ৬ই এপ্রিল '৭০
২৩শে চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক ৬.০০, সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা

পরাধীন ভারতের
জনগণের অকৃত্রিম সহমর্মী
এবং
মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী
দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মৃত্যু-বার্ষিকীতে
জাতির স্মৃতি তর্পণ।



পুরুলিয়া জেলায় ঘনায়মান তীব্র খাদ্য সংকট

খাদ্য ও কাজের অভাবে গ্রামাঞ্চলে হাহাকার

জেলার থেকে বেপরোয়াভাবে ধান চাল পাচার

ব্যাপক শস্যহানির ফলে এই বৎসর পুরুলিয়া জেলায় খাদ্য সঙ্কট যে তীব্র আকার ধারণ করবে তা সুরুতেই অনুমেয় ছিল। গতে মাত্র শতকরা ৮০ ভাগ ফসল হয়েছে—আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশী ফসল হয় নি। সুতরাং ফসল কাটার মাসখানেক পর থেকেই বিশেষ দুঃস্থ অঞ্চলের অধিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে প্রধানতঃ কোলিয়ারী অঞ্চলে কাজের আশায় দল বেঁধে যাত্রা সুরু করে—কিন্তু কোথাও কোনও কাজের সুবিধা করতে না পেরে আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে সুরু করে। গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোনও কাজের সুযোগ করতে না পেরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটানো বিনা তাদের কোনও গত্যন্তর নেই।

গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতির আশঙ্কা করে লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে মাসাধিক কাল পূর্বেই অর্থ্য যুক্তফ্রন্টের শাসনের কালে মুখ্যমন্ত্রী ও ত্রাণ মন্ত্রীর নিকট জেলার পরিস্থিতি বিবৃত করে পুরুলিয়া জেলার জন্য ব্যাপক হারে ত্রাণমূলক কার্য্যাদি অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নানা কারণে সেই সকল ত্রাণমূলক কার্য্যাদি যথা টেস্ট রিলীফ স্কীম; খয়রাতী সাহায্য দান প্রভৃতি বিলম্বিত হতে থাকে।

জেলার গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করেছে, এবং জনসাধারণের অভাব অনটন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অবিলম্বে ব্যাপকহারে ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদি সুরীত না হলে—অবস্থা হাত আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

ত্রাণমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও জেলার বিবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প যথা রাস্তাঘাট, সেচ প্রকল্প, প্রভৃতি কাজ সুরু করলে—তাতেও লোকের অভাব ও দুঃখ বহুলপরিমাণে ঘুচবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সচেষ্ট ও তৎপর হয়ে ঘনায়মান খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

চাল ধানের অবাধ পাচার

এক দিকে ব্যাপক ফসল হানিতে এই জেলার উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ পূর্বেই নীমিত; তার উপর যে হারে জেলার ধান চাল প্রধানতঃ বিহারের শিল্পাঞ্চলগুলিতে পাচার হয়ে চলেছে তাতে আর মাস খানেক বা মাস দেড়েক পরে জেলার সঞ্চিত ধান চাল নিঃশেষ হয়ে গিয়ে সাধারণ বাজারে চালের আমদানী একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এবং খাদ্য সঙ্কট চরম আকার ধারণ করবে।

শত ছিদ্র বস্ত্রে তালি দিয়ে আর লজ্জা নিবারণ যেমন সম্ভব নয়—তেমনি পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক সীমানা জুড়ে বিহারের যে শিল্পাঞ্চল

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবস

হাসপাতালের শিশু বিভাগের উদ্বোধন

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ জে, টি, কেন্টের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হসপিটালের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ৩ ।৩।৭০ উদ্‌যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষে হোমিওপ্যাথি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও হাসপাতালের শিশু বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। সকাল ৯ ঘটিকার অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ হাসপাতালের "শিশু বিভাগের" উদ্বোধন করেন।

বৈকালে ৪ ঘটিকায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল হসপিটালের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ বৈদ্যনাথ মিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা শাসক শ্রীপার্থসারথী চৌধুরী, আই-এ-এস প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন—জগন্নাথ কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়। হোমিওপ্যাথি হসপিটাল সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্য থেকে ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক প্রমুখেরা ভাষণ দেন। স্থানীয় সি-এম-ও-এইচ ডাঃ যামিনী ভূষণ মুখার্জ্জী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

এই উপলক্ষে শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ও হোমিওপ্যাথি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ত্রিবেণীর হত্যাকাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্ত

সব জায়গাতেই একই ব্যবস্থা দরকার

৬ই এপ্রিল রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান কেশোরাম রেয়ন কারখানা পরিদর্শন করেন এবং ১৭ই মার্চ্চের হাঙ্গামায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী ধাওয়ান, মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং পুলিশের আই, জি, ছিলেন।

ব্যাণ্ডেল তাঁর বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের বিমানাগারে রাজ্যপালের সামনে সি, পি, আই ও সি, পি, এমের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ হয়। রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে কারখানার প্রধান ফটকে হাজির হন এবং সেখানে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন। সি পি, এমের অনেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে সি, পি, আই শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীরা এবং কারখানার

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

মেঘালয় ও আসাম

আসাম রাজ্যের মধ্যে গারো, খাসী, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য এলাকা নিয়ে স্বশাসিত মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোল। আসাম রাজ্যের চীন ও ব্রহ্ম সীমান্তের পার্ব্বত্য অঞ্চল নেফা ও নাগা ল্যাণ্ডের স্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান সীমান্তে এই মেঘালয় রাজ্য স্থাপিত হোল। এই স্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল ও মুখ্য কারণ হোল যে দেশ স্বাধীন হবার পর গত তেইশ বৎসরকালের মধ্যে আসাম সরকার এই পার্ব্বত্য জাতিদের স্বার্থ বিন্দুমাত্র দেখেনি, এই অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কোনও ব্যবস্থা করেনি—আর অসমীয়া সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তির তুলে পার্ব্বত্য উপজাতিদের মাতৃভাষা বিনষ্ট করে এদের মুখে অসমীয়া ভাষা গুঁজে দেবার অপার জুলুম ও তাণ্ডব চালিয়ে এসেছে। এই পরিস্থিতিকে উগ্রপন্থী অসমীয়াদের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবার দাবী নিয়ে পার্ব্বত্য উপজাতিরা সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে আসছিল এবং সেই সংগ্রামের আংশিক সাফল্য তারা অর্জ্জন করলো—এই মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আসামের কংগ্রেস সরকার ও অসমীয়া নেতৃবৃন্দের কুনীতির অন্ত নেই। অতি সংকীর্ণ ও হীনস্বার্থ সাধনের জন্য দেশ বিভাগের পূর্ব্বে আসামের বাংলা ভাষাভাষী শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তানকে উপহার দিতে আসামের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কুণ্ঠিত হয় নি এবং সর্ব্ব ভারতীয় কংগ্রেসী নেতারাও অসমীয়া নেতৃবৃন্দের এই হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ ত দূরের কথা মৌন সম্মতিদানে উৎসাহিতই করেছিলেন সুতরাং দেশ স্বাধীন হবার পরও আসামের কংগ্রেস সরকার ও অসমীয়া নেতৃবৃন্দ জাতীয়তা বিরোধী এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিপন্নকারী নীতি অবাধে চালিয়ে চলেছেন ও স্বর্গীয় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু থেকে সুরু করে শ্রীমতী গান্ধী পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আসামের আত্মঘাতী ও সর্বনাশী নীতিকে প্রশ্রয় ও রক্ষণ সমর্থন দান করে আসছেন। পণ্ডিত নেহেরুর জীবিতকালে আসামের বাংলা ভাষাভাষীদের উপর যে সরকারী ও বেসরকারী বর্ব্বর অভিযান চলে ও সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা উচ্ছেদের জন্য যে চক্রান্ত সুরু হয় তার বিরুদ্ধে তিনি একটি মৃদু ভর্ৎসনা বাক্যও উচ্চারণ করেন নি বরং অসমীয়া সরকারের এই বর্বরতাকে চাপা দেবার অপচেষ্টাই করেছিলেন। ফলে আসামের কংগ্রেসী সরকারের স্পর্দ্ধা—আকাশচুম্বী হতে থাকে। এর পরে আসামের সম্পূর্ণ বাংলাভাষী অঞ্চল কাছাড় জেলাতে যে ভাষা আন্দোলন সুরু হয়—তাতে আসাম সরকারের দমন নীতিতে একজন তরুণী ও দশ জন তরুণ সত্যাগ্রহী চরম আত্মদান করে।

এই পরিস্থিতিতে আসাম সরকার বাংলা ভাষা উচ্ছেদের সঙ্গে আসামের পার্ব্বত্য উপজাতিদের দমন ও তাদের মাতৃভাষা হরণের অভিযান চালায়। ফলে পার্ব্বত্য উপজাতিদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ ও আন্দোলন সুরু হয় এবং এই অশান্ত উপজাতিদের শান্ত করার চেষ্টায় পণ্ডিত নেহেরু বহু স্তোক বাক্য দেন এবং পটীশকার কমিশন; অপোক মেটা কমিটি, প্রভৃতি নিয়োগ করে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হয়—কিন্তু পার্ব্বত্য নেতৃবর্গ সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করায় শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং শাসিত মেঘালয় রাজ্যের উদ্ভব হয়। এইভাবে দেখা যচ্ছে আসাম রাজ্য থেকে মনিপুর বেরিয়ে গেছে; নাগা জেলা বিচ্ছিন্ন হোল; মিজো জেলা অশান্ত; কাছাড় জেলা অতি মাত্রায় বিক্ষুব্ধ; উত্তর কাছাড় মিকির পাহাড় জেলা আসাম থেকে মুক্তি চায়; কামতাপুর নিয়েও দারুণ অশান্তি; ত্রিপুরা রাজ্যের আসামের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবল আগ্রহ—এ সবের মূল কারণ অনুসন্ধানের [illegible] এখনও কি আসে নি? ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত রাজ্য [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেসী নেতৃবর্গ আর কত দিন এই সর্ব্বনাশা খেলা চালাবেন? সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের ঐক্য, সংহতি এবং অখণ্ডতা বিপন্ন করার চক্রান্তে কোনও [illegible] যদি করে থাকে তবে সে আসাম। আসাম কংগ্রেস সরকার ও অসমীয়া নেতৃবৃন্দের আত্মঘাতী ও সর্ব্বনাশা কার্য্যকলাপের [illegible] একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে বৎসরাধিক কাল পরে ১৯৭১ সালের আদম সুমারীর পর। আসামের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা অসমীয়া। সুতরাং রাজ্য সরকার কর্তৃর হাতে পেয়ে তাঁরা অসমীয়া ভাষীদের কৃত্রিম সংখ্যা বৃদ্ধি অপচেষ্টায় যেভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে লোক আমদানী করে আসামের অধিবাসীরূপে প্রতিপন্ন করার নেশায় মেতে উঠেছেন—তাতে অচিরকাল মধ্যেই আসাম পাকিস্তানী মুসলমান প্রধান অঞ্চলরূপে প্রতিপন্ন হবে এবং শ্রীহট্টের ন্যায় সমগ্র আসামকে পাকিস্তান হৃতত্ব দাবী করে বসবে। সুতরাং সময় থাকতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাবধান হতে হবে।

অ, চ

—•—

রাষ্ট্রপতির শাসন ও তার প্রতিক্রিয়া

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের এক অংশ হাতে চাঁদ পাওয়ার মনোভাব প্রকাশ করতে সুরু করেছেন এবং তাঁরাই যে জনগণের "প্রকৃত প্রভু" সেবক নন সেটা জাহীর করে বেড়াচ্ছেন। এই শ্রেণীর আমলাতন্ত্রেরা যুক্তফ্রন্টের আমলে অতি বশংবদ দেশ সেবকরূপে বিনয়ের অবতার সাজতেন। হাওয়া বদলের সঙ্গে রূপ বদলের কৃতির এঁদের ষোল আনা। তবে অনশাধারণ এখন বহুল পরিমাণে জাগ্রত সুতরাং তাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ সাধনের চেষ্টা বরদাস্ত করবে না।

অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট এখন শবিকদলের পক্ষে মুক্ত ফ্রন্টে পরিণত হওয়ায় আবার ফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের বিবিধ চেষ্টা চলছে। সি. পি. আই; ফরোয়ার্ড ব্লক; এস, ইউ, সি প্রমুখ আটটি দল ঐক্য শক্তিকে পুরাতন যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস সি. পি. এমকে বাদ দিয়ে নূতন ফ্রন্ট গড়ে তোলার কথা বলছেন যে ফ্রন্টে বাংলা কংগ্রেসের কোনও স্থানের কথা তাঁরা চিন্তা করছেন না। এইভাবে পরস্পর বিরোধী দুটি ভঙ্গী নিয়ে তাঁরা ফ্রন্টের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন—এবং এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এখনও যুক্তফ্রন্টের অচল অবস্থা অবসানের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

—•—

মার্ক্সবাদী নেতা জ্যোতিবসুর প্রাণ নাশের চেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত ঃ শ্রীবসু সামান্য আহত

গত ২১শে মার্চ পাটনা ষ্টেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ও মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে লক্ষ্য করে এক অজ্ঞাতনামা আততায়ী উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিদেশজাত পিস্তল থেকে গুলি বর্ষণ করে। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শ্রীবসুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান আলী ইমাম নামক এক ব্যক্তির গায়ে লাগে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। শ্রীবসুর আত্মীয় সামান্য আঘাত লাগে। ষ্টেশনের ভীড়ের মধ্যে আততায়ী আত্মগোপন করে এবং বহু পরে পুলিশ সন্দেহক্রমে সুবোধপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। শ্রীবসুর প্রাণনাশের চেষ্টার এই সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাটনা সহরে ও সমগ্র দেশে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় নির্বিশেষে সকলেই এই ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা করেন।

শ্রীবসু মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিহার শাখা আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দানের জন্য পাটনা এসেছিলেন এবং সভাতে ভাষণ-দানী এজন্যেই যোগে পাটনা ষ্টেশনে অবতরণ করার পরই এই ঘ'ন ঘটে।

বিহার সরকারের প্রতি কেন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই অ ক্রমণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বিহার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় পুলিশের সহযোগিতায় এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্য

৩১শে মার্চ্চ তারিখে পাটনায় এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন—গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় হিংসার দ্বারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের রাজনৈতিক জগতে হেষাবেষির অশনি ঘটানোর এখনও হিংসার পথ গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন—সি-পি-এম কোনও দিন হিংসাত্মক পন্থায় বিশ্বাসী নয়; তবে তাঁদের কেউ আক্রমণ করলে পাল্টা আঘাত হানার অধিকার তাঁদের অবশ্যই রয়েছে।

শ্রীবসুর আততায়ী সম্পর্কে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায় প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের ছিপছিপে গড়নের যুবক চোখা নাকশায়া পরে ও গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে মাত্র আট দশ হাত দূর থেকে শ্রীবসুকে গুলি ছোঁড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে যিনি নিহত হন তাঁর নাম আলী ইমাম এবং তিনি জীবন বীমা সংস্থার একজন অফিসার ছিলেন।

—•—

আসাম রাজ্যের মধ্যে স্বশাসিত নূতন রাজ্য মেঘালয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কর্ত্তৃক উদ্বোধন

গত ২রা এপ্রিল শিলংএ এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসামের অভ্যন্তরে স্বশাসিত "মেঘালয়" রাজ্যের উদ্বোধন করেন। ভারতীয় সংবিধান জানিয়ে তিনি বলেন যে ভারতের দ্বিতীয় পার্ব্বত্য স্বায়ত্ত রাজ্যের বাস্তব রূপায়ন মানুষের অসীম সম্ভাবনীয়তার যে নূতন সম্ভাবনার ও আশার বিধান সম্ভব, তা আবার প্রমাণিত হলো। শিলংএর স্যাভিলন গ্রাউণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

রাজ্যপাল শ্রীযুক্তা বি, কে, নেহেরুর নূতন মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। পাঁচ জন সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছেন।

আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গারো ও খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড় জেলাকে নিয়ে গঠিত স্বশাসিত মেঘালয় রাজ্যের আয়তন হচ্ছে ৮৮০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১০ লক্ষ। এই মেঘালয় রাজ্যের এক কক্ষ বিশিষ্ট বিধান সভা থাকবে এবং ৩৮ জন নির্ব্বাচিত ও ৩ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে মেঘালয় বিধান সভা গঠিত হবে। এই রাজ্যের স্বতন্ত্র হাইকোর্ট থাকবে না এবং শিলং সহরেই মেঘালয়ের রাজধানী হবে। আসামের রাজ্যপাল মেঘালয়েরও রাজ্যপাল থাকবেন। প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভের দিক থেকে এই রাজ্য সাধারণ একটি রাজ্যের ৬৪ টি বিষয়ের মধ্যে ৬১টি বিষয়েই পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করবে।

এই অঞ্চলের উপজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, আলু, মাদুপাতি, গ্রাম ও বর্ষাকালীন শাকসব্জিই উল্লেখযোগ্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ভাল চুনাপাথর, কয়লা, গ্রাফ, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি আছে।

এই নূতন মেঘালয় রাজ্যের নির্ব্বাচনে সর্ব্বদলীয় খণ্ড জাতি সংগঠন নিয়ন্ত্রণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছে এবং উইলিয়ামনন মন্ত্রীসভা মুখ্যমন্ত্রী; বি, বি, লাউসদের অর্থমন্ত্রী; সমতর মারক শিক্ষামন্ত্রী ও এডউইনসন বার্ড পূর্ত মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেছেন। এই রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আসাম সরকারের—তবে এই রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী থাকবে।

—•—

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

টেলিফোন—১৭৫

"মুক্তি"

বাংলা সাপ্তাহিক

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত

(১৯২৫ সালে ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

বিজ্ঞাপনের দর

১৯৭০

মুক্তির সাইজ—ক্রাউন : ৩৮ × ২৫ বর্গ সে, মিঃ

পূর্ণ পৃষ্ঠার মাপ—৩০ × ২০ বর্গ সে, মিঃ

পূর্ণ পৃষ্ঠায় ২ কলম

প্রতি কলম—৩০ × ৯৫ বর্গ সে, মিঃ

প্রতি সংখ্যা প্রতিবার :—

পূর্ণ পৃষ্ঠা (২ কলম)— ৯০৲ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (১ কলম)— ৪৫৲ টাকা

পৌনে পৃষ্ঠা (অর্দ্ধ কলম) – ২২'৫০ টাকা

প্রতি সে, মিঃ

প্রতি কলমে—২'২৫ টাঃ

৩ মাস অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সময়ের বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। এ বিষয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

ম্যানেজার "মুক্তি"

পোঃ + জিলা—পুরুলিয়া, (পঃ + বঃ)

"জবাব চাই" এর জবাবে লোকসেবক সংঘ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

জবাবের দাবীদার আত্মগোপন ক'রে কেন ?

লোকসেবক সংঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি একটি প্রচারপত্র বেরিয়েছে। তার শিরোনামা—"জবাব চাই ।" প্রচারপত্রে কেউ নাম দিতে সাহস করে নি। প্রচারপত্রের পরিবেশক হিসাবে জন ক'রে নামহীন সংঘ লেখা রয়েছে। নামহীন সংঘ ঐ প্রচার সম্বন্ধে কেন নি বলে জানিয়েছেন। শুধু প্রেসের নামটুকু আছে—মঙ্গলপ্রী প্রেস, পুরুলিয়া। প্রচার পত্রের বক্তব্যের সঙ্গে ঐ প্রেসের যোগ আছে কিনা জানি না। তবে অত্যন্ত অমঙ্গল বিশ্বাস ও অমমানকর লেখা প্রচারের দায়িত্বের সঙ্গে এই প্রেসও ভড়িত হয়েছেন।

এই জবাবের দাবীদার কারা ?

এই প্রচার পত্রের শক্তিসঞ্চার প্রচারক কারা অনেকে জানার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের বক্তব্য জানার চেষ্টার ত্রুটিও নেই আমরা জানি তাঁরা কারা। তাঁরা লোকসেবক সংঘের নিজস্ব বিরোধীরা। যুক্তফ্রন্ট সভ্য ভেঙ্গেছে। এর সঙ্গে অথবা লোকসেবক সংঘ সম্পর্কে কতক-গুলি বিভ্রান্ত প্রচারিত ও সৃষ্ট হয়েছে। তাইই সুযোগে এই বিরোধীরা উঠে পড়ে লেগেছেন—যদি এই অবকাশে লোকসেবক সংঘকে এখন একঘরে করে তুলতে পারা যায়। তবে তাঁরা জানেন যে, সংঘের নামে যে সব সাম্প্রতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে—সংঘের পক্ষ থেকে দু' একটি বিবৃতি ছিলেই বিভ্রান্তির কুঁয়াশা নিয়েকে কেটে যাবে। সেজন্য একমাত্র মেটাই জনবই তাঁরা ভরসা করেছে নাকি। মেটাকে আশ্রয় ক'রে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত লোকের মনকে খারো বিষিয়ে তোলার জন্য তাঁরা বিরাম মুখ থেকে অপরাধের কিনিষি চাপিয়ে ক'রেছেন ক্রন্টের আমল পর্যন্ত।

আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা এর জবাব দিতে বলেছেন

লোকসেবক সংঘকে যেহ ভরসে দিয়ে এই প্রচার পত্রে যত পুরোনো আমলের কথা তুলে এই প্রচারকেরা এ কেন বিশ্বস্ত, নয় নিশ্চয়ে কথা তুলে বলেছেন—যাতে সাধারণ সরল মানুষই বিভ্রান্ত হতে পারেন এই ঘর উদ্দেশ্য কী। বুঝতে পারছেন—এঁদের বক্তব্য কত মিথ্যাচারে পূর্ণ। সেজন্য এই প্রচার পত্রের দ্বারা লোকের মনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে—তা দূর করার জন্য সংঘের পক্ষ থেকে শান্তি বিভ্রান্তি দেবার প্রকারে বিশেষ আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তবে সম্প্রতি আমি পুরুলিয়া এসে আমাদের শুভানুধায়ী অনেকে বলেছেন—এর জবাব লোকসেবক সংঘের সচিব হিসাবে আমার দেওয়া দরকার। না দিলে তাঁরা আমার অপরাধের সুযোগ পাবে যে, সংঘ জবাব দিতে পারে নি। কারণ তারা জবাব চেয়েছে। সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত—এক প্রকারেও জবাব দিই। তাছাড়া, ঐ প্রচার পত্রের বিভ্রান্তিকর কুহিনাই অনপ্রচার পক্ষে সে সামী লোকসেবক সংঘের কাছে আত্মগ্রহ তুলেছেন—"জবাব চাই"। সুতরাং একদিকে বিভ্রান্তকর তাদের ভ্রমার আর একদিকে শুভানুধায়ীদের বাধ্য অনুরোধ—এই দুই এর চাপে পড়ে আমার জবাব নিয়ে জনসংঘের আঙ্গিনাতে হাজির হতে বাধ্য হলাম।

এই কি নির্ভীক বিচারকদের সৎসাহসের পরিচয় ?

কিন্তু বিচারকেরা কোথায় ? তাদের আনন্দে তাঁরা নই ? কয়েকটা প্রচার পত্র রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে তাঁরা তো আত্মগোপনকারী ? এই কি নির্ভীক বিচারকের সৎসাহসের পরিচয় ? নির্ভীকতার জনতার সঙ্গে অন্তরের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে তাঁদের তো সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব বহন করতে,—আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অংশকে বক্তব্য শুনে তা খণ্ডন ক'রে তাদের ধরে ফেলে করে,—এ সবের কোন পাত্তা তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিতে ? তার জন্য তাঁর সামনে নই, তাঁরা কেন উধাও ? 'সত্যমিথ্যেকে'ও তা মান্য জেনে—তাঁদের এই ভীরুতা কেন ? লোকসেবক সংঘকে 'লোকসাধারণ' সম্বন্ধে অন্ধ বাঁরা তাঁরা বিশ্বাস করেছেন—তারা গুরুতাবে কতক গুলো মিথ্যে কথা পাথুরেছি চুমুর্ত করিবে সুবিধে পড়বেন—এই কি তাঁদের সৎসাহসের নমুনা। ঐ লেখা পড়ে মনে হচ্ছে—লেখকেরা শিক্ষিত লোক। আমি তাঁদের কাছ থেকে সাধীনা-বোধ, দায়িত্ববোধ আশা করব। ঐ প্রচার পত্রে তাঁরা যে কথা লিখা কথা বলেছেন—এছিনে এক, হয় তার কৈফিয়ৎ দিন, নয় তা খণ্ডন করে সাহস থাকলে খণ্ডন করুন।

এরা চিরকালকার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি

অভিযোগ সমূহের জবাব দেবার আগে একটি বিষয় বলে নেওয়া দরকার বোধ করছি যে, জনসংঘকে আজ সাক্ষ্যের করে যুক্তকে হবে—কারা জবাব চাইছে,—কে জবাব দিচ্ছে, এবং এই জবাব দেওয়া দেওয়ার মধ্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কটা কী, এবং আসল জবাব কী ভাবে দিতে হবে। লোকসেবক সংঘে যে কর্মীরা আজ রয়েছেন—তাঁরা ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত কাজেরী আধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই দিয়ে আসছেন; এবং সে লড়াই তাঁদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে এবং অনাধীনের নিজ্ঞ প্রশাসিত অবাধ জন-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আর অন্তরিকে এই কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিরাও ইংরেজ আমল, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস আমলে এবং যুক্তফ্রন্ট আমলে যখন যে ভাবে পারছেন—লোকসেবক সংঘকে অ্যাত করার বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছেন; তা এই জন্য যে, তাঁরা অবাধ শোষণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে যায়। এদের বিরুদ্ধে সংঘ তথা জনসাধারণ শক্তি আর আরো মহানত্ত হয়েছে দেখে সব আমলের প্রতিক্রিয়াশীলেরা আজ হতে ধরাধরি ক'রে শেষ চেষ্টায় উদ্যত হয়েছেন—যাতে তাদের সুযোগের বাধা লোকসেবক সংঘ শেষ হয়—যাতে তাদের কায়েমী স্বার্থের অবাধ ভোগ আবার ফিরে আসে। তুচ্ছের দীর্ঘধ্বনি ফেলে আপেক্ষা ক'রে এঁরা বসেছেন বিচার আমলে তাদের যে অবাধ সুখের দিন ছিল—হায় ! হায় ! লোকসেবক সংঘ তা মাটিতে বসে দিয়েছে। শাসনযন্ত্রকে তাঁরা আবার লুটের যন্ত্র ক'রে নেতে চান। সেজন্য এই 'জবাব চাই'—লোকসেবক সংঘের কাছে শুধু জবাব চাওয়া নয়। জবাব চাইবার অছুহাতে লোকসেবক-সংঘকে শেষ ক'রে সংঘের নিজস্ব প্রতিক্রিয়াশীলদের এক নূতন অভিযানের ইঙ্গিত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত রাজনৈতিক অভিযানের জবাব দিতে হবে। আপাতত 'জবাব চাই' এর মধ্যে যে বাক্যগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে—তার জবাব আমি দিচ্ছি।

বিহার আমল বিষয়ে প্রচারকদের অন্তর্বেদনা

'জবাব চাই' এর প্রচারকেরা গভীর দুঃখের সঙ্গে বিহার আমলের কথা উত্থাপন করেছেন—তা শুধুর এবং তা সেই ভয়ঙ্কর কথা তা বেশ্যা, তাঁরা বলেছেন যে,—

১) বিহার আমলে আমরা মানভূমবাসীরা অত্যন্ত সুখী ছিলাম এই কারণে যে, সরকারী কোনো চাপ বা পীড়ন ছিল না; বিহারীদের কোনো আধিপত্য ছিল না, আমরাই সেখানে ছিলাম সংখ্যা। তাঁরা আমাদের কাছ হাতজোড় করে থাকত; আমরা নামে মাত্র বিহারে ছিলাম।"

২) বিহার আমলে কোনো খাদ্যাভাব ছিল না

৩) খনিজ সম্পদের অন্য অপপ্রচারের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল।

৪) তখন বাবরা বাণিজ্য সব বিষয়ে মানভূমের অনগণ খুবই সুখে শান্তিতে ছিলেন।

এই সর্বগ্রাহ্যের কথা উত্থাপন ক'রে এঁরা গভীর আক্ষেপ করেছেন যে, লোকসেবক সংঘ তাঁদের এই অবাধ সুখে বাধ সাধল; সংঘ মানভূমকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাংলার যুক্ত করল এ ও জেলার জনগণের অংশের সর্বনাশ সাধন করল।

নয় স্বৈরাচারীর পক্ষে ওকালতী

অভিযোগকারীদের প্রত্যেকটি কথা যে নগ্ন মিথ্যে তাইই নয়—সুদীর্ঘ কাল ধ'রে যে বিহার সরকার ব্যাপক প্রতড় দমন, পীড়ন, অত্যাচার ও বঞ্চনার করে গেছে—তার জন্য লজ্জাও তাঁদের নেই। তাঁরা জন্তু অত্যাচারের মানীইক আজও আরত ক'রে আছে—যার জন্য কোন সেবক সংঘের সুদীর্ঘকাল ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করতে হয়েছে—সেই উৎপীড়নকারী বিহার সরকারের ক'রে ওকালতী করতেও আজ হাত এগিয়েছেন—এর সংঘের ঐতিহাসিক সংগ্রামকে তেও করতে আসেছে করছেন।

বিহার আমলে আমাদের কী অসুবিধা ছিল দেখুন

আজ সকলেরই একথা মনে আগ্রত ক'রে আছে—এই দেশিন বিহার সরকার বাংলাভাষ-ভাষীদের ত ত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও ঐক্য, অর্থনৈতিক ও ক্ষেত্র, ব্যবসা বাণিজ্য প্রমুখ নিরপেক্ষ পর্যায়ে কী রকম ভয়ঙ্কর ভাবে বিঘ্ন করে তুলেছিলেন। তাঁরা জেলাবাসীও বিরুদ্ধে বিহার সরকারের পক্ষে কতজনকে আশ্রয়ও তাঁরা করেছিলে—তাদের জন্য ছিল অবাধ সুযোগ অত্যাচার করার অধিকার—ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকরী। বিহার থেকে আমরানী করা মানুষদের জন্য সর্বসময় কর্তৃত্ব আর আমাদের জন্য বৈষম্যমূলক ব্যবহার। এই ঘ্লানীয় জীবনযাপনের হীন থেকে জেলার অপেসর, মাত্র সেদিন মুক্তি চেয়েছিল। আজ সেদিনের কথা মনে করেও মানুষ শিউরে ওঠে। এদের জীবনে সুখের স্বর্ণরাগ্য বল কারা অভিহিত করতে পারে—আজ বুঝতে হবে। সেদিন বিহার সরকারের কর্তৃত্ব অভিযানের নদী

ক'রে এই জেলারই যে মুষ্টিমেয় বাক্তিরা আজই পুরুতার অবাধ সুযোগ অধিকার পেয়েছিল—তারাই আজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে—বিহার আমলে আমাদের কী সুখেরই দিন না ছিল। জেলার এই অনগ্রসরতারই সহায়তায় অবাধ লুণ্ঠন জেলার সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে—এরেই সহায়তায় বিহার সরকার দিনের পর দিন জেলার ধান চাল চুরি ক'রে এই জেলাকে ব্যাপার দুর্ভিক্ষের পাশ বনিয়েছে—যার জন্য লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে এই জেলাবাসীকে বার আন্দোলন ও ত আর্তরাদের ব্যবস্থা-করতে হয়েছে—তার ইতিহা-ও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই প্রচারকেরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করতে চান—এঁরা ভাবছেন—আগনে দুঃখ্য তুলা বিস্মৃত ক'রে দুর্যোগে ক'রে দেওয়া যাবে। যত এঁরের অপপ্রয়াস এত দুঃসাহস!

ভাষার দাবীর প্রশ্নে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ

ভাষগত এই প্রচারকারীরা লোকসেবক সংঘের ভাষার দাবীর মহান ঐতিহাসিক সংগ্রামকে কদর্যভাবে চিত্রিত ক'রে দেখাবার যে চেষ্টা করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করছি। তাঁরা বলেছেন—

১) মানভূমবাসী তখনও বিহারের অধীনে থাকাতে সন্তুষ্ট ছিল না; বাংলা দেশের সহিত তাহাদের ভাবের টান ছিল। মানভূমবাসীদের এই সেন্টিমেন্টে (ভাবাবেগে) আঘাত দিয়ে, বঙ্গভাষার অন্তরুদ্ধ সন্তান দেখে লোক দেখক সংঘ পুরুলিয়াকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করল।

২) রাজনৈতিক আর্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সর্বপ্রথম সিদ্ধান্তে মত ক'রে লোকসেবক সংঘ মানভূমকে খণ্ড বিখণ্ড করল।

৩) মানভূমের অংশের দুর্ভাগ্যি কারণ হোল সংঘ আর নিজে সংঘ লাভবান হয়ে ভূলে ফেলে চোল ক'ল।

উদ্ধৃতি এই তিনটি তথ্যই সম্পূর্ণ মিথ্যে। কেন তা বলছি।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবী তোলার অবকাশই হল না

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি আমরা যে এই নীতিকে স্বীকার করেছিলাম—তার জন্য গৌরবান্বিত। কিন্তু আমাদের এই নীতিতে দাবী তোলার অবসরই বিহার সরকার দিল না। এই জেলার বাংলাভাষীদের ওপর বিহার সরকার একের দমন ও অত্যাচার আরম্ভ করল যে, সারা জেলার মানুষ অস্থির হয়ে বিহারের বিরুদ্ধে তিন সাত্রাবাদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন তুলল। সেই দাবীকে জোরদার করার জন্যই ভাষাভিত্তিক প্রদেশের নীতিকে তুলে ধরা হল।

সংঘকে যা দিতে হয় নি—যা দিয়েছিল বিহার সরকার

নেহের মানভূম জেলার 'সেন্টিমেন্টে' যা দিয়ে লোকসেবক সংঘকে ভাষার দাবী তুলতে হয় নি। বিহার সরকারের অত্যাচারে অর্জরিত হয়ে সারা জেলার, সকল শ্রেণীর, সকল দলের লোক ব্যাকুল হয়ে লোকসেবক সংঘের কাছে ছুটে এসেছে—বিহার সরকারের হাত থেকে আমাদের বাঁচবার সংগ্রামে তোমরা নেতৃত্ব দাও। এবথা আজ অস্বীকার করার জন্য এই জেলায় এমন লোক কি আছেন—এগিয়ে আসুন।

মানুষের প্রাণের টান কি আন্তরিক ছিল না ?

তাছাড়া, বিহার সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির ব্যাকুলতা ছাড়াও, বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য জেলাবাসীর "প্রাণের টান" সত্যই ছিল—যা এই অপপ্রচারকদেরও স্বীকার করতে হয়েছে "প্রাণের টান" থাকলে 'সেন্টিমেন্টে' যা হোয়ার কি হবকার হয় ? জেলাবাসী কি এতই অন্ধবাধ ছিল যে, তার প্রাণের টানের নিজস্ব মর্যাদা বাখার শক্তি তার ছিল না ? প্রচারকের নিজেরই বোঝেননি কি বলে মিথ্যে প্রচারও টিকতেও হবে।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ যদি হত – মহান লাভ ছোত

এঁরা ভাষাভিত্তিক প্রদেশের নীতিকে কংগ্রেসের সর্বনাশা নীতি বলেছেন। এঁরা জানেন না—শুধু সেদিনকার কংগ্রেসেই নয়—দাদা পৃথিবীতে এই মহান নীতি সমাদৃত। আমরা এই নীতির মহান কার্য-কারিতার দেখিনও বিশ্বাসী ছিলাম—আজও আছি। বিহার শাসনের অত্যাচার থেকে মুক্তির সর্তখণ্ড আমাদের মহান দাবী ছিল—বিহারের সমস্ত বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলাকে দেওয়া হোক। এই দাবীর জন্য আমরা কত নির্যাতন সহ্য করেছি—আমরা মা-ভূমকে খণ্ডত করতে চাই নি। আমাদের মহান দাবী অনুসারে সারা মানভূম, ধলভূম, সিংভূম পরগণার, সুবিধার বাংলাভাষী অঞ্চল প্রকৃতি যদি শক্তির বিনষ্ট বাংলার সঙ্গে যুক্ত হত, সমগ্র বাংলা এক মহান শক্তি পেত আর তার সঙ্গে মানভূম জেলাও বিরাট সমৃদ্ধি লাভ করত।

কিন্তু কেন তা হয়নি—তার অপরাধ কার ?

কিন্তু যে বিহারী সাম্রাজ্যবাদীরা মানভূমবাসীদের ওপর বৈষম্যমূলক অত্যাচার করেছিল—সেই সাম্রাজ্যবাদীরা নয় বিদগ্ধ চক্রান্তে মানভূমকে খণ্ড বিখণ্ড করে এবং বাংলার বহু ভাষা দাবী প্রত্যাখ্যান করে। আর তার ফলে বাংলার কংগ্রেস মানভূমকে জোরে স্তম্ভিত করার চক্রান্তে নামিল হল। মানভূমকে খণ্ড বিখণ্ড করার এবং জেলার জীবনে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকারী কংগ্রেস এবং তার অনুচরেরা দায়ী তাদের অভিযুক্ত না ক'রে যে লোকসেবক সংঘ তাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধিকারের লড়াই, মর্যাদার লড়াই দিয়ে মনুষ্যত্বের সম্মান রেখেছে—তাকেই আজ তাঁরা অপরের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করতে অপপ্রয়াস করেন—তাঁদের অভিনব কারার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

বঙ্গভুক্তির পর লোকসেবক সংঘের যে লাভ হল

এঁরা বলেছেন—পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পর লাভ একমাত্র হোল—লোক সেবক সংঘের। সংঘ তুলে ফেলে ঢোল বাজে গেল। তাঁরা একথা বলেছেন মনে কেই তাঁদের ইতিহাসের কথা। বাংলার যুক্ত হবার সঙ্গে যদি বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করার মনোভূত সংঘের থাকত—তাহলে সংঘ তুলে উঠে যেতে পারতো। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও বিনিময়ে দেশিন সংঘ অসংগতিক কংগ্রেসের অপ্রয়োজনীয় করে দিল। নিঃসার্থিক নিষ্ঠাকে অনসংগ্রাম অধিকারের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামের পথ সংঘ বেছে নিল। বিহার আমলের দীর্ঘ বংসর সংগ্রামের পর আবার সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামের সঙ্গে আবার সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামের পথে সংঘকে কত নির্যাতন, দুঃখ-বরণের জীবনে যেতে হয়েছে—সেই ইতিহাসের রক্তের অক্ষর আজও মোছে নি। এই অন্যায়ের আরো কি জবাব চাই ?

জেলার শান্তি যখন বিঘ্নিত তখন কোথায় সংঘ এগিয়ে আসেনি ?

এবার সাম্প্রতিক অন্যায়ের অভিযোগগুলির আলোচনা করি। এঁরা বলেছেন—পুরুলিয়া নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লোকসেবক সংঘের প্রতিনিধিকে ৫টা সদস্যে নির্বাচিত ক'রে তুলে শান্তিকে বলবান করার আশায় বিধান সভায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। বিপরীতকে বীরত হোল। পুরুলিয়ার অনন্দোলনের শান্তি বিঘ্নিত হোল। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন—পুরুলিয়ার শান্তি নিয় করার অধিকার আমরা বাম বিধিনি সমর্পন করেছি। আমি শুধু এই প্রচারকদের কেন—জেলার যে কোনো লোককে অ ক্ষান করি, তাঁরা যদি জানেন আমাদের দেখার যে, শুধু সি, পি, এম কেন, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির যে কোনো দলের পক্ষ থেকে এই জেলার অবিচারমূলক যে বিছু ঘটনা ঘটেছে—তার কোনো ঘটনা আছে কিনা বা আমরা জানতে পেরে প্রতিকারে অগ্রসর হই নি বা বাধা দিই নি ? যুক্ত-ফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে বড় হোক, ছোট হোক—প্রাজ্ঞ কবিনি—প্রতিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি—বহুবার। এবিষয়ে বিস্তৃত বক্তব্য দিতে চাই না। এখানে দেশবের ফিরিস্তি দিতে চাই না। এই ফিরিস্তি কেউ চাইলে করলে নিশ্চয়ই জানাবো।

সংঘ কারুর কোনো অন্যায় অত্যাচার সমর্থন করেনি

প্রচারকেরা বলেছেন—সি, পি, এর যখন অনাধীনের নয় তাদের আরম্ভ করল—তখন পুরুলিয়া নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধিকে তাদের সঙ্গে ভালো ভাল দিতে তাঁরা দেখেছেন। সি, পি, এর এত দেক্ত্বে যখন নরহত্যা, নারী নির্যাতন, ঘরে ঘরে আগুন লাগা ব্যাপার চলছিল—তখন সংঘের প্রতিনিধি মহোদয়গণ সি, পি, এম এর কলকের একবারে টান দিচ্ছিলেন। প্রচারকেরা এই মিথ্যা প্রচারগুলি পরিবেদন করে অন্তরকে যা চাকা দিয়েছেন। তাঁদের সাক্ষাৎ আমি পাবো না। তবু আমি সকলকে আহ্বান করছি যে, যুক্তফ্রন্টের কোনো শরিক দলের কোনো অন্যায় কাজে সংঘের সমর্থনের কোনো ঘটনা কেউ দিতে পারেন ? যুক্তফ্রন্টের নির্দেশ ছিল—কোন শরিক দলের কোনো আচরণের বিষয় প্রকাশে অলোচনা করে কোনো শরিক দলকে অভিযুক্ত করা চলবে না। সংঘ গত শুধুমাত্র মর্যাদা রক্ষা ক'রে সংঘ নিজ কর্তব্য পালন করেছে। যা কিছু অন্যায় আমরা দেখেছি-জেনেছি—ফ্রন্টের অভ্যন্তরে তা উত্থাপিত করেছি। একথা আমরা বহু ত অনসাধারণকে বিস্তৃতি সহকারে জানিয়েছি। তবু এই প্রচারকেরা নিজ্ঞি স্তব্ধি অন্ধ করলেন—আমরা সি, পি, এম এর ঐ সব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিনি কেন।

ফ্রন্টের বিধিবিধান মেনেও আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছি

কোনো দলের কোনো ব্যক্তি অন্যায় করলে অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য জ্ঞান থাকলে—দলকে অভিযুক্ত বা হেয় না করে ঘটনা প্রকাশ করার বাধা ছিল না এবং বাংলার কর্মীদের এই সম্বন্ধে অন্যায় ঘটছিল—তার যে সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে সংঘের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত হয়েছে—লিখিত-ভাবেই অভিযুক্ত না ক'রে, সেই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর বাধা ছিল না। সেজন্য সবাই জানেন, ফ্রন্টের বিধিবিধানকে অক্ষুণ্ণ রেখে—শরিকী লড়াই, ক্ষুণ্ণতা, সংঘের প্রতিনিধিরা কিভাবে তীব্রভাবে নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে। এসব জেনেও যাঁরা সংঘকে ঐকারে অভিযুক্ত করেন—তাঁদের ঐ বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু তা সংঘকেই অনুরোধ।

সংঘ নাকি আইন সভায় পুরুলিয়ার জন্য কোনো চেষ্টা করেনি !

প্রচারকেরা বলেছেন পুরুলিয়ার জনজীবনের উন্নতির জন্য বিধান বিধান সভায় সংঘ প্রতিনিধিরের তীব্র কিছু করিন্ কালেও কোনো প্রস্তাব আনতে দেখেন নি। একথার আর জবাব কি হোব ? একথার জবাব

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

লোক সভায় পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন অনুমোদন

বিধান সভা ভাঙ্গ হবে না ঃঃ ধাওয়ান রাজ্যপাল থাকবেন

গত ৩০শে মার্চ লোক সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে নয়াবঙ্গী নির্বাচন অনুষ্ঠান ও রাজ্যপাল শ্রী এম, এম, ধাওয়ানকে অপসারণের দাবী অগ্রাহ্য হয়েছে এবং পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন অনুমোদন লাভ করেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্তা রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানকে অপসারণের দাবীর উত্তরে বলেন যে রাজ্যপালের উপর কেন্দ্রের পূর্ণ আস্থা আছে এবং পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালে তিনি আইন ও সংবিধান সম্মত কাজ করবেন—এ বিশ্বাসও কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর উত্তরে শ্রীযুক্তা বলেন—সংখ্যা গরিষ্ঠ ছোট ছোট পশ্চিম বঙ্গে সরকার গঠনের সুযোগ পান সেজন্য তাড়া বিধান সভা সাময়িক ভাবে থাকবে। কারণ অনিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক পশ্চিম বঙ্গের সকলেই তাই চান। তিনি আরও বলেন যে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে রাজনীতির প্রভাব দূর করা রাষ্ট্রপতি শাসনের লক্ষ্য।

এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য মূলতঃ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে অবিলম্বে বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে নয়াবঙ্গী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়। এবং এই দাবী পূরণ না হলে—তাঁরা রাজ্যব্যাপী তীব্র গণআন্দোলন সৃষ্টি করে দাবী আদায়ের চেষ্টা করবেন বলে জানান। রাষ্ট্রপতির শাসনকে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কর্তৃক পরিত্যক্ত কংগ্রেস কর্তৃক পশ্চাদদ্বার দিয়ে রাজ্য শাসনের নামান্তর বলে তাঁরা অভিহিত করেন।

অন্য দিকে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের অপসারণ সম্পর্কে আন্দোলন করে ও দাবী জানিয়ে আসছেন। কংগ্রেসীদের মতে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বলে তাঁদের এই সুস্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষভাবে রাজ্যের প্রশাসন চালানো সম্ভব হবে না—এই অভিযোগ তাঁরা করেছেন।

—·—·—

চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন ও রূপরেখা

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক রচিত চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৬৯—৭৪) খসড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এর আয়তনে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনার খসড়া ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা ৯৯ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ করায় মোট ব্যয় বরাদ্দ হবে ২৯, ৮৮২ কোটি টাকা মাত্র। রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ ৩০০ কোটি টাকা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী বর্টন করা হবে। পূর্বে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা আরও প্রায় পাঁচশত কোটি টাকা অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সরকারী উদ্যোগে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটী চেয়ারম্যান ডঃ গাডগিল বলেন যে, সংশোধিত ব্যবস্থায় কৃষি ও তৎ সংক্রান্ত বিষয়, এবং সেচ ও বস্তানিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও খনিজ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল কৃষি উন্নয়ন সংঘ; শুল্ক কৃষি প্রকল্প; খো-উন্নয়ন কার্যসূচিকে অধিকতর গতীর হিসাব এমনভাবে করা হয়েছে যাতে পল্লী অঞ্চলে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে শিল্প পরিকল্পনা খনিজ, শক্তি ও পরিবহন ব্যবস্থার সরবের শিক্ষণ প্রাপ্ত ও শিক্ষিত লোকেরা কাজ পায়। তিনি আরও বলেন যে প্রত্যেক রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অনেক রাজ্যেরই চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সাম্প্রিক ভাবে ঘাটতি দেখা দেবে। সেইজন্য যাতে পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যের ব্যতীত সম্ভব প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সাহায্য চান।

সংশোধিত পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ১৫, ৯০২ কোটী টাকা ও বেসরকারী খাতে ৮৯৯০ কোটী টাকা এই মোট ২৪৮৯২ কোটী টাকা ব্যয় ধার্য্য হয়েছে। আগের খসড়ায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৯,৭৯৮ কোটী টাকা।

রাজ্য খাতের ব্যয় ৬০৬৬ কোটী টাকা থেকে বাড়িয়ে মোট ৬৬৩৬ কোটী টাকা ধার্য্য করা হয়েছে—অর্থাৎ ৫৯০ কোটী টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। মোট ব্যয় থেকে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে ৩৫০০ কোটী টাকা পাবে, আর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলিকে "বাচানোর" জন্য পরিকল্পনা বহির্ভূত খাটতি পূরণের জন্য বিশেষ সাহায্য হিসাবে পাবে ৮০০ কোটী টাকা। কেন্দ্রীয় খাতের যাবত ৯০৭ কোটী টাকা বাড়িয়ে ৮৮১১ কোটী টাকা করা হয়েছে এর মধ্যে ৩৩৪ কোটী টাকা প্রবর্তনার ব্যয় করা হবে যাতে রাজ্যগুলি উপকৃত হয়।

—·—·—

বোকারোয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট

বোকারো ইস্পাত কারখানার বেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডে কর্মরত ৯০০ শত অস্থায়ী শ্রমিক গত ১লা এপ্রিল থেকে ১০০ জন ছাঁটাই কর্মীর পুনর্বহাল এবং উন্নততর কাজের পরিবেশের দাবীতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধর্ম্মঘট করেছেন।

এই সূত্রে উল্লেখ পূর্ণ বেলওয়েমেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীএন, সি, রায় চৌধুরী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন যে স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ শ্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শ্রমিকদের প্রতি সন্তর জনক আচরণ করেছেন এবং এই অঞ্চলে জঙ্গলের আইন প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন। পুরাতন শ্রমিকদের বেপরোয়া ছাঁটাই এবং আমদানী করা নূতন শ্রমিক নিয়োগের এই নীতির দ্বারা রেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিরাট ইস্পাত কারখানার প্রগতিকে ব্যাহত করছেন।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে বোকারো কারখানার নির্মীয়মান রেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডে গত কয়েক বছর ধরে যে সকল স্থানীয় শ্রমিকরা কার্যরত আছে তাদের অজ্ঞাতসারে ছাঁটাই করে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক আমদানী করে ঐ শূন্য স্থানগুলি পূরণের বৈষম্যমূলক নীতি স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। এরই ফলে শ্রমিক মহলে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ অঞ্চলের প্রতিবাদে তাঁরা ধর্ম্মঘটের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

—·—·—

লোক সেবক সংঘের বিবৃতি ঃ ৩১শে মার্চ্চ প্রচারিত

জ্যোতি বাবুর মত এতবড় শ্রদ্ধেয় নেতার ওপর এই আক্রমণ পুরই মর্ম্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা। একে তো নরহত্যা বা হত্যার চেষ্টা অত্যন্ত অপরাধজনক কাজ; তাঁরও পর তাঁর মত শক্তিধর ওপর এই হত্যার চেষ্টা দেশের দুর্ভাগ্য ও গ্লানির পরিচয়। এর রাজনৈতিক দিক ছাড়াও; এই ঘটনা পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক জন জীবনের পটভূমিকার এক গভীর অন্ধকারের সূচনা বহন করছে। দেশের পরিবেশ আজ হিংসায় আলোড়িত। এই হিংসার পরিবেশের আজ দ্রুত অবসান চাই। জ্যোতি বাবুর জীবন রক্ষার আমরা আনন্দিত। মর্ম্মান্তিক ঘটনায় নিহত আলী ইমামের উদ্দেশ্যে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

"জবাব চাই" এর জবাবে লোকসেবক সংঘ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিধান সভার বেকর্ড সমূহের মধ্যেই আছে। বিধান ও বাংলার বিধান সভার বিগলিপিকে বিশ্লেষ করে এই জেলার মানুষের এবং সমগ্র রাজ্যের মানুষের অধিকার, কর্তব্য, অগ্রগতি ও নিরাশকতার দাবীকে বছরের পর বছর সংঘ প্রতিনিধিদের অন্তিত্ব সংগ্রামের ইতিহাস।

গদী কীভাবে এসেছিল জেলার লোক জানেন

প্রচারকেরা লিখেছেন গদীই লোক সেবক সংঘের কাম্য ছিল। গদী আনীন থাকার জন্য আমরা নি, বি, এম এর বৈশম্বর্ধন করেছি। এর জবাব কি পুরুলিয়ার পথেঘাটের মানুষ জানেন। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা গঠনের প্রাক্কালে লোক সেবক সংঘ যখন মন্ত্রীসভাতে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত করে—যখন চাহিদি থেকে সারা জেলার অগ্রণী ব্যক্তিরা চাপ সৃষ্টি করেন—মন্ত্রী মণ্ডলীতে সংঘ যেন যোগ দেয়। তাঁরা জানিয়েছিলেন —আমরা নীতির দৃষ্টিতে আমরা মন্ত্রী মণ্ডলীতে যদি না যাই জেলার একটা সুযোগ নষ্ট হবে। এর পরেও সংঘকে এই অপরাধ দেবার মুক্তি কোথায় থাকে। লোক সেবক সংঘ ছোট হল হ'লেও তার নৈতিক শক্তির সুনাম আছে বলে ফ্রন্টের সকল শক্তির সংঘকে সাগ্রহে ফ্রন্টে ডেকেছিলেন।

গদীর জন্য কাউকে মুরুব্বি ধরার প্রয়োজন ছিল না

এঁরা বলেছেন—গদীতে আসীন থাকার জন্য আমরা নি, বি, এম এর এখাবত বৈশম্বর্ধন করেছি। রাজনীতির অ, আ, ক, খ ও যাঁরা জানেন—তাঁরা জানেন যে, লোক সেবক সংঘের মন্ত্রিত্ব নি, বি, এম এর গুণর আদৌ নির্ভর করছিল না—তাকে বাধা না রাখার মালিক নি, বি, এম ছিলেন না। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে মিনিফ্রন্ট হবার যে সব কথা উঠেছিল—সবাই জানেন যে, সেই মিনিফ্রন্ট যদি কেউ করতে পারেন—তবে তা ফ্রন্টের মধ্যস্থিত নি, বি, এম বিহারী গোষ্ঠীই করতে পারবেন—নি, বি, এম কখনই পারবেন না। সুতরাং মন্ত্রীত্বে ভয় ছুঁচিয়া থাকলে নি, বি, এমকে তা বিলম্বমক ব্যাপারই ছিল।

কোনো ঘটনায় ভীত হয়ে নিরপেক্ষ হইনি ঃ বহু আগেই হয়েছি

প্রচারকেরা ১৭ই মার্চ্চের কথা তুলে বলেছেন যে, আগ্রহ জনতার রূপ দেখে ভীত হয়ে এবং রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হ'তে যাচ্ছে দেখে আমরা আকাশবাণী মারফত প্রচার করি যে, আমরা কোনো গোষ্ঠীতে যোগদান করছি না। যাঁরা প্রাক্কালীতির এক খবর রাখেন তাঁরা সংঘের কার্য্যধারাও নিশ্চয়ই খবর রাখেন। তাঁরা মুক্তি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙার বহু আগে—জিনের মাসে যখন ফ্রন্ট ভাঙার ও মিনিফ্রন্ট গড়ার কথা চলছে—তখনই আমরা ঘোষণা করেছি—১৮ ১২।৬৯ তারিখে যে, এরকম কোনো মিনিফ্রন্টে আমরা যাবো না।

প্রচারকেরা লিখেছেন—১৭ই মার্চ্চের ঘটনার ভয়ে আমরা নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করি। অন্তরাত্মা সরকারে করার পূর্বেই ১৫ই মার্চ্চ সংবাদ পত্রে আমরা বিবৃতি পাঠাই যে, ফ্রন্ট ভেঙ্গে যদি বিকল্প সরকার গঠিত হয়—সেই সরকার কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়—আমরা তাকে সমর্থনও করব না। যদি কংগ্রেস সক্রিয়-ভাবে যে সরকারে—আমরা বিরোধীতা করব। এসব ঘটনা কি প্রচারকদের নিশ্চয় প্রচারের অবান নয়? ১৭ই তারিখে যখন ভেঙ্গেগুড়ে এবং সংবাদ পত্রে সঙ্গে সম্পর্ক ভুল সংবাদ প্রকাশিত হল—তখন সেই বিভ্রান্তি দূর করতে আমরা ১৮ই বিবৃতি দিই। বেফিকে সেই বিবৃতি প্রচারিত হয়। বহু পূর্ব প্রচারিত নিরপেক্ষতার কথা আবার এখানে জানানো হয়। ২০শে মার্চ্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি শাসন বিষয়ে আমাদের কক্ষের সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিরা চাইলে আমাদের বক্তব্য রাখি; সেই সূত্রে আবার আমরা আমাদের নিরপেক্ষতার কথা জানাই। এই ব্যাপারগুলি অতি সাধারণ ব্যাপার। এ নিয়ে কিছু লোক এত চৈ চৈ করলেন কেন বুঝতে পারিনি।

সাময়িকভাবে নয়, স্থায়ী শক্তির পরিচয় দিতে হবে

প্রচারকারীরা লিখেছেন—যে গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে আজ সমগ্র পুরুলিয়াবাসী জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে স্তব্ধ সূর্যভাবে একতা সূত্রে আবদ্ধ, সেই গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলবার সাহস লোক সেবক সংঘের কেন হয় নি। আমার মনে হয়—এঁরা ১৭ই মার্চ্চের হরতালের দিনের কথা বলছেন। নি, বি, এম হরতাল ঘোষণা করেছিলেন—আরো কয়েকটি দল হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান দিয়েছিলেন। আমরা এর মাঝে গড়বার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনা। কারণ জনসাধারণ সচেতন। তাঁরা মনে করবেন—হরতাল করব কারণ আছে করবেন—যাঁরা মনে করবেন—কারণ নেই হরতাল করবেন না। এর মধ্যে আমাদের নিষ্ক্রিয়তা আসে না যে মুক্তি আছে—এখানে তা আলোচনা করছি না—তাবশ্য তাকে লেখা আরো বাকী রইল—পরে প্রয়োজন হলে জানাবো। তবে কোনো অবস্থাতেই হরতালের পক্ষে বা বিপক্ষে জুলুম করা হবে—তা অত্যন্ত গর্হিত মনে করি। কে কোথায় জুলুম করেছেন—আমরা উপস্থিত ছিলাম না। যেই করুন তাতে বাধা দিয়েছি। জুলুমের মুখে যাঁরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেছে—জানা করেছেন—তাতে লোক সেবক সংঘের প্রায় অন্ধকার কোনো প্রয়োজন নেই। যাঁরা জুলুম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান তাঁদের মধ্যে আমরা সক্রিয়তার সংগঠন রেখতে চাই। এর পরীক্ষা দেবার বহু অবকাশ আসবে। তখন লোক সেবক সংঘ তাঁদের ডাকবে, না, তাঁরা লোক সেবক সংঘকে ডাকবেন দেখবো।

রাস্তায় নয়, জন সভার মঞ্চে

তাঁরা পরিশেষে বলেছেন—পুরুলিয়ার চরম দুরবস্থার জন্য লোক সেবক সংঘ দায়ী। এর আজ লোক সেবক সংঘ গণ্ডীচ্যুত হ'য়েছে—এরা আবার জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য জেলার রাস্তায় রাস্তায় বেরবে। জেলার চরম দুর্ভাগ্য জন আমরা দায়ী, না, প্রচারকদের জাতীয় ব্যক্তিরাই দায়ী, এই আজ বিচার করতে হবে। সেজন্য জনগণকে বিভ্রান্ত করতে আমরা ছুটিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পুরবো না। প্রচারকদের আহ্বান ক'রে জন সভার মঞ্চে এর সমাধান করতে চাই। আমার আহ্বানে যদি কেউ সাড়া দিতে সাহস করেন—আমি যদি কেউ অভিযে জনসভা ডাকবো। আজকের এই জবাবে তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হবে থাকেন—সেই জনসভায় আবার জবাব দেবো। আমি তাদের উত্তরের অপেক্ষা করছি—যেন তাঁরা না বলেন—আর জবাব চাই না।

—·—·—

Office of the District School Board, Purulia.

INSERTION

Applications are invited for preparation of a panel for the post of teachers for Primary and Junior Basic Schools under the District School Board, Purulia.

Qualification required :—

(a). Non-Matric trained,

(b). S. F. / H. S. with training diploma.

Age limit :— Not below 18 years on 1/4/70.

Application must be in the candidates own handwriting accompanied with attested copies of the respective Inspecting officers of the circle in which the candidate intends to work, on or before 20/4/70.

Candidates possessing the above mentioned qualification who were empanelled by the Board previously but not yet appointed should also apply afresh.

Sudhindra Mohan Roy
District Inspector of Schools,
District School Board, Purulia.

WANTED

One Graduate in Pure Science with distinction for the post of an Asst. Teacher of Tulin J. S. H. S. School, P. O. Tulin, (Purulia). Application should reach the Head Master on or before 13.4.70.

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

পুরুলিয়া জেলায় ঘনায়মান তীব্র খাদ্য সঙ্কট

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছড়িয়ে আছে—তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চোরাই চালান নির্দ্বিধাদে ও অবাধগতিতে দিনে রাতে সকাল সন্ধ্যায় সর্ব্বক্ষণই চলছে। অসাধু-ব্যবসায়ীরা যথা আড়তদার, মুনাফাখোর, গাইকার প্রভৃতি বিত্তশালী লোকেরা নিজ নিজ সামর্থ্য ও সংগঠন অনুসারে পাঁচ দশ থেকে পঞ্চাশ ষাট জন ভাড়াটে পাচারকারী নিয়োগ করে মাথায় ঝুড়িতে করে অথবা সাইকেলে বস্তা চাপিয়ে বা কোন ক্ষেত্রে টাট্টু, ঘোড়ার পিঠে বস্তা চাপিয়ে ভুঁড়ি রাস্তা ধরে বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাল পাচার করে কে, জি, পিছু ছয় আনা থেকে দশ আনা পর্য্যন্ত লাভ করে। এখানে মেয়ে পুরুষ উভয়েই পাচার কার্য্যে নিযুক্ত।

পুরুলিয়া, পাড়া, রঘুনাথপুর, কাশলা, জয়পুর, বলরামপুর, বরাবাজার, বান্দোয়ান—এই থানাগুলির সীমানায় সিন্দ্রী, মারাঙ্গারী, মুরী টাটানগর প্রভৃতি বিহারের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল রয়েছে যেখানে ধান চালের দর এই জেলা থেকে অনেক বেশী।

পুরুলিয়া থানার চয়নপুর, ছোলাবী, ঘোড়া বুড়িডি, রামডো, কানালী প্রভৃতি সীমান্তিত গ্রামগুলির মাধ্যমে অবাধ চোরাই চালান চলছে।

রঘুনাথপুর থানায়—চেলিয়ামা, করমালী।

পাড়া থানার—সাঁওতালডি, চৌকান, চুংরী, চালড়া, বাগালমারী প্রভৃতি।

জয়পুর থানা বড়গ্রাম, মনকচিতা, কাঁঠালটাঁড়, রত্নাডি, সেন্দানী, ভেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের মাধ্যমে বিহারের চন্দনকিয়ারী থানার সিন্ধ্রী, সরহদ, আরকুড়ি প্রভৃতি গ্রামে পাচার হয়।

এইভাবে কাশলা, বরাবাজার বান্দোয়ান প্রভৃতি থানার বিহার সংলগ্ন গ্রাম দিয়ে অবাধ চোরাই চালান চলছে। আর এই সমস্ত পাচারের সংবাদ সংগ্রহ বা পাচারকারীদের অযেথ করার জন্য স্বউদ্যোগ ইন্টারের স্বরক্ষ গোয়েন্দা পুলিশের প্রয়োজন করে না কেরলমাত্র দুইটি চক্ষু এবং তাতে সামান্য দৃষ্টিশক্তি থাকলেই কোথায়, কিভাবে এবং কারা পাচার করছে তা অনুসন্ধান করতে কিছু মাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ যেসে পাচারকারীরা ঝুড়ি মাথায়, পুরুষেরা সাইকেল অথবা ঘোড়ার চেপে দিন দুপরে শোভাযাত্রা সহকারে দল বেঁধে যে চোরাই চালান দিনের পর দিন করে চলেছে—সেটাও যদি কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টিতে না পড়ে—তবে বুঝতে হবে হয় তাঁরা জেগে ঘুমাজেন; নয় ত বা অন্য কোনও "বিশেষ কারণ" আছে।

বলরামপুর চেক পোষ্ট

এই জেলার বিভিন্ন চেক পোষ্টের মধ্যে বলরামপুর থানার দাতিয়া চেক পোষ্টের গুরুত্ব সমধিক। কারণ জাতীয় সড়কের উপর এটি অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে চাটানগরের প্রবেশপথ স্বরূপ। অতীতে এই চেক পোষ্ট সম্পর্কে বহু দুর্নাম জড়িত ছিল। বিশেষ করে বলরামপুরের দু এক জন প্রভাববাশালী ব্যবসায়ী চোরাই চালানের কারবারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বিশেষ ঘাতিতের সম্পর্ক থাকায়—এই দাতিয়া চেক পোষ্টের মাধ্যমে অবাধ চোরাই চালানের একটা দুর্নাম আছে। সেই জন্যই বলরামপুর থানা ও দাতিয়া চেক পোষ্টের অফিসার ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হয়।

ত্রিবেণীর হত্যাকাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নিরাপত্তা বাহিনী কারখানার পাঁচিলের ওপর থেকে সিকেটিংরত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালায়। তার আগে কারখানার ভেতর থেকে ধর্মঘটী মিছিলের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। নিহত মনীন্দ্রনাথ দেবনাথকে গুলি খেয়ে গড়ে যেতে তিনি দেখেন—রামজীবন সাঁত্রা এবং তরুণ মালীও বুলেটের আঘাত পান। দেবনাথের বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখনও জীবিত দেবনাথের ওপর তিন জন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালান। দেবনাথের মৃতদেহের বিভিন্ন অংশগুলি তিনি ভোরের মধ্যে নিয়ে যেতে দেখেন। চাষী তরুণ মালীর বিরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করায় সি, পি, এম, প্রতিনিধিরা নাকি রাজ্যপালকে জানান যে তিনি তাঁদের দলের কেউ ছিলেন না।

শ্রীধাড়ায়ান নিহত তরুণ মালীর বাড়ীতে যান এবং পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের জন্য রাজ্যপালের তহবিল থেকে ৫০০ শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন।

রাজ্যপাল শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে যান এবং গুহারা আহত ৩৫ জন শ্রমিকের সঙ্গে দেখা করেন। ১৬টি ঘর নাকি সি, পি, এম সমর্থকেরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন। এই শ্রমিকেরা বলেন যে প্রায় ১৫০০ সি পি, এম সমর্থক বন্দুক তীরধনুক নিয়ে কাজে যাবার সময় তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। তাঁরা অভিযোগ করেন যে অধিকাংশ আক্রমণকারীকে বাইরের থেকে আমদানী করা হয়েছিল। নিহত তরুণ মালী সম্বন্ধে তাঁরা বলেন যে শ্রী মালী একজন ভালো তীরন্দাজ ছিলেন বলে সি, পি, এম, ১২ই মার্চ্চ তাঁকে আমদানী করেছিল। তাঁরা প্রশ্ন করেন "বাড়ী থেকে ৪ মাইল দূরে শ্রীমালী কি চাষ করতে এসেছিলেন?"

রাজ্যপাল এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীসুজ ঘোষ বাঁশবেড়িয়ার হত্যা-কাণ্ড সম্পর্কে রাজ্যপালের পরিদর্শন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত যেখানে সরাজনৈতিক নাগরিক অথবা সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, তদন্ত প্রসারিত হোক সেখানেও।

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৭

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। শর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩ টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেসন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

জায়গা বিক্রয়
নিমকুঠি ভাঙ্গা রোডে (রাধা কৃষ্ণ মোড়ে) প্রায় ৫ কাঠা পরিমিত জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
কুমার জগদানন্দ প্রসাদ সিংহ দেও
"অজিত ভবন" পুরুলিয়া
ফোন নম্বর ১৫

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই
পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
তৃতীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত প্রাণাবান নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

সোমবার, ১৩ই এপ্রিল '৭৯
৩০শে চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.০, সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

একার বৎসর পূর্ব্বে জালিয়ানওয়ালাবাগের মহান তীর্থে জেনারেল ডায়ারের নৃশংস তাণ্ডবে ৩৮০ জন শহীদ আত্মদান করেন
জাতীয় সপ্তাহের উদ্‌যাপনে সেই শহীদদের উদ্দেশে জাতির সশ্রদ্ধ স্মৃতি তর্পণ



দারুণ খাদ্যাভাবে জেলায় অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

কাজের অভাবে, খাদ্যের অভাবে গ্রামে গ্রামে হাহাকার
সামান্য কৃষি ঋণের দাদনেও বহু অভিযোগ

জেলার চতুর্দ্দিক থেকে দাবী উঠেছে কাজ চাই—খাদ্য চাই। কাজের অভাবে এই জেলার বহু সন্তান মরাজেরী করিয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে কাজের সন্ধানে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসছে। গ্রামাঞ্চলে মহাজনেরা চাষীকে ধান ঋণ দিতে সঙ্কুচিত হচ্ছে—চাষীরাও গ্রামাঞ্চলে কোনও কাজ করাচ্ছে না; ফলে ক্ষেত মজুর ও ভূমিহীন চাষীদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। গ্রামাঞ্চলের ন্যায় সহরে বা আধা সহরেও শ্রমজীবি ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নেই। বহু পরিবারের দুই বেলা অন্ন জোটে না—এক বেলা জোনার ঘাঁটা, কুষ্মু-কুঁড়া দিয়ে সপরিবারে উদরপূর্ত্তি করছে। জেলার সর্বত্রই মোটামুটি একই চিত্র হলেও জয়পুর থানা থেকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ এবং সাঁতুড়ী থানা থেকে নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের কথা জানা গেছে। অবিলম্বে জরুরী ত্রাণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হলে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন আতঙ্কের বাইরে চলে যাবে। খাদ্যাভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জেলার সর্বত্রই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি ঘটনা বিশেষ ব্যাপক ও গুরুতর আকার ধারণ করছে।

জয়পুর গ্রামে অনাহার মৃত্যু

জয়পুর থানার ৬৪ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৪০ হাজারের অধিক অধিবাসী দারুণ খাদ্য সঙ্কটে বিপর্য্যস্ত। থানার বোগো সিধি ও আখরা অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্দ্দশা সমধিক। ইতিমধ্যে খাস জয়পুর গ্রামে তিনটি অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সেই সম্পর্কে তদন্ত করে অতি মর্ম্মন্তুদ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। জয়পুরের ঘুরাপাড়ার শ্রীমতী নিশি ঘুরা ও তার স্বামী শ্রীকালী ঘুরা এবং ঘুটিয়া পাড়ার শ্রীগালু বাগতীর কন্যা শ্রীমতী ঝাবু বাগতীর অনাহারে মৃত্যু হয়েছে এবং আরও বহু দুঃস্থ ব্যক্তি মৃত্যুর পথোন্নানা শিয়রে নিয়ে দিন গুনছে।

১। শ্রীমতী নিশি ঘুরা (৫৫ বৎসর) গত ২২শে মার্চ্চ তারিখে দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীর্ণ ও মৃতপ্রায় হয়ে প্রাণত্যাগ করে। এই মহিলার সঙ্কটজনক অবস্থার কথা শুনে গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে জয়পুরের যুব সঙ্ঘ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও কিছু ফল কিনে দেন। অন্য দিকে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীরা স্থানীয় বি-ডি-ও র সঙ্গে যোগাযোগ করলে বি, ডি, ও, এমার্জেন্সী লিঃ আর রূপে ৮ কে, জি, গম মঞ্জুর করেন। কিন্তু শ্রীমতী নিশি ঘুরার অবস্থা তখন সকল প্রকার পার্থিব সাহায্যের অতীত। এই সাহায্য লাভের আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী নিশি ঘুরার স্বামী শ্রীকালি ঘুরা (৬০) দীর্ঘকাল অনাহারে অর্দ্ধাহারে একেবারে জীর্ণ ও অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের ৭টি কন্যা—

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

যুক্তফ্রন্টের আরব্ধ কর্ম্মসূচি রূপায়িত করার চেষ্টা করবো
—রাজ্যপাল

পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীত্রিদিবেশ ধাওয়ান সম্প্রতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে, এ পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল মন্ত্রীসভা গঠনের ইচ্ছা তাঁর কাছে জ্ঞাপন করেন নি।

তিনি আরও বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যে সব কাজ শেষ করতে পারেন নি সেই সব কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা তিনি করবেন। ক্রুত সরকার যে ৩২ দফা কর্ম্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, সেই কর্ম্মসূচিকে কার্য্যে রূপায়িত করার চেষ্টা তিনি করবেন বলে জানান। তিনি বলেন যে যুক্তফ্রন্ট এই কর্ম্মসূচি-রূপায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত তাঁদের কর্ম্মসূচির সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেন নি। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত এই কর্ম্মসূচির সমর্থন করেছেন বলেই রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা আরব্ধ কর্ম্মসূচী কার্য্যে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে জানান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভূতপূর্ব্ব যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক, দল ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট আমলে অর্জ্জিত গণ-অধিকার রক্ষার জন্য এবং ৩২ দফা কর্ম্মসূচি রূপায়নের দাবীতে গণআন্দোলন করার কথা ঘোষণা করেছেন।

ভর্ত্ত ফার্নাণ্ডেজ, মধু লিমায়ে প্রমুখ এম, পি, সহ এস, এস, পি, বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশী হামলায় একজন নিহত

৯ই এপ্রিল সংসদভবনমার্গী এস, এস, পি-র বিক্ষোভ মিছিলটিকে পুলিশ পার্লামেন্ট ষ্ট্রীটের প্যাটেল চকে আটক করে এবং লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর এই আকস্মিক হিংস্র আক্রমণের ফলে মহিলা ও শিশুসহ ১০০ জন এস, এস, পি সদস্য আহত হন। সংসদে আসার পথে এস, এস, পি সংসদ সদস্য জর্জ্জ ফার্নাণ্ডেজ, শ্রীমধু লিমায়ে, শ্রীবর্দ্ধন সিং ভাদোরিয়া, শ্রীরাজনারায়ণ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। আহতদের মধ্যে শ্রীবিহারীলাল হাসপাতালে মারা যান। সংসদের অধিবেশনে এই ব্যাপার নিয়ে বিরোধী সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পায়। সিণ্ডিকেট-পন্থী কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীবীরেন্দ্রভদ্রা সিং একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধান মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেন।

সম্পাদকীয়—

রক্ত-তীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ

চারিশত শহীদের রক্তে রঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক মহান তীর্থক্ষেত্র। আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব বিনাশকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুখ্যাত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারত বিক্ষুব্ধ, সেই সঙ্গে পাঞ্জাবও অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ। দেশের জাতীয় জাগরণের মূলে কুঠারাঘাত হানবার জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রচিত এই আইনের উচ্ছেদ সাধনকল্পে গান্ধীজী যে অহিংস প্রতিরোধের আহ্বান দিলেন সেই আহ্বানে পাঞ্জাব পূর্ণভাবে সাড়া দিল এবং পাঞ্জাবেই এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম অতি ব্যাপকভাবে ও শক্তিশালীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। বৃটিশের দমননীতিতে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলু গ্রেপ্তার হলেন এবং অমৃতসর যাওয়ার পথে গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু জাতি দমলো না। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভা সমিতির অনুষ্ঠান সমানে চলতে লাগলো এবং নানাস্থানে পুলিশের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা হতাহত হলেন। কিন্তু আন্দোলন এগিয়ে চললো।

এইভাবে এলো ১৯১৯ সালের স্মরণীয় তেরই এপ্রিল। সরকার থেকে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি করা হোল। সেদিন ছিল বৈশাখী উৎসব। সুতরাং সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সহরের ও গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার নরনারীর সমাবেশ হোল অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে। বৈকালের মধ্যে পঁচিশ সহস্র নরনারীর এক বিরাট সমাবেশ সমগ্র জালিয়ানওয়ালাবাগ একেবারে মানুষের সমুদ্রে পরিণত হোল। জনসাধারণের এই অপূর্ব উদ্যাদনা ও জনত্ব স্বদেশ প্রেমে পুলিশ প্রমাদ গুণলো এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অক্ষমতা প্রকাশ করে সৈন্য-বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করলো। সেই সময় জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে অমৃতসর শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পিত হোল। ক্রুর ও নৃশংস ডায়ার নবব্বুইজন গোরা পল্টন নিয়ে ভারতবাসীকে সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ অভিমুখে অগ্রসর হোল।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশাল জনতা তখন জনসভায় ব্যস্ত। সেই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্তপিশাচ নেনাধী জেনারেল ডায়ার জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কোনওরূপ সাবধান বাণী উচ্চারণ না করে গুলিচালনার আদেশ দেন এবং নব্বুইজন গোরা পল্টন দশমিনিট ধরে জনতার উপর গুলি চালিয়ে প্রায় চারিশত নরনারীকে হত্যা করে এবং বারশত ব্যক্তিকে গুরুতরভাবে জখম করে। এই নারকীয় হত্যালীলায় কেবল পাঞ্জাব বা ভারতবর্ষই নয় সমগ্র বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়।

ভারতবাসীকে উচিৎ শিক্ষাদানের জন্য এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশবাসী উচিৎ শিক্ষাই লাভ করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই শহীদগণ রক্তবীজের মত সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও এক নয়া মোড় গ্রহণ করে। যার ফলে উচিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও পাল্টা উচিৎ শিক্ষাদান করে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের আঠাশ বৎসরের মধ্যেই ভারতের মাটী থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে ভারত মহাসাগরে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই ঘটনা ভারতের জাতীয় জাগরণের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকেও ব্যাপকতর ও তীব্রতর পর্য্যায়ে নিয়ে এসে চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে অগ্রসর করে।

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগের অমর শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পণের জন্য ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত যে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে—সেই সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সূত্রে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অ.

অভিনব কংগ্রেস

কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরেছে বহুদিন থেকে। কিন্তু ব্যাপক ভাঙ্গন আরম্ভ হয় ১৯৬৬ সাল থেকে। এই ব্যাপক ভাঙ্গনের মূল কারণ হচ্ছে প্রাদেশিক নেতৃবর্গের পারস্পরিক বিরোধ—কোনও আদর্শগত কারণ এর পেছনে ছিল না। প্রাদেশিক সংগঠনে উপদলীয় স্বার্থগ্রাহ্য হঠে গিয়ে ব্যাপকভাবে কংগ্রেস থেকে অনেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং সৃষ্টি হয়েছে কেরল কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস ইত্যাদি। অজয়বাবু বেরিয়ে এসে সারা পশ্চিম বাঙলায় ব্যাপক প্রচার অভিযান করেছিলেন অতুল্য-প্রফুল্ল চক্রের বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা বিচক্ষণতার সঙ্গে নজর রেখেছিলেন এই ভাঙ্গনের ওপর। তিনি যখন বুঝলেন এঁরা মোরারজী পাল্টি উপদলের চেয়েও দলে ভারি হয়েছেন, তখনই প্রকাশ্যে যুদ্ধঘোষণা করলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তার ফল সবাই জানেন।

আজ নবকংগ্রেসে যখন অতুল্য-প্রফুল্লচক্র অনুপস্থিত, তখন এই কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার এবং পরিশেষে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব লোপ করে নবকংগ্রেসে সামিল হতে অজয়বাবুর আপত্তি থাকবে না এ আশংকা বহু আগেই অনেকের মধ্যে জেগেছিল। শনিবার ১৯ই এপ্রিল কোলকাতায় শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে শ্রীসুশীল কুমার ধাড়ার বারবেলা বৈঠকের ঘটনায় এ আশংকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বৈঠক শেষে শ্রীরাম সাংবাদিকদের বলেছেন, সি, পি, এম-কে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের জন্যে বাংলা কংগ্রেস ও নবকংগ্রেস একযোগে কাজ করবে বলে স্থির হয়েছে। প্রধান কাজ, আটদলের জোটকে সম্মত করানো। বাংলাকংগ্রেস ও নবকংগ্রেস মিলে পশ্চিমবাঙলায় অভিনব কংগ্রেস হবে—তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আটদল কি করেন, তার ওপরই নির্ভর করছে পশ্চিমবাঙলার শূন্য সিংহাসনে কোন দলগোষ্ঠির রাজ্যাভিষেক হবে।

— নে. চ.

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের বাজেট মঞ্জুর

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ

গত ১৯শে মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ক্ষমতাবলী পার্লামেন্টের উপর অর্পিত হয়। সংবিধানের ২৭৬ ধারা অনুসারে বর্তমানে এপ্রিল থেকে আগষ্ট—এই চারমাসের জন্য লোক সভায় বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী পূরীত হয়। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য প্রস্তাবিত ৪১৫ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা এই সময় বাজেটের মধ্য থেকে "অন এ্যাকাউন্ট" বিভাগে মাত্র ১৪০ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী পূরীত হয়।

বাজেটের এষ্টিমেট এই বৎসর ২৩০ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা আয় দেখানো হলেও রাজস্ব খাতে মোট আয়ের পরিমাণ হবে ২৬৯ কোটী ৫ লক্ষ টাকা। সংবিধানের ২৭৫(১) ধারার পঞ্চম অর্থ-কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত অনুদান এবং কেন্দ্রীয় করের বর্দ্ধিত অংশের কারণে ৩৫ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হচ্ছে। এর মূলে অবশ্য রাজ্য সরকারের কর ব্যবস্থানিত আয়ও এর একাংশে।

আয়ের বাজেট এষ্টিমেটে খাতের পরিমাণ ২৮৫ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা দেখানো হলেও রাজস্ব খাতে ব্যয়ের হিসাব ধরাহবে ২৮৯ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা। অতএবপক্ষে বাজেট এষ্টিমেটে ব্যয়ের হিসাব ৩৩ কোটী ১ লক্ষ টাকা দেখানো হলেও মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা।

এই বৎসর পরিকল্পনা খাতে ৪৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে—এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ধরা হয়েছে ৩৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এছাড়াও কলাণাী স্টেল প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র স্টেল প্রকল্প বাবদও ৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই বৎসর রাজস্ব খাতে ২৬৯ কোটী ৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ ধার্য্য হয়েছে ২৭৯ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত ১০ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের সূত্র হোল—আবগারের অংশ যথন বাজেটে কাপড় ও কে টী ৭৯ লক্ষ টাকা এবং অতিরিক্ত কর ধার্য্য ব্যবস্থার ফলে অতিরিক্ত কর বাবদ ৮ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে রাজ্যের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে এই বৎসরের ২৮৯ কোটী ৭২ লক্ষ টাকার তুলনায় ২৮৫ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। এই ব্যয়ের হিসাবে সরকারী ও দেশরক্ষী কর্ম্মচারীদের সংশোধিত বেতন ক্রমের ফলে ৯ কোটী টাকা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ধরা হয়েছে। আর এছাড়া বৎসরে মূলধনী খাতে ৩১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের তুলনায় আগামী বৎসরের জন্য ২৯ কোটী ১২ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী বৎসরের বাজেটে রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ৫১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পরিমাণ ৫৫ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট কেন্দ্রী। সরকার পরিকল্পিত জীমগুলি বাবদ ৮ কোটী ৬ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

মোট কথা আগামী বৎসরে নীট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৫ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা। পার্লামেন্টে এই চার মাসের জন্য "ভোট অন এ্যাকাউন্ট" বাজেট মঞ্জুর হয়ে যাবার পর রাজ্যের বাজেট পরিস্থিতির পুনরায় পর্য্যালোচনা করা হবে।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯৭০ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভা (ক্ষমতা হস্তান্তর) এ্যাক্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করা হয়েছে।

এই আইনের আইনের ৩(২) ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের অধিবেশন চলুক বা না চলুক, রাষ্ট্রপতি যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করবেন "রাষ্ট্রপতির আইন" রূপে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারবেন। তবে কোনও আইন প্রণয়নের পূর্বে, এই উদ্দেশ্য লোকসভার স্পীকার মনোনীত ৩০ জন সদস্য ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান মনোনীত ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি যেমন সুবিধা বিবেচনা করবেন সেই অনুযায়ী কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

অনুরূপ এই আইনের ৩(৩) ধারা অনুযায়ে উপরোক্তভাবে প্রণীত আইন যত শীঘ্র সম্ভব সংসদ পার্লামেন্টের উভয় সভার পেশ করতে হবে।

এই আইনের ৩(৪) ধারা অনুসারে "রাষ্ট্রপতির আইনের" সংশোধনী ক্ষমতা বিধান দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আইনের কোনও সংশোধনী প্রস্তাব পার্লামেন্টের উভয় সভায় গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সেই অনুযায়ী তাঁর আইনের সংশোধন সাধন করবেন। কিন্তু কোনক্রমেই এই রাষ্ট্রপতি প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না।

গুয়াতেমালায় অপদস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত বিহত!

পঃ জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ। নিহত রাষ্ট্রদূত গুয়াতেমালা সরকার কর্তৃক মরণোত্তর সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত।

গুয়াতেমালার বর্তমানে সামরিক শাসন চলছে। স্থানীয়রা বিদ্রোহীরা সেখানে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা কার্যকলাপে রত আছে। সম্প্রদায়ীরা গত ৩১শে মার্চ মফস্বাব পশ্চিম আর্জ্জাতিক রাষ্ট্রদূত ৬২ বৎসর বয়স্ক ওটো কার্ল্ড এভেরিকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তাঁর মুক্তিপণ বাবদে সাত লক্ষ ডলার ও ২২ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করে। পশ্চিম জার্মান সরকার সাত লক্ষ ডলার দিতে রাজী হন, কিন্তু বন্দী মুক্তির দাবীটি অগ্রাহ্য করেন গুয়াতেমালা সরকার।

৭ই এপ্রিল গুয়াতেমালার সামরিক কার্য্যালয়ে বেনামী ফোনে জানানো হয় যে সানলেজো রোডের ওপর ১৭ কিলোমিটারের মধ্যে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। সামরিক লোকেরা সংবাদ পেয়ে রাষ্ট্রদূত ওটোর মৃতদেহটি সনাক্ত করেন। ১৯৬৮ সালে আগষ্ট মাসে সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণকরে হত্যা করেছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন গর্ডনকে। ঐ বছরই আগষ্ট মাসে মার্কিন নৌ প্রতিনিধিও এদের হাতে নিহত হন। বন্দীমুক্তির দাবী আদায়ের জন্যে সন্ত্রাসবাদীরা ইতিপূর্বে আরও কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিককে অপহরণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

পশ্চিম জার্মান সরকার গুয়াতেমালার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দূতাবাস তুলে নিয়েছেন। পুলিশের সকল সন্ধানেও, আন্তর্জাতিক সাহায্য সম্পর্কে তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন এই কয়েকটিও হত্যা-কাণ্ডকে। গুয়াতেমালা সরকার অনরারীদের শান্তি বিধানের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছেন এবং নিহত রাষ্ট্রদূতের নামে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান (মরণোত্তর) ঘোষণা করেছেন। হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার অন্যান্য বিদেশী কূটনীতিকেরা নিজের নিজ সরকারের কাছে জোর তাগিদ জানিয়েছেন গুয়াতেমালা পরিত্যাগ করার জন্যে।

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান বৎসরে সহরে নলজল সরবরাহের অনটনবোধে অত্র সাহেব বাঁধের (নিবারণ সায়রের) জল একমাত্র পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য ৩০।৬।৭০ পর্য্যন্ত সংরক্ষিত করা হইল। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ এই প্রয়াসকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুমত্যানুসারে পৌর প্রশাসক
পুরুলিয়া

জমি বিক্রয়

আমার গেলাড়াস্থিত ২৪ বিঘা জমি বিক্রয় আছে। বহাল ৯ বিঘা, বাদ ৭ বিঘা, কানালী ৬ বিঘা, বাস্তু ৩।৪ বিঘা যে কোন পার্টিতে ক্রয় করিতে **পারেন। দাম ১৫ হাজার টাকা।** যে ব্যক্তি বিক্রয় করিতে তাহাকে ২০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, এবং যদি কোন ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া লইতে চান তাহাও বিক্রয় করিব। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

জমির ঠিকানা
পোঃ—ছড়রা
গ্রাঃ—গেলাড়া
জেলা :—পুরুলিয়া

ইতি
রাধারাণী দেবী
C/০শ্রীঅজিত রায়
পুরুলিয়া, মুনসেফডাঙ্গা

অশান্ত কাম্বোডিয়া

কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্র প্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সাম্প্রতিক অন্তর্দ্ধানের সুযোগে তাঁকে গদীচ্যুত করে রাজ্যের দক্ষিণ পন্থী শক্তির মুখপাত্র রূপে চেং হং ও লন নল গোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল সংক্রান্ত ঘোষণা এক ব্যাপক অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। উক্ত ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র করে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং মার্কিন সাহায্য পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সরকারের পক্ষে কার্যত ভিয়েৎনামে দীর্ঘকাল ধরে যে নিষ্ফলপ্রায় যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে—সেই সব জটিলতা যাকে স্পষ্ট না হয়—সেইজন্য কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে আসছিল। রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স সিহানুক নিজে রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন হলেও রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা এবং প্রধান মন্ত্রী লন নল দক্ষিণ পন্থী মনোভাব সম্পন্ন। কাম্বোডিয়ার ভিয়েৎ কং বাহিনী অস্ত্র প্রয়োগ করে খাঁটি স্থাপন করছে এই অভিযোগ করা হলেও রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রে সিহানুক নানি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কোনও উৎসাহ দেখান নি। সুতরাং প্রিন্স সিহানুক তখন সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন সহ সমস্ত রাষ্ট্রে অনুপস্থিতে তাঁর সুযোগে সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় অযথা হস্তক্ষেপ করা সিহানুককে গদীচ্যুত করা হয় এবং তাঁর কাম্বোডিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৪১ সালে প্রিন্স নরোদম সিহানুক কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাম্বোডিয়া সিংহাসনের রাজনীতিরূপে নরোদম বংশের সঙ্গে সিসোয়াথ বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘ কালের। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ও সিংহাসন নিয়ে চক্রান্তের সম্ভাবনা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে সিহানুক সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ঘোষণা করেন যে তিনি আর তাঁর বংশধরেরা সিংহাসনের দাবী করবেন না। অবশ্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে তখন সিহানুককে মাতৃকে সিংহাসন দেওয়া হয়। আর সিসোয়াথ বংশের প্রিন্স সিসোয়াথ দিবাক রাজার সরকারী প্রধান-মন্ত্রী হন।

কাম্বোডিয়ার বর্তমান শাসক গোষ্ঠী কাম্বোডিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে রাজমাতা সিহানুক গদীচ্যুত হবেন এবং প্রিন্স সিহানুকের রাষ্ট্র প্রধানত্ব দাবীর পথ বিলুপ্ত হবে বলে তাঁরা আশা করেন। কিন্তু প্রিন্স সিহানুকের পরিচালিকার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাম্বোডিয়া জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। দেশ জুড়ে সকল সহরে লুটপাট দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু হয়েছে। ছাত্র ও শ্রমিকেরা সরকারী ভবন আক্রমণ করে বিশেষ ক্ষতি সাধন করে এবং সেনা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বহুস্থানে খণ্ড যুদ্ধ হয়। ভিয়েৎকং ও উত্তর ভিয়েৎনামীরা বিক্ষোভকারীদের সাহায্য করছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এদিকে এই বিদ্রোহী বাহিনী সরকারী সৈন্য বাহিনীকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করে কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনের প্রিন্স মাইলের মধ্যে এসে গেছে।

কাম্বোডিয়ার নূতন সরকারকে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনও রাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করেনি। গদীচ্যুত রাষ্ট্র প্রধান প্রিন্স সিহানুক অভিযোগ করেছেন যে কাম্বোডিয়ার এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মূলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোপন হস্ত রয়েছে। তিনি কাম্বোডিয়া ফিরে গিয়ে দেখিলা কাহিনী পরিচালনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এদিকে বৃটেন ঔপর হয় কাম্বোডিয়া সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কমিশনকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ে গঠিত এই কমিশনের চেয়ারম্যান হোল ভারত এবং ভারতী ও পোলাণ্ড সদস্য। যদি শত্রুর ছত্রছায়ে বাঁচিতে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা রক্ষার সাধ্যমত করা এই কমিশনের দায়িত্ব। কাম্বোডিয়ার যদি শক্তির নৈরাজ্যের অগ্রসরণে বন্ধ তাহা এই কমিশনের অধ্যক্ষ ভারত প্রিন্স সিহানুক গত ডিসেম্বর মাসে এই কমিশনকে বিদায় দিয়েছিলেন।

——:—:——

Always at your service.
BISHUDDHA MEDICAL HALL
PURULIA
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পাইকারী ও খুচরা ঔষধ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সংবাদ

কেশরগড়ে ডাকাতির চেষ্টা

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে রড়া থানার কেশর গড় গ্রামেও দু সাতদিন ডাকাতির চেষ্টা হয় এ ই খবর গ্রামবাসীর হাতে এসে ডাকাত নিহত হয়। প্রথম ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় একদল লোক গ্রামে এসে ঐ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীনিবাস দেনের দোকানে কিছু জিনিস কিনতে যায়। সে সময়ে দোকানে কিছু ভীড় ছিল। ডাকাতেরা জিনিস কেনার অজুহাতে দোকানের ঢুকে দুটো বোমা ফাটায় এতে অধিকাংশ আতঙ্কিত হয়ে সবাই পালায় এবং ঐ কাজের দোকানের মালিক শ্রীনিবাস সেনকে মারধোর করে টাকা চায়। দোকানের বিক্রয় বাবদ যাবতীয় টাকা দিতে চাইলে ডাকাতেরা তাতে সন্তুষ্ট হয় না—অথবে সিন্দুক থেকে টাকা বের করার জন্য তাদের শ্রীসেনকে ঘরের ভিতর উঠানে নিয়ে গিয়ে নির্দেশ প্রদান করতে থাকে। এই অবসরে শ্রীসেনের অনেক প্রতুসুর ছিলন গুরুতর বাড়ানো থেকে ডাকাতের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়তে থাকে। দুটি তীর এসে ডাকাতের গলদেশে বিদ্ধ হয়। এই সময় ডাকাতেরা তীরন্দাজদের লক্ষ্য করে গোরা ছোঁড়ে কিন্তু বোমাটি কাপিংএর গায়ে লেগে ফেটে যায় এবং নীচে ডাকাতদের একজনকে গুরুতর আঘাত করে। তখন ডাকাতেরা বেগতিক দেখে চম্পট দেয় এবং পালাবার সময় তীরবিদ্ধ ডাকাতটিকে তুলে নিয়ে যায়। পরে কুলগড়া গ্রামের নিকট আহত ডাকাতটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ডাকাতেরা সবাই ফুলন্যান্ট ও গেঞ্জী পরিহিত ছিল এবং মাথায় টুপী ছিল। প্রকাশ তারা মোটরযোগে কেশরগড় গ্রামে আসে এবং মোট যোগে পলায়ন করে।

——:—:——

পুরুলিয়ায় ধূমকেতু

প্রায় দুসপ্তাহকাল ধরে পুরুলিয়ার উত্তর পূর্ব আকাশে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে। ধূমকেতুটি মাঝারি ধরণের এবং এটি পুচ্ছটি উর্দ্ধ মুখী। রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকার সময় ধূমকেতুটি খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। গত কয়েক দিনের মধ্যে ধূমকেতুটি স্থান পরিবর্তন করে আরও উত্তর মুখে অগ্রসর হয়েছে।

আমডিহাতে ডাকাতি

গত ১৪ই এপ্রিল রাত্রি ৮ ঘটিকার পূর্বেই সহরের বুকে আমডিহা মহল্লার শ্রীনাথ পালের গৃহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। জনা বিশেক ডাকাত গৃহটি চড়াও করে এবং সেই সময় গৃহে কোনও পুরুষ মানুষ না থাকায় বাড়ীর মহিলাদের উপর জুলুম করে টাকা পয়সা আদায়ের চেষ্টা করে। ডাকাতেরা একটি ব্রেডিও সেট, কয়েক জোড়া ধুতি শাড়ী, নগদ দুএকশত টাকা প্রভৃতি নিয়ে চম্পট দেয়। মহল্লাবাসীরা ঢৈ ঢৈ শব্দে এসে ডাকাতদের তাড়া করার চেষ্টা করলে তারা বোমা ছুঁড়ে নিরস্ত করে।

ঘটনা সম্বন্ধে অবাধবতি পরে পুলিশ আসে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক খানা তল্লাসী চালায়। সন্দেহ ক্রমে পলিশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। সন্ধ্যার সময় সহরের বুকে এই দুঃসাহসিক ডাকাতি সারা সহরে বিশেষ চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সঞ্চার করেছে।

পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা

মার্শিয়াল ল' নিষ্ঠ ১৪৪ ধারা আহত জন সভার প্রাক্কালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গত ১১ই এপ্রিল শনিবার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ৩৪ ঘণ্টার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে শোভাযাত্রা ও সভার অস্ত্র শস্ত্র বহন নিষেধ করেন। এই আদেশ সভা ও শোভাযাত্রার উপর আরোপিত না হলেও ওপর নিয়ে শোভাযাত্রা করা বা সভায় যোগদান করা নিষেধ করা হয়।

——:—:——

দারুণ খাদ্যাভাবে জেলায় অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়েছে এবং শ্বশুর বাড়ী থাকে—বাকী ৩ জন কন্যা (সকলেই নাবালিকা) কেউই উপার্জনক্ষম নয়। মধ্যম কন্যার বিবাহ হলেও শিশুগৃহে থাকে—কারণ তার স্বামী তাকে নেয় নি। এই বৃহৎ পরিবার নিয়ে এই মৃত্যু পরিবার প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে কালাতিপাত করে।

শ্রীমতী মুক্তার মৃত্যুর পর সন্ধের কর্মীরা গ্রাম থেকে ৩৬ টাকা দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে প্রদান করে এবং মৃক্তা সমাজ থেকে ৩০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু সামাজিক আচার আচরণের চাপ এতই প্রবল যে ঐ দুঃস্থ ও অনাহারক্লিষ্ট পরিবারের সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্ত টাকার মধ্যে ৫০ টাকার অধিক অর্থ শ্রাদ্ধ শান্তি ও খাওয়ানোর দাওয়ানোর ব্যাপারে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট সামান্য টাকা এই বৃহৎ পরিবারের প্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যয়িত হয়।

২। ইতিমধ্যে দীর্ঘ দিনের অনাহারে শ্রীকালী মুক্তার অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থ ও খাদ্য শস্যে দিন কয়েক নামমাত্র প্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলেও শ্রীকালী মুক্তার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির পথেই যেতে থাকে। এইভাবে গত ২৪ এপ্রিল তারিখে শ্রীকালী মুক্তা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৩। ঘুটিয়া পাড়ার শ্রীগালু বাগতির কন্যা শ্রীমতী ঝাবু বাগতি (১৫) গত ৮ই এপ্রিল তারিখে দীর্ঘ দিন অনাহারে অর্দ্ধাহারের পরে প্রাণত্যাগ করে।

স্ত্রী ও পুত্র কন্যা সহ শ্রীগালু বাগতির পরিবারের সংখ্যা হোল ৬ জন এবং ঝাবু তাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা। এই পরিবারের কোনও জমিজমা নেই এবং তাঁরা কিছুকাল হোল সিধী অঞ্চলের বাঁশগড় থেকে জয়পুরে এসে পরের আশ্রয়ে বাস করছে। শ্রীগালু বাগতীর সামান্য ও অনিশ্চিত উপার্জনের উপর সমগ্র পরিবার নির্ভরশীল। সপ্তাহখানেক ধরে অনাহারে বা কোনও দিন জোনার খাঁটা অর্দ্ধাহার করে এদের দিন কাটিছিলো—এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতী ঝাবুর মৃত্যু ঘটে।

এই পরিবারের বাকী সকলেই এখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে এবং অবিলম্বে কোনও প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা না হলে এই পরিবারে আরও অনাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে এই পরিবারের দশম বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

এই গ্রামের বহু পরিবার এইভাবে অনশনে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে :

১। শ্রীমতী সুখদা বাগতী (৭০) নিজের সামান্য কুঁড়ে ঘর ভেঙ্গে গিয়ে পরের আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছে। বার্দ্ধক্যে পঙ্গু হয়ে চলৎশক্তি রহিত এবং সম্পূর্ণরূপে পরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। একটি ছেলে আছে—তার কোনও স্থায়ী কাজ নেই, উপার্জ্জন অনিশ্চিত।

২। শ্রীমতী মাসরা বাগতী (৭০) ও শ্রীমতী সাগর বাগতী (৬০) দুই বোন এক গৃহে থাকে। জ্যেষ্ঠা-তন্বী পঙ্গু ও মাসাধিক কাল যাবৎ শয্যাশায়ী। সম্প্রতি এর জন্য জি-আর মঞ্জুর হয়েছে। কনিষ্ঠা ভগ্নী ভক্ষণ থেকে পাত পালা সংগ্রহ করে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করছে।

৩। শিবভি টোলার হাঁড়াক কুমার (৫০) স্ত্রী পুত্র সহ পরিবারে ৮ জন। হাঁড়ি কুমার দীর্ঘকাল কঠিন রোগে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী এবং উপার্জনে অক্ষম। পুত্র কন্যা সকলে নাবালক। জ্যেষ্ঠ পুত্র অতী কুমার (১৭বৎসর) বাগালী করে যা উপার্জন করে তাতে এই পরিবারের নামমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন হয়।

জয়পুরের যেদাটাঁড়, সেকরাপাড়া, নামোপাড়া প্রভৃতি মহল্লাতেও বহু পরিবার অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এককালের বহু ঘরবাড়ী জমিজমা ও ধনসম্পত্তি সম্পন্ন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার এখন সম্পূর্ণ শ্রীহীন ও সহায় সম্পদহীন হয়ে একমাত্র জি-আরের উপর নির্ভর করে দিন যাপন করছে।

নামোপাড়ার শ্রীমতী ফুটীবালা ঘোষার (৭২) বংসর এবং অন্ধ। এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল আর কনিষ্ঠ পুত্র টাটানগরে সামান্য রোজগার করে কোনও সাহায্য পাঠায় না। এঁদের জমিজমাও নেই—একমাত্র ঘরটি জরাগ্রস্ত। প্রতিবেশীদের দয়াদাক্ষিণ্যে দিন চলে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

অন্যান্য যে সকল দুঃস্থ পরিবারদের অবিলম্বে সাহায্য প্রদান প্রয়োজন বে বিষয়ে মত সত্বর তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। খয়রাতী সাহায্য ছাড়াও অবিলম্বে টেষ্ট রিলিফের কার্য্য সুরু করা প্রয়োজন।

বাগতী পাড়া

১। ঘুকড়ুম বাগতী (৬৫) ও তার স্ত্রী (৬০) এদের জমিজমা নেই—ছেলেপিলেও নেই।

২। শ্রীমতী ললিতা বাগতী (২৫) দুইবাধিগ্রস্ত। মা ও ভাই একে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভিক্ষা করে খায়।

৩। রতন বাগতী (৬০) স্ত্রী ও পাঁচ ছেলে। বড় ছেলে ভিন্ন হয়ে গেছে সাহায্য করে না। মাত্র ২ বিঘা জমি আছে।

সেকরা পাড়া

১। শিবু স্বর্ণকার (৫৫) স্ত্রী ও ২ পুত্র। ভিক্ষা করে দিন চলে।

২। শ্রীমতী ননীবালা স্বর্ণকার (৫৫ বিধবা, ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে। সকলেই নাবালক। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। চুড়ী বিক্রী করে সামান্য আয়ে পরিবার চালায়।

নামোপাড়া

১। তারাপদ লাহারী (৫৫) পঙ্গু ও উপার্জনে অক্ষম। পরিবারে দুই ভাই ও তাদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে ৮ জন আছে এবং মাত্র এক ভাই উপার্জন করে।

২। জহর ধরজী (৮০) ও স্ত্রী (৭০) পরিবারে অন্য কেউ নেই। সম্পূর্ণ অপরের সাহায্যে দিন চলে। বার্দ্ধক্যজনিত ভাতার জন্য আবেদন করেছেন—এখনও ফলাফল জানা যায় নি।

৩। সেখ মাজলা মুসলমান (৬০ সহায় সম্বলহীন। আত্মীয় স্বজনের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল।

৪। শ্রীমতী পুটী চৌধুরী (৩২) স্বামী ৮ শভাস চৌধুরী : তিনটি পুত্র ও ২টি কন্যা—সকলেই নাবালক। সহায় সম্বলহীন, একজন মাত্র জি, আর পান।

৫। শ্রীমতী জানকী চৌধুরী (৫০) স্বামী ৮খতি চৌধুরী। ২টি নাবালিকা কন্যা। জায়গা জমি, সহায় সম্পদ নেই। এককালে জয়পুরের বিশেষ ধনী পরিবার ছিলেন এখন ১ জন জি আর পান তাতেই সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে হয়।

৬। রাধু বাগতী (৫০) তিন ভাই-এর পরিবার সমেত ১০ জন মুনিষ খেটে উপার্জন করে। অধিকাংশ দিন অনাহারে কাটায়।

কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করা হয়

জয়পুর থানার খাদ্যসঙ্কট যে চরম আকার ধারণ করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে গত ২২।৩।৭০ তারিখে স্থানীয় বি-ডি-ও এবং ৩০।৩।৭০ তারিখে জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে জানানো হয়। প্রকাশ, বি-ডি-ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পরিস্থিতি জানান এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশ দেন। গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে জয়পুরে এক জনসভার মাধ্যমেও থানার গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু এযাবৎকাল কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। **অবিলম্বে ব্যাপকহারে টেষ্ট রিলীফের কার্য্য; খয়রাতী সাহায্যদান এবং ন্যায্য ও উদারভাবে কৃষি ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।**

লোন বিতরণে বৈষম্য

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের পর কোনও কোনও ডি, এল, জমিট ও ব্লক কর্মচারী নিজেদের 'ক্ষুদে রাষ্ট্রপতি' মনে করছেন এবং সেইভাবে আচরণ করছেন। সি, সি, লোন অর্থাৎ বলদ খরিদ ঋণ বিতরণ সম্পর্কে নানা অভিযোগ আসছে যে—নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ঋণ অন্যায়-ভাবে বিতরণ করা হচ্ছে এবং প্রকৃত প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

——:—:——

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

ঝালদা থানার চামচাকা গ্রাম থেকে সর্ব্বশ্রী হেলারাম গোস্বামী, শ্রীপতি গোস্বামী, রমেশ চন্দ্র গোস্বামী, হরিপদ গোস্বামী, ক্ষুদিরাম গোস্বামী, নারাণ ঘাটোয়াল, হারাধন পরামানিক প্রমুখ ২৭ জন প্রতিবাদ করছেন :

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মুক্তি পত্রিকায় "পূর্ব আজাদী ও নৈরাজ্য" শীর্ষক যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে তাতে চামচাকা গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীহেলারাম গোস্বামীর বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৯৬৯ সালের বিদ্যালয়ের শিশু খাত্ থেকে অভিযোগকারী শিশু খাতের কিছু অংশ শিক্ষকের নিকট দাবী করেন—কিন্তু শিক্ষক দিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে অভিযোগকারী আক্রোশবশে শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অভিযোগ করে শিক্ষক মহাশয়কে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে পত্রিকার মাধ্যমে উহা প্রচারিত অভিযোগ আনয়ন করেছেন। সুতরাং এই অবস্থায় সমস্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

—·—

বিদ্যালয় মঞ্জুরী সম্পর্কে

ঝালদার ভিমু গ্রামপঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ শ্রীশীতল মাঝি জানাচ্ছেন:—

ভিমু মৌজার (কে. এল নং ১২৪) অবস্থিত জারাটাঁড় গ্রামে ১৯৬৯ সাল থেকে জারাটাঁড় প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী অনুমোদন না পাওয়ায় গ্রামবাসীগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধান হয়েছে। এই অঞ্চলটি নিরক্ষর, অনুন্নত ও অবহেলিত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দ্বারা অধ্যুষিত। এখানকার অধিবাসী ও জারাটাঁড়ের এই অঞ্চলের তিনীআবার কোনও বিদ্যালয় নেই—সুতরাং এই গ্রামের দরিদ্র ও অনাদৃত অধিবাসীরা শিশুদের লেখা পড়ার জন্য গত চার বৎসর কাল ধরে কোনওরূপে বিদ্যালয়টি চালিয়ে আসছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মিলিয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০ জন। দীর্ঘ দিন ধরে প্রতি বৎসরই বহুবার সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করেও এই অনুন্নত, অবহেলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর তাঁদের সদয় দৃষ্টি অর্পিত হোল না। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত হয়েছি যে যেখানে উন্নত জাতির বসবাস সেখানে এক মাইলের মধ্যেই সরকারী অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় দেওয়া হয়েছে। আমরা অনুন্নত আদিবাসী সম্প্রদায় বে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব!

—·—

সাঁতুড়ী থানায় নিদারুণ খাদ্য সঙ্কট

সাঁতুড়ী থানার শুশুনিয়া ডাঙ্গা থেকে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মাঝি জানাচ্ছেন :

এই সাঁতুড়ী থানার অঞ্চলটির রূপ খুবই শোচনীয়। প্রথমত গত তুফানের উৎপাদন খুবই খারাপ। আগামী দিনের খাবার এখনই শেষ হয়ে গেছে। এই সমস্ত দরিদ্র অনগ্রসরবর্গ যদি কাজ পায় তবে কোনক্রমে তারা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এই থানায় তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজ খোলা হয় নাই। এই থানার দরিদ্র সাধারণেরা শিল্পাঞ্চলে (দুর্গাপুর) যেয়েও কাজ না পেয়ে ফিরে আসছে কোথাও তারা কাজ পাচ্ছে না। এই সময়ই যদি এইরূপ দেখা দেয়, তবে আগামী দিনের রূপ কল্পনাতীত।

এই সমস্ত লোকেরা যাতে কাজ পায় তার যথাযথ সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

—·—

ভারতীয় সংবাদ

সুপ্রীম কোর্ট বনাম সংসদ

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সম্পত্তির মামলার প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক লোক সভার মূলতুবি স্পীকার শ্রীমতী রেড্ডি প্রমুখ ৫ জন সংসদ সদস্যের উপর যে সমন জারী করা হয়েছে— সে সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে আজিল হওয়ার জন্য লোক সভার স্পীকার শ্রীমতি রেড্ডি, এম, থানাম পরামর্শ দান। তিনি বলেন যে সংসদের যে নিজস্ব সুযোগ সুবিধা ও অধিকার আছে যে কোন বিচার বিভাগ উলঙ্ঘন করতে পারেন বলে আশা করেন।

আইন মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মেনন বলেন যে সংবিধানের ১০৫ ধারা সংসদ সদস্যদের "নীরাবীন সুযোগ সুবিধা" দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনে করে যে সব তথ্যাবলী বললে সেগুলি তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা চলবে না।

অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন উত্থাপন করে সংসদ সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে বলেন যে—সুপ্রীম কোর্ট এই নোটীশ জারী করে লোক সভার সদস্যের অধিকার ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং হয় লোক সভার সেই মর্ম্মে সুপ্রীম কোর্টের কাজের নিন্দা করতে হবে; না হয় সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই সম্পর্কে তিনি ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সের কয়েকটি নজীর ও রীতিনীতির উল্লেখ করে বলেন যে পার্লামেন্টের সদস্যগণ সভার ভিতরে কোনও কথা বললে আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রুজু করা চলে না। সংবিধানের ১৯ এবং ১০৫ ধারা অনুসারে সংসদ সদস্যগণকে সভায় অসংকোচে বক্তৃতা করার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীএইচ রেড্ডি; শ্রীযশোবন্ত চাবন; শ্রীএস, কে, সি, পাতে; শ্রীশরদ নন্দ এবং শ্রীএম, এম, থানাপিল্লি বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে হাজীর হওয়ার জন্য নোটীশ জারি করা হয়েছে।

মুদ্রা ক্ষয় বাবদ বিশ কোটী টাকা ক্ষতি

গত বৎসর ভারত সরকার বাজার থেকে যে সব ঘষা ও ক্ষয়ে যাওয়া ধাতু মুদ্রা তুলে নিয়েছেন—তার ফলে সরকারের প্রায় ২০ কোটী টাকা ক্ষতি হয়েছে। সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে সব ধাতু মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই সব মুদ্রার দাম এবং এই সব মুদ্রার ব্যবহৃত ধাতুর দামের মধ্যে ১৯৬৯—৭০ সালে যে ব্যবধান ছিল তার পরিমাণ হচ্ছে : প্রায় ১৯ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা।

পুরানো মুদ্রার পরিবর্তে নূতন মুদ্রা বের করতে সাধারণতঃ যে খরচ পড়ে—তার তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অনেক বেশী। কারণ ব্রটীশ রাজা-রাণীর নামাঙ্কিত নিকেলের মুদ্রাগুলি বাজার থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বিহার বিধান পরিষদের বিলোপ সাধন

বিহার বিধান সভা ২৩৫—৩ ভোটে রাজ্য বিধান পরিষদ বিলোপ সূচক এক বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। বিধায়কের ছয় শরিক দলের কোয়ালিশনী সরকারের পক্ষেই ছিল কর্ণধুচির এটি অন্যতম। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির এক সদস্য এই বিলটি উত্থাপন করেন এবং ছয় জন সদস্য আলোচনায় যোগদান করেন। এই বিলটির বিরোধিতা করেন অনেক স্বতন্ত্র সদস্য। বিধান পরিষদ বিলোপের ফলে রাজ্য সরকারের ১২ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা খরচ বাঁচবে।

চাকুরীর ক্ষেত্রে চৌদ্দ ভাষা

খরাই মহাদেবীয়ার রাইফেল শিক্ষক লোক সভায় ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ভাষার প্রশ্নে কারুর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় চাকুরীতে নিয়োগ পরীক্ষায় ১৪টি ভাষাই ব্যবহৃত হবে। ইউনিয়ন ইউনিয়ন সাংবিধি সাহিত্য একাদেমি এই ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং শতকরা ১০ জন প্রার্থী এই সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

—·—

মুরা ডড গ্রামে বিমান দুর্ঘটনা

বিমান চালক নিহত : : আরোহী গুরুতর আহত

গত ৯ই এপ্রিল বেলা প্রায় ১১-৪৫ মিঃ এর সময় সাঁতুড়ী থানার মুরাডড্ডি গ্রামের নিকট এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় বিমান চালক শ্রীবিশির কুমার মুখার্জী নিহত হন এবং বিমানের অন্যতম আরোহী শ্রীমি, এম কোট্টিয়া গুরুতরভাবে আহত হন। বিমানটিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীমান বিশির কুমার মুখার্জী বিমান চালক শিক্ষা সমাপ্তিলাভ এবং তাঁর প্রশিক্ষণের অঙ্গ স্বরূপ ঐ দিন আমেদপুর কো-অপারেটিভ ফ্লাইং ক্লাবের দুই আসন বিশিষ্ট "পুষ্পক" বিমানে আন্তরাজ্য বিমান চালনার সহীআহরণ আমেদপুর থেকে বোলপুর (শান্তি নিকেতন) এর উদ্দেশ্যে বেলা প্রায় ১০-২০ মিঃ এর সময় যাত্রা করেন। বিমানটির সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বাবধান করেন শ্রীমি, এম, কোট্টিয়া ঐ বিমানে যাত্রা করেন। বোলপুর যাবার পথে বিমানটি পুরুলিয়া সহরের উপর বার দুই প্রদক্ষিণ করে এবং অবতরণ বোলপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু আমেদপুর থেকে বোলপুরে বিমান যাত্রার যে নির্দ্ধারিত পথ তা থেকে প্রায় ৩০-৩৫ মাইল দূরে অপর্যাপ্ত বিমানটি মুরা ডড গ্রামের দিকে অগ্রসর এবং দুইবার মুরা ডড্ডি গ্রামের উপর খুব নীচুতে নেমে প্রদক্ষিণ করে। তৃতীয়বার আরও নীচু দিয়ে গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় গ্রামের বাইরে একটি বড় পুকুরিণীর পাড়ে অশ্বত্থ গাছের প্রায় মাথা ছুঁয়ে যায় এবং তার পরেই বিমানের ইঞ্জিনটি সজোরে বন্ধ হয়ে যায় ও বিমানটিকে কয়েক শত গজ দূরে একটি ধান ক্ষেতের উপর আছড়ে পড়ে উল্টে যেতে দেখা যায়। বিমানের অন্যতম আরোহী শ্রীকোট্টিয়া বিমান থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন এবং বিমান চালক শ্রীমুখার্জী মুখ থুবড়ে ইঞ্জিনের উপর পড়ে "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে আর্তনাদ করতে থাকেন। প্রকাশ গুরুতর আহত হয়েও শ্রীকোট্টিয়া বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু ইতিমধ্যে বিমানের পেট্রল ট্যাঙ্কটি ফেটে গিয়ে সমস্ত বিমানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমগ্র বিমানটি এবং বিমান চালক শ্রীমুখার্জীর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গ্রামের বহু মানুষ ঘটনাস্থলে এসে কুড় হন এবং তাঁরা আহত বৈমানিকের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বিভিন্ন স্থানে সংবাদ প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পুলিশ বাহিনী সহ ঘটনাস্থলে যান। আহত বৈমানিককে পুরুলিয়া সহর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিমানীয় অন্যত্র নিয়ে বিমানটির চারপাশে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। আমেদপুর ফ্লাইং ক্লাবের কর্তৃপক্ষও ঘটনাস্থলে এসে দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত করেন।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমান বিশির কুমার মুখার্জীর (২৩) মৃত্যু তার কানন মুখার্জী মুরাডড্ডি হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার থাকা কালে শ্রীমুখার্জীর বাল্যকাল এই গ্রামে অতিবাহিত হয় এবং তিনি মুরাডড্ডি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। পুরুলিয়া সহরেও তাঁর আত্মীয় স্বজন আছেন। শ্রীমুখার্জীর ট্রেনিং কাল প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল এবং আর মাত্র ২০ ঘণ্টা বিমান চালনা সম্পূর্ণ করলে তিনি পাইলট লাইসেন্স পেতেন।

—·—

Wanted

For R. B. B. High School, P. O. Garhja pur, Purulia (Govt. aided) five teachers in English, Geography, Economics, Physics, Mathematics against permanent vacancies.

Qualific-tions :—M. A./ B. A. Hons. M. Sc. / B. Sc. Hons. Preference to trained hands.

Apply to the Secretary by 25. 4. 70.

স্থানীয় সংবাদ

কুড়ুকোপা স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৯ই এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া থানার কুড়ুকোপা জুনিয়র হাই স্কুলের বার্ষিক সাহিত্যিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, এম, এল, এ সভাপতিত্ব করেন। সুমারী কলাকেলী, ভজনী ও খাঁড়াবাড়ার উদ্যোগী সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আবাল-স্কুলের পরিবেদন করেন। বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীবিহারী লাল মাহাত অভিনন্দন পাঠ করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র আবৃত্তি করে এবং অনেক সাঁওতালী ছাত্র একটি সাঁওতালী গান করে। সম্পাদকের বিবরণী পাঠ ও প্রধান শিক্ষকের আবৃত্তি বার্ষিক পর শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত তাঁর সভাপতির ভাষণে বিদ্যালয়ের অভিভাবক, শিক্ষক ও কমিটির সভ্যগণের নিকট বিদ্যালয়টিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নত করার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হতে আবেদন জানান।

—·—

Office of the District School Board, Purulia.

INSERTION

Applications are invited for preparation of a panel for the post of teachers for Primary and Junior Basic Schools under the District School Board, Purulia.

Qualification required :—

(a) Non-Matric trained.

(b) S. F./H. S. with trained diploma.

Age limit—Not below 18 years on 1-4-70.

Application must be in the candidate's own handwriting accompanied with attested copies of Academic and Tr ining pass certificates.

Applicat ions should re ch the office of the respective Inspecting officers of the circle in which the candidate intends to work, on or before 2 1-4 70.

Candidates possessing the above mentioned qualification who were empanelled by the Board previously but not yet appointed should also apply afresh.

Sudhindra Mohan Roy
District Inspector of Schools,
District School Board, Purulia.

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

দিন দুপুরে ছিনতাই

১লা এপ্রিল কোলকাতার হিংগুস থানা এলাকার মসজিদ মোড়ের উপর ছোরা দেখিয়ে ৮ হাজার টাকা ছিনতাই করা হয়েছে বেলা ১২ টার সময়। ভেল কোম্পানীর কর্মী মদন টাকার থলি নিয়ে জানে উঠতে যান তখনই এই ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ এ ব্যাপারে তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আরাই হাজার টাকা উদ্ধার করেছে।

খুনের আসামী পলাতক

৩১শে মার্চ হাওড়া জেলার আমতা বাজারের কাছে সি. পি. এম. কর্মী ছুরিকাঘাতে নিহত হলে ১লা এপ্রিল সেখানে হরতাল হয়। পুলিশ একজন এ্যাডভোকেট এবং সাম্প্রতিক বাহিনীর কর্মীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। একজন ইতিমধ্যে পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে এবং এর ফলে জনতা থানার সামনে বিক্ষোভ প্রকাশ করায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

মহিলা কর্মী খুন ও আহত

বেলঘরিয়ার টিকিয়া কলোনী থানার বলশেভিক পার্টির সভ্যা মহিলা শ্রমিক নেত্রী শীলা দাশগুপ্তা ১লা এপ্রিল সি. পি. এম. সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর বাড়ীতে ঢুকে তাঁকে মারধোর করা হয় এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়েন। মজদুর ইউনিয়ন হামলার নিন্দা করেছেন এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার দাবী করেছেন।

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ

৩১শে মার্চ চার দিন ধরে নিখোঁজ যুবক নজরুল মোল্লার মৃতদেহ কলাগাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় একটি পুকুর থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। ঘটনাস্থল ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর। দেহে আঘাতের চিহ্ন থাকায় পুলিশ এটি হত্যাকাণ্ড বলে মনে করছে এবং মৃতদেহ ময়না পাঠানো হয়েছে।

ছাত্র-সংঘর্ষ

২রা এপ্রিল দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দু দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়। অধ্যক্ষ পুলিশের সাহায্য চান, নশস্ত্র পুলিশ কম থাকায় এস, ডি, ও, ঘটনাস্থলে যেতে পারেন না। শেষকালে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের সাহায্য নিয়ে পুলিশ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। একটি পাইপগান, একটি ছোরা, বহু বোমা ও কিছু এ্যাসিড বাদ সেখানে পাওয়া যায়। ৫০০ শত ছাত্রকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ ১০ জনকে আটক করেছে।

ওয়াগনভাঙ্গাদের কীর্ত্তি

২রা এপ্রিল, বরাকরপুর ও রানীগঞ্জের মাঝখানে ওয়াগনভাঙ্গার দল একটি মালগাড়ীকে ২ ঘন্টা আটক রেখে একটি ওয়াগন থেকে পিতলের বিয়ারিং চুরি করে।

আগুন ও বোমা

ইষ্ট নিমচা কোলিয়ারীতে কয়েকটি বাড়ীর ওপর বোমা নিয়ে আক্রমণ চালানো হয় এবং বাড়ীগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ইউনিয়ন বিরোধই এই আক্রমণের কারণ বলে মনে হয়। কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

কৃষ্ণনগরে সংঘর্ষ

সি. পি. এম. কর্মীদের ওপর পুলিশী নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে গত ৬ই এপ্রিল কৃষ্ণনগরে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। স্থানীয় বাস, ট্রাক ও টেম্পো গাড়ীর চালকদের সঙ্গে এই মিছিলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ছাত্রাহত ও গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায় নি।

কোলকাতায় সংঘর্ষ

গত মঙ্গলবার কোলকাতার প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রিটে দু দল যুবকের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং বেপরোয়া বোমা চলে। জনৈক যুবক রিক্সা-ভাড়া নিয়ে রিক্সাচালকের সঙ্গে বচসা করলে স্থানীয় যুবকেরা ঐ যুবককে চালকের দাবী অনুযায়ী ভাড়া দিতে বাধ্য করে। এর পর ঐ যুবক নিজের দলবল এনে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হতাহত বা গ্রেপ্তারের কোনও খবর পাওয়া যায় নি।

পাকিস্তানে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক

সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানকে ১৭০টি 'টি-৫৪' ও টি-৫৫' ট্যাঙ্ক দেওয়াতে ভারত-পাক সামরিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে বলে সংসদ সদস্যরা ৮ই এপ্রিল সংসদ অধিবেশনে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শরণ সিং বলেন যে ভারত ট্যাঙ্কসহ অন্যান্য সামরিক সাজ উৎপাদনের মাত্রা দ্রুত বাড়ছে, যাবে এবং বিদেশ থেকেও সমঝোপকরণ সংগ্রহ করবে। তিনি বলেন কল কর্তৃপক্ষ ভারতের উদ্বেগের কারণ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন আছেন এবং পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের এই সামরিক সহায়তা আমাদের সামরিক ভারসাম্য কিছুমাত্র বিঘ্নিত করে নি।

"এম, আর" উদ্ধাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বন্ধুকর ধাতু
"সিংহল"

SINGHAL ALUMINIUM PURE

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় মসৃণ চিত্তাকর্ষক; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে সিংহল মিলবে।
সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন-পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

ফোনেটিক কমার্শিয়াল হনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪
যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।
১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩ টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।
গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।
শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

জমি বিক্রয়

নড়িহা চাইবাসা রোডের উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার্সের সম্মুখে বাসগৃহ নির্ম্মানের উপযোগী ১ বিঘার উপর জমি বিক্রয় হবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।
শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ
উদ্ভব ভবন
নড়িহা, পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিমত জাগ্রত প্রাণ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা | সোমবার, ২০শে এপ্রিল '৯০ ৬ই বৈশাখ ১৩৭৬ | বার্ষিক—৬.. সডাক—৭ নগদ—১৫ পয়সা

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ

ক্ষতি এনে দিবে পরে অমূল্য অমূর উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে স্বপ্ন, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা, ঘরে ঘরে পাবি হানা
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, ওরে—
ধরছাড়া বিরহীরা অলক্ষী তোমার বরদাত্রী।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমগ্র পুরুলিয়া জেলা প্রকৃতপক্ষে খরা অঞ্চল

ব্লকে ব্লকে অঞ্চলে অঞ্চলে অবিলম্বে ত্রাণ কার্য্যাদি সুরু হোক
অন্ধ-আতুর-বিকলাঙ্গদের খয়রাতি সাহায্য চাই

সারা পুরুলিয়া জেলায় গত ১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। এই জেলার বিভিন্ন থানা, ব্লক ও অঞ্চল থেকে যে সব উদ্বেগজনক সংবাদ আসছে তা হচ্ছে, দারুণ অন্ন কষ্ট, কাজ কর্ম্ম ও রুজী রোজগারের অভাব দিনের পর দিন অনাহার অর্দ্ধাহার—জেলার সর্ব্বত্রই আজ এই চিত্র। গত বৎসর অসময়ে অতিবৃষ্টি এবং বৃষ্টির যখন বিশেষ প্রয়োজন সেই সময় একটানা খরার ফলে জেলায় ব্যাপক শস্যহানি ঘটেছে। ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। কাজের অভাবে যারা মাঝামাঝী বা কয়লা খনি অঞ্চলে গেছলো—তারা স্থানীয় অনাথু ঠিকাদারদের পাল্লায় পড়ে ঠিকা চুক্তিতে কাজ করেও মজুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সরকারী সাহায্যের নমুনা

জেলার যখন এই চিত্র যখন ব্লকে ব্লকে, অঞ্চলে অঞ্চলে টেস্ট রিলিফের কাজ খোলা একান্ত জরুরী—তখন রাজ্য সরকার এই জেলায় ত্রাণ কার্য্যের জন্য নাম মাত্র ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। একটা টেস্ট রিলীফ স্কীমের জন্য কমপক্ষে ৩ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই অর্থ সাহায্য বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে বন্টন করতে গেলে এক একটি ব্লকের ভাগ্যে পড়ে আড়াই হাজার টাকা করে মাত্র পড়বে। সুতরাং রিলিফের নামে এই টাকায় ছেলেখেলাই হতে পারে—দুঃস্থ জনসাধারণকে সাহায্য দানের কোনও ব্যবস্থা হবে না। এখানের পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষও জেলার অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সমক অবহিত করে জেলার ত্রাণকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য আদায়ে সচেষ্ট হবেন বলেও আশা করি।

গাছের পাতা লোকের আহার

জয়পুর থানার রোপো-সিধি-ঘাঘরা প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসী ও অন্যান্য দুঃস্থ সম্প্রদায়ের কাজের অভাবে ও খাদ্যের অভাবে অশথ, বট প্রভৃতি গাছের কচি পাতা সিদ্ধ করে উদরপূর্ত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। জোনার বা অন্য কোনও নিকৃষ্ট খাদ্যশস্য কেনবার শক্তিও তাদের নেই।

এই দুরবস্থা কেবল জয়পুরেই নয়, কাশরা, পাড়া, রঘুনাথপুর, সাঁতুরী কাশীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন থানা থেকেও অনুরূপ অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার সংবাদ প্রতিনিয়ত আসছে।

বস্তুক্ষুদের ব্লক অভিযান

কাশরা ২নং ব্লকের চিংমু প্রভৃতি অঞ্চলেও দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। সেখানেও ঘরে ঘরে অনাহার—**কোথাও কোনও কাজের ব্যবস্থা নেই।** সুতরাং দল বেঁধে ব্লকে গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ জানাবার জন্য তাদের ডাক দেওয়া হয়।

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় চিংমু ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েক শত দুঃস্থ নরনারী, শিশু বৃদ্ধ এবং এমন কি মাতৃ-কোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্য্যন্ত খাদ্যের দাবীতে ব্লক অফিস অভিমুখে যোগ দেয়। গ্রামবাসীদের বিশেষ অনুরোধে স্থানীয় কর্মী শ্রীসেবব্রত তরফদার এই বুভুক্ষু মিছিলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

চিংমু থেকে এই মিছিল শেষ রাত্রে কোটশিলা অভিমুখে যাত্রা করে যাতে কালহারণামী ভোর ৬টার ট্রেন ধরে তারা সকাল সকাল কালহার পৌছাতে পারে। কিন্তু পথে তাদের কিছু দেরী হয় যাওয়ায় কোটশিলা পৌছাবার আগেই কালহারণামী ট্রেনটি ছেড়ে যায়। ফলে অগত্যাও শিশু ও বৃদ্ধসহ ঐ বুভুক্ষু মিছিলকে কোটশিলা থেকে কালহা পর্য্যন্ত পদব্রজেই যাত্রা করতে হয়। এই মিছিলটি একবারে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে সকাল ৮টায় কালহার উপকণ্ঠে এসে বিশ্রাম করতে থাকে এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ব্লকের কর্তৃপক্ষ ও কালহার রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে বি, ডি ও বুভুক্ষুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

—•—

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর মন্তব্য

যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায় সম্প্রতি পুরুলিয়ার এক জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে কৃষি মন্ত্রী ভাঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য্য পুরুলিয়া জেলা উদ্বৃত্ত অঞ্চল এবং এই বৎসর জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়েছে এরূপ ধারণা দিয়ে ফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বিভ্রান্ত করেন। কিন্তু তিনি খাদ্য মন্ত্রীরূপে পুরুলিয়া সফরকালে তথ্য প্রমাণসহ এই সিদ্ধান্তে উনীত হন যে পুরুলিয়া জেলা খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি জেলা। তারপর নির্ভরযোগ্য সরকারী মহলের **সরকারী তথ্য বিবরণ থেকে তাঁর শঙ্কা উপলব্ধি হয় যে পুরুলিয়ার জেলায় শতকরা ৪০ ভাগ শস্য উৎপন্ন হয়েছে কি না সন্দেহ—** সুতরাং পুরুলিয়া জেলার দারুণ খাদ্যসঙ্কট অবশ্যম্ভাবী বিবেচনায় খাদ্য দপ্তরকে পুরুলিয়া জেলার প্রয়োজন মেটাবার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়ে যান। এ ছাড়াও ত্রাণমন্ত্রীকে পুরুলিয়ার সমক পরিস্থিতি অবগত করিয়ে ব্যাপক ত্রাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়ে যান।

—•—

সম্পাদকীয়—

নববর্ষ

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ, ক্লান্ত রাত্রির অবসান হয়ে নূতন বৎসরের উষা প্রভাত হোল। এই নূতন সূর্য্যোদয়কে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জানাবার নানা উদ্ভোগ আয়োজন ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বৎসরের আবির্ভাব হোল। এইভাবে ১৩৭৬ সালকে পিছনে ফেলে ১৩৭৭ সালে পদার্পণ করলাম। বিগত বৎসর আমাদের জীবনে নানা বিঘ্ন, উৎপাত, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির স্বাক্ষর বহন করে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নানা অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। বিগত পাঁচাত্তী বৎসরের ঐতিহ্যপূর্ণ কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এবং নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে পদক্ষেপ করেছে। বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনে নূতন পথের শ্রিগন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে কংগ্রেসের বিরাট রূপে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্টও ভেঙ্গে গেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে এক মহা শূণ্যতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। গত বৎসরই ভারতের সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হয়ে কংগ্রেসের ভাঙ্গনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য প্রদান করেছে। সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে ঘন ঘন মন্ত্রীসভা ভাঙ্গাগড়ার এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রীসভার পতন না ঘটলেও হরিয়ানা, গুজরাট, অন্ধ্র, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

পুরাতন বৎসরের ক্লেদ ও কালিমা বহন করে নূতন বৎসরের সুরু হোল। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন এখনও গভীর অন্ধকার ও কুয়াশাচ্ছন্ন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনে আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ এখনও দেখা দেয় নি। রাজ্যের পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক যে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল—তা এখন মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। জনগণের আশীর্ব্বাদপুত বজ্রকঠিন যুক্তফ্রন্ট এত ঠুনকো ও ভঙ্গুর প্রতিপন্ন হওয়ায় সকলেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ এবং সাবেকী যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কেন্দ্রেও শাসক কংগ্রেসী গোষ্টির সরকার উত্তাল ও ফেনিল সমুদ্রের বুকে জীর্ণ তরণীর ন্যায় কোনও ক্রমে ভরাডুবী এড়িয়ে চলছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও যুদ্ধবিগ্রহ, অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু দেশ ও বিদেশের এই সব সঙ্কট ও সমস্যার মধ্যেও নূতন বৎসরকে আমরা স্বাগত জানাই। এগিয়ে চলাই যখন মানবের ধর্ম্ম তখন সহস্র বাধা ও বিপদের মধ্য দিয়েই আমাদের সাহসের সঙ্গে, স্থৈর্য্যের সঙ্গে ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলতে হবে। অতীতের সকল কালিমা দূর করে ও পুঞ্জীভূত অনর্থ সমস্তার তমিস্র জাল ভেদ করে নববর্ষের নবীন সূর্য্য আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আশার আলোক পরিব্যাপ্ত করুক; শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জয়যাত্রা দুর্ব্বার গতিতে অগ্রসর হোক।

আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের এই নববর্ষে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

অ, চ,

এরা কোন শাল ?

যুক্তফ্রন্টের শাসনই নাকি পশ্চিম বাংলায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের কারণ ছিল। ঘোষ বাবুসহ দেশের বহু বড় বড় নেতা এ ধারণা পোষণ করেন এবং প্রচারও করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হবার পরও দেখা গেল বন্ধ হোল না হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ। রাজ্যপালের বাক্যচাতুর্য্যের তুবড়িতে বোধ করা গেল না আইন শৃখলার অবনতি। আজ সারা দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজ্যপালের উপদেষ্টা আমলারাও কে গলায় বলতে পারছেন না যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা প্রমাণ এই কথাই বলে যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর জখম, বাড়ী চড়াও, বিদ্যালয়-বিশ্ব বিদ্যালয় আক্রমণ, বোমাবাজি ভিনতাই বেড়ে গেছে দ্রুত হারে। পুরুলিয়ার মতো জায়গায় বোমাবাজি করে ডাকাতি করার কায়দা শুরু হয়ে গেছে।

এ ধরণের ঘটনাগুলিকে আজকাল নকশালী হাঙ্গামা বলে প্রতিপন্ন করার একটা প্রথা দেখতে পাচ্ছি পুলিশের মধ্যে এবং খবরের কাগজের মধ্যে। কোন পক্ষই তথ্য হাজির করেন না তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে। অথচ ঘটনা তাঁদের মন্তব্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। নকশাল পন্থীদের পোষাকী নাম নি, পি, আই (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী এই দল ইতিমধ্যে লেনিনকে বাতিল করে দিয়েছে বলে শুনিনি। অথচ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গামায় গান্ধীজীর ছবির সঙ্গে পুড়েছে লেনিনের ছবিও, জ্ঞানচন্দ্র পালিটেকনিকের অধ্যক্ষের ঘর থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে লেনিনের ছবিও টেনে নামিয়েছে হাঙ্গামাকারীরা। এরা এদের নকশালপন্থী বলা যায় কি করে?

দাঙ্গার সময় কোলকাতায় একই সঙ্গে একই জায়গায় ঘটে হয়েছে মুসলমান ও হিন্দুর দোকান।

সমাজবিরোধীদের কোন জাত নেই, আদর্শ নেই, ধর্ম্ম নেই সেই সমাজবিরোধীর দল আজ অনস্থার সুযোগে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—এ কথা জেনেই যে দেশের বুদ্ধিমান পুলিশ এবং বিভিন্ন খবরের কাগজগুলি তাদের কুকীর্ত্তি চেকে দেবে কোন না কোন দলের পতাকা দিয়ে। সমাজবিরোধীরা যে আজ সংঘবদ্ধ এর পরিকল্পনা সচেতন, তার প্রমাণ শশিভূষণ দে ষ্ট্রিটে আবিষ্কৃত গুপ্ত অস্ত্রাগার। পুরুলিয়ার মতো জায়গাতেও আজ সমাজবিরোধীদের হাতে বোমা এসেছে, এসেছে নানান কলাকৌশল। সুধু বোমা মানেই নকশাল নয়। পুলিশের চরম অযোগ্যতা ছাড়া সমাজবিরোধীদের এই সংঘবদ্ধতা এবং সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। কারণ তারা পুলিশের নখদর্পণে থাকে। পুলিশ আজ সমাজবিরোধীদের কাজের সঙ্গে নিজের অযোগ্যতাও ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে। পশ্চিম বাঙলার নব্য ব্রত রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এটা বুঝবেন কতদিনে?

—নে, চ

কংগ্রেসে কংগ্রেসে সংঘর্ষ

ইউ, এন, আই,-এর খবরে প্রকাশ যে ২রা এপ্রিল জগজীবন-রাম-পরিচালিত কংগ্রেস সভ্য ও সিণ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় উভয়-কংগ্রেসের অফিস কানপুরের তিলক হলে। সিণ্ডিকেটপন্থী সভ্যা শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ কংগ্রেস কর্ম্মীদের সভায় ভাষণ দিয়ে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়লে মারামারি আরম্ভ হয়। একজন আহত ও তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

পি, টি আই-এর খবরে বলা হয়েছে যে এলাহাবাদে একটি জনসভায় ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করে শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ ভাষণ দিলে তাঁকে প্রশ্ন করে ধ্বনি দিয়ে নাস্তানাবুদ করা হয় এবং কালো পতাকাও দেখানো হয়। সেই থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত। পরে পুলিসের সহায়তায় সভার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন ও সেচ সমস্যা

পুরুলিয়ার এম, পি, ও কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীর পত্র বিনিময়

লোক সেবক সংঘের মনোনীত লোকসভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ কে, এল রাওএর সহিত গত বৎসর যে আলোচনা করেন তার ভিত্তিতে পুরুলিয়ার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা দাখিলের জন্য অনুরুদ্ধ হন তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমাহাত গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে সেচ মন্ত্রীকে এক পত্র দেন।

ভারত সরকার সমগ্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত ও দুঃস্থ ৪৫টি জেলার উন্নয়নের জন্য যে বিশেষ ৫০০ কোটি টাকা ধার্য্য করেছেন তার মধ্যে চির অবহেলিত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত পুরুলিয়া জেলা যে নিশ্চয়ই ৪৫টি জেলার মধ্যে একটি জেলা রূপে গণ্য হবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীমাহাত কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীমাহাত আরও লেখেন যে বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই জেলা অবহেলিত হয়ে আসছে এবং এই শুষ্ক, রুক্ষ জেলায় সেচের একান্ত অভাবের জন্য প্রতি বৎসর খরায় শস্যহানী হওয়ায় জেলার অধিবাসীরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে অশেষ কষ্টে দিন যাপন করে।

শ্রীমাহাত পত্রে আরও লেখেন যে প্রাথমিক ধাপগুলে খুব অল্প ব্যয়ে কয়েক হাজার একর জমিতে সেচের উপযোগী মাত্র কয়েকটি পরিকল্পনা পাঠাচ্ছেন। কুমারী ও চোটকো নদী থেকে বিদ্যুৎচালিত পাম্পযোগে সেচের ব্যবস্থার উপযোগী কয়েকটি প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার পুরুলিয়া জেলার জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে পারেন—তা জানতে পারলে সমগ্র জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সেচ প্রকল্পের প্রস্তাব দাখিল করবেন।

সেচ মন্ত্রীর পত্র

কেন্দ্রের সেচ মন্ত্রী গত ২৪ মার্চ্চ তারিখে লেখেন যে তিনি ভজহরি বাবুর পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে পরে পত্র দেবেন। ইতি মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জীনীয়ার শ্রী এ, কে, গাঙ্গুলী পর্ষদের চেয়ারম্যানকে লিখিত পত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে লেখেন যে বাদোয়ান থানায় বিদ্যুতিক মেন সাপ্লাইবাবদের প্রাপ্তি সংক্রান্ত মৌজাগুলির বিবরণ এবং ঐ অঞ্চলের ম্যাপ দাখিল করার পর পরীক্ষা করে দেখা হবে।

সেচ মন্ত্রীর দ্বিতীয় পত্র

গত ৩রা মার্চ্চের পত্রের উত্তর দান প্রসঙ্গে সেচ মন্ত্রী ডাঃ রাও ভজহরি বাবুকে ১৪।৭০ তারিখে লেখেন যে—পুরুলিয়া জেলায় ৬ লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ একর জমিতে পুষ্করিণীর দ্বারা সেচ করাবার ব্যবস্থা আছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া সাহার-ডোড় ও টাড়া সেচ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে ১৩০০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হবে। তারপর পরিকল্পনা কমিশন পুরুলিয়া জেলার বাদু সেচ প্রকল্পটিকেও অনুমোদন দান করেছেন।

সেচ মন্ত্রীকে আরও জানানো হয়েছে যে পুরুলিয়ার নিম্নলিখিত সেচ প্রকল্প সম্পর্কে সম্ভাব্য ও পর্য্যালোচনা করা হচ্ছে।

	প্রকল্পের নাম	সেচ যোগ্য জমি
১।	কুমারী	৯০০০ একর
২।	বরাভূম	৫০০০ ,,
৩।	রূপাই	৪৫০০ ,,
৪।	কেটো বাজার	১৭০০ ,,
৫।	কুলবেড়িয়া	১৫০০ ,,
৬।	শাঁখা	৬৪০ ,,
৭।	ফকিডিহির সম্প্রসারণ	২৫০ ,,
৮।	কাঁসাইএর সম্প্রসারণ	২৫০ ,,

উপরোক্ত আটটি সেচ প্রকল্পের অনুসন্ধান কার্য্য রাজ্য সরকার এখনও সম্পূর্ণ করেন নি এবং কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের নিকট প্রোজেক্ট রিপোর্ট পাঠান নি।

শ্রীমাহাতর পত্র

লোক সভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত ৩০।৭০ তারিখে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রী ডাঃ রাওকে লেখেন যে—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার একদিকে চোটকো নদী এবং অন্যদিকে কুমারী নদী এই ১৫ মাইল দূরত্বের মধ্যে বান্দোয়ান ও মানবাজার থানার নিম্নলিখিত ৬টি সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন—

১। জীতান—বান্দোয়ান থানা
২। আঁকরো—মানবাজার ২নং ব্লক
৩। বোরো— ঐ
৪। ফুলবেড়িয়া— ঐ

এই সূত্রে তিনি আরও জানান যে ইঞ্জীনীয়ারগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ডিজেল-চালিত পাম্পের দ্বারা সেচ কার্য্যে ব্যয় অত্যধিক হবে—কিন্তু বিদ্যুৎ-চালিত হলে খরচ অনেক কম হবে। সুতরাং উপরোক্ত চারটি প্রকল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

বিকল্প সরকার গঠনে কংগ্রেস বাংলা-কংগ্রেস ঘাঁটাত

শ্রীরাম-শ্রীধাড়ার কোলকাতা বৈঠক

সি, পি, এম কে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল

—জগজীবন রাম

১১ই এপ্রিল, ট্রাঙ্ক ফোনে জরুরী ডাক পেয়ে বাঙলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া দুর্গাপুর থেকে ফিরলেন কোলকাতায়। বাঁকুড়া যাওয়া স্থগিত রইল। শনিবার তারিখ দুপুর বেলায় বৈঠক বসলো ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়ার।

দীর্ঘ বৈঠকের শেষে শ্রীরাম সংবাদিকদের বলেন যে পশ্চিম বাঙলায় সি, পি, এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস একযোগে কাজ করতে রাজী হয়েছে। তাঁর মতে ৮ দলের নূতন জোটকে এই বিকল্প সরকার গঠনের প্রস্তাবে সমত করার চেষ্টা চালানো হবে। তিনি বলেন যে নব কংগ্রেসে সামিল হবার জন্যে বাংলা কংগ্রেসকে আহ্বান দেবার কথা এখনই তিনি ভাবছেন না তবে দু দলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কাজের ধারায় বাংলা কংগ্রেস নিজেই নিজের পৃথক অস্তিত্বের অপ্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

পর্যবেক্ষকদের দৃঢ় ধারণা এই যে শ্রীজগজীবনরাম এই বৈঠকটির উদ্যোক্তাই বাঙলাদেশে এসেছিলেন। কারণ এই বৈঠক ছাড়া আর কোনও কাজ তাঁর ছিল না। রাজ্যের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কেও তিনি কোনও খোঁজ খবর নেন নি। শ্রীধাড়া বৈঠক শেষ করেই সোজা বাঁকুড়া রওনা হয়েছেন। বাঁকুড়া থেকে তিনি কিছুকালের জন্য রঘুনাথপুরেও আসেন।

বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমান বৎসরে সম্ভবে নলজল সরবরাহের অনটনযোগে শুষ্ক সাহেব বাঁধের (নিবারণ সায়রের) জল একমাত্র পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য ৩০।৪।৭০ পর্য্যন্ত সংরক্ষিত করা হইল। স্থানীয় পৌর কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রয়াসকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুমত্যানুসারে পৌর প্রশাসক
পুরুলিয়া

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(বিবৃতি দাসগুপ্ত)

কিছুদিন হল কোন কোন পক্ষের তরফ থেকে লোক সেবক সংঘ সম্বন্ধে কতকগুলি অসত্য, অর্দ্ধসত্য ও ভ্রান্ত প্রচার দ্বারা পুরুলিয়ার জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা বেশ ধারাবাহিক অপপ্রয়াস দেখা যাচ্ছে। লোক সেবক সংঘে সম্বন্ধে অপপ্রচারের অপচেষ্টা আজ নূতন নয়। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে এই অপচেষ্টার রূপ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র। কিন্তু একটি সত্যই লোক সেবক সংঘ সম্বন্ধে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে লোক সেবক সংঘ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে কোন অপপ্রচার দ্বারাই সে সত্যের অপলাপ হয় নি—হবে না।

আমাদের বন্ধুরা একটু হিসাবে ভুল করেন। তাদের বৈয়ক্তিক লক্ষ্য হচ্ছে নির্ব্বাচন। এই নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র যে কোন প্রকারেই আয়ত্তাধীন করাই হচ্ছে বর্ত্তমানে পাত্রবিশেষে বৈয়ক্তিক কর্ম্মধারার প্রধানতম কর্ম্মধারা। এই অভ্রান্ত ধরণার ধরে কেন বিশেষে অন্তের সম্বন্ধে অপপ্রচার দ্বারা নিজেদের সম্ভাবনাকে যতটা পারা যায় সুনিশ্চিত করা। তার জন্য বর্ত্তমান রাজনৈতিক মানবতে কোন রকম নৈতিক বিধা ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'কুণ্ঠা' থাকাটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই মানবতে যোগ বিয়োগ অনেক সময় মেলে না। এবং ঘটনা যখন সর্ত্তিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশিত হয়—তখন জনসাধারণ—সাধারণভাবেই উপলব্ধি করে যে অপপ্রচারের অপচেষ্টা দ্বারা করে আসলের তাদের লক্ষ্যটা কি?

অবশ্যই ঠিক কোন অপপ্রচারের প্রতিবাদের জন্যই কেবল আমি এই নিবন্ধ লিখছি না। ১৯৬৯ সনে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের পরে যুক্তফ্রন্টের ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম পরিকল্পনা হিসাবে সমগ্রভাবে লোক সেবক সংঘের ভূমিকা পুরুলিয়া জেলা ও সমগ্র পশ্চিম বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে কি ছিল তার একটা সামীক্ষিক বিবরণ বিশেষ করে জেলার জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল। নানা কারণে সময়াভাবে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই প্রবন্ধে বাধ্যবাধকতার সেইটাই করবার চেষ্টা করব। অনেক বিষয় যেগুলি সরকারীভাবে প্রকাশিতব্য নয় সেগুলি উল্লেখ করা যাবে না। তা হলেও তাতে সমগ্র বিষয় বস্তুর প্রকৃত রূপ প্রকাশের পক্ষে কোন ত্রুটি থাকবে না।

এই সমীক্ষণ ঠিক কার জন্যগ্রাহ্য করছি না। প্রথমেই আলোচনা করব যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শরিকী বিবাদ বিসম্বাদ, সংঘর্ষ প্রকৃতি সম্বন্ধে লোক সেবক সংঘের ভূমিকা। তারপরে ক্রমে সমগ্র পশ্চিম বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘের অবদানের প্রচেষ্টা আর সর্ব্ব শেষে হবে পুরুলিয়া জেলার ব্যাপার।

বিষয়টির সম্বন্ধে সুবিধে করতে গেলে প্রথমটি একটু দীর্ঘ না করে উপায় নেই। পাঠককে কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে তাই অনুধাবন করবার জন্য নিবেদন করছি।

যুক্তফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্ট সরকারের গঠন ও পার্টিদের রাজনৈতিক মতবাদ

১৯৬৯ সনে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ১৪টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও ১৪টি দলের মধ্য থেকেই সমঝোতার ১২টা৩নীতে নেওয়া হয়। এই ১৪টি দলের রাজনৈতিক মতবাদ ও সমস্ত সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

(১) কমু নিষ্ট পার্টি (মার্ক্সিষ্ট) ৮০; (২) কম্যুনিষ্ট পার্টি (লেনিন) ৩০; (৩) ইবলুশন ব্লক ২১; (৪) আর-এস-পি ১২; (৫) এম, এস, পি ১; (৬) এস, ইউ, সি ৭; (৭) আর, পি, পি, আই ২; (৮) পি, এস, পি (সিংহরায়) ৪ (৯) ওয়ার্কার্স পার্টি ১; (১০) ফ: ব্লক (ম ছিট্টি) ১; (১১) বলশেভিক পার্টি ১; (১২) বাংলা কংগ্রেস ৩৩; (১৩) লোক সেবক সংঘ ৪; (১৪) ওল্ড লীগ ৪; এদের ছাড়া যুক্তফ্রন্ট সংবিধ নির্দ্দেশিত সমস্ত নির্ব্বাচিত হন ৯ জন।

এই ১৪টি দলের মধ্যে এম, এম, পি, যুক্তফ্রন্টের শরিক থাকলেও এই হল নানা কারণে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে নাই। পরে এই হল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই তারা ছিলেন।

আর, পি, পি, আই পার্টির দু'জন নির্ব্বাচিত সদস্য থাকলেও—এই দুই জন সদস্যকে যুক্তফ্রন্টের সদস্যদের দল থেকে বর্জন করে রেখা হয়। এই পার্টির নেতা ও যুক্তফ্রন্টের আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার বিধান সভায় সদস্য না থাকা সত্ত্বেও হয় মাস যাবৎ যুক্তফ্রন্টের খাজাঞ্চী ছিলেন।

বলশেভিক পার্টির কোন সদস্য বিধান সভায় নির্বাচিত হয় নাই। এই পার্টির নেতা শ্রীবরদা মুকুটমণি কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হয়ে কাউন্সিল বাক্তির না হওয়া পর্য্যন্ত যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সমন্বিত নির্ব্বাচনী সদস্যদের মধ্যে গোপাল ইয়াজদানী যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সমন্বিত নির্ব্বাচনী সদস্য শ্রীবিজয় কুমার ব্যানার্জী বিধান সভায় স্পীকার নির্বাচিত হন।

বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জী যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর মুখ্যমন্ত্রী হন। অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে অর্থ দপ্তর ইনি গ্রহণ করেন।

মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ বাম কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতা শ্রীজ্যোতি বসু যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর উপমুখ্যমন্ত্রী হন। ইনি ছিলেন জেল অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন দলের একত্রিশ জন মন্ত্রী নিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। অজয়বাবু পরক্ষণে তাকে যখন মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দিলেন তখন ১৯টার সংখ্যা ছিল উনত্রিশ জন।

যুক্তফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত চৌদ্দটি পার্টির মধ্যে লোক সেবক সংঘের মন্তব্যকে গান্ধীজীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বাংলা কংগ্রেসও নিজেদের গান্ধীবাদী বলেন: ওল্ড লীগ নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলেন। তা ছাড়া বাকী এগারটি পার্টি নিজেদের রাজনৈতিক দর্শন কম বেশী মার্ক্সবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করেন। এদের মধ্যে কোন কোন পার্টি নিজেদের কম্যুনিষ্ট বলেন আর কোন কোন পার্টি নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী বলেন।

এই চৌদ্দটি পার্টি একমত হয়ে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের জন্য বহুবিধ রকার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব হয় ঐ বহুবিধ রকা কর্ম্মসূচীকে কার্য্যে পরিণত করা।

যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিগুলির মধ্যে শরিকী সংঘর্ষ—

১৯৬৯ এর মার্চ্চ থেকে আরম্ভের প্রথম দু তিন মাস বেশ উৎসাহ সহকারে চলল। ২৮০ জন সদস্যের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের ২১৮ জন। কংগ্রেসের ৪৫ জন তৈরুশ্চ প্রতীপের মতো প্রায় নিষ্প্রভ। সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে কাজ করা যাবে—এই ধারণার কাজের পরিকল্পনা সুরু হল।

দিন তারিখ বিশদভাবে দেবার প্রয়োজন নেই। ঘটনার সাবশুদ্ধি সংক্ষেপে দিচ্ছি।

বাংলা দেশে নানা জেলায় বিশেষ করে চব্বিশ পরগণায় ভোতরার বলে এক শ্রেণী আছে। পুরুলিয়া জেলায় দু বড় চাষীর সংখ্যা—যারা নিজেরা চাষ করে না অন্যকে দিয়ে চাষ করায়—আঙ্গুলে গুণতে পারা যায়। বাঁকুড়াতেও প্রায় সেই একই ব্যাপার। কিন্তু চব্বিশ পরগণাতে ঠিক তা নয়। এখানে হাজার হাজার বিঘা জমি বহু লোকেরই আছে—যারা ভাগে চাষ করায়। যুক্তফ্রন্টের এক এক দিকে এক একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায় আছে যারা বিশেষ করে চাষী নয় কিন্তু বিরাট পরিমাণ জমির মালিক। এইগুলি তারা ভাগে দিত না—নিজেরাই লোক দিয়ে চাষ করাতো। হাজার দু হাজার মণ ধানের চাষ এরূপ অনেকেই দেখেছি। পাঁচটা থেকে দশটা বড় বড় মরাই অনেকের বাড়ীতেই দেখেছি একসঙ্গে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা বা তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাতো প্রভৃতির জমি ঠকিয়ে বা নানা কলী করে নিয়েছে। এর বহু ইতিহাস আমার কাছে আছে। ১৯২১ সন থেকে গ্রামে, অঞ্চলে ঘুরে অনেক অমাদ্বষিক বঞ্চনার ইতিবৃত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

চব্বিশ পরগণা প্রকৃতির জেলার এই জমিকুর্ষি সংক্রান্ত ইতিহাস অমাদ্বষিকতায় মহাগ্রন্থের সমস্তস্তরকে ছাড়িয়ে যাবে। এঁদেরও জমি অত্যন্ত উর্ব্বর। ধানের ফলনও বেশী—কিন্তু বর্ত্তমানে ছোট চাষী, গরীব চাষী এবং ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এরা এবং এদের পূর্ব্বপুরুষদের হাতার হাজার বিঘা জমি জোরজবরদস্তি করে ছলে বলে কৌশলে মাহের ভেড়ীতে পরিণত করা হয়েছে—বা তাকে যোগ

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

লোকসেবক সংঘ কি নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করল?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

প্রশ্ন উঠছে—সংঘ কি সি, পি, এম হ'য়ে গেছে?

যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার দিনকতক আগে থেকে এবং ফ্রন্ট ভাঙ্গার সময়ে এবং তার পরেই কিছু লোকের মুখে একটা প্রশ্ন ছিল—লোক সেবক সংঘ কি সি, পি, এম হয়ে গেছে? যুক্তফ্রন্ট যখন ঘোর শরিকী লড়াই চলছে—যুক্তফ্রন্ট অধিকাংশ শরিক হল যখন সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে বক্তপাত, নরহত্যা, ঢাকাঢাকাঢার শুরুতর অভিযোগসমূহ উত্থাপন করছেন এবং বাংলাদেশের বড় বড় সংবাদপত্রগুলি যখন সি, পি, এম এর অত্যাচার উৎপীড়িত কংছে ব'লে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশ করছে—তখন সেই অবস্থায় লোকসেবক সংঘ সি, পি, এম এর ত্রুটি ক'রে গেছে এই সংঘাতে বা প্রচারে সংঘের ভভাদ্বয়ায়ীরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হচ্ছিলেন। সংঘের বিরোধীরা একটা বিশেষ সুযোগ পান; এবং সেই সব তথাকে সত্যের 'আগরুক' ঠুকে রাজনৈতিক বাজারে জোর প্রচার করতে নেমে পড়েন। যাঁরা সংঘের নিজের লোক—যাঁরা সংঘকে চেনেন—তাঁরা অবিচলিতই ছিলেন—বুঝছিলেন—ভুল তথ্য প্রচারিত হচ্ছে—তার সঙ্গে অপপ্রচার চলছে, তাঁরা এই দুঃ বিশ্বাস নিয়েছিলেন যে, সংঘ নিজের নীতি, আদর্শ, কর্ম্মধারা এবং আত্মা নিয়ে ঠিকই আছে। কিন্তু একথা সত্য যে, ঐ সব ভুল তথ্য ও অপপ্রচারের ফলে সংঘের সত্যাকার শুভাদ্বয়ায়ী অনেকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি কেটে গেছে—অনেকের হয়তো এখনো তার জের কাটে নি। সেজন্য সেই বিভ্রান্তি দূর করতে ও অপপ্রচারকারীদের বড় গলার সুর বন্ধ করতে আমাকে এই আলোচনায় নামতে হল। আমি জানি সত্য উদ্ঘাটিত হ'লেও—মুক্তির সামনে দাঁড়াতে না পারলেও—তাঁদের বড় গলা বন্ধ হলেও, এই অপপ্রচারকারীরা কোণে, অন্তরে, আড়ালে, খিড়কীর পথে 'ছোট গলায়' এসব প্রচার করে চলবেনই। তবে অনসাধারণের যাঁরা ঠিক থাকলে এদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমি আমার আলোচনা সুরু করছি।

আলোচনার বিভিন্ন দিকসমূহ

এই আলোচনার পূর্ব আমি দেখাতে চাই কোন্ কোন্ দিক নিয়ে আমি এই আলোচনা করব। তা এই :—

১) লোকসেবক সংঘ যদি সি, পি, এম হ'য়ে যাজিল বা হয়েছে বা সি, পি, এম এর অন্যায় কাজকর্মে সমর্থক বা সহায়ক পরিণত হয়েছে—তবে তার কি কারণ থাকতে পারে; সংঘ কোন্ কোন্ স্বার্থ ভাবনায় এটা ক'রে থাকতে পারে।

২) বাস্তব পক্ষে এমন কোনো ঘটনা, কোনো দৃষ্টান্ত, কোনো ব্যাপার কারুর জানা আছে কিনা—যার দ্বারা বোঝা গেছে যে লোকসেবক সংঘ সি, পি, এম এর কোনো অন্যায়ের সমর্থক হয়েছে—বা সি, পি, এম এর অযৌক্তিক কাজের বা অভিমতের সহায়ক সংঘ হয়েছে। যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকে—এমন প্রমাণও কোনো আছে কিনা যার দ্বারা এ রকম ধারণার করা যায়।

৩) যুক্তফ্রন্ট আমলে শরিকী যোগাযোগে আমাদের ভূমিকা কি ছিল।

৪) কোন্ কোন ব্যাপারে ভুল ঘটনা প্রচারিত হয়েছিল।

৫) আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করে রাখার জন্য আমরা কি কি করছিলাম।

৬) কোন্ কোন্ দিক থেকে ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছে—এবং তার কী উদ্দেশ্য ছিল।

এখন পরপর বিষয়গুলি আলোচনা করি।

সি, পি, এম হয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে?

আমরা আমাদের মতবাদ, আদর্শবাদ, গান্ধীবাদ, অহিংসাবাদের প্রতি আস্থা রাখিয়ে ফেলে সি, পি, এমের মতবাদে অগ্রসর হয়ে, সি, পি, এম হয়ে গেলাম কিনা—একটা বিশ্রী বিষয়। যদি অবস্থা তাই হয়ে উঠতো—তাহলে গোপনে কিছু করাও তো ফল হোত না প্রকাশ্যেই তা' করতে হোত—তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোত কি করে? এই প্রশ্ন উঠলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু যাঁরা আমাদের বর বলেরও তথ্য আবিষ্কার করতে চান—তাঁরা আমাদের কোনো মতবাদগত বা আদর্শগত পরিবর্তনের কথা মনে করছেন না—তাঁরা বলতে চান—আমরা বিশেষ স্বার্থে সি, পি, এম এর লেজুড় হ'য়ে গেছি। তাই যদি হয়েছি—তাহলে দেখা যাক—কোন্ স্বার্থ-বুদ্ধি বা অভিসন্ধি নিয়ে আমরা সি, পি, এম এর তাত্ত্বিকতার হতে পারি।

ক) কেউ কেউ বলেছেন—যুক্তফ্রন্ট যখন ভাঙ্গনের মুখে তখন আমরা সি, পি, এম এর উকিল হয়েছিলাম—যাতে যুক্তফ্রন্ট না ভাঙ্গে এবং আমাদের গদী টিকে যায়। যাঁরা একথা ভেবেছেন—তাঁরা ভাবিতে দেখেন নি যে, গদীর প্রশ্নই যদি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমাদের কাছে ছিল—তাহলে সে সময় যাদের হাতে গদী নির্ভর করছিল—সি, পি, এম এর উকিল হ'য়ে তাদেরবিরাগ ভাজন না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। একথা সবাই জানেন—যে, সে সময় সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে বড় বড় সব পার্টি একজোট হয়েছিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট না থাকলেও মিনিফ্রন্ট গড়ার যে সম্ভাবনা দেখিব করে দেখা দিয়েছিল—সেই মিনিফ্রন্ট গড়ার শক্তি সি-পি-এম বিরোধীদের হাতেই ছিল। সুতরাং গদীর লক্ষ্য নিয়ে লোকসেবক সংঘের সি, পি, এম আনুকূল্যের কারিনী লক্ষ্যটাই হয়ে যাচ্ছে। অতের হিসাবে এই অপপ্রচার ব্যর্থ হয়েছে।

খ) কেউ কেউ বলেছেন—যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পর আমাদের যাবণা হয়েছিল যে, সি, পি, এম মন্ত্রী গঠন করতে পারবে—তাতে আমরা স্থান পাবো। এক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। যাঁরা রাজনীতির সামান্যতম ব্যাপারও জানেন—তাঁরা বুঝে ছিলেন—ফ্রন্ট ভাঙ্গার পর মিনিফ্রন্ট সরার কোনো শক্তি সি, পি, এম এর হাতে নেই। সুতরাং মিনিফ্রন্টে স্থান আকুলতার তত্ত্ব সি, পি, এম এর স্বার্থ হওয়ার কিছু ছিল না। যাদের স্বার্থ হওয়া সেদিক সুযোগের কথা ব'লে মনে হয়েছিল—তাদের স্বার্থ না হওয়ার অনেক আমাদের ভবিষ্যত বিষয়ে অর্জ্জাতীকতা ও দেখার মনে করছিলেন। সুতরাং এই সব নিষ্পেণ্ড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে—এই অপপ্রচারও ব্যর্থ হয়েছে।

গ) আর কোন্ স্বার্থবুদ্ধিতে আমরা সি, পি, এমের আজ্ঞাবাহী হতে পারি? কোনো শরিকী সংঘর্ষ, রক্তপাত, ঢাকাঢাকারা সমর্থন করা তখনই কার্য্যকরী হয়—যখন তার ভেতর থেকে কেউ কোনো সুবিধে সংগ্রহ করে নিতে পারে—কোনো প্রমিক ইউনিয়নের অধিকার, কোনো উদ্ধার করা জমির ওপর যখন ও মালিকানা, কোনো বাদ্য চাষের ভেড়ির অধিকার প্রভৃতি। লোক সেবক সংঘ বা তার কর্মীরা এই সব ব্যাপারের কোথাও কোনো প্রত্যাশা রাখে নি। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেও কারুর তাত্ত্বিকতার আমরা হয়েছি—এই নালিশেরও অর্থ কিছু নেই।

ঘ) বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়—কোনো ছোট দল কোনো বড় দলকে ভোয়াজ ক'রে দেন নির্বাচনে আসন পাবার জন্য—বা নির্বাচনে সাহায্য পাবার জন্য। পুরুলিয়া জেলার এই উদ্ভেদে সি, পি, এমকে সন্তুষ্ট রাখার প্রশ্ন উঠে না—তার কারণ সবারেই জানেন। পুরুলিয়া জেলার আসন ভাগের নীতির দৃষ্টিতে লোক সেবক সংঘের আংশে বহু আসন পাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাংলা জেলে প্রগতিশীল দলগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলবার লক্ষ্য নিয়ে লোক সেবক সংঘ ছেড়েছে অনেকটা আসন ত্যাগ করেছে। সুতরাং এটিকে বিনের অভিযোগ ঝাড়া করার কিছু নেই। তবে এমন কোন্ কারণ থাকতে পারে যে আমরা সি, পি, এম এরকে নিজেদের ভক্তি করব এমন মনের যখন অন্যান্য শরিকদের সি, পি, এমকে বিবিধ বিশেষাক্ত করার জন্য ভক্তি করছিলেন? যখন অন্য কোনো স্বার্থের প্রশ্ন নেই—তখন ঐ অবস্থায় অনর্থক দুর্নামের সঙ্গে ভক্তি হবার জন্যেই কি আমরা সি, পি, এমকে সমর্থন করেছিলাম?

ঙ) যখন আমাদের জেলায় সি, পি, এম, বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, আই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি পার্টির কর্মীরের কারুর অন্যায় জমি দখল, কারুর বা দুর্নীতিকারী অফিসারদের সহায়তা প্রভৃতির অবাঞ্ছিত কাজ করতে বিরুদ্ধে আমরা তীব্রভাবে লড়ছিলাম এবং তার জন্য যখন ঐ সব শরিকী বন্ধুদের কাছ থেকেই নানাভাবে অপব্যবিত হচ্ছিলাম তখন কোন্ স্বার্থে ঐ সব দলের কোনো একটিরও রাজনৈতিক আচরের সঙ্গে নিজেদের ভক্তি ক'রে বাক্তি বরণ নিতে এবং জেলার ভাদেরই কাছ থেকে অপমান সহ্য করতে তাদের তাত্ত্বিকতার হ'তে পারি—চিন্তা ক'রে বলুন?

(ক্রমশঃ)

———·———

রাষ্ট্রপতি শাসনে আইন-শৃঙ্খলা

টাপা ভাঙায় মুণ্ডহীন দেহ :

টাপাভাঙার পাশের গ্রাম মোক্তারপুর ধানক্ষেতের মধ্যে একটি মুণ্ডহীন মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরে এটি পুরুতডাঙা থানার কালীপাড়া গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রীদীননাথ বাগচীরের মৃতদেহ বলে সনাক্ত করেন শ্রীবাগচীরের পরিবারের লোকেরা। শ্রীবাগচী মোক্তারপুরের এক চাষী পরিবারকে বার দেওয়া ৮ হাজার টাকা অথবা তার পরিবর্তে জমি আদায় করার জন্যে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। খাওয়া চাষীর বাড়ীতে কেথা করতে যাওয়ার পর তাঁকে আর পাওয়া যায় নি। পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে—বিজ্ঞির মাথাটির কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

সি, পি, এম, সমর্থকদের বাড়ী আক্রান্ত :

৮ই এপ্রিল, বুধবার রবানগরের মাঝারাতী কম্যুনিষ্ট দলের সমর্থক শ্রীনিত্য সেনগুপ্তের বাড়ী একদল সশস্ত্র যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শ্রীসেনগুপ্ত বাড়ীতে ছিলেন না। বাড়ীর মহিলা, জানালা ও দেওয়ালে বোমা মারা হয়। পরে যুবকদল রবানগর টেনামেন্ট বীমের মধ্যে ঢুকে পড়ে বোমাবাজী চালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা একজোটে প্রতিরোধ করলে এবং পুলিশ এসে লড়াই তারা বোমা ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও অসাবধানতার অভিযোগে জনতা পুলিশজীপ ঘেরাও করে। পুলিশ এ ব্যাপারে পরে ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সরকারী খামারে সংঘর্ষ

৮ই এপ্রিল, কল্যানীর সরকারী পশুখামার খামারে ছুঁচল কর্মীর মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হন। সরকারী পশুখাদ্য নিজেদের লোককে খাওয়ানোকে বাধা পেয়ে কয়েকজন কর্মী ভারোধানকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ৯ই এপ্রিল এ ব্যাপারে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এস, ইউ, সি, নেতা গ্রেপ্তার

গত জুন মাসে পাঁশকুড়া থানার মধুসূদনপুরে যে ৬ জন খুন হয়েছিল, তার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ২৪ সংগঠক এস, ইউ, সি, নেতা শ্রীবিভাস পাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। এ পর্যন্ত ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও কয়েকজনকে খোঁজ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎবাহী তার চুরি

পাতিপুকুর লেক টাউন অঞ্চলে রৈ-চৈ সমারোহ করে একদল তাকাতা বিদ্যুৎবাহী তার কেটে নিয়ে যায়। ফলে পাতিপুকুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্ধকার নেমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এই যে পুলিশ জেনে শুনে গ্রেপ্তার দিচ্ছে এই দুষ্কৃতকারীদের।

ছাত্রনেতা খুন

১ই এপ্রিল, মেদিনীপুরের শালবনী থানার মহেশবীপুর গ্রামে মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র পরিষদ নেতা শ্রীশম্ভু হাসদে একদল লোক ডেকে করে তাঁর বাড়ী থকে বের করে এনে তার হাত দুটি কেটে ফেল এবং তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে চলে যায়। ৩০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে এ ব্যাপারে।

জোতদার খুন

১০ই এপ্রিল, মেদিনীপুরে ডেবরা থানার মোহাড়ার কাছে শ্রীবিনোদ সামন্ত ও অপর জোতদার খুন হয়েছেন। মজুরী হত্যাকাণ্ড বলে পুলিশ মনে করছে।

আই বনাম এমের সংঘর্ষ

১২ই এপ্রিল, বাঁশপুর চাই স্কুলের নির্বাচনে সি, পি, এম সমর্থকেরা মোট ৩টি আসনেই নির্বাচিত হয়ে নিজস মিছিল বার করেন। মিছিল পার্কের কাছে এলে পরাজিত প্রার্থীদের সি, পি, আই সমর্থকদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং বেশ কয়েকজন জখম হন। উভয় দলই পরস্পরকে আক্রমণকারী হোয়াবোপ করেছেন কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে ফেলা হয়েছে। এই মাঝের ভেড়ীতে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়। এক একটি মাঝের ভেড়ীর মালিক এক একটি কুবেরের জাতাদের মালিক। এ না দেখলে বা এর তত্ত্ব না জানলে—বাইরে থেকে ব্যাপারটার গভীরতা বোঝবার উপায় নেই।

এই মাঝের ভেড়ী ছাড়াও চাষের জমি জোতদারদের পূর্বপুরুষ বা বহু পেছে গত পুরুষে অর্জিত হয়েছে। একটা সাধারণ কথা বুঝতে হবে। জমিদারী প্রথায় জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের সময়ে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল—ছোট চাষী বা মধ্যম চাষীদের তা ছিল না। ইংরেজ শাসনে ছোট চাষীরা জমিহীন হয়েছে—মধ্যম চাষীরা ছোট চাষীতে পরিণত হয়েছে। এদের জমিগুলি জোতদার বা যাদের ক্রয়শক্তি বক্তা শক্তি এবং পীড়ন শক্তি বেশী তাদের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই চাষী এতদিন যে ক্ষেত নিজের ছিল সেই ক্ষেতে বর্গাদার বা ভাগ চাষী হয়ে আছে।

২১ বছর কংগ্রেসী শাসনেও এ অবস্থার পরিবর্তন বিশেষ হয়নি যদিও জমিদারী প্রথার আইনগত বিলোপ করা হয়েছে এবং জমি রাখার সর্বোচ্চ পরিমাণও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এই লিলিং আইনে ছিল—তাকে পরিবার প্রতি ৩৩ বিঘা জমি রাখা যাবে। কিন্তু কার্যত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মালিকেরা সব জমি বেনামী করে নিজেদের গাঁয়ে ঘোরের মধ্যেই রেখেছিল। এই লিলিং এর বাইরে জমি সরকারে বর্তানোর কথা—এবং সেই বর্তানো সরকারী জমি ভূমিহীন চাষীদের বন্টন করে দেওয়া ঘোষণা করা শ্রেণী আমল খেলেই হবে আসছে।

চাষী সংক্রান্ত জমির এই অবস্থা চলছিল আবার ওদিকে চা বাগান এলাকায় চা বাগানের মালিকরা বহু বাড়তি জমি অনাবশ্যক দখল করে রেখেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্টের সকলেই একমত হয়ে এই নীতি গ্রহণ করে যে ৭৫ বিঘার বেশী জমি যাদের বেনামী আছে সেই জমি গরীব প্রজা, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রভৃতি দখল করলে যুক্তফ্রন্ট তাতে বাধা দেবে না—তবে যাতে বন্টনটা একটা সুশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে হয় সেটা যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন পার্টিগুলি দেখবে। যে সব জমি সরকারী ফেসেজ ল্যাণ্ড হয়েছে সেগুলিও বিধিবদ্ধ ভাবে বন্টনের কথা হল। যুক্তফ্রন্ট কি রকম ভাবে কি হবে তার নীতি ঘোষণা করল। এমন কি ৭৫ বিঘা একটা পরিবারের লিলিং বলে অলিখিতভাবে ধরে নেওয়া হবে এটাও সকলেই স্বীকার করে নিল—সি, পি, এম থেকে বাংলা কংগ্রেস পর্যন্ত।

জমি সম্বন্ধে পটভূমিকাটা খুব বিশদ বিবরণে না গিয়ে খুবই সংক্ষেপে দিলাম। মোটামুটি বুঝতে অসুবিধা হবে না। (ক্রমশ)

Always at your service.
BISHUDDHA MEDICAL HALL
PURULIA
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পাইকারী ও খুচরা ঔষধ পাওয়া যায়।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

Government Of West Bengal

Office Of The Chief Medical Officer
OF
Health, Purulia.

Tender Notice For 1970-71

No. 1843 Date. 18.4.70.

Sealed tenders are invited by the undersigned for and on behalf of the Governor of the State of West Bengal, for the supply of dietary articles to the Sadar Hospital, Purulia, all Health Centres and other institutions under Department of Health of this Government (and other Medical Establishments under Govt. of West Bengal—if so necessary) to meet the requirement of the patients as well as Nurses Mess if any, attached to the Hospitals for the period from 20th May, 1970 or any subsequent date to 31st March, 1971. The intending tenderers shall quote an overall percentage in case of Sadar Hospital seperately for each category of contract, either 'Above' or 'At par' or 'Below' the schedule of rates prepared by the Directorate, For Health Centres and other institution, no categoriwise offer is needed—the division into category is only meant for Sadar Hospital.

A copy of schedule of rates together with tender schedule, general specification, terms and conditions is obtainable from the Chief Medical Officer of Health, Purulia on payment of Rs/3-00 working days between 8 A. M. to 11 A. M. The last date for submission of sealed tenders to the undersigned has been fixed at 6th May, 1970 up to 10 A. M. Tenders should invariably be accompanied by upto-date Sale Tax and Income Tax Clearance Certificate and must reach the undersigned on or before 6th May, 1970 at 10 A. M. Non compliance with these requirements may render the tenders liable to be rejected. The tenders will be opend at a meeting of the District Diet Committee at C. M. O. H's Office, Purulia in the presence of the tenderers who may desire to be present on 7th May, 1970 at 9 3) A. M.

The earnest money in a lump sum of Rs. 1000/-only will have to be furnished with each tender in respect of each category of dietary articles by all intending tenderers, for Sadar Hospital only. Tender for Sadar Hospital will have to be given categoriwise. For Health Centres. it will be alright if the intending tenderer furnish a similar earnest money of Rs. 200/—one tender will have to be given for both categories in case of Health Centre. The Co- operative Societies are however exempted for furnishing the earnest money, provided their tenders accompany the recommendation for such exemption in writing from the Registrar of Co-operative Societies, West Bengal. The tender must be accompained by Treasury Challan showing that the Earnest money as stated above has been deposited in favour of undersigned under Head "P-Deposit and Advance Civil Deposit Revenue Deposit". This earnest money deposit will be liable to be forfeited :—

If the lowest or the successful tenderer withdraws his tender after opening of his tender

and

If the successful tenderer withdraws his tender or fails to execute the written agreement after the communication of the acceptance of his tender or refuses either partially or wholly the offer made by the Chief Medical Officer of Health on behalf of the Governor of the State of West Bengal.

The earnest money furnished with the tender will, however, be refunded by the undersigned to the unsuccessful tenderers and in case of successful tenderers the same will be refunded only after deposit of the full security money to the concerned contracting officer.

Ad-hoc percentage quoted in respect of Schedule of rates should cover transport and delivery charges, sales tax, profit, fluctuations in market prices from time to time during the currency of contract and all other incidental charges. No separate claims on account of above charges will be entertained.

The percentage must hold good for the period from 20th May, 1970 to 21st March, 1971.

The successful tenderers will have to deposit 5% of the estimated total value of the contract for each category articles as security deposit simultaneously with the execution of the Deed of Agreement on or before the 18-5-70 or any subsequent date fixed for the purpose, but not later than 18-5-70, failing which no order for supply shall be placed with them.

All terms and conditions laid down in the tender schedule may be obtained from the office of C. M. O. (H) Purulia and in the schedule of rates will have to be accepted by the tenderers. The selection of tenders and acceptance of their rates will be comunicated to the concerned parties by the undersigned, for and on behalf of the Governor of the State of West Bengal, who reserves the right to reject any tender without assigning any reason therefor and also to select more than one contractor for a particular category of commodities for one or more units in this district on the same terms and conditions.

For any information or particulars, the intending tenderer may contact Chief Medical Officer of Health, Purulia, during the office hours.

J. B. Mukherjee
18.4.70
CHIEF MEDICAL OFFICER OF HEALTH
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR
OF THE STATE OF WEST BENGAL.

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (পি, এস, টি, ৪) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট রুটের "ষ্টেজ ক্যারেজ" শিরোনামাঙ্কিত খামে বেজেষ্ট্রী করিয়া দরখাস্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ২০-৫-৭০ তারিখে বেলা ১১টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে পৌঁছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও একখানি পৃথক কাগজে দিতে হইবে। (১) দরখাস্তকারীর নাম (২) পিতার নাম (৩) পুরা ঠিকানা (ডাকঘর ও থানা) (৪) ষ্টেজ কারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ (৫) আর্থিক অবস্থা (ব্যাংকে জমা টাকার অঙ্ক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণ পত্র) (৬) মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং (৭) গাড়ী রাখিবার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ৫'০০ (পাঁচ টাকা) জমার ট্রেজারী চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোন ক্রমেই ফেরৎযোগ্য নহে এবং উহা জমা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাঁহারা এই সমস্ত প্রস্তাবিত রুটের অথবা এলাকা বরিয়া অথবা উহার নিকট ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রী পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন অথবা এতদ্ব্যতীত রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিমূলক সমিতি তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্বশেষ ২০-৫-৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

পুরুলিয়া
১-৪-৭০

আর, সি, মহাপাত্র
সম্পাদক
আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পুরুলিয়া।

১। পুরুলিয়া হইতে রঘুনাথপুর (এক্সপ্রেস সার্ভিস) পুরুলিয়া সরকারী অফিসের সময়োপযোগী—১ পারমিট
২। পুরুলিয়া হইতে মনিহারা ভায়া সাঁতুড়ি—১ পারমিট
৩। পুরুলিয়া হইতে ব্রজপুর ভায়া ঝালদা ডুরগি—১ পারমিট
৪। পুরুলিয়া হইতে ভুবকুণ্ডাঘাট ভায়া পাড়া, চেলিয়ামা, খোরবান্দা—১ পারমিট
৫। পুরুলিয়া হইতে কুইলাপাল ভায়া মানবাজার জামতোড়িয়া—১ পারমিট
৬। পুরুলিয়া হইতে সাঁওতালডি ভায়া গোলকুণ্ডা—১ পারমিট
৭। পুরুলিয়া হইতে কাশীপুর ভায়া হুড়া ডমনকিরারী এবং আগরডি—১ পারমিট
৮। পুরুলিয়া হইতে কানাড়া ভায়া বড়গ্রাম, গোপালপুর—১ পারমিট
৯। বলরামপুরকে কেন্দ্র করিয়া বলরামপুর থানার সমস্ত হাটে যাত্রী পরিবহন নিমিত্ত হাট বাস সার্ভিস—১ পারমিট
১০। ঝালদাকে কেন্দ্র করিয়া ঝালদা থানার সমস্ত হাটে যাত্রী পরিবহন নিমিত্ত হাট বাস সার্ভিস—১ পারমিট

NOTICE

Applications have been recieved for the following stage carriage operators for grant of diversion/extension of the existing routes as shown below. The application will be available for inspection on any working day of the office hours. Any objection to be made in connection with the said application under Section 57 (3) of the M. V. Act, 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 20th May, 1970

The application and objection, if any, in connection with the said applications will be consinered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held after that date. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such application.

R C. Mahapatra.
Secretary,
Regional Transport Authority, Purulia.

Dated,
Purulia, the 16 h April, 1970.

Name of the operator	Proposed Diversion/Extension of the route.
(1) M/S Motor Majdoor Samaj, Purulia.	Purulia to Baghmundi via Balarampur to ply upto Suisa.
(2) Shri Prativa Ranjan Sengupta, Purulia.	Purulia to Puncha to ply via Hura and extesion of the route upto Chirudih via Hura, Puncha, Bhagaband.
(3) M/S Sakti Bus Service	Purulia to Manbazar via Kenda to ply via Rajnowagarh.
(4) Sm. Soubhagyabati Devi.	Puncha to Disergarh at via Hura to ply upto Panchetdam via Sarbarimore.

ফরাক্কায় ১১ কোটী টাকার যন্ত্রপাতি ধ্বংসের মুখে
কেন্দ্রীয় সরকার নিষ্ক্রিয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে ১৯৬১ -৬২ সালে ফরাক্কার জন্যে ১১ কোটী টাকার দেশী-বিদেশী যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল। কাজ সম্পূর্ণতার মুখে ওগুলির আর প্রয়োজন হচ্ছে না। যন্ত্রগুলি কাজে লাগাবার জন্যে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার তিস্তা প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করার অনুরোধ জানিয়ে এ্যাধিকারের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খরচা পরিকল্পনা পাঠিয়েছেন। কিন্তু টাকার কৃতির অজুহাতে কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন।

তিনি আরও জানান যে ১৯৬৯-৭০ সালে ফরাক্কা কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রকে ৫ কোটী টাকা ফেরত দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে ঐ টাকা দিয়ে তিস্তার কাজ আরম্ভ করতে পারেন। নইলে ১১ কোটী টাকার ঐ যন্ত্রগুলি বরবাদ হতে আর দেরী নেই।

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে কোন অনুরোধ করেছেন বলে এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

—•—

বিহার সংবাদ

চাইবাসায় শোচনীয় দাঙ্গা

চাইবাসা শহরে রামনবমীর মিছিলের উপর আক্রমণের সূত্রে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সমগ্র শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই দাঙ্গায় ২২ জন নিহত ও ৬৮ জন গুরুতর আহত হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশকে কয়েক স্থানে গুলি চালাতে হয় এবং সমগ্র শহরে শান্তা আইন জারি করতে হয়। সমাজ বিরোধী সন্দেহে ১৪৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চাইবাসার ঘটনার জের সুদূর চক্রধরপুরেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং খণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ছোরা মারার ফলে এক ব্যক্তি নিহত হন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য চাইবাসা থেকে পুলিশবাহিনী পাঠানো হয় এবং চক্রধরপুরেও শান্তা আইন জারী করা হয়েছে।

Phone—175

MUKTI
Bengali Weekly
(Established 1925 by Rishi Nibaran Chandra Das Gupta)

Rate of Advertisement
Size of Mukti—½ Crown
MEASUREMENT
Full Page—30 × 20 Sq. Cm.
Full page contains
2 columns :
each column—30 × 9·5 sq cm.
Rate
Per Issue per insertion—
Full Page (2 columns)— Rs. 90/-
Half Page (1 column) — Rs. 45/-
Quarter Page (¼ column)—Rs. 22·50
Per cm. per column— Rs. 2·25
Proper discount is given for advertisement for 3 months or more. Please contact.
Manager, Mukti
P.O. & Dist. Purulia, W. B.

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের উপদেষ্টাদের
দফতর পুনর্বণ্টন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টা শ্রী বি বি, ঘোষ গুরুতরীন কয়েকটি দফতর দেওয়ার সিদ্ধান্তে পদত্যাগ করলে মুখ্যসচিব শ্রীনৃ, রাজস্ব বোর্ডের সেখার ঐমন্ত্রিক প্রভৃতিকে ডি আহ্বান করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচ্যবন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে এঁদের পশ্চিমবঙ্গের শাসন ও শৃঙ্খলা দেইাদের দফতর পুনর্বণ্টন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শ্রীধাওয়ান রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎকার করেন।

দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে দফতর নিম্নলিখিতভাবে পুনর্বণ্টন করেছেন। এই উপদেষ্টাদের মধ্যে আছেন শ্রীবি, বি, ঘোষ : শ্রী কে. কে, সেন ; শ্রীএম, এম, বসু, শ্রী এ, কে, ঘোষ ও শ্রী এ, এম, কিদোয়াই।

শ্রী বি, বি, ঘোষ—মুখ্য উপদেষ্টা: বিদ্যুৎ ও দুর্গাপুর প্রকল্প বাদে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর; কলিকাতা কর্পোরেশন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়; কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট; উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও অর্থ এবং মুখ্য সচিবের শিল্প।

শ্রী কে, কে, সেন—উপদেষ্টা: ভূমি ও ভূমি রাজস্ব; আইন, শিক্ষা, সমবায় ও শ্রম দপ্তর।

শ্রী এম, এম, বসু, মুখ্য সচিব ও উপদেষ্টা: স্বরাষ্ট্র; স্থানীয় শাসন; কলিকাতা কর্পোরেশন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বাদে); পঞ্চায়েত; জেলা উপজাতি কল্যাণ; ঋণ; সমাজ উন্নয়ন; উদ্বাস্তু পুনর্বাসন; তথ্য ও সংযোগ।

শ্রী এ, কে, ঘোষ উপদেষ্টা: পূর্ত; সেচ ও জলপথ; দুর্গাপুর প্রকল্প; মৃত্তিকাক্ষয় ও বন।

শ্রী এ, এম, কিদোয়াই, উপদেষ্টা: খাদ্য ও সরবরাহ; কৃষি; সমাজ শিক্ষা; পশুপালন; ভেটেরিনারী, স্বাস্থ্য ও মৎস্য।

রাজ্যপাল শ্রীশান্তি স্বরূপ ধাওয়ান কেবল মাত্র বিচার, আইন সভা ও হাইকোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিজের হাতে রেখেছেন।

রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শ্রীসুকুমার মল্লিক রাজ্যের মুখ্যসচিব হবেন কিনা সেই প্রশ্নটি এখনও অনিশ্চিত থেকে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমল্লিকের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাঁকে মুখ্যসচিব করার নির্দেশ দিলেও রাজ্যপাল তাঁকে মুখ্যসচিব করতে নারাজ। এই নিয়ে এক অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

—•—

NOTICE

It is hereby infomed to all the members creditors and debtors of the Society that the statory audit for the year 1958—69 of Hura Lat sized Co-op. Agril. Marketing Society, Hura, been taken up by the undersigned as per order of the A. R. C. S. Purulia, on and from the 29.

The members, creditors and debtors are reque to get their respective accounts verified duri the audit, failing which the accounts as furnish by the Society will be deemed to be final.

S/d S. K. Sarkar
Audit officer
Purulia.
C/o. A. R. C. S. Office, Purulia

স্থানীয় সংবাদ

সি-পি-এমের জনসভা

গত ১১ই এপ্রিল তারিখে স্থানীয় বাস মহরানে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। এই জনসভায় যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় "কেন এই পদত্যাগ" বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ দেন। এই সভায় বাংলা কংগ্রেসের শান্তি কৌশের কর্মাধিনায়ক শ্রীবিভাস মিত্র, মিনিষ্টার এস, এম, সি দেনা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, সি-এম-পি নেতা শ্রীবিজয় বসু প্রমুখেরা ভাষণ দেন। এই সভায় শ্রীশশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

নববর্ষের অনুষ্ঠান

মন্ডিহার বি, এক, ক্লাবের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় নববর্ষের দিন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। ক্লাবের শিশু ও কিশোর সভ্যদের বিবিধ প্রকার ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, খেলাধূলা প্রভৃতি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রদর্শন করে। কিশোরদের কবির লড়াই অনুষ্ঠানটিও বিশেষ উপভোগ্য হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলাশাসক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীমতী গীতা চৌধুরী পুরস্কার বিতরণ করেন। ক্লাবের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলা, ব্যায়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শান্তময়ী বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৮ই এপ্রিল তারিখে শান্তময়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ডি আই অফ স্কুলস শ্রী এস, এম, রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস শ্রীমতী লীলা রায় সভানেত্রীত্ব করেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীমতী লীলা রায় ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে ছাত্রীরা সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি সহ বিচিত্রানুষ্ঠান করে। বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী অনরাজিতা গঙ্গোপাধ্যায় সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

লেনিন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

পুরুলিয়া লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল তিনদিনব্যাপী লেনিন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনাচক্র, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস

গত ৭ই এপ্রিল তারিখে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পুরুলিয়া জেলা পরিষদের এ্যাডমিনি ট্রেটর শ্রীমঙ্গলেশ মাইতি সভাপতিত্ব করেন এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ যামিনীভূষণ মুখোপাধ্যায় "প্রথম অবস্থায় ক্যান্সার রোগ ধরা পড়লে জীবন রক্ষা সম্ভব" এই আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করে ভাষণ দেন। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনিল চন্দ্র পান, ডাঃ প্রভাত মল্লিক, ডি, এম, ও ও ডঃ এস, এম, মুখার্জী প্রমুখেরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

হাতোয়ারা গো-বৎস ও মুরগী প্রদর্শনী

গত ৭ই এপ্রিল হাতোয়ারা গো-প্রজনন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বৈজ্ঞানিক প্রথায় জাত গো-বৎস ও তৎসহ উন্নত জাত মুরগী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পশু চিকিৎসা বিভাগের অধীক্ষক শ্রীরঞ্জন কুমার চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মনকুমা শাসক শ্রীসাহু, এস, মহাকুমা জেলা শাসকের আধিকারিক শ্রীসুব্রত গুপ্তী, পশুপালন বিভাগের অধীক্ষক শ্রী আর, কে, সেন প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

—•—

বিশ্ব সংবাদ
এ্যাপোলো-১৩ এর ব্যর্থ চন্দ্রাভিযান
সফল ও নিখুঁতভাবে প্রত্যাবর্তন

মানুষের তৃতীয় চন্দ্র অভিযান মারাত্মক দুর্ঘটনার পর বাতিল হয়েছে। এ্যাপোলো—১৩ নামে বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও ১১ই এপ্রিল নির্দ্ধারিত দিনে ও সময় আমেরিকার কেপ কেনেডী থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই চন্দ্র যানটি মহাবেগে পৃথিবীর অভিকর্ষ ছিন্ন করে চন্দ্রের অভিমুখে পাড়ি দেবার সময় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৫০০ মাইল এবং চাঁদ থেকে ৩৩ হাজার ৮৬৯ মাইল দূরে পৌঁছানোর সময় প্রথম যান্ত্রিক গোলযোগ সুরু হয়। প্রকাশ মহাকাশে একটি উল্কা পিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে এই অ্যাপোলো—১৩ র কয়েক টন ওজনের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় ও অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গিয়ে অক্সিজেন বের হয়ে যেতে থাকে। এই দুর্ঘটনাজনিত সংবাদ পাবার পর চন্দ্র অভিযান পরিত্যক্ত হয় এবং এ্যাপোলো—১৩ এর অভিযাত্রীদের চাঁদে অবতরণের পরিবর্তে চাঁদকে পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে আসার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তবে আপোলোর অভিযাত্রীরা চাঁদে না নামলেও চন্দ্র পরিক্রমা কালে তাঁদের চন্দ্রযান থেকে কয়েক টন ওজনের কিছু অংশ সজোরে চাঁদের বুকে নিক্ষেপ করেন। এই ভারী পদার্থটি চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ার পর সাড়ে তিন ঘন্টারও অধিককাল ব্যাপী কম্পন হয় এবং আপোলো—১২ এর অভিযাত্রীরা চাঁদে যে সব যন্ত্রপাতি রেখে আসেন তাকে এই কম্পন ধরা পড়ে ও বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীতে ঘোষিত হয়।

তিনজন মহাকাশ যাত্রী লোভেল, হেন ও সোয়াইগার্ট ঘোর সংকটের মুখেও পূর্ণ আস্থা ও সাহসিকতার সঙ্গে মূল মহাকাশযান অভিমুখে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে মহাকাশ যানটিকে চালিত করেন। এরিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত; ছিদ্র থেকে অক্সিজেন নির্গত হওয়ায় অক্সিজেনের অভাব ও কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসের প্রাবল্য এই মহাকাশচারীদের পক্ষে জীবন মরণ সমস্যা হয় দেখা দেয়। আবার এক নতুন উদ্ভব গর্ব সৃষ্টি হয়। মহাকাশ যানটি পৃথিবীর দিকে ফেরার সময় নির্দ্ধারিত কক্ষপথের বাইরে চলে যায়—যার ফলে এই যানটির পক্ষে কোনদিন পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু মহাকাশযাত্রীরা এই নূতন মহা বিপদের মুখেও ধৈর্য্যের সঙ্গে মূল মহাকাশ যানটিকে রকেট নিম্নে ধরণ করার সাহায্যে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম হন। তারপর তাঁরা চন্দ্রের অভিকর্ষ ছাড়িয়ে তীব্র গতিতে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে থাকেন।

মহাকাশযাত্রীরা গত ১৭ই এপ্রিল রাত্রি ১১টা ৩৭ মিনিটের সময় প্রশান্ত মহাসাগরে নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে একেবারে নিখুঁতভাবে পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাঁদের উদ্ধার কার্যের জন্য পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা ব্যাপক রাখা হয়েছিল। তাঁদের মহাকাশ যাত্রার এই সফট সারা বিশ্বে এক প্রবল আলোড়ন ও গভীর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁদের মঙ্গল প্রত্যাবর্তনে সকলেই গভীর স্বস্তি বোধ করে।

—•—

ইতালীতে পাক রাষ্ট্রদূত গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক চোর ইতাল চানানের অন্যতম প্রধান পান্ডা হওয়ার অভিযোগে গত ১৪ই এপ্রিল, পাক রাষ্ট্রদূত শ্রিজ তাকত-মল-তাঁদিকে ইতালীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে রোমের কুইন অব হেভেন কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। একই কারণে মুলন আর্জান মহিলা ও একজন ইতালীয় কর্মচারিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

—•—

Regd No C—4290
Phone No.—175

C. R. No.—253

রাষ্ট্রপতি শাসনে আইন-শৃঙ্খলা

খোদার ওপর খোদকারী:

রবিবার ১২ই এপ্রিল, বেলা ১১টায় কোলকাতার নাবকেল-ডাঙ্গা নর্থ রোড এবং নীতলাতলা লেনের সংযোগস্থলে মোতায়েন পুলিশ পিকেটের ওপর একদল যুবক পাইপগান থেকে গুলি চালায়। বোমাও ব্যবহার করা হয়। পরে কয়েকটি বোমাসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সমনের শমন:

১৩ই এপ্রিল, একজন হাবিলদার একজন কনষ্টবলকে নিয়ে সমন জারী করতে গিয়েছিল মালদার সীমান্তবর্তী গ্রাম দাঙ্গাপাড়ে। তারা আর ফেরে নি। হাবিলদারটিকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং কনষ্টবলটিকে গুম্ করা হয়েছে।

শান্তি থেকে সংগ্রাম :

রবিবার ১২ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় শান্তি বৈঠকে কংগ্রেস সি. পি. এম. সংঘর্ষ বেধে যায়। এঁরা বাড়ী তছনছ হয়ে যায় এবং কংগ্রেস সমর্থক বলে কথিত চার ভাই আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হয়। অপর দুটী নিখোঁজ ছিল। পরে বাজার হাট পুলিশ জগতপুর কলোনী থেকে তাদের উদ্ধার করে এবং আগে থেকে অনেকগুলি অভিযোগ থাকায় তাদের এক-জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

মাটির জন্যে মাটি :

২রা এপ্রিল তুফানগঞ্জে জমির দখল নিয়ে দুটী অরাজনৈতিক দলে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ২ জন সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে। পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

❖ ❖ ❖ ❖

১৫ই এপ্রিল ধনিয়াখালির হাজিপুরে জমির দখল নিয়ে সি. পি. এম. সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ৬ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। ধনিয়াখালি থেকে পাঠানো পুলিশদলকে সশস্ত্র সাঁওতালেরা ৫ ঘণ্টা ঘেরাও করেরাখে। পরে চুঁচুড়া থেকে পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাদের মুক্ত করে। ১ জন মহিলাসহ ২৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

—•—

ঋষি নিবারণ চন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান

১২ই বৈশাখের পুণ্য দিবসের উদাত্ত বাণী

১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পুণ্য আবির্ভাব দিবস। ঋষির ত্যাগ ও তপস্যা, সাধনা ও কর্ম্ম এবং সংগ্রামপুত একটি পবিত্র আদর্শ দেশবাসীর সামনে সমুজ্জল হয়ে রয়েছে।

দেশের জনজীবন ও সমাজব্যবস্থাকে সমুন্নত করার জন্য যে বিশাল কর্ম্মীবাহিনী প্রয়োজন সেই কর্ম্মীদের ঋষির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে—ত্যাগ ও সাধনায় দীক্ষা নিতে হবে। ঋষির পবিত্র জন্ম দিবস অনুষ্ঠানের সূত্রে আমরা যেন এই কর্ত্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হই। ১২ই বৈশাখে তাঁর জয়ন্তী অনুষ্ঠান অন্তরের নিষ্ঠায় উদযাপিত হোক।

শিল্পাশ্রমের অনুষ্ঠান

১২ই বৈশাখ বৈকাল ৬-৩০ টায় শিল্পাশ্রমে জয়ন্তী অনুষ্ঠান সভায় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবন ও কর্ম্মের আলোচনা হবে। সকলকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অনুরোধ করি।

পুরুলিয়া,
৮ই বৈশাখ, ১৩৭৭

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা,
লোক সেবক সংঘ

Tender Notice

[illegible] সেন রোডের মেরামতী কাজের জন্য [illegible] ডাকা হয়েছে। [illegible] পুরুলিয়া জিলা পরিষদ অফিস থেকে [illegible] খোঁজ করলে [illegible] পাওয়া যাবিলের শেষ তারিখ ৭ই মে, ১৯৭০।

এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জিলা পরিষদ,
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে [illegible] সালের কলিকাতা হ্যাকনী ক্যারেজ আইনের ৭১ ধারার (১) [illegible] ধারা (১৯১৯ সালের বঙ্গীয় আইন ১) বলে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা মধ্যে রিক্সা চালানর জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে মনস্থ করা হইয়াছে ও তাহা অনুমোদনের জন্য সরকারে পাঠান হইতেছে।

ইচ্ছা করিলে যে কেহ ইহার মূল খসড়াটী অফিস বেলা থাকাকালীন মিউনিসিপ্যাল অফিসে অফ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে আসিয়া দেখিতে পারিবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া।
তাং ৭।৪।৭০

দিলীপ রায় চৌধুরী
প্রশাসক
পুরুলিয়া পৌরসভা

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

শ্যামহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

সোমবার, ২৭শে এপ্রিল '৭০
১৩ই বৈশাখ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১০ পয়সা



জন্ম—১২ই বৈশাখ, ১২৮৩

রাজ্যপালের নিকট সংঘ সচিবের স্মারকলিপি

জেলার গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি ও অনাহার মৃত্যুর তথ্য অবিলম্বে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে জরুরী ত্রাণ ব্যবস্থা চাই

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীমতী রমা ঘোষ রাজ্যপাল শ্রীহরি মঙ্গল ধাণ্ডারের নিকট পুরুলিয়া জেলার গুরুতর খাদ্য সঙ্কট ও অনাহার মৃত্যু সম্পর্কিত এক স্মারক লিপিতে এই বিষয়ে রাজ্যপালের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে—এই বৎসর পুরুলিয়া জেলায় নিম্নাঞ্চল খরার ফলে গড়ে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ ফসল হয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ৩০ থেকে ২০ ভাগ মাত্র ফসল হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শতকের পূর্বে এই তথ্য সরকারীভাবে তদন্তাদির পর পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়।

কোনও ত্রাণ কার্য্যের ব্যবস্থা নেই

এমন কি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও জেলার সর্ব্বাঞ্চীন দারিদ্র্যের বিষয় আলোচনা করে এই অনটনের সময় বিভু না কিছু টেষ্ট রিলীফের কার্য্য শুরু হয়ে থাকে; কিন্তু এই বৎসর দারুণ খরা সঙ্কট এবং দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও কোনও প্রকার ত্রাণকার্য্যের কোনও ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নি এবং তার পরিণামও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কাজের সন্ধানে জেলার লোক দেশান্তরী

গত দু মাস ধরে জেলার দুঃস্থ নরনারী—বিশেষ করে ভূমিহীন ক্ষেত মজুর ও দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়—জেলায় দারুণ অন্নকষ্ট এবং কাজের অভাবের জন্য মরিয়া হয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং ঘোট ঘাট নিয়ে কাজের ও ভীকার সন্ধানে জেলা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু কোথাও কোনও কাজের সুবিধা করতে না পেরে অধিকাংশকেই আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে হয়।

অবাধ চাল পাচার ও মূল্য বৃদ্ধি

জেলার সর্ব্বত্র চালের দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ প্রকাশ্যে বিহারের শিল্পাঞ্চলগুলিতে অবাধে চাল পাচার চলছে। ফলে চাল আরও দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। জেলার সাধারণ লোকের ক্রয় শক্তি পুরই কম হওয়ায় এরূপ চাল পাচার ও মূল্য বৃদ্ধি গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিদারুণ জলকষ্ট

পানীয় জল ও সেচ উভয় প্রয়োজনেই জেলার জলকষ্ট আরও তীব্র হওয়ায় জেলার লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। গত ১৯৬৯ সালে প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ট্যাক প্রভৃতি যোগে পানীয় জল সরবরাহ ও পুষ্করিণী বা নদীগর্ভে দ্যাঁড় খুঁড়া করে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

পশুখাদ্যও বিশেষ সমস্যা

অন্ন কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে পশু খাদ্যেরও দারুণ অভাবের জন্য এক বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

চুরি-ডাকাতির হিড়িক

দারুণ অন্নকষ্ট ও অভাবের জন্য জেলার সর্ব্বত্র চুরি ডাকাতির দারুণ হিড়িক পড়ে গেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনাহার মৃত্যুর ভয়াবহ সংবাদ

এই নিরাশ পরিস্থিতিতে জেলায় ইতিমধ্যে অনাহার মৃত্যু ঘটতে সুরু হয়েছে এবং জয়পুর থানার গড়জয়পুর গ্রামে শ্রীমতী নিশি মুদী (৫৩) এবং তার স্বামী শ্রীকালি মুদী এবং শ্রীমতী বাবু বাগদি (১৫) এই তিন জনের গত ২৯শে মার্চ্চ থেকে এই এপ্রিলের মধ্যে অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। জেলার অবস্থার গুরুত্ব এই সব অনাহার মৃত্যুর ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে।

লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারক্লিষ্ট

এই জেলার লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করছে—আর অসংখ্য নরনারী অনাহার ও কর্দ্দহীন অবস্থায় দুঃসহ খাদ্য কষ্টের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং এই আর্ত্ত জনদেবার জন্যে অবিলম্বে ও ব্যাপক হারে ত্রাণ কার্য্যাদি সুরুয়োজন।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাধারা

১. টেষ্ট রিলিফ (টি, আর,)—ব্যাপকহারে অর্থাৎ প্রতি অঞ্চলে অন্ততঃ ৪ টি মাসের ভিত্তিতে টেষ্ট রিলিফ কার্য্য সুরু করা দরকার এবং প্রত্যেক মাসের জন্য ৫০০০, টাকার ভিত্তিতে প্রায় ২০০ অঞ্চলের জন্য আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

২। খয়রাতী সাহায্য (জি-আর)—এই জেলার জন সংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ জনের ভিত্তিতে আগামী ছয় মাসের জন্য খয়রাতী সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন হবে এবং এই বাবদে মোট ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

৩। স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন আহার—এই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৫০-৪০ সংখ্যা প্রবল ছাত্রদের জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করতে হবে।

৪। ব্যাপক ঋণদান ব্যবস্থা—জেলার দুঃস্থ কৃষক ও বৃত্তি জীবিদের উদারভাবে বলদ খরিদ ঋণ, গ্রুপ লোন; সার ঋণ; শিল্প ঋণ প্রভৃতি ঋণ ব্যাপকভাবে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। অন্যান্য বিভাগীয় কার্য্য—ব্যাপকভাবে কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে কৃষি; শিল্প, সেচ, পূর্ত্ত বন প্রভৃতি দপ্তরের বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ এই সময় সুরু করে বহু লোক কাজ পাবে এবং টেষ্ট রিলিফের বিড়ম্বনাকে গণ্য করতে পারে। সুতরাং সাম্প্রিষ্ট দপ্তরগুলিকে অবিলম্বে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬। রেশন সরবরাহ—সংশোধিত রেশন লোকানগুলির মাধ্যমে প্রত্যেক কার্ড হোল্ডারকে রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। রাজস্ব আদায়—দুঃস্থ অঞ্চলে খাজনা প্রভৃতি আদায় এই বৎসর স্থগিত অথবা মকুব করতে হবে।

৮। চোরাই চালান বন্ধ—ধান চাল পাচারের যে কাজ অব্যাহত গতিতে চলছে—অবিলম্বে তা বন্ধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। চুরি-ডাকাতি বন্ধ—চুরি ডাকাতি বন্ধের জন্য উপযুক্ত পাহারা ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জেলার অত্যন্তীন গুরুত্বর পরিস্থিতির তুলনায় এখানে সন্নিবিষ্ট যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তারই উল্লেখ করা হোল।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

বারোই বৈশাখের যাত্রাপথে

হে ঋষি! প্রগতির পাদপীঠ থেকে আজ তোমার সেদিনকার জীবন পথের দিকে তাকিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ছে। সেদিন তোমার জীবন পথে ছেঁড়া নিমে নিয়েই কর্ম্ম আত্মনিয়োগ ক'রে থাকো তোমরা কিন্তু আজকের দিনের প্রগতির দাবিদাওয়া থেকে সেদিন বঞ্চিত ছিলে। সেদিন তোমাদের মত লাবকদের নিধি দেখে, তপস্যা দেখে, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ত্যাগের আহুতি দেখে,—সেদিনকার মানুষ তোমার পায়ে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করেছিল। কিন্তু আজকের প্রগতি-ধন্য মানুষ তোমাদের দেখে হাসছে। তোমরা অবুঝের মত আত্মত্যাগ করেছ—অপরের সেবা করবার নেশায় নিজের কড়ি বুঝে নেবার চেষ্টা না ক'রে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারো নি; মানুষের জন্য দুঃখবরণ ক'রে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে বিবেক-বিবেচকের কাছে অপরাধী হয়েছে।

ঐ দেখো আমাদের প্রগতি সম্পন্ন নেতৃবৃন্দ গৌরবের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে কেবলই হাসছেন! আর স্টেজ বক্তৃতা মঞ্চ থেকে তাঁরা আবোকোন্নতিত নব যুগের কত বাণী বর্ষণ করছেন! এঁদের এটুকু বিবেচনা করার শক্তি আছে যে, যা মুখে বলা যায়—তা কাজে করা যায় না। তবে ওঁরা জানেন যে, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আদর্শবাদ, মতবাদের ঝাঁই ছড়িয়ে দিতে পারলে—তা উক্ত কতকটালির সঙ্গে কুড়িয়ে নেবার জন্য অগণিত গুরগ্রাহী আছেন। তোমাদের মত নেতৃকুলের চেয়ে এঁদের সংসার বুদ্ধি অনেক,—কারণ এঁরা জানেন, ভক্ত বেসরবান বাণী দিয়ে যদি মানুষের হৃদয় কিনে নিতে পারা যায় তাহলে ঐ বেচারা মানুষগুলোকে আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজেরাই বা কষ্ট কেন পাই আর ওদেরই বা এত কষ্ট দিই কেন? লক্ষ্য যখন গণতন্ত্র—এবং সেই গণশক্তিই যখন অনায়াসে বাঞ্ছিতা কণায় বা অপর হৃদয়গ্রাহী ছলায় একটা লক্ষ্যে ছুটবলের বেগে পরিচালিত হ'তে পারে—তখন এর চেয়ে গণতান্ত্রিক ভরসা আর আমাদের প্রগতিবাদের কাছে কী হ'তে পারে?

প্রগতির এবং জনজীবনের এই লক্ষ্য নিয়ে আজ আমাদের প্রগতিশীল নেতৃত্ব এগিয়ে চলছে। এদের নেতৃত্বের মহিমা দেবার জন্য প্রয়োজন হয়—পরের, পরাধীনতার হয় শাসন ক্ষমতার,—প্রয়োজন হয় বিবিধ বৈভবের। নেতৃত্বে হাঁ ধরাবার জন্য এদের বৈভব চাই তো!

কিন্তু তোমার যাত্রা ছিল নয়পথে—বৈভবহীন আসনহীন জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে। তোমার নেতৃত্ব ছিল মরুভূমির ভেতর দিয়ে। ভক্ত-জনের পাশে পাশে। জীর্ণ কুটির সারির আঙিনার ধারে ধারে। তোমাকে অনুসরণ করার জন্য ডাক দাওনি কাউকে। জীবনের নতুন সন্ধানকে পেতে চেয়েছ সাধনায়। যার মধ্যে মানবাত্মার বাণী ওঠে জেগে সে না ডাকলেও মানুষ অনুসরণ করে তাকে—আপন তাগিদে। আপন বিনয়ে নেতৃত্বের আসন থেকে সে পালিয়ে যেতে চাইলেও- মানুষ ছাড়ে না তাকে; তাকে অনুসরণ করে ধরে ধরে। তোমার ছিল সেই জাতের নেতৃত্ব!

নেতৃত্বের বুটকেই থেকে আজ তোমার জাতের আর আমাদের জাতের মধ্যে হিসাব নেবার দিন এসেছে। আমাদের যে নেতাদের এই দেখলুম বৈভবের বিরাট আসনে আসীন হ'য়ে অগণিত গুনমুগ্ধ মানুষের কাঁধে বাহিত হয়ে চলেছেন তাকে আবার পরক্ষণেই যখন দেখলাম—বৈভবের আসন থেকে বঞ্চিত হয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন,—সেই মুহূর্তে আর অনুসরণকারীরা নেই! হয়তো বা কারো পিছনে লোক তখনো সেগে আছে—আবার আসন ফিরে আনবার আহ্বানে। আশা যখন একেবারেই শেষ হবে—তখন তাঁরাও যাবে সরে গড়বার দলে ভিড় জমাবে।

এক যখন নাটকীয় ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছে উত্থান পতনের মধ্যে —তখনো দেখছি বিরাম বিহীন চলছে তুমি নয়নদে বৈভবহীন, আসন হীন ধুলিময় জনপদের মধ্যে। রুদ্র বৈশাখের বহ্নি বর্ষিত হচ্ছে মাথার ওপর—বরে যাচ্ছে বৈশাখের নতুন জীবন পথের শাঁখ। পায়ে তোমার ধুলো। সেখানে নেই কোন আসনের অলঙ্কার চিহ্ন। কিন্তু তোমার সেই ধুলিময় পায়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখছি—একটি মহান চিহ্ন—যুগযুগান্তরের প্রণাম।

যে মহান চরণ খেয়ে গিয়েও আজও চলার পথে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে বিরাম্বহীন—আজ মহান ১২ই বৈশাখে সেই মহান চরণের প্রতি সকল যুগের সঙ্গে বইল আমাদেরও প্রণাম।

—•—•—

গীতার বরপুত্র।

—৺ঘোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

ছুঁয়েতে যিনি উদ্বেগহীন
অঙ্কেতে বিশ্বতপুত্র –
বিনসে অটল ধৈর্য্য যাঁহার
বৈভবহীন গৃহ,
মুক্ত আত্মা কক্ষ কারায়,
বাঁধা যিনি প্রীতিডোরে,
দহীচির তাগে জাগালেন যিনি,
ছিল যারা ঘুমঘোরে।
নিত্যমত্তী, সংসারতাপী,
ক্ষমাস্তব্ধ চক্ষে
আর্ত্ত-আতুরে বিলাইলা প্রেম,
চাঁনিয়া নিলেন বক্ষে,
স্থিতধী কাজ, নৈর্ম্মম্য, শান্ত,
গীতার মূর্ত্তরূপ—
প্রণমি তোমারে ঋষি নিবারণ
মানুষ-মন-ভূপ!

১২ই বৈশাখ ১৩৭০

[৺ঘোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কবিতার খাতা থেকে নির্ব্বাচিত]

—•—

দুর্ভিক্ষের হাহাকার

গত ১৩৬৭ সালের খরাজনিত দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ১৩৭০ সালে পুরুলিয়া জেলার আকাশে আবার ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে ঘরে আ ভাণ্ডার শূন্য—অন্ন নেই, জল নেই, কাজ নেই, জীবিকা নেই তাই অ গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হাহাকার। বিধাতার অভিশাপ বাঁচিয়ে সামা যে দু চার মণ ধান ঘরে এসেছিল—তাও মহাজনের দেনা পরিশোধ ও অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজনে মাঘ ফাল্গুনের মধ্যেই নিঃশেষ হওয়া ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের সঙ্গে, খরবিত্ত চাষীরাও মাঘাবরের মত জীবিকার সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে অনটন ও হাহাকার।

দীর্ঘকাল অনশন অর্দ্ধাশনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অনাহার মৃত্যু সুরু হয়েছে। অন্নপুরে তিনটি প্রাণহানী ঘটার পর পুরুলিয়া বাঁধাবের অনাহার মৃত্যুর খবর জানা গেছে। এছাড়া লোক চক্ষুর অন্তরাল আরও কত জীবন হানী ঘটছে বা ঘটে চলেছে—তার এখন হিসাব নিকা কে রাখে? জেলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন যেখা জড়িত সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র একত্রম নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত রূপ ধারণ করা আছে। সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মত সামান্য দ্রাসসারা সাহায্য বিতরণে আশা ও আশ্বাস দিয়ে সরকারী কর্ত্তারা সমাধা করা হচ্ছে। আর গীড়িত মানবাত্মার জন্য ঔষধিপত্রি হৃদয় রাজ্যপাল মহং রাজকর্মে এবা বিরত ও বিচ্যুতির হয়ে আছেন যে এই জেলার লক্ষ লক্ষ দুর্গত, অনাহারি-ক্লিষ্ট ও মংশোদ্বুখ নরনারীর কথা চিন্তা করবার আর সময়ই পাচ্ছেন না। কিন্তু রাজ্যপালের খেয়ালখুশী বা মর্জ্জির অপেক্ষায় অনাহারক্লিষ্টদের দুর্গ ও অভাব ঘুচবে না।

পুরুলিয়ার বাস্তব পরিস্থিতির সম্যক পর্য্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রম প্রয়োজন উপলব্ধি করে অবিলম্বে সরকারী যন্ত্রকে তাগকার্য্যে নামাতে হবে। ইতিমধ্যেই বহু বিলম্ব ঘটে গেছে এবং সরকারী যন্ত্রকে চালু করতে স্বাভাবিক ধারায় কিছু সময় যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনযন্ত্র এখনও ঘ এই দুর্ভিক্ষকালীন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে গড়িমসি করে— তবে জেলার জীবনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দেবে - তাতে রাষ্ট্রপতি এই শাসনব্যবস্থা চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে থাকবে।

অ.চ.

—•—•—

রাস ময়দানে বাংলা কংগ্রেসের জনসভা

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ভাষণ

গত ১২ই এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া রাস ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পুরুলিয়া আগমনের সূত্র বাংলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক জনসভা আহুত হয়। এই সভায় বাংলা কংগ্রেসের শান্তি ফৌজের সর্দ্দারদিয়ার শ্রীহরিদাস মিত্র, সহকর্মী সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এবং প্রজা সোস্যা লিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান শ্রীবিশ্বনাথ বসু এই সভায় ভাষণ দেন। শ্রীবিশ্বনাথ কুমার বন্দোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এই সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। সাঙ্গা, কাশীপুর, অরুপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও ট্রাকযোগে সভার জন্য লোকজন আনানো হয়। সভায় চারাও পুলিশী ব্যবস্থাও ছিল।

এই সভায় প্রথম বক্তাদেন শ্রীহরিদাস মিত্র এই সভা আহ্বান ও বাংলা কংগ্রেসের প্রচার অভিযানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। কোনেকের সংঘ সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন যে শ্রীহরিদাস মিত্র বলেন যে লোকসেবক সংঘ নিজেদের গান্ধীবাদী দল বলে জাহির করেন—কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এই সাম্প্রতিক বিরোধে বাংলা কংগ্রেস প্রমুখ দলগুলিকে সমর্থন না করে—তাঁরা সি-পি-এমের লেজুড় বৃত্তি করছেন। এঁদের যে কি গান্ধীবাদ—সেটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট এস-এস-পি নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র তাঁর ভাষণে বলেন যে—ইতিপূর্ব্বে লোকসেবক সংঘের নেতা শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তের সমর্থনে নির্ব্বাচনী প্রচারে এই রাস ময়দানে জনসভায় ভাষণ দিয়েছি এবং আজ আবার ভাষণ দিতে এসেছি। তখন লোকসেবক সংঘ সম্পর্কে যে ধারণা ও যে আশা আমরা করেছিলাম তাতে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হয়েছে।

শ্রীমৈত্র পুরু লয়া জেলার সমস্যা ও শিল্প সম্ভাবনা বি বিষয়ও আলোচনা করেন। সি-পি-এমের আক্রামনী কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনাও করেন।

পি-এস-পির চেয়ারম্যান শ্রীবিশ্বনাথ বসু তাঁর ভাষণ বলেন :— লোকসেবক সংঘে একটি গান্ধীবাদী দল এবং তাঁরা পুরুলিয়া জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাঁদের এক ভূমিকা আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। লোকসেবক সংঘের কাছে আমরা অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে। তাঁরা আজীবন অনেক সংগ্রাম করেছেন এবং করছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে আমরা সংঘের সচিব অরুণবাবু ও মন্ত্রী বিভূতিবাবুর কাছে অনেকবার গেছি – অনেক অনুরোধ করেছি—কিন্তু সাড়া পাইনি। আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে। আমাদের এখনও বিশ্বাস আছে যে লোকসেবক সংঘ পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং তাঁদের উচিৎ ভূমিকা অবলম্বন করবেন।

শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ ভাষণে নিখাদী বিপ্লবের থেকে সুরু করে আগষ্ট আন্দোলন পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসের অবতারণা করে—ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও দীর্ঘ বিশ বৎসর ব্যাপী কংগ্রেসী শাসন এবং ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট শাসনের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে বিপ্লবী বিদ্রোহ, বিপ্লব আন্দোলনের অগ্নিযুগ, অসহযোগ, আইন অমান্য ও আগষ্ট আন্দোলন কেন্দ্রীক গান্ধী যুগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ অভিযানের সম্মিলিত ফল হোল ভারতের স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা লাভ করার পর কংগ্রেস থেকে সার্থক নেতৃত্ব দিতে পারে নি—দেশ ব্যাপী শাসনের নামে অরাজক, অবিচার ও দুর্নীতির স্রোত বইয়ে দিয়েছিল বলেই আজ কংগ্রেসের এই অধঃপতন ও দুরবস্থা।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে তাঁর পদত্যাগের নিষ্ঠার সম্পর্কে বলেন যে সেই নয় মাসের যুক্তফ্রন্ট আমলের সুখের দিনে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা বেশকে তলাতলে নিয়ে যাচ্ছিল, বহু অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলছিল এবং কি ঘরাই দপ্তর তাঁর (বুধ মন্ত্রী) হাতে থাকলেও নি-পি-এমের মর্জ্জিমত কোনও ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তিনি বহু বিরোতে পিরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও খরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীযশবন্ত সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিষ্ণু করে বলেন যে—"আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মুখ্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের—সুতরাং পুলিশ বা মিলিটারী দিয়ে যেভাবে হোক পশ্চিমবঙ্গকে কম্যুনিষ্টদের গ্রাস থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনাদের মাতৃবিন সময় দিচ্ছি—তার মধ্যে যা ব্যবস্থা করার করুন তাবৎ ২রা অক্টোবর (১৯৬৭) আমি পদত্যাগ করবোই।" এর পর কি কি পরিস্থিতিতে ঘোনরা অক্টোবর তাঁর আর পদত্যাগ করা হোল না, সেই কাহিনী বিষ্ণু তবেন।

শ্রীমুখার্জী বলেন তারপর ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্জ্জাচনের পর বিপুলতর সংখ্যা গরিষ্ঠতায় যুক্তফ্রন্ট নির্জ্জাচিত হবার পর ফ্রন্টের মুরুব্বান দল রূপে সি-পি-এম মুখ্যমন্ত্রীত্বের দাবী করে—কিন্তু বাংলা কংগ্রেস এ বিষয়ে বিমতপোষ থাকলেও ফ্রন্টে অন্যান্য ও বকেরা জোটি বন্ধুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে কোনও মতে রাজী হয় না। মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিয়ে এইভাবে অশোভন টানা-হাঁচড়া চলতে থাকায় দেশের লোক যখন বিশেষ বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তখন সি-পি-এম নেতা জ্যোতি বসু একদিন সহসাসনে অজয়বাবুর ঘরে এসে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হবার অনুরোধ জানালেন। অজয়বাবু যখন রাজী প্রস্তাবে জ্যোতিবাবুকেই মুখ্যমন্ত্রী হবার অনুরোধ করলেন, জ্যোতিবাবু তাঁকে চুপের সঙ্গে জানালেন যে সি-পি এম ছাড়া যুক্তফ্রন্টের অন্য কোনও দলিক দল তাঁর (জ্যোতিবাবুর) মুখ্যমন্ত্রীত্বে রাজী নন। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতিবাবু ও তাঁর দলবল যে প্রচার করছেন যে জ্যোতিবাবু বহু করে অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছিলেন—তাতে অজয়বাবু রাগ করে জ্যোতি বাবুকে—"দয়ার অবতার শ্রীচৈতন্য দি সেকেণ্ড" আখ্যা দেন।

মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্টরা খরাষ্ট্র দপ্তর হাতে নিয়ে প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন এবং আইন ও শৃঙ্খলার মর্জ্জনাশ করেছেন এই অভিযোগের পুনরুক্তি করে অজয়বাবু বলেন যে অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করছেন যে এত বিলম্ব না করে আরও আগে তিনি পদত্যাগ করলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে অজয়বাবু বলেন যে তিনি পরীক্ষা করে দেখছিলেন যে অরাজ শক্তিরা কি করে?

সভায় দারুণ গোলমাল

এই সময়ে দূরে রাস্তা দিয়ে একদল লোক চীৎকার করে—"অজয় মুখার্জী ফিরে যাও" এই ধ্বনি দিয়ে যেতে থাকে। এর ফলে সভায় দারুণ হৈ চৈ ও বিশৃঙ্খলা ঘটে। সি-পি-এম সভা আক্রমণ করেছে এবং বোমা ছুঁড়েছে এই মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়ায় সভাস্থল ছেড়ে উর্দ্ধশ্বাসে লোক-জন ছুটে পালাতে থাকে। পুলিশ বাহিনী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে এবং এই সময় অজয়বাবু তাঁকে বক্তৃতা সুরু করে দর্শকদের তিরস্কার করে বলেন "আপনারা কাপুরুষের মত পালিয়ে যান বলেই ত কুকুর-গুলো মাথায় চড়ে বসে—এদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন না?" অজয়বাবু উত্তেজিতভাবে বলতে থাকেন—"এ মাতনামী করছে তাকে ঠাণ্ডা করে দোব। আমার লোক তৈরী আছে। এখানে কার সাহস আছে আসুক - তাকে টুঁটি চিপে ডাঙ্গা মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো। ইত্যাদি"।

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় এবং সে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলে জানতে পারে।

গোলমালের পরে

কয়েক মিনিট গোলমাল চলার পর আবার সভা সুরু হয়—তবে সভায়ন অনেক ফাঁকা হয়ে যায়। অজয়বাবু তাঁর ভাষণ আবার সুরু করে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা কিভাবে অমিত্রদের ও ধান লুঠ করতে থাকে তার

(শবাকী পৃষ্ঠায়)

০ যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(বিভূতি হালদার)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই রকম বেনামী জমি বের করে দখল করা, সরকারী জমির বন্টন, চা বাগানের বাড়তি জমি দখল ও বন্টন, ভূমিহীন কৃষক ও ছোট চাষীদের স্বার্থের দিক দিয়ে করবার পরিকল্পনা হয়েছিল। এই আইনগত যে সমস্ত খুঁটিনাটি অসুবিধা ও বাধা ছিল সেগুলি সবই যুক্তফ্রন্টে বিশদভাবে আলোচিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। এদিক দিয়ে কোন দিকে সংঘর্ষের কোন সম্ভব রেখা যায় নি।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সংঘর্ষ শুরু হোল— যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রবাদী বলগুলির পরস্পরের মধ্যে। ১৯৬৯ সনের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে শত শত লোক সমবেত অভিযান করে মাঝের ভেড়ী ও ভেড়ীর জমি দখল করতে থাকে। যদিও সেগুলি কোন না কোন সরিকী পার্টির কর্মীবৃন্দের নেতৃত্বেই ভেড়ী দখলের অভিযানে নেতা মানিক ও জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে পুলিসকে মানিকের স্বার্থে ব্যবস্থার করার কোন দায়িত্বভার ছিল না বলে ভেড়ী দখল বা ভেড়ীর জমি দখল অবশ্যই হচ্ছিল। এটা নিয়ে তখনও কোন সরিকী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা যেত নি।

১৩ইমে ১৯৬৯ তারিখে উক্ত ব্লকে আসিপুর দুয়ারে সি, পি, এম, ও আর, এস, পি সমর্থকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। দুদিনে প্রায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয় এই সংঘর্ষে। আজও সাগান, সমস্ত বুক কিছুই বাকী ছিল না। আসীপুর দুয়ারের সংঘর্ষ নিয়ে সি, পি, এম ও আর, এস, পি নেতাদের মধ্যে তীব্র বাগবিতণ্ডা হয়। আর এস পি অভিযোগ করে আসিপুর দুয়ারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষপাতিত্ব আছে। এদিকে এস, এস পি নেতা অজ্ঞ ফাওয়াজিল বলেন যে সি পি এম কর্মীরা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। আসিপুর দুয়ারের ঘটনায় দুই মন্ত্রী আর এস পি নেতা শ্রীনরী ভট্টাচার্য ও সি পি এসের শ্রীবৈদ্যনাথ কোঙার সাবেকজনের জন্য করতে যান। এরা দুজনেই দুটি রিপোর্ট দেন—কিন্তু সেই রিপোর্ট দুটি পরস্পর বিরোধী ছিল।

সরিকী সংঘর্ষ খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা এই প্রসঙ্গে করছি না। তারা কোনখানে কতটা দোষী বা নির্দোষী তারও আলোচনা এখানে করবার দরকার নেই। কিন্তু জমি ভেড়ী প্রভৃতি দখলের প্রশ্নে সাধারণ মানুষ, ভোক্তাদের সঙ্গে সরবেত বা একতাবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মী সমর্থক বা পার্টির নেতৃত্ব সহীন জনসাধারণের মধ্যে বেশী হল না। কোথাও কোথাও দু একটা এরকম সংঘর্ষ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই জমি ভেড়ী দখল ও সঙ্গে সঙ্গে আর্থনীতিক নানা প্রশ্নে ফ্রন্টের সরিকে সরিকে ভাগাভাগি শুরু হয়ে যায়। এই জন্যই উনার অন্যান্য সংঘর্ষ নীতিক থাকলেও ক্ষেত্রে সরিকে সরিকে অথবা সরিক পার্টির নামে দুই দলে সংঘর্ষটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত সংঘর্ষ পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই এটা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হানাহানি, খুন, লুটপাট, আগুন দিয়ে ঘর জ্বালানো, এবং আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু হতে থাকে। কিন্তু সবই হতে থাকে কোন না কোন সরিক পার্টির নামে। অনেক লোকই ওতাহত হয় বেনীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ চাষী মজুর। তবে তাদের কোন না কোন পার্টির সমর্থকত্বে হানী করা হয়। অনেক সময় সংঘর্ষে হত লোককে নিয়ে কোন পার্টি লোক হাজার করতে থাকে।

সি পি এম এর সঙ্গে প্রায় বেনীর ভাগ পার্টিরই বৈরথ সংঘর্ষের অভিযোগ উঠতে থাকে। অবশ্যই ফ্রন্টের সরিক অন্য কয়েকটি দলের মধ্যেও যে সংঘর্ষ হয় নি তা নয়—তবে সাধারণতঃ ফ্রন্টের কয়েকটি সরিকদল এই অভিযোগ করতে থাকে যে—সি পি এম এর হাতে পুলিশ ও প্রশাসন থাকাতে তারা তাদের স্বার্থে হামলাবাজী করছে এবং পুলিশ প্রশাসন ও সরকারী ক্ষমতা দলের স্বার্থে অপব্যবহার করছে। সি পি এম এর পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ ও প্রত্যাভিযোগও অনেক সরিকের নামে করা হতে থাকে। কিন্তু খুন জখম হানাহানি সংঘর্ষ চলতেই থাকে। রাজনৈতিক কর্মী বা সরিক পার্টিদের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়াও নিছক দুষ্কৃতিকারী মারামারি, বা কেত জমি নিয়ে ব্যক্তিগত সংঘর্ষের সরিকী পার্টি দেওয়া হতে থাকে।

এই সরিকী সংঘর্ষ শুধু জমি ভেড়ী নিয়ে চাষীতে চাষীতে চাষী জোতদারদের মধ্যেই আবদ্ধ রইলো না। বিশেষ করে আসন্ন কলকাখানি অঞ্চলে শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একটা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক নিল।

ফ্রন্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর যে আগরণ ও ভাষ্য হারীর অঙ্গ যে আন্দোলন যুক্তফ্রন্টের মিলিত নেতৃত্ব একটা বলিষ্ঠ রূপ নেবে বলে তা গিয়েছিল যেটা পশ্চিমী সংঘর্ষে বিরুদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিভেদের পথ করে চলতে হবে দিল। এই সরিকী সংঘর্ষে শ্রমিকই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মারা গেছে। এবং তাদের সংঘর্ষেই এরা মরেছে যাদের দিকে রক্ষিত শ্রমিক ও কৃষকেরা সহায়, ভরসা ও মুক্তির সংগ্রামী বলে বিশ্বাস ও নির্ভর করেছিল।

(ক্রমশঃ)

সংবাদপত্রের বিক্রীত বিকৃতি

উনবিংশ শতকে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম এবং রাজনিতির মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বাংলা দেশে নোনার জন্ম হয়েছিল। রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী, শ্রীরামপুর খৃষ্টান মিশনের সমাচার দর্পণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা, ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, কিম্বি সাহেবের গ্লেবেঙ্গল, বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নাম। বঙ্গদর্শনের নামক্রান্ত সাহিত্যের সম্পাদক বঙ্গদর্শনের সূচনা দিলেন। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তে মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশ পেত বঙ্গের কিছু দিনের মধ্যে সাংবাদিক। সম্বাদ কৌমুদী এবং সমাচার দর্পণ ছিল প্রধানতঃ সংবাদ দর্পনের মুখপাত্র। সংবাদ প্রভাকর ছিল অনেকখানি সংবাদপত্র লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকায় সাহিত্য রচনার শিক্ষানবিশী করেছিলেন এবং এই সূত্রে ঈশ্বর গুপ্তকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। গুপ্তের বিচিত্র প্রতিভার মূল্যায়ণও করেছেন বঙ্কিম। কিন্তু সেকেলে প্রায় বাঙ্গাত্মকতাই সংবাদপত্র। কিন্তু ইংরেজ সরকারের বক্র চক্ষু এড়িয়ে করে নির্ভীক নিরপেক্ষতার তীব্র শ্লেষেই পরিচালনা করেছেন। ইংরেজ সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের অপমানজনক বিধি নিষেধের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর কাগজ বন্ধ করে দেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার কৌমুদী' ছেড়ে রামমোহনের বিরোধী শিবাবে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদনা করেন এবং ঈশ্বর গুপ্তের কয়েক বছর আগেই বাংলা সাংবাদিকতার একটি মান প্রতিষ্ঠার সক্ষম হন। তবুও খাঁটি সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঈশ্বর গুপ্তের হাতেই। তখনকার দিনে ছিল না কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকতার প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না সরকারের।

সেই যুগে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদনা করেছেন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক 'সংবাদ প্রভাকর' এবং সিপাহী বিদ্রোহ ও সিখ যুদ্ধ। সংবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন তাঁর কাগজে। আবার অবলুপ্তির করে খুঁজে বের করেছেন প্রাচীন কবি আর কবিগানদের জীবন ও রচনা। কাজেই বলা যেতে পারে যে সাংবাদিকতার বহুমুখী ধারিত্ব পালন করে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার সাংবাদিকতার সূত্রপাতই শুধু করেন নি, তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথও তৈরী করেছেন নিজের হাতে।

যেখানে সংবাদ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না, দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্তের ছিল না কোন যোগাযোগ, পথ ঘাট যেটুকু ছিল তাতেও নির্ভরে যাতায়াতের উপায় ছিল না—সেই যুগে সংবাদ প্রভাকরের পাতায় পিখ যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহের খবরের যাথার্থ রক্ষা পেল কেমন করে—এ প্রশ্ন জাগবে স্বভাবতই। সংবাদের সত্যতা যে থাকবে সব সময়েই, এমন মনে করার হেতু নেই। হয়তো অনেক, গুজব ইত্যাদি

খবরের পোষাক পরে তখনও কখনও দেখা দিত, আবার খাঁটি খবরও প্রকাশ পেতো কখনও কখনও। তবুও প্রাচীন কবি ও কবিয়ালদের রচনা আর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করে তথানিষ্ঠা, ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং সাংবাদিক দায়িত্ববোধের যে পরিচয় ঈশ্বর গুপ্ত রেখেছেন আমাদের সামনে, তাকি জোরে মনে করা চলে, সংবাদ পরিবেশনের অনুরূপ ছিলেন না তিনি। যদি কিছু অনবর প্রকাশ পেয়ে থাকে সংবাদ প্রভাকরে, তবে সেই অসত্য যুগের অনিবার্য পরিণতি মেটা। সে অসম্পূর্ণতা যুগের, সাংবাদিকের নয়।

চান্দ্র গ্রহের পৃথিবীতে বসে মাথা আজ মধ্যযুগের এক অর্দ্ধশিক্ষিত আধা সাংবাদিককে নিয়ে। কাজের তাগি নেবে আপনি করার বেশবার প্রেরক যন্ত্র, উল্কাভাষাক, ট্রেন, কম্পিউটর, ভূনিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা, সব কিছু আধুনিক ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বসেই যদি বাংলার সংবাদপত্র আর সাংবাদিকে, আমার প্রশ্ন, আমার দেশের তখই চৌদ্দ পিছিয়ে মধ্যযুগের অর্দ্ধশিক্ষিত আধা সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের দিকে। স্বাধীন দেশের দেশী সংবাদপত্রের বেশী সাংবাদিকের তুলনায় আর অনেক বেশী আপন মনে কচ্ছে পরাধীন দেশের বিদেশী সাংবাদিক ঠিকি আর তাঁর লেখেটকে।

সাংবাদিকের মাথার যে ঠিক রাখিছে, তা পাসন করা যায় না আইনপাস করা চলে। সংবাদে ভুল থাকতে পারে, থাকা উচিত নয় রঙ্গিন কিন্তু বিকৃতি। সংবাদকে বিকৃত করে অসত্যের মুখরোচক করে কাগজের বিক্রি বাড়ানো সাংবাদিকতা নয়। মহৎ সাংবাদিক গঠন করেন অনমত, হাসন করেন না অনমতের। ফলে, ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের টিকা নিয়ে প্রচার বা অপপ্রচারে নামলে সংবাদপত্র সংবাদপত্র থাকে না—হয়ে যায় মুখপত্র। সাংবাদিক আত্মবিক্রয় না করলে সংবাদপত্রের এই অধঃপতন ঘটে না।

বাংলা দেশে আজ অন্য সব কিছুর মতো সংবাদক্ষেত্রেও নেই আদর্শের বালাই। গোষ্ঠি সেবাই আজ লক্ষ্য, বানোয়ার সংবাদপত্র আর সাংবাদিকের। খবরের কাগজের পাতার তাই মরুভূমিতেও দু ফোটা, আপেল আঙুরে ভরে ওঠে পুকলিয়ার উষর প্রান্তর, আর সেই আপেল আঙুরের ফেরাস্তির মন পরিবেশন করেন "নিজস্ব সংবাদদাতা" গোনার পাথর বাটিতে। সে রসে মাতাল হবার লোককেও অভাব নেই এ দুর্ভাগা দেশে। জলপাই গুড়াতীতে আকত-নিহত-দুর্গতদের সংখ্যা আজকে পাতা যাক বা না যাক, পড়ে থাকা বেহেলা আমাকাপড়ে কয়েকখানা ট্রাক বোঝাই হয়ে যাবে বাঙালী সাংবাদিক কুয়া দুষ্টিতে ; সঙ্গে সঙ্গে কাটছে হবে কয়েক ট্রাক বেশী কাগজ। রাষ্ট্রপতি রাজের প্রশাসন এলেন নিস্তাবিহী কলেজের একটি শিলান্যাস করতে—সঙ্গে এলেন কয়েক গাড়ী পুলিস আর সাংবাদিক। সবলেরই আগ্রহ, বিহার থেকে বেরিয়ে আসা পুরুলিয়ার মানুষকে কি বলবেন রাষ্ট্রপতি। কি কিছুই বললেন না তিনি। পুরুলিয়ার সমস্তার মধ্যে না গিয়ে তিনি বললেন, পুরুলিয়ার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা, পুরোন বন্ধু বান্ধবদের কথা। সাংবাদিক আসনে মনে হলাম এলাম। কোলকাতার সাংবাদিকরাও বেখলাম ওটিয়ে নিয়েছেন প্যাড আর পেন্সিল। কিন্তু খবরের কাগজে কয়েক কলম জুড়ে বেরোল পুরুলিয়ার আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সুচিন্তিত ভাষণ। ওটা ছাপতে ছিয়েই বেরুবার রাষ্ট্রপতির শিলান্যাসে রাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক।

কাগজের পৃষ্ঠসান পুরণ করার জন্য অনেক সময় বাঁধনের বুদ্ধি, বুকুরের অন্ধ কথা, চাগলের পেটে রাজিছানা ইত্যাদি লগ্ন তৈরী করেন সাংবাদিকেরা। অতিকায়ক নয় বলে এগুলি লগ্ন করা চলে। কিন্তু ছাত্র, আন্দোলন, সংঘর্ষ ইত্যাদির বিবরণ দিতে দিতে যখন তাঁরা মেরা রোয়াক-কাহিনীর ধারস্থ হন তাঁরা ভুল করেন বেশের। উত্তেজনার গতিবেগ বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। ভাগ্য দিয়ে বাড়বে, বাড়বে হানাহানি। কিন্তু সাংবাদিক জানেন, বাড়বে কাগজের বিক্রি। সে না যায় একটি সংবাদপত্র এই তাগ বাড়াবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন ১৯৫৮ আর ১৯৫২ এর আগুন নিয়ন্ত্রণের ব্রতকথাকেও। ফলে বিক্রির মিটার এমন বেড়েছিল যে টান পড়েছিল কালোবাজারেও।

গণতন্ত্র নির্ভর করে সুস্থ জনমতের ওপর। কাঁকে আর পৃথিবীর বানিন্দারা একত্রিত হলেও সুস্থতে পারে না গণতন্ত্র। সুস্থ জনমত চাই। এই সুস্থ জনমত অনেকখানিই নির্ভর করে সুস্থ সাংবাদিকতার ওপর। খবরের ছাপাক্ষরের প্রতিটি অক্ষর মানুষকে প্রভাবিত করে পরিবেশের পাত্র সংবাদপত্র হতে। সততা এবং সমাধান সম্পর্কে মানুষ চিন্তার খোরাক পায় সংবাদপত্র হতে। সততা নিরানব্বইটি মানুষই রাজনৈতিক চিন্তা করেন খবরের কাগজ দেখে। জনমত গঠনে যার এতখানি প্রভাব, সেই সংবাদপত্রই যদি নিকিয়ে দেয় নিজের নিরপেক্ষতার ধর্ম, গণতন্ত্র দাঁড়াবে কোথায়? না দাঁড়াক, কাগজের মালিকেরা দাঁড়াবে ঠিকই। বাংলা দেশের কাগজগুলির কাছে আজ সব চেয়ে বড় জিনিষ ব্যবসা। গোষ্ঠেরা সাহার টান পড়েছে বাজারে—লেখকরা নাকি হাতাহাত সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছেন।

লোকসেবক সংঘ কি নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করল ?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোনো শরিকী দলের কাছর কোনো অন্যায় আমরা সমর্থন করেছি কি না

এ বিষয়ে যদি কেউ এ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ রাখতে পারতেন—আমি তার উত্তর দিতাম। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ এই অভিযোগ করতে পারেন নি যে, কোনো অন্যায়কে সমর্থন করেছি। যদি এহেন কোনো ঘটনা কারুর জানা থাকে তাঁকে আমি তথ্যাদি উপস্থাপিত করতে আহ্বান করছি।

ফ্রন্টের শরিকী বিবাদ নিরাকরণে আমাদের কী ভূমিকা ছিল

ফ্রন্টে শরিকী বিবাদ অনেক দিন থেকেই চলছিল। শেষের দিকে ফ্রন্টের আকার ধারণ করল। শরিকী বিবাদ শেষে সংঘর্ষে পুনরুথমেও পরিণত হল। এবং অবশেষে দলের উচ্চতম পর্যায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে ছোবাছোরি এবং তিক্ততার সৃষ্টি হুক হল।

এই অবস্থার পরিস্থিতি দাঁড়াল এই :—

শরিকী বিবাদের রূপ 'যা দাঁড়াল'

ক) পরস্পর পরস্পরকে গুরুতর অপরাধের জন্য দায়ী করতে লাগলেন। পরস্পর পরস্পরের উক্তিকে অসত্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব'লে অভিহিত করতে লাগলেন।

খ) অধিকাংশ দল সি, পি, এম এর প্রতি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগলেন। সি, পি, এম-ও বিভিন্ন দলের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন ক'রে যেতে লাগলেন। আরো অন্যান্য দল পারস্পরিক অভিযোগ তুলতে লাগলেন।

গ) দলগুলি বহুটা নিবিরে ভাগ হয়ে গেল। লোক সেবক সংঘ এবং আর, এস, পি দু' শিবিরের কোনটির সঙ্গেই অড়িত হলেন না। দুই শিবিরই পরস্পরকে ফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্তকারী ব'লে অভিহিত করতে লাগলেন।

ঘ) ফ্রন্টের বিভিন্নিধান ভঙ্গ করে একাকিক হল—একান্তে পরস্পরকে অভিযুক্ত করতে লাগলেন। এর যুক্তিখণ্ডনে সকলেই বললেন যে, অপরের প্রকাশ্য উক্তির প্রতিবাদের জন্য তাঁদের এ না ক'রে উপায় ছিল না।

ঙ) কোনো কোনো হল মনে করতে লাগলেন এবেন ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়া ভাল।

চ) কেউ অপরকে ছোবাছোরি ক'রে বললেন যে, ঐ হল বিধি বিধান মানার পাত্র নয়। ফ্রন্ট থাকবে—কিন্তু ফ্রন্টের মিলিত হতে হবে না—ফ্রন্টের থারা দু যাগ গ্রহণ করবে, কিন্তু ফ্রন্টের অভিমুখে রেখবে না—তা বিলম্ব করবে।

৪) কেউ বললেন—ফ্রন্ট ভাঙা উচিত হবে না—তবে অপরের খরচ উদ্যোক্তা করার কাজ অব্যাহত রেখে যাও।

এই বিবাদের মধ্যে সংঘ যে কর্মধারা নিল

এই বিতর্ক দুই শিবিরের কোনোটিকেই সংঘ যোগ দিল না এজন্য যে—

১) ফ্রন্টে যতক্ষণ সংঘ যুক্ত আছে ততক্ষণ মিলনের জন্য তাদের চেষ্টা করতে হবে।

২) মিলন সম্ভব না হ'লে ফ্রন্ট অবিলম্বে ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হবে; ফ্রন্ট রাখা হবে—অর্থ বিরাট করা হবে—তা কখনই উচিত হবে না।

৩) সবিনী সংঘের কেন্দ্রের দিয়ে বহু অন্যায় কাজ—রাজাতাকামা, খুন ভখম, নরহত্যা পর্যন্ত চলছিল। ফ্রন্টের বিধি বিধান অনুসারে প্রকাশ্যে কোনো দলকে অভিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল। ফ্রন্টের বিধি বিধানকে মান্য ক'রে—তার শৃঙ্খলা বজায় রেখে সংঘ ফ্রন্টের মধ্যে সবিনী অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলেছে—এবং কোনো দলকে অভিযুক্ত না ক'রে প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ সমূহের বিরুদ্ধে সংঘ প্রতিবাদ নিন্দাবাদ করেছে। সংঘের এই নিয়মানুবর্তিতার ভয় সংঘকে প্রশংসা করা হয়ে থাক—সব জেনেও অপকার্যকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, অন্যায় সবিনয়ের মত সংঘ প্রকাশ্যে অন্য সবিনয়কে অভিযুক্ত ক'রে—অন্যায় সবিনয়ের মত শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর ভূমিকা কেন গ্রহণ করেন নি। তাহার উত্তরদাতা করেছেন।

৪) সংঘ প্রতি নিবিদ্ধ যুক্তফ্রন্টে ও বিভিন্ন সবিনয় দলের কাছে বারবার একথা বলেছেন যে, গুপ্তসংঘের প্রতি সংঘের যে অভিযোগ করেছেন—তা কার্যকরী হচ্ছে না। তার জন্য সরাসরি গুপ্তসংঘকে অনতজাতী ব'লে তা উড়িয়ে দিচ্ছেন। এর জন্য ফ্রন্টের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ভাবে ক'রে সমিলিতভাবে নির্ধারিত করতে হবে—কে কোথায় কোন্ ঘটনার আসল অপরাধী। তার ভিত্তিতে আসল অপরাধীকে অভিযুক্ত করতে হবে। এবং ফ্রন্ট থেকে তাকে নির্দেশ দিতে হবে তা বন্ধ করতে এবং তার জন্য তাকে কি কি আইনত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫) যদি কোনো পার্টি ফ্রন্টের নির্দেশ বারবার জন্য ক'রে—অর্থাৎ ফ্রন্টের স্বার্থ সম্মিলিত ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে ভিত্তিতে উপনীত নিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে থাকে—তবে ফ্রন্ট সম্মিলিত ভাবে তাকে ফ্রন্টের অবাঞ্ছিত ভাবে বহিষ্কার ক'রে দেবে। এর করে যদি ফ্রন্টের শাসন পরিচালনা সম্ভব না হয়—তবে শাসন থেকে সরে এলেও ফ্রন্ট অটুট থাকবে—এই ছিল সংঘের অভিমত।

৬) যদি ফ্রন্টের সম্মিলিত বিচারে দেখা যায় যে, ফ্রন্টের মধ্যে সবিনী অনেক এমন ভাবে পরিবার্ণ হয়েছে যে, তাতে ফ্রন্টের আসন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে এবং ফ্রন্টে ঐক্য থাকছে না তখন সম্মিলিত ভাবে বিচার বিমর্শের ভিত্তিতে নিদ্ধ যে উনানীত ক'রে ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হবে। এইভাবে ফ্রন্ট ভাঙ্গলে তা ক'রে-তিক নিদ্ধান্ত হবে—প্রগতিশীল দলগুলির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে। তা না ক'রে কলহের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের মধ্যে—অভিযোগমূলক বিষয়ে কোনো ভরসা না করে দোষেরাদের মধ্যে ফ্রন্ট ভাঙ্গলে তা নিজেদের আগে অযোগ্যতা আগে অবিবেচনার পরিচয় হবে।

৭) যদি ফ্রন্ট কোনোভাবে ভেঙ্গে যায়—এবং বিবদমান দুই শিবিরের কোনো পক্ষ থেকে মিনিফ্রন্ট করার চেষ্টা চলে তাতলে তার সঙ্গে সংঘ জড়িত হবে না—কেন মন্ত্রিত্বে সঙ্গে যাবে না। কারণ সংঘ একথা বার বার বলেছে যে, ঐ ভাবে কোনো মিনিফ্রন্ট গড়তে চাইলে—পংগোক চোক, প্রত্যক্ষ চোক—কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে মিনিফ্রন্ট গড়ার শক্তি এই দুই বিবদমান কোনো শিবিরের নেই। একথা আমরা বহু পূর্ব থেকে লিখিতভাবেই বে বলা করেছি। সুতরাং এসব বিষয়ে পরে যে'খানী সৃষ্টির বা অপপ্রচারের কোনো অর্থ কিছুই হয় না।

আমাদের ভূমিকার মূল কথা যা ছিল

উপরোক্ত ঐ সমস্ত অভিমত নিয়ে আমরা ফ্রন্টের মধ্যে কাজ করেছি—ঐ সব কথা যুক্তফ্রন্টে বলেছি—বিভিন্ন সবিনয় দলকে বলেছি এবং বহু পূর্ব থেকে লিখিতভাবে ঐ সমস্ত অভিমত ব্যক্ত ক'রে বিবৃতি দিয়েছি—তা প্রকাশ করেছি। সুতরাং ফ্রন্ট বিষয়ে আমাদের মূল কথাধারার ছিল যে, ফ্রন্টে যতক্ষণ আছি—মিলনের চেষ্টা করতে হবে—ফ্রন্টে আর ফ্রন্টের বিধি বিধান ভঙ্গ ক'রে কলহ করব,—এবং সেই কলহ প্রকাশ্যে বাজারে ঝগড়ার পরিণত করব এ চলবে না এ যারা করছে তারা প্রত্যেকে অপরাধী। এবং তাদেরে যদি ফ্রন্টে রাখতে হয়—তা তাদের যে সমস্ত শক্তি সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে উপযুক্ত ভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং যে যে দোষী বা অপরাধী প্রমাণিত হবে—তাকে তা বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে—তা না তাকে সরিয়ে রাখা হবে—এবং ফ্রন্ট চলবে আর যদি মনে হয় ফ্রন্টের বিচারে না তাহলে ফ্রন্টকে ভাঙার জন্য আরো ভিক্ততা আরো অবনতির ক'রে তাদেরে দোষী প্রমাণিত ক'রে ফ্রন্ট ভাঙার চেষ্টা না। সোজাসুজি মিলিত ভাবে ভদ্রলোকের মত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে, ভেঙ্গে দেওয়া হোক—এই ছিল আমাদের অধিকার।

এর মধ্যে নিরপেক্ষ ভূমিকা ছাড়া আর কি হতে পারে?

এতে কোন পক্ষের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব বা জোটবিদ্বেষ আসে কি ক'রে আমরা বুঝি না। তবে কতগুলি এমন ব্যাপারে সংঘের পক্ষ বা বেড়িও এমনভাবে সংঘের পরিবেশিত করে যার জন্য জনমনে সংঘ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেতার সেই বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছি—তার পরে আর ভুল বোঝার অবকাশ ছিল বলে আমরা মনে করি না।

তারিখ

—:—

রাজ্যপালের নিকট সংঘ সচিবের স্মারকলিপি

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাননীয় রাজ্যপাল,

গত ১৫।৩।৭০ তারিখে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে আপনার সেক্রেটারীকে পত্র দিয়েছিলাম। বিধান সাময়িক গুরুত্ব বিবেচনায় এই সাক্ষাৎকারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে করেছিলাম। কারণ ভূমিকম্পকালীন পরিস্থিতিতে জেলার লক্ষ লক্ষ লোক জীবন মরণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।

উপরোক্তের সঙ্গে অতি দেখা করার জন্য আপনি পরামর্শ দিয়েছেন বলে আপনার সেক্রেটারী আমাকে জানান। আমি আপনার সেক্রেটারীকে জানাই যে ফটিন বাঁধা নিয়ম বা ফরমলা অনুযায়ী পদ্ধতিতে জরুরীকালীন অবস্থার কাজ চলে না—রাজ্যের প্রধানকে অবস্থার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করানো প্রয়োজন যাতে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব না হলে—অবিলম্বে কেন্দ্র থেকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যাপারে অনাবশ্যক বিলম্বের গুরুত্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সেক্রেটারীকে সচেতন করে যত সত্বর সম্ভব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে আপনার সেক্রেটারীকে অনুরোধ জানাই। আমি এ কথাও জানাই যে পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য মৃত্যু হয়ে গেছে—মৃতদেহ বিদ্যুতের বিলম্বের অবকাশ নেই।

আপনার সেক্রেটারীর পরামর্শ মত পুরুলিয়া থাকা সবিনী সম্পর্কে একটি বিবরণী আপনার বিবেচনার জন্য লিখেছি এবং এই বিবরণী আপনার সেক্রেটারীর নিকট আজ আবার যোগাযোগ করে জানতে পারি আপনি এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেন নি।

সন্ধের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোনো প্রয়োজন বা অবকাশ ঘটে নি। আপনি বহু লোকের সঙ্গে বহু ব্যাপারে দেখা সাক্ষাৎ করছেন—গুরুত্বের দিক দিয়ে ঐ প্রকার অনেক সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা আমাদেরটি অগ্রাধিকার দাবী করতে পারে। কোন সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন—তা নির্ধারণ করার আপনি একমাত্র বিচারক নন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে কি ব্যবস্থা গৃহীত হবে বা, না হবে তা ওপর অনেক লোকের জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে। সুতরাং এ গুরুত্ব অথবা বহু সত্বর সত্বর আপনি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবেন—আশা করি। ইতি ১১।৪।৭০

ভবদীয়

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—:—

রাস ময়দানে বাংলার কংগ্রেসের জনসভা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিবরণ দেন। তিনি নি-পি-এমকে আক্রমণ করে বলেন—ঐ নেতারা বলে এবং বলেন যে নি-পি-এম এইভাবে কোটী কোটী টাকা তুলে পার্টি ফাণ্ড স্ফীত করেছে। আর তাদের সভা মিছিল প্রভৃতি হলে ট্রাকে ট্রাকে লোক আমদানী করে নিজেদের জনপ্রিয়তা জাহির করে।

অজয়বাবু আরও বলেন যে যুক্তফ্রন্টের নীতি বিগারে এবং সরকারী নাকুনীয় অসংযতী যান লুট নিবিদ্ধ ছিল—কারণ যে চাষ করেছে সেই ধান নেবে—এই নীতিকে সরকারীভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নি-পি এমের লোকেরা এই নীতি মানেন নি, তারা জবরদস্তী করে অন্যের ধান লুট করা হয়েছে এবং সেই নিয়ে নানা অশান্তি, হাঙ্গা ও খুনোখারাবী হয়েছে। প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ বাবুর "চাঁদমুখের কথায়" স্বীকার করা হয়েছে যে এই সূত্রে বিভিন্ন সবিনয়দলের তাতে ২৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে—তার মধ্যে একমাত্র নি-পি-এমই ১০৯ জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাছাড়া তিনি ৩৩ ডিসেম্বর দিয়েছেন যে ৪ মাসে ৫১৪টি সবিনী সংঘর্ষ হয়েছে যার ফলে ৯৩ জন নিহত ও ১২৮ জন আহত হয়েছেন। —এত যে লোক মারা গেল তার জন্যে কোনও কিছুই হোল না—আর জ্যোতি বাবুর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল—তাতেই কত না হৈ চৈ!

নেতাদের আদর্শ ব্যাখ্যা

সিদ্ধার্থবাবুদের শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের প্রস্তুতির সমালোচনা করে অজয়বাবু বলেন যে—এরা আমাদের বিপ্লব শেখাতে এসেছে। গান্ধীজীর কথা আমরা যখন পৃথিবীর যুদ্ধমত্ত গণ-বিপ্লব সাধিত করি—তখন এরা ভারতের গর্ভে লুকিয়েছিল? গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের তাৎপর্য বর্তমান রাত্রি হিংসাকেই পরিত্যাগ করা নয়—সেই সংগ্রামকে প্রেম ও অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর তিনি যে শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ কল্পনা করে গেছেন তা যে কোনও রূপের যে কোনও কালের মানুষের পথ প্রদর্শন করবে।"

এই সূত্রে অজয়বাবু আসন্ন আন্দোলনের সময় মেহিনীপুরের একটি গ্রামের অনুরূপ সংগ্রামের আন্দোলনের অপূর্ব অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরল দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তখন তাঁর মাথার দাম দশ হাজার টাকা ধার্য করেছে (ইংরেজ সরকার কর্তৃক)। উপরোক্ত গ্রামের উপর ধার্য চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে তারা অস্বীকার করে এবং সেই সম্পর্কে আন্দোলনের ধারা কি হবে—তার নির্দেশ দান করার জন্য অজয়বাবু সেই গ্রামে যান। তিনি এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি ব্যাখ্যা করে বলেন যে ট্যাক্স না দিলে মিলিটারী ফৌজ এসে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিতে, তাদের চোখের সামনে মেয়েদের বেইজ্জৎ করে ধানরীয় অত্যাচারখানা সুরু করে দেবে এবং গান্ধীজীর আদর্শ ও নির্দেশ অনুসারে নির্বিবাদে সব সহ্য করে যেতে হবে—প্রতিবাদে একটি হাতও তুলতে পারবে না। —এর জন্য যদি সমস্ত গ্রাম প্রস্তুত থাকে তবেই তারা আসন্ন বন্ধ আন্দোলন করতে পারে—নতুবা আন্দোলন পরিত্যাগ করাই উচিৎ। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সমস্ত অধিবাসী যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের সংগ্রামে অটল থাকে।

অজয়বাবু মন্তব্য করেন যে গান্ধীজীর আদর্শে গণবিপ্লবে লক্ষ লক্ষ মানুষ শত প্রকার নির্যাতন; সম্পত্তি নাশ ও চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে আদর্শ সিদ্ধির জন্য এগিয়ে এসেছিল; মাস্কবাদীদের বিপ্লবে লুটের বখরা ভাগ করার লোভে, দল পাকানোর উদ্দেশ্যে নয়।

অজয়বাবুর পণ

অজয়বাবু পরিশেষে বলেন যে চরম দুর্নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যেমন কংগ্রেসের চিত্ত নাড়িয়ে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছেন—তেমনি বর্তমানে তিনি চরম অরাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও কংগ্রেসের মত উচ্ছেদ করার অভিযানে বেরিয়েছেন। তিনি সেইজন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন যে—মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি ভোট চাইতে আসে—তবে যেন গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন।

—:—

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

বোমার ছড়াছড়ি

১৩ই এপ্রিল, রাতে কোলকাতার বেনেপুকুর অঞ্চলে ক্রিয়াকার রোডে রাস্তার আলো নিভিয়ে রেখাবাবী চলে বেপরোয়াভাবে। ৬ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

* * *

১৩ই এপ্রিল রাতে শিলুপুর থেকে ২৭ মাইল দূরে বড় কাছারী গ্রামে দুটি মারমুখী দলের সংঘর্ষে বেপরোয়া বোমা, বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। বোমার ঘায়ে ১ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

২৩। এপ্রিল বনগ্রাম লীনবন্ধু কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ডি-কস, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার গার্ড দিতে কেরার সময়ে কয়েকজন পরীক্ষার্থী ও তাঁদের সহায়ক গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ইট ও বোতল দিয়ে তাঁদের নির্মমভাবে প্রহার করার পর গুণ্ডারা ইনিয়ার করে দিয়ে বলে যে তাঁদিগকে পরীক্ষার হলে ডুটি করতে বাধা দিলে তাদের সবিনায় শোচনীয় হবে। বিনয় আলোয় এ ঘটনা ঘটেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অধ্যাপক সমিতি অবিলম্বে নিরাপত্তার অভাব থাকলে পরীক্ষায় গার্ড দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

* * *

১১ই এপ্রিল, শনিবার একদল ছাত্র বোমা নিয়ে খড়গপুর কলেজের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা সমস্ত কলেজটি জ্বালাময় করে—বি, এ, পরীক্ষার উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলে। ছাত্রাবাস অন্তে বার্ষিক সমাবর্তন স্থগিত রাখা হয়েছে।

এম, বনাম এম, এল

১৪ই এপ্রিল, বুধবার ভোর বেলায় নয়াদিল্লীতে কবিত একদল যুবক ২৪ পরগণার সন্তোষপুর, বিবেকনগর, প্রফুল্ল সেন রোড ও প্রফাপাগড়ের প্রায় ১০টি সি, পি, এম, সমর্থক বাড়ীর ওপর আক্রমণ চালায়। ১ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করে বাড়ীর রামগোপালে পাঠানো হয়। অবস্থাত ও জন সি, পি, এম, সমর্থককে পুলিশ ভাক্তার ভেডির কাছ থেকে মরণাপন্ন অবস্থায় উদ্ধার করে। সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার অভাববোধ এবং আতঙ্ক তীব্র আকার ধারণ করেছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় মোতায়েন হয়েছে।

—:—

ট্রেনের সময় তালিকা

(১লা এপ্রিল, '৭০ থেকে)

সকাল—

ট্রেন নং	ট্রেনের বিবরণ	আসে	ছাড়ে
৮৮ আপ	সাউথ বিহার এক্স:	৫-৪০	৫-৫০
৪ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৬-২৫	—
৩১৫ আপ	হাওড়া-চক্রধরপুর	৬-৪১	৬-৫১
৪২২	চক্রধরপুর-গোমো	৮-১৭	৮-২৭
১ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	—	১০-২০
১ এ সি	আদ্রা-চাণ্ডিল	১০-৫৩	১০-৫৬

দুপুর

২ এ সি	চাণ্ডিল-আদ্রা	১-৪৩	১-৪৬

সন্ধ্যা ও রাত্রি

২ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৪-৫৫	—
৩১৬	চক্রধরপুর-হাওড়া	৬-৪৬	৬-৫৬
৪২১	গোমো-চক্রধরপুর	৭-০৩	৭-১৩
৩ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৭-২০	—
৮৭	সাউথ-বিহার এক্সপ্রেস	৯-৫০	১০-০০

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—25

Government of West Bengal

Office of the Deputy Commissioner, Purulia

Judicial (MV) Department

Notice

Applications have been received as shown below for the grant of permanent stage carr permits on the following routes. The applications will be available for inspection in the office of t undersigned on any working day of the office during office hours.

Any representation and /or objection to be made in connection with said applications u/s 57 of the Motor Vehicles Act, 1939 may be submitted so as to reach the undersigned on or before 28th May, 1970.

The applications together with the objection and/or representation if any, in connection w the said applications will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meetin be held on or after 28-5-70. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection and / or representation will be considered unless it is made in writing bef the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the per making such representation.

R. C. Mahapatra
Secretary
Regional Transport Authority,
Purulia.

Details of Route

Sl. No.	Name of route		No. of applications received
1.	Purulia to Sonathali via Hura.	1 permit	26
2.	Purulia to Manihara via Kashipur.	1 permit	18
3.	Santhaldih to Adra with an additional trip between Adra and Raghunathpur.	1 permit	2
4.	Purulia to Kashipur via Raghunathpur.	1 permit	12
5.	Purulia to Manbazar.	1 permit	34+1
6.	Purulia to Arsha via Sirkabad. (Departure Purulia morning hours and arrival Purulia during evening hours).	1 permit	29+4

"এম, আর" উদ্ধাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বয়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—কপার গ্লাস নয়নাভিরাম ; কিন্তু ষ্টেনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের
পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন
পুরুলিয়া।

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
S ockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল
পাইকারী ও খুচরা ঔষধ পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

ঋষীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

সোমবার, ৪ঠা মে '৭০
২০শে বৈশাখ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

মে দিবসে স্মরণ করি শিকাগোর
হে মার্কেট স্কোয়ারে শোণিত
মানবতার অভ্যুদয়ের
প্রত্যুষলগ্নটিকে !



আরও অনাহার মৃত্যু সংবাদ

পুরুলিয়া-পাড়া অঞ্চলেও ভয়াবহ অন্নসঙ্কট

মরা মহিষ নিয়ে কুকুরে-মানুষে লড়াই

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের আহারা-নড়রা ও বেলমা অঞ্চল এবং পাড়া থানার উঁচুভিটি অঞ্চলে ভয়াবহ অন্নসঙ্কট দেখা দিয়াছে। গত বৎসর এই সব অঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ ফসলও উৎপন্ন হয় নি।

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের বড়াসিনী গ্রামের মাহালীডি টোলার শ্রীবাউল মাহালী (৫৮) গত ১৩ এপ্রিল তারিখে অনাহারে মারা গেছেন বলে সংবাদ এসেছে। বাউল মাহালী বাঁশের ঝুড়ি কুলো প্রভৃতি তৈরী করে জীবিকা অর্জ্জন করতো—কিন্তু গ্রামাঞ্চলে খদ্দের না পেয়ে সে নিজ বৃত্তি ত্যাগ করে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বাজারে ভিক্ষা মেলাও তার হওয়ায় অনাহারে দিন কাটাতে সুরু করলো এবং এইরূপ অনাহারে দিন যাপন করতে করতে একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

এই পরিবারে বাউল মাহালীর পুত্র পুত্রবধূ ও নাতি নাতিনী সহ ৭ জনের মধ্যে একমাত্র পুত্র উপার্জ্জনক্ষম—কিন্তু তার যৎসামান্য রোজগারে সাত জনের জীবিকা নির্ব্বাহ সম্ভব ছিল না। দীর্ঘকাল অনাহার অর্দ্ধাহারে ফলে তার হাত পা ফুলে এখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। দুই বৎসর পূর্ব্বেই জি আর জানিয়ে গেলে তার নাম তালিকা ভুক্ত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তার অনাহার মৃত্যু হয়।

এই বড়াসিনী গ্রামের পার্শ্ববর্তী লক্ষপুর গ্রামে একটি মহিষ মারা গেলে তাকাড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন গ্রামের এগাশ ওপাশ থেকে ও শতশত মরা মহিষটিকে খেতে শুরু করে অন্যদিকে অনাহার ক্লিষ্ট অঞ্চলের ব্যক্তি সুযোগ অন্বেষায় ঐ মহিষের মাংস নেবার জন্য ঝুড়ি বস্তা নিয়ে তাড়িয়ে হাতিয়ার কাড়াকাড়ি সুরু করে দেয়।

—·—

খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী

গত ২রা বৈশাখ গড়চুমুরু বাজারটি সন্নিহিত গ্রামের লোক দেখক সংঘের আহত জনসভায় জয়পুর থানাকে খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী জানানো হয়। এই সভায় শ্রীমনোহর চৌধুরী, শ্রীরাজপাল রাজওয়া প্রমুখ আসন দেওয়ার জয়পুর থানার শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি বর্ণনা করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দাবী করেন।

জনসভার পর এক প্রতিনিধিদলও স্থানীয় বি, ডি, ও র সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে ব্যাপকভাবে টেষ্ট রিলিফের কাজ, অধিকতর হারে খয়রাতী সাহায্য দান; চাষের সাহায্যের জন্য কৃষি ঋণ ও বীজ ধান সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। এই প্রতিনিধি-মণ্ডলীতে অশোক চৌধুরী, মাধব চক্রবর্ত্তী, রামপদ হাজরা, হারাধন মাহাত, রাঘবদরি মাহাত প্রভৃতি ছিলেন।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

ঋষি নিবারণচন্দ্রের ৯৪তম জন্মজয়ন্তী

নিরাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত

গত ১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ৯৪তম জন্ম জয়ন্তী এক প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে গাম্ভীর্য্য সহকারে উদ্যাপিত হয়। সকাল ১০ ঘটিকায় ঋষি নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই সূত্রে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয় এবং লোক সভার সভ্য শ্রীসুবরদি মাহাত মাল্যদান করেন ও শ্রীনন্দলাল মিত্র প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় নিরাশ্রমে ঋষির জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। মুক্তি মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে এক সুসজ্জিত বেদীতে ঋষির আলেখ্য স্থাপিত হয় এবং মঞ্চের দুই পার্শ্বে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ও সর্ব্বত্যাগী অতুল চন্দ্রের আলেখ্য স্থাপন করা হয়।

শ্রীনন্দ দুলাল মিত্র, শ্রীসত্য কুমার দাঁ ও শ্রীসুবরদি মাহাতের প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনার পর শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় ঋষির রচিত দুইটি বিখ্যাত গান 'নদীতে বইলো উজান বান' এবং 'সব সমানের দেশ' পরিবেশন করেন।

তারপর ৺হালগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কবিতার খাতা থেকে 'নীরার বরপুত্র' নামক কবিতাটি শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন এবং সেই সূত্রে বলেন যে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠানে ৺হালগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর একটি বিশেষ ভূমিকা থাকতো; সুতরাং এই অনুষ্ঠানে হোল গোবিন্দের অভাব নিবিড়ভাবে অনুভূত হচ্ছে। —এই সূত্রে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বলেন—মহাত্মাজয় হোলগোবিন্দ অতি আগ্রহভরে ঋষির জয়ন্তী ও মুক্তি অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষা করতো এবং হোলগোবিন্দকে বাদ দিয়ে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের কোনও অনুষ্ঠান কল্পনা করাও যেন না। তাছাড়াও ঋষি নিবারণ চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত "মুক্তি" পত্রিকা ও মুক্তি প্রেসও হোলগোবিন্দের শয়নে স্বপনে ও সর্ব্ব অবস্থায় ধ্যানের বস্তু ছিল। এখন সেই হোলগোবিন্দের স্মৃতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ঋষির জীবনী ও দর্শন আলোচনা করে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রীজ্যোতিষ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রাণ কিশোর ভট্টাচার্য্য; ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্য কুমার দাঁ, শ্রীনন্দলাল মিত্র, শ্রীসুবরদি মুখার্জী ও শ্রীসুবরদি মাহাত, এম, পি।

অন্তরী উৎসবের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ অমর সহর দে; শ্রীমতী আশা দী দে, শ্রীমতী গঙ্গা দে এবং শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে অমল, রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুল প্রসাদের গান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়।

—·—

সম্পাদকীয়—

দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ ব্যবস্থা

পুরুলিয়া জেলার সন্নিকটস্থ খাদ্য পরিস্থিতি ও দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার গুরুত্ব স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করলেও উপযুক্ত মহল এখনও তা বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে তার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসন অসহায় শিশুরে যাঁরা আহরণের করেছেন—সেই ঔদাসিক মহলের ধারণা পশ্চিমবঙ্গ মানেই কলিকাতা এবং কলিকাতা মানেই পশ্চিমবঙ্গ। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিশক্তি মানিকতা অগ্রভাগ পর্যন্ত সীমিত বলেই কলিকাতার বাহিরে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না।

এই মনোবৃত্তি ও মনোবৃত্তি যখন অধিষ্ঠানাগ্রস্ত সেই অবস্থার প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা 'হঠাৎ পাওয়া' অথাৎ অধিকার ও ক্ষমতায় বিশাহারা হয়ে মহাকরণের নীতাতল নিমজ্জিত কক্ষে সেইগুলি পরিপাক করার উপায় উদ্ভাবনে মনগুল—সুতরাং দ্রাক্ষি পালনের জন্য ন্যূনতম কর্তব্য সাধনের অবকাশ তাঁদের কোথায়? রাজ্যপাল সহ তাঁর উপদেষ্টা মন্ত্রী সকলেই 'কলিকাতার সমস্যা' নিয়েই মসগুর্ল—জেলার বা গ্রামাঞ্চলের 'কালচু সমস্য' নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা অবসর তাঁদের কোথায়? সেই জন্য গ্রামাঞ্চলে অনাহার মৃত্যু ঘটলে রাজ্য প্রশাসনের কোথাও কোনও প্রভাব বা আলোড়ন সৃষ্টি করে না—কিন্তু কোলকাতার বুকে দুর্ভিক্ষের ছায়ে একটি অনমৃত্যু ঘটলে সমগ্র রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় 'শাঁখ লাগে' রব পড়ে যায়। সেই জন্য পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার এই ভয়াবহ পরিস্থিতি রাজ্য প্রশাসনে কোন সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগ্রত করতে পারে নি। এমন কি 'বঙ্গ-সুধা-বিশারদ' রাজ্যপালও এই দুই জেলার লক্ষ লক্ষ আতুর-অনাহার ও দুঃস্থ নরনারী ও শিশুর উদ্দেশে তাঁর অমৃতময় বাণী ভাণ্ডার থেকে অদ্যাবধি মাত্র একটি বাণীও দান করেন নি।

এইরূপ নিষ্প্রাণ প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে বহু কষ্টে সামান্য যে কৌটা ত্রাণ সাহায্য আহার করা হয়েছে—তা কারোরনের তুলনায় ও অকিঞ্চিৎকর। তীব্র ক্ষুধার মুখে মাত্র এক গ্রাস আহার যেমন জ্বালা তীব্রতর করে—তেমনি এই যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য সমগ্র ত্রাণ ব্যবস্থাকে আরও উগ্রতর করে তুলবে। কিন্তু সেই সঙ্কটকে খীকার করে ত্রাণ কার্য চালিয়ে যেতে হবে এবং একে যতদূর সম্ভব দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। কারণ ভাগাড়ে মৃত গরু যেমন শৃগাল শকুনের মধ্যে এক উৎসবের সাড়া জাগায়—তেমনি বিপদ ও ত্রাণ ব্যবস্থার নামে এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে যে-মাত্তাব, চৌরাং-মোহরার হবার জন্য কাড়াকাড়ি হয় এবং ঐ সব ব্যাপারেরা "দেশের দুর্ভাগ্য" নিয়ে ছুগ্য ব্যবসায় শুরু করে সমগ্র ত্রাণ ব্যবস্থাকে চুরি-জুয়াচুরী-বাটপাড়ীর উক্তারজনক পরিণত করে। সেইজন্য এই জরুরী পরিস্থিতির মধ্যেও যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা সহকারে ত্রাণকার্য চালিয়ে যেতে হবে।

সামগ্রিক ত্রাণ কার্যের অন্যতম প্রাথমিক বিভাগরের হচ্ছে মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। এক দিক ব্যবস্থাটিকে বহু বাধা ঘোরতর অভাব ও অসহজ কাজ হয়েছে। ব্যবস্থার যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল—সেই দুর্নীতিকে হয়ন ও দূর দাবী উঠেছিল—চাকের ঘায়ে মনসা বিক্রয়ের ভায় সমস্ত ব্যবস্থাকে ন করা নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার সময়—পুলি ছোকড়ি ও পলাতকদি দূর করতে হবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকের সম্প এই ব্যবস্থায় সাধারণের দুর্নীতির অভিযোগ চরম লজ্জা ও কল বিষয় হবে।

—:—

ইচাগড় পটমদা নিমডি প্রভৃতি থানায় দুর্ভিক্ষ

অনাহার মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক ঘটনার সংবাদ

খাদ্য কষ্ট চরমে ঃ চারিদিকে হাহাকার ঃ কোন রিলিফ নেই

বিহারে অবস্থিত মানভূম অর্থাৎ ইচাগড়, পটমদা, নিমডি প্রভৃতি থানা থেকে দুর্ভিক্ষের সংবাদজনক সংবাদ আসছে। কোন সেবক সংঘের তথা লোকসেবায়তনের পক্ষ থেকে বিহার সরকারের সঙ্গে বহু যোগাযোগ করা হল। কিন্তু রিলিফের ব্যবস্থা নেই। সংকট চরমের দিকে চলেছে।

পটমদা, ইচাগড়, নিমডি থেকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ আসছে।

পটমদার ইঁদাচ ডাঁয় অনাহার মৃত্যু

বিগত ১৩।৯।৭০ তারিখে কুমীর পঞ্চায়েতের অধীন ইঁদাচ'ডাঁয় গ্রামে শ্রীমতী সাবি ভূমিজ (৬০) অনাহারে মারা গেছেন। তিনি বিধবা ছিলেন। অন্নাভাবের দরুণ তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ অন্য পালিয়ে যায়।

ইচাগড় ও নিমডি থেকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ আসে বিশদ বিবরণ পরে প্রকাশ করছি।

নানা চেষ্টার ফলে এখানে ওখানে সামান্য রিলিফ খোলানো হয়েছে—তাতে বহু অনাচার ঘটছে সংবাদ এসেছে।

অরুণ চন্দ্র দে

—:—

প্রতিক্রিয়াশীল কুৎসার স্বরূপ উদঘাটনে

রাজনোয়াগড়ে সংঘকর্মীদের জনসভা

কুৎসাকটনাকারী দালালের পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

১১ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল, শনিবার, রাজনোয়াগড়ের হাটতলায় বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এক জনসভা আহ্বান করেছিলেন লোকসেবক সংঘের কর্মী শ্রীগিরিশ মাহাতো এম, এস, সি, শ্রীযুক্ত মাহাতো, শ্রীবসন্ত মাহাতো, শ্রীঅনিল মাহাতো, শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র মাহাতো। শ্রীমদনমোহন থাত "একের চিহ্ন" নীরব এক প্রচারপত্র দিয়ে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্ব এবং কর্মী নিবারণ ভ্র সম্পর্কে অযথা মুক্তিহীন কুৎসা রটনা করেছিলেন। সংঘের উদ্বেলিত কর্মীবৃন্দ 'আমরা চিনতে চাই" শীর্ষক একটি প্রচারপত্র দিয়ে কুৎসারটনাকারী শ্রীহরেন্দ্র তাঁর বক্তব্য এবং তাঁর নিজের পরিচয় জনসভার মধ্যে উদ্ঘাটিত করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। শ্রীগিরিশ মাহাতো তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করেন।

প্রতিক্রিয়াশীল তোড়জোড়

এই ধরণের আমন্ত্রণ প্রতিক্রিয়াশীল দালালেরা আশা করতে পারেন নি। কাজেই ক্রিয়াকারা সেশাধার প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, তাঁরা তাহাই আয়োজন সচেষ্ট হলেন। সাধারণ নির্বাচন জনসংঘের আমানতকারী শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাতো কমুখ যুবকীদের সংসর্গে জীবনক শ্রীমদন তোরণ রাত্র কয়েকটি গ্রামের শবর (খেড়া) সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন—আগামিই বৈশাখ করে যাতে জন-ভা জেড়ে দেওয়া যায়। তাহলে বিপুল জনতার সামনে নিজের পরিচয়টা বেরিয়ে পড়বে না। কারণ পরিচয়টা তাঁর লুকিয়ে রাখার মতোই। যাই হোক সবরভাইরা সন্ধিগত অবাব দিলেন—"ভালো লোক'র সঙ্গে আমরা খারাপ ব্যবহার করতে পারব না।" গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও এলো তীব্র ভর্ৎসনা—তোমাদের অবাব তোমরা রেখে—ইচ্ছা থাকে প্রশ্ন করে, কিন্তু জনসভা পণ্ড করার ইতর চেষ্টা গ্রামের লোক বরদাস্ত করবে না।

সশস্ত্র পুলিশ ঃ

নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল রাজনোয়াগড়ে সশস্ত্র পুলিশ ঘাঁটি করেছে। মানবাজারের ও, সি, ও কয়েকজন সোয়েদা অফিসারও উপস্থিত। জনসংঘের দালালেরা তর্জ্জন গর্জ্জন এত বেশী করেছিলেন যে পুলিশ বিভাগও একটা প্রকাশ্য সংঘর্ষ আশঙ্কা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীগিরিশ মাহাতো ও, সি, কে বলেন যে তাঁদের কোন পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। কারণ পুলিশ থাকা মানে জনসভা করা লোকসেবক সংঘের আদর্শবিরোধী। ও, সি, জানান যে জনসভায় তিনি পুলিশ মোতায়েন করবেন না। কিন্তু কোনও হাঙ্গামা হলে তাঁর কর্ত্তব্য তাঁকে করতেই হবে।

অপ্রকৃতিস্থ শ্রীমদন ঃ

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নির্দিষ্ট সময়ে জনসভার কাজ আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে শ্রীগিরিশ মাহাতো জনসভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তৎপর সভাপতি শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় আহ্বান করেন শ্রীহরেন্দ্রকে তাঁর বক্তব্য সভায় উদ্ঘাটিত করার জন্যে। শ্রীহরেন্দ্র কোথাও পাত্তাই যায় না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সভাপতি যখন অন্য বক্তাদের আহ্বান করলেন, তখন সভায় তখ উঠলো "আসছে আসছে।" দেখা গেল দূরে জনসংঘের গোপীলাল বাবু এবং আরও কয়েকজন শ্রীহরেন্দ্রকে উৎসাহিত করতে করতে নিয়ে আসছেন। কাছাকাছি এলে সভাপতি এবং সভার উদ্যোক্তারা শ্রীহরেন্দ্রকে সাদর আহ্বান জানান। মদন বাবু এগিয়ে গিয়েই ছুটকি করে শেষ পর্য্যন্ত সভামঞ্চে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করেও তিনি অস্বোয়াস্তি অনুভব করতে থাকেন এবং ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারেন না। শ্রীযুক্ত মাহাতো তাঁকে স্বয়ংসম্পাদক যন্ত্রের সামনে দাঁড়া করে দেন। শ্রীহরেন্দ্র হাবভাবে তাঁর মানসিক অসঙ্গতিত্ব তা প্রকাশ পেয়েছে। গোপীলাল বাবুদের উৎসাহ তাঁর স্নায়ুগুলীকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে নি।

প্রবেশ ও প্রস্থান ঃ

শ্রীহরেন্দ্র কাঁপতে কাঁপতে বললেন যে তিনি মুখে বলতে পারবেন না। আবেদটি প্রচারপত্রে তাঁর বক্তব্য তিনি রাখিত করবেন—এই বলেই তিনি প্রায় দৌড়তে দৌড়তে সভামঞ্চ ত্যাগ করেন।

শ্রীমদনের ভগ্ন ঃ

সামান্যতম সৌজন্যবোধ ও সাধারণ ভদ্রতাটুকুও ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার ঠিকাদার জনসংঘের এই কুৎসা রটনাকারীদের নেই। মদনবাবু পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপীলাল গরুর মুখে থেকে বেরুল মদনবাবুর দ্বিতীয় প্রচার পত্র—"আমরা চিনতে চাই—জনসভায় আসি।" মদনবাবু যেমন সভাপতির ভোড়জোড় না করেই পালিয়ে বাঁচলেন, গোপীলালবাবুও তেমনি সভাপতির অনুমতি নেওয়ার সময় নষ্ট না করে কয়েকটি ছেলেকে সভাস্থলে প্রচারপত্রটি বিলি করতে দিয়ে সরে পড়লেন। মদনবাবু স্বয়ং তাঁর সুদৃঢ় দুর্বলতা মেরামত করবার তাগিদে তাড়াতাড়ি অনেকা নার্দের উদ্দেশে ছুটছিলেন, কিন্তু গোপীলালগরুর ছত্রভঙ্গ হওয়ার কারণ বোধ হয় তাঁহার শোনবোধ। যাই হোক, মদন না থাকলেও তাঁর ভগ্ন যেমন আছে, তেমনি রইল একটি কাগজ, 'আমরা চিনতে চাই—জনসভার আসি", জনসভায় রইলেন না মদনবাবু নামে জীবন্ত মানুষটি।

কুৎসার জবাব ঃ

শ্রীবেশাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে শ্রীমদনবাবুর প্রচার পত্রের পেছনে যদি কোন তাৎবুদ্ধি থাকত তবে শ্রীহার পরিষ্কারভাবে সাধারণ মানুষের সামনে সব কিছু প্রকাশ করতেন। প্রথম প্রচারপত্রে একের চিহ্ন' বলে তিনি একটি বিশেষ দল সম্পর্কে মুক্তিহীন কুৎসা রটনা করলেন, আবার এই সভার উদ্যোক্তাদের "আমরা চিনতে চাই" প্রচারপত্রের উত্তরে দ্বিতীয় একটি প্রচারপত্রে তিনিই বলছেন যে চেনাচিনি আপন আপন ভাজ, নিজের নিজের চিনে নিন। মদনবাবু যদি তাই বিশ্বাস করেন, তবে প্রথমেই "একের চিহ্ন" বলে মাতব্বরী করেছিলেন কেন? একটুকরো কাগজ কখনও একটা জীবন্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। মদন বাবু লিখছেন "জনসভায় আসি।" শ্রীঅটোপাধ্যায় বলেন যে মদনবাবু ও একটুকরো কাগজ সমমূল্যের হতে পারে—কিন্তু তাতে সভার কাজ চলবে না। কাগজের টুকরো ডাকলে সাড়া দেবে না, প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারবে না। তিনি বলেন যে মানুষের তথা সারা ভারতবর্ষের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ ঋষি নিবারণ চন্দ্র সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন এ জেলায়। তাঁর আগে তিনি বিভাগীয় পরিদর্শক ছিলেন। এ জেলার নির্বাচিত ব্যক্তি নির্দ্বাগতীত মানুষকে ভালবেসে, ভারতবর্ষের পরাধীনতার বেদনা বুকে নিয়ে তিনি তখনকার দিনের লোভনীয় সরকারী চাকুরীর নিশ্চিন্ত আরাম ও আভিজাত্য ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন দুঃখ-নির্যাতন-দারিদ্র্য ও বিপদসঙ্কুল ভরা অনিশ্চিত জীবনকে। এই মহান চরিত্রকে আজ সেশাধার রাজনীতিক বলে কে ন মূঢ় যদি কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে, তবে বুঝতে হবে সে নিজেই বাদ-কছে কলঙ্কে অন্ধকার ঘুণায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্ভব ও ইতিহাস লেখা আছে মানভূমবাসীর প্রতিটি বুকের মধ্যে। মদনবাবুর বিকৃত বুদ্ধির ব্যাখ্যা তাকে পাল্টে দিতে পারবে না। তিনি বলেন যে বহুমূল্য আ মূল পেয়েও মদনবাবু এভাবে পালিয়ে গেলেন কেন বোঝা মুস্কিল। জনতার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় সত্য কথা বলার এবং সত্যকথা শোনার শক্তি যাঁর নেই, প্রচারপত্র দেবার পথ তাঁর থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন যে মদনবাবুর পেছনে যে দলীয় যন্ত্র আছে তা প্রচারপত্রটিই প্রমাণ করে। এন্টিম্যাক্স নাম থাকলেও—প্রচারপত্রে যখন একটি বিশেষ দলকে তেল করার চেষ্টা দেখা যায় তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে পুরুষত্বহীন একটি নামের আড়ালে লুকিয়ে আছে তাৎকালিক পুরুষত্বহীন একটি দল। অথচ দ্বিতীয় প্রচারপত্রে শ্রীহার চেয়েছেন বল লুপ্ত হোক, দলীয় বাক্তিরা জনসাধারণে পরিণত হোক। শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন যে বল আকাশ থেকে পড়ে না। জনসাধারণকে নিয়েই জনসাধারণের স্বার্থে তৈরী হয় বল। আজকাল একটা শিশুও বোঝে যে গণঅধিকার অর্জনের সংগ্রামে

(দেখাশে ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

লোকসেবক সংঘ কি নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করল

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফ্রন্টের যে সমস্ত সমস্যা বিষয়ে কথা ওঠে

ফ্রন্টের কাজ কর্ম নির্ণয় নিয়ে শরিকদের মধ্যে তীব্র মতবৈষম্য চলছিল। তার মধ্যে ছিল—(১) ব্লক স্তরে ফ্রন্ট গঠন। (২) শরিকদের লক থেকে অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা করা বন্ধ করা হবে কিনা। (৩) প্রত্যেক স্থানে অঞ্চল তদারকী কমিটি গঠন। (৪) ফ্রন্ট অধিকাংশের অভিমতে কাজ চলবে, না, সকলের সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হবে তার ওপরেই কার্যাবলী গঠিত করা হবে। (৫) প্রতি থানায় পুলিশী তদারকের জন্য কমিটি গঠন করা হবে কি না?

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের অভিমত কি ছিল জানাই :

১] ব্লক স্তরে ফ্রন্ট কমিটি গঠন

ব্লক স্তরে কমিটি গঠন নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। আমরা একটা চাইটিনেন—নি, নি, এম, প্রাণী ইন্ডিয়ান না। আমরা বলেছিলাম বিভিন্ন অনুবিধের প্রশ্ন থাকলেও, সংঘ সর্বত্র বিপ্লবী করবে পক্ষে। এবং ব্লক স্তরে কমিটি গঠিত হোক—সর্বপ্রথম আমরেই প্রস্তাব ছিল। তবে আমরা এলাকাকে বেশিষ্টনায় উপযুক্ত কর্মী পেলেই সময় দিব, অবান্তিত লোক নিয়োগ করবো না। এ বিষয়টি আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। এ বিষয়ে শরিকদলগুলির মধ্যে কোটি গ্রহণ প্রভৃতি আর হয় নি।

২] অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা

অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল শোভাযাত্রা করছিলেন। সর্বপ্রথম আমরাই বারবার নিষেধ করেছি—আপত্তি করেছি—বলেছি এটা ফ্রন্ট থেকে পরিত্যাগ নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করা হোক। নতুবা বহু অনর্থ হবে। গণশক্তির সকার যেখানে—সেখানে অস্ত্র শক্তির বৈভব দেখাবার প্রয়োজন কি? কিন্তু অধিকাংশ দলই এটার নিষেধে মুক্ত থেকে রাজী হন নি। পরে সবাই বললেন—এ বিষয়ে সংঘের সঙ্গে সবাই আচরণ করার চেষ্টা করবে।

৩] মন্ত্রীর সঙ্গে তদারকী কমিটি

প্রত্যেক মন্ত্রীর সঙ্গে তদারকী কমিটি গঠন। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত নয়ার্ক পরিচালনার এবং অনুকূল ছিল। তাদের আমরা বিকেন্দ্রী-করণের পক্ষপাতী। তদারকী কমিটি হোক এটা আমরা সমর্থন করেছিলুম।

ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অধিকাংশের ভোটে, না সম্মিলিত সম্মতিতে হবে

ফ্রন্টের কাজ কর্ম নির্ণয় অধিকাংশের অভিমতে চলবে, না, যা ঐকমত্যে গৃহীত হবে—তাতেই কাজ চলবে। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত ছিল এই যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রত্যেকের নিজের নিজের বিভিন্ন নীতি, আদর্শ ও মতবাদ আছে। তা সত্ত্বেও ফ্রন্টে সকলে যুক্ত হতে পেরেছিলেন এই জন্য যে, প্রত্যেকের নিজের নিজের নীতি, আদর্শ, মতবাদ অক্ষুণ্ণ রেখেও, যে কর্মসূচী সকলের গ্রহণযোগ্য তা স্থির করে অর্থাৎ ওর বেশী কর্মসূচী নিয়ে তাঁরা কাজ করবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মধারা নিয়ে যেখানে সবাই সমবেত হয়েছেন সেখানে যদি অধিকাংশের ভোটে সব কাজ চলতে থাকে—তাহলে এক অভাবিত পরিস্থিতি ঘটতে পারে। যদি লোক সেবক সংঘের নীতি আদর্শের বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয়—তাহলে লোক সেবক সংঘকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। যেমন হয়েছিল—যুক্তফ্রন্ট প্রীমাত ঘোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মন্ত্রীত্ব গঠনের প্রশ্নের সময়ে। সেই রকম অন্য দলেরও কাছে এই রকম সমস্যা আসতে পারে।

সেজন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল যে, নীতি আদর্শ সম্পর্কিত প্রশ্ন সকলের সম্মিলিত সমর্থনে, ঐকমত্য সুবিধার দৃষ্টিতে গৃহীত হবে; আর ফ্রন্টে গৃহীত নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতে যে কিছু কর্ম ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত হবে—তা অধিকাংশের ভোটে হতে পারবে। এর ফলে থেকে এই মর্মের বিশ্বাস প্রস্তাব উত্থাপিত হয়—এবং প্রায় সব দলই নেন। তবে এম, ইউ, সির প্রস্তাবে বিরোধী সম্পর্কে যে দু এক জন বক্তব্য পরিস্কার ছিল না—তা পরিস্কার ক'রে নেবার কথা ফ্রন্টে ঐ অসঙ্গতি যারা দেখক (এম, ইউ, সি) তাঁরাও বললেন—সভার পরিস্কার করে নেওয়া হোক। বাংলা কংগ্রেস আপত্তি তুললেন যে, বক্তব্যে আছে তাই থাকবে। প্রায় সংগেই বললেন—বিষয়ের বা ধারা পরিবর্তন হচ্ছে না কেবল ভাষার দৃষ্টিতে বা ভাবকে সুসংপৃষ্ট সৃষ্টিতে কিছুটা সংশোধন করা হচ্ছে মাত্র। অন্যান্য সব দল এই সংশোধনী হলেন, কেবল বাংলা কংগ্রেস কোনো পরিবর্তন করতে রাজী হন না। ফলে এ বিষয়টা অমীমাংসিত রয়ে গেল।

৫] প্রতি পুলিশ-থানার জন্য থানা কমিটি

এবার শেষ বিষয়টির কথা বলি। প্রতি থানার পুলিশী কার্য সতর্কতার জন্য প্রতি থানায় কমিটি গঠন করা হোক—এই প্রস্তাব ওঠে। এই প্রস্তাব নিয়েই বিশেষ গোলমাল বেধে যায়। কয়েকটি দল বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে নি, নি, এম-এর হাতে পুলিশ বিভাগ থাকার জন্য তাঁরা নিজেদের দলগত প্রসার ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের পুলিশকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগাবেন। সেজন্য তার প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে প্রতি থানায় কমিটি গঠন করা হোক—তাহা পুলিশের কার্য বেষ্টন এবং সব পার্টি মিলে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ রেখার ব্যবস্থা করুক।

এই তদারকী কমিটি বিষয়ে বিভিন্ন শরিকের যে মতামত দেখা

যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে পুলিশ মন্ত্রী বলেছিলেন—পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে কার কি অভিযোগ আছে—তা আমার কাছে উত্থাপন করুন—যুক্তফ্রন্ট বৈঠকেই তার আলোচনা করা হোক। যদি দেখা যায়—অভিযোগ সত্য—তাহলে প্রতিবিধান ব্যবস্থা তারা করবে। তার আগে থানায় থানায় তদারকী কমিটির প্রস্তাব আপনারা কেন করছেন? তিনি আগে বলেছিলেন যে, থানায় থানায় থানা কমিটির সদস্যরা তাদের পদের সুযোগ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে অনেকে অনেক কিছু করতে পারে। কমিটির মারফৎ পুলিশের কাজ কর্ম বিষয়ে মতান্তর হলে নানা গণ্ডগোল বেধে যেতে পারে ইত্যাদি। অন্যান্য কয়েকটি শরিক এ সবের বিরুদ্ধে নিজেদের বক্তব্য মত যুক্তি দিয়ে তদারকী কমিটি গঠনের জন্য জোর দিতে লাগলেন। কয়েকটি শরিক সি, নি, এম এর সমর্থনে কথা বললেন।

অন্য কোনো বিভাগের জন্য এ রকম থানা কমিটি গঠনের প্রস্তাব না ক'রে কেবলমাত্র পুলিশ বিভাগের সম্পর্কে থানা কমিটির প্রস্তাব হওয়া সি, পি, এম, এর প্রতি শাস্তিমূলক বা অবিশ্বাসমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে এই অনেকে মনে করেন। নি, নি, এম, এদের এ প্রস্তাব আমরা কিছু মানতে পারব না। কয়েকটি শরিকদল বলেন—এটা না হলে ফ্রন্টকে দেখা যেবে।

থানা পুলিশের তদারকী কমিটি ও সংঘের অভিমত

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষে আমাদের যা বক্তব্য ছিল তা এই—

নীতিগত দিকদিয়ে এই থানা কমিটি গঠন আমরা সমর্থন করি। কাজের দায়িত্বকে বিকেন্দ্রিকরণের গুণে তোলা গণতান্ত্রিক কাঠামো একটা বড় লক্ষ্য—প্রায়ত্তির সময়ে এ বিষয়ে বহু অগ্রবিধে থাকলেও। আমরা শুধু পুলিশ বিভাগ নয়—সব বিভাগের জন্যই তা করা উচিত ব'লে আমরা মনে করি।

তবে বিশেষ কয়েকটি কারণে আমরা আপাততঃ এই প্রস্তাবের তুলতে পারিনি। সেই কারণগুলি এই—

ক] এই প্রস্তাব করতে গিয়ে ফ্রন্ট ভাঙ্গা উচিত নয়

এই প্রস্তাব যখন এমন গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিচ্ছে যে, এটাকে উপলক্ষ ক'রেই ফ্রন্টে ভাঙন আসবে জানা যাচ্ছে—তখন আপাততঃ এতকে আমাদের ভাল। কিছুটা অপেক্ষা করা দরকার। তাতে সাময়িকভাবে সুবিধা থাকা হোক।

খ] পুলিশ মন্ত্রীর বিরুদ্ধতার মধ্যে কাজ করায় কি অবস্থা দাঁড়াবে

যদি পুলিশ মন্ত্রীর ঘোর অনিচ্ছার মধ্যে এটা প্রবর্তিত করাও হয় এবং তাতে যদি ফ্রন্ট নাও ভাঙে, তাহলেও যে উদ্দেশ্য এই কমিটি করা হবে তা বহুলাংশেই সফল হবে না। কারণ পুলিশ মন্ত্রীর যদি এই কমিটির প্রতি সহযোগিতা না থাকে এবং এই কমিটিগুলিকে অথর্বতার ক'রে পুলিশকে যদি অসঙ্গতাবে চালাতে চান—তাহলে যে উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করা সে কাজ ঠিকমত চলবে না। তাছাড়া এটা এখন থেকে, পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে এ সম্পর্কে ঘোরাঘোর করা যাক—এবং তাঁকে আঘাত দেওয়া যাক যে, তাঁর কাজের সহযোগিতার ওপরই এটা করা হচ্ছে—তাহলে তিনি একে সম্পূর্ণ না দিয়ে পারবেন না—আমাদের ধারণা।

ঐক্যের আগ্রহই ফ্রন্টের প্রাণ : তাকে বিঘ্নিত করে উদ্দেশ্য সফল হবে না

গ] তাছাড়া আমাদের মূল বক্তব্য ছিল যে, যুক্তফ্রন্টের দায়িত্বভার নিয়ে যারা আছেন—তাঁদের মধ্যে যে কোন প্রকার অনিচ্ছার উদ্রেক—যে তাঁরা সহযোগিতা করছেন না—ফ্রন্টে ঐক্য রাখছেন না—ফ্রন্টের বিধি বিধান কর্মধারা অনুসরণ করছেন না বা করার মনোভাব রাখছেন না—তাঁদের মধ্যে যদি ফ্রন্টের ঐক্য রাখবার, বা ফ্রন্টের বিধি বিধান মানবার সততার আগ্রহ না থাকে বা সেই আগ্রহ ভিত্তিতে না আনা যায়—তাহলে শুধু কতকগুলো ব্যবস্থা দ্বারা যাচ্ছে চাপিয়ে দিয়ে কোনোকারে বাধ্য ক'রে কাজ চালাবার চেষ্টার দ্বারা ফ্রন্টের উদ্দেশ্য, ঐক্য ও কার্যধারা কিছুই সফল হবে না। এইভাবে ফ্রন্ট রাখারও কোনো অর্থ হবে না। সুতরাং যদি ফ্রন্টের ঐক্য এবং লক্ষ্য পূর্ণ করার ইচ্ছে থাকে তবে এইভাবে ভিত্তিতে সৃষ্টির ক্ষেত্র না বাড়িয়ে এ সব জিনিষ প্রবর্তন করার জন্য আগে শরিক দলগুলির মধ্যে ঐক্যের আগ্রহ, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহযোগের ক্ষেত্র গঠনের জন্য সর্বপ্রথম আপ্রাণ চেষ্টা করা হোক। এর জন্য প্রয়োজন—ধৈর্য্য, নিজের নিজের ক্ষেত্র তার করার মনোভাব এবং অন্যের ন্যায্যতা বোঝবার চেষ্টার আগ্রহ এবং প্রকাশ্যভাবে অথবা কে অভিযুক্ত করে কর্মধারার সমালিত; এবং সর্বোপরি, এ সম্পর্কে যারা চেষ্টা করবেন—তাঁদের মধ্যে আঘাত সহ করার জন্য খানিকটা মানসিক শক্তি।

ক্ষেত্রের লড়াইএ পরিণত হচ্ছিল

কিন্তু ফ্রন্ট রাখবার জন্য যা মূল জিনিষ ছিল—সততার ঐক্য সঙ্কে তোলার জন্য আন্তরিক আগ্রহ এবং এর উপযোগিতা সম্পর্কে উপলব্ধ—তার খুবই অভাব ঘটছিল; বরং দিনের পর দিন থেকে এদের বিষয়ে বিবেচনা না ক'রে বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষ্য করে পরিস্থিতি ক্রমের লড়াই এ পরিণত হতে যাচ্ছিল। লোক আমাদের মূল বক্তব্য ছিল—আগে এই ঐক্যের ক্ষেত্রটা রেখা হোক তার জন্য সততার চেষ্টা করা হোক এবং তারই ভিত্তি তে এই সব প্রস্তাব আসুক। নতুবা এসব কিছুই নয় নেই।

বাঁধন দিয়ে কাজ হবে না : ঐক্যের আগ্রহ না থাকলে ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিন

আমরা যা বিশ্বাস করেছি, বলেছি, সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছি—লোক সেই আন্তরিক ঐক্য মনে তোলবার চেষ্টা করেছি। সে কারণে আমরা বরাবর বলেছি—আপনারা যদি মনে করেছেন ফ্রন্টের মধ্যে ঐক্য নেই এবং হবে না—এবং তাই জন্য যদি ফ্রন্টকে নানা বাঁধন দিয়ে টিকিয়ে রাখতে আপনারা এইসব ব্যবস্থার কথা ভাবছেন—তাহলে আমরা বলব—এই ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিন। কারণ সততার ঐক্য যেখানে নেই সেখানে ফ্রন্ট নামে কোনো মার্কা বস্তু সম্ভব নয়—জোড়া দিয়ে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে কাজের চেয়ে অকাজই হবে। পুলিশের তদারকের জন্য থানা কমিটি গঠন বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে যিনি যে কথাই বলে থাকুন—লোকসেবক সংঘের বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে ছিল।

(ক্রমশঃ)

———

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

সাম্বিক মহিলা—

১৭ই এপ্রিল আমতা থানার তারপ্রাপ্ত অফিসার থানা গ্রামের একটি বাড়ীতে হানা দিয়ে একটি গর্ভপাতনরত স্ত্রীলোক শোভারাণী সাঁতরা নামে একজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছেন।

খেলনা বন্দুক—

১৭ই এপ্রিল দুপুরে শনিবুরুর দে স্ট্রীটের একটি "খেলনা বন্দুকের" দোকানে হানা দিয়ে কোলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ ৭টি রাইফেল, ২টি বি বি বন্দুক, ৫টি শক্তিশালী ছিপ্তলভার, ২টি তলোয়ার এবং তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে। বেআইনী অস্ত্র সরবরাহের এই ঘাঁটির পাত্তা দিনেরে একজন লম্বা সামরিক অফিসারসহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

১৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুরে একদল যুবক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিয়ে কোলকাতার শতবার্ষিকী ভবনের গ্রন্থাগার হল, ছাত্রভাঙ্গা ভবনের উপাচার্যের ঘর ও আইন কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। গান্ধী বচনা এবং গান্ধীজী সম্পর্কিত বই পত্রে আগুন দেওয়া হয়। অন্যান্য সব মূল্যবান বই ও পত্রপত্রিকাও লোপাট হয়। ঘন ঘন বোমার আওয়াজে কর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়।

• • •

ঐ দিনই দুপুর বেলায় শ্যামাপ্রসাদ দে স্ট্রীটের ওপর স্থাপিত গান্ধী মূর্তিটা লোপাট হয়। গান্ধী মূর্তিটা বিরাট বেদীসহ ওপর তামার চাদরে এই দু'বছর মোড়া করা হয়। যাতে বোমা ফাটান হয়। তামার খবর পেয়ের আর্মহার্ষ্ট স্ট্রীট থেকে ১ ঘন্টার আগে পুলিশ আসে নি বলে অভিযোগ করেন। তাঁরা রাজ্যপালের কাছে অপরাধীদের শাস্তি এবং নিজেদের জন্যে ক্ষতিপূ ও দাবী করেছেন।

• • •

জামরুল পলিটেকনিকে ঐ কলেজেরই ১৫-১৬ জন ছাত্র অধ্যক্ষের ঘরে ঢামলা ক'রে আসবাবপত্র তছনছ করে, ফেব্রুয়ারে মাও সে তুঙ এর ছাপ ছেপে ফেল্ল...ন ও কেনিনের ছবি গুলে নেয় এবং লোকিয়েং সাহিত্য পুড়িয়ে ফেলে।

• • •

১৮ই এপ্রিল শনিবার মহাত্মা গান্ধী রোডে পেট্রল ঘিরে ট্রাম পোড়ান হয়। কোলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও কল্যাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে তামলা চালিয়ে গ্রন্থ গার তছনছ, গান্ধী, নেহরু ও শান্তীর ছবি ও গান্ধী সাহিত্য পোড়ান হয় ও চূড়মার করা হয়। ট্রাম পোড়ানোর ব্যাপারে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অবাধ অরাজকতা

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশবুরী ও কালিয়াগঞ্জ থানায় এক মাস ধরে অবাধ অরাজকতা চলছে। ডাকাতেরা এই দুটি থানায় নিজেদের শাসন কায়েম করেছে। মহাদড়াই, বাকইজানী, কড়চা, পোড়াডাঙ্গা, বেলওয়ারা প্রভৃতি গ্রাম এক মাস ধরে অব্যাহতভাবে লুটের হচ্ছে ২০০ থেকে ৫০০ শত ডাকাতের হাতে। কলিয়াগঞ্জ থানাতেও ডাকাতের দল এই উপায়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এই থানার একটি গ্রাম লুট করার সময় ডাকাতেরা দল একটি বাড়ীতে আগুন দিয়ে একটি শিশুসহ একটি গৃহস্থ সুদ্ধ পুড়িয়ে মেরেছে। দুটি থানার অধিবাসীরা থানার এজাহার দিতেও তোন প্রতিকার পান নি। তাঁদের অভিযোগ এই যে পুলিশের যেকটুক নিষ্ক্রিয়তা এই দীর্ঘ সময় ধরে রেখেছে।

আই, এম, সংঘর্ষ

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যেবেলায় করুণাময়ি অঞ্চলে মাধাইপুর থানি থেকে ৫০০ জন সমর্থক নিয়ে সি, পি, এম সন্ধ্যাবেলায় একটি সভার অনুষ্ঠানে যত হবে সি, পি, আই-এর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সি,পি, আই, সমর্থক পাল্টাপাল্টি সি নিহত এবং বহু লোক বোমার আঘাতে আহত হন। পুলিশ অবশ্য আহত মানে। কেউ গ্রেপ্তার হন নি।

———

রাজনোয়াগড়ে সংঘকর্মীদের জনসভা

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অনন্ত বাবুদের সংঘবদ্ধশক্তির নিদর্শন হল। তারা বিশ্বে যখন এই সংঘবদ্ধতার সাধনা চলছে, তখন শ্রীহর কেহেতেন এর বিপরীত। তাঁরা চাইলেন আমি। কারণ অনন্তদের জমবর্দ্ধমান সংঘবদ্ধতায় অসুবিধায় পড়েছেন তারা হেলে প্রতিক্রিয়াশীল হাতাবেরা, মদনবাবুরা তার বাইরে নন। তিনি বলেন, মদনবাবু এবং তাঁর আড়ালে আত্মসম্মানকারীরা না চাইলে এই সংঘটি বেচেই চলবে। কারণ বক্তিক নিশ্চিতরূপ মনুষ তার অধিকার অর্জ্জন করতে চাইবেই।

শ্রীদিগিন মাহাত তাঁর ভাষণে এই জনসভা পত্র করার জন্যে মদনবাবু গোপীনাথবাবু-বরদাবাবুকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে যেদিন সবল সম্প্রদায়কে সকলে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, সেদিন মদনবাবুরা ছিলেন সবরতাইদের হিত থেকে মুখ ফিরিয়ে। সেদিন তাঁরা বিরাবন্ত চন্দ্র, সর্দারজী অতুল চন্দ্র এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রাই সবরতাইদের বুকে টেনে নিয়েছিলেন। এটা মদনবাবুদের মতে পেশাজাতী রাজনীতি। কৃষ্ণবেণীর সেবা তাঁরা করেছিলেন—মদনবাবু হয়তো বলবেন, গলিত মাংসের লোভেই তাঁরা তা করছিলেন। তিনি বলেন যে মদনবাবুদের নহ ইতিহাস তাঁর জানা আছে—পরাজিত জীবদের অন্ধকারিকতে তাদের ইতিহাস একাশ করে তিনি অশৌভন প্রকাশ করবেন না বলে জানান। তিনি লোকদেরও সংঘের বিরুদ্ধে যে কোন বক্তব্য সভার সামনে উপস্থাপিত করার জন্যে মদনবাবুদের বারবার আহ্বান জানান।

ঘড়ি নিরাবরণ চন্দ্রের সমর্থনাধিক অনুসারী শ্রীসরোজ চৌধুরী তাঁর বাক্তিগত ভাষণে বলেন যে মানুষ জেলায় ব্যাপকভাবে চেতনার প্রথম উন্মেষ প্রাক্তাম্বলীর ঘড়ি নিরাবরণ চন্দ্র এবং সর্দারজীর অতুলচন্দ্র। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রচণ্ড রক্ষম নীতি আরেকদিকে জেলার মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিষ্ক্রিয়তা, এই দুই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিরাট-কীন সংগ্রাম করে এখানকার গণচেতনাকে তাঁরা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা অত্যন্ত ঘৃণ্যতা।

শ্রীবেক মাহাত বলেন যে তাঁরা অন্তকর্ম্মি নিয়ে সংঘের সেবা করছেন না। লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বকে তাঁরা যাচাই করে নিয়েছেন। বহু হলের বহু নেতা ও বহু আদর্শের কথা তাঁরা জানেন। লোকসেবক সংঘ ও তার কেন্দ্রগুলিকে বিচারের ক্রটিপাথরে; গবর্ণমেন্টের কর্ম্মিপাথরে এবং গণ-অধিকারের আদর্শের ক্রটিপাথরে যাচাই করে খাঁটি সোনা জেনেই সর্ব্বস্ব পণ করেও তা তারা ধারণ করেছেন। তিনি বলেন মুক্তিকর্ত্তাদের মিথ্যা অভিযোগকে কুৎসা-রটনা বলাচলে। কোন তথ্যপ্রমাণ না দিয়ে যদি মদন-বাবুকে চোর-জোচ্চর বলা হয়, মদনবাবু কি তা মেনে নেবেন? তিনি বলেন মদনবাবুরা কাপড়, সুই এবং কেরোসিনের হালাল। তাই মুক্তি হাওী উঠেছে তাঁরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেলেন। তিনি উল্লেখ করে বলেন যে এই কাপুরুষ রাজনোয়াগড়ের ব নিন্দ্যনা হয়েও তাঁর কুৎসার কাজে রাজনোয়াগড়ের বাসিন্দা বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। এর দ্বারা যে রাজনোয় গড় একটি ঘড়ি নিরাবরণ চন্দ্রের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তারই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার ঐতিহ্যগত নামে মদনবাবুরা ধ্বলঙ্ক-লেপনের চেষ্টা করেছেন। এই অন্ধ হালাদরের বিচারের রায়ই শ্রীমাহাত জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত করেন।

শ্রীবেকবাবু মাতার তীব্র প্রেমের সঙ্গে বলেন যে তিনি মদনবাবুর কাছে অনেককিছু প্রত্যাশা নিয়ে এই জনসভায় এসেছিলেন। মদনবাবু সাদিয়ে তাঁকে ভগ্নাশ করেছেন এবং আশাভঙ্গের বেদনা শ্রীমাহাতকে ভীষণ-ভাবে ব্যথিত করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে সভায় সমবেত হাজার হাজার মানুষের অন্তরের বেদনার ব্যথিত করেছেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীরমণীশ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে মদনবাবুদের আচরণ এবং সভায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণ মদনবাবুর প্রতিক্রিয়াশীল কুৎসার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। কুৎসাগুলি এমন ভিত্তিহীন যে যে কোন মানুষ সেগুলিকে তা বুঝতে পারে। তবুও জনসাধারণের সামনে এই মুখোশ খুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এই সভার উদ্যোক্তারা অনুভব করেছেন এবং সেই কাজই করেছে। তিনি জাগ্রত বিচার-বুদ্ধি নিয়ে সজাগ সচেতন থাকার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। সভার শুরু থেকে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি মুহুর্মুহু ধ্বনিবাদ জ্ঞাপন করেন।

বন্দেমাতরম্, জহিন্দ, প্রভৃতি ধ্বনি দেওয়ার পর সভা শান্ত হয়।

—•—•—

অবাধ চাল পাচার এখনও অব্যাহত

সদর রাস্তা ও চোরাগলি নানা পথেই প্রকাশ্যে

পুরুলিয়া জেলায় একদা অন্নকষ্ট যে তীব্র জেলার সামগ্রিক খাদ্য রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন—নতুন অসহায়। কারণ এই চালের চোরাই চালান এক শ্রেণী মানুষের অন্ন পন্থায় সামান্য জীবিকা অর্জনের হয়েছে—অন্যদিকে কিছু রক্ষাকর্তাদেরও হয়ত এই কারের যথা-উপার্জনেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে যারা অসুবিধা ভোগ—চোরাই চালানকারীরা দশ, বিশ, ত্রিশ এবং পাচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকার বিশের সংখ্যক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়; আর বিদ্যুৎ যারা দিতে নিজেদেরই ডাকাত ও পাচারকারীদের লাঞ্ছিত ও হাঙরানী করার আশঙ্কা

কিভাবে পাচার কার্য্য অবাধ গতিতে চলছে—তার দুএকটি এখানে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণতঃ সাইকেলযোগে বা বুড়ি বা ঝাঁপি নিয়ে বিনাবে চাল পাচার করা হচ্ছে। সাইকেলে সাধারণতঃ চাল পাচার হয় এবং চেক পোষ্টে বা যথাস্থানে ২৲ টাকা মেসারী দিলে মাথার চালের বোঝার জন্য ১৲ টাকা—এই নির্দ্ধারিত হার।

অন্যান্য চেক পোষ্টের মতই কাননালী, বুড়িডি, চুকলী, ঢাকুরিয়া প্রভৃতি সমস্ত চেক পোষ্ট দিয়ে এক সঙ্গে পনের বিশ জন আরোহী বা পদাতিক মাথায় বোঝা চাপিয়ে নির্দ্বিগাবে চালান করছে। অন্য জায়গা মধ্যে মাঝে মাঝে কাজ দেখানোর জন্য ধরা হলেও অনেকে ধরা পড়াও করা হয় এবং মোটা টাকার লেন দেন করে সমস্যা ছাড়া পায়—নতুবা কিছু ধারালী ভোগ করতে হয় এই ধরনের ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছিল কিনা কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে অজ্ঞ জ্ঞান করে পারেন। সংবাদ এই প্রকার—

১) গত ১১ই এপ্রিল বুড়িডি চেক পোষ্টে এক জন পাচারকারী ধরা পড়ে। অনেক ধরাধরির পর পড়া ৩০০ টাকা ধার্য্য হয়ে সে ছাড়া পায়।

২) গত ২২শে এপ্রিল ২ জন সাইকিষ্ট এবং ১ জন পায়ে চুকলী চেক পোষ্টে ধরা পড়ে। সাইকিষ্ট ২ জন প্রত্যেকে ২০৲ টাকা দক্ষিনা দিয়ে ছাড়া পায়—আর পদাতিক কোনও টাকা পয়সা দিয়ে পাচার করে বলে কিছু শোনা যায়নি।

৩) গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে ঘড়ঘরী (চন্দনকিয়ারী) এবং পুরোহিত নিবারণে প্রায় ১৫ কেজি চাল নিয়ে যাবার সময় কানালী পোষ্টে ধরা পড়েন। তাঁর চাল 'বাজেয়াপ্ত' করা হয় এবং ১২৲ 'জরিমানা' দিতে হয়। এই ব্রাহ্মণের বাধ্যহয়ে গ্রামে আঁ বর্ত্তমানে যা গরীবে তাঁর কারণে।

পুরুলিয়া সহর থেকেও সাইকেল বাহিনী চাল নিয়ে নি পাচার করছে। তারা যথাস্থানে সাইকেল পিছু আট আনা করে দেয় এবং এই চাল পাচারের সঙ্গে নাকি অনেক ছি, পি, অফিসের আছেন।

এই সংবাদ বা অভিযোগগুলির সত্যতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যদি তদন্ত করে দেখতে পারেন।

—•—•—

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
Stockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল

মে দিবসে স্মরণীয়

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রমিকদের শ্রমশক্তিকে যে যন্ত্র করে লাভের পাহাড় গড়ে তোলার প্রবণতা পুঁজিপতি ও সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়াদের মজ্জাগত। সামন্ততন্ত্রের যুগ পুরাতনীর বেশভূষির মতো আমাদের দেশের রাজা-জমিদার-নানাদাহেব-রাও হর্ত্তিক প্রভার প্রবণক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করতেন বিনামূল্যে—দাম ছিল তার বেগার। খাজনার মতো এই বেগারের দিন সামন্তপ্রভুদের অবশ্য প্রাপ্য। খাজনা বন্ধ হতুর ভোত কখনও কখনও, বেগারের হাত থেকে বেহাই ছিল না একেবারেই। 'শিল্প বিপ্লবের পর এই শ্রমিকশোষণের রূপ গেল পাল্টে। শিল্পবিপ্লব উৎপাদনকে করলো ত্বরান্বিত, আর তার পরিমাণকে দিল বাড়িয়ে। যন্ত্রর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেল আশাতীতভাবে। এই বর্দ্ধিত উৎপাদনের ন্যায়সঙ্গত অংশ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করলেন শিল্পনায়কেরা। কেবল তাই নয়, শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগে ভিড়কে নিয়ে লাভের পাহাড় আকাশছোঁয়া করতে লাগলেন তাঁরা। কাজের সময়সীমা নির্দ্ধারণও শিল্পনায়ক লাভের তৃষ্ণার ওপর। এইভাবে শ্রমশক্তিকে দুর্দ্দিক থেকে শোষণ করে তুলে উঠতে লাগল শিল্পনায়কের লাভের মান।

সময়সীমা না মেনে শ্রমশক্তিকে নিংশেষে শোষণ করার বিরুদ্ধে প্রথম অধিক সংগ্রাম ঘোষিত হয় এই পশ্চিমবাঙলায়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কাজের সময়সীমা দৈনিক ৮ ঘন্টা নির্দ্ধারণের দাবীতে ধর্মঘট করেন রাওড়ার রেল-শ্রমিকেরা। কারণ তখন শোষণের বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অধ্যয়নরত এবং এর আগেই (১৮৬৭) প্রকাশিত হয়েছে মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমেরিকার ফেডারেশন অফ লেবার সংগঠন ১৮৮৬ সাল থেকে কাজের সময়সীমা দৈনিক ৮ ঘন্টা নির্দ্ধারণের দাবী করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মার্কস তখন পরলোকে, প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর অমর গ্রন্থ "দাস ক্যাপিটাল।"

আগের প্রস্তাব অনুযায়ী আমেরিকার ফেডারেশন অফ লেবারের ডাকে, কাজের সময় ৮ ঘন্টা নির্দ্ধারণের দাবীতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে উত্তাল হয়ে উঠলো মার্কিন শ্রমিকমহল। ধর্মঘট আর বিক্ষোভে তীব্র আকার ধারণ করলো শ্রমিক আন্দোলন। আন্দোলনের ধার ভোঁতা হোল শিকাগো সহরে। শিকাগোর ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী—সেদিন যে মানের দিন তারিখ। এই বর্বরতার প্রতিবাদে ঠাঁই মে শিকাগোর যে মার্কেট স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হোল শ্রমিকদের জনসভা। পুলিশ বাহিনীকে অ ক্রমণ করলো এই জনসভা। অত্যাচারে নিপীড়নে শিকাগোর শ্রমিকের ভখন মরিয়া। শুরু হোল পুলিশ শ্রমিক খণ্ডযুদ্ধ। পার্সন্স, স্পাইজ, ফিশার ও এঞ্জেল সহ শতাধিক নেতাকর্মীর মাঝিন সরকারের ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দেয়। যে মার্কেট স্কোয়ারের আততি-নিহত বীর শ্রমিকদের রক্তাক্ত পবিত্র উড়িয়ে দেওয়া হোল সভাকা করে, ঝুলে হোল লাল পতাকার।

১৮৮৯তে দ্বিতীয় মাসে আমেরিকার ফেডারেশন অফ লেবারের "সেন্ট লুই সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হোল। ৮ ঘন্টা কাজের সময়ের দাবীতে ১৮৯০ এর ১লা মে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তাব আবার গ্রহণ করা হোল এই সম্মেলনে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই, প্যারী বিপ্লবের শতবার্ষিকী। পৃথিবীর ২০টি দেশ থেকে এলেন ৩৯১ জন শ্রমিক প্রতিনিধি। প্যারীতে প্রতিষ্ঠিত হোল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিকের জাতাই ডাঃ এডলিং প্রস্তাব করলেন ১লা মে আন্তর্জাতিক মে দিবস পালনের। প্রস্তাব গৃহীত হোল। আজ আমরা স্মরণ করি সেই ইতিহাসকে, স্মরণ করি সেদিনকার সংগ্রামী শ্রমিকবীরদের।

—•—•—

লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব

পুরুলিয়ায় তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান

গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া লেনিন জন্মশত-বার্ষিকী উৎসব কমিটির উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী লেনিন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীবিকাশলাল মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন—কিন্তু তাঁকে ঐ সময় তাহতের বাইরে যেতে হওয়ায় তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয় নি। কমিকাতাস্থিত সোভিয়েট কনসাল জেনারেল এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অক্ষম হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অনুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন।

১৮ই এপ্রিল সকালে জুবিলী ময়দান থেকে লেনিন-শিশু শোভাযাত্রা বেরিয়ে সহরের আশপাশে পরিক্রমা করে। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় এক সহস্র ছাত্র এই শিশু শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে।

গত ১৮ই এপ্রিল বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রীমণোক চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিতাই হাস গাঙ্গুলী, অধ্যাপক নিমাই হত প্রমুখেরা মহামতি লেনিনের বৈপ্লবিক কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় রবীন্দ্রভবনে লেনিন শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীমণোক চৌধুরী। এই প্রদর্শনীতে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত লেনিনের সমগ্র জীবন চিত্র করেকটি দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফ সহকারে প্রদর্শিত হয়। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় রবিবাসর সাহিত্য মন্দিরের প্রাঙ্গনে কণ বিপ্লব ও স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্ভান্ত আলোক চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৯শে এপ্রিল সকালে স্থানীয় কমলা টকী হাউস মাঝিম সোর্কীর অনবদ্য রচনা 'মাদার' ফিল্মটি প্রদর্শিত হয়। বৈকালে হরিদল সাহিত্য মন্দিরের অঙ্গীণ তলে এক আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে লেনিনের অবদান"—আলোচনা চক্রের আলোচ্য বিষয় ছিল। এই আলোচনা চক্রের প্রধান বক্তা ছিলেন—খাদপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থ-নীতির অধ্যাপক শ্রীকল্যাণ হত। তিনি এক বিস্তৃত ভাষণে লেনিনের বৈচিত্র্যময় বৈপ্লবিক জীবনের মধ্যেও ভারত প্রভৃতি ঔপনিবেশিক দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার বিশেষ সাহায্য করেন। এই আলোচনা চক্রে শ্রীনিতাই হাস গাঙ্গুলী প্রমুখ কয়েকজন বক্তা গ্রহণ করেন এবং শ্রীমণোক চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। রাত্রিবেলা জগাইবেলা হলে "ব্যাটল শিপ পটেম-কিন" নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ম প্রদর্শিত হয়।

গত ২০শে এপ্রিল তারিখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অবতরণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা "নন্দীকা" "লেনিনের আহ্বান" নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়ে পরিবেশন করেন। কলিকাতা থেকে শিল্পীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এখানে আসেন। এই অনুষ্ঠানের পর আমন্ত্রণাধ্যা ইউনিট "সিজামহর উৎসব" এই একাঙ্ক নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

— ০ —

কাম্বোডিয়ায় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম

কাম্বোডিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক সম্প্রতি চীনের নির্দ্ধারিত হার পর ভিয়েৎনাম নৈশেরা কাম্বোডিয়ার নৈশবাহিনী তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি। অবশেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দ্দেশে মার্কিন ষষ্ঠী নৈন্য ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী নৈন্যরা কাম্বোডিয়ায় প্রবেশ করে। মার্কিন সমর দপ্তর দাবী করেছেন যে ইতিমধ্যেই ছয়-শতাধিক বন্দী করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং খাস মার্কিন ছাত্রেরা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের এই কাজের নিন্দা করেছেন এবং বিক্ষোভও প্রদর্শিত হয়েছে।

—•—•—

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—25

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় প্রচণ্ড কালবৈশাখী

গত ১৪ই বৈশাখ পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বৎসরের প্রথম কাল-বৈশাখী ঝড় বেগে প্রবাহিত হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট ব্যাপী প্রবল ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হয় এবং বহু গৃহের চাল উড়ে যায়। এই পর্যন্ত যে সংবাদ এসেছে তাহে আনাড়ি, ভারবাদা, বাঘলপাড়া, কুরুলু, অর্জু-কোড়া, ডুমুরবাদ প্রভৃতি গ্রামের বেড় দুই শত গৃহের চাল সম্পূর্ণ উড়ে গেছে বা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই কালবৈশাখীর ফলে বরাবাজার থানার ডুমুরডি গ্রামের একটি বাড়ীর ছাদ ভেঙ্গে পড়ায় আট বৎসর বয়স্ক একটি বালক প্রাণ হারিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

ঝড়ের পর বহু স্থানে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। দীর্ঘ দুই আড়াই মাস ব্যাপী একটানা খরার পর এই বর্ষণে এক দিকে যেমন কৃষি কার্য্যের কিছু সুবিধা হয়—সেই সঙ্গে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ সাময়িকভাবে স্তিমিত হওয়ায় সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

পলিটেকনিকের পরীক্ষা ভণ্ডুল

গত ৩ শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া পলিটেকনিকের টেষ্ট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ ও নানা অশান্তি ও উদ্ভটরের জন্য পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। প্রকাশ, পলিটেকনিকের টেষ্ট পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে প্রশ্নপত্রগুলি দীর্ঘ ৩ শঙ্কর হয়েছে বলে পরীক্ষার্থীরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানালে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল তাদের অভিযোগ বিবেচনা করা তো বলে ছাত্রদের অপমান করেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা নাকি তাতে শান্ত হয় না হয়ে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। প্রকাশ, তারা প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র প্রভৃতি ছিঁড়ে ফেলে, দরজা জানালার কাঁচ ভাঙে; টেলিফোনের তার কেটে দেয় এবং নানা প্রকার ক্ষতি করে থাকে। ইতিমধ্যে কে বা কারা দু একটা পটকা ফাটায়।

এই পরিস্থিতিতে টেলিফোন মিস্ত্রী টেলিফোন লাইন মেরামত করতে এলে ছাত্রেরা নাকি তাকে বাধা দেয় এবং অনৈক সার ইঞ্জিনীয়ারকে (কি-আই-বি) ছাত্রেরা মারধোর করে এবং তাঁর সাইকেল কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। পলিটেকনিকের অনৈক অধ্যাপকও ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন বলে শোনা যায়—কিন্তু তিনি নিজে কোনও অভিযোগ করেন নি।

পরিস্থিতি ঘোরালো আকার ধারণ করলে স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট পুলিশ বাহিনীসহ ঘটনাস্থলে যান। ইতিমধ্যে বিক্ষোভকারী ছাত্রেরা সব চম্পট হয়ে যায়। তিনি হোস্টেলের ছাত্রদের ডেকে বিজ্ঞানাধার করলে তারা বিক্ষোভ, উদ্ভটর ও পুলিশ অফিসারকে প্রহারের ব্যাপারে অংশ গ্রহণের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং নাকি বলে যে সরবরাহী ছাত্রেরাই এই সব উদ্ভটরের জন্য দায়ী।

পুলিশ পৌঁছবার পর অবশ্য শান্ত হয় এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ অফিসারকে প্রহারের জন্য দায়ী ছাত্রদের পুলিশ অনুসন্ধান করছে—তবে এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয় নি। পলিটেকনিকের টেষ্ট পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অসমাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, উদ্ভটরের ঘটনার সময় ও তারপর পূর্বে বহিরাগত কিছু ছাত্র ও যুবকদের পলিটেকনিকে ঘন ঘন যাতায়াত হয়েছিল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির জনসভা

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৩০শে এপ্রিল রাস ময়দানে এক জনসভা হয়। এই সভায় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান বক্তা ছিলেন। সভার বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কৃষক সভা

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টপার্টির জেলা কৃষক সভার অধিবেশন গত ৩০শে এপ্রিল বলরামপুরের হাটচন্ডায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার প্রধান বক্তা ছিলেন। সভার বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জয়পুর ব্লক কমিটিতে দাবী সমর্থিত

গত ১৮শে এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত ব্লক খাদ্য ও আণ কমিটির সভায় জয়পুর ব্লকের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি; ব্যাপক অন্নকষ্ট, অনাহার মৃত্যু, কার্যোর ও জীবিকা অর্জনের উপায়ের অভাব প্রভৃতি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জয়পুর ব্লককে অবিলম্বে খরা অঞ্চল ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানানো হয়।

জয়পুর ব্লক কমিটিতে খাদ্য পরিস্থিতি পর্য্যালোচনাকালে সভার বিভিন্ন সদস্যগণ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিই অবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করে খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী সমর্থন করেন এবং প্রকাশ একমাত্র ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন যে খরা অঞ্চল ঘোষণা করার মত পরিস্থিতি উদ্ভব হয় নাই। এই প্রশ্নে সি-পি-সি দলের প্রতিনিধি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধির তীব্র বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির পর প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী সমর্থিত হয়।

অনাহার মৃত্যুর প্রস্তাব স্থগিত

জয়পুর ব্লক কমিটি উপরোক্ত সভায় জয়পুর ব্লকে অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপিত হলে পূর্বের ন্যায় তাও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি বিরোধিতা করেন। অন্যান্য সকল দলের সমর্থন থাকলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধির অনমনীয় মনোভাব বিরোধিতার জন্য প্রস্তাবটি স্থগিত রাখা হয়।

কালদায় অনাহার মৃত্যু

পুরুলিয়া থানা মহকুমার ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির এক ভাষণদানকালে শ্রীপ্রহ্লাদ মল্লিক, এম, এল, এ বলেন যে কালদা থানায় অনাহার মৃত্যু ঘটেছে এবং সেই সম্পর্কে কালদার বি, ডি, ও-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তিনি প্রতিনিধিদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করেন। এই অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে বিশদ কোনও তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে পেশ করেন নি।

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শে)
দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)
নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

তৃতীয় বিরাবণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

সোমবার, ১১ই মে '৭০
২৭শে বৈশাখ ১৩৭৭

বার্ষিক —৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

মুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্য্যাদা গ্রহণ করে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে ভুল না করি। .....লোভের ভাণ্ডারকে রক্ষা করবার জন্যে জগৎ জুড়ে অস্ত্রসজ্জা, যুদ্ধের আয়োজন চলল। সেই ঐশ্বর্য্য আজ ভেঙেচুরে তার ভগ্নাবশেষের তলায় মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরুলিয়ায় এখনও অনাহার মৃত্যু চলছে

রাঙ্গনীচঁড় গ্রামে শ্রীনীলু নাপিতের শোচনীয় মৃত্যু
রিলিফ স্কীমে ইতিমধ্যেই দুর্নীতি সুরু হয়েছে

গত ৯ই মে তারিখে সকাল ৬ ঘটিকায় রাঙ্গনীচঁড় গ্রামের শ্রীনীলু নাপিত (৬০) অনাহারে মারা গেছেন। জয়পুর ব্লকের উপর কাহন অঞ্চলের রাঙ্গনীচঁড় গ্রামের শ্রীনীলু নাপিতের সংসারেই সংঘটিত দুঃস্থ পরিবার। তার স্ত্রী শ্রীমতী বোধিনী নাপিত (৬০) অন্ধ এবং তার একমাত্র বধূ ও তার স্বামী কয়েক বৎসর পূর্বে মারা যাওয়ায় তাদের পুত্র শ্রীমান লালু নাপিত (৭) দুঃস্থ দাদা মহাশয়ের নিকট বাস করছিল। এই পরিবারের নিজস্ব বলবার জায়গা জমি কিছু না থাকায় গ্রামের মননী মেলায় সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

নীলুর পুত্র সূর্য্য নাপিত নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে তীর্থদিন আলাদা হয়েছিল—তবে তার নিজ আয়ের যৎসামান্য অংশ মাঝে মাঝে পিতা-মাতাকে দিত—তবে সে সাহায্যের কোনও মূল্য ছিল না।

নীলুর অন্ধ স্ত্রী প্রায়ে ভিক্ষা করে যা পেত—তাতেই সংসার চালাতে হোত—তবে অধিকাংশ দিনই অনাহারে কাটাতে হোত। মাঝে এরের বৌদিরা লালু বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দিদিরা ভিক্ষায় বেরোতে পারতো না—অন্যদিকে বীর্ধদিন অনাহারে অর্দ্ধাহারে অনাহারী নীলুও একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্বে থেকে প্রায় তের চৌদ্দ দিন শয্যাশায়ী থাকে। গ্রামের লোকেরা যা প্রতিবেশীরা খবরপ্রকৃত হয়ে যে সাহায্য করতো—তার উপর নির্ভর করেই এদের দিন চালাতে হোত। এই দুঃস্থ পরিবার কোনও সরকারী সাহায্য কণা খয়রাতী সাহায্য পেত না। ১৯৬৭ সালের খরার সময় কিছুকাল জি-আর পেয়েছিল।

শেষ অবস্থায় সাহায্য

রাঙ্গনীচঁড় গ্রামে টেষ্ট রিলীফের কাজ পরিদর্শনের সূত্রে ৯ই মে এসে লোকমুখেই সন্ধান কর্মী ও ব্লক কমিটির সভ্য শ্রীরামদাস হাঁসদা এই দুঃস্থ পরিবারের কথা জানতে পারেন এবং নীলু নাপিতের প্রায় শেষ অবস্থা দেখে এই পরিবারকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেন এবং জয়পুরে গিয়ে ব্লক কর্তৃপক্ষকে এ-ব্যাপারে কি-আরের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। ৭ই মে তারিখে ব্লক থেকে জরুরী সাহায্যস্বরূপ ৩ কেজি গম মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু প্রায় মৃত্যু অবস্থায় তরল পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু গলাধঃকরণের ক্ষমতা আর নীলু নাপিতের ছিল না—সুতরাং সরকারী সাহায্য আর তার কোনও প্রয়োজনে আসে না। যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল—তাই দিয়ে শেষ অবস্থায় নীলুকে কিছু তরল খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল—কিন্তু মৃত্যু-পথযাত্রীকে তাতেও রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। দুদিন বাদে ৯ই মে তারিখেই সকালে চরম দারিদ্র্যপীড়িত ও অনাহারক্লিষ্ট নীলু নাপিতের মৃত্যু ঘটে।

অনাহার মৃত্যু ও ব্লক কর্মাধ্যক্ষ

জয়পুর ব্লকের উপর কাহন অঞ্চলের খ্যাতিমান বিধায়ক বই ও দুর্নীতি করবার এই অঞ্চলে ডি, এল, ডব্লিউ ৮-ম কার্যিকজনবিহীন ও কর্তব্যবোধ সুত্র কাজ করে চলছে—কিন্তু প্রশাসনের ক্ষত্রে এইসব ব্যাপারে দেখবার কেউ কোথাও নাই। বড়চাঁচড় গ্রামের শ্রীনালমোহন মাতাত—এই উপর কাহন অঞ্চলের ডি, এল, ডব্লিউ অর্থাৎ গ্রাম-ভিত্তিক কর্মী। কিন্তু আচারে ব্যবহারে গোষাকে পরিচ্ছদে এঁর গ্রামের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বিত্ত কর্মপদ্ধতির মতো টেরিলীনের শার্ট প্যান্ট পরে মেটা সাহেব সেজে নিশ্চই চার মোড়ের বিশেষ কোনও দোকানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস (ও জুয়া ?) খেলা ও চা-বিড়ি ধ্বংস করে ইনি গ্রামের কাজ করেন। এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কাওও এই গ্রাম ভিত্তিক কর্মীর টিকি পর্য্যন্ত দেখার সৌভাগ্য হয় না। সুতরাং রাঙ্গনীচঁড় গ্রামের অনাহার মৃত্যু-পথযাত্রী শ্রীনীলু নাপিতের সংবাদ এই আধা-সাহেব ডি, এল, ডব্লিউ রাখবে কি করে? সরকারী অর্থে এই সব অপদার্থ, অমানুষ ও শয়তানদের পোষা হচ্ছে!

গত ৯ই মে বৈকালে চুপ করে থাকতে না পেরে বড়চাঁচড় গ্রামের চাঁড়ালপাড়ার বিলিফ ওয়ার্কটি পরিদর্শনে আসেন। এই কাজ সম্পর্কে গ্রামবাসী ও কর্মীদের নানা অভাব অভিযোগ জানাবার ছিল—কিন্তু সে সুযোগ পান নি। তাঁদের সে মাষ্টার শ্রীনন্দলাল মাতাত নিজের বাড়ীতে এঁদের কুবিজোড়ে আপ্যায়িত করেন—কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে অনাহারে মৃত্যু পথযাত্রী শ্রীনীলু নাপিতের সংবাদ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ বা অবকাশ এঁদের হয় নি।

রিলিফে দুর্নীতি

টেষ্ট রিলিফ কাজ শুরু হতে না হতেই বহুক্ষেত্রে অবাধ দুর্নীতি শুরু হয়েছে। রিলিফ কাজ সব গ্রাম চোরাই ভাবে অর্দ্ধেক গ্রামে অর্থাৎ বর্ধ পয়লা কেজি দরে বাজারে গোপনে বিক্রয় হয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ রিলিফের গম বিহারে পাচার হয়ে যিবাহ বা প্রাক্ত বাড়ীর কাজে লাগানো হচ্ছে এমন ঘটনাও ঘটছে। এমনকি টেষ্ট রিলিফ কাজের পে-মাষ্টার, মোহরার প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন দরে পে মাষ্টার কর্তৃতা বেনামদারত্বে কাজ করছে এবং রিলিফের নামে অর্থাৎ লুট চলছে। ভারপাস মন্ত্রদপ্তর চৌকার বিশার মাসে ও গরমে ওজন কম দিয়ে নানাভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

—•—•—

জয়পুর ব্লকের বড়গ্রাম অঞ্চলের ভুজঙ্গ বীর; রাঙ্গনীচঁড় গ্রামের চাঁড়ালডুরা বীর; সিংহাবরার গান্ধীবার প্রভৃতি সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ পেয়ে সেই সম্পর্কে তদন্তানি করা হয়। কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জরুরি ডি-পার্ট-মাঠানো হচ্ছে এবং সেই সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবিলম্বে গৃহীত না হলে আগামী সংখ্যায় সেই সব বিশেষ প্রকাশিত করা হবে।

অনাহার মৃত্যু চাপা দেবার প্রয়াস

এই ধরণের অনাহার মৃত্যুর ঘটনাগুলি চাপা দেবার জন্য যে সকল সরকারী চেষ্টা চলছে আগামী সংখ্যায় তা প্রকাশ করা হবে।

—•—

সম্পাদকীয়—

পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে আমরা মানবপ্রেমিক মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাপুত অন্তরে স্মরণ করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে; তাঁর সাধনা ও চিন্তার এবং বৈচিত্র্যময় বিবিধ কর্মের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাকেই মূর্ত করে তুলেছিলেন। ক্রমে ক্রমে, ছন্দে ও সাবলীল আমাদের ভাষা যে কি মহজ্জল তিনি বিশেষভাবে করেছিলেন। তাঁর কাব্যের মাধুর্য ও সঙ্গীতের সুধা সমস্ত দেশ ও জাতিকে মুগ্ধ, অভিভূত ও সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। আমাদের সমস্ত সুখ দুঃখের যেমন তিনি নিবিড় আত্মীয়তা হয়েছিলেন—তেমনি শান্তির বিপদের দিনে তিনি বন্ধু ও সহচরের চিরে বিরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশে জগৎব্যাপী এত যুদ্ধ, রক্তপাত ও হানাহানির মধ্যে তিনি সভ্যতার চরম সংকট উপলব্ধি করে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—কিন্তু সেই সতর্কবাণীর সত্যতায় হয়েও তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। মানব ও মানবতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অগাধ বিশ্বাসের ফলে গভীর নৈরাশ্য ও অন্ধকারের মধ্যেও আশার পূর্ণ দিগন্তে নবারুণের উদয় হবে এই সুদৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। সুতরাং আজ আবার যেন ভোজা ও বিশ্ব জুড়ে হিংসেত্তা, হীনতা, বুভুক্ষিত প্রভৃতি মানবজীবনকে যখন কলুষিত ও বিষয় করেছে—সেই সময়ে আমরা বিশেষ করে স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথকে এবং পঁচিশে বৈশাখের এই বিশ্বজ্ঞ প্রভাতে পরমপিতার উদ্দেশ্য পৃথিবীর নিত্য নিষ্ঠুর ধ্বংস থেকে মানবজাতি পরিত্রাণ লাভ করুক—এই প্রার্থনা করি।

অ, চ,

কাদের জন্য এই ত্রাণ ব্যবস্থা?

হারুল পরগণা অন্তর্গত খুলনিয়া জেলা ও বাঁকুড়ার কিয়দংশ জুড়ে যে দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থা বিরাজ করছে—তার সার্থক মোকাবিলা করার জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্রকে উদ্যুক্ত ও সক্রিয় করে তোলা এক অতি দুরূহ ব্যাপার। তাদের পাশবের কাছ নিশ্চয় আমলাতন্ত্র মানুষের দুঃখ ও বেদনার অশ্রুধারে কোন ব্যবস্থার অগ্রণী হতে যখন সবেমাত্র সুরু করেছে—তখন আমলাতন্ত্রের নীচুতলার প্রশাসন যন্ত্র উপরের ও তালাশদের নিয়ে তাঁর ব্যবস্থার নামে ইতিমধ্যেই সুরু করে কাজেও করেছে। মাত্র দু'জন সরকার কোন—এই লেখার রিপোর্টের আজকের সংবাদে সুরু হয়েছে—কিন্তু ইতিমধ্যেই নানাভাবে পাকা চুরির ব্যবস্থা সুরু হয়েছে। অচিরে বিনাদের আর এই দুর্নীতিকে সুরুতেই দূর করার ব্যবস্থা না হলে—এটা স্পষ্ট সত্য বিস্তার করে ভয়ঙ্কর অন্তরের বাইরে চলে যাবে।

আর্ত, দুঃস্থ ও অসহায় নরনারীর জন্য যে সরকারী সাহায্য বা টেষ্ট রিলিফ বাবদ যে অর্থ ও খাদ্য শস্য বরাদ্দ করা হচ্ছে—তা সে মাঠার, জীলার ও মোতয়ারদের অবার লুট্‌বর অপূর্ণ সুযোগ এনে দিচ্ছে। আর সে মাঠারদের চুরির সাহস এখনই হয়ে পারে না যদি ব্লকের ওভারশিয়ার, রিলিফ ইন্সপেক্টার কমুনিটের যোগসাজস না থাকে। অন্তত পক্ষাতে খয়রাতী সাহায্য ও ভি-আর বন্টনে ভি-এল-ডব্লিউ এর সর্জরের কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বলে কি-আর নিই কৈনা ব্লকের কর্তৃপক্ষের হেওয়াক—বড় কোন গ্রামে গিয়ে দেখানে কোনও কিছু গরীব আত্মিয়া গ্রহণ করে—তার কয়েকজন মুরিব, বাসার বা অনুগৃহীতে নাম তালিকাভুক্ত করে রাখবার করে। গ্রামের প্রকৃত দুঃস্থ, অনাথ, আতুরদের নাম তালিকাভুক্ত হয় কখনও যোগাযোগ করে না। তারপর কি-আর তালিকার নাম তোলাবার জন্য ফিল্ড অফিসার আসছের হেওয়াজ্ঞ ও আছেই। সাধারণত অঞ্চল প্রধানেরা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অঞ্চল কমিটির কনভেনারগণও এই দুর্নীতির অভিযানে লিপ্ত থাকেন। অবশ্য সমস্ত নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম আছে—তেমনি শত শত তি এল অফিসার এর মধ্যে দু এক জন প্রকৃতই সৎ, ভার ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মী নিশ্চয়ই আছেন—কিন্তু এঁদের সংখ্যা নগণ্য। ব্লকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরূপে বি-ডি-ও বা এ-ই-ও প্রভৃতিদের মধ্যে প্রকৃত সেবামূলক ভাব খুবই অল্প। সাধারণত: বিনগত পাপক্ষয় এর মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ চালিয়ে যান—ফলে অন্যায় ও দুর্নীতিরোধে তাঁদের কোনও আগ্রহ বা প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ক্ষের বিপদে দু এক জন ব্যক্তিও স্বয়ং এই সব দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন—ফলে অবাধে দুর্নীতি চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে অন্ন, অনহার ও দুঃস্থ নরনারীর অর্থ ও সাহায্যের কোনও উপায় থাকে না এবং সমগ্র ত্রাণ ব্যবস্থা যেন আর ব্যবসায়ীদের শোষণ মান ভোজের ও অন্যায়ের সঞ্জনাদের মহত্তর হয়ে ওঠে।

অ, চ,

বিপ্লবের নামে

পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে বিপ্লবের নামে যা ঘটছে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় যা দেখা দিচ্ছে, তাতে কোনটাই জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক নয়। লাল চীনের রাষ্ট্রপ্রধান মাও-সে-তুঙ যেখানে সফলতিগিয়া সুরু করেছিলেন এবং এখনও তা দেখা হয় নি। মাও বিরোধীদের যদেই চেষ্টা হয়ে ছিলেন এবং তাঁরা আজ অনেকটা পিছু হটে গেছেন। কিন্তু সংস্কৃতিপ্রিয়দের প্রাবল যেখানে ভালিনের যেন নি মহানায়ক নান ইয়াং সেনের জাতীয় সমাজকে, সুন্দর করে নির্ভীক মর্যাদাকে। তাঁ নান ইয়াং সেন কিন্তু কমুনিষ্ট ছিলেন না, মাওরা কমানিষ্ট তো দূরের কথা। অক্টোবর বিপ্লবের সময় এবং বিপ্লবের পরেও লেনিন তার শান্তরদের নির্দশকগুলিও সমর্থন করেছিলেন এবং মার্ক্সিয় গোঁকীকে পেয়ে কম বিপ্লবীরা অবমান করেন নি জন্ত উনীয়ের।

মুস্তাফা-লেনিবাদের নাম নিয়ে মাওবাদী নকশালপন্থীরা কিন্তু অপমান করছেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও বুদ্ধদেবকে। অপর নকশালপন্থী ত্রান্তি নেতা শ্রীঅসিত সেন সম্প্রতি বলেছেন যে নকশাল ছাত্রদের এই আন্দোলনে ব্রতী। আমরা মনে করি শুধু ভ্রান্ত নয়, এ আন্দোলনের পিছনে বেগবান করছে ৫৩টা যুক্তিহীন অন্ধ আক্রোশ। সে আক্রোশ সমাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে হতে পারে, হতে পারে কোন মতাদর্শের বিরুদ্ধে। এরের তাদার পক্তিত মধ্যে এই আক্রোশটাই চোখে পড়ে। ভাবাবেগ যেন কবিতা নয়, আক্রোশও নয় চিত্র। বিপ্লব বিপ্লব করে চিৎকারে করবেও, কোন পরিবর্তন আসবে না এর থেকে। যে যতবড় বিপ্লবীই হোন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী এ নেতাজীর অপমান হতম ক ছে মতো অক্ষমতম জাতির জীবনে আনেনি এখনও।

নকশালপন্থীদের কাজের প্রতিক্রিয়া যা সবে নেমেছে কংগ্রেস-পরি চালিত ছাত্র পরিষদ। লেনিনের ছবি ও কুলপ্রতিমা পুড়িয়েছে তারা। মেয়রের মাথা ফাটিয়েছে গ্র ভীজীর ইম্প তের মূর্তির আঘাতে, বেরী হতে ফেলে তিন টুকরো করেছে বাট্রান্ড রুসেল্লাথের মূর্তি এবং গান্ধীজী কি অন্য কিছু ছুঁড়েছে বোমা আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

নকশালপন্থী ও ছাত্রপরিষদের কার্যকলাপে বিজ্ঞাপী লেনিন ও গান্ধীজী ওপারে দাঁড়িয়ে হতত লজ্জার অধোবদন হয়ে আছেন। লজ্জা শুধু ওদের কাজের জন্য নয়, এদের কাজের সুস্থ সবল প্রতিরোধের অপারই এ লজ্জার বড় কারণ।

নে, চ,

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির নির্বাচন বৈধ—
সুপ্রীম কোর্টের রায়

শ্রীগিরির নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে যে আপিল করা হয়, তার রায়দান করে স্পেশাল বেঞ্চ একমত হয়ে তাঁর নির্বাচনকে বৈধ ঘোষণা করেছেন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সরকারী অর্থ ফাঁকি দিয়া বেআইনীভাবে কেন্দপাড়া বিহারে পাচার

বান্দোয়ান থানার শিরিষগোড়া গ্রামের প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল এবং পাঁড়রা গ্রামের শ্রীশ্যাম মানকি অভিযোগ করছেন :—

বিগত কেন্দপাতার ভাকের সময় শ্রীযুক্ত ভীম হত তাঁর ভাই শ্রীঅর্জুন হতর নামে বান্দোয়ান ব্লকের কেন্দ পাতা তিন বৎসরের জন্য ১,৭৬,২২২৲ টাকায় ডাক করেন। পরে তিনি বিহারে ঘাটশিলা থানার গালুডি লোজ জুবিলা মুযোগ মতো কেন্দ পাতার ডাক দেখে নানা রকম কৌশল করে বান্দোয়ান ব্লকের কেন্দ পাতার ডাকটি ছেড়ে দেবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন লোককে দিয়ে হরণাস্ত করান যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ায় সরকার। আর তাই সরকার কেন তিন বৎসরের জন্য এক বছ ঠিকাদারকে কেন্দ পাতার ডাক দিলেন—এতে ছোট ছোট ঠিকাদারের ব্যবসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তাতে হরণাস্তগুলি বিভাগীয় পর্যায়ে বিচার হত। বিচারে ভীম হরত তাই অর্জুন হরত নামের ডাকই বহাল হয়। বর্তমানে ভীম হত ডাকের টাকা জমা না দিয়েই বান্দোয়ান ব্লকের চতুর্দিকে বেআইনীভাবে ভিপো খোলে কেন্দ পাতা খরিদ করছেন এবং কিছু সংখ্যক ভিপো স্থানীয় সিঙ্কিকেট সভী কংগ্রেসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বন্দোবস্ত দিয়েছেন। যাদের বন্দোবস্ত দিয়েছেন তাদের নাম—

(১) ঐঅদ্বৈত নাথ, (২) শ্রীবিভূষ হালদার, (৩) শ্রীবৈদ্যনাথ হালদার, (৪) শ্রীসুনীল হালদার, (৫) শ্রীনিহর দত্ত, (৬) শ্রীরাম খরণ আগরওয়ালা মর্চেন্ট বান্দোয়ান। (৭) শ্রীবিশ্বম্ভরদেব সেন চিনা, (৮) শ্রীনীহর দত্ত কুচিয়া, (৯) শ্রীমনোহর দত্ত লক্ষাপাড়া, (১০) শ্রীহারু দাস বাঙিয়া, (১১) শ্রীমকুল সেন, চিনা, (১২) শ্রীগুরুপদ হালদার বান্দোয়ান।

ভীম হত বিভিন্ন আয়গায় বিভিন্ন ব্যবসার কথা বলেছেন। কোথাও বলছেন যে তিনি কেন্দ পাতার ডাকের টাকা জমা দিয়েছেন, আবার কোন কোন জায়গায় বলছেন যে তিনি নাকি এ বৎসর সরকারের সাথে কেন্দ পাতা ডাকে নিনতেন। এ বিষয়ে গত ২৯।৪।৭০ তারিখে বান্দোয়ান ব্লক অফিসে এ, ডি, এফ, ও শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী মশায়কে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ভীম হত কেন্দ পাতার ডাকের টাকা জমা দিলেন কিনা এবং কেন্দপাতা বন বিভাগের সাথে ভাগে কিনছেন কি না। উত্তরে তিনি বলেন যে, কেন্দপাতা ভাগে কেনা কথাটা সত্য নহে এবং ভীম হত কেন্দপাতার ডাকের টাকা এখনও পর্যন্ত জমা দেন নাই, টাকা জমা না দিলে আমরা তাঁর নামে কোন পারমিট ইস্যু করবো না। সে সময় বীট অফিসার শ্রীযুক্ত নন্দীবাবু বরাজনকারকে অত্যন্ত কুলিক ভরা ও রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলেন যে আপনি কেন্দ পাতা ভাগে কেনার কথা বলবেন অফিসে।

উর্দ্ধতন অফিসারের সঙ্গে আলোচনার সময় একজন অধস্তন কর্মচারীর এরূপ অভায় ও অশোভন আচরণের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং উক্ত অধস্তন কর্মচারীর বাপের সমক্ষে তাঁর মনের পাপ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে করি। পরন্তায় আমি এ, ডি, এফ, ও মহাশয়কে বলি যে ভীম হরত বিহারের মধ্যে বহু ভিপো খোলা আছে এবং তিনি বান্দোয়ান ব্লকের কেন্দপাতা বে-আইনীভাবে বিহারে পাচার করছেন। তিনি কোনও সরকারী পারমিটের তোয়াক্কা করেন না। তাছাড়া ভীম হত যদি ডাকের টাকা জমা না দেন তবে এই টাকার জন্য বীট অফিসার, রেঞ্জ অফিসার, এ, ডি, এফ, ও এবং ডি, এফ, ও, এদের মধ্যে কে দায়ী হবেন? বান্দোয়ান ব্লকের বন-বিভাগীয় অফিসারেরা ভীম হরত জীলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং আমার মনে হয় তাঁদেরই সবচেয়ে নিতায় ভীম হত টাকা জমা না দিয়ে বেআইনীভাবে কেন্দপাতা খরিদ ও পাচার করছেন। আমি এ, ডি, এফ, ও মহাশয়কে আরোও জানাই যদি ঐ সকল ব্যক্তিকে কেন্দপাতার বরেলটি নিয়ে পারমিট দেওয়া হয় তবে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা কেন কেন্দপাতা কেনার সুযোগ পেল না? আর এভে করে আপনারা কাহেরী স্বার্থকেই সুযোগ দিলেন—এটাই কি রাষ্ট্রনীতি শাসনের মনুন?

অতএব, এর প্রতিকারের জন্য যথাশীঘ্র বনবিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পুরুলিয়ায় নক্সালী তৎপরতা

পুলিশী মৈশ অভিযানে মহিলাসহ তের জন গ্রেপ্তার

গত ৩০শে এপ্রিল পুরুলিয়া পলিটেকনিকে ছাত্র বিক্ষোভ ও পরীক্ষা ভবনের পর পুরুলিয়ায় আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে যেগুলিকে পুলিশ নক্সাল পন্থী কার্যকলাপ বলে সন্দেহ করছে। এর ঐ সূত্রে অদ্য রাতের পরে গ্রেপ্তার হন এবং কিছু নক্সালপন্থী কাগজপত্র ও মাও এর বেত যুক্ত পাওয়া যায়।

গত ৩রা মে সন্ধ্যার পর অদ্য কয়েক যুবককে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এবং এতে মাওপন্থী স্লোগান দেওয়া হয়। প্রকাশ এই শোভাযাত্রায় স্থানীয় শান্তশ্রী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অমা চৌধুরী নেতৃত্ব করেন। পুলিশ জ্যান শোভাযাত্রার অগ্রসরত করলে শোভাযাত্রাকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পরে তারা নাকি আবার সংঘবদ্ধ হয়ে আদ্রীবাদায় তা সমাবর্গের পরিচালিত নার্শারী খুলটি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। এই সূত্রে সহরে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

গত রাত্রে যে পুলিশ স্থানীয় অঞ্চলের বিশেষ করলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ হালদারের নেতৃত্বে কয়েকজন যে, কে, করলেজ যার এবং করলেজের কোন শিক্ষকের জিজ্ঞাসা করে গান্ধীজীর ছবি কোথায় টাঙানো আছে। সিকনটি সরল বিশ্বাসে প্রিন্সিপালের ঘরে গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে দেয়। করলেজের পরীক্ষার সূত্রে প্রিন্সিপাল তখন তাঁর নিজের অফিসে ছিলেন না এবং অফিসের কর্মীরাও নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রশ্নোত্তর সেই সময়ে যুবকেরা প্রিন্সিপালের ঘরে প্রবেশ করতে দেলে সিয়ন বারা দেন, কিন্তু করলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ হালদার সিয়নকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলে কয়েকজন যুবক ঘরে ঢোকে এবং গান্ধীজীর ছবিটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। প্রিন্সিপালের টেবিলের উপর ভাঙা একটি মাও-সে-তুঙের ছবি রেখে দেয়। এইভাবে তারা গান্ধীজীর আরেকটি ছবি ভেঙ্গে চুরমার করে। এই ভাঙাভাঙির শব্দ শুনে করলেজের জন কয়েক অধ্যাপক ও অফিসের কর্মী ঘটনাস্থলে এসে পৌছান এবং দুষ্কৃতকারী যুবকের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই আলোচনাকালে যুবকেরা সরাই সরে পড়ে।

পুলিশী অভিযানে গ্রেপ্তার

গত ৬ই মে তারিখের রাত রাত্রিতে ব্যাপক পুলিশী অভিযানে সন্দেহ বিচিত্র মলরা থেকে ১৩ জনকে নক্সাল পন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। তন কয়েক সন্দেহভাজন যুবক আত্মগোপন করে। গত ৩রা মে তারিখে নক্সালপন্থী শোভাযাত্রাকারীগণ কর্তৃক বোমা বিস্ফোরণ এবং ৩নং এপ্রিল তারিখে পলিটেকনিকের ছাত্রগণ কর্তৃক অনেক কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে প্রহারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

৭ম যুবকের পরদিন সকালে আদালতে উপস্থিত করা হয় এবং সেই দিন ৫ জন জামীনে মুক্তিলাভ করেন ও কয়েকজন জামীনমান্যতা থাকে তাকে অস্বীকার করে। তার পরের দিন অবশ্য সকলকেই জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

যে সকল সন্দেহভাজন যুবক পুলিশী অভিযানের সময় আত্মগোপন করে তাদের মধ্যে শ্রীসুজাথ খান গত ৯ই মে তারিখে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

এই যুবকদের ভারতীয় বিস্ফোরকদের পরার্থ আইনের ৩ ও ৪ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ১৪৭ ও ৪২৬ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়াও পুলিশ অফিসারকে প্রহারের অভিযোগে ৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩৩২ ও ৩৭৯ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

বাংলা কংগ্রেসের যে চিঠির জবাব লোকসেবক সংঘ দিয়েছেন
বাংলা কংগ্রেস কর্তৃক প্রেরিত মূল ইংরাজী চিঠির অনুবাদ

সম্পাদক
লোকসেবক সংঘ
কলিকাতা

বাংলা কংগ্রেস প্রদেশ কমিটি
২ বলরাম বোস রোড। কলিকাতা-২৬
তাং ৩১শে মার্চ, ১৯৭০

প্রিয় বন্ধু,

বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিগুলির প্রতি এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের সম্বন্ধে বাম কমিউনিষ্ট পার্টির হলীল ও প্ররোচনামূলক আচরণের জন্য যে অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, এবং তারই ফলে বাংলা কংগ্রেসকে যে সব অনভিপ্রায় কারণে—তার মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিতে হয়েছে সে সবই আপনি অবগত আছেন।

আমরা এবং ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা বাম কমিউনিষ্ট পার্টিকে বারবার অনুরোধ করি এবং সাবধান করে দিই যে, যেভাবে তারা পুলীসকে সহীদকরণ পার্টিগুলি ও জনসাধারণের সঙ্গে গুলোয় সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং বিনা কারণে সারাক্ষণ আক্রমণ ও মারপিট করে যাচ্ছে তা থেকে তারা যেন বিরত থাকে। কিন্তু বাম কমিউনিষ্ট পার্টি এদের কোন তোয়াক্কা না করে সুট, হাঙ্গা, আগুন লাগানো, খুন এমন কি নারী ধর্ষণ পর্যন্ত অর্থোন্মাদের মতো প্রতিহিংসা ও উল্লাসের (fanatical revenge and revelry) সঙ্গে চালিয়ে যেতে থাকে। দিনের পর দিন বাম কম্যুনিষ্ট নেতারা অন্যান্য পার্টিগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ করে বাংলা কংগ্রেস ও তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে থাকে আর মুখ্যমন্ত্রীকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে থাকে। ফলে যুক্তফ্রন্ট যেটুকু ভাল কাজ করেছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

যে আচরণ ও যে অবজ্ঞা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সম্পূর্ণ অকার্যকরী করেছে বাংলা কংগ্রেস তার সঙ্গে কখনই যুক্ত থাকতে পারে না। বিভিন্ন পার্টি নিয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে যে সমস্ত ভাবধারা একান্ত পরিপন্থী যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ও সংহতি সেই সমস্ত ভাবধারার বাহক বলে লোকের ঘৃণাস্পদ ও উন্নতির পথের বিপদ বলে পরিগণিত হচ্ছে।

যে সমস্ত পার্টি নিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর বর্তমান যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, বাংলা কংগ্রেসও তাদের সঙ্গে একত্রে কংগ্রেসকে তার সরকারী ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের আসন থেকে নামিয়ে আনতে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে সক্রিয়-ভাবে কাজ করেছে।

যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ও সংহতির পিছনে সাংগঠনিক বোঝাবুঝির এই ভিত্তিই ছিল যে, জনসাধারণের যে আশা ও আকাঙ্খাকে দাবিদে রাখা হয়েছে—কংগ্রেস নির্জীবকে পরাজিত করে রচিত হবা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাকে বাস্তবায়িত করা।

সংবিধানের সীমার মধ্যে গণতান্ত্রিক পথে কংগ্রেসকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য অন্যান্য পার্টিগুলির সঙ্গে আমরাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণে যুক্ত ছিলাম। আমরা এই কথাই বুঝিয়েছিলাম যে—যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল সেই গণতান্ত্রিক পথ সমস্ত আমাদের যে দৃঢ় মনোভাব তা আপনারা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন।

নির্বাচনে যে বিরাট জয় হয়েছিল তা' কংগ্রেসকে একশেটিয়া ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করার জনসাধারণের আগ্রহের পরিচয় রূপে তা হয়েছিল; এটা কোনো রূপ বিশেষের বা কোন বিশেষ মতবাদের জয় ছিল না। জনগণ দেখেছিল যে কংগ্রেস সংবিধানকে পদদলিত করছে এবং শাসন ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে অপব্যবহার করছে। সেই জনগণেরই জয় হয়েছিল। সেইজন্যই তারা আশা করেছিল যে তার ও আইনের শাসন ফিরে আসবে।

যুক্তফ্রন্ট বার কমিউনিষ্ট পার্টি যখন শ্রেণী সংগ্রামের স্লোগান দিয়ে অন্য পার্টির কর্মী ও সাধারণ লোককে মারপিট করা ও শেষ করে দেওয়ার কাজ আরম্ভ করল তখন তাতে আমরা বিস্মিত এবং বিচলিত হলাম। হাস্যিহীন উক্তি, প্রশ্নভঙ্গিতে প্রকোচনা, অনাবশ্যক ঘেরাও, উদ্ধানিমূলকভাবে উৎসাহ দান, ভীতি প্রদর্শন এবং মারপিটকে সমর্থন এবং নানা প্রকার অন্যায় ও অসংগত কাজে প্রশ্রয় দানের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এবং শেষে গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ পন্থার অনুগামী দল হিসাবে আমরা এই হিংসাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ ক'রে জনগণকে এই রকম সর্বনাশা অনিবারোধী নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করার চেষ্টা করলাম। জনগণের চেতনা জাগ্রত করার জন্য আমাদের সত্যাগ্রহকে কেউ কেউ সমর্থন করেছিলেন অনেকে করেন নাই—কিন্তু আপনারা সকলেই নি-পি-পাই-এম এর উচিত বর্ধনোচিত দুষ্কার্য সম্বন্ধে তাদের দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন।

প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা, নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা এবং পার্টির দ্রুত বাড়াবার জন্য দলস্বার্থে আচরণ প্রভৃতি অবশ্যই অবাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ল এবং লোকে চঞ্চল হয়ে উঠল।

সি-পি-আই-এম এর আচরণের মোকাবিলা করতে আমরা যে নিষ্ক্রিয় ধার্য্য করেছিলাম তারই চরম পরিণতি হচ্ছে—বাংলা কংগ্রেসের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।

সি-পি-আই-এমই জনসাধারণকে প্রতারণা করেছে এবং তারাই সমস্ত দোষের ভাগী। প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবু যেভাবে সংখ্যা লঘু সরকারকে করার জিদ করেছিলেন তাতেই বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিনিফ্রন্ট করবার প্রচার মিথ্যা বলে ধরা পড়ে গেছে। যদিও যুক্তফ্রন্টের প্রায় বেশীর ভাগ দলগুলি রাজ্যপালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা একক কোন সংখ্যালঘু সরকারকে সমর্থন করবে না তবুও এরা মিত্র দলগুলির সমস্ত ভাজিয়ে সরকারকে করবার আশা করেছিলেন।

সি পি-আই-এম যেভাবে প্রচার চালাচ্ছে তা ঠিক নয়। আসল প্রশ্ন হল এই যে, একটা সংসদীয় সংবিধানের বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে শাসনের কাজটা জনগণের সম্মতিতেই চলবে, না, দলাদলা জুলুম ও অবরদস্তি দ্বারা চালাবে। বাংলা কংগ্রেস প্রথম বারই চাই স্থাপন করে এবং পরেরটা অগণতান্ত্রিক এবং স্বার্থান্বেষী বলে ব্যক্তিত করে। এই পরিস্থিতিতে বাংলা কংগ্রেস পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণের কাছে এই প্রশ্নগুলি রেখেছে এবং অন্য কোন উপায় না রেখে বাম কমিউনিষ্টদের বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলা কংগ্রেস এখন এই সব বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে এবং পরিষ্কার করে বোঝাতে এপ্রিল মাস থেকে পশ্চিমবাংলার সর্বত্র জনসভা করছে। একটা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন, নি-পি-আই এম এর আক্রমণ, তার সর্বগ্রাসী গতি ও হিংসাত্মক আচরণের বিরোধীতা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহিস্কৃত দলগুলি কর্মসূচীকে কার্যকরী করার অভিযানে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে যোগ দিতে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমরা আপনাদের ও পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে—শ্রমিক ও কৃষক, শিক্ষক ও ছাত্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কর্মচারী প্রভৃতির সমস্ত ন্যায্য দাবী এবং আরও উন্নত জীবনের জন্য তাদের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বাংলা কংগ্রেস সমর্থন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

দয়া করে সত্বর আপনার অভিমত জানাবেন। ইতি—

সুশীল কুমার ধাড়া
সাধারণ সম্পাদক,
বাংলা কংগ্রেস প্রদেশ কমিটি।

—•—

বাংলা কংগ্রেসের চিঠির উত্তরে লোকসেবক সংঘ

শ্রীযুক্ত সাধারণ সম্পাদক মহোদয়
বাংলা কংগ্রেস, প্রদেশ কমিটি সমীপে, কলকাতা

সবিনয় নিবেদন।

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হল ব'লে দুঃখিত। আপনার চিঠিও আমি পেয়েছিলাম বেহালে। চিঠিটি পুরুলিয়ার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল। কলকাতা থেকে গিয়ে আপনার চিঠিটি পাই। এবার চিঠির বিষয়-বস্তুতে আসা যাক।

বাংলা কংগ্রেসের মূল বক্তব্য বিষয়

আপনার চিঠি থেকে আপনাদের যা বক্তব্য আমরা বুঝেছি তা' এই—

১) সি, পি, এম-এর প্রতি বহু গুরুতর অপরাধের অভিযোগ এনে আপনারা বলেছেন যে, এঁদের জন্য অবস্থা এত অনভিপ্রায় হয়েছিল যে, যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হল এবং তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতে হল।

২) সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুরুতর উপরের অভিযোগ এনেছেন—তারই প্রতিবিধেরে লক্ষ্যে আপনারা সত্যাগ্রহ প্রভৃতি করেছিলেন এবং আজও আপনারা ঐ কারণে সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গঠনে দাঁড়াতে চান।

৩) এবং সেই লক্ষ্যে আপনারা সি, পি, এমএর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানের কর্মতালিকা নিয়েছেন এবং সেই কাজে আমাদেরও সংযোগিতা আপনারা চান।

৪) ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচিকে একটা বিশেষ সময় কালের মধ্যে আপনারা রূপায়িত করতে চান। এবং এই কাজেও আপনারা আমাদের সংযোগিতার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে আমাদের যা উত্তর তা এই—

লোক সেবক সংঘের উত্তর

১) অপরাধী নির্ণয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করা হল না

পারস্পরিক অভিযোগ উত্থাপনের ফলে যে বিভ্রান্ত ঘটল

যুক্তফ্রন্ট আমলে অন্য শরিকদের বিরুদ্ধে আপনারা গুরুতর অভিযোগসমূহ এনেছিলেন। তার প্রমাণপত্র সমস্ত আপনাদের কাছে আছে ব'লে আপনারা দাবী করেছিলেন। বিভিন্ন শরিকেরা বিভিন্ন শরিকের নামে নানা অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁরাও বলে ছিলেন ও সব প্রমাণ করার ভার তাঁদের হাতে প্রমাণপত্র আছে। আপনাদের নামেও অভিযোগ উঠেছিল। যাঁদের যাঁদের নামে অভিযোগ উঠেছিল—তাঁরা দাবী করেছিলেন—সে সব সত্য নয়।

সংঘ চেয়েছিল উপযুক্ত তদন্তে অপরাধী নির্ণীত হোক

এই সব জটিল নৈতিকিভিসমূহ বিষয়টিকে খুবই সোজাসুজি ক'রে তুলেছিল। এই অবস্থায় আমরা যা বলেছিলাম তা' এই—

গণতান্ত্রিক অভিযোগ উত্থান করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কারণ এর জন্য ফ্রন্ট ভাঙবার উপক্রম হচ্ছে। এবং যে লক্ষ্য নিয়ে ফ্রন্ট গড়া হয়েছে—শাসনের সেই মূল কাজই পণ্ড হতে চলেছে। সুতরাং এই অবস্থাকে গোঁজামিল দিয়ে রাখা উচিত নয়। যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত উপযুক্ত ব্যবস্থায় অবিলম্বে এ সব বিষয়ের সমাক তদন্ত ক'রে দোষী নির্দ্ধারিত করা হোক এটা না করলে প্রত্যেকেই নিজের খুশীমত করার সুযোগ পাবেন। এবং এইভাবে তদন্ত করলে কোথায় আসল দোষী—অস্বীকার্যভাবে সব জানা যাবে। এবং অপরাধীর পক্ষ থেকে অথবা অন্যকারও করার মুখ আর থাকবে না।

ফ্রন্ট এর গুরুত্ব উপলব্ধি ও দায়িত্ব বহন করতে পারেন নি

আমাদের আজ অন্যান্য দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমরা ব্যবস্থায় লিখিতভাবে এবং ফ্রন্টের বৈঠকে ও কেন্দ্রস্থলের কাছে অন্যান্য দৃঢ়তার সঙ্গে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বহুবার সত্ত্বেও অপর শরিকরা এ বিষয়ে কান দেন নি। যে সময় এই ব্যবস্থা করার অনুকূল এবং অপরিহার্য দাবী ছিল—যে সময় যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকের সম্মিলিত শক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠার ভারার অপূর্ণ সুযোগ ছিল—সেই সময় এর সুযোগ অবহা তাদু যে গ্রহণ করিনি তা' নয়—এর সুযোগকে আমরা ফ্রন্ট হিসাবে এড়িয়ে গেছি—পার্টিগতভাবে সংগঠনকে অভিযুক্ত ক'রে অবস্থার কোনো কিনারা করতে পারি নি। আর আজকে অপরাধী তার হিসাব নেবার জন্য উদ্যোগের প্রস্তাব রেখে সততই বিস্মিত হচ্ছি।

নিরপেক্ষ বিচার শক্তির অভাবে সত্য নির্ণয়ের বাধা

যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শক্তির প্রভাব যখন উত্তুঙ্গে ছিল—তখন যে কোনো শরিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ হওয়া মাত্রই তা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বিষয়ভিত্তিক গ্রহণ ক'রে উপযুক্তভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার, তার তিরাধারার জন্য ফ্রন্ট প্রতিরোধ করার প্রয়োজন ছিল—তা' সে যে শরিকই ক'রে থাকুন—অথবা তা' কেউ বেশী করুন আর কম করুন—অথবা তা' কেউ আগে করুন বা পরে করুন। অন্যরে এর বিনাশ করাই বড় কথা ছিল। তাতেই ফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার মত এদের গুরুতর আঘাত ধারণ করতে পারত না। কিন্তু তা' করা হয় নি; বা করার জন্য আন্তরিক আগ্রহ বা চেষ্টা অধিকাংশ শরিক দলেরই ছিল না। এর যারা আজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা ফ্রন্ট হিসাবে সংঘবদ্ধভাবে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ পরিচালনা করতে—নেতৃত্ব দিতে, শক্তির পরিচয় দিতে পারি নি। যোগ্যতার অভাব ছাড়াও, আমাদের মনে হয়—এর অন্যতম কারণ ছিল। এর কারণ আমাদের মনে হয় যে, শরিকী বিদ্বেষ এবং সংঘাতের পরিস্থিতিগুলি (তা' যার দ্বারাই হ'য়ে থাক) প্রতিরোধ করার পক্ষপাতহীন বিচারকের মনোভাব ছিল না। নিজের দলের দ্বারা এই সব অন্যায় অন্যায় ঘটে থাকলেও তা' যেন উন্মোচিত না হয়—তা যেন চাপা থাকে—আর অন্য শরিকদলের অপরাধগুলির বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাক—এই মনোভাব অনেকের মধ্যে যথেষ্ট কাজ করেছিল ব'লে আমাদের ধারণা হয়েছে।

কম হলেও, নিজের দুর্বলতা এড়াবার চেষ্টার যা পরিণাম

হ'তে পারে—কারো কারো মধ্যে এই মনোভাব ছিল যে, আমাদের দলের পক্ষ থেকে দোষযোগ অনেক কম হয়েছে—সেজন্য তা' ধর্তব্যের বিষয় নয়; আর অপর কোন দলের অপরাধ অনেক বেশী; সুতরাং তা চেপে ধরতে হবে। এই অপরাধের তারতম্যটা যদি মেনেও নেওয়া যায়—তবু এই মনোভাব রোগ নিরাকরণের পথে কখনই সহায়ক নয়। যার যেখানে হোক—যে পরিমাণেই হোক—রোগ থাকলে তার অপসারণ করতে হবে—এই দৃষ্টিকেই থাকলে কমবেশী হলীয় কলহে সংশিক্ত হোক না। সেখানে সততা, যুক্তির, সুবিবেচনার জোর থাকতো। যে বেশী অন্যায় করছে—তাকে উপযুক্তভাবে চেপে ধরার শক্তি সেখানে আসতো। কিন্তু তা হোল না। ফলে প্রত্যেকেই অপরের ত্রুটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে নিজের নিজের দুর্বলতা (ত্রুটি হোক, ছোট হোক) ঢাকার সুযোগ পেয়েছেন। অথবা অপরের ভাবনাগত হানীকেও উপেক্ষা করার অন্য ত্রুটি পেয়েছেন। প্রথম থেকেই যোগ্যতার সঙ্গে সংঘা পরিচালনার দা ! গ্রহণ করা হল না। সেজন্য শেষে সংশোধনের অতীতস্তরে অথবা অন্যান্য বিপুল্যন আকার ধারণ করল।

অভিযানের লক্ষ্য দল না হয়ে অন্যায়ের প্রতিকার লক্ষ্য হওয়া চাই

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করতে চান এমন যে কোন ব্যক্তি বা দলকে—বিশেষ করে গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণকারী ব্যক্তি বা দলকে

এই সত্যাগ্রহআন্দোলন বা আন্দোলন সম্পর্কে সরকার মনোভাবের ভিত্তিতে ওদের ডিক্রিতেই অপরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে। তা না হ'লে সেই অভিযান ব্যর্থ হবে; এবং সেই অভিযান একটা আবর্তগত সংঘে পরিচালিত হয়েছে বলে কারুর উপলব্ধি হবে না; এবং সেই অভিযান অপরকে তের করার ক্ষমতা রাখবে না। যেহেতু শক্তি যেখানে মনে করে,

যদি কেউ অপরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সততার সঙ্গে সংগ্রামে অবতরণ করে—তাকে বুঝতে হবে যে, তিনি অন্যায়টাকে লক্ষ্য ক'রেই তাঁর সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন—অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে নয়। সুতরাং অন্যায়টার বিরুদ্ধেই তাঁর সংগ্রাম—সে সংগ্রাম করে কোন, পরের কোন—কোথাও কার কোন—সেই কোন—তার বিরুদ্ধেই তিনি লড়বেন। কারণ অন্যায়টাই তাঁর প্রতিরোধের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকণী থাকলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সত্যাগ্রহ শক্তি এবং নৈতিক বল পাওয়া যায়—অন্যায়কারী তার বড়াই শক্তিশালী কোন না কেন।

যোগ্যতা ও নেতৃত্ব শক্তির অভাবে যা হয় নি আজই তা হয় কি করে?

সুতরাং অপরিমেয় সুযোগ, বিরাট ঐক্যবদ্ধ সংগঠন এবং অকৃতকে উন্মাদিত করার অবিশ্রান্ত অধিকার এবং চূড়ান্ত অবকাশ লাভ ক'রেও যাঁরা যোগ্যতার অভাবে এবং অন্যায়কে উন্মাদিত করার নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের অভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিকেই নেতৃত্ব দিতে পারেন নি—তাঁরা বিপুল ফ্রন্টের পরবর্তী অবস্থাবিধির বিপর্যস্ত পটভূমিকায় সেই বিশেষ ব্যাপারেই একদিন আবার নেতৃত্ব দিতে পারবেন—এ কেন ভরসার পরিচয় কিছু আমাদের চোখে পড়ে নি।

প্রচার অভিযানে যে দুটি পূর্ব সর্ত থাকলে সংঘ সহায়ক হবে—

কোনো দলের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাবার পূর্ব সর্ত হিসাবে এই অপরিহার্য শক্তির পরিচয় চাই যে,—

ক) অভিযানকারীরা যে সমস্ত অন্যায়ের সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে অপরের বিরুদ্ধে উঠতে চান—সেই সব অন্যায়ের কোনো কিছু যদি নিজেদের মধ্যে থেকে থাকে বা যদি কোনো সময়ে ঘটে—তা' সরল হাতে, সততার সঙ্গে নির্দ্বিধায় করতে আগে প্রস্তুত থাকবেন।

খ) অপরের যে সমস্ত অন্যায়সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে—তার সেই সমস্ত অন্যায় সাধারণভাবে সত্য ব'লে জানা থাকলেও, সত্যকে জনমনকে বিশ্বাসযোগ্যরূপে উন্মাদিত করার জন্য যে আনুষ্ঠানিক তথ্য বিচার-বিশ্লেষণসহ বাস্তবায় সর্তগুলি হওয়া—তা' তাঁরা অবশ্যই অনুসরণ করবেন।

এই সর্তগুলি যাঁরা পূরণ করতে রাজী নন—আমরা তাঁদের কাজকে সত্যাগ্রহপূর্ণ ব'লে মনে করি না। তাঁদের কাজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলেই আমাদের ধারণা—তা যে যেমনই করুন বা যে ব্যক্তিই করুন। আর যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্য প্রাথমিক ধারা ব'লে মনে করে এই সর্তগুলিকে কেউ রাজী আছেন—স্পষ্ট ভাষায় আমাদের তা জানাবেন—আমরা তাঁদের সেই অভিযানের সহযাত্রী হবো।

২) অপরাধীকে বহিষ্কার না ক'রে ফ্রন্ট ভাঙ্গা হল কেন?

ফ্রন্টের হাতে যে মহান শক্তি ছিল—তা উপলব্ধি করতে পারেন নি

আমরা বলেছিলাম—সি, পি, এম এর কাজ এমন অনভনীয় ক'রে উঠেছিল যে, ফ্রন্টে থাকা গেল না—যেজন্য মুখ্যদ্বারে পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দিয়ে ফ্রন্ট ভাঙার ব্যবস্থা করতে হল। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ফ্রন্টের পরিচয়ের সম্মিলিত সংহতির শক্তি বিষয়ে আপনাদের ধারণা ছিল না ব'লেই এত বড় শক্তির আধারকে আপনারা ভাঙার ব্যবস্থা বিধান দিলেন। ফ্রন্টের বিধি-বিধান সকলের সম্মতিতেই গঠিত হয়েছিল। এ ভাঙবার কারো অধিকার ছিল না। কে বা কারা এই বিধি বিধান ভাঙছে—সততার সঙ্গে পরিচারণাবে এর নির্ণয় করার প্রয়োজন ছিল। যদি কেউ ভাঙছে—তাহলে তা' নির্ণয় করে তাকে সংশোধন করার সুযোগ এবং সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তার আচরণ সংশোধনের অতীত হ'লে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধান ফ্রন্টের হাতেই ছিল।

অপরাধীদের অপরাধের জন্য শাস্তি বিধান হল না কেন? নিরপরাধদের ফ্রন্ট ভাঙ্গে বাধ্য করা হল কেন?

কে বা কারা এই বিধি বিধান ভাঙছে—তা পরিষ্কার করা হোল না। বোঁ আসিল দিয়ে কাজ করা হোল। যুক্তফ্রন্ট আসলে এক মহান সম্মিলিত শক্তি বা'তে সংঘের যুক্তফ্রন্ট-র শৃঙ্খলা ঐক্য ও নির্দেশ ভাঙার অপরাধীকে বা অপরাধীদের ধরা হোল না। যদি কেউ মনে করেন যে, কে বা কারা অপরাধী তার পরিচয় নির্ণয় হয়েছিল—তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য—সেই অপরাধীর বা অপরাধীদের ফ্রন্ট ভেঙে চলে আসতে বাধা করা হোল কেন? যে অপরাধী তা নির্ণয় ক'রে ফ্রন্টের বিধি-বিধান না মানার আচরণের জন্য তাঁকে বা তাঁদের ফ্রন্ট থেকে সম্মিলিত শক্তিকে সরিয়ে দিয়ে ফ্রন্টকে বিষ-মুক্ত করা হল না কেন—আজ আমাদের সঙ্গে অগণিত লোকের এই জিজ্ঞাসা।

অন্যায়কারীকে সরিয়ে ঐতিহাসিক ফ্রন্ট এগিয়ে যেতে পারতো

ফ্রন্ট-বিধি-বিধান ভঙ্গকারী দল—তাঁরা যত বড়ই হোন না কেন বা যে কটা দলই হোক না কেন—তাকে বা তাদের সরিয়ে দিলেও—একটা মহান লক্ষ্য, আদর্শ ও অপরাধ-সম্বন্ধিত ফ্রন্ট এবং তার বিধান-পালনকারী দলগুলি এক ঐক্যের ভিত্তিতে,—অগণিত জনগণের সমন্বিত এক অভিন্ন সংহতি ক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারতো। তাহলে দেখা যেতো ফ্রন্ট তার শাসন থাকে কি না। না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। সেই ফ্রন্ট টিকে থাকতো—যে ফ্রন্ট গঠনের মধ্যে এক বিরাট রাজনৈতিক ইতিহাস গড়ে উঠেছিল—বিরাট জনসমর্থনের অফুরন্তপূর্ণ অবদান কেন্দ্রীভূত হ'য়ে উঠেছিল। ফ্রন্টের কর্মসমূহ অনুসরণকারী পরিবেশের এই মহান ঐতিহ্য অনুসরণের সুযোগ না দিয়ে, এক নিমাত্রে ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব কি বাংলা কংগ্রেস বহন করছেন না?

নিজে হাতে বিচারালয় ভেঙে অপরাধীর বিরুদ্ধে বিচার অভিযান!

আপনারা বারবার বলেছেন—সি, পি, এম এদের গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যে, ফ্রন্ট না ভেঙে উপায় ছিল না—সে কারণেই ফ্রন্ট ভাঙার একমাত্র দায়িত্ব সি, পি, এম, এর। সুতরাং আর তার বিচার চাই। সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে আপনাদের সমস্ত অভিযোগও যদি মেনেও নিই—তাহলেও আপনাদের ঐ কথার উত্তরে বলতে হয় যে, দুর্বার আদালীর ভরসার অপর যের নিয়ন্ত্রণ বিভিন্নি দেখে বিচারক মশাই ফুরিয়ের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে বিচারালয় ভেঙে দিয়ে বের পড়লেন; এবং তারপর মাঠে দাঁড়িয়ে জুরিদের আহ্বান জানালেন—এখন, এখন অপরাধীদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করি! কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের জুরি বিচারকের এই আচরণকে সমীচীন ব'লে মনে ক'রে সমর্থন করে পারবেন মনে করেন?

আপনাদের দাবীর অর্থ—একটা মাত্র দলের কাছে সকল দলের সম্মিলিত পরাজয়!!

অবিকন্তু আপনাদের অভিযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণে অবস্থা কি দাঁড়াল দেখুন। সি, পি, এম—একটা মাত্র পার্টি—এবং গুরুতরভাবে অন্যায়সমূহ করেছিলেন যে, তার ফলে ফ্রন্ট টেকানো গেল না—এই অভিযোগের অর্থ এই যে, সারা বাংলার সমস্ত প্রগতিশীল দলগুলি সংঘবদ্ধভাবে, একটা মাত্র পার্টি সি, পি, এম এর কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'তে বাধ্য হয়েছেন; একটা মাত্র পার্টির কারণে অপর সমস্ত পার্টি একসঙ্গে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়লেন। এই অভিযোগের মধ্যে সি, পি, এম এর শক্তির অংশেতনের পরিচয় ঘটল সত্য; কিন্তু এর দ্বারা সমস্তবারেই তাদের সংগ্রামে পরাজয় ছত্রভঙ্গ অন্যান্য শক্তিগুলির পক্ষের শক্তির অংশেতনের পরিচয় ঘটল। অর্থাৎ বিনা কারণে সকল শক্তিকে এই অংশেতন নিতে বাধ্য করা হল।

পরোক্ষভাবে ফ্রন্ট ভাঙার একক দায়িত্ব সি, পি, এম এর হয়ে থাকলে—প্রত্যক্ষভাবে একক সিদ্ধান্তে ফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব বাংলা কংগ্রেসের—

আপনাদের অভিযোগ মত একমাত্র সি, পি, এম যদি ফ্রন্টের জীবনে দুদিনের অন্যায় সৃষ্টি ক'রে ফ্রন্ট ভাঙার সংকোচ কারণ হ'য়ে থাকেন—তবে ফ্রন্টের বিধি-বিধানমনুসরণকারী অন্যান্য শরিকদের সম্মতি ব্যতিরেকে,—বিরুদ্ধ পথ কি আছে তা সম্মিলিত বুদ্ধিতে বিচার না ক'রে বিনা প্রয়োজনে এক নিমাত্রে প্রত্যক্ষভাবে ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব একমাত্র বাংলা কংগ্রেসের। সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে আপনাদের সমস্ত অভিযোগ সত্য—এই দাবী নিয়ে জনগণের দরবারে এর সমাক প্রকাশ আপনারা চাইছেন। আপনাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই এর কাজকেও যেমন আমরা যুক্তফ্রন্ট গড়ে সমর্থন করছি—তেমনি বিনা প্রয়োজনে বা ফ্রন্টের সম্মিলিত বুদ্ধিকে পথ সন্ধানের সুযোগ না দিয়ে ফ্রন্ট ভাঙার ও জনগণের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগকে নষ্ট করার জন্য বাংলা কংগ্রেস দায়ী হয়েছেন—এই অভিযোগেরও সত্যতা যাচাই এর দাবীকে সমর্থন করার আমরা প্রয়োজন বোধ করি। দুঃখজনক হ'লেও আজ একথা বলতে বাধ্য হলাম। বিশেষতঃ এই গুরুত্ব প্রশ্নটি উত্থাপন করার প্রয়োজন আপনাদের চিত্তির জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সূত্রে অপরিহার্য ভাবেই দেখা দিল।

৩) আজ সব দলেরই সেদিনের কাজের হিসাব চাই

আপনারা আর ফ্রন্টে জীবন মরণ সমস্যা সৃষ্টিকে বিরোধের পরিস্থিতির জন্য একমাত্র সি, পি, এমকে দায়ী করছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং তদ্ভবগুলি সংবাদপত্র আপনাদের এই দাবীকে বিশেষভাবে সমর্থন করে চলেছেন। ফ্রন্টের আমলে অপর পরিবর্তনগুলির মধ্য থেকেও যে সব অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে—আজকের ঐ বিশেষ রাজনৈতিক প্রচারের মুখে তখন চাপা পড়ে থাকে কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ মুখ চেয়ে যুক্তফ্রন্টের আমলে সমস্ত পরিবেশ সমস্ত আচরণের সমাক তথ্য নির্ণয় প্রয়োজন। আর তেমন বিচারই নূতন পথ নির্দ্দেশ দেবে।

যেমন আমরা মনে করি—ফ্রন্টের জীবনে সি, পি, এম কি কি বিষয়ক গুরুতর আচরণ করেছেন—এর বিচার যেমন নিশ্চয় করতে হবে—তেমনি ফ্রন্ট বিধিবিধান না মানার জন্য—দলীয় প্রশাবের উদ্দেশ্যে শাসন ক্ষমতায় অপব্যবহার করার জন্য, অপরের ৩টুকির উত্তর দেবার নামে ফ্রন্টের বিধিবিধান অগ্রাহ্য ক'রে একাজে অন্য পরিবেশে দেয় করার জন্য, —প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে নিজের রঙে, রঙে রঙে অবাঞ্ছিত লোক ঢোকাবার জন্য,—আর আমাদের লক্ষ্যে বিশ্বজনক সবিধী বিরোধ সৃষ্টির জন্য,—দলীয় ব্যক্তিদের স্বার্থে অপর পরিবর্তনের ব্যক্তিদের ও অপর জনগণের প্রতি অন্যায়ের ও অভিপ্রায়ের করার জন্য—এবং সর্বোপরি, সব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ব্যবহার অগ্রহণ্য করেও নিজের দলের ব্যক্তিদের অন্যায় অপব্যবহারমূলক আচরণ সমূহের বিচার বা প্রতিবিধান না করার জন্য বা এ বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ নীরব থাকার জন্য সেদিনকার ফ্রন্টের পরিবর্তনগুলির যে কটি যা কিছু করেছেন তা' কম বেশি হোক তারও আজ সমাক বিচার প্রয়োজন। অপর কোনো পরিবর্তন নেন অপরাধ করেছেন—আমার এই দাবী করার থাকলেও, আমার কম অপরাধ উপেক্ষনীয় ব'লে দাবী করা যেতে পারে না।

যদি কেউ এই দৃষ্টিকণী ও পথধারার ভিত্তি নিয়ে নূতন জোট বা ফ্রন্ট গঠনে অগ্রসর হ'তে চান—তবে এই পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ভিত্তিতে পরিচারিত সেই নূতন ফ্রন্ট কার্যকরী হ'তে পারে; এবং তবেই বিচারক্ষম মানুষের কাছে ফ্রন্ট সমর্থন আশা করা যেতে পারে। নতুবা কর্মের গহ্বরে বেগে উঠে পরিস্থার করার আশার কর্মেরই জন্ম করা হবে। এর জন্য লোক সেবক সংঘ সময় ও শক্তি ব্যয় করতে রাজী নয়।

৪) শাসন হাতে না থাকলে তং দফা রূপায়ন হবে কি করে?

আপনারা বলেছেন—৩২ দফা কর্মসূচির একটা বিশেষ দফা কালের মধ্যে আপনারা কার্যান্বিত করতে চান। আমরা এর সর্ব বুঝতে পারলাম না। কারণ শাসন ক্ষমতা হাতে না থাকলে ৩২ দফার কোনো দফাই কার্যকরী করার কোন ক্ষমতাই থাকতে হবে না। সুতরাং এর একমাত্র অর্থ এই হ'তে পারে যে, শীঘ্রই কোনো বিকল্প সরকার গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা একথা বলেছেন। আপনারা জানেন যে, একের কোনো প্রচেষ্টার সঙ্গে লোক-সেবক সংঘ অন্বিত হবে না—সংঘ বহু পূর্বেই স্পষ্ট ভাষায় এ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছে। সুতরাং এ সম্পর্কেও লোকসেবক সংঘ আপনাদের অনুরোধ রাখতে অক্ষম।

৫) প্রচার অভিযানে ভাষা প্রয়োগ ও প্রচার ধারার প্রশ্ন

সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে যে প্রচার অভিযানে যোগ দিতে আপনারা আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন—সেই প্রচার অভিযানে যে প্রচার ধারা আপনাদের চলেছে—তার বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ আমরা পেয়েছি। সেই প্রচারের ধারা ও ভাষা যেমন আমরা অন্তরে বিস্মিত হয়েছি। সংবাদপত্রে যে সব তথ্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে—তা' মূলভাবে প্রকাশিত হ'য়ে থাকলে আপনারা তার প্রতিবাদ করছেন ব'লে মনে করি। কয়েকটি প্রচারে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়ে চলেছে যেমন মনে হয়েছে যে, সংবাদগুলি সত্য।

দায়িত্বশীল রাজনীতিজ্ঞের প্রচারধারা ও গান্ধীবাদীর সংগ্রামধারা

সমাজিক দায়িত্বশীল রাজনীতিজ্ঞের পক্ষ থেকে এ হেন প্রচারধারা ও ভাষা প্রয়োগ আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়—তা আপনারের কি থেকেই হোক বা আপনাদের প্রতিপক্ষের কি থেকেই হোক বা যে কোনো পক্ষ থেকে হোক। বিশেষতঃ আমার গান্ধীবাদের অনুসরণকারী ব'লে যাঁরা নিজেদের মনে করেন—সেই রাজনীতিজ্ঞদের কাছ থেকে প্রেমময়ী মহান গান্ধীবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচারিত অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামধারাই' আশা করা স্বাভাবিক। এবং সেই সংগ্রামেই প্রয়োজনে গান্ধী-আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করে এবং অন্যায়কারীর মধ্যে বিরুদ্ধে ভাবাকে সজাগ করার যে সত্যাবপূর্ণ আবেদন সাধনা গান্ধীবাদীর জীবন ধর্ম—তাও প্রকাশ ঘটবে—এটাই গান্ধী-আদর্শবাদ অনুসরণকারীদের কাছে মানুষ আশা করবে। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে দেখিয়ে দিতে পারবো যে, আপনারের অনুসৃত কর্মধারায় এ সম্পর্কে ত্রুটিবচনভাবে ব্যত্যয় ঘটছে। এরূপ আমাদের সঙ্গে সমজাবেই আপনারা জানেন যে, কারুর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে অপর একজনের অন্যায় করার অধিকার আসতে পারে না।

ঘৃণা বিদ্বেষের অবসানে তার বিপরীত ধর্মী আচরণ চাই

আমাদের মধ্যে কেউ যদি অভিযোগ করি যে কোনো এক দল অন্যায়ের যে সব কাজ করেছেন—তা তিনি অপরকে প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত আধিপত্যতা এবং তার জন্য অপরকে হেয় করার,—আঘাত করার বৃত্তি থেকে পরিচালিত হ'য়ে করেছেন—তাহলে বুঝতে হবে- তিনি জনবীরনে ঐ বিদ্বেষ এবং অপরকে হেয় করার প্রবৃত্তিকে বিষসৃষ্টির গুরুতর কারণ ব'লে মনে করেন। এবং এরূপ তিনি এদের হেয় করতার যেতে না দেওয়ার দাবীও স্বাভাবিক ভাবেই করতে পারেন। কিন্তু লোকে যদি দেখেন যে, যে ব্যক্তি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির ভাজকে বিপর্যয়ের সৃষ্টির সজীর কারণ ব'লে আলোড়ন সৃষ্টি করছেন—তিনিই আবার ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে তীব্র ঘৃণা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করছেন—তাহলে কি ঘৃণা বিদ্বেষের প্রতিকার পথ ও মানুষ আশাদিত হ'তে পারবে? লোকে কি আশা করবে যে, ঘৃণার বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে ঐক্যনিয় বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম হবে, বা, বিদ্বেষের পাশে মৈত্রী-ভাবনা, ঘৃণার পাশে ক্ষমা ও সহনশীলতা, অবিশ্বাসের পাশে মনের উদারতার পরিবেশ সৃষ্টি করেই সেই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে—বিপক্ষকে অন্তরে পরাজিত এবং নিজের পক্ষে অনমন আলোড়িত করা যাবে।

প্রত্যুত্তরের নামে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টচক্রকেই জিইয়ে রাখবে

এ সম্পর্কে আপনারের কাছ থেকে একটা কথা উঠতে পারে যে, বিরোধী পক্ষ থেকে বহু প্রবোচনামূলক কথাবার্তা ও কাজ কর্ম হচ্ছে বলে আপনারেরও তীব্র ভাষা প্রয়োগ করতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে। আপনারের এরূপ কথা শুনে ব'লে মেনেও যদি নিই—তাহলেও গান্ধীবাদের অনুসরণকারী হিসাবে এ ক্ষেত্রে আপনারের যে বিশেষ কর্মধারা বা মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখাবার রয়েছে, তার বিধান আপনারের মহান গান্ধীবাদের মধ্যেই রয়েছে। অপরের প্রবোচনার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যুত্তরের নামে নূতন প্রবোচনা সৃষ্টি হ'তে থাকলে এক দুষ্টচক্র এগিয়ে চলে—তার অবসান কখনো হয় না। গান্ধীবাদের মৌলিক সত্যাগ্রহের এটি অন্যতম—আশা করি আপনারের কাছে তা' বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এ কথা আমরা

সকলেই জানি যে, জীবনের সত্যগুলিকে যেমন উপলব্ধি করতে শক্তির প্রয়োজন হয়—তেমনি তাকে জীবনে রূপ দেবার জন্যেও চারিত্রিক শক্তি-সমূহের প্রয়োজন হয়। বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনে যেখানে পথ খোঁজার নামে পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গান্ধীবাদ অনুসরণকারীদের কাছ থেকে তাদের অসীম আত্মশক্তি, আত্ম সংযমের পরিচয়ের মধ্যে নূতন পথ প্রদর্শনের আলোক মানুষ নিশ্চয়ই আশা করবে বাংলা দেশের সব বড় গান্ধীবাদী হন ব'লে আপনাদের জাতীয় মর্য্যাদা রাখবার দায়িত্ব আজ আপনাদের।

(৬) রাজনৈতিক প্রচারকে মর্য্যাদাহায় রূপ দিতে হবে

অনবরত অন্যায়কে প্রতিরোধ করার নামে চারিদিকে আজ যে প্রচার অভিযান চলছে—সে বিষয়ে এক কথা বলার দরকার বোধ করছি। এই প্রচারের মধ্যে অপরকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা এমন ভাবে হ'য়ে পড়ছে যে, অপরের অযৌক্তিক কর্মধারা ও ভাবধারাকে উদ্ঘাটিত করতে এবং নিজে ভাবধারা ও কর্মধারার যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে যুক্তি বিচার দিয়ে, উপযুক্ত তথ্য দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থিত করার দিকটা খুবই দৌর্ব হ'য়ে পড়ছে। এর ফলে রাজনৈতিক জীবন-পরিবেশের একটা গভীর ক্ষতি হচ্ছে। কারণ তাতে রাজনৈতিক কর্মধারা ও সংগ্রাম ধারার মান বাস্তিক স্তরে থাকছে না। আপনাদেরও প্রচারধারা দেখে মনে হচ্ছে—এবিষয়ে আপনাদেরও আজ ভাববার এবং করণীয় উপলব্ধি করবার রয়েছে। তাতেই সংঘের অগ্রমান করতে পারছেন—এ রকম প্রচার অভিযানসমূহের সঙ্গে কেন আমরা জড়িত হওয়া বাঞ্ছিত ব'লে মনে করছি না।

(৭) বন্ধুত্বাবাপন্ন দলকে অযথা হেয় ক'রে সহযোগিতা ?

রাজনৈতিক প্রচারের নামে কিভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং বন্ধুভাবাপন্ন দলগুলির মধ্যে অনর্থক কিভাবে বিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে—তা'র একমাত্র ভাবনার দিক থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিই। সম্প্রতি বিগত ১২ই এপ্রিল তারিখে বি, পি, এস এর বিরুদ্ধে অভিযান কর্তা'রা অভিযানে পুরুলিয়াতে আপনারা একটি জনসভা করেন। তাতে আপনাদের পার্টির প্রধানতম নেতার উপস্থিতিতে আপনাদের সর্ব্বাধিনায়ক লাঠিসেবক সংঘকে বি, পি, এস এর লেজুড় ব'লে অভিহিত করেছেন এবং লোকসেবক সংঘের গান্ধীবাদ কি রকম তা আপনারা বুঝতে পারছেন না বলে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছেন।

সহযোগিতার আহ্বানের মধ্যে সততার পরিচয় দিতে হবে

যে দলকে আপনারা বন্ধুভাবে সহযোগিতে পাবার জন্য আহ্বান জানাতে অগ্রসর হয়েছেন সেই দল সম্পর্কে কোনো ধারণা বা অভিযোগের জন্য তাদের সঙ্গে সে বিষয়ে কোন যোগাযোগ না ক'রে, তাদের বক্তব্য জানবার কোনো চেষ্টা না ক'রে—প্রকাশ্যভাবে তাদের হেয় করার চেষ্টার মধ্যে তাকে নিজের কর্ম অভিযানে সহযোগিতে পাবার জন্য আমন্ত্রণের সামঞ্জস্য থাকে কোথায় বুঝতে অসমর্থ হচ্ছি। আপনারদের এই রকম আচরণের কারণ আপনাদের আহ্বানের মধ্যে সততার পরিচয় পাই নি—এ কথা বলতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।

প্রকাশ্য জনসভায় সংঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে আহ্বান

যেন একটি প্রকাশ্য জনসভায় লোক সেবক সংঘকে বি, পি, এর লেজুড় ব'লে ভোক্ত প্রকাশ করেছেন—তেমনি একটি প্রকাশ্য জনসভায় আমাদের উপস্থিতিকে লোক সেবক সংঘ কিভাবে বি, পি, এর লেজুড় হয়েছে বা বি, পি, এর এর অঙ্গীভূত তাকে লোক সেবক সংঘ কিভাবে সমর্থন করেছে বা করছে এবং তার পরিবর্তে লোক সেবক সংঘ বি, পি, এর কাছ থেকে কি কি সুবিধে বা প্রতিষ্ঠানিক লাভ করেছে তার তথ্যাদি বা দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করি। আমরা যদি ভ্রান্ত পথে চলেছি—তাকে জনসাধারণের সামনেই তার নির্দেশ করা দরকার। আর যদি অযথা আমাদের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক জীবনকে ও সাংগঠনিক সম্পর্ককে অযথা বিষিক্ত ও বিষাক্তিপূর্ণ করা হচ্ছে—তাহলে তারও প্রকাশ্য জনসভার সামনে হওয়াই দরকার। এ হেন জনসভা ক'লে দেখবার অবস্থাটি যে নির্ঘাত সত্য তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে দেখাতে আমরা পারবো—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনারা জনসভা ক'রে অপর দলের সম্পর্ক সত্য তথ্য উদ্ঘাটন করে জনমনের বিভ্রান্তি দূর করতে অভিযানে অগ্রসর হয়ে আমাদের যোগ দিতে ডাকছেন। আমাদের উভয় দলের মধ্যে যে বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে—তা পরিষ্কার ক'রে নিজে আমাদের এই সম্মিলিত জনসভা সম্পর্কে প্রস্তাবে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হবেন না আশা করি।

৮) এই জনসভায় কোন্‌টা গান্ধীবাদ তা' নির্ণীত হোক

আপনাদের বিগত ১৭ই এপ্রিলের জনসভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সবাই এমন সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে জনসভার বিবরণটুকু জেনেছি যে, একজন অতিবক্তৃতা যখন জনসভার পাশ দিয়ে যাবার সময় "সঙ্ঘ মুখার্জী দিয়ে যাও" ব'লে প্রোগান দেন এবং ঐ ভুলে যখন বহু লোক অন্তরদের আক্রমণ রুদ্ধ করে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যাবার চেষ্টা করে—তখন আপনাদের দলের প্রধানতম নেতা জনগণকে শান্ত হবার জন্য এবং ঐ বিক্ষুব্ধশক্তি ব্যক্তিটিকে কোনো বিশেষ দলের প্রতিনিধি হিসাবে ধারণা ক'রে ঐ দলকে অভিযুক্ত করার জন্য কতগুলি চুটকুলক উক্তি করেন। এবং তার পর ঐ আবার তিনি গান্ধীবাদের প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্য আচরণসমূহের বিষয়ে ভাষণ দেন। কিন্তু তাঁর ঐ আগের উক্তিগুলি আমাদের ব্যবহারিক গান্ধীবাদের কোনো অংশের অনুরাগী হয়েছে ব'লে আমরা মনে করতে পারি নি। আপনারাও আমাদের গান্ধীবাদের মর্ম উপলব্ধি করতে পারছেন না ব'লে মনে হয়। আমরা উভয়েই উভয়ের গান্ধীবাদকে বুঝতে পারি নি। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি—আপনার প্রস্তাবিত জনসভাতেই এই বিষয়টিকও খোলাখুলি আলোচনা হোক। আপনার উদ্যোগের প্রতীক্ষায় থাকবো এবং আপনারদের সম্মতি পেলে যে জনসভায় অনুষ্ঠান করব—সেই জনসভাতেই স্থির হোক—কার গান্ধীবাদ গান্ধীবাদের পথ থেকে বিচ্যুত—আর কার গান্ধীবাদ গান্ধীবাদেরই আলোকে অনুসৃত। ইতি—

কলকাতা
১-৫-৭০

আপনাদের
অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্তি হইতে পারে।

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩ টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও ব্যাঙ্কে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেসন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

ন্যাথনিয়েল ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

Always at your service.

BISHUDHA MEDICAL HALL

Stockist for PURULIA

Squibb, Boehringer-Knoll

Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

পুরুলিয়া ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল

আজ সঞ্চয় করুন

সুল্প সঞ্চয় প্রকল্পে

আয় বৃদ্ধি করুন

আরও বেশী সুযোগ সুবিধা ঘোষণা

নূতন সিকিউরিটি ঃ অধিকতর লাভ ঃ পছন্দসই লগ্নির উপায় বৃদ্ধি ঃ আকর্ষণীয় কর ছাড়ের সুযোগ ঃ সমস্ত সীমা হ্রাস ।

১২ বছর মেয়াদি জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট, দশ বছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা ডিপজিট সার্টিফিকেট, ও ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (প্রথম পর্য্যায়) বিক্রয় ১৪ই মার্চ ১৯৭০ থেকে বন্ধ হয়েছে। এগুলির বদলে নিম্নলিখিত তিনটী শ্রেণীর নতুন সার্টিফিকেট প্রচলিত হয়েছে :

ক। (১) ৭-বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (২য় পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০, ১০০, ১০০০, ৫০০০ টাকা, আয়কর মুক্ত সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৫½% অর্থাৎ মেয়াদ অন্তে ১০০ টাকার সার্টিফিকেটে পাওয়া যাবে ১৪১ টাকা।

(২) ৭-বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৩য় পর্য্যায়

মূল্যমান ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা, আয়কর মুক্ত সুদ ৫% হারে প্রতি বছর দেওয়া হবে এবং মেয়াদ অন্তে আসল টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

(৩) ৭-বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৪র্থ পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা, সুদ ৭½% হারে প্রতি বছর দেওয়া হবে এবং আসল টাকা মেয়াদ অন্তে ফেরত দেওয়া হবে। কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাবে এবং ক্রয়-সীমা নির্দ্ধারিত নাই।

উল্লিখিত তিনটী সার্টিফিকেটই কেনার তিন বছর পরে অথবা ক্রেতার মৃত্যু হলে একবছর পরেই ভাঙ্গানো যাবে।

(খ) অন্যান্য স্বল্প সঞ্চয়ের পরিবর্তে প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা

(১) পোষ্ট অফিস টাইম ডিপজিট (১ বছর, ৩ বছর ও ৫ বছর মেয়াদি)

৫০ টাকার গুণিতকে জমা এবং কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে দেওয়া যাবে, আমানতের সীমা নেই। বাৎসরিক সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে। ১ বছর মেয়াদে ৫½%, ৩ বছর মেয়াদে ৬½% ও ৫ বছর মেয়াদে ৬৳% দেওয়া হবে।

(২) পোষ্ট অফিস রেকারিং ডিপজিট (পাঁচ বছর মেয়াদি)

মাসিক পাঁচ টাকার গুণিতকে নির্দিষ্ট অঙ্কের জমা কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে রাখা যাবে। জামানতের সীমা নেই মেয়াদ অন্তে বাৎসরিক ৬½% হার সুদসহ আসল টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে।

(৩) পাঁচ বছর মেয়াদি ফিক্সড্ ডিপজিট

৫০ টাকার গুণিতকে জমা কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে রাখা যাবে, জামানতের সীমা একক নামে ২৫০০০ হাজার টাকা ও যুগ্ম নামে ৫০০০০ টাকা। আয়কর মুক্ত সুদের হার বাৎসরিক ৫½%। তিন বছর পরেও তোলা যাবে।

(গ) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট।

আয়কর মুক্ত সুদের হার বাৎসরিক ৩½% এবং সমগ্র আর্থিক বছর অন্যূন ১০০ টাকা জমার উপরে ৪% তাছাড়া ২ বা ৩ বছরের জন্য ১০০ টাকার গুণিতকে বন্ধ জামানতে যথাক্রমে ৪½% ও ৪৳% চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যাবে। সীমা একক নামে ২৫০০০ হাজার টাকা ও যুগ্ম নামে ৫০০০০ টাকা, প্রতিষ্ঠানের জন্য সীমা স্বতন্ত্র।

(ঘ) ক্রম বর্দ্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদি জমা ৫, ১০, ১৫ বছরের মেয়াদি)

মাসিক পাঁচ টাকা বা তার গুণিতকে এক নামে ৫০০ টাকা ও যুগ্ম নামে দ্বিগুণ জমা দিয়ে ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি জমায় বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধি হারে ৪৳০% ও ১৫ বছর মেয়াদি জমায় ৫% হারে আয়কর মুক্ত সুদ সহ জমা টাকা মেয়াদ অন্তে পাওয়া যাবে। অন্যান্য নানাবিধ সুবিধা আছে ; তা ছাড়া ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদি জমায় আয় করের রিবেট পাওয়া যাবে।

বিশদ বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাংযোগ করুন পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, অর্থ বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১। আঞ্চলিক অধিকর্ত্তা, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান, বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩, জেলাতে জেলা সঞ্চয় সংগঠক অথবা নিকটবর্তী ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার এর সঙ্গে।

—পঃ বঃ (তথ্য ও জন সংযোগ) /৭০—
নং

রাষ্ট্রপতি শাসনে আইন শৃঙ্খলা

দল ত্যাগের শাস্তি

৩রা মে রবিবার সকালে আরক্ষাধ্যক্ষ লাউদ থেঙ্গেন তুষন বুরুক ১৪১৮ জন বুরুকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গুলি ও ছুরির আঘাতে নিহত হন। খবরে প্রকাশ যে নিহত বুরুকেরা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল ছেড়ে নক্সালপন্থী দলে যোগ দেওয়ার ফলেই এই প্রতিহিংসামূলক ঘটনা ঘটে।

নারকেলডাঙ্গার বিপ্লব

৩রা মে সকালে নারকেলডাঙ্গা মেনরোডের আবার সি, পি, এমের সঙ্গে সংযোগকারী ব্লকের গুরুত্ব আরম্ভ হয়। পুলিশ ৩০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। তুমুল লাঠিচার্জনও চার জন পুলিশ আহত হয়েছেন।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বোমায় প্রয়োজন

২৭।এ মে শনিবার রাত্রে যুবকগণ এলাকার নর্থ রোড ও সেণ্ট্রাল রোডের সংযোগস্থলে একজন ৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি বোমার আঘাতে নিহত হন এবং তিন জন আহত হন। প্রকাশ নিহত ব্যক্তি মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলের সমর্থক ছিলেন।

দলের ছুরি

৩রা মে, বেলা ১১টায় সি-পি-এম সমর্থকেরা বাঘা যতীন কলোনীর এক ডাই বাড়ী চড়াও হয়ে দু জন বুরুককে ছুরিকাহত করে।

নক্সালী বিপ্লব

৬ই মে, সোমবার বিকালে কোলকাতার ফেটউরুক এলাকার দুষ্কারিরা বহেল স্কুলে নক্সালবাড়ী চড়াও হয় এবং যথারীতি ভাঙচুর করার পর ছাত্র নেতা পতাকা তুলে দিয়ে নিজ কর্তব্য সম্পূর্ণ করে।

* * *

৭ই মে সকলবার তুমুলে যাদবপুর ইষ্ট ক্যালকাটা জাপনান স্কুলে নক্সালী হামলা হয়। পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে।

ছাত্র পরিষদের গান্ধীভক্তি

গৌরভডাঙ্গা শক্ত থেকে গান্ধী-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান না করা ও গান্ধীজীর ছবি ও প্রতিকৃতি ভাঙ্গা ও পোড়ানোর নিন্দা মেয়র না করার বিরুদ্ধেই যে কংগ্রেস পরিচালিত ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় গৌরভডাঙ্গা বিশেষ প্রদর্শন করতে গিয়ে মেয়রের ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা একটি বাস্তব গান্ধীমূর্তি ছুঁড়ে মেয়রের মাথা কাটিয়ে দেয়। কর্মী ও কর্মিনাবরের সঙ্কেত তারা সংঘর্ষ লিপ্ত হয়—বোমা ও শোডার বোতল চলে বেপরোয়াভাবে। রাষ্ট্রগুরু মেয়রমাবের মর্মর মূর্তি বেদী হতে আছাড় খেয়ে তিন টুকরো হবার পর গান্ধীভক্ত বিক্ষোভকারীরা চলে যায়। চল্লিশ জন আহত হয়েছেন এই ঘটনায়।

—০—

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

Regional Transport Authority, Purulia

NOTICE

Applications are invited in form P. Co. P. A. for grant of 25 permanent contract carriage permits (Taxi Cabs) valid for the Purulia Region with prospect of countersignature for the Chhota Nagpur Region. The applications should reach the undersigned on or before the 5th June, 1971 along with a Treasury Chalan showing deposit of Rs. 5=00 as application fee. The vehicle proposed to be placed under the permit shall not be a model more than 5 years old provided the vehicle is otherwise, mechanically fit end equipped with necessary amenities.

Representation in this connection, if any, may be made by existing Contract Carriage permit holders of this region so as to reach the undersigned on or before the 5th July, 1970.

The applications together with representation if any will, be considered by the Regional Transport Authority, Purulia, in its meeting to be held after 6-7-70.

Dated
Purulia, the 6th May, '70

R. C Mahapatra
Secretary, 6/5/70

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পণ্যের মধ্যে সর্বোত্তম ;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র ক্রয়ে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় ঝলমলিয়াম ; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একান্তরে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেতলকপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

যে কোনো
উপলক্ষে
অনবদ্য উপহার



ইউনিআই গিফ্‌ট চেক

শুভ পরিণয়, জন্মদিন, নববর্ষ, শারদীয়া পূজা, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ কি অন্য যে কোনো উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন ইউনিআই গিফ্‌ট চেক। দেখতে ভারি সুন্দর —চেক ও চেকের ফোল্ডার দুটিই নজর কেড়ে নেবে।

ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চেকে আপনি সই করতে পারবেন।

এবার থেকে উপহার দিন **ইউনিআই** গিফ্‌ট চেক।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস :
৭, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি : কলিকাতা-১

নভা/UBI/9.69 Ben

ছাত্র বিক্ষোভ

সোমবার, ১১ই মে একদল ছাত্র "পুনিনী জুনুস চলবে না" "বেআইনী কেন তুলে নিতে হবে" "ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল করে জেলাশাসকের কক্ষের সামনে সমবেত হয়। ছাত্র মিছিলটি পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ছিল। মিছিলটিতে অল্প বয়স্ক ছাত্রদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর ছাত্রেরা চলে যায়।

কুষ্ঠরোগীদের বিক্ষোভ

সোমবার ছাত্রদের সঙ্গেই কুষ্ঠরোগীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রচারপত্র ও কুষ্ঠ কল্যাণ সমিতির পতাকাসহ জেলাশাসকের কক্ষের সামনে সমবেত হয়। তাঁরা ডি, আরের দাবী নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বাঁকুড়ার একটি দলও স্থানীয় কুষ্ঠরোগীদের এই বিক্ষোভ মিছিলে ছিলেন।

এ দিনকার দুটি মিছিলেই জেলা শাসকের দেখা পেয়েছিলেন কি না জানা যায় নি।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্প্রতি
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বাধীন বিচারপ্রবণ সত্য রাম শুভ প্রতিষ্ঠিত

ধৃষ্টিকৃত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩য় বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

সোমবার, ১৮ই মে '৭০
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲
নগদ—১৫ পয়সা



মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে এটা, যে লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে ধর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে তোলে তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে।

—রবীন্দ্রনাথ

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও সিংভূমের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে

সংঘ নেতৃবৃন্দের প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক উন্নয়নে ত্রিশকোটি টাকার দাবী

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান খরা-কবলিত পুরুলিয়া জেলার গুরুতর সমস্যা ও ত্রাণব্যবস্থাদিকে কোনও প্রকার গুরুত্ব প্রদান না করায় জেলাবাসীর পক্ষ থেকে লোকসেবক সংঘের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য ধরা দিল্লী যান। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করেছিলেন লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ।

খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গত ১০ই মে তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজহরহরি মাহাত এম, পি এবং শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এম, পি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরুলিয়ার ভয়ঙ্কর খরা অবস্থার কথা জানান এবং অতিরিক্ত এলাকার প্রায় দশ লক্ষ লোককে বাঁচাবার জন্য অবিলম্বে অন্যান্য জাগমূলক ব্যবস্থাসহ লঙ্গরখানা খোলার জন্যও আবেদন জানান।

প্রতিনিধি দল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে বলেন যে খরা কবলিত পুরুলিয়া জেলায় কেবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি—সেই সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার প্রায় চার লক্ষ নরনারী এবং বিহারের সিংভূম জেলার নিমডি, চাক্‌ডিল, ইচাগড় ও পটমদা ব্লকের প্রায় তিন লক্ষ নরনারী চরম অন্নসংকট ও অনাহার অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রতিনিধি দল আরও বলেন যে—পুরুলিয়ার খরা অবস্থা ভয়াবহ ব্যাধির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলার লোকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী কৃষিজীবি কিন্তু তাদের জন্য দেচের কোন সুযোগ সুবিধা করা হয় নি। সুতরাং অবিলম্বে সাহায্যমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও কৃষি ও শ্রমজীবিদের উন্নতি-বিধান ; উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা তাঁরা সরকারকে গ্রহণ করতে বলেন।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম প্রতিনিধিদের বক্তব্য ধৈর্য্যের সঙ্গে শোনেন এবং প্রতিনিধিদের ধ্বনিদ্বি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাহায্যমূলক ব্যবস্থাদি অবিলম্বে গ্রহণ করার বিষয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিনিধি দল শ্রীরামকে অবিলম্বে পুরুলিয়া পরিদর্শনের অনুরোধ জানান।

সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

লোকসেবক সংঘের এই প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ কে. এল. রাওএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরুলিয়া জেলার জন্য ব্যাপক সেচ পরিকল্পনাদি পেশ করে এই জেলাকে বারবার খরার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ অনুরোধ জানান।

প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গত ১৩ই মে তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, লোক সভার সদস্য শ্রীজহরহরি মাহাত এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে "বার বার পুরুলিয়ায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে" তার কবল থেকে জেলাবাসীকে রক্ষার জন্য পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের উপর জরুরী দৃষ্টি দেবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ জানান।

প্রতিনিধি দল অভিযোগ করেন যে দশ লক্ষাধিকেরও বেশী লোক ভয়াবহ দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা খুব মন্থর গতিতে কাজ করে চলেছেন। তাঁরা প্রধান মন্ত্রীকে যত সত্বর সম্ভব পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শনের অনুরোধ জানান। সংসদের অধিবেশনের শেষে তিনি পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন।

প্রতিনিধি দল প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি দাখিল করেন তাতে পুরুলিয়ায় অনাহারে জ্বরজনের মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে এবং জেলার কুড়িটি ব্লকের প্রায় দশলক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ-কবলিত বলে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার ৯টি ব্লকে চার লক্ষ এবং বিহারের সিংভূম জেলার ৪টি ব্লকে তিন লক্ষ—এই মোট সাতে লক্ষ দুর্ভিক্ষ কবলিত জনসাধারণের ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য অধিকতর অর্থাদি বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছেন।

পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় এই জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে ও ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনুমানিক ৩০ কোটী টাকা বরাদ্দের জন্য প্রধান মন্ত্রীকে প্রতিনিধিদল বিশেষ অনুরোধ করেন।

পুরুলিয়ার ত্রাণব্যবস্থাদি সম্পর্কে রাজ্যপালের বিচিত্র মনোবৃত্তি !

শ্রীধাওয়ানের নিকট সংঘ সচিবের সর্বশেষ পত্র

গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নিকট সর্বশেষ পত্রে জানান যে—"গত ১৫ই ও ১৭ই এপ্রিল তারিখের পত্রে পুরুলিয়া জেলার অতি সঙ্কটজনক দুর্ভিক্ষ-কালীন পরিস্থিতি ও অবশ্যম্ভাবী অনাহার মৃত্যুর ঘটনা সম্বলিত ভয়াবহ চিত্র আপনার নিকট উদ্ঘাটিত করেছিলাম। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখের পত্রে এবং তৎপূর্বে আপনার সেক্রেটারী শ্রী এ. কে. মুখার্জীর নিকট লিখিত কয়েকটি পত্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ জানানো হয়েছিল যাতে অবস্থার গুরুত্ব এবং এই বিরাট কাজের সার্থক মোকাবিলার জন্য মুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ত্রাণকার্য্যাদি পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সাক্ষাৎকারের দ্বারা আপনার পক্ষে (রাজ্যপালকে) হৃদয়ঙ্গম করানো সম্ভব হয়।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

ধাওয়ান ও ধরমবীর

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহু-বিতর্কিত দুটি নাম—ধাওয়ান ও ধরমবীর। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দুজনের পরিচয় রাজ্যপালরূপে এবং দুজনেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার উত্থান পতন ও পতনোত্তর কালের কর্ণধাররূপে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ধরমবীর ছিলেন বৃটীশ আমলের স্তম্ভস্বরূপ ও ঐতিহ্যবাহী কট্টর সিভিলিয়ান; আর ধাওয়ান আইন ও বিচার বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করার পর এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নকরূপে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র ও কংগ্রেসী অনুগ্রহপুষ্ট পি-ডি-এফ মন্ত্রীসভা গঠনের চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য ধরমবীর হয়েছিলেন সর্বজন ধিক্কৃত এবং চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর দায়িত্বস্বরূপ কোনও কলঙ্কের বোঝা ধাওয়ানের স্কন্ধে না থাকলেও বৃহৎ সকল দলগুলিরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মনোরঞ্জকের ভূমিকা নিতে গিয়ে ধাওয়ান সকলেরই বিরাগভাজন হয়েছেন এবং অধিকাংশ দলই সোচ্চার হয়ে তাঁর অপসারণ চাইছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রায় এক বৎসর কাল ধরমবীর একাই পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধাররূপে বিরাজ করেছিলেন—কিন্তু প্রশাসনের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকায় রাজ্যপাল ধাওয়ান মন্ত্রী পর্যায়ের পাঁচজন ছুঁদে উপদেষ্টা নিয়েও তালে পানি পাচ্ছেন না এবং দুই মাসের মধ্যেই হিমসিম খেতে সুরু করেছেন।

সিভিলিয়ানী মনোবৃত্তিজনিত যত দোষই থাক—কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের একটা স্বাভাবিক ও সহজাতবোধ ধরমবীরের ছিল। সেইজন্য খরাজনিত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অবস্থা সরেজমীন তদন্তের জন্য তিনি স্বয়ং এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শন ও দুঃস্থ জনসাধারণের চরম দুঃখের দিন তাদের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তা ছাড়াও রাষ্ট্রপতির শাসনকালে রাজ্যের ছোট বড় যে কোনও দলের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি কোন সমস্যা বা অভিযোগ নিয়ে যদি তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হতেন—তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা করার ধৈর্য্য ও সময় তাঁর ছিল এবং অভিযোগাদির তদন্ত করে তার প্রতিকারের চেষ্টাও তিনি করতেন।

কিন্তু বর্তমান রাজ্যপাল ধাওয়ান সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচি, প্রকৃতি ও মনোবৃত্তির মানুষ এঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বিচিত্র এবং প্রশাসন কার্যের দায় দায়িত্বের কোনও মানদণ্ড আছে কি না এবং যদি থাকে তবে তা কিরূপ—সে বিষয় একমাত্র তিনি নিজেই জানেন। কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি খুন জখম ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তাঁকে যেভাবে বিচলিত করেছিল—পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জেলার আটজন ব্যক্তির অনাহার মৃত্যু ও চৌদ্দ লক্ষ অধিবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নি এবং এই বিষয়ে কোনও প্রকার আলোচনার প্রয়োজন বোধ তু করেনই নি—এমনকি সাক্ষাৎকারের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হলেও সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নি। এদিকে ধাওয়ানজী নিজেকে এক অতি বিদগ্ধ, সংস্কৃতিবান ও সৌজন্যপূর্ণ পুরুষরূপে জাহির করতে ত্রুটি করেন না। অবসরকালীন জীবনে রাজ্যপালের পদের দায়িত্ব যেখানে ভোজসভা, আদর আপ্যায়ন; নৃত্যগীতের আসর উদ্বোধন প্রভৃতি সৌখীন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে ধাওয়ানজীর প্রতিভার স্ফুরণ হয়ত হতে পারে; কিন্তু তাঁর মত এত উচ্চমার্গের ব্যক্তির অর্দ্ধ নগ্ন, অশিক্ষিত ও দুস্থ জনসাধারণের জীবন-মরণের প্রশ্নে—তাদের অন্নের জন্য চাল ডাল নুন তেলের মত "তুচ্ছাতিতুচ্ছ" দ্রব্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা অবসর কোথায়?

প্রশাসন ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ চূড়ায় সাক্ষীগোপালরূপে শ্রীধাওয়ান শোভা বর্দ্ধন করতে পারেন—কিন্তু কঠোর বাস্তব ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। সিভিলিয়ান রাজ্যপাল ধরমবীরের সঙ্গে আইন বিশারদ রাজ্যপাল ধাওয়ানের এইখানেই পার্থক্য।

অ, চ,

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা কন্টিনজেন্সী বাবদ সাহায্য মঞ্জুর হয় এবং বিগত জানুয়ারী মাস থেকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে এই অর্থ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই জেলার বিভিন্ন স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকেরা অভিযোগ করছেন যে কন্টিনজেন্সী বাবদ প্রদত্ত অর্থ ঠিকমত ব্যয় করা হচ্ছে না। শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে অনুরোধ করি।

—•—

এই জেলায় ত্রাণমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দালাল শ্রেণীরাও বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং অনায়ে বা বেনামে রিলিফ স্কীমের পে মাষ্টার, ডীলার ও মোহরার হবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। ফলে রিলিফ স্কীম চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ দুর্নীতি সুরু হয়ে গেছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান কেবলমাত্র সরকারী যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব নয়। এজন্য ব্লক ও অঞ্চল কমিটীর সদস্যদের উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে হবে। সদস্যদের গাফিলতী ও ঔদাসীন্যের জন্য যদি দুর্নীতি প্রসার লাভ করতে থাকে তবে তার জন্যে তাঁদেরও দুর্নামের ভাগী হতে হবে।

—•—

অয়রাতী সাহায্য বন্টনের জন্য তালিকা প্রণয়নে বা সাহায্য বন্টনে গ্রামসেবক ও ডি, এল, ডব্লিউদের অনেকের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পাওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে সরকারী পর্য্যায়ে তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চল কমিটীর সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় প্রয়োজনীয় তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

—•—

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮শ সংখ্যার মুক্তিতে ৩য় পৃষ্ঠায় "প্রতিক্রিয় শীল কুৎসার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন" শীর্ষক যে সংবাদ বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল তাতে প্রথম স্তম্ভের তৃতীয় প্যারার "মানবাজারের ও, সি'র কথা ভ্রমক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে—ঐ স্থলে "পুরুলিয়া থানার ও, সি" হবে।

উপরোক্ত সংবাদের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে ভ্রমক্রমে তৃতীয় কলমে 'ক্ষুধি নিবারণ চন্দ্রের সমসাময়িক অনুগামী শ্রী সর্ব্বেশ্বর চৌধুরী' লিখিত হয়েছে—সেই স্থলে "শ্রীত্যোমকেশ চৌধুরী" হবে। এই ভ্রমের জন্য দুঃখিত।

মুঃ সঃ

অনাহারে মৃত্যু চাপা দেওয়ার সরকারী অপচেষ্টা

পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া ২ নং ব্লকে ও অন্যত্রে যে কয়টি শোচনীয় অনাহার মৃত্যুর খবর বেরুবি চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে অপচেষ্টা ও মিথ্যা তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের অপপ্রয়াস হয়—তাহা বিবরণ জনসাধারণকে জানানো প্রয়োজন।

পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের আমরা-নড়া অঞ্চলের ডি, এল, ডব্লিউ শ্রীপ্রভাস চাটার্জী বক্সানিয়া গ্রামের অনাহারে মৃত বাউল মাহাতীর পুত্র দুলাল মাহাতীকে নানা রকম ভীতি প্রদর্শন, অনুনয় বিনয় ও লোভের জাল পূর্বক নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বিবৃতিতে টীপ সহি দিতে বাধ্য করে:—

"আমার পিতা ৺বাউল মাহাতী (বয়স ৬২) পরলোকগত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘদিন দুরারোগ্যে ভুগিছিলেন এবং আমি তাঁদের মুড়ি প্রভৃতি করিয়া তাহার দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ এবং পিতার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতাম। আমার নিজস্ব জমি আছে। হঠাৎ দুরদিনও বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ……৺বাবু মাহাতো নিকট কয়ি বার বাবিয়া ৩০০৲ টাকা লইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছি। আমার পিতা যে অনাহারে মারা গিয়াছেন এবং কাগজে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।"

স্বাঃ প্রভাস চাটার্জী টীপ সহি– দুলাল মাহাতী

বলাবাহুল্য এরূপে এক্সিল তারিখে ও ২৪ সে তারিখে পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের বি, ডি, ও এই বিষয়ে তদন্তে যান আর এই সে তারিখে জিলা বিভাগের তাবপ্রাপ্ত অফিসারও তদন্ত করেন।

এই সম্পর্কে বড়াসিনী গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত পত্র দেওয়া হয়েছে:

পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের অন্তর্গত বড়াসিনী মৌজা নিবাসী বাউল মাহাতী গত ১৮শ চৈত্র ১৩৭৬ সাল দীর্ঘদিন যক্ষ্মারোগে ও অনশনে থাকার পর মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে অর্থাভাব দাতা ঔত্তাদি থাকিবা তাহার পা গুলি ফুলিয়া গিয়াছিল। উক্ত বাউল মাহাতী অনশনে মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শ্রীদুলাল মাহাতী সামাজিক ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি এবং কুটুম ভোজন কোন কিছুই করিতে পারে নাই।

আমরা আপনাকে অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্থানীয় ডি, এল, ডব্লিউ দুলাল মাহাতীকে নানা রকমের ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া গত ২৭শে বৈশাখ ১৩৭৭ সাল, সকাল বেলা পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের বি, ডি, ও, সাহেবের নিকট একটি মিথ্যা বিবৃতি বলাইয়া শ্রীদুলাল মাহাতির টীপ সহি লইয়াছেন। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে ডি, এল, ডব্লিউ ও বি, ডি, ও সাহেব দুলাল মাহাতীকে দিয়া একটি মিথ্যা বিবৃতিতে টীপ সহি করাইয়াছেন।

আমরা গুলপ করিয়া লিখিতেছি যে, মৃত বাউল মাহাতির দুরবোগ ছিল না—সে যে দুরবোগে মারা যায় নাই ও দুলাল মাহাতি পিতৃশ্রাদ্ধ ও কুটুম ভোজন করাইতে পারে নাই। ডি, এল, ডব্লিউ ও বি, ডি, ও সাহেবের নিকট দুলাল মাহাতীর প্রতিবেশী ও গ্রামের লোকেরা এবং সমাজের লোকেরা উক্ত মিথ্যা বিবৃতি আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ডি, এল, ডব্লিউ ও বি, ডি, ও সাহেব কোন গ্রাহ্য করেন নাই।

আপনাদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, এই বিষয়ে কোন ন্যায়নিষ্ঠ উর্দ্ধতন অফিসারের মাধ্যমে দুঃস্থ মাহাতী ও তার পরিবারের লোকজনদের নিকট অনুসন্ধান করান হউক। ২৭।৪।৭৭

স্বাঃ মুকুন্দ মাহাত
" নন্দ মাহাতী
" মঙ্গিরাম মাহাত

টীপ গুরিরাম মাহাতী
" মতি মাহাতী

জয়পুর

জয়পুরের তিনটি অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে জয়পুরের বি-ডি ও স্বয়ং তদন্ত করেন এবং তাঁর সঙ্গে কেবলমাত্র ব্লক খাদ্য ও আণ কমিটির কর্মসূচি পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন। অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ সূত্রে তাঁরা উভয়েই নাকি মন্তব্য করেন যে "অনাহারে কখনও মানুষ মারা যায় না।" তা ছাড়া যখন দৈনিক মাত্র আট টাকা পর্যন্ত রোজগার করা যায়—তখন লোক অনাহারে মরিবে কি করে?"

আর গত ভাদ্র আশ্বিন মাসে গরু বাগতির কথা কারু বাগতি (১৫) সাহায্য সমিতির জন্য কোটশিলা থানাতেই যখন ডিক্টিনা করেছিল—তখন চৈত্র মাসের শেষভাগে সেই ভয়ঙ্কার বাক্তিকার মৃত্যু "নিশ্চই রোগে" হইয়াছে—অনাহারে নয়—এই অপবাদ অধিকার করে অনাহারে মৃত্যুকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু সত্য ঘটনা ওই সব অপপ্রয়াস দ্বারা চাপা দেওয়া যায় না—তা যে কান নিংশেষ তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে।

—•—

পুরুলিয়া-কোটশিলা ব্রডগেজ লাইন প্রসঙ্গ

শ্রীভজহরি মাহাত এম-পির বিবৃতি

শ্রীভজহরি মাহাত, এম, পি, জানাচ্ছেন যে রক্ষিত পূর্ব রেলপথের জোনাল কনসালটেটিভ কমিটির সভায় পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হলে রেল কর্তৃপক্ষ জানান —"বর্তমানে আর্থিক অবস্থা ও ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার বিবেচনায় এই লাইনটি ব্রডগেজ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যারা হউক, Uneconomic Branch Lines Committee, 1969. (অ-অর্থনৈতিক ব্রাঞ্চ লাইন কমিটি, ১৯৬৯) নামক এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি দেশের সমস্ত অলাভজনক ব্রাঞ্চ লাইনগুলির বিষয় পর্যালোচনা করে এই সুপারিশ করেছেন যে এই লাইনগুলি ব্রডগেজ করা হোক এবং এরূপ পরিবর্তন যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হলে এই সব লাইনে ডিজেল ইঞ্জিন প্রবর্তন করা হউক।

এই কমিটির সুপারিশসমূহ এখন সরকারের বিবেচনাধীন।

এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে এক প্রচারপত্র দ্বারা জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয় যে এই লাইনটি ব্রডগেজ করবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং প্রচারকারীরা এতে নিজেদের কৃতিত্ব দাবী করেছিলেন।

এই লাইনটি ব্রডগেজ করাবার জন্য জনসাধারণের এখনও দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন এবং এই সংগ্রাম কোনসময়ে ভিতরে ও বাইরে চালাতে হবে। মিথ্যা প্রচারের দ্বারা আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই।

—•—

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র মিউনিসিপালিটির খাস দখলী (১) দশের বাঁধ, (২) এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল ট্যাঙ্ক (নূতন বাঁধ) ও (৩) নাজির বাঁধ নামক পুকরিণীতে ১।৭।৭০ তাং হইতে ৩০।৬।৭৩ তাং পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরের জন্য মৎস্য আবাদ ও ধরিবার বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। উক্ত বন্দোবস্ত লইবার জন্য আগামী ২৭।৫।৭০ তারিখে বেলা দশটার সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসে নীলাম ডাক হইবে। যাহারা উক্ত সময়ের জন্য উক্ত বাঁধগুলি বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অত্র মিউনিসিপাল অফিসে হাজির হইয়া নীলাম ডাক করিতে পারেন। যাঁহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহাকে ডাকের সমুদয় টাকা ডাক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

যাঁহাকে উক্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটির প্রচলিত সর্ত্তে এক চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

দিলীপ রায় চৌধুরী
৮।৫।৭০
চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া
৮।৫।৭০

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

মুক্তিতে গত সেবার (১৭ সংখ্যা ২১ এপ্রিল ১৯৭০) যুক্তফ্রন্টের পরিকল্পনাতের জমি নিয়ে পারস্পরিক হানাহানির অবস্থার রেখে এসেছি। আরা ক্ষেত্র বাইতে মারামারি করতে থাকুন—আমরা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।

জমি থেকে উৎখাতের ইতিহাস ও অধিকারের অল্পত

যুক্তফ্রন্ট, জমি, ভেড়ী, পরিবর্তী সংঘর্ষ নিয়ে বড় কথাই উঠেছে। এ বিষয়ে দেখা যায় যে সংঘর্ষটা ২৪ পরগণা জেলাতেই ব্যাপক ও তীব্র পরিবর্তী সংঘর্ষের কথা এখন ছেড়েই দিই—কিন্তু লোকে যেখানে জমি নিয়ে বেশী সংঘর্ষ করছে সেখানের কারণটা কি? এ সম্বন্ধে ঘটনা ও ইতিহাস দিয়ে যুক্তফ্রন্ট থেকে বাস্তব পরিস্থিতিটা দেশের সমস্ত লোককে বোঝানোর বা তাদের সামনে তথ্যগুলি ঠিকভাবে রাখবার প্রচেষ্টা একেবারেই হয় নি। ফলে একটা ভুল প্রচার ধরে আজকের সৃষ্টি করেছে।

২৪ পরগণা জিলেই সুরু করা যাক। ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া ও ভাঙ্গড়ের মধ্য দিয়ে বইছে বিদ্যাধরী নদী। একদিন এই নদীর প্রতাপ ছিল দুর্জয়। এই নদী ছিল গভা আর মাতলার যোগসূত্র। দেশবিদেশ থেকে পণ্য আমদানী ও রপ্তানী হতো এই বিদ্যাধরীতে। এই অঞ্চলে একদা গভীর সুন্দর বন বিস্তৃত ছিল। সুন্দ সুন্দ বনের লোকেরা বন কেটে এর দুধারে বসত গ্রাম গড়ে তুলেছিল। গ্রামের পর গ্রাম বসিয়ে গ্রাম। উর্বরা জমি। গ্রামের মানুষেরা অতীব যত্নের সঙ্গে একমাত্র কৃষির উপর। মূলমান আমলের গোড়া থেকেই এই চাষী সম্প্রদায় এখানে বাস করছে।

মুসলমানদের পরে এল ইংরাজেরা। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে এরা বরাবরকার মতো সমান ফসিয়ে চলছিল। বিদ্যাধরীর প্রতাপ তখন ও কমে নি। চাষে বাণিজ্যে দুধারের বন্দরগুলি ছিল সদা-সর্বদা মুখরিত।

বাংলাদেশে ইংরেজের আমলোপোনার ইতিহাস এই ২৪ পরগণার গঙ্গা ও গঙ্গার চু পাশ ধরে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বিদ্যাধরীর গতিকে রুদ্ধ করার ব্যবস্থা হল সগরকে সলিল হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই 'গায়ুকগোত্তার' বিদ্যাধরীর মুখে সুইস গেট তৈরী হল। কিন্তু দেখা গেল তাতেও সলি ঠেকান যাচ্ছেনা। তাই বিদ্যাধরীর মুখের উপর সুইস গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। বিদ্যাধরী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলল। জমে উঠল গেটের কাছে পর্বত প্রমাণ পলি সেই গেট আর খোলা হয় নি—আজও নয়। এই ভাবেই বিদ্যাধরী মরে গেল। চাষের জমি থেকে পলি ভরে উঠল অনেক অনেক উঁচু। কিন্তু তখনও চাষ চলছে প্রায় মজা বিদ্যাধরীর দুকূল ভরে।

১৩০২ সাল। আমি এই প্রবন্ধ লিখছি আজ ১৩৭৭ সালে। প্রায় ৪৫ বছর আগে রায়ত সেটেলমেন্ট হয়েছিল। তার আগেই জমিদার বা যারা আজ মাঝের ভেড়ীর মালিক আরা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা অথবা তাদের পূর্বগামীরা কোথাও হাতের অস্ত্রাঘাতে কোথাও প্রাণান্তে নোনা জল ভর্তি করে দিয়েছিল। তারপরে দেদিন-যার সেই জমিদার মালিকরা যারা আজ ভেড়ীর মালিক তাদের মধ্যে অনেকেই চাষীদের কাছ থেকে কয়েক বছরের জন্য লিখিয়ে নেয় এই শর্তে যে নোনা জল ঢুকে যাবার জন্য চাষ বন্ধ হয়েছে নোনা কেটে গেলে আবার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। নোনা অনেকদিন কেটে গেছে কিন্তু জমি কেউ ফেরৎ পায় নি। বহু চাষীর কাছে সেরকম দলীল অনেক আছে এখনও নষ্ট হয় নি।

তারপরে যারা বিঘে যারো বছর ভাগিয়ে দিয়ে ভেড়ীর মালিকরা চাষীদের বলেছে তাদারি হয়ে গেছে—এ জমি আর পাবে না। হাজার হাজার একর জমি এইভাবে বঞ্চিত করে ধান দিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছোটেখর হাট, ভাঙড়, হাড়োয়া, মোনাবপুর—এই সব অঞ্চল ঘুরে দেখলে তথ্য নিলে সোজা যায় কি ব্যাপার। আমি সামান্য একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। বিভিন্ন উপায়, বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ভাবে এই বঞ্চনার ইতিহাস আজও অব্যাহত।

২৪ পরগণার ১৯৪৮ সনে এই সমস্ত বঞ্চিত চাষীরা এই অমির ব্যাপারে বিরাট আন্দোলন করে। সরকার পুলিশ কাহেমী স্বার্থবাদীরা এদের বিরুদ্ধে। তাই অকথ্য নৃশংস অত্যাচারের সীমা ছিল না। বিদ্যাধরীর দুকূল ভরেই এই আন্দোলন চলেছিল। পুলিশের সাহায্যে গ্রামকে গ্রাম জ্বালান, নারী নির্যাতন ও বাল-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে হত্যা সাধারণ ব্যাপার ছিল। সে বার যে আন্দোলন আর বেশী এগোতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরুতে চেম্বিং প্রাউণ্ড করবার জন্য মিলিটারীরা যখন জমি দখল নিচ্ছিল—তখন জমি তার এই প্রশ্ন আবার নূতন করে দেখা দেয়। জমিদারের হাবীর বিরুদ্ধে চাষীরা বলিল বেঁধে করে দেখানের তার নিষ্পত্তি হল না। কিন্তু যুদ্ধ আসতে না আসতেই সেই আন্দোলন সুরুতে সুরু করল। তেভাগা আন্দোলন বলে তার নাম হয়েছিল। হাড়োয়া, ভাঙড়, মোনাবপুর প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে তা ব্যাপ্ত হয়—তবে পরে বাংলা দেশের নানা জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ে।

তারপরে এল স্বাধীনতা। কংগ্রেস সুপরিষদ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে চাষীদের উপর ইংরেজ আমলের চেয়েও বেশী নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করে। জমিদারের গুণ্ডারা আর পুলিশ গ্রামে ঢুকে নির্লিপ্তভাবে আগুন লাগাত। বাসবাড়ী বলে একটা গ্রাম-ওরা পুরো আগিয়ে দিয়েছিল। কতক হাজার লোককে বসতি ছিল সেই গ্রামে। তারা সব প্রায় উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৩ সনে জমিদারী বিলোপ আইন হবার সময় সময় তেভাগা আন্দোলন থেমে যায়। কিন্তু জমিদারী বিলোপ আইন চাষীদের জমি ফিরিয়ে দিতে পারে নি। জমির নিলি হলেও সেগুলি বেনামী করে রাখা হয়।

২৪ পরগণার ব্যাপারটা একটু বিশদ এই জন্য যে যুক্তফ্রন্টের আমলে বেনামী জমি দখলের আন্দোলনটা সেখানে কেন এতটা তীব্র ও ব্যাপক হয়েছিল—এই পটভূমিকাতে তার কারণটা বোঝা যাবে।

একটু সামান্য উদাহরণ দিলাম মাত্র। সমস্ত দেশ জুড়ে চাষীরা যারা নিজের হাতে চাষ করত বা করে আসছে বঞ্চনার ইতিহাস একটা নির্মম ইতিহাস। সেখানে তারা একটু নেতৃত্ব পেয়েছে সেখানে তারা রুখে একটু দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে কিন্তু আইন পুলিশ সরকার তাদের বঞ্চনাকারীদেরই সাহায্য করে এসেছে—আজ আমরা সে কথা জানি না।

উত্তরবঙ্গে একবার চা বাগিচাগুলি ঘুরে সন্ধান নিলে দেখতে পাওয়া যাবে কেমন বিদেশী চা বাগিচার মালিকরা তাদার তাদার একর জমি কেমন করে বেদখল করে নিয়েছে। বিরাট বিরাট জোতদারদের এক একটা ইতিহাস হাজার হাজার চাষীদের চোখের জলের ইতিহাস। পূর্বঙ্গের এখন পাকিস্তান হয়েছে—তার কথা উল্লেখ করছি না কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলি আছে সেগুলির জমিদারী ইতিহাস ঐ একই ধারা বয়ে চলেছে।

(ক্রমশঃ)

---০---

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

রাস ময়দানে কম্যুনিস্ট পার্টির জনসভা

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ

গত ৩০শে এপ্রিল পুরুলিয়া রাস ময়দানে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির "কেন্দ্রীয় সমাবেশে" যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। এই সভায় শ্রীনিতাই বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীরবীন মজুমদার এম. এল. এ, ও শ্রীহরু, এম, বিধায়ক এম, পি ভাষণ দেন। এই সভার জন্য স্থানীয়, কাশীপুর ও আনাড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ট্রাকযোগে বহু লোকজন আসে।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে যুক্তফ্রন্ট-এর সুবাস্তা, এর গঠনের ইতিহাস; দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকারী এবং আগামী দিনে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি এই মন্তব্যও করেন যে একমাত্র ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিই মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের সঠিক নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে—অন্যদিকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রান্ত নীতি অনুসরণ করে চলছে। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে এর বিপ্লব নিয়ত প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণ সম্পর্কে শ্রীমুখার্জী বলেন যে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আগামী নীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনীয় স্বার্থে ব্যবহার করার ফলে ফ্রন্টের অন্তঃ সংবিকল বিযুক্ত হয় এবং বাংলা কংগ্রেস তার প্রতিবাদে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে ও যুক্তফ্রন্ট বর্জন করে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির অভিযোগ যে বাংলা কংগ্রেস ফোজদার, মহাজন ও কায়েমী স্বার্থের লেজুড়—সেই প্রচার অভিযান খণ্ডন করে শ্রীমুখার্জী বলেন যে বাংলা কংগ্রেস মার্ক্সবাদী দল নয় সত্য—কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের দল হিসাবে দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনে তাদেরও ভূমিকা আছে।

তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের উপসংহারে বিশ্বনাথবাবু বলেন—এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট ও মন্ত্রীসভার পতনের পটভূমিকায় লোক সেবক সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছেন। তিনি আরও বলেন যে—কনিষ্কাজী, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার বা মেদিনীপুরে লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কোনও মূল্য নেই—এই দল সম্পর্কে সমালোচনা পুরুলিয়াতেই করা সমীচীন বোধে এই জনসভাতেই তিনি ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে চান।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী বলেন যে—যুক্তফ্রন্টের এই সাম্প্রতিক সঙ্কট ও তার সমাধান প্রচেষ্টায় লোকসেবক সংঘ চরম অসুবিধাজনী নীতি গ্রহণ করে। ফ্রন্টের বৃহত্তম দলভুক্ত মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মন জুগিয়ে চলাই তাঁদের একমাত্র নীতি ছিল। তিনি আরও বলেন যে লোকসেবক সংঘের নেতা ও মন্ত্রী বিভূতিবাবে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং এখনও ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করেন—কিন্তু তাঁর কথায় ও কাজের মধ্যে তিনি (বিশ্ব-ধরবাবু) কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি।—এই সূত্রে বিশ্বনাথবাবু দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রথমটি হোল যখন যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে তীব্র বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিভূতিবাবু 'শান্তিদূত' হিসাবে তাঁর গ্রে ই চালিয়ে যাচ্ছিলেন—সেই সময় একদিন তিনি বিশ্বনাথবাবুর কাছে এসে বলেন—"বিশ্বনাথবাবু, ফ্রন্টের এই সবিকী বিরোধ-বিবাদ মীমাংসার জন্য আমি একটা সূত্র (ফ-মূলা) আবিষ্কার করেছি। সেটা হোল এই যে—ফ্রন্টের কোনও শরিকদল—যে যত ছোট বা যত বড়ই হোক না কেন—ফ্রন্টের নির্দ্ধারিত নীতি ও কর্মপন্থার বিরোধী কোনও কাজ করে এবং সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও করতে থাকে—তবে সেই পরিস্থিতিতে ফ্রন্টের বাকী সেটি দল যুক্তভাবে ও একযোগে "ফ্রন্টের নীতি অমান্যকারী শরিকদলের" বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে।" এর উত্তরে বিশ্বনাথবাবু বলেন—"এত খুবই ভাল প্রস্তাব—একে ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।" এর পর বিশ্বনাথবাবু মন্তব্য করেন যে কার্যক্ষেত্রে বিভূতিবাবু ও তাঁর দল তাঁদের নিজস্ব উদ্ভূত নীতি অনুসরণ করেন নি।

দ্বিতীয় ঘটনা উল্লেখ করে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে—প্রশাসনের কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিসে কিছু অন কিষাণ-কর্মীকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা অতি নৃশংসভাবে হত্যা করলে—সেই শহীদদের মৃতদেহ নিয়ে যখন মহাকরণে (হাইটার্স বিল্ডিংস-এ) মৌন মিছিল করে আনা হয়—তখন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা সেই মৃতদেহে মাল্য অর্পণ করলেও মন্ত্রী বিভূতিবাবু মাল্যদান করেন নি বা সেই সম্পর্কে কোনও বক্তব্য বা অভিমত প্রকাশ করেন নি।

ফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য সংঘই দায়ী !

বিশ্বনাথবাবু আরও বলেন যে—মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভক্তে প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিজ দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ যখন শোভাকর হয়ে উঠে তখন দলীয় অপপ্রয়াস প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুলিশ থানার উপর ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত থানা-ভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের দ্বারা যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে উথাপন করা হয়। যুক্তফ্রন্টের সেই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যার উপর ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল সেই বৈঠকে লোকসেবক সংঘের সচিব তাঁর দলের অভিমত প্রকাশ করে বলেন—"এই প্রস্তাবিত থানাভিত্তিক কমিটি গঠন নীতিগত ভাবে আমরা পূর্ণ সমর্থন করি—কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনায় আমরা এখন এর বিরোধিতা করছি।" এই সম্পর্কে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে সংঘের এই নীতিগত সমর্থন ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় বিরোধিতার অর্থ—সংঘের চরম সুবিধাবাদী নীতি। তাঁরা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরাগ-ভাজন হতে চান নি বলেই এই পরম্পর বিরোধী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বিশ্বনাথবাবু আরও মন্তব্য করেন যে সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে লোকসেবক সংঘ যদি মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে থানাভিত্তিক কমিটি গঠনের প্রস্তাবে রাজী করাতেন তবে পরবর্তীকালে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের কোনও কারণ ঘটতো না এবং যুক্তফ্রন্ট ভাঙতো না। সুতরাং লোকসেবক সংঘের এই মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি তোষণ নীতির ফলেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হোল এবং সেই জন্য সংঘও যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য দায়ী।

তবে ভাঙনোত্তর আগামী দিনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমর্থন করার জন্য দেশের সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিদের নিয়ে সম্প্রতি মোর্চা (ফ্রন্ট) গঠনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব দেখা দিয়াছে—সেই দায়িত্ব পালনে ভাঙনের কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্তীকে যেমন লোকসেবক সংঘকে সমর্থন করেছিল - ভবিষ্যতেও সেরূপ সমর্থন করবে।

---০---

Always at your service.

BISHUDHA MEDICAL HALL

Stockist for PURULIA

Squibb, Boehringer-Knoll

Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনঙ্গার-নল

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। শর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

স্বাক্ষরিত ভট্টোপাধ্যায়

প্রিন্সিপাল

পুরুলিয়া জেলায় ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদি

সরকারী হিসাবে প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি সাহায্যাদি পাচ্ছে

পুরুলিয়া জেলার ২০টি ব্লকেই টেস্ট রিলীফের কাজ সুরু হয়েছে—তবে যে সব ব্লক বা অঞ্চল বিশেষভাবে খরা পীড়িত এবং যেখানে অনাহার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে—সেখানে ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ টেষ্ট রিলীফ স্কীমের কাজ—পুকুরিণী খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ চলছে এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ১২০তে দাঁড়াবে। অর্থাৎ গড়ে ব্লক পিছু ৬টি স্কীম চালু হবে। তবে এই ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করে ক্ষতি অঞ্চলে দু তিনটী স্কীমের ভিত্তিতে টি আর এর কাজ চালু করতে হতে পারে। সরকার এ পর্য্যন্ত সাড়ে সাত লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

খয়রাতী সাহায্য ব্যবস্থা (জি-আর) শতকরা ১০ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৩ জনকে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ সারা জেলায় একদিন ২৯০০০ দুঃস্থ ব্যক্তি জি-আর পাচ্ছিলেন এখন থেকে ৫৮০০০ জন জি আর পাবেন। আগামী জুলাই মাস থেকে শতকরা ৫ জন ব্যক্তিকে যাতে জি-আর দেওয়া সম্ভব হয়—তার জন্য চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া জরুরী পরিস্থিতিতে বিশেষ খয়রাতি সাহায্য (ই-জি-আর) দানের ব্যবস্থাকেও আরও ব্যাপক ও ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

এইভাবে টেস্ট রিলীফ; জি-আর; ই-জি-আর প্রভৃতি ব্যবস্থাদির দ্বারা বর্ত্তমানে এই জেলার প্রায় এক লক্ষ ব্যক্তি অর্থাৎ শতকরা ১৬ জন ত্রাণ ব্যবস্থাদির আওতায় এসেছেন।

এই সব ব্যবস্থা ছাড়াও বিশেষ খরাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে রন্ধনখানা ও সত্রাহরের খাবারের দোকান (চীপ ক্যান্টীন) খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন সেগুলিসহ ও যেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এরূপ সাত আটটি লঙ্গরখানা এ পর্য্যন্ত খোলা হয়েছে।

চিরুংগোড়ায় সর্ব্বনাশী অগ্নিকাণ্ড

দুষ্কৃতকারীদের পরিকল্পিত কাণ্ড বলে সন্দেহ

২৯শে বৈশাখ বুধবার রাত্রি ২টা নাগাদ শ্রীকৃষ্ণ মাহাতের খোয়াদঘরে আগুন জ্বলে ওঠে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি ছোতলা ঘরেও আগুন ধরে যায়। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে চক্রের সমস্ত ঘরগুলিতে আগুন ধরে যায়। গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকজন ছুটে আসেন—জিওলজিক্যাল সার্ভের লোকজনেরাও আগুন নেভাবার জন্য। গ্রামে জলাধার বলতে একটিমাত্র কুয়া। তাহার তাহার মানুষের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এক রেড ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পুড়ে যায়। আগুন ৩০শে বৈশাখ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নি। প্রায় ২৮টি ঘরবাড়ী, ৬টি বলদ, ছাগল, হাঁস মুরগী, ধান, চাল নোট, জামাকাপড় ইত্যাদি গৃহস্থালীর সব ই পুড়েছে। ১৯টি পরিবারের মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। মোট ছয় জন আগুনে পুড়ে আহত হয়েছেন। তার মধ্যে একটি মহিলার অবস্থা আশংকাজনক।

আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন পোড়ার শব্দ পাওয়া যায় বলে প্রকাশ। তাতেই ব্যাপারটি দুষ্কৃতকারীদের পরিকল্পিত কাণ্ড বলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এবং গ্রামের অনেকেরই মনে করছেন। আগুন লাগবার সময় একজন ব্যক্তিকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। উপযুক্ত তদন্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাম ও ক্ষয়ক্ষতির তালিকা

১) শ্রীনিতাইচন্দ্র মাহাত—একটি ছোতলা ঘর ও একটি গো হাল ঘর
২) শ্রীবসুবিহারী মাহাত—একটি ছোতলা ঘর ও দুইটি খোয়াল ঘর
৩) ঈশ্বরচন্দ্র মাহাত—একটি রান্নাঘর ও ২টি খোয়াল ঘর
৪) শ্রীনন্দির মাহাত—একটি খোয়াল ঘর
৫) শ্রীআশারাম মাহাত একটি টালির খোয়াল ঘর
৬) শ্রীসত্যচন্দ্র মাহাত—একটি ছোতলা ঘর ও একটি খোয়াল ঘর
৭) শ্রীমদন মাহাত—১টি টিনের ঘর, ২টি খোয়াল ঘর ও ১টি রান্নাঘর
৮) শ্রীনন্দলাল মাহাত ১টি টিনের ঘর, ১টি রান্নাঘর ও ১টি টালির কোঠাঘর
৯) শ্রীরূপাদর মাহাত—১টি ছোতলা ঘর, ১টি রান্নাঘর ও ১টি খোয়াল ঘর
১০) শ্রীগতিক চন্দ্র মাহাত—১টি টিনের ঘর, ২টি খোয়াল ঘর ও ১টি রান্নাঘর
১১) শ্রীবৃন্দাবন মাহাত—একটি খোয়াল ঘর
১২) সনকা মাহাত—একটি খোয়াল ঘর
১৩) শ্রীখোল মাহাত—একটি ঘর

মোট ২৮টি ঘর

বলা বাহুল্য ঘর পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধান চাল, জামাকাপড়, অর্থ-অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

পুরুলিয়ায় আরো অনাহার মৃত্যু

ভালদা ২ নং ব্লকের ৮ টুংরাডা অঞ্চলের চামড়াকা গ্রামের বাউরী পাড়ার শ্রীকৈলাশ বাউরী (৩২) গত ২৩। মে তারিখে অনাহারে মারা গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। সে কোলিয়ারী অঞ্চলে কাজের চেষ্টায় গিয়ে কোথাও কিছু সুবিধা না পেয়ে আবার গ্রামে ফিরে আসে এবং দিন মজুরী করে উপার্জ্জনের চেষ্টা করতো—কিন্তু কোথাও সুবিধা করতে না পেরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে সপরিবারে দিন কাটাতো। টাটুরাডা অঞ্চলের ডি, এল ও ব্লক শ্রীমজুমদার মহাশয়কে জি-আর এর ব্যবস্থা করার জন্য বহুবার অনুরোধ করলেও কোনও ব্যবস্থাই হয় নি। কেবলমাত্র গত জানুয়ারী মাসে কনিমালের স্টক মামে মাত্র ৩ কে, জি, গুরুী খয়রাতী সাহায্য (ই-জি-আর মঞ্জুর হয়। দিন কতক আগে গ্রামবাসীরা কিছু অর্থ সাহায্য করে।

পুরুলিয়া ১ নং ব্লকের গাড়াডুমসোট অঞ্চলের রুদড়া গ্রামের জারকাডি টোলার শ্রীমতী পুর্ণ মাহাতান (৬০) গত ৮ই মে তারিখে অনাহারে মারা গেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল শ্রীমতী মাহাতান পর ও ভাতীন বিধবা এবং সহায় সম্বলহীনা ছিলেন। প্র তবেশীদের দাক্ষিণ্য এবং ভিক্ষার উপর জীবন ধারণ করতে হোত।

তবে মৃত্যুর প্রায় দশ দিন পূর্ব বার্দ্ধক্য ভাতা বাবদ ২০৲ টাকা প্রথম পেয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে উষধপত্রে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

সর্দ্দিগর্ম্মী না অনাহারে মৃত্যু

গত ১১ই মে তারিখে মুরা থানার চাঁদড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান ঈশান চন্দ্র মাহাত (১০ বৎসর) এবং হেতুয়ার পা-রাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান সুফল চন্দ্র মাহাত (৭ বৎসর) পোচেনীয় ও মস্তাঘিক মৃত্যু ঘটে।

শ্রীমান ঈশান অতি দুঃস্থ পরিবারের ছেলে ছিল এবং সকালে স্কুলের ছুটির পর একলা বাড়ী যাবার পথে মাঠ অঞ্চলে হঠে পড়ে। এইভাবে বেলা ২।৩টা পর্য্যন্ত পড়ে থাকার পর ৩টের ব্যক্তি তাকে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে যান এবং বেরা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে চিকিৎসার চেষ্টা করার সময় পথেই তার মৃত্যু ঘটে। শ্রীমান ঈশান বৈষ্ণবডি গ্রামের শ্রীসতিরঞ্জা মাহাতের পুত্র।

শ্রীমান সুফল মাঝি সকালে স্কুলের ছুটির পর বাড়ী ফিরে এসেই বিশের অসুখ বোধ করে এবং ঘন ঘন বমি হতে থাকে। রামাকলে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা হয় তাতে কোনও ফল হয় না। এই অবস্থার তার মৃত্যু ঘটে।

শোক সংবাদ

সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবি এবং বিশিষ্ট নাগরিক শ্রী-গীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯। ম তারিখে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৯১ বৎসর বয়স হয়েছিল। ওকালতি ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি গত কয়েক বৎসর বী ভূম জেলায় দক্ষিণ গ্রামে নিজ বাটীতে বাস করছিলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভালই ছিল। তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের শেষ কৃত্য দিন ত্রিবেণীতে বাস করেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট শ্রীধরচন্দ্রানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পুরুলিয়ার সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা

পুরুলিয়ায় প্রায় দেড় মাস ধরে একটানা তাপ প্রবাহ চলছে। এই বৎসর ১৯ই মে তারিখে সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১৮৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট গেঠে—তার পূর্ব্ব দিন (১৩৫।৭০) তাপমাত্রা ১১৯৭ ডিগ্রী উঠেছিল।

স্থানীয় সংবাদ

মালডি গ্রামে নরহত্যা সহ ডাকাতি

২৯শে বৈশাখ রাত্রি ১টা-১২টার সময় পুরুলিয়া মফস্বল থানার মালডি গ্রামের শ্রেণী মাহাতের বাড়ীতে ২০-২৫ জন ডাকাত হাতাল অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা নিয়ে চড়াও হয়। গৃহস্বামীর ছেলে বয়স মাহাতকে বোমা মেরে তাহা নিহত করে। তার প্রতি তিনটি বোম নিক্ষিপ্ত হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গীকে তারা আঘাত করে। তাঁর হাতটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। একটি বাথানের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। একটি সোনার হার ও কানের দুল: ছোড়াসহ তারা বাসনপত্র, কাপড়চোপড় ইত্যাদি মূল্যবান প্রভৃতি নিয়ে যায়। এছাড়া এই খুনের কিনারা করার জন্য একটি পুলিশ তদন্তকে আনা হয়।

বি-ডি-ওর অফিস আক্রমণ

পুরুলিয়া জেলাকে খরা অঞ্চল ঘোষণার এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবীতে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে কালদার বি-ডি-ও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর কালদা অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার রিলিফের কাজ সুরু করার জন্য সি-পি-এম কর্ম্মী বি-ডি-ওর কাছে দাবী জানান। এই আলোচনার সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন সি-পি-এম কর্ম্মী অফিসের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেন এবং বি-ডি-ওকে লাঞ্ছিত করেন—এই অভিযোগ করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পাঁচজন সি-পি-এম কর্ম্মীকে এই সূত্রে গ্রেপ্তার করে।

বিহারে সিংভূম জেলায় অনাহারে মৃত্যু

বিহারের সিংভূম জেলার পটমদা, নিমডি ও ইচাগড় ব্লক থেকে ৮টি অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া হোল।

পটমদা ব্লক

১। ইশাটাড়া গ্রামের শ্রীমতী মাঝী ভূমিজ (৬০) ১০.৪.৭০
২। ল উজোড়া গ্রামের শ্রীরাখাল মাহাত.....৩০.৪.৭০

নিমডি ব্লক

৩। খোঁকরো—সখ্যাডি গ্রামের শ্রীনোনাথার মাঝি—১৮.৩.৭০

ইচাগড় ব্লক

৪। মহীদাড়া গ্রামের শ্রীআহিনী গোপ
৫। " " নীলমণি গোপের ছেলে (৩ বৎসর)
৬। " " রাম রাজমুক্ত (বৃদ্ধ)
৭। " " ধাগীরাইয়ের ছেলে (৫ বৎসর)
৮। আরাডাড়ি গ্রামের রাটু মাহাতের বাবা অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা করে।

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

ছাত্রাবাস না সৈন্যাবাস?

গই মে গভীর রাতে পুলিশ আর, পি, কর ছাত্রাবাসে হানা দিয়ে তিনটি হ্যাণ্ড গ্রেনেড, পাঁচটি বোমা ও প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে একজন নাকি ছাত্রাবাসের।

চীনি হিন্দী নোট

সরকারী মহলের খবরে প্রকাশ, চীনে ছাপানো একশো ও দশ টাকার ভারতীয় নোট কলিকাতায় এসেছে। নোট তিনটে আসছে এবং কে কে জড়িত আছে, পুলিশ এখন সেই রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছে।

জোতদার ও নকাল খুন

২৪ মহম্মদবার গোমাবা থানার লাটবাজার গ্রামে সুবল মণ্ডল নামে জনৈক জোতদারের বাড়ীতে নকশালপন্থীরা চড়াও হলে জোতদারের লোকজনেরা তাদের তাড়া করে। সাঘর্ষের ফলে জোতদারটি গুরুতর-ভাবে আহত হয় এবং পরে মারা যায়। নকশালপন্থী হামলাকারীদের তিনজনকে রাস্তার ওপর লাঠিপেটা করে মেরে ফেলা হয়।

নকশাল চক্রবর্ত্তী গ্রেপ্তার

১২ই মে যাদবপুরে একটি বাড়ীতে হানা দিয়ে পুলিশ অধ্যাপক তালিম চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের মতে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী বন্ধ নেতাদের একজন।

উলুখড়ের পরিণাম

১২ই মে রাতে মহম্মদের সাতিপুকুর এলাকায় একটি ক্লাবের পরিচালনা নিয়ে দু'টি যুবকের দল রোমিভেলী, বঙ্গবাসী, গোয়েঙ্কা, মনীশচন্দ্র, কাঁথি প্রভৃতি কুমার কলেজ, শ্যামবাজার স্কুল, এস, এস, জুবিলী ইনস্টিটিউট প্রভৃতি পরীক্ষা কেন্দ্রে রামদা চালিয়ে বি, এ, বি, এস, সি, সার্ট ওয়ান ও প্রি-মেডিকেল পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয়। ছোরা দেখিয়ে, বোমা মেরে, আগুন দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তারা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগে বাধ্য করে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে শতকরা ৫০ জন পরীক্ষার্থী পরে পরীক্ষা দিয়েছেন। বঙ্গবাসীতে প্রায় ৫০টী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। আর, কি, করে হামলাকারীরা তার বিধান রায়ের মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলে এবং মনীশ কলেজের কাছে একটি বাসে আগুন লাগানো হয়।

বৃহত্তর কোলকাতায় পিকিং

টালিগঞ্জের মুখ এক্তিয়া, লেক অঞ্চল, শাঁখারীপাড়া, কাশীপুর, বেনেপুকুর, যাদবপুর, বেহালা, গড়িয়া, কসবা, বেলঘরিয়া ও হাওড়ার কয়েকটি পোড়ো বাড়ীতে হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় ১২টি দেশিয় ট্রেনিং সেন্টার আবিষ্কার করেছে। চীনে ছাপানো বই, চীনা আগ্নেয়াস্ত্র, নকশালদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান ডায়েরী ও মানচিত্র পুলিশ উদ্ধার করেছে।

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া পাতকুম হাউসের সংলগ্ন রাঁচী রোডের ধারে প্লট করিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

এস, ঢেকল
পাতকুম হাউস, পুরুলিয়া।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

পুরুলিয়ার ত্রাণব্যবস্থাদি সম্পর্কে রাজ্যপালের বিচিত্র মনোবৃত্তি !

শ্রীধাওয়ানের নিকট সংঘ সচিবের সর্বশেষপত্র

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে এই সাক্ষাৎকারের জন্য মাত্র কয়েক মিনিট সময় করবার সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করার বাধা আপনার কোথায় ছিল ? বিশেষতঃ আপনার হাতে এখন যে সব কাজ রয়েছে—তাদের তুলনায় এই বিষয়টির গুরুত্ব অনেক বেশী। আপনার সেক্রেটারীর নিকট থেকে বাঁধাধরা পুলি সম্বলিত যে সরকারী উত্তর আসে তাতে প্রকৃত পরিস্থিতি জানবার ও গুরুত্ব সরকারে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার যে কোনও আগ্রহ বা ইচ্ছা আপনার নেই—সেটা প্রকাশ পায়।

প্রাক্তন মুক্তকণ্ঠের শরিক একটি দলের সে যত ত্রুটই হোক—সেক্রেটারী যখন রাজ্যের অগণিত দুঃস্থ অধিবাসীর দুঃখ ও বেদনার কাহিনী জানাবার জন্য আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিল—তখন সেই সাক্ষাৎকার করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।

গভীর আশ্চর্য্য ও হতবুদ্ধির বিষয় যে—আমার পত্রে অতি সুস্পষ্ট-ভাবে বেতুলার পোচেলীয় ও মর্ম্মান্তিক চিত্র দেওয়া থাকলেও আপনি আপনার সেক্রেটারী মারফৎ এই সংবাদটুকু জানিয়ে "বাধিত করেন" যে কেন্দুটী কমিশনারের হাতে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি আপনার বিবেচনাধীন রয়েছে। অর্থাৎ যেখানে অবিলম্বে প্রায় এক কোটী টাকার প্রয়োজন সেখানে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য জানের পরিচয় দিয়েছেন। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার প্রশাসন ব্যবস্থা চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে কেবলমাত্র ছেলে খেলা করছে ! যেখানে অবিলম্বে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রয়োজন সেখানে আপনার বরাদ্দ দীর্ঘ ধর্ম্ম দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কাজলী বিদায় করেছেন।

আপনার সেক্রেটারীর ১৬।৪।৭০ তারিখের চিঠাবন্ধিত ছেঁদো পত্রের উত্তরে আমি জানিয়েছিলুম—পরিস্থিতি এত গুরুতর যে এখন আর কোনও ঔদাসীন্য বা অনবধানতা দেখাবার সময় নেই। সুতরাং রাজ্যের প্রধান হিসাবে জেলার সমাক পরিস্থিতি জানা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং সেইজন্য এই সাক্ষাৎকার বিশেষ জরুরী। বিশেষতঃ আপনি যখন পশ্চিমবঙ্গে নবাগত এবং পুরুলিয়ার পরিস্থিতি সমাকভাবে জানার অবকাশ ঘটেনি তখন এই সাক্ষাৎকারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনার সেক্রেটারী জানান যে আপনি পুরুলিয়ায় ছুবার গেছেন এবং পুরুলিয়ার পরিস্থিতি জানার সুযোগ আপনার হয়েছে। আমি আপনার সেক্রেটারীকে জানাই যে বিশেষ কোনও কার্য্যসূচির সূত্রে মাত্র কয়েক ঘন্টার স্বল্পকালীন পরিদর্শনে জেলা সম্পর্কে সবজান্তা হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়—সুতরাং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আপনার সেক্রেটারী মারফৎ পুনরায় অনুরোধ জানাই। আজকে ২৩শে এপ্রিল—কিন্তু এই দীর্ঘ নয়দিনের মধ্যে কোনও উত্তরই পাইনি। আমি ধৈর্য্যের সঙ্গে আপনার উত্তরের অপেক্ষা করছি। কিন্তু পরিস্থিতি কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করে আমি বুঝতে পারছি আপনি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছেন। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎকার রাখা করা হলে সেই অনুরোধ রক্ষা না করে আপনি আপনার কর্ত্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে যে সকল লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে তাদের জীবন রক্ষার জন্য জরুরী ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেও আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। ত্রাণমূলক ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় সেই সব গ্রহণে এখনও পর্য্যন্ত আপনি কিছুই করেন নি। সুতরাং আমি যৎপরোনাস্তি বিনয়ের সঙ্গে আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই যে আপনার ঔদাসীন্য, জনমুহীনতা ও অপরের সহযোগিতার প্রতি অশ্রদ্ধার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে যে বহু লোকের জীবনহানী ঘটবে এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় যোগ্যতার অভাব ঘটবে—তার জন্য আপনিই চূড়ান্তভাবে দায়ী হবেন।

যদিও আপনি আমার সঙ্গে খুবই অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন—তবু বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ব্যক্তিগত মানসম্মানের প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না এবং আশা করবো শেষ পর্য্যন্ত আপনার শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং আপনি সাক্ষাৎকারে রাজী হবেন। আমি পুনরায় আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি যে আপনি পরিস্থিতির সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই অভাবনীয় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তা জানান। যদি আগামী তিন দিনের মধ্যে আপনার কোনও উত্তর না পাই তবে মনে করবো এই বিষয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও মনোভাব বা ইচ্ছা আপনার নেই—সেই অবস্থায় এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য চেষ্টা করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় থাকবে না—কারণ আপনার রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিকতর সঙ্কটজনক হতে বাধ্য।

আপনার বিশ্বস্ত
অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব
লোকসেবক সংঘ

ট্রেনের সময় তালিকা

(১লা এপ্রিল, '৭০ থেকে)

সকাল—

ট্রেন নং	ট্রেনের বিবরণ	আসে	ছাড়ে
৮৮ আপ	সাউথ বিহার এক্স:	৫-৪০	৫-৫০
৪ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৬-১৫	—
৩১৫ আপ	হাওড়া-চক্রধরপুর	৬-৪১	৬-৫১
৪২২	চক্রধরপুর-গোমো	৮-১৭	৮-২৭
১ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	—	১০-২০
১ এ সি	আদ্রা-চাণ্ডিল	১০-৫৩	১০-৫৬

দুপুর

২ এ সি	চাণ্ডিল-আদ্রা	১-৪৩	১-৪৬

সন্ধ্যা ও রাত্রি

২ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৪-৫৫	—
৩১৬	চক্রধরপুর-হাওড়া	৬-৩৬	৬-৭৬
৪২১	গোমো-চক্রধরপুর	৭-০৩	৭-১৩
৩ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৭-২০	—
৮৭	সাউথ-বিহার এক্সপ্রেস	৯-৫০	১০-০০

প্রেস বিক্রয়

প্রায় ৫০০ কেজি নূতন ও পুরাতন টাইপ এবং সমস্ত রকম সাজ-সরঞ্জামসহ একটি ½ ক্রাউন সাইজের চালু চ্যাপ্তলার-প্রাইস প্রেস বিক্রয় করা হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন্ড
কালীতলা, পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্ধেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র হাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত প্রাণাবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৭১তম জন্মদিনে প্রণাম জানাই বাঙলার জাতীয় কবি বিদ্রোহী নজরুলকে।



৩১শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

সোমবার, ২৫শে মে '৭০
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা

বুরুপুণিআয় আদিবাসী-পুলিশ সংঘর্ষে ৩১ রাউণ্ড গুলি

একজন আদিবাসী নিহত ঃ বারোজন পুলিশ আহত

নিহতের সংখ্যা আরো বেশী বলে আশংকা

২১শে মে, বৃহস্পতিবার বুরুপুণিয়ার বিরি আদিবাসীদের উপর অযোধ্যা শিকার উপলক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার হাজার হাজার আদিবাসী অযোধ্যা পাহাড়ে সমবেত হন। অযোধ্যার বাদুড়ি অঞ্চলে আদিবাসীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। শুক্রবার নিহত আদিবাসীর একটি মৃতদেহ পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে আসে।

সংঘর্ষের কারণ - সরকারী ভাস্ত অসংলগ্ন

২২শে মে শুক্রবার সমস্ত দিন আমরা খবরের জন্য ডি-এম-পি, এস-ডি-ও, ডি-আই-বি বিভাগ এবং জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। ডি-এস-পি, এস-ডি-ও এবং পোস্টেরা বিভাগের অফিসারেরা অযোধ্যায় চলে গিয়েছিলেন—জেলা শাসক বিশেষ কোনও সংবাদ জানেন না বলে জানান এবং ঘটনার অন্তি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকম আদিবাসীর মৃত্যু স্বীকার করেন। তথ্য ও প্রচার বিভাগের অধিকর্তা কোন খবরই দিতে পারেন নি—তারপর সহরের লোক যা জেনেছিলেন তার বেশী কোন খবর নাকি তিনি পান নি। যাই হোক সারাদিন এবং সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সরকারী মহল থেকে কোন খবর পাওয়া যায় নি।

কিন্তু গুপ্তর বেলায় চিত্রটা বাড়তা বেড়াক-খবরে ঘোষণা করা হোল যে একটি বেআইনী মদের দোকানে তারা বিরে পুলিশ ও জনকে হেপ্তার করলে, তাদের মুক্ত করার জন্য আদিবাসীরা পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও পরে গুলি চালায়। শুক্র বিভাগের একজন ও একজন এস, আই, আহত হয়েছেন।

এর পর সন্ধ্যেবেলায় বৈদিক বরমভীর খবরে বেশনাম এটিকে নকশালী আক্রমণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ষ্টাফ রিপোর্টার পুরুলিয়ার জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানি জেনেছেন যে সরকারী বেসী মদের দোকানে প্রায় ৫০০ শত আদিবাসী কয়েক হাজার টাকার মদ লুঠ করার সময় বাধাদানরত পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এখানে ৩ জন পুলিশ ও কর্ম্মচারী আহত হওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

রাত্রি ৮৪ টার সময় আমরা ডি, এম, সিঙ (২য়) সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। তিনি বলেন যে প্রায় ১০-১২ হাজার ম রমুখী আদিবাসী ছিল এবং পুলিশ ৩১ রাউণ্ড গুলি চালিয়েছে। পুলিশের পক্ষে ১২ জন আহত হয়েছে। তিনি বলেন যে সরকারী মদের দোকানে বেশী দাম নিয়ে জল মেশানো মদ দেবার অভিযোগে আদিবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং কিছু ঘরে দোকান লুঠ করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। আদিবাসীরা পুলিশের ওপর তীর ও ইট পাথর ছুড়তে থাকে। তির জন পুলিশ অফিসার, একজন আরমাী কর্ম্মচারী ও ৮ জন পুলিশ আহত হন। অবস্থা আয়ত্তে আনতে ২০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এতেও কোন ফল না হওয়ায় পুলিশ ৩১ রাউণ্ড গুলি চালায়। এই খবরটি রাজে স্থানীয় সংবাদেও প্রচার করা হয়।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

অনাহারে মৃত্যু ঘটে চলেছে

পাড়া থানায় দুটি অনাহার মৃত্যু : পাঁচজন মৃত্যু পথযাত্রী

কোনও ত্রাণমূলক কার্য্য বা সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা নাই

জেলার বহু স্থান থেকে আরও অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

গত ২১।৫।৭০ তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ পুরুলিয়া থানার বিশেষ দুর্গত এলেকা আযুধা-নড়য়া ও পাড়া থানার ভাঁওরিডি অঞ্চল পরিদর্শনে যান। প্রথমে বড়াদিনী গ্রামে মাগাদিনী টোপ্পার অনাহারে মৃত্যু বাউরী মাহাতোর পরিবারকে সংবাদাদি গ্রহণ করে ৮ গাউনের পুত্রকুলাল মাহাতোকে তাদের বৃত্তি বাবদের কাজ চালানোর পুঁজী রূপে কিছু অর্থ সাহায্য করেন এবং ঐ টোপ্পার আরও কয়েকজন দুঃস্থ, অনাহার ক্লিষ্ট অনাহার বাক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি করে সামুহিক সাহায্য স্বরূপ কিছু অর্থ দেন।

পরে বড়াদিনী ও লক্ষণপুর গ্রাম পরিদর্শনকালে সকলেই সাঁওর জলের ঢাকুর অভাব এবং টেস্ট রিলিফ কার্য্যের অপ্রতুলতা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। সমস্ত আযুধা-নড়য়া অঞ্চলে টেস্ট রিলিফে সামান্য একটি বাঁধের কাজ ছাড়া আর কোনও কাজের ব্যবস্থা নেই; আর অযুধাতে সাহায্যের পরিমাণ সরকার বৃদ্ধি করলেও—সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারী যন্ত্র নেই। এই অঞ্চলের ডি-এল-ডব্লিউ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সমগ্র গ্রাম-বাসী লোকের—আর খাদ্য আণ কমিটির সদস্যদেরও কার্য্যকলাপের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না।

লক্ষণপুর গ্রামে আনন্দমার্গ পরিচালিত নজরখানা পরিদর্শনকালে দেখা গেল বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেলেও তখন পর্য্যন্ত রন্ধনাদির কোনও আয়োজন হয় নি। অনুসন্ধানে জানা গেল গ্রাম ঘুরিয়ে যাওয়ার মত সংগ্রহের জন্য কর্ম্মকর্তারা পুরুলিয়া গেছেন। সংঘের সচিব প্রশ্নোত্তরে জানান যে চাল ডাল জোগাড় করার জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করলে প্রাধানের জানাব যে বিক্রয় করার মত চাল গ্রামের কোনও বাড়ীতে নেই।

ভাঁওরিডি

পাড়া থানার ভাঁওরিডি অঞ্চল বিশেষ দুর্গত এলেকা। এই অঞ্চলে টাঙ্গায় মাত্র দু তিন আনা কাজ পাওয়া যাচ্ছে। তার প্রধানও পাওয়া গেল। বিশুড়ি, রাজাডেহা, ভাঁওরিডি প্রভৃতি বড় বড় গ্রামে বহু বন্ধিকু চাষীর বাস—কিন্তু তাঁদের খামারেও এক আঁটি পুরান খেড়া চাল নাই—আর জীর্ণ খড়ের চালে নূতন খড়ের ছাউনী প্রায় কোনও পুরেই নেই।

ভাঁওরিডি গ্রাম পরিদর্শনের সময় ঐ গ্রামে দুইজন ব্যক্তির অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় এবং গ্রামের বরিজন পল্লীতে বৈঠক ও আলোচনার সময় বাউরী, পাড়াই শ্রীমঙ্গলা বাউরীর এবং শ্রীমতী ফুলনী কামারীনের অনাহার মৃত্যু ব্যাপক তদন্তাদির পর সমর্থিত হয়।

শ্রীমতী ফুলনী কামারিন (৫৫) গত ১১ই বৈশাখে অনাহারে মারা গেছে। অনাহার বিধবা রমণী একিলেদেরের বয়স্কাকিন্যের উপর নির্ভর

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

বুদ্ধ-পূর্ণিমার বলি

বুদ্ধ পূর্ণিমার পূণ্য দিনে অযোধ্যা পাহাড়ে অবণাতীত কাল থেকে প্রচলিত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বর্ষীয় ও সামাজিক শিকার উৎসবকে দুরপনেয়ভাবে কলঙ্কিত করে এই বংসর পুলিশের গুলিতে একজন ঘটনা-স্থলেই প্রাণ হারিয়েছে—কিছু আরও হতাহত হয়েছে কি না জানা যায় নি। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে তাদের যে কোন কর্মীর, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ হোল অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং অযোধ্যা পাহাড়ে বৈশাখী পূর্ণিমার অবণীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে মহুয় সহায় আদিবাসী এখানে সমবেত হয়—তাদের প্রচুর পরিমাণ মদের চাহিদা মেটাবার সরকারী ব্যবস্থা থাকে। আর সরল ও শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের প্রত্যারিত করে মদের কারবারীরা প্রচুর মুনাফা লোটে এবং এই সূত্রে প্রতি বৎসরই শিকার উৎসবে যোগদানকারী সাঁওতালদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করলেই তাদের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়। বৃটীশ আমলে, স্বাধীনতা লাভের পর বিহার আমলে এবং বক্তৃতার পর পশ্চিম বাংলার আমলে প্রতি বৎসরই নিরুপদ্রবে এই অযোধ্যা শিকার উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে; সুতরাং এই বৎসরও পুলিশের গুলি চালানোর মত কোনও বিশেষ জটীল পরিস্থিতি উদ্ভবের কোনও কারণই ছিল না—যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও সুশলতার সঙ্গে কার্য্য সম্পাদন করতে পারতেন।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর শিকার উৎসবে সাঁওতালদের সমাবেশ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। আর উৎসবে যোগদানকারী সাঁওতালদের হিংসে ও আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপে লিপ্ত হবার জন্য বিশেষ কোন কার্য্য চালানো হয়েছে—তারও কোনও তথ্য বা প্রমাণ নেই। কোনও কোনও সরকারী মহল থেকে নক্সালপন্থীদের গোপন হস্ত সম্পর্কে যে সব অনুমান বা ইঙ্গিত করা হচ্ছে—তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা নিজেদের অক্ষমতা গোপন করবার একটা কৌশলমাত্র। এই বৎসর মদের দর বৃদ্ধিও মদে অতিরিক্ত পরিমাণ জল মিশাবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সকালের দিক থেকেই সাঁওতালদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং বৈকালের দিকে সেই বিক্ষোভ কিছুটা সংগঠিত রূপ ধারণ করে বিনা মূল্যে মদ সরবরাহের দাবী জানিত হতে শুরু হয়। মদতাটী অর্থাৎ গ্রামের যে স্থলটি মদতাটিতে পরিণত করা হয়েছিল—তার থেকে কিছু দূরে আমবাগানে জনৈক সর্দ্দার শ্রেণীর সাঁওতাল তরোয়াল ঘুরিয়ে যে "বীরত্ব" প্রদর্শন করছিল—তাতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আতঙ্কে অস্থির হবার কোনও কারণ ছিল না। তাঁরা মুনাফা লুণ্ঠনকারী জাউগুয়ালার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জনতা শান্ত হয়ে যেত। কিন্তু অনভিজ্ঞতাজনিত হোক বা অনাবশ্যক আতঙ্কের জন্য হোক কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে পরিস্থিতি জটীল ও গুরুতর আকার ধারণ করে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ ও সরেজমীন তদন্ত করে জানা যায় যে সাঁওতালরা প্রথমে আক্রমণ করে নি। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করলে আদিবাসীদের ধারণা হয় পুলিশ গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে এবং তারপর সাঁওতালরা তীর ছুঁড়তে শুরু করে। আর একটি তীর সশস্ত্র জনরক্ষীদলকে তীর বিদ্ধ করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলি শুরু হয় এবং তরোয়ালধারী সর্দ্দার শ্রেণীর সাঁওতালটি প্রথম বলি হয়। অতি অল্প সংখ্যক সাঁওতাল এই আত্মরক্ষা-মূলক অভিযানে অংশ গ্রহণ করে—আর সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকেও গুলি চালাবার রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ঝাঁঝালো ধোঁয়ার সৃষ্টিকারী সরকারী ব্যবস্থা থাকে। আর সরল ও শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের প্রত্যারিত করে মদের কারবারীরা প্রচুর মুনাফা লোটে এবং এই সূত্রে প্রতি বৎসরই শিকার উৎসবে যোগদানকারী সাঁওতালদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করলেই তাদের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়। বৃটীশ আমলে, স্বাধীনতা লাভের পর বিহার আমলে এবং বক্তৃতার পর পশ্চিম বাংলার আমলে প্রতি বৎসরই নিরুপদ্রবে এই অযোধ্যা শিকার উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে; সুতরাং এই বৎসরও পুলিশের গুলি চালানোর মত কোনও বিশেষ জটীল পরিস্থিতি উদ্ভবের কোনও কারণই ছিল না—যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও সুশলতার সঙ্গে কার্য্য সম্পাদন করতে পারতেন।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর শিকার উৎসবে সাঁওতালদের সমাবেশ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। আর উৎসবে যোগদানকারী সাঁওতালদের হিংসে ও আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপে লিপ্ত হবার জন্য বিশেষ কোন কার্য্য চালানো হয়েছে—তারও কোনও তথ্য বা প্রমাণ নেই। কোনও কোনও সরকারী মহল থেকে নক্সালপন্থীদের গোপন হস্ত সম্পর্কে যে সব অনুমান বা ইঙ্গিত করা হচ্ছে—তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা নিজেদের অক্ষমতা গোপন করবার একটা কৌশলমাত্র। এই বৎসর মদের দর বৃদ্ধিও মদে অতিরিক্ত পরিমাণ জল মিশাবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সকালের দিক থেকেই সাঁওতালদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং বৈকালের দিকে সেই বিক্ষোভ কিছুটা সংগঠিত রূপ ধারণ করে বিনা মূল্যে মদ সরবরাহের দাবী জানিত হতে শুরু হয়। মদতাটী অর্থাৎ গ্রামের যে স্থলটি মদতাটিতে পরিণত করা হয়েছিল—তার থেকে কিছু দূরে আমবাগানে জনৈক সর্দ্দার শ্রেণীর সাঁওতাল তরোয়াল ঘুরিয়ে যে "বীরত্ব" প্রদর্শন করছিল—তাতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আতঙ্কে অস্থির হবার কোনও কারণ ছিল না। তাঁরা মুনাফা লুণ্ঠনকারী জাউগুয়ালার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জনতা শান্ত হয়ে যেত। কিন্তু অনভিজ্ঞতাজনিত হোক বা অনাবশ্যক আতঙ্কের জন্য হোক কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে পরিস্থিতি জটীল ও গুরুতর আকার ধারণ করে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ ও সরেজমীন তদন্ত করে জানা যায় যে সাঁওতালরা প্রথমে আক্রমণ করে নি। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করলে আদিবাসীদের ধারণা হয় পুলিশ গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে এবং তারপর সাঁওতালরা তীর ছুঁড়তে শুরু করে। আর একটি তীর সশস্ত্র জনরক্ষীদলকে তীর বিদ্ধ করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলি শুরু হয় এবং তরোয়ালধারী সর্দ্দার শ্রেণীর সাঁওতালটি প্রথম বলি হয়। অতি অল্প সংখ্যক সাঁওতাল এই আত্মরক্ষা-মূলক অভিযানে অংশ গ্রহণ করে—আর সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকেও গুলি চালাবার রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ঝাঁঝালো ধোঁয়ার সৃষ্টিকারী সরকারী ব্যবস্থা থাকে। দশ সহস্র সাঁওতাল মারমুখী জনতার পরিণত হলে একজন পুলিশকেও জীবিত ফিরে আসতে হোত না। এই ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রচারমহলে যে সকল গরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে—তার থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নিজেদের দোষত্রুটি ঢাকবার জন্য নানা অপকৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে।

অযোধ্যা পাহাড়ে এই বৎসর যে শোচনীয় ও মর্মান্তিক কাণ্ড অরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত একটি বিশেষ উৎসবের ধারা ও ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করলো—তাকে নিন্দা করারও তাষা নেই: এই সাঁওতাল সম্প্রদায় যেমন নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় এবং বহু প্ররোচনা ও উত্তেজনা সত্ত্বেও নিজেদের স্বভাবজাত সংযমের সীমা অতিক্রম করে না; কিন্তু একবার ক্ষিপ্ত হলে ও সংযমের বাঁধ ভাঙলে তখন এদের হিংস্রতা ও প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ ও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। সুতরাং সরকারের পক্ষে এই আগুন নিয়ে খেলা না করাই ভাল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার সুবিবেচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই অযোধ্যা পাহাড় কাণ্ড ঘটনার পটভূমিকা কার্য্যকরণ, গুলি চালনার যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন। কেরলমাত্র বাঁধাবিধা বিভাগীয় তদন্ত করে বিষয়টি ফাইল চাপা দিলে চলবে না। অবিলম্বে প্রকাশ্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

অ, চ,

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

সচল অচল

১৭ই মে কলকাতা ৩২ নং রুটের একটি বাসের সামনে পুলিশের কার্টেজ ভীপের সম্মুখে কেন্দ্র করে বেশ একারোটা থেকে কোলকাতার জনসাধারণের ক্ষোভ বাস ট্রাম হলাতে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পুলিশ ভীপকে ধাক্কা মেরে পালাবার চেষ্টা করার এবং ভীপের আরোহী জনৈক সাজেন্টকে মারধোর করার বাসের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হলে সভা বাসের এই অচল অবস্থান ঘটে। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পুলিশের চেষ্টায় বাসগুলি সরে যায় রাস্তা থেকে।

সি-পি-আই বনাম সি-পি-আই

২২শে মে দুপুর বেলায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে বীর সিংহপুর গ্রামে সি, পি, আই ও সি, পি, আই(এম) (এম্‌এল পার্টি অব ইন্ডিয়া) মধ্যে সংঘর্ষ ফলে আট জন আহত হয়। কয়েকটি বাড়ীতে আগুন লাগান হয়। কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

নক্সালী হামলা

শুক্রবার বাগবাজার নগ্নগুপ্তি বোস লেনে রামকৃষ্ণ কে ইন্ডাস্টিস কোম্পে নকশালপন্থী বলে বর্ষিত যুবকরা হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র, বই ও বেহালা ভাঙ্গে চুরমার করে।

ঐ দিন্ই ব্যাঙ্গালোর ইন্ডিয়ান টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে একদল নক্সালপন্থী চড়াও করে যাবতীয় আসবাবপত্রে আগুন দিয়েছে বলে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লাখার টাকা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাংলা-ভাষী নক্সালদলীকে গ্রেপ্তার করেছে।

কঠিন প্রশ্নের মারাত্মক উত্তর

শুক্রবার বি, এ, সার্ট ব্যান নবীকার ৪৩ বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ায় অভিযোগ দেশ ভেজিয়ার্স, আশুতোষ, হীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে এবং বিদিরপুরের দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয় একদল ছাত্র। তারা অন্ত ছয় শতাধিক কেন্দ্রে ছিঁড়ে দেয়। টাকী সরকারী কলেজের ছাত্রা ভাংচুর করেছে বলেও খবর বোমা ফাটানো হয়।

সরকারী কন্ট্রোলারের কন্ট্রোলের বাইরে

বি, এ, বি, সার্ট ব্যান কিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে দেবার জন্যে শুরুবার একদল পরীক্ষক সী কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সরকারী কন্ট্রোলারের অফিসে এবং টিচিন কলে হামলা চালিয়ে আসবাব ও ফাইলপত্র তছনছ করে দেয় এবং একটি গেস্যারবেরই দুজ সরকারী কন্ট্রোলারকে মারে। তিনি বুকে আঘাত পান। পরে তিনি মূর্ছা যাওয়ার পর তাঁকে ছাড়া হয়। বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্মচারীরা নিরাপত্তার অভাবে অন্যান্য বিষয়ে কাজ বন্ধ রাখবেন।

দুর্ভিক্ষ ত্রাণে মুক্ত হস্তে দান করুন

পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে যে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে সেই সংকট মোকাবিলায় যথাসাধ্য প্রচেষ্টা হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় লোকসেবক সংঘের কর্মীদের উদ্যোগে তিনটি সন্তরণাগার খোলা হয়েছে এবং আরো কয়েকটি খোলার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সহৃদয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

———•———

জেলার খাদ্য সংকট বিষয়ে দিল্লীতে সাক্ষাৎকার

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

আমাদের যে শোচনীয় অবস্থার কথা জানাতে যাই

ভারতের সব চেয়ে দরিদ্র অঞ্চল পুরুলিয়া জেলা এবং তার পূর্বাঞ্চলের এক অংশ ইতাগড়, ঝিমডি পটমদা, চাক্তিয় কড়শি। জমি অনুর্বর—কড়কড়, মেঠো বা স্থা নেই। সামান্য অনাবৃষ্টিতে ধান মরে। তার পরে স্বাধীনতার ২২ বছর ধ'রে এই জেলার আর্থিক উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু করা হয় নি। এই অঞ্চলগুলির জন্য ই ২২ বছর ধ'রে কেবল উপেক্ষা, অবহেলা, শোষণ এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহার চলেছে। গড়ুর মণে গেছে—বন উজাড় হয়ে গেছে—২০ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষ আর তলের দারুণ অভাব দেখা দিচ্ছে; তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অনাহার মৃত্যু চলছে।

আজকের ত্রাণ ব্যবস্থার সঙ্গে স্থায়ী দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চাই

লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনে যখন দুর্ভিক্ষ হানা দেয়—তখন ত্রাণ ব্যবস্থা না ক'রে উপায় নেই। জরুরী পরিস্থিতিতে ত্রাণ ব্যবস্থা খুঁটিনাটি ক'রে তার পরই ভুলে যাওয়া হয় যে, বার বারই যে দুর্ভিক্ষ আসছে—তাকে ঠেকাতে হবে; লক্ষ লক্ষ মানুষের এই চরম দুর্দ্দশার যে পরিস্থিতি নিত্যকার বস্তু হয়ে উঠেছে—তার অবসান করতে হবে। দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ যখন অসহনীয় দুঃখের মধ্যে থাকে—তখনও তার জন্য যে সামান্য দৃষ্টি দেওয়া হয়—তাও নিতান্তই দায় সারা। ২০ বছরের ইতিহাস তার সাক্ষী। ব্যক্তিগত ছিল ১৯৬৭ সালে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সংগ্রাম।

আবার সেই চিরাচরিত ধারার পরিচয় পেলাম

আজ আবার যে দুর্ভিক্ষ এল—তাতে আবার সেই চিরাচরিত ধারা ত্রাণ নিয়ে দেখলুম। আবার সেই অনাহার মৃত্যুকে চাপা দেওয়ার মহড়া, সেই দায় সারা বরাদ্দ, দায় সারা আয়োজন, জনগণের সহযোগিতাবিহীন আমলাতন্ত্রের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে দেখলুম। প্রায়ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল।

সেজন্য রাজ্য ও কেন্দ্রকে নাড়া দেবার প্রয়োজন ছিল

সেজন্য রাজ্যশাসনকে তালভাবে নাড়া দেওয়ার এবং কেন্দ্রকে সমগ্র অবস্থা ভালভাবে বোঝাবার জন্য এবং এখনকার দুর্ভিক্ষ ও অনাগত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ভালভাবে কিছু করার জন্য কেন্দ্রকে সক্রিয় করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করেছিলাম। উদ্যোগ রাজ্যপালকে খানিকটা নাড়া দিয়ে দিল্লী গেলাম।

কেন্দ্রকে যা বলতে গেছলাম

সেজন্য কেন্দ্রকে আমরা বলতে গেছলাম যে—

দুর্ভিক্ষে উপযুক্ত অর্থ ব্যবস্থা চাই : বহু অর্থ চাই

১) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে এ পর্য্যন্ত যা টাকা বরাদ্দের নমুনা দেখছি—তাতে কিছু হবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের চরম সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত অর্থ ব্যবস্থা করা চাই।

শাসনযন্ত্রকে দ্রুত সক্রিয় করা চাই

২) গতানুগতিক কার্য ধারার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভিক্ষ-সঙ্কট নিবারণ করা যায় না। যুদ্ধকালীন দ্রুত গতিতে সমগ্র শাসনযন্ত্রকে সক্রিয় করতে হবে—বড় ছোট সমগ্র আমলাবাহিনী গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘুরে যথাযথ অবস্থার সমস্ত তথ্য আনবে—ফিরতিতে ব্যবস্থা করবে। সারা জেলার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জন-সহযোগিতার মাধ্যমে বাঁচাবার জন্য কাজের তুফান ছুটবে। এ সবের কোনো লক্ষণ নেই। বক্তৃতা দিতে রাজ্যপাল পুরুলিয়া আসতে পারেন—দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে তাঁর সফর সূচি নেই। অফিসাররা অধিকাংশ সময় রৌদ্রতাপ থেকে গা বাঁচিয়ে অফিসে বসে বিশ্রাম যাপন করছেন। সেজন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী ছিল—শাসনযন্ত্রকে দ্রুত সক্রিয় করা চাই।

ক্ষুধিতের অন্ন নিয়ে দুর্নীতি দূঢ় হস্তে বন্ধ করা চাই

৩) সামান্য যা ত্রাণ কিছু বিভিন্নের নামে আসছে—ইতিমধ্যে সেইটুকুর বিরুদ্ধেই দুর্নীতির নানা অভিযোগ আসছে। এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে কোথাও আগ্রহ নিয়ে তা' বন্ধ করার কোনো মনোভাব শাসন বিভাগে দেখলাম না। বরং দুর্নীতিকে সমর্থনের মনোভাবই আছে। সেজন্য কেন্দ্রকে আমরা বলেছি—দুঃ হস্তে এ সবের প্রতিরোধ ব্যবস্থার দাবী দিতে হবে। স্থানীয় শাসনকে—রাজ্য ও জেলা শাসনকে—এ বিষয়ে সজাগ এবং দায়ী করা চাই।

নিত্য দুর্ভিক্ষের অবসানকল্পে দ্রুত বিবিধ উন্নয়ন চাই

৪) অভিশাপগ্রস্ত জেলার জীবনে বারবার যে দুর্ভিক্ষ আসছে—তার স্থায়ী সমাধানে আজ বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে। ২০ বছর ধরে এই সব অঞ্চলের প্রতি চরম অবহেলা, উপেক্ষা, শোষণ ও নির্যাতন হয়েছে। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হোক। জেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ও উন্নয়ন ব্যবস্থা আজ হোক—এই আমাদের দাবী ছিল।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রধানদের অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে যাওয়া চাই

৫) কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রধানরা ঐ সব অঞ্চলে গিয়ে অবহেলা ও উপেক্ষার ভয়াবহ ফলশ্রুতি স্বচক্ষে দেখে তার চরমতম রূপ কি হয়েছে তা দেখুন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে এর জন্য দায়িত্ব অনুভব করুন।

এই "স্থায়ী অনাহার অঞ্চলের" জন্য সর্ব্বাগ্রে বিশেষ ব্যবস্থা চাই

৬) পুরুলিয়া ও পুরুলিয়ার যে অংশ আজ নিয়তির সেই অঞ্চলগুলি এবং বাঁকুড়ার কিছুটা অনুরূপ অংশ নিয়ে এই ভূখণ্ডটা একটি "স্থায়ী অনাহার অঞ্চল" রূপে পরিগণিত হয়েছে। আজ সর্ব্বাগ্রে এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে আমাদের দাবী ছিল।

যাঁদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎকার করি

১৪ই রাতে দিল্লী পৌঁছে ১৭ই মে থেকে ১৩ই মে পর্য্যন্ত আমরা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ও উন্নয়ন কর্ম্মধারা বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, খাদ্য মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীডি, রঘুনাথ রেড্ডী, রেলমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্র, সেচমন্ত্রী শ্রীকে, এল, রাও, পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী ডাঃ ডি, সঞ্জিভায়া, প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ডক্টর বাসন্তী দুলাল নাগ চৌধুরী এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ডাঃ নাগ চৌধুরীর আমন্ত্রিত কমিশনের দুজন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা শ্রীজী, এম, ভৈদে এবং শ্রীপি, সি, আগরওয়ালার সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করি।

খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের দু দিন সাক্ষাৎকার ও সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে দু বার সাক্ষাৎকার হয়।

এই সাক্ষাৎকারে আমরা তিনজন ছিলাম। আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু এবং বিশেষ সহায়ক শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এম, পি, শ্রীঅজয়কুমার মাহাত এম, পি, আর আমি।

আমরা যে স্মারকলিপিগুলি দিই

দুর্ভিক্ষের কারিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত স্মারকলিপি নেতৃবৃন্দকে দিই—

(১) দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ও প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে (২) কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে, (৩) সেচ উন্নয়ন বিষয়ে, (৪) শিল্প উন্নয়ন বিষয়ে,

(৫) কোটশিলা বিষয়ে, (৬) অনাহার মৃত্যুর ঘটনা বিষয়ে

(৭) কৃষান মন্ত্রীকে বিশেষ পত্র (৮) খাদ্য মন্ত্রীকে বিশেষপত্র।

আমাদের আমন্ত্রণ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেছেন

প্রধানমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীকে আমরা দুর্ভিক্ষ অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাই। তাঁরা উত্তরেই আসবার সম্মতি জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(বিভূতি ঘোষগুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানভূম জেলার কথা যদি বলি—কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভূমিজ, সাঁওতাল, মাহাতো এরা বন কেটে পাহাড় কেটে জমি তৈরী করেছে। একরা তাদের কি রকমভাবে যে বঞ্চনা করে জমি নেওয়া হয়েছে সে কথা কল্পনাও করা যায় না। দশ টাকা ধার দিয়ে তার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে জমি বাড়ী বাঁধা সব উধাও হয়ে গেছে। গ্রাম কে গ্রাম সাঁওতালদের একরা দেখেছি মিথ্যা মোকদ্দমার পর মোকদ্দমার অক্ষম ও অক্ষিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে বাস্তু জমি ছেড়ে।

কাল কাল পাত্র ভেদে এই বঞ্চনার, এই সৃষ্টনের ধরণ ও ধারা হয়তো বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু এর মূলগত সত্যের কোন ব্যত্যয় নেই।

আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে যাচ্ছি। কে কি রকমভাবে এ সবের ব্যাখ্যা করবেন—সেটা তাঁর বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

যুক্তফ্রন্ট রাজের হবার পরে শুধু চাষীই নয় লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের মনে আশা জেগে ওঠে মুক্তি তাদের দিন এল। এতদিন যে তাদের কোন অভিযোগ জানাই ছিল না। আইন, কানুন, পুলিশ সমাজ ব্যবস্থা—এর কোন আওতাতেই তাদের স্থান ছিল না। তাদের স্থান ছিল শুধু কারেমী স্বার্থের ভোগের উনুকরণ তৈরী করা আর তাদের অস্থি দিয়ে কায়েমী স্বার্থের কাঁসার নির্ম্মাণ করা। পুরুষানুক্রমে চিরন্তন বঞ্চনা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে এসে আজ তারা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হতে চলেছে —অবশ্য অনুধাবন করছে কিন্তু যেন স্বাধীন হলেও তাদের জীবনে ভরসা আসে নি—বছরের পর বছর ধরে তারা এই ভরসার জন্য দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছে।

এ ভরসা যে কি ভরসা—সেটা পুরুলিয়ার লোকেরা কিছু জানে। ১৯৬৬-৬৭ সনে যখন আমরা পুরুলিয়াকে গ্রামে গ্রামে পরিচয় করেছি তখন একরোরে সবচেয়ে নীচের তলার লোকেরা জেগে উঠেছিল। ঐ নিম্নস্তর—যাদের অস্তিত্বের দিকেও কেউ কোন দিন চেয়ে দেখে নি দেখবার দরকার বোধ করে নি—সেই সব ভাঙা কুঁড়ের লোকেরা, সাঙ্ঘাতার আশ্রিত নিরাশ্রয়রা, সকলের মধ্যে সমান ক্ষমতা ও হাস্থিয়ের অংশভাগী হয়ে যখন এগিয়ে এল তখন তাদের মুখে চোখে কি ভরসার আলোই না জ্বলে উঠেছিল। বাস্তোহারের পরবর্তী, পঞ্চমার ভূমিজরা, বোয়ের সাঁওতালরা কিংবা ঝিকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে উপেক্ষিত অনাদৃত, অবহেলিতরা একটু খুঁটি পেয়েছিল। তখন বিপ্লবের নেতারা, মন্ত্রীরা এসে বিস্মিত করে বলেছিলেন—I have seen the light of Swaraj.

সেই সময়ে চাকনা পড়ে গিয়েছিল উপর মহলে। লাট সাহেব কাছে কেরোসিন, মন্ত্রীদের কাছে ছবরার সব গেল—সব ভেস্তে গেল। আমি যা বলছি তা রূপকথার কাহিনী নয়; এখনও তাদের হাজার লোক বেঁচে আছে গাঁয়ে ঘরে যাদের কাছে সেদিনটা এখনও জেগে আছে।

বিছার কংগ্রেসের, বিছার নেতৃত্বের সাধীনে হিন্দী মাত্র আবাদ—নর্ম্মদাদা প্রাদেশিকতা এবং অন্ধ পূর্ণ সৃষ্টিকে চুর্ণ করে বঞ্চিতের ভরসার আলো-কে নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আজ যুক্তফ্রন্টের ইতিহাসও যেন তাই। আমি দেখি কৃষিবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র, ছাকিলি-এর চাকরা গ্রামে, পাকে যোতস্বিনীর তীরে, তালিগড় এ ; সেই ইসলামপুরে পূর্ণিয়ার যে অংশ বাংলার এসেছে : সেছি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, বর্দ্ধমানের, চব্বিশ পরগণা ; হাজারো গ্রামে, কলকাতার চারিদিকে শিল্পাঞ্চলে যেখানে এখনও হাজার হাজার শ্রমিকরা শুধু জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে ; এ সব অঞ্চলগুলি ঘুরে ফিরে দেখি, মিটিং করি নি, সাধারণ মানুষ, বঞ্চিত যারা তাদের দেখেছি—কি দেখেছি? এই সর্ব্বগ্রাসী দুঃখের মধ্যেও তাদের চোখে একটু ভরসার আলো। কিছুই পায় নি তারা তবু তারা মনে করেছে একটা শক্ত খুঁটি পেয়েছে —একটা আশ্রয় যেন তাদের আশ্রয় করেছিল অনেক—অনেক দিন পরে।

তারা হিসাব করে অনেক ক্ষেত্রে চলতে পারে নি—হিসেবীদের চোখে দেওনি অপরাধ হলেও হিসেবীদের চেয়ে বেশী অপরাধ তারা করে নি।

এই ভরসা—তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম আনছিল। জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস নেতৃত্বকে শক্তি দেয়—আবার নেতৃত্বের শক্তি এই আত্মবিশ্বাসকে সংগঠিত ও সুসংহত করে আর লক্ষ্য পথে চলার গতিকে ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করে। যুক্তফ্রন্টের সময় বঞ্চিত ও বিরুদ্ধ মানুষগুলির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসকে কোন নেতৃত্বই বান্ধিত নেতৃত্ব দিতে পারে নি। শুধু তাই নয় একে হনীয় স্বার্থে প্রযুক্ত ও ভুল পথে নিয়োজিত করার ফলে এই শক্তি আত্মহননের পথে গেল।

আয়ুক্ত অপরাধে যুক্তফ্রন্ট ভাঙল। এর জন্য কোন দল মুখ্য তা দ্বারা কোন দল কতটা পরিমাণে দায়ী "জনগণের আদালতে" একরা তার বিচার নিষ্পন্ন হবে। তাহলেও যুক্তফ্রন্ট ভাঙন এবং ভাঙার ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে যে আশা ও বিশ্বাসের আলো জ্বলেছিল তা বিমিত হয়ে গেল। পশ্চিম বাংলার বঞ্চিত জীবনের সমগ্র ইতিহাসে এই একবারই সন্ধিপুজার মুহূর্ত এসেছিল—যুক্তফ্রন্টের অপচারে তা হারাতে হল।

আজ পুরুলিয়া বাঁকুড়ার ধরার প্রকোপে ভুখিক প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ১৯৬৭ সনের চেয়েও নির্ম্মমতর অবস্থার আজ অনিশ্চিত ও আতের কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আসছে। ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল—জনসাধারণের ভরসা ছিল তাই সীমিত উপায় সত্ত্বেও—তা কথুঞ্চিৎ প্রযুক্ত হতে পেরেছিল বলে পুরুলিয়া বাঁকুড়া বেঁচে গিয়েছিল—আর এখন? যুক্তফ্রন্ট নেই। কেন্দ্র ও রাজ্যপালের অধীনে আমলাদের উপর এর লবরদার ও ব্যবস্থা বহু পরিমাণে নির্ভর করছে। এদের সদিচ্ছা থাকলেও মানুষের জীবনের চেয়ে বিধি বিধানের মূল্য বেশী।

সতরাং ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট থাকা সত্ত্বেও রিলিফ কমিশনার আমাদের কয়েকজনের উপস্থিতিতে রিলিফ মন্ত্রীর সামনেই Gruel Kitchen অর্থাৎ লঙ্গরখানার বিরোধীতা করে বলেছিলেন যে—এই খিচুড়ীর লঙ্গরখানা মানেই হচ্ছে ডুপ্লি : ডুপ্লি মানেই হচ্ছে হাসপাতাল; হাসপাতাল মানেই হচ্ছে কবরখানা। আমরা বলেছিলাম তা হোক তবুও সান্ত্বনা থাকবে যে খেয়ে মরলাম। কিন্তু এই লঙ্গরখানা করেই গ্রাম সহরে সকলে বেঁচেছিল—একটিও ঐভাবে মারা যায় নি।

আমি একথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে এরা এদের কাজেই, এদের নিয়মেই যদি ভুখিক অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়—তবেই, তা হলে সত্যিকার পরিস্থিতিটা একটু উপোরনক্ষম। যদি এই আমলাতন্ত্র জনসাধারণের সহযোগে যুদ্ধকালীন তৎপরী অবস্থার মত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার অবস্থার মোকাবিলা করতে এখন থেকে প্রস্তুত হয় তাহলে কিছুটা ভরাবা হতে পারে।

যুক্তফ্রন্ট থাকলে এ বিষয়ে কোন চিন্তারই কারণ ছিল না। হাজার শক্তিকী লড়াই হলেও এ ব্যাপারে যে ব্যবস্থা হবারার তা নিশ্চিত-ভাবেই হত।

এবার এখানেই শেষ করা যেতে পারে। আগামী বারে ১৯৬৭ সনের পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে বলে ১৯৬৯ এর কাহিনী সুরু করা যাবে।

যদিও সব কথাই সকলের জানা—তা হলেও এমন অনেক কথাই বারবার করে বলা দিতে পারে যে মনে হবে এত জানার মধ্যে এগুলি কেমন করে অজানা ছিল।

(ক্রমশ:)

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
Stockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল

উড়িষ্যায় চতুর্থ কংগ্রেস দল : ইন্দিরা-কংগ্রেসে ভাঙন

উড়িষ্যার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনুগামী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসেও শেষ পর্য্যন্ত ভাঙন ধরেছে। উড়িষ্যার বহু বিতর্কিত বৈরাষিক নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়ক তাঁর অনুগামীদের নিয়ে স্বাধীন "উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি" সৃষ্টি করে জগজীবনরামের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেসের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক স্থাপনে রাজী নন। এই নূতন কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যিক কারকর্ণ চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইন্দিরা-অনুগামীদের এখন একরাত্র ভরসাস্থল শ্রীমতী সংপথী। তিনি এবং শ্রীবিনায়ক আচার্য্য রাজ্যসংগঠনের এই ভাঙনজনিত সঙ্কট হাইকমাণ্ডকে জানিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন।

কংগ্রেস সংগঠনে এই নূতন ভাঙন উড়িষ্যার রাজনীতির ক্ষেত্রে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয়। এমন কি এই ভাঙন রোধ করার চেষ্টায় ইন্দিরা-অনুগামী কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংগঠনেরও হস্তক্ষেপ যেতে পারে। শ্রীজগজীবন রামের বৈত ভূমিকা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তিক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এ প্রশ্ন হয়তো এখন আরও তীব্র ও ব্যাপক আকারে দেখা দিতে পারে। উড়িষ্যার শ্রীমতী সংপথীও প্রভাবে এখন ভাটা পড়েছে।

লণ্ডনের ভারতীয় ব্যাঙ্কে হিসাব পরিমিল : এক কোটি আশি লক্ষ ষ্টার্লিং নিরুদ্দেশ

লণ্ডনের প্রানচে টাইমস্ পত্রিকায় সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নেশ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডন অফিসের হিসাবের খাতায় মোট এক কোটি আশি লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সংবাদপত্রটির মতে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশী ষ্টার্লিংয়ে কোন হিসাবই নেই। ১০.৫ মিলিয়ন ডাচস্ মার্কসের (প্রায় ১৫,১২,০০০ টাকা) একটি বিনিময় বিলের (Bill of Exchange) গ্যারান্টি দিয়েছিল এই ভারতীয় ব্যাঙ্কটি। কিন্তু হিসাবের খাতায় এই বিলটির কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা দপ্তরের জালিয়াতী বিষয়ক বিভাগ, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানীর বুণ্ডেস ব্যাঙ্ক, ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তর, কয়েকটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাঙ্ক এবং কয়েকজন বেসরকারী গোয়েন্দা এ ব্যাপারে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করেছেন।

সীমান্তহীন সমাপ্তিহীন রক্তক্ষরণের জটিল পথে কম্বোডিয়া

ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে কম্বোডিয়ার দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টি হতে চলেছে। কম্বোডিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করছে। আজ সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে ত্রিশ নরোত্তমের পদচ্যুতি এবং বিতাড়নের পেছনে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চক্রান্ত কাজ করেছে; তেমনি তাঁকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পেছনেও একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চক্র কাজ করছে। অর্থাৎ কম্বোডিয়ার রাজনীতি কম্বোডিয়ার নাগরিকদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে না এবং হচ্ছে না—পরিচালিত হচ্ছে এবং হচ্ছে মার্কিন ও মার্কিন বিরোধী বৈরনৈতিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রয়োজনে। ভিয়েতনামের মতো এখানেও মার্কিন-বিরোধী শক্তির দুটি প্রধান শক্তি, সোভিয়েট রাশিয়া ও লাল চীনের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলছে। ভিয়েতনামে রুশ প্রভাব চীনা প্রভাবকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু কম্বোডিয়ার ব্যাপারে মনে হচ্ছে চীন শুরুতেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। কারণ সেখানে প্রচুর পরিমাণে চীনা অস্ত্র-শস্ত্র দেখা যাচ্ছে—ত্রিশ নরোত্তম নিযুক্তির সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন চীনের আগ্রহে ও সহায়তায়। যুগোস্লাভিয়া, আরব প্রজাতন্ত্র প্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি দিয়েছেন ত্রিশ নরোত্তম নিযুক্তকের নির্বাসিত সরকারকে। স্বীকৃতির ব্যাপারে রুশ নীতি এখনও অস্পষ্ট।

মার্কিন ও দক্ষিন ভিয়েতনামী সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে ভিয়েতকং বাহিনী পিছু হঠেছিল এবং একটি বিস্তীর্ণ এলাকা তাদের হাতছাড়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা আবার নিজেদের শক্তিকে সুসংহত করেছে এবং দীর্ঘ বঞ্চকালী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও পটুত্ব নিয়ে, প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করেছে। ঠিক এই সময়েই অকালের বিক্ষোভের মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন কম্বোডিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিতে আরম্ভ করেছেন। অবশ্য সরানোটা যে সম্পূর্ণ হবে এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না। যাই হোক, কম্বোডিয়ার তৃতীয় যুদ্ধক্ষম শত্রুর কামনাগোরাম পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে ভিয়েতকংদের দ্বারা। ১৮ জন বিদেশী সাংবাদিক এবং ৩ ব্যাটালিয়ান কম্বোডীয় সৈন্য সেখানে আটকা পড়েছেন। রাজধানী নমপেনের সঙ্গে সহরটির সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। অপরদিকে কম্বোডীয় সৈন্যবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ সহর উদ্ধার করেছে ভিয়েতকংদের হাত থেকে। কিন্তু কামপংচামের পতন ঘটলে যুদ্ধের ধারায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যাই হোক কম্বোডিয়ার সহর ও সড়কগুলির ব্যবহার্য হাতছাড়া হচ্ছে। কোন পক্ষই দখল রাখতে পারছে না। এর থেকেই বোঝা যায় সমাপ্তিহীন রক্তক্ষরণের পথেই কম্বোডিয়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জাকার্তা সম্মেলন :

কম্বোডিয়া সম্পর্কে একটি রাষ্ট্রের এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন হয়ে গেল ১৯ মে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। সম্মেলনে কম্বোডিয়া সম্পর্কে অবিলম্বে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। যে সমস্যা দীর্ঘ মেয়াদী জটিলতার আবর্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তার সমাধানের চেষ্টাকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রথাসর্বস্ব ব্যবস্থাই লাভ করেছে। কম্বোডিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে প্রকাশিত হয়েছে জাকার্তা সম্মেলনের মুক্ত ইস্তাহার। জাপান, মালয়েশিয়া ও ইণ্ডোনেশিয়াকে নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি কমিশন এবং এই কমিশনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ ও ইন্দোচীন সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের কো-চেয়ারম্যান যুটের ও সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে জাকার্তা সম্মেলনের যুক্তস্তাবের পেশ করার। কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা, আঞ্চলিক সংহতি আর সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার জন্যে পরবাষ্ট্র-মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাবে সমর্থন ব্যক্তকে আহ্বান জানান হয়েছে। পোলাণ্ড ভারত ও কানাডাকে নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাজ পুনরায় চালু করার আবেদনও জানান হয়েছে। ভারত এই সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট পরিদর্শক হিসাবে হাজির ছিলেন এই সম্মেলনে।

বালুরঘাট ২ নং ব্লকের বি, ডি, ও,র শৈথিল্য বেগুনকোদরে অনাহার মৃত্যু ?

বেগুনকোদর থেকে শ্রীগোপীনাথ বিষ্ণু জানিয়েছেন যে ২০।৫।৭০ তারিখে বেগুনকোদর গ্রামের শ্রীকান্তির মৃত্যু, পিতা ৺কাণ্ড মুক্তা বেলা ১১টার সময় দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার ফলে মারা যান। তাঁর কোন সহায়সম্বল অবিদ্যমান ছিল না। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

কান্তির মৃত্যু ও তাঁর পরিবারবর্গের মরণাপন্ন অবস্থার কথা বি, ডি, ও, কে জানানো হলে V. L. W. o জরুরের পর ৭।৫।৭০ তারিখে চাল কে, জি, সব তাদের ই, জি, আর, দেওয়া হয়। পুনরায় ১৩।৫।৭০ তারিখে বি, ডি, সব তাদের ই, জি, আর, দেওয়া হয়। পুনরায় ১৩।৫।৭০ তারিখে বি, ডি, কে সাতায়োর অন্তে বলা হয়। কিন্তু বি, ডি, ও, কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ২০।৫।৭০ তারিখে কান্তি • মুক্তা মৃত্যুর আগ্রহ লাভ করেন।

মৃত ৮০ কান্তির মৃত্যুর জীবিত স্ত্রী ও তিনটি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। বি, ডি, ও, তাঁর দায়িত্বহীনতার পরিচয় নিশ্চয়ভাবে দেবার অন্তে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন আছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর নিরুপায় প্রতীক্ষায় রত মানুষগুলিকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা এখনও তিনি করেন নাই।

অথচ বেতার খবরে পুরুলিয়া-আদ্রাবাবহার প্রচণ্ড চক্রানিবার্য প্রতিদিন শোনা যাচ্ছে—গরুকে কাপড়ে বেরুচ্ছে তার বিবরণ। এখানে নাকি ৩ লক্ষ লোক আদ্রাবাবহার সাহায্য পাচ্ছেন। পুরুলিয়া সহরেও নাকি ট্রাকে করে পাচার পাচার পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সত্যতা জেলার তথ্য ও প্রচার বিভাগ এইসব বিষয়ে যা অভিহিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। নইলে বেতার মারফৎ তা ঘোষিত হোত না। এই বিষ্যাচারের বিরুদ্ধে গণজাগরণ হওয়া দরকার।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ঝড়ে ক্ষতি

রঘুনাথপুর থেকে শ্রীবিশুভানন্দ রায় জানাচ্ছেন :—

গত ১৭।৪।৭০ বেলা আনুমানিক ২-০০ মিনিটে তিলুরিয়া ও রঘুনাথপুর থানার বিস্তীর্ণ এলেকা জুড়িয়া প্রচণ্ড বিদেশী ঝড় বাত্যার বহ টিনের, টালির ও খড়ের ঘর এবং অনেক ফলবাড়ী প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই বৎসর ধরায় এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত, তদুপরি পুরুলীন হইয়া অশেষ কষ্টে পড়িয়াছে। এই বিষয়ে সহানুভূতির জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনাহারে মৃত্যু

তুলিন অঞ্চল কমিটির আহ্বায়ক শ্রীকানীনাথ মাহাত জানাচ্ছেন :—

তুলিন রবিমণ্ডিলে ১৫ই মে অনাহারে মারা গেছেন শ্রীদুর্গাচরণ মাহিত এবং মাঝোপাড়ার অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন শ্রীপতি মাহাত।

৬ঠা জৈষ্ঠ লায়েকপাড়ার অনাহারে মারা গেছেন শ্রীপচা লাহা।

নিবেদন

চিঠিপত্র, ঘটনা, ও নাম-ধাম, পত্রদাতারা দয়া করে পরিষ্কার করে লিখবেন।

—সম্পাদক, মুক্তি।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস।

গত বছরে বৈশাখ শুক্ল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীনারায়ণ বর্মী সভাপতিত্ব আসন এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী স্বামী প্রব্রাজনন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ তারকমঠের স্বামী মাধবেশানন্দ মহারাজ স্বস্তিবাচন পাঠ করেন এবং অরুণকণ্ঠী সঙ্গীত সংঘের শিল্পীগণ উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে। শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর পরিচালনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীরঞ্জু কুমার ঐ অনুষ্ঠানগুলির স্বাগত জানান এবং জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীঅশোক চৌধুরী আগামী বৎসর হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের "সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান" পরিচালনার জন্য সর্বজনের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীএম. বি. মণ্ডল আগামী বৎসর প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উজ্জ্বল করে বহু বাধা বিপত্তির মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান ক্রমোন্নতির পথে যেভাবে চলেছে তার প্রশংসা করেন।

—•—

পুরুলিয়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান।

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। জয়ন্তীর বলে হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও রবীন্দ্র পরিষদ কর্তৃক আহুত অনুষ্ঠানে "নক্ষীতায়নের" শিল্পীগণ উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে ও রবীন্দ্র আলেখ্য মালাদান করে। তারপর শ্রীমতী দুর্গা ঘোষের পরিচালনায় রবীন্দ্র পরিষদের শিল্পীবৃন্দ একক, দ্বৈত ও সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সঙ্গীতায়ন কর্তৃক পরিবেশিত বিচিত্রানুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে কুমারী শ্রাবণী সেন, রঞ্জা রায়, কৃষ্ণা সেন, কবি ব্যানার্জী, শিপিকা দে ও শ্রীমান প্রদীপ সেন অংশ গ্রহণ করেন। নৃত্যানুষ্ঠানে কুমারী শিখা রায়, কাকলী সেন, কৃষ্ণা সেন ও রঞ্জা রায় অংশ গ্রহণ করে। যন্ত্রসঙ্গীতে শ্রীদীপক চন্দ্র ঘোষ (বেহালা) এবং শ্রীমান কল্লোল সেন (তবলা) সঙ্গত করেন।

শ্রীনলিন বক্সী (বি-এড-দি) স্বরচিত কবিতা এবং শ্রীমান গৌতম ব্যানার্জী শঙ্খ কবিতা আবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সুরবীথি সঙ্গীত সংস্থার শিল্পীবৃন্দ একক দ্বৈত ও সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

—•—

"কেতিকায় রবীন্দ্র জয়ন্তী"

গত ১৩শে বৈশাখ পুরুলিয়ার কেতিকা গাছার রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবনোত্তর শততম জন্ম দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশোক চৌধুরী মহাশয় এবং উদ্বোধনানুষ্ঠানের সভানেতিত্ব করেন স্থানীয় জমদার কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীসদাশিব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ তারকমঠের স্বামী মাধবেশানন্দ মহারাজ। স্থানীয় তরুণ তরুণীদের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণের অংশ ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার অন্তর্গত যে কবিতাগুলি ছিল, সেগুলি হল, "ক" বিভাগে "প্রশ্ন"; "খ" বিভাগে "বঙ্গলক্ষ্মী", এবং "গ" বিভাগে "বলাকা"।

প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিজয়ী বা বিজয়িনী হয়েছেন যথাক্রমে "ক" বিভাগে তাপসী ঘোষ, অভিজ্ঞা সরকার; বিতা চৌধুরী; "খ" বিভাগে সুরীতা সরকার, বেলা সরকার, অনীতা রুক; "গ" বিভাগে তুহীন দাশগুপ্ত, বসুধারী নিন্‌হা, স্বপন কুমার নিন্‌হা, গীতা সরকার। বিশেষ সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছেন "ক" বিভাগে কৃষ্ণা ঘোষ। শ্রীলাবন্য দত্ত ও সঙ্গীতী-বৃন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত সংগীতসভাকে অভিভূত করে। অনুষ্ঠানের অবসরে শ্রীসুবোধ কুমার সরকার এবং সমিতির সভাপতি শ্রীবাসিদ্ধ নিন্‌হা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রতি বৎসর রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের শপথবাণী ঘোষণা করেন।

—•—

যুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদের প্রতিবাদ

গত ৬ষ্ঠ সংখ্যার মুক্তিতে বোগো অঞ্চলের বালী গ্রামের শিক্ষক আতাব আলীর ও টাইগাছা অঞ্চলের চামড়াকা গ্রামের শিক্ষক শ্রীকেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী সম্পর্কে অভিযোগাদি প্রকাশিত হলে তার প্রতিবাদে চামড়াকা গ্রামের বহু জনের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ পত্র আমে এবং সেই প্রতিবাদ পত্র গত ১৪শ সংখ্যার মুক্তিতে প্রকাশিত হয়।

মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই অভিযোগমূলক চামড়াকা গ্রামবাসীদের প্রতিবাদপত্র সম্পর্কে সংবেদনশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবেন। তদন্তকালে দুই একজন স্বাক্ষরকারী গ্রামে অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের বাদে সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পক্ষে যাঁদের টীপ সহি ছিল তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে সাদা কাগজে তাঁরা টীপ সহি দিয়েছিলেন কারণ তাঁদের বোঝানো হয়েছিল স্কুটরি যাতে গ্রাম থেকে উঠে না যায় তার জন্য দরখাস্ত করা হচ্ছে। যাঁদের স্বাক্ষর আছে তাঁরাও ঐ মর্মে জানান যে সাদা কাগজে সহী দিয়েছিলেন। স্কুলের কেয়ার সেক্রেটারী খাতের অংশ শিক্ষক মহাশয়ের নিকট থেকে গ্রামের দুচার জন যুবক জানী করেছিল—এই অভিযোগ তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। এমন কি শিক্ষক মহাশয় নিজেও স্বীকার করেন যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন। মোট কথা মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদগুলির নামে প্রকাশিত অভিযোগগুলি সমস্তই সত্য প্রমাণিত হয় এবং তার প্রতিবাদগুলিই কিঁত্তিন ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

কিছুদিন থেকে চামড়াকা বিভালয়ের লেখাপড়ার উন্নতি দেখা যাচ্ছে। তবে স্কুল গৃহ একবারে ভেঙ্গে পড়ায় গ্রামের কানী মেলায় স্কুল চলছে। দীর্ঘ দিন ধরে স্থায়ীভাবে স্কুল কমিটিই চলছে। গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে নূতন স্কুল কমিটি গঠিত হলে তাঁরা সকলে উদ্যোগী হয়ে স্কুলের জন্য নূতন গৃহ নির্মাণে সচেষ্ট হবেন।

—•—

অনাহারে মৃত্যু ঘটে চলেছে।

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কয়েই দিন চলতো। কিন্তু প্রায় সকল প্রতিবেশীই অনাহারে ক্লিষ্ট—মুখুরার শ্রীরুনী তামাদিনেরও অধিকাংশ দিন অনাহারে কাটাতে হোত। কি, আর প্রকৃতি সরকারী সাহায্য দেয় না। এই অবস্থার তার অনাহারে মৃত্যু ঘটে।

শ্রীরূপলাল বাউরী (৩৫—গত ২১শে বৈশাখ অনাহারে মৃত্যু ঘটে। পরিবারে বৃদ্ধা মা ও দুই ভাই এ'র ওপর পরিবারবর্গ আছে। আয়ের কোন কিছু নেই—দিন মজুরী করে উদরান্নের জোগাড়। কিন্তু কবে অভাবে কোথাও কোনও কাজ না পাওয়ায় অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হোত। দুই ভাই নিজেরা স্ত্রী পুত্রদের গ্রাসাচ্ছাদন নিয়েই বিব্রত—অন্যের ভরণপোষণে কোনও প্রকার সাহায্য দেওয়া সম্ভব হোত না। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় ৬ দিন রুগলাল অনাহারে ছিল।

শ্রীঅতিড গ্রামে অনাহারে দুজন মারা গেলেও আরোও কয়েকজনকে অনাহারে মৃত্যু পথযাত্রী দেখা গেল। অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা না হলে শীঘ্র মধ্যে এরাও অনাহারে মারা যাবে। অনাহার ক্লিষ্ট এই সকল পরিবারকে সংঘের পক্ষ থেকে সামর্থিক সাহায্য স্বরূপ কিছু কিছু অর্থ দেওয়া হয়। এই সব দুঃস্থ ও দুর্গতদের নাম :—

শ্রীমতী মুকুল বালা দাসী (৫০) : বিধবা বয়সী একটি পুত্র আছে—সেও অথর্ব পাগলা। উপার্জন করে না—আয়ও জমি নেই। অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। **অবিলম্বে জি, আর, এর ব্যবস্থা দরকার।**

শ্রীমতী রাজুবালা দাসী (৪৫)—অনাথা বিধবা ২বনী—আয়ও জমি নেই—গ্রামে ঘরে উপার্জনের কোনও পথ নেই। একরকমে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। **অবিলম্বে জি-আর-এর ব্যবস্থা দরকার।**

শ্রীবাউল বাউরী (৬৫) : স্ত্রী ও দুই ছেলে—এদের বিয়ে হয়েছে—নিজেরাই সংসার প্রতিপালন করতে পারে না। বড় ভাই চৌকিদার—নিয়মিত বেতন পায় না এবং ছোট ভাই বাসনী করে—তারও উপার্জনের স্থিরতা নেই। সম্প্রতি বাউরী বাউরীকে লোহের বাক্সী বাড়ী ভাতের মড় ভিক্ষা করে সুধার আলা মেটাতে হয়। **অবিলম্বে দুজনের জি-আর এর ব্যবস্থা দরকার।**

শ্রীসুচাঁদ বাউরীর মা (৭৫)—বার্দ্ধক্যে জীর্ণ, কর্মালসার দেহ এই বৃদ্ধা ২বনী অনাহারে মৃত্যু পথযাত্রী। পুত্র সুচাঁদ বাউরী, দিন মজুরী করে—কিন্তু কোথাও কোনও কাজের সুবিধা না করতে পেরে সপরিবারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। **অবিলম্বে সাহায্য প্রয়োজন।**

ভাঁওরাডি অঞ্চল জেলার অন্যতম বিশেষ দুর্গত অঞ্চল বলেও কোথাও কোনও টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু হয় নি। মান্ধাতা আমলের হিসাবে জি-আর দেওয়া হচ্ছে। এই অঞ্চলের কি, এল, ডব্লিউ শ্রীঅনুরধান বাবু অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কোনও খোঁজ খবর রাখে না—যাথায় প্রয়োজনবোধ করে না। স্থানের অন্যান্য কর্তাদেরও ঐ একই হাল। এই অঞ্চলের কর্মচারীর অভিযোগ করলেন যে তাঁরা অঞ্চল থেকে জি-আর তালিকা যা করে যেন বি-ডি-ও ও ডি-এল-ও'র টেবিলের তা সমস্ত বাতিল করে দেন।

রাজনোয়াগড়ে

পুরা থানার চাঁরডা অঞ্চলের রাজনোয়াগড়, পাবরাদ, নয়সিন্ডি প্রভৃতি গ্রামের সর্বশ্রী নাগর চন্দ্র বক্সাল, বোয়কেল চৌধুরী, অনিল চন্দ্র মাহাত, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস মাহাত, হরিপদ বাড়োয়ার, কৃষ্ণরাম মাহাত, অন্ত মাঝি, রামুদাস অনারেল যে—১২।৫।৭০ তারিখে চাঁরডা অঞ্চলের দুর্গত হরিজ ছাত্র—শ্রীহরান চন্দ্র মাহাত (৩য় শ্রেণী) এবং শ্রীমান সুফল চন্দ্র মাঝি অনাহারে মারা যায়।

আরও জানাচ্ছেন যে—গত ২২।৪।৭০ তারিখে রাজনোয়াগড় হাটতলায় এক জনসভায় ঐ অঞ্চলে আসন্ন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় এবং পরদিন শ্রীনাগর চন্দ্র বক্সাল ও শ্রীবোষকেশ চৌধুরী জেলাশাসকের নিকট এই সম্পর্কে আবেদনপি পেশ করে। অবিলম্বে আপনুমক কর্মসূচির জন্য আবেদন জানান।

—•—

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া পাতকুম হাউসের সংলগ্ন রাঁচী রোডের ধারে প্লট করিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে।

সত্বর অনুসন্ধান করুন।

এস, সেন

পাতকুম হাউস, পুরুলিয়া।

"বিজ্ঞপ্তি"

বরাবাজার লার্জ সাইজড্ এগ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড, বরাবাজার

এতদ্বারা উপরোক্ত সমিতির সকল সভ্য, দেনাদার, পাওনাদার আমানতকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আই এই সমিতির ১৯৬৮/৬৯ সালের (অর্থাৎ ১।৭।৬৮ তাং হইতে ৩০।৬।৬৯) তাং পর্য্যন্ত বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। সে কারণ সকলকে এই সমিতির হিসাবের সহিত আগামী ২৮।৫।৭০ তাং সকাল ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত উক্ত মার্কেটিং সমিতির অফিসে নিজ নিজ, হিসাব মিলাইয়া দেখিতে এবং কোন কিছু আপত্তি থাকিলে আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উক্ত তারিখ আপত্তির বিষয়াদি লিখিতভাবে বরাবিল করিতে অনুরোধ করি। অন্যথায় উক্ত মার্কেটিং সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবই সঠিক ও চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। এতদ্ বিষয় কোনরূপ ফেরিফিকেশন স্লিপ পৃথকভাবে ইস্যু করা হইবে না। ইতি—

শ্রীঅজিত কুমার ব্যানার্জী
২০।৫।৭০
অডিটার কো: সোসাইটিজ
বরাবাজার (ডেপুটেশন)
পুরুলিয়া

জেলার খাদ্য সঙ্কট বিষয়ে দিল্লীতে সাক্ষাৎকার

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সময় দিন ধার্য্য হয় নি। প্রধান মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারীকে পুরুলিয়া আসবার পথঘাট সম্পর্কে সব তথ্য জেনে নিতে বললেন। খাদ্য মন্ত্রী আসবেন বলে কয়েকবারই বিশেষভাবে কথা দিয়েছেন। সেসময় তাঁকে, এম, বাগ এই সব দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে সব রকমে সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাঁকেও আমরা এখানে আমাদের মধ্যে পাই যাবে আশা করছি।

আমরা ডাক্তারের মধ্যে ফিরীতে উন্নয়নমূলক প্রস্তাব তৈরী করে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অনুকূল মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমাদের আরো কাজ আছে। আমরা এখানে বিশপঞ্জনের পরামর্শ নিয়ে আরো সুবিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করতে আরম্ভ করেছি। এ বিষয়ে যাঁরা তথ্য, চিন্তা, পরিকল্পনা দিতে ইচ্ছুক—তাঁদেরে সাদর আহ্বান জানাই।

—•—

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩২

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটার, ৩। টেলিগ্রাফী, এ. এম, এম. কোর্স. ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেন্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপ্যাল

Phone No.—175 মুক্তি C. R. No.—2539/57

বুধ পূর্ণিমায় আদিবাসী-পুলিশ সংঘর্ষে একত্রিশ রাউণ্ড গুলি

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সরকারী ভাষ্যের গণস্বার্থবিরোধী অসামঞ্জস্য ও অসংলগ্নতা লক্ষণীয়। প্রথমে বেআইনী মদের দোকানের গল্প রচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে দুর দোকানের ডিনিসে নেবার জন্যেই পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। তারপর সরকারী ভাষ্যে মদের দোকানটি সরকারী দোকান হয়ে উঠেছে এবং মদ লুঠের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। জেলাশাসক বহরমপুরে খবর দিয়ে নাকি ৪০০ সশস্ত্র আদিবাসীর কথা বলেছেন। ডি, এস, পি, বলেছেন ১০।১২ হাজার মারমুখী আদিবাসীর কথা।

আমাদের বক্তব্য

আমরা সরকারী সূত্রে খবরের প্রতীক্ষায় সারাদিন ব্যর্থ হয়ে বেলরকারী সূত্র থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করি। বেলরকারী সূত্রের খবরে প্রকাশ যে ১১শে মে রাত্রে অযোধ্যায় মোতায়েন পুলিশের গুলি বন্দুক ছুঁড়ে রাতারাতি সহর থেকে একটি বেলরকারী ট্রাকে (W. G. H. 6338) করে গুলি বারুদ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পর দিন সকালে আমরা এবং সহরের অনেকেই ট্রাক বোঝাই সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে যেতে দেখেছি। সরকারী সূত্রের সংবাদের সঙ্গে সহর থেকে সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলার নীতির পরিলক্ষিত মুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা মনে করি গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। ডি, এস, পির কথা মতো ১০।১২ হাজার জনতার ওপর যদি ৩১ রাউণ্ড গুলি চলে থাকে, তবে মৃতের সংখ্যা মাত্র একজন হতে পারে না। আদিবাসীরা মনে জল মেশাবার এবং বেশী দাম নেবার যে অভিযোগ তুলেছেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য। সরকার তাঁদের মাতাল হবার জন্য মদের দোকান খুলেছেন আবার তাঁদের অভিযে গরে মাতালের প্রশ্রয় দেবার অভিযোগ এনেছেন।

আমরা অযোধ্যার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, মৃত ব্যক্তির, বেলরু, ও পুলিশের অবস্থানস্থলের ছবি নিয়েছি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি। সব কিছু বিচার করে আমরা মনে করি ওখানে যা ঘটেছে, তার জন্যে দায়ী সরকারের প্রশাসনিক বৈশিল্য এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। গুলি চালাবার যুক্তি হিসাবে আদিবাসীদের মারমুখী বলে প্রচার করা হয়েছে, তেমনি মারমুখী তাঁরা যে ছেঁই ছিলেন না, এবং বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আমরা পেয়েছি। কারণ সশস্ত্র (রাইফেলধারী) পুলিশের সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ২২ পর্যন্ত। যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা তথাকথিত মারমুখী আদিবাসীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালিয়েছিলেন সে জায়গাটি ভাটিখানার প্রক্ষিপূর্বে ৪০০ গজ দূরে। তাঁরা একটি ডাঙ্গার ওপর আড়ালহীন অবস্থায় পুলিশ জনতার সম্মুখীন হয়েছিল। পুলিশের পেছনে প্রায় ৩০০ গজ দূরে একটি ঘরের বিরাট বিকানো দেওয়াল। সশস্ত্র ৪০০ গজ অথবা ১০।১২ হাজার আদিবাসী মারমুখী হয়ে আক্রমণ চালালে এই আড়ালহীন অবস্থায় মুষ্টিমেয় পুলিশের অবস্থা কি হোত সেটা সহজেই অনুমেয়। একটি পুলিশও ফিংতেন না নিশ্চয়। প্রচার করা হয়েছে, বৃষ্টিধারার মতো তীর আসছিল আদিবাসীদের কাছ থেকে। তীরগুলি নিশ্চয় পুলিশের ওপরেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুলিশের পেছনের পরিষ্কার বিকানো মাটির দেওয়ালে কোথাও এ টি আঁচড়ও পড়ে নি। মদপুর ও ভাটিখানা চুরমার করার কথাও প্রচার করা হয়েছে পরেছিলে। ভাটিখানা বলা হয়েছিল একটি খোলার ছাওয়া চুনকাঠী খুলপড়ে। এর জন্য ডি, আই, এর অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা জানি না। যাই হোক নীতির দিক দিয়ে এই কার্য্য কাহারো সমর্থন করা যায় না কোনমতে। ঘরটি চুনমার মোটেই হয় নি। পেছনে একটি কোণে গোটা কতক খোলা চাল খেপে পড়ে গেছে এবং একটি ৩।৪ হাতের বাতা ভুলছে। মদের ৩০টি ড্রাম আমরা দেখেছি। ৮।১০টি ড্রামে কুঠার অথবা তাবলা চোট দেখেছি। কোন ড্রামে একটির বেশী চোট নেই। এগুলি উদ্ধত লুঠেরাদের কাজ হলে চোটের মধ্যে সেই উন্মত্ততার পরিচয় পাওয়া যেত। অর্থাৎ একাধিক এলোপাথারি চোট ড্রামগুলির ওপর পড়ত। মেলাতে যেখানে কাঁচা মাটি-পাথরের উনুনগুলি এবং দোকানে চট টাঙানোর ছোট ছোট লক্ষ বাঁশের কাঠামোগুলি অক্ষত আছে। ১০।১২ হাজার আদিবাসীর ভয়ঙ্কর উন্মত্ততার পরেও এগুলি অক্ষত রইল কি করে?

পুলিশ আর অস্থায়ী কর্মচারী সহ ১২ জন নাকি আহত হয়েছেন। কিন্তু সহর হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা নিতে হয় নি। তাঁরা কোথায় চিকিৎসিত হয়েছেন, তাঁরও কোন হদিস আমরা পাই নি। যাই হোক, আমরা মনে করি, আদিবাসী জনতা সত্যি সত্যিই মারমুখী হলে অবস্থা অন্য রকম হোত।

৩১ রাউণ্ড গুলির ৩০ রাউণ্ডই নাকি ওপরে গাছের ডাল লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল এমন কথা আমরা শুনেছি। তাই নাকি একটিমাত্র আদিবাসী সরাসরি গুলিতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু আমরা একটিমাত্র বড় গাছের ডালে এ৪টি মাত্র ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেয়েছি। গাছগুলি খুব ভালো-ভাবে পরীক্ষা করেও বিভীষ ক্ষতচিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আমরা মনে করি যে অধিকাংশ গুলিই সরাসরি চালানো হয়েছিল এবং একাধিক ব্যক্তি নিহত ও আহত হয়েছে।

ফংটেঁ সেট হাউসে বেলরু বিট অফিসার ও ইউর্ব ক্লার্কটির বাইফেলসের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিট অফিসার অত্যন্ত ধীরস্থির বেলর নিকারীর কিছু বলতে পারলেন না। কর্মচারী বললেন, তাঁরা মোট একশত জন আছেন এবং তাঁরা ১২ তারিখে ধ্বনির কাছ থেকে অব্যাহতিক্রম কিছু দেখতে পান নি। তাঁরা এই গোই হাউসের বাইরেও যান নি।

গুলি চালানোর যুক্তি হিসাবে যে তথ্যের সন্নিবিষ্টিত কথা সরকারীভাবে প্রচার করা হয়েছে, সরকারি বিচার করে আমরা সেটা মানতে পারছি না। পরিকল্পিত জেলার আবেদন ঘটনা অবশ্য সৃষ্টির জন্যে পুলিশকে এই প্রশাসনকে আমরা দায়ী মনে করি। মদে জল মেশানো এবং বেশী দাম নেওয়া, আদিবাসীদের উত্তেজনা গুলি চালানোর মতো কিনা কি না, এবং শৃঙ্খলার অবনতির জন্যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা দায়ী কি না, এগুলি নিষ্পত্তিকল্পে জন্যে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় অন্তের দায়ী আমরা বলছি এবং আমরা মনে করি এ দায়ী অত্যন্ত রাজনৈতিক ধর্ম এবং গণসংগঠনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত করা উচিত।

Wanted

One graduate in Arts for the post of an Asst. Teacher of G. S. D. High School, P. O. Dimdiha, Dist. Purulia. Apply to the Secretary on or before 7.6.1970.

N. R. Kumbhakar.
Head Master.

"এম, আর" উদ্ধাবিত
SINGHAL PURE ALUMINIUM
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বয়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;

সিংহল—বন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একবারে বন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
ভেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৩৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্বেষাতন্ত্র

স্বর্গীয় বিরাজন চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩য় বর্ষ | ২২শ সংখ্যা | সোমবার, ১লা জুন '৭০ | ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ | বার্ষিক—৬., সডাক—৭. | নগদ—১৫ পয়সা



আধুনিক ভারতের নব-জাগরণের অগ্র-পথিক রাজা রামমোহন রায়কে তাঁর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

(জন্ম—২২শে মে, ১৭৭২)

কংগ্রেসী আমলাতন্ত্রের রূপ : রাজ্যশাসন ও জেলাশাসন

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যুক্তফ্রন্ট সরকার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলার আমলা-তান্ত্রিক জগতে নতুন পরিবর্ত্তনের যে এক চিত্র দেখা দিল—তার অভিজ্ঞতার অংশ অনেকেই পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। মুক্তিফৌজ সংকট বিষয়ে দায়িত্ববোধ, আনাজের মূল্য সম্পর্কে মানবিক আচরণ, এ সবগুলো গুরুতর সমস্যা বিষয়ে জন সহায়তার প্রয়োজনীয়তাবোধ প্রভৃতি বিষয়ে এই অফিসারদের কাছ থেকে যুক্তফ্রন্ট আমলে যে মনোভাব এবং কর্মব্যবস্থা আমরা পেয়েছি—আজ 'শান্তিতে বসবাস করোপ্রদেশে' সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্যজনক-ভাবে আমরা তার বিপরীত কর্মধারা অনুভব করছি।

আমলাতন্ত্রের আবার সেই রূপ : রাজ্যপালের আচরণ : পরবর্তী অভিজ্ঞতা

দুর্নিক্ষ নীতির জনগণের প্রতি রাজ্যপালের গভীর দায়িত্ববোধ থাকা প্রয়োজন—রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি, জনগণের প্রতি ও তাঁর সৌজন্য বোধ থাকা প্রয়োজন ; কিন্তু কার্যনীতির প্রতিফলন যখন রাজ্যপালের এ সম্পর্কে শোচনীয় মনোভাবের কথা রাজ্যপালকে লেখা আমন্ত্রণ চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ জেনেছেন। রাজ্যপালকে বহু বাক্য ভিন্ন, ভিন্নী চৌয়ারোকি ক'রে শাসনযন্ত্রকে খানিকটা চালানো গেছে।—এ সব বিষয়ে কংগ্রেসী শাসনের কোনো আন্তরিকতা না থাকলেও, আবার ক্ষমতায় আসর জমাবার প্রয়াসে, ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে কংগ্রেসকে খানিকটা অভিনয়ে নামতে হচ্ছে।

কংগ্রেসের আমলাতান্ত্রিক শাসন এ সংকটেও ঘুমুচ্ছিল

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মিদনাপুর প্রভৃতির গুরুতর খাদ্য সংকটের মধ্যে কালো চাষা ভাড়ুতাঁতী প্রথম থেকেই যখন ধনিকে আনছিল লোক সেবক সংঘ তখন থেকেই উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ তুলেছে আমরা সংকট এড়াবার জন্য। কিন্তু তখন কংগ্রেসের বা অপর কোনো ক্ষমতা প্রতিনীয় ঘুম ভাঙেনি। রাজ্যপালের শাসন যুক্ত হবার পর যখন শাসনযন্ত্র কংগ্রেসের হাতিয়ে এল—তখনও কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিস্তাময়। অথচ এত বড় দায়িত্ব মাথায় নিয়েও এই বিপন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষগুলির জন্য কংগ্রেসের মাথার মধ্যে কোন দুশ্চিন্তা নেই!

রাজ্যশাসনের ভদ্রতাহীন উপেক্ষা আর জেলা শাসনের শালীনতা-হীন প্রগলভতা

রাজ্য শাসনে, জেলাশাসনে এ রকম বিষয়েও অজ্ঞান, উদাসীনতা এমন কি বিরূপতা নয় বিদ্রূপতার প্রকট হয়ে রয়েছে দেদিন দেখলাম। রাজ্য সরকারের ভদ্রতাহীন উপেক্ষা আর জেলা শাসনে নিজেদের দায়িত্ববোধ-হীনতার সমর্থনে শালীনতাহীন প্রগলভতা আমাদের গভীর বিস্ময়ে কারণ হল। পরিস্থিতি বা প্রক্রিয়ার বিষয়ে কোন মাথাব্যথা, সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার বা অভিজ্ঞতা নেই—অথচ আজ্ঞাসক সমর্থনের জন্য জেলা শাসনের

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কম্যুনিষ্ট নেতার অপপ্রচারের জবাবে সংঘের নেতার পত্র

ডি/৮, ভড়েরা গবর্ণমেণ্ট
হাউসিং এ স্টেট
ভড়েরা রোড
কলিকাতা—১২
২৫শে মে, ১৯৭০

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি,
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রিয় বিশ্বনাথবাবু,

এই সঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুক্তি'র একটি কপি (১৮ই মে ১৯৭০ তারিখের) পাঠালাম। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং আমার নাম সম্পাদক হিসাবে আছে।

আমনি গত ৩০শে এপ্রিল পুরুলিয়া হাল মহরমে একটি মহতী জনসভার দীর্ঘ ভাষণ দেন। সেই ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে লোক সেবক সংঘের সম্বন্ধেও অনেক কথাই বলেন। লোক সেবক সংঘের সঙ্গে আপনি যা বলেছেন তা নিশ্চয়ই যে তা ঠিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে তা ঠিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

আপনার ভাষণ মুক্তিতে প্রকাশিত হলেও পরিজ্ঞান ও আলোচনার সৌকর্য্যার্থে প্রকাশিত ভাষণের কিছু অংশ এই চিঠিতেও উদ্ধৃত করা হল।

'মুক্তি'তে প্রকাশিত ভাষণ—

"তাঁর দীর্ঘ ভাষণের উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথবাবু বলেন—এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের সময় ও মন্ত্রীসভার পতনের পরিস্থিতির লোক সেবক সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছেন। তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতা, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর বা মেদিনীপুরে লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কোনও মূল্য নাই—এই ধরণ সম্পর্কে সমালোচনা পুরুলিয়াতেই করা সমীচীন বোধে এই জনসভাতে তিনি এ বিষয় আলোচনা করছেন তান।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী বলেন যে যুক্তফ্রন্টের সময় ও তার সমাধান প্রচেষ্টায় লোকসেবক সংঘ চরম সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে। ফ্রন্টের বৃহত্তম দলরূপে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মন জুগিয়ে চলাই তাদের একমাত্র নীতি ছিল। তিনি আরও বলেন যে লোকসেবক সংঘের নেতা ও সমী বিভূতিভূষণকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করেন এবং এখনও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে কিছু তাঁর কথায় ও কাজের মধ্যে তিনি (বিশ্বনাথবাবু) কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি। এই সূত্রে বিশ্বনাথবাবু দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

কেয়ার বণ্টন ও শিক্ষক সমাজ

প্রাথমিক বিভালয়গুলিতে কেয়ার সংস্থার সৌজন্যে ছাত্রদের মধ্যাহ্নকালীন আহারদানের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে সম্মতিজ্ঞাপন করে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের পুরুলিয়া জেলা পরিষদ কতকগুলি পূর্ব-সর্ত আরোপ করেছেন। যে কোনও কারণের জন্য হোক এই ব্যবস্থা বন্ধ করা জেলার পক্ষে এক বিশেষ দুঃখজনক ঘটনা হয়েছিল এবং জেলার বৃহত্তর স্বার্থে বিশেষতঃ এই নিরান্দ খরা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেয়ারের সৌজন্যমূলক ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে শিক্ষক সংঘ যে সম্মত হয়েছেন—তাঁদের এই শুভবুদ্ধি জ্ঞাপন করা হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভ্য অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে এই সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সাত দফা সর্ত সম্বলিত সেই প্রস্তাব অন্যত্র প্রকাশিত হোল। উপরোক্ত প্রস্তাবের শেষের চারটী সর্ত অর্থাৎ ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং সর্তগুলি খুবই ন্যায় সঙ্গত এবং সেইগুলি পুরণের ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেয়ারের এই মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন ধরে চালিয়ে সংঘ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং যে সকল অভাব অসুবিধা ভোগ করেছেন—তারই পটভূমিকায় সংঘ এই সব সর্তগুলি সংযোজিত করেছেন। সুতরাং এই সকল সর্তগুলি পুরণে সাম্প্রিই কর্তৃপক্ষ সম্মত ও সচেষ্ট হবেন বলে আশা করি।

প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের প্রথম তিনটি সর্ত অর্থাৎ ১, ২ ও ৩ নং সর্ত সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে এবং বিশেষ করে ২ নং সর্ত সম্পর্কে শিক্ষক সংঘের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আশা করি শিক্ষক সংঘ খোলা মন নিয়ে এইগুলি বিচার বিবেচনা করবেন এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে সংঘ তাঁদের নীতি ও কর্মপন্থা সুনির্দ্ধারিত করবেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্প্রদায় যে মহান জাতীয় কর্তব্য সাধনের এবং গুরু সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজে ব্রতী হয়েছেন—তাঁদের উপর ন্যস্ত সেই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালনে সচেষ্ট হবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য। সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সম্প্রদায় এই কার্যে বিশেষ-ভাবে উদ্যোগী হলেও ব্যক্তিগতভাবে কোনও কোনও শিক্ষক গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি বা অন্যায় করে সমগ্র শিক্ষক সম্প্রদায়ের মর্য্যাদাহানীর কারণ হয়েছেন এবং দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করেছেন—এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

সুতরাং শিক্ষক সংঘের জেলা পরিষদের প্রস্তাবের বয়ানে "ভিত্তিহীন অভিযোগে শিক্ষকদের উপর পুলিশী নির্য্যাতন" সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথম সর্ত হিসাবে "শিক্ষক-দের বিরুদ্ধে আনীত মামলা সত্বর প্রত্যাহার করিতে হইবে"—এই দাবী সম্পর্কে সঙ্ঘকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে কোনও নিরপরাধ শিক্ষক গ্রাম্য মড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ পুলিশী নির্য্যাতনের শিকার হয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িত হয়েছেন—এই ঘটনা অসম্ভব না হলেও—বহু ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকেরা কেয়ার সংস্থার খাদ্য নিয়ে গুরুতর দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তথাকথিত পুলিশী নির্য্যাতন ও অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য মামলায় জড়িত হয়েছেন—এই ঘটনাও অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষক-যাঁরা শিক্ষক সম্প্রদায়ের কলঙ্কস্বরূপ—তাঁদের অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে শিক্ষক সঙ্ঘ এই সব শিক্ষকদের বেকসুর মুক্তি দেবার সর্ত আরোপ করবেন—এটা কখনই সঙ্গত ও সমীচিন দাবী হতে পারে না।

দ্বিতীয় সর্তে শিক্ষক সঙ্ঘ দাবী করেছেন যে—জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী কেবলমাত্র সরকার ও শিক্ষক সঙ্ঘের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। এই সর্তটি খুবই বিজ্ঞান্তিমূলক। জেলার বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধি; লোক সভা ও বিধান সভার সদস্যগণ এবং বিভাগীয় সরকারী কর্তৃপক্ষদের নিয়ে গঠিত জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী বাতিল করে—শিক্ষক সঙ্ঘ প্রস্তাবিত নূতন কমিটী গঠনের দাবী যদি জানানো হয়ে থাকে—তবে সেটা এতই উদ্ভট ও অবাস্তব—যে সেটা বিবেচনারই অযোগ্য। অবশ্য কেবল কেয়ার সংস্থার খাদ্য বণ্টনের বিষয়ে সঙ্ঘ যদি কোনও জেলা ভিত্তিক বিশেষ কমিটী গঠনের প্রস্তাব করে থাকেন—তবে স্বতন্ত্র কথা। সুতরাং এই বিষয়ে সঙ্ঘের বক্তব্য স্পষ্টতর করা প্রয়োজন।

শিক্ষক সঙ্ঘের তৃতীয় সর্ত সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যে কোনও সুস্থ সমাজে শিক্ষকদের উপর পুলিশী হামলা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এই অভাগা ও অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্নীতি, অনাচার, ব্যাভীচার প্রভৃতি যে রোগ সংক্রামিত হয়েছে—সেই রোগের আক্রমণ থেকে শিক্ষক সম্প্রদায়ও মুক্ত নন। সুতরাং "কেয়ার বণ্টন বিষয়ে যে কোনও অভিযোগেই তদন্ত—শিক্ষকদের উপর সরাসরি পুলিশী হস্তক্ষেপ চলবে না"—এইরূপ সর্তের আবরণে আত্মরক্ষার চেষ্টায় শিক্ষক সঙ্ঘের দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। শিক্ষক সঙ্ঘের পক্ষে সত্যকারের মর্য্যাদাপূর্ণ ও আত্মসম্মানজনক ভূমিকা এই হওয়া উচিৎ যে কেয়ার বণ্টন বিষয়ে শিক্ষক সঙ্ঘ গভীর আস্থা-বিশ্বাসের সঙ্গে এই ঘোষণা করুন যে সঙ্ঘ এরূপ সুষ্ঠু, সার্থক ও সৎ উপায়ে কেয়ার বণ্টনের ব্যবস্থা করবেন যে কোনও অবস্থায় কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্নীতি স্থান বা প্রশ্রয় পাবে না। বিশেষতঃ নীতি দুর্নীতির কথা বাদ দিয়েও একথা চিন্তা করতেও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যে সন্তানতুল্য ছাত্রদের মুখের অন্ন বণ্টন ব্যবস্থায় পিতৃতুল্য শিক্ষকেরা কোনওরূপ কারচুপি করবেন বা করার কল্পনা করবেন।

এই কেয়ারের খাদ্য বণ্টন ব্যাপারে শিক্ষক ও সরকার ছাড়াও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সম্প্রদায় বা সমাজ রয়েছে—সেটা হোল ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ তথা জনসাধারণ। এই বৃহত্তর সমাজ এতদিন কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন বলেই—উপেক্ষা বা অবহেলার পাত্র নন। এই জনমতকে শ্রদ্ধা করেই শিক্ষক সম্প্রদায়কেও তাঁদের কর্তব্য পালন করে চলতে হবে। সুতরাং আমরা শিক্ষক সঙ্ঘকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাবো যে জনমতের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁরা নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করুন এবং আর অনাবশ্যক বিলম্ব না করে কেয়ার বণ্টনের ব্যবস্থা যত সত্বর সম্ভব চালু করতে সচেষ্ট ও সক্রিয় হোন।

অ. চ.

বিহারস্থিত মানভূমের খাদ্য সংকট ও আমাদের প্রচেষ্টা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

ইচাগড়, নিমডি, পটমদা ও চাক্তিল—এই চারটি ব্লকে পুলিন্দা জেলার অন্তরূপই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা ১৪ জন লোকের অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। দিল্লীতে আমরা যে দেখাশোনা করি তাতে পুরুলিয়ার সঙ্গে সমভাবেই এই সব অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কথা বলি। গতকাল ১৭ই মে আমরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একবার দেখা করি। আজও ১৮ই মে থেকে আমরা দ্রুতগতিতে ঐ চারটি ব্লক পরিদর্শন করি ও ৬টি আমরাগ্রাম আমাদের কর্মী ও জন-প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাশুনা করি। দুর্গত মানুষদের দুর্গতির যে অবস্থা পরিদর্শন করি তা মর্মন্তুদ। সরকারী সাহায্য ছেলেখেলা মাত্র—আমাদেরই এখানের মত। সাম্প্রতিক তথ্যাদি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীকে এই অঞ্চলও পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের সফরের বিস্তারিত বিবরণ পরে দিচ্ছি।

—•—

নারায়ণপুর গ্রামে অনাহার মৃত্যু

পুরুলিয়া জেলার অরপুর ব্লকের উনকাতন অঞ্চলের শ্রীমতী সাকিনা বিবি (১৬) গত ১০ই মে তারিখে অনাহারে মারা যায়।

শ্রীমতী সাকিনার স্বামী বসীরুদ্দিন মোমিন ও শ্বশুর জুমন মোমিন নিকটবর্তী এক ডুংরীতে পাথর কেটে উপার্জ্জন করতো। তিনজনে সারা-দিন পাথর কেটে মোট ১৪০ দেড় টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ মাথাপিছু আট আনা করে উপার্জ্জন করতো। কিন্তু যেদিনহারদের অধীনে কাজ করতো—সে নিয়মিত মজুরী দেয় না। সাতদিন কাজ করিয়ে মাত্র দু তিন দিনের মজুরী দেয়—আর বাকী মজুরী বকেয়া পড়ে থাকে। এই সামান্য উপার্জ্জন এবং তাও অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হওয়ায় অধিকাংশ দিন সপরিবারে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতো। এইভাবে অনাহারক্লিষ্ট শরীরে গতকালে এই মে সারাদিন পাথর ভেঙ্গে সাকিনা বাড়ী ফিরে কিছু অসুস্থ বোধ করে এবং সেই রাত্রে অজ্ঞান থাকে। পরদিন অর্থাৎ ১০ই মে সকালে সাকিনার হাত পা টানছে থাকায় গ্রামের ডাক্তার এনে দেখানো হয়। ডাক্তার একটি ইঞ্জেকশান দেন এবং কিছু ওষুধ দেন। কিন্তু সাকিনা ওষুধ খেতে পারেনি। সেই দিন দুপুরে মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্বে এক সপ্তাহের মধ্যে সাকিনা অধিকাংশ দিন নুন চা (অর্থাৎ দুধবিহীন চায়ে নুন মিশ্রিত) খেয়ে দিন কাটিয়েছিল। দু একদিন মাত্র ভাতের মাড় বা আটা খাঁটা খেতে পেয়েছিল, মারা যাবার দিন সকালে সামান্য পরিমাণ সবং (চিনি মিশ্রিত জল) পান করে। ঘরের বাসনসহ বন্ধক দিয়ে সামান্য যে পরিমাণ অর্থ পায়—তার দ্বারাই সাকিনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

নারায়ণপুর—শবরপুর গ্রাম সভার প্রায় ১৫০০ লোকের বাস কিন্তু মাত্র ২০/২২ জন ডি, আর পাস। এই অঞ্চলের ডি, এল, ভক্টর এবং কনকেনরের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অনেক গ্রামবাসী অভিযোগ করেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় তদন্ত দাবী

অফিসার সমিতির স্মারকলিপি

ইস্পাত কারখানায় অফিসারদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষের কারণ নিরূপণের জন্যে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানিয়ে অফিসার সমিতির পক্ষ থেকে কারখানার চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপির প্রতিলিপি ইস্পাতমন্ত্রী শ্রীক, সি, পন্থের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

অফিসার সমিতি জানিয়েছেন যে, কনফাউটের জন্যে তাঁরা কোন অনুরোধ ইস্পাতমন্ত্রীকে জানান নি। কয়েকজন নিম্নিত্র অফিসার অনুরোধ করেছিলেন।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ব্যাপক ডাকাতির আশংকা

গত ২৩শে মে রাত্রি বারোটা নাগাদ পুরুলিয়ার আমলিয়া বস্তার দিক থেকে তি টি বোমার এবং বেশ কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া গেছে। ২৪শে মে আনুমানিক রাত্রি বারোটা নাগাদ মানুডিহা গ্রামের একটি টোলার দিক থেকে বেশ কয়েকটি বোমার আওয়াজ শোনা গেছে।

৩০শে মে রাতে মানুডিহা গ্রামে চারটী সশস্ত্রদলের একটি সাম্রাজিক হৈঠক যখন চলছিল, গ্রামের একজন সেই সময় খবর দেয় যে উকরবিল থেকে একদল লোক দোয়ারা লা ইট এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের দিকে আসছে। হৈঠকের লোকেরা তাড়াতাড়ি সারা গ্রামকে জানিয়ে তোলেন এবং গ্রামবাসীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে আসেন। আসন্ন দল তখনও এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু গ্রাম্য অনভ্যস্ত প্রচুর পরিমাণে সমবেত বলে তারা পালিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা সারা রাত জেগে গ্রামটি পাহারা দেন।

—•—

করপরেশন না চোরপরেশন ?

ভূত করপরেশনে চোরের পরম লেগে জগাম্বিত হয়েছে চোরপরেশন। কোলকাতার লেক গুদাম থেকে করপরেশনের শত শত বস্তা চাল পাচার হয়ে গেছে। প্রতি মাসে ১ নং ও ২ নং গুদাম থেকে বস্তার বস্তার চাল ও গম পাচার হয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে যে চুরির অভিযোগ পাওয়া তাঁরা পান কিন্তু করপরেশনের সহযোগিতা না পাওয়ায় কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। এক বছর আগে চুরি বন্ধের জন্যে পুলিশ পাহারা দেওয়ার ভৈরী, আলোর ব্যবস্থা, প্রহরী থাকার জন্য ঘরেই মেসি-বস্ত্র তৈরী করার প্রস্তাব দিয়েছিল ভূক করপরেশনকে কিন্তু কিছুই করা হয় নি। চির দুর্ভিক্ষের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে ভূত করপরেশনের ওই শৈথিল্য ও নীরবতা পুলিশ বিভাগের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। সবের মধ্যে ভূত থাকলে, সে সবেতে ভূত ছাড়ে না। পশ্চিমবাংলার খাদ্যের ভিটাতে এই ঘুঘুর বাসা আর কতদিন থাকবে?

—•—

স্থানীয় সংবাদ

অষ্টরাম বাঙলাকংগ্রেসকে নিতে রাজী

অষ্টরামের প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক ভাবে বাঙলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বাঙলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অভিনন্দন অষ্টরাম ভোটকে বাঙলাকংগ্রেসের এই ভোটে যোগদান সম্পর্কে আশান্বিত করেছে। দু-একটি দল ইতিমধ্যেই বাঙলাকংগ্রেসের সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছেন।

সি, পি, আই ; এস, ইউ, সি, এস আর, সি, পি, আই, (অনাধি হাস) ছাড়া অন্যান্য দল পুরাতন ফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করার আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

—•—

জমির উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত।

পরিবারের সঠিক সংজ্ঞা, পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, জমির গুণাগত ভারতম্য এবং আকস্মিক দুর্বিপাক-অনুবিধার প্রশ্ন জড়িত থাকায় পরিবার পিছু জমির সর্বোচ্চ সীমা এতদিন নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। রাজ্যভূমিরাজস্ব ও খাদ্য প্রশাসনের জন্যে সম্প্রতি যে বিলের খসড়া সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির কাছে রাজ্য সরকার পাঠিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে—এক চাষের সমস্ত ব্যয় বহন করলে জমির মালিক ফসলের শতকরা ৯০ ভাগ পাবেন। চাষের সমস্ত ব্যয় চাষী বহন করলে, শতকরা ৭৫ ভাগ ফসল চাষী পাবেন। প্রস্তাবিত খসড়া বিলে বর্ণাবাদ উচ্ছেদ প্রতিরোধের জন্যে কয়েকটি নতুন ধারা সংযোজিত হচ্ছে। গ্রস পরিবার উনকোয়ারে হৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে, পারিবারিক জমির সীমা ২৫ একর অর্থাৎ ৭৫ বিঘাই নির্দ্ধারিত হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(তৃতীয় কিস্তি)

আসুন এবার আমরা কিছুক্ষণের জন্য ১৯৬৭ সনে ফিরে যাই। যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি হল ১৯৬৭ সনের নানা গঞ্জন ও অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৯ সনে যে যুক্তফ্রন্ট বল তার সঙ্গে '৬৭ সনের যাবাবাচিকতা আছে বলেই ওটার একটু উল্লেখ দরকার।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন করে দু চারটি পার্টির সৃষ্টি হয়েছে আবার বিলুপ্তও হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের প্রাধান্যের কথা এখানে আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র—কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ণ থেকে যে রাজনৈতিক দলটি কংগ্রেসের পরেই থেকে বেশী জাহির ছিল—সেটি কমিউনিষ্ট পার্টি। যুদ্ধের সময় জনযুদ্ধ হিসাবে বা নেতাজী সম্বন্ধে তারা যে নীতিই বা পথই অনুসরণ করুক না কেন স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার প্রথমে ধীরে ধীরে হলেও তাদের অগ্রগতি কিন্তু ব্যাহত হয় নি। পরবর্তী কালে এই কমিউনিষ্ট পার্টিই কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে সর্ব প্রধান হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। আজই ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি আরও দু একটি প্রায় স্বাধীনতা দলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ এই বিশ বছরের কথাই বলছি। একটি ঐক্যবদ্ধ, নিয়মতান্ত্রিক এবং শক্তিশালী পার্টি হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ ছিল। তাহলেও এই পার্টির মধ্যে দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা দেখা দিল। একটির প্রতিনিধিত্ব করলেন এখন যারা দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট-আর একটির প্রমুখ ছিলেন নাম্বুদ্রিপাদ প্রভৃতি। এই দুইটি শক্তির দ্বন্দ্ব আমি বিশেষ বিশ্লেষণের মধ্যে যেতে চাই না কারণ সে এক বিরাট ব্যাপার তবে বলে আমার সংক্ষেপ করে দিলে বলিতে হয়)। তবে এই সংঘাতের সার বস্তু ছিল—কংগ্রেস সরকারের শ্রেণী চরিত্রের পৃথক পৃথক মূল্যায়ন; শাসক শ্রেণী এবং ক্ষমতাহীন কংগ্রেস পার্টির মধ্যে যে পারস্পর বিরোধীতার সংঘর্ষ সে সম্পর্কে পৃথক বিচার, কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কতখানি পার্থক্য টানা যেতে পারে; শ্রেণী সম্পর্ক সম্বন্ধে, রণকৌশলগত দৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য দেখা দেয়। এ বিষয়ে বলা অবান্তর হবে না যে এই সময় সমস্যকালে সোভিয়েত কমিয়ার ছ্রিনকে কেন্দ্রকে বিশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টায় যে নীতি-গত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের আলোড়ন চলছিল তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এই পার্থক্যকে বেশ ভাল করেই সক্রিয় করে।

এই মত পার্থক্যগুলি তীব্রভাবে প্রকাশ পায় আবার পরবর্তীকালে এবং তার ফলে ১৯৬৪ সনে সালঘাটে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে। এখানেই দুটি পৃথক রাজনৈতিক গতির সরাসরি মোকাবিলা হয়।

এই মতপার্থক্যগুলি আরও বেশী তীব্রভাবে ১৯৫৯ সনে প্রকাশ পায় এবং চরমে আসে যখন ভারত চীন সমস্যাটি সামনে আসে।

ঐক্যবদ্ধ পার্টির ভিতরে এই সমস্ত মত পার্থক্যের ফলে এবং যে নীতিতে যে সাংগঠনিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই পার্থক্যের নিষ্পত্তির চেষ্টা হয়েছিল তার ব্যর্থতার ফলেই পার্টি ভাগ হয়ে যায়। কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থী বলে পরিচয় দেয়।

১৯৫৭ সনের নির্বাচনে সমস্ত তাঁবেদারি কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস আবার শাসন ক্ষমতা লাভ করে তখন একমাত্র কেরালাতে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণ সাধারণভাবেই লাভ করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তখন পার্টি ঐক্যবদ্ধ ছিল।

১৯৬২ নির্বাচনেও কম্যুনিষ্ট পার্টি ঐক্যবদ্ধভাবেই নির্বাচন সংগ্রামে নেমেছিল। তার পরে ভাগ হয়ে যাবার পরে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে যে সব নির্বাচিত কমিউনিষ্ট সদস্য ছিলেন—তাহার দক্ষিণ ও বামে ভাগ হয়ে গেলেন। পশ্চিম বাংলাতে দেখা গেল বেশী সদস্যরা বাম হয়ে গেছেন। পার্টি হিসাবেও বামপন্থী বেশী।

কেরালাতে ১৯৬৪ সনে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছিল। সেখানেই প্রথম বাম ও দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে নির্বাচনে সরাসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়। দক্ষিণ কমিউনিষ্টরা তাতে শোচনীয়ভাবে হেরে যায়।

সরকারীভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাবার পর এই দুই পার্টির পার্লামেন্টারি কমিটির প্রতিক্রিয়া থেকে যে যে রাজ্যে এদের স্থিতি আছে সেই সব রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেরাই পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের গঠন ও অভ্যুদয় অনুধাবন করতে হলে এই দুই কমিউনিষ্ট পার্টির গতি সম্বন্ধে ওয়াকিফ থাকা দরকার। সে জন্যই এ বিষয়ে মুখবন্ধ দেবার চেষ্টা করলাম। ঘটনা যদি কোথাও বেষ্টিকভাবে পেশ করা থাকে তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। সে বিষয়ে ভ্রান্তি নিরসন করলে বাধিত হব।

১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে এই দুই কমিউনিষ্ট পার্টি একসঙ্গে নির্বাচনে নামতে পারে নি। এই দুই পার্টিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বিরোধী সমস্তগুলি দল ও অন্যরাধার নেতৃত্বে সমস্তগুলি বাংলা কংগ্রেস নির্বাচনে সংগ্রাম করে। দক্ষিণ কমিউনিষ্টদের অর্থাৎ সি.পি.আইকে কেন্দ্র করে যে ছোট গুচ্ছ ওঠে তাদের মধ্যে ছিল—ফরওয়ার্ড ব্লক; পি. এস, পি; এস. এস, পি; বাংলা কংগ্রেস;—আর দি, পি, এমকে কেন্দ্র করে—আর এম পি, এম, ইউ, পি, ওয়ার্কার্স পার্টি, প্রভৃতির ছোট ছোট এই দুই ছোট ছিটুকেই এক হয়ে নির্বাচনে নামতে পারলো না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পরস্পর সংগ্রাম করা থেকে বিরত ছিল। যেমন লোকসভার নির্বাচনে অতুল ঘোষের বিরুদ্ধে কুলিয়া-বাঁকুড়া নির্বাচনক্ষেত্রে; আরামবাগ নির্বাচনক্ষেত্রে প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে।

দুই নির্বাচনী জোট ও লোক সেবক সংঘ

লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে সংগ্রাম করে। এ বিষয়ে নির্বাচনী ঐক্যের বিভিন্নতার, আসনভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত কার্যক্রম ও অভিমত সাম্রিষ্ট পত্র ও অন্যান্য তথ্যাদির দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক ছাপান ইস্তাহারে সমগ্র কাজের একটা সংক্ষিপ্ত বাস্তব চিত্র সামনে রেখে দুটি পর্যায়ের সম্বন্ধে প্রস্তাবও আলোচনা করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে এই বিষয়গুলি ছিল—(১) নির্বাচনী ঐক্যের বিধিবিধান; (২) আসন ভাগ (৩) নির্বাচনী প্রচার ও সংগ্রাম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল—(১) শাসন কাঠামো ও কর্মসূচী, (২) শাসনযন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব; (৩) শাসনমন্ত্রণী পরিচালনা।

লোক সেবক সংঘ পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিল যে দলগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে তবে নিশ্চিতভাবেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়ে সরকার গঠন করতে পারবে। এই উপলব্ধি হয়েই ১৯৬১ সনের নির্বাচনের প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে যে প্রস্তাব ও অভিমত দিয়েছিল যুক্তফ্রন্টের সাহায্যে ও জীবনে কি ১৯৬১ আর কি ১৯৬৭ তার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক ছিল। এ সম্বন্ধে কতকগুলি অগ্রিহার্য উপায় ও ব্যবস্থার সম্বন্ধেও বলা হয়েছিল—যেগুলি অনুসৃত ও কার্যকরী না করাতে যুক্তফ্রন্টের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয় নি।

আমি ১৯৬৬ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশ ছাপানো ইস্তাহার থেকে এ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি।

"নির্বাচনী জোট বা শাসন নিয়ন্ত্রণ কমিটি জোটে সম্মিলিত প্রত্যেক দল থেকে তিন জন করে প্রতিনিধি থাকবেন। ××××।

সমস্ত প্রতিনিধিসহ কমিটির নাম হবে সাধারণ পরিষদ। সকল প্রতিনিধির সমান অধিকার থাকবে। ××××।

সাধারণ পরিষদের বৈঠকেই যুক্ত কর্মধারা বা শাসন কর্মধারা নির্ধারিত হবে। শাসনমন্ত্রণী এই নিয়ন্ত্রণ কমিটির নির্দেশের অধীনে থাকবেন। ××××।"

১৯৬৭ সনে নির্বাচনের পরে বস্তুতঃ যুক্তফ্রন্টের কমিটি—যেটাকে যুক্তফ্রন্ট বলা হয়—এই ভিত্তির উপরই গঠিত হয়। প্রত্যেক পরিবর্তনের

হওয়াই যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে উপস্থিত থাকুন না কেন—ছোট বড় হল নির্বিশেষে প্রত্যেক দলের সমান একটি করে ভোট যুক্তফ্রন্টে ছিল।

মন্ত্রীসভার উপরে যুক্তফ্রন্টই সমস্ত নীতি পরিচালনা করবে এই ভাবেই এটা গড়ে উঠেছিল। বাস্তবপক্ষে এই যুক্তফ্রন্টকে আর এক নামে বলা হত সুপার ক্যাবিনেট। কি ১৯৬১ সনে কি ১৯৬৯ সনে যুক্তফ্রন্ট বৈঠকেই মন্ত্রী-মণ্ডলীর জন্য শাসন কর্মধারা ও নীতি নির্ধারিত হচ্ছিল। বস্তুতঃ দেখা গেছে কোন কোন বিষয়ে কোন মন্ত্রী কোন কর্মধারা নিয়েছে কিন্তু যুক্তফ্রন্ট তা মেনে নেয় নি বলে তা সংশোধন করতে হয়েছে।

১৯৬৯ সনে এ নিয়ে কোন গোলমাল হয় নি। গোলমাল শুরু হল যুক্তফ্রন্টের নিজের মধ্যেই ওটা পরে আলোচনা করা যাবে।

সেই ৬৯ সনের সেপ্টেম্বরে লোকসেবক সংঘ তার প্রস্তাবে যুক্তফ্রন্টের গঠনতন্ত্র এবং মন্ত্রীদের আচরণ বিধি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঐ একই ইস্তাহারে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছিল—

"কোন মন্ত্রী বা কমিটির সদস্য ভোটের সাধারণ চুক্তি বা নির্দেশ লঙ্ঘিত বলে মনে করলে তাকে সাধারণ প্রশ্ন উঠবে। এই বিষয়ক কমিটির (যুক্তফ্রন্ট) তাঁর চূড়ান্ত বিচারক হবেন। কাউকে সরানো হলে সেই ব্যক্তির স্থানে সেই দলের থেকেই প্রতিনিধি নেওয়া হবে।

"তাছাড়া সরকার কোন রূপ উত্থানির ফলে কোন সিদ্ধান্তের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কৈফিয়ৎ নেওয়া হবে এবং তিনজন বিচারককে নিযুক্ত করে তাদের তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচার করা হবে।

"নির্দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত কোন দল জোটের বিধি বিধান ও অঙ্গীকারসমূহ যদি ভঙ্গ করেন—এবং এই জোট যদি তা যথার্থ বলে মনে করেন—তাহলে সেই দলকে তা বন্ধ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে তা হবে না এর আশ্বাস দিতে হবে।

লোকসেবক সংঘ যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বর্তী সময় শেষ পর্যন্ত এই ভিত্তিকেই প্রস্তাব দিয়ে গিয়েছেন এবং কার্যকরীও করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৬৯ সনে যুক্তফ্রন্টের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে স্পষ্টভাবেই সব দেখা যাবে যে লোকসেবক সংঘ—সম্পূর্ণ নঞ্জকভাবেই তার পূর্ণাঙ্গ নীতি ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছিলেন।

১৯৬৭ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে সমস্ত দলগুলির সামনে লোকসেবক সংঘ ঐ একই ইস্তাহারে নির্বাচন ব্যাপারে একটা আপোষ ও ঐক্যের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রেখেছিলেন।

"আসন ভাগের সাধারণ প্রথম নীতি হবে—বিগত নির্বাচনে যে দল যে আসন লাভ করেছেন—এবারে তাকে তা দেওয়া।

"বিগত নির্বাচনে ভেবে যাওয়া আসনে ভোটের অন্তর্ভুক্ত যে দল জয়ী প্রার্থী পরেই সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন সেই দলকে সেই আসন দেওয়া।

"বিগত পাঁচ বছরের কার্যকাল মধ্যে কোথাও যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং কারও যদি বিশেষ দাবীর কারণ উদ্ভূত হয়ে থাকে—তাহলে সেই বিষয়টি প্রথমে সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে নির্ণয় করার চেষ্টা হবে। তা সম্ভব না হলে ভোটের সম্মিলিত বিচারে নিষ্পত্তির করা হবে।

"নূতন কোন দলের দাবী বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এজন্য প্রস্তাব দিয়ে শেষে বলা হয়েছিল—

"মোটামুটি একটা খসড়া রচিত হল। ভোটের সম্মিলিত দলগুলি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যে আলোচনা করবেন—তার সহায়তার উদ্দেশ্য আলোচনার সূত্র হিসাবে এই খসড়া।"

১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে দলগুলি একজোট হয়ে নির্বাচনে সংগ্রাম করে নি—দুই জোটে লড়াই করেছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সনে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যখন সব দলগুলি একজোট হয়ে নির্বাচন সংগ্রাম করে তখন কিন্তু মূলতঃ উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতেই আসন বণ্টন করা হয়েছিল।

১৯৬৭ সনে যখন নির্বাচনে দুই জোট হয়ে গেল তখন লোকসেবক সংঘ কোন জোটে যোগ দেয় নাই। কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জয় লাভের জন্য বিনা দ্বিধায় দুই জোটের অনেক দলের নির্বাচনে কাজ করেছে। তখন লোকসেবক সংঘের এই জোট-নিরপেক্ষতাকে সকলেই গঠনক নীতি প্রশংসা করেছিলেন। এমন কি নির্বাচনে দুই জোটের কোন জোট থেকেই কোন দলই লোকসেবক সংঘের কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধেই প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রার্থী দেন নাই।

আজ ১৯৭০ সনে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যখন দুই জোটে পরিণত হচ্ছে—এক জোট বাম কমিউনিষ্টদের ভেঙ্গে করে আর একজোট দক্ষিণ কমিউনিষ্টদের কেন্দ্র করে—তখন লোকসেবক সংঘ তার জোট-নিরপেক্ষ নীতিই ঘোষণা করেছে—এবং কার্যতঃ তাই অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে সে কোন নূতন পরিস্থিতির নীতি অনুসরণ করে নি। সংঘ তার প্রণীত আদর্শ ও কর্মসূচী অনুযায়ী নেতিক দৃঢ়তাভাবেই যে নীতি দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করেছিল সে নীতি আজও শ্রেষ্ঠ বলেই প্রতিভাত হয়েছে। ভবিষ্য সংকীর্ণ স্বার্থে আজ যদি কেউ সে মত ও পথপ্রদর্শক করেন—তা তাঁরা তার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাহত করে না।

এর পরে আমরা ১৯৬৭ সনের নির্বাচন বিশ্লেষণ করে যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার বর্তমান ছিন্ন সম্বন্ধে আলোচনা করলে একটা বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হবে যে মাজুকের যুক্তফ্রন্টের পরিস্থিতি আদৌ নয়।

(ক্রমশঃ)

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
Stockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনঞ্জার-নল

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়
রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)
দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)
নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

বিজ্ঞপ্তি

ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে প্রদেয় রিটার্ন এ জেলায় জে, এল, আর, ও ছাড়াও সমস্ত তহশীলদার-কর্মচারীগণের নিকট দাখিল করা যাইবে। রিটার্ন দাখিলের জন্য কোন-রূপ ফি বা খরচ লাগিবে না। রিটার্ন ফরম পুরণের ব্যাপারে রায়তগণ সংশ্লিষ্ট জে, এল, আর, ও/কর্মচারী/তহশিলদার-গণের সহায়তা লইতে পারেন।

পুরুলিয়া
তাং—১৯।৫।৭০

পাঞ্চসাকুমি চৌধুরী
জেলাশাসক।

কংগ্রেসী আমলাতন্ত্রের রূপ—রাজ্যশাসন ও জেলাশাসন

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আচরণগত আচরণ এবং দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য মৃত্যু ঢাপা দেবার জন্য বহুরূপ প্রকৃতির মধ্যে নূতন কংগ্রেসী যুগের আবির্ভাব উপলব্ধি করলাম। এই কংগ্রেসও আজ নিজ স্বার্থে আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে না

রাষ্ট্রনীতি শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক এইসব বৈরাচার, দুষ্টাচার, বিষাচার, দুর্নীতি আবার অবার রূপ নেবার চেষ্টা করলেও—বহু আঘাত খাওয়া কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতা হস্তগত উপলক্ষে আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়িকে কানমলা দিতে আজ খারাজই হবে। কারণ সে বুঝতে যে দেরি আর নাই।

আমলাতন্ত্রের অনাচারের বিরুদ্ধে আবার জোর লড়াই সুরু করতে হবে

রাজনৈতিক বৈরাচার ও আমলাতান্ত্রিক দুরাচারের বিরুদ্ধে আমরা যখন বরাবর লড়াই দিয়েছি—আজও তেমনি সেই লড়াই দিয়ে যেতে হবে। কারণ এইভাবেই গণচেতনা এসেছে—এবং এই শক্তিতেই বৈরাচার এবং দুরাচারের স্বরূপ রাজত্বের বিরাট পরিবর্তন এখন অনেক সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আজ বিভিন্ন শাসনে থাকুন—এই তীব্র আন্দোলন-গুলি বর্তমান সময়ে আরো বেশি শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করবে। ২০ বছর ধরে নিজেদের প্রাপ্য দেওয়া আমলাতন্ত্রকেই আজ জনমতের চাপে মাথা নুঁয়ে ওঠাতে বসাতে কংগ্রেস বাধ্য হবে।

প্রধানমন্ত্রীই আজ হিমসিম খাচ্ছেন—আমলাতন্ত্র কা কথা

সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি—এর কংগ্রেসের নিজেদের দলগতের কাছ থেকেই প্রধান মন্ত্রীকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ কংগ্রেসের দলগতও আজ অনীত হয়েছে যে, নেতৃত্বস্থর অভিজাত মনোভাবে কংগ্রেসের অর্থাৎ তাদের সকলের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হচ্ছে। এখন আর সে নবাবী রাজত্ব চলবে না।

সেজন্য সংঘের আমন্ত্রণে প্রধান মন্ত্রী সহজেই আসতে রাজী হয়ে গেলেন

দুর্গত মানুষের দুঃখ বিষয়ে কংগ্রেস চিরাচরিত ধারায় উদাসীন থাকলেও—লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রীকে এবং খাদ্যমন্ত্রীকে এই সব দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ বা অন্তরী রাখী জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আসতে রাজী হয়ে গেলেন। এর আগে এই সব দুর্গত অঞ্চলে প্রধান মন্ত্রীকে আনবার কথা কেউ ভাবেন নি। তাঁর ওপর এ সবের চূড়ান্ত দায়িত্ব সেই প্রধান মন্ত্রীরও নিজের দিক থেকে এবেন দুর্গত অঞ্চল আসবার আগ্রহ হয় নি বা কংগ্রেসের দিক থেকেও তাঁকে আনবার কথা মনে পড়ে নি।

পরিশেষে অভিনয় ছাড়া কংগ্রেসের আর পথ কি

দুর্ভিক্ষ পীড়িত অর্ধনিষ্ঠ আর্ত মানুষের দাবীর প্রতিক্রিয়ারূপে লোক সেবক সংঘের আন্দোলনের চাপের কাছে যখন স্বীকৃতি জানাতে হল—তখন নব কংগ্রেস থেকে অভিনয় সুরু হল যেন আর্ত মানুষের চিন্তায় তাঁরাই তাদের সর্বোচ্চ সেবক! প্রধানমন্ত্রীকে এখানে ডেকে আনছেন। এ অভিনয়ে আমাদের আপত্তি নেই। কারণ এটা ক্রমবর্দ্ধমান জনশক্তির পরিচয়ের একটা পরোক্ষ ফল। ছোটের জন্যেই হোক আর যার জন্যেই হোক —ক্রমশঃ দিন এগিয়ে আসছে—যার হাতে শাসন থাকবে তাকে জনগণের জন্য কিছু করতেই হবে। আর অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। এইজন্যে জনচেতনা ব্যাপ্তির মধ্য দিয়েই এক দিন এই সব অভিনয় করা শাসনের পূর্ব বিলুপ্তি হবে।

একটি অনবদ্য উদাহরণ : রাজ্যশাসনের প্রতিনিধির আগমন

রাজ্যশাসনের শাসনে অভিনয়েরও আজ যতই ভূয়ে রাজ্যপাল হতে থাকুন—জনমত যত তীব্র হবে আমলাতান্ত্রিক অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তত উদ্বেলিত হবে—অসরকারী নেতৃত্বও আজ তাঁদের আমলাতন্ত্রকে নাকে খতে কাজ করাতে বাধ্য হবেন। এখানে আমি একটি উদাহরণ রাখছি যার মধ্য দিয়ে দেখা যাবে—রাজ্যপাল আমাদের প্রতি যে অকরুণ ও উপেক্ষা করেছিলেন তাঁর সেই অসঙ্গতির জোড় বেশী দূর যেতে পারে না। রাজ্যশাসনকে পুলিসরাজ দিয়ে, লোক সেবক সংঘের দিকে তাকাতে হল। এবং যুক্তফ্রন্টের শাসন ছড়া কয়, এখানের জেলাশাসক যে বাধারাড়ি আ ক করেছিলেন—তার জন্য তাঁকে তিরস্কৃত হতে হল।

কমিশনারের আবির্ভাব : রাজ্যপালের পরিবর্তন

এই উদারচরিত হচ্ছে ৬ঠার বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের এখানে আগমন। গত ২৭শে কমিশনার সাহেব পুলিসিয়া আশেন। এখানে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ও তীব্র জনাভাব বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন সাদিক হাউসে। জিজ্ঞাসার জানলাম, বিশেষ আলোচনার জন্য সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটির আমাকেও ডেকেছিলেন। আর আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য কাঁকুড়া পুলিসিয়ার প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে এবং ডি নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলেন। আমি উপরুক্ত করলাম—রাজ্য সেবক উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্য এবং দুর্ভিক্ষের প্রতিকার বিষয়ে আমাদের চিন্তা থেকে বিবিধ প্রস্তাব রাখার জন্য এই বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা হয়।

জেলা কর্তৃপক্ষের তিরস্কার লাভ

এই বৈঠকে ট্রাকে জন সরবরাহ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ডি, সিও বিরোধীতার জন্য আমার তীব্র মন্তব্যের পটভূমিকায় ডি, সিও প্রতি কমিশনারের ভৎর্সনা এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে ডি, সির প্রতি তাঁর ডি ভাব; তদ্রূপ অবহা সত্ত্বেও কোনো কাজ করা হচ্ছে না—উপরুক্ত অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চালা দেবার বড়যন্ত্র চলছে—আমার এই অভিযোগ প্রমাণ করতে আমি কমিশনারকে গ্রামাঞ্চল দেখতে আমন্ত্রণ করায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চালা দেওয়ার বড়যন্ত্রকে সমর্থন করায় আপত্তিকর ভাষায় ডি,কমিশনার কর্তৃক তিনিকে গুরু ধমক প্রদান প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে উদাসীন করলায় যে, জনমতের তাকে আজ সব শাসনযন্ত্রকেই নতি স্বীকার করতে হবে। সেই সত্যের রূপ আর নেই। এবং কোনো জেলা শাসক বা অফিসার আজ এই সত্য যদি উপলব্ধি করতে না পেরে আগের মতই ছেলেমানুষী বা একগুঁয়েমী করতে থাকেন তবে তার উচ্চতর কর্তৃপক্ষ আগের মত আজ আর তাঁকে বা তাঁর সমশ্রেণীয় অফিসারদের প্রশ্রয় দিতে, রাখতা দিতে সাহস করবেন না। ডি, সির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা, কমিশনারের আগমন সম্পর্কিত ব্যাপার বিশদভাবে বারান্তরে আলোচনা করব।

(ক্রমশঃ)

মাননীয় রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন বিষয়ে

লোক সেবক সংঘের প্রতি মাননীয় রাজ্যপাল অসম্মানজনক আচরণ করলেও, দুর্গত মানুষকে বন্যার প্রয়োজনে, শাসনতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োজনে লোক সেবক সংঘ তাঁর প্রতি যোগ্য আচরণ করতে বা পুনরায় রাখী নিয়ে তাঁর কাছে আসতে কোন ত্রুটি করেনি। বিগত বছরে যে তারিখে সে বছর পক্ষ থেকে সংঘের সচিব রাজ্যপালকে পুরুলিয়ার দুর্গত অঞ্চল অবিলম্বে পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ঐ পত্রে সংঘের সচিব একথা জানান যে, যদিও তিনি (রাজ্যপাল) বিশিষ্ট ব্যস্ততার জন্য কিছু করতেন, এবং তার জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশও করছেন, কিন্তু তাঁর এই ব্যস্ততা প্রয়োজনের তুলনায় বড় সিদ্ধিতে আছে। অবিলম্বে এসে অবস্থার আংশিক ত্রুটি কি ও যথার্থ ব্যবস্থা কি হতে পারে —তা দেখে যেতে অনুরোধ করেন।

এই পত্র পেয়েই ২৮শে যে তারিখে রাজ্যপাল লোক সেবক সংঘের সচিবকে জানান যে, পুরুলিয়ার আসবার বিষয়ে বিবেচনা করছেন। তার পরই তিনি পুরুলিয়া আসবার তারিখ জানান এবং ৩১শে যে তারিখে পুরুলিয়া আগমন করেন। তাঁর এখানে আগমনের সংবাদ পরে প্রকাশিত হচ্ছে।

কয়ুনিষ্ট নেতার অপপ্রচারের জবাবে সংঘের নেতার পত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

"প্রথমটি হল যখন যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে তীব্র বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিভূতিবাবু শান্তিদূত হিসাবে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে একদিন তিনি বিশ্বনাথবাবুর কাছে এসে বলেন—"বিশ্বনাথবাবু ফ্রন্টের এই সঙ্কটকালীন বিরোধ বিবাদ মীমাংসার জন্য আমি একটা সূত্র (ফরমুলা) আবিষ্কার করেছি। সেটা হল এই যে, যদি ফ্রন্টের কোন শরিক দল, সে যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন, ফ্রন্টের নির্দ্ধারিত নীতি ও কর্ম-পন্থার বিরোধী কোনও কাজ করে, এবং সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও করতে থাকে—তবে সেই পরিস্থিতিতে ফ্রন্টের বাকী তেরটি দল যুক্তভাবে এ অন্যায় যোগে ফ্রন্টের নীতি অবাঞ্ছকারী শরিকদলের 'বিরুদ্ধে' অভিযান চালাবে।" এর উত্তরে বিশ্বনাথবাবু বলেন—এ ত' খুবই ভাল প্রস্তাব, একে ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।" এরপরে বিশ্বনাথবাবু মন্তব্য করেন যে কার্যক্ষেত্রে বিভূতিবাবু ও তাঁর দল নিজস্ব নীতি অনুসরণ করেন নি।

"দ্বিতীয় ঘটনা উল্লেখ করে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে—প্রশাসপুরে এমিটিনি পার্টির অফিসে তিনজন কিষাণ কর্মীকে মর্মান্তিক কনিউনিষ্টরা নৃশংসভাবে হত্যা করলে সেই শহীদদের মৃতদেহ যখন মহাকরণে (রাইটার্স বিল্ডিংস এ) মৌন মিছিল ক'রে আনা হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা মৃতদেহে মালা অর্পণ করলেও বিভূতিবাবু মালাদান করেন নি বা সেই সম্পর্কে কোনও বক্তব্য বা অভিমত প্রকাশ করেন নি।"

আমনি আমার নাম করে প্রকাশ জনসভায় পুরুলিয়াতে এই অভিযোগ করেছেন। দ্বিতীয় ঘটনার উল্লেখ করে আপনি এইটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যেহেতু মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্টদের মন জুগিয়ে চলাই আমাদের নীতি ছিল সেই হেতু তারা নৃশংসভাবে হত্যা করলেও পাছে তারা অসন্তুষ্ট হন সেজন্যই আমি মালা দিতে যাই নি। এ যেন কাকিনীর উদ্ভাবন করেছেন।

আমি দ্বিতীয় ঘটনার বিষয়েই আমার বক্তব্য বলছি। নীরব শবযাত্রার যে ঘটনাটি আপনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি ওরা নভেম্বর ১৯৬৯ তারিখের। সেদিন সকাল বেলায় সোমনাথবাবু আমাকে ফোন করে ঘটনাটির উল্লেখ করে বলেন যে পরদিন দিনে রাইটার্স বিল্ডিংসে যখন আসবে তখন আপনিও আসুন। আমি বল্লাম নিশ্চয়ই।

আমি রাইটার্সে যাই বেলা ১১টা নাগাদ। সেক্রেটারিয়েট বৈঠকে যে পুলিশ অফিসার চার্জে ছিলেন—তাকে বলে যাই শবযাত্রা এলেই যেন আমাকে আমার ঘরে খবর দেন।

অপরাহ্ণ প্রায় ৩-৪ টার সময় আপনার যাবার পথে শবযাত্রা রাইটার্স বিল্ডিংস এ এসে থামে। আমাকে খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিচে নেমে আসি।

বিশ্বনাথবাবু! আপনারের অফিসে খবরের কাগজ নিশ্চয়ই রাখা থাকে। প্রথমে নভেম্বর ৩রা ১৯৬৯ তারিখের কলিকাতা সংস্করণ "অমৃতবাজার পত্রিকা" দেখুন। সামনের পাতাতেই আছে।

"A silent procession carrying three bodies, all C. P. I. workers and victims of a tragic incident of 'murderous assault by C. P. M. supporters in Prasadpur village under Sonarpur thana in 24 Parganas was taken in Calcutta by the C. P. I. on Monday.

এই সংবাদের অবশিষ্টাংশ অবস্থিত ঐ অমৃতবাজার পত্রিকার ৭ম পৃষ্ঠার ৮ম কলমে দেওয়া আছে। তা হচ্ছে—

From Page 1

Silent Rally with 3 C. P. I. workers' bodies.

Wreaths were placed by many U. F. leaders including the ministers Mr. Subodh Banerjee, Mr. Bhakti Bhusan Mandal, Biswanath Mukherjee, Abdul Rezzak Khan, Dr. Kanai Bhattacharjya, Mr. Bibhuti Bhushan Dasgupta and Mr. Deo Prakash Rai.

অর্থাৎ মর্মান্তিক ঐ ঘটনার জন্য সি, পি, আই ও মন্ত্রীদের মৃতদেহে আর্পিত মাল্যদান করি, সংবাদ পত্রেই রয়েছে।

এরপরে আসুন ৬ঠা নভেম্বর তারিখের "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকাটি দেখা যাক। প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখি—

Funeral Procession led by C. P. I. Leaders, 4th column আছে—"Other Ministers who placed wreaths and addressed the gathering were Mr. Somnath Lahiri Biswanath Mukherjee. Abdul Rezzak Khan Deoprakash Rai, Bibhuti Bhushan Dasgupta. Bhakti Bhusan Mandal and Dr. Kanai Lal Bhattacherjee. All of them condemned the "Wrongful attack" on these three men and urged the people to unite against such violence".

এখানেও "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় লেখা রয়েছে আমি ঐ ঘটনা সি, পি আই কর্মীদের মালাদান করি এবং একটু নূন্য ভাষার প্রতি গভীর নিন্দা জ্ঞাপন করি।

এবার অ নুন ৬ঠা নভেম্বর তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকাটি" দেখি। প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ শুরু হল এই হেডিং দিয়ে "তিন সি, পি, আই কর্মীর মৃতদেহ নিয়ে বিরাট মৌন মিছিল"।

এই সংবাদের অবশিষ্ট অংশে পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে লেখা রয়েছে –

"এর পর মিছিলে অংশ গ্রহণকারী ও সমবেত জনতার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এ অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা। মৃতদের উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জানাচ্ছি। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে তিনি অযথা বিস্তারিত বিবৃতিদিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

"মুখ্যমন্ত্রীর পর একে একে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, বিচার মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল, পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীআবদুল বেজ্জাক খাঁ, লেবরমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষি মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, উন্নয়নি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীদেওপ্রকাশ রাই, পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণগুপ্ত প্রভৃতি মাল্যদান করেন।

এইবার "যুগান্তর" পত্রিকাটি দেখা যাক। ৬ঠা নভেম্বরের যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বেশ বড় টাইপে ছাপা হয়েছে—

"× × × শোকযাত্রাটি রাইটার্স বিল্ডিংএর সামনে এলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, গুর্খা লীগ, সি, এস, পি, আর, পি, সি, আই এবং "লোক সেবক সংঘে" শবাধারে মালা দেন।

এই সংবাদের অবশিষ্ট অংশে পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে ছাপা হয়েছে—

লোক সেবক সংঘের মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণগুপ্ত মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।"

এর পরে আমার বিশেষ আর কিছু বলার নেই। তবে বিশ্বনাথবাবু, আপনারের মতো নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে দেশের লোক এক রকম অন্যায় আচরণ আশা করে না। একটা বিষাক্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে গেলে বিষাবই আপ্রয় নিতে হবেই। আপনি তাই করেছেন। পুরুলিয়ার জনসাধারণের কাছে যে উদ্দেশ্য, যেভাবে, যে রাজ্য ধারণার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—তার দ্বারা জনসাধারণের বিচারে আপনা। অনেক নীচে নেমে গেছেন। এটা ঘটিত বাঞ্ছনীয় নয়—তা ফলেও আপনারাই আত্মকৃত আচরণ দ্বারা। নিজেদের মর্যাদা শোচনীয়-ভাবে হারিয়ে চলেছেন। সমস্ত দেশে শুধু প্রকাশ জনসভায় আপনি যে এই অসত্য উক্তি করলেন তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তত্ত্ব রাজনীতি আপনারের কোথায় নামিয়ে নিয়ে চলেছে!

এই সম্পর্কে আরও দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি—আপনার অবগতির জন্য। সুবোধ বাবুদের সমর্থক একজন নিকট কর্মীকে নিয়ে শবযাত্রা বিধানসভা ভবনে আসার কথা ছিল। সুবোধ বাবু আমাকে বলেন—

আমি তার জন্য অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করি সুবোধ বাবু তা' ভাল করেই জানেন।

বেলেঘাটায় সি, সি, এস এর সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের হকদারী সংঘর্ষে যে ব্লকের একজন নিহত কর্মীকে নিয়ে নীরব শবযাত্রা বিধানসভা ভবনে এসে শ্রীযুক্ত চন্দ্র ঘোষ নিজে যেতে সাহায্যের ডালা অর্পণ করেন এবং মুখ প্রকাশ করে তাকাব কেন। এই সংবাদও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

সুতরাং যেখা যাচ্ছে আপনি যেভাবে আমাদের জনমতকে দেখাতে চেয়েছেন তার ভিত্তি কোথাও নেই। আপনার ভাষণে ঘটনাটি যেভাবে আপনি রেখেছেন সেটা খুবই মর্মান্তিক এই কারণে যে—আপনারেরই সহিকী সংঘর্ষে নিহত কিষাণ কর্মীদের শোচনীয় মৃত্যুকে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে বিনা প্ররোচনায় অত্যন্ত প্রানীকতরণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। একটি বেদনাহরক ঘটনার প্রতি আমাদের অমীক বিরূপতার ভাবকিনী সৃষ্টি ক'রে জনমনে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করার কাজ আপনার কাছ থেকে আশা করিনি।

এর পরে আপনার অন্যান্য বক্তব্যগুলির আলোচনা অপ্রয়োজনীয় হলেও প্রথম যেটি কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সে বিষয়টি আপনার কল্পনার সৃষ্টি যদিও তা মনগড়া কোন অজুহাত করার কথা নয়। আর ঐ সূত্র অনুযায়ী অভিযান চালালে তবে—সেটা সকলের উপরই সমবেতভাবে নির্ভর করে। এটা কোনও একটি পার্টি'র কথা নয়।

যাই হোক পরিশেষে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য আপনি লোকসেবক সংঘকেই গুরুতরভাবে এবং প্রধানতঃ দায়ী করেছেন। এবং তার জন্য অন্যেরও অবতারণা করেছেন। যেভাবে সেগুলি এনেছেন তাতে কিন্তু তথ্যের সম্বন্ধে তুবিচার করেন নি। সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে আর্দা গুরুত্ব আলোচনা করতে হয় এবং প্রকৃত ঘটনাগুলি জনসমক্ষে উপস্থিত করতে হয়।

আপনি লোকসেবক সংঘ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পুলিনিয়াই সমীচীন ক্ষেত্র বলেছেন—অন্য কোথাও এই আলোচনাই মূল্য নেই বলেই আপনি মনে করেন। একটু সময় করে যদি ধরাপীড়িত পুরুলিয়ার আমেন তাহলে একটা জনসভার আয়োজন একদিনের জন্য কোন ভুদিনের জন্য কোক তবা যেতে পারে। জনমনের আদালতে আমাদের গুরুত্বভাবে অভিযুক্ত করেছেন—সেইজন্যই সভ্যভাবেই আমরা দাবী করতে পারি যে সেই জনমনের সুপ্রীমকোর্টেই আপনি আপনার বক্তব্য বাখুন এবং আমরাও আমাদের তথ্য রাখি। আপনি এই প্রস্তাব অনুকূল বলে নিশ্চয়ই মনে করবেন না।

১৯৬৭ সন থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের জীবনে আমরা কোন পার্টির দলের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কি জনমতায়, কি সমস্যাভিত্তা মারফৎ কোনও প্রকার বাহাদুরভাবে আমাদেরও যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুসারেই যুক্ত হইনি—তার অবকাশও হয়নি প্রয়োজনও হয়নি। এই যুক্তফ্রন্ট ভাঙাভাঙির ব্যাপারেও আমরা পার্টিকে কোন বাহাদুরাবেই একেবারে যেগ দিইনি। কারণ বন্ধুবাধাদের দলগুলির নিজেদের মধ্যে যাচ্ছে তিক্ততা সৃষ্টি বা ছয় সেটাই আমরা সবসা চেয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি পুরুলিয়াকে বাংলা কংগ্রেসের আহত জনসভায় লোকসেবক সংঘ ও আমাদের সম্বন্ধে কতকগুলি ভিত্তিহীন সমালোচনা করা হয়। তাপরে আপনিও তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনাহক এবং অনাবশ্যক বাহাদুরাবের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। প্রকাশ্য জনসভায় আপনার অতীত কতকগুলি ভিত্তিহীন অভিযোগের জন্যই আজ আমাকে অভিজ্ঞতার কতকগুলি কথা লিখতে হল।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এসব ঘটনার ভিত্তর দিয়েই স্পষ্টই বোঝা গেছে এবং এখনও বোঝা যাচ্ছে যে, সহিকী সংঘর্ষে হিংসাত্মক সমস্ত অভ্যাচার বিরুদ্ধে লোকসেবক সংঘ ধিধাহীন ভাবে অভিমত ব্যক্ত করে এসেছে। রক্তবিনিময়ে তাকার বুক চেয়ে কখনো কাজ করে নি। সংবাদপত্রে এসব ঘটনা প্রকাশিত হয়ে থাকলে সাধারণ মানুষ তা মনে করে রাখবেন। আমরা কিছুদিন ধরেই দেখছি ভাংচি সুযোগ নিয়ে সত্য ঘটনাকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে যেনে বুঝে আমাদের বিরুদ্ধে একাগত কিভাবে অসত্যপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে—এই ব্যাপারটির ভিত্র দিয়ে তার অনেকখানি জনগণের কাছে উদ্ঘাটিত হবে আশা করি।

পরিশেষে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করি। কি জনগণে কি সংগঠনের ক্ষেত্রে, কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, কি মন্ত্রীত্বের ক্ষেত্রে, কি যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে সমস্ত দিক দিয়েই লোকসেবক সংঘের স্থেট এক পরিচয় রয়েছে যে কোনও প্রকার উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রচারের দ্বারা তাকে মলিন করা সম্ভবপর নয়।

আশা করি আমাদের মন্তব্যের প্রকাশের জন্য দিলাম। তিত্তিহীন সংবাদ দ্বারা আমাদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজকে দুঃখজনক হলেও তা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। ইতি

ভবদীয়
বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত
২৫।৫।৭০

কেয়ার (CARE) সম্পর্কে পাথমিক শিক্ষক সংঘের জেলা পরিষদের প্রস্তাব

আমরা পুরুলিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া CARE প্রকল্প নিম্ন খাদ্য স্তরের ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্টন করিয়া আসিতেছিলাম। দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, এই খাদ্য বন্টন করিতে গিয়া ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষতি ছাড়াও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছিল। অধিকন্তু এই CARE এর নিম্ন খাদ্যকে উপলক্ষ করিয়া শিক্ষক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা তিক্ততার পরিবেশ গড়িয়া উঠিতেছিল। তিত্তিহীন অভিযোগে শিক্ষকদের উপর পুলিশী নির্যাতনও চলিতেছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে CARE এর খাদ্য বন্টনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা ১৯৬৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে CARE বন্টন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে জেলার খাদ্য ত্রাণ কমিটি ও CARE বিতরণ সম্পর্কিত জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটির যুগ্মটি মিটি এ সমিতির প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হইয়াছিল। মিটি এ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের বার ভিত্তা CARE বন্টনের দুই বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া সভাপতি মহোদয় প্রকাশ করেন। তত্ত্ব তাহা সংশ্লিষ্ট উচ্চতর কর্তৃপক্ষ যাকি জেলা কর্তৃপক্ষকে জানাইবা বিষয়ে যে, প্রাথমিক শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন বিকল্প সংস্থার মাধ্যমে CARE বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। এক্ষণে অবস্থা দাঁড়াইতেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ যদি CARE এর খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তবে এই ব্যবস্থা পুরুলিয়া জেলাতে স্থগিত হইয়া যাইবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জেলার বর্তমান খরা সংকটের দিনে সমবেত নি য় নিতকের অনাহার ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরাত্মা জেলা পরিষদ সভা বরাণাভার সংগঠন কর্তৃক ক্ষমতা প্রা প্ত হইয়া নিম্নোক্ত প্রস্তাব করিতেছে যে, **আমরা পুরুলিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্ত সাপেক্ষে পুনরায় CARE এর শিশু খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।**

১। CARE সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা সত্বর প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদিগকে বিভালয়ে যোগদানের নির্দেশ দিয়া তাহাদের স্থগিত বেতন ও ভাতা এককালে দিতে হইবে।

২। সরকার ও আমাদের সমিতির সহ সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি CARE বন্টনের দুই বিকল্প ব্যবস্থা এবং অভিযোগের ত্রিয়া না করিবেন।

৩। CARE বন্টন বিষয়ে যে কোন অভিযোগই তদন্ত শিক্ষকদের উপর সরাসরি পুলিশী হস্তক্ষেপ চলিবে না।

৪। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ এবং CARE বিভাগের অফিসারদেরই CARE বন্টন বিষয়ক খাতাপত্র দেখার অধিকার থাকিবে।

৫। CARE কর্মীবৃন্দেরও তার বাড়াধিকে হইবে এবং মাসিক নিয়মিত ভাবে দিতে হইবে।

৬। CARE এর মাল খানেনের জন্য গাড়ী ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। CARE এর মাল বন্টনের বৈধয় দূর করিতে হইবে এবং সার্কেল ভবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সমিতির সার্কেল সম্পাদকদের যৌথভাবে মাল বন্টনের দায়িত্ব দিতে হইবে।

—•—

বিশ্ব সংবাদ

রুশ নোটের উত্তরে কম্বোডিয়া

আমেরিকার সঙ্গে সামরিক ক্ষতি করার বিরুদ্ধে রুশ সরকার কম্বোডিয়াকে যে হুঁসিয়ারী দিয়েছিলেন, কম্বোডিয়ার লন নোল সরকার তার জবাবে বলেছেন যে উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং সৈন্যদ সমস্ত বিদেশী সৈন্য কম্বোডিয়া থেকে অপসৃত হোক, তাঁরা এটা চান।

নোটে আরও বলা হয়েছে যে আমেরিকার সঙ্গে কম্বোডিয়া কোনরকম সামরিক চুক্তি করে নি। উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকংদের আক্রমণে আমেরিকার কাছে শুধুমাত্র সাহায্য চাওয়া হয়েছে। রাশিয়ার কাছেও অনুরূপ সাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল বলে নোটে বলা হয়েছে।

—•—

ভারতীয় সংবাদ

পুরীতে অতুল্য-বিজু সাক্ষাৎকার

২৯শে মে, মঙ্গলবার পুরীতে উড়িষ্যার শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও পশ্চিম বাঙলার আদি কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅতুল ঘোষের সাক্ষাৎকার হয়। ২৪শে মে শ্রীনীলমণি রাউত রায় ও শ্রীঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা উড়িষ্যার কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ শ্রীঘোষকে দেন এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁদের কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করেন।

পট্টনায়ক-রাউতরায়ের কর্মপন্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন যে উড়িষ্যার জনসাধারণ এই নূতন উদ্যমকে কীভাবে গ্রহণ করবেন তারই ওপর সব নির্ভর করছে। সম্প্রতি শ্রীঘোষ মন্তব্য করেছেন যে উড়িষ্যার রাজনীতি নির্ভর করছে শ্রীপট্টনায়কের ওপর।

—•—

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া পাতকুম হাউসের সালগ্ন রাঁচী রোডের ধারে প্লট করিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

এস. সেন
পাতকুম হাউস, পুরুলিয়া

বিশ্ব সংবাদ

ভূটানে চীনা আক্রমণের আশংকা

ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর ভূটানে কয়েকবার চীনা অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বড় রকমের চীনা আক্রমণ আশংকা করছেন। ভূটানের রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য ভারতের উদ্যোগই চীনকে বিচলিত করেছে। রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং এবং জেনারেল মানেকশ ভূটান পরিদর্শন করেছেন। ভূটানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যে নাকি প্রস্তুত আছে।

—•—

হুকুমদার কে ?

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে অযোধ্যা পাহাড়ে সমবেত সাঁওতাল জনতার ওপর যে ৩১ রাউণ্ড গুলি চালানো হয়েছিল তার আদেশ কে দিয়েছিলেন ?

প্রথমে জনশ্রুতি শোনা গেল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি. বি. মণ্ডল গুলি চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন। এখন শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি এরকম কোন আদেশ দেন নি।

পুরুলিয়ার জনসাধারণের মধ্যে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগছে, গুলি চালাবার আদেশ আদৌ কেউ দিয়েছিলেন কি ?

—•—



ইউবিআই-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশ বইটা তার একান্তই নিজস্ব—তার গর্বের ধন। কৈশোরে পা দিয়েই সে যে ব্যাঙ্কে টাকাপয়সা জমানোর সুযোগ পেয়েছে, এতে সে রীতিমত গর্বিত।

সত্যি কথা বলতে কি, সঞ্চয় জিনিষটা বড়দেরই কাজ। তবে ছেলেবেলা থেকে তার অভ্যাস তৈরী হওয়াটা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার—তাতে আখেরে কাজও দেবে।

১৩ বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে মাত্র ৫ টাকা দিয়ে ইউবিআই-তে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস :
৩, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫০টি শাখা বর্তমান।

Regd. No C—4240
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

PURULIA POLYTECHNIC
PURULIA

Applications in the prescribed form for admission into the Three Years Diploma Courses in Civil, Mechanical and Electrical Engineering for the session 1970-71 will be received by the Principal upto 30th of June, 1970. Application forms with prospectus will be available from the Polytechnic Office upto 30-6-70 between 8-00 a.m to 11-00 a.m. on working days on payment of 75 paise in cash or by Crossed Indian Postal Order payable to the Principal, Purulia Polytechnic, Purulia encashable at Purulia Post Office, accompanied by self addressed stamped 9" × 4" envelope bearing 35 paise postage stamp.

The minimum educational qualification for admission is passed S. F. or H. S. (with elective mathematics in stream other than Technical) or equivalent. Age limit is 15 to 20 Years on 1st January, 1970 and 23 years in case of candidates belonging to scheduled castes and tribes. Those who have appeared in the Higher Secondary (with elective mathematics)/School Final or equivalent examination this year may also apply in anticipation of their results. They will be required to send attested copies of mark-sheets within ten days after the publication of their results.

The application should accompany a registration fee of Rs 2/- (Two) only by Crossed Indian Postal Order (Not refundable) payable to the Principal, Purulia Polytechnic, Purulia at Purulia Post Office, attested copies of Admit Card, Mark-sheet and certificates and a copy of Passport size Photograph duly attested. No money order for registration fee will be accepted.

নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র মিউনিসিপ্যালিটির খাস দখলি "দশেরবাঁধ" নামক পুষ্করিণীতে ১৭।৭।৭০ হইতে ৩০।৬।৭১ তাং পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরের জন্য মৎস্য আবাদ ও ধরিবার বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। উক্ত বন্দোবস্ত লইবার জন্য আগামী ১০।৮।৭০ তারিখে বেলা ন্যূনাধিক সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসে নীলাম ডাক হইবে। যাঁহারা উক্ত সময়ের জন্য উক্ত বাঁধ বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অত্র মিউনিসিপ্যাল অফিসে হাজির হইয়া নীলাম ডাক করিতে পারেন। যাঁহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহাকে ডাকের সমুদয় টাকা ডাক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

যাঁহাকে উক্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটির প্রচলিত সর্ত্তে এক চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া
২৯।৫।৭০

দিলীপ রায় চৌধুরী
এডমিনিষ্ট্রেটর
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

জরুরী বিজ্ঞপ্তি
—:রাস্তাদের উদ্দেশ্যে:—

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তকে জানানো যাইতেছে যে, ৩০।৩।৭০ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ৩১।৫।৭০ ইং তারিখ মধ্যে যে রিটার্ণ (১০ নং ফরম) দাখিল করিবার দিন ধার্য্য ছিল তাহার মেয়াদ ৩১।৭।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইল।

পুরুলিয়া
তাং ১৬।৫।৭০

পার্থসারথি চৌধুরী
জেলাশাসক
পুরুলিয়া

নোটীশ

(দেঃ কাঃ আইনের হুকুম ১ নিয়ম ১০)
জেলা ও মোকাম পুরুলিয়া মুনসেফী আদালত
১০০ নং দেওয়ানী সন ১৯৭০ সাল
প্রহ্লাদ চন্দ্র কুণ্ডু দাঃ বনাম পুষ্পম চাঁদ সুনা আইৎ দাঃ

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার রাঙ্গাডি মৌজার সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে রাঙ্গাডি গ্রামের ১। প্রহ্লাদ চন্দ্র কুণ্ডু ২। বিশ্বম্ভর দত্ত ৩। গোপাল হরি খাঁ ৪। নারায়ণচন্দ্র দত্ত এবং ৫। সেখ কালু রাঙ্গাডি মৌজার পুরাতন সেটেলমেণ্টের ১১৭৯ নং প্লটভুক্ত ভূমি রাঙ্গাডি মৌজার সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য রাস্তা বলিয়া ঘোষণা পাইবার জন্য এবং ঐ রাস্তার পূর্ব পার্শ্বের প্রাচীর অপসারণ জন্য রাঙ্গাডি মৌজার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ঐ গ্রামের পুষ্পম চাঁদ সুনা আইৎ প্রমুখ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এই আদালতে উপরোক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় যদি কেহ বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি অত্র আদালতে ১৫।৬।৭০ তাং দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন।

অদ্য ২০।৫।৭০ তাং আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
S. N. Dutta
সেরেস্তাদার

"Wanted for Manbhum Victoria Institution, Purulia, the following teachers (Preferably trained)"

1. Two Science Graduate/Arts Graduate/Commerce Graduate on deputation vacancy (likely to be deputed)
2. One teacher for Vocational Guidance with necessary qualifications on permanent vacancy.

Apply to the Secretery to reach on or before 10th June, 1970.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্ত প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেনাতরুম
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় কর্ত্তৃ প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ } সোমবার, ৮ই জুন '৭০ } বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.
২৩শ সংখ্যা } ২৫শে জৈষ্ঠ ১৩৭৭ } নগদ—১৫ পয়সা



স্বপ্ন-বিজ্ঞান নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের পথ করিয়া দেয়। একমাত্র অহিংসা বিজ্ঞানই বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের পথে লইয়া যাইতে পারে।

—গান্ধীজী

অনাহার মৃত্যু অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

সরকারের সামনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি আজ দীর্ঘ দিন থেকে তুলে ধরার পরও অব্যাহত গতিতে নিত্য যে অনাহার মৃত্যু ঘটে যাচ্ছে—তা শাসন যন্ত্রের গ্লানীজনক অযোগ্যতার পরিচয়। এখনও মৃত্যু ঘটছে।" যেমন পুরুলিয়া জেলায়; তেমনি বিহারে অবস্থিত মানভূমের অংশগুলিতেও অনাহার মৃত্যু এগিয়ে চলেছে। যেমন রাজ্যপালের পশ্চিমবঙ্গ শাসনে,—তেমনি নব-কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত বিহারের শাসনে এই মর্ম্মান্তিক কলঙ্কজনক অনাহার মৃত্যু অব্যাহত। একে রোধ করতেই হবে। এই কিছু দিনের মধ্যেই এতগুলি মানুষের যে মর্ম্মান্তিক অনাহার মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদ বাংলা এবং বিহারে ঘটেছে তার বিবরণ এই—

পুরুলিয়া জেলায়

২৬ জুনের অনাহার মৃত্যু

জয়পুর ব্লক

ক্রমিক নং	তারিখ	অঞ্চল	গ্রাম	মৃতের নাম	বয়স
১)	২৯-৩-৭০	জয়পুর	জয়পুর	শ্রীমতী নিশি ঘুড়া	৪৫
২)	৪-৪-৭০	"	"	শ্রীমতী ঝাবু বাগরী	১৫
৩)	৫-৪-৭০	"	"	শ্রীকালী ঘুড়া	৬০
৪)	৯ ৫-৭০	উনর কাংন	রাঙ্গাটাঁড়	শ্রীনীলু নাপিত	৬৫
৫)	১০-৫-৭০	"	নারায়ণপুর	শ্রীমতী সাকিনা বিবি	১৬

পাড়া ব্লক

৬)	২৫-৪ ৭০	খাঁউরিডি	ডাঁউরিডি	শ্রীমতী মুকনী বাগরা	৫০
৭)	৫-৫-৭০	"	"	শ্রীরূপলাল বাউরী	৩৫

পুরুলিয়া ব্লক (২)

৮)	১-৬-৭০	আগরা-নড়রা	বক্সাদিনী	শ্রীবাউল মাহাতী (মাহাতী ভ)	৫৮

ছড়া ব্লক

৯)	১৪-৫ ৭০	কেশরগড়	কুমলুং	শ্রীমতী মানি মুর্মী	৩০

পুরুলিয়া ব্লক (১)

১০)	৮ ৫ ৭০	গাড়াসুপুর	ভরদা	শ্রীমতী পুষ মাহাত (ভাঁকাডি)	৬০

পুঞ্চা থানা

১১)	১২-৫-৭০	চাঁদড়া	বৈকণ্ঠডি	শ্রীঈশান মাহাত	১০
১২)	১২-৫-৭০	"	নরসিংডি	শ্রীসুফল চন্দ্র মাঝি	৭

কাশদা ব্লক (২)

১৩)	২০ ৫-৭০	বেতুনকোদর	বেতুনকোদা	শ্রীক ঠিক মুড়া	৪৫
১৪)	২-৫-৭০	চাটুহাড়া	চামড়াকা	শ্রীকনিলাল বাউরী (বাউরী পাড়া)	৩৫

কাশদা ব্লক (১)

১৫)	১৫-৫-৭০	তুলিন	তুলিন	শ্রীঘুলচাঁদ নাপিত	
১৬)	১৫-৫-৭০	"	"	শ্রীপতি মাহাত	
১৭)	১৮-৫-৭০	"	(সাহেব পাড়া)	শ্রীপদা সাহা	

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

ইচাগড়, নিমডি, পটমদা, চাণ্ডিলে

২৩ জুনের অনাহার মৃত্যু

ক্রমিক নং	তাং	অঞ্চল	গ্রাম	মৃতের নাম	বয়স

পটমদা ব্লক

১)	১৮ ৬ ৭০	কুমীর	কাটাগড়া	শ্রীগোবিন্দ সিং	৭৫
২)	৩-৫-৭০	"	"	শ্রীমতী নৌকা সিং (৮০গোবিন্দর স্ত্রী)	৬০
৩)	২৫-৫-৭০	গালীবুরু	গালীবুরু	শ্রীমতী নমী মুর্মিল	৬৫
৪)	১৫-৫-৭০	কুমীর	কাঁকিড়ি	শ্রীকার্ত্তিক তপ্তকার	৭৫
৫)	৩০-৪-৭০	হামোরদপুর	লুডকড়া	শ্রীবাখান মাহাত	৫৫
৬)	১০-৪-৭০	কুমীর	ইন্দাডাঁড়	শ্রীমতী সাবি মুর্মিল	৬০
৭)	১৮-৩-৭০	"	ঝুকরো	শ্রীসোনারাম মাঝি	

ইচাগড় ব্লক

৮)	২১-৪-৭০	×	তুলা	শ্রীমতী গঙ্গামনি মুর্মিল	
৯)	×	×	বিনতী	শ্রীমতী কৌশল্যা মুর্মুল্লা	
১০)	২৮-৫-৭০	×	বাঁকারকুঁড়ি	শ্রীমতী কুসমা কালিন্দী	
১১)	২০-৪-৭০	×	"	শ্রীমতী আদিবাসা সিংহড়া	

১২) অইসাডা গ্রামের শ্রীধরিন্দী গোপের মৃত্যু সংবাদ—সংঘের পক্ষে তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

১৩) ঐ গ্রামের শ্রীনীলমণি গোপের তিন বছরের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ—সংঘের পক্ষে তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

১৪) ঐ গ্রামের শ্রীরাম রজপুতের মৃত্যু সংবাদ—সংঘের পক্ষে তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

১৫) ঐ গ্রামের শ্রী ঘানীরামের ৪ বছরের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ—সংঘের পক্ষে তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

১৬) আরাংডি গ্রামের শ্রী চাঁদুরী মাহাত অনাহারের আশায় আত্মহত্যা করেছেন। সংঘের পক্ষে তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

পটমদা ব্লক

১৭) লাইদম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাগরা গ্রামে একজন মহিলার মৃত্যু সংবাদ এসেছে। তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

১৮) লাইদম পঞ্চায়েতের অধীনে পাদরা গ্রামে আর একজন মহিলার মৃত্যু সংবাদ এসেছে। তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

নিমডি ব্লক

১৯) একটি অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ এসেছে—তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

২০) আর একটি অনাহারের মৃত্যুর সংবাদ এসেছে—তাহার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
৪।৬।৭০

সম্পাদকীয়

ত্রাণ ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযান

ভয়াবহ খরায় যে ভূমিকম্পকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে—সেই খরা-ক্লিষ্ট আর্ত ও দুর্গতদের ত্রাণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। সমস্যা এত ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর যে এর সার্থক মোকাবিলা করা কোনক বেসরকারী সংস্থার সাধ্যা ও সাধ্যের অতীত—সুতরাং এই ত্রাণ-কার্য্যে মুখ্য অংশ ও ভূমিকা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলির সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা এই বিরাট কর্মযজ্ঞের কেবল আংশিক পরিপূরক মাত্র হতে পারে—আর সতর্ক দৃষ্টি দ্বারা এই কর্মকাণ্ডের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে ও সার্থক পরিচালনায় সহযোগিতা দান করতে পারে।

প্রয়োজনের তাগিদে ত্রাণকার্য্যাদি যেমন বহুমুখী ও ক্রমশঃ ব্যাপকতর হচ্ছে—সেই সঙ্গে বিভিন্ন ত্রাণ কার্য্যে দুর্নীতির স্রোতও প্রবল আকার ধারণ করছে। এই দুর্নীতির অভিযানে সরকারী যন্ত্রের একাংশ ও বেসরকারী স্বার্থান্বেষীরা যুগ্ম ও ভয়াবহজনক পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছে। এই সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতারক, জালিয়াৎ ও ঠকেরা সরকারী অর্থ ও সামগ্রীকে ফাঁকিপো দিয়া মুনফার জন্য ব্যবসা ফাঁকিয়ে তুলছে এবং চেক ডিলীক, খয়রাতী সাহায্য, প্রকৃতি বিধি ত্রাণমূলক কার্য্যের মূল উদ্দেশ্যকে কেবল ব্যাহতই নয় ক্ষেত্র বিশেষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

গো মাইল, ডীলার ও মোকাবারের এই আঁতাতপূর্ণ যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্তোরের সংগঠন করে দাঁড়িয়েছে এবং এদের অবাধ দুর্নীতি কখনই সম্ভব হচ্ছে পারে না—যদি না সংশ্লিষ্ট ব্লক কর্মচারী ও ব্লক কর্তৃপক্ষের পূর্ণ যোগসাজস থাকে। চেক ডিলীকের ক্ষেত্রে এটা যেমন প্রয়োজন—তেমনি খয়রাতী সাহায্য কন্টুর; কৃষি ঋণ বিতরণ, কূপ খনন ও সংস্কারের অর্থ বন্টন, খয়রাতী সাহায্য প্রাপকদের তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে জি, এল, অফিসার; গ্রাম সেবক; অঞ্চল প্রধান প্রভৃতিরও ব্যাপক দুর্নীতি সময় ত্রাণ ব্যবস্থাকে দুষিত ও বিষাক্ত করে তুলেছে। সুতরাং এই অবাঞ্ছিত ও ভয়াবহজনক অবস্থার উন্নতি বিধানে সার্থক ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ভবেচ্ছা উর্দ্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলে না দেখা গেলে কোনও আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রশাসন যন্ত্রের ত্রাণমূলক ব্যবস্থাধারার সঙ্গে অনিচ্ছাকে জড়িত হওয়া সমীচীন ও বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন না। সুতরাং জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনার পূর্ব্বে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত পূরণ করতে হবে যে ত্রাণমূলক ব্যবস্থার নিম্নতম থেকে উচ্চতম সর্ব্বস্তরেই দুর্নীতি উচ্ছেদে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ত্রাণ ব্যবস্থার দুর্নীতির সঙ্গে আবার ছই রাজনীতিরও প্রভাব বিভিন্ন স্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশীক কীম মন্ত্রী ও স্থান নির্দ্দারক; সে-মাইল, ডীলার প্রভৃতি নিয়োগ; খয়রাতী সাহায্যের তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্যে দুর্নীতির সঙ্গে ছই রাজনীতি সংযোগ করেছে। কংগ্রেসী আমলের ঐতিহ্যবাহী জি, এল, অফিসার, গ্রামসেবক, অঞ্চল প্রধান প্রভৃতিরা অধিকাংশই কেরল কংগ্রেসী মনোভাবাপন্নই নয়—অনেকেই হয়ত সক্রিয় কংগ্রেসী। সুতরাং সমগ্র ত্রাণকার্য্যের ব্যবস্থাধারা তথাকথিত কংগ্রেসী খাতে প্রবাহিত করার সক্রিয় অপচেষ্টা চলেছে—এবং উর্দ্ধতন ব্লক কর্তৃপক্ষও সজ্ঞানে, অজ্ঞানে বা অর্দ্ধজ্ঞানে ঐ ধারাকে সমর্থন করে চলেছেন। সম্প্রতি রাজ্যপালের খয়া অঞ্চল পরিবর্ত্তনের সূত্রে রাজ্যপালের সহধর্ম্মিণী এই জেলার ত্রাণকার্য্যের সহায়তা ও উৎসাহদানের যে প্রশংসনীয় মনোভাব হেমিকেপ্টারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনযন্ত্রের রাজনীতিজ্ঞ ও অদিবেচনা প্রসূত বিশেষ এক কার্য্যক্রম রচনার ফলে জনমানসে তথ্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং একজন সমানিতা মহিলার ভভেচ্ছাপূর্ণ কর্ম্মোদ্যমকে কলঙ্কিত ও অসমানিত করেছে। সুতরাং ত্রাণব্যবস্থা যাহাতে ছই রাজনীতির চক্র ও প্রভাব মুক্ত করার প্রতিশ্রুতিদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্লক ও অঞ্চল স্তরের খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলি সব কার্য্যতঃ বাতিল হয়ে রয়েছে এবং জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটীও কালেভদ্রে এক আধটী বৈঠকের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সুতরাং জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যম স্বরূপ এই খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলি সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকারী নীতি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্ধারণ ও ঘোষণা করতে হবে এবং খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলিকে ত্রাণকার্য্যের অংশ ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজ নিজ প্রতিনিধি ছাঁড়াই বহাল করে কমিটী-গুলিকে সর্বপ্রকার অভাব ও দুর্নীতির উর্দ্ধে রাখতে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে।

অ, চ,

—·—·—

টি, আরের কাজে শক্ত মাটির মাপ বিষয়ে কথাবার্ত্তা

টি, আরে যারা কাজ করছেন—তারা বলছেন একে প্রচণ্ড রোদ, তাতে মানভূমের মাটি। চৌকার মাটি ১০০ সি, এফ, টি বরতে গেলে বহু লোক দিনে একটাকাও রোজগার করতে পারছে না। সে জন্য কমিশনারের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে কথাবার্তা কবি। তিনি বলেন যে, রিলিফবিবি বিধানেই আছে মাটির কাজে চওড়াই, দূরত্ব, মাটি শক্ত প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন হব আছে—বিশেষ বিবেচনা করার আছে। আপনারা সর্ব্বত্র বি, ডি, ওদের বলুন। তাঁরা বিবেচনা করুন। আমরা বলেছি—জেলার মাটি সর্ব্বত্র প্রায় সমান। পৃথক বিবেচনার কিছু নেই। ১৯৬৭ সালের মত একটা সাধারণ নির্দ্দেশ দিয়ে ১০০ জায়গায় ৬০ সি, এফ টি করা হোক। এ বিষয়ে রিলিফ উপদেষ্টা শ্রীএম, এম, বসুকেও জানান হচ্ছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
৪।৩।৭০

—·—·—

রিটার্ন দেবার তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবী

৩১শে তারিখে সার্কিট হাউসে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁকে আমি বলেছিলাম যে জুলাই মাসে বর্ষার সময় রিটার্নের শেষ তারিখ করায় এই জেলার চাষীদের খুবই অসুবিধে হবে। সে জন্য আরো দু'মাস বাড়িয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর করা হোক। কমিশনার তা সমর্থন করেন। রাজ্যপাল তাতে সম্মত হন। কেউ কেউ বলেন ৩১শে ডিসেম্বর করা হোক তখন লোকের হাতে পয়সা আসবে। তাতে আমি বলি যে, আরো সময় বাড়ালে আমাদের আপত্তি নেই। রাজ্যপাল বলেন—রিটার্ন তো দিতে হবে। আর বেশী সময় বাড়ানো কেন? এ ছাড়া আমরা বলি যে, এখনো বহু জায়গায় মাপ শেষ হয় নি। নতুন পচড়া হয় নি। সে সব জায়গায় লোকে রিটার্ন দিতে পারবে না। কমিশনারও তা সমর্থন করলেন। ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়ানো হবে কি না বুঝলুম না। তবে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়ানো হবে—রাজ্যপাল এই মনোভাব প্রকাশ করলেন।

—·—·—

রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন ও আমাদের সঙ্গে বৈঠক

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ডি, আর তালিকা তৈরীর ব্যাপারে অবাধ অনাচার

এর পর ডি, আর সম্পর্কে বললাম যে, ডি, আরের তালিকা অফিসার কর্ম্মচারীদের যেচ্ছামত করা হচ্ছে; অত্যন্ত বিপন্ন, যি আর পাবার যোগ্য ব্যক্তিরা পাচ্ছে না—তার চেয়ে কম যোগ্যেরা তালিকাভুক্ত হচ্ছে—এই ব্যাপক অভিযোগ। এই সময়ে ডি, সি বললেন—ডি, আর তালিকা অঞ্চল খাদ্য ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে হচ্ছে। আমি উত্তরে বললাম—এ একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। বি, ডি, ও-রা ব্লক কমিটির কনভেনার থাকা সত্বেও এই উদ্দেশ্যে মিটিং ডাকছেন না। এবং অঞ্চল স্তরে কিছু করে—তারও নির্দ্দেশ ব্লক স্তরে দেওয়া হচ্ছে না। আমি প্রতিবিধিরের দিকে তাকিয়ে বললাম—এখানে পার্টির প্রতিনিধিরা ও অফিসারেরা আছেন—তাঁরা একথা সত্য নয় ব'লে কেউ বলতে পারেন? প্রতিনিধিরা আমার কথা সমর্থন করলেন অফিসারেরা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম—এই সবকেই ডি, আর ব্যাপারে যা চলছে তা একনিই বন্ধ করুন। কাজের ব্যাপারটা দেখুন। খাদ্য ত্রাণ কমিটির মধ্যেরা ব্যক্তিগতভাবে তালিকা তৈরী করে অত্যন্ত বিপন্ন ব্যক্তিদের নাম দেন। তা বাতিল করে কর্ম্মচারী-দের যেচ্ছামত তালিকার কাজ অবাধিতভাবে চলছে।

জনসহযোগিতার লক্ষ্যে রাজ্যপালের দৃঢ় নির্দ্দেশ

কমিশনার বললেন—যুক্তফ্রন্ট গঠিত খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলি কার্য্যকরী হয়েছে কি না এই নির্দ্দেশের অভাবে এই অবস্থা হয়েছে। আমি বললাম—তা ঠিক নয়—কারণ জেলাস্তরে তাদের ডি, সি তার মিটিং ডাকলেন কি করে? উপদেষ্টা শ্রীবসু বললেন খাদ্য ত্রাণ কমিটি যেমন ছিল তেমনই তো আছে। তাতে রাজ্যপাল বললেন অবিলম্বে সমস্ত বি, ডি, ওকে নির্দ্দেশ দাও—ব্লক, অঞ্চল সমস্ত কমিটির বৈঠক হতে থাক এবং জনগণের সহায়তায় এবং তদারকে সমস্ত রিলিফ কাজ চলুক। জনসহযোগিতা লাভের সুন্দর একটা ব্যবস্থাতে এই খাদ্য ত্রাণ কমিটি রয়েছে দেখছি।

ডি, সি কর্ত্তৃক জনগণের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ

এই সময় ডি, সি, রাজ্যপালকে বললেন—পার্টিগুলির নিচের স্তরের কর্মীরা সহযোগিতা করছেন না। তাতে রাজ্যপাল বললেন এ যদি হয় এটাতো খুবই দুঃখের কথা। এ বিষয়ে আপনারা কি বলছেন? আমি উত্তরে বললাম—ডি, সির ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। দুর্ভিক্ষে বিপন্ন মানুষেরা সহায়তা চাইছে সরকারী সাহায্য যাতে প্রসারিত হয়—ভালভাবে চলে—তার জন্য সহযোগিতা করতে সারা জেলার মানুষ হাত বাড়িয়ে রয়েছে—আর উনি বলছেন সহযোগিতা নেই? ঐ অভিযোগ করা অত্যন্ত অন্যায়। বরং জনগণ সহায়তা দিতে চান, জেলা শাসনই সহযোগিতার মনোভাব করছেন না। খাদ্য ত্রাণ কমিটি প্রভৃতির বৈঠক বন্ধ রেখে তাঁরা জনসংযোগ এড়াতে চান। আসল কথা, এখন পর্য্যন্ত এমন কিছুই বিলিফ কাজ আমরাও করবেন নি—যাতে সহযোগিতার কথা ওঠে—ব্যাপক কাজ সুরু ক'রে ডাকুন—দেখুন সহযোগিতা পাচ্ছেন কি না। জনগণ বিরূপ হয়ে থাকলে তা ওঁদেরই জন্য। আর আমাদের সহযোগিতার মনোভাব যখন রয়েছে—তখন আমাদের নিচের স্তর বিতরণ হবে কেন? অসহযোগিতার কথা ভিত্তিহীন। রাজ্যপাল বললেন—ভাল কথা, ভাল কথা।

অবিলম্বে ব্যাপক ও উপযুক্ত কৃষি ঋণ—আমাদের দাবী

আমরা রাজ্যপালকে বলি যে, আজ মধ্যবিত্ত ও গরীব চাষীদের জন্য ব্যাপক হারে উপযুক্তভাবে কৃষি ঋণ সমূহ দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। রাজ্যপাল বলেন—আমরা ঋণ প্রভৃতি দিচ্ছি। উত্তরে আমি বলি যে, তা খুবই কম হচ্ছে। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মহাজনদেরও আজ ঋণ দেবার ক্ষমতা ও মনোভাব আরো উন্নয়ন নয়। দেশজ অবিলম্বে ব্যাপকভাবে উপযুক্ত ঋণ দিলে চাষী নিজে দর ব্যবস্থা করে নেবে।

বীজ ধানের চেয়ে বীজ ধানের ঋণ বা সাহায্যই ভাল হবে

কোনো প্রতিনিধি এই সময়ে রাজ্যপালকে শীঘ্র বীজ ধান সরবরাহের কথা বলেন। আমরা এখন আর বীজ ধান দেবার কথা বলি নি। অবের কথাই বলেছি। কারণ বীজ ধান পৌঁছুতে দেরী হবে—বীজে অনেক গোলমালও হয়। চাষ লেগে গেল। বীজ ধান কবে আসবে? ঋণ বা বীজের জন্য সাহায্য পেলে চাষীরা নিজেরা যেখান থেকে হোক নিজেদের মনোমত বীজ নিয়ে আসবে। বিজ্ঞানীয় কমিশনার এই অসুবিধার ওপর বিশেষ জোর দেন। বলেন, কোথায় কত বীজ লাগবে তা ঠিক করাও মুস্কিল আর এখন বর্ষার নিশ্চয়তাও নেই। সেজন্য এই মুহূর্তে ব্যবস্থা রাজ্যপাল অনুমোদন করেন।

জেলার স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থার আলোচনা

আমাদের দ্বিতী সাক্ষাৎকার প্রতিনিধির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান উপস্থিত এই জেলার জন্য উপযুক্ত বিলিফের সঙ্গে স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা যাতে নিতান্তই এই দুর্ভিক্ষ রোধ করা। এ বিষয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত আলোচনা হয় তার বিষয় আগামী বারে লিখবো।

শাসনযন্ত্রের সদিচ্ছা থাকলে দ্রুত উপযুক্ত ব্যাপক ব্যবস্থা হবে

টাকার অভাব যখন নেই তখন বিলিফ কাজ চাহিদামত ব্যাপক-ভাবে এগিয়ে চলছে না কেন—রাজ্যপালকে আমি জিজ্ঞেস করায় বললেন মব নিয়ম পালন করে কাজের ব্যবস্থা করতে শাসনযন্ত্রের দিক থেকে বিলম্ব ঘটে। তাতে আমি বললাম—এ কথা ১৯৬৭ সালের আগে বললে হয় তো উত্তর দিতে পারতাম না। মনে হত তাই বুঝি সত্যি। কিন্তু ১৯৬৭তে দেখেছি—ইচ্ছে এবং দৃঢ়তা থাকলে বিদ্যুৎগতি দেখা যায় ক'রে ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কি, আর, টি, আর, কৃষি ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হতে পারে। ১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে আমরা তা করেছি। সেই দৃষ্টান্ত সামনে রয়েছে। আমাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসুন—তাজ কিভাবে হয় দেখবেন। রাজ্যপাল বললেন—আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

—·—

অনাহার মৃত্যু অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বরাবাজার ব্লক

ক্রমিক নং	তাং	অঞ্চল	গ্রাম	মৃতের নাম	বয়স
১৮)	২৯-৫-৭০	ভুবনডি	ভুবনডি	শ্রী ভুলকী সর্দার	৭০
১৯)	মে মাস	"	মানবুরু	শ্রীরাধা কুমার	৬৫
২০)	৪-৬-৭০	বেলদা	বেলদা	শ্রীমতী সুন্দরী বিবি	৬৫
২১)	২৭-৫-৭০	ছড়রা	ছড়রা	শ্রীপ্রাবন বাউরী (কুষ্ঠরোগী)	৪৫
২২ ২৩)	জানলা থানার দুজনের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন—শ্রীএনীর কুমার মল্লিক এম, এস, এ। বিশদ বিবরণ দেন নি।				
২৪ ও ২৫)	জালদা থানার তুলিন গ্রামে ২ জনের অনাহারে মৃত্যুর খবর দিয়েছেন শিক্ষকানী কুমার কুণ্ডু। ইনিও বিবরণ দেন নি।				
২৬)	জালদা থেকে আর একটি অনাহার মৃত্যু সংবাদ শ্রীমকুল কুমার হালদার দিয়েছেন।				

এই তালিকার ১নং থেকে ১০ নং পর্য্যন্ত ঘটনা লোক সেবক সংঘ থেকে তদন্ত করে ঘটনা সত্য বলে জেনেছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
৪-৬-৭০

—০—

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া পাতকুম হাউসের সংলগ্ন রাঁচী রোডের ধারে প্লট করিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

এস, সেন
পাতকুম হাউস, পুরুলিয়া

রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন ও আমাদের সঙ্গে বৈঠক

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

অবশেষে রাজ্যপাল এলেন

অজান্ত বিলম্ব হলেও অবশেষে বিগত ৩১শে মে তারিখে রাজ্যপাল পুরুলিয়া এলেন। দিল্লীর শাসন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলুম, রাজ্যপাল দুর্ভিক্ষ বিষয়ে উদাসীন এবং তার ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি নিরতিশয় অমনযোগ প্রকাশ করেছেন—ওঁকে সচেতন করা দরকার। সেই কারণে দিল্লী থেকেই তিনি ডাড়া যেতে চেয়েছেন; এবং আমরাও ওঁকে অবিলম্বে জেলা পরিদর্শনে জরুরী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

সার্কিট হাউসে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক

সার্কিট হাউসে বেলা ১১টার ওঁর সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়। তিনি আমাদের ডেকেছিলেন। জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির সদস্যদের ডেকেছিলেন। আলোচনার সময় রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীমৃণালকান্তি বসু, বিভাগীয় কমিশনার প্রবিরঞ্জিত ঘোষ, এবং ডি, সি, শ্রীনার্থানারী চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে আমাদের সংঘের শ্রীসুবর্ণরি মাহাত এম, পি, শ্রীসিহিন মাহাত, এম, এল, এ এবং আমি ছিলাম। অন্যান্য দলের ছিলেন —ডি, সি, আই-এর শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক, এস-ডি-ও ও সি'ভে, এস, বিধান এম, সি; আর, এম, সিং শ্রীঅমৃত মিত্র; এস, ইউ, সিং, শ্রীসুবুধরণ ব্যানার্জী, শ্রীকেনারাম মণ্ডল, বাংলা কংগ্রেসের শ্রীশিশির কুমার বন্দোপাধ্যায়, মার্ক্সিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীগুরুক হালদার। সমাজ কল্যাণ বোর্ডের পক্ষে ছিলেন শ্রীমতী সান্ত্বনাদী মুখার্জী, নিবেদিতা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আরো দু চার জন ছিলেন।

আলোচনা আরম্ভ : আমার প্রশ্ন—তাহলে আমাদের ডাকলেন কেন ?

রাজ্যপাল বললেন—বলুন কি বলতে চান। উত্তরে বললাম—আপনি কি ডেকেছেন—আপনি কি জানতে চান তা' আপনি বলুন। রাজ্যপাল বললেন —জেলা পরিস্থিতি বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য শুনতেই এসেছি। তাতে বললাম—সংবাদ পত্র থেকে দেখছি—আপনি এই জেলার অবস্থা বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না—সেই কারণে উপযুক্ত ব্যবস্থাও আপনি গ্রহণ করতে পারেন নি। সেজন্য আমাদের কাছে আপনি ভয়াবহ পরিস্থিতি কি তা শুনুন। রাজ্যপাল উত্তর দিলেন—আমি এই জেলার পরিস্থিতি জেনেছি—আমি তো আমার জেলা শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংবাদ নোব—তাই নিয়েছি। তাঁদের কথাইতো আমার মানতে হবে। আমি বললাম তাঁদের কথাই যদি আপনাকে মানতে হয়—তবে আমাদের ডেকেছেন কেন ? জেলা কর্তৃপক্ষ আপনাকে যা সংবাদ দিয়েছেন—তা আদৌ ঠিক নয়।—আমরা জেলার খবর রাখি—যদি জেলার যথার্থ খবর শুনতে চান আমাদের কথা শুনতে হবে। আর যদি জেলা কর্তৃপক্ষের কথাই আপনি চূড়ান্ত মনে করেন—তাহলে আমাদের ডাকার আপনার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

তাতে রাজ্যপাল বললেন—না, না, আপনারা জনগণের প্রতিনিধি— জনগণের সঙ্গে আপনাদের যে যোগাযোগ তা আমার অফিসারদের কি ক'রে হবে। আপনারা জনগণের খবর ভাল জানেন আর তার তথ্যাদি দেবেন—শুনবো।

রাজ্যপাল জেলার প্রকৃত অবস্থা জানেন না কি ?

আমি বললাম—আজকের বয়সটাতে দেখলাম—আপনি এম, ইউ, সিং নেতা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের কাছে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার রিলিফ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখছি পুরুলিয়ার চেয়ে বাঁকুড়ার বিষয় কমের রিলিফ চর বেশী ক'রে দেওয়া হচ্ছে। বাঁকুড়ার দুর্গত জনগণ রিলিফ পান—আমরা চাই। কিন্তু বাঁকুড়ার চেয়ে পুরুলিয়ার অবস্থা অনেক বেশী খারাপ। কিন্তু তবুও পুরুলিয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে না—এও থেকেই প্রমাণ হয়েছে। আমি বয়সতীর রিপোর্ট পড়ে দেখালাম। বলরাম বাঁকুড়ায় আজ দু লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হয়েছে। আর আমাদের জেলায় সেচ ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। বাঁকুড়ার অর্থ-নৈতিক অবস্থার চেয়ে পুরুলিয়ার অবস্থা আরো খারাপ। তবু পুরুলিয়ার প্রতি এই অবিচার কেন ? এর থেকে মনে হচ্ছে—এখানের অবস্থার গুরুত্বই আপনি উপলব্ধি করেন নি বা আপনাকে করতে দেওয়া হয়নি। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হ'লে ব্যবস্থাও অন্য রকম হোত।

পুরুলিয়ার দুর্গতি বিষয়ে রাজ্যপালের স্বীকৃতি

তাতে রাজ্যপাল বললেন—বাঁকুড়ার অবস্থা চেয়ে সত্যই পুরুলিয়ার অবস্থা আরও খারাপ। তবে সংবাদমতে আমার বিবৃতি বলে বা বলা হয়েছে—তা সত্য নয়। আমি নিজে যে তথ্য জানি না—তা অপরকে বলব কি করে ? তাতে আমি বললাম—আমরা তা'হলে কি বুঝবো। এম, ইউ, সিং রাষ্ট্রবিধান কেন্দ্রীয় বলেছেন আপনি বলেছেন। আপনি বলছেন—আপনি বলেন নি। তবে কি সংবাদপত্র যা ছাপে একটা লিখে দিয়েছে। রাজ্যপাল বললেন—আমি ওসব কথা বলি নি।

রিলিফ কাজের নমুনাতেই বোঝা যাচ্ছে—অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হয় নি

তাতে আমি বললাম—আপনি যদি ওসব নাই-ই বলে থাকেন— কিন্তু জেলায় রিলিফ ব্যবস্থা দেখেও বুঝছি পরিস্থিতির গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করেন নি। এই জেলায় ১৬৭টি অঞ্চল—কিন্তু মাত্র ১২০টি টি, আর, স্কীম করেছেন। অঞ্চল প্রতি ১টা স্কীমও পড়ে নি। এই কথায় রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রী বসু বলেন—টি, আর স্কীম ২০০ ওভার নেওয়া হয়েছে। আমি বললাম—১২০র বেশী স্কীম হয়তো সম্ভাবি হয়েছে—আর স্কীম কতগুলো নামমাত্র আছে—কখনো চলছে কখনো বন্ধ—আর আমরা এখন অঞ্চল দেখেছি যেখানে একটাও স্কীম চলছে না। আমি বিভাগীয় কমিশনারকে আগরা-নড়রা অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি কোনো স্কীম চলছে না—কাজের অভাবে লোক বেড়াবেড়ি করছে।

এই কি কাজ ? প্রতি অঞ্চলে ৫টি স্কীম খোলা হোক

কমিশনার বললেন—হাঁ। পরিদর্শনে গেছলাম—ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে কাজ বন্ধ ছিল। তাতে আমি বললাম—যেখানে একটা অঞ্চলে হাজার হাজার অনাহারে মৃতপ্রায় মানুষ কাজের অভাবে হাহাকার করছে—সেখানে একটাও কাজ চলবে না, এটা কি রকমই বা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি আর কি রকমই বা রিলিফ কাজের নমুনা ? প্রত্যেক অঞ্চলে যেখানে এখনই অন্ততঃ কমপক্ষেও ৫টি ক'রে টি, আর স্কীম করা দরকার —সেখানে একটা আধটা খোঁড়াই যদি চলে—তাতেই কি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচয় রয়েছে ?

রাজ্যপাল বললেন—টাকার অভাব হবে না - প্রধানমন্ত্রী নিজে ব্যগ্র

আমি বললাম—আরো অনেক টাকার অভাবে কাজ খোলা যাচ্ছে না। তাতে রাজ্যপাল বললেন—না, না টাকার অভাবের কোনো প্রশ্ন নেই। এখানের রিলিফের জন্য যত টাকা চাই—তা পাওয়া যাবে। কাজ করতে পারলেই হোল। টাকার কোনো অভাব হবে না—হচ্ছে না—কারণ প্রধান মন্ত্রী এই জেলার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখছেন। খোঁজ খবর নিচ্ছেন। গত কালই তিনি আমার চিঠি দিয়েছে—যার থেকে বুঝতে পারছি—এই জেলার দুর্গত মানুষ বিষয়ে উনি বিশেষ আগ্রহান্বিত।

অনাহার মৃত্যু ক্রমশঃ বাড়ছে : কাজ নেই : উপরন্তু অনাচার

এখানে আমি বললাম—অবস্থা কি রকমের হ'য়ে উঠেছে দেখুন। ইতিমধ্যে ২৯ জনের অনাহার মৃত্যুর তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। আমি একটি তালিকা রাজ্যপালকে দিলাম। (ইতি মধ্যে আরো লোক অনাহারে মারা গেছে—রোজ মারা যাচ্ছে)। বললাম—দিনের পর দিন অনাহারে মানুষ মরছে। এর অর্থ রিলিফ ব্যবস্থা আদৌ ঠিক মতো হচ্ছে না। শাসন কর্তৃপক্ষের দিক থেকে অবস্থা উপলব্ধি করার মনোভাব আদৌ নেই—বরং নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার জন্য অনাহার মৃত্যু চাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছে। জি, আর বিলিফ নামে অর্থাৎ অনাহার চলেছে। টি, আর, প্রভৃতিকে রাজনীতি ও অনাচার চলেছে। এবং জনসাধারণের সহায়তা যাতে নিতে না হয়—তার জন্য নানা প্রচেষ্টা অবলম্বিত হচ্ছে। আমি বিষয়টা পরে আলোচনা করছি।

জি, আর, শতকরা ২০ ভাগ চাই

জি, আর বিষয়ে কথা ওঠায় রাজ্যপাল বললেন—এখানে তো শতকরা ৫ ভাগ জি, আর, হচ্ছে। তাতে বললাম যে, আমি আপনার কাছে আগে যে প্রস্তাব সমূহ দিয়েছি—তাতে বলেছিলাম অবিলম্বে উপযুক্ত টি, আর এবং ঋণ প্রভৃতি ক'রে জি, আর, শতকরা ৫ ভাগ হলেই চলবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত টি, আর বা ঋণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই না করায় বহু মানুষ এমন বিপন্ন যে অবিলম্বে শতকরা ২০ ভাগ জি, আর ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ যেভাবে কাজ এগোচ্ছে—তাতে আরও বেশী সংখ্যায় টি, আরের কাজ আরম্ভ হতে চেষ্টা হবে। সেজন্য জি, আর বাড়ানো চাই। বহু মানুষ বহুদিন টিকতোনো খেয়ে না খেয়ে এত দুর্বল হয়েছে যে, কাজ দেখেও সকলের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা মুস্কিল, সেজন্য এখন জি-আর শতকরা ২০ ভাগ করতেই হবে।

জি, আর বিষয়ে রাজ্যপালের আশ্বাস

তখন রাজ্যপাল তাঁর উপদেষ্টা শ্রীমৃত্যুকে বললেন—শতকরা ২০ ভাগ জি, আর এটা কি রকম ব্যাপার হচ্ছে। আমি বললাম—যুক্তফ্রন্ট আমলে ১৯৬৭ তে জি, আর, শতকরা বোধ হয় বড় ক্ষেত্রে ৪০ ভাগ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল বললেন—৪০ ভাগ ? কমিশনার বললেন—কত ভাগ দেওয়া হয়েছিল তার রেকর্ড এখন এখানে নেই—তবে অনেক বেশীই দেওয়া হয়েছিল। আমি রাজ্যপালকে বললাম—টাকার কোনো অভাব হবে না আপনি যখন বলছেন—তখন বিপন্ন মানুষকে বাঁচাবার জন্য ২০ ভাগ জি, আর করা দরকার। এই ২০ ভাগের ব্যবস্থা আপনারা অবিলম্বে করুন। তাতে রাজ্যপাল বললেন—এ বিষয়ে আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না। পশ্চিম বাঙ্গলার জন্য যে পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়েছে— তার বৈঠক শীঘ্র হচ্ছে—তাতে শতকরা ২০ ভাগ জি, আরের প্রস্তাবটি আমি রাখবো। তাঁরা আর্থিক দিক ও অন্যান্য দিক বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৫০০ লঙ্গরখানা—আমাদের দাবী এর উপযোগিতা

এর পর আমি লঙ্গরখানার কথা তুললাম। বললাম—অবিলম্বে সারা জেলায় লঙ্গরখানা করা উচিত। বিপন্ন আর্ত মানুষ তৈরী খাবার পেলে অনেক সুবিধা বোধ করবে। কম খাদ্যে বেশী লোককে খাওয়ানো যাবে। এতে দুর্নীতিও অনেক কম হবে। রাজ্যপাল বললেন—জেলার জন্য কত লঙ্গরখানা চাই মনে করছেন এবং এক একটায় কত জন খাবেন ? এর জবাব আমি যা বললাম—তা দুটি বিবেচনায়। ১৯৬৭ সালের চেয়েও এবারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরো তীব্র এবং আরো ব্যাপক। তাছাড়া রাজ্যপাল বললেন—টাকার অভাব নেই। সেজন্য বললাম প্রতি অঞ্চলে তিনটি করে লঙ্গরখানা করুন—প্রত্যেকটিতে ১০০০ লোক খাবেন। অর্থাৎ যেখানে ১০ লক্ষ লোক বিপন্ন সেখানে অন্ততঃ ৫ লক্ষ লোক লোক আগর সাবেন ১৬৭টি অঞ্চলের জন্য ৫০০ কেন্দ্র। এই পরিকল্পনা বাধা হোক তাতে অবশ্য বুঝে সব বেশী করা যাবে।

রাজ্যপালের আশ্বাস - জনগণ লঙ্গরখানা করুন সরকার রসদ দেবে

রাজ্যপাল বললেন—এক একটায় কি রকম খরচ লাগে দেখতে হবে। তবে এই লঙ্গরখানাগুলি চালানো তো সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে সম্ভব নয়—জনসাধারণের পক্ষ থেকে না চালালে এগুলি করা মুস্কিল হবে। তাতে আমি বললাম ১৯৬৭তে জনসাধারণের পক্ষ থেকেই সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ায় লঙ্গরখানা চলেছিল। তাতে রাজ্যপাল জিজ্ঞেস করলেন— জনসাধারণ দায়িত্ব নিতেছিল আপনারা এ সবের দায়িত্ব নিতে রাজী ? আমি বললাম—আপনি লঙ্গরখানার বন্দ যোগাবের ব্যবস্থা করুন—দায়ী জেলার জনসাধারণের পক্ষ থেকে এর দায়িত্ব নেতে গ্রহণ করা হয়। তার ব্যবস্থা আমরা করব। তবে সরকারী পক্ষ থেকে ভাল তত্ত্বাবধান রাখুন। আর এ সম্পর্কে সর্বত্র স্থানীয় কমিটি ক'রে তাদের সহায় ক'রে রাজ্যে হবে যে, দু চার জন বিবেকহীন যেন গোলমাল বা করতে পারে। ১৯৬৭তে কিছু কিছু লঙ্গরখানায় অসুবিধার গোলমাল ঘটেছে—তবে তাও যাতে না হয় দেখতে হবে। তবে জরুরী অবস্থায় এত তাড়াহুড়োর মধ্যে এতের বিরাট ব্যাপারে একেবারে গোলমাল হবে না-বলা সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা রাখলে গোলমাল খুবই কম হবে।

লঙ্গরখানায় ডি-সির অনিচ্ছা : রাজ্যপালের জবাব—কোমর বাঁধতে হবে

লঙ্গরখানা ব্যাপারে নানা অসুবিধের কথা ডি, সি, তুললে রাজ্যপাল বললেন—জরুরী অবস্থায় বহু আর্ত মানুষকে রক্ষার জন্য সরকারকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়—লঙ্গরখানা করে মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থার তাগিদা আছে—কিন্তু সময়ে সরকারে কোমর বাঁধতে হয়—রাজ্যপালকেও কোমর বাঁধতে হবে—নেতাদেরও কোমর বাঁধতে হবে—একজন জেলাশাসককেও কোমর বাঁধতে হবে। অন্যান্য দলের করতে হবে। বেশলাম—লঙ্গরখানা বিষয়ে রাজ্যপালের বিশেষ আগ্রহ। আমি বলেছিলাম, লঙ্গরখানার ব্যবস্থাই বেশী করে করলেও, অন্ত কি-আরও রাখা দরকার হবে - যারা অসমর্থ হয়ে বা সামাজিক কারণে লঙ্গরখানা যেতে পারবেন না তাঁদের জন্য।

লঙ্গরখানা বিষয়ে অন্যান্য পার্টির আপত্তি

এই সময়ে দু একজন বললেন—লঙ্গরখানায় দুর্নীতি বেশী হয়। আমি বললাম—কিছু কিছু অভাগায় অল্প বিস্তর দুর্নীতি হয়েছিল সত্য—তবে অন্ত জি, আরে আরো বেশী দুর্নীতি ঘটে। লঙ্গরখানায় অনসাধারণের দায়িত্ব থাকে। অন্ত জি, আরে সরকারী কর্মচারীদেরই আধিপত্য। এ বিষয়ে আলোচনার মধ্যে সি, পি, আই; এম, ইউ, সি; আর, এম, পি; মার্ক্সিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি অনেকগুলি দলের প্রতিনিধিরই লঙ্গরখানা সমর্থন না ক'রে শুকনো খাদ্য ও টাকার যে কি, আর দেওয়া হয়— সেই জি-আরই সমর্থন করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—এতে ৭ দিনে একবার জি আর আনতে গেলেই চলবে লঙ্গরখানায় যাওয়ার ঝোঁক থেকে হবে। তাছাড়া লঙ্গরখানায় যেতে মানুষ অসম্মানের বিষয় মনে করে ইত্যাদি।

লঙ্গরখানা বিষয়ে এঁদের যুক্তি বা আপত্তি—আমি সঙ্গত মনে করিনি

আমি এঁদের এই কথায় বা যুক্তিতে সায় দিতে পারলাম না। কারণ শুকনো জি, আর একপক্ষকালে বা সপ্তাহে একবার নিয়ে, তাহলে আগর টি, আরে কাজ করতে যাবে। লঙ্গরখানা হ'লে নিজস্ব বিপন্ন ব্যক্তিরা যা খাবা কাজ করছে না বা করতে পারছে না—তাঁরাই যাবে। যারা সক্ষম তারা কাজই চাইবে—তাতে যেবলে সেতে পারবে। যারা অজ্ঞান বিপন্ন তাদের অধিকাংশই লঙ্গরখানায় খেতে অসম্মানের মনে করে না। আর দেখলে দু' চি আরেকই বা কোনটা সম্মানের, তাছাড়া, বিচুড়ি কি লোকের ঘরে ঘরেও পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের আমি বলেছিলাম যে, ১৯৬৭ সালে দুর্ভিক্ষ পরীক্ষা প্রার্থিকেও লঙ্গরখানায় খাওয়ার জন্য তাদের কাজ করতে সময় ও শক্তি পেয়েছিল। আমি লঙ্গরখানায় ব্যবস্থা অনেক ভাল এবং প্রয়োজনীয় মনে করি। গভরাবে আমরাই সব লঙ্গরখানায় প্রস্তাব দিয়ে এর প্রবর্তন করেছিলাম এবং তাবতের আয়মন্ত্রীকে ব'লে এর সংখ্যা অনেক বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। ঐ সব লঙ্গরখানায় এখানে ওখানে সামান্য গোলমাল হ'লেও এই জেলায় জেলায় অনেক উপকার করেছিল।

রাজ্যপাল বললেন লঙ্গরখানা বিষয়ে আরো বিবেচনা করুন

এই অবস্থায় রাজ্যপাল ঐ সব প্রতিনিধিদের বললেন আপনারা লঙ্গরখানা সম্ভ এত বিগা করছেন কেন ? এখন যে সব লঙ্গরখানা হয়েছে তা' তো সফলভাবেই চলছে। যাই হোক, আপনারা নিজেদের মধ্যে আরো যুক্তি পরামর্শ ক'রে এ বিষয়ে স্থির করুন। এবং আপাততঃ যে সব জায়গায় লঙ্গরখানা চলছে—তাতে সরকার থেকে সবরকমের সম্ভব ব্যবস্থা করা হোক—আর অনাধারণ চালান। আর যেখানে যেখানে লঙ্গরখানার চাহিদা হবে বা চালু হবে—সেখানে সেখানে তার সমস্ত সরবরাহ সরকার থেকে হোক।

অনাহারে মৃত্যু চাপা দেবার সরকারী যড়যন্ত্র বিষয়ে রাজ্যপাল

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ও রিলিফ বিষয়ে বিবিধ যে দুর্নীতি চলছে যে প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করি। বলি যে, বিপন্নদের রিলিফ দেবার বিষয়ে দায়িত্বের ত্রুটিকে ঢাকবার জন্য অনাহার মৃত্যুর ঘটনাকে চাপা দিতে বি-ডি-ও, ডি-এস-ডব্লিউ যড়যন্ত্রমূলক যে সমস্ত কাজ করছে—তা অমার্জনীয় অপরাধ। আমি রাজ্যপালকে আহ্বান করি—আমার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এর প্রমাণের সমুখীন হ'তে। আমি বললাম— ওঁপরিস্থিতে পাড়া খানার বি-ডি-ও গিয়ে অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের

প্রমত তথ্যকে অসত্য বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টায় বক্তৃতা করেন এবং প্রাদেশবাসীদের প্রলুব্ধ করে প্রতারণা করে নষ্ট নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন সারা গ্রামের লোক তার প্রমাণ দেবে। আমি বলছি—আমার কাছে গ্রামের বহু জনের স্বাক্ষরিত চিঠি এবং যাদের প্রলুব্ধ করা হয়েছিল—তাদের চিঠি আছে আমি এখুনই দেখাতে পারি। রাজ্যপাল বললেন—এতো অত্যন্ত গুরুতর কথা—আপনি আমাকে লিখিতভাবে অভিযোগপত্র পাঠিয়ে দিন আমি দেখছি। আমি তো নিজে ঐ সব জায়গা যেতে পারছি না। তবে আমি দেখবো।

আমি বললাম—বক্তানিলকে বিভাগীয় কমিশনারকে আমি এখন ঘটনা জেনিয়েছি। এ সম্পর্কে জরুপরের বি-ডি-ও'র বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ করেছি। সব ঘটনা আমি লিখি। রাজ্যপাল বলেন—যাঁ দেখেন। বললাম—আমাদের সঙ্গে তরফ করুন—অনাহার মৃত্যু সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

রিলিফ কাজ সম্বন্ধে দুর্নীতি : আমাদের বক্তব্য : রাজ্যপালের জিজ্ঞাসা

তারপর আমি রিলিফে দুর্নীতির কথা তুলি। সেই সূত্রে প্রবীরবাবু রিলিফে দুর্নীতির কথা তুলে টাকাকড়ি লেনদেনের একটা কি কথা বলেন। তাতে রাজ্যপাল ব্যগ্র হ'য়ে বলেন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন—আপনি টাকাকড়ি লেনদেনের কথা কি বললেন? এ সব কাজেও কি টাকাকড়ি লেনদেন চলছে? প্রবীরবাবু বললেন—কটি বিচ্যুতি সব ঘটছে। তাতে আমি রাজ্যপালকে বললাম—কটি বিচ্যুতির কথা নয়। তাতে আমি রাজ্যপালকে বললাম—কটি বিচ্যুতির টাকা অন্যায়ভাবে আত্মসাতের নানা ব্যাপারের সংবাদ আসছে।

রাজ্যপাল বললেন - কী, রিলিফের টাকায় চা, রসগোল্লা?

এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজ্যপালকে বললাম—অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা শুনুন। জরুপরের কাছে ভাতিখুঁটা বাঁধে দেঁ মাইল, মোহরাত, তিলাবের অন্ত ঘণ্টার ঘণ্টার চা মিষ্টি আলিল—দেবে ১৪০৲ টাকার কাজের মর্ত জনের অন্ত কাজ বন্ধ করে দিতে বল। বিশন মাহুত কাজ থেকে বঞ্চিত হল। রাজ্যপাল বললেন—কী, জেলের রিলিফের টাকায় চা, রসগোল্লা চলছে? এই ব'লে তি, মিত্র টিপে চাইলেন। তি, নি চুপ করে থাকলেন। আমি বললাম—চা মিষ্টি চলছে—অনেক কাণ্ড হচ্ছে।

রাজ্যপাল কমিশনারকে বললেন—আপনি সঙ্গে ঘুরে তদন্ত করে দেখুন

আমি রাজ্যপালকে বললাম সেজন্য আমি আপনাকে (রাজ্যপালকে) এই সব কিছু নিজে দেখে যেতে অনুরোধ করছি। তাতে রাজ্যপাল বললেন—আমার তো সময় হচ্ছে না—আজ তো চলে যেতেই হবে—আর ফিরে আসতেও দেরী হবে। তবে আপনি যে এই সব অভিযোগের তদন্ত চাইছেন—তা নিশ্চয়ই হবে। আমি না গেলেও আমার প্রতিনিধি দেখতে যাবেন। এই বলে তিনি কমিশনার শ্রীবসুকে ডেকে বললেন—আপনি কয়েক দিন অরুণ বাবুর সঙ্গে ঘুরে এই সব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করুন।কমিশনার রাজ্যপালকে বললেন—আজ্ঞে হাঁ। এবং কমিশনার আমাকে বললেন—১৯ তারিখ সব আপনি—আপনার সঙ্গে ঘুরবো।

রাজ্যপালের শাসনে আবার কংগ্রেসী পক্ষপাতিত্ব ও কংগ্রেসী রাজত্ব সুরু

তারপর আমি রাষ্ট্রনৈতিক শাসন অর্থাৎ রাজ্যপালের শাসন আবার যে কংগ্রেসী রাজত্ব এবং পক্ষপাতিত্ব সুরু হয়েছে—৩৭-৫-৩৯ বিবেচনায় কাজ আরম্ভ হয়েছে—তার কথা বলি। আমি বলি যে, একে-তো টি, আর স্কীম এক কম যে, একটা অঞ্চলে একটা স্কীমও করা যাচ্ছে না; এই অবস্থাতেও অন্যান্য অঞ্চলকে বঞ্চিত ক'রে কোনো কোনো অঞ্চলকে অনেকগুলো ক'রে স্কীম দেওয়া হচ্ছে। যেমনধারা অঞ্চল কংগ্রেসী সুযোগ সন্ধানীদের বেশী প্রভাবের অঞ্চল। সেজন্য এখন আবার এই অঞ্চলে বেশী কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রতি বেশী নজর পড়ছে। এটা আন্তরিকতর এই অঞ্চলে যে পুকলিয়া ২ নং ব্লকে আমরা নজরা প্রকৃতি অঞ্চল সবচেয়ে বেশী খরাপ হওয়া সত্ত্বেও, এখানে বোগে ও অনাবৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী ধান মরে যাওয়া সত্ত্বেও এখানের জন্য স্কীম নেই—আর মোলামারা অঞ্চলে নামমাত্র একশো তিনটে স্কীম চালু করা হয়েছে—যেমন চরমাণী, কোনবাঁধ, শম্বুবিরাজে। এই আলোচনার সময় আমন্তাম বা যে, একেবারে সংলগ্ন আরসায় যেতা অঞ্চলে এতসঙ্গে দুটো স্কীম—সেরেন্তা, আমড়াও হয়েছে। জেলাবাসী সকলেই জানেন—ঘোরতরভাবে কংগ্রেসী সুযোগ সন্ধানীদের প্রভাবের অঞ্চল। যেখানে অন্তত মাইলের পর মাইলের মধ্যে কাজ নেই সেখানে একটা সামান্য জায়গার মধ্যে এত স্কীম? এর অর্থ কি সহজেই বোধগম্য।

অফিসারদের দুর্নীতির সহায়ক চাই—সেজন্যই আবার কংগ্রেস

তাতে রাজ্যপাল বললেন—বেশুন, আমিতো কংগ্রেসী নই আর বিলিফ উনিহাঁ মি: এম, এম, রয়ও কংগ্রেসী নন। তাহলে এই পক্ষপাতিত্বকে করছে। আর ঐজাতে বৈষম্যমূলক ব্যবহার কি অন্তই বা করা হবে। তাতে আমি বললাম—২০ বছর শাসনে আমরা দেখেছি—যত রাজ্যবাদ দুর্নীতি সন্ধানীরা কংগ্রেসী হয়েছে। অফিসারদের ভাগের দুর্নীতে হত ব'লে তাঁরা এসব লোকগুলিরই সঙ্গে কারবার করতে অভ্যস্ত। এইজন্যই তো কংগ্রেস টিকিয়েছিল। আজ রাজ্যপালের শাসনে সেই ধারায় তল নিতে যচ্ছে। সেজন্য এগুলি কংগ্রেসী রাজনীতির বিবেচনার কাজ ছাড়া আর কি? আমি এই আলোচনার সময় জানতাম না যে, রাজ্যপালের স্ত্রী শ্রীমতী রাজবাদ এবং যাবো তাহেরজন বিশিষ্ট মহিলাকে ঐ যোগাযোগাযোগের পরিদর্শন ও কাপড় বিলির কর্মতালিকা রাখা হয়েছে। সুতরাং রাজ্যপালের রাজত্বে কংগ্রেসী আমলের মন্দ ব্যাপার কোন দিকে যেতে সুরু হয়েছে—তালমতোই বোঝা যাচ্ছে।

অফিসার ও কংগ্রেসী জোট সত্য নয় ব'লে সার্টিফিকেট

এই সময় প্রবীর বাবু আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে বললেন যে, না, ঐ সব রিলিফ কাজে ঠাকাতৈকিক বিবেচনায় কোনো কাজ হচ্ছে না—কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্বে কাজ করা হয়েছে—এ কথাও ঠিক নয়। আমি বললাম—আপনি কি করে জানলেন যে, তা হচ্ছে না। আমার অভিযোগ আমি রাখছি—সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বা কাচুপিন উদ্দেশ্য ঐ ব্যাপার করা হয়েছে। বিলিফের উদ্দেশ্য—যেখানে মানুষ সবচেয়ে বিপন্ন হবে সেখানে আগে সাহায্য পৌঁছানো টাকার অভাবে কাজ যেখানে কম—সেখানে অত্যন্ত দুর্গত অঞ্চলে কাজ দেওয়া হল না—আর তার চেয়ে ভাল অঞ্চলে স্কীমের অর্থের স্কীম চালানো হবে—এর অর্থ কি? অবস্থা একই যদি হয়—তবু এই বৈষম্য হবে কেন?

অত্যন্ত দুর্গত অঞ্চল যদি কাজ না পায়, কংগ্রেসী প্রভাবিত অঞ্চল যদি ৫টা স্কীম একসঙ্গে পায় তাকে কি বলব?

তাতে প্রবীর বাবু বললেন—যারা সাহায্য পায়নি, কাজ পায়নি তাদের কাজ দেওয়া হোক—আপনি একথা বলতে পারেন—কিন্তু অন্ত জায়গায় বেশী কাজ পেয়েছে—তাকে আপত্তি করা ঠিক নয়। আমি বললুম—আমি আপনার কথা সর্বপ্রথমেই মনে করি না—কারণ, সব জায়গায় অন্ত ঠিক মতো কাজ ও সাহায্য হোক এটা যেমন আমাদের হাবী, তেমনি টাকাকড়ি যখন কম থাকবে—স্কীম যখন কম করে—তখন সাংঘাত করে দিতে হবে—বেশী দুর্গতদের তার উপযুক্তভাবে দিতে হবে। তা না ক'রে যদি বেশী দুর্গতদের একটাকে ব্যক্তি ক'রে—কংগ্রেসী ঘাঁটিগুলোর স্কীমের পর স্কীম দেওয়া হয়—তাহলে তাকে পক্ষপাতিত্ব এবং রাজনীতি ছাড়া কি বলতে পারি? আমি আমার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি—তা যথার্থ এবং তার সমর্থন করে এখনো দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

এই সময়ে আমাদের দিকের দুজনের প্রবীর বাবুকে বলেন যে, এখানে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা নিজের নিজের বক্তব্য রাজ্যপালকে বলবার জন্য রিলিফ হয়েছেন। আপনাদের বক্তব্য আপনারা বলুন - আমাদের দলের বক্তব্য আমরা রাখছি—আপনি অকারণে কথার প্রতিবাদ কিসের করতে আসছেন—আপনি কতটুকু জানেন? রাজ্যপাল তাঁর উত্তর দিন—অরুণবাবু তা' প্রমাণের দায়িত্ব নেবেন। এতে প্রবীর বাবু চুপ করলেন।

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

লোকসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে : সকলের সহযোগিতার লক্ষ্যে
বিপন্ন আর্ত মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে এক স্থায়ী মহতী প্রতিষ্ঠান

❋ আর্ত সেবা সংঘ স্থাপিত হ'ল ❋

সংঘের উদ্যোগে একটি সার্বজনীন সেবা সংঘ

লোক সেবক সংঘের যেমন যান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মধারা আছে, তেমনি তার ব্যবস্থাপনার অর্থনৈতিক, শাস্ত্রতিক,—কৃষি বিষয়ক শিল্প বিষয়ক, পৃথক পৃথক বিবিধ কর্মধারারও আছে।

এর সঙ্গে সংঘকে তথা সংঘ কর্মীদের সর্বত্রই আর্ত মানুষের সেবার জন্য বিবিধ কাজ ও অর্থ ব্যবস্থা করতে হয়। প্রায়শ:ই অকস্মাৎ দুর্ভিক্ষে বিবিধভাবে সহায়তা চেয়েও ছাড়াও, নিত্য নানা অকস্মাৎ বিপন্ন ব্যক্তিকে—রোগাক্রান্ত, অসমর্থকে, সামাজিক অবিচারে আর্তপ্রতীনা নারী, শিশু ও অসমর্থকে নানাভাবে সহায়তা দিতে হয়।

আর্ত সেবায় যে অসুবিধে ঘটে তার সমাধান লক্ষ্য

আর্তমানবতার এই সব জরুরী প্রয়োজন মেটাবার মতো কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, কর্মআয়োজন বা অর্থ জোগাড় না থাকায় এই মহান সেবার পথে বহু অসুবিধা ঘটে এবং এ সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় কাজ করাও সম্ভব হয় না।

এ হেন কোনো রকম সংস্থা আজ এ জেলায় নেই

এ হেন মহান কাজ অনুষ্ঠেয় জন্য স্থায়ী সংকর্মী ব্যবস্থাও কিছু নেই। বেতকলের কাছ থেকেও এই সমস্ত জরুরী অবস্থায় দায়িত্ব বহনের কোন ব্যবস্থাও দেখা যায় না। জেলায় কোনো সংকর্মী এ হেন কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাও কিছু নেই। উপরন্তু, খাদ্য সংকট প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সাহায্য আনার মতোকর্মী সময়ে বিপন্ন মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়—সরকারী সাহায্য পেতে পেতে মানুষের জীবনান্ত হয়।

দুর্ভিক্ষের দিনে সরকারী তরসাও অনিশ্চিত থাকে

তাছাড়া, সরকারী অব্যবস্থার ফলেও বহু বিপন্ন মানুষ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়—যাদের বেসরকারী সাহায্যের অনিবার্য্য দরে পড়ে। যেমন এ বারের দুর্ভিক্ষে ঘটছে। সে জন্য এ হেন একটি স্থায়ী সংস্থার স্থাপনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল।

সেবার যে লক্ষ্যসমূহ আমাদের আছে

এই আর্তসেবা সংঘের মধ্য দিয়ে রোগীর সেবা, নিরান্ত অনাথ রোগার্তদের চিকিৎসা, বিবিধভাবে বিপন্ন মানুষের জরুরী অবস্থায় সাহায্য, দরিদ্র সহায়হীনদের সংকার, আকস্মিক বিপদ-দুর্যোগপ্রপীড়িত জরুরী ত্রাণ কার্য,—নিরাশ্রয় নারীদের ও শিশুদের আশ্রয় ব্যবস্থা, আর্তদের অন্ত মানবাদান ব্যবস্থা প্রভৃতির লক্ষ্যে পরিকল্পিত কর্মব্যবস্থা সংকারে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করবে।

(১) সেবার বিভিন্ন বিভাগ সমূহ

ঐ সমস্ত বিবিধ ব্যবস্থার অন্ত পৃথক পৃথক বিভাগ করা যেতে পারবে।

(২ সহরে রোগীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়স্থল

গ্রামাঞ্চলের রোগীদের সহরে এনে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করাও কাপড়াদিতে ভর্তি হবার চেষ্টার সময়ে সহরে তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেজন্য সহরে এই উদ্দেশ্যে নিম্ন একটি আশ্রয়স্থল করার চেষ্টাও এই কাজের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৩) কলকাতায় জেলার রোগীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়স্থল

জেলার রোগীকে চিকিৎসার্থে কলকাতা নিয়ে গিয়ে যাদের মানুষরা আত্মীয়র অভাবে বিশেষ বিপন্ন হন। সেজন্য কলকাতাতেও রোগীদের সাময়িকভাবে থাকবার অন্ত এ রকম একটি স্থায়ী আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা এবং রোগীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে ২।১ জন স্থায়ী কর্মী রাখার একটি কর্মপন্থা রয়েছে।

(৪) অসহায় বিপন্ন রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র

সহরে এবং অন্যান্য জায়গায় কতকগুলি হাতজা চিকিৎসা কেন্দ্র করার পরিকল্পনা আছে। সপ্তাহে ২।৩ ঘন্টা ক'রে সহরস্থ চিকিৎসকদের সহায়তা নেওয়া হবে। যারা অর্থাভাবে ও তাদনাতালে স্থানাভাবে চিকিৎসা পেতে অক্ষম তাদের সাময়িক বিপন্ন ব্যক্তিকে—রোগার্তকে, অসমর্থকে, সামাজিক অবিচারে আর্তপ্রতীনা নারী, শিশু ও অসমর্থকে নানাভাবে সহায়তা দিতে হয়।

(৫) বিপন্ন যাত্রীদের আশ্রয়স্থল প্রভৃতি

বিভিন্ন স্থানে বাসযাত্রীদের দুর্গতি নিবারণে আশ্রয়স্থল বা বিশ্রামঘর স্থাপন করা যাবে।

(৬) জলদান প্রভৃতি বিবিধ কাজ

জলদান প্রভৃতির কেন্দ্র স্থাপনা করা যেতে পারবে।

বিভিন্ন বিভাগসমূহ যা হাতে পারবে

(১) রোগীর সেবা (২) অনাথদের চিকিৎসা (৩) অনাথ নারীদের আশ্রয় নিকেতন (৪) অনাথ শিশুদের আশ্রয় ভবন (৫) সৎকার বিভাগ (৬) পুকলিয়ার রোগীদের সাময়িক আশ্রয়স্থল (৭) কলকাতার রোগীদের সাময়িক আশ্রয়স্থল (৮) জলদান বিভাগ (৯) আকস্মিক বিপদে ত্রাণকার্য্য (১০) তাহেরটি হাতজা চিকিৎসা কেন্দ্র (১১) যাত্রীদের বিশ্রামাগার (১২) বিবিধ প্রয়োজনীয় সহায়তা বিভাগ প্রভৃতি করা যেতে পারবে।

এর জন্য সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে

লোক সেবক সংঘের বিবিধ কাজের জন্য অর্থের যা কিছু প্রয়োজন ঘটে—তার কাজ সংঘের কর্মী ও সহায়কদের শক্তিতে। সংঘের কাজের জন্য দরবে বা অন্তত সাধারণভাবে অর্থ সংগ্রহ করা বা চাঁদা নেওয়া হয় না। এই আর্তসেবা সংঘ লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হ'লেও, এটি সংঘের সংস্থাগত ব্যাপারের বাইরে পৃথকভাবে আর্ত মানুষের সেবার জন্য পরিচালিত হ'তে থাকবে। সেই কারণে এর জন্য সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজ চলবে। সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানানো হচ্ছে। সংঘের মূল সংস্থার বাইরে, পৃথকভাবে, পৃথক কর্মীদের সংঘকর্মীদের তথা জেলাবাসীর আর্ত সেবার লক্ষ্যকে জাগরিত করবে। সংগৃহীত অর্থের জন্য বন্দিত রেখা হবে। হিসাব পত্রাদি প্রকাশিত হবে—তা' সকলের জেনার জন্য থাকবে।

এই প্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালিত হবে

এই সংস্থা সম্পূর্ণভাবে অবাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচালিত হবে। একটি ট্রাষ্টের মাধ্যমে বিধিত্র হবে। আপাততঃ এর অর্থাদি ও কর্মধারা সংঘের ব্যবস্থা-পনায় থাকবে। তিন মাসের মধ্যে এই প্রস্তাবিত ট্রাষ্ট গঠিত হবে। ট্রাষ্ট গঠিত হয়েই এই কাজ সুরু করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু জেলার বর্তমান দুর্ভিক্ষে অবিলম্বে ত্রাণকার্য্য ও অর্থসাগার টেকাবি কাজ করেছে হচ্ছে ব'লে এই ব্যবস্থা করতে হল। কারণ, যে ট্রাষ্ট স্থায়ী হবে তা' জনসাধারণ বুঝে শুনে করাই সুফলপ্রদ হবে। ট্রাষ্টের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠিত হবে—সে সব গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ে নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রাষ্টে সহায়তার জন্য একটি পৃষ্ঠপোষক উপদেষ্টা কমিটি এবং একটি সেবক মণ্ডলী গঠিত হবে। ট্রাষ্ট গঠিত ও পরিচালিত না হওয়া পর্যন্ত লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কার্যাদি পরিচালনা করা হবে।

মানব সেবার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজীর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কর্তব্য

আর্ত মানবতার পরম বন্ধুজনে যে যুগমানব এসেছিলেন—তাঁর অন্তর্পরুষে আর্তমানবতার এই সংস্থা গঠন করা আমাদের শতবার্ষিকী কর্মধারার বিশেষ প্রস্তাবিত অঙ্গ। সেজন্য আজ দুর্দিনের জরুরী সেবার কাজ ও পরকভাবে না ক'রে, গান্ধীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর একটি কর্মতালিকারূপে প্রস্তাবিত এই সংস্থার মাধ্যমেই আমরা আর্ত মানবতার সেবার কাজ আরম্ভ করলাম।

কর্মীদের কর্মশক্তি ও মহান্নুভব ব্যক্তিদের সাড়া দেবার শক্তিই এই সংস্থার ভবিষ্যৎ

এই আর্ত সেবার পরিকল্পনাটি একটি বড়ো পরিকল্পনা। এর সমস্ত অঙ্গের দায়ভার নির্ভর করছে—কর্মী-দের কর্মনিষ্ঠ ও সহৃদয় ব্যক্তিদের সাড়া দেবার শক্তির ওপর।

ব্যাপক ক্ষুদ্র দানই এর ভিত্তি : বহু বড় বড় দানও আসবে সন্দেহ নেই

ব্যাপক জনদের প্রত্যাপুত আন্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানই এর মূল শক্তির ভিত্তি হবে। তবে মানব সেবার এরূপ একটি মহৎ পরিকল্পনার আরম্ভ হতে বিভূ বিভূ শুভ ব্যক্তির কাছ থেকে বদান্যতাপূর্ণ বড়ো বড়ো দানও দেখা যাবে—বিশ্বাস করি।

সকলের প্রতি আন্তরিক আবেদন

আমরা জেলাবাসী সকলে মিলে এই মহান কর্ম আয়োজন—এই অত্যন্ত জরুরী আর্ত সেবার প্রতিষ্ঠান সঙ্গে তুলবো এই সংকল্প করি।

আমরা জেলার বাইরের মহাশুভব ব্যক্তিদের কাছ থেকেও আশা করব—সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, অনাবৃত, উদ্যোক্তের এই জেলার আর্ত মানবতার সেবায় তাঁদেরও অকুণ্ঠ সহযোগিতা থাকবে। এই মহান উদ্যোগের পথে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। ইতি—

পুরুলিয়া, নিবেদক
১৬।৩।৭০ অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পত্রী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে

বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য বর্ধিত শাস্তির ব্যবস্থা

অপরাধসমূহ আদালতগ্রাহ্য ও জামিনের অযোগ্য হিসাবে বিধিবদ্ধ

১৯৬৯ সালের ফৌজদারী ও নির্বাচনবিধি (সংশোধন) আইনের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির এক সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, মৌখিক বা লিখিত কথার দ্বারা বা সংকেতের সাহায্যে, অথবা দৃশ্যমান বর্ণনার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কেউ যদি ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় কিংবা অন্য যে কোন কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয় ভাষা, বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য অথবা শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব উদ্রেক করে কিংবা উদ্রেক করতে সহায়তা করে অথবা এমন কোনো কাজ করে যা বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয়, ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক হয় এবং যে কাজ জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করে বা করতে পারে, তা হলে তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তাছাড়া, কোনো উপাসনা স্থলে বা ধর্মোপাসনায় রত কোনো জনসমাবেশে অথবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেউ যদি উপরে বর্ণিত অপরাধ করে তা হলে তাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

সংশোধিত আইনে এও বলা হয়েছে যে ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় অথবা অন্য কোনো কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয়, ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করতে পারে বা বৃদ্ধি করতে পারে অথবা সেই অভিপ্রায়েই কেউ যদি গুজব বা আতঙ্কজনক কোনো বিবৃতি বা প্রতিবেদন রচনা করে, প্রকাশ করে কিংবা প্রচার করে তা হলে তাকেও তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; উপরন্তু, কোনো উপাসনা স্থলে বা ধর্মোপাসনায় রত কোনো জনসমাবেশে অথবা কোনো ধর্মীয়, অনুষ্ঠানে কেউ যদি উপরে বর্ণিত অপরাধ করে তা হলে তাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ক ধারায় সন্নিবেশিত অংশের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহ আদালতগ্রাহ্য ও জামিনের অযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ধারা মতে জেলাশাসকগণের উপর এই সব অপরাধ সম্পর্কে মামলা দায়ের করার উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩—ক ও ৫০২ ধারার আওতাভুক্ত উপাসনাস্থলকে আপত্তিজনকভাবে ব্যবহার করার অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ১৯৫৭ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারার (১) উপধারামতে জনপ্রতিনিধিত্বের অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত—

আবশ্যক

পুরুলিয়া শহরস্থিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মানভূম মুক্তবিদ্যা বিদ্যালীঠের প্রধানশিক্ষকের পদের জন্য আগামী ১৫।৭।৭০ তারিখের মধ্যে এম, এফ/এইচ, এম/আই-এ/বি-এ যোগ্যতাসহযুক্তধারদের শিক্ষাদানে ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

শ্রীসুধীন্দ্র মোহন রায়
পুরুলিয়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক

Wanted

For Santamayee Girls' Higher Secondary School, P. O. & Dist. Purulia, two Lady teachers in deputation vacancy one M Sc or Hons. in Chemistry; one M. Sc. or Hons. in Mathematics. Elderly male teachers can also apply. Pay and allowance as per G. A. rule. Free accomodation in the teachers quarters may be provided to the lady teachers, if required. Apply to the Secretary on or before 23rd June, 1970.

S. Mukherjee
Secretary

বিহারের খরা অঞ্চল পরিদর্শনে প্রধান মন্ত্রী আয়ন্তিত

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বিহারের সিংভূম জেলার চাঈগড়, ইচাগড়, পটমদা, নিমডি ব্লক প্রভৃতি খরা অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এবং নিমডি লোক সেবায়তনের সেক্রেটারী শ্রীসুবোধ রায় বিশেষ অনুরোধ ও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকেও এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সফর

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আগামী ১৮ই জুন পুরুলিয়া আসছেন। ১৯শে জুন এই দুই জেলার খরা অঞ্চল পরিদর্শনের পর তিনি রাঁচী যাবেন।

সেখান থেকে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্তেবাসীতন্ত্র
কবীর বিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

সোমবার, ১৫ই জুন '৭০
৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬, সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ কখনও অসত্য ও হিংসাত্মক পথে আসিতে পারে না। তাহার সোজা কারণ হইল, ঐ পথে গেলে বিরোধী শক্তিকে দাবাইয়া রাখিতে হয় কিম্বা প্রতিপক্ষকে নির্মূল করিয়া দিতে হয়। ঐ অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা বাঁচে না। ষোলআনা অহিংসার পরিবেশেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূর্ণতম বিকাশ সম্ভবপর।

—গান্ধীজী

খরা অঞ্চল পরিদর্শনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

আগামী ১৯শে জুন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শন

প্রধান মন্ত্রীর বিশদ সফরসূচি এখনও অজ্ঞাত

লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ লোকসভার সদস্য শ্রীব্রজহরি মাহাত এবং শ্রীবিজেন্দ্র লাল সেনগুপ্ত এম, পি, নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিহারের সিংভূম জেলার নিমডি, চাঈগড়, পটমদা ও ইচাগড় ব্লকের খরা অঞ্চলে দুর্ভীক্ষকালীন অবস্থার পোচনীয় কাহিনী বর্ণনা করেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আমন্ত্রণ জানান। সংঘের প্রতিনিধিদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রধান মন্ত্রী লোকসভার অধিবেশনের পর এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরে আগামী ১৯শে জুন তারিখে প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া বাঁকুড়া খরা অঞ্চল পরিদর্শনের কার্যসূচি ঘোষিত হয়। লোকসেবক সংঘের প্রতিনিধিদের নিকট প্রধানমন্ত্রীর খরা অঞ্চল পরিদর্শনে প্রতিশ্রুতি দানের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া পরিদর্শনের সূত্রে এই জেলার ব্যাপক সরকারী প্রস্তুতি ও কর্মব্যস্ততা সুরু হয়েছে। তার বিস্তারিত কার্যতালিকা এখনও জানা যায় নি—তবে ১৮ই জুন সন্ধ্যায় রাঁচী এসে স্থানীয় সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করবেন এবং পরদিন সকালে হেলিকপ্টারযোগে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শন করে বৈকালে পানাগড় যাবেন—মোটামুটী এই কার্যসূচী জানা গেছে। এই কার্যসূচির অল্পবিস্তর পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা আছে।

স্থানীয় প্রশাসনিক ও পুলিশ মহলে প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তা সম্পর্কেও ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মব্যস্ততা চলছে।

বিহারের খরা অঞ্চল পরিদর্শনের অনুরোধ

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কেবলমাত্র পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শন করবেন—প্রধান মন্ত্রীর এই সফর সূচি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হবার পর লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি অনুরোধ পত্রে বিহারের নিমডি, চাঈগড়, ইচাগড় প্রভৃতি খরা অঞ্চল পরিদর্শনও তাঁর সফরসূচির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। তাছাড়া লোকসেবক সংঘের দুই জন এম, এল, এ, শ্রীসবরেজ নাথ ওঝা ও শ্রীদিবিন চন্দ্র মাহাত প্রধান মন্ত্রী ও শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে বিহারের খরা অঞ্চল পরিদর্শনের অনুরোধ জানান।

নিমডি লোক সেবায়তনের সম্পাদক শ্রীসুবোধ রায় প্রধান মন্ত্রীর নিকট লিখিত এক পত্রে জানিয়েছেন যে পশ্চিম বাঙলার পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শনে এসে বিহারের পার্শ্ববর্তী খরা অঞ্চল প্রধান মন্ত্রী যদি পরিদর্শন না করেন—তবে সেটা খুবই দুঃখের ও বেদনার বিষয় হবে। সুতরাং এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনও তাঁর সফর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়। এই বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

—•—

বিহারের খরাপীড়িত অঞ্চলের জনসাধারণের দাবী

দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম সমিতি গঠিত

গত ২৮শে মে তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, লোকসভার সদস্য শ্রীব্রজহরি মাহাত ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মীরা বিহারের সিংভূম জেলার নিমডি, চাঈগড়, পটমদা ও ইচাগড় প্রভৃতি খরাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

গত ২৯শে জুন তারিখে ইচাগড়ে এক জনসভায় শ্রীবিমলেন্দু ভাদুড়ী (ইন্দুবাবু) সভাপতিত্ব করেন এবং এই সভায় "আকাল-পীড়িত সহায়ক সংঘর্ষ সমিতি" গঠিত ও তার কর্মপন্থা রচিত হয়। এই সমিতির প্রধান কার্যসূচি হোল:

(১) ইচাগড় তথা খরাপীড়িত অঞ্চল থেকে অবৈধভাবে ধানচাল পাচার সর্বশক্তি দিয়ে রোধ করতে হবে।

(২) স্থানীয় চাষীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ ধান অবিলম্বে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৩) ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের অতি অবশ্য লাল কার্ড দিতে হবে।

(৪) আগামী ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত টেস্ট রিলীফের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

(৫) বর্ষাকালের যে দু তিন মাস টেস্ট রিলীফের কাজ চালানো সম্ভব হবে না সেই সময় সস্তা দামে চাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে;

(৬) বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

(৭) স্থানীয় ও দেচের জন্য যে সকল কূপ খননের প্রস্তাব আছে—সেগুলির খননকার্য আগামী বর্ষার পূর্বেই সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৮) ইচাগড় থানায় সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যে সকল মুখ্য ও শাখা নালা খননের পরিকল্পনা আছে সেগুলিও অবিলম্বে সম্পূর্ণ করা হোক—যাতে বর্ষাকের সকল সময় সেচের জল পাওয়া যায়।

(৯) টেস্ট রিলীফে রাস্তা তৈরীর কাজে যে সকল শ্রমিকেরা নিযুক্ত আছে তাদের জন্য সস্তুরী অবিলম্বে প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক।

ইচাগড়ে জনাহারে মৃত্যু

ইচাগড় থানার অন্তর্গত পুরাকুয় নিবাসী ৮৬বছরের মাহাতর বিধবা স্ত্রী শ্রীবতী সবন (বধন) মাহাত (৫২) গত ৭ই জুন তারিখে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। স্থানীয় কর্মীরা এই অনাহারে নারীর সাহায্যের জন্য বিভিন্নভাবে বারংবার অনুরোধ করলেও তিনি কর্ণপাত করেন নি। শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর পর ৭ই জুন তারিখে তিনি গৃহ সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা যতদূর সাধ্য এই অনাহারে বেঁচে সাহায্য পরিবার সাহায্য দান করেন—কিন্তু সকলেই নিরাকৃত অভাবগ্রস্ত হওয়ায় নিয়মিত সাহায্যদান কারও পক্ষে সম্ভব হোক না। সংঘের কর্মী শ্রীবেদব্রত মাহাত এই সংবাদ বিজ্ঞান।

—•—

সম্পাদকীয়—

সিংহল ও ভারত

সিংহলের সাধারণ নির্ব্বাচনে ক্ষমতাসীন ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়লাভ করে সিংহলের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে। এক শত একাশ্র আসন বিশিষ্ট সিংহলী পার্লিয়ামেন্টের নব্বইটি আসন যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম শরিকদল শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি একাই দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করেছে। কিন্তু এই বলের নেত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক এই অসাধারণ সাফল্যের গর্ব্ব ও অহমিকায় কণ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দেন নি—বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্টের বহির্ভূত অন্যান্য প্রগতিশীল দলকেও তাঁর সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক হলেন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী—সুতরাং অতীতের লঙ্কা দ্বীপ সিংহল যেমন একটি বিষয়ে পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে—সেইরূপ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যদি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন—তবে এই ক্ষেত্রেও তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন। কারণ ভারতবর্ষে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের মধ্যে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন ও নূতন আশা আকাঙ্খার দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল—ঘৃণা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শোচনীয় আত্ম সংঘর্ষের দ্বারা তা পতন ঘটিয়ে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। অতঃপর সিংহল যদি ভারতবর্ষকে এই বিষয়ে পথ দেখাতে পারে তবে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে। ভারতের মত সিংহল একটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র নয়। ১৯৪৮ সালে সিংহল নামে স্বাধীনতা পেলেও এখনও বৃটেনের "কোমিনিয়ন" বলে গণ্য। সিংহলের শাসনবিধান বৃটেন কর্ত্তৃক রচিত এবং ইলেভেনথীর প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল সিংহলের রাষ্ট্র প্রধান। আজ স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত ঐতিহ্যমণ্ডিত না হলেও স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগের কংগ্রেসের সঙ্গে সিংহলের ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির অনেকাংশে তুলনা করা চলে।

"স্বাধীনতা" লাভের পর সিংহলের স্বদেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বে এই ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি সিংহলের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসে এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা দ্বারা সিংহলের বৈদেশিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। দীর্ঘ আট বৎসরের কুশাসনের পর ১৯৭৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ইউ.এন-পি (ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি) প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং শ্রীমতী বন্দরনায়কের প্রতিষ্ঠিত শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই লঙ্কা ফ্রীডম পার্টি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মী সিংহলীদের প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম্মীয় মনোভাবসম্পন্ন এবং ভাবীগত প্রশ্নের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বন্দরনায়ক মন্ত্রীসভার তিন বৎসরকাল নানা সঙ্কটের মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়ক আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কিন্তু বন্দরনায়কের মনোনীত শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক কর্ণধারত্বে ১৯৬০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলকে সুসংবদ্ধ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন এবং দলের অবিসম্বাদী নেত্রীরূপে পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রীর গৌরব অর্জ্জন করেন। কিন্তু চার বৎসরকাল শাসন প্রগতিশীল নীতি মন্থনের করতে গিয়ে তাঁর দলে ভাঙন ধরে ও মন্ত্রীসভার পতন হয়।

১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টিকে ইউ-এন-পির নিকট পরাজয় বরণ করতে হয় এবং ডাঙ্গলে সেনানায়ক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রীসভা চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য কুখ্যাতি অর্জ্জন করে এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক চিরতরে পর্য্যায়ে উপনীত হয়। সিংহলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী তামিল অধিবাসীদের সম্পর্কে নিদারুণ বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে এবং সমগ্র সিংহলে উগ্র তামিল বিদ্বেষ তথা ভারত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। পাঁচ বৎসরব্যাপী চরম কুশাসনের ফলে ক্ষমতাসীন ইউ-এন-পি এইবারের সাধারণ নির্ব্বাচনে একরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্ব্ব প্রথম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

দেশকে শোষণমুক্ত ভ্রষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা ছাড়াও যুক্তফ্রন্ট সিংহলকে বৃটেনের পদানত রাজ্যের গ্লানি থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় উন্নীত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিংহলের জন্য নূতন সাংবিধান রচনা করে অপ্রাচীন লঙ্কা দ্বীপকে সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এই রাষ্ট্রিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে যুক্তফ্রন্ট সরকার নিঃসন্দেহে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত ও মধুরতর করার উদ্দেশ্যে এবং তামিলভাষী সিংহলের নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন—তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। ঘটনাক্রমে ভারতের প্রধান মন্ত্রীও একদা সুভাষী সেই সুবাদেও এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্টতর ও উন্নততর সম্পর্ক স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়।

কায়েমী স্বার্থের কুশাসনের উচ্ছেদকল্পে প্রগতিশীল ও বামপন্থী শক্তি-সমূহের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্টের পতাকাতলে বিরাজ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভারতে যে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল তা শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপিকর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন : রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং যোগ্য নেতৃত্ব—এই সকলের লক্ষ্যকর অভাব ও দৈন্য ভারতের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সিংহলের যুক্তফ্রন্ট যদি ভারতীয় যুক্তফ্রন্টের আত্মঘাতী নীতি ও অবিমৃষ্যকারীতার পথ পরিহার করে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও সার্থকতা প্রদর্শন করতে পারেন—তবে এই ক্ষেত্রেও সিংহল ভারতের দৃষ্টান্তস্থানীয় হবে এবং ভারতকে পথ দেখাতে পারবে। অন্যথা ভবিষ্যতে যে অগ্নিগর্ভতা দেখা দেবে আশা করি সিংহলের যুক্তফ্রন্ট সংগঠনে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নতুন পথের সন্ধান দেবে।

অ, চ,

চুরি ডাকাতির হিড়িক ও বিলিক বিষয়ে যোগ্যতা

চারিদিকে অবাধ চুরি ডাকাতি হিড়িক চলেছে। এর প্রতিকার প্রচেষ্টা বা ব্যবস্থার দ্বারা দেশে মনে হচ্ছে এ সম্পর্কে শাসনরত হয় নিষ্ক্রিয় নয় হতাশ, নয় এর মোকাবিলা করতে অক্ষমতুক্ত বা অক্ষম। এটা সত্য যে, এই চুরি ডাকাতির একটা অংশের মূলে ক্রমবর্দ্ধমান অপরাধমূলক মনোবৃত্তি এবং প্রচেষ্টা কাজ করছে। কিন্তু চুরি ডাকাতির বেশীর ভাগ যা এই সময় হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে পোচনীয় খাদ্য সঙ্কটের পরিণাম ফল। আমার এই কথা অস্বীকার করার কারো উপায় নেই। যাঁরা আমার কথার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক—তাঁদের আমি ১৯৬৭ সালে যখন যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিলিক কাজ চলছিল—তখনকার জেলার সমস্ত পুলিশ থানাগুলির চুরি ডাকাতির বিপোর্ট কি রূপ নিয়েছিল তা অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করি। এর মধ্যে আশ্চর্য্যজনক তথ্য দেখা যাবে। এই রিপোর্ট থেকে এও দেখা যাবে যে, আমাদের দেশের শাসনযন্ত্রের দায়িত্বে উপরিষ্ঠ ব্যক্তিরা অপরাধ বিজ্ঞানীর বিজ্ঞতা নিয়ে বসে থাকেন যে, এ সবের মূলে কাইম' করার (অপরাধ করার) প্রবৃত্তিই রয়েছে। এই বিশেষজ্ঞতার জ্ঞান (!) শাসন মন্ত্রের অন্যোগ্য ঢাকরার একটি বড় আবরণ মাত্র। এটা যে তিরিহীন দ্বারা আমাদের দেশে (অন্তত এই জেলায়) তা প্রমাণ করেছে—১৯৬৭ বিলিক। মানুষ খেতে পেলেছে—চুরি ডাকাতি করে নি। আমার এই উক্তিকে 'চ্যালেঞ্জ' করার মত কোনো পরিবাদীয় যদি কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে আমি কর্তৃপক্ষকে তা দেখাতে আহ্বান করছি।

এবং এই সঙ্গে একথাও বলছি যে, আজকে এই জেলার চরম খাদ্য কষ্টের সময়ে বিলিকের নামে যে, ব্যবসা চলেছে তা যে সম্পূর্ণ অমোঘ, বিলুপ্ত ও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম এবং অবাধ অনাচারে পরিপূর্ণ—তার অপর পবিত্র এই জেলার মাননীয়ত চুরি ডাকাতির বিলিক। বিলিকের অবাবস্থা ও অনাচারের বিষয়ে বলতে গেলে এখানের শাসন কর্তৃপক্ষ ভর-তা-তা শোনবার মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য রাখেন না। উপরন্তু, ঘৃণ্যতম অপরাধের আশ্রয়কে সমর্থন করেন। এই জেলায় চুরি ডাকাতির অপরাধ বাড়বে না তো বাড়বে কোথায়? অধিকন্তু, এখানে চুরি ডাকাতির ক্ষেত্র ক'রে দেবার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, কিন্তু চুরি ডাকাতি হলে, তারও উপযুক্ত মোকাবিলা করার তৎপরতা, দৃঢ়তা ও যোগ্যতার অভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বিশ্ব সংবাদ

পেরুতে সর্ব্বনাশা ভূমিকম্প।

নিহতের সংখ্যা প্রায় দেড়লাখ।

কলোন বেতার-খবরে প্রকাশ পেরুর ভূমিকম্পে সম্ভবতঃ এক লাখ লোক মারা গেছে। পেরুর রেডক্রসের মতে এ পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার। বেসরকারী হিসাবে মৃতের সংখ্যা দেড়লাখ বলা হয়েছে। পেরুর রাজধানী লিমার খবরে প্রকাশ যে, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হুয়ারাস শহরটি পুড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্ণধার মিলিটারী এডিমীরাবো। কারণ গণিত মৃতদেহ সমস্ত এলাকাটিকে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক করে তুলেছে।

ভারত সরকার ভারতীয় রেডক্রসের মাধ্যমে পেরুতে ২০ হাজার টাকার বস্ত্রাদিসহ ঔষধপত্র সাহায্য হিসাবে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পূর্ব-তুর্কীস্তানের সাড়ে তিন লাখ বুদ্ধিশ্রষ্ট বিশ বছরে নিশ্চিহ্ন লাল চীনের নাৎসী নীতি

ডাগমাল সেন্টার ফর দি সিবারেশন অব দি-ইষ্টার্ণ তুর্কীস্তানের সভাপতি ঐইসা ইউসফ আলপতেকিন ২৪ জুন স্ত্রীনগরে বলেছেন যে চিনিং কর্তৃপক্ষ পূর্ব-তুর্কীস্তানের জনগণকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। গত ২০ বছরে চীনারা ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে এবং প্রেপ্তার করেছে ১২ লক্ষ মুসলমানকে। এদের সবকিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শ্রীআলপতেকিন পূর্ব তুর্কীস্তান সরকারের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল। স্ত্রীনগরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে স্বাধীনতার জন্য তুর্কীদের অক্লান্ত প্রয়াস অব্যাহত আছে এবং থাকবে। স্বাধীনতার প্রগতি এবং চীনের নাৎসী নীতি তারা রাষ্ট্রসংঘের কাছে হাজির করার চেষ্টা করছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে ইসলাম ধর্ম্ম অবৈধ ঘোষণা করে, রুশিয়া ও মঙ্গোলিয়া ধ্বংস করে অথবা পতিতালয়ে রূপান্তরিত করে এবং মুসলমান মেয়েদের চীনাদের বিয়ে করতে বাধ্য করে, লাল চীন পূর্ব-তুর্কিস্তানকে প্রকৃতপক্ষে দাসনিবিরে পরিণত করেছে।

তীলত, পূর্বতুর্কীস্তান, মঙ্গোলি, মাঞ্চুরিয়া এবং অন্যান্য অ-চীনা জনগণের স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকার করার জন্য তিনি স্বাধীন বিশ্বকে আহ্বান জানান।

আর্জেন্টিনায় রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান

প্রধানত্রয়ের ক্ষমতা দখল

২৪ জুন আর্জেন্টিনার সামরিক বাহিনীর স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল লঙ্গাস্পি, নৌ বাহিনীর প্রধান এ্যাডমিরাল পেড্রো এবং বিমান বাহিনীর প্রধান রিগেডিয়ার যে সম্মিলিতভাবে আর্জেন্টিনার ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রেসিডেন্ট ওঙ্গানিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করেন।

প্রেসিডেন্ট ওঙ্গানিয়া ১,২০০ সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে ১২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ প্রাসাদে অবস্থান করেন। কিন্তু সামরিক ইউনিট এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করায় তিনি পদত্যাগ করতে রাজী হন।

ওঙ্গানিয়া ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারী করে রাজনৈতিক দল সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন।

দেশে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত করতে ওঙ্গানিয়ার আগ্রহের অভাব দেখা দেওয়ায় সামরিক প্রধানত্রয়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘনীভূত হয় এবং তিনি জেনারেল লঙ্গাস্পিকে বরখাস্ত করেন। অভ্যুত্থানের নেতৃত্বয় অবিলম্বে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন।

রাজ্য সংবাদ

আসানসোলে কালো গ্যামবাজারে ৯৯,৩০০ টাকা লুঠ।

৬ই জুন সকাল সাড়ে দশটার সময় আসানসোলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে হোলসেল কো-অপ কনজ্যুমার্স সোসাইটির সহকারী কোষাধ্যক্ষ শ্রীমতী ঘোষ ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য কাশবাহনের ট্রাক থেকে নামামাত্র একদল ডাকাত কালো এ্যামবাসাডার নিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করে। বোমার আঘাতে তিনি পড়ে যান। ডাকাতরা ক্যাশবাক্স নিয়ে কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু ডাকাতিদের গাড়ীর মধ্যে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে এবং দলের সুভাষ রায় নামে কথিত ব্যক্তি এক হাতের তালু উড়ে যায়। জ্ঞান-হীন সুভাষ রায়কে এবং গাড়ীটি অন্যদের পাশে ফেলে রেখে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। পুলিশ, আহত সুভাষ রায়, পরিত্যক্ত গাড়ীটি, খালি ক্যাশবাক্স ও একটি পাইপগান পেয়েছে। পুলিশ সন্ধানী কুকুরসহ জঙ্গলে ব্যাপক তল্লাশী চালাচ্ছে।

ধৃত সুভাষ রায় নিজের পরিচয় দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্‌টালমিক ওয়ার্কসের কর্মী। অপর পাঁচ জন সঙ্গীর নাম ঠিকানাও তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। হাসপাতালে তাঁর অবস্থা আশাজনক।

সংঘর্ষে সি, পি, আইয়ের ২ জন ও বাঙলা কংগ্রেসের ৫ জন নিহত।

অকুয়াবাবু নীরব।

গত ৬ঠা মে মেদিনীপুর জেলায় চক-মকরমপুর গ্রামে সি, পি, আই, সংগঠিত কিষাণ সভার মিছিলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় জোতদার শ্রীধর বেরার। শ্রীবেরার গুলিতে ২ জন কৃষক নিহত হন। শ্রীবেরা ও তাঁর পুত্রদের সহ মোট ৫ জনকে উত্তেজিত মিছিলের কৃষকেরা পিটিয়ে হত্যা করেন। শ্রীবেরার স্ত্রী ও পুত্রবধূ ঘটনাস্থলে ছুটে এলে তাঁদেরও প্রহার করা হয় বলে প্রকাশ।

যুগজ্যোতি পত্রিকার প্রবন্ধকার জানাচ্ছেন **"এই জোতদার পরিবার বাংলা কংগ্রেসের বিশ্বাসী সমর্থক ছিল এবং গত অনশন সার্কাসের জন্য নিহত জোতদার শ্রীধর বেরা অজয় মুখার্জ্জী সুশীল ধাড়াকে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন—এ অবর মেদিনীপুর জেলার সবাই জানেন।"**

যুন জঘমের প্রতি অজয়বাবু নিজের আন্তরিক ঘৃণার কথা জনসভায় ঘোষণা করছেন এবং আসামীর কার্গগড়ায় হাজির করছেন সি, পি, এমকে। বর্দ্ধমানের সাঁইবাড়িবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সি, পি, এমের প্রতি তীব্র নিন্দা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু চকমকরমপুরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি নীরব। তিনটি মৃতদেহ তাঁকে বিচলিত করেছিল। কিন্তু এই সংঘর্ষের মোট ৭টি মৃতদেহর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। সি, পি, আই, জড়িত বলেই কি অজয়বাবুর বাকরোধ ঘটেছে?

পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি

কেন্দ্রের কাছে একলক্ষ টন চালের জন্য রাজ্যসরকারের অনুরোধ।

পশ্চিমবঙ্গে সংশোধিত রেশন এলাকায় চাল আসা প্রায় বন্ধ। বর্ষা সুরু হবার আগেই খোলাবাজারে চালের এই অনটন রাজ্যসরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে।

রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে একলক্ষ টন চাল পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। চালকলগুলিকে লেভীমুক্ত চালের একটা অংশ সরকারকে কিনে কিনার জন্যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই চাল খোলা-বাজারে বিক্রির স্বাধীনতা কলগুলির ছিল। জরুরী অবস্থার এখন সে স্বাধীনতা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। এই চালের দর সরকারী সংগ্রহ মূল্যের চেয়ে কিছুটা বেশী হবে। সরকারের ক্রীত চাল কলগুলিকে সরকারী নির্দ্দেশে বিক্রির এলাকায় পাঠাতে হবে।

রাজ্যসরকার লক্ষ করেছেন যে প্রত্যেক জেলাতেই চালের দর বেড়েই চলেছে এবং খোলাবাজারে চালের টান পড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ১ লক্ষ টন চাল চেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু কেন্দ্র নাকি মোট ৫০ হাজার টন চাল দিতে রাজী হয়েছেন।

রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন ঃ জেলার উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

৩১শে মার্চ সার্কিট হাউসে রাজ্যপাল জেলা বিষয়ে কথাবার্তার জন্য আমাদের ডেকেছিলেন। জেলার রিলিফ বিষয়ে যে আলোচনা হয়—তার বিশদ বিবরণ গত সংখ্যায় দিয়েছি। জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে যে সব কথা হয় তা এখানে লিখছি।

জেলার শোচনীয় অবস্থা ঃ বরাবর উপেক্ষিত ও বঞ্চিত

এ সম্পর্কে আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ রাজ্যপালকে আমি যে কথা বলি তা এই ঃ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এই জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু করা হয় নি—না কোনো শিল্প, না কারখানা, না সেচ প্রকল্প, না কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। একমাত্র সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এখানে স্থাপন করা হয়েছে বহির্বঙ্গ তোল—তাও তার দ্বারা আজও কোনো কিছু উপকার করা হয় নি। এই জেলার অবস্থাকে বিশেষ ঐতিহ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার মুখপাত্র করছিলেন—যুক্তফ্রন্ট-এর বিঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সব প্রচেষ্টার ধারাও শেষ হয়েছে মনে হচ্ছে।

অবিলম্বে উন্নয়ন ব্যবস্থা না হলে জেলা ধ্বংস হবে ঃ

জেলার জীবনে এই সব পরিস্থিতির কারণে আজ চূড়ান্ত জেলার নিদারুণ সঙ্কট। জরুরী অবস্থায় রিলিফ সাহায্য যা অপরিহার্য্য তা করতেই হবে। তার সঙ্গে এখন থেকে জেলার বিবিধ উন্নয়নের জন্য সব দিক থেকে জোর চেষ্টা করতে হবে। না করলে জেলা ধ্বংসের সম্মুখীন হ'তে চলেছে। সেজন্যই আমরা দিল্লীতে গিয়ে এ বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছি।

জেলার উন্নয়নের মূল ভিত্তি হবে সেচ ঃ

আমরা যখন জেলার বিবিধ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসাবে সেচ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে বিশেষ চেষ্টা করছি। ভারতের সেচসচিবও বিশেষ আগ্রহ, জ্ঞান ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাতে রাজ্যপাল বলেন—প্রধান মন্ত্রীকে আনছেন—এ সব তো তাঁদেরই ওপর নির্ভর করছে।

তার উত্তরে তাঁকে বলেছি—তাঁদের ওপর মূল ব্যবস্থা নির্ভর করলেও—আমরাও করণীয় বহু কিছু আছে। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতিগ্র এই জেলার খরাপ্রবণতার ভিত্তি দিতে এখনই ব্যাপকভাবে প্রতি ব্লকে সেচ ব্যবস্থার খানিকটা ক'রে ভালো গোড়া পত্তন ক'রে দিতে পারলে জেলার মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াবার অনেকখানা ভরসা পাবে।

সেচের জন্য আজ অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা চাই ঃ

সেচও যদি জেলার সমগ্র সেচ ব্যবস্থার জন্য ৩০।৩২ কোটি টাকা লাগবে—এখনই আমরা ৫ কোটি টাকা চাইছি—তিন বছরের পরিকল্পনা নিয়ে ঐ টাকা সেচ ব্যবস্থায় নিয়োগ করতে এবং তিন বছরে ঐ ৫ কোটি টাকার সেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে। এ কথা রাজ্যপালকে জানিয়ে বললাম—জেলার এই অবস্থার আমাদের এই অত্যন্ত আবশ্যক দাবী আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরুন। সবাই মিলে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বিশদ জেলাকে আমরা রাঁচীরাও ব্যবস্থা করি। বিভাগীয় কমিশনার এই প্রস্তাব আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন ক'রে বললেন—এটা সত্যই প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ কম থাকলেও তিন বছরে এই টাকা নিয়োগ করে পরিকল্পনার রূপ দিতে আমাদের বিশেষজ্ঞরা সমর্থ হবেন। রাজ্যপালও এ বিষয়ে চেষ্টা করবেন বললেন।

অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা ঃ

শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়েও এক কথা আলোচিত হল। তবে এসব নির্ভর করছে কেন্দ্রের ওপর।

পানীয় জলের কষ্ট ও সে বিষয়ে আলোচনা ঃ

এই আলোচনার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে জানা গেল—পানীয় জলের উৎস-এ এই জেলার জন্য কিছুগুলি কূয়া করার নির্দেশ রয়েছে। এখন থেকেই তার জন্য কাজ সুরু হচ্ছে। এই আলোচনা সূত্রে কাঁচা কুয়া ও ট্যাঙ্কে জল দেওয়ার কথা তুলি আমি। সমগ্র জেলার চারিদিকে লক্ষ্য রেখে অনেক চলেছিল—তার জন্য কাঁচা কুয়া ও ট্যাঙ্কে জল সরবরাহের কথা কিছুদিন আগে থেকেই বিশেষভাবে বলছিলাম। রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তায় এই দুটি বিষয়ের আলোচনাও করলাম—তবে ও বিষয়ে বিশেষ জোর দিই নি—কারণ—এই সামনেই আসতে সুরু করছিল। নীচুই এই জলকষ্ট দূর হবে। রাজ্যপাল দুটি বিষয়ই সমর্থন করলেন। ট্যাঙ্কের অভাবে কথা উঠল সেই সময়ে। সম্ভবতঃ প্রাণীর বাহ্য সজ্জার কারণে—ট্যাঙ্ক বেশী না—খালের ভাঙা করেও জল তোলা যেতে পারে। রাজ্যপাল বললেন—ভালো হয়। "ভাঙা" করেও যেন জল সরবরাহ করা হয়।

এই জেলায় পানীয় জলের কষ্ট অনিবার্য এবং স্থায়ী। এই দুর্গতি স্থায়ীভাবে দূর করতে মর্ম্মান্তিক একটি পরিকল্পনার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম।

অন্যান্য বিষয়ে যে কথা ওঠে ঃ

কেউ কেউ কোর্টশিপের কথা তুলেছিলেন। রাজ্যপাল বললেন—ও-বিষয়ে বেশমন্ত্রীকে বলুন। উন্নয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে সিমেন্ট কারখানা প্রভৃতির কথা উঠেছিল। এ সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রের সরকারের কাছে আমরা ইতিপূর্ব্বে মে টাস্কটি বিভিন্ন দিকের প্রস্তাব দেখেছি—সে সব বিষয় রাজ্যপালের সহানুভূতি অন্ত অনুরোধ জানালাম।

রাজ্যপাল বললেন—এ জেলার জন্য সত্যই উন্নয়নের কিছু হয়নি এবং অত্যন্ত দুঃখের। জেলার উন্নয়ন বিষয়ে আমি চেষ্টা করব।

বরাবাজার থেকে বান্দোয়ান—বিহারের রাস্তা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বরাবাজারের কাছ থেকে বরনী পর্য্যন্ত—বিহারের এই রাস্তাটি এত খারাপ যাকে যে বর্ষায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার মত। বিহার সরকার থেকে প্রতি বছর মেরামতের যে ব্যবস্থা হয়—তার নামে লুট হয়। গাড়ীর চাকা যে আধমাত্র ওপর দিয়ে চলে সেই অংশটা প্রায় আগাগোড়া ছুট বড় খাদের মত হ'য়ে গেছে। প্রতি বছরই এই অবস্থা ঘ ট ; আর তার মধ্যে মাটি দেওয়া হয়—ফলে বর্ষায় এই ছুটো বিরাট খাদী পাকের কুণ্ডে পরিণত হয় ও যানবাহন চলা বন্ধ হয়। বিহারের কর্তৃপক্ষ বা ইঞ্জিনীয়াররা জানেন যে, মাটি দেওয়ার অর্থ অপচয় ছাড়া কিছু নয়—তবু এটা কেন করা হয়—তার বহস্য তাঁরাই জানেন। আমরা রাজ্যসরকারে এ বিষয়ে ঠিকমতো ব্যবস্থা করতে বলে এসেছিলাম।

গত ২৮শে যে পটমদা থানার ভূমিক পরিস্থিতি পরিদর্শন গিয়েছিলাম আমার সঙ্গে ছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ মাহাতো এম, পি, শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাতো সংঘের থানা ব্যবস্থাপক পটমদা, শ্রীপ্রফুল্ল মাহাতো, সংঘের থানা ব্যবস্থাপক বরাবাজার, শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি এম, বল, এ। ঐ অভিপথে রাস্তার মধ্যে নিযুক্ত জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি, এন, মিনহাত দেখা গাই। তিনি রাস্তা মেরামতের কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন—কণ্ট্রাক্টরও ছিলেন। আমরা ইঞ্জিনীয়ারকে বলনাম—বলনাম—পাকাবায় বলে এসেছি—আপনাকেও বলার ছিল—রাস্তার দেখা হল। এখন বলুন—কেন এই লুট চলেছে। এতে মাটি দেওয়ার অর্থ কি হয়? প্রতি বৎসর এই যে তাহানা করেন—তাতে লোক বলে যে, কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে আপনাদেরও ভাগ আছে! ইঞ্জিনীয়ার বললেন—আমি তো মাটি দিতে বলিনি—কণ্ডক্টর দিতে বলেছি। বললাম—আপনার সামনেই এই বেগুন—মাটি জমা করা আছে। আমরা এই সব জমা থেকে মাটি নিয়ে রাখছি—উঁচুতর কণ্ডক্টরকে দেখাবার জন্য। ইঞ্জিনীয়ারকে সামনে আমরা মাটি সংগ্রহ করলাম। ইঞ্জিনীয়ার তখন কণ্ট্রাক্টরকে ধমক দিলেন যে, কেন আপনি এত মাটি জমা ক'রে রেখেছেন—আমি কি মাটি দিতে বলেছি? আমি তখন ইঞ্জিনীয়ারকে বললাম যে, পথের দুদিকে এই যে বিরাট খাল হয়েছে—তা' মেরামত করতে কতক কণ্ডক্ট দিলেই বা কি হবে? আপনি একজন ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বুঝবেন না যে, পাথর দেওয়া ছাড়া কণ্ডক্ট বা মাটি দেওয়ার অর্থ টাকা বরবাদ করা। পথের দু ধারে মাটির ওপরেই এক পাথরের স্তর রয়েছে—কেন আপনারা এই পাথর নিয়ে দিচ্ছেন না? যাতে রাস্তা ঠিকমতো মেরামত হয় তা দেখবার দায়িত্ব আপনার। ইঞ্জিনীয়ার তখন কণ্ট্রাক্টরকে বললেন—আমি এখুনই অর্ডার দিচ্ছি—আপনি পাথর ফেলুন। আমরা বললাম—আপনি পাথর ফেলার নির্দ্দেশ দিলেন—কিন্তু যদি তনি সেই আদেশ না মেনেন—পাথরের আড়ালায় মাটি বা কণ্ডক্ট চালাতে থাকেন—তাহলে আমাদের কর্মীরা রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ বন্ধ করিয়ে আপনাকে সংবাদ দেবে। কণ্ট্রাক্টর বললেন—না আমি তা করব না পাথরই দোব। আজকে এই রাস্তায় আবার এসে দেখছি—রাস্তার ধারে ধারে পাথর চালানো হচ্ছে। কর্মীরা লক্ষ্য রাখছেন।

রাজ্যপালের তথ্য ঃ রিলিফের অবস্থা ঃ আমাদের দাবী

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যে চিঠি পেয়ে রাজ্যপাল দীরব ছিলেন—তার উত্তর দিতে হোল ঃ

অনেকেই জেনেছেন যে, দুর্ভিক্ষ নীতিজ্ঞ অধিবেশ নয়নারীর অন্তে ক্রত উপযুক্ত ব্যবস্থা বিষয়ে রাজ্যপালের বিশদ্ধন উদাসীনতা এবং রিলিফ বিষয়ে গভীর কার্পণ্য ও দুঃখজনক অবাবস্থা দেখে আমি বিশদ ২২শে এপ্রিল রাজ্যপালকে অভিযুক্ত ক'রে তীব্র ভাষায় একটি চিঠি দিই। (সে চিঠির বাংলা তর্জ্জমা যুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল) সেই চিঠির উত্তরে তিনি আমাকে তথা পাঠিয়েছেন ২২শে মে—প্রায় ১ মাস পরে—তখন আমাদের দিল্লীর যোগাযোগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। আমি সে চিঠি আরো পরে পাই—জুন মাসের প্রথমে—রাজ্যপাল পুরুলিয়া এসে ফিরে যাবার পর। সেই চিঠিতে উনি যা আমাকে জানিয়েছেন—আমি তা এখানে রাখছি। এর চিঠি থেকেই দেখা যাবে—আমার অভিযোগ কত যথার্থ ছিল এবং আমার সেই চিঠি পাওয়ার পরই এপ্রিল মাসে আরো কিছুটা সাহায্য তিনি বাড়ান এবং দিল্লীতে আমাদের বলা কওয়ার আলোকে এর পর (এবং নিশ্চয়ই দিল্লীর রজ্জুফলের পর) আরো খানিকটা রিলিফ বরাদ্দ করা হয়।

এপ্রিল মাসের রিলিফ খতিয়ান রাজ্যপাল যা দিয়েছেন ঃ

রাজ্যপাল ঐ চিঠিতে জানাচ্ছেন যে, এপ্রিল মাসে যা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা' এই ঃ—

১) খয়রাতী সাহায্য—৭৮,০০০৲ (আটাত্তর হাজার টাঃ)

২) টি, আবের কাজ—২,৫০,০০০৲ (আড়াই লক্ষ টাকা)

৩) ঋণ বাবত কিছুই না।

আমি ১২ই এপ্রিল রাজ্যপালের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের আগে পুরুলিয়া থেকে শুনে যাই যে, টি, আবের জন্য মাত্র হাজার পঞ্চাশ টাকা এসেছে। চারিদিকে কাজের জন্য লোক হাহাকার করছে—আর অর্থ বরাদ্দ কিছুই নেই—এই নিদারুণতার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে তীব্রভাবে অভিযোগ করার পর দেখলাম—আমাদের জেলায় ঐ আড়াই লক্ষ টাকার বরাদ্দ হল। চাষের মরশুম মাথের কাছে—অথচ ঋণের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। রাজ্যপাল জানাচ্ছেন—এপ্রিলে প্রতি ব্লকে ৬টি ক'রে স্কীম ডি, সি গ্রহণ করছেন। এক একটা ব্লকে যেখানে লক্ষাধিক মানুষ সেখানে প্রত্যহ এক হাজার রেড় হাজার মানুষের জন্য কাজের আয়োজন সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণক ব্যবস্থা।

মে মাসের রিলিফ খতিয়ান রাজ্যপাল যা দিয়েছেন ঃ

দিল্লীতে ১০ই মে যে ১২ই মে প্রধান মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা ক'রে সব বলায়—তাঁরা বললেন—শীঘ্র আবহা রাজ্য সরকারকে আনিয়ে ব্যবস্থা করছি এবং নিজেরাও সেখানে যাচ্ছি। তারপরেই রাজ্যপালের (প্রকৃত হিসাব মত) বরাদ্দ বা বাড়তা তা' এই ঃ—

১) খয়রাতী সাহায্য—৯,৭৮,০০০৲ (চার লক্ষ আট হাজার টাকা)

২) টি, আবের কাজ—৫,০০,০০০৲ (পাঁচ লক্ষ টাকা)

৩) কৃষি ঋণ—২,০০,০০০৲ (দু' লক্ষ টাকা)

অবস্থার তুলনায় ব্যবস্থা বহু কম ঃ কেন তা হচ্ছে—যখন টাকার অভাব নেই

অবস্থার তুলনায় এই টাকা,—এই ব্যবস্থাও অত্যন্ত কম। অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা কবা হচ্ছে না কেন—তা আমরা বুঝতে পারলাম—যখন রাজ্যপাল ৩১শে মে পুরুলিয়ায় এলেন। তিনি আমাদের বললেন যে, প্রধানমন্ত্রী নিজে আগ্রহের সঙ্গে এখানকার অবস্থা লক্ষ্য রাখছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন—এখানের রিলিফ কাজের জন্য টাকার কোনো অভাব হবে না। রাজ্যপাল ব্যবস্থার বললেন—বিনিকের জন্য টাকা যত চাই আনবে।

কেন এখনো অনাহারে মানুষ মরছে—এর জন্য দায়ী কে ?

তবে কেন এখানের জরুরী অবস্থার উপযোগী টাকা ও ব্যবস্থা আজও নেই ? এর জন্য দায়ী কে ? প্রত্যহ মানুষ এই জেলায় অনাহারে মরছে ! তাদের বাঁচাবার জন্য দ্রুত, ব্যাপক, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই কেন ?

আমরা তো সব জানিয়েছি। তবে এখানকার জরুরী অবস্থা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে কার ধারণা এমনও ধোলাই ?

আমরা বুঝলাম রাজ্যপালও অবস্থা সোজেন নি—জেলা থেকেও সম্যক অবস্থার ধারণা দেওয়া হয় নি

রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তার ৩১শে মে বোঝা গেল যে, এখানের পরিস্থিতির ব্যাপক ভয়াবহতা—এখানকার চাহিদা বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষের ঠিকমতো ধারণা নেই। বোঝা গেল—জেলা শাসন কর্তৃপক্ষও অবস্থা ঠিকমত জানান নি। ঠিকভাবে অজান্ত মানুষগুলোর জন্য এত ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করার কি আছে এবং জেলার বিষয়ে ঠৈ ঠৈ ক'রে এই জেলার লোক কিছু জোগাড় করে নিতে চায়—এই সাংঘাতিক সত্য বোধ ধারণা এবং রাষ্ট্রিয় পক্ষ আনীত ব্যক্তিদের কর্ম্মবিমুখতা ও গুরুতর অভাবই হয়তো এই কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অথচ, বক্তিতের অধিকার, সাহায্য প্রতিষ্ঠা, মানবতার রাজত্ব প্রভৃতি বড়ান আদর্শের প্রবাহের রাষ্ট্রিয় এই সব বক্তিদের 'বাকে' ভরা। এঁরা রাষ্ট্রিয় বুঝুন—য শোসুখ মানুষদের বাঁচান—আমাদের সম্মান ও সহযোগিতা পাবেন।

অবিলম্বে যে ব্যবস্থা আজ করতে হবে

অবিলম্বে ব্যাপক উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং যুদ্ধকালীন শক্তিতে সমস্ত ব্যবস্থা করা চাই। সামনে চায় নিম্ন চাষীদের হিতে চায় ওঠাতে হবে। তারপরই ভাদ্র আশ্বিনের আগে অনটনের ভয়াবহ সময়। সে সময় ব্যাপক কাজ ও ব্যাপক সহায়তা দিতে হবে।

(১) যে টি, আর, পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করা উচিত

এখানে এখন প্রতি অঞ্চলে ৩টা ক'রে ডীপ চালু করা হয়েছে। তাহলে হবে প্রায় ৬০০ স্কীম। স্কীম প্রতি ৫০০৲ টাকার গড় বরাদ্দে ৩০ লক্ষ টাকা। প্রতি স্কীমে ১০০ করে লোককে কাজ দিলেও প্রত্যহ মাত্র ৬০ হাজার লোক চু মাস কাজ পাবে।

(২) যে জি, আর ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা উচিত

এখানে এখন শতকরা ৫ ভাগ জি, আর পাচ্ছে—কিন্তু কর্ম্মহীন বহু মানুষের অবলম্বন কিছু নেই। সর্ব্বত্র টি, আর কাজ গড়ে তুলতেও যেমন দেরী হবে—তেমনি বহু মানুষ অনাহারে এমন অবস্থ যে কাজ পেলেও ঠিক মতো কাজ করতেও পারবে না—সেজন্য কাজের পাশাপাশি—অন্ততঃ তিন মাসের জন্য (ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিকের জন্য) শতকরা ২০ ভাগ জি-আর (অর্থাৎ বর্তমানের চার গুণ) দেওয়া দরকার।

প্রতি মাসে ২৫ লক্ষ হিসাবে ৭৫ লক্ষ টাকা লাগবে। শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে বর্তমানে ৮০ হাজার লোক জি আর পাবে। শতকরা ২০ ভাগ হ'লে ৩,লক্ষ ২০ হাজার লোক জি-আর পাবে। জি, আর যাঁরা খুবই কম সেজন্য এক পরিবারে বেশী কাজ যাতে পায় বেশী জি-আরে বেশী সংখ্যায় দিতে হবে।

(৩) ব্যাপকভাবে লঙ্গরখানার প্রস্তাব ঃ দুরকম হ'তে পারে ঃ অবিলম্বে চাই—

প্রথম ঃ (ক) যদি জি, আর ৫% এর বেশী না বাড়ানো হয়—আর ব্যাপক কাজ খোলা হয় তবে লঙ্গরখানা করাই কাজের হবে। প্রতি অঞ্চলে ২টা ক'রে লঙ্গরখানা করলে ৩০০ লঙ্গরখানা করা হবে। প্রতি লঙ্গরখানায় গড় ৫০০ করে লোক খাওয়ানো হলে রেড় লক্ষ লোক খেতে পাবে। এদের জন্য মাসে খরচ করা যেতে পারে ২৩ লক্ষ টাকা হিসাবে তিন মাসে প্রায় ৭০ লক্ষ টাঃ।

লঙ্গরখানা করলে যারা নিজস্ব বিসন্ন ও অক্ষম তাদের খেতে যাবে—যারা কর্ম্মক্ষম তারা টি, আরে কাজই করতে চাইবে—আর যারা চলাফেরার অক্ষম তারা ঘরে বসে কি আর পাবে।

দ্বিতীয় ঃ (খ) যদি এইভাবে লঙ্গরখানা না বাড়ানো হয়—তবে প্রয়োজন মত কিছু লঙ্গরখানার জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা উচিত

হবে। গড় বা সাধারণ হিসাবে ব্লক প্রতি ২টি গুদামঘর হবে। এ থেকে দেখি, আর শতকরা ২০ ভাগে হবে।

(৪) যে কৃষি ঋণ এ জেলায় এখনই চাই

৪) উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষে জেলার কৃষি জীবন আজ বিপর্যস্ত,—ভয়াবহভাবে বিপন্ন। ব্যাপকভাবে চাষীকে ঋণ না দিলে তাঁদের টাড়ানো যাবে না। সেজন্য জেলার দু লক্ষ চাষী পরিবারকে ঋণ দিতে হবে। প্রয়োজনমত কম বেশী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখলেও চাষী প্রতি গড় ১০০ টাকা কৃষি ঋণ অবশ্যই বরাদ্দ হওয়া দরকার। তাতে ২ কোটি টাকা লাগবে।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে এগুলি মূল বিষয় এবং রাজ্যপাল এগুলি বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। তাহাই আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব রাখলাম।

২০ বছর ধরে উপেক্ষার প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া পথ নেই

২০ বছর ধরে এই জেলাকে উপেক্ষা ও শোষণ করা হয়েছে। এর উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয় নি। আগে কবলে এই বিরাট খরচ বিলিফে করতে হত না। কিন্তু আজ উপায় নেই। করতেই হবে। উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা অপব্যয়ও হচ্ছে। আজ বিপন্ন মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই টাকা সেই তিমাংে কিছুই নয়। আমরা নানা দিক ভেবে কম বরাদ্দই দাবী করছি।

এই রিলিফে এই জেলার জন্য এখন অন্ততঃ ৩॥ কোটি টাকা চাই

যে বিলিফ পরিকল্পনা আমাদের কিক থেকে বেরোচ্ছি—তার জন্য ৩ (সাড়ে তিন কোটি) টাকার বরাদ্দ আজ প্রয়োজন। এর ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যাঁরা অবস্থা বোঝেন না আজও অনেকে হয়ত কি তা বোঝেন না—তাঁদের কাছে অঙ্কটা বড়ো মনে হতে পারে। তাঁদের আমি অনুরোধ করবো—১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে মৃতদের আমলের হিসাবটা দেখতে। আর অনুরোধ করব দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের মূল্যের দৃষ্টিতে মূল্যবান হারিয়ের হার পালনের দৃষ্টিতে পরিকল্পনাটা যেন তাঁরা তৈরী করেন—তাহলে এ অঙ্কটা কিছুই মনে হবে না। অবশ্যই পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকবে—এটাই আজ আশা করতে পারি।

—·—

প্রতিরক্ষা স্টোর থেকে অস্ত্র চুরি

যদুগুড়ায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

যদুগুড়ার পুলিশী সূত্র থেকে বলা হয়েছে যে কয়ার অঞ্চলে তল্লাসী করে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি বারুদ পাওয়া গেছে তার কিছু খানাগড় ও কিরণীর প্রতিরক্ষা স্টোর থেকে চুরি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের বিস্ফোরক কয়ার অঞ্চল থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

দেশের আভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং প্রতিরক্ষা বা স্বার্থ সম্পর্কে নূতন করে ভাববার দাবী রাখে। ইতিপূর্বে কলকাতার একটি দোকান থেকে পুলিশ যে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করেছিল তার মধ্যেও প্রতিরক্ষা বিভাগের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে প্রতিরক্ষা বিভাগের অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

—·—

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূচিঃ শেষ সংবাদ

জানা গেল—প্রধান মন্ত্রী ১৯শে জুন সকাল সওয়া ৯টায় সার্কিট হাউসে জেলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা করবেন। তিনি ঐ দিন হেলিকোপ্টারযোগে ৮ টায় হুড়রায় অবতরণ করবেন।

—·—

রিলিফের গম চুরির বোঝাই ট্রাক আটক

জয়পুর গ্রামের জনসাধারণের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

গত ১৭ই জুন তারিখে W G W 906 এই নম্বরযুক্ত একটি রিলিফের গম বোঝাই ট্রাক সন্ধ্যার সময় জয়পুর গ্রামে এসে জনৈক দোকানী শ্রীযুক্ত শাঁকরাটকে ৩ বস্তা গম বিক্রয় করলে গ্রামের যুবকেরা ও জনসাধারণ সেই গম বোঝাই ট্রাক আটকান এবং পলায়নে বাধা দেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়পুর থানায় সংবাদ দেওয়া হয় এবং পুলিশ এসে মহাশয় সমেত ট্রাকটি থানায় নিয়ে যায় ও যে তিন বস্তা গম বিক্রী করা হয়েছিল—তা আটক করে।

পুলিশী অনুসন্ধানে জানা যায় যে তালতা ২নং ব্লকের দুটি রিলিফ জীপের চোরাই গম বিক্রয়ের জন্য সাজিয়ে জীপারওয়া ঐ ট্রাক বোঝাই গম বিক্রয়ের চেষ্টায় বের হয়েছিল। রিলিফ জীপ দুটি ফোল—(১) খয়রাত সিমলিয়া বাঁধ এবং জীপারের নাম শ্রীমন্ত সিং খাটোয়াল। ঐ জীপের ৩২ বস্তা অর্থাৎ ২৪ কুইন্টাল ২০ কে জি গম পুলিশ আটক করেছে।

(২) কোটশিলা-বাগুড়ি রাস্তা এবং জীপার বলেন শ্রীগোপাল রায়। ঐ জীপের মাঝে ৪৫ বস্তা অর্থাৎ ৩৩ কুইন্টাল ৮০ কে জি গম পুলিশ আটক করে। ধরপাকড়ের সময় জীপার ট্রাক থেকে নেমে পালিয়ে যায়।

আরও প্রকাশ, ট্রাকের লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না।

জয়পুর গ্রামের যুবকদের ও জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি ও চেষ্টার ফলে রিলিফের এই চুরি ধরা পড়েছে। এইরূপ চুরি জেলার বহু জীপেই হচ্ছে—সুতরাং সর্বত্র স্থানীয় জনসাধারণের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

—·—

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্ম্মীদের

প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃএর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের গত ২৪শে মে তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মীদের দাবী পূরণ না হলে আগামী ১৫ই জুন থেকে লাগাতার ধর্মঘট চলবে। ইউনিয়ন গত ৩রা জুন তারিখে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত দাবী পেশ করেছে :

১। কর্মীদের কাজের ধরণ অনুযায়ী নিয়োগ পত্র দান ;
২। অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করণ ;
৩। নূতন পে স্কেল গঠন ;
৪। ইলেকট্রিক সার-চেকিং দুইজনকে মুনর্গঠন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই কোম্পানীতে নিয়োজিত কর্মীরা "কাজ নেই—বেতন নেই" (No work—no pay) ভিত্তিতে দৈনিক মাত্র দেড় টাকা বেতন পান।

—·—

WANTED

One B Sc./Hons./M. Sc. in Physics or Chemistry against a permanent vacancy, one B. Sc. Dist/ Hons. and one B. Com. (Hons) II class against deputation vacancy.

Apply to the Secretary, Sonatholi Kalapathar High (H. S.) School. P. O Sonatholi Ashram, Dist. Purulia, by the 25th June, '70 and come for an interview on the 5th July '70 at 12 noon, at their own expenses.

জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া

(বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত—গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কো-এডুকেশন কলেজ)

প্রাতঃকালীন বিভাগ—বি, এ, ও বি, এস, সি, (কলা ও বিজ্ঞান)।
দিবা বিভাগ—প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় (কলা ও বিজ্ঞান) এবং বি, এ ও বি, এস, সি (কলা ও বিজ্ঞান, অনার্স।
সান্ধ্য বিভাগ—প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কলা এবং বি, কম্।

১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। প্রসপেক্টাসের সহিত দরখাস্ত করিবার ফর্ম পাওয়া যাইবে। কলেজ অফিস হইতে ৫০ পঞ্চাশ পয়সা মূল্যে অথবা মনিঅর্ডার যোগে ডাক খরচাসহ মূল্য পাঠাইলে উহা ডাকে পাঠান হইবে। কলেজ অফিসে নির্দ্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় মার্কসীট, এডমিটকার্ড, পাসপোর্ট সাইজের ফটো (২ কপি), প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট (জগন্নাথ কিশোর কলেজের ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে), মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য হইলে) দাখিল করিতে হইবে। কোন কারণে পড়ার ব্যাঘাত ঘটিলে (Break of studies) তাহার নির্ভরযোগ্য কারণও দর্শাইতে হইবে। আসন সংখ্যা সীমাবদ্ধ। উচ্চ মাধ্যমিক বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দরখাস্ত জমা না দিলে ভর্তির আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

এই প্রসঙ্গে জানান যাইতেছে যে এই কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণকে বা এই কলেজ হইতে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অকৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীগণকে নিজ নিজ পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই ভর্তির জন্য নির্দ্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত করিতে হইবে। নতুবা ভর্তির আবেদন অগ্রাহ্য হইতে পারে। এই কলেজ হইতে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদিগের ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য হইবে।

ইতিহাস, অঙ্ক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স সহ অধ্যয়নের ব্যবস্থা ; সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী; জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত ; অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা ; দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে পড়ার বন্দোবস্ত। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

অধ্যক্ষ
জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

Office of the Commissioners
Raghunathpur Municipality

Dated the 10th June, 1970

NOTICE

Applications are invited from persons for the post of a Temporary Typist having knowledge of Accountancy, who have the following requisite qualifications for Raghunathpur Municipality.

1. The candidate must be School Final/Higher Secondary or its equivalent.
2. The candidate must be a passed typist having a minimum speed of 40 words per minute, and sound knowledge in accounting work.
3. The candidate must be at least 3 years experienced in typing and accounts work in a reputed concern.
4. Age—Age not below 21 years but not exceeding 35 years.

The emoluments per month is fixed at Rs. 80/ as consolidated Pay, and Govt. D. A. if admissible will be allowed in future.

The last date for submission of application is 27/6/70 within the office hours.

Chairman
Raghunathpur Municipality.

SINGHAL PURE ALUMINIUM

"এম, আর" উল্কাঙ্কিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বস্তুকর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় মসনাভিরাম ; কিন্তু স্টেনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

Office of the District School Board, Purulia.

Notice

Applications are invited from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates for preparation of a panel for the post of teachers of Primary Schools under District School Board, Purulia.

Minimum qualification required :

In case of Scheduled Caste candidates those who have passed the S. F./H. S. Examination or its equivalent securing at least 40% marks may apply.

In case of Scheduled Tribes candidates those who have passed the S. F./H. S. Examination or its equivalent may apply.

Age—None below 18 years of age on 1.7.1970 should apply.

Applications must be in the candidates own handwriting in the following proforma accompanied with the attested copies of academic qualification certificate and the mark-sheets of S. F./H. S. Examination and a certificate from the Special Officer, Scheduled Castes and Tribes Welfare Department.

Candidates belonging to the above communities who have already applied in terms of our previous advertisement should also apply afresh.

Specimen of the form

1. Name.
2. Present address.
3. Permanent address.
4. Father's/Husband's name.
5. Scheduled Caste/Scheduled Tribe.
6. (a) Date of birth.
   (b) Age on 1-7-1970.
7. Qualification — Examination passed — Year — Division
8. Name of two police stations in which the candidate intends to serve. (i) (ii)

Date.

Signature of the candidate

Applications should be submitted to the undersigned direct on or before 30-6-1970.

S. M. Roy
District Inspector of Schools,
District School Board, Purulia

WANTED

Two graduate teachers (one Science and one Arts) preferably with honours for Chittaranjan High School, Purulia, to fill up the deputation vacancies for a period of ten months only.

Apply to the Secretary on or before 25th June '70.

Secretary



মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চাননতলা লেন
কলিকাতা—১২

শ্রীযামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্ধেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত প্রাণবান্ নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | সোমবার, ২২শে জুন '৭০ ৭ই আষাঢ় ১৩৭৭ | বার্ষিক—৬, ষান্মাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা



এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ—
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।
—রবীন্দ্রনাথ

পুরুলিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

সার্কিট হাউসে জনসভায় প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
দর্শনার্থী জনতার উপর পুলিশের লাঠি চার্জ্জ
শ্রীমতী গান্ধীকে লক্ষ্য করে ইষ্টক বর্ষণ

পুরুলিয়া জেলার খরা পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা সূত্রে গত ১২শে জুন পুরুলিয়ায় এসে সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে জনসভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন :—

"প্রচণ্ড খরার কবলে পুরুলিয়া যখন পীড়িত হচ্ছিল সেই সংবাদ পেয়ে মত শীঘ্র সম্ভব পুরুলিয়া আসার ইচ্ছা থাকলেও—আরও পূর্ব্বে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া পরিদর্শনে আসা সম্ভব হয় নি বলে আন্তরিক দুঃখিত। তবুও পুরুলিয়ার অধিবাসীদের পাশে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে বিশেষ আনন্দিত। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি পুরুলিয়াবাসীর দুঃখ দারিদ্র্যের এই যে ভয়াবহ সমস্যা তার স্থায়ী সমাধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারের এই আন্তরিক প্রচেষ্টায় আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।"

সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে একটি জীপের বনেটের উপর দাঁড়িয়ে মাইক হাতে নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী জনতাকে উদ্দেশ্য করে যখন তাঁর ভাষণ দিচ্ছিলেন—তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য থেকে ইষ্টক বর্ষণ শুরু হয়। সেই সময়ে ইষ্টক বর্ষণ থেকে বাঁচাবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর সচীব রক্ষীরা তাঁর মাথায় একটি লৌহ শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে ও ছাতা ধরে তাঁকে আড়াল করে ঘিরে দাঁড়ালে—তিনি সকলকে সরে যেতে ও লৌহ শিরস্ত্রাণ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়ে তাঁর ভাষণ চালিয়ে যান। প্রধান মন্ত্রী বলেন—"এই-ভাবে ইট পাটকেল ছুঁড়ে আমায় মুখ বন্ধ করা যাবে না।" এর চেয়েও অনেক গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। জন সংঘ আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছে। সার্কিট হাউসে ঢোকার সময় জনসংঘের সভ্যরা ও কিছু সমর্থকদের দেখেছি। সুতরাং এই সব ইট পাটকেল তারা ছুঁড়ছে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পূর্বে জনতার উপর পুলিশের লাঠি চালনার যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল—তা হয়ত ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটেছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি দুষ্কৃতকারীরা অপকৌশলের শিকার হয়ে নিরীহ জনসাধারণকে দুঃখ দাইবা ভোগ করতে হয়েছে।"

শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন—"দেশকে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলাকে নকশাল ও অন্য সংঘ কয়েক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান—এই দুই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। নক্সালরা দেশের অন্তর্বাসজিযোগের সুযোগ নিয়ে দুয়া বিদেশের দুয়া তুলে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসকার বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, এই পথে বিপ্লব বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমরাও বিপ্লবে বিশ্বাস করি তবে তা হিংসাত্মক বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়—শান্তিপূর্ণ ও অহিংস

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিকট পুরুলিয়ার দাবী
সার্কিট হাউসে প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর আলোচনা

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

আমি ১৫ই জুন তারিখে বিধান সভার সদস্য হিসাবে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের স্বাক্ষরিত এক আমন্ত্রণ পত্র পেলাম। তাতে বলা হয়েছিল যে—প্রধান মন্ত্রী ১৯শে জুন বেলা ৯-১৫ মিঃ এর সময় পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে আসবেন এবং আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। অনুরূপ ভাবে আমাদের সংঘের এম, পি, এম, এল এরাও ঐ মর্ম্মে চিঠি পান।

সেই অনুযায়ী ১৯শে জুন বেলা ৯টার সার্কিট হাউসে উপস্থিত হই—আমরা ৩ জন বিধান সভার সদস্য, আমি, শ্রীসদেন্দ্র নাথ ওঝা, শ্রীনিবিল চন্দ্র মাহাত, শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি ছিলাম এবং আমাদের এম, পি শ্রীঅযরি মাহাত পরে আসেন।

সার্কিট হাউসের বারান্দায় তখন অনেক ব্যক্তি ও সরকারী অফিসাররা বসেছিলেন। সেই বারান্দায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনেক সন্ন্যাসীও উপস্থিত ছিলেন। এবং পরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি আসেন।

আমি ডাইরাক্টর অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে কি ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন যে প্রধান মন্ত্রী ১০টার সময় এখানে আসবেন। তিনি এসেই সাময়ের ঘরে বসবেন—তখন প্রথমে এম, এল, এ; এম,পি,দের ডাকা হবে এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন—তারপরে সরকারী অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

৯-১৫ মিনিটের সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সদলবলে এলেন। কিছুক্ষণ আগে রাজ্যপালের উপরোক্ত শ্রীএ, কে ঘোষ সার্কিট হাউসে এসেছিলেন।

অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল শ্রীএল, এস, ধাওয়ান, শ্রীবিজয় সিং নাহার, শ্রীত্রিদণ্ডিস্বামি ঘোষ, শ্রীনিত্যানন্দ শঙ্কর রায়, প্রভৃতি। আমাকে জানানো হয়েছিল যে শ্রীমতী গান্ধী আমার পরে সবাইকে ডাকা হবে—এবং তারই জন্য আমরা বারান্দায় বসেছিলাম।

শ্রীমতী গান্ধী আমার পরে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর ভাবে বারান্দায় যারা ছিল তারা ঘরে ঢুকে পড়ে। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ অবস্থার মধ্যেই আমাদের ডাকা হয়—আমরাও ভেতরে যাই। গিয়ে দেখি বহু ভদ্রি লোক সব ভীড় করে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ সোফায় বসেছিলেন। কোন প্রকার কোন শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থা ছিল না। একটা হট্টগোলের মধ্যে আমি গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বসলাম।

সেখানে জেলার গুরুতর বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কোন অবস্থা বা পরিবেশ ছিল না। শ্রীনিবিল সিং নাহার বলছিলেন যে এখানে কোন বৈঠক হবে না। বিধান সভার সদস্য শ্রীনিবিল চন্দ্র মাহাত তাঁর প্রতিবাদ করে বলেন যে, "এখানে বৈঠক ও আলোচনা করে বলে আমাদের ডাকা হয়েছে—তুচ্ছাং তা করতে হবে।" ডেপুটি কমিশনার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বলেন যে, এখানে মিটিং হবে বলা হয়েছে। তখন স্থির হল বৈঠক হবে।

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

প্রধান মন্ত্রীর সফর ও তার তাৎপর্য্য

পুরুলিয়ার মত একটি জেলা সহরে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদার্পণ নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা। আবার এই ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য ততোধিক এই কারণে যে প্রকৃতির রুদ্ররোষে এই জেলাটি বারংবার অভিশপ্ত হচ্ছে এবং দেশের দরিদ্রতম ও অনগ্রসর জেলা হওয়া সত্বেও স্বাধীন গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্রে কেবল অবহেলা ও বঞ্চনা পেয়ে আসছে –এই গুরুতর অভিযোগের খণ্ডনের চেষ্টার স্থান প্রধান মন্ত্রীকে সরেজমীন পর্য্যবেক্ষণে ছুটে আসতে হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক দুর্গতির মূলে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত, অজ্ঞার ও বৈষম্যমূলক নীতি ও কার্য্যক্রম। সুতরাং পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রয়েছে। গত তের বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব পালন ত করেই নি—এমন কি এ রকম কোনও মনোভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নি। পুরুলিয়া জেলার প্রতিনিধিত্ব লোকসেবক সংঘের নেতৃবর্গ এই ত্রুটি বিচ্যুতির কথা প্রধান মন্ত্রীকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে ছিলেন। পুরুলিয়ার প্রতিনিধিবর্গের নিকট প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন —সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রধান মন্ত্রী যথাশীঘ্র পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং পুরুলিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তাঁর প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হবে এবং কিভাবে রক্ষিত হবে—ভবিষ্যত তার প্রমাণ দেবে।

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূত্রে পুরুলিয়া অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করলো। প্রধান মন্ত্রীর পূর্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব অবশ্য পালনীয়। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তার নামে যে সকল ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হয়েছিল এবং নাগরিকদের স্বাধীন চলাফেরায় যে সকল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছিল —তার অনেকাংশে কেবল বাহুল্য নয়—একান্তই দুরীকৃচ্ছ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধারার পক্ষে অসঙ্গত হয়েছিল। তারপর সরকারী ব্যবস্থা অঙ্গহারী প্রধান মন্ত্রীর যে সফর সূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল—তাতে প্রধান মন্ত্রীর ধরা অঞ্চল পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করার চেষ্টা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত সরকারী কর্তৃপক্ষিকাণ্ড প্রধান মন্ত্রীর নিজস্ব দলের তত্ত্বাবধানে দলীয় সফরসূচির রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূত্রে ত্রুটি অতীব নিন্দনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা ঘটে। প্রধান মন্ত্রীর দর্শনাকাঙ্খীদের উপর কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশের লাঠি চালনা কেবল দুঃখজনকই নয়—একান্ত নিন্দনীয় ঘটনা। রাষ্ট্রপতির শাসনের সুস্থ আইনের বিচারে কর্তৃপক্ষ ভরুক্ষ যে পুলিশী বিধি লঙ্ঘিত হোক না কেন লাঠি চালনার মত কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি। এই অন্যায় ও অবাঞ্ছিত হঠকারিতার ফলে প্রধান মন্ত্রীর শুভেচ্ছা প্রণোদিত সফরসূচির উপর কালিমা লিপ্ত হয়েছে।—আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হোল জেলাবাসীর পক্ষে চরম লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। প্রধান মন্ত্রী একজন বিশেষ সম্মানিতা মহিলা। জেলাবাসীর আমন্ত্রণে জেলার স্বার্থে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তাঁর প্রতি উচিৎ সম্মান, সৌজন্য ও মর্য্যাদা প্রদর্শন—জেলাবাসীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কিন্তু সেই কর্তব্যের লঙ্ঘাকর ও শোচনীয় ত্রুটি ঘটে কয়েকটি অর্ব্বাচীন বাক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের কাপুরুষের মত ইঙ্কর বর্ষণের দ্বারা।

পুরুলিয়ার স্থদীর্ঘকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ধরণের লজ্জাকর ও কাপুরুষোচিত ঘটনা কখনও ঘটেনি। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি কয়েকটি কাপুরুষের এই অসম্মান ও অসৌজন্য প্রদর্শনের জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত।

অ, চ,

—•—

শ্রীনীরোদ কুমার রায়ের পরলোক গমনে

পুরুলিয়ার একজন কৃতি সন্তান, মনীষী শ্রীনীরদ কুমার রায় চাঁটিতে নিজ বাসভবনে বিগত ১৯শে জুন ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পুরুলিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রিদ স্বর্গত অঘোর চন্দ্র রায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। কর্ম্মব্যপদেশে স্থদীর্ঘকাল চাঁটিতে ছিলেন। তিনি চাঁটির সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তিনি প্রথমাবধি সেবা সমিতি প্রভৃতি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য ও পরিষদের চাঁটি শাখার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। চাঁটিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রায়শই ভারতের বহু জ্ঞানী, গুণী, মনীষীদের সমাবেশের আয়োজনে ইনি প্রথম সারির নেতৃত্বে থাকিতেন। তিনি বহু সমাজ-সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। আদর্শবান, সেবাব্রতী, উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ তিনি সারাজীবন শান্ত, সাহিত্য, দর্শনাদি অধ্যয়নে তন্ময় থাকিতেন। সুপণ্ডিত সাহিত্যসেবী হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন।

৯৯ঁ শ্রাবন ১২২২ সালে, রবিবার চাঁটিতেই জন্ম হয়। চাঁটিতে জন্ম হইলেও অব্যবনকাল পুরুলিয়াতেই কাটে। ইহার অগ্রজ স্বর্গত প্রসন্ন কুমার রায় ও সহোদর দুই ভাই স্বর্গত ক্ষীরোদ কুমার রায় ও শ্রীসুরেন্দ্র কুমার রায়। স্বর্গত অতুল চন্দ্র ঘোষ ইহার ভগ্নিপতি ছিলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মানভূমের গৌরব সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গত পশুপতি ভট্টাচার্য্য এবং স্বর্গত সাধক স্বামী তপানন্দজী ইহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সঙ্গীতের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি ছী শ্রীযুক্তা সুধাবালী এবং অগণিত আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও লোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

—•—

প্রধান মন্ত্রীর আগমনে সহরে লাঠী চার্জ্জের বিষয়ে লোক সেবক সংঘের বিবৃতি

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল দেখতে আসার নামে যে ঘরুকল্প এই জেলায় ছিলেন—সেই ঘরগুলির মধ্যেই যে সব বিবিধ অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে—তার মধ্যে লাঠি চার্জের প্রধান মন্ত্রীকে দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের ওপর লাঠি চার্জ্জ ঘটনা সবচেয়ে দুঃখজনক। শ্রীমতী গান্ধী এই সব সমবেত নরনারীর কাছ কিছু বলবেন—বলেছিলেন। সেজন্য তিনি তাদের ভেতরে আসতে বলেন—এই বাবণার উত্থুব জনতা ভেতরে আসবার জন্য ঠেলাঠেলি করে। লাঠি চার্জ্জ না ক'রে তাদের আসতে বাধা দিলেই তারা ক্ষান্ত হোত। কারণ এ জনতা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তা না ক'রে কেন্দ্রীয় পুলিশ ভরে ওপর লাঠি চার্জ্জ ক'রে এবং বহু লোককে সজীরে রক্তপাত ঘটায়। এর ফ পুলিশ বাহিনীর আচরণ খুবই নিন্দার যোগ্য। কিন্তু এই ঘটনার জন্য এ একমাত্র পুলিশ বাহিনীই দায়ী নয়। কারণ সেদিন এখানে দুই কর্ত্তপক্ষ ছোনো পরিচয় ছিল না। কিভাবে কি কর্ত্তব্যনিকা অনুসরণ করে—কে কিভাবে কাজ পরিচালনা করবেন—এই কোন রকম সুস্থভাব পরিচয় বা কর্ত্ত পরিচালনার দায়িত্বজ্ঞান ছিল না। এই ব্যাপারের জন্য দায়ন মাত্র কোন্ স্তরের কোন বিভাগ দায়ী তা' জানি না। কিন্তু এর অপরাধ সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপর গিয়ে পড়েছে।

এই অবস্থার জন্য অপ্রশাসনিক ব্যক্তি যাঁরা সমভাবে দায়ী তাঁদা তাড়াতাড়ি একটি বিবৃতি দিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। রাতোর নব কংগ্রেসের সম্পাদক ও সম্পর্কে বিবৃতি দিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের ওপর দোষারোপ করেছেন। কিন্তু সেদিন মূলতঃ যে সমবেত শিক্ষণ ও অবাবস্থার জন্য এই লাঠি চার্জ্জের ঘটনা ঘটে—তার জন্য পাঁচ-বন্ধের নব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কম দায়ী নন। শ্রীমতী গান্ধীর সফরসূচি সমস্ত ব্যাপার যে এতচেটিয়া তাঁদের নেতৃত্বাধীনের ব্যাপার—এটা বেমালু গিয়ে তাঁরা সেদিন প্রশাসনকে হেড়াবে কোন ঠাঁস্ রেখে শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন—তাও সবিশেষ নিন্দনীয়। এঁদের আবিলতা কাছে সেদিন রাজ্যপাল নগণ্য হয়ে গেছলেন। এঁদের অবিমৃশ্য উচিত ছিল—সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ পরিচালনা করা। আবিলতা ছিল সেই নেতৃত্ব ও যোগ্যতার পরিচয় তাঁদের ছিল না। ফলে এই সব ঘটেছে। তাঁদের নেতৃত্বের পরিচয় থাকলে ঐ লাঠি চার্জ্জ হবার পরিস্থিতি ঘটত না। সেজন্য তাঁরাও আজ দায়ী।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়ায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘন্টিকা সফরে ঝাঁলিয়া ও পুরুলিয়া পরিদর্শন

বিভিন্ন স্থানে সম্বর্দ্ধনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন

গত ১৯শে জুন পুরুলিয়া ঘাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া আসেন। ঘাঁচী থেকে মোটরযোগে পুরুলিয়া জেলার উদ্দেশে রওনা হয়ে সকাল প্রায় ৮-৩০ মিঃ এর সময় তিনি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানাস্থিত তুলিন গ্রামে এসে পৌঁছান। ঘাঁচী থেকে পুরুলিয়া আসার পথে পশ্চিমবঙ্গের নব-কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটীর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সিং নাহার ও সম্পাদক শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ সঙ্গে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান তুলিনে প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে শঙ্খ ও শ্রীনিনাদ্ধ শঙ্খর রায়, ডাঃ অমূল আইদিন প্রমুখ নবকংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও তুলিনে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র-সভার সদস্য শ্রীঅজবরি মাঝাত, জেলা শাসক, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট; রাজ্যপালের উপদেষ্টা; কলিকাতার ও স্থানীয় সাংবাদিকেরা এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্ণধারগণও অনেকে তুলিনে উপস্থিত ছিলেন।

তুলিন থেকে ঝালদা পর্য্যন্ত ছয় মাইল পথে স্থানে স্থানে তোরণ নির্ম্মিত হয় এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র সশস্ত্র নরনারী প্রধান মন্ত্রীর দর্শন আকাঙ্খায় দণ্ডায়মান থাকেন। অনেক স্থানে প্রধান মন্ত্রীকে মাল্যদান করা হয়।

ঝালদা

ঝালদায় সভাভাঙ্গা বিদ্যানীঠে প্রধান মন্ত্রীর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয় এবং সরকারী কার্য্যসূচি অনুসারে লোকনগরে সশস্ত্রদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার ও আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করার কথা। প্রধান মন্ত্রী ঝালদা সভাভাঙ্গা বিদ্যানীঠের নিকট পৌঁছলে উদ্বেল জনতা তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করে। কংগ্রেস কর্মীরা "ইন্দিরা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি দিতে থাকে এবং নি-দি আই, এস-ইউ-নি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী সমর্থকগণ পুলিশিয়াকে খরা অঞ্চল ঘোষণা; জি-আর এর সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কিত ধ্বনি দিতে থাকে।

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

সভাভাঙ্গা বিদ্যানীঠের প্রাঙ্গণ প্রান্তরে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান মন্ত্রীর পৌঁছবার পূর্ব্ব থেকেই এই স্থল প্রান্তরে এক বৃহৎ জনসমাবেশ হয়। স্থলের রাস্তাগুলি বন্ধ্যা মঞ্চে পরিণত করা হয় এবং পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস (শাসক) কমিটীর সভানেত্রী শ্রীবেত্রেন্দ্র নাথ মাহাত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন: পুরুলিয়ার আদিবাসির নিকট আসবার সুযোগ লাভ করায় আমি খুবই আনন্দিত। গত বৎসর খরার ফলে এই জেলার লোকেদের নানা প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তাঁর আমি আপনাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখবার জন্য এসেছি যুতরাং এই সব দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং বিশেষ কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পুরুলিয়া জেলা খুবই দরিদ্র জানি—আর এই অনুন্নত জেলার জনগণই খুবই তীব্র। দুঃখের কথা, এই বৎসর ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় কিছু কিছু বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়ার চাষ দারিদ্র্য দূর করতে হলে এই জেলার জন্য স্থায়ী ও ব্যাপক কার্য্যক্রম গ্রহণ করা। সুতরাং এই জেলার লোক যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে তার জন্য আমার সরকার এই জেলার জন্য স্থায়ী ও বিজ্ঞান সম্মত কার্য্যক্রম গ্রহণ করবে।"

প্রধান মন্ত্রী তাঁর ভাষণ হিন্দীতে দেন এবং শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ বাংলায় তর্জ্জমা করে শোনান। প্রধান মন্ত্রীর ভাষণের সময় সভাস্থলে বামপন্থী বিক্ষোভকারীরা তাঁদের বিক্ষোভসূচক ধ্বনি দিতে থাকেন —ফলে প্রধান মন্ত্রীর কথা শোনা যায় নি—তাঁর বক্তব্য তাই বাংলা তর্জ্জমা থেকে তাঁদের সারমর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়।

সভাভাঙ্গা বিদ্যানীঠের অনুষ্ঠানের পর গাড়ীতে ওঠার সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রীর নিকট স্মারক লিপি পেশ করা হয়। স্মারকার কংগ্রেস ব্যবসায়ী প্রধান মন্ত্রীকে কিছু টাকার তোড়ায় প্রধান করেন।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের অনুষ্ঠান

ঝালদার হাট মাঠে কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই অনুষ্ঠানেও প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। কিন্তু সভা সভা মঞ্চে বৈপরীত্যের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর হিন্দী ভাষণ ও তাঁর বাংলা তর্জ্জমার কিছু বিশেষ শোনা যায় নি।

রেডক্রসের অনুষ্ঠান

ভারতীয় রেডক্রসের পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে ঝালিয়ায় শিশু উদ্যান প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নিজ হস্তে জন দুইকে দুঃস্থা মহিলাকে শাড়ী বিতরণ করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী গান্ধী সরবনে পুরুলিয়া অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে কোটশিলা, অরপুর, শিল্পী-চায় মোড়, ডিমডিহা (শিমুলতল), আমডুবী, বলরুইী (মানু আশ্রম), চাকড়া, লাগরা, বৈনিক স্কুল প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষমান অনতা প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও মাল্যদান করে। কয়েকটি স্থানে প্রধান মন্ত্রীর জন্য তোরণও নির্ম্মিত হয়। প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বত্র খোলা গাড়ীতে মধ্যে দাঁড়িয়ে জোড়করে জনতার সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করেন।

গড়জয়পুর গ্রামে ঘাঁচী রোডের উত্তর পার্শ্বে শতবর্ত্ত নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং এই জনতার পুরোভাগে অবস্থিত গ্রামের অনাথার কিই পরিবারগণ ও অনাথাদের যুত ব্যক্তিদের পুত্র কন্যা ও অন্যান্য পরিবারবর্গকেও বাধা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রধান মন্ত্রীকে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

শিল্পী-চায় মোড়ের বিপুল জনতা প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু সংখ্যক নরনারী প্রধান মন্ত্রীকে দর্শনের জন্য এইখানে সমবেত হন। কিন্তু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী সভাকে নিয়ে "ইন্দিরা গান্ধী কি জয়" প্রভৃতি ধ্বনি দেয়।

আইমডী গ্রামে আর্ত দেবা সংঘ পরিচালিত লঙ্গরখানার নিকট শতবর্ত্ত বৃক্ষতল নরনারী ও শিশু খানা বাটি হাতে নিয়ে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। লঙ্গরখানার আয়োজন প্রধান মন্ত্রী এই সময় সমবেত হয়েছিল। এছাড়াও আইমডী ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের বহু নরনারী প্রধান মন্ত্রীকে দর্শনের আশায় সমবেত হন।

লাগরা গ্রামেও বহুসংখ্যক নরনারী প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বৈনিক স্কুলের সম্মুখে এই স্কুলের ছাত্র ও অন্যান্য কর্ম্মীরা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। প্রধান মন্ত্রীর নিকট স্কুলের পক্ষ থেকে মানপত্র পেশ করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বহুক শত দুঃস্থ নরনারী জি-আরের দাবীতে বিক্ষোভ জানায়।

প্রধান মন্ত্রীর পরিদর্শনের সূত্রে এই দিন ঘাঁচী রোড থেকে বলরা এবং ঘাঁচী রোড থেকে বেলকুন্ডি—এই দুটি রাস্তায় ফ্রেস্ট বিনিক কাজের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া ত্যাগ

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া সফর শেষ করে ছয়টা বিমান অবতরণ ক্ষেত্র থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার যোগে পানাগড় অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এবং রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রী এ, ঘোষও একই হেলিকপ্টারযোগে যাত্রা করেন।

বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সরকারী অফিসার ও বেসরকারী ব্যক্তি ছাড়াও সশস্ত্রবাহিনীর গার্হবাদী প্রধান মন্ত্রীকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে।

প্রধান মন্ত্রী পানাগড় থেকে মোটর যোগে বর্দ্ধমান পরিদর্শন করেন।

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চতুর্থ কিস্তি)

(১)

আসুন এবার আমরা ১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা দেখি।

এই নির্বাচনের মুহূর্তে পরিস্থিতিটা একবার স্মরণ করা যাক। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে তখনও হস্তিযূথের মতোই চলছিল। চৌহদ্দীর প্রাচীরের অভ্যন্তরে সংগঠন ও ক্ষমতার জন্য আওতাজেতী যড়যন্ত্র ও কুটচালাদি কার পক্ষে ও বিপক্ষে কেমনভাবে চলছিল সেটার সঙ্গে সংবাদপত্রাদি ও লোকমুখের গল্প ছাড়া কোন বিশেষ-ভাবে নির্ভরযোগ্য বিবরণাদি না থাকায় তার যতি ও মাত্রার দিকে গেলাম না। তবে এটা ঠিক যে একটা বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষুব্ধ এবং অতুল বাবুর বিরুদ্ধে একটা মুক্ত আক্রোশ প্রকাশ হতে চাইছিল। সেগুলি ঠিক পশ্চিম বাংলার জনস্বার্থের স্বার্থে নয়—ঈর্ষার ও ক্ষমতা একই গোষ্ঠীর একচেটিয়া থাকার জন্য বক্তিজাতের ক্ষোভের আলোড়ন।

শ্রীযুক্ত মৃণাল্ কান্তি বিশ্বাস বার মন্ত্রীসভার ও পরে শ্রীপ্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার মন্ত্রী ছিলেন। কামরাজের তথমুলায় তিনি মন্ত্রীপদ ছেড়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

অতুল্য চক্রের সঙ্গে তার বিরোধ কিছু দিন পরেই অনসমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং তার গতি ক্রমশঃই আপোষের সম্ভাবনার বাহিরে চলে যেতে থাকে। কিন্তু অতুল্যবাবু ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অবিসর্ত্তাদের বিরুদ্ধে চাকলাকার দুর্নীতির অভিযোগসমূহ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে থাকেন। এর প্রতিক্রিয়ের প্রচেষ্টা ও অন্যান্য ব্যাপার এক পৃথক ভিত্তির ইতিহাস। মোটামুটি এই কথাই বলা যেতে পারে যে কংগ্রেসের চক্রবূহ ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হল এবং অতুল্য-প্রফুল্ল দুর্নীতি চক্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান শুরু করে দিলেন। অনেক কংগ্রেস কর্মী ও কিছু কিছু অতুল্য বিরোধী কংগ্রেসের উচ্চ স্থানীয় ব্যক্তি প্রথমে তার সঙ্গে না এলেও তাঁরই সমর্থন তিনি পেতে লাগলেন। সাধারণভাবে বাংলা দেশ তার এই গতিকে স্বাগত জানালো।

এর পরে তিনি সমগ্রভাবে কংগ্রেস ছেড়ে 'বাংলা কংগ্রেস' বলে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের কিছু পূর্ব্বে।

এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় শোনা গেল। জনাব হুমায়ুন কবীর প্রথম থেকেই লোকসভার কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারেও অনেক দিন ধরেই প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। অতুল্য বাবুর বিরোধীতার চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে তার কংগ্রেস মনোনয়ন পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই যখন রইলো না—মন্ত্রীত্ব তো দূরের কথা, তখন তিনি কংগ্রেসের বিরোধী প্রার্থীদেরই সংগ্রাম করা স্থির করলেন।

পুনরাবৃত্তি হলেও আমি বলছি যে আমি বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না। জনাব হুমায়ুন কবীর অন্যত্র বাবুদের সঙ্গে এক সঙ্গেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে ও নির্ব্বাচনী সংগঠনে ও সংস্পর্শনে যোগদান করেন। অন্যত্রবাবু ও হুমায়ুন কবিরের যোগাযোগ কংগ্রেসের বিরোধী শক্তিকে শক্তি দিয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের আনুকূল্য অপরাধে তার যে শক্তিক্ষয় অবশ্যম্ভাবি হয়ে তাকে পশ্চাদপদ দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে এই নূতন বিরোধী শক্তির উদ্যোগ তাকে বলা্যন্ত করার পথে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে দেখা দিল।

এই নির্ব্বাচনের বেশ কিছুদিন পূর্ব্বেই কমিউনিষ্ট পার্টি দুই ভাগে ভ গ হয়ে দুইটি মুদ্ধমান পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তির হয়েছে। ত হের আফস, সংগঠন, বিধান সভা ী ও সংসদ সদস্য মোটা সদস্য দুইটি পৃথক সত্তায় স্থিত হয়ে গেছে। এবং এই বিভক্ত দুই পার্টির মধ্যে বাম কমিউনিষ্টরা বাংলা দেশে শক্তি ও সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রূপে পরিজ্ঞাত হয়েছে।

এই পরিস্থিতির সঙ্গে আর একটি বিষয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে—পুরুলিয়ার লোক সেবক সংঘ সম্বন্ধে।

এই সংগঠনটির অস্ত্র বাংলা দেশে বহুবা বিস্তৃত নয়—পুরুলিয়া জেলাতেই সীমাবদ্ধ।

১৯৩৯ সনের ১লা নভেম্বর বিহারের অধিসৃত পুরুলিয়া তদা মানভূম জেলার একটা বৃহৎ অংশ আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং পুরোধাবর্ত্তী ছিল লোক সেবক সংঘ। এই সংগ্রাম ছিল তাদার মৌলিক অধিকারের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। হিন্দী-ভাষী বিহারে এই সংগঠনকে একক ঐ জেলার মধ্যেই সংগঠন ও ঐ জেলা থেকেই সংগ্রাম করতে হয়েছে।

এইভাবে পুরুলিয়া বাংলা দেশে আসাতে লোক সেবক সংঘে সংগঠন বিলার সীমার মধ্যেই থাকে। বাংলা দেশের বিস্তৃত ক্ষেত্রে অন্যান্য বহু সংগঠনের কর্ম্ম ক্ষেত্র ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনেকের পরিষদ বৃদ্ধির যে অবকাশ বহু দিন থেকে ছিল, লোক সেবক সংঘের পক্ষে তা প্রযোজ্য হতে পারে নি। লোক সেবক সংঘের সংগঠন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা জিলায় সীমাবদ্ধ থাকলেও—এই সংঘ রেনসাঁসীর যে মহান গণতান্ত্রিক রূপ—মানবতা এবং গণসংহতি ও সত্যাগ্রহের যে পথ জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে আসছে তার প্রভাব ভারতের বহু ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। বাংলার অন্তর্ভূক্ত হয়েও কি সংগ্রামের ক্ষেত্রে কি গঠনমূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই সংঘের সক্রিয় ও নৈতিক গুরুত্ব কার্যকরী প্রভাব জিলার সীমা অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলার বিস্তারিত ক্ষেত্রে অনুভূত ও উপলব্ধ হয়েছে।

১৯৬৭ সনে চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী ও প্রগতিবাদী দলগুলি যুক্ত হয়ে যাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার জন্য বহু চেষ্টাই হয়েছিল। যে চেষ্টাতে লোক সেবক সংঘের যে ভূমিকা ছিল তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও যুক্ত হয়ে সংগ্রাম হল না। ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট সংফেপে ইউ, এল, ফ্রন্ট বা যুক্তফ্রন্ট পার্টিকে কেন্দ্র করে একটা জোট হল। সেই জোটে ছিল সি, পি, এম; আর, এস, পি; এস, ইউ, সি; এস, এস, এস, পি; ওয়ার্কার্স পার্টি, আর, পি, পি, আই; মাজিস ফর ব্লক।

আর দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টিকে কেন্দ্র করে যে জোট হল তার নাম হল পিপলস্ ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট সংফেপে পি, ইউ, এল, ফ্রন্ট। এই জোটে রইল পি, পি, আই; ফ ব্লক; বাংলা কংগ্রেস; বলশেভিক পার্টি।

(ক্রমশঃ)

বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন

রক্ষণশীল দলের অপ্রত্যাশিত জয়

বৃটেনের সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচনে শাসনে অধিষ্ঠিত শ্রমিকদলকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করে রক্ষণশীল দল বিপুল সংখ্যা সরিষ্ঠতা অর্জন দ্বারা জয়লাভ করেছে। রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ এডওয়ার্ড হীথ রানী এলিজাবেথ দ্বারা মন্ত্রী সভা গঠনে আমন্ত্রিত হয়ে নতুন মন্ত্রীসভাও গঠন করেছেন।

বৃটেনের ৬৩০ আসন বিশিষ্ট পার্লিয়ামেন্টের নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল—৩৩০ আসন; শ্রমিক দল—২৮৮ আসন এবং উদার পন্থী দল—৬টি আসন লাভ করেছেন। বাকী ৬টি আসন বিভিন্ন নির্দ্দলীয় প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন।

বৃটেনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করায় বৃটেনে প্রতিক্রিয়া পন্থী শক্তি গুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন—আবার অনেক মরণ মনে করছেন যে রক্ষণশীল সরকার বিগত শ্রমিক দল সরকারের শাসিতান্তকে সন্তুষ্ট করার নীতি পরিত্যাগ করে ভারতের সঙ্গে উত্তরতর সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবেন।

প্রধান মন্ত্রীকে প্রদত্ত লোকসেবক সংঘের স্মারকলিপি

জেলার ত্রাণ ও অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন ব্যবস্থার রূপরেখা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শন সূত্রে স্থানীয় সাংবাদিক হাউসে সাক্ষাৎকার ও আলোচনাকালে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে শ্রীবিকাশ কৃষ্ণ রায়গুপ্ত এক স্মারকলিপি প্রধান মন্ত্রীর নিকট পেশ করেন। নিম্নে স্মারক লিপির সারাংশ প্রদান করা হোল।

প্রস্তাবনা : স্থানীয়তা কাউন্ড পর থেকে এই জেলার অর্থ-নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পরিকল্পনা বা কার্য্যসূচি গ্রহণ করেন নি। এই জেলা বরং সুপরিকল্পিত-ভাবে শোষিত, নিগৃহীত ও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। বিহার আমলে হিন্দী মায়াজালবাদের ছাপটে জেলাবাসীর উপর অকথ্য নিপীড়ন ও নির্য্যাতন চালানো হয় এবং "সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল তথ্যের ভিত্তিতে এই জেলাকে খাদ্য উৎপাদনে "উদ্বৃত্ত জেলা" বলে সরকারী ঘোষণা করা হয়। তারপর বিহার সরকারের চক্রান্তে ও কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজসে রাজ্য পুনর্গঠনের নামে মান-ভূম জেলাকে চার খণ্ড করে এটি খণ্ড "পুরুলিয়া জেলা" নামে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তর করা হয় এবং এর ফলে উপেক্ষিত ও অনগ্রসর পুরুলিয়া জেলার অর্থ-নৈতিক কাঠামো আরও নির্পায়ন্ত ও শতটাদ্য করে তোলা হয়। বন জঙ্গলও বেপরোয়া ভাবে ধ্বংস করা হয়।

এইসব কারণের ফলে পুরুলিয়া জেলার জীবনে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার নিত্য সহচর হয়েছে—গাধীদের অভাব ও দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই—বেকারী চরম অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে—জীবন ধারণ বরাই জেলার জন-সাধারণের পক্ষে নিরাকল সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে।

১৯৬৭ ও ১৯৭০ : ১৯৬৭ সালে, নিদারুণ খরার ফলে, যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়—তার মোকাবিলায় তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার ঐতিহাসিক ভ্রাণকার্য্যাদি অবলম্বন করেন। ঐক্রম ব্যাপক ও বিপুল আকারে ত্রাণ-কার্য্যের নজির ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নি। অনাহার মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে রোধ হয় এবং অভাবের তাড়নায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ-মূলক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ত্রাণ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় —তা দেশের লোক সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করে।

১৯৬৭ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমান ত্রাণ কার্য্যের জন্য না আছে অর্থ, না কোনও পরিকল্পনা বা কর্ম্ম-ব্যবস্থা। সামান্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে—তার সদ্ব্যবহারের কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা দ্বারা নেই। ত্রাণকার্য্যে অতি নগ্ন ও বেপরোয়াভাবে দুর্নীতিবাজি চলছে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে অভিযোগ ও অভাবের দাবী এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে কর্তৃপক্ষের কোনও মনোভাব নেই—এমন কি খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি-গুলিও আহ্বান করা হচ্ছে না।

ব্যাপক ও বিপুল-আকারে ত্রাণকার্য্য প্রয়োজন কেন?—বর্ত্তমানে চেষ্টা রিলিফ, খয়রাতী সাহায্য ও গুদামদের যে ব্যবস্থা দ্বারা হয়েছে—প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য। আর কিছুদিন বাদে—ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে—দুর্ভিক্ষের জ্বালা অতি তীব্র ভাবে অনুভূত হবে। চাষের কাজে এই জেলায় মাত্র ৪৫ দিন কাজ চলবে। তারপরেই আবার কাজ ও খাদ্যের অভাব অতি উগ্রভাবে দেখা দেবে। তখন বহু সংখ্যক চেষ্টা রিলিফ স্কীম প্রয়োজন হবে। এই জেলার বহুসংখ্যক কৃষ্ণ ব্যধিগ্রস্ত ও পশু-সম্পদ-দের জন্য ব্যাপক হারে খয়রাতী সাহায্য ব্যবস্থাও করতে হবে। এই বৎসরের খরিফ চাষও বিশেষ আশাপ্রদ হবে না—কারণ সরকার চাষীদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারছে না।

অবিলম্বে যে সব ত্রাণকার্য্য গ্রহণ প্রয়োজন

১। টেষ্ট রিলীফ স্কীম : জেলার লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ ও বেকার নরনারীর কর্ম্ম সংস্থানের জন্য প্রতি অঞ্চলে ৩টি হিসাবে টেষ্ট রিলীফ স্কীম চালু করা দরকার। অর্থাৎ মোট ৬০০ স্কীম চালু করতে হবে এবং প্রতি স্কীমে ৫০০০৲ টাকা ব্যয়ের হিসাবে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হবে। ভাদ্র থেকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই স্কীম চালাতে হবে।

২। খয়রাতী সাহায্য : বস্ত্র কষ্টে খয়রাতী সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ৫ জন পর্য্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিন মাসের জন্য শতকরা ২০ জন পর্য্যন্ত করতে হবে যাতে ৩ লক্ষ ২০ হাজার লোক খয়রাতী সাহায্য পেতে পারে এবং এই বাবদ প্রায় ৭৫ লক্ষ বরাদ্দ করতে হবে।

৩। লঙ্গরখানা : এই জেলায় লঙ্গরখানা খোলা একান্তভাবে প্রয়োজন। আমরা ৩০০ লঙ্গরখানার প্রস্তাব করি। তবে শতকরা ২০ জন পর্য্যন্ত খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হলে এই জেলার প্রতি ব্লকে ২টি হিসাবে ৬০টি লঙ্গরখানা খুলতেই চলবে। এইরূপ প্রতি লঙ্গরখানায় ৫০০ লোককে তিন মাস আহার দিতে হবে এবং এই বাবদ আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

অবশ্য আহারের প্রস্তাব হলে প্রতি অঞ্চলে ২টি হিসাবে ৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হোক এবং এই বাবদে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

৪। কৃষি ঋণ : ব্যাপক হারে কৃষি ঋণ দিতে হবে এবং এই জেলার প্রায় ২ লক্ষ কৃষক পরিবারকে পরিবার পিছু ১০০ টাকা হিসাবে প্রায় ২ কোটী টাকা ঋণ দিতে হবে।

৫। বিবিধ ত্রাণ ব্যবস্থা : এছাড়া বিভিন্ন কুটীর শিল্পীদের বৃত্তি ঋণ; সস্তা মূল্যের জোনখানা (গৌণ ক্যান্টিন); প্রভৃতি বিবিধ ত্রাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সর্ব্ব সাকুল্যে এই জেলার ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদির জন্য প্রায় ৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে এবং এই ব্যয়ের দ্বারা অবশ্য জেলার স্থায়ী কোনও উন্নতি হবে না।

জেলার স্থায়ী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদির রূপরেখা

জেলা থেকে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার চিরকালের মত দূর করতে হলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন, বিশেষ করে অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধনের বিশেষ কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আর যে কোনও উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচিতে সেচ ব্যবস্থাকে পূর্ণ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাই প্রধানতম কর্ম্মসূচি : সেচ সমস্যার সমাধান করা হলে কৃষির প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই এবং কৃষকের দুঃখ দুর্দশা বহুলাংশে লাঘব হতে থাকবে। এই জেলার পূর্ণ সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়নে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু মাত্র একটি জেলার জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ সম্ভব নয়, তাছাড়া এক সঙ্গে ঐ বিরাট পরিমাণ অর্থের কাজ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং সেচ ব্যবস্থাদি বাবদ বর্ত্তমানে ৫ কোটী টাকা বরাদ্দের দাবী জানানো হচ্ছে এবং তিন বৎসরের মধ্যে এই সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করতে হবে।

২। কৃষি উন্নয়নগরী : পুরুলিয়া জেলার মাঝামাঝি ৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় এবং আরও প্রায় আড়াই লক্ষ একর কৃষিযোগ্য পতিত জমিতে চাষ করা সম্ভব। সুতরাং এই সব জমিতে কৃষিকার্য্যের জন্য সরকারকে অগ্রণী হতে হবে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় জেলার ১০০ কৃষি উন্নয়নগরী স্থাপিত হোক এবং প্রত্যেক কৃষি উন্নয়নগরীর অধীনে ১০০ একর জমি থাকবে ও ঐ জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ, উন্নত সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধাদির ব্যবহার, প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার দ্বারে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে খাদ্য মজুত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেকটি উন্নয়নগরীর জন্য কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় করে। এক কৃষি উন্নয়নগরীগুলি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলতে হবে এবং ৫।৭ বৎসরের পর এগুলি সমগ্র কৃষি ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতে পারবে।

অন্যান্য কৃষিকার্য্য

১। ব্যাপক কাশাদ চাষ : (২) আখের চাষ

৩। বাগানের চাষ (৪) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান

৫। কাশজ শিল্পের জন্য ইউক্যালিপ্টাস ও সাবুই ঘাসের চাষ,

৬। পশু পালন (৭) মৎস্য চাষ এবং (৮) ডেয়ারী।

এই সকল পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য ১ কোটী টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

রাজ্য সংবাদ

শ্রীপুর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী সি-পি-এম, এস-এস-পি ও পুলিশ সুপারের নিষ্ক্রিয়তা

—ঘোষ তদন্ত কমিটি

গত ২০শে মে থেকে হরা জুন (১৯৬৯) পর্যন্ত শ্রীপুর কলয়া থানি অঞ্চলে সৈপাচিক নরহত্যা সম্পর্কে ঘোষ তদন্ত কমিটির তদন্ত শেষ হয়েছে। বর্ধমান বিধায়ক কমিশনার শ্রীহরিত্রে ঘোষ তাঁর ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টে সি-পি-আই (এম) এবং এস-এস-পি এই দুই বিরুদ্ধমান দলকে এবং বর্দ্ধমানের পুলিশ সুপারকে নিষ্ক্রিয়তাকে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সি পি-এম, ও এস, এস, পি, উভয় দলই শান্তিই করে নরহত্যার জন্য দায়ী। একটি যুক্তফ্রন্ট উভয় দলই নিজেদের বলে দাবী করেছে। মতের জোরে আক্ষিপ্ত চাপটি মুক্ত ফ্রন্টকে রিপোর্টে সি-পি-এমের হত্যাকাণ্ডের জন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ফ্রন্টগুলি সাধারণ ভবে থেকে তোলা হয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল, সি-পি-এমের সমর্থক সাক্ষীদের এই জন্য তদন্ত কমিটি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কমিটি এ ব্যাপারে ফোরেন্সিক সাবরেইবীর সিদ্ধান্ত এবং এস-এস-পি-কর্মী জুমনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সি-পি-এমের "মহাবের দেশবেটারী" বলে কথিত উঠতি নেতা মথের জোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে চার জনকে গুন করান ও তরব দেওয়ান। মতাদের ও তাঁর সঙ্গী "সিংহাসন" চেয়ার করেছেন।

মানী থানাস্থ তের নম্বর ঘাটকে রিপোর্টে "ইর্ত্তার হাউস" বা "নির্ব্যাতক-ঘর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সি-পি-এমের লোকেরা বিরোধীদের এখানে আটক রেখে অত্যাচার চালাত। এস-এস পির জুমনকে অপহরণ করে এখানে আটক করা হয়। পরে আরেক জন এস-এস-পি কর্মীদের তাকে চোখ বেঁধে মথের জোড়ে আনা হয়। তাদের সামনে করব খোঁড়া হয় এবং উভয়কে এরই করবে চাপা দেওয়া হবে জানান হয়। জুমন কোন রকমে পালিয়ে আসে এবং পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। অন্য ব্যক্তির মলিত মৃতদেহ করব থেকে উদ্ধার করা হয়।

রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৬৯ এর ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত কলয়ানাথি অঞ্চলে এস-এস-পির একজন আধিপত্য ছিল। এই পার্টি দলত্ব পদের জন্য একজনীন চার টাকা ও সভ্যদে এক টাকা হারে চাঁদা আদায় করতেন। কলয়াথনির মালিক পক্ষ পাল্টা ইউনিয়ন গড়ার জন্যে সি-পি-এম দলকে ডেকে আনেন। ১৩ই অক্টোবর এস-এস-পি ও সি-পি-এম সংঘর্ষ হয়। বর্দ্ধমানের এ-এস পি একজনকে ১১৮ জন এস-এস-পি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারযোগ্য হলেও সি-পি-এমের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। বর্দ্ধমানের জেলাশাসক প্রিতকর হত এই একতরফা গ্রেপ্তার সে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

১৫ই অক্টোবর পুলিশ সুপার ২০০ পুলিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীপুরের সুঠাগাট, গুরুতার, হাজাতাতায়া দেখেছেন। সাধারণ পুলিশ বাহিনী সুপারের নির্দেশ বারবার চেয়েও পান নি। সুপার কোনকাতায় আই-জিকে ট্রাঙ্ক বুক করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। ট্রাঙ্ক যোগাযোগ পাওয়া যায় নি।

১৩ই ও ১৫ই আক্টোবরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানি অঞ্চলের মানুষের ধারণা জন্মে যে পুলিশ সি-পি-এমকে কিছু করবে না। এই ধারণার ফলেই সি-পি-এম সংগঠন ফেঁপে ওঠে এবং এস-এস-পিকে ভাঙা পড়ে। সি-পি-এম, এস-এস-পির হাতেই চাঁদা আদায় করেছেন। মালিক পক্ষও সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফ্রন্ট সরকারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এস-এস-পির সংগঠন আবার বেড়েছে, আবার চাঁদা আদায় হচ্ছে এবং মালিক পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট আমলে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধাগুলি কেড়ে নিয়েছেন।

অতঃ কমিটি, শ্রীপুর অঞ্চলে রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত শান্তি-কমিটি গঠনের ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ মোতায়েনের প্রয়োজন আছে বলে মন্তব্য করেছেন।

—•—

পুরুলিয়ার খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ

অখাদ্য ও দূষিত পানীয়ই রোগ সংক্রমণের কারণ

পুরুলিয়া জেলার ডুডিকের অনিবার্য্য সঙ্গীতরূপে মহামারী সুরু হয়েছে। অভাবের তাড়নায় লোকে নানা রকার অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে সুরু করেছে—আর অন্ন কষ্টের উপর হরুল অনকষ্টের জন্য গ্রামাঞ্চলের অনবায় নরনারী পুষ্করিণীর কোংরা ও ঘোলা জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সবের অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ মহামারী-রূপে কলেরা দেখা দিয়েছে এবং বহু লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে ও অনেকের প্রাণহানি ঘটেছে।

এই পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে হুড়া থানার ঘাঁইনিডিহা গ্রামে বহু লোক দূষিত পানীয় জল ও কুখাদ্য গ্রহণের ফল কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং ৩ জন রোগী কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই গ্রামে কলেরা সুরু হবার পর পরিষ্কৃত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ট্রাকে করে পুরুলিয়া থেকে পানীয় জল সরবরাহ সুরু করা হয়।

টাটুয়াড়া—

স্থানীয় ২ নং ব্লকের টাটুয়াড়া গ্রামেও বহু লোক কলেরা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ৩ জন কলেরা রোগে মারা যায়। সার্ভেরী বিভাগ গ্রামেও কলেরা রোগের কপাবের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বারবেন্দা—

জয়পুর ব্লকের বারবেন্দা গ্রামে সংক্রামক রোগরূপে কলেরা দেখা দিয়াছে এবং গ্রামের বহু নরনারী কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে ও ১২ জন লোক ইতিমধ্যে মারা গেছে। আরও বহু লোকের মৃত্যুর আশংকা করা হচ্ছে। দৈনিক প্রায় ১০-১২ জন লোক কলেরা রোগাক্রান্ত হচ্ছেন বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই রোগের মোকাবিলার জন্য জয়পুর স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে শাস্থিকভাবে আরও ডাক্তার ও নার্স পাঠাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

—•—

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

যুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

যুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ

৯, পঞ্চাননতলা লেন

কলিকাতা—১২

পুরুলিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উপায়ে এই বিষয় সংঘটিত করতে হবে। অনমনে প্রমুখ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি তোল মূলতঃ কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল-দের প্রতিষ্ঠান। দেশের দুঃখদারিদ্র্য মোচনে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা তারা রোধ করতে এবং দেশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন মূলক ও প্রগতিপূর্ণ কার্য্যকলাপের প্রতি বিরোধীতা তারা সৃষ্টি করছে এবং নিজেই প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রচার ও প্রসার করে দেশের নিরাপত্তার হানি ঘটাচ্ছে। এদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে বিশেষ করে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক বিষয় প্রভৃতি সব কাজেই বাংলা দেশ নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে; সুতরাং আজও আমার বাংলা দেশকে সেই নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং বাংলার যুব সমাজকে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অগ্রদূতরূপে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।"

জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ্জ

১৩শে জুন সকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যখন সার্কিট হাউসে জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার খরা পরিস্থিতি ও তাঁর স্থায়ী সমাধান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শেষ করে সার্কিট হাউসের বাহিরে অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার জন্য আসছিলেন সেই সময়ে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ কর্ডন ভাঙার "অপরাধে" জনতার উপর নির্দ্দিচারে লাঠি চার্জ্জ করে। এই লাঠি চালনার ফলে চার জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। প্রকাশ প্রায় ১৫ জন ব্যক্তি, কয়েকজন মহিলা সহ, পুলিশের লাঠিতে অল্প বিস্তর আহত হন। আরও প্রকাশ সংসদ সদস্য শ্রীতে, এম, বিধান রায়ের অপেক্ষমান জনতাকে সার্কিট হাউসে আসতে বা হটান করেন।

পুলিশের লাঠি চালনা সম্পর্কে লোক সভার সদস্য শ্রীতে, এম, বিশ্বাসের অভিযোগ এই যে তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেন যে সার্কিট হাউসের বাহিরে অপেক্ষমান জনতাকে উদ্দেশ্য করে যেন কিছু বলেন এবং প্রধান মন্ত্রীও ঐ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশের সই বাদের সমর্থন জনতাকে সার্কিট হাউসের ভিতরে আনবার জন্য বলতে গেলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যথা ডি, বি; ডি-আই-জি; এস-পি প্রমুখ অফিসারেরা আপত্তি করেন ও বাধা দেন। ঐ সময়ে ব্যবিরের জনতা সার্কিট হাউসে ঢোকবার চেষ্টায় পুলিশ কর্ডন অতিক্রম করা মাত্র সি-আর-পি (কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ) লাঠি চালনা সুরু করে।

পুলিশের লাঠি চালনার ফলে গুরুতররূপে আহত ও রক্তাক্ত দু জন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর সামনে হাজির করে পুলিশ নৃশংসতার প্রমাণ দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বিধান উকৈস্বিতভাবে এবং কখনও রোরুদ্যমান কণ্ঠে প্রধান মন্ত্রীর নিকট পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকেন ও উত্তেজিত হয়ে অভদ্র ভাষায় কর্তৃপক্ষকে গালিগালাজ করতে থাকেন। সেই সময় জন সংঘের নেতা শ্রীরাম প্রসাদ দাস ও শ্রীকমল বিশোর দিল্লীতেও প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে থাকেন। মাননীয়া প্রধানা পুলিশী লাঠি চার্জ্জ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্তের আশ্বাস দেন।

Wanted

for Dr. A. N. Jha H/S school, Bandwan (P. o, Bandwan, Dist-Purulia) from the month of July, 1970 an M. A. or Hons. either in English or in Bengali with History in B. A. stage in deputation vacancy to be continued upto 15th May, 1971.

Please apply to the Secretary with all required particulars of the examinations passed.

Secretary

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিকট পুরুলিয়ার দাবী

(পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনাদি

পুরুলিয়া জেলার প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে। বিভিন্ন শিল্পের কাঁচা মালও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সরবরাহ। সুতরাং এই জেলায় বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। যথা—

১) কৃষি-ভিত্তিক শিল্প (ক) খনিজ-ভিত্তিক শিল্প; (ক) সিমেন্ট, কাগজ, ইস্পাত কারখানা, চিনি, কয়লা শোধনাগার প্রভৃতি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প,

(খ) ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প (ক) তরল, ব্যাঙ্ক; তাঁত, তাঁধা; কাগজের মণ্ড, কাঠিনারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কুটীর শিল্প।

বৃহৎ ও মাঝারী শ্রেণীর শিল্পগুলি বাদে অন্যান্য ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের জন্য আনুমানিক ১ কোটী টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণ

জেলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সূত্রে জেলার তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প শীঁকভাকি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পটি যত সত্বর সম্ভব তদানিতি করার ব্যবস্থা করা হোক।

পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের জন্যও ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

পুরুলিয়ার বিহারভিত্তি অঞ্চল সম্পর্কে

পুরুলিয়ার বিচ্ছিন্নতবে—নিমতি, চাকলি, পটমরা ও ইচাগড়—বর্ত্তমানে বিহারের নিকট থেকার এই চারটি ব্লকে পুরুলিয়া জেলার মতই অভাবক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং ৩ লক্ষ অধিবাসী বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং পুরুলিয়া জেলার অন্য ৩ সকল আপদাবী ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন—বিহারের এই চারটি ব্লকের জন্য সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং বিহারের এই চারটি ব্লকের জন্য ২ কোটী টাকা অর্থ বরাদ্দ দাবী করা হচ্ছে।

আমাদের মূল দাবীগুলির জন্য অর্থের পরিমাণ

১।	ত্রাণকার্য্য বাবদ	৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা
২।	সেচ প্রকল্প বাবদ	৫ কোটী "
৩।	কৃষি-উপনগরী	১ " "
৪।	অন্যান্য কৃষি শিল্প	১ " "
৫।	শিল্প প্রকল্প	১ " "
৬।	বৈদ্যুতিকরণ	৫০ লক্ষ টাকা
	মোট—১২ কোটী টাকা	
৭।	বিহারের ৪টি ব্লক বাবদ	২ " "
	সর্ব্বমোট	—১৪ কোটী টাকা

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

প্রধান মন্ত্রীর আগমনে সহরে লাঠী চার্জ্জের বিষয়ে লোকসেবক সংঘের বিবৃতি

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রাজ্যের নব কংগ্রেসের সম্পাদক তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন—"প্রয়োজন অথবা লাঠি চার্জ্জ করার কোনো কারণের কথা আমার জানা নেই। যিনি লাঠি চার্জের আর্ডার দিয়ে থাকুন—অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন" তিনি আরও বলছেন—'স্থানীয় নরকামী আমলাগ যেভাবে অবস্থার সঙ্গে মোকা-বিলা করছেন—তা অত্যন্ত ধারাপ।" যে কোনো মানুষ এই বিবৃতি পড়ে বুঝবেন—রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতি কতটা অবিবেচনা প্রসূত। প্রয়োজন অথবা লাঠি চার্জের কোনো কারণ ঘটেছিল কি না—তা যদি তাঁর জানা নেই—তবে কাদের ওপর এতদ্ব রোষারোপ করছেন কেন? লাঠি চার্জের কে আর্ডার দিয়েছিলেন তাও তিনি জানেন না—অথচ তিনি স্থানীয় প্রশাসনকেই বা অভিযুক্ত করছেন কেন? বিবৃতি দেওয়ার আগে সব জেনে নিয়ে বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল। নতুবা চুপ করে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর কোনো বিষয় না জানার কথা নয়। তবে পরিস্থিতিকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি ঐ রকমের একটা অসত্য বিবৃতি দিয়েছেন।

লাঠী চার্জ্জ হওয়ার খানিকক্ষণ পরে শ্রীমতী গান্ধী যখন বাইরে গিয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে ওঠেন—তখন কয়েক মিনিট চির বর্ষণ হতে থাকে। শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যও কিছু লোক ট্রেণানে সমবেত হয়েছিলেন। জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে শোশ্যাল সয়ীর মনোভাব সম্পন্ন কিছু ব্যক্তিরাই লাঠী চার্জ্জে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের প্ররোচিত ক'রে এবং নিজেরাও উস্কানী ক'রে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি ঐ ঢিল বর্ষণ ঘটান। শ্রীমতী গান্ধী মাননের সহিত্য দিয়ে তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হয়। শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি ঢিল বর্ষণের এই গর্হিত কাজকে আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিকট পুরুলিয়ার দাবী

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন—তখন লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্ত এম বিশ্বাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে জেলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তার বক্তব্য ইংরাজীতে বলতে সুরু করেন। তার বক্তব্যের সমাপ্তিতে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে অনুরোধ করেন যে, বাইরে বহু লোক এসেছে—আপনি তাদের কাছে গিয়ে কয়েক মিনিট হলেও বক্তৃতা দিন। শ্রীমতী গান্ধী সম্মতি দেন।

সামনে আর খুব অল্প সময়। সরকারীভাবে জানান হয়েছিল যে—উনি আর ঘন্টা খানেক মাত্র পুরুলিয়ায় থাকবেন—তারপরে হেলিকোপ্টারে চলে যাবেন।

এর পরে আমি দাঁড়িয়ে লোকসভার মঞ্চের থেকে জেলার অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত স্মারকলিপি প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে আমার বক্তব্য সুরু করি। আমি হিন্দীতেই বলতে সুরু করি—

"আমি আপনাকে এই জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। আমি হিন্দীতেই বলছি এবং ওরকাও অনুরোধ করছি যে, এখানে আলোচনাদি যেন হিন্দীতেই করা হয়। কারণ এখানে অনেকে এমন আছেন যাঁরা ইংরাজী বোঝেন না।"

শ্রীমতী গান্ধী বললেন যে বেশ তাই বলুন। তখন একজন কে বললেন যে, আপনি বাংলাতেই বলুন না। তখন শ্রীমতী গান্ধী বাংলাতেই বললেন যে, আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন—আমি বাংলা বেশ বুঝি।

আমি বাংলাতেই আরম্ভ করে বললাম—

সমগ্রভাবে এই জেলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কোন দ্বিমত নাই। অমি বেশীর ভাগ উচ্চ জমি—কোন রকম সেচের ব্যবস্থা নাই—উপযুক্ত বৃষ্টি না হলে এখানে শস্য হয় না। ফলে এখানে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা নিয়মিত ব্যাপার রূপে দাঁড়িয়েছে এবং ২।৩ বৎসর অন্তরই অনাহারে লোক মারা যাওয়ার ঘটনাও নিয়মিত রূপে ঘটে চলেছে।

এই জেলার গত ১৯৪৮ থেকে উন্নয়নমূলক কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নাই। কোন উন্নয়নের স্কীম এখানে কার্য্যকরী করা হয়নি। ফলে অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এবং যদি এখনই কোন ব্যবস্থা না করা হয় তবে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় রূপে দাঁড়াবে।

বাংলা দেশে সরকারী বিধিতে দুর্ভিক্ষের অবস্থা থাকলেও দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় না। এখানে কেবল রিলিফের ব্যবস্থাই করে থাকে। অবশ্য এরকমই দাঁড়িয়েছে যে জেলার সাধ্য বৎসর রিলিফের কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। রিলিফ intensive & extensive (তীব্র এবং ব্যাপক) হতে হবে। টি, আর স্কীম এমন ব্যাপকভাবে করতে হবে যাতে কোন সমর্থ ব্যক্তি কাজের অভাবে উপোস না করে। সাধ্য জেলার অন্ততঃ ৩০০ লক্ষ্যমাত্রা অবিলম্বে ঘোষণা করা। টি, আর অন্ততপক্ষে শতকরা ২০ ভাগের হিসাবে দেওয়া বিশেষ দরকার।

তারপরে চাষীদের ব্যাপকভাবে ঋণ দান অপরিহার্য্য—না হলে চাষীরা চাষ করতে পারবে না।

তারপরে মহাবিত্তের অবস্থা আরো শোচনীয়—তাঁরা মাটি কাটতে পারে না—এবং লোকের কাছে এমনকি সরকারের কাছেও ভান চাইতে পারে না। তাদের সম্মান অবশ্যই—তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। অবিলম্বে গঠিতজনা নিয়ে উন্নয়নের (ডেভলাপমেণ্টের) কাজ সুরু করা অপরিহার্য্য।

এই জেলার জলসেচের ব্যবস্থাই প্রথম ও সর্বপ্রধান হওয়া দরকার। সমস্ত শক্তি ও অর্থ দিয়ে চাষ আবাদের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করতেই হবে। এখানকার মাটি সম্বন্ধে বলা হয় যে—সাধুরে মাটি এবং সাধনের জন্য টিউব ওয়েল হয় না। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এটা অত্যন্ত অসার কথা।

গত দুর্ভিক্ষের সময় বিহারে গ্রানাইট পাথর ভেদ করে অনেক গভীর নলকূপ করা হয়েছে। আমাদের জেলায় তা কেন সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই জেলার গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপ সম্বন্ধে সমীক্ষা করার কথা উঠেছিল আমরা শুনেছি। কিন্তু তার কোন কাজ এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এখানে যে কোন উপায় করে হোক—যেমন ক'রে হোক—জলসেচের ব্যবস্থা করতেই হবে।

আমাদের স্মারকলিপিতে আমরা Agricultural Estate এর (কৃষি এষ্টেটের) কথা বলেছি সেটা একান্তভাবে দরকার।

তার পরে শিল্পের ব্যবস্থা। এই জেলা নানা প্রকার ধাতুতে সমৃদ্ধ। বহু ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু তা পুরোপুরি বের করে এই জেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেই।

এই সম্পর্কে প্রয়োজন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসার। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক। এর দ্বারা সেচন এবং শিল্প উন্নতি হিসেবে লোকে সুবিধা করে নিতে পারবে।

এই পুরুলিয়া জেলাতে এই সব ব্যবস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে না করলে হবে না। কি আর ও রিলিফের মধ্য দিয়ে কেন লক্ষ লোককে বরাবর বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সেটা আংশিক ব্যবস্থা হিসাবে চলতে পারে। কিন্তু স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে চলতে পারে না। এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। এমন অবস্থা অবিলম্বে অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে—যাতে কি আর ও রিলিফের কোন প্রয়োজনই যেন না হয়।

এই সব ব্যাপারে আমরা আমাদের স্মারকলিপিতে এখনই ১৮ কোটি টাকার প্রয়োজনের কথা বলেছি ও পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছি। আমরা যা হিসাব দিয়েছি সেটা সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞের সমীক্ষার ও প্রস্তাব অনুযায়ী করেছি।

এই সঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি—এরকা এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এখন বিহারে অবস্থিত সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ৩টি ব্লক—ইচাগড়, চাক্তিগ, পাটমদা ও নিমডিহি বিষয়। সেখানকার অবস্থা এখানকার চেয়েও শোচনীয়। অথচ বিহার সরকারের ওরফ থেকে কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না—এ বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

পরিশেষে ২লতে চাই—আপনার আশা আসোজেই পূর্ণায়মিত হবে না—আমরা গভীরভাবে আশা করব। আপনার আগমনে যেন সুরুর কাজ সুরু করার প্রথম পদক্ষেপ—প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে কার্য্যকরী হয়। এই জেলার রক্ষার আজ সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করতেই হবে এবং আমি বলি—জনসাধারণের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই জেলাকে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন মূলক কাজের সফল রূপায়ণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে আপনার আগমন যেন সেই ক্ষেত্রকে বাস্তব কর্ম্মযোগের রূপায়নে ভূমিকা স্বরূপ হয়।

আমার বলা শেষ হবার একটু আগেই শ্রীমতী গান্ধী বাইরে রাস্তার জনগণের কাছে ভাষণ দিতে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন। শ্রীনিবাস চন্দ্র মাঝাত তখন বলেন যে—আমাদের আর যে কয়েকটি কথা বাকি আছে—তা শুনে নিয়েই আপনি বাইরে যাবেন। আমিও বলি যে, আমাদের কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনে আপনার যাওয়া হবে না।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, নিশ্চয়ই আপনি বলুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বক্তব্যটা দিই। শ্রীমতী গান্ধী তার পরে বাইরে যান।

Land For Sale

Approximately 30 kathas of land in Kamarhati area will be sold. Intended persons may contact the undersigned by 20. 7. 70.

N. Banerjee,
Receiver,
Trailokhyanath Sampat Trust Estate,
Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত প্রাণবান্ নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

সোমবার, ২৯শে জুন '৭০
১৪ই আষাঢ় ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা



বন্দে মাতরম্

আজ রিলিফের নামে যে বেপরোয়া অনাচার চলেছে

আমরা সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করছি—যাতে ভয়াবহ অরাজকে নীতিজ্ঞ জেলার মানুষের জান বাঁচান যায়। তার জন্য আমরা দিল্লী কলকাতা ছুটাছুটি করলাম; প্রধান মন্ত্রী এলেন—রাজ্যপাল এলেন—আরো উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা এলেন। নানা আলোচনা সৃষ্টি করা হল; তাতে রিলিফ বরাদ্দ বাড়ল, আরো বাড়ছে। নানা টৈ টৈ ক'রে বহু কষ্টে রিলিফ স্কীমগুলো বেশী ক'রে খোলাবার ব্যবস্থা ক'রা। এইসব করা হল যাতে বিনয় মানুষেরা এই সংকটে বাঁচবার আশ্রয় পায়।

কিন্তু আমলাতন্ত্র আজ রিলিফের মহান আদর্শ বিস্মৃত

কিন্তু রিলিফের গুরুত্বপূর্ণ এই দেবার কাজ আজ যাদের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে—সেই আমলাতন্ত্র আজ তাঁদের ওপর ন্যস্ত মহান দায়িত্বের তাৎপর্য্য একটুও উপলব্ধি করেন নি;—সেই মহান কাজকে মর্য্যাদা দিতে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়েছেন। আমি সম্প্রতি বহু ঘুরে দুই দুর্ভাগ্যের বহু গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন ক'রে দেখলাম—সর্ব্বত্র নিরাকর অভিযোগ—রিলিফের নামে ব্লকে ব্লকে বেপরোয়া লুঠ চলেছে।

রিলিফের অবাধ লুঠের বহু প্রমাণ জনগণ দিতে চান

ঐ রকম অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণ এখনই আমার হাতে নেই। লোকে বলেছেন—প্রমাণের অভাব হবে না। তবে এমন কতকগুলি ব্যাপার আমার জানা আছে—যার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছাদিবসের দিনের আলোর মত প্রমাণ হচ্ছে যে, সত্যই লুঠের ক্ষেত্র করার জন্য এই সব ব্যবস্থাগুলি হয়েছে। আমি যে ব্যাপারগুলি দেখছি—তা এই।

আমলাতন্ত্র জনসহযোগিতা চান না

(১) আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি যে রিলিফের সুযোগে যে লুঠের রাজত্ব চলে—তাকে বাধা দিতে হলে—জনগণের সহযোগিতা চাই। রাজনৈতিক দলগুলির ও খাদ্য তার কমিটিগুলির পূর্ণ সহযোগিতা চাই। শুধু আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে রিলিফ কাজের অর্থ কি হয় তা সকলেই জানেন। এবং যেখানে রিলিফের নামে অবাধ লুঠই কাম্য হয় সেখানে আমলাতন্ত্র চেষ্টা করেন—যাতে জনসহযোগিতার ক্ষেত্র এড়ানো যায়। রাজ্যপাল যখন এসেছিলেন—তখন বলেছিলাম—ইচ্ছে করে ব্লক, অঞ্চল খাদ্যতার কমিটি গুলিকে নিষ্ক্রিয় রাখা হচ্ছে। তাকে রাজ্যপাল তি, সিকে বলেছিলেন—অবিলম্বে নির্দেশ দাও—সমস্ত ব্লক, অঞ্চল খাদ্যতার কমিটিগুলির বৈঠক হোক—তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হোক। আমি অনেকগুলি ব্লকের সভার নিজে উপস্থিত থেকে ব্লক, অঞ্চল খাদ্যতার কমিটি বৈঠক ডাকতে বাধ্য করেছি। রাজ্যপালের নির্দেশ সত্ত্বেও, বহু ডি, সি ব্লকগুলিকে নির্দেশ না দিয়ে রাজ্যপালের আদেশ অমান্য করেছেন—না বহু ডি, সি, ওরা, ডি, সি আদেশ অমান্য করেছেন। অথবা রাজ্যপালের শাসনে আজ ঠিক করা আছে যে, সকলের সামনে নির্দেশ দেওয়া হবে—কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা কার্য্যকরী করা হবে না। এর কোনটা সত্য তা আজ নির্ধারিত হোক।

সেই পুরোণো অপরাধীদের আজ আবার খুজে বার করা হচ্ছে

(২) আমি অনাধিক প্রমাণ দোব—যে সমস্ত যে মাষ্টার, ডিলার, মোকার আগেকার রিলিফে দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন—অপরাধী হয়েছিলেন—তাদের অনেককে খুঁজে খুঁজে আজ আবার কাজ দেওয়া হচ্ছে।

রিলিফ ব্যবস্থা আজ সরকারী কর্মচারীর মর্জ্জীর ব্যাপার

(৩) রিলিফ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা, সঙ্গতি বা জনগণের প্রয়োজন বলে কথা কিছু নেই। রিলিফ বিতরণের এবং এখানকার প্রধান-অপ্রধান শাসকবর্গের সম্পর্ক খেয়ালখুশী, মর্জ্জী ও হুজুর ওপর রিলিফ ব্যবস্থা-গুলি চলছে। নয় বিনয়ন পক্ষপাতিত্ব আজকে রিলিফের বিধান। আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বহু ন্যায়সঙ্গত দাবী, মুক্তি, আবেদন এযুক্তি তাঁদের কাছে পাঠানো হচ্ছে—কিন্তু তা পূর্ণতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রিলিফ কাজের দ্বারা থেকে মনে হচ্ছে—বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বা আয়ত্তার সঙ্গে চুক্তির মত কাজ চলেছে।

কংগ্রেসকে আবার দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে

(৪) বহু প্রধান বিশেষে—আবার কংগ্রেসকে খাড়া ক'রে তোলার জন্য বহুস্থানে রিলিফ বাবস্থা আজ কুখ্যাত কংগ্রেসীদের হাতের মুঠোয় যাচ্ছে।

এই সব থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে রিলিফের নামে অবাধ লুঠের রাজত্ব চলতে দেবার জন্য আজ এখানকার সমস্ত শাসন যন্ত্র দৃঢ় সংকল্প। আমরাও এই সব অবাধ লুঠের তথ্যাদি সংগ্রহে আজ নিযুক্ত। যার কাছে যা তথ্য আছে—জানাতে অনুরোধ করি। সেই তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিকার কার্য্যক্রম কি হবে—পরে আলোচনা করব।

২৯।৬।৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

ইলেকট্রিক কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট বিষয়ে সংঘের বিবৃতি

গত ১৭।৩ জুন তারিখ থেকে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্ম্মঘট সুরু করেছেন এবং দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর ধর্ম্মঘটের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের বক্তব্য—ইলেকট্রিক কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-দের ন্যায্য প্রাপ্য ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং অন্যায়-ভাবে উপর অত্যাধিক হারে ইউনিটের হার বাড়িয়ে মুনাফা সুটছেন—কিন্তু কোম্পানীর মুনাফার অঙ্ক বৎসরের পর বৎসর বাড়তে থাকলেও শ্রমিকরের বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যায্য ও নিয়তম মজুরী দেওয়া প্রয়োজন তা দেওয়া হচ্ছে না এবং কাজের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জন্য আরও শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যগুলি পালনে অবহেলা করছেন।

অভিযোগ এই যে, কম শ্রমিকে বেশী কাজ করিয়ে অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা বহু ক্ষেত্রে দিয়ে দিনের পর দিন দুর্ঘটনার ও আকস্মিক হচ্ছে, যোগ্যতার স্বীকৃতি নেই; বেতন অত্যন্ত কম; নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া অযুত মুনাফা, কিন্তু তার নিরেতাগ নিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। এ সব অভিযোগ সত্যই গুরুতর। কর্তৃপক্ষ কি এসব অস্বীকার করতে পারেন?

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ও অনর্থ বিরোধী নীতি সম্পর্কে সংঘের অনেকবারের অভিযোগ দীর্ঘকালের। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জন সম্পর্কিত ব্যাপারটি কতকগুলি অন-বিবেচী, ক্ষমিষ্ণু-জ্ঞানহীন ব্যক্তির অবিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অনাদর ও ন্যায়সঙ্গত সুযোগ ও সুবিধে থেকে বঞ্চিত। ব্যাপক অসন্তোষ আজ এই যে, এরূপ অনর্থপূর্ণ সম্পর্কিত ব্যাপারটিকে আর এরূপ ক্ষমিষ্ণুজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের হাতে রাখা সরকারের উচিত হচ্ছে না। ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে তাঁরা শ্রমিকদের বেডাবে বঞ্চিত রাখছেন—এর যাথার্থ প্রমাণিত যে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই ক্ষমিষ্ণুতা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আমরা শ্রমিকদের বক্তব্য অনুধাবন করেছি। তাঁদের দাবী সঙ্গতই ন্যায়সঙ্গত আমাদের মনে হয়েছে। অবিলম্বে ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে সহযোগজনক এক মীমাংসায় আসতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই। তাঁরা যদি ধর্মঘটীদের তথা জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী অগ্রাহ্য করেন—তবে জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের অনাধার দাবী ন্যায্যতি ওরফ নিজাস্থই আজাবিক। এই সঙ্গে ইলেকট্রিক কোম্পানীর কার্যকলাপের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

২৯-৬-৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সম্পাদকীয়—

কাপুরুষতার অন্ধকার

পুরুলিয়াতে পর পর যে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল সেগুলি সমস্ত দেশের জিঘাংসা বলতে অত্যুক্তি হবে না। ১৯শে জুন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুরুলিয়ার আগমনের পর যা ঘটে গেল তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের—শান্ত ও নিরীহ জনসাধারণ যারা দূর দূর থেকে প্রধান মন্ত্রীকে দেখবার আগ্রহ নিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল তাদের উপর লাঠি চালনার নিন্দা করবার ভাষা নেই। এর শুরুত্বটা খুবই বেশী। কারণ লাঠিই হাউসে দেয় সময় রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের তাবৎ বড় বড় পুলিশ অফিসার ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। কার নির্দেশে বা আদেশে এই লাঠী চালনা হয়েছে—আর কি পরিস্থিতিতে হয়েছে এ সম্বন্ধে আমরা আশা করেছিলাম যে ইতিমধ্যেই সরকারী তরফ সুরু হবে—অন্ততঃ যতদূর জানা যায় রাজ্যপাল শ্রীখাণ্ডায়ান এ বিষয়ে তদন্ত করবেন বলেই বলেছিলেন।

১৯৪৭ সনের স্বাধীনতার পরে মানকুম ও পরে পুরুলিয়া জেলায় প্রকৃতি ও মনুষ্য সৃষ্ট অনেক সঙ্কট এসেছে ও গেছে। এই তো গত ৬৭ সনে দুর্ভিক্ষের অবস্থার মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া পার হয়ে গেছে—কিন্তু কোন প্রধান মন্ত্রী কোন দিন এখানে আসেন নাই।

এমার খরার অবস্থা যখন বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে তখন এখানকার জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধে প্রধান মন্ত্রী এখানে এসেছিলেন। এসেছিলেন এই জেলার দুরবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিতে এবং বলা যেতে পারে এই জেলার দুর্গত অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব নিয়েই।

সেখেত্রে দর্শনার্থী নরনারীর উপর পুলিশ কর্তৃক লাঠী চালনার গুরুত্ব খুবই বেশী। আমরা মনে করি প্রশাসনের দিক থেকে এই ঘটনার দ্বারা এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য তদন্ত দ্বারা এই পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রকাশ হওয়া দরকার।

এ গেল একদিক—কিন্তু আর এক দিকও গুরুতর বিচার ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন জনগণের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্যই দাঁড়ালেন তখন তাকে লক্ষ্য করে অপেক্ষমান জনসাধারণের মধ্য থেকে মুহুর্মুহুঃ ইট পাথরগুলি বর্ষিত হতে থাকে। মহিলা প্রধান মন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দেন তারা যেন কোন প্রকার ব্যবস্থা না নেয় বস্তুতঃ তিনি তাদের সবে থাকতে বলেন এবং সেই প্রস্তর বর্ষণকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থেকে বক্তৃতা দিয়ে যান। গ্রাম থেকে আসা বা সাধারণ জনসাধারণ একাই করে নি। কতগুলি কায়েমী স্বার্থ যারা পুরুলিয়ার জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন করতে চেয়েছে তারাই এ কাজ করেছে। সেই হোন বা যারাই হোন এই গুণ্ডামী ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে পুরুলিয়া সহর ও জেলাবাসীর ধিক্কার ধ্বনি শুরুহোক। পুরুলিয়ার জনসভি ও যুবশক্তিকে এই নব কাপুরুষতা ও গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সচেতন হতে হবে।

আর একটি ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক। গত ২৩শে জুন তারিখে ছাত্র পরিষদের নূতন ছাত্রকে বাস থেকে নামিয়ে দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে এক-দল দুর্বৃত্ত ওলি করে—একজন মারা যায়। বাস ভর্তি লোক। প্রায় একশর কম হবে না। তাদের ভিতর থেকে কয়েকজন লোক দু জন ছাত্রকে জোর করে নামিয়ে নিল—কেউ কোন বাধা দিল না—কিছু দূরে গিয়ে শাঁখানকে লোকের সামনে তাদের ওলি করা হল—অথচ এতগুলি লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দেখলেন! ওলি করে আততায়ীরা নিশ্চিন্তে পালাল। এই নগ্নশ্রেণীর কাপুরুষতার কোন অবাধবিধি নেই।

আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অনেক প্রকার দুঃখ দুর্দশা অনেক সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে এক বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন কোন একটা সুষ্ঠু এবং চলবার মতো পথের সন্ধান পাচ্ছে না এটা ঠিকই। কিন্তু এটাও ঠিক যে তার প্রতিকার ও তার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে,—আমাদেরই করতে হবে—সচেতন, সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় হয়ে দুরন্ত শাসনের সঙ্গেই আমাদের এগোতে হবে। কিন্তু যদি কিছু লোকের গুণ্ডামী, তাদের হিংসার কাজ যদি আমাদের কর্তব্য আমাদের সাহসকে বিলুপ্ত করে তারা অবাধ গতি পায় তবে অল্প সংখ্যক নির্মম হিংস্র এবং গুণ্ডাপ্রবৃত্তী শ্রেণী সমস্ত জাতটাকে কাবু করে রাখবে। ইতিহাসের শিক্ষা এই।

আজ এই বিরাট অস্থিরতা, চাকলা, অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেটা হচ্ছে—পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার সাহস। কিন্তু যদি কাপুরুষতার অন্ধকার আমাদের সমগ্রীয় জীবনকে আবৃত করে রাখে—তবে তার থেকে মুক্তির পথ আমাদের বেঁচে-থাকতেও ডুবতে হবে। এর পরিবর্তে হচ্ছে প্রতি বিপ্লব বা আজ বিপ্লবের নামে ফ্যাসিষ্ট শুণ্ডাদের দ্বারা দেশ শাসন।

—·—·—

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চতুর্থ কিস্তি)

(২)

এই পটভূমিকাতে যা বলা হল অনেক ক্ষেত্রে তার অনেক কিছু হয়তো পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে। একটা বিষয়ের সঙ্গে কেবল একটা বিষয়ের বা ঘটনার বা পরিস্থিতির একত্ববোধই সম্পর্ক থাকে না—বিভিন্নভাবে তার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচন ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার জনগণের এক ঐতিহাসিক সংক্ষেপ।

ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গার বিবরণ দেবার স্থান এখানে নেই—কিন্তু দেখা গেল কংগ্রেসের যে প্রাণার অভহির উত্তুঙ্গ দেখাচ্ছিল তা কি রকমভাবে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের ময়নাতদন্ত বহু হাজার কংগ্রেসের পোচনীয় সংখ্যাহ্রাসের অংগেরও এক ঐতিহাসিক চাকল্যের সৃষ্টি করে দিল।

বাংলা দেশে শ্রীঅতুল্য ঘোষের লোকসভার আসনে এবং শ্রীপ্রফুল্ল সেনের বিধান সভার আসনে পোচনীয় পরাজয় তো বটেই তাছাড়া সমগ্রভাবে কংগ্রেসের যে পরাজয় হল তা ধারণার অতীত ছিল।

যুথ্যমান পার্টি ও দলগুলি নিজেরাই ধারণা করতে পারেনি যে নির্ব্বাচনে এমন অবস্থা সম্ভবপর হবে যে সম্মিলিতভাবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করে সরকার গঠন করার অবস্থায় আসবে। নির্বাচনের ফলের সঙ্গে দেখা গেল সি ইউ এম এফ, ইউ এস এফ, লোক সেবক সংঘ, সি এম সি ও সোর্শা লীগ মিলে বিধান সভায় এমন ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাতে স্থায়ীভাবে পশ্চিম বাংলায় সরকারকে চালান যাবে।

১৯৬৭ সনে নির্বাচনের পরে দলভিত্তিক সদস্য সংখ্যা ও তাঁহার তার একটা তালিকা দিচ্ছি। এই তালিকাটা সামনে থাকলে '৬৭ সনে শেষের দিকের ব্যাপারগুলি চট্ করে অনুধাবন করতে সুবিধা হবে।

সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৬৭ সন ফেব্রুয়ারী মাস

পার্টি, দল	নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা
সি পি আই এম (রাম কমিউনিষ্ট)	৪৩
মার্ক্সিষ্ট ফ: ব্লক	১
এস, এস, পি	৭
আর এস পি	৬
এস ইউ সি	৪
ওয়ার্কার্স পার্টি	২
আর, সি, পি, আই	• [কোন প্রার্থী দাঁড় করানো হয়নি]
সি পি আই [কমিউনিষ্ট]	১৬
ফরওয়ার্ড ব্লক	১৩
বাংলা কংগ্রেস	৩৪
বলশেভিক পার্টি	• [কোন প্রার্থী দাঁড় করানো হয় নি]
লোক সেবক সংঘ	৫
সি এম সি	৭
নির্দলীয় (জোট সমর্থিত)	৪
সোর্শা লীগ	৩
কংগ্রেস	১২৭
স্বতন্ত্র	১
জনসংঘ	১
অন্যান্য নির্দলীয়	৬

নির্ব্বাচনে এই ফল প্রকাশ হওয়া যাচ্ছে দুই ফ্রন্ট একলাফে বললেন। ১৮ দফার এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনা করা ঠিক হল। লোক সেবক সংঘ, সোর্শা লীগ, সি এম সি সবাইকে ডাকা হল। লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে ১৮ দফা কর্মসূচীতে পুরুলিয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও নির্দেশনার একটা প্রস্তাবের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পুলিশ, রাজনৈতিক প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ দফা তাতে সন্নিবেশিত হয়।

এই হল যুক্তফ্রন্টের খোড়াপকন। যুক্তফ্রন্ট যে সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল—সেখানে দুই দলের কোন বিধানসভার সদস্য ছিল না। আর সি পি আই ও বলশেভিক পার্টি। কিন্তু তাদেরও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সকলের সঙ্গে সমান অধিকার ও কর্তব্য ছিল। নীতি নির্ধারণে বা কোন সিদ্ধান্ত নিতে বাম কম্যুনিষ্টদের একটা ভোট এবং বলশেভিক পার্টিরও একটা ভোট ছিল। বিশেষত্ব ছিল এই যে আর সি পি আই ও শ্রীহরীন কুমার এবং বলশেভিক পার্টির শ্রীবেরা মুহূর্তেরি উদ্যোগে সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তফ্রন্টের যুগ আহ্বায়ক—কনভেনার নিযুক্ত হলেন।

অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। এ নিয়ে কোন দিক থেকে কোন প্রশ্নই ওঠেনি। ১৯৬৭ সনেও বাম-কমিউনিষ্ট পার্টিই অন্যান্য সকল পার্টির চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিল। কিন্তু সেই কারণে সি, পি, এম থেকে মুখ্য মন্ত্রীত্বের কোন দাবীই ওঠেনি যেটা হয়েছিল ১৯৬৯ সনে।

ইতিহাস এগোনিয়েশন বলে ও তার উপর ভরসা করে বিধের পর দিন কতক দিনই হকার হকার ঠৈঠক করে মন্ত্রীসংখ্যা ও দপ্তর বন্টন হয়। এ নিয়ে বিশেষ কোন টানা হেঁচড়া হয় নি। লক্ষণেই বেশ খানিকটা সমঝোতার মনোভাব নিয়েই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মুখ্য মন্ত্রী অজয় বাবুর হোম, পুলিশ, প্রশাসন রইল। জ্যোতি বসুকে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টার করা হল। তাঁকে অর্থ দপ্তর দেওয়া হল। অজয় বাবু একটা তালিকা করেছিলেন নিজে, তারই ভিত্তির উপর নয় হল। অজয় বাবুর তালিকাকে আমাকে খাদ্য বিভাগ দেবার স্থির করেছিলেন। যাই হোক লোকসেবক সংঘের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে দপ্তর বন্টন ব্যাপারে যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয়—যদি তাঁরও কোন দাবী থাকে তবে তার জন্য লোকসেবক সংঘকে কোন দপ্তর না দিলেও আমরা সরার উপরে ও প্রশ্নেই নিয়েই যুক্তফ্রন্টের শাসনকে সফল করে তোলবার জন্য শক্তি থাকবো।

শপথ গ্রহণের ব্যাপার নিয়ে একটু টানাটানি হয়। শেষকালে ঘোট নিয়েই এটা সিদ্ধান্ত করা হয়। চৌদ্দ পার্টির শরিক দলগুলিকে এই প্রথম ভোটে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই ছিল যে—যুক্ত ফ্রন্ট মার্ক্সিষ্ট পার্টির নির্ব্বাচিত সদস্য একজন থাকলেও—ঐ পার্টি থেকে কোন মন্ত্রী করা হয়নি।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই ছিল যে—দপ্তর বন্টনটা পার্টি হিসাবে করা হয়নি—১৯৬৯ সনে যেটা করা হল। '৬৭তে থাকিতো ব্যক্তি হিসাবেই দপ্তরগুলি দেওয়া হয়েছিল।

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে রাজপ্রাস থেকে নির্দ্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচিত হন। তিনি খুবই আশা করেছিলেন হয়তো তাকে মুখ্য মন্ত্রীত্বের দেওয়া হবে। তবে সেটা তখন প্রকাশ পায়নি। তিনি নিজেই খাদ্য ও সমবায় নিলেন। এবং কৃষি ও ভূমি সেচ চেয়ে নিলেন। ঠৈঠকে যতদূর মনে পড়ে উপস্থিত কেউ খুব প্রকাশভাবে বলেছিলেন যে—ডঃ ঘোষ নিজেই একটি ইনষ্টিটিউশন।

তপশীল জাতি হিসাবে শ্রীসমর্পুর্ণ বসুরায়কে একটা বিশেষ কোন পদে দেবার কথা হয়ে এসেছিল। উপরে যখন ঠৈঠক চলছিল—তখন এই নিয়ে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে তপশিলী জাতির একটা সভা হয়—সভায় দাবীও করা হয়।

বাংলা কংগ্রেসের শ্রীহরিদাস মিত্র ডেপুটি স্পীকার হন।

এই সব কিছুর পরে যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার কাঠামো যে আকারে দাঁড়ালো তা দেওয়া হল। আপনারা এই তালিকাটি ভাল করে অনুধাবন করলে বুঝতে পারবেন যখন আপনারা তখন এটার সঙ্গে তুলনা করে দেখবেন কতকগুলি বিশেষ বিষয় আপনার কাছে ধরা দেখা দেবে।

১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা

দল	বিধান সভার সদস্য সংখ্যা	মন্ত্রীর সংখ্যা
১। বাংলা কংগ্রেস	৩৪	৪ / ১
২। কমিউনিষ্ট পার্টি—(মার্ক্সিষ্ট)	৪৩	৩
৩। কমিউনিষ্ট পার্টি—(লেনিন)	১৬	২
৪। ফরওয়ার্ড ব্লক—	১৩	২
৫। এস, এস, পি—	৭	১
৬। পি, এস, পি—	৭	১
৭। লোকসেবক সংঘ—	৫	১
৮। আর, এস, পি—	৬	১
৯। সোর্শা লীগ—	৩	১
১০। এস, ইউ, সি—	৪	১
১১। ওয়ার্কার্স পার্টি —	২	১
১২। নির্দলীয়—		১

মন্ত্রীর নাম ও দপ্তর

(১) অজয় মুখার্জি—স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, প্রশাসন ইত্যাদি।
(২) জ্যোতি বাড়া—শিল্প ও বাণিজ্য।
(৩) প্রাহ্লাদ কনীল—কেরেপসেন্ট ও বন।
(৪) চারুমিহির সরকার—সমষ্টি উন্নয়ন।
(৫) হরিদাস মিত্র—ডেপুটি স্পীকার।
(১) জ্যোতি বসু—অর্থ ও ট্রান্সপোর্ট।
(২) হরেকৃষ্ণ কোঙার—কৃষি ও ভূমি রাজস্ব।
(৩) নিরঞ্জন সেন—বিদ্যুতশক্তি ও সেচ।
(৪) যোগেশ দাশগুপ্ত—বিধান সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।
(১) বিশ্বনাথ মুখার্জি—সেচ ও বিদ্যুৎ।
(২) সেবক কুমার বসু—পূর্ত।
(৩) অমর চক্রবর্তি—আইন।
(১) কানাই ভৌমিক—সুচীর শিল্প, পশুপালন।
(১) নিশীথ নাথ কুণ্ডু—বিলিফ।
(১) বিভূতি ভূষণ—পঞ্চায়েত, সমাজ কল্যাণ।
(১) নবী ভট্টাচার্য্য—খাদ্য।
(১) দেওপ্রকাশ রাই—তপশীল জাতি ও আদিবাসী।
(১) সুবোধ ব্যানার্জি—শ্রম ও বিমোদ।
(১) জ্যোতি ভট্টাচার্য্য—বিক্রয়।
(১) ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ—খাদ্য ও সমবায়, কৃষি ও ভূমি সেচ।

(ক্রমশঃ)

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া পরিদর্শন বিষয়ে সংঘের বিবৃতি

আমাদের সকলের আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের দুর্ভিক্ষ নীতির অকল দেখতে এলেন—তার জন্যে আমরা তাঁর প্রতি সকলের ধন্যবাদ জানাই।

তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনার মূল উদ্দেশ্য যা ছিল

এই জেলা বহুবার উল্লেখিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত। তাছাড়া, প্রধান মন্ত্রীকে আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম এই জন্য যে, তাঁদের হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা; প্রধান মন্ত্রী এই জেলার শোচনীয় অবস্থা ভালভাবে উপলব্ধি করে—জেলাকে বাঁচাতে টাকা দিতে পারেন। কংগ্রেসী আমলে ২৭ বছর ধরে এই জেলার প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করার ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ কি ভাবে নিত্যনৈমিত্তিক হয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক কাঠামো কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তার সম্যক ধারণা তাঁর হলে—এই জেলার বর্তমান সংকট নিবারণে এবং এর অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্যে প্রাথমিক ব্যবস্থাগ্রহণ নিতান্ত অনিবার্য। ১৫-২০ কোটি টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে অনায়াস কিছু হবে না। এই জেলার চরম দুরবস্থা জন্যেই কিছু ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন—এ আশা করা স্বাভাবিক ছিল।

ভেবেছিলাম তাঁর সফর আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মতালিকার রূপ নেবে

সুতরাং উপরোক্ত ঐ আশা নিয়ে আমরা যখন তাঁকে অমন্ত্রণ জানালাম এবং সংঘেরই তিনি যখন আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন—তখন আমরা স্বভাবতঃই এই আশা করলাম যে, যখন তিনি দুর্গত মানুষের দুঃখ দেখতে এবং ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র জেলার মানুষকে ভালবাসার পথ থেকে কথা কইতে আসছেন—তখন তাঁর সময়ের জন্যে হলেও, তাঁর আশার উদ্বেগ যেন সফল হয়—তাঁর পরিদর্শনটা যেন কম সময়ের মধ্যেই ঐ উদ্বেগের সঙ্গে সবচেয়ে ফলবতী হয়—তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং জেলা সরকার করবেন।

সকলের পরামর্শ নিয়ে সফর কর্মসূচি হবে আশা ছিল

সেজন্য ভেবেছিলাম, ঐ দৃষ্টি সামনে রেখে তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর আসার আগেই জেলার আর্ত মানুষের রক্ষার চেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ডেকে সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে একটা কর্মতালিকা নিশ্চয়ই প্রণয়ন করবেন। এবং শ্রীমতী গান্ধী যখন আসবেন—তখন তিনি দুর্ভিক্ষে বিপন্ন গ্রাম জীবনের অন্ততঃ দু একটা মর্মান্তিক চিত্র দেখবেন এবং জেলার সংকট বিষয়ে তাঁরা আগ্রহান্বিত তাঁদের সকলকে আমন্ত্রণ ক'রে, প্রধানমন্ত্রীর মর্য্যাদা, গুরুত্ব এবং এই জেলার তাঁর আশার তাৎপর্যের উপযুক্ত পরিবেশে, ভদ্র এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিস্থিতিতে সুন্দর একটা বৈঠকে মিলিত হবেন এবং তার মধ্য দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী অল্প সময়ে তাঁরাবহ অবস্থার সমগ্র একটা ছবি মনে এঁকে নিয়ে যেতে পারবেন এবং জেলার মানুষের মনেও একটা আনন্দময় স্মৃতি জেগে থাকতে পারবে যে, প্রধান মন্ত্রীও এই জেলায় এই প্রথম আসার ইতিহাস অংগীভূত হয়ে রইল।

যে ব্যক্তিদের পরিচয় ঘটবে আশা করেছিলাম তা হল না : কাজ উল্টো হল

লোক যদি দেখতো, তাঁর নিজের আদাটাকে তিনি সরকারী টাকার সস্তা রাজনীতির ব্যাপারে পরিণত করেন নি—তিনি জেলার দুঃখ ভালভাবে বুঝে গেলেন তাতে তাঁর এবং কংগ্রেসের সম্মান বাড়তো। তখন সেই পরিস্থিতিকে মানুষ ভাবতো বহু সস্তা ঘটনা চাপা দিয়ে রাজ্য বা স্থানীয় সরকারগুলি নিজেদের বাহাদুরী নেবার জন্য নির্দ্ধারিত সফর সূচি বানিয়ে শ্রীদেবর বা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের খোঁকা দিয়ে বোকা বানাবার যে চেষ্টা করেন—শ্রীমতী গান্ধী তার শিকার হন নি—তিনি তাঁর আসনের উপযুক্ত দৃঢ়চেতা মানুষের মত ব্যক্তির নিয়ে খোঁজার পথ সহিতে সত্য অবস্থা জেনে নেবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, প্রধান মন্ত্রীর জেলা পরিদর্শন বিষয়ে আমাদের মনের ভেতরে এই যে একটা আশার ছবি ছিল—বাস্তবে তার প্রত্যেকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার ঘটলো।

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূচি অন্ধকারে তৈরী হল

সমস্ত স্তরের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটি আছে। তার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি আছে—যারা জেলার খাদ্য সংকটের প্রতিকার চেষ্টা করছে। লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে আমরা এ সব বিষয়ে দিল্লী কলকাতার আলোচনা কমিটি—তে প্রস্তাব পরিকল্পনা লিখিত-ভাবে দিয়েছি। মুক্তকণ্ঠ আসনে মন্ত্রীরা এলে আমরা সমস্ত পার্টিকে—বিভিন্ন সংস্থাকে পক্ষকে ডাকতাম—ফ্রন্টের যোগদল বিরোধীদল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের আমরা ডাকতাম। কিন্তু খাদ্য রাষ্ট্রমন্ত্রি শাসনে প্রধান মন্ত্রীর সফর সূচি তৈরী হল—তা অন্তত আশ্চর্যজনক, অনাবশ্যক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তৈরী হল।

ঐ সময়ের মধ্যে গ্রামাঞ্চল দেখানো যেতো : ভাল বৈঠক করা যেতো

জেলার প্রধান মন্ত্রী যতক্ষণ ছিলেন—তার মধ্যে বহু কিছু তাঁকে দেখানো যেত। কাঁচি থেকে হেলিকপ্টারে ছড়া নেমে পুরুলিয়ার কাছাকাছি ১৯।২১ গ্রাম ঘুরলেই জেলার দুর্গত মানুষের শোচনীয় রূপ তিনি দেখতে পেতেন। আর তাতে পুরুলিয়া বৈঠকের জন্যে বেশী সময় পেতেন। কিন্তু তা করা হল না। কাঁচি থেকে মোটর যোগে পুরুলিয়া আসতে অনেকখানি সময় কেড়ে হল—কারণ এই জেলার কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজনীতিকে পথ আগ্রহ করতাচাও যেন চলে না যায়—তার জন্য জানান প্রধান মন্ত্রীর আগমনের ঘনীভূত যোগাযোগ নেওয়া হল। অত দিকে আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হোল। রাস্তার ধারে ধারে কর্দমাক্ত মানুষদের ও রাজনৈতিক দলগুলির আনা কিছু লোক ছন তিনি অন্ত তৃপ্তির থেকে পুরুলিয়া আসার পথে দেখেছেন। তাতে জেলা কেথা হয় নি। তাদের সঙ্গে কথা বলেন নি। কোনো একটা গ্রামে গিয়ে তাঁর হরিজন বস্তি, শাঁওতাল বস্তির মানুষদের নিয়ে, অন্যান্য আরো বহু বস্তির মানুষদের নিয়ে বসে আধ ঘন্টা তাদের দুঃখ শুনলে—তিনি জানতে পারতেন—আজ গ্রামের চাষীদের, মজুরদের, শিল্পীদের অবাবিত্তের, সাধারণ মানুষের জীবনে কি দুর্বহ সংগ্রাম চলেছে। কিন্তু তার ব্যবস্থা করা হল না। এবং তা ইচ্ছে করেই করা হল না—এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।

এর জন্য দায়ী কে? তিনি, না, রাজ্যপাল? রাজ্য সরকার, না ডেপুটি কমিশনার?

এর জন্য দায়ী কে? রাজ্যপাল? রাজ্য সরকার? কমিশনার, অথবা ডেপুটি কমিশনার? অথবা শ্রীমতী গান্ধী নিজেই? তিনি কি জেলার দুর্গত মানুষের প্রতি তাঁর মহান কর্তব্য পালনের দায়িত্ব বলি দিলেন—নিজের ক্ষণীয় মুহূর্তদের রাজনৈতিক চক্রে?

সফরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ না করে রিলিফে দাও—এর উত্তর কী ছিল

দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বসে ক'রে তাঁর সম্মতি নিয়ে যখন আমরা পুরুলিয়া ফিরলাম—তখন ছাঁটাও এক সপ্তাহ করেছিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর সফরে অন্তত পুরুলিয়া সফরের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে—এ ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না—তার চেয়ে ঐ আশার জন্য যে টাকাটা হবে—সেটা রিলিফের জন্য পেলেও অনেক কাজ হবে। তাতে আমরা বলেছিলাম যে, এটা সত্য যে তিনি এলে অনেকগুলো টাকা ব্যয় হবে—তবে পুরুলিয়া প্রকৃতির আজ যে শোচনীয় অবস্থা তাতে এমন জায়গাতে ক্ষণের জন্য থেকে রক্ষা করতে আজই ১৯।২০ কোটি টাকা চাই। কেন্দ্রের হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা রয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীকে এনে আসল অবস্থা ভালভাবে দেখাতে এবং বোঝাতে পারলে ১৫।২০ কোটি টাকা এখনই দেওয়া তাঁরের পক্ষে অসুবিধের হবে না। এবং এই টাকা শ্রীমতী গান্ধীকে না আনলে পাওয়া দুঃসাধ্য। এ ছাড়া, আমরা বলেছিলাম যে, প্রধান মন্ত্রী তো তাঁর খোরা বন্ধ রাখছেন না—ভারতের সর্বত্রই যাচ্ছেন—যে দিকেই

যান লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ তো হচ্ছেই। পুরুলিয়া বা বাদ যায় কেন—এবার পুরুলিয়াতেই আসুন, পরচ হয় হোক—দেখা যাক কিছু করতে পারা যায় কি না। সেজন্য আমরা এই চেষ্টা করেছি। ফল যাই দাঁড়াক—চেষ্টা তো করতে হবে?

বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলিকে, এমন কি খাদ্য ত্রাণ কমিটিকেও বাদ দেওয়া হল

তাহলেন বৈঠকের অবস্থা যা ঘটল তার কথা বলি। এম, পি, এম, এল, এরেই ডাকা হল—প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিলে। আর তার সঙ্গে তফেটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ডাকা হোল। কিন্তু পরিস্থিতির সম্বন্ধে রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে বাদ দেওয়া হল—অথচ জেলার এই খাদ্য সংকট এবং জেলার উন্নয়ন বিষয় নিয়ে, পরিকল্পনা, উদ্যোগ, যে সাংঘাতিক রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে অতীত ক্ষণে সবচেয়ে বেশী কথা হচ্ছে। আমাদের এইসব রাজনৈতিক পার্টির সম্মান দেওয়ার কথা তিনবার বলা হয়েছে। জেলার খাদ্য সংকটের সমাধান এ জেলার উন্নয়ন বিষয়ে চিন্তা, পরিকল্পনা অনন্তকাল দুর্ভিক্ষে এই কথা তুলছি। সেই দৃষ্টিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাজনৈতিক দলগুলি এ সম্পর্কে যে সমাধান দিতে পারবে তা অন্য কেউ পারবে না। সুতরাং এদের আমন্ত্রণ না করা অত্যন্ত অন্যায় এবং অমার্জনীয় ত্রুটি হয়েছে। আর খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে এই ব্যাপারে না ডাকাও অন্যায় অন্যায় ও অভিসন্ধি প্রণোদিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকার আলাদা যে উপযোগিতা ছিল

এম, এল, এ, এম, পি, অনেকগুলি চলতেই আছেন—তাঁদের ডাকা যায় সত্য। তাঁরা নিজের নিজের নির্বাচন ক্ষেত্র নিয়ে পরিস্থিতি ভালভাবে জানেন—এমন কি জেলার বিষয়েও পরিস্থিতি তাঁরা জানেন সুতরাং তাঁদের ডাকা হয়েছে ভাল কথা। কিন্তু রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে ডাকার আলাদা তাৎপর্য আছে। একটা পার্টি সমগ্রভাবে জেলার পরিস্থিতি দেখছে—ভাবছে—কাজ চালাচ্ছে। সুতরাং এম, পি, এম, এল, এ ছাড়াও, পার্টি হিসাবে রাজনৈতিক পার্টিদের ডাকা উচিত ছিল—যখন উদ্বেগ হচ্ছে—সকলে মিলে জেলার সংকট নিবারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। এম এই বিশেষ ব্যাপক জনগণের সহায়তার সংকট পার হওয়া। এটির দিয়ে পার্টিগুলির সহযোগিতা নেওয়া খুবই দরকার ছিল। মুক্তকণ্ঠের আসনে সরকারী উদ্যোগ পরিচালনার ব্যাপারে বিরোধী রাজনৈতিক দলেরও সহযোগিতা নেওয়া হয়, চাওয়া হত—তারা কাজ না করলেও লজ্জায় সংকীর্ণ বুদ্ধি দেখাবে প্রতিবন্ধক হয় নি—কিন্তু তা হল এই রাজ্যপালের শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনে—প্রধান মন্ত্রীর আগমনে—কংগ্রেস বিরোধী হল খাদ্য সংকটে বহু কাজ করা সত্ত্বেও সহযোগিতা দিতে আহ্বানিত থাকা সম্ভব।

যে ভয়ে এঁরা ঠিকমতো বৈঠকের ও গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনের কর্মসূচি নেন নি!

কিন্তু পার্টিগুলিকে না ডাকার মধ্যে কি ব্যাপার থাকতে পারে তা দেখা যাক।

(১) ১৯৭৭ সালে দুর্ভিক্ষে মুক্তকণ্ঠ আমলে—ফ্রন্ট নিজে অনাহারে মৃত্যু ঠেকার করে, ফ্রন্ট বিলিফ ব্যবস্থা করে। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তকণ্ঠ অনাহার মৃত্যু বন্ধ করে এবং যে নাকাম্য ব্যবস্থা করে—তা ঐতিহাসিক। কিন্তু আজ রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনে দীর্ঘদিন থেকে দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে বলা হচ্ছে—বিলিফের নামে বিশৃঙ্খল অরাজক ব্যবস্থা দ্বারা বিশেষ কিছুই করা হচ্ছে না। এই অযোগ্যতার পরিচয় রূপে আজও নিজ অযোগ্যতার মূল্য ঘটে চলেছে। চারিদিকে কাজের ও খাদ্যের অভাবে হাহাকার চলছে।

(২) যেটুকু অতিরিক্তের রিলিফ ব্যবস্থা হচ্ছে—তাতেও অর্থের সুষ্ঠু হচ্ছে। সরকারী রিলিফের ধরণ রেখে এবং অবাধে চুরি চলতে দেওয়ার সরকারী মনোভাব রেখে মনে হয়েছে যে, রিলিফের নামে অনাহার চাপিয়ে একদিকে যেমন বিত্তহ-প্রভাব কংগ্রেসী রাজনীতিকে আবার খাড়া করার চেষ্টা হয়েছে—অন্যদিকে তেমনি রাজ্যপালের শাসন নামবেয় আমলাতান্ত্রিক শাসনের সুযোগ নিতে অসংখ্য কর্মচারীদের অবাধ লুটের রাজত্ব আবার চালু করার প্রয়াস হয়েছে। সুতরাং বহু অভিযোগ করা সত্ত্বেও, পরিস্থিতি ছাড়া এঁরা এদবের প্রতিকারের কোনো মনোভাব রাখছেন না। রিলিফে এ যেন নয় বিসর্জন চলছি রেখে মানুষ শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।

(৩) ঐ সব কারণেই এঁরা রিলিফ ব্যাপারে অসনাধারণের কথা খাদ্য-ত্রাণ কমিটি প্রভৃতির সহায়তা, সহযোগ, বা তরফ প্রভৃতি আদৌ চাইছেন না—এড়িয়ে যাচ্ছেন ও এড়িয়ে যেতে বহু চেষ্টা করছেন।

(৪) অন্যদিকে ঐ সব কারণেই রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ ক'রে জেলা শাসক পর্যন্ত যে মনোভাব দেখিয়েছেন—তা অভাবিত এবং নিতান্তই অবাঞ্ছিত।

অথচ কংগ্রেসী রাজনীতি এবং আমলাতান্ত্রিক আসন রাজ্যের প্রয়োজনে ঐ সব আচরণ করছে যাচ্ছে এই অবস্থায় যদি শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতিতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমালোচনা বিনিময়ের মধ্যে সত্যকার রাজনৈতিক বৈঠক করা হোক—এবং সেখানে সর্বজনবাহীর সংঘের তরফের প্রতিনিধিরা সব জিনিষ সুযোগ পেতেন—তাহলে সকলে সাথে কংগ্রেসী শাসনে বিভিন্ন ব্যবস্থার নামে যে সব লুট বিসর্জন অব্যবস্থার ব্যাপার চলছে—তা ধরা পড়তো। প্রধান মন্ত্রীও সেখানে উক্তা যে যা মত জবাব কিছু থাকতো না। মুক্তকণ্ঠ আমলের ঘোষাকা এবং অংশকতার শত্রুতা আমলের অধোগামী ধারা দুর্গতী বিসর্জনভাবে প্রকট হোতো—তাহাড়া রাষ্ট্রপতি শাসনের দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর সর্বশেষ দায় সরাসরি অভিযুক্ত হতে হোত। এবং বিভিন্ন ব্যাপারে রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ ক'রে জেলা-শাসক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত আচরণ করেছেন—সর্বসমক্ষে সে সবের বিষয়ও তাঁদের আমাদীকরে না-জবাবী কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হোত।

এই সবের জন্যে কেন্দ্রীয় শাসন ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে রাজ্য সরকার, জেলা সরকার সকলে মিলে এমন কর্মধারা করলেন—যাতে এরকম একটা বৈঠক এড়াবার ব্যবস্থা করা যায়।

তাই পুরোপুরি বৈঠকের সম্ভাবনা হওয়া চলবে না—নেমো নেমো করে সারতে হবে—এই লক্ষ্য ছিল

তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সব পার্টির প্রতিনিধিদের এবং সব এম, এল, এ, এম, পিদের ডাকলে—বেশ একটা বৃহৎ পরিসরের বৈঠক হতে হবে—সবাই জমা হলে—উপযুক্ত বৈঠক এড়ানো সম্ভব হবে না—তার চেয়ে জনকতক এম, এল, এ, এম, পিদের ডেকে—যেন তেন করে এদের নিয়ে একটা সাজান বৈঠক দিয়ে, বৈঠকটা সারিয়ে ফেলতে হবে। তার সঙ্গে তাঁরা স্থির করলেন এমন দু চারটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ডাকবেন—যাঁরা এসব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ার ভেতর যাবেন না।

বৈঠক ডেকেও বৈঠক উড়িয়ে দিতে ছেড়েছিলেন!

সমস্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তাঁরা উপরোক্ত ঐ মনোভাব অনুযায়ীই কাজ করেছেন। এম, এ, এ, এম, পি, বিধায়ক আমাদের শ্রীবিভূতি ভূষণ রাশগুপ্তকে সার্কিট হাউসে গিয়ে বেখলেন—১০-১৫ মিনিটে আলাপ কর্মটি থেকেও প্রধান মন্ত্রী ১০টায় আসছেন। বিভূতি-বাবুরা গিয়ে শুনলেন—বৈঠক করার কোনো কথাই নাকি নেই। প্রধান মন্ত্রীও এই বৈঠকের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না—পুলিশের অফিসাররা তাঁদের কংগ্রেস কর্মী হ'তে বলা ছিল—বিনোদ নামে বিধায়ক জন্য তাদের কংগ্রেস কর্মী বৈঠক করে এলেন। সরকারী ভাবে বৈঠক ডেকেও প্রধান মন্ত্রীর আসবার পর বৈঠক বসানোর কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না। ঠিক বৈঠক না হলেও, বিভূতি বাবু ও শ্রীগিরিন চন্দ্র মাহাত্ত অন্য দৃঢ়তার সঙ্গে জানী ক'রে প্রধান মন্ত্রীকে আলোচনার জন্য বসিয়ে খানিকটা বৈঠকের মত করলেন। আলোচনার মাঝেই প্রধান মন্ত্রী আবার উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বক্তৃতার জন্য যেতে চাইছিলেন। আলোচনা শেষ না হ'লে তিনি যাবেন না—এই জানী দৃঢ়ভাবে জানিয়ে তাঁকে আবার বসিয়ে কথা শোনানো হল। এর ভেতর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—কিভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে তালঘোল পাকাবার চেষ্টা হয়।

যে সফরের জন্য আমরণ—তার কী পরিণতি হল

এই ব্যাপারটাকে আর একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। আমরা যখন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিব উলেখিত জেলার দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক দীনতের কথা নিবেদন করেছিলাম তখন তুলে ধরে তাঁকে আমরণ করি—তিনি যেন সেখানে আসতে রাজী হন। যখন তিনি দুর্ভিক্ষ অঞ্চল দেখতে আসবেন বলেছেন—তখন দুর্গত মানুষের মাঝে এসে সময় দিয়ে ভালভাবে দেখবেন—এটাই স্বাভাবিক ছিল। তাঁকে আমরা ইঙ্গিতও, নিমন্ত্রি, শর্টহ্যান্ড, চার্টার্ড একেকাউন্টেন্ট যেতে আমন্ত্রণ করেছি, তার সঙ্গে বাঁচুড়াতেও। দেশের ভাবনায়—নিশ্চয়ই গোটা তিনেক দিন খুবো সময় দিয়ে এই তিন জায়গা তিনি দেখবেন। কিন্তু তাঁহার যেভাবে কর্মতালিকা হয়—তাতে একমাত্র অর্থ এই হয় যে, যখন কথা দিয়ে যেমা গেছে—না যেলেই নয়—তখন যেতে হবে কিন্তু যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে হবে।

মুস্কিলটাও এড়ানো হল—অভিনয় দিয়ে দলীয় প্রচারও হল

তাঁদের কাছে এই সমস্যা উঠেছিল যে, যাবার কথা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে ফল ভাল হল না। কারণ শাসনে থেকেও কংগ্রেস পুরুলিয়া প্রভৃতির জন্য কিছুই করে নি। এখন সেক সংঘের তাকে যদি দিতে কিছু করা হয় তাহলে কংগ্রেসের চেয়ে কংগ্রেস বিরোধী দলেরই নাম হবে। তার জন্য পরে আবার দু একটা অভিনয় ক'রে নেওয়া হল যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও তাঁকে পুরুলিয়া বাঁকুড়ার জন্য বিশেষভাবে ডাকা হল। সে জন্যই তিনি যাচ্ছেন। লোকে যেন বোঝে—লোক সেবক সংঘ বা কংগ্রেস বিরোধীদের কাজে তাকে নয়। তাছাড়া, পুরুলিয়া গিয়ে ঠিকমতো দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি পরিদর্শন করলে এবং ঠিকমতো বৈঠক হ'লে কংগ্রেসের পক্ষে যখন বিলাত তখন পুরুলিয়ার জন্য অত্যন্ত কম সময় রাখতে হবে—যাতে সমালোচনার সম্মুখীন হতে না হয়। আর যখন যেতেই হচ্ছে—তখন প্রধান মন্ত্রীর যাওয়াটাকে কংগ্রেসী প্রচারের গুণেও পরিণত করতে হবে।

প্রধান মন্ত্রীর হাতে সত্যিই কি সময় কম ছিল ?

প্রধান মন্ত্রী পুরুলিয়ার জন্য ঘণ্টা দু' তিন সময় রাখার বহু লোক অবাক হ'তে দেখেছেন—প্রধান মন্ত্রীর এক কাজ যে, কাজের প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে সময়ই করতে পারেন নি এবং দেশের ইঙ্গিত নিমন্ত্রি প্রভৃতিও যেতে পারেন নি। ব্যাপার আদৌ তা নয়। দুর্গত অঞ্চল দেখতে আসছেন—কিন্তু তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেলেন না আর হাঁচিতে মন্ত্রির উদ্বোধনের জন্য সময় দেলেন ? বিহারের দুর্ভিক্ষ অঞ্চল দেখতে আসার কথা। বিহারে এলেন তবে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল এড়িয়ে আর ব্যাপারে সময় দিলেন ! দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গ্রামে যাবার সময় দেলেন না কিন্তু ঝালদা কংগ্রেস কর্মী বৈঠকে যোগ দেবার সময় দেলেন। দুর্গত মানুষের দুঃখের পরিচয় নেবার কাজের চেয়ে প্রধান মন্ত্রীর আর কি বড় কাজ আছে ? তাঁর অনেক সময় সাধারণ কাজে ব্যয় হয়—ইচ্ছে করলে দুর্ভিক্ষ অঞ্চলের জন্য বহু সময় দিতে পারতেন। কিন্তু এর জন্য সময়ও দেলেন, যেটুকু সময় দিলেন—তাও যে ভাবে ব্যয়িত হল—তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

নব কংগ্রেস হ'য়েও সেই পুরোনো রোগ যায় নি—তার সঙ্গে চরম অযোগ্যতার পরিচয়

ভারতের প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন—সকলের প্রধান মন্ত্রীরূপে। দুর্গত অঞ্চল দেখতে এসেছিলেন রাজকীয় কাজের গুরুত্ব নিয়ে। সরকারী কাজে এসেছিলেন অন্তত টাকা খরচ করে। এ সবের গুরুত্ব, অর্থের দায়িত্ববোধ, দুর্গত মানুষের প্রতি কর্তব্য প্রভৃতি শিকের উঠল—প্রধান মন্ত্রীর আগমনকে বিদগ্ধপ্রকাশে একটা কংগ্রেসী শোভাযাত্রা এবং হুল্লোড়বাজীর ব্যাপারস্থানে পরিণত করা হল।

একটা রাজনৈতিক পার্টির নেতা এলেন কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে তাঁর সঙ্গে একটা বৈঠকে ডাকা হল না—অথচ কংগ্রেসের ভিন্ন ভিন্ন লোক—কেন্দ্র, রাজ্য, জেলার সাঙ্গপাঙ্গ তাঁর আশেপাশে চার দিকে ঘিরে কংগ্রেসী প্রচার উৎসব পালন করলেন। সার্কিট হাউসে এস, নি; এস, এল, এ এবং দু' চারটি বিশেষ দলের প্রতিনিধিদিগের ডাকা হল—কিন্তু সেখানেও তিন তলার কংগ্রেসী সাঙ্গপাঙ্গ এসে হাজির। প্রধান মন্ত্রীর এটা রাজকীয় পরিদর্শন ছিল, তবুও কংগ্রেসী কর্তাদের চড়াও এমন হল যে, রাজপাল পর্যন্ত কোথায় কোন ঠাঁয়া হবে থাকলেন।

সিণ্ডিকেট-মুক্ত নূতন নেতৃত্বের পরিচয় আমরা কোথায় পেলাম

কংগ্রেসী প্রচার ও কংগ্রেসের মুখ রক্ষার জন্য এ সব এক করা হয়ে থাকলেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমনে এর সবিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই ঘটেছে। আমরা ছেবেছিলাম—সিণ্ডিকেট নামধারী কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সরে যাবার পর শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল হয় তো একটু নূতন আচরণধারা দেখাবারও চেষ্টা করবেন। এই জেলার প্রতি বিশেষ অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে—রিলিফের নামে বর্তমান অবস্থাকে কিঞ্চিৎ উন্নত করে জনগণের আস্থা অর্জনেরও চেষ্টা করবেন। কিন্তু কাজের যে পরিচয় দিলেন—তাকে বাহুল্য হল সেই আগের ধারাই অব্যাহত চলেছে—শ্রীমতী গান্ধী এখানে কোনো ব্যক্তির বা নেতৃত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না। তাঁর পশ্চিম বাংলার যে সব কর্মধার এঁকে ঘিরে রয়েছিলেন—তাঁহাকে কোনো ভদ্র বা পরিচিত নেতৃত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না। শ্রীমতী গান্ধীর পরিদর্শনের নামে যে বিপুল কংগ্রেসী প্রচার, যে বৈ হুল্লোড় ও লম্ফজনক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি ঘটল—তাতে নব কংগ্রেসের যেমন দুঃখজনক পরিচয় ঘটেছে—তেমনি তাঁকে লাভের থেকে এই সমস্ত যে অযাচিত আচরণ হোল—তার মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী অসহায় দর্শকরূপেই থাকলেন—সিণ্ডিকেট মুক্ত নূতন নেতৃত্বের কোনো পরিচয় দিতে পারলেন না।

প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলছেন, কিন্তু আর এক সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দিয়ে গেলেন

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পুরুলিয়ার ভাষণ দেবার সময় অন্যান্য প্রভৃতিকে তীব্রভাবে তিরস্কার করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চিন্তার জানিয়ে গেলেন, ইঙ্গিতটা তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রারম্ভই অন্যত্র তার কথা বলছেন। আমরা জানি—এই কংগ্রেসই ক্ষমতা ও হলীয় স্বার্থের লাভ নিজে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত ক'রে ইতিহাসে কম জল ঘোলা করে নি। বিহার আন্দোলন নয় সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস অনন্য বিপুত হয় নি। সেই আমলে বিহারের ভাষাগত সাম্প্রদায়িক উপদ্রবকারীরা এই জেলার শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িক আততায়ীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যে তরঙ্গ ও আতঙ্কের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল—তার মূলে ঐতিহাসিক কৃষীতির সর্বজনবিদিত হাত আছে। এই শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতের অগ্রগণ্য ছিলেন স্বালদার কুখ্যাত শ্রীবেদেন মাহাত। বাংলাভাষীদের ওপর চরম অত্যাচার করলেও এবং বঙ্গভূমির বিরুদ্ধে চরম ছেতাবী আন্দোলন চালনেও—পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পর এই সাম্প্রদায়িক শ্রীবেদেন মাহাতের পক্ষিম বাংলার কংগ্রেসে স্থান পেতে দেরী হয় নি। কারণ জেলার রাজনৈতিক জীবনে সেই শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতাকে বজায় রেখে কংগ্রেসের স্বার্থরক্ষারও তা সাম্প্রদায়িক রিলিফের পাত্র। শ্রীবেদেন মাহাতকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

জেলার খবর যাঁরা রাখেন—তাঁরা সবাই জানেন যে দীর্ঘকাল রাজনৈতিক জীবন থেকে শ্রীবেদেন মাহাত ব্যক্তিগত, দলগত এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থসাধনের জন্য বিবিধ কুকীর্তি করা ছাড়া, জেলার কল্যাণের জন্য কোনো কাজ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রশক্তির শাসন অর্থাৎ ক গ্রী শাসন থাকা সত্ত্বেও শ্রীবেদেন মাহাত বা কংগ্রেসীরা জেলার খ ত সংকটের জন্য কোনো চেষ্টা করেন নি। আমরা সব যখন রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারে যোগাযোগ আলোচনা ক'রে জেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ, প্রধান মন্ত্রীর আগমন ও রিলিফের জন্য বিশেষ আয়োজন ব্যবস্থা করলাম—তখন শ্রীবেদেন মাহাত ছুটোছুটি সুরু করলেন যে, যাতে এরেরে রিলিফের নিংড় ভাগও তাঁর ভাগো জোটে। আর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তথা রাজ্য সরকারও বেগলেন যে, পুরুলিয়া জেলার কংগ্রেসের ভোট উদ্ধার করে কেউ যখন তেমন নেই—ইন্দিরার শ্রীবেদেন মাহাত নব কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ বাহক হিসাবে রয়েছেন—তখন প্রধান মন্ত্রীর এই পুরুলিয়া সফরে কংগ্রেসের এহেন ক্ষেত্র প্রস্তুতিরূপে অগ্রাহ্যতি করে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে—যাতে শ্রীবেদেন মাহাতের রাজনীতি নতুন ক'রে আবার খানিকটা আশ্বাস পায়। তাহলে জেলার শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতা নূতন উদ্যম ও বেগলা পাবে। এবং নির্বাচনে তাহাই তেতর দিয়ে কংগ্রেসের উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা হলে হতে পারে।

কংগ্রেসের এই চিন্তা ধারা ও কর্মধারাকে শ্রীবেদেন মাহাত ইতিমধ্যেই নিজের প্রচারে কাজে লাগাতে সুরু করেছেন। শোনা যাচ্ছে—তিনি ও তাঁর দলবল প্রচার করছেন যে, শ্রীবেদেন মাহাতই প্রধান মন্ত্রীকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন এবং তাঁরই চেষ্টায় পুরুলিয়া জেলা এবার উন্নতমত হ'তে চলেছে। যাঁরা সব খবর রাখেন—তাঁরা এই সব ভিত্তিহীন প্রচারের মরম জানেন না ? সে কি দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীবেদেন মাহাতের হাতে এই অপপ্রচারের সুযোগ দিয়ে কংগ্রেসের কাজ হাসিল ক'রে গেছেন।

এর মধ্যে যে কথা আজ ভাববার তা এই যে, যে শ্রীমতী গান্ধী ও অন্যান্যেরা আজ সাম্প্রদায়িকতার ও বহুমাত্রমূলক রাজনীতির অগ্রগতিকে আর্তনাদ করছেন—সেই শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলবলেরাই আজ ২০ বছর ধরে নিজেদের বহু কলুষিত কাজে তাঁরই অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র করে গেছেন। আজ তার জন্মের দেখে—বোবোধারের বেদনী ও তার মানীর কথা মনে পড়ছে। সিণ্ডিকেট মুক্ত হ'ক, নব কংগ্রেসের নব ভাবধারা যে যথা ক'রেও, তাঁদের পুরোণো স্বভাবের পরিবর্তন হয় নি আমরা দেখছি। আমরা দেখতে পেলাম যে, নব কংগ্রেস আজ ভার পুনর্গঠনে যোগ্য মানুষ খুঁজছে না—সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সুস্থ রাজনীতির সন্ধান করছে না—জনগণের অনাস্থাভাজন কুখ্যাত ব্যক্তিদেরই আবার তুলে ধরছে এবং সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক কুখ্যাত পাণ্ডাদেরই আবার মাথার তুলে ধরছে যাতে পুরুলিয়ার আবার কংগ্রেসের ক্ষেত্র হয় এবং তার জন্য শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে হলেও—তাতে নেই। পুরুলিয়ার থবা অঞ্চল দেখবার নামে নগরে এসে কালনা নগরের ভেতর দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী পুরুলিয়া জেলার জন্য একটি অত্যন্ত অশুভ সূচনার আভাষ দিয়ে গেলেন। দৈহিক দিয়ে জেলার অংশে ক্ষতি করে গেলেন।

যে অশুভ ইঙ্গিতের সূচনা এখনই দেখা যাচ্ছে

শ্রীমতী গান্ধী ডাক নগরে এসে ভালভাবে জেলার অর্থনৈতিক ও সংকটের পরিস্থিতি জেনে গেলেন না। এর দুটো কল ফলতে পারে। (১) ডাক করে অবস্থা সুরক্ষম না হওয়ার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা করতে তিনি চেয়েও পারবেন না। দৈহিক দিয়ে জেলার ক্ষতি হবে। আর (২) জেলার শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে আমরা যে সব কথা বলেছি—তাতে বিশ্বাস করে'ই যদি বিলিফ ও উন্নয়নের জন্য তাঁদের দিল্লি ব্যয় বরাদ্দও করেন—সে সব টাকা ঠিক মতো কাজে যেন লাগে তা তাঁর ব্যবস্থা তিনি করে গেলেন না—তাতে জেলার প্রভূত ক্ষতি হবে। কারণ আজ ওকতর অভিযোগ এই যে, রিলিফের নামে সব বেলবরোয় বহু হচ্ছে। শাসনমন্ত্র যখন এতখানি বিশৃঙ্খল ও বেপরোয়া হয়েছে—তখন রিলিফের জন্য আরো কোটি কোটি টাকা—উন্নয়নের জন্য এলে জেলার লক্ষকার উন্নয়নে তা না দিয়ে গিয়ে, তার বহু অংশে কিছু অফিসার, কর্মচারী ও রাজনৈতিক দুষ্কৃতকদের উন্নতি ও রিলিফের ব্যবস্থায় লাগবে। আজ রিলিফের নামে খোলাখুলি বেপরোয়া যে লুট চলেছে—তা শোনবার বা বোঝবার চেষ্টা শ্রীমতী গান্ধী করলেন না। দুর্ভাগ্যের মধ্যেও এর জন্যই হোক আর নির্ব্বাচনের দৃষ্টিতে কংগ্রেসকে ও ভোটের সহায়ক অফিসার কর্মচারীদের লুট করার সুযোগ দিতেই হোক—তিনি ঐ সব অভিযোগ জানতেও জেনে তা বন্ধ করার এখানে নির্দেশ না দিয়ে যাবার ফলে—আজ অবস্থা কি দাঁড়াবে তা উপলব্ধি করুন। তার ওপর শ্রীবেদেন মাহাতের প্রতিশ্রুতি আশ্বাস দিয়ে যাওয়ায়—তাঁর অন্তত ঐ সব বর্দ্ধিত বরাদ্দের ভবিষ্যত কি হবে—তা ভেবে জেলার বহু মানুষ আজ চিন্তিত। শ্রীমতী গান্ধী যদি সব অবস্থা শুনে এবং বুঝে—তা বন্ধ করার জন্য সব দলের মিলিত শক্তিকে জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা ভিত্তিতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যেতেন, তবেই লোকে ভরসা পেতো। সে সব তিনি কিছু করলেন না বরং তেমনি সকল কর্তব্য সম্পাদন করলেন, তাতে এই জেলার ভাগ্যে বিচরণকারী অফসরেরা, অফিসারেরা, কর্মচারীরা আজ উন্নতিও। সুতরাং এই জেলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে খুবই অশুভ সূচনা করেও। আমাদের সকলের চেষ্টায় তিনি এসে যদি লুটের আখড়া চলে তবে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে। শ্রীমতী গান্ধীও ও সিণ্ডিকেট মুক্ত কংগ্রেসের শুভবুদ্ধি হোক—এই কামনা। কিন্তু নির্ব্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই যদি নিতান্তই আজ কংগ্রেসী কর্মধারা হয়—সেই কর্মধারাকে পণ্ড করে তার জন্য জনমত গঠন করতে হবে—তার জন্য জেলার মানুষকে প্রাণবন্ত প্রস্তুতির জন্য আহ্বান জানিয়ে রাখছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোকসেবক সংঘ

প্রকাশ্য দিবালোকে সদর রাস্তায় হত্যাকাণ্ড

ছাত্র পরিষদের কর্মী নক্সালপন্থীদের (?) হাতে নিহত

সন্দেহক্রমে একজন যুবক গ্রেপ্তার

গত ২৩শে জুন বৈকাল প্রায় চারটার সময় শ্মশান কালীর মন্দিরের অদূরে সদর রাস্তার উপরে পুরুলিয়া-পুরুলিয়া সেনসাস ট্রান্সপোর্ট বাস পার্কিংএ কতিপয় সশস্ত্র যুবক উক্ত বাসের আরোহী ছাত্র পরিষদ কর্মী শ্রীমান শুভঙ্কর গুপ্তা ও শ্রীগৌতম হালদার জোড়পুকুর নামিয়ে তাদের লাঠি ও লোহার ডাণ্ডা দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাতে আঘাতে নীচে ফেলে বুকে নিয়ে যায় এবং তারপর একজন যুবক বাস থেকে নেমে ছুটে গিয়ে পাইপগান দিয়ে গুলি করে শ্রীমান শুভঙ্কর গুপ্তাকে হত্যা করে। তার পর যুবকেরা, সংখ্যায় প্রায় বার বারো জন—মাঠের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ীয়ার দিকে পালিয়ে যায়। সমস্ত ঘটনা পাঁচ মাত্র মিনিটের মধ্যে ঘটে এবং বাসটি যাত্রী বোঝাই থাকলেও কেউ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন নি, বা আক্রান্ত ছাত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন নি। নিহত শ্রীগুঙ্কর ওস্তাদ বসু শ্রীমান গৌতম হালদ উক্ত যুবকের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে আক্রান্ত হয়।

ঘটনা ঘটে যাবার পর বাসযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন জেলকল পাড়ার নিবাসী হেলি কন থেকে পুরুলিয়া টাউন থানার সংবাদ দেন এবং এ্যাম্বুলেন্স পাঠানর জন্য সদর হাসপাতালেও সংবাদ দেওয়া হয়। কোনরূপ প্রকার সাহায্য আসার পূর্বেই বাসে করেই নিহত ও আহত ছাত্র দুটিকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নিহত শ্রীশুঙ্কর ওস্তা হটমুড়া গ্রামের শ্রীবেদব্যাস ওস্তার দ্বিতীয় পুত্র। সে বর্তমানে নিজাম কণ্ডক্টর মানবতে যেখানের কলেজে লেখাপড়া করছিল এবং বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে বহু শ্রীগৌতম হালকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিন পূর্বে হটমুড়া বেড়াতে এসেছিল। ঘটনার দিন তারা পুরুলিয়া সবরে ছাত্র পরিষদ সঙ্গঠন সম্পর্কিত এক সভায় যোগদানের জন্য এসেছিল এবং সভার শেষে বাড়ী ফিরছিল। পুরুলিয়া বাস-ষ্ট্যাণ্ড থেকেই কয়েকজন যুবক তাদের অনুসরণ করে। বাসে অত্যধিক ভীড় থাকার তালকল পাড়া রেলগেট ক্রসিং এর নিকট বাস থামলে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শুভঙ্কর ও গৌতমও বাসের ছাদে ওঠে বসে প্রকাশ। আরও প্রকাশ, বাসটি শ্মশান কালীর মন্দিরের কাছাকাছি এলে অপেক্ষমান কয়েকজন যুবক বাসটি থামায় এবং শুভঙ্কর ও গৌতমকে বাসের ছাদ থেকে নেমে আসতে আদেশ করে। তাদের দু জনকে এক রকম জোরপূর্বক নামানো হয় এবং রাস্তায় নামাবার ঐ দু জনকে ঘিরে যুবকরা প্রহার করতে থাকে। কিছুক্ষণ ধরে এই প্রকার প্রহার-পর্ব চলতে থাকায় পরও বাসযাত্রীদের মধ্যে কোনওরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখে—যাদের ভেতর থেকে অপর একজন যুবক নেমে এসে শুভঙ্করকে গুলি করে মেরে ফেলে।

ঘটনার পর পুলিশ চতুর্দিকে সতর্কতামূলক সংবাদ প্রেরণ করে এবং অনুসন্ধানকারী একদল পুলিশ পুরুলিয়া টাউন থানার থেকেও অফিসার মহাশয় সাঁতুড়িকে ও একজন সশস্ত্র কনষ্টেবল—ছুটলা এরোড্রোমে পলাতকদের দু জন যুবককে ধরা করে—কিন্তু মাত্র একজনকে ধরতে সমর্থ হয়। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বিশেষ কোনও তথ্য উদ্ধার করতে পারে নি—সে নিজের নাম সুবোধ দে বলে পরিচয় দেয় এবং ঘটনার জন্য বিস্ময়কর অনুশোচনাও প্রকাশ করে নি। নক্সালপন্থীদের উগ্র ও আক্রমণাত্মক ভাষায় সে কথাবার্তা বলে। পরদিন আদালতে উপস্থিত করা হলে ধৃত যুবক কোনও এজাহার দেওয়ার পরিবর্তে বর্তমান শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে তীব্র কটাক্ষ করে কথাবার্তা বলতে থাকে—ফলে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ধৃত যুবকের এজাহার নেওয়ার ভার অন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পণ করেন।

R. g. I. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

WANTED

Two Science Graduates one pure Science, and another Biological Science for Madhutati High School to fill up two deputation vacancies.

Apply to the Secretary with the copies of certificates and mark sheets by 10th July '70.

Sd/Dr. Aswinikumar Chatterjee
Secretary, Madhutati High School
Po : Madhutati
Dt : Purulia.

WANTED

Three lady graduate teachers capable of teaching English and Economics in top classes for Santamayee Girls' Higher Secondary School to serve temporarily in leave vacancy. Apply immediately.

Sukumar Mukherjee, Secretary,
Santamayee Girls' H. S. School, Purulia.

PURULIA POLYTECHNIC

PURULIA

The following materials are offered for sale "as it and where is" basis. Interested parties may submit tender on plain paper in sealed cover for purchase of the materials wholly or partly after inspecting the materials. Last date of receiving tenders is 17-7-70. The tenderers must be prepared to pay the cost in cash before lifting of the materials.

1) M. S. scraps (Workshop jobs)	2150 Kgs.
2) Cast Iron (Jobs)	1150 Kgs.
3) Steel Scraps (piece bar etc.)	1850 Kgs.
4) Smith's Hand blower with Forge on stand 'Etna' made in India (Dutta & Sons)	14 nos.
5) Electric Fused Lamps with brass cap. (approx).	3000 pcs.

ত্যাঁ! বলেন কি? ব্যাঙ্ক আমাকে ঋণ দেবে?

আমি তো সামান্য কয় বিঘার চাষী!



হ্যাঁ দেবে। যদি আপনি আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে আগ্রহী কৃষিজীবী হন, তাহলে ভাল বীজ, সার, পোকা-মাকড় মারার ওষুধে—এই সব যোগাড় করতে ব্যাঙ্ক আপনাকে আর্থিক সাহায্য করবে। চাষের জন্য বলদপাতি, যেমন পাম্প, পাওয়ার টিলার, এমন কি ট্রাক্টরের জন্যও ঋণ পেতে পারেন।

আপনার শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিই হল আমাদের লক্ষ্য।

ইউবিআই-এর যে কোন শাখা অফিসে চলে আসুন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস : ৪, নেতাজীসুভাষ রোড সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

৩ ১৮৭০ ১৯৭০

WANTED

"For R. B. S. High School Garbjaipur two Arts Graduates against Deputation Vacancy (16.7.70 to 15.5.71). Candidates are directed to appear before the selection Board on 14.7.70 at 2 P.M. with all their certificates. Local candidates will be given preference, Selected Candidates have to join on 16.7.70."

WANTED

A lady accountant for our Tailoring shop at Bokaro with fair speaking power in English and General Knowledge. Pay Rs. 150/- to Rs. 200/- according to the merit of the candidate. Facilities for living accommodation will be available. Apply within 12.7.70 & correspond personally for appointment with :

Raffique Ahmed
Tailoring Shop
Shop No : T/3, Russian Colony Sector 4
Bokaro Steel City.
[Dt : Dhanbad]

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

দুর্নিবার জাগরণ
প্রচারপত্র
নির্ভীকতা

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

সোমবার, ৬ই জুলাই '৭০
২১শে আষাঢ় ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০০, সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা



রিলিফ সত্ত্বেও বহু বলা সত্ত্বেও অনাহার মৃত্যু ঘটছে

এই অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ছোট বড় সমস্ত অফিসারকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত

রিলিফের নামে অফিসারদের এবং অন্যচরদের আজ নজ্জাজনক লুঠ চলেছে। অবস্থা দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, নিজেদের কাজ হাসিল করতে নারকী পোষাক পরা এই অধিকাংশ সংশ্লিষ্ট তত্রলোকেরা ডাকাত এবং চোরের পর্যায়ে নেমে পড়েছেন। ব্যাপক রিলিফের অনেকখানি ব্যবস্থা হয়েছে সত্য ; তবে চুরির সুবিধা মত ব্যাপক ব্যবস্থাও হয়েছে। তার জন্য বহু বিপন্ন মানুষ সাহায্য পাচ্ছে না। তাদের মধ্য থেকে অনাহার মৃত্যু ঘটতে বাধ্য হচ্ছে। বহু বলা সত্ত্বেও বি, ডি, ওরা সম্পূর্ণ নীরব থাকছেন। তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীরা অনেকে তাঁদের হ'য়ে আবেদন-কারীদের বলছেন—যাও এখন লোক সেবক সংঘের কাছে যাও। এই ব'লে মরণোন্মুখ মানুষদের প্রতি উপহাস করছেন। বি, নি ; এস, ডি, ওদের ব'লে কিছুই হচ্ছে না। তাঁরাও কেবল 'দেখছি' ব'লে এড়াবার ব্যবস্থা করছেন, অন্য দিকে তাঁরা লুঠের মতলবকে অব্যাহত চলতে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন। এই অভিযোগ প্রমাণ করার দাবী নিয়ে আমি একথা বলছি। যুক্তফ্রন্ট আমল থাকলে এ ধারাই চলতে পারত না। অফিসারেরা নির্দেশ মত কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। অনাহারে বিপন্ন মানুষের ব্যবস্থা বিষয়ে খেলা করার তাঁদের সাহস হোত না। কেও তা করলে তাকে খাড় ধ'রে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হোত। আজ রাজ্যপাল নামধেয় কংগ্রেসী শাসনে কংগ্রেসীদের লুঠের সাহায্য করার বিনিময়ে তাঁরাও আজ অবাধ লুঠের অধিকার পেয়েছেন। দেশের প্রধান মন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রভৃতি থেকে সমস্ত শাসন যন্ত্র রিলিফের নামে অভিনয় ক'রে চলেছেন। এতে আজ অফিসারেরা অবাধ "স্বাধীনতা" অধিকার পেয়ে থাকলেও; জনগণকে মনে রাখতে হবে যে, সামনে যে কোনো জন-শাসন গঠিত হোক—তাদের কাছে আমাদের সর্বপ্রথম দাবী হবে যে, যে অফিসারেরা দুর্ভিক্ষে বিপন্ন মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে লুঠের রাজত্ব চালিয়েছে—তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং বিচার হোক—এবং অপরাধীদের তাড়িয়ে দেওয়া হোক।

কী রিলিফ চলেছে এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে দেখুন

এই দেখিন, ১৪-৬-৭০ তারিখেই বরাবাজার থানার ভাগাবাদ অঞ্চলের ভাদরোনা গ্রামের শ্রীপতি সরিদের স্ত্রী শ্রীমতী রাহু সরিদ কি মর্মান্তিক অবস্থায় অনাহারে মারা গেলেন তা দেখুন। এরের পরিবারে ১ (নয়) জন লোক। জমিজমা কিছুই নেই। চারিদিকে কোথাও কাজ পাচ্ছিল না। এরা ৭টি প্রাণী বাঁচে কি ক'রে ? ৩.৫ মাস ধ'রে অর্দ্ধাহারে অনাহারে বহু বিপন্নদের মধ্যে কাল কাটিয়ে যখন মরণাপন্ন হয়েছে তখন আশে পাশে রিলিফ ব্যবস্থার সন্ধান নেল। বাঁচবার আশায় কি, আবেদ করা বহু চেষ্টা করল। কিন্তু পরিবারের একজনও কি, আর পেল না। আর তবুও করা হোক—দেখা যাবে কি, আর পাবার যোগ্য নয় এমন লোকও কি, আর পাচ্ছে। অবশেষে ঐ মহিলা মারা যাবার ৭-৮ দিন পূর্বে

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

রিলিফে অব্যবস্থা ও অনাহারে মৃত্যু

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

আমি গত ১৩ই জুন শনিবার সকালেই কলকাতা থেকে এসে পুরুলিয়াতে পৌঁছাই। বরাবাজার থানার যে অংশ কুমারী নদীর এপারে অর্থাৎ পুরুলিয়া থানার সংগে সেই অংশটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত—চেলাডাঙ্গা, বানবোড়া, উড়রডুটু ও ভাগাবাঁধ। এইসব অঞ্চলে অনাহারে কয়েক জনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি সে সম্বন্ধে ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমীনে তদন্ত করে ব্যবস্থা করার জন্য যাই।

ইংরেজ আমলের কথা ছেড়ে দিলাম। কারণ তখন দুর্ভিক্ষ পাইকারী ভাবে হাজার হাজার লোক না মরলে অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হত না যেমন হয়েছিল ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশে—তখনও পশ্চিমবংগে অন্ন ছিল।

কেন্দ্রে স্বাধীন হবার পরে বিহার আমলে পুরুলিয়ায় অনাহারে অনেক লোক মরেছে। কিন্তু সরকার বরাবরই ধোপাবার চেষ্টা করেছে যে মৃত্যু অনাহারে নয়—রোগে। পুরা থানায় এক কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশের দারোগা—অনাহারে মৃত্যুকে অনাহারে মৃত্যু বলায়—তাকে সে থানা থেকে বদলি করা হয়—তাহলেও তাকে বরখাস্ত অথবা অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কিনা আমার জানা নাই।

পুরুলিয়ার পণ্ডিত অংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হল—তারপর থেকে এখানে অনেক অনাহারে মৃত্যু হয়েছে—তবে সরকারের পক্ষ থেকে নানা-রকম ঘড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা করে সেগুলিকে রোগে মৃত্যু বলেই ঘোষণা করার চেষ্টা হয়েছে।

গেল কংগ্রেস আমল। ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্টের সময়েও পুরুলিয়া জেলা যুক্তিক্ষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাহারে মৃত্যুর সুরু হল। জিলার সরকারী কর্তৃপক্ষ থেকে সেই সব অনাহারে মৃত্যুকে অস্বীকার করার উদ্যোগ হতে থাকে এমন কি তদানিন্তন রিলিফ মন্ত্রীও এই ব্যাপারে জিলা কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে অনাহার মৃত্যু অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সমস্ত নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রীমণ্ডলী সদস্যবৃন্দভাবে জিলা পরিভ্রমন করে সমস্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে ঐ অর্থক্রমিক অস্বীকার করে পুরুলিয়া জেলার জন্য যে বৃহত্তালীন ব্যাপক জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেটা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—এবং যেখানে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল সেখানে একটি লোকও না খেতে পেয়ে মারা যায়নি।

দু-একটি লোকেরও অনাহারে মৃত্যু হলে তা নিশ্চিতভাবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাপক পোচনীয় খাদ্যাভাবের পরিস্থিতিরই পরিচয় বহন। সেটা অনুধাবন করে সঙ্গে সঙ্গেই তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ১৯৬৭ সনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে এরকম ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

বিচিত্র পরিস্থিতি!

ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সত্যই একটা ঘোরঘাটের মধ্যে পড়েছে। পাজার থেকে আরম্ভ করে কেরালা—কোথা থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমবঙ্গ, আবার এই বাংলা থেকে আরম্ভ করে কিন্তুর আসাম নিয়ে পাজাব পর্য্যন্ত যে ইতিহা অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়ন তার মধ্যে যতগুলি অঙ্গরাজ্য আছে তার মধ্যে কেবা যাচ্ছে তামিলনাড় সরকার অর্থাৎ মাদ্রাজ রাজ্যই চু পাড়ে ভর করে টিকিয়ে আছে তা ছাড়া প্রায় সব রাজ্য সরকারই খোঁড়ে হয়ে 'ক্রাচে' ভর দিয়ে 'মৃত্যু যেন কেপে ধরে আছে' এই রকমভাবেই চলবার চেষ্টা করছে। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিত্বের অন্ত রাজ্য মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, পাজাবী সরকার মরমর, কেরালার রক্ষিণ-বামপন্থী কম্যুনিষ্ট সরকার পদত্যাগ করেছেন নতুন নির্বাচন হবে; বিহার উত্তরপ্রদেশ ওড়িষা প্রভৃতি রাজ্যের সরকার মৃত্যুর নিশ্চিত অভিবেগে মৃত্যুর মুখপ্রান্তে প্রবেশ করছে। অথচ কি কেন্দ্রীয় সরকারকেও দেখা যাচ্ছে প্রায় চূর্নিত মস্তক দুই হাতে দক্ষিণ ও বামের উপর ভর দিয়ে পাকাধাকড়াচ্ছে মস্ত চলেছেন। প্রশাসন বা শাসন বলতে কোথাও কিছু নাই। সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে চোর, লুঠেরা ও ডাকাতেরের উৎপব চলেছে; রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিয়মবহীন অরাজকতারই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে; ক্ষমতাসোলীদের নেতৃত্বে প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক পার্টি-গুলি নির্বাচন সামনে রেখে ছল, ভোট ও গোষ্টির প্রসারের উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রচার ও পালাগালির নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের নামে উদ্ভট প্রতি বিপ্লবের মড়া চলেছে এবং গণতন্ত্রের নামে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষককে কায়েম রাখার অন্ত শত্রুতানের শায়ুপাঠ করা হচ্ছে।

সমস্ত দেশব্যাপী এই সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে বাংলা দেশের বিশেষ পরিস্থিতি আবার বাংলার লোককে বিশেষভাবে পর্য্যায়ে নিয়ে চলেছে। ১৯৬৭ সন থেকে ১৯৭০ পর্য্যন্ত পরপর তিনটুকুর মধ্যে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, কংগ্রেস, রাষ্ট্রপাল, আবার যুক্তফ্রন্ট ও রাষ্ট্রপাল শাসনের জরুরে বাহিত হয়ে চার-দিকে কেবল অন্ধকার পারাবারের টেউই দেখা যাচ্ছে। ১৯৬৯ সনে বাংলার দুর্ধর জনগণ যে যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি করেছিল আত্মঘাত, আত্ম সংঘর্ষে, ও আত্ম-কৃত অপরাধে নিজেকে বিনাশ করে প্রধানতঃ দুইটি যুযুৎসু গোষ্টিতে বা মোর্চায় বিভক্ত হয়ে দুর্ধারভাবে আঘাতের পর প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আর একটা নির্ব্বাচন ছাড়া কোন পথ নেই। প্রাক্তন ফ্রন্টের কোনো কোন শরীক যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির শাসনে বাংলার নিরাপত্তা ফিরে আসবে—লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। দেখা গেল ঠিক তার বিপরীত। রাষ্ট্রপতির শাসনের নামে এক নৈরাজ্যের অবস্থা চলেছে। এই অবস্থা অনিবার্য অন্ত মতবিরোধ শরীকের আক্রমক অপরাধ একমাত্র দায়ী হলেও একথা এক যুক্তফ্রন্টের বর্তমান দুটি ফ্রন্ট আগামী নির্ব্বাচনে কুক্ষেত্রের অন্ত যুদ্ধে অব-লাভ করে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি ও আয়োজন সুরু করেছে। যে যুক্তফ্রন্ট বিরুদ্ধ করে রাষ্ট্রপতির শাসন ও আনুষঙ্গিক বিপর্যয় বাংলার জনজীবনে রোগের বিষবুদ্ধকে এক মুহূর্ত্তে উৎপাটন করতে পারে —তারা আজ বাংলার লোককে তাদেরই কৃত দুষ্কার্য্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অন্ত ডাক দিচ্ছেন। সত্যই এক বিচিত্র পরিস্থিতি! আরও এক বিচিত্র পরিস্থিতি এই যে একদল তাদের আন্দোলনের কার্য্যক্রম হিসাবে ২০শে জুলাই হরতালের ডাক দিয়েছে তারপরে তাদের বিরোধী আর একদল তাহাই প্রতিযোগিতার পরিবে যাবার অন্ত ১৩ই জুলাই হরতাল ডেকেছেন। একদল আর এক দলকে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার অন্ত অভিযুক্ত করে বলছেন হরতালটা পিছিয়ে এনে একদিকে করা যায় না? এ এক অভিনব ব্যাপার! ১৯৫৭ সাল থেকে আরম্ভ করে আজও বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিকে যে ঢেউয়ের রাশি বিরাম চীন চরুলতার আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে— তা দেখেও আমরা কি এই কথাই মনে করব যে বাংলার বৈশম্যবস্থা এখনও পায় হয় নি এবং এই চাকুণ এই অস্থিরতা নিম্নত চাকুলা—নিম্নত অধিরত? এবং এরের নিয়ে যা খুশী তাই করা চলে? অগতের ইতিহাসে এই পর্য্যায়ের বিবেচনাহীন ভ্রান্তি ও গতিই ক্ষমতায় আরুঢ় এবং ক্ষমতা লাভ ও ভোজেচ্ছু ব্যক্তি, গোষ্টি শক্তির অনিবার্য্য পতন হয়েছে।

——•——

হরতাল সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের অভিমত

ছয় পার্টির কমিটি ও অধ্যাপ হল—এই দু' ভোটের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দিনে হরতালের আহ্বান জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত কী—অনেকে জানতে চেয়েছেন। গণতান্ত্রিক বিরোধের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে পর পর হরতালের এই সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তিজনক ও বিপজ্জনকভাবে দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বাংলার ব্যাপক রাজনৈতিক জীবনে যে বিরোধের পরিস্থিতি সংকটের সৃষ্টি করেছে—সেই পরিস্থিতির মধ্যে হরতালের সিদ্ধান্তই সমীচীন হত নি বলে মনে করি। কিন্তু হরতালের সিদ্ধান্ত যখন করাই হয়েছে—তখন তার মধ্যে অবিকৃত বিভ্রান্তি যেন আর না ঘটে—তা দেখতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি—এ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকব। এই হরতালের কোনোটির প্রতিই—উদ্যোগ বিষয়ে সহযোগিতা বা প্রতিনিবৃত্ত করার অন্ত বিরোধীতার কার্য্যধারা আমাদের নেই। এই হরতালগুলি বিষয়ে জনসাধারণের যে যেমন সমস্ত বিবেচনা করবেন—করুন। পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কিছুর অন্তই কারো ওপর চাপ-সৃষ্টি, ভীতি প্রদর্শন বা ভাসানো যেন না হয়—পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখবার অন্ত সকলের দিক থেকেই আন্তরিক চেষ্টা যেন থাকে—এই অনুরোধ করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পরলোকে
সংঘ-কর্ম্মী শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী

সংঘের একনিষ্ঠ তথা বিশিষ্ট কর্ম্মী, দেশপ্রেমিক জনসেবী শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিগত ২রা জুলাই রাত্রি ৮-৫ মিনিটের সময় আনাড়ার নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি রোগভোগ করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৩১১ সালে জন্ম হয়।

সংঘের তিনি প্রথম সারির কর্ম্মী ছিলেন। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় হইতে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের কর্ম্মী রূপে দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কারাবরণ, বহু নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। লোকসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতেই তিনি সংঘের সমস্ত কর্ম্ম সকল গঠনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পাড়া থানার তারপ্রাপ্তরূপে একদিকে সংঘের কাজ অগ্রসরিকে বিবিধ সমাজ-সেবার কাজে অবিরাম মগ্ন ছিলেন। তেজস্বী স্পষ্ট বক্তা রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। নিভিকতা ছিল তাঁর চারিত্র্য শক্তির আধার। একদিকে যেমন অন্যায়-কারীদের তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করিত—অন্যদিকে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। অবিশ্রান্ত কর্ম্ম ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। দীর্ঘকাল গুরুতর-ভাবেই অসুস্থতার মধ্যে ছিলেন। তথাপি কর্ত্তব্য পালনের অ জ্ঞানে জীবন বিপন্ন করিয়াও বিবির কাজে আগাইয়া যাইতেন। বহু চিকিৎসার পর ইদানীং অনেকখানা সুস্থ হইলেও, পরিশ্রম সাধ্য কাজ নিয়েধ ছিল। কিন্তু টি, আবের কাছে অনাচার হইতেছে শুনিয়া, গুরুর গাড়ীতে, পায়ে হাঁটিয়া অন্ত কর্মিকে যাইতে সুরু করিয়াছিলেন। যে দিন মৃত্যু ঘটে সেদিনও তিনি দুই বেলায় এই রকম বহু পরিশ্রম করেন। বোডওতে স্থানীয় সংবাদ শুনিবার পর তাঁহার পুরাতন রোগের অকস্মাৎ প্রকোপ দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানহারা ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার জীবন শেষ হইয়া যায়।

তাঁহার মৃত্যুতে সংঘ তথা এই জেলার অপূরণ ক্ষতি হইল। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী ও চারি পুত্র ও দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন তথা গুণ-গ্রাহী বন্ধু বান্ধব সকলকেই কাঁদিয়া গেলেন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি। তাঁহার বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৬শে সংখ্যা মুক্তির সম্পাদকীয় রচনাটি শেষ দুই লাইনে আছে "এই পরিস্থিতি হচ্ছে প্রতি বিপ্লব বা আত্ম বিপ্লবের নামে ফাসিষ্ট শুণ্ডাদের দ্বারা দেশ শাসন" লাইন দুটির মধ্যে 'আত্মবিপ্লব' কথাটির জায়গায় 'অতি বিপ্লব' হবে। এই মুদ্রাকর প্রমাদের অন্ত আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক, মুক্তি

৬ পার্টির পত্রের উত্তরে লোকসেবক সঙ্ঘ

মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি; আর, সি, পি, আই, ওয়ার্ক স পার্টি, মার্ক্সিষ্ট কোঅর্ডি ব্লক; বলশেভিক পার্টি ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস—এই ৬ পার্টি মিলে একটি জোট হয়েছে। অপর দিকে বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, আই প্রভৃতি মিলে একটি অই বাম জোট হয়েছে। উল্লেখ্যে ঐ ৬ পার্টির পক্ষে কনভেনার শ্রীযতীন সুধার অনাকাঙ্ক্ষা শ্রীকিন্তু ও তুষার হালদারের নামে লেখা কতেন এবং আমাদের কাছে একটি চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তাঁরা লেখেন যে,—

যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতির শাসনে অবস্থা ক্রত অবনতির দিকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতির শাসনের নামে পুনরায় কংগ্রেস বাজব্য দায় ঘৈরাচার আরম্ভ করেছে এবং তার মুযোগের মধ্য দিয়ে আমলাতন্ত্র বহুভাবে জন অধিকারের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করেছে। সেজন্ত এই অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রপতি-শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ৬ পার্টি নামছেন। এই আন্দোলনে তাঁদের যে দাবী করে তা এই —

(১) প্রবয়মুক্ত ব্যবস্থার অবসান, নির্ব্বাচন মুলিনের অসমাপ্ত, এ সম্পর্কে কৃত অঙ্গীকার রক্ষিকার।

(২) বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ, চাষীদের অর্জিত অধিকার রক্ষা, নুতন ভূমি সংস্কার আইন; ভূমি প্রতিবেদের অন্ত উদ্ধার ব্যবস্থা।

(৩) শিল্পে কর্মচারী শ্রমিকদের অন্ত বিবিধ ব্যবস্থা-বিধান।

(৪) পে কমিশনের সুপারিশ প্রবর্ত্তন করা; রাজনৈতিক উদ্ধে ও কর্মচারীদের উপর দমন ব্যবস্থা বন্ধ করা।

(৫) অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন।

(৬) বিধান সভার অবমান ও নুতন নির্ব্বাচন।

৬ পার্টি ঐ পত্রে আমাদের অনুরোধ করেন যে, আমরা তাঁদের ঐ দাবীগুলি সমর্থন ক'রে তাঁদের আন্দোলনে যুক্ত হই। এই পত্রের উত্তরে আমরা যা লিখি তা এই—

সংঘের উত্তর—

বিগত ৩।৭।৭০ তারিখে ৬ পার্টির আহ্বায়কের কাছে সংঘের পক্ষ থেকে উত্তর :—

সবিনয় নিবেদন!

আপনাদের পত্রের অন্ত ধন্যবাদ। বিবিধ কারণে পত্রের উত্তর দিতে খুবই দেরী হওয়ার সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। ক্ষমাপ্রার্থী ক্ষমা করবেন।

আপনাদের পত্রে অনুরোধ করেছেন—ঐ পত্রে উল্লিখিত আপনাদের দাবীগুলির সঙ্গে ঐক্যমত হ'রে এই দাবীর ভিত্তিতে আপনাদের আগামী আন্দোলনে যুক্ত হ'তে।

প্রথম প্রশ্নটি আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনাদের উল্লি ত দাবী-গুলি সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্যের ধারা, প্রয়োগ-বিধি বা বিশ্লেষণ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের বক্তব্যের ধারা প্রভৃতির কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে;—তবে আপনাদের দাবীগুলি মোটামুটি যথার্থ বলে মনে করি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে আমরা যুক্ত হ'তে পারছি না। এই বিভিন্ন কারণ-গুলির মধ্যে অন্যতম কারণ এই যে, বাংলা দেশের বিভিন্ন পার্টির সাম্প্রতিক আন্দোলন ধারার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই ধারণাই হয়েছে যে, এই সব আন্দোলন অধিকে কর্ম্মধারার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকছে না—তাকে সেভাবে রাখার চেষ্টাও করা হচ্ছে না; এবং তার সঙ্গে আন্দোলন মুল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে দুঃখজনক প্রতিযোগিতার লড়াইকে উপাস্তরিত হচ্ছে। এই সবের সঙ্গে যুক্ত হতে হ'লে, আমাদের দলের কর্ম্মনীতি ও আদর্শের বহিকৃত পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পড়তে হচ্ছে। সেজন্ত আমরা কোনো ভোটেরই প্রস্তাবিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে না পারার অন্ত মার্জ্জনা করবেন।

আপনাদের
অরুণ চন্দ্র ঘোষ,
সচিব, লোকসেবক সংঘ

——•——

পরলোকে বিশিষ্টা মহিলা নেত্রী ও সমাজসেবী
শ্রীমতী লীলা রায়

বৃহস্পতিবার, ১৩ই জুলাই রাত্রি ১২টা ৩০ মিনিটে বাঁকুড়ার বিশিষ্টা নেত্রী, সমাজসেবী ও শান্তিনিকেতনী শিক্ষাবী লীলা রায় সুবলাল করোনারী রোগাশ্রান্ত হয়ে কলিকাতা হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তিনি দেহত্যাগ পূর্ব্বদিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ মাস এই হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী—

১৯০০ সালের ২রা অক্টোবর, আমাদের গোরাদলপাড়া সহরে শ্রীমতী লীলার জন্ম। বাবা ডাক্তিবিদ ইন্দ্র নাথ ছিলেন বেলাজার অকৃতদার সাধক। ১৯২১ সালে কোলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষার মেয়েদের মধ্যে সেরা প্রথম হয়ে তিনি স্বর্ণপদকটী অর্জ্জনের কৃতিত্ব অর্জন করে। ১৯২৩ সালে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২১ সালে বাংলা দেশের নারী ভোটাধিকার সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীমতী লীলা রায় সহ সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে ঢাকার উদ্ভবকল্প কলাবাধ কন্সটিত সহ সম্পাদিকার দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়। মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টায় তিনি নীরবে কর্ম্মে রতী হন। এই সময়ে মাধবে তিনি নানা কার্য্যের প্রাথমিক সূত্র, বিস্তার, নিয়ম কানুন স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে তাঁরই প্রথম ছাত্রী সংঠন, বীণাপাণি ছাত্রী সংঘ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীযুনিয়ন রায়ের সম্পর্কে এসে শ্রীমতী বসু গুপ্ত বিপ্লবীদের শুশ্রূষা যোগান করেন। ১৯২৮ সালে কোলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে রাষ্ট্রগত নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব লন্ড হয় তাঁর ওপর। ১৯৩১ সালে তিনি কবিগুরুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে মহাসী সভিত্ব প্রকাশ করেন। ঐ বছর ১৯৪ ডিসেম্বর এ অন বিপ্লবী মহিলা কুমিলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গুপ্ত গুলি চালান। এই সূত্রে পুলিশ শ্রীমতী রায় ও তাঁর সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত জেলে আটক রাখে। ১৯৩৮ এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভি মুক্তাবস্থায় আসার পরিবর্ত্তন কমিটি গঠন করেন এবং শ্রীমতী রায়কে মহিলা সাংগঠনিক সমস্তাগুলি মনোনীত করেন। ১৯৩৯ এর ১৯৫ তে বর্গত অনিল রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৪১-৪২ সালে আন্তরাষ্ট্রীয় ভাবত তাঁদের সমর গুরুত্বপূর্ণ উত্তর ভারতে কংগ্রেসী ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন রাষ্ট্রনায়কের গণে।

১৯৪২ এ কংগ্রেস ভেঙ্গে গেলে অনেক কংগ্রেস কর্মী শ্রীমতী রায় গুরুত্বপূর্ণভাবে অন্তরু হন পড়েন। ১৯৪৭ এর পরে কেন্দ্র বিভাগের বিরুদ্ধে শ্রীমতী রায় তীব্র বিরোধিতা করেন। কেন্দ্র বিভাগের পর সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্তে তাঁদের চাকা ভেঙ্গে ভাঙ্গতে আসতে হয়।

১৯৫৫ ও ১৯৫৯ এ দুবার কেরোনারি ধ্বংসেনে, ১৯৬৯, ৭০, ৭১ সালে তিনবার দেহত্যাগ পর্য্যন্তে শ্রীমতী রায় আক্রান্ত হন। ১৯৬৯ এ ৬ষ্ঠী আগষ্ট তিনি সুবলাল করোনারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্তে ভর্ত্তি হন। ২৩ মাস এখানে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

——•——

WANTED

For Shibnarayan Higher Secondary School, P. O. Para. two teachers in the deputation vacancy, a B. A. (Hons.) or M. A. in Philosophy and another B. Sc. Apply to Secy. with copies of testimonials by 18.7.70.

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

রিলিফ সত্ত্বেও—বন্ধ বলা সত্ত্বেও অনাহার মৃত্যু ঘটছে

(১২ পৃষ্ঠার পরবর্তী)

বহু চেষ্টার বাদুনভিত্তা-রাকাবেটা রাস্তার রিলিফের কাজ পায়। কাজ করার মত শরীরে অবস্থা নেই—তবু ওরা মর্মান্তিক চেষ্টায় রিলিফে মাটি কাটল—বাঁচবার আশায়। কিন্তু এহেন বিপন্ন মানুষেরা কাজ ক'রেও মজুরী পেল না। যার জন্য ঐ পরিবারে শ্রীমতী হাসুকে অনাহারে মারা যেতে হল। কাজ করেও মজুরী পেল না—একথা শুনে আপনারা আশ্চর্যান্বিত হবেন। কিন্তু আজ জেলার রিলিফ ব্যবস্থার অধীনে সুতের প্রত্যেকের বহু মানুষের জীবনে এই অবস্থা ঘটছে। এই অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার আমরা চেয়েছি। কিন্তু পোলবার্ডে কেউ নেই। এখানকার শাসন কর্তৃপক্ষ যদি একটা বন্ধ করার জন্য আগ্রহশীল থাকতেন—তাহলে 'কাজ করিয়ে মজুরীপত্র আদায়ের বেতন চুরি করার' এই নিন্দুর ব্যাপক অত্যাচার চলতে পারত না। রাজ্যপালের কাছে, কমিশনারের কাছে এ সব 'প্রকাশ্য দিবালোকের ডাকাতির' কথা ব'লে প্রতিকার চেয়েছি। রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছিলেন বিভাগীয় কমিশনারকে,—আবারও সঙ্গে সুরে অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকার করতে। কমিশনার 'তা' করেন নি। এই হাতে আজ রাজ্যপালের নির্দেশ অমান্য করার সাহস কিসে পাচ্ছেন কমিশনার, ডি, সি প্রভৃতি—আমরা জানি না। কিন্তু তাই হচ্ছে। কমিশনার কথা দিয়েও তদন্তে আসেন নি। কারণ লোকে মনে করছে—কংগ্রেসকে আবার ইাড়াবার সুযোগ দিতে অবার সুবিধে দিতে হবে।

ন্যায্য বেতন না পেয়ে অনাহারে শ্রীমতী হাসু মারা গেলেন

ঁদিন ঘরে একের পরিবারে সকলে অনাহারে কাটাচ্ছে। তার মধ্যে ঘরের মা সবচেয়ে বিকল হন—এ সবাই জানে। যখন যেটুকু জুটেছে —ছেলেমেয়েরাই খাইয়ে, মায়ের ভাগে ভোটে নি। সেজন্য মায়ের শরীর সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছে। তার ওপর রিলিফে মাটি কাটার পরিবর্তে ক্রমশ অর্দ্ধেক ক'রেও বেতন জুটল না। ২৪শে জুন দুপুরে অবসন্ন ঘরে শ্রীমতী হাসু চলে গেছে যায়। তাকে বাঁচাবার চেষ্টার সাধ্যি একটু চিঁড়া বা কুঁড়ার চেষ্টা করা হল। বহু সন্ধানে তাও কোথাও পাওয়া গেল না। কী মর্ম্মান্তিক অবস্থা। শ্রীমতী হাসুর সঙ্গে আর ফিরল না। রাত্রিকালে অভিশপ্ত সন্ধানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তবু শ্রীমতী হাসু নয়। আরো অনেকেই রিলিফের রাস্তাতে চোখের সামনে তাদের ভরাই বাঁচবার সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও এমনিভাবেই মরে গেছে। আর তাদের মেরে ফেলার জন্যই যারা দায়ী তারা সুতের ভাগ নিয়ে এখন হাসছে। আর তাদের মুরুব্বিরা—খাদনের মালিকেরা তাঁদের পরিচালিত কর্মধারা ঠিক চলছে রেখে এবং তাঁদের অনুগ্রহভাজনেরা কৃতকার্য্যতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করছে রেখে গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন।

বি, ডি, ওর রিপোর্টে এই শ্রীমতী হাসুই আবার বেশী খেয়ে মরার কলঙ্ক পাবে

শ্রীমতী হাসুর মৃত্যুর মারা কারণ হ'ল সেই অপরাধীরা (সেই ক্রিমিনালেরাই) আবার অনাহারে মৃত্যুর কারণ জবাবেই তার নিয়ে রায় দেবেন যে, বেশী খেয়ে হোলে মারা গেছে। আমাদের বুকফাট শাসনে এই মিথ্যাচার করার প্রয়োজন ঘটে নি। কারণ সে সরকার তা চান নি। তবু যদি কেউ অনাহারে মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক ঘটনা নিয়ে এ কেন অসত্যভাষণ করতে তাহলে বুকফাট থেকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে চাকরী থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করতাম।

ধানবাজার (১) ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

(১) শ্রীসনাতন মাঝি (বয়স ৪০ বৎসর) মানবাজার অঞ্চলের মহলনদা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গত ১৩ই জুন তারিখে মারা যান। এঁর ঘরে স্ত্রী ও চারিটি নাবালক সন্তান। অনাহারের তাড়নায় শ্রীসনাতনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠলে ১০ই জুন তারিখে সনাতনের স্ত্রী একটি আবেদনপত্র নেয়—মানবাজারের অঞ্চল খাদ্যঅফিসার কনভেনার শ্রীগোকুল চৌধুরীকে। তিনি রুক্ষ ব্যবহারের কথা বি-ডি-ওর কাছে পাঠান। বি-ডি-ও মাঝিকে কোনো ব্যবস্থা না ক'রে বিদ্যাভোক দিয়ে তাকে বিদায় করেন যে, ডি, এল, অফিসার তদন্তে যাবেন। কিন্তু তদন্তে যান নি। ফলে তিন দিনের মধ্যে সনাতন মারা যায়।

বি, ডি, ও এবং ডি, এল, অফিসার কমিটির ঐ রহস্যময় অনধিকার কনভেনার বা কমিটির সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে যোগাযোগ না রেখে খেয়ালখুশী মত অবাধিতভাবে চলায় ব্লকের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে অভিযোগ করে অঞ্চল কমিটি অভাবের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও নিদ্ধারক প্রভাব গ্রহণ করেছেন। রাজ্যপালের শাসনে জনসহযোগিতায় এই বাধা।

বান্দোয়ান ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

১) অন্ধকু মাহাতও (বয়স ৫০ বৎসর) ভূমুড়ি অঞ্চলের রোলাডি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ২৩শে জুন তিনি অনাহারে মারা গেলেন। মৃতকে বার দিয়ে এই পরিবারে লোক সংখ্যা ৯ জন। মাত্র তিন বিঘা জমি। গত তিন বৎসর চাষ হয় নি। অথচ এ পরিবারের কাউকে কি আর দেওয়া হয় নি। এখনো পাচ্ছে না। ফলে শ্রীঅন্ধকু পোচনীয় পরিস্থিতিতে অনাহারে মারা গেলেন। এই পরিবারটি আজ অত্যন্ত সংকটের মধ্যে কাল কাটাচ্ছে। নীম ডি, আর প্রয়োজন।

২) ঐ গ্রামেরই শ্রীমুরুজ মুর্মি গত ২৮শে জুন তাঁর তিন দিন অনাহারে থেকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই পরিবারেও কেউ কি, অন্ন পাচ্ছে না। অভিযোগ এই যে, অনাহারে মরবে-মুখ বন্ধ মানুষ এই ব্লকে কি, আর পাচ্ছে না—কংগ্রেসীদের সুপারিশে ডি, আর তৈরী হচ্ছে।

পাঁড়া ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

শ্রীনিবারণ দেশোয়ালী এই ব্লকের ঝালড়-জয়ড়া অঞ্চলের অধীন ভোজবেড়িয়া গ্রামের অধিবাসী। বয়স ২৩ বৎসর। গত ২৪শে জুন তারিখে অনাহারে মারা যায়। বাড়ীতে লোক সংখ্যা ৮।৯ জন। বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কোথাও কাজ পাচ্ছিল না। অবশেষে এই পরিবারে ১ জনের ডি, আর পাওয়া যায়—অর্থাৎ ১৪ দিনে ৯ কেজি। তার মানে এক দিনে জন প্রতি ২৷ তোলার খাদ্য পেয়েছে। পরিবারের মধ্যে যার জীবনীশক্তি সবচেয়ে কম ছিল সে মারা গেল। এই পরিবারে আরো ডি, আর দেওয়া দরকার। না হলে আরো অঘটন ঘটতে পারে।

পাঁচ সাতদিনেই, না, বিষ সাতদিনেই ডি, আর হবে—তত্ত্ব কথা নয়। কথা হচ্ছে যা অপরিহার্য্য বলে মনে হবে; সেই ডি, আর অবশ্যই দিতেহবে।

বরাবাজার ব্লকে আরো অনাহার মৃত্যু

১) সংবাদ এসেছে—ভগাশতলা গ্রামে তিন জনের অনাহার মৃত্যু হয়েছে। বিশদ তথ্যাদির জন্য অপেক্ষা করছি।

২) বহু মৃতক গ্রামে শ্রীতরুণ সহিস (বয়স ১০) অনাহারে মারা যান—বিগত ২৭শে মে তারিখে।

৩) বহু মৃতক গ্রামে শ্রীজীবন মাঝি (বয়স ৪৫) ১৯ই জুন অনাহারে মারা গেছেন।

এই ঘটনা দুটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে মৃক্তির অত্র প্রবন্ধে লেখা হল।

বাগমুণ্ডী ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

শ্রীমতী বিনতা বাগাল (বয়স ২৮) স্বামী শ্রীসুধ বাগাল—স্বামী ও ৩টি নাবালক পুত্রকন্যা রেখে ৫ঠা জুন অনাহারে মারা যান।

আড়ষা ব্লকে অনাহার মৃত্যুর মারো সংবাদ

১) সত্যনারায়ণ সহিস (বয়স ৬০ বৎসর) ৩ ৩টি ছেলে। বড় ছেলের সঙ্গে ছিলেন। জমি খুবই সামান্য। বড় ছেলের ছেলে মেয়ে তিনটি। অত্যন্ত অভাবের সংসার। বিনা রোগে অনাহারে মারা গেলেন—১৯ই জুন। গ্রাম শালুইডহর, বেলমা অঞ্চল।

২) শ্রীভঁড়ু সর্দারের মা (বয়স ৪৫ বৎসর) সাঁওতাল জমি। ঐ মিস্ত্রীর কাজ করে। যান বয় নি—তাও নেই। অনাহারে মা মারা গেলেন বৈশাখে। এই ব্লকে রিলিফের নামে লক্ষ লক্ষ মন চেয়ে চুরি ও লুট চলছে।

কালদা ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

গত ২৩শে জুন তারিখে কালদা ২ নং ব্লকের হিন্দু অঞ্চলের ডহরি গ্রামের শ্রীসীতা ভুঞ্যা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সাঁতুড়ি ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

অনাহার মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেবার বহুমুখকারী অফিসারদের এক অদ্ভুত ফল—রোগে মারা গেছে—অনাহারে নয়। ব্যক্তিগত লোকও অনাহারে মারা যেতে পারে। অনাহার চাপা দেবার বহুমুখকারী কোনো অফিসারের হাঁপানী বা গ্যাষ্ট্রিকের ব্যারাম যদি থাকে—তিনি আমার কাছে আসুন—তাঁকে ২০ দিন অনাহারে রেখে দোব। তবু দুর্জন শরীরে তিনি ঐ ২০দিনের অনাহারে টিকতে মারা যাবেন। ২০দিন অনাহারে না মরে যদি বেঁচে থাকতেন—তাহলে হাঁপানীকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়েও ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচতে পারতেন। ২০ দিন অনাহারে থেকে তিনি মারা গেলে আমরা কি বলতে পারি যে, তিনি রোগে মারা গেলেন—অনাহারে নয়। মর জেনের দুর্ভুদ্ধি হচ্ছে। সাঁতুড়ি থানার কয়েকটি অনাহার মৃত্যুর ঘটনা রিদ্ধি যে ঘটনাগুলিতে রোগী মরবের অন্তরে উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারেনি—তার ওপর খাদ্যের অভাবে মারা গেল।

(১) শ্রীমেহালী ভাড়ি—(বয়স ৮০ বৎসর)—পিতা ৮৭ভি ভাড়ি। তার বিধবা মা ও এক নাবালক সন্তান নিয়ে বিপন্ন হয়েছিলেন। একে অন্নাভাব তাতে রোগ চিকিৎসার খরচ নেই। রোগের মধ্যে অনাহারে ছেলেটি মারা গেল ১৯শে বৈশাখ। গ্রাম—বেড়্যা—গড়শিতা অঞ্চল ব্লক সাঁতুড়ি।

(২) শ্রীভীম ভাড়ি (বয়স ৯ বৎসর)—পিতা শ্রীবালির ভাড়ি। তার অন্যান্য ছেলেটি চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে মারা গেল। গ্রাম—বেড়্যা গড়শিতা অঞ্চল—ব্লক সাঁতুড়ি।

(৩) শ্রীকামাক্ষ্যা বাউরী—বয়স ৩৪ বৎসর—দীর্ঘদিন ভুগছিল। বাঁকুড়া মেডিকেল নগর হাসপাতালে তার কিছু চিকিৎসা হয়েছিল, ঠিকমতো পথ্যেনি। বাড়ীতে এসে অসুখ অবস্থায় অবশেষে তার শরীরে যাতাভাবে মারা গেল। তার মা আছেন—স্ত্রী ও তিনটি নাবালক পুত্রকন্যা আছে। খাটবার মানুষ তাদাথ্যা রোগে বিপন্ন হল—পরিবারে এতগুলি মানুষ—তাও ডি, আর পেল না। অনাহারে মারা যাওয়ায়—বৈ, চৈ হওয়ায় বাড়ীতে ডি, আর এল। গ্রাম—তেঁতাশি—গড়শিতা অঞ্চল—ব্লক সাঁতুড়ি।

সাঁতুড়ি থানার আজ ব্যাপকভাবে চরম দুর্গতি। ঘরে ঘরে ঐ অবস্থা। এখানকার জনসাধারণ চাইছে—অন্নখাদ্য, আর্ত্তদের জন্য ডি, আর। কিন্তু রিলিফের যোগাযোগকারক কাছ থেকে রিলিফের রিলিফ আসছে কবে কে? তাই আজ ব্লকে ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ।

ইতিপূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রীর কাছে পুরুলিয়া জেলার ২৬ জনের অনাহার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এর পর ঐ তালিকা ১৬ জনের নাম যুক্ত হল। অর্থাৎ ৪২ জনের অনাহার মৃত্যু ঘটন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—•—

পদবী পরিবর্ত্তন

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমি শ্রীশিবপদ দে অদ্য ইং ৯।৫।৭০ তাং ঝাড়গ্রাম কোর্ট হইতে Affidavit মূলে শ্রীশিবপদ বিশ্বাস বলিয়া জন সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছি। সুতরাং শিবপদ দেকে উক্ত তারিখ হইতে শিবপদ বিশ্বাস বলিয়া জানিবেন।

শিক্ষক চাই

কাঁটাডি শিক্ষাসত্র, পোঃ কাঁটাডি, জেঃ পুরুলিয়াতে ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে দুইজন স্নাতক শিক্ষক (কলাবিভাগে) প্রয়োজন। শিক্ষকপ্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাইবেন। ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন এবং ১৮ই জুলাই বেলা ২-৩০ মিনিটে উক্ত শিক্ষাসত্রে প্রমাণপত্রসহ সাক্ষাৎকারে যোগ দিন।

রিলিফে অব্যবস্থা ও অনাহারে মৃত্যু

(প্রথম পৃষ্ঠার পরবর্তী)

সতাই অনাহারে মৃত্যু

যাই হোক এখানে পুরুলিয়া জেলায় অনাহারে অনেকজনেরই মৃত্যু ইতিমধ্যে হয়েছে—কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও কিছু হয় নাই। কিন্তু সরকারী ঐতিহ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যেই এগুলির সত্যতা অস্বীকৃতি আর মৃত্যুর কারণ অনাহারে নয়—অন্যই সরকারীভাবে বলা হচ্ছে।

এই নিয়ে স্তোকৃতি ও অস্বীকৃতির টানাটানি যাই চলুক না কেন—আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি কয়েকটি ক্ষেত্রে একেবারে অস্বীকার অনাহারে মৃত্যু হয়েছে বলেই বলছি। রাঘবদা, বি, ডি, ও বা গ্রাম সেবকদের দিয়ে নানাপ্রকার তদন্ত ও রিপোর্ট চিরাচরিত ভাবে করা যেতে পারে—কিন্তু তার দ্বারা সত্য বা ঘটনা ঘটেছে তার কোন ভাবেরা হতে পারে না।

মানপুর - রাঘব কুমার

১৯শে জুন বেলা ১২টা নাগাদ বাসুবভিহাতে যাই সেখান থেকে যাই মানপুর গ্রামে। সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন কর্মী ছিলেন।

এই গ্রামে রাঘব কুমার তাল গুবের প্রথম দিকে ফ্রেক খেতে না পেয়ে মারা গেছে। তার বাড়ীতে মেলাম। মৃতবাড়ী ঠিক বলা চলে না। কোন কলাটের বালাই নাই—একটি খুপরী। রাঘব কুমারের এর বছরে মৃত্যু হয়েছে। শ্রীদুলু কুমারিণ (৩৫), এক'টি মেয়ে (১১) অতি অল্প বস্ত্রাবৃত মলিন ছায়ার মতো আমাদের সামনে দাঁড়াল। স্ত্রী বলল রাঘব এমনিই না খেয়ে খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল—কোন কাজ করার অবস্থাই ছিল না। মারা যাবার আগে তিন দিন যাবত কোন খাবার পায় নাই। স্ত্রী চেষ্টা করেও খাবার জোটাতে পারে নাই। একটি ছেলে আছে—এক বাড়ীতে রাখালী করে কোনরকমে বেঁচে আছে। আর এক ছেলেকে তার শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে গেছে—তারাও প্রায় অনাহারেই থাকে। তবুও এরা কোন প্রকারে হাড়ের উপর জীবন্ত চামড়া ঢাকা দিয়ে প্রেতের জীবন যাপন করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম—অনেক লোক সেখানে জুটেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল দুলু কুমারীণের দুঃখী মা, বয়স ৭০ বছর। সংসারে এক বিধবা বৌকে নিয়ে দুজনেই প্রায় অনাহারে কাটান।

এক'টি ৮-৯ বছরের প্রায় উলঙ্গ মেয়ের কংকাল সামনে এসে দাঁড়াল। জানলাম এর বাবা সুখেন্দ্র কুমার খেতে না পেয়ে ও খাবার জোগাড় করতে না পেরে বৈশাখ মাসেই ঘর ছেড়ে চলে গেছে—স্ত্রী ও সন্তানেরা কোনরকমে বেঁচে আছে মাত্র।

মৃত রাঘব কুমার—মাঘ মাসে একবার এমারজেন্সী ডি, আর পেয়েছিল—তারপরে মারা যাবার পরে ৩বে যে একবার ৩ কেজি গম ডি, আর পায়। এই ডি, আর, এর উপরাল পরে বিস্তৃত করছি।

সেখানে উপস্থিত অনেকের মধ্যে মরন মোহন ব্যানার্জি, বাবুলাল মুক্তকার; বুধেশ্বর অধাত, ছোট বাবুলাল, ছুট মাহাত, নকুল মাহাত, ভজ মাহাত, অজুন মাহাত প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলল লোকটির রোগ-টিগ ছিল না—একেবারে না খেতে পেয়ে মরেছে। বলল আরো মৃত্যুর দেখেছি কয়েছি—কিন্তু আমরাও য উপায় করছি।

মানপুরের অবস্থা বিষাদ ব্যতত হয় না যে গ্রামে এত লোক থাকতে এ'টি দুটি লোক কেমন করে না খেতে পেয়ে মরে! মরে সত্যই মরে! যেখানে সতরো ৭৫ জন প্রায় অনাহারে থাকে সেখানে এমনিভাবেই মরে...কে কাকে খেতে দেবে?

মানপুরের হিসেবটা একবার দেখা যাক—

ঘর সংখ্যা—প্রায় ১০০ ঘর

লোক সংখ্যা—প্রায় ৮০০

ব্রাহ্মণ—২ ঘর, কুর্মি—৫০ ঘর প্রায়; মাহাত—৫০ ঘর প্রায়; কালিন্দী ভোম—১৭ ঘর; ভূমিজ—২ ঘর; কুবিরাণ—১ ঘর; সরাক—৩ ঘর, কর্মকার—৫ ঘর।

দু এক ঘর এরিক তরিক হতে পারে তবে মোটামুটি ঠিকই আছে এর মধ্যে ব্রাহ্মণরা কোনরকমে দিন চালায়।

কুমারের মধ্যে প্রায় ২০ ঘরের মধ্যে কোন কাজ কোন আধার— কিছুই নাই।

মাহাতরের মধ্যে ৩০।৩৪ ঘরের বিঘের কোন চাষবাস নাই।

ভূমিজদেরও একই অবস্থা।

তন্তিরাল, সরাক ও কর্মকারেরা সময়ে সময়ে কাজ যোগ করে কোনমতে প্রাণটা রেখেছে।

কালিন্দী ক্লে ১৭ ঘর বেরে ছেলে পিলে প্রভৃতি নিয়ে প্রায় ১০০ হবে। এদের কোন কাজ নাই, কোন জমি জমা নাই—দিনের পর দিন উপোস করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এরা মুড়ি ভাঁটা বাঁশের কাজ করে চালাতে পারে—পুঁজি পেলেও তাঁরাই হাথকেই চলে যাবে। এরের চাক ক্লে সব কিনী করেছে নয়তো বাঁধা রেওয়া আছে—কোনদিন ছাড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

ব্যাপক কি আর কো বটেই তাছাড়া সম্বর অবিরাম বিলিফের কাজে এখানে একটি লঙ্গরখানা অতি সত্বর অত্যাবশ্যক—যদি আগেও অনাহারে মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচাতে হয়।

বড়ুমুকুন্দ—ভরত সহিস

এর পরেই এলাম বড়ুমুকুন্দ গ্রামে। এ গ্রামে গত ১৯ই জৈষ্ঠ রোহিনীর দিন ভরত সহিস বলে একটি ১৩ বছরের ছেলে অনাহারে মারা গেছে।

এদের সংসারে পিতা ৩টি সহিস, স্ত্রী, ১২ বছরের ও ৮ বছরের দুটি ছেলে।

সমস্ত পরিবারটিই বৈশাখ মাস থেকে মাঝে মাঝে খেতে পেত। কোন কাজ নেই কোন আধার নেই। ছেলেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জঙ্গলপাকা, চুবড় পাতা খুঁজে খুঁজে খেতো। আমি যখন গ্রামে ঢুকলাম তখন কংকাল মুর্তি ছেলেমেয়েরা ঘর ছোড়তলা থেকে আহারের চেষ্টা ছেড়ে আমার কাছে এসে ভিড় করল।

দশ বছরের সহিস ছেলেটা নিরুপায় মা বাবার চোখের সামনে অনাহারে ক্ষিদের জ্বালায় ঘুঁটে ঘুঁটে মারা গেল।

এটা কাহিনী নয়, কল্পনা নয়, একটা স্বাধীন দেশের এ একটা লজ্জাজনক সত্য।

বড়মুকুন্দ গ্রামে প্রায় ২০০ ঘর বসতি। গ্রামটি মাহাত প্রধান। মাহাতরা ছাড়া আছে—

সহিস—৬ ঘর; কামার—৩ ঘর, যোষির—৩ ঘর, ধোবা—২ ঘর; সিংহবাবু—২ ঘর, নাপিত—১ ঘর, রায়রা—২ ঘর।

প্রায় ৭৫ ঘেকের লোক এদের সঙ্গে কয়েক ঘর মাহাত—কখনীন ও অনাহারে থেকে কোন উপায় না দেখে গ্রামের সকলকে ডাক করে বলে কাজ নাই—খাবার নাই—কি উপায় করি বল?

গ্রামের সবলের লোকেরা বলে—আমাদের যথাসাধ্য আমরা করব যতটা পারি কাজ দিয়ে আর সাধ্যে যা আছে তাই দিয়ে সাহায্য করব। তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছে—কিন্তু তাদেরই চলায় কোন উপায় নাই—দুচার দিন কোন রকমে চালাতে পারে—চেষ্টা করেছে কিন্তু ভারপরে সাধ্যের অতীত হয়ে গেছে।

বিলিফের কাজ নাই বললেই চলে। জি আর এর অবাবস্থার চূড়ান্ত। এক একটা দিন যাচ্ছে আর লোক মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। এক-মুঠো ভাত কিছু মাড় পেলেও বেঁচে থাকতে পারে—কিন্তু তা কোথায়? এরের দেখবার লোক বি, ডি, ও; ডি, এল অফিসে। কর্মীরা বলে বলে হয়রাণ করে হয়রান হয়ে গেছে। একটা সামান্য বিলিফের রাস্তার কাজ মাঝে মাঝে চলছে—সেটা খানিকটা ঠাট্টার মতন।

মৌজা ডুমুরডি—ভূষকী সর্দারীণ

মৃতা ভূষকী সর্দারীনের ভাসা কুঁড়েতে যেয়ে হাজির হলাম। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের বহু লোক এসে জড় হল।

যদি বলি ভূষকী সর্দারীন অনাহারে মরেছে তখনই সরকার থেকে বলা হবে সে কি, আর, পেতো। সত্যই পেতো—কিন্তু তবুও সে অনাহারে মরেছে—কি, আর, এর ব্যাপারটা বেশীভোরে বিচেন করে মনে হল যেন বিশেষ একটা নির্দিষ্ট উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভূষকী সর্দারীন ৭০ বছর বয়সে মারা গেছে। তার ৬ ছেলে বিদ্য। সবাই মারা গেছে। ৫টি পুত্রবধূ পেটের জ্বালে কে কোথায় গেছে! এক ছেলে পরিবার সম্বন্ধে তার বউ ফেরুনী সর্দারীন দুটি ৬ বছর ও ১০ বছরের নাতনী ভূষকী সর্দারীনের কাছে থাকতো।

ভূষকী সর্দারীন জি, আর পেতো এক ইউনিট অর্থাৎ ১৫ দিনে ৩ কেজি গম। এখন অবশ্যই ৪ কেজি গম দেওয়া হয়। ৪ কেজি হারে বরলাম কিন্তু কেবল মাত্র ৪ কেজি গমে ৬টি পেটের ১৫ দিন কেমন করে চলে? কোন রকম ভিক্ষে করে যদি বা কোনদিন কিছু জোটাতো কিন্তু তা ওতরিন?

আমারে মৃত্যুর কথা বললেই যারা জি, আর এর দিকে অঙ্গুলী দিয়ে দেখান তারা একবার নিজেদের জীবনে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন—১৫ দিন অন্তর ৪ কেজি গম হিসাবে ৩ জন কতদিন বাঁচেন।

মেচেদা সর্দারীন বলল বেশীর ভাগ সময়েই পাঁচপাতা খেয়ে ৫টি প্রাণী কাটাত। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল শেষ পর্যন্ত জি, আর, আনতে যাবারও শক্তি ছিল না। আবার মানুষ না চলতে পারলেও—নিজে না হাজির হলে জি, আর পাবে না। তা সে মরুক আর বাঁচুক। আমি এই জি এল অফিসকে বলেছিলাম একবার। সে বললে যে—তার বড় ভুল (ফোজ্‌দী) হয় সুতরাং।

এ গ্রামে মাহাত ছাড়া ২০ ঘর ভূমিজ, ১০ ঘর খেড়িয়া, ১ ঘর কুলু, ৩ ঘর সহিস, ৩ ঘর কামার আছে। ভূমিজদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ—বাকী সকলেরও প্রায় একই রকম—একটু ইতর বিশেষ—কেউ একদিন অন্তর বড়জোর তেউ দুদিন অন্তর হয়তো আধপেটা খোটাচ্ছে বা খোটাতে পারেনা।

মেচেদী সর্দারীন চাল ছাড়া দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বলল যে—এবার জল পড়লে কাঁথগুলা আঁকাই মারা যাবে।

ব্রজরাজপুর—জীবন মাঝি

ভূবৃত্তি থেকে এলাম ব্রজরাজপুর। এই গ্রামটি মাঝি গ্রাম। ৩৮ ঘর বাড়ি তার মধ্যে ৩২ ঘর নাঁকাতাল আর ৬ ঘর মাহাত।

অগ্রহায়ন মাসে এরা প্রতি বৎসরই ধান কাটার সময় পূবে যায় এর চাষের সময় আবার আসে। জীবন মাঝি এবার যেতে পারে নি তার অসুস্থতার জন্য।

জীবন মাঝির ৪৫ বছর বয়স ছিল মরবার সময়। ১৯ই জুন ১৯শে জৈষ্ঠ বিকেলবেলা সে মারা যায়। কাজ কর্ম নাই—ছিল না। উপাস করে মারা গেল। আমার সামনে ছিল জীবনের স্ত্রী সুন্দরী মেঝান, ছেলে বিশন মাঝি (১৫), ৪টি মেয়ে ৫ বছর থেকে ১২ বছর বয়স।

সুন্দরী মেঝান বলবার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। জীবন মারা যায় ১৮ই জুন—আমি ১৩ই জুন তার বাড়ী যাই। সুন্দরী মেঝান ও তার ৫টি ছেলেমেয়ের এই চারদিন না খেয়ে উপোস করে আছে।

তমলাম ডি, এল, অফিস ১২ই জুন বলেছিল খোঁজ নিয়ে গেছে। কিন্তু ১৩ই তারিখ পর্যন্ত এরা কিছুই পায় নাই। বি-ডি-ও থাকেন সেই বরাবাজারে, এস, ডি, ও পুরুলিয়ায়। তাদের সঙ্গতী না হলে জি আর কেউ পায় না। উপোস করে মৃত্যুর দরজায় উপস্থিত হলেও নয়।

সুন্দরী মেঝানের বাড়ীর প্রতিবেশী মাঝি, ও মেঝানরা, উনরু ও কর্মনি পরে কয়লাদার ছেলেমেয়ের দল নিরুপায়ের অসহায়তা নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। মাঝিদের প্রায় বেশীর ভাগ লোকেরাই উপোস করছে। অগ্রহায়ন মাসে যখন পূবে যায় তখন যা কিছু রোজগার করে এনেছিল তাই দিয়ে যে কদিন পারিস এরা চালিয়েছিল। তার পরে কোন কাজ নাই কোন আধার নাই। এদের প্রাণটা খুব শক্ত না হলে দিনের পর দিন উপোস করে এরা বেঁচে থাকতে পারত না।

দুবরাজপুরে জমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে—এখানকার সমস্ত জমি বাঁধ। অন্যে কোন ব্যবস্থা নাই। সেচন তো দূরের কথা। চাষ প্রায় হয়ই না।

এখান থেকে ফিরবার পথে বাসুনডিহাতে থামলাম। ডি, এল, ডব্লিউ দুজন ছিল তাদের সঙ্গে কথা বললাম। বেশীর ভাগ গ্রামের অভিযোগ ছিল যে ডি, আর এর লিষ্ট করার সময় ডি, এল, ডব্লিউ গ্রামে দেখেনে লিষ্ট করে না—ফলে বহু যোগ্য লোক জি আর পায় না। ডি, এল ডব্লিউরা তাদের কতকগুলি অসুবিধার কথা বলল। সেগুলিও উল্লিখে দেবার নয়। কর্তৃপক্ষের উচিত তাদের সে সমস্ত শুনে ব্যবস্থা ও প্রতিকার করা। তবে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রমাগত যে খবর পাচ্ছি তাতে ডি, এল ডব্লিউরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই টিকমতো ব্যবস্থা বা কাজ করে না বা কাজকে ফেকে অকাজ করে থাকে। অথচ সরকারী যন্ত্রে তি, এল ডব্লিউরাই হচ্ছে গ্রামের প্রত্যক্ষ সংযোগ। এ ক্ষেত্রে কেমন করে কাজ হবে?

অপরাধ হবে আসছে। বাসুনডিহাতেও প্রায় শতাধিক লোক। শক্ত, সমর্থ কিন্তু চোখে তাদের নিরাশা, মুখে না খেতে পাওয়ার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এরা একটা বিলিফের জীবে কাজ করেও পরসা পায় নাই। গোটা ৪।৫ অঞ্চলে টিমটিম করে গোটা দুই বিলিফের রাস্তা তৈরী হচ্ছে। তাও সরকারী অবাবস্থার ফলে নিয়মিত হচ্ছে না। লোক টিকমতো পরসা পাচ্ছে না।

এরা সবাই আমাকে বলল—আমরা কি, আর চাই না—আমাদের কাজ দিন। যে কাজ হোক দিন।

আমি পরিস্থিতিটা একটু বিশদভাবে বিবৃত করলাম এই জন্য যে প্রায় গোটা জেলাটার এই রকম অবস্থা। এটা একটি স্টাপেল সাভে বলা যেতে পারে। বিলিফের কাজ চলছে কিন্তু তার গতি বহু ক্ষেত্রেই প্রয়ের অপেক্ষা রাখে। এরকমভাবে লোক বাঁচলেও তাদের কপাল জোরে বহু জোর আবহাওয়া হয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

ডিপুটি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাত

আমি ১৬ জুন ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে তাকে বলি ঐ অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে বিলিফের কাজ সুরু করা—যা আগেই আরম্ভ করা উচিত ছিল। যাতে কর্মক্ষম একটি লোকও কাজের অভাবে উপোস না করে সে ব্যবস্থা করতেই হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থাক শস্য ও টাকা দিচ্ছে—যা লাগে—প্রচুর। কেবল মাত্র অব্যবস্থার ফলে সেগুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা হচ্ছে না। এখন শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছে আমলাতন্ত্র। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই অব্যবস্থা এবং জনগণের দুরবস্থার দায়িত্ব তাদের উপরই এসে পড়ছে।

পরিশেষে

বিনিক ব্যবস্থার আরও প্রয়োজন হবে—ভাদ্র আশ্বিন মাসে। কিন্তু এখন থেকেই তাদের সংশোধন বর্তমান বিলিফের কাজের সঙ্গেই চালু করে রাখতে হবে। মোটামুটি ভাবে এটা অবশ্যকর করার উপায় নেই যে বিলিফের কাজের ব্যবস্থাটা আরও দ্রুত তবিৎ এবং ব্যাপক হওয়া অপরিহার্য্য।

১৯৬৯ সনে অত বড় দুর্ভিক্ষেও লোককে খনাহারে মাঝে দেওয়া হয় নি—আজ কোন লোক কাজের অভাবে উপোস করবে, জি আর এর অভাবে অকর লোকেরা মরবে? সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য না দিলেও যুক্তফ্রন্ট সমস্ত কিছু দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিল। এবার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার অর্থ ও খাদ্য দ্রব্য যা দরকার হবে—দেবের বিজেন—তবে এরকম দুরবস্থা কেন?

—:—:—

WANTED

An assistant teacher (Deputation Vacancy) for Lagda High School, P. O. Lagda, Dist. Purulia. The applicant should at least be graduate in arts. Preference will be given to a local candidate.

Apply to Secretary witbin 15th July 1970.

জিলা—পুরুলিয়া

জেলা পুরুলিয়া মোকাম পুরুলিয়া সাবজজ আদালত

টাইটেল আপীল নং ৪২।১৯৬৯

বনমালী ধীবর দীং ব: নকুল রজক দীং

পুরুলিয়া সহরের ধবি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ

প্রতি

এতদ্বারা পুরুলিয়া সহরের ধবি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গকে জানান যাইতেছে যে পুরুলিয়া নিবাসী অধুনা মৃত হরিপদ রজক পুরুলিয়া সহরের ধোবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ এবং ধোবী সম্প্রদায়ের পক্ষে বনমালী ধীবর দীগরের বিরুদ্ধে পুরুলিয়া মৌজাস্থিত যমুনা বাঁধ নামক পুষ্করিণীতে পুরুলিয়া সহরের ধোবী সম্প্রদায়ের বস্ত্রাদি কাচা সম্পর্কে যে ইজমেন্ট রাইট আছে উক্ত সেতু অর্জ্জন করিবার মর্ম্মে পুরুলিয়াস্থ মুনসেফ সাহেবের এক দেওয়ানী মামলা রুজুর করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হন। উক্ত রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে বনমালী ধীবর দীগর ইংরাজী ১৯৬৯ সালে ৪২ নং দেওয়ানী আপীল পুরুলিয়াস্থ মাননীয় সাবজজ সাহেব বাহাদুরের আদালতে বিচারের নিমিত্ত মূলকুরি আছে, এক্ষণে মূল রেসপনডেন্ট হরিপদ রজক মারা যাওয়ায় উক্ত মৃত রেসপনডেন্ট হরিপদ রজকের স্থলে (১) নকুল রজক (২) সুরেশ রজক (৩) বিমলা রজকিনীকে পুরুলিয়ার ধোবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে। এই নোটিশ দ্বারা পুরুলিয়া সহরের ধোবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে তাহাদের মধ্যে মৃত হরিপদ রজকের স্থলে কেহ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দাবী করিলে তিনি আসিয়া এই নোটীশ প্রকাশের ৭ সাতদিন মধ্যে তাহার মতামত পুরুলিয়াস্থ সাবজজ আদালতে দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে করা যাইবে।

S. N. Ghosh
Subordinate Judge

"এম, আর" উদ্ভাবিত

বাসনপত্রের জন্য বিস্ময়কর ধাতু

"সিংহল"

PURE SINGHAL ALUMINIUM

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পাত্রের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র ক্ষণে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—কপার ন্যায় মসনাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করবেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

রাজ্য সভায় পুরুলিয়া প্রসঙ্গ

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগের কথা সুবিদিত। চতুর্থ পরিকল্পনায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যেখানে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মাত্র ১৪০ কোটি টাকা। মহারাষ্ট্রের প্রতি এরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের কোনও যুক্তি আছে? পশ্চিমবঙ্গের জন্য মহারাষ্ট্র অপেক্ষাও অধিকতর অর্থ সাহায্য বরাদ্দ কি উচিৎ নয়? উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চিরদিন ভুগছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রধান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের নিকট আমরা করেছিলাম। কিন্তু উদ্বাস্তুদের অধুনা অঞ্চলে পাঠানো হচ্ছে আর তারা সেখান থেকে ফিরে এসে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভীড় করছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে উন্নত রাজ্য বলেও এই পশ্চিমবঙ্গে একান্তই অবহেলিত ও অনুন্নত অঞ্চল আছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক "অনুন্নত অঞ্চলের পরিচয়" শীর্ষক পুস্তিকার ৩৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

"কোন অঞ্চল নিম্নস্তরের নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না পাওয়ার জন্যকোন্ অঞ্চলটি ইন্ডিসটিউণ্ট গণ্য করা হয়েছে।" সংজ্ঞাই কোনও জেলা অনুন্নত কিনা—তা নির্দ্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে।

ক) জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা সূচনা করবে—

১) জমির মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ; এবং

২) মাথাপিছু ভোগ্য বস্তু গ্রহণের পরিমাণ।

খ) উৎপাদনমূলক সম্পদ জনগণের দৃষ্টিতে উক্ত স্তরের জনসংখ্যা এবং কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা—

১) কৃষি-যোগ্য জমির তুলনায় উচ্চ স্তরের জনসংখ্যা (অর্থাৎ মাথাপিছু জমির পরিমাণের সর্বভারতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম হলেই সেই অঞ্চলকে অনুন্নত গণ্য করা হবে)।

২) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার নিম্ন-হার (অর্থাৎ সর্বভারতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম হলেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অনুন্নত গণ্য করা হবে)।

৩) খনিজ সম্পদ, পশুসম্পদ, বন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থার অভাব।

৪) অন্যান্য বিকল্প কার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার নিম্ন হার (অর্থাৎ সর্বভারতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা ২৫ বা ততোধিক কম হলেই সেই অঞ্চল অনুন্নত বলে গণ্য হবে)।

৫) গ্রামাঞ্চলের তুলনায় সহরাঞ্চলের অধিবাসীদের আনুপাতিক নিম্ন হার (অর্থাৎ সর্বভারতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম হলেই সেই জেলা অনুন্নত বলে গণ্য হবে)।

৬) জনসংখ্যার অনুপাতে কলকারখানায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যার স্বল্পতা, (অর্থাৎ সর্বভারতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা ৫০ বা ততোধিক কম হলেই অনুন্নত জেলা বলে সৃষ্টিত হবে।)

গ) প্রতি বর্ষাবাহিনে বেলপথ ও পাকা রাস্তার বৈগুণ্য স্বল্পতার ফলে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের ব্যবস্থার বৈগুণ্য (অর্থাৎ যে জেলার বেলপথ ও সড়কের বৈর্ঘ্য সর্বভারতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম সেই অঞ্চল অনুন্নত বলে গণ্য হবে)।

ঘ) বেকারীর অত্যধিক হার এবং আধা বেকারের সংখ্যাধিক্য।

ঙ) বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের পরিমাণ।

চরম রাষ্ট্রবিদ্রোহসূচক এই সমস্ত বিষয়ই পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমগ্র ভারতবর্ষে পুরুলিয়ার চেয়ে দরিদ্রতম জেলা আজ পর্যন্ত আর কোন জেলার উন্নয়ন কোনক্রমে তা আমি খুঁজিয়া পাইনি। সুতরাং আমি সরকারের নিকট আবেদন করছি যে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হোক।

—·—

৯ই আগষ্টের আয়োজন বিষয়ে বিবৃতি

গত বছর দুই তিন ধ'রে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি দল সম্মিলিত ভাবে ৯ই আগষ্টের স্মরণ দিবস পালিত করছেন। গান্ধীজী পরিকল্পিত আগষ্ট বিপ্লবের 'ভারত ছাড়' অভিযানের মানস সংগ্রাম-ঘোষণার ঐতিহাসিক দিবস ছিল—১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট। তাইই স্মরণে এই দিবস উদ্যাপন।

এবারে ৯ই দিবস পালনের জন্য সমবেতভাবে এক কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন—ফরোয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস, এস, ইউ, সি, সি, এম, সি, এম, এম, পি, সোর্ভা লীগ, আর, পি, সি, আই (আরাম শবিক)। এঁদের কমিটির সম্পাদক—অধ্যাপক মৈত্রীশ চক্রবর্তী। তিনি বিগত ১৪।৭।৭০ তারিখে লোকসেবক সংঘের কাছে এই পত্র দেখেন। সেই পত্রের উত্তরে সংঘের পক্ষ থেকে যে চিঠি দেওয়া হয়—তা এই :—

প্রীতিভাজনেষু

বিনীতনগর।

আপনার ১৬।৭।৭০ এর চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল কিন্তু মনে করবেন না। ইচ্ছাটা আমার কয়েকদিন ধ'রে ট্রেন এ ডাক চলাচল বন্ধ। মেদনীপুর আসা নিছুটা দেরী হল। আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ অভিজ্ঞতা জানলের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আপনার ৯ই পত্রে আপনাদের আহোজিত ৯ই আগষ্টের উৎসব অনুষ্ঠানে যুক্ত হ'তে অনুরোধ করেছেন। যে সব দল এই কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন—তাঁদের এই জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে, এই জেলাতে ঐ দিবস পালনের জন্য এবং কলকাতার সমাবেশে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

৯ই আগষ্ট আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহান দিবস। ইতিপূর্বে গত দু'এক বৎসর আপনাদের ডাকে সম্মিলিতভাবে আমরা এই দিবস পালন করেছি। এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই সঙ্গে ঐ মহান দিনের প্রতি ও আগষ্ট বিপ্লবের বীরদের প্রতি আমরা সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

এবারেও সেই মহান দিবসের প্রতি ও অবিস্মরণীয় বীর শহীদের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত হবে। তবে এক বক্তৃতা মঞ্চে বা এক আনুষ্ঠানিক আয়োজনে এবারে আর মিলিত হ'তে পারছি না—বাধা অনুভব করছি। তার জন্য কিছু মনে করবেন না।

এই বাধা আমাদের মনের এক আশ্রয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর সেই দলগুলির অনেকেরই কাজের ক্ষেত্রকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দলগত বিরোধের সঙ্কীর্ণতা এমন তীব্রভাব তাঁদের মধ্যে কাজ করছে যে, তাঁরা তাঁদের কোনো কর্মসূচিকেই এই বিরোধ-চিন্তার ব্যাপার থেকে বাইরে রাখতে পারছেন না। ফলে এই বিরোধ-চিন্তা ও তার প্রকাশের অধিকাংশই এমন অবাঞ্ছনীয়ে, এমন কি, এমন অশোভনতায় এসে পড়ছে—যার দ্বারা যুগ আয়োজন বা কর্মসূচিগুলিরই শৌর হয়ে পড়ছে। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা এমন কারুর সঙ্গে এক বক্তৃতা মঞ্চে সমবেত হতে চাই না—যাঁদের বলার বিষয় বস্তুর সীমা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হয়নি বা তার সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং এই অবস্থায়, আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার জন্য দুঃখিত। এবং তাঁর জন্য মার্জ্জনা করবেন। নমস্কার। ইতি

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সচিব, লোকসেবক সংঘ

পুনশ্চঃ

সংবাদ পত্রে এবং রেডিওতে সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে যে, আমরা আপনাদের আহোজিত ৯ই আগষ্টের কর্মসূচি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এ বিষয় আমাদের অভিমত না জেনেই ঐ সংবাদ কে বা কারা দিলেন বা কেন দিলেন জানি না। দ্বিধাই দিয়ে থাকুন এজন্যে তথ্য দেওয়াটা ঠিক হয় নি—এ-কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি এবং আশা করি আপনি ও আপনাদের সকলে এরূপ সমর্থন করবেন।

—·—

সানুনয়ে বললে যা কাজ দেবেন করব একটা কিছু কাজ দিন—অন্ততঃ একটা পিয়নের চাকরীও যদি দিতে পারেন।

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম একে উপদেশ তো দিতে পারি—যাও ফাঁকা মিয়ে মুটেগিরি কর, রিক্সা টানো, ষ্টেশনে কুলিগিরি কর, কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ কথা বললে একে পরিহাস করা হবে মাত্র। কী মূল্য আছে এর কাছে ঐ বি. ই. কলেজের শিক্ষার, আর কি মূল্য আছে সমাজের কাছে এর প্রতিভার, এর শিক্ষার?

এই এরা যখন পতাণ্ডগতিক ধারা ছেড়ে বে-ছিসাবী পথে নামতে বাধ্য হয়, তখন আমরা এদের অশান্তরূপটাই দেখে অভিযোগ করি। যে বৃশ্চিক দংশনে এরা অশান্ত সে বৃশ্চিককে রাজশাসন, সমাজব্যবস্থা, আইন, শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সযত্নে পরিপুষ্ট করে যাই। এই বৃশ্চিক হচ্ছে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ, কায়েমী স্বার্থবাদ—যা সমাজে শোষণ দ্বারা অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশঃ তীব্রতর করে তুলেছে এবং যার প্রত্যক্ষ পরিণতি হচ্ছে বর্তমান অবস্থা!

স্বামী বিবেকানন্দ আজ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে এই সত্যকে অপূর্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলছেন—

"বৈশ্য বক্তিতেছন, 'উন্মাদ'! 'অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তোমরা যাহাকে বল, তিনিই এই মূর্ত্তারূপী অনন্ত শক্তিমান আমার হাস্তা। দেখ ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য্য—ইহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুকর। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শুভ্রবর্ণ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"

সমাজের সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করে বৈশ্য সঞ্চিত ধনে নিজেদের বলবৃদ্ধি করে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—"বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থে সে জন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ কশাঘাত বণিক—সকলের হৃদকম্প-উৎপাদক, অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনরাশি সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে সে জন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তি সঞ্চার হয়—বণিকের এ ইচ্ছা আসে নাই।"

শূদ্র বলিতে স্বামীজী এখানে ব্রাহ্মণেতর শূদ্র জাতির কথা বলেন নাই—সমাজে পরার্থশ্রমজীবীদের কথাই বলেছেন যারা বৈশ্যাধিকারে সমাজে বৈশ্যদের জন্য মধু সঞ্চয় করে। সে তারা ব্রাহ্মণ ইউরোপীয়ই হোন আর ডোম থালাসীই হোন।

স্বামীজী এই বৈশ্যদের, কশাঘাত বণিকদের, সমাজে শোষক ধনিক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সতর্ক করে দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—

"তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্র ধর্ম্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"

আমাদের দেশে, সমাজে আজ এই সত্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতার প্রকাশই বর্তমান অরাজকতা আমরা যে অবস্থাকে বলছি তাই। এ কথা সত্যই যে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধী ও সুবিধাবাদীরা কিছু সঞ্চিত ধন লুঠবার এবং বিশৃঙ্খলাকে দস্যুতায় পরিণত করবার চেষ্টা করবে। তা হলেও এ অবস্থা কখনই চলতে পারে না যে সমাজে একজন ৫০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে মধু নিষ্পীড়ন করে যাবে আর একজন তারই পাশে একমুঠো গমের অভাবে অনাহারে মরবে। ঐ বণিক ও তাদের সমধর্মীকে সাধারণ পর্য্যায়ে নেমে এসে সকলের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে খেতে হবে চলতে হবে।

গান্ধীজী এই কথাই তাদের বলে গেছেন। আজ যারা অন্যায়, কর্মফল করে চলেছে বোমা মেরে বেড়াচ্ছে সমস্ত দোষটা তাদের উপর না চাপিয়ে ঐ যারা সমাজে মধু নিষ্পীড়ণ করছে তাদের বল—তোমাদের কাছে যা সঞ্চিত আছে তাতে তোমাদের অধিকার নেই কারণ তা তোমাদের কাছে গচ্ছিত আছে—সমাজে সঞ্চারের জন্য। ঐ গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হলে সর্বনাশ হবে।

গান্ধীজীর অভিযান হচ্ছে এই। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট থেকে রাজ্য সরকার পর্যান্ত যেই হোক না কেন—যে গবর্মেণ্টই হোক না কেন—ইন্দিরা গবর্মেণ্ট, ধাওয়ানের গবর্মেণ্ট, যুক্তফ্রন্ট গবর্মেণ্ট, মিনিফ্রন্ট গবর্মেণ্ট—ভবিষ্যতে যে গবর্মেণ্ট যে ভাবেই আসুক না কেন বর্তমানে দেশে যা চলেছে তার সমাধানের পথ কোন বৈধিক, কমফারেন্স, সি, আর, পি, সশস্ত্র পুলিশ বা সৈন্যবাহিনী দিয়েও হবে না—হতে পারে না। যারা আজ দেশের অশান্তি চান না—দেশে চিন্তাশীল, স্থিরবুদ্ধি নাগরিক যাঁরা আছেন যেখানে যে গবর্মেণ্ট যে ভাবে আছেন তাঁরা ডাকুন ঐ সমাজের মধু নিষ্পীড়নকারী বৈশ্যদের—এ সমস্যার মূল স্রষ্টা তারাই—আজ দেশে অর্থনৈতিক সামাজিক বৈষম্যের জন্য এই বৈশ্যরাই দায়ী—এ সমস্যার সমাধানের পথ বের করার দায়িত্ব তাদের—তাদেরই এটা করতে হবে। এটা তাদেরই অপরিহার্য্য কর্তব্য—তাদের এই কর্তব্যে অবহিত হতে বিবেকানন্দ বলেছেন—গান্ধীজী বলেছেন। তা করতে যদি তারা সম্মত না হয়, স্বীকৃত না হয়—তা হলে স্বামী বিবেকানন্দের মতে "হিংস্র পশুর মৃত্যুসংস্কার"—গান্ধীজীর মতে "অন্ধ বিপ্লব" এবং মার্ক্স-লেনিনের মতে সাম্যবাদী বিপ্লব কেউ ঠেকাতে পারবে না। এরই পূর্বাভাসচিহ্নই ভারতের পূর্ব-দিগন্তে উদিত হচ্ছে।

—·—

ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের তিরোধান দিবস উদযাপন

মহানাদর ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের তিরোধান দিবস উপলক্ষে মাঝি তাড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে; বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কর্মী, ও ছাত্র ছাত্রীগণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার কর্ম সূচী উদ্যাপন করা হয়।

প্রাতে ৪৯ টায় প্রভাতফেরী, ৬টায় মাল্যদান ও সমবেত প্রার্থনা হয়; ৭ টায় রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন স্থান বিশেষভাবে সাফাই করা হয়; ৯ টায় বাগানে ফুল গাছ রোপন, খনন, নিড়ান, পরিষ্কার ও জলসেচ করা হয়। ৯৯ টায়, আলোচনা সভার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, মহাপুরুষের জীবনের বাণী ও কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ কর্ম সূচী সকাল ৬ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্য্যন্ত বার ঘন্টা ব্যাপী সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় তারা গাছ রোপণ করা হয়।

—·—

মহান ৯ই আগষ্ট ও ১৫ই আগষ্ট দিবসের আহ্বান

৯ই আগষ্ট '৪২ বিপ্লবের সূচনা দিবস—১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ

জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি অগণিত যোদ্ধা ও শহীদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দিন

১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট ভারতের মহান 'ভারত ছাড়' অভিযানের প্রথম দিবস। '৪২ এর সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে,—আগষ্ট বিপ্লবের বিশাল উত্থানের পরিণতিরূপে ১৫ই আগষ্ট ভারতের আকাশে সগৌরবে স্বাধীন ভারতের পতাকা দেখা দিল।

৯ই আগষ্ট আমরা জাতির সেই মহান সংগ্রামের প্রতি, সেই সংগ্রামের মহান চিন্তানায়ক, পরিচালক বিপ্লবী গান্ধীজীর প্রতি,—সংগ্রামকে নেতাজীর ঐতিহাসিক রূপায়ণ করার সেনানায়ক বিপ্লবী নেতাজীর প্রতি,—সেই সংগ্রামের জাতির অগ্নিমন্ত্রীয় শহীদদের প্রতি ও অগণিত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতার ঘর উজাড় করব—জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

১৫ই আগষ্ট আমরা লভ স্বাধীনতাকে অনগণের প্রকৃত স্বাধীনতায় রূপায়িত করার জন্য—স্বাধীন জীবনে তথা জননায়নে আজ যে কলুষ বিনষ্ট, দুর্নীতি, বিকৃতি পরিহার করে উঠছে—তার বিরুদ্ধে অবিরিতি সংগ্রাম করার জন্য—স্বাধীন জীবনকে যোগ্যতায়, মানবতায়, স্বাস্থ্যময়, সৌরবময় করার জন্য—আমরা আমাদের অন্তরের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করব।

সর্বস্তর আমাদের কর্মীরা মহাত্মাকৃতিগণ জনগণের সহযোগিতায়, বিভিন্ন গঠন কর্মের মাধ্যমে, ছোট ছোট চৈতন্যের প্রচার অভিযানে এই মহান দিবসগুলিকে আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্‌যাপিত করবেন—এই কামনা।

নিবেদিকা—সাধনা গুহা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

১লা আগষ্ট, ১৯৭০

জেলার দুর্ভিক্ষঃ জেলার বর্ষাঃ জেলার কৃষির অবস্থা

এ বছরেও বৃষ্টি অভাবে দিকে দিকে হাহাকার

শ্রাবণ মাস অর্দ্ধেক পার হোল—কিন্তু এখনও কুয়ার জল তলার দিকে—ডাঁই ওঠার লক্ষণ নেই। সারা জেলার চাষ বলতে এই সবেমাত্র সুরু।

বান্দোয়ান, বরাবাজার প্রভৃতি থানার চাষ বলতে গেলে এখনো সুরুই হয় নি। এই এখন যদি হচ্ছে। রঘুনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখলাম —বাইদের জমি সব চাড়িদিকে খিল পড়ে আছে। সারা জেলার চাষ কবে উঠবে—কি ভাবে সমাধা হবে কে জানে।

গত বছরের দুর্ভিক্ষ এ বছরের কৃষি সংকট তবু শাসনযন্ত্র অন্ধ

যুক্তফ্রন্ট গিয়ে তংগ্রেসের হাতে পশ্চিমবাংলার শাসন এসে—আবার সেই নগ্ন কর্মী অনাচারের দিন পাকিয়ে তুলছে। আমাদের জেলার গত বছরের অজন্মার পাওয়া দুর্ভিক্ষ এবং এ বছরের কৃষি সংকট—দিন রাত্রির মত পর পর চলছে—কিন্তু তবু আজও পর্যন্ত বিগত চালীর জন্য কৃষি ঋণ বলতে কিছু নেই।—এমন হৃদয়হীন, অযোগ্য, বুদ্ধিহীন প্রশিক্ষণ তদকারী সরকার হলে যা হয়। আমাদের তুমুল আন্দোলনে পাওয়া বিলিফ বরাদ্দের টাকা—সে যতটুকুই হোক—তার বরাদ্দাংশ গেছে কতকগুলি বিবেকহীন অফিসার ও কতকগুলি সুযোগ-সন্ধানীর পকেটে।

রিলিফে অনাচারের তদন্ত করার সাহস জোল না

অথাৎ সুই, লক্ষপাতি, অনাহার মৃত্যু চাপা দেওয়ার বড়যন্ত্র প্রভৃতি রিলিফের ছুতোয় দুষ্টাত্মমূহের জন্যেই জন্ম নে ছানী আমরা তুলেছিলাম এবং রাজ্যপাল, কমিশনার প্রভৃতির তদন্ত করবার প্রতিশ্রুতি রিফেসিসেন বিবেকহীনরাবে তাঁরা আজ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ চুপ করে আছেন। তদন্ত করবার সাহস তাঁদের নেই। কারণ এই সব দুষ্কৃতির হাড়ির ওপর নিচে অনেক দূর পর্যন্ত জড়িয়ে আছে।

অঙ্কের রাজত্বে বন্ধ তো সবই বন্ধ

চাষের কাজ সুরু হলে সাময়িকভাবে মাটি কাটার কাজ বন্ধ থাকবে —এই বন্ধে নিয়ম। বন্ধ করা হয়েছে তো অঙ্কের মত সব কিছুই বন্ধ করা হয়েছে। বর্ষাকালেও বৃষ্টি নেই, চাষ নেই—লোকে কাজের অভাবে অস্থির —টাকা আছে তবু কাজ দেবার ব্যবস্থা নেই মনোবৃত্তি নেই। এই অসহায়তা, নির্দয়তা, শাসন হাতে নিয়ে আত্মশুদ্ধী সর্দ্ধ কঠিন নিন্দাবের যোগ্য।

অপরার্থ আমলাতন্ত্র কেন জনসহযোগিতা ঠেকিয়ে রাখতে চায়?

অযোগ্য আমলাতন্ত্র কাজ চালাতে অসমর্থ। সেজন্য বিলিফ কাজে জন-সহযোগিতা মুক্ত করলে কতকটা সুরাহা হোত। কিন্তু না-এ যন্ত্রতন্ত্র ক'রে, ভ্রষ্টাচারি প্রশোদিত ক'রে, তাকে বানচাল করা হোল। অঞ্চলাধ্যক্ষ কমিটির ব্লকের বৈঠক ডাকা হচ্ছে না—ব্লক বা অঞ্চলগুলোকে কার্যকরী করার কোনো চেষ্টা হচ্ছে না—ইচ্ছাও নেই। এ বিষয়ে কিছু না করারই অপচেষ্টা কংগ্রেসী শাসনে কার্যকরী হয়েছে।

মহা মহা দায়িত্বের রবীরা এ সব বিষয়ে নীরব কেন?

ডি, সি, এস, ডি ওরেস—বি, ডি, ওরের বহু বলেও কিছু হয় নি কারণ তাঁরাও একটা বৃহত্তর চক্রান্তের মধ্যে রয়েছেন। আমার এই কথার প্রতিবাদ করার তাঁদের সাহস নেই। বহু নয় অপরীক্ষিগুলি ক্ষমা করা আছে।

ডি, আর বাড়ল না—লঙ্গরখানাও বাতিল হল

ডি, আর বাড়ল না; লঙ্গরখানার অত্যন্ত অকারী প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যাওয়া হল। অথচ জেলার মানুষের চীবনে অত্যন্ত সংকটকাল চলছে। অন্ন শাসনযন্ত্রের চোখে তা পড়ছে না।

সামনে আরো সংকটের সময় আসছে—সরকার কি প্রস্তুত?

তার ওপর কৃষি কর্মীবাহিনী শেষের ভরাবহ দিনগুলি এগিয়ে আসছে ভাদ্র আশ্বিন প্রভৃতি অত্যন্ত সংকটের সময়। কিন্তু এই শাসনযন্ত্র তার মোকাবিলা করবার মত আয়োজন করে রাখছেন ব'লে কোন লক্ষণ নেই!

ওরাই ৭২ সালে নিজেদের শেষ অবলুপ্তি ডেকে আনছে

অথচ তুলছি আগামী ৭২ সাল পর্যন্ত এই শাসন যন্ত্রের ওপর মূলতঃ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছে। এই শাসন চলতে থাকলে, কংগ্রেসী শাসনের যেটুকু শেষ চিহ্ন এখনও আছে—১৯৭২ তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে—সন্দেহ নেই।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

ভ্রম সংশোধন

'মুক্তি'র বিগত সংখ্যায় 'যুগের ডাকের' বিরুদ্ধে মামলার বিবরণ দান প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—শ্রীঅরুণ কুমার মহান্ত কলকাতার সাক্ষ্য দেন। তাঁর বাড়ী আড়ষা থানায় হুইসা গ্রাম লেখা হয়েছিল। গ্রাম হুইসা নয়—হেঁসলা।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বিধানসভা বাতিল

৩০শে জুলাই রাজ্যপালের নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী বিধানসভায় নূতন অধ্যক্ষ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীবিজয় ব্যানার্জীই অধ্যক্ষের পদে আসীন থাকবেন।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

(রায়তদের উদ্দেশ্যে)

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তকে জানান যাইতেছে যে, ১৬৫।৭০ ইং তারিখের জেলা-শাসকের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ৩১।৭।৭০ ইং তারিখ মধ্যে যে রিটার্ণ (১০ নং ফরম) দাখিল করিবার দিন ধার্য্য ছিল তাহার মেয়াদ ৩১।১২।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইল।

আঃ নবেন্দ্র লাল বসাক
অতিরিক্ত জেলা-শাসক
পুরুলিয়া

পুরুলিয়া
২৭।৭।৭০

জেলার খাদ্য সঙ্কটের তদন্তে একটি সফর

জেলার গুরুতর খাদ্য সংকটের ব্যাপার নিয়ে যখন দিল্লী যাই—প্রধানমন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করার জন্য,—তখন আমাদের বিশেষ বন্ধু পার্লামেন্টে সদস্য শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত সব আমাদের এই সব সাক্ষাৎকার হয়। এবং তিনি নানাভাবে এই কাজে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন।

আমাদের দিল্লীর এই সাক্ষাৎকার সমূহের সংবাদাদি সংবাদপত্রে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের জন্য কয়েকটি বড় দৈনিক সংবাদপত্র তথা তাদের প্রতিনিধিরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যুগান্তরের দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীসাধনা কুমার ধান খতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সব সম্পর্কে বহু আন্তরিক সহায়তা প্রদান করেন।

পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষের এই সংকটের অবস্থা দেখতে আমার জন্য বিজেনবাবু কিছু দিন যাবতই সময় করার চেষ্টা করছিলেন। যুগান্তরের দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি সাধনা বাবুও পুরুলিয়ার সংকট দেখতে আমার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিজেন বাবুর আসবার সময় দুজনেই এক সঙ্গে পরিদর্শনে আসবেন ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তদনুসারে বিগত ৬ই জুন বিজেন বাবু ও সাধনা বাবু পুরুলিয়া আসেন ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করেন। তাঁদের পরিদর্শনকালে আমরাও সঙ্গে ছিলাম। জয়পুর ব্লক ও পুরুলিয়া ব্লকের কিছুদূর তাঁরা দেখে যান। প্রয়োজনীয় রিলিফের উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বরং অনাহারের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে খাদ্য সংকটের নগ্নরূপ যথার্থ প্রকাশিত হচ্ছে—তখন রাইটার্স লনদের আনীল বি, ডি, ওরা অনাহার মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেবার জন্য কিভাবে বড়যন্ত্র করেছেন—কিভাবে অসত্যমূলক আচরণ করেছেন—তার দৃষ্টান্তস্বরূপ জয়পুরের বি, ডি, ও র অপচেষ্টার কাহিনী জয়পুরে তাঁরা ভালভাবে জানেন। অবশেষে যাবার আগে মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে কাজের সৈবিধা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লোকমতা সংগঠিত বিজেন বাবু নিজের ক্ষোভ জানিয়ে গেলেন।

জয়পুরের কাছে ভাতিন্দী বাঁধে মাটি কাটার কাজ কিছু দিন আগে চলছিল। বিলিফে দুর্নীতি চলার জন্য জনগণের অভিযোগে ঐ কাজটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় কিন্তু আবার সেই বাঁধের কাজই চালু হয়—অভিযোগসমূহ সুলতে থাকা সত্ত্বেও। এই ব্যাপার কি বিলিফ বিভাগই জানেন। বিজেন বাবুরা এই বাঁধের সব ব্যাপার দেখে, জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে গিয়েছেন। দুর্গত মানুষের দুঃখের সময়ে তাদের পাশে এঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন—সেজন্য সকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা কমিটিতে পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ

বিজেনবাবুরা পুরুলিয়া সফর সেরে যাওয়ার পরই, পশ্চিমবঙ্গের জন্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হয় দিল্লীতে। বিজেন বাবু এই কমিটির সদস্য। তিনি ঐ বৈঠকে পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষ,—অবিলম্বে প্রয়োজনীয় রিলিফ ব্যবস্থা এবং জেলার উন্নয়ন ব্যবস্থার কথা তোলেন এবং যাতে অতি শীঘ্র এ সব বিষয়ে ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য বিশেষ জোর দেন।

পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা, পুরুলিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা, পুরুলিয়া-কোটশিলার ছোট লাইনকে বড় লাইনে রূপান্তরিত করার বিষয় নিয়ে এবং সকল সময় পুরুলিয়ার সকল বিষয় নিয়ে—বিজেন বাবু চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁর এই নিরন্তর চেষ্টার জন্য আমরা এবং জেলাবাসী কৃতজ্ঞ।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

আপনার প্রয়োজনীয় বই, উপহারের বই ও গ্রন্থাগারের বই আজই নিয়ে যান।

বিশ্ববিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস-সংলগ্ন)
চাইবাসা রোড
পুরুলিয়া

Advertisement

Wanted a B. Sc (Hons)/M. Sc in Physics or Chemistry in a deputation vacancy for B. P. H. S. School. Post. Chelyama, Distr. Purulia.

Apply to the Secretary on or before the 7th August, 1970.

JAGANNATH KISHORE COLLEGE, PURULIA, is in pressing need of funds for its necessary development. Members of the public are requested to contribute in the College fund for the purpose.

Raising of Local Contribution
Sub-Committee, J. K. College, Purulia

Wanted

Wanted a Headmaster for Chittaranjan High School, Purulia on usual pay scale. He must be an M. A. (II) B. T. II with at least five years experience as Headmaster or Assistant Headmaster in recognised High /Higher Secondary School. Following particulars should be mentioned in the application.

1) Subject.
2) Present and permanent address.
3) Date of birth.

Applications along with the true copies of certificates and testimonials must reach the office on or before 22.8.70.

Date of interview will be intimated later on.

Secretary
Chittaranjan High School, Purulia.
P. O & Dt. PURULIA.

Wanted

Wanted a Headmistress for Chittaranjan Girls' High School, Purulia on an allowance of Rs. 150=00 for the present and on usual pay after recognition of the school. She must be an M. A. B. T. with five years teaching experience in a recognised High/Higher secondary school. Application must reach the office on or before 18 h August 1970.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School,
P. O & Dt. Purulia.

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রশাসনিক কাঠামো ও যন্ত্রের সম্বন্ধে আমি অতি সাধারণ ও মামুলী ব্যাপারটা বললাম। এর মধ্যে অনেক ঘোর প্যাঁচ আছে সে গহন অরণ্যে প্রবেশ না করাই ভাল।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ সরকারী প্রশাসনিক সংগঠন একেবারে ছক বেঁধে করা আছে। সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে জ্বা সেক্রেটারী ডেপুটি সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী, সেকসন অফিসার প্রভৃতির কাজ, তাদের সীমা, তাদের ক্ষমতা সব একেবারে এক দুই করে ঠিক করা আছে। এবং এই ঠিক করার মধ্যে কোন রকম ব্যর্থতা নেই।

দপ্তরে, বিভাগে ও ডিরেক্টোরেটে যা কিছুই করতে যাওয়া যাক না কেন তার মধ্যে যদি একটা পয়সা খরচেরও সম্ভাবনা থাকে তবে সে কাজ অর্থ দপ্তরের মন্ত্রণা বা সমর্থন ছাড়া হবে না। বাজেটে বিভাগের জন্য বরাদ্দ টাকা খরচ করতে হলেও অর্থ দপ্তরের কাছে যেতেই হবে।

মহাকরণে ছক কাটা ব্যবস্থা অনুযায়ী দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে দপ্তর সংক্রান্ত চিঠিপত্র, কাগজপত্র যা আসুক না কেন তা সেক্রেটারীর অর্থাৎ ডিপার্টমেণ্টের মাথে এসে আসতে হবে সে ডিরেক্টোরেটের ব্যাপারই হোক বা জনসাধারণের অভিযোগের দরখাস্তই হোক। আর মন্ত্রীও যা কিছু আদেশ নির্দ্দেশ দেবেন সেটা সরকারীভাবে কার্য্যকরী করে তুলতে হবে সে সমস্তই সেক্রেটারীর মারফত দিতে হবে বা যাবে। এমনি দিলেও সেটা সেক্রেটারীর কাছে আসবেই। এই হচ্ছে শাসনযন্ত্র মারফত সরকারী কাজ চলবার একেবারে গোড়ার ব্যবস্থা। সামান্য একটু অদল বদল হলেও এই ব্যবস্থাই বরাবর চলে এসেছে এখনও চলে আসছে। বৃটিশ আমল থেকে প্রশাসনিক কাঠামোর বাঁধারাও আমলাতান্ত্রিক ভিত্তিটা মহাকরণেই রয়ে গেছে এবং সেটার আজিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন একটি ওদিক বেশ কিছু হলেও মৌলিক পরিবর্ত্তন কিছু হয় নি।

১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্টের ১৮ দফা কর্মসূচি ছিল যা কার্য্যকরী করার দায়িত্ব ছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই সভাটা নির্মমভাবে দেখা গেল যে এই কাঠামোর যে সমস্ত বাঁধন আছে বিশেষ করে অর্থ দপ্তরের যে গতি তাতে যেভাবে জনসাধারণের জন্য মামুলি কাজগুলিও যে গতিতে সম্পন্ন করা দরকার তা হচ্ছে না। মোট কথা মহাকরণে যে কাঠামোটি আঁট সেটা কায়েমী স্বার্থপ্রধান আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন চালাবার কাঠামো। জনসাধারণের জন্য উন্নতি ও প্রগতিমূলক বাস্তব ব্যবস্থা তো দূরে থাক সেটা দৈনন্দিন মামুলি ব্যবস্থা সেটাকেও যদি জনসাধারণের সুবিধার ভিত্তিতে প্রধান করে দ্রুত ও ত্বরান্বিত করতে পারা যেত তা হলেও লোকে অনেকটা স্বস্তি লাভ করত। কিন্তু চেষ্টা করেও এই কাঠামোর মারফত সেটাকেও যেমন চাই তেমনভাবে কার্য্যকরী রূপ দেওয়া সম্ভবপর হত না। এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারাই দেখেছি।

এর পরে মহাকরণের বড় ও মাঝারী অফিসারবৃন্দ। বৃটিশ আমলের দুচার জন আছেন যারা বৃটিশ, মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের শাসনকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে আছেন। আর অনেকেই আছেন যারা কংগ্রেসী মহাকরণে দীর্ঘকাল ধরে তাদের নীতি ও কাজকে কার্য্যকরী করে গেছেন।

এইখানে ছোট একটি আলোচনার কথা বলি। ১৯৪৭ সনে যখন স্বাধীনতার ঠিক পরেই আমার সঙ্গে কয়েকজন সুনো আই. সি. এস অফিসারের এমনি কথা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছিলাম এতদিন তো আমাদের আপনারা চৌকিয়েছেন এখন কি করেন? এম ফিলিপ তখন ছোটনাগপুরের কমিশনার পরে দিল্লীতে বোধ হয় সেক্রেটারী এণ্ড টেলিগ্রাফের মিনিষ্টার হয়েছিলেন। আলোচনাটা খাঁটিতে তার বাড়ীতে বসেই হচ্ছিল। তিনি বললেন—So long we have served the masters, now, we want to serve our official masters by serving the people who are the real masters of the country. মিঃ ফিলিপ বলেছিলেন যে আমাদের যে প্রশাসনিক ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা আছে সেগুলিকে আপনারা জনগণের জন্য কাজে লাগান। কিন্তু তা হয় নি বরং বিপরীত হয়েছে। যাক সে অনেক কথা।

কমিশার বিসবের পরে লেনিন যখন শাসন কাঠামো এবং শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজছিলেন—তখন জারের আমলের আমলাদের একেবারে বর্জ্জন করবার জন্য অনেকে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন। লেনিন তাতে রাজী হন নি। তিনি বলেছিলেন আমাদের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে হলে এবং ত্বরান্বিত করতে হলে—এদের শিক্ষা এদের অভিজ্ঞতা আমার একান্ত দরকার। আমার এখনই ভাল, প্রশাসক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি দরকার—আমি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করতে নূতন লোককে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। এদের এখন জনসাধারণের অধীনে তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে এবং এরা করবে। যারা করবে না তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন পুঁজিবাদ আমাদের মাথবার জন্য আমাদের দিকে যে ইট ছুঁড়ে মেরেছিল আমরা সেই ইট দিয়েই আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবো।

অবশ্যই একথাটা ঠিক যে লেনিন যে পরিস্থিতিতে যা বলেছিলেন যা করেছিলেন তার সঙ্গে ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব মহাকরণে গিয়ে কার্মিক ও মহাকার্মিকদের কিভাবে কি করেছিলেন তার হয় তো তুলনা হয় না। তা হলেও ১৯৬৭ সন থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে আমরাও অবিচ্ছেদ্য বলেই তাদের কাজের জবাবদেহ এই আমলারা কিভাবে ব্যবস্থিত ছিল বা কিভাবে ব্যবস্থিত হতে পারতো এ বিষয়ে অনেকেরই জানবার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অভিমত ছিল—সেগুলি পরবর্তী আলোচনাকালে অগ্রবর্তন করতে সুবিধা হবে বলেই মিঃ ফিলিপ ও লেনিন সম্বন্ধে কথাগুলি বললাম।

(ক্রমশঃ)

—:—

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—রন্ধন ত্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মার্ত্তীমল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চাননতলা লেন
কলিকাতা—১২

শ্রীরাধাচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অক্ষোভ্যতনয়
৺গুরু নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ভৃতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
সোমবার, ১০ই আগষ্ট '৭০
২৪শে শ্রাবণ ১৩৭৭
বার্ষিক—৬.০, সডাক—৭.০
নগদ—১৫ পয়সা

স্মরণ কণিকা

● ১৯৪৫ এর ৬ই আগষ্টের হিরোশিমার জাপানী শহীদদের, মানুষের অমঙ্গলতম অমানুষিক হিংসা যাঁদের ওপর নেমে এসেছিল এ্যাটম বোমার আকারে।

● ১৯৪২ এর ৯ই আগষ্টের শহীদদের, যাঁরা মানুষের সামাজিলাভার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মরণকে তুচ্ছ করেছেন—বুকের রক্তে লিখেছেন উজ্জ্বল প্রতিবাদ—'আগষ্ট বিপ্লব'।



বাংলার মত বিহারেও অনাহার মৃত্যু সমানে চলেছে

জঘন্যহীনতায় বাংলা বিহার উভয় কংগ্রেসী সরকার সমান

পশ্চিম বাংলার মতো বিহারেও অনাহার মৃত্যু সমানে ঘটে চলেছে। একে প্রতিরোধ করবার লক্ষ্যে বাংলা বা বিহার উভয়ের কোন জায়গাতেই কোনো চেষ্টা নেই। কারণ উভয় জায়গাতেই বেনামদার কংগ্রেসী শাসন। ২০ বছরের কংগ্রেসী ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে সমগ্র কংগ্রেসী শাসনে মানুষের জন্য সম্পন্ন কোনো লোক নেই।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে যে কিছুই অভিযোগ থাক—আর্ত মানুষের জন্য দরদ ছিল

যুক্তফ্রন্টকে আজ বহুভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলির অনেকের মধ্যে দলীয় প্রাধান্যের দিকে লক্ষ্য থাকায় অত্যন্ত সাংঘাতিক ও ভয়াবহ অন্তর্বিরোধ ঘটেছে সত্য। তবু সেই দলগুলি জনগণের দল ছিল। অনেক দলই ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত বিচার বুদ্ধি নিয়ে কাজ করার ফলে জনগণ কষ্ট পেয়েছে সত্য। তবু আমরা দেখেছি—আর্ত মানুষের সাহায্যের জন্য যখন আমরা আবেদন করেছি—তখন ফ্রন্টের বহু দলই অর্থাৎ সমগ্রভাবে যুক্তফ্রন্ট আর্ত মানুষের জন্য আন্তরিক দরদ নিয়ে আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। লোক সেবক সংঘ এর জলন্ত সাক্ষ্য হাজির করতে পারে।

সংঘ দেখেছে—আর্ত মানুষের দাবীর প্রতি কংগ্রেস বরাবর প্রতারণা করেছে

যে লোক সেবক সংঘ আর্ত মানুষের দাবী নিয়ে যুক্তফ্রন্টের কাছে আবেদন করেছিল—সেই লোক সেবক সংঘই স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসী শাসন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে আর্ত মানুষের দাবী নিয়ে অগণিত বার প্রাণান্ত আবেদন করেছে। কিন্তু কংগ্রেস বা কংগ্রেসের কারো কাছ থেকে আর্ত মানুষের প্রতি দরদ, সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে—হৃদয়হীনতা, মিথ্যাচার, চক্রান্ত, প্রতারণা এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

রাজ্যপাল-কমিশনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—ভঙ্গ করবেন জেনেই

এবারও পশ্চিম বাংলায় রাজ্যপালের শাসনে যখন দুর্ভিক্ষ ও অনাহার মৃত্যুকে স্বীকার না ক'রে বিবিধ চক্রান্ত ও ধুর্নীতি শুরু হোল এবং যখন আর্ত মানুষের সেবার কাজকে উপেক্ষা ক'রে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে অনাহার মৃত্যু অবাধে চলতে থাকল—তখন এ সব স্তরের জন্য রাজ্যপাল ও কমিশনার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা প্রমাণ করলেন—তাঁদের প্রত্যেক কথার এক কড়ার মূল্য নেই—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তাঁদের দ্বিধা নেই এবং তাঁরা রাজনৈতিক চক্রান্তের অনুগতকরে বারম্বার অঙ্গীকৃত হ'য়েও নীরব থাকতে পারেন। আজ মনে হচ্ছে—ভঙ্গ করবেন জেনেই তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই—একই পথের পথিক

এঁদের মতই অদ্ভুতভাবে আচরণ ক'রেছেন—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই। তিনি বারম্বার কথা দিয়েছেন—ইচাগড়, নিমডি, গটমদা, চাত্তিল প্রভৃতি বিহারের বাংলা ভাষী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের দেখতে আসবেন এবং রিলিফের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তাঁর কথা থেকেও জঘন্যহীনতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আচরণই দেখা গেল—সমভাবেই। এবার শ্রীরাবোগা রাই-এর এই সব কীর্ত্তির ফলে বিহারে ঐ সব অঞ্চলে একের পর এক অনাহার মৃত্যু ঘটেই চলেছে। আগে এ বিষয়ে বহু তথ্য দিয়েছি। এখনকার তথ্য এই—

ইচাগড়ে অনাহার মৃত্যুর সাম্প্রতিক ঘটনা

শ্রীমতী বিনতা মাহাতর অনাহার মৃত্যু

পাতকুম গ্রামনিবাসী শ্রীগুরু মাহাতর মাতা শ্রীমতী বিনতা মাহাত অনাহারে ৬৩বৎসর বয়সে ৭-৭-৭০ তারিখে মারা গেছেন। সংঘের কর্ম্মী চিকণড়ার শ্রীরথেশ্বর মাহাত বি. ডি, ওকে অনুরোধ করেন—বিনতাকে লাল কার্ড দেবার জন্য। (লাল কার্ডের অর্থ—যারা বিপন্ন ডি, আরের উপযুক্ত তারা ঐ কার্ড দেখিয়ে খাদ্য পাবে।) কিন্তু বি. ডি, ও গ্রাহ্য করলেন না। বিনতার অনাহার মৃত্যু ঘটল। আজ ঐ বি, ডি, ও কি অপরাধমূলক কাজের জন্য (criminal offence এর জন্য) দায়ী নন?

শ্রীশ্রীনাথ মাঝুয়ার অনাহার মৃত্যু

চৌড়িয়াডি পঞ্চায়েতের অধীন নারোগ্রামনিবাসী শ্রীশ্রীনাথ মাঝুয়া ৪৫ বৎসর বয়সে ১১-৭-৭০ তারিখে অনাহারে মারা যান। তাঁর নামে লাল কার্ড হয়েছিল—তা সত্ত্বেও ঐ পঞ্চায়েতের মুখিয়া সরপঞ্চের অনাচার অব ব্যবস্থা শ্রীনাথকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়তে হয়—একথা সংঘের কর্ম্মী শ্রীরথেশ্বর মাহাত জানিয়েছেন।

আমাদের জানান হয় নি এঁর পরিবারে ক'জন লোক আছেন—বা সেই অন্ন জনদের কি অবস্থা। সংবাদ যদি এই হয় যে, ঘরে আরো লোক আছেন তাঁরা এখুনই ২।১ দিনের মধ্যে যারা নাও হতে পারেন—তাহলে আমাদের এক ভ্রূণের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের রাঁচোর তথা জেলার বুদ্ধিমানদের মত বিহারের বুদ্ধিমানেরাও এই প্রশ্ন করতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তি অনাহারেই যদি মারা গেল তবে ঘরের সকলে বেঁচে রইল কি করে? তারাও তাহলে তো মারা যেতো। হবুচন্দ্রের রাজত্বে একটি গ্রামে একবার ব্যাপক কলেরা হয়েছিল। হবুচন্দ্রের নির্দ্দেশে জনৈক ডাক্তার কলেরার কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানালেন যে পুকুরের জল দূষিত হয়েছিল ব'লে এত লোক মারা গেল। হবুচন্দ্র তখন বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন পুকুরের জল যদি দূষিতই হয়েছিল—তাহলে তো গ্রামের সকলেরই কলেরা হত—কিন্তু তা তো হয় নি। সুতরাং হবুচন্দ্রকে মিথ্যে তথ্য সরবরাহের অপরাধে বেচারী ডাক্তার অভিযুক্ত হল। জীবনী শক্তির তারতম্যে যে এটা হয় একথা বোঝবার মতোকেউ সেখানে ছিল না বুঝে বা সে কথা বলার সাহস কোনো পারিষদের ছিল না ব'লে, হবুচন্দ্রের আদেশে ডাক্তারের প্রাণদণ্ড হোল। এই কাহিনীটার তথ্যানে অবতারণা করলাম এই জন্য যে, অনাহার মৃত্যুর ঘটনা উপাদান করলে আমাদের হবুচন্দ্রদের কাছ থেকে যে যে উত্তর আসতে থাকে—তার মধ্যে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তর।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—:—

সম্পাদকীয়—

মহত্বের অপমান

পশ্চিম বাংলায় সদ্যপ্রতি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মূর্ত্তি কলঙ্কিত করা হচ্ছেতে, ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, স্থান-চ্যুত করা হচ্ছেতে। এ সব কাজের সঙ্গে অধিকাংশক্ষেত্রে জড়িত রয়েছে ছাত্র ও যুবসমাজের একটি অংশ। এই উদ্যানদের প্রতিবাদও হচ্ছে এবং হবে। কোলকাতার পৌর ভবনে আবার স্থাপিত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার বাঘ আশুতোষ আবার অধিষ্ঠিত হবেন নিজের জায়গায়। দেশের বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংস্থা ধিক্কার দিয়েছে উদ্যান দুষ্কৃতকারীদের এবং এ রচনা লেখার সময় পর্য্যন্ত শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন অনশন করছেন জাতীয় মহত্বের অপমানের প্রতিবাদে। কিন্তু এর সার্থকতা কোথায় ?

জাতীয় মনীষীদের ওপর আমাদের যদি শ্রদ্ধা থাকতো, যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকতো সুরেন্দ্রনাথ-গান্ধীজী-নেতাজীর আদর্শ ও নির্দেশের প্রতি—তবে প্রতিবাদের যোগ্যতা ও অধিকারও আমাদের থাকতো। যে নিষ্ঠা নেই বলেই দেশময় আজ একদিকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহত্বের অপমান—আরেকদিকে তার প্রথাসর্বস্ব অযোগ্য আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। এ শুধু অসার্থকই নয়, জাতীয় মহত্বের পক্ষে অধিকতর অপমানজনক। এ প্রতিবাদ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, মহত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। একদল ভেঙ্গে ফেলে দিল—অপরদল নতুন করে বসালো। এই দু দলের কাছেই সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ একটি মূর্ত্তি ছাড়া কিছু নন—আত্মপ্রচারের স্বার্থে কেউ ছুড়ে ফেলছে, কেউ তুলে আনছে। কেউ সোজা রাস্তায় অপমান করছে, কেউ শ্রদ্ধার আড়াল দিয়ে তুলে দিচ্ছে অন্ধকার ডালি।

বাংলার বাঘ, ভারতীয় এড্‌মণ্ড বার্ক, অর্দ্ধনগ্ন ফকির, লম্ফনোদ্যত বাঘ, ভারতাত্মা স্বামীজী ও বিশ্বকবি আজ নীরবে উভয় দলের ইচ্ছাদুঃস্বায়ী কখনও উঠছেন কখনও নামছেন। আজ কোন আদর্শবাদী শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি যদি এই অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে চান জাতীয় নেত ও মনীষীদের, তবে শ্রদ্ধাভরে সমস্ত মূর্ত্তি, চিত্র, স্মারক, মাথায় তুলে নিয়ে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসুন ভারাক্রান্ত হৃদয় আর দু'চোখ ভরা অশ্রু নিয়ে।

১৯৪৭ এর পর যারা জন্মগ্রহণ করেছে স্বাধীন ভারতে, তাদের অন্তরে অন্তরে পুরাতন মূল্যবোধ এবং জাতীয় নেতা-মনীষীদের আদর্শের কোন ছাপমূর্ত্তি এঁকেছেন আজকের নেতারা, সেটা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। গান্ধীজী, সুরেন্দ্রনাথ বা নেতাজীর স্বাধীনতা সংগ্রাম তারা দেখে নি, তারা দেখে নি আধুনিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য আশুতোষের জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনা, পায় নি তারা রবীন্দ্রনাথকে, তারা জানে না অধ্যাপিত চারত্রের সমাজবাদের প্রথম স্বীকৃতি স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বাধীন ভারতের নেতারা তাদের জানতে দেন নি কিছুই—১৩ বছরের নেতৃত্বে বরং বিজড় ধারণা বদ্ধমূল করেছেন দেশের বালক, কিশোর আর তরুণদের মনে।

জানইওয়া অবধি তারা দেখেছে গান্ধীজীর নাম নিয়ে, গান্ধীজীর ছবি টাঙিয়ে কায়েমীস্বার্থ আর পুঁজিপতিকে পুষ্ট করা হয়েছে প্রবল শোষণে শুকিয়ে গেছে দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তুলে উঠেছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দল। এই শোষণকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই তৈরী হয়েছে আইন-কানুন, পরিকল্পনা আর কেন্দ্রীভূত শাসন কাঠামো—যেখানে জনসাধারণ নেই, সর্বেসর্বা হয়ে আছে দরিদ্র অবহেলিত জরাজীর্ণ কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করা অর্থে ও সুযোগে পরিপুষ্ট গুটিকয়েক নরখাদকি আমলা। গান্ধীজীর ছবি টাঙিয়ে এরই নাম দেওয়া হয়েছে স্বরাজ! গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের তরু-আড়ী ভারতরাষ্ট্র স্বরাজের নামে এই যে বিরাট শোষণযন্ত্র ২০ বছর ধরে চালু রয়েছে—অনভিজ্ঞ তরুণদের চোখে গান্ধীজীকে তারই প্রতীক হিসেবে খাড়া করা হয়েছে। সুতরাং গান্ধীজীর চরমতম অপমান করা করেছে—সেটা আজ বিচার্য্য।

অদূরদর্শিতাবে নেতাজীর জলন্ত আদর্শকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর নামকে পেশাদারী রাজনীতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে তাঁকে 'জাপানের পুতুল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার একই উদ্দেশ্যে মালা দোলান হয়েছে তাঁর মূর্ত্তিতে।

স্বাধীনদেশে অপমানিত হলেন মর্মরীভূত সুরেন্দ্রনাথ। পরশুর বিরোধী দুটি পুরস্কার পেয়েছিলেন জীবন্ত সুরেন্দ্রনাথ বাঙালীর হাত থেকে। একবার তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে তাঁর কাঁধ লাগিয়ে গাড়ী টেনেছিল বাঙালী তরুণের দল—পরের বার বাঙালী তরুণরাই তাঁর গলায় দুঁড়ে দিয়েছিল জুতোর মালা। মর্মরীভূত সুরেন্দ্রনাথকে অজ্ঞ তরুণদের হাতে এতখানি লাঞ্ছিত হতে হয়নি।

যে রবীন্দ্রনাথ 'সম্মানের নির্ব্বাসন' থেকে বেরিয়ে এসে জীবনযাত্রার ছোট ছোট বেড়াগুলি ভেঙ্গে ফেলে 'জনতার মাঝখানে' আসতে চেয়েছিলেন—মানব সভ্যতার পরম সত্য ঘোষণা করে যিনি বলেছেন 'শত শত সাম্রাজ্যের শেষ পরে—ভত্ত ওরা কাজ করে!" এবং পরাধীন দেশের অভিজাত জমিদার বংশে জন্মেও যিনি প্রথম সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশকে—স্বাধীন ভারতে তাঁর অবাধে বেড়াটাকে আরো শক্ত করা হোল. তাঁকে নির্ব্বাসিত করা হোল অবিকতর আভিজাত্যের মধ্যে। তাঁর শিক্ষার আদর্শকে প্রসারিত না করে আরো সংকুচিত করা হোল কায়েমী স্বার্থের পরিপোষণের উদ্যমেরী করে। জনতার কবিকে, বিশ্বের কবিকে রাখা হোল সকলের নাগালের বাইরে। অর্থাৎ তাঁকেও দাঁড় করানো হোল কায়েমী স্বার্থের প্রতীকরূপে।

ভারতবর্ষে যখন সমাজতন্ত্র দুবের কথা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা কেউ বলেনি, দীক্ষিত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তখন যুগ-সঞ্চিত কায়েমী স্বার্থকে ধিক্কার দিয়ে আহ্বান করেছেন নবীন ভারতকে—

"তোমরা শূদ্রে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

কিন্তু কে চেনে এই বিবেকানন্দকে? যিনি একদিন নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন ".....We must give up the idea of privilege, then will all religion come. Before that there is no religion at all. (বিশেষ সুবিধার বাবণা আমাদের ত্যাগ করতে হবে, সব ধর্ম্ম তবে জাগবে। তার আগে কোন ধর্ম্মই সম্ভব নয়)।" সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে আজ ঘিরে রাখা হয়েছে ঐ privilege বা বিশেষ সুবিধার বেড়া দিয়ে। সেখানে প্রবেশ করার অধিকার আজ একমাত্র তাদের হাতে, বিবেকানন্দ যাদের বলেছিলেন "তোমরা শূদ্রে বিলীন হও....."

জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতির অপমান করে উন্মাদ তরুণের দল ক্ষত আঘাতে জাতির বিরাট বিচ্যুতিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা যে কতখানি সরে গেছি, মহত্বের আদর্শ থেকে আমরা যে কতখানি অধঃপতিত, এই লাঞ্ছনার আগে তা এমন করে চোখে পড়ে নি। ২৩ বছরের পরম প্রাপ্তে যাঁরা সৃষ্টি করেছেন এই বিচ্যুতি, এই অধঃপতন, আজ প্রতিবাদ করার অধিকার তাঁদের কোথায়? প্রতিবাদ তবু হচ্ছে হবে—কারণ শ্রদ্ধা নয় নিষ্ঠা নয়, রাজনীতিক স্বার্থ।

তাই আজ মনে হয়ে, প্রার্থনা কবি, মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতির মূল্যহীনতার হাবিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থের খেলনা হওয়ার আগে ভাগীরথী গ্রাস করুক সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথকে। মূল্যহীন মূর্ত্তির চেয়ে মূর্ত্তিহীন প্রেরণাকে তাঁরা সঞ্চারিত হোন অধঃপতিত জাতির আদর্শহীন জীবনের শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে।

নেপাল চট্টোপাধ্যায়

আন্দোলনের পথে বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ

এ্যাসোসিয়েশন অফ ডি অফিসার্স ইন দি সাবর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিস (পরিদর্শন শাখা) পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে গত ৩রা আগষ্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার জেলা পরিদর্শকের দপ্তরের সম্মুখে অবস্থান বিক্ষোভের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন—সেই অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার জেপুটী এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টার ও সাব-ইন্সপেক্টার অফ স্কুলরো গত ৩রা আগষ্ট ডি-আই অফ স্কুলদের অফিসের সম্মুখে বেলা ১০-৩০ মিঃ থেকে বৈকাল ৪-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বিভাগীয় পরিদর্শকদলের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার মধ্যে প্রধান প্রধান দাবী হোল :—

(১) অবিলম্বে এম, আই ও ডেপুটী এ, আই পদ দুটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে উচ্চতর হাতের বেতনক্রমে নূতন পদ সৃষ্টি করতে হবে।
(২) উচ্চতর পদে অর্থাৎ এ, আই ও ডি, আই প্রভৃতি পদে বহিরাগতদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।
(৩) পরিদর্শন শাখার উচ্চ পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনর্নিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

—·—·—

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের বিক্ষোভ

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের দাবী দিবস পালনের সূত্রে পুরুলিয়া জেলার অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবগণ গত ৩রা আগষ্ট তারিখে পোড়াযাহা সহকারে এসে জেলা শাসকের নিকট তাঁদের দাবীদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক এই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের বিভিন্ন দাবীর মধ্যে মূল দাবী হোল—অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের সরকারী কর্ম্মচারীরূপে স্বীকৃতি দান এবং বেতনক্রম, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটী প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা বিধান।

—·—·—

চিকিৎসকদের ওপর দলবদ্ধ গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে আই, এম, এ'র ডাকে ১লা আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতি

গত ১লা আগষ্ট ডাক্তারদের ওপর দলবদ্ধ হামলা ও গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) আহ্বানে সারা পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকেরা প্রতিবাদ জানিয়ে কর্ম্মবিরতি পালন করেন।

এক বিবৃতি প্রচার করে আই, এম, এ'র পশ্চিমবঙ্গ শাখা ডাক্তারদের ওপর এলাকিক গুণ্ডামী ও হামলার উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ ও প্রশাসনের, রাজনৈতিক দল ও গণপ্রতিষ্ঠানের গোচরীভূত করেও তাঁদের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও এসব হামলা গুণ্ডামী কোন প্রতিকার হয়নি। বরং জুলুম ও নিগ্রহ বেড়েই চলেছে।

তাই আই, এম, এ, এইসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমাজের শুভ চেতনা, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে, দেশের জনসাধারণ ও নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পুরুলিয়ায় সকল কর্ম্মবিরতি :

গত ২৩শে জুলাই রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে মহাত্মা গান্ধী রোডে ডাঃ পি, কে, মল্লিকের সন্ন্যাসরোগে আই, এম, এ'র পুরুলিয়া শাখার এক অধিবেশনে এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতি পালনের জন্য জেলার চিকিৎসক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আহ্বানের ফলে ১লা আগষ্ট জেলার সমস্ত চিকিৎসক কর্ম্মবিরতি পালন করেন। ঐ দিন চিকিৎসকেরা কেবল জরুরী রোগীদের বিনা ফিতে চিকিৎসা করেন। স্থানীয় শাখা জানিয়েছেন যে তাঁদের এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতি রোগী বা জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে। দেশের অন্যতম চিকিৎসা ব্যবস্থাটুকুকে যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

—·—

পটমদা থানায় খাদ্য পরিস্থিতির সঙ্কট

পটমদা থানা থেকে আমাদের থানা ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্তবর্দ্ধন মারফত যে সংবাদ জানিয়ে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য দাবী করেছেন—সেই সংবাদ-গুলি এই—

১) পটমদা থানার বেলডি, রামোদরপুর, বনিকনগর প্রভৃতি পঞ্চায়েতে ১৪-৬-৭০ তারিখ পর্য্যন্ত বীজ ধান দেওয়া হবে—বি, ডি, ও-র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু বিশেষ কিছুই করা হয় নি। শত শত বিঘা জমি পতিত পড়ে থাকবে।

২) থানার কি, আর যা দেওয়া হচ্ছে তা' অপর্যাপ্ত। এখন বহু মানুষ বিপন্ন। ব্যাপকভাবে টিকেতো জি, আর না দেওয়া ক'লে বহু মানুষ মারা যাবে।

৩) বহু পঞ্চায়েতে কৃষি ঋণ না দেওয়ার ফলে তুটা ও অন্যান্য চাষের বহু ক্ষতি হয়েছে। এখনো শীঘ্র মারা কৃষি ঋণের ব্যবস্থা না ক'লে বহু চাষী শেষ পর্য্যন্ত চাষ ওঠাতে টিকমতো পারবে না, ধান উৎপাদনের বহু ক্ষতি হবে। এখনো দেওয়া অবিলম্বে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পথে দস্যুর উপদ্রব : পুলিশ নিষ্ক্রিয়

পটমদা থানার বেলডি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুগডুবি রাস্তায় থানার অগণিত লোক মাতায়াত করে। ঐ রাস্তায় চোর ডিমকাই দস্যুর খুবই উপদ্রব চলছে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য কোটি কোটি টাকা রয়ালটি অনাদায়ী

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নোত্তরের সময় জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে ২৩২টি চালু কয়লাখনির মধ্যে ১২৪টি খনি কোন রয়ালটি সরকারকে দিচ্ছে না। বাকী খনিগুলির মধ্যে কয়েকটি নিয়মিত ও কয়েকটি অনিয়মিত ভাবে রয়ালটি দিচ্ছে।

১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে ১৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা রয়ালটি বকেয়া আছে। আন্নারীক্ত রয়ালটির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

রাজ্যসরকার নাকি আলোচনা এবং সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

—·—·—

প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর (মহারাজ) আকস্মিক লোকান্তর।

প্রবীণ বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ গত শনিবার রাত্রি ৩টা নাগাদ নয়াদিল্লীতে হঠাৎ পরলোকে গমন করেন। গত ৮ই আগষ্ট শ্রীরবেন্দ্র মোহন ঘোষ মহারাজের সম্মানে এক নৈশ ভোজনের অনুষ্ঠান করেন। মহারাজ এবং বহু বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবর্গ এই ভোজসভায় যোগ দেন। রাত্রি তিনটা নাগাদ ত্রৈলোক্য মহারাজ স্নানঘরে যান এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু চিকিৎসকেরা আসেন। অথও ভারতের প্রবীন বিপ্লবী তখন সকলের নাগালের বাইরে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। গত ২রা আগষ্ট তিনি দিল্লী এসেছিলেন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি গত কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতে আসেন পাকিস্তান থেকে।

—·—·—

নিস্তারিণী কলেজ ও বি, টি, ট্রেণিং কলেজের জরুরী দাবী সমূহ

নিস্তারিণী কলেজ ও বি, টি, ট্রেনিং কলেজ—এই দুটি কলেজের অনেকগুলি জরুরী দাবীর সমাধান বিষয়ে আমরা সংবিধ বহুবার সংবাদ কিছুদিন থেকে বিশেষ চেষ্টা করছি! এ সম্পর্কে কলকাতায় শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগও বহু বার করেছি। এই সব প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে তথ্যাদি পরে প্রকাশ করব। কে, কে, কলেজের দাবী দাওয়া সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্যাদি এই সংখ্যায় প্রকাশ করেছি—নানাবিধ বর্ষাজনিত বিশেষ পরিস্থিতির জন্য। কারো মনে প্রশ্ন উঠতে পারে—অন্য কলেজগুলির দাবী দাওয়া সম্পর্কে কোন চেষ্টা চলছে কি না। দেখতেই এই কথা নিবেদন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

খাদ্য ত্রাণ কমিটিঃ যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসী আমলের রূপ

একদিকে নেপালী পাহারাদার—অন্য দিকে কাক-তাড়ুয়া

খেতের ফসল রক্ষায় একদিকে ভুখালী হাতে জীবন্ত নেপালী পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে—আর অন্য দিকে কাঠ আর খড়ে বানানো কাক-তাড়ুয়ার মাথার হাঁড়ি সরিয়ে তাতে ছুটো চোখ এঁকে দেওয়া হয়েছে। এই দুটি পাহারাদারের মধ্যে তফাৎ বুঝতে কি আদৌ কোনো অসুবিধে হচ্ছে? আশা করি হচ্ছে না। ঠিক তেমনি আশা করি—যুক্তফ্রন্ট আমলের খাদ্য ত্রাণ কমিটি আর এখানকার রাষ্ট্রপতির শাসন জারীকারী কংগ্রেসী আমলের খাদ্য ত্রাণ কমিটির মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে—আশা করি সেটাও বুঝতে কারো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

খাদ্য ত্রাণ কমিটি বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার অংশঃ আজ অফিসারদের তান্ত্রিক সাধনার শ্রম

একটা ছিল জীবন্ত আর একটা এখন মৃত। তবে এই মৃতদেহটা ফেলে দেওয়া হয়নি। এই শবের ওপর বসে ডি, সি; এস, ডি, ও; বি, ডি, ওরের তান্ত্রিক সাধনা চলছে। জাতীয় জীবনে জনগণের চেতনা ও দাবিদার বোধ যত বিকশিত হয়ে উঠছে—ততই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিত করার দাবী এগিয়ে চলেছে। বিকেন্দ্রীকরণে প্রথম প্রথম অনেক ভুলভ্রান্তি হবে—তবু এটা গণতন্ত্রের বিকাশের অন্যতম মহান উপায়। এর জন্যে মানুষ চেষ্টা ও সংগ্রাম করে চলেছে—তারই ফল কিছু কিছু হচ্ছে। তারই সূত্রে যুক্তফ্রন্ট আমলে আন্তরিকতার সঙ্গে খাদ্য ত্রাণ কমিটির সৃষ্টি হয়েছে—এবং গভীর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রামিক জনশক্তিকে সক্রিয়ভাবে শাসনযন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের জনগুলির মধ্যে স্বার্থের সাধারণের লড়াই যত কিছুই থেকে থাক—যুক্তফ্রন্ট-শক্তি দু' একটি দল ছাড়া অনেক দলই জনগণকে বিকেন্দ্রিত অধিকার দিতে আগ্রহশীল ছিলেন—বাধা দেবার মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন না।

কংগ্রেস গণতান্ত্রিক বিকাশ ও বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থার শত্রু

কিন্তু কংগ্রেসের চারিত্রিক ধারাই ছিল অন্য রকম। নেহরু তার সুধীর শাসন ইতিহাসে—বিকেন্দ্রীকরণের এক বিন্দু দৃষ্টি ছিল না—সম্পূর্ণ তার বিপরীত দৃষ্টি ছিল—যদিও কংগ্রেস গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণের মহান তত্ত্বের ওপর ভুলোগা অঙ্গ গর্বণ করে এসেছে। নেহরু বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রিয়ে জনগণের অংশ গ্রহণের জন্য যুক্তফ্রন্ট আমলে যে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান—খাদ্য ত্রাণ কমিটি গড়ে উঠেছিল—কংগ্রেসী পালোয়ানেরা শাসনে এসেই সেই অধিকারের গলা টিপে ধরেছেন। রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষী রেখে কংগ্রেস এ বিষয়ে তার চিরন্তন ধারায় আজ আবার কাজ চালাতে নির্দেশ দিচ্ছেন; সেই নির্দেশ মতোই কাজও হচ্ছে—না হলে, খাদ্য ত্রাণ কমিটি ঠিকমতো কার্যকরী করা বিষয়ে আমাদের ধারণাকে মেঠো চাতাকী দিয়ে বাতিল ক'রে জনমতামতকে ভোঁকা বানাবার স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহা ডি সি বা এস, ডি, ওরের কোত না।

রাজ্যপালের আদেশ ডি, সির ছেঁড়া পাতার বাজনা

আপনারা জানেন—রাজ্যপাল এখানে এসে আমাদের দাবীর চাপে পড়ে ডি, সির প্রতি আদেশ দিয়ে গেলেন—খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলিকে অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক—বি, ডি, ওরা ত্রাণ কমিটিগুলি এনুয়ই বৈঠক করুক—এবং বিলিলের সমস্ত ভাতাদী জনসাধারণের পরিচালিত হোক। রাজ্যপাল পুলিশের চৌকাঠের ওপারে পা বাড়াতে না বাড়াতে ডি, সি, সেই আদেশ নর্দমায় ফেলে দিলেন। এই অভিনবের যবনিকা উঠে ছিল কথা ছিল যে, ওপরের কর্তারা নির্দেশ দেবেন কিন্তু কংগ্রেসকে তুল ধরবার জন্য আবার সুটের ফের করতে হবে—নেহরু খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলি আজ পাহারাদারের জিম্মায় রাখলে চলবে না; আরো বা খুশী করার স্থান মাঠে মারা যাবে। সেই কারণে এই খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে কাক-তাড়ুয়ায় পরিণত করো। এবং সেই অবাধ সুটের আনন্দময় শত্রু প্রকৃত অফিসারেরাও প্রমাদের ভার্গ পাবেন। নেহরু এই বন্ধতাবী খাদ্য ত্রাণ কমিটি এখন কাক-তাড়ুয়া।

তিনটে গুরুতর অভিযোগের কোনটা সত্য?

রাজ্যপাল চলে যাওয়ার পর ব্লকে ব্লকে বি, ডি, ওরা দিনের পর দিন খাদ্য ত্রাণ কমিটির বৈঠক ডাকছেন না দেখে—আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে জেলা কর্তৃপক্ষকে ব্যাপার বলছাম—একি করছেন আপনারা? বি, ডি, ওদের নির্দেশ দিন। তাঁরা বললেন—আমরা সব বি, ডি, ওকে ভালভাবে নির্দেশ দিয়েছি। তার পরও দেখি দিনের পর দিন ব্লকগুলির প্রথম বৈঠকও হচ্ছে না। বি, ডি, ওদের নির্দেশ দেওয়া হ'য়ে থাকলে তাঁরা বৈঠক ডাকছেন না—এতো অত্যন্ত সাধারণ কথা; অথবা যে কর্তৃপক্ষের আদেশ মানবার কথা—তাঁরা তাদের কথা খাওয়া কর্তৃপক্ষ যদি হন—তাই ব'লে হয়তো তাদের কথা গ্রাহ্যই করছে না; অথবা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব'লে জেলা কর্তৃপক্ষের যে কথাও সেটা আদৌ সত্য কথা নয়। এর কোনটা আমরা সঠিক ব'লে মনে করব? এর যে কোনো একটাও জেলাশাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্মানজনক নয়।

রিলিফে অবাধ দুর্নীতি বিষয়ে আমাদের যে অভিযোগ

অন-অধিকারের সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা হিসাবে যে খাদ্য ত্রাণ কমিটি গঠিত ও একদা পরিচালিত হয়েছে—কংগ্রেস তাকে বরবাদ মনে না করলেও তাকে বিলুপ্ত ক'রে দেবার সাহস কংগ্রেসের হয়নি বা নেই। কিন্তু এই অনিচ্ছার দায় ঘাড়ে নিয়েই—কংগ্রেসকে রিলিফ লুঠের কাজ হাসিল করতে হচ্ছে। তাই কংগ্রেস একে মৃত করে রেখেছে। এবং তার ওপর অফিসারদের তান্ত্রিক সাধনা চলছে। আমরা প্রকাশে এই গুরুতর অভিযোগ আনছি যে, রিলিফের কাজে আজ সরকার জেনে বুঝে পরিকল্পনা সরকারে নয় বিদলদভাবে বেপরোয়া লুঠ চলেছে—তাতে বহু অফিসার জড়িত আছেন। কারণ এই লুঠের অর্থ দাবী অন্যান্যে হাবার জন্য অফিসারেরা—বহু মিথ্যাচার, চক্রান্ত, পক্ষপাতিত্ব, করছেন—তার বহু প্রমাণ আছে। এ সবের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও ডি, সি, এস, ডি, ওরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। বরং প্রমাণ আছে তাঁরা অপরাধীদের সমর্থন সহায়তা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা দুর্নীতির জন্য অংশভাগী হয়েছেন। নেহরু আজ খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলি সক্রিয় করা—তার মাধ্যমে সমস্ত দেখা উচিত।

খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে হয় মর্য্যাদা দিতে হবে—নয়, ভেঙ্গে দিতে হবে।

জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন—ডি, সি। ধর্মের সাক্ষী রাখবার জন্য করে একবার জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির বৈঠক ডেকে তারপর থেকে তিনি চুপ করে আছেন। কারণ রিলিফের বহু টাকার ব্যবস্থাপনার তাঁদের ওপর কমিটির খবরদারীটা এঁরা এড়াতে চান—কি উদ্দেশ্যে তা সকলেরই জানা। আমরা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা খাদ্য ত্রাণের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য আছি এবং সদস্য পদে এইভাবে ঝুলে থাকবো—আর খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে নামে খাদ্য রেখে রিলিফে লুটের মৃত্য চলবে—এ আমরা সহ্য করবো না। কমিটিগুলো যতখন আছে—মর্য্যাদা দিয়ে উপযুক্তভাবে কার্যকর ক'রে রাখতে হবে। না হলে আমাদের ধিক্কার দিয়ে এর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্লক, রিলিফ বিতার্গ ও ডি, সির কার্য্যধারা

একে তো ব্লক স্তরে খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলিকে ডাকা হচ্ছে না—এড়িয়ে চলা হচ্ছে। তার ওপরে ব্যাপার এই যে, দু' এক জায়গায় যেখানে বি, ডি, ওরা কতকগুলি সভা নিয়ে ফোঁচ পাকাবার ব্যবস্থা করতে পারছেন বা নিজের ঘুযোগ বুঝে বৈঠক ডাকতে বা অধিকৃত বৈঠকের অভিমত করতে সক্ষম হচ্ছেন—সেখানে সেখানে তাঁরা বিভিন্ন খেলা খেলছেন—এবং এ সবই কতকগুলো পেটোয়া, দাসী লোক দিয়ে রিলিফের টাক ভরির সুটের সামগ্রী করার জন্য জেলা রিলিফ বিভাগটিও বহু খেলার আড়ত করে রেখা হয়েছে। এই সব কারণে জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির কনভেনার ডি, সি আদৌ খাদ্য ত্রাণ কমিটির সমুখীন হ'তে বিতাস্থই অনিচ্ছুক।

আজ যদি তদন্ত নাও হয়—এখানেই যবনিকা পতন হবে না

আমারদের এই সব অভিযোগ গুর বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সাহস যদি কারো থাকে—তাঁদের আমি এঁদের আনতে আহ্বান করি। রাজ্যপালকে যে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করতে দাবী জানাই তার মধ্যে এই সব অফিসারদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু সে সব কথা উত্থাপন করতে রাজ্য সরকারের সাহস হয়নি। আর যদি সরকারী তদন্ত নাও হয়—তবে সব চুকে গেল মনে করার কারণ নেই। অদলবদিত সরকার গঠিত হ'লেই আমাদের সর্বপ্রধান কাজগুলির অন্যতম কাজ হবে—আমলাতন্ত্রের দুষ্কৃতির ব্যাপক তদন্ত এবং অপরাধীদের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য চূড়ান্ত দাবী তোলা।

আজ এই কথা তোলার যে জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে

কিন্তু আপাততঃ যে জন্য এই প্রবন্ধ লিখছি—তা হল এই যে, অবিলম্বে খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলি পরিবর্তনে সক্রিয় করার জন্য আমারদের বদ্ধপরিকর হতে হবে। এর কারণ হল তিনটি :—(১) সামনে খুবই সংকটপূর্ণ সময় আসছে—ভাদ্রের আরম্ভ থেকে। (২) আমারদের সতর্কতার চাপে রিলিফের বরাদ্দ বেড়েছে এবং বাড়বে। সেই বর্ধিত বরাদ্দ আর্ত মানুষের জন্য ঠিকমতো না লাগিয়ে লুঠের মাল্লদ্রীতে পরিবর্তন করা হচ্ছে। (৩) কাজ যা চলছে—পরিকল্পনা সরকারে আলো চলছে না। ফলে রিলিফের কাজ সমস্তপূর্ণ ভাবে না হওয়ায়, অর্থ এবং ব্যবস্থার নির্দেশ থাকতেও বহু মানুষ বহু কষ্ট পাচ্ছে। নেহরু আজ খাদ্য ত্রাণ কমিটি দেখা উচিত—কি হচ্ছে, কি করা যেতে পারে দুর্নীতির জন্য কিভাবে হবে?

এই কংগ্রেসী শাসনেও, খাদ্য ত্রাণ কমিটি খানিকটা নিয়ন্ত্রণের রজ্জু

আমলাতন্ত্র যোগাতার সঙ্গে কাজ করতে না পারার জন্যই যে এই সব ঘটছে—তা নয়। আমলাতন্ত্রের কারণেই এই সব ঘটছে। এখন যখন কংগ্রেসী আমল চলছে—তখন আজ আমলাতন্ত্রের দ্বারা এই রকমই হবে—তা জানা কথা। তবু তারই মধ্যে বিভিন্ন কাজে অনেকখানা নিয়ন্ত্রণের রজ্জু হিসাবে যে খাদ্য ত্রাণ কমিটি আছে—তাকে সাধ্যমত শক্তিযুক্তভাবে কাজে লাগাতে হবে—এটাই আমাদের আজ দৃঢ় বক্তব্য।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে

সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দজীর বিবৃতি

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করিতেছেন কিছু সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে বিদ্যাপীঠের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও আচার ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলতা। কর্তৃপক্ষের সকল প্রকার ব্যবস্থা ও সতর্কতা সত্ত্বেও প্রীতিকরের পর ছোট খাট নানা ধরণের অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর কার্যকলাপ শুরু হয়। এই সকল কাজের বিরোধিতা করলে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে, ইঙ্গেহারও প্রচারিত হয়।

এর পর ২০-৭-৭০ তার গভীর রাত্রে কয়েকটি ছাত্রের ছাত্রাবাসে অনুপস্থিতি ধরা পড়ে। প্রাতঃকালে অনুপস্থিত ছাত্রগুলি ফিরে এলে কর্তৃপক্ষ যখন ঘটনার অনুসন্ধান করেন সেই সময় কিছু ছাত্র প্রার্থনা কক্ষে আসার ৩৬নম্বর কক্ষে এবং বাজের ঘটনার বিষয়ে বিভূতি দিতে প্রাতঃকালীন প্রার্থনার জন্য সমবেত ছাত্রদের প্রার্থনায় যাওয়ার বাধা দেয়।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অভিবাবকদের ডাকা হয়। যে সকল অভিভাবক আসেন তাঁদের সমস্ত পরিস্থিতি জানান হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি ছাত্রের পিতা তাঁর ছেলেকে বাড়ী নিয়ে যান। অপর এক অভিভাবকও তাঁর ছাত্রকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন কিছু ছাত্র বাধা দেয় এবং ধর্মঘট শুরু করে। ফলে বিদ্যাপীঠের জীবনে অধিক, বিশৃঙ্খলা, ছাত্রদের পাঠে ও প্রার্থনায় যাওয়ার বাধাদান সৃষ্টি বিদ্যাপীঠ বাইরে ছাত্রাভাবের সমস্ত পথ অবলোক করা, টেলিফোনের তার কাটা এ দেখে আশ্রম সম্পাদককে প্রায় ৩৮ ঘন্টা তাঁর ঘরে আটক করা হয়।

বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও কর্মীরা ছাত্রহিতকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। এর পর বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব ও ভবাবহ পরিস্থিতি আশঙ্কা করে কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বিদ্যাপীঠ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

—·—·—

জগন্নাথ কিশোর কলেজের ছাত্রদের দাবী

কতক দিন আগে জগন্নাথ কিশোর কলেজের একটি ছাত্র আমাকে ফোনে জানায় যে তাদের ধর্মঘট চলছে; এ সম্পর্কে আমারের সঙ্গে তারা কথাবার্তা করতে চায়। ছাত্রটি বলে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে—সেই সূত্রে আমারের সঙ্গে কথা করতে। তাকে আমি সমস্ত জানাই। পরে আর আমার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করে নি।

গত ৩১শে জুলাই আমি কলকাতা এসেছিলাম বিভিন্ন কাজে। ঐ সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ সি, সি, মুখার্জীর সঙ্গে দেখা ক'রে—যে, কে কলেজের ছাত্রদের দাবী বিষয়ে আলোচনা করি। দাবীগুলি বিষয়ে আমার যা জানা ছিল—তারই ভিত্তিতে কথাবার্তা করি। ঐ দাবীগুলি সম্পর্কে মিঃ মুখার্জী যে সব কথা বলেন তা এই—

১) ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসিক হোষ্টেলের বিষয়ে বলেন যে, শিলিপালের কোয়ার্টারের সীমানা মধ্যে শিক্ষকদের জন্য কয়েকটা ঘর করা যেতে পারে ব'লে ওঁদের মনে হয়েছে। ছাত্রদের হোষ্টেল এবং খেলার মাঠের জন্য আরো জমি চাই। তার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন। বিদ্যুতিকরণে যে পরিমাণ অর্থ চাওয়া হয়েছিল—অতটা অর্থ এখন হয়তো নেই ব'লে মনে হবে না—যা হয়তার জন্য বিদ্যুতিকরণে জমির পরিমাণ বলাচ্ছে হচ্ছে। তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

২) কলা ও বিজ্ঞানে অধিক সংখ্যক সাম্মানিক (অনার্স) শাখা খোলার প্রশ্ন বিষয়ে কথা হল। আমারের জেলা বিষয়ে বলেছিলাম যে, সাধারণভাবে আমারের জেলার কলেজগুলিকে উপেক্ষা ক'রে সাম্মানিক শাখা না দেওয়ার জন্য আমারের জেলার কলেজগুলি অনাদৃত হয়ে থাকছে—আকর্ষণ কম হচ্ছে। এ বিষয়ে মিঃ মুখার্জী বললেন—আমরা তো, কে কলেজগুলি পুরুলিয়া কলেজগুলির সাম্মানিক শাখা বাড়াবার বিষয় চিন্তা করছি।

৩) বর্তমানকারী প্রতিটি ছাত্রকে ভর্তির সুযোগদান ও ঐ সম্পর্কে বিভিন্নিবেশ প্রত্যাহার সম্পর্কিত প্রশ্ন বিষয়ে উনি বললেন—এই ব্যবস্থা কোন কলেজেই চলতে পারে না। সব কলেজের একটা আসনসীমা থাকবেই। সুতরাং যতজন ছাত্র বর্তমান করবে—সকলকে স্থান দিতে হবে—এ প্রস্তাব গ্রহণ করা কি করে সম্ভব? ঐ কলেজে আরো ছাত্র বাড়াবার মত ব্যবস্থা করলেও—তারও সীমা থাকবে। সুতরাং তার বেশী ছাত্র কিভাবে নেওয়া যাবে? তাছাড়া, কি আরো বললেন যে, যেখানে একটা কলেজে ছাত্র প্রতি ১০ ঘোড়ার ফুট আয়না হওয়া দরকার—সেখানে যে, কে কলেজে এখন ছাত্র পতি মাত্র ৫ ঘোড়ার ফুট ক'রে আয়না রয়েছে। সুতরাং স্থান আরো না বাড়ালে ছাত্র বাড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে কলেজের বিল্ডিং এমনভাবে করা হয়েছে যে, তাতে তোল না করা সম্ভব নয়—তার উপযোগী ভিত শক্ত নয়। তার মধ্যে যে দু একটা ছোট বিল্ডিংএর ওপর তোলা চলবে—তার নীচ এষ্টিমেট ও ইউ, ডি, সি স্কীম ক'রে ওদের কাছে পাঠাতে হবে। এ বিষয়টা যেন তাড়াতাড়ি হয়—তার জন্য আমাকে দেখতে অনুরোধ করলেন।

৪) জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের উন্নতি সাধনের প্রশ্ন বাণিজ্য বিভাগ সম্পর্কে মিঃ মুখার্জী বললেন—পুরোগামি সময়ের আর এক জন শিক্ষক নিতে হবে। এই বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেরা উত্তীর্ণ হয়েছে: সেজন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক দিয়ে কাজ চলবে না। সেজন্য এর ব্যবস্থা তাঁরা নীচই করছেন। জীব বিজ্ঞান বিষয়ের দাবীও ভেবে দেখছেন।

৫) বাণিজ্য বিভাগে হিন্দী শাখার ব্যবস্থার প্রশ্নে বললেন—ওখানে তো বাংলা আরা ভাষী বালিকাই সতরো ২৩ জন। হিন্দীর জন্য ছাত্র আর হবে? আমি বললাম আমি তা জানি না—তবে সম্ভবে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করেন। সেজন্য হিন্দীভাষী ছাত্র বেশীও হতে পারে। তাতে উনি বললেন—এ বিষয়টা ভালভাবে ভেবে নেওয়া দরকার।

৬) কলেজ সাঠাগারের উন্নতি ও প্রসার সাধনের প্রশ্নে বললেন—এটা মঞ্জিই দরকার। তবে তবু জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের কেন? বিভিন্ন বিভাগের জন্যই তো বই প্রয়োজন।

৭) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাস ঘর সম্পর্কিত এক বিষয়ে মিঃ মুখার্জীর উত্তর ছিল এই যে, এর জন্য সর্ব্বাগ্রে জমি চাই। তার জন্য বিল্ডিংস্ রুলস্ সংশোধনের ব্যবস্থা ক'রে জমি নেবার তাঁরা চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া, যে বিল্ডিংএর ওপর দোতলা হওয়া সম্ভব—তার মাপ জোপের এষ্টিমেট দিয়ে ইউ, জি, নি তীম দিতে হবে—কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। তা পেলেই তাঁরা শীঘ্র ব্যবস্থা করবেন।

৮) খেলাধুলোর জন্য উপযুক্ত প্রশস্ত মাঠ বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—খেলার উপযুক্ত প্রশস্ত মাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। জমি সংগ্রহ হলেই এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হবে।

সভাতি কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ মুখার্জী ও ডি, ডি, পি, আই ডক্টর জে, পি, চৌধুরী পুরুলিয়া গেছলেন। তখন তাঁরা জে, কে, কলেজও পরিদর্শন করেন। মিঃ মুখার্জী আমার আলোচনার উত্তরে বললেন—আমরা গিয়ে দেখেছি—ঐ সব ছাত্রীগুলি সত্যই ভাল্লাগত। আমরা চেষ্টা করছি শীঘ্র মধ্যে সমাধান করতে। চেষ্টাটা যেন তাড়াতাড়ি এবং জোর দিয়ে হয়—তার জন্য মিঃ মুখার্জীকে বিশেষ অনুরোধ করলাম। এবং তাঁকে বলেছিলাম যে, সারা বাংলার মধ্যে সবচেয়ে উপেক্ষিত হ'য়ে রয়েছে পুরুলিয়া জেলার নিম্নোক্ত ছাত্রীগুলি। এই জেলার এই সব অত্যন্ত ছাত্রসঙ্কট ছাত্রীগুলির সমাধান হওয়া দরকার। আমাদের জেলায় মূল কলেজগুলিকে অর্দ্ধসমাপ্ত করে ঐভাবে দীর্ঘ দিন ফেলে রাখা হয়েছে। এখন এই জরুরী ছাত্রীগুলি অবিলম্বে পূর্ণ করা দরকার।

এই আলোচনার বিষয়ে ছাত্রদের বক্তব্য কী—তা জেনে প্রয়োজন হ'লে শিক্ষা বিভাগের ভার প্রাপ্তদের মধ্যে যাঁর যাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করা দরকার—তা করব।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

এই খাদ্য সংকটের দিনে
সকলের সঙ্গে আপনিও চান
ফসল বাড়াতে
ফসল বাড়ানোর মূল ব্যবস্থা হচ্ছে—
(১) সেচ (২) সার (৩) উন্নত প্রণালী
মূল ব্যবস্থার আর একটি বড় দিক কি জানেন?
তা হচ্ছে—
উন্নত বীজ
সুস্থ, পুষ্ট, নির্ভেজাল উন্নত জাতের বীজ নিন
সস্তায় অপুষ্ট নিকৃষ্ট জাতের ভেজাল বীজ কিনে আপনি
হয়তো এক তোলায় দু-চার আনা লাভ করতে পারেন সত্য
কিন্তু এক তোলা উন্নত বীজে ফসলটা হবে
দ্বিগুণ তিনগুণ
সেই লাভের কতকটা চাষীকে হিসাব ক'রে দেখতে বলি
যে চাষী সেই হিসেবটা বুঝেছেন—
তাঁকে ফিরে ফিরে আসতে হবে—
কৃষি প্রচার ভবনে
বীজ ভবনে
সেখানে সহরে কোটের হাতায় কৃষি প্রচার ভবন
বিশ্বাসযোগ্য, উন্নত বীজ সরবরাহ করছে।

চাঙিল, ইচাগড়, নিমডি ও পটমদায় মানুষ অত্যন্ত বিপন্ন

বৃষ্টির অভাব, কাজের অভাব, খাদ্যের অভাব নিদারুণ

ইচাগড় থানার লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী শ্রীযুধিষ্ঠির মাহাত লিখিতেছেন যে—চাঙিল, ইচাগড়, নিমডি ও পটমদা থানা অঞ্চলগুলির মধ্যে বিগত অনেকদিন যে সেই টি, আরের কাজ বন্ধ হওয়ায় বিপন্ন মানুষ যাহারা পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাহারা আজ কাজের অভাবে কোনো দিন অর্দ্ধাহারে কোন দিন অনাহারে কাল যাপন করিতেছেন।

বিগত করিয়া ইচাগড় থানার বিপন্ন মানুষের খাদ্য সমস্যা গুরুতরভাবে দেখা দিয়াছে। আমরা প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তদন্ত করিয়া দেখিলাম অধিকাংশ গ্রামের গরীব লোকেরা কাজ না পাইয়া খাদ্যের অভাবে সাঁঝা প্রভৃতি যাদের বীজ ভাড়িয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছেন। আসিতেছেন। অনাহারে এবং নানারূপ কুপথ্যের করণে মানুষ মারা

আমরা বি, ডি, ও সাহেব ও মুখিয়া সাহেবদিগকে বরাবর মি, আর বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করিতেছি এবং কৃষি ঋণের অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হোক বলিতেছি। কিন্তু কোন কিছুরই আজ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হয় নাই।

এ বৎসর চাষীরা সরকারকে বীজ ধানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার চাষীদের সে দাবীর প্রতি কোনো দৃষ্টিপাত করিলেন না।

যদি বা কিছু লোক কোনো রকমে মহাজনের ঘরে গিয়া সোনা, রূপা দিয়া এবং জমি আমানা রিখান কোবালা দিয়া ধান্য সংগ্রহ করিয়া টাকায় ১৪ সের দরে ধরিয়া করিয়া বীজ বপন করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানে বৃষ্টির অভাবে এবং খরচের অভাবে গরীব চাষীরা বিপদে পড়িয়াছেন।

যদিও কোন কিন সামান্য বৃষ্টির ফলে কোন কোন আমগার জল হইতেছে, কিন্তু খরচের অভাবে গরীব চাষীরা চাষ করিতে পারিতেছেন না।

যতটুকু চাষ হইতেছে সমর্থ ব্যক্তিদেরই চাষ হইতেছে। আর গরীবের মধ্যে যাহারা কোনোভাবে সোনা, রূপা দিয়া মহাজনের ঘর হইতে ধান্য পাইতেছেন তাহারা কিছু কিছু চাষ করিতেছেন। ইচাগড় থানায় এ বৎসরও চাষ ভালভাবে হইবে বলিয়া কোন লক্ষণ নাই।

মজুরীর কাজ পাইবার আশায় যাহারা ধান্যাভাবে দেশ বিদেশে গিয়াছিলেন তাহারাও ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহারা পুনরায় অধিক আয়ের ছাড়িয়া কাজের খোঁজে চলিয়া যাইতেছেন। অনাবৃষ্টে ফসল হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না। অনাবৃষ্টে ফসল এ বৎসর কিছু হইবে বলিয়া সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অনাবৃষ্টে ফসল শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই। কারণ মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ফুলজালি অবস্থাকেই অনার তুলিয়া খাইতেছেন। এখনও তদন্ত করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে কেবলমাত্র শাক নিম্ন খাইয়াও লোকে দিন কাটাইতেছেন। ক্যানেলগুলি এখনও যে যে গ্রামগুলিতে জল দেন নাই সে গ্রামগুলিতে এ বৎসর জল সরবরাহ করা একান্ত দরকার। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ক্যানেল অফিসারগণ তা করেন নাই।

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়
রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)
দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)
নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

বিজ্ঞপ্তি

(মোটর যান আইনের ৪৭ (এক) ধারা মোতাবিক)

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (পি, এস, টি. পি, এ) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট রুটের "স্টেজ ক্যারেজ", শিরোনামাঙ্কিত খামে রেজেষ্ট্রি করিয়া দরখাস্ত আহ্বানকারীর নিকট ১০।৯।৭০ তারিখের বেলা ১১টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে দরখাস্ত পৌঁছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও একখানি পৃথক কাগজে দিতে হইবে। (১) দরখাস্তকারীর নাম (২) পিতার নাম (৩) পুরা ঠিকানা [ডাকঘর ও থানা] (৪' স্টেজ ক্যারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ (৫) আর্থিক অবস্থা [ব্যাঙ্কে জমা টাকার অঙ্ক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণ পত্র] (৬) মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং (৭) গাড়ী রাখিবার ও রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ১০'০০ (দশ টাকা) জমার ট্রেজারী চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোনক্রমেই ফেরৎযোগ্য নহে এবং উহা জমা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাহারা এই সমস্ত প্রস্তাবিত রুটের অথবা এলাকা ধরিয়া অথবা উহার নিকটবর্ত্তী এলাকায় ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রির পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন অথবা এতদুদ্দেশে যাঁহারা রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি গঠন করিয়াছেন তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্ব্বশেষ ১০।৯।৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

পুরুলিয়া
৩।৮।৭০

আর, সি, মহাপাত্র
সম্পাদক

১। পুরুলিয়া হইতে ভূতাম ভায়া ভড়া, নপাড়া = ১টি পারমিট
২। পুরুলিয়া হইতে বরাবাজার ভায়া বরাভুম রেলওয়ে স্টেশন, [পুরুলিয়া ছাড়িবে আন্দাজ সকাল ৬,৩০ টায় এবং বরাবাজার ছাড়িবে আন্দাজ বৈকাল ৪,৩০টায়।] = ১টি পারমিট
৩। পুরুলিয়া হইতে বাগমুণ্ডি ভায়া ঝালদা = ১টি পারমিট
৪। ঘাট রাঙ্গামাটি হইতে পুরুলিয়া ভায়া কাশিপুর, লধুড়কা = ১টি পারমিট

নোটীশ

জেলা—পুরুলিয়া।

মোকাম—পুরুলিয়া মুন্সেফী আদালত।

সন ১৯৫৭ সালের ৮৬নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

হারাধন মাহাত দিং বনাম চক্রলা ভূমিজানি দিং

জেলা পুরুলিয়া, পং কাশিদা, থানা ঝালিদার অধীন জিউরার গ্রামের ষোলআনা অধিবাসীগণের প্রতি:

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানান যায় যে উক্ত গ্রামের [১] বালিরাম মাহাত [২] শিবনাথ মাহাত [৩] জয়দেব মাহাত [৪] বাবুল ল গঁ ই [৫] আষাঢ়ি মুখার্জী [৬] মতিলাল মাহাত [৭] সনাবত মাহাত [৮] গদা মাহাত [৯] ভুগুরাম মাহাত [১০] গোবিন্দ মাহাত [১১ রামেশ্বর মাহাত [১২] কালিপদ মাহাত [১৩] কলেবর মাহাত [১৪] হরি সর্দ্দার এই মোকদ্দমায় উক্ত গ্রামের ষোলআনা বাসিন্দার প্রতিনিধি হিসাবে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া অত্র নম্বর মোকদ্দমায় বাদীগণের দাবীর বিরোধিতা করিতে চাহেন। অতএব উক্ত ব্যক্তিগণের ঐ গ্রামস্থ ষোলআনা গ্রামবাসীগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ২৭।৮।৭০ তা: মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন।

অদ্য তা: ৫।৮।৭০ আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ১৯।৮।৭০ তারিখে বৈকাল ৪টার সময় মিউনিসিপাল অফিসে আগামী ১-৯-৭০ হইতে ৩০-৮-৭৩ সাল পর্য্যন্ত পোকা-বাঁধে মৎস্য আবাদ করিবার জন্য খোলা নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। যাঁহারা ডাকিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজির হইয়া নিলাম ডাক করিতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে কর্ত্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ বা যে কোন ডাক মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীদিলীপ রায় চৌধুরী
৮-৮-৭০ পৌর প্রশাসক
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতার যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২



Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

"WANTED for Santamayee Girls' High School a Lady B. A. (Hons) or M. A. teacher capable of teaching Bengali in top classes and Mathematics and all other subjects upto class VIII. Apply to the Secretary within a week's time."

"WANTED an M. A. B. T. or B. A. (Hons) B.T. teacher for the post of Headmaster, Lagda High School, P. O. Lagda. Dist. Purulia (W. B.) The applicant should have at least five years' experience in teaching English in top classes of a High or Higher Secondary School. Applications be sent to the Secretary so as to reach him on or before 14.8.70 Applications from candidates having Spl. Hons. degrees will not be entertained.

All the candidates having qualifications as required above are requested to appear before the M. C. on 16. 8. 70 at the School Office at 8 A. M. for an interview.

Separate letters to candidates will not be issued and no T. A. will be allowed for the purpose.

Sd/B. B. Banerjee
Secretary
Lagda High School

বিজ্ঞাপন

বড় উরমা হাই স্কুলের জন্য দুইজন সহ-শিক্ষক (বি, এ) প্রয়োজন। সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৭ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

সেক্রেটারী বড় উরমা হাই স্কুল
পোঃ+পোঃ—বড় উরমা।
জেলা—পুরুলিয়া। (পঃ বঃ)

Government of West Bengal

Office of the Deputy Commissioner, Purulia.

Judicial (MV) Department.

NOTICE

Applications have been received as shown below for the grant of permanent stage carriage permits on the following routes. The applications will be available for inspection in the office of the undersigned on any working day of the office during office hours.

Any representation and/or objection to be made in connection with said applications u/s 57 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939 may be submitted so as to reach the undersigned on or before the 10th September, 1970.

The applications together with the objection and/or representation, if any, in connection with the said applications will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held on or after 10th September, 1970. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection and/or representation will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such representation.

R. C. MAHAPATRA
Secretary,
Regional Transport Authority, Purulia.

4.8.70.

DETAILS OF ROUTES

Sl. No.	Name of routes		No. of applications received
1.	Purulia to Raghunathpur (Express Service) Office time	1 permit	5+1
2.	Purulia to Manihara via Santuri	1 permit	15
3.	Purulia to Brajapur via Jhalda, Durgi	1 permit	33+1
4.	Purulia to Bhurkundaghat via Para, Cheliama, G branda.	1 permit	9
5.	Purulia to Kuilapal via Manbazar, Jamtoria	1 permit	24+2
6.	Purulia to Santaldih via Golkunda	1 permit	7+2
7.	Purulia to Kashipur via Hura, Damankiary and Agardih	1 permit	10
8.	Purulia to Kanara via Baragram Gopalpur	1 permit	5
9.	Balarampur Hat Bus Service centering Balarampur	1 permit	4
10.	Jhalda Hat Bus Service centering Jhalda	1 permit	1

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

নির্ভিক জাগ্রত প্রাণবান নিরোধক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

সোমবার, ১৭ই আগষ্ট '৭০
৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৭

বার্ষিক ৬.৫০ সডাক—৭
নগদ—১০ পয়সা

স্মরণীয় পনেরই আগষ্ট



*স্মরণ করি জাতীয় স্বাধীনতা দিবসের মহান তাৎপর্য। প্রণাম জানাই দেশের অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের।

*স্মরণ করি ঋষি অরবিন্দকে, প্রণাম জানাই জাতির স্বাধীনসত্তার মূর্ত প্রতীককে জাতির-অধ্যাত্ম চেতনের ভাস্বর রূপকে।



চলতি দুর্ভিক্ষের পাশে এ বছরের অনাবৃষ্টির সঙ্কট

বান্দোয়ান, বরাবাজার, মানবাজার, জামডোড়িয়া, পুরুলিয়া, পাড়া প্রভৃতিতে বৃষ্টি খুব কম ঃ চাষ আজও বহু অসমাপ্ত

সরকারী অপদার্থতা ও নূতন সঙ্কটের কারণে এখনও অনাহার মৃত্যু

কেউ কেউ এখনো "পাঁচ আঁটি" পর্যন্ত করেনি।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, অযোগ্য রিলিফ, রিলিফে অবাধ লুটের পরিস্থিতির মধ্যে এ বছরও আবার নতুন অনাবৃষ্টির সংকট দেখা দিয়েছে। অনেকগুলি ব্লকেই এখনো পর্যন্ত পুরো বৃষ্টি হয় নি, কোথাও অর্দ্ধেক, কোথাও সিকি, কোথাও তারও কম বৃষ্টি হয়েছে। এ সব ব্লকগুলিতে চাষ কোথাও অর্দ্ধেক বাকী, কোথাও তারও বেশী বাকী। অনেক জায়গাতে বহু চাষী—যাদের সামান্য বাইদ জমি—তারা এখনো "পাঁচ আঁটি" পর্যন্ত করে নি!

যে সব ব্লকে বৃষ্টি বিশেষ হয় নি ঃ আজও বহু জমি আবাদহীন

বান্দোয়ান, বরাবাজার, মানবাজার (২), পুরুলিয়া, পুঞ্চা প্রভৃতি ব্লকগুলির প্রত্যেকটিতে উল্লেখযোগ্য অংশে বৃষ্টি ঠিকমতো না হওয়ায়—চাষের কাজ অত্যন্ত বিলম্ব। বহু জমি খিল পড়ে আছে। পাড়া, বলরামপুর প্রভৃতি ব্লকেও কিছু কিছু অংশ এখনো আবাদহীন অবস্থায় রয়েছে। সব থানার সাম্প্রতিক অবস্থা জানতে পারি নি। আরো দু চারটি ব্লকের এই অবস্থা ঘটেছে—আশঙ্কা হচ্ছে।

গত বছরের অজন্মায় দুর্ভিক্ষ ঃ অযোগ্য সরকার ঃ অসাধু আমলাতন্ত্র ঃ এ বছরের অনাবৃষ্টি

গত বছরের বিপর্যয়ের ফলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল—তার প্রতিকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাই হল না। বিবেকহীন অযোগ্য সরকারের উপেক্ষা ও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির সঙ্গে তারই উপযুক্ত অযোগ্য অসাধু হৃদয়হীন আমলাদের উপদ্রবের রাজত্ব মিলিত হয়ে পরিস্থিতি যে রূপ নিয়েছে—তাতে এই নূতন সংকটকে অগ্রধাবন ক'রে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা না হবার পরিস্থিতিটাই স্বাভাবিক হয়েছে। এর প্রতিকারের জন্য মানুষের মনে আশা হওয়া দূরে থাক—প্রতিকারের আশায় আরম্ভ হ'লে আমলাদের আজ বহু ক্ষেত্রে যে স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা দেখা যাচ্ছে—তা' বিস্ময়কর।

জনগণের সেবার ভার হাতে নিয়ে যে শাসন কর্তৃপক্ষ আজ অমানুষ-তুল্য

(১) হৃদয় থাকলে মানুষের বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা যায়। (২) বুদ্ধি থাকলে উপযুক্ত পরিকল্পনা করা যায়। (৩) কুশলতা থাকলে সেই পরিকল্পনাকে পারদর্শিতার সঙ্গে কর্মে রূপায়িত করা যায়। (৪) সততা থাকলে অনুসৃত কর্মব্যবস্থাকে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত করতে পারা যায়; জনকল্যাণের নামে কর্মধারা পরিচালিত ক'রে আত্মসাতের ব্যবস্থা চলতে থাকে না।

আজ শাসন যন্ত্রের কাছ থেকে এর প্রত্যেকটিরই গুরুতর অভাব দেখা দিচ্ছে। সেজন্য দুর্ভিক্ষের ব্যবস্থাও যেমন মানীকের হল—তেমনি বর্তমান

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সদর রাস্তায় পুলিশ অফিসার নৃশংসভাবে নিহত
এই হত্যাকাণ্ডের কোনও কিনারা পুলিশ করতে পারে নি

গত ১১ই আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৮-৩০ ঘটিকায় মুন্সেফ-ডাক্তার শোভানী বিবি লেনে পুলিশ বিভাগের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টার তথা ওয়ারলেস অপারেটর শ্রীচাঁদলাল মুখার্জ্জী আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। প্রকাশ, রাত্রি ৮ টার পর ডিউটী শেষে শ্রীমুখোপাধ্যায় সাইকেল রিক্সা চড়ে ঘরে ফিরছিলেন। সিনেমার সেকেণ্ড শো দেখবার জন্য সেদিন অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি বাড়ী আসছিলেন কিন্তু পথে ডাঃ জয়ন্ত সরকারের (বাদল বাবু) বাড়ীর কাছে ঈষৎ অন্ধকারময় স্থানে হুজন যুবক রিক্সাটি থামায় এবং তৃতীয় একজন ব্যক্তি পিছন দিক থেকে টাঙ্গী বা ভোজালী জাতীয় ধারালো অস্ত্রের দ্বারা শ্রীমুখার্জ্জীর মাথায় ও গলায় গুরুতর আঘাত করে। প্রাণঘাতী আঘাতে শ্রীমুখার্জ্জী আর্ত্তনাদ করে উঠলে ঘাতকেরা নাকি অট্টহাস্য করে সেই আর্ত্তনাদ স্তিমিত করে দেওয়ার চেষ্টা করে। হত্যাকাণ্ডের পর আততায়ীরা স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে রিক্সা-চালক (সে নাকি ভয়ে ডাক্তার বাবুর গৃহে পালিয়ে গেছলো) নিহত পুলিশ অফিসারকে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে ডাক্তারেরা শ্রীমুখার্জ্জীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গলার আঘাতই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল এবং প্রচণ্ড আঘাতে গলদেশের প্রায় অর্দ্ধেক কাটা গেছলো।

প্রকাশ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিক্সা চালককে আটক করে রাখে এবং পরদিন অর্থাৎ ১২ই আগষ্ট তারিখে তাকে ছেড়ে দেয়।

হত্যাকাণ্ডের পরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে আসেন এবং পুলিশ কর্ম্মচারীরা ও পুলিশের গাড়ী সহরে ঘোরাফেরা করতে থাকে। পরে সহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে কয়েকজন যুবককে পুলিশ সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে।

গত ১২ই আগষ্ট ময়না তদন্তের পর ৺চাঁদলাল মুখার্জ্জীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদেরই ইচ্ছাক্রমে পুলিশ বিভাগ নিজস্ব অফিসারের শবযাত্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানে বিরত থাকেন। পুলিশ বিভাগ শ্মশানে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পরলোকগত অফিসারের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

নিহত অফিসার স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা এবং বৃদ্ধা মাতা ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

সম্পাদকীয়—

১৫ই আগষ্টের মতই যা' সার্থক করতে হবে

আমাদের জীবনে মহান ১৫ই আগষ্ট পার হ'য়ে গেল। আমাদের অবিসংবাদি স্বাধীনতা দিবস। যে স্বাধীনতা একদিন স্বপ্নের মত ছিল—যে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে একদিন অনাদিকাল দুঃখবরণের ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়েছিল—সেই "স্বাধীনতা" অকস্মাৎ একদিন পরাধীনতার ভিত্তিভূমিকার ভেঙ্গে চ'রে, অবিশ্বাস্যরূপে, নয়োদিত সূর্য্যের উজ্জ্বল মহিমার মত, তাকরবার্গের ললাটে দেখা দিল। সেদিন সমস্ত অস্তিত্ব হ'তে যুগপৎ অফুরন্ত আনন্দ, আশা, উল্লাসনা, সংকল্প, ঐক্যবোধ ও প্রেমপ্রেম তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল। আমরা সকলে ভেবেছিলাম—ইতিহাসের মহান জাতি আবার নূতন গৌরবময় ইতিহাস রচনা করবে।

স্বাধীন জীবন যখন তার আসন স্বপ্নকে সফল করার জন্য পথের পর পথ উন্মোচন ক'রে যায়—নব সৃষ্টির দুরন্তশক্তি যখন একের পর এক আকৃতি ধ'রে থাকে—তখন সেই স্বাধীন জীবনে স্বাধীনতার মহিমা-সচেতন জনমন তার বহুমুক্তির দিনের প্রতি কৃতজ্ঞনিষ্ঠতি, সতর্কতা হারে অর্ঘ্য নিবেদন করতে থাকে—তুমি অবিস্মরণীয়।

কিন্তু যখন স্বাধীনতার লতা আকাশে উড়িয়ে, স্বাধীন জীবনের দাবিত্ব বহন করার নামে সেই দাবিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাওব নৃত্যের খেলা চলতে থাকে—আর সেই তাওব নৃত্যের পদাঘাতে যখন জাতির অগণিত জনমনের আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, শক্তি, সম্মান, নিরাপত্তা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে—তখন স্বাধীনতা লাভের মহান দিনটির প্রতি তাকিয়ে দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠবে—এ স্বাভাবিক। তারা ভূলতে চায় যে, এমন একদিন এসেছিল। তারা ১৫ই জুন, ১৫ই জুলাই এর সঙ্গে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে কোনো ফারাক দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। অত সকল দিনের সঙ্গে ১৫ই আগষ্টের কখন পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়।

ইতিহাসের সেই মহান ১৫ই আগষ্ট যখন জাতির জীবনের ওপর দিয়ে পার হ'য়ে যাচ্ছে—তখন হয়তো জাতির অগণিত মানুষের কেউ কি, তাদের প্রজাপাত্র মুক্তের ধারণাকে জিন্দুকের সম্মানে অভ্যর্থিত হচ্ছেন—কেউ বা তখন বিলিতের চুক্তিরক্ষা সম্পন্ন নিয়ে মুক্তের প্রজাপাত্রিক অধিনায়কের সঙ্গে আলোর বন্দরাস্ত বাস্ত; কেউ বা তখন কর্মচারি আগামীর কুক্ষ যুদ্ধ-সমারোহের অনুশাসনের সরকারী অফিসের দিকে কেউই নিক্ষেপে নিযুক্ত, অথবা কেউ বা তখন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুশয্যায় শিকারক্ষণ শেষ নিশ্বাস আগ ক'রে জাতির নতুন ইতিহাস রচনা করছে। এই আমাদের স্বাধীনতার অর্দ্ধোশিশতিক্তের গৌরব বিস্মরণের মাঝখানে।

১৫ই আগষ্টের স্বাধীন দিবসে দেশির সকালে বেলার সহরের রাস্তা দিয়ে পার হবার সময় চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্যন করছিলাম—আমরা আমাদের স্বাধীন দিবসকে কি ভাবে স্মরণ করছি। যেখানে—সহরের এখানে ওখানে দু' চারটি অল্প মানুষ জাতীর পতাকা উড়িয়ে জাতির এই মহান দিবসের প্রতি নিজের ভার উদ্যাপন করছেন। আর সব—নীরব। সরকার নীরব—বেসরকি নীরব—বিত্তির অনাস্থেটী নীরব।

কিন্তু আশ্চর্যজনক কৃতি দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা তাদের স্বাধীনতা দিবস কী সমারোহেই না উদ্যাপন করছে। কী তাদের আয়োজন—কী তাদের জাতীর জীবনে দেদিন আনোজন! তারা তাদের জাতীর দিবসের অবসানকে নিজেদের সার্থক ভাবে যেমন তুলে নিয়েছে—তেমনি তারা তাদের স্বাধীনতা দিবসকে নিজেদের উজ্জ্বল অবদানে আরো গৌরবান্বিত করেছে। তাদের জীবনের পরতে পরতে তারা উন্নতির তরঙ্গকে স্বাধীন জীবনের উপযোগিতা। আর তার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে—তাদের কী বজ্রকঠোর সংকল্প—তারা তাদের স্বাধীনতার গৌরবকে রাখবে, বাড়াবে, মহীয়ান করবে।

কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসের প্রতি অল্প মানুষের কথা তো স্বতন্ত্র—আমাদের সরকারেরই—আমাদের সরকারী আমলাতন্ত্রেরই যে চরম উদাসীনতা—তা বিস্ময়কর। এই অবস্থা কেন হয়েছে—অনেকেই হয়ত বিস্ময়ের সঙ্গে ভাববেন। এর কারণ আমরা যা বুঝেছি তা এই : জনগণকে স্বাধীন জীবনের মর্য্যাদা ও দায়িত্ববোধ থেকে অচেতন ক'রে রাখলে তাদের অধিকারের অংশে চুরি ক'রে নেবার অবাধ আমলাতান্ত্রিক রাজত্ব কায়েম থাকবে। আর জনগণ উদাসীন কেন তা বোঝা খুবই সহজ। স্বাধীনতার আস্বাদে, স্বৈরবে, আনন্দে একদিন উদ্বেলিত হয়ে জনগণ যে আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্নে ভরপুর ক'রে ছিল—নিছক বক্তৃতা, বৈশম্য, শোষণ ও পীড়নে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সকল ত্যাগের মধ্যে জাতির দীর্ঘ বন্ধার উৎসমুখ—উপার্জনের প্রেরণাস্বরূপ জাতির যে অপরাজেয় আত্ম-বিশ্বাস—তাকে অন্তর ভাষার জন্য নেতৃত্ব দিতে কেউ এগিয়ে আসতে পারলেন না। ফলে জনগণ আজ অসহায় দ্রষ্টার মত, উদাসীন পর্য্যবেক্ষকের মত, শাসন চালনা কুক্ষ আয়েরদিগিরির মত কাল অভিব্যাপ্তিত করছে—কেবল এক ব্যাপক বিস্ফোরণের অপেক্ষায়।

সুতরাং ২৩ বছরের স্বাধীনতার পর আজকে এই নিরাকর জাতীর পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা ১৫ই আগষ্টকে অর্ঘ্য নিবেদন করছি—চোখের জল দিয়ে, দুঃখের বিষয়তা দিয়ে, হতাশা দিয়ে, আর নিজেদের চরম আত্ম-অবিশ্বাসের দুঃখজনক গ্লানি দিয়ে।

কিন্তু যে জাতি একদিন আপন বুকের রক্ত দিয়ে, অগণিতীম আত্মাহুতি ও অসংখ্যের সংগ্রাম দিয়ে স্বাধীনতার বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করেছে—এই ১৫ই আগষ্ট এনেছে—সেই জাতি আজ স্বাধীনতার নামে যাচ্ছিতাই দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে—তা বোঝা যায় না। স্বাধীনতা লাভ করার যেমন দুরন্ত শপথ একদিন নিয়ে চলার মতন কঠিন—সেই স্বাধীনতাকে সার্থকভাবে জাতির কল্যাণের উপায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার তেমনি দুরন্ত শপথের মতই কঠিন। আজ বর্তমান দুরন্ত সমস্যা দেখে একটা মহান জাতির উজ্জীবিকারীরা শিথিল হ'য়ে পড়বে—তা কখনই তার মহান ঐতিহ্যের যোগ্য নয়। সেজন্য আজ এসব সমস্যাকে সমগ্র বুদ্ধির আলোকে অনুধাবন ক'রে—কুণ্ঠিন্তিক বিশ্লেষিক কর্মপন্থাকে, দৃঢ় সংকল্পের বীর্য্য, সমাধানের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে হবে—জাতির কাছে এই আজ ১৫ই আগষ্টের আহ্বান।

বিগত বিশ্বযুদ্ধে দুর্ধর্ষ জার্মানীর ভয়াবহ প্রচণ্ড আঘাতে যখন সমগ্র ইউরোপ অস্থির ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছিল—যখন বিশ্বের সকলেই ভাবছে—প্রজাতান্ত্রিক ফ্রিটিশজাতির আজ শেষ অধ্যায় এল—তখনো সেই অন্ধকার অপরাজেয় জাতি আত্মবলকে অন্ধকার পরিবেশে বলে দৃঢ়-সংকল্পে পরিকল্পনার যখন্ত্র রচনা করেছে—আমাদের আজকের বিপদ এর চেয়ে বেশী নয়। আর ইতিহাসে আমরাও অপরাজেয় আত্মশক্তির কম পরিচয় দিইনি। স্বাধীনতার দুর্দ্দীর ইতিহাসই তার জলন্ত সাক্ষী। সুতরাং আজকে আমরা পরাজিত হবো—এর জন্য আমাদের জীবনে ১৫ই আগষ্ট আসে নি।

সেই মহান জাতির উত্তরাধিকারী আমরা আজ যদি ১৫ই আগষ্টে ইঙ্গিতক্ত বিভিন্ন বিক্ষোভণের আওয়াজে সন্ত্রাস উদ্বেগে প্রকম্পিত হ'তে থাকি, তাহলে আমাদের মহান ইতিহাসকে আমরা অপমানিত করব। প্রচণ্ড আত্মশক্তিসম্পন্ন নির্ভীক নেতৃত্বের অভাবে আমাদের জনতা আজ ঐ সব সমস্যায় উদ্বেগে চঞ্চল। যে জনতা আজ উদ্বেগে দিশেহারা চঞ্চল—সেই জনতাই একদিন আমাদের ইতিহাসে অভাবনীয় আত্মশক্তির,—অপূর্ব্ব দুঃখবরণের,—বিস্ময়কর নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে।

নেতা আজ আমাদের জীবনে অগণিত। কিন্তু নেতৃত্ব শক্তির অভাব আজ চারিদিকে। দেশতন্ত্র জাতীয় জীবন আজ বিচ্ছিন্ন, বিপর্য্যস্ত, আত্মশক্তি-বিহীন। আজ আমাদের জীবনে সেই নেতৃত্ব শক্তি চাই—যে নেতৃত্বশক্তি চিন্তা দেবে, আলো দেবে,—উদ্দীপনা দেবে,—নির্ভীকতা দেবে—আত্ম-বিশ্বাস দেবে—এবং নিজের জীবনে এই সব কিছুর পরিচয় দিয়ে দেশবাসন প্রেরণায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে; আর এগিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্পে চিহ্ন দিয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে।

বহু অন্তরালে আমাদের জাতির জীবনেই আমরা সম্ভব করেছি। আমাদের জীবনেই আমরা অভাবনীয় ১৫ই আগষ্ট আমাদের শক্তিকেই অর্জ্জন করেছি। ১৫ই আগষ্টের যে গৌরবময় পরিণতি আমাদের জাতীর জীবনে দেখা দেবার কথা ছিল এবং যা আজ নিতান্তই অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে—তাকেও আমরা অবশ্যম্ভিতাবেই সম্ভব করে' তুলবো—আজকে আমাদের অন্ত ১৫ই আগষ্টের এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।

আমাদের জীবনে একদিন যেমন ১৫ই আগষ্ট দেখা দিয়েছিল—তেমনি আমাদের জীবনে ১৫ই আগষ্টের সেই বন্ধন মুক্তিকে সার্থক স্বাধীনতায় রূপায়িত করার জন্য আত্মশক্তির নেতৃত্ব শক্তির নিশ্চয়ই অচিরেই প্রতিষ্ঠাত হয়ে উঠবে এবং তার জন্য আমরা আমাদের ক্রান্তিহীন তপস্যার যোগ্য ক্ষের প্রস্তুত ক'রে তুলতে নিয়মন মতন প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকবো—এই আমাদের আজকের দিনের ঐকান্তিক সংকল্প।

———০———

পুরুলিয়া জেলা কেমিস্টস্ এ্যণ্ড ড্রাগিষ্টস্ এসোসিয়েশনের বিবৃতি

শ্রীসোমেন মিত্রের আহ্বানে উক্ত সংস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। নূতন 'ড্রাগস্ কন্ট্রোল অর্ডার' এর পরিপেক্ষিতে সাধারণ ক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতাদের সুবিধা অসুবিধার কথা গত ১২ই আগষ্ট বিকাল ৫টায় ইউনিয়ন ক্লাবে অনুষ্ঠিত নবগঠিত সমিতির সভায় বিশদভাবে আলোচিত হয়।

আলোচনায় দেখা যায় যে, আদেশ বলে খুচরা বিক্রেতা এবং সাধারণ ক্রেতা কেহই লাভবান হইতেছে না। মোটামুটি যেখানে শতকরা ২০টি ঔষধের দাম কমেছে সেখানে সাধারণ বিক্রয়যোগ্য শতকরা ৮০টীর দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে উক্ত সংস্থা ক্রেতা সাধারণকে যে সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসিতেছিল যথা :—বিক্রয়কর ও অন্যান্য স্থানীয় করাদি তাঁহারা নিজেরা বহন করে আসিতেছিল বর্তমানে তাঁহাদের লভ্যাংশ যে ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে (শতকরা ১৪—৭) তাতে যে সব করাদি তাঁহারা বহন করতেন তা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ১৫ই আগষ্ট থেকে তাঁরা এই সমস্ত করাদি ঔষধের দামের সঙ্গে যোগ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

———০———

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ঝালদা ২ নং ব্লকে টি, আর, স্কীমে দুর্নীতি

বেগুনকোদর হ'তে শ্রীগোপীনাথ বিষ্ণু জানাচ্ছেন—

ঝালদা ২ নং ব্লক এলাকার বেগুনকোদর অঞ্চলের মানুষ্ডি বাঁধ T, R, স্কীমে লুঠেরাজ হচ্ছে। বাঁধটির আয়তন ৩ বিঘা, বাঁধের মালিক শ্রীবজু মুড় (গণ্য) এই বাঁধটিতে ১৯৬৬ সনে জেলা পরিষদের মাধ্যমে ১৮০০৲ (ষোল হাজার টাকা তুলা হয়েছে। নামমাত্র কাজ করে বাকি টাকা শ্রীনাথান ধান কর্মকার আত্মসাৎ করেছে এবং বিঘার আয়েরও কিছু টাকা লুঠ হয়েছে আবার ১৯৭০ জুলাই মাসে টাকা তুলা হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন B.D.O, ওভারসিয়ার S.D.O, মহাশয়রা বাঁধটি দেখেন নাই। কিন্তু নাথান কর্মকারের ব্যবহ টাকা তু করেন আর কাগজ কলমে মেজারমেন্ট হয় পকেটে বিলিক হয়। এই সকল ব্যক্তিগণ অতিত নেতা বলে পরিচয় দেন। লজ্জা নাই, মনুষ্যত্ব নাই।

———০———

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহরায়িয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

প্রধানমন্ত্রীর কাছে লোক সেবক সংঘের স্মারকলিপি দেওয়ার পরবর্তী সংবাদ

প্রধান মন্ত্রী যখন পুরুলিয়া আসেন তখন লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাতে এই জেলার সাম্প্রতিক অকৃতি বিনিময় ব্যবস্থার সঙ্গে এই জেলার দ্রুত উন্নয়নের জন্য নিম্নে পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কৃষি, মেচ, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, পঞ্চায়েত প্রভৃতির কার্যকরি সমূহ যা আমাদের জেলার সম্ভব, তা স্মারকলিপিতে প্রকাশ করা। এই স্মারক লিপি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী যে কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন—তা সম্প্রতি সংঘকে জানান হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সংঘকে সংবাদ : প্রস্তাবগুলি প্ল্যানিং কমিশন বিবেচনা করছেন

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সচিবের পক্ষ থেকে ২৩শে জুলাই, ১৯৭০ তারিখের চিঠি দিয়ে লোক সেবক সংঘের সচিবকে জানান হয়েছে যে, ১৯শে জুন, ১৯৭০ তারিখে প্রধান মন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ (পুরুলিয়া) সফরের সময় প্রধান মন্ত্রীর কাছে সংঘের প্রদত্ত স্মারকলিপিটি যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য তাঁদেরই প্রানিং কমিশনের কাছে পাঠান হয়েছে।

স্মারকলিপিটি প্রধানমন্ত্রী প্ল্যানিং কমিশনের সাথিরে দেওয়ায়, প্ল্যানিং কমিশন—আমাদের বিভিন্ন প্রস্তাব বিভিন্ন বিভাগকে পাঠিয়েছেন ঐ ঐ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরই একটি বিষয়ের সংবাদ যা এসেছে—তা এখানে জানাই।

এই জেলায় চিনি কারখানার প্রস্তাব ও তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা

প্রধান মন্ত্রীকে প্রদত্ত আমাদের স্মারক লিপিতে এই জেলার জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনার প্রস্তাবের মধ্যে আমাদের জেলায় ৩টি বড় চিনি তৈরীর কারখানা স্থাপনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে আমরা জানাই যে, এই জেলার আখের চাষ ভালই হয়। এবং বিনা সেচের আখ চাষ এই জেলার দ্রুত প্রসার লাভ করছে। চিনি কারখানায় আখ বিক্রির ব্যবস্থা হ'লে আখ চাষ দ্রুত বেড়ে যাবে। এবং পশ্চিমবঙ্গে চিনি সরবরাহের একটি বিরাট শিল্প গড়ে উঠবে। বাঁকুড়াতে এবং বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলে এই শিল্প স্থাপনার সুযোগ রয়েছে—এও আমরা জানিয়েছি। এই জেলাতে বিনা সেচের আখের সুবিধে বিরাট নিশ্চয় উন্নিত উজল এবং তার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে চাষী ও শ্রমিক উপকৃত হবে।

৩ জায়গায় চিনি কারখানা স্থাপনার দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে

প্ল্যানীং কমিশনের নির্দেশক্রমে পশ্চিমবঙ্গের চিনি শিল্পের ব্যবস্থা বিভাগ লোকসেবক সংঘের সচিবকে জানিয়েছেন যে, পুরুলিয়ার ৩৩টি কমিনারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হল—সংঘের প্রস্তাবিত ঐ ৩টি চিনির কল স্থাপন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি যা তাঁরা চাইছেন—তা পাঠাতে। তথ্যাদি প্রশ্নের আকারে আছে। এই প্রশ্ন পত্রের একটি কপি তাঁরা সংঘের সচিবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তথ্যাদি যা চাই তার মোটামুটি বিবরণ

যে সব তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে—তা মোটামুটি এই :—কোথায় কোথায় চিনি কারখানার স্থান হ'তে পারে—এক একটি কারখানার চাহিনাদের কত মাইল পরিধি পর্য্যন্ত আখ চাষ হতে পারে। যাতায়াত ও জলের সুবিধে কি হবে। আখ চাষের বর্তমান পরিস্থিতি, উৎপাদন হার, লাভ লোকসান, জেলার গুচ্ছে বর্তমান উৎপাদন; অত্র চাষের তুলনায় আখ চাষে লাভের পরিস্থিতি কী; আখ চাষে আয়ত্ত জমিতে তিন ফসলী চাষ হ'লে তুলনামূলক ভাবে উজরের লাভ ক্ষতি কী ইত্যাদি। এ সম্পর্কে কারো কিছু বক্তব্য বা প্রস্তাবাদি থাকলে জানালে উপকৃত হবো।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

———০———

পুরুলিয়া সংবাদ—

মানবাজার রিলিফ অফিসে আগুন

গত ২৬ ৭-৭ তারিখ রবিবার রাত্রি প্রায় ১১। টার সময় মানবাজার ১ নং ব্লকের রিলিফ অফিসে তালা খুলিয়া অফিসের ভিতরে রক্ষিত যে কাগজপত্র ছিল তাহা সমাজবিরোধী ও নজালপন্থী বলিয়া কথিত কিছু লোক প্রবেশ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ব্লকের নাইট গার্ড বংশী রায়কে তাহারা মারু ঘিয়া ঘরের মধ্যে আটক করিয়া রাখে। এর পার্শ্ববর্তী অফিসে ওভারসিয়ার শ্রীঅমূল্য সরাফ, কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টার শ্রীমধুসূদন মজুমদার, সাব্‌ইন্সপেক্টার শ্রীবিশ্বির কুমার সেন ও S. E. O. মহোদয় কতৃক্ষি কাজ সাহিয়া অফিস হইতে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। উক্ত সমাজ বিরোধী ও নজালপন্থী বলিয়া অভিহিত দুই লোকগুলি অফিস হইতে চলিয়া গেলে নাইট গার্ড শ্রীবংশী রাই এর চিৎকার শুনিয়া B. D, O প্রভৃতি ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং অফিসের আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা করেন। প্রায় ২।টার সময় থানার O C কে সংবাদ দিলে তিনি সঙ্গীয় ফোর্স অফিসে আসিয়া পৌঁছান। পর দিন প্রাতঃকালে ব্লক অফিসের পতাকা উত্তোলন বেদীতে লাল ঝাণ্ডা [C P I (ML) নামাঙ্কিত] উত্তোলিত অবস্থায় দেখা যায়। পুলিশকে সংবাদ দিলে তাঁহারা আসিয়া ঝাণ্ডাটি নামাইয়া নেন।

প্রকাশ থাকে যে গত ৩-৭-৭০ তারিখে ব্লক-এর উক্ত বেদীতে সকাল বেলায় ঐ লাল ঝাণ্ডা দেখা গিয়াছিল। এবং রাত্রি ১টার সময় ব্লকের অফিসের সামনে একটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বোমা বিস্ফোরিত হয়। সেখানেও লাল ঝাণ্ডা উত্তোলিত করা হইয়াছিল। এ বিষয়ে উর্দ্ধতন অফিসারদের জানানো হইয়াছে এবং তদন্ত চলিতেছে।

পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি-পুরুলিয়া

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্যস্তর সম্মেলনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত বিরাট কেন্দ্রীয় পরিষদ সভায় পুরুলিয়া পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক সদস্যপদ বাতিল ও পৌর শাখা কমিটিকে শাস্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এই সাধারণ সভা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পৌর সমিতিকে বিজেদের নির্দ্দেশ সংক্রান্ত অনাচারের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং সম্পূর্ণ তাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ধিক্কার জানাইতেছে। এই সভা মনে করে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বর্তমানে সব সংগঠনের চরিত্র হারাইয়া বিশেষ একটি রাজনৈতিকদলের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শিক্ষক স্বার্থের পরিবর্তে সংগঠনকে চলীয় স্বার্থে ব্যবহার করিতেছে।

সুতরাং পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গত ১২-৭-৭০ তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে যে, পুরুলিয়া পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি অদ্য হইতে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছে।

এই কার্য্যবের প্রতিলিপি নিম্ন লিখিত সমিতির সাধারণ সম্পাদক, জেলা সাধারণ সম্পাদক ও পত্রিকার প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হোক।

আনন্দ সিংহ
সভাপতি, ৮-৮-৭০

ডিপথেরিয়া রোগের প্রকোপ—কিন্তু ঔষধের অভাব

পুরুলিয়া, বরাভূমসহ কতকটি জেলার বিভিন্ন স্থানে ডিপথেরিয়া রোগের বিশেষ প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এই রোগের প্রতিষেধকরূপে শিশুদের যে "টিপল এ্যান্টিজেন" ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়—তার অভাবে এই রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না—ফলে রোগের প্রকোপ বাড়ছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্কের সঞ্চার হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর মহাপ্রয়াণে শোকসভা

গত ৯ই আগষ্ট ১৯৭০ মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তীর অকস্মাৎ দিল্লীতে পরলোক গমনে—এখানকার অন্যত্র আশ্রমে সন্ধ্যা শান্ত ঘটিকায় এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকগত বীর বিপ্লবী নেতার উদ্দেশ্যে দু' মিনিট কাল নীরবে প্রদ্ধা-মান হইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। নীরবেই সকলে তাঁর দুষ্কর তপস্যাময় জীবনের আলোচনা করেন।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন—হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক অজয় কুমার দাঁ।

সঙ্গীত বাদ্যে সানাই রায়, নন্দ দুলাল মিত্র, শান্ত সরকার, বৈদ্যনাথ সরকার এবং ভিতেন্দ্র নাথ সিংহ প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

—•—•—

ঝাড়গ্রাম সংবাদ—

বিস্ফোরকের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের ৯০ হাজার খনি শ্রমিকের কাজ বন্ধ

১১ই আগষ্ট, সি, ডি, আই জানাচ্ছেন যে বিহারের সোমিয়ার ভারত সরকারের বিস্ফোরক পদার্থের কারখানায় বর্ষাঋতুর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্পে ভারত সংকট দেখা দিয়েছিল। বিস্ফোরকের অভাবে আসানসোল কয়লা খনি অঞ্চলের ৯০ হাজার খনি শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়ে গেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রাবাসে ঘাটে স্কুল কলেজে যেভাবে বিস্ফোরকের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে, তার পাশাপাশি কয়লা শিল্পে বিস্ফোরকের এই মারাত্মক ঘাটতি; দেশের নামন মস্তর প্রতি উল্লেখযোগ্য পরিহাস। ঘাই হোক ৩রা আগষ্ট যুক্ত প্রদ্র কমিশনার, মালিক পক্ষের ১ জন ও শ্রমিক পক্ষের ১ জন বিশিষ্ট নাগিনী কমিটি স্বীকার করে কর্মঘটি প্রত্যাহৃত হয়েছে।

—•—•—

ডি. ভি. সির ১০ লাখ টাকার কয়লার হিসাব নাই ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে।

১৯৬৮-'৬৯ সালের ডি. ভি. সির অডিট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বোকারো তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের জন্যে একটি বিশেষ কোম্পানীর মাধ্যমে দশ লাখ চারি হাজার টাকার কয়লা কেনা হয়। কিন্তু বোকারোর হিসাবের খাতাপত্রে এই কয়লার কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে মাইথনে প্রায় ৫২,৫০,৫২৭ টাকার যন্ত্রপাতি গত ১৭ বছরে মরচে লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে ২০ লক্ষ টাকার বিদেশী যন্ত্রপাতিও আছে। দুর্গাপুরে ৬৫.২৫ টাকার যন্ত্রপাতি সাত বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। দুর্গাপুর তৃতীয় ইউনিটের ৭০,১৬১ টাকার যন্ত্রপাতিও নষ্ট হতে চলেছে।

১৯৬৮-'৬৯এ প্রায় ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার ট্রান্সমিসন লাইনের তার চুরি গেছে। অথচ বিদ্যুৎ-বিক্রিতে ডি. ভি. সির নীট লাভ হয়েছে কয়েক কোটি টাকা।

জনৈক অফিসার নাকি তাঁর প্রাপ্য বাড়ীভাড়ার চেয়ে দু শ' টাকা বেশী পাচ্ছেন প্রতিবাদে এবং তিনি কোলকাতায় নিজের বাড়ীতেই নাকি ডি. ভি. সির অফিস খুলেছেন।

—•—•—

ফোনেটিক কম্মার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া (রাঁচিরোড) ফোন—২৩৪

সুযোগ

আগষ্ট মাসে ১৬ই আগষ্ট হইতে ৩১শে, আগষ্ট মধ্যে যাহা সার্টিফাই, টাইপরাইটার, টেলিগ্রাফ, বুক কিপিং প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ ২টি যে কোন বিষয় নিয়া ভর্ত্তি হইলে ভর্ত্তির ফি: অর্দ্ধেক মকুব করা হইবে।

প্রিন্সিপ্যাল

পশ্চিমবঙ্গের ১৬৫টি বন্ধ কারখানা খোলার জন্য কেন্দ্র কর্তৃক কাঁচামালের বরাদ্দবৃদ্ধির চেষ্টা।

১৯ই আগষ্ট শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীনৈনেস সিং রাজ্যসভায় বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৬৫টি কারখানা বন্ধ আছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটগুলি উপযুক্ত মতো কাঁচা মালের অভাবে কাজ চালাতে পারছে না। তিনি এবং উপমন্ত্রী মুল এম. আর. কৃষ্ণের মতে শ্রমিকঅশান্তি বেশীর ভাগ কারখানা বন্ধ হওয়ার মূল কারণ। উপমন্ত্রী অবশ্য এ কথাও স্বীকার করেন যে আর্থিক অসঙ্গতি, অর্ডারের অভাব ও কাঁচা মালের অভাবও এর অন্যতম কারণ। শ্রীসিং বলেন যে কাঁচা মালের বরাদ্দ বাড়ানোই হবে এখন তাঁদের কর্তব্য। প্রবিক অশান্তির জন্যে শিল্পমন্ত্রীর দাবী কি না প্রশ্ন করা হলে শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী সরাসরি কোন মন্তব্য করেন নি।

—•—•—

শিল্প সংবাদ—

রুশ-পশ্চিম জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ক্রেমলিনে স্বাক্ষরিত আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা

এ, এফ, সির সংবাদে প্রকাশ যে গত ১২ই আগষ্ট বেলা তিনটার সময় মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর ঔহেলি ব্রণ্ড ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যাচ্চিল শীল এবং সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মি: আলেক্সি কোসিগিন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এই চুক্তির ফলে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বর্ত্তমান সীমানাগুলি সম্পর্কে পশ্চিম জার্মানীর পরোক্ষে স্বীকৃতি পাওয়া গেল বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেন ইতিপূর্বে জানিয়েছেন যে নূতন চুক্তি ফলে সমগ্র জার্মানীর জন্য এই তিন মিত্র শক্তি দায়িত্ব ব্যাহত হওয়া উচিত হবে না। পশ্চিম জার্মান সরকার-এর উত্তরে জানিয়েছেন যে মিত্র শক্তির অধিকার ও দায়িত্ব ব্যাহত হবে না।

এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য ব্যাহত হয় কি না, সেইটাই লক্ষণীয়।

—•—•—

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশুদ্ধায়র ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলী ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করবেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন সূত্রের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

নড়িহা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগ জানাচ্ছেন শ্রীসত্য নারায়ণ ব্যানার্জী, প্রাক্তন সভাপতি নড়িহা হাই স্কুল, পুরুলিয়া।

গত ২৯।৭।৭০ তাং এর সংবাদ পত্রে বেঙ্গল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার কম্পার্টমেন্টাল প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের নিম্ন লিখিত স্কুলে ফিসের টাকা জিবার ও ফরম পূরণ করিবার শেষ তারিখ ২৯।৭।৭০ এবং সেই দি সহ শেষ তারিখ ৩০।৭।৭০ কিন্তু দুঃখের বিষয় ৩০।৭।৭০ তাং তক স্কুলে কোন ফরম বা নির্দেশাবলী আদিয় পৌছে নাই। ৩১।৭।৭০ তারিখে গোঃ অফিসে সন্ধান লইয়া জানা গেল বোর্ড হইতে স্কুলের নামে একটি বক্স খাম আসিয়াছে, কিন্তু নড়িহা হাই স্কুলের অবাবস্থার জন্য উহা ফেলিজারী লইবার কেহ নাই। কারণ এই "অরক্ষণেই" নড়িহা স্কুলে চাবের দুটী জিহা প্রধান শিক্ষক মহাশয় সহ সকলে এরূপভাবে উধাও হইয়াছেন যে স্কুল সংক্রান্ত জরুরী ডাক পর্যন্ত লইবার চার্জ্জে কেহ নাই। পুরুলিয়া জেলার নড়িহা স্কুল ছাড়া অন্য কোন স্কুল চাবের দুটী রেওয়া হয় বলিয়া আমার জানা নাই; আর দুটী ব্যক্তিদের স্কুল অফিসের চার্জ্জে রেখনা কেহ থাকেন ইহাই জানি, কিন্তু এখানে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের খামখেয়াল এরূপেই চোক্ বা উদাসীনতার ফলেই চোক্ স্কুল নিয়মাবলীর বহু ক্রম ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে যাহার জন্য ছাত্রদের তথা অভিভাবকদের নানা গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। যথা আমি আগ্রহী ছাত্রগণের তাগিদে ও তাহাদের অভিপ্রায়ের কথা চিঠা করিয়া গতবিং ১৮।৭।৭০ তারিখে প্রত্যুষে সাইকেল যোগে আমার ছেলেকে স্কুলের করমিন মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়া তাঁহাকে অফিসে আনা করাই, তিনিও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ সঙ্গে সঙ্গে আমার ছাত্রদের ফরম পূরণ, ফিস আদায় ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া কাগজপত্র তাহাদের দিব বিষয় লোক মারফৎ স্কুলের সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্র মুখার্জী ও সহ শিক্ষক শ্রীনিলীন মুখার্জী মহাশয়দের নিকট পুরুলিয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পাঠাইয়া দেই এবং তাঁহারা সেখানে অন্তান্ত স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে সময়মতনে সেট ফি সহ (যাহা লাগা উচিত ছিল না) এখানকার ছাত্রদের ফরমগুলি যথারীতি বোর্ডে পাঠাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অথচ প্রধান শিক্ষক মহাশয় কলিকাতায় বসিয়া থাকিয়াও নিজের স্কুলের ছাত্রদের কি ব্যবস্থা হইল না হইল একটা চিঠি দিয়া খোঁজ পর্যন্ত লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গত ১০।৮।৭০ তাং এ স্কুল খুলিয়াছে, এতদিন পর্যন্ত উপরোক্ত ব্যবস্থা না হইলে ছাত্রগুলির পরিণাম কি হইত তাহা সহজবোধ্য। এইরূপ যোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতার ফলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় জনসাধারণের অন্ন বস্ত্র ভাজন হইবেন সহজ সুধী ও জনগণের সর্বপ্রকার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার ইচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমাদের স্কুলের কোন ক্ষতি না হয় তজ্জন্য তাঁহাকে যত্নবান হইতে অনুরোধ জানাই।

—•—•—

ডাক্তার রোগীর সেবার চেয়ে পার্টির সেবাই বেশী করছেন—

বেগুনকোদর হতে শ্রীগোপীনাথ বিষ্ণু অভিযোগ করছেন—

গত ২২।৭।৭০ তারিখে জলাইগুড়ি নিবাসী শ্রীমধুরানন্দ রায় (প্রাক্তন মন্ত্রী) বেগুনকোদর আসেন শ্রীধীরেন দাস কর্ম্মকারের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের আসমনের শুভেচ্ছায় ঐ দিন বেগুনকোদর হাট স্কুলের ছুটি হয়। পরে শ্রীধীর একটি গুপ্ত ইঙ্গিত করেন রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বেগু-কোদর হেলথ সেন্টারে এবং ভদ্রলোকের আগমনে নৈষম বিজয়ন বিভূষণের জন্য বহু হয়। সেই জন্য আমরা বলিতে পারি বেগুনকোদর হাসপাতাল কংগ্রেসের গুপ্ত ঘৈরিকের আড্ডায়। এই হেলথ সেন্টারের ডাক্তার ঐনলিকান্ত রায় কংগ্রেসের প্রচার ব্যক্তি ডাক্তারবাবু বেশীর ভাগ কংগ্রেসের কার্যাদি লিপ্ত থাকেন এবং পার্টিসলেটির বেশীর ভাগ করেন, এই বিষয়গুলির জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

—•—•—

মানবাজার থানার বামনি মাবিহিড়া অঞ্চলে

অনাবৃষ্টি ও ভয়াবহ অন্ন সংকট

জানাইতেছেন শ্রীমতীন্দ্র নাথ মাহাতো

এ বৎসর বর্ষার গতি প্রকৃতি যারা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত বিস্ময় হইতে হইয়াছে। পুরুলিয়া জেলার মধ্যে এমন বহু অঞ্চল আছে যেখানে ধান বোনবার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। আবার কোথাও বা পূর্ণোদ্যমে চাষের কাজ চলিতেছে। আবার কোথাও বা সৃষ্টি অভাবে হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত পড়িয়া আছে। তার মধ্যে আসারের এই বামনি-মাবিহিড়ার মহল্লা অঞ্চলটি ও গোপালনগর অঞ্চলের রক্ষিবাগানে সামান্য কিছু বিঘা বহাল জমি ব্যতীত আর কোথাও চাষ হয় নাই। বাইর কানালীর সম্পূর্ণ ও বহালের বহু জমিতে এখনও চাষ হয় নাই। যে সামান্য পরিমাণ জমিতে চাষ হইয়াছে, আর দু চারদিন বৃষ্টি না হইলে তাহাও নষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের পুষ্করণীগুলি এখনও জীবের মতই আছে।

এই অঞ্চলে ১ হাজারের অধিক লোকের বাস। অসংখ্য গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যাই অধিক। খুব কম লোক আছে যাহাদের সংসারে বার মাস চলার মত খাবার থাকে। বর্তমানে অনাবৃষ্টির ফলে এই অঞ্চলে নিদারুণ অন্ন সংকট অত্যন্ত ভয়াবহরূপে প্রকট হইয়াছে। শত শত খেটে খাওয়া মানুষের হল আজ সম্পূর্ণরূপে বেকার ও অনাহার ক্লিষ্ট। কোন কাজ নাই। কাজ করাইবার কোন লোক নাই। সরকারী ব্যবস্থার কোন কাজের ব্যবস্থা নাই। অধিকাংশ ঘরে অন্ন নাই। রাজনীতিক আর্থ মানুষের দল দিনের পর দিন অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাইতেছে। এমন বহু পরিবার আছে যাহারা দিনের পর দিন, কেবল শাক খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ফলে অর্শরোগ, উদরাময়, প্রভৃতি নানাবিধ পেটের অসুখে ভুগিয়া জীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া আছে। পথের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অনাহারজনিত পেটের অসুখের নিত্য উপযুক্ত পথ্যের অভাবে মারা পড়িতেছে।

এই অঞ্চলে ১ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ৪০০ জন লোক মাত্র খয়রাতী সাহায্য পায়। এক বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেল চলতি মাস হইতে খয়রাতী সাহায্যপ্রাপ্তীর সংখ্যাও ৩৫ করিয়া ৩৬৪ জন করা হইবে। অবশ্য টিফিক বয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থাও কিছু কিছু ছিল। বর্তমান মাস হইতে তাহাও মাকি সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হইবে। যদি খয়রাতী সাহায্য হ্রাস করা হয় অবশ্য টিফিক বয়রাতী সাহায্য বন্ধ হয় তা, আর, এর কাজও না চলে, তবে অঞ্চলের মধ্যে আরো ভয়াবহ অন্ন সংকট দেখা দিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এখনও পর্যন্ত সারা অঞ্চলবাসীকে আচ্ছন্ন করিতে পারিয়াছে—তাই আরো মর্মান্তিক হইতেছে।

এই অঞ্চলে লেকের কোন সুব্যবস্থা নাই। ঢাকা নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অঞ্চলের সমগ্র দক্ষিণ শীমাগামী কুমারী নদী প্রবাহিত। এই দুইটি নদীর মধ্য দিয়া কোটি কোটি গ্যালন জল সমুদ্রে পতিতেছে। অথচ এই অঞ্চলে অনেক অজাবে বাইদ, কানালী ও বহাল জমিতে আজ রোপণ বন্ধ রহিয়াছে। খাল নল উৎপাদন না হইলে দেশের কোন পরিকল্পনা ও কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হইবে না। প্রত্যেকটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা জনাবের পথেই ইহা বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। খাদ্য উৎপাদনের যোগাড় করা হইতেছে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন। অথচ সেচ সম্পর্কেই দেশের মানুষ আজ সীমাহীনভাবে অবহেলিত রহিয়াছে। অতীত ও বর্তমান সরকারও সেচ ব্যাপারে চরম নির্মমতার পরিচয় দিয়াছে। তাহারা বহু কিছু করিতে পারিত কিন্তু নিজেদের মধ্যে কলহের জন্য তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই।

যাহাই হোক বর্তমানে এই অঞ্চলের চরম দুর্দিনে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব হইবে সে বিষয়ে দেশের সমাজ-সেবক ব্যক্তি ও সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্য ও গভীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। অবিলম্বে এই অঞ্চলটি তরঙ্গ করিয়া আসন্ন অন্ন সংকট ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে অঞ্চলবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য আশু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ৭।৮।৭০

বাঘমুণ্ডি থানার সেরেংডি অঞ্চলে ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যের

সদ্যস্থ সৃষ্টির দ্বারা কাজ আরম্ভ

কুশলডি থেকে শ্রীবিলম্বর মাহাত জানাচ্ছেন—

বাগমুণ্ডি থানার সেরেংডি অঞ্চলের খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক (ফরওয়ার্ড ব্লকের) মহতম মোমিনএর উপর অধিকাংশে সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব করিলে বাগমুণ্ডির বি, ডি, ও মহোদয় গত ০৮।৭।৭০ তারিখে সকল সদস্য-গণকে ব্লক অফিসে মীমাংসার জন্য আহ্বান করেন। আমি লোকসেবক সংঘের পক্ষ হইতে একজন খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির সদস্য। ঐ তারিখে বেলা ১১টার সময় প্রথমে অফিসে পৌঁছাই। শ্রীগোবিন্দ খাঁড়াও অফিসে ছিলেন এবং জি আর ও টি আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য বি, ডি, ও সাহেবের সঙ্গে আলোচনা চলিতেছিল। সেই সময় সেরেংডী হইতে লছমন গরাঞ্চ লছলোচন গরাঞ্চ গুরুপদ গরাঞ্চ—অফিসে উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ পরেই বাদ্য তাঁতা লইয়া বুড়া গ্রামের অবনী মাতিন নিশিকান্ত মাহাথা মহতম মোমিনের পরিচালনায় প্রায় বেড় ছুই শত লোক টাঙ্গি অরুয়াল, লাঠি, তীর ধনুক, রায় লইয়া কিছুদূর হইতেই দৌড়িয়া অবরুদ্ধ অফিসের ভিতরে প্রবেশ করে এবং অফিসের অন্যান্য সকল লোককে মোরপূর্বক বাহিরে যাইতে বি, ডি, ও কাছে দাবী করে। বি, ডি, ও নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ জানান তখন অবনী মাতিন একটী চেয়ার দুঃখতে তুলিয়া নেয়ে তাঁর উক্ত দলসমূহকে মারিতে উদ্যত হয় এবং সকলে মার মার করিয়া আমন আপন অস্ত্র চালাইতে প্রস্তুত হয়। বি, ডি, ও সাহেব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরা নেন, এবং আপনারের রক্ষণা স্থিরভাবে বসুন এই অনুরোধ জানান। তারপর নিশিকান্ত মাহাথা কয়েকটি ছাবীর উল্লেখ করে এবং প্রথমেই বিশিক কমিটী বাক্তিকে তাঁহার কবিয়া ছোরের সহিত বলিতে থাকে ও বাংলা কংগ্রেস ও S.S.P দুই জন দলভুক্ত ভর দেখাইয়া গরুত্যাগ সংঘে স্থাপন করাইয়াছেন। সে দিন উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। ইহাকে জানা গেল, যে কোন ব্লক অনুসন্ধ লইয়া অফিসে গেলেই তাহাদের কথা মানিতেই হইবে। ভি, এস, ডব্লিউ ভয়ে নড়মড়। তোমরা যার নাম দিবে দাও আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার ফলে উপযুক্ত লোক ভি, আর বা কৃষি-ঋণ বলপ-খরিদ-ঋণ প্রভৃতি পাইতে হইতেছে। যারা পীড়িত অঞ্চলে এক দিকে অনাহারে মৃত্যু চলিতেছে—এবং অন্য দিকে স্থানীয় দল গঠন করিয়া নিজ নিজ প্রভাবের ক্ষেত্র বিস্তার করা হইতেছে। আমরা বাহিরে অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা অন্ন পন্ন নিয়ে কি জন আনিয়াছ? তারা বলিল—আমরা এসব কিছু জানি নাই—আমরাকে নিশি ও অবনী সোন এবং জি, আর দিব বলিয়া আনিতে বলিয়াছে। গত ৪।৮।৭০ তাং জি, আর দিবার দিন। কুশলডী এবং সেরেংডী গ্রাম বাদ দিয়ে অন্য আসাগার স্লিপ দেওয়ার কথা বি, ডি, ও সাহাতে হয়েছিল। জি, এল, ডব্লিউ সেই অনুযায়ী শ প্রামের ফুল ইহার স্থান ধার্য্য করেন। সেখানে যাবার পথে অবনী মাতিন নিশিকান্ত মাহাথা মহতম মোমিন অবরুদ্ধি ভি, এল, ডব্লিউতে কুশলডি গ্রামে মহতম মোমিনের বাড়ীতে আসিয়াছিল জি, আর এর স্লিপ কাটান এবং রাত্রে সকলে মহতম মোমিনের ঘরে থাকে। পরদিন ভোর হইতেই যাদের অস্ত্র পত্রে সজ্জিত ক'রে বাগমুণ্ডি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—প্রায় থাক বা না থাক তাদের এমারজেন্সী জি, আর দেওয়া হইয়াছে। বি, ডি, ও মহোদয়কে বলা হয়েছে—এমারজেন্সী জি, আর যারা দেওয়া হইবে তাহার তালিকা যেন প্রত্যেকবার ভি, এল, ডব্লিউর হাথেন কিন্তু তাহা করা হয় নাই। এইরূপ অন্যায়ভাবে বিলি করার প্রতিবাদের জন্য উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি ও এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছি ইতি—১১।৮।৭০

চলতি দুর্ভিক্ষের পাশে এ বছরের অনাবৃষ্টির সঙ্কট

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অনাবৃষ্টির সংকট বিষয়েও শাসনময় উদাসীন রইল। বর্ষার জল বা চাষের জল টি, আর এর কাজ বন্ধ থাকা হয়েছিল—কিন্তু বহু জায়গায় আজও পর্যান্ত বৃষ্টি বলতে তেমন কিছুই না হওয়া সত্ত্বেও, সে সব ক্ষেত্রে টি, আর এর কাজ চালু রাখা হল না যা বরকার ছিল। কিন্তু তা বোধ হয় মাথায় ঢোকে নি। মানুষের দুঃখ বা পরিস্থিতির জন্য কোনো লক্ষ্য বা উদ্বেগও নেই। গতানুগতিকতার ধারায় এটা চলেছেন। যখন কাজ বন্ধ, তখন বন্ধ—যখন কাজ চলছে তখন যা পারো গুছিয়ে নাও। এই মনোবৃত্তি। এর অবধারিত ফল হচ্ছে—মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট, অনাহার মৃত্যু, বিক্ষোভ, বিস্ফোরণ ইত্যাদি। কিন্তু এঁদের তা আগে থেকে বোঝবার ক্ষমতা নেই।

সেজন্য আজও অনাহার মৃত্যু ঘটছে

এই চরম অযোগ্যতাপূর্ণ শাসন চলার ফলে অনাহার মৃত্যু অবিরামভাবে সমানে চলেছে। মুক্তির প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই অনাহার-মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক সংবাদ থাকছে। অফিসারতন্ত্রী চক্রান্তকারীরা তা অস্বীকার করছেন। আমরা তাঁদের বার বার আহ্বান করেছি—আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে তদন্ত করতে। কর্তৃপক্ষের তা করবার সাহস নেই। কর্তৃপক্ষ জানেন এসব ঘটনা সত্য সেজন্যই অনাহার মৃত্যু চাপা দেওয়ার অপরাধকে ঢাকা দেওয়ার মত নয় কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্টায় ডি, সি পাকুড়িও লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু তা ঢাকা পড়ছে না—অনাহার মৃত্যু ঘটেই চলেছে :

বান্দোয়ান থানায় অনাহার মৃত্যু

এই মর্ম্মান্তিক অনাহার-মৃত্যু ঘটেছে গত ৩০।৭০ তারিখে। জিতান থেকে সংঘের কর্মী শ্রীমতেন্দ্র মাহাত জানাচ্ছেন যে—

"বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত সুপুড়ি অঞ্চলের সাইডা গ্রামের গিরি মাহাত পিতা ৮ভোলানাথ মাহাত বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর দীর্ঘ দিন অনাহারে থাকার পর গত ৩০।৭।৭০ তারিখে মারা গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সর্বমোট সম্বল তিন বিঘা জমির মধ্যে এক বিঘা জমি ২ মণ ধানের বন্ধক দিয়া কয়েক দিন সংসার চালাইয়াছিলেন। বাকী জমিটুকুও বন্ধক দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা লইবার লোক জুটে নাই এবং নিজেও চাষ করিতে না পারায় তাহা অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার গরু, ছাগল, ভেড়া কিছুই নাই। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার এক অবিবাহিতা কন্যা রহিয়াছে। তাহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। সে অন্যান্যভাবে দিন কাটাইতেছে। আত্মীয়ের মধ্যে যদিও তাহার এক আঠাসাথাই আছেন—কিন্তু তাঁহার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। ঐ কন্যাটির রাষ্ট্রিক লইবার মত তাঁহার কোনো ক্ষমতাই নাই। অবিলম্বে এই বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করার রাষ্ট্রিক সরকারের রয়েছে।"

মানবাজার ১ নং ব্লকে অনাহার মৃত্যু

মানবাজার থানার দামদা থেকে শ্রীসাহরা প্রসাদ মাহাতী জানাচ্ছেন যে, "মানবাজার ১ নং ব্লকের অধীন কাঁসাদা জাজিডিহী অঞ্চলস্থ দামদা গ্রামবাসী শ্রীলক্ষ্মণ মাহাতীর বয়স আনুমানিক ৭৫ বৎসর বয়স্ক, গত ১১ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৭; বেলা ২টার সময় অনাহারে মৃত্যুর কোলে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মণ মাহাতী মাত্র ২০ কুড়ি টাকা বেচনে বাইদে সাহার কাজ করে। বাড়ীতে লোক সংখ্যা ৫ জন, বর্তমানে উক্ত পরিবারটিকে অন্যান্য খাদ্য সংকটের সমুখীন দেখিয়া আমরা স্থানীয় ভি, এল, ডব্লিউ মহাশয়কে অনেকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করেন নাই; যদিও সরকার মহোদয় গ্রামে কিছু জি, আর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই অল্প মাত্র। অনুরূপ যদি এখনও উক্ত অঞ্চলের উক্ত দামদা গ্রামের প্রতি সরকারের কোন কঠোর দৃষ্টি আকর্ষিত না হয় তাহা হইলে হয়তো আরও অনেকগুলি পরিবারকে ঠিকন বিপদের সমুখীন হইতে হইবে—তাহার কোন অন্যথা নাই।"

এই ঘটনা আমরা নিজেরা তদন্ত করি নি। এ ঘটনা সত্য বলেই মনে করি। ভারপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট অফিসার অবিলম্বে তদন্ত ক'রে এই অঞ্চলের বিপন্ন মানুষদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বর্গাদার সমস্যার সমাধানে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার সমস্যাবলীর মধ্যে বর্গাদার সমস্যা অন্যতম — এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অনেক চিন্তা ও পর্যালোচনার পর রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭০ পাশ করে গত ১৩ই জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সকলেই জানেন বর্গাদারকে ভাগচাষ কোর্টের আদেশ ছাড়া উচ্ছেদ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

নূতন আইন অনুসারে—

১। বর্গাদারের উচ্ছেদের ধারাগুলি আগে সীমিত হয়েছে

২। নিজ চাষে ৭½ একর পর্যন্ত জমি আ-কে যতটুকু জমির প্রয়োজন তার বেশী জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং দেখতে হবে যেন বর্গাদারের অন্ততপক্ষে দুই একর জমি থাকে।

৩। বর্গাদারের মৃত্যু হ'লে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন বর্গাচাষ চালিয়ে যাবেন।

৪। জমির মালিক হাল, বলদ, বীজ ও সার সরবরাহ না করলে বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৬০ ভাগের পরিবর্তে ৭৫ ভাগ পাবেন।

৫। জমির মালিক ভাগ নিতে কিম্বা রসিদ দিতে রাজি না হলে বর্গাদার মালিকের প্রাপ্য ফসল নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন।

৬। কোথায় ধান তোলা হবে বা মাড়াই হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন বর্গাদার।

৭। মুনসেফ আদালতের পরিবর্তে ভাগচাষ কেসের আপীল শুনবেন মহকুমা শাসক।

পরিবর্তিত ধারাগুলির বিস্তৃত - বিবরণ 'পশ্চিমবঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রে (১৭ই জুলাই, ১৯৭০) সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু দৈনিকেও উক্ত ধারাগুলির সারমর্ম সংবাদ স্তম্ভে মুদ্রিত হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণের কচুর হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়েও বিলি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার সদর ও মহকুমাস্থিত তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে যে কেউ বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। সরকার আশা করেন যে বর্গাদার, জমির মালিক ও সর্বশ্রেণীর লোকের দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতায় নূতন বিধান ভূমি সংস্কার নীতির সুষ্ঠু রূপায়নের পথে আমাদের এগিয়ে দেবে।

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত)

Notification

Wanted two Arts graduate & one Science graduate teachers preferably experienced, for Tulin J. S. R. H/S. School against deputation vacancy. Interview of suitable applicants be held on 21.8.70 at 2 P. M. in the school premises with their original certificates & testimonials.

Secretary
J. S. R. H/S School
P. O. Tulin, Dist. Purulia

বিশ্ব বিদ্যা ভবন (মুক্তি প্রেস সংলগ্ন) : স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

সুফলা
২০:২০:০
(এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট)

জমিতে দিয়ে গোলা
ভরে ফসল তুলুন

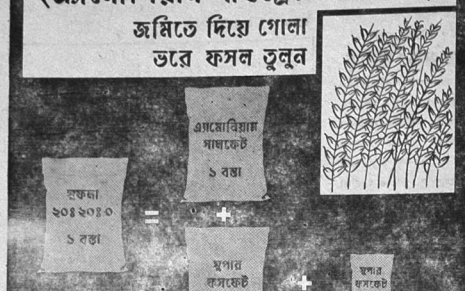

সুফলা ২০:২০:০ পশ্চিম জার্মানির-দ্বানা বাঁধানো এক বহুগুনের রাসায়নিক সার, যাতে রয়েছে ২০% নাইট্রোজেন (N) আর ২০% ফসফেট (P_2O_5)। তার মানে, ১ বস্তা সুফলা ২০:২০:০-তে এমন ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা আছে যা ১ বস্তা এ্যামোনিয়াম সালফেট + ১½ বস্তা সুপার ফসফেট-এর মিলিত ফসল উৎপাদনের ক্ষমতার সমান।

সরবরাহের জন্য স্থানীয় সার বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

লিনটাস-BASF-ANP 20-140 BG

বোরো হাইস্কুল প্রসঙ্গে

বোরো হাইস্কুলের সেক্রেটারীর নামে স্কুলের প্যাডে মোহরাঙ্কিত একটি চিঠি পেয়েছি। অহেতুক গালাগাল দিয়ে পত্র-রচয়িতা নিজের মানসিক মানের পরিচয়টুকু দিয়েছেন। আমাদের রুচি ভিন্ন বলে সে সবের জবাব দিচ্ছি না। কেবল এইটুকুই জানাচ্ছি পত্র-চয়িতাকে যে স্থানসংক্ষেপ করার জন্যেই ৪০ জনের নাম দেওয়া হয়নি—কারুর ভয়ে নয়— একথা আজ ভারতবর্ষের অগণিত লোক জানেন। পত্র লেখক যদি মনে করেন মুক্তির পক্ষ থেকে আইনতঃ দণ্ডনীয় কোনো কাজ করা হয়েছে তাহলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। আমাদের ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না।

—মুক্তি সম্পাদক

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

ভারতীয় সংবাদ—

ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবার ভারত সরকারের হাতে

১৯শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য, আইনের বলে ওষুধপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। এই ক্ষমতার ফলে ওষুধের পাইকারী ও খুচরা দাম সরকার নির্দ্ধারণ করতে পারবেন।

জেনেরিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হবার পর বিভিন্ন ওষুধের দাম বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যেই ভারত সরকার নূতন আদেশ জারী করে সমস্ত ওষুধের দাম নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। এই আদেশে জনস্বার্থের খাতিরে খুচরা বিক্রেতা এবং মধ্যস্থ ব্যক্তির কমিশন নির্দ্ধারণের ক্ষমতা পর্য্যন্ত সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে।

৫৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত আছে, ঃ মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের আগে খাদ্যনীতি পুনর্নিধারণ হবে না।

১৪ই আগষ্ট খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ. পি. সিন্ধে রাজ্যসভায় জানান যে ভারত সরকারের ভাণ্ডারে ৫৫ লক্ষ মেঃ টন চাল খাদ্যশস্য মজুত আছে।

তিনি জানান মজুত শস্যের ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন রাজ্যের চাহিদা মেটাবে, বাকি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন জরুরী মজুত হিসাবে রাখা হবে। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকার আগে খাদ্যনীতি পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

"WANTED a B. A. capable of teaching English and Bengali in top class for Kalabani High School, P. O. Kalabani, Dist-Purulia. Apply to the Secretary on or before 25th Aug. 1970."

জমি ও হাপা বিক্রয়

পুরুলিয়া সদর এলাকায় বরাকর রোড বাইপেনে একটি ১০ কাঠা পরিমাণ হাপা এবং বরাকর রোডের গোপীবাবু কেনে একটি চতুর্দ্দিকে আন্দাজ ৫০০ ফুট পাকা কম্পাউণ্ড দেওয়াল দেওয়া জায়গা পরিমাণ ২৪৩০ কাঠা এবং পুকুর পরিমাণ ২ বিঘার অর্দ্ধেক জায়গা বিক্রয় হবে। মানভূম আই ক্লিনিকে (অক্ষি নিবারণ পার্কের সম্মুখে) সত্বর অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

রেজিষ্টার্ড জার্নাল
প্রাপ্যবরান
নিবন্ধিত

মুক্তি

সম্পাদক— বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

সোমবার, ২৪শে আগষ্ট '৭০
৭ই ভাদ্র ১৩৭৭

বার্ষিক—৬, সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

কবিগুরুর তিরোধান দিবসের স্মরণে



এ বছরের কম বৃষ্টিতে গুরুতর সমস্যার উদ্ভব

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

গত সংখ্যায় বৃষ্টির অনটনের জন্য দারুণ সংকটের কথা লিখেছি। এ বিষয়ে আরো গুরুতর সংবাদ সব পাচ্ছি। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা—এখন পরিস্থিতির কথা জেলাকর্তৃপক্ষের অন্যতম এক অফিসার—এস, ডি, ও (সাউথ) জানেন না। তাতে মনে হল জেলার কর্তৃপক্ষই এ সম্পর্কে খবর রাখেন না। ২৭।৮।৭০ তারিখে ওর সঙ্গে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে দেখা ক'রে যখন বললাম—অনেকগুলি থানায় অনেকগুলি অঞ্চলে এমন অবস্থা হয়েছে যে, চাষ মাত্র চার আনা উঠেছে, কিম্বা তাও ওঠেনি। তখন এস, ডি, ও সাহেব ব্যগ্রভাবে বললেন আপনাদের এ খবর ঠিক নয়—সর্বত্রই ৫০ ভাগ চাষ হয়ে গেছে—কোথাও ৭০-৮০ ভাগ কোথাও হয়তো ৫০ ভাগ। আমি বললাম—আপনারা কিছুই খবর রাখেন না। আমার সঙ্গে চলুন আমি যা বলেছি তা যে সত্য তা দেখাতে পারবো।

মানবাজারের মাঝিহিড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভয়াবহ তথ্য

শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত মানবাজারের মাঝিহিড়া প্রভৃতি অঞ্চলের খবর নিয়ে এসেছিলেন—কোনোরকমে মাত্র চার আনা যদি চাষ হয়েছে। উনিও আমার সঙ্গে এস, ডি, ও'র কাছে গেছলেন। মানবাজার ১ নং ব্লকের বি, ডি, ও তখন এস ডি, ও'র কাছে বসে। আমি বললাম—এই বি, ডি, ও সাহেবও আপনাকে এই ভাবে পরিস্থিতির কোনো সংবাদ দেন নি; আপনিও খবর রাখেন নি। মাঝিহিড়া অঞ্চলে বহু গ্রাম আজ বৃষ্টির অভাবে চাষ না করতে পেরে হাহাকার করছে। চাকা নদীতে অজয় জল রয়েছে জলসেচের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা হলে অনেক জমির চাষ হয়। তাতে বি ডি ও বললেন—সরকারী পাম্পগুলি (মানবাজারের) অকেজো পড়ে আছে। এস, ডি, ওকে ঐ অঞ্চল দেখতে যেতে বলায়—উনি ২২শে তারিখে যাবেন জানালেন।

ছড়া ব্লকে অনাবৃষ্টির সংকট

গত সংখ্যায় মুক্তিতে যখন এ সম্পর্কে লিখি তখন ছড়া ব্লকের সবার পেলাম (১) লক্ষণপুর অঞ্চল (২) লবুডুকা অঞ্চল, (৩) কলাবনী অঞ্চল (৪) জবড়া অঞ্চল বৃষ্টির অভাবে বিপন্ন। চাষ মাত্র চার আনা হয়েছে। চারিদিকে লোক বিচলিত হয়ে উঠেছেন।

বহু ব্লকে বহু জনে এখনো পাঁচ আঁটি করেন নি

'পাঁচ-আঁটির' অর্থ প্রথম চাষ শুরু করা। যাদের জমি একমাত্র বাইন—তাদের মধ্যে অনেকে অনেক ব্লকে এখনো কোন চাষ করতে পারেন নি। তাঁরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন ভাবুন। আমাদের কর্তৃপক্ষ (বিশেষজ্ঞেরা) গড় করে দেখছেন—অনেকখানা কাজ এগিয়েছে। নদীর কিনারায় আধ ইঞ্চি জল, মাঝখানে হেঁড়ে মাছুষ জল। প্রতিমশাই অঙ্ক কষে বললেন ভয় নেই—গড় মাত্র এক হাঁটু তোমরা বয়সাত্রীর দল পাড়ী নিয়ে নদী পার হয়ে যেতে পারো। পঞ্জিতের ফরমুলায় চললে সে রাজ্যে আর সে বিঘে অনুষ্ঠিত হতে পারতো না—বুঝতেই পারছেন।

প্রতিকার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোভাব

এস, ডি, ও (সাউথ) কে যখন অনাবৃষ্টির পরিস্থিতি বললাম—তিনি বললেন—আপনাদের প্রস্তাব কি আছে বলুন। কথা শুনে আশান্বিত হলাম যে যাহোক, ভদ্রলোকের হয়তো কিছু করার আগ্রহ আছে। তাতে বললাম অবিলম্বে কিছু পাম্পের ব্যবস্থা ক'রে যেখানে যেখানে নদী প্রভৃতি আছে বা বাঁধে জল আছে সেখানে সেচন দিয়ে চাষ করার ব্যবস্থা করা দরকার। আর এখন থেকে বিকল্প চাষের (নীচের ফসলের) ব্যবস্থা করা। যে সব জায়গায় বৃষ্টির অভাবে চাষ বন্ধ সেসব জায়গায় টি, আইয়ের মাধ্যমে অবিলম্বে (এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে) কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। জি, আর না করিয়ে তা অবিলম্বে বাড়ানো।

এইটুকু বলতেই এস ডি ও সাহেবের কাছ থেকে উত্তর পেলাম। আপনারা ভাবছেন তাঁর উত্তরে তিনি বললেন—এই জেলায় কোথায় কত সরকারী পাম্প আছে—সেগুলি কিভাবে চালু করার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন—বা বিকল্প চাষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কতটুকু কি করতে পারেন—বা টি, আর প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের এখন করার আয়োজন কতটুকু আছে? এসব তিনি বললেন না। সত্যকার দায়িত্ববোধ নিয়ে এসব বিষয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ কোনো আলোচনার মধ্যে না গিয়ে—তিনি এক নিশ্বাসে বললেন বেশ আপনার প্রস্তাবগুলো ওপরে পাঠিয়ে দেবো। আমি বললাম এই উত্তরই যদি আপনার দেবার ছিল—আপনি তবে প্রস্তাব কি বুঝতে চাইলেন কেন? তাতে এস, ডি, ও সাহেব উত্তর দিলেন কি, আপনি ঝগড়া করতে এসেছেন? (হেরুন এদের কাণ্ডজ্ঞান এবং কথা বলবার ধারা!) আমি বললাম—ওপরে প্রস্তাব লিখেই যদি পাঠাতে হয়—তবে আপনাকে বলব কেন—সে আমিই পারি। আপনি তো জেলার পরিস্থিতিই জানেন না—এবং আমাদের কথাও বিশ্বাস করতে চান না। আপনি এখন তথ্য সংগ্রহ করবেন—তারপর সরকারকে জানাবেন। এতে ব্যবস্থা কখন, কি হবে তা বুঝতেই পারছি। আপনি যখন প্রস্তাব চাইলেন তখন আপনার বলা উচিত ছিল—আপনারা এই অবস্থায় কিছুই করতে পারবেন না—আপনাদের কোনো ক্ষমতা নাই—(যা আপনি পরে বললেন) তাহলে অবস্থা বুঝে কথা বলতাম।

এস ডি, ও এর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বুঝলাম—জেলার সাম্প্রতিক অবস্থাও যেমন তাঁরা জানেন না বা জানার জন্য কোনো মনোভাব রাখেন নি তেমনি সংকটের প্রতিকার বিষয়ে ইতিমধ্যে সরকারের কাছে এঁরা নিজেদের প্রস্তাব কিছুই দেন নি; বা সংকটের বিষয়ে কোনো নির্দ্দেশই চান নি। তাহলে বললেন—তাঁরা ইতিমধ্যে সরকারকে কি জানিয়েছেন, কি নির্দ্দেশের অপেক্ষা করছেন।

সুতরাং বোঝা গেল—এঁরা সম্পূর্ণভাবে ঘুমুচ্ছেন বা দায়িত্বশূন্যে বসে হেলেদেলা করছেন। একটা জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের দায়িত্ব তাদের ভবিষ্যৎ; তাদের সংকটের সময়ও সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু দেখলাম—যে গুরুত্ববোধই নেই। এভাবে কাজ চালানো কেউই আশা করা বা সমর্থন করতে পারি না। আজ মুক্তিকের পরিস্থিতির মধ্যে অনাবৃষ্টির নূতন সংকট। কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অনুরোধ করি এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে তাঁদেরও দায়িত্ব উপলব্ধি করতে অনুরোধ জানাই।

—০—

সম্পাদকীয়—

মহাবিপ্লবীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী যিনি বিপ্লবীজগতে এবং বাংলা দেশে 'মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন—তিনি গত ৮ আগষ্ট শেষ-রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় অকস্মাৎ হৃদয়ন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।

বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ব্রতী যে তরুণেরা জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনতার বেদী প্রতিষ্ঠার জন্য অনিকেত হয়ে অনির্বাণ সংকল্প গ্রহণ করেন মহারাজ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

কটা বোমা ছুঁড়েছিলেন, কটা ইংরেজ মেরেছিলেন—একমাত্র এইসব দিয়েই কোন সত্যকার বিপ্লবীর মূল্যায়ন হয় না। মহারাজের জীবনও ঠিক সেই নিরিখেই বিচার্য্য নয়। যদিও এইগুলিই আমাদের আকর্ষণ করে বেশী।

বালক বয়সে স্কুলে পড়ার সময়েই যখন তিনি দেশের স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে আসেন তখন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় ৬৩ বৎসর ধরে তার জীবনটা ছিল একটা বিরামহীন উৎসর্গের জীবন। রাজশক্তির হাতে তার মৃত্যু হয় নাই সত্য কিন্তু এ ছাড়া বিদেশী রাজশক্তির হাতে একজন সংগ্রামী দেশপ্রেমিকের জন্য লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের যা যা ব্যবস্থা ছিল তার কোনটা থেকেই মহারাজ অব্যাহতি পান নি।

একটা কঠোর অনমনীয় দৃঢ় এবং নির্ভীক চরিত্র মানুষের মধ্যে সত্যই ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে মহারাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সবচেয়ে বড় জিনিষ তার জীবনে অনুভূত হত—তার জীবনের মাধুর্য্য। কঠোর আদর্শবাদীরা একটা কাঠিন্য জীবনটাকে আবৃত করে রাখেন—যা তাদের সাধারণ জন থেকে পৃথক করে রাখে। এইখানে মহারাজ ছিলেন ব্যতিক্রম।

মহারাজের সমস্ত জীবনটাই ত্যাগের জীবন ছিল—কিন্তু তার ত্যাগের কোন অহঙ্কার ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই হোক বা সামাজিক ক্ষেত্রেই হোক—শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম কর্মীও সাধারণতঃ এই ত্যাগের অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারে না। এইখানে মানুষ কাছে আসতে যেয়ে ঠেকে যায়। মহারাজের ত্যাগস্নাত জীবনে এর চিহ্ন মাত্র ছিল না। সেজন্যই তিনি সকলের কাছের মানুষ আপন মানুষ ছিলেন।

দেশ বিভাগের পরে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে সমস্ত পর্য্যায়ের প্রায় সমস্ত অমুসলমান নেতারাই পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করে নিরাপদ পশ্চিম-বঙ্গে চলে এলেন। পূর্ব্ববঙ্গের চ্যুত অধিবাসীদের দুঃখের অংশ-ভাগী হয়ে থাকতে কেউ চাইলেন না। মহারাজ বললেন তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাবেন না। পাকিস্তানে তিনি সকলের সঙ্গে থেকে গেলেন এবং সেখানেও দীর্ঘ কারাবাসে এবং অন্যান্য নির্য্যাতনেও তিনি তার সংকল্প পরিবর্ত্তন করেন নি। এই প্রসঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর নাম স্বতঃই এসে পড়ে। তিনি বরিশালের সতীন সেন—যিনি পাকিস্তানেই ছিলেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ এবং মহারাজদের জীবনের বার্তা জানানোর এবং তাদের চরিত্রের আলোচনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। যে মতবাদই হোক, যে পথই হোক তা যদি মানুষের কল্যাণধর্ম্মী হয় তবে সেটাকে বাস্তবায়িত করতে হলে যোগ্য মানুষের প্রয়োজন। মানুষের চরিত্র গঠনের উপরেই সেই যোগ্যতা নির্ভর করে। মহারাজের জীবন এর সার্থক প্রতিশ্রুতি।

আমাদের বিগত ইতিহাসে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বর্ত্তমান জীবনে এই সত্যটাই প্রতিভাত হচ্ছে—ভবিষ্যত ইতিহাসকেও এই সত্যকেই স্বীকৃতি দিতে হবে।

বি, দাসগুপ্ত

কেরালায় মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন

অনেক টানা হেঁচড়ার পরে কেরালায় আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর বিধান সভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের দিন ঠিক হয়েছে। ২৪শে আগষ্ট হচ্ছে মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন।

আজ ভারতবর্ষের সর্বত্রই অস্থিরতা—প্রায় অরাজকতার অবস্থা। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার অবস্থা উদ্বেগজনক। নক্সালী হামলা উস্কোখো নয় বলে দিনের পর দিন প্রমাণ করে চলেছে। এই দলের নেতা শ্রীকানু সান্যাল চুরুর আগ্নেয়াস্ত্র ও বহু সহকর্মী সহ গ্রেপ্তার হওয়ার পরে বিশেষ করে কলিকাতা নগরে নক্সালপন্থীরা একেবারে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে।

এইসব দিকেই দেশবাসীর দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সমস্ত জটিল, ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক অবস্থা অতিক্রম করে আজ সমস্ত রাজনৈতিক ভারতবর্ষের দৃষ্টি কেরালার আসন্ন নির্বাচনের দিকে চেয়ে আছে।

১৯৫৭ সন থেকেই কেরালায় কোন গবর্মেণ্ট স্থায়ীভাবে কায়েম হতে পারেনি একবার মাঝে অতি অল্প দিনের জন্য কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কায়েম হয়েছিল তাও কংগ্রেস ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে সে গবর্মেণ্টও ভেঙ্গে গেল। কমিউনিষ্ট গবর্মেণ্ট ও রাষ্ট্রপতির শাসন কেরালায় প্রতিযোগিতা করে চলেছে। দল হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টি সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ছিল। ১৯৫৭ সনে নাম্বুদ্রীপাদ হলেন প্রধান মন্ত্রী। কমিউনিষ্ট পার্টিও ভেঙ্গে দুভাগ হওয়ার পরে দেখা গেল মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্টরা দল হিসাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্টদের নেতা নাম্বুদ্রীপাদকে মুখ্য মন্ত্রী করে বিভিন্ন দল নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এইসব দলের মধ্যে ৮: কমিউনিষ্ট, মুসলিম লীগ, আর এস পি প্রভৃতি বামপন্থী ও সাম্প্রদায়িক দল ছিল। যাই হোক এটা একটা যুক্তফ্রন্ট ছিল বলেই বলা যায়। কিছুদিন পূর্বে নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও কলহের ফলে রাম কমিউনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রীপাদ পদত্যাগ করেন। তখন মুসলিম লীগের ও অন্যান্য কয়েকটি দলের সাহায্যে দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীঅচ্যুত মেনন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গবর্মেণ্ট গঠন করেন। আর, এস, পি, প্রভৃতি দু একটি দল তাঁরা মন্ত্রীতে না এসে অচ্যুত মেনন সরকারকে সমর্থন করেন—যাতে রাষ্ট্রপতির শাসন না হয়।

কিছুদিন পরে অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যেতে থাকে। তখন অচ্যুত মেননও পদত্যাগ করে মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দেন। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং পরিশেষে মধ্যবর্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

কেরালার লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটি নব্বর লক্ষ। বিধান সভার আসন সংখ্যা ১৩৩। নির্ব্বাচনী সংগ্রামে অনেক দলই অনেক দলের সঙ্গে জোট পাকিয়ে পাঁচ ছয়টি জোট তৈরী করে নামছেন। এর মধ্যে প্রধান সংগ্রাম হল বাম কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জোটের সঙ্গে দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জোটের সংগ্রাম। এ ছাড়া এই নির্ব্বাচনী কুরুক্ষেত্রে কংগ্রেস, নব কংগ্রেস, বিভক্ত অবিভক্ত কমিউনিষ্ট বিরোধী ফ্রন্ট প্রভৃতি তো আছেই। মনোনয়ন পত্র দাখিলের পরেই ঠিক বোঝা যাবে যে ১৩৩টি আসনের মধ্যে কোন জোট ও কারা কারা কতগুলি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন।

কেরালার এই নির্ব্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া সর্বভারতীয় রাজনীতি বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতির উপর খুবই গভীর ভাবে হবে।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বা লোকসভার কথা এখন আনছিনা। কিন্তু ৭০ সনেই হোক কি ৭১ সনেই হোক কি ৭২ সনেই হোক পশ্চিম বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হবে বলেই আশা করা যায়, সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলায় আত্মঘাতী সংগ্রাম যে রূপ নেবে কেরালার মিনি কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

বি, দাসগুপ্ত

মানবাজার (২) ব্লকের বি-ডি-ওর অভাবনীয় স্পর্দ্ধা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

সুদীর্ঘকাল ধ'রে মানবাজার ২ নং ব্লক অর্থাৎ জামতোড়িয়া ব্লকের নিজস্ব বি, ডি, ও নেই। বাঘেরাডোনের বি, ডি, ও যিনি নিজের ব্লকেই কাজ চালাবার যোগ্যতা দেখাতে না পেরে জনগণের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়েছেন - তাঁকে আবার জামতোড়িয়া ব্লকেরও ভার দেওয়া হয়েছে। তার পার হ'তে চলল—এখনো যে সব কৃষি ঋণ দেবার কথা সে সব দেওয়া হয় নি। চাষের এই জোর কাজের সময়ে চাষীদের ডাকা হচ্ছে—ঋণ দেওয়া হবে—বি, ডি, ও আসবেন। চাষের কাজের বহু ক্ষতি ক'রে চাষীরা ঋণ নিতে যখন আসছেন তখন বি, ডি, ও সাহেব হাজির না হ'য়ে চাষীদের সঙ্গে পরিহাস করছেন। জানান হচ্ছে—বি ডি ও আসেননি—ঋণ দেওয়া আজ হবে না। অবশেষে সম্প্রতি একদিন বি ডি, ও দয়া ক'রে ব্লকে এলেন। ঐ অঞ্চলের খাদ্য তার কমিটিতে প্রস্তাব হয় যে, কমিটির কনভেনার বিভিন্ন কৃষি ঋণ বিলির সময় জনগণকে সাহায্য করবেন। সেই অনুযায়ে কনভেনার, শ্রীভরত মাহাত ব্লকে যান এবং সমবেত বহুজনের পক্ষে বি, ডি, ও'র সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীভরত মাহাত দেখা করে কর্ম-ব্যবস্থা বাঞ্ছিতভাবে না চলার জন্য যেসব অসুবিধে হচ্ছে তাঁর কথা বলেন এবং বলেন যে, জামতোড়িয়ার চাষীদের অর্দ্ধেক সার, অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং সারের টোকেন মানবাজার ও বাঁকুড়ার সারেসডাঙ্গাও দেওয়া হচ্ছে—এর ফলে বহু চাষীই সার আনতে পারবেন না। যাতে মানবাজার ২ নং ব্লকেই সার দেওয়া হয় ব্যবস্থা করুন।

শ্রীভরত মাহাত লোকসেবক সংঘের একজন বিনিষ্ট সম্মানিত কর্মী—ঐ বি, ডি, ও'র চেয়েও অনেক বেশী সম্মানিত এবং জনগণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি—সকলের সুপরিচিত। তার ওপরে তিনি অঞ্চল খাদ্য ত্রাণ কমিটির কনভেনার—তিনি কমিটির নির্দ্দেশে ব্লকে গেছেন। অধিকন্তু ওখানে সমবেত বহু ব্যক্তির অনুরোধ তাঁদের মুখপাত্র হিসাবেও তিনি কথা বলতে গেছেন এবং যা বলেছেন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কথা। কিন্তু বি, ডি, ও সেই দম্ভবীরে শিয়াল-রাজা তাঁর মত পদস্থ লোকের পক্ষে ভরত বাবুর সঙ্গে কথা বলা মর্য্যাদাহানীকর হল—উপরন্তু ভরতবাবু যা বললেন—তাও তাঁর মত জ্ঞানী লোকের পক্ষে অত্যন্ত আপত্তিকর হল।

বি, ডি ও তখন অত্যন্ত বিজ্ঞের মত অতিশয় কড়া মেজাজে বললেন—আপনি অন্য লোকের হ'য়ে কথা বলবার কে? আপনার ব্যক্তিগত কিছু বলার থাকে বলুন - না হলে এখান থেকে বেরিয়ে যান। একটা অঞ্চলের কনভেনার তারও অন্য লোকের হ'য়ে কথা বলার অধিকার নেই।

এই বিবরণ শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এঁরা একটা সামাজ ক্ষমতায় বসে ধরাকে কি রকম সরা জ্ঞান করেন! মানুষের মর্য্যাদা ব'লে এঁদের কাছে কোনো কিছু নেই! দরিদ্র বিপন্ন চাষীদের পক্ষে যাঁরা প্রতিনিধিত্বে দেখা করতে গেছেন—তাঁদের দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান করবেন কোথায়, - না তাদের প্রতি তাঁরা অসম্মান করছেন? এই দুষ্টতার সাহস এঁরা কোথা থেকে পাচ্ছেন? কোথা থেকে পাচ্ছেন আমরা জানি। দেশের পরাধীনতা যেমন একদিন আমরা ঘুচিয়েছি—তেমনি এই মানসিক জীবন ধারাও একদিন ঘোচাতে হবে। তার জন্য তৈরী হ'তে হবে। বি, ডি, ও যদি আজ ঐ আচরণের অভিযোগ অস্বীকার করেন - আমি তা সত্য ব'লে মনে করব না—কারণ যে সমস্ত লোকেরা আমাদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—তার মধ্যে এমন মানুষ আছেন—যাঁরা অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন সৎ বলে সুপরিচিত। তাঁদের চিঠির প্রতিলিপিও আমি এখানে দিচ্ছি। তার আগে এক কথা বলে নিই।

বি, ডি, ও শ্রীভরত মাহাতকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললে - শ্রীভরত মাহাত বলেন —আমাদের অফিসে আমাদের কাজে আমরা এসেছি —এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলার কার অধিকার আছে? সমবেত ব্যক্তিগণও বি, ডি, ও'র আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তখন ব্লকের এ, ই, ও শ্রীবিমলাথ রায় জনগণকে এখান থেকে চলে যেতে বলায় সকলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বিশেষতঃ এই শ্রীবিমলাথ রায় চিকণডার অধিকাংশের সহায়তা বিষয়ে বহু বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে ঐ অঞ্চলবাসীর বিশেষ বিরাগভাজন হয়েছেন।

আমাদের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা আমাদের জানিয়েছেন যে, বি, ডি, ও এবং এ, ই, ও'র অপমানজনক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রবল আন্দোলন করতে চান। আমাদের পরামর্শ চেয়েছেন। পরামর্শ এখনো কিছু দিই নি। এই সব অফিসাররা অত্যন্ত বেড়ে গেছেন। বাঁশ বাড়ে কঞ্চির দৌড় একটু বেশী হয়। কঞ্চির দাপট বেশী হলে অবশ্য দেখতেই হবে—তবে মূল-ব্যাপার হচ্ছে বাঁশঝাড়।

এবারে প্রেরিত পত্রটি এখানে দিই। তা এই :—

মহাশয়,

মানবাজার ২ নং উন্নয়ন সংস্থার অধীনের নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণের সাদুনয় নিবেদন এই যে, আমাদের ব্লক অফিস্ বড়গোড়িয়াতে বিগত চারি পাঁচ দিন ধ'রে গ্রুপ লোন্ সি, পি, লোন, সার লোনের জন্য স্থানীয় বি এল, ডব্লিউ, এবং সংস্থার এ্যানিস্ট্যাণ্ট এ, ই, ও, বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের কথামত বেলা ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। প্রত্যহই তাঁরা বলেন, বি, ডি, ও আসেন নাই। এইভাবে আমাদের বি, ডি, ও মহাশয় আজ দীর্ঘদিন ধ'রে কার্য্য করিতেছে। অদ্য আমরা বিভিন্ন লোনের জন্য আসি। আজ বি, ডি ও মহোদয় উপস্থিত থাকেন। আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের ২ নং ব্লকের জনপ্রিয় কর্মী শ্রীভরত চন্দ্র মাহাত মহাশয়কে লান পাবার বিভিন্ন অসুবিধার কথা বি, ডি, ও মহোদয়কে জানাবার জন্য অনুরোধ করি। বি, ডি, ও, মহোদয় আমাদের প্রতিনিধিকে যেভাবে অপমানিত করেছেন, বা তিনি যে নিজের ক্ষমতার কথা বলেছেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছি। তাহাতে আমাদের ধারণা এইভাবে কার্য্যধারা চললে আমাদের এলাকার তথা এই সংস্থার কোনও উন্নয়নমূলক কার্য্য হবে না। এবং এই ব্লকে এই যেচ্ছাচারী বি, ডি, ও যতদিন থাকবেন - আমাদের ব্লকের কাছ থেকে কোনও প্রকার আশা ভরসা নাই। তাই অতি সত্বর এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার। এবং এই এলাকার জনসাধারণের ব্লকের ঋণ বিলি বন্টনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নতুবা এলাকার কৃষির যে ক্ষতি হইবে, তাহার পূর্ণদায়ক কোনও

(শেষাংশ ৬৯ পৃষ্ঠায়)

নতুন সেটেলমেণ্টের মাপ নেই অথচ রিটার্ণ দিতে হবে—তার মূল্য কি?

ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন ক'রে, রিটার্ণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার সঙ্গে এই ছিল যে, ভূমি সম্পর্কে প্রত্যেক চাষীর সাম্প্রতিক শেষ অবস্থার বা রেকর্ডের ভিত্তিতে কতকগুলি ব্যবস্থা করা। কিন্তু রিটার্ণ দেওয়ার নির্দেশের মধ্যে দেখা দেই যে, বর্তমান সেটেলমেণ্ট মানের শেষ পর্য্যায়ের পর, চূড়ান্ত রেকর্ড যা প্রকাশিত হবে তারই ভিত্তিতে পাওয়া অস্তিয়ার না, অমির পরিমাণ ইত্যাদি ভিত্তি হবে। সুতরাং রিটার্ণ দেওয়ার নির্দেশ বলবৎ থাকলে যে কোনো অবস্থায় রিটার্ণ দিতেই হবে—তা' সে নতুন সেটেলমেণ্টের চূড়ান্ত রেকর্ড থাকুক আর না থাকুক। ৫০ বছরের পুরোর রেকর্ড'ই যদি থাকে—তাদের কোনো মাপই না থাকে—তাও সেই ৫০ বছরের আঁকি ঝোকি দিতে হবে। অথবা যদি নতুন মাপ মাত্রখান পর্য্যন্ত হ'তে রয়েছে—তাকেই যা বলা হয়েছে—সেই ভাষাই কুড়িয়ে এনে দিতে হবে। সামগ্রিকভাবে রিটার্ণ দেওয়ার আদেশ যদি সফল করা না হোত, তবে রিটার্ণ দিতেই হত—কারণ, খাঁচা ভোলানো ভিন—না দিলে খাজে পড়ত।

কিন্তু এইভাবে রিটার্ণ দিলেও এর কোনো অর্থ হোত না। তার কারণ, সেই তথ্য বা রিটার্ণ দেখেও অফিসাদেরা বলতেন—এর ভিত্তিতে আমরা ব্যবস্থা করব কি ক'রে? তাদের ডুবন বাদেই তো এই মাপ, এই নম্বর বদলে যাবে। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে ঐ রিটার্ণের নজিই কোনো অর্থ হোত না—অর্থাৎ, অনর্থে চাষীর বুকের রক্ত জল করা অর্থ অনেক বেরিয়ে যেতো। আইনের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে আমাদের জেলায় রিটার্ণ দিয়ে—এই যুক্তিতেই রিটার্ণ স্থগিত রাখা হয়েছে। এবং এই যুক্তিতেই, রক্তজল না চূড়ান্ত মাপ ও চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হয়—ততদিন এ জেলার রিটার্ণ চাওয়া সঙ্গত হবে না। রিটার্ণের আইনগত দিকটি সকলকে জানিয়ে রাখার জন্য এই আলোচনা করলাম।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান

গত ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্ণে স্থানীয় বি. টি. কলেজের ছাত্রছাত্রীরা 'শ্রাবণগাথা' নামে একটি সুসংবিবেচিত সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সঙ্গীতে শ্রীমতী রেখা বিশ্বাস, ব্রততী গাঙ্গুলী, শুক্লা ভাদ্র, শ্রীবিদ্যাদ মুখার্জী, খগেন ভট্টাচার্য্য, আবৃত্তি ও পাঠে শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী, কনকলতা চৌধুরী এবং সামগ্রিক পরিচালনা, গ্রন্থনী ও সম্পাদনায় শ্রীনিত্রিল ব্যানার্জীর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুরুলিয়ায় পূর্ণিমা সম্মেলন

গত ১৮ই আগষ্ট এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে পুরুলিয়ার শ্রীনিকেতন চট্টোপাধ্যায়ের (বুনকেফড্রাম) ভবনে পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তারক সেবাশ্রম সংঘের পুরুলিয়া শিক্ষু মিলন মন্দিরের কর্মীগণ। সভায় অন্যতম কর্মী স্বামী মোক্ষানন্দজী তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আত্মশক্তি জাগিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দের আদর্শ স্মরণ করিতে বলেন ও পঞ্চাশবিজ্ঞির হিন্দু জাতিকে সংঘের মহান আদর্শের মাধ্যমে মিলিত ও সংঘবদ্ধ হইতে বলেন। উকিল শ্রীবিমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সভায় সেবা সংঘের কুরুলী প্রসঙ্গে বলেন ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারা বুঝাইয়া দেন। সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ ঘটক হিন্দু মিলন মন্দিরের আদর্শ সম্পর্কে বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু পূজা সঙ্ঘের সিদ্ধনাম, সংকীর্তন, সমবেত উদ্গান-জয়-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সংঘের প্রতি প্রীতি জ্ঞাপনার্থে ও একতার জন্য সকলে সংঘ প্রসাদ গ্রহণ করেন। গত ১১ই আগষ্ট ফলীর ভাং ত্রৈলোক্য নাথ ঘটকের ভবনে আর একটি বর্ষামঙ্গলানে স্বামীজী ভাষণ দেন।

পুরুলিয়ার সেচ দপ্তরে নক্সালী হামলা

গত ২১শে আগষ্ট বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় নিলকুঠিডাঙ্গা মহল্লায় পুরুলিয়া ইরিগেশন ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে ৩ জন নক্সালী যুবক হামলা করে। প্রকাশ, সেই সময়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কামরায় একটি সভা ও বৈঠক চলছিল এবং নক্সালী যুবকেরা সেই কামরায় ও অফিসে ঢুকে রোমা ছুঁড়ে মেরে কেলার ভয় দেখিয়ে সবাইকে চুপচাপ থাকতে নির্দ্দেশ দেয়। তারপর তারা নিজিরাইে অফিসের ফাইল ও তাগজ পত্রে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নি।

আরও প্রকাশ, অফিস ছেড়ে চলে যাবার সময় তারা একটী গাড়ীর কাচ ভাঙ্গে এবং অপেক্ষমান জীপ গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। জীপগাড়ীটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আরও প্রকাশ জেলা শাসকের নিকট থেকে তাঁহারা খবর পেয়ে এবং ইরিগেশন ডিভিসনের অফিস সহরের কোন মহল্লার কোন অংশে অবস্থিত সেই সব জেনে নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে পুলিশ সব ঘটনা তদন্ত করে এবং সেই সময়ে ঘটনা স্থলে হামলাকারীরা ছোটেই ছিল না; তবে রুশ এগারো বৎসরের একটি বালক ঐ তাড়া দিয়ে যাবার সময় পুলিশ সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করায় তাকে অনেক সময় পুলিশ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে।

কলেজ প্রিন্সিপ্যালের অফিস তছনছ

প্রকাশ, গত ২০শে আগষ্ট তারিখে রঘুনাথপুর কলেজের কর্ত্তিপয় ধর্ম্মঘটী ছাত্র প্রিন্সিপ্যালের অনুপস্থিতিতে তাঁর কামরায় ঢুকে আসবাব পত্র, টেলিফোন প্রভৃতি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সেই সময় ছাত্রদের ধর্ম্মঘট চলতে থাকায় কলেজের কোনও ক্লাস হয় নি তবে অধ্যাপক ও কর্মচারিরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশ, কলেজে অনার্স ক্লাস, ছাত্রদের হোষ্টেল, প্রভৃতি বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে গত কয়েকদিন যাবৎ ধর্ম্মঘট চলছে।

২১তম বন-মহোৎসব অনুষ্ঠান

গত ৯ই আগষ্ট তারিখে আড়ষা থানার কাঁটাডি (মঙ্গলগড়) গ্রামে ২১তম বন মহোৎসব উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা শাসক শ্রীপার্থসারথি চৌধুরী, আই-এ-এস-এস সভাধিপতি করেন এবং দক্ষিণ মঞ্চলের বনপাল শ্রীহরিতি রঞ্জন মল্লিক প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাঁটাডি শিক্ষাসত্র প্রাঙ্গনে যে সভা হয় তাতে বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীসিরিল মারাতা, শ্রীঅশোক চৌধুরী, শ্রীচন্দ্রমোহন মারাতা, শ্রীকালিপদ মারাতা প্রমুখ বনসংরক্ষণ ও জনসাধারণের সম্পর্ক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ডি-এফ-ও শ্রীতরুণ পালিত বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে বনবিভাগের কার্য্যকলাপ ব্যাখ্যা করেন।

এই দিবস উপলক্ষে উপলক্ষে শিক্ষাসত্র প্রাঙ্গনে, খাদ্যদ্রব্য প্রাঙ্গনে ও কাঁটাডি গ্রামে নয় শতাধিক বিভিন্ন চারাবৃক্ষ রোপন করা হয়।

রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করে এবং প্রতিভাসম্পন্ন অন্ধ বালক শ্রীগোবালাল দে কয়েকটি লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

: স্কুল ও কলেজের সকল রকম
: পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ
: করা হয়।

দুর্গাপুরের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার

সি-আই-টি-ইউ পরিচালিত দুর্গাপুর ট্রেড ইউনিয়ন সময়য় কমিটী গত ২২শে আগষ্ট থেকে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য শিল্প সংস্থার ধর্ম্মঘট বিনাসর্তে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে শিল্প সমৃদ্ধ দুর্গাপুরে ১১ দিন ব্যাপী ধর্ম্মঘটের অবসান ঘোল। গত ১২ই আগষ্ট থেকে সি-আই-টি পুলিশ ও শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রত্যাহার করা এবং গৃত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মুক্তির দাবীতে দুর্গাপুরের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট শুরু করেন।

২৮-শে আগষ্ট হরতাল হবে না

গত ২১শে আগষ্ট কলিকাতার শহীদ মিনার ময়দানে এক জনসভায় সি, পি, এম, বাঙ্গীয় সংগ্রাম সমিতি ও ১২ই জুলাই কমিটির এক অংশ আগামী ২৮শে আগষ্ট সমস্ত পশ্চিম বাংলাব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট ও হরতালের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্ত্তনের পরে সংগ্রামী শ্রমিকদের উপর বর্বর আক্রমণ, সি, আর, সি প্রভৃতি প্রত্যাহার, সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মী, মধ্য নির্বাচন প্রভৃতি আন্দোলনের সমর্থনে ও মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট ও হরতাল করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এই সভায় রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ইউ, টি, ইউ, সির শ্রীতরুণ চক্রবর্ত্তি-উপস্থিত ছিলেন না। তিনি জানান যে—তারা এই ধর্ম্মঘটকে সমর্থন করেন না।

বাংলা কংগ্রেস, আর পার্টির জোট প্রভৃতি এই প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট ও হরতালের বিরোধীতা করেন।

২০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে যারা রাজ্যব্যাপী এই হরতাল প্রভৃতির জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা তা প্রত্যাহার করেছেন এবং তাদের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে—হরতাল ও ধর্ম্মঘট হবে না।

শাসনতান্ত্রিক দুষ্কৃতি ও উপদ্রবের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

(অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শুরু হয়েছে—এবং কংগ্রেসী আমলে আজও এর প্রতিকার ব্যবস্থা হল না; আগেও হয় নি।

এই ব্যাপারে আমাদের কর্মী স্তরের ভাইকে বহু হবে বলে তার ঘোষণা হচ্ছে। একটা বিচারহীন মিথ্যাচার ও মিথ্যাকে সত্যের মুখোশে বলি হ'তে আমাদের কর্মীর ভাই যদি বহা পড়ে—তাকে তার লজ্জা বা অনুতাপের কিছুই হবে না। যে শাসনযন্ত্র এদের নিরপরাধ লোককে হবে—সেই শাসনযন্ত্রেরই মুখে এতে চুনকালি পড়বে। আমি ভরতের হাতকে বলব—সাহসের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে থাকতে—ওরা ধরে নিয়ে যায় তো যাক। ঐ অঞ্চলের মানুষ—এই জেলার মানুষ উপলব্ধি করবে—এই জেলার শাসনতান্ত্রিক মস্তিষ্কবিনেরা—এই রাষ্ট্রপতি শাসনের মুখোশ পরলেও শাসন ব্যাপারের কত অযোগ্য।

আমি সরকারী, বেসরকারী যে কোনো লোককে আহ্বান জানাচ্ছি আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে তদন্ত করতে চলুন—আমি প্রমাণ করে দোব—সরকারী অফিসারেরা কি রকম চক্রান্তকারীর মত, চুনীতি-পরায়ণের মত কাজ করেছেন এবং এখানের এবং রাজ্য সরকারের শাসন-কারীরা কি রকম বিচার বুদ্ধিহীনের মত, বড়যন্ত্রকারীদের সহায়কের মত কাজ করেছেন।

এঁরা ভাবছেন আইনের দড়ি দেখিয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য ফলাবেন। কিন্তু এরা জানে না—মানুষের চোখে এরা কি রকম অযোগ্য এবং কলঙ্কার পাত্র ব'লে বিবেচিত হচ্ছেন। আমার এই কথার জবাব দেবার মত পুঁজি এই কংগ্রেসী শাসনযন্ত্রে একজনও কারুর আছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করি।

নকশাল নেতা কানু সান্যাল গ্রেপ্তার

গত ১৯শে আগষ্ট বুধবার শেষ রাত্রির দিকে দার্জিলিং জেলার কার্শিং থেকে থানার অন্তর্গত গাঙ্গেজোগরা বিমান বন্দর থেকে মাত্র দেড়শ মাইল দূরে সিটোঝোড়া চা বাগানে পুলিস এক অভিযান চালা। ঘিরে ফেলে নক্সালবাড়ীর নেতা শ্রীকানু সান্যাল ও তাঁর দুই প্রধান সহচর শ্রীসরল মল্লিক ও খোকন মজিক সহ ৩৮ জন নক্সালকে গ্রেপ্তার করে।

বিবরণে প্রকাশ যে শ্রীসান্যাল ও তাঁর সহকর্মীরা সি চা বাগানের পাশে এক গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে—নক্সালবের গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া, যুদ্ধ সরঞ্জামাদী মোমা তৈরী করা এবং নয়া আন্দোলন পরিচালনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

গ্রেপ্তারের সময় শ্রীসান্যাল ও তাঁর দুই সহচর একটি কুঁড়ে ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। জায়গাটার আশে পাশে থানা কেন্দ্র, চা বাগান কোয়ার্টার্স। রাত প্রায় আড়াইটার সময় পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্বে প্রায় তিন শত সশস্ত্র পুলিস অতি নিঃশব্দে জায়গাটা ঘিরে ফেলে এবং এমন অতর্কিতে আক্রমণ করে যে বহা পড়ার পূর্ণ সুযোগ পর্য্যন্ত শ্রীসান্যাল, তাঁর সহচর, এবং অন্যান্য নক্সালরা যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা কেউ কিছুই টের পান নি।

পুলিশ হানা দিয়ে ওখানে শিক্ষণ বন্দুক, বিজলঘর, তৈরী বোমা ও গোমা তৈরীর অনেক মালমশলা পান। এ ছাড়াও প্রায় হাজার দুই তীর ধনুক কয়েক শত ছোরা ও তরোয়ালও পাওয়া যায়। এছাড়া প্রচুর নক্সাল পুস্তিকাও সেখানে পাওয়া যায়।

শ্রীকানু সান্যালকে দুটি হাজা সরকারের আবালতে অভিযুক্ত হিসাবে বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে—পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ত। অন্ত সরকার পার্জিলিপুরম্ (শ্রীকাকুলাম) তালুক বড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী হিসাবে শ্রীসান্যালকে পঃ বঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আদেই চেয়ে রেখেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

গাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে নক্সালপন্থীদের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা শ্রীচারু মজুমদার ও শ্রীকানু সান্যাল এবং তাঁদের অনেক সহকর্মী মার্ক্সবাদী (বাম) কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ সনের পর থেকেই এঁদের কাজ কর্ম্মের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বস্থ্য ঠিক বনিবনা হত না।

তার পরে ১৯৬৭ সনে পশ্চিম বাংলায় যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় সেই সময়ে এরের নেতৃত্বে দার্জিলিং জেলার নক্সালবাড়ী অঞ্চলে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অভিমতে এক উগ্রপন্থী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এরা নক্সালবাড়ীর আন্দোলনকে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। সেই সময়েই চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, অঞ্চল সাঁওতাল প্রভৃতির নাম দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়েই নকশাল বাড়ীর আন্দোলনকে বাম কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে ভ্রান্ত আন্দোলন এবং পার্টি কর্ম্মসূচীর পরিপন্থী আন্দোলন বলে ঘোষণা করা হয়। এদের অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে নকশাল বাড়ীতে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা গ্রহণ করে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় তার মধ্যে অঞ্চল সাঁওতাল প্রভৃতি ছিলেন। কানু সান্যাল গ্রেপ্তার হন যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পরে ১৯৬৮ ৩০শে অক্টোবর। তখন পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। কানু সান্যাল দেহার গ্রেপ্তার হবার সময়েও অতর্কিতে নিদ্রিত অবস্থায় এই নকশাল বাড়ীতেই বিনা প্রতিরোধে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সনে যখন দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তখন জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। যুক্তফ্রন্টেরই উদ্যোগে নকশালপন্থীদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কানু সান্যালকে ১লা এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভাই এই নির্দ্দেশ গ্রহণ করেছিল।

এবার ১৯শে আগষ্ট গ্রেপ্তারের পরে কানু সান্যাল ও তাঁর সঙ্গীদের দার্জিলিং জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ যে শ্রীসান্যাল

ও তাঁর সরকারীদের বিরুদ্ধে লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড গুপ্তচর প্রভৃতি অভিযোগে মুখর তাঁদের বুঝলিল।

গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া

কায়েমী স্বার্থান্বেষী প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পরে কলিকাতা সহরের নানা স্থানে বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষুব্ধ নকশালপন্থী যুবকেরা ভাঙচুর চালানো শুরু করে। ট্রাম, বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কোন কোনো স্থানে পুলিশের সংঘর্ষ প্রায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। একদিক থেকে নির্বিচারে বোমা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় আর এক দিক থেকে পুলিশ লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও গুলী চালায়। ফলেরক্ষম মারা গেছে, বহু লোক—পুলিশের মধ্যেও অনেকে আহত হয়েছে ও হচ্ছে। তাছাড়া এ রকম বিস্তার লাভ করেছে যে অনেকে মনে করছেন কলিকাতার অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

নকশাল ও বাম কমিউনিষ্ট

কমিউনিষ্ট পার্টি (মা:) নকশালদের বিরুদ্ধে এক রকম যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দু'দলেই গুপ্তহত্যা সংঘর্ষ ও অন্যায় নির্যাতন চলেছে।

মানবাজার (২) ব্লকের বি-ডি-ওর অন্তর্বর্মীয় অর্দ্ধা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আশা নাই। তাই আপনাকে অনুরোধ জানাই যে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে হয় দেখিবেন। আমারের এই অভিযোগসমূহ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া সমাধানের ব্যবস্থা করিতে আমারের অনুরোধ জানাইলাম।

যাঁরা এই চিঠি দিয়েছেন তাঁদের নাম—
রাজামেটা—চারুচন্দ্র মাহাত, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহাত, নকুল চন্দ্র মাহাত।
চিকণডিহা নিত্যানন্দ মাহাত, মকর মাহাত, জবলাল মাহাত, শৈলেন মাহাত, ফকির চন্দ্র মাহাত।
বড়সাঁড়িয়া অরুণ চন্দ্র মাহাত, সিংহের মাহাত
বড়াঘাটা ভরিবর মাহাত, বালক মাহাত।
ধানকিডি—লক্ষীকান্ত মাহাত, বিধিকি মাহাত, গণেশ চন্দ্র মাহাত, অধিকেশ মাহাত, জলধর মাহাত।

ডমরুড়ি—শম্ভু কুমার হাঁস মাহাত। সেরেংডি গুরুপদ মণ্ডল; বড়াডাকা—মোহন সিং, হাঁড়ফু সিং, বেরাঘা—মদন মোহন দত্ত। লোলকুঁড়ি রাম কুমার।

—০—

পুরুলিয়া টাউন থানার উপর বোমা নিক্ষেপ

নক্সালপন্থী সন্দেহে পুলিশ কর্তৃক কতিপয় গ্রেপ্তার

গত ২৩শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় পুরুলিয়া টাউন থানার উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং পুলিশ এটা নক্সালপন্থীদের হামলা বলে সন্দেহ করছে। প্রকাশ, রাত্রি আট ঘটিকা আন্দাজ—যখন থানার সম্মুখ দিয়ে মনসা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল—সেই সময় টাউন থানার পার্শ্ববর্তী গলির টেলিগ্রাফ পোষ্টের নিকট একটি যুবকসহ তিনজন দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছিল। সেই অবসরে যুবকটি নাকি থানার অফিসার-ইন চার্জ্জের কামরা লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থানার দেওয়ালে লেগে ফেটে যায়। বোমা ছুঁড়েই যুবকটি নিকটবর্ত্তী এক গ্যারেজের মধ্যে ঢুকে পালাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে তাড়া করে। কিন্তু যুবকটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যুবকটির পাশে যে দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল পুলিশ সন্দেহক্রমে তাদের গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনার ফলে সহরে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ভোর রাত্রের সময় পুলিশ সহরের বিভিন্ন মহল্লায় হানা দিয়ে নক্সালপন্থী সন্দেহে ১৮ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে।

আরও প্রকাশ, পুরুলিয়ার ঘটনার তিন চার দিন পূর্ব্বে মানবাজার থানার উপরও বোমা বর্ষণ হয়। পুলিশের অভিযোগ যে পার্শ্ববর্তী কোনও গৃহের ছাদ থেকে থানার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং থানার ছাদের কয়েকটি টালী ভেঙ্গে যায়। এই ঘটনার সূত্রে পুলিশ জনা ছয়েক যুবককে নক্সালপন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে।

—০—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

মানবাজার হেলথ্ সেণ্টারের ডাক্তারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

মানবাজার অধিবাসীদের পক্ষে শ্রীবিজয় দত্ত, শ্রীগোবর্দ্ধন চৌধুরী, শ্রীকমলা চরণ হালদার, শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল চন্দ্র বিট, শ্রীঅশিনী মোদক, শ্রীহরিপদ গোস্বামী, শ্রীমধুসূদন নারায়ণ দেব, শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীশ্যামল কুমার দে, প্রমুখ ২৮ জন ব্যক্তি জানাচ্ছেন :—

মানবাজার হেলথ্ সেণ্টারের বর্তমান ডাক্তারের চিকিৎসার ধারায় রোগীরা বিপন্ন বোধ করিতেছেন। প্রথমতঃ তিনি রোগীদের ও তাদের আত্মীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। ঔষধ পত্রও যথাসময়ে ও ঠিকভাবে দেন না। রোগীদের বহু ব্যক্তি এমনও অভিযোগ করেনযে ডাক্তারবাবু গরীব নিরন্ন রোগীদের নিকট মোটা পরিমাণে টাকা পয়সা না পাইলে কোন ভাল ঔষধপত্র, ইঞ্জেকসনাদি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না।

রোগীদের জীবন লইয়া এইভাবে ছিনিমিনি খেলার জন্য এখানকার সচিন্তা সম্পন্ন অধিবাসীরা হেলথ্ সেণ্টারের জন্য সকল রকম আর্থিক সহায়ভূতি ও জমি দান ইত্যাদি করেন নাই। এ বিষয়ে বহুবার মৌখিক অনুযোগ করিয়া সন্তোষজনক ফল না করিয়া ব্যর্থ হইয়া ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া এই আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট করিতেছি যে এই যন্ত্রনার হাত হইতে আমারের মত গরীব মধ্যবিত্ত রোগীদের রক্ষা করুন। রোগ মুক্তির জন্য দরিদ্রদের উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন এম, বি, বি, এস্ চিকিৎসক দিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিয়া হাত ছাড়িয়া আমাদিগকে বাঁচিতে দিন এই প্রার্থনা। উক্ত ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে ২৩শে ঘটনার বিবৃতি দেওয়া হইল :—

১। গত ১০।৩।৭০ তাং এ মানবাজারের একটি কলেরা রোগী শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্র মাহা যাওয়ায় মানবাজারবাসীরের অনেকেই সরকারী হেলথ্ সেণ্টারের ডাক্তারবাবুর নিকটে কলেরার প্রতিষেধক ব্যবস্থা লইতে অনুরোধ করায়, উত্তরে তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—কলেরার মাত্র একটিই মারা গেছে সত্য এরপ অন্যত্র ২৫।৩০টী আরও মরুক তবে তো আমি ব্যবস্থার জন্য নির্দ্দেশ দিব ও আমিও খাটাইব!

২। গত ১০।৩।৭০ তাং এ সোমবার সকালে ৬টায় একই পরিবারে (নংস্থ নাথ দাস এর পরিবার) ৪ চার জন কলেরার আক্রান্ত রোগীকে মানবাজার হেলথ্ সেণ্টারে আনিয়া জানা গেল—ডাক্তারবাবুর হাসপাতালে নাই বাড়ী গিয়াছেন শনিবারের সকালে ৮।৯টার ইঞ্জিনিয়ার বাবে। কম্পাউণ্ডারবাবু অত্যাভাড়ি এমারজেন্সী ওয়ার্ড চটী রোগীকে ভর্ত্তি করিলেন। চিকিৎসার বিষয় বলায় তিনি বলিলেন আমাকে ঔষধ পত্র দিয়া ডাক্তারবাবু বাড়ী গিয়াছেন আমাকে লেখেন নাই কাজেই ইক আমার নিকট নাই—তাহা তানা দেওয়া আছে। বাধ্য হইতে প্রাইভেট ডক্তারদের নিকট তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপসনের মধ্যে একজন অনেকে লেখাইব খরিদ করিয়া আনিয়া দিলেন। কোম্পাউণ্ডারবাবু হেলাইন এশারেটাস্ যয়টী বাহির করিয়া জানাইলেন এটী কার্য্যকরী হইবে না। এটিও প্রাইভেট ডাক্তারদের নিকট হইতে আনিয়া তাড়াতাড়ি দিতে পারিলে ভাল হয় আমারের মধ্যে একজন নেটীও আনিয়া দিলেন। ক্লিনিস ও যয়টী কার্য্যকরী হওয়ায় ও যথাসময়ে সংপ্রাপ্ত হওয়ায় ও কম্পাউণ্ডার বাবুর ও অন্যান্য ষ্টাফদের যথাযোগ্য সহযোগীতায় রোগীরা রোগ মুক্ত হইল। গরীব রোগীদের রোগমুক্তি আমারদের হেলথ্ সেণ্টারে এইভাবে হয়।

৩। গত ১১।৩।৭০ এ এ।৩টী কলেরা রোগী মাতৃপাড়ার প্রিকন্ধি চন্দ্র বিটের প্রায় ১০।১২ বৎসরের মেয়েকে বেলা প্রায় ৭।০টার সকালে ভর্ত্তি করা হয় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। ডাক্তারবাবু অত্যপর সেলাইন দেবার আয়োজন করেছেন। দেখলাম সেই পুরাতন ব্যবার মুক্ত মধ্য সেলাইন এশারেটানটী। বার ২ চেষ্টা করিয়াও কার্য্যকরী না হওয়ায় আমারের মধ্যে একজন অন্য এসারেটাস যয়টী তাড়াতাড়ি প্রাইভেট ডাক্তারদের নিকট আনিয়া দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহার উত্তর দেওয়াও অপমান বোধ করিয়া ঐ অজেজো যয়টিতেই সেলাইন দিতে লাগিলেন তাহাতে দেখা গেল এক বোতল সেলাইন দিতে ৫ পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিল। রোগীটির অবস্থা তখন চরমে পিয়াছে—মেয়েটি মারা গেল বেলা ৫টায়।

শাসনতান্ত্রিক দুষ্কৃতি ও উপদ্রবের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

একটি বিস্ময়কর ষড়যন্ত্রের কাহিনী

দুর্ভীর্কাল ধ'রে একটি ষড়যন্ত্র ব্যাপার চলেছে। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিরত করতে বহু চেষ্টা করেছি—দীর্ঘকাল ধ'রেই। কিন্তু অসাধু আমলা-গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও বিদেষবরায়ণতার জন্য প্রতিরত করার মূখ এসেও, ব্যাপারটির কিছুতেই প্রতিরত হচ্ছে না। এখন আবার দুর্নীতি দমনের নামে, স্বয়ং তি, ই, বি তরফ তুর হচ্ছে। ভাবটা যেন সততার অবতার শাসন-গোষ্টি কিছুতেই দুর্নী ত বরদাস্ত করবে না। কিন্তু-আসল তথ্যের পরিচয় দিলে দেখা যাবে—নির্লজ্জ শাসনময় কি রকম জালিয়াতির পথ অনুসরণ করতে পারে। এবং এই ব্যাপারে সমগ্র শাসনযন্ত্রটার মর্য্যাদাহীন আচরণের কী কদর্য্যতম পরিচয় ঘটেছে।

একটা বাঁধের ব্যবস্থা গ্রামবাসীরা হাতে নিলেন

এটা ১৯৬৮-৬৯ সালের ঘটনা। তখনো যুক্তফ্রন্ট তর নি। মানবাজার ২ নং ব্লক অর্থাৎ আমজোড়িয়ার অধীন ক'দীহিড়া গ্রামে পেঁড়কা বাঁধ সংস্কারের জন্য গ্রামবাসী চেষ্টা করেন। বি, আই স্কীম তা' মঞ্জুর হয়। স্থির হয়, গ্রামবাসী সবাই মিলে শ্রমদান ক'রে কাজ চালাবেন—কিন্তু সরকারের কাছ থেকে একজনকে দায়িত্ব নিতে হবে। সেজন্য আমাদের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীতরত মাতাতকে দায়ী শ্রীরাজিয়াম মাতাতকে পে মাষ্টার ক'তে হল, —গ্রামবাসীর অনুরোধে। তবে সকলে মিলেই কাজটার পরিচালনা করছিলেন।

সাপ অফিসারদের অধীনে ব্যাড গ্রামবাসীদের কাজ করতে হল

এই ক'দের কাজ মঞ্জুর হয়—১৯৬৪ সালে। কিন্তু তখন সঙ্গে সঙ্গে কাজটার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নি। ঐ মঞ্জুরীর পর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে লোক সেবক সংঘের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেশী সত্যাগ্রহ শক্তিসঞ্চিত হয়। মানবাজার ২ নং ব্লকের অর্থাৎ আমজোড়িয়ার বি-ডি-ওকে অনশনের বিরাট অভিযানের সম্মুখীন হ'তে হয়। সত্যাগ্রহীদের শক্তি দেখার জন্য বি-ডি-ও সত্যাগ্রহীদের বাড়ীতে বাড়ে ডাকাতের মত আক্রমণ করেন। এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সংঘ থেকে মামলা করা হয়। এবং মুক্তিতে বি-ডি-ওর বিরুদ্ধে কর্য্যাবলীর পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে সংঘ কর্মী শ্রীতরত মাতাত বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং কর্মীদের সঙ্গে বি-ডি-ওর সম্পর্ক কি ছিল সহজেই অনুমেয়—বিশেষ ক'রে শ্রীতরত মাতাত ও তার পরিবারবর্গের সঙ্গে।

তাঁদের নিজস্ব পাওনা তাঁরা দাবী করলেন

মঞ্জুরী যখন হ'য়ে গেছে—তখন বাঁধের কাজ আরম্ভ করতেই হবে। অনেক টালবাহানার পর ১০।৬।৬৯ তারিখে কাজ সুরু করার নির্দেশ আসে। প্রায় ৬৫ কুইউল গম পাওয়া যায়। তার কাজ চলতে থাকে। জুলাই এর প্রথম দিকে যখন প্রথম কন্তার এই সময়ে কাজ শেষ করার দিকে চলেছে সে সময়ে এ, টি, আই, এবং ওভারসিয়ার ক্ষীরীডিহা গ্রামে আসেন এবং বাঁধের পে-মাষ্টার ও তাঁর অন্যান্য সহকারীদের কাছে তাঁদের নিজস্ব পাওনার কথা তোলেন—তা দিতে বলেন। গ্রামবাসীরা বলেন যে, গ্রামের কল্যাণের জন্য তাঁরা সবাই মিলে কাজ করছেন—সুতরাং দাবীর কথা ওঠে না। আর এই অবাঞ্ছিত দাবীও সমর্থনযোগ্য নয়—বিধির বাধনে তাঁরা বদ্ধ হয়ে ফিরে যান। এই ঘটনার কথা ও সঙ্গে অনুষ্ঠিত অনুরূপ ঘটনার কথা গ্রামবাসী সম্প্রতি বললেন না; বহু আগেই জানিয়েছিলেন।

মাসের পর মাস যাচ্ছে—মাটীর মাপের সময় হচ্ছে না

এই ঘটনার পর ১৭ ৭।৬৯ তারিখে ঐ বাঁধের পে মাষ্টার বি-ডি ওকে প্রাপ্ত সময়ে কাজ শেষ করার বিশেষ চেষ্টা নেন এবং কাজের মাপ করার জন্য অনুরোধ জানান। সেখানে তখন প্রথম ভাগ চলা বন্ধ নামছে। তাড়াতাড়ি মাপ নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চুপ ক'রে থাকলেন। প্রথম ভাগ মাটির কাজ শেষ হ'য়ে যাবার সাড়ে পাঁচ মাস পরে ৩১।১২।৬৯ তারিখে ওভারসিয়ার গ্রামে এলেন এবং এসে পরিদর্শন বহিতে লিখলেন—অল্পের জন্য মাপ নয়—সুতরাং বাঁধের পাড় কেটে দেওয়া হোক—এই নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল—এবং বি, ডি, ও'র সঙ্গে ওভারসিয়ার ও এ, টি, আই ১৮।১।৭০ তারিখে আসবেন মাপ নেবার জন্য—তা' নোট বই-এ লেখা হল। বাঁধের পাড় কেটে জল বের করে দেওয়া হল কিন্তু ১৮।১।৭০ তারিখে অফিসার-প্রবরদের টিকি দেখা গেল না। বাঁধের জল অবর্থক ফেলে দেওয়া হ'ল—তক্তাগুলি খামখেয়ালী মতলববাজ অফিসারের সততাহীন নির্দেশের জন্য।

অবশেষে ৯ মাস পরে মাপ নেবার অভিনয়

ইতিমধ্যে আবার ৩০ কুইন্টল গম দেওয়া হল—বাঁধের পরবর্তী কাজের জন্য; কিন্তু বি, ডি, ও নির্দেশ দিলেন—নতুন কাজ বা ঐ গমের কাজ কিছুতেই করা চলবে না।

অবশেষে প্রতিশ্রুত ১৮।১।৭০ তারিখের ৯ মাস পরে ৩০-৪-৭০ তারিখে অর্থাৎ প্রথম কাজ শেষ হওয়ার ৯ মাস পরে এ, টি, আই ও ওভারসিয়ার গ্রামে এলেন—মাপ করতে। নাম মাত্র মাপ করলেন। বললেন—নির্দেশক অনেক কাজ হয় নি। মাপ ক'রে কি দেখলেন তা বললেন না' বা, লিখলেন না—পরিদর্শন বইটা নিয়ে চলে গেলেন।

পাইপ আনতে বলার আসল রহস্য যা ছিল

ঐ নোট বইএ তাঁরা এই নির্দেশও লিখেছিলেন যে, পাইপ আনবার জন্য যেন পে মাষ্টারেরা নীয় অফিসে যান। তাঁরা অফিসে গিয়ে বি-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করলেন। বি, ডি, ও বললেন—এ, টি, আই, এর সঙ্গে দেখা করুন। এ, টি, আই বললেন—তাঁরা এই সব কাজে যা পেতে আশা করেন—তা দিতে হবে। তাকে পে মাষ্টারেরা অস্বীকার করেন। বলেন যে, এই অজ্ঞাত জানী তাঁরা মানতে পারেন না। তাতে এ, টি, আই ভয় দেখান যে, এর ফল ভাল হবে না।

মস্তিষ্ক-পরিসাপ যন্ত্রে মাটির মাপের অঙ্ক বদল হতে লাগল

২৫-৬৭ তারিখে এ, টি, আই পরিদর্শন বইএ লিখে দিলেন যে, মাটির কাজ মাত্র ১ লক্ষ ৫ হাজার সি, এফ, টি হয়েছে। কিন্তু এই হিসাব যে বাস্তবতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় তুদিন পরেই বোঝা গেল। কারণ তুদিন পরেই বি, ডি, ও লিখলেন যে কাজ আরও কম হয়েছে—১ লক্ষ ৩ হাজার সি, এফ, টি মাত্র কাজ হয়েছে। অফিসে ব'সেই এই সব মাপ হচ্ছে বা মাপের ক্রম ফের হচ্ছে।

কিন্তু অফিসের মাপের কেরামতি তখনো শেষ হয় নি। বি-ডি-ও আবার ১৯-৫-৭০ তারিখে লিখলেন—কাজটা ১ লক্ষ ৪ হাজার সি-এফ-টি হয়েছে। সুতরাং দেখা গেল একবার ১১৪০৭৪, একবার ১০৮৫৬৯, আর একবার ১১৪৬০২ সি, এফ, টি দাঁড়াচ্ছে। হিসাব-বিশেষজ্ঞ অফিসারদের মস্তিষ্কের পরিমাপ যন্ত্রের কারসাজির এটা ভাল পরিচয়।

আরো মাটির কাজ হোল ঃ সরকারী ছুরভিসন্ধির প্রতিবাদ করা হোল

গ্রামবাসী বি, ডি, ও'কে বুঝিয়ে বললেন যে, ৯ মাস পরে মাপের সার্থকতা নেই। ও সব হিসাব অর্থহীন। তাঁদের হিসাবমত ৮৪ হাজার সি, এফ, টি ক্ষতিপূরণ তাঁরা কখনে পারবেন না। তবে গ্রামের তীর—জনস্বার্থের জিনিষ। সবাই মিলে ৯৭৮০০ সি, এফ, টির কাজ তাঁরা করলেন।

বি, ডি, ও-ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি ক'রে শ্রীতরত মাতাত লোক সেবক সংঘকে জানান। সংঘ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই সব উপদ্রবের প্রতিকারের জন্য যোগাযোগ করেন।

এক হাকিমের উপদ্রবের কর্তব্য আর এক হাকিম হাতে তুলে নিলেন

এই সব উপদ্রবের মূল নায়ক যে বি, ডি, ও ছিলেন—শ্রীসুবীল মুখার্জী তিনি এই সময়ে বহরী হলেন। শ্রীবারীন সরকার তাঁর জায়গায় এলেন। তিনি এসে ২৮।৭।৭০ তারিখে নির্দেশ দেন যে, বিতীয় কন্তায় যে ৩০ কুইউল গম দেওয়া হয়েছে—তা যেন তাঁর প্রেরিত লোকের হাতে ফেরৎ দেওয়া হয়। তাতে পে মাষ্টা রা বলেন যে, আমরা উর্দ্ধতন

Regd. No C—4290
Phone No—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

তর্ক্তপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা কহিছি। তাঁরা কি বলেন দেখেই আমরা পরে বিষয়ে কার্যাধারা নেব।

উপদ্রবের গৌরচন্দ্রিকা আসল মতলব 'মামলায়' পরিণত হোল

এই সব যে উপদ্রবের চেষ্টা তা ডিঃ রঞ্জিৎ তার আসল পরিণতি তর্ক পরিণত করল। মাজিস্ট্রাত্র কাজ নির্বিঘ্নে হয় নি, কি, কি, ওর পক্ষ থেকে এ অভিযোগ ক্রমে সে মাইরের নামে ৪০৯, এর মামলা করা হল—২৩।১০।৬৭ তারিখে। এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখে ১৫।১০ তারিখে সে মাইার ডি, নির্মে, এম, ডি, ওকে এক স্মারকলিপি দিলেন—ঐ অফিসারদের কুকীর্তি সব জানিয়ে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকেও ডি, সি এবং স্পেশাল ডি, আই, ওকে এবং আরো অন্যান্যকে স্মারকলিপি দেওয়া হল। তাতে ঐ সব অফিসারদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ-সমূহ পেশ করা হল। কারণ গ্রামবাসী বারম্বার জানিয়েছেন যে, শ্রীরাজিয়াম মাহাত নামে সে মাইার থাকলেও, গ্রামের বহু জনে বিনেই কাজ পরিচালনা করেছেন। এবং কাজে কোন গোলমাল বা কাজ কম তো হয়ই নি; বরং গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিষ বলে সরাই বিলে মাটিকাটার কাজ বেশী ক'রেই করেছেন। অথচ সবরে মান না করে—বিশেষ উদ্দেশ্য নিদ্ধি অন্ত ইচ্ছে ক'রেই মাল নিতে ৯ মান কেনী করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে—এক দিকে কিছু প্রাপ্তির চেষ্টা আর অন্যদিকে বিশেষ কারণে বিষের চরিত্রার্থ করা।

অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগে অফিসারেরা নীরব রইলেন!

সে মাইার, শ্রীরাজ মাহাত ও গ্রামবাসীরা অমাদেরও সব কথা জানানে। আমরা ডি, নি ; এম, ডি, ওকে বলায় যে, মনস্টার তদন্ত হওয়া উচিৎ। সে মাইার অন্যায় করে থাকলে তাও দেখুন আর অফিসারদের কার্যকর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে—তাও দেখুন। তাঁরা বললেন—মামলা যখন হয়েছে তখন দেখা যাক্, মামলায় কি টিকাতে। শ্রীগিরীন মাহাতও ডি, নি ও এম, ডি, ওকে এ বিষয়ে কয়েকবারই বলেন।

বি, ডি, ওর আনীত মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাতিল করে দিলেন

মামলা অগ্রসর হোল—পুলিশ বিভাগ কর্ত্তৃক প্রাথমিক তদন্তের কাজ শুরু হোল—মামলাকারক ও সি, বি, ডি, ওকে বারম্বার কাগজপত্র দেখাতে বললেন—কিন্তু মাসের মধ্যে তিনি কাগজপত্র দেখালেন না। এই মামলা সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট আমলেই হাজের হয়েছিল। তারই মধ্যে ঐ সব ব্যাপার চলছিল। ইতিমধ্যে ২১শে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট শাসন বাতিল ক'ল। যুক্তফ্রন্ট বিরোধী তথা লোক দেখক সংঘ বিরোধী শাসন যন্ত্র চলতে থাকলো। এই সময়েই মামলাকারকের ও, সি, মামলার তদন্তের প্রয়োজনে বি, ডি, ওর সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বি-ডি ও কোনো কাগজপত্র বা তাঁর অভিযোগ সাব্যস্ত করার পক্ষে কোনো প্রমাণ ও, সি'র কাছে রেখাতে পারলেন না। ও, সি ৩১।১।৬৮ তারিখে ফাইন্যাল রিপোর্ট দিলেন। অর্থাৎ মামলা চলতে পারে না। ১৫।২।৬৮ তারিখে সাব্ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ফাইন্যাল রিপোর্ট অনুমোদন করলেন। অবশেষে ২০।৩।৬৮ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়ে মামলা প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। ও, সি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন তিনি ১০ বার বি ডি ও'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন—কিন্তু বি ডি ও কোনো কাগজপত্রও পাঠালেন না বা কোনো অফিসারকেও পাঠালেন না।

৩০ কুইন্টাল গম পচতে লাগল—গ্রামবাসী নিজের খরচে আরো মাটি কাটালেন

ইতিমধ্যে ৪-৫-৬৮ তারিখে গ্রামবাসী আরো ২৬ হাজার ঘি, এফ টি মাটি কাটার কাজ সাধনের। কিন্তু ঘনীয় ফসল ২০।৪।৬৭ তারিখে দেওয়া ৩০ কুইন্টাল গম ঐদের হাতে থাকা সত্ত্বেও বি, ডি, ওর নিষেধে তা খরচ করা গেল না। ১ বছর পার হতে গেল—ঐ গম তখন স্যাঁত থেকে নষ্ট হ'তে লাগল। কিন্তু কাজে লাগানো হল না—বি, ডি, ওর দুর্নীতিমূলক চক্রান্তের জন্য। বাড়তি মাটি কাটার কাজ গ্রামবাসীরা নিজেরাই করলেন।

এস, ডি, ও তদন্তে গেলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দন্ডমুণ্ডি করলেন না—আবার মামলা দায়ের হল

এই অবস্থায় আমি এস, ডি, ওকে অনুরোধ করলাম—ভামতোড়িয়া গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে—বিশেষতঃ অফিসারদের কার্যকলাপ কি ছিল তা অনুধাবন করতে। তিনি ৩১।৫।৬৮ তারিখে ভামতোড়িয়া গেলেন। সঙ্গে শ্রী গিরিন মাহাতও গেলেন। এস, ডি, ও কোনো কিছু তদন্ত করলেন না। ৩০ কুইন্টাল গমেরও ব্যবস্থা করলেন না। অথচে হঠাৎ আবার ডি, দি নির্দেশে সে মাইরের নামে পুনরায় মামলা রুজুর করা হল। কেস অত্যন্ত দুর্বিষহ হলায়।

অবশেষে রাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া হল : লক্ষ প্রশাসক নীরব

৪।৪।৬৮ তারিখে আমি রাজ্যপালকে সমস্ত জানিয়ে চিঠি দিলাম। সে মাইরের পক্ষ থেকেও সমস্ত তথ্যাদি দিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া হ'ল। আমরা জানালাম যে, দুর্ভাগ্যবিশেষ-প্রণোদিত সরকারী কর্ম্মচারীদের কুকর্ম্ম চক্রান্ত ও উপদ্রবের এটি একটি অনবদ্য উদাহরণ। দীর্ঘকাল ধরে নিরপরাধ লোকের ওপর অবাধ অত্যাচার চলছে—কোনো প্রতিকার নেই বল্লে অত্যুক্তি হয় না। বি, ডি, ও এবং অন্য অফিসারদের দুর্নীতি ও অন্যায় উপদ্রব সম্পর্কে আমি রাজ্যপালকে যে সমস্ত কথা লিখলাম—তা দিয়ে রাজ্যপালকে জানানো যে, কাগজ পত্র থেকেই আমি অধিকাংশ অভিযোগ প্রমাণ করব—তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য থাকবে। আমি বহু সাক্ষীর নামও রাজ্যপালকে দিলাম। দুঃনিচিন্ত শ্রীবরমনীর দক্ষ প্রশাসক—দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত হাতে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম হোল। আমাদের আগের এই অভিযোগে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন। এদিকে সে মাইরের বিরুদ্ধে মামলার কাজ তদন্ত ও নানা হয়রানীর চেষ্টা চলতে লাগল।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী যুক্তিসঙ্গত দাবীতে মামলা তুলে নিতে বললেন

আবার যুক্তফ্রন্ট শাসনে এলো। সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমি সমস্ত বললাম। তাঁকে জানালাম যে, মামলা বহু ক'রে বিভাগীয় তদন্তে দেখুন—কে অন্যায় করেছে—কে অন্যায়ী। পরিবর্তন এই এসেছে প্রথম হয়েছে—৯ মাস পরে মাল নিয়ে মতিলয় সরকের। এই যেমন একটা বেআইনী উপদ্রব তেমনি এটা সাজিয়ে মামলার শাস্তিমূলক চূড়ান্ত নিদর্শন। মাটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে মাল করার সরকারী নির্দ্দেশ আছে। তা না ক'রে বিশেষ মতলবে এই সব মজুরা, গ্যাচিপ্রতি, উপদ্রব করা হয়েছে। সব তদন্ত করে যে দোষী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। মন্ত্রী বিশ্বনাথবাবু আমার কথার যৌক্তিকতা বুঝে মামলা প্রত্যাহারের আদেশ দিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হোল—আবার চক্রান্ত সুরু

আবার এলেন পরম যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল। আবার চক্রান্ত সুরু হোল। পুলিশ বিভাগের কাছ থেকে আমি নিজেই জানলাম যে, মন্ত্রপতি ডি, সি যিনি বিধায় নিচ্ছেন—তাঁরই বিশেষ চেষ্টায় ব্যাপারটা ডি, ই, বি পুলিশের হাতে দেওয়া হল। ডি, ই, বির পক্ষ থেকে তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে। ডি, ই, বির সহাংশে মামলাকারকের ও সি দে মাইারকে হয়রান করে তোড়জোড় করছেন শুনলাম।

রাজ্যপালের উপদেষ্টার কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পেলাম না

আমি ইতিমধ্যে বিষয় ১০।৮।৭০ তারিখে রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীএস, এম, বসুর সঙ্গে দেখা করি—যিনি মুখ্যসচিব ছিলেন। বিলিফ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ এঁর হাতে। জেলার ডিবিফ সিন্ডে অনেক অফিসার ও সরকারীদের সহযোগিতায় ও অবাধ দুর্নীতি ও লুঠের রাজত্ব কায়েম করতে আজ প্রয়াসী। সাধারণ মানুষের অভিযোগ না শুনতে ওঁরা দু হাতে কান বন্ধ ক'রে আছেন। মনে করছেন—অসহ মানুষের যা অপর দলের কথায় যদি কোনো কাজ করা হয়—তবে ঐ সব মানুষেরই প্রভাব বা বাহাদুরি হবে; কংগ্রেসের বাহাদুরির প্রশ্নই ওঠে হবে না। কিন্তু ওঁদের মনকে আনতে না যে, অনবরত কথায় অন্যায় কথার অন্যায়ের বা অভিযোগের প্রতিকার করলে কংগ্রেসেরই সুনাম হবে। কিন্তু যার রোগ নেই, তাকে বোঝাবে কে?

তৃতীয় শ্রেণীর বাহাদুরি ওরা শিখেছেন—দু' কংগ্রেসই

শাসন যন্ত্রে বসে মানুষের উপকার করলে, উদারতা প্রদর্শন করলে, বৈষম্যমূলক আচরণ না করলে যে শাসন শক্তিরই প্রভাবের ক্ষেত্র হয়—এটা ওঁদের মাথায় ঢোকে নি ওঁরা ২২ বছর ধ'রে জেনে এসেছেন যে,

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

শ্রীরাজমাহাত অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

৺গঙ্গা বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ক্ষুব্ধিত জাগ্রত প্রাণবান নিবেধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

সোমবার, ৩১শে আগষ্ট '৭০
১৪ই ভাদ্র ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

২রা অক্টোবরের স্মরণে



জন্ম শতবর্ষের প্রণাম

অবিলম্বে টি, আর, কৃষিঋণ, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা চাই

উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে সারা জেলায় আজ বিবিধ গুরুতর পরিস্থিতি

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বৃষ্টির অভাবে অনেকগুলি ব্লকের বহু অঞ্চলের চাষ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, অনেক জায়গায় বহু জমার (ভুট্টা) মরে গেল, বহু জায়গায় রোপন করা ধানের চারা মরতে বসেছে। চাষে কাজ নেই—হাহাকার উঠেছে। আশু ধানের ছবিও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। সারা জেলায় খাদ্যের অনটন গুরুতর। এখনো কি সরকার সচেতন হন নি?

ইতিহাসের এতদিধারেও কি কংগ্রেসের চেতনা হয় নি?

বধির মানুষ সবে শুনতে না পেলেও, খানিকটা বিশেষভাবে চেষ্টা করলে শুনতে পায়। জেলার গুরুতর অবস্থার প্রতিকার-প্রার্থনা আমাদের সকলের উচ্চরব এতদিনে বধির সরকারের কানে পৌঁছানো উচিত। যুক্তফ্রন্ট শাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, শাসক-কংগ্রেসগণ যে ভাবে ঘুলো ফেড়ে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা দেখছেন এবং প্রচেষ্টায় লেগেছেন তাতে গোড়ার দিকে মনে হচ্ছিল—অন্ততঃ বর্ষিণ্ণুতর বুদ্ধিতেও কংগ্রেস এখন শাসনের মাধ্যমে জনসাধারণ তথা কিছু করবেন। যে ইন্দিরা কিছু করছে—তাকে আগাগোড়া ভেঙ্গে ফেলে, তার জেরবের সমস্ত দোষার ভিত্তি ক'রে নেতার নির্ভুলিতা কংগ্রেসের হয়েছিল। ফলে পর পর বিগত কয়েকটি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রচণ্ড ভাবনা লাভ করেছেন। অন্যান্য বেশী হয়ম ঠেকে, সামান্য শিখেও, হয়তো ওঁদের হাবাহরণের কিছুটা পরিবর্তন হবে ভেবেছিলাম।

নিচ্ছিদ্র নির্ব্বুদ্ধিতার রোগে ওঁরা ভুগছেন

কিন্তু এখন দেখছি—নিচ্ছিদ্র নির্জ্জুদ্ধিতার রোগে ওঁরা ভুগছেন। ওঁদের হাবাহরণের একটুও পরিবর্তন হয় নি। আবার বিলিফের নামে সুই এবং চুবির ক্ষেত্র বিস্তারে ওরা উঠে পড়ে লেগেছেন; আবার অন্যদু অফিসার কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় ওরা অবাধ দুর্নীতি ও লুঠের রাজত্ব কায়েম করতে আজ প্রয়াসী। সাধারণ মানুষের অভিযোগ না শুনতে ওঁরা দু হাতে কান বন্ধ ক'রে আছেন। মনে করছেন—অসহ মানুষের যা অপর দলের কথায় যদি কোনো কাজ করা হয়—তবে ঐ সব মানুষেরই প্রভাব বা বাহাদুরি হবে; কংগ্রেসের বাহাদুরির প্রশ্নই ওঠে হবে না। কিন্তু ওঁদের মনকে আনতে না যে, অনবরত কথায় অন্যায় কথার অন্যায়ের বা অভিযোগের প্রতিকার করলে কংগ্রেসেরই সুনাম হবে। কিন্তু যার রোগ নেই, তাকে বোঝাবে কে?

তৃতীয় শ্রেণীর বাহাদুরি ওরা শিখেছেন—দু' কংগ্রেসই

শাসন যন্ত্রে বসে মানুষের উপকার করলে, উদারতা প্রদর্শন করলে, বৈষম্যমূলক আচরণ না করলে যে শাসন শক্তিরই প্রভাবের ক্ষেত্র হয়—এটা ওঁদের মাথায় ঢোকে নি ওঁরা ২২ বছর ধ'রে জেনে এসেছেন যে,

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

এখানা অনাহার মৃত্যু চলছে

এই সরকারের চরম অযোগ্যতার পরিচয়

আড়ষার বি, ডি, ও কয়েকজনের হত্যাকারী বলে আজ প্রমাণিত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

আমি ২৪।৯।৭০ তারিখে কেঁদলা গ্রামে গেছলাম। সেই সময়ে ঐ গ্রামবাসী আমাকে কয়েকজনের চরম খাদ্য ক'রে বিষয়ে জানান। আমি বি, ডি, ওকে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে তাদের জন্য জরুরী রিলিফ ব্যবস্থা ক'রে তাদের বাঁচাবার জন্য সাহায্য অনুরোধ করি। এখন ঐ প্রায় থেকে আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে আমার চিঠি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাবু বি, ডি, ওর কাছে দেখা করেছিলেন—তাদের তিনি সাহায্যের আশ্বাস না দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে উপহাস ক'রে বলেছিলেন—"অরুণ বাবু ওদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।" অনাহারের জন্য মানুষ মৃত্যুমুখে রয়েছে যখনই সংবাদ পেয়েছি—আমরা সর্বপ্রই তখনকার মত সামর্থিক আর্থিক বা খাদ্য সাহায্য করেছি—কিন্তু চারিদিকে অগণিত মরণোন্মুখ মানুষকে নিয়মিত খাদ্য বা অর্থ দিয়ে বাঁচাবার মত অর্থ সংগতি বা খাদ্য ভাণ্ডার আমাদের হাতে নেই—থাকতে পারে না। সরকারের হাতেই তা থাকে। অতে সামগ্রিক জোগান দিলেও, স্থানীয় ব্যবস্থার দ্বারাও সংকটের। সব জেনেও অভিশপ্তরা যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব সেখানে তাঁরা হত্যাকারী ছাড়া আর কি? যেখানে সরকার হৃদয়হীন,—যেখানে সাধারণ হৃদয় তার অভিশাপভুক্ত—সেখানে ঐ উভয় অপরাধেরই কিছু নয়।

কেঁদলা গ্রামের শ্রীটুটু মাহাতর অনাহার মৃত্যু

কেঁদলা গ্রামের শ্রীরামদাস মাহাত জানিয়েছেন যে, যে শ্রীটুটু মাহাতর সম্পর্কে আমার চিঠি নিয়ে তিনি বি, ডি, ওর কাছে গিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনে খালি হাতে ফিরে এসেছিলেন—সেই শ্রীটুটু মাহাত ২১।৮।৭০ তারিখে অনাহারে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে বয়স তাঁর ৬০ হয়েছিল। মারা যাবার শেষ সময় পর্য্যন্ত বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মাত্র তিন বিঘা জমি—তাও তিনি বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। আজও তাঁর সেই জমি অবাবুইকে শক্তিত রয়েছে।

কেঁদলার শ্রী মহাবীর গোস্বামীর অনাহার মৃত্যু

কেঁদলার শ্রীরামদাস মাহাত আরো একটি মর্ম্মান্তিক সংবাদ পাঠিয়েছেন। কেঁদলার শ্রীমহা গোস্বামীর বাড়ীতে ৩টি পোষ্য। বাস্তুভিটা ছাড়া জমি জমা কিছু নেই। একটি ছেলে পুরুলিয়ায় সামান্য বেতনে কাজ করে। এই পরিবারে মাত্র একজন কি, আর পান। আমি ২৪।৯।৭০ কেঁদলা গেলে অনেকেই বললেন—এবার কি, আর না বাড়লে এরা বাঁচবে

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

কেন্দ্র, রাজ্য ও পুরুলিয়া

গত ২৪শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের জন্য সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৭০-৭১ সালের জন্য রাজ্যের প্রকৃত তহবিল থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি টাকার ব্যয় মঞ্জুরী বিল গৃহীত হয়েছে।

এই তারিখেই ১লা অক্টোবর থেকে আরও ছয় মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭১ সনের মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালান যেতে পারবে।

কেন্দ্রের নির্দেশেই এখন পশ্চিমবঙ্গের সব কিছুই চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার যার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তিনি এই কয়েকদিন পূর্বেই কলিকাতায় এসে খারাসত হাসানাবাদের দিকে নবাগত বাস্তুহারাদের কাছে গিয়ে তাদের আশ্বাস দিয়ে, আবার দিল্লী ফিরে গেলেন।

প্রধান মন্ত্রী এই বাস্তুহারাদের ব্যাপারে এসে পশ্চিমবাংলার আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন। তাঁর মতে অথবা তিনি যা সংবাদ পেয়েছেন তাতে অশান্তি কিছু কমেছে বলেই তিনি মনে করছেন।

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কিছুদিন ধ'রেই যা চলেছে তা অনুধাবনের বিষয়। সি. পি আইর ভূমি দখল আন্দোলনে মারপিট খুন; সি. পি এম এর নেতৃত্বে দুর্গাপুরে শ্রমিক ধর্মঘট ও ধর্মঘটের দশ বার দিন পরে বিনাসূতে ভক্তাহার; বাংলা বন্ধের ডাক ও পরে তা প্রত্যাহার; প্রায় দু লক্ষ সরকারী নন-গেজেটেড কর্মচারীদের লাগাতার তিন দিন যাবত কর্মবিরতি; ২৬শে আগষ্ট থেকে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের কর্ম বিরতি; ৩১শে আগষ্ট তারিখে সি, পি, এম কর্তৃক শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে মহাকরণ ও রাজভবন ঘেরাওয়ের প্রস্তুতি ও তা বন্ধ করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষদের সমস্ত রকমের উপায় গ্রহণের প্রস্তুতি প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের জীবনকে উদ্বেল করে চলেছে। এগুলি হল— আইনী বা বে-আইনী হোক— হোমা, খুন ও সংঘর্ষবিহীন আন্দোলন।

আর একটিক চল নির্বিচারে খুন জখম ও হোমাবাজির প্লাবন। একে প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ, আধাসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর গ্রেণ্ডার, লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, গুলি ও মারপিটের অবাধ শৈব তাণ্ডব।

এ চল সরকারী পক্ষ ও বেসরকারী পক্ষের দ্বৈরথ সংগ্রাম। এ ছাড়া চলছে বিপ্লবী, অতিবিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে পারস্পরিক হনন ও প্রতিহনন। সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, ধার্মিক, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত, দলগত ও সমষ্টিগত যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন হিংসা ও অহিংসা অর্থাৎ ভায়োলেন্সই যখন উদ্দেশ্য লক্ষ্য বা আদর্শ সাধনের একমাত্র উপায় হিসাবে আচরিত ও ব্যবহৃত হয় তখন হিংসা ও অহিংসার রূপ দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে যে কি পর্যায়ে পৌছতে পারে তার ধারণা করাও কল্পনার অতীত হয়ে পড়ে। পশুর নৃশংসতা হচ্ছে পশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত কিন্তু মানুষের নৃশংসতা বিশেষ করে সভ্য, শিক্ষিত মানুষের হিংস্র নৃশংসতা যখন সচেতন ও পরিকল্পিত হয় তখন সেই নৃশংসতার হীনতা ও জঘন্যতা অনতিক্রমনীয় হয়। বাংলার সর্বক্ষেত্রে আজ এরই উৎসব চলেছে, এবং বাংলার তরুণ ও যুবশক্তির যে সৃজন প্রতিভা এই অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও যে কল্যাণ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে পারতো তা ধ্বংসপ্রবণ হয়ে নিজেদের ব্যষ্টির ও সমষ্টির অকল্যাণের পথই প্রশস্ত করে চলেছে। ধ্বংস মাত্রই অকল্যাণ নয় কিন্তু এ ধ্বংসের ধারার মধ্যে সৃষ্টির বীজ নিহিত নাই এ কেবল অকল্যাণেই পর্যাবসিত হবে।

সম্প্রতি পুরুলিয়া সহরে এবং মফঃস্বলেরও দু একটি জায়গায় পরপর কতকগুলি ঘটনা হয়ে গেল যেগুলিকে পুলিশ নক্সালপন্থীদের কাজ বলে অভিহিত করছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের তৎপরতাও বেড়েছে। কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় তালাবন্ধ— বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত। পুরুলিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও কি সেই রকম ভাবেই বন্ধ থাকবে? ১৯৯৮ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এই জেলার সীমিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেও পর্যুদস্ত করা হয়েছে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নির্মম আঘাতে— তাতে এই অতি পশ্চাৎপদ জেলার অতি সাধারণ গরীব, মধ্যবিত্ত, চাষী ও তৎসম ও তদ্ভব জনসাধারণের ক্ষতিই হয়েছে। আজ এই অসম ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যাই হোক না কেন যেটুকু শিক্ষা লাভের সুযোগ এখন স্থানীয় লোকের মধ্যে এসেছে তারও যদি কোন প্রজ্বলিত বহ্নিশিখায় ভস্মীভূত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে তা সমস্ত বিচারেই ক্ষতিকারকই হবে।

বি, দাসগুপ্ত

প্রধান মন্ত্রীর জরুরী সফরের মূল্য

এই জেলার জরুরী দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির মোকাবিলা (?) করার জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া জেলায় এসেছিলেন। পুরুলিয়ার প্রতিনিধিরা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন জরুরী পরিস্থিতি দেখবার জন্য ও তার প্রতিকারের জন্য। কিন্তু তাঁর এখানে আগমন যে ভীষণ জরুরী ব্যাপার রূপে দেখা দিয়েছে— তার পরিচয় দেবার জন্য কংগ্রেসের নেতাদের এবং কংগ্রেসের বহুভাজন একাধিক দলের নেতাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে জরুরী আবেদনের অভিনয়ের মহড়া দেওয়াও হয়। সুতরাং তখন বোঝা গেল— ভারতের প্রধান মন্ত্রী একটা অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জরুরী সফরে পুরুলিয়া আসছেন। অন্যান্য বড় বড় দেশের প্রধানমন্ত্রীর জরুরী সফরের এবং জরুরী পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ অভিমতের গভীর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সে সব দেশে এটা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের প্রধান মন্ত্রী অভিনয় করার মত লোক নন— তাঁর মত মানুষ জরুরী পরিস্থিতির জরুরীত্ব বুঝে যখন জরুরী কর্মতৎপরতায় অগ্রসর হয়েছেন— তখন সেটা নিশ্চয় আন্তরিক এবং বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ।

আমাদের দেশেও আমরা প্রধানমন্ত্রীর আসনের গুরুত্ব ও দায়িত্বের মূল্য নিজের নিজের নিশ্চয়ই উপলব্ধি করি এবং সেই মূল্য দিতে চাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীরা যদি নিজেরা নিজেদের কাজের দ্বারা অবিরত এই নজির সৃষ্টি করতে থাকেন যে, তারা জরুরী সফরের আবশ্য কালে জরুরীত্বের যে পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন— সে কেবল সংবাদ পত্রে তরঙ্গ তোলার জন্য— আসলে তা' অভিনয় মাত্র ছিল। এখন, দেখা যাক, আমাদের জেলায় প্রধান মন্ত্রীর জরুরী সফরের যে চাক্ষুষ পরিচয় আমরা পেয়েছি— তার মূল্য কি ছিল।

একটিক থেকে দেখলে,— আমাদের জেলায় প্রধান মন্ত্রীর সফরের মূল্য ভাল রকমই ছিল। শুনেছি— একদিনের

কয়েক ঘণ্টার সফরে নাকি দেশের জনগণকে রাজকোষের ভাণ্ডারের মারফত কয়েক লক্ষ টাকারই মূল্য দিতে হয়েছিল। তাছাড়া, জরুরী মূল্যের আর কিছু পরিচয় আমরা পাই নি. প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন যে, প্ল্যানিং কমিশনের কাছে লোক সেবক সংঘের স্মারকলিপি তিনি পাঠিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। প্ল্যানিং কমিশনও নীরব। হঠাৎ একটা গাছ থেকে কাক আর্তরবে উড়ে গেলে যেমন ধ্বংসা হয় যে, হয়তো কাছে পিঠে কোথাও ধনুকবাণ হাতে শিকারী অবতীর্ণ হয়েছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের চিনি শিল্পের একজন কার্যকর্তার চিঠি থেকে অনুমান করা গেল হয়তো প্ল্যানিং কমিশন একটু সামাজ নড়েছেন। কিন্তু এসব যাই হোক, একটা বিশাল দেশের মহিমান্বিত আসনে উপবিষ্ট একজন প্রধান মন্ত্রীর জরুরী সফরের পরিণতি এই হওয়া আদৌ উচিত হয়নি বলে মনে করি। কেন উচিত হয় নি তা' বলি।

জরুরী সফরে তিনি এসেছিলেন তাঁর সামনে দায়িত্ব ছিল— প্রথমতঃ সবচেয়ে দরিদ্র জেলার মর্ম্মান্তিক দুর্ভিক্ষের সময়ে সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থার প্রতিকার করা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সামনে দায়িত্ব ছিল বরাবর উপেক্ষিত, শোষিত, অর্দ্ধমৃত জেলার জন্য পায় অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবিলম্বে জরুরী ব্যবস্থা ধারায় পুনর্গঠিত করা। তিনি এখানে এসে জনগণের যে দুঃখজনক মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দশার চিত্র দেখলেন তা এই :— লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে খাদ্য নেই, কাজ নেই, জীবন নির্বাহের মত কোনো পুঁজি বা বিকল্প কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থা সত্ত্বেও, তাঁরই সরকারের অধীনে ত্রিলিফের কোনো ব্যবস্থা নেই— ছেলেখেলা ছাড়া, খামখেয়ালী ছাড়া, সুব্যবস্থিত কার্য্যধারা নেই। এই নিদারুণ পরিস্থিতির ফলে গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ দিনের পর দিন অনাহারে মরছে। দলে দলে লোক কাজ অভাবে, খাদ্যাভাবে জেলা ছেড়ে পালাচ্ছে। এক স্থায়ী শোচনীয় চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে, বিগত কয়েক বছরের অজন্মা ও অনটনের ভূমিকাপটে, আজ আবার নূতন জন্মাবহ দুর্ভিক্ষের সংকট আবির্ভূত। আর তারই নিষ্পেষণে চারিদিকে মর্ম্মান্তিক আর্তনাদ এবং হাহাকার।

প্রধানমন্ত্রী একজন নারী। মেয়েদের মনই বেশী রকম ভাবে করুণাপ্লুত এবং সহানুভূতিপূর্ণ হয়— সকল যুগের ধারণা। এই মাতৃমূর্ত্তি প্রধান মন্ত্রী আমাদের জেলায় এলেন। সব দেখলেন। কিন্তু রিলিফ বিষয়ে কোনো কিছু বর্দ্ধিত ব্যবস্থা করে গেলেন না। কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থার ধারা নির্দ্দীত ক'রে নিজের প্রশাসনীয় দক্ষতার কোনো পরিচয় দিয়ে গেলেন না। রিলিফের রাজত্বে ভূতের নৃত্যকেই তিনি আরো খানিকটা প্রেরণা দিয়ে গেলেন মাত্র।

আর যে জেলা দীর্ঘ কাল ধ'রে ধ্বস্তবিধ্বস্ত এক অর্থনৈতিক কাঠামোর চাপে নাভিশ্বাস তুলছে— যে জেলার রুক্ষ অনুর্ব্বর ভূমি বারম্বার অনাবৃষ্টির তাণ্ডবে পুড়ে ছাই হ'য়ে শস্যহীন হয়ে যাচ্ছে— সেই জেলার অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রধানতম উপায় যেখানে শক্তিশালী, দ্রুত, ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা সেখানে সেই সেচ ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর জরুরী সফরের পরদিন থেকেই যুদ্ধকালীন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং জরুরী ছিল। কিন্তু সেখানে তা কিছুই হোল না। প্রধান মন্ত্রী সংঘের স্মারকলিপি প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের পরম দায়িত্ব উদযাপন ক'রে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। একটা দেশের প্রধান মন্ত্রী যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হ'ন— তবু তিনি এক জরুরী অবস্থার জন্য জরুরী ব্যবস্থা করার ক্ষমতা বা মনোভার রাখবেন না এ এক অভাবনীয় কথা।

যুক্তফ্রন্ট শাসন ভেঙ্গে যাওয়ার পর কংগ্রেস বড় গলা ক'রে বলছেন— শাসনে তাঁদের ফিরে আসবার দাবী কি এবং কেন রয়েছে। বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ যুক্তফ্রন্টকে যাঁরা ভাঙ্গবার জন্য দায়ী হলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জনগণের নিশ্চয়ই বলবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই অবস্থার দৃষ্টিতে কংগ্রেসের আজ আবার জনগণের সমর্থন চাইবার নতুন কি দাবী দেখা দিয়েছে? তা' কি তাঁদের নেতৃবৃন্দ অভিনয় করতে পারেন ব'লে? তাঁদের প্রধান মন্ত্রী জরুরী সফরের নামে জনগণকে মূল্যহীন আশ্বাস দিতে পারেন বলে? দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে, সব জেনেও দুর্গত মানুষের জীবনের ভয়াবহ সংকটের তিনি চুপ ক'রে থাকতে পারেন বলে? ইতিহাসের এত শিক্ষা পেয়েও কংগ্রেসী দলবলেরা আবার ত্রিলিফের নামে লুট এবং চুরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'তে পারেন ব'লে? কিসের সুবাদে কংগ্রেস আবার পুরোনো তক্তা ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখছে— জিজ্ঞেস করি। চিরকাল ধোঁকা দিয়ে মানুষকে চালানো যাবে না। যদি কংগ্রেস জনগণের কাছে কোনো দাবী আজ রাখতে চায়— তাহলে তার হাতে যে শাসন রয়েছে— তার মধ্য দিয়ে তাকে তার দাবীর উপযুক্ত যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া সফরের অন্য যদি কোনো মূল্যও না দেওয়া দেয়— তবু তার এই মূল্য হবে যে, জনগণ তার আসল মূল্য উপলব্ধি করবে— এবং শাসনের নামে এই অভিনয় মূল্যের অবসানের জন্য জনগণ তার উচিত মূল্য দিতে অগ্রসর হবে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

স্থানীয় সংবাদ

নিস্তারিণী কলেজে নক্সালপন্থীদের তুর্ঘাঘাত হামলা

গত ২৮শে আগষ্ট কয়েকজন নক্সালপন্থী যুবক স্থানীয় নিস্তারিণী কলেজে তুর্ঘাঘাত হামলা করে। প্রকাশ, কলেজের প্রিন্সিপ্যালের অফিস তল্লাস করার পর যে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দেওয়া হয়—তা প্রত্যাহৃত হওয়ার সুযোগে নক্সালপন্থীরা দেদিন ছাত্রীদের নিয়ে কলেজের বাসটি কলেজে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে দেড়শ ঢেলে বাসটিতে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে এবং পানিয়ে যাবার সময় তারা একটি বোমাও ফাটিয়ে যায়। কিন্তু ছাত্রীরা কো-ও প্রকার ভীতি ও শঙ্কা না হয়ে শুঙ্খলাপূর্ণভাবে নিজেদের বই খাতা নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ে এবং অধ্যাপক ছাত্রী, অধ্যাপিকা, অধ্যাপক প্রভৃতি সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বাসটি কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবার পূর্বেই আগু নির্ব্বাপিত করা হয়। কলেজে স্বাভাবিকভাবে ক্লাশ হচ্ছে এবং ছাত্রীরা ক্লাশে যথারীতি যোগদান করছে।

ঐ ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পেয়ে কলেজের গভর্নিং বডির সম্পাদক ও সদস্যরা নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এই ঘটনার পর জেলুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে কলেজে পুনরায় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই সূত্রে শুকাশ, নক্সালপন্থী যুবকেরা পালাবার সময় নাকি কলেজের বাস, লাইব্রেরী এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরী পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবে বলে শাসিয়ে যায়।

(দেখাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

অবিলম্বে টি, আর, কৃষিঋণ, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা চাই

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শাসনে ব'সে শঠতা, চক্রান্ত, উপদ্রব, লুট করেই লোকে বাহাদুর মনে করবে। ইতিহাসের এত শিক্ষার পরও ওরা বললাম নি না ইন্দিরাজীর কংগ্রেস, না, নিজলিঙ্গাপ্পাজীর কংগ্রেস। ফলে, আজ রিলিফের নামে বহু টাকার বরাদ্দ ক'রেও বা আশ্বাস দিয়েও, রিলিফের টাকা নিয়ে কংগ্রেসী রাজনীতির খেলা ও লুট চলেছে। (এই জেলায় আবার এমন ব্যাপারী রাজনীতিকেরা আছেন যাঁরা নবকংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্বের আশায় রিলিফের নামে কংগ্রেসী লুটের কাজকে সমর্থন করতেও দ্বিধা করেন না !!)

কংগ্রেসের ভাল সার্কারের —জেলা ও রাজ্য অফিসারবৃন্দ

যে ভি, সি এই জেলা থেকে সম্প্রতি বিদায় নিলেন—কংগ্রেস তাঁকে ভাল সার্কারের পেয়েছিলেন। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেওয়ার বড়যন্ত্রে তিনি উপযুক্ত সহায়ক ছিলেন—আর্ত মানুষের সেবার কাজকে নানাভাবে বানচাল করার কাজে তিনি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। এর জন্য তিনি উর্দ্ধতন অফিসারদের কাছ থেকে আমারেরই সামনে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তা মুক্তিতে আগেই লিখেছি। তবে আমরা জানি, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তিরস্কার কোন দেখানো ছিল। রাজ্যপাল, তদানীন্তন কমিশনার প্রভৃতি উর্দ্ধতন অফিসারেরা বিলিফ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে অনেক রকম যে সমস্ত চালাকি করেছেন—সে সবের কথাও আমরা ইতি-পূর্ব্বে কয়েকবারই মুক্তিতে লিখেছি।

তবু আমরা এঁদের কাজ থেকে মানব চার স্পর্শ পেতে আশা করি

আমরা জানি, এদের চাকরী করতে হয় শাসনকারী রাজনীতিক দের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কিন্তু তা হ'লেও কি এমন ভাবে নিজের বিবেককে সঞ্জিত রাখতে হবে যে, আর্ত মানুষের চরম দুঃখেও, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের মানবতার সহজ প্রকাশটুকুও দেখা যাবে না? বিকৃত শাসন কাঠামোর মধ্যেও বিপন্ন মানুষকে সহায়তা দিতে আন্তরিক চেষ্টা না ক'রে, তখনও কি তাঁরা শাসনের বশম্বদ রূপে আর্তমানবতার সঙ্গে দুঃখজনক যড়যন্ত্র এবং পরিহাস করবেন? এঁরা শিক্ষিত মানুষ ব'লে পরিচিত। এঁদের কাছ থেকে কি বিপন্ন আর্ত মানুষ ভদ্র, সততাপূর্ণ, আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শ পাবেন না? আমারের জেলার মানুষের এই চরম দুঃখের দিনে আমরা এঁদের কাছ থেকে মানবতাপূর্ণ আচরণ পেতে নিশ্চয়ই আশা করছি।

মুক্তিতে খবর প্রকাশ করি কার জন্য এবং কেন?

দুর্ভিক্ষে অনাহার মৃত্যু, অনাবৃষ্টির সংকট প্রভৃতির সংবাদ আমরা প্রতিনিয়ত যে প্রকম করি, তা শুধু সংবাদ পত্রে সংবাদ প্রকাশ করতে হয়— তার জন্যই নয়, বা নিশ্চিন্ত আরামে মানুষ ব'লে মানবজীবনের বিচিত্র কাহিনী প'ড়ে আনন্দ উপভোগ করবেন তারও জন্যে নয়। আমরা এসব সংবাদ প্রকাশ করি যেজন্য তা এই :—

(১) স্বাধীন জীবনের মধ্যে থেকেও যারা এই বঞ্চনা, দুঃখ, নিদারুণ ভোগ করছেন তাঁরা যাতে উপলব্ধি করতে পারেন যে এই দুঃখ ভোগ করাই আমারের নিয়তি, তা নয়। তারা যেন বোঝেন—আমার যা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার থেকে আমরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছি। যারা আমারের বঞ্চিত করছে তারা অনশক। নীরবে এই অবিচার সহ্য করা আমারের উচিত নয়—প্রতিকারের জন্য জাগতে হবে, লড়তে হবে, অধিকার আদায় করতে হবে। এবং তা শুধু নিজের নয়—অপরের অধিকারও রাখতে হবে।

(২) যে সমস্ত মানুষ কোনো বঞ্চনা বা শোষণে তৎকালে সাক্ষাৎ-ভাবে শোষিত বঞ্চিত হচ্ছেন না—সেই সব মানুষও যেন উপলব্ধি করেন যে, বঞ্চিত মানুষের রক্ষা ও অধিকারের জন্য তাঁদেরও কর্তব্য আছে—কর্তব্য হিসাবে এবং সমগ্রভাবে সকলের স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিতেও।

(৩) যে সব সাধারণ মানুষ দেশের প্রকৃতিদের, শোষকদের সহায়তা দিয়ে কিছু লাভ করছেন—দুঃখের দিনে সামগ্রিক সুযোগ আদায় করা অত্যন্ত গ্লানীর বিষয়; সমগ্রভাবে নিজেদের বিনাশের পথ তৈরীতেই তারা সাহায্য দিচ্ছেন। তাঁদেরও আজকেরা আজ বিশেষ দরকার।

(৪) আর আমারের সংবাদ প্রকাশের আর একটি বড় উদ্দেশ্য এই যে, দেশের শাসনময় যাতে জনজীবনের পরিস্থিতি, জনগণের সংকট ভাল ভাবে বোঝেন এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা করেন। এই শাসনময় বলতে কেবলমাত্র একেবারে উর্দ্ধতম স্তরের শাসন কর্তৃপক্ষকেই বলছি তা নয়— সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার অধস্তন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কথাও এখানে বলছি। এইসব খবরের ভেতর দিয়ে তারা সকলেই সজাগ হোন—এই আমারের বক্তব্যের লক্ষ্য থাকে।

শাসনযন্ত্রে ব'সে যে মনোভাব রাখা অত্যন্ত দরকার

যদি তাঁদের মনে এমন বাধবাধ হয় যে, ভুল সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বা অন্যায় কিছু লেখা হয়েছে এবং তারা যদি প্রকাশ্যে তা প্রতিবাদ করতে শাসনতান্ত্রিক নির্দ্দেশাত অনুবিধের মধ্যে থাকেন –তাহলে তাঁরা আমারের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে দেখাতে চেষ্টা করুন—কোথায় কি ভুল বা অন্যায় হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা যা লিখি তা ভুল বা অন্যায় দেখাবার ক্ষমতা তাঁদের থাকে না—কারণ আমরা ভুল বা অন্যায় লিখি না। কিন্তু আমরা যা সত্য লিখি—সেই সত্যকে স্বীকার ক'রে সংশোধন করার মত হৃদয়ের প্রসারতাও তাঁদের থাকে না ব'লে তাঁরা বিদ্বক্ত চিত্তে চুপ ক'রে থাকেন। শাসনতান্ত্রিক জীবনে এই মানসিক পরিস্থিতি আদৌ কাজের নয়—একে বদলাতে হবে এই আমারের প্রচেষ্টা এবং অনুরোধ। জনসাধারণের অভিযোগ সহজভাবে শোনার, বোঝার, দেখার এবং প্রতিকারের মনোভাব রাখতে হবে। না হলে শাসনময় ব্যর্থ।

অনাবৃষ্টির তাণ্ডবের আরো যে সংবাদ এসেছে

আমরা মুক্তিতে বারবার লিখেছি—ও লিখছি যে, বহু ব্লকে কম বৃষ্টির জন্য নিদারুণ পরিস্থিতি ঘটেছে। এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সে বিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষ উদাসীন। এ সম্পর্কে মুক্তিতে আমরা অবস্থার পরিচয় দিয়েছি - এবং এর প্রমাণও বহু আছে। সে সবের মধ্যে যাচ্ছি না। এখন তাঁরা অবস্থা বুঝুন—এই আমারের কাম্য। অনেক ব্লকের অনেক অঞ্চলের কথা লিখেছি। এ সম্পর্কে আরো যা সংবাদ পেয়েছি তা এই :—

মানবাজার ব্লকের সংবাদ

আমারের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাহাত যা জানিয়েছেন তা এই :—

মানবাজার ১ নং ব্লকের বামনি-মাঝিহিড়া অঞ্চলে যেমন এক বারেই চাষ হয়নি, সেইরকম জিতুহুড়ি অঞ্চল ও গোপালনগর অঞ্চলেও চাষ বিশেষ কিছু হয়নি। জিতুহুড়ি অঞ্চল পুরুলিয়া মানবাজার পাকা রাস্তার ধারে। তাঁরা বাসে যাতায়াত করেন তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই দেখতে পান রাস্তার দু' পাশেই সমস্ত জমি বহুদূর পর্য্যন্ত পতিত পড়ে আছে। কেবল চাবাগাছুয়নি দেখতে পাবেন। এই জিতুহুড়ি অঞ্চলের সিন্দুরপুর, কাঁসলাগোড়া, দাঁড়িঘুটু গ্রামগুলি পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর। কিন্তু সেখানেও বহাল জমিতেও চাষ হয়নি। জিতুহুড়ি গ্রামটি মানবাজার থানার সবচেয়ে বড় গ্রাম। প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) লোকের বাস। গত বৎসরও এখানে ধান কিছুই হয়নি। আর এ বৎসর মাত্র গ্রামের উত্তরদিকে কিছু বহাল জমিতে চাষ হয়েছে। বাঁধের নিচের বহাল অধিও পতিত পড়ে আছে। গোপালনগর অঞ্চলেও এখানে বহু বাইর, কানালি ও বহাল জমি পতিত রয়েছে। মনদাপুজার পর কিছু জল হওয়ায় কিছু চাষ হয়েছে : গোপালনগর অঞ্চলের মেচ্যাদা গ্রামে বহু ভাল জমি পতিত আছে। এমনকি বড় বাঁধের নিচে কানালি ও বহাল জমিও পতিত আছে। এবার আর জল হলেও ধান হবে না। কিছু জোনাব হয়েছে। যাদের জোনাব হয়েছে তারা তিন বেলা জোনাব খেয়ে আছে। সরকারের তরফ থেকে কোন কাজ নেই। জি, আর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমারজেন্সী জি, আর একেবারেই বন্ধ। লোকের অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেদের বেতন দিতে না পারায় স্কুল থেকে বের ক'রে দিচ্ছে। বহু ছেলের নাম কেটে দিয়েছে। ঐ অঞ্চলগুলিতে সংকাটী সাহায্য অবিলম্বে না দিলে বহু লোকে না খেয়ে মারা যাবে।

জিতুহুড়ি অঞ্চলের এই অবস্থা লিখিতভাবে সরকারকে বহু জানান হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা দূরে থাক—রাদ্বিবলি কোনো অফিসার তদন্তে পর্য্যন্ত আসেন নি। অথচ এই গ্রাম ও অঞ্চল পাকা রাস্তার ধারেই।" (২৮-৮-৭০)

বান্দোয়ান থানার অবস্থা

আমারের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীঅটল চন্দ্র মাহাত যা জানিয়েছেন তা এই:

"এই ব্লকে তিনটি অঞ্চল অনাবৃষ্টিতে অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছে—(১) তুমুডি, (২) গুড়ুবু, (৩) বান্দোয়ান। টাকায় মাত্র চার আনা চাষ হয়েছে। এই চাষও আবার সবটা বৃষ্টির জলে হয় নি। অধিকাংশ চাষ বাঁধের পাঁটান জলে সম্ভব করতে হয়েছে। কি ভয়াবহ অবস্থা এতেই অনুমান হবে। এই অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টির অভাবে জোনারও হয় নি। এই সময়ে কোনো রকমে বাঁচাব থাকটিও মানুষের হাতে নেই।

সমগ্র বান্দোয়ান থানার খাদ্য পরিস্থিতি দিনের পর দিন চরম অবনতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বান্দোয়ান থানার বটি অঞ্চলে যদিও কিছু কিছু ধান্য কোলন করা হয়েছে—কিন্তু ঐ বাকি তিনটি অঞ্চলে চাষ একেবারেই হয় নি বললেই চলে। যা কোলন করা হয়েছে তাও আজ জলাভাবে নষ্ট হ'তে বসেছে। মাটি শুকিয়ে ফেটে যাচ্ছে; যানে বিভিন্ন ধরণের রোগও দেখা দিচ্ছে।

বাইর, কানালী জমি একেবারে অনাবাদী অবস্থায় প'ড়ে আছে। চারাগুলি রোদের তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে। বর্ষা হলেও ঐ চারাগুলির আর আর ধান পাওয়া যাবে না। সময়ও পার হ'য়ে গেল। জোনার যা হয়েছিল, তাও শেষ হয়ে গেছে। জলাভাবে সেচুনিও ৬০ ৭০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। যে ক'টি জোনার ছিল—না পাওয়াতেই পেটের জ্বালার কাজের সাহায্যে ধানগুলি ছাড়িয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আজ গ্রামে ঘরে কোন কাজ নেই; সরকারীও কোন কাজ নেই। সরকারীও কোন সাহায্যও নেই, এমতাবস্থায় মানুষ আজ চরম অন্নসংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। থানার কয়েকজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি এই বিষয়ে থানার বি, ডি, ও কাছে গতরাতি বাড়াবাড়ি, টি, আর এর মাধ্যমে কাজ খোলবার আবেদন করেছিলেন। বি, ডি, ও বলেন প্রস্তাব ডি, সিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, উনি যা নির্দ্দেশ দেবেন সেইভাবে কাজ হবে।" আজ এই-ভাবে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সেইজন্য সরকারের কাছে অনুরোধ— অবিলম্বে তাঁরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে সক্রিয় উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করেন।" (২৮-৮-৭০)

বরাবাজার থানার সংবাদ

যে সব থানা অনাবৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—বরাবাজার থানা তার মধ্যে অন্যতম। বরাবাজার ব্লকে চারটি অঞ্চল অনাবৃষ্টিতে অত্যন্ত বিপন্ন—(১) বাঁশবেড়া (২) বেড়াবা (৩) তুমডাশোল (৪) বরাবাজার। এই শেষ অঞ্চলে চাষ ওঠাবার চেষ্টা করছে। বাঁধের জল, পাম্প প্রভৃতির থাকায় কিছু চাষ উঠেছে।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

স্থানীয় সংবাদ

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ তাঁদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে মিছিল সহকারে পত্রিকা করে অফি নির্বাহন পূর্বক সমবেত হয়ে জনসভা করেন। বে-আইনী ছাঁটাই বন্ধ; প্রমিক হরে স্বীকৃতি; বেতনের স্কেল প্রভৃতি দাবী জানিয়ে তাঁরা স্লোগান দেন।

এ্যাসোসিয়েশনের নিম্নস্থ দাবী হোল—

১। চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান এবং বেতনের স্কেল নির্দ্ধারণ;

২। বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড;

৩ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা;

৪। দুর্গাপুরা সম্পর্কিত বীমার ব্যবস্থা।

প্রকাশ, লোকসভার বর্ত্তমান অধিবেশনে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-দের প্রমিক সম্পর্ক স্বীকৃতিদানের বিলটি পেশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সমগ্র ভারতে প্রায় ২৩০০ স্বদেশী ও বিদেশী ঔষধের কারখানার প্রায় ১৫০০০ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে এঁদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন।

কমলা টিকী হাউদে নক্সালী হামলা

প্রকাশ, গত ২৩শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় কয়েকজন নক্সাল-পন্থী যুবক কমলা টিকীর জোতদার অপারেটারের গৃহ হতে নিকট সেটল ভেলে সিনেমা গৃহ আর সংযোগের চেষ্টা করে। আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাবার সময় তারা নাকি "চারু মজুমদার জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে থাকে।

আরও প্রকাশ সিনেমা হলের কর্ণধারীরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং সিনেমা গৃহের কোনও ক্ষতি হয় নি।

এখনো অনাহার মৃত্যু চলেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

না। আমি বি, ডি ওকে চিঠি দিলাম—এই পরিবারে আর একজনকে ডি, আর দিতে—এক্ষেত্রেও বি, ডি, ও কাছ থেকে সেই উপরোক্ত এসেছি"। সাহায্যটুকু 'মলল না। সম্প্রতি ১৪।৮।৭০ তারিখে ঐ পরিবারের যুবক ছেলে শ্রীবরাণীর মোথারী অনাহারের তাড়নায় মারা গেল—২৪ বছর বয়সে। এই খুনের জন্য দায়ী কে? আপনারের সকলের কাছ থেকেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর নিশ্চয়ই আসবে যে, —সে আমারী বি, ডি, ও।

শ্রীরামপদ মাহাত আড়ষা থানার আরো দুটি অনাহার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন। তা এই—

ঝুঁকিকা গ্রামের শ্রীরাম ডোমের অনাহার মৃত্যু

আড়ষা থানার ঝুঁকিকা শ্রীরাম ডোম ১৫।৭।৭০ তারিখে অনাহারে মারা গেলেন। বয়স ৬৬ হয়েছিল; সংসারে একাকী ছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল ছিল।

ভেঁরাসী গ্রামের শ্রীগঙ্গেশ্বর মাহালীর ৩য় পুত্রের অনাহার মৃত্যু

আড়ষা থানার ভেঁরাসী গ্রামের শ্রীগঙ্গেশ্বর মাহালীর পরিবারে ৮ জন লোক। জমি ২।৩ বিঘা। বাঁধের কাজ ক'রে জীবিকা চালানর চেষ্টা চলে। ১ জন মাত্র জি, আর পায়। সমস্ত পরিবারটি অন্নকষ্টে বিপর্য্যস্ত। তার মধ্যে ১৪ বছরের ছেলেটি অনাহার সহ্য করতে না পেরে গত ১৪।৮।৭০ তারিখে মারা গেল।

ভুরসা গ্রামের শ্রীমতী বানু বিবির অনাহার মৃত্যু

আড়ষা থানার বেলজি অঞ্চলের প্রধান শ্রীসফুর কুমার গরাই জানাচ্ছেন যে ভুরসা গ্রামের অমুল কাণ্ডী, দেখ বেরাশ, মামুদ হক কাণ্ডী, এলাকীন কাণ্ডীর প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতে উনি ঐ গ্রামে তদন্ত করে জানেন যে, শ্রীযুক্ত দেখের স্ত্রী শ্রীমতী বানু বিবি অনাহারে মারা গেছেন; ঘটনা সত্য। বয়স ৪৫ বৎসর হয়েছিল।

ভুরসা গ্রামের শ্রীমতী চুড়া বিবির অনাহার মৃত্যু

উপরোক্ত প্রধান ঐ গ্রামে জানিয়েছেন যে, ভুরসা গ্রামে তিনি তদন্তে গিয়ে জানেন যে, শ্রীকমাল সেখের স্ত্রী শ্রীমতী চুড়া বিবি অনাহারে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে বয়স ছিল ৬০ বৎসর।

যে সব পরিবারের কথা লিখলাম—তাঁরা একা আরো অনেকে আজ অন্নকষ্টে অত্যন্ত বিপন্ন। কিন্তু এই শাসনের কাছে প্রতিকার আশা করা বৃথা। শাসন অর্থে গ্লানি কি রকম চরম রূপ নিলে একটা সরকারের চোখের সামনে দিনের পর দিন অবাধে অনাহার মৃত্যু ঘটতে থাকে—এ সব তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই অভিযোগের উত্তরে অন্যান্য গুরুত্বহীন সরকারের কি জবাব দেবার আছে জিজ্ঞাসা করি।

ভারতীয় সংবাদ

কেরালায় জোড়া বলদ প্রতীকহীন নির্ব্বাচন

শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসকে কেরলের আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সংরক্ষিত প্রতীক "জোয়াল টাঁনে জোড়া বলদ" ছাড়াই লড়তে হবে। এই প্রতীকটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম সংরক্ষিত—কিন্তু বর্তমানে মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনারের আদালতে প্রতীক মামলার নিষ্পত্তি না হলে শাসক কংগ্রেস অথবা সংগঠন কংগ্রেস কোনও পক্ষই এই সংরক্ষিত প্রতীক পাবেন না।

ইউরোপের কনস্তেন্তগুলিতে ভারতীয় মেয়ে ক্রয়

ইউরোপের কনস্তেন্তগুলি সন্ন্যাসিনীর অভাবে দুর করার জন্য কেরলের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ১২০০ ভারতীয় মেয়ে ক্রয় করেছে বলে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ কলমের সান্ড্রে টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আরও প্রকাশ ৭২০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৫৪০৲ টাকা দিয়ে এই একজন সন্ন্যাসীনীকে কেনা হয়।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মানীর কনভেন্টগুলি এই সন্ন্যাসিনী আমদানীর ব্যবসায়ে লিপ্ত। এরা সব চাকরীর অভাবে মেয়ে—এদের উচ্চতর ও মর্য্যাদ জীবনের আশা ও নির্দ্দেশ জগতের অগোচরে অবিবাহ আখ্যান দিয়ে বিদেশে পাঠানো হত।

নয়া দিল্লীর বিড়লা বাড়ি সরকারী দখলের প্রশ্ন

হাজারীবাগ গৃহ-নির্ম্মাণ মন্ত্রী শ্রীকে, কে, শাহ ঘোষণা করেন যে, নয়া দিল্লীর বিড়লা বাড়ী—যেখানে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল—সেই বাড়ীটি কেন্দ্রীয় সরকার দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে বাড়ীটি হস্তান্তর করার প্রশ্নে বিড়লারা পূর্ব্বে যে সর্ত্তে রাজী হয়েছিলেন—তা এখন গ্রহণ না করায় সরকার বাড়ীটি দখল করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। গৃহ নির্ম্মাণ ও পূর্ত্ত দপ্তরের ডাইরেক্টর শ্রীনরিমন ঘোষ আভাস দিয়েছিলেন যে—বিড়লা ভবন দখল করার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৮ লক্ষ টাকা লাগতে পারে। শ্রীঘোষ আরও জানান যে ভবনটি হস্তান্তরের প্রশ্নে বিড়লারা যে সব সর্ত আরোপ করেন সেইগুলির মধ্যে ছিল—(ক) ভবনটির নাম পরিবর্ত্তন করা চলবে না; (১) বিড়লা ভবনের নিকট সম-পরিমাণ জমি বিড়লাদের দিতে হবে এবং (গ) মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসংরক্ষণে যদি কোনও কমিটি গঠিত হয়—তবে সেই কমিটিতে বিড়লা পরিবারের একজন প্রতিনিধিকে সদস্যভুক্ত গ্রহণ করতে হবে।

কেরলে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন

কেরলে অজগজৈকালীন নির্ব্বাচনের রাজ্য বিধান সভার ১৩৩টি আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করার শেষ তারিখ ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৯৭০টি মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়।

মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে কংগ্রেসটি মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার হওয়ার পর মোট ৯৮০ জন প্রার্থী আগামী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিগত বিধান সভার যে ১৪টি দল ছিল—সেই সব কটি দলই এবারের নির্ব্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে সি-পি- আই পরিচালিত মিনিফ্রন্টে রয়েছে আর এস-পি ও মুসলীম লীগ; আর সি-পি এম পরিচালিত ফ্রন্টে এস, এস, পি; আই-এন-পি, কে-এস-পি ও কে-টি-পি কটিও রয়েছেন। মিনিফ্রন্ট ৭৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে—তার মধ্যে সি-পি-আই এর আসন সংখ্যা হোল—৯৫টি। সি-পি-এম পরিচালিত ফ্রন্ট মোট ৯৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তার মধ্যে সি, পি, এমের আসন সংখ্যা হোল ৯৬টি।

কেরল কংগ্রেস শেষ মুহূর্ত্তে মিনিফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। শাসক কংগ্রেস ৩৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এবারের নির্ব্বাচনে ত্রিমুখী নূতন দল—ডি এস, কে; জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কর্ণাটক সমিতি এইবার কোনও ফ্রন্টের সহিত যা করে একাকী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গত বিধান সভায় এই কলহ ২ জন সদস্য ছিল।

উড়িষ্যা মন্ত্রীসভার সঙ্কট

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমায়, এন সিংহদেও সাংবাদিকদের মুখোমুখি সঙ্গে বলেন যে উড়িষ্যার স্বতন্ত্র দল কংগ্রেস মন্ত্রী সভায় কোন সহট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা নেই এবং আগামী ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত এই মন্ত্রীসভা বহাল থাকবে। মন্ত্রীসভার অন্যতম শরিক জন-কংগ্রেস অবিলম্বে অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনের জন্য যে দাবী জানিয়েছিলেন—সে দাবীর অযৌক্তিকতা ও অবাস্তবতা তাঁর দল জনকংগ্রেসকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শাসক কংগ্রেস ঘোরী উড়িয়া মন্ত্রীসভায় সংকট সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা করছিল—তাও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংহদেও উড়িষ্যার দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবীর পুনরুল্লেখ করেন এবং বলেন কাঁচা মাল সরবরাহ এবং অর্থনৈতিক ও কারিগরী সুযোগ সুবিধার দৃষ্টিতে ইস্পাত কারখানা স্থাপনা সম্পর্কে উড়িষ্যা আদর্শ স্থান পাবে।

ধর্ম্মঘট সংবাদ

সরকারী কর্ম্মচারীদের তিনদিনের ধর্ম্মঘট সম্প্রাপ্ত

ধর্ম্মঘটের সাফল্য সম্পর্কে সরকার ও কর্মচারীদের বিপরীত দাবী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে সরকারী কর্ম্মচারীদের তিনদিনের ব্যাপক সংঘর্ষ ও অশান্তির আশংকা সরকার করেছিলেন, বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি।

সরকার পক্ষ ও ধর্ম্মঘটবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতে ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হয়েছে—অর্থাৎ আংশিক হয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের কোঅর্ডিনেশন কমিটির মতে ধর্ম্মঘট পুরোপুরি সফল হয়েছে। উভয়পক্ষের এই পরস্পর বিরোধী দাবীর বাইরে সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী কোলকাতা, শহরতলী এবং কয়েকটি জেলা শহরে প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি অচল হয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও কুচবিহার জেলার উপস্থিতির ধারা স্বাভাবিক ছিল বলে প্রকাশ। সরকারী মুখপাত্রদের তথ্য প্রচার করে সাংবাদিকদের জানান যে বিক্ষুব্ধদের (বাঁকুড়া) স্থানীয় কমিটি ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে নেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি দ্বয়ঃ দ্বিতীয় দিনে কাজে যোগ দেন। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যায় কোঅর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিক্ষুব্ধদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের সত্যতা অস্বীকার করে এটিকে সম্পূর্ণ অসত্য ও সরকার পক্ষের অপপ্রচার বলে অভিহিত করেন।

পুরুলিয়ায় সরকার কর্ম্মচারীদের তিনদিন ব্যাপী লাগাতার ধর্ম্মঘট

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্ত্তৃক আহুত ২৬, ২৭ ও ২৮ আগষ্ট —এই তিন দিন ব্যাপী ধর্ম্মঘটে পুরুলিয়া জেলার রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারীরা শান্তি দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে ধর্ম্মঘট পালন করেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই জেলার ৪৭০০ রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের (নন-গেজেটেড) প্রথম দিনের ধর্ম্মঘটে মাত্র ১৪৬ জন কার্য্যে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যোগদানকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা আরও কমে পেছে মাত্র ৮৫ জন দাঁড়ায়। সমগ্র পুরুলিয়া জেলা এবং জেলার বিভিন্ন ব্লকে ধর্ম্মঘটি কর্ম্মচারীদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১। **পুরুলিয়া জেলা—শতকরা ৯৭ ভাগ**

২। **জয়পুর, ভালরা, আড়ষা, বলরামপুর, পাড়া, কাশীপুর, ছড়া, পুরা, রঘুনাথপুর (১) রঘুনাথপুর (২) এবং নিতুড়িয়া ব্লকে—শতকরা ১০০ ভাগ।**

৩। মানবাজার, বরাবাজার, বাঘমুণ্ডী, সাঁতুড়ী, জামবোড়িয়া ও বান্দোয়ান ব্লকে শতকরা ৯৮ ভাগ।

জেলার সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্ম্মঘটের প্রথম দিনে কিছু সংখ্যক বেকার যুবক ধর্ম্মঘটি কর্ম্মচারীদের স্থলে চাকুরীর প্রার্থীতে এবং ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে আহ্বানত প্রচারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে সামান্যিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—কিন্তু কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ধর্ম্মঘটের তিন দিনই ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা রাখা হয়।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আন্দোলন সম্পর্কে

সমিতির সভাপতি শ্রীমন্মথনাথ অধিকারী এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল দেববাসন যুক্ত বিবৃতিতে জানাচ্ছেন –

বিগত রায়গঞ্জ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫শে আগষ্ট '৭০ হতে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পুনরায় পর্য্যায়ক্রমিক আন্দোলন শুরু করেছেন। কংগ্রেস সরকারের আমল হতেই শিক্ষা বিভাগের আমলাতন্ত্র শিক্ষা ও শিক্ষকস্বার্থবিরোধী যে কার্য্যকলাপ চালাচ্ছিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষার ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের মনোই বিভিন্ন শরিকদলের নিরাবিতার সুযোগ নিয়ে যেভাবে চালিয়ে যাওয়ার সুবিধা পেয়েছিলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর তাতো পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক সরকার কায়েম হওয়ার সুবর্ণ সুযোগে তাঁদের সেই কার্য্যকলাপ আরও প্রসারিত হয়েছে।

স্কুলসার্ভিস কমিটির বিতর্কের সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলের স্কুল মঞ্জুরী বন্ধ রাখা হয়েছে, কিন্তু সরকারের স্কুল মঞ্জুরীর ব্যাপারে নিয়ে প্রচুর টাকার খেলা চলছে। এই পরিস্থিতিতেই সরকারী নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করে আনট্রেণ্ড শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। অজ্ঞিত আনট্রেণ্ড শিক্ষকদের ট্রেণ্ড হারে বেতন দান (G. O. No. 541 dt: 28-5-68); আনট্রেণ্ড গ্রামীণ শিক্ষকদের বিশেষ বেতন দান (G. O. No. 993 dt. 13-10-69), সমস্ত শিক্ষকের চাকরী স্থায়ীকরণ (G. O. No 196 dt 28-4-69), ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে কাজ করা শিক্ষক বা অন্যত্র স্থলের সংগঠক শিক্ষক অথবা রাজনৈতিক কারণে ছাঁটাই শিক্ষকদের চাকরীতে নিয়োগ (G. O. No. 5237 dt. 17-9-69) প্রভৃতি সরকারী নির্দ্দেশ জেলাগুলিতে কার্য্যকরী হচ্ছে না। রাজ্যতরে পরামর্শদাতা কমিটিকে জীবন্মৃত করে রাখা হয়েছে। জেলাস্তরের উপদেষ্টা কমিটি গঠনে সমিতির বিরোধীতা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের ছাড়াও সরকারী অফিসার ও মনোনীত ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য ও নিয়মুখ গঠিতা দেওয়া হয়েছে। সরকারী নির্দেশ (G.O. No 973 dt 30-8 68) অনুযায়ী প্রতিটি জেলা স্কুল বোর্ডে অতিরিক্ত কর্মিক ও জিনাল অফিসার নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসাব দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হয় নি। সরকারের মঞ্জুরকৃত ক্ষতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাপ্য মাসিক ১৫ টাকা শুদ্ধা বন্ধ (Contingency grant) সার্কেলের অবর/ উপসরকারী পরিদর্শকরা মঞ্জুর করেন না। সরকারদের এজেন্ট স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি পরিবর্তনের নির্দেশ (G. O. No. 599 dt. 7/6/69) এখনও পুরোপুরি কার্য্যকরী হয় নি—ফলতঃ শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ তো সুদূরের কথা—প্রাপ্য ছুটির সুবিধাও পাওয়া যায় না।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যে-কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করা তো দূরস্থান, সমিতিকে রিপোর্টের কপি পর্য্যন্ত দিতে রাজ্যপাল অস্বীকার করেছেন। বহু বিতর্কিত আংশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়া বিল বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভা সাব কমিটির অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্যশাসন বিধি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে অসম্মতি জানিয়েছেন।

তাই নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে যে, অবিলম্বে সন্দিগ্ধবঙ্গে একটি প্রকৃত জনপ্রতিনিধিমূলক শিক্ষাবিদী সরকার ছাড়া শিক্ষাজগতের এই আমলাতান্ত্রিকতা ও অরাজকতা দূর হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই অবিলম্বে নূতন নির্ব্বাচন; যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অর্জিত অধিকারগুলি রক্ষা; অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, সে কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করা প্রভৃতি দাবীর সাথে সাথে স্থানীয় অধিবাস ও কর্মীদের নিজ্জিতা নির্দ্দেশাবলীর অতিরাং কার্য্যকারিতা দাবী করে বর্ষণে আগষ্ট '৭০ হতে সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিনিধি সার্কেল ভিত্তিতে জেলা স্কুল বোর্ডে/ জেলা পরিষদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষকদের গণডেপুটেশন দেওয়া হবে। তারপর ১৫ই সেপ্টেম্বর '৭০ কোলকাতায় রাজ্যপালের কাছে একটি বৃহত্তর গণডেপুটেশন দেওয়া হবে এবং মহাকরণের সামনে ২৪ ঘণ্টার ধরণা সংগঠন করা হবে। প্রয়োজন হলে তিনদিন শিক্ষকদের অবস্থান করা হবে এবং এই অবস্থানের সময়েই একদিন সারা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

রাজ্য সংবাদ

হুগলী জেলার নানাস্থানে ১৪৪ ধারা জারী, লাঠিচালনা ও কাঁদানে গ্যাস।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্যবাসী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৪শে আগষ্ট, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট কর্মীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ফলে প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীনবারুণ হাজরা ও শ্রীরবিশঙ্কর মুখার্জী সহ ২২০ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

চুঁচুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসকের এজলাসে, শ্রীরামপুরের এস, ডি, ও-র কোর্টে, সি, সি, আই, অফিসে তাদের হাজির করা হয়। সি, সি, আই, অফিস থেকে হাজতাকারীরা নাকি একটি টাইপ মেশিন, কিছু টাকা ও কাগজপত্র নিয়ে গেছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশ অবশ্য আহতে আসার জন্য লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। চুঁচুড়ায় ১২৩, চন্দননগরে ৩৮, মনোপাসিকে ৩'জন মহিলা সহ ৩৭, পাণ্ডুয়ার ১৯, তারকেশ্বরে ১৪, শ্রীরামপুরে ৯, সিঙ্গুরে ৬, এবং আরামবাগে ৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি

চলতি বর্ষাকালের আগামী ১৯শে অক্টোবর থেকে আরও ৬ মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ১৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হয়।

লোকসভার এই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির সঙ্গে ১৯৭০-৭১ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের সাময়িকের বাজেট ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় অনুমোদন বিলও গৃহীত হয়। উক্ত বাজেট ব্যয়ের জন্য ভারতের সঞ্চীলিত তহবিল থেকে ৪২৯ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করতে বলা হয়েছে।

নির্ব্বাচনের প্রশ্নে স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জী

সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনাকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জী বলেন যে, রাজ্যপালের শাসন বেশীদিন চলা ঠিক নয়; সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব জনপ্রিয় সরকার গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হওয়া প্রয়োজন। তবে বর্তমানে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার যে অবস্থা—তাতে অবিলম্বে নির্ব্বাচন হওয়া ঠিক নয়। ভোটারতালা যাতে নির্ভয়ে ও বিনা বাধায় নিজেদের ইচ্ছামত ভোট দিতে পারেন—তার জন্য আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নির্ব্বাচন যে সময়েই হোক না কেন পরবর্তী স্পীকার না আসা পর্য্যন্ত তাঁকে একলা বিধানসভা আগলে বসে থাকতে হবে।

স্থানীয় সংবাদ

জীবন বীমা সংস্থার এজেণ্ট অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সভা

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে স্থানীয়কণ্ডেলাইটে কম্যিসিয়াল ইনস্টিটিউটে জীবন বীমা কর্পোরেশনের এজেণ্ট বাংলা সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই জন মহিলাসহ সভ্য ও মফঃস্বলের বহু এজেণ্ট এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় সভ্য সভার lapsed policy service গঠিত হয় তার জন্য কার্য্যাদি গৃহীত হয়। আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নির্ব্বাচিত হন :—

সভাপতি—শ্রীগণপতি চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি—শ্রীরবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতিনকড়ি পাল।

সাঃ সম্পাদক—শ্রীমমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীমতী ভারতী পাণ্ডা ও শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকালোবরণ সাহা।

অবিলম্বে টি, আর, কৃষিঋণ, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা চাই

(৪ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বলরামপুর থানার সংবাদ

বলরামপুর থানার অন্তর্গত অনাবৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত উড়না প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে বিপন্ন।

সাঁতুড়ি ব্লকে গুরুতর খাদ্য সংকট

সাঁতুড়ি ব্লক থেকে আমাদের কর্মী শ্রীউধব মাজি এই ব্লকের সাধারণ মানুষের জীবনে যে সংকট দেখা দিয়েছে—তার মর্মান্তিক সংবাদ দিয়েছেন। জেলার দুর্ভিক্ষে যে ক'খানি সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছে—তার মধ্যে সাঁতুড়ি অন্যতম। এই ব্লকের বিলিফ ব্যবস্থার বিশেষ কিছু হয়নি। কৃষি কাজের এই সময়েও লোকে কাজ পাচ্ছে না। টি, আর বন্ধ, কাজ নেই—খাদ্য নেই—ভয়াবহ অবস্থা। তার মধ্যে আবার টি, আর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমানো দূরের কথা, ১০ পার্সেন্ট বাড়ানো উচিত ছিল। পক্ষান্তর ১৫ ভাগ লোক আজ ছাঁটাই করা হয়েছে। ব্লক অফিসারদিকের কাজ থেকে প্রতিকারের কোনো চেষ্টা নেই। অবিলম্বে এই ব্লকের উপযুক্ত বিলিফ ব্যবস্থা করা দরকার।

ঝালদা থানার সংবাদ

টাটুয়াড়া অঞ্চলের চামডাকা গ্রামের শ্রীসপ্তপতি গোস্বামী জানাচ্ছেন যে, 'ঝালদা ২ নং ব্লকের টাটুয়াড়া অঞ্চলের অধেকটী গ্রামে বৃষ্টির অভাবে চাষ কতক অর্দ্ধেক হয় নাই। গত বৎসরও খারাপ ছিল পর পর অনাবৃষ্টির জন্য ঐ অঞ্চলের টাটুয়াড়া, চামডাকা, ডামরা, আমড়া, বড় মেটালার অধিবাসীগণের চরম দুর্ভোগ হইতেছে G R T, R নাই। G. R নামে মাত্র দেওয়া হচ্ছে। উক্ত গ্রামবাসীগণের কিভাবে তাহাদের জীবিকা রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। (২৮।৮।৭০)

মানবাজার ব্লক (২) এর সংবাদ

মানবাজার ব্লক (২) বা জামডোড়িয়া ব্লকের আমাদের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীবলরাম মাতাল যা জানিয়েছেন তা এই :—

'মানবাজার ২ নং ব্লকে অনাবৃষ্টির ফলে ৭টি অঞ্চলের মধ্যে—অধিকাংশ গ্রামের কয় ছয় আনা জমি সম্পূর্ণ রহিয়াছে—যে সমস্ত জমিতে কোন প্রকারে ধান লাগান হইয়াছিল তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। বহু গ্রামে এখনও এখনও চাষী আজে তাহারা পাঁচ আটি পর্যন্ত করিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া বুড়ি বাঁধ জামডোড়িয়া অঞ্চলের অবস্থা আরো ভয়াবহ। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কোথায় উটীগার আশা লোকের ছিল। তাহাও অনাবৃষ্টির ফলে ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং ঐ সব অঞ্চলের মর্মান্তিক সাধারণ মানুষ আজ ভীষণ অন্ন সংকটের মুখে পড়িয়াছেন বহু বাড়ীর লোকেরা এখন হইতে অর্দ্ধাহারে কাল কাটাইতে শুরু করিয়াছেন। এই অবস্থাতে আবার সরকার সাহায্য বাড়াইবেন কোথায়—তি, আর কমাইয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে বিলিফের কোন ব্যবস্থা নেই—এই সময় লোকেরা কাজ পাইলেও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারিত। এই ব্লকে দেচের কোন সুব্যবস্থা আজও পর্যন্ত হইল না। বহু ডোড় প্রভৃতির প্রচুর জল বহিয়া যাইতেছে।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই ব্লকে উপযুপরি অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক শস্যহানী হওয়াতে কবির সাধারণ মানুষ তথা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়া জীবন মরণ সমস্যা লইয়া সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছিল। অবিলম্বে এই ব্লকে টি, আরের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং মধ্যবিত্তদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লোন—এবং বিলিফের মাধ্যমে কাজের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাই। ২৯।৮।৭০

আড়ষা থানার সংবাদ

সংবাদ পাওয়া গেল— শিওকাবাদ, পাঁড়কিডি, কুলচাঁড়, শালুই-ডাঙর, দুনাবনা, জামবাদ প্রভৃতি গ্রামে অন বৃষ্টির জন্য ধান খুব কম লাগানো হয়েছে। বেলডি অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীপ্রফুল্ল কুমার গরাই জানিয়েছেন যে, বেলডি অঞ্চলে বাইর কানালী এখনো চাষ হয়নি। চাষে কাজ নেই—লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে রয়েছে—তবু টি, আর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। টি, আর বন্ধ। অবিলম্বে বিলিফের কাজ চালু করার জন্য অনসারাবার আবেদন জানাচ্ছেন।

পাড়া থানার সংবাদ

পাড়া থানা থেকে সংবাদ এসেছে—অনাবৃষ্টির কারণে ফুলডাঙ্গা, শাংড়া প্রভৃতি গ্রামে ধান রোপণের কাজ তেমন কিছুই অগ্রসর হতে পারে নি। অবস্থা সংকটাপন্ন।

কাশীপুর থানার সংবাদ

অনাবৃষ্টির জন্য কালাজোর প্রভৃতি গ্রামে ধান চাষ বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি। সরকারী সাহায্যের জন্য লোক ব্যাকুল। নতুবা বাঁচে কি করে?

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

• • •

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশান্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ

• • •

মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলসী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা (জলসী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্ব্বতি সোনারা (নাবি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্ম্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কর্ম্মীরা অগ্রীম দেবার চেষ্টা করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

রেজিষ্টার্ড জ্যাকেট প্রাপ্যবরান নিবোধত

৩৯শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

সোমবার, ৭ই সেপ্টেম্বর '৭০
২১শে ভাদ্র ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

মুক্তি বাণীমের তীরে—
বালেশ্বরের তীর্থে হেরিয়ু অজেয় শহীদ বীরে।
মুক্তি সমরে নব ইতিহাস যতীন মুখার্জ্জীর—
"বাঘা যতীনের" স্বরণে, বন্ধু! নোযাও তোমার শির।



(মৃত্যু—১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫)

সামনে দুটি সমস্যা—অনাবৃষ্টি-জনিত, দুর্ভিক্ষ-জনিত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

জেলার সামনে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যাগুলি যুগপৎ দেখা দিয়েছে দুটি সমস্যা—একটি অনাবৃষ্টি-জনিত, অন্যটি দুর্ভিক্ষ-জনিত। দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর রূপ আজ ব্যাপক। তবু অনাবৃষ্টি-জনিত সমস্যাকে আগে উল্লেখ ক'রে একে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ রূপে তুলে ধরছি কেন—তা জিজ্ঞাসার বিষয় হতে পারে। তার উত্তর এই যে, অত্যন্ত দুঃখদায়ক দুর্ভিক্ষের অবস্থার মধ্যে আবার যারা অনাবৃষ্টির জন্য এ বছর ধান লাগাতে পারেন নি—তাঁদের অবস্থা আরো সাংঘাতিক এবং মর্ম্মান্তিকভাবেই ভরে উঠেছে।

এবারে এই কথিন যে বৃষ্টি হচ্ছে—তার আগে পর্য্যন্ত একেবারে ধান লাগাতে পারেন নি—এই জেলার এমন চাষী আজ অগণিত। বৃষ্টির আশায় ব'সে থেকে তাঁদের নিজেদের চাষও হয়নি—অপরের চাষে কাজও পান নি। অবস্থা শুকতর হ'তে দেখা দিয়েছে। ঘরের যা কিছু বিক্রয়-যোগ্য জিনিষ ছিল—বহু চাষী তা' বিক্রয় ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে এঁদের অবস্থার বিশেষ হবে না। এই পরিস্থিতি দেখবার জন্য আমি গ্রামাঞ্চলে ঘুরছিলাম। দু' এক জায়গার সচিত্র আমি দিচ্ছি।

বান্দোয়ান থানায় ধানের ক্ষেত শূন্য ধু ধু করছে

বিগত ৩১শে আগষ্ট তারিখে বান্দোয়ান পরিদর্শনে যাই। বান্দোয়ান থানায় বাস থেকে নিকি বসতিতে নেমে সাইড়া, জিতান প্রভৃতির দিকে যত অগ্রসর হ'তে লাগলাম—দেখি, ভাদ্রের মাঝামাঝি সময়েও গ্রাম গুলির চারিদিকের ধানের ক্ষেত শূন্য পড়ে ধু ধু করছে—আবার বেশ। গ্রামগুলির বরাদ্দ ক্ষেত দু চার বিঘা ক'রে লাগানো হয়েছে মাত্র—সেগুলিতে বৃষ্টি প্রথম দিকের জলে চাষ হয়েছে অথবা কেউ কেউ পাম্পে বা পুকুর সাচিয়ে সেচ দিয়েছেন। যে গ্রামগুলি অত্যন্ত বিপন্ন—সেগুলির চাষ কারো ১' আনা, কারো তিন আনা, কারো বা বড় জোর চার আনা হয়েছে। বান্দোয়ান থানায় অনাবৃষ্টিতে সবচেয়ে বিপন্ন অঞ্চল হচ্ছে—সুপুড়ি অঞ্চল ও উঁড়ুর অঞ্চল। বান্দোয়ান অঞ্চলও খুবই খারাপ হয়েছিল—ইদানীং ওখানকার চাষীরা কতকটা চাষ উটিয়েছেন।

সুপুড়ি অঞ্চলের খবর

সুপুড়ি অঞ্চলে ৮টি গ্রাম খুবই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গ্রামগুলির নাম—(১) সাইড়া (২) পারগেলা (৩) জিতান (৪) সুপুড়ি (৫) চিল্‌দা (৬) মধুপুর (৭) লিকি (৮) চিলপাড়া।

এর মধ্যে আবার সাইড়া, জিতান, লিকি, চিল্‌দা সবচেয়ে খারাপ।

উঁড়ুর অঞ্চলের খবর

উঁড়ুর অঞ্চলে ১০টি গ্রাম খুবই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গ্রামগুলির নাম—(১) সাগাতুলসীডি (২) পারবাদ (৩) ধবনী (৪) চাঁদড়া (৫) কেরাকল (৬) লালুবনী (৭) ছোট পড়াশা (৮) শালবনী (৯) টুটাঁড় (১০) উঁড়ুর। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে অবস্থা খারাপ—সাগাতুলসীডি, পারবাদ, ধবনী, চাঁদড়া।

অবস্থা শোচনীয় দেখলাম : মরিয়া হয়ে মানুষ শেষ বর্ষার চেষ্টাও করছে

বান্দোয়ান থানার কর্ম্মীদের সঙ্গে আমি সুপুড়ি অঞ্চলের লিকি, সাইড়া, জিতান, চিল্‌দা প্রভৃতি গ্রাম ঘুরলাম। উঁড়ুর অঞ্চলের তুলনীডি প্রভৃতি আয়গাঁও খুব ধানের ক্ষেত প্রভৃতি দেখল্‌ম। আমি যখন ঐ অঞ্চল ঘুরছি—তখন এবারের বেশী বৃষ্টিও ওদিকেও শুরু হয়েছে। চাষীরা চেষ্টা করছেন—যদি শুরু ক্ষেতগুলিতে কিছুটা ক'রেও ধান লাগানো যায়। চাষীরা বললেন—এ অঞ্চলে আগে ধানের চারা ফেলা হয়েছিল। চারার পিঠ হয়ে গেছে। উৎপাদন তেমন কিছুই হবে না—মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। বীজটা বা আউ তবল যদি ওঠে। এতে আর লাভ হল এই যে, চাষীর ঘরে যদ ধান ক'রে যা কিছু পুঁজিপাটা হয়েছিল—মরিয়া হ'য়ে ধান লাগাতে তাও শেষ হ'তে গেল।

অত্যন্ত খাদ্যকষ্টের মধ্যে ঐ চাষীদের আজ দিন কাটছে

একটা দুর্ভিক্ষেই সাধারণ চাষী, সাধারণ গরীব মানুষ দেউলিয়া হ'য়ে পথে বসে। গত বছরের ভাঙন অবস্থার ফলে যে দুর্ভিক্ষের বড় গেল—তার ওপর এই বছরে আবার ঐ সব চাষীদের জীবনে যে মর্ম্মান্তিক অবস্থা ঘটেছে—নিতান্ত পাষাণ-হৃদয় না হ'লে এ দেখাতে মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠবে। সত্যেই উপলব্ধি করতে পারবে—অবস্থা কি শোচনীয়। এই অত্যন্ত সংকট সময়ে—অনাবৃ (বৃষ্টা) যে অঞ্চলে হয়—সেই সব অঞ্চলের চাষী অত্যন্ত দুর্ধার কালবাজির পর ক'দিন দুটি খাড় পেয়ে দুঃখও আশ্বস্ত হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটছে। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে বৃষ্টি অত্যন্ত অনটনের ফলে ফুটাও প্রতি গৃহস্থের ক্ষেতে অর্দ্ধেকের ওপর জলে গেছে। যে বুটা হয়েছে—সে ফুটাও অনাভাবে তেমন পুষ্টি লাভ করেনি। তাহলে দেখুন, এই সব মানুষ বাঁচে কি ক'রে? এদের জন্য অবিলম্বে সরকার থেকে লঙ্গরখানা অবশ্যই খোলা দরকার। তার সঙ্গে দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত টি, আর এবং বৃষ্টি কমলেই টি, আরের কাজ খোলা দরকার। আর চাই উপযুক্ত কৃষি ঋণ—যাদের জলের সুবিধে আছে—তারা বিকল্প চাষ করবে। একথা সমগ্র জেলার অনুরূপ অবস্থার চাষীদের জন্যই বলছি।

মানবাজার ব্লকে বামনী-মাঝিড়িহা অঞ্চলের সংবাদ

বান্দোয়ানের ঐ সব অঞ্চলের মত বামনী-মাঝিড়িহা অঞ্চলেও ভয়াবহ সংকট একথা আগেই লিখেছি। এর প্রতিকার সম্পর্কে এস, ডি, ও (দক্ষিণ) এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম—সে কথাও আগে লিখেছি। এস ডি, ও আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার ২১ দিনের মধ্যেই মাঝিড়িহা পরিদর্শনে যান। এবং ওখানের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে আসেন। আমি ৩১শে সেপ্টেম্বর মাঝিড়িহা ও ঐ অঞ্চলের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে এবং প্রতিকার ব্যবস্থা কি করা যায় সে বিষয়ে কর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে ঐ অঞ্চল যাই। মাঝিড়িহা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আমাদের ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

পশ্চিম বাংলার জনগণের বাঁচার পথ

গান্ধীজী বার বার বলে গিয়েছিলেন যে— প্রকৃত গণতন্ত্র ঠিক অহিংসার ভিত্তি ছাড়া গঠিত হতে পারে না। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বর্তমান অবস্থা এই বিশেষ তত্ত্বটিকে নিয়ত প্রমাণ করে চলেছে। গান্ধীজী একটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথা বলেছেন যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের কোন রকমের শোষণ থাকবেনা। সে সমাজে অর্থ-নৈতিক যোজনার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার, সমগ্র সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য বিধান ঘটবে।

পশ্চিম বাংলা— ভারতে প্রবর্তিত সাংবিধানিক গণতন্ত্রের দুইটি পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসী পর্য্যায়, যা একুশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। এখানে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতাকে বাস্তবে একতন্ত্রে রূপায়িত করে, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতাকে ব্যক্তি গোষ্ঠি ও দলের সম্পদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির উপায় হিসাবে প্রয়োগ করে, সেই সাংবিধানিক যুগপাটের প্রথম বলি পড়ল।

যুক্তফ্রন্ট এল— চৌদ্দটি বিভিন্ন দলের মিলিত গোষ্ঠি। বহু-দলীয় গবর্মেণ্ট চলতে পারে কি না এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে বিতর্ক সুরু হল— সেই বিতর্কের শেষ হতে না হতেই যুপ-কাষ্ঠ বদ্ধ কংগ্রেসের সবল যড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক অবসান হল।

দ্বিতীয় বার এই একই চৌদ্দ দল মিলিত ভাবে লড়াই করে— পশ্চিম বাংলার বৈধানিক-ইতিহাসে-হয়-নাই এমন সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে এল। লোকের ভরসা হল যে এদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ দলই মার্ক্স, লেনিন ও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করলেও এরা বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের একটা সত্যিকারের কাঠামো গড়ে তুলবে।

চৌদ্দটি দলের মধ্যে প্রায় এগারোটি দলই মার্ক্স লেনিনের কম্যুনিষ্ট মতবাদে কমবেশী অনুরক্ত। সুতরাং এখানে ঐ সম্পর্কীয় ঘটনা বা ব্যাপারের উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না।

রুশ বিপ্লবের পরেই কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালকে গড়ে তোলা হয়েছিল আসন্ন বিশ্ব বিপ্লবকে সহায়তার জন্য। কিন্তু কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সংকটে প্রথম বলি পড়ল সেই কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল। রুশিয়ায় বিপ্লবের পূর্বে কম্যুনিজমের সামনে যে সব সমস্যা ছিল বিপ্লবের পরে সে সবের পরিবর্তে দেখা গেল অন্য সব নতুন সমস্যা। এই দুই বিপরীত ধর্মী সমস্যা সমাধানের টানা হেঁচড়ার মধ্যে পড়ে কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের অপমৃত্যু ঘটল। ব্যাপারটা সোজা কথায় এই দাঁড়াল যে কম্যুনিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলেই এটা হতে হল।

১৯৬৯ সনেই যুক্তফ্রন্ট যখন শাসন ক্ষমতায় এল তখন শরীক প্রায় সমস্ত দলগুলিই স্লোগান দিল— 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার'। কাদের সংগ্রাম এবং কোন সংগ্রাম? কায়েমী স্বার্থবাদী, পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষিত জনসাধারণের সংগ্রাম? কোন কোন দলের মতে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হল যুক্তফ্রন্ট সরকার। এটা হল তত্ত্ব। এবার প্রয়োগ বিধি।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাদের সামনে যে সমস্ত সমস্যা ছিল— ক্ষমতায় আসার পরে দেখা গেল অন্য সব নতুন সমস্যা। এবং এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে প্রধান ও প্রথম সমস্যা দাঁড়াল যে প্রায় বেশীর ভাগ শরীক দলগুলি তাদের দলীয় প্রসার ও প্রাধান্যের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টিত হয়েছে। ফলে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার অত্যন্ত গ্লানিকর ভাবে অন্য দলীয় সংগ্রাম ও সংঘর্ষের হাতিয়ারে পরিণত হল। এর মধ্যে শ্রেণী স্বার্থও এই সাংগ্রামের ও সংঘর্ষের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করল। যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ শরীক দলই — এই হাতিয়ারবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল তার ফলেই যুক্তফ্রন্টের অপমৃত্যু ঘটল।

এই অপমৃত্যুর পরে আজ পর্যন্ত এই প্রায় ছয়মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন, বিভিন্ন জোটে বিভক্ত প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন দলগুলি, নয়াল, ও দুই গণ্ডায় কংগ্রেসের প্রকাশ্যে ও গোপন সন্ধিতে সমন্বিত গণতান্ত্রিক-গোষ্ঠি প্রভৃতির হিংস্র ও অহিংস কার্য্য-কলাপ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করে চলেছে তাতে এর জের হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়াবার সম্ভাবনা তা খুব দড় ও দূরদর্শী রাজনীতিক বুঝে উঠতে পারছেনা।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দুটি অবস্থার একটি অবস্থাকে বেছে নিতে হবে। হয় রাষ্ট্রপতির শাসন সংবিধানে নির্দ্দিষ্ট করা সর্বাধিক সময় পর্য্যন্ত চলবে, নয় নির্বাচন দ্বারা বিধান সভার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচন হলেই যে মন্ত্রীসভা গঠন হতে পারবে এটা এখন নিশ্চিত ভাবে বলা যায়না। মন্ত্রীসভা যদি কোন ক্রমে গঠিত হয়ও তাও কতদিন টিঁকবে তাও বলা যায়না। কারণ এখন ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলা দেশে গণতন্ত্রের পরিস্থিতিই নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমাত্র বোমা, ছুরি ও নির্বিচারে খুন জখমই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের উপায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এটাই হয়েছে বলতে হবে। অন্যদিকে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয়! তাতা থানিকটা খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একিক ওকিক যেদিকেই হোক জনগণকে সুগঠিত নেতৃত্ব দেবার মতো কোন পার্টি নাই - কোন ব্যক্তি নাই। কংগ্রেসের প্রতি জনগণ বিশ্বাস সম্পূর্ণ হারিয়েছে; যুক্তফ্রন্টের উপর তারা বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিল— যুক্তফ্রন্ট তাও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। জনগণেরও কোন ক্ষেত্রে আত্ম-বিশ্বাস নাই।

সহরে বাজারে সরকার মুক্তমুষ্টি বোমা ও হাঙ্গামার মোকাবিলা করতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে— অন্য কোন ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি দেবার অবসর নেই। গ্রামে ঘরে প্রশাসন বলে কিছু নেই। সমাজ বিরোধী সুযোগ সন্ধানী দুর্বৃত্তরা গ্রামাঞ্চলে তাদের পুরোনো বৃত্তি কালিয়ে তুলেছে। নির্বাচন হলে পরে যদি কোন দল বা জোট ক্ষমতায় আসে তবে তারা তার বা তাদেরই পতাকা গলায় নিয়ে স্কুলে পড়বে সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছে।

আমাদের মার্কসবাদী বন্ধুরা চাইছেন কি? শ্রেণী সংগ্রাম? বিপ্লব? নির্বাচন? কিন্তু যা চলছে তা তো ওগুলির পাশ দিয়েও যায় না। বিপ্লবই যদি হয় তবে বিপ্লবের ভাব ও ভাবনা হল রোমান্টিক ভাব ও ভাবনা। কারণ বিপ্লবের মূল স্বীকার্য তত্ত্ব হল এই যে— মানুষ পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম। সেই জন্যই মার্ক্স মানুষের সৃজনী ক্ষমতার উপর গভীর আস্থা ঘোষণা করে গেছেন। মানুষের এই সৃজন-শীলতাই সমাজ বিবর্তনের গতিবেগকে বাড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব ঘটায়। মার্কস একজন মানবতাবাদী তাই তার দৈপ্লবিক তত্ত্বের

মূল আকর্ষণ হল গভীর নৈতিক আবেদন। অতিশয় উচ্চস্তরের নীতি বোধ ও অন্যায়ের প্রতি গভীর বিরক্তি না থাকলে শোষিত ও অত্যাচারিতের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

নির্বাচন? কোন লক্ষ্যে? আর যাই হোক অন্ততঃ আমাদের দেশে এখন বিধান সভায় যেয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে যে বিপ্লবের কথা আমরা প্রতিনিয়তই শুনতে পচ্ছি সেই বিপ্লবের রাস্তা, অনুকূল পরিবেশ বা সেই অবস্থা তৈরী করা সম্ভব নয় এটা জ্যামিতির এক্সিয়মের মতোই স্বয়ংসিদ্ধ। সাবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথে প্রশাসনিক ক্ষমতা যদি হস্তগত হয় তবে তাকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে পরিচালনা ও ব্যবস্থিত করার অভিজ্ঞতা সকলেই ভাল ভাবে অর্জন করেছেন। এ যদি মানুষের মধ্যে সৃজনী শক্তির বিকাশ না করতে পারে, তার মধ্যে নীতি বোধ ও অন্যায়ের প্রতি গভীর বিরক্তি যদি সৃষ্টি না করতে পারে— তবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠাতারা অনর্থ এবং নিজেদের বিপর্য্যয়ের পথ ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারবেন না। এটাতো উপলব্ধ ও পরীক্ষিত বাস্তব সত্য।

এবার আসুন দেশের জনগণ— দেশের জনসাধারণ। যদি আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা স্বীকার করি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথাও ভাবি তাহলেও এটাও ভাবতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তার শক্তি এবং বিচারের শক্তি রয়েছে। সেজন্য আজ সত্যই যে একটি বিষয়ে সক্রিয় হবার অবশ্য কর্তব্য রয়েছে তা হচ্ছে কোন দল বা ব্যক্তিকে নিজেদের বিচার ও বুদ্ধির আমমোক্তার না করে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা নিয়ে— সমবেত বুদ্ধি শক্তি, বিচার শক্তি, শ্রম শক্তি ও অর্থ শক্তি দিয়ে— আমাদের পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষমতা অর্জন করা। এই আত্মনির্ভরতা, এই আত্মবিশ্বাস এই সক্রিয়তাই হচ্ছে গণশক্তির প্রকৃত শক্তি এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের বাস্তব ভিত্তি যা মানুষের কল্যাণকে সম্ভব করে তুলবে। এ যদি না হয় তবে লোকে যে ভাবে হোক মরবে অভিযোগ করার কোন রাস্তা নেই। তার জন্য দায়িত্ব তাদের নিজেদের। এবিষয়ে গান্ধীজী স্পষ্ট ভাবেই বলে গেছেন— অস্পষ্টতা রাখেননি— তিনি বলছেন :—

"If the people die because they will not labour or because they will defraud one another it will be a welcome deliverance. The rest will then learn not to repeat the sin of being lazy, idle or cruelly selfish."

অর্থাৎ "লোকে যদি পরিশ্রম না করে অথবা পরস্পরকে প্রতারণা করতে থাকে এবং তার ফলে মরে তবে সে মৃত্যু বাঞ্ছিত মুক্তিই আনবে। অবশিষ্ট সকলে (যারা বেঁচে থাকবে) তখন এই শিক্ষাই লাভ করবে যে— শ্রম বিমুখতা অলসতা ও অমানুষিক স্বার্থপরতার পাপ আর পুনরায় করা চলবেনা।"

বাংলার জনগণ যদি তাদের এই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন তবেই তাদের বাঁচবার পথ আছে— এবং এইটাই একমাত্র বাঁচবার পথ।

বি, দাসগুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে সব আর, টি, এ বাতিল

সম্প্রতি এক সরকারী আদেশে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষগুলিকে (রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি) বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আবার নতুন করে যে সব আর, টি, এ গঠিত হবে সেগুলি প্রধানতঃ সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত হবে। বেসরকারী যে প্রতিনিধিদের নেওয়া হতে পারে তারা যেন কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হন সেদিকে সরকার লক্ষ্য রাখবেন।

আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষগুলি বাসের রুট পারমিট, ট্রাক ইত্যাদির লাইসেন্স প্রভৃতি দিয়ে থাকে। সাধারণতই এগুলি বেশ মোটা টাকা রোজগারের একটা সরকারী জায়গা। রাজনৈতিক পার্টিভুক্ত কোন লোক না নিলে কোন ক্ষতি নাই। বস্তুতঃ যুক্তফ্রন্টের আমলেই পুরুলিয়া জেলার আর, টি, এতে অত্যধিক দুর্নীতির জন্য লোক দেখক সংঘের প্রতিনিধি সরজমিন তদন্তে গিয়া হয়েছিলেন। কিন্তু বেসরকারী তরফ থেকে লোক নিলে এমন লোকই যেন নেওয়া হয় যাদের টাকা দিয়ে প্রভাবান্বিত করা যায় না। এ বিষয়ে যারা কর্তৃপক্ষের পেটোয়া লোক তাদের সম্বন্ধেও অবহিত থাওয়া দরকার। সরকারী কর্তৃপক্ষের মানবত অঞ্চলাবে কংগ্রেস সম্পর্কিত লোকেরা অনেক সময় পার্টির বাইরে বলে সুবিধাযতো ধরা হয়ে থাকে। আমরা পুরুলিয়া জেলার কাকে নেওয়া হবে তা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছি।

বেকার ইঞ্জিনীয়াররা সরকারী সাহায্য পাবেন

গত শনিবার ২৯শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় নব কংগ্রেসের সভানেত্রি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শ্রীসঞ্জীবইয়া রাও শিল্পমন্ত্রিদের এক সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে বেকার যুবক বিশেষ করে বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হলে তাদের সরকার তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। তিনি বলেন যে এজন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তারা যেন আর্থিক সাহায্য পাবেন সেদিন অবর দিকে উৎসাহিত করা হবে বলে সরকারও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

পুরুলিয়াতে বেকার ইঞ্জিনীয়ার যুবকদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তারা এ বিষয়ে স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে এবং স্থানীয় জেলার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। যদিও সরকারী কাজ ও কাজের মধ্যে অনেক তফাত থাকে এবং সরকারী উদ্যম ভাল হলেও তার নিয়মকানুন এবং আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার ডিলেমী উদ্যমকে ব্যর্থ করে দেয় — তা হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে এ বিষয়ে সচ্ছিই যুবকরা সচেষ্ট হয়ে দেখুন। এই সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষরা এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অফিসার যদি কোনটা কিভাবে সম্ভব—সে সম্বন্ধে এদের জানবার জন্য তথ্য ও বিবরণ প্রকাশ করতে চান তবে আমরা আনন্দের সঙ্গে তা প্রকাশ করব—যাতে বহু জন তা জেনে তার সুযোগ নিতে পারে। অনেক সময় জানার অভাবে অনেক সরকারী সুবাবস্থার সুযোগ লোকে নিতে পারে না। এ বিষয়ে জেলার তথ্য ও জন সংযোগ অফিসারও লোককে জানাবার কাজে তৎপর হতে পারেন।

নিখিল ভারত পর্য্যায় দুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ইন্দিরা কংগ্রেসের আঁতাত

সম্প্রতি কেরালায় নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি চলেছে আর কয়েক দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হবে।

ত্রিচুর থেকে গত ৩১শে আগষ্টের তারিখ দিয়ে ইউ, এন, আইর এক সংবাদ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (কলিকাতা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে—কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বক্তিম কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা যিনি এরাকুর নির্ব্বাচনে প্রার্থী—তিনি তার নির্বাচন কেন্দ্রে কোডাকারার পড়ুচাডুর এক জনসভায় ঘোষণা করেছেন যে ১৯৭২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে নিখিল ভারত পর্য্যায়ে দুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ইন্দিরা কংগ্রেস মিলিতভাবে নির্ব্বাচন সংগ্রাম করবে। তিনি আরও বলেন যে দুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল দল বলেই মনে করেন।

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব ফকিরুদ্দিন আহমদ (ইন্দিরা কংগ্রেস) দুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি শ্রীমতুজ মেননের পক্ষে তার নির্বাচনক্ষেত্রে নির্ব্বাচনী অভিযান চালাচ্ছেন। তিনি বলেন যে দুঃ কম্যুনিষ্ট ও ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে মিলিত ফ্রন্টকে—রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা একান্তভাবে দরকার।

এর কোনো প্রতিবাদ আজ পর্য্যন্ত কোন কাগজেই প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং এই রিপোর্টটি যে কোনক্রমে ভুল নয় সেটা বলা যেতে পারে।

কেরালার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী যখন দুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থনে নির্ব্বাচন অভিযান চালাচ্ছেন—তখন এটা বলতেই হবে যে বর্তমানে

কেরালার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবেই যুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রার্থীও দাঁড় করিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এখনই নির্বাচন হচ্ছে না যখনই হোক এটা অস্বীকারের উপায় নেই যে, এখানেও যুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্তি ও চুক্তি করে নির্বাচনে নামবেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে এই মিলনের ব্যাপারটা ঠিক অদ্ভুত যেমন—ঊষ্ণ কম্যুনিষ্ট পার্টির ভরফ থেকে এবং যুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিলনের ব্যাপারটা শ্রীমতিকিন্দির আহম্মদ ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে জানাই করেছেন। এখন সর্বজাতীয় ক্ষেত্রে কি রাজ্যে, কি কেন্দ্রে কংগ্রেস ও যুঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি মিলিত ফ্রন্ট বাস্তব হচ্ছে প্রকাশে প্রকাশিত হল। একে ঠুটো জগন্নাথ বা যুক্ত জনসাধারণের আন্তঃ গাঁথাঁয়ং নিরসন হবে। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

নক্সালদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান

পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লায় ব্যাপক তল্লাশী অভিযান চালিয়ে গত সপ্তাহে পুলিশ ২৩ জন নক্সালপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে। এই তল্লাশী ও গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ কিছু বোমা, একটি ছোরা এবং নক্সালপন্থীদের মুদ্রিত ও হস্তলিখিত অনেক কাগজ পত্রও আটক করেছে বলে প্রকাশ।

গত সপ্তাহে মিস্তারিণী কলেজ, কমলা টকী হাউস প্রভৃতি স্থানে যে নক্সালী হামলা হয় ও অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার চেষ্টা হয়—সেই সূত্রে পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রেপ্তারাদি করা হয় বলে প্রকাশ।

মিস্তারিণী কলেজে নক্সালী হামলা

প্রকাশ, গত ২৩শে আগষ্ট সকাল সওয়া দশটার সময় জন চারেক নক্সালপন্থী মিস্তারিণী কলেজে হামলা করে এবং কলেজের পিয়নদের বোমা মারার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত্র করে তারা প্রিন্সিপ্যালের অফিস ঘর তছনছ করে, কেরোসীন তেল ঢেলে টেলিফোন ও কাগজ পত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে কলেজের হেড ক্লার্কের ঘরের কাগজ পত্রে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তারা সরে পড়ে। সেই সময় প্রিন্সিপ্যাল ও অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা কলেজে এসে পৌঁছান নি। কলেজের কর্মচারীরা ও ছাত্রীরা পরে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

কালদার গ্রামে ডাকাতি

গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় কালদা থানার মোহনপুর গ্রামে শ্রীভৃগুরাম ঠাকুরের গৃহে ডাকাতি হয়। প্রকাশ ডাকাতেরা তুলুল প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং গৃহস্বামীকে টাঙ্গী দিয়ে মাথায় মেরে গুরুতর আঘাত করে। তারপর তারা ঘরের লঠনটি লাঠি মেরে ভেঙ্গে দেয় এবং টর্চ্চের আলোয় ঘরের বাসন পত্র, অলঙ্কার ও নগদ ৫০০৲ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়।

এই ডাকাতির সময় পার্শ্ববর্তী কোনও ঘর থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনে ডাকাতেরা পালাতে সুরু করে এবং সেই সময় গ্রামবাসীরা ডাকাতদের উদ্দেশ্যে করে তীর ছোঁড়ে। গৃহস্বামী চার পাঁচ জন ডাকাতকে চিনতে পেরেছেন।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের উন্নয়নে সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১১৮ শয্যা বিশিষ্ট পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের আরও ১১৬ নূতন শয্যা বৃদ্ধি করার জন্য ৫৮৭, ৩২৫৲ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেছেন এবং অবিলম্বে কার্য্য সুরু করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। প্রকাশ, সদর হাসপাতালের পশ্চিমে ডাকারেজের কোয়ার্টার ও হাসপাতালের মাঝে যে জমি আছে সেখানে ৩০০ ফুট×৪৫ ফুটের একটি ব্লক নির্ম্মাণ করা হবে।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে গত যুক্তফ্রন্ট শাসনের সময় পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের তীব্র স্থানাভাব ও অন্যান্য অসুবিধার কথা জানিয়ে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ করার দাবী জানানো হয়। অর্থাভাবজনিত জন্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে হাসপাতালের উন্নয়ন ও প্রসার কার্য্য স্থগিত রাখা হলেও জেলার প্রতিনিধিদের বিশেষ দাবীতে সমগ্র জেলার একমাত্র সরকারী হাসপাতালের সম্প্রসারণের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাজেটে এই অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়।

টীচার্স ট্রেনিং কলেজে অবস্থান ধর্ম্মঘট

পুরুলিয়া জেলার চারটি স্পনসর্ড কলেজের অন্যতম টীচার্স ট্রেনিং কলেজের অধিকাংশ কর্ম্মচারীরা তাঁদের দীর্ঘ দিনের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে নিজ কলেজে অবস্থান ধর্ম্মঘট করেন।

দশের বাঁধে বালকের মৃতদেহ

গত ওরা সেপ্টেম্বর সকালে পুরুলিয়া সহরের দশের বাঁধে একটি ষোল সতের বৎসরের বালকের মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখা যায়। বিকেল প্রায় পাঁচটায় সময় পুলিশ কর্ত্তৃক ঐ মৃতদেহ হাসপাতালে পাঠানো পর্য্যন্ত বালকটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। মৃত্যুর কারণও অজ্ঞাত।

সিংবাজার গ্রামে ডাকাতি

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের সিংবাজার গ্রামে গত ৩১শে আগষ্ট এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। সিংবাজারে গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে ডাকাতদের সংঘর্ষ হয় ফলে ডাকাতেরা সামান্য কিছু জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। গ্রামবাসীরা ডাকাতদের উদ্দেশ্যে চারটি তীর ছোঁড়ে এবং তিনটি তীর ডাকাতদের বিদ্ধ করে। একজন ডাকাত পাথরের আঘাতেও আহত হয়—কিন্তু সকলেই পালায়। ডাকাতরা প্রতি রাতেই এই গ্রামে ডাকাতির চেষ্টা করছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের গণডেপুটেশন

গত ২৪শে আগষ্ট হইতে ২৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা স্থানীয় ডি, আই, এর নিকট সার্কেল ভিত্তিক গণডেপুটেশন দিয়াছেন। ডেপুটেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকগণ নিজেদের দীর্ঘ দিনের বাকী বেতনাদি ও এরিয়ার্সের হিসাব মিটাইয়া দিবার দাবী ছাড়াও পুরুলিয়া জেলাতে প্রাঃ শিক্ষকদের জন্য পেনশন/গ্র্যাচুইটি চালু, প্রস্তাবিত নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন, শিক্ষক প্যানেল ও নিয়োগ ত্বরান্বিত করার দাবী পেশ করেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিকল্পনাকে শিক্ষক স্কুল পরিদর্শক ও গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় সফল করার একটা সুষ্ঠ কার্য্যক্রম গ্রহণ করারও দাবী জানান।

—•—

অতিবৃষ্টির তাণ্ডব (শেষ সংবাদ)

ক্রমাগত ৮ দিন ধ'রে প্রচণ্ড বৃষ্টি ফলে এই জেলার আর এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হোল। দিকে দিকে ব্লকে ব্লকে অসির বড় বড় আইল, ছোট মাঝারি অপ্রশ আইল ভেঙ্গে জমির এবং ফসলের বহু ক্ষতি হয়েছে। চারিদিক থেকে সংবাদ আসছে—ব্লকে ব্লকে অগণিত ছিদ্র, চাষীর ঘর ভেঙ্গে পড়েছে। মৃত্তিকা ইঁটের পাকা পুরনো পাঁচিল ঘরবাড়ীর দেওয়াল প্রভৃতি ভেঙ্গেছে। দেওয়াল চাপা পড়ে মানুষ এখানে ওখানে অমর হয়েছে—সংবাদ আসছে।

আবাদি পাওয়া গেল,—রামোদরের পাঁচেতে বাঁধের আওয়ার বজাতে কড়লে, রামপুর, পাতাডুবোটা, রাজাডহর, চরিডি, লছমনপুর প্রভৃতি মৌজার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হ'য়ে ধান ও রবিশস্যাদি নষ্ট হয়ে গেছে।

—•—

বেকার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমাধারীদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতির সেক্রাপেপর ক্রয়ের শেষ তারিখ ১৫-৯-৭০।

শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্য দশ টাকা মাত্র। চেয়ারম্যানের নিকট আটাকল, নড়িহা (জেলা স্কুল মোড়) পুরুলিয়া ঠিকানায় আবেদন করুন।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯ পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

সামনে দুটি সমস্যা—অনাবৃষ্টি-জনিত, দুর্ভিক্ষ-জনিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পরোপর)

কর্মীরা সমবেত হন। চারিদিকের পরিস্থিতি কেমি ও কর্মীদের কাছ থেকে যে তথ্য পাই তা এই :—

বামনী-মাঝিড়িড়া অঞ্চলে গ্রামগুলির মর্ম্মান্তিক রূপ

ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এ পর্য্যন্ত (এই শেষ বৃষ্টির সুযোগের পরও) কোন্ গ্রামে কতটুকু চাষ হয়েছে তা জানাচ্ছি :—

বৈদ্যনাথপুরে—৵ মড়ডাঙ্গা—৵ মাঝিড়িড়া—৵ বামনীতে—।০ কদমাডা—। নড়ডাঙ্গ—।০ কলডাঙ্গা—।০ নাথুবাড়িতে—।০ চকাডা—।০ চরুয়া—।০ জমডাঙ্গা—।৵—অর্থাৎ অঞ্চলে ৮০ চাষও হয়নি।

এস, ডি, ও না জেনে যা বলেছিলেন—

বিগত ২১।৮।৭০ তারিখে এস, ডি, ও (বিক্ষিপ্ত) কে বলেছিলাম যে জেলার এখন এমন বহু জায়গা রয়েছে :-যেখানে। আমরা ধানও রোপণ করা হয়নি বা কোনো রকমে।০ ধান রোপণ করা হয়েছে। উত্তরে এস, ডি, ও, বলেছিলে :—আপনারের খবর ঠিক নয়—শতকরা ৫০ ভাগ (৷০) ধান নর্জ্জর রোপণ করা হয়ে গেছে—অনেক জায়গায় ৮০ ভাগ হয়েছে। আমি বলেছিলাম অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, জেলার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা আপনারা জানেন না, বা সেটাকে গুরুত্ব দেন না। আমি ওঁকে মাঝিড়িড়া অঞ্চলে যেতে অনুরোধ করি। আনন্দের কথা—উনি এই অনুরোধের ২।১ দিনের মধ্যেই মাঝিড়িড়া অঞ্চল পরিদর্শনে যান।

অবস্থা দেখে এস, ডি, ওকে মত বদলাতে হোল

যদিও কাজের ব্যাপারে অপেক্ষা না রেখেই ওঁদের এসব জায়গা দেখা উচিত ছিল এবং বি, ডি, ওদের কাছ থেকে এসব অবস্থার সমাক তথ্য পাওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তা যে হচ্ছে না—এই ঘটনাগুলিই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যাই হোক—আমাদের অনুরোধে এস, ডি, ও, পরিদর্শনে যাওয়ায় বাধিত হয়েছি। এবং আমি এই জন্যও আনন্দিত যে, উনি ঐ অবস্থা স্বীকার ক'রে সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে মাত্র কয়েকদিন আগে চিঠি দিয়েছেন যে, ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতে ধান লাগানো সম্ভব হয়নি। সেজন্য তিনি ঐ ইঞ্জিনীয়ারকে নীচু ঐ সব অঞ্চল পরিদর্শন করতে এবং সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি করতে পারা যায়—তা' দেখতে বলেছেন। জরুরী অবস্থায় জেলা কর্তৃপক্ষের অন্যতম এই এস, ডি, ও জরুরী অনুরোধ পেয়েছেন—ইঞ্জিনীয়ার সাহেব। তিনি এখনো ঐ অঞ্চল দেখতে যেতে পারেন নি।

যা সরকারের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কিন্তু যা করা হচ্ছে না

এদিকে বহু নদীতে জল বইছে—বহু বাঁধেও জল। অথচ এদিকে অনাবৃষ্টির ভয়ংকর সম্ভাবনা। কিন্তু নদী নালার জল থাকা সত্ত্বেও সেই জল দিয়ে চাষ করার উপায় নেই। কারণ জল নিচের দিক থেকে ওপরে তোলার কোনো উপায় নেই। পাম্প নেই—পাইপ নেই। একটা স্বাধীন দেশের সরকারের হাতে প্রত্যেক জেলার কমপক্ষেও কয়েকটা ব'ড় বড়, মাঝারি ও ছোট পাম্প নিশ্চয় থাকা দরকার। তার সঙ্গে এই জেলার মত জায়গায় ৫।৬ হাজার ফিট করে পাইপ। আর ঐগুলো বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাক টীন প্রভৃতি। তার সঙ্গে একদল কর্ম্মী। সব মিলিয়ে ত্রাণমান সেচ বিভাগ। চাষীরা ভাড়া দেবে। সরকার সংকটে তাদের জলের যোগান দেবেন। বিভিন্ন ফসলের সময়ে ছোট ছোট চাষীরা (যারা পাম্প কিনতে পারে না)—তাদের আলু, গম, ও শীতের অন্যান্য ফসলের বা গরমের আবাদের জন্য জল দেবে—যেখানে যা দরকার আছে—তার থেকে। কিন্তু স্বাধীন অভাগা ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে) এই ব্যবস্থার লেশমাত্র নেই। ব্লকে ব্লকে—কৃষি বিভাগে যা দু একটা পাম্প আছে—তাও অকেজো। এবারে এস, ডি, ও র সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তা উপলব্ধি করলাম। এবং দু সপ্তাহ হ'য়ে গেল জেলা কর্তৃপক্ষ আজও পর্য্যন্ত পাম্পের ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে জানাতে পারেন নি !!

সেজন্য আমরা আবালম্বনের পথে চাষীকে উদ্যোগী করতে সচেষ্ট

সরকারী এই শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে আমরা চাষীদের আবলম্বনের পথে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর করার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছি। এই লক্ষ্য নিয়ে সেদিন ব্যাঙ্কের সঙ্গেও যোগাযোগ করলাম। কলকাতায় গিয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ৫টি পুরি ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ পি, কে, সেনের সঙ্গে দেখা ক'রে প্রস্তাব দিলাম যে, বিশ্বস্ত লোক বলে পরিচিত যে সব চাষী তারা করেকজন ক'রে মিলিত ভাবে চাষ করার জন্য আপনারের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবে। তাদের উন্নত চাষের ব্যবস্থা, তাদের উৎপন্ন-উৎপাদন, তাদের বাজার ব্যবস্থার বিষয়গুলি আমরা তদারক করব — এবং এই সমস্ত ছোট ছোট ইউনিট বা কেন্দ্রগুলিকে আমরা একটি বৃহৎ সূত্রে সংঘবদ্ধ করার ব্যবস্থা করব। অবশ্যম্ভাবী জীবনে বিধ্বস্ত এই জেলার বিশ্ব চাষীদের সহায়তার আপনারের ব্যাঙ্ক এগিয়ে আসুন—অনুরোধ করি। তাতে জেলুটি ডিংক্টোর জেনারেল মনোরম আন্তরিকতা-পূর্ণ আশ্বাস প্রদান এবং সাদরেনীয় সহযোগিতা প্রদর্শন করেন। তিনি ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের আবেদন সহযোগিতার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এই সাক্ষাৎকারে স্বনামধন্যা শ্রীমান্নাশান লাশগুপ্ত মহোদয়ও যোগ দেন এবং পুরুলিয়ার আর্ত মানুষের বন্ধার পরিকল্পনার সুচিন্তিত পরামর্শ দান করেন। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কার্য্য ফিনান্সিং বিভাগের সুপারিটেন্ডেন্ট ডাঃ এণ, নি, ঘোষাল পুরুলিয়ার চাষীদের সহায়তার লক্ষ্যে সম্ভাব্য পরিকল্পনা বিষয়ে আন্তরিক পরামর্শ দেন। এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পুরুলিয়া শাখার একেক শ্রীমানময় ভাজা আমাদের পরিকল্পনাগুলির জন্য সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কার্য্য পরিদর্শন করেছেন।

আমি কলকাতা থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি ডিরেক্টার জেনারেল কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি শ্রীনিবাস ঘোষ মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন—বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্য্যকরী রূপ কি হবে তা দেখতে।

ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিকে নিয়ে সফর ও পরিকল্পনা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিকে নিয়ে কয়েকটি অঞ্চলও আমরা যাই। ওঁকে নিয়ে বামনী মাঝিড়িড়া অঞ্চলেও আমরা যাই। যে সব চাষী উদ্যোগী, বিশ্বস্ত—তাদের ৫।৬ জন ক'রে এক একটি ইউনিট ক'রে পাম্প সাইন প্রভৃতির জন্য কয়েকটি ঋণ করা হোল। আরো কতকগুলি ব্লকে অনুরূপ ইউনিট করার পরিকল্পনা রয়েছে। আছাড়াও, বিভিন্ন বিজ্ঞির ব্যবস্থাকে সংঘবদ্ধ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাও করা হোল। এ ছাড়া ২।৩টি বিশেষ পরিকল্পনাও করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে যখন আলোচনা করব, তখন এ সবের বিশদ বিবরণ লিখবো। ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে নিম্ন উন্নয়নের সঙ্গেও কর্ম্মহীন মানুষদের জন্য কাজ সৃষ্টির উদ্যোগে অগ্রসর হতে হবে। ব্যাঙ্কে প্রতিনিধি শ্রীনিবাস ঘোষ বিশেষ আন্তরিকতা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে এই কর্ম্ম সংগঠনে সহযোগিতা দেন।

রঘুনাথপুর সংবাদ

রঘুনাথপুরের শ্রীকানাই শাল কে জানাচ্ছেন যে—"এ বছরে ঐ সব অঞ্চলে বহু চাষীর চাষ হয়নি। বাঁধে অমির চাষ প্রথম দিকে হতে পারেনি। এই বৃষ্টিতে লোকে যান লাগাবার চেষ্টায় থাকলেও মনে হয় এই ব্লকে অর্দ্ধেক জমি পতিত থাকবে।

এর সঙ্গে আবার অতিবৃষ্টির তাণ্ডব

সারা পশ্চিম বাংলার খরার এই বছর, দিন সাত ৰ'রে প্রবল বৃষ্টির জন্য দিকে দিকে বিভিন্ন সংকট দেখা দিয়েছে। আমাদের জেলাকে অনাবৃষ্টির আতঙ্কনায় অস্থির হ'য়ে লোক এই বৃষ্টির প্রবল বর্ষণকে অভিনন্দিত করেছিল, কিন্তু দিন ৭ ধরে ক্রমাগত প্রচণ্ড বর্ষার জন্য নূতন বিপদসমূহ এনে হাজির। শীতের জমলের চারা যারা ফেলেছেন—তাদের বীজ নষ্ট হোল, তিল গুঁজা কুষী নষ্ট হোল। এমন কি বিরি প্রভৃতির যে জমন গাছে ধরেছে—তাও অতিবৃষ্টির জলে মরতে যাচ্ছে। বৃষ্টির জলের তোড়ে বহু আইল ভেঙ্গেছে—তাতও ক্ষতিপূরণ নীঘ্র দরকার। অতিবৃষ্টিতে ধানের বেশ ক্ষতি হয়েছে সত্য, তবে এই ভাবে বেশী দিন চললে ধানের চারা বিশদ হবে—রোগ লাগবে। এই জেলার বিশ্ব চাষীদের ওপরে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি পর পর বিপর্যয়ের ওপর বিপর্যয় সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

এত দুর্যোগ সত্ত্বেও আজ এর প্রতিকারে সংগ্রাম চাই

কিন্তু এসব দুর্যোগে হতাশ হলে চলবে না। জনগণকে এবং সরকারকে কোমর বাঁধতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে লঙ্গরখানা, বিনিময় কৃষি ঋণ, জি, আর, টি, আর প্রভৃতি বিষয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে আসতে হবে তার সঙ্গে জনমনের চাহি বলিষ্ঠ আত্মপ্রচেষ্টা—আত্মবল

বিবিধ সংবাদ

নক্সালী নেতা শ্রীচারু মজুমদারের উদ্বৃত্ত জমি সরকারী খাস করা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নক্সাল আন্দোলনের গুরু ও তত্ত্ববিদ শ্রীচারু মজুমদারের ৬৩'৫৬ একর কৃষি জমি এবং ১৭ একর অকৃষি জমি সম্প্রতি খাসে নিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের সেটেলমেন্ট অফিসার রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন যে—শ্রীমজুমদারের মোট ৮৮'৫৬ একর কৃষি জমির মধ্যে এখন তিনি ২৩ একরের মত জমি নিজের নামে রেখেছেন। আইনতঃ অবশ্য তিনি ২৪ একর পর্য্যন্ত কৃষি জমি রাখতে পারেন। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তফানীয়ন কৃষি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার উদ্বৃত্ত জমি খাসে নেবার যে অভিযান আরম্ভ করেছিলেন—তদনুসারে ঐ জমি খাসে নেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণনগরে দারোগা হত্যার প্রতিক্রিয়ায় অবাধ পুলিশী তাণ্ডব ও প্রতিবাদে হরতাল

গত ৩০শে আগষ্ট বৈকালে শ্রীকালিপদ দাস নামে একজন সাব-ইন্সপেক্টার অফ পুলিশ ডাকাতির তদন্ত করে ফেরার পথে শক্তি নগরের কাছে কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা ছুরিকাহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই নিয়ে কৃষ্ণনগরে এক সপ্তাহের মধ্যে ৩ জন পুলিশ কর্মচারী ছুরিকাহত হন।

প্রকাশ, সাব-ইন্সপেক্টারের মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও সি-আর-পির লোকেদের মধ্যে বিক্ষোভের ভাব দেখা দেয় এবং তারা পথে বেরিয়ে রাস্তায় যাকে পায় এলো-পাথাড়িভাবে লাঠি পেটা শুরু করে। সি-আর-পির একটি বাহিনী রেল ষ্টেশন আক্রমণ করে আশপাশপর তছ-নছ করে এবং রেলকর্মী ও ট্রেনের যাত্রীদের উপরও বেপরোয়া মারপিট করে। সিনেমাগৃহ ও বহু ব্যক্তির বাড়ী পুলিশ দ্বারা আক্রান্ত হয় ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে লাঞ্ছিত হয়। ফলে ৯২ জন আহত হন এবং আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ৩২ জনকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ সমগ্র সহরে কার্ফিউ জারী করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সৈন্য বাহিনী তলব করলে তবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় থাকে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের শ' দুয়েক কর্মচারীকে ভিউটী না দিয়ে পুলিশ ব্যারাকে ও পুলিশ লাইনে থাকার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

উত্তেজনা পুলিশী কর্তৃপক্ষ ও সাংবাদিকদের তদন্তকালে অকথ্য পুলিশী নির্য্যাতনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকে মহিলাদের নির্য্যাতন, অলঙ্কার ও টাকা পয়সা লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগও পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ নগরে হরতাল

নির্মম পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ২রা সেপ্টেম্বর "কৃষ্ণ নগর বন্ধ" পালিত হয়। এই হরতালের দিনে সমগ্র কৃষ্ণ নগরে সৈন্য বাহিনী মোতায়েন থাকে। হরতালের দিন আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার পুলিশী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

শহীদ দিবস

৩১শে আগষ্ট শহীদ দিবস উপলক্ষে কলিকাতার কয়েকটি স্থানে পুলিশের উপর বোমা নিক্ষেপ এবং পুলিশের পাল্টা গুলি বর্ষণের ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছেন।

বোমার আঘাতে ১৫ জন পুলিশ ও ২ জন এস-ডি-এফ আহত হন বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান। বিভিন্ন অঞ্চলে হাঙ্গামার সূত্রে পুলিশকে প্রায় ১০০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করতে হয়।

কলিকাতার বিভিন্ন মহল্লায় ও কলিকাতার সহরতলীতে সি-পি-এম কর্মীরা সমবেত হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মহাকরণ ও রাজভবন অভিমুখে অভিযান করার চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানেই তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে থাকে ফলে মহাকরণ ও রাজভবন অবরোধের কার্য্যক্রম সফল হতে পারে নি। সমগ্র ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকা পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্বারা ঘিরে রাখা হয়।

পৌর এলাকায় হরতাল

সেনাবাহিনী নিয়োগ এবং শহীদ দিবস পালনে সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি—দমদম, উত্তর দমদম, খড়দহ, বরানগর, কামারহাটি, বেলঘরিয়া, শ্রীরামপুর, ভগলী, চুঁচুড়া ও বিষ্ণুপুরে ধর্ম্মঘটের ডাক দেন। পরিবহন ব্যবস্থাও একরূপ অচল হয়।

সুফলা
২০:২০:০
(এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট)

জমিতে দিয়ে গোলা ভরে ফসল তুলুন





সুফলা ২০:২০:০ পশ্চিম জার্মানির-বানা বাঁধানো এক বহুগুণের রাসায়নিক সার, যাতে রয়েছে ২০% নাইট্রোজেন (N) আর ২০% ফসফেট (P_2O_5)। তার মানে, ১ বস্তা সুফলা ২০:২০:০-তে যেমন ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা আছে যা ১ বস্তা এ্যামোনিয়াম সালফেট + ১½ বস্তা সুপার ফসফেট-এর মিলিত ফসল উৎপাদনের ক্ষমতার সমান।

সরবরাহের জন্য স্থানীয় সার বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সিনটাল-BASF-ANP 20-140 BG



কেবল সুদীর্ঘ এবং কঠিন শ্রমের মধ্য দিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে। বেশি সংখ্যক লোকের জন্য চাকরি এবং দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের বড় ও ছোট কলকারখানাগুলিকে বিনা বাধায় কাজ করতে দিতে হবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে। শিল্পের প্রসার এবং অর্থনীতির অগ্রগতির পথকে যে কোনভাবে বাধা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশের যুবসমাজের ক্ষতি করা, বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রগতির পথ বন্ধ করা। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল—চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব। আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসাকে সফল করে এবং আইন শৃঙ্খলাকে পায়ে মাড়িয়ে এই পরিবর্তন আনা যাবে না। শৃঙ্খলা, সমিচ্ছা ও শান্তিপূর্ণ পথে এই পরিবর্তন আনতে হবে। সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের উপরে দেশের জনগণ। অফিসে খেটে খাওয়া মানুষ, সুন্দর তরুণী, সুন্দর সুন্দর শিশু, প্রাণোদ্দীপ্ত তরুণ, সশস্তর্কময় বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড-বিশেষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এরাই হচ্ছেন আমাদের জনগণ। আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই জনগণের স্বার্থকে বিপন্ন করা উচিত নয়। তাঁদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্টগুলি বর্তমানের অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে উঠবার কাজে লাগাতে হবে। পথ বিপদসংকুল; কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, এবং বাংলার অমর ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত হই তবে সফল আমরা হবই।

—ইন্দিরা গান্ধী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লোকসেবায়তন নিমডি

লোকসেবায়তন এতদিন সমগ্র গ্রাম সেবার উদ্দেশ্য লইয়া গ্রামে খাদি উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি গ্রামা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিভিন্ন গ্রামা শিল্প যথা তেলঘানী, দড়ি তৈরী ও কুম্ভকারী শিল্পের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

এখানে বাছাই করা সরিষা হইতে নিজেদের তত্ত্বাবধানে তেল নিষ্কাষন করা হইতেছে। বর্তমান ভেজালের যুগে যাহারা খাটী সরিষার তেল ব্যবহার করিতে চাহেন তাহারা লোক সেবায়তনের প্রস্তুত এই তেল ব্যবহার করিয়া দেখিলে উহার গুণ বুঝিতে পারিবেন।

পুরুলিয়াবাসীদিগের সুবিধার জন্য আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন খাটীর তেল লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের ঘরে ঘরে তেল পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

যাহারা খাটীর তেল ব্যবহার করিতে চাহেন তাহারা মুক্তি প্রেসে নিজেদের নাম লিখাইয়া রাখিলে আমরা তাহাদের বাড়ীতে তেল পৌছাইয়া দিতে পারিব।

আশা করি পুরুলিয়াবাসী সকলে এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক দিকে খাটীতে তৈরী খাটী সরিষার তেল ব্যবহার করিয়া নিজেরা উপকৃত হইবেন অপরদিকে দেশের একটা সুপ্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করিবেন।

এই তেল প্রতি কিলো ৯৲ ছয় টাকা মূল্য হইবে।

সুবোধ রায়
সম্পাদক
লোক সেবায়তন

৩১।৮।৭০

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের বহু রকম বীজ এসেছে আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ
মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা (জলী এবং মাঝামারি)
ঘ) সর্ব্বতি সোনারা (নোরি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি কার্য্যের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কম্মীরা অগ্রীম দেবার চেষ্টা করুন।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

Government of West Bengal

Office of the Deputy Commissioner, Purulia

Judicial (MV) Department

Notice

Applications have been received for the following stage carriage operators for grant of diversion/extension of the existing routes as shown below. The application will be available for inspection on any working day of the office hours. Any objection to be made in connection with the said application under Section 57(3) of the M. V. Act, 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 29th September, 1970.

The application and objection, if any, in connection with the said applications will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held after that date. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy there of is furnished simultaneously to the applicant by the person making such application.

Sd. Illegible
Secretary,
Regional Transport Authority
Purulia 29.8.70

Name of the Operator	Proposed Diversion/Extension of the route
1. M/s Sakti Bus Service	Extension of the existing route Purulia to Manbazar via Kenda to ply upto Sindri Nadighat.
2. Sri P. K. Das.	Extension of the existing route Purulia to Puncha via Hura to ply upto Manbazar.
3. Mandalal Mahato	Extension of the existing route Purulia to Adra to ply upto Indrabil Railway Station.
4. Sri Bhutnath Mishra	Extension of the existing route Santaldih to Hura via Adra, Kashipur to ply upto Puncha.
5. Sri Sheo Charan Lal Litha	Diversion of the existing route Purulia to Suisa via Balarampur, Baghmundi to ply via Balarampur, Baghmundi, Madla.
6. Sri Sheo Charan Lal Litha	Diversion of the existing route Purulia to Suisa via Matha, Baghmundi to ply via Matha, Baghmundi, Burda.
7. M/s Mabalaxmi Transport Co, Purulia.	Diversion of the existing route Purulia to Suisa via Matha, Baghmundi to ply via Matha, Baghmundi, Burda.
8. Sri Monoranjan Mahato	Diversion of the existing route Purulia to Manbazar via Cheka, Majhihira to ply to Manbazar via Jabla, Gopalnagar from July to September each year during rainy season until the road via Majhihira is made all-weather one.

শ্রীযাদব অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

চিরন্তন ভারত
প্রাণবান
নিরোধক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর '৭০
২৮শে ভাদ্র ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

শহীদ স্মরণে



অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশন করে মৃত্যু বরণ করেন।
জন্ম—২৭শে অক্টোবর ১৯০৪
মৃত্যু—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

জেলার সামনে আজ বাঁচবার যে গুরুতর সমস্যা

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

গতবারের মুক্তিতে লিখেছিলাম—আমাদের সামনে সঙ্কটজনক খাদ্যপরিস্থিতির সমস্যা দুর্ভিক্ষ-জনিত সমস্যা এবং অনাবৃষ্টি জনিত সমস্যা। যখন ঐ লেখা লিখতে আরম্ভ করি তখন জানতাম না যে ঐ সময়েই সৃষ্টি হচ্ছে আর এক গুরুতর সমস্যা—তা অতিবৃষ্টি জনিত সমস্যা। ঐ মুক্তিকেই শেষ সংবাদ হিসাবে লিখেছিলাম "অতি বৃষ্টির ফলে হঠাৎ চারিদিকে এক অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে ব'লে খবর আসছে। এখন নানা দিকের সংবাদে জানা গেল যে অতিবৃষ্টি-জনিত সমস্যাও আজ এই জেলার জীবনে এক কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে।

রেডিওর সংবাদ আদৌ সত্য ছিল না

অল ইণ্ডিয়া রেডিও (ভারতীয় আকাশ বাণী) সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন যে, অতিবৃষ্টিতে সারা বাংলা বিপন্ন তবে পুরুলিয়া জেলা এর তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ সংবাদ মোটেই সত্য নয়। এই জেলায় বান আসেনি সত্য; কিন্তু ক্রমাগত ৭ দিন ধ'রে অতি বৃষ্টির জন্য সারা জেলায় অগণিত চাষীর জমির আইল ভেঙ্গে জমি নষ্ট হয়েছে, ধানের আবাদ নষ্ট করেছে, সরিষের ক্ষতি সাধন করেছে। এই অতি বৃষ্টিতে এই জেলার অগণিত মানুষের ঘর দোর দেওয়াল প্রভৃতি ভেঙ্গে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে শুধু মাটির ঘর মাটির দেওয়াল নয়—পাকা ইটের দেওয়াল, পাঁচিল প্রভৃতি বহু প'ড়ে গেছে। রবি শস্যের অভাবিত ক্ষতি হয়েছে। এই দরিদ্র জেলার জীবনে এই বিধ্বংসী কাণ্ড যে কী কঠিন সমস্যা তা দেশবাসীই জানেন।

সুতরাং আমাদের সামনে আজ

১) **দারুণ দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা**
২) **অনাবৃষ্টিজনিত নিদারুণ পরিস্থিতি**
৩) **অতি বৃষ্টি-জনিত মারাত্মক ব্যাপার**

একজন আমাকে বলেছিলেন যে, জনৈক উকিল বাবু বলছিলেন—অরুণবাবু মুক্তিতে সত্য কথা লেখেন নি—যখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তখন তিনি অনাবৃষ্টির দোহাই দিয়ে জেলার কষ্টের কথা জানাচ্ছেন। ঐ উকিল বাবুর মত দু'চার জন ব্যক্তি ঐ কথা ভাবতে পারেন। মনে হয়—তাঁরা এমন ব্যক্তি যাঁরা কৃষি জীবনের অবস্থা জানেন না। সুদীর্ঘকাল ধ'রে অনাবৃষ্টি চলার ফলে যখন চারা বৃদ্ধিতে গেছে—যখন মরশুমী সুযোগ শেষ হতে বসেছে তখন অতিবৃষ্টি হলেও এবং সেই বৃষ্টিতে কিছু কিছু চাষ সম্ভব হলেও, তা' যে আশাজনক তেমন কিছু নয়—তা' তাঁদের জানা নেই। এই রকম চাষ স্বাভাবিক সুযোগের শতকরা ১ ভাগ মাত্র। তাও যদি অনেক পরে পর্যাপ্ত ঠিক মতো জল হয়। সুতরাং আজ অতিবৃষ্টি হলেও অনাবৃষ্টি জনিত সমস্যা এই জেলায় কম নয়।

অতিবৃষ্টির সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গার সংবাদ

রঘুনাথপুর থানায় পাঁচেত ডামের ধারে ও নানাস্থানে অতি-বৃষ্টির ফলে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।

জয়পুর থানা থেকে শ্রীরামপদ হাজরা জানাচ্ছেন যে, তাঁদের থানায় অতি বৃষ্টির জন্য অগণিত মাটির বাড়ী, দেওয়াল ক্রমে বহু লোক গৃহহারা অবস্থায় কাটাচ্ছেন। রবি শস্য ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে। বন্যায় গৃহহারা মানুষকে যেমন সাহায্য দেওয়া হয়—সে রকম এদেরও অন্ন খাদ্য, বস্ত্র সাময়িক থাকবার ত্রিপল, গৃহ নির্মাণ সাহায্য এবং শিশুদের জন্য দুধ ও ঔষধ অবিলম্বে দেওয়া প্রয়োজন।

জামতোড়িয়া থানা থেকে সংঘের বিশিষ্ট কর্মীদ্বয় শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত ও শ্রীবলরাম মাহাত জানাচ্ছেন যে, এই অতি বৃষ্টির ফলে নীচের আবাদে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন—তাঁদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। জমির আইল ও দেওয়াল প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ভেঙ্গেছে। তাঁরা আরো জানিয়েছেন যে, **অনাবৃষ্টির** ফলে ওঁদের থানায় চাষের যে পরিস্থিতি তা এই—

আঁকরো অঞ্চলে যে সব গ্রামের জমি পতিত ছিল তা এই—আমড়া ৮৶ খয়ের বনী ৮৶, আঁকরো ১৶ বড় কদম ।৶০।

বুড়িবাঁধ অঞ্চলে পতিত ছিল—দাঁড়িকাবোরা ৮৶ কেন্দাডোঙ্গর, জোরবাড়ী, সনকুড়া, বেলসড়িয়া সর্বত্র ।০। **জামতোড়িয়া অঞ্চলে** জামতোড়িয়া বারিডি, মুকুন্দপুর সর্বত্র ।৶। অতি বৃষ্টির সময়ে পতিত জমিতে যে চাষের চেষ্টা হয়েছে—তার অবস্থা কী তা জেলাবাসী ভালভাবেই জানেন।

সরকারকে অবিলম্বে এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে হবে

এই বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত জেলাবাসী আজ মর্মান্তিকভাবে আর্তনাদ করছে। এই আর্ত মানবতার অব্যক্তায় কষ্ট আজ সরকারের উপলব্ধি করা দরকার এবং অবিলম্বে ত্রাণ কার্যে অগ্রসর হওয়া দরকার।

— •—

প্রলয়ঙ্কর বন্যা

গত ৩০শে আগষ্ট থেকেই পাঞ্জেয় পশ্চিমবাংলায় অবিরাম ও অস্বাভাবিক বর্ষণ হতে থাকে। প্রকাশ যে গত প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে এরকম অস্বাভাবিক বর্ষণের ব্যাপার খুব কমই হয়েছে।

সরকারী সূত্রে জানা যায় পঃ বাংলায় ছয়টি জেলা এই বন্যার কবলে পড়ে নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। হুগলী জেলার আরামবাগের অবস্থা এরই মধ্যে অতি শোচনীয়। উঁচু বাড়ীগুলি জনবহুল দ্বীপের মতো হয়ে আছে আর সব জলের তলায়। বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সংক্ষেপে এই বন্যা-বিপর্যয়ের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। আজ লক্ষ লক্ষ লোক আশ্রয়হারা ভবিষ্যৎ আশ্রয়েরও কোন ভরসা তারা দেখতে পাচ্ছেন। যারা প্রাণ নিয়ে বেঁচে গেছে—তাদের সর্বস্ব জলের প্লাবনে হয় ভেসে গেছে—নয় নষ্ট হয়ে গেছে। শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও নারীদের দুর্গতি ও আশ্রয়হীন অবস্থা কল্পনারও অতীত।

এই বন্যার কারণ কিন্তু একমাত্র অতিবর্ষণই নয়। শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদরে যে সমস্ত জলাধার বাঁধ করা

হয়েছে যার ব্যবস্থার জন্য দামোদর ভ্যালি করপোরেশন অর্থাৎ ডি, ভি, সি বলে খ্যাত সংগঠন রয়েছে—সেই ডি, ভি, সি অধিকাংশতঃ দায়ী।

ডি, ভি, সির পাঁচটে ও মাইথন ড্যামে জল এত বেশী জমে আছে যে তা বের করে না দিলে ঐ ড্যামের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ডি, ভি, সির কর্তৃপক্ষ দামোদরে ঐ সব জলাধার থেকে লক্ষলক্ষ কিউসেক জল হঠাৎ ছেড়ে দেওয়াতে অতিবৃষ্টির জলস্রোতের সঙ্গে এই পর্বত প্রমাণ জলের স্রোত মিশে প্রলয় তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলল। ফলে হাওড়া ও হুগলী জেলার বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। মহা অতিবৃষ্টিতেও যেসব গ্রামের কাছেও কোনদিন বন্যা আসার সম্ভাবনা নেই, ছিল না, সেখানেও গ্রামগুলি জলের তলায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। ডি ভি, সির এই জলাধার এমন অদ্ভুতভাবে ব্যবস্থিত যে—বর্ষার সময় এরা প্রয়োজনীয় জল দিতে পারেনা।—কিন্তু বর্ষার সময় এরা প্লাবন সৃষ্টি করে—যদিও গুলি বন্যা নিরোধের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। এই বন্যার ফলে হুগলি হাওড়ার আরামবাগ থেকে বাগনান আমতার অনেক গ্রাম ১৫ ফুট পর্যন্ত জলের তলায় ডুবে গেছে। প্রকৃতির সৃষ্টি বিপর্যয়কে মানুষ তার অবিবেচনা সৃষ্ট বিবেচনার দ্বারা এক অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয়ে পরিণত করেছে। বাংলাকে রক্ষার জন্য যে বাঁধের পরিকল্পনা হয়েছিল—হতভাগা বাংলা সেই বাঁধের জলেই ডুবে গেছে। এই বিপর্যয় কিন্তু সাময়িক নয়।

সরকার নিশ্চয়ই সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। ত্রাণ কার্য্য আরম্ভ হয়েছে, ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে—হেলিকপ্টারে দুর্গতদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীও এই দুর্গতিতে সাহায্যের জন্য নেমে পড়েছে—ঠিকই। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত এই—অবস্থাকে গণ্য করে সাহায্যের চেষ্টা হচ্ছে—কিন্তু সরকারী সাহায্যের রূপ আমরা জানি। সামগ্রীর বা অর্থের অভাব হয়তো নাও হতে পারে, ব্যবস্থার অব্যবস্থাই সরকারী আর্ত্তত্রাণের কাজে সব চেয়ে বেশী অমার্জ্জনীয় ত্রুটি।

বেসরকারী ক্ষেত্রে পূর্বে দেখেছি রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি এই রকম অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক দিন আর্তদের তারা ভরসার স্থল ছিল। আজ আর তা নেই। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তার সীমিত শক্তি নিয়ে করে— কিন্তু এই সমুদ্রে তাদের আপ্রাণ চেষ্টা কতটুকু ভরসা দিতে পারবে?

বে-সরকারী পর্য্যায়ে রইল রাজনৈতিক দলগুলি। দুঃখের সঙ্গে এটা বলতে হয় যে বহু ক্ষেত্রে বহু রাজনৈতিক দল যারা তাদের রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে এই অরাজনৈতিক রিলিফের কাজেও নেমে যান তারাও ঠিক নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন না। ফলে নানা প্রকার অভিযোগের সুযোগ তারা করেছেন— এই ব্যাপারেও অভিযোগ হচ্ছে।

দুর্গতি এখন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। বন্যার ফলে দুর্গত হাজার পরিবারকে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থাতো করতেই হবে তা ছাড়া এমনই রোগ, মারী, এবং অন্যান্য যে সব অবস্থা আনুষঙ্গিক তার প্রতিষেধ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা জাতীয় বিপর্যয় বলে গণ্য করে জাতিকে তার সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়ে সক্রিয় হতে হবে— তা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এই অতিবৃষ্টির ফলে কলিকাতা মহানগরীর— জনজীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ মহানগরীর ও তার আশ পাশের লক্ষ লক্ষ নর নারী দুর্গতির মধ্যে পড়ে। এর দ্বারাই পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা খানিকটা অনুমান করা যায়।

সম্প্রতি আবার সংবাদ পাওয়া গেল যে গাঙ্গেয় বাংলায় প্রবল বর্ষণ থেমেছে কিন্তু গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে উত্তর বঙ্গে আবার প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হয়েছে। বন্যার বিপদের আশু সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃতি নির্মম—কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের শৈথিল্য, তার নির্মমতা কে যে কি পরিমাণে বিধ্বংসী বিপর্য্যয়ে পরিণত করে—বাংলার বন্যা ও প্লাবন তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

বি, দাসগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব
এক কোটি লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত
মানুষের সৃষ্ট বন্যায় মানুষ বিপন্ন

গত ৩০শে আগষ্ট থেকে লগাতারিক কালব্যাপী অবিরাম প্রবল বর্ষণের ফলে কংসাবতী, তমলুকবারকা, দামোদর, অজয় ও ময়ূরাক্ষী—পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান নদনদীগুলিতে ভারী জলস্ফীতি ও প্রবল বন্যার ফলে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম জেলাগুলি এবং তদুপরি কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়, হাজার হাজার ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ হয়—আর লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন, আশ্রয়হীন, ও ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। এই প্রবল বর্ষণের সঙ্গে দামোদর ড্যামী কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ দামোদরের জলাধার থেকে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে বন্যার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় এবং আর্ত্ত ও দুর্গত জনসাধারণের বিপদ চরমে উঠে। বহু ব্যক্তি ও গবাদি পশু এই বন্যার কবলে প্রাণ হারায়। এ পর্য্যন্ত ৬৩ জনের কাপ্তেনাদীর সংবাদ পাওয়া গেছে।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল প্রভৃতি অঞ্চল এবং মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও হাওড়া জেলার আমতা ও উদয়নারায়ণপুরের বন্যার পরিস্থিতি সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। এই সকল জলনেষ্টিত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও ত্রাণ-সাহায্যাদি পৌঁছানো বিশেষ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। বন্যাক্লিষ্ট বিপন্ন ব্যক্তিদের নৌকা, ষ্টীমার, হেলিকপ্টার প্রভৃতি সম্ভাব্য বিভিন্ন যানের সাহায্যে আহার্য্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র প্রভৃতি উদ্ধারকার্য পৌঁছে দেবার চেষ্টা চলছে। এই ত্রাণকার্য্যে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীকেও কাজে লাগানো হয়েছে।

কলিকাতা

সমগ্র কলিকাতা সহরও জলে বৈ বৈ করছে এবং বহু অঞ্চলের তিন সহস্রাধিক নরনারীকে প্লাবিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থল কলেজ গৃহে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মাসের প্রথম ভাগে প্রবল বর্ষণের সময় চারিদিনে কলিকাতা সহরে ২৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। গত ৭৩ বৎসরের মধ্যে এমন প্রবল বর্ষণ আর কখনও হয়নি। ১৯৯৭ সালে কলিকাতায় চারিদিনে ২৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এই অস্বাভাবিক বর্ষণ ও প্লাবনের ফলে মহানগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই বৎসরের বন্যায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটী নরনারী নিরাশ্রয়ভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২৪ পরগণার হাড়োয়া, মিনাখা, সন্দেশখালি, পাথর প্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলগুলি বন্যার ফলে বিশেষ বিপন্ন এবং এই অঞ্চল সমূহের বাঁধগুলি সব ভেঙ্গে গিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তুলেছে।

বীরভূম জেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার একর জমি এখন জলপ্লাবিত। লাভপুর অঞ্চল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। বেড় শত বর্ণাবাড়ীর প্লাবিত এবং ৩৫ হাজার লোক বিপন্ন।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ৫ লক্ষ, উত্তর মেদিনীপুর মহকুমার ৩ হাজার ২ লক্ষ ও তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া ও পাঁশকুড়া অঞ্চলের ৩ লক্ষ মোট ১০ লক্ষ বিপন্ন মানুষ এখন জলবন্দী হয়ে আছেন। ঘাটাল সহর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক শত দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২৮শে ভাদ্র, সোমবার

জাতির কলঙ্ক

ইংরেজ ভারতবর্ষে তার যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল সাম্রাজ্য রক্ষা করে শাসন চালিয়ে যাচ্ছিল তা—বহু ভারতবাসীর৯ স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় এবং বহু বহু ভারতবাসীর সাহায্যে ও সহযোগীতায়। সমস্ত ভারতবর্ষময় ইংরেজ শাসন পাকাপাকি হবার আগে এবং শেষ মোগলসম্রাট আওরাঙ্গজেবের পরে সমগ্র ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্তভাবে, ছোট বড় রাজ্যের ক্ষেত্রে, রাজা মহারাজা নবাবদের রাজতান্ত্রিক ও নবাবতান্ত্রিক শাসন রাজা ও নবাবদের ইচ্ছামতো চলত।

ইংরেজ ভারতবর্ষে তার রাজত্ব কায়েম করে সম্রাট বনে গিয়েছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব পাকাপাকিভাবে স্থাপন করতে গিয়ে সে সময়কার রাজা ও নবাবদের কাছ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে যে বাধা পায়নি তা নয়—দুচার ক্ষেত্রে লড়াইও করতে হয়েছিল। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত রাজা, নবাবেরা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে। ইংরেজ তাদের সঙ্গে ঠিক সন্ধি করে না—একটা রফা করে। তারা ইংরেজকে কর দিয়ে তার অধীনে নিজেদের রাজ্য শাসনের অধিকার বজায় রাখে। ইংরেজের একজন ইংরেজ এজেন্ট এই সব রাজা নবাবদের রাজত্বে বহাল থাকতো যার কাজ ছিল রাজা বা নবাবের রাজত্বে কোন ইংরাজ বিরোধী কাজ না হয়, এদের ইংরেজভক্তির যেন কোথাও ত্রুটি না থাকে—এসব দেখা। মোদ্দাকথায় ইংরেজ তার এজেন্ট দিয়ে এই সব রাজা নবাবদের শাসনে রাখতো। আর এরা ইংরেজের বশম্বদ গোলামরূপে নিজেদের রাজ্য শাসন করতেন। এই সমস্ত গোলাম-শাসকদের নেটিভ প্রিন্স, নেটিভ কিং বলা হত। এদের রাজত্বকে নেটিভ ষ্টেটস বা দেশীয় রাজ্য বলা হত। কর দিতে বলে বলা হত করদরাজা বা করদ রাজ্য।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ দুই পর্য্যায়ের রাজত্বে বিভক্ত ছিল। এক ছিল ইংরেজের সরাসরি শাসনাধীনে ভারতবর্ষ—আর এক ছিল দেশীয় রাজ্য অর্থাৎ করদ রাজা, নবাবদের শাসিত ভারতবর্ষ।

ইংরেজের রাজত্ব কায়েম রাখতে এই সমস্ত দেশীয় রাজা, নবাবেরা ধনে জনে ইংরেজের সব চেয়ে বড় সহায়ক ছিল।

প্রজাদের সম্বন্ধে এদের কোন দায়িত্বের ভাবনা ছিল না। প্রচুর ঐশ্বর্য্য এরা আহরণ করতো আর চূড়ান্ত ভোগ বিলাসের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতো। বিলেতে, বিদেশে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ছিনিমিনি খেলা এদের খেলা ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের সঙ্গে ধনের বৈভবে পাল্লা দিত। দেশীয় রাজ্যে কোন আইন কানুন ছিলনা বললেই হয়; প্রজারা ছিল অসহায় পীড়িত, নিষ্পেষিত দলিত ও মথিত। ভারতবর্ষের এই সামন্তযুগীয় অপজ্ঞতারা ইংরেজ বর্বরতার পদলেহন করে ভারতের জনজীবনের ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের এক নম্বর শত্রুর মতো কাজ করেছে। এদের কার পূর্বপুরুষ কবে কি করেছিলেন—তার দ্বারা এদের বিচার করা চলেনা। ইংরেজ আমলের পরিপ্রেক্ষিতে এদের বিচার করতে হলে এদের সামনে সুলভ ইংরেজের নির্লজ্জ পদলেহনকেই বিচার করতে হয়। এদের সম্বন্ধেই বাংলার স্বদেশীমন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা গোবিন্দদাস একদিন এই বলে গেয়েছিলেন—

"করব মিত্র নবাব রাজা
সবাই বেখি দক্ষ সাজা
একটাও নয় মানুষ তাজা
অজার মাথা বয়।
ওগুলা সব মানুষ হলে,
কোন্ দিকে কে যেত চলে,
ডেমিস পেনিস টেমিস খেলে
ভারতভূমি লয়?
মরুদেশের গরুকাটা
ভারত করে জয়?"

ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময় এই অজা-মুণ্ড-বাহী দেশীয় নৃপতিরা সবচেয়ে বেশী মুস্কিলে পড়ল বলে—এরা নিজেরা মনে করল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এরাই সব থেকে বেশী বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এদের সম্মিলিত বহু বহু প্রস্তাব ও অভিমত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে ভারতে বহাল রাখবার জন্য দিনের পর দিন বিঘোষিত হয়েছে। জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করতে ইংরেজ এদের এগিয়ে দিয়েছে। নিজেদের নির্বিঘ্ন শোষণ ও ভোগ-বিলাস বজায় রাখার জন্য এই অমানুষগুলির কাছে ভারতের পরাধীনতাই একমাত্র কাম্য ছিল। এদের রক্ষক ছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ, আর ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক ছিল—এরা।

ভারতবর্ষ যদি রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা কায়েম করত তবে এদের বহু বহু তৎসম সমধর্মীর সঙ্গে এদেরও ভিন্নমুণ্ড নিয়ে নিগৃহীত গণনারায়ণ গেণ্ডুয়া খেলতো। কিন্তু তা হয় নাই। এদের যথাপূর্ব অক্তিকের কায়েম ও সুরক্ষিত রেখে এবং স্বাধীন ভারতের গবর্মেণ্টের পক্ষে আরও জটিল করে, ইংরাজের পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতার আইন পাশ হল। স্বাধীন ভারত গবর্মেণ্টের অন্যতম প্রধান কর্ণধার সর্দ্দার প্যাটেলকে বাধ্য হয়েই এদের সঙ্গে একটা রফায় আসতে হল। সেই রফায় এদের রাজত্ব থাকবেনা তবে রাজা ও দেশীয় নৃপতি হিসাবে এদের স্বীকৃতি ও কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী এরা থাকবে। সংখ্যায় এরা কমবেশী ২৭৮ জন হবে। কিন্তু এদের কোন কোন জনের বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ২৬ লক্ষ টাকাও ছিল। এ পর্য্যন্ত এই কতিপয় ব্যক্তি রাজন্য ভাতা হিসাবে কমবেশী প্রায় ১০০ কোটি টাকারও বেশী পেয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষের বুভুক্ষু অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের দেয় রাজস্বই এদের এই নিশ্চিন্ত রাজভোগ জুগিয়ে এসেছে। এদের দাবী ও অধিকার কি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে? ইংরেজের প্রভুভক্তি পারিতোষিক হিসাবেই স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংবিধানে এদের এই দাবী স্বীকৃত ও বিধিসঙ্গত করে তাকে সংবিধানের আইনের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে যে লক্ষ্য ও আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতীয় জনগণের জন্য যে সম্মান ব্যবস্থা ও মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে—তার একই সঙ্গে তথাকথিত রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে এরকম একটা রাজকীয় ব্যবস্থা ভারতের গণতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে চলেছে। একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এটা একটা লজ্জাজনক অপমানকর পরিস্থিতি। ইংরেজ শাসক এক দিন যে সব অজাত-মাথা-বওয়া বিভীষণদের রাজা ও নবাবের পোষাক পরিয়ে ইংরেজ পলিটিকেল এজেন্টদের বুটের ঠোকরে তাদের কর্তব্যকর্ম করে বেখেছিল—আমরা স্বাধীন হয়ে সেই সব ইংরেজ-রাজ-সেবী বিভীষণদের সাংবিধানিক রাজকীয় মর্য্যাদা দিয়ে গণতন্ত্র করছি। এটা হওয়াই

উচিত ছিল —হলেও খুবই নীচ্ন তার অবসান হওয়া উচিত ছিল —কিন্তু এতদিন তা হয় নাই।

এতদিন পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই কলঙ্কের অবসান করে পদক্ষেপ করেছেন। রাজন্যদের ভাতা বিলোপ করতে হলে সাধারণ আইনে হবেনা যেহেতু ব্যবস্থাটা সংবিধানের। সেই জন্য সংবিধান সংশোধন করার দরকার। সংবিধান সংশোধন করতে হলে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোট পক্ষে পাওয়া দরকার।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে লোক-সভায় রাজন্যদের এই ভাতা বিলোপ করার জন্য একটি বিল পেশ করেন। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে লোকসভায় এর বিবেচনা হয়। বিবেচনার জন্যও ভোট নেওয়া হয়। লোকসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ৫২০, তার মধ্যে উপস্থিত ৪৭১ জনের মধ্যে পক্ষে ৩২৩ ও বিপক্ষে ১৪৬ ভোটে এটা বিধিমত অনুমোদিত হয়। বহু তর্ক বিতর্ক বাদানুবাদ ও আলোচনার পরে এটি পাশ করার জন্য চূড়ান্ত ভোট নিলে দেখা যায় তখন ৪৯৩ জন উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ৩৬৯ জনই পক্ষে এবং ১৫৪ জন বিপক্ষে ভোট দেন। দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী ভোট পেয়ে এই বিলটি লোক সভায় পাশ হয়ে যায়। ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে এই আইন কার্যকরী হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু রাজ্য সভায় আবার দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ না হলে এটা পাকাপাকি আইন হবে না। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যসভায় লোক সভায়-পাশ-করা রাজন্য ভাতা বিল পেশ করা হল। রাজ্য সভায় মোট সদস্য ২৪০ জন। তার মধ্যে উপস্থিত ২২৪ জনের মধ্যে পক্ষে ১৪৯ বিপক্ষে ৭৫ ভোট পড়ল। পক্ষে দরকার ছিল ১৫০। একটি ভোটের জন্য রাজ্য সভার বিলটি পাশ হলনা।

প্রকাশ যে ১৫ জন রাজ্য সভার সদস্য উপস্থিত হতে পারেননি। বিমান কর্মীরা প্রায়-কাজ-বন্ধ করে বসে আছেন। ফলে বাংলার ছজন সদস্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিমানে দেরীতে পৌঁছেন। তাদের আর ভোট দেওয়া হলনা।

রাজ্য সভায় এই আইন পাশ না হলেও সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে ভারত সরকার এক নির্দ্দেশ জারী করে প্রাক্তন নৃপতিদের স্বীকৃতিই বাতিল করেছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্য সভায় অর্থ মন্ত্রী শ্রীচ্যবন এই ঘোষণা করেন। ফলে সরকারী কলমের এক আঁচড়েই সর্বমোট ২৭৮ জন রাজা ও রানী, মহারাজা ও মহারানী, নবাব ও বেগম এবং রাজ-মাতার রাজকীয় মর্যাদা ও রাজস্ব ভাতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এরা তাদের খেতাব-সহ সমস্ত বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা হারালেন। এখন রাজা প্রজা সব সমান হয়ে গেল।

আমরা এই পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। লোক সভায় ও রাজ্য সভায় যারা এই বিলের বিরোধিতা করেন ও বিরুদ্ধে ভোট দেন তারা হচ্ছেন জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও নিজলিঙ্গাপ্পা অর্থাৎ সিণ্ডিকেটি কংগ্রেস মিলিতভাবে। সিণ্ডিকেটি শ্রীমোরারজী দেশাই এই বিরোধিতার অভিযান পরিচালনা করেন।

স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের নীতি ও গতি দেশবাসীর সুপরিচিত। কায়েমী স্বার্থ ব্যবস্থা, শোষণ ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা ও কার্য্য ধারার প্রতিভূস্বরূপে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এরা সক্রিয়। রাজন্য ভাতা বিলোপ বিলের এরা বিরোধিতা করবেন— এটা ওদের স্বধর্ম, জানা কথা। কিন্তু সিণ্ডিকেটী কংগ্রেসীদের কি জবাবদিহী আছে? রাজ্যসভায় এই বিলের পরাজয় বার্তা শুনে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা নাকি আনন্দে হেসেছিলেন। এটা শয়তানের হাসি। ভারতের জনক্ষেত্রে গভীর দুর্ভোগ্যযুক্ত বিকৃত ও গলিত অঙ্গ হিসাবে এই সিণ্ডিকেট রাজনৈতিক গোষ্ঠিটি ঘৃণ্য এবং পরিত্যক্ত হয়ে আছে। জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের মতো দলগুলির করজরাহক হওয়া ছাড়া এদের কোন গত্যন্তর নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সামগ্রিক-বিরোধিতা করাই এদের এখন একমাত্র রাজনীতি। যত ভাল ব্যবস্থাই হোক যেহেতু ইন্দিরা গান্ধী সেহেতু তার বিরোধিতা করতেই হবে। কারণ এই মহিলাটি সিণ্ডিকেটি কংগ্রেসের শুদ্ধ, নিশুম্ভ, ভস্মলোচন ও রক্তবীজদের যেভাবেই হোক অস্তিত্ব বিপন্ন করে ছেড়েছেন। এদের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজ্য সভায় এক ভোটে রাজন্য ভাতা বিলের পরাজয়ে এরা যা চেয়েছিলেন তা হতে পারলোনা। কারণ সংবিধানের ব্যবস্থাতেই এই তথাকথিত পরাজয় রাজন্য-বর্গের সামগ্রিক বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সিণ্ডিকেটি কংগ্রেসীদের গলিত অস্তিত্বকে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করল।

লোক সভাই ভারতের জনমতের বহুলাংশে প্রতিভূ—রাজ্য সভা নয়। এই ক্ষেত্রে জনমত যা কিছু প্রতিফলিত হয়েছে তা লোক সভাতেই হয়েছে। একটা আইনগত রবার ষ্ট্যাম্প দেওয়া ছাড়া রাজ্যসভার আর কোন মূল্যই নাই। তারপরে এই সমস্ত সংসদের বাইরে যে বিরাট ভারতবর্ষে বিরাট জনগণ রয়েছে তাদের জাগ্রত জনমত এই রাজন্যবর্গের সামগ্রিক বিলুপ্তির প্রচেষ্টাকে সাগ্রহে সমর্থন করছে।

আজ রাজন্য ভাতা বিলোপের বিরোধিতা দ্বারা ভারতের জনজীবনে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক জীবনে একটা অত্যন্ত কলঙ্ক-জনক অধ্যায়ের বিলুপ্তির প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এটা জনশত্রুতা ও জনদ্রোহীতা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব গোষ্ঠিগুলির কি সংসদের মধ্যে সদস্যরূপে, কি সংসদের বাইরে রাজনৈতিক ফড়ুঙ্গ রূপে— স্থান হচ্ছে— ইতিহাসের ভাগাড়ে।

ইতিহাসের শিক্ষা ও নির্দেশ হচ্ছে এই।

বি, দাসগুপ্ত

—•—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া সহরে দুর্গত রাস্তা

নয়াদিল্লী থেকে ২৯শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে রাস্তা তৈরীর জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছিলেন—সেই টাকা থেকে শুধু জাতীয় সড়ক খাতেই ৮২৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ১৯৬৯-৭০ সালে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগেই ফেরত দেওয়া হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ কচুর পরিমাণ অব্যবহৃত অর্থ ফেরত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার বিব্রত বোধ করছেন এবং রাস্তা নির্মাণ কার্যকে অগ্রাধিকার দেবার চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে।

পুরুলিয়া সহরেও মাত্র তিনটি প্রধান প্রধান যে রাস্তাগুলি গেছে অর্থাৎ ঋষি নিবারণ চন্দ্র রোড, রেঁশন-হাটতলা শহর সেন রোড, কেতিয়া রোড, পুরাতন মানবাজার রোড এ সমস্তই জেলা পরিষদের আওতায়। জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা এমন যে কর্ম্মচারীদের মাসিক বেতন জোটানও একটা সমস্যা।

যুক্তফ্রন্টের আমলে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পূর্ত বিভাগকে এই রাস্তাগুলি মেরামত করার জন্য অনুরোধ এবং চেষ্টা করা হয়েছিল—কিন্তু পূর্ত বিভাগ অর্থাভাবের অজুহাতে এগুলি নেয় নি। পুরুলিয়ার মিউনিসি-প্যালিটিও এই রাস্তাগুলির ভার নেওয়া তাদের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। এ সত্ত্বেও জেলা পরিষদ করেকটি রাস্তার মেরামত কাজ সুরু করার চেষ্টা করে টেণ্ডার ডেকে, ঠিকাদার ঠিক করে, পাথর জমা করেও অর্থাভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। পুরুলিয়া সহরের জনসাধারণের এই দুর্গত রাস্তাগুলির জন্য দুর্গতির আর সীমা নাই।

অথচ রাস্তার জন্য বরাদ্দ প্রায় সাড়ে আটশ কোটি টাকা কেবল কাজ না করার জন্য ফেরত গেছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ একটা অমার্জ্জনীয় সরকারী অপরাধ। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করার কোন ভাষা নেই। তবে ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বছর পর্য্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩৩ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল এবং কাজ না করার জন্য অব্যবহৃত ৩৩ টাকা ফেরত গেছে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে সে সম্বন্ধে একটা শঙ্কিত সরকারী বিবৃতি প্রকাশ হওয়ার জরুরী প্রয়োজন আছে বলে—আমরা মনে করি।

—•—•—

বিহারে খরা

সংবাদে প্রকাশ যে গত ৩০শে আগষ্ট জামদেদপুরে বিহারের সেচ মন্ত্রী বলেন যে বিহারে শতকরা ৩০ ভাগ জমি খরার কবলে পড়েছে। তিনি আশঙ্কা করেন যে এর ফলে বিহারে মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ ধান উৎপাদন হবে।

সেচ মন্ত্রী খরায় কবলিত যে জেলা ও অঞ্চলগুলির নাম করেছেন— তার মধ্যে সিংভূম জিলার বিশেষ করে চাক্কিদ, ইচাগড়, পটমরা থানার নাম করেন নি। অথচ এ বিষয়ে ঐ অঞ্চলের লোকেরা ও লোক সেবক সঙ্ঘ বিহার সরকার থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রীয় সরকার পর্য্যন্ত তাদের দুরবস্থার কথা মন্ত্রী পর্য্যায়ে দেখা করে, আবেদন করে জানিয়েছে। এই ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীরও ঐ অঞ্চলে যাবার কথা ছিল। অবশ্য ইচাগড় প্রভৃতি আয়গায় অত্যন্ত গুরুতর।

সম্প্রতি লোকসভায় বিহারের অনেক সদস্য এই অভিযোগ করেন যে—রিলিফ এবং সাহায্য দান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিহার সম্বন্ধে ইচ্ছা করে পক্ষপাতিত্ব করেছেন। অথচ এদিকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ইচাগড় অঞ্চলে দুরবস্থার সম্বন্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিছু করেন নি। তার ফলে সেই অঞ্চলে বহু লোক মারা গেছে এবং মারা যাবার সামিল হয়ে আছে। এ হচ্ছে পক্ষপাতিত্বের অমার্জ্জনীয়। এরা কোন্ মুখে আবার অন্যের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেন! তবে এটাই এখন চলতি ব্যাপার।

—•—•—

খাদ্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষস্থান

গত ৩০শে আগষ্ট নয়াদিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ভারতবর্ষে এ বছর ১৯৬৯-৭০ সনে খাদ্য উৎপাদনের যে হিসাব প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে—ধানের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসে আছে অর্থাৎ এ বছরে ৩৩৫০০০০ টন ধান উৎপন্ন হয়েছে—এবং গত বছরের তুলনায় এক লক্ষ টন বেশী।

আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবছি এত বেশী উৎপাদিত ধান গেল কোথায়? আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই রকম উৎপাদনের দ্বারা কোন সুবিধার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হিসাবটা যেভাবেই করা হোক না কেন আমরা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারি যে এ বিষয়ে শুদ্ধ পরিসংখ্যান নেবার মতো কোন সরকারী সংগঠন নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগের পরিসংখ্যানের সঙ্গে কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান মেলে না। এ নিয়ে অনেক বিবাদ আছে। অথচ এই পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য নীতি এবং পশ্চিম-বঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসন্তোষ ও সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

হিসাবে ভারতে এ বছর উৎপাদন গত বছরের চেয়ে শতকরা ৫·৮ ভাগ বেড়েছে বলে বলা হয়েছে। বহু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী বিধেয়াছী বলেছিলেন যে খাদ্য সঙ্গের সঙ্গেই পরিসংখ্যান তিনি বিশ্বাস করেন না। প্রচলিত একটা কথা আছে যে বিশ্বাস মধ্যে পরিসংখ্যান হচ্ছে সব চেয়ে অসত্য মিথ্যা। এই সব ব্যাপারের এখনও যে কোন পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যায় না। সুতরাং এই পরিসংখ্যানে উৎসাহিত বোধ করার কিছু নাই।

—•—•—

রাজন্য-ভাতা বিলোপের সিদ্ধান্ত

লোকসভা ও রাজ্যসভার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও পাল্টা সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশে রাজন্যদের স্বীকৃতি বাতিল

গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোক-সভায় রাজন্য ভাতা বিলোপ সম্পর্কিত সংবিধান সংশোধন বিলটি (২৬তম সংশোধন বিল) উত্থাপন করে পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদের "ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণের" পরিচয় দিতে আহ্বান জানান এবং বলেন যে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সেই সমাজে প্রাক্তন নৃপতিদের অনিচ্ছাকালের জন্য বিশেষ অধিকার ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া চলে কিনা সেটা বিচার বিবেচনার সময় এসেছে। ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই ঐতিহাসিক বিলটি গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটাবে বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

পরিপূর্ণ লোকসভা তাৎপর ভারত রাজন্য ভাতা বিলোপ সংক্রান্ত সংশোধনী বিলের বিতর্ক শুরু হয় এবং লোকসভায় রাজন্য সংস্থার প্রধান মুখপাত্র তথা স্বতন্ত্র দলের নেতা মহারাজা শ্রীরাম মেহরাজ্জি হরণদেবরা বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বিরোধী কংগ্রেসের নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই, জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী; স্বতন্ত্র নেতা শ্রীএম, আর মাসানী প্রমুখেরা রাজন্যবর্গের সমর্থনে বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন।

সরকার ও বিরোধী সেপ্টেম্বর লোকসভায় দুই দিনে সাড়ে আট ঘন্টাব্যাপী বিলটির উপর বিতর্ক চলে এবং তিন পর্য্যায়ে বিলটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের পর চূড়ান্ত পর্য্যায়ে দুই তৃতীয়াংশের অধিক ভোটে বিলটি গৃহীত হয়। প্রথম পর্য্যায়ে বিলটির সমর্থনে ৩৩৮ এবং বিপক্ষে ১৫২ ভোট, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সমর্থনে ৩৩২ এবং বিপক্ষে ১৫২ ও তৃতীয় পর্য্যায় সমর্থনে ৩৩৯ এবং বিপক্ষে ১৫৩ ভোট পড়ে। চূড়ান্ত পর্য্যায়ে বিলটির পক্ষে ৩৩৭ ভোট এবং বিপক্ষে ১৫৪ ভোট গণনার পর সংশোধনী লোকসভায় গৃহীত হয়। লোকসভার ৫২০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৯৩ জন উপস্থিত থাকেন। শাসক কংগ্রেসের ২০০ জন লোকসভার সদস্যের মধ্যে ১ জন প্রাক্তন নৃপতি আছেন—তাঁদের মধ্যে ৬ জন বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দেন। মন্ত্রীসভার সদস্য নয়নিংগেড়ের প্রাক্তন রাজা ভাষ্যরেড্ডা দি মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে বিলটির বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করেন। স্বতন্ত্র দলের একজন এবং নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেসের একজন সদস্য দলের নির্দেশ অমান্য করে বিলটির পক্ষে ভোট দেন।

রাজন্য ভাতা বিলোপ সংক্রান্ত ২৬তম সংবিধান সংশোধন বিলটির বয়ান নিম্নরূপ :—

১। এই আইনটি ১৯৭০ সালের সংবিধান (২৬ খ) সংশোধন আইন বলে অভিহিত হবে।

২। ১৯৭০ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে এই আইন বলবৎ হবে।

৩। সংবিধানের ২৯২ ও ৩৬২ নং অনুচ্ছেদ বাতিল হবে।

৪। সংবিধানের ৩৬৬ নং অনুচ্ছেদের ২২ নং ধারাটিও বাতিল হবে।

লোকসভায় বিলটির স্বপক্ষে যে দলগুলি ভোট দেন :

শাসক কংগ্রেস—২০০; জি-এম-কে—২৫; সি-পি-আই—২৩; সি-পি-এম—১২; পি-এস-পি—১৫; এস এস-পি—১০; এল-এস-এস—১ নির্দল—৩০।

যে দলগুলি বিরুদ্ধে ভোট দেয়

আই কংগ্রেস—২০; জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্রের সব সদস্য।

রাজ্যসভায় আর এক ইতিহাস

রাজ্যসভা সম্পর্কিত বিলটি গ্রহণ করে লোকসভা যে নূতন ইতিহাস রচনা করেছিল গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাজ্যসভা তা মাত্র এক ভোটে নাকচ করে দিয়ে পাল্টা ইতিহাস রচনার পথ দেখিয়েছে।

লোকসভায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোটে বিলটি গৃহীত হবার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজন্যভাতা বিলোপের উদ্দেশ্যে ৩৬ নং সংবিধান সংশোধন (২৬তম) বিলটি গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় উত্থাপন করলে বিলটি ১৪২-৭২ ভোটে অর্থাৎ ঐ দিন রাজ্যসভায় উপস্থিত সভ্যদের দুই-

তৃতীয়াংশের মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে নাকচ হয়ে যায়। এই দিন রাজ্যসভার ২২৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিলটির অপক্ষে ১৪৯টি ভোট নিম্নরূপ ছিল :—

শাসক কংগ্রেস—৮৪ ; সি-পি-আই—৯ ; সি-পি-এম—৭ ; এস-এস-পি—৭ ; কে-এম-কে—৫ ; পি-এস-পি—৪ ; আকালী—৩ ; মুসলীম লীগ—৩ ; আর-এস-পি—১ ; ফরোয়ার্ড ব্লক—(মা)—১, বিপাবলিকান—১ ; বাংলা কংগ্রেস—১ ; অনকংগ্রেস—১ ; সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতি—১ ; কেরলাবা যুকফ্রন্ট—১) এবং নির্দলীয় ও মনোনীত—১০।

বিরোধী কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র দলের ১ জন করে সদস্যও বিলের পক্ষে ভোট দেন।

বিলের বিপক্ষে ৭৫টি ভোট নিম্নরূপ ছিল :—

বিরোধী কংগ্রেস—৪০ ; জনসংঘ—১৫ ; স্বতন্ত্র —১১ ; বি-কে-ডি —৩ এবং নির্দলীয়—৫।

শাসক কংগ্রেসের ১ জন বিলটির বিপক্ষে ভোট দেন।

রাজ্যসভার ২৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন অনুপস্থিত থাকেন। নির্দলীয় সদস্য শ্রীবিজেন্দ্র লাল সেনগুপ্ত বিলটির পক্ষে ভোটদানের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে দিল্লী রওনা হন—কিন্তু বিমান পৌঁছতে ১২ ঘন্টা বিলম্ব হওয়ায় তিনি ভোট দিতে পারেন নি। তিনি ভোট দিতে পারলে বিলটি রাজ্যসভাতেও গৃহীত হোত।

রাজন্যদের স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার

রাজ্য সভা এক ভোটের এক তৃতীয়াংশের ব্যবধানে এই বিলটি নাকচ করে দেবার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক জরুরী বৈঠক হয় এবং অবিলম্বে রাজন্যদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও সকল সুযোগ সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি এক জরুরী নির্দেশ জারী করে রাজন্যদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং রাজন্যদের সুযোগ সুবিধার বিলোপের নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক রাজন্যকে আলাদা আলাদা পত্র দিয়ে তাঁর এই নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অনুপস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন রাজ্য সভায় রাষ্ট্রপতির আদেশ জারীর তথ্য ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে এই বিলোপের ব্যবস্থা সংবিধানে আছে।

প্রত্যাহারের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

ভারত সরকার এক নির্দেশ জারী করে প্রাক্তন নৃপতিদের স্বীকৃতি বাতিল করেছেন এবং অবিলম্বে রাজন্য ভাতা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়েছেন। সরকারী ঘোষণার এক পাঁচড়ে রাজকীয় মর্য্যাদা বিলুপ্ত হওয়ায় মোট ২৭৮ জন রাজা ও রাণী ; মহারাজা ও মহারাণী ; নবাব ও বেগম এবং রাজমাতা তাঁদের খেতাব সহ বহু অধিকার ও সুযোগ সুবিধা হারালেন।

প্রাক্তন নৃপতিরা আর বিনা শুল্কায় অনও বিদ্যুৎ পাবেন না, নিজেদের ব্যবহারের জন্য শুল্ক মুক্ত দ্রব্য আমদানী করতে পারবেন না ; তাঁদের গাড়ীতে লাল প্লেট ও পতাকা দেখা যাবে না। মর্য্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা তোপ ধ্বনি দাবী করতে পারবেন না ; তাঁদের ভূতপূর্ব রাজ্যগুলিতে নিজেদের জন্ম দিন উদযাপনে ছুটি ঘোষণার দাবী জানাতে পারবেন না—আর তাঁরা তাঁদের জমি দখল বন্ধও করতে পারবেন না বা বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্রও রাখতে পারবেন না। এখন থেকে আইনের চোখে রাজা প্রজা দুইই সমান।

রাজন্য বর্গ সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করার তোড়জোড় করছেন এবং এই সম্পর্কে প্রাক্তন নৃপতিদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রাক্তন নৃপতির সংখ্যা—২৭৮

গুজরাট—৮৩ জন
মধ্য প্রদেশ—৫১ জন
হিমাচল প্রদেশ—২৩
উড়িষ্যা—২৩ জন
রাজস্থান—২২ জন
পশ্চিমবঙ্গ—২ জন

কে কত বাৎসরিক রাজন্য ভাতা পান

মহীশূর—২৬ লক্ষ টাকা
হায়দ্রাবাদ—২০ লক্ষ টাকা
জিয়াগুর—১৮ লক্ষ টাকা
পাতিয়ালা—১৭ লক্ষ টাকা
বরোদা—১৩৬৪ টাকা
১০ জন নৃপতি—১০ লক্ষ টাকা (প্রত্যেকে)
কোচবিহার—৮'০৫ লক্ষ টাকা
৩ জন নৃপতি—৮ লক্ষ টাকা (প্রত্যেকে)
৩৩ জন নৃপতি—৫ থেকে ৫ লক্ষ (প্রত্যেকে)
৪৫ জন নৃপতি—২ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ (প্রত্যেকে)
২৮ জন নৃপতি—৭০ হাজার টাকা থেকে
৫০ হাজার টাকা
৩৪ জন নৃপতি—৫০ হাজার টাকা থেকে
৩০ হাজার টাকা
১১ জন নৃপতি—৩০ হাজার থেকে
২৫ হাজার টাকা
৮৩ জন নৃপতি—২৫০০০ টাকা ও কিছু কম।

১৯৫০-'৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্য্যন্ত রাজন্যভাতার খতিয়ান

হায়দ্রাবাদ— ৭,৮৭,৩১,৬২৮ টাকা
মহীশূর— ৫,২০,০০,০০০ টাকা।
গোয়ালিয়র— ৩,৩৩,৩৫,৩১৬ টাকা।
জিয়াগুর— ৩,৩০,০০,০০০ টাকা।
জয়পুর— ৩,৩০,০০,০০০ টাকা।
পাতিয়ালা— ৩,৪০,০০,০০০ টাকা।
যোধপুর— ২,৮৯,২১,২১৮ টাকা।
বরোদা— ২,১৬,৯৯,৫৯০ টাকা।
ইন্দোর— ২,১৬,৭৯,৪৮৮ টাকা।
বিকানীর— ২,০৩,০৯,৬৫৯ টাকা।
জয়নগর— ২,০০,০০,০০০ টাকা।
জম্মু-কাশ্মীর— ২,০০,০০,০০০ টাকা।
কোলাপুর— ২,০৩,০০,০০০ টাকা।
নয়নগড়— ২,০০,০০,০০০ টাকা।
রেওয়া— ২,০০,০০,০০০ টাকা।
উদয়পুর— ২,০০,০০,০০০ টাকা।
কুচবিহার— ১৭,০০,০০০ টাকা।
মোধভি— ১,৬৮,০০,০০০ টাকা।
দোঙ্গাল— ১,৮০,০০,০০০ টাকা।
ভূপাল— ১,৫৯,৩৮,৫৪৮ টাকা।

তবু ২০ জন বড় রাজামহারাজার হিসাব দেওয়া হোল।

—:—:—

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।
বি. টি. কলেজের সকল বই মজুত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরোংশে)

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন। আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, গৌরহাটী, বলাইচক ; শিবলালপুর প্রভৃতি গ্রাম ও অঞ্চলে বিপন্ন মানুষদের জাণব্যবস্থার জন্য সামরিক বাহিনী চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে।

বর্দ্ধমান জেলার সদর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যার প্রকোপেও ও লক্ষাধিক নরনারী ভীষণ বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাষেরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর, আমতা, ডোমজুড়, পাঁচলা, রাগনান প্রভৃতি থানাগুলি বন্যার তাণ্ডবে বিশেষ বিপন্ন এবং আমতা অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। দুই লক্ষাধিক নরনারী বন্যার তাণ্ডবে বিশেষ বিপন্ন। সামরিক নৌকা ও হেলিকপ্টারযোগে বিপন্নদের সাহায্য পৌঁছানোর চেষ্টা হচ্ছে।

উড়িষ্যাতেও বন্যার তাণ্ডব

ব্রাহ্মনী, বৈতরণী, লুনা এবং চিত্রোৎপাল নদীতে বন্যার ফলে কটক জেলার জাজপুর ও কেন্দ্রপাড়া মহকুমার তিন লক্ষের অধিক নরনারী বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাজপুর মহকুমার আটশত গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এবং আড়াই লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্রপাড়া মহকুমার ৪৭৬টি গ্রাম বন্যার জলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

উড়িষ্যায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ :—

কটক জেলা : ১৬০৩ গ্রাম জলমগ্ন এবং ৭৯০০ বাড়ী ভেঙ্গে গেছে। প্রায় ৭৪১,৬০০ নরনারী ক্ষতিগ্রস্ত।

বোলাঙ্গীর জেলা : ১৯টি ব্লক প্লাবিত এবং ১২,৫০০ একর জমি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৩১০০০ নরনারী বন্যাক্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত।

পুরী জেলা : ৮টি ব্লক জলপ্লাবিত এবং লক্ষাধিক লোক বন্যাক্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত।

—:—:—

বিবিধ সংবাদ

সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্রিটীশ আমলের কুখ্যাত পুলিশ আইনের প্রবর্তন

১০ই সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী "বেঙ্গল সাপ্রেশন অব টেররিষ্ট আউটরেজেস্" আইনটি চালু করা হয়েছে। ১৯৩২ সালে তদানীন্তন ব্রিটীশ সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছিলেন। পুলিশের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে পুলিশী স্বেচ্ছাচারিতার পথ সুগম করায় তখন সারা দেশে এই আইনটি "কালা কানুন" নামে ধিক্কৃত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও এই কেন্দ্রীয় আইনটি নানা সংশোধনের মধ্যেও এতদিন মজুত রাখা হয়েছিল।

সাব-ইন্সপেক্টর পর্য্যায় পর্য্যন্ত যে কোন পুলিশ অফিসার এই আইনের বলে পর্য্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তাঁদের সন্দেহ হলে যে কোন লোককে তাঁরা ২৪ ঘন্টার জন্যে আটক রাখতে পারেন; যে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখল করতে পারেন; অঞ্চলের বা মহল্লার অধিবাসীদের কাছে পাইকারী জরিমানা আদায় করতে পারেন এবং হিংসাত্মক কাজের পক্ষে উস্কেদক ও উৎসাহপ্রদ মনে করলে পুলিশ যে কোন পুস্তক ও সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

—:—:—

পশ্চিমবঙ্গে অধ্যাপকদের কর্মবিরতি

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সরকারী ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে মোট ২১৩টি বেসরকারী কলেজে শিক্ষকের সংখ্যা ৪' হাজারের কিছু বেশী। কলিকাতার পাঁচ ছয়টি কলেজের শিক্ষকেরা অবশ্য এই কর্মবিরতি আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন। রাজ্য সরকার ছাত্র ও দেশের 'সামগ্রিক স্বার্থে' অধ্যাপকদের এই কর্মবিরতি আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন।

কলেজ শিক্ষকদের সতেরো দফা দাবীর মধ্যে আছে নবাগত তৃতীয় পরিকল্পনাধীনে অধ্যাপকদের জন্য অবিলম্বে একটা সন্তোষ বেতনহার স্থিরীকরণ ; সমস্ত কলেজ শিক্ষকদের মাসের প্রথম কার্য্যকালীন দিবসে পূর্ণ প্রাপ্য প্রদান, স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকদের চাকুরী বৈধকরণ প্রভৃতি।

পুরুলিয়ার জে,কে কলেজের অধ্যাপকরাও এই অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য লাগাতার কর্মবিরতিতে যোগদান করেছেন– ফলে কলেজে ছাত্র আছে অধ্যাপক নাই।

বিদ্যুৎ-ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তাদের প্রস্তাবিত লাগাতার ধর্মঘটের কার্য্যসূচী প্রত্যাহার করেছেন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই প্রত্যাহার ঘোষণা করা হয়েছে। ইউনিয়ন তাদের বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। তাছাড়া পঃ বঙ্গ রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েসনও পৃথকভাবে ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন। গবর্মেণ্ট থেকে এই দুটি ধর্মঘটই বেআইনী বলে ঘোষণা করে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

—:—:—

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় ভূমিকম্প

১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১১টা ২০ মিনিটে প্রায় ২৷ সেকেণ্ড স্থায়ী ভূমিকম্প হয়। মাটির তলা থেকে গুম্ গুম্ শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পে একটি জোর ধাক্কা লাগে। বাড়ী ও আসবাবপত্র নড়ে ওঠে। মাটির তলার শব্দ এবং ভূকম্পের আলোড়ন একটি প্রবাহের মতো চট করে বয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটি স্বল্পস্থায়ী হলেও আলোড়নটির তীব্রতা ছিল উল্লেখ যোগ্য।

পুরুলিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতার কাজে অসন্তোষ

পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজে পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লায় যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তাতে যে কোন সময় সহরে মহামারী দেখা দিতে পারে। ছোট ছোট গলিতে ময়লার স্তূপ জমে আছে, ড্রেনের ও পায়খানার জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল জমে এলাকাগুলিকে বিপন্ন করে তুলেছে। অধিবাসীদের একাধিক যুক্ত আবেদনেও কোন কাজ হয় নি বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

ময়লার স্তূপিগুলিও আজকাল যত্রতত্র রেখে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের বাসগৃহের পেছনে সেগুলি রেখে লোকের খুবই অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বহু স্থান থেকে এ বিষয়ে অসন্তোষ ও অভিযোগ করা হচ্ছে।

নক্সালপন্থী নেত্রী গ্রেপ্তার

গত ১২ই-১৩ই সেপ্টেম্বর ভোর রাত্রির সময় স্থানীয় পুলিশ বেল-লাইনের পূর্ব্ব দিকে বেল কলোনীর একটি বাড়ির থেকে তালাবন্ধ ঘরে

Kegd, No C—4290
Phone No.—175

C. R. No—2539/57

হানা দিয়ে পুলিশ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং স্থানীয় নক্সালপন্থীদের নেত্রী শ্রীমতী জয়া চৌধুরী (সেনাকে গ্রেপ্তার করে। সেই সময় ঐ ঘরে আরও একজন স্ত্রীলোক ও দুইজন পুরুষ ছিলেন তাঁদেরও ঐ সূত্রে গ্রেপ্তার করে। দুইজন পুরুষের মধ্যে একজন পুলিয়া কলেজের শিক্ষক।

প্রকাশ, গত মে মাসে শ্রীমতী জয়া চৌধুরী অজ্ঞাত ১৩ জন নক্সাল-পন্থী সহ ধৃত হন এবং পরে জামীনে মুক্ত হন। কিন্তু জামীনে মুক্তি পাবার কিছুদিন পরেই তিনি আত্মগোপন করেন এবং পুলিশ তাঁকে ধরার জন্য সহরের বিভিন্ন মহল্লায় ব্যাপক তল্লাসী চালায়। বহু স্থানেই পুলিশ হানার পূর্বেই স্থান ত্যাগ করে শ্রীমতী চৌধুরী পুলিশের চক্ষে ধুলা দিতে সক্ষম হন।

শ্রীমতী জয়া চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরার অভিযোগ আছে বলে প্রকাশ।

আরও প্রকাশ, গত সপ্তাহে পুলিশ উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও পুরুলিয়ায় ১০ জন এবং রঘুনাথপুরে ৭ জন নক্সালপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে।

—•—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

রাত্রি দ্বিপ্রহরে নার্সিং হোমে পুলিশী হামলার প্রতিবাদ

পুরুলিয়ার নিলকুঠিডাঙ্গা মহল্লা থেকে শ্রীমতী রেখা মল্লিক অভিযোগ করছেন :

গত ১১ই-১২ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় পুলিশ "নক্সালপন্থী" সন্ধানে বঘুবন্ত মিত্রেরী লেনে অবস্থিত 'আরোগ্য ভবন' নার্সিং হোমে হামলা করে। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে হোমের দরজা খোলা হলে প্রশ্ন পনের জন পুলিশ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং কয়েকজন নক্সাল-পন্থীদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তাঁর ঐক্যের অল্প বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র 'টিটো'কে জনৈক হাবোগা "টিয়ার বোন জয়া" এবং তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে প্রশ্ন নানা করেন, কিন্তু জবাবে জানে না বা চেনে না এই উত্তর দিলে তাকে মারধোর করার ভয় দেখান। আবেকটি বালক যে ঐ নার্সিং হোমে ছিল তাকেও গ্রেপ্তার করার ভীতি প্রদর্শন করেন। অবশেষে হোমের নার্সকেও নানা প্রশ্ন করে এবং হোমের সমস্ত ঘরগুলি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে চলে যান।

নার্সিং হোমে রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসেন এবং অনেক সময় সঙ্কটজনক অবস্থায় রোগীও থাকেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে এইভাবে পুলিশী হামলা হলে একদিকে রোগীরের যেমন ভীতি হবার সম্ভাবনা থাকে—সেই সঙ্গে নার্সিং হোমেরও সুনাম ক্ষুন্ন হয়ে হোমের যথেষ্ট ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। এই প্রকার পুলিশী জুলুম অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

—•—

অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

শাঁতুড়ি ব্লক থেকে আমাদের সংবের কর্মী শ্রীহরি মাজি জানাচ্ছেন যে, এই ব্লকের অত্যন্ত ছাপজনক খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়াশিতা অঞ্চলের গোয়ালবেড়িয়া গ্রামের শ্রীমতী দুখী মেঝান গত ২২শে আগষ্ট তারিখে অনাহারে মারা যান। বয়স ছিল ৫৫। এর সংসারে পুত্র আর পুত্রবধূ ছাড়া কি, আর কেউ নেই। কাজ অভাবে পুত্র এবং পুত্রবধূরা অর্থ-হীন থাকায় অত্যন্ত খাদ্যাভাব হয়েছিল। এই অবস্থার মধ্যে আবার আগষ্ট মাসে জ্বি, আর বন্যা ক'রে দেওয়া হয়। ফলে শ্রীমতী দুখী মেঝান ক্রমাগত অনাহারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন পুত্র শ্রীহরি মাজি ও তার স্ত্রী এখন অত্যন্ত বিপন্ন। এখন কোনোদিকে কাজ নেই ; ঘরে খাদ্য নেই।

—•—

গোমহিষের মারাত্মক রোগ ও বহু পশু-মৃত্যু

বান্দোয়ান থেকে শ্রীজয়হরি মাহাত এম. পি জানাচ্ছেন যে, জঙ্গুর ও সুপুড়ি অঞ্চলে ব্যাপক হারে গোমহিষ মারা যাচ্ছে। সরু মহিষ মারা গেছে—

(১) শাশাতুনডীহি গ্রামে—৯টি
(২) বড়গড়াডাঙ্গায়—২০ ২২টি
(৩) ছোট পড়াডাঙ্গায়—৭০টি
(৪) ডালুতে—২৭।২২টি
(৫) গুঁড়ুরে—১০টি
(৬) বামুনডিহাতে—১টি

বান্দোয়ান পশু চিকিৎসালয়ে ডাক্তার নেই। একজন কম্পাউণ্ডার আছেন ; কোনো ওষুধ নেই। সেখান থেকে সাহায্য পাওয়া যায়নি। অবিলম্বে জেলা পশু বিভাগ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

—•—

নূতন আর, টি, এ গঠন

যুক্তফ্রন্টের আমলে গঠিত আর-টি-এ সংগঠন রাষ্ট্রপতির শাসন গত ৩১ শে আগষ্ট তারিখের নোটিফিকেশন অনুযায়ী পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি ও পশ্চিমদিনাজপুরের আর-টি-এ পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

পুরুলিয়া আর-টি-এর সভ্যদের নাম :—

১। ডেপুটী কমিশনার—চেয়ারম্যান
২। সাবডিভিজেডাল অফ পুলিশ—সদস্য
৩। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (পি-ডব্লিউ-ডি)—সদস্য

"রাজনৈতিক দল বহির্ভূত" কোনও প্রতিনিধি সভায় না থাকায় অদ্যই সম্ভবতঃ কোনও বেসরকারী সদস্য নেওয়া হয়নি।

—•—

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
জ্যাশান্যাল সীড করপোরেশন,
বিশ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ
মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলদী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা (জলদী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্বসতি সোনারা (নোরি বা বহালী)
কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাক-লেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যারা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কন্দীরা অগ্রীম দেবার চেষ্টা করুন।

শ্রীরাধাচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বর্গীয় বিপ্লবী চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

রেজিষ্টার্ড জার্নাল প্রাপ্যবরান নিবেদিত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ | ৩৮শ সংখ্যা | সোমবার, ২১শে সেপ্টেম্বর '৭০ | ৪ঠা আশ্বিন ১৩৭৭ | বার্ষিক—৬, সডাক—৭ | নগদ—১০ পয়সা

"শ্রমিকের মনে যে মুক্তির আকাঙ্খা আছে তাহা ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, অবজ্ঞাত জাতির মনে সেই একই মুক্তির আকাঙ্খা তাহার উচ্চ জাতীয় বলিয়া গণ্য হইবার অন্ধ সত্তা সমিতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, বিপ্লববাদীর মনে তাহা বিপ্লব চেষ্টার ভিতর দিয়া হয়, অহিংসবাদীর মনে সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়া এবং ভয়ে অভিভূত হিন্দাবীর মনে আবেদন নিবেদনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। এই ধর্ম্মবিধ চেষ্টার মধ্যে একই মুক্তির আকাঙ্খা দর্শন করিয়া বিক্ষেপশূন্য চিত্তে কর্ত্তব্য নির্দেশ করা সাত্বিক জাতীয় কার্য্য।"

—ঋষি নিবারণচন্দ্র

কেরালায় অন্তর্বর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল

মিনিফ্রন্ট ও নব কংগ্রেস জোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

স্বতন্ত্র-জনসংঘ-সংগঠন কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়
নির্ব্বাচনে সি-পি-এম জোটের উল্লেখজনক শক্তি হ্রাস

গত ১২ই সেপ্টেম্বর কেরালা রাজ্য বিধান সভার ১৩৩ট আসনের জন্য রাজ্যের ১ কোটী ১ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটারের শতকরা ৭০ জন ১০,৩৩৯টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দান করেন এবং ৯ জন মহিলাসহ ৪৮৩ জন প্রার্থী এই অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকায় ৫০৫ জন প্রার্থীর নাম প্রকাশিত হলেও পরে ২২ জন প্রার্থী পশ্চাদপসরণ করেন।

ভোট গ্রহণের পর দিন অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর ভোট গণনা ও ভোটের ফলাফল ঘোষিত হয়। এই নির্ব্বাচনে ১৬টি রাজনৈতিক দল তিনটি নির্ব্বাচনী জোট বা ফ্রন্ট গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনটি জোটের মধ্যে **কম্যুনিষ্ট পার্টির (সি-পি-আই) মিনিফ্রন্ট জোটে**—সি-পি-আই, পি-এস-পি, মুসলীম লীগ ও আর-এস-পি দল থাকে। **নব কংগ্রেস** অর্থাৎ ইন্দিরা-পন্থী কংগ্রেস মিনিফ্রন্টে না থাকলেও এদের সঙ্গে নির্ব্বাচনী জোটে আবদ্ধ। **মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির** (সি-পি-এম) জোটে সি-পি-এম ; এস-এস-পি ; কে-টি-পি ; আই-টি-পি ও কে-এস-পি দলগুলি আবদ্ধ। আর **সংগঠন কংগ্রেস** অর্থাৎ নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস জোটে —সংগঠন কংগ্রেস, কেরালা কংগ্রেস, জনসংঘ ও স্বতন্ত্রদল যোগ দেয়। ডি-এম-কে দল জোট বহির্ভূতভাবে এবং কিছু নির্দ্দলপ্রার্থী বিভিন্ন জোটের সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

এই নির্ব্বাচনে ১০৭ জন প্রাক্তন এম-এল-এ ও ২১ জন প্রাক্তন মন্ত্রী পুনর্নির্বাচন প্রার্থী হন। ১৮টি কেন্দ্রে সরাসরি ; ৪৪টি কেন্দ্রে ত্রিকোণ এবং ৬১টি কেন্দ্রে বহুমুখী প্রতিযোগিতা হয়। এই বারের নির্ব্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ নির্ব্বাচিত হতে পারেন নি।

ভোট গণনার ফল

ভোট গণনায় নব কংগ্রেস অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত সাফল্য অর্জ্জন করে। নব কংগ্রেস ৩৯টি আসনে এবং সি-পি-আই এর নেতৃত্বে মিনিফ্রন্ট ৩৫টি আসনে জয়লাভ করে—সর্ব্বমোট ৬৯ আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করে :

অন্য দিকে সি-পি-এম ৩১টি আসন এবং অন্যান্য শরিকদল ১৪টি আসনে সাফল্য অর্জ্জন করে এই জোটের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪৫।

আর সংগঠন কংগ্রেসের জোটে সংগঠন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জন সংঘ একটি আসনও লাভ করতে পারে নি ; কিন্তু কেরালা কংগ্রেস ১০টি আসন ও সংগঠন কংগ্রেসের সাহায্যপুষ্ট নির্দ্দল প্রার্থীরা ৫টি আসন লাভ করে এই জোট ১৮টি আসন পায়।

সি-আর-পি, এস-ইউ-সি ও ডি-এম-কে দল একটি আসনও লাভ করতে পারে নি।

১৯৭০ এবং ১৯৬৭ সালের নির্ব্বাচনে তুলনামূলক দলগত আসন সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হোল—

দলের নাম	আসন সংখ্যা ১৯৭০	১৯৬৭
সি-পি-এম—	৩১	৫২
সি-পি-আই—	১৯	১৬
নব কংগ্রেস	৩৯	৯ (অবিভক্ত কংগ্রেস)
সংগঠন কংগ্রেস—	•	•
কেরালা কংগ্রেস—	১০	৫
এস-এস-পি—	৬	১৯
মুসলীম লীগ—	১২	১৯
আর-এস-পি	৬	৩
পি-এস-পি	৩	•
কে-টি-পি—	২	২
কে-এস-পি—	২	১
আই- এস-পি	৩	•
ডি-এম-কে	•	•
জনসংঘ	•	৩
স্বতন্ত্র—	•	•
আর-সি-পি-আই	•	•

উল্লেখযোগ্য পরাজয়

সংগঠন কংগ্রেস ৩৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও একটি আসন লাভেও সমর্থ হয়নি। ডি-এম-কে দল ১১টি আসনে ; জন সংঘ ৯টি আসনে, স্বতন্ত্রদল ৪টি আসনে এবং বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টি (আর সি-পি-আই) ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—একটি আসনও লাভ করতে পারে নি। এই চারটি দল কেরালার নির্ব্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো।

সি-পি এম জোট ১২৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৪৫টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়। সি-পি-এম ৭২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৩১টি আসন পায়। গত নির্ব্বাচনের তুলনায় সি-পি-এম ২১টি আসন হারায় এবং অধিকাংশ স্থান অসনে নব কংগ্রেস সাফল্য অর্জ্জন করে। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সি-পি-এমের সঙ্গে সংগঠন কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী আঁতাত হয়েছে বলে বিরোধীদের জোর প্রচার কার্য্য চলতে থাকে।

এই নির্ব্বাচনে ৫ জন প্রাক্তন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। এঁরা হলেন—প্রাক্তন যানবাহন মন্ত্রী ইণ্ডিচ বাভা (সি-পি-এম) ; প্রাক্তন বনমন্ত্রী এম. কে. কৃষ্ণান প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী থেয়ান (পি-এস-পি) ; প্রাক্তন মন্ত্রী ও কোয়ান (আই-এস-পি) এবং সি-পি-এম বিধানসভা দলের সেক্রেটারী ই, কে. বামকৃষ্ণ।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

দু জন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ (সি-পি-এম) এবং অচ্যুত মেনন (সি-পি-আই) নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রীবর্গ—কে. এম জর্জ (কে. কং) মহম্মদ কয়া (মুসলীম লীগ) ; গোবিন্দ নায়ার (সি-পি-আই) ; পি. রবিন্দ্রন (সি পি-আই) ; বি. ওয়েলিংডন প্রমুখেরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন।

৯ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন, যথা—শ্রীমতী কে, আর, গৌরী (সি-পি-এম) এবং শ্রীমতী পেন্নামা জ্যাকব (নির্দল)।

পুলিশ হাজতে নক্সাল নেত্রী অসুস্থ ?

স্থানীয় নক্সাল নেত্রী শ্রীমতী জয়া চৌধুরীকে ১২ই সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রিতে গ্রেপ্তারের পর টাউন থানার হাজতে রাখা হয়। আরও প্রকাশ যথারীতি তাহাকে সরু মশারা হাকিমের নিকট হাজির করিয়া পুনরায় পুলিশ হাজতে রাখার অনুমতি নিয়ে আরও তিন দুই হাজতে রাখার পর বিচারের জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির করা হয়। প্রকাশ, আদালতে শ্রীমতী চৌধুরী বিশেষ অসুস্থ বোধ করেন এবং সাজাহীন হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার আদেশ করেন। তাকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়—কিন্তু সেখানে অভিজ্ঞ প্রকৃতি চিকিৎসার কোনই সরঞ্জাম না থাকায় সদর হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল বিশেষজ্ঞকে আনা হয়। তিনি পরীক্ষা করে অবিলম্বে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। পুলিসের জেল হাসপাতালে চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় পুলিশ প্রহরায় এবং সেভী ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী জয়া চৌধুরীকে ১৬ তারিখ রাত্রেই মেডিক্যাল পেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

বেগুনকোদর অঞ্চলে কলেরা জাতীয় রোগের প্রকোপ ও ৬ জনের মৃত্যু

প্রায় দশ বারো দিন ধরে তালরা ২ নং ব্লকের বেগুনকোদর অঞ্চলে বেগুনকোদর, বড়চোলিয়া প্রভৃতি গ্রামে কলেরা জাতীয় সংক্রামক রোগের আক্রমণে ইতিমধ্যে ৬/৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং বহু লোকে রোগাক্রান্ত হচ্ছে। বেগুনকোদর স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের আরম্ভাধীন চিকিৎসক নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঐ কেন্দ্রে এখন কোনও ডাক্তার নেই এবং মাত্র একটি আনাইন বেচ আছে কিন্তু অন্যান্য ঔষধেরও একান্ত অভাব। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না।

জনসাধারণের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানানো হয়েছে—কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সুব্যবস্থা হয়নি।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কলেজ শিক্ষকদের সম্বন্ধে সংবাদের ত্রুটি সংশোধন

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা কমিটির সেক্রেটারী শ্রীসজীব গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—

গত সোমবার (১৩।৯।৭০) প্রকাশিত 'মুক্তিতে' আপনারা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতির সংবাদ প্রকাশ করেছেন। পুলিয়া জেলার কলেজ শিক্ষকদেরও কর্মবিরতির প্রসঙ্গে কেবলমাত্র যে, কে, কলেজের শিক্ষকগণ এই কর্মবিরতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এই সংবাদ কিন্তু আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, পুরুলিয়া জেলার নিজাহীন কলেজ, বি, টি, কলেজ এবং রঘুনাথপুর কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও এই কর্মবিরতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। এই জেলার কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এক্ষেত্রে অপূর্ণ সংবাদগুলিতার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আশা করি, এই পূর্ণাঙ্গ সংবাদ প্রকাশ করে, পূর্ণ প্রকাশিত সংবাদের অসম্পূর্ণতা দূর ক'রে পুরুলিয়া জেলার কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ঐক্য-বদ্ধ সংগ্রামে সহায়তা করবেন।

মহিলাদের প্রতি নিন্দনীয় আচরণ

পুরুলিয়া নীলকুঠি ডাঙ্গা থেকে সর্বশ্রী অজিত কুমার বোস, সন্দীপ মুখার্জী, মিহির দাসগুপ্ত, সদানন্দ চেল, নন্দলাল দাসগুপ্ত, মনীল চন্দ্র দাসগুপ্ত, লখিরাম সহিস জানাচ্ছেন :—

আপনার পত্রিকার এই অভিযোগ পত্রটি ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রশাসনীক কর্তা ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা।

পুরুলিয়া শহরে নীলকুঠিডাঙ্গার "বেকার বাঁধ" নামক পুকুরে নীলকুঠি ডাঙ্গা, ভাগাবাঁধ পাড়া, কদাইডাঙ্গা, রেলপাড়া প্রভৃতি মহল্লার বহু মহিলা ও পুরুষ স্নান করিতে যান। এবং মহল্লার বহু লোকের পায়খানার ব্যবস্থা না থাকার জন্য তাহাদের বাঁধে যাইতে হয়। বহু বছরি ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এখন 'নিন্দার পট্টি' মহল্লার কতকগুলি যুবক প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ বাঁধে মাছ ধরিবার অছিলায় বসিয়া থাকে। ইহাতে মহিলাদের ভীষণ অসুবিধা হয়। প্রতিবাদ করিলে তাহারা গালাগালি করে ও দলে ভারী থাকে বলিয়া কেহ কিছু সাহস করিয়া করিতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় মাঝে মাঝে ৩।৪ জন পুলিশ যায়। তাহাদের সামনেই যুবকেরা অশ্লীল ব্যঙ্গরা ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে কিন্তু পুলিশ চুপ করিয়া থাকে। মহিলাদের সম্মান রক্ষা ও যাহাতে তাহারা নির্বিঘ্নে তাহারা প্রাতঃ কৃত্যাদি ও স্নান সারিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করার জন্য বারবার পুলিসকে জানাইয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই। ডেপুটী কমিশার মহাশয়কে জানান হইয়াছে।

আমরা আশা করি স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—নচেৎ শহরের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে যেটা কারোই কাম্য হওয়া উচিত নয়।

অন্যান্যবারের মত এবারও

অভয় আশ্রম খদ্দর ভাণ্ডারে

॥ দুর্গাপূজা ও গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ রিবেট ॥

১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ৮ই অক্টোবর, পুনরায় ২৬শে অক্টোবর হইতে ৪ঠা নভেম্বর -'৭০

সূতি থানি—২০%

রিন্ড সিল্ক—১৫%

স্পান সিল্ক—২৫%

আমাদের ভাণ্ডারে মুর্শিদাবাদ সিল্ক সাড়ী, তসর, মটকা, গরদ ধুতি, সাড়ী, সার্টিং এবং সূতি খাদির ধুতি, সাড়ী, সার্টিং প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে।

এ ছাড়া গ্রামোদ্যোগ দ্রব্য—যথা, সাবান, মধু, তিল তৈল, নারকেল তেল, তাল মিছরী প্রভৃতি সব সময় পাওয়া যায়। আপনার শুভ পদার্পণ কামনা করি।

অভয় আশ্রম

নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত রোড, পুরুলিয়া

শিক্ষক চাই

সিরকাবাদ জুনিয়র হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকের পদে একজন ডিস্ট্রিক্টশন সহ বি, এস, সি (Physics, Chemistry, Mathematics) শিক্ষক চাই। শিক্ষনপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ৩১।১০।৭০ তারিখের মধ্যে নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীজয়ন্তীলাল মান্নি
১৮।৯।৭০ সম্পাদক
সিরকাবাদ জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ সিরকাবাদ
জেঃ পুরুলিয়া

মুক্তি

৪ঠা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৭৭

আরও কঠোর

বাংলা দেশের প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন শরিকদলের কোন নেতা কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন যে, সরকারকে আরও শক্ত হতে হবে—আরও কঠোরভাবে দমন চাই। লক্ষ্যটা ছিল নক্সাল ও সি, পি, এম।

যুক্তফ্রন্টের সময়ে ফ্রন্টে যুক্ত শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি হয়েছে—রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। এখানে ওখানে দু-একজন এ দলের ও দলের কর্মীরা যে হত ও আহত হন নাই তা নয়—তবে সংঘর্ষটা ঠিক সন্ত্রাসবাদের রূপ নেয় নি—তার রূপটা বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোথাও কুরুক্ষেত্র, কোথাও পানিপথ, কোথাও পলাশী যুদ্ধের অতি "মিনি" সংস্করণরূপে সংঘটিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট তখন শাসন ক্ষমতায় ছিল—যুযুৎসু শরিকরা যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে এই সবের একটা মহাভারতীয় সন্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা হয় নি। আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে দমন ও দণ্ডের কথা ওঠে—কিন্তু যুদ্ধে কখনও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এখানেও আসেনি—কারণ প্রাক্তন অন্তর্শরিক যুদ্ধগুলি কোথাও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কোথাও শ্রেণী-সংগ্রাম কোথাও বা জমি দখলের সংগ্রামে পর্য্যায়িত হয়েছে। পুলিশী ব্যবস্থা যে নেওয়া হয় নি তা নয়—কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে এবং কতটা দলীয় স্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে নয় সেই প্রশ্নের একটা কার্য্যকরী মীমাংসায় আসার পথে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে শরিকেরা সব বিযুক্ত হয়ে গেল।

একটা বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে—যুক্তফ্রন্টের সারা হবার পরেই নক্সালপন্থীদের বোমা ও হতাহত করার অভিযান সুরু হল। পুলিশের মতে এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং এর সুযোগে অনেক সমাজ বিরোধীরা স্বকার্য্য সাধন করে চলেছে—যেমন হয়ে থাকে। কোনো কোনো রাজনীতিকের মতে এটা অর্ধ-রাজনৈতিক। কিন্তু ব্যাপারটা কোন পর্য্যায়ে ফেলা যায় সেটা ঠিক করতে অনেক প্রবীণ, অর্ধ-প্রবীণ এবং আধুনিক বিপ্লব বিশেষজ্ঞরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। এটা কি ? লেনিনের 'রেভলিউসনারী ডায়লেক্স' ? হো-চি-মিন বা মাও-সে-তুং এর গেরিলা যুদ্ধ ? ড্যানজীনের এটমিক যুগীয় সন্ত্রাসবাদ ? এই তিনটার পৃথক বা সম্মিলিত বা সম্মিলিত হলে কি রকম অনুপাতে মিশ্রিত ভারতীয় রূপ ? এটাকে রাজনৈতিক কর্ম্ম বলে মনে করলে এই প্রশ্নই আসে।

যাই হোক না কেন—এই কর্ম্মের ব্যাপক হিংস্র রূপ কিন্তু ক্রমশঃই বিস্তারিত হয়ে চলল যেটাকে প্রথমে রাষ্ট্রপতির শাসন ও রাজনৈতিক দলীয় ধুরন্ধরেরা উপেক্ষার বস্তু বলে মনে করেছিল—সেটা কিন্তু দেরই উপেক্ষা করে চলল। দেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতীয়মান নক্সালীদের লোট্টুরৎ বোমার আঘাতে বিশেষ করে কলিকাতা ও অন্যান্য সহরাঞ্চলে একটা বিপর্য্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। গ্রামাঞ্চলে এই সবের একটা খুব বেশী প্রাদুর্ভাব হল না। সেখানে হল প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট শরিকীয় অভিযান। ক্ষমতাচ্যুত বহু পার্টীরা বিভিন্নভাবে গণনারায়ণের কৃপাদৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন—তাদের বিশিষ্ট ধারায়। কোথাও জমি দখল, কোথাও সহর দখল, কোথাও বাড়ী দখল আর কোথাও বা অন্যের ঘাঁটি দখল প্রভৃতি দখল অভিযানে হিংসার উন্মত্ততার প্রতিযোগীতা চলতে লাগল। দেশে কুশিক্ষা হলেও যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বিদ্যা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলি চালাচ্ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়সহ সেগুলির চলা না চলা সমান করে দেওয়া হল। পুলিশের গাড়ীতে বোমা এবং পুলিশকে হত আহত করার একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল—অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে। অনেক পুলিশ মারা গেল। কলিকাতায় এবং সহরাঞ্চলে বিশেষ করে—জনজীবন একটা বিরামহীন অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে পৌঁছল। কলিকাতার পুলিশ, দিল্লীর পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ এবং নৈস্য পুলিশ কুশলী অফিসারদের নেতৃত্বে দেশে শান্তি রক্ষার জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর দমনের কার্য্যধারা চালাল—দোষী-দের সঙ্গে বহু নির্দ্দোষীরাও হতরান হতে লাগল। রাষ্ট্রপতির শাসন বহুতে লাগল—আরও কঠোর দমন চাই।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা ভাঙ্গলেও ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বিধানসভার সদস্যদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়েছিল এই ভরসায় যে বাংলা দেশে যদি নব-কংগ্রেসের নিরপেক্ষ আধিপত্যে গণ-তান্ত্রিক পোষাক পরে একটা সরমেন্ট হতে পারে। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের আমলেই পি, ডি আক্ট টার বিলোপ করা হয়েছিল কেন্দ্র থেকেই সেই রকম একটা কিছুর অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করলেও এবং রাজা-শাসন ভাগিদ দিলেও কেন্দ্র তাতে রাজী হচ্ছিল না। শাসনও একটু ইতস্তত: করে চলছিল, কারণ সবই তো ক্ষণভঙ্গুর! প্রাজ্ঞ যারা তারা এই ভঙ্গুরতার সত্যটা বিস্মৃত হন না বলে শিব, বিষ্ণু লেনিন, গান্ধী সকলের পূজা করার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেন।

শেষ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বর্তমান কাঠামোতে বহু বিঘোষিত গণতান্ত্রিক মন্ত্রীমণ্ডলী আর যখন হলই না—তখন বিধান সভা বাতিল করে দিয়ে সদস্যদের সাদস্তিক অস্তিত্বই একেবারে বিলোপ করে দেওয়া হল। এখন নির্বাচন না হলে—নির্বাচনের পরে যে মন্ত্রীমণ্ডলীই গঠিত হোক না—এখন মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা নাই, আর নির্ব্বাচন কবে হবে সেটাও এখন অনির্দিষ্ট। সুতরাং এখন তৃতীয় খুঁজে দেখা যেতে পারে আরও কঠোর শত্রুর বাণ আর কি আছে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে কঠোর দমনকারী কোন রাজনৈতিক আইন পাশ করাবার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অসুবিধা আছে।

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার অভিযানের বৈপ্লবিক কর্ম্মকাণ্ডের জের ১৯৩২ সনেও চলছিল। বস্তুত: তখন নানাদিকে ছুঁসাহসিক বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী ইংরেজ শাসনকে চিন্তিত করে তুলেছিল। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহের পরে দেশের জনজীবনে ব্যাপকভাবে যে রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রামের উদ্বোধন ও সংগ্রামের সম্বল দেখা দেয় তা থেকে স্বভাবতঃই এই সবস্ত সশস্ত্র অভিযান আরও শক্তি আহরণ করেছিল। ফলে আইনগত দমনের বহু ব্যবস্থা থাকলেও—১৯৩২ সনে একটা আইন করা হয়। তার সুবিখ্যাত নাম হচ্ছে "বেঙ্গল সাপ্রেসন অফ টেররিষ্ট আউটরেজেস অ্যাক্ট অফ ১৯৩২" অর্থাৎ "বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদী দৌরাত্ম্য দমন আইন—১৯৩২।"

স্বাধীনতার পরে বছরের পর বছর ধরে ইংরেজ আমলের বহু আইনই বাতিল করা হয়েছে, কিন্তু এই আইনটি কংগ্রেসী মনি কোঠায় সযত্নে রক্ষিত ছিল। গত ১৮ই আগষ্ট মুহূর্ত্তপতিবার থেকে এই আই-টি চালু করে বাংলা দেশে হিংসাত্মক কাজ বন্ধ করার জন্য পুলিশকে অতি ব্যাপক ও যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার ফলে সরকার তথা পুলিশ যে কোন লোককে যখন খুশী ধরে ২৪ ঘন্টার জন্য আটকে রাখতে পারবে; যে কোন ঘরবাড়ী যখন খুশী দখল করতে পারবে; পুলিশ যদি সন্দেহ করে যে সে বাড়ীতে অবাঞ্ছনীয় কার্য্যকলাপ

চলে তবে তার বাসীন্দাদেরকেও তাড়িয়ে দিতে পারবে: পরওয়ানা ছাড়াই যে কোন বাড়ী যখন খুশী তখন তল্লাসী করা যেতে পারবে এবং যে কোন অছাবর সম্পত্তি দখল করা যেতে পারবে। হিংসার প্ররোচনাকারী যে কোন বই, ইস্তাহার খবরের কাগজ প্রভৃতি রাখলেই তাকে আদালতে এনে সাজা দেওয়া যেতে পারবে। তারপরে সরকার যে কোন যানবাহন ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করার ক্ষমতা থাকল, আর ক্ষমতা হল যে কোন লোককে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কাজ করতে বাধ্য করতে পারবে। এই আইনের নির্দ্দেশ অমান্য করলে তিন বছর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারবে।

এই আইন ১৯৭০ সনে বাংলা দেশে চালু হল। অতীতে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সন্ত্রাসবাদীদের নামে সে সময়ে কট্টর গান্ধীবাদী বা অতি নিরপেক্ষ সাধারণ লোকও এই আইনের আঘাতে আহত হয়েছে। এই পুরুলিয়া সহরেই তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রথমেই নীতিগতভাবে আমরা এই আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। আইন ও শৃঙ্খলা যেভাবেই বিপন্ন হোক না কেন তা রক্ষায় বাধার জন্য দমন ও দণ্ডনীতির প্রয়োজন শাসনযন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আছে ঠিকই কিন্তু কোনক্ষেত্রেই সংকারেরই চোক বা পুলিশেরই হোক নির্বাধ স্বেচ্ছাচারীর ক্ষমতা থাকা একেবারেই উচিত নয়। এই নিয়ে ভারতবর্ষেই শুধু নয় বিশ্বের সমস্ত গণ-তান্ত্রিক দেশেই বহু আলোচনা ও সমালোচনা হয়ে গেছে। তার বিশদ আলোচনার মধ্যে যেতে চাই না কিন্তু মানুষের ন্যূনতম ব্যক্তি স্বাধীনতাও এই ব্যবস্থার ফলে বিলুপ্ত হয়। যে কোন অবস্থাই হোক না কেন দেশের আইন যদি আইনভঙ্গকারী দৌরাত্ম্যকারীদের একমাত্র দমন করার উদ্দেশ্যে আইনের ভিত্তিকে লঙ্ঘন করে অবাধ স্বেচ্ছাচারের পথে পা বাড়ায়—তখন তারা যাদের দমন করতে চায় তাদেরই নৈতিক অজুহাত আরও শক্ত করে তোলে। ভারতবর্ষেই এরকম দমন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। একমাত্র কঠোর ও আরও কঠোর দমন ব্যবস্থা দিয়ে যদি সব কিছুই দমন করা সম্ভব হয় তবে—ইতিহাস আজ অক্ষরে লিখিত হত। এ কী ব্যাপার? একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজ্যে দেখানে না হয়—গবর্ণরের শাসনই সাময়িক-ভাবে হল, কিন্তু সেখানে কি বৈধাচার চালাতে হবে? যে পন্থাই যাই করুক না কেন একটা শাসন ব্যবস্থার অধীনে যদি এইরকম দমনমূলক বৈধাচারী ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয় তবে এই ব্যবস্থাই ঐ শাসনের ব্যর্থতা একেবারে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে।

দেশের পরাধীনতাই বৃটিশ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রাম সংঘর্ষ ও অভিযানের মূল কারণ ছিল। কিন্তু তার প্রতিকার না করে কেবল দমন করে দমন করতে যেয়ে তা দমন হয় নি। আজ আমাদের দেশে বিশেষ করে স্বাধীনোত্তর ঝঞ্ঝলা দেশে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তাহীন কুশাসনের ফলে যে সর্ব্বাঙ্গীন অসহ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে সত্তাকারের অর্থ-নৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের যথার্থ পথে তার নিরাকরণের প্রস্তুতি করতে হবে। মূল অব্যবস্থাকে বজায় রেখে এবং তাকে ক্রমবর্দ্ধমান করে কেবল দমন, আরও কঠোর দমন ব্যবস্থা করে কোন ফুরণকে সাময়িকভাবে দাবীয়ে হয়তো রাখা যেতে পারে—কিন্তু মূল ব্যবস্থার অনুকূল পরিবর্ত্তন না হলে তা আবার অন্যরূপে অভিব্যক্ত হবেই।

বি, দাসগুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

মোটর দুর্ঘটনায় বিহার মন্ত্রীর মৃত্যু

গত ১১ই সেপ্টেম্বর বিহারের প্রতিমন্ত্রী শ্রীযুগল কিশোর সিং যাদব তাঁর ভাই অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে মোটর গাড়ীতে যাবার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি চলন্ত বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বাসটি সরকারী যাত্রীবাহী বাস ছিল। যুগলকিশোর বাবু ও তাঁর ভাই ঘটনা স্থলেই মারা যান। ঘটনাটি ফতুয়ার কাছে পাটনা থেকে ৩২ কিঃ মিটার দূরে সংঘটিত হয়।

যুগল কিশোর বাবু সবেমাত্র ৬ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রীর শপথ নিয়েছিলেন। তিনি বিহারের লোক তান্ত্রিক দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। এই মৃত্যুতে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি।

দুর্ঘটনা অবশ্যই হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে বাস ও ট্রাক ড্রাইভাররা যে ভাবে গাড়ী চালায় তাতে মনে হয় দুর্ঘটনার সম্বন্ধে তারা বেপরোয়া। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থা নাই। মন্ত্রী পর্য্যায়ের ব্যক্তি মারা গেলে হয়তো কিছুদিন সংশ্লিষ্ট লোকেরা সজাগ থাকে কিন্তু তাও সাময়িক মাত্র।

কয়লাখনির কেরাণী থেকে মন্ত্রী

আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে মির্জ্জা শ্রীপুর কলিয়ারীতে শ্রীরামেশ্বর পাণ্ডোয়ান একজন সামান্য বেতনের জেনপ্যাচ কেরাণী ছিলেন। বিহার বিধান সভায় তিনি বিহারের নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়ে বিহারের মন্ত্রী সভায় একজন মন্ত্রী হয়েছেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ঐ কলিয়ারীতে এক ট্রেড ইউনিয়নের সভায় তিনি বলেন যে শ্রমিকদের সত্তাকারের সংগ্রাম হচ্ছে একমাত্র মালিক ও পুঁজিপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। শ্রীপাণ্ডোয়ান একজন কংগ্রেস সদস্য। অতি সামান্য অবস্থা থেকে মন্ত্রী হয়েছেন—এটা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে কথা তিনি বলেছেন সেটা তার ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে কিন্তু কোন কংগ্রেসেরই নীতি নয়। মালিক ও পুঁজিপতিদের সাহায্য ও আশ্রয় ছাড়া কোন কংগ্রেসেরই অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়।

জমি ও হাপা বিক্রয়

পুরুলিয়া পৌর এলাকায় বরাকর রোড বাইলেনে একটী ১০ কাঠা পরিমাণ হাপা এবং বরাকর রোডের গোপীবাবু লেনে একটী চতুর্দ্দিকে আন্দাজ ৫০০ ফুট পাকা কম্পাউণ্ড দেওয়াল দেওয়া জায়গা পরিমাণ ২৪৩০ কাঠা (দুইটী পুরাতন রুম এবং একটী পাকা ৬ ফুট ডায়া মেটারের কূপ সমেত) এবং পুকুর পরিমাণে ২ বিঘার অর্দ্ধেক (দুইটী বাঁধান ঘাট সমেত) জায়গা বিক্রয় হবে। মানভূম আই ক্লিনিকে (ঋষি নিবারণ পার্কের সম্মুখে সত্বর অনুসন্ধান করুন।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংঘোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

: স্কুল ও কলেজের সকল রকম
: পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ
: করা হয়।
: বি. টি. কলেজের সকল রকম
বই মজুত আছে।

স্থানীয় সংবাদ

বন্যাত্রাণে কলেজের ছাত্রীদের উদ্যোগ

পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় দুর্গত ও ক্ষতিগ্রস্ত নর-নারীদের সাহায্যকল্পে স্থানীয় নিস্তারিণী কলেজের ছাত্রী, অধ্যাপিকা, অধ্যাপক, প্রাথমিক শ্রমুখেরা গত ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে পুরুলিয়া সহরের চক বাজার, নতিয়া, কুকুন কম্পাউণ্ড, নিলুফ্রিডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ অভিযান চালিয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রচেষ্টায় ৫৭৬৩৪ টাকা নগদ অর্থ ও বস্ত্র পরিমাণ পুরাতন বস্ত্রাদি সংগৃহীত হয়েছে। আর্ত্তাণে কলেজের ছাত্রীদের এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

পুরুলিয়া বি, টি, কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণও বন্যা ত্রাণ তহবিলে অর্থাদি সংগ্রহ অভিযান চালিয়েছেন।

প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব—

পুরুলিয়া স্পনসর্ড ট্রেনিং কলেজ ইউনিটস্ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমলেন্দু রায় জানাচ্ছেন যে, আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় জগন্নাথ হরে (তবিলদার মাতিতা মন্দির) পুরুলিয়া শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব শুরু হবে। ছাত্র সংসদ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর থাকা ও আহারাদির ব্যবস্থা করবেন এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে আগামী ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫.. টাকা চাঁদা অধ্যক্ষের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কোলে জানাচ্ছেন যে—আগামিক বঙ্গাব্দের পরিস্থিতির জন্য সরকারের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বরের পরিবর্ত্তে ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে (বি-১০৪ বি-আই টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪) অনুষ্ঠিত হবে। বিবরণপুঞ্জী পূর্ববৎ।

জীবন-বীমা সপ্তাহ

জীবন-বীমা কর্পোরেশনের চতুর্থ বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জীবন-বীমা সপ্তাহ পালিত হয়। এই সময়ে পুরুলিয়া জেলায় প্রবল জলরাশি ও দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও পুরুলিয়া সহর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে জীবন-বীমার ডেভেলপমেণ্ট অফিসর্স, এজেণ্টস প্রমুখেরা পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, বান্দওয়ান, বলরামপুর, নিতুরিয়া প্রভৃতিস্থানে এই সপ্তাহের কার্য্যসূচী পালন করেন। পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লার মহল্লায় জীবন-বীমাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের অভাব অসুবিধাদি দূর করার ব্যবস্থা হয় এবং এই সাত দিন জীবন-বীমা অফিসে বীমাকারীদের পলিসি সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সপ্তাহকালে জগন্নাথ কিশোর কলেজ, নৈশিক স্কুল, বি, টি, কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি স্থানের কর্তৃপক্ষদের পূর্ণ সহযোগিতায় নূতন বীমা কার্য্য করা হয়। এই সপ্তাহে কয়েক লক্ষ টাকার নূতন বীমা করা হয়।

বৃন্দাবনপুর আশ্রমে ডাকাতি

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রে প্রায় দশ বারো জন ডাকাত টাঙ্গী, ছোরা লাঠী প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে সাঁতুড়ী থানার বৃন্দাবনপুরে শ্রীশ্রীবিরাজানন্দ ভারতী আশ্রমে হানা দেয় এবং ১০-১৪ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার, টাকা-কড়ি, জামা কাপড়, চাল-ডাল প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য লুঠ করে নিয়ে যায়। ডাকাতেরা টাঙ্গী উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে বাড়ীর লোকদের চুপচাপ থাকতে বাধ্য করে। তারা বাড়ীর মহিলাদের দেহের অলঙ্কার খুলে দিতে বাধ্য করে। ইতিপূর্ব্বে এই অঞ্চলের আরও তিনটি ডাকাতি হয়ে গেছে সুতরাং এই অঞ্চলের জনসাধারণ খুবই আতঙ্কিত ও বিপন্ন বোধ করছেন।

কাশীপুর থানায় চুরি ও ডাকাতি

সম্প্রতি কাশীপুর থানার কইকাঁথাই গ্রামে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছে এবং অনেক মূল্যবান সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। উপরোক্ত ডাকাতির অনুষ্ঠানকালে গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়ে পুলিশ সংস্রিষ্ট ৩ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে ও লুণ্ঠিত সকল মালপত্র উদ্ধার করে। ধৃত ৩ জন ডাকাতই মুখ্যতঃ স্থানীয় আসামী এবং তাদের স্বীকারোক্তি অনুসারে আরও অনেক চালিয়ে পুলিশ প্রায় সাত হাজার টাকা মূল্যের ৯টি সেলাইএর কল ও কিছু জামা কাপড় উদ্ধার করে। প্রকাশ গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাতে ঐ অঞ্চলে মহিলা সমিতির কার্য্যালয়ে সিঁধ কেটে চুরি হয় এবং সেই সময় ঐ সেলাই-এর কল ও জামা কাপড়গুলি চুরি যায়।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ২৩শে ভাদ্র বৈকাল প্রায় তিন ঘটিকার সময় পুরুা থানার ভূতায় গ্রামে বজ্রাঘাতে শ্রীহরলাল মাহাতর কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী মাহাত ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং পুরুষ আজান হয়ে যায়। শুশ্রূষার পর পুরুষ সুস্থ হয়। ঐ দিন ভূতায় গ্রামে আরও দুটি বজ্রাঘাত হয়— কিন্তু কোনও ক্ষতি হয় নি।

বাস চাপা পড়ে বালকের মৃত্যু

গত ১৩শে সেপ্টেম্বর বৈকালে গড়জয়পুর গ্রামে বাসীরাঁধের নিকট ঁাঁটী থেকে ঘানবাদগামী একটি বাসে বারো বছর বয়সের একটি বালক চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। প্রকাশ, দুর্ঘটনার পর বাসটি না থেমে সজোরে চলে যায় এবং পুরুলিয়ার এসে বাস ড্রাইভার আত্ম সমর্পণ করে।

এই দুর্ঘটনার ফলে গড়জয়পুর গ্রামে বিশেষ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নতুন আইন

১৯৭০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধন) বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করেছে।

পরিবর্ত্তনের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে এবং অবস্থারও দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৭০ সালের ভূমি সংস্কার আইনে বলা হয়েছে বর্গাদার বলতে সেই সব মানুষ যাঁরা এই বলে প্রচলিত আছি বর্গা বা ভাগ কথা যে অপরের জমি চাষ করেন এই সর্ত্তে যে উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ জমির মালিককে দেওয়া হবে। 'আদি' কথাটা কেন মনে হয় প্রচলিত নিয়মে উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক মালিককে দেওয়া হত। চলতিকা অভিধানে রাজশেখর বসু মশাই বলেছেন—'জমির মালিক ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবা চাষীকে জমি চাষ করতে দিলে এই বন্দোবস্তকে বর্গা বলে।' প্রচলিত ভূমি সংস্কার আইনে চাষীর ভাগ কিছুটা বাড়ান হয়। যে ক্ষেত্রে চাষের সমস্ত ব্যবস্থাদির অর্থাৎ হাল, গরু, সার, বীজ সংগ্রহের ভার কৃষকের উপর সেখানে কৃষক উৎপন্ন শস্যের শতকরা ষাট ভাগ পাবেন। এমন বিধান ছিল—মালিক পাবেন চল্লিশ ভাগ।

উক্ত আইনে মালিক যাতে বর্গাদারকে সহজে উচ্ছেদ না করতে পারেন সে সম্পর্কে কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু লক্ষ্য করা যায় উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি। এমন কি বে-আইনী উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি। এমন কি বে-আইনী উচ্ছেদ করলে আইন অনুসারে শুরুতর দণ্ড হতে পারে (৬ মাস জেল ও হাজার টাকা জরিমানা) এমন ব্যবস্থা করেও উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। ১৯৬৯ সালে তাদের স্বার্থে এমন বিধান করা হয় যে বর্গাদারের উচ্ছেদ সম্পর্কে সমস্ত মামলা মুলতি রাখা হবে এবং কোন অবস্থাতেই ১৯৭০ সালের ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত কোন জোতদারকে তার জমি থেকে উৎখাত করা চলবে না। ইতিমধ্যেই নতুন আইন চালু হল। ইহা কার্য্যকরী হয়েছে এই ইংরেজী বছরের ১৩ই জুলাই তারিখ থেকে। এই আইন চালু হওয়ার আগে পর্য্যন্ত যে যে কারণে বর্গাদারেরা উচ্ছেদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন সেগুলি হল।

ক) উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বর্গাদার জমি চাষ করেন নি, অথবা ভাগচাষে চাষ করতে অযত্ন বা অবহেলা করেছেন অথবা কৃষি ভিন্ন অন্য কাজে জমি ব্যবহার করেছেন।

খ) বর্গাদার নিজে জমি চাষ করেন নি। অবশ্য বর্গাদারের পরিবারের লোক চাষ করলে বর্গাদার নিজেই চাষ করেছেন বলে ধরা হয়।

গ) বর্গাদার ভূমি সংস্কার আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

ঘ) জমির মালিক নিজে জমি চাষ করতে চান। এক্ষেত্রে মালিকের যদি ৫ একরের কম জমি থাকে তাহলে সম্পূর্ণ জমি থেকেই তিনি বর্গা-দারকে উচ্ছেদ করে নিজের চাষে আনতে পারবেন। কিন্তু ৫ একরের

বেশী জমি থাকলে জমির মালিক তাঁর সম্পূর্ণ জমির দুই তৃতীয়াংশের অধিক জমি নিজের চাষে আনবার জন্য বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না।

লেখা যায়—'ভালভাবে চাষ করতে অযত্ন বা অবহেলা করা' কথাটি খুব স্পষ্ট নয়। সততই মালিকের পক্ষে এর সুযোগ নেওয়া সম্ভব। তাই নতুন আইনে এই বিধানটি একেবারে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ভূমি সংস্কার আইনের বিধান লঙ্ঘন করলে উচ্ছেদ যোগ্য হবে—ইহাও অন্তরঙ্গভাবে অপেক্ষ এবং বিধানটি কঠোরও বটে। যে কোন বিধান লঙ্ঘন করলেই বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যাবে। ইহা কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। এই ধারাটির পরিবর্তে নতুন আইনে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র মালিকের প্রাপ্য ফসলের অংশ না দিলেই বর্গাদার উচ্ছেদযোগ্য হবেন। যেখানে ভাগচাষ আধিকারিক উচ্ছেদের আবেদনের শুনানীর সময়ে সকল দিক বিবেচনা করে যে সময়ের মধ্যে যেরূপ কিস্তিতে ফসলের ভাগ দিতে আদেশ দিবেন বর্গাদার সেই আদেশ অনুসারে কাজ করলে আর তাকে উচ্ছেদ করা হবে না।

নিজ চাষের প্রয়োজনে বর্গাদার উচ্ছেদ নতুন আইনে অনেকখানি সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নিজচাষে ৭.৫ একরের কম জমি থাকলে যে কোন সংখ্যক বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা চলত। বর্গাদারের পরিবারের কথা সেখানে বিবেচনাই করা হত না। নতুন আইনে নিজ চাষে ৭.৫ একর পর্যন্ত জমি ও নতে যতটুকু জমি প্রয়োজন তার বেশী জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং কোন ক্ষেত্রেই যেন কোন এক বর্গাদারের জমি দুই একরের কম না হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থাৎ বর্গাদারকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন করে মালিক নিজ চাষে জমি নিতে পারবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পূর্বে যদি কোন মালিকের নিজ চাষে পাঁচ একর জমি থাকত এবং তার আরও পাঁচ জন কি তারও বেশী বর্গাদারের কাছে আরও দশ একর বা তারও অধিক জমি বর্গা দেওয়া থাকত তবে সেই সকল বর্গাদারকে একত্রে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল। নতুন আইনে তিনি ঐ সকল বর্গাদারের কাছ থেকে মাত্র ২.৫ একর জমি নিতে পারবেন। আর তাও নেওয়া সম্ভব হবে শুধু সেই সকল বর্গাদারের কাছ থেকে যাদের নিকট তাঁর দেওয়া জমি দুই একরের বেশী আছে। যদি কোন বর্গাদারই তাঁর কাছ থেকে দুই একরের বেশী জমি বর্গা হিসাবে না পেয়ে থাকেন তবে কোন বর্গাদারকেই জমি হস্তচ্যুত করতে হবে না। পূর্বে বর্গাদারের মৃত্যু হলে বর্গা জমিতে তাঁর উত্তরাধিকারীগণের চাষের কোন অধিকার ছিল না। নতুন আইনে বিধান আছে যে বর্গাদারের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। তিনি চাষ চালিয়ে যেতে পারবেন। এইরূপ মনোনয়ন সম্ভব না হলে ভাগচাষ আধিকারিক ঠিক করে দেবেন উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কে বর্গাদার হিসাবে ঐ জমি চাষ করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইরূপ করা সম্ভব না হলেই মালিক ঠিক করবেন কে তাঁর ভাগচাষী হবেন। কিন্তু জমি তিনি কোন অবস্থাতেই নিজে চাষের জন্য নিতে পারবেন না।

নতুন আইনে উৎপন্ন ফলে বর্গাদারের ভাগও বাড়ান হয়েছে। পূর্বে যেখানে বর্গাদার শতকরা ষাট ভাগ পেতেন এখন সেখানে তিনি শতকরা ৭৫ ভাগ পেতে পারবেন। এতদ অংশ বৃদ্ধির ফলে বর্গাদারের পক্ষে চাষের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে যে সকল মালিক লাঙ্গল, গরু, ছাড়াও অধিক ফলনশীল বীজ, সার, সেচের খরচ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করবেন—মাত্র তিনিই ফলনের অর্ধাংশ পাওয়ার হকদার হবেন।

আইনে বিধান থাকলেও ফসলের ভাগ নিয়ে অনেক মালিকই বর্গাদারকে বঞ্চিত দিকের না এর ফলে অনেক অসুবিধা হয়েছে। বর্গাদারের কাছ থেকে ইচ্ছা করে ভাগ না নিয়ে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলাও করা হয়েছে এমন সংবাদ রয়েছে। নতুন আইনে বিধান করা হয়েছে ফসলের ভাগ নিতে বা বঞ্চিত দিতে—তা না হলে বর্গাদার নির্দিষ্ট আধিকারিকের নিকট মালিকের ভাগ জমা দিতে পারবেন। মালিক সেখান থেকে ফসল বা তার মূল্য পেতে পারবেন।

উৎপন্ন ফসল কোথায় তোলা হবে বা মাড়াই করা হবে তা উভয়-পক্ষের সম্মতি অনুসারেই স্থির হবে বলে মিলিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হলে নিজের পছন্দমত স্থানে বর্গাদার ফসল তুলতে বা মাড়াই করতে পারবেন। অংশ মালিককে নোটিশ দিতে হবে এবং সেখানে মালিকের পর্যবেক্ষণ করার জন্য উপস্থিত থাকার অধিকার থাকবে।

এতদিন ভাগচাষ আধিকারিকের রায়ের বিরুদ্ধে মুন্সেফের নিকট আপীল করতে হত—এখন থেকে ইহা মহকুমা শাসকের নিকট করতে হবে। স্থগিত মামলাগুলির বিচারও নতুন সংশোধিত আইনে হবে।

সরকার মনে করেন বর্গাদার সম্পর্কিত নতুন বিধান জনসমাজের পক্ষে কল্যাণকর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে জমির মালিক ও বর্গাদার নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে দেশের মঙ্গল হবে।

ভূমি বন্টিতে "বঞ্চিতের রুদন" প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করি—শতবর্ষ পূর্বে রচিত হলেও ইহা এখনও সত্য। "আইন অমান্যের প্রশ্ন অধিকার থাকিলেই হয় না—ইহা কার্যে খাটা চাই।" তিনি বলেছেন—"দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি হিসাব করিলে তাহারাই দেশ।... যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। মালিক ও বর্গাদার উভয়েই শুভবুদ্ধি যুক্ত হোন ইহাই সরকার চাহেন।

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(সচিব, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্ব সচিব)

('পশ্চিমবঙ্গের সৌজন্যে')

"সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া"

তাং ২১।৯।৭০ ইং

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে এই স্কুলের একখানি পুরাতন বিজ্ঞাপগাড়ী নীলামে বিক্রয়ের প্রস্তাবআছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন।

নীলামের তারিখ :—30.9.70.
" সময় :—at 11-00 hrs.

রেজিষ্ট্রার
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া

শহীদ গোবিন্দ-শহীদ চুণারামের আত্মবলিদান স্মরণে

১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার মানবাজারে শহীদ দিবস

স্বার্থমগ্ন দেশজীবনের মধ্যে আজ ত্যাগের মহান আদর্শ আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক

১৯৪২ সালের মহান জাতীয় সংগ্রামের কথা। দেশের পরাধীনতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য ব্যাকুল কর্মীসেনাবাহিনী নিরন্তরভাবে নির্ভিক চিত্তে পুলিসের গুলির মুখে এগিয়ে গিয়ে যে ইতিহাস রচনা করে—সেই সংগ্রাম-ইতিহাসের উজ্জ্বল ভূমিকা পটে আমাদের গোবিন্দ মাহাত, চুণারাম মাহাতের অমর আত্মবলিদান কাহিনী চির জাগরুক হ'য়ে আছে। তাদের জীবন দানের অবিস্মরণীয় তপস্যা আমাদের কর্মপথে নিত্য প্রেরণা স্বরূপ হ'য়ে আছে। ১৩ই আশ্বিন, মানবাজার থানা প্রাঙ্গণে বেলা ১০টায় বীর শহীদদের স্মৃতিবেদীমূলে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য তর্পণের অনুষ্ঠান হবে—সেই অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত হ'য়ে প্রাণের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, এবং কর্মজীবনে নূতন প্রেরণা লাভ করতে সাদরে আহ্বান জানাই। ২১।৯।৭০

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

"বিজ্ঞপ্তি"

॥ মোটর যান আইনের ৪৭ (এক) ধারা মোতাবিক ॥

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (পি, এস, টি, পি, এ) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে; নির্দ্দিষ্ট রুটের ষ্টেজ ক্যারেজ, শিরোনামাঙ্কিত খামে রেজিষ্টি করিয়া দরখাস্ত আহ্বানকারীর নিকট ২৪।১০।৭০ তারিখের বেলা ১১টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে দরখাস্ত পৌছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলি ও একখানি পৃথক কাগজ দিতে হইবে।

১। দরখাস্তকারীর নাম ২। পিতার নাম ৩। পুরা ঠিকানা (ডাকঘর ও থানা) ৪। ষ্টেজ ক্যারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ ৫। আর্থিক অবস্থা, ব্যাঙ্কে জমা টাকার অঙ্ক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণ পত্র ৬। মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ৭। গাড়ী রাখিবার ও রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ১০,০০ দশ টাকা, জমার টেজারি চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোন ক্রমেই ফেরৎ যোগ্য নহে এবং উহা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাহারা এই সমস্ত প্রস্তাবিত রুটের অথবা এলাকা ধরিয়া অথবা উহার নিকটবর্তী এলাকায় ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রির পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন; অথবা এতদুদ্দেশ্যে যাহারা রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিমূলক সমিতি গঠন করিয়াছেন তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্ব্বশেষ ২৪।১০।৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

পুরুলিয়া
১৬।৯।৭০

আর, সি, মহাপাত্র
সম্পাদক

১। পুরুলিয়া হইতে পুরুা ভায়া ছড়া ১টি পারমিট
(সকাল ৮টা নাগাদ পুরুলিয়ায় ছাড়িবে এবং বিকেল ৩½টা নাগাদ পুরুাতে ছাড়িবে)
২। পুরুলিয়া হইতে পায়রাচালি ভায়া মানবাজার ১টি পারমিট

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর

মাপ : কাগজের পূর্ণমাপ : ৩৮½ × ২৫½ সেঃ মিঃ
মুদ্রিত অংশের মাপ : ৩৩½ × ২০½ সেঃ মিঃ
এক কলমের মাপ : ৩৩½ × ১০ সেঃ মিঃ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : সাধারণতঃ ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠা : দরকার হলে পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়।
প্রকাশের দিন : প্রতি সোমবার
এক বৎসরে প্রকাশিত মোট সংখ্যা ৪৮

বিজ্ঞাপনের দর

প্রতি কলম সেন্টিমিটার— ৪'৫০ টাকা।
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ন্যূনতম প্রতি সংখ্যা—৫'০০ টাকা।
১২ সংখ্যা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লাগাতার বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।
প্রতি কলম প্রতি সেন্টিমিটার হিসাবে মোট মূল্য ধার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

'Mukti'

Rate of Advertisement

Over-all size : 38½ × 25½ cm.
Printed area per page : 33½ × 20½ cm.
Full page contains 2 colomns
Area per column : 33½ × 10 cm.
Pages per issue . Ordinarily 6 to 8 pages : pages are added whenever required.
Day of publication : Monday.
Total issue in a year : 48

Rate of Advertisement

Per issue per insertion—
Per column centimetre— Rs. 4·50
For classified advertisement minimum charge—Rs. 5·0

Proper discount is given for continuous advertisement for 12 issues or more. Charges are calculated on the basis of the rate per column centimetre,

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

WANTED for R. B. B, High School one M A./ B. A. (Hons) in Bengali and one M. A/B. A. (Hons) in English both preferably trained, in permanent vacancies on pay scale as preserribed in G. A Rules.

Application must reach the secretary on or before 24.9 70.

Secretary
R. B. B. High School
P. O. Garhjaipur,
Dist. Purulia





কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশান্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত স টন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ
মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলদী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা জলদী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্বজাতি সোনারা (নাবি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কৃষ্ণরী চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্ম্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কর্ম্মীরা অগ্রীম দেবার চেষ্টা করুন।

মহকুমা অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় বিবরণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
সোমবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর '৭০
১১ই আশ্বিন ১৩৭৭
বার্ষিক—৬.., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

শ্রদ্ধাঞ্জলি
শহীদ গোবিন্দ মাহাত
শহীদ চুনারাম মাহাত
১৯৪২ সনে স্বাধীনতার সংগ্রামে
১৩ই আশ্বিন পুলিশের গুলিতে
আত্মদান করেন।



তাদের স্মরণে

২রা অক্টোবর মহান গান্ধী জয়ন্তী দিবস স্মরণে

সমগ্র বিশ্বের—সমগ্র ভারতের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদিত হোক

গান্ধী জন্ম শতবর্ষের বেদীমূলে তাঁর মহিমা উজ্জ্বল জন্ম-জয়ন্তী বিঘোষিত হোক

অগ্রগতিসম্পন্ন নবজাগ্রত ভারতের জীবনে আজ আমরা অনুভব করছি—নেতৃত্বের দায়িত্ব কত মহান। সে কথা স্মরণ ক'রে মনে হচ্ছে—বিশ্বব্যবস্থায় যে আসন আজ শূন্য—তাঁর শতাংশের একাংশও পূরণ করা আজও সম্ভব হয় নি। নেতৃত্ব বিহীন ভারতবর্ষের মানুষকে আজ গান্ধীজীবনের মধ্যে অনুধাবন করতে হবে যে, কোন্ কোন্ মহান চারিত্রিক শক্তিতে একটা জাতিকে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব। এই সাধনার ভিতর দিয়েই জাতির জীবনে নেতৃত্ব-শক্তির আবির্ভাব হতে পারবে—অন্য কোনো সহজ পন্থায় বা কৌশল অবলম্বন ক'রে নয়।

আজ তাঁর মহান জন্মজয়ন্তী দিবসে আমরা যেন তাঁর জীবন গঠন তপস্যাকে মন্ত্র দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমাদের জীবনে তার আলোক স্পর্শ যেন দৃঢ়তম অংশেও গ্রহণ করতে পারি এই আবাদের আজকের সংকল্প হবে। গান্ধীজীর জয়ন্তী দিবস উপযুক্ত নিষ্ঠা ও আয়োজনে উদ্যাপিত হোক—এই অনুরোধ করি।

২১-৯-৭০

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা লোক সেবক সংঘ

জেলা আজ গভীর খাদ্য সংকটে ঃ আবার অনাহার মৃত্যু

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যখন নিদারুণ খরা চলছিল—তখন আমি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উপদেষ্টা শ্রীএম. এম. বসু যিনি রিলিফ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বিশেষভাবে অনুরোধ করি—অবিলম্বে জেলার বিষয়ে লক্ষ্য দিতে ও জেলার-এই চরম দুর্গতিতে কাল বিলম্ব না ক'রে টি, আর-এর কাজ সুরু করতে এবং ডি, আর অবিলম্বে বাড়াতে; আর রিলিফ বিভাগ থেকে ব্যাপক কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ও বিকল্প চাষের আয়োজন করতে। তাঁকে বিশেষভাবে এ বিষয়ে সজাগ হ'তে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তাঁর মধ্যে জেলার প্রতি উদ্বেগ বা ব্যাকুলতা অথবা আন্তরিক আশ্বাস কোনো কিছু দেখলাম না।

ঐ একই অবস্থা এই জেলায় চলছে

ভাদ্র মাসে জেলাবাসীর অধিকাংশের কী অবস্থা হয়—সকলে জানেন। এই ভাদ্র মাসেও টি, আর-এর জন্য জেলা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে বলে কোনো পরিচয় আজও পর্য্যন্ত নেই। অথচ আজও অনাহার মৃত্যু ঘটে চলেছে। সম্প্রতি যে সংবাদ পেলাম তা এই:—

হেঁসলা গ্রামের শ্রীমতী মঙ্গলা গোস্বামীর অনাহার মৃত্যু

এই কদিন আগে—বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর আড়ষা থানার হেঁসলা গ্রামের শ্রীমতী মঙ্গলা গোস্বামী অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৬০ বৎসর বয়স ছিল। এঁর স্বামী শ্রীব্রজমোহন গোস্বামী। পরিবারে ১৩ জন লোক। অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট। এই পরিবারে মাত্র ১ জন জি. আর পান। আমি যখন কিছুদিন পূর্ব্বে হেঁসলা গ্রামে যাই—তখন শ্রীমতী মঙ্গলা গোস্বামী আমাকে কাতরভাবে বলেন যে, তাঁদের জি, আর না বাড়ালে তাঁদের পরিবারে অনাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। আমি বি, ডি, ওকে বিশেষ অনুরোধ ক'রে এঁদের বাড়ীতে জি, আর বাড়াতে চিঠি দিই। পরে সংবাদ পেয়েছি—অন্যান্য কয়েকজনের ব্যাপারের মত এঁদের ব্যাপারেও আড়ষার বি ডি, ও আমার পত্রের প্রতি উপহাস ক'রে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের বিদায় করেন। বি, ডি, ওর এই হৃদয়হীন ব্যবহারের পরিণতি-স্বরূপে এই অনাহার মৃত্যু ঘটল।

বান্দোয়ান থানার সাইড়া গ্রামে অনাহার মৃত্যু

বিগত প্রবল বর্ষার প্রারম্ভে আমি যখন বান্দোয়ান থানা পরিদর্শনে যাই—তখন আমি সাইড়া গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলাম যে—ঐ গ্রামের ৪৫ বৎসর বয়স্ক যুবক শ্রীকাম মাহাত তখন সদ্য অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেছেন এবং তাঁর কদিন আগে শ্রীমতী দুখা মাহাত (বয়স ৪৫) অনাহারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

একটা স্বাধীন দেশে এভাবে দিনের পর দিন অনাহারে অবাধে মৃত্যু ঘটে চলতে পারে—সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাস মনে পড়লে এটা আর বিস্ময়কর কিছু মনে হবে না।

কংগ্রেস বলছে—তাদের পুরোনো ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। এই কি পরিবর্তনের নমুনা? পরিবর্তনের পরিচয় কি তাঁরা আজ দেবেন?

পশ্চিম এশিয়ার নূতন অগ্নিকেন্দ্র গঠন

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কূটনীতির প্রধান নীলাক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। ইউরোপ ও আমেরিকায় বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ এই দুটি মহাদেশে শেকড় গেড়ে বসেছে। আমেরিকা অবশ্য নবাগত। আফ্রো-এশিয়ায় রাজনীতির টানাপোড়েনে তাই প্রধানত বিদেশী শক্তির বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রয়োজনেই হেথা হোয় আর তাহাই এখন রচনা করে আড়াল থেকে।

বিদেশী শক্তিগুলির প্রভাব দূর করার জন্য প্রথম চেষ্টাই হল গামাল আবেদল নাসের—মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান—ব্রিটিশ আর প্রভাবমুক্ত জনক। আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের দুর্গ তৈরী করে তিনি রুখতে চাইলেন বিদেশী প্রভাবের অতিক্রম অনুপ্রবেশ। কিন্তু বিদেশী প্রভাব ফাটল ধরাল সেখানেও। ব্রিটেনকে এল আরব প্রভাবের থেকে।

এ ক্ষেত্রে আরব উন্মেষের যা প্রধান হচ্ছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলন এবং আফ্রো-এশিয়া সংহতি সম্মেলন। এই দুই সম্মেলন চেষ্টা করেছেন বিদেশী প্রভাবমুক্তির এবং আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিবাদের আপোষ মীমাংসার। কিন্তু এখানেও ব্যর্থতা এসেছে বারবার। কক্ষের কথা, আলজেরিয়ার কথা তোলবার নয়।

নাসেরের প্রভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম থেকেই রুষ্ট হয়েছিল। অছিলা খুঁজছিল তারা নাসেরকে জব্দ করার। সুযোগ তারা পেল, নাসেরের সুয়েজ-জাতীয়করণের আদেশে ভারী ভরার সঙ্গে সঙ্গে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক স্বার্থের ছোঁয়াই দিয়ে ইঙ্গ ফরাসী বাহিনী আক্রমণ করলো মিশর—পেছন পেছন এল তাঁদেরই ইস্রায়েল। বিশ্বব্যাপী জনমতের চাপে এবং ইংরেজের নিজের দেশেই প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ রুখতে পরে এল ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী, পরাস্ত্রান্ত করতে বাধ্য হল তৎকালীন বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী ইডেন। আমেরিকাও তখন নিন্দা করেছিল ইঙ্গ-ফরাসী উৎপাতের। কিন্তু ইঙ্গফরাসী ফোটের ব্যর্থতার ফাঁক দিয়ে ইস্রায়েল ও আরব জগতে অনুপ্রবেশ করল আমেরিকা।

মার্কিন অনুপ্রবেশের ফল ফলালো ১৯৬৭তে। মার্কিন সমরসম্ভার নিয়ে তাঁরেবার ইস্রায়েল আক্রমণ করলো মিশরের সুয়েজ এলাকা এবং দখল করলো অর্ডনের ও কিছু অংশ। অতর্কিত জিহ্বা আক্রমণে অপ্রস্তুত মিশরের সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে গেল—মাটি থেকে আকাশে উঠবার আগেই ভস্ম হয়ে গেল মিশরের বিমান বাহিনী। পাটন ট্যাঙ্ক আর তাঁবার ফোটের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অপ্রস্তুত মিশরীয় সেনাদল। প্যালেষ্টাইনসহ সমস্ত অবরুদ্ধ এলাকার আরব অনঙ্গ হয়ে আছে ইস্রায়েল। বর্তমান সমস্যার সূত্র এখান থেকেই।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রজার্স গত আগষ্ট মাসে আরব-ইস্রায়েল সমস্যার সমাধানে যে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব করেছিলেন, প্যালেষ্টীনীয় আরব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল সে প্রস্তাবে। আরব কমাণ্ডো, নিরিহা এবং আলজেরিয়া বিরোধীতার এবং মিশর সুয়েজ খালের দু'পাশে ১২ মাইল এলাকা অস্ত্রশূন্য না রেখে মর্ত ভঙ্গ করেছে এই অজুহাতে ইস্রায়েল প্রস্তাবখানা করার বৈঠক বানচাল হয়ে যায়—যদিও নাসের মেনে নিয়েছিলেন রজার্স-প্রস্তাব।

রাষ্ট্রসংঘ, আরব লীগ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি প্যালেষ্টাইনীয় উদ্বাস্তু দের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি ১৯৬৭ হতে। ১৯৭০ এর লুসাকা সম্মেলনও ব্যর্থ হয়েছে এই প্রশ্নে। আরব-ইস্রায়েল বিরোধের এবং আরব উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে সুনাক্কা কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। নিজেদের ভাগ্য তাই নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে আরব উদ্বাস্তুরা। প্যালেষ্টাইনকে ন্যাশনালিটির কাছে পরিণত করার ইস্র যেনী অপকৌশলের বিরুদ্ধে তারা আজ সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। ২৫ লক্ষ উদ্বাস্তু সমরনে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী—গেরিলা দল—আরব কমাণ্ডো। ধীরোহাত নেতা ইয়াসীর আরাফাতের 'আল-ফাতহ।' উল্লেখযী অর্ড ছাবাদের 'সিগনস্ ক্রস্ত ফর দি লিবারেশন অব প্যালেষ্টাইন' এবং অন্যান্য নেতা নায়েফ হাওয়াথমেদের। 'পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' নিয়ে আরব উদ্বাস্তুদের সংগ্রামী সংগঠন। নিরিহার 'শাইকা' ও ইরাকের 'আরব লিবারেশন ফ্রন্ট' আছে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে। আরব দুনিয়ার প্যালেষ্টাইনীয় আরবরাই সবচেয়ে শিক্ষিত, সংগঠনে প্রগতিশীল। ১০ হাজার সাতক আছে এই মুক্তি সংগঠনে। অর্ডন, লেবানন ও নিরিহায় আছে এঁদের ঘাঁটি। ঘাঁটিকে নিযুক্ত আছেন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রমিক ও কৃষক। সাম্প্রদায়িকতার ধার্যা এঁরা আক্রান্ত নন। ডাঃ জর্জ হাবাস, হাওয়াদেহ, থানান কানাফানি হচ্ছেন খৃষ্টান, আফৎ মুসলমান। ইঁদের লেখনীর সঙ্গীন ওদার এঁদের সিদ্ধি, মজবুত, সুদৃঢ় মজবুত আর প্রস্তাবায় হচ্ছে—গালাগালি আছে অন্যান্যও।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঔর্ডনষ্ট আরব গেরিলাদের একটি দল একটি বিদেশী বিমান ছোর করে নামিয়ে নেয় বিভিন্ন জায়গায়। কাইরো তে মাটিতে এক মার্কিন বিমান এবং অর্ডনের মরু অঞ্চলে ৩টি বিমান তা উড়িয়ে দেয় বারুদ দিয়ে। বৃটেন, সুইটজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী ও ইস্রায়েলে বন্দী আরব গেরিলা ও আলজেরীয়-লেবাননি মুক্তি যোদ্ধাদের মুক্তিপণ হিসেবে তাঁরা ঐসব দেশের এক জন যাত্রীকে আটকে রেখেছে। মার্কিন যাত্রীও আছেন এঁদের মধ্যে। এই গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন ঘানান কানাফানি।

ঔদ্রাপন্থী গেরিলাদের এই কাজের ফলে তীব্র প্রচার চালান হচ্ছে সমগ্র মুক্তিফ্রন্টের বিরুদ্ধে নিন্দিম হয়া বলে। কিন্তু এ অপপ্রচার যে মিথ্যা তার প্রমান, প্যালেষ্টাইন মুক্তিফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সংগঠন ঔদ্রাপন্থীদের বহিষ্কার ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণাকে ভাঙন বলে রটে নিয়ে উদ্রানিত মার্কিন চক্র অর্ডনের রাজা হুসেনকে চাবার বোড়ে করে আক্রমন চালিয়েছে প্যালেষ্টাইন কমাণ্ডোদের ওপর। কমাণ্ডোদের সমর্থন করছে সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া ও লেবানন এবং স্বয়ং নাসের। আন্তর্যাতী এ সংঘর্ষ বন্ধ করার ঐকান্তিক চেষ্টা করছেন নাসের। অর্ডনের রাজধানী আম্মানের পথে পথে লড়াই চলছে—মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠেছে নিত্য বাহিনীও এগিয়ে এসেছে গেরিলাদের সাহায্যে। অর্ডনের হাতে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র, অপরপক্ষে তখন নিন্দা করেছিল ইঙ্গফরাসী উৎপতাত। কিন্তু ইঙ্গফরাসী ফোটের ব্যর্থতার ফাঁক দিয়ে ইস্রায়েল ও আরব জগতে অনুপ্রবেশ করল আমেরিকা।

মার্কিন অনুপ্রবেশের ফল ফলালো ১৯৬৭তে। মার্কিন সমরসম্ভার নিয়ে তাঁরেবার ইস্রায়েল আক্রমণ করলো মিশরের সুয়েজ এলাকা এবং দখল করলো অর্ডনের ও কিছু অংশ। অতর্কিত জিহ্বা আক্রমণে অপ্রস্তুত মিশরের সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে গেল—মাটি থেকে আকাশে উঠবার আগেই ভস্ম হয়ে গেল মিশরের বিমান বাহিনী। পাটন ট্যাঙ্ক আর তাঁবার ফোটের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অপ্রস্তুত মিশরীয় সেনাদল। প্যালেষ্টাইনসহ সমস্ত অবরুদ্ধ এলাকার আরব অনঙ্গ হয়ে আছে ইস্রায়েল। বর্তমান সমস্যার সূত্র এখান থেকেই।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রজার্স গত আগষ্ট মাসে আরব-ইস্রায়েল সমস্যার সমাধানে যে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব করেছিলেন, প্যালেষ্টীনীয় আরব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল সে প্রস্তাবে। আরব কমাণ্ডো, নিরিহা এবং আলজেরিয়া বিরোধীতার এবং মিশর সুয়েজ খালের দু'পাশে ১২ মাইল এলাকা অস্ত্রশূন্য না রেখে মর্ত ভঙ্গ করেছে এই অজুহাতে ইস্রায়েল প্রস্তাবখানা করার বৈঠক বানচাল হয়ে যায়—যদিও নাসের মেনে নিয়েছিলেন রজার্স-প্রস্তাব।

রাষ্ট্রসংঘ, আরব লীগ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি প্যালেষ্টাইনীয় উদ্বাস্তু দের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি ১৯৬৭ হতে। ১৯৭০ এর লুসাকা সম্মেলনও ব্যর্থ হয়েছে এই প্রশ্নে। আরব-ইস্রায়েল বিরোধের এবং আরব উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে সুনাক্কা কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। নিজেদের ভাগ্য তাই নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে আরব উদ্বাস্তুরা। প্যালেষ্টাইনকে ন্যাশনালিটির কাছে পরিণত করার ইস্র যেনী অপকৌশলের বিরুদ্ধে তারা আজ সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। ২৫ লক্ষ উদ্বাস্তু সমরনে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী—গেরিলা দল—আরব কমাণ্ডো। ধীরোহাত নেতা ইয়াসীর আরাফাতের 'আল-ফাতহ।' উল্লেখযী অর্ড ছাবাদের 'সিগনস্ ক্রস্ত ফর দি লিবারেশন অব প্যালেষ্টাইন' এবং অন্যান্য নেতা নায়েফ হাওয়াথমেদের। 'পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' নিয়ে আরব উদ্বাস্তুদের সংগ্রামী সংগঠন। নিরিহার 'শাইকা' ও ইরাকের 'আরব লিবারেশন ফ্রন্ট' আছে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে। আরব দুনিয়ার প্যালেষ্টাইনীয় আরবরাই সবচেয়ে শিক্ষিত, সংগঠনে প্রগতিশীল। ১০ হাজার সাতক আছে এই মুক্তি সংগঠনে। অর্ডন, লেবানন ও নিরিহায় আছে এঁদের

"সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া"

তাং ২১।৯।৭০ ইং

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে এই স্কুলের একখানি পুরাতন রিক্সাগাড়ী নীলামে বিক্রয়ের প্রস্তাবআছে আগ্রহী ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন।

নীলামের তারিখ :—30.9.70.

" সময় :—at 11-00 hrs.

বেক্তিষ্টার
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

'মুক্তি'

১১ই আশ্বিন, ১৩৭৭

শহীদ গোবিন্দ ও শহীদ চুনারাম

১৯৪২ এর আন্দোলনে মানভূমের দেশকর্মীরা ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামী সৈনিক রূপে—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—মন্ত্র নিয়ে মরণ পণ করে যে সংগ্রাম করেছিলেন—সেই সংগ্রামে সৈনিক গোবিন্দ মাহাত ও চুনারাম মাহাত অপূর্ব্ব সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মোৎসর্গের তুলনা বিরল। মানবাজার থানায় পুলিশের গুলীতে নিহত এই বীর শহীদদ্বয়ের আত্মোৎসর্গ আজও এই জেলার সহস্র সহস্র দেশকর্মীর ও লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর প্রেরণা সঞ্চীব করে রেখেছে।

আমরা এই বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

বি, দাসগুপ্ত

১৩ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার মানবাজারে থানা প্রাঙ্গনে বীর শহীদদের স্মৃতি বেদীতে জেলার কর্মীরা ও জনসাধারণ স্মৃতি পূজা করবেন। এই শহীদদের মৃত্যুবরণ ও সেই সম্পর্কে ঘটনাবলী এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হল।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

আকাশের মতো অসীম উদারতা ও ভীষের মতো জ্ঞান ও সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে আজ থেকে ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২ই আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের দেশের—বিশেষ করে বাংলার চরম দুর্ভাগ্য এই যে—কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জাতির বৈপ্লবিক অগ্রগতির পথিকৃৎদের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছি। নচেৎ আজ স্থায়ীভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনী ও অবদান পৃথক ভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নতম শ্রেণী থেকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায় পর্য্যন্ত অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দ্ধারিত হত। ইংরেজ আমলেও বিদ্যাসাগরকে যে স্থান দেওয়া হয়েছিল আমাদের স্বাধীন পশ্চিম বাংলায় সে আসনের ধারে পাশেও বিদ্যাসাগরকে আসতে দেওয়া হয়নি।

এই বলিষ্ঠ, একজন সত্যকারের জ্ঞানী, নির্ভীক যোদ্ধা, খাঁটি বাঙালির বৈপ্লবিক গতির কালজয়ী পথিকৃৎ—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আজ বাংলার ছেলেরা জানে না বাংলার ক্ষেত্রে ঈশ্বর চন্দ্র বিস্মৃত হতে চলেছেন—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে?

সংবাদে প্রকাশ যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগরে ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান চলার সময় ৮টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। স্থানীয় কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ও একজন পুলিশ মোট ৫ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। বোমা পড়ায় ভীরের চাপে ৫ জন অচৈতন্য হয়ে যান।

এই ঘটনার পরে সহজেই উপলব্ধি হবে দেশের এক শ্রেণীর কোন মতবাদ দেশকে কোথায় নিয়ে চলেছে। ঈশ্বরচন্দ্রদের কোন বোমা মেরেই—বিলুপ্ত করা যাবে না—বরং যাঁরা এটা করতে যাবে তারাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জাতীয় জীবনে আজ জ্ঞানী, বৃদ্ধ, তরুণ যে মতবাদের অনুরাগীই হোন না কেন এই বিদ্যাসাগরের জীবনকে অনুধাবন করুন অনুসরণ করুন। মানুষের শক্তিই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি—বিদ্যাসাগর সেই শক্তিরই আধার ছিলেন যে শক্তিতে শক্তিমান হলে সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্বকালে মানুষ কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আমরা এই ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকীতে সমগ্র জাতির সঙ্গে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বি, দাসগুপ্ত

কেরালায় কাদের রাজযোগ?

অবশেষে কেরালায় বহু টানা হেঁচড়ার পরে বিধানসভার নির্বাচন শেষ হয়ে গেল।

খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবর লিখছি। ১৭ই সেপ্টেম্বর কেরালায় নির্বাচনে ভোট দেবার দিন। সব পক্ষ থেকেই নির্বাচনের জন্য মুহুর্মুহু বাক্য যুদ্ধ পুরোদমে চলেছে। ১১ই সেপ্টেম্বর কেরলের এক গেষ্ট হাউসে জুজনে সকালবেলা বসে প্রাতঃরাশ করছেন একজন হচ্ছেন নবকংগ্রেসী—ইন্দিরা মন্ত্রীসভার সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীখাদিলকর, আর একজন হচ্ছেন বাম কমিউনিষ্ট নেতা লোকসভার সদস্য শ্রীরামমূর্ত্তি। এম পি দের মধ্যে দলভেদ ও মতভেদ থাকলেও বন্ধুত্ব থাকেই - এটা পার্লামেন্টারী কায়দা। একসঙ্গে প্রাতঃরাশ করতে করতে দুই যুযুৎসু বন্ধু রাজনৈতিক খোস গল্প করছেন। খাদিলকর বলে উঠলেন —"এবার তোমরা কাত, আমরা ২৫টি আসন নিশ্চয়ই নেব।" বাম কমিউনিষ্ট নেতা রামমূর্ত্তি একটা উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন—"তাই নাকি?" তারপরে ঠাট্টা করে বললেন—"আপনার দল অর্থাৎ নবকংগ্রেস যদি ১৫টিও আসন পায় তবে আপনারা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করবেন। আমি বাজি ধরছি, প্রতিটি অতিরিক্ত আসনের জন্য আমি ১০০ টাকা করে দেব।"

যে বিশ্বাসে বাম কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীরামমূর্তি বাজি ধরলেন ঠিক সেই রকম দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই নব কংগ্রেস নেতা বাজী ধরে বললেন—'বেশ আমার দল নব কংগ্রেস যদি ২৫টি আসনের কম পায় তবে প্রতিটি কম আসনের জন্য আমিও ১০০ টাকা করে দেব।'

নির্ব্বাচনের ফলাফল বেরোল বাম কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীরামমূর্তি বাজীতে হারার টাকাটা চিন্তিত হাতে চেক লিখে নব কংগ্রেস নেতা শ্রীখাদিলকরকে পাঠিয়ে দিলেন।

কেরালায় কায়েমী স্বার্থবাদ বাজিমাত করেছে তারা কোন চান্স বা ঝুঁকি নেওনি শুধু ভাগের মতো অঙ্ক কষে তারা নিশ্চিত বিশ্বাসে আসন জিতে নিয়েছে। শ্রীরামমূর্তিরা বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে ভুল করেছিলেন। সংস্কৃতে একটা বাক্য আছে —এটা বুদ্ধোছাদের কথা হলেও কথাটা সত্য। বলছে—

"উদয়ে সবিতা রক্তো রক্তশ্চাস্তময়ে তথা।" অর্থাৎ "উদয়ের সময় সূর্য্য লাল আর অস্তকালেও লাল থাকে।" বুদ্ধিমান যারা তারা এটা যথার্থ উপলব্ধি করে থাকেন।

এবার কেরালায় এই উদ্বাস্তুদের হিসাবটা গাণিতিক সংখ্যা দিয়েই ঐকেবারে বাস্তবধর্মীও নিরিখে দেখা যাক। ইং ১৯৪৯ সনে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে ত্রিবান্দ্রম কোচিনের মালয়ালাম ভাষী অঞ্চল পৃথক কেরালা রাজ্যরূপে গঠিত হয়। খুব ছোট রাজ্য। বর্তমান লোক সংখ্যা কিছু বেশী ১ কোটি ৭ লক্ষ। সমস্ত রাজ্যে মাত্র ৯টি জেলা। এক একটি জেলার লোক সংখ্যা ১৬ লক্ষ থেকে ২৬ লক্ষ পর্য্যন্ত।

অধিবাসীরা রাজনৈতিক সচেতন। শিক্ষার হার খুব বেশী; খাদ্য শস্যে পুরই ঘাটতি জেলা এবং বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের উদ্ভব জেলা।

ইং ১৯৫৭ সনে বিধান অনুযায়ী এই রাজ্যে প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। গোটা ভারতবর্ষে তখন নির্বাচনী আকাশে বাজ্যে বাজ্যে,

কেন্দ্রে কংগ্রেস মধ্যগগনে। একমাত্র কেরালা রাজ্য হল কমিউনিষ্ট (তখন অবিভক্ত) শাসিত রাজ্য—নাম্বুদ্রিপাদের মুখ্যমন্ত্রীত্বে। তার পরে এই ১৯৭০ সনের নির্ব্বাচন নিয়ে কেরালায় মোট পাঁচ বার নির্ব্বাচন হয়ে গেল। তার কার্য্য কারণ প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করার স্থান এখানে নেই—তবে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি ভূভাগ হল; কেরালায় কংগ্রেস তিন ভাগ হল; সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি ভূভাগ হয়ে গেল। তাহলেও ইং ১৯৫৭ সনে বিধানসভায় যে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৩—১৯৬৭ সনের নির্ব্বাচনে সেই কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র—৩। সমস্ত ভারত জুড়েই প্রায় এই অবস্থা! পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ভারততানী নিশ্চিন্তে দেখল কংগ্রেস সূর্য্য অস্তাচলে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেরালায় ইং ১৯৫৭ সন থেকে ১৯৭০ এর নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত একটি তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকাতে নির্ব্বাচনে প্রার্থীদলের নাম; নির্বাচনী সনের নীচে বন্ধনীতে বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা এবং দল হিসাবে নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকাটি চোখের সামনে থাকলে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সুবিধা হবে।

১৯৫৭ থেকে ১৯৭০ পর্য্যন্ত কেরলে বিধানসভার নির্ব্বাচনের ফিরিস্তি

নির্বাচনে প্রার্থীদল	১৯৫৭ (১২৬)	১৯৬০ (১২৬)	১৯৬৫ (১৩৩)	১৯৬৭ (১৩৩)	১৯৭০ (১৩৩)
১। অবিভক্ত কংগ্রেস	৪৩	৬৩	৩৬	৯	×
২। নব কংগ্রেস	×	×	×	×	৩২
৩। আদি কংগ্রেস	×	×		×	×
৪। কেরালা কংগ্রেস	×	×	২৪	৪	১২
৫। অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট	৬০	২৬	×	×	×
৬। কম্যুনিষ্ট (মঃ)	×	×	৩	১৯	১৬
৭। কম্যুনিষ্ট (বাম)	×	×	৪০	৫২	২৮
৮। আর-এস-পি	×	×	×	৬	৬
৯। পি-এস-পি	৯	২০	×	×	৩
১০। এস-এস-পি	×	×	১৩	১৯	৬
১১। আই-এস-পি	×	×	×	×	৩
১২। কে-এস-পি	×	×	×	১	২
১৩। কে-টি-পি	×	×	×	১	২
১৪। স্বতন্ত্র	×	×	১	×	×
১৫। মুসলীম লীগ	×	×	৬	১৪	১১
১৬। নির্দলীয়	১৪	১৭	১০	৭	১২

কংগ্রেস বিধাবিভক্ত হয়ে মুষ্টিমেয় হলেও শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস বা নব কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেস বা জগজীবন পন্থী ও নিজিকেট পন্থী এদের মধ্যে কারেরী আর্থবাহীরা বা প্রতিক্রিয়াশীলরা নির্দ্বিধে কোন পার্থক্য করা চলে না। কারণ কারও বিশেষ কোন একটি কর্ম্ম সমর্থন-যোগ্য হতে পারে কিন্তু সামগ্রিক চরিত্র প্রতিক্রিয়াশীল এ বিষয়ে ভিন্ন মতের কোন অবসরই নাই।

এই ক্ষেত্রে কেরালার নির্ব্বাচনে দুই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব দুই জোটবদ্ধের দলসমষ্টির মধ্যে যে নির্ব্বাচনী সংগ্রাম চলল তাতে একদিকে নবকংগ্রেস প্রকাশ্যেই এক জোটের সঙ্গে আর একদিকে আদি কংগ্রেস অপ্রকাশ্যে আর এক জোটের সঙ্গে নির্ব্বাচনে পরিকল্পিত হয়ে পড়ল। ১৯৬৭ সনের কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত প্রায় ৯টি ক্ষুদ্র শরিকরা যে ১৯৭০ সনে ৩২টি যুদ্ধতরীতে পরিণত হল—তার সমস্ত কৃতিত্ব একারোরে সেই সব দলপতিদের—যাদের বলা হয়—বামনপন্থী, বিপ্লবী, কায়েমী আর্থবিরোধী ইত্যাদি ইত্যাদি। এক বিপ্লবীর কাঁধে পা দিয়ে নব কংগ্রেস গাছের কাঁঠাল পাকল—আর এক বিপ্লবীর পা থেকে আদি কংগ্রেস গর্জে টনে নামাল। কোন যুক্তি কোন ব্যাখ্যা কোন শক্ততাই এদের অপরাধের মার্জনা আনতে পারে না। পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে এবং কেরালার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে—আমাদের দেশের বিঘোষিত বামপন্থীরা জোটবদ্ধভাবে, যুক্ত এবং বিযুক্তভাবে যা করে চলেছেন তাতে ভারতের শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষেরা এদের সম্বন্ধে বিষ-স্ত হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের একটা সংবিধানের অধীনে (যেটাকে লোকসভার

জনৈক স্পীকার হাইব্রিড কনস্টিটিউশন বলেছিলেন) বিধানসভাগুলিতে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতা লাভের জন্য আমাদের দেশের বিঘোষিত সাম্যবাদী বিপ্লবীরা দক্ষিণ, বাম প্রভৃতির পঙ্কে কোন পথই পরিত্যাজ্য নয়—এটাই দিনের পর দিন জ্বলন্তবর্ণমানরূপে প্রমাণিত হয়ে চলেছে। ক্ষমতা লাভের পরে, শাসন ক্ষমতায় নিজেদের দলীয় স্বার্থে তোক বা প্রজ্ঞারঞ্জনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ-রক্ষা করার জন্যই হোক—ভোট বা উপজৌটির আধিনতা বজায় রাখার জন্য কী যে হতে পারে—আর কী যে হতে পারে না তা কেরালা এবং পশ্চিমবাংলার বর্ত্তমান দশকের ইতিহাস পরিস্ফুট করে তুলেছে। একথা কেরালার জনসাধারণ কেরালায় এবং পশ্চিমবাংলার জন-সাধারণ পশ্চিম বাংলায় এই বামপন্থী গোষ্ঠীদের—তাদের বামপন্থী বলেই নয়—কংগ্রেসের কায়েমী স্বার্থবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে—জাগ্রত শক্তি-রূপে কি নিরুপম ভিশোনই না নির্দ্দেশ করেছিল—আজ সে বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ভঙ্গুর হয়ে গেছে। এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের বঞ্চনাজনের জন্যই নয়—সেটা তো ছিল, আছে, থাকবে—এটা হয়েছে নিজেদের আত্ম অপরাধে। সেই জোরটা ট্যাকটিক্সের ভুল নয়, বা অবজেকটিভ্ কণ্ডি নট ট্রিক্তাবে বিশ্লেষণ করার ভুল নয়, সেটা হচ্ছে—আত্মপ্রতারণার জোরে।

কেরালাতে ১৯৫৭তে কায়েমী স্বার্থবাদের প্রতিভূ কংগ্রেসের পতনে দেশবাসীকে যে প্রেরণার উদ্বুদ্ধ করেছিল তা সমগ্রদেশে কংগ্রেসের পতনের পথে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আজ কেরালাতেই আবার সেই ভূপাতিত কংগ্রেসের অভ্যুত্থান অস্বীকার করার উপায় নেই। এর জন্য যে বা যারাই দায়ী হোক না কেন কংগ্রেসের এই অভ্যুত্থান প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে ভরসার উদ্ভাবন করেছে।

অবশ্যই জনগণ এটা হতে দেবেনা বা বরদাস্ত করবে না। প্রতিক্রিয়াশীলদের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আজ যারা এদের বিরোধীতার নামে রাজনীতি করতে গিয়ে এদেরই কাঁধে তুলে চাষী, শ্রমিক, বঞ্চিতদের কথা বলছেন—ঐ চাষী মজুরদের কাছেই এদের কথা ও কাজ ক্রমশঃই বিশ্বাস্যতার এবং বিশ্বাস ও নির্ভরতার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কেরালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। কেরালাতে যা হল তা সামগ্রিক গতির একটা দিগ্‌দর্শন মাত্র।

১৯৫৭ থেকে আজ পর্য্যন্ত কেরালায় যদিও বা কখনও কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠিত হয়েছে—কিন্তু ডুমিনও ষ্টিতে পারে নি। এবার কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠিত হচ্ছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টদের সামনে রেখে। প্রকাশ যে কংগ্রেস নাকি মন্ত্রী সভায় যোগ দেবেনা তবে কমিউনিষ্টদের মন্ত্রীসভা সমর্থন করে চলবে কারণ কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া এখন মন্ত্রীসভা কেরলে গঠিত হতেই পারে না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—কেরলের মন্ত্রণালনে নব কংগ্রেসের জুডিসারী ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি টেনে চলবে—বলপা হাতে থাকবে—নব কংগ্রেসের।

এই ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনচেতনা জাগ্রত করে, জনগণকে সংঘবদ্ধ করে শোষণ ও কায়েমী স্বার্থ-বাদকে নির্মূল করে মানুষকে নিজের মূলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তার সমস্ত জীবনের কর্ম এই ভিত্তিতেই এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে নিহিত ছিল। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর এই সম্পদকে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের নামে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে বিকৃত করে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে অপপ্রয়োগের ফল এক বিনাশের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর একদিকে ঐ একই বিরাট মানবতার দৃষ্টি নিয়ে লেনিন বঞ্চিত ও শোষিত মানবতাকে তার বন্ধন ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাকে স্বাধীন করে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন সমাজ ব্যবস্থার গঠন করেছিলেন। তার কর্ম্মপদ্ধতি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা মানুষের জন্য এক সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে আছে।

ভারতবর্ষে এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দুই শতাব্দ প্রয়োগ করার মতো যে কোন নেতৃত্বই বেশ চেষ্টা অত্যন্ত তিক্তভাবে দেশের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। যে নামে, যে ভাবে, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন—জনগণের ক্ষেত্রে অন্ধকূপ তৈরী নয়—জাগ্রত ও সচেতন প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও—এবা বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দল ও গোষ্টিতে বিভক্ত হয়ে এই শিক্ষার অত্যন্ত সংকীর্ণ, গোঁড়া ও বিকৃত প্রয়োগ করে কেবল স্বার্থসাধন করে স্বার্থসাধী সৃষ্টি করে চলেছেন। নিজেদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতার জন্য—পুঁজিবাদীদের কায়েমী স্বার্থবাদীদের ও বিভেদ সৃষ্টিকারীদের অপরাধী করে নিজেদের অপরাধ

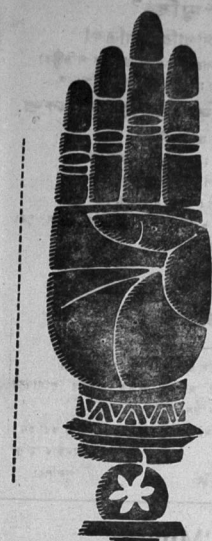

আজঃ

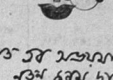

"ভয় হতে তব অভয়মাঝে
নূতন জনম দাও হে॥
দীনতা হতে অসাড় প্রাণে,
সংশয় হতে সত্যসন্ধানে,
জড়ত্ব হতে নবীন জীবনে,
নূতন জনম দাও হে॥"

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি, কলিকাতা-১

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে জানবার কথা

বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের কপি শুক্র ও শনিবারের মধ্যে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এর পরে দিলে আগত সোমবারের পরের সোমবারেই প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্যই যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন :— কর্মখালি, শিক্ষক চাই, জমি বিক্রয় প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন বাবত টাকা অগ্রিম দেয়। মুক্তিতেই বিজ্ঞাপনের মাপ ও দর সম্বন্ধে লেখা আছে। তা দেখে অথবা আমাদের জানালে আমরা বিবরণ জানিয়ে দেব—কত মাপের মধ্যে দিতে হবে—সেটাও জানিয়ে দিতে হবে—এবং তার বাবত টাকাও অগ্রিম দিতে হবে। না হলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়।

ম্যানেজার
'মুক্তি' : পুরুলিয়া

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

বি. টি. কলেজের সকল রকম বই মজুত আছে।

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশান্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ

মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলবী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা জলবী এবং মাঝামাবি)
ঘ) সর্ব্বতি সোনারা (নাবি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্ম্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কন্সীরা অগ্রিম দেবার চেষ্টা করুন।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

কেরলে মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে

সি, পি, আই : আর, এস, পি, ও মুসলিম লীগ থেকে মন্ত্রী হবেন

কংগ্রেসের অনুগ্রহে

২৬শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে ঃ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীঅচ্যুত মেনন এবং তাঁর নেতৃত্বাধীনে কেরল মন্ত্রীসভা সম্ভবতঃ ১লা অক্টোবর শপথ নেবেন। কেরালা রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঃ কমিউনিষ্ট পার্টির কেরালা রাজ্য সম্পাদক এম.এন গোবিন্দন নায়ার এই কথা ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রীদের নামও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। মোট ৯ জন মন্ত্রী করা হবে তার মধ্যে শ্রীঅচ্যুত মেননকে নিয়ে চারজন—সি, পি, আই ; দুজন— আর, এস, পি ; দুজন—মুসলীম লীগ ; আর একজন—পি, এম, পি।

এই যুক্তফ্রন্টের নেতা হচ্ছেন শ্রী মেনন আর নব কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা হচ্ছেন শ্রীকরুণা করুণ

প্রকাশ যে কংগ্রেস—মন্ত্রীত্ব বা স্পীকার কোন পদই নেবেনা তবে মুখ্যমন্ত্রী পরিষদ দলের নেতা থাকবেন। কংগ্রেস পরিষদ দল ও এই চার দলের যুক্তফ্রন্ট সরকারই মুখ্যতঃ আজ্ঞান করে কাজ করবেন।

কংগ্রেসী সভ্যরা সকলে সরকারী যুক্তফ্রন্টের সরকার পক্ষে আসন গ্রহণ করবেন।

কেরলে তাহলে সরকার পক্ষ গঠিত হল—নিম্নলিখিত দলগুলি নিয়ে—

১। কংগ্রেস—
২। দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টি (সি, পি, আই)
৩। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি (আর, এস, পি)
৪। প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি (পি, এস, পি)
৫। মুসলীম লীগ

অর্থাৎ মার্ক্স কেনিনের নামে শপথ্যরত, কংগ্রেসী কায়েমী স্বার্থবাদ, জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং মুসলীম সাম্প্রদায়িকতাবাদ আজ কেরলে যুক্ত করে শাসনবাদ কায়েম করছে।

—·—·—

ADVERTISRMENT

Wanted for Balarampur Phoolchand H. S. School, P. O. Rangadih, district Purulia one Hons/M.Sc in Chemistry on deputation vacancy in the approved scale of pay and D. A. Place & accommodation attractive. Apply to the Secretary by 3.10.70.

দুর্গাপূজা উপলক্ষে

"মুক্তি প্রেস" ও "মুক্তির" ছুটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী ষষ্ঠী ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৭ : ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ তারিখ থেকে ৩০শে আশ্বিন : ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পর্য্যন্ত ১২ দিন মুক্তি প্রেস বন্ধ থাকবে। ১লা কার্ত্তিক ১৩৭৭ ১৮ই অক্টোবর রবিবার ১৯৭০ মুক্তি প্রেস খুলবে।

মুক্তির প্রকাশ ২৪শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর ও ২রা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। ১৮ই আশ্বিন ৪ই অক্টোবর মুক্তির ৪০ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর একেবারে ৯ই কার্ত্তিক ১৩৭৭ : ২৬শে অক্টোবর ১৯৭০ সোমবার মুক্তির ৪১শ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

—·—·—

'মুক্তি'

বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা

(১৯২৫ সনে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

পোঃ—পুরুলিয়া : জিলা—পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর

জ্ঞাতব্য বিবরণ

মাপ : কাগজের পূর্ণমাপ : ৩৮½ × ২৫½ সেঃ মিঃ
মুদ্রিত অংশের মাপ : ৩৩½ × ২০½ সেঃ মিঃ
এক কলমের মাপ : ৩৩½ × ১০ সেঃ মিঃ

পৃষ্ঠা সংখ্যা : সাধারণতঃ ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠা : দরকার হলে পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়।

প্রকাশের দিন : প্রতি সোমবার

এক বৎসরে প্রকাশিত মোট সংখ্যা—৪৮

বিজ্ঞাপনের দর

প্রতি কলম সেন্টিমিটার— ৪'৫০ টাকা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ন্যূনতম প্রতি সংখ্যা—৫'০০ টাকা।

১২ সংখ্যা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লাগাতার বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।

প্রতি কলম প্রতি সেন্টিমিটার হিসাবে মোট মূল্য ধার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

'Mukti'

(Bengali Weekly)

(Established in 1925 by Rishi Nibaran Chandra Das Gupta)

Rate of Advertisement

Information regarding the Journal

Over-all size : 38½ × 25½ cm.
Printed area per page : 33½ × 20½ cm.
Full page contains 2 columns
Area per column : 33½ × 10 cm.
Pages per issue . Ordinarily 6 to 8 pages : pages are added whenever required.
Day of publication : Monday.
Total issues in a year : 48

Rate of Advertisement

Per issue per insertion

Per column centimetre— Rs. 4·50
For classified advertisement minimum charge— Rs. 5·0

Proper discount is given for continuous advertisement for 12 issues or more. Charges are calculated on the basis of the rate per column centimetre.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ নমোনারায়ণায়
ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সোমবার, ৫ই অক্টোবর '৭০
১৮ই আশ্বিন ১৩৭৭

বার্ষিক—৬·, সডাক—৭·
নগদ—১৫ পয়সা

বন্দে মাতরম্



ওঁ হ্রীং দুর্গা দশ প্রহরণং ধারিণীং
কমলা কমলদল বিহারিণীং
নমামি ত্বাং।

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন

গত ১লা অক্টোবর থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভ, ভি, গিরি উত্তর প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। তিনি রাজ্য বিধানমণ্ডলী সাময়েও করে দিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবি, গোপাল রেড্ডির সুপারিশ ক্রমে রাষ্ট্রপতি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। উত্তর প্রদেশের সংবিধান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সংবিধানের ৩৫৬ ধারানুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা তার নিজের হাতে গ্রহণের সুপারিশ করেন।

রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি বর্ত্তমানে কলিম্বোয় সফর করছেন। অন্যান্য কার্যসূচীসহ একজন বিশেষ বার্ত্তাবহ বিশেষ বিমানে করে রাজ্যপালের রিপোর্টটি গভীর রাতে কলিম্বোর ইউজেন গ্রেসেসের শিবের সফরে যেখানে শ্রীভি, ভি গিরি বর্ত্তমানে আছেন সেখানে নিয়ে যান। শ্রী গিরি সেই খানেই রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ঘোষণাতে নাম স্বাক্ষর করেন।

রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার সুপারিশ করেন কি, তবে বিকল্প সরকারের সম্ভাব্যতা উদ্ঘাটনের জন্য বিধানসভা সাময়িককালের জন্য বাঞ্চিল করার সুপারিশ করেছিলেন।

উত্তর প্রদেশে বিধান সভায় দলগত অবস্থা

শাসক কংগ্রেস ১৪৪, বিরোধী কংগ্রেস ৯১, বি-কে-ডি ৮৫, জনসঙ্ঘ ৪৩, এস.এস-পি ২৯, সি-পি-আই ৬, সি-পি-এম ১, পি-এস-পি ৩, কে-এস-পি ১, স্বতন্ত্র ৯, মুসলিম মজলিস ২, বিপাব্লিকান ১, দল নিরপেক্ষ ১৪। একটি আসন শূন্য। তাছাড়া স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নিরপেক্ষ। মোট সদস্য ৪২৬।

পূর্ব্ব পরিস্থিতি

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হল।

১৯৬৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং পদত্যাগ করার পর উত্তর প্রদেশে প্রথমবার কেন্দ্র রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শ্রীচরণ সিং সেই সময় সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

এবার শাসক কংগ্রেস দল ভারতীয় ক্রান্তিদল পরিচালিত কোয়ালিশন সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা পালন না করার ফলেই রাজ্যপালকে বর্তমান ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

১৯৬৭ সালের ১৪ই মার্চ শ্রীসি, পি, গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের ১৮ দিন পর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন শ্রীচরণ সিং তখন সংযুক্ত বিধায়ক দলের মুখ্যমন্ত্রী হন।

সংযুক্ত বিধায়ক দল পরিচালনায় কতকগুলি ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় শ্রীচরণ সিং ১৯৬৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করলে উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে অন্তবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আবার শাসন-ক্ষমতা ফিরে পায়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী শ্রীসি, বি, গুপ্তার নেতৃত্বে ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন ধরলে গুপ্ত মন্ত্রীসভার পতন হয়। ১৯৬৯ সালের ২৭শে নভেম্বর উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী ও অপর ৮ জন মন্ত্রী মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। ফলে গুপ্ত মন্ত্রীসভা সংখ্যালঘিষ্ঠতার পর্যবসিত হয়।

ফলতঃতের এই বছর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই মন্ত্রীসভাই চালু থাকে। শ্রীগুপ্ত ফেব্রুয়ারী মাসে বিরোধী দলের নেতা শ্রীচরণ সিংকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য রাজ্যপালকে সুপারিশ করেন।

শ্রীচরণ সিং ইতিমধ্যে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে একটি বুঝাপড়ায় আসেন এবং শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠনের দাবী জানান। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শাসক কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি

মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংএর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে শাসক কংগ্রেস রাজ্যের কোয়ালিশন সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। তারপরেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

এই বনিবনা না হওয়ার ব্যাপারটা উত্তর প্রদেশে ক্ষমতা দখলের লড়াই। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল শ্রীভেঙ্কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত নব কংগ্রেসের ২৬ জন ও বি, কে, ডি ১ জন মোট ২৭ জন মন্ত্রীকে বরখাস্তের হুমকি দেওয়ার ফলে এই ২৭ জন মন্ত্রী থাকবেন কিন্তু তাঁদের কোন দপ্তর থাকবে না। ঐ বরখাস্তগুলি দাবির মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে বলা হয়। এদিকে ভারতের এটর্নি জেনারেল শ্রীনীরেন দে এই অভিমত দেন যে শ্রীচরণ সিং পরিচালিত সরকার থেকে পরিষ্কার নব কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের পর মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। সঙ্গে তিনি যদি তাঁর পক্ষে গরিষ্ঠের সমর্থন আছে বলে রাজ্যপালকে আশ্বস্ত করতে পারেন তাহলে তিনি বিধানসভার অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা না করেই নতুন সরকার গঠন করতে পারেন।

এর পরে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর চরণ সিং রাজ্যপালের পদত্যাগের নির্দেশের যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যপালকে চিঠি দেন।

শাসক কংগ্রেসের উত্তর প্রদেশের কার্যনির্ব্বাহক কমিটি ও পরিষদীয় বোর্ড ২৮শে সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের সমর্থন জানায় এবং মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং পদত্যাগ না করলে তাকে বরখাস্ত করার জন্য রাজ্যপালে কাছে দাবী জানায়।

তারপরেই রাষ্ট্রপতির শাসন। দলগুলির মধ্যে বি-পি-আই ও পি-এস-পি নব কংগ্রেসের এই ব্যবস্থার সমর্থন জানান।

উত্তর প্রদেশ সম্বন্ধে তথ্য

আয়তন—১২,৯৩,৩৮৬ বর্গ কিঃ মিটার।

লোক সংখ্যা—১,৩১,৪৮,৪০১।

এই রাজ্যে জেলা আছে ২৬টি। এক একটি জেলাতে ১ লক্ষ ২২ হাজার থেকে ২৯ লক্ষ পর্য্যন্ত জন সংখ্যা। রাজ্যের জন সংখ্যার হিসাব থেকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাধিক জন সংখ্যা।

উক্ত প্রদেশে বিধান পরিষদ আছে। বিধান পরিষদে সভ্য সংখ্যা ১০৮। বিধান পরিষদ চলছে, চলবে।

স্থানীয় সংবাদ

পুকাশ দিবালোকে ১৫০০০ টাকা লুঠ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল প্রায় ৮-৩০ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া বরাকর রোডের পলসা গ্রাম মধ্য (গড়া থানা) নিকট বোরা থেকে একটি ট্রাক থামিয়ে বিহলডার দেখিয়ে ট্রাকের আরোহীর নিকট থেকে ১৫০০০৲ হাজার টাকা লুঠ হয়। প্রকাশ, নিতুরিয়া থানার সরকারী গ্রামের কোনও এক মহ জাঁটির টাকা পুরুলিয়া ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার জন্য একটি ট্রাক বোরাই খানি মালের নিচে নিয়ে উক্ত জাঁটির একজন কর্ম্মচারী পুরুলিয়া আসছিলেন। আরও প্রকাশ, ঐ ট্রাকটি ডাক্তারে কিছু সরে একটি কালো রং-এর এ্যাম্বাসাডার গাড়ী ট্রাকটির পিছু নেয় এবং রঘুনাথপুর সহর পার হবার পর মোটর গাড়ীটি ট্রাকটিকে পিছু ফেলে এগিয়ে যায়।

সহর পিছে বোরাই ট্রাকটি পলসা গ্রামের ডাঙ্গাকাছি এলে রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষমান ঐ কালো এ্যামবাসাডার গাড়ী থেকে দুজন যুবক বেরিয়ে আসে এবং একজন যুবকগণ সৃষ্টি করার জন্য রাস্তার উপরে একটি বোমা ছোড়ে এবং আর একজন ট্রাকটি লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে গাড়ীটি থামাতে বলে। ড্রাইভার ট্রাকটি থামানোর সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ী থেকে আরেকজন যুবক রিভলভার হাতে নেমে আসে এবং ট্রাকের জানলা দিয়ে পড়ে রিভলভার দেখিয়ে মহকুমাটির কর্ম্মচারীর হাত থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নেয়। তারপর দুর্বৃত্তেরা মোটরে করে পালিয়ে যায়। প্রকাশ, এই ঘটনার সময় মোটর গাড়ীর ড্রাইভার মৃদু ঢাকা দিয়ে বসেছিল। ড্রাইভার ও মহকুমাটির কর্ম্মচারী বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন। পুলিশী তদন্ত চলছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জেলার সমস্ত চেক পোষ্টে পুলিশী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং জেলার বেসরকারী সমস্ত যানবাহন পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার কড়া নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাঁসাই ও রঘুনাথপুরে নক্সালী অভিযান

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বৈকালে কাঁসাই ষ্টেশনের প্রাক্তন অফিসার শ্রীমন্থ নারায়ণ সিং যখন তাঁহার মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের গুপ্তধন তাঁহা দিয়ে নিজ বাসভাটিকে ফিরছিলেন সেই সময় পশ্চিমাংশে ৫৬ সাত জন যুবক তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং ধারালো অস্ত্র, লোহার ডাণ্ডা প্রভৃতি দিয়ে আক্রমণ করে এবং গুরুতরভাবে জখম করে। তাঁকে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

নক্সালী অভিযান সম্বন্ধে পুলিশ এই সম্পর্কে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে রঘুনাথপুরে জনৈক ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রীযুগল শর্ম্মা মোটর সাইকেলে বালক পুত্রকে নিয়ে রঘুনাথপুর আসছিলেন—সেই সময় গতীবেড়া গ্রামের নিকট রঘুনাথপুর-শালতুড়ী রাস্তার উপর কয়েকজন যুবক তাঁর পথ রোধ করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলায় ও মাথায় মারাত্মক আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বালক পুত্রকে আততায়ীরা রেহাই দেয়। আরও প্রকাশ, শ্রীশর্ম্মার নিকট কয়েক হাজার টাকা ছিল—কিন্তু তা লুণ্ঠিত হয় নি।

এই হত্যাকাণ্ডটিও নক্সালী দলিত বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

চাষ রোডে ট্রেন ডাকাতি

গত ২৩ অক্টোবর রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় চাষ রোড ষ্টেশনে এক ডাকাতিতে মাত্রীদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। প্রকাশ, প্রায় ২০ জন দুর্বৃত্তের একটি দল গৌরীনাথ বাদে (আইওড়ী) ট্রেনে চড়ে এবং চাষ রোডে গাড়ী থামলে তারা পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুটীর শ্রেণীর কামরায় ওঠে এবং টাকা, জোহার, নারী প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে খুন করার ভয় দেখিয়ে যাত্রীদের টাকা পয়সা, ঘড়ি, আংটি, গুপ্তার অন্য কেনা জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠনের পর চেন টেনে গাড়ী থামিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তারা পালিয়ে যায়।

বস্ত্রাত্রাণে বি, টি, কলেজ

সম্প্রতিকের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার দুর্গতদের ত্রাণকার্য্যে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় বি, টি, কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এক অর্থ সংগ্রহের অর্থ থেকে ৫ কুইন্টাল চাল, ৩ কুইন্টাল ডাল, ১ কুইন্টাল চিড়া ও ১ কুইন্টাল গুড়, ১৫০০ আমাকাপড় ও নগদ ৩০০৲ টাকা নিয়ে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দুর্গতদের জন্যে তাদের বি, টি, কলেজের এক ছাত্র প্রতিনিধিদল ঘাটাল অভিমুখে রওনা হয়েছেন।

বস্ত্রাত্রাণে নিস্তারিণী কলেজ

স্থানীয় নিস্তারিণী মহিলা কলেজের ছাত্রী ও অন্যান্য ও অধ্যাপিকারাও বন্যার্ত্তদের সাহায্যার্থে ১-২৯ নগদ ও ৭২০ জামা কাপড় সংগ্রহ করেন। এই অর্থের ৭৯৮৲ টাকা এবং ৩ টি জামা কাপড় শান্তী ছাত্রী সংঘ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দজীর হাতে বন্যাত্রাণকার্য্য বাবদ এবং বাকী ৪০০৲ টাকা এবং ৪০১ টি জামাকাপড় বিদ্যাসাগর বিধিক কলিজের স্থানীয় প্রতিনিধি মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিত্যই গাঙ্গুলীর হাতে বন্যাত্রাণকল্পে দেন।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে

সাম্প্রতি মহল থেকে সংবাদ নিয়ে জানা গেল—২১১ জন স্নুল ফাইন্যাল ও চলার সেকেণ্ডারী পাশ ও ট্রেনিং প্রাপ্ত ও নন্-ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ১৭১ জন প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ১৮ জন মাট্রিক ও নন্ মাট্রিক ট্রেনিং প্রাপ্ত (বিহার) প্রার্থী ও স্নুল ফাইন্যাল ও ট্রেনিং মাট্রিকেও সমতুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পর তাঁদের বর্ত্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষাদানের যোগ্যতা বিচার আছে—তা পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষার যোগ্যতা অর্জ্জন করলেই তাঁদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রশ্ন বিবেচিত হবে। এই সমস্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগের পর ট্রেনি-বিহীন যোগ্য প্রার্থীর নিয়োগের প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে।

স্কুলে নক্সালী হামলা ও ছাত্রদের প্রতিরোধ

গত ২২শে সেপ্টেম্বর পাঁচ ছয়জন নক্সালী যুবক রঘুনাথপুর থানার গতীবেড়া গ্রাম বিদ্যালয়ে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা প্রতিবাদ করলে নক্সালী যুবকেরা গালাগাল করতে শুরু করে এবং ছাত্রেরাও তাদের তাড়া করে দুজন নক্সালী যুবককে বহুতে সমর্থ হয়। তারপর থানার সংবাদ দিলে রঘুনাথপুর থেকে পুলিশ বাহিনী এসে পুলিশ ঐ নক্সালী যুবকদের থানায় নিয়ে আসে বলে প্রকাশ। ধৃত যুবক দুজনকে অন্যান্য আরও কয়েকটি নক্সালী ঘাঁটনা সম্পর্কে পুলিশ অনুসন্ধান করছিল।

নক্সালী ধরপাকড়ের অভিযান

প্রকাশ, গত সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ২১ জনকে নক্সালপন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও প্রকাশ, এই জেলায় নক্সালী অভিযান শুরু হওয়া থেকে আজ পর্য্যন্ত ১৬৩ জন নক্সালীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এঁদের নক্সালীদের মধ্যে ৭১ জনকে পুরুলিয়া সহরে এবং বাকী ৯২ জনকে জেলার অন্যান্য স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত নক্সালীদের মধ্যে ২ জন মহিলাও আছেন।

আনন্দমার্গি-সাধুহত্যার মামলায় জয়পুরের তৎকালীন বি-ডি-ও সহ ১৮ জন দণ্ডিত

২৮শে সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া জেলার আনন্দমার্গের সাধু হত্যার মামলায় মেদিনীপুর জেলা ও দায়রা জজ শ্রীএম, রায় আসামীদের ৮ জনকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। বাকি আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত করা হয়েছে। অন্যতম তৎকালীন বি, ডি, ও, অশোক চক্রবর্তীকে বিচারক ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।

'মুক্তি?

১৮ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৭৭

মহাবিপ্লবী মহাত্মা গান্ধী

গত ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ১০১ জন্মদিবস ছিল। খাদির মূল্য বাড়িয়ে খাদি কমিশনের সেই বর্দ্ধিত মূল্যটা রিবেট দেওয়া—আর যারা গান্ধীর নামে সবচেয়ে বেশী আত্মস্বার্থে এবং গোষ্ঠিস্বার্থে গান্ধী বিরোধী কাজ করে যেছেন তাদের এই গান্ধী জন্মশতকে কিছু বাহ্যোট বাক্যবর্ষণ ছাড়া আর কোনভাবে দেশে গান্ধী জন্মশতী পালন করার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

ভারতবর্ষ এক একটা মহাবিপ্লবী চিন্তাধারার জন্ম দেয় এই ভারতের মাটিতে, বিশ্বের মানুষ সেই—চিন্তা ও কর্ম্মে বিশ্বিত হয়—তাদের নিজের পথে তা যাচাই করে নেবার চেষ্টা করে আর ভারতবর্ষে তার অন্য প্রকার পরিণতি হয়।

বুদ্ধের বাণী সমস্ত পৃথিবী জয় করেছিল—ভারতবর্ষে তার চিহ্নমাত্র রইল না—এক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যাঞ্চলে কিছু লোকের মধ্যে আর এখানে ওখানে সামান্য কিছু লোকের মধ্যে বিকৃত রূপে ছাড়া সেটা। পর্য্যবসিত হল তান্ত্রিকতায়। শঙ্করের বেদান্ত যা মানুষের কাছে অনন্ত অসীম ও ভূমার উপলব্ধির প্রচেষ্টায় এক মহাসাম্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল ভারতবর্ষে তার পরিণতি হল ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা ও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শূদ্রদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও অসাম্য সৃষ্টিতে।

দুটি মহাভাবনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল মাত্র। তারপরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ-ক্ষেত্রে আরও আরও চিন্তার ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চিন্তাও কর্ম্ম মহাসমুদ্রের তরঙ্গের মতো ভারতের চিন্তাধারাকে তরঙ্গায়িত করেছে—কোন লক্ষ্যে? মানুষের মধ্যে অসাম্য দূর করে সাম্য সৃষ্টি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

বিতর্কের মধ্যে প্রবেশের স্থান এ নেয়—কিন্তু এটা খুবই সত্য যে সমগ্র মানুষের জন্যে—সাম্য প্রতিষ্ঠার ভাবনা ও আহ্বান—কার্ল মার্ক্স যিনি ১৮১৮ সনে জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৩ সনে মারা যান তার পূর্বে পাশ্চাত্য জগতে বিশ্বজনের মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। মানুষ তার ঘৃণ্য লোভ, স্বার্থ-পরতা প্রভুত্বপরায়ণতা, ও—সংকীর্ণ ভোগেচ্ছা দ্বারা মানুষের মধ্যে যে অনবদ্য নির্মম, নিষ্ঠুর শোষণ দুর্গতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে—সেই নিপীড়িত মানুষের বাঁচার, প্রতিষ্ঠার ও বিকাশের লক্ষ্যে তিনি যে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা জগতে দিয়ে গেছেন—বর্ত্তমানে মার্ক্সের সাম্যবাদ-বিশ্বাসী যারা—তারা যেভাবে যতটুকুই বিশ্বাস করুন ও কাজ করুন না কেন—মার্ক্স ও তার উত্তর সাধক লেনিন ছাড়া আর যে কেউ বা কারা সাম্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেছেন, চিন্তাধারা দিয়ে গেছেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন—এ কথা তারা একেবারেই স্বীকার করতে চান না। তারা এই অভিমতই পোষণ করেন ও প্রতিষ্ঠা করতে চান যে মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্ক্স লেনিনের ভাবনাই প্রথম ভাবনা এবং তাদের নির্দ্ধারিত ও কর্ম্মায়িত উপায় ও পথই একমাত্র উপায় ও পথ। মার্ক্স-লেনিন-বাদী ছাড়া আর কেউ সত্যকারের বিপ্লবী হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতার প্রথম বিকাশ তার পূর্ব্বে হয়েছে কিনা বলতে পারি না কিন্তু আজ থেকে বহু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—আমাদের এই ভারতবর্ষে ঋষিরা অর্থাৎ যারা দ্রষ্টা ছিলেন, যারা পরমার্থে সম্যক দৃষ্টি স্থাপন করে সর্বতোভাবে পরোপকার করেন তারা বেদের ভাষায় বিশ্বজনকে আহ্বান করে বললেন—

"হে জগজ্জন! তোমরা অভিন্ন হৃদয় হয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ কর, তোমাদের বাক্য অবিরোধ-ও অভিন্ন হোক তোমাদের মন অবিরোধে পরমজ্ঞান লাভ করুক।

সমান মন্ত্র, সমান মন, সমান সমিতি, সমান চিত্ত হয়ে তোমরা কাজ কর।

তোমাদের আকুতি, মনোভাব, আশা আকাঙ্খা এক হোক, হৃদয় এক হোক, অন্তর এক হোক—আর তোমাদের সেই একত্ব প্রভাবে তোমাদের সাহচর্য্য, মিলন সুশোভন হয়ে উঠুক।"

এটা প্রিমিটিভ কমিউনিজমের কথা নয় সেটা থাকে মানুষের আদিম অজ্ঞান অচেতন অবস্থায়। এটা হচ্ছে তাদের কথা এবং ভারতবর্ষে সেই সমুদ্গার সমাজের কথা—যে সমাজে অবিদের—আরেক অর্থে যারা জ্ঞান মার্গে গমন করে সংসার অতিক্রম করেছেন—তাদের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

মানুষের কল্যাণের জন্য এই যে শাশ্বত সাম্যের বাণী একই রূপ দেওয়ার জন্য যুগে যুগে একের পর এক ভারতবর্ষে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে এসেছে সাধকরা, জ্ঞানীরা, মহাত্মারা। একই অগ্নি যেমন ভূনে প্রকাশ করে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে তেমনি ঐ একই সাম্যের ভাবনা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে গেছেন এবং বিভিন্নভাবে কার্য্যকরী করে গেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠার যে অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্য—তা নিঃসন্দেহে এই ভারতবর্ষে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, আজও সাম্য-প্রতিষ্ঠার কোন চিন্তাধারাই সমগ্রভাবে একে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। রুদ্র, ডলার, পাউণ্ড বা টাকার ভিত্তিতে নয়—"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্" এই ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস, এর সংস্কৃতি ঐতিহ্য—ইণ্টার-প্রেট—ব্যাখ্যা করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামের নামে লুণ্ঠন বা দস্যুতা, বিপ্লবের নামে উন্মত্ত সন্ত্রাসবাদ এবং বিপ্লব প্রস্তুতির নামে প্রগ্রেসিভ ব্যাখ্যা দিয়ে বুর্জোয়া বা অতিবুর্জোয়াদের নয় দাসত্ব প্রভৃতির বিকৃত রূপ দ্বারা যেমন মার্ক্স-লেনিনের চিন্তা ও কার্য্যধারা বিচার করার অর্থই স্বেচ্ছায় কলঙ্ক করা—তেমনি গান্ধীজীর সাম্যবাদের চিন্তাধারা যা ভাওবর্ষের শাশ্বত চিন্তা-ধারারই রূপ তাকে, এবং তার রূপায়ণে তার কাজকে তার অনুসরণকারী বলে ব্যক্তি সঙ্ঘ বা গোষ্ঠির বিকৃত কাজের দ্বারা বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা বিচার করতে গেলে সেটাকে সংস্কারাচ্ছন্ন অভিসন্ধিমূলক বিচারই বলতে হবে—তা সে যত গবেষণামূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণই হোক না কেন।

মানুষের জড় জগতে প্রগতি বিস্ময়ই হয়েছে। পারমানবিক শক্তি তার আয়ত্বে কিন্তু সে শক্তি প্রযুক্ত হচ্ছে চলেছে মানুষের সামগ্রিক ধ্বংসের প্রস্তুতিতে। সেই আদিম মানব যখন তারা পাথর ছুঁড়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারতো আর আজ যখন চরম বৈজ্ঞানিক উন্নতি নিয়ে এক পরমানবিক বোমাতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারার ব্যবস্থা হচ্ছে, কোটি কোটি মানুষের সৃষ্টিকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি হচ্ছে তখন সেই আদিম মানবের সঙ্গে বর্ত্তমানের এই উন্নত বৈজ্ঞানিক মানুষের মৌলিক পার্থক্য কোথায়? এই ক্ষেত্রে এই সভ্যতা, এই চিন্তাধারা, এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তো মানুষের পক্ষে চরম অভিশাপ স্বরূপ হয়ে পড়ছে। এই বৈজ্ঞানিক

অগ্রগতির ফলে মানুষের আর যা কিছুই প্রাপ্তি হয়েছে—তার তো কোন মূল্যই, কোন সার্থকতাই—এই দানবীয় ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে নাই—একেবারেই নাই।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজ যদি সাম্যবাদী সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য সে রুশই হোক, চীনই হোক—যে দেশ বা সমাজ বা গোষ্ঠিই হোক—তাদের এই মানব ধ্বংসের চরম অস্ত্র আনবিক ধ্বংস শক্তির আশ্রয় নেওয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে—তাহলে সে সাম্যবাদ কী শক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে? আজ স্বতঃই সেই প্রশ্নই আসে।

জড় বিজ্ঞানে মানুষের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে হয়েছে—কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে মানুষের নৈপ্লবিক অগ্রগতি হলে—এই শক্তিকে মানুষ মানুষকে বাঁচাবার কল্যাণের পথেই সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করত উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, শ্রীকাকুলাম ও বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানের তীর, ধনুক, শাঠী বর্শা, বন্দুক ক্রাকার ও বোমা থেকে আরম্ভ করে রুশ বা চীনের এটম ও হাইড্রজেন বোমা পর্য্যন্ত এই সব উপাদানগুলি নৈপ্লবিক উপাদান নয়—এগুলির সঙ্গে মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লবের পরিচয় নেই। এগুলি পরিহার দ্বারাই মানুষের—কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, কি সমষ্টির ক্ষেত্রে, কি দেশের ক্ষেত্রে, কি বিশ্বের ক্ষেত্রে সমগ্র মানুষের বাঁচার জন্য যে কল্যাণময় সাম্য প্রতিষ্ঠার ভাবনা—সেটাই বর্ত্তমানে অতি প্রয়োজনীয় চিন্তার নৈপ্লবিক অগ্রগতি, নৈপ্লবিক চিন্তা—এবং এই লক্ষ্যে বিহিত ও রূপায়িত কর্মপদ্ধতি কর্মধারাই প্রকৃত নৈপ্লবিক কাজ, বিপ্লবের কাজ এবং বিপ্লব।

গান্ধীজী সমস্ত বিশ্বের ধ্বংসের প্রস্তুতির মধ্যে চিন্তা ও কাজে ভারতবর্ষে এই মহাবিপ্লবের ভিত্তি গড়তে চেয়েছিলেন। জগজ্জনের কল্যাণে ভারতবর্ষের যে শাশ্বত সাম্য প্রতিষ্ঠার বাণী ও সাধনা—গান্ধীজীর সমস্ত জীবন সেই মহাবিপ্লবের সাধনার জীবন। আমরা আজ এই মহাবিপ্লবীকে স্মরণ করি। যখন মানুষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি—সে বিভিন্ন সাম্যবাদের রূপেই হোক বা বিভিন্ন পুঁজিবাদের রূপেই হোক—বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘর্ষে এসে মানুষের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংসের বাস্তব সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত ও পথহারা করে তুলবে তখন বিশ্বজন ও দেশে দেশে বিপ্লবীরা এই মহাবিপ্লবী মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ মনন ও নমস্কার করবেই। একথা আমরা দৃঢ় নিশ্চিতভাবেই বলছি।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

শোক সংবাদ

পুরুলিয়ার স্বনামধন্য উকীল স্বর্গীয় লম্বোদর দের পৌত্র উকীল শ্রীবিজয় গোপাল দের একমাত্র পুত্র আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান নীলমনি দে অকস্মাৎ জ্বরোরোগে মারা যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স ৩৬ বৎসর হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখীর নিকট লোকেসলে তার শ্বশুর বাড়ীতে ছুটিতে গিয়ে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৩টার সময় বুকে বেদনা বোধ করে। ডাক্তার আসেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ভোর ৬টায় সে মারা যায়।

নীলমনি—লাইফ ইনসিওরেন্সের একজন খুবই জনপ্রিয় কর্মচারী ছিল। মৃত্যুকালে সে স্ত্রী ও একটি কন্যা রেখে গেছে। তা ছাড়া তার বৃদ্ধ পিতা মাতা ও দুটি অবিবাহিত ভগ্নী আছে।

আমরা তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—•—

প্রেসিডেন্ট নাসেরের জীবনাবসান

মিশরীয় বিপ্লবের জনক তথা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল আব্দেল নাসের গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বৈকালে আকস্মিক হৃদরোগের আক্রমণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জর্ডনের রাজা হুসেন প্যালেষ্টাইনী কম্যাণ্ডোদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একজন ডাক বিভাগের কেরানীর সন্তান নাসের প্রথম জীবনে সৈনিক ও পরবর্ত্তীকালে আরব দুনিয়ার অবিসম্বাদী নেতা তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের মর্য্যাদা অর্জ্জন করেন। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই মিশরের রাজা ফারুককে গদীচ্যুত করার বিপ্লবোহে নাসের নেতৃত্ব করেন এবং মিশরের প্রথম প্রেসিডেন্ট জেনারেল নাগীবের অধীনে ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্য্যন্ত উপ-প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে আসীন থাকেন। ১৯৫৬ সালে নাসের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরই সুয়েজে বৃটীশ উপনিবেশ উচ্ছেদ করে সুয়েজ খাল জাতীয় করণ করেন এবং সেই সূত্রে বৃটেন-ফ্রান্স-ইস্রাইলের মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। রাশিয়ার হস্তক্ষেপে এই সঙ্কটের অবসান হয়।

১৯৬৭ সালে ইস্রায়েলের সঙ্গে ছয় দিন ব্যাপী সংগ্রামে মিশরের শোচনীয় পরাজয় ও প্রভূত ক্ষতি সাধনের গ্লানিতে নাসের প্রেসিডেন্টের পদে ইস্তফা দেন কিন্তু সমগ্র মিশরবাসীর সম্মিলিত ও ঐকান্তিক দাবীতে তাঁকে পুনরায় ঐ পদ গ্রহণ করতে হয়।

সমগ্র আরব দুনিয়ার মধ্যে ঐক্যসাধন তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল এবং ১৯৬৭ সালে মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক হয়। নাসেরের মৃত্যুতে আরব দুনিয়ার ইন্দ্র পতন ঘটলো।

—•—

মানভূমের ১৯৪২ আন্দোলনের বৃত্তান্ত

অহিংস নৈপ্লবিক সংগ্রামের এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন তারা একে একে বর্ণনা করে গেছেন।

দাম করা হয়েছে এক টাকা। অগ্রিম টাকা জমা নেওয়া হচ্ছে। দশ খানা বই একসঙ্গে নিলে কমিশন দেওয়া হবে। টাকা অগ্রিম দেয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন বা টাকা জমা দিন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ
মুক্তি প্রকাশন
মুক্তি কার্য্যালয় পুরুলিয়া

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

: স্কুল ও কলেজের সকল রকম
: পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ
: করা হয়।
: বি. টি. কলেজের সকল রকম
বই মজুত আছে।

কৃষি প্রচার ভবন ঃ বীজ ভবন ঃ চাষীদের জন্য খবর

পুরুলিয়া কোর্টের সিয়ানা মধ্যে এই বীজ ভবনে বীজের সম্ভারোহ

শীতের ফসলের অনেক বীজ এসেছে

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো (বিলাতি বেগুন), মূলা, পিঁয়াজ, পালশাক, লালশাক, বীট, ওলকপি, শালগম, গাজর, মটর প্রভৃতি নানা রকমের বীজ।

যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ আসছে

ভারতের ন্যাশন্যাল বীজ করপোরেশন, সাটন কোম্পানী, এ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন ভৃতির বীজ এসেছে।

খুচরো জেলাতাও কমিশনের অংশ পাচ্ছেন

সাটন কোম্পানী প্রভৃতির বীজ বিক্রয়ের জন্য কৃষিপ্রচার ভবন যে কমিশন বা পাইকারী মূল্যের সুবিধে পাচ্ছেন—সেই কমিশনের অংশ খুচরো ক্রয়িদার চাষীদেরও দেওয়া হচ্ছে যাতে চাষীরা সুবিধা দরে পান। সাটন কোম্পানী প্রভৃতির বীজ কোম্পানীর পাইকারী দরেও দেওয়া হচ্ছে।

গমের উন্নত বীজ

কল্যাণ সোনা, সোনালিকা প্রভৃতি বিখ্যাত উন্নত গমের বীজ এসেছে। এখন কল্যাণ সোনা বীজ নিন। নভেম্বরের মধ্যে লাগাতে হবে। সোনালিকা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লাগানো চলবে। এই বীজ আপাততঃ ৫০ মণ আনান হচ্ছে। প্রয়োজনে আরো আসবে।

কৃষি প্রচার ভবনে গমের বীজ (কল্যাণ সোনা) এসেছে।

উন্নত আলুবীজ

পুজোর পরই এসে পৌঁছবে। কুপ্রী চন্দ্রমুখী বীজ। বীজ আসছে এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশনের কাছ থেকে।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এই বীজ উন্নত ধরণের; ফলন বেশী হয়; এই বীজে নেনীতাল জাতীয় সাদা আলু হয়; এই বীজে গাছে রোগ খুব কম হয়; লাল পাটনাই এর চেয়ে কিছু বড় আকারের বীজ। উন্নত জাতের বলে দাম অল্প বীজের চেয়ে একটু বেশী হতে পারে, এর কিছু বেশী পরিমাণে বীজ লাগবে আলুর উন্নত উৎপাদনের জন্য আমরা এই বীজ প্রসারের চেষ্টা ও পরীক্ষা করছি। প্রগতিশীল চাষীদের এই আলুবীজ পরীক্ষায় অগ্রসর হতে আহ্বান জানাচ্ছি। এই বীজ আপাততঃ ২০০ মণ আনান হচ্ছে। কর্ম্মীরা সাধ্যমত অগ্রিম টাকা জমা দিন—অনুরোধ করি।

স্বাধীন জীবনে খাদ্যের অনটনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আজ চাষীদের ফলল ফলাবার সংগ্রাম দেখা দিক। দেশের সমস্ত চাষী আজ আত্মশক্তিতে, স্বাবলম্বন শক্তিতে, নতুন উদ্যমে ফলল বাড়াবার—আপন ভাগ্য জয় করবার সংকল্পে অগ্রসর হোন। ২১।৯।৭০

নিবেদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সংগঠক, কৃষি প্রচার ভবন।

'Mukti'

(Bengali Weekly)

(Established in 1925 by Rishi Nibaran Chandra Das Gupta)

Rate of Advertisement

Information regarding the Journal

Over-all size : 38½ × 25½ cm.

Printed area per page : 33½ × 20½ cm.

Full page contains 2 columns

Area per column : 33½ × 10 cm.

Pages per issue : Ordinarily 6 to 8 pages : pages are added whenever require.

Day of publication : Monday.

Total issues in a year : 48

Rate of Advertisement

Per issue per insertion

Per column centimetre— Rs. 4·50

For classified advertisement minimum charge- Rs. 5·0

Proper discount is given for continuous advertisement for 12 issues or more. Charges are calculated on the basis of the rate per column centimetre.

বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা

(১৯২৫ সনে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

পোঃ—পুরুলিয়া : জিলা—পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর

জ্ঞাতব্য বিষয়ণ

মাপ : কাগজের পূর্ণমাপ : ৩৮½ × ২৫½ সেঃ মিঃ
মুদ্রিত অংশের মাপ : ৩৩½ × ২০½ সেঃ মিঃ
এক কলমের মাপ : ৩৩½ × ১০ সেঃ মিঃ

পৃষ্ঠা সংখ্যা : সাধারণতঃ ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠা : দরকার হলে পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়।

প্রকাশের দিন : প্রতি সোমবার

এক বৎসরে প্রকাশিত মোট সংখ্যা - ৪৮

বিজ্ঞাপনের দর

প্রতি কলম সেন্টিমিটার— ৪·৫০ টাকা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ন্যূনতম প্রতি সংখ্যা—৫·০০ টাকা।

১২ সংখ্যা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লাগাতার বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।

প্রতি কলম প্রতি সেন্টিমিটার হিসাবে মোট মূল্য ধার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৬)

C. R. No.—2539/57

Notice

District Dhanbad.

In the Court of the Munsif second Court, at Dhanbad.

Title Suit No. 185 of 1968.

Khagendra Nath Chandra & Ors .....Plaintiffs.

Versus.

Gorachand Chandra & Ans .....Defendants.

To

Sm Dhiran Bala Chandra widow of late Bhabani Chandra, by caste Subarnabanik, by occupation cultivation and traders resident of V. Chelisma, P. S. Raghunathpur, District Purulia, (West Bengal).

WHEREAS, the above named plaintiff and others have instituted the above noted title suit against you and anothers in this Court for declaration of title and confirmation of possession and also for permananent injunction in respect of plot nos 740, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1050, 1073, 1074, 1111, 1113, 1114, 1166, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733 1734, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1742 and 1741 measuring 15·48 acres appertaining to khatian no. 12 of village Lakhipur, Pergana Pandra, District Dhanbad.

You are hereby directed to appear—either personally or through an Advocate on 24.11.1970 at 10-30 A. M. and to file written statement, if any, failing which the suit will be heard and determined exparte in your adsence.

Given under my hand and seal of this ; the 30th day of July, 1970.

(M. N. S. Ambasta)
Munsif 2nd Court, Dhanbad.

Memo. 170 Dated, the 30th July, 1970.

Forwarded to the Publisher, Mukti, Purulia, for favour of publication and submission of cutting of publication along with bill for payment.

Munsif 2nd Court.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাজস্ব পর্ষদ
বিজ্ঞপ্তি

ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ১০নং ফরমে প্রদেয় রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত হলো।

প্রত্যেক রায়তকে ১৯৫৫ সালের ভূমি-সংস্কার [২য় সংশোধনী] আইন অনুসারে ভূমি-সংস্কার নিয়মাবলীর ১৫ [ক] ও ১৫ [খ] নিয়মে প্রকাশিত ১০নং ফরম অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিল করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। বর্তমানে সেই রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১০নং ফরমে আপনার রিটার্ণ দাখিল করুন।

পঃ বঃ [তথ্য ও জনসংযোগ] ২৮৮৮ /৭০

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল।
পাইকারী ও খুচরা ওষধের দোকান।
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট ঃ—
SQUIBB BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.
অস্ত্রিজেন সিলেণ্ডার ছাড়ায় পাওয়া যায়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে
"মুক্তি প্রেস" ও "মুক্তির" ছুটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী ষষ্ঠী ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৭ : ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ তারিখ থেকে ৩০শে আশ্বিন : ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত ১২ দিন মুক্তি প্রেস বন্ধ থাকবে। ১লা কার্তিক ১৩৭৭ : ১৮ই অক্টোবর রবিবার ১৯৭০ মুক্তি প্রেস খুলবে।

মুক্তির প্রকাশ ২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর ও ২রা কার্তিক ১৯শে অক্টোবর দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। ১৮ই আশ্বিন ৫ই অক্টোবর মুক্তির ৪০ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর একেবারে ৯ই কার্তিক ১৩৭৭ : ২৬শে অক্টোবর ১৯৭০ সোমবার মুক্তির ৪১শ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

—·—·—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অক্ষেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

রেজিষ্টার্ড জার্নাল অব দি নিউজপেপার্স প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ ৪১শ সংখ্যা | সোমবার, ২৬শে অক্টোবর '৭০ ৯ই কার্তিক ১৩৭৭ | বার্ষিক—৬., সডাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা

আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি



ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ
রথীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় হাসপাতালে
২৭শে অক্টোবর ১৯৭৭

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

পুজার ছুটির পূর্বে গত ৩০ সংখ্যার 'মুক্তিতে' জমির সম্বন্ধে রিটার্ণ দেবার শেষ তারিখ "৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭০" বলে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিটি সমস্ত পশ্চিম বাংলার জন্য সাধারণভাবে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার সমস্ত কাগজে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিল—এবং সেই অনুসারে মুক্তিতেও প্রকাশিত হয়েছিল।

এতে পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ পুরুলিয়া জেলার জন্য রিটার্ণ দাখিল করার তারিখ ৩০শে জুন ১৯৭১ পর্যন্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে এই সরকারী তথ্য থেকেই পুরুলিয়া জেলার জন্য বর্ধিত সময়টার উল্লেখ করা উচিত ছিল; অথবা মুক্তি সম্পাদকের পক্ষ থেকেই এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য লোকের যে হয়রানী ও ভুল বোঝার ব্যাপার হয়েছে তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং সত্যের ত্রুটি স্বীকার করছি।

এই সঙ্গে রিটার্ণ বিষয়ে মুক্তির ২৯শ সংখ্যায় ২০শে জুলাই ১৯৭০ তারিখে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষের যে বিবৃতি বেরিয়েছিল তার পুনর্মুদ্রণ করে দেওয়া হল। এতেই সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

—মুক্তি সম্পাদক

পুরুলিয়া জেলার লোককে ১ বৎসর রিটার্ণ দিতে হবে না

১৯৭১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বাড়াবার সরকারী নির্দেশ হল

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

রাজ্যপাল যখন আমাদের জেলায় আসেন তখন ১০ নং ফরমে রিটার্ণ দেওয়া বিষয়ে তাঁর কাছে আমরা একটি দাবী জানিয়েছিলাম। তা' এই যে পুরুলিয়ার ভূমিকম্প অবস্থা চলেছে—গত বছর জেলায় ধান হয়নি—এ বছর চাষের সময় রিটার্ণের মত ব্যাপারে চাষীরা ব্যস্ত থাকলে, তাদের আবার উঠে দাঁড়াবার উপায় যে চাষ সেটাই বিঘ্নিত হবে। সেজন্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক। সেই অনুসারে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে একটা গোরগোল উঠেছিল যে ১০ নং ফরম পূরণ করা শক্ত—চাষীরা মুস্কিলে পড়েছে। আমাদের জেলার বহু লোক আমাদের অনুরোধ করলেন যে, যখন রিটার্ণ দিতেই হবে—তখন ১০ নং ফরম কিভাবে পূরণ করতে হবে—সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আমরা যেন প্রচারপত্র দিই। এই উদ্দেশ্যে রিটার্ণ দেওয়ার নির্দেশ ও ১০ নং ফরম সম্পর্কে পড়াশুনো এবং আইনজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করি। তাতে দেখি যে, রিটার্ণে যে খতিয়ান নম্বর দিতে বলা হয়েছে—তা' হল সেটেলমেন্ট খতিয়ান নম্বরই হবে।

তখন আমি জেলার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা কইলাম—এই জানবার জন্য যে হাল-সেটেলমেন্টের অবস্থা কী। তাতে যা জানলাম তা' সাংঘাতিক ব্যাপার। তা' এই যে,—জেলার জমির এক তৃতীয়াংশ ভাগ হাইকোর্টের ইনজাংশনে এমন ভাবে আটক আছে—যে, তার সেটেলমেন্ট মাপ করার অধিকার সরকারের নেই। আর জেলার জমির আর এক তৃতীয়াংশ জমির জন্য সেটেলমেন্ট মাপ এখনো আরম্ভ হওয়াই যায়নি। এবং বাকি যে এক তৃতীয়াংশ জমি থাকে তার সেটেলমেন্ট মাপ হ'লেও এসবের চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত করতে বাজা ছাপাতে পারা যায় নি। অর্থাৎ সারা জেলার কোনো আয়গার জন্যই পুরোপুরি সেটেলমেন্ট মাপ হয় নি।

সারা বাংলা দেশে অন্যান্য আয়গায় সেটেলমেন্ট মাপ অনেক আগেই হয়ে গেছে। তাদের খতিয়ান বহুদিন আগেই ছাপা হয়েছে এবং নির্দ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণ তা আগেই পেয়েছে। এবং যার যখন যেমন সুবিধে হয়েছে কিনেছে। পুরুলিয়া জেলা বাংলার মুক্ত হওয়ার পরও বহুদিন যাবৎ বিশেষ ভূমি-আইনে পরিচালিত হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে সেটেলমেন্ট মাপ অনেক দেরীতে আরম্ভ হয়। এবং তার ওপর আবার জমিদারদের পক্ষ থেকে মামলা করার বহু জমি বিষয়ে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা ঘটে।, সেজন্য জেলার সেটেলমেন্ট মাপের এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি হয়।

১০ নং ফরমে রিটার্ণ দেবার ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, একদিকে যেমন তিন এক্র পর্যন্ত জমির রায়তদের খাজনা মাপ ক'রে দেওয়া হবে; অন্য দিকে তেমনি ৭ একরের বেশী জমির মালিকদের পর্য্যায়ক্রমে রাজস্ব বাড়িয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধি করা হবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে, যদি চাষীরা এখন রিটার্ণ দিতে না পারেন—যদি তাতে বিলম্ব হয়—তাহলে তিন একর পর্যন্ত জমির মালিক চাষীরা রাজস্ব থেকে বেহাই পাবার আইনের সুযোগ পাবে না। কিন্তু পরিস্থিতি যা, তাতে আমরা দেখলাম যে, হাল সেটেলমেন্ট হয়নি ব'লে জেলার অর্দ্ধেকের ওপর চাষী রিটার্ণ দিতেই পারবেন না—এবং অভাবতই ঐ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। অথচ, যে চাষীদের জমির মাপ হয়ে গেছে—যাঁরা রিটার্ণ দিতে পারবেন ব'লে মনে করা হচ্ছে—তাঁদের বেলাতেও এক সাংঘাতিক অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। যে অবস্থা হবে তা এই—

মাপের চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত বা ছাপা হ'লে নির্দ্ধারিত মূল্যে চাষীরা তা সহজেই কিনতে পারতো—বা যাতে তা কেনবার সাধ্য নেই—তারা বিভিন্ন অফিসে গিয়ে ছাপা রেকর্ড দেখে নিজের খতিয়ান নম্বর বা জমির বুত্তান্ত টুকে আনতে পারতো। কিন্তু তা' যখন হয়নি, তখন এই হাল-সেটেলমেন্টের খতিয়ান যোগাড় করতে এখন তাদের বহু হায়রানী ও অর্থব্যয় হবে। এটা কেন হবে তা' বলছি। প্রথমতঃ সাধারণ নকলের জন্য দরখাস্ত করলে নকল পেতে ড্যুতিন মাস সময় লাগে—আর যদি নিত্র নকল পেতে হয়—তাহলে তখন খরচ দিয়ে আনতে হলে—তাও পেতে ১৫-২০ (পনের কুড়ি) দিন সময় লাগে। কিন্তু যদি জেলার লক্ষ লক্ষ চাষী নকলের জন্য এক সঙ্গে আবেদন করেন তবে ঐ সময়ের মধ্যেও নকল পাওয়া সম্ভব হবে না। একটা ঘোর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। রিটার্ণ দেওয়ার সময় এসে গেল কিন্তু হাল-খতিয়ান পাওয়া যাচ্ছে না—চাষীদের মধ্যে এই অস্থিরতা দেখা দিলে,—হাল খতিয়ানের নকল যে কোন উপায়ে বের করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

অসাধু কর্মচারীদের গুপ্ত থেকে অধিক চাষীকে জালমুক্ত সোপর্দের ব্যবস্থা হবে। এজন্য তিন রকমের চাষী রিটার্ণ দিলে তার হস্তকে ২৲ টাকা বা ৩৲ টাকা খাজনা মকুব করে দেয়া, কিন্তু সেটেলমেন্টের বিষয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে ভাল খতিয়ান সংগ্রহ করতে গিয়ে এই বছরেই অধিক চাষীর প্রত্যেকের ২০ বছরের খাজনার টাকা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সেটেলমেন্ট রেকর্ডের চূড়ান্ত প্রকাশ ও তার নকল ছাপা হয়ে গেলে এবং তার হার ধার্য হ'য়ে চাষীর কাছে সহজলভ্য হ'লে এই চূড়ান্ত বৈষম্যের ও লুটের অবসা ঘটবে না। যথেষ্ট সময় পেয়ে চাষীরা নিজ নিজ ভাল খতিয়ান সংগ্রহ করতে বা বহু ছাপা রেকর্ড থাকার, তা টুকে আনতে সুযোগ পাবে।

এই অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমাদের মনে হল—এই জেলার সেটেলমেন্টের সমস্ত মাপ পুরো না হওয়া পর্যন্ত এবং এই জেলার সমস্ত ভাল খতিয়ান সুরোপুরি ছাপার সব তা' জনসাধারণ সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত এবং এই জেলার চাষীদের কাছ থেকে রিটার্ণ চাওয়া সরকারের বন্ধ রাখা উচিত হবে। এবং এই বিষয়টি নিয়ে বাঙ্গা সরকারের কাছে আমাদের জেলার পক্ষে দাবী তুলতে হবে—একথা মনে হল।

এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালাদের উদ্দেশ্যে শ্রীকরণা কেতন সেন তিনি তাদের বিজ্ঞাপনের তারিখটা উপরেই তার সঙ্গে গত ১৮ই জুলাই মফস্বলে দেখা করি। আগে থেকে দেখা করার সময় ধার্য্য করা হয়েছিল ব'লে শ্রীসেন আমাদের আলোচনার সময় ডেপুটিনি বোর্ডের সদস্য মিঃ এ, নিয়োগীকে এবং আরো তুজন অফিসারকে ডাকেন। তাঁদের কাছে সমস্ত পরিস্থিতি আলোচনা করি। পুরুলিয়া জেলার সেটেলমেন্ট মাপের চূড়ান্ত বিপ্লবাত্মক অবস্থা বিষয়ে আমি যা বলি তা' তাঁরা সঠিক ব'লে সকলেই স্বীকার করেন এবং একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই অবস্থার রিটার্ণ গুলার ব্যবস্থা সত্যই বিজ্ঞাচিত ও বিজ্ঞানিপূর্ণ হবে এবং সেজন্য সেটেলমেন্টে মাপ পুরো শেষ না হওয়া পর্যন্ত রিটার্ণ চাওয়ার কাজ বন্ধ রাখার জন্য আমাদের দাবী তাঁরা সকলেই সঙ্গত ব'লে মনে করলেন।

আমরা বাঙ্গালাদের কাছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়াবার যে কথা বলেছিলাম—তা তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে আবার রাজস্ব বিভাগ মনে করলেন যে, সেটেলমেন্ট মাপটা আরো কতকটা এগিয়ে নিলে রিটার্ণের পক্ষে সুবিধা হবে এবং সেই জন্যে তাঁরা সময়টা ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন ব'লে আমাকে জানালেন। আমি তাঁদের বললাম—আপনারা কি ডিসেম্বরের মধ্য সমস্ত সেটেলমেন্ট মাপ পুরো ক'রে এ সম্পর্কে সব ব্যবস্থা সমাধা ক'রে ফেলতে পারবেন? তাঁরা জানালেন—তা সম্ভব হবে না।

তখন আমি বললাম—৩১শে ডিসেম্বর ক'লেও যাপার সেই একই দাঁড়াবে। সেজন্য সেটেলমেন্ট মাপের জন্য আরো সময় নিয়ে রিটার্ণ আরো পিছিয়ে দিন। আপাততঃ সময় আরো বাড়িয়ে দিয়ে আর মাপা শেষ করতে চেষ্টা করুন। না ক'লে পরে আরো সময় বাড়িয়ে দেবেন। মোট কথা মাপ শেষ করেই রিটার্ণের জন্য লোককে নির্দ্দেশ দেবেন। এই পরামর্শ অনুযায়ে স্থির হল—১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময় বাড়ানো হল—এই সময় মধ্যে রিটার্ণ চাওয়া হবে না। তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। উনরোক্ত শ্রীকে, কে, সেন রাজস্ব বোর্ডের সদস্যকে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দেশ দেবার যথারীতি ব্যবস্থা করতে বললাম।

এর পর কথা উঠল—রিটার্ণ কিভে সময় দিছিয়ে গেলে তিন এক পর্য্যন্ত জমির মাপকরের খাজনা বেড়াই করার ব্যাপারটা স্বভাবতই পিছিয়ে যাবে—সে বিষয়ে করণীয় কি করে। স্থির এই হল যে, এই খাজনা মকুবের কাজটা জনস্বার্থের দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় ব'লেও, এর চেয়ে চাষীদের বেশী আরো এটা পিছিয়ে দিতে রাজী নয়—তবে রিটার্ণে গর যাবের খাজনা মকুব ক'ল হবে। তাদের ইতিমধ্যে খাজনা দিয়ে থাকলে তা ফেরৎ দেওয়া হবে। শ্রীসেন বিশেষভাবে এই বিষয়টি আলোচনা করেন ও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

রিটার্ণ ফেরার সময় পিছিয়ে গেলেও রিটার্ণ এক সময় ফিরেই হবে। সেজন্য এই সময় কালের মধ্যে সং শ্রেণী সকলকে জানাতে হবে যে, রিটার্ণে কি কি জানাতে হবে এবং কিভাবে ১৯৭১ সনের মধ্যে পূরণ করতে হবে। আগে থাকতে জেনে রাখলে সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে। সম্প্রতি বাংলায় রিটার্ণ বিষয়ে যে দু' চারটে ছোট পুস্তিকা বেরিয়েছে - সেগুলি দেখেছি। এগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভুল তথ্যও দেওয়া হয়েছে। এতে লোক বিভ্রান্ত হবেন। যথা সময়ে আমরা এ সম্পর্কে পুস্তিকা সরকারে আমাদের জেলার জনগণকে সহায়তা প্রদান করব—এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

স্থানীয় সংবাদ

চোরাই মাল উদ্ধার

চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য বহুমাথপুর সার্কেলের পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়ে বহু চোরাই মাল উদ্ধার করে। গত ১১ই ও ১২ই অক্টোবর তিনটিয়া থানার বালীচোরা গ্রামে তল্লাস চালিয়ে পুলিশ ঐ গ্রামের পুরুলিয়া থেকে ৪১টি নূতন মোটর টায়ারের বীম উদ্ধার করে। গত ১৯শে অক্টোবর তারিখে সন্ত্রা থানার ভালাবাঁধ গ্রামে হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় ৫০,০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন আকারের গ্যালভানাইজড শেডার পাইপ উদ্ধার করে। অনুরূপ ভাবে শাঁতুড়ী থানার মধুডুবা গ্রামে তল্লাসকালে পুলিশ ১২ রকম নতুনকের ২০টি তাজা কার্ত্তুজ উদ্ধার করে।

সম্প্রতি এই জেলায় বিশেষ করে আদ্রাগ্রাম ও আশপাশের ভ্রাম দিয়ে চোরাই চালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ওখার চেক পোষ্টগুলিতে যে বিশেষ সতর্কব্যবস্থার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—সেই সূত্র নিকুরিয়া চেক পোষ্টের ইন্সপেক্টর শ্রীসকেন নন্দী থানা টিম ভুক্তি একটি ট্রাক তল্লাসকালে টিনের মধ্যে রোজাই করা তামা ও পিতলের টুকরা উদ্ধার করেন। এই তামা ও পিতলের টুকরাগুলির আনুমানিক মূল্য ৩৯,০০০৲ টাকা।

বিশিষ্ট নক্সালপন্থী গ্রেপ্তার

বেহালার একজন নেতৃস্থানীয় নক্সালপন্থী কাজল চাটার্জী ওরফে স্বপন ওরফে বাবলু ওরফে রবি এই সহরের কে'তকা মহল্লায় গ্রেপ্তার হয়েছে। প্রকাশ, এক কলেজীয় জলের ট্যাংকের নিকট আত্মগোপন অবস্থায় পুলিশ জানা দিলে কাজল পালাতে শুরু করে এবং পুলিশ তাকে তাড়া করে। তাকে ধরার জন্য পুলিশকে শেষ পর্যন্ত গুলি চালাতে হয়। কাজল চাটার্জীর সঙ্গে আরও যে তুজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়।

শত্রু ওরফে স্বপন রায় নামে কলিকাতার টালীগঞ্জের একজন নক্সালপন্থী যুবককে পুলিশ পুরুলিয়া জেলার তুলদি স্টেশনে গ্রেপ্তার করে। আরও বলা যে নায়ক বেহালার এক নক্সালপন্থীকেও পুলিশ আজ বেলা কলেজীতে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় পুলিশ ঈর্ষকালীন ধরে এই তুজন নেতৃস্থানীয় নক্সালপন্থীকে বিভিন্ন উপায়ের সূত্রে অনুসন্ধান করছিল।

পুরুলিয়া জেলার গত বছরের ১৭ই নভেম্বর থেকে আজ পর্য্যন্ত নক্সালপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত নক্সালপন্থীদের মধ্যে একমাত্র পুরুলিয়া সহরে ২২ জন এবং তাদের সহরে ৮২ জন নক্সালপন্থী গ্রেপ্তার হয়েছে। এদের মধ্যে ১৯ জন জামিনে মুক্তিলাভ করেছে আর ৯১ জন জেল হাজতে বিচারাধীন বন্দী আছে। এই নক্সালপন্থীদের গ্রেপ্তারের সূত্রে ২টি তাজা বোমা, ১টি রিভলভারের কার্ত্তুজ, কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু প্রচারপত্র, বেআইনী, চিঠিপত্র, নক্সা প্রভৃতি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত নক্সালপন্থীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সংখ্যা হোল ৩২টি।

গুলি করে হত্যা

প্রকাশ, গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রি প্রায় ৯ম ঘটিকার সময় ১০-১২ জন তুর্দ্ধর্ষ তুবক্তি জেলে পুরুলিয়া মফস্বল থানার তুলদু গ্রামে শ্রীচুনারাম মাহাতকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের সময় নিহত চুনারামের স্ত্রী, কন্যা ও জামাতা উপস্থিত ছিল। চুনারাম মাহাত একজন বেল কর্মচারী (অবসর) ছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পূর্ব্বে অজ্ঞাতনামা দিয়ে চুনারাম মাহাতের নামে অনেক গ্রামবাসীর (সরকারী কর্ম্মচারী) তীব্র নিন্দাবাদ করা হয় বলে প্রকাশ। এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় থানায় তাজেরী করা হয় এবং

(বেয়াল্লিশ এর পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

৯ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

বিজয়ার প্রীতি ও সম্ভাষণ

ছুটির পরে মুক্তির পুনঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল ও মতনির্বিশেষে মুক্তির পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি ও সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ বাঙ্গালীর জীবনে যে দুর্গাপূজা অসুর ও অবিদ্যা ধ্বংসের জাতীয় উৎসব রূপে জয়ের আনন্দ ও মিলনের প্রীতিতে কল্যাণময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির শক্তির উদ্বোধন করে আসছে—নানা প্রতিকূল অবস্থা ও পরিস্থিতি সত্বেও তা যেন আমাদের জীবনে সদা জাগ্রত থাকে—এই কামনা ও প্রার্থনা করি।

মুক্তি সম্পাদক

অতুলচন্দ্র স্মরণে

গত ২৮শে আশ্বিন সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের ৯ম মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ১৯৮১ সনে ২৮শে আশ্বিন মহা অষ্টমীর দিনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এখনও পর্য্যন্ত মৃত্যু মানুষের জীবনে নিশ্চিত পরিণতি। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গেই মানুষের সব কিছুই শেষ হয়ে যায় না। এক একটি জীবন থাকে মানুষের কাছে যার মৃত্যু কখনও হয় না। এই জীবন তার সমগ্র জাগতিক জীবনে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের লক্ষ্যে ত্যাগ, সাধনা ও তপস্যা দ্বারা অমৃত সৃষ্টি করে যান। এদের সাধনা সর্ব্ব মানুষের জন্য। মানুষের সমাজে যারা বঞ্চিত শোষিত ও নিপীড়িত, আর্ত তাদের যেমন কল্যাণের অবশ্য প্রয়োজন আছে তেমনি সমাজে যে মানুষেরা, যে গোষ্ঠি, সমষ্টি, বা শ্রেণী নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে অন্যের দুঃখ ও দুর্গতির কারণ হয়ে আছে—তাদেরও কল্যাণের প্রয়োজন আছে। যারা এই সত্যকে উপলব্ধি করেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে দ্বেষ্য বলে কেউ থাকে না। অতুলচন্দ্রেরও দ্বেষ্য বলে কেউ ছিল না। এটা তার জীবনে আনুষ্ঠানিক পর্য্যায়ে ছিল না—তার মনের স্বাভাবিক অবস্থাই এই ছিল। যাঁর দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্তুপ্ত হয় না ও যিনি নিজেও অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সন্তুপ্ত হন না—স্বাভাবিকভাবেই তিনি হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করেন।

অতুলচন্দ্রের জীবনে আমরা এই সত্যেরই প্রকাশ দেখেছি।

মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের জীবন উৎসর্গীকৃত—তারা সাধনা ও তপস্যা দ্বারা সেই সেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। যারা মহান লক্ষ্যে মহান কর্ম্মে ব্রতী তাদের জীবনও সেই অনুযায়ী মহৎ ও মহত্বর করতে না পারলে তাদের দ্বারা কল্যাণ সাধন সুদূরপরাহত। এই লক্ষ্যেই কল্যাণব্রতী মানুষের পক্ষে কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণগণের সম্মান, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা প্রভৃতিকে শারীর তপঃ বা কায়িক তপস্যা বলা হয়েছে, কারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সত্যভাষণ বা অনুদ্বেগকর অর্থাৎ যে বাক্য শুনলে শ্রোতা মনোবেদনা পায় না, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রভৃতিকে বাঙ্ময় বা বাচিক তপস্যা বলে; তারপরে চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্য অর্থাৎ অক্রূরত্ব, বাক্‌সংযম, আত্মসংযম ও ব্যবহারকালে ছলনারাহিত্য অর্থাৎ ছল কাপট্যাদির পরিহার প্রভৃতিকে মানসিক তপস্যা বা মানস তপঃ বলে। অতুলচন্দ্রের জীবনে এই ত্রিবিধ তপস্যা আমরা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। এবং এই তপস্যা নিজের মোক্ষ বা মুক্তির জন্য নয়—সর্ব্বজনহিতায়—সকলের হিতের লক্ষ্যে। অতঃ এই ত্যাগ ও তপস্যার কোথাও দম্ভ বা অহংকারের স্পর্শমাত্রও ছিল না। বহু জনকল্যাণ ব্রতী মহান্ ও মহাপুরুষের মধ্যেও একটা অহঙ্কার অতি সূক্ষ্মভাবে হলেও কাজ করে—সেটা ত্যাগের অহংকার। মানুষ মহান লক্ষ্যে তার ভোগ সুখ, ধন ও অন্যান্য পার্থিব বিষয় ত্যাগ করে থাকে কিন্তু ত্যাগের অহংকার ত্যাগ করা অত্যন্ত সুকঠিন। সেই জন্যই অতুলচন্দ্র সত্যই সর্ব্বত্যাগী ছিলেন।

ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু মানুষের সমাজ থাকে। মানুষ ও সমাজ স্থানু নয়, গতিশীল সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীল মানুষের সমাজে কতকগুলি অপরিহার্য্য আচরণ আছে যার গুণগত অস্তিত্ব সর্ব্বকালে সর্বমানুষের গতির পক্ষে অপরিহার্য্য—যদিও দেশকাল ও পাত্রভেদে তার রূপগত পার্থক্য ঘটে থাকে। এই গুণগত অস্তিত্বের প্রতিভূ স্বরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষ—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠির জন্য পাথেয়র ব্যবস্থা করে যান। মানুষ সচেতনভাবেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক তার থেকেই তার গতির স্থল আহরণ করে।

মানভূম তথা পুরুলিয়ার জনজীবন অতুলচন্দ্রের নিষ্ঠা, আদর্শবাদ, কর্ম ও আচরণ এমন গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করে গেছে যে সচেতনভাবেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এর থেকেই পাথেয় ও প্রেরণা নিয়েই আমাদের গতিপথ চলেছে। তিনি দেশের জীবনের ক্ষেত্রে একটা মহান ঐতিহ্যের প্রতিভূই শুধু ছিলেন না নিজের জীবনের সাধনা দিয়ে তিনি অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। বস্তুতঃ অতুলচন্দ্রের সঙ্গে মানভূম তথা পুরুলিয়ার জনজীবন একীভূত হয়ে আছে। এই দুইটির কোন একটিকেই অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তাও করা যায় না। অতুলচন্দ্র সর্বতোভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে গেছেন—এবং তাদের মধ্যে তাদের জন্যই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কর্মায়িত করে গেছেন। মানভূম তথা পুরুলিয়ার প্রাণস্পন্দন তার আদর্শ ব্যক্তিত্ব, আদর্শ আচরণে সহস্র সংকটের মধ্যেও অব্যাহত থেকে গেছে।

অতুলচন্দ্রের জীবন সাধনা আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথকে সুষ্ঠু ও মহীয়ান করে তুলুক।

বি, দাসগুপ্ত

স্মরণীয় ২৮শে আশ্বিন

(জয়ন্ত কুমার দাঁ)

এই দিনটি আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—আশ্বিন মাসের ২৮শে ১৩৬৮ সাল শিলাশ্রমে একটি প্রকোষ্ঠে যিনি চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন—মৃত্যুর সময় যাঁর মুখের জ্যোতি ও সাম্য মূর্ত্তি যারা দেখেছেন তাঁরাই সহযত্নকণ্ঠে বলেছেন বীরের মৃত্যু হলো—সত্যই তিনি বীর মানভূম কেশরী—ব্রিটিশের থাপ্পা হস্তকে ভ্রুক্ষেপ না করে বহুবার কারাবরণ করেও এই নেতাকে পরাস্ত করতে পারে নাই সেকালের ব্রিটিশ সিংহ। কারণ তিনি ছিলেন ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরস্কার শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ।

অহিংসা আন্দোলনে তিনি এসে দাঁড়ালেন ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পাশে। মানভূমে সংযোগ হোল মনি কাঞ্চনের। তুই তপস্বীর চেষ্টায় জন জাগরণ সৃষ্টি হ'ল মানভূমের জনপদ হতে তুদূর পল্লীতে। সেদিন এক অভাবনীয় জাগরণ যজ্ঞ আরম্ভ হোল মানভূমের হাটেঘাটে। হোতা হোলেন সেই মন্ত্রে তুটি মহাবীর ঋষি নিবারণ ও অতুলচন্দ্র। তখন ব্রিটিশের তুমন অস্ত্র বিক্ষিপ্ত হয়েছে সারা ভারতের সংগ্রামের ক্ষেত্রে। কিন্তু অপরাজেয় ব্রিটিশ শক্তির আসন টল টলে উঠেছিল—এই নব জাগরণের উন্মাদনায়।

মানের ভাষা বলতে পারবে না—জোর করে দাবিয়ে রেখে হিন্দি প্রচার হল মানভূমে। শত শত স্কুল পাঠশালা তৈরী হ'ল হিন্দী প্রচারের জন্য। বাংলা ভাষার নিধন যজ্ঞ চলেছে সুবোধমে এই মানভূমে। এই অবিচার অনাচার সহ্য হয় নাই তাই অতুলচন্দ্র বসুকুরিক অন্ত সত্যাগ্রহ করলেন। বিহার প্রদেশের অংশ ছিল মানভূম এ যেন বিমাতার কোলে শিশুর ক্রন্দন। তিনি ও তাঁর সহযোগিক মানভূমবাসী সহকর্মী ইংরাজী ১৯৫৬ সালে বঙ্গভুক্তির জন্য পদব্রজে যাত্রা করলেন মানভূমের শেষ প্রান্ত "পাক বিন্দরা" গ্রাম থেকে। তিনি অন্তর তবু বলনেতা হিসাবে তাঁহার সহকর্মী সহ- তাদের বাক্তিত অভিমান শেষ হলো বাংলার রাজধানী কলকাতায়। পরিণতি হলো—সংগ্রামের মানভূম বাংলার সহিত যুক্ত হলো। বিমাতার কোড় হতে মুক্ত পুরুলিয়ার সেই আনন্দধ্বনি আজও আকাশ বাতাসে, সঞ্চারিত হচ্ছে মনে হয়। কর্মী অতুলচন্দ্র ছিলেন সর্বত্যাগী। পরমার্থের জন্য যাঁরা সর্বত্যাগ করেন তাঁরা জনমনে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভ করেন; আর এই জাতীয় ত্যাগ রেখা দিয়েছিলো অতুলচন্দ্রের জীবনে। কবির ভাষায় "সেই ধন্য নর কুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে যারে সেবে সর্বজন"। সার্থক হলো তাঁর জীবনে। তাঁর তিরোধান দিনে তাঁর জীবনযুদ্ধের কথা মনে করে আজ আমরা সমস্ত মানভূম তথা সমস্ত বাঙালী গৌরব অনুভব না করে পারি না। রাজনীতি ছাড়া অতুলচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি সত্যই বিস্ময়কর মননশক্তির পরিচয় রেখা। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে একরা তিনি কবিগুরুর "নৌকাডুবি" ও "গৌরার" সমালোচনা পাঠিয়ে তার ফ্রটর ইংগিত করেছিলেন। কবিগুরু সমস্তভাবে তার ইংগিত স্বীকার করে পত্রে জানিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টির গভীরতাকে এবং পুরস্কৃত করেছিলেন. অতুলবাবুকে তার গুণাদি বই পাঠিয়ে।

স্বরণীয় তিনি, বরণীয় তিনি, ঋষি তিনি—তাই তাঁর প্রেরণায় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি:—

পুণ্য হোল বসুন্ধরা তব আবির্ভাবে
ধন্য মোরা ঋষি দেব, তোমার স্বভাবে।
আকাশে তোমার জ্যোতি হউক অম্লান
তোমার আশীষ ধারে করি যেন স্নান।

পুরুলিয়া-গামী ট্যাক্সীর উপর বোমা নিক্ষেপ
১জন নিহত ও ২জন আহত

পুরুলিয়া নীরব সমিতির কয়েকজন প্রতিনিধি আসানসোল থেকে ট্যাক্সীযোগে পুরুলিয়া রওনা হয়েছিলেন। উনত মধ্যাহ্ন গ্রামের নিকট ট্যাক্সী টি এস্ ছিল কয়েকজন ডুকৃতকারী ট্যাক্সী লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং ঐ বোমার ট্যাক্সী ও তনৈক আরোহীর মাথার লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয় ও ২জন আরোহী আহত হন। ঐ অবস্থায় ট্যাক্সীও ড্রাইভার গাড়ী না থামাইয়া সজোরে গাড়ী চালাইয়া যায়। পরিষদে আবার একটি নিকট গাড়ীর একটি টায়ার ফাটিয়া যায়। কিন্তু সেই অবস্থায় ড্রাইভার আরোহীসমেত ট্যাক্সীটি পাড়া থানায় হাজীর করে। সংবাদটি পাবার সঙ্গে ঘটনার স্থলে পুলিশ ছুটে যায়।

প্রকাশ, নীরব সমিতির কোলআনা থেকে যাহারাদের বাধা দেবার জন্য করেকজন ট্যাক্সীযোগে আসানসোল যান। পুরুলিয়া থেকে রওনা হবার সময় ট্যাক্সীচালক তার একজন বন্ধুকে গাড়ীতে তুলিয়া লয় এবং ঘটনাস্থলে সেই বন্ধুটিই বোমার আঘাতে প্রাণ হারায়।

আরও প্রকাশ আসানসোল থেকে ফেরার পথে রঘুনাথপুরে ট্যাক্সীটি কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে পুলিসিয়ার কতিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী যিনি টাকা আদায়ের জন্য রঘুনাথপুরে গিয়েছিলেন—তিনিও ঐ ট্যাক্সীতে পুরুলিয়া আসিবার কথাবার্তা করেন—কিন্তু কি কোনও কারণেই তাঁক ঐ ট্যাক্সীতে তিনি আসেন নি। অত্র মহল হয় যে তাঁকাতিরা উঁচু ড্রাইভারকে গাড়ীতে বোমা ছুঁড়েছিল।

এই স্থানে উ লেখযোগ্য যে মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে ঐ স্থানেই প্রায় দুপিবাদোকে একটি ট্রাকেকে বোমা মেরে থামিয়ে দুর্ব্বৃত্তেরা বিভলভার দেখিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুঠন করে। এই অঞ্চলটি সমাজবিরোধী ও দুর্ব্বৃত্তদের আড্ডা স্থানে পরিণত হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের সঙ্কট মোচন
সংযুক্ত বিধায়ক দল কর্তৃক নূতন মন্ত্রীসভা গঠন

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডাঃ গোপাল রেড্ডী দ্বারা আহুত হয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দলের নব-নির্ব্বাচিত নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী গত ১৮ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। ত্রিপাঠী-এর সঙ্গে আরও ৬জন মন্ত্রী শ্রীনিবাসন্ন লাল (আদি কংগ্রেস) ও শ্রীবীরেন্দ্র বর্ম্মা (বি-কে-ডি) শপথ গ্রহণ করেন। শ্রীত্রি, এন সিং রাজ্যসভার সদস্য হওয়ায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে বিধানসভার সভ্য নির্বাচিত হতে হবে। শ্রীনিবাসন্ন লাল রাজ্য বিধান সভায় বিরোধী দলনায়ক ছিলেন এবং শ্রীবর্ম্মা বি-কে নব কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। এই মাসের মধ্যে পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠিত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এবং মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা হবে ৩৬ জন।

সংযুক্ত বিধায়ক দল, আদি কংগ্রেস, ভারতীয় ক্রান্তিদল, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টি দ্বারা গঠিত এবং ৪২৬ আসন বিশিষ্ট বিধান সভায় সংযুক্ত বিধায়ক দলের সদস্য সংখ্যা হোল ২৩৯ জন। উক্ত প্রদেশ বিধান সভার বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ—

নব কংগ্রেস—১৫১, সি-পি-আই ৪, সি-পি-এম ১, পি-এস-পি ৩, কে-এম-পি ১, বিশ্বনিবাস ১, মুসলীম মজলিস ১, অজাত ২, নির্দলীয় ১৮ ভোট ১৮৩।

আদি কংগ্রেস ৮৪ ভারতীয় ক্রান্তিদল ৮৩ জন সহ ৪৩, এস-এস-পি ১৮, স্বতন্ত্র ৪, মোট ২৩২।

নূতন সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে সংকটের ছায়া দেখা যাচ্ছে। নূতন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণের পরে সাত জনের বি, কে, ডি সহ ভারতীয় ক্রান্তিদলের সম্পর্ক ছেদ করেছেন এবং বিধান সভার সদস্য শ্রী বি, কে, ডি উক্ত প্রদেশ শাখার সম্পাদক শ্রীরামরাঘবন্ (কে-কে) শপথ গ্রহণ করে ত্যাগ করেছেন। অন্তদিকে জনসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রীসভায় যোগদানের প্রশ্ন নিয়ে তীব্র মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। আবার জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র, আদি কংগ্রেস প্রভৃতি চরম দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনে সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টি বিভিন্ন রাজ্য শাখার হুমকি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই তিনটি প্রধান শক্তির দলগত আভ্যন্তরিন সমস্যা চরম আকারে দেখা দিলে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব বিশেষ সন্দেহের বিষয় হয়ে দাড়াবে।

এদিকে উত্তর প্রদেশের সাফলে উৎফুল্ল হয়ে আদি কংগ্রেসের নেতা শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা জাতীয় সর্বস্তরে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছেন। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে—সর্বত্রই একতা ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য জাতীয় সর্বস্তরে উত্তর প্রদেশ ধরণের সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

WANTED

A B.A temporarily for Keshargarh Sri Krishnananda Vidyapith (High School). Apply to the undersigned by 5/11/70.

Swami Tapasananda
Secretary,
Sri Krishnananda Vidyapith
Keshargarh (RAKAB)

কুপ্রী চন্দ্রমুখী আলুবীজ

১লা নভেম্বর থেকে পুরুলিয়ায় কৃষিপ্রচার ভবনে পাওয়া যাবে

• • • • • •

সোনালিকা প্রভৃতি বহালী গমের বীজও নভেম্বরের প্রথমেই পাওয়া যাবে।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

১০-১২ জন আততায়ীর মধ্যে দু'এক জনের নামও করা হয় বলে প্রকাশ। এই পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তার হয় নি।

ছাত্রের আত্মহত্যা

স্থানীয় অসুস্থাধ কিশোর কলেজের একজন ছাত্র মন্তিষ্কের ভারসাম্যের ঠিক পূর্বে গুলি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রকাশ। ছাত্রটি সম্প্রতি বি, এস সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ফেল করে এবং সেই সূত্রে আত্মীয় স্বজনের ধমকিতে হয়।

বাসযাত্রীর মৃত্যু

পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুর যাবার বাসের অনেক যাত্রী গাড়ীতে উঠে খুবই অসুবিধা বোধ করে এবং জেনকরনাড়ার বেলওয়ে জংসিএর নিকট বাসটি থামলে উক্ত যাত্রী বমি করতে সুরু করে ও তাকে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। বাস থেকে নামবার কিছু পরে, কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পূর্বেই যাত্রীটির মৃত্যু হয়।

বিজয়া সম্মেলন

গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে রবিন্দ্র সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীজ্যোতিষ ঘোষকে সভাপতিত্ব করেন। রবিন্দ্র সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীস্বত্ত্ব সুধীর দা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সকলকে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীঅরু, বি, মণ্ডল, শ্রীঅভিজ মিত্র, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা ভাষণ দেন। শ্রীঅশোক চৌধুরী বিজয়া সম্মেলন সূত্রে উদ্ভাসিত দুর্যোগের অবসর্তিত অন্ধ রবিন্দ্র সাহিত্য মন্দিরের আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবাদির কার্যক্রম বিস্তৃত করার প্রসঙ্গে বলেন যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী সম্মেলন ও মার্চ মাসের প্রথম-ভাগে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া সারা বৎসর ধরে লোক উৎসব, মেলা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠান হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরের মধ্যে জেলা গ্রন্থাগারটি; লোক সংস্কৃতি অনুশীলন কেন্দ্র; পূর্ণাঙ্গ নাট্যমঞ্চ; শিশুদের উদ্যান ও খেলাধূলার স্থান এবং গ্রন্থাগার ও ছাত্রদের পুস্তক লেনদেন বিভাগের বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নের কথাও বলেন।

এই অনুষ্ঠানে সুবক্তা সঙ্গীত সংস্থার শিল্পীবৃন্দ উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পুরুলিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টির জনসভা

গত ২০শে অক্টোবর তারিখে ঋষি নিবারণ পার্কে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পুরুলিয়া জেলা পরিষদের আহ্বানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা এবং যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীনরিত্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীপ্রবীর মল্লিক প্রারম্ভিক ভাষণ দেন।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন। স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে কিভাবে কায়েমী স্বার্থের পুষ্টি সাধন করে আসা হয়েছে এবং টাটা-বিড়লা প্রমুখ মাত্র আটটি পুঁজীপতি একচেটিয়া পুঁজীর মালিক হয়ে ভারতের অর্থ-নৈতিক হ্রাসত্ত্ব কায়েম রেখে প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে তাও ব্যাখ্যা করেন। তারপর ১৯৬৭ সালে সারা ভারতে নয়টি রাজ্যে কংগ্রেসী সরকারের পতন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও তেরাণার বামপন্থীদের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট শাসন গঠিত হওয়ার ইতিহাস উল্লেখ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কিভাবে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা হয়েছে—তাও বিবৃত করেন। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্ব্বাচনে পশ্চিম-বঙ্গ যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় সাফল্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও সরকার কেন স্থায়ী হোল না তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আগ্রাসী নীতিকেই মূলতঃ দায়ী করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম সঙ্কটমুহূর্তে তাকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টারূপে বিশ্বনাথবাবু স্বয়ংমুখ্যমন্ত্রী তথা মার্ক্সবাদী নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গোপন আলোচনায় যে তিনটি সাধারণ প্রস্তাব রাখেন সেগুলিকে কিভাবে জ্যোতি-বাবুর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে সেই সব কাহিনীও উদ্ঘাটিত করেন।

বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও সারা দেশব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং সঙ্কট মোচনের পন্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে ভারতের শাসকদল কংগ্রেস ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেছে এবং কংগ্রেসের চরম প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী জনগণে, স্বতন্ত্র প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থ ও পুঁজীপতি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অন্তদিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রগতিপন্থী ও বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন গোষ্ঠী জোট বেঁধেছে। এই জোটে সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল কিছু অংশ থাকলেও তারা কোনও প্রভাব বিস্তার বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না—যদি দেশের সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এক জোট হয়ে কাজ করতে পারে। তারপর বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও অর্থনৈতিক দুর্গতি মোচনের একমাত্র পথ হোল যে শাসক কংগ্রেস সহ দেশের যাবতীয় বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিপন্থী শক্তি সমূহের সময়য় ঘটিয়ে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে গণতান্ত্রিক সংকার গঠন করা। অবশ্য এই নূতন শক্তিজোটে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির কোনও স্থান হবে না বলে তিনি জানান। নূতন শক্তিজোট তথা সরকারের সর্বনিম্ন কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে—(১) সমস্ত বিদেশি পুঁজী বাজেয়াপ্ত করতে হবে; (২) ভারতের একচেটিয়া পুঁজীকে দেশের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করতে হবে; এবং (৩) ভূমীহীন-দের কৃষি বণ্টনসহ বৈজ্ঞানিক ভূমি সংস্কার কার্যকরে ত্বরান্বিত করতে হবে। এই ত্রিবিধ কর্মসূচীর ভিত্তিতে নূতন শক্তিজোট তথা সরকার গঠনের জন্য শাসক কংগ্রেস সহ দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক, প্রগতিপন্থী ও বামপন্থী শক্তি সমূহকে তিনি আহ্বান জানান।

শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে কেরালার সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী নির্ব্বাচন ও কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে—কেরালার নূতন যুগের হাওয়া বইতে সুরু হয়েছে এবং সেই হাওয়ার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গেরও তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রশক্তি শাসনে দেশের কোনও কল্যাণ সম্ভব নয় এই অভিমত ব্যক্ত করে যখন সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি শাসনের অবসান দাবী করেন। এই সূত্রে নক্সালপন্থীদের স্বরূপের নামে যে পুলিশী জুলুম চলছে—তারও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে নক্সালপন্থীরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চলছে। কারণ মার্ক্স ও লেনিন উভয়েই সন্ত্রাসবাদের বিরোধী ছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদের পথে যে বিপ্লব সম্ভব নয়—তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যে দল নিজেদের মার্ক্সবাদী—লেনিনবাদী বলে জাহির করে—তারা কখনও সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করতে পারে না। —এই সব ভ্রান্ত নক্সালী যুবকদের স্বরূপের জন্য যে পুলিশী জুলুম সুরু হয়েছে—তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার বিষাক্ত দিক সম্পর্কেও তিনি সচেতন করে দেন।

অন্তরূপ ও অবলেলিত পুরুলিয়া জেলার প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বাবু বলেন যে যুক্তফ্রন্টের মেয়াদী থাকাকালে এই জেলার জন্য তিনি বহু দেচ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের কাজে হাত দিয়েছিলেন—কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাওয়াতে সেগুলিকে কার্যকরী রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল।

পুরুলিয়া।

পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান।

STOCKISTS & DISTRIBUTORS

SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.

অক্সিজেন সিলেণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়।

Regd. No C—4200
Phone No.—175

মুক্তি—(৬)

C. R. No.—2539/57

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, পুরুলিয়া জেলা স্কুল বোর্ডের উপদেষ্টা কমিটির সভ্যগণ নিম্নে বর্ণিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী—সভায় প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মঞ্জুরী সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। এতদ্বিষয়ে উৎসাহী গ্রামবাসীগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার স্বপক্ষে ক্ষমাদি সহ উক্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অঞ্চলপ্রধান ও গ্রাম অধ্যক্ষগণের বা যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির বক্তব্য কমিটি মূল্যবান বলিয়া মনে করিবেন ও তাহা সাদরে বিবেচিত হইবে।

স্বাঃ সুধীন্দ্র মোহন রায়
জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
জিলা স্কুল বোর্ড, পুরুলিয়া।

তারিখ	কমিটি বসিবার স্থান ও সময়	যে যে সার্কেলের বক্তব্য শোনা হইবে
৮।১১।৭০ বেলা ১১টা	বলরামপুর ফুলচাঁদ হাওার সেকেণ্ডারী স্কুল	১। বান্দোয়ান ২। বরাবাজার ১নং সার্কেল ৩। বরাবাজার ২নং সার্কেল ৪। বাঘমুণ্ডি
১৪।১১।৭০ বেলা ১১টা	গড়জয়পুর হাই স্কুল	১। কাশলা ১নং সার্কেল ২ কাশলা ২নং সার্কেল ৩। জয়পুর
২২।১১।৭০ বেলা ১১টা	পুরুলিয়া জিলা স্কুল	১। পুরুলিয়া আর্বান ২। পুরুলিয়া রুরেল ১নং সার্কেল ৩। পুরুলিয়া রুরেল ২নং সার্কেল ৪। আড়ষা
২৯।১১।৭০ বেলা ১১টা	লৌলাড়া আর, সি, একাডেমী	১। ছড়া ১নং সার্কেল ২। ছড়া ২নং সার্কেল ৩। পুকা
৬।১২।৭০ বেলা ১১টা	ঐ	১। মানবাজার ১নং সার্কেল ২। মানবাজার ২নং সার্কেল
১৩।১২।৭০ বেলা ১১টা	রঘুনাথপুর জি. ডি. হ্যাঙ	১। রঘুনাথপুর ১নং সার্কেল ২। রঘুনাথপুর ২নং সার্কেল
	হাওার সেকেণ্ডারী স্কুল	৩। পাড়া
২০।১২।৭০ বেলা ১১টা	ঐ	১। নেতুড়িয়া ২। সাঁতুড়ি ৩। কাশীপুর ৪। আড়া

বিক্রয়

ছন্নবতী গান্ধী (প্রথম বিমান ও সন্ত প্রসবা) প্রতিদিন প্রায় ৬ সের দুধ দেয় এবং কিছু ধর্মা টীক, সংসার কাঠের আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি আসবাব পত্র বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শিরিশচন্দ্র মজুমদার
আমডিহা রোড, পুরুলিয়া

কালীপূজা উপলক্ষ্যে মুক্তির ছুটি

কালীপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ১৬ই কার্তিক ১৩৭৭, ২রা নভেম্বর ১৯৭০ সোমবার "মুক্তির" প্রকাশ এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। আগামী ২৩শে কার্তিক ১৩৭৭, ৯ই নভেম্বর ১৯৭০ সোমবার মুক্তির ৪০শ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"

শিক্ষক চাই

সিংকাবাদ জুনিয়ার হাই স্কুলের জন্য একজন B. Sc, (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও গণিত সহ) পাস শিক্ষক আবশ্যক। ডিগ্রিধারী প্রাপ্ত ও শিক্ষণ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। ৭।১১।৭০ তারিখে বেলা ১১টায় আবেদন পত্র ও সকল পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং মার্কশীট সহ Interview এর জন্য সিরকাবাদ স্কুলে (পোঃ সিরকাবাদ) হাজির হইতে হইবে। ভ্রমণের ব্যয় নিজস্ব।

শ্রীজয়ন্তীলাল মাঝি
সেক্রেটারী ২০।১০।৭০

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া সহরে বসতবাড়ী নির্মাণ নিমিত্ত, ২টী বড় কূপ ও একটী টিনের চালাসহ এক বিঘার কিছু বেশী জমি বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

ডাঃ যগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গোপীবাবু লেন, গাড়ীখানা, পুরুলিয়া।

ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

সোমবার, ৯ই নভেম্বর '৭০
২৩শে কার্তিক ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.,, সডাক—৭,
নগদ—১৫ পয়সা



বুধ দিলেন জিজ্ঞাসাও, নিমাই দিলেন তুলি,
দেবতারা দিল মন্দার মালা মানব মাথার ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী ত্যাগী, প্রেমিক কর্মী, জ্ঞানী,
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-ক্ষুদ্র কূপ মম কেসে গেল তব ৪াণ স্রোতে।

—নজরুল

অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগের সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ও পুরুলিয়া জেলায় শিল্প প্রসারের সুযোগ সম্ভাবনা

(অশোক চৌধুরী কর্তৃক এই লেখাটির অধিকাংশ ২৩শে অক্টোবর সন্ধ্যায় কলিকাতার আকাশবাণী হ'তে প্রচার হয়েছিল।)

পশ্চিমবঙ্গের যে চারটি অনুন্নত জেলা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে—তার মধ্যে পুরুলিয়া অন্যতম। ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India) এবং শিল্প অর্থমঞ্জুরী পর্ষদ (Industrial Finance Corporation of India) শিল্প প্রকল্পাদি রূপায়ণে অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে ঋণ; পরিশোধের বর্দ্ধিত মেয়াদ বা সময়সীমা; প্রভৃতি বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি দেবে। এ ছাড়া এই চারটি জেলার মধ্যে দরিদ্রতম জেলাটি আরও বিশেষ সুবিধা হিসাবে মোট ঋণের দশভাগ সাবসিডি বা অনুদান হিসাবে পাবে এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই খাতে অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা বিশেষ অর্থ সাহায্য পাবে।

ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহারের ৪০০০ বর্গ মাইল এলেকা বিশিষ্ট মানভূম জেলার ২৪০০ বর্গ মাইল এলেকা পুরুলিয়া জেলা-রূপে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং দেড়-রিবীন ও সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি এবং শিল্প কারখানাবহুল পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের কেবল কনিষ্ঠতম জেলাই নয়—দরিদ্রতম জেলাগুলির অন্যতম। কিন্তু বাহিক প্রকৃতি রুক্ষ ও কঙ্করময় হলেও ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদে পুরুলিয়া জেলা সত্যই রত্নগর্ভা। পারমাণবিক খনিজ পদার্থ ছাড়াও এই জেলায় এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, ব্যারাইটিস, ফায়ার ক্লে, গারনেট, বেরিল, ক্যালসাইট, কায়ানাইট, ইলেমানাইট, লোহা পাথর, সীসার আকর, ম্যাঙ্গানীজ, পাইরাইট, কর্টিল প্রভৃতি হেইশ ধরণের বিভিন্ন খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজ্য সরকারের খনি ও খনিজ সম্পদের ডাইরেক্টরেটের মতে এই খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে কয়লা, তামার আকর, চুণাপাথর, চিনামাটি, ফেলসপার, মুওরাইট ও কোয়ার্জ বা সিলিকা রক—এই সাতটি খনিজ সম্পদের বাণিজ্যোপযোগী পরিমাণ ভূগর্ভে বিদ্যমান।

পুরুলিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হচ্ছে "কালো হীরা" বা কয়লা। ৪০০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ১১০ লক্ষ টন নিম্নমানের কয়লা এই জেলায় রয়েছে। জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে দামোদর নদের দক্ষিণতটে রাণীগঞ্জ পারবেলিয়া, শালতোড়, ভাদুরিয়া ও নিতুরিয়ার কয়লা-খনিগুলি বিদ্যমান ও কর্ম্মক্ষম।

সম্প্রতি মানবাজার থানার তামাধুন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনি ও খনিজ সম্পদের ডাইরেক্টরেট ১৮ ফুট ঘন তামার খনির স্তর আবিষ্কার করেছেন এবং এই প্রামাণ্য ধৈর্য্য থেকে গড়ে শতকরা ২ ভাগ তামা তোলা সম্ভব বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই খনির বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্পর্কে এখনও সমীক্ষা চলছে।

এই জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ হোল চুণাপাথর। ঝালদা থানা থেকে নিতুরিয়া থানার পাঁচেট পাহাড় পর্য্যন্ত বিশ মাইল দীর্ঘ এলাকা জুড়ে এই খনিজ সম্পদ অবস্থিত। এই জেলার চুণা-পাথর কিছু পরিমাণ নিম্ন মানের হলেও একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের উপযোগী খনিজ সম্পদ এখানে বিদ্যমান এবং এই বিষয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। এসঙ্গেত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরুলিয়ায় সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার মেসার্স সাহু জৈন কোম্পানীকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লাইসেন্স দিয়েছিলেন—কিন্তু পরে বিশেষ কারণে (ভিত্তিয়ান বোন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে) সেই লাইসেন্স নাকচ করে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে চুণ তৈরীর কাজে এই চুণা-পাথর ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুরুলিয়ায় কোয়ার্জ বা সিলিকা রকের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এই খনিজ সম্পদের দ্বারা উজ্জ্বলের কাঁচ তৈরী সম্ভব বিবেচনা করে দুটি খনি চসমার কাঁচ তৈরীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। —ঝালদা থানার বেলামু মৌজাতে মূল্যবান ফুয়োরাইট আবিষ্কৃত হয়েছে—পরিমাণে প্রায় দশ হাজার টন। লৌহশিল্পের পক্ষে এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিল্পোদ্যোগের দৃষ্টিতে পুরুলিয়ার অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে ৫০ থেকে ৭০ মাইলের মধ্যে আসানসোল, বার্ণপুর, দুর্গাপুর, ধানবাদ, ঝরিয়া, সিন্ধ্রী, বোকারো, মুরী, চাঁচী, হাতিয়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের শিল্পনগরী তথা শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি অবস্থিত। কিন্তু এ যাবৎ কিছু ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর শিল্প ছাড়া কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রকল্প পুরুলিয়ায় গড়ে ওঠে নি।

পুরুলিয়া জেলার বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলির মধ্যে—লাক্ষা, বিড়ি, কাউলারী, তসর, হস্তচালিত তাঁত শিল্প ধান ভাঙ্গা কল, কাংস শিল্প, মৃৎশিল্প, মুখোস, চর্ম্ম সংস্কার ও পাদুকা তৈরী, বাঁশের কাজ, বেকারী, আঁতা, ঢেঁকী, ঘানী, চুন তৈরী প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

লাক্ষা—প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও এই জেলার বিশিষ্টতম শিল্প ছিল লাক্ষা। কৃত্রিম লাক্ষা আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লাক্ষা ছিল ভারতের একচেটিয়া শিল্প এবং সমগ্র ভারতে এই শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল পুরুলিয়া। এই জেলার ঝালদা, বলরামপুর ও তুলিনের গালাকৃষ্ঠি সারা ভারত ও বিশ্বের লাক্ষার চাহিদার মুখ্য পরিমাণ যোগান দিত। সেই সময় এই জেলার চাষী মজুর ও কারিগরী, সকল শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরে এই শিল্প ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে বর্ত্তমানে মুমূর্ষু ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কুটির শিল্প বোর্ড সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর শিল্প অধিকারের অধীনে লাক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ উদ্যম সৃষ্টি করে এই শিল্পের যথাসম্ভব পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলছে। 'বীহন লা' বা লাক্ষা বীজ উৎপাদনের জন্য রাধাকুণ্ডী, ঝালদা ও রঘুনাথপুরে সরকারী খামার (Broodlac Farm) স্থাপন করা হয়েছে এবং লাক্ষা শিল্পের কারিগরী ও বাণিজ্যিক দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের জন্য বলরামপুরে একটি লাক্ষা শিল্প কেন্দ্র Lac Industrial Centre) স্থাপন করা হয়েছে। দরিদ্র লাক্ষা শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সহায়তা দানের জন্য তুলিনে সমবায় ভিত্তিতে একটি লাক্ষিণি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এখানে বিনামূল্যে কাঠি লা (stick lac) চূর্ণ ও ধৌত করে চৌরী অর্থাৎ দানাদার

লাক্ষা চূর্ণ তৈরী করা হয়। সে ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে আদিবাসী ও দরিদ্র চাষীদের বিনামূল্যে 'কীসন লা' বা লাক্ষা বীজ সরবরাহের জন্য ব্যবস্থাও বিশেষ খামার স্থাপন এবং সেই সঙ্গে প্যাকেজ প্রোগ্রাম সুরীত হয়েছে। বর্তমানে লাক্ষা শিল্পে প্রায় ৩০০০ লোক নিযুক্ত আছে এবং প্রায় দেড় কোটী টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বিড়ি : জেলার বর্তমান ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের মধ্যে বিড়ি শিল্পই প্রধানতম। সমগ্র জেলায় ছুটি সমবায় সমিতিসহ ৬০টি সংস্থার মাধ্যমে প্রায় আঠারো হাজার (১৮০০০) শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি বিড়ি রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রচেষ্টা চলছে।

কাটলারী : কাটলারী শিল্পে পুরুলিয়া জেলার বিশেষ সুনাম আছে। এটি জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প। বর্তমানে ২৮০টি সংস্থা কাটলারী শিল্প সহ—আগর, বাটালী, ছেনী প্রভৃতি সূত্রধরদের যন্ত্রপাতিও তৈরী করে। এই জেলার তৈরী আগর সমগ্র ভারতে ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশেও চালান যায়। স্থানীয় জঙ্গুর ও পুরুলিয়া থানাতেই এই শিল্পের প্রচলন সমধিক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অধীনে এই শিল্পে শিক্ষাদানের জন্য পুরুলিয়ায় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

তসর : তসর পুরুলিয়া জেলার প্রাচীনতম শিল্প। রঘুনাথপুর ও সিংবাজার এই জেলার তসর শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে প্রধানতঃ সমবায় সমিতির মাধ্যমে জেলার তিন শতাধিক তসর শিল্পীর মধ্যে শতাধিক পরিবারের প্রায় ৩০০ জন এই শিল্প কার্যে নিযুক্ত আছে। তসর মটকা, কেটো ও বাফতা—এই চার শ্রেণীর তসর উৎপাদন হয়ে থাকে এবং এই জেলার তসর বস্ত্রের প্রধান বাজার হোল—কলিকাতা ও অন্ধ। সম্প্রতি তসর বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে। এই শিল্প উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হোল তসর শিল্পীদের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থা এবং এই জেলায় তথা পশ্চিমবঙ্গে তসরের গুটি উৎপাদনের সন্তোষজনক ব্যবস্থার অভাব।

মুখোশ : পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্যের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার ছৌনৃত্য বিশিষ্টতম। এই নৃত্যে ব্যবহৃত কাগজের মণ্ডে প্রস্তুত মুখোশ—পুটিবস্ত্রিরূপে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠছে। গৃহসজ্জারূপেও ছৌনৃত্যের মুখোশ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং সম্প্রতি বিদেশেও এই মুখোশের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এই মুখোশের সঙ্গে কাগজের মণ্ডে প্রস্তুত নানাবিধ খেলনাও নূতন শিল্পরূপে গড়ে উঠছে। মুখোশ শিল্পে শতাধিক শিল্পী নিযুক্ত আছে এবং এই জেলা থেকে ২ জন শিল্পী রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্প প্রতিযোগিতার প্রতি বৎসর পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

এই জেলার অজস্র কুটীর শিল্পের মধ্যে মৃৎ শিল্পে মাটির বাসন, টালী, খেপনা, প্রতিমা প্রভৃতি নির্মাণে প্রায় ৩০০০ তিন হাজার কুম্ভকার তথা মৃৎশিল্পী নিযুক্ত আছেন। এই জেলায় ২৫টি টালী নির্মাণ সংস্থা আছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প তথা উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০০ জন শিল্পীকে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে টালী উৎপাদনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

চর্ম সংস্কার ও পাদুকা তৈরী এই জেলার বৃত্তিভিত্তিক অন্যতম কুটীরশিল্প। প্রায় ৩০০০ তিন হাজার রুইদাস তথা মুচী সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পী এই শিল্প কর্মে নিযুক্ত আছে এবং রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প অধিকারের অধীনে মানবাজার ও পুরুলিয়া থানায় প্রতি বৎসর ৪০ জন চর্ম-শিল্পীকে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চর্ম সংস্কার ও পাদুকা তৈরীর শিক্ষা দান করা হচ্ছে।

এই জেলার বিশেষ অনুন্নত ও ভগ্ন ভোম সম্প্রদায়ের প্রধান জীবিকা হোল বাঁশের কাজ। প্রায় ৫০০০ লোক এই শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। এই শিল্পের উন্নতির জন্য একটি প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

হস্তচালিত তাঁত শিল্পে প্রায় ৪২০০ চার হাজার দুই শত তাঁতী নিযুক্ত আছেন। এই শিল্পীরা প্রায় সকলেই মোমিন সম্প্রদায়ভুক্ত। থানী শিল্পও এই জেলার বিশিষ্ট শিল্প ছিল—কিন্তু প্রধানতঃ সরিষার অভাবে এই শিল্প এখন মৃতপ্রায়। এখনও পুরুলিয়া, জয়পুর, ঝালদা ও বরাবাজার থানার প্রায় ২০০০ দুই হাজার থানী শিল্পী এই শিল্প কার্যে নিযুক্ত আছেন।

এই জেলার বৃহত্তম কুটির শিল্পরূপে একদিন চেঁকীর ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং সমগ্র জেলায় লক্ষাধিক চেঁকীর অধিকাংশই এখন অচল। সম্প্রতি এই জেলায় ফুলাডাঙ্গন ২৪টি ধান ভাঙ্গা কল কাজ করছে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে ২ টন পর্যন্ত ধান ভাঙ্গা যায় এরূপ ছুটি বৃহদায়তন চাল কল নির্মীয়মান।

এই জেলার সহস্রাধিক লোক আখের চাষ ও গুড় তৈরীর কাজে নিযুক্ত। আড়ষা থানার শিরকাবাদ অঞ্চলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে যান্ত্রিক সাহায্যে আখের রস নিষ্কাশন করে খান্ডশ্বরী চিনি তৈরী করা হচ্ছে। এই জেলায় খান্ডশ্বরী চিনি শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার কাঁসা শিল্প এখন বিশেষ সঙ্কটের মুখে। কাঁসা ও পিতলের বাসনের চাহিদা ক্রমে যাওয়ায় কাঁসা শিল্পীরা অধিকাংশই বেকার হয়ে পড়ছে। অবশ্য নিয়ন্ত্রিত দরে কাঁচা মাল সরবরাহ ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে এই শিল্প পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে। কাঁসা শিল্পের স্থলে এই জেলায় এলুমিনিয়ামের বাসন তৈরীর নূতন শিল্প গড়ে উঠছে এবং ব্রেনজের ট্রিলের বাসন তৈরীর কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই সঙ্গে কিছু কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পও গড়ে উঠছে। মেশিনিং, ড্রিলিং ওয়েল্ডিং ইত্যাদি কাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের সাহায্যে হচ্ছে এবং লৌহ ও অলৌহ বিবিধ ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ যথা ড্রিল, কোয়ার্টসিবল গ্লেট, ব্যেরিং শার্টার প্রভৃতির চাহিদা স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প মেটাতে সক্ষম।

এই জেলার শিল্প প্রচেষ্টাগুলিকে সহায়তা ও উৎসাহদানের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন সাব্সিডে ৫০০ পাঁচ শত থেকে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মোট তিন লক্ষ টাকা শিল্প ঋণ হিসাবে আর্থিক সাহায্য দান করেছেন। এই জেলায় নিয়ীয়মান সীওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার উপর শিল্প প্রচেষ্টার উন্নতি ও প্রসার বহুলাংশে নির্ভর করছে।

স্থানীয় সংবাদ

আবার নক্সালী অভিযান

গত ৩০শে নভেম্বর তারিখে বরাভূম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রাক্তন সেক্রেটারী শ্রীগোবিন্দ মাহাতী দুই জন সঙ্গী সহ সন্ধ্যার সময় বরাবাজার থেকে তাঁদের বাড়ী বড়রা গ্রামে ফিরে আসছিলেন—সেই সময় চার জন যুবক অতর্কিতে ধাক্কালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর সঙ্গী দুজনকেও আততায়ীরা জখম করে—কিন্তু তাদের চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে জুয়েকজন ব্যক্তি ছুটে আসায় দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করে। একজন ধরা পড়ে এবং পুলিশ থানাতল্লাসী চালিয়ে নাকি একটি বোমা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শ্রীমাহাতী সহ আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে স্থানাস্থরিত করা হয়।

গৃত আততায়ীর স্বীকারোক্তি অনুসারে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং সেই তদন্তের সূত্রে ঝালদা স্কুলে অধ্যাপনরত পুরুলিয়ার একজন সরকারী কর্মচারীর পুত্রকে অথবা গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করেছে বলেও অভিযোগ এসেছে।

আনাড়া রেল কলোনীতে গ্রেপ্তার

প্রকাশ, আনাড়ার রেলওয়ে কলোনী থেকে বিবিধ নক্সালপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগে পুলিশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের ৩ জন কর্মচারী, সেটেলমেণ্ট বিভাগের একজন কর্মচারী এবং সম্প্রতি ব্যানার্জী মিশনের একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। আরও প্রকাশ, শ্রীমান ব্যানার্জী রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র।

গোপাষ্টমী মেলা

পুরুলিয়া গোশালায় তিন দিন ব্যাপী গোপাষ্টমী মেলা শুরু হয়েছে। অষ্টমীর দিন গোশালা থেকে একটি সর্বাঙ্গ শোভাযাত্রা সমগ্র সহর পরিক্রমা করে। মেলায় প্রতিবারে যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

দেশবন্ধু স্মরণে

গত এই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম শতবার্ষিকী ছিল। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দেশবন্ধুকে 'দেশবন্ধু' বলে স্বীকার করে নিয়ে সেই দিন সর্বজাতীয় সরকারী ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিম বাংলায় কলিকাতায় আকাশবাণীর ভবনের সামনে দেশবন্ধুর এক প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও উন্মোচন হল। বাংলা দেশের জেলায় জেলায় নানা অনুষ্ঠান হয়ে গেল—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী উদ্যোগে। যে-সরকারী বা জনসাধারণের উদ্যোগে যেখানে যা কিছু হয়েছে—তা কেবল একটা খানিকটা প্রথাবদ্ধ। সরকারী উদ্যোগে যা হয়েছে সেটাতে নির্দ্দেশ পালন করা হয়েছে।

বাংলা দেশের রাজনৈতিক গগনে বিভিন্ন বামপন্থী গ্রহরা এ বিষয়ে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না—অন্ততঃ সে রকম কোন লেখা দেখা যায় নাই, —, তার একটা অন্যতম কারণ বোধ হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মাড়োষি ছিলেন না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস—মাড়োষি বা কমুনিষ্ট ছিলেন না—একথা ঠিকই। তিনি ছিলেন প্রেমিক ও মানব প্রেমিক ছিলেন। এত বড় প্রেম প্রেমিক, এত বড় মানবতাবাদী ইতিহাসে আজ পর্য্যন্তও দুর্লভ হয়ে আছে। গান্ধীজী দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বলেছিলেন—

দেশবন্ধু জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ছিল অসীমকে উদারতা ছিল তার অসীম। তাঁহার প্রেমময় বাহু সকলকে আলিঙ্গন করবার জন্যই প্রসারিত ছিল।"

দেশবন্ধু জনের এই প্রেম তাকে যুদ্ধের মতো চৈতন্যের মতো তার সমস্ত জীবনকে উজ্জ্বলিত করে রেখেছিল। ত্যাগ তিনি করেন নাই—ত্যাগই তাকে বরণ করে ধন্য হয়েছিল। মানবের দুঃখ যেমন বুদ্ধকে তার রাজসিংহাসন ত্যাগ করে পথে বের করেছিল—বাংলার ভাগ্যের মানুষের দুঃখও তেমনি দেশবন্ধুকে তার রাজার ভোগ ও ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে অনিতে করেছিল। যা ছিল সমস্ত তিনি নিঃশেষে দিয়েছিলেন—প্রাণ শুদ্ধ।

তবুও ভাল যে—দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে স্বাধীন ভারত সরকার ও দেশের কিছু কিছু লোকের দৃষ্টি এই বিস্মৃতপ্রায় মহামানবের প্রতি পড়েছে। বাংলার অবিসংবাদী স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে ভারতের ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা দেশবন্ধু ছাড়া চিন্তা করা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পরে একমাত্র কংগ্রেসতান্ত্রিক স্থানে তাঁর চিন্তার উপর যে যুক্তিসৌধ তৈরী হয়েছিল তা ছাড়া দেশবন্ধুকে স্মরণে রাখবার কোন জাতীয় ব্যবস্থাই হয়নি। তার বাড়ীতে যে হাসপাতাল—সে বাড়ীতো তারই দেওয়া। দেশবন্ধু মারা গেছেন ১৯২৫ সনে আর আজ ৪৮ বছর পরে কলিকাতার তার এক প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রোঞ্জ বসানোর ব্যবস্থা হল। যে কোন জাতির পক্ষে এরকম ব্যাপার একটা কলঙ্ক ও লজ্জার কথা।

এদের বিস্মৃত ও মৃত করে বিশেষ করে বাংলা দেশ বর্ত্তমানে চলেছে আত্মবিনাশের এক অন্ধ পথে। সাম্যবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম ও সাম্যবাদী বিপ্লবের নামে কতকগুলি নেতৃত্বহীন গোষ্ঠি বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে স্তব্ধো নষ্ট:— অর্থাৎ সমস্তই পণ্ড হবার দিকে নিয়ে চলেছে। একটা চিন্তাহীন বর্ব্বরতার পৈশাচিক তাণ্ডব বাংলার যা কিছু কল্যাণ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করার অক্ষম প্রচেষ্টায় উন্মত্ত। আর একদিকে তারেরই খাখবার তেমনি সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ লোকে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার সরকারী শোষণের সেখানে জনগণকে বিচারহীনতার পর্য্যায়ে ঠেলে দিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি এই। কিন্তু এই পরিস্থিতি বাংলার পক্ষে একটা ঘোর আশঙ্কাজনক দিনগুজনক—এর এইটাই শেষ কথা বলে আমরা মনে করিনা। এই দুর্ব্বার ও দুর্ভিক্ষ অপঘাত, মৃত্যুর অপঘাত নয়। এ অপঘাতের ইতিহ, এ অপঘাতকে সমস্ত কিছুর শেষ মনে করাটা ভিত্তিতে অনুধাবন করতে হয়—তবে দেখা যাবে তা এক নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা জাতির সঙ্কটতম মুহূর্ত্তে যাঁরা পথিকৃৎ ছিলেন—তাদের জীবন, তাদের কর্ম তাদের আদর্শ তাদের অভিজ্ঞতার দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় দেশবন্ধু কেবল সে যুগেরই পরিচালক ও পথপ্রষ্টা ছিলেন না তাঁর মধ্যে মানুষের কল্যাণ প্রষ্টা যে শাশ্বত সত্য অভিব্যক্ত হয়েছিল—আজ তার অনুধাবন দরকার। কেবল দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠি তারা তা হবেন—তাকে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে।

এ প্রচেষ্টাই বিস্মৃতপ্রায়কে অবিসংবাদী করে তুলবে—আমাদের এই কথাটুকু বঙ্গোপসাগরের বালুকাটে। তার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের এই তো সার্থকতা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী চলছে। সাধারণের কাছে কিন্তু দেশবন্ধু বিস্মৃত প্রায়। চিত্তরঞ্জন দাসের ঠাকুর দাদা ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে তেলিরবাগ গ্রামে। তাঁর পিতা ভুবন মোহন দাস কলিকাতার খুব বড় এটর্নি ছিলেন। এই পরিবারটি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিল।

ইংরাজী ১৮৭০ সনে এই নভেম্বর দেশবন্ধুর জন্ম হয় কলিকাতায়। এই পরিবারের চালচলন পাশ্চাত্য ভাবধারারই প্রকাবিত ছিল। চিত্তরঞ্জন বৈশব ও বালাকালে খুব স্বাস্থ্যবান মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা থেকেই বি, এ পাশ করে—আই, সি, এস পড়বার জন্য বিলেতে যান। বিলেতে আই, সি, এস পরীক্ষা বেশ আবার ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও ১৮৯২ সনে পাশ করেন। বিলেতে থাকতেই ভারতবাসীর পরাধীনতার হাসযু তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ইংরাজের কাছেই শুনলেন—ভারতবাসীকে কারা আমরী বলে পরিহাস আর শুনলেন "ভারতীয়েরা গোলামের জাত তাদের আবার সভ্যতা কৃষ্টি ?"

এই সব ব্যাপারে পরাধীনতার জ্বালা তাকে অস্থির করে তুলল। বিলাতে থাকতেই তিনি ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে ভারতকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে—এই সংকল্প নিয়েই তিনি ভারতবর্ষে ফিরলেন।

দেশে ফিরে তিনি ব্যারিষ্টার হিসাবে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। সেই সময় ১৯০৮ সনে মুরারীপুকুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রভৃতি বহু বহু বিপ্লবী ধরা পড়েন। চিত্তরঞ্জন বহু ক্ষতি স্বীকার করেও সেই মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে প্রায় ছয় মাসেরও অধিক মামলা চালালেন। অন্যান্য বহু জনের যাঁপাস্তর প্রভৃতি সাজা হলেও—শ্রীঅরবিন্দ খালাস পেলেন। চারদিকে চিত্তরঞ্জনের সুযশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন যখন দেশে ফেরেন তখন তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর পিতা ভুবন মোহন দাস মারা যাবার পূর্বে অনেক দেনা করে ফেলেছিলেন। চিত্তরঞ্জন সে সকল ধার শোধ না দিলেও পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার ঋণ সকলকে ফেলে শেষ পয়সা পর্য্যন্ত শোধ করে দেন। দেশের লোক বিস্মিত হয়ে দেখল—এ এক নতুন লোক।

সি, আর, দাস ব্যারিষ্টার। বাংলা দেশে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে এই নামের সঙ্গে একটা বিরাটত্ব অঙ্গেত্ব হয়ে লোকের কাছে দেখা দিল। সেকালে সি, আর দাস মাসে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। বিদ্যার, বুদ্ধিতে, ঐশ্বর্য্যে তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। সি, আর, দাস একটা আভিজাত্য, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও মহাহৃদয়তার মূর্ত্তিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার জন্য অসহযোগ-সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এই ব্যাপক অসহযোগ-সংগ্রামে গান্ধীজী আহ্বান করেন সকলকে ঘরীন শাসনের সমস্ত কিছুর সঙ্গে অসহযোগিতা করে জনসাধারণের সঙ্গে জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সেই আহ্বানের মধ্যে চিত্তরঞ্জন যেন নিজের পথ খুঁজে পেলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, অহিংস করলেন—পথই যাদের একমাত্র আশ্রয় তাদের সঙ্গে পথে দাঁড়াতে না পারলে তাদের মুক্তি আনা যাবে না।

এক মুহূর্তে তিনি সেই ১৯২১ সনে ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দিলেন, তার ব্যারিষ্টারী পসার ত্যাগ করলেন—তাঁদের চমৎ ভোগ বিলাস ছেড়ে দিয়ে পথের ধুলায় যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী তাকে বললেন "দেশবন্ধু" দেশের এক বড় বন্ধু আর নেই—এখনও কেউ নেই।

এর পরে দেশবন্ধু চার বছর বেঁচেছিলেন। ১৯২৫ সনের জুন মাসে তিনি মারা যান। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন ভিত্তি তৈরী করে দিয়ে যান। জাতিকে তিনি একটা অবিসম্বাদীয় রূপ করে তার সমস্ত জাতির সঙ্গে সে হচ্ছে নেতাকী সুভাষ বসু। সুভাষ বহু রাজনৈতিক জীবনে দেশবন্ধুর কাছ থেকেই সর্ব্বাধিক নির্দ্দেশ প্রেরণা পেয়েছিলেন।

দেশবন্ধুর জীবন বস্তুত উল্লেখযোগ্য মানবতার জন্য উল্লেখনীয় জীবন। মানুষকে তিনি বড় ভাল বাসতেন—দল দেশ জাত এর গণ্ডীর, এত বিরাট ও এত তীব্র ছিল যে এই প্রেমে যে কেন জাগাই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

আজকের বাংলা দেশ, ভবিষ্যতের বাংলা দেশ—এই দেশবন্ধুকে অনুসরণ কর!! অনুসরণ কর!! তার জীবনকে জানবার চেষ্টা কর। বস্তুত মানবতার জন্য পথ খুঁজে পাবে—তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

—বি, রামগুপ্ত

বাংলার সংকট

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

বাংলাদেশ সম্বন্ধে সকলেই এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন—যেখানে তারা মনে করছেন যে কি করা যায় অথবা করবার কিছু নেই। অবশ্য বর্ত্তমান প্রশাসন এবং পুলিশ ভাবছেন এবং কাজও করছেন যে দমন নীতি আরও কঠোর ভাবে চালাতে হবে। বর্ত্তমানে প্রচলিত যে সমস্ত আইনকানুনে—মায় সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদ দমন আইনে পুলিশের হাতে যে "যা খুসী তা করবার" ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতেও প্রশাসন বলছেন যে—তুচ্ছ হচ্ছে না। বিনা বিচারে আটক করার আইন আবার জারি করার জন্য বাংলার বাজা প্রশাসন খুব চেষ্টা করছেন। এ পর্য্যন্ত যা সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা যাচ্ছে যে এই নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন বাংলার দেশের ভাগ বামপন্থী দলগুলি সমর্থন করে না। কেবলমাত্র বাংলা কংগ্রেস সমর্থন জানিয়েছেন—আর জানিয়েছেন জনসঙ্ঘ।

রাশি রাশি পুলিশ, বন্দুকের গুলি এবং কঠোর থেকে কঠোরতর আইন দিয়েও যখন কিছু হচ্ছে না তখন এই নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন যে কতটা কি করতে পারবে তা চিন্তার বিষয়। আর এইটাই মন্ত্রি পুলিশী ও প্রশাসনিক শেষ অস্ত্র হয় তবে—এরপরে ময়দানে সৈন্যবাহিনী আমদানী করা ছাড়া—যে যারা চলেছে সেই ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর কোন পথই নেই।

যে ব্যাপার চলেছে তাতে বাংলাদেশে হিংসা এবং হিংস্র বলে আর কিছু নেই। সমস্ত ভারতবর্ষে যেমন কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কি জনসাধারণের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার ও সমস্তরকমের বড় মাঝারি, ছোট ছুনীতি এমন ব্যাপক ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে যে সেটা এখন মানুষের কাছে স্বাভাবিক পর্য্যায়ে এসে গেছে, তেমনি বাংলাদেশে বিশেষ্টকরে কলিকাতার বোমা, ছোরা, গুলি, লোহার ডাণ্ডা এবং অন্যান্য উপায়ে শিশু, বালক, নারী তরুণ ও বৃদ্ধদের হত্যা নির্দ্দয় ও লঘু চোখে গুরুতর অথচ এমন স্বাভাবিক পর্য্যায়ে এসে গেছে যে দেওলি এখন আর লোকের কাছে হিংসার পর্য্যায়ে নেই।

বিশেষ করে কলিকাতায় এখন এমন একটা দিন যায় না যেদিন সরকারী পুলিশের গুলিতে লোক নিহত হয় না বা বেসরকারী বোমা বা ছোরা বা অন্যান্য উপায়ে লোককে হত্যা করা হয় না। পুলিশ এখন লাঠি চালায় না বা কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে না গুরেবারে মারবার জন্যই গুলি চালায়। বেসরকারী পক্ষে এখন আর টিল, পাটকেল আর সোডার বোতল ছোঁড়া হয় না—একেবারে তাজা বোমা। তাতপরে ছোরা তো আছেই। এই অগ্রগতির ফলে প্রায় ৩০ জনের উপর পুলিশ মারা গেছে এবং কত লোক পুলিশের গুলিতে মরেছে এবং হাজতে কত লোককে পিটিয়ে মারা হয়েছে—তার পরিসংখ্যান সঠিক প্রকাশিত হয় নাই।

বন্দুক রিভলবার পাইপগান, বোমা, ছোরা ও লোহার রড এগুলি সরকারী নিধন ও বেসরকারী হত্যার অস্ত্র। হাঙ্গামা ঠিক নয়, গেরিলা যুদ্ধ লড়াই বা বৈয়ক্তিক খুনোখুনী কিন্তু পুলিশ বা গবর্ণমেণ্ট এবং বে-পুলিশ বা বেসরকারী দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিপ্লবিক, রিপাব্লিক, এমন কি চতুর্পাক্ষিক সংঘর্ষ ক্ষেত্র বিশেষে চলছে। পুলিশ ও মজুর; পুলিশ ও সি, পি, এম; পুলিশ ও ফরওয়ার্ড ব্লক; জমির ব্যাপারে কোথাও পুলিশ ও সি পি, আই। তারপরে সি, পি, এম বনাম ফরওয়ার্ড ব্লক আর্থে, সি, পি, এম বনাম মজুর আর্থে আরও আরও সব আন্তর্দ্বন্দীয় ও আন্তর্গোষ্ঠি আর্থে পুলিশ হাঙ্গামা থামাবার জন্য গুলি করে লোক মারে। এসব হাঙ্গামাতেও ঐ একই বোমা পাইপগান প্রভৃতিই ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশেই বলা যেতে পারে এখন কোন জীবনেরই কোন মূল্য নাই বা দেয় না। স্কুল ভর্ত্তি ছেলে ও শিক্ষকের মধ্যে ক্লাশ থেকে একটি ১৪ বছরের ছেলেকে টেনে গুটি কয়েক যুবক ছোরা মেরে—মেরে ফেলে গেল, কেউ একটা হাত গুঁড়াবারও প্রয়োজন মনে করল না। প্রখ্যাত সি, পি, এম কর্মী কে, জি বসুর স্ত্রীকে স্কুলে ঢুকে কয়েকটি যুবক ছোরা মেরে মেরেতে ফেলে চলে গেল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে মেয়েদের সিলোটিন করার কথা পড়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিশেষ করে এ কি রকম বিপ্লবের নামে ভিন্ন দলের বালক ও নারীকে হত্যা করা ব্যাপার চলছে? নিন্দা? এরা তার উপরে অনেক দিন চলে গেছে।

এগুলি কি দলের লোকেরাই নিজের থেকে করছে না দলের নেতাদের নির্দ্দেশে করা হচ্ছে?

মূর্ত্তি ভাঙার ব্যাপারটা সমস্ত রকম আলোচনা ও সমালোচনার অতীত। যারা এসব করছে তারা কি সনাতন সমস্ত ঐতিহ্য সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে ধ্বংস করে নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করতে চায়? সেই নতুন সমাজের লোকে নমুনা কি—যারা এসব করছে তারাই?

কিন্তু এগুলি তাদের জন্য করা হচ্ছে—জনসাধারণের নামে জন-সাধারণের জন্য করা হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে জনসাধারণের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে বিরুপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সক্রিয় ও নিষ্ঠুর আকার ধারণ করছে। মেদিনীপুরের মফস্বলের একটি স্কুলের ছাত্রকে হত্যা করার জন্য জনসাধারণ চারদিকেই হত্যাকারী ছাত্রদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু জায়গায় দুজনকে পাওয়া যায়। তাদের কাছে অস্ত্রাস্ত্র জিনিষের সঙ্গে এসিড বাল্‌ব ছিল। জনসাধারণ তাদের ধরে মারপিট তো করেই তা ছাড়া তাদেরই এসিড বাল্‌বের এসিড দিয়ে দুটি হত্যাকারী ছাত্রেরই চোখগুলি চিরদিনের জন্য অন্ধ করে দেয়। নক্সাল থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বামপন্থী বা অন্য পন্থী নেতারা এটা কি উপলব্ধি করেন ও করান যে গ্রুপ থিওরিসেন্স থেকে মব থিওরিসেন্স আরও বেশী নির্মম আরও বেশী অন্ধ এবং নিষ্ঠুর? এ শুধু সময়ের ফের। আর দুচারটে লোক বা পার্টির ছেলে তারা নক্সাল হোক বা অন্য কোন দলেরই হোক বা সমাজ বিরোধী গুণ্ডাদল ব্লেকারই হোক হত্যেতে বহু লোকের সামনে বোমাবাজী হত্যা প্রভৃতি করে কোন রকম বাধা না পেয়ে চলে যাচ্ছে—কিন্তু এটা নিতান্ত সাময়িক মাত্র। কারণ এর পেছনে জনগণের সমর্থন নেই। এবং জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী সে প্রতিক্রিয়া এড়ানো যাবে না এবং তা যে কোন প্রোগ্রাম, পন্থাকা, ছবি লেখা মায় আমি দখল ও ধানকাটা দিয়ে ঢেকা যাবে, তা যাবে না। কারণ এই সবগুলির পেছনে সত্যিকারের রাজনৈতিক ভাবনা কিছু নেই। নিজের দল, অপরের দল—দলীয় হিংসা ও প্রতিহিংসাই প্রধান। জনসাধারণের মধ্যে যারা আছে তারা হয় জমি প্রাপ্তি, ধান প্রাপ্তি প্রভৃতির ভিত্তিতে পন্থাকা বহন করছে। প্রতিক্রিয়া সক্রিয় রূপ গ্রহণ করলে তা সংক্রামক হয়ে অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে—আরম্ভ হয়েছে। এক্ষেত্রে মব মাতঙ্ক যখন প্রথমেই নিজের মাতৃতকে হত্যা করে তেমনি এই 'মবে'র উপর চড়ে বা মবের নামে যারা এইসব করে যাচ্ছেন—সেই মব প্রথমেই কর্তাদের নস্যাৎ করবে। লেনিনের কাজে ও কথায় এগুলি 'রেভলিউশনারী ডাডোলেজ' নয়। কোনরকম মতবাদের কোন রকম প্রয়োগ কৌশল দিয়েই এইসবে যে বর্ব্বরতা পাশবিকতা এবং চিন্তাহীন অমানুষিকতা চলছে তার সমর্থন করা যায় না। জনসাধারণের তরফ থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে—তার সঙ্গে ঐ 'বুর্জোয়া' ঐ পুঁজিপতি, ঐ প্রশাসনিক মহলটা তফাৎ নিয়ে আরও পাশবিক আরও চরম বর্ব্বরতার খেলা করা দেখাবে।

ভারতবর্ষ চীন নয়। চীনের বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন বর্ত্তমান ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। এখানে তেলেঙ্গানা নিয়ে পরীক্ষা

হয়েছে। ১৯৫৭ সালীয় কেরালার কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিভাবে মবের প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বগল বাজিয়েছেন—তা আমরা দেখেছি। ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বরকম কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ নিশ্চিহ্নই শুধু নয়—তার পুনর্জ্জন্মর কোন সম্ভাবনাই নাই। আর বাংলা দেশে নক্সালের নামেই হোক আর যে নামেই হোক যারা আজ বাংলার মসনদে যথেচ্ছ বিচরণ করছেন—তারা নতুন ইতিহাস গড়তে পারবেন না। অতীত বিশেষ করে বর্ত্তমানের কার্য্যধারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে এদের কারোরই কোন নেতৃত্ব নেই। নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন? বর্ত্তমান পরিস্থিতি যা বাংলা দেশে চলেছে—তাকে কি কোন মার্ক্সবাদী, কোন লেনিনবাদী, কোন সত্যিকার মাওবাদীও কি বলতে পারেন এ তার অগ্রদূত?

প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের একজন মন্ত্রী বলছেন (তিনি কোন গোপন না করে প্রকাশ্যেই বলতেন এবং উদ্ধৃত করছি) যে—বাংলা দেশে সমাজবিরোধী বলে কেউ নেই সব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। কথাটা কতদূর খাঁটি বা কথাটি তা বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলগুলিই বলতে পারবেন কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে, বাংলার চার কোটি লোকই কি বিভিন্ন পার্টিতে কম বেশী বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে?

যারা বলছেন প্রচার, বক্তৃতা এবং অন্যান্য উপায়ে এদের বিভ্রান্ত দৃষ্টির ও কর্ণের পরিবর্ত্তন করতে হবে তারা বিভ্রান্ত। পরিস্থিতিই এদের আচরণ পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য করবে। সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে বাংলার জনসাধারণ—বেশীর ভাগই যারা এদের সঙ্গে যুক্ত নয়।

আজ কলিকাতা থেকে আরম্ভ করে গ্রাম বাংলার সর্ব্বত্র বাংলার জনহিতৈষীরা এগিয়ে এসে নতুন পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। ছুসাধ্য ঠিকই কিন্তু অসাধ্য নয়।

—।—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

আলোর সম্বন্ধে অভিযোগ

সম্পাদক, "মুক্তি" সাপ্তাহিক পত্রিকা পুরুলিয়া মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, তাং ৬।১১।৭০

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত চাঁইবানা রোডের একটী বাইলেন—যাহা চাঁইবানা রোড হইতে পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমানে Soil conservation অফিসের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং "অম পাঁড়ের গলি" বলিয়া পরিচিত, উক্ত রাস্তাটিকে Street light এবং রাস্তার খালগুলি মাটী দিয়া মেরামত করিবার জন্য বহুবারের পর বহুবার দরিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। পরন্তু ক্রমাগত চাপ দেওয়ায় গত ৪।১১।৭০ তারিখে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয় নয়জনের ডেপুটেশন যাইয়া বলিয়া আসিলেন যে "যেহেতু জনসাধারণ ট্যাক্স দিচ্ছে সেইজন্য রাস্তা মেরামত করে দিতে হবে কিন্তু কি যুক্তি আছে অ আবে বোঝান"। বলা বাহুল্য যে তাঁর ওই উক্তির পর মিউনিসিপ্যাল আইনের ১০৮, ১০৯, ১১১ এবং ২২৯ ধারাগুলি ভালভাবে পঠিত হল ছাড়া আমাদের আর কিছু বলার থাকে না।

তবে আমরা ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া ওঁনাকে জানাইয়া দিতে চাই যে, ওই এলাকার অধিবাসীরা মিউনিসিপ্যালিটিকে আর কোনরূপ ট্যাক্স দিতে বাধ্য থাকিবেন না এবং ইহার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহার সমস্ত দায় দায়িত্ব মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের।

মহাশয়, আপনার নিকট আমার অনুরোধ এই যে, ইহা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহায্য করিবেন। ইতি—

শ্রীনির্মল সিংহ

নন্দিহা, পুরুলিয়া, ৬।১১।৭০

কৃষক ব্যাঙ্ক ও সরকার

(৭ই নভেম্বরের প্রকাশিত 'কম্পাসের' সম্পাদকীয় হইতে উদ্ধৃত)

বন্যাপীড়িত পাঁচটি জেলার যদি শতের চাষীটা যাতে জানতাবে করা যায়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাহিবের জন্য ২১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার এক দর্খ দিয়েছেন। তার অর্দ্ধেকটাকে অনুদান পাবেন, বাকী ধরে নেওয়া যায়। গতীর নলকূপ প্রায় ১ কোটি টাকার মত, রিপার লিফট বেড় কোটি টাকার মত, ৬০০০ অগভীর নলকূপ —জিজেল চালিত পাম্পসহ—বাকি ভিন কোটি টাকার মত চাষী এর মধ্যে আছে। এই ৬০০০ অগভীর নল কূপ (পাম্পসহ) চাষীরা ধারে পাবেন—সবজ কিস্তিতে কয় বছরে কোন-কীর দিবেন।

কী শর্তে সাধারণতঃ এই নলকূপ পাম্পের জন্য ৫০০০ টাকার মত লোন এক একটি চাষীকে দেওয়া হয় বা হবে? কোন চাষীর যদি এ-এলাকে এক মাঠে ৬ বিঘা (২ একর) মত জমি থাকে তবেই তিনি পাবেন। এ অঞ্চলীয় শর্ত্তে এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন, কৃষি বিভাগ ও ব্যাঙ্ক থেকেও এই লোন দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বেশ কয়েক হাজার পাম্পসেট ও ডিজেল ইঞ্জিন বাংলা দেশে এখানে সেখানে গিয়েছে কিন্তু এক মাঠে এক গণ্ডে দুই একর জমিও আছে এমন চাষীর সংখ্যা খুবই কম, হয়ত শতকে দুই জনের বেশী হবে না। তার মানে চাষীদের মধ্যে যাদের জমি আছে তাদের শতকরা ৯৮ জন চাষীই এ সুবিধা পান না। বাংলা দেশের অধিকাংশ চাষী বেশীর ভাগই অত্যন্ত ছত্রিশ, তার জমির মালিক, তাও তাদের জমি চকবন্দী হয়ে একত্রে নেই। নানা মাঠে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে আছে। জমি একত্রীকরণের (consolidation of holdings) পক্ষে কোন আইন বা আন্দোলন আজও পর্য্যন্ত পশ্চিম বাংলায় নেই—যদিও সাজাহার ও উত্তর প্রদেশের কতক অঞ্চলে জমি চকবন্দী করা হয়েছে। এক মাঠে একত্রে জমি থাকিলে অবশ্য অনেকে এই নলকূপের সুবিধা পেতেন। তবে টাকাটে কি? সরকার থেকে, ব্যাঙ্ক থেকে, অ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন থেকে যত টাকা ও যত গুলি নলকূপ দেবার আয়োজনই করা হোক না কেন, বাংলার চাষী বর্ত্তমান বিক্ষিপ্ত ভূমি ব্যবস্থায় তা নামাজই নিতে পারবে। দেখা যায় ব্লকে ব্লকে মজাচাষী লগি করার জন্য ব্যাঙ্ক করা হয়, বেশীর ভাগ ব্লক তা ব্যবহার করতে পারে না, টাকা ফিরিয়ে দিতে হয়, এবং বহু কম টাকা বরাদ্দ করা হয়, ব্লক কর্ণধারীরা সাধারণতঃ তাতেই খুশি হন। আর এবারে গভীর ও অগভীর নলকূপ ও বিজার লিফট পাম্প দিয়ে পশ্চিম বাংলার শতকরা পাঁচভাগের বেশী জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয় নি—আজও ৯৫-৯৯ ভাগ জমিতে সেচ বাকী আছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? নিশ্চয় উত্তর হবে, সমবায় করে যদি চাষীরা অগ্রসর হন, তবে সমবায়ভুক্ত চাষীরা সমবেত চাষবাসের ব্যবস্থা করে এসব সুবিধা সবাইই জন্য নিতে পারেন। কিন্তু সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি অভিজ্ঞতা যা আছে তা প্রচারিত হয়েছে তাতে সমবায়ের নাম শুনলে চাষীরা ভয় পেয়ে যান। খুব নীমিত কর্মসাপেক্ষ, কয়েকজন মিলে একটা গ্রুপ করে এক একটি নলকূপ নিজে পরেন—কেবলমাত্র জলটা পাবার জন্য। কিন্তু গ্রুপ কোন সমস্যা ও অতীতে সমবায়ী নীতে সমস্যা অনেকের ভীতি আছে, কেননা একজনের অপরাধ সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরকার সমবায়কে ধ্বংস টান মারতেন। এবং গ্রুপের মধ্যে বয়মায়েশটিকে আলাদা করে পাওয়া যাবে না। এর ফলে আর যখন কৃষিবিভাগ চাষিদের বলেছেন যে, যে গ্রুপ করেও তারা নলকূপ ও পাম্প নিতে পারেন, তার জন্য কোন সাড়া আসে না। গ্রুপের তাৎপর্য্য কি, তার মধ্যে বিশ্বাসটি কি করে দূর করা যায় এ সমস্ত কাগজে পত্রে অথবা অন্য কোন উপায়ে কোন প্রচার হয় না। এমনকি গ্রুপ করতে চাষিদের বিধা কোথায় এবং কেন সেটাও কর্তৃপক্ষ কখনও ধীর মস্তিষ্কে ভেবে দেখবার অবসর পান নি।

(ক্রমশঃ)

—।—

পুরুলিয়ায় রাস মহোৎসব

আগামী ১৮ই নভেম্বর রাস মহরমে এক বিংশতিতম রাস মহোৎসব ও মেলা শুরু হবে। ঐ দিন সকালে যথারীতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বীগ্রহ বিগ্রহ সহ শোভাযাত্রা, পুষ্পার্চনা, হোম প্রভৃতির পর বৈকাল ৫ ঘটিকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। এই সূত্রে সপ্তাহব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে আগামী ২২শে নভেম্বর ও ২৩শে নভেম্বর তারিখে ফেলিয়া পাড়া দুর্গা মন্দিরে রাস মহোৎসবের সাধ্যায়কল্পে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া রাস মেলায় প্রায় প্রতি রাত্রে যাত্রাগান হবে।

গত ৬ই নভেম্বর তারিখে রাস মহোৎসবের নূতন কার্যকরী সমিতি গঠন ও কর্মকর্তা নির্বাচন হয়েছে। সমিতির কর্মকর্তা হলেন—

সহ সভাপতি—সর্বশ্রী গুরুপদ চট্টোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র বীরব ও অনিল চন্দ্র বীরব।

সম্পাদক—সর্বশ্রী হরিহর বীরব ও গুণেন্দ্র নাথ বীরব।

সহ-সম্পাদক—সর্বশ্রী ত্রিভঙ্গ হরিণা, ও গোবিন্দ বীরব।

কোষাধ্যক্ষ—সর্বশ্রী মদন মোহন বীরব, কৃষ্ণ চন্দ্র বীরব।

জীতান গ্রামে ডাকাতি

গত ৮ই অক্টোবর মধ্য রাত্রিতে ২৭।২৪ জন ডুয়ার্স অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বান্দোয়ান থানার জীতান গ্রামের শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মাহাতের গৃহে হানা দেয় এবং ছয়জার কপাট ভেঙে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকে কৃষকের বন্দুক দিয়ে বেঁধে এবং মেয়েদের মারধোরের ভয় দেখিয়ে অলঙ্কার, নগদ টাকা, কাপড়-চোপড়, বাসনপত্র ও চাল, ডোনার ইত্যাদি প্রায় ২২০০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে পলায়ন করে। ডাকাতেরা সব মুখে চুনকালি মেখে এসেছিলো এবং সঙ্গে করেওজন মহিলা ডাকাতও ছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জীতান গ্রামে লোকনৃত্যের সময় শ্রীমতিবরি মাহাতের বাড়ী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র পোষের তিরোধান দিবস উপলক্ষে স্মৃতি অনুষ্ঠান

বিগত ২৮শে আশ্বিন বড়ডুকর গ্রামে অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধের জ্ঞান এবংসকর স্বর্গীয় অতুল চন্দ্র ঘোষের তিরোধান দিবস প্রতিপালিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে থানার বহু বিশিষ্ট কর্মী সমবেত হয়। লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্ত ভজহরি মাহাত মহাশয় এই স্মৃতিবাসরে সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র মাহাত, প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন মাজি কাকাবাবুর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভার শুরুতে রামায়ণ সংগীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী বিমল মাহাত, হেমচন্দ্র মাহাত, নীলকমল মাহাত এবং আরও অনেকে।

বন্দে মাতরম ধ্বনি দিয়ে সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইন প্রসঙ্গে

রেলমন্ত্রী শ্রীনন্দার পত্র

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এম, পির নিকট কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারী নন্দার লিখিত পত্রের সারাংশ

গত ১১-৫-৭০ তারিখে পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইনটি বড় লাইনে রূপান্তর প্রসঙ্গে আপনি ও শ্রীভজহরি মাহাত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে স্মারকলিপি প্রদান করেন সেই প্রসঙ্গে জানতে চাই যে ১৯৬৯ সালে "আন-ইকনমিক ব্রাঞ্চ লাইনস্ কমিটি" সুপারিশ অনুসারে রেলওয়ে বোর্ড পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইনটি ব্রডগেজ করার প্রসঙ্গে বিস্তারিত ট্রাফিক সার্ভে করাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সার্ভে সমীক্ষার ফলাফলের উপর এই লাইনটি ব্রড গেজ করাবার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে নির্ভর করবে।

দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

গণনারায়ণ সেবা

দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় নবকুঠ নিবাসের রোগীদের এবং দেশবন্ধু রোডে দেশবন্ধু নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গণনারায়ণ সেবার মাধ্যমে জুবিলিতে আনন্দিত করা হয়। এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করেন জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীসরেন রঞ্জন চৌধুরী এবং শ্রীমজিত মিত্র।

জয়ন্তী সভা

সন্ধ্যা ৬-০০ ঘটিকার সময় তরিণক সাহিত্য মন্দিরের অঙ্গনীয় তলে দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের জয়ন্তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক শ্রী কে, এম, শাল আই-এ-এস। সভার প্রারম্ভে অম্বিধায়ন পাঠ করেন শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীনন্দদুলাল মিত্র এবং শ্রীঅরুণ কুমার দী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন সুরবীর্থ সঙ্গীত সংস্থার শিল্পীবৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রীগৌরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগ ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা করেন এবং ছাত্রজীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সান্নিধ্যে আসার ও অনন্যসাধারণ তাঁর ভাষণ শোনার দুর্লভ সুযোগের কথাও বর্ণনা করেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়গুপ্ত তাঁর দীর্ঘ ভাষণে পুরুলিয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু ও দেশবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ যোগের কথা বর্ণনা করেন। পুরুলিয়ার রায় পরিবারের্গর বাসের জন্য পিতা ভুবনমোহন কর্তৃক একটি বাংলো বাড়ী ক্রয় এবং সেই বাসভবনে দীর্ঘকাল বাস করার পর মাতা নিস্তারিণী দেবী ও পিতা ভুবন মোহনের মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর অনুজা শ্রীমতী অমলা হালদার বাসিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও বিবিধ সমাজ সংস্কারমূলক কার্য্যকলাপের বিবরণ দেন। আইন ব্যবসায়ে সুযশ অর্জনের চিত্তরঞ্জন হালদার পুরুলিয়া বেওয়ানী আদালতে একটি মামলা পরিচালনা এবং সেই সূত্রে পুরুলিয়া সহরে বিশেষ চাঞ্চল্য ও আলোড়নের কাহিনীও বর্ণনা করেন।

দেশবন্ধুর স্বভাবন ত্যাগ ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম পুরুষ হলেন দেশবন্ধু এবং তাঁর আদর্শ ও কর্ম চিরকাল ভারতের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। দেশবন্ধুর মানবতা ও মানবপ্রেমের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এরূপ মানবপ্রেমী পুরুষ কেবল ভারতবর্ষে কেন -সমগ্র বিশ্বেই বিরল।

সংগ্রামী পুরুষ দেশবন্ধুর জীবনী আলোচনা সূত্রে, তিনি তাঁরকবেরের মোহান্ত সজ্ঞীন্দ্রগিরির দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আন্দোলনের সত্তাগ্রহে দেশবন্ধুর নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং শ্রদ্ধা করেন্ত্রে সভাপতিত্বকে দেশবন্ধু সুস্থ জাতিকে আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে বৃটিশ নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। সেই সূত্রে দেশবন্ধু আইনের ব্যাখ্যা করে বলেন যে দেশের দুর্দশা, অনাহার ও দীন ব্যক্তিদের সহায়কল্পে যদি দেশের আইন প্রণেতা ৭১ জন-তাদের ওপর সহায়তা দিতে না পারে তবে সেই আইন অত্যাচারের নিদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। সেই আইন ও শৃঙ্খলার কোনও মূল্য থাকে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীগৌরগুপ্ত স্বাধীন ভারতের শাসনে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমালোচনা প্রসঙ্গে জনগুরু অকলে এক নারী নির্যাতনের ঘৃণ্য কাহিনীর উল্লেখ করে বলেন যে উক্ত নির্যাতিতা রমণী জরপুর থানায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কোনও প্রতিকার বা সহায়তা তো পাচ্ছই নি—বরং সেই রমণীর স্বামী পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়ে হেনস্থার ও নির্যাতিত হচ্ছে। এই ঘটনার সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন থানীন ভারতে পুলিশ ও প্রশাসনের যদি এই রূপ ঠাঁড়ায় তবে নিজেদের স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে গর্ব করার মুখ আমাদের কোথায়? এই ক্ষেত্রে আইন ও প্রশাসন দুর্বল ও অসহায়দের পীড়নের যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে বিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রামের নামে উন্মত্ত হিংসার যে তাণ্ডব চলছে তার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন নেতৃত্বের দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্যই এই সব উদ্ভ্রান্ত কার্যের সংঘটিত হচ্ছে। এই সূত্রে তিনি আরও বলেন যে দেশবন্ধু, গান্ধীজী, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের আদর্শ ও বাণী শাশ্বত ও অমর হয়ে থাকবে—সুতরাং তাঁদের মৃত্তি ভাঙার উন্মাদ কার্যকলাপ যারা তাঁদের আদর্শকে ম্লান বা নষ্ট করা যাবে না।

দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

প্রভাতফেরী, শোভাযাত্রা, জয়ন্তী সভা প্রভৃতি মাধ্যমে উদ্‌যাপিত

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-এর শততম বর্ষ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সমগ্র ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাঁর পুরুলিয়াতেও তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব প্রভাতফেরী, সভা ও শোভাযাত্রা, গণনারায়ণ সেবার প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

গত ৫ই নভেম্বর তারিখে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী ও বয়স্ক শিক্ষা এই তিন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে সমগ্র সহর পরিক্রমা করে প্রভাতফেরী করে। একটি সুসজ্জিত ট্রাকে দেশবন্ধুর আলেখ্য স্থাপন করে ছয়জন ছাত্র মাইকযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকে এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা পরস্রদ্রে সহর পরিক্রমা করে এবং তাদের পুরোভাগে ব্যাণ্ড বাদকেরা থাকে।

সকাল ৬-৩০টার সময় স্থানীয় আদালত প্রাঙ্গন থেকে চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা ঝুরি নিবারণ পার্ক ও বরাকর রোড দিয়ে নিস্তারিণী কলেজে সমবেত হয়। নিস্তারিণী কলেজে প্রবেশের মুখে কলেজের ছাত্রীরা সাধিবদ্ধভাবে দুই পার্শ্ব দণ্ডায়মান থেকে শোভাযাত্রাকে অভ্যর্থনা জানায়। নিস্তারিণী কলেজের বর্তমান অধিনতি দেশবন্ধুর পুরুলিয়াস্থিত বাসভবন ছিল। দেশবন্ধুর সেই বাসভবনের প্রাঙ্গণে বাগানায় একটি সুসজ্জিত বেদীর উপর দেশবন্ধুর আলেখ্য স্থাপন করা হয় এবং সমগ্র অনুসঙ্গি অনুষ্ঠান দেওয়া হয়। দেশবন্ধুর আলেখ্যের পার্শ্বে দেশবন্ধুর অনুজা-জননী ভুবনমোহন হাল ও নিস্তারিণী দেবীর আলেখ্যও স্থাপন করা হয়। পুরুলিয়ার এই বাসভবনে নিস্তারিণী দেবী দেহত্যাগ করেন এবং দেশবন্ধুর পিতামাতা উভয়ের স্মারি এই ভবন প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

দেশবন্ধুর আলেখ্যের সম্মুখে একগুচ্ছ রীপ জ্বালিয়ে তাঁর আলেখ্যে মাল্যদান করেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীরুচী ইন্দা ভট্টাচার্য্য। ছাত্রীরা সেই সময় শঙ্খধ্বনি করে। তারপর কলেজ অফিসের সম্মুখস্থ চত্বরে পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন অনুষ্ঠান হয়। পতাকা উত্তোলন করেন লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীমকুল চন্দ্র ঘোষ। সেই সময় কলেজের ছাত্রীরা শঙ্খধ্বনি এবং চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের ছাত্রেরা ব্যাণ্ড ও বিউগল বাজাতে থাকে। কলেজের ছাত্রীরা পতাকা অভিবাদন সঙ্গীতও পরিবেশন করে। পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠানের পর কলেজের ছাত্রীরা আরও কয়েকটি দেশাত্মবোধক ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জনযোগের জন্য দুধ ও বিস্কুট পরিবেশন করা হয়। স্থানীয় বেতরুন্দ সংস্থা থেকে দুধ এবং তথ্য ও জন সংযোগ দপ্তর থেকে বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।

আলোচনা চক্র

নিস্তারিণী কলেজের অনুষ্ঠানের পর জেলা তথ্য ও জন সংযোগ দপ্তরের তথ্য কেন্দ্রে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা চক্রে মহকুমা শাসক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় উদ্বোধন করেন শ্রীবনোদ চৌধুরী এবং পুরুলিয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু ও দেশবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের তথ্যাদি পরিবেশন করেন। এই সূত্রে জেলা তথ্য ও জন সংযোগ আধিকারিক শ্রীসরেন রঞ্জন চৌধুরী, শ্রীমজিত মিত্র, জেলা দমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রী এম, বি, মণ্ডল প্রমুখরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। মানভূম জিউবিয়া স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীনিকাই পাণ্ডুরী দেশবন্ধুর জীবন ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রীবিলীপ কুমার রায় চৌধুরী, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীমোহন বংশী মণ্ডল, ডি, আই অফ স্কুলস্ শ্রী এস, এম, রায় প্রমুখেরা।

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

স্থানীয় সংবাদ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

গত ৭ই নভেম্বর ৪৯তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন এবং নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রীদিগেন্দ্রনাথ মিত্র সমবায় পতাকা উত্তোলন এবং আন্তর্জাতিক সমবায় ঐক্য সংস্থার ঘোষণা বাণী পাঠ করেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত সমবায় আলোচনা সভায় জেলা সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক সভাপতিত্ব করেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অশোক চৌধুরী, দিগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রবীর কুমার মল্লিক, সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিমীল মহাশয়। মহকুমা শাসক (উ) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও সমবায় আন্দোলন ও কর্মধারা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এক সপ্তাহব্যাপী জেলার বিভিন্ন স্থানে সমবায় সপ্তাহের বিবিধ দিবস অনুষ্ঠান সফলভাবে উদ্‌যাপিত হবে।

ভারতীয় রেড ক্রশের সুবর্ণ জয়ন্তী

ভারতীয় রেড ক্রশ সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯২০-৭০) উপলক্ষে সোসাইটির পুরুলিয়া জেলা শাখা কর্তৃক গত ৭ই নভেম্বর তারিখে নিজস্ব ভবনে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা সংস্থার চেয়ারম্যান ও জেলা শাসক শ্রীকে, এম, লাল আই-এ-এস সভাপতিত্ব করেন। পুরুলিয়া জেলা স্কুলের নিম্ন শ্রেণিভাই চন্দ্র রায় শক্তি-বাচন পাঠ করেন ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রীরা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে। জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবাদল চন্দ্র সোমাই বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠশেষে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সোসাইটির নিজস্ব ভবন নির্মাণের বিষয়ও উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ডাঃ এম, পি, মুখার্জী, নি-এম-ও-এচ প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

পুরুলিয়াস্থ

ট্রেনের সময়-তালিকা

১লা অক্টোবর ১৯৭০ হইতে

ট্রেন নং	নাম	আসে	ছাড়ে
সকাল			
৮৮ আপ	পাটনা-টাটা এঃ	৫-৪০	৫-৫০
৪ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৬-২৫	×
৪১৫ আপ	হাওড়া-চক্রধরপুর	৬-৪১	৬-৪১
৪২২ ডাউন	চক্রধরপুর-(গোমো)	৮-১১	৮-২২
১ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	×	১০-২০
৩৫৭ আপ	আসানসোল-টাটা	১০-৫৩	১১-৫৬ (ক)
দুপুর			
৩৫৮ ডাউন	টাটা-আসানসোল	২-০৯	২-১২ (খ)
সন্ধ্যা			
২ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	৪-১০	×
৩১৬ ডাউন	চক্রধরপুর-হাওড়া	৬-০৬	৬ ৪৬
৪২১ আপ	গোমো-চক্রধরপুর	৭-০৩	৭-১৩
৩ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	×	৭-২০
৮৭ ডাউন	টাটা-পাটনা এঃ	৯-৪৫	৯-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(ক)			(খ)		
স্টেশন	আসে	ছাড়ে	স্টেশন	আসে	ছাড়ে
আসানসোল	×	৭-৪০	টাটা	×	১১-৫৫
আত্রা	৯-০৫	১০-০০	চান্ডিল	১২-৫৫	১-০০
পুরুলিয়া	১০-৫৩	১০-৫৬	পুরুলিয়া	২-০৯	২-১২
চান্ডিল	১২-১৫	১২-২০	আত্রা	৩-২০	৩-৪০
টাটা	১-২০	×	আসানসোল	৫-০৫	×

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer, (P. W. D.)
Purulia Division, Purulia.

Notice Inviting Tenders (Abridged)

Sealed tenders in printed tender form as specified for the following works from eligible tenderers as per particulars below and will be received by the Executive Engineer, Purulia Division, P. W. D., upto the time specified here-in-under.

The tender forms and other documents can be seen from the Office of the Executive Engineer, Purulia Division, P. W. D., and Sub-Divisional Officer, Purulia and Raghunathpur Sub-Division on all working days during office hours.

The tender forms and other documents will be issued only during office hours on all working days and the intending tenderers will have to produce valid certificate of upto date clearance of income tax and sales tax.

No tender papers shall in any case be issued on the last date of receipt of tenders.

1. Last date and time limit for receipt of tender : 17th November 1970 upto 15 00 hours.

Name of the works.	Estimated amount put to tender.	Earnest money.	Contractors eligible to submit tender.
Providing water taps within the Civil Court Compound at Purulia, in the Dist. of Purulia. (Plumbing portion).	Rs. 12, 762.00	Rs. 319/-	Class II regd. contractors of P. W. D. & C. B. as per approved list of Sanitary & Plumbing works.

2. LAST DATE AND TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDER : 24th November 1970 upto 15.00 hours.

Construction of Rural Family i) welfare planning Sub-Centre at Illo under Block Jhalda (I) in the Dist. of Purulia. (Structural portion.)	Rs. 17,968.00	Rs. 450/-	Class IV regd. contractors of P. W. D & C. B. as per approved list for road & Building works.
Construction of Rural family ii) welfare planning Sub-Centre at Chainpur in the Dist. of Purulia. (Structural portion.)	Rs. 17, 437.00	Rs. 436.00	Class IV regd. contractors of P. W. D. & C. B as per approved list of Road & Buildings works

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া আনন্দময়ী বালিকা সংশোধনাগারের সংলগ্ন চাকলা মৌজা মধ্যে ধান, কলাই, গম ইত্যাদি আবাদযোগ্য ৬০ বিঘা জমি বিক্রয় হইবে। মাছ চাষ ও সেচ উপযোগী ২টী করিয়া বাঁধ ও গড়িয়া আছে।

আম, জাম প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলের গাছ ও অন্যান্য নানাবিধ গাছ ঐ সীমানার মধ্যে আছে। চুন কৈরী, বসবাস ও গোয়ালের জন্য ১টী করিয়া খোলার ঘর আছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সন্ধান করুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী
আনন্দধাম মুনসেফডাঙ্গা, পোঃ পুরুলিয়া।

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়া
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান
STOCKISTS & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.
অক্সিজেন সিলেণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

কুকুরী চন্দ্রমুখী আলু বীজের দাম

খুচরো বিক্রয় ১৭৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে ৫০ কেজির বস্তা ৮৫৲
গ্রামাঞ্চলে খুচরো বিক্রি ১৮৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে নিলে—দামের ওপর যাতায়াত খরচ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় বিরাগচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ক্লান্তিহত জাগ্রত প্রাণ্যবান নিরোধক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সোমবার, ১৬ই নভেম্বর '৭০
৩০শে কার্ত্তিক ১৩৭৭

বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲
নগদ—১৫ পয়সা

১৯০৮ সনের ১০ই নভেম্বর নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য কানাইলালের ফাঁসী হয়।



ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান হে
আমি অন্যত্রে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কেবা বলিদান হে।

পুরুলিয়া জেলায় সরকারী সেচ ব্যবস্থার রহস্য

(ভজহরি মাহাত এম, পি)

উপক্রমণিকা

মুক্তির গত সংখ্যায় পুরুলিয়া জেলার শিল্প ও খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই পুরুলিয়া জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা না হলে যে এখানকার কৃষি-নির্ভর জীবনের কোন অগ্রগতিই হতে পারে না—এ কথা আমরা গত ২৫ বছর ধরে বলে, চেষ্টা করে, ছোট বড় পরিকল্পনা রাশি রাশি দিয়েও সরকারী অনিচ্ছা, জড়তা ও অকর্মণ্যতা—এই পুরুলিয়া জেলার সম্বন্ধে ঘুচাতে পারিনি।

কি কংগ্রেস সরকার, কি যুক্তফ্রন্ট সরকার পুরুলিয়া জেলার সেচ সম্বন্ধে কোন একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি। অরুণবাবু বাইরে থেকে এবং বিভূতি বাবু মন্ত্রীসভার মধ্যে থেকে বহু চেষ্টা করেছেন কিন্তু একমাত্র সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার প্রকাশ ছাড়া কার্যকরী ব্যবস্থা কিছুই হয়নি। পুরুলিয়া জেলাকে স্থায়ী দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে।

এ বৎসর অভূতপূর্ব্ব খরা হওয়াতে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে অরুণবাবু, বিজেন সেনগুপ্ত, এম, পি ও আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করি। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে স্বচক্ষে এ জেলার অবস্থা দেখবার জন্য আসতে বলা হয়। তিনি এসেও ছিলেন।

এই সব প্রচেষ্টার ফলে পুরুলিয়া জেলার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি পড়ে। তার ফলে এই জেলাকে পশ্চাৎপদ জেলা হিসাবে স্বীকার করে, শিল্প, সেচন প্রভৃতিতে বিশেষ ও অগ্রাধিকার দেবার কথা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ঘোষণা করেন। কিন্তু কিছু হবার বা এগোবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

এই পরিস্থিতিতে লোকসভার গত অধিবেশনের সময় ৩১ সেপ্টেম্বর আমি ও শ্রীবিজেন সেনগুপ্ত এম, পি কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও এর সঙ্গে দেখা করি। তার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি ও কয়েকটি স্কীমও দিই। তিনি আমাদের সামনেই তার সেক্রেটারীর কাছ থেকে পুরুলিয়ার সেচ ব্যবস্থার সম্বন্ধে জানতে চান। সেক্রেটারী মহাশয় ফাইল খুলে দেখালেন যে—পুরুলিয়া জেলার মধ্যে যে কয়টি স্কীম নেওয়া হয়েছে তার কোনটাই আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হয় নাই এবং বাংলা সরকার সেচনের জন্য এমন কিছু টাকাও রাখেন নি যে নূতন কোন স্কীম নেওয়া যেতে পারে।

মন্ত্রী মহাশয় সমস্তই শুনলেন ও দেখলেন। আমাকে বললেন যে—বলুন আপনি কি চান?" আমি বললাম—পুরুলিয়া জেলায় চাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা হোক। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টিতে পুরুলিয়া জেলায় একমাত্র ফসল ধান হচ্ছে না। প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে আর আমরা কেবল ডি, আর, ও, টি, আর এর জন্য ভিক্ষা মাগছি। এই অবস্থায় জিলার মানুষ কেমন করে বাঁচবে?

আমি ডাঃ রাওকে পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শনের জন্য জোর দেওয়ায় তিনি বললেন—যখন পার্লামেণ্ট বন্ধ হবে সে সময় আমি এখান থেকে একজন স্পেশাল সেচ বিশেষজ্ঞকে পুরুলিয়া জেলায় পাঠাবো। তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যে রকম ভাল হয় সেই রকম সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

সেচ বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় ইনজিনীয়ারের পুরুলিয়া সফর

গত ৩০শে অক্টোবর তিতানে আমার বাড়ীতে আমাকে একজন ইনজিনীয়ার সংবাদ দেন যে ৩রা নভেম্বর তারিখে দিল্লী থেকে ইনজিনীয়র মিঃ বানার্জী—আসবেন—এবং তার সঙ্গে বাংলার চীফ ইঞ্জিনীয়রও থাকবেন। তারা পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি ৩রা নভেম্বর বেলা ২টা নাগাদ পুরুলিয়ার সার্কিট হাউসে যাই সেখানে দিল্লী থেকে আগত মিঃ শ্রীবানার্জি, বাংলার চীফ ইনজিনীয়র ও পুরুলিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র ছিলেন। আমি লিখিতভাবে যে সমস্ত সেচ পরিকল্পনা ডাঃ রাওকে দিয়েছিলাম সে বিষয়ে কথাবার্তা সুরু হলে বাংলার চীফ্ ইনজিনীয়র তার ফাইল খুলে বলেন যে পুরুলিয়া জেলায় ৯টি সেচ স্কীম মঞ্জুর করিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি এবং আরও ৬টি স্কীম আমরা সার্ভে করে স্কীম প্রস্তুত করেছি। সেই স্কীমগুলির নক্সাও দেখালেন। তার পর তিনি স্কীমগুলিতে কাজ করবার অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বললেন "স্টাফ কম, স্কীম দেখাশোনার জন্য গাড়ী নেই, বাইরের লোক আসছে—তাদের থাকবার জায়গা নেই ইত্যাদি।

আমি বললাম যে—ঐ সকল স্কীম দীর্ঘদিন ধরে স্কীমই হয়ে আছে—কাজে কিছুই এগোয় নি। এবং আমি যে সব স্কীম দিয়েছি সেগুলি আপনার স্কীমের মধ্যে নেই।

তিনি বললেন—আপনার ২টী স্কীম আছে—তা হচ্ছে সুবর্ণরেখা নদী ও বরাভূম অর্থাৎ নেপোই নদী ও নারাণপুর।

মিঃ বানার্জি তার ফাইল খুলে আমার চিঠি বের করে বললেন যে টটুকো নদী আঁকরো স্কীম আপনার কোনদিকে? আমি বললাম—এখান থেকে ৩০।৩৫ মাইল দূরে। ঐ নদীতে বৈশাখ মাসেও জল বয়ে যায়।

চীফ্ ইনজিনীয়র বললেন—এই জেলায় মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ একর তার মধ্যে ৯০ লক্ষ একর জমিতেই বন পাহাড় ইত্যাদি। মাত্র ৬০ লক্ষ একর জমিতে কিছু ফসল হয়। এর মধ্যেও মাত্র ৪০ লক্ষ ধানী জমি আর বাকী গোড়া জমি।

তিনি বললেন—আমার এই ২টী স্কীমে মাত্র ৬০ হাজার একর জমিতে সেচন দিতে পারা যাবে। সবই ছোট ছোট স্কীম। কেবল কংসাবতী স্কীমটি কিছু বড়। তবে সেই স্কীমটি করতে হয়তো আরও ২০-২২ বছর লাগবে। সব স্কীমগুলি হলে প্রায় ২ লক্ষ একর জমিতে সেচন হতে পারবে। গভীর নলকূপ এই জেলায় বসানো যাবে না।

এই কথা শোনার পরে আমি বললাম যে এই জেলাতে বহু ছোট নদী আছে—যে সব নদীতে বছরের জল বয়। সে সব নদী ও ছোড়ের কিনারে পাম্প বসিয়ে হাজার হাজার একর জমিতে জল দেওয়া যায়। এই রকম ছোট ছোট স্কীম করলে পুরুলিয়া জেলার লক্ষ লক্ষ চাষীরা শুধু

উপকৃতই হবে না—পুরুলিয়া বাসী দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পাবে। বছর বছর এই জেলাতে যে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষ চলে আসছে—অনাহারে মানুষ মরছে—তা থেকে লোক রক্ষা পাবে।

আমার কথা শোনবার পরে শ্রীন্যানার্জী বললেন—এমন স্কীম আপনি দু চারটি দেখাতে পারেন? আমি বললাম যে—হাঁ চলুন আমার সঙ্গে। প্রথমে মাঝিহিড়ার কাছে চাকা নদীর স্কীম তাঁকে দেখাই।

তিনি বললেন—চলুন।

আমরা চাকা নদীর স্কীম দেখার জন্য রওয়ানা হলাম।

(বাকী আগামী সংখ্যায়)

—০—

কৃষক ব্যাঙ্ক ও সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনে করুন, একটি তিন ইঞ্চি পাইপের টিউবওয়েল পাঁচ ফোড়া ইঞ্চির অথবা ইলেকট্রিক চালিত পাম্পের সাহায্যে মিনিটে কী বিশ গ্যালন বিঘা জমিতে বারো জন লোক সেচ দিতে পারে। এই সাত একর জমি যাদের তারা যদি সবাই সমবেত ও সক্রিয়ভাবে (collectively and severally responsible for the loan) লন কুপটি ও পাম্পটি নিতে পারেন, তবেই কিন্তু সব গোড়া চুকে যায়। কেবল নির্দ্দিষ্টভাবে কথা ওঠে না, কেন না ছ একরে যেখানে পাঁচ হাজার টাকার মত কোন বেওয়া সম্ভব ছিল, সেখানে সাত একর তো বটেই ও বেশী। তার মধ্যে ২-১ একর জমি যদি সবে মেরামতের বলেও সার্ভে করার পর ধরা পড়ে, তাতেও মিনিমিডিয়ার দিক থেকে প্রশ্ন আসে না। যারা ঋণভুক্ত তারাই প্রত্যক্ষভাবে নলকূপের দায়িত্ব নিতে পারেন, সেচ এলাকার বাকী যে অংশটুকু ঋণগ্রস্ত বলে প্রতিপন্ন হবে তাদের জন্য ডিগ্রিই হবে তার বিক্রি করতে পারেন, অথবা নিজেরা বোঝাবুঝি করে অন্য কোন উপায়ে তাদেরও সেচের জল দিতে পারেন।

কোন রকমে একটি গ্রুপ করে একটি নলকূপ বসালেই চাষীর সব জমিতে জল মিলবে না, ঐ নলকূপ এলাকার বাইরে মাঠের অন্তরে আর যে আইও টিলাতে টিলাতে জমি আছে তাতে সেচ মিলবে কি করে? যদি ঐ গ্রুপ নিজেদের আরও নলকূপ পর পর বসিয়ে নেওয়া যায়—যাতে ছোট্ট মাঠটাতে সর্ব্বত্র সেচ পাং—তখন কোন না কোন নলকূপের জলে চাষীর সব জমিই সেচ পাবে। মানে, একটি গ্রুপ করে একটি নলকূপ বসালেই হবে না মাঠকে মাঠ এভাবে নলকূপ, নিবিড় দূরে দূরে বসিয়ে যেতে হবে যাতে সব জমিতেই সেচ মিলে। একটি মাঠ ধরে যদি এই স্কীম সার্থক করা যায়, তবে তার দৃষ্টান্ত দেখে সর্ব্বত্র এই প্রথা ক্রত ছড়িয়ে পড়বে। ছোট মাঝারি ও বড় সব চাষীই সেচ পাবেন, এবং সকলে সমান সুবিধা পাবেন, ছোট বলে কেউ বঞ্চিত হবেন না। প্রতি নলকূপের অন্তর্গত সেচ নিজ জমিতে যার যতটুকু জমি, হাজারবি রেখা তার ততটুকুই পাবে, অথচ একটি নলকূপ একাই বসাবার মোট লোনের বোঝা ও ঝুঁকিও কাউকে নিতে হবে না। নলকূপটি যার জমি বেশী তার অধিনে বসবে না, বসবে তাদের জমিতে যেখানে বসালে ঐ ৭ একর জমিতে সহজে ও সব চেয়ে ভাল সেচ দেওয়া সম্ভব।

কেবল সরকার ও ব্যাঙ্ক নয়—আপনারা ইণ্ডাষ্ট্রিজকেই একথা বুঝতে হবে না। প্রথমত ও প্রধানত চাষীদেরকেই একথা বুঝতে হবে। চাষীদের নিজেদের মধ্যে কত ভুল বোঝাবুঝি আছে—পরস্পরের অথথা বিরোধ আছে, সন্দেহ আছে সে তো জানা কথা। তাছাড়া আছে তাদের যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধ রক্ষণশীল মনোভাব, নতুন কিছুকে ভয়। তাদের বৈর্য্যের সঙ্গে কে কবে কতটুকু বুঝেছে? জমি পাইলে কে কি আন্দোলন ও লোভ অনেকে দেখিয়েছেন, কিন্তু কেমন করে জমিতে সেচ পাং, সার পাবে, কম সুদে ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় সব রকমের লোন পাবে, তাদের জন্য কখন কিরূপ করার জন্য কতদিন নিজস্ব তদারকে থাকতে হবে—তাদের ক্ষমতা পাবে—এসব শিক্ষা দীক্ষা কখনও দেওয়া হয় নি—এরকম কৃষক মনিভিজলি থাকা সত্ত্বেও সরকার থেকে এসব বিষয়ে অনুশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, হয়তো একটা সিলেটেড কেউ দিয়েছেন দেখাতে পারেন না, একটা সভাও এ সম্বন্ধে কেউ করছেন বলে জানা নেই।

সমস্ত পশ্চিম বাংলার এখানে সেখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া কতক হাজার অগভীর নলকূপ ও পাম্প যা দেওয়া হয়েছে, তার কার্য্যকারিতা বা performance কী হলো, তা জানবার কোন ব্যবস্থা নেই। যার কেন শোধ দেয় না সব চাষীরা সেটা বোঝবার চেষ্টা হয় না। হয়তো পাম্পটা কাজই করছে না। এতো অরাজকি—জাগির ব্যবস্থার অভাবে আরও হয় না। হয়তো পাম্প নিয়ে কেউ প্রচুর লাভ করে নিয়ে ঐ লোনের ও পাঁচ ভাগ সেটা টাকাই সেই মোটা চাষী মহাজনে খাটাচ্ছেন। সহকার ও ব্যাঙ্ক থেকে চাষীদের লোন দেবার উদ্দেশ্য ছিল চাষীদের মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাবে এই, সরকারী ও ব্যাঙ্কের লোন দিয়েই নূতন নূতন মহাজন সৃষ্টি হচ্ছে—সরকার ও ব্যাঙ্ক তাদের কর্তৃপক্ষেই পরিণত করে দিচ্ছেন। গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীরা আরও মার খেয়েছে, তাদের অবস্থা ফিরে ফিরে খারাপই হচ্ছে—কেননা তারা লোনের জন্য নলকূপ পান নি, পাম্প পান নি, সার পান নি, বীজ পান নি। এই জন্যই বলা হয় সমূহ বিষয়ের সঙ্গে সাথে সাথে ঘোট উঠে সেটা রক্তস্রিয়ার ও গ্রামে গ্রামে বর্দ্ধমান অশান্তি। এখন সময় হয়েছে যখন সরকারের একটা যুক্তসঙ্গত বিচার করে সমিতিভিত্তিক উপায়ে অগ্রসর হওয়া একটা মাঠ ধরে সমভাবে বা concentrated উপায়ে গ্রাম করে অগ্রসর হওয়া।

প্রথমে সরকার বা ব্লক থেকে মোটা কয়েক কপল বেছে নিয়ে সেখানকার চাষিদের উপর কাটচাল ও বিশেষ সুবিধার সনদ দেওয়া হবে। মানে কিছুটা pressure এবং কিছুটা inducement থাকা চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ঘোরাবার ব্যবস্থা চাই।

প্রথমেই চাষিদের সোজা বলা হবেকার যদি গ্রুপ করে অগ্রসর না হন এবং একটি মাঠ বা একটা গ্রাম নিয়ে অগ্রসর না হন তবে আপনাদের এ সুবিধা হবে না। সবাই মিলে উদ্যোগী হলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত চাষ বাস, সেচ, পাম্প, বিদ্যুৎ এসব দেওয়া সম্ভব নয়। সবাইকে প্ল্যান করে অগ্রসর হতে হবে—চাষবাসের ব্যাপারে। প্ল্যানটা চাষিরা নিজেরাই করুন।

দ্বিতীয়ত, একথা ফলিয়ে লিখে দিতে হবে, গ্রুপের অংশীদারদের যার বত্ত দেনা পড়লো, তার কিন্তি অংশীদারেরা নিজে নিজে নিয়ে ডসিপ নিতে পারবেন, একজনের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না।

তৃতীয়তঃ, এসব ঝীর্যরোগী বা মরামোহী লোন নিতে হলে চাষিকে বর্ত্তমানে যে মোট লোনের পরকারী ভাগই জমা দিতে হয়, তা গ্রুপ করে এলে দিতে হবে না—সব টাকাটাই লোন হিসেবে পাবেন। এটা হবে inducement.

চতুর্থত, নলকূপ যাতে ঠিক জল দেয়, পাম্প যাতে বিগড়ে গেলে অফুনি মেরামত করা হয়, এমনকি অতিরিক্ত ২।৩টি পাম্পসেট উদ্বৃত্ত থাকে যাতে যথাসময়ে জল দিতে বিলম্ব না হয়, পাম্প সাপ্লায়ার কোম্পানি যাতে প্রতি ছমাসি পাম্পের উপর মেকানিক ফ্রি সার্ভিস কার্যকালে নিযুক্ত রাখেন, এবং ঐ গ্রাম থেকেই ৫।৭ জনাকে পাম্প চালনা করার শিক্ষা তালডাবে দিয়ে রেন—ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হবে—যদি তারা গ্রুপ করে আসেন।

পঞ্চমতঃ, কেবল সেচই নয়, সবেই সার, উন্নত বীজ, ওষুধ ইত্যাদি যাতে যথাসময়ে বে ঠিক ঠিক সময়ে পান, তার নিখুঁত ব্যবস্থা সুসংহত ব্যবস্থা করে রেখেন এমনকি তাদের ফসল বিক্রয় করতে পারেন তার ব্যবস্থাও করবেন চাষিদের সহযোগিতায়।

একই মাঠে পরিস্থিতি উপায়ে একরে ১০০ হতে ২০০ অগভীর নলকূপ বসালে তারাতি তুলাবুজিলাদের কাজ সহজ হয়, ব্লক কর্ত্তৃপক্ষের, ব্যাঙ্কে, এ্যাগ্রোইণ্ডাষ্ট্রিজের পক্ষে। তাতে টাকা ফেরৎ পাবার তাগির ব্যবস্থাও একটা তৈরী হয়। চুরি, ছুয়াচুরি, চুরীতির উপর খবরদারি করাও সহজ হয়।

পরিশেষে ব্যাঙ্কের পক্ষে জনশিক্ষা সম্বন্ধে তাদের কর্ত্তব্যের কথা একটু বলা দরকার। ব্যক্তি এবং কেন এ সম্বন্ধে সাধারণ চাষীদের সন্দেহ ও শঙ্কার অন্ত নেই। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ভয় পাইয়ে দেওয়া সহজে করে দেওয়া মহাজনদের একটা লক্ষ্য। মহাজনদের ১০০-১৫০% পার্সেন্ট হুদে টাকা খাটাবার ও হাদনী করে সম্পত্তি মাল কেনার ভাত যদি ব্যাঙ্ক এসে যেতে দেয়, তবে তারা যাবেন কোথায়? তাই চাষীদের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, রক্ষণশীলতা ও স্বাভাবিক ভয়টা প্রায় জোড়াবার—

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

৩০শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

পরলোকে জেনারেল ডগল

ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বর্ত্তমান সময়ের সবচেয়ে দেশী বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী জেনারেল ডগল গত ৯ই নভেম্বর রাত্রে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ডগল এক বিচিত্র নেতা—ইতিহাসের এক যুগন্ধর পুরুষ। ইউরোপে যখনই যুদ্ধ লেগেছে তখনই জার্ম্মানীর আক্রমণ ফ্রান্সের উপর হচও ভাবে হয়েছে। ইউরোপের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিবেশী ফ্রান্স ও জার্ম্মানী একরকম পরস্পরের চিরশত্রু ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াইটা ফ্রান্সেই বেশী হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যেই জার্ম্ম্মানী ফ্রান্স দখল করে নেয়। সেই সময়েই ডগলের নাম শোনা যায় খুব একটা প্রধান্য ব্যক্তি বা যোদ্ধা হিসাবে নয় যিনি জার্ম্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে কখনও ফ্রান্সের মধ্য থেকে কখনও ফ্রান্সের বাইরে থেকে ফ্যাশিষ্ট জর্ম্মানীর ফ্রান্স দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন যেখানে সম্ভব সেখানে। ডগল কমিউনিষ্ট ছিলেন না বা মার্ক্সিষ্ট ছিলেন না। তিনি পুঁজীবাদী বা পুঁজিপতিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের এক অবিসম্বাদী দেশপ্রেমিক—যিনি ফ্রান্সকে ভালবাসতেন ফ্রান্স যাকে ভালোবাসতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্স বিশ্বের শক্তিগুলির তুলনায় তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার পুরোধা ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গণতান্ত্রিক শাসন এবং কাঠামো এমন অবস্থায় এসে পড়েছিল যখন ফ্রান্স কিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বাস্তবক্ষেত্রে সমগ্র ফ্রান্স তখন ডগলকে আহ্বান করে জেনারেল ডগল তার দক্ষ ও বলিষ্ঠ হাতে ফ্রান্সকে সমস্ত দিক থেকে সুগঠিত ও সংগঠিত করে বিশ্বের দরবারে ফ্রান্সের মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুতঃ কম্যুনিষ্ট ইউরোপের দেশগুলি ছাড়া ইউরোপের অন্য সমস্ত দেশগুলির উপর ডগলের অপরিসীম প্রভাব ছিল। তিনি শেষ পর্য্যন্তও বৃটেনকে ইউরোপীয় কমন মার্কেটে প্রবেশ করতে দেন নাই। স্টালিন, চার্চিল, রুজভেল্টের যুগ ছাড়াও বর্ত্তমান যুগে ডগলের বিরাটত্ব ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ।

মৃত্যুর বছর পূর্ব্বেই ১৯৫২ সনে ডগল লিখিত নির্দ্দেশ রেখে যান যে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতি সাধারণ হবে এবং তার আমার পল্লীতে পারিবারিক এক খণ্ড জমিতে হবে তার সমাধি। জাতীয় মর্য্যাদায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তার অভিপ্রেত নয় বলেই তিনি নির্দ্দেশ রেখে যান। এই যে অসাধারণ হয়েও সাধারণের পর্য্যায়ের উর্দ্ধে নিজেকে গণ্য না করা একমাত্র ব্যাপার খুবই বিরল। ডগলের মৃত্যুতে সমস্ত ফ্রান্স সত্যই নিজেকে অনাথ মনে করেছে।

বর্ত্তমানে ফ্রান্সের ইতিহাস ডগলের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম এবং অনন্যসাধারণ দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইতিহাস। ফ্রান্সের অধীনে শাসিত আলজেরিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতে হয়নি—বা এই কাজের জন্য লোকপ্রিয়তা হারাবার ভয়েও তিনি ভীত ছিলেন না—যদিও এক শ্রেণীর সংকীর্ণচেতা ফরাসীর তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল। অনেকবারই তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে—কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি প্রেম ফ্রান্সের কল্যাণ কামনা তাঁর জীবনের একমাত্র শ্রেয়ঃ ও প্রেয় ছিল বলেই তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ফ্রান্সকে সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

একদিন বিশ্বের সমস্ত বন্দিত ও নিগৃহীতরা ফরাসী বিপ্লব থেকে [illegible] ও প্রেরণা পেয়েছিল—আজ ডগলের জীবন থেকে আমাদের ভারতীয় কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দের—নিজের পরমোন্নত জাতিকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়—তার শিক্ষা ও প্রেরণা নেওয়া সঙ্গত ও সার্থক হবে।

বি, দাসগুপ্ত

—০—

ভোট ও ভোট

ভারতবর্ষের কথা এখন থাক—বাংলাদেশে খুনের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক খুনের সঙ্গে চলেছে ভোটের রাজনীতি। বাংলার বহু বহু লোক অনুভব করলেও বটা একেবারেই অসত্য নয় যে একটা জাতি হিসাবে—বাঙ্গালী জাতিটা অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে ক্রমশঃ নামছে। রাজনীতি বা এই ধরণের অছুহাত দিয়ে চরম পাশবিকতাকেও অতিক্রম করে যে নির্বিচার খুন, হত্যা প্রভৃতি চলেছে—তা সমস্ত বিশ্ব বিবেকমানীন পাশবিকতাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে—আরও অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু আজকার নৃশংস পাশবিকতার স্বীকার ইচ্ছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ছাত্র ও তরুণ সমাজ আর এই আচরণ প্রধানতঃ তাদের মধ্যে জাগ্রত ও আবদ্ধ। এ এক মহামারী ব্যাপার! এবং সবচেয়ে বীভৎস ভয়াবহ ও বিপদ্জনক পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে সমস্ত বাঙ্গালী জাতটা এই ব্যাপারগুলি নীরব দর্শকরূপে দেখছে। আমরা বাঙ্গালীর কৃষ্টি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির যতই গুণগান করিনা কেন আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ জন অখ্যাতোহী নিয়ে বক্তিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের ইতিহাসটাই যেন সমস্ত অতিক্রম করে এই জাতটাকে ব্যঙ্গ করছে। আজ সমস্ত কাজের মধ্যে সর্বপ্রধান কাজ হল বাঙ্গালী জাতকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

যে নেতারা যে মতবাদেরই হোন না কেন এই ক্রিমিন্যাল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তারা বৈপ্লবিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে বুঝছেন এবং বোঝাচ্ছেন। তারা সব নিজেরা জানও দেশের তরুণদের যে জানু পথে চালিত করছেন—শুধু তাই নয়, দেশে সন্তাকারের বিপ্লবের ভাবনাকে ওরা প্রতিবিপ্লবের পথে নিয়ে চলেছেন। এই মারামারি খুনোখুনিতে শাহসী ক্রিমিন্যাল তৈরী হতে পারে কিন্তু এর দ্বারা বিপ্লবী তৈরী হয় না—বা বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী হয় না। বাংলায় এখনও যারা সুস্থ আছেন—তারা আসুন, সমবেত হোন, আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং সংঘবদ্ধভাবে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করুন - না হলে জাতটা যে জাহান্নামে যেতে বসেছে!

এরই সঙ্গে সমান্তরালে চলেছে বাংলাদেশে ভোটের ব্যাপার! তিনটি ভোট এখন বিভিন্ন ভোট বন্ধ হয়ে আগামী নির্বাচনে—যখনই নির্বাচন হোক না কেন—শাসন শক্তি অধিকারের জন্য কেন পন্থা নেই যে গ্রহণ করতে পেছপা হচ্ছে! সমস্ত কংগেসী, গান্ধীবাদী গণতন্ত্র, বৈপ্লবিক গণতন্ত্র এবং শ্রেণী সংগ্রামী জনগণতন্ত্র—নির্বাচনের মাধ্যমে রাইটার্স বিল্ডিং অধিকার করার মধ্যেই মুখ্যতঃ দলের এবং গৌণতঃ জাতির সমস্যার সমাধানের দিবাস্বপ্ন দেখছে।

এই ভোটবন্ধ হয়ে রাইটার্স বিল্ডিং অধিকার দেশের স্বার্থে নয়—স্রেফ দলস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে। ভোটবন্ধ হবার প্রয়োজন নিজেদের দলস্বার্থে—একা দাঁড়িয়ে কারও কোন দলের ক্ষমতা নেই—প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জ্জন করে—কাজেই পারস্পরিক চুক্তি। এবং এই চুক্তি কোন নীতি

বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। কংগ্রেসকেও আজ মাল্লির 'ঘিরীয়া' পরপ্রম-জীবী থেকে পরার্থ শ্রমজীবির পর্য্যায়ে এনে মুক্ত শ্রম—ট্রেডইউনিয়ন আজ লালনীতি ছেড়ে কমুনিষ্ট আঁতাতের নামে তাদের কাঁধের ওপর স্কন্ধে আরোহন করে হাইটার্স বিকিং অধিকারের জন্য তাল ঠুকছে। কংগ্রেস স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে নিজেদের অপরাধীতার জন্যবর্দ্ধমান প্রমাণ বেঁধে গেছে। আর যুক্তফ্রন্টের নামে বাংলার অধিকাংশ বিধায়ক ও প্রগতিপন্থী বলে কথিত দলগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা যে সস্তাকার জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কতদূর অনপযুক্ত—তার বিধায়ীন প্রমাণ রেখে গেছে। কংগ্রেসী প্যাটার্ণ গান্ধীবাদী গণতন্ত্রের নামে—যারা বাংলাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন, আর স্যাক্সটার প্যাটার্ণ মার্ক্সবাদ আর কেরেনস্কী প্যাটার্ণ বৈষয়িক গণতন্ত্রবাদ নিয়ে যারা আজ বাংলাদেশের নির্ভাচনে ভোট বেঁধে বাংলার জনক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করতে চান এদের সকলকেই আজ সমূহে পরিহার করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ যদি - যে অংশ এখনও সুস্থ আছে—তারা যদি এতে সফল কাম হয়ে—নতুন সৃষ্টির পথ করতে পারেন ভালই—না হলে এর ভবিষ্যৎ কি হবে তা ভবিষ্যতই জানিয়ে দেবে।

আন্তর্জাতিক, আন্তর্বাজ্য ও আন্তর্বাংলার বহু গুরুতর ঘটনা ঘটছে ও সমস্যার উদ্ভব ও বিলোপ হচ্ছে সন্দেহ নাই - কিন্তু আজ বাংলা ও বাঙালী জাতির সামনে— কি রকমভাবে সে বাঁচতে পারে সেই সমস্যা অতি নিদারুণ রূপে দেখা দিয়েছে। আর এর জন্য বাইরের কেউ দায়ী নয় - দায়ী তারা নিজে। আজ তাই তাদেরই এর জন্য আহ্বান।

বি. দাসগুপ্ত

ফ্রান্সের ঐতিহাসিক পুরুষ জেনারেল ডগলের জীবনাবসান

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি জেনারেল ডগল গত ৯ই নভেম্বর তারিখে হৃদরোগে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৯ বৎসর হয়েছিল এবং আগামী ২২শে নভেম্বর তারিখে তাঁর ৮০ বৎসর পূর্ণ হোত।

উত্তর ফ্রান্সের লিঁলে গ্রামে তিনি ১৮৯০ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য স্কুলে পাঠ শেষ করে তিনি সামরিক শিক্ষার জন্য সেণ্ট সীর মিলিটারী একাডেমীতে ভর্ত্তি হন এবং চার বৎসর শিক্ষালাভের পর ১৯১২ সালে সন্দ্যরে উত্তীর্ণ হয়ে কর্ণেল (সবে মার্শাল) ফিলিপ পেত্যাঁর অধীনে ৩০ নং পদাতিক রেজিমেণ্টে সাব-লেফটেনাণ্টের পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অধীর সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে দুইবার গুরুতরভাবে আহত হন এবং ১৯১৫ সালে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হন। তারপরের যুদ্ধের সময় ডগল বন্দী হন এবং পাঁচবার বন্দীশিবির থেকে পালাবার চেষ্টা করেন। বিশ্ব যুদ্ধের অবসান কাল তাঁকে যুদ্ধবন্দীরূপে কাটাতে হয়। যুদ্ধের অবসানের পর ডগল সামরিক বিভাগে বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি চতুর্থ আর্ম্মার্ড ডিভিশনের কমাণ্ডার ছিলেন এবং ১৯৪০ সালে চতুর্থ আর্ম্মী ডিভিশনের কমাণ্ডার এবং অল্প দিন পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হন। পরে ফ্রান্সের অস্থায়ীসরকার প্রধান মঁসিয়ে পল রেনো তাঁকে যুদ্ধ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী করেন—কিন্তু তাঁর পাঁচ দিন পরে নাজী বাহিনীর আক্রমণে ফরাসী সরকারকে রাজধানী প্যারিস ত্যাগ করে টুরস নগরে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই সময় নাজী বাহিনী প্রতি-আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা ডগল দেন—তা অগ্রাহ্য করা হয় এবং প্রধান মন্ত্রী রেনো পদত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে জেনারেল ডগল শত্রু হস্তে বন্দী হবার আশঙ্ক দেখা দেওয়ায় গোপনে ইংলণ্ডে চলে যান। সেখান থেকে বেতারযোগে প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ফরাসী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং ফ্রান্স স্বাধীন ফরাসী বাহিনী গঠন করে ফ্রাঙ্কো জার্মাণ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু এই যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে ব্রটীশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে ডগলের গভীর মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং তাঁরা ডগলকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। এই সময় ফরাসী সমর নায়ক জেনারেল গিরো অফিকা ফ্রন্ট থেকে আলজীয়ার্সে পলায়ন করলে জেনারেল ডগলকে তোষ্ঠানো করার জন্য চার্চিল ও রুজভেল্ট বিশেষ সচেষ্ট হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রবর্গ বাহিনী যখন ফ্রান্সের মর্ম্মস্থানে অবতরণ করে নাজী জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে শেষ পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন—তখন জেনারেল ডগলকে ফ্রান্সের মাটীতে সর্ব্বপ্রথম করা হয় ফরাসী জনসাধারণ বিপুলভাবে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করে। অতি অল্প কালের মধ্যে ফ্রান্সে রাজনীতি প্যারিস-শত্রু কবল থেকে মুক্ত হয় এবং জেনারেল ডগল ঘোষণা করেন যে মার্শাল পেঁতাঁর সরকার (জার্ম্মান ভাঁবেদার সরকার) বাতিল করা হোল এবং আইনানুগভাবে যুদ্ধ পূর্ব্বকালের ফ্রান্সে তৃতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোল। এর পর ১৯৪৫ সালে ফ্রান্সের সব পরিষদ "চতুর্থ সাধারণতন্ত্র" সংবিধান রচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল ডগল ফ্রান্সে অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠনতন্ত্রে নিযুক্ত অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৪৬ সালে চতুর্থ সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। এরপর দীর্ঘ বারো বৎসরকাল তিনি তাঁর স্মৃতিকথা রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ফেব্রুয়ারীর রাষ্ট্রে তিনি পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তৃতীয় সেপ্টেম্বরের পর জেনারেল ডগলই ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রধানরূপে বিবেচিত হন। এর পর ১১ বৎসর তিনি ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বিতর্কিত রাষ্ট্রনীতিক বলে পরিগণিত হন।

ফ্রান্সের উপনিবেশ আলজেরীয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে ফ্রান্স যখন বিধা-বিভক্ত ও ফ্রান্সের বাহনৈতিক পরিস্থিতি চরমে আসার কারণ করে—সেই অবস্থায় সমস্ত রকম বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে প্রেসিডেণ্ট ডগল ১৯৬২ সালে আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেন। ১৯৬৩ সালে ডেটো প্রয়োগ করে তিনি বৃটেনকে ইউরোপের সাধারণ বাজারে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি কমুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি দেন। ১৯৬৬ সালে নাটো সামরিক ঘোট থেকে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৬৮ সালে তিনি জেনারেল বিরাট ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতীক সঙ্কট সামলানোর সঙ্গে অভিজ্ঞতা করেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে আঞ্চলিক ও সেনেট সংস্কার সংক্রান্ত গণভোটে পরাজিত হয়ে জেনারেল ডগল প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগ করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পঞ্চাশ জন মন্ত্রী—উত্তর প্রদেশে নানাস্থানে গুলন ও অজুহাতের পরে আদি বাংলাঙ্গানেষী নিতিকেটী কংগ্রেসীদের সঙ্গে জন সাধ শুক্ত প্রকৃতি দলের ভোট করে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নিয়ে "পাঞ্চজ বিধায়ক দল" গঠন করে মন্ত্রীসভা গঠন করা হচ্ছে। এ পর্য্যন্ত যা সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে এই একটি মন্ত্রীসভায় পঞ্চাশ জনেরও উপর মন্ত্রী নেওয়া হয়ে গেছে। আরও নিতেই হবে কারণ যাদেরই মন্ত্রী করা হবে না—তারাই সরকারী দল ছেড়ে বিরোধী দলে যোগ দেবে। এটাকে ঠিক প্রশহন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অস্থীবন্ধার ২৮ বছর পরেও গণতন্ত্রের নামে যদি এ রকম অবস্থা আসতে পারে এবং চলতে পারে তাহলে এই গণতন্ত্র ভবিষ্যতে আদৌ কি রূপ নিতে পারে তা একটা চিন্তার বিষয় বটেই ? দেশের জনসাধারণ যদি সুস্থ, জাগ্রত ও সচেতন না হয় তবে এ অবস্থার কোন পরিবর্তনই হতে পারবে না। এবা চিকরাল কপালে হাত চাপড়ে অভিযোগ করে মরবে—আর এক একটা রাজ্যে পঞ্চাশ একশ জন মন্ত্রীর ভার বহন করতে যেয়ে জনগণের মেরুদণ্ড আরও বেশী করে ভাঙবে।

(বিগত পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মহাজনেরা খুব কাজে লাগিয়ে নেয়। আজ গ্রাম দেশে ভাত খেতবার লোক আছে অনেক, সাহস দেবার লোক নেই কেউ। ব্যাঙে নিজের হাত ও ব্যবসার সম্বন্ধে উপযুক্ত জনমত সৃষ্টি করার জন্য নানা ধরণের প্রচারে নামতে হবে। এ বিষয়ে একটিও পরামর্শ খরচ করবো না, অন্তের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যা পারি সুরের কারবার করি—এ যদি মনোভাব হয়, তবে ব্যাঙ সত্যি সত্যি গ্রামে গ্রামে যেতে পারবে না। আজ ব্যাঙগুলি যখন সরকারী আয়তে এসেছে—তখন সরকারেরও উচিৎ ব্যাঙকে যথাযথ জনশিক্ষা ও প্রচারে নামতে বাধ্য করা। সরকার নিজেই এই সম্বন্ধে প্রচার সামাজিই করেছেন। তার ফল থেকে কখনো এ নিয়ে কোন মিটি কথা হয় না। ফলে চাষীদের অজ্ঞতা, ভয় ও কণ্ঠনালীর মাঝে রয়না।

রাজনৈতিক নেতারা কর্ম্মপদ্ধতি সংশোধন করুন

জেনারেল কুমার মঙ্গলমের সতর্কবাণী

গত ৩রা সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল কুমারমঙ্গলম কলকাতাসহ ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের প্রতি এই মর্ম্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, বর্ত্তমানে যেভাবে চলছেন তাঁরা যদি সেইভাবে চলতে থাকেন জনগণের মন বেঁধে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারবেন তাঁরা যদি সেইভাবে চলতে থাকেন তবে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করে

Regd. No C —4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৬)

C. R. No.—2539/57

বিশ্ব শিশু দিবস

গত ১৯ই নভেম্বর তারিখে বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের উদ্যোগে স্থানীয় বিনডিউ গ্রাউণ্ডে শিশু সমাবেশ, পতাকা উত্তোলন, ছাত্রদের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক স্কুলের ছাত্রেরাও এই কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে কে, কে, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব শিশু দিবস সূত্রে জেলার চারটি নিম্নে। ব্লকে চিলড্রেন ফিল্ড সোসাইটির উদ্যোগে শিশুদের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিশ্ব শিশু দিবসের অঙ্গরূপ কার্যক্রম অনুসারে আড়রা সমাজ কল্যাণ যোজনার ব্লক, টিটাডি ও রাঙামাটি কেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং এই যোজনার সম্পাদিকা শ্রীমতী বেথা মল্লিক ঐ সকল কেন্দ্রের শিশুদের দুগ্ধ, ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। ঐ কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ সভারও অনুষ্ঠান হয়।

বিদ্যাপীঠে দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে গত ৫ই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হয়। ছাত্রদের বৈদিক শান্তিপাঠ ও সঙ্গীতের পর আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দজী সকলকে স্বাগত জানান। বিদ্যাপীঠের শিক্ষক সবশ্রী পরিমল ঘোষাল ও হরিপদ মুখার্জী দেশবন্ধু জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন এবং ছাত্র শ্রীমান মানিক সিং ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পুরুলিয়া বিতরণী উৎসবে সভিযন্ত্রকের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এখানে এসে বিদ্যাপীঠের কার্যাবলীকে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করে একে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান বলে উল্লেখ করেন। "ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ" ইংরেজী রচনার এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করে তিনি তিনটি পদক ও একটি চালেঞ্জ কাপ উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে যথাক্রমে মানিক সিং, গোপাল কর সিং ও রামাকন্ত গোস্বামী।

রাজ্যপাল প্রদত্ত পুরস্কার বিতরণ করেন পুরুলিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমুরারী লাল। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি দেশবন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছাত্রদের এ বিষয়ে বর্তমানে গভীরভাবে অধ্যয়নের আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে বোম্বের রামকৃষ্ণ আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিদ্যাপীঠের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেন। সভাশেষে ছাত্রেরা পুনরায় সঙ্গীত পরিবেশন করে।

শ্রীশ্রী ৺দুর্গাপূজার পর গত ১৫ই অক্টোবর বিদ্যাপীঠে ক্লাস শুরু হয়েছে।

কনেস্টেবল ও সিপাহী নিয়োগ

কলিকাতা পুলিশের নিয়োগের জন্য বাঙ্গালী এবং সাঁওতাল কনেস্টেবল ও সিপাহী নির্বাচন করা হবে আগামী ২২শে নভেম্বর সকাল ৮টায় পুরুলিয়া বেলগুমা পুলিশ লাইনে। বিস্তারিত বিবরণ জেলাতথ্য ও জনসংযোগ অফিসে (রাঁচি রোড) পাওয়া যাইবে।

উন্নত গমের বীজ

সোনালিকা বীজ ফুরিয়ে গেছে
ছোট লালমা গমের বীজ পাওয়া যাবে
এই বীজও উচ্চফলশীল ভাল বীজ
এর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশী
দাম ১৮০ পয়সা কেজি

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পুলিশের সাহায্যে গরীবকে ঠকিয়ে ধান কেটে নেবার কৌশল

আড়ষা থানার হেঁসলা গ্রাম থেকে সর্বশ্রী ভেঠু রাজোয়াড়, দেবীলাল রাজোয়াড়, রবী সর্দার আক্কর ও টিপসহি দিয়া নিম্ন-লিখিত চিঠিটি মুক্তি সম্পাদকের নামে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। এই চিঠির বয়ান শ্রীজয়রাম মাহাত এবং শ্রীহাড়িরাম সর্দার চৌকীদার ঘটনা সত্য বলে দস্তখত করেছেন।

চিঠির বয়ান—

মহাশয়,

আমি আড়ষা থানার অন্তর্গত হেঁসলা গ্রামের অধিবাসী। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে হেঁসলা গ্রামে গত ২৩শা কার্তিক পুলিশ যে ঘটনা ঘটিয়েছে তা সীমার বাইরে। পুরুলিয়া উকুনাপুরের বাসিন্দা শ্রীশচন লাওরেকার আন্দাজ ১০ একর ধানী জমি আছে উক্ত সম্পত্তি আগ প্রাপ্ত লাগাতার ২২ বৎসর যাবত রবি সর্দার ও ভেঠু বাঙ্গোয়াড় ভাগে চাষ করে আসছে এবং গত সেটেলমেন্টের সময় এই দুই ভাগ চাষীর নামে ভাগ রেকর্ড হয়েছে। গত ২৩শা কার্তিক হেঁসলার অনিল চন্দ্র হাল, লালু হাল, হাক হাল ও আরও কয়েকজন মিলে ধানার যায়। (যাঁহাতে যেহে টাকা দিচ্ছিল বলে লেখা হয়েছে—কিন্তু টাকা কেহা হয়েছি কিনা এবং বাস্তবপক্ষে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে প্রমাণ না থাকাতে লেখা হলনা—মুং সঃ) আমরা ভাগিদার হিসাবে ধান কাটতে থাকি সেই সময় বড়বাবু ছোটবাবু ও সঙ্গে বন্দুকধর কয়েকজন কনেষ্টেবল এসে আমাদের সাতজন লোককে ধানায় নিয়ে যায়। এবং এই সুযোগে অনিল, হাক ও লালু এবং এবং তাদের শ্রীপুত্রগণ সেই সময় অমির ধান কেটে নিয়ে যায়। এদিকে রাত ১০টার সময় ডাক্তারবাবু আমাদের ধানা থেকে ছাড়েন। আমরা বাড়ী ফিরে দেখি রাত্রি তখন ১টা এবং জমনার সমস্ত ধান তারা কেটে নিয়েছে। তৎপর্যায় আমরা আবার থানায় গিয়ে জানাবে—ডাক্তারবাবু বলেন—চল আমি যাচ্ছি। মহাশয় তারপরেও পুলিশের আমার কোন পাত্তা নাই আর আমাদেরও এমন কোন অমি জমাও নাই যে খাবার সংস্থান করি। গোটা বছর কি করে চালাই তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়া
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান
STOCKISTS & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.
অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

আদেশনামা

১৯৬০ সালের পশ্চিম বঙ্গীয় মিউনিসিপাল ইলেকশন রুলের ৩(এ) (আই আই) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী আমি পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের আগামী সাধারণ নির্বাচন ১৯৭১ সালের ২৭শে জুন রবিবার ধার্য করিলাম।

স্বাঃ কে, এম, লাল
ডেপুটী কমিশনার পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

রেজিষ্টার্ড জার্নাল প্রাপ্যবরান নিবেদক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

সোমবার, ২৩শে নভেম্বর '৭০
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.,, সডাক—৭,
নগদ—১৫ পয়সা



"If India follows in the footsteps of Europe, accepts her political ideals, social system, economic principles, she will be overcome with the same maladies. If India becomes an intellectual province of Europe, she will never attain her natural greatness or fulfil the possibilities within her. India must remain India if she is to fulfil her destiny."

—Sri Aurobinda
1908.

পুরুলিয়া জেলার সরকারী সেচ ব্যবস্থার রহস্য

(ভজহরি মাহাত এম, পি)

মুক্তির গত সংখ্যায় প্রথমটি প্রকাশ হয়েছিল। আমরা—অর্থাৎ আমি, দিল্লী থেকে আগত বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার শ্রী ব্যানার্জী, এবং বাংলা রাজ্য সরকারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ও পুরুলিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার আমরা মাকিহিড়ার কাছে চাকা নদীর স্কীম দেখার জন্য রওয়ানা হলাম।

চাকা নদীর স্কীম সম্বন্ধে এখানকার ইঞ্জিনীয়ারদের রিপোর্ট খুবই নিরাশাপ্রদ বলেই শুনলাম। যাই হোক আমরা বেলা ১টা নাগাদ মাকিহিড়া পৌঁছলাম এবং শ্রীচিত্ত রামগুপ্তকেও পেলাম। আমরা সকলে মিলে চাকা নদীর কুলবাঘাটে পৌঁছলাম।

চাকা নদী এবং প্রচুর জল বইছে দেখে দিল্লীর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীব্যানার্জী খুব উৎসাহিত হয়েই বললেন—বাঃ এখানে ছোট স্কীম খুব ভাল হবে। অনেক জল বইছে। ডাম করাও ভাল সুযোগ আছে দেখছি—অন্ততঃ ৫-৬ হাজার একর জমিতে ভাল সেচ দেওয়া যাবে।

বাংলার চীফ ইঞ্জিনীয়ার সাহেব কিন্তু উল্টো কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন এই সব স্কীমে ক্যানেলে বেশী জমি সেচন হবে না এবং সিফ্‌ই ইরিগেশন হলে একর প্রতি অনেক খরচা পড়ে যাবে আর সেই খরচা চাষীরা বহন করতে পারবে না। প্রতি একরে ৬০-৭০ টাকার মত খরচ পড়বে।

শ্রীব্যানার্জী একথা শুনে বললেন - আপনারা দক্ষিণের জেলার জন্য কত টাকা একরে খরচ করেন?

চীফ ইঞ্জিনীয়ার বললেন সেখানে অনেক বেশী টাকা খরচ হয়।

শ্রীব্যানার্জী বললেন তবে এই জেলার জন্য কেন তা করবেন না! কি অসুবিধা কাছে আমাকে বলুন—আমি সমস্ত রকম সহায়তা করার জন্য রাও সাহেবকে বলব এবং নোটও দেব। এখন ডাঃ রাও (কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী) সাহেব বেশীর ভাগ ছোট ছোট স্কীম করে সিফ্‌ট ইরিগেশনের কথাই বলছেন। সেই জন্য এখানে যথেষ্ট ঐভাবে স্কীম করে সেচন ব্যবস্থা করা যায়।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় নীরব রইলেন। আমরা মাকিহিড়াতে এলাম এবং সেখানে জনসাধারণের প্রচেষ্টায় যে বিরাট একটি ক্যানেল হয়েছে এবং কংগ্রেসীদের বিরোধীতা এবং সরকারী সাহায্য একটু উত্তোলনের অভাবে জনসাধারণের একটা বিরাট প্রচেষ্টা যে কেমন অসম্পূর্ণ আছে তিনি তা দেখলেন। সমস্তটা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন. বাহাদুরী আছে!

আমরা বেলা ৩টা নাগাদ পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে পৌঁছি এবং আমি শ্রীব্যানার্জীকে বান্দোয়ানের টটকো নদী দেখার জন্য অনুরোধ করি।

বাংলার ইঞ্জিনীয়র মহাশয় কিন্তু এ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে থাকেন—অর্থাৎ সময়ে কুলাবেনা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু শ্রীব্যানার্জী বললেন যে এই জেলার স্কীম দেখার জন্যই আমি দু দিন সময় নিয়েই এসেছি। তাই যেতেই হবে।

পরদিন সকাল ৭॥ টার সময় আমরা পুরুলিয়া থেকে রওয়ানা হই। রওয়ানা হবার পূর্বে সার্কিট হাউসে এই জেলার অবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এই জেলার শোচনীয় অবস্থার প্রতি বাংলা সরকার কোন প্রকার গুরুত্ব দেন না। আমি বলি যে দরকার হলে আমাদের অবশ্যই আন্দোলন করতে হবে এবং আমাদের আন্দোলন হিংসাত্মক না হলেও তার গুরুত্ব প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও হয়নি। বাংলা সরকারের উচিত এখানে স্থানীয় লোকদের সমস্ত কাজ কর্মে সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া। এখানকার লোকদের বঞ্চিত করে এই জেলার উপর কোন কিছু চাপান বেশী দিন চলবে না।

৬ই নভেম্বর আমরা টটকো নদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে শ্রীব্যানার্জী কুমারী নদী ও বরাবাজারে নেসাই নদীর প্রবাহিত জলধারা দেখলেন। ওখান থেকে বান্দোয়ান যাবার পথে লিকি গ্রামের কাছে টটকো দেখে বান্দোয়ান হয়ে জীতান গ্রামে সবাই এলাম। শ্রীব্যানার্জী টটকো নদীর প্রবহমান জল ভাল করে দেখলেন। দিল্লীর বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীব্যানার্জী বললেন এখানে চমৎকার ছোট ছোট স্কীম হতে পারে। এবং এক একটা স্কীম থেকে ৫-৬ হাজার একর জমিতে পাম্প দিয়ে ভাল সেচন হতে পারে।

আমি তাকে জানিয়ে ছিলাম যে এই নদীতে বার মাস জলের স্রোত বয়। এবং নদীর ১২ মাইলের মধ্যে ৩৬টি স্কীম করলে হাজার চাষী শুধু উপকৃতই হবে না—বছরের পর বছর ধরে যে অনাবৃষ্টিতে খরা এবং অনাহারে মানুষ মরছে তা বন্ধ হবে। এখানকার লোকেরা কর্মনিষ্ঠ নয় তারা কাজ করতে আগ্রহী এবং কাজ করতেও জানে।

ফিরে যাবার সময় মাঠে কোদো বাড়ী হয়ে যাই। বললাম পুরুলিয়া জেলার লোক এই কোদো ও জোনারকেই প্রধান খাদ্যরূপে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি—যদিও এই জেলায় সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করেন তাহলেও বাংলার সরকার ও সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা না করা ও না হওয়ার পথেই চলছেন ও চালাতে চাইছেন। এবং সেজন্যই এখানে বহু বহু সেচ ব্যবস্থা অল্প টাকায়ই সম্ভব হলেও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি তা যে কোন কারণেই হোক করা হচ্ছে না।

এ অবস্থা আমরা চলতে দিতে নিশ্চয়ই পারি না। আমরা দিল্লীতে দেচ মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে পরের পরিস্থিতি প্রকাশ করবার অপেক্ষায় রইলাম।

আমাদের আত্মসম্মানের হানিকর

(বিগত ২৩শে অক্টোবর তারিখ দিয়ে কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক "ইন্ডিয়ান ষ্টেট্সম্যান" প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল কুমারমঙ্গলের নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল। পাকিস্তানের কাছে রাশিয়া কোক বা আমেরিকাই হোক যদি অস্ত্রসাজি বিক্রয় করে বা সাহায্য বা দান করে তবে সেই অস্ত্র বিক্রয় বা সাহায্যকে—জেনারেল কুমারমঙ্গল যে দৃষ্টি দিয়ে —যে ভিত্তিতে দেখছেন—ঠিক সেই ভাবে কেউ দেখেকেন বলে আমরা জানি না। কথাগুলি প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ যা বলেছেন সেটা স্পষ্ট এবং বাস্তব এবং সত্যই চিন্তার অপেক্ষা রাখে—মুঃ সঃ)

নিউদিল্লী, ২৪শে অক্টোবর—ইউ, এস, আই বিপোর্ট করছেন যে—ভারতবর্ষের প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কুমারমঙ্গলম এই কথা ঘোষণা করেছেন যে—যে সমস্ত জাতি আমাদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করে তারা আমাদের তুলনায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ আকারের এক প্রতিবেশীকেও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করছে বলে যে আমরা আর্তনাদ ও অভিযোগ করে থাকি তা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত আত্মসম্মান হানিকর।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন যে—আমরা যদি ঠিকভাবে আমাদের উৎপাদনের যে সমস্ত উপায় আছে সেগুলি যদি যথাযোগ্যভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি তবে পাকিস্তান কোনকালেই আমাদের সমকক্ষতায় আসতে পারবেনা।

তিনি বলেন যে—বড় বড় শক্তিগুলি এবং অন্যান্য সব দেশ যে পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রয় করছে এই ব্যাপারে আমরা ক্রমাগতই উদ্বিগ্ন হচ্ছি। আমি কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবেই বলতে পারি যে—যে কাকে কোন ধিনিষ বিক্রী করবে কি করবেনা। আমরা সমস্ত দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করছি—পাকিস্তানও সেই একই কাজ করছে বলে আমাদের ভয়ে অভিভূত হওয়া উচিত নয়। দেশ হিসাবে তারা আমাদের চেয়ে অনেক ছোট দেশ।

জেনারেল বলেন যে ১৯৬২ সনে পাকিস্তানের অস্ত্রসজ্জা ভারতবর্ষের চেয়েও বেশী ছিল কারণ সে দেশ সাহায্য হিসাবে অস্ত্রই পেয়েছিল। এখন তাকে কিনতে হচ্ছে। পাকিস্তান যদি নিরপেক্ষের মতো এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায়—তবে এটাই তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেবে।

জেনারেল কুমারমঙ্গলম বলেন যে—ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপরের দিকে পরিচালনা ১৯৬২ থেকে অনেক বেশী উন্নত হয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের সংগঠন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন যে—বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং স্থল ইউনিটগুলি এই তিন বাহিনীর অধীনস্থদের সংস্পর্শের সঙ্গে এবং প্রতিক্ষেত্রে মন্ত্রীর সঙ্গে আরও ভাল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা দরকার।

তিনি বলেন যে—সমস্ত তিনটি সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে একটা যুক্ত অভিসাধারণী রাখার ব্যাপারে কোথায়? বাধাটা হচ্ছে—রাজনীতিজ্ঞ সরকারই এই ভয় করছেন যে—যে কোন সময় সামরিক কর্তৃপক্ষ হয়তো হঠাৎ আক্রমণ করে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। আমি সামরিক প্রধান হওয়ার, এরকম ভাড়া অন্যান্য সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করেছি। এদের মধ্যে একজনেরও এরকম এমনকি সুদূরপ্রসারী কল্পনারও লেশমাত্র ছিলনা। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত অযুচ্চা অভিলাষী সেনাপক্ষরা কদাচিৎ এরকম হঠাৎ-সামরিক-অভিযান করে থাকেন। এরকম সামরিক-অভিযান কদাচিৎ সফল হয়। রাজনীতিকেরা যখন নিরাশক্তা এবং ভাল প্রশাসনের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন এবং তারা যখন অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অর্থনৈরাজ্য হন তখনই সাধারণতঃ এরকম সামরিক শক্তিরা অকস্মাৎ ক্ষমতা দখলের ব্যাপার ঘটে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণি-ঝড়, সমুদ্রোচ্ছ্বাস ও বন্যায় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি

বেসরকারী হিসাবে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোকের প্রাণহানীর আশঙ্কা

গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে পূর্ব্ব পাকিস্তানের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল ও বীপগুলির উপর দিয়ে ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড় প্রবাহিত হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ২০ ফুটেরও বেশী উঁচু হয়ে বীপ ও তীরভূমির উপর এসে পড়ে। এই ঘূর্ণী ঝড়ের পথে যে সমস্ত গভর, গ্রাম বা অঞ্চল পড়ে ঝড়ের বেগে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ও তারপর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের উত্তাল তরঙ্গে ঘরবাড়ী, গাছপালা, নরনারী ও গবাদি পশু সমস্ত কিছু খড়ের কুটোর মত ভেসে যায়। এই প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয়ের বর্ণনা কল্পনারও অতীত এবং গত এক শত বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় নি।

সরকারী ও বেসরকারী হিসাবে এই ঘূর্ণী ঝড় ও বন্যার ফলে হতাহতের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক অনুমিত হচ্ছে—কিন্তু পূর্ণ বিবরণ এখনও দেওয়া সম্ভব নয়।

নোয়াখালী জেলার দক্ষিণে হাতিয়া দ্বীপের আয়তন প্রায় ২৯০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজার। এই সমগ্র দ্বীপটিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ের পর প্রায় ২০ ফুট উঁচু সমুদ্রের প্লাবন ভেঙ্গে পড়ে এবং ৮ ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘটি জলের নীচে ডুবে থাকে। জল নেমে যাওয়ার পর দেখা গেল হাজার হাজার মৃতদেহ গাছের ডালে আটকে রয়েছে। এই মহাপ্লাবনের পর দ্বীপে আর কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হয় না।

বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার প্রায় ৭ লক্ষ লোকের বাস। মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চলই ৮ ফুট সতাঁর জলের নীচে ডুবে ছিল। সহরের হাসপাতালের উপরও ৬ ফুট জল দাঁড়িয়েছিল। এখানেও কোনও লোক বেঁচে নাই বলে মনে হয়। মক্ষণা বন্দরে চাল, পাট ও লিমেন্ট বোঝাই তিনটি বারজ ঘূর্ণি ঝড়ে ডুবে যায়। এখানে ১৫০ মাইল বেগে ঘূর্ণি ঝড় বয়ে যায়। প্রায় সমগ্র বরিশাল জেলার উপর দিয়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে ঘূর্ণি ঝড় বইতে থাকে এবং আশ্চর্য্য হচ্ছে একটিও কাঁচা ঘর আর দাঁড়িয়ে নেই।

এই সময় খুলনা জেলার দক্ষিণে চুরলা দ্বীপে প্রায় ১৯ হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী স্নান পূর্ণিমা উপলক্ষে জড়ো হয়েছিল বলে জানা যায় এবং তাঁরা আজও নিরুদ্দেশ—তবে এই ঘূর্ণি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে বেঁচে গেছেন।

চট্টগ্রামের নিকট সন্দীপ দ্বীপেরও প্রভূত ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে এবং সমুদ্র উপকূলের নিকট বহু ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের কক্সবাজার ও বিমানঘাটিও প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও বন্যার ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্ত্তী প্রায় ৩ হাজার বর্গ মাইলের ২৫ লক্ষ মানুষ আজ বিধ্বস্ত এবং এর মধ্যে প্রায় দশ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয়েছে। এ ছাড়া গবাদি পশু কত লক্ষ বিনষ্ট হয়েছে—তার হিসাব এখনও সম্ভব হয় নি। এই সব মৃতদেহের সৎকার এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহু বড় বড় গর্ত খুঁড়ে এক সঙ্গে হাজার হাজার মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটী টাকা অনুমিত হচ্ছে।

ঢাকার সাধারণমণ্ডলীর হিসাব মতে গত ১লা মে পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ লোক মারা গেছেন। এই হিসাব যদি সঠিক হয়—তবে খাদ্যের অভাবে যে এইটি পূর্ব্বাঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর পূর্ব্বে হয় নি। অবশ্য পাকিস্তানের সরকার হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৩৬ হাজার বলে জানানো হয়েছে।

গত ১০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানে এ যাব বড় ধরনের ঘূর্ণি ঝড় বহু সহস্র সহস্র লোক প্রাণ হারিয়েছে। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা ও হাতিয়া এবং রামগতি দ্বীপে ঘণ্টে ১৩ হাজার লোক নিহত হয়। ১৯৬১ সালে অনুরূপ বিপর্যয়ে দেড় হাজার লোক নিহত হয়। ১৯৬৩ সালের মে মাসে ১৪ ঘণ্টাব্যাপী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১১০ বর্গমাইল এলাকায় ১১ হাজার

(সেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

৭ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭৭

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ঘূর্ণি ঝড়ের বিধ্বংসী প্রলয়

গত ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার পূর্ব্ব পাকিস্তানে (পূর্ব্ব বাংলায়) ঘূর্ণি ঝড়ে ধ্বংসের যে তাণ্ডব হয়ে গেল তাতে এই কথাই বলতে হয়—যেন একটা প্রলয় হয়ে গেছে।

বঙ্গোপসাগর থেকে একটা ঘূর্ণি ঝড় প্রচণ্ড বেগে আসছে বলে আবহাওয়াবিদরা আগে থেকেই বলছিলেন। কিন্তু সেটা যে কি রকম বিধ্বংসী তা আগের থেকে অনুমান করা সম্ভব হয় নি আর সম্ভব হলেও তার থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। আমরা এই সংখ্যাতে অন্যত্র কিছু বিবরণ দিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রে যা প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কোন ভাষা বা বর্ণনা দ্বারা এই তাণ্ডবের ভীষণতা ও ভয়াবহতার সামান্য মাত্র ধারণাও দেওয়া যায় না। ঘূর্ণি ঝড়ের সঙ্গে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এককথা একটা কল্পনাতীত প্লাবন সৃষ্টি করে যার ধারণাও সম্ভব নয়। একটি সামান্য উদাহরণ হাতিয়া দ্বীপ। এটি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির উপকূলের কাছে। এই দ্বীপের জন সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজারের উপর, আয়ত- ২৯০ বর্গ মাইল। সারা দ্বীপটি ৮ ঘন্টারও উপর বিশ ফুট জলের নীচে ছিল। এই মহাপ্লাবনে মানুষ তো দূরের কথা কোন প্রাণীই সেখানে বেঁচে ছিল না। চট্টগ্রামের কক্সবাজার থেকে আরম্ভ করে বিশাল জেলা পর্যন্ত সমুদ্রের সুদীর্ঘ উপকূল প্রদেশ এবং ভিতরের দিকেও প্রধানতঃ এই সামগ্রিক ধ্বংসের ক্ষেত্র ছিল। কত লক্ষ লোক যে মারা গেছে তার একটা আনুমানিক সংখ্যাও বলা সম্ভব নয় পাঁচ লাখও হতে পারে দশ লাখও হতে পারে এবং তার বেশীও হতে পারে। এতো গেল মানুষের কথা এ ছাড়া গবাদি পশুদের সম্বন্ধে তো কোন ধারণাই করা যায় না। গাছের ডগায় হাজার হাজার মৃতদেহ ঝুলছে—সমুদ্র বৈকতে গ্রামে ঘরে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে আছে। মাইলের পর মাইল ঘরে গলিত শবের মহা শ্মশান যেন মহা প্রলয়ের মহা-প্লাবনের পরিচয় দিচ্ছে।

পূর্ব্ব বঙ্গের ঘূর্ণি ঝড় সম্বন্ধে যাদের কোন বাস্তব জ্ঞান নাই তারা কোন কল্পনাই করতে পারবেন না। ঘূর্ণি ঝড় বৃষ্টি ও বন্যা একসঙ্গে আসে এবং মানুষের বাঁচার কান পথই রাখে না। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গেলে বন্যা—বন্যা থেকে বাঁচবার চেষ্টা করতে গেলে ঘূর্ণি ঝড় শুধু আশ্রয়-কেই উড়িয়ে নিয়ে যায় না—মানুষকেও উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে মারে। আজ পূর্ব্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ও প্রাণী এইভাবেই ধ্বংস হয়েছে।

আজ আর অন্য কোন প্রশ্ন নাই এই প্রকৃতির ধ্বংসের হাত্তা থেকে যারা জীবিত রয়ে গেছে তাদের বাঁচিয়ে রাখাই শুধু নয় তাদের পুনর্বাসন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই একমাত্র কাজ। এটা পাকিস্তানের বা পূর্ব্ব-বাংলারই দায় নয়, এটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মানবতার দায়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃত সংগ্রাম বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির এই সংগ্রাম সমস্ত দেশ, কাল ও পাত্র অতিক্রম করে বিশ্বের সমগ্র মানুষের সমগ্রভাবে।

আজ বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে বিশ্বের সমস্ত মানুষ অকৃপণভাবে এই দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে। পাকিস্তান এই ধ্বংসকে জাতীয় শোক বলে ঘোষণা করেছে এবং সেইভাবে পালন করছে। আমরা মনে করি এটা পাকিস্তানেরই জাতীয় শোক নয়-এটা সমগ্র বিশ্ব মানবের শোকের ব্যাপার।

বিশ্বের সমস্ত মানুষের সঙ্গে ভাতৃত্বের এ বিষয়ে তার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে। পাকিস্তানের এই দুর্গতি মানুষের দুর্গতি—আজ তাই আহ্বান হচ্ছে মানুষের।

বি, দাসগুপ্ত

নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন

পশ্চিমবঙ্গে নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন অর্থাৎ পি, ডি এ্যাক্ট আবার প্রবর্ত্তিত হতে চলেছে। এই আইনটির বিশদ বিবরণ আমাদের সামনে নেই তাই এর বিস্তারিত আলোচনা করতে পারা গেল না—তবে এটা বিনা বিচারে যে কোন লোককে যতদিন খুশী আটক অর্থাৎ জেলের বন্দী হিসাবে রাখা যাবে—এই আইন। বলা হয়েছে এটা সাময়িক —এর কোন অর্থ হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নক্সাল বা উগ্রপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে এই পি, ডি, এ্যাক্ট অপরিহার্য্য বলে এর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে দৃঢ়তাবে দাবী করেন।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হবার পরে—পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে আইন করা বা পশ্চিমবঙ্গে কোন আইন চালু করার ক্ষমতা সংসদ থেকে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই আটক আইন করতে এবং এই আটক আইন চালু করতে লোকসভা বা রাজ্যসভায় বিল পেশ করার দরকার নাই।

তবে এটা সংসদীয় পঃ বঙ্গ উপদেষ্টা কমিটিতে গত ১৭ই নভেম্বর দিল্লীতে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপতির শাসনের পরে লোকসভা ও রাজ্যসভার বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন দলের সদস্য নিয়ে এই সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই উপদেষ্টা কমিটিতে আলোচনা করা হয়। যদিও এই উপদেষ্টা কমিটির কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না করা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে, তাহলেও এই কমিটির অভিমতের গুরুত্ব অবশ্যই রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন।

গত ১৭ই নভেম্বর দিল্লীতে এই উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে যখন এই বিনা বিচারে আটক আইনের আলোচনা হয় তখন এর সমর্থনে বা বিরুদ্ধে বিভিন্ন সদস্য তাদের মতা-মত প্রকাশ করেন। প্রধানতঃ দেখা গেল—অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি (ডাঃ কঃ পার্টি) হেরেন সেন (এস, এস, পি) এর প্রবল বিরোধীতা করেন কিন্তু পি, এস, পি বাংলা কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি এর ভয়ানকভাবে সমর্থন করেন। অন্য যারা এবং যে সমস্ত দল ছিল তারা কেউ এর বিরোধীতা করেন নি। এই আটক আইন চালু করার ব্যাপারটা সংসদীয় পঃ বঙ্গ উপদেষ্টা কমিটিতে সমর্থিত হয়।

এ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে আরও কার্যাকরী ভাবে নক্সাল সমস্যার মোকাবিলা করতে পারার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের হাতে শক্তি জোগানো দরকার এবং তার জন্য দুটি আইনগত ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ হিংসাশ্রয়ী কার্যাকলাপ প্রতিরোধ বিল আর একটি পশ্চিমবঙ্গ শৃঙ্খলারক্ষা বিল। তিনি বলেন যে অনেক দলের নেতার সঙ্গে ঘরোয়াভাবে তিনি আলোচনা করেছেন। মোটামুটি ভাবে তিনি দেখেছেন এইরূপ আইনের পক্ষেই তাদের সমর্থন রয়েছে।

একটা বিষয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার যে সংসদীয় পঃ বঙ্গ উপদেষ্টা কমিটিতে লোকসেবক সংঘের কোন সদস্য নেই।

নক্সাল ও পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রধান মন্ত্রী ও

স সদের বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন সদস্যরা যে কিভাবে দিয়ে ভাবছেন—ও তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী তা পূর্বোক্ত বিবরণে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ হয়েছে।

আমরা এই বিনা বিচারে আটক আইন কোন প্রকারেই, কোন দিক দিয়েই, ব্যাপকভাবেই হোক বা সীমিত ভাবেই হোক—সমর্থন করি না। এই বিনা বিচারে আটক আইন শুধু মানুষের মৌলিক অধিকারকেই বিনষ্ট করেনা এ নিঃসন্দেহরূপে বর্তমান প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতাই ঘোষণা করছে।

নয়াপন্থী বা উগ্রপন্থীরা যা করে চলেছে সেটা আদর্শহীন বিকৃত সন্ত্রাসবাদ যেটা এখন দলগত, গোষ্ঠিগত ও প্রশাসনগত ও ব্যক্তিগত প্রতিশোধবাদে পরিণত হয়ে একটা অত্যন্ত গ্লানিকর আত্মঘাতী সংক্রামক ব্যাধিরূপে পশ্চিমবাংলার তরুণ-ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে সংক্রমিত করে নিশ্চিত আত্মক্ষয়ের দিকে নিয়ে চলেছে। প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ সংসদ সদস্যরা এবং পশ্চিম বাংলার পুলিশ ও প্রশাসন এবং বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠিরা আইন বন্দুক ও জেলের পথে এদের দমন করার কথাই ভাবছেন বা সেই দিক দিয়ে কাজ করছেন। একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এই সমস্ত উগ্রপন্থী নয়ালদের কাজের পেছনে জন সমর্থন নাই, কোন বাম অথবা দক্ষিণ রাজনৈতিক গোষ্ঠি বা দলের সমর্থন নাই বরং বিরোধীতা এবং ঘৃণিত বিরোধীতাই আছে, তা সত্ত্বেও বাংলার কিশোর, তরুণ, ছাত্র এবং তৎসম ব্যক্তিদের মধ্যে এ যে দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র করে চলেছে তা এই সমস্ত আটক আইনের প্রবর্তনের প্রস্তাবেই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

যে ভাবে চলেছে তাতে একমাত্র দমননীতি প্রয়োগ করে এর যে কি সুরাহা হবে—তার কোন স্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। পুলিশ এখন নির্বিচারে গুলী করে চলেছে—কোন রোক টোক জবাবদিহি নেই, আটক আইন চালু হচ্ছে—দলে দলে লোককে আর আদালতে কোন জবাবদিহি না দিয়ে দীর্ঘ দিন আটক করে রাখা হবে—এর পরের ব্যবস্থাটা কি হতে পারে? সামরিক আইনজারী এবং সামরিক শাসন—এই তো এর একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণতি!

জনসমর্থন নেই, কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন নেই, তা সত্ত্বেও কিছু উগ্রপন্থী তরুণ ও কিশোর এমন অবস্থাই কি সৃষ্টি করে চলেছে যাতে কঠোরতর দমন ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে? বিষয়টা অন্য দিক দিয়েও চিন্তা করা দরকার। বর্তমান অবস্থা আজকের তৈরী নয়—এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মূলতঃ কি অবস্থা, কি ব্যবস্থা প্রধানতঃ দায়ী সেটা বিচার করে তার সমাধানের দিকেও যদি প্রচেষ্টা না করা যায় তবে এর পরিসমাপ্তি কোথায়? প্রশাসন ব্যবস্থা যারা পরিচালনা করছেন তাদের মধ্যে কোন সুস্থ নেতৃত্ব নেই, উগ্রপন্থীদের যারা নির্দ্দেশ দিচ্ছেন, সংগঠন করছেন তাদের মধ্যেও কোন সুস্থ নেতৃত্ব নেই, যে সমস্ত বাম ও দক্ষিণ দলগুলি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করছেন তাদের মধ্যেও কোন চিন্তাশীল নেতৃত্ব নেই। কিন্তু এই পরিবির বাহিরেও কি বাংলার কোন উদ্যোগী মস্তিষ্ক নেই?

আমরা মনে করি দমন ও পীড়নের বিশেষ পথ এর নিবারণ বা নিয়ন্ত্রনের একমাত্র পথ বলে ভুল করা হচ্ছে—এই রকমভাবে ঐ উগ্রপন্থীদের মতো। বাংলা দেশের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ছাড়াও বিশেষ পথ নিশ্চয়ই আছে সমস্যার গোড়ায় গিয়ে ব্যবস্থার আমূল সংস্কার বা পরিবর্তন। বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধৈর্য্যের সঙ্গে এ বিষয়ে উদ্যোগী কোন।

বি. দাসগুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

দৈনিক বসুমতী পত্রিকা বন্ধ

গত ১৬ই নভেম্বর থেকে ৪৭ বৎসরের পুরাতন বাংলার অন্যতম প্রধান বাংলা দৈনিক 'বসুমতী'র প্রকাশ বন্ধ করা হল বলে 'বসুমতী'র কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পূর্বে সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করার ফলে পত্রিকার কর্মচারীরা প্রতিবাদে আন্দোলন ও ধর্মঘট করে। সম্পাদককে আবার পুনর্বহাল অবশ্যই করা হয়েছিল কিন্তু তার পরেই এই অভিযোগ করা হয়েছে যে পত্রিকার কর্মীদের অসন্তোষজনক ও অবাঞ্ছনীয় কার্যাকলাপের ফলে 'বসুমতী' চালান আর সম্ভব হল না। বহু বর্ষ কর্মচারী এই দুর্দিনে কর্মহীন বেকার হয়ে পড়লেন। 'বসুমতী' দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সাংবাদিক সাহিত্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা বড় স্থান অধিকার করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত ঘটনা কি হয়েছে তা কিন্তু কোথাও প্রকাশ করা বা আলোচনা করাও হয় নি। মালিক পক্ষ বা কর্মচারীদের পক্ষ কোন পক্ষ থেকেই নয়। এটা একটা বিস্ময়ের বিষয়।

কলিকাতায় চুক্তি কর চালু হল

গত ১৬ই নভেম্বর থেকে কলিকাতায় চুক্তি কর চালু হয়েছে। উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার জন্য চুক্তিকর অর্থাৎ অক্ট্রয় বহুদিন থেকেই চালু আছে —বাংলা দেশে এতদিন ছিলনা—এই প্রথম চালু হল। কলিকাতার পৌর এলাকার মধ্যে ট্রেনে হোক, ট্রাকে হোক, মাথায় করে বা গাড়ীতে হোক যেসব জিনিষ ঢুকবে—শাকসব্জী ও খাদ্যদ্রব্য সাক্ষাৎ ও অন্যান্য কতকগুলি জিনিষ ছাড়া দ্রব্য হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হারে কর দিতে হবে। এ জন্য কলিকাতার চার দিকে প্রায় ১৭১টি চেক পোষ্ট স্থাপন করা হয়েছে। করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অর্থাভাব চিরন্তন। কলিকাতার উন্নতি ও কিছু কিছু পৌর এলাকার উন্নতির জন্য এই করলব্ধ অর্থ খরচ করা হবে। এই চুক্তিকর যখন বাংলায় আরম্ভ হল তখন কলিকাতার বাহিরে অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার উন্নতির জন্য মফঃস্বল সহরগুলিতে চুক্তি করের প্রবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পৌর এলাকার উন্নতি কতদূর হবে বা হবে না সেটা অবশ্যই পরে দেখা যাবে কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে চুক্তি করের চেক পোষ্টগুলি সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত অর্থ অর্জনের একটা স্থায়ীভাণ্ডাররূপে হইল। কারণ এটাই চলতি ব্যবস্থা।

- •—

আবশ্যক

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগের জন্য যথাক্রমে একজন বেসিক ট্রেণ্ড শিক্ষক বা শিক্ষিত্রী এবং মাদার টিচার্স ট্রেণ্ড শিক্ষত্রিী প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী
মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ মাঝিহিড়া, পুরুলিয়া

পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রস্রোত ও বন্যায় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লোকের প্রাণহানি ঘটে। ৩ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। আর ১৯৬৮ সালে যে ৩ ডিসেম্বর মাসে ভূবার প্রবল ঘূর্ণিঝড় হয় এবং যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ১৮ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

ভূবিজ্ঞ ও মহামারী বার দিয়ে পৃথিবীর বুকস্থ প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের যে আন্তর্জ্জাতিক রেকর্ড প্রামাণ্য পুস্তকাদিতে রয়েছে—তাতে দেখা যায়ের চীনের হোয়াংহো নদীর বন্যায় ১৮৮৭ সালে মৃত্যের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ, ১৯৫৩ সালে চীনের দেন্‌সী প্রদেশে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৩০ হাজার; ১৮৮১ সালে উত্তর ভিয়েৎনামে তাইফুং এ ঘূর্ণিঝড়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। ১৯২০ সনে চীনের হানস্থ প্রদেশে জল বেমে মৃত্যু সংখ্যা ঘটে ২ লক্ষ।

পুরুলিয়ায় রাস মহোৎসব ও মেলা

গত ১৮ই নভেম্বর রাস পঞ্চমী তিথিতে জেলিয়াপাড়া রাস মঞ্চপ্রাঙ্গণে ২৩ বর্ষব্যাপী রাস মহোৎসবের উদ্বোধন হয় এবং মেলা শুরু হয়। এই দিন সকালে ৩৬পুরুষ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ আসন এবং রথী, অশ্ব ও বাদ্যভাণ্ডসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহর পরিক্রমা করে এবং পুষ্পার্চ্চনা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বৈকালে রাস মেলার উদ্বোধন এবং ঘরিয়াম সংগীতাদি হয়।

এই রাস মেলা উপলক্ষে সহরের ও জেলার বিভিন্ন শিল্প ও দোকান পাট ছাড়াও বাংলার অন্যান্য স্থান থেকেও বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ষ্টল স্থাপিত হয়েছে এবং অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উড়িষ্যার নৃত্যকলাকুশলী শিল্পীরা এই বৎসরও প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ছাড়া মেলায় ছৌনাচ, ঘরিয়াচ, যাত্রা, গান, বিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করাও হয়েছে। রাস কমিটির পক্ষে বীরেন সমিতি এই বৎসর রাস মহোৎসব ও মেলা পরিচালনা করছে।

রাস মহোৎসব উপলক্ষে সমগ্র জেলার সহর সহর নরনারীর আগমনের সুযোগ গ্রহণ উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাস মঞ্চপ্রাঙ্গণে মেটারনিটী হোম ও এক বিশেষ স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। কৃষি, বনেরা, বনজ প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন চার্ট ও পোষ্টার ও মডেল এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য চার্ট, পোষ্টার ও মডেলের সাহায্যে প্রদর্শিত হচ্ছে। তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ কর্তৃক বিবিধ তথ্যমূলক চিত্রাদিও প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমুবের অভিযোগ—পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বা সামরিক

একনায়ক জেনারেল আয়ুব খাঁ সম্প্রতি প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছেন যে তাকে পাকিস্তানে পদচ্যুত ও হেনস্থা করার মূলে আছে আমেরিকার সি, আই-এর ষড়যন্ত্র ও ব্যবস্থা। তিনি অভিযোগ করেছেন যে তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব জুল্‌ফি খাদেরিকার ধনলাল ছিলেন ও আছেন। এটা কিছু বিস্ময়ের কথা নয়। পাকিস্তানকে অমেরিকা সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় রাখতে চায় এবং সেই জন্য পাকিস্তানের ফৌজ ও রাজনীতিতে আমেরিকা যে নিজেদের পছন্দ মতো এবং বশংবদ লোক বাখবার জন্য ব্যবস্থা করবেই—এতো স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা আমুবের কথা এই জন্যই উল্লখ করলাম যে—ভারতের ফৌজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমেরিকা ও সি আইবের আর্থিক ও গুপ্তচরবৃত্তির অবদান প্রচুর। এই রকম সমস্ত দেশগুলিতেই কম্বিয়া ও আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা এক বিচিত্র রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করে। একটা দেশকে অস্ত্র সাহায্য বা বিক্রয়, আর্থিক সাহায্য বা ঋণদান এই তিনের উর্দ্ধেই চলে। পাকিস্তানকে কেন আমেরিকা বা কেন রাশিয়া অস্ত্র সাহায্য বা অস্ত্র বিক্রয় করছে সে সম্বন্ধে দোঁয়ার কিছু নাই। ক্ষমতার রাজনীতির ও একটা অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার।

স্থানীয় সংবাদ

পলাতক নয়ালী যুবক গ্রেপ্তার

কেশ থেকে আদালতে বিচারের জন্ত নিয়ে আসার সময় নদীর কুমার পার হলে যে নয়ালী যুবকটি পুলিশ হেফাজত থেকে পলায়ন করে—তাকে পুলিশ কয়েকদিন ব্যাপী অনুসন্ধানের পর সেদিন সন্ধ্যায় মানবাজারের নিকটবর্তী এক গ্রামের খামারবাড়ীতে গুপ্তের সাহায্য মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে।

পাগলা হাতীর আক্রমণে ১৩ জনের প্রাণহানী

কিছুদিন থেকে একটা পাগলা হাতী পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান, মেঝনীপুর জেলার ডাঙ্গাগ্রাম ও নিকুম্ভ জেলার ঘাটশিলা অঞ্চলের জঙ্গল এলাকায় উপদ্রব করে ও গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে বহু প্রাণহানী ঘটিয়েছে। এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে—তাতে বান্দোয়ান থানার মহুবন গ্রামে ২ জন এবং কণাদী গ্রামে ১ জন হাতীর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে এবং আর ২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এই হাতীর আক্রমণে মেদিনীপুর জেলার ডাঙ্গাগ্রাম অঞ্চলে বিনপুর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলেকার ১০ জন প্রাণ হারিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি পাগলা হাতীটী বাংলা মুলুক ছেড়ে বিহারের সিংভূম জেলার আনন্দনী জঙ্গল অঞ্চলে উপদ্রব করছে বলে সংবাদ এসেছে। এই হাতীটী মারার জন্য পুলিশ বিশেষ চেষ্টা করছে এবং একজন শিকারী বান্দোয়ানে ঘাঁটি করে এই হাতীকে মারার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বসন্তের আক্রমণে ৪ জনের মৃত্যু

পুরুলিয়া সহরের উপকণ্ঠে মাধুডুরা গ্রামে ১৫ জন শক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৪ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে বসন্ত রোগীর চিকিৎসার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে বসন্ত আক্রান্ত রোগীদের স্থানান্তর করা হয়েছে এবং চিকিৎসা করা হচ্ছে। মাধুডুরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসন্তের টীকা দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ

গত ১৬ই নভেম্বর থেকে ২২শে নভেম্বর পর্য্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষে গত ১৪ই নভেম্বর স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগারে একটি পুস্তক ও পত্রিকা প্রদর্শনী এবং একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সপ্তাহ উদ্‌যাপন-সূত্রে ১৭ই নভেম্বর কে ঢাঁড়ি গ্রামীন গ্রন্থাগারে এবং ১৮ই নভেম্বর সোঁদিমপুর গ্রামীন গ্রন্থাগারে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। ১৯শে নভেম্বর তারিখে জেলা গ্রন্থাগারে এলেকার ছাত্রদের মধ্যে "নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা" সম্পর্কে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয় এবং ২০শে নভেম্বর তারিখে সমগ্র জেলার গ্রন্থাগার কর্মী ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের এক সভা জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীএস, বি, মণ্ডল, জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীসুনাড় তাঁতী, গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীপ্রাণন হে, শ্রীবরন চন্দ্র তাঁতী, শ্রীরতিক চক্রবর্তী ও শ্রীমতিয়া দাশুনী কয় দ্বারা এবং রাজবাদ্যা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীএ, জা ভাবন বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমণোক চৌধুরী সভাপতিত্ব এবং ডি, আই, অফ স্কুল্‌স শ্রীএস, এম, রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

নবকুঞ্জ নিবাসে দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণোৎসব

গত ২৩শে নভেম্বর তারিখে নবকুঞ্জ নিবাসে দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে কুঞ্জ নিবাসের একজন অধিবাসী রাবীন্দ্র সঙ্গীত করেন এবং তারপরে তাঁ আশুতোষ রায় দেশ বন্ধুর আলোকে মূল্যায়ন করেন। নবকুঞ্জ নিবাসের দুইজন অধিবাসী শ্রীমণোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীত্রিদিব মোহন দেশবন্ধুর জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। কুঞ্জ নিবাসের চিকিৎসক ডাঃ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় দেশ বন্ধুর কবিতাগুলি থেকে কয়েকটি নির্ব্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করেন এবং নবকুঞ্জ নিবাসের সেক্রেটারী ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক দেশ বন্ধু রচনাবলীর থেকে কিছু অংশ পাঠ করেন। এই দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শ্রীমণোক চৌধুরী সভাপতিত্ব এবং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

- •—

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৬)

C. R. No.—2539/57

নোটিশ

জেলা মো: পুরুলিয়া মন্সেফী আদালত

১৫৩ নং দেওয়ানী ১৯৬৯

ভাকুড় মাহাত — বিং — ভোলানাথ মাহাত সিং

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানার সিয়াড়কেটা গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে জানান যাহা যে ঐ গ্রামের ১। ভাকুড় মাহাত ২। মাগারাম মাহাত ৩। ফকির মাহাত ৪। বনিরাম মাহাত ৫। হরি মাহাত ৬। দলু মাহাত ৭। সৃষ্টিধর মাহাত ৮। উতলা মাহাত ৯। কানকর মাহাত ১০। মঙ্গল মাহাত ১১। রাজু মাহাত ১২। যুধিষ্ঠির মাহাত ১৩। পাঁজু মাহাত ১৪। গঙ্গাধর মাহাত ১৫। লালি মাহাতানী ১৬। মদন গাঁইাই ১৭। বীরেন্দ্রলাল সিংসর্দার ১৮। মঙ্গল সিং সর্দার ১৯। সভারাম মাহাত ২০। বুচন মাহাত ২১। বেহারি মাহাত ২২। কৃষ্ণ মাহাত ঐ গ্রামের সর্ব সাধারণের পক্ষে ঐ গ্রামের সাবেক ১৯২ এবং ১৯৩ নং প্লটের বা নূতন ৩১৭ এবং ৩১৮ নং প্লটের বাঁধ ও বাঁধ আইল এ সিয়াড়কেটা গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীগণ স্বত্ববান থাকা অবধারণে কেসলমাত্র বিবাদীগণ এবং ২১।২২ নং বাদীগণের নামিত উক্ত বাঁধের বর্ত্তমান রেকর্ড ভ্রমাত্মক থাকা অবধারণে ঘোষণামূলক ডিক্রী পাইবার জন্য ঐ গ্রামের ৮৮বাদাকান্ত মাহাতের ওয়ারীশ ১। ভোলানাথ মাহাত ১ (ক) ভবতারণ মাহাত ১ (খ) উমেশ মাহাত ১ (গ) কংগ্রেস ওফে গোপেশ্বর মাহাত ১ (ঘ) সারি মাহাতানী ও ১ (ঙ) কর্পুরা মাহাতানী ২। হারাধন মাহাত ৩। ভরত মাহাত ৪। শত্রুঘ্ন মাহাত ৫। রসরাজ মাহাত ৬। ভূষণ মাহাত ৭। খোঁর ওফে ক্ষিতি মাহাত ৮। অর্জ্জুন মাহাত ৯। মথুরি মাহাত ১০। সুরেন্দ্র মাহাত এবং ১১ নং নরোত্তম মাহাতের বিরুদ্ধে উক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। গ্রামবাসী মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমার বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন এবং তজ্জন্য আদালত ১৪।১২।৭০ ধার্য্য করিয়াছেন।

অদ্য সন ১৯৭০ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
আর, চ্যাটার্জি
সেরেস্তাদার

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া নিবাসী শ্রীরামেশ্বর লাল সরাওগীর পুত্র শ্রীনন্দলাল সরাওগীকে গত ১২৬৯ সালের পুরুলিয়া রেজিষ্ট্রি অফিসের ৯ নং অথেণ্টিকেটেড পাওয়ার মূলে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল উক্ত ক্ষমতা পত্র বা আমমোক্তার নামা গত ১৯।১১।৭০ তাং অত্র অফিসে রিভোকেশন বা ক্যানসেল করা হইয়াছে। এবং শ্রীনন্দলাল সরাওগীর নাবালক পুত্র শ্রীমান অনুপ কুমার সরাওগীকে দত্তক পুত্র হিসাবে ১৭।১১।৬৯ তারিখে রেজেষ্ট্রিকৃত দলিল দ্বারা যে গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাও ১৯।১১।৭০ তারিখে নাকচ করা হইয়াছে।

শ্রীমতী রামদেই সরাওগী

শিক্ষক চাই

কুড়ুকতোপা জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য একজন বি, এ, অথবা বি, এ, ট্রেনিং প্রাপ্ত অথবা বি, এ, অনার্স শিক্ষক প্রয়োজন। ২৪।১২।৭০ তারিখের পূর্ব্বে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

১৮।১১।৭০

শ্রীমনোরঞ্জন মাহাত
সেক্রেটারী
কুড়ুকতোপা জুনিয়র হাই স্কুল
পো:—কুড়ুকতোপা, পুরুলিয়া

Wanted

"Wanted for Santamayee Girls' Higher Secondary School, P. O. & Dist. Purulia a B. A, Kavyatirtha lady teacher or M. A. in Sanskrit-An elderly male with B. A., Kavyatirtha qualification can also apply. Pay and allowance as per Grant-in-aid rule, Free accommodation for a female teacher may be provided. The selected candidate will have to join in the first week of January, 1971. Apply to the Secretary on or before 12.12.70 with copies of testimonials, Diplomas and mark-sheet of different Examinations."

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়া
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান
STOKCISTS & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F., J. & J.
অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

কুরুরী চন্দ্রমুখী আলু বীজের দাম
খুচরো বিক্রি ১৭৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে ৫০ কেজির বস্তা ৮৫
গ্রামাঞ্চলে খুচরো বিক্রি ১৮৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে নিলে—দামের ওপর যাতায়াত খরচ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক — বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সোমবার, ৩০শে নভেম্বর '৭০
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

বার্ষিক ৬., সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

ফাঁসীর মঞ্চে গেছে যারা
জীবনের জয় গান—
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন্ বলিদান ?
—নজরুল

২৩শে নভেম্বর, ১৯০৮ সালে কৃষ্ণাত্মক নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে অরি-সুদের বীর বিপ্লবী সন্তান বসুর ফাঁসী হয়।

লোকসেবক সংঘের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব সমূহ

রাজ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সংঘের দিগ্‌দর্শন তথা সংঘের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত

লোক সেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে (১২ই অক্টোবর ও ১৬শে নভেম্বর) পরিস্থিতি সমূহের সমাক অনুধাবনের পর সংঘ যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে সংঘের ভবিষ্য কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই প্রস্তাবগুলি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর গৃহীত হয় –

১) পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সংঘের বক্তব্য
২) নির্ব্বাচনী বা রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে সংঘের সিদ্ধান্ত
৩) অর্থনৈতিক কর্মধারা বিষয়ে সংঘের সিদ্ধান্ত
৪) জেলার সাম্প্রতিক কৃষি ও খাদ্য পরিস্থিতি ও তদ্বিষয়ে কর্তব্য সম্পর্কে সংঘের বক্তব্য।

পশ্চিমবাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সংঘের বক্তব্য

যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা ও পরবর্তী আমলাতান্ত্রিক শাসনের চরম অযোগ্যতা

বহু আকাঙ্খিত যুক্তফ্রন্ট শাসন-ব্যবস্থা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙ্গে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের শাসন জীবনে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। তার পরিবর্তে অন্য কোনো জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকার বা শাসনধারা গঠিত করা সম্ভব হল না। পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এই শাসনযন্ত্র অযোগ্যতাপূর্ণ এবং জনস্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ও বিমুখ রূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছে।

হিংসার ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকারে যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা

সারা বাংলার দিকে দিকে আজ বিবিধ কারণে যে সমস্ত ভয়াবহ হিংসাত্মক সংঘাত দেখা দিয়েছে—বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত বিরোধমূলক মারাত্মক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—সে সমস্ত ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখজনক পরিস্থিতি ও কারণকে দূর করার জন্য যে মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে জনসহায়তার অনুকূল পরিবেশ নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল—তা করতে এই রাষ্ট্রপতি শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

একমাত্র পুলিসী সহায় ভিত্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিপজ্জনক ফল

তার পরিবর্তে একমাত্র পুলিসী সহায় ভিত্তে এদের পরিস্থিতি দমন করতে গিয়ে সমগ্র পরিস্থিতিকে আরো জটিল এবং আরো বিস্ফোরণ-সম্ভাবনা-পূর্ণ ক'রে তোলা হচ্ছে। অধিকন্তু, একমাত্র এই ধারায় অগ্রসর হওয়ার ফলশ্রুতি পুলিসের ও কিছু জন-শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক এক বিদ্বেষপূর্ণ ভাবাবেগ আক্রোশ এবং হিংসার ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। এই অন্ধ-প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পুলিসী শক্তিকে উত্তরোত্তর আরো দৃঢ় এবং অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করা হচ্ছে। অপর পক্ষে এর ফলে একদিকে যেমন অত্যন্ত আশঙ্কাজনকভাবে ক্ষমতার বহু গুরুতর অপপ্রয়োগ হচ্ছে—তেমনি এই অবস্থার মধ্য দিয়ে সমগ্র পরিস্থিতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে—সামগ্রিক শাসনের প্রয়োজনীয়তার দিকে—যা ভারতের জনজীবনের পক্ষে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। আজ এই দুষ্টচক্রের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

কিসের সমাধান ? নির্ব্বাচন, না, জনপ্রিয় সরকার ?

কিন্তু এর শীঘ্র সমাধান কী ক'রে হবে—তার চিন্তায় পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ ও বহু দল আজ চিন্তিত হ'য়ে উঠেছেন। কেউ ভাবছেন—একটা জনপ্রিয় সরকার গঠিত হ'লেই এই অবস্থার অবসান হবে। কেউ ভাবছেন—এই রাজ্যের গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমাক উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন সম্ভব নয়। কেউ ভাবছেন—জনপ্রিয় সরকার হ'লেও যে দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে সমাজ-পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ভয়াবহ অবস্থার সমাধান সম্ভব—তারজন্য এখন থেকে সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা করা না হ'লে সেই সরকারও টেঁকসো চলতে পারবে না; সুতরাং আগামী জনপ্রিয় শাসনকে সফল করবার জন্য এখন থেকে তার অনুকূল পরিবিধি গঠন করা একান্ত দরকার।

শতভঙ্গ রাজনৈতিক জীবনে জনপ্রিয় স্থায়ী সরকার গঠনের উপায় কি ?

এর সঙ্গে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তা এই যে, পশ্চিমবাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো জনপ্রিয় সরকার বা কোন স্থায়ী সরকার সম্ভব কি না। একটা বিষয় আজ খুবই পরিষ্কার যে, পশ্চিমবাংলার কোনো রাজনৈতিক দলেরই আজ একক ক্ষমতায় শাসনের বলবার শক্তি নেই। জনপ্রিয় সরকার গঠন করতে হ'লে আইন সভায় উপযুক্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাবার জন্য কতকগুলি দলকে মিলিত হ'য়ে একটি যুক্তিসঙ্গত, বাস্তব, দৃঢ়ভিত্তি সম্পন্ন তথা জরুরী প্রয়োজনগুলির আশু সমাধানযোগ্য কর্মতালিকার রূপ দিতে হবে। যে দলগুলি মিলিতভাবে একটা জনপ্রিয় সরকার গঠনের জন্য অগ্রসর হবে—সেই দলগুলি মোটামুটি এক আদর্শ ও কর্মধারার অনুসরণকারী হলেই ভাল হয়।

বিভিন্ন মতের দলগুলির জোটে সাফল্যের অপরিহার্য্য যে পথ

কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে বিভিন্ন মতাদর্শের দলগুলিও যদি ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে একটি কর্মসূচি ভিত্তিতে, সরকার গঠনে অগ্রসর হন—তবে সেই ঐক্যবদ্ধ দলগুলির প্রত্যেককে নিজেদের প্রকৃত প্রতিশ্রুতিসমূহ ও তার কর্মপদ্ধতিসমূহ সততার সঙ্গে পালন করতে হবে;—সেই দলগুলির প্রত্যেককে নিজেদের সেই জোটের অপর সমস্ত দলের সম্মান রাখবার আন্তরিক মনোভাব ও প্রচেষ্টা নিয়ে চলতে হবে;—বিধিবদ্ধতান্ত্রিক পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনশাসন দেবার লক্ষ্য নিয়ে মিলিত সেই ঐক্যবদ্ধ

দলগুলির পক্ষ থেকে যে কর্মতালিকা অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে—সেই কর্মতালিকার জন্যায় কোনোভাবে বিঘ্নিত হ'তে পারে—এমন কোনো কাজ ঐ রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্যই করবেন না—নিজেদের দলীয় রাজনৈতিক কাজের নামে বা নিজেদের কাজের মাধ্যমে—যতক্ষণ এই শাসনের দায়িত্বভার নিয়ে তাঁরা আছেন।

নির্দ্বাচনী জোট চাই—কিন্তু তা ব'লে অবাঞ্ছিতদের নিয়ে জোট মারাত্মক

নির্দ্বাচনী সংগ্রামের লক্ষ্য দেশকে উন্নততর শাসন-জীবন দেওয়া। এবং এই নির্দ্বাচনী সংগ্রামের গুরুত্ব অন্যান্য বেশীভাবে দেখা দেয় তখনই—যখন স্বাধীন হওয়ার পরও দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত ক'রে দেশকে বাস্তবিক শাসন ব্যবস্থা ও অগ্রগতি থেকে বঞ্চিত করে—জনগণকে শোষণ ক'রে আর শোষণের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে চায়। এই অবস্থায় এদের বিরুদ্ধেই মুখ্যতঃ নির্দ্বাচনী সংগ্রামকে পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। নিজেদের বিরুদ্ধে তীব্র এবং ব্যাপক জনচেতনা দেখে এরা কৌশলগুদ্ধে মানুষকে ভোলাবার জন্য বহু অপকৌশল অবলম্বন করে; কখনও সুর বদলায়—কখনো প্রতিশ্রুতির কথা-বার্তার কথা বলে। কিন্তু এরা যে ভীত মাত্র তা বোঝা যায় এদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও এদের মানীয় ঐতিহ্যের অন্তর্হীন নজীরগুলি থেকে যার অংশ কাল পর্য্যন্ত ঘটেছে।

যারা সত্যকার সংগ্রামী তাঁরা যথার্থ শক্তির জন্য অপেক্ষায় থাকেন

কংগ্রেসীরা যে সব দল দেশের জনগণকে এই শ্রেণীকেন্দ্রিক ও কায়েমী স্বার্থ গান্ধীর হাত থেকে কেড়ে উদ্ধার ক'রে বাস্তবিক উন্নত শাসন দিতে চান—তাঁরা এই সব প্রতিক্রিয়াশীলতা ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের কথায় ভোলেন না। তাঁরা লড়াই দিয়ে যান। তাঁরা জানেন—এদের কিছু শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হ'লে সংগ্রামের লক্ষ্য পিছিয়ে যাবে। এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরাই প্রগতিশীলের তকমা পেয়ে যাবে। অস্থিমে ভাদের ক্ষতি হবেই। তাই তাঁরা জন-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন—তাঁরা যদি এক সংগ্রামেই ক্ষমতা হস্তগত করতে না পারেন—তবু নিজেদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকেন।

কিন্তু জনঅধিকারের চেয়ে ক্ষমতা লাভ যাদের কাছে বড় তারা বিপথগামী

কিন্তু প্রগতিশীল দল ব'লে পরিচিত যে সব দল ক্ষমতার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে সাখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যে ঐ সব অবাঞ্ছিত শ্রেণীর দলগুলির সহযোগিতা নিতে চান—ঐ সব অবাঞ্ছিত শ্রেণীর বিভিন্ন কতকগুলি প্রগতিশীল পদক্ষেপকে যাঁরা ঐ সব দলের পূর্ণ রূপান্তরের লক্ষণ বা প্রগতিশীলতার পরিচয় ব'লে মনে করেন - এবং ঐ সব অজুহাত সৃষ্টি ক'রে ঐ সব অবাঞ্ছিত প্রগতি-বিরোধী দলের সঙ্গে নির্দ্বাচনী জোটে যুক্ত হন—তাঁরা দেশের জন-সংগ্রামের ক্ষতি করেন জনসংগ্রামকে বিপথে চালিত করার জন্য দায়ী হন।

দলীয় প্রসারের জন্য অবাঞ্ছিত সংগ্রহের কাজ জনশত্রুতার নামান্তর

শুধু নির্দ্বাচনী সংগ্রামের সময়েই নয়—যে সব প্রগতিশীল দল দ্রুত দল-বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দলের দরজা সমাজ বিরোধীদের জন্য বা অন্য দলের স্বার্থান্বেষীদের জন্য অবাধে খুলে দেন—সেই সব প্রগতিশীল দলেরও দলীয় চরিত্র অচিরেই দূষিত হ'য়ে ওঠে তাঁদের দলের বাঞ্ছিত আদর্শ ও কর্ম-লক্ষ্যগুলি কাগজের পাতাতেই লিখিত থাকে; আর দলগুলি অন্তর্বিরোধ ও দুর্নীতির আখড়া হ'য়ে ওঠে। তাদের জীবনে নিরাময় আদর্শের লক্ষ্য গৌণ হ'য়ে ওঠে। এবং তাদের সমগোত্রীয় অন্য দলগুলির সঙ্গে দুরূহজনক বিরোধ-বিবাদে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পঙ্কিলতায় ভ'রে ওঠে। শ্রেণী-সংগ্রাম নামে মাত্র থাকে; দলীয় স্বার্থ এবং ক্ষমতা লাভের বাস্তা আকাঙ্খায় বিচিত্র শ্রেণী-বিন্যাস হ'তে থাকে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি, আজ এই সমস্ত কুটিল শক্তিকে আবর্ত্তিত হচ্ছে। দলীয় মহান আদর্শ, বাস্তিক কর্মধারা এবং জনস্বার্থের সার্বজনীনতার লক্ষ্যে জন-স্রোত যদি দিকে দিকে অগ্রসর না হয়—তবে এই অন্ধকারময় রাজনীতির অবসান শীঘ্র সম্ভব নয়।

আদর্শের লড়াই হোক—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিষ বন্ধ হোক

গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক জীবনে আমলাতান্ত্রিক খবরদারীর হাত থেকে মুক্তির জন্য নির্দ্বাচন জনগণের একটি অতি মূল্যবান অধিকার। আশু নির্দ্বাচনের জ্বালন্ত দাবীর সঙ্গে এই নির্দ্বাচনকে যথার্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচন রূপে অনুষ্ঠিত করার জন্য অবিলম্বে সকল দলের পক্ষ থেকে অগ্রসর হওয়া দরকার। নির্বাচনে যে কোনো দলের সঙ্গে যে কোন দলের নির্দ্বাচনী সংগ্রাম বা বিরোধ থাকলেও সকলের সঙ্গে সকলের একটা সাধারণ সম্প্রীতি ও ভদ্রতা রক্ষার পরিবেশ থাকা অত্যন্ত কর্তব্য। সকল দলের পক্ষ থেকেই এই আশ্বাস প্রদান করা আজ প্রয়োজন। নির্বাচনে আদর্শের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম বা অপর দলের অন্যায় কর্মসমূহকে উদ্ঘাটনের সংগ্রাম করার কর্মধারা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তা' যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-সংঘাতের রূপ গ্রহণ না করে—তা দেখা আজ সকল দলের কর্তব্য।

নির্বাচন প্রাক্কালে আজ সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্তব্য

এই সব বিভিন্ন দুর্বলতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কর্মধারা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ভাবাদর্শ ও চারিত্রিক রূপের উন্নত স্তর থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী নিম্নগামী হ'য়ে পড়েছে। নির্বাচন আজই হোক আর কালই হোক—তার প্রয়োজনে অবিলম্বে নির্দ্বাচনকে গণতান্ত্রিক সুযোগ ও শক্তি রূপে দ্রুত সক্রিয় কাজ আরম্ভ হোক—এই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

নির্ব্বাচনী জোট বারাজনৈতিক জোট সম্পর্কে সংঘের সিদ্ধান্ত

নির্দ্বাচনী হাওয়া : জোট প্রতি-জোট, মহাজোট প্রভৃতি

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের জন্য নির্বাচনের দাবী উঠেছে। শীঘ্র মধ্যেই নির্দ্বাচন হ'তে পারে বলে বিবিধ তথ্যও প্রচারিত হচ্ছে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে নির্বাচনী জোট ও সমঝোতার লক্ষ্যে জোর যোগাযোগও শুরু হয়েছে কিছুদিন থেকেই। যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর নির্বাচনী কর্মধারার দেখা দিয়েছে দুটি জোটের উদ্ভব হয়েছে—একটি দুয় পার্টি দল এবং অপরটি আট পার্টি দল। অধিকন্তু বাংলা কংগ্রেস, শাসক কংগ্রেস এবং নি. নি. আই এর এক নির্বাচনী জে ট সৃষ্টি হবার কাজও দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

এর মধ্যে লোকসেবক সংঘ কি করবে—এই প্রশ্ন

এর মধ্যে মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রে, বেতারেও শোনা যাচ্ছে—বিভিন্ন জোটের নেতৃবর্গ লোকসেবক সংঘকে তাঁদের জোটে নেবার জন্য কথাবার্তা চালাবেন বলে অভিমত প্রকাশ করছেন। এই সব পরিস্থিতিতে বহু লোকে জানতে চাইছেন—নির্দ্রাচনী জোটের দৃষ্টিতে লোকসেবক সংঘের কর্মধারা কী হবে। সুতরাং এখন নির্দ্রাচনে লোকসেবক সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নাক্ত কি হবে—তা জানান সংঘ প্রয়োজন বোধ করছে।

সংঘ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার সমীচীনতা আরো উপলব্ধ হোস

যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর থেকেই এ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সংঘের কর্মধারা কি হবে—তা স্থির করে নেওয়া হয়েছিল। তখাপি সর্বশেষ পরিস্থিতি সমূহের ভূমিকাপটে নিজেদের কর্মসিদ্ধান্তকে ভালভাবে যাচাই ক'রে নেবার এবং আরো গভীরভাবে বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে বিগত ১২ই অক্টোবর সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে এ সম্পর্কে বিশদভাবে বিচার ও অভিমত বিনিময় করা হয়। তাতে সংঘের পূর্বসিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আরো বেশীভাবে উপলব্ধ হয়। এবং সংঘের আংককের (২৯শে নভেম্বরের) কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে তা এই :

পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত রাজনৈতিক দল রয়েছে—তাঁদের কারো সঙ্গে বা কোনো জোটের সঙ্গে নির্বাচনের বা সাধারণ রাজনৈতিক কর্মধারার উদ্দেশ্যে সংঘ যুক্ত হবে না। এর বিবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম কারণগুলি এই।

মতের অমিল থাকলেও, সকল দলের প্রতি সংঘের সাধারণ সম্প্রীতির সম্পর্ক

ফ্রন্টের বিভিন্ন পার্টীর কার্যাকলাপ ও কর্মধারার বিরুদ্ধে সংঘের তীব্র অভিমত থাকলেও যুক্তফ্রন্টের কার্যাকালে ফ্রন্টের সকল দলের সঙ্গেই সংঘের সাধারণ সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল, এবং যুক্তফ্রন্টের অবসানের পর

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

১৪ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭৭

নক্সালদের কাজ কারা বন্ধ করতে পারে ?

বিষয়টিতে সরাসরি আসা যাক। বাংলা দেশে অর্থাৎ এই পশ্চিম-বঙ্গে আজ প্রায় আট মাস ধরে খুনোখুনী চলেছে—এবং ক্রমশঃই ক্রমবর্দ্ধমান-ক্রমে। পুলিশকে খুন করা হচ্ছে—পুলিশও খুন করে চলেছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই খুনোখুনীর ব্যাপারে ছোরা, বন্দুক, রিভলভার, পাইপ গান এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চশক্তিসম্পন্ন বোমার ব্যাবহারের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছিল—সম্প্রতি ট্রেনগান ও হেনগ্যানেরও রণক্ষেত্রে আমদানি করা হয়েছে বলে সংবাদে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দিনের মধ্যে হত্যাতো দেখা যাবে কে-সরকারী মুহূর্ত্তহত্যা আরও উচ্চ মানের অস্ত্রসম্ভারে অর্থাৎ সাবমেশিনগান বা মেশিন গান নিয়ে প্রশাসন শক্তির মোকাবিলা করছে—অথবা অন্তর্ঘাতীয় সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে "মশআপ" অর্থাৎ একেবারে মেরে নিঃশেষ করার লক্ষ্যে নেমে পড়েছে।

যে দিক দিয়েই যেভাবে দেখা যাক না কেন পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু সহরাঞ্চলে সামান্য কিছু গ্রামাঞ্চলে এবং প্রধানতঃ কলিকাতা মহানগরী এবং তার চাতাদিকের এলাকাতে সমস্ত দিক দিয়েই খানিকটা অরাজক অবস্থা চলেছে যার ফলে লোকের সামগ্রীক জীবন একটা অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনায় ও শঙ্কায় হাল ছেড়ে বসে আছে।

পুলিশের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সেই ক্ষমতার বলে পুলিশ বা প্রশাসন যা করে চলেছে—তাতে সামরিক আইন জারি হলে এবং দমন ব্যবস্থাটা বে-সামরিক পুলিশের বদলে সোজাসুজি সামরিক বাহিনীর অধীনে হলে কার্যতঃ কোন পার্থক্য থাকতো বলে আমরা মনে করিনা। আইনের নামটা বদলে বিনা বিচারে আটক আইন সম্প্রতি আবার জারি করা হয়েছে—আমরা একে সমর্থন একেবারেই করিনা। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক এবং বিপজ্জনক ব্যাপার—পুলিশ যখন খুশী এবং যাকে খুশী গুলী করে মারতে পারবে—এবং তার জন্য কোন জবাবদিহি কাউকে দিতে হবেনা। অবশ্যই কতকগুলি ক্ষেত্রের কথা যেমন লুটপাট হাঙ্গামা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা থাকলেও—সেগুলি একেবারে অবান্তর—বলার কথা মাত্র।

যাই হোক একদিকে—নক্সালই বলা হোক, দুষ্কৃতিকারীই বলা হোক, চরমপন্থী, উগ্রপন্থী, আধ-রাজনৈতিক, আধা সমাজবিরোধী বা গুরো সমাজবিরোধীই বলা হোক—সমস্ত দায় দায়ীত্বটা পড়ছে এদের উপরেই। বলা হচ্ছে এই নক্সাল বা উগ্রপন্থীরা বর্তমান এই বুর্জ্জোয়া-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থাকে অচল ক'রে দিতে চায়।

বিস্ময়! কী রকম বিস্ময়? একেবারে বুর্জ্জোয়া-ছোঁয়া যা কিছু আছে বা তার আষক হিসাবে যা কিছু আছে, সমস্ত একেবারে নিঃশেষে ধ্বংস করার বিস্ময়? বর্তমান ও অতীতকে একেবারে অস্তিত্বহীন করার বিস্ময়? কাদের জন্য? সর্বহারাদের জন্য—সর্বহারা চাষী, সর্বহারা শ্রমিক? একমাত্র এরাই শুধু বেঁচে থাকবে—আর কেউ যদি এদের সঙ্গে না থাকে তাকে ধ্বংস করতেই হবে? কারা এই বিস্ময়ের পরিচালক ও অগ্রদূত হবে? তারা অবশ্যই বুর্জ্জোয়া বা পাতি বুর্জ্জোয়াদের মধ্য থেকে এদেরও ক্ষতি নাই। অন্তর্দলীয় সংঘাতে আহত ও নিহত—বা পুলিশের গুলীতে ও অন্যভাবে নিহত ও আহত যাদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—তারা সবাই মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের সন্তান। যারা যে দলের হোক না কেন—মাংসে মাংসে ধরা পড়ছে, ছেলে যাচ্ছে তাদা সবাই মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলেরা।

সম্প্রতি কলিকাতার কাছে রাজপথের ধারে আটটি তরুণের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, গুলী করে তাদের মেরে অন্য জায়গা থেকে এনে ফেলা হয়েছে তারাও এই মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের ছেলে—তাদের পরিচয় পাওয়া গেছে।

এদের এই লড়াইয়ে জনসাধারণ নেই; শ্রমিক নেই কৃষক নেই—সর্বহারারা নেই। যে লক্ষ্যে এবং যে উদ্দেশ্যেই এরা—এদের সংগ্রাম ও অভিযান আরম্ভ করুকনা কেন—এখন এটা একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে শেষ ও প্রতিশোধের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের কার্যাধারা যেভাবে তাতে কোন মহত্তর ও ব্যাপক আদর্শের এরা অনুসারী এটা প্রতিভাত হয়নি হচ্ছেনা, বরং দেশের সর্বক্ষেত্রে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকট হয়ে উঠছে। এদের কার্যা আরাধ্য এরা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে চলেছে। এ বিস্ময়ের ভাবনা নয়, বিস্ময়ের প্রচেষ্টা নয়, বিস্ময়ের পথ নয়।

বর্তমানের এই উগ্রপন্থী বা নক্সালপন্থী যাই বলা হোক না কেন—এরা কিন্তু নূতন সৃষ্টি কিছু নয়। বাংলা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—বিশেষ করে স্বাধীনোত্তর যুগে—সাম্যবাদী, সমাজবাদী লেনিনবাদী, মার্ক্সবাদী সকলেই বিপ্লবধর্মের নামে শ্রেণী সংগ্রামের নামে হিংসার পথকেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র অভ্রান্ত পথ বলে স্বীকার ও প্রয়োগ করেছেন। বাংলার কিশোর ও তরুণদের কানে, মনে ও জানে অন্য কোন পথ বা অবস্থাটা বাস্তের সঙ্গে বর্জ্জনীয় ছাড়া অন্যভাবে প্রতিভাত হয়নি। কংগ্রেসের কথা আমরা বলছিনা - কারণ তাতো ছিল জানাপন্থী—কিন্তু তাদের কায়েমী—স্বার্থবাদ প্রতিক্রিয়াশীলতাকে এবং শোষণবাদের বিরুদ্ধেতো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসাবাদের ভিত্তিতেই সমস্ত দেশের মনকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চলেছিল। দেশের তরুণ, দেশের কিশোর, দেশের চাষী, দেশের মজুর সকলেই তাদের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে একই হিংসা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে শিক্ষা পেয়েছে।

তারপরে এল যুক্তফ্রন্ট। প্রথম দফায় নক্সালবাড়ীতে উগ্রপন্থীদের যুক্তফ্রন্টই দমন করে। প্রশাসন তাদের হাতে ছিল এবং নক্সালদের কার্যাক্ষেত্রও অত্যন্ত সীমিত ছিল।

দ্বিতীয় দফায় যুক্তফ্রন্টের সমস্ত রামপন্থী শরীকরাই কেবল নিজেদের মধ্যে হিংসাবাদের গবেষণা করেছে। পাইকারী ধরে এক শরীকের পতাকা নিয়ে শ্রমিকরা আর এক শরীকের শ্রমিকদের কোতল করেছে, চাষীরা চাষীদের হত্যা করেছে, কিশোর তরুণকে ছোরা মেরেছে। ব্যাপকভাবে বোমার বর্ষণ কলিকাতার যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দলীয় সংঘর্ষেই প্রথম আরম্ভ হয়। গ্রামের ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রামে অত্যাধিই ব্যবহৃত হত। এক একদলে নেতারা এক একজায়গায় জনসভা করে হাজার হাজার লোককে মারাত্মক অস্ত্রসম্ভারে নিয়ে শোভাযাত্রা করে আবার মধ্যে নিজের দলের শক্তি এবং যুক্তফ্রন্টের অঙ্গ শরীকের দুর্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা দেশের ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে বাংলার জনসাধারণ—কায়েমী স্বার্থবাদী, শোষণবাদী ও পুঁজিবাদীদের ছাড়া—এই যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেছিল, এই নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক রাস্তার লোক, খেটে খাওয়া লোক, উপোসী, অর্ধাশনী, ছাত্র শিক্ষক, তরুণ, যুবক, কিশোর—সকলেই নির্ভর করেছিল, ভরসা করেছিল, আশা করেছিল যুক্তফ্রন্ট বলোপরে সত্যকারের নূতন পথের গোড়াপত্তন করবে—যেখানে এতদিন যাদের ভরসা ছিলনা তারা ভরসা পাবে একটা সুষ্ঠ শাসন কায়েম হবে।

দেশের লোকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগল চারাদিকে কেবল অন্তর্দলীয় শরীকী মারামারি খুনোখুনী। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরীকদলের নেতৃত্বে পাইকারী হিংসাত্মক কার্যের প্রতিযোগীতা চলতে লাগল। মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিনের "কেভলিউসনারী ভায়োলেন্স" যুক্তফ্রন্টের শরীকদল পরস্পরকে হননের উদ্দেশ্যে "কিমিক্যাল ভায়োলেন্সে" পরিণত করল। প্রশাসনে ও শাসনের বাইরে জনক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব ছিল বলে দেশের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সামগ্রীক বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু এটা ঠিক যে হিংসার ভাবনা ও তার প্রয়োগের ঔচিত্য যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব শুধু থিওরীতে নয়—প্র্যাকটিসেও দেশের মধ্যে যতটা গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করিয়েছিল- এমনভাবে আর কোনদিন হয়নি। মার্ক্স-লেনিনের অনুগামীদের পারম্পরিক এই হিংস্র প্রতিযোগীতা কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তাদের নিজেদের মৃত্যুবাণ তুলে দিল। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল এবং তার পরেও এই সব প্রাক্তন শরীকরাই বিভিন্নভেঙ্গে যে সমস্ত কার্যাকলাপ দেখা যেতে লাগল তা বিচার করে দেখলে সে সব কাজের সঙ্গে নক্সালদের কাজের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কিল।

সত্য কথা বলতে অনেকের সঙ্কোচ হবে না—কিন্তু বাস্তব সত্য যদি স্বীকার করতে হয় তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে আজকাল নক্সাল ও উগ্রপন্থী যাদের বলা হচ্ছে—তারা এদেরই সৃষ্টি। আজ নক্সালরা যা করছে তা বাকী অগ্নিপন্থীরা করছে না বা করতে পারছে না বলেই এদের আপত্তি। কিন্তু সেই বিপ্লবাগ্নী মনোভাব, হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ এবং অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার বাংলা দেশের বর্ত্তমান বৈপ্লবিক নেতৃত্বদের দ্বারা সৃষ্ট, পরিপুষ্ট সমর্থিত ও বাস্তবে রূপায়িত। বাংলার তরুণ ও বিপ্লবীদের মনগুলিকে এরের শিক্ষা ও কার্য্য একই হিংসার পথ একমাত্র পথ বলে নির্ভর করতে শিখিয়েছে। হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করবার মতো কোন নেতৃত্বই এরের মধ্যে নেই তাই উগ্রপন্থীদের অনিয়ন্ত্রিত হিংসাত্মক মনোভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কার্য্যকরী রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে।

বাংলা দেশের এই অনিয়ন্ত্রিত হিংসাত্মক কার্য্য এক পক্ষ থেকেই হয় নি—পুলিশ ও প্রশাসন যন্ত্র দিনে অন্তঃকর্ত্তাই এক বা রূপ ধরে এই হোক—আরও আগে পক্ষ থেকে হয়েছে ও হচ্ছে।

আজ কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত যন্ত্র শক্তিকে প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বেলভরণী অন্তর্কারী ভাবে বাংলা দেশে এসেছেন। কি কারণে এরা? কেবলের? যদি তেপাকে চান তবে বাংলার সমস্ত হিংসার বিষাদী মনগুলিকে ডেকে তাদের ঘোষণা করতে বলুন—কোন সমস্যা সমাধানের পথ হিংসার পথ নয়। তীব্রভাবে হিংসার ভিত্তির প্রতিবাদ, বিরোধীতা এরাই শুরু করুন। শক্তিভাবে হিংসার বিরুদ্ধে এরেরই দাঁড়িয়ে—বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—কি ছাত্রদের, তরুণ ও বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে, কি চাষী শ্রমিক সর্বহারার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা—অসমঞ্জ কৈরী করা।

আমরা বলছি জল না দেলে যেমন গাছ শুকিয়ে যায়—এই পথে এই উগ্রপন্থী বা নক্সালপন্থীদের অনিয়ন্ত্রিত হিংসাত্মক কার্য্য তেমনি বিপুল হয়ে যাবে।

বি, রায়গুপ্ত

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

পুরুলিয়া

পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান

STOKCISTs & DISTRIBUTORS

SQUIBB, BOEHRINGER-NOLL, T. C. F., J. & J.

অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

কুফরী চন্দ্রমুখী আলু বীজের দাম

খুচরো বিক্রি ১৭৫ পয়সা কে জি

বস্তা হিসাবে ৫০ কেজির বস্তা ৮৫৲

গ্রামাঞ্চলে খুচরো বিক্রি ১৮৫ পয়সা কে জি

বস্তা হিসাবে নিলে—দামের ওপর যাতায়াত খরচ।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

বারাসতে ৮ জন তরুণের চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা

গত ২০শে নভেম্বর তারিখে সকালে বারাসত মহকুমার বাদুরিয়া গ্রামের প্রধান সড়ক, আমডাঙ্গা কৃষ্ণনগর রোড এর হরমন বিমান ঘাঁটির কাটা খালের নিকট বু সটের আঘাতে নিহত ৮ জন তরুণের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিহত তরুণদের বয়স পনের থেকে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এবং সকলেই সুবেশ ও সুদর্শন। প্রত্যেকের হাত পা শিছন দিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। অনুমান অন্য কোনও স্থানে অজ্ঞাত কর্ত্তা বা এদের মৃতদেহগুলি রাতের অন্ধকারে রাস্তার উপরে ফেলে যাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাই বিশ্বের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় নিহত ৮ জন তরুণই আডিয়াদহ রাণী এরের নাম (১) অমর চ্যাটার্জী কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র বর্ষের ছাত্র, (২) কানাই ভট্টাচার্য্য(৩০) টেক্সম্যাকোর কর্ম্মচারী, (৩) রতন দাস (৪০) টেক্সম্যাকোর কর্ম্মচারী, (৪) সুকুল দাস (১৫) আডিয়াদহ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র, (৫) সপেশ ঘোষ (১৯) উমেশপাড়া স্যাটী মোহন কলেজের বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্র, (৬) সমীর মিত্র (১৮) বর কলেজ কলেজের বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্র, (৭) অমল পাল (১১), (৮) সমীরেন্দ্র দত্ত (১৯)।

বারাসতের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তার কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর উপর অর্পণ করা হয়েছে।

দুই জন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছুরিকাঘাতে নিহত ও আহত

সন্দিগ্ধ বন্ধ সরকারের পরিচালক বিভাগের সচিব শ্রীরাধারাম বিশ্বাস গত ১৯শে নভেম্বর তারিখে আততায়ীদের দ্বারা পথিমধ্যে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, যে সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় বাস থেকে নেমে ২৩ নরসমাধি তিলজলা অঞ্চলের নিকটস্থ মার্ডেন-স্থিত নিজ বাস ভবনের দিকে যখন সদরস্তে যাচ্ছিলেন সেই সময় অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এক স্থানে চার জন অজ্ঞাত তাঁকে অতর্কিতে আক্রমন করে মাথায় ও গলায় ছুরিকাঘাত দ্বারা হত্যা করে। এই আততায়ীরাও নক্সালপন্থী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অফিসার হিসাবে এবং প্রতিবেশীরূপে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস খুবই জনপ্রিয় ছিলেন—সুতরাং তাঁর উপর এরূপ আক্রমণ হতে পারে—কেহই তা কল্পনা করতে পারে নি। মৃত্যুকালে তাঁর ৫৭ বৎসর হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে হত্যা করার চার দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মিত্র কমিশনার শ্রীরাজেশ্বর প্রসাদ পাল (৪৮) গত ২২শে নভেম্বর তারিখে বেলঘরিয়ার কেন্দ্রীয় দুগ্ধ-গবে অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের দ্বারা ছুরিকাহত হন। প্রকাশ, বেলা ১১ টার সময় তিনি যখন কাজের সূত্রে কেরানী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছিলেন সেই সময় অতর্কিতে আততায়ীদের ধারালো অস্ত্র, সম্ভবত ছোরা জাতীয় কিছু দিয়ে তাঁর ঘাড়ে ও হাতে ছুরিকাঘাত করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

মুক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য্য কারণবশতঃ 'মুক্তির' ৪৬ সংখ্যা যাহা ৭ই ডিসেম্বর ২১শে অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবার কথা তাহা সেদিন প্রকাশিত হইবে না। পরবর্ত্তী ৪৬শ সংখ্যা ১-ই ডিসেম্বর ২৮ অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবে।

৩০ নভেম্বর
১৯৭০

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

সংঘের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংঘ সিদ্ধান্ত

দেশজীবনে অর্থ নৈতিক কর্ম্মধারার আজ সবিশেষ গুরুত্ব কেন

যে কোন রাজনৈতিক দলেরই যে কোনো কাজের আদর্শ লক্ষ্য হল (ক) রুপ্তা উন্নতি)—(খ) জনগণের অগ্রগতি ও উন্নতি (গ) তার জন্য জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা; এবং (গ) তারই জন্য নিজ দলের আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা; (ঘ) আর তা' এই বিষয়ের ভিত্তিতে যে,—এই আদর্শবাদের ভিত্তিতেই জনগণের যথার্থ উন্নতি, কল্যাণ, প্রগতি ও শান্তি সম্ভব। জনগণের কল্যাণের জন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য সমূহের মধ্যে অন্যতম হল—অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা। ভারতের বর্ত্তমান চরম দারিদ্র্যের দৃষ্টিতে এই অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা অন্য সবচেয়ে বড় কর্ম্মদায়িত্ব এবং প্রত্যেক দলের সমস্ত কর্ম্মতালিকার মধ্যে এই কর্ম্মতালিকা আজ সবচেয়ে প্রধান-গুলির অন্যতম হবে। সেজন্য প্রত্যেক দলেরই আজ এ বিষয়ে সক্রিয় কর্ম্ম আয়োজনে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

মানুষ না বাঁচলে,—বাঁচার মত বাঁচার অগ্রগতি—তা সে রাজনৈতিক হোক বা সামাজিক হোক অথবা সাংস্কৃতিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক—কখনো তা ঠিক পথে পরিচালিত হতে পারবে না। সেজন্য লোকসেবক সংঘ তার অন্যতম নিদিষ্ট কর্ম্মধারার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্ম্মধারাকে আজ অন্যতম সর্বপ্রধান কর্ম্মধারা রূপে গ্রহণ করেছে।

পুরুলিয়ার জীবনে এই অর্থ-নৈতিক কর্ম্মধারার গুরুত্ব আজ আরো বেশী

আজ ভারতবর্ষের অগনিত মানুষ জানেন যে, ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র জেলা এই পুরুলিয়া জেলা। দুর্ভিক্ষ এর নিত্যসঙ্গী। প্রায় প্রতি বছর এই জেলাতে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার থেকে বাঁচাবার জন্য বহু আন্দোলন করতে হয়। দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্য খয়রাতী সাহায্য সমূহের চেয়েও আজ বড় কথা দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় তার জন্য দ্রুত উপযুক্ত পরিস্থিতি গঠিত করা। এবং এজন্য আমাদের যেমন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবিধ দৃঢ় দাবী করবার আছে—তেমনি এই দারিদ্র্যপূর্ণ দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টার জন্য জনগণের আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বন শক্তির কাছেও আমাদের বিশেষ দাবী এ সম্বন্ধে আবেদন জানাবার আছে। সরকারী সাহায্য বা বাইরের সাহায্য দেলেও, জনগণ যদি তা' গ্রহণ করার মত উপযুক্ত শিক্ষা, চেতনা, উদ্যোগ বা আত্মবলে প্রস্তুত হয়ে না থাকেন—তবে সরকারী সাহায্য বা বাইরের সাহায্য ব্যর্থ হবে। এর অগনিত দুঃখজনক দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয় জীবনে রয়েছে।

অর্থনৈতিক কর্ম্মোদ্যোগে সংঘ যে ত্রিমুখী কর্ম্মধারা অনুসরণ করছে

সেজন্য আজ লোকসেবক সংঘ একদিকে যেমন জেলার জন্য কৃষি, মেচ, শিল্প, সমবায়, পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিবিধ উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারের ওপর চাপ-সৃষ্টি করার কর্ম্মতালিকা গ্রহণ ক'রে চলেছে—ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কাছ থেকে সাধারণ চাষীর জন্য ছবিত্র শিল্পী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীর জন্য, সমবায়ের জন্য পুঁজি সংগ্রহের চেষ্টা করছে—তেমনি আর দিকে এ বিষয়ে জনগণের দ্রুত আত্মশক্তি, বলিষ্ঠ স্বাবলম্বন শক্তি সঞ্চিত চেতন ও পূর্ণ কর্ম্মোদ্যত আগ্রহ করার দৃঢ় কার্য্যক্রম অনুসরণ ক'রে চলেছে। এবং সংঘ এই বহুমুখী কার্য্যক্রমে ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম পর্য্যায়ে "কৃষিজীবন ও গ্রামাঞ্চল ক্ষেত্রে" দ্বিতীয় পর্য্যায়ে "শিল্প সমবায়—সহরে ও গ্রামাঞ্চল ক্ষেত্রে"

এই অর্থনৈতিক কার্য্যধারার প্রথম পর্য্যায়ে সংঘ 'কৃষিজীবন ও গ্রামাঞ্চল ক্ষেত্রে" কাজ শুরু করেছে এবং বিগত জেলা রিপোর্ট দিয়ে সেই সংঘের আজ পরিচালনা করছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সংঘ "শিল্প ও সমবায়ের কার্য্যক্রম সহর ও গ্রামাঞ্চলে সংগঠন ও প্রসারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেখেছে। শীঘ্র মধ্যেই তার কাজ আরম্ভ করার সংকল্প রয়েছে।

জন-অধিকারের সংগ্রামের পাশে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম চাই—তার মধ্যে জনগণের উদ্যম ও আত্মশক্তি বিকাশের গুরুত্ব

সংঘ মনে করে—জনগণের জন্য রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কাজ ও সংগ্রাম সংঘ পরিচালিত ক'রে চলেছে—তার পাশাপাশি জনগণের জন্য এই অর্থনৈতিক সংগ্রামও সমপক্তিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এর জন্য আজ জোর দিতে হবে—জনগণের উদ্যম এবং গঠন কর্ম্মের প্রতি। কারণ জনগণের অফুরন্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও জনসাধারণ যদি আগের থেকে অর্থনৈতিক কর্ম্মের উদ্যোগে প্রস্তুত হ'তে না থাকেন—তবে সে অফুরন্ত গণতান্ত্রিক শাসন জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ ঠিক গ্রহণ করতে জনগণ সক্ষম হবেন না।

অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বললেই হবে না—তার সঙ্গে তার কাজও শুরু করা চাই

অনেক ব্যক্তি অনেক দল-গুলির অর্থনৈতিক অধিকার ও উন্নতির বহু কথা বলেন বা বলছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজের পথে জনগণকে শক্তিসঞ্চয়ে পরিচালনার কোনো কর্ম্মচেষ্টা তাঁরা বাদেন না বা বাধবেন না। কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এটা অত্যন্ত ক্ষতিপূর্ণ কর্ম্মধারা। অর্থনৈতিক কর্ম্মধারার বিশেষ গুরুত্বের দিক থেকে এই গ্রন্থ চাওয়া, আর এই দিক থেকে একথা বলার আছে। তা'ছাড়া এই নিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্পের সঙ্গে সেই সঙ্গে সক্রিয় কর্ম্ম আয়োজন প্রয়োজন। রাজনৈতিক অধিকার-চেতনা ও দাবীর আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কর্ত্তব্য পালন ও গঠন কর্ম্মের উদ্যোগ গ্রহণ করা। সেজন্য প্রত্যেক দলের নিজেকে এবং দেশের মানুষকে এইভাবে গঠিত করার কর্ম্ম-ব্যবস্থা আজ অপরিহার্য।

অধিকার-মত্ত কর্ম বিমুখ জীবনের ভবিষ্যৎ ও দায়িত্বশীল গঠনধর্ম্মী জীবনের ভবিষ্যৎ

রাজনৈতিক কাজের পাশাপাশি যদি জনগণকে তার অনবিরার্য্য প্রয়োজন গঠনের জীবনে গঠন কর্ম্মের উদ্যোগে গঠিত করা না হয়—যদি দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ ও শক্তির কর্যোদ্যোগের পথে জনগণকে পরিচালিত করা না হয়—তবে অধিকার-মত্ত অর্থবা অনশক্তি দেশের ভার-স্বরূপ হ'তে থাকে। কয়ের ভেতর দিয়ে যদি নিজের ও দেশের সম্পদ সৃষ্টি করবার বিষয়ে সমাক দায়িত্ববোধ সম্পর জাতীয় গঠন না করা হয়—তবে বহু সুযোগ-সম্ভাবনা মানুষের সৃষ্টি হয়—একথা আজ আমাদের জাতীয় জীবনে উপলব্ধ সত্য।

সংঘের "উৎপাদন, গঠন, সৃজন" কর্মের উদ্যোগ সমূহ

সেজন্য সংঘ তার রাজনৈতিক কর্ম্ম ও সংগঠনের পাশাপাশি "উৎপাদন, গঠন ও সৃজন" কর্ম্মের মধ্য নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়েছে। এই সঙ্কল্প সংঘ ইতিমধ্যেই কৃষি উদ্যোগ, কারী শিক্ষা, শিল্পীগোষ্ঠি গঠন প্রভৃতির বিবিধ কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই সব কাজের শক্তির যোগাযোগরূপ ও ভিত্তি-স্বরূপ সংঘ একাধিক বুনিয়াদি কৃষিকেন্দ্র স্থাপনা করেছে এবং এগুলি সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজনে গড়ে তুলতে সংঘ অগ্রসর হয়েছে। জনজীবনে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলবার কাজে সংঘের এই কৃষিকেন্দ্রগুলি যাতে সর্বাঙ্গীনভাবে সফলতর হয়—তার লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা সংঘের সামনে রয়েছে। ব্যাঙ্কের পুঁজিশক্তি ব্যাপকভাবে দিকে দিকে জনগণের কৃষি কর্ম্মে, শিল্প কর্ম্মে, সমবেত সহযোগিতা কর্ম্মে যাতে সম্পদ সৃষ্টির শক্তিকে দেখা দেয় এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক শক্তি গোষ্ঠি যাতে সমধিক পরিমাণে সংগঠিত হয়—তজ্জন্য সঙ্ঘ সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রসর হচ্ছে।

ব্যাপক জনজীবনে সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থার সুযোগ ছড়িয়ে দিতে হবে

এইভাবে নূতন চেতনার যে স্বাবলম্বী, চেতনশীল, সক্রিয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠিগুলি গঠিত করে—তারা যাতে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যের উন্নয়ন ব্যবস্থা সমূহের সমাক সুযোগ গ্রহণ করতে পারে—তজ্জন্য সংঘ অধিকতর চেষ্টা করবে। তবে সংঘের নিজের কি থেকে জনগণের অর্থনৈতিক সংগঠনের উদ্যম ও যে কর্ম আয়োজন গ্রহণ করবে—তাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কোনো অর্থ সাহায্য সংঘ গ্রহণ করবে না। এই সিদ্ধান্ত সংঘ বরাবর গ্রহণ করে চলেছে। সংঘের অর্থনৈতিক কাজগুলির যোগান দিতে রাখবে সংঘের স্বাবলম্বন শক্তি, সংঘের কর্মী শক্তি এবং যে ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ের দৃষ্টিতে পুঁজি দেনদেন করছে—তাদের পুঁজি-শক্তি।

নিষ্ক্রিয়তার অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে সংঘের ভূমিকা

দেশের ব্যাপক জীবনে যে উদ্যোগহীন নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করছে—যে ব্যাপক কর্মবিমুখতার জন্য দেশের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে আছে—যে বেহাল পূর্ব অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শোষণধারা অসহিষ্ণু জনজীবনে গভীর হতাশা ও ধারাকারের কারণ হয়ে রয়েছে—তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগ্রাম চেলার জন্য পরিকল্পনা সংঘ গ্রহণ করেছে।

এই সব লক্ষ্যে ক্রমান্বয়িক ধারায় ও ক্রমবর্দ্ধমান স্তরে সংঘ যে সব কাজ স্তরে চলেছে—সে সব পরিকল্পনা ও পর্য্যায়ক্রম অনুসরণ ক'রে চলেছে—তার বিস্তৃত তথ্য বিবরণসমূহ সংঘ থেকে প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যেই অনগণ এ সব কাজের কতকগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং জেলার মানুষ এর আশা ও আস্থা ভরসায় আশান্বিত হয়েছেন। সংঘের এই অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার কাজে জেলার মানুষকে সংযোগিতার এগিয়ে আসতে সংঘ সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছে।

—·—·—

পূর্ব পাকিস্তানে দুর্গতদের সাহায্য প্রদানেও পাকিস্তান সরকারের অদ্ভুত মনোবৃত্তি

পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার অধিবাসীদের জন্য ভারত সরকার যে সকল ত্রাণ ব্যবস্থার উদ্যোগী হয়েছিলেন—পাকিস্তান সরকার সেই সাহায্যাদি গ্রহণ-আদায় করার এক বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। ভারত সরকার ত্রাণসামগ্রীর জন্য জাম্বোনা হাসপাতাল, কলিকাতার বিমান; পরিবহন বিমান প্রভৃতি পাঠানোর প্রস্তাব করলে, বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার তা গ্রহণে আপত্তি জানান করেন। তবে ভারতের ঔষধ, চেউতোলা টিন, কাপড় চোপড় ও অন্যান্য সাহায্য সামগ্রী গ্রহণে পাকিস্তান সরকার রাজী আছেন। কিন্তু এই সকল সাহায্য সমগ্রী ক্রত সরবরাহের জন্য ভারত সরকার বিমানযোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে পাকিস্তান সরকার তাতেও আপত্তি জানিয়ে ভারতীয় বিমান কুরের প্রয়োজনীয় ভিসা দিতে অস্বীকার করায়—বিমানযোগে দেওয়া পাঠানো সম্ভব হবে না—সড়ক পথেই সেরূপ করার ব্যবস্থা করতে হবে। কলিকাতার পাকিস্তান কেন্দ্রীয় হাই-কমিশনার জানিয়েছেন যে, ভারত যেন ত্রাণ-সামগ্রী ট্রাক বোঝাই পুলনা বা যশোহরে পৌঁছে দেন—এবং সেখান থেকে দুর্গত অঞ্চলে নিয়ে যাবার দায়িত্ব থাকবে পাক কর্তৃপক্ষের।

পাকিস্তান সরকারের এই অদ্ভুত মনোভাব ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নানা দেশে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন হবে না লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট জবাব

গত বছরে নভেম্বর লোকসভায় আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ হলে অ ইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি উন্নত না হওয়া সত্ত্বেও, নগর এবং ছোটবড় স্থানীয়দের ভোট দিতে দেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে যদি কোন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের নব-কংগ্রেস নেতা শ্রীনিত্যানন্দ শঙ্কর রায় অথবা বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্জনী নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোনও আলোচনার কথাও শ্রীমতী গান্ধী অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন যে, যা গত ১৯৭২ সালে সাধারণ নির্ব্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই কথা ইতিপূর্বে সুস্পষ্টভাবে না জানালেও তিনি বরাবর এই অভিমত ব্যক্ত করে এসেছেন যে স্বাভাবিক ও নিয়মেকভাবে ভোটারদের পরিস্থিতি ফিরে না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে না ও হবে না।

—·—·—

সেচ ব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য

সম্প্রতি, সমগ্র পরাজিত পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া জেলার বহুলাংশে এবং মেদিনীপুর জেলার কতকগুলি মহকুমায় সেচ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৫ কোটি টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করেছেন, পশ্চিমবাংলার এই সকল খরাপ্রবণ অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থার জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান রচনার নির্দ্দেশও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছেন।

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গে নূতন আটক আইন

রাষ্ট্রপতি-শাসিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য গঠিত মন্ত্রীসভার উদ্যোগে কমিটাকে পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বোধের জন্য আটক আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে পৃহীত হবার পর সংশ্লিষ্ট বিল্টী যথারীতি সংসদে পাশ ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার পর "পশ্চিমবঙ্গ হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধক আইন" রূপে চালু হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্বাধীন স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কোন না কোনভাবে আটক আইন বরাবর চালু ছিল; কিন্তু ব্যক্তিক ঘটি পর পর এগ্রে মাসের কিছু কম সময়ের জন্য। কারণ, গত ১৩ জানুয়ারী সর্ব্বজনীন নিরাপত্তা নিরোধক আইন অর্থাৎ আটক আইনের মেয়াদ ফুঁৎরে গেলে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার এ জন্য আর কোনও আইন করেন নি। রাষ্ট্রপতি শাসনকালে বহু বাধা ও আপত্তি কাটিয়ে এই আটক আইন পশ্চিমবঙ্গে আবার চালু হোল।

নূতন আটক আইন

পূর্ব্বতন আটক আইনের নাম (পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা নিরোধ আইন) ও তার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। নূতন আইনের নাম হয়েছে —"পশ্চিমবঙ্গ হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধক আইন" এবং এই আইনের বলে পুলিশ যে কোনও ব্যক্তিকে এক বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখতে পারবে। অবশ্য হিংসাত্মক কার্যকলাপে রত আছে এরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করার বিধি রয়েছে। এইরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংজ্ঞা হোল :—রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্ন-কারী, এবং (২) জনজীবনের শৃঙ্খলা-বিঘ্নের আশঙ্কাজনক কার্যকলাপে রত। নূতন আইন থেকে পুরাতন আইনের তৃতীয় ধারা, যথা—"অন্যান্য সংস্থাবিত সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব বিঘ্নকর কার্যকলাপ"—এটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

নূতন আইনে "প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থাভিত্তি" বা আশঙ্কাজনক কার্যকলাপের সংজ্ঞা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে একমাত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপে রত ব্যক্তির বিরুদ্ধেই এই আইন প্রয়োগ করা যাবে। অর্থাৎ যে সব কার্যকলাপে হিংসাত্মক কাজ করা অথবা হিংসাত্মক কার্যকলাপে উস্কানী দেওয়া হয়—এরূপ কার্যকলাপে রত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই পুলিশ এই আইনের প্রয়োগে গ্রেপ্তার করতে পারবে। গ্রেপ্তারের পর পরিচালনে মধ্যে কি কি অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হোল তা সরকারকে জানাতে হবে এবং সরকারও বারো দেওয়া দিনের মধ্যে এসব অভিযোগ ও অ চ.ক অনুমোদন হান করলে সমস্ত বিষয়টি উপরেই। পরবের নিজ বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। আর উপরোক্ত ধারাকেও ১০১১ সময়ের মধ্যে উপরে বায় দিতে হবে। পরে যদি ঐ সব অভি যাগ অনুমোদন করেন তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিনা বিচারে এক বৎসর পর্য্যন্ত আটক রাখা যেতে পারে।

—·—·—

WANTED

A B. A. (Hons) teacher in deputation vacancy of Chittaranjan Girls' High School. Apply to the Secretary before 7th December 1970.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School
28.11.70

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

থেকে ঐ সব দলগুলির কারো সঙ্গে কোনোভাবে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও এবং ঐসব দলগুলির বিভিন্ন দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংঘের অভিমত বর্তমানে অত্যন্ত তীব্রতর হলেও সংঘের দিক থেকে ঐসব দলগুলির সকলের প্রতিই সাধারণ সহানুভূতির মনোভাব বজায় রয়েছে।

হিংসাময় রাজনীতি সংঘকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছে

কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আ ংএহন পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে যে, ঐসব দলগুলির প্রত্যেকেই অপর এক বা একাধিক দলের সঙ্গে তীব্র অন্তর্বিরোধের অবস্থার মধ্যে আছেন। এবং এর কারণে সকল দলই নানাভাবে চরম হিংসাত্মক কার্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন। এই হিংসাত্মক কার্যগুলি কোনো বৃহত্তর সঠি স বিপ্লবের কর্মধারা সম্ভূত বা তার ক্ষেত্র প্রস্তুতিকল্পে উদ্ভূত নয়। এগুলি দলীয় বিরোধ ও দলীয় প্রসারের প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। ফলে এই অবস্থা-সম্পন্ন দলগুলির কোনো ে াটের কাজ থেকে বা এদের কারো কাছ থেকে বৃহত্তর ঐক্য বা মহত্তর শ্রেণী-সংগ্রাম আশা করতে পারছে না, বরং এই ধরণের ে ছিগুলি সংঘের লক্ষ্যকে অনগণের আশা আকাঙ্খা ও আত্মশক্তিকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে বলে মনে করে। এর পরিচয় শুরু হয়েছে—যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধের সময় কাল থেকেই

ক্ষমতালাভের রাজনীতি বিচিত্র গোষ্ঠীবন্ধনের জন্ম দিচ্ছে

বর্তমানে দেশের রা-নৈতিক গতি প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে আমাদের এই ধারণাই দৃঢ় হয়েছে যে, ভাতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন গোষ্ঠী-বন্ধন-তাদের নীতি আদর্শ কর্মপন্থাকে ভিত্তি ক'রে হচ্ছে না। একমাত্র ক্ষমতা-লাভের বাগ্র আকাঙ্খার প্রেরণায় বিভিন্ন গোষ্ঠীবন্ধনের উদ্ভব হচ্ছে সেই কারণেই আজ কায়েমী স্বার্থের বাহক ও বাহক কংগ্রেসেরও সঙ্গে বা দেশের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহেরও সঙ্গে প্রগতিশীল দলগুলি ে াট বন্ধনে অগ্রসর হচ্ছেন। এবং ক্ষমতা লাভের পর কথিত্ত নীতি, আদর্শ, কর্মধারা উপেক্ষা ক'রে দলীয় স্বার্থ ও দলীয় প্রসারের জন্য একই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে—সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে। সেজন্য এই অবস্থায় সংঘ বর্তমানে কর্মরত কোনো দলগুলির ওপর ভরসা রাখতে পারছে না বলেই একক চলার এই কর্মসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সংঘ আজ একক চললেও যে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় সে আছে

দেশকে উন্নততর বাক্তিত এবং অনগণের উপযুক্ত অধিকারসম্পন্ন শাসন শৈলন দিতে এবং উন্নত আদর্শবয় সমাজ ন্তন্ত্রিকের ন্ত এহেন সমাজ গঠনের পথের শক্তিশালী বাধাসমূহকে অপসারিত করতে—তার উপযোগী বাক্তিত বৃহত্তর দল আজ চাই, অথবা কতকগুলি বাক্তিত এবং আদর্শে অবিচল দল গোষ্ঠীর শক্তিসংহতি চাই। এহেন বৃহত্তর দল বা দলগোষ্ঠীর সহায়তা না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকসেবক সংঘ বর্তমানে তার রা-নৈতিক জীবনে একক অগ্রসর হতে থাকবে এবং চেষ্টা করে চলবে দেশে যাতে তার আদর্শ সম্পন্ন বৃহত্তর দলের উদ্ভব হয় অথবা চেষ্টা করে যাবে—দিকে দিকে আদর্শ সম্পন্ন বাক্তিত ছোট ছোট দল যাতে গঠিত হয় ও তাদের মধ্যে যাতে শক্তিশালী কর্মসংহতি স্থাপিত হয় এবং তার লক্ষ্য রয়েছে—অনগণের আকাঙ্খিত জাতীয় কর্মলক্ষ্যকে রূপ দেবার জন্য। তা না হওয়া পর্য্যন্ত লোকসেবক সংঘ তার কর্মে, সংগঠনে, সংগ্রামে, নির্বাচনে একক শক্তিতেই চলবে।

আগামী নির্বাচন ও মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন বিষয়ে সংঘ-সিদ্ধান্ত ও সংঘ সংকল্প

আগামী নির্বাচনেও লোকসেবক সংঘ কারো সঙ্গে কোনো ভাবে যুক্ত হবেন না। অনমত উপলব্ধি ক'রে তার শক্তি অনুযায়ী আসন স্থির করবে এবং নির্বাচনী স গ্রামে অবতীর্ণ হবে। সুতরাং এই অবস্থায় কোনো মন্ত্রী-মণ্ডলীতে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন তার থাকছে না এবং কোনো মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনেও তার সহযোগিতা বা সমর্থন থাকবে না। লোকসেবক সংঘ শাসন ক্ষমতায় অ শ নেবে না ব'লে যদি নির্বাচনে জন-সমর্থনের তারতম্য ঘটে, তার জন্য লোকসেবক সংঘ প্রস্তুত থাকবে। নির্বাচনে জন সমর্থন ও সাফল্যের প্রশ্ন অবশ্য বড় কথা; কিন্তু সেটাকে বড় চোখে চেয়েও বড় কথা তার আদর্শ ও কর্মনীতি। তার ভেতর রয়েছে সংঘকে জন-সমর্থন ও সাফল্যের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে—এই আজ সংঘের সংকল্প।

—·—·—

জেলার কৃষি ও খাদ্য পরিস্থিতি ও তদ্বিষয়ে কর্তব্য সম্পর্কে সঙ্ঘের বক্তব্য

অঞ্জলী অঞ্চলের জন্য খাদ্যের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীনতা

এই বৎসর সাধারণভাবে এই জেলার মোটামুটি ধান ভাল হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ব্লকের কতকগুলি অঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে ধান আদৌ হয় নি। এই সব অঞ্চলের অনগণের সম্পর্কে আমরা সরকারকে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে সাহায্য দানের জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়েছি। এই সব অঞ্চলে ধান না হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলের অনগণকে বাঁচাবার জন্য বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থা যথা গম, আলু প্রভৃতির জন্য সেচ ব্যবস্থা (পাম্প প্রভৃতির মা ফৎ) করবার জন্য আমরা সরকারকে বহু স্তরে অনুরোধ করি। আলু ও গম চাষের সময় পার হয়ে যাচ্ছে—সরকার থেকে এ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। এক দিকে যেমন কৃষি ভিত্তিক দিয়ে অনগণকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা হল না, অন্য দিকে তাদের সম্পর্কে কোনো রকম সরকারী সহানুভূতি দেখানো হল না।

যাদের ঘরে ফসল নেই—তাদের জন্যও রিলীফ বিতাগের অন্ধ নিয়ম

কৃষি কাজের সময়ে কাজ পার ব'লে এ সময় ওঠ বসবার যায় পার ব'লে এই সময়-তাদের জন্য সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু যে অঞ্চলে চাষ নেই—চাষের কাজ নেই এবং ফসলও নেই—সেই সব অঞ্চলের জন্যই মন্বন্তর-নিয়মের সঙ্গতি সমস্ত সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন তুলিয়ে রাখার কথা অমানবিকতার কাজ হয়েছে। এর ফল স্বরূপ আজ ঐ সব অঞ্চলের মানুষ অভাবের গ্রাম ত্যাগ, জেলা ত্যাগ করতে শুরু করেছে। যাঁরা আছে—তাঁরা অভাবেরে বাতুরু হয়েছে। জেলার সাধারণভাবে ভাল ধান হলেও, যাদের ঘরে ধান নেই—তাদের জন্য ধান না হওয়া না হওয়া সমান। তাঁরা আজ দুর্ভিক্ষের সামনে। এদের জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আজ রাজ্যশাসনের সামনের সামনে মস্ত বড় দায়িত্ব।

ধান ছাড়া সব জিনিষের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধিঃ প্রতিকার চাই

জেলায় কিছু ধান হ'লেও জেলাবাসী আজ আর এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। আজ দু'বৎসর ধরে এই ধান ছাড়া, প্রত্যেকটি অনিবার্য্য খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম দ্রুত বেগে আরও বর্দ্ধিত হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ আজ খুবই বিপদের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন এবং বিশেষভাবে চাষী সম্প্রদায় আজ অত্যন্ত সংকটের মধ্যে এই জন্য যে, চাষীর ধানের দর পূর্ব্ববৎ রয়েছে অথচ চাষীকে সব জিনিষ অত্যন্ত বর্দ্ধিত দরে কিনতে হচ্ছে। সেজন্য এক দিকে যেমন জিনিষ পত্রের উর্দ্ধমুখী মূল্যকে নামিয়ে আনবার জন্য সরকারকে অবিলম্বে দৃঢ় ব্যবস্থা করতে হবে, অন্য দিকে তেমনি বিশেষ অনাবৃষ্টি জিনিষ পত্রের দরের সঙ্গে চাষীর ধানের দরেরও সামঞ্জস্য রাখতে সরকারকে আজ মনোযোগ দিতে হবে। সাময়িক যে কি দিয়ে সম্ভব অবিলম্বে তার ব্যবস্থা সরকার করুন—এই সংঘের দৃঢ় অভিমত। বাজারে সস্তা ধান চাল কিনে বেশনে প্রচুর মাত্র করার ব্যবস্থা থেকেও সরকারকে আজ ক্ষতিগ্রস্থ ক'রে সংঘ অনুরোধ করছে। এই ব্যবস্থা যারা অত্যন্ত দুঃখজনক ও আপত্তিজনক মনে করছে।

চেকি ছাঁটাই চাল হিসাবে সরকারী প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ পূর্ণ প্রতিকার চাই

এই জেলার চেঁকি ছাঁটাই চাল সরকার খরিদ করবেন না এই সিদ্ধান্ত করার সংঘের প্রতিনিধি সম্প্রতি কলকাতায় খাদ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই চাল কেনার যৌক্তিকতা তাঁদের বোঝাবার ফলে নীমিত সাংখ্যে এই চাল কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কাজ কতদূর অগ্রসর হ'লেও এ সম্পর্কে সরকারকে তাঁর পূর্ব দায়িত্ব উপলব্ধি করতে হবে। এখানের বাজারে চেঁকি ছাঁটাই চাল যে কিছু আসবে—তা সরকারের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত হবে। কারণ তাঁরা জানেন ঐ সমস্ত চাল বিহারে পাচার হবে এবং চেঁকি ভেনে যাঁরা জীবিকা অর্জ্জন করেন—সেই দরিদ্র 'ভাতাচিরা' (যার প্রায় সবাই স্ত্রীলোক তাঁরা) অত্যন্ত নিপন্ন হবেন। এই দরিদ্র জেলার আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে এবং রাজ্যের ঘাটতি খাদ্যের পরিস্থিতিতে এই চাল রক্ষা করার

হাতির উদ্দামতি ক'রে সরকার এ বিষয়ে সমাক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেই এই আশা-পোষণ ও অনুরোধ জ্ঞাপন করছে। এই চাল খরিদ না করার মধ্যে যে দুষ্টি সরকারী বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন—তা জিজ্ঞাসিত হ'লে সংঘের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত যে হানী করা হয়েছে—তার জবাব তাঁরা দিচ্ছে পারেন নি। সংঘ এখনো এ বিষয়ে তাঁদের অভিমান জানিয়ে রেখেছে।

সরকারী খাদ্যসংগ্রহে দুর্নীতির অভিযোগ : আশু প্রতিকার হোক

এই জেলায় যুক্ত কংগোরেশনের খাদ্য সংগ্রহে শুরুতি, বাটা প্রভৃতির নামে আজ সাধারণ মানুষকে অত্যাচারের শোষণ করা হচ্ছে—বসিদ দেওয়ার ব্যাপারে বহু কারচুপি চলেছে বলে চাষিদিকে যে অভিযোগ উঠেছে—তার যৌক্তিকতা উদ্দামতি ক'রে সংঘ মনে করে যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত অবিলম্বে হওয়া দরকার।

ব্যাঙ্কের পুঁজি অনগ্রসরদের কাজে লাগার পথের প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর হোক

অন্তরত কুটিরশিল্প-শিল্পীদেরকে সহায়তার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক মুক্ত হস্তে ধনযোগিগ্রায় অগ্রাণ করেন এই আশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে এরেন বহু মাপেক্ষ ও, বিভিন্নবিধানের জটিলতা পূর্ণ করে রাখা হয়েছে যে, বিশেষ অনগ্রসর সাধারণ চাষীদের, শিল্পীদের বা ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। সেজন্য এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সময় অনুধাবন ক'রে বিধিবিধানের উপযুক্ত সংশোধন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। অন্যদিকে ব্যাঙ্কের এই পুঁজি যথার্থ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হ'য়ে সম্পদরূপে কাজে লাগানোর দৃষ্টিভঙ্গী যাতে জনগণের মধ্যে প্রসারিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা আজ রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির এক বিশেষ কর্তব্য হ'য়ে উঠেছে। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি যদি এ সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি না করেন—তবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা এবং তার সুবিধার করার কোনো মূল্য থাকবে না। দারিদ্র্য জর্জরিত জনগণের উন্নতির উপায়ের যে বড় অংশে ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে—তা অবলম্ব ক'রে থাকবে। সেজন্য এ সম্পর্কে সরকার ও জন-প্রতিনিধিদের দ্রুত নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করতে সংঘ সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছে।

ভেবে দেখেছেন কি ?

দেশে আজ কি ঘটছে ?

কিছু হামলাবাজ দুষ্কৃতকারী মানুষ খুন করে বাড়িঘর, অফিস আদালতে আগুন লাগিয়ে আতঙ্ক ছড়ান ও রক্তপাতের খেলায় নেমেছে। যে মহাপুরুষেরা বাংলাদেশে নতুন যুগের সাধনায় প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের ছবি ও মূর্তি ধ্বংস করা হচ্ছে।

বাঙালীর সামনে আজ সমস্যা অনেক। সব সমস্যার সমাধান আছে শৃংখলা, দক্ষতা ও কর্মশক্তির মধ্যে। অরাজকতা ও হামলাবাজীর আতঙ্কের মধ্যে এই সমাজগঠনের কাজ কখনও এগোতে পারে না। কিছু ফাঁকা শ্লোগানে বিজ্ঞাস্ত না হয়ে শৃংখলা, শুভবুদ্ধি ও কর্মশক্তির ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে।

হামলাবাজীর ছোঁয়া সমাজের সর্বস্তরের গায়েই লাগছে। তাই সব নাগরিককেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। দুষ্কৃতকারীদের কার্যাকলাপের মোকাবিলা করার ব্যাপারে পুলিশকেও সমভাবে সাহায্য করুন। পুরুলিয়া জেলার অগণিত অধিবাসীদের সমস্যার সমাধানে প্রশাসনকে এইভাবেই আপনারা সাহায্য করতে পারেন।

খোঁজ করা হচ্ছে এমন লোকদের ও হিংসাত্মক কার্যাকলাপে যড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার ও আয়েয় অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশকে খবর দিন। পরিচয় দেবার দরকার নেই—ডেপুটি কমিশনার বা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে পত্রযোগে জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

শ্রীরামচন্দ্র আধিকারী কর্তৃক মুক্ত প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংবাদ

চোরাই গাঁজা ও সিদ্ধি আটক

গত ২১শে নভেম্বর তারিখে বিশ্বাসের মজঃকরপুর থেকে পঞ্চু সিং ও রামকরণ সিং নামক দুই ব্যক্তি বিহার পুলিশের গোয়ান্দা পরিদর্শন করে বে-আইনী গাঁজা ও সিদ্ধি নিয়ে চাঙ্গাযোগে পুরুলিয়া থেকে মানবাজার হওয়ার রাস্তাতে তাদের গতিবিধিতে সন্দেহ হওয়ায় পুরুলিয়া টাউন থানার অফিসার-ইন-চার্জ ও রাইফেলধারী একটী পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করেন এবং থানাতল্লাসী করে বিহার থেকে চোরাই চালান করা ৩ কে, জি সিদ্ধি ও ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন।

পাগলা হাতী শিকার

সম্প্রতি যে পাগলা হাতীটি পুরুলিয়া-রেচিনীপুর-সিংভূম সরহদ্দ বরাবরে উদ্দাম করে বান্দোয়ান থানায় ও জন ও কাঙড়াম অঞ্চলে ১০ জনের মৃত্যু ঘটিয়েছে সেই দুই হাতীটিকে একজন বিশিষ্ট শিকারী দল দিন ধরে হাতীটির সন্ধানকরে করে শেষ পর্যন্ত আড়গ্রাম অঞ্চলে একটি বনের মধ্যে শিকার করেন।

কিছুকাল পূর্বে এই মত্ত হাতীটি বান্দোয়ান অঞ্চলে উপদ্রবতে বিহারের সিংভূম জেলার আনন্দনী অঞ্চলে আত্মার প্রসার করলে উপরোক্ত বিশিষ্ট শিকারীবান্দোয়ানকে খাঁচি করে হাতীটিকে শিকার করার উদ্যোগ আয়োজন করলে সিংভূমের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট বিনা লাইসেন্সে হাতী শিকার নিষেধ—এই আইনের অজুহাতে বিহারে আগ্র প্রদর্শকারী খুনী হাতীটিকে শিকার করার আনতি জ্ঞাপন করেন বলে প্রকাশ। কিন্তু পাগলা হাতীটি পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ এলেকায় চলে এলে শিকারের আইনগত বাধা অপসৃত হয়।

স্বল্প সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা-চক্র

গত ২৩শে নভেম্বর স্থানীয় জগরীণ হলে জেলা শুধা ও জন সংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা সম্পর্কে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং মহকুমা শাসক (উ) শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার সরকারী বিভিন্নস্তরীয় ডাইরেক্টর শ্রীএ, চৌধুরী, পোষ্ট অফিস সমূহের সুপারিনটেণ্ডেন্ট (বাঁকুড়া) শ্রীআর, এন, বর্ধা ; জেলা শুধা ও জন সংযোগ আধিকারিক শ্রীএস, আর, চৌধুরী, জেলা সঞ্চয় আধিকারিক শ্রীগণেন ভট্টাচার্য্য এবং সমস্ত কিস্তিও ; এজেন্টমান অফিসার ; লোক্যাল এডুকেশন অফিসার প্রমুখেরা উপস্থিত থাকেন।

এই আলোচনা চক্রে জাতীয় অর্থনীতিতে স্বল্প সঞ্চয়ের ভূমিকা এবং সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা বিষয়ে আলোচনা হয়। স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রচার কার্যের ভূমিকা ও পরিকল্পনার প্রগতি সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে এই তথ্য পরিবেশিত হয় যে পুরুলিয়া জেলার লোক সংখ্যার শতকরা ১০'৮০ জন গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং গ্রাম্য অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১৫'৭৯ ভাগের তথ্য অফর জান সম্পন্ন—সুতরাং মুখ্য ভাষাই প্রচারের মুখ্য মাধ্যম করা প্রয়োজন। পুরুলিয়া জেলার স্বল্প সঞ্চয় অভিযানে নি-র্দ্ধারিত লক্ষ্য ৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে এই পর্যন্ত ২৩'৩৫ ২২ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং এই স্বল্প সঞ্চয় অভিযানের বিশিষ্ট এজেন্টদের পুরস্কৃত করা হয়।

ডাক কর্মচারী সমিতি সম্মেলন

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে পুরুলিয়া হেড পোষ্ট অফিস প্রাঙ্গণে নিখিল ভারত ডাক কর্মচারী সমিতির (৩য় শ্রেণী) পুরুলিয়া জেলা শাখার এক দিবস ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ১৯৬৮'৭০ সালের সম্পাদকের কার্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচিত ও সৃহীত হয় এবং সমিতির বিভিন্ন সমস্যা, সাংস্কৃতিক অবস্থা, নিজস্ব গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় সর্ম্পর্কে চলার পথ আগামী ২৭শের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
ইউনিটেড ভারত প্রাপাবরান নিরোমত
মুক্তি
সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
৩১শ বর্ষ ৪৬/৪৭ সংখ্যা
সোমবার, ২১শে ডিসেম্বর '৭০ ৭ই পৌষ, ১৩৭৭
বার্ষিক—৬., সডাক—৭
লগর—১৫ পয়সা

ঘনে কলাপের মহ বনে ফল
চন্দ্র সূর্য্য বংশ গেছে রসাতল
গৌরবহীনীন পাঠান মোগল
অবিচারে হয় সবার পতন।
কাল জলধিতে জলবিধ প্রায়
উঠে কত শক্তি কত নিতে যায়
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়
আবার পতনে লাগে কতক্ষণ ?
—পুরাণো অতনী গান থেকে—

খরাপীড়িত পুরুলিয়া জেলার সেচ সমস্যা

তার স্থায়ী সমাধানে লোকসেবক সংঘের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা

বিগত ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে লোকসেবক সংঘের বিশেষ প্রচেষ্টায় অন্তরত ও অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের কর্মধারা যুক্তফ্রন্টের আঠারো দফা কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই বৎসর পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অভূতপূর্ব খরা ও দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয় ; ফলে স্বল্পকাল স্থায়ী প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ সুবিধা ঘটে না। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় বার যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপুলতর শক্তিতে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পুরুলিয়া জেলার কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার এবং নিয়োগোদ্যের প্রসার সাধনে লোকসেবক সঙ্ঘ সবিশেষ চেষ্টা শুরু করে। তদানীন্তন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে পুরুলিয়ায় এলে লোকসেবক সঙ্ঘ ও অন্যান্য শরিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে পুরুলিয়া জেলার প্রধানতম সমস্যা সেচ সমস্যার সমাধানকল্পে "মাইনর ইরিগেশন কমিশন" গঠন করে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে সেচ প্রকল্পাদি গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণে বিগত্ত আর অগ্রসর হয় নি।

১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে পুরুলিয়া জেলায় আবার দিনাকম খরা ও দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতি দেখা দিলে পুরুলিয়া জেলার সমস্যাদির স্থায়ী সমাধানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ; লোকসভার সদস্য শ্রীভরহরি মাহাত ও রাজ্য-সভার সদস্য শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ; সেচ মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও ; তদানীন্তন যাদবমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিহারের সিংভূম জেলার নিমজি-চাতিল-ইচাগড়-পটমদা প্রভৃতি খরা অকল পরিদর্শনে বিশেষ অনুরোধ জানান। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং গত ১৯শে জুন তারিখে তিনি পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অকলগুলি পরিদর্শন করেন—কিন্তু সময়াভাবে বিহারের নিমজি চাতিল প্রভৃতি অকল পরিদর্শন সম্ভব হয় নি। পুরুলিয়াতে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে লোকসেবক সঙ্ঘের সাধারণ সচিব ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এক স্মারকলিপিতে জেলার কৃষি, সেচ ও শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাগুলি প্রধান মন্ত্রীর নিকট পেশ করেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে জনসভায় ভাষণ দানকালে পুরুলিয়া জেলার দারিদ্র্য, খরাজনিত ও খরা সমস্যা সমাধানে স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থাদিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া সফরের অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন খরাপীড়িত ও অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার সমস্যাদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা শুরু করেন এবং সেচ ব্যবস্থা ও শিল্প প্রসারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার সাধনের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে লোকসভার সদস্য শ্রীভরহরি মাহাত ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রীবিজেন্দ্র লাল সেনগুপ্ত সেচ মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও এর সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করে পুরুলিয়া পরিদর্শনে অনুরোধ করায় সেচ মন্ত্রী তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিরূপে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের সদস্য শ্রীএস, কে ব্যানার্জীকে পুরুলিয়া প্রেরণ করেন। শ্রীব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীএস, কে, ঘোষ ; দামোদর ইরিগেশন সার্কেলের (বর্দ্ধমান) সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকে, কে, প্রামানিককে সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া পরিদর্শন করেন এবং সেচ মন্ত্রীর নির্দেশমত শ্রীভরহরি মাহাত এম, পির সঙ্গে আলোচনা করে ও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জেলার বিভিন্ন অকল পরিদর্শন করেন। পুরুলিয়া সেচ ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকে, পি, চৌধুরী জেলার সেচ প্রকল্প বিষয়ক সমস্ত তথ্যাদি বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর নিকট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের সদস্য শ্রীব্যানার্জীর পুরুলিয়া পরিদর্শনের পর এই জেলার জন্য বিবিধ ক্ষুদ্র ও মাঝারী সেচ প্রকল্প চলতি আর্থিক বৎসর থেকে শুরু হতে চলেছে।

খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়ায়
নয়টি সেচ প্রকল্পের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা

মঞ্জুর

সম্প্রতি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর পুরুলিয়া জেলার ৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। এই নয়টি সেচ প্রকল্পের জন্য মোট ৪২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারী মাস থেকে কাজ শুরু করার জন্য চলতি আর্থিক বৎসরের বাকি বারের ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই নয়টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্প ১৯৭২-৭৩ সালে এবং বাকী ৩টি প্রকল্প ১৯৭৩-৭৪ সালে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। যে নয়টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে সেগুলি হল :

১। চাকা জলাধার ··১৮ লক্ষ টাকা ; ২। নাহারহাড়াজোড়...১,৬৪ লক্ষ টাকা ; ৩। পোপো...১,২২ লক্ষ টাকা ; ৪। যমুনা ঝোড়···২,২১ লক্ষ টাকা . ৫। মাধবকুণ্ডী...৩,৩২ লক্ষ টাকা ; ৬। তেঁয়াসী···২ লক্ষ টাকা ৭। জামবাদ···৩,৮০ লক্ষ টাকা ; ৮। পড়াশিবোনা···১,৩১ লক্ষ টাকা এবং ৯। মরাল বাঁধ···২,৫৩ লক্ষ টাকা।

শুধা থানার মরাল বাঁধ প্রকল্প হল শুধিবী সংস্থাবের পরিকল্পনা। বাকী ৮টি হল জোড় বাঁধ সেচ প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলি শেষ হলে বর্তমানে যে ৩০ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, তার উপরে অতিরিক্ত ৬১০০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে।

উপরোক্ত ১টি প্রকল্প ছাড়াও পুরুলিয়া জেলার জন্য আরও ১৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এই সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে আনুমানিক ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং ১১,৫০০ একর জমিতে জলসেচ হবে।

বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় ৭টি ছোটবাঁধ প্রকল্প এবং ১টি বিস্তার সিমেন্ট ইরিগেসন স্কীম চালু আছে এবং এইগুলির দ্বারা ২৫০০ একর জমিতে জলসেচ হচ্ছে।

এই স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭০ সালের শেষোর দিকে খবার ফলে পুরুলিয়া জেলায় তীব্র খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া পরিদর্শন করেন এবং দুর্গত পুরুলিয়া জেলার ত্রাণিত্রা ও অন্যান্য দুর্গতকে স্থায়ী ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরই ফলশ্রুতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার পুরুলিয়া জেলার সেচ ব্যবস্থা রূপায়ণে প্রাথমিক পর্যায়ে দুই কোটি টাকা মঞ্জুর করেন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি ও প্রসারকল্পে বিশেষ সুবিধা হারে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ঘোষিত হয়।

কেন্দ্রীয় জল-বিদ্যুৎ কমিশনের সদস্য শ্রীএন কে রায়চৌধুরী পুরুলিয়া পরিদর্শন করে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে বাঘদুমা থানার কুলবেড়া ও কেরোবাজার প্রকল্প; আড়শা থানার ফুলঝোড় প্রকল্প; রঘুনাথপুর থানার বান্দাজোড় প্রকল্প; কাশীপুর থানার ডাংরা প্রকল্প এবং ঝালদা থানার অর্ধ-সমাপ্ত সাঁতারাজোড়, কাঁদাই ও ফকিড়ি প্রকল্পের কাজ চলতি আর্থিক বৎসরে শুরু করার সবুজ সঙ্কেত দেন। এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে প্রায় ২৩ হাজার একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে।

উপরোক্ত ১৭টি প্রকল্প ছাড়াও জয়রামবাঁধ আড়শা থানার বান্দু নদী; বলরামপুর থানার কুমারী নদী, ঝালদা থানার কপাই নদী এবং কাশীপুর থানার মাজরা—এই চারটি সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মন্ত্রণাদান যথাসত্বর ত্বরান্বিত করার আশ্বাস দেন। এই ৫টি সেচ প্রকল্প রূপায়ণে প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং ২০ হাজার একর জমি জল-সেচের আওতায় আসবে। আর উপরোক্ত ১৪টি সেচ প্রকল্প ছাড়াও এই জেলার বরাবাজার, পাড়া বাঘমুণ্ডী ও ঝালদা থানার—বরাকম, টাড়া-গোড়িয়া, হোড়াই নারায়ণপুর (রাংসাই) কাঁকড় ও ডিমু—এই ৭টি নদী সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যাদি অতি দ্রুত সম্পূর্ণ করার নির্দেশও তিনি দেন। এই সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে প্রায় ১ কোটি ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হবে এবং প্রায় ১৩ হাজার একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে।

এই স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পুরুলিয়া জেলার ১৭টি থানার মধ্যে ১৪টি থানায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেপ্রে ব্যাপক ব্যবস্থা শুরু হলেও জয়পুর, সাঁতুড়ী ও নিতুরিয়া এই তিনটি থানা সেচ ব্যবস্থার সরকারকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে। অন্তত জয়পুর থানায় ইজরী, ঘোড়াই, পাতরী প্রভৃতি শাখানদী সহ সেচের উপযোগী জলের বহু উৎস বিদ্যমান। আর কংসাবতী যোজনার অন্তর্ভুক্ত "আপার ক সাবতী প্রোজেক্ট" অর্থের অভাবের জন্য গত ছয় সাত বৎসর ধরে ফাইল চাপা হয়ে পড়ে আছে। এই যোজনার জন্য প্রায় ছয় সাত কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং পুরুলিয়া জেলার প্রায় ৭০ হাজার একর জমিতে জলসেচ হবে।

পুরুলিয়া জেলায় পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা

খরাপীড়িত ও সেচব্যবস্থাহীন পুরুলিয়া জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে সম্প্রতি যে সকল সংকারী ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে—তার মধ্যে পুষ্করিণী সংস্কার অন্যতম। পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষভাবে 'ক্যাশ্যাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম' অর্থাৎ গ্রামীন সেচ কার্যসূচী নামে পুষ্করিণী সংস্কার দফতরের অধীনে এই জেলার পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আগামী ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় ১০,০০০ (দশ হাজার) একর জমি সেচের আওতায় আনার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে ৫০টি সংস্কার প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ৩৫০,০০০ (সাড়ে তিন লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এই জেলায় প্রায় ১২৫০ একর জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হবে।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র জেলায় মাত্র ৪০০ একর জমিতে জলসেচের উপযোগী দুটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প বিদ্যমান ছিল। প্রকল্প দুটির নাম চল—ঝালদা থানার কাঁসাই ও যকিড়ি সেচ প্রকল্প। রক্তক্ষয়ের পর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে ফোর্ড ফাউনডেশন প্রদত্ত অর্থসাহায্যে পুরুলিয়া জেলার ১০০০ হাজা-মজা পুষ্করিণী সংস্কারের কাজ ১৯৬১ সালে শুরু হয়। প্রথম দিকে নানা প্রকার ত্রুটি ও শৈথিল্যের সঙ্গে কাজ মন্থরগতিতে চলতে থাকে এবং ব্যাপক জনবিক্ষোভের কারণ হয়। পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। বর্তমানে ৬৩৯টি পুষ্করিণী সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৫১১টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। এই পাঁচ শতাধিক প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ১৩,০০০ একর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই সেচ ব্যবস্থার দ্বারা যাঁরা উপকৃত হচ্ছেন, তাঁদের দেয় জল-কর বাবদ এই পর্যন্ত ৯১ হাজার টাকা রাজস্ব-আদায় হয়েছে। চলতি আর্থিক বৎসরে এই পুষ্করিণী-সংস্কার প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১৪৫,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পাকিস্তান গণপরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা
পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী নেতা মুজীবর রহমানের
জয়-জয়কার
পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের
ফলাফল

গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সমগ্র পাকিস্তানে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পর তিন তারিখে ঘোষিত হয়। গণ-পরিষদের আসন সংখ্যা হল ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৭ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩ জন মহিলা মনোনীতা হলে মোট আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ৩১০টি। পূর্ব পাকিস্তানে আসন সংখ্যা হোল ১৬২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৮ আসন। শেখ মুজীবর রহমানের আওয়ামী লীগ ১৫০টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসন জয় করে পাকিস্তান জাতীর পরিষদ তথা গণ পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। শতকরা ৯৯টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করে এবং শেখ মুজীবর রহমান নিজে দুটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটিতেই জয়লাভ করেন এবং একটি নির্বাচনকেন্দ্রে তিনি সর্বোচ্চ ১৬৪৭১ ভোট পান। পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী দুটি আসনের মধ্যে একটিতে নির্দলীয় প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় জয়লাভ করেন। নীরব আওয়ামী লীগ-প্রার্থী পদের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু মনোনয়ন লাভ না করায় নির্দলীয় প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্করী ঝড় বন্যার ফলে নয়টি নির্বাচন কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত আছে এবং এই নয়টি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের জয়লাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকর আলী ভুট্টো বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। পিপলস পার্টি পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১১৩টি আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮২ আসন জয়লাভ করেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আরও যে ২২টি দলের আবির্ভাব হয়েছিল তাদের অনেকগুলি একটি আসনও

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৫ই পৌষ, সোমবার, ১৩৭৭

ইতিহাসের কলঙ্ক

বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ তথা ভারতের ইতিহাসের কলঙ্ক-স্বরূপ দেশীয় নৃপতিবর্গ যাঁরা স্বাধীন ভারতেও তাঁদের কলঙ্কিত ঐতিহ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাক্তন রাজন্যরূপে রাজন্যভাতাসহ-বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করে আসিলেন—সেই স্বীকৃতি ও রাজন্যভাতা বিলোপ করে সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রপতি যে আদেশ প্রদান করেছিলেন সেই আদেশ ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ শিঙ্গাপোলের রাজমুকুটি এই দুইশত আটাত্তর জন জীব জোড়া-নলদ লাঞ্ছিত এই ভারতীয় গোচারণভূমিতে পুনরায় পুচ্ছ তুলে নৃত্য করার সাময়িক সুযোগ ও অধিকার অর্জন করলেন। রাজন্যভাতা সম্পর্কিত সুপ্রীম কোর্টের এই রায় ভারতীয় সংবিধানের ঠুঁটো জগন্নাথরূপ এবং ভারতীয় বিচার পদ্ধতির অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় ধারা অতি উৎকটভাবে প্রকট করে তুলেছে।

এই ঠুঁটো জগন্নাথজী ভারতীয় সংবিধানের দেশের জন-সাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট তার প্রধান বিচারপতিও জনগণের দীন সেবক মাত্র। কিন্তু সংবিধান-সম্মত ভারতের জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই—কেবল সংবিধানের শোভাবর্ধনের জন্যই এটা অলঙ্কাররূপে বিরাজ করছে। কারণ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট তথা সর্বোচ্চ আদালতেরও যে উচ্চতর আদালতরূপে জনগণের দরবার রয়েছে—সেই জনগণের সর্বোচ্চতম আদালতে সুপ্রীম কোর্টের এই রায় এক কলমের খোঁচায় বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এই "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে তোলা গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংবিধানে জনগণের রায় দানের কোনও সুযোগ বা অবকাশ নেই; কিন্তু ঠুঁটো সংবিধানের ধারা-উপধারার আইনের ফাঁক ও ফাঁকির সূত্র ধরে বাঘা বাঘা আইনজীবিদের বাক-চাতুর্য ও আইনের ব্যাখ্যার বেড়াজালে জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় ব্যবস্থাকে আখার জনগণের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হোল—আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণকে ভারবাহী জীবরূপে সেই বোঝা বহন করতে হবে।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রির কাঠামোয় প্রশাসন ব্যবস্থা যেমন গণতন্ত্রের বিপ্রীত প্রশ্নসন—এই দেশের বিচার ধারাও তেমনি অগণতান্ত্রিক ও অবাস্তব এবং বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীতেও সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা পদে পদে ভূলুণ্ঠিত। প্রশাসন ব্যবস্থা যেমন কায়েমী স্বার্থের ওল্লা বহন করে চলেছে—বিচার ব্যবস্থাও তেমনি "সবার উপরে আইন সত্য" নীতিকে অন্যায় আদর্শ জ্ঞানে আইনের যূপকাষ্ঠে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান করে চলেছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার দৌড় "ক্রাউন" তথা বৃটীশ সম্রাটের "প্যারামাউন্ট পাওয়ার" অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার অনুরূপ কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে রাজন্যভাতা বিলোপের আদেশ দিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রপতির আদেশ সংবিধান-বিরোধী ও অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বৃটীশ সম্রাট তথা বৃটীশ সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করার বাসনা কোনও ভারতবাসীর নেই—ভারতবাসী বিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গী চায় যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ভারতীয় জনগণের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিরূপে ভারতের রাষ্ট্রশক্তির জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক এই রাজন্যভাতা বিলোপ করার ক্ষমতা কেন থাকবে না। সংবিধানে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে সেই ত্রুটি অবিলম্বে দূর করতে হবে।

ঠুঁটো জগন্নাথজীর ভারতীয় সংবিধানের ত্রুটি বিচ্যুতির অন্ত নেই। শতচ্ছিন্ন এই সংবিধানকে এই পর্যন্ত অষ্টাদশ সংশোধনের জোড়াতালি দিয়ে কোনওরূপে লজ্জা রক্ষার ব্যবস্থা করে আসা হচ্ছে। সুতরাং এই জরাজীর্ণ সংবিধানকে বাতিল করে একটি সার্থক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করার সময় এসেছে যাতে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা কায়েমী স্বার্থের ধারক, বাহক ও সেবক হবে না—জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তব ভিত্তি রচনা করে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকেও পূর্ণ গণতন্ত্রমনস্ক করা হবে।

অ, চৌধুরী

সামরিক শাসিত পাকিস্তানে জনগণের রায়

প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের পার্লিয়ামেন্ট অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ তথা গণ পরিষদের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ কল্পনাতীতভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি আশাতীত সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে যথাক্রমে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলরূপে পরিগণিত হয়েছে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলির নির্বাচনেও পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ শতকরা নিরানব্বইটি আসন জয়লাভ করার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি পশ্চিম পাঞ্জাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ; বেলুচিস্তান প্রভৃতি রাজ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এই সাম্প্রতিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় সাফল্যের পশ্চাতে উক্ত দলের নেতা মুজীবর রহমানের অকুণ্ঠনীয় অবদান ও কৃতিত্ব যেমন রয়েছে—তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির এই সাফল্যের পশ্চাতে দলের নেতা জুলফিকর আলী ভুট্টোর কৃতিত্ব নিঃসংশয়ে রয়েছে।

পাকিস্তানের এই সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তির পর্য্যালোচনা সূত্রে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির পশ্চাতে কোনও গণ আন্দোলন বা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য নেই; মুলতঃ ধর্ম্মীয় জিগীরের ভিত্তিতে জন্ম সাহেবের কূটনীতি এবং অপকৌশল পাকিস্তান সৃষ্টির বুনিয়াদ রচনা করে; ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত পাকিস্তানের জনসাধারণকে ডিক্টেটরী একনায়কতন্ত্র অথবা সামরিক শাসনের অধীনে কাটাতে হয়েছে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের "বেসিক ডেমোক্রেসী" অথবা মৌলিক গণতন্ত্রও আসলে গণতান্ত্রিক মুখোশে স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থারই নামান্তর মাত্র। স্বাধীন পাকিস্তানের সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর জন-সাধারণকে এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়েছে এবং অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা অধিকার করার জন্য পাকিস্তানের জনসাধারণকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামের ধারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি বিভিন্ন-রূপ ধারণ করে।

স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ যেমন এতাবৎকাল উপেক্ষিত অবহেলিত ও নানাভাবে শোষিত; তার চেয়েও আরও উৎকটভাবে স্বাধীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব্ব পাকিস্তান উপেক্ষিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব পাকিস্তান স্বাধীন পাকিস্তানের উপনিবেশরূপে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থের শোষণ লুণ্ঠনের লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কাশ্মীরের ধুয়া তুলে পশ্চিম পাকিস্তানের গণবিক্ষোভকে যেমন বিস্তার ও স্তিমিত করার অপচেষ্টা হয়েছে; পূর্ব পাকিস্তানেও তেমনি গণ আন্দোলন ও সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলে হিন্দু নিধন যজ্ঞে রূপান্তরিত করার অপকৌশল বারবার করা হয়েছে। সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা স্বত্বেও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব্ব পাকিস্তানী তথা বাঙ্গালীদের কোনও স্থান ত ছিলই না—এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বাঙ্গালী মুসলমানদেরও প্রবেশাধিকার নেই বা ছিল না। এই সব অন্যায় বৈষম্য ও জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতার উপর শাকের আঁটির ন্যায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষা বাংলার কণ্ঠরোধ করে জোরপূর্বক উর্দ্দুকে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা সুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আত্মপ্রকাশ করে এবং বহু ছাত্র ও যুবকের চরম আত্মদানে সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তান গণআন্দোলন যেভাবে উদ্বেল ও উত্তাল হয়ে ওঠে তাতে স্বেচ্ছাচারী পাকিস্তান সরকারকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতির দাবীকে নতজানু হয়ে মানতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলনের এই প্রথম সাফল্যে আওয়ামী লীগ জনমানসে যে স্থান করে নেয় তারই চরম ও পরম অভিব্যক্তি এই সাম্প্রতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আওয়ামী লীগের পূর্ব স্বায়ত্তশাসনের দাবীও সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করলো।

অতঃপর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ তথা গণপরিষদে চার মাসের মধ্যে পাকিস্তানী সংবিধান রচনার যে দায়িত্ব আছে তা পূরণ করার অগ্নি পরীক্ষায় আওয়ামী লীগ উত্তীর্ণ হতে পারলে পাকিস্তানে নূতন যুগ সূচনার গৌরব অর্জন করবে। অঃ চঃ

স্থানীয় সংবাদ

শ্রীশ্রীসারদা জন্মোৎসব

গত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার নাকিদা মন্দির হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবত মঠের উদ্যোগে শ্রীশ্রীসারদা জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা ও দায়রা জজ শ্রীতরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ; জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীমোহন বনী মণ্ডল; ডাক্তার বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীমানন্দ ভা প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকালে প্রভাত ফেরী, পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং বিপ্রহরে জনসাধারণ দেবা অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বার্ষিক সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির পুরুলিয়া শাখার ১৪শ বার্ষিক সম্মেলন পুরুলিয়া তরিফ আতিকা মন্দির হলে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীজ্যোৎস্না আইচ সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীহিরণ কুমার সান্যাল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে সরকারী কর্মচারীদের বিবিধ সমস্যা আলোচিত হয় এবং নূতন বৎসরের কর্মপন্থা নির্ধারিত করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

রায় মন্ত্রীসভার পতন

বিহারে সন-কংগ্রেস হলের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিহরণ প্রসাদ রাই পদত্যাগ করেন।

সংযুক্ত বিধায়ক হলের নেতা শ্রীকর্পুরী ঠাকুর নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করছেন।

পাকিস্তানে বিধানসভার নির্বাচন

গত ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তান রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৮ই ডিসেম্বর ফলাফল ঘোষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ২৭৩টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে কল্পনাতীত সাফল্য অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচন পরিচালনা করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা সরিষ্ঠতা অর্জন করেছে—কিন্তু সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কর্তৃক তাদের বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি।

রিটার্ণ দেওয়া বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য

আমার কাছে কিছু লোক আসছেন যে, কোনো কোনো জে, এল, আর, ও এবং সরকারী ব্যক্তিরা তাঁদের বলছেন ডিসেম্বরের মধ্যে "রিটার্ণ" দেবার ব্যবস্থা করো। তাঁরা আমার পরামর্শ চেয়েছেন—কী করা যাবে। আমি তাঁদের বলেছি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ৩০শে জুনের আগে এই জেলায় রিটার্ণ দেবার কথাই উঠবে না। এটা দায়িত্বশীল জে, এল, আর, ও দের জানা উচিত ছিল। জনসাধারণকে জানাই যে, ১৯৭১ সালের ৩০শে জুনের আগে রিটার্ণ দিতে হবে না।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

Wanted

A Lady teacher for Chittaranjan Girls' High School, Purulia. Qualification B. A. (Hons) in English. / M. A. in English. Experienced teacher will be preferred. Closing date 4. 1. 71.
Interview on 10. 1. 71 at 2 p. m.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School,
PURULIA.

Wanted

A male clerk-cum Typist for Chittaranjan Girls' High School, Purulia not below 40 years. Qualification Matriculate/ School Final or its equivalant. Closing date 4-1-71. Interview on 9-1-71 at 2p. m.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School.
PURULIA

একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

বান্দোয়ান থানার বহড়াঘুটুর শ্যাম মাঝির দুর্দ্দশার কাহিনী

পুলিশের সাহায্যে বড়লোক চালাক লোকেরা কেমন করে গ্রামের সাধারণ লোকের জমিজিরাত তছনছ করে তাদের সর্ব্বান্ত করছে বান্দোয়ান থানার শ্যাম মাঝির হয়রানি ও বঞ্চিত হবার কাহিনী বর্ত্তমান সময়ে প্রশাসনের একটি অতি কলঙ্কিত ঘটনা। শ্যাম মাঝি বহু আবেদন নিবেদন ও চেষ্টা করেও কোন প্রতিকারই পাচ্ছে না আর পাবে বলেও মনে হয় না। পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের কাছে লিখিত ও প্রেরিত আবেদনটি সবিনয় নীচে প্রকাশিত হল।

দেশবাসীর কাছে এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাস্য এর পরেও শ্যাম মাঝিরা কি করবে? প্রশাসন ও পুলিশের হাতে যে ঐতিহাসিক ক্ষমতা আছে তা বান্দোয়ানের ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক প্রভৃতি সমাজবিরোধী ও দস্যুদের বিরুদ্ধে কেন প্রযুক্ত হয় না? এই অনিল বরণ মল্লিকদের চেয়ে বড় সমাজবিরোধী আর কারা হতে পারে জানি না। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই একথা বলছি এবং একথাও বলছি যে এই রকম শ্যাম মাঝিরা যারা বর্ত্তমান গৃধ্রদের ও হাঙ্গরদের অবাধে ভক্ষ্য হয়েছে ও হচ্ছে উপায়ান্তরহীন তারা যদি লক্ষ লক্ষ ময়দানে নামে তবে তা কোন আইনেই টেকান যাবে না। গান্ধীজীর কথার "অন্ধ বিপ্লবের" রূপ অতি ভয়াবহ হবে। কারণ অতীত আমাদের বর্ত্তমান সৃষ্টি করেছে আর বর্ত্তমানটা ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে চলেছে।

'মুক্তি সম্পাদক'

মাননীয়,

শ্রীযুক্ত ডেপুটি কমিশনার
পুরুলিয়া।

মহাশয়,

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, পুরুলিয়া জেলার অধীন বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত বান্দোয়ান মৌজার টোলা বহড়াঘুটুর আমি একজন অধিবাসী। বিগত ১৯৫৮ সালে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এক খুন কেসে জড়াইয়া পড়ি। সেই সময় মামলা চালাইবার জন্য আমি আমার কিছু জমি জায়গা বিক্রয় করি। ঐ জমি বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার কাঁকড়াদাড়া গ্রামের একজন বড় ভোতদার তথা বিশ বাঙালি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র মল্লিক তাঁহার পুত্র ডাঃ অনিল বরণ মল্লিকের স্ত্রী বেলারাণীর নামে ক্রয় করেন। কেসে আমার সাজা হয়। জেল হইতে দীর্ঘদিন পরে মুক্তি লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখি ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক আমার বিক্রিত জমি ছাড়াও আমার অন্যান্য সমস্ত জমি জায়গা দখল করিয়া লইয়াছেন। আমি যখনই আমার জমিতে চাষ করিতে যাই তখনই অনিলবাবু পুলিশের সহিত বড়যন্ত্র করিয়া আমার উপর নানা কেস চাপাইয়া আমাকে চালান করাইতে থাকেন। এইভাবে প্রতি বৎসর ধান পোপলের ও কর্তনের সময় আমাকে চালান করাইয়া আমার অনুপস্থিতিতে আমার জমি জায়গা অনিল বাবু দখল করিতে থাকেন। আমি কেস চাপাইয়া চালাইয়া নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ি। আমার অবস্থা স্থানীয় এম, পি, শ্রীযুক্ত ভক্তহরি মাহাত মহাশয়কে জানাইলে পর তিনি ও লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মাহাত উভয়ে তৎকালীন এস, পি, মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানান। তিনি তখন বলেন, "শ্যাম মাঝির নামে বহু কেসই হয়েছে। আমি আপনাদের অনুরোধ কোর'ছ বিষয়টি আপনারা পঞ্চায়েতে মীমাংসা করে দিন। আমার পক্ষে সি, আই, ও ও, সি বান্দোয়ানে উপস্থিত থাকবেন।" সেই মত গত বৎসর সাতদিন ধরিয়া মীমাংসার কথাবার্তা চলে ও আমার জমি জায়গা অনিল দ্বারা দাপান হয়। তাহাতে আমার বহু জায়গা পাওনা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট ৩০৯নং প্লটের উপর যে আমার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন তাহাও পঞ্চায়েত পাঠ করেন। তবুও পঞ্চায়েতের অনুরোধে আমি ডবলডি মৌজার ৩০৯ ও ৩০৫ প্লটে মাত্র ৫ বিঘা ৫ কাঠা জমি লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চায়েতের মীমাংসা মানিয়া লই। ঐ পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন বেলারাণীর পক্ষে তাঁর স্বামী ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক ও অনিল বরণের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভলবর মল্লিক। আমার পক্ষে প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত অদ্বৈত মণ্ডল। এস, পি, র পক্ষে বলরামপুর সার্কেলের সি, আই, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র সরকার ও বান্দোয়ান থানার ও, সি, শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইয়াসিন এবং নিরপেক্ষ শ্রীযুক্ত ভক্তহরি মাহাত এম, পি ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মাহাত। মীমাংসার সময় সরেজমিনে যাইয়া মাননীয় সি, আই, অন্যান্য দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমরা জানতে পারি নাই এর মধ্যে শ্যামের অনেক জমি জায়গা আছে। ভুল বুঝে আমার আমলে আজ কয়েক বৎসর ধরে শ্যামের নামে বহু কেস হয়েছে। আমরা যদি জানতে পারতাম তা হোলে শ্যামের নামে এত কেস হোত না।"

বহু জনসাধারণের সামনে ঐ পঞ্চায়েতে অনিল বাবু ঐ জমি আমাকে ছাড়া দেন। গত বৎসর ঐ জমি আমি নির্বিবাদে চাষ আবাদ করিয়াছি। এ বৎসরও ঐ জমিকে ধান্য চারা ফেলিয়াছিলাম এবং পাখনা দিয়া জমি চাষযোগ্য করিয়া তৈরি করিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ গত ৯ই জুলাই ১৯৭০, থানা হইতে ২জন কনেষ্টবল গিয়া আমাকে ১৪৪ এর নোটিশ দেন। আমি ১১ই জুলাই ভোরের বাসে এস, ডি, ও, মহোদয়কে এই ঘটনা জানাইবার জন্য পুরুলিয়া যাই। সে দিন আমার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক থানার দারোগা বাবু, একজন লাঠিধারী কনেষ্টবল ও ২জন বহুকারী কনেষ্টবল ও বহু গুণ্ডা লইয়া আমার জমির চারা ভাঙ্গিয়া দেয়। আমার ছেলে শ্রীমান নরু মাঝি ঘটনাটি থানায় ডায়েরী করার জন্য থানায় যায়। কিন্তু দারোগা বাবু তাহার ডায়েরী গ্রহণ করেন নাই। আমি এ বিষয়ে মাননীয় এস, পি, পুরুলিয়া মহোদয়ের নিকট একটি আবেদন করি তাহাতে বলরামপুরের সি, আই তদন্তে আসেন। কিন্তু তদন্তে সমস্ত অভিযোগ তিনি এড়াইয়া যান—তদন্ত কিছুই করেন নাই।

গত ১৮।১১।৭০ তারিখে সকাল প্রায় ৭টার সময় দেখা যায় উক্ত অনিল বরণ মল্লিক প্রায় ৪০-৫০ জন সশস্ত্র গুণ্ডা লইয়া ঐ ৩০৯ নং প্লটের ধান্য কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি স্থানীয় থানায় ডায়েরী করিতে যাই। কিন্তু আমার ডায়েরী না লইয়াই বা আমার বক্তব্য না শুনিয়াই দারোগা বাবু আমাকে হাজতে বন্দী করিয়া দেন। দারোগা বাবু মাঝে মাঝে কনেষ্টবল পাঠাইয়া ঐ ধান্য অনিল বাবু কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছেন কি না তাহার সন্ধান লইতে থাকেন। অনিল বাবু মহা সমারোহে গাড়ীতে করিয়া আমার ঐ জমির কাঁচা ধান্য থানার পাশ দিয়া দারোগার চোখের সামনে কাটিয়া লইয়া যাইতেছেন লক্ষ্য করিয়া আমি হাজত হইতে দারোগা বাবুর দৃষ্টি ঐ ধান বোঝাই গাড়ী ও অনিল বাবুর প্রতি আকর্ষণ

করি। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। অনিল বাবু সমস্ত ধান্য বরবাদ করিয়া লইলে পর আমাকে হাজত হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে আজ দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক পুলিশের সাহায্যে আমার নামে বহু মিথ্যা কেস করিয়া চলিয়াছেন। আমার ধান্য বে-আইনিভাবে আত্মসাৎ করিয়া চলিয়াছেন। পুলিশ ও থানার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত পঞ্চায়েতের রায়কে না মহামান্য হাইকোর্টের রায়কে উপেক্ষ ও অমান্য করিয়া চলিয়াছেন আর আমি আপনাদের নিকট বার বার বহু আবেদন নিবেদন করিয়া তাহার বিচার পাইতেছি না। একটার পর একটা কেসের বোঝা বহন করিতে করিতে আজ আমি ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছি। কেস চালাইবার আর কোন ক্ষমতাই আমার নাই।

অতএব, আমার অনুরোধ ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক আমার সমস্ত জমি পুলিশের সাহায্যে বে-আইনভাবে দখল করিয়া ও স্থানীয় পুলিশ ডাঃ অনিল বরণ মল্লিককে উক্ত কার্য্যে সহায়তা দিয়া আমার উপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইতেছেন তাহার তদন্ত ও প্রতিকার করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। নিবেদন ইতি

নিবেদক

শ্যাম মাঝি

সাং বহড়াঘুটু

বান্দোয়ান, জেলা—পুরুলিয়া।

বহড়াঘুটু
তাং—২৬-১১-৭০

Copy to :

ক) এস, পি, পুরুলিয়া

খ) শ্রীযুক্ত জজহরি মাহাতো ; এম, পি,

গ) শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, মুক্তি সম্পাদক।

—·—

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্ব্বাচনের ফলাফল

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পাঞ্জাবি এবং কোনও কোনও ক্ষুদ্র মাত্র চার পাঁচটি করে আসন লাভ করতে পেরেছে। এই নির্বাচনে কোন্ দল কটি আসন লাভ করেছে তার সন নিম্নরূপ:

আওয়ামী লীগ—	১৬১	জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খাঁ)	৭
নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৭	পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি—	৮৮
মুসলীম লীগ (কাইদে আজম)	২	জমায়েত-ই-উলেমায়ী—	৪
মুসলীম লীগ (কাউন্সিল)—	৭	মুসলীম লীগ (সেনেজমেন্ট) —	২
জমিয়ত উল উলেমা-ই-(পাকিস্তান)	৭	কেনভেনশন পার্টি —	১
জমিয়ত-উল-উলেমা (ওয়ারী গোষ্ঠি)	৭	নির্দলীয়—	১৪

সেখ মুজীবর রহমান (৫০)—পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনদাবী করেন; পশ্চিম পাকিস্তানের একটি গোষ্ঠি ও শাসকচক্র পূর্ব-পাকিস্তানকে ঔপনিবেশ ও অর্থনৈতিক কবছে—তার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ঐক্যের আহ্বান করেছেন। পাকিস্তান সর্ব্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে ছাত্রগণী আন্দোলন শুরু করলে শেখ মুজীবর রহমান জেলাতে বন্দ এবং জাতিদের সঙ্গে যড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছেন এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংগ্রাম পাকিস্তান রাজ্য রাষ্ট্রমায় বিরাট বলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আয়ুব খাঁ আওয়ামী নেতা মুজীবরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

জুলফীকর আলী ভুট্টো (৪২)—নিখিল পার্টির নেতা ভুট্টো আয়ুবের মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকা কালে জাতিসংঘ বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং চীনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে সাড়া দান। তিন বৎসর মন্ত্রীত্বের পর ১৯৬৬ সালে পদত্যাগ করেন এবং পর বৎসর আয়ুবের বিরোধীতে রাজনৈতিক আসরে সুবক্তা আত্মপ্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে বিদেশ থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসে ১৯৫৩ সালে করাচীতে আইন ব্যবসায় করেছেন।

—·—

পুরুলিয়া জেলায় সরকারী সেচ ব্যবস্থার রহস্য

(ভজহরি মাহাত এম, পি)

(মুক্তির গত ২৩শে নভেম্বর তারিখের ৪৪শ সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়েছে তার পরে যেটুকু বাকি ছিল তা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। মু: স:)

জিতান থেকে ফেরার পথে বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠে কিছুক্ষণ বসে পুরুলিয়ার সেচ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হল। পশ্চিম বাংলায় চীফ ইনজিনীয়ার মহাশয় কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধে কতকগুলি অসুবিধার কথা বললেন। দিল্লী থেকে আগত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ইনজিনীয়ার শ্রীব্যানার্জি বললেন যে কত রকম অসুবিধা আছে তা সব লিখিতভাবে দেন—আমি ঐ ব্যাপার ডঃ রাওকে লিখিত এবং মৌখিক জানিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করব।

স্কুলে একটি কুয়া আছে যা আজ দীর্ঘ ৬বৎসর যাবত বাঁধান হচ্ছে না। এই কুয়োটিতে শিক্ষক, ছাত্র ছাড়াও গ্রামের জনসাধারণ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পানীয় জলের দুর্দ্দশার লাঘব করেন। আমি শ্রীব্যানার্জিকে সেই কুয়াটি দেখালাম সেই কুয়াতে তখনও ৩০/৩২ ফুটের মতো জল ছিল।

তিনি বললেন—এতো চমৎকার কুয়ো এতে অনেক জমি সেচন হতে পারে। এই রকম নীচু জমিতে কুয়ো হলে কেন সেচনের কাজ হবে না? এত সুন্দর কুয়োটি আজ পর্য্যন্ত বাঁধানই বা হয়নি কেন?

জবাব দেবার মতো কিছু ছিল না। চীফ ইনজিনিয়ার মহাশয় বললেন এবার একটার কাজ আটক থাকবে না। এক্সিকিউটিভ ইনজিনিয়ার বললেন আমি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা করছি।

আমি বললাম যুক্তফ্রন্ট আমলের সরকার থেকে আজ পর্য্যন্ত অনেক দরবার জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আর্জি দরবার করেও আজ পর্য্যন্ত কিছু হয়নি। দেখি এবার কি হয়।

আমি শ্রীব্যানার্জীকে বললাম গত ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে জেলার গ্রামে গ্রামে ভোট সংগ্রহের এজেন্ট করে কুয়ো কাটাবার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল কোথাও আর কুয়ো হয় নাই কোটি কোটি টাকা বরবাদ করা হল। এবারও আবার ভোট আসছে—এখন আবার গ্রামে গ্রামে কুয়ো কাটাবার তোড় জোড় হবে এবং পুরুলিয়া জেলার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে কয়েক কোটি টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছেন তা ভজনছ হয়ে যাবে।

এই কথা শুনে শ্রীব্যানার্জি বললেন—এটা কি রকম কথা? আমি তার উত্তরে কয়েকটি বরাদ্দ কুয়ার ইতিহাস বললাম। তিনি একটু বিস্মিত হলেন।

চীফ ইনজিনীয়ার মহাশয় বললেন—এবারও পুরুলিয়া বাঁকুড়া মোদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ এলাকার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তাতে পুরুলিয়ার অংশ ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল। আমি তা হতে দিই নাই। পুরুলিয়াতে এবার অনেক কাজ করা হবে।

—·—

শোক সংবাদ

গত ২২শে অগ্রহায়ণ ঝালিদার অধিবাসী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় নিজ বাড়ীতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী দুই পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে গেছেন।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং দেশের জন্য কারাবরণও করেছিলেন।

তিনি ঝালিদাতে মৃত্যুতঃ শ্রমিকদের মধ্যে বর্তমানে কাজ করে আসছিলেন। আমরা তার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

—·—

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন : ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী অধিবেশন ঃ ঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতির কার্য্যক্রম এবং গ্রন্থাগার পক্ষ উদ্‌যাপন

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হবে এবং সেই সূত্রে পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের প্রারম্ভিকরূপ আগামী ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ৩রা জানুয়ারী "গ্রন্থাগার পক্ষ" উদ্‌যাপিত হবে। এই সূত্রে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ : গ্রাহক, জোনার ও সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতির সদস্য সংগ্রহ অভিযান প্রভৃতি কার্য্যক্রম অনুসৃত হবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কার্য্যক্রম

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের প্রাথমিক অনুষ্ঠানরূপে **আগামী ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারী তারিখে নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে।** ২৩শে ও ২৪শে জানুয়ারী তারিখে সম্মেলনের অধিবেশন সূত্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিকবৃন্দ যোগদান করবেন। ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারী শিশু উৎসব সূত্রে শিশু বরমহল, মনি-মেলা প্রভৃতি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ব্যবস্থাদি চলছে।

আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ১৯৭১ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হবে। দীর্ঘ ১৪ বৎসর পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন দ্বিতীয়বার পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করবেন।

আগামী ৬ই, ৭ই ও ৮ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে কাব্য-নাট্য ও কথা সাহিত্য শাখার অধিবেশনগুলি ছাড়াও বিশেষ কার্য্যসূচিরূপে দেশবন্ধু, অতুল প্রসাদ সেন ও আচার্য্য যদুনাথ সরকারের শতবার্ষিকী এবং বিদ্যাসাগরের সার্দ্ধ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে। আর সম্মেলনের বিশেষ শাখারূপে বৃহত্তর বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে মানভূম জেলার বিচ্ছিন্নাংশ চান্ডিল, ইচাগড়, পটমদা, চাস, চন্দনকিয়ারী, ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের বাংলাভাষী অধিবাসী এবং সিংভূম, ঝাঁটী, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলার সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের ভাষা, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে যে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে সেই সব বিষয় আলোচনা ও তার সমাধান প্রচেষ্টার সূত্র সন্ধান করা হবে। বৃহত্তর বঙ্গ শাখা সম্মেলনের অধিবেশন **আগামী ৭ই মার্চ্চ** রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সকল বঙ্গভাষাভাষী অনুষিত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদের যোগদান করার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে বাংলার ও বহির্বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সুধী ও শিল্পীবৃন্দ যোগদান করবেন।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের বিবিধ কার্য্যক্রমকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সহৃদয় ও জেলার সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

পুরুলিয়া
১৪।১২।৭০

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতি
হরিপদ সাহিত্য মন্দির

রাজন্য ভাতা বিলোপের আদেশ বাতিল

রাষ্ট্রপতির আদেশ নাকচ করে সুপ্রীম কোর্টের রায়

রাজন্যবর্গের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে দিতে রাষ্ট্রপতি যে আদেশ জারি করেন সুপ্রীম কোর্ট গত ১৫ই ডিসেম্বর সেই আদেশ সংবিধানবিরোধী ও অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছেন। ১১ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের পূর্ণ বেঞ্চএর ৮ জন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির আদেশ নাকচের পক্ষে রায় দেন এবং ৩ জন বিচারপতি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের রায় সবদিন পঠিত হয়নি। অধিকাংশের রায়ে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারী রাজন্যবর্গ রাষ্ট্রপতির আদেশ বলবৎ হওয়ার আগে যে সব ভাতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন তা সবই আবার ফিরে পাবেন। অধিকাংশ বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রীএম হিদায়েতুল্লা, বিচারপতি শ্রী কে, সি, দাস; বিচারপতি শ্রী কে, এস, মেনোজ; বিচারপতি শ্রী এম, এম, দিকরী; বিচারপতি শ্রী জি কে গুপ্ত; বিচারপতি শ্রীকে বিশ্বম; বিচারপতি শ্রী আই ডুয়া ও বিচারপতি শ্রী ই গ্রোভার। যে তিনজন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেন—তাঁরা হলেন বিচারপতি শ্রী ই, এন, রায়, বিচারপতি শ্রী বি, কে, মিত্র এবং বিচারপতি শ্রী খোজে।

সুপ্রীম কোর্ট রায়ের ফলে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সরকারকে নির্দ্দেশ দেন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি রাজন্যবর্গের ভাতা ও অন্য সুযোগ সুবিধা বিলোপ করে তাঁর আদেশ জারি করেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশের বিরুদ্ধে রাজন্যবর্গের পক্ষ থেকে মোগালিয়র, উদয়পুর, নাভা, নাবানীয়, কচ্ছ, পাটনা, বরদরার ও বারানসী রাজের নৃপতিগণ রিট আবেদন পেশ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের ফুলবেঞ্চে ২১ দিন ধরে শুনানি চলে। নৃপতিদের পক্ষে সওয়াল করেন প্রাক্তন শিক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীএম-সি-চাগলা, শ্রীএন শীতলবাদ, শ্রী ই, এন, পালকি ওয়ালা প্রমুখ আইন জীবিগণ। রাষ্ট্রপতির আদেশের পক্ষে সওয়াল করেন এ্যাটর্ণী জেনারেল শ্রীনীরেন দে ও প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীমোহন কুমার মঙ্গলম্।

স্বাধীনতার আগে সারা ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন—আর শতকরা ২০ ভাগ শাসন করতেন ৫৬২ জন দেশীয় রাজা। এই সব দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ৩২১টি আয়তন ছিল মাত্র ২৭ বর্গ মাইল আর বার্ষিক রাজস্ব আয় ছোট মতে মাত্র ২২ হাজার টাকা। স্বচ্ছল নৃপতিদের সংখ্যা ছিল প্রায় একশ জন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা উঠেছে ২৭৩ জন এবং ভারতীয় নৃপতিদের সম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল ১৮০০ কোটী টাকা। বর্ত্তমান পার্লেমেণ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকার সময় এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় এবং সেই সূত্রে প্রাক্তন নৃপতিদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়। স্থির হয় যে মোট ৫ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা রাজন্য ভাতা প্রতি বৎসর দেওয়া হবে। এই রাজন্য ভাতা আইনত মুক্ত। কেবল মধ্যে মধ্যে মধ্যপুর রাজ্য ২৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্ব্বাধিক পরিমাণ এবং কোতাবিয়ার রাজা মাত্র ১২১ টাকা অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ রাজন্য ভাতা পেতেন।

১৯৭০ সালের ১৮ই মে লোক সভায় রাজন্য ভাতা সংক্রান্ত বিলটি পেশ হয় এবং ২৩ সেপ্টেম্বর পাশ হয়। গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্য সভার মাত্র এক ভোটের জন্য (১৪২—৭৭) বিলটি বিবেচিত হোল না। এর পর ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি এক আদেশ জারি করে ২৬শ জন রাজন্য নৃপতির স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেন।

—·—

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

আমি দিলুম পিটুলির গোলা
আমার হোক সোনার গোলা
শ্বেতে দিয়েছি সার সুফলা

ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন, আমার হবে ঝলমলে সংসার– সোনাঝরা ধান। ইতুপূজায় পিটুলির গোলায় ছবি এঁকেছি –ধানের মরাই, শঙ্খলতা আর লক্ষ্মীর পা।

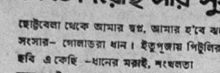

লক্ষ্মী আজ পায়ে পায়ে উঠে এসেছেন আমার গোলায়, আমার সংসারে। 'সুফলা' সার নিয়ে পেয়েছি সুফল। ক্ষেত ভরে গড়েছে পাকা ফসলে, গোলা ভরেছে সোনার ধানে।

সব জমিতে সব ফসলে
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের
সার : সুফলা (২০ : ২০ : ০)

FCI
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা
৭৮, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

FAI/FCI/CA/170

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক

আগের বছরের মত এবারেও প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত পড়ার বই প্রতি ব্লকের সংশ্লিষ্ট বই বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বই বিনামূল্যে এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বই আগের ধার্য্যমত স্বল্প মূল্যে দেওয়া হবে। ছাত্র বা অভিভাবককে পৃথক পৃথক ভাবে বই দেওয়া যাবেনা। প্রধান শিক্ষক যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের জন্য দরকারী সকল বই একত্রে সংগ্রহ করবেন। সন ১৯৭১ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বই পাওয়া যাবে।

স্বাঃ মোহন বংশী মণ্ডল
জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক
তাং— পুরুলিয়া

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

WANTED

"For Santamayee Girls' High School, P. O. & Dist. Purulia a lady teacher in a permanent vacancy. Qualification—B. A. with Home Science or a Graduate trained in Home Science or a Graduate having Home Science in H. S. Examination. Pay and allowance as per G-in-aid rule. Apply to the Secretary on or before 23.12.70".

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়া
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান
STOKCISTS & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-NOLL, T. C. F., J. & J.
অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

পাকা বাস্তুবাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়া শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের নিকটে (মানবাজার রোডের উপর) ক্রায় ছকাঠা জায়গায় পাকা একতালা দালান ঘর, বসবাস এবং দোকান করিবার সুবিধা আছে।

শ্রীমতিলাল সাউ
নামোপাড়া, গালবারী দোকান
সাক্ষাৎ করুন:—সকাল ৮-১২টা
বৈকাল ৫-৯টা।

মকস্বলে সুবর্ণ সুযোগ
লক্ষ্মী ক্লিনিক
ফুলবেড়্যা, মানবাজারে ২নং
অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার
শ্রীবিভূতিভূষণ দাস এখানে অল্পব্যয়ে রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা হয়।



শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

তুলং ভারতে জন্ম
মানুষং তত্র দুর্লভম্।

কর্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম দুর্লভ তন্মধ্যে আবার মনুষ্যত্ব দুর্লভ।

৩১শ বর্ষ
৪৮ সংখ্যা

সোমবার, ২৮শে ডিসেম্বর '৭০
১২ই পৌষ, ১৩৭৭

বার্ষিক—৬, সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

সংঘ-নেতৃত্বাধীনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ

পুরুলিয়া জেলা অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত অনগ্রসর ব'লে এবং এই জেলার শাসনকর্তৃদের দৃষ্টি দেখা দেয় ব'লে লোকসেবক সংঘ তথা তার কর্মীরা তাঁদের গঠন-কর্ম-তালিকায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবিধ কার্যকরী ব্যবস্থায় অগ্রসর হয়েছেন। সংঘের পথ নির্দ্দেশে সংঘকর্মীদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কৃষি উন্নয়নের কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে। তাঁরই কার্য্য ফল অনুসারে বৃহৎ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সমূহ নবজীবে রূপায়িত হচ্ছে। সাগমা কৃষিক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা জমিতে সুবৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এই জেলায় কয়েক লক্ষ একর ডাঙ্গাজমি রয়েছে। এই বিরাট ভূমি-সম্পদকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে পথনির্দেশ স্বরূপ সাগমার ডাঙ্গাজমিতে পরীক্ষাকার্য্য পরিচালিত হচ্ছে। সেই কারণে এই পরীক্ষা কার্য্যের গুরুত্ব সমধিক। সাগমা কৃষিক্ষেত্র বর্তমানের থানায় অবস্থিত।

বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রসমূহ

এই কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পনার মধ্যে পুরুলিয়া সহরের উপকণ্ঠে বকবাটীর বৃহৎ ডাঙ্গাজমির পরিকল্পনা অন্যতম। এর প্রাথমিক উদ্যোগ পর্ব্বের কাজ সমাপ্ত। শীঘ্র মধ্যে এখানে কৃষি, গোপালন, পশুপালন, সার উৎপাদন প্রভৃতির কাজ সুরু হবে। তারই বিবিধ আয়োজন চলেছে।

চাষী-গোষ্ঠী-সংগঠন ও কৃষিদ্রব্যাদি সরবরাহ

অপরদিকে উন্নত ধরণের কৃষি প্রচারের লক্ষ্যে চাষীদের মধ্যে সমিতিভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সংগঠনের কাজ অগ্রসর হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে চাষীদের প্রয়োজনীয় কৃষি সামগ্রীসমূহের সরবরাহের জন্য সমবায় ভাণ্ডার গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি প্রচার ভবন নামে সংস্থার মাধ্যমে উন্নত বীজ, বিবিধ সার কীটনাশক ওষুধ, কৃষি যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। সবিশেষরূপে অগ্রসর হ'য়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া চাষী গোষ্ঠীগুলিকে বিবিধভাবে সহায়তার জন্য এইসব কেন্দ্র—কৃষিকেন্দ্র ও কৃষি সমবায়গুলির মাধ্যমে সহায় হয়েছে। এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে গঠিত সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ গঠনমূলক কর্ম্মধারায় গঠিত ক'রে তোলা হচ্ছে, ও পৃথক ষ্টাডে সুসজ্জিত করা হচ্ছে।

এবারের কৃষিপ্রচার পরিকল্পনা

এই জেলায় উচ্চ ফলনশীল আলু বীজের চাষের প্রসারিত ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গরূপে এবারে লক্ষ্যে থেকে কুফরী চন্দ্রমুখী আলুবীজ ৮ মেট্রিক টন (২০০ মন) আনানো হয়। এই বীজের রোপণ পদ্ধতি ভিন্নরূপ হলেও, এবং তা খরচ সাপেক্ষ এবং বহু পরিশ্রম সাধ্য হলেও, বহু চাষী এই বীজের চাষে ব্রতী হ'য়ে সৎ সাহসের এবং প্রসংসার কাজ করেছেন। এই পরিকল্পনার অঙ্গরূপে প্রায় ৫ মেট্রিক টন (প্রায় ১২৫ মন) এই উচ্চ ফলনশীল সব বীজ চাষীদের সরবরাহ করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান বীজও সরবরাহ করা হয়েছে অধিকন্তু, অভাবের মত এবারেও নব্বী ও অন্যান্য ফসলের উন্নত বীজ কয়েক হাজার টাকার সরবরাহ করা হয়েছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

হিংসাত্ম উন্মত্ত বঙ্গ

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে যে পরিস্থিতি চলেছে সেটা কি পরিস্থিতি এবং কোথায় গিয়ে ঠেকবে সে সম্বন্ধে কেইই কোন আভাসও দিতে পারছেন না আন্দাজও করতে পারছেন না। হিংসা বললেই সাপারটা বোঝানো হয় না বা বোঝা যায় না। চোদ্দ বছর, ষোল বছর, আঠারো বছর, বিশ বছরের আমার তোমার ঘরের ছেলেরা একদিকে যেমন নির্বিচার খুনে হয়ে পড়েছে তেমনি তাদের খুনের বদলা নেবার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনও এমন নির্বিচার নৃশংস হয়ে পড়েছে যে তা সমস্ত কল্পনা ও ধারণার বাইরে চলে গেছে। বাড়ী থেকে ছেলেকে ধরে এনে গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া—এটা আজ অতি সাধারণ ব্যাপার। এক দলের কয়েকটি কিশোর যে কোন কারণেই হোক আর এক কিশোরকে বাপ মায়ের সামনে ডেকে এনে পেটে ছোরা ঢুকিয়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে দিয়ে তারপরে আর মাথাটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ছেঁচে দিয়ে নির্বিকার হয়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আরও সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের হাতে আইনগতভাবে তো বটেই তা ছাড়া ব্যবস্থাগতভাবেও অনতিক্রম্য হিংসার আয়োজন ও উপাদান সব চেয়ে বেশী এবং সেইজন্যই তাদের শঙ্কাও বেশী এবং প্রতিশোধের তাণ্ডবে প্রতিহিংসার নির্ম্মমতা, নিষ্ঠুরতা ব্যাপকতা বীভৎসতার রূপ ধারণাতীত। ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আজ হিংসা ও হিংস্রতার একটা হিংস্র প্রতিযোগীতা যেন সমস্ত দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাভাবিক জীবন ধারা, সমস্ত কিছুকে ভোগ করে দিয়ে অনিশ্চিত বিপর্যয়কেই নিশ্চিত করে দিচ্ছে।

সাতটা ছেলের খোঁজ না পেলে বাবারা ছেলেদের হদিস নেবার জন্য মর্গে যান। সেখানে হয়তো গুলীবিদ্ধ, কি ছোরাবিদ্ধ, কি বোমাতে বিকৃত ছেলের লাশ দেখতে পান কিন্তু সনাক্ত করেননা। যদি সনাক্ত হয় তবে পুলিশ হয়রান করবে। মা শুনলে—মা কাঁদতে পাবেনা না অন্য ছেলেদের দিকে চেয়ে। বৃটিশ আমলে চাটগাতে হিন্দু ভদ্রলোকের ছেলেরা সব ব্রাত্তেড হয়েছিল। এ আমলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের কিশোর ও তরুণরা সকলেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ব্রাত্তেড হয়ে গেছে।

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়া জেলার স্বল্প-বিত্ত চাষীদের সাহায্যকল্পে সরকারী পরিকল্পনা

গত ১৯ই ডিসেম্বর তারিখে স্থানীয় জেলাশাসক শ্রীকে, এম, লাল আই-এ-এস এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুরুলিয়া জেলার স্বল্প-বিত্ত চাষীদের সাহায্যকল্পে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের এক "সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনার" কথা ঘোষণা করেন। জেলা শাসক শ্রী লাল নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পেশ করেন—

প্রোজেক্ট এরিয়া ও অন্যান্য তথ্য

পুরুলিয়া জেলার ভূমিহীন চাষী বা আড়াই একর অর্থাৎ ৭ বিঘার কম জমির মালিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট ৩ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে এবং এর মধ্যে ২ কোটি ৫২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে এবং ১ কোটি ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান বা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। এই কার্যসূচির একেবা পুরুলিয়া ১ নং ও ২ নং ব্লক, অযোধ্যা, বলরাই ১ নং ও ২ নং ব্লক; আড়ষা, বাঘমুণ্ডী ও বলরামপুর—এই আটটি ব্লক তথা "প্রোজেক্ট এরিয়ার" মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই আটটি ব্লকের ২৫ হাজার চাষী পরিবার যাদের জমির পরিমাণ ৭ বিঘা কিংবা তারও কম তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্যদান করা হবে—

ক) ৫০০০ পরিবারকে দেচের উপযোগী কূপ খননের জন্য প্রত্যেককে ৪০০০ টাকা ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হবে—তাতে তারা অন্ততঃ ৩ বিঘা জমিতে শাকসব্জী ও ফলমূল উৎপাদন করতে পারে।

খ) অন্যূন ২০,০০০ (বিশ হাজার) চাষী পরিবারকেও আর্থিক সাহায্য ও দেচের জল সরবরাহ করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ দেওয়া হবে।

গ) এই সূত্রে দেচের জন্য পুষ্করিণী সংস্কার কিংবা সরকারী খাস জমিতে নূতন পুষ্করিণী খননকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরকারী লক্ষ্য হোল যে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি দেচ ব্যবস্থার দ্বারা জেলার আরও ৭০ হাজার একর জমিতে দেচের ব্যবস্থা করা।

ডেয়ারী, পোলট্রি প্রভৃতির উন্নয়ন

ক) ডেয়ারী :—৪০০ পরিবারকে (অর্থাৎ বৎসরে ১০০ পরিবার) কে ২টি হরিণঘাটার গাভী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রথম বৎসরে গাভীর খাদ্যের জন্য যে গরু খাদ্য প্রয়োজন তা জোগাবে ৯০০ আরও ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবি বিবেচনাধীন।

খ) পোলট্রি :—৮০০ পরিবারকে (অর্থাৎ বৎসরে ২০০ পরিবার) প্রত্যেককে ৫টি হাঁস বা মুরগী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে।

গ) শূকর চাষ :— ১০০ পরিবারকে (অর্থাৎ বৎসরে ২৫ পরিবার) প্রত্যেককে একটি শূকর ও ৪টি শূকরী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে।

হাঁস-মুরগী পালন ও শূকর চাষের কার্যসূচি রচিবার ও আধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

ফল মূলের চাষ :— ৮টি ব্লকের ২০০০ একর জমি ফলমূলের চাষের আওতায় আনা হবে এবং একর প্রতি ১০০০৲ টাকা ঋণ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এইভাবে ৬০০০ ছেয় হাজার) পরিবারকে সুযোগ সুবিধা বিধানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কূপ খননের অন্তত ঋণ দেওয়া হবে।

ভূমি সংরক্ষণ : এই ৮টি ব্লকের ১৩,০০০ (তের হাজার) একর জমিতে ভূমি সংরক্ষণের কাজ নেওয়া হবে এবং একর পিছু ৪০০৲ টাকা ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হবে। এই বাবদে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ২৬ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামীণ শিল্পী : গ্রামাঞ্চলের কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, ঢোল প্রভৃতি বৃত্তিজীবিদের ঋণ ও সাহায্য দানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উপরোক্ত পরিকল্পনার জন্য অর্থ সাহায্যাদি সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে লেবার কো-অপারেটিভ তথা গ্রাম সমবায়কে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পরিচালনা ব্যবস্থা :

উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য "কৃষি প্রমজীবি উন্নয়ন সংস্থা" নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হবে এবং জেলা শাসক এই সংস্থার চেয়ারম্যান এবং আই-এ-এস সমমর্যাদাসম্পন্ন একজন অফিসার সেক্রেটারী হবেন। এই সংস্থায় সরকারী ও বেসরকারী আরও ১৩ জন সদস্য থাকবেন।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সূত্রে উৎপন্ন ফসলের সংরক্ষণ ও বিক্রয় সমস্যা সমাধানকল্পে পুরুলিয়া, অযোধ্যা, বলরাই প্রভৃতি ৫টি স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র ও গুদামের ব্যবস্থা করা হবে এবং সেই সঙ্গে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধান করা হবে। একটি বা একাধিক কোল্ড ষ্টোরেজ তথা হিম ঘর স্থাপনের পরিকল্পনার বিবেচনাধীন।

———•———

জাতীয় তালগুড় দিবস পালন

ভড়া ব্লকের বড়গাছে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের পরিচালিত খেজুর গুড় শিল্প প্রদর্শন কেন্দ্রের উদ্যোগে "জাতীয় তালগুড় দিবস" প্রতিপালিত হয়। প্রজাতন্ত্রদৈবীদ মহাত্মা গান্ধীজীর প্রতিকৃতি, জাতীয় পতাকা, তালগুড় শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন পোষ্টারাদি নিয়ে এবং নানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীগোপালচন্দ্র গরাই ও প্রদর্শন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শ্রীনিরঞ্জন মাজাত ছাত্রাদেরগণের পরিচালনায় বন্দেমাতরম্, ভারতমাতা কী জয়, স্বাধীন ভারত কী জয়, তাল গুড় দিবস কী জয়, জাতি-অরি বন্ধ কর, তাল খেজুরের গুড় কর, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয় ইত্যাদি ধ্বনি আর বাদ্যযন্ত্র সহ টুহ্ব সঙ্গীত সহযোগে এক বিরাট মিছিল সহকারে বক্তিমমুখ ও চারিধার প্রদক্ষিণ করার পরে উক্ত প্রদর্শন কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে মিলিত হন।

প্রদর্শন কেন্দ্রে খেজুর গাছ ছেদন প্রক্রিয়া, নীরা জালের আধুনিক উনান তৈরী, শিল্পের পাত্র সরঞ্জাম ও পুস্তিকা আদির এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রদর্শন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে গ্রামের প্রধান মাতব্বর শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাজাত মহাশয় সভাপতিত্ব ও যুবনেতা শ্রীনবেন্দ্রনাথ মাজাত মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশক্রমে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর তৃণমূল অঞ্চলটির মধ্যে সাড়ে নয়টার তালগুড় শিল্পী শ্রীতীর্থ সিং সর্দার মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সভাপতি মহাশয় কর্তৃক শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর ছুমিনিট মৌন প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর কেন্দ্রের প্রদর্শক শ্রীমাত্রামোহন নাথ, কুশল শিল্পী শিক্ষক শ্রীনিত্যই চন্দ্র দে, চক গোপালপুর তালগুড় শিল্প কেন্দ্রের শিল্পী শ্রীসমরনাথ মাজাত ও প্রধান অতিথি মহাশয়গণ যথাক্রমে তালগুড় দিবসের তাৎপর্য তথা তালগুড় শিল্পের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থের অভাব মোচন, বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান, বিচারে সমাজের কল্যাণ সাধন, চাষী গৃহস্থের অসময়ের সহায় আদি বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় সভা সমাপ্তির ঘোষণা করেন।

জানা গেল চকগোপালপুর খেজুর গুড় শিল্প কেন্দ্রে সর্বশ্রী হরিপদ মাজাত ও গোপাল চন্দ্র মাজাত মহাশয়দের পরিচালনায় আর বাঙ্গামাটীরা খেজুর গুড় শিল্প কেন্দ্রে সর্বশ্রী অজয় সরিৎ ও ললিত মোহন মাজাত মহাশয়গণের পরিচালনায় যথারীতি প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এবিষয়ে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি,—ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে ধরমতীর মন্ত্রীসভাগুলি ভেঙ্গে দেবার পরে হয়েছিল। সেই সময়ে লোকসভা-বিধান সভা বনাম রাজ্যপাল

তাৎপর্য সম্বলিত বক্তৃতা প্রদান, প্রদান বিতরণাদির মাধ্যমে "তালগুড় দিবস" উদ্যাপিত হয়।

শ্রীমাত্রামোহন নাথ, প্রদর্শক
খেজুর গুড় শিল্প প্রদর্শন কেন্দ্র,
নগাড়া, বড়গ্রাম
পুরুলিয়া।

———•———

মুক্তি

১২ই পৌষ, সোমবার, ১৩৭৭

লোকসভা বাতিল

গত ২৭শে ডিসেম্বর রবিবার রাত্রি ৯টার সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি লোকসভা বাতিল করেছেন। এরপরে লোকসভার পুনর্নির্বাচন হবে। ঘোষণা করা হয়েছে যে ১৯৭১ এর মার্চের মধ্যেই লোকসভার নির্বাচন শেষ করা হবে।

এভাবে লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া ভারতবর্ষে এই প্রথম। কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যাবার পর দুটি ভাগে লোকসভার ক গ্রেসী সদস্যরা ভাগ হয়ে যান। ফলে লোকসভায় কংগ্রেসের যে এতাবৎকাল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। লোকসভায় মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৫২৫ জন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দলে সদস্য থাকেন মোট ২২৮ জন। সুতরাং মন্ত্রীসভা সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেন, ক'জন অন্তত ২৬৩ জন দলে না থাকলে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয়না। ফলে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভা সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের রীতিতে এরকম মন্ত্রীসভা চালান উচিত নয়। তবু ইন্দিরা গান্ধী অন্যান্য দলের কমিউনিষ্ট, ডি এম কে প্রভৃতির সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে এতদিন পর্যন্ত মন্ত্রীসভার স্বপক্ষে বেশী ভোটের ভিত্তিতে চালিয়ে এসেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ীই লোকসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। এর মধ্যে সাংবিধানিক আইনগত কি ত্রুটী বা বিচ্যুতি আছে তা আইনের ধুরন্ধরেরা বিচার করবেন—অথবা ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্রের কি মহান্ উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে আরও দৌদ্দ মাস বাকী থাকতেও লোকসভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দিলেন তা তার ঘনিষ্ঠ মহল ব্যাখ্যা ও অনব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু যদি সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্যই লোকসভা ভাঙ্গার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে তবে আমরা মনে করি তা গণতান্ত্রিক ধারার দিক দিয়ে অনভত ও গণতান্ত্রিক ধারার বিরোধী হয়েছে। শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্যই নয়—যে কোন কারণেই হোক না কেন লোকসভা ভেঙ্গে দিতে গেলে তার পূর্বে লোকসভার অধিবেশনে এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হবার প্রয়োজন ছিল। প্রধান মন্ত্রী যদি কোন কারণে—তা যে কোন কারণই হোক না কেন—মন্ত্রীসভা বজায় রাখা দুষ্কর বা অনুচিত মনে করেন অথবা সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন আর থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন তবে তিনি মন্ত্রীসভা বাতিল করবার পরামর্শ দিয়ে—ইস্তফা দিলেই মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যেত। রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন ডেকে এই ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সলা লোকসভার সদস্যদের উপর ছেড়ে দিলেই তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারাসম্মত হত। এও হতে পারতো—অল্প সদস্যরা মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কর মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের যোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারতেন না মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারতেন। এই যে সুযোগ এ সুযোগ সদস্যরা পেলেন না বা তাদের দেওয়া হল না। সর্বোপরি মন্ত্রীসভা থাকবে কি না থাকবে বা কি মন্ত্রীসভা হবে কি হবে না—সেটা সংশ্লিষ্ট সদস্যরা সংসদের অধিবেশনে স্থির করবেন—রাষ্ট্রপতি নয়—যদিও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এবিষয়ে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি,—ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে ধরমতীর মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দেবার পরে হয়েছিল। সেই সময়ে লোকসভা-বিধান সভা বনাম রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীসভা, বিধানসভা বা লোকসভা বাতিল করার প্রশ্ন নিয়ে প্রলয় ঝড় উঠেছিল। বহু আলোচনা—শুধু ভারতবর্ষেই নয় ভারতের বাইরেও এ নিয়ে হয়েছিল। বাংলাদেশে যে ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন ১৯৬৭-৬৮তে হয়েছিল—তা কিন্তু অনুরূপ রাজনৈতিক প্রশ্নের উপরেই ভিত্তি করে।

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লোকসভার অধিবেশন শেষ হল—তখন পর্যন্ত সদস্যদের মধ্যে সব কিছুই গুজবের রূপে যাওয়া আসা করছে। ২৭শে রাত্রিতে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করার আদেশ দিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ইন্দিরা গান্ধী তাকে পরামর্শ দেন। তাহলে বুঝতে হবে যে লোকসভা বাতিলের সিদ্ধান্ত পূর্বেই নেওয়া হয়েছিল—কারণ এ কয়দিনে এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি যাকে সাংবিধানের ভাষায় 'এমার্জেন্সী বলা যেতে পারে। অনায়াসে এ ব্যাপারটা লোকসভার অধিবেশনে সদস্যদের কাছে উপস্থিত করা যেতে পারতো। আমরা মনে করি এভাবে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দেওয়াটা এবং রাষ্ট্রপতির লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া দুটোই অগণতান্ত্রিক কাজ হয়েছে।

যাই হোক এর পরেই আসে নির্বাচনের কথা। মার্চের মধ্যে নির্বাচনের সমস্ত কাজটা সম্পূর্ণ করে লোকসভা গঠন করতে হলে ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারীতেই নির্বাচন করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই এই নির্বাচনের দিনক্ষণ জানা যাবে।

এই সঙ্গেই একটা প্রশ্ন আসে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা ভেঙ্গে দেবার পরে প্রায় আট মাস পার হতে চলল। স্বাভাবিক অবস্থায় এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন হত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অস্বাভাবিক ও অসাধারণ পরিস্থিতি—যা সম্পূর্ণতঃ আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত—তার জন্য নির্বাচনের ব্যাপারটা ঠিকভাবে চলবে না চলতে পারে না বলেই কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও বহু বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার নির্বাচন বর্তমান সময়ে করার বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন একেবারেই চলে গেল। লোকসভার নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে করতেই হবে। লোকসভার নির্বাচন করতে হলে যত সংখ্যক ভোট গ্রহণ কেন্দ্র দরকার, যে সব ভোটার দরকার—বিধানসভার নির্বাচনেও সেই একই কেন্দ্র ও ভোটার দরকার। লোকসভার সাধারণ নির্বাচন করার পরিস্থিতি যদি পশ্চিমবঙ্গে থাকে তবে বিধানসভার নির্বাচনেরও পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আছে বলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্তৃপক্ষকে মেনে নিতেই হবে। সুতরাং সাধারণ ভাবেই এ কথাটা আসে যে ১৯৭১ সনের মার্চের মধ্যে শুধু লোকসভার নয় পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনও হবার সম্ভাবনাই বেশী। সম্ভাবনা বললাম এই জন্য যে—নির্বাচন যেটা করা হচ্ছে সেটা মুখ্যতঃ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বার্থে না হয়েও যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাহীন শাসনক্ষমতা নিরঙ্কুশ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই হিসাব কষেই লোকসভার সাধারণ নির্বাচন করা হচ্ছে সঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়: এই ক্ষমতার পুনরাবির্ভাবের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সাধারণ নির্বাচন কতটা অনুকূল বা প্রতিকূল হবে তার উপরে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার জন্য সাধারণ নির্বাচন লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। এই হচ্ছে নির্বাচনের বাস্তব দিক।

যাই হোক আমরা মনে করি কয়েকদিনের মধ্যেই এই নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যাপারে সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যাই হোক এবার নির্বাচনে প্রার্থীদের নয়—আসল পরীক্ষা হতে চলেছে নির্বাচক মণ্ডলীর, ভোটদাতাদের অর্থাৎ জনগণের।

বি দাশগুপ্ত

———•———

হিংসায় উন্মত্ত বঙ্গ

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বাংলা দেশ আজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের পর্য্যায়ে চলে গেছে। বাংলার ছেলেরা বাইরে কোন স্কুল কলেজে ভর্তি হতে গেলে সন্দেহভাজন হয়, চাকুরী এমনিই দিতে না এখনতো সম্ভবে সব দূরে থাকে—যারা প্রবাসী বাঙ্গালী বাংলা দেশের সঙ্গে সম্পর্কও যাদের নেই—যেহেতু তারা বাঙ্গালী সেই হেতু তাদেরও মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়েই দেখা হয়ে থাকে। বাঙ্গালী ছেলেরা আজ সর্বস্থানে সন্দেহের, শঙ্কার এবং ধিক্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছে। এই হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি।

দমদমের একটি অতি নিরীহ নিরিবেরী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হল—ঘিন্নিরপুরে তিনি চাকুরী করেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন —জীবন যে কি রকম অনিশ্চয়তায় তা ভাল করেই উপলব্ধি করছি। আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, কোন রাজনীতি করি নাই আর এখনও করিনা—কিন্তু সেদিন সকাল বলা মনে করে আমি নিরীহ দলের। রাস্তায় বেরোলে সি. আর, সি গুলি, নক্সালের বোমা বা সি, পি, এম, প্রভৃতির পাইপগান বোমা এড়িয়ে যদি বাড়ী ফিরতে পেরেছি তো মনে হয়—বেঁচে গেলাম নয়, আজকের মত বেঁচে গেলাম। পুলিশের গুলি, সুযুৎসু পার্টিগুলির পাইপগান, বোমা ও ছোরা যখন চলে তখন লড়ুয়ে সৈন্য ভাড়াও মনিকম-ব্যাটেন্টরা বেশী মার খায়। বর্তমানে যুদ্ধের ধারাই হচ্ছে এই—সুস্থতা বাংলা দেশে যখন হিংসার যুদ্ধ চলছে তখন সেখানেই বা এর ব্যতিক্রম হবে কেন?

যুক্তফ্রন্টের সময়ে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ১৯৬৯ সনে সারা ভারতে বাংলা ও বাঙ্গালীর মর্য্যাদা, সম্মান ও শক্তি—বিশেষ করে বাংলার তরুণ সমাজ ও সাধারণ লোকের মূল্য যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের বেশীর ভাগ শরিকদার, আজ যে অবস্থা চলেছে তার গোড়াপত্তন করে দিল। আমার একথা পরস্পর বিরোধী নয়। বাংলা দেশে হিংসার পথে মহান সংগ্রাম আমাদের পূর্ব্ববর্তিরা অনেক করে গেছেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল প্রশাসনের ক্ষমতায় বসে যেভাবে পারস্পরিক খুনোখুনীর প্রতিযোগীতা শুরু করে দিল—তা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। আজ পুলিশের পক্ষ থেকেই হোক আর পুলিশ-বিরোধী রাজনৈতিক ও তত্ত্বর বা তৎসমর্থনের পক্ষ থেকেই হোক যা করা হচ্ছে সেটা সেই যুক্তফ্রন্ট আমলের বহু শরিকদারদের রোমিক নীতের বৃক্ষরূপ মাত্র।

বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তা আগে থেকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও যুক্তফ্রন্টের শরিকদারদের হিংস্র প্রতিযোগীতা যেভাবে দিনের পর দিন সমস্ত অনিক্রম করে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবার দিকে যাচ্ছিল তাতে পরিণতি স্বাভাবিকভাবেই এদিকে যাবে এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না। তারা কিভাবে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে সেটা স্পষ্টতঃ পরিষ্কার না থাকলেও বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব যাদের হাতে এসে বর্ত্তে ছিল তাদের কার্য্যধারা যে তরুণ কিশোর থেকে আরম্ভ করে জনমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কোন প্রয়োজন নাই।

হিংসার একটা শোচনীয় পরিস্থিতি নিশ্চিত জেনেই আমি ১৯৬৯ এর ২৯ নভেম্বরের তারিখ দিয়ে যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলের সেক্রেটারীদের এবং প্রত্যেক মন্ত্রীকে একখানা 'অতি গোপনীয়' চিঠি লিখি। এবার কলিকাতায় কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন অনেকেই আমাকে সেই চিঠিখানা প্রকাশ করার জন্য খুবই অনুরোধ করেন। মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রণ্ডলির কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই এবং এই পরিস্থিতিতে অবান্তর হবে না বলেই মূল ইংরাজীতে সেই চিঠিখানা ও তার বাংলা তর্জমা প্রকাশ করলাম—

SECRET.

"Dear Friend.

The present political situation prevailing in West Bengal has rather urged me to draw your attention to some aspects as the duty of a partner of the United Front as well as an uncompromising opponent of the vested interest and the interest which exists on the exploitation of the people.

The unity of the United Front was formed and rather it was hailed by the people of West Bengal with the firm belief that they would get a good Government.

Today is the ninth month since the U. F. Government have taken the responsibility and duty of fulfilling the aspiration of the people of West Bengal. But it is regretfully admitted that we are drifting from the pledge given to West Bengal and journeying in a path which is proving to be inimical to the expectation of the millions of West Bengal in spite of the progressive course which we have tried to implement and bring into reality.

We have been discussing days in and days out to find a way out of the impasse. We are deciding to do something today and tomorrow we are undoing the very thing with determination. We all suggest the desirability of unity. I think unity of goal we have, that is, the implementation of the 32 items of the programme which we had adopted unanimously. Parties we had, we have and we shall have. We may not find a common denominator for improvements, for some will want to go further than others. I see no harm in a wholesome variety. What we would rid ourselves of is distrust of one another and imputation of motives. Our besetting sin is not our differences but our littleness. We are wrangling over words, we are fighting often for shadows and are losing substance. It is not our differences that really matter. It is the meanness behind, that is ugly.

Now in spite of repeated declarations by the constituent parties that the existence of the United Front as a United Front must remain, we are heading towards a situation in which people are apprehending that the United Front might fizzle out. If then the United Front fizzles our, it will not be because the Congress, the reactionaries, are wicked every time. It will b because we are fools or, shall I say, even wicked. Whether we are fools or wicked or both, I am quite clear that we must look for danger from within, not fear the danger from without. The first corrodes the soul, the second polishes,

You will kindly excuse me for speaking the truth which may not be denied by all concerned. Long before I had proposed in a meeting of the United front that let us not resort to or encourage the method of violence in diciding our and the people's issues. It has its logical consequences and now that violence is recoiling on ourselves, that is, on the constituents of the United Front, with a very ugly grimace. It is not too late. If we want to thrive, we must mend ourselves.

My proposal is that all constituent parties must, as a policy, follow the tenets of non-violence and prevail upon their followers to adhere to it in a disciplined way and then ask the people not to take the law into their own hands as any grievance would be attended to by the Government and would be dealt with justly. This has become obligatory for us, more so because we are running the Government and we are to see that the Government does not prove itself to be a helpless spectator and a ridiculous institution.

I am drawing your attention towards this. The affairs of the people of West Bengal as a whole are not the affairs of any single party or parties. We have no right to shatter the expectation of the people of West Bengal by quarelling amongst ourselves and destroy the image of a progressive force which is growing to serve not only the interest of the people of West Bengal but also to raise hope and inspiration into the hearts of the exploited people of the whole of India.

If the United Front means the emancipation of the millions of skeletons we see around us, then we must throw away our daggers and stop wrangling at any cost. Otherwise whatever we say to the people of West Bengal that would be considered to be the sermon of wolves by the people.

I repeat again not to repeat the mistakes of others who are falling like a house of cards before the curious look of the world.

Yours sincerely
Bibhuti Das Gupta
4-11-69

বাংলা অনুবাদ

গোপনীয়

প্রিয় বন্ধু,

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে পর্য্যায়ে এসে পড়েছে সেই পরিস্থিতির গুরুতর তাগিদেই আমি কতকগুলি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যুক্তফ্রন্টের একজন শরিক হিসাবে তো বটেই তা ছাড়া কায়েমী স্বার্থ এবং জনগণের শোষণের দ্বারাই যে স্বার্থের অস্তিত্ব তার একজন অনমনীয় বিরোধী হিসাবেও এ আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

যুক্তফ্রন্টের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং এবার সত্যিই একটা ভাল গবর্মেন্ট পাওয়া যাবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ একে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

যেদিন থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের এই আশা ও আকাঙ্খাকে পূর্ণ রূপ দেবার দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণ করল সেদিন থেকে আজ নয় মাস পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দুঃখের সঙ্গে এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের কাছে যে শপথ করেছিলাম তা থেকে আমরা বিচ্যুত হচ্ছি। প্রগতিশীল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার, এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা সত্বেও আমরা যে পথে চলেছি সে পথ, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের প্রত্যাশার হানিকারক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

এই নির্গমনহীন অন্ধগলি থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে যেয়ে আমরা দিনের পর দিন আলোচনা করে চলেছি। আমরা আজ একটা করব বলে ঠিক করছি আর কালই সেটাকে দূর সংকল্প নিয়েই ভেঙ্গে ফেলছি। আমরা সকলেই ঐক্যের খুবই প্রয়োজন আছে বলে বলছি। আমার মনে হয় লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ঐক্য আছে—সেটা হচ্ছে বত্রিশ দফা কর্মসূচিকে কার্য্যকরী করে তোলা—যে বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হয়ে কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছিলাম। দলগত পার্থক্য আমাদের ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভিন্ন ভিন্ন দলের ব্যাপারটাকে আরও ভাল করবার মতো সকলের গ্রহনীয় কোন একটা নাম হয়তো পাওয়া মুস্কিল কারণ কেউ কেউ হয়তো অন্যের চেয়ে আরও বেশী অগ্রসর হতে চাইবেন। যাই হোক এই বিভিন্নতা যদি সুস্থ হয় তবে এতে আমি হানিকারক কিছু দেখি না। আমাদের যা থেকে মুক্ত হতে হবে তা হচ্ছে—পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং পরস্পরের মতলব খোঁজার বাতিক। যে পাপে আমরা আজ বেষ্টিত, পারস্পরিক পার্থক্য তার কারণ নয়—তার কারণ আমাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্রতা। কথার হেরফের নিয়ে আমরা কলহ করছি, অবান্তর ছায়ার জন্যে হানাহানি করছি এবং এইভাবে হারিয়ে ফেলছি আমাদের লক্ষ্যবস্তুকে। সুতরাং আমাদের দলগত পার্থক্য আজ সত্যিকার কোন সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে আমাদের কদর্য্য রাজনৈতিক নীচতা, যা এই অনৈক্যের পিছনে আছে।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে বারবার যুক্তফ্রন্ট রূপেই যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্বকে বাচিয়ে রাখার কথা ঘোষিত হওয়া সত্বেও আমরা এমন একটা অবস্থার দিকে এগিয়ে চলছি, যাতে জনসাধারণ মনে করছেন যে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যেতে পারে। আজ সত্যিই যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়, তবে তা কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অবিরাম শয়তানীর ফলে নয়,—আমরা মূর্খ, এবং এটাও বলছি যে আমরাও শয়তানী থেকে মুক্ত নই বলেই তা সম্ভব। আমরা মূর্খ অথবা শয়তান, অথবা দুটোই যাই হই না কেন, নিজেদের ভেতর থেকেই যে বিপদ উদ্ভূত হচ্ছে তার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া দরকার এবং আন্তর্ভৌম কোন উৎস হতে কাল্পনিক বিপদের আশংকা না করাই আমাদের উচিত বলে আমি নিঃসংশয়ে মনে করি। প্রথমটি আত্মাকে কলঙ্কিত করে, দ্বিতীয়টি করে উজ্জ্বল।

সকলের পক্ষে অনাবশ্যকীয় সত্যি কথাটা বলার জন্য আপনারা দয়া করে ক্ষমা করবেন আমাকে। দীর্ঘদিন আগে যুক্তফ্রন্টের একটি বৈঠকে আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আসুন আমরা

সিদ্ধান্ত সেই যে, আমাদের অথবা জনগণের দাবী পূরণের জন্যে হিংসার আশ্রয় আমরা গ্রহণ করব না, প্রশ্রয় দেবনা হিংস্র-পন্থাকে। হিংসার আশ্রয় নেওয়া ও হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়ার একটা যুক্তিসঙ্গত পরিণাম আছে এবং সেই পরিণাম হিসেবেই আজ হিংসা আমাদেরই ঘাড়ে অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির ঘাড়ে চেপে তার কদর্য্য মুখ বিকৃত করে বিদ্রূপ করছে। এখনও উপায় আছে। কল্যাণ যদি আমরা চাই, সংশোধন আমাদের করতেই হবে।

আমার শুধুতার এই যে শরিক দলগুলিকে নীতি হিসেবে অহিংসার সত্য অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁদের অনুসারী কর্মীদের নির্দ্দেশ দিতে হবে শৃঙ্খলার সঙ্গে এই নীতি মেনে চলতে এবং তারপর জনগণকে আহ্বান করে বলতে হবে, যেহেতু সব অভাব অভিযোগ সরকার ন্যায় নীতি অনুসারে বিচার করবেন তাঁরা যেন নিজেদের হাতে আইন গ্রহণ না করেন। এ নীতি গ্রহণ করতে আজ আমরা বাধ্য, বিশেষ করে আমরা যখন সরকার চালাচ্ছি তখন আমাদেরই দেখতে হবে যাতে সরকার অসহায় দর্শকে পর্য্যবসিত হয়ে নিজেকে হাস্যকর সংগঠনরূপে প্রতিভাত না করে।

এই বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণের স্বার্থ কোন একটি অথবা একাধিক দলের দলীয় স্বার্থ নয়। নিজেদের মধ্যে কোঁদল করে পশ্চিম বাঙলার জনগণের আশা আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করার কোন অধিকার আমাদের নেই এবং যে প্রগতি-শীল শক্তির ভারক্ষেবি কেবল পশ্চিম বাঙলার সাধারণ মানুষের স্বার্থেই নয়, সারা ভারতের শোষিত জনতার অন্তরে আশা-উদ্দীপনা সঞ্চারিত করার জন্যে উদ্ভাসিত হয়েছে, সেই ভাবক্ষবিকে এইভাবে বিনষ্ট করার অধিকারও আমাদের নেই।

চারপাশে আমরা যে লক্ষ লক্ষ কঙ্কাল দেখছি, তাদের মুক্তিই যদি যুক্তফ্রন্টের উদ্দেশ্য হয় তবে হাতের ছোরা আমা-দের ছুড়ে ফেলতে হবে দূরে, যে কোন মূল্যে বন্ধ করতেই হবে এই হানাহানি। নতুবা পশ্চিম বাঙলার জনগণের উদ্দেশ্যে আমরা যে বাণীই উচ্চারণ করি না কেন, জনগণ তাকে এক-দল নেকড়ের নীতিবাক্য বলেই মনে করবেন।

আমি আবার আপনাদের বলছি যে বিশ্বের কৌতূহলী চোখের সমুখে যারা তাদের ঘরের মতো উড়ে যায়, তাদের মারাত্মক আন্তিগুলির পুনরুদ্ধার আপনারা পূর্ণবার করবেন না।

আপনাদের
স্বাঃ বিভূতি দাসগুপ্ত

এই চিঠি, এই আবেদন আমি করেছিলাম যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলের কাছে, যারা মন্ত্রীত্বে ছিলেন সেই সব মন্ত্রীদের কাছে। আজ আমি দৃঢ় শ্রদ্ধায় নিয়েই বলছি যুক্তফ্রন্টের যে' সংস্ত শরিক-দল এখন ভয় পার্টি আট পার্টি, অথবা অন্য ছোট ধরছেন তারা যদি এই পথ ধরতেন তবে যুক্তফ্রন্টও ভাঙতো না এবং আজ যে নৃশংস হিংসার দংষ্ট্রা বেয়ে বাংলার বুকে বিরামহীন রক্তের বন্যা বইছে তা হত না।

দেশবাসীর কাছে আজকার পরিস্থিতিতে এই নিবেদনই করতে পারি যে এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেরাই পথ ঠিক করুন।

—০—

রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক চতুর্থ লোকসভা বাতিল

আগামী মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বেতার ভাষণ

২৭শে নভেম্বর তারিখে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় রাষ্ট্রপতি ঐবরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি তাঁর স্বাক্ষরিত এক বিশেষ ঘোষণাবলে চতুর্থ লোকসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তারপর ২৭শে নভেম্বর পুনরায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠকে লোকসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করার যে বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা রাষ্ট্রপতিকে জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এই প্রস্তাবের পর রাষ্ট্রপতি ঠৌদ্দ মাস পূর্ণেই লোকসভা ভেঙ্গে দেবার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। গত ১৯৬৭ সালের ১৬ই মার্চ লোক সভার প্রথম অধিবেশন এবং এই বৎসরের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে লোক সভার শেষ অধিবেশন হয়। স্পীকার বাদে লোকসভার বর্ত্তমান সদস্য সংখ্যা ৫২২ জন এবং ৩টি আসন বর্ত্তমানে শূন্য আছে। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই সর্প্রথম লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া হল।

প্রধান মন্ত্রীর বেতার ভাষণ

লোকসভা ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বেতার ভাষণে বলেন যে - কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হবার পর লোকসভায় কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও তাঁর মন্ত্রীসভা সংখ্যা গরিষ্ঠের আস্থাভাজন হয়ে শাসন কার্য্য চালিয়ে আসছিলেন; কিন্তু দেশে কায়েমী স্বার্থ তথা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যে ভাবে কর্ম্মতৎপরতা চালিয়ে দেশের প্রগতিমূলক সমস্ত কাজে বাধা সৃষ্টি করে আসছে এবং অন্যদিকে উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ দেশের প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলার প্রতি বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে—তাতে দেশের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের রায় গ্রহণ করার এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও ধর্ম্মনিরপেক্ষ রূপ বজায় রাখার অপরিহার্য্য প্রয়োজনে পুনরায় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গ্রহণ করে। তিনি এই প্রসঙ্গে রাজস্বভাতা সম্পর্কিত মৃত্যুর কোর্টের রায়ও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে চলতি আর্থিক বৎসর অর্থাৎ আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যেই লোকসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

—০—

লোকসভা বাতিল করার বিষয়ে

লোক সেবক সংঘের বিবৃতি

একটা বিশেষ দলের রাজনৈতিক সুবিধার দৃষ্টিতে লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হল না। জনমতের রায়ে, বিধানসম্মত উপায়ে নির্ব্বাচিত সরকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কাজ সমর্থনযোগ্য হয় নি। লোকসভার মাধ্যমেই এই বিষয়ের পুনর্বিচার সতত ছিল। লোকসভা এ বিষয়ে অসমর্থ হলেই জনমতের দরবারে যাওয়া সঙ্গত হোত। যাই হোক, এখন দৃঢ়তার সঙ্গে বাঞ্ছিত জনমত সৃষ্টির পথে নূতন বিধানতান্ত্রিক শক্তি গঠনের কাজে লাগতে হবে—এই আমাদের সংকল্প।

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
২৮।১২।৭০

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

জেলার সংগঠিত স্কুলসমূহের প্রতি শিক্ষকদের প্রতি অবিচারের অভিযোগ

অল বেঙ্গল অর্গানাইজার টীচার্স এ্যাসোসিয়েশনের পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীঅদ্বৈত প্রসাদ মাহাতো এবং সম্পাদক শ্রীশীতলচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন : পুরুলিয়া জেলার স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ বেকার যুবকেরা অনেকেই অন্ত কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ না পেয়ে গত তিন চার বৎসর কাল যাবৎ ঘুরফিরিয়া গ্রামগুলিতে মহাজনী আসায় এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগঠন করে সেখানে শিক্ষকতা করে আসছেন। ১৯৬৯ সালের মার্চ্চে ডিসেম্বর অনুমোদন পুরুলিয়া জেলার অন্ত ১৩৯টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র নূতন সংগঠিত বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির স্কুলগুলির অনুমোদনের আশায় জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শকের নিকট আবেদন করেন। জেলা পরিদর্শক মহাশয় অন্যান্য সংস্থাকে অন্ত যথানীতি তদন্ত করার এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে গঠিত জেলা স্কুল বোর্ডের উপদেষ্টামণ্ডলীর মন্ত্রীর অন্ত উপস্থাপিত করেন। উক্ত উপদেষ্টা মণ্ডলী ১০২টি স্কুল অনুমোদনের অন্ত নির্ব্বাচিত করেন—কিন্তু কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণে ২২টি স্কুল বাদ দিয়া ১১০টি স্কুলের নাম মন্ত্রীর অন্ত প্রেরণ করেন। পরে ডি, পি, আই এর তাগিদের ফলে আরও কয়েকটি নাম প্রেরণ করেন। মোট ১৩১টি নাম অনুমোদনের অন্ত প্রেরিত হয়। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে এই স্কুলগুলির মন্ত্রুরী দান অদ্যাবধিকাল বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। কেবল তাই নয়, এই অর্গানাইজড স্কুলগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া আবার অন্ত করাইবার ব্যবস্থাও নাকি হচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে যে স্কুলগুলির মন্ত্রুরী দিবার কথা সেই স্কুলগুলি মন্ত্রুরী দান ত দূরের কথা এক বৎসর পরে আবার অন্তসন্ধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় এই অনুমান স্বাভাবিক যে জেলা পরিদর্শক মহাশয় বিশেষ কোনও কারণে আর স্কুলের মন্ত্রুরীদান করিতে ইচ্ছুক নন—তাই এই সব টাল বাহানা করছেন। ১০২টি স্কুলের অনুমোদনের প্রশ্ন এবং অভিজ্ঞতির উপর নির্ভর করছে।

ইতিপূর্ব্বে বি, ডি, ও : এস, আই : ডি আই এবং ডি, পি, ই নিকট এই সব মর্ম্মে ডেপুটেশন দিয়াও কোনও ফল হয়নি। সুতরাং আমাদের নিরুপায়িত দাবীগুলি অবিলম্বে পূরণ না হলে ৩২টি সংগঠিত স্কুলের শিক্ষক-গণ বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবে। আমাদের দাবী নিম্নরূপ—

১) ৩২টি সংগঠিত প্রাথমিক স্কুলকে অবিলম্বে মন্ত্রুরী দিতে হবে এবং এইসব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বেতন দিতে হবে;

২) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১০২টি বিদ্যালয়কে এক মাসের মধ্যে মন্ত্রুরী দিতে হবে;

৩) স্কুল বোর্ডের উপদেষ্টা সমিতিকে অর্গানাইজার টীচার্স এসোসিয়েশনের নূতন প্রতিনিধি নিতে হবে, এবং ট্রেনিং নিয়োগ ক্ষেত্রে এই সব শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪) অর্গানাইজড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দিবার সুযোগ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের অন্ত বিনামূল্যে বই ও শ্লেট দিতে হবে। Care এর খাদ্যও সরবরাহ করতে হবে।

৫) শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে স্থানীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

—০—

বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

রাজনৈতিক জীবনের চিন্তা ও মর্ম্মের বিচিত্রতা ছাড়াও বিশেষ, বিশেষ ব্যক্তিকে নানা ধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় জীবিতকালে, ঠিক তেমনি হয় মৃত্যুর পরও। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও কতগুলি মানুষ ঠিককালের জন্য দেশ ও দশের মাঝে বিশেষ গুণের জন্য অমর হয়ে থাকেন কারণ সেই গুণগুলি মানবীয়। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় এমনি একজন মানুষ ছিলেন বললে, কেউ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। তাছাড়া, আমাদের সঙ্গে এক স্মরণীয় সম্বন্ধও রয়েছে যা স্মৃতিপটে চিরন্তন হয়ে থাকবে।

রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতে সমাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগকালে, বামপন্থী দলগুলি ও সুস্থ নাগরিকদের প্রচেষ্টায় যখন আমাদের মুক্তি দিল সরকার ১৯৬২ সালের ১৫ই আগষ্ট, তখন দীর্ঘ বারবছর বন্দীশিবির হতে এসে বাইরের পরিবেশে যাঁর সভাপতিত্বে আমাদের রাজনৈতিক জগৎ সব চাইতে আগে স্বাগতম জানাল তিনি হলেন এই মানুষটি।

বিচিত্র জীবন: অনিরুদ্ধ বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের কুড়িটি বছর কাটে বিভিন্ন জেলে। তাঁর জেল জীবন শুরু হয় মাত্র সতের বছর বয়সে—১৯০৭ সালে। এসময় থেকে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের। ১৯১৬ সালে জীবনলাল মৃত বাঘা যতিনের অন্যতম সহকর্মী হিসেবে। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। মাত্র ১৯২২ সালে মুক্তি পেলেও, ১৯২৩ সালে আবার তাঁকে ৫ বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। এ সময়ে ব্রহ্মের মান্দালয় জেলে তিনি কিছুকাল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কারাবাস করেন। ১৯২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে সরে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন ও ১৯৩০ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় তিনি অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি নানা জায়গায় অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন। ১৯৩৮ সালে অন্তরীণ দশা থেকে মুক্তিলাভের পরে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়ের লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন এর সদস্য হন। কিন্তু, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি ১৯৪১ সালে ঐ দল ছেড়ে দেন এবং ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড দল সংগঠন করেন। ১৯৬০ সালে এই দল 'ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইণ্ডিয়া'য় রূপান্তরিত হয়। তিনি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৮৮৯ সালে ঢাকায় তাঁর জন্ম হয়। এবং দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর ৮১ বছর বয়সে (১লা ডিসেম্বর, ১৯৭০) এই বিপ্লবীর বিচিত্র জীবনের অবসান ঘটে।

—কম্পাসের সৌজন্যে

—০—

আমি শ্রীসুকুন্দপদ ঠাকুর গ্রাম ও-পোঃ লক্ষণপুর, জেলা-পুরুলিয়া এফিডেবিট বলে শ্রীঅনুলাল ঠাকুর হইয়াছি।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57



গোপাল বড় ইস্কুলে পড়তে চললো

"গোপাল আমার পড়াশুনোয় বরাবরই ভালো। জন্ম শিক্ষিত বলতো—পড়াশুনো করলে গোপাল অনায়াসে পাস করবে। অনেক সাধ ছিল গোপালকে বড় ইস্কুলে পড়াবো—ট্রানজেট-চারটে পাস করাবো। তবে সে সাধ যে কোনও দিন পুরবে তার ভরসা ছিল না। বড় ইস্কুলে পড়াতে তো খরচ আছে।

হঠাৎ ভগবান মুখে তুলে চাইলেন। পাশের গাঁয়ের হরু মণ্ডলের কাছে শুনলাম 'ইউরিয়া' সারের কথা। গেলাম তার ক্ষেতে—আবাক কাণ্ড! কী ফলন-কী ফসলের বাড়! ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের বাবুদের কাছে শিখলাম জমিতে সার দেবার নতুন নিয়ে। আজ আমার ক্ষেতে ফসল উপচে পড়ছে। সংসারের নিত্য অভাব অনেক ঘুচেছে—সবচেয়ে বড় কথা গোপাল আমার বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে।"



সব জমিতে সব ফসলে
ফার্টিলাইজার করপোরেশনের সার:
সুফলা, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া।

FCI
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা ২৩লিওসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

"মুক্তি"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭১
১৯শে পৌষ ১৩৭৭

প্রোঃ
মুক্তির ৩২শ বর্ষ আরম্ভ হচ্ছে।

মুক্তি আপনি নিজে পড়ুন অন্যকে পড়ান

যদি আপনি গ্রাহক না হয়ে থাকেন আজই গ্রাহক হোন।

মুক্তির নিয়মাবলী

১। মুক্তি প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।

২। মুক্তির বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক—৯ টাকা।

৩। ৬ মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।
বান্মাসিক গ্রাহক চাঁদা—৪৲।

৪। মুক্তি যদি বিলম্বে পান তবে পোষ্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

৫। মুক্তি যদি তাকে না পান তবে পোষ্টাফিসের মন্তব্য সহ আমাদের কাছে অভিযোগ পাঠাবেন।

৬। বার্ষিক বা বান্মাসিক চাঁদা অগ্রিম দেয়। অগ্রিম না দিলে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

৭। ৫ খানার কম মুক্তির এজেন্ট করা হয় না।

৮। এজেন্টদের কমিশন বাদ দিয়ে নগদ মূল্যে মুক্তি নিতে হবে।

৯। এজেন্টদের কাছে মুক্তি পাঠাবার ডাক খরচ এবং এজেন্টদের টাকা পাঠাবার মঃ অঃ কমিশন আমরাই বহন করে থাকি।

সরযূ প্রসাদ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট্,
পোঃ—ডুড়ুণী (ডায়া বালরা) জেলা—পুরুলিয়া।

"জুনিয়ার ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং" কোর্সে ১ম বর্ষে ভর্তি হইবার জন্য ন্যূনতম ৮ম বর্গ বা উচ্চতর শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট আবেদনপত্রে আগামী ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন আহ্বান করা হইতেছে। আবেদনপত্র ও নিয়মাবলী স্বনাম ঠিকানাযুক্ত খাম সহ (১০"×৪½") ৩০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে উল্লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

কর্মশিলী ও আদিবাসী ছাত্রদের জন্য বার্ষিক বৃত্তি ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের সুব্যবস্থা আছে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের পলিটেকনিকে ভর্তির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

এ, আর, রায়
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

মফস্বলে সুবর্ণ সুযোগ
পঞ্চমী ক্লিনিক
ফুলবেড়্যা, মানবাজার ২নং
অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার
শ্রীবিমলভূষণ দাস
এখানে অল্পব্যয়ে রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা হয়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক— অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ | সোমবার, ৫ই জানুয়ারী '৭০ | বার্ষিক—৬.., সডাক—৭
১ম সংখ্যা | ২০শে পৌষ, ১৩৭৬ | নগদ—১০ পয়সা

জেলায় খাদ্য সংকট ঘনীভূত হচ্ছে

লোক সেবক সংঘ সভিবের বিবৃতি

"এবারে জেলায় বহু ধান মরেছে—একবার অনাবৃষ্টিতে—যখন সারা জেলার বাইরের বহু ধান সেদ্ধ শুকিয়ে, আর একবার ফসলের শেষ দিকে—যখন ব্যাপক রোগ বালাইয়ে বহু ধান সেদ্ধ মরে। ফলে আজ জেলায় শতকরা ৪০ ভাগ ধান হবে কিনা ঠিক নেই। আর কয়েক দিন পর থেকেই এই অঞ্চলে বিপন্ন দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করবে।"

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

রাজ্য সভায় চাপুল-ইচাগড় অঞ্চলের প্রশ্ন

ডি, এল সেনগুপ্ত কর্তৃক অধিবাসীদের দুর্দশা বর্ণনা

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এখন অবতারণা করছি। পশ্চিম বাংলার প্রতিবেশী ও বন্ধু ভাবাপন্ন রাজ্য কোল বিহার। এক সময়ে মানভূম জেলা বাংলা দেশেরই অংশ ছিল। কেবল মানভূম জেলা কেন সমগ্র বিহার, বাংলা ও আসাম একসময়ে একটি দেশ ছিল। ১৯০৫ সালে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ ভঙ্গ করে বাংলা দেশ থেকে বিহার ও আসামকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯১২ সাল নাগাদ বাংলা দেশকে খণ্ডিত করে বাংলার বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চল মানভূম ও সিংভূম জেলাকে বিহারে রুপান্তরিত করে। সে অধ্যায় এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। তারপর আপনারা জানেন ১৯৫৬ সালে ফজল আলী কমিশনের রোয়েদাদ অনুযায়ী বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলে মানভূম জেলার ৩.টি থানার মধ্যে ১৯টি থানা পশ্চিমবঙ্গে রুপান্তরিত করার রায় দেন। এই ১৯টি থানার মধ্যে ৩টি থানা জামদেদপুরের ইস্পাত নির্ম্মাণ কার্য্য ব্যাহত হবে এই অজুহাতে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বিহারকে উপহার দেন। সেই তিনটি থানা যথা সটমরা, চাতিয়া ও ইচাগড় এখন নির্জ্জিব সংকটের মুখে—একদিকে আছে সংকট অন্যদিকে যানবাহন ব্যবস্থার সংকট। এই দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আমি এই সভায় উপস্থাপিত করতে চাই।

পুরুলিয়া নির্জ্জাচন কেন্দ্র থেকে নির্জ্জাচিত লোক সভার সদস্য শ্রীঅজয়কুমার মাংগত তাজাঘাটের অসুবিধা সম্পর্কে গত ৯।৭।৬৯ তারিখে প্রধান মন্ত্রীকে এক পত্র দেন। পরবর্তী ১৫ই জুলাই তারিখে পত্রযোগে প্রধান মন্ত্রী জানান যে বিষয়টি বিহারের রাজ্যপালের নিকট পাঠানো হয়েছে। তারপর ২৩শে জুলাই তারিখে বিহারের রাজ্যপালের সেক্রেটারী শ্রীবি, এন, মুখার্জী শ্রীমাংগতকে অনুরোধ করেন যে প্রধান মন্ত্রীকে লিখিত তাঁর পত্রের প্রতিলিপি যেন রাজ্যপালের নিকট পাঠান। এদিকে ২৩শে জুলাই তারিখেই শ্রীঅজয়কুমার মাংগত প্রধান মন্ত্রীকে লিখিত পত্রের তথ্য বিবরণ-সহ পত্র বিহারের রাজ্যপালের নিকট পাঠান। আবার পশ্চিমবঙ্গের তাজাঘাট সম্পর্কিত মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী এক বিষয় প্রসঙ্গে বিহারের রাজ্যপালের নিকট এক পত্র দেন। সেই চিঠিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সমগ্র বিষয়টির উপর আলোক সম্পাত করবে বলে সেটি উদ্ধৃত করলুম :

রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিভা মুখার্জী

বাস্ত বিভাগ (রাস্তাঘাট)
ডি, ও, এফ ৩ এম (রাস্তা) ১৯
৩১—৭—১৯৬৯

প্রিয় শ্রীকমুদন্ গং,

পুরুলিয়া কেন্দ্রের সংসদ সদস্য শ্রীযুক্ত অজয় কুমার মাংগত গত ২৩।৭।৬৯ তারিখে আপনাকে যে চিঠি দিয়েছেন তার এক প্রতিলিপি আমার কাছেও পাঠিয়েছেন। সুতরাং সেই প্রসঙ্গে আপনাকে কিছু জানাতে চাই। পুরুলিয়া থেকে বান্দোয়ান পর্যন্ত ৩৮ মাইল দীর্ঘ রাস্তার আশ বিঘেন (বৈশ্য ৭ মাইল মাত্র) বিহারের সীমানা পড়ে এবং মেরামতের অভাবে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। বিহারের বাস্ত বিভাগ (সি-ডব্লিউ-ডি) প্রকাশ্যত বিন্দুমাত্র উদাসীন করেন না যে ঐ সাত মাইল দীর্ঘ রাস্তার কোনও মেরামত প্রয়োজন আছে। খুব সম্ভবতঃ অর্থের অসচ্ছলতার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বিহার সরকার এই প্রকার নীতি অবলম্বন করায় অত্র রাস্তাটি চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে এবং রাস্তাটির অভাবনীয় ক্ষতি হচ্ছে। বাস চলাচল করতে পারে না—গরুর গাড়ী আটকে যায়—আর জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত নেই। আন্তঃরাজ্য ব্যবসা বাণিজ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

মাঝিড়িহায় পঞ্চায়েৎ সচিব প্রশিক্ষণ শিবির

সঙ্ঘ সচিব কর্তৃক সপ্তাহব্যাপী শিবিরের উদ্বোধন

শিবিরের উদ্দেশ্যাদি সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর ভাষণ

গত ২৩শে ডিসেম্বর মাঝিড়িহা জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিব প্রশিক্ষণের জেলা শিবিরের উদ্বোধন করেন লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ। এই সপ্তাহব্যাপী শিবিরে ৪০ জন অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিব যোগদান করছেন এবং জেলা পঞ্চায়েৎ অফিসার মাঝিড়িহা জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই শিবিরের পাঠক্রম ও কার্য্যক্রম তত্ত্বাবধান করছেন। এই পঞ্চায়েৎ শিবিরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সঙ্ঘ সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ শাসন ব্যবস্থার সার্থক বিকেন্দ্রীকরণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা এবং গ্রামীণ্ডয়নের আদর্শে পঞ্চায়েতের রূপ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার অপরিহার্য্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে পঞ্চায়েতী রাজ স্থাপনের নামে বর্ত্তমান ও বিগত কার্য্যধারার ত্রুটী ও অপূর্ণতা বর্ণনা করেন।

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর ভাষণ

গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ হাসদা মাঝিড়িহায় এই পঞ্চায়েৎ শিবির পরিদর্শন করেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন—"নূতন পঞ্চায়েৎ আইন বিধান সভায় গৃহীত হবার প্রাক্কালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এরূপ শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের সংবিধানে পঞ্চায়েতী রাজ স্থাপনের কথা আছে—কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেও প্রকৃত পঞ্চায়েতী রাজ স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি। আমাদের সংবিধান ১৯৫০ সালে গৃহীত হয়েছে—কিন্তু তারও বহু পূর্ব্বে ১৯৪৬-৪৭ সালে অনুন্নত মানভূম জেলায় সার্থক পঞ্চায়েৎ গঠনের বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেছে এবং পঞ্চ কেদী ব্যবস্থার ব্যাপক তাত্ত্বিক মালমোল সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। তখন এই মানভূম জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই সময় ছিল কোটা-কাউন্সিলের যুগ। মানভূমে তখন তিন হাজারের উপর গ্রাম পঞ্চ স্তরে গঠিত হয়েছিল এবং গান্ধীজী পঞ্চায়েতের রূপ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা করে ছিলেন—জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও আত্মচেতনের আলোক সম্পাতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের যে পরিকল্পনা করেছিলেন—তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপ দানের ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিল। সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় সমাজ সেবামূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার ফলে এক ইঞ্চি কাপড় বা এক ছটাক চিনি পর্য্যন্ত ব্ল্যাক হতে পারে নি। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং গ্রামে বিরোধের নিষ্পত্তি গ্রামেই হতে থাকে।

মানভূমের এই পঞ্চায়েৎ সংগঠন সমগ্র দেশে এমন সুনাম অর্জ্জন ও প্রভাব বিস্তার করে যে বিহারের মন্ত্রীবর্গ আচার্য্য কৃপালিনী, তাঁ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃ বর্গ পঞ্চায়েতের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য পুরুলিয়ায় এসেছিলেন। বিহারের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কোঙরাও পুরুলিয়া সফরে এসে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কায়েমী স্বার্থের বিপন্ন হতে থাকায় অনেক ব্যবসায়ী রাজ্যপাল কোঙরাও রাজের নিকট পঞ্চায়েতী কার্য্যধারার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তাঁদের ব্যবস্থাদি নষ্ট হতে চলেছে। ফলে ১৯৬৯ সাল নাগাদ মানভূমের পঞ্চায়েতের

সম্পাদকীয়—

মুক্তির নববর্ষের আহ্বান

ইংরাজী সালের পুণ্য নববর্ষের সঙ্গে আমাদের মুক্তির নববর্ষ—৩৩তম বর্ষ আরম্ভ হোল। এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধ'রে, মুক্তির জীবনে কত যে বিচিত্র ঘটনা ধারা—তার যে ঐতিহাসিক জীবন ধারা পার হ'য়ে গেছে—তাকে আশ্চর্য্য লাগে।

পরাধীন জীবনে যেদিন আমাদের জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পবিত্রতম চতুরা বিস্তৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, অবিরাম অভিযান ও দুঃখবরণের মধ্যে, জাতিকে ডাক দিলেন—মুক্তির কণ্ঠস্বরে—মুক্তির আহ্বানে। কত ত্যাগ, কত ব্রত, কত ত্যাগ, কত জপতপা মুক্তির জীবন তরীর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল—কতবার কতভাবে বিদেহীর রক্ত হোম মুক্তির হবণার আগুন চেটে গেল—তার বিচিত্র ইতিহাস জাতির মুক্তির লেখক-পটে আজও গাঁথা হয়ে আছে।

সেদিন 'মুক্তির' আহ্বান ছিল—পরাধীনতার নিগড় থেকে মুক্তির সাধনা;—মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির সংগ্রাম; দারিদ্র্য থেকে মুক্তি,—বৈষম্য থেকে মুক্তি, অন্ধ আত্মবিস্মৃতির থেকে জনজীবনের মহান মুক্তি। সেদিন জাতির সেই মুক্তি-সংগ্রামের অন্তরঙ্গ পুরোহাতরে মুক্তি ছিল—প্রাণময় তেজোদীপ্ত নবীন ও উজ্জ্বল।

মুক্তিকে জয় দিতে এগিয়ে এলেন—সাধক ঋত্বিক ঋষি নিবারণ চন্দ্র। প্রাণের জপতপা থেকে জানের হোমানল জ্বলে উঠল;—মুক্তির ভিত্তি বিরাটী আহ্বানে দিকে দিকে আগুনের পরমমণি ছড়িয়ে পড়ল। সে এক মহান ইতিহাস—ভাবলে আজও রোমাঞ্চ লাগে।

ঋষির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীরা মুক্তির তত্ত্বধারণকে তিলে তিলে নিজেদের পরম তপস্যার আহুতি দিয়ে মুক্তির হোমানল জাগিয়ে রেখে চললেন—একের পর এক। কত জীবন সাধক মুক্তির জীবন বেদীতে কত অর্ঘ দেলে ফেলে—তার ইতিহাসও অবিস্মরণীয়।

সুদীর্ঘ কাল ধ'রে বহু দুঃখ-আঘাত, বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে—বহু গৌরব, বহু প্রথা-প্রীতি ও বহু সেবার মধ্য দিয়ে—সেই 'মুক্তি' ৩০ বৎসরের ইতিহাসের 'মুক্তি'। এর প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে জেলার তপস্বীদলের প্রাণশক্তির পরিচয়। আজ মুক্তির এই মহান ইতিহাসের পায়ে প্রণাম জানাই।

'মুক্তির' এই ৩০ বৎসরের জীবন শুধু টিকে থাকার জীবন বা শুধু দীর্ঘ জীবন লাভের গৌরবই বহন করছে না। এই সুদীর্ঘ জীবন—সুদীর্ঘ সংগ্রামের জীবন, তপস্যার জীবন, ত্যাগের জীবন, নিষ্ঠিকতার জীবন, আত্মমর্য্যাদার জীবন,—নির্য্যাতীত নিপীড়িত মানুষের অধিকারের জন্য অক্লান্ত সেবা ও দুঃখবরণের জীবন,—বিশ্বস্ত, অক্লান্তিত, নিষ্ঠাপূত সাংবাদিকতার গৌরবময় জীবন।

সুবিধার জন্য, সুযোগের জন্য, মুক্তি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে, অসত্যের আপোষ করেনি। 'মুক্তি'র প্রথম দিনের আদর্শ আজও মাথা উঁচু ক'রে 'মুক্তি' বহন করে চলেছে। আজ ৩৩তম বৎসরে 'মুক্তির' অন্তরের প্রার্থনা—তার সেই মহান আদর্শ অক্ষয় হ'য়ে থাক।

জন্মলগ্নে মুক্তির লক্ষ্য ছিল—বক্তির অধিকার মানুষের জন্য আদর্শ-ময় সমাজ-গঠনের কাজ করে যাওয়া। ক্ষুদ্র বলিষ্ঠ, কল্যাণময় চিন্তাধারা প্রাণবের লক্ষ্যে নিঃশ্বাপূত লোকবুদ্ধিকে সংগঠিত করে তোলা। সাংস্কৃতিক জীবনকে সর্বমানুষের বিকাশের জন্য বিস্তৃত-প্রসারী করা।

'মুক্তি' তার সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ঠিকভাবে এগিয়ে চলেছে দৃঢ়পদক্ষেপে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে সে ভাল করে নীরে ধীরে অগ্রসর হয়েই চলেছে—এই প্রতীক্ষা নিয়ে,—যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের ভাষা বহন করবার—তাদের বহু বিচিত্র জীবন-কথা বহন করার বিশাল আধার-রূপে মুক্তিকে গড়ে উঠতে হবে। ভাষাবাদের দেবকদলে তার দাক্ষিণ্য দিয়ে নয়—অসমাবীনের মনোরঞ্জনের পালা বহন ক'রে তার প্রাণান্ত দিয়ে নয়; কর্ম্ম দিয়ে, সেবা দিয়ে, সাধারণ মানুষের ভাগ্যর চেতনা শক্তি দিয়ে, অগণিত জনগণের বিশাল সহযোগিতায় বাহিত সম্পদ দিয়ে—মুক্তির মহান ভবিষ্যতকে গড়তে হবে।

জনচিত্ত উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আজ দিকে দিকে জানের ডাক প্রসার ঘটছে—নিত্য বিশ্ব বার্ত্তার আলোক বহনকারী সংবাদ পত্রের জন্য জন-জীবনের চাহিদা ক্রত প্রসারতর হচ্ছে। তাইই সুযোগ নিয়ে, চাহিদিকে আজ ক্ষণাকোলী, বিদেশীর, আজাবাদী শক্তিকাকুলের বিষবাণ-নিঃশাসে অগণিত মানুষ শ্রান্তক্লান্ত, বিভ্রান্ত। অগণিত মানুষকে আজ এই বিষ-বাষ্প—এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিতে হবে। দেশের সারা দেশের মানসিক স্তরের আজ দারিদ্র্য মলিন। তাকে আজ এর যোগ্য ক'রে তুলতে হবে। দেশকে আজ মুক্তির ৩০শ তম জন্মবাসরে প্রার্থনা করি—এই মহান লক্ষ্যে 'মুক্তি' যে ব্রত এত দিন ধ'রে নিয়েছে—তার সেই লক্ষ্যের পথে ক্রত এগিয়ে যাবার শক্তি, যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও ব্যাপকতা 'মুক্তি' লাভ করুক।

আমরা আজ সৌভবান্বিত যে, আমাদের অগ্রগামীরা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট পথ রেখে গেছেন। যাঁদের জীবনের সম্পদে মুক্তি একদিন প্রজ্বালিত হোম শিখার মত অক্ষত্তিত জলছে তাঁদের চরণ চিহ্ন আজ থেমে গেছে—মিলিয়ে গেছে সত্তা; কিন্তু তাঁদের অবিস্মরণীয় প্রাণের চিহ্ন 'মুক্তির' পান্তার পান্তার নিত্য উজ্জ্বল হ'য়ে—অক্ষয় হয়ে আছে। 'মুক্তি' আজ ধন্য। মুক্তির জীবনে জাতির অক্ষরে লিখিত তাঁদের সেই অবিস্মরণীয় প্রাণ-চিহ্নের প্রতি হৃদয়ের প্রণতি জানাই।

'মুক্তি' একদিন যাত্রা করেছিল—মুক্তি সংগ্রামের বাণী বহন ক'রে —পরাধীনতা থেকে মুক্তি—বঞ্চিত জীবন থেকে অগণিত মানুষের মহান মুক্তি। স্বাধীন ভারত মুক্তির সেই লক্ষ্য আজও অম্লান রয়েছে—সেই মুক্তি সংগ্রাম। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, বৈষম্য থেকে মুক্তি—পরাজিত জীবনের গ্লানি থেকে অপরাজেয় মনুষ্যত্বের মুক্তি। বঞ্চিত মানুষের জন্য নব-সুযোগ, নব অধিকারের লক্ষ্যে মুক্তির মুক্তি সংগ্রাম আজও অবিরামিকই থাকবে।

মুক্তির ইতিহাসের পানে তাকিয়ে আজ বহু গৌরব অক্ষত্তব করার সঙ্গে, মনের মধ্যে বেদনার দহনে ফেলে উঠছে—তাঁদের কথা—যাঁদের আমরা হারিয়েছি। যাঁরা হৃদয় দিয়ে ঐতিহ্যকে দিয়ে মুক্তিকে বাঁচে তুলতে প্রাণ ঢেলেছিলেন—এক এক ক'রে তাঁরা অনেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বেদনার আবেগে মুক্তির জীবনে তাঁদের উজ্জ্বল স্মৃতি জলতে থাকবে—যা মুক্তিকে প্রাণ দেবে, পথ দেখাবে, প্রেরণা দেবে। আজকের দিনে গৌরবের অনন্দ ও হারানোর বেদনার মধ্যে আমার মরুর কবি—মুক্তির জয়ন্তা সার্থক হোক।

৩০ বছর আগে 'মুক্তি'রে মুক্তির ডাক দিয়েছিল—তার সেই ডাক আজও প্রবাহিত মহান জাতির অগণিত মানুষকে জড়তা থেকে তৃচ্ছ জীবনের আবেষ্টনী থেকে মুক্তির পথে নিয়ে চলুক—মহিমাময় মনুষ্যত্ব উদ্বাসিত করুক—মুক্তির নব বর্ষে এই প্রার্থনা।

—০—

মাঝিহিড়ায় পঞ্চায়েৎ সচিব প্রশিক্ষণ শিবির

১ম পৃষ্ঠার পর হইতে

কার্য্যধারা দেখবার জন পুরুলিয়ায় আমার আগত প্রকাশ করে শ্রদ্ধা অনুলবাবুর নিকট পত্র লিখেছিলেন; কিন্তু আকস্মাতীর ধ্বনিতে নিরুক হওয়ায় জন্য গান্ধীজীর যে আশা পূর্ণ হতে পারে নি।

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আরও বলেন যে - ঐক্য মার্ফৎ পঞ্চায়েৎ যাঁরা গড়েছিলেন এবং তার মাধ্যমে কাজ করেছিলেন সে সব কর্মীরা অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন; সুতরাং তাঁদের অভিজ্ঞতা যেমন আমাদের কাজে লাগাতে হবে—সেরূপ নূতন কর্মী যাঁরা পঞ্চায়েতী কার্য্যে ব্রতী হচ্ছেন—তাঁদের মানভূমের সেই গৌরবময় পঞ্চায়েতী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে সেই লক্ষ্য ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের উপরই গভীর দায়িত্ব পড়েছে। প্রকৃত কর্ম্মী যাঁরা তত্ত্বাদের উপর কোনও দায়িত্ব চাপাতে হয় না তারা নিজ কর্ত্তব্যবোধে ও নিবেকের তাড়নায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং পঞ্চায়েৎ সচিবদের আজ প্রকৃত কর্ম্মীরূপে নিজেদের পরিচয় দানের সুযোগ এসেছে।

নূতন পঞ্চায়েতী আইন সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বলেন যে বিধান সভার আগামী অধিবেশনে নূতন পঞ্চায়েৎ বিলটি গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হবে। এই আইনের মাধ্যমে শাসক ও প্রকৃত পঞ্চায়েৎ গঠনের চেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হোল শাসন ক্ষমতার পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ—যাতে জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। বর্তমান শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা হোল কতিপয়ি নির্বাচিত তথা ক্ষমতা হস্তান্তর। অর্থাৎ পঞ্চিবঙ্গের চার কোটী জন সাধারণ বিধান সভার ২৮০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাঁদের মাধ্যমে রাজ্য শাসন ও আইন প্রণয়নাদি করছেন। ফলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এটা দীর্ঘ দিন চলতে পারে না—গ্রামে গ্রামে ঐ শাসন ক্ষমতা ছড়িয়ে দিতে হবে। ক্ষমতার প্রকৃত উৎস হবে জনসাধারণ সুতরাং উপর থেকে ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে না—নীচের দিক থেকে ক্ষমতা উপরের দিকে যাবে। গান্ধীজীর আদর্শে গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভর ও স্বাধীন হতে হবে—আর সেই দৃষ্টিকেই নূতন পঞ্চায়েতী আইন রচিত হচ্ছে।

বর্তমানে এই ঐতিহ্য রাষ্ট্রিয়াছে যে সমস্ত কাজ সরকার করে করে। রাস্তাঘাট, স্কুল, কুয়া, লাইব্রেরী প্রভৃতি সব কাজ সরকার না করে দিলে হবে না। বেসরকারী অর্থনীতি হবে বেন থাকবে—আর সরকার গ্রামের সমস্ত কাজ করে দেবেন। এর ফলে সরকারী মনোভাব আর কিছু নেই। সুতরাং এই পরনির্ভরশীলতার মনোভাব দূর করতে হবে। নিজেরে যে সম্পদ রয়েছে—তা নিজেরাই করে নোব—এই ভোর আত্মনির্ভরতা। গ্রামের বৃদ্ধিশক্তি, প্রধনশক্তি ও অর্থশক্তি সবকেও নিযুক্ত করতে হবে—গ্রাম্য সম্পদ বর্ধনার্থ ও তার সার্থক প্রয়োগে।

সর্বশেষে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের উদ্দেশ্য করে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বলেন যে পঞ্চায়েৎ সচিবেরা নিজেদের কর্ম্মসাধী মনে না করে—দেশ গঠনে ব্রতী কর্মীর মনোভাব নিয়ে কাজ করুক। তাদের দাবী ও অভাব অভিযোগ অনেক এবং সে সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে নিজেদের দায়িত্ব পালনে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রধেক প্রশাসনিক কি থেকে রাজ্য বা প্রাদেশিক ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যেখানে গ্রামের শক্তিতে হবে না—সেখানে অঞ্চলের সাহায্য নিতে হবে—তাতেও না হলে জেলার শক্তি বা রাজ্যের শক্তি যোগান দিয়ে ঐ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নিজেরা সৎ ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হলে—ক্ষমতা আসতে বিলম্ব হবে না।

পঞ্চায়েৎ প্রশিক্ষণ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল অফিসার শবিক বাবু উপসংহারে কার্যের বলেন পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয়ের পরিকল্পনা এবং মানভূমের গৌরবময় পঞ্চায়েতী ঐতিহ্যের মধ্যে এই জেলার পঞ্চায়েৎ সচিবেরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছে - সুতরাং তার মর্য্যাদা যেন পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারে। অবশ্যই যথাপ্রার্থিত করতে হবে—প্রথমে নিজেকে অনুপ্রাণিত হতে হবে।

—০—

রাজ্য সভায় চাগুল-ইচাগড় অঞ্চলের প্রশ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

একটি প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি এই প্রকার অসঙ্গতোচিত ও অবাঞ্ছিত মনোভাব এবং সরকারী স্তরে সম্পূর্ণ অনবহিতোচিত কার কারণে অনুমান করতে হবে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টই বিবেচনা করতে হবে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ কার্য্যকরী করার সূত্রে বিহারকে মানভূম জেলার অংশ বিশেষ রাজ্য-ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তাকর সরকারই এই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন/ সুতরাং ঐ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ে রাজ্যের কোনও অংশ হস্তান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য যদি যুক্ত ও বাধিত হয় তবে তার যা কিছু ক্ষোভ বা অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে। মোটা কথায় বলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সিদ্ধান্তের কারণে দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে যদি তিক্ত হয় এবং মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়—তার জন্য পশ্চিম বাংলা বা বিহারের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার কেন বিঘ্ন ঘটানো হবে! আমরা আমাদের সম্পর্কে বলতে পারি যে বিহার সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে আমরা প্রস্তুত এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিভাগকে (রাজ্য) নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে বিহারের রাজনিতিগের সঙ্গে একযোগে যেন কাজ করা হয়। এর ফলে পুরুলিয়ার জনসাধারণের এবং পার্বত্যকী বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের দুর্ভীগ দিনের অভাব ও অসুবিধা দূরীভূত হবে। সুতরাং বিহার সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাড়া যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সচেষ্ট ও উদ্যোগী হতে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে তিক্ততা ও অসহযোগিতা মনোভাব গড়ে উঠেছে—এই ব্যাপারে তাকে সেটা বিদূরিত করে বলে আশা করি। ইতি

জনবীর
প্রতিভা মুখার্জী

শ্রীঅজিতলাল সেনগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়! তারপর আমরা যা কিছু ক'রছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইতিমধ্যে লোক সেবক সংঘের নেতৃবর্গ বিহারের রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন এবং ১৯৫৭৬৩ তারিখে বিহারের রাজ্যপাল নিম্নলিখিত পত্রটি শ্রীযুক্তাকরে লেখেন। আমি সেই পত্রটি এখানে পাঠ করছি :—

'প্রিয় শ্রীযুক্তাকর,

আপনার ২৩।৭।৬৩ তারিখের পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ঐ পত্রে আপনি পুরুলিয়া-রাষ্ট্রবাজার রাস্তা-সম্বন্ধে রাস্তা যে ৭ মাইল অংশ বিহার রাজ্যে পটমদা থানার সঙ্গে সে সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি ঐ রাস্তার অবস্থার কথা শুনে বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং ঐ রাস্তাটি জেলা বোর্ডের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সাধ্যমত ও পাশ অনুসারে এটির উপর অতি শীঘ্র দৃষ্টি দিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছি। আমি আশা করতে পারি যে—এই রাস্তার বাকি অংশ (সিংভূম-ডি) ঐ রাস্তাটি অন্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তৃত অবহিত এবং সেইজন্য পঞ্চায়েৎ ও বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে সমস্ত নূতন রাস্তা সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হবে এবং তাদের উন্নতি সাধন করা হবে এই রাস্তাটির সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার যা সীমিত দার্ঘ্য হয়েছে তাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অসমাপ্ত কার্যগুলিও সমাপ্ত করার মত অর্থসম্পদ রাজ্য সরকারের নেই। তাছাড়া পরিকল্পনার পাটনার নিকট গঙ্গানদীর উপর সেতু নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করায় এবং বিহার রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করায় রাজ্যের অর্থসম্পদের উপর সুগভীর চাপ পড়েছে ফলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন কার্য্য খুবই সমস্যা সঙ্কুল হয়ে উঠেছে। "এই সমস্ত কারণে চতুর্থ পরিকল্পনায় কোনও নূতন রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।"

তারপর নিম্নে মাননীয় কর্তৃপক্ষ রাজ্যপাল জানিয়েছেন যে ফাইনান্স কমিশনের অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ অনুযায়ে প্রানিং কমিশন কর্তৃক রাজ্যের বরাদ্দ অর্থ সাহায্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে এবং তা যদি হয় তা রাজ্য সরকারের পক্ষে নূতন নূতন ঘাট নির্মাণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা যদি সম্ভব হয়—তবেএই রাস্তা যাতে বিহার ও বাংলার মধ্যে যাতায়াতের বিঘ্ন বিরহিত করতে তাঁরা তৎপর হবেন না।

—০—

শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি

শ্রীঅজিতলাল সেনগুপ্ত— এখনও আমি রাস্তা ঘাটের নমুনা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি—মত ১২।১।৬৩ তারিখে পুরুলিয়ার স্থানীয় পত্রিকা মুক্তিতে উদ্ধারক তিমটি থানা চাতিক ইচাগড়-সাঁতরাই (বেঙ্গলি সন্নিবেশক উদ্ধারের স্বরূপ বিস্তারের দেয়) ইতিক তানীন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র অঞ্চলে রাজন থরা দেখা দেয়—লোকেরা কোনও কাজ কাম পাচ্ছে না এবং কোনও তানুসঙ্গিক কার্যেরও ব্যবস্থা হয়নি। উপরন্তু মজার এবং আমি উদ্ধারক বিষয়গুলি সম্পর্কে রাস্তা-ঘাটের মন্ত্রী শ্রীমতী রমাদেবী ও থাদ্য মন্ত্রী শ্রীসত্যেন রায়কে চিঠি দিয়েছি। আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনও উত্তর পাইনি। বিহারে কোনও অজিহ্য সরকার না থাকার অবস্থার আ ও অবনতি ঘটছে। দেশজুড়ে আমি মনে করি বিহারে অবিলম্বে অনিহার্য সরকার গঠনে সকলের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। দল তাগের তলে সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রিয়ে নিয়ের পক্ষে মধ্যবর্তী গঠন যখন সম্ভব নয়—তখন শ্রীবাবেন্দ্র কোওড়ার অথবা শ্রীকর্পুরী ঠাকুরকে যদি সন্তা গঠনের সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

—

লেভীর বহর!

জয়পুরের বি, ডি, ও তাঁর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের চাষীদের উপর লেভীর নোটিশ জারী করেছেন। সেই অনুযায়ী বোপো অঞ্চলের পিরী গ্রামের কয়েক ঘর মাঝির উপরও যথারীতি নোটিশ জারী করেছেন এবং গত বৎসর তারা যে পরিমাণ লেভী ধান দিয়েছিল এইবার তার একশত গুণেরও অধিক দাবী করে লেভীর নোটিশ জারি করেছেন। নিচের হিসাব থেকে সেটা দেখা যাবেঃ—

নোটিশ নং	নাম	লেভীর পরিমাণ (কুইন্টাল) ১৯৬৯	১৯৬৮
২৫	কালি মাঝি……১৮ (পিতা—বাবুলাল মাঝি)	×	
২৪	বাবুলাল মাঝি…… ……১৩৩ (পিতা—গোঁসা মাঝি)	২	
২৭	শ্যামলাল মাঝি (পিতা—৮সহরই মাঝি ……২২৯	২	
২৮	সিবন মাঝি……২২৭½ (পিতা—৺সহরই মাঝি)	২	

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাবুলাল মাঝির পুত্র কালী মাঝির নামে কোনও জমি নাই—তবু পিতার সঙ্গে পুত্রের উপরও লেভীর নোটিশ জারি হয়েছে। আর শ্যামলাল মাঝি ও সিবন মাঝি দুই ভাই এবং তাদের একমালী সম্পত্তি—কিন্তু দুই ভাই এর নিকট পৃথক পৃথক ভাবে লেভীর নোটিশ জারি হয়েছে। এদের জমি-পরিমাণ নিম্নরূপ :—

নাম	বাদ	কানালী	বহাল	মোট	
বাবুলাল মাঝি……	৪	১	২'৫১	৭'৫১	একর
৺সহরই মাঝি……১'৩৩	৬'৫১	৩'৬৮	১২'৩৩	"	
(সিবন ও শ্যামলাল)					

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একই পরিবারে ৪৫৩ কুইন্টালের উপর লেভীর নোটিশ হয়েছে এবং আপত্তি জানাতে গেলে বি, ডি, ও কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেন নি—সময় পেরিয়ে গেছে এই অজুহাতে। বি-ডি-ওর না জানার কথা নয় যে জয়পুর ব্লকের বোপো অঞ্চলে বিশেষ করে অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি ও রোগের কারণে ব্যাপক ফসল হানী হয়েছে। এই সবের ওপর অতিযোগও আসছে যে বোপো অঞ্চলে বোপো, বালী প্রভৃতি গ্রামে যে সকল বন্ধিষ্ণু চাষী আছেন—তাঁদের কারো কারো হাজার মণ ধানের চাষও আছে—তাদের উপর নাকি নাম মাত্র লেভী হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের লেভী, ধান্য সংগ্রহ, মজুত দান উদ্ধার সংক্রান্ত খাদ্য নীতিতে সহায়তা দেবার জন্য ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছে—কিন্তু লেভীর ব্যাপারে ব্লক কমিটির সঙ্গে কোনও আলোচনা করেন নি বলে শোনা গেছে। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত প্রয়োজন এবং যুক্তফ্রন্ট-সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনও প্রচেষ্টা এই লেভী অভিযানের পশ্চাতে আছে কি না সেটাও জানা দরকার।

—•—

জনতা ফার্মেসী

(পোষ্টাফিস মোড়) পুরুলিয়া

এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের দোকান এখানে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ কোম্পানীর ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং মিক্সচার, পাউডার, ড্রেস ও ইঞ্জেক্সেন দেবার জন্য উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার সর্ব্ব সময়ের জন্য মজুত থাকেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—জনতা ফার্মেসী
বরাকর রোড, পুরুলিয়া

ভারতীয় সংবাদ

রাজ্য ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলন

গত ২৮শে ডিসেম্বর ২৯ পরগনার বারাসাতে রাজ্য ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনের এক বিশাল জনতার সামনে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য উল্লেখ করিয়া দেখান যে, বি, সি, এম, দলীয় স্বার্থে প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সমাজবিরোধী আচরণ দ্বারা ফ্রন্টের ঐক্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এবং শক্তি বিবাদ বৃদ্ধি করিয়াছে। নিজেদের দলীয় স্বার্থে গ্রাম ও শহরে গণ-আন্দোলনের উপর বি, সি, এম, যে তাণ্ডব চালাইয়াছে—সেই অত্যাচার ফরোয়ার্ড ব্লক সহ্য করিবে না।

বাংলা কংগ্রেসের অনশন

বাংলা কংগ্রেস প্রথম পর্যায়ে অনশন সত্যাগ্রহ চালাইবার পর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তখন পরাজেন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত বিভূতি ভাদুড়ীর প্রস্তাবক্রমে ফ্রন্টে শরীক বিরোধ করিয়া আন্দোলনের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ মুলতবি রাখা হইয়াছে। প্রকাশ যে নিম্ন মতোই ফ্রন্টের আলোচনার ভার নেবেন বলিয়া।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন আশা

বিগত বৎসরে ভারতবর্ষে কৃষি উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উৎপাদনের পরিমাণ ছয়কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন। ইহার ফলে খোলা পণ্যের চাহিদা ঊর্ধ্বগতি হইবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থারও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইবে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় করণের পর সরকার যে সব পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে পল্লী অঞ্চল উহার অবদানের সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহার ফল চাষের পদ্ধতি ইত্যাদি আধুনিক করা সম্ভব হইবে।

নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ শেষ

গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ শেষ হইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে নিবর্তনমূলক আইনে আটক ৪২৩ জন সমাজবিরোধী ছাড়া পাইতেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ইহার ফলে দীর্ঘ সতের বছর পর আইনটি উঠিয়া গেল।

মেঘালয় রাজ্য ও রাজধানী

আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সী লইয়া একটি নূতন অর্ধ শাসিত রাজ্য গঠিত হইতেছে। এই রাজ্যের নাম মেঘালয় ও রাজধানী হইবে শিলং।

ভারতের ত্রয়োদশ প্রতিনিধিত্বের বর্তমান আসামে রাজ্যপালকেই সব মন্ত্রিত্ব এই রাজ্যের ভার বহন করিতে হইবে।

কৃষিপণ্য সংগ্রহের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণ

আজাদ নগরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কয়েকটি অর্থনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে কৃষিপণ্য সংগ্রহের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়করণ অন্যতম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

স্পীকার সম্মেলন

রাজ্যের আইন সভাগুলির স্পীকারদের দুই-দিনের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গোহাটীতে। লোক সভার অধ্যক্ষ শ্রী পি, এন, সীলম তাঁহার ভাষণে রাজ্য আইন সভার বিশ্বাসযোগ্য উপর প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি ঐ বছরের কাজ কারখানা ঘটিতে থাকে তবে এদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ হইবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

বেতন কমিশনের সুপারিশ

শ্রী কে. কে. হাজরার নেতৃত্বে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট বেতন কমিশন তাঁহাদের সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করিয়াছেন।

এই কমিশনে মোট ২৬ টি বেতন স্কেলের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে একজন চতুর্থশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর মোট প্রায় ৪০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পাইবে প্রায় ৪০৲ টাকার মত। অন্যান্য মাসে তুল শিক্ষক ও অন্যান্য বে-সরকারী কর্মচারীর বেতন বিষয়ে কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন।

—•—

বিশ্ব সংবাদ

পাকিস্তানের শত্রু-সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবী

পি, টি, আইয়ের খবরে প্রকাশ যে জাতীয় আওয়ামী দলের (ভাসানী) সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নৈয়দ আলতাফ হোসেন ও কৃষক ফ্রন্টের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা এক বিবৃতিতে পাকিস্তানে শত্রু-সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবী জানিয়েছেন।

ঢাকার বাঙলা দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ বিবৃতিতে তাসখন্দ চুক্তি চালু করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐ আইনের অযৌক্তিকতার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই যে আইনটি প্রধানতঃ ভারতের বিরুদ্ধেই প্রণীত হয়েছিল।

—•—

পাকিস্তানকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণার দাবী

ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়েছে যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ণ পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির এক সম্মেলনে পাকিস্তানকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণার দাবী করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের জন্যে সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগের ব্যবস্থা এবং শত্রু-সম্পত্তি আইন প্রত্যাহারের দাবী করা হয়েছে। রবিবারের টাউন হলের নাম "মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত টাউন হল" নাম পাল্টে যে "আবুবখান টাউন হল" রাখা হয়েছে, সম্মেলনে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান হয়েছে।

—•—

উপগ্রহ যোগাযোগে পাকিস্তানের প্রয়াস

ইউ, এন, আইয়ের খবরে প্রকাশ যে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে "ব্যাটেলাইট গ্রাউণ্ড ষ্টেশনের" ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

ভারতের সামরিক তথ্য পাকিস্তানে পাচার

আনন্দ বাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার মারফৎ প্রকাশ যে এক পাকিস্তানী গুপ্তচর শ্রী ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসারদের সহায়তায় এবং অন্যান্য গুপ্তচরদের মাধ্যমে ভারতের ক্ষেপনাস্ত্র ও টাইফো-ফিস্ ডুবি, চট্টগ্রাম আদমজী, রাউরকেলে এবং অন্যান্য সামরিক বিমান ঘাটীর ছবি ও তথ্যাদি পাচার করছে।

পুরুলিয়া হোমিও মেডিকাল একাডেমি ও হসপিটাল

নূতন বর্ষে ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। নিম্নোক্ত ঠিকানায়—যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—
পুরুলিয়া হোমিও প্যাথিক
মেডিক্যাল একাডেমী
মেন রোড পুরুলিয়া
পোঃ পুরুলিয়া।

Wanted

A temporary science teacher competent to teach Physics in higher classes. Preference will be given to Hons. graduates or M. Sc. Apply sharp.

Sukumar Mukherjee
Secretary
Santamoyee Girl's High School
Purulia.

Wanted

"An M. A. (Preferably in English) B. T. having five years teaching experience for the post of Headmaster, R. B. B. High School (Govt. aided) P. O. Garhjaipur Dt. Purulia.
Apply to the Secretary within 20. 1. 70."

Advertisement

Wanted one lady graduate teacher for Lalimati Girls' School, Balarampur, P. O.—Rangadih, Dist-Purulia on a deputation vacancy (4 months only). Interview on 8. 1. 70. at 1 P. M. in the school-office.

Secretary
Lalimati Girls' School,
Balarampur

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বর্গাদার ভূমি সংস্কার সার্কেলের অন্তর্গত ১৯ নং হালকার তপশীলদার শ্রীপশুপতি দাস এর হেফাজত হইতে একটি D. C. R. (Duplicate Carbon Receipt) রসিদ বহি নং ৪১৫২৪৯ তহশীল কাছারী হইতে আসিবার সময় তাং ১২।১২।৬৯ রাস্তায় খোওয়া গিয়াছে। এই রসিদ বই এর পাতা নং ১ হইতে ১৯ নং পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হইয়াছে বাকী ২০ হইতে ২৫ নং পাতা ব্যবহার করা হয় নাই। যদি কেহ উক্ত বহি পাইয়া থাকেন তবে তাহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি যদি উক্ত বহি বাঘমুণ্ডি থানায় জিম্মা দে, এল, আরও বরাবাজার বা সার্কেল ইন্সপেক্টার বলরামপুর তহশীল অফিসে সত্বর জানাবেন। রসিদ বহির নং ৪১৫২৪৯ এর ২০ নং হইতে ২৫ নং পাতাগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইল।

শ্রীব্রজ ঘোষ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
পুরুলিয়া

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া জেলার রেজিষ্ট্রেশন কর্ম্মীদের গণ-অবস্থান—

" পশ্চিমবঙ্গ রেজিষ্ট্রেশন এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন রাজ্য কমিটির নির্দ্দেশে, বিভাগীয় ছাঁটাই, কর্ম্মচারীদের পুনর্বহাল, সমস্ত রকম পুনর্নিয়োগ বন্ধ ও অন্যান্য দাবী সমূহের সু-মীমাংসার ভিত্তিতে, পুরুলিয়া জেলা শাখার অংশরত্নতা ও উদ্যোগে সমস্ত রেজিষ্ট্রেশন অফিসের সমুখে ২৩।১।৭৩ তারিখ বৈকাল ৪ টা থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য গণ অবস্থান ধর্ম্মঘট দিবস পালন করা হয়। সমস্ত অফিসের সমুখে সভা, মিছিল, পোষ্টার-সহ গণ-অবস্থান দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মহাশয় সহ জেলার সরকারী বিভাগের প্রায় প্রতিটি দাবিই তথা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে আপাতঃ জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সময়ের নিম্নে বিশেষ আবেদন জানান হইয়াছে।

কর্ম্মীরা এই নিরানব্বই দিনের বিশেষ আয়ের, উৎপীড়ন ও সহিষ্ণুতার সহিত নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষায় রাখিয়া শান্তিপূর্ণ গণ-অবস্থান ধর্ম্মঘট দিবস উদ্যাপিত করেন।

রেজিষ্ট্রেশন দপ্তরের কর্ম্মচারীদের মূল অভিযোগ ও দাবী হোল—

১) বহু এক্সট্রা-মোরতার এখনও তালিকাভুক্ত হন নি —ফলে তাঁদের পদোন্নতি হচ্ছে না। সুতরাং দাবীদের ভিত্তিকে তালিকা-ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) অসম্ভ প্রশাসনকারী কর্ম্মচারীদের এক্সটেনসন দেবার ব্যবস্থা বন্ধ হোক;

৩) পীন-বেচে কথার উচ্ছেদ সাধন করা হোক;

৪) একই কাজ করা সত্ত্বেও স্পেশাল ও মোহরাবরের এল, ডি, ক্লার্ক বলে ঘোষণা করা হচ্ছে না;

৫) কাজের চাপ বৃদ্ধি সত্ত্বেও তিনটি পদ খালি রাখা হয়েছে—অবিলম্বে ঐ পদগুলি পূর্ণ করতে হবে।

———•———

আদ্রায় রেলওয়ে টেরিটোরিয়াল আর্ম্মীর বিশেষ অনুষ্ঠান

গত ১৯ই ডিসেম্বর আদ্রায় ১৩০২ বেলওয়ে ইঞ্জীনীয়ার্স গ্রুপ (টেরিটোরিয়াল আর্ম্মী)-এর ১৯৭২-৭৩ সালে প্রথম বার্ষিক টেনিং ক্যাম্প উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ ও খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। ইষ্টার্ণ পূর্ব রেলপথের চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ ডে, আইসোস বর্ণাঢ্য মার্চ পাষ্টে অভিবাদন গ্রহণ করেন। খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। রেলওয়ের বহু বিশিষ্ট অফিসার ও কর্ম্মচারী এবং বিশেষ অতিথিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৯৬৮-৬৯ সাল আদ্রার বর্তমান টেরিটোরিয়াল আর্ম্মী ইউনিট গত ৬ বৎসরের মধ্যে চতুর্থবার ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল আর্ম্মী ব্যানার অধিকার করেন।

———•———

For Perfect Repairs of
TYPEWRITERS
Please Contact :
Mechanical Deptr. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Purulia
(Advocate Shri Karuna Babu's Lane)

পুরুলিয়া মেলার

কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ

আগামী ১৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পুরাতন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে পুরুলিয়া মেলার অনুষ্ঠান হবে সেই সম্পর্কে নিম্নলিখিত সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে :—

১। শ্রীপার্থ সারথী চৌধুরী, আই-এ-এস, ডেপুটি কমিশনার —চেয়ারম্যান।

২। শ্রীআর মুখার্জী এস-ডি-ও (২ নং)—সম্পাদক

৩। ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, কার্য্যকরী সভাপতি, এম-এস-এ যুগ্ম সম্পাদক

৪। শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ

৫। শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক এম-এল-এ

৬। শ্রীঅমলেন্দু মাইতি এস-ডি-ও (১ নং)

৭। শ্রীজে মুখার্জী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জীনীয়ার (পি-ডব্লিউ-ডি)

কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের যুক্ত কনভেনশান

আগামী ১২ই জানুয়ারী রবিবার স্থানীয় হরিদ সাহিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে পুরুলিয়া জেলার কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্ম্মীদের এক "যুক্ত কনভেনশান" অনুষ্ঠিত হবে।

এই কনভেনসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হোল—

(১) যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত অষ্টম শ্রেনী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা সম্পর্কে;

(২) জেলার সর্ব স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্ম্মীদের বিশেষ সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ জন্মোৎসব

আগামী ১৯ই জানুয়ারী (২২শে পৌষ) বুধবার কেশর-গড় আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উৎসব উদ্যাপিত হবে।

বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠান

আগামী ৮ই জানুয়ারী চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের সাহায্য-কল্পে পুরাতন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ড প্রাঙ্গনে এক বিচিত্রা-নুষ্ঠান হবে। শ্রীহেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীগণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

সমবায় মন্ত্রীর পুরুলিয়া সফর

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভৌমিক গত ৪ঠা জানুয়ারী সার্কিট হাউসে স্থানীয় মুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এবং বিভাগীয় অফিসারদের সঙ্গে এক যুক্ত বৈঠকে সমবায় ক্ষেত্র আদায় সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যাবলী আলোচনা করেন।

এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রীর সফর সূচী

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে দুই দিবস ব্যাপী সফর কল্পে পুরুলিয়া আসছেন। তিনি পুরুলিয়ায় এক জন-সভায় ভাষণ দেবেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্মেলন

সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের পুরুলিয়া জেলা শাখার দুদিন ব্যাপী সম্মেলন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সূত্রে স্থানীয় পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে এক জনসভায় শ্রীনলিনী গুহ সভাপতিত্ব করেন এবং কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ, আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীভক্তি ভূষন মণ্ডল, ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীমশাক ঘোষ, শ্রীকণিভূষণ মণ্ডল প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

আগামী সংখ্যায় জনসভার বিবরণ প্রকাশিত হবে।

———•———

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ডি, পি, এজেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

জয়পুর থানার গড়জয়পুর গ্রামের শ্রীমধুসূদন দত্ত এবং শ্রীমন মোহন দত্ত অভিযোগ করছেন—

আমরা এই অঞ্চলের এ চাষী জয়পুরের ডি, পি, এজেন্ট শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ভাণ্ডারীকে ধান বিক্রয় করেছি কিন্তু তাহাকে তিনি কোনও রসি দিচ্ছেন না। বহু পীড়ে পীড়ে ধান ও কুইন্টাল ধান ধরিদ করে একটি শাখা ও একটি রসিদ দিয়েছেন—কিন্তু কাঁচা রসিদ ও সুই-টাল ৬১ কেজি ৫০০ গ্রামে হিসাব লিখে সেই মত টাকা দিয়েছেন প্রতি কুইন্টালে তিনি তিন কেজি করে বাদ দিচ্ছেন আর ভাঙ্গা ও মিহি ধানকেও মাঝারী বলে ধরা হচ্ছে ধান ক্রয় করে সেই ধান বিক্রয় করে ফল চাষীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিষদে ধান নিয়ে গেলে তিনি বলেন যে অসুবিধার ধান সুতরাং তিনি নাকি কাটবেন। বিগত প্রতিবাদ করলে ডি, পি, এজে বলেন আমি ধান কিনবো না তোমরা পুরুলিয়া বা ঝালদায় বি করো। কিন্তু ঝালদায় ধান নিয়ে কিনবার চেষ্টা করলে ডি, পি, এজেন্টের প্রোচোনায় পুলিশ বা দিচ্ছে যে থানার বাইরে ধান নি যেতে পারবে না। ফলে লোক করেন কায়ক্লেশে ডি, পি, এজে কাছে চাষীরা ধান বিক্রী করতে বা হচ্ছে।

সুতরাং চাষীরা যাতে ক্ষতিগ্র ও হয়রান না হয় তার জন্য অবি তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা বি অনুরোধ জানাই।

———•———

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত কলিকাতার অফি

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বি কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার আমাদের অফিসের ঠিকানা এই

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

—মুক্তি সম্পা

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধকে নয়ন বিষয় অবগত করিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনু চান দেন। তাঁরা বলেন—আইন অনুযায়ী যদি কারখানা খোলানোই সিদ্ধান্ত হয় তবে শ্রমমন্ত্রী সেই ধারাই গ্রহণ করুন; আর তা যদি না হয় এবং মালিক পক্ষ যদি আইন অনুযায়ী সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারখানা বন্ধ করে থাকেন—তবে অন্যায় অবস্থান ধর্ম্মঘট ও অবাঞ্ছিত বিক্ষোভ বন্ধ করে মালিক পক্ষের স্বাভাবিক শীর্ষ-ধারা ও জীবনদক্ষ নিয়ন্ত্রণধারা ব্যবস্থা করুন। ফলে শ্রমমন্ত্রী প্রথমে ১২শে ডিসেম্বর এবং পরে ২৩শে ডিসেম্বর বিশাখির বৈঠক ডেকে মালিক পক্ষ ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের বিরোধ মীমাংসা করে মজাকরণে আহ্বান করেন। গত ২৩শে ডিসেম্বরের আলোচনাকালে শ্রমমন্ত্রী শ্রী ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রী শ্রীবসুন্ধৈর ভূষণ ভাদুড়ী উপস্থিত থাকেন। এই ত্রিপাক্ষিক আলোচনাকালে শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীবুদ্ধেশ্বর দত্ত ও শ্রীহরল কুমার; মালিক পক্ষে শ্রীবি, পি, সাহা এবং সরকার পক্ষ শ্রীএইচ ঘোষ অফেট লেবার কমিশনার উপস্থিত থাকেন এবং ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপাক্ষিক আলোচনাকালে চূড়ান্ত মিলাতি হয়। শ্রমমন্ত্রীর ব্যবস্থায় বিশেষ অনু বি ক্ষতিপূরণ, বেতন ও বিশেষ ভাতা বাবদ এক এক জনকে ৮০০৲ থেকে ৯০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হন। নিম্নলিখিত মর্ম্মে চুক্তি হয়—

১। চাবি ছিঁড়ি কারখানা বন্ধ করার দরুণ ছাঁটাই শ্রমিকদের নোটিশ পে, ছাঁটাই এর দরুণ ক্ষতিবাদি ও বাড়তি অর্থ নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী যা মালিক পক্ষ হিতে স্বীকৃত হয়েছেন সেটাই ইউনিয়ন ও শ্রমিকগণ বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা রূপে গ্রহণ করেন।

২। উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ যথারীতি রসীদ গ্রহণ করে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই সকল শ্রমিককে প্রদান করা হবে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রমিক টাকা নিয়েছিল তাদেরও চুক্তি অনুযায়ী বাড়তি অর্থ প্রদান করা হবে।

৩। ভবিষ্যতে আবার কখনও যদি বিড়ি কারখানাটি চালু করা হয় তবে শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে ছাঁটাই শ্রমিককে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যে সকল শ্রমিককে ৯০০৲ টাকা হারে বেতন, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা ৫০; যথা—

অঞ্জন বাউরী (ছড়ুক পাড়া), অর্জ্জন বাউরী (তেলকল পাড়া), সেখ অর্জ্জন, আলাউদ্দিন, বাবল বাউরী, বনমালী পাতর, বিশ্বনাথ, ভীমু বাউরী, লদু বাউরী, বিশু বাউরী, বিশ্বনাথ বাউরী, বিলাস বাউরী, ভৈরব বাউরী, ভুদুক বাউরী, ধরণী বাস, গৌর বাউরী, (বেনী রোড); গঙ্গাধর সহিস, গোবিন্দ বাউরী, হরেন হাঁসদা, হরিপদ বাউরী, হারাধন দাস, কুলা দাস, কর দাস, কালাচাঁদ বাউরী, কালিপদ দাস, মাধব রাজোয়াড়, কালিপদ বাউরী (পোকাবাঁধ পাড়া), মাধব রাজোয়াড়, মতিলাল ভোলাহু, মঙ্গল বাউরী, নবেশ বাউরী, নরেন বাউরী, নন্দ বাউরী, নকুল বাউরী, হর মহম্মদ, পূর্ণ বাউরী, রক্তিত সাউ, রূপচাঁদ বাউরী, সুকদেও মাহালী, সুচাঁদ বাউরী, সুকদেও রাজোয়াড়, শিবপ্রসাদ চৌধুরী, নিশির চৌধুরী, সনাতন বাউরী, সাধু বাউরী।

যাদের মাথাপিছু ৮০০৲ হারে দেওয়া হয়েছে-তাদের সংখ্যা—৭ জন, যথা—

দুলাল দাস, দেবুদাস বাউরী, বিজয়দ বাউরী, কালো বাউরী, গৌর বাউরী, (পোকাবাঁধ পাড়া), নিবারণ বাউরী, ঋষি বাউরী।

———•———

গান্ধীজীর পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী চলছে



তাঁর মহান চরিত্রের দীপ জীবনে জীবনে শক্তির আলো জেলে দিক

- আমরা যেন তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।
- আমরা যেন তাঁর মহান বাণীসমূহ মনন করি
- আমরা যেন তাঁর আদর্শময় জীবন আমাদের জীবনে অনুসরণ করতে চেষ্টা করি
- আমরা যেন তাঁর জীবন আদর্শকে জাতির পাথেয়রূপে বরণ করি

১ম পৃষ্ঠার পর

জেলায় খাদ্য সংকট

"আমি মুক্তফ্রন্টের রাজ্য কমিটির বৈঠকে ক'দিন আগেই খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা সূত্রে বিশেষ-ভাবে জেলায় এই সংকটের কথা বলেছি। বিশিষ্ট মন্ত্রীকে বলেছি—আপনি এখুনই বিশ্বজয়ের সাধ্যায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

শীঘ্র রিলিফ-ব্যবস্থা চাই

"অতি শীঘ্র যাতে বিভিন্ন ধরণের রিলিফ ব্যবস্থা এই জেলার জন্য হয়—তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

"চাকরিতে থেকে অভিযোগ আসছে—জেলার থেকে বহু ধান চাল বাইরে যাচ্ছে—সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে। লোকে বলছেন—এর ফলে জেলার জোগার শুন্য হবে—বাজারের দাম ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। তবে সরকার বলছেন—ধান চাল ওপার থেকে এলেও—পুরুলিয়া জেলায় চাহিদা মত আমরা যোগান দিতে থাকবো।

"সরকারী ধান সংগ্রহ আরো জরুরী ভাবে হওয়া দরকার। ডি, পি, এজেন্ট কড়া নজরদারী থাকলে—এ বিষয়ে ব্যবস্থা করলে বলে আমাদের বলেছেন। চেঁকি ছাঁটাই চাল কেনা বন্ধ হয়েছিল। আমাদের অনুরোধে সরকার আবার তা চালু করেছেন।"

"জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও ধানের বাজার বিষয়ে যার যা অভিমত আছে—এ সময়ে আমাদের জানালে বাঞ্ছিত হবো।"

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

Wanted

For Satyabhama Vidyapith Jhalda,
i) One M. Sc. II Class in Chemistry.
ii) One B. Com.

To appear for an interview with application & testimonials and Mark-sheets before the Administrator, (District Inspector of Schools, Purulia) on 15. 1. 73, at I P. M.

মুক্তির মূল্য সম্পর্কে

মুক্তির বার্ষিক মূল্য ছে ৬৲ ছিল—তাই রইল। তবে মুক্তি আকার এবং আগের আকারের তুলনায় পাতা ও তার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা দাম বাড়াচ্ছি না—তবে কাগজ খরচ যা আগে আমরা নিজ্জিলাম না—সেটার জন্য এবারে বার্ষিক ১৲ টাকা নেওয়া হবে—স্থির হল। মুক্তির খুচরো বিক্রিতে প্রতি সংখ্যা ১০ পয়সা। ১০ পয়সা লেনদেনে অসুবিধেও ঘটে। বহু ক্রেতা ১২ পয়সা দিয়ে থাকেন। আমরা কেরেজ ১৫ পয়সা করছি। এতে আমাদের খরচ ওঠার দিক থেকে সাহায্য তেমন কিছুই না হলেও, যে লোকসানটা হচ্ছিল তা হবে না। আশা করি দামের এই হেরফেরের জন্য মুক্তির গ্রাহকরা কিছু মনে করবেন না।

—মুক্তি সম্পাদক

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

চাকীবিড়ি কারখানার শ্রমিক-বিরোধ মীমাংসা

বিরোধ মীমাংসায় শ্রমমন্ত্রী ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর প্রচেষ্টা

পুরুলিয়ার চাকী বিড়ি ওয়ার্কস গত বন্ধ করে দেওয়া উপলক্ষ্যে প্রায় মাস-খানেক কাল যে শ্রমিক-মালিক বিরোধ চলছিল—শেষ পর্যন্ত তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে। এই বিড়ি কারখানার পার্টনার শ্রীজগবান্ধব বিশ্বনাথ পুরুলিয়া ওয়ার্কমেন্স প্রপ কমিশনারকে যথাযথভাবে জানিয়ে দেওয়ার পর ২১।১০।৬৩ বন্ধ করে দেওয়ার নোটিশ দেন এবং ৫১ জন শ্রমিককে তাদের এক মাসের মজুরী ও আইনানুগ অন্যান্য পাওনা মিটিয়ে দেন। কিন্তু বিড়ি কারিগর ইউনিয়ন শ্রমিকদের ঐ টাকা নিতে নিষেধ করায় মাত্র ছয় জন শ্রমিক টাকা গ্রহণ করেন বাকী সবাই অস্বীকার করেন। ইউনিয়ন দাবী করেন যে মালিক অন্যায়ভাবে কারখানা বন্ধ করেছেন—কারখানা যে কোনও মতেই খোলা করতে হবে। এই বিরোধকে সূত্র করে ইউনিয়ন বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন এবং শেষকালে গত ডিসেম্বর সপ্তাহ যাবৎ মালিকের বসত বাটীর বারান্দায় চল্লিশ ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন।

এই অবস্থান ধর্মঘটের ফলে শ্রীজগবান্ধব সপরিবারে বাটীর ভিতর বন্দী হয়ে থাকেন। মালিক পক্ষ অবস্থান করেন এবং শ্রমিকগণও অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। শ্রমিকদের এই বাড়াবাড়ি জোরদার করার উদ্দেশ্যে মুক্তি আন্দোলন কমিটিও সমর্থন জানান করেন এবং কারখানা খোলাবার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিকে দুর্গাপুরের সহকারী লেবার কমিশনার এই বিরোধের মীমাংসার জন্য তৃতীয় বার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করেন কিন্তু কোনও ফল হয় নি।

মালিক পক্ষ বারংবার বিরোধের মীমাংসার জন্য লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এবং পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ জানাগুপ্তর নিকট আসেন—তাঁরা শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষকে এবং স্থানীয় শ্রীনগেন্দ্র (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

পূর্ব্ব বুনিয়াদী বিভাগ হইতে উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগ (নার্সারী হইতে অষ্টম শ্রেণী) পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন শিল্প কারু ও শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা, কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা বেসরকারী রূপে বিদ্যমান। আবাসিক বিভাগের জন্য ভোজন খরচ মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা মাত্র। ১লা জানুয়ারী হইতে ভর্ত্তি আরম্ভ করা হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সঞ্চালক
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ—মাঝিহিড়া, (পুরুলিয়া)

শিক্ষয়িত্রী চাই

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নি
বুনিয়াদী বিভাগের জন্য একজন গুরুমা শিক্ষ
প্রাপ্তা ও একজন নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ প্রাপ্ত
শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। অবিলম্বে নিম্নের ঠিকা
আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সঞ্চালক, জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যা
পোঃ—মাঝিহিড়া, (পুরুলিয়া

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৫

জানুয়ারী সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি
ভর্ত্তি চলিতেছে :

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রা
এ. এস. এম. কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি
গভর্ণমেণ্ট অফিস ও বেলওয়ে হইতে প্রতি
নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।
মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কন্সে
দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাধাহরি চট্টোপাধ্যা
প্রিন্সিপাল

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE ইলেকট্রিক পাম্পিং সেট

এসি ৪৪০ ভোল্ট, ৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন
(মিনিটে ১৪৪০ পাক) মোটরযুক্ত

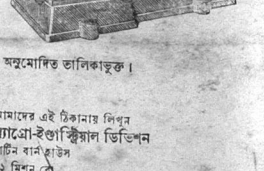

এতে চের ভালোভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। বোতাম টিপে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়।

সরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।



আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিনন রো
কলিকাতা
দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

ঐতিহ্যের জাগ্রত প্রাণবান নিবোধত

মুক্তি

৩১শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

সোমবার, ১২ই জানুয়ারী '৭০
২৭শে পৌষ, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা



অহিংসা কাপুরুষের জন্য নয়!
—গান্ধীজী

সারা পুরুলিয়া জেলায় গুরুতর খাদ্য সংকটের ছায়া

এখন থেকেই টি, আর; জি, আরের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য সরকারকে আহ্বান

জেলায় ৪০ ভাগও ধান হয়নি : কোথাও কোথাও ২০ ভাগ : আর দুদিন পরেই হাহাকার দেখা দেবে

জেলার এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের সমস্ত নেতৃবর্গকে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় মহীমোহিয়েরা একে একে এই জেলায় আসছেন। তাঁরাও জেলার এই নিদারুণ সঙ্কটের অবস্থা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। যুক্তফ্রন্টের পুরুলিয়া জেলার পার্টিগুলিও নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার তথা নিজেদের পার্টি প্রধানদের কাছে জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে কোন্ পার্টি কি চেষ্টা করেছেন তার বিবরণ মুক্তি অফিসে পাঠাতে অনুরোধ করি। তাঁদের প্রত্যেক কর্ম্ম প্রচেষ্টার বিবরণ আমরা মুক্তিতে প্রকাশ করব।

এই জেলা অত্যন্ত দরিদ্র ; নিত্য সংকটের মুখে এর বাস, সেজন্য ফ্রন্টের আশ্বাস

শুধু সারা পশ্চিম বাংলার কেন—বোধ হয় সারা ভারতে এহেন দরিদ্র, এহেন দুর্যোগ কাল ঘরে উপেক্ষিত কোনো জেলা নেই। সেজন্য যুক্তফ্রন্ট ৩২ দফা কর্মতালিকার মধ্যে আর্থিক জীবনে অনগ্রসর পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষ দাফিয় গ্রহণ করেছেন। যুক্তফ্রন্টের নানা আর্থিক সমস্যার মধ্যে পুরুলিয়ার অর্থ নৈতিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষ কিছুই করা হয় নি—তবে একটা সততাপূর্ণ আগ্রহ এবং চেষ্টা বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মণ্ডলীর ভেতর দেখা দিয়েছে। তাই আমাদের আশা, দরদীয় নানা অন্তর্বিরোধ মধ্যেও এই জেলার ভয়াবহ জীবনের কথা মনে ক'রে যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁরা প্রাণ পণ উদ্যোগে এই জেলার জন্য কতকগুলি কার্যকরী পরিকল্পনার আয়োজন গড়ে তুলুন। এ সম্পর্কে কয়েকজনের কাছেই আমরা আশ্বাস পেয়েছি—

মন্ত্রীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা—

১) সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যতই টাকার টানাটানি থাক, অবিলম্বে কতকগুলি সেচ-প্রকল্প পুরুলিয়ার জন্য গ্রহণ করছেন। এ সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ চেয়েছিলেন আমরা পরামর্শ দিয়েছি। কাজ আরম্ভও হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন—সেচ প্রকল্প কর্মতালিকায় পুরুলিয়া জেলার জন্য আমি সবচেয়ে বেশী টাকা খরচ করব।

২) কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ বলেছেন পুরুলিয়া জেলার জন্য একটি "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট" উনি নিশ্চই করছেন। এবং এই জেলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পগুলির প্রচার এবং এই দরিদ্র জেলার জন্য কুটির ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ব্যবস্থার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত—এই আশ্বাস দিয়েছেন।

৩) ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন এই জেলা অত্যন্ত দরিদ্র এবং অনুর্ব্বর ভূমি-সম্পন্ন ব'লে এই জেলার সাধারণ চাষীকে আর্থিক সুবিধা দেবার জন্য ভূমিরাজস্ব কর ব্যবস্থায় উনি এই জেলার ভাল্লা ও গোড়া জমিকে বাদ দেবেন এবং নিশ্চই এ সম্পর্কে মথোপযুক্ত নির্দ্দেশ দান করবেন।

৪) কৃষিমন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য এই জেলা ঘুরে আমার সঙ্গে বিশেষ আলোচনায় বলেছেন—এই জেলার শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর মনে হয়েছে বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে (পাম্প প্রভৃতি সহ) এক কোটি টাকার ব্যবস্থার সঙ্গে উপযুক্ত উন্নত কৃষি ব্যবস্থার জন্য তিনি সবিশেষ আগ্রহান্বিত। তিনি তাঁর বিভাগ থেকে সাধ্যমত ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হচ্ছেন এবং আমাকেও এ বিষয়ে চেষ্টায় যুক্ত হ'তে অনুরোধ করেন।

৫) পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জ্জী পুরুলিয়া জেলার অনুন্নত অগম্য অংশগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে উন্নত হ'য়ে আর্থিক সুযোগের পথ উন্মুক্ত হয় এবং বিহার অঞ্চল বাদ দিয়ে যাতে বাঙ্গোয়ান প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সারা জেলার সংযোগ পথ হয়—তার জন্য অনেকগুলি নূতন পথ-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শ চেয়েছিলেন—এবং বৈঠকে আহ্বান করেছিলেন—আমরা তাঁকে পরিকল্পনা ও পরামর্শ দিয়েছিলাম। এই জেলার জন্য প্রায় ১৮০ লক্ষ টাকার কাজ গৃহীত হয়েছে।

৬) শিল্প মন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া বলেছেন—এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে পার্ক প্রভৃতি দেওয়া হচ্ছে—পুরুলিয়ার জন্য যে সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়েছে—তার চেয়েও বেশী পুরুলিয়ার জন্য দরকার হ'লেও তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। অনুন্নত পুরুলিয়ার উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত। পুরুলিয়ায় সিমেন্ট ফ্যাক্টরী করার জন্য আমাদের প্রকাশ্যে মন্ত্রী মহিষবুনি কুমার দাশগুপ্ত ও আমাদের সঙ্গে বারম্বার বৈঠকে বসেছেন এবং কার্যকরী ব্যবস্থার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

৭) আগের সমবায় মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী পুরুলিয়ার বিশেষ আর্থিক উন্নয়নের জন্য "লাও মর্টগেজ ব্যাঙ্ক" বিষয়ে আমাদের জরুরী অনুরোধ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ ক'রে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে যান। এবং পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শোচনীয় পরিস্থিতি সত্ত্বেও এবং সমবায় বিভাগের অফিসারদের বিশেষ পরামর্শ সত্ত্বে "ব্যাঙ্কটকে বিপুইজিন্স" না দেবার জন্য আমাদের অনুরোধ গ্রহণ ক'রে,—ব্যাঙ্কটির দুর্দ্দিনে সশ্রিয় সহায়তা দেন ও এই জেলার সমবায় ব্যবস্থাকে দ্রুত উন্নত করার জন্য আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক আমাদের জেলার সমবায় বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক আগ্রহ দেখে আমরা এ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার আশা রাখছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সম্পাদকীয়—

অগ্রগতি ও অধিকার : অধিকার ও অগ্রাধিকার

আমরা অগ্রগতির পথে চলেছি। বিশ্বজগৎ পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে বিস্ময়কর অগ্রগতির অবদানে ইতিহাস সমৃদ্ধ করে এগিয়ে চলেছে, এবং অগ্রগতির নব নব উজ্জ্বল ধারণা, পরিকল্পনা ও স্বপ্ন বিশ্ব মানবের সামনে তুলে ধরছে। আমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মত দেশ সমূহ—যারা বৈষয়িক জীবনে অনগ্রসর, তারাও আজ সব সমাজ বন্ধন, বহু বৈষম্যের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রগতির দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

এই অগ্রগতির ধারণার মধ্যে অধিকার-বোধ একটি বড় অঙ্গ। মানব জীবনে আমরা প্রত্যেকে সমভাবে বিশ্বের বৈষয়িক সম্পদ ও সুযোগের অধিকারী। যারা বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত, নিগৃহীত তারা আজ দেশে দেশে দিকে দিকে তাদের ন্যায়সঙ্গত মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য যাত্রা শুরু করেছে এবং করছে। কেউ ধীরে ধীরে —কেউ দ্রুত বেগে,—কেউ ধৈর্য্যের মধ্যে গভীর প্রচেষ্টার সঙ্গে, কেউ প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আলোড়ন ও বিস্ফোরণের সঙ্গে। বঞ্চিত হয়ে মানুষ আজ থাকবে না—তাদের ন্যায্য অধিকার আজ চাই।

এই দাবী সত্যই খুবই সঙ্গত, তবে এই দাবী অর্জ্জন করতে হ'লে কার্য্যধারা কি হবে—সেই নিয়েই আজ দেশে দেশে গভীর পার্থক্য। আজ আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত রকম অধিকারের লড়াইএ পরিষ্কার ভাবে ধারণা করে নিতে হবে যে, আমাদের অধিকারকে সার্থক ভাবে অর্জ্জন করতে গেলে আমাদের কার্য্যধারা কী হবে—সেই লক্ষ্যে আমাদের সার্থক উপায় সমূহ কী হবে।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট অগ্রগতির মোড় এসে গেছে—সে হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট শাসন। এই শাসন এই কম সময়ের মধ্যে আর বিশেষ কিছু দিতে পারুক আর নাই পারুক—আশাময় সাহায্যে মানুষকে এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ করেছে যে, এই সরকার আমাদের সরকার, আমাদের সকলের ন্যায় সঙ্গত অধিকারের দাবীকে আথাত হেনে ফেরাবার দিন গেছে—এই সরকার আমাদের দাবীকে সম্মান দেবে, মহাদ্যুতির মঞ্চে দেখবে,—সাধ্যমত তা পূরণ করবে; বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজ নিজ দাবী নিয়ে যদি কৃত্রিমোমিতায় মেতে ওঠে, এমন কি বাড়াবাড়িও করে ফেলে, তাহলেও সরকার দেবের সঙ্গে যুদ্ধ হেনে জাগবে—এদের দুর্বার কালের বঞ্চিত জীবনের দুঃখ, ক্ষোভ, অপমানের বেদনা আজ মুক্তির পথ খুঁজেছে—সময়বেদনা পেয়েছে—তাই একটু বেসামাল হয়ে পড়ছে—সময়ে ঠিক হয়ে যাবে।

একটা নিরাকরণ অবরোধের অন্ধকার থেকে সহসা মুক্তির আনন্দে এসে বেসামাল হবে—বাড়াবাড়ি হবে সন্দেহ নাই। এর সময়ে সামলে যাবে, এও ঠিক কথা। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত রাজনীতির দ্বারা অগ্রগতির দ্বারা গুলিকে শুদ্ধ সাংগঠনিক বন্ধনে এগিয়ে নেবার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছেন—তাঁদের আপন পরিচালনার উদ্ভূত অধিকারের সংগ্রাম বিশৃঙ্খলার রূপ নেবে—তা কখনই সহ্য করবেন না, কখনই তাঁরা তাকে স্নেহনিষ্ঠিত প্রশ্রয়ের চক্ষে দেখবেন না। তারা মনে করবেন এই দ্বারা তাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয়ে মালিন্য ঘটেছে—এর দ্বারা অধিকার-সংগ্রামে রত জনগণের ক্ষতি হয়েছে। আজ আমরা সারা বাংলার বিভিন্ন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকারের দাবী সমূহের প্রতি অন্তরের সমর্থন জানিয়েও আমরা আশা করব—এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে যে সমস্ত দুঃখজনক বিশৃঙ্খলা, বিরোধ বিচার-ক্রটি ঘটছে—তার অবসান হ'বে এবং এর গতি সার্থক ও দ্রুত অগ্রগতির সম্ভাবনাকে নিয়ে আসবে।

সারা বাংলার দিকে দিকে আজ শিক্ষক সমাজ, প্রমিক সমাজ, কর্ম্মচারী সমাজ আপন আপন দাবী নিয়ে বাংলার আকাশ আলোড়িত করছেন। তাঁদের বাঁচবার দাবী অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত। তাঁরা দেশকে কাজ দিচ্ছেন—দেশকেও অন্ন তাঁদের এবং তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের উপযুক্ত ভরণ পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনের আনন্দের উপকরণ নিশ্চয়ই দিতে হবে। তাদের দাবী করবার আছে। কিন্তু এই দাবীর মধ্যে সব বড় একটি কথা দেখা দিচ্ছে। তা এই যে, একটা দেশে সমগ্র উন্নয়নের, সমগ্র উন্নতির ব্যবস্থা, সমগ্র অগ্রগতির ওপরই সমাজের বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হ'তে পারে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের —বিশেষতঃ যা সমাজ জীবনের অপরিহার্য্য যোগানের দিক—সেই দিক গুলির অগ্রগতির ওপরই বিভিন্ন-জন-গোষ্ঠীর বা সকলের কল্যাণ, অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কোনো জন-গোষ্ঠী যদি বলেন আমরা তা জানি না—আমাদের অধিকার আমরা চাই। শাসন যারা চালাচ্ছে তারা কি করছে—বা তারা কি করবে তা আমরা জানি না—আমাদের অধিকার আমরা এখনই চাই—এ হবে অন্ধ মানুষদের কথা আমরা এখন এই আলোচনার মধ্যে আনছি না। যাঁরা মনে করবেন—এই সরকার আমাদের নিজেদের সরকার—জনগণের সরকার;—এরা আমাদের দুঃখ বোঝে—অধিকার বোঝে—এর হাতে যা মহায় সম্বল আছে—তাই দিয়ে এরা আজির আর্থিক বুনিয়াদি গড়তে চেষ্টা করবে—এই বিচার সম্পন্ন সাধারণী মানুষদের কাছে আমাদের একটি বিশেষ নিবেদন করার আছে। তা হচ্ছে এই: এই সংগ্রামী মানুষেরা যদি দেখেন যে এই সরকারের হাতে যা সহায় সম্বল আছে, তা উপযুক্ত ভাবে বিনিয়োগ না ক'রে সরকার তাঁদের উপেক্ষা করছেন—তাহলে তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠী অধিকারের সংগ্রাম তাঁরা চালিয়ে যেতে পারেন—কিন্তু অন্য যদি তা না হয়—তার বিপরীত হয়—তাহলে তাঁদের বুঝতে হবে—এই সরকার তাঁদের সরকার এবং যে অপরিহার্য্য বিষয়গুলির শুদ্ধ উন্নয়নের ভিত্তিতে সমগ্র কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারী ব্যবস্থা সঙ্গে উঠে পারবে—তার প্রতি তাঁদের সকলের দৃষ্টি এবং আগ্রহ না থাকলে—এবং তার প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে, বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী সংগ্রামের ফলে সরকার এবং তার অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল হবে এবং তাঁদের নিজেদের দাবীর প্রতি দারুণ আঘাত হানবে সরকার অসমর্থ হবে।

এখন বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে এই বিষয়টির আলোচনা করি। শিক্ষক, শ্রমিক, কর্ম্মচারী সকলেই আজ জীবন যাত্রার বিপন্ন রূপ থেকে বাঁচবার জন্য আর্থিক সমস্তির বৃদ্ধির সংগ্রাম করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা কিছু কিছু সাফল্য লাভ করেছেন। ফলে সরকারের বিপন্ন রকমের আয়ো টান পড়ছে, এবং শাসন ব্যবস্থায় অপরিহার্য্য যে কিছুটি গাঁফে শাসন জীবনের সমৃদ্ধির পথগুলি উন্মোচিত হত—তার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে ও সরকার সমৃদ্ধির ভবিষ্যত পিছিয়ে যাচ্ছে।

যে শিক্ষক, শ্রমিক, কর্ম্মচারীরা জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য জিনিষপত্রের অনটন, দুর্মূল্যতা, অনিশ্চয়তা প্রভৃতির জন্য আজ আর্থিক সমস্তি বাড়াতে আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছেন—তাঁদের আজ নিশ্চয়ই এতখা ভাল ভাবে জানা আছে যে জাতির অপরিহার্য্য জিনিষপত্রের সরবরাহের শক্তিশালী সঙ্গতির উপরই জাতির অগ্রগতি ও কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করছে। এই লক্ষ্যে যদি জাতির অগ্রগতি না হয়—তবে বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর একদিকে যেমন সঙ্গতি বৃদ্ধি হতে থাকবে—অন্যদিকে তেমনি অনটন ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে আরো দাবী বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে। এই ভাবে এক বিপজ্জনক বিষ চক্রের আবর্ত্তন চলতে থাকবে।

দেশকে আজ পশ্চিম বাংলার সংগ্রামশীল মানুষদের উপলব্ধি করতে হবে যে, তাঁরা তাদের দাবীর প্রতি গভীর মহানুভূতি সম্পন্ন তারা তাঁদের দাবী অন্যের ওপর রেখেও, তাঁদের কাছে যে আবেদন করছেন—সে আবেদন অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। সেই আবেদন হচ্ছে জাতির উন্নয়নের পথে অগ্রাধিকারের আবেদন।

এই অগ্রাধিকারের দাবী হচ্ছে—উৎপাদনের অগ্রাধিকার। এবং জীবনের সর্ব্বনিম্ন কোটি কোটি যে অর্দ্ধভুক্ত দুর্গত মানুষ আছে—তার জন্য নিত্যকৃত্যের অন্ন বস্ত্রের অগ্রাধিকার। আমাদের পশ্চিম বাংলার সমস্ত ধন, সমস্ত জনশোষ্ঠীর আজ সমস্ত দৃষ্টি, সমস্ত ভাবেরা, সমস্ত মহাদ্যুতি, একান্ত-ভাবে নিয়োগ করা দরকার এই অনিবার্য্য মহান অগ্রাধিকারের প্রতি। উৎপাদনের অগ্রাধিকারের মধ্যে শীর্ষ স্থান গ্রহণ করবে কৃষি, সেচ, পশু-পালন, শিল্প, সমবায় আর কুটির শিল্প। এবং সর্ব্ব নিম্নের কোটি কোটি বঞ্চিত, সুযোগহীন মানুষের অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকবে—দরিদ্র চাষী, ক্ষেতমজুর, দরিদ্র শ্রমিক, নিম্ন স্তরের কর্ম্মচারী ও বিপন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের দল। এর জন্য আমাদের অন্য চিন্তা সংকীর্ণতার কর্মধারা নয়—এই কামনা।

—০—

বিপ্র সংবাদ

ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে গান্ধীজীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখার উদ্দেশ্যে পোর্ট অফ স্পেনে (ত্রিনিদাদ) তাঁর একখানি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীলা, এন, রায় উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্দু, মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিনিধিরা প্রার্থনা করেন।

সিংহলে ভারতের রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি কলম্বোয় উপস্থিত হলে সিংহলের গভর্ণর শ্রীসুব্বু গোপালাওয়া তাঁর সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করেন।

তাঁরা উভয়ে দুটি দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মের যুগান্ত-ব্যাপী বন্ধনকে আরও নিবিড় করার ওপর এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডাগুলি সেনানায়কের ঘোষণা

"ডেলী নিউজ" পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীভাণ্ডারনায়কে বলেছেন যে পার্লামেন্টের পরবর্ত্তী পাঁচ বছরের কার্য্যকাল শেষ হলে তিনি বর্ত্তমান পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর ৪০ বছরব্যাপী রাজনৈতিক জীবন শেষ করবেন।

আরব জগতে মিশর-সিরিয়া-লিবিয়া জোট—

সিরিয়া রাজ্জার রাজধানী ত্রিপলিতে আরব জগতের একটি ক্ষুদে শীর্ষ বৈঠকের অনুষ্ঠান হোল। সেখানে আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল নাসের, সুদানের বিপ্লবী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জাফর মহম্মদ নুমেরি ও লিবিয়ান বিপ্লবী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মুয়ের কাজাফি একত্রে মিলিত হয়ে আরব

শোক সংবাদ

পরলোকে বিশিষ্ট বিদ্যালয়-কর্মী

৺বিমলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২-১-৭০ তারিখে রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট বিদ্যালয়-কর্মী ও পুরুলিয়ার নামোপাড়া ষোলআনার অন্যতম পরিচালক ৺বিমলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি চার ছেলে, চার মেয়ে ও নাতি-নাতিনী সহ বৃহৎ পরিবার রেখে গেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অমরাবগড় গ্রামে ৺বিমলানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার বাঙ্গলা স্কুলে (ডিষ্ট্রীক্টরিয়ার আদিরূপ) তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। এখান থেকে উত্তীর্ণ হবার পর তিনি বর্দ্ধমানে শিক্ষালাভের জন্য যান এবং সেখান থেকে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পুরুলিয়ার মানভূম ডিষ্ট্রীক্টরিয়া ইনষ্টিটিউশনের কর্মবিকাশে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। কর্মবিক হলেও স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কর্মকুশলতা এমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তাঁকে বাদ দিয়ে ডিষ্ট্রীক্টরিয়া স্কুলের কথা চিন্তাও করা যেত না। সাদা গলাবন্ধ কোট ও ধুতি পরিহিত দীর্ঘকায় মানুষটি এই স্কুলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ ছিলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অধিবার্ষ কর্মজীবন হতে ৩০।১।৫৩ তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

নামোপাড়া ষোল আনার নূতন দুর্গা মন্দির নির্মাণের কাজে, পূজা ও ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনায় ৺বিমলানন্দ ছিলেন অন্যতম পুরোধা। স্বাস্থিক জীবন-যাপন, কর্মনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর দেহমুক্ত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করছি।

—:—

ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখ থেকে

পুরুলিয়া সহরের পুরাতন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে

বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী

নানাবিধ স্টলে, আমোদ প্রমোদের অভিনব ব্যবস্থাপনায় এবং ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মণ্ডপাদি স্থাপনায় ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত।

স্টলের জন্য বন্দোবস্ত নিতে হলে এই সুযোগ
অবিলম্বে যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, মেলা ও প্রদর্শনী কমিটী, পুরুলিয়া।
অথবা
মুগ্ম সম্পাদক " " "
পোঃ+জেলা—পুরুলিয়া (ফোন নং—২৩৬)

স্টলের রেট—টিন দিয়ে ঘেরা প্রতি বর্গ ফুট ১৫ দিনের জন্য ১৲ টাকা হারে বিলি করা হচ্ছে। সরকারী স্টল হলে ২৫% রিবেট। খোলা জায়গা বর্গফুট ২৫ পয়সা মাত্র ১৫ দিনের জন্য। অন্যান্য বিবরণের জন্য সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

মুক্তির বর্তমান সংখ্যায় এই জেলার এল-এম-ই ও ট্রেড এ্যাপ্রেন্টিসের যোগ্যতা সম্পন্ন যুবকদের চাকুরীর সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—সেই সম্পর্কে **প্রয়োজনীয় ইণ্টারভিউ আগামী ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার বেলা ১০টার সময় থেকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে শুরু হবে।** সুতরাং প্রার্থীদের সেই সময়ে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়ায় ছোঁ-নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য আপাততঃ তিন মাসের জন্য ৩ জন ওস্তাদ, ৫ জন যন্ত্র শিল্পী ও ২০ জন শিক্ষার্থী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুযায়ী। আবেদন করুন।

অজিত মিত্র
২৩ দুলমী কোয়ার্টার্স
পুরুলিয়া

জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

পূর্ব্ব বুনিয়াদী বিভাগ হইতে উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগ (নার্সারী হইতে অষ্টম শ্রেণী) পর্য্যন্ত সম্মিলনধর্ম্ম শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন শিল্প কাজ ও শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্ম্মী শিক্ষার ব্যবস্থা বেসরকারী রূপে বিদ্যমান। আবাসিক বিভাগের জন্য ভোজন খরচ মাসিক ৪৲ চল্লিশ টাকা মাত্র। ১লা জানুয়ারী হইতে ভর্ত্তি আরম্ভ করা হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সম্পাদক
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ—মাজিহিড়া, (পুরুলিয়া)

For Perfect Repairs of
TYPEWRITERS
Please Contact :
Mechanical Deptt. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Purulia
(Advocate Shri Karuna Babu's L ne)

SINGHAL PURE ALUMINIUM

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বস্তরের ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা দামে নিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

মুক্তির মূল্য সম্পর্কে

মুক্তির বার্ষিক মূল্য যে ২৲ ছিল—তাই রইল। তবে মুক্তির আকার এবং আদের আকারের তুলনায় পাতা ও তার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা দাম বৃদ্ধি না—তবে ডাক খরচ যা আগে আমরা দিচ্ছিলাম না—সেটার জন্য এবারে বার্ষিক ৲ টাকা নেওয়া হবে—স্থির হল। মুক্তির খুচরো বিক্রিতে প্রতি সংখ্যা ১৩ পয়সা। ১৩ পয়সা লেনদেনে অসুবিধেও ঘটে। বহু ক্রেতা ১২ পয়সা দিয়ে থাকেন। আমরা সেজন্য ১৪ পয়সা করছি। এতে আমাদের খরচ ওঠার দিক থেকে সামান্য তেমন কিছুই না হলেও, যে লোকসানটা হচ্ছিল তা হবে না। আশা করি দামের এই হেরফেরের জন্য মুক্তির গ্রাহকরা কিছু মনে করবেন না।

—মুক্তি সম্পাদক

বিজ্ঞাপন

ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান।

(হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল)

বর্ত্তমান বৎসরে পঞ্চম হইতে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি চলিতেছে। ভর্ত্তির অবশ্য মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ছাত্রাবাসের ব্যয় মাসিক ৪৲ টাকা মাত্র। উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

খেলাধুলা ও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। উপযুক্ত শিক্ষকগণ দ্বারা শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। পাশের হার সন্তোষ জনক। ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছুক অভিভাবকগণ সত্বর আবেদন করুন।

ভজহরি মাহাত এম, পি, ১১।১।৭০
সভাপতি
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (সি, এস টি, পি, এ,) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট রুটের ষ্টেজ ক্যারেজ শিরোনামাঙ্কিত খামে বেজেষ্ট্রী করিয়া দরখাস্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১২।২।৭০ তারিখের বেলা ৩ টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে পৌঁছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলি ও এক খানি পৃথক কাগজে দিতে হইবে।

১। দরখাস্তকারীর নাম ২। পিতার নাম ৩। পুরা ঠিকানা (ডাকঘর ও থানা)। ৪। ষ্টেজ ক্যারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ ৫। আর্থিক অবস্থা, ব্যাংকে জমা টাকার অঙ্ক বা জামীনির সঙ্কয় প্রমান পত্র। ৬। মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ৭। গাড়ী রাখিবার ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা। প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ৫৲ পাঁচ টাকা জমার ট্রেজারী চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোন ক্রমেই ফেরৎ যোগ্য নহে এবং উহা জমা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাঁহারা ঐ প্রস্তাবিত রুটে অথবা এলাকা দরিয়া অথবা উহার নিকট ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রী পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন অথবা এতদ্দেশে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব মূলক সমিতি তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্ব শেষ ১৬।২।৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

ইতি
অচলেশ মাইতি ৮।১।৭০
সম্পাদক
আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়া

১। পুরুলিয়া হইতে সোনাথলি ভায়া ভুড়া ১টি পারমিট
২। পুরুলিয়া হইতে মনিহারা ভায়া কাশীপুর ১টি পারমিট
৩। সাঁওতালডি হইতে আদরা (আজা হইতে রঘুনাথপুর পর্য্যন্ত একটী অতিরিক্ত ট্রিপ সহ ট্রেনের সময়োপযোগী) ১টি পারমিট
৪। পুরুলিয়া হইতে কাশীপুর ভায়া রঘুনাথপুর ১টি পারমিট
৫। পুরুলিয়া হইতে মানবাজার ১টি পারমিট
৬। পুরুলিয়া হইতে আড়শা ভায়া সিরকাবাদ ১টি পারমিট (পুরুলিয়া হইতে সকালে ছাড়িবে এবং পুরুলিয়া পৌঁছাইবে সন্ধ্যার সময়)

Government of West Bengal
Office of the Depnty Commissioner, Purulia.
Judicial (M. V.) Department.

Notice

Applications have been received for the following stage Carriage Operators for grant of extension/div rsion of the exiting routes as shown below. The application will be available for inspection on any working day of the office hours. Any objection to be made in connection with the said application under section 57 (3) of the M. V. Act., 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 10th February, 1970.

The application and objection, if any in connection with the said applications will be considered by the R, T, A., Purulia in its meeting to be held after that date. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such application.

Sd/-A. Maity
Secretary,
Regional Transport-Authority. Purulia.

Purulia
The 20th December, 1969.

Name of the operator	Diversion/extension of the route Proposed
1) Shri Shéo Ch. Lal-Litha, Purulia	Purulia to Suisa Via-Balarampur, Baghmundi to ply up to Atna.
2) Shri Sasanka S. Banerjee, Ladhurka.	Puncha to Cheliama Via Hura. Ladhurka, Kashipur, Raghunathpur to ply up to Manbazar Via Budpur.
3) Shri Dharanidhar-Kar, Purulia.	Purulia to Adra Via Keshargarh. Arjun-jora to ply Via Hura, Kashipur during rainy season.

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া ১ নম্বর উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত সমস্ত বুনিয়াদী প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র।
স্থান নড়িহা, ফ্যান হাউস
সময়—সকাল ১০টা হইতে ২টা
শ্রী সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী
পুরুলিয়া ১ নম্বর উন্নয়ন আধিকারিক

—:—

পুরুলিয়া জেলার বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর নিকট খাদ্যমন্ত্রীর পত্র

মন্ত্রী
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ

প্রিয় বিভূতিবাবু,

আপনার ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ তারিখের পত্রে যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চাল-কলের চালের মত সমান বোনাস-সহ একই দামে পুরুলিয়া জেলায় চেঁকি-ছাঁটা চাল কিনবার জন্য ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় চেঁকি-ছাঁটা চাল যা কেনা যাবে তা পুরুলিয়া জেলার সংশোধিত রেশনিং-এর মোট প্রয়োজনের চেয়ে সঙ্গতভাবে বেশীই হবে; সে ক্ষেত্রে সেখানকার উদ্বৃত্ত চাল ঘাটতি জেলায় বণ্টনের জন্য পাঠাতে হবে। গত সংগ্রহ বৎসরে (১-১১-৬৮ থেকে ৩১-১০-৬৯ পর্য্যন্ত) পুরুলিয়ায় সংশোধিত রেশনিং-এ মোট চাল খরচ হয়েছিল ২০৫৫ টন। এ বছর সে বাবদ খরচ সম্ভবতঃ ৩০০০ টনের বেশী হবে না। সেই জন্য ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়াকে পুরুলিয়ায় সংগৃহীত চালের মধ্যে ৩০০০ টনের মত চেঁকি-ছাঁটা চাল স্থানীয় খোরাকীর জন্য রেখে দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকীটা ঘাটতি জেলায় বণ্টনের জন্য পাঠাতে হবে। আপনাকে নিশ্চিন্ত আশ্বাস দিতে পারি যে, পুরুলিয়ায় যদি ৩০০০ টনের বেশী প্রয়োজন হয় তবে তা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাঠানো হবে।

খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে জানাই যে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ২৩। জুন, ১৯৬৯ তারিখের ২৮৬ নম্বর সার্কুলার দ্বারা ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে যে এম, এল, এ, এবং এম, পি-রা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিতে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। ইতি —

২৯।১২।৬৯

ভবদীয়,
প্রভাস রায়

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

—মুক্তি সম্পাদক

Wanted

A Lady graduate teacher for Santamayee Girls' High School to serve temporarily in a leave vacancy for a month or more. Apply sharp.

Sukumar Mukherjee
Secretary

একটি সংস্থার জন্য কর্ম্মী চাই

পুরুলিয়ার অধিবাসী বর্ত্তমানে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার মজুমদার একজন কৃতি ব্যবসায়ী। শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের একাধিক কারখানা আছে। তাঁর কারখানার জন্য কিছু কর্ম্মী দরকার—জন ২৫। তিনি পুরুলিয়ার ছেলেদের কাজ দেবার উদ্দেশ্যে এই জেলা থেকে এই কর্ম্মী সংগ্রহ করতে চান। এজন্য তিনি আমাদের সহযোগিতা চেয়েছেন। এল, এম, ই পাশ ২১৩ জন নেবেন এবং ট্রেড এ্যাপ্রেনটিশশিপ নেবেন আরো ২০।২২ জন। দিন ১৫।১২র মধ্যে কলকাতা থেকে সরোজবাবুর সাক্ষাৎ হ'জন অফিসার এখানে আসবেন। পলিটেকনিক, বা রঘুনাথপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি শিল্প স্থলে যাঁরা শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইনটারভিউ-এ আসবেন—তাঁদের মধ্য থেকে অফিসারেরা উপযুক্ত কর্ম্মী বাছাই ক'রে নেবেন। বেতন ভালই দেবেন। যাঁরা এই ইণ্টারভিউএ থাকতে চান তাঁরা মুক্তি প্রেসে নাম লিখিয়ে রেখে যাবেন—অনুরোধ করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়!

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE ইলেকট্রিক পাম্পিং সেট

এসি ৪৪০ ভোল্ট, ৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন
(মিনিটে ১৪৪০ পাক) মোটরযুক্ত



এতে চের ভালোভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। বোতাম টিপে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়।

ওসরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।



আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিলন রো
কলিকাতা
দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

MBED-3 BEN

আন্দোলনের পথে ইচাগড় থানার জনগণ

দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে ত্রাণমূলক কার্য্যাদি সুরু করার দাবী

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ইচাগড় আমার জনদেবক ও কর্ম্মিগণ সত্যাগ্রহী দল গঠন করুন। মুনাফাকারী মজুতকার চোরা কারবারীদের অত্যাচার গুদ অত্যাচ জুলুম এর হাত হইতে গরীবকে রাঁচাইতে অযোগ্য সরকারের শাসন ও ক্ষমতা নাই। গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহী দল গঠন করিয়া মুরুবীন সরকারের হাত হইতে চাষীর ধান্য রক্ষণ, খাদ্য সমস্যার সমাধান সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমেই করিতে হইবে। শুধুমাত্র জনবলের প্রয়োজনে ধান চাউল কেনা বেচার অধিকার সত্যাগ্রহের শক্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমগ্র থানার জনবলাধ্যক্ষের প্রতি উদাসীন সরকারকে জনগণের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিতে হইবে।

সাধারণ চাষীর উপর লেভীর জুলুম—সরকারী কর্ম্মচারীগণের উপস্থর আমাদের প্রতি এখনও যদি সরকার দৃষ্টিপাত না করেন তবে এঁসব অন্যায় উপদ্রব প্রতিরোধ করিবার জন্য—কর্ম্মিগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এইজন্য স্থানীয় গণশক্তিকে জাগ্রত ও সুসংগঠিত করিয়া অবিচার ও অত্যাচারের অবসানের জন্য জনগণের মধ্যে নির্ভীকতা স্বাধিকার বোধের সঞ্চার করতঃ সত্যাগ্রহ কর্ম্মধারা চালাইয়া যাইতে হইবে।

সত্যাগ্রহ কর্ম্মসূচীর নোটীশ পূর্বেই জানাইয়া দিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য-অনুষ্ঠানে থানার গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ ও অনশনের অভিযান চালাইয়া যাইতে হইবে।

১) চাষীদের নিজেদের ঘরে ধান্য নাই এমন কি সারাবের খাওয়ার সংস্থান নাই। এমত অবস্থায় যদি লেভী ধান্য আদায়ের জুলুম অব্যাহত থাকে তবে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সত্যাগ্রহীগণ দলবদ্ধ ভাবে ঐসব অন্যায় উপদ্রব প্রতিরোধ করিবার জন্য—কর্ম্মিগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এইজন্য স্থানীয় গণশক্তিকে জাগ্রত ও সুসংগঠিত করিয়া অবিচার ও অত্যাচারের অবসানের জন্য জনগণের মধ্যে নির্ভীকতা স্বাধিকার বোধের সঞ্চার করতঃ সত্যাগ্রহ কর্ম্মধারা চালাইয়া যাইতে হইবে।

২) অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মহাজনগণ যাহাতে ধান্য বিক্রয় করিতে না পারেন তজ্জন্য থাকিবার আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন এবং সরকার যাহাতে মহাজনগণের মজুত ধান্যের হিসাব রাখেন এবং ধান, যাহাতে আবশ্যকগণের প্রয়োজনে আটক থাকে থাকতঃপক্ষে এই ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

৩) দেশের লোকের রেশন সরবরাহ জন্য সরকার ধান চাউল খরিদ করিতে ইচ্ছা করিলে যাহারের বিক্রয় করিবার মত ধান চাউল মজুত আছে তাঁহারা বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু ছোটা কারবার অথবা ছোটা চালান ভিন্ন কোন অনুমোদন প্রমাণ পাইয়া গেলে চাল ধান খরিদ করিতে দেওয়া হইবে না। এইজন্য মুনাফাকারী মজুতদারগণের ধান চাল সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হউক।

৪) হাটে বাজারে গ্রামে গ্রামে জনগণের প্রয়োজন মিটাইতে ধান্য চাউলের ফেরী-বেচা চলিতে থাকুক। যুগবা বিক্রেতারা নির্ভয়ে এই কাজ চালাইয়া যান।

৫) ছোটা কারবারী মুনাফাকারী ধান চাল সাচারকারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তথা যে আইনী যুদ্ধ লুঠন ও সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতে হইবে।

৬) খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য গণবাহী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—জনস্বার্থে ও জন খাদ্য ব্যবহার প্রতি সত্যাগ্রহীগণের পূর্ণ সংযোগিতা থাকিবে। অজন্মা অঞ্চলের লোকের জন্য এবং অনটনগ্রস্ত লোকেদের জন্য সুব্যবহার দাবী অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৭) স্বাধিকার রক্ষার জন্য চাই বুকের বল, সংগঠন শক্তি ও সংগ্রাম শক্তি এবং সত্যাগ্রহীগণের নির্ভিকতা।

৮) ইচাগড় থানার বিভিন্ন স্থানে—সস্তা রুটির দোকান খোলার চেষ্টা করিতে হইবে ও অধিক সংখ্যায় রেশনের দোকান করিতে হইবে ও অধিক সংখ্যায় রেশনের দোকান খোলার জন্য বিভাগ সরকারকে চাপ দিতে হইবে।

আমাদের দাবী :—

১) লেভী ধান্য ও লোন খাজনা আদায় বন্ধ করিতে হইবে।

২) অবিলম্বে রিলিফের কাজ খুলিতে হইবে।

৩) অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বৃদ্ধ ও অসহায়দের জন্য সাহায্য ব্যবস্থা করা হউক।

৪) খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা চাই।

৫) চাষীদের জন্য লোনের ব্যবস্থা চাই।

৬) কোন গ্রামে কেমন ধান উৎপন্ন হইয়াছে তদনুযায়ে লেভি ও লোন আদায় করা হউক।

৭) যেহেতু পঞ্চায়েতের বুদ্ধিমান সবাই নিজ নিজ পঞ্চায়তে কিরূপ ধান উৎপন্ন হইয়াছে বিশেষ ভাবে জানেন—অতএব পঞ্চায়েত বুদ্ধিমানদের মাধ্যমে এবং পরামর্শ অনুযায়ী লেভি ও লোন আদায় করা হউক।

৮) ছাটি অঞ্চলেতা ক্যানেলের জল যাহাতে আগামী বৎসর হইতে ক্যানেল অঞ্চলের সর্ব্ব জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তজ্জন্য ক্যানেল কর্ম্ম চারিগণকে তথা সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য চাপ দিতে হইবে

ইতি

নিবেদক—

ডাঃ বিমলেন্দু লাহাগড়—	চৌকা
শ্রীবসু মাতাজো—	চিকলাডাঙ্গা
শ্রীবৈদ্যনাথ মাতাজো—	বাকুনা
শ্রীমনজু গঁরাই—	বুরুবাবু
শ্রীমেঘু মুরাও—	পুরাবাড়ি
শ্রীবলবিদ্যার্থী আহিতাগ্নের—	ইচাগড়
শ্রীরামকীবন সাহারের—	ইচাগড়
শ্রীরাম কিস্কুলাল সাহারের—	কাজাবেড়া
শ্রীমন্দির বিহারী রক্ত—	চিনড়ী
শ্রীরংগোবিন্দ পরামানিক—	টাকর
শ্রীঠাকুর রাম মাতাজো—	বড় আগার
শ্রীশুকদেব বন্দোপাধ্যায়—	ইচাডি
শ্রীগোবিন্দ গঁরাই—	টাকর
শ্রীদুর্গা প্রসাদ সিংহ—	চৌকা
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মাতাজো—	উরাটাড
শ্রীরমেন মাতাজো—	চিনড়ীরা
শ্রীরামরাম সিংহ—	পাকদুম

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

খিড়কির দরজা দিয়ে নূতন পাইমারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের এক অদ্ভুত পরিকল্পনা!

বান্দোয়ান থানা হইতে শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল, প্রাক্তন এম-এল-এ লিখিতেছেন :—

প্রকাশ, পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন থানাকে মোট ১০৩টি প্রাইমারী স্কুল মঞ্জুরী হইয়াছে। সেই অনুসারে ডি-আই মহোদয় মুক্তি ও অন্যান্য পত্রিকায় এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরই দেখা গেল থানার এস, আই-অফিসগুলিতে ভুল ফাইনাল ও হাজার সেকেণ্ডারী পাশ যুবকেরা ভীড় জমাইতেছে, ও শিক্ষক হইবার ইচ্ছায় দরখাস্ত দিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে এস-আই মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইয়া কিছু সংখ্যক লোক মাষ্টার হইবার জন্য "অরুনাইজ" নামক কুয়া স্কুলের জাল শিক্ষক নাম্নি গ্রামের অনসাধারণের নিকট টাঁদা সহ সংগ্রহ করিতেছে, এবং তাহাতে দেখা হইতেছে এই স্কুল ছয় মাস, এক বৎসর ও কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিতেছে। গ্রামের লোকেও প্রবল আগ্রহে টাঁদা সই দিতেছে, কারণ তাহারও ভুল চায়, ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আলো দিতে চায়। সুতোং তাহারা ছাড়িবে কেন?

আমাদের বক্তব্য উক্ত জাল অরুনাইজ ভুল বন্ধ হোক, এবং প্রতি গ্রামে ভুল হে ক্ যাহাতে সকল মানুষ শিক্ষার সুযোগ পায়। আমাদের জেলা শিক্ষার কি হইতে বহু পিছনে পড়িয়া আছে, বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় আমাদের জেলাতেও শিক্ষার প্রসার হোক এবং নিয়মিত ভাবে যাহারা শিক্ষকতার জন্য ডি আই-মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছে, তাহাদের ইণ্টারভিউ কল করিয়া ইণ্টারভিউ করা হোক। ৪০% উর্দ্ধে যাহাদের নম্বর আছে তাহাদের শিক্ষকতায় কাজে নিয়োগ করা হউক।

বান্দোয়ান থানার বিষয়ে বিশেষ দাবী—প্রথমতঃ থানার ৪০% পার্সেন্টের উর্দ্ধে তপসিল আবেদনকারী আছেন, তাহাদের সুযোগ দিতে হইবে, তাহাতেও যদি পরও না হয় তাহা হইলে ঐ থানার ৪০% নিম্নে যাহারা আছেন তাহাদেরও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে; কারণ ঐ থানা অনুন্নতকর্ম আদিবাসী অঞ্চল, অসবাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ বাহিরের মাষ্টার ঐ থানায় নিয়োগ করিলে শিক্ষা ব্যাহত হইবে।

———

Regd No. C—4290
Phone No —175

মুক্তি

C. R. No —2539/57

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব

গত ১২-৬৯ তাং মুক্তি পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে দেখিলাম পঃ বঃ যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন যে গ্রামে বা মৌজায় কোন বিদ্যালয় নাই সেখানকার দাবী অগ্রাধিকার পাইবে এবং যেখানে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বিদ্যালয় সংগঠন করিয়া শিক্ষাদান কার্য্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে সেই বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী মঞ্জুরী দানের প্রতিটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হইবে।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, শুধু গ্রাম বা মৌজা হইলেই চলিবে না, এরূপ বহু মৌজা আছে যেখানে ৭।৮ টার বেশী ঘর নাই এবং তৎসংলগ্ন এ পাড়া ও পাড়ার মত স্থানে বিদ্যালয় চালু আছে সে সব জায়গায় নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের কি সার্থকতা আছে? কিন্তু নামমাত্র গ্রাম বা মৌজার সুযোগ লইয়া ঐ সব জায়গায় বিদ্যালয় খুলিবার ছেড়েজোড় বা কার্য্যাদি চলিতেছে। অথচ এই অঞ্চলে বাধানবাড়ীতে প্রায় এক বৎসর কাল হইতে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় সংগঠন করিয়া শিক্ষাদান কার্য্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে এবং এখানকার জন সংখ্যা, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বা অন্যান্য সর্ত্তাবলী বিদ্যালয় মঞ্জুরী পাওয়ার পক্ষে অথেষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থল সার ইন্সপেক্টার মহাশয়ের পরিদর্শনকৃত মন্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। এতদসত্ত্বেও এখানকার চালু বিদ্যালয়টি সরকারী মঞ্জুরী পাওয়ার কোনরূপ নিশ্চয়তা পাওয়া যাইতেছে না বা তদ্বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নাই।

উক্ত মঞ্জুরী পরিকল্পনা প্রণয়িত করিবার পূর্বে প্রয়োজনীয়তা, অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত না করিয়া কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্যে সাধিত হইবে না এবং পুরাতন আমলের মত কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের তদ্বিরী পটুতায় অপ্রয়োজনীয় স্থানেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে যে সব জায়গায় প্রকৃতপক্ষে ১০।১২ জনের বেশী ছাত্র পাওয়া যাইবে না। ঐরূপ আমাদের অঞ্চলে বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহা প্রয়োজন হইলে প্রমাণিত হইবে।

অতএব এ বিষয়ে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় বিধানসভার সদস্যবৃন্দকে, যুক্তফ্রন্টের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দকে তথা শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি— তাং ১৫-১-৬৯

নভিহা গুকলিয়া অঞ্চল

স্থানীয় যুক্তফ্রন্টের শরিকদলের পক্ষে
১। শ্রীসত্যনারায়ণ রানীকী
লোক সেবক সংঘ
২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মালী (সি-পি-আই)
৩। শ্রীজগেশ্বর মাহাত (F-B)
৪। শ্রীমানিকচন্দ্র মাহাত
(বাংলা কংগ্রেস)
৫। Binod Bauri (S U C)
৬। শ্রীরাম কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
(বাংলা কংগ্রেস)

জনতা ফার্মেসী

(পোষ্টাফিস মোড়) পুরুলিয়া

এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের দোকান এখানে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ কোম্পানীর ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং মিক্সচার, পাউডার, ড্রেস ও ইনজেকসেন দেবার জন্য উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার সর্ব্ব সময়ের জন্য মজুত থাকেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—জনতা ফার্মেসী
বরাকর রোড, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া হোমিও মেডিক্যাল একাডেমী ও হসপিটাল

নূতন বর্ষে ছাত্র ভর্ত্তি চলিতেছে। নিম্নোক্ত ঠিকানায়—যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—
পুরুলিয়া হোমিও প্যাথিক
মেডিক্যাল একাডেমী
মেন রোড পুরুলিয়া
পোঃ—পুরুলিয়া।

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE ডিজেল পাম্পিং সেট ৩"x২½"

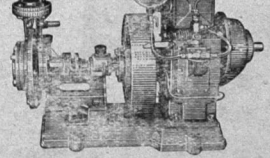

জমি আর ফসল অনুযায়ী
প্রতিদিন ২ থেকে ৪ হেক্টর
(৫ থেকে ১০ একর)
জমিতে সেচ দেওয়া যাবে।
কলিকাতার আলিপুরস্থ জাতীয়
টেস্ট হাউসে পরীক্ষিত।
সরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।



আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল
ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিশন রো
কলিকাতা
দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক— অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

সোমবার, ১৯শে জানুয়ারী '৭০
৫ই মাঘ, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা



লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।
—অনি নিবারণ চন্দ্র

পুরুলিয়ায় খাদ্য মন্ত্রীর যুক্ত বৈঠক

যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতি ব্যাখ্যা ও রূপায়ণ প্রচেষ্টা

পুরুলিয়া জেলার খাদ্য সংকট বিষয়ে উদ্বেগ

গত ১২ই জানুয়ারী বেলা ১০ ঘটিকার সময় স্থানীয় সার্কিট হাউসে খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীসুশীল চন্দ্র রাহের আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও এম-এল-এ গণ এবং বিভাগীয় অফিসারদের এক যুক্ত বৈঠকে এই জেলার খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সফল ও সার্থক করার উদ্দেশ্যে সম্যক আলোচনা হয়। এই বৈঠকে মন্ত্রীমহোদয়ের সাথে ওখা এম-এল-এ সিধিল চন্দ্র মাহাত এম এল-এ; দেবেন্দ্র নাথ মাহাত এম-এল-এ প্রমুখ এবং সি-পি-এম; মাঝি কংগ্রেস ব্লক, লোক সেবক সংঘ; আর এস-এস-পি, এস ইউ সি; কংগ্রেস, সি-এস-পি, এস-এস-পি, ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। এ ছাড়া জেলা শাসক; এস-ডি-আই এস মাসেলাই, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সাব ডিভিসানাল অফিসার প্রমুখেরাও বৈঠকে যোগ দেন।

খাদ্য মন্ত্রীর ভাষণ

খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীসুশীল চন্দ্র রাহ যুক্তফ্রন্টের খাদ্য নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন যে খাদ্য সংগ্রহ পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিঘোষিত নীতি হলেও—একমাত্র অর্থের অভাবেই এই নীতিকে অবিলম্বে কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সেই জন্য ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনের উপর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সার্থক করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আর এই অভিযানের সাফল্যের উপর রাজ্যের খাদ্য সংকট সমাধানের সম্ভাবনা বহুলাংশে নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট ব্যাখ্যা করে খাদ্য মন্ত্রী বলেন যে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকের দৈনিক ১৬ আউন্স (পৌণে) খাদ্য প্রয়োজন

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের শোচনীয় চিত্র উদঘাটিত

পুরুলিয়ায় সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিকের বিশ্লেষণ

সার্কিট হাউসে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ও বিভাগীয় অফিসারদের সহিত যুক্ত বৈঠক

গত ৬ই জানুয়ারী পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে সমবায় ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক স্থানীয় যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ও বিভাগীয় অফিসারদের এক যুক্ত বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের সমস্যাদি পর্য্যালোচনা করেন। আলোচনার সূত্রপাত করে তিনি বলেন যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিঘের করে পুরুলিয়া জেলার ঋণ আদায়ের চিত্র অতীব শোচনীয়। পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের খেলাপী ঋণের পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ টাকা আর গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমাণ কোল মাত্র ১২ হাজার টাকা—অথচ গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ঋণ আদায়ের চিত্র অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি আরও বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় উন্নতি ও প্রসারকল্পে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেখানে ১৪৫ কোটী টাকা মঞ্জুর করেছে—সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই পর্য্যন্ত মাত্র ৬ কোটী টাকা লগ্নী করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে অর্থের অভাবে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্টভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে—সেখানে উক্ত পরিকল্পনা বহির্ভূত এই বিরাট পরিমাণ অর্থ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হলে এই রাজ্যের অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক অগ্রগতির ঘটনো সম্ভব হতে পারতো। কিন্তু খেলাপী ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মঞ্জুরীকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব ত নয়ই; বরং এই পরিস্থিতি দীর্ঘকাল চলতে থাকলে সমবায় আন্দোলন বিঘের করে সমবায় কৃষি ঋণ ব্যবস্থা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হবে।

(শেষাংশ চয় পৃষ্ঠায়)

প্রাক্তন ডি, এম, ও এবং তদন্ত রহস্য

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

দৈনিক বসুমতীর ৬ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। সংবাদটি যাঁরা প্রকাশ করেছেন—তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করেছেন—আমার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এবং এই সংবাদে যে অনেকের কথা বলা হয়েছে—তাও আদৌ সত্য নয়—আমি জানি। সংবাদে কি লেখা হয়েছে—তা জানাই।

সংবাদটি পুরুলিয়া থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন—সংবাদে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বসুমতীর নিজস্ব প্রতিনিধি কে আছেন জানি না। এতদ্ভব মাত্রে মাত্রে সংবাদ পাঠান জানি। তাঁর মতামত যা আমি জানি—তাতে আমার মনে হয় তিনি পাঠান নি। যিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন—তিনি প্রকাশে এই সব কথা বলতে যদি পারেন—আমি তাঁর সাহসকেও প্রশংসা করব।

এর শিরোনামায় লেখা আছে পুরুলিয়ার ডি, এম, ও-বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগ সত্য নয়। সমগ্র লেখাটি এই—গত মে মাসে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের ষ্টোরকীপার পুরুলিয়ার ডি, এম, ও ডাক্তার সি, সি, চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করেন। পুরুলিয়ার তৎকালীন সি, এম, ও এই সেই অভিযোগগুলি সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য পুরুলিয়া থানায় তাইী করলে স্থানীয় হাসপাতাল ও সদরে ফাজল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিভাগীয় কমিশনারের অনুরোধে এস-ডি-আই মাজিষ্ট্রেট এই তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। সম্প্রতি এই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এবং তাতে ডি, এম, ও শ্রীসি, সি, চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয় নি বলে উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই ডাক্তার সি, সি, চ্যাটার্জীকে পুরুলিয়া হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযোগগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার এবং ডাক্তার চ্যাটার্জীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তে কোনো কোনো মহলের যে একটি প্রচ্ছন্ন যড়যন্ত্র ছিল—স্থানীয় জনসাধারণের তাই বিশ্বাস। এই যড়যন্ত্র যাতে আর মাথা চাড়া দিতে না উঠতে পারে এবং পুরুলিয়া হাসপাতালের অব্যাহত দুর্নীতি যাতে চিরতরে বন্ধ হয় তার জন্য জনসাধারণের পক্ষ

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

চুরি-ডাকাতি-খুন

কিছুকাল যাবৎ এই জেলায় চুরি, ডাকাতি ও খুনের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই এই সব অপরাধ মূলক কার্যাবলীর অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণ স্বভাবতই বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রতিক কালের চুরি ডাকাতির ঘটনাগুলি থেকে মনে হয় যে প্রতিবেশী বিভিন্ন রাজ্যে সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্তরত আন্তরাজ্য দুষ্কৃতের দলই হয়ত এইসব অপরাধমূলক কার্যাকলাপে লিপ্ত—নতুন স্থানীয় দুষ্কৃতের যথারীতি ট্রেনিং দেয়ে এখন পাকা চোর ডাকাতে পরিনত হচ্ছে। চুরি বা ডাকাতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাগ্রে গৃহস্থামীর আয়োয়াস্ত্র হরণ করা যাতে করে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আত্মরক্ষার বা প্রতি আক্রমণের কোনও সুযোগ না পায়। তার পর দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে অজস্র নগদ অর্থ লুণ্ঠনকরা। পর পর কতকটি ডাকাতির ঘটনা থেকে এই ধারাই পরিলক্ষিত হয়।

এই সব দুষ্কৃতকারীদের নিপুণভাবে অপরাধ করার ও আত্মগোপন করে থাকার কলা কৌশল যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—অপরাধ দমনের বা অপরাধীদের অনুসন্ধান করে আইনের আওতায় আনার কৃত্তিত্ব আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের ক্ষেত্রে মোটেই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এর কারণ দুটি হতে পারে—হয় তস্করকারী শাসন কর্তৃপক্ষের কার্যোপযোগী যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার অভাব—নয়ত তাঁদের সততা বা আন্তরিকতার অভাব। কারণ অপরাধ অনুষ্ঠিত করার পর সুবীর্ঘকাল পর্যন্ত অপরাধীর কোনও প্রকার খুব কিনারা না হওয়ায় জনসাধারণের মনে এই ধারণা বা অনুমানই স্বাভাবিক। তাছাড়া এমন ঘটনাও কখ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে যে অপরাধের কূল কিনারায় মৃতরক্ষা করার চেষ্টায় তস্করকারী অফিসার অপরাধী "পাঁচকড়ি"র কোনও রহিম মিঞাকে গ্রেপ্তার করছে না দেখে নিরপরাধ "চতুর্ভুজ" ও "তিন কড়ি"কে কার্যকরভাবে বিচারের জন্য হাজির করেন।

আবার সুদক্ষ ও যোগ্য প্রশাসনের ক্ষেত্রে "অপরাধ দমন" অপেক্ষা অপরাধ নিবারণের কৃতিত্বই সমধিক গণ্য হওয়া উচিৎ। এর দ্বারা প্রশাসনের মান ও মর্যাদা উন্নত হয় (যেমন বৃদ্ধি পায় জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে)। তবে অপরাধ নিবারণের জন্য অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিদের সঠিক সন্ধান, তাদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তাদের অপরাধ অনুষ্ঠানের চক্রান্তাদির গোপন সংবাদ পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করার যে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা ব্যবস্থা প্রশাসনের আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের অবিরাম অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন সেই ব্যবস্থায় ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকলে প্রশাসন ব্যবস্থা কখনই তুষ্ট ও উন্নত হতে পারে না।

যাই হোক বর্তমানে এই জেলার অপরাধমূলক কার্যাকলাপ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে—তাতে এর মোকাবিলা করার জন্য কঠোর হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনসাধারণের জীবন, সম্পত্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রশাসন ব্যবস্থার যে ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে সে সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ হতে হবে এবং এই বিষয়ে কোনও প্রকার শৈথিল্য বা গাফিলতীকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

আশা করি অপরাধ নিবারণে পূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শন সম্ভব না হলেও অপরাধ দমনে প্রশাসনের যোগ্যতা ও মর্যাদা রক্ষিত হবে।

অ, চ.

বিবিধ প্রসঙ্গ

গভীর জন্য ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব

বিহারে মধ্যবর্তী গঠনের এক অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কংগ্রেস বিধা বিরুদ্ধ কওয়ার ফলে বিহারের ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস নেতা হাতোগাং রাও এবং নিজলিঙ্গাপন্থী কংগ্রেস নেতা মর্ঘার রচিতত্ত সিং এর মধ্যে মধ্যবর্তী গঠনের ব্যাপারে গুরু-কজ্জলের লড়াই শুরু হয়েছে। উভয় নেতাই নিজের দলে অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্যের আনুগত্যের বড়াই করে রাজ্যপালকে মধ্যবর্তী গঠনের জন্য এগচেটিয়া দাবির অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কোনও কংগ্রেসের সঙ্গেই আর নির্ভেজাল কংগ্রেসী মধ্যবর্তী গঠন সম্ভব নয়—অজয় দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন মধ্যবর্তী গঠন করতেই হবে এবং তাতে সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির সমর্থন অনিবার্য। এই পরিস্থিতিতে বিহারের এই-এক-নি নেতা রামানন্দ তেওয়ারী একক সর্ববৃহৎ দল হিসাবে মধ্যবর্তী গঠনের জন্য তাঁকে আহ্বান জানাবার জন্য রাজ্যপালের কাছে দাবী জানিয়েছেন। এদিকে রাজ্যপাল বিশ্বনাথ কাত্তনগরী মহা ফাঁপরে পড়েছেন—কিন কাকে কোনটির নিছনে দবাবির সংখ্যক বিধান সভার সদস্যের প্রকৃত আস্থাগত আছে তা ঠিক ভাবে নির্ণয় করার কোনও মাপকাঠি খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষজ্ঞ এই জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে তাঁকে রাজ্যপালের গদী ত্যাগ করতে হচ্ছে। সুতরাং বিহার বেলার নূতন কোনও রামেলা বেলয়ার পক্ষপাতী তিনি নন—নির্জিরাকে আর দু-এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে চান। সেইজন্য নয়া দিল্লীর চাপেও রাজ্যপালকে নাকি নড়াবো যাচ্ছে না। সুতরাং বিহারের ভাগ্য মুখাজী এবং তাঁর মধ্যবর্তার ভাগ্যবান নরসুরের হয়ত আগামী ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

গুপ্ত ও ব্যক্ত

বিহারের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যুদ্ধ গংগ্রেসের গুপ্ত মধ্যমজাতে কেন্দ্র করে কংগ্রেসী লড়াই জমে উঠেছে। প্রশাস ময়ী ইন্দিরা গান্ধীর নিজ বাক্যে নিজলিঙ্গাপন্থী চন্দ্রভান গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী গদী আঁকড়ে বসে থাকবেন—এটা একান্তই দুর্ভিসন্ধি। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী গুপ্তমন্ত্রীমন্ডলকে গদীচ্যুত করতে কোমর বেঁধেছেন—আর গুপ্তগুলীর গদী কাজের তাল টুকরো যে কার কত তিন্দ্র আছে তাঁকে গদী থেকে তাড়ায়। এদিকে গুপ্তদীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ইন্দিরাজী এখন গুপ্ত মিথর যুজ্ঞর সাফল্যের জন্য যুক্ত পরেশ অভিযানে বেরিয়েছেন এবং গুপ্ত চালিত মধ্যমন্ডল অনাস্থা সম্পর্কে জেনরালীকে অবহিত করে ঐ "পাপ শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সক্রিয় পন্থা গ্রহণে" উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে গুপ্তদীর দল ও গদী রক্ষার জন্য মধ্যমন্ডল ভেঙে দিয়ে মধ্যমন্ডল সম্প্রসারণ, লোক জেনরো তিনুকিছু সংস্কার কার্য, নক্সাই সমাজন নয়া প্রহরের মঞ্চে সঙ্গে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসীদের খাঁটিকুনি জারবার জন্য আক্রমণাত্মক পাল্টা অভিযান শুরু করেছেন।

জোড়া-বলদের লড়াই

কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় এখন "জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদের" বিশেষ দুর্দিন এসেছে। পার্টিদের মামলা অনুসারে চুহি সম্বিক এখন নিজ নিজ অংশ জাবী করার জোয়াল ও জোড়া বলদকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই কংগ্রেসকে ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দিতে হয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মূল নির্বাচনী প্রতীকদ্বয়ের—কংগ্রেসী নির্বাচনী প্রতীক "জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ" ও আর ভাগ করা চলে না—সুতরাং কোন্ গংগ্রেস আসল আর কে নেকী সেটা নির্দ্ধারণ করে আনতেই যথার্থের সমর্পণ করতে হয়। এক-দিকে ইন্দিরা-কংগ্রেসের হাতে রাষ্ট্রের গদী আর অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্যের সমর্থন আর অন্যদিকে নিজলিঙ্গাপন্থী কংগ্রেস হচ্ছে দলের মূল দ্বিধার যন্ত্রর মন্ত্র বোঝের আদি কংগ্রেস অতিন প্রতীকে ফিরে যেতেছে। তুলনা আসল ও নকল চেনা কঠিক তবে পড়েছে! আবার কতকটি উপনির্বাচন শান্ত হওয়ার মুখা নির্ভর করিবারকে অনস্তিবিলম্বে তাঁর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানান করতে হবে। কারণ উভয় কংগ্রেসই উপনির্বাচনে প্রার্থী দিবে কংগ্রেসী নির্বাচনী প্রতীক কোন দাবীদারকে তবেব সে সিদ্ধান্ত তাঁকেই করতে হবে। বেচারা জোড়া বলদকে এই অগ্নিপরীক্ষায় শান্তিতে উত্তীর্ণ হতে দেবে না!

—০—

পুরুলিয়ায় বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী

এই মেলা উপলক্ষ্যে যে স্মরণী (Souvenir) প্রকাশিত হচ্ছে তাতে রচনা (পুরুলিয়া জেলা কেন্দ্রিক) পাঠাবার শেষ তারিখ ২৬। ১৭০ এবং বিজ্ঞাপন দেবার শেষ তারিখ ২২।১৭০।

পত্রিকার স্থান অনুযায়ী পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের হার - ২০০৲, ২৫০৲, ১৭৫৲ টাকা।

বিশেষ বিবরণের জন্য সম্পাদক, মেলা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। (ফোন নং ২৩৩ অথবা ১৫২)

বিশ্ব সংবাদ

বৃটেনের সহিত ভর্তাদের যড়-যন্ত্রের অভিযোগ ঃ

ভর্তানের রাজা হুসেন বর্তমানে লণ্ডনে বেসরকারী সফর করছেন। জানা গেছে তিনি নাকি আরব গোষ্ঠি থেকে বেরিয়ে এসে ইস্রায়েলের সঙ্গে একতরফাভাবে শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য অভিমায়ীয় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং ভর্তানে অসদরবহার বৃদ্ধির জন্যও নাকি বৃটেনের কাছে আবেদন-পেশ করেছেন। মধ্য প্রাচ্যে আরবের সম্মান হানি করার জন্যই ভর্তান বৃটেন এবং আমেরিকার সঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত হয়েছেন বলে মিশর থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে, রাজা হুসেনের এই সফর সেই অভিযোগটিকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে।

বায়াফ্রার আত্মসমর্পণ ঃ—

নাইজেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে তিন মাস যুদ্ধ চালাবার পর বায়াফ্রা সরকার ১২ই জানুয়ারী তারিখে আত্মসমর্পণ করেছে। বায়াফ্রার অস্থায়ী প্রশাসক মেজর জেনারেল এফিয়েক বলেন যে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার প্রস্তাবের সর্ত অনুযায়ী শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্যে বিচার-পতি স্যার মুই বেনেকোর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যে কোন স্থানে লাগোস সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। বায়াফ্রান নেতা ওডুমেজু ওজুকু কয়েকজন আফ্রিকান নেতার সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি ও সম্মান-জনক শান্তিচুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য গেছেন। জানা গেছে যে বিচ্ছিন্ন বায়াফ্রাতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করায় সেখানকার প্রকাশ্যক অধিবাসী বস্তুতঃ অনশনে রয়েছেন বিশিষ্ট দেবা প্রতিষ্ঠান কেলাই রিলিফ একটি তার বার্তায় কানাডার সরকার-কে অবিলম্বে নাইজেরীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বায়াফ্রায় খাদ্য সরবরাহ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসন গত ১৩ জানুয়ারী তারিখে নাইজেরিয়ান নেতা মেজর জেনারেল ইয়াকুবু গোওয়ানকে তাঁর বিজয়ী সৈন্যদল কর্তৃক ব্যাপক বাড়াফ্রান হত্যা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে নির্বাচনী প্রস্তুতি ঃ—

পাকিস্তানে অক্টোবর মাসে জাতীয় পরিষদে নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে নির্বাচনী আঁতাত চলছে। পিপলস পার্টির নেতা মিঃ ভুট্টো ঘোষণা করেন যে তাঁর দল সম্ভবতঃ মোলানা ভাসানীর নিকটপন্থী আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করবে। পাকিস্তান টাইমসের এক সংবাদে জানা গেছে যে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের মধ্যে আঁতাতের সম্ভাবনা আছে। মওলেগী জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা খাঁ আবদুল ওয়ালী খাঁন বলেন দলের নেতা মুজিবর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুদলের মধ্যে সহযোগিতার কথা বলেছেন।

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

বাড়ী বিক্রয়

বরাভূম (বলরামপুর) রেলওয়ে ষ্টেশন রোডে অবস্থিত মন্দিরের নিকট যাহা পূর্ব্বে জমিদারী কোম্পানীর কাছারী ছিল—তাহা বিক্রয় করা হইবে। পাকা কম্পাউণ্ড বড় চাবাল বাঁধান পাকা কুয়া, পাকা পায়খানা ২টি বাবুকক্ষ ও তদসহ জায়গা আছে। মোট ১৪ কাঠা জায়গা আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

শ্রীব্যোমকেশ রায়
হাবিলপুর
পোঃ জেলা—মেদিনীপুর

Wanted

One temporary graduate teacher and one temporary Hons. graduate in English on a Sectional Vacancy for Kashidih C. R. C. G. Vidyapith P O. Kashidih, Dist. Purulia. Apply on or before 26th January 1970.

Secretary

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং ঐক্যবোধ সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা

অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য ভারতীয় আইন সংশোধিত

যে সমস্ত কার্যকলাপ ধর্মসম্পর্কিত সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করতে বা অসন্তোষ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে অথবা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, জাতিগোষ্ঠি ও ভাষাভাষীর মধ্যে বৈরী ও বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টির করে অথবা স্থান, জন্ম বা বাসস্থান সম্পর্কিত কারণে বিভিন্ন জাতি বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভিতর শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব উদ্রেক করে, সেরূপ যে-কোনো কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করছেন। বর্তমানে এই সমস্ত অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশোধিত ১৫৩ ক ধারার আওতায় পড়ে। উপরন্তু, ঐ একই আইনে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রবণতা থাকে বলে ধর্মাচরণের স্থানকে সভাস্থানের স্থানকে ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য করা হয়েছে, এবং সেজন্য তা বর্ধিত শাস্তির যোগ্য। সংযোজিত একটি নতুন উপধারায় বলা হয়েছে যে, অশান্তি বিদ্বেষ বা ঘৃণা জাগিয়ে তোলার জন্য গুরুত্ব-সৃষ্টি বা আত্মরক্ষনক-সংবাদ তথা মন্তব্যাদি পরিবেশন করাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং দণ্ডবিধানের স্থানে অনুরূপ ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০২ ধারায় বর্ণিত শাস্তির যোগ্য অপরাধরূপেই পরিগণিত হবে। এগুলি বাদে ফৌজদারী কার্যবিধির ২ নং তপশীলের যথাবিহিত সংশোধন করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ক ও ৫০২ ধারার এই অপরাধ জামিনের অযোগ্য ও আদালতগ্রাহ্য অপরাধ হিসেবে বিবিবদ্ধ হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ধারা সংশোধনের মাধ্যমে জেলাশাসক/ডেপুটি কমিশনারের উপর এই সব অপরাধ সম্পর্কে মামলা রুযুর করার উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনও অনুরূপভাবে সংশোধিত হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-ক ও ৫০২ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দোষীসাব্যস্ত হলে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারার (১) উপধারা বর্ণিত মতে তাকে জনপ্রতিনিধিত্বের পক্ষে অযোগ্যতা বলে গণ্য করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বা ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে পারে বা সাম্প্রদায়িক প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরকম ধরণের আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, ভিত্তিহীন বা প্ররোচনামূলক কোনো সংবাদ বা মন্তব্যাদি মুদ্রণ বা প্রকাশন অনধিক দু'মাসের জন্য নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ১৯৬৯ সালের ফৌজদারী ও নির্বাচনবিধি (সংশোধন) আইনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে পাওয়া আবেদনাদি বিবেচনা করার সময় সরকারের পরামর্শ-গ্রহণের সুবিধার্থে একটি 'সংবাদপত্র পরামর্শদাতা সমিতি' স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পশ্চিম বাংলার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে প্রচারের যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে—তাতে সারা বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত হচ্ছেন—এই বুঝি যুক্তফ্রন্ট শেষ হয়ে গেল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকার জন্য এবং বিরোধ মীমাংসার চেষ্টায় ঘনিষ্ঠভাবে থাকার জন্যে আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার ভাল ক'রে জানার ফলে, আমরা একথা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারি যে,—আভ্যন্তরীণ ভালোমতোই কিছু গোলযোগ হয়েছে একথা সত্য হলেও যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গছে না।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

গোলযোগগুলি কী ধরণের হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে—এ বিষয়ে ফ্রন্টের শরিক হিসাবে যতটুকু বলা যেতে পারে—তা বলবার আমি চেষ্টা করলেও, সে কথা বলবার পূর্ব্বে এ কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব যে, বিরোধ বা মতভেদ সমূহ যা কিছু ঘটছে—সেগুলিকে ঐ সংবাদপত্রগুলি এমনভাবে লোকের সামনে তুলে ধরছে এবং বিষয়গুলি এমন ব্যাপার রঙ দিয়ে ফলিয়ে তুলছে যে, বাইরের মানুষের মনেও যেমন তা সংশোধনের অতীত ব'লে মনে হচ্ছে—তেমনি ফ্রন্টের ভেতরের দলগুলির মধ্যেও সেই ভিন্নিষে তীব্র ভাবে প্রতিক্রিয়া এবং সন্দেহের প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছে। এইভাবে তখন সন্ধি অঙ্কের তুলোর ফাঁকটা দিয়ে মিয়ানিয়ার পাকিয়ে তোলার কাজে অজ্ঞাতভাবে যুক্ত হয়েছেন—সেই সংবাদপত্রগুলি যারা ক্ষমতা বিচ্যুত প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের কাজে যোগান দিতে অভীকারবদ্ধ এবং তৎপর।

ফ্রন্টের প্রতি সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গী চাই

আমার এই কথার প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রশ্ন তুলবেন যে, তোমরা তাদের কাছ থেকে সেটা কি সত্য নয়? সেটা প্রকাশ অসত্যেই কি আমাদের আসবার কাছে? আমাদের উত্তর—আমরা জানি কাছি সেটা সত্য এবং সেটাকে চাকছি না। তাই বলে তার জন্যে নিজে আমরাও যে অন্যোন্য আভ্যন্তরিকতা আরম্ভ করেছেন—তাও সত্যই অসত্যবন্ধনক। ২০ বৎসর ব্যাপী অংগ্রেজী শাসনতন্ত্র অভিশাপের পর অসংখ্য, বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত বাংলার অনগণকে রাঁচবার আশার আলো ক্ষুদ্র যে অভিনব ঐতিহাসিক পরীক্ষা তাকে এই যুক্তফ্রন্ট সম্ভব হয়েছে—তার গঠন-চরিত্র উনলছি ক'রে, তার বিরোধ বিভেদকে যথাসিকটা স্বাভাবিক মনে ক'রে, তার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা তাকে যুক্ত থাকবার অনুকূলে আন্তরিক সহানুভূতি দেওয়াই এই সংবাদপত্রগুলির উচিত ছিল। রাজনৈতিক জীবনে অপ্রাপ্তির সম্পন্ন প্রাপ্তিহীন দলগুলিরও যেখানে নিজেদের ঐক্য এবং সত্তার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা যেমন হয় নি—তেমনি বাংলার জনজীবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে সব দিক থেকে খাঁড়ে তুলতে—শক্তিশালী করতে ঐ সংবাদপত্রগুলিরও আজ যে প্রগতিশীলের ভূমিকা গ্রহণ করার দরকার ছিল—তা তাঁরা করতে পারেন নি। একথা মনে রেখেই এই সংবাদপত্রগুলির ভ্রান্ত-বিভ্রমনা বিস্তৃত ক'রেই আজ যুক্তফ্রন্টের বিরোধকে সুতুক্তে হবে এবং তার বিরোধকে ঘোটারও পথে আন্তরিক চেষ্টা দিতে হবে—আমাদের সমস্তকে লক্ষ্য থেকেই।

নিজেদের মধ্যে এঁরা যখন মেলেন—বিরোধের চিহ্ন নেই

যুক্তফ্রন্টের দলগুলির এবং তার নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক যোগাযোগের পরিবেশ আজ কী,—সে বিষয়ে দু এক কথা বলি। বিরোধের খবরগুলি দিয়ে ঐ সংবাদপত্রগুলি দেশের মনে এমনভাবে ছবি তুলে ধরছে যে, মনে হবে—ফ্রন্টের ঐ নেতৃবৃন্দ নিজেদের বৈঠকগুলিতে বোধ হয় পরস্পর মুখ ফিরিয়ে কোনোমতে আলোচনা শেষ করেন। আসল প্রতি মুহূর্তে ফ্রন্টের বৈঠক হচ্ছে—সেখানে যখন নেতৃবৃন্দ মিলিত হন—তখন বুঝতে কেউ পারবেন না যে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটছে। স্বাভাবিক কথাবার্তা হাস্য পরিহাস, কথাবার্তায় পরস্পরের প্রতি সাদর বার্তা বিনিময় চলছে। সেখান সন্ধ্যার বৈঠকে কেউ বুঝতে পারবেন না যে দেখিনাই সকালের সংবাদপত্রে এঁদের মধ্যে কোনো তীব্র কথা বিনিময় ঘটছে।

এই বিরোধের আভ্যন্তরীণ রূপ কী—

এই বিরোধের সত্যকার রূপ কী এবং কেন হচ্ছে এবং এর প্রতিকারপন্থা কী—এ বিষয়ে দুই এক কথা এখন বলি। যুক্তফ্রন্ট খাতুক,

০ যুক্তফ্রন্টের সমস্যা

-এর ৩২ দফা কর্মসূচিকে রূপায়িত করে এবং নিজেদের ভেতর ফ্রন্টগনিত ঐক্যও বজায় থাক—এই ইচ্ছে শরিক দলগুলির সকলের মধ্যে থাকলেও,—নিজ নিজ দলগুলির প্রসার চিন্তা এবং বহু ক্ষেত্রে বিদগ্ধণ দ্রুততার সঙ্গে দল বাড়াবার লক্ষ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতা এবং এই উদ্দেশ্যে দলের নিম্নস্তরগুলিকে সংগঠন বা প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয়দান এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে কিছু অবাঞ্ছিত বাক্তিকে দলে স্থান দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি সমন্বয়ে জ্ঞান সম্প্রসারণ প্রভৃতির কারণে এই বিরোধ জন্মলাভ করেছে। এই সব প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দলগত, ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা, সম্মানের প্রশ্ন প্রভৃতির কারণে আত্মকলহ, তার থেকে বিভ্রান্তি, সংঘাত ও পারস্পরিক ঘোরাঘোর প্রভৃতির উদ্ভব ঘটছে।

এই বিভ্রান্তিতে যে সবদিক যোগান দিচ্ছে

এই সমস্ত দুর্ঘটনার ব্যাপারকে আরো বিভ্রান্তিজনক এবং জটিলতাপূর্ণ ক'রে তোলার জন্য, যোগান দিয়েছে—(ক) সংবাদ শত্রু, (খ) তাদেরই বিভিন্ন দুরভার বাহ্যনৈতিক গজিধারা এবং (গ) নিজেদের নেতৃত্বের ত্রুটি। প্রথম দুটির কথার আলাদের কাজ নেই। তৃতীয়টি আমাদের ভাকে এবং আমাদের সাধ্যের। আমরা আশা করছি—বিবিধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা কমে এলে ফ্রন্ট-নেতৃত্ব সুযমন্ত্র অনুসরণ করবে। আমাদের গভীর ধারণা এই যে, দীর্ঘকাল বঞ্চিত, নিরন্ন রাজনৈতিক জীবনের পর দলগুলি ক্ষমতা এবং মুক্তির আনন্দ আতিশয্যে নিজেদের প্রসারের জন্য যে ব্যাপ্রতার ইতিহাস রচনা করেছেন—তা যে সর্বতিক্ত হয় নি এবং দলের প্রসার এবং বৈপ্লবিক কর্মধারার জন্য নিজের এবং উপরের দলীয় স্তরগুলিকে যে আহ্বান রক্ষা করছে, সংগঠন এবং শৃঙ্খলায় শক্তিসম্পন্ন করা হয়েছে—এটা ক্রমশঃ সকলে উপলব্ধি করছেন। এবং আরো করবেন।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

আমাদের ধারণা,—সকলেই ক্রমশঃ পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ঐ ভাবে চললে যে দলীয় প্রসারের জন্য এই সব চেষ্টা—সেই দলীয় প্রসার এবং স্বয়ং দলই তাতে নিশ্চয় হবে, এবং ফ্রন্ট বাঁচাতে চাইলে—এক জন ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না—ছিলে ফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে। যখন এই মানসিক বাস্তবায়নের উদ্যম ধীরে ধীরে হচ্ছে—তখন নানা বিভ্রান্তির মধ্যে সৃষ্ট এই মনোমালিন্যকে দূর ক'রে সম্ভার ফিরিয়ে আনতে পারলে, ঐ মানসিক বাস্তবায়ন শক্তিশালী হবে এবং বিরোধের মূলের সঙ্গে জড়িত নীতির প্রশ্ন এবং কর্মধারার কথা থেকে উদ্ভব সমস্যাগুলির সমাধান সহজ ও সম্ভব হবে। এই হচ্ছে সমস্যার ইতিবাচক দিক।

ফ্রন্ট যখন ভাঙবে না—এটা নিশ্চিত এবং ৩২ দফা কর্মসূচি যখন রূপায়িত করতেই হবে, তখন আভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণগুলি দূর না করলে ফ্রন্ট যা শাসনের থাকাটা দায় হবে—অসংগত ভঙ্গ লক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল পালিশ হবে না—তা পরিণামে পরিণত হবে। দেশজ আন্তরিক লোক দেবক সংঘের দৃঢ় অভিমত এই যে, ফ্রন্টে যদি থাকতে হয় তবে ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সত্তাসাপূর্ণ মনোভাব ও দৃঢ়তা রাখতেই হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়—তবে শীঘ্র মধ্যেই ফ্রন্ট ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। এই হল সমস্যার নেতিবাচক দিক। সুতরাং শেষ চেষ্টা করে দেখে নিতে হবে যে, অবস্থা এ রোগ দুরাবোগ্য পর্য্যায়েই এসেছে কি না।

শান্তি প্রচেষ্টা কি ভাবে দানা বেঁধে উঠছে

এই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই প্রশ্নের তাগিদেই আমরা কোক সেবক সংঘ যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের জন্য আন্তরিক চেষ্টায় অগ্রসর হয়েছি। লোক সেবক সংঘ এবং আর, এস, পির মিলিত চেষ্টাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে শান্তি প্রচেষ্টার উদ্যোগ এবং এক সর্বদলীয় ফ্রন্ট গড়িয়ে তোলার এবং ফ্রন্টের শান্তি প্রচেষ্টার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। ফ্রন্টের মধ্যে এই প্রচেষ্টারও যোগীর নেতৃত্ব রিচ্ছে—আমাদের সংঘের দ্বিবিভূতি ভূষণ ভাদগুপ্ত এবং আর, এস, পির শ্রীমাখন পাল। এই প্রচেষ্টার ফল ধীরে ধীরে অগ্রসৃত

ও আপোষ চেষ্টা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার পরিণতিতে একটি অযুক্তল ক্ষেত্র প্রস্তুতির ভূমিকায় ১৯ই জানুয়ারী মতভেদ মীমাংসার বৈঠক বসে। শান্তি প্রচেষ্টার এ একটি বড় পদক্ষেপ ছিল। যুক্তফ্রন্টের এই বৈঠকের প্রাক্কালে শরিকী সম্পর্কের মধ্যে নতুন একটা বিষ এসে ঢুকে ছিল বলে মনে হয়। ১৯ই জানুয়ারের বৈঠক এক অভিনব বিরুদ্ধ পরিভূমিকায় বসে। তা সত্ত্বেও বিরোধ মীমাংসার অগ্রগতি কোন অবাধাত আছে তাও বলছি।

আপোষ বৈঠকের প্রাক্কালেও সহসা নূতন বিরোধ কেন

আপোষ বৈঠকের প্রতি সকলের আগ্রহ সত্ত্বেও, ঠিক তার প্রাক্কালে, শরিকী আক্রমণ কেন ঘটল—যার সংবাদ সংবাদ পত্রে বৃহৎ ভরকে প্রকাশিত হল—এই প্রশ্ন অগণিত মানুষের মনে দেখা দিয়েছে এবং উদ্বেগে তাঁদের মন পূর্ণ করেছে। তাঁদের মনে হয়েছে—তাহলে কি শান্তির পর্বের আড়ালে বিরোধটাই আরো বাড়ছে? কিন্তু তা নয়। কারণে, অবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে যে ব্যাপারটা আগেই ছাড়া হয়েছিল—সেগুলির পরিণতি জগতেই ঐ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। যদিও এই সব কলহের মধ্যে নীতির প্রশ্ন সত্তাকার উদ্বেগ প্রকৃতি আছে—তবু এখন যে অবস্থাটা মূলতঃ প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে—সম্মানের প্রশ্ন। সংবাদপত্রগুলির সক্রিয় অবদানে অবশ্য এখানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, অনেকে ভাবছেন এইবার আমি কিছু না করলে অগণিত সংবাদ পত্র পাঠকের চোখে আমি এই সংগ্রামে পরাজিত হয়ে যাবো।

সবচেয়ে বড় কথা আজ এই সম্মানের প্রশ্নকে সমগ্র বিষয় থেকে সরিয়ে শান্ত পরিবেশে পরিস্থিতির আসল রূপকে এবং নীতিগত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ব্যাপারগুলিকে সমাজতন্ত্রে উপলব্ধি করতে হবে।

১৯ই জানুয়ারীর বৈঠক : দু ভাগ হোল কেন

সংবাদ পত্রে সকলেই দেখেছেন—১৯ই জানুয়ারী ফ্রন্টের বৈঠক দু ভাগে ভাগ হয়ে দেখা দেয়। বেতুরগাঁর এক দল কোন দেবক সংঘের অফিসে সমবেত হন—আর এক অংশ সি, পি, আই অফিসে। উভয় জায়গায় সমবেত নেতৃবৃন্দ করেছেন—ভুল বোঝাবোঝির ফলে এই অবস্থা ঘটছে। সাংবাদপত্রেরা গবেষণা করেছেন এবং, এটা সাংঘাতিক কিছু পরিণতি জনিত এই ভুল বোঝাবুঝি ঘটছে। সাংঘাতিক কিছু নয়। এর আসল তথ্য এই।

১৯ই জানুয়ারী বৈঠক হবে—১৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় ফ্রন্টের আহ্বায়ক আমাদের জানান যে, বিশেষ কারণে কয়েকটি দল প্রস্তাব করছেন—মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকটা আপনাদের অফিসে হ'লেই ভাল হয়। আমরা রাজী হ'লে তাই করা হবে তাঁদের ইচ্ছে। পরিবর্তনের বিশেষ কারণ এই যে, ১৯ই বৈঠকের জন্য সবচে একটা ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে—এই বৈঠক সি, পি, আই অফিসে হবে লোকে ভাবে, সেখানে অন্যান্য জীড় হ'বে যাবার সম্ভাবনা—জীড় হলেই হট্টগোল উদ্ভেজনা ঘটার সম্ভাবনা—সেজন্য বৈঠকের আগ্রহ টা বহুল কমে যেতে পারে বলে আমরা মনে করি—আর সংঘের অফিস যে জন্যান্য তা অনেকেরই অনেক নিবিরিদি। সেই কারণেই পরিবর্তন হলে ভাল। আমরা রাজী হলাম। কম সময়ের মধ্যে সমস্ত পার্টি সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগে দেরী হয়—কেউ কেউ সব ঠিক তুলতে খবর পাব।

এত কম সময়ের মধ্যে এইজন্যে স্থান পরিবর্তন হওয়ায় এবং এই সিদ্ধান্তের পূর্বে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করায় কয়েকজনে বিক্ষুব্ধ হন—এবং বলেন যে, এইজন্য পরিবর্তন টি হয় নি—আর প্রয়োজনও নেই—যেখানে বৈঠক হবার কথা আগে থেকে ঠিক আছে—সেখানেই হোক—সেখ সেই সব চলুন।" স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়েই পরামর্শ করা হয় যে, কোনো শরিক দল রাজী না হলে কলহেরও স্থান পরিবর্তন করবেন না। কয়েকটি দল স্থান পরিবর্তন পছন্দ করেন নি—আগের নির্দ্ধারিত জায়গাতেই হোক বলে সংবাদ পরিবেশনকারীদের বলেছেন। কিন্তু সে খবর কলহেরও সময়ে পান নি এবং সেই মতো সকলকে আবার সংবাদ দেওয়া হয় নি, ফলে এই বিভক্ত ফ্রন্টবৈঠকের পরিস্থিতি ঘটে।

দু'জায়গায় বৈঠকে সমবেত সদস্যেরা সকলের আসার অপেক্ষা ক'রে পরে জানতে পারেন—কেন সকলের আসায় বিলম্ব হচ্ছে। পরে ফোনে আমরা যোগাযোগ করি। উভয় জায়গাতেই এই অভিমত ব্যক্ত হয় যে, এখন আর এক দেরীতে সকলে একত্র হ'লে কী কার্যারম্ভ হবে? সবশা এইজন্যে বৈঠক পরিবর্তনের সমীচীনতার প্রশ্নও এই সিদ্ধান্তকে যাচিকটা প্রভাবিত করিছিল—উভয় ক্ষেত্রেই। এবং ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার সর্বত্র সব সময় ঘটে থাকে। এর মধ্যে সাংঘাতিক বিরোধের সন্ধান করার কিছু নেই। আপোষ বৈঠকের প্রাক্কালে এই ঘটনাগুলি ঘটে থাকলেও, যোগাযোগ মেটানর আগ্রহ সত্তাই আরো সক্রীয় হয়েছে।

ক্যাবিনেটে ঐক্যের যে দৃষ্টান্ত দেখা গেল

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১২ই জানুয়ারীর ক্যাবিনেট বৈঠক। ফ্রন্টের বিরোধীরা আগ্রহভরে আশা করছিলেন যে, রাজ্যপালের ভাষণে কি বলা হবে—এই নিয়ে ফ্রন্ট ক্যাবিনেটে ঐ ব্যাপক হবে না এবং এর কারণে একটা সংকট দাঁড়াবে। কিন্তু সংকট এলো না—১২ই তারিখের ঐ সব ঘটনা ঘটার পটভূমিকা থাকা সত্তেও, ১২ই দেখা গেল ক্যাবিনেট রাজ্যপালের ভাষণ কী ভাবে দেবে বিষয়ে সমস্ত দলের নেতৃবর্গের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বিরোধীকৃণকে নিরাশ করেছে এবং সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন।

আমাদের সামনে যে কাজের আহ্বান রয়েছে

সম্প্রতি বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের যে সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হচ্ছে—যুক্তফ্রন্টের ঘরোয়া কলহে তাদের ভূমিকা দেখলে লোক না কোন—তাতই প্রতিফুল আবহাওয়ার মধ্যেই আমাদের ফ্রন্টের স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্য সকলকে অন্তরজারে গভীরভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। কারণ ফ্রন্ট না ভাঙলেও, আপোষের মনোভাবে আমরা সবাই ভাঙাভাঙি চ'লেও, বিরোধের ব্যাপারগুলি, বিরোধের কারণগুলি, নীতিগত প্রশ্নগুলি, সমূখীন চ'য়ে ফ্রন্টের ঐক্য, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ফ্রন্টের সুদৃঢ় সাংগঠনিক রূপ আরো নিষ্ঠাযোগ্য জন্য তাড় তুলতে হবে এবং তার ভেতর দিয়ে কমলদের প্রতি অশ্রদ্ধা-অবিশ্বাস ও ঘৃণা কর্মসূচীর ক্রত এবং সার্থক রূপায়ণের শক্তি অর্জনের মধ্যে সাধারণ মানুষকে আজ ঐক্যের সমস্ত নিশ্বাস ফেলার সুযোগ দিতে হবে। ফ্রন্টে 'ফ্রন্ট থেকে এই সব লক্ষ্য আমরা যে সমস্ত বিনি বিমান ও প্রতিকূলি আমাদের মধ্যে গড়ে তুলছি—তাকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলতে যে সমস্তাপূর্ণ বোঝাপড়া, ঐক্যবোধ এবং সাংগঠনিক বিশ্বাসের পরিবেশ এবং কর্ম বন্ধনের যে বিস্তার ও দৃঢ় গড়ে তোলা চাই—তার জন্য আমাদের সকলকে গভীর ঐক্যভিত্তিতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সক্রিয় চেষ্টা ও সংগঠনায় কাজ করে যেতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি—এই চেষ্টার কাজ অগ্রসর হবে এবং আশা করি ফ্রন্টের সংকট কেটে যাবে।

আমাদের সংঘ যে ভূমিকা নিয়েছে

আমরা আগেই বলি, এই লক্ষ্যে লোক সেবক সংঘের সক্রিয়তাপূর্ণ নিরপেক্ষ চেষ্টা শান্তির বাংলার আবৃত হয়েছে। সকল প্রতিকূল অবস্থায় দৃঢ়তা নিয়ে সংঘের সকল শরিক কর্মের প্রতি সংঘের সৌহার্দ্যের মনোভাব, বিবৃতি দানে সংঘের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, প্রচার সংক্রান্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন দাবির এবং মন্ত্রীসভার, ঐক্যের পরিবেশ সম্ভার কাজে সংঘের বিরামহীন দুর্নিবার এই চেষ্টা সংঘকে সকলের আস্থাই করেছে—সংঘ ফ্রন্টের মধ্যে তার এই ব্রত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে যাবে—পরিশেষে এই অঙ্গীকার জানাই।

বিজ্ঞপ্তি

মুক্তির গত সংখ্যায় এই জেলার এল-এম-ই ও ট্রেড এ্যাপ্রেন্টিসের যোগ্যতা সম্পর্ক যুবকদের চাকুরীর সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—সেই সম্পর্কে **প্রয়োজনীয় ইন্টারভিউ আগামী ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার বেলা ১০টার** সময় থেকে **হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে** সুরু হবে। সুতরাং প্রার্থীদের সেই সময়ে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের হবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

—মুক্তি সম্পাদক

প্রাক্তন ডি. এম, ও এবং তদন্ত রহস্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর হইতে)

থেকে শক্তিস্বরূপের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্যের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পুরুলিয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা গেল।

বক্তব্যটার সংবাদটি এই। এর সমস্ত কথাগুলি কেন জমায়েত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাই বলি। প্রথমতঃ তথাকথিত উক্ত ডি, এম, ওর বিরুদ্ধে যে বহুবিধ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে—তার মূল অভিযোগকারিদের এ পর্যন্ত কোনো তদন্ত হয় নি। ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টসের তদন্তে ডি-এম-ওর হাতে জন্ম বহু মূল্যের ঔষধ সরের হিসাব পাওয়া যায় নি বলে অভিযোগ হয়। খাতায় অংকের রেকর্ড, বহু আনবাধপত্রের অস্তিত্বও দেখা যায়—সে সমস্তের কৈফিয়ৎ দিতে একমাত্র ডি.এম, ও দায়ী। এ সমস্ত বিষয় মুক্তিতে প্রকাশিত হয়।

হাসপাতালের ষ্টোরে এমন বহু ওষুধ পাওয়া যায়—যে সমস্ত ওষুধ পূর্ব্বেই খরচের হিসাবে জালিকাভুক্ত। এদের ওষুধ সরের শিশি, এসিউল প্রভৃতি ভাঙবার কার্য্যে রত অবস্থায় ডি-এম-ওকে দেখা যাচ্ছে বলেও জন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে অভিযোগ আছে। এর মাত্র এই অংশটুকুর জন্যই তদন্তের ভার টাউন থানার একজন এস, আই-এর ওপর দেওয়া হয়। তিনি সুদীর্ঘ কয়েক মাস পরে তদন্তের পর যে রিপোর্ট দেন—তার ভিত্তিতে ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেছেন এবং বিশ্বস্তসূত্রে যার কথা জানলাম তা এই। তিনি বলেছেন—যা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে—তাতে মূলতঃ ষ্টোরকিপারই দায়ী বলে মনে হয়। এবং এ সবের জন্য ডি-এম-ও নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত নন। সুতরাং উক্ত ডি, এম, ও সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত একথা যেমন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তেমনি ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তে তিনি সম্পূর্ণ দোষ মুক্ত একথা বলাও বাহুল্য সমীচীন নয়।

ডি, এম, ও ঐ নিন্দার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী আছেন। একজন ডাক্তার, দুজন ষ্টোর কীপার, একজন ডি, ডি, এ। তথা প্রমাণের মূল ভিত্তিকে কোন ক্রমেই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। বক্তব্য সত্যের পুনিশ এস-আইএর রিপোর্টে অভিযোগ প্রমাণের ইঙ্গিত না থাকায় আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি। তাছাড়া ঐ বিবরণীর বহু ওষুধ যা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে—সেগুলির বিষয়ে হিসাবের খাতায় কি ব্যাপার; কার হেপাজতে আছে এগুলিও তদন্তের মধ্যে আনা দরকার। তবেই উপযুক্ত তদন্ত হবে। উপযুক্ত তদন্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া, ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস্ যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন—যা ভিত্তি করে আরো ব্যাপক এবং সুগভীরভাবে তদন্ত ও যা হওয়া—তা না করে ষ্টোরকীপারকে অভিযুক্ত করলে ঐ বিষয়ে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অবিচার ঘটে যেতে পারে। সেজন্য আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছি যে, যে পুলিশ এস, আই তদন্ত করেছেন—তার তদন্তের ব্যাপারটাও ঐ বিষয়টির উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করে অনুরোধ করি।

বহুমতীর ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে—নিন্দেহী ডি, এম, ওকে সরাবার জন্য প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল—তার বিষয়ে তদন্তের আগেই তাঁকে সরানো হয়েছিল এবং এই ব্যাপারের জন্য চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সরবে বিক্ষোভ চাঞ্চল্য প্রভৃতি হয়। এই তিনটি দাবীই সম্পূর্ণ অসত্য। ডি-এম-ওকে সরাবার জন্য কোনো প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র হয় নি। তাঁকে সরাবার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—এবং কেন নিয়েছি—তা প্রকাশেই আমরা একাধিকবার বলেছি। দ্বিতীয় কথা, বহু দিন ধরে আমরা উক্ত ডি, এম, ও বিষয়ে বহু অভিযোগ শুনছিলাম। তাঁর কতকগুলি অবাঞ্ছিত কার্য্যধারার পরিষ্কার প্রমাণ এবং ঐ উদ্দেশ্য কতকগুলি বিশেষজ্ঞানীয় ব্যক্তি ও একটি সাময়িকপত্রের সঙ্গে তাঁর প্রচ্ছন্ন যোগাযোগের ব্যাপার আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সেজন্য আমরা তাঁকে পুরুলিয়া থেকে বদলী করে দেবার জন্য অনুরোধ করতে স্থির করি। এবং বলা কওয়া করি। তদন্তের জন্য ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস আসেন এবং গুরুতর ব্যাপারসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। আমরা স্বাভাবিকই এ বিষয়ে আরো ব্যাপক এবং নিশ্চিন্ত তদন্তের জন্য অনুরোধ করি যে ষ্টোর ও জরাবের প্রমাণিত হওয়ার পরই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এবং একথাও বলি যে, এই পরিস্থিতিতে ডি, এম, ওকে পুরুলিয়ায় না রাখাই উচিত। তাছাড়া, উনি থাকলে উপযুক্ত তদন্তে বাধা পড়বে—রেকর্ড পত্র গোপনান হবার সম্ভাবনা থাকবে। ডি, এম, ও সম্পর্কে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটা সত্ত্বেও তাঁকে পুরুলিয়ায় রাখবার এবং তাঁকে নির্দ্দোষ বলে প্রমাণ করার একটা অত্যন্ত অশোভন রকমের কিছু ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। আমি জানি—তাঁদের নিজেই সরবে তীব্র জনমত দেখা দেয়—ডি, এম, ওকে সরাবার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত ঐ গুটিকতক ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য সকলের সমর্থন পেয়েছে বলেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম।

যদিও ডি, এম, ও কার্য্যকলাপের অমনীতিকতা সম্পর্কে বিধানসভায় তথ্যাদি আমাদের কাছেই আছে—তবুও আমরা মনে করি আরো ভালভাবে তদন্তের পরই এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ধারণা করা উচিত হবে। সেজন্য আমি দিন কয়েক পূর্ব্বেই তার সম্পর্কে স্পেশাল অডিট ব্যবস্থা করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি। তদন্তের পর যদি দেখা যায়—তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—তাহলে এই মুক্তির পাতায় ক্ষমা ভিক্ষা করব—এবং আনন্দিত হবো যে, একজন প্রকৃত সমাজিক ব্যক্তি অপরাধী নন। কিন্তু উপযুক্ত তদন্তের পূর্ব্বে তাঁকে নিরপরাধ বলতে আমি সক্ষম নই। মুক্তফ্রন্টের কেউ যদি এই কথাকে মুক্ত আছেন—তাঁদের আমি ৩২ দফা কর্ম্মসূচীর কথা স্মরণ করিয়ে বলব যে, দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের পূর্ব্বেই তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করার চেষ্টা ফ্রন্টের কর্মী বিশ্বাসের বাহিরের প্রস্তাব বিচ্যুতি হবে।

ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস ষ্টোরের এই হিসাবের রেকর্ডপত্র দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, সমগ্র ব্যাপারটি রেজারের জন্য "স্পেশাল অডিট" অবশ্যই করতে হবে কারণ একজনের দ্বারা তদন্তে সমগ্র অবস্থার সমাধান হওয়া ১০ ভাগ মাত্রই তদন্ত সম্ভব। স্পেশাল অডিটে কয়েকজন অডিটার মিলে সমগ্র অবস্থার তদন্ত করেন। আগের সি, এম, ও, এইচ ষ্টোর এবং হিসাবের বহু গোলমালের জন্য স্পেশাল অডিট দান এবং বর্ত্তমান সি, এম, ও এইচও ঐ কারণে স্পেশাল অডিট চেয়েছেন।

—০—

বিজ্ঞাপন

ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান।

(হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল)

বর্ত্তমান বৎসরে পঞ্চম শ্রেণীতে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি চলিতেছে। দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ছাত্রাবাসের বায় মাসিক ৪০৲ টাকা মাত্র। উন্মুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

খেলাধুলা ও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। উপযুক্ত শিক্ষকগণ দ্বারা শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। পাশের হার সন্তোষ জনক। ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছুক অভিভাবকগণ সত্বর আবেদন করুন।

ভজহরি মাহাত এম, পি, ১১।১।৭০
সভাপতি
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান
পুরুলিয়া।

Wanted

A Trained Graduate strong in Sanskrit and Mathematics for BORO High School. Pay according to Govt. scales. Apply to Secretary, Boro High School. P. O.+Vill.—Boro within 31st January, 1970.

বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

মাত্র ১০ দিনের জন্য

ষ্টলের রেট—প্রতি বর্গফিট ১০ দিনের জন্য ১৲ হারে বিলি করা হচ্ছে। এতদুপরি ষ্টলের বৈদ্যুতীকরণের জন্য দার্য্য খরচা দেয়। ষ্টলের জন্য ৫০% ভাড়া অগ্রিম দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদক বা ক্ষেত্র তথ্যাধিকারিকের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

স্থানীয় সংবাদ

জালকা গ্রামে দুসাহসিক ডাকাতি

গত ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় সদর পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার জালকা গ্রামে কিশালি রঞ্জন মুখার্জী, এ্যাডভোকেটের গৃহে নরহত্যা সহ দুঃসাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ, ঠিক সন্ধ্যার সময় যখন কালিরঞ্জন বাবু বাহিরে অন্তর গৃহীত থেকে থানের বন্দুকগুলি ঘরে তোলার উদ্যোগ করছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দেই সময় ডাকাতেরা জন নয় ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয় ও কালিরঞ্জন বাবুর প্রাণের তোয়াক্কা না করে সোজা ঘরে ঢুকে পড়ে। দুর্বৃত্তেরা ঘরের তোষাখানা উঠে যেখানে বন্দুক ছিল সর্ব্বপ্রথম সেটা হস্তগত করে এবং তাদের অনুরূপ গরু ও টাকা-কড়ির সন্ধান করে কিছু না পেয়ে কালিরঞ্জন বাবুর স্ত্রীর গায়ের গয়না সমস্ত কেড়ে নেয়।

ইতাবসরে চৈ চৈ হওয়ায় গ্রামের বয়স্কেরা ঘটনাস্থলে এসে পড়ে এবং কালীরঞ্জন বাবু পাশের এক গৃহস্থের বন্দুক নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করেন। অনেক গ্রামবাসী ডাকাতদের ধাওয়ানের জন্য অগ্রসর হলে ডাকাতেরা গুলি ছোঁড়ে ফলে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান এবং কয়েকজন ব্যক্তি আহত হন। ডাকাতেরাও এই অবসরে পলায়ন করে।

এই খুন ও ডাকাতির কিনারার উদ্দেশ্যে পুলিশ কুকুর আনা হয়—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দুর্বৃত্তদের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় নি।

—০—

গড়জয়পুরের রাজবাটীতে চাঞ্চল্যকর চুরি

গড়জয়পুরের রাজবাটীতে এক চাঞ্চল্যকর চুরিতে রাজবাটীর পারিবারিক অলঙ্কারসহ, সোনার বিগ্রহ প্রভৃতি চুরি হয়ে এঁদের প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করে গিয়েছে। সংখ্যায় নয় জনের দুর্বৃত্ত রাজবাটীতে প্রবেশ করে সর্ব্বপ্রথম বন্দুকগুলি হস্তগত করে—তার পর যে যে স্থানে রাজপরিবারের মূল্যবান অলঙ্কারশাড়ি, গ্রামমূহুর্ত, স্বর্ণবিগ্রহ প্রভৃতি বস্তুকি ছিল সেই সব লুণ্ঠন করে; কেবল ভয়ঙ্করে আগলে ঘোড়া সোনার দুর্গা প্রতিমাটি ফেলে যায়। দুর্বৃত্তেরা পালাবার সময় কিছু দূরে বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে যায়।

পুলিশ অনুসন্ধান চলছে এ পর্য্যন্ত তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

—০—

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

জানুয়ারী সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে:

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম, কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও বেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রামপ্রকি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

মুক্তির মূল্য সম্পর্কে

মুক্তির বার্ষিক মূল্য যে ৬৲ ছিল—তাই রইল। তবে মুক্তির আকার এবং আগের আকারের তুলনায় পাতা ও তার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা দাম বাড়াচ্ছি না—তবে তাক খরচ যা আগে আমরা নিচ্ছিলাম না—সেটার জন্য এবারে বার্ষিক ১ টাকা নেওয়া হবে—স্থির হল। মুক্তির খুচরা বিক্রিতে প্রতি সংখ্যা ১৩ পয়সা। ১৩ পয়সা নেবনেবে অসুবিধের ঘটে। বহু ক্রেতা ১২ পয়সা দিয়ে থাকেন। আমরা সেজন্য ১৪ পয়সা করছি। এতে আমাদের খরচ ওঠার দিক থেকে সাহায্য তেমন কিছুই না হলেও, যে লোকসানটা হচ্ছিল তা হবে না। আশা করি দামের এই হেরফেরের জন্য মুক্তির গ্রাহকরা কিছু মনে করবেন না।

—মুক্তি সম্পাদক

মার্টিন বার্ন লিঃ

EMBEE ইলেকট্রিক পাম্পিং সেট

এসি ৪৪০ ভোল্ট, ৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন

(মিনিটে ১৪৪০ পাক) মোটরযুক্ত



এতে ঢের ভালোভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। বোতাম টিপে শুভ্রজ্যে চালানো যায়।

ওয়ারকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।

EMBEE MARTIN BURN

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন

অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভিশন

মার্টিন বার্ন হাউস

১১ মিশন রো

কলিকাতা

Regd. No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

পুরুলিয়ায় খাদ্যমন্ত্রীর যুক্ত বৈঠক

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

এবং সেই হিসাব অনুযায়ে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ১৮ কোটী লোক সংখ্যার জন্য বৎসরে ৭৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন আতপচাল বা চাল প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মোট খাদ্য শস্য উৎপাদনে পরিমাণ কোন বছর ৫৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন এবং এর মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ নানা খাতে অপচয় বাদ দিয়ে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কোন বছর ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার টন, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য শস্য ঘাটতির পরিমাণ কোন বছর ২২ লক্ষ টন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৫ লক্ষ টন চাল ও ১৭ লক্ষ টন গম দাবী করেছেন। কিন্তু খাদ্য মন্ত্রী বলেন যে ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে নিজেরা হাত গুটিয়ে থাকা উচিৎ নয়—সেইজন্য সরকার স্থির করেছেন যে ফসল কাটার পর পশ্চিমবঙ্গের হাটে বাজারে বিক্রয়ের জন্য চাষীরা যে ধান আনেন তার পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টন। সুতরাং এই "লাভার উৎস্রোত" শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ৬ লক্ষ টন সংগ্রহের ব্যবস্থা সরকারীভাবে করা এবং এক মি-আই এর উপর তার সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চাল কলগুলিকে ৩ লক্ষ টন হাজার টন সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে এবং ডি-সি-এলেক্ট ও সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন ও বাকী ১ লক্ষ টন লেভী রুপতিতে সংগৃহীত হবে। তিনি জানান যে এই লেভীর জন্য অর-বিন্যাস প্রথা (Zonal System) নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এবং পুরুলিয়ার ন্যায় অ-লেভ এলাকায় ১০ একরের কম জমির মালিকদের লেভীর আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

পুরুলিয়ার সমস্যা

খাদ্য মন্ত্রী আরও জানান যে পুরুলিয়া জেলার খাদ্য সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্য ৪৫ হাজার টন ধান অর্থাৎ ৩০ হাজার টন চাল ধার্য্য করা হয়েছে এবং এই অভিযানকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে বিশেষ অনুরোধ ও আবেদন জানান। খাদ্য মন্ত্রী স্বীকার করেন যে পুরুলিয়া জেলায় এই বৎসর ব্যাপক ফসল হানী হয়েছে এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৪০ ভাগের বেশী হবে না—সেইজন্য তিনি বিশেষ নির্দ্দেশ দিচ্ছেন যে পুরুলিয়া জেলার সংগৃহীত খাদ্য শস্যের শতকরা ২৫ ভাগ এই জেলার প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে—এবং তাতেও যদি জেলার প্রয়োজন না মেটে তবে সমস্ত ঘাটতি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পূরণ করা হবে।

পুরুলিয়া জেলার আশু খাদ্য সংকটের আশঙ্কা সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে খাদ্য মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে এই জেলায় বিভিন্ন ত্রাণমূলক ব্যবস্থা যাতে অতি শীঘ্র গ্রহণ করা হয়—তার জন্য তিনি ত্রাণ-মন্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ জানাবেন।

কঠোর কর্ডনিং ব্যবস্থা

খাদ্য শস্যের চোরা কারবার বা পাচারের চেষ্টা রুখবার জন্য কর্ডনিং ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত খাদ্য মন্ত্রী ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে আলোচনার পর মন্ত্রীসভা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন খাদ্য মন্ত্রী তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে কলিকাতার চার পার্শ্ব জেলার কর্ডনিং ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে যাতে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে কলিকাতায় চোরাই পথে সমস্ত চাল চলে এসে জেলাগুলিতে খাদ্য সংকট বা খাদ্য মূল্যের বৃদ্ধি ঘটাতে না পারে। সেইজন্য চলিশ পরগণা, সুন্দর বন, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি উৎপাদক জেলাগুলিতে কর্ডনিং ও বিধিব্যবস্থা কঠোর করা হচ্ছে। এই সূত্রে নিয়ম করা হয়েছে যে একজন লোক বিনা অনুমতিতে ১ কুইন্টালের বেশী ধান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারবে না; আর রাত্রি ৮টা থেকে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত (সরকারী ধান চাল ছাড়া) কোনও প্রকার ধান বাহন যোগে ধান চাল প্রভৃতি খাদ্য শস্যের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে ধান চাল সহ গাড়ীটিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং গাড়ীর চালক ও মালিককেও গ্রেপ্তার করা হবে।

খাদ্য মন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মীদের ও দুঃস্থদের কথা বলেন যে—ছোটাই চালান ও ছোটা কারবার রুখলে তাঁরা যেন বিশেষ সচেষ্ট হন।

ইতিপূর্বে খাদ্য মন্ত্রী ডাঃ বি, সি, এজেন্ট এবং চাল কলের মালিকদের সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের শোচনীয় চিত্র উদ্ঘাটিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর হইতে)

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে—ব্যাঙ্কের আসীয় করণ সমবায় আন্দোলনের সম্মুখে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ দেখা দিয়েছে। কারণ এই ব্যাঙ্কগুলি এখন গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করে চাষীদের সরাসরি ঋণ দানের কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে চলেছে; সুতরাং আগামী সাত আট মাসের মধ্যে সমবায় আন্দোলন নিজের বাঁচবার মত নূতন পথের উদ্ধান করতে না পারলে—সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুতরাং সমবায় মন্ত্রী আগামী কিছু মাসের মধ্যে সমবায় ঋণ আদায়ের কর্মসূচীর অভিযান চালানোর উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকারী ও বেসরকারী সমবায় কর্মী, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং যুক্তফ্রন্টের সহিত দলগুলির নিকট সনির্বন্ধ আবেদন জানান।

বিভিন্ন ব্লকের সমবায় সমিতি সমূহের পরিচালকবৃন্দ এবং সভ-নির্যাচক সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করেন। জেলা শাসক শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, আই-এ-এস তাঁর ভাষণে সহ-নির্যাচকের প্রতি মূল্যবান উপদেশ ও তথ্যাদিতে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। লোক সেবক সংঘের সভিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন যে এই জেলার সমবায় আন্দোলন তথা সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার শোচনীয় পরিস্থিতি সমাকরণে অনুধাবন করতে হলে—এই জেলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা পর্য্যালোচনা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষ বলেন যে বিগত আমল এই জেলার যা কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—তাতে সরকারী টাকা লুটী করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসক আর সেই সরকারী টাকা পরিশোধ করার কোনও প্রশ্ন ছিল না? সারা জেলার অবাধ লুটের রাজত্ব চলেছিল এবং বহু রাজ্যবান লোকও সমবায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এটাকেও একটা লুটের আড্ডা করে তুলেছিল—সুতরাং সমবায়ের মাধ্যমে যারা ঋণ নিয়েছিল—তাদের অধিকাংশের মনে ঋণ আর পরিশোধ করতে হবে না এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তার পর ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির পরও এই জেলার কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভবনে চলতে থাকে ফলে জেলাবাসীর মনোভাব পরিবর্ত্তনের যথোগ ঘটে নি।

জেলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা সূত্রে তিনি বলেন—বাংলা কেন্দ্র বজায় জেলার চাষীরা ঋণ নেয় তাদের চাষের পুঁজী ব ডবে উৎপাদন বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে—সুতরাং তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মানভূম জেলার চাষীরা ঋণ নেয় প্রধানতঃ জীবন ধারণের প্রয়োজনে—খুব কম ক্ষেত্রেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সেই টাকা নিয়ে ফিরে হয়। ফলে তাদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা এক মহা সমস্যা। তারপর ফসলহানী, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি মৃত্যু এই জেলায় নিত্য লেগেই আছে। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই এই জেলায় কাজ করতে হবে—এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ঋণের বোঝা লাঘব করার জন্য আমাদের সকলকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষ এই অভিযোগ করেন যে সমবায়ের ঋণ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার প্রশ্নে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে।

———

For Perfect Repairs of
TYPEWRITERS
Please Contact :
Mechanical Deptt. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL
INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Purulia
(Advocate Shri Karuna Babu's Line)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঐতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

সোমবার, ২৬শে জানুয়ারী '৭০
১২ই মাঘ, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭.৷
নগদ—১৫ পয়সা

অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে



মৃত্যুর হোক লয়!

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ

রাজ্যপাল ধাওয়ানের উদ্বোধনী ভাষণ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিনবত্ব ব্যাখ্যা

গত ২১শে জানুয়ারী বুধবার বাজ্য বিধান সভার বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত ধাওয়ান বলেন—সারা ভারতে যে পদ্ধতি রূপ পাচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার তারই একটা অংশ। ১৪টি রাজনৈতিক দলের সম্মীলিত সরকার একটি অভিনব পরীক্ষা। এই সব দলের নেতৃবৃন্দ পশ্চিম বঙ্গের অ-গণকে স্থায়ী একটি সরকার দেবার জন্য যে সাধারণ কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেটা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও সুদেশ প্রেমের নিদর্শন। মাঝে মাঝে বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়েছে—এটা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নয়। যুগোপযোগী ও জনগণের প্রত্যাশানুকূলন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ কার্য্যক্রমের সন্ধান করে দূর করতে হবে এবং নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়া অনিবার্য।

আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেন—পুলিসের কাজ ও কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কিত অভিযোগের মোকাবিলা করতে তাঁরা সরকারকে

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম সঙ্কট ও সমাধান প্রচেষ্টা

যুক্তফ্রন্টের রবিবারের গুরুত্ব পূর্ণ বৈঠক

বিগত দু তিন মাস যাবৎ যুক্ত ফ্রন্টের ঘটি বড় শরিক—মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের বিরোধকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের যে সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল সেটা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে বাংলা কংগ্রেসের গণ-অনশন সত্যাগ্রহ ও প্রচার অভিযান এবং সি-পি-এমের পাল্টা প্রচার অভিযানকে উপলক্ষ করে। এই বিরোধ-বিবাদ মীমাংসার জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে কোন সেতুবন্ধ সংঘের চেষ্টা তথা পরাক্রমে মন্ত্রী শ্রীবিভূতি কুমার হালদার এবং আর-এস-পি নেতা শ্রীমাখন পাল যে প্রচেষ্টা চালান তা সংগ্রহ উদ্ভব হলেও উত্তেজনা পূর্ণ ও প্রবোচনাসূত্রে উত্তর প্রত্যুত্তর স্থানের দ্বারা ব্যাহত; বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট বিধা-বিভক্ত হবার সম্ভাবিত দেখা দেয়।

যুক্তফ্রন্টের এই সঙ্কট চরমে ওঠে বিধান সভার বাজেট অধিবেশন উদ্বোধনের দিন বিধান সভার লবীতে সি-পি-এম সমর্থক এক দল ছাত্রছাত্রী কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়কে

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

সংঘ সংবাদ

সংঘের পক্ষ থেকে আনীত নির্বাচনী মামলাঃ একটিতে পুণর্গণনা হবে : একটির শুনানী চলছে

শ্রীঅশোক চৌধুরীর মামলা

এই মামলায় আমাদের প্রধানতম দাবী ছিল—পুণর্গণনার নির্দ্দেশ দেওয়া হোক। সেই পুণর্গণনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টে এই মামলার আগে অন্যান্য যে নির্ব্বাচনী মামলায় পুণর্গণনার আদেশ হয়েছে—সেগুলির গণনার পর আমাদের সংঘের এই মামলায় পুণর্গণ-রির কাজ ধরা হবে। একটির গণনা চ-ছে—আর দুটির গণনার পর আমাদের মামলার গণ-া করে। গণনা কলকাতার হাইকোর্টে করা হবে। হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার এই গণনার পরিগালনা করবেন। আমাদের মামলাই গণনা শেষ হ'তে দুটির সমান- বা তারও অধিক সময় লাগবে ব'লে জানা গেছে।

এই মামলায় আমাদের পক্ষে হাইকোর্টে কৌসুলী ছিলেন—ব্যারিষ্টার শ্রী শাম-দা চাটার্জ্জী, এ্যাডভোকেট শ্রীসুকান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, এ্যাড-ভোকেট শ্রীসুধীর কুমার রায়, এ্যাটর্ণী শ্রীশান্তি রঞ্জন সাহা এবং তাঁর জুনিয়ার শ্রীঅশোক ঘোষ। মামলাটি বিগত রায় মাসের শেষ সপ্তাহে দাখিল করা হয়। তিন দিন মামলা চলার পর আমাদের রায়ীর অনুকূলে গণনার নির্দ্দেশ হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট-র মাননীয় জাষ্টিস শ্রীসুধর প্রসাদ মিত্রের এজলাসে এই মামলার শুনানী ও নির্দ্দেশ হয়। এই মামলায় শ্রীঅশোক চৌধুরীর কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅরুণ মাতাতের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ মূল বক্তব্য ছিল যে, শ্রীচৌধুরী বেশী ভোট পাওয়া সত্ত্বেও, অবৈধ ভাবে কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যায়ের ঘোষণা করা হয়। সংঘের কর্ম্মীরা এই আশা করেন যে, কারচুপি অযৌক্তিকতার সহিত করা হ'য়ে থাকলে শ্রীচৌধুরীর অনুকূলে ভোটের সংখ্যা সঠিকভা দেখা দেবে।

শ্রীকাঁদরু মাঝির মামলা

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর থেকে সংঘের এই নির্ব্বাচনী মামলা হাইকোর্টে চ-ছে। হাইকোর্টের মাননীয় জাষ্টিস শ্রীসুধর মিত্রের এজলাসে। এঁর কোর্টে কোন দেশের সংঘের এই মামলাটিই সর্ব্বাত্র শুনানী হচ্ছে। এ পর্য্যন্ত ১৬ দিন শুনানী হয়েছে। শ্রীকাঁদরু মাঝি তাঁর নির্ব্বাচনী মামলার অন্যতম কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবৃন্দেশ্বর মাঝির বিরুদ্ধে বিবিধ নির্ব্বাচনী দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করেন।

নির্ব্বাচনী আবেদন পত্রে (ইলেকশন পিটিশনে) বর্ণিত অভিযোগ সমূহ সম্পর্কে শ্রীকাঁদরু মাঝির এজাহার দানের পর উপরোক্ত দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা সমর্থন করে ও পর্য্যায় ধরে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের নাম এই :—জামডোড়িহার অঞ্চলের অঞ্চল-প্রধান শ্রীবৈদ্যনাথ মাতাত, শ্রীলক্ষ্মণ মাতাত; শ্রীলক্ষ্মণ মাতাত, বিকলঙ্গিত শ্রীসোনাধন মাতাত, বাংলোহাদন থানার গরাডাঙ্গা গ্রামের শ্রীলক্ষ্মণ মাতাত, ঐ গ্রামের মুদিকি টোলার শ্রীবুদু মুর্মী, বাংলোহাদের শ্রীহ বুমাল হোরো। আরো এখনো দিন কতক ধরে মামলা চলবে।

এই মামলায় সংঘের পক্ষে আছেন—ব্যারিষ্টার শ্রীশামাপদ চাটার্জ্জী, এ্যাডভোকেট শ্রীপ্রভাত কুমার মুখার্জ্জী; এ্যাডভোকেট শ্রীসুধীর কুমার রায়, এ্যাটর্ণী শ্রীশান্তি রঞ্জন সাহা ও তাঁর জুনিয়ার শ্রীঅশোক ঘোষ।

সম্পাদকীয়—

তিরিশে জানুয়ারী

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তিরিশে জানুয়ারী তারিখে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে দেহরক্ষা করেন। সেই মহান নেতার তিরোধান দিবসরূপে এই দিনটি দেশ ও জাতির নিকট বিশেষ স্মরণীয় দিন। একটি কলিত ও পর-পদানত জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজী যে ত্যাগ ও তপস্যা; সাধনা ও সংগ্রাম করে গেছেন এবং তাঁর আদর্শ ও নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের শত সহস্র বীর সন্তান স্বাধীনতার বেদীমূলে চরম আত্মদান করে গেছেন সেই সব অমর শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই স্মরণীয় দিনটি শহীদ দিবসরূপেও উদ্‌যাপিত হয়।

এই বৎসর তিরিশে জানুয়ারীও আবেদন্তি বিশ্বের তাৎপর্য্য হোল—গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র দেশ ও জাতি যখন এই মহা-নাটকের শততম জন্মপুর্ত্তীর জয়ন্তী উৎসব বিবিধরূপে পালনে ব্যস্ত তখন সেই উৎসব মুখরিত কার্য্যসূচীর মধ্যে এই বিশেষ দিনটিতে আমরা তাঁকে স্মরণ করবো—কর্ম ও আদর্শের জন্য তাঁর সর্ব্বস্ব পণ ও আত্মবলিদানের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো। গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে এই দিনটি তাঁর আরব্ধ কর্ম ও আদি-ব্যাধিগ্রস্ত দীনাতিদীন মানবের জন্য তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত করুণা ও সেবার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বিশ্ব-কুষ্ঠ-নিরোধ দিবসরূপেও উদ্‌যাপন করবো। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের লাঞ্ছিত সামাজিক জীবনের অভিশাপ গান্ধীজীকে যেভাবে ব্যথিত করেছিল এবং এই দুর্গত মানব শ্রেণীকে আন্তরিক সেবা ও সামাজিক মর্য্যাদা দানের জন্য সংগ্রাম করতে গান্ধীজী যেভাবে সাধনা ও সংগ্রাম করে গেছেন—এই পবিত্র দিনে আমরা তাঁরও পর্য্যালোচনা করবো এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরব্ধ কর্মকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে নূতন করে শপথ গ্রহণ করবো।—এ ছাড়াও গান্ধী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জাতীয় কার্য্যক্রম অনুসারে জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় পক্ষটি মাদক-বর্জ্জন অভিযানের ৩য় বিশেষ কার্য্যক্রম দ্বারা উদ্‌যাপন করাও তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এক বিশেষ অঙ্গ হবে।

মহাত্মা গান্ধীও এই তিরোধান দিবসে—আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করবো যে স্বর্গীয় সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতির জনকের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত প্রয়াণে দেশ ও জাতি তাঁর মহান নেতৃত্বের কল্যাণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এই দীর্ঘ ২২ বৎসর ধরেকর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে ভেসে বেড়িয়েছে সেই কারণেই দেশের এত দুঃখ ও দুর্গতি পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং জাতি আজ উন্নতির শিখরের পরিবর্তে অধোগতির পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে।

অ, চ,

ছাব্বিশে জানুয়ারী

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী মুক্তি সাধনার যজ্ঞশালায় ভারত-বাসীর ডাক এসেছিলো সর্ব্বস্ব পণ করে, সর্ব্ব নিবেদন করে পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে আত্ম নিবেদন করতে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ সন্তান স্ত্রী-পুরুষ পড়েছিলো স্বাধীনতা অর্জ্জনের চূড়ান্ত সংগ্রামে। সেই সংগ্রামের শেষ পরিণতিতে ভারত অর্জ্জন করলো রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার সনদ গ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৯৪৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান গৃহীত হোল। সেই দিন থেকে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা দিবস পরিণত হোল স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে।

স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান প্রবর্ত্তিত হবার পর বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হোল—এবং শত বিশ বৎসর ধরে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন, যে আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে দেশ পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাণী গ্রহণ করেছিলো এবং বিশ বৎসর পূর্বে ভারতের জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও মৌলিক অধিকারগুলির পূর্ণ মর্য্যাদাদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনগণের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্মবেলা ঘোষিত হয়েছিল—তা আজও অপূর্ণ ও অনাস্বাদিত আছে।

সুতরাং এই ছাব্বিশে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে আমাদের নূতন সংকল্প গ্রহণ করতে হবে নূতন সংগ্রাম ও সাধনার উদ্দেশ্যে যাতে সার্থক ও প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শে দেশে পূর্ণ বিকশিত শাসন ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার শোষণ নিগ্রহ ও অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে দেশের জনগণ নিজের ভাগ্য রচনার পরিপূর্ণ সুযোগ পায়।

অ, চ,

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ভারতের মতো দেশের পক্ষে মারাত্মক। কারণ পৃথিবীর আর কোন দেশের জনসমষ্টিতে এত বিচিত্র সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা দেখা যায় না। ভারতের গণশক্তি মানেই বহু বিচিত্র সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ শক্তি।

সম্প্রতি দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আংশোমাবাদ থেকে জাজিলিং জেলা পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিটি ঘটনা একটি সর্বনাশা সুতোর গ্রন্থি অঙ্গুলি-সংকেত। এ সংকেত যদি দেশ অগ্রাহ্য করে তবে একদিন এর জন্যে মূল্য দিতে হবে সর্বস্ব দিয়ে—ভারতের মানচিত্রে ভারত আর থাকবে না। দেশের গণশক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়েছে—দেশের দেহ হতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। দেশ জোড়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পঞ্চম্‌ট্রীতেগের মধ্যে সেই আসন্ন সর্বনাশের রক্তাক্ত বিপদ-সংকেত দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু দেশকে গড়ছেন যাঁরা, চোরা বালির ওপর যাঁরা সমাজ-তন্ত্রের সৌধ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা এখনও অবহিত নন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে। অবহিত হলে অনেক আগেই এ বিপদ কেটে যেত। পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা এতখানি প্রসারলাভ করেনি, যতখানি করেছে দেশ স্বাধীন হবার পর; যদিও সাম্প্রদায়িক অছিলাতেই দেশকে টুকরো করা হয়েছিল।' পরাধীন দেশে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব ও বাঙলায় কিছু তিক্ততা ছিল এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি শোচনীয় দাঙ্গাও হয়েছিল। বিহারে যা ঘটেছিল, তা' প্রতিক্রিয়ামাত্র—স্থায়ী তিক্ততা দেখানে ছিল না। পাঞ্জাব, কোলকাতা নোয়াখালি, ঢাকা, খরসোঁয়া ইত্যাদির ঘটনা মনে রেখেও বলতে পারি, বিশাল ভারতের তুলনায় এ ঘটনাগুলির ব্যাপকতা সামান্যই ছিল।

যাই হোক, সাম্প্রদায়িক শান্তির অছিলায় দেশ ভাগ করে আমরা স্বাধীন হলাম। হিন্দু-মুসলমানের সাময়িক সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাগ্‌ হোল বাঙ্গালী-বিহারী, বাঙ্গালী-অসমীয়া, বাঙ্গালী-গোর্খা, অন্ধ্র-মাত্রাজী, মাত্রাজী-মালয়ালী, মরাঠী-গুজরাটী, মারাঠী-গোয়ানিজ, শিখ-পাঞ্জাবি এবং গুজরাটী-কাথিয়াবাড়ী সাম্প্রদায়িক তিক্ততায়। এর ওপর পুরোন সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর তিক্ততাও যখন-তখন চোখ রাঙিয়ে ওঠে। এর কারণ কি?

গলদ আছে গোড়াতেই। যে শাসনযন্ত্র জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়ে তোলে, গলদ আছে সেইখানেই। এক চোখো শাসনের পক্ষপাতিত্বে প্রথম থেকেই উৎসাহ করা হয়েছে বাঙলা অঞ্চল, শিখ আর মহারাষ্ট্রের জ্ঞানসম্পন্ন অধিকারের দাবীকে। শুধু তাই নয়, শাসনের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে বিরোধী দাবী ঝাড়া করা হয়েছে—ঝাড়া করা হয়েছে নতুন সাম্প্রদায়িকতা। শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সমাজবিরোধী গুণ্ডার দল রাতারাতি সমাজকর্মীর তকমা লাগিয়ে সারা দেশজুড়ে দুষ্কৃতের আয়োজন করেছিল। আমাদের জেলার জীবনের দেহিন সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের নিয়ে যাঁরা "বিহার মে রহেঙ্গে"র দল পাকিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই জেলা কংগ্রেসের শোভা বর্দ্ধন করছেন এবং এঁদের নিয়েই ইন্দিরাজীর পিলে-চমকানো বিপ্লবের পঁয়তারা চলছে।

যাই হোক, এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি শাসনযন্ত্রের আশ্রয়-আস্কারা এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্বই অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করে থাকে—নইলে স্বাধীনতার পর এ মহামারী দেখা দিত না।

দেশের জীবন থেকে এই আত্মঘাতী গলদটি রোগ দূর করতে হলে শাসন কর্তৃপক্ষকে পক্ষপাতশূন্য ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সর্ব্বাগ্রে। রোগের কারণ পুরে রেখে ঝাড়ফুঁক করলে রোগী মরবেই। নিজেদের মনের ময়লা সাফ না করে দেশকে, জাতিকে, সারা পৃথিবীকে উদার, সহিষ্ণু এবং মানবিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে বললে তা নির্লজ্জ পরিহাসের মতোই শোনাবে এবং সর্বশুদ্ধ ব্যর্থতাই তার একমাত্র পরিণাম!

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

বুনিয়াদী শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থার সংকট

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা অথবা উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়ার যে নির্দ্দেশনামা প্রচার করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট এক স্মারক লিপি পেশ করা হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। উৎপাদনমূলক শ্রম এই শিক্ষানীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক কাজ দ্বারা শ্রমের মর্য্যাদা বোধ প্রতিষ্ঠা করার যৌক্তিকতা বর্ত্তমান সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌গণই স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে সেইজন্য উৎপাদনমূলক শ্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরিচালনার ত্রুটিতে ইহা সর্বত্র সফলতা লাভ করে নাই ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেখানে যেখানে এই নীতি সফল হইয়াছে তাহাও শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আদৃত হয় নাই ও প্রশংসিত করার চেষ্টা হয় নাই।' এরূপ অবস্থায় কোনও রূপ উপযুক্ত তদন্ত না করিয়াই অথবা এই ক্ষেত্রে কর্ম্মরত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না লইয়াই এইরূপ নির্দ্দেশনামা হঠাৎ জারী করায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে বলিয়া পরিষদ মনে করে। এই নির্দ্দেশনামার নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগের পঞ্চম শ্রেণীকে উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগে জুড়িয়া দিবার কথা বলা হইয়াছে। শিল্প শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ বাদ দিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্প শিক্ষকের পদ লোপ করিয়া বর্ত্তমান শিল্প শিক্ষকগণকে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াইতে বলা হইয়াছে। শিল্প শিক্ষার ঘর গুলিকেও শ্রেণীকক্ষে রূপে পরিবর্তিত করিতে বলা হইয়াছে এবং সর্বোপরি উচ্চ-বুনিয়াদীর নামও বিলুপ্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বাংলাদেশে বর্ত্তমান সাড়ে তিন শতাধিক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও আড়াই হাজার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই আদেশ কার্যকরী করিতে গেলে যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে তাহা পরিষদের পক্ষ হইতে প্রেরিত স্মারক-লিপিতে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদের ধারণা, এই নির্দ্দেশনামায় শিক্ষার অগ্রগতি না হইয়া বরং অবনতিই হইবে। পরিষদ মনে করে, এই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য এইভাবে নষ্ট না করিয়া বরং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া ইহার সময়োপযোগী পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদ উক্ত নির্দ্দেশনামা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি যে ভাবে চলিতেছে সেইভাবে চলিতে দিয়া পরিষদের সহিত আলোচনা করিয়া ইহার সময়োপযোগী পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিবার আবেদন জানাইয়াছে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পরিষদের প্রতিনিধিদের কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। অবশ্য আমরা তাঁহার বিবৃতির সহিত সকল বিষয়ে একমত নহি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি—

পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদ শিক্ষা দপ্তর হইতে সম্প্রতি যে সার্কুলার [৫২৯৯ (৩৬৯)—এম, সি, পি (ii) তাং ১২।১।১৯৫৯] প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত করার নির্দেশ জারী করা হইয়াছে। পরিষদ মনে করেন যে, এই বিজ্ঞপ্তির ফলে লোকেদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা প্রমবিত্তিক শিক্ষার নীতি পরিত্যাগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যুক্তফ্রন্ট বরাবরই তাঁহাদের শিক্ষানীতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহাতে যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নিঃশুল্ক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে তেমনই শ্রমভিত্তিক শিক্ষার নীতিও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু গত বাইশ বছর ধরিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার নামে শ্রমভিত্তিক শিক্ষার যে প্রহসন করা হইয়াছে বর্ত্তমান সরকার তাহা আর চালাইয়া যাইতে রাজী নন। যুক্তফ্রন্ট সরকার সমগ্র পশ্চিম বাংলায় একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চান এবং বর্তমানে যেই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নির্দ্দিষ্ট মান পর্য্যন্ত শ্রমকেও বাধ্যতা মূলক করিতে চান। তবে দেখিতে হইবে যে, এই শ্রম যেন উৎপাদনমূলক ও আর্থিক দৃষ্টিতে উপযোগী হয়। সমস্ত বিদ্যালয়ে একই ধরণের শ্রম চালু করা হইবে কিনা অথবা কোন্ কোন্ উৎপাদনমূলক শ্রম চালু করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তর বিশেষজ্ঞদের একটি সম্মেলন শীঘ্রই আহ্বান করিবেন। কিন্তু আমি এই কথাই জানাইতে চাই যে উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য শ্রমভিত্তিক শিক্ষা-নীতিকে বাতিল করা নয়, পরন্তু সমস্ত বিদ্যালয়ে যাহাতে উৎপাদনমূলক ও আর্থিক দৃষ্টিতে উপযোগী শ্রম সন্নিবেশ করা যায় এবং সমস্ত সরকারী বিদ্যালয় যাহাতে একই রীতি অনুসারে চলে তাহার ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।"

আঃ—সত্যপ্রিয় রায়
শিক্ষামন্ত্রী
পশ্চিম বঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে এই বিবৃতি সংগ্রিষ্ট সকলের মতামত আহ্বান করিতেছি।

ইতি
চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
অধ্যক্ষ
পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিষদ
(সাংগঠনিক ক্ষমিতি)

২৮ নং বেলতলা রোড
কলিকাতা—২৬

স্থানীয় সংবাদ

শিল্প এস্টেটসমূহ অফিসারদের বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গ এস্টেটসমূহ অফিসার্স (ইণ্ডাষ্ট্রিজ) এসোসিয়েসনের আহ্বানে গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে কার্য্যরত শিল্প এস্টেটসমূহ অফিসারগণ তাঁদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ দূরীকরণ এবং দাবী দাওয়া পূরণের উদ্দেশ্যে সাধারণ কার্য্য বিরতি ধর্ম্মঘট পালন করেন। পুরুলিয়া জেলার উক্ত অফিসারেরা এই দিন জেলা শিল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়ে উপস্থিত থেকে কর্ম্মবিরতি ধর্ম্মঘট পালন করেন।

এঁদের মূল দাবী ও অভাব অভিযোগ নিম্নরূপ—

১। অবিলম্বে আমাদের পদকে স্থায়ী করতে হবে।

২। অবিলম্বে পদোন্নতির ব্যবস্থা তথা উচ্চপদসমূহে আমাদের পদকে 'কীডার পোষ্ট' ঘোষণা করতে হবে।

৩। কুষ্টির ও কুটিরশিল্পবিকাশের নিয়-তম পর্য্যায়ে আমাদের পদকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। এই অধিকারের বিস্তার বিজ্ঞাসের মধ্যে কাজ তথা সরকারের বিভিন্ন অধিকারের ও অন্যান্য আইনা-গুগ সংস্থা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির শিল্পোন্নতির ব্যাপারে সমস্ত কাজ আমাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিল্পাধিকারে Junior Industrial Service এর প্রবর্তন করতে হবে।

৪। আমাদের এসোসিয়েসনের অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৫। আমাদের পদে নিয়োগ বহাল তথা বদলীর ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে নীতির প্রবর্তন করতে হবে।

৬। ব্লক পর্য্যায়ে মর্য্যাদাগত বেতনগত যে বৈষম্যের আমরা শিকার হয়েছি, অবিলম্বে তা দূর করতে হবে।

৭। ঘুষ নি, এ আর প্রথা বিলোপ করতে হবে।

৮। সস্ত আধুনিক সংযোজনসহ মুখ্যত সাভিস কণ্ডাক্ট রুল বাতিল করতে হবে।

৯। পূর্ণ সর্বতাত্ত্বিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পরুলিয়া।

পুরুলিয়া মেলা—'৭০

পুরাতন পুলিশ সাহেব গ্রাউডে পুরুলিয়া মেলার যে আয়োজন চলছে—সেটা আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ম দিন ব্যাপী চলবে। এই মেলাতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ ষ্টলে উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক কার্য্যাদির প্রদর্শনী, পুরুলিয়া জেলার পরিচিতি সূচক এই জেলার সম্পদ ও সম্ভাবনার নিদর্শন, ভারত সরকারের তথ্যমূলক প্রদর্শনী এবং বেসরকারী উদ্যোগে বিবিধ শিল্পকলার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। এই মেলার সাংস্কৃতিক ও আনন্দানুষ্ঠান বিভাগে বিশিষ্ট শিল্পী সম্প্রদায়ের যাত্রা, নাট্যানুষ্ঠান, ঘুংনিছো ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিচিত্রানুষ্ঠান; লোকরঞ্জন শাখার বিশেষ অনুষ্ঠান, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী যাদুবিদ্যা প্রদর্শন, এবং লোকসংস্কৃতি মূলক নৃত্য-গীতাদির আয়োজন হচ্ছে।

এই পুরুলিয়া মেলা—৭০ এর অন্যতম বিশেষ অঙ্গ থাকবে—এই জেলার কৃষি,শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সমবায় প্রভৃতি সম্পর্কে, সম্ভাবনা ও আশু প্রয়োজনাদির ভিত্তিতে আলোচনা চক্রাদির অনুষ্ঠান এবং পুরুলিয়া মেলা-কেন্দ্রিক এক স্মারক গ্রন্থের প্রকাশন।

—০—

ইহা কি সত্য ?

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের এ্যাসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজ এবং কুটীর শিল্প দপ্তরের ডেপুটী ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজ গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রে পুরুলিয়া এসে স্থানীয় শিল্প দপ্তরের কোনও অফিসার বা কর্মচারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা কোনও প্রকার আলাপ আলোচনা না করেই কি প্রকারে ১৩ই জানুয়ারী সকালে পুরুলিয়া ত্যাগ করেন? এখানে ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণরত কর্মীরা যে বিভূতির যাবৎ ধর্ম্মঘট করছে—তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা তাদের বিষয় আলোচনা করাও কি তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি?

কোন্ বিশেষ কার্য্যের সূত্রে তাঁরা পুরুলিয়া এসেছিলেন?

—০—

ভারতীয় সংবাদ

এশিয়ার বৃহত্তম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তারাপুরে অবস্থিত ভারতের প্রথম ৪০০ মেগাওয়াট পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। বোম্বাই থেকে প্রায় ৬৮ মাইল দূরে অবস্থিত এই পরমাণবিক শক্তি কেন্দ্রটি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। একটা পরমাণু শক্তি প্রকল্প শক্তি সরবরাহের চিরন্তন উৎস। এই শক্তি কেন্দ্র থেকে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে —তা মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই দুই প্রদেশের ব্যাপক অঞ্চলে শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এই কেন্দ্রটি নির্ম্মাণ করতে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই কেন্দ্রের প্রধান টিকাদার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইষ্টার্ণ-ডাসনাল জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী।

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে আরও দুটি অনুরূপ শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হবে—প্রথমটি রাজস্থানের রাণা প্রতাপ সাগরে, আর দ্বিতীয়টি তামিল নাড়ুর কলপাক্কামে।

বিদেশী তৈল কোম্পানীদের প্রতি চরম পত্র

ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেন বার্ম্মাশেল, ক্যালটেক্স ও এসো—এই তিন-টি বিদেশী তৈল কোম্পানীকে চরম পত্র দিয়েছেন যে—তারা যদি নিজেরা আমদানী করা অপরিশোধিত তৈলের দাম ব্যারেল প্রতি ১·২৮ ডলার না কমায় তা হলে ঐ তৈল আমদানীর জন্য উক্ত বিদেশী কোম্পানীদের যে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হয়েছিল তা ২০ পয়াংশ কমিয়ে দেওয়া হবে। —এই তিনটি বিদেশী কোম্পানী দেশের মোট চাহিদা পূরণের জন্য সাইকেল নির্দ্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী তৈল পরিশোধন করছে।

জোড়া বলদের মামলা

গত ২৩শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে মুখ্য-নির্ব্বাচনী কমিশনার শ্রীসেন বর্ম্মার সম্মুখে কংগ্রেসের "জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ" নির্ব্বাচনী প্রতীক নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। নিজলিঙ্গাপা পন্থী কংগ্রেসীরা প্রথমেই জানতে চান যে এই সম্বন্ধে তাদের করার এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ার মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনারের আছে কি না।— মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনারের অফিস ঘর এই উপলক্ষে আদালতে পরিণত হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস দল নির্ব্বাচনী প্রতীক সম্পর্কে উঁদের নিজ নিজ দাবী নিয়ে এই প্রথম আদালতের শরণাপন্ন হন। তিন ঘণ্টা শুনানীর পর আগামী ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা মুলতবি রাখা হয়।

দমদম বিমান বন্দরের নূতন ভবন

দমদম বিমান বন্দরের নূতন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন গত ২৩শে জানুয়ারী করা হয়। ভারতের আন্তর্জাতিক গমনাগমনের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। আকাশ পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এক সন্ধি লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে—সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিবহনের জন্য বিশেষ ভাবে এবং আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের জন্যও একটি প্রথম শ্রেণীর বিমান বন্দর রচনা করার প্রয়োজনে দমদম বিমান বন্দরে প্রায় দেড় কোটী টাকা ব্যয়ে এই নূতন টার্মিনাল ভবন নির্ম্মিত হল। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী ডঃ করণ সিং এই ভবনের উদ্বোধন করেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ভারতের চারটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের জন্য ভারত সরকার প্রায় ৪০ কোটী টাকা ব্যয় করবেন।

ধানবাদে শোচনীয় ও মর্ম্মান্তিক ঘটনা

ধানবাদ বাজারে পলিটেকনিকের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ভজন মহিলার প্রতি অশালীন আচরণের প্রতিবাদে সমগ্র সহর বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং ঐ অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ কয়েক সহস্র ব্যক্তির এক শোভাযাত্রা ধানবাদ পলিটেকনিকের সম্মুখে বিক্ষোভ জানায় কিন্তু পলিটেকনিকের সম্মুখে প্রহরারত পুলিশ জনতাকে বাধা দেয় এবং পলিটেকনিকের ছাত্রেরা জনতার উদ্দেশ্যে ইট পাথর ছুড়তে থাকে। ফলে ছাত্র-জনতা সংঘর্ষে পরিণতি দেখা দেয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে এবং ছত্রভঙ্গ জনতার বহু লোক পলিটেকনিকের পার্শ্বস্থ কোক্‌ো ট্যাংকে গড়ে গিয়ে জলমগ্ন হয়। পরে জলমগ্ন ব্যক্তিদের উদ্ধার কার্য্য সুরু হলে এ পর্য্যন্ত ১২টি মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ এই সূত্রে পলিটেকনিকের ৪০০ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে।

—০—

বিশ্ব সংবাদ

ভূটোর সভায় হাতাহাতি :—

করাচীতে আইনসভীদের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ও প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টো বক্তৃতার সময় হাতাহাতি হয়। ঐ সভায় শ্রীভুট্টো অমাক-ই-ইসলামী দলের নেতা আবদুল মৌথরির সমালোচনা করলে পর তাঁর দলের সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে ভুট্টোর সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতি করে।

চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সীমান্ত আলোচনা

মোস্কোতেই ইউনিয়নের সরকারী সংবাদ কর্ত্তিপক্ষ 'তাস' মারফৎ এক সংবাদে মাও-সে-তুঙ সরকারের বিরুদ্ধে 'সামরিক মনোবিকার' সৃষ্টি, সোভিয়েট বিরোধী কুৎসা রচার ও উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের অভিযোগ করেছে। অপরপক্ষে চীন সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাড়ে ৩'৫ হাজার মাইল সীমান্ত বরাবর সমর্থ বহু ব্যথা সম্পর্কে সমস্যাতা জন্তের অভিযোগ করেছে। এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ফলে নিকিং এ দু'মাস ধরে সীমান্ত সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে তা নিষ্ফল হয়ে গেল।

মিঃ সাতো জাপ প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত

মিঃ আইসাকু সাতো গত ১৪ই জানুয়ারী তৃতীয়বার জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হয়েছেন। জাপ ডায়েটের এক বিশেষ অধিবেশনে মোট ৪৮৬টি ভোটের মধ্যে তিনি ২৯৭টি ভোট পেয়েছেন। মিঃ সাতো ১৯৬৪ সাল থেকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

চাঁদের পাথর নিয়ে গবেষণা

১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই নভোচারীরা চাঁদের শান্ত সমুদ্র থেকে যে ২২ কিলোগ্রাম পাথর, মাটি, ধুলো নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি প্রাথমিক পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে তাদের প্রাথমিক গঠন পৃথিবীতে যে সব শিলা দেখা যায় তাদের মতো নয়। চাঁদে প্রাণের কোন লক্ষণ বা চাঁদে কোন জিন প্রাণী কিংবা জল ছিল অথবা এখন আছে—এই শিলাগুলি থেকে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা আরও বলছেন যে কোন কোন শিলার বয়স অন্ততঃ সাড়ে তিন শত কোটি বছর। পশ্চিম প্রাথনীর স্যাম ই-টিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স থেকে জানান হয়েছে যে ঐ পাথরগুলিতে এক নতুন খনিজ পাওয়া গেছে। খনিজটি চৌমক তামা এবং নীসা দিয়ে গঠিত। সম্ভবতঃ খনিজটির নাম দেওয়া হবে 'টাঁ ফুইনিটি'।

বৃটেনে ফু :—

ইংল্যাণ্ডে নাকি 'এশিয়ান ফু' ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গত ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে তার মধ্যে সেখানে ফু রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু হাজার চারশ।

—০—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

লেভী আদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রীগিরিশ মাহাত জানাইতেছেন যে—ধানবাজার থানার বামনী গ্রামের (১) শ্রীচরণ মাহাতের নামে ৪৫ কুইন্টাল (২) শ্রীপুটী মাহাতের ৫৫ কুইন্টাল (৩) শ্রীঘোড়েন্দ্রনাথ মাহাত ৫ কুইন্টাল এবং (৪) শ্রীবেণুধর মাহাতের ৫ কুইন্টাল ধান লেভীর নোটীশ পেয়েছেন। কিন্তু তদন্তে তাহা দেখা গেছে যে উপরোক্ত চারীদের লেভী দিবার মত জমি নেই।

এই বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত প্রয়োজন।

জয়পুর থানার রাজনীটাড় গ্রামের শ্রীহরিপদ মাহাত জানাইতেছেন যে—জয়পুর ব্লকের বি-ডি-ও নির্দ্দিচারে লেভীর নোটীশ জারি করছেন যার ফলে যুক্তফ্রন্টের শরিকদলের কর্ম্মীরে গ্রামাঞ্চলে নানা বিরূপ সমালোচনা ও উপহাসের পাত্র হতে হচ্ছে। বিভাবে লেভীর নোটীশ দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে—

(১) রাজনীটাড়ের শ্রীআয়ু মাহাতের নামে ২ একর ২৪ ডেঃ বাদ ও কানালী এবং ৪০ ডেঃ বহাল অর্থাৎ মোট ২ একর ৬৭ ডেসিমাল জমি আছে। তাঁর উপর লেভী ধরা হয়েছে।

(২) শ্রীসুচিরত মাহাত বাদ, কানালী, বহাল শুদ্ধ মোট ৭ একর জমি আছে।

সুতরাং এঁরা লেভীর খাতাভুক্ত হতে পারেন না—তবু এঁদের নামে লেভীর নোটীশ জারী হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত প্রয়োজন।

—০—

শোক সংবাদ

কাশীপুর থানার অন্তর্গত গ্রামপুর গ্রাম নিবাসী লোকসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্মী এবং প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীলেবু মাঝির মাতা শ্রীমতী লখী মেঝান (চুক্তি মেঝান) গত ১৩ই পৌষ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৯৯ বৎসর হয়েছিল এবং তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা, বহু নাতি নাতনী ও আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তিনি পূর্ণ স্বজন বৎসল, হিতকারী ও সর্ব্বগুণান্বিতা মহিলা ছিলেন।

অভাব-অভিযোগ

পাড়া থানার নড়িহা সরুলিয়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আসন্ন

পাড়া থানার নড়িহা গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ ব্যানার্জী জানাইতেছেন :

পাড়া থানার নড়িহা সরুলিয়া অঞ্চলে এ বৎসর প্রথমে অনাবৃষ্টি ও পরে ব্যাপক রোগ হেতু যে শস্যহানি হইয়াছে তাহা অতীব শোচনীয়। ধানের উৎপাদন মাত্র শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগ মাত্র হইয়াছে। গরীব চাষীগণ ইতিমধ্যেই খাদ্যাভাবে এবং গ্রামে কোন কর্ম্ম-সংস্থান না থাকায় ঘর ছাড়িয়া কলিয়ারী অঞ্চলে পলাইতেছে, সেখানেও অনেকে কাজ না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে। বহু মহাবিত্ত চাষীর অবস্থাও সংকটজনক। তাহার উপর আবার সরকারী লেভীর নোটীশ ধান আদায় ও খাজনা আদায়ের তোড়জোড় চলিতেছে। অবিলম্বে সরকার পক্ষ হইতে খাদ্য শস্য সরবরাহ ব্যবস্থা, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও দুঃস্থ রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চি, আর প্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হইলে এই অঞ্চলে যে নিদারুণ খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় এই দুর্ভাগ্যদের জন্য সরকারী লেভী ধান ও খাজনা আদায় বার তাগিদে ও খাদ্য সত্বর দূর করিবার জন্য বিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

—০—

কালদা হতে শ্রীশশীভূষণ কৈবর্ত্ত জানাচ্ছেন—

লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট স্বর্গত কর্মি স্বালিদার ৺মনীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পানের গুমটি আমলার আন্দ বাজারে অবস্থিত। গত ১৯৬৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাত্রি ১টার সময় মুখার্জ্জি আঙ্গনে ভোজনের তিনিধনগৃহের সমস্ত গুমটিই ভস্মীভূত হইয়াছে। আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ১০০০ টাকার মত।

জেলা স্কুলবোর্ডের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য তালিকা

১। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক।
২। শ্রী আর, নি, মহাপাত্র—সিনিয়ার ডি, নি,
৩। ডঃ রমণাথ মুখোপাধ্যায়—অনার্স কে, কে, কলেজ
৪। শ্রীমতী উষা চট্টোপাধ্যায়—প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়
৫। শ্রীকমলাকান্ত মাহাত—সম্পাদক, এ, বি, নি, টি, এ,
৬। শ্রীশক্তিপদ সাহানী—সম্পাদক এ, বি, টি, এ,
৭। শ্রীসাধু বানার্জী—সুইদা
৮। শ্রী কে, আর, মণ্ডল—ঘুনাথপুর
৯। শ্রীসত্যলাল কেশবানী—তালদা
১০। শ্রীরমজান আলী আলবী—শিক্ষক, কেন্দা
১১। শ্রীনিরাইশান হক—পুরুলিয়া।
১২। শ্রীনিশিকুমার বাগচী—ঘুনাথপুর
১৩। শ্রীসবিতেন্দ্র বানার্জী—পুরুলিয়া
১৪। শ্রীঅলোক চৌধুরী—
১৫। শ্রী অমূল্য মিত্র—
১৬। শ্রীমতেশ্বর কুইরী—ঃ্যাডি
১৭। শ্রীজগদীকুমার পাল—চেলু
১৮। শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়—পুরুলিয়া

চিকিৎসকের গৃহে চুরি

পুরুলিয়া সহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বসন্ত কুমার গুপ্তের মুক্তেশ্বরস্থাপস্থিত গৃহে সম্প্রতি চুরি হয়। প্রকাশ চোরেরা কেবল অলঙ্কারপত্রের বাক্সটি নিয়ে পালায়।

—০—

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতার যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২
—মুক্তি সম্পাদক

লোক সেবায়তন, নিমডি আবেদন

মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম সংগঠনের আদর্শ সম্মুখে লইয়া লোক সেবায়তন দীর্ঘ ২২ বৎসর যাবত নিমডিতে কাজ করিয়া আসিতেছে। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম্মধারার মধ্যে চরকা এবং খাদীর স্থান সর্বোচ্চে ছিল গান্ধীজী বলিতেন সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ নিয়মিত ভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে সেইরূপ চরকাকে মধ্যমণি করিয়া বিভিন্ন গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। এইরূপে গ্রামের স্বাবলম্বন সফল হইলেই গ্রাম স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে।

গ্রামে গ্রামে এইরূপ সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বন শিক্ষা দ্বারা গ্রাম-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত লইয়াই লোক সেবায়তন সমগ্রভাবে গ্রাম সেবার কার্য্য করিয়া চলিতেছে।

খাদীর প্রসারের জন্য গ্রামে গ্রামে চরকায় সুতা কাটা শিক্ষাদান এবং উৎপন্ন সুতায় বস্ত্র বয়ন করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াও লোকসেবায়তন বিভিন্ন গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের প্রতিটি মানুষকে অক্ষর শিক্ষাদান এবং শিশুদের উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

যুগের পরিবর্ত্তনে যেমন সর্ব্বক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে সেইরূপ চরকার বেলাতেও বহু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। পূর্ব্বে প্রচলিত চরকায় কাজ করিয়া এক জন লোক যেখানে ৮ ঘণ্টায় মাত্র ১ লাছি সুতা উৎপাদন করিতে পারিত এখন উন্নত ধরণের চরকায় এক জন লোক ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ ১৮ লাছি সুতা উৎপাদন করিতেছে এবং ঐ সুতা কাটিবার মজুরী প্রতিদিন ১ টাকা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। লোক সেবায়তন চরকার এই বিবর্ত্তনকে গ্রহণ করিয়া উন্নত ধরণের চরকার কেন্দ্র খুলিয়াছে। নিমডি আশ্রমে কয়েকটি চরকা চালু রাখিয়া সম্প্রতি বলরামপুরে অপর একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বলরামপুর কেন্দ্রে ২০ জন মহিলা নিয়মিত ভাবে সুতা কাটিতেছে এবং প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিদিন ১ টাকা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছে। ঐ কেন্দ্রে উৎপন্ন সুতায় বলরামপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের তাঁতীরা বস্ত্র বয়ন করিতেছে। তাঁতীরা প্রতি মাসে বস্ত্র বয়ন মজুরী বাবদ ৪০ টাকা হইতে ৬০।৭০ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছে। উৎপন্ন খাদি বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য বলরামপুরে একটি খাদি ও গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। উক্ত ভাণ্ডারে বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রকার রুচি সম্পন্ন খাদি বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে। শীঘ্রই উক্ত ভাণ্ডারে গ্রামে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য শিল্পজাত দ্রব্যাদিও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

খাদি উৎপাদন ও বিক্রয় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখিয়াছে। এই প্রক্রিয়াতে প্রাপ্ত প্রতিটি পয়সা গ্রামেই থাকিয়া যাইতেছে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামের মানুষের হাতেই পড়িতেছে। কাজেই খাদি যে গ্রামের মানুষের সেবার একটি প্রকৃষ্ট পথ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অবহেলিত ও দরিদ্র গ্রামের মানুষের নিকট খাদি একটা আশার আলো লইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদি ক্রয় করা মানে গ্রামের দীনাতিদীন মানুষের সেবা করা—ইহা চরম সত্য।

এই প্রকার উন্নত ধরণের চরকায় উৎপন্ন সুতার দ্বারা যে খাদি বস্ত্র হইতেছে উহা রুচির দিক হইতেও কত উন্নত হইয়াছে ভাণ্ডারে মজুত খাদি দেখিলেই বুঝা যাইবে এবং মূল্যও পূর্ব্বেকার খাদি বস্ত্রের মূল্যের তুলনায় কত কম হইয়াছে উহাও উপলব্ধি হইবে।

মুক্তহস্তে খাদি ক্রয় করিয়া আমাদের গ্রাম সেবাব্রতে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আমরা দেশের সকল মানুষের নিকট ঐকান্তিক আবেদন জানাইতেছি।

নিমডি, লোক সেবায়তনের পক্ষে—
শ্রীসুবোধ কুমার রায়
শ্রীমতী বাসন্তী রায়

আমাদের স্মরণীয় তিনটি যমুনীয় দিবস

● ২৩শে জানুয়ারী
● ২৬শে জানুয়ারী
● ৩০শে জানুয়ারী

এই তিনটি দিবসই জাতির জীবনে মহৎ প্রেরণা ও লক্ষ্যের সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণের দিন। এই দিবসগুলি পালনের মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষাই পাইয়াছি-যে কেবল সভাপালন ও স্লোগান সর্বস্ব অনুসরণ দ্বারাই আমাদের পূর্ণ স্বাধিত্ব উদ্ভাসিত হয় না। সততাকে রক্ষা ও প্রসারিত করার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগ্রামও আমাদের জীবনে অপরিহার্য। গান্ধীজীর ও নেতাজীর জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সমনীয় সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প লইয়া জাতির অগণিত বীরের যে মহান সংগ্রাম ভারতবর্ষ ও বিশ্বকে মুক্তি অর্জনের যে পথ দেখাইয়াছে—সেই বরণীয় সংগ্রামের প্রেরণা যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

জাতির সম্মুখে আজ নূতন সংগ্রাম দেখা দিয়াছে—কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, শোষনের বিরুদ্ধে এবং তুশাসন ও অপশাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সাফল্যে আমাদের নূতন করিয়া যে দীক্ষা ও সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে—তাহা উদ্যাপনের মাধ্যমেই আমাদের দিবসগুলি উদ্যাপনের সার্থকতা নির্ভর করে।

শ্রীমুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

For Perfect Repairs of
TYPEWRITERS
Please Contact :
Mechanical Deptr. of the
LALBAHADUR COMMERCIAL INSTITUTE
at Nilkuthidanga, Purulia
(Advocate Shri Karuna Babu's Lane)

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

SINGHAL PURE ALUMINIUM

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্দ্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম ; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন-গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

স্থানীয় সংবাদ

ডাকাতি করতে গিয়ে মৃত্যু

গত ৯ই জানুয়ারী রাতে পুরা থানার বুন্যাগড়্যা গ্রামে আদিবাসী পল্লীতে যুগল খেড়িয়ার নেতৃত্বে এক ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে পালাবার সময় গ্রামবাসীরা তাড়া করে এবং গ্রাম থেকে কিছু দূরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে উক্ত যুগল খেড়িয়া ঘটনাস্থলে মারা যায় বলে প্রকাশ।

যুগল খেড়িয়া ঐ অঞ্চলের এক দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত ছিল। কিছুকাল পূর্বে ডাকাতি মামলার আসামীরূপে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করার পর সে মুক্তিলাভ করে। জেল থেকে খালাস হবার পরেই সে পুরা থানায় ধান লুট করার কাজে নেতৃত্ব নেয় এবং দামোদরপুরে ধান লুট করার এক মামলায় আসামী হয়।

কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

দিন কয়েক পূর্বে জয়পুর থানার থানারা অঞ্চলের দক্ষিণ্ডি গ্রামে আন্তঃ-প্রাদেশিক সমাজবিরোধী দলের কুখ্যাত ডাকাত বধু সিংকে বিহার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রকাশ, এই দলের আরও কয়েকজন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত পশ্চিম-বঙ্গ ও বিহার রাজ্যের সীমান্তবর্তী জয়পুর, চাস ও চন্দনকিয়ারী থানার কয়েকটি বিশেষ গ্রামে ঘাঁটি করে চুরি, ডাকাতি রাহাজানী, খুন প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। আরও প্রকাশ এই কুখ্যাত ডাকাতের দলই গত বৎসর পুরুলিয়া মফস্বল থানার বিভিন্নগড়িয়া গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি করে ; এই বৎসর পুরুলিয়া মফস্বল থানার জালকা গ্রামে নরহত্যাসহ ডাকাতি এবং গড়জয়পুরের রাজবাড়ীতে চাঞ্চল্যকর চুরি করেছে। এই সঙ্গে প্রকাশ এই সব অপরাধমূলক কার্য্যের তদন্তের জন্য স্থানীয় পুলিশের সোচেন্দা বিভাগকেও নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এই দল ইতিমধ্যে বিহার অঞ্চলেও কোনও স্থানে ডাকাতি করায় বিহার পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে যে ঐ দলের নেতা পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামে আত্মগোপন করে আছে এবং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করে।

এই সূত্রে এই তথ্যও জানা যায় সম্প্রতি অঞ্চলের কোনও কোনও প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই ডাকাতদলের খনিষ্ঠ যোগাযোগে আছেন এবং এদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন।

জয়পুরের রাজবাটীতে আবার চুরি

গড়জয়পুরের রাজবাটীতে চাঞ্চল্যকর চুরির দিন দশেকের মধ্যে আবার চুরি হয়। এইবার মন্দিরের তালা ভেঙ্গে দুষ্কৃতকারীরা প্রায় ৩ আড়াই মন ওজনের অষ্টধাতু নির্মিত শ্রীরাধাকিষাণ মূর্ত্তিটি নিয়ে পালায়।

পূর্বেকার চুরির সূত্রে পুলিশ এই পর্য্যন্ত প্রায় আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এদের মধ্যে রাজবাড়ীর এক পরিচারিকাও আছে। প্রকাশ, ঐ পরিচারিকা চোরদের সঙ্গে এসে রাজবাটীর কোথায় বহুক ও অলঙ্কারাদি থাকে সমস্তই দেখিয়ে দেয়—যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় সোনা-দানা, অলঙ্কারপত্র এবং বহুক নিয়ে তারা পালাতে সক্ষম হয়।

এই অপরাধের কিনারা করার উদ্দেশ্যে তদন্তের ভার গোয়েন্দা দপ্তরের উপর দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

এম টি ন mb বা র্ন লিঃ

EMBEE
পাওয়ার থ্রেশার
১৮" [৪৬০ মিমি]

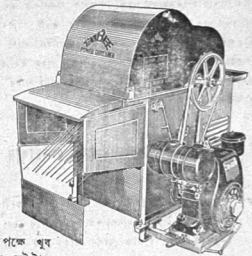

২ হর্স পাওয়ার মোটর অথবা ৩.৫ বা ৫ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন চালিত এই কলের সাহায্যে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা অথবা ঐ জাতীয় ফসল মাড়াই করা যায়। রকমারি কার্য্যক্ষম এই মেশিন বিশেষত নতুন ধরনের অধিক ফলনক্ষম জাতের ফসলের পক্ষে খুব উপযোগী। প্রতি ঘণ্টায় ১ থেকে ২ কুইন্টাল পরিষ্কার ধান পাবেন। এতে সময় বাঁচবে, পয়সা খরচ কম হবে আর শস্যের অপচয়ও বন্ধ হবে।

এসরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত

EMBEE MARTIN-BURN

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিশন রো
কলিকাতা
বম্বা দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

Regd. No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R No.- 2539/57

নেতাজীর জন্মজয়ন্তী ৭৪তম সাড়ম্বর অনুষ্ঠান

সমগ্র দেশে বিশেষ করে কলিকাতা, হাওড়া ও সহর-তলীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম জয়ন্তী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব্ব স্তরের অগণিত মানুষ ২৩শে জানুয়ারীর স্বরণীয় দিনটিতে সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রভাত ফেরী, শোভাযাত্রা, প্রতিকৃতিতে মাল্য দান, শঙ্খধ্বনি, জনসভা, আলোক সজ্জা, বাজী পোড়ানো প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নেতাজীর পুণ্য জন্ম দিন উদ্যাপন করেন। তাঁর কর্ম্ম, জীবন ও আদর্শের প্রতি জনগণের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

কলিকাতার বহু বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বৈকালে শহীদ মিনারের পাদদেশে কেন্দ্রীয় নেতাজী উৎসব কমিটি কর্ত্তৃক আয়ত জনসভা; মহাজাতি সদন কমিটির জনসভা; উত্তর কলিকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি কর্ত্তৃক আয়ত আমবাগান পাঁচ মাথার মোড়ের সভা; বিডন ষ্ট্রিটে ত্যাগী বাহিনীর ২২তম বার্ষিকী অনুষ্ঠান; রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কংগ্রেস (ইন্দিরা-পন্থী) আয়োজিত জনসভা এবং সকালে ও বৈকালে নেতাজীর প্রতিকৃতি সহ কয়েকটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

এবারের নেতাজী জন্মদিনের উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য ছিল শখের ধারে নেতাজীর প্রতিকৃতি সহ আলোক সজ্জা ও বাজী পোড়ানো। সকালে ভ্যান স্কোয়ার থেকে যে শোভাযাত্রা মহাজাতি সদনে যায় তাতে হাতী, ঘোড়া, কামান প্রভৃতি ছিল।

পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠান

রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মত পুরুলিয়ার বিভিন্ন মহল্লায় ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নেতাজীর ৭৪তম জন্ম জয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে চক্রবাজার নেতাজী স্যার্কি সুসজ্জিত করে একটি বেদীর উপর নেতাজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী এখানে বিবিধ অনুষ্ঠান করা হয় এবং রাত্রিতে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

তুলসীতে নেতাজী বিজয়োৎসব এই দিন বিশেষ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয়।

—০—

যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম সঙ্কট ও সমাধান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। ঐ বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্তফ্রন্টের শান্তি বৈঠকের দাবীও করার চেষ্টা করে এবং বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনাকে সর্ব্বত্রই বিরাট চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।এবং অভিযোগে বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত মুখ্য-মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করেন। এই ঘটনা ও সংবাদ খবরে অভিনন্দি মুলক প্রচার-চনার ফলে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী বলেই জনসাধারণের ধারণা হয়।

এই নিদারুণ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্টের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক গত ২২শে জানুয়ারী রবিবার শুরু হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ আলোচনার পর এক সন্তোষজনক সমাধান ও মীমাংসায় পৌঁছন সম্ভব হয়। সর্বসম্মতিক্রমে বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিম্নোক্ত ঘটনাকে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও বিযুক্ত করা হয় এবং যুক্তফ্রন্টের নেতা ও শরীক যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কে এই কয়েক আচরণ বিধি প্রণীত হয় যে—যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের কোনও প্রকার সমালোচনা করা চলবে না; এক মন্ত্রী অপর মন্ত্রীর দপ্তরের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য প্রকাশ বা সমালোচনা করতে পারবেন না এবং যুক্তফ্রন্টের কোন শরিক দল অপর কোনও শরিক দলের বিরুদ্ধে এক্যুক্তি, বিভ্রান্ত সমালোচনা, অশালীন মন্তব্য করতে পারবেন না বা সাংবাদে প্রদান হবেন না।

—০—

রাজ্যপাল ধাওয়ানের উদ্বোধনী ভাষণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অধিকতর প্রয়াস করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিবারণ জনসাধারণ ও সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং সাধারণ ভাবে জনসাধারণের স্বার্থে সর্ব্ব প্রথমে কাজ করার জন্য পুলিশকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট ও খাদ্য সমস্যা

রাজ্যপাল আরও বলেন—যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই রাজ্য-নৈতিক পরিবর্ত্তন সাধন ও সময়ের প্রচেষ্টা চলেছে তাতে কিছু অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা আছে। অর্থ-নৈতিক ময়দায় সামান্য উন্নতির ভাব লক্ষ করা গেলেও সে উন্নতি সমভাবে ছিন্না ক্রত হয় নি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা রাজ্যের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে বেকারত্ব এক ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রাজ্যের তীব্র ও বৃহৎ সমস্যাগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রের ক্রমাগত উপেক্ষা ও অবহেলা এই অসুবিধার জন্য দায়ী। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, মহানাগরিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কল্যাণের বড় বড় পরিকল্পনাগুলি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের অপেক্ষিত সাহায্যের প্রতীক্ষায় আছে। জনগণের কল্যাণে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী রাজ্য সরকার গত অসুবিধা স্বত্বেও বর্ত্তমান সম্পদ সর্ব্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগাতে কুণ্ঠিত হন নি।

সঙ্গেদের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে আমাদের অর্থ-নীতির সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। খাদ্যোৎপাদনের দুই বৎসরের একটি জরুরী কার্য্যসূচি তদারক হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রথম বৎসরের ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন লক্ষ্য ধার্য্য হয়েছে ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের খাদ্য ঘাটতি থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিমাণ মাত্র ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন হওয়া স্বত্ত্বেও সমাসত্ত কতগুলি মাংশেবন মুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এবং রাজ্য সরকারের শক্তাতে জনসমর্থন থাকার বাজারের অবস্থা ভাল ছিল। জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে সংশোধিত রেশনের আওতায় আনা হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালে রাজ্যের ৫ কোটি ৭ লক্ষেরও অধিক নরনারীকে সংশোধিত রেশনিং, আংশিক রেশন ও বিধিবদ্ধ রেশন অনুসারে সরকারী বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হয়েছিল।

শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে পুলিয়া জেলার অবৈতনিক ও আবশ্যক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কাজের সমগ্র গ্রামীন এলাকা এই ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। সহরাঞ্চলে ৮-১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ১৭ টিকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রস্তুতি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। একটি বিশ্ব প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ খসড়া রচনা করা হয়েছে এবং বিধান সভার বর্ত্তমান অধি-বেশনে সেটি পেশ করার সম্ভাবনা আছে।

পঞ্চায়েত

গণতন্ত্র যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য প্রশাসন ক্ষেত্রে জনগণের অধিক থেকে অধিকতর অংশ গ্রহণ অপরিহার্য্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন কল্পে রাজ্য সরকারের নূতন পঞ্চায়েত বিলটিও বর্ত্তমান অধিবেশনে পেশ করা হচ্ছে।

রাজ্যপাল তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে শিল্প, ভূমি সংস্কার, পূর্ব্বাঞ্চলের বেতন কমিশন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এবং ঐ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেন।

—০—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

তৃতীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস সাক্ষ্যের প্রাণবান নিবেদক

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ | সোমবার, ২রা ফেব্রুয়ারী '৭০ | বার্ষিক—৬.৲, সডাক—৭৲
৫ম সংখ্যা | ১৯শে মাঘ, ১৩৭৬ | নগদ—১৫ পয়সা

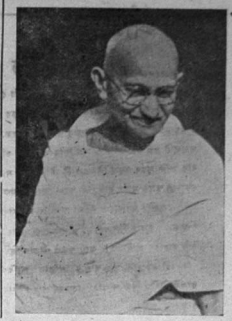

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ২২তম তিরোধান দিবস সমগ্র দেশে বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে উদ্যাপিত হয়। কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে গান্ধী ঘাটে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃ-বর্গ গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বৈকালে কলি-কাতায় সহীদ মিনারের পাদদেশে এক মহতী জনসভায় শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃবর্গ গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শ আলোচনা করে ভাষণ দেন।

নয়া দিল্লীতে রাজঘাটের অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীজি, ভি, গিরি; প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানেরা গান্ধীজীর স্মৃতি বেদীতে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

—০—

পুরুলিয়া ও অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠান

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখ মহাত্মা গান্ধীর ২২তম তিরোধান দিবস "শহীদ দিবস" ও "বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস" রূপে উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৯ ঘটিকা থেকে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত আদালত প্রাঙ্গণে গান্ধী জীবন সুসজ্জিত করা হয় এবং এক প্রার্থনাপূর্ণ অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। গান্ধীজীর মৃত্যুতে জেলা গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষিকা মহাবিদ্যালয় প্রভৃতির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ রামধুন সহযোগে পরিবেশন করে এবং দুই ঘন্টা ব্যাপী সুসজ্জিত অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কমলা দেবী রায়, অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিঃ প্রকাশ সরকার, শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায় ও শ্রীমতী দুলাল মিত্র অংশ গ্রহণ করেন।

সর্ব্ব ধর্ম্ম সভার অনুষ্ঠানে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক শ্রী নিতাই চন্দ্র রায় মঙ্গলাচরণ ও বেদমন্ত্র পাঠ করেন; মৌলভী হাফিজ আবে কোরাণ পাঠ করেন এবং বেঙ্কাটেশ আনন্দ পুষ্পত্রিয়া বাইবেল পাঠ করেন।

শান্তমণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ রামধুন এবং কয়েকটি ভজন পরিবেশন করে এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গীতের শিক্ষক শ্রীসুনীল কুমার সরকার কয়েকটি ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বেলা ১১ ঘটিকায় এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

—০—

সিংগাড়ারের অনুষ্ঠান

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের সিংগাড়ার গ্রামে "কুষ্ঠ দিবস" উদ্যাপিত হয়। এই গ্রামে জেলা গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় একটি কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীসিরীশ চন্দ্র মজুমদার, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কে, বি, মুখার্জী প্রমুখেরা যোগদান করেন। বেলা আড়াই ঘটিকার সময় এই অনুষ্ঠান হয়।

নব-কুষ্ঠ নিবাস

৩০শে জানুয়ারী বৈকালে ৪ ৩০ ঘটিকার সময় নব কুষ্ঠ নিবাসে বিশ্ব "কুষ্ঠ দিবস" উদ্যাপিত হয়। নব-কুষ্ঠ নিবাসের এই অনুষ্ঠানে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে-কি মুখার্জী কুষ্ঠ নিবাসের সেক্রেটারী ডাঃ কাঞ্জিবিলাস মুখার্জী এবং মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ নিরঞ্জন মুখার্জী প্রমুখেরা যোগদান করেন।

—০—

পুরুলিয়ায় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিবসু

রাস ময়দানে মহতী জনসভায় ভাষণ

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট নিরসনে শরিক দলগুলির প্রতি আবেদন

গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্য মন্ত্রী তথা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর পুরুলিয়া আগমন উপলক্ষে স্থানীয় রাস ময়দানে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীঅনুল মাহাতো সভাপতিত্ব করেন এবং কৃষক সভার সভাপতি ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে উপমুখ্যমন্ত্রীকে মাল্যদান করা হয়।

শ্রীজ্যোতি বসুর ভাষণ

দীর্ঘকাল পরে পুরুলিয়া আসার সুযোগে আনন্দ প্রকাশ করে শ্রীবসু তাঁর ভাষণে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে যে দেশে কংগ্রেস ছাড়া একমাত্র পথ—এর আর বিকল্প নেই। ভুল আদায় সিদ্ধনে বাঁধা সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে এবং সেটা জোটের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যুক্তফ্রন্টকে বিচার করুন

শ্রীবসু বলেন যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট বিপুলতর সংখ্যা-ধিক্য নিয়ে সরকার গঠন করেছে এবং যুক্তফ্রন্ট শাসনের ১১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার কি করেছে না করেছে জনগণ তার বিচার করুন। তিনি বলেন যে ভারত এক ও অবিভাজ্য রাষ্ট্র এটা তাঁরা চান—কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করে রাখবেন এটা তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং রাজ্য সরকারগুলির হাতে অধিকার ক্ষমতা ও সম্পদ আনার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করে যাবেন। দেইজন্য রাজ্যের নীতিবদ্ধ ক্ষমতা ও সম্পদ অক্ষয় করেই স্বার্থের বজায় প্রবিক-কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রামে তাদের দাবী আদায়ে সহায়তা দিয়ে যুক্তফ্রন্ট তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। চা বাগান, সুতো-কল, চটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রভৃতির লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সংগ্রাম করে ২৫ টাকা থেকে ৪৫ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। কংগ্রেসী শাসন তলে মালিকের পক্ষ নিয়ে শ্রমিকদের এই আন্দোলনের বিরোধিতা করা হোত। এ ছাড়া আড়াই লক্ষ সরকারী কর্ম্মচারী এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের বর্দ্ধমান ও দাবী দাওয়া পূরণে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়েছে। শাসন ক্ষমতা হাতে নেবার তিন মাসের মধ্যে ৯ কোটী টাকা মাজীভাতা বাড়ানো হয়েছে।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

চণ্ডীগড়

অনেক জল ঘোলা করে কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত চণ্ডীগড় সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। চণ্ডীগড়ের দুই দাবীদার পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের মধ্যে মামলায় পাঞ্জাবের জিত হয়েছে—তারপর পাঞ্জাবের ভাগেই চণ্ডীগড় লাভ হয়েছে আর পরাজিত হরিয়ানা রাজ্য চণ্ডীগড় হারাবার অর্থ পুরণ করার জন্য বিশ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য পাবে নিজের মনোমত কোনও স্থানে নূতন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে পাঞ্জাব স্বভাবতঃই উল্লসিত আর হরিয়ানা বিক্ষুব্ধ। গত বাইশ বৎসরে পঞ্জিব বক্ষের ক্ষত পূর্ণ পাঞ্জাবের বহু ক্ষত শুকা যায়। স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ পাঞ্জাব দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর সহ পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে, আর রাজধানীহীন পূর্ব পাঞ্জাব আতঙ্কবর্ষ পার হ আবশ্যক নীরে নীরে পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় গড়ে ওঠে। পূর্বিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদের পরিকল্পনা অনুযায়ে অল্প-সময়ী মধ্যেই সুন্দর নগরী গড়ে তোলা হয়। ইতিমধ্যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী পাঞ্জাবে মোচ্চার হয়ে থাকে এবং ভাষার সঙ্গে ধর্মও জড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের শিখ ও আকালী সম্প্রদায় স্বতন্ত্র শিখস্থান দাবী করে; অন্যদিকে পাঞ্জাবের হিন্দীভাষী হিন্দু সম্প্রদায় বিশাল হরিয়ানা রাজ্যের আন্দোলন সুরু করেন। পাঞ্জাবের এই দ্বিমুখী আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে সুরু করে ভারত বিশ্ফোরণের মুখে এসে উপনীত হলে দ্বিতীয় কংগ্রেসী রাজনীতিকের ঘুম ভাঙ্গে এবং পাঞ্জাবকেই আবার দ্বিধা বিভক্ত করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু চণ্ডীগড় সামরিকভাবে উভয় রাজ্যের রাজধানী বলে ঘোষিত হয়। আর তারপর থেকেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য দুই পক্ষেরই দড়ি টানাটানি সুরু হয়—কে চণ্ডীগড় জয় করতে পারে।

রাজধানী শহরগড়ের অবস্থান পাঞ্জাব রাজ্যে, কিন্তু একেবারে হরিয়ানা রাজ্যের সীমান্তে। আয়ার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীতে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবেরই প্রাপ্য। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীয় প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে পাঞ্জাবের অন্তরীণ এই ছিল যে পাঞ্জাবে আকালী জনসঙ্ঘ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা অন্তর্বাধী, অন্যদিকে হরিয়ানায় বনীলালের মন্ত্রীসভা ইন্দিরা-কংগ্রেস সরী। সুবাবতঃই পাঞ্জাবের তুলনায় হরিয়ানার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব সৃষ্টির সুযোগ ও সম্ভাবনা অধিকতর ছিল। সুতরাং তাঁর এ নীতিগত বিচার করাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রেত হলে তাদের সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই জানাতে পারতেন—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মনের কোনে সুদূর পাপ লুক্কায়িত থাকায় তাঁরা সুযোগের অবকাশ ও পরিস্থিতির গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি অগ্নি-গর্ভ পর্যায়ে এসে পৌঁছিলে তাড়াতাড়ি চণ্ডীগড় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত হরিয়ানা রাজ্যের এ আন্দোলনের ডাক দেয় জনসঙ্ঘ ও নিখিলেট পন্থী কংগ্রেস। এই জনসঙ্ঘ ও নিখিলেট পন্থী কংগ্রেসের রাজনীতিক বিচিত্র। পাঞ্জাবে এই দুটি রাজনৈতিক দল ভারী ও আন্দোলন করছিলেন যাতে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের ভাগে পড়ে; আবার মজাজারতীয় রাজনৈতিক এই দুটি দলের হরিয়ানা রাজ্য শাখা হরিয়ানার জন্য চণ্ডীগড় দাবী করে আন্দোলন করছিলেন এবং আন্দোলন বাল না হওয়ায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন ও সেই সঙ্গে পাঞ্জাব রাজ্যে চণ্ডীগড় অঞ্চের জন্য আন্দোলনের করছেন। সুতরাং এই দুই দলের রাজনীতির সঙ্গে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই—তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার তথা ইন্দিরা-পন্থী কংগ্রেসকে কিভাবে কাবু করতে পারেন তার সুযোগ সন্ধানেরই অনুসন্ধান করা।

হরিয়ানা রাজ্যে যে বিক্ষোভের তুফান বয়ে যায় তাকে আরও উগ্রতর করে তুলে বনীলাল মন্ত্রীসভার পদত্যাগেরদাবী করা হয়েছে এবং এই মন্ত্রীসভার পতনের জন্য প্রচেষ্টাও সুরু হয়েছে। এবারী জন সমস্ত বিশিষ্ট হরিয়ানা বিধান সভার লালা বনীলালের দলগত শক্তি মাত্র পঞ্চাশি জন, সুতরাং অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা গরিষ্ঠতার সূত্রে এই মন্ত্রীসভা ঝুলছে। কাজেই দাবীও দোচ্চার হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে এবং বিশাল হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুলেছেন। সমস্যার আশু ও ন্যায্য সমাধান না করে—কেবল জল ঘরল করলে সমস্যা যে কেবল জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে এই কাণ্ডজ্ঞান কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কালে হবে না।

—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

সীমান্ত গান্ধীর বিদায় সম্বর্ধনা

সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খান প্রায় চারমাস ব্যাপী ভারতবর্ষে অবস্থান করার পর এই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুনরায় পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছেন। এই চার মাস কাল ধরে তিনি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন এবং গান্ধীজীর বিশ্বস্ত অনুগামী এবং ময় শিষ্যেরও অসাধারণ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নীতি ও আদর্শগত দিক দিয়ে গান্ধীবাদের যে সর্বনাশ করেছেন তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সীমান্ত গান্ধী গঠন মূলক কর্মী ও ভূদান কর্মীদের কাজের ধারা সম্পর্কেও তাঁর নিজ অভিমত প্রকাশ করেন ও পরামর্শ দেন। অনীতিগত বৃদ্ধ সীমান্ত গান্ধীকে আমরা সাদর বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

যুক্ত প্রদেশে গদীর লড়াই

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্ত প্রদেশে বিধান সভার অধিবেশনের তারিখ ধার্য হওয়ায় যুক্ত প্রদেশে গদীর লড়াই এর সম্ভিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সি. বি. গুপ্ত বলেন নিখিলেট পন্থী এবং ইন্দিরা গান্ধী পন্থী কংগ্রেস দলের নেতৃ ক্ষমতাসীন হিসাবে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সঙ্গে যাঁতাত করে চরণ সিংহের নেতৃত্বে বিরুদ্ধ কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। যুক্ত প্রদেশ বিধান সভার ৪২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় উভয় পক্ষই কংগ্রেস সমর্থনের সমর্থন সহ নিখুঁত সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দাবী নস্যাৎ করছেন। কিন্তু এইসব তাঁকা পরস্পরা একেবারে মুলাহীন—কারণ বিধান সভার অধিবেশন বসলে, অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে উভয় পক্ষের শক্তির দাবীর চূড়ান্ত যাচাই হবে।

—০—

বিহারের অনিশ্চিত পরিস্থিতি

রাষ্ট্রপতির শাসন অবসান কল্পে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা গঠনে রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠী ক্রমশই অধিকতর অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। ইন্দিরা পন্থী ও নিখিলেট পন্থী উভয় কংগ্রেস দলের নেতা নিজ নিজ দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য বিহারের রাজ্যপালের নিকট ভাক আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল আড়াইদী মানের শেষ ভাগে শক্তির পরিচয় ও প্রমাণ দাখিলের সর্ত আরোপ করলে তাঁরা পশ্চাদপদ হন। ইতোমধ্যে সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টির উদ্যোগে জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র, নিখিলেট পন্থী কংগ্রেস ও সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টির মিলনে যে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয়েছে—তাঁর নেতা হিসাবে রামানন্দ তেওয়ারী রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সংযুক্ত দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে তাঁর দলকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু তেওয়ারীজীর রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের এস এস-পি দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়—তাঁর ১৪ জন এম-এল-সি এম-এল-এ তেওয়ারীজীর রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃমণ্ডলের নিকট আবেদন জানাচ্ছেন। আবার জনসঙ্ঘেরও দুই জন এম-এল-এ বিদ্রোহ করে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। এ্যাংগ্লো যোগে বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ: অনিশ্চিত থেকে অনিশ্চিততর হয়ে উঠছে।

—০—

সংঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সংঘের উত্তর

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শরিকী লড়াই যা চলছিল তার অবসানের জন্য লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছিল তা সাধারণের মারফৎ প্রচারিত হয়েছিল। সংঘের এই বিশেষ ভূমিকার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়েছিলেন—আর-এস-পি। এর জন্য এই দুই দল বহুভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন সত্য; কিন্তু এর জন্য সংঘের প্রতি কতকগুলি বিশেষ ধরণের অভিযোগও আজ উঠেছে—যার প্রতি আজ বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার মনে করি।

সংঘের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দেখা দিয়েছে

যে অভিযোগগুলি উঠেছে—তার মধ্যে বিশেষ-উল্লেখযোগ্য এই যে লোক সেবক সংঘ নাকি বিশেষ এক বড় দলের অনুগামী হয়ে পড়েছে;—কোনো দলের অত্যন্ত আশঙ্কাজনক আচরণ সমূহের বিরোধও সংঘ নাকি সম্পূর্ণ নীরব; এবং এর দ্বারা তাদের অন্যায় কাজকেই সংঘ সমর্থন করছে; এবং এই শরিকী বিবাদের অবসানের চেষ্টার মূলে সংঘের নেতৃত্বের মনে যে বিশেষ চিন্তা কাজ করেছে—তা হচ্ছে ক্ষমতার আসন রাখবার ব্যাকুলতা। এ ধরণের অভিযোগগুলি আজ আমাদের কাছে এসেছে।

যে যে পরিস্থিতির কারণে এবং যার আন্তরিকীণ কারণগুলি না জানার জন্য এই ধারণাগুলি 'ঘটেছে তা' পরিষ্কার করার জন্য আমি এখানে আলোচনা রাখছি। তবে এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোনো কারণ পরিস্থিতি ছাড়াই যদি কেউ ঐ সব ধারণা করেছেন এবং কেবলমাত্র তাঁর মনে হয়েছে বলেই তাঁর ঐ ধারণা—তাহলে সে কথার উত্তর দেবার আমাদের কিছু নেই বা সাধ্যও আমাদের নেই। কিন্তু ধারণাকে যাঁরা যুক্তি দিয়ে দেখতে চান তাঁদের কাছেই আমি এখানে কয়েকটি কথা রাখছি।

এই কৈফিয়তের প্রয়োজন কেন ঘটল

যদি কেউ বলেন—কোনো বড় দলের আমরা অনুগামী হ'য়ে পড়েছি—তাতে আপত্তি করার বা কৈফিয়ত দিয়ে সময় ক্ষেপণ করার কিছু নেই। কারণ বড় বড় দল—যেমন সি, পি, এম; সি, পি, আই; বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক- এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মপন্থা বা আদর্শগত নিয়ে চলেছেন; আমরা যদি ভুলভাবেও এঁদের কারুর অনুগামীত্বলে চিহ্নিত হই—তাতে আপত্তি জানাবার প্রয়োজনই বা কি আছে? কিন্তু যখন শরিকী সংঘর্ষের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দলের অবাঞ্ছিত কাজকর্ম বিচার করা হচ্ছে—বিভিন্ন দল যখন বিভিন্ন দলকে গুরুতর সব ব্যাপারের জন্য অভিযুক্ত করছেন—সেই পরিস্থিতির মধ্যে সংঘকে যদি কারুর অন্যায়ের সহযোগীরূপে চিহ্নিত করিয়ার চেষ্টা করা হয়—তাহলে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য রাখার দরকার হ'য়ে পড়ে। আজ একমাত্র এক অবস্থায় যথার্থ অবস্থা জানাবার জন্য বলতে হচ্ছে যে, শরিকী লড়াই-এর এহেন গোষ্ঠি গঠনের মধ্যে আমরা আজ কারো বন্ধুর বা তন্ত্রীবাহক অবস্থই নই বা হই নি।

শিবির ভাগেও সংঘের নীরবতায় সন্দেহ

যুক্তফ্রন্টের শরিকী কলহে পরস্পর যখন পরস্পরকে তীব্রভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন দলগুলি যখন প্রায় দুটি শিবিরে ভাগ হ'য়ে পরস্পরের সম্পর্কে পরস্পর গুরুতর অন্যায় আচরণের তথা উদ্ঘাটন করছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের জনমতও যখন প্রায় দু'ভাগে ভাগ হচ্ছিল তখন লোক সেবক সংঘ কেন নীরব থাকছেন—কেন তাঁরা একটা শিবিরের বিরুদ্ধে অন্যায় অনেকের মত তীব্র অভিমত সমূহ প্রকাশ করছেন না এই প্রশ্ন অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এবং এই দুই শিবিরের মধ্যে ভাতৃঘাতী শিবির বলে কথিত শিবিরের সঙ্গে সংঘের মতবাদের বেশী সাদৃশ্য আছে বলে যখন লোকে মনে করেন তখন সেই শিবিরের গোষ্ঠিভুক্তদের অপর শিবিরের বিরুদ্ধেই লোক সেবক সংঘের অভিমত দেখা দেবে—এটাই অনেকের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। কিন্তু তা না হওয়ায় লোকে সন্দেহ করেছেন যে, তাহলে এঁরা ভেতরে ভেতরে বোধ হয় অপর শিবিরের অনুগত লোক হয়ে পড়েছেন এইভাবেও বহু জনের মনে সন্দেহ জেগেছে বলে আমাদের মনে হয়।

আমাদের এই নীরবতা কেন?

এই বিষয়ে লোক সেবক সংঘের পরিস্থিতিটা সকলের পক্ষে বোধসম্য না হওয়ারই কথা। কারণ চারিদিকের নানা গোলযোগের মধ্যে সংঘ যে বিশেষ কারণে চুপ করে আছে সেটা যে একটা নীতি অনুসরণের প্রয়োজনে অনুসৃত হচ্ছে—সেটা অনেকেই ধরতে পারেন নি। এখানে সেজন্য আমরা একটা কথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই বলতে পারি যে, লোক সেবক সংঘ যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যতটুকুই যা করতে পেরেছে বা না পেরেছে, একটি জিনিষ সংঘ নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে এসেছে—তা এই যে, যুক্তফ্রন্টে সকলে মিলে যা স্থির করা হয়েছে সংঘ তা যথাযথভাবে পালন ক'রে আসছে। যুক্তফ্রন্টের নির্দেশ ছিল যে কোনো শরিক দলের বিরুদ্ধে কোনো শরিক দলের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তা ফ্রন্টের কাছেই বাখতে হবে প্রকাশ্যে তাঁর আলোচনা কেউ যেন না করেন। অন্য কোন্ শরিক দল এ বিষয়ে কী করেছেন সে আলোচনায় না গিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আমরা ফ্রন্টের এই নির্দেশ আন্তরিকভাবে মেনে এসেছি—এবং সেজন্যই এত বাস্তবাবিরোধ নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছি; এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য বহু লোক আমাদের ভুল বুঝবেন- এই সুঁকিও আমরা নিয়েছি।

শরিকী সংঘর্ষে সংঘের অসন্তোষ ও তার প্রকাশ

ফ্রন্টের এক শরিকের কর্তৃক আরেক শরিকদলের ওপর আক্রমণ খুন জখম এঁকে অপরের প্রতি তীব্র কটু মন্তব্য প্রভৃতি যেই করে থাকুক—আমরা ফ্রন্টের মধ্যে এবং প্রকাশ্য বক্তব্যের মাধ্যমে সে সবের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করেছি এবং ফ্রন্টের বৈঠকে লিখিতভাবে এবং আলোচনার মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা বলেছি যে, এ সব কাজ যেই করে থাকুন—সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিষয়ে বা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দল বা ব্যক্তিদের আচরণের বিষয়ে সমাক তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত করা হোক কে অপরাধী তার নির্ণয় ক'রে তাদের লজ্জিত করা, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা অপরাধমনক কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে বাধ্য করা হোক। আমরা কারুর অন্যায়কেই সমর্থন করার বা কারুর অন্যায়কে চেপে যাওয়ার কোনো মনোভাব কোনো সময়ে প্রকাশ করেছি ব'লে আশা করি কেউ বলতে সমর্থ হবেন না। তবে একথা ঠিক যে, যে কোনো শরিক দল সম্পর্কে যে কেউ যা কিছু আলোচন সর্বত্র করেছেন সে সব সময়ে আমরা নীরব থেকেছি—ফ্রন্টের শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে সমাক আচরণের প্রয়োজনে। ঐভাবে যাঁরা ফ্রন্টের শৃঙ্খলা বহির্ভূতভাবে আলোচন তুলেছেন—তাঁরা আমাদের নীরবতায় মনে করেছেন যে, আমরা অপর পক্ষের লোক। এ হেন অবস্থায় তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, তাঁরা নিজেরাই ভুল করছেন। তাঁরা ভেবেছেন যে, তাঁরা যা করছেন—তা' ন্যায়সঙ্গত, জন স্বার্থের অনুকূল; এবং স্বার্থবোধে প্রয়োজনেই তাঁরা তা করছেন এবং তার জন্য তাঁরা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমরা একমতই নি।

তথা উদ্ঘাটন আমরা কী ভাবে চেয়েছি

এখানে আর একটি বিষয়ে কথা বলবার রয়েছে। শরিকী বিবাদের গুরুতর যে সব কাণ্ড ঘটেছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন দল বা ব্যক্তি বা সংবাদপত্র নিজ নিজ তথ্য পরিবেশন ক'রে দাবী করেছেন যে, তাদের বক্তব্য সঠিক। ঘটনা বিষয়ে তাঁদের উক্তিকে চূড়ান্ত সত্য ব'লে ধরে নিয়ে বাবস্থা গ্রহণ করা হোক। কখনো কখনো ঘটনার ধরণ থেকে কারুর কারুর বক্তব্য সত্য হ'তে পারে মনে হলেও, আমরা সরাসরি বলেছি যে উপযুক্ত তদন্ত ছাড়া কোনো তথ্যকে বিচারের বিষয়বস্তুে বা রাজনৈতিক আলোচনায় বিষয় রূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না। সেজন্য সরাসরি আমরা চেয়েছি যে উপযুক্ত ধারায় তদন্ত করা হোক এবং তা করবার জন্য ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের কাছে ও ফ্রন্টের কাছে লিখিতভাবে ও আলোচনায় বক্তব্য রেখে এসেছি। এ ভাবে তথ্যাদি যাচাই না করা পর্যন্ত তার ওপরে কিছু বলা ও আমরা সমীচীন মনে করি নি। এই জন্যেও সম্ভবতঃ আমাদের সম্পর্কে অযথা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়)

বিস্ময়কর এক মিথ্যা প্রচারের ধৃষ্টতা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

মিথ্যা প্রচার করা যাদের নিয়মিত কাজ, তারা মিথ্যাকে খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য রূপে দাঁড় করাতে সাধারণতঃ অত্যন্ত বেশী রকম ভাবে সীমা ছাড়ায় না। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের প্রচার আমার আলোচ্য ক্ষেত্রে এত বেশী রকম বাড়াবাড়ি হয়েছে যে তা বিস্ময় এবং অবিশ্বাস-জনে সাধারণ মানুষের কাছেই দেখা দিয়েছে। সিভিকেট দলের কংগ্রেসীরা এক নতুন কাগজ বার করে—যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচারে লেগেছেন। উৎসাহের বশে লোক সেবক সংঘের এবং তার কর্মীদের ওপরও এক অযথা ধরণের প্রচারের ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছেন যে সে বিষয়ের জন্যই আমাকে এই প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হতে হল।

কংগ্রেসীদের এই কাগজটির নাম হ'ল—'যুগের ডাক'। তার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে—"লোক সেবক কর্মীরা পুরু-লিয়ার নারী ধর্ষণ করেছে—পুলিশ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়।" এই শিরোনামা দিয়ে, বিশেষ প্রতিনিধির নামে যে সব কথা লেখা হয়েছে—তার মধ্যে আছে এই :—

পুরুলিয়ার নারী ধর্ষণ। আজ তার নায়ক লোক সেবক সংঘ। ভদ্র-মহিলার অপরাধ—জনৈক স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীর স্ত্রী তিনি। এই অপ-রাধে ফ্রন্ট রাজত্বে আর একজন সতী নারীর ইজ্জত নিতে হল। ..... গান্ধী নামাবলী যার গায়ে, সেই লোক সেবক সংঘ আজ নারী ধর্ষণের মত জঘন্যতম অপরাধে লিপ্তপাত নয়।

এই পত্রিকাটি লিখেছেন—তাঁদের কাছে সংবাদটি দিয়েছেন কংগ্রেসী এম, এল, এ, যুক্তফ্রন্ট মান্ত্রি, ঘটনাটি বান্দোয়ান থানার একটি গ্রামের সঙ্গে —কর্মীদের জড়িত করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ যেন জঘন্য মিথ্যা প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন—সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে ডাঃপ্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র আর সম্পাদক শ্রীঅংশুমান ধাড়া। দুজনেই কংগ্রেসের নেতা হিসাবে সুপরিচিত। আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছি যে, রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের জন্য এঁরা নিরপরাধ মানুষের প্রতি এভাবে জঘন্য অপরাধ আরোপ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

তা ছাড়া, আর একটি ব্যাপারে আমি আরো বিস্মিত হয়েছি যে, ঘটনা যদিও আদৌ সত্য নয়—তবু একটা হলেও ২।৩ জন লোক দুষ্কর্মতা বশতঃ যদিই বা এহেন গুরুতর অপরাধ করেই ফেলতো—এবং তারও যদি বা তা বিশ্বাস করেই ফেলতেন—তাহলে তার জন্য সমগ্র দলকে এই কর্মী অপরাধের জন্য দায়ী করবেন—এ সাংঘাতিক কথা। এ ক্ষেত্রে নজীর আমি আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম। অপরাধী কর্মীরা কোন্ দলের লোক —এটা প্রচার ক'রে কোনে দলকে পরোক্ষভাবে হেয় করার চেষ্টা কেউ হয়তো করতে পারেন। তাতেও পর্যাপ্ত ভাবা যেতে পারে। কিন্তু দলের ২।৩ জন অপরাধ করছে এই কথা পরিবেদন ক'রে সমগ্র লোক সেবক সংঘকে এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়েছে, এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। বলা হচ্ছে !!! পুরুলিয়ার নারী ধর্ষণ আজ তার নায়ক লোক সেবক সংঘ। অর্থাৎ আমরা সবাই পরিবদ্ধনা সহকারে এই জঘন্য কর্ম-ভূমিকায় লিপ্ত হয়েছি, এই অপচার সংগঠিত করার দুরে আমরাও আছি। কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত হয়ে কংগ্রেসী নেতারা জীবনে বহু অবাঞ্ছিত কাজ করেছেন —তার ইতিহাস আছে। কিন্তু প্রভাত বাবু, হরেন্দ্রনাথ বাবুরা যে এ হেন পর্যায়ে পর্যন্ত যেতে পারেন, তা আমার ধারণা ছিল না।

এই ব্যাপারে আমাদের যে দুজন কর্মীর নাম উল্লেখ ক'রে তাঁদের অপরাধী করা হয়েছে—তাদের নাম—শ্রীপরেশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীঅনাদি মাহাত। শ্রীপরেশ মাহাত আমাদের সংঘের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট কর্মী —অনগ্রিয় এবং সৎ ব্যক্তি ব'লে আছুত। শ্রীঅনাদি মাহাতও এরূপ নিষ্ঠাবান ভাল কর্মী। ওরে গ্রামের একটি পরিবারের পারিবারিক জীবন যাতে বিঘ্নিত না হয়—গ্রামের ঘোলআনার নির্দেশে তারা নিঃস্বার্থের হ'য়ে বহু চেষ্টা করেছিল—এই তাদের অপরাধ। এবং সেই কৃতকর্মের জন্য কংগ্রেসের নেতারা তাদের উপযুক্ত পুরস্কারে পু ভূত করেছেন।

যুগের ডাকে বলা হয়েছে—ভদ্র মহিলার অপরাধ—"তিনি জনৈক স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীর স্ত্রী কিন্তু ঐ জনৈক" ব্যক্তিটি কংগ্রেসকর্মী বলে আমি জানা যায় নি। আজ পর্যন্ত যিনি কংগ্রেসের কর্মী বলে শোনেন,—তাঁরা তঁকে কর্মী না করলে কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না কিন্তু তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি যে, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদেরও তাত্ত্বিকভাবে কর্মী-রাই তাঁদের প্রচারিত ঘটনার বিরুদ্ধে অত্র কথা বলতে আজ প্রস্তুত।

এই সাংঘাতিক ব্যাপারের যে গল্প সৃষ্টি করা হয়েছে তা ও'র জানানোতে এই :—"বান্দোয়ান থানার পারবাইহ গ্রাম নিবাসী শ্রীসুইরর হাসের স্ত্রীকে জোর করে ধরে আটক রেখে অত্যাচার চালান—আর পুলিশ চুঁটো জগন্নাথ। স্থানীয় লোক সেবক সংঘের কর্মী বলে পরিচিত পরেশ মাহাত, অনাদি মাহাত এবং আরো ৩।৪ জন দুর্বৃত্ত শ্রীসুইরর হাসের স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং প্রায় ৩ দিন যাবৎ তাঁকে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সেখানে ঐ সব দুর্বৃত্ত শ্রীলাসের স্ত্রীর উপর বৈকিক অত্যাচার চালায় এবং তাঁর ইজ্জত নষ্ট করে। প্রায় ৪ দিনের পর শ্রীমতী হাস দুর্বৃত্তদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে কোনো রকমে সক্ষম হন।"

ঐ কার্গিলে আরও জানান হয়েছে যে, এম, এল, এ, শ্রীযুক্তের মান্ত্রি বান্দোয়ান থানার শ্রীসুইরর হাস ও তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের করেন। শর্তিক তদন্ত না করে পুলিশ অভ্যাদি নীরব। আর অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই সংবাদটি পরিবেশনের সূত্রে সম্পাদক মশাই যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আরো বহু কথা বলেছেন। আমি এই আলোচনায় সে প্রলাপের কথা উত্থাপন করে আলোচনাকে অনর্থক দীর্ঘ করব না।

আমি যুগের ডাকের তথ্য বিবরণ পাঠ করে আসল তথ্য কি জানবার জন্য বান্দোয়ান থানার পারবাইহ গ্রামে যাই। দুদুর বেলা বৈঠক করি। বৈঠকে গ্রামের ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নাম আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এই ৪০ জন প্রায় সকলে নিজ নিজ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামে ৮২ ঘর লোকের বাস। সুতরাং ৪০টি পরিবারের প্রতিনিধিরা উপস্থিতির দ্বারা গ্রামের ঘোল আনার অভিমত ভাল মতোই ব্যক্ত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী কেতাকোলা ও কুমীর গ্রামের যাঁরা এই ব্যাপারে জড়িত হয়েছিলেন এবং যাঁরা কংগ্রেসী বলে পরিচিত তাঁদেরও আমি লিখিত অভিমত পেয়েছি। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী আনপাশের গ্রামের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমতও সংগ্রহ করেছি। এই সমস্ত দিকের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ক'রে যা প্রকৃত তথ্য জেনেছি তা এখানে আমি প্রকাশিত করছি।

আমাদের সংগৃহীত তথ্য

যা আসল তথ্য তা এই :—বান্দোয়ান থানার পারবাইহ গ্রামের শ্রী সুইরর হাস (বয়স ৩৫)। ও'র আঠারতে ছাত্র। শ্রীনিতাই হাসের ছেলে (বর্তমানে ২২।২৩) শ্রীবীহু হাসকে পোষ্য পুত্র রাখে। সুইরবের স্ত্রী শ্রীমতী শিউমণী (বয়স ২৬।২৭) বীহুর বৈতা বিয়েছিল—বয়সাধা হিসে বীহুর ভিক্তা মা হয়েছিল। বীহু সুইরবরের বাড়ীতেই থাকত খাওয়ার জন্য কর্ণ করত। ঘরের ছেলের মত ছিল।

গত বংসর ফাল্গুন মাসে সুইরবের বাবা শ্রীমোণী হাসের সন্দেহ হয়—বীহুর চরিত্র খারাপ। নিজের পুত্রবধূকে সন্দেহ করে। এই নিয়ে পিতা-অর্থাৎ মোণীহাস ও সুইরবের মধ্যে বচসা হয়। সৃষ্টি বলে এরূপ কখনই সত্য হতে পারে না—তাঁরা নিজমতী ওকে ভিক্ষাপুত্র করেছে। মোণীহাস এরূপ ভাবল না—ঐ গ্রামের ১৬ আনাকে ডাকে। তাকে কোনো মীমাংসা হল না। পিতা পুত্রের কলহ বাড়ল। সৃষ্টি এই ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে একদিন পিতার গায়ে লাঠী চালান। আরও যে পীড়ন আবার বাদ অনা ভাবল। ১৬ আনা বলল—বীহু হাসকে তোমরা রেখ না। কিন্তু ১৬ আনার সরাসর্শের হয়তাত হল না। পিতা পুত্রের মিটমাট হয়ে গেল—বীহুহাস ওদের ঘরেই থেকে গেল।

মোণীহাস ও সুইরব গুরু ছাগল ভেড়ার ব্যবসা করে। গ্রামের অনেক লোকের কাছেই ঋণ গ্রহণ করে। লোক সংঘের কর্মীরাও কয়েক জন ২৫।৩০০৲ করে টাকা ঋণ দিয়েছে। পাঁ-পাকিক সম্পর্ক ভালই ছিল।

সৃইরব সংঘের বিরোধী ছিল না—বরং মাঝে মাঝে সহায়কের ভূমিকায় দেখা গেছে। কংগ্রেস কর্মী রূপে কখনো দেখা যায় নি।

গত ৯ই আশ্বিন ২৩।৯৬৯ তারিখে শ্রীসুইরর হাস তার স্ত্রী শ্রীমতী শিউমণী হাসকে সন্ধ্যার সময় মারপিট করে ভেঁতুলতো ভাই শ্রীনিতাই হাসের বাড়ীতে জোর করে পৌঁছিয়ে দেয়।

৭ই আশ্বিন ১৩শে সেপ্টেম্বর শ্রীসুইরবের স্ত্রী নিতাই হাসের বাড়ীতে থাকে এবং ৮ই আশ্বিন ২২শে মানবাজার থানার তালুবাদা গ্রামে শ্রীবীহু হাসের পিসীমার বাড়ীতে দৌড়ুবাস ও শিশুমণী দুই জনেই যায়।

৮ই আশ্বিন দুপুরে সুইরব হাসের সঙ্গতী বরাবাজার থানার নিজরী নিবাসী শ্রীমধু হাস পারবাইহ গ্রামে আসেন এবং সুইরবের কাছে দাবী করেন যে আমার স্ত্রী কোথায় ? তখন সুইরব বলে যে বীহুর বাড়ীতে ছিল। তখন সুইরবের সঙ্গতী বলেন যে তখন কিছু আমি না। তুমি আমার বোনকে এনে দাও না হয় থানায় জানাবো। সুইরব তখন গ্রামা ঘোলআনাকে ডেকে বলে যে, আমার স্ত্রীকে আমি বীহুর বাড়ীতে এনে দিয়েছিলাম—এখন বীহু কোথায় নিয়ে চলে গেছে—এর বিচার করুন। তখন গ্রামা ঘোলআনার নির্দ্দেশে সুইরব; পূর্ণ মহিম, লক্ষণ ভূমিজ, প্রেম মাহাত বৈয়ানাথ মাহাত আলুবাদা গ্রামে যায় এবং ১৪ই আশ্বিন ২৩।৯।৬৯ তারিখে সুইরবের স্ত্রীকে পারবাইহ গ্রামে নিয়ে আসে—বীহু হাসকে আনতে পারেন নি। গ্রামা ঘোলআনা তখন আবার সুই-রবকে ডেকে বলল, যে, তোমার বৌকে এখন তুমি নিয়ে যাও। সুইরব অস্বীকার করে বলে যে এই বৌ কে আমি আর রাখবো না। তখন গ্রামা ঘোলআনা বলেন যে তুমি না রাখলে তোমার শ্বশুর রাখবে। পৌঁছে দাও নতুবা তোমার সম্বন্ধকে নিয়ে এসো। আশাজনা বৌটি নিতাই হাসের বাড়ী থাকে। শেষে ১১ই আশ্বিন সুইরব নিজরী যায়—তার সম্বন্ধকে আনবার জন্য কিন্তু সে আনতে অস্বীকার করে। গ্রামের লোক সুই-রবকে বুঝিয়ে বলেন যে, তিনটি বাচ্চা। শিশুর মা—তাদের ছেড়ে, নিজের সংসার ছেড়ে ও কোথায় থাকবে। মিথ্যে সন্দেহ করে ওর এবং নিজের জীবন নষ্ট করা না। সুইরব কিছুতেই মানতে চায় না। তখন গ্রামের ঘোলআনা সুইরবকে জোর ক'রে বলে যে, তোমাকে তোমার বৌকে রাখতেই হবে। তিনটি সন্তানের জননী। এখন কি ভাবে কোথায় যাবে? তখন সুইরব স্বীকার করে। ঘোলআনা তখন বৌটিকে সুইরবের বাড়ীতে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয়।

ঘোলআনার অধ্যক্ষ সুইরব তার বৌকে বাড়ীতে রাখলেই বৈশ্বিক মারপিট করিতে থাকে এবং অনাহারে রাখে। রাতে বাড়ীতেও ঢুকতে দেয় নি। শেষে বলে যে আমি তোর স্বামী নই—তোর স্বামী বীহুহাস।

১৬ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার কিস্তাইলী দিয়ে দুদুর বেলা আবার সুইরব তার স্ত্রীকে মারপিট ক'রে বাড়ী হইতে তাড়িয়ে দেয়। কিস্তাকিত হ'য়ে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

১৭ই আশ্বিন ২৪।৯৬৯ তারিখে কুমীর গ্রামের শ্রীগোপাল মাহাত (ইনি একজন কংগ্রেস কর্মী) পারবাইহ গ্রামে এসে সংবাদ দেন যে, তোমাদের গ্রামের বৈয়ান বৌ কুমীরে পাশল দাদের বাড়ীতে আছে। আমার বাবস্থা কর; ঘরের অসাড়া আটি মিটিয়ে দাও। পাশলদাস সুইরব-দের অজাতি এবং কুটুম। এই ব্যাপারে গোপালের সঙ্গে কুমীরের বয়েজন কর্মী শ্রীউমা মাহাত ও শ্রীমনসুয় মাহাত যোগাযোগে থাকেন।

শ্রীগোপাল মাহাতের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার পর সেইদিই পার-বাইহের ঘোলআনার বৈঠক হল। ঘোলআনার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও গোপাল মাহাত সুইরবকে ডেকে বোঝাতে লাগলেন—স্ত্রীকে এঁভাবে বিতাড়িত করা উচিত হয় না। অবশেষে ঘোলআনা বললেন—তাঁরা আইনের সাহায্যে প্রতি-কার ব্যবস্থা করবেন। তাতে সুইরব রাজী হল—পরদিন কুমীর গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে। ঘোলআনা থেকে নির্দ্ধারিত হোল যে, বৌটিকে আনতে সুই ও গোপালের সঙ্গে পারবাইহ গ্রামের শ্রীপরেশ মাহাত, শ্রী অনাদি মাহাত ও শ্রীমনজুর মাহাত কুমীর যাবে। গোপাল ওদের পারবাইহে হইল। পরদিন অর্থাৎ ১৮ই আশ্বিন ৪।১০।৬৯ তারিখে কুমীর যাবার সময় গোপাল সুইরবকে জানতে গেল। সুই গেল না।পরেশ অনাদি ওরনা হয়ে গেল। কুমীর গিয়ে দেখে সুইরব আসে নি। গোপালও কুমীর পৌঁছলো। কুমিরের কমিটিমি হলে-বৈঠক জানা হোল। তাতে অভাজনের সঙ্গে গোপাল, ভীম, ধনঞ্জয়, পরেশ, অনাদি উপস্থিত ছিল। বৈঠকে স্থির হ'ল বৌটিকে কুমীরে আর না রেখে পারবাইহে নিয়ে যাওয়াই উচিত হবে। পরেশরা বলল—বৌটিকে নিয়ে যাবার সময় কুমীরের কয়েক জন যেন যান—তাহলে সবাই মিলে সুইরবকে চাপ দেওয়া যেতে পারবে। কুমীরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বললেন—আমরা কালই সকলে যাবে—আজ বাত-বেড়ায় বৈঠক আছে—আজ থেকে সাবধি না—আপনারা বৌটিকে নিয়ে যান; আমরা কালই সকালে যাবো—ঘোলআনা ডেকে বৌটিকে সুইর ঘরে দিতে হবে। শিশুমণী পরেশের কাছে এসে বলে—কমসকে ছোট ছেলে-টিকে আমার কাছে রেওয়ারার ব্যবস্থা করো।

সেদিনই শিশুমণীকে নিয়ে পরেশ, অনাদি ও ধনঞ্জয় পারবাইহ এলো। ওদের সঙ্গে কুমীর থেকে আর একজন আসেন—তিনি রমানাথ হাসের বেয়াই সিরকার গ্রাম নিবাসী গোঁসাই হাস। সন্ধ্যার সময় শিশুমণীকে এনে অনাদিদের বাড়ী রাখল। এবং ১৬ আনার প্রধান ব্যক্তিদের সংবাদ দিল। ঘোলআনার নির্দ্ধার অনুসারে ছেত্রাকল ও কুমীরের প্রধান ব্যক্তি-দের ডাকা হয়। পরদিন (অর্থাৎ ১৯শে আশ্বিন ৫।১০।৬৯ তারিখে) বেলা ২টার সময় ঘোল আনার বৈঠক বসল। এই বৈঠকে কুমীরের শ্রীগোপাল মাহাত, শ্রীভীম মাহাত, শ্রীধনঞ্জয় মাহাত এবং পারবাইহের ১৬ আনা সমবেত হন।

সকলে মিলে শ্রীসুইরর হাস ও তার বাবা শ্রীমোণী হাসকে বোঝা-বার চেষ্টা করেন। সকলে একের বক্তব্যে—শিশুমণী যখন ঘরে থাকতে ইচ্ছুক, তখন তাকে এভাবে তাড়িয়ে তার ধর্ম, কুল নষ্ট করা বা অন্তর্গীণ শিশু-সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না। ওকে রাখো- রাখতেই হবে।

শ্রীসুইরর হাস বললেন—ওর জাত গেছে। ঘোল আনার সবাই বলল—জাত কিসে গেছে? কিছু হয়ে থাকলেও ভোজ দেওয়ে ঘরে ঘরে গ্যাপার। তোমাদের সমাজকে ডেকে সব কথা বলে বিচার করে নিয়ে নাও। সুইরব বললেন—সমাজ ডাকার খরচ আমার নেই। ঘোলআনার প্রধানেরা বললেন—আমরা সমাজ ডাকার খরচ দোব। সুইরব তাতেও রাজী হলেন না—বললেন—ও যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। তখন ঘোল আনার প্রধানেরা ওদের ওপর অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন এবং সমক চমক দেন। তখন শ্রীগোপালেরা মাঝখুনী হন—১৬ আনার সমকের ব্যক্তিদের মধ্য থেকেও উত্তেজিত হয়ে ২।১ জন মাঝখুনী হয়ে ওঠে। ফলে কোনো মীমাংসায় আসা সম্ভব হোল না।

অবশেষে ঘোল আনা বললেন—এর জন্য কোনো শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক—আইনের আশ্রয় নেওয়া হোক। সন্দেহ বাতো একজন অসহায় স্ত্রীলোককে ওপর এই অবিচার সহ্য করা হবে না। মামলার জন্য ঘোল আনা থেকে খরচ দেওয়া হোক।

সুইরবের মধ্যস্থী শ্রীমধুমা হাসকে ঘোল আনা ডাকিয়ে আনালেন। অমুমা পরদিন এলেন। ঘোল আনা অমুমাকে সব বললেন। অমুমা বললেন—ওর ছাড়িয়া বহারর নেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই। আপনারা এ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন। আমি আপাততঃ আমার বাড়ীতে ওকে রাখছি। অমুমা ওর ভার নিলেন। অমুমাকে থানায় নালিশ করতে পাঠানো হল। ওর সঙ্গে ঘোল আনা থেকে পাঠানো হল—শ্রীপরেশ মাহাত, শ্রীমনজুর মাহাত ও সুইরবের নিকট আত্মীয় শ্রীরমানাথ হাসকে। অমুমা এবের সহ শিশুমণীকে নিয়ে বান্দোয়ান থানায় গেলেন।

(শেষাংশ অন্য পৃষ্ঠায়)

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নবতর ফ্রন্টের প্রশ্ন ও লোক সেবক সঙ্ঘ

এ ছাড়াও জনমনে আর একটি সন্দেহ কাজ করেছে মনে হয়। কিছু লোক ভেবেছেন—শরিকী কলহের মধ্যে কিছু দল যখন স্বপ্নের পরিস্থিতি শেষ করে কেলার উপায়-স্বরূপ কাউকে কাউকে বাদ দিয়ে নূতন ফ্রন্ট করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন—তখন যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রাখবার জন্য যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁরা বোধ হয় ফ্রন্ট থেকে বাদ পড়বার মত দলের নিয়োজিত এজেন্ট হ'য়ে এসেছেন, অথবা নবতর ফ্রন্টের পথে বাধা দেবার চেষ্টায় অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের বাধাদান লোক সেবক সঙ্ঘ এই প্রচেষ্টার বিরোধীরূপে অপর পক্ষের লোক।

নবতর ফ্রন্টের প্রশ্ন আদৌ ওঠে নি

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি কিছু দল বলছেন যে, শরিকী কলহের অবসানের উপায় আমরা ভেবেছি এবং সে উপায় হচ্ছে কাউকে কাউকে বাদ দিয়ে নবতর ফ্রন্ট গড়তে হবে এবং এটাতেই জনগণের কল্যাণ হবে; আর আমরা তা করবই। এ কথা কেউ বললে আমরা বলতাম—আপনাদের ইচ্ছে আপনারা করুন। তার সঙ্গে আমাদের যুক্ত হ'তে বললে আমরা সবিনয়ে বলতাম যে, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া যখন এ হেন ফ্রন্ট সম্ভব নয় তখন এই ফ্রন্টে আমরা যোগ দিতে পারছি না। তা ছাড়া, অন্যান্য আরো সঙ্গত কারণ আছে—যার জন্য এহেন ফ্রন্ট আমরা সমর্থন করি না। (অন্যান্য কারণগুলিও আমরা ইতিপূর্বে আমাদের প্রকাশিত প্রচারপত্রে আলোচনা করেছি।) কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কোনো শরিকদল আমাদের কাছে এহেন ফ্রন্ট গঠার চিন্তা তাঁদের আছে কখনো বলেন নি। শরিকদলগুলির অনেকেই আমাদের কাছে এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা এ হেন নবতর ফ্রন্ট চান না। এবং তার সঙ্গে শরিকদলগুলির বহু দলই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, তাঁরা ফ্রন্ট কিছুতেই ভাঙতে চান না।

এই পরিস্থিতিতে যে অপরিহার্য পথ দেখা দিল

সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে এক বিশেষ সমস্যা দেখা দিল। ফ্রন্ট ভাঙা হবে না অথচ গুরুতরভাবে শরিকী লড়াই চলবে এ অবস্থা আমাদের কাছে অসহনীয়। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলাম যে, যদি ফ্রন্টের কিছু দল মনে করছেন—শরিকী বিবাদ থামবে না—এবং এক বা একাধিক শরিকের আচরণ কিছুতেই পরিবর্তিত হবে না তাহলে এমনই ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেওয়া দরকার—অগণিত জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য। কিন্তু যখন আমাদের সে প্রস্তাব গ্রহণ যোগ্য মনে হল না—ফ্রন্ট টিকিয়ে রাখাই যখন তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ পেল, তখন এই অবস্থায় আমরা অগ্রসর হলাম এই দাবী নিয়ে যে ফ্রন্ট যখন রাখতেই হবে, তখন বিরোধ বন্ধ করতেই হবে; যে ক'রেই হোক সন্ধানের পরিবেশ গড়তেই হবে, নতুবা ফ্রন্ট না থাকার চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে।

কারুর সহযোগিতার জন্য সন্দেহ ?

আমরা মনে করি, এই পটভূমিকা জানার পর আমাদের আচরণকে ভুল বোঝার বা কারুর অনুকূলে আপোষ চেষ্টা করা হয়েছে ব'লে অভিযোগ তোলার আর কিছু থাকে না। তবে তাওই মধ্যে আর একটা কথা উঠতে পারে যে যে ১৩টি দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঙ্ঘের দিক থেকে এই আপোষ চেষ্টা শুরু করা হয় সেই দলগুলির সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণেও লোকে সঙ্ঘকে বিশেষ শিবিরের লোক ব'লে অযথা ধারণা ক'রে থাকতে পারেন। এর জন্য লোক-মনে বিশেষ ধারণা হ'লেও আমাদের দিক থেকে অস্বোয়াস্তির কিছু নেই। কারণ তাঁরা যে শিবিরেরই হোন (হয় তো বা ভুলভাবে তাঁদের বিশেষ শিবিরের যোগী বলে ভাবা হয়েছে) —তাঁরা আপোষ চেষ্টায় অগ্রণী হ'য়ে প্রশংসনীয় কাজই করেছেন—তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে শান্তি স্থাপনার কাজ করার জন্য আমরা আনন্দিত।

সঙ্ঘের এই চেষ্টার মূলে ছিল কি ক্ষমতার ক্ষেত্র রাখার ব্যাকুলতা ?

কেউ যদি ভাবেন নিজেদের ক্ষমতার ক্ষেত্র রাখার জন্য ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখতে আমরা এত আগ্রহান্বিত ছিলাম তাঁদের আমরা বিনীত-ভাবে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ফ্রন্টের অস্তিত্ব কোনো একটা শিবিরের ওপর নির্ভর করছিল না—দুই শিবিরের ওপরই নির্ভর করছিল। সুতরাং ক্ষমতা রাখার জন্য বিশেষ এক শিবিরের অনুগামী হবার তাৎপর্য্য কিছু ছিল না। অধিকন্তু যদি ক্ষমতার ক্ষেত্র রাখার ব্যাকুলতাই আমাদের মধ্যে বর্তে হয়েছিল—তাহলে অন্য শিবিরে না গিয়ে—নবতর ফ্রন্টের সম্ভাবনা যে শিবিরে—সে দিকেরই অনুগামী হওয়ার সুবিধে ছিল। কারণ তাদেরই হাতে তখন চাকা অন্ধপথে ফেরাবার চাবি ছিল। আমরা তা করি নি কারণ ক্ষমতার ভিক্ষাটাই বড় ছিল না। যে তাগিদটা বড় ছিল তা হচ্ছে—ফ্রন্টের ঐক্য, জনগণের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার—আর পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যত যাতে বিপন্ন না হয় তজ্জন্য উৎকণ্ঠা।

আমরা সকলের সঙ্গে আছি, কারুর পিছনে নেই

আমরা প্রত্যেক শরিকদলের সঙ্গে যেমন আন্তরিক সম্ভাবের সম্পর্ক রেখেছি—তেমনি এই শরিকদলগুলির মধ্যে যে দলেরই কর্মী হোন —তাঁরা অন্যায় করলে আমরা আমাদের জেণায় তা' প্রতিহত করেছি বা তার দৃঢ় প্রতিবাদ করেছি, এবং সঙ্গাগ থেকেছি—যাতে কর্মীদের এই অন্যায় আচরণের জন্য তাঁদের দল যেন অযথা অভিযুক্ত বা জড়িত না হন। আমরা আশা রাখি—এ কথার সত্যতা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

রাজনৈতিক জীবনে নিজ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার কোনো দল দুষ্কর হ'লে, প্রভাববলী দলের দাক্ষিণ্য লাভের জন্য অনেককে তাঁদের বশম্বদ হতে হয়—তা সুবিদিত। লোক সেবক সঙ্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রভাবের আসনেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকে তার অপরের মুখাপেক্ষী বা অনুগামী হবার প্রয়োজন নেই। তবে আর কোন্ স্বার্থে লোক সেবক সঙ্ঘ অপর কোনো দলের আজ্ঞাবাহী বা শিবি-ভুক্ত হবে? যদি কেউ এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কোনো ধারণা রাখেন অথবা যদি কেউ লোক সেবক সঙ্ঘ পক্ষপাতদুষ্টতার বা স্বার্থপ্রণোদিত হ'য়ে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কাজ করেছে ব'লে তথ্যের ভিত্তিতে অভিযত পোষণ করেন—তাঁদের আমরা তা জানাবার জন্য অনুরোধ করছি।

সঙ্ঘের স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন কেন ?

লোক সেবক সঙ্ঘ যে আদর্শবাদ অনুসরণ করে, অপর কিছু দলের মতবাদ অনেকগুলি গুরুতর ব্যাপারে সে আদর্শবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেজন্য তাদের কর্মধারার সঙ্গে সঙ্ঘের রাজনৈতিক আদর্শতার সম্পর্ক অলীক ধারণা মাত্র। এ ছাড়া এমন দলও কিছু আছেন—যাঁদের মতবাদ প্রভৃতি সঙ্ঘের মতবাদ প্রভৃতির কাছাকাছি বলে কথিত হলেও নানা কারণে এবং তাঁদের মতবাদের প্রয়োগ প্রকৃতির বিভিন্নতার কারণে তাঁদেরও অনুগামীরূপে বা যৌথভিত্তিতে কাজ করতে পারে নি—পারছে না। খণ্ড বিচ্ছিন্ন বহু ছোট ছোট দল রাখার পক্ষপাতী সঙ্ঘ অগ্রণী নয়। তার নিজ আদর্শবাদ ও কর্মধারার দিক থেকে অনুকূল বহু দলের আশ্রয় পেলে সঙ্ঘ তার সঙ্ঘে একাত্মতায় কর্ম বন্ধনে যুক্ত হ'তে পারতো। কিন্তু সঙ্ঘ তা পায় নি বলেই বর্তমানের অবস্থায় আছে এবং আগামী দিনের বহু কর্মবন্ধনের ক্ষেত্রেও অপেক্ষায় সে আছে।

যে বৈশিষ্ট্যের জন্য সঙ্ঘ—সেই বৈশিষ্ট্য আজে এবং থাকছে

সেজন্য আমাদের দিক থেকে দৃঢ় বক্তব্য এই যে, লোক সেবক সঙ্ঘ আর কারুর তল্পিবাহক বা অনুগামী হচ্ছে একথা সত্য নয়। রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে, কর্মধারার দিক দিয়ে ফ্রন্টের শরিকদলগুলির সকলেরই যেমন নিজের নিজের পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য আছে লোক সেবক সঙ্ঘেরও তেমনি পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব মতবাদ, কর্মধারা আছে। ছোট্ট দল হ'লেও এরই জন্যে লোক সেবক সঙ্ঘ আজও লোক সেবক সঙ্ঘ। লোক সেবক সঙ্ঘ আজ তার স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। লোক সেবক সঙ্ঘ নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়েও আজ সমস্ত শরিকদলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছে। এবং শরিকদলগুলির কার দ্বারা কি আচরণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে—সে বিষয়ে বিবিধ তথ্য অবহিত হ'য়েও সঙ্ঘ চাইছে যে ভুল ভ্রান্তি হলেও বিরাজিত মধ্যেও ফ্রন্টের জীবনে আত্মচেতনা এনে ফ্রন্টকে তার অঙ্গীকারের পথে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য দৃঢ় পরিচালনা এবং সন্তাবের পরিবেশ আজ গড়তেই হবে। কারণ ফ্রন্ট ছাড়া পশ্চিম বাংলার সামনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

---:—---

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পাড়া থানার রাস্তাঘাট সম্পর্কে আবেদন

পাড়া থানার নড়িহা গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ ব্যানার্জী লিখিতেছেন :

আমাদের জেলা সদরের সহিত যোগাযোগের একমাত্র পথ মাত্র ৪মাইল হইতে অবহেলিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, ৩৫বৎসর মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টিদানে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই রাস্তাটি সোকুড়ায় "বরাকর রোড" হইতে বাহির হইয়া (তারা নড়িহা) বরাবর শিয়া বর পুরাতন রাস্তা "অরলাবাইট রোডের" সহিত মিলিত হইতেছে, তাই "গোলকুণ্ডা বড়রা রোড" নামে পরিচিত। ইহা প্রথমে জেলাবোর্ডের অধীনে ছিল যে সময় কিছু কিছু মেরামতাদি হইত; এখন জেলা পরিষদের অধীন হওয়াতে মেরামত তো দূরের কথা, গত ৩।৪ বৎসর হইতে একটি কালভার্ট ভাঙিয়া গিয়া রাস্তার যাতায়াতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে যাহার জন্য আমাদিগকে একটি "Diversion Road" তৈয়ারী করাইতে হয়, ট্রাক, মোগাড়ী, মাইকেল ইত্যাদি যানবাহন পার করিতে হইতেছে; যাহা পূরই বিপদসঙ্কুল, কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

এই রাস্তাটি প্রায় সত্তরাধিক গ্রামের অধিবাসীগণের নিত্যব্যবহার্য্য এবং গ্রামবাসীগণকে এই রাস্তাটিকেই গোগাড়ী, সাইকেল, ট্রাক ও বাস-যোগে যাতায়াত ও মালপত্র আমদানী-রপ্তানী করিতে হয়। বর্ত্তমানে এই রাস্তাটি পুরুলিয়া হইতে সাঁওতালডি যাতায়াতের পক্ষে সোজা রাস্তা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ পথ।

গত সাধারণী নির্ব্বাচনকালে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী মহাশয় যখন এই রাস্তার নির্ম্মাণী সভাকে নড়িহা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন তখন তিনিও অবহেলিত রাস্তাটির উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাচনী সভায় এই সম্বন্ধে আশ্বাসবাণীও দিয়াছিলেন। আমরা আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি মারফৎ এই রাস্তাটির উন্নতি সাধনের জন্য জনসাধারণের আকাঙ্খিত আবেদনপত্র মাননীয়া সুর্তময়ী মহোদয়ার নিকট পাঠাইয়াছি, যাই হোক যখন এ বৎসর আমাদের জেলার যাতায়াতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে এখন আমরাও আশা করি এই সুযোগলাভে বঞ্চিত হইব না।

---:—---

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

পুরুলিয়ায় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চাষীদের স্বার্থরক্ষার্থেই এই সরকার বিশেষ সচেষ্ট। ১৫ বৎসর ধোল জমিদারী বিলোপ আইন পাশ হয়েছে—কিন্তু কার্য্যকরী করা হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ও নক্ষ একর বেনামী জমি খুঁজে বের করে চাষীদের বন্টন করেছে এবং চাষীরা এই বৎসর ঐ জমিতে সোনার ফসল ফলিয়েছে। বাকী আরও কতক লক্ষ বেনামী জমি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিগ বৎসরের কংগ্রেসী আমলে রাজ্যের মাত্র ২০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে—যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার জন্য আগ্রহশীল ও সচেষ্ট। এই সরকার ৯ বিঘা পর্য্যন্ত জমির মালিক চাষীদের খাজনা মকুব করে দিয়েছে—তার ওপরে অন্য কোথাও এই ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া ভিটে মাটিহীন কৃষক বা শ্রমিকদের "মাথা গোঁজার ঠাঁই" দেবার জন্য ৫ কাঠা পরিমাণ জমি দেবার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং গরীবদের মান, ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে এমন সরকার আজ গঠীতে বসেছে—এই সরকারকে আরও বলবান করতে হবে গরীবদের স্বার্থ সাধনে।

নূতন বিপদ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের এত সুযোগ—এই বিপুল গণ-সমর্থন স্বত্বেও একটা নূতন বিপদ দেখা দিয়েছে। দু চারজন এম, এল, এ খবির করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙা যাবে না দেখে কংগ্রেস এখন নূতন চাল নিয়েছে। কংগ্রেস বলছে—"যুক্তফ্রন্ট খুবই ভাল—আর সরকার যাকুক আপত্তি নেই—কিন্তু মত নয়ের দোড়া হোল ঐ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি। সুতরাং ওদের বাদ দিয়ে নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হোক—এতে আমাদের (কংগ্রেসের) পূর্ণ সমর্থন আছে।" দুঃখের বিষয়, শ্রীবসু বলেন—যে কংগ্রেসের এই ফাঁদে ফ্রন্টেরই দু একটি শরিকদল পা বাড়াচ্ছেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁরাও বলতে আরম্ভ করেছেন যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই—প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।

শ্রীবসু বলেন যে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে সন্দেহ নেই—এবং অবিলম্বে শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে। এবং এই ব্যাপারে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব যে সর্ব্বাধিক সে কথা তিনি স্বীকার করেন। পি, ডি, আই উঠে যাওয়াতে বহু গুণ্ডা ও সমাজ বিরোধী ছাড়া পেয়ে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলে ভিড়ে পড়েছে এবং নানা স্থানে মারদাঙ্গা সুরু করেছে। সুতরাং যে কারণে ভাঙা নিয়েই তাঁরা বরবাদীগী করুক না কেন—অতি তাড়াতাড়ি তাদের দমন করতে হবে।

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট নিরসনের আবেদন

শ্রীবসু বলেন যে যুক্তফ্রন্ট এখন গভীর সঙ্কটের মধ্যে যাচ্ছে। এই সঙ্কট নিরসনের জন্য যুক্তফ্রন্টের দুটি বৈঠক হয়ে গেছে—মীমাংসার দিকে কিছু দূর এগিয়েছে—কিন্তু সঙ্কট এখনও কাটে নি। কারণ সকলেরই মীমাংসার মনোভাব নেই। সেইজন্য মীমাংসার দিকে ভুল এগুলেও নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হবে প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের বক্তব্য এখনও থামে নি। সেইজন্য তিনি-

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

Regd. No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

স্বাধী দিবে—শ্রীবসু বলেন যে মার্ক্সবাদীদের বার দিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা দেশের প্রতি চরম বেইমানী হবে এবং দেশ সেটা বরদাস্ত করবে না। সুতরাং তিনি যুক্তফ্রন্টের সকল পরিকল্পনার নিঃশর্ত সমর্থনের আবেদন জানান যে সকল সুস্থতা ও ভেদ বিভেদ ভুলে যুক্তফ্রন্ট'কে এই সংকট নিরসনে সহিংসে সচেষ্ট হবে—যাতে ফ্রন্ট সরকার পূর্ণ পাঁচ বৎসরের মেয়াদ পরিপূর্ণ করে ওং হক্কা কার্য্যসূচিকে রূপায়িত করতে পারে।

কেন্দ্রে সরকার গঠনের সুযোগ

শ্রীবসু আরও বলেন যে—দিল্লীতে কংগ্রেস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী দু তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ভেঙ্গে পড়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গভীর আগ্রহ ও আশার সঞ্চার করেছে। তারা আমাদের নেতৃত্ব অনুসরণের চেষ্টা করছে। কারণ আমাদের পথই হোল একমাত্র পথ—এর কোনও বিকল্প নেই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে কেন্দ্রেও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে—আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের নিজের ঘরের এই আত্ম-কলহ ভুলতে হবে।

ইন্দিরা-কংগ্রেস সম্পর্কে সাবধান বাণী

শ্রীবসু বলেন যে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসকে কিছু মৃত শক্তিকে ফিরে প্রাণ দেবার চেষ্টায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এখন কিছু ভাল ভাল কথা বলছেন। শ্রীমতী গান্ধী সমাজতন্ত্রের মত বড় বড় কথাই বলুন না কেন—তিনিও এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্র। কিন্তু তিনি আজকে করেছেন যে ফ্রন্টের অন্তিম কোনও কোনও দল শ্রীমতী গান্ধীর কথাকথিত প্রগতিশীলতায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু শ্রীবসু কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন যে শ্রীমতী গান্ধীর ডাকে সাড়া দিলে একেবারে ভরাডুবী হতে হবে এবং ফলেরও সর্বনাশ ঘটবে।

পার্টি সদস্যদের উদ্দেশ্যে

তিনি তাঁর দলের সদস্যদের সকল প্রকার পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাকার উপদেশ দিয়ে বলেন যে—আজ আমরা মন্ত্রী আছি—আবার তা নাও হতে পারেও থাকতে পারি। কারণ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন ভাঙাচোরের মধ্যে চলেছে—সুতরাং খুবই ধৈর্যসহকারে সকল কাজ করতে হবে তবে জন বিরোধী কোনরূপ কাজ তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

বেকারীর অভিশাপ

দেশে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন যে কংগ্রেসের নীতির ফলে দেশে বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং পরিস্থিতি এখন এক বিস্ফোরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের এখন সহায় সম্পদ নেই যে বেকারী দূরীকরণের কোন সুষ্ঠুর প্রশাসনী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। সমাজ ছিনিমেকোটা স্বল্প কিছু বেকার-ভাতা দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু বেকারীর অভিশাপ দেশ থেকে দূর করতে হলে শক্তবাহিনী পরিকল্পনাকে একেবারে ঢেলে সাজতে হবে এবং এই বিষয়ে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেবেন।

অবহেলিত পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলার বিবিধ সমস্যার উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন যে পুরুলিয়া দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত এবং সব বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু পুরুলিয়ার দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? যুক্তফ্রন্টের পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে করতে ব্যস্ত। সকলেরই সারা দিনের একমাত্র চিন্তা—এই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল—সরকারের পতন হোল। এই পরিস্থিতিতে কোনও কাজ সম্ভব নয়। সুতরাং অধিকন্তু বিলম্ব অবিলম্বে ফিরে যেতার জন্য ফ্রন্টের সকল সদস্যকে তিনি পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

[পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সেদিন পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার থানায় ছিলেন না। ওরা ফিরে গেল। সেদিন অমূল্য শিশুকতীদের হেডাকলের শ্রীগোবর্দ্ধনদের বাড়ী ছিল—সেখান থেকে ওদের বাড়ী নিকটেতে গেল। তিন চার দিন পরে নির্দ্ধারিত দিনে অমূল্য শিশুকতীদের থানায় গেল। পূর্ণ নির্দ্ধারিত মত পরেশনাথ গেল। সেদিনও থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন না। আবার ফিরে আসতে হল। সেদিন অমূল্য এবং শিশুকতী পরেশনাথকে এনে হাজিরে রইল। সকালে নিন্দরী গেল। আরো একদিন থানায় গিয়ে অফিসারকে না পেয়ে ফিরে এলো।

অবশেষে ১৫। ১০। ৬৯ তারিখে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পাওয়া গেল। পূর্ব নির্দ্ধারিত মত অমূল্য, শিশুকতী ও পরেশনাথ সবাই হাজির হোল। তাঁর কাছে লিখিত নালিশ দাখিল করা হোল। অফিসার'কে সব জানিয়ে অমূল্য শিশুকতী নিন্দরী ফিরে গেল-পরেশনাথ নিজ গ্রাম ফিরে এল।

তার পর দিন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুইবরু ও ওঁর বাবাকে থানায় ডাকলেন। শিশুকতীর আবেদন মত ওকে ঘরে নেবার জন্য বোঝালেন। সুইবরু শিশুকতীকে ঘরে রাখতে সম্মত হলেন। থানার অফিসার একটি লিখিত আপোষ নামার ব্যবস্থা করেন এবং শিশুকতীকে অবিলম্বে জন্য সুইবরুকে তিনি অমূল্যর কাছে নিন্দরী পাঠান। সেদিন অমূল্য হাল ওঁর ভগ্নী শিশুকতীকে সুইবরুর সঙ্গে পাঠান নি। তিনি বিকেলে দিনে পাঠাবার এস পরামর্শ দিয়ে যান। ষোল আনার প্রধানেরা বলেন যে হাঁ্যা পাঠাও—তবে ওর কাছ থেকে একটা লিখিত কিছু নিয়ে নেবে এবং আমাদের জানাবে। অমূল্য বোনকে বিদায় দিলেন—সই নিয়ে এল। এখন শিশুকতী সুইবর বাড়ীতেই আছেন।

শিশুকতীর তিনটি ছেলে—সবচেয়ে বড়টি ৭। ৮ বছরের—মেজটি বছরের আর ছোটটি ৩ বছরের। একের তিন জনকে সুইবরু কেড়ে রেখে—শিশুকতীকে শিশুদের থেকে বঞ্চিত করায় শিশুকতী অত্যন্ত বাড়ীল হয়েছিল এবং পরিস্থিতি মর্মান্তিক হয়েছিল।

আমি এ বিষয়ের জন্যে গিয়ে বাজোহার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—আমার সঙ্গে তো এটুকু ব্যাপার। আমার কাছে সুইবরুরা তো কোনো নালিশ করতে আসেনি। আমিই ওদের ডাকিয়ে ওদের পারিবারিক কল্যাণের জন্য ঘরের ভাগাভাগি মিটমাট করে দিয়েছি। এই ব্যাপারটাকে নিয়ে এতরকম কাহিনী করা হয়েছে দেখে অফিসার তো অবাক। এতরকম কাণ্ড হবে ঘটে থাকতো—ঐ অঞ্চলে লোক সব জানতো। কিন্তু কেউ কিছুই জানে না। যে পারবাইদ গ্রামে ঘটনা বলে দাবী করা হয়েছে—সেই পারবাইদের সমস্ত লোক আমাই যেখানে এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ—সেখানে সেই ব্যাপারকে এইভাবে অভাবনীয় এক কাহিনীকে রূপ অভিত করার সাহস এবং হল কি করে তাই ভাবি।

নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে গ্রামের লোক ওদের উপর ভুল সৃষ্টি করেছে এমন সুইবরো গ্রামের লোকের উপর বিরূপ হতে পারেন। যেখানে নিজে গ্রামের সমস্ত লোক এবং ঐ অঞ্চলের অনেক গ্রামের প্রধান বা কিংবা ঘটনা সমস্ত জানেন সেখানে সেই ঘটনাকে এইরকম রূপ দিবার ইচ্ছে বা সাহস সুইবরুরা করেছিল বলে মনে করি না। এতো ঘটনার সন্ধান পেয়ে তাকে একটা অন্ধকার কাহিনীতে টেনে বিকৃত প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে এনে রূপ করার অপচেষ্টা দেখে এবং বুদ্ধিহীনতায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। এই কর্মী অপচেষ্টা ও বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ অড়িত হয়েছেন।

বিকৃত মনোভাবের বশবর্তী হয়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আমাদের দল এবং কর্মীদের প্রতি এই কর্মী আচরণ করেছেন—তার জন্য ওঁদের প্রতি আমাদের মনে কোন বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। তবু এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অপচেষ্টাকারীরা এই ঘটনা সত্য বলে দাবী করে থাকবেন। তাতে আমাদের সংঘের তথা কর্মীদের মনোবল ক্ষুণ্ন হতে থাকবে। দেশের এবের কর্মী মিথ্যা অপবাদের আঘোগ থেকে সংঘকে এবং সংঘের কর্মীদের রক্ষা করার জন্য আমরা উপযুক্ত আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস আশ্রিত
প্রাণ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৩৫ সংখ্যা

সোমবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী '৭০
২৬শে মাঘ, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

নব ভারতের পথিকৃৎ



খণ্ডিত ভারতের প্রণাম নাও!

রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে
লোক সেবক সংঘের সদস্যের বক্তৃতা

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের ভাষণের ওপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে লোক সেবক সংঘের বিধানসভা সদস্য শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাতো যে আলোচনা করেন তা এই—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। অনেকে অভিযোগ করেছেন এতে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার বাস্তব ছবি নেই। মাননীয় রাজ্যপাল বাধ্য বিশেষ ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেই, আশাবাদের ইংকা তিনি তুলে ধরছেন, তিনি ঠিকই করেছেন।

আমাদের যুক্তফ্রন্টের শাসনে বিবিধ রকমের ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটছে এবং সোচনযোগ্য হচ্ছে এ কথা আমরা নিজেরাই স্বীকার করেছি। আমাদের যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের প্রস্তাবই তার সাক্ষ্য। কিন্তু সেটা বড়ো ক'রে তুলে ধ'রে লাভ কি? বরং তার অবসান হ'য়ে যাতে এই শাসন আরো শক্তিশালী হয়—তারই চেষ্টা করতে হবে। কারণ, যুক্তফ্রন্ট ছাড়া আজ শুধু পশ্চিম বাংলায় কেন, ভারতবর্ষেরও গতি নেই। কারণ ২০ বছরে কংগ্রেস প্রমাণিত হয়েছে যে, সে শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং সে জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং এই ফ্রন্টকে শক্তিশালী করা ছাড়া পথ নেই।

ছোটখাটো পার্টির শাসন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে অভিনব পরীক্ষা। যুক্তফ্রন্ট শাসন এই অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য বহু কিছু করেছে একথা আমাদের জেলার জীবনেই আমরা জানি।

পশ্চিমবঙ্গে এ বছর খরিফ শস্য খুব ভাল হয়েছে ব'লে মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন এবং বলেছেন যে, রবি শস্য ও গ্রীষ্মের ফসলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সমগ্র রাজ্যের দৃষ্টিতে তিনি ঠিকই বলে থাকবেন। কিন্তু অভাগা পুরুলিয়া জেলায় এ বছর খরিফ ফসলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শতকরা ৫০ ভাগও ধান হয় নি। ফসলের প্রথম দিকে অনাবৃষ্টিতে এবং শেষের দিকে ব্যাপক রোগে অবস্থা ভয়াবহ হয়েছে আর আমাদের পুরুলিয়া জেলায় রবি বা গ্রীষ্মের আবাদ নামমাত্র হয়। জেলার বর্তমান ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির জন্য আমাদের সরকার ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক সাহায্যের মত ব্যবস্থা ক'রে সেবারের মত আমাদের সরকার মানব সেবার গৌরব অর্জন নিশ্চয়ই করবেন—আমরা বিশ্বাস করি।

রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের উন্নয়নের কর্মসূচি আমাদের গভীর আশার বাণী শুনিয়েছে। এই সঙ্গে আমাদের সরকার অবশ্যই মনে রাখবেন যে, সমগ্র রাজ্যের মোট উন্নয়ন যেমন তার লক্ষ্য, তার সঙ্গে অনুন্নত বঞ্চিত জেলাগুলিকে সমতোভাবে আজ উন্নত করাতে হবে। যুক্তফ্রন্টের বিরোধীরা আজ যুক্তফ্রন্টের ভুলত্রুটি বিষয়ে বাদের ধারা দেখাচ্ছেন।

আমি বিরোধীদের মনে রাখতে বলি যে, এত সুযোগ পেয়েও তাঁরা নিজেরা যখন শাসন চালাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন—তখন তাঁরা আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভুল ত্রুটি দেখাতে চান দেখান—কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তা করুন। কারণ আজ কংগ্রেসের ফিরে আসার দিন শেষ হয়ে গেছে। ইতিহাস তাকে বর্জন করেছে। আজ যুক্তফ্রন্ট ছাড়া পথ নেই। সেই জন্য যুক্তফ্রন্ট বিরোধী বন্ধুদের আমি বলি যে যুক্তফ্রন্ট শক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করুন। এই বলে রাজ্যপালের ভাষণকে আবার আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পরলোকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষি বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বৃটীশ বিজ্ঞানী-দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বিশ্বের অন্যতম মানব-প্রেমিক শান্তিবাদী সংগ্রামী মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল গত ২।২।৭০ তারিখে প্রায় ৯৮ বছর বয়সে নিজের বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তাঁর জন্ম। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ও সংস্কারমুক্ত নির্ভীক মতবাদ সারা বিশ্বে বহুবার বিতর্কের ঝড় তুলেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাশ্য এবং অকারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। বিশ্বমানবের দূত হিসাবে তিনি পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই মানবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে এবং পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া জনমত আগ্রত করার প্রয়াসে তিনি দু'বার কারাবরণ করেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এই মনীষী মানুষের সঙ্গে এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে বিরামহীন লেখনী- চালনা করেছেন। বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটীল তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বহু গ্রন্থ আছে।

উল্লেখযোগ্য যে লর্ড রাসেল বিশ্বমানবের আত্মরক্ষার সংগ্রামে গান্ধীবাদকেই অন্তরে গ্রহণ করেন। আমেরিকার পরলোকগত নিগ্রো-নেতা মার্টিন লুথার কিংএর মতো রাসেলের মৃত্যুতেও বিশ্বের সাধারণ মানুষ একজন অকৃত্রিম দরদী বন্ধুকে চিরবিদায় মতো হারাল।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

মনীষি রাসেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গত ৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়েলসএর কলটইন বে নামক গ্রামের একটি গীর্জায় সম্পন্ন হয়। এই মনীষীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করার পরিবর্তে চিতায় ভস্মীভূত করা হয় এবং এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কোনও রকম প্রার্থনাস্তোত্রাদি হয় নি। বিশ্ববিশ্রুত এই মনীষীর শেষকৃত্য সমাপনের সময় স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, একান্ত সচিব এবং রাসেল পীস ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টার, এই পাঁচ জন ব্যক্তি মাত্র উপস্থিত ছিলেন। আর গীর্জার বাইরে প্রায় ৬ জন ব্যক্তি এই মহীয়ান পুরুষের শেষকৃত্য সমাপনের সময় অপেক্ষারত ছিলেন।

সম্পাদকীয়—

চুরির হিড়িক

কিছুকাল যাবৎ সহরে ও গ্রামাঞ্চলে এমন চুরির হিড়িক পড়ে গেছে যে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষই বিশেষ বিপন্ন বোধ করছে। প্রতি রাত্রেই এক বা একাধিক স্থানে চুরি বা ডাকাতি ঘটে চলেছে। এখনকার চোরদের বৈশিষ্ট্য কোনরূপ তারা সাধারণতঃ সশস্ত্র থাকে—সুতরাং গৃহস্থদীদের অজ্ঞাতে যদি সুচারু কার্য্য সমাপ্ত করা যায়;তবেই চৌর্য্যবৃত্তিতে আস্থা পায়। কিন্তু যদি বাড়ীর লোকেরা কোনও মতে জেগে উঠে এবং প্রতিরোধ বা সাহায্যের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয় তখন চোরেরা ছাকাতে মুক্তি ধারণ করে ও গৃহস্থদের জীবন হানীর আশঙ্কা হয়া থাকে।

আধুনিক কালের সমাজ বিরোধীরা একরিকে যেমন বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল সম্পর্কে জেনে নানা বিচিত্র ও অভিনবত্ব জন্যে তারা তাদের লুণ্ঠন ও চৌর্য্যবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে—অন্যদিকে এরা গুণ্ডা, সুসংগঠিত, সংখ্যাধিক্য ও দুঃসাহসিক। কিন্তু এই সব সমাজ বিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসনের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা একান্তই অকিঞ্চিৎকর অথবা সম্পূর্ণ অসুসজ্জিত ও অকার্য্যকরী। সহরের বুকে পরপর যে কয়টি দুঃসাহসিক ও চাঞ্চল্যকর ডাকাতি পর্য্যায়ের চৌর্য্যবৃত্তি ঘটে গেছে ও নির্দ্বিধায়ে ঘটে চলেছে—তা থেকে ঐ ধারণাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়ে পড়েছে। কারণ পলিশ জীপের নাকের ডগায় একদল গুণ্ডা সাহস মেরে ঘর থেকে এবং সারা পাড়া আগিয়ে "চুরি" করার চেষ্টা করে—আর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের কাছ থেকে কোনও সাড়া শব্দও পাওয়া যায় না—এটা কোন্ শ্রেণীর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা? তারপর "চুরির" নামে "ওপার-সারাড়া" পর্য্যন্ত হয়ে যে লুণ্ঠন সুরু হচ্ছে - তা কোনও একটা চোরের কারবার নয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরে মানবাকন দিয়ে দলবদ্ধ ভাবে ঘোরাফেরা করে এবং ভীর্ণ দরজা ঘরে ঢোকারে বা ওপারে যে লুণ্ঠনাচ চলছে—তা কখনই সম্ভব হতে পারে না যদি রাত্রিতে সহরে পুলিশের টহল দেবার কোনও ব্যবস্থা থাকে অথবা আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষীবাহিনী বিন্দুমাত্র সজাগ বা সচেতন থাকে।

সহরের বুকেই যখন এইরূপ অবস্থা তখন গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবন কত অসহায় তা সহজেই অনুমেয়। গ্রামাঞ্চলের বহু স্থান থেকেই সংবাদাদি আসছে যে কেবল রাত্রি দ্বিপ্রহরে চুরির প্রশ্নই নয়—পুলিশের খাতায় নাম লেখা সমাজ বিরোধীদের উৎপাতে সন্ধ্যার পর সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর প্রায়োক্তেই ঘোরাফেরাও বিস্তব্ধ হয়ে উঠছে। ফলে গ্রামা জীবনেও এক অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থার দীর্ঘ দিন চলতে দেওয়া উচিৎ নয়—চলতে পারে না। স্থানীয় ও উদ্ভবন কর্তৃপক্ষকে এই অভাবনীয় ও প্রশাসনের পক্ষে কলঙ্কজনক পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলা করা; অত পূর্ব্বাহ্নে সজাগ ও সচেষ্ট হতে হবে। এই ব্যাপারে কালহরণ বা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ত্রুটি ও অক্ষমতা প্রশাসন ব্যবস্থার পক্ষে অমার্জনীয় হবে।

আর পরিস্থিতি যখন অতি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন বিপন্ন নাগরিক জীবন রক্ষার রাষ্ট্রিয় প্রশাসন ব্যবস্থার উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। এই অভাবনীয় অবস্থার সমাজ জীবনের রাষ্ট্রিয় পালনের জন্য নাগরিকদের উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে হবে এবং নিজস্ব আত্ম রক্ষার স্বার্থে মহল্লার মহল্লার অথবা গ্রামে গ্রামে উৎসাহী ও কর্ম্মঠ যুবকদের নিয়ে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলে সমাজ বিরোধীদের দমন ও মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ তৎপর হতে হবে।

অ, চ,

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের নিবু নিবু দশা কেন

সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের রাষ্ট্রিয় প্রশাসনিক ভাবে যে সংস্থা গঠন করা হয়েছে সেই সংস্থা যদি ঠঠাৎ ঢিলে হয়ে পড়ে তবে সহরবাসী মানুষের অসুবিধা অত্ত থাকে না। বর্ত্তমানে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই সংস্থার ডিজে এমন পর্য্যায়ে এসেছে যে সহরের মানুষ সারম্বাবিক যুগে সাম্যক বিদ্যুৎ আলো পেতে নাজেহাল হচ্ছেন। রাস্তার আলো খারাপ হলে দিনে পর দিন অন্ধকারে পথ চলতে হয় মানুষকে। হাসপাতাল, নার্সিংহোম যে কোন দিন, বে কোন মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে পড়তে পারে—যে অন্ধকার যে তাড়াতাড়ি দূর হবেই এমন কোন স্থিরতা নেই। রোগীদের পুরুষ ক্রমে সঞ্চিত কিছু পুণ্যবল খাকলে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের হাত হতে পারে। সংস্থাটি এমন অবস্থায় এসেছে যে যে কোনদিন এমন ঘটতে পারে।

বাড়ীতে আলোর দরকার থাকলে প্রয়োজনীয় সব কিছু করে, টাকা জমা দিয়ে আপনি পায়ে হেঁটে বিশ্বদর্শনে যান। ফিরে এসে দেখবেন বাড়ীতে তখনও কোরোসিন অলছে—ইলেকট্রিক সাপ্লাই কাজ করাতে পেরে পাচ্ছেন না।

কিন্তু সত্যিই কি কাজ করার যোগ্য লোক নেই, না কাজের যোগ্যতার মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে না? আগের কাজের খতিয়ান দেখে যাবে যে তখন নৈমিক বে তারে বিহ্যুৎ-পরিবহনের কাজ রয়েছে এখন তার চার ভাগের এক ভাগও হচ্ছে না।

পুরুলিয়ার মতো বিদ্যুৎ সহরের জন্যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই সংস্থা মাত্র পাঁচজন মিস্ত্রী রেখেছেন। তিনজন থাকেন সাবষ্টেশনে, আর দুজন রাত্রিযুদ্ধ মারা সহরের মেরামত, নতুন বিদ্যুৎ-পরিবহন ইত্যাদি সব কিছু করাও। এর যা ফল, তা ভোগ করছেন পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষ। আগে সরকারীদের দিয়ে মিস্ত্রীর কাজ করানো হোত। তাই সব আটকে থাকতো না। আগের কাজের খতিয়ানই প্রমাণ করে, এখন সরকারীর যোগ্যতা আছে মিস্ত্রীর কাজ করাবে। শুধু তাই নয় এঁদের অনেকের যোগ্যতার উপযুক্ত প্রমাণ পত্র ও প্রশংসাপত্রও আছে। তা কর্তৃপক্ষ এঁদের মিস্ত্রীর পর্য্যায়ে উন্নীত করছেন না। যোগ্যতার মূল্য দেন না, যোগ্যতার মূল্য দেন না, কর্তৃপক্ষের এ নীতি নির্ণয় শোষণের নীতি। এ শোষণ বন্ধ করার জন্যে সরকারীরা সম্প্রতি কেবল সরকারীর কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইলেকট্রিক সাপ্লাইও সম্ভবত সিদ্ধান্ত করেছে। জনসাধারণ যতই কষ্ট পান, যোগ্যতার মূল্য দেব না। তাই কাজ পড়ে থাকছে, মানুষ পথরা দিয়ে অসুবিধা ভোগ করছে। বহু চেষ্টা, বহু প্রয়াসে এখানে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই সংস্থা গঠিত হয়েছিল। বৈয়ক্তিক আবোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা মনে করি বর্ত্তমান সংস্থার উচিত উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারীদের মিস্ত্রীর পর্য্যায়ে উন্নীত করে বর্ত্তমান অচল অবস্থার অবসান ঘটানো।

ব, চ,

পথ, পথিক ও যানবাহন

পুরুলিয়া সহরের রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ছয়ট ব্যবস্থা না থাকায় পথিকদের অবস্থা 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।' যানবাহন যেন ছুটে এসোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, পথিক যায় কোথায়? এলাকার বিস্তা, চেলা, টাক, গোরুর গাড়ী প্রভৃতি এমন বেপোয়োভা চলাচল করে এবং দাঁড়িয়ে থাকে যে পথচারীরা যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারেন। এগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়া খুবই দরকার। পুলিশ কি এ ত্রুটি নজর রেখেন কি?

সংঘ সংবাদ

লোক সেবক সংঘের বর্তমান কর্মধারা কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য রে'রে অগ্রসর হতে চলেছে। তা হচ্ছে—(১) কর্মী সংগঠন। (২) সংঘের সামনে দীর্ঘ দিনের যে অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা রয়েছে—সে সম্পর্কে কতকগুলি সুদৃঢ় প্রমাণী কর্ম ব্যবস্থার উদ্ভাবন। (৩) সংঘের কর্মি কর্ম পরিকল্পনার বিশেষ কয়েকটি প্রকরী ব্যবস্থার প্রণয়ন। (৪) গান্ধী শতবার্ষিকীর কর্ম তালিকা।

কর্ম্মী সংগঠন

কর্মী সংগঠনের কর্মধারা হিসাবে কর্মীদের আত্ম গঠনের বিশেষ কর্ম তালিকা অনুসৃত হচ্ছে। এই কাজে সাধা জেলার প্রতি থানার বিশিষ্ট কর্মীদের একটি শিবির সাগমা কৃষি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে জেলার কেন্দ্রস্থ নীয় কর্মীগণও যোগদান করেন। এই কর্মতালিকা অনুসারে জেলার সর্বত্র কর্মী বৈঠকও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে সব কর্মী বৈঠকে কর্মীদের সংগঠন কর্মসূচি ছাড়াও স্থানীয় অনাদরের দাবী নাওয়া বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়—এরূপ বৈঠকের কর্ম বিবরণ কিছু কিছু প্রকাশ করা হবে।

সংঘের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা ও কৃষি পরিকল্পনা—

সংঘ এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বিষয়ে কতকগুলি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং এই দিকে সংঘের কর্মীদের বিশেষ দৃষ্টি নিয়োজিত করার চেষ্টায় রত রয়েছে। কিছুদিন পরেই এই কর্ম প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ কি কি করা সম্ভব হয়েছে—তা সাধারণে জানান হবে। সংঘে, নিম্ন কর্মধারার বাইরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেলার বেকার যুবকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করার যে চেষ্টা সংঘ থেকে অনুসৃত হচ্ছে—তার মধ্যে কিছু কিছু সাফল্য লাভ ঘটেছে। জেলায় কিছু বেকার ছেলেদের জন্য মুদ্রণী শালবনের জন্য কয় সংঘ এবং তার দ্বারা জেলার কয়েকটি ভাগার যুবকদের সমবেত ভাবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থলে কারখানার অনুরূপ এই জেলার বেকার ছেলেদের চালুনী সংস্থান চেষ্টায় কিছু কার্য্যকরী ফল দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে আরো চেষ্টা চলছে।

গান্ধী শতবার্ষিকী কর্মতালিকা—

এ সম্পর্কে সংঘের অনেকগুলি কর্মতালিকা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শ ধারায় কর্মী গঠনের কাজই সবচেয়ে বড়ো ক'রে দেখা হয়েছে। কেন্দ্রগুলির মধ্যে এই সময় কর্মতালিকা উদ্যাপন করার কথা ছিল। কিন্তু জেলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ হওয়ায় এ সম্পর্কে কতকগুলি কর্মধারা স্থিগিত রেখা হয়েছে—এবং তারই মধ্যে কয়েকটি কর্মধারার প্রতি ভোর দেওয়া হয়েছে। গত রবা অক্টোবর গান্ধীজীর শত বর্ষ পূর্তির দিন থেকে আগামী রবা অক্টোবর—এই এক বছর মধ্যে সংঘের কর্মধারাগুলি উদ্যাপিত করার কর্মতালিকা সংঘ থেকে নেওয়া হয়েছে।

লোক সেবক সংঘের
প্রচার বিভাগ প্রকৃত সংবাদ

ভারতীয় সংবাদ

চণ্ডীগড় সমস্যা সমাধানের জের

কেন্দ্রীয় সরকার চণ্ডীগড় সমস্যার সমাধানসূচক যে সরকারী ইস্তাহার গত ৩০শে আগুহারী তারিখে দেন—সেই অনুযায়ী রাজধানী চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দেওয়া হয় এবং করিয়না রাজ্যের পাঞ্জাবের হিসার-পুর, জজ্জর, তওশিলের তিনটিভাগী এলাকা এবং চণ্ডীগড়ের সঙ্গে যুক্ত এলাকার ৬টি গ্রাম দেওয়া হয়। তা ছাড়া করিয়না নূতন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য ২০ কোটি টাকা পাবে এবং ঐ টাকার মধ্যে ১০ কোটী টাকা সাহায্য হিসাবে ও ১০ কোটী টাকা ঋণ মেয়াদী অন্য হিসাবে পাবে। যতদিন না করিয়ানার নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হয় ততদিন করিয়ানার চণ্ডীগড়কে রাজধানী হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব রাজ্য ভেঙে পাঞ্জাব ও করিয়ানা এই দুই রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং সেই সময় থেকে চণ্ডীগড় উভয় রাজ্যের রাজধানী রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত যেমন করিয়ানা বিক্ষুব্ধ—তেমনি পাঞ্জাবেরও একাংশ খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছে এই কারণে যে কৃষি সমৃদ্ধ ফজিলকা করিয়ানাকে দেওয়ায় পাঞ্জাব বৎসরে প্রায় ৩০ কোটী টাকা আয় থেকে বঞ্চিত হবে। পাঞ্জাবের এই বিক্ষোভকারীরা মনে করেন যে একমাত্র ফজিলকার সম্পদ থেকেই চণ্ডীগড়ের মত ছয়টি রাজধানী গড়ে তোলা যেতে পারতো।

আবার পাঞ্জাবের আগামী জনগণ কোয়ালিশনী মন্ত্রী সভার অংশীদার গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাঞ্জাব সরকারের নিকট চরম পত্র দাখিল করেছেন যে ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চণ্ডীগড় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত করতে হবে। এর ফলে পাঞ্জাবে কোয়ালিশন সরকারে এক চরম সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন নির্দ্দেশ

রাষ্ট্রায়ত্ত চৌদ্দটি ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনের নীতি নির্দ্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের হাতে নিয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধায়করের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছেন যে যে সব টাকার অধিক ঋণদান যেওয়ার ক্ষেত্রে যৌথ মুলধনী কারবারের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি জমার মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকার বেশী বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বিনিময়ে ৫ লক্ষ টাকার বেশী ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মতি ছাড়া কোনও কিছু করাই সম্ভব হবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কের ঊর্দ্ধ সমস্ত কর্মচারীদের নিয়োগ, অমি, দালান প্রভৃতির ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত সীমার বেশী ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং মূলধন ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ব সংবাদ

আরব-ইস্রাইল লড়াই

পশ্চিম এশিয়ার আরব-ইস্রাইল লড়াইকে কেন্দ্র করে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করছে। সোভিয়েট রাশিয়া ইস্রাইলের আগ্রাসী নীতিকে নিন্দা করে হুমকি দিয়েছেন যে আরবকে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র দান করে ইস্রাইলের আক্রমণাত্মক নীতিকে চূর্ণ করার জন্য সাহায্য করবেন। সোভিয়েট রাশিয়ার এই হুমকির জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েট রাশিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক তারসাম্য ইস্রাইলের প্রতিকূল হতে চলেছে বোধ করলে মার্কিন সরকার তাকে আরও অধিক অস্ত্র সাহায্য দেবে। তিনি বলেন যে ইস্রাইল তার একটি মিত্র রাষ্ট্র যদি তার আত্মরক্ষার জন্য আরও অস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করে—তবে আমেরিকা নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি আরও উগ্র আকার ধারণ করেছে এবং যুদ্ধ আরও ব্যাপক ও দীর্ঘ স্থায়ী হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পাক-মার্কিন আঁতাত

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান যে পাকিস্তানকে পুনরায় অস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা প্রত্যাহার সম্ভব তিনি তাঁর অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভেতিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রয় করার জন্য যে মনোভাব দেখাচ্ছে বা গোপন প্রচেষ্টা করছে তার তীব্র বিরোধে আমেরিকার নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বেতিও পাকিস্তান আণ্ড রানিয়েছে যে আমেরিকা ও পাকিস্তানের মধ্যে শীঘ্রই এক অর্থ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং ঐ চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান প্রায় ১০ কোটী ডলার ঋণ আমেরিকার কাছ থেকে পাবে। এ ছাড়াও পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে ১০ লক্ষ টন গম চাইবে।

যুক্তফ্রন্টের শরিকী সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী ও সহায়কদের কর্ত্তব্য

যুক্তফ্রন্টের সম্প্রীতি প্রস্তাবের ভিত্তিতে লোক সেবক সংঘ সচিবের বিবৃতি—

বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় যুক্তফ্রন্ট রাজ্য কমিটি বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—ফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং ফ্রন্টে সংহতি দৃঢ় করতে। তাতে বলা হয়েছে যে, কোনো শরিকদল কোন শরিকদলের ওপর কোনোভাবে আক্রমণ করবেন না এবং কোনো শরিকদলের নেতায়, কর্ত্তায়, জনিতে এমন কিছু বলবেন না বা অন্য কোনো শরিকদলের প্রতি কুৎসা বা নিন্দাবাদ হয়, অথবা তার দ্বারা অন্য কোনো শরিকদলের অসুসলমীর প্রতি অশ্রদ্ধা ঘোষণা হয়। যুক্তফ্রন্টের এই ঐক্যের প্রস্তাব সাধারণ প্রকাশিত হয়েছে। এবং রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সকল মানুষ তা দেখেছেন আশা করি।

আমরা আমাদের সমস্ত কর্ম্মীদের ও দু আনন্দের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই একথা ঘোষণা করতে পারি যে, আমাদের সংঘের পক্ষ থেকে বা সংঘের দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন কি, বোধ হয়, বন্ধুকে পরি— সংঘের কোনো কর্ম্মী বা অনুরাগীর পক্ষ থেকে—এমন কিছু বলা বা করা হয় নি যা শরিকী বিবাদের সৃষ্টিতে বা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে বা যার দ্বারা কোনো শরিক দলকে ছোট করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

আমরা আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং ১৯টি শরিকদলের উচ্চতম নেতৃবৃন্দকে অবিরত চেষ্টা ক'রে আসছি—ফ্রন্টের মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও আন্তরিক সম্প্রীতি যাতে গড়ে ওঠে। এ কথাও বলতে পারি যে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আমরা অনেকটা একেছেই আমাদের প্রতি ঘনিষ্ঠজন আচরণ যত্নের আমরা সে সব বিষয়ে দীর্ঘের থেকে দেখি —সত্য ক'রে দেখি: সাধারণে প্রকাশ করি নি। আমাদের প্রতি প্রকাশ্যে অবাঞ্ছিত প্রচার যে সব হয়েছে—সে সব প্রচারের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ আমরা গ্রাহ্য করি নি। কিন্তু সংঘকে যেখানে অযথা অপরাধ দেওয়া হয়েছে—আমরা বাধা হ'য়ে, সংযত ভাষায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মনের সম্মান রক্ষা করে, আমরা উত্তর দিয়েছি—এ আর কেউ।

কারণ আমাদের লক্ষ্য এবং চেষ্টা—ফ্রন্টের সংহতি এবং সম্প্রীতি, তার জন্য বরাবর আমরা সচেষ্ট ছিলাম এবং আজও আছি। আমাদের ব্যাপক ক্ষেত্রের সমস্ত কর্ম্মীরাও এই মনোভাবের মর্য্যাদা বেশেই বরাবর ফ্রন্ট এবং সংঘের নিঃস্বার্থবর্ত্তীতা পালন করে চলেছেন—একথা নির্দ্বিধাতার সঙ্গে আমরা বলতে পারি। এমন কি খান কাটার ব্যাপারেও আমাদের কর্ম্মীদের প্রতি অন্যায় আঘাতেও কর্ম্মীরা যে শান্তি-পূর্ণ মনোভাব শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ দেখিয়েছেন তা সংঘের কর্ম্মধারার ঐতিহ্য এবং আদর্শের সম্পূর্ণ অনুগামীই হয়েছে।

আমাদের সংঘ এবং তার কর্ম্মীরা এ পর্যন্ত যে বাহ্যিক মনোভাবে বাহ্যিক কার্য্যধারা অনুসরণ ক'রে ফ্রন্টের ঐক্য এবং সম্প্রীতি রক্ষা করে এসেছেন—আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আশা করছি যে, আমাদের ব্যাপক ক্ষেত্রের সমস্ত কর্ম্মীরা যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলের প্রতি—সেই মনোভাব, সেই ঐক্যবোধ এবং সম্প্রীতির মনোভাব রক্ষা করে, যুক্তফ্রন্টের সম্প্রীতির কর্ত্তব্যকে সর্বদা মর্য্যাদাপূর্ণ করে রাখবেন। সংঘের আদর্শ নির্দেশ, শৃঙ্খলা ও পর্য্যাবেক্ষণ সেইরূপই রাখবেন।

যদি কোনো শরিক দলের পক্ষ থেকে সংঘের বা সংঘের কর্ম্মীদের প্রতি এমন কোনো আচরণ দেখা যায়—যা সমর্থন যোগ্য নয়, এমন কি তা অবাঞ্ছিত, তাহলেও সংঘের কর্ম্মীরা তা সঙ্ঘ ক'রে সংঘকে ঘটনার বিবরণ পরিজ্ঞাত করবেন। সে সংঘের প্রতিকার ফ্রন্টে সংশ্লিষ্টদল বা সম্মিলিত নেতৃবর্গের কাছ থেকে আমরা পাবার ব্যবস্থা করব এবং তা পাবো আমরা আশা করি। সংঘের বা তার কর্ম্মীদের দিক থেকে ফ্রন্টের সম্প্রীতির প্রস্তাবকে মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে না বা তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে—একথা কেও মনে করলে অবিলম্বে তা জানাবেন—এই অনুরোধ করি। আমরা তার অবশ্যই প্রতিকার করতে প্রস্তুত থাকবো।

যুক্তফ্রন্টের সম্প্রীতির প্রস্তাব আমাদের সংগঠনে অতিরিক্ত চেষ্টায় সফল হোক। তাতে যুক্তফ্রন্টের ঐক্য এবং আন্তরিকতার শক্তির ওপরই সঞ্চিত রাজনৈতিক কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ ও অগ্রগতি নির্ভর করছে—একথা আমরা আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম্মী মনে সর্বদা রাখি—এই আমাদের প্রার্থনা কামনা।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

এবারের যুক্তফ্রন্ট বৈঠক

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

গত ৩০শে জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের বহু প্রতীক্ষিত যে বৈঠক কলিকাতায় সি, পি, আই অফিসে সন্ধ্যা ৬টার পর শুরু হয়, সেই বৈঠক বিষয়ে উত্তেজনা সংবাদপত্রে যেভাবে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হবে—যেন বৈঠকে কোন কিছু সুরাহা হয় নি বরং নিষ্ফলভাবে বৈঠক ভেঙে গেছে। এই প্রথার সত্য নয়। বিভিন্ন প্রস্তাব বিষয়ে লোক সেবক সংঘের অভিমতগুলির বিভিন্ন ধারাকে বিভিন্ন তথা পরিবেশিত হয়েছে। তাও সব ঠিক নয়, বৈঠকের আসল তা প্রথমে আনাচ্ছি।

বৈঠকে প্রথমে কথা ওঠে যে, বিগত ২৩শে জানুয়ারীর যুক্তফ্রন্ট বৈঠকে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং নিঃসঙ্কুচিততায় সহকারে কাজ করার যে নিষ্ঠায় ও প্রস্তাব হয়েছে—সেই প্রস্তাবের পরই কয়েক জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে বিক্ষোভকারীরা বিশেষ বিশেষ দলের প্রতি গালিগালাজ করেছে। কারা করেছে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। তাতে দেখা যায়—কেউই ঐ বিক্ষোভকারীদের নিজের লোক বলতে রাজী হন না। এবং সকলেই বলেন যে, ওদের কাজের প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হোক। তারপর অন্যান্য আলোচনা অগ্রসর হয়।

প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল—প্রত্যেক মহীর সঙ্গে একটি করে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন। লোক সেবক সংঘ সহ ১১টি দল এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন ক'রে আলোচনা করেন। মার্ক্সবাদী কমিনিষ্ট পার্টি বলেন—তাঁর পার্টির সঙ্গে আলোচনা না ক'রে এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফ্রন্ট থেকে তাঁদের অনুরোধ করা হয়—এ বিষয়ে অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক বলেন—তাঁরাও পার্টির সঙ্গে আলোচনা ক'রে এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানাবেন। একটি পার্টি প্রস্তাবের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কিছু বলেন নি—তাঁরা আর-সি-পি-আই

বিতীয় প্রস্তাব ছিল—থানা স্তরে পুলিশ বিভাগের কাজ কর্ম্ম দর্শনের ও তাদের পরামর্শ দিতে একটি ক'রে যুক্তফ্রন্টের সকল প্রতিনিধি নিয়ে থানা কমিটি গঠন। আগের প্রস্তাবটির মত মৃলতঃ এই প্রস্তাবটিও ছিল ভাংতের কমিউনিষ্ট পার্টির। আবো ২।৩টি দল এই প্রস্তাবটির পক্ষে বিশেষ জোর দেন এবং মোট ৭টি দল অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য বিশেষ যুক্তি দেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এই প্রস্তাব তাঁরা সমর্থন করতে পারবেন না জানান। এবং তাঁদের সমর্থনে কতগুলি যুক্তি উত্থাপন করেন এবং বিরুদ্ধ বাদপ্রতিবাদে বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট রাজ্য কমিটিতে পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে অভিযোগ সমূহ জানানোর এবং আলোচনা করা হোক। এবং পুলিশ বিভাগ ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে কী অবস্থা চলছে তার সম্যক ধারণা নিয়ে এ বিষয়ে কর্ম্ম নির্দ্ধারণ গ্রহণ করা হোক। আরো চারটি দল এই রকম কমিটি গঠনের অনুকূলে মত দেন নাই।

লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে আমরা এ সম্পর্কে অভিমত প্রদান প্রসঙ্গে বলি যে, আমরা সর্বান্তরে বিকেন্দ্রিত কর্ম্মব্যবস্থার উপযোগিতায় বিশ্বাস করি। (যুক্তফ্রন্ট শাসনে সর্বত্র জেলা খাড় ব্লাক কমিটি গঠনের প্রস্তাবটিও লোক সেবক সংঘই দিয়েছিল এবং তা প্রবর্তন করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিল।) থানা স্তরে এরকম একটি সহায়কতা কমিটি গঠনে কতকগুলি অসুবিধার কথা থাকলেও; এর উপযোগিতা আছে ব'লে আমরা বলি। এবং দেখত এই রকম কমিটি গঠনের অনুকূলেই আমাদের অভিমত প্রদান করি। তবে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ যে বক্তব্য ছিল তা এই যে, ফ্রন্টে এখন যাঁরে যাঁরে মধ্যে একটা ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠছে —তখন শরিক বিভাগ যে দলের হাতে তাঁদের অন্যান্য অনিষ্ঠার মধ্যে এবং ঠুঁটো উচ্ছাত বিদ্বেষে এই এনেই চাপিয়ে না দিয়ে, আর একটু অপেক্ষা করে চেষ্টা করলে উন্নতকর পরিবেশের এবং বিশ্বাসের পরিবেশে আমরা পুলিশ মন্ত্রীর কাছ থেকে এবং তাঁর পার্টির কাছ থেকে এই প্রস্তাবের অনুকূলে অভিমত পেতে পারব—আমরা বিশ্বাস রাখি। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু সময় অপেক্ষা করার জন্য অভিমত জানাই। আর, এম, পিও এরূপ প্রস্তাবের উপযোগিতা রয়েছে মনে করলেও এখুনই তা গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁরা কেন নন তার যুক্তি দেন।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির অনেকেরই সভা, সোভাযাত্রা, মিছিলে তাঁদের কর্মীরা বা তাঁদের অনুগামী ব্যক্তিরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যান। এ'ভাবে অস্ত্র রাখা বন্ধ করার জন্য এম, এম, পি থেকে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আমরাও আগে মিছিল প্রভৃতিতে অস্ত্র নিয়ে চলার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছিলাম এই বৈঠকে—সংঘের পক্ষ থেকে আমরা এম, এম, পি প্রস্তাব সমর্থন করি এবং আরো অনেকেই করেন। ফ্রন্টের বৈঠকে স্থির হয় ফ্রন্টের শরিক দলগুলি এ বিষয়ে সংঘের সঙ্গে কাজ করতে আলু-নিয়ন্ত্রণ করবেন।

এরপর একটি বিষয়ের কথা উঠে। নিজের যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই মুখ্যমন্ত্রী অজয় বাবুর কেন বলেছেন—এই অর্থে একটি ব্যাপক আলোচনা কিছুদিন থেকে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী কেন তা বলেছেন—এই বৈঠকে তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, কোনো শাসনরত যদি জনসাধারণের সব কথাকে কল্যাণ সঙ্কে সঙ্গে কার্যকরে নাও পারে; তবু তাদের নিরাশকার অপরিহার্য্য দায়িত্ব রয়েছে—সরকারের ওপর। সেই সরকারের শাসন দায়িত্বের ভার নিয়ে যে সব দল আছে—তাদের মধ্যে এক বা একাধিক দল যদি নিজেদের শাসনের ক্ষমতায় ফসকাতার থেকে, অনশনের কোনো অংশের নিরাশতা বিস্থিত করে—তবে সমগ্র শাসনময় তথা তার সমস্ত দল দায়ী হয়। সেই অজুহাত কাজের জন্য সমগ্র শাসন তথা দল অসত্য বর্জারুদ্ধে প্রতিভাত হয়।

শেষ বিষয়টি একটু বেশী রকম বিতর্ক মূলক হয়। প্রথমেই যে আলোচনাটি ওঠে—অর্থাৎ ১৯৫৭ তারিখের প্রস্তাবের পরই ফ্রন্টের কোনো কোনো শরিকের বিরুদ্ধে প্রোগান—এ বিষয়ের প্রস্তাবটির খসড়া একজন করেন, তাতে দু একটি ক্ষেত্রে দুই একটি দলের উল্লেখ করায় আপত্তি ওঠে। কেউ কেউ বলেন যে, যারা ঐ সব কাজ করেছে—তাদের প্রতি যদি সাধারণ ভাবে নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হয়—তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যদি কারও নাম দিতে হয়—তাহলে তার অংগে যুক্তফ্রন্ট থেকে উদযুক্ত তলব ক'রে—তার বক্তিব্য আছে তা প্রমাণিত ক'রে তাদের নাম দেওয়া উচিত তবে। কয়েকটি দল বললেন —আমরা যখন দেখছি ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ ভেবে অভিত ছিল—তখন তাদের নাম দিতে হবে। যাঁরা আপত্তি করছিলেন তাঁরা বললেন— আপনারা এখা বললেও আমাদের তথা অন্য রকম। দু একটি দল এগিয়ে বলেন—একটা মাঝামাঝি প্রস্তাব নেওয়া হোক। অবশেষে তা সমর্থন করলেন। কিন্তু দুটি দল—যাদের তীব্র সমর্থন বিরোধী অভিমত ছিল—তারা উভয়েই বলেন—আমরা এ ব্যাপারে থাকছি না মুক্তাভাস্ত যে প্রস্তাব নিতে হয়—আপনারা নিন। আমরা চলনাম। এ'ভাবে ঐ দু দল একদম আগে একজন পরে বেরিয়ে যেলেন। যাঁরা মাঝামাঝি একটা প্রস্তাব নিচ্ছিলেন—তাঁরাও আবার সর্বসম্মত একটা অভিমতে আসতে পারছিলেন না। তখন রাত ১১।৩০ টা। সেজন্য তখন স্থির হল —এত রাতে একটা কিছু বলবার স্থির করা মুস্কিল। এখন তবে থাক— পরে দেখা যাবে। এই আরো বৈঠক শেষ হল।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পূর্ণ আজাদী, না নৈরাজ্য ?

জনৈক জামাগাল সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে : অরুপুর থানার রোগো অঞ্চল বাসী প্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আজার আ সারী গত দু-তিন বৎসর যাবৎ ছুর করিয়া বা—ছাত্রদের পড়াশোনা না এই অভিযোগ ডি-আই সাহেবের নিকট করা হলে যথাবিহিত তদন্তের পর প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা হিসাবে ডি-আই সাহেব উপরোক্ত শিক্ষককে অন্যপুরে বদলীর আদেশ দেন। কিন্তু প্রায় আট দশ মাস অতিবাহিত হতে চললো উক্ত শিক্ষক ডি-আই সাহেবের বদলীর আদেশকে ছেঁড়া কাগজের মূল্যহীনে ফেলে দিয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন। ইতিমধ্যে বালী গ্রামের বিদ্যালয় পৃহটি বেওয়ারিশ মাল হিসাবে তাঁরা পড়ে থাকায় হোমগার্ড/এন, ভি, এরা পুনরায় এটি দখল করে তাঁদের ক্যাম্পে পরিণত করেছেন। ছুর চালানো বা ছেলে মেয়েদের পড়ানোর কোন বালাই না থাকলেও শিক্ষক মহাশয়কে "হাঁচার রাবীকে" বিমাফিক বেতন পাবার নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এই শিক্ষক মহাশয়কে বেতন দিতে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অভিভাবকদের টাকা তোলা বন্ধ করতে প্রায় ছতে হচ্ছে আর ছেলে মেয়েরা বনের গরুর মতো বেড়াচ্ছে। শিক্ষা দপ্তরের কাজ কি একমাত্র শিক্ষক মহাশয়কে বেতন যোগানোর ব্যবস্থা করা—আর বছরের পর বছর ধরে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা উচ্ছন্নে গেলেও তাঁদের কোনও মাথা ব্যাথার কারণ ঘটে না ?

বালী গ্রামের মতই তালরা থানার টাটুয়াড়া অঞ্চলের চামড়াকা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীবলরাম গোস্বামীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের বহু অভিযোগ। স্থানীয় অঞ্চল প্রধান ও জ্ঞান কমিটি এই বিষয়ে প্রস্তাব করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন— বি-ডি-ও সাহেব তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন এবং বিগত জুন মাসে ডি আই সাহেবকে এই বিষয়ে তদন্ত ও বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। ইতিমধ্যে "শাপে বরালী" অকল বিদ্যালয় গৃহটিও মূল্যবান বেরামত না করায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমাদের জেলার শিক্ষার প্রগতির দুটি জলন্ত দৃষ্টান্ত !!

খোঁয়াড় রক্ষকের জুলুম ?

পুরুলিয়া মফস্বল থানার বালিগাড়া গ্রামের আজু আনসারী লিখিতেছেন :—পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের অধীন বালিগাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত আনসারী খোঁয়াড় রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই খোঁয়াড় রক্ষক কিছু লোকের সাথে যোগসাজস ভাবে আবার নই না করিলেও বা একটী গরু, ছাগল, বাছুর, ছাগলাদিকে খোঁয়াড়ে দিয়ে জনসাধারণকে হায়রানিতে ফেলিতেছে।

খোঁয়াড় রক্ষক জুলুম করিয়া লক্ষ মানিকের কাছ থেকে বেশী পয়সা আদায় করিয়াছে। গ্রামে জন্তু চরিবে সময় বিঘ্ন অবশ্যই হইবেন। যে সকল ছাগল বা ভেড়ী বাচ্চা ঘাস খাইতে পর্যন্ত জানে না তাহারও এক টাকা দুই আনা আদায় করা হইতেছে।

রবিবারে পেট্রল পাম্প বন্ধ সম্পর্কে

পুরুলিয়া পেট্রল পাম্পের জনৈক কর্ম্মী জানাইতেছেন :— গত ৪ঠা জানুয়ারী থেকে প্রত্যেক রবিবার পেট্রল পাম্প বন্ধ থাকবে এরূপ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু এক পক্ষ প্রথম রবিবারে অধিকাংশ পেট্রল পাম্প বন্ধ থাকলেও তারপর থেকে প্রতি রবিবারেই পাম্পগুলি খোলা থাকছে—কিন্তু হুকুম কাগজ করলে দেখানো হচ্ছে যে পাম্পগুলি বন্ধ আছে। এইভাবে পেট্রল পাম্পের কর্মীগণ সপ্তাহে একদিন করে ছুটি পাবার যে সুযোগ পেতে যাচ্ছিল তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শ্রীঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও এ সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের সচিবের বিবৃতি

কলকাতার রবীন্দ্র সদনের অনুরোধে সদনের সাম্প্রতিক অধিবেশন যোগ দেবার জন্য পুরুলিয়া থেকে ছোট্টাহরি ও তাঁর স্ত্রীকে আমরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিই। তাদের নাচ দেখে গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়ে প্রতিভাবান কিন্তু অধিকাংশ শ্রীঋত্বিক ঘটক আমাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে যোগাযোগ করতে পুরুলিয়া আসেন। সেদিন বেতিওতে তাঁর সঙ্গীত সম্মান লাভের সংবাদ আসে। তিনি তখন আমাদের আশ্রমে। আমরা তাঁকে মালা দিয়ে সংবর্ধিত করি। এবং তাঁর পুরুলিয়া কেন্দ্রার কার্যক্রমে আমাদের সহযোগিতা চাওয়ায় আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে সহায়তা দিতে বলা দিই।

এই ঘটনার পরই কোনো কোনো পক্ষ থেকে এই গুরুতর অভিযোগ তোলা হয় যে শ্রীঋত্বিক তাঁর কোন ছবিতে গান্ধীজীকে অত্যন্ত আপত্তিজনক ভাবে কেন্দ্র করেছেন এবং তাঁরা দাবী করেন যে, এই অপরাধের জন্য তাঁর সঙ্গীত ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ সম্পর্কে তাঁর কে মন গান্ধীর ছবির বিষয় উল্লেখ করা হয়।

এই অভিযোগ ওঠার পর পুরুলিয়া সংঘে দু' একজন আমাদের বলেন যে, লোক সেবক সঙ্ঘ গান্ধীজীকে আদর্শরূপে সামনে রেখেছেন—সেই সঙ্ঘের পক্ষ থেকে কি শ্রীঋত্বিককে সম্মান বা কোন সহায়তা দওয়া উচিত হচ্ছে—যখন জানা যাচ্ছে যে, তিনি গান্ধীজীকে এইরূপভাবে অপমানিত করেছেন?

তাকে আমরা বলেছি যে, প্রথম কথা,—আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ যখন করেছি তখন এসব কথা জানতাম না। দ্বিতীয় কথা,—এই অভিযোগের সত্যতা কতটুকু তা জানতে হবে। তৃতীয় কথা, তিনি যদি এই রকম কোনো দুঃখজনক অবাঞ্ছিত উক্তি করেও থাকেন, প্রতিভার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলা উচিত হবে না।

পুরুলিয়ায় ঐ সব কথাবার্তার পর কলকাতায় শ্রীঘটকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। আমি শ্রীঘটকের কাছে ঐ কথা উত্থাপন ক'রে ঐ ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাই। তিনি এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করেন। তিনি যা বলেন তা এই :—"একটা দুঃখজনক পরিস্থিতিতে এই ব্যাপার ঘটে গেছে। সেই পরিস্থিতি কি, তা বলার আগে আমি জানাই যে, গান্ধীজীর প্রতি আমি কি শ্রদ্ধা পোষন করি এবং তাঁর মহিমান্বিত চরিত্র আমাদের সমস্যা-বিলুপ্ত সমাজ জীবনের জন্য কি বাণী রেখে গেছে—তা আমি আমার 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে তুলে ধরেছি—এই ছবি আমি আপনাদের দেখবার জন্য অনুরোধ করি।

'আমার কোনো ছবিতে গান্ধীজীকে হেয় করেছি—এই অভিযোগও আদৌ সত্য নয়। কোনো-গান্ধারেও এমন কিছু নেই। গান্ধীজী সম্পর্কে আমি কোথাও আমার কোনো লেখায় বা সভা সমিতির ভাষণে এরূপ বলেছি—তাও সত্য নয়। তবে এ'টা ব্যাপার ঘটেছে—যার ফলেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে এই :

"যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র গত বছর মার্চ মাসে একটি ফিল্ম উৎসব করে। সেই উপলক্ষে তারা একটা স্মারক গ্রন্থ বের করে এবং তাতে তারা কিছু উৎসবে আয়োজিত ছবিগুলির মর্মার্থগত বিবিধ আলোচনা করে। এই ব্যাপারেই তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বিভিন্ন আলোচনা সূত্রে আমার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়—সেই কথাবার্তা থেকে আমার উক্তি ব'লে কতকগুলি কথা তারা সেই স্মারক গ্রন্থে নিজেরাই লেখে। ঐ লেখা ছাপবার আগে আমাকে দেখায়ও নি। আমি যদি ইচ্ছে করতাম তবে এসব কথা আমার বক্তব্য নয় বলে আমি অস্বীকার করতে পারতাম। কিন্তু আমি এই অসত্য আচরণ করতে চাই না বা পারছি না। যা সত্য তাকে আমি স্বীকারই করতে চাই।

"আমি এক বিশেষ অবস্থার ঐ কথাগুলি বলেছিলাম এবং আমি স্বীকার করি আমি নিশ্চয়ই তা' বলেছিলাম। না হ'লে ছাত্রগুলি লিখবে কেন? আমি যদি আজ অস্বীকার করি ছাত্রগুলির উপর অবিচার করা হবে। তবে কি অবস্থায় আমি ঐ কথাগুলি বলেছিলাম সেই পরিস্থিতির কথা বলি।

"ছেলেদের সঙ্গে আমার ঐ কথাবার্তা গত বছর মার্চ মাসে হয়। আর আপনি ইতিমধ্যে শুনেছেন যে, গত বছর জুন মাসে আমাকে এক গুরুতর অবস্থায় মানসিক রোগের হাসপাতালে যেতে হল। হাসপাতালে যাবার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই আমি এই অসুখে আক্রান্ত হই। যদিও অত্যন্ত বেদনাময় অবস্থা হ'য়ে ওঠে তখন হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া উপায় রইল না। এখনও আমি হাসপাতালেরই রোগী। সম্প্রতি মাসিক-ছুটি ছাড়া পেয়েছি - কিছু সৃজন-মূলক কাজের মধ্যে থাকতে—আমার রোগ নিরাময়ে সাহায্য হবে—চিকিৎসকদের এই অভিমত।

'সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন ঐ অবস্থার নানা অসংলগ্ন আপত্তিকর কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না; সেজন্য ছেলেদের আমি এজন্য দোষী করতে পারি না। তাদের ভালোর কারণে বারোটার সময় তাদের বিদায় দিতে উঠছিল—আমি আমার ছবিতে তা তুলে ধরি। সেই ছবির আলোচনা সূত্রে ঐ মর্মান্তুদঘটনার কথা এসে পড়ে এবং এইসব কথার মধ্যে আমার মানসিক অবস্থা মুক্ত হয়। ফলে ঐসব অসংলগ্ন কথার সৃষ্টি।

"আমি সুস্থ স্বাভাবিক মনে যখন বিচার করেছি—তখন দেখেছি—ভারত ভাগ গান্ধীজীকে বেদনা দিয়েছিল এবং ভারত ভাগ ক'রে পাওয়া স্বাধীনতা গান্ধীজী স্বাধীনতা মনে করেন নি—বিষাদময়ী মোহের একটা বিষ মনে করেছিলেন। এবং আমার ছবিতে আমি দেখিয়েছি যে, তাঁর চিতার আগুন নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিষ্ঠুরতা বিশ্বব্যাপী সুরু হোল। সমাজ জীবনে বিজ্ঞান যখন চরম উৎকর্ষ তাঁর বেগ-তার দীর্ঘতম ন 'কে রাখে' বলে জেগে উঠল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের পথ দেখাতে আমাদের সামনে তাঁর মানব-প্রেমের বাণী 'কে রাখে' জেগে রইল। এর মধ্য দিয়ে আপনি নিশ্চয়ই পারছেন গান্ধীজীর প্রতি আমার মনোভাব কি। আমার সুস্থ চিত্তার গান্ধীজী আমার কাছে এই। আমার কথা বলে যেসব কথা উঠছে—প্রকৃতির অবস্থার আমি কখনই ওসব কথা বলতে পারি না। এক বিশেষ অবস্থার আমার বলা কথাকে আমার কথা বলে করলে আমি অন্যকে বোঝাই পারো।"

শ্রীঘটক আরো বলেন—"আমার নামে অভিযোগ তুলে আজ যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করা হচ্ছে—আমি ভবিষ্যতে সে সম্পর্কে কোনো একটা উপন্যাস ঘটনে আমি আমার বক্তব্যটা রাখবো। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করে জানই করলেন।"

আমার সঙ্গে শ্রীঘটকের এই কথাবার্তা হয়। তাঁর কথা থেকে ব্যাপারটা কি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়। এই কথাবার্তার পর এ সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি। এর প্রথম কারণ এই যে, তাঁর সত্যে প্রতিষ্ঠাবান একজন মানুষ বিশেষ একটা পরিস্থিতির কারণে অথবা এ'টা ব্যবসায় অসম্মানিত হচ্ছেন—তা' দুঃ ওয়া দরকার। আর গান্ধীজীর প্রতি যে লোক সেবক সংঘ নিয়ত তুলে ধরছে—সেই সংঘ যখন তাঁকে সম্মানিত করেছে—তার কিছু কাজে সহযোগিতা দিতে যখন অগ্রসর হয়েছে—তখন সেই অবস্থার সংঘ সম্পর্কে কিছু অবাঞ্ছিত সমালোচনারও অবসান হওয়া দরকার ভাবলাম। তাইই জন্য এই বিবৃতি।

শ্রীঘটককে আমরা সহযোগিতা দিতে এগিয়ে এসেছি এই জন্য যে তিনি একটি প্রশংসনীয় কাজে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন, এবং তাঁর মত কৃতি মানুষ একটা গুরুতর অসুস্থতার পর চিকিৎসার অঙ্গনে আবার সৃষ্টি কার্যের মধ্যে থাকতে চাইছেন। এ অবস্থায় তাঁকে সহায়তা দেওয়া আরো বেশী দরকার বোধ করেছি। আমরা আশা করব কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হোন এবং আরো বহু কিছু দেবার মত ফিরে তিনি আমাদের দিন এবং কামনা করব যে দুঃখজনক অভিযোগ উঠে তাঁকে ব্যথিত করেছে—তার সম্পূর্ণ অবসান হোক।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—:০:—

স্থানীয় সংবাদ

সহরে চুরীর হিড়িক

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লায় চুরির হিড়িক পড়ে গেছে এবং প্রতি রাত্রে অন্ততঃ দুচিন জায়গায় চুরি বা চুরির চেষ্টার খবর আসছে।

প্রকাশ গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় সবজার পাড়ার কয়েক বাড়ীতে দুঃসাহসিক চুরির চেষ্টা হয়। দুষ্কৃতকারীরা সংখ্যায় প্রায় সাত আট জন হবে মুখোশ পরে এক কালো এ্যামব্যাসাডর গাড়ী চড়ে আসে এবং নায়েবপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির পার্শ্বে গাড়ী থামিয়ে তারা সবজার পাড়ার ষ্টীচেশন সরকারের বাড়ীর দরজা সাবল মেরে ভাঙতে চেষ্টা করে। এর পূর্ব্বে দুষ্কৃতকারী প্রতিবেশী সকলের গৃহে বাহির থেকে শিকল বন্ধ করে দেয় যাতে সাহায্যের জন্য কেউ না আসতে পারে। রাত্রি বিপ্রহরে সাবল যারা দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার বহু লোক জেগে ওঠেন এবং উপেন বাবুর বাড়ীতে সবলে জেগে উঠে ডাকাতেরা কর্ত্তার শক্তির জন্য বেশিতে চুপ করতে বলে। দুএকজন যুবক কোনও মতে বাহির হয়ে ঘটনাস্থলে এগোবার চেষ্টা করলে তাদের নির্মমভাবে মারধোর করা হয়।

একই রাত্রে দুষ্কৃতকারীরা শ্রীবগলা সরকার, শ্রীবিভূতি সরকার এবং শ্রীউপেন্দ্র সরকারের বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতির চেষ্টা হয়, কিন্তু পাড়ার সকলে জেগে ওঠায় তারা গাড়ী করে পালাতে বাধ্য হয়। সেই রাত্রে চোরেরা বীণাপাণি অনাথ ভাণ্ডারের ২টি তালার মধ্যে ৫টি তালা ভাঙে এবং বাকী ৩টি তালা ভাঙার সুবিধা না হওয়ায় অসফল ভাণ্ডারটি ত্যাগ করে।

সেই একই রাত্রে ঐ দুর্ভাগ্যের হল অথবা অন্য কারও হল তার মহল্লায় রাত্রে যারা দুবের প্রাক্তন বসত বাড়ীর সংলগ্ন একটি খড়ে যে নূতন দোকানটী তোলা হয়েছে—সেই দোকানের মালিক জিনিষ পত্র চুরি করে নিয়ে যায়। দোকানের যে মাল চুরি যায় তা প্রায় এক ট্রাকের মতন হবে—দুকরাট চোরেরা সঙ্গে আন বয়ে নিয়ে যাবার মত কোনও যানবাহনও হস্তত ছিল।

সেই রাত্রে বৃষ্টি বাদলের জন্য স্বভাবতঃই লোকেরা বিশেষভাবে নিদ্রাভিভূত ছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আজ্ঞা দিয়ে বিষ্ণুপুর যাবার কার্য্যক্রম থাকায় সবরের বা জেলার যত পুলিশ সেদিন প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষা করে আজ্ঞা অক্ষরে মোতায়েন করা হয়- ফলে সমগ্র সবরে পুলিশের সংখ্যা নামমাত্র ছিল—এবং নায়েবপাড়া ফাঁড়িতে নাকি একজন অসুস্থ কনেষ্টবল ছিল।

—:০:—

গুদামে চুরি

গবেশ নাথ ঘোষ ষ্ট্রীটের শ্রীকেরার মলের তেল ও বিবিধ পণ্যের গুদামে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। চোরেরা সম্ভবতঃ বৈদ্যুতিক আলোর পেছই এর সাহায্যে গুদাম ঘরের ছিদ্রপথে উঠে পিছনের দিকে ঘরুণ খুলে গুদাম থেকে কাঁচ চর্জিন পুরুণ টিন সরিষার ও নারিকেল তেল, কয়েক বস্তা সোডা ও অন্যান্য দ্রব্য; কয়েক পেটী সাবান, সিগারেট ও বিড়ি সর্ব্ব সাকুল্যে প্রায় আট হাজার টাকার দ্রব্য চুরি করে পালায়।

করগালিতে ডাকাতি

দিন তিন চার আগে রঘুনাথপুর ২নং ব্লকের করগালি গ্রামে এক ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা গৃহস্থামীর বন্দুক এবং নগদ অর্থ ও অন্যান্য জিনিষ পালায়। বাড়ীর কয়েকজন ব্যক্তি ডাকাতদের দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হন।

স্টেট ব্যাঙ্কের কাউন্টারে চুরি

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কাউন্টার থেকে চার হাজার টাকার অধিক চুরি যায়। প্রকাশ, এন-নি-মির বেতনের টাকা তোলার জন্য জনৈক কর্ম্মচারী স্টেট ব্যাঙ্কে আসেন এবং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাগে ভরে চলে আসার সময় একজন যুবক এসে মেজেতে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি নোটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত কর্ম্মচারীকে বলে যে তার ব্যাগ থেকে কয়েকটি নোট পড়ে গেছে। উক্ত কর্ম্মচারী ব্যাঙ্কের কাউন্টারে টাকার থলিটি রেখে বাহী থেকে ছড়িয়ে পড়া নোটগুলি কুড়িয়ে দেখে যে তার টাকার থলি উধাও হয়ে গেছে। সে প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং পরে যখন ব্যাগ চুরি গেছে বলে ঠৈ ঠৈ করে—ততক্ষণে চোরেরা উধাও হয়ে গেছে। কেপমারী দল কর্তৃক এই চুরি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে সংঘটিত করা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভাব দিবস

গত ৩০শে মাঘরাত্রী নেতাজী সার্কে শক্তি সংঘের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভাব দিবস পালনের উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ ব্যতীত সহ মার্চ করে এসে নেতাজী সার্কে সমবেত হয় এবং স্বামীজীর মূর্ত্তি ও নেতাজীর আলেখ্য মাল্যভূষিত করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাপীঠের দুই জন ছাত্র, নিস্তারিণী কলেজের একজন ছাত্রী ও অন্যান্য কিশোর কলেজের একজন ছাত্র স্বামীজীর বিজিন্নমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে ভাষণ দেয় কিশোর কলেজের ছাত্রটি সংস্কৃত পাঠ করে। শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের দুইজন কিশোর বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তনার জীবন ও পরিব্রাজক বিবেকানন্দ রূপে অংশ গ্রহণ করে। নিস্তারিণী কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী নাথানী মুখোপাধ্যায়, অন্যান্য কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জনৈক প্রবর্ত্তনার, শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রমুখেরা এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী প্রমথানন্দ তাঁর ভাষণের পর অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রীমতী উজ্জ্বলা ঘোষ ও শ্রীমতী সরলা ঘোষ এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন ও বিদায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

—:০:—

আবশ্যক

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কয়েকজন Architectural Draftsman আবশ্যক। এই পদের জন্য বেতন ও যোগ্যতা নিম্নরূপ—

পদ—আর্কিটেকচারাল ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান

যোগ্যতা—আর্কিটেকচারে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ হওয়া চাই। উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়স—১৮ থেকে ২৮ বৎসরের মধ্যে

বেতন ২০৫-২৮০ ও তৎসহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ভাতা

অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন।

রিজিওন্যাল এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার
৩ কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১

WANTED

An experienced B. A. (Hons) or M. A. in English preferably trained for a permanent vacancy in Hura High School, P. O. Hura, Dist. Purulia. Pay according to Scale of pay for Non Govt. Secondary Schools. Apply to the Secretary by 20.2.70.

শিক্ষিকা চাই

বেলগুমা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের (কার্য নির্বাহক সমিতির ২৯।১।৭০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে (জুনিয়র হাই স্কুল) সংস্কৃত পাঠদান-কল্পে একজন সহ শিক্ষিকার পদ খালি আছে। উক্ত পদের জন্য সংস্কৃত সহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত পৌঁছাইবার শেষ তারিখ ২০।২।৭০

সেক্রেটারী—
বেলগুমা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ
(জুনিয়র হাই স্কুল)
পোঃ। জেলা—পুরুলিয়া।

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

পুরুলিয়া মেলা ও প্রদর্শনী

অবহেলিত ও অনুন্নত জেলার সম্পদ, সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের সমীক্ষা ব্যবস্থা

আগামী ১৫ই থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান

বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে পুরুলিয়ার সমস্যাদি পর্য্যালোচনা জেলার লোক-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানাদির গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যক্রম

স্থানীয় সুবর্ণরেখা পুলিশ গ্যারেজ গ্রাউণ্ডে দশ দিন ব্যাপী **পুরুলিয়া মেলা '৭০**-এর আয়োজন হয়েছে। এই মেলায় পুরুলিয়া জেলা কেন্দ্রিক কৃষি, শিল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমবায়, সেচ, পশুপালন, বন ধনি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পুরুলিয়ার কি পরিমাণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সেই সমস্ত প্রদর্শনের ব্যবস্থা হবে এবং সেই সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নতি বিধানে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ও অগ্রাধিকার দান প্রয়োজন তারও সমীক্ষা করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেসরকারী স্তরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে কি পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেই সমস্তও এই মেলার প্রদর্শিত হবে।

পুরুলিয়া মেলায় প্রদর্শনীর সঙ্গে বিবিধ আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও থাকবে যথা; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লঘু সঙ্গীত যাত্রা, নাট্যানুষ্ঠান, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি। এই আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে মানভূমের ছৌ, নাটোয়া, সাঁওতালী প্রভৃতি লোকনৃত্য; ঝুমুর, টুসু, ভাদু প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতেরও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আলোচনা সভা

"পুরুলিয়া পরিচিতি" সূচক এক বিশেষ আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়েছে এই সভায় পুরুলিয়ার সংস্কৃতি ঐতিহ্য, সম্পদ, সমস্যা প্রভৃতি আলোচিত হবে এবং অধ্যাপক নিখিল বন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিনয় ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট সুধীগণ এই আলোচনা সভায় যোগদান করবেন।

"গান্ধী-লেনিন" আলোচনা সভায় এই দুই যুগমানবের জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী ও মার্ক্সবাদী নেতৃবৃন্দ যথা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅন কুমার সেন শ্রীনরহরি কবিরাজ প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়েছেন।

পুরুলিয়া মেলার উদ্বোধন করবেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এবং তথা ও প্রচার মন্ত্রী শ্রীজ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। মেলার উদ্বোধনের পরে সমবায় শিল্প, কৃষি, উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সভা হবে এবং কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, সমবায় মন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভৌমিক পুরুলিয়া আসার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখেরা আমন্ত্রিত হয়েছেন।

— •—

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

গান্ধী শতবার্ষিকী বর্ষে জাতীয় তালগুড় দিবস

(যাত্রা মোহন নাথ)

চরকাশোলপুর, ঃ (পুরুলিয়া) ১৩শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদ পরিচালিত নূতন প্রতিষ্ঠিত খেজুর গুড় শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রে "মহাত্মা গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী" বর্ষে জাতীয় তালগুড় দিবস বিশেষভাবে প্রতিপালিত হয়। বলতে গেলে চরকার ন্যায় সুপ্ত প্রায় তালগুড় শিল্পের নব প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীজীই। এ জন্য জাতির জনক বাপুজীকে সামনে রেখেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এক বিরাট প্রভাতফেরীর মিছিলের সামনে বিশেষভাবে সজ্জিত বাপুজীর প্রতিকৃতি, জাতীয় পতাকা এই শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন পোষ্টারাদি নিয়ে বন্দেমাতরম্, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়, তালগুড় দিবস কী জয়, তাল-খেজুর গাছ-চিনি মিশ্রিত মা বাণ, এ ছিতে পারে তাত ফেলে রাখা মহাপাপ ইত্যাদি ধ্বনি আর বাদ্য যন্ত্র সহকারে তালগুড় শিল্প বিষয়ে পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ "টুসু" সঙ্গীত করে চক গোপালপুর নগাড়া, পুরাবাগান সর-চাকলতা, বড়গ্রাম প্রভৃতি ঘুরই আকর্ষণীয় হয়। প্রতি গ্রামেই একটা আলোড়নের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। উক্ত মিছিল শিক্ষা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে ফিরে এসে শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাহাত মহাশয়কে সভাপতি বরণ করা হয়। তাঁর নির্দ্দেশ এ জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ গানের পর শিল্প শিক্ষার্থী শ্রীনগেন্দ্রনাথ মাহাত মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলে পতাকা অভিবাদন, পতাকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান ও "ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা"—গীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক শহীদ বেদীতে মালাদান ও দু'মিনিট সমবেত নীরব প্রার্থনা করা হয়। কেন্দ্র পরিচালক শ্রীযাত্রা মোহন নাথ বলেন—বাপুজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের জাতীয় সরকার তালগুড় শিল্পকে অধিক আয়ত্তাধীন উৎপাদন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেন ১৯৬৯ সনের ২৩শে ডিসেম্বর আর ১৯৭০ সন উক্ত দিনটিকে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিতে "জাতীয় তালগুড় দিবস" রূপে পালিত হয়ে আসছে। মূল উদ্দেশ্য হলো—এ কাজের প্রসারতা দান করা। গান্ধী শতবার্ষিকীতে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

সভাপতি মহাশয় এ শিল্পের উন্নতি কামনা করে ভাষণ দেন ও দিবসীয় শপথ বাক্য পাঠ করান। পরে "জনগণমন—" সঙ্গীত আর এ দিনের বিশেষ গ্রাণ্ড বিতরণান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

SINGHAL PURE ALUMINIUM

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;

সিংহল—বঙ্গল ব্রত্তা ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী আজও ওজনে চাঙ্গা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম ; কিন্তু সেটনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু ; সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলী ওবঝন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন স্থলের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ
প্রাণবান্
নিত্যনব

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

সোমবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী '৭০
৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা



কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নন্দ ও সঞ্জীবায়ার পুনঃ প্রবেশ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রীসভার রদবদল করে দুজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীগুলজারীলাল নন্দা ও শ্রীযুক্ত সঞ্জীবায়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-ভার গ্রহণ করেছেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীনন্দা এবারে পেলেন রেল দপ্তর এবং শ্রীসঞ্জীবায়াকে শ্রম, কর্ম সংস্থান ও পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই দুজন মন্ত্রী নিয়ে বর্ত্তমান ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়াল সতের জন। শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূর থেকে আরও দুজন ক্যাবিনেট পর্য্যায়ের মন্ত্রী গ্রহণ করা হবে বলে প্রকাশ। তবে অর্থ দপ্তর এখনও শিথুকাল প্রধান মন্ত্রী নিজের হাতে রাখবেন মনে হয়। বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে কাজের সুবিধার জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

— •—

বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান

গত ১৯শে আষ্টোবর বিহার রাজ্যের শাসক কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীহরিহর সিংএর দাবী এবং নেতৃত্বে নূতন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিহারে দীর্ঘ আট মাস কাল ব্যাপী রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটলো। গত ১৯৬৯ সালের ৩রা জুলাই তারিখে সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং আগামী মধ্যে ফেব্রুয়ারী এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ ছিল। তৎপূর্ব্বেই রাষ্ট্রপতি শ্রীদিবি এক বিশেষ আদেশনামায় বিহার থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করে নেন।

বিহারের নূতন মধ্যমন্ত্রী শ্রীরাজেশ্বর প্রসাদ রাই ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসের অনুগামী। তাঁর নেতৃত্বে কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা শাসক কংগ্রেস, সি-এস-পি, কম্যুনিষ্ট পার্টি, বিংকে-ডি, ঝাড়খণ্ড ও শোষিত দল নিয়ে গঠিত। বিহার বিধান সভার বর্ত্তমান সদস্য সংখ্যা হোল ৩১২ আর নূতন কোয়ালিশন দলের সদস্য সংখ্যা হোল ১৭৩ জন। ছয়টি শরিকদল নিয়ে গঠিত বিহার কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভায় দুই শরিক - কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সি-এস-পি, আপাততঃ যোগদান করছেন না; তবে রাই মন্ত্রীসভাকে তাঁরা সমর্থন করছেন।

বিহারে পাল্টা মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য সিণ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেসীরাও বিশেষ উদ্যোগী হন এবং সিণ্ডিকেট কংগ্রেস, এস-এস-পি, জনসংঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি দল নিয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয়। এবং এই দলের সদস্য সংখ্যা হন নিরপেক্ষ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করেছে এই ভাবীতে তাঁরা মন্ত্রীসভা গঠন করতে অগ্রসর হন—কিন্তু ব্যর্থকাম হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সংযুক্ত বিধায়ক দল ভেঙ্গে যায়। তাহপর এস-এস-পির নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশনী দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এস-এস-পির নেতৃত্বেই ভাঙ্গন দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে শাসক কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

— •—

পুরুলিয়া মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন ঃ তথ্য মন্ত্রীর প্রধান অতিথ্য গ্রহণ

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুরুলিয়া মেলা '৭০ এর উদ্বোধন হয়। বৈকাল ৪ ঘটিকায় মেলা প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত মেলার নিজস্ব প্রতীক যুক্ত পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর মেলার আনন্দানুষ্ঠানিক মঞ্চপে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরূপে তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রকার মেলা ও প্রদর্শনীর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে বলেন যে প্রত্যেক জেলার উন্নতি ও প্রগতির মাপকাঠি স্বরূপ জেলাভিত্তিক মেলা অনুষ্ঠানের যে কার্য্যক্রম নেওয়া হয়েছে—তাতে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা পুরুলিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই মেলার ফলপ্রসূ জেলার উন্নয়নমূলক কার্য্যাদি আরও ত্বরান্বিত করে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত বলেন যে সরকারী উদ্যোগে এই মেলা অনুষ্ঠানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও স্থানীয় মেলা কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যগণ এই মেলার যাবতীয় প্রস্তুতি কার্য্য চালিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে লোক উদ্যমকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জেলার লোক সংস্কৃতিকে মর্য্যাদা ও গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে এবং পুরুলিয়া জেলার এই মূল্যবান সম্পদ সম্পর্কে বহির্গতের সচিবদ্ধ ঘটানোর লক্ষ্যে। এই প্রসঙ্গে তিনি জেলার দরিদ্র ও বুভুক্ষু লোকশিল্পীদের শত দুঃখ, অভাব ও অনটনের মধ্যেও কিভাবে লোক শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার বিবরণ দেন; এবং ছৌনৃত্য ও ছৌ-নৃত্যের মুখোশ শিল্প গুণীজনের ভিতর প্রশংসা লাভ করেছে তাও ব্যক্ত করেন। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন যে পুরুলিয়া মেলা অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্যা কণ্টকিত পুরুলিয়া জেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং জেলার অগ্রগতি সাধনে শক্তি সঞ্চারি গৃহীত হবে।

পুরুলিয়া মেলা অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীঅশোক চৌধুরী পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী ও তথা মন্ত্রীকে পুরুলিয়া মেলা আবহ গ্রন্থ প্রদান করেন এবং মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে বর্ণাঢ্য অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার অর্থ-নৈতিক কাঠামোয় মানুষ জেলাকে কিন খণ্ড করে একটি খণ্ড পুরুলিয়া জেলা রূপে বন্ধুভূক করার ফলে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং গত দৌদ্ধ বৎসরের মধ্যে এই জেলার অর্থ-নৈতিক পুনর্বাসনের কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নি। ফতরাং পুরুলিয়ার সমস্যা, এর সম্পদ ও সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে কে ন বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দান করোজন সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও সুপারিশ করাই পুরুলিয়া মেলার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কতকগুলি বিশেষ আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এবং লোক উদ্যমের মাধ্যমে জেলার লোক সংস্কৃতির উন্নতি, প্রসার ও অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়াস সাধন করা হচ্ছে।

পুরুলিয়া মেলা কমিটির সভাপতি শ্রীগীর্ণ বারণি চৌধুরী, আই-এ-এস তাঁর ভাষণে বলেন যে পুরুলিয়ার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির অভিনবত্ব ও মৌলিকতা সম্পর্ক সুস্পষ্ট ধারণা অতি

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়—

আয়ার রিপোর্ট

বিহারের ভূতপূর্ব প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য বিহার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আয়ার কমিশনের বহু প্রতীক্ষিত রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। " বিহারে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই তদন্ত কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করে; আয়ার যুক্তফ্রন্ট সরকারের গঠন ঘটবার পর কংগ্রেস সমর্থিত পোর্টের দলের নেতৃত্বে কোয়ালিশনে সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে মহামান্য প্রধান সিংহের নেতৃত্বে গঠিত তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারের চৌদ্দ জন প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাল্টা অভিযোগের তদন্ত করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কমিশন গঠিত হয়। এই মুখ্যমন্ত্রীর কমিশনের রিপোর্টকে ইতিপূর্বে প্রকাশ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত দুটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিধান-নিয়োগ।

মুখ্যমন্ত্রীকে কমিশন বিহারের প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের চৌদ্দ জন প্রাক্তন মন্ত্রীর সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করে এক মাত্র রাজা ভূত রাজাকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। এই রামগড়ের শ্রীকামাখ্যা নারায়ণ সিং খনিজ দ্রব্যের মন্ত্রী হয়ে নিজের কয়লাখনিগুলি সম্পর্কে নানা অন্যায় ও অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করেন—তদন্তকার মুখ্যমন্ত্রীকে কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন এবং সেই সঙ্গে এই অভিযুক্তও জ্ঞাপন করেন যে বাকী অন্যান্য ছেত্রিশ জন মন্ত্রীর সম্পর্কে দুর্নীতির কোনও অভিযোগই প্রমাণিত হয় নি বরং তাঁদের অনেকের আচার আচরণ প্রশংসার্হ ছিল।

অপরদিকে প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণ বল্লভ সহায় সহ ছয় জন মন্ত্রী সম্পর্কে আয়ার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন—তাতে ক্ষমতা মানুষকে কতদূর অমানবিক ও কলঙ্কিত করতে পারে—তার এক কদর্য চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। আয়ার কমিশন সুস্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছেন যে ছয় জন প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রীই তাঁদের পদ ও ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত লোভ ও লালসা চরিতার্থ করেছেন এবং অন্যায় ও অবৈধ ভাবে অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ছয় জন মন্ত্রী কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে অর্থ ও সম্পত্তি অর্জনেই দুর্নীতির গণ্ডী নীমাবদ্ধ রাখেন নি- তাঁদের মন্ত্রীত্বের পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের আত্মীয় স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরও নানা অবৈধ এবং অন্যায় সুযোগ সুবিধা দান করেছেন। বর্তমানে নিষ্কিঞ্চেক পন্থী কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতা এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায় সম্পর্কে আয়ার কমিশন মন্তব্য করেছেন যে "নিজের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের স্বার্থ সাধনই একমাত্র বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় " শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় নিজের পুত্রের খনির ইজারা ও লাইসেন্স দানের ক্ষেত্রে কিরূপ অন্যায়, অবৈধ ও তাঁদের স্বার্থবিরোধী আচরণ করেছিলেন—তারও বিশদ বিবরণ আছে। বিহার কংগ্রেসের অন্যতম গুরুতর শ্রীমহেশ প্রসাদ সিংও তাঁর মন্ত্রীত্বের সুযোগ নিয়ে মাত্র সময়ের মধ্যে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধ-ভাবে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছেন তার বিবরণও কমিশনের তদন্ত রিপোর্টে আছে।

এই আয়ার কমিশনের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে দুর্নীতির স্রোত কেবলমাত্র মন্ত্রীদের মধ্যেই নীমাবদ্ধ নয়—এই ব্যাপারে আমলাতন্ত্রও বাধা বাধা আমলারাও কেবল অক্ষিকাই নন—তাঁরা দুর্নীতির কলা কৌশল বিষয়ে প্রভু ও শিক্ষকও। সুতরাং আয়ার কমিশন তদন্ত রিপোর্টে বিশেষ-ভাবে সুপারিশ করেছেন যে দুর্নীতি দুষ্ট-আমলাদের আচার-আচরণ সম্পর্কেও বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা এবং দোষী আমলাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হবেকার। এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দুর্নীতির স্রোত বন্ধ হবে না এবং দুর্নীতি দুষ্ট শাসন ব্যবস্থা কায়েম থাকার ফলে জনসাধারণের অসহনীয় ক্লেশ ও দুর্গতি হতে থাকবে—সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিশেষ বিপদ হতে থাকবে।

আয়ার কমিশনের রিপোর্ট গভীর ভাবে অধিধান করলে দেখা যাবে যে দুর্নীতির প্রধান কেন্দ্রসমূহ উচ্চ স্তরে মন্ত্রী ও বড় বড় আমলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়- এই দুর্নীতি সংক্রামিত হয়ে নিম্নস্তরে শাসন-ব্যবস্থাকেও যেন দূষিত করেছে—যেমনি ক্ষমতাসীন দলের "হাই কমাণ্ড লাইন"কেও সমভাবে সংক্রামিত করেছে। বহুক্ষেত্রে দেখা যাবে যে দুর্নীতির উৎস দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্য থেকেও প্রতিকার হয়ে উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রী বা আমলাদেরে স্পর্শ করেছে।

আয়ার কমিশনের রিপোর্ট রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তগত হয়েছে—এখন বিহার সরকার ও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—তাই দ্রষ্টব্য।

অ. চ.

বিবিধ প্রসঙ্গ

চাঙিল-ইচাগড় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

উপর্যুপরি দুই বৎসর ব্যাপক খরা ও তজ্জনিত ফসল হানী বা চাষবাস না করতে পারা ফলে ইতিমধ্যেই মানভূমের নিমতি, চাতিন, পটংডা ও ইচাগড় ব্লকে দুর্ভিক্ষপরবর্তীকালীন অস্ত্র বিরাজ করছে। গত ডিসেম্বর মাস থেকে লোক সেবক সংঘের নেতৃত্বে স্থানীয় অধিবাসীরা এই অঞ্চলের দুর্গত অবস্থার প্রতি সরকার বিহারের রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও আজ পর্যন্ত কোনও ত্রাণ-ব্যবস্থাই চালু করতে পারা যায় নি। রাজ্যপাল সরাসরি সহানুভূতির সঙ্গে সমস্ত বিষয় শুনে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও বিহার রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্রের শাসনযন্ত্রকে নড়ানো সম্ভব হয় নি—ইতিমধ্যে অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে এবং আরও বহু লোক মৃত্যুর অবস্থায় রয়েছে। ব্যাপক হারে টেস্ট রিলীফ-কাজ, আর্ত ও অনাহারের শরণার্থী সাহায্য দান, অনাবশ্যক বৃদ্ধদের জন্য লঙ্গর খানা প্রভৃতি ত্রাণ মূলক ব্যবস্থা এবং চাষীদের সাহায্যের জন্য কৃষি ঋণ, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করার জন্য অবেদন জানানো হয়েছিল কিন্তু আমলাতন্ত্রের বধির কাণে কিছুই প্রবেশ করে নি। পালিয়ামেণ্টে এই সব অভাব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং নব কংগ্রেসের সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রামেরও দুটি এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আকৃষ্ট করা হয়—কিন্তু এই পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি।

দীর্ঘ আটমাস পূর্বে বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটেছে। সুতরাং বিহারে মন্ত্রীসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাবে গা প্রসাদ রাই এর দৃষ্টি দুর্গত অঞ্চলের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কি পরিমাণ আগ্রহী হন—সেটাও দ্রষ্টব্য।

বাংলাভাষীদের জন্য দরদ!

বিহারের কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) পরিচালীত দলের ডেপুটী লীডার শ্রী কেদার পাণ্ডে বাদবাদে বেকার সমস্যা ও সরকারী-বেসরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে প্রসঙ্গে বলেন যে শিল্প প্রধান এবং সরকারী দপ্তরে মাটীর সন্তান তথা স্থানীয় অধিবাসীদের চাকুরী ক্ষেত্রের প্রশ্নে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কেবল মাত্র কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন বিদেশ হতে সদ্যগত যোগ্যতার বিচারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়োগ করা চলতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিহার প্রবাসী বাঙালীদের সম্পর্কে শ্রীপাণ্ডে বলেন যে বিহারের বাংলাভাষী অধিবাসীরা বিহারের ম টীর সন্তান এবং যে কোনও বিহারীর ন্যায় তাঁদেরও সমান অধিকার ও মর্যাদা আছে। সুতরাং চাকুরী অথবা অন্য যে কোনও প্রকার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাভাষীরাও হিন্দী ভাষীদের সমান ন্যায় বিচার ও সুবিবেচনা পাবেন।

শ্রীপাণ্ডের এই সব উক্তি যদি সত্যি তাঁর মনের কথা হয় এবং এর পক্ষাতে তাঁর সততা যদি থাকে তবে ভাষার ক্ষেত্রে বিহারবাসী বাঙালীদের সুদীর্ঘ কালের অভিযোগ দূর করতে সচেষ্ট হবেন এবং অতিরিক্ত মানভূমের বিহার ভুক্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষী অঞ্চল রূপে প্রতিপন্ন করার যে সরকার ও বেসরকারী চেষ্টা চলছে আশা করি অবিলম্বে তা বন্ধ করবেন।

———•———

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন

ভারতীয় ক্রান্তিদলের কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠন

উত্তর প্রদেশে বিরোধী কংগ্রেসের মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে নব কংগ্রেসের সভাপতি ভারতীয় ক্রান্তিদলের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে এক স্তরের অনেক অধ্যায়ের সূচনা হয়। মিশ্রিকটপন্থী কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীচরণ সিংও তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসের নেতা তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ আয়োজন দীর্ঘকাল ধরে চলছিল। প্রতিযোগী উত্তর কংগ্রেসই বি-কে-ডি চেয়ারম্যান শ্রীচরণ সিংকে এই মন্ত্রীসভা ভাঙা-গড়ার কাজে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছিলেন এবং ফলতঃ শ্রীচরণ সিং উত্তর কংগ্রেসের মাথার কাঁটাকে ছেড়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ সন্ধান করতে শুরু করেন। বি-কে-ডি দল সিণ্ডিকেট পন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ও যুক্ত থাকবে এই আশ্বাসে ও প্রতিশ্রুতিতে মুখ্যমন্ত্রী সি. বি. গুপ্ত পদত্যাগ করেন এবং বি-কে-ডির নেতা শ্রীচরণ সিংকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন। শ্রীচরণ সিংও এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রীসভা গঠনে আমন্ত্রিত হয়ে সিণ্ডিকেট পন্থী কংগ্রেসীদের বৃহদাংশ ছেঁটিয়ে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে ভিড়ে পড়েন ও তাদের সহায়তায় নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

উত্তর প্রদেশ বিধান সভার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারী এবং ঐ দিন গুপ্ত মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও উত্থাপনের দিন ছিল—কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করে গুপ্ত মন্ত্রীসভা অনাস্থা প্রস্তাবের হাত থেকে রেহাই পান।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসের সহায়তায় ভারতীয় ক্রান্তিদলের চেয়ারম্যান শ্রীচরণ সিংকের নেতৃত্বে নব্য দল সমস্ত নিয়ে বি-কে-ডি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন। আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশ বিধান সভার অধিবেশন শুরু হবে।

উন্নত বীজের জন্য উন্নত বীজ চাই তাই

কৃষি প্রচার ভবনে আসুন

নানা প্রকারের ভাল ভাল বীজ

কৃষি প্রচার ভবনে এসেছে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে উন্নত বিশ্বাসযোগ্য বীজসমূহ দীর্ঘদিন ধ'রে সরবরাহ ক'রে—কৃষি প্রচার ভবন আজ সকলের বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে।

বছরে কয়েক হাজার চাষী কৃষি প্রচার ভবন থেকে বীজ নিচ্ছেন

জেলার সমস্ত চাষীর প্রতি সাদর অভ্যর্থনা জানাই

সংগঠক, কৃষি প্রচার ভবন

পুরুলিয়া মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অন্ন লোকেরই আছে। সেই জন্য পুরুলিয়া পরিচিতি নামে বিশেষ আলোচনা সভা এবং লোক উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পুরুলিয়ার ও বহির্জগতের সঙ্গে পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির সার্থক পরিচয় দান এই পুরুলিয়া মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। মেলার পক্ষ থেকে তিনি বিশিষ্ট অতিথি ও অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে শাঙ্খধ্বনি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ সমাধি সঙ্গীত পরিবেশন করে।

———•———

ছাত্রীদের ধর্ম্মঘট

বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফলাফল ঘোষণার পূর্বে পারসেন্টেজ গণনার ফলে অধিকাংশ ছাত্রীর অযথা অসুবিধা হওয়ার প্রতিবাদে পুরুলিয়া নিস্তারিণী মহিলা কলেজের ছাত্রীরা ছাত্রী সংসদের ডাকে ধর্ম্মঘট শুরু করে। স্থানীয় জজ, কে, কলেজের ছাত্র সংসদ নিস্তারিণী কলেজের ছাত্রীদের এই একান্ত বৈধ দাবীকে সমর্থন করে নিস্তারিণী কলেজের এই নীতিকে তীব্র নিন্দা করে।

বীণা খেড়িয়া
সম্পাদিকা, ছাত্রী সংসদ
নিস্তারিণী কলেজ,
পুরুলিয়া

এই সংখ্যার একটি প্রবন্ধে ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার মুক্তিতে ৪র্থ পৃষ্ঠায় আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি—তার নাম দরিদ্রী নারায়ণ : যুদ্ধমধ্যম : রক্তপাতের চিত্র—এই প্রবন্ধে অনেক জায়গায় অনেক মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে। তার মধ্যে বেশী রকম যে কয়েকটি ভুল আছে—তার সংশোধন এখানে করছি। ঐ প্রবন্ধে মুক্তির ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ২৩ লাইনে লেখা আছে—"এই সংগ্রামকে যদি ঠিক মতো বোঝানো যায়—" এর পরিবর্তে হবে —" এই সংগ্রামকে যদি ঠিক মতো বোঝা না যায়—"।

এই কলমেই যেখানে ফেব্রিজ আছে—"মানুষ উজ্জ্বল ছ'লে তার ভয়াবহ পরিণাম"—সেই ফেব্রি এর নেখায় ৮ম লাইনে এক জায়গায় আছে—"মর্য্যাদা দিতে শিখছে"—এর পরিবর্তে হবে— 'মর্য্যাদা দিতে শিখছে না'।

এই প্রবন্ধেই মুক্তির ৭ম পৃষ্ঠার একেবারে প্রথম কলমে চতুর্থ লাইনে আছে—"তাঁদের তুলনায়" তার বদলে হবে "তাঁদের অন্যায় আক্রমণ কারীদের তুলনায়"।

ঐ পাতাতেই প্রথম কলমে ২য় প্যারার প্রথম লাইনে আছে— "কোন ঘটনায় কতটা ঘটনায় প্রথম আক্রমণকারী কে—" এর পরিবর্তে হবে—"কোন ঘটনায় প্রথম আক্রমণকারী"—অর্থাৎ "কতটা ঘটনায়" কথা দুটি বাদ পড়বে। ঐ প্যারার তৃতীয় লাইনে আছে—"তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন্ দল সবচেয়ে বেশী ক্ষেত্রে—" এর পরিবর্তে হবে—"তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোথায় কোন্ দল বেশী ক্ষেত্রে"। এর পরই অর্থাৎ ঐ প্যারাগ্রাফে ৬ষ্ঠ লাইনে আছে— "সুযোগ অনুসারে অ ক্রমণকারীর ভূমিকায়"—এর পরিবর্তে হবে— "সুযোগ অনুসারে কোথায় আক্রমণকারীর ভূমিকায়"—।

অরুণ চন্দ্র দাস

শরিকী সংঘর্ষ ঃ খুনজখম ঃ রক্তপাতের চিত্র
সংঘের আবেদন ঃ অবিলম্বে বন্ধ করুন

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

অত্যন্ত বেদনাদায়ক চিত্র

সকাল বেলায় সংবাদপত্র হাতে পেয়ে, তার সংবাদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। সংবাদ পত্রের পাতায় চোখ মেললেই প্রত্যহই কোন না কোনো জায়গায়—একাধিক জায়গায় পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষের ভয়াবহ চিত্র চোখে পড়ছে। খুনজখম, ছোরা লুঠ, অগ্নি সংযোগ মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ, রক্তপাত, নরহত্যা। এর চেয়ে আর দুঃখের, উদ্বেগের, বেদনার বিষয় কী হতে পারে।

এত সুযোগ গ্রহণ করতে কি আমরা ব্যর্থ হবো?

দেখে মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ওঠে। জানি, জনদরদী অধিকার প্রতিষ্ঠার যে রাজনৈতিক দলগুলি এত দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করে, দুঃখবরণ করে জনগণের দুঃখ মোচন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এত সুযোগ পেলেন তারা তা' পেয়ের আজ শরিকী কলহে, শরিকী সংঘর্ষে কী ভাবে তা' হেলায় হারাতে বসেছেন। এর মধ্যে শুধু দলগুলির নিজ নিজ দলীয় সুযোগ হারাবার প্রশ্নই জড়িত নয়। এর সঙ্গে দুটি খুব বড় প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। যে প্রশ্ন দুটি হল এই ঃ

জনগণেরও জয় পরাজয়ের প্রশ্ন

প্রথমটি হল—জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন-সংগ্রামের অগ্রগতির প্রশ্ন। সংগ্রামকারী দলগুলি সংগ্রামের মধ্যে যে অগ্রগতি লাভ করেছে—তা বাস্তব পক্ষে জনগণের অগ্রগতি। রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি, জড়তা, ও দুর্নীতির ছই রাজ্যাত্মক থেকে জনগণের মুক্তি লাভের শক্তির ভিত্তিকেই। দেশের ও এই রাজনৈতিক দলগুলির এই অগ্রগতি ও অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে। এই চেতনাসম্পন্ন জনগণই তাদের অর্জিত অধিকারকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে, আরো সুদৃঢ় করতে, তাদের প্রতিশ্রুতিকে এই দলগুলিকে তারা সামনে রেখেছে। জনগণের প্রতিশ্রুতির এই দলগুলি যদি সেই ভুল নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন—তবে জনগণের অর্জিত এই অধিকার ও শক্তির গতীর সম্ভাব্য গতি ঘটবে; এবং তাদের অর্জিত শক্তির কারণে তাদের যে দুঃখমুক্তি, ছাবিদ্র্যমুক্তি, শীঘ্রমুক্তির দ্রুত অগ্রগতি স্বাভাবিক ছিল—তা এই দুর্বল নেতৃত্বের জন্যই বহলাংশে ব্যর্থ হবে, আর তার ফলে জনমনে আশা এবং শক্তি অন্যভবের পরিবর্তে হতাশা এবং আত্ম অবিশ্বাস ভরে উঠবে।

যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের জয় পরাজয়ের প্রশ্ন

দ্বিতীয় হল—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে 'যুক্তফ্রন্ট' রূপ যে শক্তির আবির্ভাব হয়েছে—তার সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের কায়েমী স্বার্থ ও প্রতি ক্রিয়াশীলতা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের যে ভাবে হানা বেঁধেছিল—এবং যে ভাবে দেশের জীবন সব কিছু নিয়ে ছত্রাকারকে বিপন্ন ক'রে তুলছিল—তাকে ভেঙে অধিকার সচেতন অজস্র সঙ্গীন প্রয়োজনীয়তা সত্বেও এক কোনো দলের সরাবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বিপন্ন জনগণকে এই সংকট থেকে মুক্তি দান করতে কংগ্রেসকে সরাতেই হবে—এই ছিল সমস্যা। এই দুরূহ সমস্যার মধ্যে হঠাৎ আলো দেখা দিল। এলো যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে এক অভিনব পরীক্ষা।

দলগুলির মধ্যে বহুবিধ মতপার্থক্য সত্বেও এবং সংবিধান ও বর্তমান সমাজ পরিস্থিতির কারণে যথার্থ সুশাসনের পথে বহু অসুবিধা সত্বেও জনগণকে অবিলম্বে সাধ্যমত রাহতার সুযোগ দিতে ও সুশাসন দিতে, সর্বসম্মত কর্মসূচির ভিত্তিতে 'যুক্তফ্রন্টে' আবির্ভাব ঘোল। স্থির হল—নিজের নিজের আদর্শগার ও রাজনৈতিক বর্ণধারা অব্যাহত থাকবে—তবে তা এই যুক্ত-অঙ্গীকারকে কোনোভাবে ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ না ক'রে। না হলে যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব মূলহীন হবে—নমিনিত অঙ্গীকার অর্থহীন হবে। নিজেদের মধ্যে শত বিরোধ সত্বেও, জনগণের স্বার্থে এবং জনগণকে বৈরাষ্ট্রপূর্ণ ব্যবস্থার হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে, সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রতিক প্রতিশ্রুতিতে, যুক্তকর্মের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন—যাতে বৈষম্যমূলক শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁরা উপযুক্তভাবে শাসন শক্তির মাধ্যমে সংগ্রাম দিতে পারেন।

যুক্তফ্রন্টে ঐক্য না থাকলে ফ্রন্ট নিরর্থক

বিচ্ছিন্নভাবে এই পথে সংগ্রামের কাজ উপযুক্ত গতি ও শক্তি লাভ করছিল না—সুতরাং এর অঙ্গই প্রগতিশীল দলগুলির এই ঐক্য, এই সম্প্রীতি, এই চুক্তি ও এই অঙ্গীকার অনিবার্য। হ'য়ে দেখা দিল। আর যদি এই ঐক্য, এই সংহতি, এই চুক্তি ও এই সম্প্রীতি না থাকে—তবে জন-অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই জন-সংগ্রামের জন্য ক্রত শক্তির আধারটিই পরিপন্থিত এই যুক্তফ্রন্টের অর্থ কী থাকবে? সুতরাং যুক্তফ্রন্টে শরিকী বিবাদ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আজ এই প্রশ্ন গুরুতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে—যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব যদি পরীক্ষার সুযোগেই এভাবে মার খায়, তবে জনগণের সামনে আশার বাণী আজ কী থাকবে?

সম্প্রীতির সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকরী করার পথে বাধা কোথায়?

এই যে সব শরিকী বিবাদ ও শরিকী সংঘর্ষ হচ্ছে—পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের সমস্ত দল একে অন্যান্য সংবাদিত ও দুঃখজনক ব'লে ঘোষণা করেছেন—তাঁরা তা' অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রস্তাবও নিয়েছেন। কিন্তু কোনো সুরাহার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাহবায় ঐ প্রচার পুরোদমে চলছে—বাহবায় পরিস্থিতি ভিয়রূপ নিচ্ছে। এ কথাটিও যেমন আজ মনে করি—এ বিষয়ে প্রত্যেক দলকে বার তৎপরতার নিজের নিজের দলকে ঐ সব পথ থেকে নিরস্ত করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে,—কেননা প্রত্যেক দলকেই তাতগুলি বিশেষ পরিস্থিতি ও বিশেষ বাধার সম্মুখে পরিচালনা হ'য়ে নিতে হবে। কারণ আমরা মনে করি—বাধার পরিচালনা করার জন্যও নিয়তর কর্মী-ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞান্তি ও অনর্থ ঘটেছে। সেই বিষয়ে বিস্তারিত কী সে বিষয়ে আলোচনা রাখছি।

সংঘর্ষ ও প্রতিশোধ ভাবনা এবং যুক্তফ্রন্টের শরিকের কর্তব্য

যুক্তফ্রন্টের সকল দলই বলছেন—বিবাদ সংঘর্ষ সৃষ্টি করা অন্যায়। কিন্তু কেউ কেউ বলছেন—'আমরা গান্ধীজীর মতবাদ গ্রহণ করিনি; রাখ থেলে পাল্টা মার দেব।" আমরা মনে করি—যাঁরা গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের অনুসারী নন—অহিংসায় বিশ্বাসী নন—তাঁরা ও কথা বলতে পারেন—তা সাধারণ ভাবেই বলতে পারেন—কিন্তু যুক্তফ্রন্টে যাঁরা যুক্ত—ঐ মনোভাবাপন্ন হ'লেও যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কিত ব্যাপারে ওরূপ ভাব বলা চলে না। কারণ যুক্তফ্রন্টের যুক্ত শক্তি তাঁদের ভাঙে। তার কাজ থেকে সুবিচার লাভের সম্ভাব্যতার চেষ্টা আগে ক'রে নিতে হবে।

এখানে সত্য যে, কোনো পার্টির অনুগামীরা যদি দেখেন যে, তাদের অমি দখল হচ্ছে—তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে—তাদের ছেলে মেয়ের ওপর বিপন্ন হচ্ছে—তাহলে আত্মরক্ষা ও অধিকার রক্ষার জন্য তাঁদের সব রকম চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে এবং আত্মরক্ষার কারণেনে যেটুকু দাঁড়ান হয়েছে—সংকট সময়ে তা ক'রে—তা ওর স্থায়ী প্রতিকারের জন্য যুক্তিফ্রন্টের জন্য, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের জন্য ফ্রন্টের কাছে দাবী রাখতে হবে। অন্যায় পীড়ন দলের পক্ষ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে—ঐ অন্যায়ীতি ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য ও তাদের প্রতি সুবিচার আদায়ের জন্য—তার ব্যবস্থার জন্য।

সংঘর্ষের দুষ্টচক্র কিভাবে বন্ধ হতে পারে

কিন্তু তা না করে যদি আক্রান্ত ব্যক্তিরা অন্য কার সঙ্গে আক্রোশ বশতঃ আক্রমণকারী শরিক দলের অনুগামীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য অগ্রসর হয়ে যান—তবে এই দুষ্টচক্র থামবে না। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্তহীন ভাবে এই বিরোধ, সংঘর্ষ, রক্তপাত এগিয়ে চলবে। এর শেষ তাহলে ঘটবে কোথায়?

সেজন্য প্রত্যেকটি শরিক দলকে ভাবতে হবে—কোথাও কোনো ঘটনা ঘটে গেলে—তাকে সেইখানেই থামিয়ে ফ্রন্টকে সংকট-মুক্ত করতে হবে। কারণ নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাড়িয়ে তোলার আমাদের ফ্রন্টের কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। বরং যে সংগ্রাম দেবার লক্ষ্য নিয়ে ফ্রন্টের এই ঐক্য সেটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটি দল দুর্বল এবং অনর্থামক হ'য়ে পড়বে। লড়াইটা যেখানে হোকনা কেনো তার থেকে লড়াই সরে গিয়ে নিজেকের মধ্যে, ঘরের মধ্যে লড়াই এসে পড়বে বা পড়ছে।

বিবাদ বিসম্বাদ ঘটতে পারে তারই মধ্যে ঐক্য গড়তে হবে

মানুষ দেবতা নয়—মানুষ মানুষই। ভুল-ত্রুটি দোষ ত্রুটি, অনিচ্ছাকৃত ভাবে মাঝে মাঝে ঘটবেই। যুক্তফ্রন্টও বাদ যাবে না। তা আমরা জেনেই আমরা ঐক্যের পরিকল্পনা করি—শুধু রাজ্যের মধ্যেই নয়—দেশের মধ্যেই নয়—যারা বিশ্বের ভদ্র—নিখিল বিশ্ব সর্বহারাদের সকলকে এক করার জন্য। সুতরাং সংঘর্ষ ঘটলে—অজ্ঞ সাধারণ মানুষের অজ্ঞ আচরণের মত আচরণ নিয়ে, তাতেই সমস্ত মন বুদ্ধিকে আমরা জড়িয়ে ফেলব না—তার থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর ঐক্যকে পথে তোলার জন্য আমাদের সকলকে প্রাণপণ করতে হবে। তবেই যুক্তফ্রন্ট সার্থক হ'য়ে উঠবে—সমস্ত ভারতের বিশ্বকেরা তবেই সম্ভব হয়ে উঠবে। একতা মায়া মিথ্যে হয়ে যাবেনা, সাথী মিথ্যে হ'য়ে যাবেন এবং যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব এবং জনসেবকের অঙ্গীকার মিথ্যে হ'য়ে যাবে।

সম্মানের প্রশ্ন এসে বিষ বৃদ্ধি করছে

এই সব বিবাদ সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে আমরা সম্মানের প্রশ্নকে (প্রেস্টিজের প্রশ্নকে) অথবা বড় ক'রে তুলি ব'লে পরিস্থিতি বড় ক্ষোভে আসে যেন সমস্ত জটিল হ'য়ে পড়ে। এবং এই লড়াইটা নিজেকে জয়ী করতে অন্যকে তুচ্ছ ক'রে কেঁকে এসে পড়ে। ফলে পাশ্চাত্যিক আক্রমণ ধ্বনিনিক্ষেপ, উত্তেজনা এমন পর্যায়ে এসে পড়ে যে, তার মধ্যে কারুর সম্মান থাকে না, কেউই জয়ী হন না এবং সম্প্রীতি সকলে অমর্যাদিত হয়ে পড়েন।

দল বাড়াবার অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণাম

এই সব শরিকী সংঘর্ষের মূলে শত্রুর বিরুদ্ধের সঙ্গে একটা বিষয় বিশেষভাবে কাজ করছে—তা হচ্ছে নিজের দল বাড়াবার অসংযমী ব্যগ্রতা এবং বিবেচনাহীন কর্মপন্থা। এর জন্য দলে ক্রমবেগে লোক বাড়াবার প্রতিযোগিতা চলেছে—ফলে বহু অবাঞ্ছিত, এমন কি, অত্যন্ত সাংঘাতিক ধরণের লোক সমস্ত দলে ঢুকে পড়েছে। দলে এমন সব লোক ঢুকছে যাদের বিরুদ্ধে আমরা তত্ত্বগত ভাবে দৃঢ় সংগ্রাম করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এইসব লোক দলে ঢুকছে—তাদের হাতে রাখার জন্য তাদের খোসাল খুশী মজ্জিকে প্রশ্রয় দিতে হচ্ছে। এমন কি, তারা অন্যায় উপদ্রব, সুর্নাম প্রভৃতি করলেও দলের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে গুরুতো সে সব বিষয় নীরব থাকতে হচ্ছে অথবা তাদের আস্ফালন দেখে হচ্ছে। এরূপ আজ সমস্ত দলকে উনলক্ষ করতে হবে যে, ব'ত্ত ক'রে নিজ নিজ দলের স্ফীতি সাধন শক্তির চেয়ে বিপদের কারণ হচ্ছে এবং আরো বেশে—যখন কংগ্রেসের ঘটন। এবার আগমনে এই সংখ্যা বৃদ্ধিকে নিজ নিজ দল যে সন্তুষ্টই অনুভব করুন—এই সব কুখ্যাত ব্যক্তিদের দল বলদের ব্যাপার দেখে এবের প্রতি জনগণের অশ্রদ্ধা দলের ওপর গিয়ে পড়ছে। এর যারা কোনো শরিক দলের সদস্য আরো বাড়ছে না।

আজ ক্ষমতায় থাকার জন্য নিছক দু চ পক্ষরাও লোককে অভয় দবে না, কিন্তু বিজ্ঞ রাজনীতিকেরা এদের বিষয়ে সাবধান নিশ্চয়ই হবেন—এবং দল থেকে এদের বিদায় দিয়ে নিজেকে নিজের দলকে সম্মান ফিরিয়ে আনবেন এবং বহু বিপদজনক সংঘর্ষ ঘটার আ স্থা ই ব্যবস্থা আগেই করিয়ে আনতে পারবেন। দেশে ভাল সৎ মানুষের অভাব নেই—তাদের খুঁজে খুঁজে এনে দলে তোলবার জন্য অবশ্য আমাদের সাধন রয়েছে—এতে দল প্রশাসনের কাজ কিছু বিলম্বিত হতে পারে—কিন্তু সেটাই দলের সত্যকার শক্তিকে রেখা দেবে।

দলের নিয়মানুবর্তিতার জন্য বাদের সুনাম ছিল

আগে সকলের কাছে কতগুলি দলের কর্মীদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তীতা খুব নাম ছিলো। অমরা জানতাম,—এই সব দলের একেবারে নিচের কর্মী তর পর্যন্ত এ বিষয়ে অত্যন্ত ভাবে শিক্ষায় শিক্ষিত হন এ ই এই সব দলের সমস্ত ন'ম পাওয়া সরল নয়। এর জন্য এই সব দলের সংগঠনকে সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আজ দেখে দুঃখ হয় যে, এর বাড়াবার জন্য এইসব দলেই যে ভাবে সব লোক নেওয়া হচ্ছে—এবং বহু ক্ষেত্রে এই সব দলের নিচের স্তর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বা যাবে—তার মূলে বিচিত্র কিছু নেই।

যখন দেখি যে, যুক্তফ্রন্টের বৈরীকে সকল দলই দৃঢ়তার সঙ্গে অভিযত ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন যে, শরিকী সংঘর্ষ হওয়া উচিত নয়, এবং তা আর হবে না—অথচ সেই সব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রকম কতকগুলি দলের নিজেদের মধ্য থেকেই এই সংঘর্ষের প্রথম আক্রমণ আসছে তখন মনে হয় যে, হয়তো এঁরা নিজেদের সাধারণ স্তরের কর্মীদের আজ আর নানা কারণে শাসন করতে পারছেন না। সুতরাং বিপন্নতা, বিবাদ সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবিতাকে অবশ্যম্ভাবি বিভি ব'লে ধ'রে নেওয়া ছাড়া আমাদের লোকদের হাতে নেওয়া বহু কথা,—এ রকম মানুষ যারা এসেছে তাদের অবিলম্বে সরানো এবং অন্য অনুগামীদের মধ্যে যারা এদের সংস্পর্শে এসে উজ্জ্বলতার আধারে উৎসাহিত হতে চলেছেন—তাদের প্রতিনিযুক্ত করা। এ না করলে অবস্থার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শুধু যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব ও সম্মানের জন্যই যে এটা প্রয়োজন তা নয়, সংগ্রহ প্রত্যেকটি দলের অস্তিত্ব, সম্মান ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য এই সাবধানতা অনিবার্য।

কথা দেওয়ার গুরুত্ব না ভাবা অথবা দলকে সামলাতে না পারা?

ইহা নিজেদের দলের সংহতি ও শৃঙ্খলা বিষয়ে দোষের অভাব করেন—তাঁদের কাছে আজ জনগণের পক্ষ থেকে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে—তা এই যে, যে সমস্ত দল ফ্রন্টের ঐক্য চান এবং শরিকী সংঘর্ষ হবে না ব'লে প্রতিশ্রুতি বার বার দিচ্ছেন—তাদেরই কারো কারো দলের অগ্রগামীদের ভেতর থেকে কেন তাহলে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পাশবিকতা ঘটছে? এর জন্য সকলের সামনে একটা দুটি নয় দেখা দিচ্ছে। —তা হচ্ছে এই যে, ঐ দলের সম্মানিত ব্যক্তিরা যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—তাকি তাঁরা সে কথা বলার সময় তা পালন করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলছেন না? এ কথা কথা তাঁদের সম্পর্কে ভাবা যদি অন্যায় হয় তবে পরবর্তী প্রশ্ন এই আসে যে, তাহলে কি তাঁরা নিজেদের দলের অনুগামীদের ওপর আর সামলাতে পারছেন না? এর কোনটার উত্তরই আজ কোন দলের পক্ষে সম্মানের পরিচায়ক নয়। জনগণের মনে এর যে কোনো একটা প্রশ্ন যাতে না দেখা দেয়—প্রত্যেক দলেরই তার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে এবং যদি বিতীয় প্রশ্নটি সত্য হয় তবে জনগণের কাছে বিভীতার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, নানা কারণে দলের কতকাংশে এই অ স্থা ঘটে গেছে সত্য, তবে আমরা এই অবাঞ্ছিত অবস্থা নিশ্চয়ই দূর হচ্ছে হয়ন করব—প্রয়োজন ঘটলে দল থেকে হলে দলে লোক আমরা বহিষ্কৃত করব। কারণ ফ্রন্ট এবং নিজেদের দলকে বাঁচাতেই হবে।

অবাঞ্ছিত কাজ যদি মতবাদের নামে চলে

এই সব পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি অত্যন্ত চিন্তাজনক পরিস্থিতি ঘটছে। কোনো মানুষ বা দল যখন নিজের অবাঞ্ছিত কাজ—অন্যের ওপর নিজের অন্যায় অ ক্রমণের কাজ; অবৈধভাবে আইন ভাঙার কাজকে সমর্থন করার জন্য কোন মতাদর্শ তত্ত্ব এবং আদর্শবাদের দোহাই তুলে-ভাবে দিতে থাকেন—তখন অবস্থা বিপজ্জনক হয়। এই সব অবাঞ্ছিত শরিকী সংঘর্ষ এবং অনন্যাবরণের ওপর বহু অন্যায় অবাঞ্ছিত আক্রমণ এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে অবৈধভাবে আইন ভাঙার কাজকেও ঐ রকম করা হচ্ছে যে, এগুলি (ক) শ্রেণী সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত (খ) বিপ্লব গড়ে তোলার ভূমিকা। আজ এই পার্থক্যটা স্পষ্ট ক'রে বোঝা দরকার। নিজের নিজের এই তাত্ত্বিক মত ও আদর্শবাদ কে কোথায় কিভাবে রাখে তা সেটা কর্মীদের কাছে তুলে ধরতে হবে; নতুবা, ভ্রান্তভাবে আদর্শগার ও তত্ত্বের নামে যে কোনো উপদ্রব করার জুলুম বেপরোয়া এবং দুঃখদায়িক হ'তে

উঠবে। সেজন্য এর মধ্যে আজ দুটি জিনিষ পরিষ্কার হওয়া দরকার। তা এই।

নিয়মতান্ত্রিকতা ও শ্রেণী সংগ্রামের সীমানা

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে—শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী এবং যেই বিশ্বাসের প্রয়োজনে যাঁরা প্রচলিত আইন ও দেশের প্রচলিত কাঠামো ভাঙার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে চলেছেন—তাঁদেরই মধ্যে অনেকে যুক্তফ্রন্ট তথা শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে বিধানতান্ত্রিক পথের দাঁড়ি তুলে নিয়েছেন; অর্থাৎ, নিজেরা আইন তৈরী ক'রে দেশের লোককে তা মানতে বলেছেন এবং বিধানতান্ত্রিক পথে যতটা সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব তা করতে তাঁরা দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তাঁরা যে আইন তৈরী ক'রে জনগণকে মানতে বলবেন—তাঁদের নিজেদের দলের অনুগামীদেরও তাহলে সেই আইন মানতে হয়। তাছাড়া, সমাজ কাঠামোর সামান্যতম পরিবর্তন যা তাঁদের শাসন ক্ষমতার মাধ্যমে সম্ভব—তা করতে যখন তাঁরা অঙ্গীকারে ও কর্মে নিযুক্ত, তখন তাঁদের সেই বিধানতান্ত্রিক চেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন তাঁদের রাষ্ট্রিক ও নিজ নিজ দলের অনুগামীদের আছে। তাহলে এই অঙ্গীকৃত চেষ্টার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবকে জড়িয়ে ফেলে ফ্রন্ট তথা নিজ নিজ দলের নেতৃবর্গের অঙ্গীকৃত চেষ্টার সুযোগকে বিঘ্নিত করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। তা করলে শাসন হাতে নেওয়ার কোনো অর্থই হয় না। সে ক্ষেত্রে শাসন হাতে না নিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের ক্ষেত্র গঠনের মধ্যে থাকাই উচিত ছিল।

সুতরাং আজ ঠিক করতে হবে যে, শাসন হাতিয়ে নিয়ে বিধানতান্ত্রিক চেষ্টার কাজ ও শ্রেণী সংগ্রামের কাজ কি ভাবে পাশাপাশি সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে চলবে—তার সীমা নির্দেশ ক'রে নেওয়া। যাঁরা জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন—সুনির্দিষ্ট মতবাদ সমূহ নিয়ে কর্মধারা পরিচালনা করছেন—তাঁদের কাছে আজ এই বিষয়টা নিশ্চয়ই অপরিষ্কার থাকবে না। সুতরাং অবিলম্বে এই সব জটিলতার ফট ছাড়িয়ে প্রত্যেক দল নিজ নিজ কর্মীদের সামনে এই বিষয় সম্পর্কে সুস্থিত কর্মধারা বাধুন।

শ্রেণী সংগ্রামের ধারা কি ছবে? বিচ্ছিন্ন, না, সুসংবদ্ধ

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। উপরোক্ত দুটি কর্মধারার নীমানা পরিষ্কার ক'রেও ঠিক করতে হবে যে, শ্রেণী সংগ্রামের কাজের প্রয়োগ ধারা কি হবে। এর সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে, একটা যথেষ্ট ভাল প্রস্তুতির পর দলের সামগ্রিক নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী, সুসংবদ্ধ ভাবে, কার্যকরীভাবে এর প্রয়োগ হবে, না দলের যে, জংশে যিনি আছেন তাঁরা যখন যে যেভাবে মনে করবেন সেই রকম ধারণার খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খলভাবে, যে যেখানে পারবেন সেই ভাবেই কি শ্রেণী সংগ্রাম চলবে? আশাকরি শ্রেণী সংগ্রামের নামে এই আত্মঘাতী ও বিশৃঙ্খলা কোনো দলই মুক্তিসঙ্গত মনে করবেন না; সুতরাং এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত নির্দেশ নিজ নিজ দলের প্রতি আজ নিশ্চয়ই থাকবে।

জনগণের শোষণকারী কারা এবং কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্নটি যা তা এই। দেশে কায়েমী স্বার্থবাদী জোতদার, মজুতদার, পুঁজিপতি, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজ বিরোধী রয়ে আছে—তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। কিন্তু জনগণের এই শত্রুদের সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা আজ ক'রে নিতে হবে। কারণ দীর্ঘ দিনের বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক সুবিধা ছাড়া, ধরতে গেলে আর বাকী সবাই শোষণকারী কায়েমের প্রসাদ-পুষ্ট, এমন কি কেউ বলতে পারেন—এরা সবাই শোষণকারী সুযোগসন্ধানকারক—তা যেচ্ছায় হোক আর দেশের কাঠামোর কারণেই হোক—আর সক্রিয় ভাবেই, আর নিষ্ক্রিয়ভাবেই হোক। আজকে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা-ধারার কাঠামোর কারণে শ্রেণী সংগ্রামের ধারক ও বাহক মধ্যশ্রেণী যারা হয়েছেন—বেতন ও নানা বিষয়ে বিশেষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা রাখতে। এবং বহু শ্রেণী সংগ্রামের পুরোধা-ব্যক্তি আজ যে অর্থ-নৈতিক সুযোগ সুবিধে ভোগ করছেন—তা এঁদের সর্বহারা পাচ্ছে না। সুতরাং আজ ঠিক করতে হবে এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিটা ও সংগ্রামের রূপটা কি হবে। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা—বৈষম্যের অবস্থাগুলিকে যত নীঘ্র সম্ভব সাংবিধানিক ও গঠনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে আনতে আজ প্রাণপণ শক্তিতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে—যাঁরা অন্যায় চালিয়ে এই চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়বে বা যাঁরা প্রগতিপূর্ণ চেষ্টার বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থের অনুকূল কাঠামোকে ধ'রে রাখতে সক্রিয়ভাবেলড়াই দেবে বা বিবিধ চক্রান্তে লিপ্ত হবে—তাদেরই বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধভাবে লড়াই দিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামকে যদি ঠিকমতো বোঝানো যায়—এর কর্মধারা যদি পরিষ্কার না ক'রে নেওয়া হয়—তবে এর মধ্যে বহু অনর্থ ঘটবে এবং ঘটছে।

শ্রেণী সংগ্রামের নামে কি শোষিত জনগণের মধ্যে আত্মসংগ্রাম হবে?

একজন ক্ষেত মজুর একজন দরিদ্র চাষীকে 'বন্ধুজনার' আখ্যা দিয়ে তার ধান লুঠন করছে—একজন ভিক্ষুক একজন সামান্য লোকানদারকে 'পুঁজির মালিক' আখ্যা দিয়ে তার সম্পত্তির উপর আক্রমণ করছে। এর কোনো মতবাদ ও ভাত্ত্বা ছোরাই তাদের অন্যায় উপরে প্রেরণা যোগাচ্ছে; —বেশরোয়া হবার সাহস দিচ্ছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিজ নিজ দলের অনুগামীদের কাছে আজ ছড়িয়ে দেওয়া চাই। নতুবা এই জাতীয় বহু বিশৃঙ্খলা ঘটতে থাকবে তা' রোধ করা সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষের ওপর সাধারণ মানুষের আক্রমণের অভিজ্ঞতা শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিকৃত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এর প্রতি বিরূপ হচ্ছে। সেজন্য শ্রেণী সংগ্রামের ধারক বাহকদের এ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই। মনে রাখতে হবে—অনিশ্চয় পরিস্থিতি কেউই সমর্থন করেন না।

মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হ'লে তার ভয়াবহ পরিণাম

আর সংগ্রামের কথা চারিদিকে। তা হোক। তবে তার পথে লাভটা কী তা' ঠিক করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রাম বা সশস্ত্র বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী—তাঁদেরও সেই কর্মধারার লক্ষ্য—একটা উপযুক্ত জন-শাসন বা জনগণের আত্ম শাসন। সুতরাং চরম লক্ষ্য হচ্ছে—সমাজ নিয়ন্ত্রণ। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে সময়ের হোক, অধিক হোক, একটা উপযুক্ত সংগ্রাম চাই। কিন্তু সংগ্রামের নামে প্রচলিত কাঠামো ভাঙার নামে আজ যদি মানুষকে অত্যন্ত অভাবের ভাবে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তোলার যায় যে, তাকে কোনো নিয়মের জীবনে কোনো গঠনের কাজেই মুখ ফিরে, মর্যাদা দিয়ে বিধিতে এ রকম অবস্থা ঘটতে থাকলে কি সংগ্রামের পেছে তারা নিজের দলের পরিকল্পিত নূতন সমাজ গঠনের দিনে, তার প্রয়োজনে কোনো নিয়মকেই মানতে চাইবে?

পাশাপাশি আজ দুটি কর্মধারা অবশ্যই চলবে

সুতরাং আর দীরাই যে কিছু সংগ্রাম পরিকল্পনা, বিপ্লব পরিচালনা গ্রহণ করুন—তার পাশাপাশি নিজের অনুগামীদের গঠনমূলক সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিতে, নৈতিক চিন্তাধারা ও নূতন পরিকল্পনার ধারণা গড়ে তোলার জন্য আন্তরিক ও উদ্যমুক্ত কর্মধারা তাঁদের নিতে হবে—না হলে লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। আজ যদি এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচেষ্টা থাকে—তবে যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা বা নূতন সমাজ গঠনের কাজের ব্যর্থ হবে এবং পাশাপাশি এই দুই কর্মধারা আমরা ঠিকমতো রাখতে পারলে, যুক্তফ্রন্টের জীবনে আসতে এই সংকট। এবং এই জন্যই বহুমাত্রিক যুক্তফ্রন্টের তাত্ত্বিক রূপও যেমন আজ ভারতবর্ষের সামনে সংকটাপন্ন হ'য়ে চলেছে—তেমনি বিভিন্ন দলগুলিও আজ বিভক্ত থেকে আরো বিভক্ত হবার মুখে চলেছে। সুস্থভাবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যুক্তফ্রন্টের সামনে আজ যে সংকট তার নিরাকরণের প্রয়োজনে এই সমস্ত বিষয়গুলি ভালভাবে বিবেচিত ও সুস্পষ্ট ধারণার নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। তা করতে পারলে বিভিন্ন মতবাদ ও দলের সম্মিলিত এই যুক্তফ্রন্টের শক্তি দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে, নিশ্চিন্তভাবে যুক্ত থাকতে পারবে পারে।

হিংসাত্মক কাজসমূহের বিরুদ্ধে আমাদের মর্মবেদনা

আজ পশ্চিম বাংলায় যে সমস্ত শরিকী সংঘর্ষ, খুনজখম ও রক্তপাত চলছে আমরা তার জন্য অত্যন্ত বেদনাহত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং মনে করি যে, দীর্ঘকালের রাজনৈতিক কর্মের ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রগতিশীল দলগুলির কারো পক্ষ থেকে এ কাজ করা

অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং দুঃখজনক হচ্ছে। শরিকদের দ্বারা ঘোষিত আক্রমণাত্মকভাবে এসব কাজ শুরু করছেন—তাঁরা খুবই অন্যায় করছেন। এবং তার সঙ্গে শরিকদলের যারা আত্মরক্ষার সঙ্গে তার নামে প্রতিহিংসার কর্মধারা চালিয়ে সংঘর্ষের দুষ্টচক্রকে ছিটিয়ে রাখছেন—তাঁদের তুলনায় কম হ'তে পারে—কিন্তু সংকটের গুরুত্বের দৃষ্টিতে কম কিছু নয়।

কোন্ ঘটনায় কতটা ঘটনার প্রথম আক্রমণকারী কে, বা কোন্ ঘটনার কার দোষ বেশী—টাইগুক্ত তথ্য, অন্য ছাড়া এ সব কথা ঠিকভাবে বলা যা গেলেও আজ দীর্ঘ দিন ধরে যে অবস্থা চলছে—তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন্ দল সবচেয়ে বেশী ক্ষেত্রে এই সব মারাত্মক অন্যায় কাজের ব্যাপারে অভিযুক্ত, আরো কোন্ কোন্ দল নিজের নিজের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে সুযোগ অনুযায়ে আক্রমণকারী কৃষিতায় অবতীর্ণ হ'য়ে অবস্থা সংকটাপন্ন করে তুলেছেন ইত্যাদি। মারাত্মক অন্যায় ছড়াও, শরিকী কলহ ক্রমশঃ উদ্ভেজনা সৃষ্টির দিকে, যে জন নিজে তাতে যুক্তফ্রন্ট ও সম্পর্কে মানুষের গভীর আশা ও ধারণা গুরুতরভাবে বিপন্ন হচ্ছে। জনজীবনের অস্থিরতার প্রতি তাকিয়ে সারা বাংলা দেশ আজ আতঙ্কিত তুলেছে—অবিলম্বে আপনারা এসব বন্ধ করুন। আজ এসব বন্ধ করতেই হবে এবং দু-একটি মাত্র ঘটে থাকুক—তাতে সামলাবার বলিষ্ঠ ক্ষমতার ওপর দিয়ে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের শক্তির পরিচয় আজ দিতে হবে।

শরিকী সংঘর্ষের নিরাকরণে আমাদের যে কর্মধারা ছিল

যে সব দলের মধ্য দিয়ে এই সব পরিস্থিতি ঘটছে—তাঁদের নিজের নিজের ভুল উপলব্ধি ও আন্তরিক প্রতিকার প্রচেষ্টার মধ্যেই এই আশু-করলেরও যথার্থ নিরাকরণ হ'তে পারে—অন্য কোনো ভাবে নয়। সেজন্য আমরা বলগুলির প্রতি প্রকাশ্য ভাবে ছোরাঘোর না ক'রে—তাঁদের কর্মীদের অনুচিত অন্যায়ের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে প্রতিকার প্রচেষ্টার আগ্রহ সঙ্গে তুলতে আন্তরিক চেষ্টা আমরা ক'রে এসেছি। এবং আজও করছি। বিরোধকে এড়াতে না নিয়ে যাওয়া বিষয়ে ফ্রন্টেরও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল—তা ছাড়া উপযুক্ত তথ্য ও তত্ত্ব ছাড়া কাউকে প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে অভিযুক্ত করার সুবিচারের দিক থেকে উচিত বলে মনে করি নি। সেজন্য এ সম্পর্কে পরিস্থিতির উপযুক্ত যে আচরণ প্রয়োজন ছিল সেই ভাবে চলেছেও, আমরা এসব বিষয়ে বরাবরই উপযুক্ত তত্ত্ব, সমাক পরিস্থিতি বিচারের দাবী করে এসেছি।

আমাদের অন্তরের আবেদন

সুবিচারের দৃষ্টিতে এবং ভবিষ্যতে পথনির্দেশ থাকার জন্য আমরা আজও এই পরিস্থিতি বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও সকল শরিক দলের প্রতি আমাদের আন্তরিক সম্মান, সম্প্রীতি ও সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখেছি। এবং তার জন্য বিভিন্ন মীমাংসায় আমরা সকল শরিকী দলের আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করেছি। সকল শরিক দলের সঙ্গে আমাদের সেই সম্প্রীতি সম্পর্কের দাবীর সঙ্গে আজ ন্যায়ের দাবী মিলিয়ে সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক আবেদন এই আত্মঘাতী বিরোধের অবসান হোক—সকলের মিলিত চেষ্টায় যুক্তফ্রন্টের আজকের সঙ্কট দূরীভূত হোক—দেশের দুর্দিনে যুক্তফ্রন্টের আদর্শের মধ্যে সারা জাতের মানুষ যে পথ পেয়েছিল—সংকট মথিত জীবনের আশ্বাসরূপ সেই পথ আজ জয়যুক্ত হোক।

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার আফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলিকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

Wanted

A Craft teacher for Bandwan R. N. C. Vidyapith (Higher Secondary School). Apply to the Headmaster on or before 22-2-70. Minimum qualification Higher Secondary Passed and trained in Wood Craft. Salary according to G. A. rule.

Headmaster
R. N. C. Vidyapith, Bandwan
P. O —Bandwan
Dist Purulia
W. Bengal

Government of West Bengal.
Office of the Executive Engineer, P. W. D,
Purulia Division
Purulia.

NOTICE INVITING TENDERS (Abridged)

E. E. P. D. No. 4 of 1969-70 dated Purulia the 6th. Feb. 1970

Sealed tenders are invited by the Executive Engineer, P. W. D., Purulia Division Purulia, from the enlisted contractors of Class I & III as per approved list of P. W. D as well as Construction Board, for the work, construction of New Buildings for Puncha P. S., in the Dist. of Purulia, "Thana Building".

Last date and time limit of receipt of tenders : 24th February 1970 upto 15:00 hours.

The tender documents and all other relevant particulars may be seen and had from the office of the Executive Engineer, Purulia Division, P. W. D. Purulia, Assistant Engineer, Purulia/Raghunathpur Sub-division, Purulia and Raghunathpur, during the office hours of all working days.

No tender documents shall in any case be issued on the last date of receipt of tenders.

Intending tenderers will have to produce valid certificate of upto-date clearance of Income Tax and Sales Tax for being entitled to receive tender documents for the works.

রাঁচীতে বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মেলন

বিহার বেঙ্গলী এসোসিয়েসনের যাবত অধিবেশন এই বৎসর রাঁচীতে বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পাটনার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ এন, এম, ঘোষাল সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ঘোষাল তাঁর অভিভাষণে দুঃখের সঙ্গে বলেন যে বিগত বিশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসন এক জাতি, এক দেশের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সম্মেলনে এসোসিয়েসনের ১৯৬৯ সনের বার্ষিক রিপোর্ট সাধারণ সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার বিস্তৃত ও গলপুর অধিবেশনের পর হতে হজার উদ্ভব করে বলেন যে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিহারবাসী বাঙ্গা ভাষাভাষীদের যে সব অভাব অভি রূপ আছে তার মধ্যে একটা ভেদ অনশনের নিবেদকতা ও হাঁশিয়ার না শাকা।

Regd No C—4290
Phone No—175

মুক্তি

C. R. No—2539/57



অনুষ্ঠান সূচী

আলোচনা সভা	স্থান ..... আলোচনা সভামণ্ডপ (মেলা প্রাঙ্গণ)
২২শে ফেব্রুয়ারী	**পুরুলিয়া পরিচিতি**
বেলা ২টা	পুরুলিয়া জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ, লোক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা।
	এই আলোচনা সভার অংশ গ্রহণ করবেন— অধ্যাপক শ্রীনির্মল কুমার বসু, ডা আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীসলিল ঘোষ প্রমুখ সুধী।
বৈকাল ৪-৩০ মিঃ	**লোক সঙ্গীতের আসর :** মুন্ডর, টুষু, ভাদু বাউল, সাঁওতালী, আহীরা, জাওয়া প্রভৃতি লোকসঙ্গীত।
২৩শে ফেব্রুয়ারী	**পুরুলিয়া পরিচিতি** (২য় অধিবেশন)
সকাল ৯টা	
২৩শে ফেব্রুয়ারী	
বেলা ১১-৩০ মিঃ	**কৃষি :**
	মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডা কানাইলাল ভট্টাচার্য এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন এবং সরকারী বেসরকারী কৃষি-বিশেষজ্ঞেরা অংশ গ্রহণ করবেন।
বেলা ৪-০০ মিঃ	**গান্ধী-লেনিন :**
	মানব-মুক্তি সাধনার মহান সাধক এই দুই যুগ-মানবের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হচ্ছে। তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশেষ আলোচনা সভায় গান্ধীবাদী ও মার্ক্সবাদী দর্শনে প্রণতিত অধ্যাপক শ্রীনির্মল কুমার বসু, ডা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্রীনবহরি কবিরাজ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীগৌতম অটোপাধ্যায় শ্রীমনকুমার সেন প্রমুখ মনীষিবর্গ অংশ গ্রহণ করবেন।
বৈকাল ৫-৩০ মিঃ	**লোক নৃত্যের আসর :**
	ছো, নাটুয়া, ঝাঁড়শাল, সাঁওতালী নাচনী, ঘোড়ানাচ, করম প্রভৃতি লোকনৃত্যাদি পরিবেশিত হবে।
২৪শে ফেব্রুয়ারী	গান্ধী-লেনিন (২য় অধিবেশন)
সকাল ৯ ঘটিকা	
২৫শে ফেব্রুয়ারী	**সমবায় ও সেচ**
বেলা ১১-৩০ মিঃ	সমবায় ও সেচ মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক মহোদয় এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন এবং সরকারী ও বেসরকারী সমবায়িগণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। সেচ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ জেলার সেচ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
বেলা ২-৩০ মিঃ	**শিল্প :**
	এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞগণ এই আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করবেন।

পুরুলিয়া মেলা ও আমাদের বক্তব্য

আমি এবারে ১২।২।৭০ তারিখে পুরুলিয়া ফিরে এলে, আমাদের সংঘের কয়েকজন আমাকে বলেন যে, পুরুলিয়া মেলা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ অভিযোগ করছেন এবং এই অবস্থায় আমরা এই মেলার সঙ্গে কেন জড়িত আছি—জিজ্ঞেস করছেন। এখানে এসে মুক্তির জন্য তিনজনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পত্রও দেখলাম। তাতে বহু অভিযোগ করা হয়েছে। ঐ পত্রটিতে স্বাক্ষরকারীদের ঠিকানা দেওয়া হয় নি। সেজন্য ঐ পত্রটি মুক্তিতে দিচ্ছি না।

যে-সব অভিযোগ উঠছে—মোটামুটি এখানে আমি ঐ বিষয়ের বিবরণ দিচ্ছি। এই বিবরণ দেবার আগে এক কথা আমি বলে নিই। সেটা হচ্ছে এই যে, পুরুলিয়া মেলা সম্পর্কে কি ঘটছে—সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। কারণ, কিছুদিন ধরে নানা কারণে আমাকে কলকাতায় বেশী সময় থাকতে হচ্ছে ব'লে আমি এখানের মেলা সম্পর্কে এই মেলা কমিটিতে সভ্য হ'য়েও একটিও কমিটি বৈঠকে উপস্থিত হতে পারি নি। সেজন্য অভিযোগগুলির বিষয়ে আমার নিজের পক্ষে কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ সবের উত্তর মেলার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁরা দিতে পারবেন। কিন্তু যে অভিযোগগুলি এসেছে—সেগুলি সঠিক তথ্যসহ নয় ব'লে সঠিক তথ্য সহ অভিযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়াও তাঁদের পক্ষে অসুবিধে ঘটবে। যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা এই :—

১) মেলার জন্য টাকা সংগ্রহে ঢিলেমি করা হয়েছে। কংগ্রেস আমলের মত মুক্তফ্রন্ট আমলেও শাসন ক্ষমতার চাপ দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

২) কমিটির কার্য্যধারা দেখে মনে হচ্ছে—এই মেলা কংগ্রেস আমলের মত কিছু লোকের ফূর্ত্তি আমোদের আড্ডা জমানো হবে—এই টাকা অনমীনভাবে ওড়ানো হবে।

৩) মেলাটা কার্দিআলের টাইপে চলেছে।

৪) কয়েকজন অযাচিত লোককে কমিটির সভ্য করা হয়েছে।

৫) আমি কেন এই কমিটির সঙ্গে জড়িত আছি—তাঁরা জানতে চান।

এই সমস্ত অভিযোগগুলি সম্পর্কে সমাক তথ্য সহ পত্র দিতে অভিযোগকারীদের অনুরোধ করছি। সংঘের বহু ব্যক্তি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে—তাঁরা সকলে নিশ্চয়ই ঐ অভিযোগের জবাব দেবেন। অভিযোগগুলি নিয়ে উপযুক্ত তথ্যসহ উত্তর পেলে জানাবো—আমরা কেন এর সঙ্গে জড়িত আছি। ১৩।২।৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধতন জাগ্রত প্রাণ্যবরান নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক— অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
৮ম-৯ম সংখ্যা

সোমবার ২রা মার্চ্চ '৭০
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
মূল্য—১৫ পয়সা

মাতৃভাষার মর্য্যাদার সংগ্রামে নির্ভীক মানভূম নূতন সংগ্রামের শপথে স্মরণ করছে ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্ববাংলাকে।

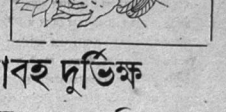

বিহারের মানভূম অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে রিলিফ ব্যবস্থার জন্য সঙ্ঘসচিবের তার

ইতিপূর্ব্বে মুক্তিতে বিহারের মানভূম অঞ্চল ইগারু, নিমডি, পটমদা, চাণ্ডিল ব্লকে যে গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আকারে পরিণত হয়েছে—তার কথা বারংবার প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এই সব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি বর্ণনে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, ঐ সব অঞ্চল থেকে হাজার হাজার গ্রামবাসী নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। ঐ সব অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী রেল-স্টেশনগুলির বিবরণ থেকে বিস্মিত হতে হয় যে, কিছুদিনের মধ্যে ক্রত কি রকম সংখ্যায় কর্ম্মহীন গ্রামবাসীরা বিশেষ কতকগুলি নিষ্ক্রান্তের উদ্দেশ্যে ট্রেনে ক্রত করছেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিহারের মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পরদিনই অর্থাৎ ১৯ই ফেব্রুয়ারী লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা রাইকে তারযোগে প্রেরণ করে জানান যে, বিহারস্থিত মানভূমের এই অঞ্চলগুলির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির অবিলম্বে প্রতিবিধান ব্যবস্থা না করলে অবস্থা বিপজ্জনক হবে। তিনি ঐ তারবার্ত্তায় আরো জানান যে, আপনারা সম্ভবতঃ একটি গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কর্ত্তব্যভার নিয়েছেন—আজ আর্ত্ত মানবতার দাবীর কাছে আপনাদের ডাক পাঠাচ্ছি—যথাসীঘ্র অগ্রসর হতে অনুরোধ করি।

লোক সেবক সংঘের সচিব অনুরূপ তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন—আরো একটি দলকে যাঁরা বুধামন্ত্রী শ্রীদারোগা রাইকে সমর্থন করছেন (অর্থাৎ শাসনে অধিষ্ঠিত কংগ্রেসকে) মন্ত্রী মণ্ডলী গঠনে সহায়তা দিয়েছেন। এই একটি দল যথা—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিহার শাখা, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল বিহার শাখা, ভারতীয় ক্রান্তিদল বিহার শাখা ও সোশিত দল বিহার।

লোক সেবক সংঘের সচিব পুনরায় ২১শে ফেব্রুয়ারী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও উপরোক্ত এই দলকে তারবার্ত্তা প্রেরণ করে, ঐ সব অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে অনুরোধ করেন। লোক সেবক সংঘের সভিবের অনুরোধে নিম্নে লোক সেবাব্রতনের পরিচালক নিম্নলিখিত ২১শে ফেব্রুয়ারী এক বৈঠকে ঐ সব অঞ্চলের বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ ও অগ্রণী নাগরিকদের এক বৈঠকে আহ্বান করেন। লোক সেবক সংঘের সচিব ঐ বৈঠকে যোগদান করেন। সমবেত কর্মীরা ও অগ্রণী ব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পরিপূর্ণ পর্য্যালোচনা করেন। বিহার, রাজ্যপাল সহ সরকারী কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘ দিন থেকে যে সম্পর্কে বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোনো কিছু সাড়া না পাওয়ায় এবং জনগণ অত্যন্ত বিপন্ন ও বিক্ষুব্ধ হওয়ায় গণ-আন্দোলনের যে প্রস্তুতি চলছিল—সে সম্পর্কেও পরিস্থিতি আলোচিত হয়। তাতে স্থির হয় যে, নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হওয়ায়, সেই সরকারকে দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করা ও তাঁকে এ সম্পর্কে কাজ করতে সুযোগ দেওয়া উচিত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গণ-আন্দোলনের কর্মধারা স্থগিত রাখা হয়। লোক সেবক সংঘের পক্ষে লোক

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জেলা-খাদ্য পরিস্থিতি ও রিলিফ বিভাগ

জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে আমি কয়েক দিন পূর্ব্বে মাননীয় রিলিফ মন্ত্রী অনার আবদুর রেজাক খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জেলার গুরুত্ব খাদ্যাভাব অবহিত, কাজের অভাব এবং লোকের বেশী রকম ক্রয়ক্ষমতা থাকা যে শোচনীয় পরিস্থিতি হয়েছে—তার কথা বলি। ব্যাপক টি, আর, এ কাজ এবং জি, আর, বাড়ানোর কথা বলি। রিলিফ মন্ত্রী বলেন যে, আপনারা তো ডেপুটি বছরের সংকটের কথা আগেও বলেছেন—আমি অবশ্য গুরুত্ব উপলব্ধি করছি। টি, আর, এর কাজ আপনারা বেশী ক'রে করার পরিকল্পনা করুন—ডেপুটি কমিশনারকে টি,আরের কাজ বাড়িয়ে যেতে বলুন—আমি তার ব্যবস্থা করব। গত বছরের আপনাদের চাহিদামত ব্যবস্থা করতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত। এবারে আপনাদের কাজের অসুবিধে যাতে না হয়—আমি দেখব।

জি, আর বিষয়ে বলেন যে, জি, আর বিষয়ে যার্য্য টাকা কম আছে। সেজন্য এ বিষয়ে প্রয়োজনমত ভালভাবে ব্যবস্থা করতে পারবো ব'লে মনে হচ্ছে না। তবে অন্য জেলার তুলনায় আপনাদের জেলায় জি, আর-এ টাকা বেশী দেবার চেষ্টা করছি—যাতে জি, আর আপনারা আর কিছুটা বাড়াতে পারেন।

আশা করি শীঘ্র মধ্যে জেলার ডেপুটী কমিশনার এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটিরও যথাশীঘ্র বৈঠক অনুষ্ঠিত ক'রে সরকার এ সম্পর্কে ক্রত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান করবেন।

জেলার বিভিন্ন দিকে বিশেষ ক'রে সাঁতুড়ি, নিতুরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি থানায় যথাশীঘ্র গম্ভীর সহায়তা পৌঁছানো দরকার।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

জনসংঘের সঙ্গে সিণ্ডিকেটী জোট

সিণ্ডিকেট পন্থী কংগ্রেসী সভাপতি নিজলিঙ্গায়া দিল্লীতে যে মত করেন যে কম্যুনিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট ঘেঁষা দলগুলোকে ক্ষমতায় আনা থেকে ক্রে রাখার উদ্দেশ্যে সিণ্ডিকেট কংগ্রেস জনসংঘ ও অন্য দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে বিধা করবে না। নিজলিঙ্গায়া আরও অভিযোগ করেন যে কংগ্রেসের ভাঙ্গন সৃষ্টিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অদৃশ্য হস্ত আছে—আর উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কেন্দ্রীয় সরকারের চালে রাজ্যপালেরা অন্যায়ভাবে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেস বা তার সমর্থক দলকে মন্ত্রীসভা গঠনের অন্যায় সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে রাজ্যপালেরা পদ-মর্য্যাদার অপব্যবহার করেছেন।

সম্পাদকীয়

যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা!

যুগের হাওয়া বদল হবার সূচনা দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে। দেশ স্বাধীনতা লাভের বিশ বৎসর পরে চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে যুগ পরিবর্ত্তনের প্রথম লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারী-রূপে কংগ্রেস সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রতাপকে নামাবলি গায়ে জড়িয়ে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সমন্বয়ে কংগ্রেসী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সাধারণ মানুষ প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসী ঐতিহ্য ও তার সংগ্রামী সম্ভার মোহে আবিষ্ট হয়ে কংগ্রেসের উপর অন্ধ-বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভারতবর্ষে কংগ্রেসের বিকল্প কোনও শক্তির উদ্ভব বা সম্ভাবনাকে কেবল সন্দেহের চক্ষেই নয়—অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে। দেশের প্রগতিশীল ও সংগ্রামী বাঙ্গনৈতিক সংস্থাগুলির সাংগঠনিক দুর্ব্বলতা, পরস্পর অসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বিরোধ এবং সর্ব্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব-দানের উপযুক্ত উপাদানের অভাব কংগ্রেসের বিরুদ্ধ শক্তি সমূহে জনসাধারণের দ্বিধা ও সংশয় ঘনীভূত করে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মত, পথ ও আদর্শের অগ্রসরকামী প্রগতিপন্থী জন মাঝারী ও বৃহৎ বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক সংস্থার সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বদিন কার্য্যক্রমের ভিত্তিতে ছোট বড়ন ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধ শক্তিরূপে আবির্ভাব—দেশের রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের একটি উল্লেখজনক পরিচ্ছেদ। ভারতের রাজনীতিতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের এটি হোল অভাবনীয় অবদান।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে কংগ্রেসের নিশ্চিত এবং ক্রমিক অপসারণ যে শূন্যতার সৃষ্টি করে চলেছে—তা পূরণের জন্য প্রগতিপন্থী শক্তিগুলি যেমন জোট বন্ধনের চেষ্টা করছে অন্যরূপভাবে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিও ফটা নোকায় মত কংগ্রেসকে ভাগ করে বিকল্প সংগঠন গড়ে তুলে কংগ্রেসের শূন্যস্থান পূরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। অন্য দিকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় মরীয়া হয়ে আত্ম-দহনের উন্মাদনাকে তীব্রতর করে তুলছে এবং কংগ্রেসের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। জেলায় জেলায়, রাজ্যে রাজ্যে এবং সর্ব্বভারতীয় স্তরে বিরোধ, বিসম্বাদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব উৎকটরূপে আত্ম প্রকাশ করে পরিস্থিতি ও পরিবেশ খুবই জটীল অনিশ্চিত ও সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে।

দেশের এই পরিস্থিতি যুগ পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করলেও—সেই পরিবর্ত্তন কোন্ মুখী হবে তা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। কারণ ভারতের যে সকল রাজ্যে অকংগ্রেসী বিকল্প সরকার গঠিত হয়েছে-তাদের সকলের রূপ ও চরিত্র এক নয়। দ্বিতীয়তঃ, এক এক রাজ্যে কংগ্রেসের বিকল্প শক্তিসমূহ যুক্তফ্রন্ট, সংযুক্ত বিধায়ক দল বা স্থবিধাবাদী কোয়ালিশন সরকারের শ্রেণী চরিত্রের বিভিন্নতার কথা বাদ দিলেও পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিভূমী এরূপ দুর্বল যে এদের স্থায়িত্ব ও স্থিরতা সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না। তৃতীয়তঃ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত কংগ্রেসও এক পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হয়েছে—কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কতদূর সুদূরপ্রসারী সেটাই বিবেচ্য। প্রকাশ্যতঃ দ্বিধা বিভক্ত কংগ্রেসের সিণ্ডিকেটপন্থীরা চরম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবপন্ন এবং কায়েমীস্বার্থের ধারক, বাহক ও পোষক। অন্যদিকে ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেসীরা প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের বড় বড় কথা বললেও তাঁদের সমাজতন্ত্র সর্বপ্রকার-শোষণযুক্ত সমাজ ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে—তা কারও অজানা নেই। কিন্তু এই প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের বুলি দ্বারা হয়ত এখনও কিছুকাল তাঁরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করবেন।

এই যুগ পরিবর্ত্তনের মুখে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হোল পরিবর্ত্তন প্রগতিমূলক হবে, না, প্রতিক্রিয়াশীল হবে। কারণ প্রগতির ধারক বিভিন্ন বামপন্থী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রগতিপন্থী শক্তিগুলি বহুধা বিভক্ত। রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হয়ে এই শক্তিগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে চলেছে। সর্বসম্মত ও সর্বদলীয় কার্য্যক্রমকে বাস্তবে রূপদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েও এই শক্তি জোট আজ কলহের জন্য তা পালন করতে সক্ষম হয়ে উঠছেন না। বিশাল জনসমর্থন ও জন সংগঠন এই মিলিত শক্তিগুলির পশ্চাতে থাকলেও—তাতে এই রাজ্যে ফাটল ধরবার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থাগুলির পশ্চাতে ব্যাপক জন সমর্থন না থাকলেও তাদের সাম্প্রদায়িক বুনিয়াদ দৃঢ়তর করে এবং কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বামপন্থী শক্তিগুলির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই পরিবর্ত্তনশীল যুগকে প্রতিক্রিয়াশীলতার পথে নিয়ে যাবার সুদূর প্রসারী চেষ্টা চলছে।

ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে নিয়ে যাবার যে প্রচেষ্টা কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা করে চলেছে—সেটা ব্যর্থ তখনই হতে পারে যখন দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে এই সম্ভাব্য বিপদ প্রতিরোধে সর্বপ্রয়ত্নে সচেষ্ট হবেন। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উপেক্ষা করে বা তার সঙ্গে আপোষ চেষ্টা করে বিপদ এড়ানো যাবে না। বরং বিপদ আরও ঘনীভূত হবার সুযোগ পাবে। সেইজন্য আজ দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে আত্মকলহের ত্রুটি ও দৌর্বল্য কাটিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের সার্থক মোকাবেলা করবার জন্য পূর্ণভাবে তৈরী হতে হবে।

ম, চ

একুশে ফেব্রুয়ারী

ভাষা সংগ্রামের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এক স্মরণীয় দিন। প্রতি বৎসর পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এই দিনটি বাংলা ভাষার জন্য শহীদ দিবসরূপে পালিত হয়। পাকিস্তানের জঙ্গী আয়ুবশাহী বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু চাপাবার যে প্রচণ্ড দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে তার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতী সহ সমস্ত মানুষ যে ভাবে গর্জে উঠে এবং প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে তা আয়ুব ডিক্টেটরী শাসনের শমিল ও মিলিটারীর গুলিতে স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বহু ছাত্র ও যুবকের রক্তে মিয়ে আয়ুব পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে আহুতি দিল এবং তার ফলে আন্দোলন এমন দুর্বার রূপ নিয়ে উঠলো এবং প্রায় একপ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো যে আয়ুবশাহী নীতি স্বীকার করে বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রভাষা রূপে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষারূপে স্বীকৃতিদানে বাধ্য হোল।

পূর্ব বাংলার শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং বাংলা ভাষা রক্ষার এই অবিস্মরণীয় সংগ্রামকে অভিনন্দিত করার জন্য প্রতি বৎসর বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামের সীমান্ত এলাকা কাছাড়ে বিরাট অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের এই ভাষা আন্দোলন মূলতঃ সেখানকার সাম্প্রদায়িক জাতীয় আন্দোলন তথা অস্তাবাসের অগ্রদূত। এই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে বিরাট গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং অগ্রসর হয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে স্বল্পী আয়ুবশাহী আজ গদীচ্যুত ও বিতাড়িত এবং তার উত্তরাধিকারী জঙ্গী শাসন বা স্বাও টলটলায়মান। এতদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে জর্জরিত করে পূর্ব বাংলার মানুষদের আত্মাভিমানকে সুযোগ দেয়নি। কিন্তু মাতৃভাষার উপর হামলা শুরু হতেই পূর্ব বাংলার মানুষ জেগে উঠলো এবং এই উপলব্ধি করলো যে মুসলমান ও হিন্দু এই ধর্ম্মীয় পরিচয় তাদের একমাত্র সত্তা নয় এবং আরবের ভেদ করে তাদের এক জাতীয় সত্তা আছে এবং মুসলমান হিসাবে নিরিশেষে তারা যে বাঙ্গালী এই বোধ ও উপলব্ধি আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির দৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটলো এবং তারই ফলশ্রুতি হোল এই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং এই আন্দোলনকে সূত্র করেই আবার পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সেতুবন্ধন গড়ে উঠছে।

ম, চ

স্থানীয় সংবাদ

চোরের ঘাঁটি আবিষ্কার

সহর পুলিশ সক্রিয় হলে সাম্প্রতিক সকল চুরির সূত্র পাওয়া যাবে।

৭-২-৭০ তারিখে শ্রীকেরানাথ মণ্ডলের মালঞ্চগ্রামে যে চুরি হয় সেই প্রসঙ্গে খবর পেয়ে পুলিশ ১৯।২।৭০ তারিখে বেলা ১২ টার সময় অনাবীডাঙ্গায় বসাই মুখার্জীর দোকানে তল্লাসি হয়। সেখানে বিভূ ভাটী ও অনেক মুটে ৩ টিন সরষের তেল বিক্রি করতে যায়। পুলিশ মালসহ মুটেটিকে গ্রেপ্তার করে। থানায় প্রায় মুটেটির বিবৃতি অনুযায়ী পুলিশ বেলা ১২টা নাগাদ ভোলানাথ বাবু লেনের বাউতলা আইবাল বাড়ীতে হানা দেয়। সেখান থেকে পুলিশ নিম্নলিখিত জিনিষগুলি উদ্ধার করে।

১। ২০ টিন সর্ষের তেল	}	টিন সহ ওজন
২। ২২ টিন নারকেল তেল (K. M. মার্কা)	}	১৭ কে, জি
৩। ১ পেটী এ্যাপেক্স সাবান		
৪। ৩৫ বাণ্ডিল টেলিফোনের তার		
৫। ৩৫টি টেলিফোনের ক্রাডল		
৬। ৫৩টি টেলিফোনের বেল্‌		
৭। ১ টি সাইকেল		
৮ মোটরের স্পিং পাতি কতকগুলি		
৯। পুলিশের পোষাক (নকল)		
১০। কালো রংএর প্যাণ্ট		
১১। ৫ বস্তা ভাঙ্গা ও লোহার ঘাঁটি (Scrap)		
১২। ভাঙ্গা ভাঙ্গার যন্ত্র		

পুলিশ সদারাম রাঠী ও তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু বিভূ রাঠীকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। তিনি নাকি আত্মগোপন করেছেন।

সহরের বহু লোকের দৃঢ় ধারণা এই সূত্র ধরে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হলে পুলিশ বহু বড় বড় চুরির কিনারা করতে পারবে। কিন্তু বিভূ রাঠীকে ছেড়ে দাখার জন্যে ঘাঁটি এবং চোরাই মাল সরে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। চোরাই মাল বিক্রি করবে বিভূ মুটেটি গ্রেপ্তার হোল—কিন্তু বিভূকে কেন ধরা হোল না, জনসাধারণ তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

রাঠীদের ঘাঁটি থেকে যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে, তাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা যে বিভিন্ন বছরের বহু বড় চুরি ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার সঙ্গে এই ঘাঁটির নিবিড় যোগ রয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে বিশ্ব ডাইভিল প্রবর্ণকাশিরের সাহায্যের প্রতারণামূলক আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নগদ্যের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে এই রাঠী বন্ধু একজন অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। কাজেই এদের প্রতিভার কতখানি পরিচয় আমরা জানি, তাতে আমাদের মনে হয় আন্তঃরাজ্য অপরাধীচক্রের সঙ্গে এদের যোগ থাকা বিচিত্র নয়। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে সহর-পুলিশ এ ব্যাপারে উপযুক্তভাবে তৎপর হবেন, এটাই আমরা আশা করব। কিন্তু সহর পুলিশের প্রাথমিক তৎপরতার পর পরবর্তী অগ্রগতির ধারা এবং কোন কোন বিষয়ে বৈশ্বিনা জনসাধারণের মনে নানা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করছে।

WANTED

A Lady Graduate Teacher to serve temporary in a leave vacancy for a month or more. Apply immediately.

Sukumar Mukherjee
Secretary.
Santamoyee Girls' High School

ভারতীয় সংবাদ

উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় তাণ্ডব

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশ বিধান সভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রীগোপাল রেড্ডী উপাধ্যায় ভাষণ দিতে উঠলে সংগঠন কংগ্রেস (নিজলিঙ্গাপ্পা-পন্থী), জন সংঘ, এস, এস, পি ও অন্যান্যদের সদস্যগণ প্রচণ্ড কোলাহল সুরু করেন। এই গণ্ডগোলের ফলে রাজ্যপাল মাত্র পাঁচ মিনিটে বক্তৃতা সম্পূর্ণ করে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। রাজ্যপাল সভাকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র এস-এস-পি দলের নেতা উচ্চৈঃস্বরে অভিযোগ করেন যে—গণপ্রহরা রক্ষা করার জন্য রাজ্যপালদলে তিনি যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন—সেই গণতন্ত্রকে হত্যা করে তিনি শপথ ভঙ্গ করেছেন।

ভারতে পাক-চীন অস্ত্র সরবরাহ

মহানদী কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ, যাহাদানী-ভাঙাচি, শরিকী সংঘর্ষ, মুরশুরার উপাধিকে যে সব বিভেদক র, শিখন, চেরা গান, খনাক্তির হাইকেল প্রভৃতি আরোগ্য ব্যবস্থত হচ্ছে -সেই সমস্ত অস্ত্র লাল চীন ও পাকিস্তান থেকে গোপন পথে ভারতে আনছে—এই তথ্য সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ সম্প্রতি উদ্ঘাটিত করেছে। প্রকাশ উত্তর পূর্ব সীমান্তে নাগা ও মিজোদেরও চীন ও পাকিস্তান এই-ভাবে অস্ত্র সরবরাহ এবং কয়েকটী ট্রেনিং ঘাঁটি করেছিল।

পাকিস্তানে রুশ অস্ত্র সরবরাহ

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার, রাডার সেট, বন্দুক, গোলা বারুদ প্রভৃতি সরবরাহ করেছে—তাতে ভারত বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে সোভিয়েট ইউনিয়নকে জানিয়েছে যে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক যোগ সাধন থাকায় পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে এবং এই উপলব্ধিতে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়—রণক্ষেত্র

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিজনভার, তারোপার, মোহার ও আর বোমা নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন ছাত্রের মধ্যে যোগিলা যুদ্ধ বাধে। সমগ্র শিক্ষায়তন রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন অফিস ভাঙ্গচুর হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরীর সার্সি জানলা বোমার ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়, বহু আসবাবপত্রের বহ্নি উৎসব করা হয় এবং একটি কেন্দ্রের পরীক্ষা পণ্ড হয়। প্রকাশ সম্মানপত্রী ছাত্রদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের বিরোধ ও ধর্ষণের আক্রমণকে কেন্দ্র করে এই প্রচণ্ড সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

কোলিয়ারী অঞ্চলে শরিকী সংঘর্ষ

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী আসানসোলের বেনানী কোলিয়ারীতে সি-পি-এম ও সি-পি-আই এর সমর্থকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে পুলিশকে কয়েক ডজন গুলি চালাতে হয়—ফলে ৩জন নিহত হয়েছে এবং সংঘর্ষে একজন নিহত হয়। ঘটনায় নিহত সকলেই সি-পি-এমের সমর্থক বলে প্রকাশ। হৈচালে শ্রীযুঃ কলিয়ারীতেও এস-এস-পি ও সি-পি-এর সমর্থকদের মধ্যে গুলতর সংঘর্ষ গুলিতে ৪ জন এবং তীরের আঘাতে ১ জন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, ঘটনার দিন সকালে সি-পি-এর সমর্থক প্রায় তিন হাজার লোক বন্দুক, বোমা, লাঠি সোঁটা প্রভৃতি নিয়ে বেনানী কয়লা খনি ঘিরে ফেলে এবং একদল শ্রমিককে আক্রমণ করে। এই কলিয়ারীর শ্রমিক ইউনিয়ন সি-পি-আই হওয়ার পর থেকে সি-পি এমের সঙ্গে বিরোধ সুরু হয় এবং শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করে। এই আদেশ বলবৎ থাকা অবস্থায় উপরোক্ত ঘটনা ঘটে।

যুক্তফ্রন্টের বৈঠক ঃ বোঝাপড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মোহরার যুক্তফ্রন্টের বত প্রতীক্ষিত বৈঠক সি, পি, আই-এর অফিসে সন্ধ্যে ৬।৩০ মঃ অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত শরিকদলের প্রতিনিধিরাই যোগদান করেন।

আলোচ্য বিষয় ছিল—(১) শরিকী বিবাদ মেটানোর এবং শরিকদের দল থেকে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কাজের পূর্ণ অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য কর্মধারা নির্ধার করা। (২) এই উদ্দেশ্যে এম, ইউ, সি গঠিত একটি কর্মধারার বক্তব্যের ওপর আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (৩) প্রত্যেক মন্ত্রী দপ্তরের সঙ্গে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা। (৪) ব্লক পর্যায়ে ফ্রন্ট কমিটি গঠন করা। (৫) শরিকদলগুলির পক্ষ থেকে সভা শোভাযাত্রার অস্ত্র নিয়ে না রাখা। (৬) থানা পুলিশের কাজে তদারক করতে ও পরামর্শ দান করতে কমিটি গঠন করা। (৭) যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্তসমূহ শরিক দলগুলির সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে হবে, না, সংখ্যাধিক্যের অভিমতে হবে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে ফ্রন্টের বৈঠকে বহু আলোচনা হয়। সকল শরিকদলের প্রতিনিধি নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সব বিষয়ে সংবাদপত্রে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বহু সময় সঠিক তথ্যাদি না থাকায় আমরা দেখেছি আমাদের বক্তব্য ঠিক মতো জানান হয় নি। সেজন্য এই বৈঠকে সংঘের পক্ষে যা আমরা অভিমত ব্যক্ত করি তা' এই। শ্রদ্ধেয় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এবং আমি এই বৈঠকে সংঘের প্রতিনিধি ছিলাম এবং দুজনেই আলোচনায় আমাদের বক্তব্য রাখি। আমরা ঐ বিষয়গুলির ওপরে আমাদের পক্ষ থেকে যে বক্তব্যসমূহ রেখেছি তা এই :—

শরিকী বিবাদ ও সংঘর্ষ মেটানোর কর্মধারা

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই ছিল যে, আমরা প্রত্যেকেই যখন এই যোগাযোগের পূর্ণ অবসান করতে আন্তর প্রকাশ করেছি ও করছি—তখন আগামী কাল থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ দলকে প্রতিনিবৃত্ত করুন। আন্তরিকভাবে এই ব্যবস্থা করলেও দু চার আনুষায় অবুঝ যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে- যা পরিস্থিতি করেছে। সেজন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া হোক— এর মধ্যে প্রত্যেক দলের নিম্নতম স্তরের পর্যন্ত কর্মী ও অনুগামীদের পূর্ণ-রূপে নিবৃত্ত করতে এবং শরিক দলগুলি যেন ঐ কার্যকাল মধ্যে একযোগে কাজের মনোভাবে তৈরী হয়ে যেতে পারেন। এ সম্পর্কে আমরা নির্দিষ্ট কার্যধারাও দিয়েছি। আরো আরো বলেছি যে, ফ্রন্ট এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন যে, সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে এই সংকল্প পালন করছেন কিনা অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে কেউ লঙ্ঘন করছেন কি না।

এস, ইউ, সির রচিত কর্মধারা

এ বিষয়ে আমরা বলি যে, ফ্রন্টের কার্যধারা শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত যাতে হয়—সেই উদ্দেশ্যে এম, ইউ, সির রচিত কর্মধারাটি একটি ভাল পদক্ষেপ। এটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার জন্য আমরা সমর্থন জানাচ্ছি এবং এর চিন্তাধারার আলোকে বাস্তব কার্যকারিতার উপযোগী করে একটি গঠন ধারা অবিলম্বে রচিত করা হোক, এবং এই বিষয়টি বিবেচনা ক'রে ফ্রন্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য একটি সাব কমিটি ঐ বৈঠকেই গঠিত করা হোক।

প্রত্যেক মন্ত্রী দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শদাতা কমিটি

মন্ত্রী দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শদাতা কমিটি আমরা গোড়া থেকে সমর্থন করে এসেছি। এই বৈঠকেও আমরা তা সমর্থন করি।

ব্লক পর্যায়ে ফ্রন্ট কমিটি গঠন

এ বিষয়ে বিবিধ ব্যবহারিক অসুবিধে থাকলেও আমরা যথাযথই ব্লক পর্যায়ে কমিটি গঠনের পক্ষপাতি ছিলাম। এই বৈঠকেও তা সমর্থন করি।

সভা শোভাযাত্রায় অস্ত্রাদি সম্পর্কে

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সভা শোভাযাত্রা অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনের যে প্রতিযোগিতা কিছু দিন থেকে চলছে—আমরা তা বন্ধ করতে বহু দিন থেকেই সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি। প্রত্যেক শরিক দল অবিলম্বে নিজ নিজ দলকে এ সম্পর্কে নিজস্ব ব্যবস্থা পুর্ণ থেকেই আমাদের অভিমত ছিল।

থানা পুলিশের কাজে তদারকী—পরামর্শদাতা কমিটি

থানা পুলিসের কাজ তদারক করতে ও দেখ বিষয়ে পরামর্শ দিতে প্রতি জেলার প্রতি থানার এই কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যাঁরা পক্ষে তাঁরা এই ব্যবস্থা না করার কুফলের কথা বলেছেন—যাঁরা এর বিপক্ষে তাঁরা এই ব্যবস্থার প্রবর্তনে কি কি অসুবিধে ঘটবে তা বলেছেন—আমরা বলেছি—এর প্রবর্তনে যে সব অসুবিধে আছে তা সত্ত্বেও, এর এর প্রবর্তনে বিপদের সম্ভাবনার যে সব দিক আছে তা সত্ত্বেও—নীতিগত ভাবে আমরা এই কার্যধারা সমর্থন করি ও জনসাধারণকে এই বিষয়টির দায়িত্বে তৈরী ক'রে তুলতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফ্রন্ট ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ এখনই এটা গ্রহণ করা না জানিয়ে সময় নেওয়া উচিত। এবং সেই সময়ের মধ্যে আমরা চেষ্টা করে—যাঁরা আজ এই ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারছেন না—তাঁদের সমর্থন আমরা পাবো বিশ্বাস করি। সেজন্য এই ব্যবস্থা আমাদের কাছে কতকে আপাততঃ স্থগিত রাখতে বলেছি।

যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্ত কোন্ দ্বারায় চলবে

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময়ে এই নীতি লিখিতভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যে, ফ্রন্টের সমস্ত কাজ কর্ম সকল শরিকদলের মিলিত পরামর্শ ও সিদ্ধান্তে পরিচালিত হবে। ইদানীং ফ্রন্টের কয়েকটি দল কথা তোলেন যে, এই ব্যবস্থা দ্বারায় পরিবর্তন ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যে ফ্রন্টের কর্মধারা সমূহ কাহা সাধিত্বে অভিমতে পরিচালিত হবে। কিছু দল এর বিশেষ আপত্তি করেন। এবং ইউ সি তাঁদের মতামত এই প্রস্তাব রাখেন যে সমস্ত নীতিগত বিষয়গুলি সকলের পরামর্শে গৃহীত হবে। আর কার্যধারা বিষয়গুলি সংখ্যাধিক্যের অভিমতে পরিচালিত হবে। আমরা এম, ইউ, সি এর এই প্রস্তাব সমর্থন করে তার সঙ্গে একটি কথা রাখি যে, নীতিগত বিষয় ও কর্মধারা ব্যবস্থার সম্পর্ক মোটামুটি এমন ধারণা সন্নিবেশিতভাবে ঠিক করে রাখা উচিত হবে—না হলে পরে এ সম্পর্কে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

ফ্রন্টের এই বৈঠকে আলোচনের কার্যধারা অনেকগুলি অঙ্গের হয়েছে—কোনো দলের ঠিক থেকে আরো খানিকটা বুঝে নেবার প্রয়োজনে আন্তরিক কোনো সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে নেওয়া সম্ভব হয় নি। এই বৈঠক আলোচনের পথ বহু পরিমাণে উন্মুক্ত করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণের মধ্যে যাহারা বর্তমান ফেব্রুয়ারী এবং আগামী মার্চ্চ মাসের দরুণ কলেজ-বাস ভাড়া জমা দিয়াছে তাহাদিগকে জানান যাইতেছে যে উপরি উক্ত দুই মাসের বাস ভাড়া কলেজ হইতে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে এবং ২৮শে মার্চ্চ '৭০ তারিখে ফেরত দেওয়া হইবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট রসিদ আগামী ১৭ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে ছাত্রীগণকে কলেজ অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

প্রিন্সিপ্যাল,
নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলার চাষ ও ভূমি প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(সমরেন্দ্রনাথ ওঝা, এম, এল, এ)

১। মিঃ বি, কে গোখেলের মানভূম সেটেলমেন্ট রিপোর্ট (১৯১৮-২৫) থেকে এই বিবরণীর সংখ্যাগুলি নেওয়া হয়েছে। এখনকার পুরুলিয়া সে সময়ের সদর মহকুমার একটি অংশমাত্র। এবং গত পঞ্চাশ বছরে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটে গিয়েছে। তবু উদ্ধৃত সংখ্যাগুলি পুরুলিয়া জেলার ভূমি ও চাষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভালভাবেই দেখিয়ে দেবে এবং বাংলা দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তুলনায় পার্থক্যগুলি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে।

২। পুরুলিয়া জেলা একটি মালভূমি আর সেই মতোই এখানে রয়েছে উঁচু নীচু ভূমি, জঙ্গল, পাহাড় ও ছোট ছোট নদী। চাষ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। বৃষ্টির বাৎসরিক মোট পরিমাণ ও চাষের সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ—এই উভয় দিক দিয়েই বিভিন্ন বৎসরে ও জেলার বিভিন্ন অংশে যে পার্থক্য দেখা যায়। রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯১২ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত বছরে বৃষ্টির গড় পরিমাণ প্রায় ৫১ ইঞ্চি হলেও বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল ৩৩'৫২ ও সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৭১'৩৭ ইঞ্চি। চাষের কথার ফসল আমনী—এবং জুলাই ও সেপ্টেম্বর দুই সময়েই প্রচুর বৃষ্টির প্রয়োজন। তার পরেই ঘন জাদই ফসলের—যদি ফসলের চাষ মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। সদর মহকুমার মোট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল মোট আয়তনের শতকরা ৫৫ ভাগ।

৩। আবাদী জমিগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধানী জমি ও গোড়া জমি। ধানী ও গোড়া জমির পারস্পরিক অনুপাত নির্ধারিত হইয়াছিল—৬০:৪০। ধানী জমিগুলির আবার তিনটি শ্রেণী—প্রথম শ্রেণী (বহাল, দ্বিতীয় শ্রেণী (কানালি) ও তৃতীয় শ্রেণী (বাইদ)। ইহাদের ক্রমানুসারে শতকরা হার ৭; ১৩ ও ৪০। জমির উঁচু নীচু প্রকৃতির দৃষ্টিতে সাধারণতঃ বহালগুলির অবস্থান সবচেয়ে নীচু স্তরে, বাইদগুলি রোল ধানীজমির সর্বোচ্চ স্তর এবং মাঝামাঝি স্তরে থাকে কানালি জমি। এরও উঁচু স্তরে ক্রমশঃ আবাদী (গোড়া) ও অনাবাদী (জঙ্গল) অবস্থিত। এই আলোকার সেটেলমেন্টের মাপে গোড়া জমিগুলিও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল —গোড়া এক (৩½), গোড়া দুই (৫½) ও গোড়া তিন (৩½)। তৃতীয় শ্রেণীর গোড়া জমিগুলিতে সাধারণতঃ তিন বছরে একবার আবাদ করা হয় ও পরে পতিত রাখা হয় উর্বরতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে। এবারের বিভিন্নকাল সেটেলমেন্টে তিন শ্রেণীর গোড়া জমির পার্থক্য গণ্য করা হয় নাই।

৪। কাজেই পুরুলিয়া প্রধানতঃ এক ফসলী অর্থাৎ একটি ধানোৎপাদক অঞ্চল। পরের ফসল ভুট্টা। তার পরে আদে অড়হর, মাড়ুয়া, নানাবিধ ডাল ও তৈলবীজ জাতীয় শস্য প্রভৃতি। ব্যাপকভাবে ফসল কেটে সরীকার পর রিপোর্টে ধান্যোৎপাদনের একটি সাধারণ গড় হিসাব নির্দ্ধারিত হয়েছিল

প্রতি একর বহালে ২৭ মণ, কানালিতে ১১ মণ ও বাইদ জমিতে ৯ মণ (ওজনে)। এটাও লক্ষ্য করা হয়েছিল যে এই সাধারণ হিসাব থেকে বিভিন্ন বৎসরে যে পার্থক্য দেখা যায় তার পরিমাণ সবচেয়ে কম বহালে (২৫%), কানালিতে (৫০%) ও সবচেয়ে বেশী বাইদ জমিতে (১০০%)। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমগ্র জেলায় সমস্ত রকম উৎপাদনের হিসাবে দেখা যায়—জমিহারবন্দে: খাস চাষের অংশ শতকরা ১৬ ভাগ, তারা যে খাজনা সার মুনাফাসমেত ভাগ অংশ ৫ ভাগ—মোট শতকরা ২১ ভাগ পায় জমিদারেরা।— —দ্বিতীয় রাইয়তেরা সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৭৯ ভাগ ভোগ করে (পোশামে জেলায় ইহাদের ভাগ ৫০ এর নীচে)। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উৎপাদন ও চাষ খরচের সব হিসাবগুলি বিবেচনা করে—খাজনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ধানী ও গোড়া জমির সমস্ত শ্রেণীগুলির পারস্পরিক মূল্যমান নির্ধারিত হয়েছিল যথাক্রমে ২৪১:২৫০:১২৫:১। রিপোর্টে পতিত জমির জন্য কোন পৃথক খাজনার হার পরিকল্পিত হয় নাই।

৫। বর্তমানে বাংলার জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রবর্তনের পর রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে আলোচিত জেলার ভূমি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির আর বিশেষ গুরুত্ব নাই। যারা হউক, নিম্নলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি প্রথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

ক) নগদ টাকা খাজনার বন্দোবস্ত নিলে রাইয়ত সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতিবান স্বত্ব লাভ করত—এই ছিল জেলার সর্বজনগত প্রথা। যেখানে খাজনা ছিল উৎপন্ন দ্রব্য অথবা কুতওয়ালীর সেলামী দিয়ে জমি বন্দোবস্ত না নিলে কোনও স্থায়ী স্বত্ব পেত না।

খ) পতিত জমি আবাদযোগ্য করবার উদ্দেশ্যে নয়াবন্দী বন্দোবস্ত দেওয়া হোক নামমাত্র সেলামী ও খাজনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ঐ সময় গতে নূতন করে খাজনা ধার্য হোক আবাদী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে তবে পরিপ্রবর্ত্ত ও পরবের অন্ত রাইয়ত খাজনার হারে প্রতি টাকায় ছয় আনা হিসাবে স্থায়ী ছাড় পেত।

গ) পতিত জমি থেকে ধানী জমি তৈয়ার করলে রাইয়ত কিন বছর ধান চাষের পর স্থায়ী কোরফার স্বত্ব লাভ করত।

ঘ) অনবের গোড়া জমি চাষ করলে চারটের সেই বৎসরের জন্য "পঞ্চম কর" হিসাবে জমির মালিককে বাঁধের সমপরিমাণ ফসল দিতে হোত। এই রীতি এখনও প্রচলিত রয়েছে।

৬। পূর্ত্তের সেটেলমেন্টের সময় দেখা গিয়েছিল যে জেলার শতকরা ৪০ ভাগ জমির মধ্যে কিছু বেশী পতিত ও অনাবাদ (জঙ্গল-সহ) ছিল। রিপোর্টে প্রকৃত হিসাবগুলাকে বাদ দিয়ে পাতকুম অঞ্চল ছাড়া সদর মহকুমার অনাবাদী জমি (অনাবাদ যোগ্য জঙ্গলসহ) ছিল সমগ্র আয়তনের শতকরা ২৩ ভাগ এবং আবাদ যোগ্য অথচ অনাবাদী (আবাদযোগ্য জঙ্গলসহ) জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ১৯ ভাগ। সদর মহকুমার মোট ৪২২ বর্গ মাইল জঙ্গল বেকর্ড ভুক্ত করা হয়েছিল এবং মন্তব্য করা হয়েছিল যে মুনাবান জঙ্গলের বৎসানাশই অস্তিত্ব ছিল তখন পর্যন্ত। এখন জঙ্গলের পরিমাণ আরও কমেছে—কারণগুলি অবশ্য সকলেরই জানা।

৭। বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, একটিমাত্র ফসল এবং রাইয়ত জমিং প্রাচুর্য্যের জন্য এই জেলার অনন্ত আখনী ফসলের উৎপাদন কতটা অনিশ্চিত তা বুঝা যাবে। রিপোর্টে লেখা হয়েছে,—"এরূপ সত্ত্বেও যে মানভূমে দুর্ভিক্ষ ঘটে নি তার কারণ কেবল লাক্ষা ও কয়লা শিল্পগুলি।" লাক্ষা শিল্প বহু দিন যাবৎ মৃতপ্রায় ও বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। বাবধান পূরণ করে গেছে পুরুলিয়া থেকে ও কয়লা শিল্পও ব্যবসাক্ষেত্রে সাধারণ মন্দার কবলে পড়েছে। ফলে এদিকেও কাজমেলা ভরার হয়ে উঠেছে। এই বিষয়গুলি পরিচারকরূপে দেখিয়ে রেখে কেন পুরুলিয়া জেলার লোকেরা আজ কাল প্রায় স্থায়ী দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্য দিন কাটাতে বচ্ছে।

৮। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, এই জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৎসর কমে আসছে এবং সেই জন্যই ফসল উৎপাদন সাধারণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চাষীদের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর উঁচু জমিতে চাষ করতে হচ্ছে—যার উৎপাদন আরও বেশী অনিশ্চিত। কাজেই ব্যক্তিগত জমির সংক্রান্তে সীমা এবং খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলার জমির বিভিন্ন শ্রেণীগত এবং তাদের অপেক্ষকৃত কম উৎপাদন-শীলতার বিষয়গুলি সম্পর্কে গভীর বিচার বিবেচনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই অবস্থার অন্য কয়েকটি ব্যাপারের সঙ্গে গোড়া জমি শ্রেণীগত বিধান অত্যন্ত কড়াভাবে এবং পতিত জমিগুলিকেও কৃষি জমির অন্তর্ভুক্ত করার জেলার লোক বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমান ভূমি সীমার পুনর্বিচার এবং বিভিন্ন স্তরে ক্রমবর্দ্ধমান খাজনা প্রবর্তনের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করেও সেই সম্পর্কে এই জেলার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে প্রযুক্ত ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত সাধারণ মানদণ্ডগুলি এই জেলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে এই সকল বিষয়ে জেলার বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথকভাবে বিচার করা উচিত।

———

"যুগের ডাক" সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা

লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের

মুক্তিতে ইতিপূর্বে লেখা হয়েছিল যে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'যুগের ডাক' নাম্নী নিউজেট পত্রী কংগ্রেসীদের এই সাপ্তাহিক কাগজটি তার ১৯শ সংখ্যার ২১।১১।৬৯ তারিখে লোক সেবক সংঘের কয়েকজন কর্মীর নামে নানী ধরণের অভিযোগ প্রকাশিত করে। এবং ঐ সঙ্গে সমগ্র লোক সেবক সংঘকে ঐ কাজের নায়ক বলে অভিযুক্ত করে। বিগত ১৯।২।৭০ তারিখে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ঐ সাপ্তাহিক পত্রটির সম্পাদক শ্রীরসলাল ধারা ও তার প্রকাশক শ্রীমানীষ মজুমদার ও সংবাদদাতা শ্রীবুদ্ধেশ্বর মাকির বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করা হয়েছে। লোক সেবক সংঘের জেলা পরিষদ সংঘের পক্ষে এই মামলা আনয়ন করার জন্য সংঘের সচিবকে তার দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সংঘের পক্ষে ঐ কোর্টে বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ বসু, মহোদয় মামলার ভার গ্রহণ করেছেন। হাইকোর্টের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীপ্রসূন চন্দ্র ঘোষ মহোদয় এই মামলার সংক্রান্ত পরামর্শ দান করেন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মামলাটি গ্রহণ করেছেন এবং আসামীদের বিরুদ্ধে সমন জারী করার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২৩।৩।৭০ মামলার শুনানীর তারিখ ধার্য্য করা হয়েছে।

'যুগের ডাকের বিরুদ্ধে পুরুলিয়ায় মামলা

ঐ 'যুগের ডাক' সাপ্তাহিক পত্রটিতে যে কর্মীদের নামে নানী ধরণের অভিযোগ আনা হয়েছে—সেই কর্মীরা হচ্ছেন—বাংলোহাল থানার গাংরাইদ গ্রামের বিশিষ্ট সংঘ কর্মী শ্রীপরেশ চন্দ্র মাহাতো ও শ্রীঅনাদি মাহাতো। এই কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীপরেশ চন্দ্র মাহাতোও বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুরুলিয়ার জুডিশিয়াল এন, ডি, ও,র কোর্টে ঐ কাগজটির সম্পাদক শ্রীরসলাল ধারা ও প্রকাশক শ্রীমানীষ মজুমদার ও সংবাদদাতা শ্রীবুদ্ধেশ্বর মাকির বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা আনয়ন করেছেন। এই মামলার সংঘের পক্ষে আছেন পুরুলিয়া কোর্টের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত সুমাকিত ভট্টাচার্য্য মহোদয় ও এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত অমলীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আদালত ঐ মোকর্দ্দমায় শ্রীরসলাল ধারা, শ্রীমানীষ মজুমদার ও শ্রীবুদ্ধেশ্বর মাকিকে বিচারে অভিযুক্ত করেছেন।

বিপুল ভোটাধিক্যে শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী নির্বাচিত

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও প্রাক্তন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী মেদিনীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোটের ফলাফল নিম্নরূপ :

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী (সি-পি-আই)—	৩২১৭২
শ্রীসুধীর দাস গুপ্ত (নব কংগ্রেস)—	১৫৫১৪
শ্রীসতীন মণ্ডল (আর্জি কংগ্রেস)—	১১৯১৭
প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা—	৫৮,১২৯
ভোটার সংখ্যা—	৭৮,৯৯৯

আর্জি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসতীন মণ্ডলের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কম্যুনিষ্ট প্রার্থী অধিকতর পরিমাণ ভোট লাভ করেছেন। কম্যুনিষ্ট এম-এল-এ শ্রীতামাঙ্গো যে সম্প্রতি কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেছেন তা পুরুলিয়ার জন্য এই উপনির্বাচনের অন্যতম বিষয় ছিল।

সোমবার ভোট গণনার ফলাফল জানার পর মধ্যরাত্রির দিকে শ্রীসুধাংশু বিধান সভার সদস্যরূপে শপথ গ্রহণ করেন এবং বুধবার দিন মন্ত্রীসভার সদস্য রূপে (সেচমন্ত্রী) শপথ গ্রহণ করেন।

স্থানীয় সংবাদ

ছাত্রীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

নিজাঁশী কলেজের ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে যে ধর্মঘট শুরু করে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তা প্রত্যাহৃত হয়। প্রকাশ, ছাত্রীদের এক প্রতিনিধিদল কলিকাতায় শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ছাত্রীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে।

রাজ্যপালের পুরুলিয়া পরিদর্শন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধাতি স্বরূপ ধাওয়ান গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবের সূত্রে সদ্যই পুরুলিয়া পরিদর্শন করেন। বর্তমান রাজ্যপালের এটি দ্বিতীয়বার পরিদর্শন। আগামী সংখ্যায় বিশদ বিবরণ প্রকাশিত করে।

জমির দাঙ্গায় গুরুতর জখম

প্রকাশ, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আড়ষা থানার সিমিতি গ্রামে জমীর সীমানা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বিরোধের সূত্রে ধরম মাহাত বনাম ভীমু মাহাত, অনন্ত মাহাত, মধু মাহাত ও নিত্য মাহাতের মধ্যে এক দাঙ্গা বাধে। ধরম মাহাত একটী তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে আহত হন এবং ধরমের মা শ্রীমতী দুখী মাহাতানুকেও গুরুতর ভাবে জখম করা হয়। আহত ব্যক্তিদের পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। থবর প্রকাশ আড়ষা থানায় এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের পর নীরব পুলিশ এই বিষয় প্রাথমিক তদন্ত ছাড়া অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুরুলিয়া মেলায় লোক উৎসব ও আলোচনা সভা

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রী, সুধী, সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞদের যোগদান

গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাঁচ দিন ব্যাপী পুরুলিয়া মেলার প্রতিদিন লোক উৎসব অনুষ্ঠানের কার্যক্রম রাখা হয় এবং মেলার অন্যান্য প্রয়োজনের দৃষ্টিতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। লোক উৎসব অনুষ্ঠানে যেমন জেলার বিভিন্ন প্রান্তর লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা যোগদান করেন—তখনি আলোচনা সভার সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ যোগদান করেন এবং বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ সভাপতিত্ব করেন। প্রতিদিন লোক উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী লোকশিল্পীদের যাতায়াত ও আহারাদির ব্যবস্থা মেলার পক্ষ থেকে করা হয়।

লোক উৎসব অনুষ্ঠান

পুরুলিয়া মেলার লোক উৎসব শিবির প্রাঙ্গণে প্রতিদিন বৈকাল ৪ ঘটিকা থেকে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত লোক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ঝুমুর, টুসু, বাউল, ভাদু, করম, সাঁওতালী, অরাঁও, ভাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন লোক সঙ্গীত এবং ছৌ, নাচোয়া, ঝিঙ্গুলার, করম, সাঁওতালী প্রভৃতি বিভিন্ন লোক নৃত্য পরিবেশিত হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাহিরে অনুষ্ঠানে ছেড় সহস্রের অধিক লোক শিল্পী যোগদান ও অংশ গ্রহণ করেন।

গত ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া-পরিচিতি আলোচনা সভার সূত্রে লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্যের বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় এবং এই অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট লোক শিল্পী ও প্রখ্যাত শিল্পী গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে এবং লোক উৎসবগুলিকে যোগাযোগের সূত্রে কেন্দ্রিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট সুধী শ্রীবিনয় ঘোষ; বাংলার লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে সবেধন মওলী শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনন্দ মিত্র সুখেয়া; শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের সহিত শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ; মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট সুধী ও সাংবাদিক শ্রীরেণপাণ্ডে প্রমুখেরা পুরুলিয়াতে আসেন।

পুরুলিয়া মেলার এই লোক উৎসবের তথ্য সংবাদাদি সংগ্রহ ও পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, স্টেটসম্যান প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ আসেন এবং আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের বেতন ভাইরেক্টর শ্রীদিলীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এবং পল্লীমহল আংরের পরিচালক শ্রীসুবীর সরকারের ব্যবস্থাপনায় লোক সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা হয়। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের লোক সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীদের মধ্যে মানবাজার থানার ঝিঙ্গুছুরী গ্রামের লোকশিল্পী গোষ্ঠীর ঝুমুর ও সাঁওতালী গান; পুরুলিয়া থানার ভুতাম গ্রামের শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত ও দলবলের টুসু গান; পুরুলিয়া থানার বান্দিপাড়া গ্রামের লোকশিল্পী শ্রীআশু আশ্যের ঝুমুর ও টুসু গান, পুরুলিয়া থানার ভাদলা গ্রামের লোকশিল্পী গোষ্ঠীর করম, ঝুমুর ও বাউল গান; আড়ষা থানার কেন্দ্রী গ্রামের শ্রীমতী নিত্যবালার বিভিন্ন প্রকার ঝুমুর গান প্রভৃতি আকাশবাণীর পক্ষ থেকে রেকর্ড করা হয়। এই সূত্রে পুরুলিয়া পরিচিতি আলোচনা সভার অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত খ্যাতিমান বক্তাদের চার ঘন্টার শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, মহাশয় কর্তৃক পরিবেশিত ঝুমুর প্রভৃতি লোক সঙ্গীতও আকাশবাণী কর্তৃক রেকর্ড করা হয়।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী লোক নৃত্যের বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীমধু হাড়, শ্রীমঙ্গল সিং, শ্রীকলেশ্বর কুমার, শ্রীআদালত মাহাত প্রমুখ বিশিষ্ট লোকশিল্পী গোষ্ঠীর ছৌ-নৃত্য, পুরুলিয়া থানার কোনাপাড়া গ্রামের নাচোয়া নৃত্য; সাঁওতাল নৃত্য, ঝিঙ্গুলার নাচ, করম নাচ প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বের জন্য বিশিষ্ট সুধী ও শিল্পী শ্রীমধু হাড়কে মেলার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানিত জ্ঞাপন করা হয়।

আলোচনা সভা

পুরুলিয়া মেলা উপলক্ষে করেকটি আলোচনা সভার বিষয়ের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য কোল—পুরুলিয়ার সমাক পরিচয় দান এবং সেই উদ্দেশ্যে এই জেলাকে জানা এবং জানানো। সেইজন্য প্রথম আলোচনা সভা রাখা হয়—পুরুলিয়া পরিচিতি অর্থাৎ পুরুলিয়ার ঐতিহ্য ও অবস্থান, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা; প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা। এই আলোচনা সভায় জেলার ও জেলার বাহিরের বিশেষজ্ঞগণ যোগদান ও অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় আলোচনা সভ ছিল—গান্ধী-লেনিন সম্পর্কে। মানব মুক্তি সাধনার এই দুই মহান সাধক পুরুষ মহাত্মা গান্ধীজী ও মহামতি লেনিনের অসামান্য কীর্তি অনুধাবনের চেষ্টা, দুজনার এই দুই মহাপুরুষের দীপ্ত, দর্শন ও কর্মধারা আলোচনার উর্দ্ধে তাঁদের এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং বিশিষ্ট গান্ধীবাদী ও মার্ক্সবাদী তথা লেনিনবাদী প্রবক্তারা এই আলোচনা সভায় যোগদান করেন। তৃতীয় আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল—কৃষি। এই জেলার কৃষি বা স্বার্থ অনগ্রসরতা ও বিবিধ সমস্যা; কৃষির উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন এবং কোনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার—প্রভৃতি বিষয় কৃষি আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল এবং এই সভায় সভিপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রী ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য্য। সভাপতিত্ব করেন এবং কৃষি বিশেষজ্ঞরা যোগদান করেন। চতুর্থ আলোচ্য বিষয় ছিল সমবায় ও সেচ। অনুন্নত ও অবহেলিত এই জেলার সমবায় আন্দোলনের অবস্থা ও বিবিধ সমস্যা; আন্দোলনের উন্নতি ও প্রসার কল্পে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন; সেচ বিহীন জেলার ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী সেচ প্রকল্পাদি রূপায়ণের ব্যাপ্তা, প্রভৃতি বিষয় এই আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল এবং সমবায় ও সেচ দুই শ্রীকারই ভৌমিক মহোদয় এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ও সমবায় ও সেচ বিশেষজ্ঞগণ যে ভাষণ করেন। পুরুলিয়া মেলার পক্ষ ও শেষ আংশে না সভার বিষয়বস্তু ছিল শিল্প। এই জেলার অর্থ-নৈতিক মেরুদণ্ডহীনে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প এবং মাঝারী শিল্পের ব্যাপক প্রসার সাধন এবং অবিলম্বে কোন কোন শিল্প স্থাপন ও প্রসার আবশ্যক এই সব বিষয় সভায় আলোচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তর হতে মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীসুধাংশু ঘোষ সভাপতিত্ব করেন।

পুরুলিয়া পরিচিতি

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুরুলিয়া পরিচিতি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডঃ ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলা পুরুলিয়ার নৃতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বর্ণনা করে এই জেলার লোক সংস্কৃতি আবাধ্যরূপ লোক-সঙ্গীত ঝুমুর এবং লোক নৃত্য ছৌ-এর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। গত ১৯৭১ সাল থেকে ভারানুসন্ধান মানুষের এবং বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা সম্পর্কে তাঁর গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন এবং এই জেলা বিষয়ে জেলার বাহিরে বিশদ মহলের চরম অজ্ঞতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেন।

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাঁর এই আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করে স্বাধীন ভারতে বিভাগ আনলে এই জেলাকে কিভাবে প্রচারের চেষ্টা; জেলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানে করার অপপ্রয়াস এবং এই জেলার বক্তব্যকৃতির জন্য ব্যাপক গণসংগ্রামের শক্তির ইতিহাস বিবরণ সূত্রে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্য এই জেলার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি ব্যাখ্যা করেন। মনীষি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত ইতিমুলা বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত লুপ্ত হয়ে গেলেও মানভূম তথা পুরুলিয়ার আজও প্রচলিত আছে। পৌষনের আহিরণ

ভূমি বিক্রয়

নীলকুঠী ডাঙ্গায় ভাল পরিবেশে জায়গা বিক্রয় হইবে।

অনুসন্ধান করুন :—রাধা কিশোর সরকার (বাঁকুবাবু)

নীলকুঠী ডাঙ্গা,

(রাংকা কুণ্ডুর গলি)

সুরের সঙ্গত এই জেলার বিশিষ্ট লোক সঙ্গীতরূপে কিভাবে প্রচলিত আছে; মনীষি ওর্ণেল ইউ, এম, মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানভূমের ভাষা সম্পর্কে যে সকল মূল্যবান গবেষণা করেছেন; বাংলা ভাষার খাঁটি রূপ রক্ষাকল্পে বিভিন্ন দল এই জেলার ভাষার মধ্যে কিভাবে প্রচলিত আছে—ইত্যাদি বিবিধ তথ্য তিনি পরিবেশন করেন। শ্রী ঘোষ তাঁর ভাষণে এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন যে বঙ্গ সংস্কৃতির আদি রূপ আবিষ্কার ও উদ্ধারের জন্য এই কেন্দ্রকে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে হবে। তিনি এই জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও এই জেলার বিবিধ প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

শ্রীমাণিকলাল সিংহ (বিষ্ণুপুর) : পুরুলিয়া পরিচিতি সম্পর্কে বলেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পুরুলিয়ার গুরুত্ব খুবই বেশী এবং এককালে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বর্দ্ধমান এই অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রবল প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল—যার পরিচয় এই জেলার প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যাবে। পরে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতি ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় তখন বহু জৈন ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি হিন্দু দেবদেবীতে পরিবর্ত্ত হয়। জৈন ধর্ম প্রচারের সূত্রে এই জেলার সরাকদের প্রসঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। তিনি অতঃপর বলেন যে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির উপাদান এই মানভূম জেলার ভূমিতে আছে এবং তিনি "আগামী সহস্রাব্দ ইতিহাস" পুনরুদ্ধারের যে চেষ্টা করছেন—তাকে বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটিত হবে বলে তিনি আশা করেন।

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য (চাষ) : শ্রীভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে বলেন যে বাহুড়ীদার অন্যতম মানভূম এখন খণ্ডিত বিধ্বস্ত হয়ে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। শিখরভূম অর্থাৎ চাষ-ভূমকিয়ারী পরগণা এখন বিহারভুক্ত এবং সেখানে ও মা ভূমের অন্য অংশ চাতিস-ইচাগড় পটমদা ধানবাদ বাংলা ভাষাকে লোপ করার ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে কয়েক পুরুষান্তরে এই অঞ্চলগুলিতে বাংলা ভাষাও অস্তিত্ব থাকবে কিনা—তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

মানভূমের লোক সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন লোক সঙ্গীত সুরবৈচিত্র বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন এবং টুসু, বাউল, ভাদু, আইঝা প্রভৃতি অন্যান্য লোক সঙ্গীত গুলিরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন সুরবিদ্যা ও পরকর্তালের বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা করেন।

শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) : প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 'শিল্পীর দৃষ্টিতে মানভূম' এই বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এই জেলার স্থাপত্য, প্রাচীন মন্দির ও মূর্তির রচনা শৈলী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীসুধার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং শ্রীপশুপতি প্রসাদ মাহাত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

(ক্রমশঃ)

— — ০ — —

গান্ধী রচনা সম্ভার

গান্ধী রচনা সম্ভার-এর পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং বাকী খণ্ডটি (৩য় খণ্ড) মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। যাঁরা ১০ টাকা জমা দিয়ে নাম রেজেষ্ট্রি ক রেছেন তাঁদের বাকী ১৯৲ চৌদ্দ টাকা) অবিলম্বে জমা দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। রচনা সম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ডটি সপ্তাহকালের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই রচনা সম্ভারের বকেয়া টাকা জমা দিবার পর পুস্তক খণ্ডগুলি আনাবার ব্যবস্থা করা হবে। এই রচনা সম্ভারের অর্থ পুরুলিয়া মুক্তি প্রেসে জমা দিতে হবে।

পুরুলিয়া
১৩।৩।৭০

সাধারণ সম্পাদক
পুরুলিয়া জেলা গান্ধী শত-
বার্ষিকী সমিতি

সর্ব্বত্যাগী অতুল চন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তী

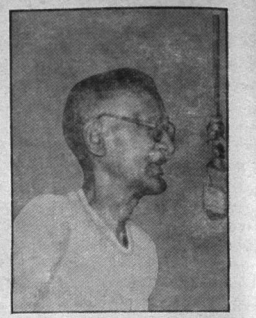

২রা মার্চ, সোমবার, ১৮ই ফাল্গুন সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের জন্ম দিবস। মানভূমের জাতীয় জাগরণের বরেণ্য হোতা; দেশের মুক্তি সংগ্রামের বিশিষ্ট নায়ক এবং স্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জ্জনের প্রথম সংগ্রামী নেতা অতুল চন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তী দিবসে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

০

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী ১৯৫৬-এর ৮নং ধারা অনুসারে "মুক্তি" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ (নোটিশ ফরম—৪)

১। প্রকাশের স্থান পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক (সোমবার)
৩। মুদ্রাকরের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া
৪। প্রকাশকের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া
৫। সম্পাদকের নাম—অরুণ চন্দ্র ঘোষ
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা—শিক্ষাশ্রম (পুরুলিয়া)
৬। মালিকের নাম—শ্রীমুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
ঠিকানা ইত্যাদি—শিক্ষাশ্রম (পুরুলিয়া)

আমি রামচন্দ্র অধিকারী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

২৮-২-৭০

স্বাঃ রামচন্দ্র অধিকারী
প্রকাশক, 'মুক্তি'

বিশ্ব সংবাদ

পাক নেতাদের প্রাক্-নির্ব্বাচনী প্রচার :—

পাক নেতাদের খবরে প্রকাশ আওয়ামী লীগের নেতা মুজিবর রহমান বলেন যে আগামী নির্ব্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে পাকিস্তানের জনগণ রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পটভূমি নির্দ্ধারণের সুযোগ পাবেন। নির্ব্বাচনের ফলে জনগণ তাঁর ছয় দফা কর্মসূচী ও আঞ্চলিক স্বশাসনের জন্য তাঁর দলের দাবী সমর্থন করেন কি না সে কথাও জানা যাবে। অন্যদিকে পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদির জানিয়েছেন যে শেখ মুজিবরের ছয় দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করবে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর মৃত্যু :—

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ইংরাজী সাহিত্যিক মিঃ এম ওয়াই এ্যাসনর ৮১ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ইংরাজী কবি ইয়েটসের নেতী স্যাংসের সঙ্গে যৌথভাবে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ইস্রায়েলের প্রতি রুশ হুঁশিয়ারী :—

মোস্কোস্থ সরকারী সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়া মধ্য প্রাচ্যে ভিয়েতনামের মতো যুদ্ধ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলকে সাবধান করে দিয়েছে। ঐ পত্রিকার মধ্য প্রাচ্য বিষয়ক মার্কিন ও বৃটিশ নীতিরও সমালোচনা করা হয়েছে। ১৯৫ ফেডারাল রাজ্যের ইস্রায়েলের বিমান বাহিনীর বিমান সমেত থালের দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক লক্ষ্য বস্তুর উপর প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরে বোমা বর্ষণ করে।

মিঃ কোসিগিন এক চিঠিতে মধ্য প্রাচ্য বিরোধ বিষয়ে ইস্রায়েলের ঔদ্ধত্য সংযত করতে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। কারণোক্ত মোস্কোতে সাহায্য দানের পরিমাণ ও গতি বাড়তে পারে বলেও জানা গেছে।

মার্কিন কংগ্রেসে প্রেঃ নিক্সনের ভাষণ :—

মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভাষণে প্রেঃ নিক্সন শান্তি এবং অহিংসা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মতামতের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য মহাত্মা গান্ধীর শান্তির পথ বেছে নিতে হবে। তিনি রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্র সংঘের প্রচেষ্টার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্র সংঘের তদন্ত কমিটি সম্বন্ধে ইস্রায়েলী মনোভাব :—

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে লিখিত এক পত্রে ইস্রায়েলী এ্যাবিবি জানিয়েছেন যে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর অধিকৃত আরব ভূমিতে মানবাধিকার খর্ব করার অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য রাষ্ট্র সংঘের যে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার সঙ্গে কোনও প্রকার সহযোগিতা করতে ইস্রায়েলী সরকার অস্বীকার করেছে। তাঁদের মতে মোরোক্কো, সিংহল এবং যুগোস্লোভিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ঐ তদন্ত কমিটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

শ্রীমতীরার আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সদস্য পদ লাভ :—

ভারতের ভূতপূর্ব এ্যাটর্ণী জেনারেল শ্রীনি, কে, মতরী সর্বসম্মতিক্রমে জেনেভাস্থিত আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

রাশিয়াতে জাপ সাহায্য :—

সম্প্রতি যে জাপ-রুশ কারিগরী সহায়তা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার সর্ত অনুযায়ী উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সোভিয়েত রাশিয়া এবার জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করবে। সুদূর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা চালাবার জন্য নালোচ্চা মায়ক স্থানে রাশিয়া একটি বন্দর নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার তত্ত্বাবধানে জাপানী বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করবেন। উপ-জাপান চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়া পনের জন জাপানী বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ওয়ারশতে চীন-মার্কিন আলোচনা :—

পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে চীন-মার্কিন আলোচনা আবার আরম্ভ হয়েছে। একজন মার্কিন মুখপাত্র আশা প্রকাশ করেন যে এই আলোচনার ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান প্রদান ও সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হবে। গতিকে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেও এক প্রস্থ সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "ইকনমিক এ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক ফাউণ্ডেশনের" এক সমীক্ষায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত এখনও কত পশ্চাৎপদ আছে তা দেখানো হয়েছে। এই সমীক্ষা মতের জন্যান্যায়ী অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিতে ভারত রেজিল অপেক্ষা ২০ বৎসর, জাপান অপেক্ষা ৪৪ বৎসর, বৃটেন অপেক্ষা ৪৮ বৎসর এবং আমেরিকা অপেক্ষা ৫০ বৎসর পিছিয়ে আছে।

ভারতের মাথাপিছু আয় যে হারে (শতকরা ১%) বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ফিলিপাইনের সম পর্য্যায়ে (১৯৬০ সালের হিসাবে) পৌঁছতে ৬৩ বৎসর, শতুর্পালের পর্য্যায়ে ৮৩ বৎসর, ইতালীর পর্য্যায়ে ১৯২ বৎসর, বৃটেনের পর্য্যায়ে ১৭৬ বৎসর এবং আমেরিকার পর্য্যায়ে পৌঁছতে ২১৮ বৎসর লাগবে।

— — ০ — —

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"
SINGHAL ALUMINIUM PURE

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

সিংহল—বন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—উপরন্তু স্বাস্থ্য সমানুযায়ী। কিন্তু সৌনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সস্তা মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ সুলভ্য ওরঙ্গন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বত্র "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে বন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি-সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

Sponsored Teachers' Training College, Purulia,

P. O. & Dist —Purulia, West Bengal

Applications for admission into the B. T. Training Course for the session 1970-71 are invited from graduates, both male and female, duly filled up in the prescribed form, obtainable from the college office for which a self addressed cover of 9" × 4" size stamped with 0·20 paise and accompanied with another extra postage stamp of 0·25 paise must be sent. No tuition fee is charged. A number of stipends of Rs. 40/- per month are available and will be awarded according to the direction of the Director of Public Instruction, West Bengal. Apply to the Officer-in-Itcharge, **by the 15th March, 1970** for prospectus and application form.

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

বিহারের মানভূম অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পরোংশ)

সভার সভ্য শ্রীসদাহরি মাহাত এবং রাজ্য সভার সভ্য শ্রীবিভেদানন্দ সেনগুপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী করার জন্য কিছুদিন যাবৎ চেষ্টা করছেন। লোক সেবক সংঘ থেকেও এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করা হয়েছে। পুরুলিয়া মুখ্যশহরে, সিংভূম ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেন। লোক সেবক সংঘের সভ্য শ্রীসদন চন্দ্র ঘোষ সংঘের এম, পি, শ্রীসদাহরি মাহাত, নিমন্ত্রি লোক সেবাভবনের পরিচালক শ্রীসুবোধ কুমার রায় কিছু দিন পূর্বে বিহারের মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানান। রাজ্যপাল তখন বহু আশ্বাস দেন।

চাঙিল ইচাগড়ের অনরেরী শ্রীবিমলেন্দু রায়গুপ্ত, ইচাগড়ের রাজা শ্রীশত্রুঘ্নজিতা সিংহ দেব, লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মীগণ যথা—শ্রীরথেশ্বর মাহাত (চিকসড়া, ইচাগড়), যোগেশ চন্দ্র মাহাত (নিমন্ত্রি), শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মাহাত (উদাইড়ি, চাঙিল) শ্রীনটকিশোর মাহাত (বাঙ্গলা, ইচাগড়), প্রভৃতিরা দুর্ভিক্ষ-প্রতিকারে বহু চেষ্টা করেন ও ক'বে চলেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁরা গণ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজেও উদ্যোগী হয়েছিলেন।

নিমন্ত্রি লোক সেবাভবনের পক্ষ থেকেও সংঘের পরিচালক শ্রীসুবোধ কুমার রায়, পরিচালিকা শ্রীমতী রাণুশ্রী রায় ও তাঁদের কর্মীরা দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে কয়েক বৎসর যাবৎ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রভৃতি বহু চেষ্টা করছেন। বৎসরাধিক পূর্বে নিমন্ত্রি, চাঙিল ইচাগড় পটমদার দুর্ভিক্ষে রিলিফ কাজ সংগঠিত করার বিষয়ে লোক সেবক সংঘের সভ্যবৃন্দ লোক সেবাভবন বহু কাজ করেন। এ সম্পর্কে বিহার রাজ্য রিলিফ কমিটিকে উদ্যোগী ক'রে যে রিলিফ ব্যবস্থা হয় তাতে জনসাধারণ রাজ্য রিলিফ কমিটি ও লোক সেবক সংঘ সহ লোক সেবাভবন জনগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

—·—

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কি

কলিকাতার অফি

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বি
কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধে
আমাদের অফিসের ঠিকানা এই

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

মার্টিন mb বার্ন লিঃ

EMBEE হ্যাণ্ড কম্প্রেশন স্প্রেয়ার

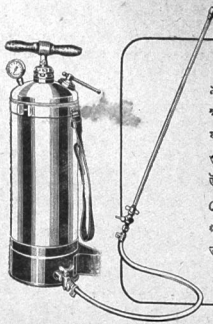

৯, ১২ আর ১৩৫ লিটার ক্ষমতাযুক্ত। ক্ষেতখামার, নার্সারি, ফলবাগিচা, বাড়িঘর আর গুদামঘরের জন্যে ঘাড়ে নেবার উপযোগী হালকা ওজনের স্প্রেয়ার।

ওসরকার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত।

EMBEE mb MARTIN BURN

আমাদের এই ঠিকানায় লিখুন
অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভিশন
মার্টিন বার্ন হাউস
১২ মিশন রো
কলিকাতা
নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

শিক্ষক চাই

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সিনিয়র বেসিক বিভাগের ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষক (বি, এ পি, জি, বি, টি) প্রয়োজন।

অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সেক্রেটারী
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ মাঝিহিড়া
(পুরুলিয়া)

Wanted

For Manbhum Victoria Institution, Purulia one 'Physical Instructor with deploma in physical Education (Bookanan-Trained). Preference will be given to them who have experience in this line.

Apply to the 'Secretary' to reach on or before 7th March, 1970

আপনার সকল প্রকার মুদ্রণ

মুক্তি প্রেসের সঙ্গে

যোগাযোগ করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্কেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত প্রাণ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

সোমবার, ৯ই মার্চ '৭০
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭,
নগদ—১৫ পয়সা

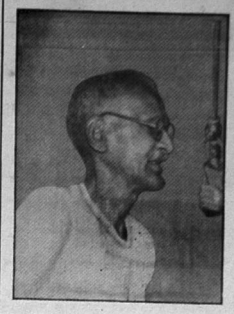

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল উপস্থাপিত

বিধানসভায় বিলের উদ্বোধনে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বিলটি বহু প্রতীক্ষিত হয়েছে ও বহু প্রতীক্ষিত ছ'য়ে আছে—সেই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিলটি (বিল ১২৭০) সিলেক্ট কমিটির কাছ থেকে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয় এবং বিলটির আলোচনায় উদ্বোধন ক'রে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত বিধানসভায় যে ভাষণ দেন—তা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই বিলটি প্রথমে ১৯ সেপ্টেম্বর বিধান সভায় অধিবেশনে পেশ করা হয়েছিল। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয় যে ভাষণ দেন তা এই—

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সংসদে পূর্বেই পেশ করা হয়েছে। কমিটি ২৪শে সেপ্টেম্বর এই বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন এবং নয়টি বৈঠকের পর ৩১শে অক্টোবর আলোচনা শেষ করেন। আমি এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্বে এই সিলেক্ট কমিটির যাঁরা সভ্য ছিলেন, তাঁরা এই আলোচনার সময় যে রকম সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন এবং যেভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁদের প্রতি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিলটি সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তিত আকারে এসেছে, যদিও আলোচনার মাধ্যমে এর কিছু রূপান্তর হয়েছে কিন্তু এর মূলগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। আলোচনা সুরু করার আগে আমি সংস্কৃতে বহু প্রচলিত একটা শ্লোক এখানে বলছি, সেটি হচ্ছে—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ"।

আজকে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে এই পঞ্চায়েৎ বিল উপস্থিত করার সময় আমার মনে হচ্ছে এই যে 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ' অর্থাৎ মৃত্যু যেন কেশে ধরে আছে এই ভেবে আমি বিনতা সদস্যের সামনে উপস্থিত করছি এবং একটা আমি দৃঢ় স্বরে বলছি যে সমস্ত পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ বহু দিন থেকে এই পঞ্চায়েৎ আইনে যে পঞ্চায়েৎ তন্ত্রের রূপ, তাদের প্রতি দাবিত্ব, তারা যে ক্ষমতা চায় তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং একটা সত্য যে এই পঞ্চায়েৎ বিল যে ভাবে আলোচিত হয়েছে—তবু তু একটিন বাদ দিয়ে, ১২৬৭ সাল থেকে যে রকম ভাবে হয়েছে, আমি জানি না বিধান সভার ইতিহাসে কোন বিলের এ রকমভাবে আলোচনা হয়েছে কি না। লোকসভার ইতিহাসেরও কলটিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে কলটিটিউসন ছাড়া এই রকম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং সমস্ত পর্যায়ের সদস্যদের ও লোকদের দ্বারা একটি বিল বা আইনের খসড়া আলোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ। সুতরাং আজকে সমস্ত দেশে গ্রামে জনসাধারণ তাকিয়ে আছে এই পঞ্চায়েৎ বিলে যে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে সেটা পাবার জন্য তারা আশায় বুক বেঁধে আছে, অধৈর্য হয়ে আছে। আমি বাংলা দেশের সমস্ত জায়গা ঘুরেছি, বহু গ্রাম বহু জায়গায় জনসাধারণের সঙ্গে মিলেছি। তারা এর মধ্যে একটা নতুন আলো দেখতে পেয়েছে।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বৎসরের বাজেট

মুখ্য ও অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জীর বাজেট বিবৃতি

১৯৭০-৭১ আর্থিক বৎসরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আনুমানিক বাজেট বরাদ্দ উত্থাপন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"যে সব প্রগতিশীল শক্তি সারা ভারতে শক্তি সঞ্চয় করেছে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদেরই বিজয় প্রতীক। একাধিক দলের সম্মিলিত সরকার একটি কঠিন পরীক্ষা এবং এ বছরের পরীক্ষায় বাধা বিপত্তি অনিবার্য থাকেই। জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য জনগণের ইচ্ছায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি হয়েছিল। ফেডারেশনবাদী সংবিধানে রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ-বণ্টন রাষ্ট্রিয়-বণ্টনের অনুরূপ করা উচিৎ। বর্তমান সংবিধানের আওতায় সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কৃত্যগুলির ক্রম-বর্দ্ধমান রাষ্ট্রিয়ভার পড়েছে প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের উপর অথচ সংবিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্য সরকারের রাজস্বের যে সব উৎস বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি মোটেই সন্তোষজনক নয়। বর্তমান সংবিধান অনুসারে যথেষ্ট সম্পদ রাজ্যগুলির আয়ত্তে নেই বলে আমরা এমনভাবে সংবিধান সংশোধনের দাবী জানাব যাতে রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত সম্পদের পরিমাণ রাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত রাষ্ট্রিয়ের অনুরূপ হয়।

চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ এবং আগামী বৎসরের আনুমানিক বরাদ্দ আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন :—

প্রারম্ভিক তহবিল (১৯৬৯-৭০) ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে উপস্থাপিত ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বরাদ্দে ২২'৬৪ কোটি টাকার প্রারম্ভিক ঘাটতি তহবিল দেখানো হয়েছিল। ঐ বৎসর ২৮ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অর্থ পরিশোধ বন্ধ রাখার কারণে প্রকৃতপক্ষে ১১৮৮ কোটি টাকার নগদ তহবিল নিয়ে বৎসর আরম্ভ হয়। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে উত্থাপিত ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বরাদ্দে দেখানো হয় ৫০'৬৭ কোটি টাকার সব মোট ঘাটতি ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত হিসাবে ২২'৬৪ কোটি টাকার ঘাটতিতে দাঁড়ায় কারণ চলতি বৎসরে পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ২১'৪৩ কোটি টাকা পাওয়া যায়। তাছাড়া পরিকল্পনা ব্যয় হ্রাস ও অতিরিক্ত কর স্থাপন করা হয়।

রাজস্ব আদায়—১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে উপস্থাপিত বাজেট বরাদ্দে ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার স্থলে চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব ব্যয়—বাজেট বরাদ্দে ২৮২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার স্থলে চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে মোট রাজস্ব খাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩'৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ১৯৭০-৭১

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র

মানভূমের জাতীয় জাগরণের দুই অষ্বিক—নিবারণ চন্দ্র ও অতুলচন্দ্র ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন সাক্ষিপ্ত তিনি মাত্র চৌদ্দ বৎসর কাল তাঁর তপস্যাপূত কর্মময় জীবন বহু ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অতিবাহিত করে দেশের মুক্তি সাধনার বেদীতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধানের পর তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী, সহমর্মী এবং উত্তর সাধকরূপে অতুলচন্দ্র আরও পঁচিশ বৎসরাধিক কাল ত্যাগ ও সাধনানিষ্ঠ সংগ্রামমুখর জীবন যাপন করে স্বাধীন ভারতে দেশ গঠনের মহান যজ্ঞে আত্ম-বিসর্জন করেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর সুখৈশ্বর্যময় জীবনের সকল সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায় বর্জন করে অনিশ্চিত সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে সপরিবারে ঝাঁপ দেন। অতুলচন্দ্রের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ তপস্যা ও নিরলস সংগ্রাম ও নির্য্যাতনের এক অখণ্ড অধ্যায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামী নায়কের ভূমিকায় তিনি অসহযোগ, আইন অমান্য, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, আগষ্ট আন্দোলন প্রভৃতি সকল জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সকল প্রকার দুঃখ ও নির্য্যাতন ভোগ করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের পর বৃটীশ সাম্রাজ্যের তোষণ নীতিতে ভারতে স্বায়ত্ব শাসনের পর প্রবর্ত্তিত হলে বহু বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে দেশ শাসনের নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হন। কিন্তু পদ ও ক্ষমতার মোহ অতুলচন্দ্রকে কখনও প্রলুব্ধ করতে পারে নি—তিনি সেই স্বল্পকালস্থায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পর্বের সময়ও গঠন-মূলক কার্য্যে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অনুষ্ঠিত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হন। প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধিদুষ্ট বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলী বিহারবাসী বঙ্গভাষীদের সম্পর্কে ঘোরতর অন্যায় ও বৈষম্যমূলক "ডোমিসাইল প্রথা" প্রয়োগ করলে—তার বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ সংগ্রামীরূপে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে দেশে যখন পর্য্যায়ক্রমে ডোমিনিয়ন স্টাটাস তথা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং পরবর্তী ধাপে দেশ-বিভাগ ও খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর্ব্ব-সুরু হয় তখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী ও কংগ্রেসী নেতৃবর্গের অধিকাংশই মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু যে কয়জন একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী পদ ও ক্ষমতার ঐশ্বর্য্য হতে দূরে থেকে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন অতুলচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরও অতুলচন্দ্রের সংগ্রামী জীবনের অধ্যায় শেষ হয় নি। সঙ্কীর্ণ দোষদুষ্ট বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলী মানভূমের মাতৃভাষা বাংলার উচ্ছেদে ও জোরপূর্ব্বক হিন্দী চালনে যে ভ্রান্ত জঙ্গী নীতি অবলম্বন করেন তার বিরুদ্ধে অতুলচন্দ্র কেবল প্রতিবাদই নয় প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যায় প্রতিকারের কোনও পথ না পেয়ে তিনি ন্যায় ও সত্যের দাবীতে নিজের অস্থি মাংস দিয়ে গড়া কংগ্রেসকেও পরিত্যাগ করে এবং স্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীতে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। মাতৃভাষা রক্ষার "টুসু সত্যাগ্রহ" ও মানভূম তথা বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলির বঙ্গভুক্তির দাবীতে সহস্রাধিক সত্যাগ্রহীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে ঐতিহাসিক "বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান" অতুলচন্দ্রের সংগ্রামী জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

ত্যাগ ও তপস্যা, সংগ্রাম ও সাধনার পথে যাঁর নিষ্ঠাপূত দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হয় সেই সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্রের পূত জীবনের পরম লগ্ন হোল কোসরা মার্চ। উননব্বই বৎসর পূর্ণ হলে এই দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশ ও দশের সেবায় নিজের সমগ্র জীবনকে বিলিয়ে দেন। তাঁর পবিত্র জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাই এবং তিনি যদিও তাঁর মহৎ কর্মের মাধ্যমে মহীয়ান ও অমরীয় হয়ে থাকবেন—তবু আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর স্মৃতি রক্ষার সাধ্যমত প্রচেষ্টা যেন ত্রুটি না করি দেশবাসীর নিকট এই প্রার্থনা।

অ

—·—

বিহারের মানভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

প্রতিকার চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকা

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লোক সেবক সংঘের সভাপতি শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, লোক সভার সদস্য শ্রীভজহরি মাকাত এবং লোক সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক শ্রীসুবোধ কুমার রায় পাটনায় বিহার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবাবুগো প্রসাদ রাই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিহারের মানভূম অঞ্চলের ঐতিহাসিক, পটভূমি, নিমর্ভি ও চাতিল্রকের ভয়াবহ অভাব, নিদারুণ খাদ্য কষ্ট; এবং কাজের অভাবে শত শত দুঃস্থ নরনারীর গ্রাম ত্যাগ বিশদ বিবরণ দান করেন। রাষ্ট্রনায়ক শাসনে রাজ্যপালকে এই অঞ্চলের পোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়েও কোনরূপ প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয় নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে সমস্ত বিষয় শোনেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় আবশ্যক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

মানভূমের এই প্রতিনিধি মণ্ডলী ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কিশাণ সভার সম্পাদক শ্রীসুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার কথা আলোচনা করেন। বিহারে নবগঠিত মন্ত্রীমণ্ডলীকে যে ছয়টি রাজনৈতিক দল সমর্থন করছেন—তাদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যতম। সুনীল বাবুর সঙ্গেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সুনীলবাবু দুর্গত ও আর্ত মানবের জন্য ত্রাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর কিশান ও মজদুর পক্ষ থেকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

—·—

পুরুলিয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং-কাম-প্রডাক্সন সেন্টার

অবিলম্বে সরকারী আয়ত্বাধীন হওয়া দরকার

পুরুলিয়ার তাঁতী হোজের পর G. E. L. চার্চের ২ একর পরিমাণ আয়তার ওপর চার্চ কর্তৃপক্ষ একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং-কাম প্রডাক্সন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গত চার বছর ধরে তাঁরা এটি বন্ধ রেখেছেন। ২ একর আয়তা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি পুরুলিয়ার মানুষের কোন কাজে লাগছে না। অথচ এখানে ২০ জন কর্মী বিভিন্ন কাজে রত ছিলেন—কোলাপ্সিবল গেট, গ্রিল, আসবাবপত্র তৈরী হোত এখানে—বাজারে বেশ সুনামও হয়েছিল।

চার্চ কর্তৃপক্ষের মতলবী আচরণ :

অথচ এই G. E. L. চার্চ কর্তৃপক্ষই ৩০।৬।৬১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে T. T. C.র পরিচালনা শেষ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এর দ্বারা তাঁরা আয়ত্তাধি স্থানীয় অনগ্রাধারণের কল্যাণের কাজে লাগাবেন। আজ বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা স্থানীয় অনগ্রাধারণের কল্যাণের জন্য মোটেই ব্যগ্র ছিলেন না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬১ সালের ২৩া জুন ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ষ্টাইফ্যাক্ট ভীমের জন্য এই আয়তাটির ওপর যে দখলী আদেশ জারী করেছিলেন, অনগ্রাধারণের কল্যাণের দোহাই দিয়ে সেই আদেশ হতে আয়তাটি হাঁচারাও জন্যেই তাঁরা ব্যগ্র হয়েছিলেন। T. T. C.র পরিচালনা একটা অনৈতিহাসিক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরিচালনার মন্ত্রই হয়ে সরকার ১৯৬৯ সালের ২৯শে আয়ুয়ারী দখলী আদেশ প্রত্যাহার করলেন, আর চার্চ কর্তৃপক্ষ ১৯৬৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর হতে কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিলেন, কর্মীদের চাকুরী খতম হয়ে গেল এই সেপ্টেম্বরের এক নোটিশে।

নোটিশেও চালাকী :

কেন্দ্রটি উঠে গেল বলে পাঁচে কর্মীদের মধ্যে অথবা অনগ্রাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তাই কেন্দ্রের পরিচালক মিঃ শল বেক্ নোটিশে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁতীও T. T. C.র পরিচালক মিঃ শোয়ার্ক এই কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু "At present he is unable to continue the work here in Purulia and he asked me to close the workshop and to terminate all the employees to 9. 9. 66.', কেবল তাই নয়, শেষকালে অসম্ভব দেওয়া হোল এই নোটিশে "Mr. Schwerk will after some months re-open Technical Training Centre, Purulia."

চালাকী ধরা পড়লো :

নোটিশের চালাকীতে চার্চ কর্তৃপক্ষ প্রায় ৩ মাস কর্মীদের ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কর্মীরা নোটিশে বিশ্বাস করে ভেবেছিলেন কেন্দ্রটি আবার চালু হবে। কিন্তু ৩ মাস অপেক্ষা করার পর তাঁরা জানতে পারলেন যে চার্চ কর্তৃপক্ষ এখানকার যন্ত্রপাতি তাঁতীর ভূ দিকে নিয়ে যাবার মতলব করেছেন। ৩০।৬।৬১ তারিখে কর্মীদের পক্ষ থেকে G. E. L. চার্চের প্রধান অফাসের কাছে কেন্দ্রটি চালু করার আবেদন জানানো হোল এবং আবেদনপত্রের অনুলিপি দেওয়া হোল আঞ্চলিক বাণিজ্য-দূতাবাসের কর্তৃপক্ষকে এবং লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষকে। প্রথম অফাস কোন জবাব দিলেন না। শ্রীযুক্ত ঘোষ স্থানীয় চার্চের Synode সকলকে বেওাবেও কেন্দ্রটিকে চিঠি দিলেন প্রকৃত ব্যাপার জানাবার জন্যে। চিঠি পেয়েই পাদ্রী কেন্দ্র তাঁতীতে ছুটলেন পরামর্শ করতে।

পরামর্শের ফল :

পাদ্রীর হোজোর চল জলো। ফলে পরিচালক Klaus Schwerk (যিনি কয়েক মাসের মধ্যেই পুরুলিয়ার কেন্দ্রটি চালু করবেন বলে নোটিশে জানা দেওয়া হয়েছিল) একজন আগাল সরকারী আর এক ট্রাক যন্ত্রা কুলি নিয়ে হাজির হলেন পুরুলিয়া হতে মেশিন, যন্ত্রপাতি, সব নিয়ে যেতে। কর্মীদের অনুরোধে ও কর্মীদের সহানুভূতির শ্রীবেনাল চট্টোপাধ্যায় বাধা দিলেন। মেশিনগুলি আবার যথাস্থানে রাখা হোল। A. D. C.র মধ্যস্থতায় ব্যবস্থা হোল ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের।

সরকারী প্রশাসনের সঙ্গেও ধাপ্পাবাজী :

২১।১০।৬১ তারিখে পুরুলিয়ার জেলাশাসকের কক্ষে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসলো। সুধাবিহার চার্চের K. S. S. এর প্রধান অধ্যক্ষ ও সদস্যবৃন্দ, ডিরেক্টার মিঃ দোয়ার্ক, পুরুলিয়ার জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অফিসার, এবং জি. টি. সি. বঙ্গ কর্মীদের পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত হলেন শ্রীশচীন মোহন চৌধুরী ও শ্রীবেনোল চট্টোপাধ্যায়। মেশিন ও যন্ত্রপাতি তাঁতীতে ফিরে দেবার প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুললেন বঙ্গ কমিটির প্রতিনিধি দুজন। ফলে শেষ পর্য্যন্ত চার্চ কর্তৃপক্ষ কথা দিলেন যে তাঁরা উচ্চতম সাগাঁরে এবং এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রটি চালু করবেন অথবা সরকারের হাতে তুলে দেবেন এবং কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতি তাঁরা তাঁতী নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না।

অথচ বৈঠক শেষ করেই তাঁরা করেকটি ছোট খাট যন্ত্রপাতি গাড়ীতে তুললেন। কেবার মধ্যে কেবলের গেট বন্ধ। সতর্ক কর্মীর দল গেট আটকে দিয়েছেন। মহকুমা শাসককে খেবানো হোল চার্চ কর্তৃপক্ষের সততার নিদর্শনটি এবং একটি আলোকচিত্র নেওয়া হোল যন্ত্রপাতি বোঝাই গাড়ীটির।

প্রতারণার তরঙ্গ :

বার্থতায় চার্চ কর্তৃপক্ষ এর পর থেকে অজস্র প্রকারধার জাল বুনে সরকারী প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার নীতি গ্রহণ করলেন। একবার তাঁরা জেলাশাসককে জানালেন যে বঙ্গকমিটির শ্রীবেনাল চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করছেন এবং বঙ্গকমিটি একটি সমবায় গঠন করছেন। কিছুদিনের মধ্যেই গঠন সম্পূর্ণ হবে এবং তাঁরা তখন ঐ সমবায়ের হাতে কেন্দ্রটি তুলে দেবেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে জানালেন যে চার্চ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি। প্রতারণার এ সব ইতিহাস জেলার শিল্প আধিকারিকের দপ্তরে আজই রয়েছে।

রক্ষাকমিটীর প্রয়াস :

বঙ্গকমিটি চেষ্টেছেন যাতে কেন্দ্রটি চালু হয়, সম্প্রদায়িক হয় এবং পুরুলিয়ার কারিগরী শিক্ষিত কর্মীদল যুবকের সংখ্যা কিছু পরিমাণে কাজ পায়। তাই চার্চ কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যখনই যোগাযোগ করে কমিটি ব্যাপারটির দ্রুতান্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিটি আজ পর্য্যন্ত চার্চ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বদুদ্ধির পরিচয় পান নি; যা পেয়েছেন তা হচ্ছে শুধুমাত্র মনোভাবের বিকৃতি, কুটকাচালে বুদ্ধির পরিচয়। সম্প্রতি এক 'কমিনের' ছদ্মবেশে এখানে এসে চার্চ কর্তৃপক্ষ আশ্বাস করেছেন যে বঙ্গকমিটি নিজেকে মুছে ফেলতে নাকি রাজী হয়েছেন। বঙ্গকমিটি তাঁদের এই দীনতার নিন্দা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে বঙ্গকমিটি চার্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করতে চান না।

কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ :

বঙ্গকমিটি ১৯৬১ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছেন। ডাইনস্টির শাসনের এ প্রচেষ্টা অবাস্তব ছিল। গত ২৪।২।৬২ তারিখে ডিস্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রী শ্রীযুক্ত ঘোষ মশাই পুরুলিয়া যেসায় আসেন। সেখানে আয়োজিত আলোচনা সভায় শ্রীবেনাল চট্টোপাধ্যায় জেলায় শিল্পের সামগ্রিক সম্ভাবনা এবং কর্মহীন যুবকদের ভিশাতারা জীবনের দুর্দিনে অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে এই টেকনিক্যাল ট্রেনিং কাম প্রডাক্সন সেণ্টারটি অবিলম্বে সরকারী আয়ত্বে আনার জন্য আবেদন জানান। মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে ইতিপূর্ব্বেই এই কেন্দ্রটির সম্পর্কে সমস্ত তথ্য শ্রীমতন চন্দ্র ঘোষ মশাইয়ের মারফৎ পাঠানো হয়েছিল। বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত একটি পত্রও তাঁকে সম্প্রতি আবার পাঠানো হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্র মোহন চৌধুরী, শ্রীমতন চৌধুরী, শ্রীসুনীল কুমার টিবী, শ্রীমতনের তুল কয়েক প্রকারির গুরীয় সদস্য বঙ্গকমিটিতে আছেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে কামনা করেন যেন একত আগাগার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রের ১২টি মেশিন এ যন্ত্রপাতি চার বছরের অবহেলিত নিষ্ক্রিয়তার পর হয়ে যাওয়ার আগে সরকার এই কেন্দ্রটি আশন আয়ত্বে এনে পুরুলিয়ার সর্বসাধারণের প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত করুন। আমরাও আশা করব যুক্তফ্রন্টের পুরুলিয়া-উন্নয়ন কর্মসূচি অনিলম্বে কার্যকর হোক এখান থেকেই।

—·—

পুরুলিয়া মেলায় গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভা

কৃষি যন্ত্রীর পৌরহিত্যে মেলায় কৃষি সম্পর্কিত আলোচনা

পুরুলিয়া জেলার সম্পদ ও সম্ভাবনা, সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিআকর্ষণের উদ্দেশ্যে যে পুরুলিয়া মেলার আয়োজন করা হয়—তার বিভিন্ন আলোচনা সভা ছিল কৃষি সম্পর্কে। পুরুলিয়া মেলায় কৃষি সংগ্রহে জেলার কৃষি কার্যের পরিচয় সূচক বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শন এবং অগ্রগতির চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। কৃষি বিভাগের ষ্টলে আধুনিক কৃষির উপায় ও উপকরণ, বৈজ্ঞানিক কৃষির পদ্ধতি, কীটনাশক ঔষধাদির ব্যবহার ও উপযোগিতা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রদর্শনির বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। কৃষির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সারের ব্যবহার ও উপযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রকার সজ্জের জন্য বিভিন্ন ধরণের সার ব্যবহার—এই সব তথ্যাদি পরিবেশনের জন্য জার্মিনাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকেও পুরুলিয়া মেলায় ষ্টল খোলা হয়। আর কৃষির আনুষঙ্গিক এবং পুরুলিয়া জেলার পক্ষে একান্ত জরুরী ভূমি সংরক্ষণ সম্পর্কিত কার্য্যাবলী সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ষ্টলে ভূমি সংরক্ষণ যোজনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। পুরুলিয়া জেলায় যে হারে ভূমি ক্ষয় বেড়ে চলেছে—তাতে ভূমি ক্ষয় নিবারণ অর্থাৎ ভূমি সংরক্ষণ কার্য্য ব্যাপক হারে সুরু করা এই জেলার স্বার্থে বিশেষ জরুরী।

এই জেলায় কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সেচের ব্যবস্থা একান্ত জরুরী এবং সেচের জন্য জলাধার নির্ম্মাণ ও পাম্পযোগে সেচের ব্যবস্থা এই জেলার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী। পুরুলিয়া মেলার দুটি বিভিন্ন ষ্টলে মেসার্স কে, নি, পাল এণ্ড সন্স ও শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ পোদ্দার বিভিন্ন প্রকার পাম্পের ব্যবহার ও উপযোগিতা প্রদর্শন করেন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাঁইথিয়ার পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য পুরুলিয়া মেলার কৃষি-আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য পুরুলিয়া আসেন। বৈকাল ৫টোর সময় তিনি পুরুলিয়া মেলায় আসেন এবং মেলার বিভিন্ন ষ্টল, বিশেষ করে কৃষি সম্পর্কিত ষ্টলগুলি পরিদর্শন করেন।

বৈকাল দুইটার সময় কৃষি আলোচনা সভা সুরু হয়। এই আলোচনা সভায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট চাষী এবং সরকারী বিশেষজ্ঞরা যোগ দেন। পুরুলিয়া মেলার পক্ষ থেকে শ্রীঅশোক চৌধুরী পুরুলিয়া মেলার উদ্দেশ্য ও এই আলোচনা সভার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম ও দীর্ঘ অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে ও প্রসারে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কার্য্যসূচির কোন্ দফার অনুসরণে পুরুলিয়া জেলা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই জেলার প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশেষ মনোযোগী ও সচেষ্ট হবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৃষি সম্পর্কিত আলোচনা সভায় প্রকাশিত ভাষণ দান প্রসঙ্গে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য বলেন—পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অনগ্রসর জেলা এবং এর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও এই জেলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কারু সন্তানের প্রতি মায়ের যেমন সর্ব্বদা বিশেষ নজর থাকে—তেমনি পুরুলিয়া জেলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও ব্যবস্থা গ্রহণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলে তিনি বলেন।

কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন যে পশ্চিম বাংলার অনেকের ধারণা এবং আমরাও শুনে আসছি যে পুরুলিয়া জেলা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও উদ্বৃত্ত এলাকা। আর সেই নীতিতেই পুরুলিয়া জেলার খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই খাদ্য সংগ্রহের নাকলোর পিছনে এই জেলার যে করুণ চিত্র রয়েছে—তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এই জেলার লোক খুবই দরিদ্র এবং ক্রয় ক্ষমতাও খুব কম। সেইজন্য এই জেলার চাষী তাদের উৎপন্ন চাল নিজেরা খেতে পায় না—নিজেদের উৎপন্ন চাল ধান বিক্রী করে নিষ্কৃষ্টতর খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে। ফলে বাজারে যে ধান চাল আমদানী হয়—খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে তাই সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং জেলার লোক নিজেরা না খেয়ে যে ধান চাল বিক্রী করতে বাধ্য হয় সেই খাদ্য শস্যের আমদানীর ফলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে পুরুলিয়া খাদ্য শস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও উদ্বৃত্ত জেলা।

কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন—বিশেষ করে পুরুলিয়ার মত জেলায় চাষের জন্য যথেষ্ট জলের দরকার। পুরুলিয়া জেলায় বৎসরে ৪০ থেকে ৪৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়—এই বৃষ্টি চাষের পক্ষে যথেষ্ট নয়—বিশেষতঃ এখানের অধিক জলধারণ ক্ষমতা খুব কম। ফলে বৃষ্টির জলে চাষের পূর্ব সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে এই জেলায় চাষের উন্নতি সম্ভব নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ—তাই সেচ সমস্যা সমাধানে বৃহৎ ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট। এইজন্য ব্যাপক হারে নলকূপ, অগভীর নলকূপ, প্রভৃতির ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু অন্য জেলার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার তুলনা চলে না—সুতরাং পুরুলিয়ার নলকূপের বিরুদ্ধ সেচের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাঃভট্টাচার্য্য জেলার বিশেষ পরিস্থিতিকে যে ধরণের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে—অনুরূপ পরিকল্পনা পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রেও বিশেষ সঙ্গে প্রস্তাব করার কথা উপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষি মন্ত্রী বলেন যে, চাষীদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের দায়িত্বের অতিরিক্ত অর্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করে আনতে হবে। ভোজ্যতৈল, তুলা, লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রভৃতির দ্বারা জলসেচ ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সবের দ্বারিত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করতে হবে। কৃষি মন্ত্রী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তে থাকা এই জেলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে—কৃষি ব্যবস্থায় নানা বৈজ্ঞানিক প্রথা দ্বারা উন্নতি সাধিত হচ্ছে—সেই সব পদ্ধতি পুরুলিয়া জেলাতেও প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই জেলার চাষবাসের ব্যবস্থা ও ধারার পরিবর্তন হবে। চাষীদের এই বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রণী হতে হবে এবং সরকার থেকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হবে।

গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভা

২৩শে ফেব্রুয়ারী বৈকালে পুরুলিয়া মেলায় আলোচনা সভার বিষয় ছিল—গান্ধী-লেনিন। মানব-মুক্তি সাধনায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—এই দুই যুগমানবের দর্শন, রাজনৈতিক কর্মধারা, জীবনী পর্য্যালোচনার জন্য গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই দুই মহাপুরুষের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান সারা বিশ্বে চলছে। এই উপলক্ষে পুরুলিয়া মেলার আয়োজিত গান্ধী মণ্ডপ ও লেনিন মণ্ডপ সকল দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলার প্রধান তোরণের সম্মুখে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত গান্ধী-মণ্ডপ ও তৎপার্শ্বে লেনিন মণ্ডপ সমগ্র মেলার বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করে।

পুরুলিয়া মেলার গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট গান্ধীবাদী সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। গান্ধীবাদী দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

গান্ধীবাদ ও লেনিনবাদের তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য বলেন—"গান্ধী ও লেনিন—এই দুটি নাম আজ বিশ্বের আজ প্রচার সঙ্গে স্মরণ করছে—তারপর এই দুই যুগ পুরুষ ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। সরকারী ভাবে গান্ধী জন্মশত বার্ষিকীর কাজ শেষ হয়েছে এবং লেনিন জন্ম শতবার্ষিকীর কাজ সুরু হচ্ছে। ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম এবং মহামতি লেনিন জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল।"

ডাঃ ভট্টাচার্য্য আরও বলেন—"গান্ধী ও লেনিন এই দুই যুগপুরুষের মত ও পথের শত সার্থক্য সত্ত্বেও এঁদের দুজনের মধ্যে মিলও আছে বিরাট। এঁরা যে চক্ষে বিশ্বকে দেখেছেন—নিজের দৃষ্টিকে যে আলোর সন্ধান পেয়েছেন সেই পথে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে গেছেন সংগ্রাম ও আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ করেছেন ত্যাগ ও সাধনার মহান লীলায়। তাই বলে তাঁরা মরণোত্তীর্ণ ছিলেন—এই কথা মনে করাও ভুল হবে। স্থানিক, কালিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এঁদের জীবন ও বাণী প্রতিফলিত করে সেই আলোকে এঁদের বিচার করতে হবে।

"১৯১৭ সালে জার শাসিত রাশিয়ার লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সংঘটিত করার কিছু পরে বৃটীশ শাসিত ভারতে মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এঁদের দুজনের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও ঐ আন্দোলনের ধারার বিভিন্নতার সঙ্গেকে তাঁদের দার্শনিক মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, জৈন ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি গান্ধী-মানসকে যেমন নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছে, তেমনি ইউরোপীয় জড়বাদের উপর ভিত্তিতে মধ্যযুগের বস্তুবাদের দার্শনিক প্রত্যয়ের পরিবেশে লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। গান্ধীজী মানব মুক্তির কথা ভেবেছিলেন—এবং পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী লেনিনের সমভাবাপন্ন ছিলেন না। অকৃষিকে লেনিন পরনী তার শাসনতন্ত্র থেকে মুক্তির সংগ্রামে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—কিন্তু তিনি মনে করতেন যে তার শাসনের উচ্ছেদই শেষ কথা নয়—মেহনতী মানুষ যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা কি করে পাই তে দেওয়া যায়—সমাজব্যবস্থা কিভাবে স্থাপন করা যায় সে চেষ্টার তাঁর ছিল। অন্য এটা স্বীকার করেছেন যে যে অর্থে জাতীয় ভারতের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র স্থাপনের কথা আসতেই পারে না। তখন গান্ধীজীকে বৃহত্তর ভারতের গণ-আন্দোলনকে সংগঠন ও নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। সুতরাং এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে গান্ধী বড় না লেনিন বড় এই বিচার করতে যাওয়া মানসিক মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হবে।

আর্থীয় মতে রাষ্ট্র হোল শোষণ-পীড়নের যন্ত্র। সুতরাং বিপ্লব মানে রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তর কেবল নয়—রাষ্ট্র ব্যবস্থার চূড়ান্ত করে নূতন রাষ্ট্রীয় গড়ে তোলা। সুতরাং রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করা লেনিনের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু গান্ধীজী এইরূপ ক্ষমতা অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন না—এমন বিশ্বাস আজও নেওয়া হয় এই ছিল তাঁর মতবাদ। সুতরাং শ্রেণীতে শ্রেণীতে মিলন ঘটিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তরই ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

গুরু শিষ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীধাওয়ানের মনোজ্ঞ ভাষণ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীসত্য নারায়ণ ধাওয়ান এবং শ্রীমতী ধাওয়ান গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া আসেন। বৈকাল ৪ ঘটিকায় তাঁদের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে মাল্য ভূষিত করা হয় এবং সঙ্গীত রাজ্যপাল-কে নিকেতিত করা মন্দির, সারদা মন্দির (আর্ট গ্যালারী), মিউজিয়াম প্রভৃতি পরিদর্শন করানো হয়।

বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেলুড় মঠের পর "বীর সেনানীর বিবেকানন্দ" এই উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয় এবং বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ স্বাগত সম্ভাষণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। তাঁরপর কয়েকটি ভজন ও সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী আবৃত্তির পর শ্রীমতী ধাওয়ান পুরস্কার বিতরণ করেন। গত বৎসর দুর্ঘটনায় বিদ্যাপীঠের যে ছাত্রদের ছাত্রের পোড়নীয় মৃত্যু হয় ত দের স্মরণে এই বৎসর ছয়টি নিল্ প্রস্কার দেওয়া হয়। শ্রীমতী ধাওয়ান সংক্ষিপ্ত ভাষণে ছাত্রদের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতিত্ব ও সব ধার প্রশ্নে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীসত্য নারায়ণ ধাওয়ান বলেন—"বিদ্যাপীঠের এই পরিবেশে অনুষ্ঠানগুলি দেখবার সময় আমার মন সুদূর অতীতের দিকে চলে যায় এবং প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে। ঐ তক্ষশিলাতে ভারতবর্ষের এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এসে দর্শন, অর্থ-নীতি, ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতো। বিদ্যাপীঠের সম্পাদক মহারাজ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষুদ্রাকারে ভারত (India in miniature) বলে যে আখ্যা দিয়েছেন—তা খুবই সত্য ও সমীচিন বলে আমি মনে করি এবং ছাত্রদের এই বাস্তবিক প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে অনুরোধ করি।"

বিশেষভাবে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে রাজ্যপাল প্রশ্ন করেন—"কিসের ভিত্তিতে তোমরা নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দাও এবং কোন্ মাপকাঠিতে তোমরা নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করো? জাপানী ইতালী বা স্পেনের মত তোমাদের কোনও একটি সাধারণ ভাষা নেই—একটি সাধারণ ধর্ম্ম নেই বা একটি সাধারণ জাতি নেই। তবে কোন্ বন্ধনে এই বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠি, ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও জাতি গোষ্ঠিকে আবদ্ধ করে ভারতবর্ষ একটা দেশ ও ভারতবাসী একটা জাতি হয়েছে সেটা তোমাদের ভালভাবে জানতে ও বুঝতে হবে।"

এই প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন—"বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাই ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং যুগ যুগ ধরে সমগ্র ভারতকে এক বন্ধনে যে সুত্রটি আবদ্ধ করে রেখেছে—সেটা হোল ভারতীয় ঐতিহ্য (tra-dition)। তাই আমাদের কোনও এক সাধারণ ভাষা নেই বলে যে কোনও একটি ভাষাকে সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা রূপে আখ্যা দিয়ে অন্য সকল ভাষা-ভাষীদের উপর চাপানো হবে—এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি এবং এর দ্বারা অনেকের সংকীর্ণ গণ্ডি উঠবে না—বরং বিপরীত হবে। কারণ গায়ের জোরে ভাষা সৃষ্টি হয় না। আমরা নিজেরা প্রকাশ করবার জন্য যা বলি—সেটাই আমাদের ভাষা।

"ভাষার মতই ভারতে ধর্ম্মেরও বিভিন্নতা আছে। প্রকৃত পক্ষে আমরা পৃথিবীতে যত রকমের ধর্ম্ম আছে—তার চেয়ে বেশী প্রকারের ধর্ম্ম একা ভারতবর্ষেই আছে। এটাই আমাদের গৌরব। আমরা আমাদের বিশাল মতে যে কোনও ধর্ম্ম অবলম্বন ও ধর্ম্মচরণ পোষণ করতে পারি রামায়ন বা মহাভারতে এমন একটি কোনও দৃষ্টান্ত নেই যেখানে ভিন্ন ধর্ম্ম-মত পোষণ করার জন্য কারো উপর নির্যাতন হয়েছে। খুব বুদ্ধদের বের বা ধর্মে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু হিন্দুরা তাঁকেও নবম অবতার রূপে জ্ঞান করে। এই হোল ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরা। ভারতের কোনও সাধারণ ধর্ম বা ভাষা নেই। খৃষ্ট বা মহম্মদের অন্তত বহু বহু বৎসর পূর্বে বেদের সৃষ্টি। জাতির (race) দিক থেকেও আমরা বিশ্বের কোনও জাতি গোষ্ঠী ভুক্ত নই। এখানে আর্য্য, দ্রাবিড়, কোলেরিয়ন, নেগ্রোইড প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মিলন ঘটেছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষার পুষ্পোদ্যান বলা চলে।"

রাজ্যপাল আরও বলেন—"শঙ্করাচার্য্য ছিলেন ভারতের ঋষিতুল্য প্রাজ্ঞ কেরলের সন্তান। তিনি ধর্ম্মসংঘ এক বিপ্লব এনেছিলেন এবং ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করছিলেন। কয়েক শতাব্দী পরে ভারতের পূর্ব প্রান্ত বাংলা দেশের সন্তান যুগপুরুষ বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্য্যের উত্তর মাধক রূপে ধর্মসংঘের এক বিপ্লবি আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এইভাবে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাধনার পরম্পরা বা ঐতিহ্য আত্ম-প্রকাশ করেছে।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ব সংবাদ

লাওসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির ফলে ইন্দোচীনকে যে নিরপেক্ষ অঞ্চল রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়, তার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের সময় যেখানে স্বাধীনতাকামী, আন্তর্জাতিকতাবাদী ও কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত হয় পাথেট লাও বাহিনী। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তারা উত্তর অঞ্চলে দুটি প্রদেশ দখল করে নেয়। ১৯৫৪ সালের চুক্তির সর্ত্ত বলে হয়েছিল যে পাথেট লাও বাহিনী জাতীয় সেনা-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তাদের নেতাদের নিয়ে লাওসে কোয়ালিশন সরকার স্থাপিত হবে। শান্তিপূর্ণভাবে ঐ কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৮ সালের নির্ব্বাচনে পাথেট লাও দলের রাজনৈতিক শাখা বিপুল সাফল্য অর্জ্জন করে। তারপর থেকেই আরম্ভ হয় সোসম ল এবং আমেরিকা লাওসকে হাই ৎ আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুভঙ্করভূয়া পরকাগ্য করতে বাধা হন। পাথেট লাওদের বিরুদ্ধে হুরুনীতি আরম্ভ করন নতুন সরকার, ফলে তারা আবার বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে সামরিক তৎপরতার প্রস্তুত হোল।

১৯৬০ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর আবার সামরিকভাবে শুভঙ্কর ভূয়ার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারপর পরক ঘটিতে মার্কিন প্রপ্রভাবিত নোমাভন ভিয়েন্তিয়ান শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৬২ সালে জেনেভায় আবার চৌদ্দ শক্তির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তারই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লাওসে শুভঙ্করভূয়া, পাথেটলাও দলের নেতা সুভন্ন ভ এবং নোমাভনকে নিয়ে এক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল। কিন্তু এও স্থায়ী হোল না। কিছু কালের মধ্যেই পাথেট লাওদের সঙ্গে বিরোধ বাধল এবং শুভঙ্কর ভূয়ার অধীনে আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পাথেতলাও বাহিনী আবার যুদ্ধ আরম্ভ করল। সরকার পক্ষের মতে পাথেট লাও এর হাতে যুদ্ধ করছে উত্তর ভিয়েতনামী বৈন্যরা। জানিক কর্তৃপক্ষ এর বিরোধীতা করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁদের কোন সৈন্য লাওসে নেই। সম্প্রতি পাথেট লাও সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে 'হোমবরাজান' অধিকার করেছে। সরকার পক্ষের জেনারেল রাখিকুনের নেতৃত্বে তেড় হাজার সৈন্য ঐ সমরভূমি রক্ষা করছিল। তাদের এক-তৃতীয়াংশের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই সব কারণে লাওস সমস্যা আবার জটিল আকার ধারণ করছে। পাথেট লাও দল বলেন যে আমেরিকা যদি লাওসের ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাতে প্রস্তুত। মার্কিন জনমতও লাওসের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত। তারা আবেকটি ভিয়েৎনামের সৃষ্টিতে আপত্তি জানিয়েছে। লাওসের সমস্যমিতে যুদ্ধ আবার আরম্ভ হওয়ায় ভারতও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

"যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে প্রস্তুত" প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘোষণা

যুগোস্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোর সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত এক ভোজ সভায় প্রেসিডেন্ট নাসের ইস্রায়েলকে সতর্ক করে বলেছেন যে মিশর আগ্রাসনের বা হামলুলক কাজে ভীত নয়, এবং তারা চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন মিশর শান্তি চায়। কিন্তু শান্তি ও স্বাধীনতার সঙ্গে যুদ্ধ চাইতে এবং আমরা অবশ্য মুখ এই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে প্রস্তুত।

ভারত-পাক সেক্টর কমাণ্ডার বৈঠক

ভারত এবং পাকিস্তানের সেক্টর কমাণ্ডার যথাক্রমে শ্রীচি, সে, সেন এবং লেঃ জেনারেল টি, কোরেশী সীমান্তে অবস্থিত ফুলবাড়ীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানীদের অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে ঐ বৈঠকে আলোচনা হয়। শ্রী সেন জানিয়েছেন যে সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানীরা কয়েকবার সশস্ত্র ডাকাতি এবং সন্ত্রাসি সন্ত চুরি করেছে।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় ভারত-পাক সীমান্ত চিহ্নিত করণের জন্য কর্ম্মচারীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বৎসরের বাজেট

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রাজস্ব আদায়—১৯৭০-৭১ সালের আনুমানিক বাজেট বরাদ্দে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৭৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা; ১৯৬৯-৭০ সালে সংশোধিত বরাদ্দে এই টাকার পরিমাণ ২৬৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। সর্ব্ব মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ১০ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব ব্যয়—১৯৭০-৭১ সালে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের বাজেট বরাদ্দ ধরা হোল ২৮৫ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা; ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত হিসাবে এর পরিমাণ ২৬৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। হ্রাসের পরিমাণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

ঋণ ও অন্যান্য খাতে—কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য স্বয়ং শাসিত সংস্থা থেকে ১৯৭০-৭১ সালে প্রাপ্যরূপ ঋণের অনুমিত হিসাব ৫১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বরাদ্দে এর পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ ৬ কোটী ১ লক্ষ টাকা।

মূলধনী ব্যয়—১৯৭০-৭১ সালে মূলধনী ব্যয় বাবদ বাজেটে বরাদ্দ মোট ২৯ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বরাদ্দে এর পরিমাণ ধরা হয় ২৯ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা।

১৯৭০-৭১ সালে মূলধনী ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলি—

১) "জমিদারী প্রথা বন্ধের ফলে জমিদার প্রভৃতিকে ক্ষতিপূরণ দান" খাতে ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা।

২) প্রধানতঃ বীজ ধান্যের উন্নয়ন, উত্তোলন মূলক সেচ ও গভীর নলকূপের জন্য" কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণা পরিকল্পনাগুলিতে মূলধনী বিনিয়োগ খাতে ধরা হয়েছে—২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা।

৩) প্রধানতঃ এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, সমবায় সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ও শিল্প সংস্থাগুলিতে শেয়ারে মূলধন বিনিয়োগের জন্য "শিল্প ও অর্থনীতি উন্নয়ন মূলধন বিনিয়োগ" খাতে ধরা হয়েছে—১ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা।

৪) মধুমতী ও কংসাবতী নদী প্রকল্পগুলির জন্য "বহুমুখী নদী পরিকল্পনা সমূহে মূলধন বিনিয়োগ" খাতে ধরা হয়েছে—২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

৫) "বহুমুখী নদী পরিকল্পনা সমূহে মূলধন বিনিয়োগ রাজ্যের উপকারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে—৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা।

৬) বিভিন্ন সেচ ও নিকাশী প্রকল্পের জন্য "নদ, নৌ-পরিবহণ, বাঁধ নির্মাণ কাজ (বাণিজ্যিক)" খাতে ধরা হয়েছে—৬৩ লক্ষ টাকা।

৭) "পূর্ত্তকাজে মূলধন বিনিয়োগ" খাতে রাজ্যের সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে—৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা।

৮) বিভিন্ন পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজের জন্য "পূর্ত্ত কাজে মূলধন বিনিয়োগ" খাতে রাখা হয়েছে ৩ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা।

৯) শিল্প সংস্থাগুলির গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পে সহায়তা বাবদ রাখা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারীদের ভাড়া দেওয়া বাড়ী নির্ম্মাণ-প্রকল্পের জন্য রাখা হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা।

১০) লবন হ্রদ পরিকল্পার পরিকল্পে ব্যয় করা হবে ৩ কোটী টাকা।

১১) বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পে ব্যয় করা হবে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

১২) অন্যান্য খাতে মূলধন বিনিয়োগ—"উন্নয়নের অন্যান্য ব্যয়" খাতে পরিকল্পগুলির জন্য রাখা হয়েছে—৭২ লক্ষ টাকা।

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয় কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ

৯, পঞ্চানন তলা লেন

কলিকাতা—১২

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল উপস্থাপিত

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটা অমুহার তারিখের আখ্যান নেয়েছে। আজকে যদি কোন কারণে এই বিলের পাশ করার পথে ব্যাঘাত হয়, তাহলে বাংলা দেশ তা ক্ষমা করবে না; বাংলা দেশের অনসাধারণ তা ক্ষমা করবে না। দেশের স্বাধীনতা আসার পরে এই প্রথম দেশের জনসাধারণ, বাংলা দেশের জনসাধারণকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের বাংলা দেশের জনসাধারণের জন্য সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে এই পঞ্চায়েৎ বিল এবং এর যারা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ও দারিদ্র জনসাধারণকে দেবার ব্যবস্থা করা। সুতরাং আমি এই সংসদে আজ সকলের সাবধান করে দিচ্ছি, যে কোন পরিস্থিতি হোক না কেন যুক্তফ্রন্টকে আমাদের হাথকে ধরে, রেখে এই বিল পাশ করতে হবে এবং বাংলা দেশে এই আইনকে কার্যকরী করে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক যে কাঠামো সেটাকে সফল করতে হবে। এর যদি অন্যথা হয়, তাহলে যারা যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য তারই বসেন তাদের আমরা বাংলার জনজীবন থেকে দূরে ঠেলে দেবো। এই বিলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরে নির্ব্বাচন। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যারা ভোট দাতা (Voter) তাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি আগে ত্রিস্তরী (3 tier)-এর কথা বলেছিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিস্থিতি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ব্লক পর্য্যায়ে একটা ব্লক সমিতি রাখতে হবে। তার প্রধান কাজ হবে যে সেই অঞ্চল পঞ্চায়েৎগুলির প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়ে গঠিত ব্লক পর্য্যায়ে পঞ্চায়েৎ কমিটিগুলির মারফৎ উন্নয়ন কার্য্য করা। পঞ্চায়েতে সরকারী অনুদান ও বণ্টন করার জন্য এ ব্লক একটা সমিতির প্রয়োজন সকলেই অনুভব করছে। গ্রাম অঞ্চল এবং জেলা পরিষদ পর্য্যায়ে সমস্তই প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা গঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিষ এই আইনের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে (Audit) ব্যাপার। আমাদের পুরোনো পঞ্চায়েৎ আইনে অডিটের ব্যাপার ছিল কিন্তু এতে আবার নতুন অধ্যায় (Chapter) করে হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুরুকাল অনৈক সদস্য আমার নাম করেন এবং পঞ্চায়েতের কথা বলে একটা মন্তব্য করেছিলেন। কো-অপারেটিভ বিল আলোচনা-কালে এই মর্ম্মে মন্তব্য ও অভিযোগ করেন যে, পঞ্চায়েতগুলিতে দুর্নীতি আছে। আমি নাকি জেলা পরিষদগুলি বাতিল করার ব্যবস্থা করছি। আমি যেখানে চাই যে এর মধ্যে ব্যাপার কি আছে। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার এখানে প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ অনৈক মাননীয় সদস্য কোন অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে বলেন, ১২ হাজার টাকা তছরুপ করেছে। কি আপনারা সকলেই চাকরি জেলা পরিষদ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও পুরুলিয়ার কথা জানেন। বাঁকুড়াতে ২ লক্ষ ৭ হাজার ৭০০ টাকা, মেদিনীপুরের ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৩৭ টাকা, ২৪ পরগণার ৮৭ হাজার ৪২৩ টাকা ও পুরুলিয়া জেলা পরিষদের ১৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৫ টাকার কোন হিসাব ছিল না। সেজন্য ১৯৬৯ সালে স্পেশাল অডিসার্স নিয়োগ করে এই সমস্ত হিসাবগুলি পরীক্ষা করা হয়, তার পর এদের উপর Supersession এর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়।

এই যে টাকা, এই টাকা কিন্তু সরকার থেকে প্রকৃত বিলিফের জন্য টাকা, আর্ত্তত্রাণের জন্য টাকা। নির্বিবাদে এই টাকাগুলি লোপাট হয়ে গেছে। সুতরাং এই দিক থেকে যদি রাজনীতিগত দুর্নীতির অভিযোগ আনা যায় তাহলে সেটা কিছু অন্যায় হবে না। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা পঞ্চায়েৎ আইনের মধ্যে বিশদ ডিটেলস এর মধ্যে যাচ্ছি না, তার কারণ সেগুলি ক্রস বাই ক্রস যখন আলোচনা হবে তখন দেখা যাবে, কিন্তু এই সম্বন্ধে সকলেই জানতে উৎসুক করে রয়েছেন। পঞ্চায়েৎ বিভাগের গ্রাম পঞ্চায়েৎ থেকে আরম্ভ করে জেলা পরিষদ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছেন তাদের সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং এই সম্বন্ধে আমরা মনেও ভেবেছি। চৌকিদারদের সম্বন্ধে, পঞ্চায়েৎ সচিবদের সম্বন্ধে বিলে কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সে কমিশনও কিছু রেকমেণ্ড করেছেন। বাকী অন্যান্য যে সমস্ত পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদের কর্ম্মচারীরা আছেন বা আঞ্চলিক পরিষদের কর্মচারী আছেন, তাদের চাকরীর নিরাপত্তা যাতে থাকে সেজন্য আমরা ব্যবস্থা নিশ্চই করবো—এটা ফর ইনফরমেশন এই হাউসকে দিচ্ছি। এখন পঞ্চায়েতের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষ করে বাংলা দেশে (এ ভেবেন: তবিনি কি গভর্ণমেণ্ট থাকবে?) গভর্ণমেণ্ট যাবে না, যুক্তফ্রন্ট থাকবে—পঞ্চায়েতের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থা মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই যে গ্রামে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত শোষিত জনসাধারণ এতদিন পর্য্যন্ত শোষিত নিপীড়িত হয়ে রয়েছে তাদের জীবনে জীবন সঞ্চার করা। এর একটা লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, এই আইন এই যে গণসাক্ষর ব্যবস্থা এটা means emancipation of million of skeletons. ইংরাজ ২০০ বছর ধরে যা করে রেখেছে এবং কংগ্রেস ২৩ বছর ধরে যা করে রেখেছে মিলিয়ন স্কেলটন সমস্ত দেশে তৈরী করে রেখেছে।

It denotes a condition of things when the dumb and lame millions will speak and walk. এখন আজকে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা বিশেষ যারা তারা সব নিচুরে উঠছে। গ্রামের জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে পড়ে আছে শুধু তাই নয়—সাক্ষিত নিপীড়িত তাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, সামান্য পশুত্বের মূল্য পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি তাদের। তার কারণ হচ্ছে এই যে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে রেল, যে ব্যবস্থা করতে চাওয়া গেছে, তাতে সমস্ত বি-একনাড়িত সমস্ত কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট সম্প্রদায় যারা পুঁজিপতি, জোতদার, অমিদারশ্রেণী এবং তাদের আশ্রিত যারা তারা বড়ই চঞ্চল হয়ে পড়েছে, অস্থির হয়ে পড়েছে। এই পঞ্চায়েৎ যদি তার জন্মদেখা নেয়, তাহলে বাংলার গ্রাম দেশ থেকে এই বাংলার নিপীড়িত জনসাধারণ, শোষিত জনসাধারণ, এই কায়েমী স্বার্থকে সমূলে উৎখাত করবে। সেই উদ্দেশ্যে এই পঞ্চায়েৎ বিল এবং এই পঞ্চায়েৎ বিলের জনদেখা অধিত হয়েছে। এই পঞ্চায়েৎ বিলের সঙ্গে সমিতাদের সমন্বয়ের প্রশ্নকে বাস্তবে পরিণত করা। গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে চেষ্টা করে আসছে যে জনসাধারণকে spoon feeding করে রাখবো। কিন্তু এই বিলের মধ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে আমি বলছি এই কথা যে, জনসাধারণকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের বলা হচ্ছে যে এই দায়িত্ব এবং ক্ষমতা নিয়ে তোমরা নিজেদের ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে করে তোল। গান্ধীজী বলতেন যে, People should be thrown on their own resources. Democracy should not result in making them helpless.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দেশে এই পঞ্চায়েতের আইন চালু হলে পরে যদি আমরা এই কে implement করতে পারি—implement করবোই, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে বাংলা দেশের পরিস্থিতি পরিবর্ত্তিত হবে। একটা গভর্ণমেণ্ট কখনো সমস্ত দিক দিয়ে লোককে সাহায্য করতে পারে না—লোকের মধ্যে incentive ও initiative যদি তৈরী না হয়। আমাদের বাংলা দেশে, ভারতবর্ষের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, যে লক্ষ লক্ষ idle man power রয়েছে, সেই idle man power-কে যদি আমরা সত্যিকারের সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে কখনই দেশের যে অনসাধারণ, তাদের অন্য asset তৈরী করতে আমরা পারবো না। এটা সাধারণ অর্থনৈতিক মূল কথা যে, মানুষের পরিশ্রম প্রকৃতির সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হলে তার দ্বারা মূল্য সৃষ্টি হয়। গত ২১ বছর ধরে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে যে লক্ষ লক্ষ idle man power করে রেখেছে সেই idle man power কে সুপরিকল্পিতভাবে asset সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করতে পারে নি। সেজন্য আজকে আমরা দেখছি দেশের কোথাও কিছু করতে আমরা পারছি না। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এটা করা হবে, এটা কল্পনা বা vision নয়, আজকে যেটা আমরা হাতে-নাতে বলে মনে করছি তাকে দেখছি সেটা প্রকৃত বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। দেশের দিকে সবাই অবহিত

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539(P)

হতে হবে যে আমাদের গ্রামে গ্রামে যে idle man power রয়েছে তাদের একদিকে সংগঠনের মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের মুখাবোধ নিজেদের সম্বন্ধে তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিয়ে সেটা প্রতিষ্ঠা করা, আর এক দিক দিয়ে তাদের কেরাসিনে যে idle man power রয়েছে সেগুলিকে সত্যিকারের সংগঠনের মধ্য দিয়ে কি করে আমরা সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারি তার জন্য চেষ্টা করা এবং সেটা করতেই হবে। আমরা কংগ্রেসের শাসনে কেবল এদের দুর্গতি বাড়িয়ে গেছি এবং দুর্গতি দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের উপর তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিয়ে তাদের পিছনে সরকার তাদের সমস্ত সাহায্য নিয়ে সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের নিজেদের সম্পদ সৃষ্টি করতে নিজেদের ব্যবস্থা করতে তাদের সাহায্য করবে। আমরা এই তিনিমটা এখনও পর্য্যন্ত করতে সুরু করিনি, আজকে আমরা সেটা সুরু করতে চাই এবং পঞ্চায়েত আইন যেভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যদি আমরা সেদিকে লক্ষ্য রেখে এক প্রয়োগ করতে পারি জনসাধারণের মধ্যে তাহলে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশে একটা নতুন ভিত্তি স্থাপন করতে পারবো। সেটা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তি—জনসাধারণের ভিত্তি people যাদের বলি, তাদের ভিত্তি এবং সেটা ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। এর পিছনে শুধু আইন পাশ করলে হবে না। আমাদের সকলের সমবেত শক্তি দিয়ে যেমন করে একখানা ইটের উপর আরেকখানা ইট দিয়ে প্রাসাদ তৈরী হয়, তেমনিভাবে এটা তৈরী করতে হবে। এর সঙ্গে আরো একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ, সেটা হচ্ছে বিরাট ডেভেলপমেন্ট—সেটা will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when abused. আজকে আমাদের কেন্দ্রে বা ষ্টেটে যে কোন গভর্ণমেণ্ট থাকুক না কেন সেই গভর্ণমেণ্ট যদি তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহলে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতগুলি সেই ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের resist করবার যে capacity সেটা বাড়িয়ে তুলবে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শক্তি সেখানে হবে।

এই কথা বুঝবার মতো অবস্থা আপনাদের নেই। আমি এই বিধানসভার মাধ্যমে সমস্ত পশ্চিম বাংলার সৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে 'আমি মুখ্যমন্ত্রী বলবো না' সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পথে জনসাধারণের কৌন রচনা করবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যুক্তফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট এখানে পঞ্চায়েত বিলের মাধ্যমে পঞ্চায়েত আইন রচনা করছেন। ভারতবর্ষের যতগুলি ষ্টেট পঞ্চায়েত আইন করেছে আমাদের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত পঞ্চায়েত আইন হয়েছে, এই রকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোথাও কেউ গ্রহণ করেন নি। সমস্ত ভারতবর্ষ আইন করেছে জনসাধারণ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের ভিত্তি দিয়ে, কিন্তু আপনাদের সামনে যে পঞ্চায়েত আইন উপস্থিত করছি তার মূল ভিত্তি হচ্ছে জনসাধারণের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রিয়ে। আজকে ক্ষমতা আমরা তাদের দিতে যাচ্ছি না? তাদের যে ক্ষমতা রয়েছে তারই আমরা সাহায্য করতে যাচ্ছি। তার কারণ, সত্যিকার people. জনসাধারণ তারা ক্ষমতার জন্য বসে থাকবে না, আজ কেউ কাল কেউ, তারা ক্ষমতা কেড়ে নেবে যদি তার মূল্য আজকে স্বীকার করে না নেওয়া যায়। সুতরাং একটি দিয়ে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এই উদ্দেশ্যেই কাজ করতেই হবে।

বর্তমান সময় দেশে যে পরিস্থিতি চলেছে তাতে আমাদের মনে হতে পারে যে, এটা কী সঙ্কটময় ব্যাপার হবে? এটা খুব স্বাভাবিক সত্য কথা যে, যুক্তফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে এতকাল যে একটা পাথর চাপার বন্ধন ছিল, সেটা বিলিজ হয়েছে, সেসব কোথাও কোথাও excess হচ্ছে। কিন্তু তাতে আমাদের নিরাশ হবার কিছু নেই বা তাতে আমাদের আশঙ্কা করবার কিছু নেই। এরকম একটা অবস্থা লক্ষ্য করে কোন এক মহাপুরুষ বলেছিলেন—What is happening is this: with the end of the slavery and the dawn of their independence, independence of the masses and the independence of the people, all the weaknesses of Society are bound to come to surface. I do not see any reason to be unnecessarily upset by it. If we keep our balance at such a time every tangle will be solved. As far as the economic question is concerned, it has to be solved in any way.

জনসাধারণ যে কৃতদাস ছিল, সেই কৃতদাসত্ব থেকে মুক্তির আস্বাদ তারা পাচ্ছে, এটা সত্যি কথা। ইংরেজ আমলে, কংগ্রেস আমলে স্বাধীনতা এবং মুক্তির স্বাদ তারা পেয়েছিল? যারা জনসাধারণকে শোষণ করে, যে শোষণের অস্তিত্বের উপর যাদের অস্তিত্ব ছিল, তারাই মুক্তির স্বাদ পেয়েছে শুধু তাই নয়, দেশে যারা শোষণকারী তারাই মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আজ যুক্তফ্রন্টের আমলে জনসাধারণের যে জাগরিত হয়েছে, পুঁজিপতিদের যে কায়েমীস্বার্থের গ্রেড, দেশে যারা শোষণ করে তাদের গ্রেড তা দূর হয়ে এখন বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে এ পুঁজিপতির কারখানায় যে মজুরী করছে সেটা তো গ্রেড, আজকে তারা সেখানে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। আজকে এই দিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুধু তাই নয়, মাননীয় সভাপাল মহাশয়, I am urging everybody —যে, এই পঞ্চায়েত আইন এটা আজকে দেশের লোকের সামনে—দেশের নিপীড়িত শোষিত জনসাধারণ—তাদের সামনে আজকে dawn of independence নিয়ে আসছে—আজকে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আপনারা তৈরী হোন।

—:—

শিক্ষক চাই

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সিনিয়র বেসিক বিভাগের ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষক (বি, এ, পি, ডি, বি, টি) প্রয়োজন।

অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সেক্রেটারী
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পো: মাঝিহিড়া
(পুরুলিয়া)

Wanted

An assistant teacher (Hons)/M. Sc. in Physics or Chemistry preferred trained and experienced for a permanent vacancy. Those intending candidates should appear for an interview in the school office with certificates and testimonials on 14.3.70 at 2 P. M. Pay according to grant-in-aid rules. No T. A. will be given for the journey.

Secretary,
Moutorh M. S. High School
P. O. Moutorh.
Dist.—Purulia

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৺বঙ্কেশ্বরম
৺গীর নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্ভিত্ত জাগ্রত
প্রাপ্তবয়স্ক
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক— অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

সোমবার, ১৬ই মার্চ '৭০
২রা চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.,, সডাক—৭,
নগদ—১৫ পয়সা



যুক্তফ্রন্ট সরকার চরম সঙ্কটের মুখে

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত
যুক্তফ্রন্ট রক্ষার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত

চৌদ্দ শরিকের দ্বারা গঠিত যুক্তফ্রন্টে বাঙ্কড়া বাংলা কংগ্রেস ও কান্তি কমুনিষ্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ এবং রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসন মহলে ক্ষুব্ধতা তথা কথিত স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ মন্ত্রীত্ব ভঙ্গে থাকে শেষ পর্য্যন্ত তা চরম সঙ্কটের মুখে এসে পৌঁছেছে। বাংলা কংগ্রেস এই সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ১৬ই মার্চ পদত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই সঙ্কট আসের জন্য লোক সেবক সংঘের নেতা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এবং আই-এন-টি নেতা শ্রীধাবল পাল বিশেষ চেষ্টা করেন। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলও বিভিন্ন পর্য্যায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান এবং শ্রীতি, কেন্দ্রকুমারেন এস-পি অলিকাতায় এসে বাংলা কংগ্রেস ও কান্তিই কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মীমাংসার বিশেষ চেষ্টা করেন। যদ্যে তাজাশার শ্রীগাঙ্গুলির এই বিরোধের মীমাংসার চেষ্টার আরও প্রকাশ করেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা কংগ্রেসের নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়কে দিল্লী আমন্ত্রণ করে এই সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ফ্রন্টের অন্যান্য মন্ত্রীদের দিল্লীতে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

পশ্চিমবঙ্গকে চূড়ান্ত পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দ শরিকদল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটবে এবং রাজ্যের বাজেট সম্মুলীর উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাদি দানের রাজ্যপাল গ্রহণ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে এক পক্ষে মাঝিই কমুনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসু উদ্যোগী হবেন এবং অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ও উদ্যোগী হবেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট এইভাবে বিধা বিভক্ত হওয়ায় খণ্ডিত কোন ফ্রন্টেই হল নিরপেক্ষ সংখ্যা সরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব নয়—যদি না পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সমর্থন নেওয়া হয়। অন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন যদি এখন তাতির পরিবর্তন করেন—সেটা স্বতন্ত্র কথা। তবে এই অবস্থিতে যুক্তফ্রন্টে নি-পি-এম বা বাংলা কংগ্রেস যে যে কোন দলের উদ্যোগে বিকল্প মন্ত্রী সভা গঠিত হোক না কেন ফ্রন্টের দু একটি ক্ষুদ্র শরিক দল কোনও মন্ত্রীসভায় যোগদান করবেন না বলে মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের শক্তি নিম্নরূপ—

মোট সদস্য সংখ্যা ২৮০

১। মাঝিই কমুনিষ্ট পার্টি	৮০	১১। গোর্খা লীগ		৪
২। কংগ্রেস (শাসক)	৩৮	১২। সি-এস পি (বিদ্রোহী)		৪
৩। বাংলা কংগ্রেস	৩৩	১৩। সি-এস-এস		৩
৪। কমুনিষ্ট পার্টি	৩০	১৪। ওয়ার্কার্স পার্টি		২
৫। ফরোয়ার্ড ব্লক	২১	১৫। আর-পি-সি-আই		২
৬। কংগ্রেস (সংশোধন)	১৭	১৬। মাঝিই ফরোয়ার্ড ব্লক		১
৭। আর-এস-পি	১২	১৭। পি-এস-পি		১
৮। এস-এস-পি	৯	১৮। আই-এস-ডি-এফ		১
৯। এস ইউ-পি	৭	১৯। নির্দলীয়		১১
১০। লোক সেবক সংঘ	৪			

কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যায় সঙ্কট
কংগ্রেসী ও কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা ভাঙনের মুখে

কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর বিধান সভার ৭২ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের ৬১ জন সদস্য। সুতরাং কংগ্রেসের নিম্নস্থ সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক মন্ত্রী সভা আজ ভাঙনের মুখে কারণ ৩৫ জন কংগ্রেসী সদস্য কংগ্রেসের চীফ মিনিষ্টার গোলাম মহম্মদ মীরের নেতৃত্বে মুখ্য মন্ত্রী তথা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা বক্সি, জম, সাদিকের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। এই পরিস্থিতিতে যে সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে—তাকে সাম্প্রতিক মন্ত্রীসভার আসন পতন এড়াবার চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল জম্মু ও কাশ্মীর বিধান সভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন।

উড়িষ্যা

১৪০ জন সদস্য বিশিষ্ট উড়িষ্যা বিধান সভার খণ্ডিত-জন কংগ্রেস কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা দলত্যাগের ফলে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে পতনোন্মুখ হয়েছে। ৬ জন কংগ্রেস এবং ২ খণ্ডিত সদস্য কোয়ালিশন দল ত্যাগ করে নূতন দল গঠন করেছেন। এই আটজন সদস্যের দলত্যাগের ফলে কোয়ালিশন দলের শক্তি এখন কমে গেছে ৬৬ জন দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআর, এন, সিংহের ও উ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মোহন প্রধান এই কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা রক্ষার বিশেষ চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের অভিযোগ যে শাসক কংগ্রেস গোষ্ঠি উড়িষ্যা বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবার কাজে বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করায় পাঞ্জাবের মন্ত্রীগণ মন্ত্রীসভার পতন এড়াবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ে রাজ্যপাল পাঞ্জাব বিধান সভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কাল মুলতুবী করে দিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশ

উত্তর প্রদেশের শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে গঠিত চরণ সিং এর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অবাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।

মধ্য প্রদেশে

মধ্য প্রদেশেও কংগ্রেসী মন্ত্রী সভায় এক সঙ্কট সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শ্রেণীর কোর্ট মধ্য প্রদেশের লাক্ষন মুখ্য মন্ত্রী ডি, পি, মিশ্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর নির্বাচন বাতিলের আবেদন বহাল রেখেছেন এবং সেই সূত্রে মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্রা চরণ তাঁকে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২২ ধারা অনুসারে কেন নির্বাচনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না—তার কারণ দর্শাবার নোটিশ দেওয়া হোক।

—:—

সম্পাদকীয়

পরিষদীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের তৎকালীন ভাগ্য বিধাতারা গণ-পরিষদের গণ অধিবেশনে ভারতবর্ষের জন্য যে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র রচনা করলেন তাতে বিশেষ বিশেষ বিশেষণ সহকারে স্বাধীন রাষ্ট্রকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যায় ভূষিত করলেও এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে শাসনতান্ত্রিক ধারার রূপ-রেখা দেন তা হোল পরিষদীয় গণতন্ত্র। এর চেয়ে উন্নততর ও সার্থকতর গণতন্ত্রের রূপ আমাদের সংবিধান রচয়িতারা কল্পনা করতে পারেন নি। আবার এই পরিষদীয় গণতন্ত্রকে পরিচালনার জন্য যে কাঠামো বা প্রশাসনিক যন্ত্রকে তাঁরা বরণ করে নিলেন সেটা হোল বৃটীশ আমলের ঐতিহ্যস্বরূপ বহু নিন্দিত ও বহু-সমালোচিত আমলাতন্ত্রের ষ্টীল ফ্রেম। বৃটীশ আমলের এই মরীচা-ধরা আমলাতন্ত্র এখন জরাজীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় কিন্তু একে পরিবর্তন করার ক্ষমতা বা বিকল্প যন্ত্র কল্পনা করার শক্তি আমাদের নেই। সুতরাং এই মরীচা-ধরা যন্ত্র স্বাভাবিক গতিতে ভেঙ্গে চৌচীর হয়ে না পড়া পর্যন্ত আমাদের দিন গত পাপক্ষয় করে যেতে হবে।

আমরা গান্ধীবাদের আদর্শে সার্থক গণতন্ত্রের বুনিয়াদ অথবা মার্ক্সবাদের আদর্শে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি—যা কিছুই গড়ে তুলতে চাই না কেন—সেটা যেমন পরিষদীয় গণতন্ত্রের আধারে সম্ভব নয়—তেমনি আমলাতন্ত্রের দ্বারা ও নয়ই। দীর্ঘ বাইশ বৎসর ধরে গজ্জলিকা প্রবাহের মত আমরা এই পরিষদীয় গণতন্ত্রকে শাশ্বত ও সনাতন জ্ঞানে এর ভাগ্যকে আমলাতন্ত্রের মর্জ্জীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব ঝালনের আত্মতৃপ্তি লাভ করে এসেছি। আর সেই অবিবেচনা ও অক্ষমতার বিষময় ফল এখন আমরা ভোগ করছি। আজ রাজ্যে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট; কথায় কথায় দল ত্যাগ; সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ নিয়ে অমার্জ্জনীয় বিরোধ; আর এই সব সুযোগে আমলাতন্ত্রের পোয়াবারো এবং জনসাধারণের দুর্গতির অবধি নেই! সর্ব্বস্তরে এক অসহ্য পরিস্থিতি!!

দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ও শোষিত মানুষ আজ জেগে উঠছে—নিজেদের অধিকার অর্জ্জনের কথা চিন্তা করতে শিখছে —স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকারের কথা তার মনকে নাড়া দিচ্ছে; কিন্তু সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে তার দেহের ও মনের ক্ষুধার অন্ন কোথাও পাচ্ছে না। স্বভাবতঃই সে চঞ্চল ও হয়ত কিছু পরিমাণে উদ্‌ভ্রান্ত। আর জনমানসের এই পরিস্থিতি এক বিশেষ সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত। কারণ এই পরিস্থিতিতে বিপ্লব অথবা প্রতি-বিপ্লব দুই-ই সংঘটিত হতে পারে। প্রগতিশীল শক্তি যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারলে দেশকে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে নিয়ে যেতে পারে—নতুবা প্রতিক্রিয়াশীল ভায়েমী শক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেশে ফ্যাসীবাদের নিগড় রচনা করতে পারে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে পরিষদীয় গণতন্ত্রের সুশীতল ছায়ায় জার্ম্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় ও ফ্যাসীবাদের জন্ম হয়েছিল। সুতরাং আজ দেশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন —দেশ গণতন্ত্রের পথে এগুবে, না, ফ্যাসীবাদের পথে ঝুঁকবে। দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এই চ্যালেঞ্জের কিভাবে মোকাবিলা করে—তারই উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

অ, চ,

লেনিন

৭ই মার্চ ১৯৭০, শতবর্ষের আলোকে আবেষ্টিত উদ্ভাসিত- লেনিন। কার্ল মার্ক্স, এ্যাঞ্জেল আর জার্ম্মান বাদের ভাবনাকে গড়ে পিটে মূর্তি দিলেন যিনি, শোষিত মানুষের মুক্তির পথ যিনি তৈরী করলেন নিজের ত্যাগ, দুঃখবরণ ও দৃঢ় নিষ্ঠা দিয়ে, আজ ত্যাগ, দুঃখবরণ ও নিষ্ঠার অভাবের দিনে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবাধ শোষণের দিনে আমরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সেই যুগন্ধর পুরুষ লেনিনকে। মার্ক্সবাদই লেনিনবাদ—একজন চিন্তা, অপরজন কর্ম্ম। মার্ক্সবাদী লেনিন বিশ্বাস করতেন, পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনে। শোষিত মানুষের যে সংগ্রাম, সে বিবর্তনেরই একটি স্তর, বিরতি নয়। এই বিবর্তনের এখন দিন আসবে যেদিন মানুষের জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে না, তর্ক চলতে পারে পথের যাথার্থ্য নিয়ে, কিন্তু গান্ধীজীর "স্বরাজ" লক্ষ্যের সঙ্গে এইখানেই মার্ক্সবাদের মিল।

আজ কামনা করবো, লেনিনের জন্মদিনে সেই শক্তির ও বিবর্তনের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠুক মানুষের মনে। বিবর্ত্ত পরিবর্তনই একমাত্র সত্য বলেছেন কার্ল হেনরিখ মার্ক্স, বলেছেন লেনিন। চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনকে অস্বীকার করে গোঁড়ামিতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে যেন অশ্রদ্ধা দেখানো হয়, এটাই আজ কামনা করবো।

—•—

যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিকল্প সম্পর্কে
—লোকসেবক সংঘের বক্তব্য—

লোকসেবক সংঘের পক্ষে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতি জানিয়েছেন যে (১) বর্ত্তমান অবস্থায় যদি কংগ্রেসের নিরপেক্ষতায় কোন বিকল্প মন্ত্রীসভা হয়, তাহলে সংঘ নিরপেক্ষ থাকবে, কারণ রাষ্ট্রপতির শাসন অপেক্ষা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনকে সংঘ শ্রেয় মনে করে। (২) যদি কংগ্রেসের সমর্থন গ্রহণে বা সক্রিয় সমর্থনে কোন মন্ত্রীসভা হয়, সংঘ তার বিরোধিতা করবে। কারণ এমন মন্ত্রীসভা কংগ্রেসকে জাইয়ে রাখতে সাহায্য করবে। (৩) ফ্রন্ট ভিন্ন, এমন শরিকদলগুলির বিধায়কদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কোন ফ্রন্ট গঠিত হলে ঐ ফ্রন্টের সরকার গঠনে সংঘ সাহায্য করবে।

—•—

যে সব কাজ অবিলম্বে সুরু করার জন্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন—

(১) খাদ্যাভাবগ্রস্ত মানুষের জন্যে পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপক টেষ্ট রিলিফের কাজ।

(২) সংকুচিত তহবিল সত্ত্বেও পুরুলিয়া জেলার জন্যে যতটা সম্ভব বর্দ্ধিত ডি, আর, দেবার ব্যবস্থা।

(৩) পুরুলিয়া জেলার কৃষি-উন্নয়নের প্রাথমিক পর্য্যায় হিসেবে অঞ্চলে অঞ্চলে জোড়বাঁধ সেচ পরিকল্পনা।

(৪) পুরুলিয়া জেলায় সিমেন্ট-শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ।

(৫) পুরুলিয়ার পথঘাটগুলি গ্রামাঞ্চলের জন্যে রাস্তা নির্মাণের কাজ।

(৬) পুরুলিয়া জেলার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং নূতন ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার কাজ।

—•—

পুরুলিয়া মেলায় আলোচনা সভা
গান্ধী-লেনিন জীববাদর্শ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরুলিয়া মেলার সূত্রে গান্ধী লেনিন সম্পর্কিত আলোচনা সভায় মার্ক্সবাদী দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ডাঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন—

"আমরা হিংসার অন্তেই হিংসার আশ্রয় নিতে কোনও মার্ক্সবাদী বলেন না। শাসকেরা কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। সুতরাং ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য নিশ্চিতভাবে হিংসার আশ্রয় নেয়। তাই লেনিনের মতে অনিবার্য্যভাবে যারা তাঁর অহিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় সেটা Revolutionary Violence। অবাধ গতি বিপ্লবী শক্তিকে সুসংহত করার জন্য এ ব্যতিত অন্যথা প্রয়োগ করতে হয়। সর্ব্বহারার একনায়কত্বও এক শ্রেণীর গণতন্ত্র। এই চিন্তাধারা লেনিনের মনে স্থান পেয়েছে— কিন্তু গান্ধীজী এতে বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং তাঁর চিন্তায় স্থান পায় নি। গান্ধীজী শিষ্যত্বহেন গণ-অভ্যুত্থানের রাজপথ ছেড়ে যুক্তি সাধনা।

লেনিন বলছেন যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের ভাগ্যকে অধিকার করার জন্য এগিয়ে আসে ও আন্দোলন করে—তাকেই নিয়োগ পলিটিক্স বলে। এই মানকাঠিতে গান্ধীজীই প্রথম নেতা যিনি বিরিয়ল পলিটিক্স করেছিলেন। ভারতবর্ষে গণ-বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে গেছেন গান্ধীজী।

উপসংহারে ডাঃ ভট্টাচার্য্য বলেন যে তিনি গান্ধীবাদী নন—তিনি মার্ক্সবাদী সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তাঁর কাছে শক্তি গান্ধী অপেক্ষা নেতা গান্ধীই মহান। গান্ধীজী একমাত্র নেতা যিনি এই কথা বলার ক্ষমতা রাখতেন যে "আমার এক পা ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সারা হিন্দুস্থান উঠান পাথার" করে যাবে।" অসাধারণকে কিভাবে সাধারণে করতে হয় তার চরম গান্ধীজী বিশ্বকে জানিয়ে এবং উপযুক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মশক্তিকে জাগিয়েছেন তিনি মানুষকে সর্ব্বস্তরের ভাকে ডাক করে— মানুষকে বীর্যে ও সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করে মানব মুক্তি সাধনার পথ দেখিয়ে গেছেন।

সুতরাং আমাদের কাছে গান্ধী ও লেনিন উজয়ই যুগন্ধর পুরুষ— মানব মুক্তি সাধনার উজয়ের আনন্দ অন্ন ও শক্তি বিশ্বের লোক এই দুই মহাপুরুষের কথা পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

সভাপতির ভাষণ

গান্ধী-লেনিন আলোচনা সভার সভাপতির ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বলেন—

"গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মানুষ কিভাবে রাজনীতির নিম্ন স্তরে এসে পড়লেন সেটাই পরম বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু রাজনীতি, কংগ্রেস সভাগ্রহ ছিল তাঁর মহান অস্ত্র। রাজনীতি প্রবেশের প্রারম্ভে তাঁর গুরু মহাত্মা গোখেল গান্ধীজীকে বলেছিলেন আগে সাধারণ মানুষকে জান ও চেন, তার পরে রাজনীতি কোরো। গুরুর এই উপদেশ গান্ধীজী বিস্মরণ করেছিলেন—ফলে জনেতা-জনে গান্ধীজীর কোনও তুলনা মেলে না।

"গান্ধীজীর পূর্ব্বে কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালনা অভিজাত উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের আবেদন নিবেদনের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নাগরিক জীবনের সঙ্গেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ ছিল। গান্ধীজী সেই গণ্ডী ভেঙ্গে দিলেন এবং নিজেও শ্রেণীগত রূপ পরিবর্ত্তন করে জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন।

"মানুষের মাটী ও দেশে আসেন না—উচ্চ স্তর থেকে মানবের কল্যাণ সাধন করেন। এই ধরণ ব্যক্তিরা স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিশ্বের ব্যক্তিরূপ ধরণের মহাত্মা গান্ধী। শ্রীরাম আশ্রমে থেকেই জনমানসের প্রতিচ্ছবি তাঁদের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠছিল।

"১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতির সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র গান্ধীজীর। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন চৌদ্দ দফার বিশেষজ্ঞ কার্য্যক্রমাদের ভঙ্গ গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয়ে মতভেদ ঘটেছিল—কিন্তু গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম পরিবর্ত্তন কালে গান্ধীজীকে "মহাত্মা" আখ্যা দেন।

"গান্ধীজীর চরিত্রে যুগ প্রভাব হোল সত্য। অহিংসার উদ্ভব হয়েছে সত্য থেকে। রাস্কিন, টলষ্টয়, থোরো প্রমুখ মনীষিরাও অহিংসার নীতি ব্যাখ্যা করে গেছেন। হিংসার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না—অথচ অহিংসার কোনও অস্তিত্বরক্ষা নেই। সুতরাং পাশ্চাত্যের আদর্শে গান্ধীজী খিষ্টান না সন্ত্রাসবাদী—এই প্রশ্ন নিরর্থক। পাশ্চাত্য রাজনীতির চর্চ্চা সত্য থেকে অনেক দূরে। কূটনীতির মারপ্যাঁচ হোল তাঁদের বিচার ধারা।

"গান্ধীজীর রাজনীতি হোল বৈপ্লবিক—ধর্ম্মভিত্তি তাঁর রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এই অভিযানে সম্পূর্ণ ভিন্নতীন। ১৯৩৮ সালে পুরীর নিকটে বেলাং এ গান্ধী দেশ সংঘের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য বন্ধুবর, সুভাষ মহাশয়ের দেশাই প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সকলেই যোগ দেন। পুরীতে তখন সম্পূর্ণরূপের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং গান্ধীজী কস্তুরবাকে বিদেশে যে পুরীর মন্দিরে কেউ পূজা দিতে পাবেন না। কারণ গান্ধীজী বললেন—যে মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার নেই—সেই মন্দিরে দেবতা আছেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। গান্ধীজীর এই নির্দেশ সত্ত্বেও লোকমাতা কস্তুরবা ও শ্রীমতী দেশাই সকলের অগোচরে পুরীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন। পরে গান্ধীজী এই কথা জানতে পেরে কস্তুরবার প্রতি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং মহাদেব দেশাইকে বিস্তর তিরস্কার করেন। মহাদেব দেশাই ক্ষোভের সঙ্গে বলেন—মহাত্মার ন্যায় ব্যক্তির দেবা করা অপেক্ষা স্বয়ং ভগবানের দেবা করা সহজ।

গান্ধীজী তথা গান্ধীবাদের সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে শ্রীচৌধুরী বলেন—আজকের দিনে শ্রেণীগত সংগ্রামের কথা যারা চিন্তা করেন—তাঁরা দুঃখে বিষাদের যত বড় বুলি বলুন না কেন—তাঁরা চিন্তাধারায় একান্তই সংকীর্ণচেতা। আর যাঁরা গান্ধীজীকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার কথা বলেন—তাঁদের ঐতিহাসিক বোধেরও প্রশংসা করা যায় না। ভারতের ইতিহাস থেকে গান্ধীজীর নাম বাদ দেওয়ার অর্থই হবে ভারতের ইতিহাস অস্বীকার করা। এঁরা হবে একান্ত-ভাবেই ইতিহাস বোধের অভাব এবং কৃতজ্ঞতা বোধের অভাব। অসাধারণ বৈপ্লবিক অভীপ্সাযুক্তি মনীষি গান্ধীজীকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কোনক ইতিহাসের নেই।"

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আমানসোল) তাঁর ভাষণে বলেন যে গান্ধী ও লেনিন এই দুই মহাপুরুষের প্রকৃত মূল্যায়ন এই আলোচনা সভার মধ্য সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। এঁদের অবদান সর্ব্ব দেশের সর্ব্বকালের মানুষের পরম সম্পদ হয়ে থাকবে এবং এঁদের অস্বীকার করা বা ব্যক্তিভাবে বিচার করার চেষ্টা করলে আমরা মূঢ়তা নিদর্শনই দেখাব।

আলোচনার শেষে পুরুলিয়া জেলার পক্ষ থেকে শ্রীমশোক চৌধুরী বি পর্ষ অভিনন্দন ও অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

ডাকাতির সন্দেহে তিনজন যুবক গ্রেপ্তার

গত ৭ই মার্চ আরিষে বলরামপুর থর্ষণাগা থেকে সর্বশ্রী অমল কুমার ঘোষ, সুরেশনাথ গাঙ্গাই এবং মনোজ্ঞ নাথ বারুইকে পুলিশ রঘুনাথপুর থানার একজা গ্রামে ডাকাতি সূত্রে গ্রেপ্তার করেছে। সম্প্রতি একজা গ্রামে সন্ধ্যার সময় এক মহিলার গৃহ ডাকাতি হয় এবং সেই সময় একটি বন্দুক ও টাকাকড়ি নিয়ে ডাকাতেরা পালায়।

মৃত যুবকের পুলিশ-জ্ঞান স্বীকার করেছে। কিন্তু যুবকেরা নিজেদের বেকার বলে জানায় তারা যে পরিচয় দেয় এবং পুলিশরাও তারা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছে বলে জানায়।

—•—

বিহার মানভূমে দুর্ভিক্ষঃ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর, সংঘের লোক সভা সদস্য বৈদ্যনাথ মাহাতো ও নিমতি লোক সেবায়তনের সম্পাদক শ্রীযুগেশ কুমার রায় পাটনা সেক্রেটারিয়েটে পূর্ব নির্দ্ধারিত সময় অনুসারে বিহারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ বাবুর সহিত বিহারস্থিত মানভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন।

ইচাগড়, নিমতি, পটমদা, চাক্তিলের ভয়াবহ অন্নাভা, নিরাকরণ খাদ্য-সমস্যা এবং কাজের অভাবে শত শত পরিবারের জলে দলে গ্রাম ত্যাগ, এমন কি অনেকগুলি অনাহার মৃত্যুর এবং বহু আবেদন সত্ত্বেও সাহায্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সরকারী নীরবতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। অবিলম্বে বিবিধ বিহিত ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে মন্ত্রীত্বের গুরুতর কর্ত্তব্যের ভারে লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাঁহার সামনে বহু আন্তর্জাতিক ব্যাপারের জামেলা থাকিয়াছে আগিয়া তাঁহারা এখন সময়ে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন—এই কারণে যে পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক।

প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, তিনি রাষ্ট্রনৈতিক নানা কাজের ভীড়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও তিনি বহু পূর্ব্ব সময় এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতেছেন।

সংঘ সচিব মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে, মাননীয় রাজ্যপালের শাসনের সময়ের বহু চেষ্টা করিয়াও এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে কোনো কিছু ব্যবস্থা না করায় তাঁহারা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়ার মধ্যে ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষেরা তাঁহাদের চোখের সামনে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া খাদ্য ও কাজের সন্ধানে দলে দলে নিজেদের গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিতেছেন। এহেন অবস্থায় সংঘের সঙ্গে তাঁহার মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কিনা তাঁহাকে তাঁহারা তার করেন।

সংঘ সচিব বলেন যে রাজ্যপালের অধীন অফিসারতন্ত্রের হাত হইতে শাসন আর জন-প্রতিনিধিদের হাতে আসার তাঁহারা আশা করে, এইবার অফিসারতন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার অবসান হইবে।

সুবোধবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন যে, রাজ্যপালের শাসনের সময়ের বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কোনো প্রতিকার হইল না দেখিয়া ঐ অঞ্চলগুলির আর্ত্ত বিপন্ন মানুষ সক্রিয় অংশোলনে নামিতে যাইতেছিল। তাঁহারা একরূপ বিক্ষুব্ধ যে, খুব শীঘ্র মধ্যে সরাহায়ের ব্যবস্থা না হইলে তাঁহারা আন্দোলনের পথে নামিয়া পড়িবে। তাহাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন—একদিন অন্য লোকের হাতে শাসনভার ছিল—তাহারা কিছু করে নাই। আজ আমি কদিন মাত্র শাসনভার হাতে লইয়াছি—মানা অবাবস্থা ও ভাবেলার মধ্যে আছি। অনাদর নিশ্চয়ই তারা উপশম করিবে এবং আমাকে ব্যস্থা করিয়া উঠিতে সামান্য কিছুটা সময়ও তো দিবে। প্রতিনিধিরা জানান যে, নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে আমিত্ব ই আন্দোলনের ব্যবস্থাপকদের তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, এই পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে এখন আন্দোলন স্থগিত রাখাই সমীচীন। তাঁহারা শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী সহিত সাক্ষৎ করিতে যাইবেন।

প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে যে স্মারকলিপি দেন তাহাতে বিহার অন্তর্গত মানভূমের শোচনীয় অর্থনৈতিক জীবন, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কঠোর জীবন সংগ্রাম এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ বরিয়া শাসনতান্ত্রিক উৎপাত ও অবহেলার কথা জানান। গত কয়েক বছরের অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় বর্ত্তমানে যে ভয়াবহ সংকটের আবির্ভাব হইয়াছে—তাহাও ঐ লিপিতে জানান। ১৯৬৭ সালে বিহারের যুক্তফ্রন্ট উৎপাদনীল নেতা স্বর্গতপূর্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবাবামাত্র সমাধ দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়াই অনুরূপ অবস্থাতেও যেভাবে নিমতি প্রভৃতি অঞ্চলে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং সরকারী যন্ত্রকে যেভাবে অনশনের প্রতি অনুকূল করিয়াছেন এবং সে সময় লোক সেবক সংঘের আহ্বানে শ্রীমহাত্মা নারায়ণ সবিতানিত বিহার বিলিফ কমিটি শ্রীসিন্ধরাজজী ঢাড়ার নেতৃত্বে দীর্ঘ দিন ধরিয়া ঐ বিস্তির ব্লকে বিস্তির আহার্য্য যেভাবে বিলিফ দিয়াছিলেন—ঐ সমস্ত লিপিতে সে সবের যথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা হয়।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার

ঐ দিনই প্রতিনিধিরা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বিহার শাখার খ্যাতিমান জনপ্রিয় নেতা শ্রীসুনীল কুমার মুখার্জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিহারের নব গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলীকে যে ছয়টি রাজনৈতিক দল সমর্থন করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে অন্যতম কমিউনিষ্ট পার্টি। এই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সুনীলবাবুর সহিত প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ঘন্টাখানেক কাল আলোচনা হয়। প্রতিনিধিরা তাঁহাকে বর্ত্তমান সংকটের ভয়াবহ গুরুত্বের সম্বন্ধে কথা বিশদভাবে বলেন। এবং সাধারণ মানুষের এই চরম দুর্গতির সময়ে সাহায্যের কাছ হইতে অবিলম্বে উদ্যমপূর্ণ সহায়তা লাভ করা নিয়ে বিহারের কমিউনিষ্ট পার্টি তথা তাহার নেতৃত্বদের কাছ হইতে তাঁহারা সঙ্গত সহানুভূতি ও উদ্যমপূর্ণ উদ্যোগ আশা করিতেছেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সুনীলবাবু প্রতিনিধিদের বলেন যে তিনি সম্প্রতি সিংভূম জেলায় গিয়া নিজে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহার উপর তিনি প্রতিনিধিদের কাছ হইতে আরও বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া সংকটের ভয়াবহতা আরো উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি ভালভাবে জানিয়াছেন যে, বিহারের অন্যতম এই সংকটের আশু কর্ত্তব্যায় তিনি তাহার প্রতিকারের জন্য সচিবদের যথেষ্টোদ্যম করিয়াছেন তিনি অন্যভাবে বিহারস্থিত মানভূমের অঞ্চলগুলির অন্যত্র অবস্থা চেষ্টা করিবেন।

সুনীলবাবু আরও বলেন যে, বিহারে অনসমর্থিত শাসন—এ শাসক এবং অনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এই সভাতে সমর্থন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের এই সংকট সময়ে বিপন্ন মানুষ যাহাতে দ্রুত সরকারী সহায়তা পায় তজ্জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিবেন। সুষ্ঠু শাসন ও আর্ত্ত বিপন্ন মানুষের দুঃখ লাঘবের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই মন্ত্রীমণ্ডলীর টিকিয়া থাকার স্থায়ী থাকিবে এবং তাহা তাঁহার চক্রীমণ্ডলীকে সমর্থন করার স্থায়ী থাকিবে। সেজন্য তিনি এ বিষয় আন্তরিকভাবে চেষ্টার উদ্যে পূর্ণ রহিবেন বলিয়া প্রতিনিধিদের প্রতীত করান।

প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন—তাঁহারা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সুনীলবাবুর সহিত আলোচনায় সন্তোষজনক আশ্বাসও এবং আনন্দিত হইয়াছেন। প্রতিনিধিরা সুনীলবাবুকে বলেন ঐ সমস্ত দুর্গত মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিজ নিজ স্থানে লোক সেবায়তনে আসিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া ইতোমধ্যে সুনীলবাবু বলেন যে, বিশিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক কাজ চেষ্টা করার পর তিনি সুযোগ হইলেই যাইবার জন্য আশা রাখেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে ও সুনীলবাবুকে লেখক স্মারকলিপিতে তুর্গত মানুষদের যে সমস্ত সংকর্মীরা এবং প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা যথার্থ তথা সংগঠনিক কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিতে পারিবেন—মুখ্যমন্ত্রীকে সুনীলবাবুকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে তাঁহাদের নাম দেওয়া আছে।

তাঁহাদের নাম এই—

ইচাগড় ব্লক—(১) শ্রীসত্রুঘ্ন আদিত্যদের ইচাগড়, (২) শ্রীবিমল দাশগুপ্ত, চৌকা (৩) শ্রীরথেশ মাহাতো, চিরুসড়া (৪) শ্রীবাদল ব্যানার্জ্জী, দুলমী।

নিমতি ব্লক—(১) শ্রীযুবোধ কুমার রায়, নিমতি লোক সেবায়তন, (২) শ্রীগোকুল মাহাতো নিমতি, (৩) শ্রীমহাদেব প্রসাদ সিংহ পাত্র বামনী (৪) শ্রীরসবন্ত সিংদেউর বাড়েরা।

পটমদা ব্লক—(১) শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাতো গাংধীবুক, (২) শ্রীনকেশ্বর মাহাতো কুমী*, (৩) শ্রীনীলকান্ত মাহাতো, মাধবপুর।

চাক্তিল ব্লক—এই ব্লক বিষয়ে নিমতি লোক সেবায়তনের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে বলা হইয়াছে।

পাটনায় এই সমস্ত সাক্ষাৎকারের পর অগ্রজবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং অন্যবাবু দিল্লী হইতে ও সুবোধবাবু নিমতি হইতে আসিয়া মিলিত হন। অগ্রজবাবু ও অন্যবাবু সেই রাত্রেই যথাক্রমে কলিকাতা ও দিল্লি ফিরিয়া যান। বিহার বিলিফ কমিটির সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য সাক্ষাৎকারের জন্য সুবোধবাবু পাটনায় থাকিয়া যান।

——:০:——

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে রাজ্যপাল

ভারতীয় ঐতিহ্য ও শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে শ্রীঘাওয়ানের ভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজ্যপালের ভাষণ:

মাননীয় সভাপতি শ্রীশঙ্করানন্দ মহারাজ বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের উদ্দেশ করে ভারতীয় ঐতিহ্য বা পরম্পরার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"ভারতীয় ঐতিহ্য কি এটা তোমাদের জানতে হবে। কারণ এটা যদি সঠিকভাবে জানতে ও উপলব্ধ করতে পারো তবেই ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হবে। আর এটাকে যদি হারিয়ে ফেলো তবে সমগ্র ভারতের ঐক্য, ঐক্যবোধ আর কোনও বন্ধন থাকবে না। এই ঐতিহ্য বা পরম্পরা একদিনে অথবা এক সভাতেই গড়ে ওঠে না। সভ্যতা একমাত্র চীন দেশ ছাড়া ভারতীয় সভ্যতার মত এত প্রাচীন ঐতিহ্য আর কোনদেশেরই মিশর, ব্যাবিলোন, গ্রীক, রোম প্রভৃতির এই প্রাচীন সভ্যতা ছিল—কিন্তু মহাকালের গর্ভে বহু সভ্যতা লুপ্তের সে সব সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের উপর শক, হুন, গ্রীক, মোগল, তুর্কী প্রভৃতি যুগে যুগে বহু আক্রমণ হয়েছে—বহু সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে—কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা আজও জীবিত আছে। এমন কি চীন দেশকেও ভারতের মত এমন বৈরিদের আক্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় নি। সম্প্রতি ভারত পরিত হয়েছে সত্য—কিন্তু তাতেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে নষ্ট করতে পারে নি বা পারবে না।"

গুরু-শিষ্যের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীঘাওয়ান বলেন—"গুরুর নিকট শিক্ষালাভের জন্য যেসব আর্ষ পরিবেশ করোধন—তার চেয়ে অধিকতর কার্য্যোপযোগী শিক্ষা বা ছাত্রের মানসিক প্রস্তুতি। দুটি বিষয়ের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে—প্রথম শ্রদ্ধা বোধ এবং দ্বিতীয় গুরু প্রতিষ্ঠা।

মনুর বিধানে এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যুক্তি-তর্ক্যা-ঘৃণ-মজ্জেদ-অক্রোধ-শিক্ষ-শুচিত-সত্যাশ্রিতা প্রভৃতি গুণাবলী শুশ্রূষা বোধের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু এক সব বিষয়ে কথা থাকলেও কোথাও বিশ্বাস এর কথার উল্লেখ নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক শিষ্য বা ছাত্র নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা বিবেচনার দ্বারা নিজেদের মত ও বিশ্বাস গড়ে তুলবে এই ছিল সভ্যতা ও উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে আর একটি অবশ্য প্রণিধান বিষয় ছিল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা আত্ম-নিগ্রহ। ভারতীয় ঐতিহ্য বা পরম্পরা গড়ে তোলার পথে এই গুণটির বিশেষ অবদান আছে।

এই ভাবে অতীতকালে ছাত্র সমাজের মধ্যে শুশ্রূষা জ্ঞান গড়ে তোলা হোত। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র সমাজের মধ্যে শুশ্রূষা বোধের একান্ত অভাব দেখা যায়। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার নামে আজকাল চরম স্বেচ্ছাচার ঘটে চলেছে—যে কোনও প্রকার কার্য্যকলাপ এর জোরেই নিয়ে চালানো হচ্ছে। শুশ্রূষাবোধ কখনই জানবার নামান্তর নয়। শুশ্রূষাবোধ সম্পর্কে স্বাধ ও বিরুদ্ধ ধারণা সৃষ্টি করে উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় ও উৎসাহ দান করা হচ্ছে।

ছাত্রদের দ্বিতীয় অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য হোল—গুরু প্রতিষ্ঠা। গুরুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অবিচল ভক্তি গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রথম ভিত্তি। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে আমরা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের প্রকৃত চিত্র পাই। শরণাগত শান্তির নিদারুণ ভীষণে গুরুর কতটুকু স্থান কি সে সম্পর্কে কথা বলে তিনি বলেন যে—পিতামাতারও উর্দ্ধে গুরুর স্থান। তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর বলেন পিতামাতা শিশুর দেহটিকেই জন্ম দান করেন—কিন্তু শিশুর প্রকৃত মানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা ও তার মনুষ্যত্ব বিকাশ গুরুর দ্বারাই সম্ভব হয়।

সুতরাং ছাত্র যদি তার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি হারায় তবে জীবনে সে কখনও কোনও উন্নতি করতে পারে না। আজকের ভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে এই ভাবের সহজ আত্মপ্রকাশ এবং ভারতের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করছে। স্বাধীনতা ও বিপ্লবের ছোঁয়াই দিয়ে গুরুবাদ নিশ্চয়তের জমি তোলা হচ্ছে—ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক ব্যবসায়িক ভিত্তি ও বিনাশ করে তোলা হচ্ছে।

কিন্তু এই সব সাম্প্রতিক দোষের আশ্রয়ে মোহান্ধ হয়ে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য তুলে গেলে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে অস্বীকার করছি। এই সব দোষের গুরুর প্রতি ছাত্রদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা স্থাপনের ও শুশ্রূষা বোধ সৃষ্টির বিশেষ প্রয়াস করা হয়। নোভিয়েট রাশিয়াতেও ছাত্রদের আচরণ বিধি প্রথম ও প্রধান নির্দ্দেশ হোল—বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নম্র শীল হও। প্রাচীন ভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বিষয়ে আমরা যে সব বিধি নির্দ্দেশ দেখি—তার বর্তমান যোজিতেও হাসিয়া প্রযুক্ত প্রাসঙ্গিকতা শাশ্বতা ও ইহ মধুর নিজেদের দেশে প্রবর্তন করেছেন।

আর আমাদের দেশে যাঁরা বিপ্লবের দীক্ষাগুরু সেজেছেন তাঁরা গুরুবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে ছাত্রের জীবন থেকে গুরুর স্থান সম্পূর্ণ বাদ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। আধুনিক বিপ্লবীরা গুরুর উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করে গুরুকে অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিলেও—নিজেরা কিন্তু সবচেয়ে বড় মাইল ঘুরে অবিশ্যি তাঁদের নেতা মাওকে পরম গুরুজনে পূজা করেন এবং লিলিপাদের মাও এর শিক্ষাধারা গ্রহণ করার জন্য দেশবাসীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

গুরুকে অশ্রদ্ধা করা বা গুরুর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণার নাম বিপ্লব নয়। স্থির কোল অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতনের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং উন্নতর ও শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম। এই বিপ্লব সংগঠনের জন্যই ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই বিপ্লব সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। মনু বা পরাশর প্রমুখ ভারতের প্রাচীন ঋষিরা যে বিধান দিয়ে গেছেন সে সমস্তই তাঁদের নিজের কালের ও নিজের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পটভূমিকায় দিয়েছেন। তাঁরা কোথাও বলেন নি যে তাঁদের বিধান শাশ্বত ও সনাতন এবং সর্বকালের ও সর্ব যুগের জন্য প্রযোজ্য। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধি বিধানেরও পরিবর্তন অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু সেই পরিবর্তন ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধন করলেই তা স্থায়ী ও সর্বজনগ্রাহ্য হবে।

"আমি চীন দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ভ্রমণ করেছি; সুতরাং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে দেশে ছাত্রেরা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানীল হয়ে শিক্ষা অর্জন করে—তাদের শিক্ষা সার্থক হয় এবং দেশও উন্নতি লাভ করে। সুতরাং ভারতের এই বিপ্লবাত্মক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ছাত্রদের আচার্য্য-নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার দ্বারা তাদের শিক্ষাও সার্থক হবে এবং দেশও উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।"

রাজ্যপালের ভাষণের পর বিদ্যাপীঠের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহারাজ জ্ঞাপন করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর সর্বপ্রথম রচনাদির জন্য বিদ্যাপীঠকে রাজ্যপাল ৫০০ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

এই অনুষ্ঠানের পর বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ রাজ্যপালকে মার্চ পাষ্ট করে অভিবাদন জ্ঞাপন করে এবং প্রেটুন ড্রিল, লেজিম ড্রিল, মশাল ড্রিল, অগ্নি গোলকের মধ্য দিয়ে উল্লম্ফন প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে।

——:০:——

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের কবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন বোস লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব সংবাদ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পাক ভারত বৈঠক :—

পূর্বাঞ্চলের নদীগুলি সম্বন্ধে পাক ভারত সেক্রেটারী পর্যায়ের আলোচনার আজকের প্রতিনিধি বলেছে নেতা সেচ বিভাগের সেক্রেটারী মী জি, জি, চাবী বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারতের পক্ষ থেকে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন যে ইতিপূর্বে কর্মসূচি ও বিস্তৃত তথ্যাদি সম্পর্কীয় আলোচনাকেও ভারত অনুরূপ আশ্বাস দিয়েছিল। তবে পাকিস্তানকে বাস্তু দুইটিকে নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। পাকিস্তান যদি তার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কার্যকরী করেন তবে ভারতের বহু অঞ্চল বন্যা জলে ডুবে যাবে এবং তাহা বিশদ হবে। তিনি আরও জানান যে পূর্ব পাকিস্তানের চাষাবাদের জন্য যে পরিমাণ জল দরকার বলে দাবী করা হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হয়নি, করা হয়েছে, অবাস্তব দৃষ্টি কোণ থেকে। পাকিস্তান সন্ধানী সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছে, তাতে গঙ্গা নদীর উপর ভারতের সার্বভৌম অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে।

ইসলামিক সেক্রেটারিয়েটে ভারতের আপত্তি :—

গত বছরে ফেব্রুয়ারী মাস দিল্লীর এক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে যে ওআইসি রাবত সম্মেলনে ইসলামিক সেক্রেটারিয়েট গঠনের জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে ভারত সে সম্পর্কে তাঁদের আপত্তির প্রতি সমস্ত আরব দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতের মতে রাবত সম্মেলনে আহ্বান করা হয়েছিল আরবদের ব্যাপারে সমর্থন সাহায্যের জন্য এবং ঐ সম্মেলন কোন ধর্মীয় সম্মেলন ছিল না। রাজনৈতিক বিবেচনাকে যদি ধর্মীয় আচ্ছাদন দেওয়ার চেষ্টা হয় তাহলে ভারতের পক্ষে আরবদের ব্যাপারে সেখানকার মত সমর্থন জানিয়ে যাওয়া কঠকর হবে।

ভারত পাক সেক্টর কমাণ্ডার বৈঠক :—

ভারত এবং পাকিস্তানের সেক্টর কমাণ্ডার যথাক্রমে শ্রী বি, কে, সেন এবং কর্ণেল টি, কোরেশী সীমান্তে অবস্থিত ফুলবাড়ীতে এক বৈঠকে মিলিত হবে। ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানীদের অনধিকারমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে ঐ বৈঠকে আলোচনা হয়। শ্রীসেন জানিয়েছেন যে সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানীরা ঘুষেকবার সশস্ত্র ডাকাতি এবং সন্ত্রাসি শস্য চুরি করেছে।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় ভারত-পাক সীমান্ত চিহ্নিত করণের জন্য কর্মকর্তাদের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত করে বলে জানা গেছে।

চেকোস্লোভাকিয়াতে রুশ-বিরোধী বিক্ষোভ :—

চেকোস্লোভাকিয়াকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে রুশ প্রতিনিধিদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। গত ১৯৬৮ চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ অভিযানে চেকদের মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে এই বিক্ষোভ তারই অভিব্যক্তি। ঐ প্রতিযোগীতা চলা কালে চেক দর্শকরা অন্য দেশের সকল প্রতিযোগীদের বিপুল হর্ষ ধ্বনিতে উৎসাহিত করে। কিন্তু রুশ প্রতিযোগীরা বিজয় মঞ্চে উঠলে, রাশিয়া জাতীয় সঙ্গীত চলাকালে তারা হয় চড়াগলায় চিৎকার করেছে না হয় অভিবাদন না জানিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থেকেছে।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

মানবাজারে ডাকাতি

গত ২৮ মার্চ রাত্রি প্রায় ১১॥০ টার সময় একদল সশস্ত্র ডাকাত মানবাজার থানার অন্তর্গত বাদী-আগুরা অঞ্চলের মলিয়ান গ্রাম নিবাসী শ্রীগণেশ মাহাত ও শ্রীহারাধোন মাহাত এর বাড়ীতে ডাকাতি করে। প্রবেশ পথে লাঠি দিয়ে ডাকাতদের মাথায় আঘাত করলে ডাকাতদল বোমা ফাটিয়ে বাড়ীর লোকজনদের আতঙ্ক করে। পাড়া প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক গোলমাল শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ডাকাতেরা বোমা ছুঁড়ে তাদের নিরস্ত করে। অতঃপর, কাপড়-চোপড়, নগদ টাকা, বেডিং, মণ্ডি ইত্যাদি সহ ক্ষতির পরিমাণ সর্বসমেত ২/৩ হাজার টাকার মত। মধ্যবিত্ত চাষীর পক্ষে ইহা অপূরণীয় ক্ষতি নিঃসন্দেহ। এখন গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীগণেশ মাহাত সহ তাঁহার দুই ছেলে ডাকাতদের বোমা ও লাঠির দ্বারা গুরুতর ভাবে আহত হন এবং তাঁহাদিগকে মানবাজার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

—•—

নরহত্যা সহ ডাকাতি

মানবাজার থানার বেগুনকোদর গ্রামের নিকট রাধাপুর গ্রাম নিবাসী মৃত্যু রাম মাহাতের গৃহে সশস্ত্র ডাকাতি হয়েছে। প্রকাশ মধ্য রাত্রিতে এক ডাকাত দরজা ভেঙ্গে বিনা বাধায় মাতাল ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর স্ত্রী চাঁদ নিদ্রে ডাকাতের বাধা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাকাতে গুরুতর ভাবে আঘাত করেন। এর ফলে ডাকাতেরা পাল্টা আক্রমন করে বিলোচন মাহাতকে এবং তাঁর স্ত্রী ও দশ বছরের কন্যাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে। ঘটনায় বিলোচন মাহাতের মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে স্থানান্তরের পর মারা যান। আহত কন্যাটি সদর হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে।

ডাকাতেরা পাশাপাশি সময় সম্পন্নভবনকারী গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ছাড়পোর ছোড়ে বেরে প্রকাশ।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রীসভা গঠনে প্রস্তুত, অনিচ্ছুক দলগুলির এম.এল.এ.রা আমাদের সমর্থন করুক - প্রমোদ দাশগুপ্ত

বাঙলাদেশে কি আবার আয়ারাম-গয়ারামের পালা সুরু হচ্ছে?—সোমনাথ লাহিড়ী।

১৫ই মার্চ কোলকাতার জনসভায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন যে অজয়বাবু পদত্যাগ করলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রীসভা গঠন করতে প্রস্তুত আছে। তিনি বলেন যে সি, পি, আই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রমুখ দলগুলি আমাদের সমর্থন করবে না বলে জানিয়েছেন কিন্তু ওঁদের বহু এম, এল, এ আমাদের সমর্থন করবেন।

সি, পি, এমের মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তুতির কথা শুনে ইতিপূর্বে সি, পি, আই নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, সি পি, এমের প্রয়োজনীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা কোথায়? তবে কি বাঙলা দেশে আবার আয়ারাম-গয়ারামের পালা সুরু হোল?

জনসভায় শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে আহ্বান পেলে তাঁরা মন্ত্রীসভা গঠন করবেন—পরে বিধান সভায় তাঁদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা প্রমাণিত না হলে তাঁরা মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবী করবেন।

—•—

"এম, আর" উদ্ভাবিত

বাসনপত্রের জন্য

বিশুদ্ধতর ধাতু

"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পণ্যের মধ্যে সর্বোত্তম;

সিংহল—বন্ধন ত্রুটী ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেস স্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিক গৃহকর্তীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলী ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২০

যুক্তফ্রন্টের ৪ঠা মার্চের বৈঠক ও ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

ফ্রন্টের বিগত ৪ঠা মার্চ তারিখের বৈঠকটির প্রতি সারা পশ্চিম বাংলার মানুষের আগ্রহাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। বহু মানুষ ভাবিয়াছিল ঐ দিন হয় কোনো একটি ঐক্য সূত্রের ভিত্তিতে আপোষের পথ হইয়া ফ্রন্ট টিকিয়া যাইবে অথবা সেই দিনই ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া শেষ হইবে।

সন্ধ্যা ৬-টায় সি, পি, আই অফিসে ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল আসিয়া সমবেত হইলেন। ৬টার মধ্যে সকলেই আসিলেন - কেবল মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলা কংগ্রেস প্রতিনিধিরা তখনও কেহ আসিলেন না। তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছিল সেই সময়ে জানা গেল যে, বাংলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের পার্টি অফিসে সন্ধ্যা ৬-টায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া অনেকেই মনে করিলেন তবে কোনো গোলমালের উদ্ভব হইয়াছে।

ঘানিকক্ষণ পর বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুনীল কুমার ঘাড়ার কাছ হইতে ফ্রন্টের আহ্বায়কের নামে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পত্রটির সহিত বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলীর দ্বারা গৃহীত এক প্রস্তাবের প্রতিলিপিও দেওয়া হইয়াছে। চিঠি এবং প্রস্তাব হইতে যাহা জানা গেল তাহা এই—

বসিরহাট নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস তথা যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীর বিরুদ্ধে এবং মুসলিম লীগ প্রার্থীর অনুকূলে সি, পি, এম, কাজ করিয়াছেন তাহা বাংলা কংগ্রেস পরিষ্কারভাবে জানিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সি, পি, এম-এর সহিত বসিতে রাজী নন। এবং ৭ই মার্চ তারিখে বাংলা কংগ্রেসের কর্মী পরিষদের বৈঠকে স্থির হইবে যে সি পি, এমের সহিত ভবিষ্যতে বসিতে পারা যাইবে কি না।

যুক্তফ্রন্টের কাজের দ্বারা এই যে, কোনো শরিকদলের প্রতিনিধি বৈঠকে না আসিলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় না। সেজন্য বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্টের এই বৈঠকে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত করায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল না। উপস্থিত সভ্যগণ বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইয়াছে কি, হয় নাই এ সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য নিজ নিজ মন্তব্য করেন। কেহ বলেন—এক বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে আঘাত পাইয়া তাঁহার বিচলিত হইয়া এই কাজ করিয়াছেন; সেজন্য সহানুভূতির সঙ্গে তাঁহাদের বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাদের বুঝাইয়া বৈঠকে আনিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের বিশেষ আঘাত দানিবার বা বিশেষ অভিযোগ করিবার কারণ থাকিলেও, তাহা ফ্রন্টের বৈঠকে আসিয়া বলাই উচিত ছিল। ফ্রন্ট যতক্ষণ আছে —ততক্ষণ কাহারও অভিযোগের প্রতিকারে ইহাই একমাত্র পথ। ফ্রন্টের কাছ হইতে কোনো অভিযোগের কোনো প্রতিকার পাওয়া যাইবে না এই ধারণা কাহারও বদ্ধমূল হইলে ফ্রন্টের বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করিয়া সকলের সহিত যুক্তি অভিমত বিনিময় করিয়া সকলকে যুক্তি রাখিবার, চেষ্টা করিবার সুযোগ দিয়াই ফ্রন্ট তাহাদের বা ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়াই উচিত। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ ফ্রন্টের বৈঠকে তো সকলকেই আসিতে হইবে।

ঐ বৈঠক হইতে তখন সি, পি, এম নেতারা চলিয়া যাইতে চাহিলে কেহ কেহ বলেন যে, আন্তর্জানিকভাবে বৈঠক না হইলেও ঘরোয়াভাবে ঠিক করা যাক—বাংলা কংগ্রেসকে কিভাবে বুঝানো যাইবে, কে, কে বুঝাইতে যাইবে—সেজন্য থাকিয়া পরামর্শ করুন। সি পি, এম নেতারা বলেন যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসের অভিযোগ থাকিলে তাঁহারা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা যখন সি, পি, এমের সহিত বসিতে চান না —কথা বলিতে চান না তখন সি পি, এমের দিক হইতে যোগাযোগ করার প্রশ্ন নাই—বাকি সকলে এ বিষয়ে যাহা ভাল বোঝেন করুন। এই বলিয়া সি পি, এম নেতারা ফ্রন্টের বৈঠক হইতে চলিয়া যান।

তাহার পর ফ্রন্টের যে সব শরিক দলের সদস্য রহিলেন তাঁহাদের সকলেরই কাছ হইতে এই অভিমত দেখা গেল যে, ফ্রন্টের বৈঠকে সকলে মিলিত হইয়াই পথ নির্ধারণ করা কর্তব্য। সেজন্য বাংলা কংগ্রেসকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই চেষ্টার জন্য কয়েকজন যা যিনি যিনি আগ্রহ বোধ করিবেন তাঁহারা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন।

এই বৈঠকে ঘরোয়াভাবে ঠিক হইল যে, ফ্রন্টের নির্দ্বাহিক কর্মধারা অনুসৃতে পরবর্তী বুধবারে বৈঠক হইবে। আহ্বায়কের পক্ষ হইতে সকলকে এই মর্মে সংবাদ দিয়া আসিতে অনুরোধ করা হইবে।

এই সমস্ত অন্তরোধ যোগাযোগ সত্ত্বেও যদি এক বা একাধিক শরিক দল আগামী বৈঠকে আসিতে বিরত থাকেন—তাহা হইলেও বাকি শরিক দল যেন বৈঠকে আসেন এবং সেই পরিস্থিতিতে পরবর্তী কর্মধারা কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহারা সকলে স্থির করেন—লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে আমরা এই প্রস্তাব রাখি। ইহা সকলে সমর্থন করেন এবং ফ্রন্টের এই ঘরোয়া বৈঠক শেষ হয়।

—•—

West Bengal State Electricity Board

Corrigendum Notice

The draft public notification in respect of erection of 132 kv. D. C. transmission line from **Purulia to Santhaldi** was published in the 46th issue of "Mukti" dated 22nd December, 1969. But the following discrepancies were noticed for which necessary amendments are being published—

1. The name of the **P. S.** of the mouzas Belkuri, Chakbad, Erendih and Peradih (Sl. Nos. 25 to 28) should be under **Raghunathpur** P. S. instead of **P.** S. Para. Dist. Purulia.
2. The address of the Hd. Office of the West Bengal State Electricity Board is 48/1, Diamond Harbour Road instead of 48, Diamond Harbour Road.
3. The word 'or' inserted at the end of the 8th line should be at the end of the 9th line of the aforesaid notification as published in page **13** of the **Mukti**. The corresponding line should be read as.....
.....and shall exercise all the powers for the placing of any wires, poles, wall brackets, stays, apparatus and appliances for transmission and distribution of electricity **or** for transmission of telegraphic or telephonic communication.....

Regd No C—4290
Phone No —175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৯৭০-৭১ (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন থানায় অবস্থিত ফেরীঘাট, হাট, বাজার নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী নীলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটস্থ জে, এল, আর, ও, অফিসে অনুসন্ধান করুন।

স্বাক্ষর—পার্থসারথী চৌধুরী
জেলা সমাহর্তা, পুরুলিয়া।
১০-৩-৭০

List of Govt. Hats, Markets and Ferry Ghats to be settled in coming

Financial year i, e, 1970-71 (lease being expired on 31-3-70)

Sl. No.	Name of Sairat.	Auction to be conducted by	Name of L. R. Circle	Date and Time	Place of auction.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kuilapal Weekly Hat	Addl. Dy. Commissioner	Barabazar	20.3.70 (1PM)	Kuilapal Dak Bangalow
2.	Balarampur Weekly Hat.	do	do	24.3.70 (2PM)	Balarampur Dak Banglow
3.	Sindri Weekly Hat.	do	do	2.4.70 (12noon)	Barabazar L. R. Office
4.	Ropo Weekly Hat.	do	Purulia	26 3.70 (2PM)	Ropo Tashil Kutchery
5	Barabazar Weekly Hat,	do	Barabazar	2.4.70(12noon)	Barabazar L. R. Office
6.	Bartanr Weekly Hat.	do	Purulia	7.4.70 (1PM)	S. L. R. O's Office, Purulia
7.	Bhiringi Ferry Ghat	Subdivisional Land Reforms Officer	Raghunathpur	18.3.70 ( )	
8.	Ghatkul Ferry Ghat				
9.	Begunkodar Weekly Hat.	do	Purulia	8.4.70 (2PM	Begunkodar
10.	Bamundiha Weekly Hat.	do	Barabazar	2.4,70 (12noon)	Barabazar L. R, Office
11.	Begunkodar Daily Hat.	do	Purulia	8,4 70 (2PM)	Begunkodar
12.	Joypur Weekly Hat	do	do	4 4 70 (12noon)	B.D.O.'s office, Joypur
13.	Jamtoria Weekly Hat	Junior Land Reforms Officer, Purulia			
14.	Madla Weekly Hat	do	Barabazar		
15.	Malti Weekly Hat		do		
16.	Berada Weekly Hat		do		
17.	Deoli Weekly Hat				
18.	Kerwa Weekly Hat		do		
19	Keyali Mahal Daily Hat. Joypur	J L. R O. Purulia.			

The other particulars to be ascertained from the respective J. L. R. O.

Sd. Iligible; 11-3-70
Subdivisional Land Reforms Officer, Purulia,

Wanted

A Sanskrit Teacher, Kabya-Byakaran Tirtha or B. A. with Sanskrit for Beko Anchal Jr. High School. Applications stating age qualification experience etc should reach the undersigned by 31st March, 1970 positivly.

Sri Bashudeb Kumbhakar
12-3-70
Secretary
Beko Anchal Jr. High School
P. O. Beko, Dist. Purulia

বিজ্ঞাপন

বাস্তু বিক্রয়

পুরুলিয়া নডিহা মধ্যে কৃষ্ণস কম্পাউণ্ডে উৎকৃষ্ট বাস্তুজমি একত্রে বা প্লটে বিক্রয় হইবে।

জিতেন্দ্রনাথ রায়
"রায়বাড়ী" মানবাজার রোড
পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক-মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্ধেমাতরম্

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

সোমবার, ২৩শে মার্চ '৭০
৯ই চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭.
মগদ—১৫ পয়সা

দেশজোড়া, বিশ্বজোড়া হিংসা, অবিশ্বাস ও হানাহানির মাঝে স্মরণ করি প্রেমমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে।



পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন

যুক্তফ্রন্টের শরিক দল বা কংগ্রেসের বিকল্প সরকার গঠনে অক্ষমতা

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান কর্তৃক রাজ্যের প্রশাসনভার গ্রহণ

গত ১৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। রাজ্যে সাংবিধানিক যন্ত্র ভেঙে পড়ায় রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করে পাঠাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করার কথা ঘোষণা করেন এবং বিধান সভা সাময়িক স্থগিত রাখেন। যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হোল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৬ই মার্চ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় রাজ্যপালের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করলে রাজ্যপাল তাঁকে সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য একে একে বৃহত্তম দলের নেতাগণে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রীজ্যোতি বসুকে আমন্ত্রণ জানান। ইতিপূর্বে রাজ্যপালের অনুরোধে কংগ্রেস সহ বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, আই, এস, ইউ, সি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দশটি রাজনৈতিক দল বিধান সভার ১৬৫ জন সদস্যের যুথপত্র রূপে রাজ্যপালকে লিখিতভাবে জানান যে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত কোনও মন্ত্রীসভাকে তাঁরা সমর্থন করবেন না। গত ১৮ই মার্চ রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্য মন্ত্রী তথা সি, পি, এম, দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের দাবিও প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত হন—কিন্তু রাজ্যপালের সুস্পষ্ট তাঁর সমর্থকদের দাবিও করতে অসম্মত হন। রাজ্যপাল উপমুখ্য মন্ত্রী শ্রীবসুর এই দাবী সমর্থন করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে সি-পি-এমের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠনের পর্ব সমাপ্ত হয় এবং রাজ্যপাল কংগ্রেস (শাসক), বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, আই এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দকে পর পর মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান—কিন্তু তাঁরা সকলেই বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের দাবি দাবিয়ে গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। এই পরিস্থিতিতেও রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের বিবৃতি

রাষ্ট্রপতির শাসন গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরোধী। জন-প্রতিনিধিদের ব্যর্থতার পরিচায়ক এই রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু যখন শূন্যতা পূরণের অপরিহার্য ব্যবস্থা রূপে রাষ্ট্রপতির শাসন দেখা দিয়েছে—তখন জন-প্রতিনিধিদের একটা সুযোগ দেওয়া উচিত—যে করে তাঁরা কোন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করতে পারেন। সুযোগ দেওয়ার কথা আমরা এই অর্থে মনে করেছি যে, যদি কিছু পার্টি রাজনৈতিক কর্মতালিকার মিলিত ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা-সরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন। আমরা কখনই আশা করব না যে, এই অঙ্ক কষে সৃষ্টি বা ভাঙ্গাগড়ার কারবারে অবাঞ্ছিত কর্মধারার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে। যদিও আজ আশা করা খুবই দুরূহ, তবু পশ্চিম বাংলার মানুষ আজ মনে করবে—তাদের জীবনে এক সংকটমুক্ত ইতিহাস লেখা হল—যদি যুক্তফ্রন্টের দলগুলি এই অবকাশের সুযোগটিকে নিজেদের বিভেদের অবসান ক'রে যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারেন।

কিন্তু যদি মন্ত্রী মণ্ডলী গঠনের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে এই অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসানের জন্য নির্ভরযোগ্য মন্ত্রীসভার অভিমত গ্রহণের এবং তার জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন হবে। এবং বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা ক'রে যত শীঘ্র সম্ভব তা' করা উচিত হবে কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধানের জন্য যে প্রচেষ্টা চলবে—সেই সময়ে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার জন্য সংঘের পক্ষ থেকেই সচেষ্ট থাকা উচিত হবে।

সম্প্রতি ১৪ই মার্চ তারিখে প্রকাশ আমাদের এক বিবৃতিতে আমরা জানিয়েছি যে মন্ত্রী মণ্ডলী গঠনের ব্যাপারে আমরা কি অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকব বা কি অবস্থায় বিরোধিতা বা সমর্থন করব। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির বিভেদ এবং দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে গঠিত কোনো মন্ত্রী মণ্ডলীতেই আমরা যোগদান করব না। মুখ্য মন্ত্রীর পদত্যাগের পর যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলগুলির মধ্যে বিচ্ছেদভাবে যে সমঝোতা চেষ্টা চলছিল তার কোনো টিক সঙ্গেই আমরা যুক্ত হইনি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলাম। আমাদের কর্ম-ধারা এখনও এইভাবে চলবে। কলিকাতা—১৮-৩-৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

সম্পাদকীয়—

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

তিন বছরে দুবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হোল পশ্চিম বাংলায়। প্রথমবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে অযোকার করে যখন দাবী রাখলা হোল উত্তাল হয়ে উঠলো, গণ আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে সংখ্যালঘু সরকারের সমস্ত নিঃস্বত্তা যখন পঙ্কের কুটীরে মতো গেল ভেসে, বিধানসভায় তালা পড়লো অনিশ্চিতকালের জন্যে, তখন বর্ষাতীর বাধা হলেন রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্যে সুপারিশ করতে। অর্থাৎ কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী একটা অগণতান্ত্রিক উপায়ে একটা অগণতান্ত্রিক সরকার চাপিয়ে দিয়েছিল বাঙালীর ঘাড়ে, এবং সেই ভূত ঘাড় থেকে নামিয়ে আবার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন অর্জন করতে হয়েছিল বাঙালীকে সংগ্রামের পথে। কিন্তু এবার?

যুক্তফ্রন্টের শেষ পর্যন্ত বিপুল সমর্থন দিয়ে গেছেন বাংলা দেশের মানুষ। কংগ্রেস-জনসঙ্ঘ সহ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির প্রবল অপপ্রচার, যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলির আত্মঘাতী কলহের আভ্যন্তরীণ ক্লেদ দুর্গন্ধতা এবং শরিকের বর্গিদের নীতিহীন অবিবাম উস্কানী সত্ত্বেও উন নির্ভীচন-গুলিতে নির্বাচকেরা বিপুল আস্থা জ্ঞাপন করেছেন যুক্তফ্রন্টের ওপর। কৃত্তিম যুক্তফ্রন্ট বা নির্দ্ধিষ্ট দলের নয়, এ কৃত্তিম বাঙালী নির্বাচকের। উপ-নির্ব্বাচনগুলি সংসদীয় আদর্শের প্রতি কতটা অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন ইতিহাস হয়ে থাকবে। বহু দলগুলি সম্মান রাখতে পারেন নি মানুষের এই প্রত্যয়, মানুষের এই ভালোবাসার, মূল্য দেন নি এই অমূল্য সম্পদের। তাঁরা কলঙ্কিই হলেছেন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত জনসাধারণেরই হাতে। কিন্তু যে যুক্তফ্রন্টকে ঘিরে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বপ্ন কল্পনা সার্থকতার আনন্দে স্পন্দিত হচ্ছিল, আঘাতে আঘাতে সেই ফ্রন্টের জীর্ণ ভঙ্গুর করে তোলার সময় তাঁরা কেউ মনে রাখেন নি জন-সাধারণকে। তাঁরা ভুলেছেন, যুক্তফ্রন্ট সংঘেছে জনসাধারণ, কিন্তু তাকারার সময় কমতার নেতার প্রয়োজন তাঁরা খুঁজে পান নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হবার সময়েই আমরা কয়েকটি সম্ভাব্য বিপদের কথা ঘোষণা করে ফ্রন্ট সরকারকে ও শরিকদলগুলিকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম। আজ তা' তাদের মনে থাকার কথা নয়। তাই পুনরুল্লেখ করছি। আমাদের সে বিপদ সংকেত অভ্রান্ত ছিল, এ জ্ঞানী সজ্জন কি না পাঠক বিচার করবেন। আমরা বলেছিলাম, যুক্তফ্রন্ট বিপদ আসতে পারে সাম্প্রদায়িক অসুবিধা থেকে, ছিন্ন ভিন্ন কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তগুলির সমবেত প্রত্যাঘাত থেকে এবং সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ আসতে পারে ক্ষমতাসীন শরিকদলগুলিতে গণতন্ত্রবিরোধী সুযোগ সন্ধানীদের অনুপ্রবেশ থেকে। নির্জ্জাচনে ছিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-গুলি আত্মরক্ষার তাগিদে একত্রিত হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে। বাংলা দেশের অধিকাংশে সংবাদপত্র জগৎ হাতে। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা থেকে এদের অভিযান সুরু হয়েছে ফ্রন্টের বিরুদ্ধে। এ অভিযান এখনও অব্যাহত আছে। ফ্রন্টের শরিকদলগুলির অধিকাংশই গণতন্ত্রবিরোধী সুযোগসন্ধানীদের অনুপ্রবেশে রোধ করেন নি, ফলীর মর্য্যাদার ভান্ড ভোগে তাঁরা উদ্যুক্ত রেখেছিলেন অনুপ্রবেশের পথ কেননা জমি বন্টন, ভাগা উচ্ছিয়ে যান কাটা, প্রমিক ইউনিয়ন গঠন, বিহারী ইউনিয়নকে রয়ন করার কাজে গণতন্ত্রবিরোধীদের করা দিয়েছি বেড়ে, কাড়াকাড়ি, পুড়ে গিয়েছিল বলে ঘরে পেশাকার অপরাধীদের নিয়ে। তারেরও লাভে ছিল এতে—প্রশাসনিক স্তরে তাঁকি দেবার মতো বিভিন্ন আদর্শবরের আরও তাঁরা লাভ করেছিল, সুযোগ পেয়েছিল অবাধ অনুপ্রবেশের। সরকারী জুমিনীতি কাজে জনাহিত করার জন্যে সরকারী প্রশাসনকে ক্ষমতার দম্ভে নিয়োগ করা হোল—তল নিয়ে তলি রথম, যান কাটা বন্ধ হলো উচিৎ, এ যুক্তি বড় শরিকেরা স্বীকার করেন নি। তাঁরা তখন ধনীর প্রভাব বৃদ্ধির স্বপ্নে মশগুল! অথচ শরিকী তিকতার, শরিকী কানাকানির কালসাপ চুপচাপ এই ছিদ্রপথেই।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষেত্রে আবার সমস্ত দলগুলির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নি। রাষ্ট্রপতির বর্তমান সাময়িক শাসন একটা আংশিক কারণ নয়। কিন্তু গণতন্ত্র কাকে অবলম্বন করে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে? কংগ্রেসের ভূমিকা যা ছিল আগের শেষ হয়ে গেছে। ফ্রন্টের বড় দলগুলি মানুষের আশা আকাঙ্খাকে এক যুক্তফ্রন্টে মিলিয়ে দিয়ে চরম আঘাত দেবেছেন মানুষের আস্থার উপর। এখনও পর্যন্ত দেশের চাইতে দলের মর্যাদা তাঁদের কাছে বড়। তাই যুক্তফ্রন্টের অকাল-মৃত্যুর বুজরলিন আকাশে বিষণ্ণ গোধূলির রঙে আর একটি প্রশ্ন জেগে আছে—পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি?

নে, চ,

পুলিশের ম্যাজিক?

যুক্তফ্রন্টের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসু যেদিন ঘোষণা করলেন যে, বোমা, চোরাই আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ইত্যাদির গোপন ঘাঁটি আবিষ্কারের জন্যে তিনি একটি বিশেষ স্কোয়াড গঠন করছেন, সে দিন থেকে রাস্তায় ঘাটে বোমা ফাটতে লাগল বেশী করে এবং পথে ঘাটে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার চলতে লাগল যথেচ্ছভাবে। বলুটোলা ষ্ট্রীটের অভাবনীয় ঘটনার পর প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণের ভাঙ্গা বাড়ীর ঘাঁটি পুলিশ আবিষ্কার করলো—খবর পড়লো না কেউ, আবিষ্কৃত হোলো না কোন বড় ঘাটি।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে বড় বড় ঘাঁটি আবিষ্কার করছে কোলকাতা, আসানসোল ও আরও কয়েকটি জায়গায়। পুলিশের কাজের এই অস্বাভাবিক দ্রুততাই প্রমাণ করে যে পুলিশ সবই জানতেন। আগে থেকে সব না জানলে ধরিত্রী-গতিতে এতগুলি ঘাঁটি আবিষ্কার একমাত্র ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকরদের পক্ষেই সম্ভব। আশা করি বাংলা দেশের পুলিশ আর মাই হোক ম্যাজিসিয়ান নয়।

দুটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগছে মানুষের মনে। সব জেনেও পুলিশ এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয় নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন পুলিশকে, অথবা পুলিশই চুপচাপ ছিল, যুক্তফ্রন্টকে হেয় করবার জন্যে। এ দুটির কোনটি সত্য তা আজ সাধারণ মানুষের জানা দরকার। কারণ সত্য যেটিই হোক, দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে তা মারাত্মক।

রাজ্যপালের সমস্যাজ্ঞান

সদ্যবিদায় রাজ্যপাল দিল্লী গিয়েছিলেন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে পশ্চিম বাংলার সমস্যা ও উন্নয়নের প্রশ্নটি তুলে ধরার জন্যে। কেবার তাঁরা তিনি বাঙালী জাতিকে বহু প্রশংসাপত্র দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে বাঙালী তার উপযুক্ত উন্নয়নের সুযোগ থেকে চিরকাল বঞ্চিত থেকেছে—যা পাওয়া উচিৎ তা সে পায়নি কোনদিন।

স্বভাবতই আশ্চর্য ভেবেছিল বাংলার সমস্যা সম্পর্কে রাজ্যপাল অভিনিবেশ সহকারে অবহিত। দিল্লী থেকে ফিরলেন তিনি—বাঙালী জন্যে নিয়ে এলেন দিল্লীকা লাড্ডু! বেতারে আবার শোনা গেল পশ্চিম বাংলার কমলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উন্নয়ন পরিষদকে তিনি অবিলম্বে কোলকাতার উন্নয়ন ও উদ্ধার সমস্যা সম্পর্কে সক্রিয় হতে বলেছেন।

রাজ্যপাল হয়তো ভুলে গেছেন যে পশ্চিম বাংলায় পুরুলিয়া বা তিনটি অনুন্নত জেলা আছে এবং তিনটি জেলায় অসংখ্য অন্ধকার গ্রাম আছে। সেচ, কৃষি, শিল্প কোনটাই এ তিনটি জেলায় নিরবযোগ্য নয়। কিন্তু সচিবেরা বোধ হয় এর খবড়া তাঁকে দেন নি। কাজেই এ তিনটি জেলা আপাততঃ অন্ধকারেই থাক।

শস্যহানিজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিকার ও ফরেষ্টারের অত্যাচারের অবসানের দাবীতে জয়পুরে লোকসেবক সংঘের জনসভা

গত ১১ই মার্চ লোক সেবক সংঘের ডাকে বরপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক শস্যহানির ফলে জয়পুর থানার কোলা, সিনি, আগরা প্রভৃতি করেকটি অঞ্চলে মানুষ যে অসহনীয় বিপন্ন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এবং সমগ্র থানায় যে ভয়াবহ খাদ্যাভাব ও অন্যান্য অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তার প্রতিকারের দাবীই পরিষদ কার্য্যতালিকার প্রধান বিষয় ছিল। সভার প্রারম্ভে মানুষের যে অসহনীয় দুর্দ্দশার পরিচয় পেয়েছেন, তার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে মানুষ বেঁচে থাকার জন্যে কেমন অথাদ্য কুখাদ্যও খেতে বাধ্য হচ্ছে। খাদ্যাভাবের তাড়নায় ব্যাপকভাবে মানুষ ঘরে ঘরে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিদেশের বলিয়াদী অঞ্চল কাজের সন্ধানে। তিনি স্থানীয় ফরেষ্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে ফরেষ্টারটি নিজের খেয়াল খুশিমত মানুষকে মামলায় জড়াচ্ছেন—নিজের কর্ত্তাগিরি জাহির করার জন্য। এই প্রসঙ্গে তিনি সুন্দর নারায়ণকে সভার সামনে হাজির করে জানান যে ফরেষ্টার তাদের বিরুদ্ধে মৌজদারীর অভিযোগ এনেছেন। খাদ্যাভাবে অনাহার মানুষ যে অপরাধ করছে তার নমুনাও শ্রীসাহা সভার সামনে হাজির করেন। তিনি অবিলম্বে সরকারী সহায়তার দাবী জানান এবং নিরীহ মানুষের ওপর ফরেষ্টারের জুলুম ও অত্যাচারের অবসান দাবী করেন।

শ্রীবেপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে এ বছর পুরুলিয়া জেলায় ব্যাপক শস্যহানি হয়েছে। সমগ্র জেলার এ বছর শতকরা ৬০ ভাগ ও বেশী ফসল নষ্ট হয়েছে পাতা, সাঁতুড়ি, নিতুড়িয়া, জয়পুর প্রমুখ বেশ কয়েকটি থানায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি বলেন যে লোকসেবক সংঘের কর্মীরা যে সমীক্ষা করেছেন, তাতে এই সব থানার শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তিনি জানান যে লোকসেবক সংঘের সভিব শ্রীযুক্ত চন্দ্র ঘোষ জেলার সামগ্রিক ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বজনীন সরকারী সহায়তার জন্য, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গেই মন্ত্রী মশাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। গত ১২ই জানুয়ারী শ্রীযুক্তা শ্রী ভান রায় পুরুলিয়া আসেন এবং তিনি জেলার ব্যাপক শস্যহানির ব্যাপারে সংঘের তথ্যের যাথার্থ্য স্বীকার করে এখান থেকে সংগৃহীত খাদ্যের শতকরা ২৫ ভাগ এখনকার জন্যে বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানান। তিনি আরও জানান যে এর ফলেও যদি ঘাটতি দেখা দেয় তবে সেই ঘাটতির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পূরণ করার আশ্বাস মন্ত্রীমশাই দিয়েছেন।

—জাগরণী জনার আবগুর রেজাক খান মশাই এ জেলার অবিলম্বে প্রচুর T. R. এর কাজ খোলার আশ্বাস দান সচিবকে দিয়েছেন। জেলাশাসককে T. R পরিচালনার ব্যাপারে তৎপর হতে বলা হয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্থোভ প্রকাশ করে বলেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র থেকেই চিরাচরিত নিয়মে চলছে, সেই হেতু আমরা তখনা করতে পারছি না যে বিদেশে শুভ বুদ্ধি সরকারী ব্যবস্থার স্বভাব-সিদ্ধ দীর্ঘসূত্রতা হ্রাস পাবে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন যে কৃষি ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে দেশের নৈতিক অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। দেশের কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত না করে কোন দেশ তার শিল্পকে উন্নত করতে পারে নি। তিনি বলেন যে আমাদের দেশের পরিকল্পনাগুলি রচিত হয়েছিল প্রধানত বৃহৎ শিল্পের দিকে নজর রেখে—কৃষি এখনও অবহেলা ও পড়ে আছে। সারা পশ্চিম বাংলায় একর ২১ লক্ষ টন খাদ্য ফলে থাকে। সাড়ে চার কোটি বাঙালীর খাদ্যের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ ৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার টন। এ বছর এই বাংলা অনেক বারে নীচে উৎপাদন হয়েছে ৫১ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাদ্যশস্য। শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন অবশ্যেলি ওপর সংগ্রাম করেও পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিম বাঙলায় খাদ্যোৎপাদনের এই শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়েছে তিনি বলেন যে চিরকাল ধরে তাঁদের আশা ধুলে রাখলেই দুর্ভিক্ষের অবসান হবে না—উপযুক্ত সেচ, সার, বীজ এবং কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলে তবেই দুর্ভিক্ষ বন্ধ করে চিরদিনের মতো। উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বলেন যে পাঞ্জাব বছরে মাত্র ৮ ইঞ্চি বৃষ্টি পেয়েও গমে স্বাবলম্বী হয়েছে। আমাদের তার ৯ গুণ বেশী জলে মাত্র ৮০ লক্ষ একর অবাবী জমিতে গড়ে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করছে। আর আমাদের পশ্চিমবাঙলা তার মাত্র সাড়ে চার কোটি মানুষের জন্যে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ একর জমিতে আবাদ করেও সাড়ে ৯ লক্ষ টনের বেশী উৎপাদন করতে পারছে না। তার কারণ ১ কোটি ৩৩ লক্ষ একর অবাবী জমির মধ্যে ১ কোটি একরেরও বেশী জমিতে সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি বলেন কৃষির উন্নতি করতে গেলে সেচের কাজে আগের নিয়মের কলপড়ে থাকা থেকে খাদ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে—নইলে বর্ত্তমানী বাঁচবে না।

শ্রীঅশোক চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে সদ্য চিরকাল মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছে। আজও জেলার মানুষের পাশে আমরা প্রস্তুত আছি। জেলার ব্যাপক শস্যহানির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বেই সংঘের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। খাদ্য, কৃষি, সেচ, শিল্প, কুটীর শিল্প এবং জাতি গঠনের মন্ত্রী মশাইদের জেলার খাদ্যাভাবে ও জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে সক্রিয় হওয়ার আন্তরিক আবাস আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক দীর্ঘ সূত্রতার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও বিলম্ব ঘটছে। তিনি গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলে স্তোত্রীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজ করার কথা বলেন। তিনি বলেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার আজ এমন একটি সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে যে এ সরকার আদৌ কাজ করবে কি না, একথাও কেউ বলতে পারবে না। কাজেই সরকারী আবাস কলপড়ে কি না তা নির্ভর করছে সরকারের থাকা-না থাকার ওপর। শ্রীচৌধুরী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে অবস্থা যাই দাঁড়াক, জেলার বিপন্ন মানুষকে বাঁচাবার পথ থেকে আমরা সরে যাব না। যুক্তফ্রন্ট সরকার থাক আর অন্য কোন শাসনব্যবস্থাই আসুক জেলার মানুষকে বাঁচার দাবী নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব, প্রয়োজনে চলে সংগ্রাম করে, যেমন চিরদিন করেছি।

স্থানীয় কয়েকটি সাধারণ মানুষের পরে যে অত্যাচার শুরু করেছেন শ্রীচৌধুরী সে সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে ফরেষ্টার সভ্য আইনের নামে জঙ্গলী আইন চালু করার চেষ্টা করছেন। বনকর্মার নামে তিনি আগুন দিচ্ছেন প্রশ্নে দিচ্ছেন বনকর্মচারীদের, আর চাকুরী বজায় রাখার জন্যে কাজ হোগাচ্ছে নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসীরের। তিনি সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে দেশের রাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে আসল কর্তা মন্ত্রী, জেলাশাসক, বি, ডি, ও, ফরেষ্টার, চৌকিদার পর্য্যন্ত সবাই জনগণের ভৃত্যের চেয়ে বড় কিছু নন। একথা মনে রেখে ফরেষ্টার দেবকে মতো অ ংশ করতে নিষ্ঠুন। নইলে পরিণামের জন্যে তাঁকে প্রস্তুত থে তে হবে। কারণ ভৃত্যের ঔদ্ধত্য, দেহকের বিসরীত আচরণ মনিব বরদাস্ত করবে না। জঙ্গলী আইনের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে জেলার খাদ্য সমস্যার সমস্ত তথ্য সংঘ ইতিপূর্ব্বেই সরকারের গোচরীভূত করেছেন। যাতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অগ্রাধিকার-ভিত্তিক পুরুলিয়া উন্নয়ন প্রকল্পাদি

পুরুলিয়া মেলার আলোচনাসভাসমূহের বিশেষ প্রস্তাব

রাজ্যপাল সহ বিভিন্ন মন্ত্রীর পুরুলিয়া মেলা পরিদর্শন

অনগ্রসর ও অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য; সম্পদ ও সম্ভাবনা; সমস্যা ও সমাধান পথা প্রভৃতি সম্পর্কে পুরুলিয়ার সমাক পরিচয় দান এবং বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া মেলার অনুষ্ঠান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পুরুলিয়া পরিচিতি; কৃষি; শিল্প; সেচ সমবায় প্রভৃতি জেলার জরুরী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আলোচনা সভাসমূহে পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও পুনরুজ্জীবনে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প তথা পরিকল্পনাকে পূর্ণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে রূপায়ণের জন্য বিশেষ সুপারিশ করা হয়। এই পুরুলিয়া মেলা সম্প্রতি রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান পরিদর্শন করেন; মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন; পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ও তথ্য ও জন সংযোগ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে পুরুলিয়া মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও প্রধান অতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কৃষি মন্ত্রী ডঃ কানাই ভৌমিক এবং কুটীর শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ সংশ্লিষ্ট আলোচনা সভাদিতে যোগদিয়াছিলেন। প্রাথমিক প্রচেষ্টায়ে পুরুলিয়া মেলা ১৯৭০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে এই ভাবে চেষ্টা করা হয়।

পুরুলিয়া জেলার শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধন; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থার প্রসার; যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও প্রসার এবং বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণের সুপারিশ করা হয়:—

১। **শিল্পোন্নয়ন ও প্রসার**

ক) মাঝারী শিল্পরূপে অবিলম্বে সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা;

খ) ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধনকল্পে অবিলম্বে এই জেলায় একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট তথা শিল্প উপনগরী স্থাপন।

গ) সমবায় ভিত্তিক একটি পাওয়ার লুম কারখানা স্থাপন;

শিল্প সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা

ক) আদানসোল শিল্পাঞ্চল ও পুরুলিয়া জেলার সবাসরি যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দামোদর নদের উপর সড়ক সেতু নির্ম্মাণ;

খ) নির্ম্মীয়মান বোকারো ইস্পাত কারখানা অঞ্চলের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য জয়পুর থেকে কড়কড়া গ্রাম (বিহার সীমানা) পর্য্যন্ত পাকা সড়ক (High way) নির্ম্মাণ;

গ) মানবাজার থানার তামাগুন্দ বা তাম্রখনি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মানবাজার থেকে ঐ অঞ্চল পর্য্যন্ত পাকা সড়ক নির্ম্মাণ;

এই সকল সড়ক ও সেতু নির্ম্মাণের দ্বারা পুরুলিয়া জেলায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ব্যাপক প্রসার সম্ভবনা দেখা দেবে এবং সেই সঙ্গে কৃষি পশুপালন, বাবসা বাণিজ্য প্রসার ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা দ্বারা জেলার অর্থ-নৈতিক সমস্যাও বহুলাংশে সমাধান হবে। মানবাজার অঞ্চলের এই রাস্তাটির দ্বারা তামাগুন অঞ্চলের সম্পদ কার্য্যকরী হবে। অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে তাম্রখনি স্থাপিত হলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এই জেলা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে।

২। **কৃষি ও সেচ**

পুরুলিয়া জেলার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থার প্রসার সাধনে অবিলম্বে নিম্নলিখিত সেচ প্রকল্প রূপায়ণ করা হোক—

ক) **আপার কংসাবতী সেচ প্রকল্প** প্রায় সাড়ে ছয় কোটী টাকা ব্যয়ে এই মাঝারী সেচ প্রকল্পের দ্বারা এই জেলার ব্যাপক অঞ্চলে জল সেচের যে সম্ভাবনা রয়েছে দীর্ঘ ছয় সাত বৎসর কাল ধরে অর্থের অভাবের অজুহাতে এর কাজই শুরু করা হয় নি। ভারতবর্ষের সকল রাজ্যে এবং পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলায় বিভিন্ন সেচ প্রকল্প রূপায়ণে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হচ্ছে—কেবল পুরুলিয়া জেলার সেচ প্রকল্পের ব্যাপারে অর্থাভাবের অজুহাত দেখানো হচ্ছে। সুতরাং এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিত্যাগ করে এই বিশেষ সেচ প্রকল্পটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়িত করা হোক।

খ) **সাহার জোড় সেচ প্রকল্প**—আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে সাহারজোড় সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক;

গ) এই জেলায় অসতীর ও সতীর নলকূপ স্থাপন সম্পর্কিত সমীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল সাপেক্ষে আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১০০০ একর জমিতে জল সেচ হতে পারে এরূপ প্রতি ব্লকে দশটি করে জোড়বাঁধ জেলার ব্লকে ব্লকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হোক।

৩। **যোগাযোগ ব্যবস্থা**

এই জেলার রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার সাধনকল্পে কয়েকটি দীর্ঘ অবহেলিত ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে—

ক) পুরুলিয়া-কোচিনিয়া ছোট লাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর-করণ।

খ) গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় রেলপথ বিস্তারের কোনও কার্য্য সূচী গ্রহণ করা হয় নি—সুতরাং এই জেলার ছড়া, পুরুলিয়া, মানবাজার, বরাবাজার, বান্দোয়ান, আড়ষ প্রভৃতি থানার সঙ্গে রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক এবং পর্য্যায়ক্রমে রূপায়িত করা হোক।

গ) পুরুলিয়া-বরাবাজার-বান্দোয়ান এই সড়কটির অবিলম্বে প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধান করা হোক এবং বিহার অঞ্চলের সড়কের উন্নতিবিধান করে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বিহার সরকারকে চাপ দেওয়া হোক।

ঘ) পুরুলিয়া-টাটানগর জাতীয় সড়কে পুরুলিয়ার সন্নিকটে কাঁসাই নদীর উপর সেতুটি জীর্ণ ও একান্ত সঙ্কীর্ণ বিধায় একটি সুপরিসর নূতন সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে যত সত্বর সম্ভব করতে হবে।

৪। **পর্য্যটন কেন্দ্র ও আশ্রয়নিবাস**

পুরুলিয়া জেলার ভূপ্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কল্যাণে এই জেলার অযোধ্যা পাহাড়; পাকেৎ পাহাড়; পাকেৎ জলাধার; মুরগুমা জলাধার; তাতিরবেড়া (স্কালদা), ঘাটবেড়া (বলরামপুর); কুইনাগর (বান্দোয়ান) প্রভৃতি নানাস্থানে পর্য্যটন কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য নিবাস নির্ম্মাণ করা যেতে পারে। এই সকল স্থানে কেবল পুরুলিয়া নয় পশ্চিমবঙ্গে সর্বসাধারণের উপযোগী পর্য্যটন কেন্দ্র এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য নিবাস স্থাপন করা যেতে পারে। **সুতরাং প্রাথমিক ধাপরূপে অবিলম্বে অযোধ্যা পাহাড়ে একটি পর্য্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হোক এবং ঘাটবেড়ায় অল্প আয়-বিশিষ্ট পরিবারদের জন্য একটি আশ্রয় নিবাস প্রতিষ্ঠা করা হোক।**

৫। **জেলা সংগ্রহশালা**

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ কাঁসাই হিন্দু ও জৈন মন্দির অথবা দেবদেবীর মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে যথাযোগ্য তত্ত্বাবধের অভাবে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ক্রমশঃ অপ্রাপ্য হচ্ছে অথবা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন এবং প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য একটি জেলা ভিত্তিক সংগ্রহশালা স্থাপন অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। এই সংগ্রহশালায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি ছাড়াও এই জেলার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত বস্ত্র, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র, শিকারের অস্ত্র প্রভৃতি এবং খনিজ, কৃষিজ ও বনজ সম্পদও সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। **লোক সংস্কৃতি অনুশীলন সংস্থা**

পুরুলিয়া মেলা-৭০ এর অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুলিয়ার সর্ব্বাঙ্গীক পরিচিতি; সুতরাং এই পরিচিতির সূত্রে জেলার লোক উৎসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সুতরাং জেলার লোক সংস্কৃতির আধারস্বরূপ জেলার বিবিধ ও বৈচিত্র্যময় লোকসঙ্গীত ও লোক নৃত্যাদির অনুশীলন যেমন বিশেষ প্রয়োজন—সেই সঙ্গে পুরুলিয়া মেলা'৭০ এর সঙ্গে জেলার লোক উৎসব পরিবেশনের যে সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছে তাকে স্থায়ী রূপদানের উদ্দেশ্যে একটি লোক সংস্কৃত অনুশীলন সংস্থা গঠন ও তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একান্তই আবশ্যক। সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করার লক্ষ্যে লোক-সংস্কৃতি অনুশীলন কল্পে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনও বিশেষ প্রয়োজন। এই সংস্থা যেমন পুরুলিয়া (মানভূম) জেলার বিভিন্ন লোক সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের অনুশীলন প্রসার ও প্রচারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করবে—সেই সঙ্গে পুরুলিয়া মেলা-৭০ এর পুরুলিয়া পরিচিতির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতি বৎসর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লোক উৎসব ও পুরুলিয়া মেলার অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

—•—

পুরুলিয়ায় পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাস ময়দানে কৃষক ও ক্ষেত মজুর জেলা সম্মেলন

গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে পুরুলিয়া জেলা কৃষক ও ক্ষেত মজুর সম্মেলনের উদ্বোধনকালে পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ স্বাধীন হবার পরও জনগণের মুক্তি অর্জ্জিত না হওয়ার জন্য গত বিশ বৎসরব্যাপী কংগ্রেসী শাসনকে দায়ী করেন এবং কংগ্রেসকে কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানরূপে আখ্যা দেন। গত মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে এক বৎসরের মধ্যে বেনামী জমি উদ্ধার ও ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিতরণ; তিন একরের কম চাষের জমিকে খাজনা মুক্ত করা প্রভৃতি জনগণের কল্যাণসাধক বিভিন্ন কার্য্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, যুক্তফ্রন্ট যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সব পূর্ণ করতে পারে নি এবং যুক্তফ্রন্ট জনগণের বিশ্বাসের মর্য্যাদাও রক্ষা করতে পারে নি। তিনি মন্তব্য করেন যে সেই মর্য্যাদা যদি যুক্তফ্রন্ট রাখতে পারতো তবে ফ্রন্টের এমন হাল হোত না।

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ত্ত মন্ত্রী বলেন, যারা এই ফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য দায়ী তাদেরসাজা দিতে হবে। দেশে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে এবং সি-পি-এম দলের সঙ্গে বিরোধের সূত্রে বাংলা কংগ্রেসের একতরফাভাবে ফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং এর জন্য সি-পি-এমকে বিশেষভাবে দায়ী করেন। কারণ তিনি বলেন যে, মার্চ্চিষ্ট কম্যুনিষ্ট দল দৈনন্দিন যে প্রচোচনা দিয়ে আসছিল তার জন্যই বাংলা কংগ্রেস তথা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পূর্ত্তমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, সি-পি-এম দল পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে দলীয় স্বার্থ সাধনের জন্য ব্যবহার করেছে এবং তিনি স্বয়ং উপমুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে মন্ত্রী হিসাবে চিঠি দিয়ে অনুরূপ বহু অন্যায় ঘটনা জানিয়েছেন কিন্তু প্রতিকার ত দূরের কথা চিঠির কোন উত্তর পর্য্যন্ত পান নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে শরিকী সংঘর্ষের মাধ্যমে সি-পি-এম দল ফ্রন্টভুক্ত অন্যান্য সব দলকে নিশ্চিহ্ন করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একাধিপত্য স্থাপন করতে চায়—কিন্তু তা কখনই সম্ভব হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্ত্তমন্ত্রী আরও বলেন যে যুক্তফ্রন্ট হোল জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার সুতরাং যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করতেই হবে এবং এস-ইউ-সি দল যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। পশ্চিমবঙ্গে মিনি-ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টায় এস-ইউ-সি দলও যুক্ত আছে এই অভিযোগ অস্বীকার করে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, সি-পি-এম দল নিজের দোষ ঢাকবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে আজগুবী অভিযোগ উত্থাপন করছে।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীনাবুচরণ ব্যানার্জী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত, শ্রীইচাকুর পৈলান, শ্রীকেনারাম মণ্ডল প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

—•—

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

রায়তদের উদ্দেশ্যে

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ৩১শে মার্চ, ১৯৭০ ইং তারিখের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনের ২৪ বি (২) ধারা অনুযায়ী পরিবারের কর্ত্তার নাম সহ তাহাদের সমস্ত রায়তি জমাভুক্ত জমির তালিকা নির্দ্দিষ্ট ফরমে স্থানীয় অধস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের নিকট দুই প্রস্থ করিয়া দাখিল করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট ফরমের নমুনা যাহা ১৫।১২।৬৯ ইং তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমস্ত অধস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিবরণ জানিবার জন্য রায়তদের এলাকায় উক্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

আঃ/—ধীরক ঘোষ
অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুরুলিয়া।

সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া

টেণ্ডার নোটিশ

বিষয়—খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ

সৈনিক স্কুলে ১৯৭০-৭১ সালে নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট মানের শাকসব্জী, আলু, পিঁয়াজ, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ইংরাজীতে লেখা টেণ্ডার নোটিশে বিস্তারিত বিবরণ আছে। ঐ নোটিশের অনুলিপি সৈনিক স্কুল অফিসে ও স্থানীয় প্রধান প্রধান বিভিন্ন অফিসে টাঙ্গাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সৈনিক স্কুলের রেজিষ্ট্রারের নিকটেও পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারসমূহ আগামী ১০ই এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে সকাল আটটার পূর্ব্বে অধ্যক্ষের অফিসে পৌঁছান আবশ্যক।

রেজিষ্ট্রার,
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়ার অধ্যক্ষের পক্ষে
তাং ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৭০

যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট ও সমাধান প্রচেষ্টার বিভিন্ন রূপ

লোক সেবক সংঘের নীতি সম্পর্কে সংঘ সচিবের বিবৃতি

পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করে যুক্তফ্রন্টের বিভঞ্জনার শক্তির ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে একটি বিকল্প ফ্রন্ট গঠনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলছে। যুক্তফ্রন্টের একটি শক্তিশালী দল তাঁদের অভিযোগের কোনও সুরাহা হয় নি মনে করে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন। ফ্রন্ট অক্ষুণ্ণ শক্তিবল নিয়ে রয়ে গেলে এখন যদি কোনও বিকল্প সরকার গঠন করতে পারেন এবং যে দল ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন তাঁদের ফ্রন্টে প্রত্যাবর্তনের ও মন্ত্রী সভায় যোগদানের পথ খোলা রাখেন—তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভাল কোনও পন্থা হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ফ্রন্ট বাস্তব এই যে বর্তমানে সে রকম কোনও ঐক্যবদ্ধ পক্ষেরই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

আজ কোনও বিকল্প ফ্রন্ট বা সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে যে কোনও পক্ষ থেকে যে কোনও প্রচেষ্টা করা হোক না কেন ওঁদের ফ্রন্টের নিন্দা বিবরণান সিদ্ধান্ত মনে করেই সমর্থন ও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগ ও অস্বস্তির বিষয় হোল এই রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের কুটিল ও অন্ধ্র উদ্দেশ্য নির্ভরশীল না হয়ে কোনও বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সুতরাং এই বাস্তব পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত শক্তিকেন্দ্রগুলি রূপ লোক সেবক সংঘের কি নীতি ও কর্মপন্থা হবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যদি কংগ্রেস নিরপেক্ষ (অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত) কোনও বিকল্প ফ্রন্ট বা মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়—তবে লোক সেবক সংঘ তাকে সমর্থন করবে না, বা, বিরোধিতা করবে না। কারণ সংঘ মনে করে রাষ্ট্রশক্তি শাসন অপেক্ষা জনপ্রতিনিধিদের শাসন বহুগুণে বাঞ্ছনীয়—সুতরাং সেরূপ শাসনব্যবস্থার বিরোধিতার প্রশ্ন ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ যদি কংগ্রেসকে অন্তত শক্তিক্ষয় রূপে অথবা কংগ্রেসের সংখ্যা সমর্থনে কোনও নূতন ফ্রন্ট বা মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়—তবে লোক সেবক সংঘ তার বিরোধিতা করবে। কারণ কংগ্রেস তার হৃত শক্তি বা স্থান ফিরে পাবার কোনও প্রচেষ্টা বা সম্ভাবনাকে সংঘ বিরোধিতা করবে।

তৃতীয়তঃ যদি বিধান সভার সদস্যদের মধ্যে সংখ্যা পরিবর্তনের ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্য থেকে কোনও বিকল্প ফ্রন্ট গঠন করা হয়—তবে সেই বিকল্প ফ্রন্টকে মন্ত্রীসভা গঠনে লোক সেবক সংঘ সমর্থন জ্ঞাপন করবে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংঘের বিবৃতির বিশদ ব্যাখ্যারূপ এই বিবৃতি প্রকৃত হোল।

কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমরা যে টুকু উপলব্ধি করেছি—তাতে কোনও শিবিরের পক্ষে বিধান সভার ফ্রন্টভুক্ত সদস্যের সংখ্যা শরিষ্কার অর্জন করা সম্ভব হয় নি—ফলে ঐরূপ প্রচেষ্টারত ব্যক্তিবর্গ মন্ত্রী সভা গঠনের উদ্যোগী হলেও তাঁদের ঐ প্রচেষ্টার সপক্ষে কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন নিশ্চিত থাকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিচার বিবেচনা ও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে বর্তমানের রাজনৈতিক অচলাবস্থা অবসান করে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আমরা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে সংগ্রাম করে এসেছি তার কৃপা ভিক্ষা করা অপেক্ষা ফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধিতে নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা বহুগুণে সম্মানজনক হবে। এই প্রকার জাতীয় অথবা রাজনৈতিক সঙ্কটে অভ্যাশিত বিপদের কোন প্রশ্ন নেই। বর্তমানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল—অতি বিলম্ব হলেও আমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে কি না!

কলিকাতা—১৫।৩।৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—:—

শস্যহানিজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিকার

(কৃষি ও পূর্ত্ত বিভাগ)

দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ উপযুক্ত সহায়তা লাভ করতে পারে তার জন্যে প্রয়োজনবোধে সংগ্রামে নামতেও সংঘ প্রস্তুত। তিনি বলেন চিরতরুণ এই ভরসা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যে দ্রুত কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

ফরেইরের অভ্যাচারের ৭০ বছর উত্তীর্ণ করে তিনি বলেন যে তিনি আশা করেন ফরেইরের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। যদি না হয়, তাঁকে পরিণামের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন যে লোক সেবক সংঘ অতীতে সংগ্রামের দ্বারা অন্যায় আইনের বলতাকে পরাজিত করেছে—প্রয়োজন হলে সারাবন মানুষের স্বার্থে সে তার সংগ্রাম শক্তির পরিচয় আবার দেবে।

খাদ্যাভাবগ্রস্ত কর্মহীন মানুষদের জন্যে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যাপকভাবে T.R. এর কাজ চালু করা এবং খরাগ্রস্তি সাহায্যের প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফরেইরের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্রুত করে আরেকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর সভায় কাজ শেষ হয়।

—:—

হরতালের হাঙ্গামা

১৬ই মার্চ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৭ই মার্চ হরতালের আহ্বান জানান। ঐ তারিখে চকবাজারে মার্ক্সবাদী বলের ঘোষণাকারীর সঙ্গে কয়েকজন যুবকের সংঘর্ষ হয়।

হরতালের দিন লাঠিধারী মার্ক্সবাদী মিছিলের সঙ্গে বড়বাটে দোকানদার ও সাধারণ মানুষের সংঘর্ষ হয়। তাঁরা মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ আনেন। চকবাজারেও আংশিক ভাঙ্গচুর হয়। ব্যবসায়ী এবং সাধারণ নাগরিকের একটি জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়া করে নিয়ে যায় মার্ক্সবাদী মিছিলকে। লোকজনাথ শ্রীঅজয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে তেরার সমিতি নামে কথিত একদল যুবক ও ছাত্রী'চোরা নিয়ে হরতালের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে দিতে নগর পরিক্রমা করে। এই দলটিও ক্রুদ্ধ জনতার সামিল হয়। শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টের অফিসটি আক্রান্ত হয়। এই সময় কাছের একটি ছাদ থেকে একটি কাঁচের ভাঙা জার জনতার ওপর নিক্ষিপ্ত হলে একজন গুরুতরভাবে আহত হন। লাঠি ও চালধারী পুলিশ দ্রুতগতিতে অবস্থা আয়ত্বে আনে। ছাদ থেকে পুলিশের ওপরও কয়েকটি ইট পড়ে।

হরতালের দিনে পশ্চিম বাঙলার চারটি জেলায় ব্যাপক ভাঙ্গচুর হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বর্দ্ধমান জেলায় ও অন, হুগলী জেলা ও অল কুচবিহারে ২ জন এবং ২৪ পরগনায় ১১ জনের নিহত হওয়ার সংবাদ এখন পাওয়া যায়। হাওড়া জেলাতেও ব্যাপক ভাঙ্গচুর সংবাদ পাওয়া যায়। কোলকাতায় ১ জন নিহত হন। এখন নিহতের সংখ্যা ত্রিশের বেশী দাঁড়িয়েছে। ২টি আগ্নেয়াস্ত্র সাদ্ধ্য আইন ও একাধিক আংশিক ১২ঘণ্টা জারী হয়।

হরতালের আগে থেকেই পরিকল্পিত উপায়ে কোলকাতাকে অন্য জেলার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় বলে মনে হয়। আমরা ভিনদিন যাবৎ কোলকাতার টেলিফোন লাইন পাইনি। পরে সংবাদ পত্রে দেখেছি, কোন জেলা থেকেই কোনে কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ পাওয়া যায় নি।

—:—

পশ্চিম বাঙলার বাজেট

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় উন্নয়ণ পরিষদের বৈঠক হতে প্রত্যাবর্তন করে পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রি শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে আগামী ২৮শে মার্চ পশ্চিম বাঙলার বাজেট লোক সভায় উত্থাপিত হবে। ২৮শে মার্চ থেকে বাজেট আলোচনা শুরু হবে। আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে বাজেটটি পাশ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

—:—

পুরুলিয়া সহরে হরতাল ও প্রতিক্রিয়া

হরতালের দিন সহরে উত্তেজনা ও খণ্ড সংঘর্ষ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পরদিন সারা বাংলায় হরতাল পালনের জন্য মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৬ই মার্চ রাত্রিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ আকাশবাণীর মাধ্যমে ঘোষিত হওয়ার পর সেই দিন রাত্রে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে পর দিন ১৭ই মার্চ তারিখে পুরুলিয়ায় ২৪ ঘন্টাব্যাপী হরতালের কথা মাইকযোগে প্রচার করা হয়। প্রকাশ, এই প্রচারকালে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকার সময় চকবাজারে কতিপয় যুবক হরতালের প্রচারে প্রতিবাদ করে ও প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। এই খণ্ড সংঘর্ষে মাইকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রচারকারীরা লাঞ্ছিত হন।

১৭ই মার্চ পুরুলিয়া সহরে মোটামুটিভাবে হরতাল পালিত হয়। দোকানপাট, হাট বাজার প্রভৃতি বন্ধ থাকে এবং যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকে। সহর থেকে কোনও বাস ছাড়ে নি—কিন্তু গ্রামাঞ্চল থেকে সহরে বাসগুলি যথারীতি যাত্রী বোঝাই হয়ে আসে। ট্রেন চলাচলও কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়। সরকারী অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ও ব্যাঙ্কগুলি খোলা থাকে। জেওয়ানী আদালত ও কালেক্টোরেটে সরকারী কর্মচারীরা প্রায় যথারীতি উপস্থিত হন কিন্তু সেটেলমেন্ট অফিস, সি-এম-ও-এইচ অফিস প্রভৃতিতে পিকেটিং-এর ফলে অফিস প্রায় বন্ধ থাকে। জীবন বীমা অফিসও বন্ধ থাকে।

সহরের মধ্যে নামোপাড়া মহল্লায় দোকান পাট প্রায় সবই খোলা থাকে এবং হাটে ও বাজারে উত্তেজিত বিক্ষিপ্তভাবে দু একটি দোকানপাট খোলা থাকে। সকালের দিকে হরতাল পালন করার আহ্বান জানিয়ে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি মিছিল বের হয় এবং একটি পাল্টা মিছিল হরতাল না করার জন্য এবং দোকানপাট খোলার জন্য আহ্বান জানিয়ে সহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। ব্যাঙ্কা কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির (দক্ষিণপন্থী) সমর্থকেরা প্রতিবাদ মিছিল বের করেন এবং জনসভা, কংগ্রেস প্রভৃতি হরতাল-বিরোধীদলের সমর্থকেরাও যোগ দেন।

এই পরিস্থিতিতে সহরে কিছু উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয় এই সময় হাটে একজনের জিনিষপত্র লুঠন ও দোকানীর লাঞ্ছনার সংবাদে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় এবং অভিযোগ আসে যে চকলাভাতে একটি দোকান খোলা থাকার জন্য মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মী বা সমর্থকেরা কো-পুর্বক দোকান বন্ধ করে দেয় ও বালক দোকানীকে প্রহার করে। এই ঘটনায় উত্তেজনা খুবই বৃদ্ধি পায় এবং চকবাজারের কতিপয় যুবক প্রতিবাদ করে মার্ক্সবাদী কর্মীদের তাড়া করে তাদের অফিস পর্যন্ত যায়। সি-পি-এম অফিসের সম্মুখে প্রায় দুই হাজার মারমুখী জনতা অফিস আক্রমণ করার উদ্যোগ করে—কিন্তু পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে পড়ে এবং অবস্থা আয়ত্বে আনে। তারপর সারাদিন রাত্রি সি-পি-এম এর অফিসের নিকট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকে।

বৈকালের দিকে অবস্থা বহু পরিমাণে শান্ত হয় এবং সন্ধ্যা ৬টার পর অনেক দোকানপাট খোলে। কিছু কিছু বাসও বিকেলের দিকে ছাড়ে। কিন্তু গ্রামাঞ্চল থেকে কয়েক শত যাত্রী বিশেষতঃ শিশু ও নারী হরতালের মধ্যে সহরে এসে পড়ায় এবং ফিরে যাবার যানবাহন না পাওয়ায় বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় চক্রধারার ও সহরের কিছু ব্যবসায়ী ও মোটর মজদুর সমাজের কর্মীরা অর্থ সাহায্য করে এবং যুবকদের ব্যবস্থাপনায় বিপন্ন যাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধর্মশালায় সাময়িক বাসের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিবাদ মিছিল ও সভা

পরদিন অর্থাৎ ১৮ই মার্চ তারিখে সহরের ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও অন্যান্য কতিপয় শ্রেণীর উদ্যোগে হরতাল আহ্বান ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর প্রতিবাদে বৈকাল ২টার পর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয় এবং ছোট, বড় মাঝারী বিভিন্ন শ্রেণীর বা সাংবিদের এক দীর্ঘ মিছিল কাঁসাইমেলা থেকে বের হয়ে সহর প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রাকারীরা ধ্বনি দিতে থাকেন "হরতাল ডাকা চলবে না," "চাঁদা আদায় চলবে না" ইত্যাদি। শোভাযাত্রা চক্রধারে নেতাজী পার্কে সমবেত হয় এবং সহরের বিশিষ্ট চাইল ব্যবসায়ী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন বক্তা যখন তখন হরতাল ডাকার প্রতিরোধ করার এবং ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন।

—:—

বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের অনুমোদিত ১৯৭০-৭২ সালের ফুল ফাইন্যাল Condensed Course-এ ভর্তির জন্য ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের অভাবগ্রস্থা মহিলাগণ যাহাদের নিম্নতম যোগ্যতা অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পাশ তাহারা আবেদন করিতে পারেন। অনুমোদিত প্রার্থীগণ থাকা খাওয়া ও পড়ার খরচার জন্য (stipend) ৭০টাকেণ্ড পাইবেন।

আবেদন করিবার শেষ তারিখ ৬।৪।৭০

বিশেষ বিবরণের জন্য

সত্যনারায়ণ মুখার্জী
সম্পাদক
শিশুশিক্ষা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, পুরুলিয়া

নিম্নলিখিত বিবরণ সহ আবেদন করিতে হইবে :—

১। নাম ২। ঠিকানা (৩) জন্ম তারিখ (৪) বিবাহিত/অবিবাহিত (অভাবী, স্বামী পরিত্যক্তা ও অন্যান্য কিনা?) (৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা (৬) বিদ্যালয়ের নাম (৭) অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা (৮) এই কোর্সে যোগদানের কারণ (৯) নির্বাচিত হইলে হোস্টেলে থাকিবে/থাকিবে না (১০) এর পূর্বে কোন Cond Course এ পড়িয়াছ কি না?

বিঃ দ্রঃ বয়সের সহিত বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সার্টিফিকেট দিতে হইবে। স্বাক্ষর

সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া

'বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি'

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭০ ত রিখে অপরাহ্ণ ২-৩০ মিনিটে সৈনিক স্কুলে এই বিদ্যালয়ের একখানি পুরাতন বিজ্ঞাগাড়ী চালু অবস্থায় নিলামে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের রেজিষ্ট্রারের সহিত এই বিষয়ে যোগাযোগ করিতে পারেন।

রেজিষ্ট্রার
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়ার অধ্যক্ষের পক্ষে
তাং ১৮ই মার্চ, ১৯৭০

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—2539/57

শান্তি ও সম্প্রীতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

• সংবাদপত্রের জন্য নীতি নির্দ্দেশ
• প্রেস কাউন্সিলের সুপারিশ সমূহ

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্ম্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা সংগঠিত ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য এবং জাতীয় সংহতি-সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিবেকবুদ্ধি প্রতিফলনের জন্য প্রভূত বাক্‌স্বাধীনতা ভোগকারী সংবাদপত্রসমূহের নির্ভুল পথে জনমত সংগঠনে ও জনশিক্ষার মহান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে,—এ কথা মেনে নিয়ে ভারতের প্রেস-কাউন্সিল মনে করেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মমত বিষয়ে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশে সংবাদপত্রগুলি যদি যথোচিত আদর্শ ও মান বজায় না রাখেন তাহলে এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবে এবং জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবে। বিস্তারিতভাবে না বলেও, ভারতের প্রেস কাউন্সিল মনে করেন যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সাংবাদিক শালীনতা ও নীতির দিক থেকে দোষাবহ :

১) সাম্প্রদায়িক বিষয় সম্পর্কিত তথ্য কিম্বা ঘটনার বিকৃতিসাধন বা অতিরঞ্জনে অথবা সত্যাসত্য যাচাই না করে গুজব, সন্দেহ, অনুমান প্রভৃতি প্রচার এবং সেগুলিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে মন্তব্য প্রদান ;

২) সাহিত্যগুণ-সমন্বিত করা কিম্বা অলঙ্কার কুযোগ কিম্বা জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে হলেও সংবাদ কিম্বা মতামত পরিবেশনে অশালীন কিম্বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ ;

৩) প্রয়োচনা থাকা সত্ত্বেও, অভিযোগ যাঁটি হোক বা না হোক, তার প্রতিকারকল্পে হিংসাত্মক কার্য্যাবলী উৎসাহিত করা কিম্বা উৎসাহ করা ;

৪) যে কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত ও ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকার যাতে সর্ব্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ ধৈর্য ও ন্যায়সঙ্গত পথে হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সংবাদসংস্থাসমূহের ন্যায়সঙ্গত কাজ হলেও, অভিযোগ উদ্‌ভাবন কিম্বা প্রকৃত অভিযোগ অতিরঞ্জন অনুচিত ও সাংবাদিক নীতির পরিপন্থী —কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ বৃদ্ধি পায় ;

৫) কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি সম্পর্কে অশালীন ও মিথ্যা আক্রমণ, বিশেষ করে যখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ সম্প্রদায় কিম্বা জাতির অন্তর্ভুক্ত বলেই অন্যায় আচরণ করেছেন এরূপ আক্রমণ আনা হয় ;

৬) কোনো ঘটনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ জড়িত থাকলেও, সেই ঘটনার মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রূপদান ;

৭) সাম্প্রদায়িক ঘৃণা কিম্বা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে এরূপ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া ;

৮) মূলতঃ ভিত্তিহীন এমন কোনো আতঙ্কজনক সংবাদ প্রকাশ কিম্বা এমন সংবাদের উপর উত্তেজনা-মূলক মন্তব্য প্রকাশ কিম্বা বিভিন্ন সম্প্রদায় কিম্বা বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠী কিম্বা বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সম্পর্ক তিক্ত করতে পারে এরূপ সংবাদ প্রচার ;

৯) চাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঘটনার অতিরঞ্জন করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করতে পারে এরূপ সংবাদ বড় শিরোনামায় (ব্যানার হেড লাইনে) কিম্বা বিশেষ ধরণের হরফে প্রকাশ ;

১০) বিভিন্ন ধর্মমত কিম্বা ধর্ম বিশ্বাস কিম্বা সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন, অবজ্ঞাসূচক কিম্বা অবমাননাকর মন্তব্য কিম্বা উল্লেখ।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত—

পুরুলিয়া গ্রামাঞ্চলে হাতীর উপদ্রব

গত সপ্তাহে একটি পাগলা হাতী গোপালডি, গোঁসাইডি, ভুঁড়ুড়ু, ঝুরুলিয়া, বালিশাড়া প্রভৃতি গ্রামে উপদ্রব করে দুজনের প্রাণহানী ঘটিয়েছে এবং বহু ঘরবাড়ীর ক্ষতি, ক্ষেত খামারে সব্জি আখ প্রভৃতি নষ্ট ও ঘরের চাল-চাল খেয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করেছে। গ্রামবাসীরা তীর মেরে হাতীটিকে জব্দ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্য্যন্ত আগুন জ্বেলে ও ঢোল বাজিয়ে গ্রামবাসীরা হাতীকে গ্রাম থেকে তাড়াতে সক্ষম হয়। গত সপ্তাহকাল পুরুলিয়া থানা অঞ্চলে উপদ্রব করে হাতীটি বরাবাজার থানার দিকে চলে গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

—•—

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ

সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী গত ১২ই ও ১৩শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া জেলা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতি ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতি "কালী দিবস" পালন করে। এই দুই দিনই ব্যাঙ্ক গেটের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ওভারটাইম বন্ধ করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও ইউনাইটেড, ব্যাঙ্কের যে উদ্বোগে বিকেল ৪৷৷টার সময় ইউনাইটেড, ব্যাঙ্কের সম্মুখ থেকে এক মিছিল নানারকম স্লোগান ও ফেষ্টুন নিয়ে কর্ম্মচারীরা সহর পরিক্রমা করে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রমমন্ত্রী রায়ের বিরুদ্ধে সারাভারত ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর ডাকে বেলা ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত প্রতীক ধর্ম্মঘট পালন করা হয়।

•—

আপনার সকল প্রকার মুদ্রণ
মুক্তি প্রেসের সঙ্গে
যোগাযোগ করুন।

সকল প্রকার স্কুলের বই
পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

সোমবার, ৩০শে মার্চ '৭০
১৬ই চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা



গণতন্ত্র ও গান্ধীজী

অসুখল এবং বিরত গণতন্ত্র, পৃথিবীর একটি সুন্দরতম পদ্ধতি। পূর্ব-ধারণায় আবদ্ধ, অজ্ঞ, সুসংস্কারাচ্ছন্ন গণতন্ত্র নিজেকে হাজির করবে অবাঞ্ছকতায় এবং তা আত্মঘাতী হতেও পারে।

—গান্ধীজী

মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের চারটি রাজ্যেই মন্ত্রীসভার পতন

দুটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন এবং দুই রাজ্যে মন্ত্রীসভা পরিবর্ত্তন

গত ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে "ক্ষুদে সাধারণ নির্ব্বাচন" বলা হয়ে থাকে। যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের কারণে এই চারটি রাজ্যে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পর মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্বাচন প্রয়োজন হয়—সেই চারটি রাজ্যেই তের মাসের মধ্যেই আবার চরম সঙ্কট ঘনিয়ে এসে একের পর এক মন্ত্রীসভার পতন ঘটতে থাকে। প্রথমে বিহারে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং প্রায় আট মাস কাল রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ থাকার পর বিহারে শাসক কংগ্রেস গোষ্ঠির দারোগা হাইএর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে।

বিহারের পর উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ফলে মন্ত্রীসভারও চরম সঙ্কট দেখা দেয় এবং ত্রিকিটেপন্থী গুপ্ত মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। পরে শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে ভারতীয় ক্রান্তিদলের নেতা চরণ সিংহের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গে সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফের সুরুর বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত করে এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। ফলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন হয় এবং পঞ্জিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়। এখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে।

সবার শেষে সঙ্কট দেখা দেয় পাঞ্জাবে। সেখানে মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের পর আকালী-জনসংঘ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু গত তের মাসের মধ্যে আকালী দলেও সঙ্কট ঘনীভূত হয় এবং বাজেট বরাদ্দকালে মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য বিদ্রোহ করেন ও বাজেট বরাদ্দের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ফলে পাঞ্জাবের গুরুমান সিং মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং আকালী দল থেকে বহিষ্কৃত হন। আকালীদলের নূতন নেতা হরচরণ সিং বাদলের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

—•—

লোক সেবক সংঘের মামলা

কংগ্রেসী কাগজের সম্পাদক, প্রকাশক ও বান্দোয়ানের কংগ্রেসী এম, এল, এ-র জামিনে মুক্তিলাভ

কোলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কোলকাতার কংগ্রেসী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দূদের ডাক'র বিরুদ্ধে সংঘের সম্পাদকীয়কে, ভুয়া এবং কল্পিত সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ যে মানহানীর মামলা রুজু করেন গত ২৩শে মার্চ্চ তার শুনানী হয়। আসামীরূপে হাজির হন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহরসজ্জ ধাড়া, বান্দোয়ানের কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসুদ্ধেশ্বর মাঝী এবং পত্রিকার প্রকাশক-মুদ্রাকর। শুনানীর পর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি মঞ্জুর করেন। বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় লোক সেবক সংঘের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

—•—

বর্দ্ধমানের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

তিন জন কংগ্রেস কর্ম্মী নিহত

কয়েক জন গুরুতর আহত

গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আহুত হরতালের সূত্রে বর্দ্ধমান সহরের বুকে এক মর্ম্মান্তিক ঘটনায় তিন জন নিহত ও মহিলা সহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন এবং এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া সারা পশ্চিমবঙ্গে আলোড়নের সৃষ্টি করে। বর্দ্ধমানের এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রকারের তথ্য পরিবেশিত হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিজ নিজ দলীয় বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন দলের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণসূচক বিবৃতি ও তথ্য পরিবেশনে প্রকৃত ঘটনা ঘোলাটে হয়ে ওঠে—তবে হিংসাত্মক আচরণ ও তার জবাবে পাল্টা হিংসাত্মক প্রতিহিংসার শোচনীয় পরিবর্ত্ত বর্দ্ধমানের ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। এই ঘটনায় শ্রীমলয় সাঁই, শ্রীপ্রণব সাঁই ও শ্রীবীতেন্দ্র রায় নামক তিন জন কংগ্রেস কর্ম্মী নিহত হন। শ্রীনবকুমার সাঁই ও তাঁর মা শ্রীমতী মৃগনয়না দেবী, তদ্রিপতি শ্রীমমল ঘন, সুনীল গাঙ্গ, দিলীপ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েকজন গুরুতর জখম হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ১৬ই মার্চ্চ রাত্রে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর মলয়, প্রণব প্রমুখ বর্দ্ধমানের কংগ্রেস কর্ম্মীরা কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর ফুলফুলিকা দাহ ও বোমা ফাটিয়ে আনন্দ উৎসব করে। আরও প্রকাশ, ১৭ই মার্চ্চের হরতালের বিরোধিতা করে তারা প্রচার করে। পরদিন ১৭ই মার্চ বর্দ্ধমান সহরেও অঘোষিত স্থানের মত হরতাল পালিত হয় এবং মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট সমর্থকদের লাঠি, বর্শা তীর ধনুক সহ সশস্ত্র মিছিল বর্দ্ধমান সহর প্রদক্ষিণকালে তৈলমাক্তই হোজে সাঁই পরিবার-দের বাড়ীর সন্নিকটে অগ্রসর হতে থাকে। প্রকাশ এই সময়ে বিপরীত দিক থেকে কংগ্রেস সমর্থকদের একটি শবযাত্রী মিছিলও অগ্রসর হতে থাকে। অভিযোগ এই যে উক্ত শবযাত্রার একটি বৃদ্ধ পুরুলিয়াসহ বোমা, পটকা প্রভৃতি রাখা ছিল। আরও অভিযোগ যে দুইটি মিছিল পরস্পরকে প্রায় অতিক্রম করে যাবার পর শবযাত্রী মিছিল থেকে মার্ক্সবাদীদের মিছিলের উপর বোমা, পটকা, ইট পাথর প্রভৃতি ছোঁড়া হয় ফলে কয়েকজন গুরুতর আহত হন। তখন মার্ক্সবাদী মিছিলের লোকেরা পাল্টা আক্রমণ করে ও উত্তেজিত জনতা মলয়, প্রণব প্রভৃতিদের তাড়া করে তাদের গৃহে প্রবেশ করে। বর্শা ও তীরের আঘাতে মলয়, প্রণব ও জীতেনকে মুটিয়ে মেরে ফেলা হয় ও মলয়ের বিধবা মা শ্রীমতী মৃগনয়না দেবী সহ সাত আট জন গুরুতর আহত হন। উত্তেজিত জনতা সাঁই পরিবারের ঘরের আসবাবপত্রে আগুন লাগিয়ে এক তাণ্ডবের সৃষ্টি করে।

এই ঘটনার সূত্রে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যচ্যুতি ও দায়িত্বহীনতার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এবং বর্দ্ধমানের এস, ডি, ও; ও এ্যাডিশ্যাল এস, পি, কে ইতিমধ্যে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে এবং

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

॥ হত্যা ও বিচার ॥

হত্যা মাত্রেই নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য। আদিম যুগে এমন কি মধ্য-যুগেও পৃথিবীর বহু দেশে অপরাধের বদলা মাত্র শাস্তি দেওয়া হোত তখনি। অবশ্যে ভাবতে লাগল যে ব্যবস্থাটা ভাল ভাবো। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন যে বহু নির্দোষ প্রাণ নিহত হয়েছে এই পাশবিক ভালো ব্যবস্থার হাতে। গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানীকে, ডোনাল্ড বব আর্কের মতো বীরাঙ্গনাকে মানুষ একদিন হত্যা করেছে এই ভালো ব্যবস্থার সুযোগেই। বহু প্রাণ ভালি দেবার পর মানুষ বুঝেছে, অপরাধ মাত্রেই শাস্তিযোগ্য, কিন্তু সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। মানুষের এই শুভবুদ্ধি থেকেই এসেছে বিচার ব্যবস্থা।

রাজাদের অপরাধী মুক্তি পেলেও একটিও নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়, এই আদর্শে পরিচালিত সমস্ত সভ্য দেশের বিচার ব্যবস্থা। তাই বিচার বিভাগের পবিত্রতা সব দেশেই স্বীকৃত। আধুনিক কালে স্বাধীন মানুষের অধিকার রক্ষার দায়িত্বও বর্তন করতে হয় বিচার বিভাগকে। তাই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা সবার কাছেই ঈ মা। শাসন বিভাগও যদি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভিত্তিয়ে যাবার চেষ্টা করে, বিচার বিভাগ টেনে ধরে তার লাগাম। নিরপেক্ষতাই বিচার বিভাগের আসল ক্ষমতা। তাই বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, বিচার বিভাগের নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টা এবং মনোমত নিষ্পত্তির জন্যে বিচার বিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বেআইনী, বিচার বিভাগের সঙ্গে অবমাননাকর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সকল সভ্য দেশে।

স্বাধীনতার পর আমাদের সভ্যতাও নাকি ক্রত ধাবমান। তাই নিরর্থক হিসেবে দেশের পরলোকগত ইংরেজি সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রথ্যাত প্রধানমন্ত্রী হতে আরম্ভ করে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীরা দেখছি আদালত-অবমাননা করতে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বিচার বিভাগকে আলাদা করেছেন, যাতে শাসন বিভাগ বা বিধান বিভাগ প্রভাবিত করতে না পারে তাকে। তবু যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীকের তা নহি বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে, বিচার বিভাগের কাজে না হবার জন্যে প্রতিপক্ষকে হুমকী দিতে। তবে সামগ্রিকভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিচার বিভাগের পবিত্র মর্যাদা ভিত্তিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি।

বাঙলাদেশে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার আগে ও পরে অনেকগুলি হত্যা-কাণ্ড হয়েছে। বর্ধমান, শ্রীপুর কোলিয়ারী, কেশোরাম রেয়ন ফ্যাক্টরী, বরাহনগর ইত্যাদি কতকটি জায়গায় স্বলবদ্ধ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে এবং রাজনৈতিক দলের মিছিল, যুবিদল ইত্যাদি ভঙ্গিত হয়েছে এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে, এমন অভিযোগ এসেছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। সংখ্যা হয়েছে প্রচুর, আহতের সংখ্যাও কম নয়। বিধবমান রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরকে অপরাধী বলছেন। বাস্তুঘুঘির শাসন আসী হবার সময় বেতার ভাষণে রাজ্যপাল আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপ সে সংকল্পের অনুসারী হচ্ছে না— এরূপ অভিযোগ করার উপায় নেই। রাজ্যপালের নিজের কার্যকলাপও তাঁর বেতার ভাষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলছে না—রাজ্যপালের অতি বড় ভক্তও স্বীকার করতে পারবেন না এ অভিযোগ অমূলক। বর্ধমানের সাঁই-পরিবারের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড বর্তমানে বিচারাধীন আছে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে—এরূপ রাজ্যপাল শ্রীঅভয়কুমার সিংহই বহু বার বলেছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। অথচ বিচারাধীন ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে সংস্থা থেকে বেসরকারী আনুষ্ঠানিক মন্তব্য, প্রচার ও কাহিনীর যা অর্দ্ধসত্য কাহিনী ঘটানো হচ্ছে রাজ্যপালের জ্ঞাতসারেই। রাজ্যপাল কি মনে করেন এগুলি আদালত-অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না? এগুলি কি আইন শৃঙ্খলার প্রতি বেপরোয়া অবজ্ঞার নয়? এগুলি কি উত্তেজনা বৃদ্ধির সহায়ক নয়? রাজ্যপাল এই ধরণের বেআইনী কাজ শুধু সহই করেন নি, বর্ধমানে গিয়ে ইন্দন জুগিয়েছেন এই বেআইনী কাজে। ফলে তাঁর উপস্থিতিতেই ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও প্রচার হয়েছিল বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তার পর অপরাধ এতদূর অবনতি ঘটেছে যে হয়ত ছুটির দরখাস্ত করতে হবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রাজ্যপালের পরিদর্শনের আগে অবস্থার এমন অবনতি ঘটেনি—এটা আশা অন্বেষ্যার্য্য। নিজত ব্যক্তিদের পরিচয় যাই হোক, খুনী এবং কর্তব্যপরায়ণ অফিসারদের আইনানুগ শাস্তি প্রত্যেক সভ্য নাগরিকের কাম্য। কিন্তু কামনা শুধু বর্দ্ধমানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হবে কেন বিশেষভাবে? হত্যা কাণ্ডের প্রতিটি ঘটনাকে সমান চোখে দেখতে হবে। সরকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ রয়েছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। অধিকাংশ পার্টি-অভিযোগ এবং অভিযোগের অস্বীকৃতিও বিদ্যমান প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই। সুতরাং আইনভঙ্গের দৃষ্টিকে, জটিলতার দিক দিয়ে উপেক্ষা করা কোনটিই। একেত্রে রাজ্যপালের উচিত প্রতিটি অভিযোগ পরিদর্শন করা এবং প্রতিটি ঘটনাকে বিচার করা একই ন্যায়নীতি অনুসারে। বর্দ্ধমানের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের আসামীরা শাস্তি পাক, শাস্তি পাক কর্তব্যচ্যুত অফিসারেরা—এটাই আমাদের দাবী। বহিনে নাগরিকগণের দ্রুত নিরাপত্তার পুনরুদ্ধারের প্রশাসনিক শপথ একটা ফাঁকা বুলিতে পর্যবসিত হবে।

বাঙলা দেশের সংবাদ পত্রগুলি আজ বড়লদায়ক হয়ে আছে কোন কোন গোষ্ঠির কাছে। অবিশ্যিতে আশ্চিত হবে যে সংবাদপত্র মালিক কতকগুলি প্রচারধর্মী প্রচলিত ছিল ভারতের অন্যতম প্রগতিশীল রাজ্য পশ্চিম বাঙলায়। আজ এঁরা গোষ্ঠির স্বার্থে দিনের পর দিন প্রচার চালিয়ে, অপ্রচার চালিয়ে বর্দ্ধমানের ঘটনাকে প্রায়ান্ত দিচ্ছেন এমনভাবে যাতে অন্য ঘটনা চাপা পড়ে যায়। হত্যা মাত্রেই মর্মান্তিক। বর্দ্ধমানের সাঁই পরিবার মতোই শ্রীপুরের এবং কেশোরাম রেয়ন ফ্যাক্টরীর নিহত প্রমিক পরিবারগুলি আজ সমানভাবে সহানুভূতি লাভ করতে পারে। আমাদের দাবী, নিহত দের প্রতিটি পরিবারকে দেখতে তবে ত্রাণবিধানের দৃষ্টিতে— বল, গোষ্ঠি, আন্তরিক সংবাদপত্রের চোখ দিয়ে নয়।

২৮শে মার্চ সংঘর্ষ হয়েছিল সি, পি, আই পরিচালিত মজদুর সংঘ এবং অরাজনৈতিক প্রমিক সংঘ, কোলিয়ারী ওয়ার্কস ইউনিয়নের মধ্যে। ইউনিয়ন অপ্তার ধারার পক্ষপাতী ও অরাজনৈতিক। ৬ জন প্রমিক প্রাণপাত করে শহীদ হয়েছেন গুরুতরভাবে অথম হয়ে। এঁদের ছবি বেরোয় নি কোন কাগজে, কোন কাগজে-কোনান ভড়ের কলম নিয়ে বসেন নি এঁদের জন্য কোনও শ্রদ্ধিবন্ধন কোনাধন মূর্তি নিয়ে ছাপিয়ে হন নি এঁদের বিধবা পত্নীর, এঁদের পরিবারের মাঝে। কারণ এরূপক, মুক্তবাদীন অরাজনৈতিক সংগঠন। এর পরও কি বিচার করতে হবে যে রাজ্যপালের বাচকপক্ষপাত ফিরিয়ে আনবে অরাজনৈতিক অনাধারণদের নিরাপত্তাবোধ?

বিংশার বলি হয়েছেন যাঁরা তাঁদের প্রতিটি পরিবারের প্রতি রয়েছে আমাদের গভীর সহানুভূতি। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক আজ চোখে, শাস্তি হোক অপরাধীদের, এ আমাদের দাবী। রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রায়ন্তে 'আইনের শাসনের' যে প্রতিশ্রুতি রাজ্যপাল দিয়েছিলেন আমরা চাই—সেটা সত্য হোক, শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলার চোখ

—দে,

ডাক-তার বিভাগ নজর দিন

ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে ডাক-তার বিভাগের টেলিফোন লাইন মাঝে মাঝে গণ্ডগোল ঘটে এবং পরে আবার তা মেরামত হয়। প্রায়শই দুর্ঘোগে লাইন হঠাৎ গোলমাল হয়ে যেতে পারে। এটা সকলেই জেনে নেবেন। কিন্তু দুর্ঘোগ কাড়াই যদি 'লাইন খারাপ' প্রাপ্তাকি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তবে বিভাগীয় অবাবহৃতার কথা স্বভাবতই আসে।

পুরুলিয়া থেকে কোলকাতার যাঁদের ফোন করতে হয় তাঁরা জানেন যে এই অতি প্রয়োজনীয় ট্রাঙ্ক লাইনটি বছরে ৩০০ দিন প্রায় খারাপ থাকে। এর পেছনে যে কারণই থাক, সেই কারণের প্রতিকারে ডাক-তার বিভাগ কোন চেষ্টা করেন নি, এ অভিযোগ আমরা করছি। রাজ্যানীন যোগাযোগে ডাক তার বিভাগের একটি অন্যতম মাধ্যম এইভাবে অকেজো হয়ে থাকায় বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিরা বিদ্যুয়ার বিচলিত নন। আন্তর্জাতিক টেলেক্স ব্যবস্থা প্রচলন করার সময় ডাক-তার বিভাগ যখন গর্জ অনুভব করেন, তখন দেশের ভিতরকার সামান্য ২০০ মাইলের একটি ট্রাঙ্ক লাইনের এই দুঃবস্থা কি তাঁদের বিদ্যুয়ার লজ্জিত করে না? আবহা এ বিষয়ে পি, এম, তি, মশায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের দাবী, পুরুলিয়ার প্রতি বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করুন।

"গান্ধী দর্শন" স্পেশাল ট্রেন

জাতীয় জীবনের এক পরম ক্রান্তে সত্য ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। মানবতা যখন ধূলায় লুণ্ঠিত, জাতীয় মর্যাদা যখন চরম অবজ্ঞাত—তখন গান্ধীজীর আবির্ভাব মানব জাতির ইতিহাসে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। চরিত্র, শোষিত ও নির্যাতিত মানবের হরণী বন্ধু মহাত্মা গান্ধী ও লোকমান্য বন্ধুরার (১৮৮১-১৯) জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। উভয়েরই জন্ম ১৮৬৯ সালে।

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর গুজরাট প্রদেশের কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত পোর বন্দর নামক স্থানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। সেই শিশুই ভবিষ্যতকালে জগদ্বরেণ্য মহাত্মাত্বলে খ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষের এই শুভলগ্নে দশ গ্রন্থেরও বিশিষ্ট এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন চিত্র, ফটোগ্রাফ, মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে।

(প্রথম প্রকোষ্ঠ)
(আধীনতার শিল্পী)

গান্ধীজী ছিলেন নৈতিক শক্তির ধারক ও বাহক। তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোটি মানুষকে প্রবল বন্ধুর ডাক দেবা করেছেন। যখন নবলব্ধ স্বাধীনতার উৎসব আনন্দে ভারতবাসী মত্ত ছিল (১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭) তখন মহাত্মাজী দের বিভাগের কুফল স্বরূপ সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি-শিখায় যে নারকীয় অত্যাচার ও হত্যালীলা চলল—তাকি প্রতিরোধ করে কলিকাতার অন্তর্গত বেলিয়াঘাটা মহল্লার একটি সাধারণ গৃহে শান্তি পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনারত ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ
(মোহন থেকে মহাত্মা)

বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে মহাত্মাত্বলাভ পরিবর্ত্ত পর্যন্ত মহাত্মাজীর প্রকৃতির যে ক্রত রূপান্তর ঘটেছে—এই প্রকোষ্ঠে তা প্রদর্শিত হয়েছে। বৈশ্যোকরণ থেকে আরম্ভ করে লন্ডনে ব্যারিষ্টারী পাশ (১৮৯৩) ও ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। মদ্য, মরণীয়, বৃত্ত, অশোক প্রমুখ মহাপুরুষ ও রাজর্ষিদের আদর্শ এবং গীতা ও বাইবেল বাল্য-কাল থেকেই তাঁকে সত্য ও অহিংসা নীতিকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তৃতীয় প্রকোষ্ঠ
(দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান)

১৮৯৩-১৯১৪ সাল পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থান,—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরবর্তী কালে ভারতে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বের—এই ছিল প্রস্তুতির পূর্বাভাষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিষ্টারী করার সূত্রে গান্ধীজী অনুভব করেন যে আত্ম সম্মান নিয়ে ভারতীয়দের সেখানে বাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সময়ে শতীকামুলকভাবে সত্য ও অহিংসা নীতির প্রয়োগ করে ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে প্রথম গণসত্যাগ্রহের সূচনা করেন।

চতুর্থ প্রকোষ্ঠ
(সত্যের প্রয়োগ)

১৯১৫-১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই পনের বৎসর কাল গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যের সাধনা এবং চরিত্রের উন্নয়নের কেন্দ্র স্থল ছিল আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম।

আশ্রমের বাপু কুটীর নামক ক্ষুদ্র কুঁড়ে স্বাধীন ভারতের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রগতির জন্য মহাত্মার কি পরিকল্পনা ছিল এখানে তাই দেখানো হয়েছে।

'প্রার্থনাই আমার আত্মার খাদ্য—প্রার্থনা ছাড়া আমি কোন কাজ আরম্ভ করি না"—গান্ধী। এই প্রকোষ্ঠে ঘড়ির মডেলের সাহায্যে গান্ধীজীর সময়ানুবর্তিতার পর্যায়ক্রম দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর পোষকের ক্রত পরিবর্তন ঘটছে থাকে।

পঞ্চম প্রকোষ্ঠ
(স্বাধীনতার অভিমুখে)

১৯১৭-১৯৪৭ সাল এই ত্রিশ বৎসর কাল গান্ধীজীর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী গণ-সত্যাগ্রহের আরম্ভ করেন—তথাপি ভারতে গণ-সত্যাগ্রহের আরম্ভ হয় ১৯১৭ সালে বিহারের চম্পারণ জেলায়—নীল সত্যাগ্রহের মাধ্যমে। এর পর আন্দোলন প্রায় লেগেই থাকে এবং ১৯৩০ সালের লবন সত্যাগ্রহ (ডাণ্ডী যাত্রা) এবং ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলন পরবর্তী সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুখদ চিত্র ও ফটোর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠ
(সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব)

গান্ধীজীর আন্তরিক বিশ্বাস ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল—সাম্প্রদায়িক মিলন। সুতরাং নোয়াখালি ও বিহারের শান্তি যাত্রা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাহাদের প্রগতি তখনই সম্ভব যখন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এক হতে পারবে।

সপ্তম প্রকোষ্ঠ
(তীর্থ যাত্রা)

স্বাধীনতা আন্দোলন গান্ধীজীর তীর্থ যাত্রার সামিল ছিল—সুতরাং কারাবরণকে তিনি বিশ্রান্তই মামুলী ত্যাগ বলে মনে করতেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল এই প্রকোষ্ঠে তাই দেখানো হয়েছে।

অষ্টম প্রকোষ্ঠ
(বাণী)

১) ভারতের আশাবাদ (খাবদাবী বিজ্ঞাবী), (২) জন থেকে সত্য শুদ্ধতাই শ্রেষ্ঠ, (৩) বিজ্ঞাবীদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়, (৪) অহিংসার পথ হোল যুদ্ধারহ, (৫) অহিংসার মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতা আসবে (৬) ছোট ছোট কুটির শিল্পের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা উচিৎ, (৭) প্রথমে কর্তব্য—পরে অধিকার, (৮) মাদক দ্রব্য বর্জ্জন—ইত্যাদি বাণী তুলে ধরা হয়েছে।

নবম প্রকোষ্ঠ
(কস্তুরবা ও মহাত্মাজী)

বিভিন্ন অবস্থায় মহাত্মাজী ও কস্তুরবার মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা বিভিন্ন ফটো ও চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এই প্রকোষ্ঠের প্রথম মডেল হোল "পুণার আগা খাঁ মহল"। ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের জন্য বাপুজী এখানে নজরবন্দী ছিলেন এবং এই প্রাসাদেই লোকমাতা কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাই লোকান্তরিত হন। বর্তমানে এঁদের সমাধি মন্দির আগা খাঁ মহলের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গান্ধীজীর প্রিয় জনন "বৈষ্ণব জনতো তেনে কহিয়ে—" এর সচিত্র প্রতিফলন এখানে দেখানো হয়েছে।

দশম (শেষ) প্রকোষ্ঠ
(অন্তিম যাত্রা)

দেশের জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন তাঁকেও আমরা নিজ হাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করিনি। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই—কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি বস্তু আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। এই স্মারক দ্রব্যগুলির অর্থ-নৈতিক মূল্য হয়ত নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর—কিন্তু এই দ্রব্যগুলি তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার সাক্ষ্য বহন করছে। সেবা গ্রামের যে কুটীরে গান্ধীজী বাস করতেন তার অবিকল নমুনা এই প্রকোষ্ঠে দেখানো হয়েছে।

অর্থ সম্পদহীন সাম্রাজ্য যখন পরিহিত এই অর্দ্ধ নগ্ন ফকির—মানবতাবাদী মহাত্মাজী ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী নাথু বিশ্বকে কাঁদিয়ে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

যুগান্তর সম্পাদকের নিকট সংঘ সচিবের পত্র

পত্রিকায় বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদ

নিম্নলিখিত পত্রটি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয়নি:

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহোদয়
'যুগ ন্তর' সমীপে, কলিকাতা।

মান্যবরেষু,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার গত ১৫ই মার্চ্চের কলকাতা সংস্করণে—"ক্রুক সরকারের শেষের কদিন (৪)" প্রবন্ধে লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে দু' একটি মন্তব্য করা হয়েছে দেখলাম। একজন বিশ্লেষক মূলক লেখার উদ্দেশ্য যা বুঝি তা হচ্ছে—সত্য-তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে আলোচনীয় ঘটনা যাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা কিন্তু যদি অনুমানকে আশ্রয় ক'রে কতকগুলি তথ্য সৃষ্টি করা হয়—তবে এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই প্রবন্ধে এরূপ ত্রুটি চোখে পড়ায় এই চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।

এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"লোক সেবক সংঘ এবারের মন্ত্রী সভার গোড়ায় কি ভেবে একটু বেশী সি-পি-এর ঘেঁষে যাচ্ছিলেন।" অন্নদাবাবু ওদের সঙ্গে ব্যবহার করা বলেছেন। তাঁরা তাঁদের জানিয়েছেন: না মশায়, আমরা কস্মিনই ঘাঁষে যাচ্ছি না। তবে পুরুলিয়ার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ওদের সি-পি-এমের প্রতি একটু দুর্বল চোখে না তাকিয়ে উপায় নেই কারণ সি-পি-আই বা ফরোয়ার্ড ব্লকের মত সি-পি-এম এখন পর্য্যন্ত পুরুলিয়ার ভেতর নাক গলায় নি।"

আমাদের লোক সেবক সম্পর্কে এখানে বর্ণিত তথ্যগুলি, কেন সত্য নয়—তা' জানবার জন্য অন্নদাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার বিষয়ে দু' এক কথা বলছি। যে তথ্যে দেখানো হয়েছে—দুর্বলতা নিবন্ধন লোক সেবক সংঘ কারুর পক্ষ পৃষ্ঠাশ্রিত ক'রে নিরপেক্ষতা বর্জ্জন করেছে—তা সত্য নয়।

অন্নদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমরা সি-পি-এম হয়ে যাচ্ছি না ব'লে অভাবহীনতা করার তা সি-পি-এমকে কেন দুর্বল চোখে দেখতে হচ্ছে তার কৈফিয়ৎ দেবার কোনো অবকাশই ঘটেনি। তাঁর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে যে সব কথাবার্ত্তা হয়—সে সব বিষয়ের মধ্যে এক্ষেত্রে যতটুকু বিষয় সংশ্লিষ্ট—তারই উল্লেখ ক'রে আসল ব্যাপার কি ছিল তা এখানে বলছি।

ফ্রন্টের পরিকল্পের মধ্যে অন্তর্বিরোধ যখন গুরুতর অবস্থায় পৌঁছেছে—তখন শেষের দিকে অন্নদ বাবু একদিন আমাদের সঙ্গে কতকগুলি বিষয় খোলা দৃষ্টিভাবে আলোচনার জন্য আমাদের ডাকেন। আলোচনা সূত্রে কথায় কথায় অন্নদ বাবু একথা বলেছিলেন যে, দু' একজন বলছিল—দু' একটা বিষয় রেখে তাদের মনে হয়েছে—লোক সেবক সংঘ সি-পি-এমকে সমর্থন করছেন; এবং এরূপ সঙ্গেই লোক সেবক সংঘের বেশী ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে। তাতে আমি (অন্নদ বাবু) ওদের বলেছি—আমি একথা কখনো বিশ্বাস করি না। কারণ আমি জানি—লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ধ'রে চলেছেন। কোনো পক্ষভুক্ত হননি। তবে কোনো কোনো বিষয়ে নিজে হয়ত বা খানি মুক্তি সঙ্গত ব'লে মনে ক'রে লোক সেবক সংঘ আমাদের থেকে ভিন্ন অভিমত প্রদান ক'রে থাকতে পারেন—তাই ব'লে তাঁরা কোনো একটা পক্ষে ভিড়েছেন—সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। ওকথা আমি আন্তরিকভাবে মনে করি ব'লেই আপনাদের ডেকেছি; এবং যে সব কথা আপনাদের কাছে খোলাখুলিভাবে বলছি—আপনাদের নিরপেক্ষতা বিষয়ে দৃঢ়ধারণা এবং বিশ্বাস না থাকলে আপনাদের এভাবে বলতে পারতুম না। অন্নদ বাবু আমাদের কাছে খোলাখুলি আলোচনা করেছিলেন এবং আমরাও খোলাখুলিভাবে আমাদের অভিমত রেখেছিলাম।

সুতরাং এর থেকেই উদ্গমিত হবে—অন্নদ বাবুর সঙ্গে কী কথাবার্ত্তা হয়েছিল। অন্নদ বাবু যদি কাউকে এই আলোচনা সম্পর্কে কোনো কথা বলে থাকেন তাহলে যা ঘটেছিল—তাই তিনি বলে থাকবেন—বিশ্বাস করি।

প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—যেহেতু সি-পি-এম পুরুলিয়ায় এখানো নাক গলায় নি—সেই হেতু তাঁদের প্রতি লোক সেবক সংঘের দুর্বল চোখে না তাকিয়ে উপায় নেই। কিন্তু রাজনীতির বাস্তব জীবনে আসল কি এর বিপরীতটাই দেখি না? আমার কর্ম্মক্ষেত্রে যদি অন্নদল থাকিত আসর জমিয়ে তোলেন—তাহলে তাকে খুশী রাখবার দুর্বলতা আমার থাকাই স্বাভাবিক। কারণ তাতে নির্বাচন প্রভৃতিতে আমার আসন পাবার, মন্ত্রীত্ব লাভের বা অপরের বিরোধীতা করবার সুবিধে হয়। কিন্তু যেখানে আমার কর্ম্মক্ষেত্রে অপরের কোনো প্রভাবের স্থানই নেই—সে অবস্থায় তার প্রতি দুর্বল চোখে তাকাবার কোনো কারণ আছে কি?

অর্থহীন কিছু প্রচারের ফলে কিছু লোকের মনে ধারণা হয়েছে যে লোক সেবক সংঘ নিজের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে কারুর গলা সুঁকেছেন। এই প্রবন্ধের লেখক মহোদয়ের হয়তো সেই ভাবে সেই ধারণা ঘটেছে। সেই ধারণা থেকে সংঘ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তার একটা কাল্পনিক দেখানো হবার ভেবেছিলেন। সত্য কারুর না পেয়ে যা হোক একটা কিছু লিখতে হয় বলে লিখেছেন—আমার মনে হয়।

আমরা ব্যবসা জানিনেছি—ফ্রন্টের সমস্ত পরিকল্পনাদলির মধ্যে লোক সেবক সংঘ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষই থাকার গভীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষই থেকেছে। যাঁরা তথ্য বা যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন যে, লোক সেবক সংঘের ঐ দাবী যথার্থ নয়, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হবো এই কারণে যে, তাহলে বোঝাতে পারবো—লোক সেবক সংঘ নিজের ভিত্তিতে ব্যবহারই ঠিক আছে। কিন্তু যুক্তি ও তথ্য নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেন নি। কেবল ধারণা, অনুমান এবং অপরের প্রচার থেকে পাওয়া সংবাদের কথাই শুনছি। তার পরিবর্ত্তে তথ্য ও যুক্তি সহকারে যুগান্তরে প্রবন্ধকার যদি লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রশ্ন বা আলোচনা উত্থাপন করেন—আমরা বিশেষ বাধিত হবো। ইতি

বিনীত
অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

কলকাতা
২৭। ৩। ৭০

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বয়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—বহুল প্রচার ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক:—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৩৩

জাপানী পাট চাষের পরীক্ষা

(ভগবতি মাহাতো এম, সি)

গত বছর কৃষি প্রচার ভবন মারফৎ ৫ কে, জি জাপানী পাটের বীজ আনা করাইয়াছিলাম। বীজের মূল্য প্রতি কে, জি ৯৲ ছয় টাকা।

আমি ১ কেজি জাপানী পাটের বীজ লইয়া চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে মংশামান্য বৃষ্টি হইলে পর আলু বাড়ীর মাটীতে বুনিয়াছিলাম ঐ মাটীতে আলু ছিল—তাই মাটী তৈরী করিতে বেশ হয় নাই। ফেতেটীর পরিমাণ ১৫ কাঠার মত ঠিক মাটী। তবপর আর বৃষ্টি না হওয়ার ফলে সকল বীজ একসাথে বাহির হইল না, খানও বিশেষ জন্মিল না। আষাঢ় মাসে যখন ভাল বৃষ্টি হইল তখন সকল বীজই বাহির হইয়া গেল। আশেকার গাছগুলি তখন প্রায় প্রতিটী দুই আড়াই হাত লম্বা হইয়া গিয়াছিল। শ্রাবন মাসের মাঝামাঝি একবার নিড়ান করাইয়াছিলাম।

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ পাট গাছগুলি প্রায় ৯/১০ হাত করিয়া লম্বা হইল, এবং ফুল ফলও হইতে লাগিল। আমি পাট চাষের বিশেষ কিছু না জানিলেও এ সময়েই পাটকে কাটিলাম। এক সপ্তাহ জৌজে রাখার পর জলে দিলাম, পাট কাটিতে প্রায় ২০/২৫ দিন সময় লাগিল। জৌজে ভাল হইয়া যাওয়ার অভাই নাকি পচিতে দেরী হইয়াছিল।

পাটের সুতা ছাড়াইয়া দেখিলাম যে ৫/৭টা মন পাট হইল। আমার ধারণা পাট ধরিতে কোন মহাজন না থাকায় কুঁড়ি মন যে দরে বিক্রয় হইতেছিল সেই দরেই বিক্রয় করিলাম—অর্থাৎ ৪০৲ টাকা মন হিসাবে ২০০৲ দুই শত টাকা পাইলাম। আজ মাসের দিনে এই টাকা কম নহে, আমি অনেক লাভবান বলিয়াই মনে করিলাম।

খরচের হিসাব নিম্নে দিলাম—

বীজ—১ কেজি—	৬৲
সার ২ গাড়ী—	১২৲
মজুর খরচ—	২০৲
সুতা ছাড়ান বাং—	৯৲
	৪৮৲

পাটের মূল্য—২০০৲ টাকা
খরচ— ৪৮৲
মোট— ১৫২৲ আর

চুরি ডাকাতির হিড়িক

কেশরগড়্যা গ্রামে ডাকাতি

গত ৩০শে ফাল্গুন ১৩৭৬ রাত্রি আন্দাজ ১টার সময় মানবাজার থানার অন্তর্গত কেশরগড়্যা গ্রামের শ্রীবিরাম সাণ্ডার বাড়িতে ডাকাত আক্রমণ করিয়া ২।৩ খানি কশাট ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। গৃহস্বামী কোঠার উপর থাকায় এবং কাঠের সিঁড়ি উপরে তুলিয়া লওয়ায় ডাকাতেরা কোঠার উপরে উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যখন চালের উপরে উঠিয়া টিন কাটিয়া উপরে হইতে টর্চ্চ লাইট দিয়া দেখে তখন প্রাণভয়ে গৃহস্বামী সিড়ি নামাইয়া দিতে বাধ্য হন। দুর্দ্ধর্ষ উপরে উঠিয়া তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করে এবং একটী সিন্দুকে তার মধ্যের কোন হইতে ছিনাইয়া লইয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলে গৃহস্বামী নগদ অর্থ এবং অলঙ্কারাদি বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হন। ডাকাতেরা এইভাবে আন্দাজ ৮'০০০ হাজার টাকার মত অর্থ ও অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে।

বামনী গ্রামে চুরি

মানবাজার থানার অন্তর্গত বামনি—মাঝিড়িহা অঞ্চলের মধ্যে বামনি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবান হাঁস আগরওয়ালার বাড়ীতে রাত্রিতে দুর্বৃত্তেরা প্রবেশ করে এবং ৮ বস্তা ধান, ১ বস্তা চাউল, ১ গাঁইট, কাপড় ও কিছু বাসন-কোসন চুরি করিয়া পলায়ন করে।

মান গোবিন্দপুরে ডাকাতি

মানবাজার থানার মানগোবিন্দপুর গ্রামের শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মাহাতীর বাড়ীতে গত ১২ই মাঘ রাত্রি ৪ ঘটকার ডাকাত কর্ত্তৃক কশাট ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং গৃহস্থালীর জেরা তাঁকে গুরুতর জখম করে। অলঙ্কার, বাসনপত্র, চাউল প্রভৃতিতে প্রায় তিন সাড়ে তিন হাজারের টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে।

মানবাজারে গ্রামে চুরি

মানবাজার গ্রামের ডাঃ অন্নদাময় কবিরাজের বাড়িতেও এক দুঃসাহসিক চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুর্বৃত্তেরা কশাট ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং বহু টাকা মূল্যের অন্যান্য জিনিষ লইয়া যায়। ডাঃ কবিরাজের গৃহ সদর রাস্তার উপর বাজারের মধ্যে এবং থানার অদূরে অবস্থিত।

বি-ডি-ওর গৃহে চরি

পুরুলিয়া ২ নং বি-ডি-ও গৃহে রাত্রিবেলা জানালার গরাদ ভাঙ্গিয়া দুর্বৃত্তেরা প্রবেশ করে এবং অর্থ, অলঙ্কার, জামা, কাপড় প্রভৃতি সর্ব্বস্ব চুরি করে পালায়। অপহৃত দ্রব্যের মূল্য কয়েক হাজার টাকা হবে বলে অনুমিত হয়।

রাজ্য সংবাদ

রাজ্যপালের উপদেষ্টা :

রাজভবনের একটি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে যে শ্রী এম, এস, ব্যাস (চীফ সেক্রেটারী), শ্রী বি, বি, ঘোষ (পোর্ট কমিশনার্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান), শ্রীকে, কে, সেন (প্রাক্তন সমস্ত-বোর্ড অফ রেভিন্যু) এবং শ্রী, কে, ঘোষ (ডেপুটী চেয়ারম্যান, দেস্ক্যাল ওয়ার্টার এ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন) রাজ্যপালের উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি দাবী :

বিরোধী দলের ১১ জন বাঙালী সংসদ সদস্যদাবী করেছেন যে রাজ্য থেকে নির্ব্বাচিত সমস্ত সংসদ সদস্যদের নিয়ে পশ্চিম বাঙলার জন্যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবহিত করবেন এবং সমাধানের পরামর্শ দেবেন। সংশ্লিষ্ট সংসদেরা সংবেদনশীল এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর কাছে লিখিত দাবী উপস্থাপিত করেছেন।

হত্যা ও তদন্তের দাবী :

বর্দ্ধমানের শাঁইবাড়ীতে সি, পি, এমের হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন ছাত্র পরিষদ, কংগ্রেস, বাঙলা কংগ্রেস ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল। পরিবর্ত্তনরত রাজ্যপাল শ্রীধাবওয়ান বলেছেন এ বিষয় আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

• • • •

হরতালের দিন কেশোরাড়ীর রেহন ফ্যাক্টীর তিনজন সি, পি, এম সমর্থক শ্রমিককে হত্যার অভিযোগে এবংহের রাজ্যসভার সদস্য শ্রীনীরেন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন হাজ, এবং শ্রীশৈলেন সাহা। এক যুক্ত তারযোগে তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে সি, পি, আই, যুবিদলের স্থানীয় নেতা, ফ্যাক্টীর কর্তৃপক্ষ এবং বিড়লা ফ্যাক্টীর নিউটিউটি ষ্টাফ যুক্তভাবে চক্রান্ত করে এই তিনজন শ্রমিককে হত্যা করেছে। রাজ্যসভার এই তিনজন সদস্য সম্প্রতি সংবেদনশিল তদন্ত করেছেন। বি, সি, টি ইউ, সি, (সি, পি, এম, সাথী) ঐ নিহত শ্রমিকদের পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের অন্তে রাজ্যপালের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

• • • •

শ্রীপুর থানা অঞ্চলে অস্ত্রশিক্ষক হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন রাজ্যের বিভিন্ন দল ও শ্রমিক সংঘ।

সংঘর্ষ :

অণ্ডাল থানার অন্তর্গত কোলিয়ারীতে সি, পি, আই পরিচালিত 'রক্তক্ষয় সভা' এবং অরাজনৈতিক কোলিয়ারী ওয়ার্কার্স যুবিদলের মধ্যে এক সংঘর্ষে ২৯শে মার্চ ৬জন শ্রমিক গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। কেউ গ্রেপ্তার হন নি।

ভারতীয় সংবাদ

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ

সাম্প্রতিক চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯—৭৪) সম্পর্কে বিবেচনার জন্য নয়া দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিন ব্যাপী অধিবেশন গত ২১ ও ২২ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫, ৯০২ কোটি টাকা করার ব্যবস্থা হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনায় ব্যয় হবে ২৩ হাজার কোটি টাকার উপর। এই পরিষদের বৈঠকে প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নিজ নিজ রাজ্যের বক্তব্য ও দাবী পেশ করেন। পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হওয়ায় রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এই পরিষদের বৈঠকে যোগদান করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের বিশেষ সমস্যার জন্য আরও বর্দ্ধিত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দাবী জানান।

উত্তর প্রদেশে অনাস্থা প্রস্তাব

উত্তর প্রদেশে নব গঠিত চরণ সিং মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে বিরোধী দল যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন উহা প্রদেশ বিধান সভা তা বাতিল হয়ে যায়। অনাস্থা প্রস্তাবের স্বপক্ষে মাত্র ১৬৯ ভোট এবং বিপক্ষে ২৩৮ জন সদস্য ভোট দেন। ৬১ ভোটের ব্যবধানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সমর্থিত বি-কে-ডি মন্ত্রী সভা এই প্রথম অগ্নি পরীক্ষায় জয় লাভ করলো। ফরওয়ার্ড কংগ্রেস, বি-কে-ডি, কমিউনিষ্ট পার্টি ও ডিপ্রাইকিয়ান পার্টি এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

পাঞ্জাব মন্ত্রী সভার পতন

গত বৎসর মার্চ পাঞ্জাব বিধান সভায় ১৯৭০ সালের বাজেট মঞ্জুরী বিলটি ৪৪-২২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ায় পাঞ্জাবের তেরো মাসের আকালী-জনসঙ্ঘ কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে। বিধান সভায় পরাজয়ের অব্যবহিত পরে আকালী পরিষদীয় দলের (সন্ত পন্থী) এক জরুরী সভায় মুখ্যমন্ত্রী গুরণাম সিংকে দলের নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে উজীরমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ সিং বাদলকে নূতন নেতা নির্বাচন করা হয় এবং গুরণাম সিংকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

রাজ্যপালের নির্দেশে গুরণাম সিং পদত্যাগ করেন এবং তাঁর সিফারিশ মোতাবেক সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন আছে এই দাবীতে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রাজ্যপাল আকালী দলের নূতন নেতা প্রকাশ সিং বাদলকে মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানালে তাঁর নেতৃত্বে পাঞ্জাবের নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়।

ছোটকুটির পূর্ব্বে পাঞ্জাব বিধান সভার দলগত শক্তি এইরূপ ছিল:—আকালী—৫৭ (শীকার সহ); কংগ্রেস—২৮; জনসঙ্ঘ ৭; সি-পি-আই—৪; সি-পি-এম—২; এস-এস-পি—২; পি-এস-পি—১ ও নির্দ্দলীয়—২

জন্ম-মৃত্যু খতিয়ান

১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে দেশের সর্বত্র জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা সরকারী খতিয়ানভুক্ত করতে হবে। ঐ তারিখ থেকে জন্ম মৃত্যু রেজিষ্ট্রীকরণ আইনটি কার্য্যকর হবে। দেশের সর্বত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সঠিক ভাবে পাওয়া যাবে এবং দেশের জনসংখ্যা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা পাওয়া যাবে।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার

এ বছর মোট ১৪ জন সাহিত্য সাধক আকাদেমি পুরস্কার পেলেন। এঁদের মধ্যে শ্রীমতীন্দ্র রায় তাঁর বাঙলা কাব্যগ্রন্থ "মোহিনী আড়াল" এবং ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ "An Artist-in Life" এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। আকাদেমির তাম্র ফলক এবং ৫ হাজার টাকার একটি চেক পেয়েছেন প্রত্যেক সফল সাহিত্যিকেরা।

—•—

গুজরাট মন্ত্রী সভার সঙ্কট ত্রাণ

সংগঠন কংগ্রেসপন্থী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই এর নেতৃত্বে গঠিত গুজরাট মন্ত্রী সভা একটি সরকারী বিলে বিরোধী পক্ষের সংশোধনী প্রস্তাবের ভোটে ভুটিতে ৬৩-৩৩ ভোটে জয় লাভ করে। উক্ত পক্ষেই বহু সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন যাবৎ মন্ত্রী সভার রাহিত্য সম্পর্কে রহস্য সাধারণের মনে দেখা দেয়। ১৬৮ জন সদস্য বিশিষ্ট গুজরাট বিধান সভার সংগঠন কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা হোল ৯১ জন এবং সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের সদস্য সংখ্যা হোল ৭৭ জন।

গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্প

গত ২৩শে মার্চ সকালে দক্ষিণ গুজরাটের ভ্রোচ সহরসহ ব্যাপক অঞ্চলে প্রবল ভূকম্পনে ১২টি শিশু ও আটজন মহিলা সহ ২৪ জনের প্রাণ হারিয়েছে এবং দুই শতেরও অধিক আহত হয়েছে। একমাত্র ভ্রোচ সহরে দেড়শ বাড়ী ভেঙ্গে গেছে; দুই হাজার বাড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১৩ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কেরল মন্ত্রী সভারও সঙ্কট মোচন

কেরলের অচ্যুত মেননের সরকার সম্প্রতি এক ভাঙ্গন ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন। গত ১৩শে মার্চ কেরল বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থা সূচক ভোট গ্রহণকালে সরকার পক্ষ ৬৮-৫৮ ভোটে জয় লাভ করায় দিন আষ্টে পরিচালিত ১৪৩ দিনের কোয়ালিশন সরকার অগ্নি পরীক্ষায় জয় লাভ করেন। বিরোধী কংগ্রেসের চারজন-সহিত মোট পাঁচজন ভোট দান বিরত থাকে।

কেন্দ্রীয় সাহায্য বৃদ্ধির দাবী

চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কালে পশ্চিম বঙ্গে কেন্দ্রীয় সাহায্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের নিকট দাবী জানিয়েছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা ও কলিকাতা উন্নয়ন সমস্যার উপরই তিনি বিশেষ জোর দেন। কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ পশ্চিম বঙ্গের জন্য ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার হয়েছে। সর্ব্বাধিক কেন্দ্রীয় সাহায্য ১৬৪ কোটি টাকা উত্তর প্রদেশ এবং ৮৮৮ কোটি টাকা মহারাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছে।

—•—

বিশ্ব সংবাদ

তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প

২৮শে মার্চ তারিখে রাত্রিবেলা তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের ২১০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত গেদিজ সহরটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে এবং প্রায় তিন চার হাজার ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। এই সহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার এবং শহরের শতকরা ৮০ ভাগই বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

কম্বোডিয়ায় ভিয়েৎ কং এর অনুপ্রবেশ

ভিয়েৎনামের সঙ্গে কম্বোডিয়ার যে ৫০০ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত আছে—তার সব জায়গা দিয়েই ভিয়েৎ কং বাহিনী কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে প্রায় ছয় মাইল পর্য্যন্ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কম্বোডিয়ার রাজধানী নম-পেনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আওয়ামী দলের নেতা গ্রেপ্তার

পূর্ব্ব পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা ও পাক পার্লিয়ামেন্টের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শেখ মুজীবর রহমানকে লাহোরে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তোরা ডাকদিকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিষাণদের এক সম্মেলনে তিনি বর্তমান পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কৃষক শ্রমিক বিরোধী নীতির জন্য "বিশ্বাস ঘাতক" বলে অভিযোগ করেন। মুজীবর রহমানকে মার্শাল "অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি মৌলানা ভাসানীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

—•—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কে

জয়পুর থানার রোপো অঞ্চলের বালী গ্রামের শিক্ষক শ্রীআজাদ আলি আলবী সম্পর্কে বিবিধ অভিযোগ "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর স্থানীয় জেলা স্কুল বোর্ডের পরামর্শদাতৃ কমিটীর সভায় বিষয়টি আলোচিত হয় এবং কমিটীর কতিপয় সদস্য গত ১লা মার্চ ঐ সম্পর্কে সরেজমীন তদন্তে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক কমিটীর সদস্যদের সেই তারিখে বা পরবর্তী অন্য কোনও তারিখে সরেজমীন তদন্ত করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি। ফলে স্কুলের অবস্থা পূর্ব্ববৎ চলছে।

বালী গ্রামের শিক্ষক সম্পর্কে অভিযোগ এই নূতন নয়। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে রোপো অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির ২৫।৮।৬৭ তারিখের সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় 'রোপো অঞ্চলের কাজকর্ম্মে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটছে। এর মূলে রয়েছেন বালী গ্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক আজাদ আলী আলবী। ইনি স্কুল বন্ধ রেখে সর্বদাই বালী গ্রামের শ্রীকালি সিং ও হোমগার্ড শ্রীনগেন সিং এর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান এবং ইচ্ছামত যেখানে সেখানে মিটিং করে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন। লোনের ব্যাপারেও অনেক কিছু অন্যায় করেছেন। সুতরাং তদন্তমতে মুবিচার চাই।"

উপরোক্ত প্রস্তাব সহ একটি পত্র জয়পুর সার্কেলের স্কুল সাব-ইন্সপেক্টারকে ৮।৯।৬৭ তারিখে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। শিক্ষক মহাশয় নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন কিন্তু গ্রামে স্কুলও হচ্ছে না—ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও হচ্ছে না। এই যে ক্ষতি এর জন্য দায়ী কে?

সুতরাং কেবল শিক্ষক সম্পর্কেই নয়--জয়পুর সার্কেলের স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

বালী গ্রামের স্কুলের এই দুরবস্থা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। অনুসন্ধানে এরূপ দুরবস্থা অন্য অনেক স্কুলের পাওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পিরী গ্রামের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পিরী গ্রামেও একটি প্রাথমিক স্কুল আছে এবং এর শিক্ষক হলেন রড়েকডা গ্রামের শ্রীকালিপদ সিং। গত আড়াই বৎসর ধরে তিনি স্কুল করছেন না—অবশ্য বেতন নিয়মিত পাচ্ছেন। প্রথম দিকে মাসে এক আধ দিন পিরী গ্রামে আসতেন এবং কেরোসিন খাদ্য জলের মত পাতলা করে জনকয়েক ছাত্রের মধ্যে বিতরণ করে তাঁর শিক্ষক জীবনের ব্রত উদযাপন করতেন। গ্রামবাসীরা দীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল ধরে বহু চিঠিপত্র ও আবেদন নিবেদন করে কোনও ফল আজ পর্য্যন্ত পান নি।

এই প্রকার "আদর্শ স্কুল ও আদর্শপাল শিক্ষক" এই জেলার আর কতজন আছেন কর্তৃপক্ষ তার হিসাব দিতে পারেন কি?

—•—

গান্ধী রচনা সম্ভার

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি গান্ধী রচনা সম্ভারের ছয়টি খণ্ড রেজিষ্ট্রার্ড গ্রাহকদের সরবরাহ করা হবে। সুতরাং যাঁরা ১০৲ টাকা দিয়ে নাম রেজিষ্ট্রি করিয়েছেন তাঁদের আগামী ১০ই এপ্রিলের মধ্যে বাকী কিস্তীর ১৫৲ টাকা পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যাঁদের পূর্ণ টাকা দেওয়া আছে তাঁদের বাকী ৫ খণ্ড একসঙ্গে সরবরাহ করা হবে।

গান্ধী রচনা সম্ভারের প্রথম খণ্ড যাঁরা এখনও নেন নি তাঁদের অবিলম্বে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টার মধ্যে মুক্তি প্রেসে এসে ঐ খণ্ডটি নেবার অনুরোধ করা যাচ্ছে। দয়া করে রসিদটি সঙ্গে আনবেন।

গান্ধী রচনা সম্ভারের রেজিষ্ট্রার্ড গ্রাহকদের বাকী কিস্তীর টাকা ১০ই এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুরুলিয়া/৩০-৩-৭০ সাধারণ সম্পাদক,
পুরুলিয়া জেলা
গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি

—•—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

স্কুল মঞ্জুরী সম্পর্কে প্রদত্ত সরকারী বিবরণের প্রতিবাদ

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত এম-এল-এ জানাচ্ছেনঃ

মানবাজার ১ নং সার্কেলের প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাতে কাছাকাছি স্কুলের দূরত্ব, জন-সংখ্যা এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কর্ম্মরত শিক্ষকদের নামের তালিকা দেখলাম। এই তালিকা দেখে পরিস্কার ধারণা হচ্ছে যে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। সেইজন্য এই তালিকার বিবরণ অনুযায়ী বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের অনুমোদন না দিয়ে সঠিক তদন্তের পর মঞ্জুরী দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

তালিকাতে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কাছে পুরাতন বিদ্যালয়ের যে দূরত্ব দেখান হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

যেমন :—(১) টুন্ডামা—বনগ্রামের দূরত্ব দেখান হয়েছে ১½ মাইল অথচ আরও কাছাকাছি একটি স্কুল আছে "মেনেডি" গ্রামে যাহা উল্লেখ করা হয় নি। তাহা ছাড়া টুন্ডামা ও বনগ্রামের দূরত্বও সঠিক দেওয়া হয় নি।

আবার ভেলাগোড়া—বনগ্রামের দূরত্ব ½ মাইল দেখানো হয়েছে। বৈঁকা—জিতুজুড়ি দেখান হয়েছে ½ মাইল। মুদিখান—জিতুজুড়ি দেখান হয়েছে ½ মাইল কিন্তু তদন্ত করিলে দেখা যাবে এগুলির দূরত্ব অনেক বেশী। বৈজাডি—পাঁড়কিডির দূরত্ব দেখানো হয়েছে ১ মাইল। অথচ বৈজাডিতেই মানকচার পুরাতন বিদ্যালয়টি আছে। ঘাসতড়িয়া কুমরডি, বৃন্দাবনপুর ½ মাইল করে দেখান হয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবনপুর নামে ঘাসতড়িয়াতে স্কুল আছে। এইভাবে প্রত্যেকটির দূরত্ব ভুল দেখানো হয়েছে। তাছাড়া প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্য্যকাল এবং কর্ম্মরত শিক্ষকদের তালিকাও বিশেষভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন।

—•—

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

স্থানীয় সংবাদ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কার্য্যক্রমের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এই পর্য্যন্ত পরীক্ষা বহুল পরিমাণে নিরুপদ্রবে ও নির্দ্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিন কিছু সংখ্যক যুবক ও তথাকথিত ছাত্রদরদীরা অসৎ উপায়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করবার চেষ্টায় ব্রত ও নিগৃহীত হয়। প্রতি পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা করা হয় এবং পরীক্ষার্থী অথবা বাহির থেকে পরীক্ষার্থীদের অসৎ উপায়ে সাহায্যদান-কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রকাশ্যে অন্যায় ও অসৎ প্রচেষ্টাগুলি বন্ধ হয়। পরীক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও কিছু যুবককে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য ধরা হয়। অন্যান্য বৎসর পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি যেভাবে অবাধ ও বেপরোয়া চুরি, জালিয়াতী, উপদ্রব ও অন্যান্য অসদাচরণের লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এই বৎসর তার বিশেষ ব্যতিক্রম।

বসন্ত উৎসব

গত ২১শে মার্চ তারিখে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে জগদীশ হলে সুরতীর্থ সঙ্গীত সংস্থা, বালভারতী ও শিন্ত শিক্ষা কেন্দ্রের সহযোগিতায় শিশুদের দ্বারা বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেন সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। এই অনুষ্ঠানে শিশুদের দ্বারা আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয় ও হাস্যকৌতুক-মূলক নাটক পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী; নৃত্য পরিচালনায় শ্রীমতী ইরা দেবনাথ এবং যন্ত্র সঙ্গীতে সর্বশ্রী অজয় ব্যানার্জী, সরযূ সাউ; শচীন্দ্রনাথ রায়, বিতান গুপ্ত ও হরি মাহাতী অংশ গ্রহণ করেন।

নাট্যানুষ্ঠান

গত ২২শে মার্চ তারিখে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে বি. এফ. ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে শ্রীসলিল বক্সী ও শ্রীরঞ্জন রায়ের পরিচালনায় যথাক্রমে "অশান্ত বিবর" ও "রক্তে রোয়া ধান" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়।

— • —

বর্দ্ধমানের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জেলাশাসকের বিরুদ্ধেও কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগ উঠেছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানানো হচ্ছে। অথচ রাজ্যপাল সরেজমীন তদন্তের উদ্দেশ্যে বর্দ্ধমানে যান এবং সাঁই পরিবারের গৃহ পরিদর্শন করেন। এই ঘটনে চল্লিশ জনের অধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—তবে এখনও কিছু আসামী পলাতক আছে।

দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দাবাদ ও উপযুক্ত তদন্ত দাবী করেছেন। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপাত্রেরা মন্তব্য করেছেন যে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে এবং মার্ক্সবাদী সমর্থকেরা আত্মরক্ষার জন্যই পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নিহত অনয় সাঁই ও প্রণব সাঁই ঐ অঞ্চলে নাকি সমাজ-বিরোধী দুষ্কৃত্য বলে কুখ্যাত এবং কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের আমলে খুন, দাঙ্গা ডাকাতি প্রভৃতি বিবিধ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার সূত্রে পি-ডি-এ্যাক্টে ধৃত হয়েছিল। অন্যদিকে বর্দ্ধমানের উপাচার্য্য জানিয়েছেন যে নিহত ছাত্র নেতা শ্রীরতন রায় বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্র ছিল।

— • —

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতার যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

রায়তদের উদ্দেশ্যে

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তগণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনের ২৩ বি (২) ধারা অনুযায়ী পরিবারের কর্ত্তার নামসহ তাঁহাদের সমস্ত রায়তি জমাভুক্ত জমির তালিকা যাহা ৩১-৫-৭০ ইং তারিখের মধ্যে দাখিল করিবার দিন ধার্য্য ছিল তাহার মেয়াদ বর্দ্ধিত হওয়ায় উক্ত তালিকা নিম্নিষ্ট ফরমে আগামী ৩১-৫-৭০ ইং তারিখ মধ্যে স্থানীয় অধঃস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের নিকট দুই প্রস্থ করিয়া দাখিল করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট ফরমের নমুনা যাহা ১৫-১২-৬৯ ইং তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমস্ত অধঃস্তন ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিবরণ জানিবার জন্য রায়তদের এলাকায় উক্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

পুরুলিয়া
৩০-৩-৭০

পার্থসারথী চৌধুরী
জেলাশাসক, পুরুলিয়া

WANTED

For Santamoyee Girls' High School a Lady Graduate Teacher strong in English and Mathematics to serve in a leave vacancy. Apply by 6, 4, 70. to the Secretary.

Sukumar Mukherjee
Secretary

NOTICE

It is hereby informed that the statutory audit for the year 1968-69 of Jhalda Annapurna Co-operative Rice Mill Ltd. has been undertaken by the undersigned on and from the 14.3.70.

The creditors, debtors and all the members of the Society are requested to get their respective accounts verified during the audit, failing which the accounts maintained by the Society will be deemed to be final and further claim in respect of any account will not be entertained.

Sanat Kumar Sarkar
Audit Officer
C/o. A. R. C. S. Office
P. O Purulia
Dist. Purulia

Dated 15th March, '70.
Purulia

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধতন জাগ্রত প্রাণাবরান নিবোধক

মুক্তি

সম্পাদক— অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পরাধীন ভারতের জনগণের অকৃত্রিম সহকর্ম্মী এবং মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম সহকর্ম্মী দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মৃত্যু-বার্ষিকীতে জাতির স্মৃতি তর্পণ।

৩১শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সোমবার, ৬ই এপ্রিল '৭০
২৩শে চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক ৬.০, সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

পুরুলিয়া জেলায় ঘনায়মান তীব্র খাদ্য সংকট

খাদ্য ও কাজের অভাবে গ্রামাঞ্চলে হাহাকার

জেলার থেকে বেপরোয়াভাবে ধান চাল পাচার

ব্যাপক শস্যহানির ফলে এই বৎসর পুরুলিয়া জেলায় খাদ্য সঙ্কট যে তীব্র আকার ধারণ করবে তা সুস্পষ্ট অনুমেয় ছিল। গড়ে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ ফসল হয়েছে—আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশী ফসল হয় নি। সুতরাং ফসল কাটার মাসখানেক পর থেকেই বিশেষ দুঃস্থ অঞ্চলের অধিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে প্রধানতঃ কোলিয়ারী অঞ্চলে কাজের আশায় দল বেঁধে যাত্রা সুরু করে—কিন্তু কোথাও কোনও কাজের সুবিধা করতে না পেরে আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে সুরু করে। গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোনও কাজের সুযোগ করতে না পেরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটানো বিনা তাদের কোনও গত্যন্তর নেই।

ওকতর খাদ্য পরিস্থিতির আশঙ্কা করে লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে মাসাধিক কাল পূর্ব্বেই অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের শাসনের কালে মুখ্যমন্ত্রী ও ত্রাণ মন্ত্রীর নিকট জেলার পরিস্থিতি বিবৃত করে পুরুলিয়া জেলার জন্য ব্যাপক হারে ত্রাণমূলক কার্য্যাদি অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নানা কারণে সেই সকল ত্রাণমূলক কার্য্যাদি যথা টেস্ট রিলীফ-স্কীম; খয়রাতী সাহায্য দান প্রভৃতি বিলম্বিত হতে থাকে।

জেলার গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং জনসাধারণের অভাব অনটন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অবিলম্বে ব্যাপকহারে ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদি গৃহীত না হলে—অবশ্য হয়ত আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

ত্রাণমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও জেলার বিবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প যথা রাস্তাঘাট, সেচ প্রকল্প, প্রভৃতি কাজ সুরু করলে—তাতেও লোকের অভাব ও দুঃখ বহুলপরিমাণে ঘুচবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সচেষ্ট ও তৎপর হয়ে ঘনায়মান খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

চাল হানের অবাধ পাচার

এক দিকে ব্যাপক ফসল হানিতে এই জেলার উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ খুবই সীমিত; তার উপর যে হারে জেলার ধান চাল প্রধানতঃ বিহারের শিল্পাঞ্চলগুলিতে পাচার হয়ে চলেছে তাতে আর মাস খানেক বা মাস দেড়েক পরে জেলার সঞ্চিত ধান চাল নিঃশেষ হয়ে গিয়ে সাধারণ বাজারে চালের আমদানী একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এবং খাদ্য সঙ্কট চরম আকার ধারণ করবে।

শত ছিদ্র বস্তে তালি দিয়ে আর লজ্জা নিবারণ যেমন সম্ভব নয়—তেমনি পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক সীমানা জুড়ে বিহারের যে শিল্পাঞ্চল

(বেশাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবস

হাসপাতালের শিশু বিভাগের উদ্বোধন

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ কে. টি. কেন্টের জন্মদিবস উপলক্ষে পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হসপিটালের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও ৩৫০ উদ্‌যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষে হোমিওপ্যাথি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও হাসপাতালের শিশু বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। সকাল ৯ ঘটিকার অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ হাসপাতালের "শিশু বিভাগের" উদ্বোধন করেন।

বৈকালে ৫ ঘটিকায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হসপিটালের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অল্পই বেঙ্গল হোমিও-প্যাথিক ফেডারেশনের জাইন প্রেসিডেন্ট ডাঃ বৈদ্যনাথ মিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা শাসক শ্রীপার্থসারথী চৌধুরী, আই-এ-এস প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন জগন্নাথ কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়। হোমিওপ্যাথি হসপিটাল সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্য থেকে ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক প্রমুখেরা ভাষণ দেন। স্থানীয় সি-এম-ও-এইচ ডাঃ যামিনী ভূষণ মুখার্জ্জী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

এই উপলক্ষে শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ও হোমিওপ্যাথি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

— • —

ত্রিবেণীর হত্যাকাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্ত

সব জায়গাতেই একই ব্যবস্থা দরকার

৩রা এপ্রিল রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান কেশোরাম রেয়ন কারখানা পরিদর্শন করেন এবং ১৭ই মার্চের হাঙ্গামায় নিহত শ্রমিকের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী ধাওয়ান, মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং পুলিশের আই, জি, ছিলেন।

বাংলেস তাঁর বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের বিশ্রামাগারে রাজ্যপালের সামনে সি. পি. আই ও সি. পি. এমের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ হয়। রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে কারখানার প্রধান ফটকে হাজির হন এবং সেখানে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন। সি পি. এমের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে সি. পি. আই শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীরা এবং কারখানার

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

মেঘালয় ও আসাম

আসাম রাজ্যের মধ্যে গারো, খাসী, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য এলাকা নিয়ে স্বশাসিত মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোল। আসাম রাজ্যের চীন ও ব্রহ্ম সীমান্তের পার্ব্বত্য অঞ্চল নেফা ও নাগা ল্যাণ্ডের স্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান সীমান্তে এই মেঘালয় রাজ্য স্থাপিত হোল। এই স্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল ও মুখ্য কারণ হোল যে দেশ স্বাধীন হবার পর গত তেইশ বৎসরকালের মধ্যে আসাম সরকার এই পার্ব্বত্য জাতিদের স্বার্থ বিন্দুমাত্র দেখেনি, এই অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কোনও ব্যবস্থা করেনি—আর অসমীয়া সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তির তুলে পার্ব্বত্য উপজাতিদের মাতৃভাষা বিনষ্ট করে এদের মুখে অসমীয়া ভাষা গুঁজে দেবার অবাধ জুলুম ও তাণ্ডব চালিয়ে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে উগ্রপন্থী অসমীয়াদের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবার দাবী নিয়ে পার্বত্য উপজাতিরা সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে আসছিল এবং সেই সংগ্রামের আংশিক সাফল্য তারা অর্জন করলো—এই মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আসামের কংগ্রেস সরকার ও অসমীয়া নেতৃবৃন্দের কুকীর্ত্তির অন্ত নেই। অতি সংকীর্ণ ও হীনস্বার্থ সাধনের জন্য দেশ বিভাগের পূর্বে আসামের বাংলা ভাষাভাষী শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তানকে উপহার দিতে আসামের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কুণ্ঠিত হয় নি এবং সর্ব্ব ভারতীয় কংগ্রেসী নেতারাও অসমীয়া নেতৃবৃন্দের এই হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ ত দূরের কথা, মৌন সম্মতিদানে উৎসাহিতই করেছিলেন। সুতরাং দেশ স্বাধীন হবার পরও আসামের কংগ্রেস সরকার ও অসমীয়া নেতৃবৃন্দ জাতীয়তা বিরোধী এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিপন্নকারী নীতি অবাধে চালিয়ে চলেছেন ও স্বর্গীয় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু থেকে সুরু করে শ্রীমতী গান্ধী পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আসামের আত্মঘাতী ও সর্বনাশী নীতিকে প্রশ্রয় ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন দান করে আসছেন। পণ্ডিত নেহেরুর জীবিতকালে আসামের বাংলা ভাষাভাষীদের উপর যে সরকারী ও বেসরকারী বর্ব্বর অভিযান চলে ও সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা উচ্ছেদের জন্য যে চক্রান্ত সুরু হয় তার বিরুদ্ধে তিনি একটি মৃদু ভর্ৎসনা বাক্যও উচ্চারণ করেন নি বরং অসমীয়া সরকারের এই বর্বরতাকে চাপা দেবার অপচেষ্টাই করেছিলেন। ফলে আসামের কংগ্রেসী সরকারের স্পর্দ্ধা—আস্ফালনই হতে থাকে। এর পরে আসামের সম্পূর্ণ বাংলাভাষী অঞ্চল কাছাড় জেলাতে যে ভাষা আন্দোলন সুরু হয়—তাতে আসাম সরকারের দমন নীতিতে একজন তরুণী ও দশ জন তরুণ সত্যাগ্রহী চরম আত্মদান করে।

এই পরিস্থিতিতে আসাম সরকার বাংলা ভাষা উচ্ছেদের সঙ্গে আসামের পার্বত্য উপজাতিদের দমন ও তাদের মাতৃভাষা হরণের অভিযান চালায়। ফলে পার্ব্বত্য উপজাতিদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ ও আন্দোলন সুরু হয় এবং এই অশান্ত উপজাতিদের শান্ত করার চেষ্টায় পণ্ডিত নেহেরু বহু স্তোক বাক্য দেন এবং পঞ্চাশটার কমিশন; অশোক মেটা কমিটি, প্রভৃতি নিয়োগ করে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হয়—কিন্তু পার্ব্বত্য নেতৃবর্গ সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করায় শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং শাসিত মেঘালয় রাজ্যের উদ্ভব হয়। এইভাবে দেখা যচ্ছে আসাম রাজ্য থেকে মনিপুর বেরিয়ে গেছে; নাগা জেলা বিচ্ছিন্ন হোল; মিজো জেলা রাজ্য অশান্ত; কাছাড় জেলা অতি মাত্রায় বিক্ষুব্ধ; উত্তর কাছাড় মিকির পাহাড় জেলা আসাম থেকে মুক্তি চায়; কামতাপুর রাজ্য নিয়েও দারুণ অশান্তি; ত্রিপুরা রাজ্যের আসামের সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল আপত্তি—এ সবের মূল কারণ অনুসন্ধানের সময় এখনও কি আসে নি? ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত রাজ্য কি কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেসী নেতৃবর্গ আর কত দিন এই সর্বনাশা খেলা চালাবেন? সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের ঐক্য, সংহতি এবং অখণ্ডতা বিপন্ন করার চক্রান্তে কোনও রাজ্য যদি করে থাকে তবে সে আসাম। আসাম কংগ্রেস সরকার, অসমীয়া নেতৃবৃন্দের আত্মঘাতী ও সর্ব্বনাশা কার্য্যকলাপের আর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে বৎসরাধিক, কাল পরে ১৯৭১ সালের আদম সুমারীর পর। আসামের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা অসমীয়া। সুতরাং রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে তাঁরা অসমীয়া ভাষীদের কৃত্রিম সংখ্যা বৃদ্ধি অপচেষ্টার যেভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে লোক আমদানী করে আসামের অধিবাসীরূপে প্রতিপন্ন করার নেশায় মেতে উঠেছেন—তাতে অচিরকাল মধ্যেই আসাম পাকিস্তানী মুসলমান প্রধান অঞ্চলরূপে প্রতিপন্ন হবে এবং শ্রীহট্টের ন্যায় সমগ্র আসামকে পাকিস্তান হস্তত দাবী করে বসবে। সুতরাং সময় থাকতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাবধান হতে হবে।

অ.

—•—

রাষ্ট্রপতির শাসন ও তার প্রতিক্রিয়া

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের এক অংশ হাতে চাঁদ পাওয়ার মনোভাব প্রকাশ করতে সুরু করেছেন এবং তাঁরাই যে জনগণের "প্রকৃত প্রভু" সেবক নন সেটা জাহীর করে বেড়াচ্ছেন। এই শ্রেণীর আমলাতন্ত্রেরা যুক্তফ্রন্টের আমলে অতি বশংবদ দেশ সেবকরূপে বিনয়ের অবতার সাজতেন। হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলের কতিত এঁদের বোল আনা। তবে জনসাধারণ এখন বহুল পরিমাণে জাগ্রত সুতরাং তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ সাধনের চেষ্টা বরদাস্ত করবে না।

অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট এখন শরিকদলের পক্ষে মুক্ত ফ্রন্টে পরিণত হওয়ায় আবার ফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের বিবিধ চেষ্টা চলছে। সি. পি. আই; ফরোয়ার্ড ব্লক; এস, ইউ, সি প্রমুখ আটটি দল চৌদ্দ শরিকের পুরাতন যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস সি. পি. এমকে বাদ দিয়ে নূতন ফ্রন্ট গড়ে তোলার কথা বলছেন যে ফ্রন্টে বাংলা কংগ্রেসের কোনও স্থানের কথা তাঁরা চিন্তা করছেন না। এইভাবে পরস্পর বিরোধী দুটি তরী নিয়ে তাঁরা ফ্রন্টের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন—এবং এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এখনও যুক্তফ্রন্টের অচল অবস্থা অবসানের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

—•—

মার্ক্সবাদী নেতা জ্যোতিবসুর প্রাণ নাশের চেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত ঃ শ্রীবসু সামান্য আহত

গত ২১শে মার্চ পাটনা ষ্টেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ও মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসুকে লক্ষ্য করে এক অজ্ঞাতনামা আততায়ী উচ্চ শক্তি সম্পন্ন রিভলভার থেকে গুলি বর্ষণ করে। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শ্রীবসুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান আলী ইমাম নামক এক ব্যক্তির গায়ে লাগে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। শ্রীবসুর আঙ্গুলে সামান্য আঘাত লাগে। ষ্টেশনে ভীতের মধ্যে আততায়ী আত্মগোপন করে এবং বহু পরে পুলিস সন্দেহক্রমে মুবেদ্রপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। শ্রীবসুর প্রাণনাশের চেষ্টার এই সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাটনা সহরে ও সমগ্র দেশে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত নির্দ্বিধেষে সকলেই এই ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা করেন।

শ্রীবসু মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিহার শাখা আয়োজিত এক অনশন ভাষণ দানের জন্য পাটনা এসেছিলেন এবং সকালে হাওড়া-দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে পাটনা ষ্টেশনে অবতরণ করার পরই এই ঘটনা ঘটে।

বিহার সরকারের প্রতি কেন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই অ ক্রমণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বিহার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় পুলিশের সংযোগিতায় এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্য

৩১শে মার্চ তারিখে পাটনার এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন—গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার হিংসার দ্বারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের রাজনৈতিক জগতে বেবারেবির অবসান ঘটানোর এখনও হিংসার পথ গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন—সি-পি-এম কোনও দিন হিংসাত্মক পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষপাতী নয়; তবে তাঁদের কেউ আক্রমণ করলে পাল্টা আঘাত হানার অধিকার তাঁদের অবশ্যই রয়েছে।

শ্রীবসুর আততায়ী সম্পর্কে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায় প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের ছিপছিপে গড়নের যুবক চোস্তা পাংজামা পরে ও গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে মাত্র আট ফুট হাত দূর থেকে শ্রীবসুকে গুলি ছোঁড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে যিনি নিহত হন তাঁর নাম আলী ইমাম এবং তিনি জীবন বীমা সংস্থার একজন অফিসার ছিলেন।

—•—

আসাম রাজ্যের মধ্যে স্বশাসিত নূতন রাজ্য মেঘালয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কর্ত্তৃক উদ্বোধন

গত ২রা এপ্রিল শিলং-এ এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসামের অন্তর্ভুক্তে স্বশাসিত "মেঘালয়" রাজ্যের উদ্বোধন করেন। জাতির অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন যে ভারতের বিভিন্ন পার্শ্বস্থা সীমান্ত রাজ্যের বাস্তব রূপায়ন মানুষের জটিল সমস্যাবলীরও যে যুক্ত সমাধান ও আপন বিধান সম্ভব, তা আবার প্রমাণিত হলো। শিলংএর স্যাডিলন গ্রাউণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

রাজ্যপাল ত্রিবি, কে, নেহেরু নূতন মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। পাঁচ জন সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করছেন।

আসাম রাজ্যোদ্ভিতর গারো ও খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড় জেলাকে নিয়ে গঠিত স্বয়ং শাসিত মেঘালয় রাজ্যের আয়তন হচ্ছে ৮৫০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১০ লক্ষ। এই মেঘালয় রাজ্যের এক কক্ষ বিশিষ্ট বিধান সভা থাকবে এবং ৩৮ জন নির্ব্বাচিত ও ৩ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে মেঘালয় বিধান সভা গঠিত হবে। এই রাজ্যের স্বতন্ত্র হাইকোর্ট থাকবে না এবং শিলং সহরেই মেঘালয়েরও রাজধানী হবে। আসামের রাজ্যপাল মেঘালয়েরও রাজ্যপাল থাকবেন। প্রশাসনিক অসুবিধা দূরীকরণের দিক থেকে এই রাজ্য সাধারণ একটি রাজ্যের ৬৫ টি বিষয়ের মধ্যে ৩১টি বিষয়েই পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করবে।

এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, আলু, নানাপাতি, লাক্ষা ও বর্ষাকালীন শাকশব্জিই উল্লেখযোগ্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ভাল চুনাপাথর, কয়লা, রত্না, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি আছে।

এই নূতন মেঘালয় রাজ্যের নির্ব্বাচনে মনোনয়নীয় ৩৭ জাতি সমেত নিখুঁত সংখ্যা পরিষদ লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছে এবং উইলিয়ামনগর সাক্মা মুখ্যমন্ত্রী; বি, বি, লাউমবর অর্থমন্ত্রী; সমবয় ও কৃষি শিক্ষামন্ত্রী ও এডটইনসন ব্যাং পূর্ত মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করেছেন। এই রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আসাম সরকারের—তবে এই রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী থাকবে।

—•—

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

টেলিফোন—১৭৫

"মুক্তি"

বাংলা সাপ্তাহিক

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত

(১৯২৫ সালে ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

বিজ্ঞাপনের দর

১৯৭০

মুক্তির সাইজ—ক্রাউন : ৩৮×২৫ বর্গ সে, মিঃ

পূর্ণ পৃষ্ঠার মাপ—৩০×২০ বর্গ সে, মিঃ

পূর্ণ পৃষ্ঠায় ২ কলম

প্রতি কলম—৩০×৯৫ বর্গ সে, মিঃ

প্রতি সংখ্যা প্রতিবার :—

পূর্ণ পৃষ্ঠা (২ কলম)— ৯০৲ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (১ কলম)— ৪৫৲ টাকা

পৌনে পৃষ্ঠা (অর্দ্ধ কলম) – ২২৫০ টাকা

প্রতি সে, মিঃ

প্রতি কলমে—২২৫ টাঃ

৩ মাস অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সময়ের বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। এ বিষয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

ম্যানেজার "মুক্তি"

পোঃ + জিলা—পুরুলিয়া, (পঃ+বঃ)

"জবাব চাই" এর জবাবে লোকসেবক সংঘ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

জবাবের দাবীদার আত্মগোপন ক'রে কেন ?

লোকসেবক সংঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি একটি প্রচারপত্র বেরিয়েছে। তার শিরোনামা—"জবাব চাই।" প্রচারপত্রের কেউ নাম দিতে সাহস করে নি। প্রচারপত্রের পরিবেশক হিসাবে জাল ক'রে নাম্নকি কাজ লেখা রয়েছে। নাম্নকি সংঘ ঐ প্রচার পত্র বের নি বলে আমাদের। তবু প্রেসের নামটুকু আছে—অমৃতপুরী প্রেস, পুরুলিয়া। প্রচার পত্রের বক্তব্যের সঙ্গে ঐ প্রেসের যোগ আছে কিনা জানি না। তবে অত্যন্ত অন্যায় বিধায় ও অসমানজনক লেখা প্রকাশের দায়িত্বের সঙ্গে ঐ প্রেসও অড়িত রয়েছেন।

এই জবাবের দাবীদার কারা ?

এই প্রচার পত্রের শক্তিকার প্রচারক কারা অনেকে জানার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের বক্তব্য জানার চেষ্টার দরকার নেই আমরা জানি তাঁরা কারা। তাঁরা লোকসেবক সংঘের নিন্দা যাঁরা বিরোধী। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে। এর সঙ্গে অন্যান্য লোকসেবক সংঘ সম্পর্কে কতক-গুলি বিভ্রান্ত প্রচারিত ও সৃষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, সুযোগে এই বিরোধীরা উঠে পড়ে লেগেছেন—যদি এই অবকাশে লোকসেবক সংঘকে এখন একবার ধ্বংস করতে পারা যায়। তবে তাঁরা জানেন যে, সংঘের নামে যে সব সাম্প্রতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে—সংঘের সক্ষ থেকে দু' একটি বিবৃতি দিলেই বিভ্রান্তি কেটে যাবে। সেজন্য একমাত্র সেটাই উপরই তাঁরা জোর করে থাকেন নি। সেটাকে অস্ত্র ক'রে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত লোকের মন্ত্র যারা বিভ্রান্তে দেবার জন্য তাঁরা বিধার মুখ থেকে অপপ্রচারের কিস্তিটি তাঁরা করেছেন ফ্রন্টের আমল পর্যন্ত।

আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা এর জবাব দিতে বলেছেন

লোকসেবক সংঘকে হেয় করতে গিয়ে এই প্রচার পত্রে বহু পুরোনো আমলের কথা তুলে এই প্রচারকেরা এক বিশ্রান্ত, নগ্ন মিথ্যে কথা তুলে বলেছেন—যাতে সাধারণ মানুষই বড়ই সন্দেহ করতে পারবেন এই ভয় উদ্রেক ক'রে। বুঝতে পারছেন—এঁদের বক্তব্য কত মিথ্যাচারে পূর্ণ। সেজন্য এই প্রচার পত্রের দ্বারা লোকের মনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে—তা দূর করার জন্য সংঘের পক্ষ থেকে পাল্টা বিভ্রান্তি দেবার দরকার বিশেষ আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তবে সম্প্রতি আমি পুরুলিয়ায় এলে আমাদের শুভানুধায়ী অনেকে বলেছেন—এর জবাব লোকসেবক সংঘের সচিব হিসাবে আমার দেওয়া দরকার। না দিলে ওরাই আবার অপপ্রচারের সুযোগ পাবে যে, সংঘ-সচিব দিতে পারে নি। কারণ ওরা করার চেয়েছে। সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত—যেন প্রত্যেকটি কথার জবাব দিই। তাছাড়া, ঐ প্রচার পত্রের বিভ্রান্তকর ফুরিয়াদী অনুপ্রকের সঙ্গে অ সামী লোকসেবক সংঘের কোন আত্মীয় তুলেছেন—"জবাব চাই"। সুতরাং একদিকে বিচারকদের ভাবের ঘরায় আর একদিকে শুভানুধায়ীদের দ্বারা অনুরোধ—এই দুই এর চাপে পড়ে আমার জবাব দিতে অনিচ্ছুক আত্মানতে বাধ্য হলাম।

এই কি নির্ভীক বিচারকদের সংসাহসের পরিচয় ?

কিন্তু বিচারকেরা কোথায় ? তাদের আসনে তাঁরা কই ? অনেকটা প্রচার পত্র রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে তাঁরা তো আত্মগোপনকারী। এই কি নির্ভীক বিচারকের সংসাহসের পরিচয় ? নির্ম্মাতীত অন্যায় পক্ষ অন্যের বিরুদ্ধে আওায়ত তুলে তাঁদের তো সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব বহন করতে,—আমাদেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের অযৌক্তিক বক্তব্য শুনে তা খণ্ডন করে তাদের রায় দান করতে,—তু লোকসেবক সংঘের পাল্টা অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ দিতে ? তার জন্য তাঁরা আসবেন কই, তাঁরা কেন উদাত্ত 'আমন্ত্রিতকে'ই না আমন্ত্রণে—তাঁদের এই ভীরুতা কেন ? লোকসেবক সংঘকে 'লেলায়িতকে' অভ্যন্ত জন্য তাঁরা ভীরু চিত্তকার করেছেন—তারা ওপরটাকে কতকগুলো মিথ্যে কথা পাথেছড়ি দু মুখ করে লুকিয়ে পড়লেন—এই কি তাঁদের সংসাহসের নমুনা। ঐ লেখা পড়ে মনে হয়েছে—লেখকেরা শিক্ষিত লোক। আমি তাঁদের কাছ থেকে সহানুভূতি-বোধ, দায়িত্ববোধ আশা করব। ঐ প্রচার পত্রে তাঁরা যে কথা লিখা কথা বলেছেন—এগুলি এক, হয় তার বৈজ্ঞিয়ং দিন, নয় তা খণ্ডন করে সাহস থাকলে খণ্ডন করুন।

এরা চিরকালকার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি

অভিযোগ সমূহের জবাব দেবার আগে একটি বিষয় বলে নেওয়া দরকার বোধ করছি যে, জনগণকে আজ সচিতন করে যুক্তফ্রন্ট হবে—কারা জবাব চাইছে,—কে জবাব দিচ্ছে, এবং এই জবাব দেওয়া দেওয়ার মধ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কটা কী, এবং আসল জবাব কী ভাবে দিতে হবে। লোকসেবক সংঘে যে কর্মীরা আছেন—তাঁরা ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষা দিয়ে আসছেন; এবং সে লড়াই তাঁদের শোষণ ও অন্যায়ের হাত থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য এবং জনজীবনে নিজ প্রদায়িত্ব যথার্থ জন-কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর অন্যদিকে এই কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীরাও ইংরেজ আমলে, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস আমলে এবং যুক্তফ্রন্ট আমলে যখন যে ভাবে পারছেন—লোকসেবক সংঘকে অ ঘাত হেনে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছেন; তা এই জন্য যে, তাঁদের অবাধ শোষণের পথে কাঁটা যাতে সরে যায়। এদের বিরুদ্ধে সংঘ তথা জনগণের শক্তি আজ অনেক বেড়ে গেছে। এদের বিরুদ্ধে সংঘ যে সব আন্দোলন করেছে তার প্রতিক্রিয়াশীলেরা আজ তা ধরাবাঁধি ক'রে শেষ চেষ্টার উদ্যম হয়েছেন—যাতে তাদের কায়েমী স্বার্থের অবার লোকসেবক সংঘ শেষ হয়—যাতে তাদের কায়েমী স্বার্থের অবার আবার ফিরে আসে। তুলের দীর্ঘদিন ফেলে আসেন্ন ক'রে এঁরা বলেন বিচার আসনে তাদের যে অবার সুযোগ দিন ছিল—তার ! হায় ! লোকসেবক সংঘ তা মটি করে দিয়েছে ! শাসনতন্ত্রে তাঁরা আবার সুটের মত ক'রে পেতে চান। সেজন্য এই 'জবাব চাই'—লোকসেবক সংঘের কাছে তু জবাব চাওয়া নয়। জবাব চাইবার অছুহাতে লোকসেবক সংঘকে হেয় ক'রে সংঘের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের এক নূতন অভিযানের ইঙ্গিত করা তার বিরুদ্ধে উদযুক্ত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক অভিযানের জবাব দিতে হবে। আমাদের 'জবাব চাই' এর মধ্যে যে বাক্যের সৃষ্টি করা হয়েছে—তার জবাব অ দিচ্ছি।

বিচার আমল বিষয়ে প্রচারকদের অন্তর্বেদনা

'জবাব চাই' এর প্রচারকেরা গভীর দুঃখের সঙ্গে বিচার আমলের কথা উত্থাপন করেছেন—তা অন্যন এবং তা কী অন্যায় করা তা দেখে তাঁরা বলেছেন যে,—

১) বিচার আমলে আমরা মানুষবাসীরা অত্যন্ত দুখী ছিলাম এ কারণে যে, সরকারী কোনো চাপ বা পীড়ন ছিল না; বিধানীকের কোন আপিসরা ছিল না, আমরাই সর্বেসর্বা ছিলাম'. তারা আমাদের কা হাতেজোড় করে আজও আমরা নাকে নাকে বিচার ছিলাম।'

২) বিচার আমলে কোনো খাজনাবাব ছিল না।

৩) অনিজ সম্পদের জন্য মানুষবাসীরা চোটে প্রচুর অর্থ ছিল।

৪) তখন ব্যবসা বাণিজ্য নব বিষয়ে মানুষের অনগণ খুবই সু শান্তিতে ছিলেন।

এই অপ্রচারেরও কথা উত্থাপন ক'রে এঁরা গভীর আক্ষেপ করেছে যে, লোকসেবক সংঘ তাঁদের এই অবার সুখে বাধ সাধল; সংঘ মানুষকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাংলার মুক্ত করল এবং জেলার জনগণের অপের সর্বনাশ সাধন করল।

নগ্ন স্বৈরাচারীর পক্ষে ওকালতী

অভিযোগকারীদের প্রত্যেকটি কথা যে নগ্ন মিথ্যে তাইই নয়—তাঁ কাল ক'রে যে বিচার সরকার ব্যাপক প্রচণ্ড দমন, পীড়ন, অত্যাচার বর্বরতা করে গেছে—যার জন্য লক লক মানুষের জীবনে জু জু অত্যাচারে গ্লানিতে আজও আছত ক'রে আছে—যার জন্য জেলে দেশক কংগ্রেস দুর্ধর্ষ রূপ ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করতে হয়েছে—সেই উৎপীড়নকা বিচার সরকারের ক'রে ওকালতী করতেও অগ্রসর হয়ে এগেছেন—এ সংঘের ঐতিহাসিক সংগ্রামকে হেয় করতে আসেছেন তাহলে।

বিচার আমলে আমাদের কী অর্থসুখ ছিল দেখুন

আজ সকলেরই একথা মনে জাগ্রত হ'বে আছে—এই দেশির বিদে সরকার বাংলাভাষা-ভাষীদের ভা ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও এবং, অর্থনৈতিক ও বাবসা বাণিজ্য এমনকি নিরাপত্তা পর্যন্ত ক'রে কমসংস্থানের বিশ্ব করে তুলেছিলেন। তাই জেলাবাসীর বিরুদ্ধে বিচার সরকারের কংগ্রেসকে আগুনত্তা ও'কার করেছিলেন—তাদের জন্য ছিল অবার অত্যাচার করার অধিকার—ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকরী। বিচার আমলকী কথা মানুষরের জন্য সর্বনাশ কর্তৃত্ব থাক আমাদের জন্য বৈষম্যমূলক ব্যবহার। এই গ্লানিকর জীবনধারের জীবন থেকে জেলার অগণের মানুষ সেদিন মুক্তি চেয়েছিল। আজ সেদিনের কথা মনে করলে মানুষ শিউরে ওঠে। এরূপ জীবনের সুখের অর্থসাধ্য বল কারা অভিযোগ করতে পারেন—আজ বুঝতে হবে। সেদিন বিচার সরকারের কর্মী অভিযোগে এঁরা ছিলেন এই জেলারই যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরা আজই পুরস্কার-অনুগ্রহ সূত্রের অধিকার পেয়েছিল—তারাই আজ বীর্যবিশিষ্ট হলেছে—বিচার আমলে আমাদের কী সুখেরই দিন না ছিল। জেলার এই অনশক্তিরই সহায়তার অভাব পূর্ণ ক'রে জেলার সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন, রাত্রি থেকে রাত্রিপ্রহর করেছেন—এরই সহায়তায় বিচার সরকার দিনের পর দিন জেলার ধান চালা চুরি ক'রে এই জেলাকে বাংলার দুর্ভিক্ষের পথ দেখিয়েছে—যার জন্য লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে এই জেলাবাসীকে বহু আন্দোলন ও ত্ব আর্তত্রাণের ব্যবস্থা-অর্থে লাগতে হয়েছে—তার ইতিহাস-ও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই প্রচারকেরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করতে চান—এঁরা ভাবছেন—আকাশে ধুলো উড়িয়ে দিলে সূর্যকে ঢেকে দেওয়া যাবে। যত এঁরের অপপ্রচার তত দুঃখজনক!

ভাষার দাবীর প্রশ্নে অভিযোগ সমূহ

তাছাড়া এই প্রচারকেরা লোকসেবক সংঘের ভাষার দাবীর মহান ঐতিহাসিক সংগ্রামকে কর্মভাবে চিত্রিত ক'রে দেখাবার যে চেষ্টা করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করছি। তাঁরা বলেছেন—

১) মানভূমবাসী কখনও বিহারের অধীনে থাকতে সম্মত ছিল না; বাংলা দেশের সঙ্গিত তাহারের প্রাণের টান ছিল। মানভূমবাসীদের এই সেন্টিমেন্টে (ভাবাবেগে) আঘাত দিয়ে, বঙ্গভাষার অক্ষম সম্মান দেখে লোক সেবক সংঘ পুরুলিয়াকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করল।

২) রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সর্বশেষ সিদ্ধান্তে মত ক'রে লোকসেবক সংঘে মানভূমকে খণ্ড বিখণ্ড করল।

৩) মানভূমের অংশের দুর্ভিক্ষের কারণ হোল সংঘ আর নিজে সংঘ লাভনান করে তুলে ঢেলে চা'ল।

উদাহরণ এই তিনটি তথ্যই সম্পূর্ণ মিথ্যে। কেন তা বলছি।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবী তোলার অবকাশই হল না

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি মহান নীতি। আমরা যে এই নীতিকে স্বীকার করেছিলাম—তার জন্য গৌরববোধ। কিন্তু আমাদের এই নীতিতে দাবী তোলার অবসরই বিহার সরকার দিল না। এই জেলার বাংলাভাষীদের ওপর বিহার সরকার এনে দমন ও অত্যাচার আরম্ভ করল যে, সারা জেলার মানুষ অস্থির হয়ে বিহারের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আকুল হয়ে উঠল। সেই দাবীকে তোলার করার জন্যই ভাষাভিত্তিক প্রদেশের নীতিকে তুলে ধরা হল।

সংঘকে যা দিতে হয় নি—যা দিয়েছিল বিহার সরকার

দেখির মানভূম জেলার 'লেণ্টিমেন্টে' যা দিয়ে লোকসেবক সংঘকে ভাষার দাবী তুলতে হয় নি। বিহার সরকারের অত্যাচারে অজ্জিরিত হয়ে সারা জেলার, সকল শ্রেণীর, সকল দলের লোক বাধ্যতু হয়ে লোকসেবক সংঘের কাছে ছুটে এসেছে—বিহার সরকারের হাত থেকে আমাদের রাজনীতি সংগ্রামে তোমরা নেতৃত্ব দাও। একথা আজ অস্বীকার করার জন্য এই জেলায় একজন লোকও যদি আছেন—এগিয়ে আসুন।

মানুষের প্রাণের টান কি আন্তরিক ছিল না ?

তাছাড়া, বিহার সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির ব্যাকুলতা ছাড়াও, বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য জেলাবাসীর "প্রাণের টান" সত্যই ছিল—যা এই অপপ্রচারকেরাও স্বীকার করতে হয়েছে "প্রাণের টান" থাকলে 'সেণ্টিমেন্টে' যা দেবার কি দরকার হয় ? জেলাবাসী কি এতই অসভ্য ছিল যে, তার প্রাণের টানের মর্যাদা রাখার শক্তি তার ছিল না ? প্রচারকের নিজেরই বোঝেনি কি বলে দিয়ে প্রচারটা ঠিক হচ্ছে।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ যদি হত—মহান লাভ হোত

এঁরা ভাষাভিত্তিক প্রদেশের নীতিকে কংগ্রেসের সর্বনাশা নীতি বলেছেন। এঁরা জানেন না—সমু দেশিনরাও কংগ্রেসেই নয়—সারা পৃথিবীতে এই মহান নীতি সমাদৃত। আমরা এই নীতির মহান কার্য-কারিতা দেখিনর বিশ্বাসী ছিলাম—আজও আছি। বিহার শাসনের অত্যাচার থেকে মুক্তির সর্তপূরণ আমাদের মহান দাবী ছিল—বিহারের নয় বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলাকে দেওয়া হোক। এই দাবীর জন্য আমরা কত নির্যাতন সহ্য করেছি—আমরা মা-ভূমকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চাই নি। আমাদের মহান দাবী অনুসারে সারা মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণার, পূর্ণিয়ার বাংলাভাষী অঞ্চল প্রকৃতির বহি শক্তির বিশ্বাসবাংলার সঙ্গে যুক্ত হত, সমগ্র বাংলা এক মহান শক্তি নেত আর তাতে সমগ্র মানভূম জেলাও বিরাট শক্তি লাভ করত।

কিন্তু কেন তা হয়নি—তার অপরাধ কার ?

কিন্তু যে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীরা মানভূমবাসীদের ওপর বৈষম্যমূলক অত্যাচার করেছিল—সেই সাম্রাজ্যবাদীরা নব্য বিদগ্ধ চক্রান্তে মানভূমকে খণ্ড বিখণ্ড করে এবং বাংলার বহু ভাষা হানী প্রত্যাখ্যান করে। আর তার সঙ্গে বাংলার কংগ্রেস মানভূমকে জাতিয়ে খণ্ডিত করার চক্রান্তে সামিল হল। মানভূমে খণ্ড বিখণ্ড করার এবং জেলার জীবনে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকারী কংগ্রেস এবং তার অনুচরেরা দায়ী তাদের অভিযুক্ত না ক'রে যে লোকসেবক সংঘ তাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, অত্যাচার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম, মর্যাদার লড়াই দিয়ে মন্বন্তরের সম্মান রেখেছে—তাকেই আজ যাঁরা অনবের অনাবরের জন্য অভিযুক্ত করতে অপপ্রয়াস করেন—তাঁদের অভিনব করার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

বঙ্গভুক্তির পর লোকসেবক সংঘের দান ও ত্রাণ

এঁরা বলছেন—পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পর লাভ একমাত্র হোল—লোক সেবক সংঘের। সংঘ তুলে ফেলে চোল হয়ে গেল। যাঁরা একথা বলেছেন মনে রেখে তাঁদের ইতিহাস নয় কথা। বাংলার মুক্ত করার সঙ্গে যদি বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে মুক্ত করার মনোবুদ্ধি সংঘের থাকতো—তাহলে সংঘ তুলে উঠে যে যাবতো। কিন্তু মন্বন্তর ও বিনিময়ে দেশির সংঘ অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের অপ্রগ্রহ ছিল। তবে নি। নির্ভীতীক নিরীক্ষিত অনগণের অধিকারের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামের পথ সংঘ বেছে নিল। বিহার আমলের দীর্ঘ বছরের সংগ্রামের পরই আমরা সুখীবাঁকার করে সংগ্রামের পরই আমরা সুখীবাঁকার করে সংগ্রামের পথ সংঘকে করে নির্ভীতক, দুঃখ-বরণের জীবনে যেতে হয়েছে—সেই ইতিহাসের কথাও কি তাঁরা ভুলে গেছেন ?

জেলার শান্তি যখন বিঘ্নিত তখন কোথায় সংঘ এগিয়ে আসেনি ?

এবার শান্তিক অধ্যায়ের অভিযোগগুলির আলোচনা করি। এঁরা বলেছেন—পুরুলিয়া নির্ভীতক কেন্দ্র থেকে লোকসেবক সংঘের প্রতিনিধিকে ওঁরা সদর্পে নির্বাচিত ক'রে সুখে শান্তিতে বসবাস করার আশ্বাস বিধান সভায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসীন হন। শিবরক্তকে বীরত্ব হোল। পুরুলিয়ার জনগণের শান্তি বিঘ্নিত হোল। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন—পুরুলিয়ার শান্তি বিঘ্ন করার কাজেতে আমরা বাধা দিইনি সমর্থন করেছি। আমি তবু এই প্রচারকের কেন—জেলার যে কোনো লোককে ম জ্ঞান করি, তাঁরা যদি জানেন আমাদের ধেমান যে, তবু সি, পি, এম কেন, যুক্তফ্রন্টের শক্তি বলগুলির যে কোনো বলের পক্ষ থেকে এই জেলায় অবিরামমূলক যে কিছু ঘটনা ঘটেছে—তার কোনো ঘটনা আছে কিনা যা আমরা আগেতে পেরে প্রতিকারের অগ্রসর হই নি বা বাধা দিই নি; যুক্ত-ফ্রন্টের শক্তি বলের মধ্যে বড় ছোক, ছোট ছোক—গ্রাহ্য করিনি—প্রত্যেকটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি—প্রতিবাদ দিয়েছি—লড় করেছি। এখানে দেখবের কিস্তিটি দিতে চাই না। এই কিস্তিটি কেউ চাইলে করলে নিশ্চয়ই জানাবো।

সংঘ কারুর কোনো অন্যায় অত্যাচার সমর্থন করেনি

প্রচারকেরা বলেছেন—সি, পি, এম যখন অনধীনে নগ্ন তাণ্ডব আরম্ভ করল—তখন পুরুলিয়া নির্ভীতক কেন্দ্রের প্রতিনিধিকে তাদের জেলে ভাল বিচারে তাঁরা দেখেছেন। সি, পি, এম এর নেতৃত্বে যখন নরহত্যা, নারী নির্যাতন, ঘরবাড়ী জ্বালাও বর্ষরতা তাণ্ডব চলছিল—তখন সংঘের প্রতিনিধি মহোদয়গণ সি, পি, এম এর কলকের একযোগে চোন দিচ্ছিলেন। প্রচারকেরা এই বিষয়ে প্রচারপত্রে সবিবেদন করে অন্ধকারে পা চাকা দিয়েছেন। তাঁদের সাক্ষ্যে আমি পাবো না। তবু আমি সকলকে আহ্বান করছি যে, যুক্তফ্রন্টের কোনো শক্তির বলের কোনো অন্যায় কাজে সংঘের সমর্থনের কোনো ঘটনা কেউ দিতে পারেন ? যুক্তফ্রন্টের নিন্দে ছিল—কোন শক্তির বলের কোনো আচরণের বিষয় প্রকাশ্যে অলোচনা করে কোনো শক্তির বলকে অভিযুক্ত করা চলবে না। সংঘ গণ সুখনার মর্যাদা রক্ষা ক'রে সংঘ নিজ কর্তব্য পালন করেছে। যা কিছু অন্যায় আমরা দেখেছি—জেনেছি—ফ্রন্টের অন্যতরে তা উল্লেখিত করেছি। একথা আমরা বহু বার অনধীরবারেই বিভিন্ন সরকারে জানিয়েছি। তবু এই প্রচারকেরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি জন্য বলেছেন—আমরা সি, পি, এম এর ঐ সব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিনি কেন।

ফ্রন্টের বিধিবিধানে মেনেও আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছি

কোনো বলের কোনো ব্যক্তি অন্যায় করলে অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে নাকৃ জ্ঞান থাকলে—দলকে অভিযুক্ত বা রেহ না করে ঘটনা প্রকাশ করার বাধা ছিল না এবং রাজের অনধীনে যে সমস্ত অন্যায় ঘটছিল—তার যে সমস্তঘটনা পরিবেদনের সংঘ-পক্ষে সম্ভবিত হয়েছে—পরিত-দলভুক্তির অন্তর্ভুক্ত না ক'রে সেই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার বাধা কিছু ছিল না। সেজন্য সবাই জানেন, ফ্রন্টের বিধিবিধানকে অনুসরণ করে—পরিষ্কা লড়াই, একাগ্র, নরহত্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংঘ তীব্রভাবে নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে। এসব জেনেও যাঁরা সংঘকে ঐকারে অভিযুক্ত করেন—তাঁদের ঐ বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু তা সংবেদই অনুমেয়।

সংঘ নাকি আইন সভায় পুরুলিয়ার জন্য কোনো চেষ্টা করেনি !

প্রচারকেরা বলেছেন পুরুলিয়ার অনধীনবের উন্নতির জন্য বিধান বিধান সভায় সংঘ প্রতিনিধিরে তাঁরা কস্মিন্ কালেও কোনো প্রস্তাব আনতে দেখেন নি। একথার অর্থ কী দোষ ? একথার অর্থ

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

লোক সভায় পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন অনুমোদন

বিধান সভা ভাঙ্গা হবে না ঃঃ রাজ্যপাল থাকবেন

গত ৩০শে মার্চ লোক সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান ও রাজ্যপাল শ্রী এল, এল, ঝাওয়ানকে অপসারণের দাবী অগ্রাহ্য হয়েছে এবং পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন অনুমোদন লাভ করেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী রাজ্যপাল শ্রীঝাওয়ানকে অপসারণের দাবীর উত্তরে বলেন যে রাজ্যপালের উপর কেন্দ্রের পূর্ণ আস্থা আছে এবং পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালে তিনি আইন ও সংবিধান সম্মত কাজ করবেন—এ বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থা আছে। বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর উত্তরে শ্রীমতী বলেন—সংখ্যা গরিষ্ঠ জোট যাতে পশ্চিম বঙ্গে সরকার গঠনের সুযোগ পান সেজন্য তাঁরা বিধান সভা ভাঙ্গতেও রাজী থাকবে। কারণ জনগণির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক পশ্চিম বঙ্গের সকলেই তাই চান। তিনি আরও বলেন যে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে রাজনীতিক প্রভাব দূর করা রাষ্ট্রপতি শাসনের লক্ষ্য।

এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য মুলতঃ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টীর পক্ষ থেকে অবিলম্বে বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে ছয় মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়। এবং এই দাবী পূরন না হলে—তাঁরা রাজ্যব্যাপী তীব্র গণআন্দোলন সৃষ্টি করে দাবী আদায়ের চেষ্টা করবেন বলে জানান। রাষ্ট্রপতি শাসনকে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কর্তৃক পরিত্যক্ত কংগ্রেস কর্তৃক পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে রাজ্য শাসনের নামান্তর বলে তাঁরা অভিহিত করেন।

অন্য দিকে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে রাজ্যপাল শ্রীঝাওয়ানের অপসারণ সম্পর্কে আন্দোলন করে ও দাবী জানিয়ে আসছেন। কংগ্রেসীদের মতে রাজ্যপাল শ্রীঝাওয়ান পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে চেষ্টা করে যাবেন এই সুস্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষভাবে রাজ্যের প্রশাসন চালানো সম্ভব হবে না—এই অভিযোগ তাঁরা করেছেন।

—·—

চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন ও রূপরেখা

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক রচিত চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৬৯—৭৪) খসড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর এর আয়তন কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনার খসড়া ব্যয় বরাদ্দ অংশেরা ৯০ কোটী টাকা বেশী বরাদ্দ করায় মোট ব্যয় বরাদ্দ হবে ২৪, ৮৮২ কোটী টাকা মাত্র। রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ ৩০০০ কোটী টাকা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্থানাদির অনুমোদন করেন করা হবে। পূর্বে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা আরও প্রায় পাঁচশত কোটী টাকা অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সরকারী উদ্যোগে ব্যয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটী চেয়ারম্যান ডঃ গ্যাডগিল বলেন যে, সংশোধিত ব্যবস্থায় কৃষি ও তৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং সেচ ও বিদ্যুতিকরণে, শিল্প ও খনিজ ইত্যাদি বিষয়ে বরাদ্দ পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল কৃষি উন্নয়ন সংখ্যা: শুদ্ধ কৃষি প্রকল্প; দো-উন্নয়ন প্রকৃতিতে অধিকতর নজীর হিসাব এমনভাবে করা হয়েছে যাতে পল্লী অঞ্চলে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে শিল্প-পরিকল্পনা খনিজ, শক্তি ও পরিবহন ব্যবস্থায় সরকার শিক্ষণ প্রাপ্ত ও শিক্ষিত লোকেরা কাজ পায়। তিনি আরও বলেন যে প্রত্যেক রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অনেক রাজ্যেরই চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সামগ্রিক ভাবে ঘাটতি দেখা দেবে। সেইজন্য যাতে পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্য্যের ব্যতীত সম্ভব প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সাহায্য দান।

সংশোধিত পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ১৫, ৯০২ কোটী টাকা ও বেসরকারী খাতে ৮৯৮০ কোটী টাকা এই মোট ২৪৮৮২ কোটী টাকা ব্যয় ধার্য্য করেছে। আগের খসড়ায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৪,৭৯৮ কোটী টাকা।

রাজ্য খাতের ব্যয় ৬০৬৬ কোটী টাকা থেকে বাড়িয়ে মোট ৬৬৭ কোটী টাকা ধার্য্য করা হয়েছে—অর্থাৎ ৫৬০ কোটী টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। মোট ব্যয় থেকে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে ৩৫০০ কোটী টাকা পাবে, আর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলিকে "বাঁচানোর" জন্য পরিবহন বহির্ভূত খাটতি পূরণের জন্য বিশেষ সাহায্য হিসাবে পাবে ৮০০ কোটী টাকা। কেন্দ্রীয় খাতের ব্যয়ও ৯০৭ কোটী টাকা বাড়িয়ে ৮৮১১ কোটী টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩৪ কোটী টাকা প্রথমদিকে ব্যয় করা হবে যাতে রাজ্যগুলি উপকৃত হয়।

—·—

বোকারোয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট

বোকারো ইস্পাত কারখানার রেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডে কর্মরত ১০০ শত অস্থায়ী শ্রমিক গত ১৩ই এপ্রিল থেকে ১০০ জন ছাঁটাই কর্মী পুনর্বহাল এবং উচ্চতর কাজের পরিবেশের দাবীতে অনির্দ্দিষ্ট কালের ধর্ম্মঘট করেছেন।

এই সূত্রে রক্ষিত পূর্ব রেলওয়েম্যেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন, রি, রায় চৌধুরী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন যে স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ শ্রী পুরুষ নির্দ্বিশেষে শ্রমিকের প্রতি নগ্ন ঘৃণ্য আচরণ করছেন এবং এ অঞ্চলে অনুসৃত আইন প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন। পুরাতন শ্রমিকেরা বেপরোয়া ছাঁটাই এবং অস্থায়ীদের করা নূতন শ্রমিক নিয়োগের এই নীতি দ্বারা রেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে এই-বিরাট ইস্পাত কারখানার প্রগতিকে ব্যাহত করছেন।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে বোকারো কারখানার নির্মীয়মান রেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডে গত কয়েক বছর ধরে যে সকল স্থানীয় শ্রমিকেরা কার্যরত আছে তাদের অজ্ঞাতসারে ছাঁটাই করে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক আমদানী করে ঐ সূত্র স্থানগুলি পূরণের বৈষম্যমূলক নীতি স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। এই ফলে শ্রমিক মহলে গভীর ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ অঞ্চলের প্রতিবাদে তাঁরা ধর্ম্মঘটের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

—·—

লোক সেবক সংঘের বিবৃতি ঃ ৩১শে মার্চ্চ প্রচারিত

জ্যোতি বাবুর মত একজন প্রবীন নেতার ওপর এই আক্রমণ পূর্ণ মর্ম্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা। একে তো নরহত্যা বা হত্যার চেষ্টা অত্যন্ত অপরাধজনক কাজ; তাহার পর তাঁর মত ব্যক্তির ওপর এই হত্যার চেষ্টা দেশের দুর্ভাগ্য ও গ্লানির পরিচয়। এর রাজনৈতিক দিক ছাড়াও, এই ঘটনা পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক জন জীবনের পটভূমিকায় এক গভীর অবনতির সূচনা বহন করছে। দেশের পরিবেশ আজ হিংসায় আলোড়িত। এই হিংসার পরিবেশের আজ দ্রুত অবসান চাই। জ্যোতি বাবুর জীবন রক্ষা আমরা আনন্দিত। মর্ম্মান্তিক ঘটনায় নিহত আলী ইমামের উদ্দেশ্যে আমরা গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

"জবাব চাই" এর জবাবে লোকসেবক সংঘ

(পঞ্চম স্তম্ভের শেষাংশ)

বিধান সভার রেকর্ড মহলের মন্তব্যে আছে। বিধায়ক ও বাংলার বিধান সভার বিভিন্নদিগিতে লিখিত আছে এই কেলার মানুষের এবং সমগ্র রাজ্যের মঙ্গলের অধিকার, ক্ষমতা, অগ্রগতি ও বিশ্লেষণের জন্যই বছরের পর বছর সংঘ প্রতিষ্ঠিবিধিতের অধিকার সংগ্রামের ইতিহাস।

গলী কীর্ত্তাবে এসেছিল জেলার লোক জানেন

প্রচারকেরা লিখেছেন সাহীই লোক সেবক সংঘের কাজ ছিল। গলী আলীর খাওয়ার জন্য আমরা নি, নি, এর এর কৈলমর্থন করেছি। এর জবাব কি পুরুলিয়ার সংঘকার্যের মানুষ জানেন। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা গঠনের প্রাক্কালে লোক সেবক সংঘ যখন মন্ত্রীমণ্ডলীতে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত করে—তখন চাবিছিত থেকে সারা জেলার অগ্রণী ব্যক্তিরা চাপ সৃষ্টি করেন—মন্ত্রী মণ্ডলীতে সংঘ যেন যোগ দেয়। তাঁরা আশ্বিছিলেন —আমরা নীতির দুইটে আমরা মন্ত্রীমণ্ডলে যদি না যাই জেলার একটা সুযোগ নষ্ট হবে। এর পরেও সংঘকে এই অপরাধ বোধ দুঃখ বোধ থাকে। লোক সেবক সংঘ ছোট হল হলেও তার নৈতিক শক্তির মূলধন আছে বলে ফ্রন্টের সকল শক্তি সংঘকে সাপ্রাঃ ফ্রন্টে ভেকেছিলেন।

গলীর জন্য কাউকে মুকুলি ধরার প্রয়োজন ছিল না

এঁরা বলেছেন—গলীকে আলীর খাওয়ার জন্য আমরা নি, নি, এর এর এযাবত কৈলমর্থন করেছি। রাজনীতির অ, আ, ক, খ ও যাঁরা জানেন—তাঁরা জানেন যে, লোক সেবক সংঘের মন্ত্রিত্ব নি, নি, এর এর ওপর আদৌ নির্ভর করছিল না কাউকে ধাপা বা ধাপার মালিক নি, নি, এর ছিলেন না। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে মিনিফ্রন্ট হবার যে সব কথা উঠেছিল—সবাই জানেনের যে, সেই মিনিফ্রন্ট যদি কেউ করতে পারেন—তবে তা ফ্রন্টের মধ্যমণি নি, নি, এর বিরোধী গোষ্ঠিই করতে পারেন—নি, নি, এর কখনই পারবেন না। সুতরাং মন্ত্রীত্বে জন্য মুখ্যমন্ত্রী থাকলে নি, নি, এরকে মধ্য বিপদজনক ব্যাপারই ছিল।

কোনো ঘটনায় ভীত হয়ে নিরপেক্ষ হইনি : বহু আগেই হয়েছি

প্রচারকেরা ১৭ই মার্চ্চের কথা তুলে বলেছেন যে, আগ্রহ জনতার রূপ দেখে ভীত হয়ে এবং রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হ'তে যাচ্ছে দেখে আমরা আকাশবাণী প্রচারক প্রচার করি যে, আমরা কোনো রাজনৈতিক যোগদান করছি না। যাঁরা রাজনীতির এত খবর রাখেন তাঁরা সংঘের কার্যাধারার বিশ্লেষণ খবর রাখেন। তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন যে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙার বহু আগে—তিনের মধ্যে যখন ফ্রন্ট ভাঙার ও মিনিফ্রন্ট গড়ার কথা চলছে—তখনই আমরা এই কথা বলেছি—১৮ ১১৬৯ তারিখে যে, এরকম কোনো মিনিফ্রন্টে আমরা যাবো না।

প্রচারকেরা লিখেছেন—১৭ই মার্চ্চের ঘটনার ভয়ে আমরা নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করি। অবশ্যই সরকারে যোগ দেবার পূর্বেই ১৫ই মার্চ্চ সংঘ থেকে আমরা বিবৃতি পাঠাই যে, ফ্রন্ট ভেঙ্গে যদি বিকল্প সরকার গঠিত হয়—সেই সরকার কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়—আমরা তাকে সমর্থন করব না। যদি কংগ্রেস শক্তিশালী হয়ে যে গ হেত—আমরা বিরোধীতা করব। এসব ঘটনা কি প্রচারকের বিশ্বাস গভীরের জবাব নয়? ১৭ই তারিখে যখন ঘেরাওকে এবং সংবাদ পত্রে সংঘ সম্পর্কে ভুল সংবাদ প্রকাশিত হল—তখন সেই বিবৃতি দুর করতে আমরা ১৮ই বিবৃতি দিই। ঘেরাওকে সেই বিবৃতি প্রচারিত হয়। এর পূর্ণ প্রচারিত নিরপেক্ষতার কথা আগের আগানে জানানো হয়। এবং মার্চ্চ তারিখে যুক্তফ্রন্ট শাসন বিরুদ্ধ আমাদের বক্তব্য সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিরা চাইলে আমাদের বক্তব্য রাখি; সেই সূত্রে আবার আমরা আমাদের নিরপেক্ষতার কথা জানাই। এই ব্যাপারগুলি অতি সাধারণ ব্যাপার। এ নিয়ে কিছু লোক এত বৈ চৈ করলে কেন বুঝতে পারিনি।

সাময়িকভাবে নয়, স্থায়ী শক্তির পরিচয় দিতে হবে

প্রচারকারীরা লিখেছেন—যে গুন্ডামির বিরুদ্ধে আজ সমগ্র পুরুলিয়াবাসী জাতি ধর্ম্ম নির্দ্বিশেষে স্বতঃ স্ফূর্তভাবে একতা সূত্রে আবদ্ধ, সেই গুন্ডামির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবার সময় লোক সেবক সংঘের কেন হয় নি। আমার মনে হয়—এঁরা ১৭ই মার্চ্চের ঘরতাদের দিনের কথা বলেছেন। নি, নি, এর ঘরতাল ঘোষণা করেছিলেন—আরো করেকটি দল ঘরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান দিয়েছিলেন। আমরা এর মাঝে পড়বার কে চো প্রয়োজন বোধ করিনা। কারণ জনসাধারণ সচেতন। যাঁরা মনে করছেন—ঘরতাল করে কারণ আছে করেনে—যাঁরা মনে করছেন—কারণ নেই ঘরতাল করবেন না। এর মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্তের আগে যে যুক্তি আছে—এখানে তা আলোচনা করছি না—কারণ তাতে লেখা আরো দীর্ঘ হবে—পরে প্রয়োজন হলে জানাবো। তবে কোনো অবস্থাতেই ঘরতালের পক্ষে বা বিপক্ষে জুলুম করা হবে—তা অত্যন্ত পরিষ্কার করি। কে কোথায় জুলুম করেছে—আমরা উপস্থিত ছিলাম না। যেই করুন তাতে বাধা দিতাম। জুলুমের মুখে যাঁরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেছে—জানা করেছেন—তাতে লোক সেবক সংঘের প্রত্র জড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই। যাঁরা জুলুম এবং অত্যাচার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান তাঁদের মধ্যে আমরা শক্তিবার সংগঠন দেখতে চাই। এর পরীক্ষা দেবার বহু অবকাশ আসবে। তখন লোক সেবক সংঘ তাঁদের ডাকবে, না, তাঁরা লোক সেবক সংঘকে ডাকবেন দেখবো।

রাস্তায় নয়, জন সভার মঞ্চে

তাঁরা পরিশেষে বলেছেন—পুরুলিয়ার চরম দুরবস্থার জন্য লোক সেবক সংঘ দায়ী। এর আর লোক সেবক সংঘ সর্বাংশে ধ্বংসে—এরা আবার জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য জেলার রাস্তায় রাস্তায় করবে। জেলার চরম দুর্ভাগ্যের জন্য আমরা দায়ী, না, প্রচারকদের ভাষায় ব্যক্তিরাই দায়ী, এই আজ বিচার করতে হবে। সেজন্য জনগণকে বিভ্রান্ত করতে আমরা ছুটিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পুরবো না। প্রচারকদের আহ্বান করে জন সভার মঞ্চে এর জবাবদা করতে চাই। আমার আহ্বানে যদি কেউ সাড়া দিতে সাহস করেন—আমি বর্ষ কেউ অভিযে জনসভা ডাকবো। আমন্ত্রণের এই জবাবে তারা পুরোপুরি সম্মত না হয়ে থাকেন—সেই জনসভায় আসো জবাব দেবো। আমি তাদের উত্তরের অপেক্ষা করছি—যেন তারা না বলেন—আর জবাব চাই না।

—·—

Office of the District School Board, Purulia.

INSERTION

Applications are invited for preparation of a panel for the post of teachers for Primary and Junior Basic Schools under the District School Board, Purulia.

Qualification required :—

(a). Non-Matric trained,

(b). S. F. / H. S. with training diploma.

Age limit :— Not below 18 years on 1/4/70.

Application must be in the candidates own handwriting accompanied with attested copies of the respective Inspecting officers of the circle in which the candidate intends to work, on or before 20/4/70.

Candidates possessing the above mentioned qualification who were empanelled by the Board previously but not yet appointed should also apply afresh.

Sudhindra Mohan Roy
District Inspector of Schools,
District School Board, Purulia.

WANTED

One Graduate in Pure Science with distinction for the post of an Asst. Teacher of Tulin J. S. H. S. School, P. O. Tulin, (Purulia). Application should reach the Head Master on or before 13.4.70.

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2533(5)

পুরুলিয়া জেলায় খনায়মান তীব্র খাদ্য সঙ্কট

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছড়িয়ে আছে—তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চোরাই চালান নির্ব্বিবাদে ও অব্যাহত গতিতে দিনে রাত্রে সকাল সন্ধ্যায় নর্ব্বক্ষণই চলছে। অনার্য্য-ব্যবসায়ীরা যথা আড়তদার, মুনাফাখোর, সাইকার প্রভৃতি বিরশশালী লোকেরা নিজ নিজ সামর্থ্য ও সংগঠন অনুসারে পাঁচ জন থেকে পঞ্চাশ ষাট জন ভাড়াটে পাচারকারী নিয়োগ করে মাথায় ঝুড়িতে করে অথবা সাইকেলে বস্তা চাপিয়ে বা কোন ক্ষেত্রে টাট্টু, ঘোড়ার পিঠে বস্তা চাপিয়ে তুঁড়ি রাস্তা ধরে বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাল পাচার করে কে, কি, সিদ্ধ ছয় আনা থেকে দশ আনা পর্য্যন্ত লাভ করে। এখানে মেয়ে পুরুষ উভয়েই পাচার কার্য্যে নিযুক্ত।

পুরুলিয়া, পাড়া, রঘুনাথপুর, কাশলা, জয়পুর, বলরামপুর, বরাবাজার, বান্দোয়ান—এই থানাগুলির সীমানায় সিঙ্গী, মারাঙ্গারী, মুরী টাটানগর প্রভৃতি বিহারের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল রয়েছে যেখানে ধান চালের দর এই জেলা থেকে অনেক বেশী।

পুরুলিয়া থানার চাকনপুর, ছোলারী, ঘোঙ্গা মুড়িডি, বামডো, কানালী প্রভৃতি সীমানাস্থিত গ্রামগুলির মাধ্যমে অবাধ চোরাই চালান চলছে।

রঘুনাথপুর থানার—চেলিয়ামা, কর্ণবালী।

পাড়া থানার—শীওতালডি, চৌনা, চুমী, চালুদা, বাগালমারী প্রভৃতি।

জয়পুর থানা বড়গ্রাম, মনকচিতা, কাঁঠালচাঁড়, বড়াডি, সেল্যানী, ভেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের মাধ্যমে বিহারের চন্দনকিয়ারী থানার মিঠা, সরহর, আরডুহি প্রভৃতি গ্রামে পাচার হয়।

বলরামপুর থানা বরাবাজার বান্দোয়ান প্রভৃতি থানার বিহার সংলগ্ন গ্রাম দিয়ে অবাধ চোরাই চালান চলছে। আর এই সমস্ত পাচারের সংবাদ সংগ্রহ বা পাচারকারীদের অযেষণ করার জন্য ছউলাও ইয়ার্ডের হুরুপ গোয়েন্দা পুলিশের প্রয়োজন করে না। কেবলমাত্র ছুইটী চক্ষু এবং তাকে সামান্য দৃষ্টিশক্তি থাকলেই কোথায়, কিভাবে এবং কারা পাচার করছে তা অনুসন্ধান করতে কিছু মাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ মেয়ে পাচারকারীরা ঝুড়ি মাথায়, পুরুষেরা সাইকেল অথবা ঘোড়ার চেপে দিন দুপুরে সোজাসুজি সদরকে দল বেঁধে যে চোরাই চালান দিনের পর দিন করে চলেছে—সেটাও যদি কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টিতে না পড়ে—তবে বুঝতে হবে হয় তাঁরা কেঃ সু ঘুমাচ্ছেন; নয় ত বা অন্য কোনও "বিশেষ কারণ" আছে।

বলরামপুর চেক পোষ্ট

এই মহোর বিভিন্ন চেক পোষ্টের মধ্যে বলরামপুর থানার দাঁতড়া চেক পোষ্টের গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। কারণ জাতীয় সড়কের উপর এটি অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাটানগরের প্রবেশপথ স্বরূপ। অতীতে এই চেক পোষ্ট সম্পর্কে বহু দুর্নাম জড়িত ছিল। বিশেষ করে বলরামপুরের দু এক জন প্রভাববাণী ব্যবসায়ী চোরাই চালানের কারবারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বিশেষ খাতিরের সম্পর্ক থাকায়—এই ঐতিহ্য চেক পোষ্টের মাধ্যমে অবাধ চোরাই চালানের একটা দুর্নাম আছে। সেই জন্যই বলরামপুর থানা ও দাঁতিয়া চেক পোষ্টের অফিসার মন মন পরিবর্ত্তন হয়।

ত্রিবেণীর হত্যাকাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নিরাপত্তা বাহিনী কারখানার গাঁচিলের ওপর থেকে সিকেটিরত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালায়। তার আগে কারখানার ভেতর থেকে ধর্মঘটী মিছিলের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। নিহত নন্দীগোপাল দেবনাথকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে তিনি দেখেন—রামজীবন সাঁত্রা এবং তরুণ মালীও বুলেটের আঘাত পান। দেবনাথের বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখনও জীবিত দেবনাথের ওপর তিন জন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মারাত্মক অস্ত্রসহ নিয়ে আক্রমণ চালান। দেবনাথের মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি তিনি তোর্থর মধ্যে নিয়ে যেতে দেখেন। চাবী তরুণ মালীর বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সি. পি. এম. প্রতিনিধিরা নাকি রাজ্যপালকে জানান যে তিনি তাঁদের দলের কেউ ছিলেন না।

শ্রীধাওয়ান নিহত তরুণ মালীর বাড়ীতে যান এবং পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের জন্য রাজ্যপালের তহবিল থেকে ৫০০ শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন।

রাজ্যপাল শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে যান এবং গুরুতর আহত ৩৫ জন শ্রমিকের সঙ্গে দেখা করেন। ১৬টি ঘর মার্কি সি. পি. এম সমর্থকেরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন। এই শ্রমিকেরা বলেন যে প্রায় ১৫০০ সি. পি. এম সমর্থক বন্দুক তীরধনুক নিয়ে কাজে যাবার সময় তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। তাঁরা অভিযোগ করেন যে অধিকাংশ আক্রমণকারীকে বাইরের থেকে আমদানী করা হয়েছিল। নিহত তরুণ মালী সম্বন্ধে তাঁরা বলেন যে শ্রী মালী একজন ভালো তীরন্দাজ ছিলেন বলে সি. পি. এম, ১৭ই মার্চ্চ তাঁকে আমদানী করেছিল। তাঁরা প্রশ্ন করেন "বাঁকী থেকে ৪ মাইল দূরে শ্রীমালী কি চাষ করতে এসেছিলেন ?"

রাজ্যপাল এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীসুভ ঘোষ বাঁশবেড়িয়ার হত্যা-কাণ্ড সম্পর্কে রাজ্যপালের পরিদর্শন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন। নাগরিক নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনতে হলে যেখানে অরাজনৈতিক নাগরিক অথবা সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, তদন্ত প্রসারিত হোক সেখানেও।

—·—·—

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। শর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেসন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

জায়গা বিক্রয়

নিমকুঠি ডাঙ্গা রোডে (রাধা কৃষ্ণ মোড়ে) প্রায় ৫ কাঠা পরিমিত জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কুমার জগদানন্দ প্রসাদ সিংহ দেও
"অজিত ভবন" পুরুলিয়া
ফোন নম্বর ১৫

যুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন,
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস ভারতে প্রাপ্যবান্ নির্ভোগত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

সোমবার, ১৩ই এপ্রিল '৭৯
৩০শে চৈত্র ১৩৭৬

বার্ষিক—৬৲, ষভাক—৭৲
মগদ—১৫ পয়সা

একার বৎসর পূর্ব্বে জালিয়ানওয়ালাবাগের মহান তীর্থে জেনারেল ডায়ারের নৃশংস তাণ্ডবে ৩৮০ জন শহীদ আত্মদান করেন **জাতীয় সপ্তাহের উদযাপনে** সেই শহীদদের উদ্দেশ্যে **জাতির সশ্রদ্ধ স্মৃতি তর্পণ**



দারুণ খাদ্যাভাবে জেলায় অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

কাজের অভাবে, খাদ্যের অভাবে গ্রামে গ্রামে হাহাকার
সামান্য কৃষি ঋণের দাদনেও বহু অভিযোগ

জেলার চতুর্দ্দিক থেকে দাবী উঠেছে কাজ চাই—খাদ্য চাই। কাজের অভাবে এই জেলার বহু সন্তান মারাত্মকভাবে অবিয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে কাজের সন্ধানে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসছে। গ্রামাঞ্চলে মহাজনেরা চাষীকে ধান ঋণ দিতে সম্কুচিত হচ্ছে—চাষীরাও গ্রামাঞ্চলে কোনও কাজ করাচ্ছে না; ফলে ক্ষেত মজুর ও ভূমিহীন চাষীদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। গ্রামাঞ্চলের ন্যায় সহরে বা আধা সহরেও শ্রমজীবি ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নেই। বহু পরিবারের দুই বেলা **অন্ন জোটে না**—এক বেলা জোনার খাঁটা, খুদ-কুঁড়া দিয়ে সপরিবারে উদরপূর্ত্তি করছে। জেলার সর্ব্বত্রই মোটামুটি একই চিত্র হলেও জয়পুর থানা থেকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ এবং সাঁতুড়ী থানা থেকে নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের কথা জানা গেছে। অবিলম্বে জরুরী ত্রাণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হলে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। খাদ্যাভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জেলার সর্ব্বত্রই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি ঘটনা বিশেষ ব্যাপক ও গুরুতর আকার ধারণ করছে।

জয়পুর গ্রামে অনাহার মৃত্যু

জয়পুর থানার ৬৫ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৪০ হাজারের অধিক অধিবাসী দারুণ খাদ্য সঙ্কটে বিপর্য্যস্ত। থানার রোপো সিধি ও ঘাঘরা অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্দ্দশা সর্ব্বাধিক। ইতিমধ্যে ঘাস জয়পুর গ্রামে তিনটি অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সেই সম্পর্কে তদন্ত করে অতি মর্ম্মন্তুদ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। জয়পুরের ঘুঙ্গাপাড়ার শ্রীমতী নিশি ঘুন্ডা ও তার স্বামী শ্রীকালী ঘুন্ডা এবং ঘুটিয়া পাড়ার শ্রীগুরু বাগতীর কন্যা শ্রীমতী ঝাবু বাগতীর অনাহারে মৃত্যু হয়েছে এবং আরও বহু দুঃস্থ ব্যক্তি মৃত্যুর পরোয়ানা শিয়রে নিয়ে দিন গুনছে।

১। **শ্রীমতী নিশি ঘুন্ডা** (৪৫ বৎসর) গত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীর্ণ ও মৃতপ্রায় হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই মহিলার সদ্গতির অবস্থা কথা শুনে গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে জয়পুরের যুব সংঘ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও কিছু ফল কিনে দেন। অন্য দিকে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা স্থানীয় বি-ডি-ওর সঙ্গে যোগাযোগ করলে বি, ডি, ও, এগ্রিকেলী জি, আর ডপে ৮ কে, জি, গম মঞ্জুর করেন। কিন্তু শ্রীমতী নিশি ঘুন্ডার অবশ্য তখন সকল প্রকার পার্থিব সাহায্যের অতীত। এই সাহায্য লাভের আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী নিশি ঘুন্ডার স্বামী শ্রীকালি ঘুন্ডা (৬০) দীর্ঘকাল অনাহারে অর্দ্ধাহারে একেবারে জীর্ণ ও অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের ৭টি কন্যা—

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

যুক্তফ্রন্টের আরব্ধ কর্ম্মসূচি রূপায়িত করার চেষ্টা করবো
—রাজ্যপাল

পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীপ্রতিভরণ ধাওয়ান সম্প্রতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে, এ পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল মন্ত্রীসভা গঠনের ইচ্ছা তাঁর কাছে জ্ঞাপন করেন নি।

তিনি আরও বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যে সব কাজ শেষ করতে পারেন নি সেই সব কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা তিনি করবেন। ফ্রন্ট সরকার যে ৩২ দফা কর্ম্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, সেই কর্ম্মসূচিকে কার্য্যে রূপায়িত করার চেষ্টা তিনি করবেন বলে জানান। তিনি বলেন যে যুক্তফ্রন্ট এই কর্ম্মসূচি-রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ তাঁদের কর্ম্মসূচির সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেন নি। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত এই কর্ম্মসূচির সমর্থন করেছেন বলেই রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা আরব্ধ কর্ম্মসূচী কার্য্যে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে জানান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভূতপূর্ব্ব যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক, দল ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট আমলে অর্জ্জিত গণ-অধিকার রক্ষার জন্য এবং ৩২ দফা কর্ম্মসূচি রূপায়নের দাবীতে গণআন্দোলন করার কথা ঘোষণা করেছেন।

—·—·—

জর্জ ফার্নাণ্ডেজ, মধু লিমায়ে প্রমুখ এম, পি. সহ এস, এস, পি, বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশী হামলায় একজন নিহত

৬ই এপ্রিল সংসদভবনমামী এস, এস, পি-র বিক্ষোভ মিছিলটিকে পুলিশ পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীটের গ্যাটেল চকে আটক করে এবং লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর এই আকস্মিক হিংস্র আক্রমণের ফলে মহিলা ও শিশুসহ ১০০ জন এস, এস, পি সদস্য আহত হন। সংসদে আসার পথে এস, এস, পি সংসদ সদস্য জর্জ ফার্নাণ্ডেজ, শ্রীমধু লিমায়ে, শ্রীমর্ধুন সিং ভাদোরিয়া, শ্রীরাজনারায়ণ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। আহতদের মধ্যে শ্রীবিহারীলাল হাসপাতালে মারা যান। সংসদের অধিবেশনে এই ব্যাপার নিয়ে বিরোধী দলগুলির মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পায়। সিতিকেট-পন্থী কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীরামসুভগ সিং একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধান মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেন।

—·—

সম্পাদকীয়—

রক্ত-তীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ

চারিশত শহীদের রক্তে রঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক মহান তীর্থক্ষেত্র। আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব বিনাশকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুখ্যাত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারত বিক্ষুব্ধ, সেই সঙ্গে পাঞ্জাবও অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ। দেশের জাতীয় জাগরণের মূলে কুঠারাঘাত হানবার জন্যে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের রচিত এই আইনের উচ্ছেদ সাধনকল্পে গান্ধীজী যে অহিংস প্রতিরোধের আহ্বান দিলেন সেই আহ্বানে পাঞ্জাব পূর্ণভাবে সাড়া দিল এবং পাঞ্জাবেই এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম অতি ব্যাপকভাবে ও শক্তিশালীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। বৃটীশের দমননীতিতে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতৃদ্বয় ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলু গ্রেপ্তার হলেন এবং অমৃতসর যাওয়ার পথে গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু জাতি দমলো না। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভা সমিতির অনুষ্ঠান সমানে চলতে লাগলো এবং নানাস্থানে পুলিশের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা হতাহত হলেন। কিন্তু আন্দোলন এগিয়ে চললো।

এইভাবে এলো ১৯১৯ সালের অরবীন্দ তেরই এপ্রিল। সরকার থেকে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি করা হোল। সেদিন ছিল বৈশাখী উৎসব। সুতরাং সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সহরের ও গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার নরনারীর সমাবেশ হোল অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে। বৈকালের মধ্যে পঁচিশ সহস্র নরনারীর এক বিরাট সমাবেশ সমগ্র জালিয়ানওয়ালাবাগ একেবারে মানুষের সমুদ্রে পরিণত হোল। জনসাধারণের এই অপূর্ব উন্মাদনা ও অদম্য স্বদেশ প্রেমে পুলিশ প্রমাদ গুণলো এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অক্ষমতা প্রকাশ করে সৈন্য-বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করলো। সেই সময় জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে অমৃতসর শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পিত হোল। ক্রুর ও নৃশংস ডায়ার নবম্ বৃইজন গোরা পল্টন নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ অভিমুখে অগ্রসর হোল।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশাল জনতা তখন জনসভায় ব্যস্ত। সেই সময় বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের রক্তপিশাচ সেনানী জেনারেল ডায়ার জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কোনওরূপ সাবধান বাণী উচ্চারণ না করে গুলিচালনার আদেশ দেন এবং নবম্ বৃইজন গোরা পল্টন দশমিনিট ধরে জনতার উপর গুলি চালিয়ে প্রায় চারিশত নরনারীকে হত্যা করে এবং বারশত ব্যক্তিকে গুরুতরভাবে জখম করে। এই নারকীয় হত্যালীলায় কেবল পাঞ্জাব বা ভারতবর্ষই নয় সমগ্র বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়।

ভারতবাসীকে উচিৎ শিক্ষাদানের জন্য এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশবাসী উচিৎ শিক্ষাই লাভ করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই শহীদগণ রক্তবীজের মত সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও এক নয়া মোড় গ্রহণ করে। যার ফলে উচিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকেও পাণ্টা উচিৎ শিক্ষাদান করে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের আঠাশ বৎসরের মধ্যেই ভারতের মাটী থেকে বৃটীশ সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত হয়ে ভারত মহাসাগরে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই ঘটনা ভারতীয় জাতীয় জাগরণের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাপকতর ও তীব্রতর পর্য্যায়ে নিয়ে এসে চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে অগ্রসর করে।

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগের অমর শহীদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পণের জন্য ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত যে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে—সেই সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সূত্রে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

—০—

অভিনব কংগ্রেস

কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরেছে বহুদিন থেকে। কিন্তু ব্যাপক ভাঙ্গন আরম্ভ হয় ১৯৬৬ সাল থেকে। এই ব্যাপক ভাঙ্গনের মূল কারণ হচ্ছে প্রাদেশিক নেতৃবর্গের পারস্পরিক বিরোধ—কোনও আদর্শগত কারণ এর পেছনে ছিল না। প্রাদেশিক সংগঠনে উপদলীয় স্বার্থচ্ছায় হঠে গিয়ে ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের মধ্যে অনেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং সৃষ্টি হয়েছে কেরল কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস ইত্যাদির। অন্নয়বাবু বেরিয়ে এসে সারা পশ্চিম বাঙলায় ব্যাপক ভাবে অভিযান করেছিলেন অতুল্য-প্রফুল্ল চক্রের বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা বিচক্ষণতার সঙ্গে নজর রেখেছিলেন এই ভাঙ্গনের ওপর। তিনি যখন বুঝলেন এঁরা মোরারজী পাল্টি উপদলের চেয়েও দলে ভারি হয়েছেন, তখনই প্রকাশ্যে যুদ্ধঘোষণা করলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তার ফল সবাই জানেন।

আজ নবকংগ্রেসে যখন অতুল্য-প্রফুল্লচক্র অনুপস্থিত, তখন এই কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার এবং পরিশেষে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব লোপ করে নবকংগ্রেসে সামিল হতে অজয়বাবুর আপত্তি থাকবে না এ আশংকা বহু আগেই অনেকের মধ্যে জেগেছিল। শনিবার ১৯ই এপ্রিল কোলকাতায় শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে শ্রীসুশীল কুমার ধাড়ার বারবেলা বৈঠকের ঘটনায় এ আশংকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বৈঠক শেষে শ্রীরাম সাংবাদিকদের বলেছেন, সি, পি, এম,কে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের জন্য বাংলা কংগ্রেস ও নবকংগ্রেস একযোগে কাজ করবে বলে স্থির হয়েছে। প্রধান কাজ, আটদলের জোটকে সম্মত করানো। বাংলাকংগ্রেস ও নবকংগ্রেস মিলে পশ্চিমবাঙলায় অভিনব কংগ্রেস হবে—তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আটদল কি করবে, তার ওপরই নির্ভর করছে পশ্চিমবাঙলার শূন্য সিংহাসনে কোন দলগোষ্ঠির রাজ্যাভিষেক হবে!

—নে. চ.

—০—

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের বাজেট মঞ্জুর

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ

গত ১৯শে মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ক্ষমতাবলী পার্লামেন্টের উপর অর্পিত হয়। সংবিধানের ২৭৬ ধারা অনুসারে বর্তমানে এগিয়ে থেকে জুগাই—এই চারমাসের জন্য লোক সভায় বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী গৃহীত হয়। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য প্রস্তাবিত ৪১৮ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা এই সময় বাজেটের মধ্য থেকে "অন এ্যাকাউন্ট" হিসাবে মাত্র ১৪০ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী গৃহীত হয়।

বাজেটের এষ্টিমেটে এই বৎসর ২৩০ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা আয় দেখানো হলেও রাজস্ব খাতে মোট আয়ের পরিমাণ হবে ২৮৯ কোটী ৫ লক্ষ টাকা। সংবিধানের ২৭৫(১) ধারায় প্রদত্ত অর্থ-কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত অনুদান এবং কেন্দ্রীয় করের বর্দ্ধিত অংশের কারণে ৩৫ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হচ্ছে। এর মূলে অবশ্য রাজ্য সরকারের কর ধার্য্যজনিত আয়ও এর অংশে।

আবার বাজেট এষ্টিমেটে ব্যয়ের পরিমাণ ২৮৫ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা দেখানো হলেও রাজস্ব খাতে ব্যয়ের হিসাব দাঁড়াবে ২৮৯ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা। অনুরূপভাবে বাজেট এষ্টিমেটে ব্যয়ের হিসাব ৩৩ কোটী ১ লক্ষ টাকা দেখানো হলেও মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা।

এই বৎসর পরিকল্পনা খাতে ৪৩ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে—এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বাবদ ৩৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এছাড়াও কর্পোরেট সেক্টর প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেক্টর প্রকল্প বাবদও ৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই বৎসর রাজস্ব খাতে ২৬৯ কোটী ৫ লক্ষ টাকার বিরুদ্ধে আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ ধার্য্য হয়েছে ২৭৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত ১৩ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের সূত্র হোল—আয়-করের অংশ স্বরূপ রাজ্যের প্রাপ্য ৪ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা এবং অতিরিক্ত কর ধার্য্য বাবদ ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে রাজ্যের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে এই বৎসরের ২৮৯ কোটী ৭২ লক্ষ টাকার তুলনায় ২৮৫ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা। এই ব্যয়ের হিসাবে সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের সংশোধিত বেতন ক্রমের ফলে ৯ কোটী টাকা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ধরা হয়েছে। আর বর্তমান বৎসরে মূলধনী খাতে ৩১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের তুলনায় আগামী বৎসরের জন্য ২৩ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী বৎসরের বাজেট রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ৫১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পরিমাণ হবে ৪০ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া সম্পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট কেন্দ্রী সরকার পরিকল্পিত ঔষধপত্র বাবদ ৮ কোটী ৩ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

মোট কথা আগামী বৎসরে নীট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৫ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা। পার্লামেন্টে এই চার মাসের জন্য "ভোট অন এ্যাকাউন্ট" বাজেট মঞ্জুর হয়ে যাবার পর রাজ্যের বাজেট পরিস্থিতির পুনরায় পর্য্যালোচনা করা হবে।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯৭০ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভা (ক্ষমতা হস্তান্তর) এ্যাক্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্র পতির উপর অর্পণ করা হয়েছে।

এই আইনে আইনের ৩(২) ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের অধিবেশন চলুক বা না চলুক, রাষ্ট্রপতি যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করবেন "রাষ্ট্রপতির আইন" রূপে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারবেন। তবে কোনও আইন প্রণয়নের পূর্বে, এই উদ্দেশ্যে লোকসভার স্পীকার মনোনীত ৩০ জন সদস্য ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান মনোনীত ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি যেমন সুবিধা বিবেচনা করবেন সেই অনুযায়ী কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

অন্তত এই আইনের ৩(৩) ধারা অনুসারে উপরোক্তভাবে প্রণীত আইন যত শত্বর সম্ভব পার্লামেন্টের উভয় সভার পেশ করতে হবে।

এই আইনের ৩(৪) ধারা অনুসারে "রাষ্ট্রপতির আইনের" সংশোধনী করার বিধান দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আইনের কোনও সংশোধনী প্রস্তাব পার্লামেন্টের উভয় সভায় গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সেই অনুযায়ী তাঁর আইনের সংশোধন সাধন করবেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই রাষ্ট্রপতি প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না।

—০—

গুয়াতেমালায় অপদস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত নিহত!

পঃ জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ। নিহত রাষ্ট্রদূত গুয়াতেমালা সরকার কর্তৃক মরণোত্তর সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত।

গুয়াতেমালার বর্তমান সামরিক শাসন চলছে। সমাজবাদী বিপ্লবীরা সেখানে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা কার্যকলাপে রত আছে। সমাজবাদীরা গত ৩১শে মার্চ মরুনাথ পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ৬২ বছরের বৃদ্ধ কাউন্ট কার্ল জনে স্লেটকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তাঁর মুক্তিপণ বাবদে দাবি লক্ষ ডলার ও ২৫ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করে। পশ্চিম জার্মান সরকার দাবি লক্ষ ডলার দিতে রাজী হন, কিন্তু বন্দী মুক্তির দাবীটি অগ্রাহ্য করেন গুয়াতেমালা সরকার।

এই এপ্রিল গুয়াতেমালার সামরিক কার্যালয়ে বেনামী কোনে জানানো হয় যে লানগেস্ত্রো রোডের ওপর ১৭ কিলোমিটারের মধ্যে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। সামরিক লোকেরা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাষ্ট্রদূত স্লেটের মৃতদেহটি সনাক্ত করেন। ১৯৬৮ সালে আগষ্ট মাসে সমাজবাদীরা অনুরূপভাবে হত্যা করেছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন গর্ডনকে। ঐ বছরই জানুয়ারী মাসে মার্কিন নৌ প্রতিনিধিও এদের হাতে নিহত হন। বন্দীমুক্তির দাবী আদায়ের জন্যে সমাজবাদীরা ব্রিটিশদূতে আরও কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিককে অপহরণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

পশ্চিম জার্মান সরকার গুয়াতেমালার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দূতাবাস তুলে নিয়েছেন। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশ, আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন এই বর্বরোচিত হত্যা-কাণ্ডকে। গুয়াতেমালা সরকার অপরাধীদের শাস্তি বিধানের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছেন এবং নিহত রাষ্ট্রদূতের নামে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান (মরণোত্তর) ঘোষণা করেছেন। হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য বিদেশী কূটনীতিকেরা নিজেদের নিজ নিজ সরকারের কাছে তাঁদের তাগিদ জানিয়েছেন গুয়াতেমালা পরিত্যাগ করার জন্যে।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান বৎসরে সহরে নলজল সরবরাহের অনটনহেতু অত্র সাহেব বাঁধের (নিরাবণ সায়রের) জল একমাত্র পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য ৩০।৩।৭০ পর্য্যন্ত সংরক্ষিত করা হইল। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ এই প্রয়াসকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুমত্যানুসারে পৌর প্রশাসক
পুরুলিয়া

জমি বিক্রয়

আমার গেঙ্গাড়াস্থিত ২৪ বিঘা জমি বিক্রয় আছে। বহাল ৯ বিঘা, বাদ ৭ বিঘা, কানালী ৬ বিঘা, বাস্তু ৩।৪ বিঘা যে কোন পার্টিতে ক্রয় করিতে পারেন। দাম ১৫ হাজার টাকা। যে ব্যক্তি বিক্রয় করিতে পারিবে তাহাকে ২০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, এবং যদি কোন ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া লইতে চান তাহাও বিক্রয় করিব। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

জমির ঠিকানা
পোঃ— ছড়রা
গ্রাঃ— গেঙ্গাড়া
জেলা :— পুরুলিয়া

ইতি
রাধারাণী দেবী
C/০শ্রীঅজিত রায়
পুরুলিয়া, মুনসেফডাঙ্গা

অশান্ত কাম্বোডিয়া

কাম্বোডিয়ার ৬৪ বছর প্রধান ভিক্ষু নরোত্তম সিহানুকের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁকে গদিচ্যুত করে ওদেশের দক্ষিণ পন্থী শক্তির মদতপুষ্ট জেনে রে ও লন নল মোট্টে কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল মনপ্রাণে এক ব্যাপক অর্থ ও আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেন্দ্র করে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং মার্কিন সাহায্য পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সরকারের বক্ষা কল্পে ভিয়েৎনামে দীর্ঘকাল ধরে যে লিপ্সনো যুদ্ধ বিরাজ চলছে—সেই সব জটিলতা যাতে সৃষ্টি না হয়—সেইজন্য কম্বোডিয়া নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হলেও রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাহিনীর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা এবং প্রধান মন্ত্রী লন নল দক্ষিণ পন্থী মনোভাব সম্পন্ন। কাম্বোডিয়ার ভিয়েৎ কং বাহিনী অনুপ্রবেশ করে ঘাঁটি স্থাপন করছে এই অভিযোগ করা হলেও রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রে সিহানুক নাকি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কোনও উৎসাহ দেখান নি। সুতরাং দিল সিহানুক যখন পেকিংয়ে বাসিয়া ও চীন সফর সেরে রাজ্যে অনুপস্থিত সেই সুযোগে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় অভাগা যখন করে সিহানুককে গদিচ্যুত করা হয় এবং তাঁর কাম্বোডিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৪১ সালে প্রিন্স নরোত্তম সিহানুক কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাম্বোডিয়া সিংহাসনের ঐতিহ্যানুযায়ী নরোত্তম বংশের সঙ্গে সিসোবাথ বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘ কালের। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ও সিংহাসন নিয়ে চক্রান্তের সম্ভাবনা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে সিহানুক সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ঘোষণা করেন যে তিনি আর তাঁর বংশধরেরা সিংহাসনের দাবী করবেন না। অবশ্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য সিহানুকের মাতাকে সিংহাসন দেওয়া হয়। আর সিসোবাথ বংশের প্রিন্স সিসোবাথ মিনিক মাতাকে সরকারী প্রধান-মন্ত্রী হন।

কাম্বোডিয়ার বর্তমান শাসক গোষ্ঠী কাম্বোডিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে রাজমাতা সিহানুক গদীচ্যুত হবেন এবং প্রিন্স সিহানুকের রাষ্ট্র প্রধানত্ব দাবীর পথ বিলুপ্ত হবে বলে তাঁরা আশা করেন। কিন্তু প্রিন্স সিহানুকের গদিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাম্বোডিয়া জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। দেশ জুড়ে সমস্ত সহরে লুটপাট হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। ছাত্র ও শ্রমিকেরা সরকারী ভবন আক্রমণ করে বিশেষ ক্ষতি সাধন করে এবং সেনা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বহুস্থানে খণ্ড যুদ্ধ হয়। ভিয়েৎ ও উত্তর ভিয়েৎনামীরা বিক্ষোভকারীদের সাহায্য করছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এদিকে এই বিক্ষোভী বাহিনী সরকারী সৈন্য বাহিনীকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করে কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনের প্রিন্স মাইনের মধ্যে এসে গেছে।

কাম্বোডিয়ার নূতন সরকারকে এখনও আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনও রাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করেনি। গদীচ্যুত রাষ্ট্র প্রধান প্রিন্স সিহানুক অভিযোগ করেছেন যে কাম্বোডিয়ার এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মূলে মার্কিন মাতাব্যবের গোপন হস্ত রয়েছে। তিনি কাম্বোডিয়া ফিরে গিয়ে গেরিলা বাহিনী পরিচালনার নির্দ্দেশ ঘোষণা করেছেন। এদিকে বৃটেন উপরের হস্ত কাম্বোডিয়া সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কমিশনকে সক্রিয় করে তোলার সঙ্কেত করেছে। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ে গঠিত এই কমিশনের চেয়ারম্যান ভারত এবং কানাডা ও পোল্যাণ্ড সদস্য। যদি শত্রুর হস্তক্ষেপ রোধিতে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা রক্ষায় সাহায্য করা এই কমিশনের দায়িত্ব। কাম্বোডিয়ার বর্তমান শাসক শক্তির বৈপরীত্ব অনুমোদন বন্ধ করা এই কমিশনের অন্যতম কাজ। প্রিন্স সিহানুক গত জুনমাস মাসে এই কমিশনকে বিদায় দিয়েছিলেন।

Always at your service.
BISHUDDHA MEDICAL HALL
PURULIA
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পাইকারী ও খুচরা ঔষধ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সংবাদ

কেশরগড়ে ডাকাতির চেষ্টা

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে ছড়া থানার কেশর গড় গ্রামের এক সাহানিক ডাকাতির চেষ্টা হয় এ ৫ই সূত্রে গ্রামবাসীর হাতে ধরা ডাকাত নিহত হয়। প্রকাশ ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় একদল লোক গ্রামে ঐ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীনিবাস সেনের দোকানে কিছু কিনতে যায়। সে সময়ে দোকানে কিছু ভীড় ছিল। ডাকাতেরা ভিড় কেনার সুযোগে দোকানে ঢুকে ছুরো বোমা ফাটায় এতে পরিস্থিতি আতঙ্কিত হয়ে সবাই পালায় এবং ডাকাতেরা দোকানের মালিক শ্রীনিবাস সেনকে মারধোর করে টাকা চায়। দোকানের বিক্রয় বাবদ যাহোক কিছু টাকা দিতে চাইলে ডাকাতেরা তাতে সন্তুষ্ট হয় না—ঘরের সিন্দুক থেকে টাকা বের করার দাবী জানিয়ে শ্রীসেনকে ঘরের ভিতর উঠানে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন প্রহার করতে থাকে। এই অবস্থায় শ্রীসেনের অনেক প্রতুপুর বিভিন্ন দুয়ার বারান্দা থেকে ডাকাতের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়তে থাকে। ছুটি তীর ডাকাতের গলদেশে বিদ্ধ হয়। এই সময় ডাকাতেরা তীব্রস্বরে শব্দ করে গোলা ছোঁড়ে কিন্তু বোমাটি কারিগর গায়ে লেগে ফেটে যায় এবং সীতে ডাকাতদের একজনকে গুরুতর আঘাত করে। তখন ডাকাতেরা বেপরোয়া দেখে চম্পট দেয় এবং পালাবার সময় তীরবিদ্ধ ডাকাতটিকে তুলে নিয়ে যায়। পরে কুলগড়া গ্রামের নিকট আহত ডাকাতটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ডাকাতেরা সবাই কুলগাঁও এলাকার পরিচিত ছিল এবং মাথার টুপী ছিল। প্রকাশ তারা মোটরযোগে কেশরগ্রামে আসে এবং মোট যোগে পলায়ন করে।

—•—

পুরুলিয়ায় ধূমকেতু

প্রায় দুমাসাধিককাল ধরে পুরুলিয়ার উত্তর পূর্ব আকাশে এক ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে। ধূমকেতুটি মাস্তারি ধরণের এবং এর পুচ্ছটি উর্দ্ধ মুখী। রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকার সময় ধূমকেতুটি খানি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। গত কয়েক দিনের মধ্যে ধূমকেতুটি স্থান পরিবর্তন করে আরও উত্তর মুখে অগ্রসর হয়েছে।

আমডিহাতে ডাকাতি

গত ৯ই এপ্রিল রাত্রি ৮ ঘটিকার পূর্বেই সদরের বুকে আমডিহা মহল্লার শ্রীআশু পালের গৃহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। জনা বিশেক ডাকাত গুলটি চড়াও করে এবং সেই সময় গৃহে কোনও পুরুষ মানুষ না থাকায় বাড়ীর মহিলাদের উপর জুলুম করে টাকা পয়সা আদায়ের চেষ্টা করে। ডাকাতেরা একটি বেডিও সেট, কয়েক জোড়া ধুতি শাড়ী, নগদ দুএকশত টাকা প্রভৃতি নিয়ে চম্পট দেয়। মহল্লাবাসীরা বৈ বৈ করে ওঠায় ডাকাতেরা তাড়া করার চেষ্টা করলে তারা বোমা ছুঁড়ে নিরস্ত করে।

ঘটনার অব্যবহিত পরে পুলিশ আসে এবং সরেজমে বিভিন্ন ঘাঁটি ব্যাপক খানা তল্লাশী চালায়। সন্ধের ক্রমে পুলিশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। সন্ধ্যার সময় সহরের বুকে এই দুঃসাহসিক ডাকাতি সারা শহরে বিশেষ চাঞ্চল্য ও ত্রাসের সঞ্চার করেছে।

পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা

মার্ডার্ড কমু নিউ পার্টী আহুত জন সভার প্রাক্কালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গত ১১ই এপ্রিল শনিবার পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটি এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে শোভাযাত্রা ও সভার অস্ত্র শস্ত্র বহন নিষেধ করেন। এই আদেশ সভা ও শোভাযাত্রার উপর আরোপিত না হলেও এসব নিয়ে শোভাযাত্রা করা বা সভায় যোগদান করা নিষেধ করা হয়।

—•—

দারুণ খাদ্যাভাবে জেলায় অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়েছে এবং শ্বশুর বাড়ী থাকে—বাকী ৩ জন কন্যা সকলেই নাবালিকা। কেউই উপার্জ্জনক্ষম নয়। মধ্যম কন্যার বিবাহ হওনের পিতৃগৃহে থাকে—কারণ তার স্বামী তাকে নিয়ে যায়। এই বৃহৎ পরিবার নিয়ে এই মৃত্যু পরিবার প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে কালাতিপাত করে।

শ্রীমতী মুক্তার মৃত্যুর পর সঙ্ঘের কর্মীরা গ্রাম থেকে ৩৬ টাকা দুস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে প্রদান করে এবং মুক্তা সমাজ থেকে ৩০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু সামাজিক আচার আচরণের চাপ এতই প্রবল যে ঐ দুস্থ ও অনাহারক্লিষ্ট পরিবারের সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্ত টাকার মধ্যে ৫০ টাকার অধিক অর্থ শ্রাদ্ধ শান্তি ও খাওয়ানো দাওয়ানোর ব্যাপারে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট সামান্য টাকা এই বৃহৎ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যয়িত হয়।

২। ইতিমধ্যে দীর্ঘ দিনের অনাহারে শ্রীকালী মুক্তার অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থ ও খাদ্য শস্যে দিন কয়েক নামমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলেও শ্রীকালী মুক্তার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির পথেই যেতে থাকে। এইভাবে গত ২৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকালী মুক্তা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৩। মুচিয়া পাড়ার শ্রীলাল বাগতির কন্যা শ্রীমতী কাবু বাগতি (১৫) গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে দীর্ঘ দিন অনাহার অর্দ্ধাহারের ফলে প্রাণত্যাগ করে।

স্ত্রী ও পুত্র কন্যা সহ শ্রীলাল বাগতির পরিবারের সংখ্যা হোল ৬ জন এবং কাবু তাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা। এই পরিবারের কোনও জমিজমা নেই এবং তাঁরা কিছুকাল হোল সিধী অঞ্চলের বাঁশগড় থেকে জয়পুরে এসে পরের আশ্রয়ে বাস করছে। শ্রীলাল বাগতীর সামান্য ও অনিশ্চিত উপার্জ্জনের উপর সমগ্র পরিবার নির্ভরশীল। সম্প্রতিকালের ধরে অনাহারে বা কোনও দিন জোনার খাঁটা অর্দ্ধাহার করে এদের দিন কাটছিলো—এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতী কাবুর মৃত্যু ঘটে।

এই পরিবারের বাকী সকলেই এখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে এবং অবিলম্বে কোনও প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা না হলে এই পরিবারে আরও অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য্য। ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে এই পরিবারের দশম বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

এই গ্রামের বহু পরিবার এইভাবে অনশনে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে :

১। শ্রীমতী সুখদা বাগতী (৭০) নিজের সামান্য কুঁড়ে ঘর ভেঙ্গে গিয়ে পরের আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছে। বার্দ্ধক্যে পঙ্গু হয়ে চলৎশক্তি রহিত এবং সম্পূর্ণরূপে পরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। একটি ছেলে আছে—তার কোনও স্থায়ী কাজ নেই, উপার্জ্জন অনিশ্চিত।

২। শ্রীমতী মানদা বাগতী (৭০) ও শ্রীমতী সাগর বাগতী (৬০) দুই বোন এক গৃহে থাকে। জ্যেষ্ঠা-ভগ্নী পঙ্গু ও মানাধিক কাল যাবৎ শয্যাশায়ী। সম্প্রতি এর জন্য জি-আর মঞ্জুর হয়েছে। কনিষ্ঠা ভগ্নী জঙ্গল থেকে শাক পালা সংগ্রহ করে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করছে।

৩। শিবচি চোলার ইশাক কুমার (৫০) স্ত্রী পুত্র সহ পরিবারে ৮ জন। ইশাক কুমার দীর্ঘকাল কঠিন রোগে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী এবং উপার্জ্জনে অক্ষম। পুত্র কন্যা সকলে নাবালক। জ্যেষ্ঠ পুত্র অতী কুমার (১৭ বছর) বাগালী করে যা উপার্জ্জন করে তাতে এই পরিবারের নামমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন হয়।

জয়পুরের খেরটাঁড়, সেকরাপাড়া, নামোপাড়া প্রভৃতি মহল্লাতেও বহু পরিবার অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এককালের বহু ধনবাড়ী জমিজমা ও ধনসম্পত্তি সম্পন্ন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার এখন সম্পূর্ণ শ্রীহীন ও সহায় সম্বলহীন হয়ে একমাত্র জি-আরের উপর নির্ভর করে দিন যাপন করছে।

নামোপাড়ার শ্রীমতী ফুটীবালা সোন্ধার (৭৫) বৎসর এবং অন্ধ। এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পাগল আর কনিষ্ঠ পুত্র টাটানগরে সামান্য রোজগার করে কোনও সাহায্য পাঠায় না। এঁদের জমিজমাও নেই—একমাত্র ঘরটি ভগ্নদশাগ্রস্ত। প্রতিবেশীদের দয়াদাক্ষিণ্যে দিন চলে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

অত্যন্ত যে সকল দুঃস্থ পরিবারদের অবিলম্বে সাহায্য প্রদান প্রয়োজন যে বিষয়ে মত সত্বর সত্বর তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। খয়রাতী সাহায্য ছাড়াও অবিলম্বে টেষ্ট রিলিফের কার্য্য সুরু করা প্রয়োজন।

বাগতী পাড়া

১। ঘুড়কুম বাগতী (৬৫) ও তার স্ত্রী (৬০) এদের জমিজমা নেই—ছেলেপিলেও নেই।

২। শ্রীমতী ললিতা বাগতী (২৫) কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। মা ও ভাই একে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভিক্ষা করে খায়।

৩। রতন বাগতী (৬০) স্ত্রী ও পাঁচ ছেলে। বড় ছেলে ভিন্ন হয়ে গেছে সাহায্য করে না। মাত্র ২ বিঘা জমি আছে।

সেকরা পাড়া

১। নিতু স্বর্ণকার (৭৫) স্ত্রী ও ২ পুত্র। ভিক্ষা করে দিন চলে।

২। শ্রীমতী ননীবালা স্বর্ণকার (৫৫ বিধবা, ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে। সকলেই নাবালক। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। চুড়ী বিক্রী করে সামান্য আয়ে পরিবার চালায়।

নামোপাড়া

১। তারাপদ লাহারী (৫৫) পঙ্গু ও উপার্জ্জনে অক্ষম। পরিবারে দুই ভাই ও তাদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে ৮ জন আছে এবং মাত্র এক ভাই উপার্জ্জন করে।

২। জহর দরজী (৮০) ও স্ত্রী (৭০) পরিবারে অন্য কেউ নেই। সম্পূর্ণ অপরের সাহায্যে দিন চলে। বার্দ্ধক্যকালীন ভাতার জন্য আবেদন করেছেন—এখনও ফলাফল জানা যায় নি।

৩। দেখ মাজলা মুসলমান (৬০ সহায় সম্বলহীন। আত্মীয় স্বজনের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল।

৪। শ্রীমতী পুটী চৌধুরী (৩২) স্বামী ৮রজনীকান্ত চৌধুরী; তিনটি পুত্র ও ২টি কন্যা—সকলেই নাবালক। সহায় সম্বলহীন, একজন মাত্র ঝি, আর পান।

৫। শ্রীমতী জানকী চৌধুরী (৪০) স্বামী ৮ঘতি চৌধুরী। ২টি নাবালিকা কন্যা। জায়গা জমি, সহায় সম্বল নেই। এককালে জয়পুরের বিশেষ ধনী পরিবার ছিলেন এখন ১ জন ঝি আর পান-তাতেই সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে হয়।

৬। রাধু বাগতী ৫০) তিন ভাই-এর পরিবার সমেত ১০ জন মুনিষ খেটে উপার্জ্জন করে। অধিকাংশ দিন অনাহারে কাটায়।

কর্তৃপক্ষকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করা হয়

জয়পুর থানার খাদ্যসঙ্কট যে চরম আকার ধারণ করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে গত ২২।৩।৭০ তারিখে স্থানীয় বি-ডি-ও এবং ৩০।৩।৭০ তারিখে জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে জানানো হয়। প্রকাশ, বি-ডি-ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পরিস্থিতি জানান এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে জরুরীভিত্তিক ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশ দেন। গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে জয়পুরে এক জনসভার মাধ্যমেও থানার গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু এযাবৎকাল কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। **অবিলম্বে ব্যাপকহারে টেষ্ট রিলীফের কার্য্য; খয়রাতী সাহায্যদান এবং ন্যায্য ও উদারভাবে কৃষি ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।**

লোন বিতরণে বৈষম্য

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের পর কোনও কোনও ডি, এল, ভক্রিউ ও ব্লক কর্মচারী নিজেদের 'ক্ষুদে রাষ্ট্রপতি' মনে করছেন এবং সেইভাবে আচরণ করছেন। সি, সি, লোন অর্থাৎ বলদ খরিদ ঋণ বিতরণ সম্পর্কে নানা অভিযোগ আসছে যে—নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ঋণ অন্যায়-ভাবে বিতরণ করা হচ্ছে এবং প্রকৃত প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

কালদা থানার চামডাকা গ্রাম থেকে সর্ব্বশ্রী হেলারাম গোস্বামী, প্রীপতি গোস্বামী, রমেশ চন্দ্র গোস্বামী, হরিপদ গোস্বামী, ক্ষুদিরাম গোস্বামী, নারাণ ঘাটোয়াল, হারাধন পরামানিক প্রমুখ ২৭ জন প্রতিবাদ করছেন :

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী মুক্তি পত্রিকায় "পূর্ব আজাদী ও নৈরাজ্য" শীর্ষক যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে তাতে চামডাকা গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীবেলারাম গোস্বামীর বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৯৬৯ সালের বিদ্যালয়ের শিশু খাদ্য এলে অভিযোগকারী শিশু খাদ্যের কিছু অংশ শিক্ষকের নিকট দাবী করেন—কিন্তু শিক্ষক দিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে অভিযোগকারী আক্রোশবশে শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অভিযোগ করে শিক্ষক মহাশয়কে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে পত্রিকার মাধ্যমে উহা প্রকাশিত অভিযোগ আনয়ন করেছেন। সুতরাং এই অবস্থায় সমস্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

—•—

বিদ্যালয় মঞ্জুরী সম্পর্কে

কালদার ডিমু গ্রামপঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ শ্রীশীতল মাঝি জানাচ্ছেন:—

ডিমু চৌধর (কে. এল না ১৯৯) অবস্থিত আরাটাড় গ্রামে ১৯৬৯ সাল থেকে আরাটাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অস্থায়ীর নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী অনুমোদন না পাওয়ায় গ্রামবাসীগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও রুষ্টান হয়েছে। এই অঞ্চলটি নিরক্ষর, অনুন্নত ও অবহেলিত বাঁওড়াল সম্প্রদায়ের দ্বারা অধ্যুষিত। নদীনালা অধ্যুষিত ও রাঙ্গামাটীবন এই অঞ্চলের ত্রিসীমানায় কোনও বিদ্যালয় নেই—সুতরাং এই গ্রামের ছাত্র ও অনুন্নত অধিবাসীরা শিক্ষকের লেখা সম্ভার জন্য গত চার বৎসর কাল ধরে কোনওরূপে বিদ্যালয়টি চালিয়ে আসছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মিলিয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০ জন। দীর্ঘ দিন থেকে প্রতি বৎসরই বহুবার সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করেও এই অনুন্নত, অবহেলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর তাঁদের সদয় দৃষ্টি অর্পিত হোল না। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত হয়েছি যে যেখানে উক্ত জাতির বসবাস সেখানে এক মাইলের মধ্যেই সরকারী অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় দেওয়া হয়েছে। আমরা অনুন্নত আদিবাসী সম্প্রদায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব!

—•—

সাঁতুড়ী থানায় নিদারুণ খাদ্য সঙ্কট

সাঁতুড়ী থানার শুশুনিয়া ডাঙ্গা থেকে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মাঝি জানাচ্ছেন :

এই সাঁতুড়ী থানার বর্ত্তমান রূপ খুবই শোচনীয়। প্রথমত গত জনের উৎপাদন খুবই খারাপ। আগামী দিনের খারাপ এখনই শেষ হয়ে গেছে। এই সময় রুক্ষির অবস্থাবারে মাঠে কাজ পাত তবে কোনক্রমে তারা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এই থানায় অন্তত কোন ব্যবস্থা অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কাজ খোলা হয় নাই। এই থানার রুক্ষির সাহায্যের শিল্পাঞ্চলে (দুর্গাপুর) যেতেও কাজ না পেয়ে ফিরে আসছে কোথাও তারা কাজ পাচ্ছে না। এই সময়ই যদি এইরূপ দেখা যায়, তবে আগামী দিনের রূপ কল্পনাতীত।

এই সময় কোনক্রমে যাতে কাজ পায় তার ব্যবস্থা সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

—•—

ভারতীয় সংবাদ

সুপ্রীম কোর্ট বনাম সংসদ

পুরীর শঙ্করাচার্য্য সম্পর্কিত মামলার প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক লোক সভার ক্ষুব্ধপূর্ণ স্পীকার শ্রীমতী ৮ ডেড্ড প্রমুখ ৬ জন সংসদ সদস্যের উপর যে শমন জারী করা হয়েছে— সংসদ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে কাজির না হওয়ার জন্য লোক সভার স্পীকার শ্রীযি, এম, মৌলন সরদার্মা ৬ন। তিনি বলেন যে সাংসদের যে নিজস্ব সুযোগ সুবিধা ও অধিকার আছে সে কথা বিচার বিভাগ উলঙ্ঘন করতে পারবেন বলে আশা করেন।

আইন মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মেনন বলেন যে সংবিধানের ১০৫ ধারার সংসদ সদস্যের "নীরাবীন সুযোগ সুবিধা" দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সংসদে যে সব কথাবার্তা বলবেন সেজন্য তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা চলবে না।

অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন উত্থাপন করে সংসদ সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে বলেন যে—সুপ্রীম কোর্ট এই নোটীশ জারী করে লোক সভার সদস্যের অধিকার ভঙ্গ করেছেন সুতরাং হয় লোক সভার সেই মর্ম্মে সুপ্রীম কোর্টের কাজের নিন্দা করতে হবে; না হয় সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই সম্পর্ক তিনি ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সের কয়েকটি নজীর ও রীতিনীতির উল্লেখ করে বলেন যে পার্লামেন্টের সদস্যগণ সভার ভিতরে কোনও কথা বললে আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা কছু করা চলে না। সংবিধানের ১৯ এবং ১০৫ ধারা অনুসারে সংসদ সদস্যগণকে সভায় অসংকোচে বক্তৃতা করার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীগুপ্তীর বেড্ডি; শ্রীমনোরঞ্জন চাবন; শ্রীএন, কে, সি, নাডে; শ্রীদত্তা নন্দ এবং শ্রীএন, এম, বানার্জ্জীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে রাঙ্কার হওয়ার জন্য নোটীশ জারি করা হয়েছে।

মুদ্রা ক্ষয় বাবদ বিশ কোটী টাকা ক্ষতি

গত বৎসর ভারত সরকার বাজার থেকে যে সব ঘষা ও ক্ষয়ে যাওয়া ধাতু মুদ্রা তুলে নিয়েছেন—তার ফলে সরকারের প্রায় ২০ কোটী টাকা ক্ষতি হয়েছে। সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে সব ধাতু মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই সব মুদ্রার দাম এবং এই সব মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর মূল্যের মধ্যে ১৯৬৯—৭০ সালে যে ব্যবধান ছিল তার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১৯ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা।

পুরানো মুদ্রার পরিবর্তে নূতন মুদ্রা বের করতে সাধারণতঃ যে খরচ পড়ে—তার তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অনেক বেশী। কারণ বৃটীশ রাজ-রাণীর নামাঙ্কিত নিকেলের মুদ্রাও বাজার থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বিহার বিধান পরিষদের বিলোপ সাধন

বিহার বিধান সভা ২৩৪—৩ ভোটে রাজ্য বিধান পরিষদ বিলোপ সূচক এক বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। বিধায়কের ছয় সদস্য বলে কোয়ালিশনী সরকারের পরিত্রিশ হল। কর্ণফুটির এটি অন্যতম। জাতীয় কমানিষ্ট পার্টির এক সদস্য এই বিলটি উত্থাপন করেন এবং দশ জন সদস্য আলোচনায় যোগদান করেন। এই বিলটির বিরোধিতা করেন জনৈক মুসলমান সদস্য। বিধান পরিষদ বিলোপের ফলে রাজ্য সরকারের ১৫ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ বাঁচবে।

চাকুরীর ক্ষেত্রে চৌদ্দ ভাষা

খরাক্রান্ত মধুবালপুরে চাউমুখী দুঃস্থ লোক সভায় ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ভাষার প্রশ্নে কারুর বিরুদ্ধে কোন বৈষম্য দেখানো হবে না। কেন্দ্রীয় চাকুরীকে নিয়োগ পরীক্ষায় ১৪টি ভাষাই ব্যবহৃত হবে। ইতিমধ্যে ইউনিয়ন সার্ভিস কমিশন এই ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং শতকরা ১০ জন প্রার্থী এই সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

—•—

মুরা ডড গ্রামে বিমান দুর্ঘটনা

বিমান চালক নিহত ঃ : আরোহী গুরুতর আহত

গত ৬ই এপ্রিল বেলা প্রায় ১১-৪৫ মিঃ এর সময় সাঁতুড়ী থানার মুরাডিড গ্রামের নিকট এক শৌখীন বিমান দুর্ঘটনায় বিমান চালক শ্রীনিশির কুমার মুখার্জী নিহত হন এবং বিমানের অপর আরোহী শ্রীযি, এম কোট্টিয়া গুরুতরভাবে আহত হন। বিমানটিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষতীগ্রস্ত হয়।

শ্রীমান নিশির কুমার মুখার্জী বিমান চালক শিক্ষা করছিলেন এবং তাঁর প্রশিক্ষণের অঙ্গ স্বরূপ ঐ দিন জামসেদপুর কো-অপারেটিভ ফ্লাইং ক্লাবের দুই আসন বিশিষ্ট "পুষ্পক" বিমানে আরোহণ বিমান চালনার সহীফাগ্রহণ জামসেদপুর থেকে বোলপুর (শান্তি নিকেতন) এর উদ্দেশ্যে বেলা প্রায় ১০-২০ মিঃ এর সময় যাত্রা করেন। এই সঙ্গে অন্যতম শিক্ষার্থী শ্রীযি, এম, কোট্টিয়া ঐ বিমানে যাত্রা করেন। বোলপুর যাওয়ার পথে বিমানটি পুরুলিয়া সহরের উপর বার দুই প্রদক্ষিণ করে এবং তারপর বোলপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু জামসেদপুর থেকে বোলপুরে বিমান যাত্রার যে নির্দ্ধারিত পথ তা থেকে প্রায় ৩০-৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত বিমানটি মুরা ডড গ্রামের দিকে আসে এবং দুইবার মুরা ডড গ্রামের উপর খুব নীচুতে নেমে প্রদক্ষিণ করে। তৃতীয়বার আরও নীচু দিয়ে গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় গ্রামের বাইরে একটি বড় পুকুরীণীর পাড়ে অশ্বত্থ গাছের প্রায় মাথা ছুঁয়ে যায় এবং তার পরেই বিমানের ইঞ্জিনটি সশব্দ হয়ে যায় ও বিমানটিকে কয়েক শত গজ দূর একটি ধান ক্ষেতের উপর আছড়ে পড়ে উল্টে যেতে দেখা যায়। বিমানের অন্যতম আরোহী শ্রীকোট্টিয়া বিমান থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন এবং বিমান চালক শ্রীমুখার্জী মৃত খুংড়ে ইঞ্জিনের উপর পড়ে "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে আর্ত্তনাদ করতে থাকেন। প্রকাশ গুরুতর আহত হয়েও শ্রীকোট্টিয়া বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু ইতিমধ্যে বিমানের পেট্রল ট্যাঙ্কটি ফেটে গিয়ে সমস্ত বিমানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমগ্র বিমানটি এবং বিমান চালক শ্রীমুখার্জীর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গ্রামের বহু মানুষ ঘটনাস্থলে এসে গুরু হন এবং তাঁরা আহত বৈমানিকের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বিভিন্ন স্থানে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং থানা পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সহ ঘটনাস্থলে যান। আহত বৈমানিককে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে বিমানটি চারপাশে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। জামসেদপুর ফ্লাইং ক্লাবের কর্তৃপক্ষও ঘটনাস্থলে এসে দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত করেন।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমান নিশির কুমার মুখার্জী (২০) ৺পিতা ডাঃ কানন মুখার্জী মুরাডিড হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার থাকা কালে শ্রীমুখার্জীর বাল্যকাল এই গ্রামে অতিবাহিত হয় এবং তিনি মুরাডিড স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। পুরুলিয়া সহরেও তাঁর আত্মীয় স্বজন আছেন। শ্রীমুখার্জীর ট্রেনিং কাল প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল এবং আর মাত্র ২০ ঘণ্টা বিমান চালনা সম্পূর্ণ করলে তিনি সাইলট লাইসেন্স পেতেন।

—•—

Wanted

For R. B. B. High School, P. O. Garbja pur, Purulia (Govt. aided) five teachers in English, Geography. Economics. Physics, Mathematics against permanent vacancies.

Qualific-tions :—M. A./ B. A. Hons. M. Sc. / B. Sc. Hons. Preference to trained hands.

Apply to the Secretary by 25. 4. 70.

স্থানীয় সংবাদ

কুড়ুকতোপা স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৯ঠা এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া থানার কুড়ুকতোপা জুনিয়র হাই স্কুলের বার্ষিক শারিতোষিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীদিশির চন্দ্র মাহাত, এম, এল, এ মভাপতিত্ব করেন। সুধারী কলাবতী, ভক্তরী ও খাঁড়ুবাসার উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আহার্য-স্থীত পরিবেশন করেন। বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীবিহারী লাল মাহাত অভিনন্দন পাঠ করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত এবং এম, গম ও ৮ম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র আবৃত্তি করে এবং অনৈক সাঁওতালী ছাত্র একটি সাঁওতালী গান করে। সম্পাদকের বিবরণী পাঠ ও প্রধান শিক্ষকের ভাষণ দানের পর শ্রীদিশির চন্দ্র মাহাত তাঁর সভাপতির ভাষণে বিদ্যালয়ের অভিভাবক, শিক্ষক ও কমিটির সদস্যদের নিকট বিদ্যালয়টিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয় করার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হতে আবেদন জানান।

—•—

Office of the District School Board, Purulia.

INSERTION

Applications are invited for preparation of a panel for the post of teachers fo Primary and Junior Basic Schools under the District School Board, Purulia.

Qualification required :—

(a) Non-Matric trained.

(b) S. F./H. S. with trained diploma.

Age limit—Nor below 18 years on 1-4-70.

Application must be in the candidate's own handwriting accompanied with attested copies of Academic and Tr ining pass certificates.

Applicati ons should re ch the office of the respective Inspecting officers of the circle in which the candidate intends to work, on or before 2 -4 70.

Candidates possessing the above mentioned qualification who were empanelled by the Board previously but not yet appointed should also apply afresh.

Sudhindra Mohan Roy
District Inspector of Schools,
District School Board, Purulia.

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

দিন দুপুরে ডিনডাই

১লা এপ্রিল কোলকাতার চিৎপুর থানা এলাকার দমদম রোডের উপর ছোরা মেরিয়ে ৮ হাজার টাকা ডিনডাই করা হয়েছে বেলা ১২ টার সময়। তেল কোম্পানীর কর্মী যখন টাকার থলি নিয়ে জীপে উঠতে যান তখনই এই ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ এ ব্যাপারে তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আরও হাজার টাকা উদ্ধার করেছে।

খুনের আসামী পলাতক

৩১শে মার্চ হাওড়া জেলার আমতা বাজারের কাছে সি, পি, এম, কর্মী ভূষিকাথাতে নিহত হলে ১লা এপ্রিল সেখানে হরতাল হয়। পুলিশ একজন এ্যাডভোকেট এবং সামরিক বাহিনীর কর্মীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। একজন ইতিমধ্যে পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে এবং এর ফলে জনতা থানার সামনে বিক্ষোভ প্রকাশ করায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

মহিলা কর্মী খুনের আশঙ্কা

বেলঘরিয়ার ডিফেন্স এষ্টেটস থানার বলশেভিক পার্টির সহস্য মহিলা শ্রমিক কর্মী [illegible] ১লা এপ্রিল সি, পি, এম, সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। [illegible] যায় এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মজদুর ইউনিয়ন হামলার নিন্দা করেছেন এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার দাবী করেছেন।

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ

৩১শে মার্চ চার দিন ধরে নিখোঁজ যুবক নজরুল মোল্লার মৃতদেহ কলাগাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় একটি পুকুর থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। ঘটনাস্থল ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর। দেহে আঘাতের চিহ্ন থাকায় পুলিশ এটি হত্যাকাণ্ড বলে মনে করছে এবং মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ছাত্র সংঘর্ষ

২রা এপ্রিল দুর্গাপুর বিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দু দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়। অধ্যক্ষ পুলিশের সাহায্য চান, সশস্ত্র পুলিশ কম থাকায় এস, ডি, ও, ঘটনাস্থলে যেতে পারেন না। শেষকালে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের সাহায্য নিয়ে পুলিশ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। একটি পাইপগান, একটি ছোরা, বহু বোমা ও কিছু এ্যাসিড বাল্ব সেখানে পাওয়া যায়। ৪০০ শত ছাত্রকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ ১০ জনকে আটক করেছে।

ওয়াগনভাঙ্গাদের কীর্তি

২রা এপ্রিল, কাঁকরাবগর ও রাণীগঞ্জের মাঝখানে ওয়াগনভাঙ্গার দল একটি মালগাড়ীকে ২ ঘন্টা আটক রেখে একটি ওয়াগন থেকে পিস্তলের বিয়ারিং চুরি করে।

আগুন ও বোমা

ইষ্ট মিমডা কোলিয়ারীতে কয়েকটি বাড়ীর ওপর বোমা নিয়ে আক্রমণ চালানো হয় এবং বাড়ীগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ইউনিয়ন বিরোধই এই আক্রমণের কারণ বলে মনে হয়। কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

কৃষ্ণনগরে সংঘর্ষ

সি, পি, এম, কর্মীদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গত ৩রা এপ্রিল কৃষ্ণনগরে মাঝ্সবাদী কম্যুনিষ্টদের একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। স্থানীয় বাস, ট্রাক ও টেম্পো ষ্ট্যান্ডে চালকদের সঙ্গে এই মিছিলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ক্ষতাহত ও গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায় নি।

কোলকাতায় সংঘর্ষ

গত মঙ্গলবার কোলকাতার শ্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রিটে দু দল যুবকের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং বেপরোয়া বোমা চলে। জনৈক যুবক রিক্সা-ভাড়া নিয়ে রিক্সাচালকের সঙ্গে বচসা করলে স্থানীয় যুবকেরা ঐ যুবককে চালকের দাবী অনুযায়ী ভাড়া দিতে বাধ্য করে। এর পর ঐ যুবক নিজের দলবল এনে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হতাহত বা গ্রেপ্তারের কোনও খবর পাওয়া যায় নি।

পাকিস্তানে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক

সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানকে ১৫০টি 'টি-৫৪' ও টি-৫৫' ট্যাঙ্ক দেওয়াতে ভারত-পাক সামরিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে বলে সংসদ সদস্যরা ৮ই এপ্রিল সংসদ অধিবেশনে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শরণ সিং বলেন যে ভারত ট্যাঙ্কসহ অন্যান্য সামরিক সম্ভার উৎপাদনের মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে যাবে এবং বিদেশ থেকেও সময়োপযোগী সংগ্রহ করবে। তিনি বলেন কস কর্তৃপক্ষ ভারতের উদ্বেগের কারণ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন আছেন এবং পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের এই সামরিক সহায়তা আমাদের সামরিক ভারসাম্য কিছুমাত্র বিঘ্নিত করে নি।

—•—

"এম, আর" উদ্ধাবিত

বাসনপত্রের জন্য
বন্ধুস্থকর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ;

সিংহল—বন্ধন ভবা ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় মসনাভিরাম ; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা স্বল্প মূল্য।

সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও বন্ধন-পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে বন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

ফোনেটিক কমার্শিয়াল হনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩ টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স-৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

স্বাক্ষরিত ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

জমি বিক্রয়

নডিহা চাইবাসা রোডের উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার্সের সম্মুখে বাসগৃহ নির্মানের উপযোগী ১ বিঘার উপর জমি বিক্রয় হবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ
উদ্ধব ভবন
নডিহা, পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

ক্ষতিগ্রস্ত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত

৩১শ বর্ষ | ১৬শ সংখ্যা | সোমবার, ২০শে এপ্রিল '৭০ | ৬ই বৈশাখ ১৩৭৬ | বার্ষিক—৬., সডাক—৭. | নগদ—১৫ পয়সা

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ

ক্ষতি এনে দিবে পরে অমূল্য অদ্ভুত উপহার।
চেয়েছিলি অন্যতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা, ঘরে ঘরে পাবি হানা
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী—
ঘরছাড়া রিক্তহারা অসহী তোমার বরণডালী।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমগ্র পুরুলিয়া জেলা প্রকৃতপক্ষে খরা অঞ্চল

ব্লকে ব্লকে অঞ্চলে অঞ্চলে অবিলম্বে ত্রাণ কার্য্যাদি সুরু হোক
অন্ধ-আতুর-বিকলাঙ্গদের খয়রাতি সাহায্য চাই

সারা পুরুলিয়া জেলায় গত ১৯৬৯ সালের দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। এই জেলায় বিভিন্ন থানা, ব্লক ও অঞ্চল থেকে যে সব উদ্বেগজনক সংবাদ আসছে তা হচ্ছে, দারুণ অন্ন কষ্ট, কাজ কর্ম ও রুজী রোজগারের অভাব দিনের পর দিন অনাহার অর্দ্ধাহার—জেলার সর্ব্বত্রই আজ এই চিত্র। গত বৎসর অসময়ে অতিবৃষ্টি এবং বৃষ্টির যথন বিশেষ প্রয়োজন সেই সময় একটানা খরার ফলে জেলায় ব্যাপক শস্যহানি ঘটেছে। ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। কাজের অভাবে যারা মাঝাফারী বা কয়লা খনি অঞ্চলে গেছলো—তারা স্থানীয় অসাধু ঠিকাদার-দের পাল্লায় পড়ে ঠিকা চুক্তিতে কাজ করেও মজুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সরকারী সাহায্যের নমুনা

জেলার যখন এই চিত্র যখন ব্লকে ব্লকে, অঞ্চলে অঞ্চলে টেষ্ট রিলিফের কাজ খোলা একান্ত জরুরী—তখন রাজ্য সরকার এই জেলায় আণ কার্য্যের জন্য নাম মাত্র ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। একটা টেষ্ট রিলীফ স্কীমের জন্য কমপক্ষে ৬ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই অর্থ যারা বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে বন্টন করতে গেলে এক একটি ব্লকের ভাগ্যে পড়ে আড়াই হাজার টাকা করে মাত্র পড়বে। সুতরাং রিলিফের নামে এই টাকায় ছেলেখেলাই হতে পারে—দুঃস্থ জনসাধারণকে সাহায্য দানের কোনও ব্যবস্থা হবে না। এখানের পরিস্থিতি গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষও জেলার অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সম্যক অবহিত করে জেলার ত্রাণকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য আদায়ে সচেষ্ট হবেন বলেও আশা করি।

গাছের পাতা লোকের আহার

জয়পুর থানার বোপো-নিধি-ধাষরা প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসী ও অন্যান্য দুঃস্থ সম্প্রদায় কাজের অভাবে ও খাদ্যের অভাবে অশণ, বট প্রভৃতি গাছের কচি পাতা সিদ্ধ করে উদরপূর্ত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। জোনার বা অন্য কোনও নিকৃষ্ট খাদ্যশস্য কেনবার শক্তিও তাদের নেই।

এই দুরবস্থা কেবল জয়পুরেই নয়, ঝালদা, পাড়া, রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ী, কাশীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন থানা থেকেও অনুরূপ অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার সংবাদ প্রতিনিয়তই আসছে।

বৃদ্ধকুদের ব্লক অভিযান

ঝালদা ২নং ব্লকের চিৎমু প্রভৃতি অঞ্চলেও দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। সেখানেও ঘরে ঘরে **অনাহার—কোথাও কোনও কাজের ব্যবস্থা** নেই। সুতরাং দল বেঁধে ব্লকে গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ জানাবার জন্য তাদের ডাক দেওয়া হয়।

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় চিৎমু ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েক শত দুঃস্থ নরনারী, শিশু বৃদ্ধ এবং এমন কি মাতৃ-কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্য্যন্ত খাদ্যের দাবীতে ব্লক অফিস অভিমুখে যোগ দেয়। গ্রামবাসীদের বিশেষ অনুরোধে স্থানীয় কর্মী শ্রীবেদবন তন্তবায় এই বুভুক্ষু মিছিলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

চিৎমু থেকে এই মিছিল শেষ রাত্রে কোচিংরা অভিমুখে যাত্রা করে যাতে ঝালদাগামী ভোর ৬টার ট্রেন ধরে তারা সকাল সকাল ঝালদায় পৌছাতে পারে। কিন্তু পথে তাদের কিছু দেরী হয়ে যাওয়ায় কোচিংরা পৌছাবার আগেই ঝালদাগামী ট্রেনটি ছেড়ে যায়। ফলে অগোণ্ড শিশু ও বৃদ্ধসহ ঐ বুভুক্ষু মিছিলকে কোচিংরা থেকে ঝালদা পর্য্যন্ত পদব্রজেই যাত্রা করতে হয়। এই মিছিলটি একেবারে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে সকাল ৮ টায় ঝালদার উপকণ্ঠে বসে বিশ্রাম করতে থাকে এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ব্লকের কর্তৃপক্ষ ও ঝালদার রাজনৈতিক কর্মীদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে বি, ডি ও বুভুক্ষুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

—•—

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর মন্তব্য

যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায় সম্প্রতি পুরুলিয়ার এক জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য্য পুরুলিয়া জেলা উদ্বৃত্ত অঞ্চল এবং এই বৎসর জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়েছে এরূপ ধারণা দিয়ে ফুড মিনিস্টারকে বিভ্রান্ত করেন। কিন্তু তিনি খাদ্য মন্ত্রীরূপে পুরুলিয়া সফরকালে তথ্য প্রমাণসহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পুরুলিয়া জেলা খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি জেলা। তারপর নির্ভরযোগ্য সরকারী বেসরকারী তথ্য বিবরণ থেকে তাঁর শঙ্কা উপলব্ধি হয় যে পুরুলিয়া জেলায় শতকরা ৪০ ভাগ শস্য উৎপন্ন হয়েছে কি না সন্দেহ—সুতরাং পুরুলিয়া জেলায় দারুণ খাদ্যসঙ্কট অবশ্যম্ভাবী বিবেচনায় খাদ্য দপ্তরকে পুরুলিয়া জেলার প্রয়োজন মেটাবার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়ে যান। এ ছাড়াও ত্রাণমন্ত্রীকে পুরুলিয়ার সমাক পরিস্থিতি অবগত করিয়ে ব্যাপক ত্রাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়ে যান।

—•—

সম্পাদকীয়—

নববর্ষ

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ, ক্লান্ত রাত্রির অবসান হয়ে নূতন বৎসরের উষা প্রভাত হোল। এই নূতন সূর্য্যোদয়কে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জানাবার নানা উদ্যোগ আয়োজন ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বৎসরের আবির্ভাব হোল। এইভাবে ১৩৭৬ সালকে পিছনে ফেলে ১৩৭৭ সালে পদার্পণ করলাম। বিগত বৎসর আমাদের জীবনে নানা বিঘ্ন, উৎপাত, অপ্রত্যাশিত প্রভৃতির স্বাক্ষর বহন করে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নানা অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। বিগত পঁচাশী বৎসরের ঐতিহ্যপূর্ণ কংগ্রেস বিধ্বস্তিত হয়েছে এবং নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে পদক্ষেপ করেছে। বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনে নূতন পথের দিগন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে কংগ্রেসের বিকল্প রূপে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্টও ভেঙ্গে গেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে এক মহা শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। গত বৎসরই ভারতের সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হয়ে কংগ্রেসের ভাঙ্গনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য প্রদান করেছে। সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে ঘন ঘন মন্ত্রীসভা ভাঙ্গাগড়ার এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রীসভার পতন না ঘটলেও হরিয়ানা, গুজরাট, অন্ধ্র, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

পুরাতন বৎসরের ক্লেদ ও কালিমা বহন করে নূতন বৎসরের সুরু হোল। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন এখনও গভীর অন্ধকার ও কুয়াশাচ্ছন্ন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনে আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ এখনও দেখা দেয় নি। রাজ্যের পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক যে উন্নতি পরিদর্শিত হয়েছিল—তা এখন মরীচিকায় পরিণত হচ্ছে। জনগণের আশীর্ব্বাদপুত রক্তকঠিন যুক্তফ্রন্ট এত দ্রুতগতিতে ও সহজ প্রতিপন্ন হওয়ায় সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ এবং সারেকী যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কেন্দ্রেও শাসক কংগ্রেসী গোষ্টির সরকার উল্টাল ও ফেঁপিল সমুদ্রের বুকে জীর্ণ তরীর ন্যায় কোনও ক্রমে ভরাডুবী এড়িয়ে চলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যুদ্ধবিগ্রহ, অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু দেশ ও বিদেশের এই সব সঙ্কট ও সমস্যার মধ্যেও নূতন বৎসরকে আমরা স্বাগত জানাই। এগিয়ে চলাই যখন মানবের ধর্ম্ম তখন সহস্র বাধা ও বিপদের মধ্য দিয়েই আমাদের সাহসের রঙ্গে, স্থৈর্য্যের সঙ্গে ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলতে হবে। অতীতের সকল কালিমা দূর করে ও পুঞ্জীভূত অনাগত সমস্যার তমিস্র জাল ভেদ করে নববর্ষের নবীন সূর্য্য আমাদের জীবনের রুদ্ধ রন্ধ্রে আঁধার আলোক পরিব্যাপ্ত করুক; শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জয়যাত্রা দুর্বার গতিতে অগ্রসর হোক।

আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের এই নববর্ষে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

অ, চ,

—•—

এরা কোন শাল ?

যুক্তফ্রন্টের শাসনই নাকি পশ্চিম বাংলায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের কারণ ছিল। খোদ অজয় বাবুসহ দেশের বহু বড় বড় নেতা এ ধারণা পোষণ করেছেন এবং প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পরও দেখা গেল বন্ধ হোল না হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ, রাজ্যপালের বাকচাতুর্য্যের তুবড়িতে খোই করা গেল না আইন শৃঙ্খলার অবনতি। আজ সারা দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজ্যপালের উপদেষ্টা আমলারাও জোর গলায় বলতে পারছেন না যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য প্রমাণ এই কথাই বলে যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর খুন জখম, বাড়ী চড়াও, বিদ্যালয়-বিশ্ব বিদ্যালয় আক্রমণ, বোমাবাজি, ছিনতাই বেড়ে গেছে দ্রুত হারে। পুরুলিয়ার মতো জায়গাতেও বোমাবাজি করে ডাকাতি করার কায়দা শুরু হয়ে গেছে।

এ ধরণের ঘটনাগুলিকে আজকাল নকশালী হাঙ্গামা বলে প্রতিপন্ন করার একটা প্রাণপণ চেষ্টা দেখতে পাচ্ছি পুলিশের মধ্যে আর খবরের কাগজের মধ্যে। কোন পক্ষই তথ্য হাজির করেন নি তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে। অথচ ঘটনা তাঁদের মন্তব্যের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। নকশাল পন্থীদের পোষাকী নাম সি, পি, আই (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী এই দল ইতিমধ্যে লেনিনকে বাতিল করে দিয়েছে বলে শুনিনি। অথচ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গামায় গান্ধীজীর ছবির সঙ্গে পুড়েছে লেনিনের ছবিও, জ্ঞানচন্দ্র পলিটেকনিকের অধ্যক্ষের ঘর থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে লেনিনের ছবিও টেনে নামিয়েছে হাঙ্গামাকারীরা। এরপর এদের নকশালপন্থী বলা যায় কি করে?

দাঙ্গার সময় কোলকাতায় একই সঙ্গে একই জায়গায় লুট হয়েছে মুসলমান ও হিন্দুর দোকান।

সমাজবিরোধীদের কোন জাত নেই, আদর্শ নেই, ধর্ম্ম নেই। সেই সমাজবিরোধীরা দল আজ অবস্থার সুযোগে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—এ কথা জেনেই যে দেশের বুদ্ধিমান পুলিশ এবং বিচক্ষণ খবরের কাগজগুলি তাদের কুকীর্তি ঢেকে দেবে কোন না কোন দলের শতাকা দিয়ে। সমাজবিরোধীরা যে আজ সংঘবদ্ধ এবং পরিকল্পনা সচেতন, তার প্রমাণ শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটে আংকিত খুন অগ্নিকাণ্ড। পুরুলিয়ার মতো জায়গাতেও আজ সমাজবিরোধীদের হাতে বোমা এসেছে, এসেছে নানান কলাকৌশল সুতরাং বোমা মানেই নকশাল নয়। পুলিশের চরম অযোগ্যতা ছাড়া সমাজবিরোধীদের এই সংঘবদ্ধতা এবং সুপরিকল্পিত অগ্রগতি সম্ভব নয়। কারণ তারা পুলিশের নখদর্পণে থাকে পুলিশ আজ সমাজবিরোধীদের কাজের সঙ্গে নিজের অযোগ্যতাও চাপা দেবার চেষ্টা করছে। পশ্চিম বাঙলার নব্য ব্রতী রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এটা বুঝবেন কতদিনে?

—নে, চ,

কংগ্রেসে কংগ্রেসে সংঘর্ষ

ইউ, এন, আই-এর খবরে প্রকাশ যে ২রা এপ্রিল জগজীবন-রাম-পরিচালিত কংগ্রেস সদস্য ও সিণ্ডীকেটপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় উভয়-কংগ্রেসের অফিস কানপুরের তিনক হলে। সিণ্ডিকেটপন্থী সদস্যা শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ কংগ্রেস কর্ম্মীদের সভায় ভাষণ দিতে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ইঁদলে মারামারি আরম্ভ হয়। একজন আহত ও তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

পি, টি আই-এর খবরে বলা হয়েছে যে এলাহাবাদে একটি জনসভায় ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করে শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ ভাষণ দিলে তাঁকে প্রশ্ন করে, ধ্বনি দিয়ে নাস্তানাবুদ করা হয় এবং কালো পতাকাও দেখানো হয়। সেই থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত। পরে পুলিসের সহায়তায় সভার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

—•—

অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন ও সেচ সমস্যা

পুরুলিয়ার এম, পি, ও কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীর পত্র বিনিময়

লোক সেবক সংঘের মনোনীত লোকসভার সদস্য শ্রীভক্তহরি মাহাত পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কে, এল রাওএর সহিত গত বৎসর যে আলোচনা সূত্রে পুরুলিয়ার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা দাখিলের জন্য অনুরুদ্ধ হন তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমাহাত গত ৬ঠা মার্চ্চ তারিখে সেচ মন্ত্রীকে এক পত্র দেন।

ভারত সরকার সমগ্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত ও দুঃস্থ ৪৫টি জেলার উন্নয়নের জন্য যে বিশেষ ৯০০ কোটি টাকা ধার্য্য করেছেন তার মধ্যে চির অবহেলিত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত পুরুলিয়া জেলা যে নিশ্চয়ই ৪৫টি জেলার মধ্যে একটি জেলা রূপে গণ্য হবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীমাহাত কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীমাহাত আরও লেখেন যে বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই জেলা অবহেলিত হয়ে আসছে এবং এই শুষ্ক, রুক্ষ জেলায় সেচের একান্ত অভাবের জন্য প্রতি বৎসর খরায় শস্যহানী হওয়ায় জেলার অধিবাসীরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে অশেষ কষ্টে দিন যাপন করে।

শ্রীমাহাত পত্রে আরও লেখেন যে প্রাথমিক ধাপরূপে খুব অল্প ব্যয়ে কয়েক হাজার একর জমিতে সেচের উপযোগী মাত্র কয়েকটি পরিকল্পনা পাঠাচ্ছেন। কুমারী ও চোটকো নদী থেকে বিদ্যুচ্চালিত পাম্পযোগে সেচের ব্যবস্থার উপযোগী কয়েকটি প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার পুরুলিয়া জেলার জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে পারবেন—তা জানতে পারলে সমগ্র জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সেচ প্রকল্পের প্রস্তাব দাখিল করবেন।

সেচ মন্ত্রীর পত্র

কেন্দ্রের সেচ মন্ত্রী গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে লেখেন যে তিনি ভক্তহরি বাবুর পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে পরে পত্র দেবেন। ইতি মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জীনীয়ার শ্রী এ, কে, গাঙ্গুলী পর্ষদের চেয়ারম্যানকে লিখিত পত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে লেখেন যে বান্দোয়ান থানায় বৈদ্যুতিক মেন সম্প্রসারণের প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট মৌজাগুলির বিবরণ এবং ঐ অঞ্চলের ম্যাপ দাখিল করার পর পরীক্ষা করে দেখা হবে।

সেচ মন্ত্রীর দ্বিতীয় পত্র

গত ৬ঠা মার্চ্চের পত্রের উত্তর দান প্রসঙ্গে সেচ মন্ত্রী ডঃ রাও ভক্তহরি বাবুকে ১৯।৩।৭০ তারিখে লেখেন যে—পুরুলিয়া জেলায় ৩ লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ একর জমিতে পুষ্করিণীর দ্বারা সেচ করাবার ব্যবস্থা আছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া সাহার-জোড় ও টাড়া সেচ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে ১৩০০০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হবে।

তারপর পরিকল্পনা কমিশন পুরুলিয়া জেলার বাম্পু সেচ প্রকল্পটিকেও অনুমোদন দান করেছেন।

সেচ মন্ত্রীকে আরও জানানো হয়েছে যে পুরুলিয়ার নিম্নলিখিত সেচ প্রকল্প সম্পর্কে সম্ভাব্য ও পর্য্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের নাম	সেচ যোগ্য জমি
১। কুমারী	৯০০০ একর
২। বরাভূম	৫০০০ ,,
৩। রুপাই	৪৫০০ ,,
৪। কেটো বাজার	১৭০০ ,,
৫। কুলবেড়িয়া	১৫০০ ,,
৬। শাঁখা	৬৪০ ,,
৭। ফকিরডির সম্প্রসারণ	২৫০ ,,
৮। কাঁসাইএর সম্প্রসারণ	২৫০ ,,

উপরোক্ত আটটি সেচ প্রকল্পের অনুসন্ধান কার্য্য রাজ্য সরকার এখনও সম্পূর্ণ করেন নি এবং কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের নিকট প্রোজেক্ট রিপোর্ট পাঠান নি।

শ্রীমাহাতর পত্র

লোক সভার সদস্য শ্রীভক্তহরি মাহাত ৩।৪।৭০ তারিখে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রী ডঃ রাওকে লেখেন যে—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার একদিকে চোটকো নদী এবং অন্যদিকে কুমারী নদী এই ১৫ মাইল দূরত্বের মধ্যে বান্দোয়ান ও মানবাজার থানার নিম্নলিখিত ৩টি সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন—

১। জীতান—বান্দোয়ান থানা
২। খাঁকরো—মানবাজার ২নং ব্লক
৩। বোরো— ঐ
৪। ফুলবেড়িয়া— ঐ

এই সূত্রে তিনি আরও জানান যে ইঞ্জীনীয়ারগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ডিজেল-চালিত পাম্পের দ্বারা সেচ কার্য্যে ব্যয় অত্যধিক হবে—কিন্তু বিদ্যুৎ-চালিত হলে খরচ অনেক কম হবে। সুতরাং উপরোক্ত চারটি প্রকল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

—•—

বিকল্প সরকার গঠনে কংগ্রেস বাংলা-কংগ্রেস ঘাঁতাত

শ্রীরাম-শ্রীধাড়ার কোলকাতা বৈঠক

সি, পি, এম কে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল

—জগজীবন রাম

১১ই এপ্রিল, ট্রাঙ্ক কোনে জরুরী ডাক পেয়ে বাঙলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমল কুমার ধাড়া দুর্গাপুর থেকে ফিরলেন কোলকাতায়। বাঁকুড়া যাওয়া স্থগিত রইল। শনিবার ভর্তি দুপুর বেলায় বৈঠক বসলো ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী শ্রীঅমল কুমার ধাড়ার।

দীর্ঘ বৈঠকের শেষে শ্রীরাম সাংবাদিকদের বলেন যে পশ্চিম বাঙলায় সি, পি, এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস একযোগে কাজ করতে রাজী হয়েছে। তাঁর মতে ৮ দলের নূতন জোটকে এই বিকল্প সরকার গঠনের প্রস্তাবে সম্মত করার চেষ্টা চালানো হবে। তিনি বলেন যে নব কংগ্রেসে সামিল হবার জন্যে বাংলা কংগ্রেসকে আহ্বান দেবার কথা এখনই তিনি ভাবছেন না তবে দু দলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কাজের ধারায় বাংলা কংগ্রেস নিজেই নিজের পৃথক অস্তিত্বের অপ্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

পর্যবেক্ষকদের দৃঢ় ধারণা এই যে শ্রীজগজীবনরাম এই বৈঠকটির উদ্দেশ্যেই বাঙলাদেশে এসেছিলেন। কারণ এই বৈঠক ছাড়া আর কোনও কাজ তাঁর ছিল না। রাজ্যের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কেও তিনি কোনও খোঁজ খবর নেন নি। শ্রীধাড়া বৈঠক শেষ করেই সোজা বাঁকুড়া রওনা হয়েছেন। বাঁকুড়া থেকে তিনি কিছুকালের জন্য রঘুনাথপুরেও আসেন।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমান বৎসরে সরবে নলজল সরবরাহের অনটনবোধে সাঁওতাল পরগণার সাহেব বাঁধের (নিবারণ সায়রের) জল একমাত্র পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য ৩০।৬।৭০ পর্য্যন্ত সংরক্ষিত করা হইল। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ এই প্রয়াসকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুমত্যানুসারে পৌর প্রশাসক
পুরুলিয়া

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

কিছুদিন হল কোন কোন পক্ষের তরফ থেকে লোক সেবক সংঘ সম্বন্ধে কতকগুলি অসত্য, অর্দ্ধসত্য ও ভ্রান্ত প্রচার দ্বারা পুরুলিয়ার জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা বেশ ধারাবাহিক অপপ্রচার করা যাচ্ছে। লোক সেবক সংঘে সম্বন্ধে অপপ্রচারের অপচেষ্টা আজ নূতন নয়। বেশ কাল ও পাত্র ভেদে এই অপচেষ্টার রূপ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র। কিন্তু একটি সত্যই লোক সেবক সংঘ সম্বন্ধে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে লোক সেবক সংঘ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে কোন অপপ্রচার দ্বারাই সে সত্যের অপলাপ হয় নি—হবে না।

আমাদের বন্ধুরা একটু হিসাবে ভুল করেন। তাঁদের বৈষয়িক লক্ষ্য হচ্ছে নির্ব্বাচন। এই নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র যে কোন প্রকারেই আত্মরক্ষার কথাই হচ্ছে বর্ত্তমানে প্রাত্যহিকের বৈষয়িক কর্ম্মধারার প্রধানতম কর্ম্মধারা। এই জন্যই দরকার হয় কেন বিশেষে অন্তের সম্বন্ধে অপপ্রচার দ্বারা নিজেদের সপ্রচারকে যতটা পারা যায় সুনিশ্চিত করা। তার জন্য বর্ত্তমান রাজনৈতিক মানবতে কোন তরফ নৈতিক বিধা ইরোজীতে যাকে বলা হয় 'স্কুপল' থাকাটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই মানবতে যোগ বিয়োগ অনেক সময় মেলে না। এবং ঘটনা যখন সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশিত হয়—তখন জনসাধারণ সাধারণভাবেই উপলব্ধি করে যে অপপ্রচারের অপচেষ্টা দ্বারা করে আসলের তাদের লক্ষ্যটা কি?

অবশ্যই ঠিক কোন অপপ্রচারের প্রতিবাদের জন্যই কেবল আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি না। ১৯৬৯ সনে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের পরে যুক্তফ্রন্টের ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম শরিকদার হিসাবে সমগ্রভাবে লোক সেবক সংঘের ভূমিকা পুরুলিয়া জেলা ও সমগ্র পশ্চিম বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে কি ছিল তার একটা সমীক্ষিত বিবরণ বিশেষ করে জেলার জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল। নানা কারণে সময়াভাবে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে সেইটাই করবার চেষ্টা করব। অনেক বিষয় যেগুলি সরকারীভাবে প্রকাশিতব্য নয় সেগুলি উল্লেখ করা যাবে না। তা হলেও তাতে সমগ্র বিষয় বস্তুর প্রকৃত রূপ প্রকাশের পক্ষে কোন ত্রুটি থাকবে না।

এই সমীক্ষণ ঠিক কাল ক্রমানুযায়ী করছি না। প্রথমেই আলোচনা করব যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শরিকী বিধার বিষয়, সংঘর্ষ প্রভৃতি নয় যে লোক সেবক সংঘের ভূমিকা। তারপরে করব সমগ্র পশ্চিম বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘের অবস্থানের প্রেক্ষা আর সর্ব্ব শেষে হবে পুরুলিয়া জেলার ব্যাপার।

বিষয়টির মধ্যে ঢুকিতে করতে গেলে প্রবন্ধটি একটু দীর্ঘ না করে উপায় নেই। পাঠকের কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে তাই অনুধাবন করবার জন্য নিবেদন করছি।

যুক্তফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্ট সরকারের গঠন ও পার্টিদের রাজনৈতিক মতবাদ:

১৯৬৯ সনে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ১৪টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও ১৪টি দলের মধ্য থেকেই সদস্যদের ২৩টওতীকে নেওয়া হয়। এই ১৪টি দলের রাজনৈতিক মতবাদ ও সদস্য সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

(১) কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সিষ্ট) ৮৮ ; (২) কম্যুনিষ্ট পার্টি (ভারত) ৩০ ; (৩) বুংলোজ্ঞ ব্লক ২৩ ; (৪) আর-এস-পি ১২ ; (৫) এস, এস, পি ৯ ; (৬) এস, ইউ, সি ৭ ; (৭) আর, পি, পি, আই ২ ; (৮) পি, এস, পি (সোশালিষ্ট) ৪ (৯) ওয়ার্কার্স পার্টি ৪ (১০) ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিষ্ট) ১ ; (১১) বলশেভিক পার্টি ১ ; (১২) বাংলা কংগ্রেস ৩০ ; (১৩) লোক সেবক সংঘ ৪ ; (১৪) স্বতন্ত্র ৪ ; এদের ছাড়া যুক্তফ্রন্ট সংঘিত নির্দ্দলীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হন ৯ জন।

এই ১৪টি দলের মধ্যে এস, এস, পি, যুক্তফ্রন্টের শরিক থাকলেও এই দল নানা কারণে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে নাই। পরে এই দল ছই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই তারা ছিলেন।

আর, পি, পি, আই পার্টির দুইজন নির্ব্বাচিত সদস্য থাকলেও—এই দুই জন সদস্যকে যুক্তফ্রন্টের সদস্যদের দল থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়।

এই পার্টির নেতা ও যুক্তফ্রন্টের আহ্বায়ক শ্রীযুতীন কুমার বিধান সভায় সদস্য না থাকা সত্ত্বেও ছয় মাস যাবৎ যুক্তফ্রন্টের আহ্বায়ক ছিলেন।

বলশেভিক পার্টির কোন সদস্য বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হয় নাই। এই পার্টির নেতা শ্রীবরদা মুকুটমণি কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হয়ে কাউন্সিল বাকিনা হওয়া পর্য্যন্ত যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত নির্দ্দলীয় সদস্যদের মধ্যে গোলাম ইয়াজদানী যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত নির্দ্দলীয় সদস্য শ্রীবিভূতি কুমার ব্যানার্জী বিধান সভায় স্পীকার নির্বাচিত হন।

বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জী যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী-মণ্ডলীর মুখ্যমন্ত্রী হন। অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে অর্থ দপ্তর ইনি গ্রহণ করেন।

মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ বাম কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসু যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর উপমুখ্যমন্ত্রী হন। ইনি ছিলেন হোম অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ ও আবগারি প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন দলের একজিন জন মন্ত্রী নিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠিত হয়। অবশ্যবাবু পরওাগ করে যখন মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দিলেন তখন ১৩টির সংখ্যা ছিল উনত্রিশ জন।

যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত চৌদ্দটি পার্টির মধ্যে লোক সেবক সংঘের মতবাদ গান্ধীজীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বাংলা কংগ্রেসের নিজেদের গান্ধীবাদী বলেন: গুর্খা লীগ নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলেন। তা ছাড়া বাকী এগারটি পার্টি নিজেদের রাজনৈতিক দর্শন কম বেশী মার্ক্সবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করেন। এদের মধ্যে কোন কোন পার্টি নিজেদের কম্যুনিষ্ট বলেন আর কোন কোন পার্টি নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী বলেন।

এই চৌদ্দটি পার্টি একমত হয়ে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের জন্য বত্রিশ দফার একটি কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব হয় ঐ বত্রিশ দফা কর্ম্মসূচীকে কার্য্যে পরিণত করা।

যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিগুলির মধ্যে শরিকী সংঘর্ষ—

১৯৬৯ এর মার্চ্চ থেকে আরম্ভের প্রথম দু তিন মাস বেশ উৎসাহ সহকারে চলল। ৮৮ন জন সদস্যের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের ২১ন জন। কংগ্রেসের ৪৫ জন তৈনসুদ্ধ প্রতীদের মতো প্রায় নিশ্চিন্ত। সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে কাজ করা যাবে—এই ধারণার কাজের পরিকল্পনা সুরু হল।

কিন্তু তারিখ বিশদভাবে দেবার প্রয়োজন নেই। ঘটনার সারগুলি সংক্ষেপেই দিচ্ছি।

বাংলা রেশে নানা জেলায় বিশেষ করে চব্বিশ পরগণায় জোতদার বলে একটি শ্রেণী আছে। পুরুলিয়া জেলায় দু' বড় চাষীর সংখ্যা— যারা নিজেরা চাষ করে না অন্যকে দিয়ে চাষ করায়—আঙুলে গুণতে পারা যায়। বাঁকুড়াতেও প্রায় সেই একই ব্যাপার। কিন্তু চব্বিশ পরগণাতে ঠিক তা নিয়। এখানে হাজার হাজার বিঘা জমি বহু লোকেরই আছে— যারা ভাগে চাষ করায়। পুরুলিয়াতে এক এক দিকে এক একটি প্রথা বা সম্প্রদায় আছে যারা বিশেষ করে চাষী নয় কিন্তু বিঘাট পরিমাণ জমির মালিক। এইগুলি তারা ভাগে দিয়া না—নিজেরাই লোক দিয়ে চাষ করাতো। হাজার দু হাজার মন ধানের চাষ এরা অনেকেই দেখেছি। পাঁচটা থেকে দশটা বড় বড় মরাই অনেকের বাড়ীতেই দেখেছি একজনে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা বা তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাত প্রভৃতির জমি ঠকিয়ে বা নানা ভাবে নিয়েছে। এর বহু ইতিহাস আমার কাছে আছে। ১৯১১ সন থেকে শুরু, অল্পলে ঘুরে ঘুরে অনেক অমাদুষিক কথনার ইতিবৃত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার এই জমিজুমি সংক্রান্ত ইতিহাস অমানুষিকতার মধ্যযুগের শামন্তন্ত্রকে ছাড়িয়ে যাবে। এদিকের জমি অত্যন্ত উর্ব্বর। ধানের ফলনও বেশী—কিন্তু ওইদিকে ছোট চাষী, গরীব চাষী এবং ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এরের এবং এদের পূর্ব্বপুরুষদের হাজার হাজার বিঘা জমি জোরজবরদস্তি করে ছলে বলে কৌশলে মাছের ভেড়ীতে পরিণত করা হয়েছে— বা তাতে যোগ

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

লোকসেবক সংঘ কি নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করল ?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

প্রশ্ন উঠছে– সংঘ কি সি, পি, এম হ'য়ে গেছে ?

যুক্তফ্রন্ট ভাঙার দিনকতক আগে থেকে এবং ফ্রন্ট ভাঙার সময়ে এবং তার পরেই কিছু লোকের মুখে একটা প্রশ্ন ছিল—লোক সেবক সংঘ কি সি, পি, এম হয়ে গেছে ? যুক্তফ্রন্ট যখন ঘোর শরিকী লড়াই চলছে —যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশে শরিক দল যখন সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে রক্তপাত, নরহত্যা, হাঙ্গামাহামার ওকতর অভিযোগসমূহ উত্থাপন করছেন এবং বাংলাদেশের বড় বড় সংবাদপত্রগুলি যখন সি, পি, এম এর অত্যাচার উদ্ঘাটিত করছে ব'লে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশ করছে— তখন সেই অবস্থায় লোকসেবক সংঘ সি, পি, এম এর ভুটি হ'য়ে গেছে এই সংবাদে বা প্রচারে সংঘের শুভানুযায়ীরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হচ্ছিলেন। সংঘের বিরোধীরা একটা বিশেষ সুযোগ পান; এবং সেই সব তথাকে সত্যের 'আগমার্ক' ঠুকে রাজনৈতিক বাজারে জোর প্রচার করতে নেমে পড়েন। তাঁরা সংঘের নিজের লোক—তাঁরা সংঘকে চেনেন—তাঁরা অবিশ্বিলিই ছিলেন—বুঝছিলেন—ভুল তথ্য প্রচারিত হচ্ছে—তার সঙ্গে অপপ্রচার চলছে, তাঁরা এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েছিলেন যে, সংঘ নিজের নীতি, আদর্শ, কর্ম্মধারা এবং আস্থা নিয়ে ঠিকই আছে। কিন্তু একথা সত্য যে, ঐ সব ভুল তথ্য ও অপপ্রচারের ফলে সংঘের সত্যকার শুভাকাঙ্খীদের অনেকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনেকের সেই বিভ্রান্তি কেটে গেছে —অনেকের হয়তো এখনো তার ঘের কাটে নি। সেজন্য সেই বিভ্রান্তি দূর করতে ও অপপ্রচারকারীদের বন্ধ গলার মুখ বন্ধ করতে আমাকে এই আলোচনায় নামতে হল। আমি জানি সত্য উদ্ঘাটিত হ'লেও—মুক্তির সামনে দাঁড়াতে না পারলেও—তাঁদের বন্ধ গলা বন্ধ হলেও, এই অপপ্রচার-কারীরা ক্ষোভে, অক্ষলে, আড়ালে, খিড়কীর পথে 'ছোট সলায়' এসব প্রচার করে চলবেনই। তবে জনসাধারণের ধারণা ঠিক থাকলে এদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমি আমার আলোচনা সুরু করছি।

আলোচনার বিভিন্ন দিকসমূহ

এই আলোচনার পূর্ব্ব আমি দেখাতে চাই কোন্ কোন্ দিক নিয়ে আমি এই আলোচনা করব। তা এই :—

১) লোকসেবক সংঘ যদি সি, পি, এম হ'য়ে যাচ্ছিল বা হয়েছে বা সি, পি, এম এর অন্যায় কাজগুলি সমর্থক বা সহায়কে পরিণত হয়েছে—তবে তার কি কারণ থাকতে পারে; সংঘ কোন্ কোন্ স্বার্থ তাদেরায় এটা ক'রে থাকতে পারে।

২) বাস্তব পক্ষে এমন কোনো ঘটনা, কোনো দৃষ্টান্ত, কোনো ব্যাপার কারুর জানা আছে কিনা—যার দ্বারা বোঝা যেতে যে লোকসেবক সংঘ সি, পি, এম এর কোনো অন্যায়ের সমর্থক হয়েছে—বা সি, পি, এম এর অধৈতিক কাজের বা অভিমতের সহায়ক সংঘ হয়েছে। যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকে—এমন প্রমাণও কোনো আছে কিনা যার দ্বারা ঐ রকম ধারণা করা যায়।

৩) যুক্তফ্রন্ট আমলে শরিকী যোগাযোগে আমাদের ভূমিকা কি ছিল।

৪) কোন্ কোন ব্যাপারে ভুল ঘটনা প্রচারিত হয়েছিল।

৫) আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করে রাখার জন্য আমরা কি কি করছিলাম।

৬) কোন্ কোন্ দিক থেকে ছল তথ্য প্রচারিত হয়েছ—এবং কার কী উদ্দেশ্য ছিল।

এখন সংক্ষেপ বিষয়বস্তুর আলোচনা করি।

সি, পি, এম হয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে ?

আমরা আমাদের মতবাদ, আদর্শবাদ, গান্ধীবাদ, অহিংসাবাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে সি, পি, এমের মতবাদে অনুরক্ত হয়ে, সি, পি, এম হয়ে গেলাম কিনা—একটা বিশ্রী বিষয়। যদি অবশ্য তাই হয়ে উঠতো —তাহলে গোপনে কিছু করার তো কল ছোত না প্রকাশ্যেই তা' করতে ছোত—নাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ ছোত কি করে ? এই প্রশ্ন উঠলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু যাঁরা আমাদের বহু বছরের তথ্য আবিষ্কার করতে চান— তাঁরা আমাদের কোনো মতবাদগত বা আদর্শগত পরিবর্ত্তনের কথা মনে করছেন না—তাঁরা বলতে চান—আমরা বিশেষ স্বার্থে সি, পি, এম এর লেজুড় হ'য়ে গেছি। তাই যদি হয়েছি—তাহলে কেথা থাক্—কোন্ স্বার্থ-বুদ্ধি বা অভিসন্ধি নিয়ে আমরা সি, পি, এম এর তত্ত্বিরকে হতে পারি।

ক) কেউ কেউ বলেছেন—যুক্তফ্রন্ট যখন ভাঙ্গনের মুখে তখন আমরা সি, পি, এম এর উকিল হয়েছিলাম—তাকে যুক্তফ্রন্ট না ভাঙে এবং আমাদের গদী টিকে যায়। যাঁরা একথা ভেবেছেন—তাঁরা ভাবিতে ভেবেন নি যে, গদীর প্রশ্নই যদি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমাদের কাছে ছিল—তাহলে সে সময় যাদের হাতে গদী নিজ'র করছিল—সি, পি, এম এর উকিল হ'য়ে তাদেরবিরাগ ভাজন না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। একথা সবাই জানেন —যে, সে সময় সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে বহু বড় সব পার্টি একজোট হয়েছিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট না থাকলেও মিনিফ্রন্ট গড়ার যে সম্ভাবনা সেদিন বক্ষে ভরে দেখা দিয়েছিল—সেই মিনিফ্রন্ট গড়ার শক্তি সি-পি-এম বিরোধীদের তো ছিলই। সুতরাং গদীর লক্ষ্য নিয়ে লোকসেবক সংঘের সি, পি, এম আনুগত্যের কাহিনী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতের হিসাবে এই অপপ্রচার ব্যর্থ হয়েছে।

খ) কেউ কেউ বলেছেন—যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর আমাদের বাংপা হয়েছিল যে, সি, পি, এম মধ্য ব গঠন করতে পারবে—তাতে আমরা স্থান পাবো। এক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। যাঁরা রাজনীতির সামান্যতম ব্যাপারও জানতেন—তাঁরা বুঝে ছিলেন—ফ্রন্ট ভাঙার পর মিনিফ্রন্ট গড়ার কোনো শক্তি সি, পি, এম এর হাতে নেই। সুতরাং মিনিফ্রন্টে স্থান আকৃষ্ণের তত্ত্ব সি, পি, এম এর ব্যাপার তওয়ার কিছু ছিল না। যাদের ব্যাপার তওয়া সেদিন সুযোগের কথা ব'লে মনে করেছিল—তাদের ব্যাপার না হওয়ায় অনেকে আমাদের ভবিষ্যত বিষয়ে অশ্রাদ্ধালীনতা ও হেয়াক বলে মনে করছিলেন। সুতরাং এই পর নিক্ষেপও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে—এই অপপ্রচারও ব্যর্থ হয়েছে।

গ) আর কোন্ স্বার্থবুদ্ধিতে আমরা সি, পি, এমের আজ্ঞাবাহী হতে পারি ? কোনো শরিকী সংঘর্ষ, রক্তপাত, হাঙ্গামাহামা সমর্থন করা তখনই কার্য্যকরী হয়—যখন তার ভেতর থেকে কেউ কোনো সুবিধে সংগ্রহ করে নিতে পারে—কোনো প্রকার প্রতিক ইউনিয়নের অধিকার, কোনো উদ্ধার করা জমির দখল বখল ও মালিকানা, কোনো বাস্তু চাষের ভেড়ির অধিকার প্রভৃতি। লোক সেবক সংঘ বা তার কর্মীরা এই সব সংগ্রামের কোথাও কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংগ্রামে নামে নি। সুতরাং এই উদ্দেশ্যের কারুর তত্ত্বিরকে আমরা হয়েছি—এই নালিশেরও অর্থ কিছু নেই।

ঘ) বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়—কোনো ছোট দল কোনো বড় দলকে ছোয়ায় ক'রে চলে নির্বাচনে আসন পাবার জন্য—বা নির্ব্বাচনে সাহায্য পাবার জন্য। পুরুলিয়া জেলার এই উ.ফ.সে সি, পি, এমকে সন্তুষ্ট রাখার প্রশ্ন উঠে না—তার কারণ সকলেই জানেন। পুরুলিয়া জেলায় আসন ভাগের নীতির দৃষ্টিতে লোক সেবক সংঘের আরো বহু আসন পাবার কথা ছিল। কিন্তু বাংলা রেশে প্রগতিশীল দলগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলবার লক্ষ্য নিয়ে লোক সেবক সংঘ যেজন্য অনেকগুলি আসন ছেড়েছে। সুতরাং এদিক দিয়েও অতিরিক্ত পাওয়া করার কিছু নেই। তবে এমন কোন্ কারণ থাকতে পারে যে আমরা সি, পি, এম এর সঙ্গে নিজেদের অক্তিত করব এমন সময়ে যখন অন্যান্য শরিকরা সি, পি, এমকে বিবিধ বিশেষাত্মক কাজের জন্য অক্তিত করছিলেন ? যখন অন্য কোনো স্বার্থের প্রশ্ন নেই—তখন ঐ অবস্থায় অনর্থক দুর্নামের সঙ্গে অক্তিত হবার অঙ্কেই কি আমরা সি, পি, এমকে সমর্থন করেছিলাম ?

ঙ) যখন আমাদের জেলায় সি, পি, এম, বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি পার্টির কর্মীদের কারুর অন্যায়ের অভিযোগ, কারুর বা দুর্নীতিকারী অফিসারদের সহায়তা গ্রহণদের অবাঞ্ছিত কাজ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আমরা তীব্রভাবে সংগ্রামরত এবং তার জন্য যখন ঐ সব শরিকী বন্ধুদের কাছ থেকেই নানাভাবে অসহায়িত হচ্ছিলাম তখন কোন্ স্বার্থে ঐ সব দলের কোনো একটিরও রাজনৈতিক অস্তাবের কাছে নিজেদের অক্তিত ক'রে বাস্তবিক বরণায় নিতে এবং জেলার তাদেরই কাছ থেকে অপমান সহ্য করতে তাদের তত্ত্বিরাস্থ হ'তে পারি—চিন্তা ক'রে বলুন ?

(ক্রমশঃ)

———•———

রাষ্ট্রপতি শাসনে আইন-শৃঙ্খলা

টাপা ডাঙায় মুণ্ডহীন দেহ :

টাপাডাঙার পাশের গ্রাম মোক্তারপুর মাঠকেষ্টর মধ্যে একটি যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরে এটি পুরুতডা থানার কালীপাড়া গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বাগচীরের মৃতদেহ বলে সনাক্ত করেন শ্রীবাগচীরের পরিবারের লোকেরা। শ্রীবাগচী মোক্তারপুরের এক চাষী পরিবারকে বার দেওয়া ৮ হাজার টাকা অথবা তার পরিবর্তে জমি আদায় করার জন্যে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। খাওক চাষীর বাড়ীতে রেখা করতে যাওয়ার পর তাঁকে আর পাওয়া যায় নি। পুলিস ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে—বিচ্ছিন্ন মাথাটির কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

সি, পি, এম, সমর্থকদের বাড়ী আক্রান্ত :

৮ই এপ্রিল, বুধবার বরানগরের মার্জারী কম্যুনিই হলের সমর্থক শ্রীবিনয় সেনগুপ্তের বাড়ী একদল সশস্ত্র যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শ্রীসেনগুপ্ত বাড়ীতে ছিলেন না। বাড়ীর ছেলে, জামাই ও বেহারাকে বেধড়ক মারা হয়। পরে যুবকদল বরানগর টেনামেন্ট কীমের মধ্যে ঢুকে পড়ে বোমাবাজী চালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা একজোটে প্রতিরোধ করলে এবং পুলিস এসে পড়ায় তারা কোন ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়। পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা ও অসহযোগিতা অভিযোগে জনতা পুলিশজীপ ঘেরাও করে। পুলিস এ ব্যাপারে পরে ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সরকারী আমারে সংঘর্ষ

৮ই এপ্রিল, কল্যাণীর সরকারী সন্তুগাছড়া খামারে ছাঁটাই কর্মীর মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হন। সরকারী সন্তুগাছ নিজেদের লোককে খাওয়ানোকে বাধা দেয়ে কয়েকজন কর্মী ঘাসেয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ৯ই এপ্রিল এ ব্যাপারে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এস, ইউ, সি, নেতা গ্রেপ্তার

গত জুন মাসে শিবপুর প্রক্রিয়া থানার মধুসূদনপুর যে ৩ জন খুন হয়েছিল, তার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিস ২৪ পরগণার এস, ইউ, সি, নেতা শ্রীবিভাস পাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। এ পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও কয়েকজনকে খোঁজ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎবাহী তার চুরি

পাতিপুকুর লেক টাউন অঞ্চলে হৈ-চৈ সমারোহ করে একদল তারকারী বিদ্যুৎবাহী তার কেটে নিয়ে যায়। ফলে পাতিপুকুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্ধকার নেমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এই যে পুলিস জেনে শুনে গ্রেপ্তার দিচ্ছে এই দুষ্কৃতকারীদের।

ছাত্রনেতা খুন

১ই এপ্রিল, মেদিনীপুরের খানাকুলী থানার মহেশপুর গ্রামে মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র পরিষদ নেতা শ্রীশম্ভু রায়কে একদল লোক ডেকে তাঁর বাড়ী থেকে বের করে এনে তার হাত দুটি কেটে ফেলে এবং তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে চলে যায়। ৩০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে এ ব্যাপারে।

জোতদার খুন

১০ই এপ্রিল, মেদিনীপুরে ডেকরা থানার মোহনার কাছে শ্রীবিনোদ মাইতি ও অন্য জোতদার খুন হয়েছেন। সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ড বলে পুলিস মনে করছে।

আই বনাম এমের সংঘর্ষ

১২ই এপ্রিল, ৭ অঞ্চল নিয়ে ফুলের নির্বাচনে সি, পি, এম সমর্থকেরা মোট ৬টি আসনেই নির্বাচিত হয়ে বিজয় মিছিল বার করেন। মিছিল পার্টের কাছে এলে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী সি, পি, আই সমর্থকদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং বেশ কয়েকজন জখম হন। উভয় দলই সংঘর্ষকে আক্রমণকারী হোয়ারোপ করেছেন কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে রেওয়া হয়েছে। এই মাছের ভেড়ীতে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়। এক একটী মাছের ভেড়ীর মালিক এক একটি কুবেরের ভাণ্ডারের মালিক। এ না জেগলে বা এর তত্ত্ব না জানলে—বাইরে থেকে ব্যাপারটার গুরুত্ব তা বোঝবার উপায় নেই।

এই মাছের ভেড়ী ছাড়াও চাষের জমি ভোজদারদের পূর্বপুরুষ বা বহু ক্ষেত্রে গত পুরুষে অর্জিত হয়েছে। একটা সাধারণ কথা বুঝতে হবে। জমিদারী প্রথায় জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের সময়ে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল—ছোট চাষী বা মধ্যম চাষীদের তা ছিল না। ইংরেজ শাসনে ছোট চাষীরা জমিহীন হয়েছে—মধ্যম চাষীরা ছোট চাষীতে পরিণত হয়েছে। এরের জমিগুলি জোতদার বা যাদের ক্রয়শক্তি বেশী এবং পঙ্গুন শক্তি বেশী তাদের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই চাষী এমনকি যে ক্ষেত্র নিজের ছিল সেই ক্ষেতে বর্গাদার বা ভাগ চাষী হয়ে আছে।

২১ বছর কংগ্রেসী শাসনেও এ অবস্থার পরিবর্তন বিশেষ হয়নি যদিও জমিদারী প্রথার আইনগত বিলোপ করা হয়েছে এবং জমি রাখার সর্বোচ্চ পরিমাণ ৭৫ বিঘা করা হয়েছিল। এই সিলিং আইনে ছিল—কাকে পরিমত হয় নি। কারণ বেনীর ভাগ ক্ষেত্রে মালিকরা সব জমি বেনামী করে নিজেদের গাঁক গোত্রের মধ্যেই রেখেছিল। এই সিলিং এর বাইরে জমি সরকারে বর্তানোর কথা—এবং সেই বর্তানো সরকারী জমি ভূমিহীন চাষীদের বণ্টন করে দেওয়ার ঘোষণা ও গ্রোনী আমল থেকেই হয়ে আসছে।

চাষী সংক্রান্ত জমির এই অবস্থা চলছিল আবার ওদিকে চা বাগান এলাকায় চা বাগানের মালিকরা বহু বাড়তি জমি অনাবশ্যক মনে করে রেখেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্টের সরকারই একমত হয়ে এই নীতি গ্রহণ করে যে ৭৫ বিঘার বেশী জমি যাদের বেনামী আছে সেই জমি গরীব প্রজা, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রভৃতি যখন করলে যুক্তফ্রন্ট তাকে বাধা দেবে না—তবে যাকে বণ্টনটা একটা সুসংস্থার মধ্য দিয়ে হয় সেটা যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন পার্টিগুলি দেখবে। যে সব জমি সরকারী ভেস্টেড ল্যাণ্ড হয়েছে সেগুলিও বিধিবদ্ধ ভাবে বণ্টনের কথা হল। যুক্তফ্রন্ট কি রকম ভাবে কি ভাবে তার নীতি ঘোষণা করল। এখন কি ৭৫ বিঘা একটা পরিবারের সিলিং বলে অভিহিতভাবে হয় তবে এটাও সরলেই খীকার করে নিল—সি, পি, এম থেকে বাংলা কংগ্রেস পর্যন্ত।

জমি সম্বন্ধে পটভূমিকাটা খুব বিশদ বিবরণে না গিয়ে খুবই সংক্ষেপে দিলাম। মোটামুটি বুঝতে অসুবিধা হবে না। (ক্রমশঃ)

Always at your service.

BISHUDDHA MEDICAL HALL

PURULIA

Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

পাইকারী ও খুচরা ঔষধ পাওয়া যায়।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ

৯, পঞ্চানন তলা লেন

কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।

বিদ্যা বিভা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

Government Of West Bengal

Office Of The Chief Medical Officer OF Health, Purulia.

Tender Notice For 1970-71

No. 1843 Date. 18.4.70.

Sealed tenders are invited by the undersigned for and on behalf of the Governor of the State of West Bengal, for the supply of dietary articles to the Sadar Hospital, Purulia, all Health Centres and other institutions under Department of Health of this Government (and other Medical Establishments under Govt. of West Bengal—if so necessary) to meet the requirement of the patients as well as Nurses Mess if any, attached to the Hospitals for the period from 20th May, 1970 or any subsequent date to 31st March, 1971. The intending tenderers shall quote an overall percentage in case of Sadar Hospital seperately for each category of contract, either 'Above' or 'At par' or 'Below' the schedule of rates prepared by the Directorate, For Health Centres and other institution, no categoriwise offer is needed—the division into category is only meant for Sadar Hospital.

A copy of schedule of rates together with tender schedule, general specification, terms and conditions is obtainable from the Chief Medical Officer of Health, Purulia on payment of Rs/3-00 working days between 8 A. M. to 11 A. M. The last date for submission of sealed tenders to the undersigned has been fixed at 6th May, 1970 up to 10 A. M. Tenders should invariably be accompanied by upto-date Sale Tax and Income Tax Clearance Certificate and must reach the undersigned on or before 6th May, 1970 at 10 A. M. Non compliance with these requirements may render the tenders liable to be rejected. The tenders will be opend at a meeting of the District Diet Committee at C. M. O. H's Office, Purulia in the presence of the tenderers who may desire to be present on 7th May, 1970 at 9 30 A. M.

The earnest money in a lump sum of Rs. 1000/-only will have to be furnished with each tender in respect of each category of dietary articles by all intending tenderers, for Sadar Hospital only. Tender for Sadar Hospital will have to be given categoriwise. For Health Centres. it will be alright if the intending tenderer furnish a similar earnest money of Rs. 200/—one tender will have to be given for both categories in case of Health Centre. The Co- operative Societies are however exempted for furnishing the earnest money, provided their tenders accompany the recommendation for such exemption in writing from the Registrar of Co-operative Societies, West Bengal. The tender must be accompained by Treasury Challan showing that the Earnest money as stated above has been deposited in favour of undersigned under Head "P-Deposit and Advance Civil Deposit Revenue Deposit". This earnest money deposit will be liable to be forfeited :—

If the lowest or the successful tenderer withdraws his tender after opening of his tender

and

If the successful tenderer withdraws his tender or fails to execute the written agreement after the communication of the acceptance of his tender or refuses either partially or wholly the offer made by the Chief Medical Officer of Health on behalf of the Governor of the State of West Bengal.

The earnest money furnished with the tender will, however, be refunded by the undersigned to the unsuccessful tenderers and in case of successful tenderers the same will be refunded only after deposit of the full security money to the concerned contracting officer.

Ad-hoc percentage quoted in respect of Schedule of rates should cover transport and delivery charges, sales tax, profit, fluctuations in market prices from time to time during the currency of contract and all other incidental charges. No separate claims on account of above charges will be entertained.

The percentage must hold good for the period from 20th May, 1970 to 21st March, 1971.

The successful tenderers will have to deposit 5% of the estimated total value of the contract for each category articles as security deposit simultaneously with the execution of the Deed of Agreement on or before the 18-5-70 or any subsequent date fixed for the purpose, but not later than 18-5-70, failing which no order for supply shall be placed with them.

All terms and conditions laid down in the tender schedule may be obtained from the office of C. M. O. (H) Purulia and in the schedule of rates will have to be accepted by the tenderers. The selection of tenders and acceptance of their rates will be comunicated to the concerned parties by the undersigned, for and on behalf of the Governor of the State of West Bengal, who reserves the right to reject any tender without assigning any reason therefor and also to select more than one contractor for a particular category of commodities for one or more units in this district on the same terms and conditions.

For any information or particulars, the intending tenderer may contact Chief Medical Officer of Health, Purulia, during the office hours.

J. B. Mukherjee
18.4.70
CHIEF MEDICAL OFFICER OF HEALTH
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR
OF THE STATE OF WEST BENGAL

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (পি, এস, টি, এ) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট রুটের "ষ্টেজ ক্যারেজ" শিরোনামাঙ্কিত খানে রেজেষ্ট্রী করিয়া দরখাস্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ২০-৫-৭০ তারিখের বেলা ১২টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে পৌছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও একখানি পৃথক কাগজে দিতে হইবে। (১) দরখাস্তকারীর নাম (২) পিতার নাম (৩) পুরা ঠিকানা (ডাকঘর ও থানা) (৪) ষ্টেজ কারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ (৫) আর্থিক অবস্থা (ব্যাংকে জমা টাকার অঙ্ক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণ পত্র) (৬) মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং (৭) গাড়ী রাখিবার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ৫'০০ (পাঁচ টাকা) জমার ট্রেজারী চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোন ক্রমেই ফেরৎযোগ্য নহে এবং উহা জমা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাঁহারা এই সমস্ত প্রস্তাবিত রুটের অথবা এলাকা ধরিয়া অথবা উহার নিকট ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রী পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন অথবা এতদ্ব্যতীত রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিমূলক সমিতি তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্বশেষ ২০-৫-৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

পুরুলিয়া
১৮-৪-৭০

আর, সি, মহাপাত্র
সম্পাদক
আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পুরুলিয়া।

১। পুরুলিয়া হইতে রঘুনাথপুর (এক্সপ্রেস সার্ভিস) পুরুলিয়া সরকারী অফিসের সময়োপযোগী—১ পারমিট
২। পুরুলিয়া হইতে মনিহারা ভায়া সাঁতুড়ি—১ পারমিট
৩। পুরুলিয়া হইতে ব্রজপুর ভায়া ঝালদা ডুরগি—১ পারমিট
৪। পুরুলিয়া হইতে ডুবকুণ্ডাঘাট ভায়া পাড়া, চেলিয়ামা, খোবরান্দা—১ পারমিট
৫। পুরুলিয়া হইতে কুইলাপাল ভায়া মানবাজার জামতোড়িয়া—১ পারমিট
৬। পুরুলিয়া হইতে সাঁতালডি ভায়া গোলকুণ্ডা—১ পারমিট
৭। পুরুলিয়া হইতে কাশীপুর ভায়া ভড়া ডমনকিয়ারী এবং আগরডি—১ পারমিট
৮। পুরুলিয়া হইতে কানাড়া ভায়া বড়গ্রাম, গোপালপুর—১ পারমিট
৯। বলরামপুরকে কেন্দ্র করিয়া বলরামপুর থানার সমস্ত হাটে যাত্রী পরিবহন নিমিত্ত হাট বাস সার্ভিস—১ পারমিট
১০। ঝালদাকে কেন্দ্র করিয়া ঝালদা থানার সমস্ত হাটে যাত্রী পরিবহন নিমিত্ত হাট বাস সার্ভিস—১ পারমিট

NOTICE

Applications have been recieved for the following stage carriage operators for grant of diversion/extension of the existing routes as shown below. The application will be available for inspection on any working day of the office hours. Any objection to be made in connection with the said application under Section 57 (3) of the M. V. Act, 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 20th May, 1970

The application and objection, if any, in connection with the said applications will be consinered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held after that date. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such application.

R C. Mahapatra.
Secretary,
Regional Transport Authority, Purulia.

Dated,
Putulia, the 16 th April, 1970.

Name of the operator	Proposed Diversion/Extension of the route.
(1) M/S Motor Majdoor Samaj, Purulia.	Purulia to Baghmundi via Balarampur to ply upto Suisa.
(2) Shri Prativa Ranjan Sengupta, Purulia.	Purulia to Puncha to ply via Hura and extesion of the route upto Chirudih via Hura, Puncha, Bhagaband.
(3) M/S Sakti Bus Service	Purulia to Manbazar via Kenda to ply via Rajnowagarh.
(4) Sm. Soubhagyabati Devi.	Puncha to Disergarghat via Hura to ply upto Panchetdam via Sarbarimore.

ফরাক্কায় ১১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ধ্বংসের মুখে
কেন্দ্রীয় সরকার নিষ্ক্রিয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে ১৯৬১ -৬২ সালে ফরাক্কার জন্যে ১১ কোটি টাকার দেশী-বিদেশী যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল। কাজ সম্পূর্ণতার মুখে ওগুলির আর প্রয়োজন হচ্ছে না। যন্ত্রগুলি কাজে লাগাবার জন্যে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার তিস্তা প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করার অনুরোধ জানিয়ে এগারিকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খসড়া পরিকল্পনা পাঠিয়েছেন। কিন্তু টাকার কমতির অজুহাতে কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন।

তিনি আরও জানান যে ১৯৬২-৭০ সালে ফরাক্কা কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রকে ৫ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে ঐ টাকা দিয়ে তিস্তার কাজ আরম্ভ করতে পারেন। নইলে ১১ কোটি টাকার ঐ যন্ত্রগুলি বরবাদ হতে আর দেরী নেই।

রাজ্যপাল শ্রীবাওয়ান এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে কোন অনুরোধ করেছেন বলে এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

— •—

বিহার সংবাদ

চাইবাসায় শোচনীয় দাঙ্গা

চাইবাসা শহরে রামনবমীর দিনিরের উপর আক্রমণের সূত্রে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সমস্ত শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই দাঙ্গায় ২২ জন নিহত ও ৬৮ জন আহত হয়েছে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশকে কয়েক স্থানে গুলি চালাতে হয় এবং সমস্ত শহরে সান্ধ্য আইন জারি করতে হয়। সমাজ বিরোধী সন্দেহে ১৪৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চাইবাসার ঘটনার জের ধরে চক্রধরপুরেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং পর পর সংঘর্ষে উপস্থিত হয়। ছোরা মারার ফলে এক ব্যক্তি নিহত হন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য চাইবাসা থেকে পুলিশবাহিনী পাঠানো হয় এবং চক্রধরপুরেও সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে।

Phone—175

MUKTI
Bengali Weekly
(Established 1925 by Rishi Nibaran Chandra Das Gupta)

Rate of Advertisement

Size of Mukti—½ Crown
MEASUREMENT

Full Page—30 × 20 Sq. Cm.
Full page contains
2 columns :
each column—30 × 9·5 sq. cm.
Fare
Per Issue per insertion—
Full Page (2 columns)— Rs. 90/-
Half Page (1 column) — Rs. 45/-
Quarter Page (¼ column)—Rs. 22·50
Per cm. per column— Rs. 2·25
Proper discount is given for advertisement for 3 months or more. Please contact.

Manager, Mukti
P.O. & Dist. Purulia, W. B.

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের উপদেষ্টাদের দফতর পুনর্বণ্টন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টা শ্রী বি. বি. ঘোষ তাঁর গুরুত্বহীন কয়েকটি দফতর দেওয়ার প্রতিবাদে পদত্যাগ করলে শ্রীযুত মুখ্যসচিব শ্রীযুত রাজস্ববোর্ডের মেম্বার শ্রীমল্লিক প্রভৃতিদের নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচ্যবন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে এঁদের পশ্চিমবঙ্গের শাসন ও শৃঙ্খলা তথা উপদেষ্টাদের দফতর পুনর্বণ্টন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। রাজ্যপাল শ্রীবাওয়ান রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সঙ্গেও কয়েকবার সাক্ষাৎকার করেন।

দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাজ্যপাল শ্রীবাওয়ান তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে দফতর নিম্নলিখিতভাবে পুনর্বণ্টন করেছেন। এই উপদেষ্টাদের মধ্যে আছেন শ্রীবি. বি. ঘোষ ; শ্রী কে. কে. সেন ; শ্রীএম. এম. বসু ; শ্রী এ. কে. ঘোষ ও শ্রী এ. এল. কিদোয়াই।

শ্রী বি. বি. ঘোষ—মুখ্য উপদেষ্টা: বিদ্যুৎ ও দুর্গাপুর প্রোজেক্ট বাদে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর; কলিকাতা কর্পোরেশন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়; কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট; উদ্বাস্তু, পরিকল্পনা ও অর্থ এবং ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প।

শ্রী কে. কে. সেন—উপদেষ্টা: ভূমি ও ভূমি রাজস্ব; আবগারী, শিক্ষা, সমবায় ও শ্রম দপ্তর।

শ্রী এম. এম. বসু, মুখ্য সচিব ও উপদেষ্টা: স্বরাষ্ট্র ; স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (কলিকাতা কর্পোরেশন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বাদে); পঞ্চায়েৎ; তফসিলী উপজাতি কল্যাণ ; আণ ; সমাজ উন্নয়ন ; উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ; তথ্য ও জনসংযোগ।

শ্রী এ. কে. ঘোষ উপদেষ্টা: পূর্ত; সেচ ও জলপথ, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট, গৃহনির্মাণ ও বন।

শ্রী এ. এল. কিদোয়াই, উপদেষ্টা: খাদ্য ও সরবরাহ; কৃষি ; সমাজ শিক্ষা; পশুপালন; কৌটারিনারী, স্বাস্থ্য ও মৎস্য।

রাজ্যপাল শ্রীশান্তি স্বরূপ ধাওয়ান কেবল মাত্র বিচার, আইন সভা ও হাইকোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিজের হাতে রেখেছেন।

রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শ্রীসুকুমার মল্লিক রাজ্যের মুখ্যসচিব হবেন কিনা সেই প্রশ্নটি এখনও অনিশ্চিত থেকে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমল্লিকের স্ত্রীবীয় যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাঁকে মুখ্যসচিব করার নির্দেশ দিলেও রাজ্যপাল তাঁকে মুখ্যসচিব করতে নারাজ। এই বিষয় এক অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

— •—

NOTICE

It is hereby infomed to all the members, creditors and debtors of the Society that the statutory audit for the year 1958—69 of Hura Large sized Co-op. Agril. Marketing Society, Hura, has been taken up by the undersigned as per order of the A. R. C. S. Purulia, on and from the 29.3.70

The members, creditors and debtors are regested to get their respective accounts verified during the audit, failing which the accounts as furnished by the Society will be deemed to be final.

S/d S. K. Sarkar
Audit officer
Purulia.
C/o. A. R. C. S. Office, Purulia

স্থানীয় সংবাদ

সি-পি-এমের জনসভা

গত ১১ই এপ্রিল তারিখে স্থানীয় বাস মহলানে মার্ক্সবাদী কমুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। এই জনসভায় যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল রায় প্রধান বক্তা ছিলেন। এই সভায় শ্রীপ্রফুল্ল নাইকী সভাপতিত্ব করেন এবং ডঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনটুল মাহাত প্রমুখও ভাষণ দেন।

বাংলা কংগ্রেসের জনসভা

গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে স্থানীয় বাস মহলানে বাংলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। এই জনসভায় যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় "কেন এই পদত্যাগ" বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ দেন। এই সভায় বাংলা কংগ্রেসের শান্তি ঘোষের সর্বাধিনায়ক শ্রীগিরিন মিত্র, মিশ্রি এম. এল. সি নেতা শ্রীকালীকান্ত বৈত্র, সি-এস-পি নেতা শ্রীবিদ্যুৎ বসু প্রমুখেরা ভাষণ দেন। এই সভায় শ্রীশশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

নববর্ষের অনুষ্ঠান

নন্ডিডাঙ্গা বি. এক. ক্লাবের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় নববর্ষের দিন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। ক্লাবের শিশু ও কিশোর সভ্যদের বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, খেলাধুলা প্রভৃতি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রদর্শন করে। কিশোরদের কবির লড়াই অনুষ্ঠানটিও বিশেষ উদ্দীপনা হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলাশাসক শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীমতী গীতা চৌধুরী পুরস্কার বিতরণ করেন। ক্লাবের সদস্য ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা, ব্যায়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শান্তময়ী বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৮ই এপ্রিল তারিখে শান্তময়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ডি আই অফ স্কুলস শ্রী এম. এম. রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস শ্রীমতী লীলা রায় সভানেত্রীত্ব করেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীমতী লীলা রায় ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে ছাত্রীরা সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি সহ বিচিত্রানুষ্ঠান করে। বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী অন্নদাবতী গঙ্গোপাধ্যায় সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

লেনিন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

পুরুলিয়া লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল তিনদিনব্যাপী লেনিন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনাচক্র, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস

গত ৭ই এপ্রিল তারিখে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া সহর হাসপাতালে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পুরুলিয়া জেলা পরিষদের এ্যাডমিনি ষ্ট্রেটর শ্রীঅচলেশ মাইতি সভাপতিত্ব করেন এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ যামিনীভূষণ মুখোপাধ্যায় "প্রথম অবস্থায় ক্যান্সার রোগ হলে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব" এই আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করে ভাষণ দেন। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অনিল চন্দ্র পাল, ডাঃ প্রভাত মল্লিক, ডি, এম, ও ডঃ এস. এন. মুখার্জী প্রমুখেরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

হাতোয়ারা গো-বৎস ও মুরগী প্রদর্শনী

গত ২৪ই এপ্রিল হাতোয়ারা গো প্রজনন কেন্দ্র প্রাঙ্গনে বৈজ্ঞানিক কথায় জাত গো-বংস ও তৎসহ উন্নত জাত মুরগী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সদ্য ডিগ্রিধারী বিজ্ঞানের অধীক্ষক শ্রীকল্যাণ কুমার চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মহকুমা শাসক শ্রীযুত এন, মুখার্জী জেলা সভাপতি আধিকারিক শ্রীবরেন গুপ্তী, পশুপালন বিভাগের অধীক্ষক শ্রী অ. কে. সেন প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

— •—

বিশ্ব সংবাদ

এ্যাপোলো-১৩ এর ব্যর্থ চন্দ্রাভিযান
সফল ও নিখুঁতভাবে প্রত্যাবর্তন

মানুষের তৃতীয় চন্দ্র অভিযান যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য বাতিল হয়েছে। এ্যাপোলো—১৩ নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও ১১ই এপ্রিল নির্দ্ধারিত দিনে ও সময় আমেরিকার কেপ কেনেডী থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই চন্দ্র যানটি মহাকাশে পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চন্দ্রের অভিমুখে পাড়ি দেবার সময় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৫০০ মাইল এবং চাঁদ থেকে ৩০ হাজার ৮৯৩ মাইল দূরে পৌঁছানোর সময় প্রথম যান্ত্রিক গোলযোগ সুরু হয়। প্রকাশ মহাকাশে একটি উল্কা পিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে এই অ্যাপোলো—১৩এ কয়েক টন ওজনের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় ও অক্সিজেন ট্যাঙ্ক দুটো হয়ে গিয়ে অক্সিজেন বের হয়ে যেতে থাকে। এই দুর্ঘটনাজনিত সংবাদ পাবার পর চন্দ্র অভিযান পরিত্যক্ত হয় এবং এ্যাপোলো—১৩ এর অভিযাত্রীদের চাঁদে অবতরণের পরিবর্তে চাঁদকে পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে আসার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তবে এ্যাপোলোর অভিযাত্রীরা চাঁদে না নামলেও চন্দ্র পরিক্রমা কালে তাঁদের চন্দ্রযান থেকে কয়েক টন ওজনের কিছু অংশ সজোরে চাঁদের বুকে নিক্ষেপ করেন। এই ভারী পদার্থটি চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ার পর সাড়ে তিন ঘন্টারও অধিককাল যাবৎ পৃথিবী কম্পন হয় এবং এ্যাপোলো—১২ এর অভিযাত্রীরা চাঁদে যে সব যন্ত্রপাতি রেখে আসেন তাতে এই কম্পন ধরা পড়ে ও বেতারযোগে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়।

তিনজন মহাকাশ যাত্রী লোভেল, হেস ও সোয়াইগার্ট ঘোর সংকটের মুখেও পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তিভরার সঙ্গে মূল মহাকাশযান অভিমুখে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে মহাকাশ যানটিকে চালিত করেন। এদিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, ছিদ্র থেকে অক্সিজেন নির্গত হওয়ায় অক্সিজেনের অভাব ও কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসের প্রাবল্য এই মহাকাশ-চারীদের পক্ষে ভীষন মর্ম সমস্যা হয় দেখা দেয়। আবার এক নূতন উদ্দম গতি সৃষ্টি হয়। মহাকাশ যানটি পৃথিবীর দিকে ফেরার সময় নির্দ্ধারিত কক্ষপথের বাইরে চলে যায়—যার ফলে এই যানটির পক্ষে কোনও দিন পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু মহাকাশযাত্রীরা এই নূতন মহা বিপদের মুখেও ধৈর্য্যের সঙ্গে মূল মহাকাশ যানটিকে রকেট ফিরে যাবার পর সাহায্যে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম হন। তারপর তাঁরা চন্দ্রের অভিকর্ষ ছাড়িয়ে তীব্র গতিতে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে থাকেন।

মহাকাশযাত্রীরা গত ১৭ই এপ্রিল রাত্রি ১১টা ৩৭ মিনিটের সময় প্রশান্ত মহাসাগরে নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে একেবারে নিখুঁতভাবে পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাঁদের উদ্ধার কার্য্যের জন্য পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা ব্যাপক রাখা হয়েছিল। তাঁদের মহাকাশ যাত্রার এই সফট সারা বিশ্বে এক প্রবল আলোড়ন ও গভীর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁদের সফল প্রত্যাবর্তনে সকলেই গভীর স্বস্তি বোধ করে।

— •—

ইতালীতে পাক রাষ্ট্রদূত গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক চোর ইরন চালানের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা হওয়ার অভিযোগে গত ১৪ই এপ্রিল, পাক রাষ্ট্রদূত শ্রিল ফারুক-অল-কাদিরকে ইতালীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে রোমের দুইন অন রেজেন কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। একই কারনে দুজন আফ্রান মহিলা ও একজন ইতালীয় কনসিলকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

— •—

Regd No C—4290
Phone No.—175

C, R. No.—2539/57

রাষ্ট্রপতি শাসনে আইন-শৃঙ্খলা

খোদার ওপর খোদকারী:

রবিবার ১২ই এপ্রিল, বেলা ১১টায় কোলকাতার নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড এবং শীতলাতলা লেনের সংযোগস্থলে মোতায়েন পুলিশ পিকেটের ওপর একদল যুবক পাইপগান থেকে গুলি চালায়। বোমাও ব্যবহার করা হয়। পরে কয়েকটি বোমাসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শমনের শমন:

১৩ই এপ্রিল, একজন হাবিলদার একজন কনষ্টবলকে নিয়ে সমন জারী করতে গিয়েছিল মালদার সীমান্তবর্তী গ্রাম দাখলাতে। তারা আর ফেরে নি। হাবিলদারটিকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং কনষ্টবলটিকে গুম্ করা হয়েছে।

শান্তি থেকে সংগ্রাম :

রবিবার ১২ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় শান্তি বৈঠকে কংগ্রেস সি. পি. এম. সংঘর্ষ বেধে যায়। একটী বাড়ী ভস্মসাৎ হয়ে যায় এবং কংগ্রেস সমর্থক বলে কথিত চার ভাই আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হয়। অপর দুটী নির্খোজ ছিল। পরে বাজার হাট পুলিশ জগতপুর কলোনী থেকে তাদের উদ্ধার করে এবং আগে থেকে অনেকগুলি অভিযোগ থাকায় তাদের এক—জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

মাটির জন্যে মাটি :

২৩ এপ্রিল তুফানসঙ্গে জমির দখল নিয়ে দুটী অরাজনৈতিক দলে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ২ জন সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে। পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ঃ ঃ ঃ ঃ

১৪ই এপ্রিল ধনিয়াখালির হাজিপুরে জমির দখল নিয়ে সি, পি, এম, সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ৬ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। ধনিয়াখালি থেকে পাঠানো পুলিশদলকে সশস্ত্র সাঁওতালেরা ৫ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে। পরে চুঁচুড়া থেকে পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাদের মুক্ত করে। ১ জন মহিলাসহ ২৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

—•—

ঋষি নিবারণ চন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান

১২ই বৈশাখের পুণ্য দিবসের উদাত্ত বাণী

১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পুণ্য আবির্ভাব দিবস। ঋষির ত্যাগ ও তপস্যা, সাধনা ও কর্ম্ম এবং সংগ্রামপুত একটি পবিত্র আদর্শ দেশবাসীর সাম্নে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

দেশের জনজীবন ও সমাজব্যবস্থাকে সমুন্নত করার জন্য যে বিশাল কর্ম্মীবাহিনী প্রয়োজন সেই কর্ম্মীদের ঋষির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে—ত্যাগ ও সাধনায় দীক্ষা নিতে হবে। ঋষির পবিত্র জন্ম দিবস অনুষ্ঠানের সূত্রে আমরা যেন এই কর্ত্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হই। ১২ই বৈশাখে তাঁর জয়ন্তী অনুষ্ঠান অন্তরের নিষ্ঠায় উদযাপিত হোক।

শিল্পাশ্রমের অনুষ্ঠান

১২ই বৈশাখ বৈকাল ৬-৩০ টায় শিল্পাশ্রমে জয়ন্তী অনুষ্ঠান সভায় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবন ও কর্ম্মের আলোচনা হবে।

সকলকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অনুরোধ করি।

পুরুলিয়া,
৮ই বৈশাখ, ১৩৭৭

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা,
লোক সেবক সংঘ

Tender Notice

সেন রেমুডর মেরামতী কাজের জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। টেণ্ডারের জন্য পুরুলিয়া জিলা পরিষদ অফিসে খোঁজ করুন। টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৭ই মে, ১৯৭০।

এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জিলা পরিষদ,
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৯৩৯ সালের কলিকাতা মুফ্‌স্বলী ক্যারেজ আইনের ৭১ ধারার (১) উপ-ধারা (১৯১৯ সালের বঙ্গীয় আইন ১) বলে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা মধ্যে রিক্সা চালানর জন্য নিয়মাবলী গ্রহণ করিতে মনস্থ করা হইয়াছে ও তাহা অনুমোদনের জন্য সরকারে পাঠান হইতেছে।

ইহা করিলে যে কেহ ইহার মূল খসড়াটী অফিস খোলা থাকাকালীন মিউনিসিপ্যাল অফিসে অদ্য হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে আসিয়া দেখিতে পারিবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া।
তাং ৭।৪।৭০

দিলীপ রায় চৌধুরী
প্রশাসক
পুরুলিয়া পৌরসভা

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্তি হইতে পারে।-

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

শ্যামলি ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

জাতীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

৩১শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

সোমবার, ২৭শে এপ্রিল '৭০
১৩ই বৈশাখ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭
মগদ—১৫ পয়সা



জন্ম—১২ই বৈশাখ, ১২৮৩

রাজ্যপালের নিকট সংঘ সচিবের স্মারকলিপি

জেলার গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি ও অনাহার মৃত্যুর তথ্য অবিলম্বে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে জরুরী ত্রাণ ব্যবস্থা চাই

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ রাজ্যপাল শ্রীশান্তি স্বরূপ ধাওয়ানের নিকট পুরুলিয়া জেলার গুরুতর খাদ্য সঙ্কট ও অনাহার মৃত্যু সম্পর্কিত এক স্মারক লিপিতে এই বিষয়ে রাজ্যপালের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে—এই বৎসর পুরুলিয়া জেলায় নিরাপদ খরার ফলে গড়ে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ ফসল হয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ৩০ থেকে ২০ ভাগ মাত্র ফসল হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শতদের পূর্বে এই তথ্য সরকারীভাবে তদন্তাদির পর পূর্বাভাবে সমর্থিত হয়।

কোনও ত্রাণ কার্য্যের ব্যবস্থা নেই

এমন কি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও জেলার সর্ব্বাঞ্চলীন দারিদ্র্যের বিষয় আলোচনা করে এই অবটনের সময় কিছু না কিছু টেষ্ট রিলীফের কার্য্য শুরু হয়ে থাকে; কিন্তু এই বৎসর ভারুন মহা কষ্ট এবং ভুক্তিকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও কোনও প্রকার ত্রাণকার্য্যের কোনও ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নি এবং তার পরিবর্তে ভয়াবহ মৃত্যুর রথ উঠেছে।

কাজের সন্ধানে জেলার লোক দেশান্তরী

গত দু মাস ধরে জেলার দুঃস্থ নরনারী—বিশেষ করে ভূমিহীন ক্ষেত মজুর ও দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়—জেলার ভারুন অঞ্চলই এবং কাজের অভাবের জন্য মরিয়া হয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং মোট ঘাট নিয়ে কাজের ও জীবিকার সন্ধানে জেলা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু কোথাও কোনও কাজের সুবিধা করতে না পেরে অধিকাংশকেই আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে হয়।

অবাধ চাল পাচার ও মূল্য বৃদ্ধি

জেলার সর্ব্বত্র চালের ভারুন অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ প্রতিদিন বিভারের শিল্পাঞ্চলগুলিতে অবাধে চাল পাচার চলছে। ফলে চাল আরও দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। জেলার সাধারণ লোকের ক্রয় শক্তি খুবই কম হওয়ায় এরূপ চাল পাচার ও মূল্য বৃদ্ধি গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিদারুণ জলকষ্ট

পানীয় জল ও সেচ উভয় প্রয়োজনেই জেলার জলকষ্ট আরও তীব্র হওয়ায় জেলার লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। গত ১৯৬৭ সালে প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ট্রাক প্রভৃতি যোগে পানীয় জল সরবরাহ ও পুষ্করিণী বা নদীগর্ভে দাঁড়ি কুয়া করে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

পশুখাদ্যও বিশেষ সমস্যা

অন্ন কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে পশুর খাদ্যেরও দারুণ অভাবের জন্য এক বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

চুরি-ডাকাতির হিড়িক

দারুণ অন্নকষ্ট ও অভাবের জন্য জেলার সর্ব্বত্র চুরি ডাকাতির দারুণ হিড়িক পড়ে গেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনাহার মৃত্যুর ভয়াবহ সংবাদ

এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে জেলায় ইতিমধ্যে অনাহার মৃত্যু ঘটতে সুরু করেছে এবং সম্প্রতি থানার গড়জুরপুর গ্রামে শ্রীমতী নিপি মুদ্রা (৫৩) এবং তার স্বামী শ্রীকালি মুদ্রা এবং শ্রীমতী স্বাধু বাগদি (১৫) এই তিন জনের গত ২৩শে মার্চ্চ থেকে এই এপ্রিলের মধ্যে অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। জেলার অবস্থার গুরুত্ব এই সব অনাহার মৃত্যুর ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে।

লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারক্লিষ্ট

এই জেলার লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করছে—আর অন্যান্য নরনারী অনাহার ও কর্ম্মহীন অবস্থায় দুঃসহ খাদ্য কষ্টের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং এই আর্ত্ত জনদেবার জন্যে অবিলম্বে ও ব্যাপক হারে ত্রাণ কার্য্যাদি সুরু হোক।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী

১। টেস্ট রিলিফ (টি, আর,)—ব্যাপকহারে অর্থাৎ প্রতি অঞ্চলে অন্ততঃ ৪ টি স্কীমের ভিত্তিতে টেষ্ট রিলিফ কার্য্য সুরু করা দরকার এবং প্রত্যেক স্কীমের জন্য ২০০০ টাকার ভিত্তিতে প্রায় ২০০ অঞ্চলের জন্য আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

২। খয়রাতী সাহায্য (জি-আর)—এই জেলার জন সংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ জনের ভিত্তিতে আগামী ছয় মাসের জন্য খয়রাতী সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন হবে এবং এই বাবদে মোট ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

৩। স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন আহার—এই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে "কে-জি-৩" সংখ্যা প্রায়ত ছাত্রদের জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করতে হবে।

৪। ব্যাপক ঋণদান ব্যবস্থা—জেলার দুঃস্থ কৃষক ও বৃত্তি জীবিদের উদারভাবে বলদ মহিষ ক্রয়, গ্রুপ লোন; সার ক্রয়, শিল্প ক্রয় প্রভৃতি ক্রয় ব্যাপকভাবে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। অন্যান্য বিভাগীয় কার্য্য—ব্যাপকভাবে কর্ম্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে কৃষি; শিল্প, সেচ, পূর্ত্ত বন প্রভৃতি বিভাগের বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্য্যকলাপ এই সময় সুরু হলে বহু লোক কাজ পাবে এবং টেষ্ট রিলীফের বিকল্পরূপে গণ্য হতে পারে। সুতরাং সাম্প্রতিক প্রস্তাবগুলিকে অবিলম্বে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬। রেশন সরবরাহ—সংশোধিত রেশন কোকানডিস মাধ্যমে প্রত্যেক কার্ড হোল্ডারকে রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা দরকার।

৭। রাজস্ব আদায়—দুঃস্থ অঞ্চলে খাজনা প্রভৃতি আদায় এই বৎসর স্থগিত অথবা মকুব করতে হবে।

৮। চোরাই চালান বন্ধ—যান চাল পাচারের যে কাজ অব্যাহত শক্তিতে চলছে—অবিলম্বে তা বন্ধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। চুরি-ডাকাতি বন্ধ—চুরি ডাকাতি বন্ধের জন্য উপযুক্ত পাহারা ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জেলার অভাবনীয় গুরুতর পরিস্থিতি তার তুলনায় এখানে সর্ব্বনিম্ন যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তারই উল্লেখ করা হোল।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

No.—2539/57

সম্পাদকীয়—

বারোই বৈশাখের যাত্রাপথে

হে ঋষি! প্রগতির পাদপীঠ থেকে আজ তোমার সেদিনকার জীবন পথের দিকে তাকিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ছে। সেদিন তোমার জীবন পথে যেটুকু নিষ্ঠা নিয়েই কর্মে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকো তোমরা কিন্তু আজকের দিনের প্রগতির রাজিণী থেকে সেদিন বঞ্চিত ছিলে। সেদিন তোমাদের মত সাধকদের মিষ্টা দেখে, তপস্যা দেখে, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ত্যাগের আহুতি দেখে,—সেদিনকার মানুষ তোমার পায়ে ভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করেছিল। কিন্তু আজকের প্রগতি-ধন্য মানুষ তোমাদের দেখে হাসছে। তোমরা অকূলের মত আত্মক্ষয় করেছ—অন্যের সেবা করবার নেশায় নিজের কড়ি বুঝে নেবার চেষ্টা না ক'রে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারো নি; মানুষের জন্য দুঃখবরণ ক'রে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে বিশ্ব-বিবেকের কাছে অপরাধী হয়েছে।

ঐ দেখো আমাদের প্রগতি সম্পন্ন নেতৃবৃন্দ সৌরবের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে কেবলই হাসছেন। আর স্তম্ভিত বক্তৃতা মঞ্চ থেকে তীব্র আলোকোদ্ভাসিত নব যুগের কত বাণী বর্ষণ করছেন! এঁদের এটুকু বিশ্বেষণ করার শক্তি আছে যে, যা ঘুণে ধরা যায়—তা কাজে করা যায় না। তবে এঁরা জানেন যে, তীক্ষ্ণ কুঠরাঘাত আবর্জনার, মতবাদের বাঁধ ছড়িয়ে দিতে পারলে—তা উক্ত করতালির সঙ্গে কুড়িয়ে নেবার জন্য অগণিত শুভগ্রাহী আছেন। তোমাদের মত নেতৃকুলের চেয়ে এঁদের সাধার বুদ্ধি অনেক,—কারণ এঁরা জানেন তত্ত্ব বেগবান বাণী দিয়ে যদি মানুষের হৃদয় কিনে নিতে পারা যায় তাহলে ঐ বেচারা মানুষগুলোকে আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজেরাই বা কষ্ট কেন পাই আর ওদেরই বা এত কষ্ট দিই কেন? লক্ষ্য যখন গগতন্ত্র—এবং সেই গণশক্তিই যখন অনায়াসে বাঞ্ছিতা কুমায় বা অন্য কোনরূপী ছলায় একটা লক্ষ্যে ছুটবারের বেগে পরিচালিত হ'তে পারে—তখন এর চেয়ে গণতান্ত্রিক ভরসা আর আমাদের প্রগতিবাদের কাছে কী হ'তে পারে?

প্রগতির এবং জনজীবনের এই লক্ষ্য নিয়ে আজ আমাদের প্রগতিশীল নেতৃত্ব এগিয়ে চলছে। এদের নেতৃত্বের মহিমা দেবার জন্য প্রয়োজন হয়—পদের,—প্রয়োজন হয় শাসন ক্ষমতার,—প্রয়োজন হয় বিবিধ বৈভবের। নেতৃত্বে যং ধনবান জন্য এদের বৈভব চাই তো!

কিন্তু তোমার যাত্রা ছিল নগণ্যে—বৈভবহীন আসনহীন জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে। তোমার নেতৃত্ব ছিল মরুভূমির ভেতর দিয়ে। তপ্ত-জনের পাশে পাশে। জীর্ণ কুটির সারির আঙিনার ধারে ধারে। তোমাকে অনুসরণ করার জন্য তাদের দাওনি কাউকে। জীবনের নতুন সন্ধানকে পেতে চেয়েছ নাধনায়। যার মধ্যে মানবাত্মার বাঁধ ওঠে জেগে সে না জানলেও মানুষ অনুসরণ করে তাকে—আপন তাগিদে। আপন বিনয়ে নেতৃত্বের আসন থেকে সে পালিয়ে যেতে চাইলেও—মানুষ ছাড়ে না তাকে; তাকে অনুসরণ করে চলে করে। তোমার ছিল সেই জাতের নেতৃত্ব!

নেতৃত্বের দুর্বিনো থেকে আজ তোমার জাতের আর আমাদের জাতের মধ্যে হিসাব নেবার দিন এসেছে। আমাদের যে নেতাদের এই দেখছ বৈভবের বিরাট আসনে আসীন হ'য়ে অগণিত গুণমুগ্ধ মানুষের ভীড়ে বাহিত হয়ে চলেছেন তাকে আবার পরক্ষণেই যখন দেখলাম—বৈভবের আসন থেকে বঞ্চিত হয়ে মাটে নেমে পড়েছেন,—সেই মুহূর্তে আর অনুসরণকারীরা নেই! হয়তো বা কারো পিছনে লোক তখনো সেগে আছে—আবার আপন তিনে আনবার আশ্বাসন। আশা যখন একেবারেই শেষ হবে—তখন তাঁরাও আবে সরে পড়বার জন্যে ভিড় জমাবে।

এরই যখন নাটকীয় ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছে উথান পতনের মধ্যে—তখনো দেখছি বিরাম বিহীন চলেছ তুমি নগণ্যে বৈভবহীন, আসন হীন ধূলিময় জনপদের মধ্যে। তব বৈশাখের বহ্নি বর্ষিত হচ্ছে মাথার ওপর—হয়ে বাচ্ছে বৈশাখের নতুন জীবন পথের শাঁখ। পায়ে তোমার ধুলো। সেখানে নেই কোন আসনের অলঙ্কার চিহ্ন। কিন্তু তোমার সেই ধূলিময় পায়ে আশ্চর্য হ'য়ে দেখছি—একটি মহান চিহ্ন—যুগযুগান্তরের প্রণাম।

যে মহান চরণ থেমে গিয়েও আজও চলার পথে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে বিরামহীন—আজ মহান ১২ই বৈশাখে সেই মহান চরণের প্রতি সকল যুগের সঙ্গে রইল আমাদেরও প্রণাম।

—•—

গীতার বরপুত্র।

—৺দোলগোবিন্দ চক্রবর্তী।

ছুঁয়েছে যিনি উদ্বেগহীন
অঘোরে বিগতস্পৃহ—
বিগলে অটল ধৈর্য যাঁহার
বৈভবহীন গৃহ,
মুক্ত আত্মা কক্ষ কারাগ্র,
বাঁধা যিনি প্রীতিডোরে,
দহীচির ত্যাগে জাগালেন যিনি,
ছিল যারা মৃমুর্ষোরে।
নিষ্কামব্রতী, সংসারত্যাগী,
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে
আর্ত-আতুরে বিলাইয়া প্রেম,
টানিয়া নিলেন বক্ষে,
স্থিতধী প্রাজ্ঞ সৌম্য, শান্ত,
গীতার মূর্তরূপ—
প্রণমি তোমারে ঋষি নিবারব
মানুষ-জন-ভূপ!

১২ই বৈশাখ ১৩৭০

[৺দোলগোবিন্দ চক্রবর্তীর কবিতার খাতা থেকে নির্ঝাচিত]

—•—

দুর্ভিক্ষের হাহাকার

গত ১৩৬৭ সালের খরাজনিত দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ১৩৭০ সালের পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী অঞ্চলের ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে ঘরে আজ ভাণ্ডার শূন্য—অন্ন নেই, জল নেই, কাজ নেই, জীবিকা নেই তাই আজ গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হাহাকার। বিধাতার অভিশাপ বাঁচিয়ে সামান্য যে দু চার মন ধান ঘরে এনেছিল—তাও মহাজনের দেনা পরিশোধ ও অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজনে মাঘ ফাল্গুনের মধ্যেই নিঃশেষ হওয়ায় ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের মত স্বল্পবিত্ত চাষীরাও যাযাবরের মত জীবিকার সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে অনটন ও হাহাকার।

দীর্ঘকাল অনশন অর্দ্ধাশনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অনাহার মৃত্যু সুরু হয়েছে। জয়পুরে তিনটি প্রাণহানী ঘটার পর পুরুলিয়া থানাতেও অনাহার মৃত্যুর ঘটনা জানা গেছে। এছাড়া লোক চক্ষুর অন্তরালে আরও কত জীবন হানী ঘটছে বা ঘটে চলেছে—তার এখন হিসাব নিকাশ কে রাখে? জেলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে রাষ্ট্রীয় একতন্ত্র নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প রূপ ধারণ করে আছে। সমুদ্র শিশির বিন্দুর মত সামান্য হাসসারা সাহায্য বিতরণের আশা ও আশ্বাস দিয়ে সরকারী কর্তারা সমাধা করা হচ্ছে। আর্ত ও পীড়িত মানবাত্মার জন্য দরদিমূলিত হৃদয় রাজ্যপাল মহৎ রাজকর্মে এগিয়ে বিব্রত ও বিড়ম্বিত হয়ে আছেন যে এই জেলার লক্ষ লক্ষ দুর্গত, অনাহার-ক্লিষ্ট ও মংশোন্মুখ নরনারীর কথা চিন্তা করবার আর সময়ই পাচ্ছেন না। কিন্তু রাজ্যপালের ঘোড়দৌড় বা মন্দির অপেক্ষায় অনাহারক্লিষ্টদের দুঃখ ও অভাব ঘুচবে না।

পুরুলিয়ার বাস্তব পরিস্থিতির সমাক পর্য্যালোচনা ও নিয়ত প্রয়োজন উপলব্ধি করে অবিলম্বে সরকারী যন্ত্রকে ত্রাণকার্য্যে নামতে হবে। ইতিমধ্যেই বহু বিলম্ব ঘটে গেছে এবং সরকারী যন্ত্রকে চালু করতেও স্বাভাবিক ধারায় কিছু সময় যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনযন্ত্র এখনও যদি এই দুর্ভিক্ষকালীন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে গড়িমসি করে—তবে জেলার জীবনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দেবে - তাতে রাষ্ট্রপতি এই শাসনব্যবস্থা চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে থাকবে।

অ. চ.

—•—

রাস ময়দানে বাংলা কংগ্রেসের জনসভা

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ভাষণ

গত ১২ই এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া রাস ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পুরুলিয়া আগমনের সূত্রে বাংলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক জনসভা আহুত হয়। এই সভায় বাংলা কংগ্রেসের শাস্তি ভৌমের শহীদবিনায়ক শ্রীবিশ্বাস মিত্র, সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এবং প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ বসু এই সভায় ভাষণ দেন। শ্রীবিশ্বনাথ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সভাপতিত্ব করেন।

এই সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। পাড়া, কাশীপুর, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও ট্রাকযোগে সভার জন্য লোকজন আনানো হয়। সভায় চাঞ্চল্য পুলিশী ব্যবস্থাও ছিল।

এই সভায় প্রথম বক্তাদের শ্রীবিশ্বাস মিত্র এই সভা আহ্বান ও বাংলা কংগ্রেসের প্রচার অভিযানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। কোন্দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শ্রীবিশ্বাস মিত্র বলেন যে লোকসেবক সংঘ নিজেদের গান্ধীবাদী দল বলে জাহির করেন—কিন্তু মুক্তফ্রন্টের মধ্যে এই সাম্প্রতিক বিরোধে বাংলা কংগ্রেস প্রমুখ দলগুলিকে সমর্থন না করে—তাঁরা সি-পি-এমের লেজুড় বৃত্তি করছেন। এঁদের যে কি গান্ধীবাদ—সেটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিশি এস-এস-পি নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র তাঁর ভাষণে বলেন যে—ইতিপূর্ব্বে লোকসেবক সংঘের নেতা শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তের সমর্থনে নির্ব্বাচনী প্রচারে এই রাস ময়দানে জনসভায় ভাষণ দিয়েছি এবং আজ আবার ভাষণ দিতে এসেছি। তখন লোকসেবক সংঘ সম্পর্কে যে ধারণা ও যে আশা আমরা করেছিলাম তাতে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হয়েছে।

শ্রীবেত্র পুরু নয়া জেলার সমস্যা ও শিল্প সম্ভাবনাদি বিষয়ক আলোচনা করেন। সি-পি-এমের আক্রমণী কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন।

পি-এস-পির চেয়ারম্যান শ্রীবিশ্বনাথ বসু তাঁর ভাষণে বলেন:—লোকসেবক সংঘ একটি গান্ধীবাদী দল এবং তাঁরা পুরুলিয়া জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাঁদের এক ভূমিকা আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। লোকসেবক সংঘের কাছে আমরা অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে। তাঁরা আজীবন অনেক সংগ্রাম করেছেন এবং করছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে আমরা সংঘের সচিব অরুণবাবু ও মন্ত্রী বিভূতিবাবুর কাছে অনেকবার গেছি—অনেক অনুরোধ করেছি—কিন্তু সাড়া পাইনি। আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে। আমাদের এখনও বিশ্বাস আছে যে লোকসেবক সংঘ পরিস্থিতি অনুযায়ম করবেন এবং তাঁদের উচিৎ ভূমিকা অবলম্বন করবেন।

শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ ভাষণে নিশানী বিপ্লবের থেকে সুরু করে আগষ্ট আন্দোলন পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদ্যপুলিক ইতিহাসের অবতারণা করে—ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও দীর্ঘ বিশ বছরের ব্যাপী কংগ্রেসী শাসন এবং ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট শাসনের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে বিপাকী ব্রিটেন, বিপ্লব আন্দোলনের অগ্নিযুগ, অসহযোগ, আইন অমান্য ও আগষ্ট আন্দোলন কেন্দ্রীক গান্ধী যুগ এবং আজার কিন্তু ভৌম অভিযানের মধ্যেলিত কল ছোল ভারতের স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা লাভ করার পর কংগ্রেস দেশকে সার্থক নেতৃত্ব দিতে পারে নি—বেশ ব্যাপী শাসনের নামে অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতির স্রোত বইয়ে দিয়েছিল বলেই আজ কংগ্রেসের এই অধঃপতন ও অবক্ষয়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী ১৯৬৭ সালের বরা অক্টোবর তারিখে তাঁর পদত্যাগের নিগূঢ় সম্পর্কে বলেন যে সেই নয় মাসের যুক্তফ্রন্ট আমলের সুখের দিনে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা দেশকে চলাতলে নিয়ে যাচ্ছিল, বহু অন্যায় ও নিষ্পুথা সৃষ্টি করে চলছিল এবং কি ঘনাই বরাত তাঁর (বসু মহা:) হাতে থাকলেও নি-পি-এমের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে তাঁরা ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তিনি নয়া দিল্লীতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীযাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিবৃত করে বলেন যে—"আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মুখ্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের—তুমরা পুলিশ বা মিলিটারী দিয়ে যেভাবে হোক পশ্চিমবঙ্গকে কম্যুনিষ্টদের গ্রাস থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি—তার মধ্যে যা ব্যবস্থা করার করুন কারণ বরা অক্টোবর (১৯৬৭) আমি পদত্যাগ করবোই।" এর পর কি কি পরিস্থিতিতে দোসরা অক্টোবর তাঁর আর পদত্যাগ করা হোল না সেই কাহিনী বিবৃত করেন।

শ্রীমুখার্জী বলেন তারপর ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্ব্বাচনের পর বিপুলতর সংখ্যা গরিষ্ঠতায় যুক্তফ্রন্ট নির্জ্জাতিত হবার পর ফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্র দল হলে নি-পি-এম মুখ্যমন্ত্রীত্বের দাবী করে—কিন্তু বাংলা কংগ্রেস এ বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষ থাকলেও ফ্রন্টের অন্যান্য দলের বৈকল্যে জ্যোতি বসুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে কোনও মত দাতী হয় না। মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিয়ে এইভাবে অপোভন টানা-হাঁচড়া চলতে থাকায় দেশের লোক যখন বিশেষ বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তখন নি-পি-এম নেতা জ্যোতি বসু একদিন সকালবেলা অজয়বাবুর ঘরে এসে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হবার অনুরোধ জানালেন। অজয়বাবু যখন রাজী প্রস্তাবে জ্যোতিবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী হবার অনুরোধ করলেন; জ্যোতিবাবু তাঁকে ডুখের সঙ্গে জানালেন যে নি-পি এম ছাড়া যুক্তফ্রন্টের অন্য কোনও দলিক দল তাঁর (জ্যোতিবাবুর) মুখ্যমন্ত্রীত্বে রাজী নয়। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতিবাবু ও তাঁর দলবল যে রাজার অবতার ও জ্যোতিবাবু হয় করে অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী হতে দিয়েছিলেন—তাতে অজয়বাবু ব্যঙ্গ করে জ্যোতি বাবুকে—"দয়ার অবতার শ্রীচৈতন্য দি সেকেণ্ড" আখ্যা দেন।

মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্টরা স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতে নিয়ে প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন এবং আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির জন্যে এঁরা অভিযোগের পুরুত্বকি করে অজয়বাবু বলেন যে অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করছেন যে এত বিলম্ব না করে আরও আগে তিনি পদত্যাগ করলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে অজয়বাবু বলেন যে তিনি পরীক্ষা করে দেখছিলেন যে অন্যান্য শরিকেরা কি করে?

সভায় দারুণ গোলমাল

এই সময়ে দূরে রাস্তা দিয়ে একজন লোক চীৎকার করে—"অজয় মুখুজ্যে ফিরে যাও" এই ধ্বনি দিয়ে যেতে থাকে। এর ফলে সভায় দারুণ চৈ চৈ ও শিশুখলা ঘটে। নি-পি-এম সভা আক্রমণ করেছে এবং বোমা ছুঁড়েছে এই মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়ায় সভাস্থল ছেড়ে উর্দ্ধশ্বাসে লোক-জন ছুটে পালাতে থাকে। পুলিশ বাহিনী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে এবং এই সময় অজয়বাবু মাইকে বক্তৃতা সুরু করে ধর্ম্মঘটের ভিত্তিস্থাপন করে বলেন "আপনারা কাপুরুষের মত পালিয়ে যান বলেই ত কুকুর-গুলো মাথায় চড়ে বসে—এদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন না?" অজয়বাবু উত্তেজিতভাবে বলতে থাকেন—"এ মাতালী করছে তাকে ঠাণ্ডা করে দোব। আমার লোক তৈরী আছে। এখানে কার সাহস আছে আসুক-তাকে টুঁটি চিপে ভাঙ্গা মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো। ইত্যাদি"!

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় এবং সে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলে জানতে পারে।

গোলমালের পরে

কয়েক মিনিট গোলমাল চলার পর আবার সভা শুরু হয়—তবে সভাস্থল অনেক ফাঁকা হয়ে যায়। অজয়বাবু তাঁর ভাষণ আবার শুরু করে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের কিভাবে জমি হস্তগত ও ধান লুট করতে থাকে তার

(বাকী অংশ পৃষ্ঠায়)

০ যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(বিভূতি রায়গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই রকম বেনামী জমি বের করে দখল করা, সরকারী জমির বন্টন, চা বাগানের বাড়তি জমি দখল ও বন্টন, ভূমিহীন কৃষক ও ছোট চাষীদের খাবের কি ভিত্তে করার পরিকল্পনা হয়েছিল। এর আইনগত যে সমস্ত খুঁটিনাটি অসুবিধা ও বাধা ছিল সেগুলি সবই যুক্তফ্রন্টে বিশদভাবে আলোচিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হয়। এইরূপ ভিত্তে কোন দিকে সংঘর্ষের কোন সম্ভব কোথা যায় নি।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সংঘর্ষ শুরু হোল— যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রবাদী দলগুলির পরস্পরের মধ্যে। ১৯৬৯ সনের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সত্ত লোক সমবেত অভিযান করে মাঝের জেড়ী ও জেড়ীর জমি দখল করতে থাকে। যদিও সেগুলি কোন না কোন সরিকী পার্টির কর্মীদের নেতৃত্বেই জেড়ী বন্ধুল তুচ্ছিল আগলের মেটা মালিক ও জমদারদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এক্ষেত্রে পুলিশকে মালিকের স্বার্থে ব্যবহার করার কোন পরিকল্পনা ছিল না বলে জেড়ী বন্দল বা জেড়ীর জমি দখল অব্যাহত হচ্ছিল। এটা নিয়ে তখনও কোন সরিকী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয় নি।

১৩ইমে ১৯৬৯ তারিখে উত্ত বঙ্গ আসিপুর দুয়ারে সি. পি, এম, ও আর, এস, পি সমর্থকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। দুদিনে প্রায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয় এই সংঘর্ষে। আগুন লাগান, লম্বস্ত বৃক্ষ কিছুই বাকী ছিল না। আসীপুর দুয়ারের সংঘর্ষ নিয়ে সি, পি, এম ও আর, এস, পি নেতাদের মধ্যে তীব্র বাগবিতণ্ডা হয়। আর এস পি অভিযোগ করে আসিপুর দুয়ারের ঘটনার পুলিশের পক্ষপাতিত্ব আছে। এদিকে এম, এস পি নেতা অর্জ্জ ডাকনাড়ীস বলেন যে সি পি এম কর্মীরা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। আসিপুর দুয়ারের ঘটনায় দুই মন্ত্রী আর এস পির শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য ও সি পি এদের শ্রীরুক্ত কোঙার সাহেবকেনীলে তদন্ত করতে যান। এরা দুজনেই দুটি রিপোর্ট দেন—কিন্তু সেই রিপোর্ট দুটি পরস্পর বিরোধী ছিল।

সরিকী সংঘর্ষ খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধে করছি না। তারা কোনখানে কতটা দোষী বা নির্দোষী তারও আলোচনা এখানে করবার অবসর নেই। কিন্তু আমি জেড়ী প্রভৃতি দখলের প্রশ্নে সংঘর্ষটা মালিক, জোতদারের সঙ্গে সমবেত বা একতাবদ্ধে যুক্তফ্রন্টের কর্মী সমর্থক বা পার্টির নেতৃত্ব গরীব জনসাধারণের মধ্যে বেশী হল না। কোথাও কোথাও দু একটা এরকম সংঘর্ষ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই জমি জেড়ী দখল ও সঙ্গে সঙ্গে আগুনক্তিক নানা প্রশ্নে ফ্রন্টের সরিকে সরিকে ভাঙ্গন সুরু হয়ে যায়। এই অবাঞ্ছিত উপর তলার শ্রাস্তর সংঘর্ষ নীমিত থাকলেও ক্ষেত্রে সরিকে সরিকে অথবা সরিক পার্টির নামে দুই দলে সংঘর্ষটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত সংঘর্ষে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই এটা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হানাহানি, খুন, সুটপাট, আগুন দিয়ে ঘর জ্বালান এবং আগুনক্তিক আরও অনেক কিছু হতে থাকে। কিন্তু সবই হতে থাকে কোন না কোন সরিক পার্টির নামে। অনেক ক্ষেত্রেই কতাক্ষত হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ চাষী বন্ধু। তবে তাদের কোন না কোন পার্টির সমর্থকরূপে হানী তরা হয়। অনেক সময় সংঘর্ষে হত কাউকে নিয়ে কোন পার্টি কোন যাত্রাও করতে থাকে।

দি পি এম এর সঙ্গে প্রায় বেশীর ভাগ পার্টিরই বৈরথ সংঘর্ষের অভিযোগ উঠতে থাকে। অবশ্যই ফ্রন্টের শরিক অন্ত কয়েকটি দলের মধ্যেও যে সংঘর্ষ হয় নি তা নয়—তবে সাধারণতঃ ফ্রন্টের কয়েকটি সরিকদল এই অভিযোগ করতে থাকে যে—দি পি এম এর হাতে পুলিশ ও প্রশাসন থাকাতে তারা হলীয় স্বার্থে হামলাবাজী করছে এবং পুলিশ প্রশাসন ও সরকারী অমতা হলের স্বার্থে অপব্যবহার করছে। দি পি এম এর পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ ও প্রত্যাভিযোগও অনেক সরিকের নামে করা হতে থাকে। কিন্তু যুন অথম হানাহানি সংঘর্ষ চলতেই থাকে। রাজনৈতিক কর্মী বা সরিক পার্টিদের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়াও নিছক দুষ্কৃতিকারীদের মারামারি, বা কেত জমি নিয়ে ব্যক্তিগত সংঘর্ষেও সরিকী পার্টির নাম দেওয়া হতে থাকে।

এই সরিকী সংঘর্ষ শুধু জমি ভেড়ী নিয়ে চাষীতে চাষীতে বা চাষী জোতদারদের মধ্যেই আবদ্ধ রইলো না। বিশেষ করে আমলাতন্ত্র কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একটা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক রূপ নিল।

কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর যে ভাগবদ্ধ ও ভাষা হারীর অন্ত যে তারা আন্দোলন যুক্তফ্রন্টের মিলিত নেতৃত্বে গড়ে তুলছে বলে আশা করা গিয়েছিল সেটা সরিকী সংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে বিভেদের পথ করে চলতে সুরু করে দিল। এই সরিকী সংঘর্ষে কৃষক ও শ্রমিকই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মারা গেছে। এবং তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষেই এরা মরেছে তাদের দিকে বন্ধিম শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের সহায়, তভদা ও মুক্তির সংগ্রামী বন্ধে বিশ্বাস ও নির্ভর করেছিল।

(ক্রমশঃ)

সংবাদপত্রের বিক্রীত বিকৃতি

উনবিংশ শতকে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম এবং আধ্যেবিকতার মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বাংলা দেশে সোনার ফলল ফলেছিল। রাজা রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী, শ্রীরামপুর মুখার মিশনের সমাচার দর্পণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা, ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, বহিরঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিকি' মাহেবের গেজেট, বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নাম। বঙ্গদর্শনের নামক্তাক সাহিত্যের পাশা বরলের সৃষ্টনা হিসেবে। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এতে যে মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশ পেত তাকে কি দিয়ে তা দি শাসনের। সম্বাদ কৌমুদী এবং সমাচার দর্পণ ছিল প্রায়ান্তত ধর্ম্ম ও দর্শনের মুখপাত্র। সংবাদ প্রভাকর ছিল অনেকখানি সংবাদপত্রের লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকায় সাহিত্য রচনার শিক্ষানবীশী করেছিলেন এবং এই সূত্রে ঈশ্বর গুপ্তকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন—উপা তনের বিভিন্ন প্রতিভার মুল্যায়নও করেছেন বঙ্কিম। কিন্তু সেকেট ছিল প্রায় সাপ্তাহিই সংবাদপত্র। হিকি ইংরেজ সরকারের বক্র চক্ষু অগ্রহ করে নির্ভীক নিরপেক্ষতায় তাঁর গেজেট পরিচালনা করেন। ইংরেজ সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের অপমানজনক বিধি নিষেধের তীব্র তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে হিকি তাঁর কাগজ বন্ধ করে দেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' ছেড়ে রামমোহনের বিরোধী হিসাবে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদনা করেন এবং ঈশ্বর গুপ্তের কয়েক বছর আগেই বাংলা দেশে সাংবাদিকতার একটি মান প্রতিষ্ঠার সম্ভব হল। তবুও খাঁটি সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঈশ্বর গুপ্তের হাতেই। তখনকার দিনে ছিল না কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকতার প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না সরকারের।

সেই যুগে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদনা করেছেন ত্রৈমিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক 'সংবাদ প্রভাকর' এবং সিপাহী বিদ্রোহ ও শিখ যুদ্ধে। সংবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন তাঁর কাগজে। আবার অবলুপ্তির কবর খুঁড়ে বের করেছেন প্রাচীন কবি আর কবিগানদের জীবন ও রচনা। কালেই বলা থেকে পারে যে সাংবাদিকতার বহুমখী ছাত্রিত্ব পালন করে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার সাংবাদিকতার সূত্রপাতই শুধু করেন নি, তার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পথও তৈরী করেছেন নিজের হাতে।

যেখানে সংবাদ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না, দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্তের ছিল না কোন যোগাযোগ, পথ ঘাট বেঁটে ছিল তাতেও নিজের যাতায়াতের উপায় ছিল না—সেই যুগে সংবাদ প্রভাকরের পাতায় নিখ যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহের খবরের যাবাবী রকা পেত কেমন করে—এ প্রশ্ন জাগবে অভাবকই। সংবাদের সত্যতা যে থাকত সব সময়েই, এমন মনে করার হেতু নেই। হয়তো অনেক, ওদব ইত্যাদি খবরের গোয়াক পরে কখনও কখনও দেখা দিত, আবার খাঁটি খবরও প্রকাশ পেতো কখনও কখনও। তবুও প্রাচীন কবি ও কবিয়ালদের রচনা আর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করে তথানিষ্ঠা, ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং সাংবাদিক দায়িত্ববোধের যে পরিচয় ঈশ্বর গুপ্ত রেখেছেন আমাদের সামনে, তারি জোরে মনে করা চলে, সংবাদ পরিবেশনেও অনতর্ক ছিলেন না তিনি। যদি কিছু অনবধ প্রকাশ পেয়ে থাকে সংবাদ প্রভাকরে, তবে সেই অনবধ যুগের অনিবার্য্য পরিণতি মেটা। সে অসম্পূর্ণতা যুগের, সাংবাদিকের নয়।

চান্দ্র কয়ের পৃথিবীতে বসে মাথা ঘামাচ্ছি মধ্যযুগের এক অর্দ্ধ শিক্ষিত আধা সাংবাদিককে নিয়ে। কাজের তালি পেলে আপত্তি করব বেআর প্রেরক যন্ত্র, উড়োজাহাজ, ট্রেন, কম্পিউটর, ভূনিয়াম বোম সরবরাহ ব্যবস্থা, সব কিছু আধুনিক ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বসেই সৃষ্টি বাংলার সংবাদপত্র আর সাংবাদিককে, আমার শ্রদ্ধা, আমার ভালবাসা তভই বেড়ে যিচ্ছে মধ্যযুগের অর্দ্ধশিক্ষিত আধা সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের দিকে। স্বাধীন দেশের দেশী সংবাদপত্রের দেশী সাংবাদিকের তুলনায় আজ অনেক বেশী আগ্রহ মনে হচ্ছে পরাধীন দেশের বিদেশী সাংবাদিক হিকি আর তাঁর গেজেটকে।

সাংবাদিকের মাথায় যে কঠিন দায়িত্ব, তা শাসন করা যায় না আইনশাসন না চলে। সংবাদে ভুল থাকতে পারে, থাকা উচিত নয় তবু কৃত কিছুতি। সংবাদকে বিকৃত করে অনতার মুখরোচক করে কাগজের বিক্রি বাড়ানো সাংবাদিকতা নয়। মহৎ সাংবাদিক গঠন করেন অনবদ্য, দায়িত্ব করেন না অনবধের। ফলে, ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের টিকা নিয়ে প্রচার বা অপপ্রচারের নামলে সংবাদপত্র সংবাদপত্র থাকে না—হয়ে যায় বুলেটিন। সাংবাদিক দায়িত্বজ্ঞান না করলে সংবাদপত্রের এই অধঃপতন ঘটে না।

বাংলা দেশে আজ অন্ত সব কিছুর মতো সংবাদপত্রেরও নেই আদর্শের বালাই। গোটি দেবাই আজ লক্ষ, বাংলার সংবাদপত্র আর সাংবাদিকরা। খবরের কাগজের পাতায় তাই মরুভূমিতেও দু ফোটে, আশেপাশে আছুরে ভরে ওঠে পুকলিয়ার উপর প্রান্তর, আর সেই আশেপাশে আছুরে ফেনায়িত রস পরিবেশন করেন 'বিশ্বস্ত সংবাদদাতা' সোনার পাথর বাটিতে। সে দেশে মাতাল হবার লোককেও অভাব নেই এ দুর্ভাগ্য দেশে। জলসার গুজামোতে আকত-নিরত-ভূপতিদের সংখ্যা ভাবতে পারা যায় না বা যাক, পড়ে থাকা মেরেলী আমাকাপড়ে কয়েকখানা ট্রাক বোঝাই হয়ে যাবে বাঙালী সাংবাদিকের কৃপা দৃষ্টিতে ; সঙ্গে সঙ্গে কাটতি হবে কয়েক ট্রাক বেশী কাগজ। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এদেশ নিস্তারিণী কলেজের একটি শিলান্যাস করতে—সঙ্গে এলেন কয়েক ঝাড়ী পুলিশ আর সাংবাদিক। সকলেরই আগ্রহ, বিহার থেকে বেরিয়ে আসা পুকলিয়ার মানুষকে কি বলবেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি। পুকলিয়ার সম্ভার মধ্যে না গিয়ে তিনি বললেন, পুকলিয়ার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা, পুরোন বন্ধু বান্ধবদের কথা। সাংবাদিক আসনে অনে তভাশ হলাম। কোলকাতার সাংবাদিকরাও বেখলাম গুটিয়ে নিয়েছেন সাজ আর দেশিলাম। কিন্তু খবরের কাগজে কয়েক কলম জুড়ে বেরোল পুকলিয়ার অধিক সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সুচিন্তিত ভাষণ। ওটা ছাপতে দিয়েই বোধহয় রাষ্ট্রপতির শিলান্যাসে ভাগির হয়েছিলেন সাংবাদিক।

কাগজের পৃষ্ঠাগুলি পূরণ করার জন্ত অনেক সময় বাঁধকের বুদ্ধি, কুকুরের অঙ্গ কথা, ছাগলের পেটে ছাত্তিছানা ইত্যাদি গল্প লেখা করেন সাংবাদিকেরা। অভিজ্ঞতার নয় বলে এগুলি নন্দ করা চলে। কিন্তু হাঙ্গা, আন্দোলন, সংঘর্ষ ইত্যাদির বিবরণ দিতে গিয়ে যখন তাঁরা দেখা যোগাক-কাঠামোর বাইরে কন তাঁরা ভুল করেন নেতাদের। উত্তেজনার গতিবেগ বোধ হয় শব্দের চেয়ে বেশী। তাল ঠিক বাড়ুরে, বাড়ুরে হানাহানি। কিন্তু সাংবাদিক জানেন, বাড়রে কাগজের বিক্রি। সে না যায় একটি সংবাদপত্র এই তাল বাড়াবার জন্ত ব্যবহার করেছিলেন ১৯০৮ আর ১৯৪২ এর আন্তর নিবন্ধের ব্রহ্মদানিকের। ফলে বিক্রির মিটার এমন বেড়েছিল যে টান পড়েছিল কালোবাজারের।

সমস্ত নির্ভর করে সুস্থ জনমতের ওপর। তাঁকে আর সৃষ্টিনীর বানিয়াবা একত্রিত দলের গড়তে পারে না সমস্ত। সুস্থ জনমত চাই। এই সুস্থ জনমত অনেকখানিই নির্ভর করে সুস্থ সাংবাদিকতার ওপর। খবরের কাগজের প্রতিটি অক্ষর মানুষকে প্রভাবিত করে গভীরভাবে। সমস্তা এবং সমাধান সম্পর্কে মানুষ চিন্তার খোরাক পায় সংবাদপত্র থেকে। পক্ষবা নিরানব্বইটি মানুষই প্রাত্যহিক চিন্তা করেন খবরের কাগজ দেখে। জনমত গঠনে যার এতখানি প্রভাব, সেই সংবাদপত্রই যদি নিজেরে রেখ নিজের নিয়ন্ত্রণকর্তার হস্ত, গণতন্ত্র দাঁড়াবে কোথায়? না দাঁড়াক, কাগজের মালিকেরা দাঁড়াবে ঠিকই। বাংলা দেশের কাগজগুলির কাছে আজ সব চেয়ে বড় জিনিষ বাবসা। সোনেরা সাজর টান পড়েছে বাজারে—লেখকরা নাকি হাতাহাত সংবাদিক হয়ে যাচ্ছেন।

লোকসেবক সংঘ কি নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করল ?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোনো শরিকী দলের কারুর কোনো অন্যায় আমরা সমর্থন করেছি কি না

এ বিষয়ে যদি কেউ এ পর্য্যন্ত কোনো অভিযোগ রাখতে পারতেন— আমি তার উত্তর দিতাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ এই অভিযোগ করতে পারেন নি যে, কোনো অন্যায়কে সমর্থন করেছি। যদি এহেন কোনো ঘটনা কারুর জানা থাকে তাঁকে আমি তথ্যাদি উপস্থাপিত করতে আহ্বান করছি।

ফ্রন্টের শরিকী বিবাদ মিরাকরণে আমাদের কী ভূমিকা ছিল

ফ্রন্টের শরিকী বিবাদ অনেক দিন থেকেই চলছিল। শেষের দিকে তুকতর আকার ধারণ করল। শরিকী বিবাদ শেষে সংঘর্ষে মুরুদ্ধমেও পরিণত হল। এবং অবশেষে দলের উচ্চতম পর্য্যায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে ছোবারোপ এবং তিক্ততার সৃষ্টি সুরু হল।

এই অবস্থায় পরিস্থিতি দাঁড়াল এই :—

শরিকী বিবাদের রূপ 'আ লাঁড়াল'

ক) পরস্পর পরস্পরকে গুরুতর অপরাধের অন্ত দায়ী করতে লাগলেন। পরস্পর পরস্পরের উক্তিকে অসত্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব'লে অভিহিত করতে লাগলেন।

খ) অধিকাংশ দল সি. পি, এম এর প্রতি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগলেন। সি, পি, এম-ও বিভিন্ন দলের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন ক'রে যেতে লাগলেন। আরো অন্তান্ত দল সাংপ্রতিক অভিযোগ তুলতে লাগলেন।

গ) দলগুলি ২টো শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। লোক সেবক সংঘ এবং আর, এস, পি ও' শিবিরের কোনটির সঙ্গেই অন্তিত হলেন না। দুই শিবিরই পরস্পরকে ফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্তকারী ব'লে অভিহিত করতে লাগলেন।

ঘ) ফ্রন্টের বিধিবিধান ভঙ্গ করে একাধিক দল—প্রত্যেকে পরস্পরকে অভিযুক্ত করতে লাগলেন। এর যুক্তিবরূপে সকলেই বললেন যে, অপরের প্রকাশ্য উক্তির প্রতিবাদের অন্ত তাঁদের এ না ক'রে উপায় ছিল না।

ঙ) কেউ কোনো দল মনে করলে লাগলেন এদেশ ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেওয়া ভাল।

চ) কেউ অপরকে ছোবারোপ ক'রে বললেন যে, ঐরূপ নিধি বিধান মানার পাত্র নয়। ফ্রন্ট থাকবে—কিন্তু ফ্রন্টকে মিত্তি হতে দেবে না—ফ্রন্টের দ্বারা সু যায় গ্রহণ করবে, কিন্তু ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ দেখবে না—তা বিশদ করবে।

৪) কেউ বললেন—ফ্রন্ট ভাঙা উচিত হবে না—তবে অপরের ধ্বরণ উদ্‌ঘাটন করার কাজ অব্যাহত রেখে যাও।

এই বিবাদের মধ্যে সংঘ যে কর্মধারা নিল

এই বিতর্ক দুই দিনেরও কোনোটিকেই সংঘ যোগ দিল না এঁজন্য যে—

১) ফ্রন্টে যতক্ষণ সংঘ যুক্ত আছে ততক্ষণ মিলনের জন্য তাদের চেষ্টা করতে হবে।

২) মিলন সম্ভব না হ'লে ফ্রন্ট অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া উচিত হবে; ফ্রন্ট রাখা হবে—অবশ্য বিবাদ করা হবে—তা কখনই উচিত হবে না।

৩) সবিনয় সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে—বয় অন্যায় কাজ—হাজারোবার', খুন অথম, নরহত্যা পর্য্যন্ত চলছিল। ফ্রন্টের বিধি বিধান অনুসারে প্রকাশ্যে কোনো দলকে অভিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল। ফ্রন্টের বিধি বিধানকে মান্য ক'রে—তার শৃঙ্খলা বজায় রেখে সংঘ ফ্রন্টের মধ্যে সবিনয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলেছে—এবং কোনো দলকে অভিযুক্ত না ক'রে প্রকাশ্যভাবে অন্যায় কাজ সমূহের বিরুদ্ধে সংঘ প্রতিবাদ নিয়াবার করেছে। সংঘের এই নিয়ম সুবিধাভোগ করা সত্ত্বেও প্রশংসা করা দূরে থাক—সব জেনেও অপরাচারকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, অন্যায় সবিনয়ের মত সংঘ প্রকাশ্যে অন্য সবিনয়কে অভিযুক্ত ক'রে—অন্যায় সবিনয়ের মত শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর ভূমিকা কেন গ্রহণ করেন নি। তজ্জন্য তাঁরা নিন্দা করেছেন।

৪) সংঘ প্রতিনিধিরা যুক্তফ্রন্টে ও বিভিন্ন সবিনয় দলের কাছে বারম্বার একথা বলেছেন যে, গুরুতরের প্রতি সংঘের যে অভিযোগ করেছেন—তা কার্য্যকরী হচ্ছে না। তার জন্য সংঘের সংশ্লিষ্টকে অসত্যভাষী ব'লে তা উড়িয়ে দিয়েছেন। এর জন্য ফ্রন্টের পক্ষ থেকে উপযুক্ত তদন্ত ক'রে সম্মিলিতভাবে নির্দ্ধারিত করতে হবে—কে কোথায় কোন্ ঘটনার আসল অপরাধী। তার ভিত্তিতে আসল অপরাধীকে অভিযুক্ত করতে হবে। এবং ফ্রন্ট থেকে তাকে নির্দ্দেশ দিতে হবে তা বন্ধ করতে এবং তার জন্য তাকে কি কি আচরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫) যদি কোনো পার্টি ফ্রন্টের নির্দ্দেশ বারম্বার ভঙ্গ ক'রে—অর্থাৎ ফ্রন্টের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে অনুষ্ঠিত তদন্তের ভিত্তিতে উন্নীত শিষ্ট অন্যায় করতে থাকে—তবে ফ্রন্ট সম্মিলিত ভাবে তাকে ফ্রন্টের অবাঞ্ছিত দলে পরিচয় ক'রে রেখে। এর ফলে যদি ফ্রন্টের শাসন পরিচালনা সম্ভব নয় না হয়—তবে শাসন থেকে সরে এসে ফ্রন্ট অটুট থাকবে—এই ছিল মতের অভিমত।

৬) যদি ফ্রন্টের সম্মিলিত বিচারে দেখা যায় যে, ফ্রন্টের মধ্যে সবিনয় দলের এমন ভাবে সবিনয়ান হয়েছে যে, তাতে ফ্রন্টের আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হতে চলেছে এবং ফ্রন্ট-ঐক্য থাকলে না তখন সম্মিলিত ভাবে বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উন্নীত হ'লে ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়া উচিত হবে। এইভাবে ফ্রন্ট ভাঙলে তা হ'লে নৈতিক সিদ্ধান্ত হবে—প্রগতিশীল দলগুলির দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব হবে। তা না হ'লে দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঝোঝাবোঝের মধ্যে—অভিযোগসমূহ বিষয়ে কোনো অন্তত না হয়ে যোগাযোগের মধ্যে ফ্রন্ট ভাঙলে তা নিজেদের আরো অযোগ্যতা আরো অবিবেচনার পরিচয় হবে।

৭) যদি ফ্রন্ট কোনোভাবে ভেঙে যায়—এবং বিরুদ্ধমান দুই শিবিরের কোনো পক্ষ থেকে মিনিফ্রন্ট করার চেষ্টা চলে তাহলে তার সঙ্গে সংঘ জড়িত হবে না—সেই মন্ত্রিত্বে সংঘ যাবে না। কারণ সংঘ একথা বারম্বার বলেছে যে, ঐ ভাবে কোনো মিনিফ্রন্ট গড়তে চাইলে—পংগোক ভোক, প্রত্যক্ষ ভোক—কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মিনিফ্রন্ট গড়ার শক্তি এই দুই বিরুদ্ধমান কোনো শিবিরের নেই। একথা আমরা বহু পূর্ব্ব থেকে লিখিতভাবেই যে বলা হয়েছি। সুতরাং এবার বিষয়ে সরে হেঁচানী সৃষ্টির বা অনপ্রচারের কোনো অর্থ কিছুই হয় না।

আমাদের ভূমিকার মূল কথা যা ছিল

উপরোক্ত ঐ সমস্ত অভিমত নিয়ে আমরা ফ্রন্টের মধ্যে কাজ করেছি—ঐ সব কথা যুক্তফ্রন্টে বলেছি—বিভিন্ন সবিনয় দলকে বলেছি এবং বহু পূর্ব্ব থেকে লিখিতভাবে ঐ সংঘ অভিমত ব্যক্ত ক'রে বিবৃতি দিয়েছি—তা প্রকাশ করেছি। সুতরাং ফ্রন্ট বিষয়ে আমাদের মূল কর্ম্মধারার রূপ এই ছিল যে, ফ্রন্টে যতক্ষণ আছি—মিলনের চেষ্টা করতে হবে—ফ্রন্ট থাকলে আর ফ্রন্টের বিধি বিধান ভঙ্গ ক'রে কলহ করব,—এবং সেই কলহের প্রকাশ্যে বাজারের ঝগড়ায় পরিণত করব এ চলবে না এ যারা করছে—তারা প্রত্যেকে অপরাধী। এবং তাঁকে যদি দোষী করতে হয়—দোষী করার যে সমস্ত পদ্ধতি সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে উপযুক্ত স্তরে সরকারে তাকে দোষী করা উচিত হবে। এবং যে যে দোষী বা অপরাধী প্রমাণিত হবে—তাকে তা বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে—তা না মানলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে—এবং ফ্রন্ট চলবে আর যদি মনে হয় ফ্রন্টের কর্ণধারদের ভেতর ফ্রন্টকে ভাঙার জন্য আরো ভিক্ততা আরো কলাকৌশল অবলম্বন ক'রে তাকে দোষী প্রমাণিত ক'রে ফ্রন্ট ভাঙার চেষ্টা না করে সোজাসুজি মিলিত ভাবে ভদ্রলোকের মত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়া ভোক—এই ছিল আমাদের কর্ম্মধারা।

এর মধ্যে নিরপেক্ষ ভূমিকা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এতে কোন পক্ষের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব বা ভোটবৃদ্ধি প্রভৃতি আসে কি ক'রে আমরা বুঝি না। তবে ওতওলি এমন ব্যাপারে সংঘের সভ্য বা কেন্ডিও এমনভাবে সংঘার সম্বিধি পরিশ্রেক্ষিতে করে যার জন্য জনমনে সংঘ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেহারে সেই বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছি—তার পরে আর দুঃখ কোথায় অবশ্য ছিল বলে আমরা মনে করি না। (ক্রমশঃ)

—:—:—

রাজ্যপালের নিকট সংঘ সচিবের স্মারকলিপি

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাননীয় রাজ্যপাল,

গত ১৫।৪ ৭০ তারিখে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে আপনার সেক্রেটারীকে পত্র দিয়েছিলাম। বিষয়ে সামুহিক গুরুত্ব বিবেচনায় এই সাক্ষাৎকারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আশা করেছিলাম। কারণ ভূমিকাহীন পরিস্থিতিতে জেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন মরণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।

উপরোক্তদের সঙ্গে অত্যে দেখা করার জন্য আপনি পরামর্শ দিয়েছেন বলে আপনার সেক্রেটারী আমাকে জানান। আমি আপনার সেক্রেটারীকে জানাই যে কতিন বাঁধা নিয়ম বা কায়দা অনুযায়ী পদ্ধতিতে ভক্তিকালীন অবস্থার কাজ চলে না—রাজ্যের প্রধানকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করানো প্রয়োজন যাতে তাড়াতে এতিয়াভুক্ত সত্তায় সম্পর্কের মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব না হলে—অবিলম্বে কেন্দ্র থেকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যাপারে অনাবশ্যক বিলম্বের ফলে সবিনয়ান সম্পর্কে আপনার সেক্রেটারীকে সচেতন করে যত সত্বর সম্ভব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে আপনার সেক্রেটারীকে অনুরোধ জানাই। আমি এ কথাও জানাই যে পুরুলিয়া জেলার অনাহার মৃত্যু শুরু হয়েছে—সুতরাং বিলুম্বের অবকাশ নেই।

আপনার সেক্রেটারীর পরামর্শ মত পুরুলিয়া খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবরণী আপনার বিবেচনার জন্য লিখেছি এবং এই বিষয় আপনার সেক্রেটারীর নিকট আজ আবার যোগাযোগ করে জানতে পারি আপনি এ বিষয়ে কোনও নির্দ্দেশ দেন নি।

সত্তের পক্ষ থেকে ইতিপূর্ব্বে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোনও প্রয়োজন বা অবকাশ ঘটে নি। আপনি বহু লোকের সঙ্গে বহু ব্যাপারে দেখা সাক্ষাৎ করছেন—শুরুত্বের দিক দিয়ে ঐ প্রকার অনেক সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা আমাদেরটি অগ্রাধিকার দাবী করতে পারে। কোন সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন—তা নির্ভর করার আপনি একমাত্র বিচারক নন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে কি ব্যবস্থা গৃহীত হবে, বা, না হবে তার ওপর অনেক লোকের জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে। সুতরাং ঐ গুরুত্ব কোন অথবা যত সত্বর সম্ভব আপনি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবেন—আশা করি। ইতি ১৭।৪।৭০

ভবদীয়

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—:—:—

রাস ময়দানে বাংলার কংগ্রেসের জনসভা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিবরণ দেন। তিনি সি-পি-এমকে ডাকাতের দল—লুঠেরার দল আখ্যা দেন এবং বলেন যে সি-পি-এম এঁভাবে কোটী কোটী টাকা তুলে পার্টি তাও স্বীকৃত করেছে। আর তাদের সভা মিছিল প্রভৃতি হলে ট্রাকে ট্রাকে লোক আমদানী করে নিজেদের জনপ্রিয়তা জাহির করে।

অজয়বাবু আরও বলেন যে যুক্তফ্রন্টের নীতি বিদায়ে এবং সরকারী শান্তিশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণরাখা বান দুই দিনিবেদ্য ছিল—কারণ যে চায় তাকে দেশ বান নেবে—এই নীতিকে সরকারীভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সি-পি এমের লোকেরা এই নীতি মানেন নি, তাঁর অবহরণী করে অপরের ধান লুঠ করা হয়েছে এবং দেই নিয়ে নানা অশান্তি, হাঙ্গা ও খুনখারাপী হয়েছে। প্রাক্তন রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ বাবুর "উদ্‌যুদ্ধের কথায়" স্বীকার করা হয়েছে যে এই সূত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনের হাতে ২৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে—তার মধ্যে একমাত্র সি-পি-এমেই ১০২ জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাছাড়া তিনি আরও তিথিতি দিয়েছেন যে ৪ মাসে ৭১৯টি সবিনয় সংঘর্ষ হয়েছে যার ফলে ৮১ জন নিহত ও ১০১৮ জন আহত হয়েছেন। —এত যে লোক মারা গেল তার জন্যে কোনও কিছুই হোল না—আর জ্যোতি-বাবুর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল—তাতেই কত না হৈ চৈ !

গান্ধীবাদের আদর্শ ব্যাখ্যা

মার্ক্সবাদীদের শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের প্রস্তুতির সমালোচনা করে অজয়বাবু বলেন যে—এরা আমাদের বিপ্লব শেখাতে এসেছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমরা যখন পৃথিবীর বৃহত্তম গণ-বিপ্লব পরিচালনা করি—তখন এরা কোন ইঁদুরের গর্ত্তে লুকিয়েছিল ? গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের তাৎপর্য্য হোল কেবল মাত্র হিংসাকেই পরিত্যাগ করা নয়—সেই সংগ্রামকে প্রেম ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর তিনি যে সোবর্ণহীন, শ্রেণী-হীন সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ কল্পনা করে গেছেন তা যে কোনও দেশের যে কোনও কালের মানুষের পথ প্রদর্শক করবে।"

এই সূত্রে অজয়বাবু আসন্ন আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের একটি গ্রামের অনুসরণ সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের অপূর্ব্ব অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের বিষয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তখন তাঁর বাবার দায় দশ হাজার টাকা ধার্য্য হয়েছে (হিংরেজ সরকার কর্তৃক)। উপরোক্ত গ্রামের উপর ধার্য্য চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে তারা অস্বীকার করে এবং সেই সম্পর্কে আন্দোলনের ধারা কি হবে—তার নির্দেশ দান করার জন্য অজয়বাবু সেই গ্রামে যান। তিনি এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি ব্যাখ্যা করে বলেন যে ট্যাক্স না দিলে মিলিটারী ফৌজ এসে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিবে, তাদের চোখের সামনে মেয়েদের বেইজ্জৎ করে হানীয় কাওবারখানা শুরু করে দেবে এবং গান্ধীজীর আদর্শ ও নির্দেশ অনুসারে নিক্রিবাদে সব সহ্য করে যেতে হবে—প্রতিবাদে একটি হাতও তুলতে পারবে না। —এর জন্য যদি সমগ্র গ্রাম প্রস্তুত থাকে তবেই তারা আজনা বন্ধ আন্দোলন করতে পারে—নতুবা আন্দোলন পরিত্যাগ করাই উচিৎ। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে গ্রামের সমস্ত অধিবাসী যে কোনও পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের সংগ্রামে অটল থাকে।

অজয়বাবু মন্তব্য করেন যে গান্ধীজীর আদর্শে গণবিপ্লবে লক্ষ লক্ষ মানুষ শত শত প্রকার নির্য্যাতন, সম্পত্তি নাশ ও চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে আদর্শ সিদ্ধির জন্য এগিয়ে এসেছিল; মার্ক্সবাদীরের বিপ্লবে মৃত্যুর ভয়ও ভাগ করার লোকে, হল পাকানোর উদ্দেশ্যে নয়।

অজয়বাবুর পণ

অজয়বাবু সর্ব্বশেষে বলেন যে চরম দুর্নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যেমন কংগ্রেসের ভিত নাড়িয়ে তাকে ক্ষমতার পথে ঠেলে দিয়েছেন—তেমনি বর্ত্তমানে তিনি চরম অরাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও কংগ্রেসের মত উচ্ছেদ করার অভিযানে বেরিয়েছেন। তিনি সেইজন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন যে—মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি ভোট চাইতে আসে—তবে যেন গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন।

—:—:—

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

বোমার ছড়াছড়ি

১৩ই এপ্রিল, রাত্রে কোলকাতার বেলেঘুরে অঞ্চলে ক্রিকেটার বোমে বাজার আলো নিভিয়ে গোরাবাজী চলে বেপরোয়াভাবে। ৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

* * *

১৩ই এপ্রিল রাত্রে বিষ্ণুপুর থেকে ২৭ মাইল দূরে বড় কাছারী গ্রামে দুটি মাইনুসী দলের সংঘর্ষে বেপরোয়া বোমা, রড ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। বোমার ঘায়ে ১ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

২৭। এপ্রিল বনগাঁর হীনবন্ধু কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক বি-সব, পার্ট ওপন পরীক্ষার গার্ড দিয়ে ফেরার পথে কয়েকজন পরীক্ষার্থী ও তাঁদের সহায়ক গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ইট ও বোতল দিয়ে ওঁদের নির্মমভাবে প্রহার করার পর গুণ্ডারা ছাঁনিয়ার করে দিয়ে বলে যে উপিয়তে পরীক্ষার ভলে চুরি করতে বাধা দিলে তাদের পরিণাম ভোগনীয় হবে। দিনের আলোয় এ ঘটনা ঘটেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অধ্যাপক সমিতি তবিয়তে নিরাপত্তার অভাব থাকলে পরীক্ষার গার্ড দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

* * *

১১ই এপ্রিল, শনিবার একদল ছাত্র বোমা নিয়ে খড়গপুর কলেজের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা সমস্ত কলেজটি তছনছ করে—বি, এ, পরীক্ষার উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলে। ছাত্রাবাস অন্তে বার্ষিক সমাবর্তন বন্ধিত রাখা হয়েছে।

এম, বনাম এম, এল

১৪ই এপ্রিল, বুধবার ভোর বেলায় নয়াদাপদী বলে কথিত একদল যুবক ২৪ পরগণার সন্তোষপুর, বিবেকনগর, প্রফুল্ল সেন রোড ও প্রভাত-গড়ের প্রায় ১০টি সি, পি, এম, সমর্থক বাড়ীর ওপর আক্রমণ চালায়। ১ জনকে মারাত্মক-জখম অবস্থায় বাদুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। অপহৃত ও জন সি, পি, এম, সমর্থককে পুলিশ ভাক্তে ভেড়ির কাছ থেকে মরণাপন্ন অবস্থায় উদ্ধার করে। সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার অভাব-বোধ এবং আতঙ্ক তীব্র আকার ধারণ করেছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় মোতায়েন হয়েছে।

—:—:—

ট্রেনের সময় তালিকা

(১লা এপ্রিল, '৭০ থেকে)

সকাল—

ট্রেন নং	ট্রেনের বিবরণ	আসে	ছাড়ে
৮৮ আপ	সাউথ বিহার এক্স:	৫-৪০	৫-৫০
৪ ক পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৬-২৫	—
৩১২ আপ	হাওড়া-চক্রধরপুর	৬-৪১	৬-৫১
৪২২	চক্রধরপুর-গোমো	৮-১৭	৮-২৭
১ ক পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	—	১০-২০
১ এ সি	আদ্রা-চাক্তিল	১০-৫৩	১০-৫৬

দুপুর

২ এ সি	চাক্তিল-আদ্রা	১-৪৩	১-৪৬

সন্ধ্যা ও রাত্রি

২ ক পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৪-৫৫	—
৩১৬	চক্রধরপুর-হাওড়া	৬-৩৬	৬-৭৬
৪২১	গোমো-চক্রধরপুর	৭-০৩	৭-১৩
৩ ক পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৭-২০	—
৮৭	সাউথ-বিহার এক্সপ্রেস	৯-৫০	১০-০০

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—2539/57

Government of West Bengal

Office of the Deputy Commissioner, Purulia

Judicial (MV) Department

Notice

Applications have been received as shown below for the grant of permanent stage carriage permits on the following routes. The applications will be available for inspection in the office of the undersigned on any working day of the office during office hours.

Any representation and /or objection to be made in connection with said applications u/s 57(3) of the Motor Vehicles Act, 1939 may be so as to reach the undersigned on or before the 28th May, 1970.

The applications together with the objection and/or representation if any, in connection with the said applications will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held on or after 28-5-70. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection and / or representation will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such representation.

R. C. Mahapatra
Secretary
Regional Transport Authority,
Purulia.

Details of Route

Sl. No.	Name of route		No. of applications received.
1.	Purulia to Sonathali via Hura.	1 permit	26
2.	Purulia to Manihara via Kashipur.	1 permit	18
3.	Santhaldih to Adra with an additional trip between Adra and Raghunathpur.	1 permit	2
4.	Purulia to Kashipur via Raghunathpur.	1 permit	12
5.	Purulia to Manbazar.	1 permit	34+1
6.	Purulia to Arsha via Sirkabad. (Departure Purulia morning hours and arrival Purulia during evening hours).	1 permit	29+4

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

SINGHAL PURE ALUMINIUM

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্দ্মিত পাত্রের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা স্বল্প দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলঘাটা, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

সকল প্রকার স্কুলের বই পাওয়া যায়।
বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
S ockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল
পাইকারী ও খুচর ঔষধ পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্
ঋষীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

সোমবার, ৪ঠা মে '৭০
২০শে বৈশাখ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

মে দিবসে স্মরণ করি শিকাগোর
হে মার্কেট স্কোয়ারে শোণিত
মানবতার অভ্যুদয়ের
প্রত্যুষলগ্নটিকে !



আরও অনাহার মৃত্যু সংবাদ

পুরুলিয়া-পাড়া অঞ্চলেও ভয়াবহ অন্নসঙ্কট

মরা মহিষ নিয়ে কুকুরে-মানুষে লড়াই

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের আষা-নড়রা ও বেলমা অঞ্চল এবং পাড়া থানার উাওবিডি অঞ্চলে ভয়াবহ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। গত বৎসর এই সব অঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ ফসলও উৎপন্ন হয় নি।

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের বড়াসিনী গ্রামের মাহালীডি টোলার শ্রীবাউল মাহালী (৫৮) গত ১লা এপ্রিল তারিখে অনাহারে মারা গেছেন বলে সংবাদ এসেছে। বাউল মাহালী বাপের বুড়ি কুলো প্রভৃতি তৈরী করে জীবিকা অর্জ্জন করতো—কিন্তু গ্রামাঞ্চলে খদ্দের না পেয়ে সে নিজ বৃত্তি ত্যাগ করে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বাজারে ভিক্ষা মেলাও তার হওয়ায় অনাহারে দিন কাটাতে সুরু করলো এবং এইরূপ অনাহারে দিন যাপন করতে করতে একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

এই পরিবারে বাউল মাহালীর পুত্র পুত্রবধূ ও নাতি নাতিনী সহ ৭ জনের মধ্যে একমাত্র পুত্র উপার্জ্জক্ষম—কিন্তু তার বয়সাম্যত রোজগারে সাত জনের জীবিকা নির্ব্বাহ সম্ভব ছিল না। দীর্ঘকাল অনাহার অর্দ্ধাহারের ফলে তার হাত পা ফুলে এক্ষণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। দুই বৎসর পূর্ব্বেই তি আর তালিকা থেকে তার নাম খারিজ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তার অনাহার মৃত্যু হয়।

এই বড়াসিনী গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষণপুর গ্রামে একটি মহিষ মারা গেলে তাগাড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন গ্রামের একপাল কুকুর ও শকুনী মরা মহিষটিকে খেতে সুরু করতে অপরদিকে অনাহার ক্লিষ্ট জনকয়েক ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় ঐ মহিষের মাংস নেবার জন্য কুকুরদের তাড়িয়ে দীর্ঘতর কাড়াকাড়ি সুরু করে দেয়।

—·—·—

খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী

গত ২রা বৈশাখ গড়জয়পুর কাছাকাছি মধুখের প্রভৃতি লোক দেবক-পঞ্চের আহত অনশনভার জয়পুর থানাকে খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী জানানো হয়। এই সভায় বীমকোর চৌধুরী, শ্রীরামপদ হাজরা প্রমুখ আবশ দেন এবং জয়পুর থানার শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি বর্ণনা করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ত্রাণমূলক ব্যবস্থা দাবী করেন।

অনশনভার পর এক প্রতিনিধিদলী স্থানীয় বি, ডি, ও র সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে ব্যাপকভাবে টেষ্ট রিলিফের কাজ, অধিকতর হারে খয়রাতী সাহায্য দান; চাষের সাহায্যের জন্য কৃষি ঋণ ও বীজ ধান সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এই প্রতিনিধি-মণ্ডলীতে অশোক চৌধুরী, মাধব চক্রবর্ত্তী, রামপদ হাজরা, হারাধন মাহাত, রাধাবল্লভি মাহাত প্রভৃতি ছিলেন।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

ঋষি নিবারণচন্দ্রের ৯৪তম জন্মজয়ন্তী

নিরাড়ম্বর গাম্ভার্য্যপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত

গত ১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ৯৪তম জন্ম জয়ন্তী এক প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে গাম্ভার্য্য সহকারে উদ্যাপিত হয়। সকাল ১০ ঘটিকায় ঋষি নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই সূত্রে ৪৩টি সংস্থার অনুষ্ঠান হয় এবং লোক সভায় সমস্ত শ্রীতরুবরি মাহাত মাল্যদান করেন ও শ্রীমন্মথ মিত্র প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শিল্পাশ্রমে ঋষির জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। মুক্তি মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে এক সুসজ্জিত বেদীতে ঋষির আলেখ্য স্থাপিত হয় এবং মঞ্চের দুই পার্শ্বে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ও সর্ব্বজ্যাষী অতুল চন্দ্রের আলেখ্য স্থাপন করা হয়।

শ্রীমন্ত দুলাল মিত্র, শ্রীবন্ধু কুমার দাঁ ও শ্রীবরদের রায় প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনার পর শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায় ঋষির রচিত দুইটি বিখ্যাত গান 'নদীকে বহেলো উজান বাঁ' এবং 'নব সমাজের বেদ' পরিবেশন করেন।

তারপর ৮.হালগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কবিতার খাতা থেকে 'গীতার বরপুত্র' নামক কবিতাটি শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন এবং সেই সূত্রে বলেন যে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মুক্তি অনুষ্ঠানে ৮.হালগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর একটি বিশেষ ভূমিকা থাকতো; সুতরাং এই অনুষ্ঠানে বোল গোবিন্দের অভাব নিবিড়ভাবে অনুভূত হচ্ছে। —এই সূত্রে লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীমরুণ চন্দ্র ঘোষ বলেন—মহাত্মাত্তর গোলগোবিন্দ অতি আগ্রহকরে ঋষির জন্মতী ও মুক্তি অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষা করতো এবং গোলগোবিন্দকে বাদ দিয়ে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের কোনও অনুষ্ঠান কল্পনা করাও যেত না। তাছাড়া ঋষি নিবারণ চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত "মুক্তি" পত্রিকা ও মুক্তি প্রেসও গোলগোবিন্দের স্মরণে স্পন্দনে ও সঙ্গী অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। এখন সেই গোলগোবিন্দের স্মৃতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ঋষির জীবনী ও দর্শন আলোচনা করে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রীজ্যোতিষ রায়গুপ্ত; শ্রীরাণা কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য; ডাঃ প্রভাত কুমার মুখার্জি, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবন্ধু কুমার দাঁ, শ্রীমন্তলাল মিত্র, শ্রীবরদাকান্ত মুখার্জী ও শ্রীতরুবরি মাহাত, এম, পি।

অনুষ্ঠান উৎসবের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তার অমর শহর যে; শ্রীমতী ভাস্বতী যে, শ্রীমতী শুক্লা দে এবং শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে তবলা, হারমোনিয়াম ও অতুল প্রসাদের গান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়।

—·—·—

সম্পাদকীয়—

দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ ব্যবস্থা

পুরুলিয়া জেলার সদরসহ কয়েকটি থানায় খাদ্য পরিস্থিতি ও দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার গুরুত্ব স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করলেও উর্দ্ধতন মহল এখনও তা বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে তার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসন কর্মকর্তা শিখরে তাঁরা আরোহণ করেছেন—সেই উত্তুঙ্গ মহলের ধারণা পশ্চিমবঙ্গ মানেই কলিকাতা এবং কলিকাতা মানেই পশ্চিমবঙ্গ। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিশক্তি নাকিয়ার অগ্রভাগ পর্যন্ত সীমিত হওয়ায় কলিকাতার বাহিরে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না।

এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও মনোবৃত্তি যখন অধিষ্ঠানগত সেই অবস্থার প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তারা 'হঠাৎ পাওয়া' অথবা অধিকার ও ক্ষমতার দিশাহারা হয়ে মহাকরণের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সেইগুলি পরিপাক করার উদ্দাম উদ্ভাবনে মনগুল—মুক্তহস্ত রাষ্ট্রিক পালনের জন্য ন্যূনতম কর্তব্য সাধনের অবকাশ তাঁদের কোথায়? রাজ্যপাল সহ তাঁর উপরেরা মন্ত্রীসভা সকলেই 'কলিকাতার সমস্যা' নিয়েই সদাব্যস্ত—জেলার বা গ্রামাঞ্চলের 'ক্ষানতু সমস্যা' নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা অবসর তাঁদের কোথায়? সেই জন্য গ্রামাঞ্চলে অনাহার মৃত্যু ঘটলে রাজ্য প্রশাসনের কোথাও কোনও প্রতাব বা আলোড়ন সৃষ্টি করে না—কিন্তু কোলকাতার বুকে দুর্ভিক্ষের হাতে একটি অসমৃত্যু ঘটলে সমগ্র রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় 'হাহ নাহ' রব পড়ে যায়। সেই জন্য পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার এই ভয়াবহ পরিস্থিতি রাজ্য প্রশাসনে কোন সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগ্রত করতে পারে নি। এমন কি "অন্ন-সুধা-বিশারদ" রাজ্যপালও এই দুই জেলার লক্ষ লক্ষ আতুর-মুমূর্ষু ও দুঃস্থ নরনারী ও শিশুর উদ্দেশ্যে তাঁর অফুরন্ত বাণী-ভাণ্ডার থেকে কণা অমিয় বাণীদানেরও প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করেন নি

এইরূপ নিষ্প্রাণ প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে বহু কষ্টে সামান্য যে দিন কোটা ত্রাণ সাহায্য আহার করা হয়েছে—তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। তীব্র ক্ষুধার মুখে মাত্র এক গ্রাস আহার যেমন করে জ্বালা তীব্রতর করে—তেমনি এই যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য সমগ্র ত্রাণ কার্য সমস্তাকে আরও উগ্রতর করে তুলবে। কিন্তু সেই সঙ্কটকে দীর্ঘতর করে ত্রাণ কার্য চালিয়ে যেতে হবে এবং একে যতদূর সম্ভব দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। কারণ ভাষাহীন মূক পশু যেমন শূন্যমাঠ সকুলের মধ্যে আসন উপবেশের মাড়া আগায়—তেমনি বিবেকীন ও ত্রাণ ব্যবস্থার নামে একটা দোকান্দারের মতো দে-মাস্টার, ভীনাং-মোহরার হবার জন্য কাড়াকাড়ি হয় এবং ঐ সব দালালেরা "দেশের দুর্ভাগ্য" নিয়ে ছুণ্য ব্যবসায় মুক্তহস্ত সমগ্র ত্রাণ ব্যবস্থাকে চুরি-জালিয়াতী-বাটপাড়ীর স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে। সেইজন্য এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও যতদূর সম্ভব সতর্কতা ও সাবধানতা সহকারে ত্রাণকার্য চালিয়ে যেতে হবে।

সামগ্রিক ত্রাণ কার্যের অঙ্গস্বরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। এত দিন এ ব্যবস্থাটিকে বহু বাধা ঘোষতও অভাব ও অসঙ্গত কাজ হয়েছে। এ ব্যবস্থায় যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল—সেই দুর্নীতিকে দমন ও দূর করার দাবী উঠেছিল—চাকের ঘায়ে মনসা বিক্রয়ের ন্যায় সমগ্র ব্যবস্থাকে বাতিল করা নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার সময়—পূর্বের সেই ত্রুটিটি ও গলদগুলি দূর করতে হবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের এই ব্যবস্থায় সামান্যতম দুর্নীতির অভিযোগ চরম লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় হবে।

ব,ব,

—C—

ইচাগড় পটমদা নিমডি প্রভৃতি থানায় দুর্ভিক্ষ

অনাহার মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক ঘটনার সংবাদ

খাদ্য কষ্ট চরমে ঃ চারিদিকে হাহাকার ঃ কোন রিলিফ নেই

বিহারে অবস্থিত মানভূম অর্থাৎ ইচাগড়, পটমদা, নিমডি প্রভৃতি থানা থেকে দুর্ভিক্ষের সংক্রান্ত সংবাদ আসছে। লোক সেবক সংঘের তথা লোকসেবায়তনের পক্ষ থেকে বিহার সরকারের সঙ্গে বহু যোগাযোগ করা হল। কিন্তু রিলিফের ব্যবস্থা নেই। সংকট চরমের দিকে চলেছে।

পটমদা, ইচাগড়, নিমডি থেকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ আসছে।

পটমদার ইঁদাটাড়ায় অনাহার মৃত্যু

বিগত ১৩।৪।৭০ তারিখে কুমীর পঞ্চায়েতের অধীন ইঁদাটাঁড়া গ্রামে শ্রীমতী সাবি ভূমিজ (৬০) অনাহারে মারা গেছেন। তিনি বিধবা ছিলেন। অন্নাভাবের দরুণ তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ অন্যত্র পালিয়ে যায়।

ইচাগড় ও নিমডি থেকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ আসছে। বিশদ বিবরণ পরে প্রকাশ করছি।

নানা চেষ্টার ফলে এখানে ওখানে সামান্য রিলিফ ছোট খোলানো হয়েছে—তাতে বহু অনাচার ঘটছে সংবাদ এসেছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

প্রতিক্রিয়াশীল কুৎসার স্বরূপ উদ্ঘাটন

রাজনোয়াগড়ে সংঘকর্মীদের জনসভা

কুৎসারটনাকারী দালালের পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

১১ই বৈশাখ, রবিবার এপ্রিল, শনিবার, রাজনোয়াগড়ের হাটতলায় বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এক জনসভা আহ্বান করেছিলেন লোকসেবক সংঘের কর্মী শ্রীবিবিদ মাহাত এম, এল, এ, শ্রীরূপ মাহাত, শ্রীবসন্ত মাহাত, শ্রীমনি মাহাত, শ্রীহরলাল দাস মাহাত। শ্রীমদনমোহন রায় "এরের চিহ্ন" নীরক এক প্রচারপত্র দিয়ে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে এবং কর্মী নিবারণ দাস সম্পর্কে অযথা মুক্তিহীন কুৎসা রটনা করেছিলেন। সংঘের উদ্বেগিত কর্মীবৃন্দ "আমরা চিনতে চাই" নীর্ষক একটি প্রচারপত্র দিয়ে কুৎসারটনাকারী শ্রীরায়কে তাঁর বক্তব্য এবং তাঁর নিজের পরিচয় জনসভার মধ্যে উপস্থাপিত করার জন্যে আহ্বান জানান। শ্রীবিবিদ মাহাত তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ পত্রও দেন।

প্রতিক্রিয়াশীল তোড়জোড়

এই ধরণের আমন্ত্রণ প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, তাঁরা তাই আয়োজন করে বসেছেন। সাধারণ নিরীহ জনসাধারণের আমানতকারী গ্রামী শ্রীহরলাল মাহাত প্রমুখ মুখরোচকের সাক্ষ্যে কীর্তনের শ্রীমদন মোহন রায় কয়েকটি গ্রামের সরব (খেড়্যা) সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন—মাইলিট বৈঠকা করে যাতে জন-সভা ভেস্তে দেওয়া যায়। তাহলে বিপুল জনতার সামনে নিজের পরিচয়টা বেরিয়ে পড়বে না। কারণ পরিচয়টা তাঁর লুকিয়ে রাখার মতোই। যাই হোক সরবতাইরা পরিস্থিতি অবায় দিলেন—"ভালো লোকের সঙ্গে আমরা খারাপ ব্যবহার করতে পারব না।" গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এলো তীব্র ভর্ৎসনা—তোমাদের অবাব তোমরা ভেবে—ইচ্ছা যাতে প্রশ্ন করবে, কিন্তু জনসভা পণ্ড করার ইতর চেষ্টা গ্রামের লোক বরদাস্ত করবে না।

সশস্ত্র পুলিশ ঃ

নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল রাজনোয়াগড়ে সশস্ত্র পুলিশ ঘাঁটি করেছে। মানবাজারের ও, সি, ও কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসারও উপস্থিত। জনসংঘের দালালেরা তজ্জন গর্জন এত বেশী করেছিলেন যে পুলিশ বিভাগও একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ আশঙ্কা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীবিবিদ মাহাত ও, সি, কে বলেন যে তাঁদের কোন পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। কারণ পুলিশ থাকা দেখে জনসভা কথা লোকসেবক সংঘের আদর্শবিরোধী। ও, সি, জানান যে জনসভায় তিনি পুলিশ মোতায়েন করবেন না। কিন্তু কোনও হাঙ্গামা হলে তাঁর কর্তব্য তাঁকে করতেই হবে।

অপ্রকৃতিস্থ শ্রীমদন ঃ

শ্রীমদনীয় চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নির্দিষ্ট সময়ে জনসভার কাজ আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে শ্রীবিবিদ মাহাত জনসভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তৎপর সভাপতি শ্রীমনীষ চট্টোপাধ্যায় আহ্বান করেন শ্রীমদন রায়কে তাঁর বক্তব্য সভার উপস্থাপিত করার জন্যে। শ্রীরায়কে কোথাও পাওয়া যায় না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সভাপতি যখন অন্য বক্তাদের আহ্বান করলেন, তখন সভার সব উঠলো "আমরা শুনছি" দেখা গেল দূরে জনসংঘের গোপীলাল বাবু এবং আরও কয়েকজন শ্রীরায়কে উৎসাহিত করতে করতে নিয়ে আসছেন। তাড়াতাড়ি এলে সভাপতি এবং সভার উদ্যোক্তারা শ্রীরায়কে সাদর আহ্বান জানান। মদন বাবু এগিয়ে গিয়েই দ্রুতপদে সেই পর্যন্ত সভাসনে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করেও তিনি অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গ করতে থাকেন এবং ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারেন না। শ্রীমদন মাহাত তাঁকে স্বরূপস্থানের যত্নের সামনে খাড়া করে দেন। শ্রীরায়ের ভাবভাবে তাঁর মানুষিক অসুস্থতা তা প্রকাশ পেয়েছে। গোপীলাল বাবুদের উৎসাহ তাঁর আত্মমর্যাদাকে বিন্দুমাত্র স্বাভাবিক করতে পারে নি।

প্রবেশ ও প্রস্থান ঃ

শ্রীরায় কাঁপতে কাঁপতে কি বলতে যে তিনি মুখে বলতে পারবেন না। আবেগটি প্রচারপত্রে তাঁর বক্তব্য তিনি রাখতে করবেন—এই বলেই তিনি প্রায় দৌড়তে দৌড়তে সভামঞ্চ ত্যাগ করেন।

শ্রীমদনের ভয় ঃ

সাধারণত সৌজন্যবোধ ও সাধারণ ভদ্রতাটুকুও ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার চিকাদার জনসংঘের এই কুৎসা রটনাকারীদের নেই। মদনবাবু পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপীলাল বাবুর সুরি থেকে বেরুল মদনবাবুর দ্বিতীয় প্রচার পত্র—"আমরা চিনতে চাই—জনসভায় আসি।" মদনবাবু যেমন সভাপতি ভোক্তা না করেই পালিয়ে বাঁচলেন, গোপীলালবাবুও তেমনি সভাপতির অসুস্থতি নেওয়ার সময় নষ্ট না করে কয়েকটি ছেলেকে সভাস্থলে প্রচারপত্রটি বিলি করতে দিয়ে সরে পড়লেন। মদনবাবু সম্ভবত তাঁর সুরবির দুর্ভাগ্যে মেরামত করাবার জন্যেই তাড়াতাড়ি অটোর নাকের উদ্দেশ্যে ছুটছিলেন, কিন্তু গোপীলালবাবুর দ্রুতভঙ্গ হওয়ায় কারণ বোধ হয় তাঁরাও পালিয়ে গেছেন। যাই হোক, মদন না থাকলেও তাঁর ভয় যেমন আছে, তেমনি বাঁর একটি কারণ, 'আমরা চিনতে চাই—জনসভায় আসি", জনসভায় বইলেন না মদনবাবু নামে ভীরুর মানুষটি।

কুৎসার জবাব ঃ

শ্রীবেনাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে শ্রীমদনবাবুর প্রচার পত্রের পেছনে যদি কোন শুভবুদ্ধি থাকত তবে শ্রীরায় পরিষ্কারভাবে সাধারণ মানুষের সামনে সব কিছু প্রকাশ করতেন। প্রথম প্রচারপত্রে এরের চিহ্ন' বলে তিনি একটি বিশেষ দল সম্পর্কে মুক্তিহীন কুৎসা রটনা করলেন, আবার এই সভার উদ্যোক্তাদের "আমরা চিনতে চাই" প্রচারপত্রের উত্তরে দ্বিতীয় একটি প্রচারপত্রে তিনিই বলছেন যে চেনাচিনি আপন আপন কাজ, নিজের নিজের চিনে নিন। মদনবাবু যদি তাই বিশ্বাস করেন, তবে প্রথমেই "এরের চিহ্ন" বলে মাতব্বরী করেছিলেন কেন? একটুকরো কাগজ কখনও একটা ভীরুর মানুষের প্রতিনিয়ত করতে পারে না। মদন বাবু লিখছেন "জনসভায় আসি।" শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন যে মদনবাবু ও একটুকরো কাগজ সমমূল্যের হতে পারে—কিন্তু তাতে সভার কাজ চলবে না। কাগজের টুকরো ভাঁজলে পাড়া যেতে পারে না, প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারবে না। তিনি বলেন যে মানভূম তথা সারা ভারতবর্ষের প্রাক্তন বীর পুরুষ ক্ষুদি নিবারণ চন্দ্র সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন ঐ জেলায়। তাঁর আগে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন। এ জেলার নিপীড়িত বঞ্চিত নির্যাতীত মানুষকে ভালবেসে, ভারতবর্ষের পরাধীনতার বেদনা বুকে নিয়ে তিনি তখনকার দিনের লোভনীয় সরকারী চাকুরীর নিশ্চিন্ত আরাম ও আভিজাত্য দুপায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন দুঃখ-নির্যাতন লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্থায় ভরা অনিশ্চিত জীবনকে। এই মহান চরিত্রকে আজ পেশাদার রাজনীতিক বলে কে মুখ যদি কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে, তবে বুঝতে হবে সে নিজেই বাস করছে কলঙ্কে আকণ্ঠ ডুবায়। বহুদুঃখী আন্দোলনের উত্থান ও ইতিহাসে লেখা আছে মানভূমবাসীর প্রতিটি বুকের মধ্যে। মদনবাবুর নিকৃষ্ট বুদ্ধির ব্যাখ্যা তাকে পংক্তি দিকে নাবাবে না। তিনি বলেন যে বহুদুঃখী মা মরে দেহের মদনবাবু একাধে পালিয়ে গেলেন কেন বোঝা মুস্কিল। জনসভার সামনে দাঁড়ানো তাঁর সভ্য কথা বলার এবং সত্যকথা শোনার শক্তি যাঁর নেই, প্রচারপত্র বেরোয় সব তাঁর থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন যে মদনবাবুর পেছনে যে দলীয় সত্তা আছে তা প্রচারপত্রটির প্রমাণ করে। এটিভাজ নাম থাকলেও—প্রচারপত্রে যখন একটি বিশেষ দলকে কেন করার চেষ্টা করা যায় তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে লুকায়ভূমীন একটি দল। অথচ দ্বিতীয় প্রচারপত্রে শ্রীরায় চেয়েছেন দল লুপ্ত হোক, দলীয় ব্যক্তিরা জনসাধারণে পরিণত হোক। শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন যে হল আকাশ থেকে পড়ে না। জনসাধারণকে নিয়েই জনসাধারণের মধ্যে তৈরী হয় দল। আকাশ একটা নিজস্ব বোঝে যে মৌলিকতার অজনের সংগ্রামে

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

লোকসেবক সংঘ কি নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করল?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফ্রন্টের যে সমস্ত সমস্যা বিষয়ে কথা ওঠে

ফ্রন্টের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শরিকদের মধ্যে তীব্র মতবৈষম্য চলছিল। তার মধ্যে ছিল—(১) ব্লক স্তরে ফ্রন্ট গঠন। (২) শরিকদের পক্ষ থেকে অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা করা বন্ধ করা হবে কিনা। (৩) প্রত্যেক মন্ত্রীর সঙ্গে তদারকী কমিটি গঠন। (৪) ফ্রন্ট অধিবেশনের অভিমতে কাজ চলবে, না, সকলের সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হবে তার ওপরেই কার্যাবলী গঠিত করা হবে। (৫) প্রতি থানায় পুলিশী তদারকের জন্য কমিটি গঠন করা হবে কি না?

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের অভিমত কি ছিল জানাই :

১] ব্লক স্তরে ফ্রন্ট কমিটি গঠন

ব্লক স্তরে কমিটি গঠন নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। অনেকে এটা চাইছিলেন—সি, পি, এম, তাদী ব্যক্তিগত না। আমরা বলেছিলাম বিবিধ অস্ত্রবিধের প্রশ্ন থাকলেও, সংঘ সর্বত্র বিরোধীতা করবে পক্ষে। এবং ব্লক স্তরে কমিটি গঠিত হোক—সর্বপ্রথম আমরাই এই প্রস্তাব দিয়েছি। তবে আমরা চলতে বলেছিলাম উপযুক্ত কর্মী পেলেই সমস্ত দিক, অবাঞ্ছিত লোক নিয়োগ কাম্য না। এ বিষয়টি আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। এ বিষয়ে শরিকদলগুলির মধ্যে ভোট গ্রহণ প্রভৃতি আর হয় নি।

২] অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা

অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল শোভাযাত্রা করছিলেন। সর্বপ্রথম আমরাই বাধা দিয়ে করেছি—আপত্তি করেছি—বলেছি এটা ফ্রন্ট থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করা হোক। নতুবা বড় অর্থ হবে। গণশক্তির প্রকাশ যেখানে—সেখানে অস্ত্র শক্তির বৈভব দেখাবার প্রয়োজন কি? কিন্তু অধিকাংশ দলই এটার নিয়ন্ত্রণে মুক্ত হতে রাজী হন নি। পরে সবাই বললেন—এ বিষয়ে সংঘের সঙ্গে সবাই আচরণ করার চেষ্টা করবে।

৩] মন্ত্রীর সঙ্গে তদারকী কমিটি

প্রত্যেক মন্ত্রীর সঙ্গে তদারকী কমিটি গঠন। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রথমে পরিষ্কার এবং অনুকূল ছিল। তাদের আমরা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী। তদারকী কমিটি হোক এটা আমরা সমর্থন করেছিলুম।

ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অধিকাংশের ভোটে, না সম্মিলিত সম্মতিতে হবে

ফ্রন্টের কাজ কর্ম নির্ণয় অধিকাংশের অভিমতে চলবে, না, যা ঐকমত্যে গৃহীত হবে—তাতেই কাজ চলবে। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত ছিল এই যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রত্যেকের নিজের নিজের বিভিন্ন নীতি, আদর্শ ও মতবাদ আছে। তা সত্ত্বেও ফ্রন্টে সকলে যুক্ত হতে দেখেছিলাম এই জন্য যে, প্রত্যেকের নিজের নিজের নীতি, আদর্শ, মতবাদ অক্ষুণ্ণ রেখেও, যে কর্মসূচী সকলের গ্রহণযোগ্য তা স্থির করে অর্থাৎ ওর বেশী কর্মসূচী নিয়ে তাঁরা কাজ করবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মধারা নিয়ে যেখানে সবাই সমবেত হয়েছেন সেখানে যদি অধিকাংশের ভোটে সব কাজ চলতে থাকে—তাহলে এক অভাবিত পরিস্থিতি ঘটতে পারে। যদি লোক সেবক সংঘের নীতি আদর্শে বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয়—তাহলে লোক সেবক সংঘকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। যেমন হয়েছিল—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় ঘোষের সঙ্গে যুক্ত করে মন্ত্রীত্ব গঠনের প্রশ্নের সময়ে। সেই রকম অন্য কোনও কারণে এই রকম সমস্যা আসতে পারে।

লোকসেবক সংঘের প্রস্তাব ছিল যে, নীতি আদর্শ সম্পর্কিত প্রশ্ন সকলের সম্মতির সমর্থনে, ঐকমত্য ভিত্তিতে গৃহীত হবে; আর ফ্রন্টে গৃহীত নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতে যে কিছু কর্ম ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত হবে—তা অধিকাংশের ভোটে হতে পারবে। এম, ইউ, ডি থেকে এই মর্মের বিশদ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়—এবং প্রায় সব দলই তা মেনে নেন। তবে এম, ইউ, ডি প্রস্তাবে বিবাদটি সম্পর্কে যে দু এক জায়গায় বক্তব্য পরিষ্কার ছিল না—তা পরিষ্কার ক'রে নেবার কথা ফ্রন্টে উঠল। ঐ খসড়ার যারা লেখক (এম, ইউ, সি) তাঁরাও বললেন—সভাই ওটা পরিষ্কার করে নেওয়া হোক। বাংলা কংগ্রেস আপত্তি তুললেন যে, যে দু এক জায়গা আছে তাই থাকবে। প্রায় সকলেই বললেন—বিষয়ের বা প্রস্তাবের পরিবর্তন হচ্ছে না কেবল ভাষার দৃষ্টিতে বা ভাবকে সুসংশ্লিষ্ট করার দৃষ্টিতে কিছুটা সংশোধন করা হচ্ছে মাত্র। অন্যান্য সব দল এই সংশোধনে রাজী হলেন, কেবল বাংলা কংগ্রেস কোনো পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না। ফলে এ বিষয়টা অমীমাংসিত রয়ে গেল।

৪] প্রতি পুলিশ-থানার জন্য থানা কমিটি

এবার শেষ বিষয়টির কথা বলি। প্রতি থানার পুলিশী কাজে তদারক করার জন্য প্রতি থানায় কমিটি গঠন করা হোক—এই প্রস্তাব ওঠে। এই প্রস্তাব নিয়েই বিশেষ মোশকাত দেখা দেয়। কয়েকটি পরিচালিত বিষয়ের ভোর দিয়ে বলেন যে সি, পি, এম-এর হাতে পুলিশ বিভাগ থাকার জন্য তাঁরা নিজেদের দলগত প্রসার ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুলিশকে অকারণেই কাজে লাগাচ্ছেন। সেজন্য তার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রতি থানায় কমিটি গঠন করা হোক—তারা পুলিশের কাজ কর্ম দেখুক এবং সব পার্টি মিলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা করুক।

এই তদারকী কমিটি বিষয়ে বিভিন্ন শরিকের যে মতামত দেখা গেল

যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে পুলিশ মন্ত্রী বলেছিলেন—পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে কার কি অভিযোগ আছে—তা আমার কাছে উত্থাপন করুন—যুক্তফ্রন্ট বৈঠকেই তার আলোচনা করা হোক। যদি দেখা যায়—অভিযোগ সত্য—তাহলে প্রতিবিধান ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। তার আগে থানায় থানায় ঐ তদারকী কমিটির প্রস্তাব আপনারা কেন করছেন? তিনি আরো বলেন যে, থানায় থানায় থানা কমিটির সমস্যা তাদের পক্ষের সুযোগ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে অনেকে অনেক কিছু করতে পারে। কমিটির মধ্যে পুলিশের কাজ কর্ম বিষয়ে মতান্তর হ'লে নানা গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে ইত্যাদি। অন্যান্য কয়েকটি শরিক এ বিষয়ে বিরুদ্ধে নিজেদের বাধা মত যুক্ত দিয়ে তদারকী কমিটি গঠনের জন্য জোর দিতে লাগলেন। কয়েকটি শরিক সি, পি, এম এর সমর্থনে কথা বললেন।

অন্য কোনো বিভাগের জন্য এ রকম থানা কমিটি গঠনের প্রস্তাব না ক'রে কেবল মাত্র পুলিশ বিভাগের সম্পর্কে থানা কমিটির প্রস্তাব হওয়া সি, পি, এম, এর প্রতি শাস্তিমূলক বা অবিশ্বাসমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে এবং অনেকে মনে করেন। সি, পি, এম, বলেন এ প্রস্তাব আমরা কিছুতেই মানতে পারব না। কয়েকটি শরিকদল বলেন—এটা না হ'লে ফ্রন্ট ভাঙা রেখা রেখে।

থানা পুলিশের তদারকী কমিটি ও সংঘের অভিমত

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষে অন্তে আমাদের যা বক্তব্য ছিল তা এই—

নীতিগত হিসাবে এই থানা কমিটি গঠন আমরা সমর্থন করি। কাজের দায়িত্বকে বিকেন্দ্রিকভাবে গ্রাম্ভে তোলা গণতান্ত্রিক জীবনের একটা বড় লক্ষ্য—প্রাথমিক সময়ে এ বিষয়ে বহু অসুবিধে থাকলেও; তবে শুধু পুলিশ বিভাগ নয়—সব বিভাগের জন্যই তা করা উচিত ব'লে আমরা মনে করি।

তবে বিশেষ কয়েকটি কারণে আমরা আপাততঃ এই প্রস্তাবটি না তুলতে পরামর্শ দিই। সেই কারণগুলি এই—

ক] এই প্রস্তাব করতে গিয়ে ফ্রন্ট ভাঙা উচিত নয়

এই প্রস্তাব যখন এমন গুরুত্বপূর্ণ রূপ ধরেছে যে, এটাকে উপলক্ষ ক'রেই ফ্রন্টে ভাঙন আসবে জানা যাচ্ছে—তখন আপাততঃ এভবে না থানাই ভাল। কিছুটা অপেক্ষা করা দরকার। তাতে সাময়িকভাবে মুলতি রাখা হোক।

খ] পুলিশ মন্ত্রীর বিরুদ্ধতার মধ্যে করায় কি অবস্থা দাঁড়াবে

যদি পুলিশ মন্ত্রীর ঘোর অনিচ্ছার মধ্যে এটা প্রবর্তিত করাও হয় এবং তাতে যদি ফ্রন্ট নাও ভাঙে, তাহলেও যে উদ্দেশ্য এই কমিটি করা হবে তা বহুলাংশেই সফল হবে না। কারণ পুলিশ মন্ত্রীর যদি এই কমিটির প্রতি সহযোগিতা না থাকে এবং এই কমিটিগুলিকে অধীকার ক'রে পুলিশকে যদি অন্যভাবে চালাতে চান—তাহলে যে উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করা সে কাজ ঠিকমত চলবে না। তা'ছাড়া এখন অবস্থিত রয়েছে, পুলিশ-মন্ত্রীর সঙ্গে এ সম্পর্কে যোগাযোগ করা যাক—এবং তাঁকে আশ্বাস দেওয়া যাক যে, তাঁর কাজের সহযোগিতার জন্যই এটা করা হচ্ছে—তাহলে তিনি এতে সম্মতি না দিয়ে পারবেন না—আমাদের ধারণা।

ঐক্যের আগ্রহই ফ্রন্টের প্রাণ : তাকে বিঘ্নিত করে উদ্দেশ্য সফল হবে না

গ] তাছাড়া আমাদের মূল বক্তব্য ছিল যে, যুক্তফ্রন্টের রাষ্ট্রিয়তার নিয়ে যারা আছেন—তাঁদের মধ্যে যে যে প্রতি অভিযোগ উঠছে—যে তাঁরা সহযোগিতা করছেন না—ফ্রন্টে ঐক্য রাখছেন না—ফ্রন্টের বিধি বিধান কথাবার্তা অনুসরণ করছেন না বা করার মনোভাব রাখছেন না—তাঁদের মধ্যে যদি ফ্রন্টের ঐক্য রাখবার, বা ফ্রন্টের বিধি বিধান মানবার সত্যকার আগ্রহ না থাকে বা সেই আগ্রহ ফিরিয়ে না আনা যায়—তাহলে শুধু কতকগুলো ব্যবস্থা দ্বারা যাতে চালিয়ে দিয়ে কোনোরকমে বাঁধা ক'রে তা চালাবার চেষ্টায় যদি ফ্রন্টের উদ্দেশ্য, ঐক্য ও কার্যধারা কিছুই সফল হবে না। এইভাবে ফ্রন্ট রাখারও কোনো অর্থ হবে না। সুতরাং যদি ফ্রন্টের ঐক্য এবং লক্ষ্য পূর্ণ করার ইচ্ছে থাকে তবে এইভাবে বিকৃত সৃষ্টির ক্ষেত্র না বাড়িয়ে এ সব জিনিষ প্রথমেই করার কথা ওপর দলগুলির মধ্যে ঐক্যের আগ্রহ, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহযোগের ক্ষেত্র গঠনের জন্য সর্বাধিক আগ্রহ চেষ্টা করা হোক। এর জন্য প্রয়োজন—ধৈর্য, নিজের নিজের ক্ষেত্র তৈরী করার মনোভাব এবং অপরের বক্তব্যটা বোঝবার চেষ্টার আগ্রহ এবং প্রকাশ্যভাবে অপরকে অভিযুক্ত করার কর্মধারার সমাপ্তি; এবং সর্বোপরি, এ সম্পর্কে যারা চেষ্টা করবেন—তাঁদের মধ্যে আঘাত সহ করার জন্য খানিকটা মানসিক শক্তি।

জেদের লড়াইএ পরিণত হচ্ছিল

কিন্তু ফ্রন্ট রাখবার জন্য যা মূল জিনিষ ছিল—সত্যকার ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আন্তরিক আগ্রহ এবং এর উপযোগিতা সম্পর্কে উপলব্ধি—তার খুঁজে অভাব ঘটছিল; বরং বিভিন্ন দল পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে বিবেচনা না ক'রে বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষ্য করে পরিস্থিতি জেদের লড়াই এ পরিণত করা হচ্ছিল। সেজন্য আমাদের মূল বক্তব্য ছিল—আগে এই ঐক্যের ক্ষেত্রটা রেখা হোক তার জন্য সত্যকার চেষ্টা করা হোক এবং তারই ভিত্তিতে এই সব প্রস্তাব আসুক। নতুবা এসব কিছুরই অর্থ নেই।

বাঁধন দিয়ে কাজ হবে না : ঐক্যের আগ্রহ না থাকলে ফ্রন্ট ভেঙে দিন

আমরা যা বিশ্বাস করেছি, বলেছি, সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছি—সেজন্য সেই আন্তরিক ঐক্য গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। সে কারণে আমরা বারবার বলেছি—আপনারা যদি মনে করেছেন ফ্রন্টের মধ্যে ঐক্য নেই এবং তবে না—এবং তাই ভঙ্গ যদি ফ্রন্টকে নানা বাঁধন দিয়ে টিকিয়ে রাখতে আপনারা এইসব ব্যবস্থার কথা ভাবছেন—তাহলে আমরা বলব—এই ফ্রন্ট ভেঙে দিন। কারণ সত্যকার ঐক্য যেখানে নেই সেখানে ফ্রন্ট নামে কোনো সার্থক বস্তু সম্ভব নয়—কোড়া দিয়ে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে কাজের চেয়ে অকাজই হবে। পুলিশের তদারকের জন্য থানা কমিটি গঠন বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে যিনি যে কথাই বলে থাকুন—লোকসেবক সংঘের বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে ছিল।

(ক্রমশঃ)

———

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

সাম্প্রতিক মহিলা—

১৮ই এপ্রিল আমতা থানার তারকান্তু অভিসার থানার গ্রামের একটি বাড়ীতে হানা দিয়ে একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া শ্রীমতী শোভারাণী সাঁতরা নামে একজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছেন।

খেলনা নয়—

১৭ই এপ্রিল দুপুরে শনিবারে যে স্ট্রীটে একটি "খেলনা বন্দুকের" দোকানে হানা দিয়ে কোলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ ৭টি রাইফেল, ২টি বি বি'র বন্দুক, ৭টি শক্তিশালী ছিপলডার, ২টি ফোয়ার এবং তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে। বেআইনী অস্ত্র সরবরাহের এই বাঁটি পাওয়া গিয়েছে একজন পদস্থ সামরিক অফিসারসহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

১৯ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুরে একদল যুবক কোলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিয়ে কোলকাতার শস্তবাহিনী জনতের প্রধানার কল, ছাত্রভাত্রা জনতের উপাচার্যের ঘর ও আইন কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে আসবার চুরমার করে। গান্ধী রচনা এবং গান্ধীজী সম্পর্কিত বই পত্রে আগুন দেওয়া হয়। অন্যান্য বহু মূল্যবান বই ও সরঞ্জামাদিকেও নোড়ান হয়। ঘন ঘন বোমার আওয়াজে কর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়।

• • •

ঐ দিনই দুপুর বেলায় শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের ওপর অবস্থিত গান্ধী সাহিত্য সোদান হয়। গান্ধী সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলির ওপর হামলা চালিয়ে এই নিয়ে বই ভেঙে করা হয়। যখন বোমা চালান হয়। হামলার খবর পেয়েও আশ্চর্যজনক ষ্ট্রীট থেকে ১ ঘন্টার আগে পুলিশ আসে নি বলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকাশক-বিক্রেতারা অভিযোগ করেন। তাঁরা রাজ্যপালের কাছে অপরাধীদের শাস্তি এবং নিজেদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবী করেছেন।

• • •

জানন্দ পলিটেকনিকে ঐ কলেজেই ১৫-১৬ জন ছাত্র অন্যের ঘরে ঢুকিয়া ঘরে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে, ফেডারেল মাঠে যে তুতুর ছাপ ছেলে ফেলে দেয় গান্ধী ও নেতিনের ছবি খুলে নেয় এবং সোভিয়েট শান্তির পুস্তিকে ফেলে।

• • •

১৮ই এপ্রিল শনিবার মধ্যাহ্না গান্ধী রোডে সেটার দিয়ে ট্রাম পোড়ান হয়। কোলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও কন্যাদীন বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে গ্রন্থ গার ভাঙচুর, গান্ধী, নেহরু ও শাস্ত্রীর ছবি ও গান্ধী শান্তির পোড়ান হয় ও দুঃখার করা হয়। ট্রাম পোড়ানোর ব্যাপারে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অবাধ অরাজকতা

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশবাড়ী ও কালিয়াগঞ্জ থানার এক মাস ধরে অবাধ অরাজকতা চলছে। ডাকাতেরা দল এই দুটি থানার নিজেদের শাসন কায়েম করেছে। মধ্যকণ্ডাই, বাকড়িকান্দী, কচড়া, পোড়াকান্দা, বেলশণ্ডা প্রভৃতি গ্রাম এক মাস ধরে যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে ২০০ থেকে ৫০০ সশস্ত্র ডাকাতের দলে কলিয়াগঞ্জ থানাতেও ডাকাতের দল একই উদ্দেশ্যে হানাদের রাজত্ব কায়েম করেছে। এই থানার একটি গ্রাম লুট করার সময় ডাকাতের দল একটি বাড়ীতে আগুন দিয়ে একটি শিশুসহ একটি পূর্ণবয়স্ক নারীকে পুড়িয়ে মেরেছে দুটি থানার অধিবাসীরা থানার এজন্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিকার পান নি ওঁদের অভিযোগ এই যে পুলিশের যেকটুকু নিষ্ক্রিয়তা এই দীর্ঘ স্থান জুড়িয়ে রেখেছে।

আই, এম, সংঘর্ষ

১৮ই এপ্রিল লক্ষ্মীপুর করুণাময়ি অঞ্চলে মাধাইপুর থানি থেকে ৫০০ জন সমর্থক নিয়ে সি, পি, এম সভাগোলার একটি সভার অনুষ্ঠানে রত হলে সি, পি, আই-এর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সি,পি, আই, সমর্থক পাকড়িবি নিহত এবং বহু লোক বোমার আঘাতে আহত হন। পুলিশ অবস্থা আয়ত্বে আনে। কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

———

রাজনোয়াগড়ে সংঘকর্মীদের জনসভা

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জনসাধারণের সংঘবদ্ধশক্তির নাম হল। তারা বিশে যখন এই সংঘবদ্ধতার সাধনা চলছে, তখন শ্রীগুরু চেয়েছেন এর বিশোপ। তাঁরা চাইবেন জানি। কারণ জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান সংঘবদ্ধতায় অস্তিত্বের পরিচয় পেয়েছেন তারা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল দালালেরা, মদনবাবুরা তার বাইরে নন। তিনি বলেন, মদনবাবু এবং তাঁর আড়াল আড়া শাসনকারীরা না চাইলেও এই সংঘশক্তি বেড়েই চলবে। কারণ ব্যক্তির নিশীতের মূল্য তার অধিকার অর্জ্জন করতে চাইবেই।

শ্রীগিরিশ মাহাত্ত তাঁর ভাষণে এই জনসভা পণ্ড করার জন্যে মদনবাবু গোপীনাথবাবু-বরদাবাবুর প্রভৃতি যে চেষ্টা করেছিলেন, তা জনতার সামনে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে যেদিন সবল সম্প্রদায়ক সকলে তুলা করে মুক্ত সরিয়ে রেখেছিল, সেদিন মদনবাবুরাও ছিলেন সবভাইবের ঠিক পেছে মুখ ফিরিয়ে। সেদিন ঋষি নিবারণ চন্দ্র, সর্দ্দারাণী অতুল চন্দ্র এবং তাঁদের শিল্পরাই সবভাইবের বুকে টেনে নিয়েছিলেন। এটা মদনবাবুদের মতে পেশাদারী রাজনীতি। কুচ্ছিরীর সেবা তাঁরা করেছিলেন— মদনবাবুরা হয়তো বলবেন, গলিজ মাংসের লোভেই তাঁরা তা করছিলেন। তিনি বলেন যে মদনবাবুদের এই ইতিহাস তাঁর জানা আছে—পরাধীন ভীরুদের অনুপস্থিতিতে তাদের ইতিহাস রচনা করে তিনি অনৈতিক প্রকাশ করবেন না বলে জানান। তিনি লোকদেরকে সংঘের বিরুদ্ধে যে কোন বক্তব্য সভার সামনে উপস্থাপিত করার জন্যে মদনবাবুদের ব্যবস্থার আহ্বান জানান।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সমসাময়িক অনুসারী শ্রীসর্ব্বেশ্বর চৌধুরী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে মানুষ যেসব রাজনৈতিক চেতনার প্রথম উন্মেষ প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্র এবং সর্দ্দারজাগী অনুসঙ্গ। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রচণ্ড দমন নীতি আরেকদিকে জেলার মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, এই দুই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিরাম-হীন সংগ্রাম করে এখানকার গণতন্ত্রের তাঁরা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে তুলসা বইনা অত্যন্ত দুঃখ।

শ্রীবেষ মাহাত বলেন যে তাঁরা অঘড়ঙ্কি নিয়ে সংঘের সেবা করছেন না। লোকসেবক সংঘের নেতৃবৃন্দকে তাঁরা যাচাই করে নিয়েছেন। বহু বলের বহু নেতা ও বহু আন্দোলন তাঁরা জানেন। লোকসেবক সংঘ ও তার লেজুর্ড়ে বিচারেক শ্রেণীগুলোকে, গণতন্ত্রগুলোকে কঠিনভাবে এবং গণ-অধিকারের আক্রমণকারীগুলোকে যাচাই করে যাঁরা সোনা জেনেই সর্জ্জন গণ করেক্ষে তা তারা ধারণ করেছেন। তিনি বলেন যুক্তিবাদীন নিষ্ঠা অভিযোগকারক কুৎসাই নাজায়ক। কোন তথ্যপ্রমাণ না দিয়ে যদি মদন-বাবুকে চোরজোচ্চর বলা হয়, মদনবাবু কি তা মেনে নেবেন? তিনি বলেন মদনবাবুর কাপড়, সুট এবং ফেলুডরীন দালাল। তাই যুক্তির ছাপী উঠেছেই তাঁরা লেখ গুঁড়ে পালিয়ে গেলন। তিনি উল্লেখ করে বলেন যে এই কাপুরুষ রাজনারায়ণগড়ের ব নিন্দা না হয়েও তাঁর কুৎসার কাগজে রাজনারায়ণকে বানিয়ে বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। এর আগে যে রাজনারায়ণ গড় একদিন ঋষি নিবারণ চন্দ্রের আহ্বানে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার ঐতিহ্যমণ্ডিত নামে মদনবাবুরা কলুষ-লেপনের চেষ্টা করেছেন। এই অন্যায় দালালদের বিচারের দায়িত্ব শ্রীমাহাত জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত করেন।

শ্রীবলরাম মাহাত তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেন যে তিনি মদনবাবুর কাছে অনেকখানি প্রত্যাশা নিয়ে এই জনসভায় এসেছিলেন। মদনবাবু সালিসে নিয়ে তাঁকে তুলাদণ্ড করেছেন এবং আশাভঙ্গের বেদনা শ্রীমাহাতকে ভীষণ-ভাবে ব্যথিত করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে সভায় সমবেত হাজার হাজার মানুষের অন্তরের বেদনাই ব্যথিত করেছেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীরমণীয় চট্টোপাধ্যায় বলেন যে মদনবাবুদের আচরণ এবং সভায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণ মদনবাবুদের প্রতিক্রিয়াশীল কুৎসার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। কুৎসাগুলি এমন ভিত্তিহীন যে যে কোন মানুষ সেগুলিমাত্রই তা বুঝতে পারে। তবুও জনসাধারণের সামনে এঁরে মুখোশ খুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এই সভার উদ্যোক্তারা অনুভব করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন। তিনি জাগ্রত বিচারবুদ্ধি নিয়ে সকীয় সচেতন থাকার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। সভার পক্ষ থেকে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে, প্রভৃতি জনি দেওয়ার পর সভা শান্ত হয়।

—·—

অবাধ চাল পাচার এখনও অব্যাহত

সদর রাস্তা ও চোরাগলি নানা পথেই প্রকাশ্যে পাচার

পুরুলিয়া জেলায় কর্ডন অর্ডার ও অন্য জেলার সামন্ত পরিবার বন্ধ রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন—নরক অসহায়। কারণ এই চালের চোরাই চালান যেন এক শ্রেণী দুষ্কৃতকারীর অন্ন সস্থায় সামান্য জীবিকা অর্জনের উপায় হয়েছে—অন্যদিকে কিছু রক্ষাকর্তাদেরও হয়ত এই কাজের দ্বারা অতিরিক্ত উপার্জনেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। স্থানীয় অসনাধারণের পক্ষে যারা দেশের অসুবিধা ভোগ—চোরাই চালানকারীরা হল, বিশ, ত্রিশ এজন দলবদ্ধভাবে পাচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকার বিশেষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া যারা দেওয়া সম্ভব নয়; আর দ্বিতীয়তঃ যারা দিতে গিয়ে নিজেদেরই উল্টে ভোগ, ডাকাত বা পাচারকারীরূপে লাঞ্ছিত ও হাঙ্গামা হবার আশঙ্কা আছে।

কিভাবে পাচার কার্য্য অবাধ গতিতে চলছে—তার দু একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণতঃ সাইকেলযোগে বা ঝুড়ি বা বস্তা মাথায় নিয়ে বিভারে চাল পাচার করা হচ্ছে। সাইকেলে সাধারণতঃ ২ মণ বস্তা চাল পাচার হয় এবং চেক পোষ্টে বা যথাস্থানে ২৲ টাকা সেলামী দিলে হয়। মাথার চালের বোঝার জন্য ১৲ টাকা—এই নির্দ্ধারিত হার।

অন্যান্য চেক পোষ্টের মতই কানালী, বুড়িডি, চুরুলী, ভেঁসা, বরুয়াম প্রভৃতি সমস্ত চেক পোষ্ট দিয়ে এক সঙ্গে শনের বিশ জন সাইকেল আরোহী বা পরাতিক মাথায় বোঝা চালিয়ে নির্ব্বিঘ্নে চাল পাচার করছে। অন্য জায়গা মধ্যে মাঝে মাঝে রাত দেখানোর জন্য ৪৷৫ দু'টা জনকে বন্দ পাকড় করা হয় এবং মোটা টাকার বেল দেবে বলে পাচারকারী ছাড়া পায়—নতুবা কিছু কারাদণ্ডাদেরও ভোগ করতে হয় এই রকমের কিছু ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত অন্ধ জানি করে রেখে পারেন। সংবাদ এই প্রকার—

১) গত ১৯ এপ্রিল বুড়িডি চেক পোষ্টে এক জন পাচারকারী সাইক্লিষ্ট ধরা পড়ে। অনেক দরবস্তের পর ৩০০ টাকায় চুক্তি হয়ে সে ছাড়া পায়।

২) গত ২২শে এপ্রিল ২ জন সাইক্লিষ্ট এবং ১ জন পরাতিক চুরুলী চেক পোষ্টে ধরা পড়ে। সাইক্লিষ্ট ২ জন প্রত্যেকে ৭২৲ টাকা করে দক্ষিণা দিয়ে ছাড়া পায়—আর পরাতিক কোনও টাকা পয়সা দিতেনা পারায় তার ২৫ কে জি চাল "বাজেয়াপ্ত" হয়।

৩) গত ৩০শে এপ্রিল তারিখ ঘ ঘরীর (চন্দনকিয়ারী) এক ব্রজ পুরোহিত নিবাসের প্রায় ১৫ কেজি চাল নিয়ে যাবার সময় কানালী চেক পোষ্টে ধরা পড়েন। তাঁর চাল 'বাজেয়াপ্ত' করা হয় এবং ১২৲ টাকা 'জরিমানা' দিতে হয়। এই ব্রাহ্মণের যাযবজুড়ী গ্রামে আঁধ নিবার এবং বর্ত্তমানে ঘ গরীতে বাস করছেন।

পুরুলিয়া শহর থেকে সাইকেল বাহিনী চাল নিয়ে নিয়মিত পাচার করছে। তারা যথারীতি সাইকেল পিছু আট আনা এবং কখনো বেশ এবং এই চাল পাচারের সঙ্গে নাকি অনেক ও, পি, এজেন্টও জড়িত আছেন।

এই সংবাদ যা অভিযোগগুলির সত্যতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যথাবিহিত তদন্ত করে দেখতে পারেন।

—·—

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
Stockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল

মে দিবসে স্মরণীয়

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রমিকদের শ্রমশক্তিকে যে যখ করে লাভের পাহাড় গড়ে তোলার প্রবণতা পুঁজিপতি ও সামন্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়ারের মজ্জাগত। সামন্ততন্ত্রের যুগ যুগোনীর বেগুলিদের মতো আমাদের দেশের রাজা-জমিদার-লালসাদের-তাও দরিদ্র প্রজার শ্রমশক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করতেন বিনামূল্যে—নাম ছিল তার বেগার। খাজনার মতো এই বেগারও ছিল সামন্তপ্রভুদের অবশ্য প্রাপ্য। খাজনা বরং কখনো কখনও, বেগারের হাত থেকে রেহাই ছিল না একেবারেই। "শিল্প বিপ্লবের পর এই শ্রমিকশোষণের তল গেল পাল্টে। শিল্পবিপ্লব উৎপাদনকে করলো ত্বরান্বিত, আর আর পরিমাণকে দিল বাড়িয়ে। ফলে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেল আশাতীতভাবে। এই বর্দ্ধিত উৎপাদনের ভাগদক্ত অংশ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করলেন শিল্পপতিরা। কেবল তাই নয়, শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগে তিনকে নিয়ে লাভের পাহাড় আকাশছোঁয়া করতে লাগলেন তাঁরা। কাজের সময়সীমা নির্দ্ধার করলো শিল্পপতির লাভের তৃষ্ণার ওপর। এইভাবে শ্রমশক্তিকে দুর্দ্ধি থেকে শোষণ করে ফেঁপে উঠতে লাগল শিল্পপতিদের লাভের অঙ্ক।

সময়সীমা না মেনে শ্রমশক্তিকে নিঃশেষে শোষণ করার বিরুদ্ধে প্রথম শ্রমিক সংগ্রাম ঘোষিত হয় এই পশ্চিমবাঙ্গলায়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কাজের সময়সীমা দৈনিক ৮ ঘন্টা নির্দ্ধারণের দাবীতে বম্বইতে কারখানার শ্রমিকেরা। কার্লমার্কস তখন শোষণের বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারে লণ্ডনের ব্রিটীশ মিউজিয়ামে মহাব্যস্ত এবং এর আগেই (১৮৪৭) প্রকাশিত করেছে মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমেরিকার ফেডারেশন অফ লেবার সংগঠন ১৮৮৬ সনের ১লা মে থেকে কাজের সময়সীমা দৈনিক ৮ ঘন্টা নির্দ্ধারণের দাবী করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মার্কস তখন লণ্ডনেকে, প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর অমর গ্রন্থ "দাস ক্যাপিটাল।"

আগের প্রস্তাব অনুযায়ী আমেরিকার ফেডারেশন অফ লেবারের ডাকে, কাজের সময় ৮ ঘন্টা নির্দ্ধারণের দাবীতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে উত্তাল হয়ে উঠলো মার্কিন শ্রমিকসমুদ্র। বর্ম্মঘট আর বিক্ষোভে তীব্র আকার ধারণ করলো শ্রমিক আন্দোলন। আন্দোলনের ধার ভোঁতা হোল শিকাগো সহরে। শিকাগোর বর্ম্মঘটী শ্রমিকদের ওপর ক্যাঁপিয়ে পড়লো নগর পুলিশ বাহিনী—দেদিন মে মাসের তিন তারিখ। এই বর্বরতার প্রতিবাদে ৪ঠা মে শিকাগোর যে মার্কেট স্কোয়ারে অগণিত নিরস্ত্র শ্রমিকদের জমায়েত। পুলিশ বীরত্বের এক ক্রমব করলো এই জনসভা। অত্যাচারে নিপীড়নে শিকাগোর শ্রমিকের জখম মরিয়া। প্রত্যুত্তোল পুলিশ শ্রমিক খণ্ডযুদ্ধ। পার্সন্স, স্পাইজ, ফিশার ও এঞ্জেল নামক কলের নেতাদের মার্কিন সরকারের ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। যে মার্কেট স্কোয়ারে অগণিত নিরস্ত্র শ্রমিকদের রক্তাক্ত পরিচ্ছন্ন উড়িয়ে দেওয়া হোল পতাকা করে, তন্মু হোল লাল পতাকার।

১৮৮৯তে ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার ফেডারেশন অফ লেবারের "সেন্ট লুই সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হোল। ৮ ঘন্টা কাজের সময়ের দাবীতে ১৮৯০ এর ১লা মে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তাব আবার গ্রহণ করা হোল এই সম্মেলনে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই, ফরাসী বিপ্লবের শতবার্ষিকী। পৃথিবীর ২০টি দেশ থেকে এলেন ৩৯১ জন শ্রমিক প্রতিনিধি। প্যারীতে প্রতিষ্ঠিত হোল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। কার্লমার্কসের জামাই ডাঃ এভেলিং প্রস্তাব করলেন ১লা মে আন্তর্জাতিক যে দিবস পালনের। প্রস্তাব সুরীত হোল। আজ আমরা স্বরণ করি সেই ইতিহাসকে, স্বরণ করি সেইসকার সংগ্রামী শ্রমিকবীরদের।

—·—

লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব

পুরুলিয়ায় তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান

গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া লেনিন জন্মশত-বার্ষিকী উৎসব কমিটির উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী লেনিন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠান উৎসবের জন্য শ্রীবৈকোনস্থ মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন—কিন্তু তাঁকে ঐ সময় তারতের বাইরে যেতে হওয়ায় তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয় নি। কমিশনাত্রিত সোভিয়েত কনসাল জেনারেল এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অক্ষম হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অনুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন।

১৮ই এপ্রিল সকালে যুবিলী ময়দান থেকে লেনিন-পিস শোভাযাত্রা বেরিয়ে সহরের আশপাশের পরিক্রমা করে। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় এক সহস্র ছাত্র এই শিশু শান্তিযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে।

গত ১৮ই এপ্রিল বৈকালে জগদীশ হলে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রীঅশোক চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিতাই দাস গাঙ্গুলী, অন্যান্যদের মধ্যে ছাত্র প্রমুখেরা মন্তব্যতি লেনিনের ঐতিহাসিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সন্ধ্যা ৭৷৩০ ঘটিকার সময় রবীন্দ্রভবনে লেনিন শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীঅশোক চৌধুরী। এই প্রদর্শনীতে বৈশব থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত লেনিনের সমগ্র জীবন চিত্র কয়েকটি তুলাপাত্র ফটোগ্রাফ সহকারে প্রদর্শিত হয়। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় রবিবার সাহিত্য মন্দিরের প্রাঙ্গনে তন বিপ্লব ও লেনিনের গুরুত্ব সংক্রান্ত আলোক চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৯শে এপ্রিল সকালে স্থানীয় সমবা ডাকঘর মাস্টার সোনীর অনবদ্য রচনা "মাস্তার" ফিল্ডই প্রদর্শিত হয়। বৈকালে রবিবার শান্তিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে এক আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। "আজীর মুক্তি আন্দোলনে লেনিনের অবদান"—আলোচনা চক্রের আলোচ্য বিষয় ছিল। এই আলোচনা চক্রের প্রধান বক্তা ছিলেন—খড়গপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থ-নীতির অধ্যাপক শ্রীকন্যাধ দত্ত। তিনি এক বিস্তৃত ভাষণে লেনিনের বৈচিত্র্যময় বৈপ্লবিক জীবনের মধ্যে ও ভারত প্রভৃতি ঔপনিবেশিক দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সমবাত্তাহানে সাফল্যান্বিত করে তোলায় বিশেষ সাহায্য করেন। এই আলোচনা চক্রে শ্রীনিতাই দাস গাঙ্গুলী প্রমুখ কয়েকজন বক্তৃতা গ্রহণ করেন এবং শ্রীঅশোক চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। বাক্তিরেলা জগদীশ হলে "ব্যাটল শিপ পটম্-কিন" নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ম প্রদর্শিত হয়।

গত ২০শে এপ্রিল তারিখে শান্তিত্য মন্দিরের অঙ্গনে অনুষ্ঠিত কলিকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা "নন্দীকা" "লেনিনের আহ্বান" নৃত্যনাট্য জগদীশ হলে পরিবেশন করেন। কলিকাতা থেকে শিল্পীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এখানে আসেন। এই অনুষ্ঠানের পর আমলাপাড়া ইউনিটে "শিক্ষাবরত উ ঘত" এই একাঙ্ক নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

—·—

কাম্বোডিয়ায় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম

কাম্বোডিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান নিজ নেতৃত্বে সিহানুক গণতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ নীতির পর তিনবছর নৈশেহা কাম্বোডিয়ার সৈন্যবাহিনী তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি অবশেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দ্দেশে মার্কিন ছত্রী সৈন্য ও রক্ষিত ভিয়েতনামী সৈন্যরা কাম্বোডিয়ায় প্রবেশ করেন। মার্কিন সমর শক্তির দাবী করেছেন যে ইতিমধ্যেই ছয়-শতাধিক বন্দী হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং খাস মার্কিন ছাত্রেরা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের এই কাজের নিন্দা করেছেন এবং বিক্ষোভও প্রদর্শিত হয়েছে।

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় প্রচণ্ড কালবৈশাখী

গত ১৪ই বৈশাখ পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বৎসরে প্রথম কালবৈশাখী ঝড় বেগে প্রবাহিত হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট ব্যাপী প্রবল ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হয় এবং বহু গৃহের চাল উড়ে যায়। এই পূর্ত-জুে যে সকার এসেছে তাকে আনাই, তারবাদ, বাঁকলাগড়া, কুইসুর, অর্জুনডোঙা, তুলবরার প্রভৃতি গ্রামের বেড় দুই শত গৃহের চাল সম্পূর্ণ উড়ে গেছে বা বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই কালবৈশাখীর ফলে বরাবাদার ধনাই তুলবরি গ্রামের একটি বাড়ীর ছাদ ভেঙে পড়ায় আট বৎসর বয়স একটি বালক প্রাণ হারিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

ঝড়ের পর বহু স্থানে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। দীর্ঘ দুই আড়াই মাস ব্যাপী একটানা খরার পর এই বর্ষণে এক দিকে যেমন কৃষ কার্যের কিছু সুবিধা হয়—সেই সঙ্গে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ সাময়িকভাবে স্তিমিত হওয়ায় সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

পলিটেকনিকের পরীক্ষা ভণ্ডুল

গত ৩ শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া পলিটেকনিকের টেষ্ট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ ও নানা অশান্তি ও উপদ্রবের জন্য পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। প্রকাশ, পলিটেকনিকের টেষ্ট পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে প্রশ্নপত্রগুলি দীর্ঘ সময় হয়েছে বলে পরীক্ষার্থীরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানালে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল তাদের অভিযোগ বিবেচনা করা হবে বলে ছাত্রদের আশ্বাস দেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা নাকি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। প্রকাশ, তারা প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র প্রভৃতি ছিঁড়ে ফেলে, খরচা জানালার কাঁচ ভাঙে, টেলিফোনের তার কেটে দেয় এবং নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে। ইতিমধ্যে কে বা কারা বন্দুকের একটা গুলি ছোড়ে।

এই পরিস্থিতিতে টেলিফোন মিস্ত্রী টেলিফোন লাইন মেরামত করতে এলে ছাত্রেরা নাকি তাকে বাধা দেয় এবং তাদের সাথে ইন্সপেক্টারকে (ডি-আই-বি) ছাত্রেরা মারধোর করে এবং তাঁর সাইকেল কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। পলিটেকনিকের জনৈক অধ্যাপকও ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন বলে শোনা যায়—কিন্তু তিনি নিজে কোনও অভিযোগ করেন নি।

পরিস্থিতি ঘোরালো আকার ধারণ করলে স্বয়ং পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পুলিশ বাহিনীসহ ঘটনাস্থলে যান। ইতিমধ্যে বিক্ষোভকারী ছাত্রেরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি হোস্টেলের ছাত্রদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বিক্ষোভ, উপদ্রব ও পুলিশ অফিসারকে প্রহারের ব্যাপারে অংশ গ্রহণের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং নাকি বলে যে সন্ধ্যবাসী ছাত্রেরাই ঐ সব উপদ্রবের জন্য দায়ী।

পুলিশ পৌঁছবার পর অবশ্য শান্ত হয় এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ অফিসারকে প্রহারের জন্য দায়ী ছাত্রদের পুলিশ অনুসন্ধান করছে—তবে এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয় নি। পলিটেকনিকের টেষ্ট পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, উপরোক্ত ঘটনার সময় ও তাহার পূর্বে দুর্বিনীত কিছু ছাত্র ও যুবকদের পলিটেকনিকে ঘন ঘন যাতায়াত হয়েছিল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির জনসভা

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৩০শে এপ্রিল রাম মহাশয়ের এক জনসভা হয়। এই সভায় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান বক্তা ছিলেন। সভার বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কৃষক সভা

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টপার্টি জেলা কৃষক সভার অধিবেশন গত ৩০শে এপ্রিল বলরামমুড়ের হাটচালায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবেরুক্ষ কোঙার প্রধান বক্তা ছিলেন। সভার বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জয়পুর ব্লক কমিটিতে দাবী সমর্থিত

গত ৮ই এপ্রিল তারিখে জয়পুর ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির জয়পুর ব্লকের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি; ব্যাপক অন্নকষ্ট, অনাহার মৃত্যু, কার্যোর ও জীবিকা অর্জনের উপায়ের অভাব, প্রকৃতি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জয়পুর ব্লককে অবিলম্বে খরা অঞ্চল ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানানো হয়।

জয়পুর ব্লক কমিটিতে খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে বহু দলের প্রতিনিধিই অবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করে খরা অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং প্রকাশ একমাত্র ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিনিধি ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন যে খরা অঞ্চল ঘোষণা করা পরিস্থিতি উদ্ভব হয় নাই। এই প্রসঙ্গে পি-এস-পি দলের প্রতিনিধির সহিত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধির তীব্র বচসা হয়। শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী ব্লক প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে খরা অঞ্চল ঘোষণার দাবী সমর্থিত হয়।

অনাহার মৃত্যুর প্রস্তাব স্থগিত

জয়পুর ব্লক কমিটির উপরোক্ত সভায় জয়পুর ব্লকে অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপিত হলে পূর্বের ন্যায় জারী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি বিরোধীতা করেন। অন্যান্য সকল দলের পূর্ণ সমর্থন থাকলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধির অনমনীয় মনোভাব বিরোধিতার জন্য প্রস্তাবটি স্থগিত রাখা হয়।

কালদায় অনাহার মৃত্যু

পুরুলিয়া হাস মহাশয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জনৈক ভাষণদাতাকালে শ্রীপ্রবীর মন্ডিত, এম, এল, এ বলেন যে কালদা থানায় অনাহার মৃত্যু ঘটেছে এবং সেই সম্পর্কে কালদার বি, ডি, ও-র সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি প্রতিনিধিদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করেন। এই অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে বিশদ কোনও তথ্য তিনি অবশ্য পেশ করেন নি।

———•———

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ

৯, পঞ্চানন তলা লেন

কলিকাতা—১২

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

কর্মীর নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধিত জাগ্রত
প্রাণ্যবান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষন দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

সোমবার, ১১ই মে '৭০
২৭শে বৈশাখ ১৩৭৭

বার্ষিক -৬.৷ সডাক—৭৷
নগদ—১০ পয়সা

যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্য্যাদা গ্রহণ করে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে। রক্তপিপাসু মৃত্যুর মদ্য দিয়ে! কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে ভুল না করি। .....লোভের ভাণ্ডারকে রক্ষা করবার জন্যে জগৎ জুড়ে অস্ত্রসজ্জা, যুদ্ধের আয়োজন চলল। সেই ঐশ্বর্য্য আজ ভেঙেচুরে তার জ্যাবশেষের তলায় মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরুলিয়ায় এখনও অনাহার মৃত্যু চলছে

রাঙ্গাটাঁড় গ্রামে শ্রীনীলু নালিতের শোচনীয় মৃত্যু

রিলিফ স্কীমে ইতিমধ্যেই দুর্নীতি সুরু হয়েছে

গত ১ই মে তারিখে সকাল ৯ ঘটিকায় রাঙ্গাটাঁড় গ্রামের শ্রীনীলু নালিত (৩৭) অনাহারে মারা গেছেন। জয়পুর ব্লকের উপর কাহন অঞ্চলের রাঙ্গাটাঁড় গ্রামের শ্রীনীলু নালিতের পরিবারই সবচেয়ে দুঃস্থ পরিবার। তার স্ত্রী শ্রীমতী মোহিনী নালিত (৩০) অন্ধ এবং তার একমাত্র কন্যা ও তার স্বামী কয়েক বৎসর পূর্বে মারা যাওয়ায় তাদের পুত্র শ্রীমান লালু নালিত (১) দুঃস্থ হয়ে অপরের নিকট বাস করছিল। এই পরিবারের নিজস্ব বসবাসী জায়গা জমি কিছু না থাকায় গ্রামের মননা মেসায় সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

নীলুর পুত্র সূর্য্য নালিত নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে রোগীদিন আলাদা হয়েছিল—তবে তার নিজ আয়ের যৎসামান্য অংশ মাঝে মাঝে পিতা-মাতাকে দিত—তবে সে সাহায্যের কোনও মূল্য ছিল না।

নীলুর অন্ধ স্ত্রী গ্রামে ভিক্ষা করে যা পেত—তাতেই সংসার চালাতে হোত—তবে অধিকাংশ দিনই অনাহারে কাটাতে হোত। মাঝে মাঝে রোহিত লালু বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভিক্ষায় বেরোতে পারতো না—অন্যদিকে রোগীদিন অনাহারে অর্দ্ধাহারে অর্দ্ধাহারে নীলুর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্ব থেকে প্রায় তের চৌদ্দ দিন শয্যাশায়ী থাকে। গ্রামের লোকেরা যা প্রতিবেশী ঘরপ্রত্যুত হয়ে যে সাহায্য করতো—তার উপর নির্ভর করেই এদের দিন চালাতে হোত। এই দুঃস্থ পরিবারে কোনও সরকারী সাহায্য অথবা সরবরাহী সাহায্য পেতে না। ১৩৭৭ সালের খরার সময় কিছুকাল জি-আর পেয়েছিল।

শেষ অবস্থায় সাহায্য

রাঙ্গাটাঁড় গ্রামে ঢেউ রিলীফের কাজ পরিদর্শনের সূত্রে ৯ই মে এসে লোকনেবক সঙ্ঘের কর্মী ও ব্লক কমিটির সদস্য শ্রীরামপদ ভাণ্ডারী এই দুঃস্থ পরিবারের কথা জানতে পারেন এবং নীলু নালিতের প্রায় শেষ অবস্থা দেখে এই পরিবারকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেন এবং জয়পুরে গিয়ে ব্লক কর্তৃপক্ষকে এসম্পর্কে জানান। ৭ই মে তারিখে ব্লক থেকে জরুরী সাহায্যমঞ্জুর ও কেজি গম মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় তখন পরাণ ছাড়া আর কিছু গণাধরবরণের অবস্থা আর নীলু নালিতের ছিল না—সুতরাং সরকারী সাহায্য আর তার কোনও প্রয়োজনে আসে না। যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল—তাই দিয়ে এই অবস্থায় নীলুকে কিছু বলের রস ও বার্লি খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল—কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রীকে তাতেও রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। দুঃখের বিষয় যে সেই তারিখের সকালে চরম বাহিন্যপীড়িত ও অনাহারক্লিষ্ট নীলু নালিতের মৃত্যু ঘটে।

অনাহার মৃত্যু ও ব্লক কর্মকর্তা

জয়পুর ব্লকের উপর কাহন অঞ্চলের খরাপীড়িত বিস্তারণ হই ও দুর্গতি হওয়া সত্তেও এই অঞ্চলে ডি, এল, ডব্লিউ চার্য রাস্তিজাগরীন ও কর্তৃপক্ষের মুক্ত কাজ করে চলছে—ডিল্ড প্রশাসনের ফলে এইসব ব্যাপারে দেখবার কেউ কোথাও নাই। বড়চাঁড় গ্রামের শ্রীনলমোহন মাহাত—এই উপর কাহন অঞ্চলের ডি, এল, ডব্লিউ অর্থাৎ গ্রাম-ভিত্তিক কর্মী। কিন্তু আচারে ব্যবহারে গোত্যকে পরিচ্ছন্নে এঁর গ্রামের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বিভা কর্পণ্ডক্ষিত মতো টেবিলের শার্ট প্যান্ট পরে মেমো সাহেব সেজে সিগ্রেট-চায় মোড়ের বিশের কোনও দোকানে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাস (ও জুয়া ?) খেলা ও চা-বিড়ি ধ্বংস করে ইনি গ্রামের কাজ করেন। এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কাছে এই গ্রাম ভিত্তিক কর্মীর টিকি পর্য্যন্ত দেখার সৌভাগ্য হয় না। সুতরাং রাঙ্গাটাঁড় গ্রামের অনাহারে মৃত্যু-পথ যাত্রী শ্রীনীলু নালিতের সংবাদ এই আধা-সাহেব ডি, এল, ডব্লিউ রাখবে কি করে? সরকারী অর্থে এই সব অপদার্থ, অমানুষ ও শয়তানদের পোষা হচ্ছে!

গত ৮ই মে বৈকালে ব্লক কর্তৃপক্ষের রাঙ্গাটাঁড় গ্রামের চাঁড়পড়িয়া বিলিফ স্কীমটি পরিদর্শনে আসেন। এই জীর সম্পর্কে গ্রামবাসী ও কর্মীদের নানা অভাব অভিযোগ জানাবার ছিল—কিন্তু সে সুযোগ পান নি। জীদের সে মাষ্টার শ্রীনন্দলাল মাহাত নিজের বাড়ীতে এঁদের কুবিরাজে আপ্যায়িত করেন—কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে অনাহারে মৃত্যু পথযাত্রী শ্রীনীলু নালিতের সংবাদ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ বা অবকাশ এঁদের হয় নি।

রিলিফে দুর্নীতি

টেষ্ট রিলিফ স্কীম শুরু হতে না হতেই বহুক্ষেত্রে অবাধ দুর্নীতি সুরু হয়েছে। রিলিফ স্কী মর গম চোরাইভাবে অর্দ্ধেক দামে অর্থাৎ বর পয়সা কেজি করে বাজারে গোপনে বিক্রয় শুরু হয়েছে। অবাধ রিলিফের গম নিয়ে গাড়ার হয়ে ঢিবার বা প্রান্ত বাড়ীর কাজে লাগানো হচ্ছে এমন ঘটনাও ঘটছে। এবারে টেষ্ট রিলিফ স্কীমের সে-মাষ্টার, মোহরার প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন দর্শী সে মাষ্টার প্রভৃতিরা বেনামদারহরণে কাজ করছে এবং রিলিফের নামে অবাধ লুট চলছে। অবশ্য মজুরদের চৌথাই হিসাব মাপে ও গমের ওজন কম দিয়ে নানাভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

———•———

জয়পুর ব্লকের বড়গ্রাম অঞ্চলের ছুটকা বাঁধ; রাঙ্গাটাঁড় গ্রামের চাঁড়পড়িয়া বাঁধ; সিংহাগরার গান্ধীবাঁধ প্রভৃতি সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ পেয়ে সেই সম্পর্কে তদন্তাদি করা হয়। কর্তৃপক্ষের নিকট আবারের জন্য কি-পাই-পাঠানো হয়েছে এবং সেই সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবিলম্বে গৃহীত না হলে আগামী সংখ্যায় সেই সব রিপোর্ট প্রকাশিত করা হবে।

অনাহার মৃত্যু চাপা দেবার প্রয়াস

এই জেলায় অনাহার মৃত্যুর ঘটনাগুলি চাপা দেবার জন্য যে সরকারী চেষ্টা চলছে আগামী সংখ্যায় তা প্রকাশ করা হবে।

—•—

সম্পাদকীয়—

পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে আমরা মানবেন্দ্রিকের মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধানুত অন্তরে স্মরণ করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে; তাঁর সাধনা ও চিন্তার এবং বৈচিত্র্যময় বিবিধ কর্মের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাকেই মূর্ত করে তুলেছিলেন। তবে হৃদয়, ছন্দে ও সাধনায় আমাদের তী নের মহত্তম তিনি বিকশিত করেছিলেন। তাঁর কাব্যের মাধুর্য্য ও সত্যিকের মুখা ময় বেশ ও ভাতিকে মুগ্ধ, অভিভূত ও স্তম্ভীবিত করে তুলেছিল। আমাদের সমস্ত সুখ দুঃখের বেদন তিনি নিবিড় অংশীদার হয়েছিলেন—তেমনি জাতীয় বিপদের দিনে তিনি বন্ধু ও সম্বটের দিনে দিশারী ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশে অসংখ্যাণী এত যুদ্ধ, রক্তপাত ও হানাহানির মধ্যে তিনি সভ্যতার চরম সঙ্কট উপলব্ধি করে বিশ্বনাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—কিন্তু সেই মর্মন্তুদ নাশের সম্মুখীন হয়েও তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। মানব ও মানবতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও অগাধ বিশ্বাসের প্রদীপ শতাব্দীর নৈরাশ্য ও অন্ধকারের মধ্যেও অনির্ব পূর্ণ দিগন্তে নবাগতের ঊষার বার্তা এই মৃত্যুর প্রত্যুষে ব্যক্ত করেছিলেন। সুতরাং আজ আবার দেশ ছোড়া ও বিশ্ব জুড়ে হিংস্রতা, দীনতা, দুর্ব্বিপ্রক প্রকৃতি মানবজাতিকে যখন কলুষিত ও বিপন্ন করছে—সেই সময়ে আমরা বিশেষ করে স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথকে এবং পঁচিশে বৈশাখের এই নির্মল প্রভাতে শান্তিময় উজ্জ্বল পৃথিবীর নিত্য নিঃর ধ্বনি" থেকে মানবজাতি পরিত্রাণ লাভ করুক—এই প্রার্থনা করি।

অ, চ,

কাদের জন্য এই ত্রাণ ব্যবস্থা?

ঝাড়গ্রাম অনিত পুলনিয়া জেলা ও বাঁকুড়ার কিয়দংশ জুড়ে যে দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থা বিরাজ করছে—তার সার্থক মোকাবিলা করার জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্রকে উদ্যুক্ত ও সক্রিয় করে তোলা এক অতি দুরূহ ব্যাপার। অবশ্যই পাশবের কাছ নিশ্চয় আমলাতন্ত্র মানুষের দুঃখ ও বেদনার অংশীদার হয়ে ত্রাণ ব্যবস্থার অগ্রণী হতে যখন সবেমাত্র সুরু করেছে—তখন আমলাতান্ত্রিক নীচুতলার প্রশাসন যন্ত্র উৎসাহ ও ভালো-বাসার নিয়ে ত্রাণ ব্যবস্থার নামে কীর্তিবোই লুটের তন্ত্র কায়েম করেছে। মাত্র দু'তিন সপ্তাহ কোন—এই তেলের বিনিময়ে কাজকর্ম সবেমাত্র সুরু হয়েছে—কিন্তু ইতিমধ্যেই নানাভাবে সাকা চুরির ব্যবস্থা সুরু করেছে। অথুরে বিষাদের ছাত্র এই চুরীকে যুক্তফ্রন্ট দূর করার ব্যবস্থা না করলে—এটা সাধা সরল বিস্তার করে রক্তক অন্তরে বাইরে চলে যাবে।

আর্ত, দুঃস্থ ও অনহায় নরনারীর জন্য খয়রাতী সাহায্য বা ট্রেট রিলিফ বাবদ যে অর্থ ও খাদ্য শস্য বরাদ্দ করা হচ্ছে—তা সে মাইার, জীদার ও মোতাহারদের অবার সুরু নয় অপূর্ণ সুযোগ এনে দিচ্ছে। আর সে মাষ্টারদের চুরির সাদম ওখনই ধরে পারে না যদি ব্লকের ওভারসিয়ার, রিলিফ ইন্সপেক্টার কমু খের যোগসাজস না থাকে। অন্নরাজাবে খয়রাতী সাহায্য ও কি-আর বণ্টনে ভি-এল-ক্লুটি এরা সর্বত্রই কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে বসে কি-আর স্লিপ তৈরী হচ্ছে কৃষি পাদের বেওয়াজ—বড় জোর গ্রামে গিয়ে সেখানে কোনক ভিক্ষুগীর আর্জি গ্রহণ করে— তার কতকজন মুনিব, বাগান বা অনুগতদে নাম তালিকা-ভুক্ত করে তারপরায় করে। গ্রামের প্রকৃত দুঃস্থ, অনাথ, আতুরদের নাম এরা কখনও যোগাযোগ করে না। তাদের কি-আর তালিকায় নাম তোলাবার জন্য রুকিয়া আদায়ের বেওয়াজ ও আছেই। সাধারণভা অঞ্চল প্রধানেরা এবং ব্লক বিশেষে অঞ্চল কমিটির কনভেনারেরাও এই দুর্নীতির অভিযানে লিপ্ত থাকেন। অবশ্য সমস্ত নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম আছে—তেমনি সত্ত শত্ত তি এল অফিসার এবং মধ্যে দু এক জন প্রকৃতই সৎ, ত্যাগ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মী নিশ্চয়ই আছেন—কিন্তু এঁদের সংখ্যা নগণ্য। ব্লকের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষদের বিভিও বা এ-ই-ও প্রভৃতিদের মধ্যে প্রকৃত সেবাসুলভ ভাব খুবই অল্প। সাধারণতঃ দিনগত পাপক্ষয় এবং মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ চালিয়ে যান—ফলে অন্যায় ও দুর্নীতিরোধে তাঁদের কোনও আগ্রহ বা প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ক্ষেত্র বিশেষে দু একজন বিভিও-র ব্যতিক্রম এই সব দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে—ফলে অবাধে দুর্নীতি চলতে থাকে। এই পরিস্থিতির অন্ত, অন্যায় ও দুঃস্থ নরনারীর স্বার্থ ত্যার কোনও উপায় থাকে না এবং সমগ্র ত্রাণ ব্যবস্থা যেন ত্রাণ ব্যবস্থাকারীদের শোষ মাস ভোগের ও অন্যায়-দের সক্রিয়নাদের মরশুম হয়ে ওঠে।

অ, চ,

বিপ্লবের নামে

পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে বিপ্লবের নামে যা ঘটছে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় যা দেখা দিচ্ছে, তাতে কোনটা জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক নয়। লাল চীনের রাষ্ট্রপ্রধান মাও-সে-তুঙ যেখানে সংস্কৃতিপ্লব সুরু করেছিলেন এবং এখনও তা দেখা হয়নি। মাও বিরোধীদের যতই চক্রান্ত করা হয়েছে এবং তাঁরা আজ অনেকটা পিছু হটে গেছেন। কিন্তু সংস্কৃতিবিপ্লবের প্রভাব সেখানে সৃষ্টি করেছে যেটি মহাধ্বংস নাম ইয়াং সেনের জাতীয় সম্মানকে, সুদূর করে মিঃতার মর্য্যাদাকে। তাঁ নাম ইয়াং সেন কিন্তু কম্যুনিষ্ট ছিলেন না, মাওও কম্যুনিষ্ট তো দূরের কথা। অক্টোবর বিপ্লবের সময় এবং বিপ্লব পরেও লেনিন আর পার্লমেন্টের নির্দ্বন্দ্বতাকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন এবং ম্যাক্সিম গোর্কীকে পেয়ে তাঁর বিপ্লবীরা অপমান করেন নি অত্যন্ত টনষ্টয়ের।

মাঞ্চুরিয়ান-সেনিবাহিনর নাম নিয়ে মাওবাদী নকশালপন্থীরা যে অপমান করছেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও স্বভাষচন্দ্রের। অপর নকশালপন্থী তাত্ত্বিক নেতা শ্রীঅসিত সেন সম্প্রতি বলেছেন যে নকশাল ছাত্রদের এই আন্দোলন অন্ত। আমরা মনে করি শুধু ছাত্র নয়, এ আন্দোলনের গতির বেগধারণ করছে একটা দুর্নিবার অন্ধ আক্রোশে। সে আক্রোশ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধ হতে পারে, হতে পারে কোন মতাদর্শের বিরুদ্ধে। এর তাকার পশ্চাতের মধ্যে এই আক্রোশটাই চোখে পড়ে। তাবাবেগ যেন কবিতা নয়, আক্রোশও নয় চিত্র। বিপ্লব বিপ্লব করে চিৎকারে করলে, কোন পরিবর্তন আনবে না এ থেকে। যে যতবড় পিস্তলই কোন, রবীন্দ্র নাথ, গান্ধীজী ও নেতাজীর অপমান হলম ক ত মতো অপশ্যন আজি জীবনে আনেনি এখনও।

নকশালপন্থীদের কাজের প্রতিক্রিয়ায় ম সবে নেমেছে কংগ্রেস-পরি চালিত ছাত্র পরিষদ। লেনিনের ছবি ও কুলপ্রতিকা পুড়িয়েছে তারা। মেয়রের মাথা কাটিয়েছে গান্ধীজীর ইম্পাতের মূর্ত্তির আঘাতে, বেদী থেকে ফেলে তিন টুকরো করেছে রাষ্ট্রপ্রধান ইংরেজ-নাথের মূর্তি এবং গান্ধীজী ি ভয় ভুলি ঁরে ছুঁড়েছে বোমা আর দোকার বোতল।

নকশাল-পন্থী ও ছাত্রপরিষদের কার্যকলাপে বিপ্লবী লেনিন ও গান্ধীজী ওপারে দাঁড়িয়ে হয়ত লজ্জায় অধোবদন হয়ে আছেন। লজ্জা শু ওরের কোনও অস্ত্র নয়, এদের কাজের সুস্থ সবল প্রতিরোধের অপারই এ লজ্জার বড় কারণ।

নে, চ,

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির নির্ব্বাচন বৈধ—

সুপ্রীম কোর্টের রায়

শ্রীগিরির নির্ব্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে যে আপিল করা হয়, তার রায়দান করে স্পেশাল বেঞ্চ একমত হয়ে তাঁর নির্বাচনকে বৈধ ঘোষণা করেছেন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সরকারী অর্থ ফাঁকি দিয়া বেষাইনীভাবে কেন্দপাড়া বিহারে পাচার

বান্দোয়ান থানার শিরিষগোড়া গ্রামের প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল এবং পাঁড়রা গ্রামের শ্রীশ্যাম মানকি অভিযোগ করছেন :—

বিগত কেন্দ পাতার ডাকের সময় শ্রীযুক্ত তীম দত্ত তাঁর ভাই শ্রীঅর্জুন দত্তর নামে বান্দোয়ান ব্লকের কেন্দ পাতা তিন বৎসরের জন্য ২,৭৯,২২২৲ টাকায় ডাক করেন। পরে তিনি বিহারে থাকিনিয়া থানার গারুড়ি ব্লকে সুবিধা সুযোগ মতো কেন্দ পাতার ডাক শেলে নানা রকম কৌশল করে বান্দোয়ান ব্লকের কেন্দ পাতার ডাকটি ছেড়ে দেবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন লোককে দিয়ে বলাবার করান যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের সরকার। আর সেই সরকার কেন তিন বৎসরের জন্য এক বড় ঠিকাদারকে কেন্দ পাতার ডাক দিলেন—এতে ছোট ছোট ঠিকাদারদের ব্যবসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তাতে বলাবাহুল্যে বিভাগীয় পর্যায়ে বিচার হয়। বিচারে তীম দত্তর ভাই অর্জুন দত্তর নামের ডাকই বলাব হয়। বর্তমানে তীম দত্ত ডাকের টাকা জমা না দিয়েই বান্দোয়ান ব্লকের চতুর্দিকে বেআইনীভাবে জিপে খোলে কেন্দ পাতা খরিদ করছেন এবং কিছু সংখ্যক জিপো স্থানীয় নিষ্ক্রিয়কৃত পল্লী কংগ্রেসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বন্দোবস্ত দিয়েছেন। যাদের বন্দোবস্ত দিয়েছেন তাদের নাম—

(১) শ্রীঅটবর নাগ, (২) শ্রীবিজয় হালদার, (৩) শ্রীইন্দ্রনাথ হালদার, (৪) শ্রীসুবীল হালদার, (৫) শ্রীতিবর দত্ত, (৬) শ্রীরাম যতন আগরওয়ালা সকলেই বান্দোয়ান। (৭) শ্রীবিশ্বনাথ সেন চিনা, (৮) শ্রীবীরু দত্ত কুঁচিয়া, (৯) শ্রীমহেন্দর দত্ত কাশাগড়া, (১০) শ্রীবাবু দাস ধাকিয়া, (১১) শ্রীঅরুণ সেন, চিনা, (১২) শ্রীগুরুপদ হালদার বান্দোয়ান।

তীম দত্ত বিভিন্ন আয়গায় বিভিন্ন ধরণের কথা বলছেন। কোথাও বলছেন যে তিনি কেন্দ পাতার ডাকের টাকা জমা দিয়েছেন, আবার কোন কোন জায়গায় বলছেন যে তিনি নাকি এ বৎসর সরকারের সাথে কেন্দ পাতা ভাগে কিনছেন। এ বিষয়ে গত ২৩।৪।৭০ তারিখে বান্দোয়ান ব্লক অফিসে এ, ডি, এফ, ও শ্রীব্লক ব্যানার্জী মশায়কে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, তীম দত্ত কেন্দ পাতার ডাকের টাকা জমা দিলেন কিনা এবং কেন্দপাতা বন বিভাগের সাথে ভাগে কিনছেন কি না। উত্তরে তিনি বলেন যে, কেন্দপাতা ভাগে কেনা কথাটা সত্য নহে এবং তীম দত্ত কেন্দপাতার ডাকের টাকা এখনও পর্য্যন্ত জমা দেন নাই, টাকা জমা না দিলে আমরা তাঁর নামে কোন পারমিট ইস্যু করবো না। সে সময় বীট অফিসার শ্রীব্লক মন্ডীবাবু বরঞ্চজনকভাবে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হন এবং চক্ষুঃ দেখিয়ে বলেন যে আপনি কেন্দ পাতা ভাগে কেনার কথা বলবেন অফিসে।

উর্দ্ধতন অফিসারের সঙ্গে আলোচনার সময় একজন অধস্তন কর্মচারীর এরূপ অন্যায় ও অশোভন আচরণের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং উক্ত অধস্তন কর্মচারীর কাণ্ডের মধ্যে তীর মনের পাপ প্রকাশ পাচ্ছে বলেও মনে করি। পরন্তু আমি এ, ডি, এফ, ও মহাশয়কে বলি যে তীম দত্তর বিহারের মধ্যে বহু জিপো খোলা আছে এবং তিনি বান্দোয়ান ব্লকের কেন্দপাতা বে-আইনীভাবে বিহারে পাচার করছেন। তিনি কোনও সরকারী পারমিটের তোয়াক্কা করেন না। তাছাড়া তীম দত্ত যদি তাঁকের টাকা জমা না দেন তবে এই টাকার অন্ত বীট অফিসার, রেঞ্জ অফিসার, এ, ডি, এফ, ও এবং ডি, এফ, ও, এদের মধ্যে কে দায়ী হবেন? বান্দোয়ান ব্লকএর বন-বিভাগীয় অফিসারেরা তীম দত্তর জীপে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং আমার মনে হয় তাঁদেরই সহযোগিতায় তীম দত্ত টাকা জমা না দিয়ে বেআইনীভাবে কেন্দপাতা খরিদ ও পাচার করছেন। আমি এ, ডি, এফ, ও মশায়কে আরোও জানাই যদি ঐ সকল ব্যক্তিকে কেন্দপাতার বরেণ্টি নিয়ে পারমিট দেওয়া হয় তবে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা কেন কেন্দপাতা কেনার সুযোগ পেল না? আর এভে করে আপনারা কারেরী স্বার্থকেই সুযোগ দিলেন—এটাই কি রাষ্ট্রনীতি সাধনের নমুনা?

অতএব, এই প্রতিকারের জন্য যথাযীয় বনবিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পুরুলিয়ায় নক্সালী তৎপরতা

পুলিশী নৈশ অভিযানে মহিলাসহ ছের জন গ্রেপ্তার

গত ৩০শে এপ্রিল পুরুলিয়া পলিটেকনিকে ছাত্র বিক্ষোভ ও পনীজা জড়ুলের পর পুলিশিয়ার আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে যেগুলিকে পুলিশ নক্সাল পন্থী কার্যকলাপ বলে সন্দেহ করছে। এবং ঐ সূত্রে জন কয়েক পরে গ্রেপ্তার হন এবং কিছু নক্সালপন্থী কাগজপত্র ও মাও এর ছেড় বুক পাওয়া যায়।

গত ৬ঠা মে সন্ধ্যায় পর জন কয়েক যুবককে নিয়ে একটি শোভা-যাত্রা বের হয় এবং একে মাওবাদী শ্লোগান দেওয়া হয়। প্রকাশ একটি শোভাযাত্রায় স্থানীয় সাজমন্ত্রী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ভয়া চৌধুরী নেতৃত্ব করেন। পুলিশ ভ্যান শোভাযাত্রার অগ্রসরণ কালে শোভাযাত্রাকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পরে তারা নাকি আবার সংঘবদ্ধ হয়ে অশ্লীলভাষায় পা সমাগের পরিচালিত নাগরিক পুলিশ লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। এই সূত্রে সবরে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

গত ৭ই মে তারিখে স্থানীয় জগন্নাথ কিশোর কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রবীর ঘোষদস্তিদার নেতৃত্বে কয়েকজন ছে, কে, কলেজে ঢাক এবং কলেজের কোন শিক্ষকে জিজ্ঞাসা করে গান্ধীজীর ছবি কোথায় টাঙানো আছে। শিক্ষক নরম বিশ্বাসে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে দেয়। কলেজের গান্ধীজীর সূত্রে প্রিন্সিপ্যাল তখন তাঁর নিজের অফিসে ছিলেন না এবং অফিসের কর্মীরাও নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রকাশ সেই সময়ে যুবকেরা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকে করেন কলে শিক্ষক বাধা দেয়, কিন্তু কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রবীর ঘোষদস্তিদার ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলে কয়েকজন যুবক ঘরে ঢোকে এবং গান্ধীজীর ছবিটিকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। প্রিন্সিপ্যালের চেয়ারের উপর তারা একটি মাও-সে-তুঙের ছবি রেখে যায়। এইভাবে তারা গান্ধীজীর ছবিটি ভেঙে চুরমার করে। এই ভাঙাভাঙীর সময় তার কলেজের জন কয়েক অধ্যাপক ও অফিসের কর্মী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান এবং চুরুট ধারী যুবকদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে আলোচনাকালে যুবকেরা সরাই হয়ে পড়ে।

পুলিশী অভিযানে গ্রেপ্তার

গত ৯ই মে তারিখে মধ্য রাত্রিতে ব্যাপক পুলিশী অভিযানে সদরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে ১৩ জনকে নক্সাল পন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। জন কয়েক সন্দেহভাজন যুবক আত্মগোপন করে। পরে ৩ঠা মে তারিখে নক্সালপন্থী শোভাযাত্রাকারীগণ কর্তৃক বোমা বিস্ফোরণ এবং ৩নং এপ্রিল তারিখে পলিটেকনিকের ছাত্রগণ কর্তৃক অনেক কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে প্রহারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত যুবকদের পরদিন সকালে আদালতে উপস্থিত করা হয় এবং সেই দিন ৫ জন জামীনে মুক্তিলাভ করে ও কয়েকজন জামীনযারায় থাকতে অস্বীকার করে। তার পরের দিন অবশ্য সকলকেই জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

যে সকল সন্দেহভাজন যুবক পুলিশী অভিযানের সময় আত্মগোপন করে তাদের মধ্যে শ্রীসুজনাথ খান গত ৮ই মে তারিখে আদালতে আত্ম-সমর্পণ করেন।

এই যুবকের ভারতীয় বিস্ফোরকদের সপ্তাই আইনের ৩ ও ৪ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ১৪৭ ও ৪২৬ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়াও পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তারের অভিযোগে ৪ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩০২ ও ৩৭৯ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

বাংলা কংগ্রেসের যে চিঠির জবাব লোকসেবক সংঘ দিয়েছেন

বাংলা কংগ্রেস কর্তৃক প্রেরিত মূল ইংরাজী চিঠির অনুবাদ

সম্পাদক
লোকসেবক সংঘ
কলিকাতা

বাংলা কংগ্রেস প্রদেশ কমিটি
২ বলরাম বোস রোড। কলিকাতা-২৬
তাং ৩১শে মার্চ, ১৯৪০

প্রিয় বন্ধু,

বিগত কয়েক বৎসর যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিগুলির প্রতি এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের সম্বন্ধে বাম কমিউনিষ্ট পার্টির শত্রুতা ও প্রোভোকেটামূলক আচরণের জন্য যে অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং বিশ্বাসঘাতক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, এবং তারই ফলে বাংলা কংগ্রেসকে যে বহু অপ্রিয়কার্য্য করিতে—তার মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিতে হয়েছে সে সবই আপনি অবগত আছেন।

আমরা এবং ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা বার কয়িউনিষ্ট পার্টিকে বারবার অনুরোধ করি এবং সাবধান করে দিই যে, যেভাবে তারা পুনীকের পত্নীকরণ পার্টিগুলি ও জনসাধারণের সঙ্গে খুলেয়ার সম্বন্ধে লিপ্ত হচ্ছে এবং বিনা কারণে রাষ্ট্রযন্ত্রকে আক্রমণ ও ভাঙচিট করে যাচ্ছে তা থেকে তারা যেন বিরত থাকে। কিন্তু বাম কমিউনিষ্ট পার্টি এদের কোন তোয়াক্কা না করে সুই, ফাঁকা, আজগুবি গালাগাল, বুব এমন কি নারী ধর্ষণ পর্য্যন্ত ঘণ্যোদ্ধারের মতো প্রতিহিংসা ও উল্লাসের (fanatical revenge and revelry) সঙ্গে চালিয়ে যেতে থাকে। দিনের পর দিন বাম কম্যুনিষ্ট নেতারা অন্যান্য পার্টিগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ করে বাংলা কংগ্রেস ও তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে থাকে আর মুখ্যমন্ত্রীকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে থাকে। ফলে যুক্তফ্রন্ট মেটুকু ভাল কাজ করেছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

যে আচরণ ও যে অবস্থা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সম্পূর্ণ অকার্য্যকরী করেছে বাংলা কংগ্রেস তার সঙ্গে কখনই যুক্ত থাকতে পারে না। বিভিন্ন পার্টি নিয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে যে সমস্ত ভাববারা একান্ত গতিশীল যুক্তফ্রন্টে ঐক্য ও সংহতি সেই সমস্ত ভাববারার বাধক হয়ে লোকের সুখশান্তি ও উন্নতির পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে সমস্ত পার্টি নিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর বর্তমান যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, বাংলা কংগ্রেস তাদের সঙ্গে একত্রে কংগ্রেসকে তার সরকারী ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের আসন থেকে নামিয়ে আনতে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে সক্রিয়-ভাবে কাজ করেছে।

যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ও সংহতির শিছনে সাম্প্রদায়িক বোক্তাবুদ্ধির এই ভিত্তিই ছিল যে, জনসাধারণের যে আশা ও আকাঙ্খাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে—কংগ্রেস-কে নির্মাচনে পরাজিত করে বত্রিশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাকে বাস্তবায়িত করা।

সংবিধানের শীঘ্রই মধ্যে গণতান্ত্রিক পথে কংগ্রেসকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য অন্যান্য পার্টিগুলির সঙ্গে আমরাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সজ্ঞানেই আক্রমণে যুক্ত ছিলাম। আমরা এই কথাই বুঝেছিলাম যে—যে গণতান্ত্রিক ধারার এই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল সেই গণতান্ত্রিক পথ সম্বন্ধে আমাদের যে মূল মনোভাব তা আপনারা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন।

নির্বাচনে যে বিরাট জয় হয়েছিল তা' কংগ্রেসকে একচেটিয়া ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করার জনসাধারণের আগ্রহের পরিচয় রূপে তা হয়েছিল; এটা কোনো দল বিশেষের বা কোন বিশেষ ব্যক্তিবের জয় ছিল না। জনগণ দেখেছিল যে কংগ্রেস সংবিধানকে পদদলিত করছে এবং শাসন ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে অপব্যবহার করছে। সেই জনগণেরই জয় হয়েছিল। সেইজন্যই তারা আশা করেছিল যে তারা ও আইনের শাসন ফিরে আসবে।

যুক্তফ্রন্ট বাম কমিউনিষ্ট পার্টি যখন শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান দিয়ে অন্য পার্টির কর্মী ও সাধারণ লোককে মারপিট করা ও শেষ করে দেওয়ার কাজ আরম্ভ করল তখন তাতে আমরা বিস্মিত এবং বিহ্বল হলাম। দায়িত্বহীন উক্তি, প্রতিশ্রুতিকে প্রোভোকেটা, অনাচারকে ঘেরাও, উচ্ছৃঙ্খলতাকে উৎসাহ দান, ভীতি প্রদর্শন এবং মারপিটকে সমর্থন এবং নানা প্রকার অসমর্থন এবং ধ্বংসাত্মক কাজে প্রশ্রয় দানের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল। এবং সত্যের গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ পন্থার অনুগামী হল বিনাশে আমরা এই হিংসাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য সাধ্যমত আয়ত্ত ক'রে জনগণকে এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশা অনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করার চেষ্টা করলাম। জনগণের চেতনা জাগ্রত করার জন্য আমাদের সভ্যগ্রহকে কেন্দ্র করে কত সমর্থন করেছিলেন অনেকে তবেন নাই—কিন্তু আপনারা সকলেই নি-পি-আই-এম এর ঔচিত্যবিবর্জিতে মুহূর্ত্য সম্বন্ধে তাদের দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন।

প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা, নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা এবং পার্টির দ্রুত বাড়াবার জন্য দলার্থে আচরণ প্রভৃতি অবনতীয় হয়ে পড়ল এবং লোকে চঞ্চল হয়ে উঠল।

সি-পি-আই-এম এর আচরণের মোকাবিলা করতে আমরা যে নিষ্ক্রিয় ধার্য্য করেছিলাম তারই চরম পরিণতি হচ্ছে—বাংলা কংগ্রেসের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং শেষ পর্য্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।

সি-পি-আই-এমই জনসাধারণকে প্রতারণা করেছে এবং তারাই সমস্ত দোষের ভাগী। প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবু যেভাবে সংখ্যা লঘু সরকার করার জিদ করেছিলেন তাতেই বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিশ্রফ্রন্ট করার প্রচার মিথ্যা বলে বলা সত্যে গেছে। যদিও যুক্তফ্রন্টের প্রায় বেশীর ভাগ বিধানসভা রাজ্যপালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা এরকম কোন সংখ্যালঘু সরকারকে সমর্থন করবে না তবুও এরা মিত্র দলগুলির সমস্ত ভাবিকে সরকারকে করবার আশা করেছিলেন।

সি পি-আই-এম যেভাবে প্রচার চালাচ্ছে তা ঠিক নয়। আসল ব্যাপার হল এই যে, এরা সংসদীয় সংবিধানের বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শাসনের কাজটা জনগণের সমস্তিতে চলবে, না, দলাদলা জুলুম ও জবরদস্তি দ্বারা চালাবে। বাংলা কংগ্রেস প্রথম ব্যবস্থা টাই স্বীকার করে এবং পরেরটা অগণতান্ত্রিক এবং ফাসীবাদী বলে বর্ণনা করে। এই পরিস্থিতিতে বাংলা কংগ্রেস পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণের কাছে এই প্রশ্নগুলি রেখেছে এবং অন্য কোন উপায় না দেখে বাম কমিউনিষ্টদের বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলা কংগ্রেস এখন এই সব বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করছে এবং পরিষ্কার করে বোঝাতে এপ্রিল মাস থেকে পশ্চিমবাংলার সর্বত্র অবসভা করছে। একটা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সি-পি-আই এম এর আক্রমণ, তার সর্বস্থানী শক্তি ও হিংসাত্মক আচরণের বিরোধীতা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বত্রিশ দফা কর্মসূচীকে কার্যকরী করার অভিযানে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে যোগ দিতে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমরা আপনাদের ও পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে—শ্রমিক ও কৃষক, শিক্ষক ও ছাত্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কর্মচারী প্রভৃতির সমস্ত ন্যায্য দাবী এবং আরও উন্নত জীবনের জন্য তাদের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বাংলা কংগ্রেস সমর্থন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

হয়তো কোন সময় আপনার অভিমত জানাবেন। ইতি—

সুশীল কুমার ধাড়া
সাধারণ সম্পাদক,
বাংলা কংগ্রেস প্রদেশ কমিটি।

—•—

বাংলা কংগ্রেসের চিঠির উত্তরে লোকসেবক সংঘ

শ্রীযুক্ত সাধারণ সম্পাদক মহোদয়
বাংলা কংগ্রেস, প্রদেশ কমিটি সমীপে, কলকাতা

সবিনয় নিবেদন।

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হল ব'লে দুঃখিত। আপনার চিঠিও আমি পেয়েছিলাম বেরীতে। চিঠিটি পুরুলিয়ার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল। কলকাতা থেকে গিয়ে আপনার চিঠিটি পাই। এবার চিঠির বিষয়-বস্তুতে আসা যাক।

বাংলা কংগ্রেসের মূল বক্তব্য বিষয়

আপনার চিঠি থেকে আপনারা যা বক্তব্য আমরা বুঝেছি তা' এই—

১) সি, পি, এম-এর প্রতি বহু গুরুতর অপরাধের অভিযোগ এনে আপনারা বলেছেন যে, এঁদের জন্য অবস্থা এত অসহনীয় হয়েছিল যে, যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হল এবং তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতে হল।

২) সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুরুতর উপরোক্ত অভিযোগ এনেছেন—তারই প্রতিরোধের লক্ষ্যে আপনারা সত্যাগ্রহ প্রভৃতি করেছিলেন এবং আজও আপনারা ঐ কারণে সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গঠনে দাঁড়াতে চান।

৩) এবং সেই লক্ষ্যে আপনারা সি, পি, এমএর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানের কর্মতালিকা নিয়েছেন এবং সেই কাজে আমাদেরও সংযোগিতা আপনারা চান।

৪) ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচিকে একটা বিশেষ সময় কালের মধ্যে আপনারা রূপায়িত করতে চান। এবং এই কাজেও আপনারা আমাদের সংযোগিতার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে আমাদের যা উত্তর তা এই—

লোক সেবক সংঘের উত্তর

১) অপরাধী নির্ণয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করা হল না

পারস্পরিক অভিযোগ উত্থাপনের ফলে যে বিভ্রাট ঘটল

যুক্তফ্রন্ট আমলে অন্ত শরিকদের বিরুদ্ধে আপনারা গুরুতর অভিযোগসমূহ এনেছিলেন। তার প্রমাণপত্র সমস্ত আপনাদের কাছে আছে ব'লে আপনারা দাবী করেছিলেন। বিভিন্ন শরিকেরা বিভিন্ন শরিকের নামে নানা অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁরাও বলে ছলেন ও সব প্রমাণ করার জন্য তাঁদের হাতে প্রমাণ আছে। আপনাদের নামেও অভিযোগ উঠছিল। যাঁদের যাঁদের নামে অভিযোগ উঠছিল—তাঁরা দাবী করেছিলেন—সে সব সত্য নয়।

সংঘ চেয়েছিল উপযুক্ত তদন্তে অপরাধী নির্ণীত হোক

এই সব জটিল সাবিধিজনিত বিষয়টিকে পুরই গোলমেলে ক'রে তুলছিল। এই অবস্থায় আমরা যা বলেছিলাম তা' এই—

সাম্প্রদায়িক অভিযোগ উত্থাপন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কারণ এর জন্য ফ্রন্ট ভাঙবার উপক্রম হচ্ছে। এবং যে লক্ষ্য নিয়ে ফ্রন্ট গড়া হয়েছে—শাসনের দেই মূল কাজই পণ্ড হতে চলেছে। সুতরাং এই অবস্থাকে গোপালিস দিয়ে রাখা উচিত নয়। যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত উপযুক্ত ব্যবস্থার অধিনেতে এর বিষয়ের সমাধান করা উচিত ব'লে দাবী নির্দ্ধারিত করা হোক এটা না করলে প্রত্যেকেই নিজের পুনীমত বলার সুযোগ পাবেন। এবং এইভাবে তদন্ত করলে কে কোথায় আসল দোষী—অনায়াসেই তা জানা যাবে। এবং অপরাধীর পক্ষ থেকে অযথা অযৌক্তিক কথার মুখ আর থাকবে না।

ফ্রন্ট এর গুরুত্ব উপলব্ধি ও দায়িত্ব বহন করতে পারেন নি

আমাদের আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমরা বারম্বার লিখিতভাবে এবং ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের কাছে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বহু বার সংঘের অপর শরিকরা এ বিষয়ে কোন দৃষ্টি দেন নি। যে সময় এই ব্যবস্থা করার অনুকূল এবং অপরিহার্য্য দাবী ছিল—যে সময় যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকের সম্মিলিত শক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠায় তাদের অপূর্ণ সুযোগ ছিল—সেই সময় এর সুযোগ অবহা তবু যে গ্রহণ করিবি না' নয়—এর জন্যে একে আমরা ফ্রন্ট হিসাবে এড়িয়ে গেছি—পার্টিগতভাবে পরস্পরকে অভিযুক্ত ক'রে অবস্থার কোনো কিনারা করতে পারি নি। আর আজকে অনাবশ্যে তার হিসাব নেবার জন্য উদ্যোগের প্রস্তাব দেখে সত্যই বিস্মিত হচ্ছি।

নিরপেক্ষ বিচার শক্তির অভাবে সত্য নির্ণয়ের বাধা

যুক্তফ্রন্টের সম'য় শক্তির প্রভাব যখন উচ্চে ছিল—তখন যে কোনো শরিকের কিম্ব গুরুতর অপরাধের অভিযোগ হওয়া মাত্রই তা সঙ্গে সঙ্গে বিচার্য্য বিষয়রূপে গ্রহণ ক'রে উপযুক্তভাবে মিলিত ব্যবস্থার, তার চিরাচারাধার অনুযায়ী ক'রে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন ছিল—তা' সে যে শরিকই ক'রে থাকুন—অথবা তা' কেউ নেই করুন আর কম করুন—অথবা তা' কেউ আগে করুন বা পরে করুন। অসুরে এর বিচার করাই বড় কথা ছিল। তাহলে ফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার মত এতের গুরুতর আঘাত ধারণ করতে পারত না। কিন্তু তা' করা হয় নি; বা করার জন্য আন্তরিক আগ্রহ বা চেষ্টা অধিকাংশ শরিক মূলেরই ছিল না। এর দ্বারা আজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা ফ্রন্ট হিসাবে দায়িত্ববোধের যোগ্যতার সঙ্গে কাজ পরিচালনা করতে—নেতৃত্ব দিতে, শক্তির পরিচয় দিতে পারি নি। যোগ্যতার অভাব ছাড়াও, আমাদের মনে হয়—এর অন্যতম কারণ ছিল। এর কারণ আমাদের মনে হয় যে, শরিকী বিবেধ এবং সংঘাতের পরিস্থিতিগুলি (তা' যার দ্বারাই হ'য়ে থাক) প্রতিরোধ করার পক্ষপাতীদীন বিচারকের মনোভাব ছিল না। নিজের দলের দ্বারা এই সব অন্যায় অন্যায় ঘটে থাকলেও তা' যেন উদ্যাটিত না হয়—তা যেন চাপা থাকে—আর অন্য শরিকদের অন্যায়গুলিকে বিচারে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে যাক—এই মনোভাব অনেকের মধ্যে যথেষ্ট কাজ করেছিল ব'লে আমাদের ধারণা হয়েছে।

কম হলেও, নিজের দুর্বলতা এড়াবার চেষ্টার যা পরিণাম

হ'তে পারে—কারো কারো মধ্যে এই মনোভাব ছিল যে, আমাদের দলের সভ্য থেকে লোকসংগ্রহ অনেক কম হয়েছে—সেজন্য তা' ধর্তব্যের বিষয় নয়; আর অপর কোন দলের অপরাধ অনেক বেশী; সুতরাং তা চেপে ধরতে হবে। এই অনারাদের আতঙ্কাটা যদি মেনেও নেওয়া যায়—তবু এই মনোভাব রোগ নিবারণের পথে কখনই সহায়ক নয়। যার মধ্যেই হোক—যে পরিমাণেই হোক—রোগ থাকলে তার অনাদর করতে হবে—এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে কলহটা দলীয় কলহে পরিণত হোক না। সেখানে সত্যের, মুক্তির, সুবিবেচনার ভোর থাকতো। যে দেশে অন্যায় করছে—তাকে উপযুক্তভাবে চেপে ধরার শক্তি সেখানে আসতো। কিন্তু তা হোল না। ফলে প্রত্যেকেই অপরের ত্রুটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে নিজের নিজের দুর্বলতা (ড় হোক, ছোট হোক) ঢাকার সুযোগ পেয়েছেন। অথবা অপরের তাৎক্ষণিক দাবীকেও উপেক্ষা করার অন্য ছুতো পেয়েছেন। প্রথম থেকেই যোগ্যতার সঙ্গে সংস্থা পরিচালন-ব ধা গ্রহণ করা হল না। সেজন্য শেষে সংশোধনের অতীতরূপে অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল আকার ধারণ করল।

অভিযানের লক্ষ্য দল না হয়ে অন্যায়ের প্রতিকার লক্ষ্য হওয়া চাই

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করতে চান এমন যে কোন ব্যক্তি বা দলকে—বিশেষ করে গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণকারী ব্যক্তি বা দলকে

এই সত্যান্বেষীদের যা আন্তরিক সম্পর্কে সজাগ মনোভাবের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েই অপরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে। তা না হ'লে সেই অভিযান ব্যর্থ হবে; এবং সেই অভিযান একটা আরশীর মতো পরিচালিত হয়েছে বলে কারুর উপলব্ধি হবে না; এবং সেই অভিযান অপরকে ভোগ করার মূল্য প্রেরণা থেকেই শক্তি পেয়েছে বলে মনে হবে। যদি কেউ অপরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সঙ্গে সংগ্রামে অবতরণ করে—তাতে বুঝতে হবে যে, তিনি অন্যায়টাকে লক্ষ্য ক'রেই তাঁর সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন—অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে বিষের চরিতার্থ করতে নয়। সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁর সংগ্রাম—সে সংগ্রাম যেন রোগ, শোক ও ভোগকে কয় করে—নেশী রোগ—তার বিরুদ্ধেই তিনি লড়বেন। কারণ অন্যায়টাই তাঁর প্রতিরোধের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সত্যাগ্রহ শক্তি এবং নৈতিক বল পাওয়া যায়—অন্যায়কারী যত বড়ই শক্তিশালী হোক না কেন।

যোগ্যতা ও নেতৃত্ব শক্তির অভাবে যা হয় নি আজই তা হয় কি করে?

সুতরাং অপরিমেয় সুযোগ, বিরাট ঐক্যবদ্ধ সংহতি এবং অন্ত যে উদ্যোগ করার অধিকারী অধিকার এবং চূড়ান্ত অবকাশ লাভ ক'রেও যাঁরা যোগ্যতার অভাবে এবং অন্যায়কে উলঙ্গ করার নিরলস আন্তরিকতার অভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন নি—তাঁরা বিপুল ফ্রন্টের সরকারী অস্বাভাবিক বিপুলতা পটভূমিকায় সেই বিশেষ ব্যাপারেই এমনই আরও নেতৃত্ব দিতে পারবেন—একথা অসমান পরিচয় কিছু আমাদের চোখে পড়ে নি।

প্রচার অভিযানে যে দুটি পূর্ব্ব সর্ত্ত থাকলে সংঘ সহায়ক হবে—

কোনো দলের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাবার পূর্ব্ব সর্ত্ত হিসাবে এই অপরিহার্য্য শক্তির পরিচয় চাই যে,—

ক) অভিযানকারীরা যে সমস্ত অন্যায়ের সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে অপরের বিরুদ্ধে উঠতে চান—সেই সব অন্যায়ের কোনো কিছু যদি নিজেদের মধ্যে থেকে থাকে বা যদি কোনো সময়ে ঘটে—তা' সরল ভাবে, সততার সঙ্গে নির্দ্বিধ করতে আগে প্রস্তুত থাকবেন।

খ) অপরকে যে সমস্ত অন্যায়সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে—তাই সেই সমস্ত অন্যায় সাধারণভাবে সত্য ব'লে জানা থাকলেও, সত্যকে জনসমক্ষে বিশ্বাসযোগ্যরূপে উদ্ঘাটিত করার জন্য যে আনুষ্ঠানিক তথা বিচার-বিধানসম্মত ব্যবস্থার সর্ত্তপূরণ দরকার—তা' তাঁরা অবশ্যই অনুসরণ করবেন।

এই সর্ত্তগুলি যাঁরা পূরণ করতে রাজী নন—আমরা তাঁদের কাজকে সত্যাগ্রহ ব'লে মনে করি না। তাঁদের কাজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রসূত বলেই আমাদের বাধ্য—তা যে যেমই করুন বা যে ব্যক্তিই করুন। আর যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্য্য প্রাথমিক ধারা ব'লে মনে করে এই সর্ত্তগুলিকে কেউ রাজী আছেন—সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের তা জানাবেন—আমরা তাঁদের সেই অভিযানের সহযাত্রী হবো।

২) অপরাধীকে বহিষ্কার না ক'রে ফ্রন্ট ভাঙ্গা হল কেন?

ফ্রন্টের হাতে যে মহান শক্তি ছিল—তা উপলব্ধি করতে পারেন নি

আপনারা বলেছেন—সি, পি, এম এর কাজ এমন অনভিপ্রেত ব'লে উঠেছিল যে, ফ্রন্টে থাকা গেল না—সেজন্য মুখ্যফ্রন্টকে পরিত্যাগ করতে নির্দ্বিধ দিয়ে ফ্রন্ট ভাঙার ব্যবস্থা করতে হল। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ফ্রন্টের সম্বিলনের সম্মিলিত সংহতির শক্তি বিষয়ে আপনাদের ধারণা ছিল না ব'লেই এত বড় শক্তির আধারকে আপনারা ভাঙার ব্যবস্থা বিধান দিলেন। ফ্রন্টের বিধি-বিধান সকলের সম্মতিতেই রচিত হয়েছিল। এ ভাঙবার কারো অধিকার ছিল না। কে বা কারা এই বিধি বিধান ভাঙবে—সততার সঙ্গে পরিচয়ঘাবে এর নির্ণয় করার দরকার ছিল। যদি কেউ ভাঙতে—তাহলে তা' নির্ণয় করে তাকে সংশোধন করার সুযোগ এবং সময় দেওয়া দরকার ছিল। তার আচরণ সংশোধনের অতীত হ'লে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধান ফ্রন্টের হাতেই ছিল।

অপরাধীদের অপরাধের জন্য শাস্তি বিধান হল না কেন? নিরপরাধীদের ফ্রন্ট ত্যাগে বাধ্য করা হল কেন?

কে বা কারা এই বিধি বিধান ভাঙছে—তা পরিষ্কার করা হোল না। পে'জামিন দিয়ে কাজ করা হোল। যুক্তফ্রন্ট আমলে এক মহান সম্মিলিত শক্তি থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের শৃঙ্খলা ঐক্য ও নির্দেশ ভাঙার অপরাধীকে বা অপরাধীদের ধরা হোল না। যদি কেউ মনে করেন যে, কে বা কারা অপরাধী তার পরিষ্কার নির্ণয় হয়েছিল—তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য—সেই অপরাধীর বা অপরাধীদের প্রতি শাস্তি বিধান হোল না কেন? অপরাধীর অপরাধের জন্য নিরপরাধকে ফ্রন্ট ভেঙে চলে আসতে বাধ্য করা হোল কেন? যে অপরাধী তা নির্ণয় ক'রে ফ্রন্টের বিধি-বিধান না মানার আচরণের জন্য তাঁকে বা তাঁদের ফ্রন্ট থেকে সম্মিলিত শক্তিকে সরিয়ে দিয়ে ফ্রন্টকে বিযুক্ত-মুক্ত করা হল না কেন—আজ আমাদের সঙ্গে অপরিচিত লোকের এই জিজ্ঞাসা।

অন্যায়কারীকে সরিয়ে ঐতিহাসিক ফ্রন্ট এগিয়ে যেতে পারতো

ফ্রন্টের বিধি-বিধান ভঙ্গকারী দল—তাঁরা যত বড়ই হোন না কেন বা যে কটা দলই তাঁরা না কেন—তাকে বা তাদের সরিয়ে দিলেও—একটা মহান লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্ম্মসূচী-সমন্বিত ফ্রন্ট এবং তার বিধান-পালনকারী দলগুলি এক ঐক্যের ভিত্তিতে,—অসম্ভব জনগণের সমন্বিত এক অভিন্ন সংহতি ক্ষেত্রে ঠিক থাকতে পারতো। তাহলে যেটা হোলো ফ্রন্টের ভাঙন শাসন থাকে কি না। না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। সেই ফ্রন্ট টিকে থাকতো—যে ফ্রন্ট গঠনের মধ্যে এক বিরাট রাজনৈতিক ইতিহাস গড়ে উঠেছিল—বিরাট জনসমর্থনের অভূতপূর্ব্ব অবস্থান কেন্দ্রীভূত হ'য়ে উঠেছিল। ফ্রন্টের কর্ম্মসূচী অনুসরণকারী শরিকদের এই মহান ঐতিহ্য অনুসরণের সুযোগ না দিয়ে, এক নিমেষে ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব কি বাম কংগ্রেস বহন করেছেন না?

নিজে হাতে বিচারালয় ভেঙে অপরাধীর বিরুদ্ধে বিচার অভিযান!

আপনারা বারবার বলেছেন—সি, পি, এম এহেন গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যে, ফ্রন্ট না ভেঙে উপায় ছিল না—সে কারণেই ফ্রন্ট ভাঙার একমাত্র দায়িত্ব সি, পি, এম, এর। সুতরাং আর তার বিচার চাই। সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে আপনাদের সমস্ত অভিযোগও যদি মেনেও নিই—তাহলেও আপনাদের ঐ একার উত্তরে বলতে হয় যে, দুর্বার আগামী গুরুতর অন্যায় বের নিরাকরণ ভিত্তিকে রেখে বিচারক মণ্ডলি জুরিদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে বিচারালয় ভেঙে দিয়ে সরে পড়লেন; এবং তারপর মাঠে দাঁড়িয়ে জুরিদের আহ্বান জানালেন—এসো, এখন অপরাধীদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করি! কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের জুরি বিচারকের এই আচরণকে সঙ্গীতীন ব'লে মনে ক'রে সমর্থন করতে পারবেন মনে করেন?

আপনাদের দাবীর অর্থ—একটা মাত্র দলের কাছে সকল দলের সম্মিলিত পরাজয় !!

অবিকন্তু, আপনাদের অভিযোগ ও ব্যবস্থা গ্রাহ্যে অবস্থা কি দাঁড়াল দেখুন। সি, পি, এম—একটা মাত্র পার্টি—এমন গুরুতরভাবে অন্যায়সমূহ করেছিলেন যে, তার ফলে ফ্রন্ট টেকানো গেল না—এই অভিযোগের অর্থ এই যে, সারা বাংলার সমস্ত প্রগতিশীল দলগুলি সংঘবদ্ধভাবে, একটা মাত্র পার্টি সি, পি, এম এর কাছে সম্পূর্ণ পরাজুত হ'তে বাধ্য হয়েছেন; একটা মাত্র পার্টির কারণে অপর সমস্ত পার্টি একসঙ্গে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়লেন। এই অভিযোগের মধ্যে সি, পি, এম এর সঙ্গতি অসঙ্গতির পরিচয় খুঁজে নয়; কিন্তু এর দ্বারা সমস্তদেরই তাদের সংগ্রামে পরাজুত ছত্রভঙ্গ অন্যান্য শরিকগুলির পক্ষেও সঙ্গতি অসঙ্গতির পরিচয় খুঁজে নয়। অর্থাৎ বিনা কারণে সকল শক্তিকে এই অসৌজন্যে নিজে বাধা করা হল।

পরোক্ষভাবে ফ্রন্ট ভাঙার একক দায়িত্ব সি, পি, এম এর হয়ে থাকলে—প্রত্যক্ষভাবে একক সিদ্ধান্তে ফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব বাংলা কংগ্রেসের—

আপনাদের অভিযোগ মত একমাত্র সি, পি, এর যদি ফ্রন্টের জীবনে দুর্বিসহ অন্যায় সৃষ্টি ক'রে ফ্রন্ট ভাঙার সংকোচ কারণ হ'য়ে থাকেন—তবে ফ্রন্টের বিধি-বিধানঅনুসরণকারী অন্যান্ত শরিকদের সম্মতি ব্যতিরেকে—

বিকল্প পথ কি আছে তা সম্মিলিত বুদ্ধিতে বিচার বা ক'রে বিনা প্রয়োজনে একক সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষভাবে ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব একমাত্র বাংলা কংগ্রেসের। সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে আপনাদের সমস্ত অভিযোগ সত্য—এই দাবী নিয়ে জনগণের দরবারে এর সমাধান প্রার্থনা আপনারা চাইছেন। আপনাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই এর কাজকে যেমন আমরা দৃঢ় চরিত্র সঙ্গে সমর্থন করছি—তেমনি বিনা প্রয়োজনে বা ফ্রন্টের সম্মিলিত বুদ্ধিতে পথ সন্ধানের সুযোগ না দিয়ে ফ্রন্ট ভাঙার ও জনগণের অর্জ্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগকে নষ্ট করার জন্য বাংলা কংগ্রেস দায়ী হয়েছেন—এই অভিযোগেরও সত্যতা যাচাই এর দাবীকে সমর্থন করার আমরা প্রয়োজন বোধ করি। দুঃখজনক হ'লেও আজ একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। বিশেষতঃ এই গুরুতর প্রশ্নে উত্থাপন করার প্রয়োজন আপনাদের চিঠির জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সূত্রে অপরিহার্য্যভাবেই দেখা দিল।

৩) আজ সব দলেরই সেদিনের কাজের হিসাব চাই

আপনারা আজ ফ্রন্টের জীবনে সমস্ত পরিবর্তী বিরোধের পরিস্থিতির জন্য একমাত্র সি, পি, এমকে দায়ী করছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং কতকগুলি সংবাদপত্র আপনাদের এই দাবীকে বিশেষভাবে সমর্থন করে চলেছেন। ফ্রন্টের আমলে অন্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে থেকেও যে সব অন্যায় অস্বাভাবিক হয়েছে—আজকের ঐ বিশেষ রাজনৈতিক প্রচারের মুখে ওসব চাপা প'ড়ে গেছে কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মুখ চেয়ে যুক্তফ্রন্টের আমলে সমস্ত শরিকের সমস্ত আচরণের সমাক তথ্য নির্ণয় প্রয়োজন। আর তেমন বিরাট নূতন পথ নির্দ্ধারণ হবে।

সেজন্য আমরা মনে করি—ফ্রন্টের জীবনে সি, পি, এম কি কি বিষয়ের গুরুতর আচরণ করেছেন—এর বিচার যেমন নিশ্চয় করতে হবে—তেমনি ফ্রন্টের বিধিবিধান না মানার জন্য—তাদের প্রধানের উদ্দেশে শাসন অথবা অন্যবিধার করার জন্য, অন্যের ওটুকির উত্তর দেবার নামে ফ্রন্টের বিধিবিধান অগ্রাহ্য ক'রে প্রকাশ্যে অস্ত্র শরিকের বের করার জন্য,—প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে নিজের হারে, হলে-বলে অবাঞ্ছিত লোক ঢোকানোর জন্য;—আর্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিশৃঙ্খলার সবিকী বিরোধ সৃষ্টির জন্য,—স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বার্থে অন্যান্য শরিকদের ব্যক্তিবর্গের ও অন্যান্য জনগণের প্রতি অত্যাচার ও অভিমানন করার জন্য—এবং সর্বোপরি, সব ক্ষেত্রে শুনেও বারম্বার অনুরুদ্ধ হয়েও নিজের দলের ব্যক্তিদের অন্যায় অপরাধমূলক আচরণ সমূহের বিচার বা প্রতিবিধান না করার জন্য বা এ বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ নীরব থাকার জন্য সেদিনকার ফ্রন্টের পরিবেদনগুলির যে কেউ বা কিছু করেছেন তা' কম হোক, বেশী হোক তারও আজ সমাক বিচার প্রয়োজন। অপর কোনো পরিবেদন বেশী অপরাধ করেছেন—আমার এই দাবী করার থাকলেও, আমার কম অপরাধ উপেক্ষণীয় ব'লে দাবী করা যেতে পারে না।

যদি কেউ এই দুটিকথা ও পথাবারার ভিত্তি নিয়ে নূতন জোট বা ফ্রন্ট গঠনে অগ্রসর হ'তে চান—তবে এই পূর্ব্ব অভিজ্ঞতালব্ধ নিক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত সেই নূতন ফ্রন্ট কার্য্যকরী হতে পারে; এবং তবেই বিচারশীল মানুষের কাছ থেকে সমর্থন আশা করা যেতে পারে। নতুবা ওদের গহ্বর থেকে উঠে পরিষ্কার করার আবার কাদেই স্নান করা হবে। এর জন্য লোক সেবক সংঘ সময় ও শক্তি ব্যয় করতে রাজী নয়।

৪) শাসন হাতে না থাকলে তং ফক্কা রূপায়ন হবে কি করে?

আপনারা বলেছেন—তং ফক্কা কথাগুলিকে একটা বিশেষ অর্থ কালের মধ্যে আপনারা ব্যবহার করতে চান। আমরা এর অর্থ বুঝতে পারলাম না। কারণ শাসন ক্ষমতা হাতে না থাকলে তং ফক্কার কোনো ফক্কাই কার্য্যকরী করার কোন ক্ষমতাই কারুর হবে না। সুতরাং এর একমাত্র অর্থ এই হ'তে পারে যে, নীরব কোনো বিকল্প সরকার গঠনের দুরভিসন্ধি থেকে আপনারা একথা বলেছেন। আপনারা জানেন যে, এরকম কোনো প্রচেষ্টার সঙ্গে লোক-সেবক সংঘ অড়িত হবে না—সংঘ বহু পূর্ব্বেই স্পষ্ট ভাষায় এ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছে। সুতরাং এ সম্পর্কেও লোকসেবক সংঘ আপনাদের অনুরোধ রাখতে অক্ষম।

৫) প্রচার অভিযানে ভাষা প্রয়োগ ও প্রচার ধারার প্রশ্ন

সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে যে প্রচার অভিযানে যোগ দিতে আপনারা আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন—সেই প্রচার অভিযানে যে প্রচার ধারা আপনারা সেদিন—তার বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ আমরা পেয়েছি। সেই প্রচারের ধারা ও ভাষা থেকে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। সংবাদসূত্রে যে সব তথ্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে—তা' ভুলভাবে প্রকাশিত হ'য়ে থাকলে আপনারা তার প্রতিবাদ করবেন ব'লে মনে করি। জবাবিতভাবে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়ে চলেছে দেখে মনে করেছে যে, সংবাদগুলি সত্য।

দায়িত্বশীল রাজনীতিজ্ঞের প্রচারধারা ও গান্ধীবাদীর সংগ্রামধারা

সম্মানিত দায়িত্বশীল রাজনীতিজ্ঞের পক্ষ থেকে এ রকম প্রচারধারা ও ভাষা প্রয়োগ আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়—তা আপনাদের কি থেকেই হোক বা আপনাদের প্রতিপক্ষের দিক থেকেই হোক বা যে কোনো পক্ষ থেকে হোক। বিশেষতঃ মহান গান্ধীবাদের অনুসরণকারী ব'লে যাঁরা নিজেদের মনে করেন—সেই রাজনীতিজ্ঞদের কাছ থেকে কোনমতেই মহান গান্ধীবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত অভ্যাচরের বিরুদ্ধে সংগ্রামধারাই' আশা করা যাওয়াকিন। এবং সেই সংগ্রামেরই প্রয়োজনে গান্ধী-আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করে এবং অন্যায়কারীর মধ্যে বিবেক জাগ্রত করার যে সদ্ভাবপূর্ণ আবেদন নাধনা গান্ধীবাদীর জীবন ধর্ম—তাও প্রকাশ পাইবে—এটাই গান্ধী-আদর্শবাদ অনুসরণকারীদের কাছে মানুষ আশা করবে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে বোঝিয়ে দিতে পারবো যে, আপনাদের অনুসৃত কর্ম্মধারায় এ সম্পর্কে ভুলধরনভাবে ব্যত্যয় ঘটছে। একথা আমাদের সঙ্গে সমভাবেই আপনারা জানেন যে, কারুর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে অপর একজনের অন্যায় করার অধিকার আসতে পারে না।

ঘৃণা বিদ্বেষের অবসানে তার বিপরীত ধর্ম্মী আচরণ চাই আমাদের

আমাদের মধ্যে কেউ যদি অভিযোগ করি যে কোনো এক দল অবাঞ্ছিত যে সব কাজ করেছেন—তা তিনি অপরের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত আধিপত্যতা এবং তার জন্য অপরকে হেয় করার;—আঘাত করার দুরভি থেকে পরিচালিত হ'য়ে করেছেন—তাহলে বুঝতে হবে: তিনি অজান্তেই বিদ্বেষ এবং অপরকে হেয় করার প্রবৃত্তিকে বিষমৃষ্টির গুরুতর কারণ ব'লে মনে করেন। এবং এমত তিনি এদের দলকে ক্ষমতায় যেতে না দেওয়ার দারীও স্বাভাবিক ভাবেই করতে পারেন। কিন্তু লোং যদি দেখেন যে, যে ব্যক্তি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির কাজকে বিশেষভাবে সৃষ্টি সত্তীর কারণ বলে আলোড়ন সৃষ্টি করছেন—তিনিই আবার ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে তীব্র ঘৃণা এবং বিষের সৃষ্টি করছেন—তাহলে কি ঘৃণা বিদ্বেষের প্রতিবাদ সত্ত্ব মানুষ আশাবিত হ'তে পারবে? লোকে কি আশা করবে যে, ঘৃণার বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিষের, অশিবাদের বিরুদ্ধে অশিবাদ সৃষ্টি করে ঐতিহাসিক বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম হবে, না, বিদ্বেষের পাশে মৈত্রী-ভাবনা, ঘৃণার পাশে ক্ষমা ও সহনশীলতা, অশিবাদের পাশে মনের ঔদার্য্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেই সেই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে—বিশ্বকে অন্তরে সত্যকিত এবং নিজের পক্ষে জনমত আলোড়িত করা যাবে।

প্রত্যুত্তরের নামে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকে জিইয়ে রাখবে

এ সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে একটা কথা উঠতে পারে যে, বিরোধী পক্ষ থেকে বহু প্ররোচনামূলক কথাবার্তা ও কাজ কর্ম হচ্ছে বলে আপনাদের তীব্র ভাষা প্রয়োগ করতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে। আপনাদের একথা সত্য ব'লে মেনেও যদি নিই—তাহলেও গান্ধীবাদের অনুসরণকারী হিসাবে এ ক্ষেত্রে আপনাদের যে বিশেষ কর্ম্মধারা বা মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখাবার রয়েছে, তার বিধান আপনাদের মহান গান্ধীবাদের মধ্যেই রয়েছে। অপরের প্ররোচনার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যুত্তরের নামে নূতন প্ররোচনা সৃষ্টি হ'তে থাকলে এ দুষ্টচক্র এগিয়ে চলে—তার অবসান কখনো হয় না। গান্ধীবাদের মৌলিক সত্যগুলির এটি অন্যতম—আশা করি আপনারাও কাছে তা' বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এ কথা আমরা

সকলেই জানি যে, জীবনের সত্তাগুলিকে যেমন উন্নতির করতে শক্তির প্রয়োজন হয়—তেমনি তাকে জীবনে ঠিক রেখার বলিষ্ঠ চারিত্রিক শক্তি-সমূহের প্রয়োজন হয়। বিপ্লবপ্রাণী, উদ্দেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনে যেখানে পথ খোঁজার নামে পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গান্ধীবাদ অহিংসকর্তাদের কাছ থেকে তাদের অপন আত্মশক্তি, আত্ম সংযমের পরিচয়ের মধ্যে নূতন পথ প্রদর্শনের আলোক মানুষ নিশ্চয়ই আশা করবে বাংলা দেশের সর্ব বৃহৎ গান্ধীবাদী দল ব'লে আপনাদের দায়ীত্ব মর্য্যাদা রাখবার দায়িত্ব আজ আপনাদের।

(৬) রাজনৈতিক প্রচারকে মর্য্যাদায় রূপ দিতে হবে

অপরকে অকারণে প্রতিবাদ করার মনে চারিদিকে আজ যে প্রচার অভিযান চলছে—সে বিষয়ে এক কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। এই প্রচারের মধ্যে অপরকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা এমন ভাবে হ'য়ে পড়ছে যে, অপরের অযৌক্তিক কর্মধারা ও ভাবধারাকে উদ্ঘাটিত করতে এবং নিজে ভাবধারা ও কর্মধারার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে যুক্তি দিয়ে, বিচার দিয়ে, উপযুক্ত তথ্য দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থিত করা দিনটা খুবই দৌন হ'য়ে পড়ছে। এর ফলে রাজনৈতিক জীবন-পরিবেশের একটা গভীর ক্ষতি হচ্ছে। কারণ তাতে রাজনৈতিক কর্মধারা ও সংগ্রাম ধারার মান বাহিত হতে থাকছে না। আপনাদের প্রচারধারা দেখে মনে হয়েছে—এবিষয়ে আপনাদের আজ ভাববার এবং দায়িত্ব উপলব্ধি করবার হয়েছে। সুতরাং সকলেই অনুমান করতে পারছেন—এ রকম প্রচার অভিযানসমূহের সঙ্গে কেন আমরা জড়িত হওয়া বাঞ্ছিত ব'লে মনে করছি না।

(৭) বন্ধুভাবাপন্ন দলকে অযথা হেয় ক'রে সহযোগিতা ?

রাজনৈতিক প্রচারের নামে কিভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন দলগুলির মধ্যে অনর্থক কিভাবে বিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে—তিনটি দলগত ভাবনার দিক থেকে) তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিই। সম্প্রতি বিগত ১৭ই এপ্রিল তারিখে সি, পি, এস এর বিরুদ্ধে অভিযান কর্তৃপক্ষ'পুকা অনুমানের ভিত্তিতে আপনারা একটি জনসভা করেন। তাতে আপনাদের পার্টির প্রধানমন্ত্রী নেতার উপস্থিতিতে আপনারের কর্ম্মনির্নায়ক নেতৃবর্গের সংঘকে সি, পি, এস এবং লেজুড় ব'লে অভিহিত করেছেন এবং লোকসেবক সংঘের গান্ধীবাদ কি রকম তা আপনারা বুঝতে পারছেন না বলে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছেন।

সহযোগিতার আহ্বানের মধ্যে সততার পরিচয় দিতে হবে

যে রকমে আপনারা বন্ধুভাবে সহযোগিতাকে পাবার জন্য আহ্বান জানাতে অগ্রসর হয়েছেন সেই রূপ সম্পর্কে কোনো ধারণা বা অভিযোগের জন্য তাদের সঙ্গে সে বিষয়ে কোন যোগাযোগ না ক'রে, তাদের বক্তব্য জানবার কোনো চেষ্টা না ক'রে—প্রকাশ্যভাবে তাদের হেয় করার চেষ্টার সঙ্গে তাকে নিজের কর্ম অভিযানে সহযোগীকে পাবার জন্য আয়ত্তপরে সামঞ্জস্য থাকে কোথায় বুঝতে অসমর্থ হয়েছি। আপনাদের এই রকম আচরণের কারণ আপনাদের আহ্বানের মধ্যে সততার পরিচয় পাই নি—এ কথা বলতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।

প্রকাশ্য জনসভায় সংঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে আহ্বান

যেমন একটি প্রকাশ্য জনসভার লোক সেবক সংঘকে সি, পি, এস এর লেজুড় ব'লে ঘোষণা প্রকাশ করেছেন—তেমনি একটি প্রকাশ্য জনসভায় আমাদের উপস্থিতিতে লোক সেবক সংঘ বিভাগে কি, পি, এস-এর লেজুড় হয়েছে বা, সি, পি, এস এর অপ্রীতি কাজকে লোক সেবক সংঘ কিভাবে সমর্থন করেছে বা করছে এবং তার পরিবর্তে লোক সেবক সংঘ সি, পি, এস কাছ থেকে কি কি সুবিধে বা প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে তার তথ্যাদি বা দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করি। আমরা যদি প্রান্ত পথে চলেছি—তাহলে জনসাধারণের সামনেই তার নির্দেশ করা হউকার। আর যদি অযথা আমাদের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক জীবনকে ও সাংগঠনিক সম্পর্ককে অযথা বিষ্ক্ত ও বিশ্বাসিপূর্ণ করা হচ্ছে—তাহলে তারও প্রকাশ্য জনসভার সামনে হওয়াই উচিত। এ যেন জনসভা ব'লে শেষোক্ত অবস্থাটি যে নিশ্চয় করা না নিদেশিদ্ভাবে রেখাতে আমরা পারবো—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনারা জনসভা ক'রে অন্য দলের সম্পর্ক সভ্য তথ্য উদ্ঘাটন করে জনমনের বিভ্রান্তি দূর করতে অভিযানের অগ্রসর হবে আমাদের বোধ দিতে ভাকছেন। আমাদের উচিত হবে মধ্যে বসে বিস্তৃ কি করা হয়েছে—তা পরিষ্কার ক'রে বিতে আমাদের এই মন্মিলিত জনসভা সম্পর্ক প্রস্তাবে নাড়া দিতে কুণ্ঠিত হবেন না আশা করি।

৮) এই জনসভায় কোন্‌টা গান্ধীবাদ তা' নির্ণীত হোক

আপনাদের বিগত ১৭ই এপ্রিলের জনসভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের এমন সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে জনসভার বিপরীত জেনেছি যে, একজন অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তি যখন জনসভার শান্ত দিয়ে যারা সমস্ত শৃঙ্খলা মুখাবী ফিরে যাও' ব'লে শ্রোমান দেয় এবং ঐ শুনে যখন সব লোক অস্থরের আক্রমণ ভঙ্গে ভেবে ভীত হয়ে সরে যাবার চেষ্টা করে—তখন আপনাদের দলের প্রধানতম নেতা জনগণকে সাহস দেবার জন্য এই বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিটিকে কোনো বিশেষ দলের প্রতিনিধি হিসাবে যারা ক'রে ঐ দলকে অভিযুক্ত করার সব কতকগুলি দুঃখজনক উক্তি করেন। এবং তার পর আবার তিনি গান্ধীবাদের প্রবর্গিত অহিংস আচরণসমূহ বিষয়ে ভাষণ দেন। কিন্তু তাঁর ঐ আগের উক্তিগুলি আমাদের ধারণাকে গান্ধীবাদের কোনো অংশের অনুযায়ী হয়েছে ব'লে আমরা মনে করতে পারি নি। আপনারাও আমাদের গান্ধীবাদের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন না ব'লে দৃঢ়। আমরা উদ্বেগই উদ্বেগের গান্ধীবাদকে বুঝতে পারি নি। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি—আপনার প্রস্তাবিত জনসভাতে এই বিষয়টিকে খোলাখুলি আলোচনা হোক। আপনার উদ্যোগে প্রস্তাবনা থাকবে এবং আপনারাই সমস্তি পেলে যে জনসভার অনুষ্ঠান করুন—যে জনসভাকে স্থির হোক—কার গান্ধীবাদ গান্ধীবাদের সব থেকে নিকট—আর কার গান্ধীবাদ গান্ধীবাদেরই আলোকে অনুসৃত। ইতি—

কলকাতা
১০.৫.৭০

আপনাদের
অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪
যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।
১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩ টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।
গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেঃ ওয়ে হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেসন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।
স্বাক্ষরিত ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
Stockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল

আজ সঞ্চয় করুন

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে
আরও বেশী সুযোগ সুবিধা ঘোষণা

আয় বৃদ্ধি করুন

নূতন সিকিউরিটি ঃ অধিকতর লাভ ঃ পছন্দসই লগ্নির উপায় বৃদ্ধি ঃ আকর্ষণীয় করহারে ঃ সমস্ত সীমা হ্রাস ঃ

১২ বছর মেয়াদি জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট, দশ বছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা ডিপজিট সার্টিফিকেট, ও ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (প্রথম পর্য্যায়) বিক্রয় ১৪ই মার্চ্চ ১৯৭০ থেকে বন্ধ হয়েছে। এগুলির বদলে নিম্নলিখিত তিনটী শ্রেণীর নতুন সার্টিফিকেট প্রচলিত হয়েছে :

ক। (১) ৭-বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (২য় পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০, ১০০, ১০০০, ৫০০০ টাকা, আয়কর মুক্ত সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৫½% অর্থাৎ মেয়াদ অন্তে ১০০ টাকার সার্টিফিকেটে পাওয়া যাবে ১৪১ টাকা।

(২) ৭-বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৩য় পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা, আয়কর মুক্ত সুদ ৫% হারে প্রতি বছর দেওয়া হবে এবং মেয়াদ অন্তে আসল টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

(৩) ৭-বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৪র্থ পর্য্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা, সুদ ৭½% হারে প্রতি বছর দেওয়া হবে এবং আসল টাকা মেয়াদ অন্তে ফেরত দেওয়া হবে। কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাবে এবং ক্রয়-সীমা নির্দ্ধারিত নাই।

উল্লিখিত তিনটী সার্টিফিকেটই কেনার তিন বছর পরে অথবা ক্রেতার মৃত্যু হলে একবছর পরেই ভাঙানো যাবে।

(খ) অন্যান্য স্বল্প সঞ্চয়ের পরিকল্পে প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা

(১) পোষ্ট অফিস টাইম ডিপজিট (১ বছর, ৩ বছর ও ৫ বছর মেয়াদি)

৫০ টাকার গুণিতকে জমা এবং কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে দেওয়া যাবে, আমানতের সীমা নেই। বাৎসরিক সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে। ১ বছর মেয়াদে ৫½%, ৩ বছর মেয়াদে ৬½% ও ৫ বছর মেয়াদে ৬½% দেওয়া হবে।

(২) পোষ্ট অফিস রেকারিং ডিপজিট (পাঁচ বছর মেয়াদি)

মাসিক পাঁচ টাকার গুণিতকে নির্দিষ্ট অঙ্কের জমা কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে রাখা যাবে। জামানতের সীমা নেই মেয়াদ অন্তে বাৎসরিক ৬½% হার সুদসহ আসল টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে।

(৩) পাঁচ বছর মেয়াদি ফিক্সড্ ডিপজিট

৫০ টাকার গুণিতকে জমা কেবল মাত্র ব্যক্তির নামে রাখা যাবে, জামানতের সীমা একক নামে ২৫০০০ হাজার টাকা ও যুগ্ম নামে ৫০০০০ টাকা। আয়কর মুক্ত সুদের হার বাৎসরিক ৫½%। তিন বছর পরেও তোলা যাবে।

(গ) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট।

আয়কর মুক্ত সুদের হার বাৎসরিক ৩½% এবং সমগ্র আর্থিক বছর অন্যূন ১০০ টাকা জমার উপরে ৪% তাছাড়া ২ বা ৩ বছরের জন্য ১০০ টাকার গুণিতকে বন্ধ জামানতে যথাক্রমে ৪½% ও ৪½% চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যাবে। সীমা একক নামে ২৫০০০ হাজার টাকা ও যুগ্ম নামে ৫০০০০ টাকা, প্রতিষ্ঠানের জন্য সীমা স্বতন্ত্র।

(ঘ) ক্রম বর্দ্ধমান নির্দ্দিষ্ট মেয়াদি জমা ৫, ১০, ১৫ বছর মেয়াদি)

মাসিক পাঁচ টাকা বা তার গুণিতকে একক নামে ৫০০ টাকা ও যুগ্ম নামে দ্বিগুণ জমা দিয়ে ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি জমায় বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধি হারে ৮৮০% ও ১৫ বছর মেয়াদি জমায় ৫% হারে আয়কর মুক্ত সুদ সহ জমা টাকা মেয়াদ অন্তে পাওয়া যাবে। অন্যান্য নানাবিধ সুবিধা আছে ; তা ছাড়া ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদি জমায় আয় করের রিবেট পাওয়া যাবে।

বিশদ বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সাযোগ করুন পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, অর্থ বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১। আঞ্চলিক অধিকর্ত্তা, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান, বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩, জেলাতে জেলা সঞ্চয় সংগঠক অথবা নিকটবর্ত্তী ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার এর সঙ্গে।

—পঃ বঃ (তথ্য ও জন সংযোগ) /৭০—
নং

রাষ্ট্রপতি শাসনে আইন শৃঙ্খলা

দল ত্যাগের শাস্তি

৩রা মে রবিবার সকালে আগরপাড়া স্টাডিয়াম ষ্টেশনে যুদ্ধরত যুবক ১৪।১৫ জন যুবককে ধারা আক্রান্ত হয়ে গুলি ও ছুরির আঘাতে নিহত হয়। পরবর্তে প্রকাশ যে নিহত যুবকেরা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল ছেড়ে নক্সালবাড়ী দলে যোগ দেওয়ার ফলেই এই প্রতিহিংসামূলক ঘটনা ঘটে।

নারকেলডাঙ্গার বিপ্লব

৩রা মে সকালে নারকেলডাঙ্গা মেনরোডে আবার সি, পি, এমের সঙ্গে অংগোয়ার্ড ব্লকের গুরুতর আরম্ভ হয়। পুলিশ ৩৩ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। দুজন সার্জেণ্টসহ চার জন পুলিশ আহত হয়েছেন।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বোমায় ব্রজেশ্বর

২৭।৪ মে শনিবার রাত্রে যুবকদল এলাকার নর্থ রোড ও সেণ্ট্রাল রোডের সংযোগস্থলে একজন ৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি বোমার আঘাতে নিহত হন এবং তিন জন আহত হন। প্রকাশ নিহত ব্যক্তি মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলের সমর্থক ছিলেন।

দলের ছুরি

৩রা মে, বেলা ১১টায় সি-পি-এম সমর্থকেরা বাঘা সরকীর কলোনীর একটি বাড়ী চড়াও করে দু জন যুবককে ছুরিকাহত করে।

নয়ালী বিপ্লব

৪ঠা মে, সোমবার বিকালে কোলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকার মুরাদিয়া বস্তিতে স্থলে নকশালরা চড়াও হয় এবং যথারীতি ভাকুচুর করার পর ছাঁদে লাল পতাকা তুলে দিয়ে নিজের সম্পূর্ণ করে।

• • •

৫ই মে মঙ্গলবার দুপুরে বাগবাজারের ইষ্ট ক্যালকাটা জ্যাসনাল স্কুলে নক্সালী হামলা হয়। পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে।

ছাত্র পরিষদের গান্ধীভক্তি

পৌরসভার পক্ষ থেকে গান্ধী-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান না করা ও গান্ধীজীর ছবি ও প্রতিকৃতি ভাঙ্গা ও পোড়ানোর নিন্দা মেয়র না করার বিরুদ্ধে ৮ই মে কংগ্রেস পরিচালিত ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় পৌরভবনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে মেয়রের ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা একটি রাজর্ষি গান্ধীমূর্তি ছুঁড়ে মেয়রের মাথা কাটিয়ে দেয়। নন্দী ও কর্মিদলাবদের সঙ্গেও তারা সংঘর্ষ লিপ্ত হয়—বোমা ও লোহার বোতল ছুঁড়ে বেপরোয়াভাবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মর্ম্মর মূর্তি বেদী থেকে ভাঙ্গড় থেকে তিন টুকরো হবার পর গান্ধীভক্ত বিক্ষোভকারীরা চলে যায়। চল্লিশ জন আহত হয়েছেন এই ঘটনায়।

—০—

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/P

Regional Transport Authority, Purulia

NOTICE

Applications are invited in form P. Co. P. A. for grant of 25 permanent contract carriage permits (Taxi Cabs) valid for the Purulia Region with prospect of countersignature for the Chhota Nagpur Region. The applications should reach the undersigned on or before the 5th June, 1970 along with a Treasury Chalan showing deposit of Rs. 5=00 as application fee. The vehicle proposed to be placed under the permit shall not be a model more than 5 years old provided the vehicle is otherwise, mechanically fit and equipped with necessary amenities.

Representation in this connection, if any, may be made by existing Contract Carriage permit holders of this region so as to reach the undersigned on or before the 5th July, 1970.

The applications together with representation if any will, be considered by the Regional Transport Authority, Purulia, in its meeting to be held after 6-7-70.

Dated Purulia, the 6th May, '70

R. C Mahapatra
Secretary. 6/5/70

SINGHAL PURE ALUMINIUM

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পণ্যের মধ্যে সর্বোত্তম।
সিংহল—বন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—ষ্টার্লার ন্যায় মসনাতিয়ম; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

যে কোনো
উপলক্ষে
অনবদ্য উপহার



ইউবিআই গিফ্‌ট চেক

শুভ পরিণয়, জন্মদিন, নববর্ষ, শারদীয়া পূজা, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ কি অন্য যে কোনো উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন ইউবিআই গিফ্‌ট চেক। দেখতে ভারি সুন্দর —চেক ও চেকের ফোল্ডার দুটিই নজর কেড়ে নেবে। ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চেক আপনি সই করতে পারবেন।

এবার থেকে উপহার দিন ইউবিআই গিফ্‌ট চেক।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস:
৭, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি কলিকাতা-১

naa/UBI/9-69 Bgn

ছাত্র বিক্ষোভ

মোহদার, ১১ই মে একদল ছাত্র "পুরিশী তুলুম চলবে না" "বেআইনী কেস তুলে নিতে হবে" "ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল করে জেলাশাসকের কক্ষের সামনে সমবেত হয়। ছাত্র মিছিলটি পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ছিল। মিছিলটিতে অল্প বয়স্ক ছাত্রদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর ছাত্রের দল চলে যায়।

কুষ্ঠরোগীদের বিক্ষোভ

সোমবার ছাত্রদের পরই কুষ্ঠরোগীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রচারপত্র ও কুষ্ঠ কল্যাণ সমিতির সভ্যাবৃন্দ জেলাশাসকের কক্ষের সামনে সমবেত হয়। তাঁরা তি, আরের দাবী নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বাঁকুড়ার একটি দলও স্থানীয় কুষ্ঠরোগীদের এই বিক্ষোভ মিছিলে ছিলেন।

এ দিনকার দুটি মিছিলই জেলাশাসকের দেখা পেয়েছিলেন কি না জানা যায় নি।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাদশ বর্ষ

স্বর্গীয় বিনোদ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঐতিহ্যে জাগ্রত
প্রাণবন্ত
নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

সোমবার, ১৮ই মে '৭০
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭৷
নগদ—১৫ পয়সা



মানুষ মানুষকে মারিয়ে যাবে এটা, যে শোক মাড়াই এবং যাকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে ধর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে।

—রবীন্দ্রনাথ

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও সিংভূমের দুর্ভিক্ষ প্রতিকারে

সংঘ নেতৃবৃন্দের প্রধানমন্ত্রী-খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে ত্রিশকোটি টাকার দাবী

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান খরা-কবলিত পুরুলিয়া জেলার গুরুতর সমস্যা ও ত্রাণব্যবস্থাদিকে কোনও প্রকার গুরুত্ব প্রদান না করায় জেলাবাসীর পক্ষ থেকে লোকসেবক সংঘের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য দাবী জানান। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করেছিলেন লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ।

খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গত ১৭ই মে তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি এবং শ্রীযিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এম, পি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরুলিয়ার ভয়ঙ্কর খরা অবস্থার কথা জানান এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রায় দশ লক্ষ লোককে বাঁচাবার জন্য অবিলম্বে অন্যান্য আণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণসহ খোলাবাজারে খাদ্য বিক্রয় বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান।

প্রতিনিধি দল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে বলেন যে খরা কবলিত পুরুলিয়া জেলায় কেবল দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নি—সেই সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার প্রায় চার লক্ষ নরনারী এবং বিহারের সিংভূম জেলার নিমডি, চাকুলিয়া, ইচাগড় ও পটমদা ব্লকের প্রায় তিন লক্ষ নরনারী চরম অন্নসংকট ও অনাহার অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রতিনিধি দল আরও বলেন যে—পুরুলিয়ার খরা অবস্থা দুরারোগ্য ব্যাধির মত রূপে দাঁড়িয়েছে। জেলার শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী কৃষিজীবি কিন্তু তাদের জন্য সেচের কোন সুযোগ সুবিধা করা হয় নি। সুতরাং অবিলম্বে সাহায্যমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও কৃষি ও শ্রমজীবিদের উন্নতি-বিধান : উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা তাঁরা সরকারকে গ্রহণ করতে বলেন।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম প্রতিনিধিদের বক্তব্য ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন এবং প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাহায্যমূলক ব্যবস্থাদি অবিলম্বে গ্রহণ করার বিষয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিনিধি দল শ্রীরামকে অবিলম্বে পুরুলিয়া পরিদর্শনের অনুরোধ জানান।

সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

লোকসেবক সংঘের এই প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ কে. এল. রাওএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরুলিয়া জেলার জন্য ব্যাপক সেচ পরিকল্পনাদি পেশ করে এই জেলাকে বারংবার খরার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ অনুরোধ জানান।

প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গত ১৬ই মে তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, লোক সভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রীযিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে "বার বার পুরুলিয়ায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে" তার কবল থেকে জেলাবাসীকে রক্ষার জন্য পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের উপর জরুরী দৃষ্টি দেবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ জানান।

প্রতিনিধি দল অভিযোগ করেন যে দশ লক্ষাধিকেরও বেশী লোক ভয়াবহ দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা খুব মন্থর গতিতে কাজ করে চলেছেন। তাঁরা প্রধান মন্ত্রীকে যত সত্বর সম্ভব পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শনের অনুরোধ জানান। সংসদের অধিবেশনের শেষে তিনি পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন।

প্রতিনিধি দল প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি দাখিল করেন তাতে পুরুলিয়ায় অনাহারে ছয়জনের মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে এবং জেলার কুড়িটি ব্লকের প্রায় দশলক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ-কবলিত বলে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার ৩টি ব্লকে চার লক্ষ এবং বিহারের সিংভূম জেলার ৩টি ব্লকে তিন লক্ষ—এই মোট সতের লক্ষ দুর্ভিক্ষ কবলিত জনসাধারণের ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য অধিকতর অর্থ ও বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছেন।

পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় এই জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে ও ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনুমানিক ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রধান মন্ত্রীকে প্রতিনিধিদল বিশেষ অনুরোধ করেন।

পুরুলিয়ার ত্রাণব্যবস্থাদি সম্পর্কে রাজ্যপালের বিচিত্র মনোবৃত্তি !

শ্রীধাওয়ানের নিকট সংঘ সচিবের সর্বশেষ পত্র

গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নিকট সর্বশেষ পত্রে জানান যে—"গত ১৫ই ও ১৭ই এপ্রিল তারিখের পত্রে পুরুলিয়া জেলার অতি সঙ্কটজনক দুর্ভিক্ষ-কালীন পরিস্থিতি ও অবশ্যম্ভাবী অনাহার মৃত্যুর ঘটনা সম্বলিত ভয়াবহ চিত্র আপনার নিকট উদ্ঘাটিত করেছিলাম। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখের পত্রে এবং তৎপূর্বে আপনার সেক্রেটারী শ্রী এ. কে. মুখার্জীর নিকট লিখিত কয়েকটি পত্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ জানানো হয়েছিল যাতে অবস্থার গুরুত্ব এবং এই বিরাট কাজের সার্থক মোকাবিলার জন্য মুক্তকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ত্রাণকার্যাদি পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সাক্ষাৎকারের দ্বারা আপনার পক্ষে (রাজ্যপালকে) হৃদয়ঙ্গম করানো সম্ভব হয়।

(শেষাংশ ৮২ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

ধাওয়ান ও ধরমবীর

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহু-বিতর্কিত দুটি নাম—ধাওয়ান ও ধরমবীর। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার উত্থান-পতন ও পতনোত্তর কালের কর্ণধাররূপে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ধরমবীর ছিলেন বৃটীশ আমলের স্তম্ভস্বরূপ ও ঐতিহ্যবাহী কট্টর সিভিলিয়ান ; আর ধাওয়ান আইন ও বিচার বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করার পর এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নকরূপে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র ও কংগ্রেসী অনুগ্রহপুষ্ট পি-ডি-এফ মন্ত্রীসভা গঠনের চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য ধরমবীর হয়েছিলেন সর্বজন-ধিক্কৃত এবং চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর দায়িত্বস্বরূপ কোনও কলঙ্কের বোঝা ধাওয়ানের স্কন্ধে না থাকলেও বৃহৎ সকল দল-গুলিরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মনোরঞ্জকের ভূমিকা নিতে গিয়ে ধাওয়ান সকলেরই বিরাগভাজন হয়েছেন এবং অধিকাংশ দলই সোচ্চার হয়ে তাঁর অপসারণ চাইছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রায় এক বৎসর কাল ধরমবীর একাই পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধাররূপে বিরাজ করেছিলেন—কিন্তু প্রশাসনের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকায় রাজ্যপাল ধাওয়ান মন্ত্রী পর্য্যায়ের পাঁচজন ছুঁদে উপদেষ্টা নিয়েও হালে পানি পাচ্ছেন না এবং দুই মাসের মধ্যেই হিমসিম খেতে সুরু করেছেন।

সিভিলিয়ানী মনোবৃত্তিজনিত তত দোষই থাক—কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের একটা স্বাভাবিক ও সহজাতবোধ ধরমবীরের ছিল। সেইজন্য স্বাভাবিক পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অবস্থা সরেজমীন তদন্তের জন্য তিনি স্বয়ং এই অঞ্চল-গুলি পরিদর্শন ও দুঃস্থ জনসাধারণের চরম দুঃখের দিন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তা ছাড়াও রাষ্ট্রপতি শাসনকালে রাজ্যের ছোট বড় যে কোনও দলের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি কোন সমস্যা বা অভিযোগ নিয়ে যদি তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হতেন—তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা করার ধৈর্য্য ও সময় তাঁর ছিল এবং অভিযোগাদির তদন্ত করে তার প্রতিকারের চেষ্টাও তিনি করতেন।

কিন্তু বর্তমান রাজ্যপাল ধাওয়ান সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচি, প্রকৃতি ও মনোবৃত্তির মানুষ। এঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বিচিত্র এবং প্রশাসন কার্যের দায় দায়িত্বের কোনও মানদণ্ড আছে কি না এবং যদি থাকে তবে তা কিরূপ—সে বিষয় একমাত্র তিনি নিজেই জানেন। কলিকাতা ও তাঁর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি খুন জখম ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তাঁকে যেভাবে বিচলিত করেছিল—পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জেলার আটজন ব্যক্তির অনাহার মৃত্যু ও চৌদ্দ লক্ষ অধিবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নি এবং এই বিষয়ে কোনও প্রকার আলোচনার প্রয়োজন বোধ ত করেনই নি—এমনকি সাক্ষাৎ-কারের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হলেও সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নি। এদিকে ধাওয়ানজী নিজেকে এক অতি বিদগ্ধ, সংস্কৃতিবান ও সৌজন্যপূর্ণ পুরুষ-রূপে জাহির করতে ত্রুটি করেন না। অবসরকালীন জীবনে রাজ্যপালের পদের দায়িত্ব যেখানে ভোজসভা, আর আপ্যায়ন ; নৃত্যগীতের আসর উদ্বোধন প্রভৃতি সৌখীন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে ধাওয়ান-জীর প্রতিভার স্ফুরণ হয়ত হতে পারে ; কিন্তু তাঁর মত এত উচ্চমার্গের ব্যক্তির অর্দ্ধ নগ্ন, অশিক্ষিত ও বুভুক্ষু জনসাধারণের জীবন-মরণের প্রশ্নে—তাদের অন্নের জন্য চাল ডাল নুন তেলের মত "বুভুক্ষা তৃষ্ণক" জ্বরোর ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা অবসর কোথায় ?

প্রশাসন ক্ষেত্রের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সাক্ষীগোপালরূপে শ্রীধাওয়ান শোভা বর্দ্ধন করতে পারেন—কিন্তু কঠোর বাস্তব ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। সিভিলিয়ান রাজ্যপাল ধরমবীরের সঙ্গে আইন বিশারদ রাজ্যপাল ধাওয়ানের এইখানেই পার্থক্য।

অ, চ,

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা কন্টিনজেন্সী বাবদ সাহায্য মঞ্জুর হয় এবং বিগত জানুয়ারী মাস থেকে প্রত্যেক বিভালয়ের প্রধান শিক্ষককে এই অর্থ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই জেলার বিভিন্ন স্কুলের অজ্ঞান শিক্ষকেরা অভিযোগ করছেন যে কন্টিন-জেন্সী বাবদ প্রদত্ত অর্থ ঠিকমত ব্যয় করা হচ্ছে না। শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে অনুরোধ করি।

—•—•—

এই জেলায় ত্রাণমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দালাল শ্রেণীরাও বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং স্বনামে বা বেনামে রিলীফ স্কীমের পে মাষ্টার, ডীলার ও মোহরার হবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। ফলে রিলিফ স্কীম চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ দুর্নীতির সুরু হয়ে গেছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান কেবলমাত্র সরকারী যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব নয়। এজন্য ব্লক ও অঞ্চল কমিটীর সদস্যদের উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে হবে। সদস্যদের গাফিলতী ও ঔদাসীন্যের জন্য যদি দুর্নীতি প্রসার লাভ করতে থাকে তবে তার জন্যে তাঁদেরও দুর্নামের ভাগী হতে হবে।

বয়রাতী সাহায্য বন্টনের জন্য তালিকা প্রণয়নে বা সাহায্য বন্টনে গ্রামসেবক ও ভি, এল, ডব্লিউদের অনেকের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ সম্পর্কে সরকারী পর্য্যায়ে তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চল কমিটীর সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় প্রয়োজনীয় তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

—•—•—

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮শ সংখ্যার মুক্তিতে ৩য় পৃষ্ঠায় "প্রতিক্রিয়াশীল কুৎসার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন" শীর্ষক যে সংবাদ বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল তাতে প্রথম স্তম্ভের তৃতীয় প্যারার "মানবাজারের ও, সি'র কথা ক্রমক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে—ঐ স্থলে "পুরুলিয়া থানার ও, সি" হবে।

উপরোক্ত সংবাদের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে ক্রমক্রমে তৃতীয় কলমে 'ভূমি নিরাকরণ চন্দ্রের সমসাময়িক অনুগামী শ্রী সর্ব্বেশ্বর চৌধুরী" লিখিত হয়েছে—সেই স্থলে "শ্রীবিনোদকেশ চৌধুরী" হবে। এই ভ্রমের জন্য দুঃখিত।

মুঃ সঃ

অনাহারে মৃত্যু চাপা দেওয়ার সরকারী অপচেষ্টা

পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া ২ নং ব্লকে ও অযুধুকে যে কয়টি শোচনীয় অনাহার মৃত্যু হয় সেগুলি চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে অপচেষ্টা ও মিথ্যা তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের অপপ্রয়াস হয়—তার বিবরণ জনসাধারণকে জানানো প্রয়োজন।

পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের আষরা-নড়মা অঞ্চলের ভি, এল, ডব্লিউ শ্রীপ্রভাস চ্যাটার্জী বড়াদিনী গ্রামের অনাহারে মৃত বাউল মাহাতীর পুত্র দুলাল মাহাতীকে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন, অনুরূপ বিষয় ও প্রলোভন দ্বারা পুরুষ নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বিবৃতি দিতে বাধ্য করে :—

"আমার পিতা ৮০বাউল মাহাতী (বয়স ৬২) পরলোকগত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘদিন দুরারোগে ভুগিতেছিলেন এবং আমি বাঁশের খুড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ এবং পিতার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতাম। আমার নিজস্ব জমি আছে। হঠাৎ অসুখে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ……বহু মাহাতের নিকট জমি বন্ধক রাখিয়া ৩০০৲ টাকা লইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছি। আমার পিতা যে অনাহারে মারা গিয়াছে এবং কাগজে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।"

স্বাঃ প্রভাস চ্যাটার্জী টীপ সহি— দুলাল মাহাতী

বলাবাহুল্য ২৯শে এপ্রিল তারিখে ও ৯ই মে তারিখে পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের বি, ডি, ও এই বিষয়ে তদন্তে যান আর এই যে তারিখে বিলীফ বিভাগের তাঁবাপ্রাপ্ত অফিসারও তদন্ত করেন।

এই সম্পর্কে বড়াসিনী গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত পত্র দেওয়া হয়েছে :

পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের অন্তর্গত বড়াদিনী মৌজা নিবাসী বাউল মাহাতী গত ১৮ই চৈত্র ১৩৭৬ সাল দীর্ঘদিন যক্ষ্মারোগে ও অনশনে থাকার পর মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে অত্যন্ত দারিদ্র নিবন্ধন তাহার পরিবার ভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার সুচিকিৎসা করাইতে পারে নাই। মৃত্যুর পূর্বে অত্যন্ত দারিদ্র নিবন্ধন তাহার পরিবার ভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার সুচিকিৎসা করাইতে পারে নাই। মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র শ্রীদুলাল মাহাতী সামাজিক ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি এবং কুটুম্ব ভোজন কোন কিছুই করিতে পারে নাই।

আমরা আপনাকে অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্থানীয় ভি, এল, ডব্লিউ দুলাল মাহাতীকে নানা প্রকারের ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া গত ২৪শে বৈশাখ ১৩৭৭ সাল, সকাল বেলা পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের বি, ডি, ও, সাহেবের নিকট একটি মিথ্যা বিবৃতি বলাইয়া শ্রীদুলাল মাহাতির টীপ সহি লইয়াছেন। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্যের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে ভি, এল, ডব্লিউ ও বি, ডি, ও সাহেব দুলাল মাহাতীকে দিয়া একটি মিথ্যা বিবৃতিতে টীপ সহি করাইয়াছেন।

আমরা গ্রাম বাসী লিখিতেছি যে, মৃত বাউল মাহাতির হৃদরোগ ছিল না—যা সে হৃদরোগে মারা যায় নাই ও দুলাল মাহাতি; পিতৃশ্রাদ্ধ ও কুটুম ভোজন করাইতে পারে নাই। ভি, এল, ডব্লিউ ও বি, ডি, ও সাহেবের নিকট দুলাল মাহাতীর প্রতিবেশীরা ও ঘরের লোকেরা এবং সমাজের লোকেরা উক্ত মিথ্যা বিবৃতি আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ভি, এল, ডব্লিউ ও বি, ডি, ও সাহেব কোন গ্রাহ্য করেন নাই।

আপনাদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, এই বিষয়ে কোন দ্বিতীয়ের উর্দ্ধতন অফিসারের মাধ্যমে দুলাল মাহাতী বা তার পরিবারের লোকজনদের নিকট অনুসন্ধান করান হউক। ২৭।৯।৭৭

স্বাঃ মুকুন্দ মাহাত
টীপ ছুরিরাম মাহাতী " নন্দ মাহাতী
" মতি মাহাতী " মতিরাম মাহাত

জয়পুর

জয়পুরের তিনটি অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে জয়পুরের বি-ডি ও স্বয়ং তদন্ত করেন এবং তাঁর সঙ্গে কেবলমাত্র ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির কমুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন। অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী-দের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ সূত্রে তাঁরা উভয়েই নাকি মন্তব্য করেন যে "অনাহারে কখনও মানুষ মারা যায় না।" তা ছাড়া "যখন দৈনিক গড় আট টাকা পর্যন্ত রোজগার করা যায়—তখন লোক অনাহারে মরিবে কি করে ?"

আর গত তার আশ্বিন মাসে লালু বাগচির জন্য জানু বাগচি (১৫) সাম্রাজ্য সম্মিলনের জন্য কোটশিলা রাসপাতালে যখন চিকিৎসা করেছিল—তখন চৈত্র মাসের শেষদিকে সেই রুগ্নকন্যা বালিকার মৃত্যু "লিভার রোগে" হইয়াছে—অনাহারে নয়—এই তথ্যটি আবিষ্কার করে অনাহারে মৃত্যুকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু সত্য ঘটনা এই সব অপপ্রয়াস দ্বারা চাপা দেওয়া যায় না—তা যে তার নিঃশেষ ভস্ম দ্বারা প্রমাণিত হবে।

—•—•—

পুরুলিয়া-কোটশিলা ব্রডগেজ লাইন প্রসঙ্গ

শ্রীভজহরি মাহাত এম-পির বিবৃতি

শ্রীভজহরি মাহাত, এম, পি, জানাচ্ছেন যে রেলপথ পুনঃ বেলপথের জোনাল কনসালটেটিভ কমিটির সভায় পুরুলিয়া-কোটশিলা মেঃ গেজ লাইনটি ব্রডগেজ করার প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হলে রেল কর্তৃপক্ষ জানান —"বর্তমানে আর্থিক অবস্থা ও ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার বিবেচনায় এই লাইনটি ব্রডগেজ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যাত্রা হউক, Uneconomic Branch Lines Committee, 1969. (অ-অর্থনৈতিক ব্রাঞ্চ লাইন কমিটি, ১৯৬৯) নামক এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি দেশের সমস্ত অলাভজনক ব্রাঞ্চ লাইনগুলির বিষয় পর্য্যালোচনা করে এই সুপারিশ করেছেন যে এই লাইনগুলি ব্রডগেজ করা হোক এবং বহু পরিবর্তন যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হলে এই সব লাইনে ডিজেল ইঞ্জিন প্রবর্তন করা হউক।

এই কমিটির সুপারিসমূহ এখন সরকারের বিবেচনাধীন।

এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে এক প্রচারণার দ্বারা জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয় যে এই লাইনটি ব্রডগেজ করবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং প্রচারকার্যটা এমে নিজেদের কৃতিত্ব দাবী করেছিলেন।

এই লাইনটি ব্রডগেজ করবার জন্য জনসাধারণের এখনও দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন এবং এই সংগ্রাম সেতুসভার ভিতরে ও বাইরে চালাতে হবে। মিথ্যা প্রচারের দ্বারা আত্মপ্রবঞ্চিত কোন অবকাশ নেই।

—•—•—

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র মিউনিসিপ্যালিটির খাস দখলী (১) দশের বাঁধ, (২) এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল ট্যাঙ্ক (নূতন বাঁধ) ও (৩) নাজির বাঁধ নামক পুষ্করিণীতে ১৭।৭০ তাং হইতে ৩০।৬।৭৩ তাং পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরের জন্য মৎস্য আবাদ ও ধরিবার বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। উক্ত বন্দোবস্ত লইবার জন্য আগামী ২৭।৫।৭০ তারিখে বেলা দশটার সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসে নীলাম ডাক হইবে। যাহারা উক্ত সময়ের জন্য উক্ত বাঁধগুলি বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অত্র মিউনিসিপ্যাল অফিসে হাজির হইয়া নীলাম ডাক করিতে পারেন। যাঁহার ডাক সর্বোচ্চ হইবে তাঁহাকে ডাকের সমুদয় টাকা ডাক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

যাঁহাকে উক্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটির প্রচলিত সর্তে এক চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া
৮।৫।৭০

দিলীপ রায় চৌধুরী
৫।৫।৭০
ভ্যাড মিনিষ্ট্রেটার
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি লাহাগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

মুক্তিতে গত সেখায় (১৭ সংখ্যা ২৭ এপ্রিল ১৯৭০) যুক্তফ্রন্টের পরিকল্পনাদের জমি নিয়ে পারস্পরিক হানাহানির অবস্থার রেখে এসেছি। তারা ক্ষেত্র বাইতে মারামারি করছে খাকুন—আমরা জমি সম্বন্ধে ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।

জমি থেকে উৎপাতের ইতিহাস ও অধিকারের স্বরূপ

যুক্তফ্রন্ট, জমি, ভেড়ী, পরিবী সংঘর্ষ নিয়ে বহু কথাই উঠেছে। এ বিষয়ে লেখা যায় যে সংখ্যাটা ২৪ পরগণা জেলাকেই ন্যূনাধিক ও তীব্র পরিবী সংঘর্ষের কথা এখন ছেড়েই দিই—কিন্তু লোকে যেখানে জমি নিয়ে বেশী সংঘর্ষ করছে সেখানের কারণটা কি? এ সম্বন্ধে ঘটনা ও ইতিহাস দিয়ে যুক্তফ্রন্ট থেকে বাস্তব পরিস্থিতিটা দেশের সমস্ত লোককে বোঝাবার বা তাদের সামনে তথ্যগুলি ঠিকভাবে রাখবার প্রচেষ্টা একবারেই হয় নি। ফলে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

২৪ পরগণা জিলা সুন্দরবন বাদ দিয়েও সুন্দর জেলার হাড়োয়া ও মাটিয়াড়ের মধ্য দিয়ে বইতো বিদ্যাধরী নদী। এককিন এই নদীর প্রতাপ ছিল দুর্দান্ত। এই নদী ছিল গভীর আর মাতালের মোসুম। দেশবিদেশ থেকে পণ্য আমদানী হত এই বিদ্যাধরীতে। এই অঞ্চলে একরা পতীর জঙ্গল বন বিজুড়ে ছিল। দুর দুর ঘরে লোকেরা বন কেটে এর দুধারে বসত গ্রাম গড়ে তুলেছিল। গ্রামের পর গ্রাম বহিছে গ্রাম। উর্বরা জমি। গ্রামের মানুষেরা ভীরন যাপন করত একমাত্র কৃষির উপর। মুসলমান আমলের গোড়া থেকেই এই চাষী সম্প্রদায় এখানে বাস করছে।

মুসলমানদের পরে এল ইংরেজেরা। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে এরা ব্যবসাদার মতো ফসল ফলিয়ে চলছিল। বিদ্যাধরীর প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হয় নি। চাষে বাসিন্দে দুধারের বসতিগুলি ছিল শস্তে ঐশ্বর্য্যে ভরপুর।

বাংলাদেশে ইংরেজের আমাদোনার ইতিহাস এই ২৪ পরগণার গঙ্গা ও গঙ্গার চু পাশ ধরে চলেছে। বিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বিদ্যাধরীর পঙ্কিলে বন্ধ করার ব্যবস্থা হল গঙ্গার পলির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই 'গায়ুকংগোজ' বিদ্যাধরীর মুখে সুইস গেট তৈরী হল। কিন্তু ফল দেখা গেল তাতেও পলি ঠেকার যাচ্ছেনা। তাই বিদ্যাধরীর মুখের উপর সুইস গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। বিদ্যাধরী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলল। জমে উঠল গেটের কাছে পলির প্রলয় পলি গেট গেট আর খোলা হয় নি—আজও নয়। এই ভাবেই বিদ্যাধরী মরে গেল। চাষের জমি থেকে পলি হয়ে উঠল অনেক অনেক উঁচু। কিন্তু তখনও চষ চলছে প্রায় মজা বিদ্যাধরীর দুকূল ধরে।

১৩০৩ সাল। আমি এই প্রবন্ধ লিখছি আজ ১৩৭৭ সালে। প্রায় এর বছর আগে রাজত্ব মেটেসেটে দেখেছিল। তার আগেই জমিদার বা যারা আজ মাঝের ভেড়ীর মালিক তারা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা অথবা তাদের পূর্বগামীরা কোথাও রাতের অন্ধকারে কোথাও প্রকাশ্যে নোনা জল ভর্তি করে দিয়েছিল। তারপরে দেশিনার সেই জমিদার মালিকরা যারা আজ ভেড়ীর মালিক তাদের মধ্যে অনেকেই চাষীদের কাছ থেকে কয়েক বছরের জন্য লিখিতে নেন এই শর্তে যে নোনা জল ঢুকে যাবার জন্য চাষ বন্ধ রয়েছে নোনা কেটে গেলে আবার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। নোনা অনেকদিন কেটে গেছে কিন্তু জমি কেউ ফেরৎ পায় নি। বহু চাষীর কাছে সেরকম কবালা অনেক আছে এখনও নষ্ট হয় নি।

তারপরে যারা কিনে বারো বছর ভোগদখলে কিনে ভেড়ীর মালিকরা চাষীদের বলেছে তারাই কিনে গেছে—ও জমি আর পাবে না। তারা ছোটদের হাট, তাতড়া, হাড়োয়া, মোশারফুর—এই সব অঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছে তথ্য নিতে কোথা যায় কি সাক্ষ্য। আমি সাধ্যমত একটা উপাদান দিলাম মাত্র। কিন্তু উনাচ, বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ভাবে এই বঙ্গনার ইতিহাস আজও জাগ্রত।

২৪ পরগণায় ১৯৩৮ সনে এই সমস্ত বঞ্চিত চাষীরা এই ব্যাপারে বিরাট আন্দোলন করে। সরকার পুলিশ কাজেই তাদের বিরুদ্ধে। তাই অকথ্য নৃশংস অত্যাচারের নীরা বিদ্যাধরীর দুকূল বয়েই এই আন্দোলন চলেছিল। পুলিশের গ্রামকে গ্রাম জ্বালি, নারী নির্য্যাতন ও বাল-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সাধারণ ব্যাপার ছিল। সে বার সে আন্দোলন আর বেশী এগোতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরুতে টেরিং প্রাউড কবরার ডক বিভিন্নটি যখন জমি দখল নিচ্ছিল—তখন জমি তার এই প্রশ্ন আবার মুখর হয়ে দেখা দেয়। জমিদারের জাবীর বিরুদ্ধে চাষীরা দলিল বের করে দেখাতে তার নিষ্পত্তি হল না। কিন্তু যুদ্ধ আসতে না আসতেই সেই আন্দোলন যুক্তভাবে সুরু হল। তেভাগা আন্দোলন বলে তার নাম হয়েছিল। হাড়োয়া, তাতড়, সোনাইপুর প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে তা ব্যাপ্ত হয়—অন্য বাংলা দেশের নানা জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ে।

তারপরে এল স্বাধীনতা। কংগ্রেস গণপরিষদ আইন ও বৃথা প্রজা নামে চাষীদের উপর ইংরেজ আমলের চেয়েও বেশী নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করে। জমিদারের গুণ্ডারা আর পুলিশ গ্রামে ঢুকে নির্জিতারে আগুন লাগ তো। বাসবারী বলে একটা গ্রাম ওরা পুড়ো আগিয়ে দিয়েছিল, কতক হাজার লোকের বসতি ছিল সেই গ্রামে। তারা সব প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৩ সনে জমিদারী বিলোপ আইন হবার সময় নয় বেঙ্গল আন্দোলন থেমে যায়। কিন্তু জমিদারী বিলোপ আইন চাষীদের কী কিবিদে দিতে পারে নি। জমির নিলিং হলেও সেগুলি বেনামী করে রাখা হয়।

২৪ পরগণার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন ধরনের। এই জন যে যুক্তফ্রন্ট আসলে বেনামী জমি দখলের আন্দোলনটা সেখানে কেন একটা তীব্র ব্যাপক হয়েছিল—এই পটভূমিকাতে তার কারণটা বোঝা যাবে।

একটু সাধারণ উদাহরণ দিলাম মাত্র। সমস্ত বেঙ্গল জুড়ে চাষীরা যারা নিজের হাতে চাষ করত বা করে তাদের বঞ্চনার ইতিহাস একই নির্মম ইতিহাস। যেখানে তারা একটু নেতৃত্ব পেয়েছে সেখানে তারা রূপে একটু দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে কিন্তু, আইন পুলিশ সরকার তাদের রক্ষাকারীদেরই সাহায্য করে এসেছে—আজ আমরা সে কথা জানি না।

উত্তরবঙ্গে একবার চা বাগিচাগুলি ঘুরে সন্ধান নিলে দেখতে পাওয়া যাবে কেমী বিদেশী চা বাগিচার মালিকরা হাজার হাজার একর জমি বেনামে করে রেখেছে বা নিয়েছে। বিরাট বিরাট জোতদারদের এক একটা ইতিহাস হাজার হাজার চাষীদের চোখের জলের ইতিহাস। পূর্ণবঙ্গ পাকিস্তান হয়েছে—তার কথা উল্লেখ করছি না কিন্তু সম্প্রতি যে ভেগাভনি আছে সেগুলির অমিমমার ইতিহাস ঐ একই ধারা বয়ে চলেছে।

(ক্রমশ)

—০—

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

রাস ময়দানে কম্যুনিষ্ট পার্টির জনসভা

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ

গত ৩০শে এপ্রিল পুরুলিয়া রাস ময়দানে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির "কেন্দ্রীয় সমাবেশে" যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। এই সভায় শ্রীনরেন্দ্রোথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীবরীন মন্ডল এম. এল. এ, ও শ্রীকে. এম, বিশ্বাস এম, পি ভাষণ দেন। এই সভার অন্ত স্থানীয়, কাশীপুর ও আনাড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ট্রাকযোগে বহু লোকজন আসে।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে যুক্তফ্রন্টের অন্ত সুবাস্থা, এর গঠনের ইতিহাস, দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকারী এবং আগামী দিনে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি এই মন্তব্যও করেন যে একমাত্র ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিই মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের সঠিক নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে—অন্যদিকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রান্ত নীতি অনুসরণ করে চলছে। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে এর বিপ্লব নয়ন প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণ সম্পর্কে শ্রীবাগুলী বলেন যে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আগ্রাসী নীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে ক্ষনীয় স্বার্থে ব্যবহার করার ফলে ফ্রন্টের অন্তাস্ত শরিকদল বিক্ষুব্ধ হয় এবং বাংলা কংগ্রেস তার প্রতিবাদে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে ও যুক্তফ্রন্ট বর্জ্জন করে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির অভিযোগ যে বাংলা কংগ্রেস জোতদার, মহাজন ও কায়েমী স্বার্থের লেজুড়—সেই প্রচার অভিযান খণ্ডন করে শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন যে বাংলা কংগ্রেস মার্ক্সবাদী দল নয় সত্য—কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের দল হিসাবে দেশের প্রগতিশীল বিষয় আন্দোলনে তাদেরও ভূমিকা আছে।

তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের উপসংহারে বিশ্বনাথবাবু বলেন—এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট ও সম্ভাবনার পতনের পটভূমিকায় লোক সেবক সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছেন। তিনি আরও বলেন যে—কনিষ্কাতা, অনসাইডি, বুরবিহার বা মেদিনীপুরে লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কোনও মূল্য নেই—এই দল সম্পর্কে সমালোচনা পুরুলিয়াতেই করা সমীচীন কারণ এই জনসভাতেই তিনি ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে চান।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী বলেন যে—যুক্তফ্রন্টের এই সাম্প্রতিক সঙ্কট ও তার সমাধান প্রচেষ্টায় লোকসেবক সংঘ চরম সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে। ফ্রন্টের বৃহত্তম দলভুক্ত মুখ্যমন্ত্রী কম্যুনিষ্ট পার্টির মন জুগিয়ে চলাই তাঁদের একমাত্র নীতি ছিল। তিনি আরও বলেন যে লোকসেবক সংঘের নেতা ও মন্ত্রী বিভূতিবাবুকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং এখনও ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করেন—কিন্তু তাঁর কথার ও কাজের মধ্যে তিনি (বিশ্বনাথবাবু) কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি।—এই সূত্রে বিশ্বনাথবাবু দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রথমটি হোল যখন যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে তীব্র বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিভূতিবাবু 'শান্তিদূত' হিসাবে তাঁর প্রাণ হাতে চাইনিয়ে যাচ্ছিলেন—সেই সময় একদিন তিনি বিশ্বনাথবাবুর কাছে এসে বলেন—"বিশ্বনাথবাবু, ফ্রন্টের এই সবিকী বিরোধ-বিবাদ মীমাংসার জন্য আমি একটা সূত্র (ফরমুলা) আবিষ্কার করেছি। সেটা হোল এই যে—ফ্রন্টের কোনও পরিবর্তন—যে রকম ছোট বা বড় বছই হোক না কেন—ফ্রন্টের নির্দ্ধারিত নীতি ও কর্মপন্থার বিরোধী কোনও কাজ করে এবং সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও করতে থাকে—তবে সেই পরিস্থিতিতে ফ্রন্টের বাকী তেরটি দল যুক্তভাবে ও একযোগে "ফ্রন্টের নীতি অমান্যকারী শরিকদলের" বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে।" এর উত্তরে বিশ্বনাথবাবু বলেন—"এত খুবই ভাল প্রস্তাব—একে ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।" এর পর বিশ্বনাথবাবু মন্তব্য করেন যে কার্যক্ষেত্রে বিভূতিবাবু ও তাঁর দল তাঁদের নিজস্ব উদ্ভূত নীতি অনুসরণ করেন নি।

দ্বিতীয় ঘটনা উল্লেখ করে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে—প্রলয়পুরে কম্যুনিষ্ট পার্টি অফিসে তিন জন কিষাণ-কর্মীকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা অতি নৃশংসভাবে হত্যা করেন—সেই শহীদদের মৃতদেহ নিয়ে যখন মহাকরণে (হাইকার্ট বিল্ডিংস-এ) মৌন মিছিল করে আনা হয়—তখন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা সেই মৃতদেহে মাল্য অর্পণ করলেও মন্ত্রী বিভূতিবাবু মাল্যদান করেন নি বা সেই সম্পর্কে কোনও বক্তব্য বা অভিমত প্রকাশ করেন নি।

ফ্রন্ট ভাঙার জন্য সংঘই দায়ী !

বিশ্বনাথবাবু আরও বলেন যে—মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থকে নিজ ক্ষনীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ যখন সোচ্চার হয়ে উঠে তখন দলীয় অপপ্রয়াস প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুলিশ থানার উপর ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত থানা-ভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের দাবী যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে উত্থাপন করা হয়। যুক্তফ্রন্টের সেই একস্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যার উপর ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল সেই বৈঠকে লোকসেবক সংঘের সচিব তীব্র ভাষায় অভিযোগ প্রকাশ করে বলেন—"এই প্রস্তাবিত থানাভিত্তিক কমিটি গঠন নীতিগত ভাবে আমরা পূর্ণ সমর্থন করি—কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনায় আমরা এখন এর বিরোধিতা করছি।" এই সম্পর্কে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে সংঘের এই নীতির সমর্থন ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনার বিরোধিতার অর্থ—সংঘের চরম সুবিধাবাদী নীতি। তাঁরা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরাগ-ভাজন হতে চান নি বলেই এই পরম্পর বিরোধী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বিশ্বনাথবাবু আরও মন্তব্য করেন যে সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে লোকসেবক সংঘ যদি মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে থানাভিত্তিক কমিটি গঠনের প্রস্তাবে রাজী করাতেন তবে পরবর্তীকালে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের কোনও কারণ ঘটতো না এবং যুক্তফ্রন্ট ভাঙতো না। সুতরাং লোকসেবক সংঘের এই মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি তোষন নীতির ফলেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হোল এবং সেই জন্য সংঘও যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য দায়ী।

তবে ভারতবর্ষের আগামী দিনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমর্থন করার জন্য দেশের সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির যে সম্মিলিত মোর্চা (ফ্রন্ট) গঠনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব দেখা দিয়াছে—সেই দায়িত্ব পালনে ভবিষ্যতে কম্যুনিষ্ট পার্টি অতীতে যেমন লোকসেবক সংঘকে সমর্থন করেছিল - ভবিষ্যতেও সেরূপ সমর্থন করবে।

—০—

Always at your service.

BISHUDHA MEDICAL HALL

Stockist for PURULIA

Squibb, Boehringer-Knoll

Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—স্কুইব, বোরিনজার-নল

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। ১ম্ভাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও কোর্ট হইতে প্রতি-নিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি ভট্টোপাধ্যায়

প্রিন্সিপাল

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

পুরুলিয়ার ত্রাণব্যবস্থাদি সম্পর্কে রাজ্যপালের বিচিত্র মনোবৃত্তি !

শ্রীধাওয়ানের নিকট সংঘ সচিবের সর্বশেষপত্র

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে এই সাক্ষাৎকারের জন্য মাত্র কয়েক মিনিট সময় করবার সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করার বাধা আপনার কোথায় ছিল? বিশেষতঃ আপনার হাতে এখন যে সব কাজ রয়েছে—তাদের তুলনায় এই বিষয়টির গুরুত্ব অনেক বেশী। আপনার সেক্রেটারীর নিকট থেকে বাঁধাধরা বুলি সম্বলিত যে সরকারী উত্তর আসে তাতে প্রকৃত পরিস্থিতি জানবার ও গুরুত্ব সহকারে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার যে কোনও আগ্রহ বা ইচ্ছা আপনার নেই—সেটা ই প্রকাশ পায়।

প্রাক্তন মুক্তফ্রন্টের শরিক একটি দলের সে যত ত্রুটিই হোক—সেক্রেটারী যখন রাজ্যের অগণিত দুঃস্থ অধিবাসীর দুঃখ ও বেদনার কাহিনী জানাবার জন্য আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিল—তখন সেই সাক্ষাৎকার করা আপনার অবশ্য কর্তব্য ছিল।

গভীর আশ্চর্য্য ও হতবুদ্ধির বিষয় যে—আমার পত্রে অতি সুস্পষ্ট-ভাবে ফুলিয়া শোচনীয় ও মর্মান্তিক চিত্র দেওয়া থাকলেও আপনি আপনার সেক্রেটারী মারফৎ এই সংবাদটুকু জানিয়ে "বাধিত করেন" যে ডেপুটী কমিশনারের হাতে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি আপনার বিবেচনাধীন রয়েছে। অর্থাৎ যেখানে অবিলম্বে প্রায় এক কোটী টাকার প্রয়োজন সেখানে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার প্রশাসন ব্যবস্থা চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে কেবলমাত্র ছেলে খেলা করছে! যেখানে অবিলম্বে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রয়োজন সেখানে আপনার দরজায় দীর্ঘ ধর্ণা দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ফাল্গুনী বিদায় করেছেন।

আপনার সেক্রেটারীর ১৬।৩।৭০ তারিখের চিন্তাবর্জিত ছেঁদো পত্রের উত্তরে আমি জানিয়েছিলুম—পরিস্থিতি এত গুরুতর যে এখন আর কোনও ঔদাসীন্য বা দ্বিরুক্তির সময় নেই। সুতরাং রাজ্যের প্রধান হিসাবে জেলার সমাক পরিস্থিতি জানা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং সেইজন্য এই সাক্ষাৎকার বিশেষ জরুরী। বিশেষতঃ আপনি যখন পশ্চিমবঙ্গে নবাগত এবং পুরুলিয়ার পরিস্থিতি সম্যকভাবে জানার অবকাশ ঘটেনি তখন এই সাক্ষাৎকারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনার সেক্রেটারী জানান যে আপনি পুরুলিয়ায় দুবার গেছেন এবং পুরুলিয়ার পরিস্থিতি জানার সুযোগ আপনার হয়েছে। আমি আপনার সেক্রেটারীকে জানাই যে বিশেষ কোনও কার্য্যসূচির সূত্রে মাত্র কয়েক ঘণ্টার স্বল্পকালীন পরিদর্শনে জেলা সম্পর্কে সরলাস্থা হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়—সুতরাং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আপনার সেক্রেটারী মারফৎ পুনরায় অনুরোধ জানাই। আজকে ২৪শে এপ্রিল—কিন্তু এই দীর্ঘ নয়দিনের মধ্যে কোনও উত্তরই পাইনি। আমি ধৈর্যের সঙ্গে আপনার উত্তরের অপেক্ষা করছি। কিন্তু পরিস্থিতি কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করে আমি বুঝতে পারছি আপনি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছেন। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হলে সেই অনুরোধ রক্ষা না করে আপনি আপনার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে যে সকল লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে তাদের জীবন রক্ষার জন্য ত্বরিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেও আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। জানমূলক ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় সেই সব গ্রহণে এখনও পর্য্যন্ত আপনি কিছুই করেন নি। সুতরাং আমি যৎপরোনাস্তি বিনয়ের সঙ্গে আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই যে আপনার ঔদাসীন্য, হৃদয়হীনতা ও অপরের সহযোগিতার প্রতি অশ্রদ্ধার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে যে বহু লোকের জীবনহানী ঘটবে এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় যোগ্যতার অভাব ঘটবে—তার জন্য আপনিই চূড়ান্তভাবে দায়ী হবেন।

যদিও আপনি আমার সঙ্গে খুবই অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন—তবু বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ব্যক্তিগত মানসম্মানের প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না এবং আশা করবো শেষ পর্য্যন্ত আপনার শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং আপনি সাক্ষাৎকারে রাজী হবেন। আমি পুনরায় আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি যে আপনি পরিস্থিতির সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই অভাবনীয় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তা জানান। যদি আগামী তিন দিনের মধ্যে আপনার কোনও উত্তর না পাই তবে মনে করবো এই বিষয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও মনোভাব বা ইচ্ছা আপনার নেই—সেই অবস্থায় এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য চেষ্টা করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় থাকবে না—কারণ আপনার রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিকতর সঙ্কটজনক হতে বাধ্য।

আপনার বিশ্বস্ত
অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব
লোকসেবক সংঘ

---•---

ট্রেনের সময় তালিকা

(১লা এপ্রিল, '৭০ থেকে)

সকাল—

ট্রেন নং	ট্রেনের বিবরণ	আসে	ছাড়ে
৮৮ আপ	সাউথ বিহার এক্স:	৫-৪০	৫-৫০
৪ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৬-২৫	—
৩১৫ আপ	হাওড়া-চক্রধরপুর	৬-৪১	৬-৫১
৪২২	চক্রধরপুর-গোমো	৮-১৭	৮-২৭
১ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	—	১০-২০
১ এ সি	আদ্রা-চাণ্ডিল	১০-৫৩	১০-৫৬

দুপুর

২ এ সি	চাণ্ডিল-আদ্রা	১-৪৩	১-৪৬

সন্ধ্যা ও রাত্রি

২ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৪-৫৫	—
৩১৬	চক্রধরপুর-হাওড়া	৬-৪৬	৬-৫৬
৪২১	গোমো-চক্রধরপুর	৭-০৩	৭-১৩
৩ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৭-২০	—
৮৭	সাউথ-বিহার এক্সপ্রেস	৯-৫০	১০-০০

প্রেস বিক্রয়

প্রায় ৫০০ কেজি নূতন ও পুরাতন টাইপ এবং সমস্ত রকম সাজ-সরঞ্জামসহ একটি ½ ক্রাউন সাইজের চালু চ্যাপ্তোমার-প্রাইস প্রেস বিক্রয় করা হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅমলালাল সেন্ড
কালীতলা, পুরুলিয়া

শ্রীহরচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেশ্বরতনয়
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৭৩তম জন্মদিনে প্রণাম জানাই বাঙলার জাতীয় কবি বিদ্রোহী নজরুলকে।



ট্রস্টিবৃন্দ জাগ্রত প্রাণ্যবরান্ নিবোধত

৩১শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

সোমবার, ২৫শে মে '৭০
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

বুদ্ধপূর্ণিমার আদিবাসী-পুলিশ সংঘর্ষে ৩১ রাউণ্ড গুলি

একজন আদিবাসী নিহত ঃ বারোজন পুলিশ আহত

নিহতের সংখ্যা আরো বেশী বলে আশংকা

২১শে মে, বৃহস্পতিবার বুদ্ধপূর্ণিমার দিন আদিবাসীদের উৎসব অযোধ্যা শিকার উপলক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার হাজার হাজার আদিবাসী অযোধ্যা পাহাড়ে সমবেত হন। অযোধ্যার বাবুবুতি অঞ্চলে আদিবাসীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। শুক্রবার বিহত আদিবাসীর একটি মৃতদেহ পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে আনে।

সংঘর্ষের কারণ - সরকারী ভাষ্য অসংলগ্ন

২২শে মে শুক্রবার সমস্ত দিন আমরা খবরের জন্য ডি-এম-পি, এস-ডি-ও, ডি-আই-বি বিভাগ এবং জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। ডি-এম-পি, এস-ডি-ও এবং সে-বেলা বিভাগের অভিসারেরা অযোধ্যায় চলে গিয়েছিলেন—জেলা শাসক বিশেষ কোনও সংবাদ জানেন না বলে জানান এবং ঘটনার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইজন আদিবাসীর মৃত্যু ঘোষণা করেন। তথ্য ও প্রচার বিভাগের অধিকর্তা কোন খবরই দিতে পারেন নি—তাঁরা সংবাদে কোন কথা জানেছিলেন তার বেশী কোন খবর নাকি তিনি পান নি। যাই হোক নারাহিন এবং সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সরকারী মহল থেকে কোন খবর পাওয়া যায় নি।

কিন্তু দুপুর বেলায় সিউড়ি বাড়ুয়া বেতার-খবরে ঘোষণা করা হোল যে একটি বেআইনী সভাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেন, তাদের মুক্ত করার জন্য আদিবাসীরা পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও পরে গুলি চালায়। শুক্র বিভাগের একজন ও একজন এস, আই, আহত হয়েছেন।

এর পর সন্ধ্যেবেলায় দৈনিক বসুমতীর খবরে দেখানো একটিকে নকশালী আক্রমণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ রিপোর্টার পুরুলিয়ার জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাকি জেনেছেন যে সরকারী দেশী মদের দোকানে প্রায় ৫০০ শত আদিবাসী কয়েক হাজার টাকার মদ লুঠ করার সময় বাধাদানরত পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এখানে ৩ জন পুলিশ ও কর্তৃপক্ষীয় আহত হওয়া সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

রাত্রি ৮১ টার সময় আমরা ডি, এম, সিউ(বেবর) সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। তিনি বলেন যে প্রায় ১০-১২ হাজার মরহুলী আদিবাসী ছিল এবং পুলিশ ৩১ রাউণ্ড গুলি চালিয়েছে। পুলিশের পক্ষে ১২ জন আহত হয়েছে। তিনি বলেন যে সরকারী মদের দোকানে বেশী হাত দিয়ে তল মেশানো মদ খাবার অভিযোগে আদিবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ভিড় করে দোকান লুঠ করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। আদিবাসীরা পুলিশের ওপর তীর ও ধনুক নিয়ে ছুটতে থাকে। তিন জন পুলিশ অফিসার, একজন আরমারী কর্তৃপক্ষীয় ও ৮ জন পুলিশ আহত হন। অবস্থা আয়ত্তে আনতে ২০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এতেও কোন ফল না হওয়ায় পুলিশ ৩১ রাউণ্ড গুলি চালায়। এই ঘটনাই রাতে স্থানীয় সংবাদেও প্রচার করা হয়।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

অনাহারে মৃত্যু ঘটে চলেছে

পাড়া থানায় দুটি অনাহার মৃত্যু : পাঁচজন মৃত্যু পথযাত্রী

কোনও ত্রাণমূলক কার্য্য বা সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা নাই

জেলার বহু স্থান থেকে আরও অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

গত ২১ এ মে তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ পুরুলিয়া থানার বিশেষ দুর্গত এলাকা আয়রা-বকুরা ও পাড়া থানার ভাঁওরিডি অঞ্চল পরিদর্শনে যান। প্রথমে বকুনিনী গ্রামে মাতাঙ্গিনী টোলার অনাহারে মৃত বাউরী মাহাতোর পরিবারের সংবাদটি গ্রহণ করে ৬ মাইলের পথ ভেঙ্গে মাতাঙ্গিনীকে তাদের বৃদ্ধি বাঁধের কাজ চালাবার পুঁজী রূপে কিছু অর্থ সাহায্য করেন এবং ঐ টোলার আরও কয়েকজন ক্ষুধা, অনাহার ক্লিষ্ট অসহায় নারীর সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা করে সামান্য কিছু অর্থ দেন।

পরে বকুনিনী ও লখপুর গ্রাম পরিদর্শনকালে সরকারী পানীয় জলের ব্যবস্থা অভাব এবং টেস্ট রিলিফ কার্য্যের অপ্রতুলতা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। সমস্ত আয়রা-বকুরা অঞ্চলে টেস্ট রিলিফে সামান্য একটী বাঁধের কাজ ছাড়া আর কোনও কাজের ব্যবস্থা নেই; আর খয়রাতী সাহায্যের পরিমাণ সরকার বৃদ্ধি করলেও—সেই অসুরারী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারী যন্ত্র নেই। এই অঞ্চলের ডি-এল-ডব্লিউ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সমস্ত গ্রাম-বাসী সোচ্চার—আর খাদ্য ত্রাণ কমিটির সদস্যদেরও কার্য্যকলাপের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না।

লখপুর গ্রামে আনমনার্থ পরিচালিত লঙ্গরখানা পরিদর্শনকালে দেখা গেল বেলা বারোটা বেজে গেলেও তখন পর্য্যন্ত রন্ধনাদির কোনও আয়োজন হয় নি। অনুসন্ধানে জানা গেল রন্ধনকুরির যাওয়ার দরুণ সংগ্রহের জন্য শুকতারা পুরুলিয়া গেছেন। সংঘের সচিব প্রত্যেককে চাল ডাল জমার জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করলে প্রধানশিক্ষক জানান যে বিক্রয় করার মত চাল গ্রামের কোনও বাড়ীতে নেই।

ভাঁওরিডি

পাড়া থানার ভাঁওরিডি অঞ্চল বিশেষ দুর্গত এলাকা। এই অঞ্চলে টাঁড়ায় মাত্র ছ'জন আনা জমন রয়েছে। আর প্রধানও পাওয়া গেল। তিতুরি, রাজাবেড়া, ভাঁওরিডি প্রভৃতি বড় বড় গ্রামে বহু বাড়ীতে চাষীর বাস—কিন্তু তাঁদের বাড়ীতে এক আঁটি পুরান বেড়া দেখা গেল না—আর ঘাঁই খড়ের চালে নূতন খড়ের ছাউনী প্রায় কোনও দৃশ্যই নেই।

ভাঁওরিডি গ্রাম পরিদর্শনের সময় ঐ গ্রামে দুইজন ব্যক্তির অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় এবং গ্রামের বিশিষ্ট সজীবে বৈঠক ও আলোচনার সময় বাউরী পাড়ার শ্রীরসলাল বাউরীর এবং শ্রীমতী ফুলনী কামারিনের অনাহার মৃত্যু ব্যাপক তদন্তাদির পর সমর্থিত হয়।

শ্রীমতী ফুলনী কামারিনী (৫৫) গত ১১ই বৈশাখে অনাহারে মারা গেছে। অনাহার বিধবা ফুলনী ভিক্ষেশীদের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

বুদ্ধ-পূর্ণিমার বলি

বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্য দিনে অযোধ্যা পাহাড়ে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক শিকার উৎসবকে দুরভিসন্ধিভাবে কলঙ্কিত করে এই বৎসর পুলিশের গুলিতে একজন ঘটনা-স্থলেই প্রাণ হারিয়েছে—কিন্তু আরও হতাহত হয়েছে কি না জানা যায় নি। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে তাদের যে কোন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ হোল অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং অযোধ্যা পাহাড়ে বৈশাখী পূর্ণিমার স্মরণীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সহস্র সহস্র আদিবাসী এখানে সমবেত হয়—তাদের প্রচুর পরিমাণ মদের চাহিদা মেটাবার সরকারী ব্যবস্থা থাকে। আর সরল ও শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের প্রতারিত করে মদের কারবারীরা প্রচুর মুনাফা লোটে এবং এই সূত্রে প্রতি বৎসরই শিকার উৎসবে ঘোগদানকারী সাঁওতালদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করলেই তাদের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়। বৃটীশ আমলে, স্বাধীনতা লাভের পর বিহার আমলে এবং বঙ্গভুক্তির পর পশ্চিম বাংলার আমলে প্রতি বৎসরই নিরুপদ্রবে এই অযোধ্যা শিকার উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে; সুতরাং এই বৎসরও পুলিশের গুলি চালানোর মত কোনও বিশেষ জটীল পরিস্থিতি উদ্ভবের কোনও কারণই ছিল না—যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও শুশৃঙ্খলতার সঙ্গে কার্য্য সম্পাদন করতে পারতেন।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর শিকার উৎসবে সাঁওতালদের সমাবেশ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। আর উৎসবে যোগদানকারী সাঁওতালদের হিংস্র ও আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপে লিপ্ত হবার জন্য বিশেষ কোন কার্য্য চালানো হয়েছে—তারও কোনও তথ্য বা প্রমাণ নেই। কোনও কোনও সরকারী মহল থেকে নন্দালপাহাড়ীদের যোগদান হত সম্পর্কে যে সব অনুমান বা ইঙ্গিত করা হচ্ছে—তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা নিজেদের অক্ষমতা গোপন করবার একটা কৌশলমাত্র। এই বৎসর মদের দর বৃদ্ধি ও মদে অতিরিক্ত পরিমাণ জল মিশাবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সকালের দিক থেকেই সাঁওতালদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং বৈকালের দিকে সেই বিক্ষোভ কিছুটা সংগঠিত রূপ ধারণ করে বিনা মূল্যে মদ সরবরাহের দাবী ধ্বনিত হতে শুরু হয়। মদকারী অর্থাৎ গ্রামের যে স্থলটি মদভাটিতে পরিণত করা হয়েছিল -তার থেকে কিছু দূরে আমবাগানে জনৈক সর্দার শ্রেণীর সাঁওতাল তরোয়াল ঘুরিয়ে যে "বীরত্ব" প্রদর্শন করছিল -তাতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আতঙ্কে অস্থির হবার কোনও কারণ ছিল না। তাঁরা মুখ্যা সুধনকারী ভাটিওয়ালার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জনতা শান্ত হয়ে যেত। কিন্তু অনভিজ্ঞতাজনিত হোক বা অনাবশ্যক আতঙ্কের জন্য হোক কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে পরিস্থিতি জটীল ও গুরুতর আকার ধারণ করে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ ও সরেজমীন তদন্ত করে জানা যায় যে সাঁওতালরা প্রথমে আক্রমণ করে নি। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করলে আদিবাসীদের ধারণা হয় পুলিশ গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে এবং তাঁরাও সাঁওতালরা তীর ছুঁড়তে শুরু করে। আর একটি তীর জনৈক সশস্ত্র জনরক্ষীকে তীর বিদ্ধ করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলি শুরু হয় এবং তরোয়ালধারী সর্দার শ্রেণীর সাঁওতালটি প্রথম বলি হয়। অতি অল্প সংখ্যক সাঁওতাল এই আক্রমণাত্মক অভিযানে অংশ গ্রহণ করে -আর সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকেও গুলি চালাবার বলম ছুরিয়ে যাওয়ায় রক্ষাত্মক পশ্চাদপসরণ করতে হয়। ফল সহস্র সাঁওতাল মহামৃগী জনতায় পরিণত হলে একজন পুলিশকেও জীবিত ফিরে আসতে হোত না। এই ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রচারযন্ত্রে যে সকল পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে—তার থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নিজেদের দোষক্ষালী দুর্বলতা ঢাকবার জন্য নানা অপকৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে।

অযোধ্যা পাহাড়ে এই বৎসর যে শোচনীয় ও মর্মান্তিক কাণ্ড স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত একটি বিশেষ উৎসবের ধারা ও ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করলো—তাকে নিন্দা করারও ভাষা নেই: এই সাঁওতাল সম্প্রদায় যেমন নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় এবং বহু প্রবোচনা ও উত্তেজনা সত্ত্বেও নিজেদের স্বভাবজাত সংযমের সীমা অতিক্রম করে না। কিন্তু একবার ক্ষিপ্ত হলে ও সংযমের বাঁধ ভাঙলে তখন এদের হিংস্রতা ও প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ ও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। সুতরাং সরকারের পক্ষে এই আগুন নিয়ে খেলা না করাই ভাল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই অযোধ্যা পাহাড় কাণ্ড ঘটনার পটভূমিকা কার্য্যকরণ, গুলি চালনার যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র বাঁধাবরা বিভাগীয় তদন্ত করে বিষয়টি ফাইল চাপা দিলে চলবে না। অবিলম্বে প্রকাশ্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

ম, চ,

রাষ্ট্রপতি-শাসনে আইন শৃঙ্খলা

সচল অচল

১৭ই মে সকালে ৩২ নং কটের একটি বাসের সঙ্গে পুলিসের কাঁটেড ভ্যানের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বেলা এগারোটা থেকে কোলকাতার ডালহাউসিকে ঘোড়ে বাস ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পুলিশ ভীতে ধাক্কা মেরে পালাবার চেষ্টা করার এবং ভ্যানের আরোহী অফিসার সাংঘাতিক মারধোর করার বাসের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হলে সকল বাসের এই অচল অবস্থান ঘটে। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পুলিসের চেষ্টায় বাসগুলি সরে যায় রাস্তা থেকে।

সি-পি-আই বনাম সি-পি-আই

২২শে মে তৃণমূল বেলার জমি দখলকে কেন্দ্র করে বীর সিংহপুর গ্রামে সি, পি, আই ও সি, পি, আইয়ের (বংগ্রেস পার্টি অব ইন্ডিয়া) মধ্যে সংঘর্ষের ফলে আট জন আহত হয়। কয়েকটি বাড়ীতে আগুন লাগান হয়। কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

নয়াদীল হামলা

গুরুতর ঘায়ণাজার সম্পর্কিত বোম্বে লেনে রামকৃষ্ণ ডে ইুকটস কোম্পে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত যুবকরা হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র, ই ও দেকরত ছবি ভেঙ্গে চুরমার করে।

ঐ দিনই যাদবপুর ইঞ্জিয়ান টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট এলাকা নক্সালপন্থী চড়াও হয়ে যাবতীয় আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লাখার টাকা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাংলা-দেশ নক্সালপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে।

কঠিন প্রশ্নের মারাত্মক উত্তর

গুরুতর বি, এ, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার অভিযোগে দেশী ভেজিয়ার্স, আশুতোষ, হীরেন্দ্র এওকর কলেজ এবং বসিরহাটের দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয় একদল ছাত্র। তারা শুধু হাত খাতাপত্র কেড়ে ছিঁড়ে দেয়। টাকী সরকারী কলেজের ছাত্রা ভাংচুর করে পরীক্ষা বন্ধ করে দেয় এবং বোমা ফাটানো হয়।

সরকারী কন্ট্রোলারের কন্ট্রোলের বাইরে

বি, এ, বি, পার্ট ওয়ান কিজিক্সের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে চরম গুরুতর অসন্তোষ দেখা দেয়। পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। সরকারী কন্ট্রোলারের অফিসে এবং টিফিন রুমে হামলা চালিয়ে আসবাব ও ফার্নিচারের যথেষ্ট ক্ষতি করে ছাত্রা এবং একটি সেপারেটরেটে ভাঙ্গ করে সরকারী কন্ট্রোলারকে মারে। তিনি বুকে আঘাত পান। পরে তিনি লিখিত ক্ষমা চেয়ে আদেশ দেন যথা করেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্মচারীরা নিরাপত্তার অভাবে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছেন এ ঘটনায়।

দুর্ভিক্ষ ত্রাণে মুক্ত হস্তে দান করুন

মুকুন্দনী কেন্দ্রার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে যে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে সেই সংকট মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় লোকদেবক সংঘের কর্মীদের উদ্যোগে তিনটি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে এবং আরো কয়েকটি খোলার চেষ্টা চলছে। এই কাটেইকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সহৃদয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

জেলার খাদ্য সংকট বিষয়ে দিল্লীতে সাক্ষাৎকার

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

আমাদের যে শোচনীয় অবস্থার কথা জানাতে যাই

ভারতের সব চেয়ে দরিদ্র অঞ্চল পুরুলিয়া জেলা এবং তার পূর্বাঞ্চলে এক অংশ ইঁচাগড়, সিমডি পটমদা, চাক্তিয় ইত্যাদি। ভূমি অনুর্বর—কঙ্করময়, সেচের ব্যবস্থা নেই। সামান্য অনাবৃষ্টিতে ধান মরে। তার সঙ্গে স্বাধীনতার ২২ বছর ধরে এই জেলার আর্থিক উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু করা হয় নি। এই অঞ্চলগুলির জন্য ই ২২ বছর ধরে কেবল উপেক্ষা, অবহেলা, শোষণ এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহার চলেছে। পুরুর মতো নেই—বন উজাড় হয়ে গেছে—২৩ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষ আর জলে ডাকাতি অভাব দেখা দিচ্ছে; তার সঙ্গে ব্যবসার অনাহার মৃত্যু চলছে।

আজকের ত্রাণ ব্যবস্থার সঙ্গে স্থায়ী দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চাই

লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনে যখন দুর্ভিক্ষ হানা দেয়—তখন ত্রাণ ব্যবস্থা না ক'রে উপায় নেই। জরুরী পরিস্থিতিতে ত্রাণ ব্যবস্থা খানিকটা ক'রে তার পরই ভুলে যাওয়া হয় যে, বার বার যে দুর্ভিক্ষ আসছে—তাকে ঠেকাতে হবে; লক্ষ লক্ষ মানুষের এই চরম দুর্ভোগের যে পরিস্থিতি নিত্যকার বস্তু হয়ে উঠেছে—তার অবসান করতে হবে। দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ যখন অগতির মুখের মধ্যে থাকে—তখনও তার জন্য যে সামান্য দৃষ্টি দেওয়া হয়—তাও নিতান্তই দায় সারা। ২০ বছরের ইতিহাস তার সাক্ষী। যাতিক্রম ছিল ১৯৬৭ সালে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সংগ্রাম।

আবার সেই চিরাচরিত ধারার পরিচয় পেলাম

আজ আবার যে দুর্ভিক্ষ এল—তাতে আবার সেই চিরাচরিত ধারা রূপ নিচ্ছে দেখলুম। আবার সেই অনাহার মৃত্যুকে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা, সেই লাঙ্গর খানা ব্যবস্থা, লাঙ্গর সারা আয়োজন, জনগণের সহযোগিতাবিহীন আমলাতন্ত্রের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে দেখলুম। প্রায়ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল।

সেজন্য রাজ্য ও কেন্দ্রকে নাড়া দেবার প্রয়োজন ছিল

দেশের ত্রাণ-পালনকে ভালভাবে নাড়া দেওয়ার এবং কেন্দ্রকে সমগ্র অবস্থা ভালভাবে বোঝাবার জন্য এবং এখনকার দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ভালংতো কিছু করার জন্য কেন্দ্রকে সক্রিয় করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করেছিলাম। উদাসীন রাজ্যপালকে খানিকটা নাড়া দিয়ে দিল্লী গেলাম।

কেন্দ্রকে যা বলতে গেছলাম

কেন্দ্রকে কেন্দ্রকে আমরা বলতে গেছলাম যে—

দুর্ভিক্ষে উপযুক্ত অর্থ ব্যবস্থা চাই : বহু অর্থ চাই

১) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে এ পর্যন্ত যা টাকা বরাদ্দের নমুনা দেখছি —তাতে কিছু হবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের চরম সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য অনিবার্য উপযুক্ত অর্থ ব্যবস্থা করা চাই।

শাসনযন্ত্রকে দ্রুত সক্রিয় করা চাই

২) সত্যাগ্রহমূলক কার্য ধারার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভিক্ষ-সংকট নিবারণ করা যায় না। যুদ্ধকালীন দ্রুত গতিতে সমগ্র শাসনযন্ত্রকে শক্তি করতে হবে—বড় ছোট সমগ্র আমলাবাহিনী গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘুরে যথাযথ অবস্থার সমস্ত তথ্য আনবে—কিপ্রগতিতে ব্যবস্থা করবে। সারা জেলার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জন-সংযোগিতার মাধ্যমকে বাঁচাবার জন্য তাদের তুফান ছুটবে। এ সবের কোনো লক্ষণ নেই। বক্তৃতা দিতে রাজ্যপাল পুরুলিয়া আসতে পারেন —দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে তাঁর সফর সূচি নেই। অফিসারকুল অফিসার মহল যৌরভাণ থেকে গা বাঁচিয়ে অফিসে বসে বিশ্রাম যাপন করছেন। সেজন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী ছিল—শাসনযন্ত্রকে দ্রুত সক্রিয় করা চাই।

ক্ষুধিতের অন্ন নিয়ে দুর্নীতি দুঢ় হস্তে বন্ধ করা চাই

৩) সামান্য যা ত্রাণ কিছু বিলিকের নামে আসছে—ইঁচিমহো সেইটুকুর বিষয়েই দুর্নীতির নানা অভিযোগ আসছে। এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে রোজবার আগ্রহ নিয়ে তা' বন্ধ করার কোনো মনোভাব শাসন বিভাগে দেখলাম না। বরং দুর্নীতিকে সমর্থনের মনোভাবই আছে। সেজন্য কেন্দ্রকে আমরা বলেছি—দুঢ় হস্তে এ সবের প্রতিকার ব্যবস্থার দাবী দিতে হবে। স্থানীয় শাসনকে—রাজ্য ও জেলা শাসনকে—এ বিষয়ে সজাগ এবং দাবী করা চাই।

নিত্য দুর্ভিক্ষের অবসানকল্পে দ্রুত বিবিধ উন্নয়ন চাই

৪) অভিশাপগ্রস্ত জেলার জীবনে বারবার যে দুর্ভিক্ষ আসছে—তার স্থায়ী সমাধানে আজ বিশেষ লক্ষ্য দিতেই হবে। ২০ বছর ধরে এই সব অঞ্চলের প্রতি চরম অবহেলা, উপেক্ষা, শোষণ ও নির্যাতন হয়েছে। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত চাই। জেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে উপযুক্ত বায় বরাদ্দ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা আজ চাই—এই আমাদের দাবী ছিল।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রধানদের অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে যাওয়া চাই

৫) কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রধানেরা ঐ সব অঞ্চলে গিয়ে অবহেলা ও উপেক্ষার জঘন্যতম কলঙ্কময় ভারিত্যের চরমতম রূপ কি হয়েছে তা দেখুন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার অংগীকে এর জন্য দায়িত্ব অনুভব করুন।

এই "স্থায়ী অনাহার অঞ্চলের" জন্য সর্বাগ্রে বিশেষ ব্যবস্থা চাই

৬) পুরুলিয়া ও পুরুলিয়ার যে অংশ আজ সিংভূমে সেই অঞ্চলগুলি এবং বাঁকুড়ার কিছুটা অনুন্নত অংশ নিয়ে এই ভূখণ্ডটা একটি "স্থায়ী অনাহার অঞ্চল" রূপে পরিগণ্য হয়েছে। আজ সর্বাগ্রে এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে আমাদের দাবী ছিল।

বাঁদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎকার করি

১৯ই রাত্রে দিল্লী পৌঁছে ২০ই মে থেকে ২৩ই মে পর্যন্ত আমরা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ও উন্নয়ন কর্মধারা বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, খাদ্য মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীডি, রঘুনাথ রেড্ডী, রেলমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্র, সেচমন্ত্রী শ্রীকে, এল, রাও, পূর্তমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডক্টর বামন্ডী ডুগাদ নাগ চৌধুরী এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ডাঃ নাগ চৌধুরীর আমন্ত্রিত কমিশনের দুজন বিশেষজ্ঞ উনদেরী শ্রীএ, এম, ভৈদে এবং শ্রীসি, পি, আগরওয়ালার সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করি।

খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের দু দিন সাক্ষাৎকার ও সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে দু বার সাক্ষাৎকার হয়।

এই সাক্ষাৎকারে আমরা তিনজন ছিলাম। আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু এবং বিশেষ সহায়ক শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এম, পি, শ্রীঅজয়কুমার মাহাত এম, পি, আর আমি।

আমরা যে স্মারকলিপিগুলি দিই

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত স্মারকলিপি নেতৃবৃন্দকে দিই—

(১) দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ও প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে (২) কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে, (৩) সেচ উন্নয়ন বিষয়ে, (৪) শিল্প উন্নয়ন বিষয়ে,

(৫) কোটাশিপা বিষয়ে, (৬) আদিবাসী যুবার ঘটনা বিষয়ে

(৭) কৃষান মন্ত্রীকে বিশেষ পত্র (৮) খাদ্য মন্ত্রীকে বিশেষপত্র।

আমাদের আমন্ত্রণ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেছেন

প্রধানমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীকে আমরা দুর্ভিক্ষ অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাই। তাঁরা উভয়েই আসবার সম্মতি জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(বিভূতি রামগুপ্ত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানভূম জেলার কথা যদি বলি—কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভূমিজ, সাঁওতাল, মাহাতো এরা বন কেটে পাহাড় কেটে জমি তৈরী করেছে। এরা জানে কি রকমভাবে যে বসতি করে জমি নেওয়া হয়েছে সে কথা কল্পনাও করা যায় না। দশ টাকা ধার দিয়ে তার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে জমি বাড়ী বাঁধা দিয়ে সব উধাও করে গেছে। গ্রাম কে গ্রাম সাঁওতালদের একরা দেখেছি মিথ্যা মোকদ্দমার পর মোকদ্দমায় অক্ষম ও অক্ষিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে বাকী জমি ছেড়ে।

দেশ-কাল পাত্র ভেদে এই বঞ্চনার, এই লুণ্ঠনের ধরণ ও ধারা হয়তো বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু এর মূলগত সত্তার কোন ব্যত্যয় নেই।

আমি ঘটনা দিয়ে যাচ্ছি। কে কি রকমভাবে এ সবের ব্যাখ্যা করবেন—সেটা তাঁর বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

যুক্তফ্রন্ট কায়েম হবার পরে শুধু চাষীই নয় লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের মনে আশা জেগে ওঠে মুক্তি তাদের দিন এল। এতদিন যে তাদের কোন ভরসার স্থানই ছিল না। আইন, কানুন, পুলিশ সমাজ ব্যবস্থা—এর কোন আওতাতেই তাদের স্থান ছিল না। তাদের স্থান ছিল শুধু কায়েমী স্বার্থের জোরের উপকরণ তৈরী করা আর তাদের অস্থি দিয়ে কায়েমী স্বার্থের প্রাসাদ নির্মাণ করা। পুরুষানুক্রমে চিরন্তন বঞ্চনা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে এসে আজ তারা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হতে চলেছে —অবশ্য অগ্রহায়ন করছে কিন্তু কেন স্থানীন হলেও তাদের জীবনে ভরসা আসে নি—বছরের পর বছর ধরে তারা এই ভরসার জন্য দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছে।

এ ভরসা যে কি ভরসা—সেটা পুরুলিয়ার লোকেরা কিছু জানে। ১৯৪৬-৪৭ সনে যখন আমরা পুরুলিয়াকে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ করেছি তখন একেবারে সবচেয়ে নীচের তলার লোকেরা জেগে উঠেছিল। ঐ নিরক্ষর—যাদের অস্তিত্বের দিকেও কেউ কোন দিন চেয়ে দেখে নি দেখবার দরকার বোধ করে নি—সেই সব ভাঙ্গা কুঁড়ের লোকেরা, সাঁওতাল আদিম্ব নিরাশ্রয়রা, সকলের মধ্যে সমান ক্ষমতা ও অধিকারে অংশভাগী হয়ে যখন এসিয়ে এল তখন তাদের মুখে চোখে কি ভরসার আলোই না জ্বলে উঠেছিল। বান্দোয়ানের পরবরা, পটমদার ভূমিজরা, বোরাের সাঁওতালরা দিকে দিকে আদি বর্ষ বর্ণ নির্বিশেষে উদ্বেলিত অনাদৃত, অবহেলিতরা একটু খুঁটি পেয়েছিল। তখন বিচারের নেতারা, সভ্যরা এসে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—I have seen the light of Swaraj.

সেই সময়ে চাষড়া পড়ে গিয়েছিল উপর মহলে। লাট সাহেব কাছে ডেপুটেশন, মন্ত্রীদের কাছে হরবার সব গেল—সব ভেস্তে গেল। আমি যা বলছি তা অবশ্যই কাহিনী নয়; এখনও তাদের হাজার লোক বেঁচে আছে গাঁয়ে ঘরে যাদের কাছে সেদিনটা এখনও জেগে আছে।

বিহার কংগ্রেসের, বিহার নেতৃত্বের সংকীর্ণ হিন্দী নায় জাবাব— সর্বনাশা প্রাদেশিকতা একটা অভূতপূর্ব সৃষ্টিকে চূর্ণ করে বঞ্চিতের ভরসার আলো-কে নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আজ যুক্তফ্রন্টের ইতিহাসও যেন তাই। আমি যেটি কুচবিহারের প্রাকাফলে, হাজিলিং-এর চাকরা গ্রামে, গঙ্গের স্রোতস্বিনীর তীরে, কালিম্পং এ; সেই ইসলামপুরে পূর্ণিয়ার যে অংশ বাংলায় এসেছে : সেছি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মন্ত্রীরা, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা; হাওড়ার গ্রামে, কলকাতার চারিদিকে নিম্নজনে যেখানে এখনও হাজার হাজার শ্রমিকরা শত্রুর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে; এ সব জায়গায় ত্যাগি করি নি, মিটিং করি নি, সাধারণ মানুষ, বঞ্চিত যারা তাদের দেখেছি—কি দেখেছি? এই সরলপ্রাণী চুয়ের মধ্যেও তাদের চোখে একটু ভরসার আলো। কিছুই পায় নি তারা তবু তারা মনে করেছে একটা শক্ত খুঁটি পেয়েছে —একটা আশ্রয় যেন তাদের আশ্বস্ত করেছিল অনেক—অনেক দিন পরে।

তারা হিসাব করে অনেক ক্ষেত্রে চলতে পারে নি—হিন্দেদীদের চোখে দেওনি অপরাধ হলেও হিন্দেদীদের চেয়ে বেশী অপরাধ তারা করে নি।

এই ভরসা—তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম আনছিল। জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস নেতৃত্বকে শক্তি দেয়—আবার নেতৃত্বের শক্তি এই আত্মবিশ্বাসকে সংগঠিত ও সুসঙ্গত করে আর লক্ষ্য পথে চলার প্রেরণা ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করে। যুক্তফ্রন্টের সময় বঞ্চিত ও রিক্ত মানুষগুলির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসকে কোন নেতৃত্বই বান্ধিত নেতৃত্ব দিতে পারে নি। শুধু তাই নয় একে কেউ স্বার্থে প্রযুক্ত ও ভুল পথে নিয়োজিত করার ফলে এই শক্তি আত্মহননের পথে গেল।

আযুক্ত অপরাধে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গল। এর জন্য কোন্ দল মুখ্য দায়ী কোন দল কতটা পরিমাণে দায়ী "জনগণের আদালতে" একরা তার বিচার নিশ্চয়ই হবে। তাহলেও যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গন এবং তাহার ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে যে আশা ও বিশ্বাসের আলো জ্বলেছিল তা নিমিত হয়ে গেল। পশ্চিম বাংলার বঞ্চিত জীবনের সমগ্র ইতিহাসে এই একরারই সন্ধিমুহূর্ত মূর্ত্ত হয়েছিল—যুক্তফ্রন্টের অপচারে তা হারাতে হল।

আজ পুরুলিয়া বাঁকুড়ার ধরার প্রকোপে দুর্ভিক্ষ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ১৯৬৭ সনের চেয়েও নিম্নমর্ম অবস্থার আজ অনিশ্চিত ও ত্রাসের কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আসছে। ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল—অনসাধারণের ভরসা ছিল তাই নীমিত উপায় সত্ত্বেও—তা প্রবৃত্তাবে প্রযুক্ত হতে পেরেছিল বলে পুরুলিয়া বাঁকুড়া বেঁচে গিয়েছিল—আর এখন? যুক্তফ্রন্ট নেই। কেন্দ্র ও রাজ্যালয়ের অধীনে আমলাদের উপর এর সরবরাহ ও ব্যবস্থা বহু পরিমাণে নির্ভর করছে। এদের সহিষ্ণু থাকলেও মানুষের জীবনের চেয়ে বিধি বিধানের মূল্য বেশী।

গতবারে ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট থাকা সত্ত্বেও হিলিফ কমিশনার আমাদের কয়েকজনের উপস্থিতিতে হিলিফ মন্ত্রীর সামনেই Gruel Kitchen অর্থাৎ লঙ্গরখানার বিরোধীতা করে বলেছিলেন যে—এই খিচুড়ীর লঙ্গরখানা মানেই হচ্ছে ডুলসি মানেই হচ্ছে রাসপাতাল; হাসপাতাল মানেই হচ্ছে কবরখানা। আমরা বলেছিলাম যা লোক তবুও বাঁচুনা থাকবে যে খেতে মরলাম। কিন্তু এই লঙ্গরখানা করেই গ্রাম সহরে সকলে বেঁচেছিল—একটিও ঐভাবে মারা যায় নি।

আমি এখনা উত্তেজ করলাম এই জন্য যে এরাও এদের হাতেই, এদের নিরক্ষরেই যদি দুর্ভিক্ষ অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়—তবেই, তা হলে সত্যিকার পরিস্থিতিটা একটু উদ্বেগজনক। যদি এই আমলাতন্ত্র জনসাধারণের সহযোগে যুদ্ধকালীন অকরী অবস্থার মত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার অবস্থার মোকাবিলা করতে এখন থেকে প্রস্তুত হয় তাহলে কিছুটা ভরসা হতে পারে।

যুক্তফ্রন্ট থাকলে এ বিষয়ে কোন চিন্তারই কারণ ছিল না। হাজার শক্তিকী লড়াই হলেও এ ব্যাপারে যে ব্যবস্থা ত্বরকার তা নিশ্চিত-ভাবেই হত।

এবার এখানেই শেষ করা যেতে পারে। আগামী বারে ১৯৭৭ সনের পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে বলে ১৯৬৯ এর কাহিনী শুরু করা যাবে।

যদিও সব কথাই সকলের জানা—তা হলেও এমন অনেক কথাই বারম্বার বলে দেখা চলতে পারে যে মনে হবে এত জানার মধ্যে এও নি কেমন করে অজানা ছিল।

(ক্রমশ:)

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
Stockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিকাল হল
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট—সুইব, বোরিনজার-নল

উড়িষ্যায় চতুর্থ কংগ্রেস দল : ইন্দিরা-কংগ্রেসে ভাঙন

উড়িষ্যার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামী শ্রীনন্দিনী শতপথের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের শেষ পর্যন্ত ভাঙন ঘটেছে। উড়িষ্যার বহু বিতর্কিত বৈধানিক লেজা শ্রীবিজু পট্টনায়ক তাঁর অনুগামীদের নিয়ে স্বাধীন "উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি" সৃষ্টি করে অসলীবনগরের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেসের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক স্থাপনে রাজী নন। এই নূতন কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কার্যকর্ম চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইন্দিরা-অনুগামীদের এখন একমাত্র ভরসাস্থল শ্রীঃ নীলমণি সংপথী। তিনি এবং শ্রীবিশ্বনাথ আচার্য্য রাজ্যসংগঠনের এই ভাঙনজনিত সঙ্কট রাষ্ট্রসমাজকে জানিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন।

কংগ্রেস সংগঠনে এই নূতন ভাঙন উড়িষ্যার রাজনীতির ক্ষেত্রে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয়। এমন কি এই ভাঙন রোধ করার চেষ্টায় ইন্দিরা-অনুগামী কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংগঠনের হস্তক্ষেপ দেখা যেতে পারে। শ্রীমতী গান্ধীর বৈধ কৃষিকা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তিক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এ প্রশ্ন হয়তো এখন আরও তীব্র ও ব্যাপক আকারে দেখা দিতে পারে। উড়িষ্যার শ্রীমতী সংপথীরও প্রভাবে এখন ভাটা পড়ছে।

লণ্ডনের ভারতীয় ব্যাঙ্কে হিসাব গরমিল : এক কোটি আশি লক্ষ ষ্টার্লিং নিরুদ্দেশ

লণ্ডনের দানেজ টাইমস্ পত্রিকায় সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নেশ্যনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডন অফিসের হিসাবের খাতায় মোট এক কোটি আশি লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সংবাদপত্রটির মতে ১ কোটি ২৩ লক্ষেরও বেশী ষ্টার্লিংয়ের কোন হিসাবই নেই। ১৯.৫ মিলিয়ন ডলার্স মার্কিনের (প্রায় ১৭,১২,০০০ টাকা) একটি বিনিময় বিলের (Bill of Exchange) ন্যাশনাটি দিয়েছিল এই ভারতীয় ব্যাঙ্কটি। কিন্তু হিসাবের খাতায় এই বিলটির কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

ঘটনাটিও ইয়ার্ডলে গোয়েন্দা দপ্তরের জানিয়াতী বিষয়ক বিভাগ, ব্যাঙ্ক অব ইংলাণ্ড, পশ্চিম আফ্রানীয় বুণ্ডেশ ব্যাঙ্ক, ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তর, কয়েকটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাঙ্ক এবং কয়েকজন বেসরকারী গোয়েন্দা এ ব্যাপারে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করেছেন।

সীমাহীন সমাপ্তিহীন রক্তক্ষরণের জটিল পথে কম্বোডিয়া

কতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে কম্বোডিয়ার দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টি হতে চলেছে। কম্বোডিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করছে। আজ সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে প্রিন্স নরোদমের পদচ্যুতি এবং বিচারের পেছনে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চক্রান্ত কাজ করেছে; কেননি তাঁকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কল্পেও একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চক্র কাজ করছে। অর্থাৎ কম্বোডিয়ার রাজনীতি কম্বোডিয়ার নাগরিকদের স্বার্থে পরিচালিত হয় নি এবং হচ্ছে না—পরিচালিত হচ্ছে এবং হচ্ছে মার্কিন ও মার্কিন বিরোধী বৈদেশিক গোষ্ঠীর ক্ষাজনৈতিক প্রয়োজনে। ভিয়েতনামের মতো এখানেও মার্কিন বিরোধী গোষ্ঠীর দুটি প্রধান শক্তি, সোভিয়েট রাশিয়া ও লাল চীনের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলছে। ভিয়েতনামে রুশ প্রভাব চীনা প্রভাবকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু কম্বোডিয়ার ব্যাপারে মনে হচ্ছে চীন হৃতপ্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। কারণ সেখানে লঘুর পরিমাণে চীনা অস্ত্র-শস্ত্র দেখা যাচ্ছে—কিন্তু নরোদম নিষ্ক্রান্তির সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন চীনের আশ্রয়ে ও সহায়তায়। যুগোস্লাভিয়া, আরব প্রজাতন্ত্র প্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রিন্স নরোদম সিহানুকের নির্বাসিত সরকারকে। স্বীকৃতির ব্যাপারে রুশ নীতি এখনও অস্পষ্ট।

মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে ভিয়েতকং বাহিনী পিছু হঠেছিল এবং একটি বিস্তীর্ণ এলাকা তাদের হাতছাড়া হয়েছিল। কিন্তু কিছিনিয়েই তারা আবার নিজেদের শক্তিকে সুসংহত করেছে এবং দীর্ঘ বন্ধকালী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও পটুত্ব নিয়ে, প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করেছে। ঠিক এই সময়েই স্বদেশের বিশ্বোভের চাপে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন কম্বোডিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিতে আরম্ভ করেছেন। অবশ্য সরানোটা যে সম্পূর্ণ হবে এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না। যাই হোক, কম্বোডিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর কামপংচাম পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে ভিয়েতকংদের দ্বারা। ১৮ মন বিদেশী সাংবাদিক এবং ও ব্যাটালিয়ান কম্বোডীয় সৈন্য সেখানে আটকা পড়েছেন। রাজধানী নমপেনের সঙ্গে শহরটির সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। অপরদিকে কম্বোডীয় সৈন্যবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর উদ্ধার করেছে ভিয়েতকংদের হাত থেকে। কিন্তু কামপংচামের পতন ঘটলে যুদ্ধের ধারার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যাই হোক কম্বোডিয়ার শহর ও সড়কওলির ব্যবহারার হাতবদল ঘটছে। কোন পক্ষই দখল কায়েম রাখতে পারছে না। এর থেকেই বোঝা যায় সমাপ্তিহীন রক্তক্ষরণের পথেই কম্বোডিয়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জাকার্তা সম্মেলন :

কম্বোডিয়া সম্পর্কে এশীয়ভি রাষ্ট্রের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন হতে গেল ১৭ই মে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। সম্মেলনে কম্বোডিয়া সম্পর্কে অবিলম্বে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। যে সমস্যা দীর্ঘ মেয়াদী জটিলতার আবর্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তার সমাধানের চেষ্টাকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রথাবর্ষয় ব্যবস্থাই লাভ করেছে। কম্বোডিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে প্রকাশিত হয়েছে জাকার্তা সম্মেলনের যুক্ত ইস্তাহার। জাপান, মালয়েশিয়া ও ইণ্ডোনেশিয়াকে নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি কমিশন এবং এই কমিশনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ইন্দোচীন সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের কো-চেয়ারম্যান বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে জাকার্তা সম্মেলনে যুক্তইস্তাবের পেশ করার। কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা, আঞ্চলিক সংহতি আর সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার জন্যে পরবাষ্ট্র-মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাবে সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান জানান হয়েছে। পোলাণ্ড ভারত ও কানাডাকে নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাজ পুনরায় চালু করার আবেদনও জানান হয়েছে। ভারত এই সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট পরিদর্শক হিসাবে ভারির ছিলেন এই সম্মেলনে।

খালদা ২ নং ব্লকের বি, ডি, ও'র শৈথিল্য বেগুনকোদরে অনাহার মৃত্যু ?

বেগুনকোদর থেকে শ্রীগোপীনাথ বিষ্ণু জানিয়েছেন যে ২০।৫।৭০ তারিখে বেগুনকোদর গ্রামের শ্রীকান্তিক মুরা, পিতা ওগাড়ু মুরা বেলা ১১টার সময় দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার ফলে মারা যান। তাঁর কোন সন্তানসন্ততি জমি-জমা কিছু নাই। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর।

কান্তিক মুরা ও তাঁর পরিবারবর্গের মরণাপন্ন অবস্থার কথা বি, ডি, ও, কে জানানো হলে V. L. W.এ তদন্তের পর ৭।৫।৭০ তারিখে চাল কে, জি, সব তাদের ই, ডি, আর, দেওয়া হয়। পুনরায় ১৩।৫।৭০ তারিখে বি, ডি, কে সাহায্যের জন্যে বলা হয়। কিন্তু বি, ডি, ও, কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ২০।৫।৭০ তারিখে কান্তিক মুরা মৃত্যুর আশ্রয় লাভ করেন।

মৃত ৮ জান্তিক মুরার জীবিত স্ত্রী ও তিনটি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন। বি, ডি, ও, তাঁর দায়িত্বহীনতার পরিচয় নির্দ্বিধায়ে দেবার পরে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ।

অথচ বেতার খবরে পুরুলিয়া-আদ্রাবাবস্থার প্রশংসা চলানিবার প্রতিদিন শোনা যাচ্ছে—কাগজে কাগজে বেরুচ্ছে তার বিবরণ। এখানে নাকি ৯ লক্ষ লোক আশ্রয়দাতার সাহায্য পাচ্ছেন। পুরুলিয়া সহরেও নাকি ট্রাকে করে পাড়ায় পাড়ায় পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সম্ভবতঃ জেলার তথ্য ও প্রচার বিভাগ এইসব বিষয়ে যা অভিহিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। নইলে বেতার মারফৎ তা ঘোষিত হোত না। এই বিখ্যাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগঠন দরকার।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ঝড়ে ক্ষতি

রঘুনাথপুর থেকে শ্রীবিশুজ্ঞানন্দ রায় জানাচ্ছেন :—

গত ১৭।৫।৭০ বেলা আড়াআড়ি ২-০০ মিনিটে নিকুরিয়া ও রঘুনাথপুর থানার নিকটে একটা ভূমিষ্ঠা প্রচণ্ড বিদ্যুৎসহ ঝড়া বাতাস বহ টিনের, টালির ও খড়ের ঘর এবং অনেক ফলবাগী ফলসে হইয়া গিয়াছে। বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই বৎসর খরায় এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত, তদুপরি গৃহহীন হইয়া অশেষ কষ্টে পড়িয়াছে। এই বিষয়ে সহায়তার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনাহারে মৃত্যু

তুলিন অঞ্চল কমিটির আহ্বায়ক শ্রীকানীনাথ মাহাত জানাচ্ছেন :—

তুলিন হরিমন্দিরে ১৪ই মে অনাহারে মারা গেছেন শ্রীচরণ নাপিত এবং নায়েপাড়ায় অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন শ্রীপতি মাহাত।

৯ই জৈষ্ঠ লায়েকপাড়ায় অনাহারে মারা গেছেন শ্রীপচা লাহা।

নিবেদন

চিঠিপত্র, ঘটনা, ও নাম-ধাম, পত্রদাতারা দয়া করে পরিষ্কার করে লিখবেন।

—সম্পাদক, মুক্তি।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস।

গত ২৯শে বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীযোগেন বর্মী মণ্ডল সভাপতির আসন এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ তারকমঠের স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ স্তুতিবাচন পাঠ করেন এবং স্থানীয় সঙ্গীত সংস্থার শিল্পীগণ উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে। শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর পরিচালনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅজিত কুমার দে অভ্যাগতদের স্বাগত জানান এবং জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমণোক চৌধুরী আগামী বৎসর হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের "সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সামগ্রিক উন্নতি ও প্রসার এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের কার্যসূচী ব্যাখ্যা করেন।

স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির ভাষণে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীএস, বি, মণ্ডল আগামী বৎসর প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উল্লেখ করে বহু বাধা বিপত্তির মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান ক্রমোন্নতির পথে যেভাবে চলেছে তার প্রশংসা করেন।

—·—·—

পুরুলিয়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান।

গত ২২শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন উপলক্ষে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। জগদীশ বলে হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও রবীন্দ্র পরিষদ কর্তৃক আয়ত অনুষ্ঠানে "সঙ্গীতায়নের" শিল্পীগণ উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে ও রবীন্দ্র আলেখ্য মালাদান করে। তারপর শ্রীমতী দুর্গা ঘোষের পরিচালনায় রবীন্দ্র পরিষদের শিল্পীবৃন্দ একক, দ্বৈত ও সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সঙ্গীতায়ন কর্তৃক পরিবেশিত বিচিত্রানুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে কুমারী গায়ত্রী সেন, রত্না রায়, কৃষ্ণা সেন, কবি ব্যানার্জী, লিপিকা দে ও শ্রীমান প্রদীপ সেন অংশ গ্রহণ করেন। নৃত্যানুষ্ঠানে কুমারী নিশা রায়, কাকলী সেন, কৃষ্ণা সেন ও রত্না রায় অংশ গ্রহণ করে। যন্ত্রসঙ্গীতে শ্রীপটল চন্দ্র ঘোষ (বেহালা) এবং শ্রীমান কল্লোল সেন (তবলা) সঙ্গত করেন।

শ্রীমলিল বক্সী (বি-এক-দি) স্বরচিত কবিতা এবং শ্রীমান সৌভম ব্যানার্জী স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সুবর্ণজয়ন্তী সঙ্গীত সংস্থার শিল্পীবৃন্দ একক দ্বৈত ও সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

"কেতিকায় রবীন্দ্র জয়ন্তী"

গত ২২শে বৈশাখ পুরুলিয়ার কেতিকা পাড়ায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবনোত্তর শতজন্ম জয়ন্তি দিবস পালনের উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের শ্রীমশোক চৌধুরী মহাশয় এবং উৎসবানুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় অধ্যাপক কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ তারকমঠের স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। স্থানীয় তরুণ কবিগণের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণের অন্যতম ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার অন্তর্গত যে যে কবিতাগুলি ছিল, সেগুলি হল, "ক" বিভাগে "প্রশ্ন"; 'খ' বিভাগে "বঙ্গলক্ষী", এবং 'গ' বিভাগে "বশাকা"।

প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিজয়ী বা বিজয়িনী হয়েছেন যথাক্রমে "ক" বিভাগে তাপসী ঘোষ, অভিজা সরকার; বিতা চৌধুরী; "খ" বিভাগে সুদীপা সরকার, বেলা সরকার, অমীয়া রুজ; "গ" বিভাগে তুহীন দাশগুপ্ত, বসুরাণী নিয়োগী, অপন কুমার নিয়োগী, গীতা সরকার। বিশেষ সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছেন "ক" বিভাগে কৃষ্ণা ঘোষ। শ্রীমদন বক্স ও সরশিল্পী-বৃন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত দর্শকগণকে অভিভূত করে। অনুষ্ঠানের অন্য আকর্ষণ শ্রীসুবোধ কুমার সরকার এবং সমিতির সভাপতি শ্রীঅনিল নিয়োগী মাতৃভক্তি ও মানবিক উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রতি বৎসর রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের পদপবাণী ঘোষণা করেন।

—·—·—

মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদের প্রতিধ্ব

গত ৬ই সংখ্যার মুক্তিতে বোগো অঞ্চলের বালী গ্রামের শিক্ষক আলাই আলাদী ও টাটুয়াড়া অঞ্চলের চামড়াকা গ্রামের শিক্ষক শ্রীবলরাম দাস স্বামী সম্পর্কে অভিযোগাদি প্রকাশিত হলে তার প্রতিবাদে চামড়াকা গ্রামের বহু জনের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ পত্র আসে এবং সেই সেই প্রতিবাদ পত্র গত ১২শ সংখ্যার মুক্তিতে প্রকাশিত হয়।

মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদ সত্যের বিপরীত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই অভিযোগমূলক চামড়াকা গ্রামবাসীদের প্রতিবাদপত্র সম্পর্কে সংবেদনীল তথ্য করা হয়। তদন্তকালে দুই একজন স্বাক্ষরকারী গ্রামে অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের বাদে সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পত্রে যাঁদের টীপ সহি ছিল তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে নাম। কাগজে তাঁরা টীপ সহি দিয়েছিলেন কারণ তাঁদের বোঝানো হয়েছিল যুক্তি যাতে গ্রাম থেকে উঠে না যায় তার জন্য দরখাস্ত করা হচ্ছে। যাঁদের স্বাক্ষর আছে তাঁরাও ঐ মর্মে জানান যে তাঁরা কাগজে সহী দিয়েছিলেন। স্কুলের কেরাণী সংক্রান্ত খাতের অংশ শিক্ষক মহাশয়ের নিকট থেকে গ্রামের দুঃস্থ অন্য মুসলমান ভাই করেছিল—এই অভিযোগ তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। এমন কি শিক্ষক মহাশয় নিজেও স্বীকার করেন যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশিত হবার পর তিনি অন্তের পদার্পণক্রমে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মুক্তির অসমান সংবাদদাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন। মোট কথা মুক্তিতে প্রকাশিত সংবাদদাতার নামে প্রকাশিত অভিযোগগুলি সমস্তই সত্য প্রমাণিত হয় এবং তার প্রতিবাদগুলিই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

কিছুদিন থেকে চামড়াকা বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার উন্নতি দেখা যাচ্ছে। তবে স্কুল গৃহ একেবারে ভেঙ্গে পড়ায় গ্রামের কালী মেলার স্কুল চলছে। দীর্ঘ দিন ধরে পুরাতন স্কুল কমিটিই চলছে। গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই এই অমিমত প্রকাশ করেন যে নূতন স্কুল কমিটি গঠিত হলে তাঁরা সকলে উদ্যোগী হয়ে স্কুলের জন্য নূতন গৃহ নির্মাণে লেগে হবেন।

—·—·—

অনাহারে মৃত্যু ঘটে চলেছে।

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ঘরেই দিন চলছে। কিন্তু প্রায় সকল প্রতিবেশীই অনাহারে ক্লিষ্ট—সুতরাং শ্রেণী হিসাবে অধিকাংশে দিন অনাহারে কাটাতে হোত। কি, আর প্রকৃতি সরকারী সাহায্য যা পেত তা নাই অবস্থার তার অনাহারে মৃত্যু ঘটে।

শ্রীরূপলাল বাউরী (৩৫—মত ২৩শে বৈশাখ অনাহারে মৃত্যু ঘটে। পরিবারে বৃদ্ধা মা ও দুই জন এবং তার পরিবর্ধন আছে। জায়গা জমি কিছু নেই—দিন মজুরী করে উপার্জন করতো। কিন্তু ৩ মের অভাবে কোথাও কোনও কাজ না পাওয়ায় অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হোত। দুই ভাই নিজেদের স্ত্রী পুত্রদের প্রাণধারণ নিয়েই বিব্রত—সুতরাং বৃদ্ধাদিকে কোনও প্রকার সাহায্য দেওয়া সম্ভব হোত না। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় ৬ দিন জলপান অনাহারে ছিল।

ভাঁওরিড় গ্রামে অনাহারে দুজন মারা গেলেও আরোও অনেককে অনাহারে মৃত্যু পথযাত্রী দেখা গেল। অবিলম্বে ব্যবস্থার ব্যবস্থা না হলে শীঘ্র মধ্যে এরাও অনাহারে মারা যাবে। অনাহার ক্লিষ্ট এই সকল পরিবারকে সহরের পক্ষ থেকে সামর্থিক সাহায্য করা কিছু কিছু অর্থ দেওয়া হয়। এই সব দুঃস্থ ও দুর্গতদের নাম :—

শ্রীমতী মুকুল বালা দাসী (৫০) বিধবা ননী একটি পুত্র আছে—সেও অথর্ব পাগলা। উপার্জন করে না—জায়গা জমি নেই। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে জি, আর, এর ব্যবস্থা দরকার।

শ্রীমতী রাজুবালা দাসী (৪৫)—অনাথা বিধবা ননী—জায়গা জমি নেই—গ্রামে ঘরে উপার্জনেরকোনও পথ নেই। কষ্টেসৃষ্টে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে জি-আর-এর ব্যবস্থা দরকার।

শ্রীবাউল বাউরী (৬৫) স্ত্রী ও দুই ছেলে—এদের বিয়ে হয়েছে—নিজেরাই সংসার প্রতিপালন করতে পারে না। বড় ভাই চৌকিদার—নিয়মিত বেতন পায় না এবং ছোট ভাই বাবানী করে—তাদের উপার্জনের স্থিরতা নেই। সন্ত্রীক বাউল বাউরীকে ভোগে বাড়ী বাড়ী ভাতের মাড় ভিক্ষে করে কুধার জ্বালা মেটাতে হয়। অবিলম্বে দুজনের জি-আর এর ব্যবস্থা দরকার।

শ্রীবুটবিহারী বাউরীর মা (৭৫)—বাড়ীকো জীর্ণ, তথাপিমার ভরে এই বৃদ্ধা ননী অনাহারে মৃত্যু পথযাত্রী। পুত্র বুটবিহারী বাউরী, দিন মজুরী করে—কিন্তু কোথাও কোনও কাজের সুবিধা না করতে পেরে সপরিবারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে সাহায্য প্রয়োজন।

ভাঁওরিড় অঞ্চল ভোগার অঞ্চল বিশেষ দুর্গত অঞ্চল হলেও কোথাও কোনও চেক রিলিফের কাজ শুরু হয় নি। মাঝাতা আমলের হিসাবে জি-আর দেওয়া হচ্ছে। এই অঞ্চলের ডি, এম, ডব্লিউ শ্রীঅনুভবান ব্যানার্জী অঞ্চলের প্রায়বাসীদের কোনও অভাব অভিযোগ কানে তুলে না। ব্লকের অন্যান্য কর্তাদের ত কথাই নেই। এই অঞ্চলের জনসাধারণ অভিযোগ করলেন যে তাঁরা অঞ্চল থেকে জি-আর তালিকা যা করে যেন বি-ডি ও ও ডি-এম-ডব্লিউ তা সমস্ত বাতিল করে দেন।

রাজনোয়াগড়ে

পুলা থানার টাঁরড়া অঞ্চলের রাজনোয়াগড়, পাহবার, নয়সিংহি প্রভৃতি গ্রামের সর্বশ্রী মাগর চন্দ্র বড়াল, বেণারেশ চৌধুরী, অনিল চন্দ্র মাতাল, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাধন মাহাত, হরিপদ বাংগোয়াড়, ভূতরাম মাহাত, অন্ত মাঝি, প্রমুখরা জানাচ্ছেন যে—১৩।৫।৭০ তারিখে টাঁরড়া অঞ্চলের দুইজন হরিজন ছাত্র—শ্রীঅর্পান চন্দ্র মাহাত (৩য় শ্রেণী) এবং শ্রীমান কুদল চন্দ্র মাঝি অনাহারে মারা যায়।

আরও জানাচ্ছেন যে—গত ২২।৪।৭০ তারিখে রাজনোয়াগড় হাটকলাম এক অনসভায় ঐ অঞ্চলে আসন্ন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় এবং পরবির শ্রীমাগর চন্দ্র বড়াল ও শ্রীবেণারেশ চৌধুরী জেলাশাসকের নিকট এই সম্পর্কে আবেদনিপি পেশ করে অবিলম্বে আবশ্যক ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানান।

—·—·—

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া পাতকুম হাউসের সংলগ্ন রাঁচী রোডের ধারে প্লট করিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

এস, সেন
পাতকুম হাউস, পুরুলিয়া।

"বিজয়শ্রী"

বরাবাজার লার্জ সাইজড্ ব্রিকারাণ্ডাবেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড্, বরাবাজার

এতদ্বারা উপরোক্ত সমিতির সকল সভ্য, দেনাদার, পাওনাদার আমানতকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আই এই সমিতির ১৯৬৮/৬৯ সালের (অর্থাৎ ১।৭।৬৮ তাং হইতে ৩০।৬।৬৯) তাং পর্যন্ত বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। সে কারণ সকলকে এই সমিতির হিসাবের সহিত আগামী ২৮।৫।৭০ তাং সকাল ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত উক্ত মার্কেটং সমিতির অফিসে নিজ নিজ, হিসাব মিলাইয়া দেখিতে এবং কোন কিছু আপত্তি থাকিলে আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উক্ত তারিখ আপত্তির বিষয়াদি লিখিতভাবে বরাবিল করিতে অনুরোধ করি। অন্যথায় উক্ত মার্কেটং সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবই সঠিক ও চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। এতদ্ব বিষয় কোনরূপ কৈফিয়তেকেশন গ্রিপ পুথকভাবে ইস্যু করা হইবে না। ইতি—

শ্রীঅজিত কুমার ব্যানার্জী
২০।৪।৭০
অডিটার কোঃ সোসাইটিজ
বরাবাজার (ডেপুটেশন)
পুরুলিয়া

জেলার খাদ্য সঙ্কট বিষয়ে দিল্লীতে সাক্ষাৎকার

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সময় দিন ধার্য্য হয় নি। প্রধান মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারীকে পুরুলিয়া আসবার পথঘাট সম্পর্কে সব তথ্য জেনে নিতে বললেন। খাদ্য মন্ত্রী আসবেন বলে করেকবারই বিশেষভাবে কথা দিয়েছেন। সেচমন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও এই সব দুর্ভিক্ষপ্রস্ত অঞ্চলগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে সব রকমে সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাঁকেও আমরা এখানে আমাদের মধ্যে পেলেই যাবো আশা করছি।

আমরা তাড়াতাড়ির মধ্যে দিল্লীতে উদ্যমসমূহের প্রস্তাব তৈরী করে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুকূল মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমাদের আরো কাজ আছে। আমরা এখানে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে আরো সুবিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করতে আরম্ভ করেছি। এ বিষয়ে যাঁরা তথ্য, চিন্তা, পরিকল্পনা দিতে ইচ্ছুক—তাঁদের সাদর আহ্বান জানাই।

—·—·—

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট

পুরুলিয়া কোন নং ২৩২

যাহারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

বুধ পূর্ণিমায় আদিবাসী-পুলিশ সংঘর্ষে একত্রিশ রাউণ্ড গুলি

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সরকারী ভাষের পংশগ্রহবিরোধী অসামঞ্জস্য ও অসংলগ্নতা লক্ষণীয়। প্রথমে বেআইনী মদের দোকানের গল্প রচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে দুষ্ট দোকানের ছিনিয়ে নেবার জন্যেই পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। তারপর সরকারী ভাষে মদের দোকানটি সরকারী দোকান হয়ে উঠেছে এবং মদ স্টকের সংখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে। জেলাশাসক বয়ঘমীতে খবর দিয়ে নাকি ৫০০ শত আদিবাসীর কথা বলেছেন। কি, এস, পি, বলেছেন ১০।১২ হাজার মারমুখী আদিবাসীর কথা।

আমাদের বক্তব্য

আমরা সরকারী সূত্রে যতদূর প্রতীয়মান সাংবাদিক বার্থ হয়ে বেসরকারী সূত্র থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করি। বেসরকারী সূত্রের খবরে প্রকাশ যে ২১শে যে রাত্রে অযোধ্যায় মোতায়েন পুলিশের গুলি বন্দুক ছুঁড়ে যাওয়ার সময় থেকে একটি বেসরকারী ট্রাক (W. G. H. 6338) করে গুলি বন্দুক নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পর দিন সকালে আমরা এবং মহকুমার অনেকেই ট্রাক বোঝাই সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে যেতে দেখেছি। সরকারী সূত্রের সংবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী অসংলগ্নতা, বেসরকারী সূত্র খবর এবং জেলা শাসকের পক্ষ থেকে নানা ছিদ্রের এড়িয়ে চলার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা মনে করি গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কি, এস, পির কথা মতো ১০।১২ হাজার জনতার ওপর যদি ৩১ রাউণ্ড গুলি চলে থাকে, তবে মৃতের সংখ্যা মাত্র একজন হতে পারে না। আদিবাসীরা মনে জন মেশানোর এবং বেশী হাম নেবার যে অভিযোগ তুলেছেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য। সরকার তাঁদের মাতাল হবার জন্য মদের দোকান খুলেছেন আবার তাঁদের অভিযে গুণে মাতালের-কলাম বলেছেন।

আমরা অযোধ্যার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, দুর ঘরছি, হেপাং, ও পুলিশের অবস্থানস্থলের ছবি নিয়েছি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি। সব কিছু বিচার করে আমরা মনে করি ওখানে যা ঘটেছে, তার জন্যে দায়ী সরকারের প্রশাসনিক দৈবিলতা এবং অজ্ঞানবীনতা। গুলি চালানো মুক্তি হিসাবে আদিবাসীদের মারমুখী বলে প্রচার করা হয়েছে, তথ্যগুলি মারমুখী তাঁরা যে টেই ছিলেন না, এখা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আমরা পেয়েছি। কারণ সশস্ত্র (মাস্কেটধারী) পুলিশের সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ২২ পর্যন্ত। যেখানে ঐদিনে তাঁরা তথাকথিত মারমুখী আদিবাসীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালিয়েছিলেন সে জায়গাটি ভাটিখানার ফুলিপুর্কে ৪০০ গজ দূরে। তাঁরা একটি ডাঙার ওপর আড়ালহীন অবস্থায় পুলিশ জনতার সম্মুখীন হয়েছিল। পুলিশের পেছনে প্রায় ৩০০ গজ দূরে একটি ঘরের বিরাট নিকানো দেওয়াল। সশস্ত্র ২০০ গজ অথবা ১০।১২ হাজার আদিবাসী মারমুখী হয়ে অক্রমণ চালালে এই আড়ালহীন অবস্থায় মুষ্টিমেয় পুলিশের অবস্থা কি হোত সেটা সহজেই অনুমেয়। একটি পুলিশও ফিরতেও না নিশ্চয়। প্রচার করা হয়েছে, বৃষ্টিধারার মতো তীর আসছিল আদিবাসীদের তরফ থেকে। তীরগুলি নিশ্চয় পুলিশের ওপরেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুলিশের দেহকের পরিষ্কার নিকানো মাটির দেওয়ালে কোথাও এ তি আঁচড়ও পড়ে নি। মজার ও ভাটিখানা চুনার করার কথাও প্রচার করা হয়েছে পরোক্ষে। ভাটিখানা করা হয়েছিল একটি খোলার ছাওয়া দুকুঠরী ঘুপরিতে। এত জল কি আই, এর অফুরন্ত নেওয়া হয়েছিল বিনা আমি না। যাই হোক নীতির দিক দিয়ে এই কর্মটি কারবার সমর্থন করা যায় না কোনমতেই। যদিচ চুনাখার ঘোটেই হয় নি। দেহনে একটি কোণে গোটা কয়েক খালা চাল থেকে পড়ে গেছে এবং একটি ভাত হাতের বাতা জুলছে। মজার ৩।টি ড্রাম আমরা দেখেছি। ৮।১০টি জ্যে কুঁড়ার অথবা তাবরাত চোট দেখেছি। কোন ড্রামে একটির বেশী চোট নেই। একটি উন্নত লুঠেরাদের তাত হলে চোটের মধ্যেও সেই উন্নতাঙ্গের পরিচয় পাওয়া যেত। অর্থাৎ একাধিক অনোপাধাতি চোট ড্রামগুলির ওপর পড়ত। মেলাতে যেখানে তাঁরা মাটি-পাথরের উনুনগুলি এবং তোকানে চট টাঙাবার চোট চোট লক্ষ বাঁশের কাঠামোগুলি অক্ষত আছে। ১০।১২ হাজার আদিবাসীর ভগ্নত উন্নতাঙ্গের পরের এগুলি অক্ষত রইল কি করে?

পুলিশ আর অযোধ্যা তথাকথি নয় ১২ জন নাকি আহত হয়েছেন। কিন্তু সদর হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা নিতে হয় নি। তাঁরা কোথায় চিকিৎসিত হয়েছেন, তারও কোন হদিস আমরা পাই নি। যাই হোক, আমরা মনে করি, আদিবাসী জনতা সত্যি সত্যিই মারমুখী হলে অবস্থা অন্য রকম হোত।

৩১ রাউণ্ড গুলির ৩০ রাউণ্ডই নাকি ওপরে গাছের ডাল লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল এমন কথা আমরা শুনেছি। তাই নাকি একটিমাত্র আদিবাসী মহাদানি গুলিতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু আমরা একটিমাত্র বড় গাছের ডালে একটা মাত্র ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেয়েছি। গাছগুলি খুব ভালো-ভাবে পরীক্ষা করেও বিভীষ ক্ষতচিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই মুক্তিসঙ্গত ভাবেই আমরা মনে করি যে অধিকা শগুলিই মহাদানি চালানো হয়েছিল এবং একাধিক ব্যক্তি নিহত ও আহত হয়েছে।

কংগ্রেসেই হাউনে বেতো বিট অফিসার ও ইউর্থ ক্লার্কটার বাইকেলের রসাতাতের সঙ্গে কথা বলেনাম। বিট অফিসার অসুস্থ থাকায় সেদিন বেরুন নি বাকেই কিছু বলতে পারলেন না। কর্মচারী বললেন, তাঁরা মোট ৯৬জন জন আছেন এবং তাঁরা ২২ তারিখে এখানে এসে থেকে অপরিচয়ক কিছু দেখতে পান নি। তাঁরা এই গেই হাউনের এলাকার বাইরেও যান নি।

গুলি চালানোর মুক্তি হিসাবে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি কথা সরকারীভাবে প্রচার করা হয়েছে, সরাসরি তদন্ত করে আমরা সেটা মানতে পারছি না। ধরাপীড়িত জেলায় মারেকটি কঠিন অবস্থা সৃষ্টির জন্যে পুলিশকে এবং প্রশাসনকে আমরা দায়ী মনে করি। মনে জন মেশানো এবং বেশী হাম নেওয়া, আদিবাসীদের উচ্ছেদনো গুলি চালানোর মতো কিনা কি না, এবং শৃঙ্খলার অবনতির জন্যে তদানীন্তন ব্যবস্থা দায়ী কি না, এগুলি বিশ্লেষণের জন্যে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী আমরা করছি এবং আমরা মনে করি এ দাবী যুক্তি রাজনৈতিক হস এবং গণতন্ত্রসম্মত পক্ষ থেকেও উত্থাপিত হওয়া উচিত।

Wanted

One graduate in Arts for the post of an Asst Teacher of G. S. D. High School, P. O. Dimdiha, Dist. Purulia. Apply to the Secretary on or before 7.6.1970.

N. R. Kumbhakar.
Head Master.

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বাস্কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পাত্রের মধ্যে সর্বোত্তম;
সিংহল—বন্ধন বর্ব ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেস স্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাশ্রয়ের হিসাব-নিকাশ কুশলা গৃহবন্ধন পরিচয়ী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে বন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্যেমাতরম্

স্বর্গীয় বিনোদ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধিত ভাগ্রত
প্রাণাবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩য় বর্ষ
২২শ সংখ্যা

সোমবার, ১লা জুন '৭০
১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭৷
নগদ—১৫ পয়সা



আধুনিক ভারতের নব-জাগরণের অগ্র-পথিক রাজা রামমোহন রায়কে তাঁর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

(জন্ম—২২শে মে, ১৭৭২)

কংগ্রেসী আমলাতন্ত্রের রূপ : রাজ্যশাসন ও জেলাশাসন

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যুক্তফ্রন্ট সরকার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলার আমলা-তান্ত্রিক জগতে সবলা পরিবর্ত্তনের যে এক চিত্র দেখা দিল—তার অভিজ্ঞতার অংশ অনেকেই পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। দুর্ভিক্ষের সংকট বিষয়ে হাস্যিয়ারি, অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে মানবিক আচরণ, এ সব ওকরী গুরুত্ব সমস্যা বিষয়ে জন সরাসরতার প্রয়োজনীয়তাবোধ প্রভৃতি বিষয়ে এই অভিজ্ঞতার ভাঁড় থেকে যুক্তফ্রন্ট আমলে যে মনোভাব এবং কর্মতৎপরতা আমরা পেয়েছি—আজ 'লাঠিতন্ত্র বনাম কংগ্রেসতন্ত্র' সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্যজনক-ভাবে আমরা তার বিপরীত কর্মধারা অনুভব করছি।

আমলাতন্ত্রের আবার সেই রূপ : রাজ্যপালের আচরণ : পরবর্তী অভিমত

দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের প্রতি রাজ্যপালের সজীব হার্দ্দিকবোধ থাকা প্রয়োজন—রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি, জনগণের প্রতি ও তাঁর সৌজন্য বোধ থাকা প্রয়োজন; কিন্তু কায়েমীস্বার্থের প্রতিভূ যারা রাজ্যপালের এ সম্পর্কে পোষণীয় মনোভাবের কথা রাজ্যপালকে বলে। আমাদের মিস্টিপ্রকার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ জেনেছেন। রাজ্যপালকে যে যাত্রা দিন, তিনি সৌজন্যেরক্ষে শাসনযন্ত্রকে পরিচালনা করছে—এ সব বিষয়ে কংগ্রেসী শাসনের কোনো আন্তরিকতা না থাকলেও, আমার ক্ষমতার আসর অবসানের প্রাক্কালে, ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে কংগ্রেসকে খানিকটা অভিনয়ে নামতে হচ্ছে।

কংগ্রেসের আমলাতান্ত্রিক শাসন এ সংকটেও ব্যর্থ

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মিদনাপুর প্রভৃতির শুরুতর খাদ্য সংকটের মধ্য কালো ছায়াগ্রাহীর প্রথম থেকেই খবর পাঠিয়ে আসছিল লোক সেবক সংঘ তখন থেকেই উচ্চমহলে আওয়াজ তুলছে আসন্ন সংকট এড়াবার জন্য। কিন্তু তখন কংগ্রেসের বা অপর কোনো ক্ষমতা প্রয়াসীর ঘুম ভাঙেনি। রাজ্যপালের শাসন যুক্ত হবার পর যখন শাসনযন্ত্র কংগ্রেসের হাথিয়ে এল—তখনও কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিস্তাগত। অথচ এত বড় হাথির মাথায় নিয়েও এই বিশাল লক্ষ লক্ষ মানবজীবনের ভার কংগ্রেসের মাথার মধ্যে কোন চিন্তারা নেই!

রাজ্যশাসনের জড়তাহীন উপেক্ষা আর জেলা শাসনের শালীনতা-হীন প্রগলভতা

রাজ্য শাসনে, জেলাশাসনে এ হেন বিষয়েও অপ্রাহ্য, উদাসীনতা এমন কি বিদ্রুপতার নিদর্শনগুলো প্রকট হয়ে ওঠে যেগুলি দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। রাজ্য সরকারের জড়তাহীন উপেক্ষা আর জেলা শাসনে নিজেদের হাস্যিয়ারি-বোধহীনতার সমন্বয়ে শালীনতাহীন প্রগলভতা আমাদের গভীর বিস্ময়ের কারণ হল। পরিস্থিতি বা প্রতিকারের বিষয়ে কোন হারবা, সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার বা অভিজ্ঞতা নেই—অথচ আত্মগর্ব সমন্বয়ের জন্য জেলা শাসনের ব্যস্ততা

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কম্যুনিষ্ট নেতার অপপ্রচারের জবাবে সংঘের নেতার পত্র

ডিচি, কড়েয়া গবর্মেণ্ট
হাউসিং এ স্টেট
কড়েয়া ঘোড
কলিকাতা—১২
২৫শে মে, ১৯৭০

শ্রীবিমান মুখার্জি
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি,
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রিয় বিমানবাবু,

এই সঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুক্তি'র একটি কপি (১৮ই মে ১৯৭০ তারিখের) পাঠালাম। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং আমার নাম সম্পাদক হিসাবে আছে।

আপনি গত ৩০শে এপ্রিল পুরুলিয়া হাস হয়ণাবে একটি বহুতী জনসভায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। সেই ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে লোক সেবক সংঘের সম্বন্ধেও অনেক কথাই বলেন। লোক সেবক সংঘের সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা নিশ্চয়ভাবে 'মুক্তি'র এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি নিশ্চয়তেক যে তা ঠিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

আপনার ভাষণ মুক্তিতে প্রকাশিত হওয়ায় পরিত্রাস ও আলোচনার সে'ণ্যার্থে প্রকাশিত ভাষণের কিছু অংশ এই চিঠিতেও উদ্ধৃত করা হল।

'মুক্তি'তে প্রকাশিত ভাষণ—

"তাঁর বর্তমান ভাষণের উপসাহারে বিমানবাবু বলেন—এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের নয়ত ও মহীনতার পতনের পটভূমিকায় লোক সেবক সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কমিকাতা, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনিরাত বা মেদিনীপুরে লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কোনরূপ মূল্য নাই—এই হল সম্পর্কে সমালোচনা পুরুলিয়াতেই করা সহীচীন বোধে এই জনসভাতে তিনি ঐ বিষয় আলোচনা করতে চান।

"শ্রীবিমান মুখার্জী বলেন যে যুক্তফ্রন্টের এই সাম্প্রতিক নয়ত ও তার সমাধান প্রচেষ্টায় লোকসেবক সংঘ চরম সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে। ফ্রন্টের বৃহত্তম দলরূপে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মন জুগিয়ে চলাই তাদের একমাত্র নীতি ছিল। তিনি আরও বলেন যে লোকসেবক সংঘের নেতা ও মন্ত্রী বিভূতিবাবে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করেন এবং এখনও ব্যক্তিগতভাবে কথেন কিন্তু তাঁর কথায় ও কাজের মধ্যে তিনি (বিমানবাবু) কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি। এই সূত্রে বিমানবাবু দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

কেয়ার বণ্টন ও শিক্ষক সমাজ

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কেয়ার সংস্থার সৌজন্যে ছাত্রদের মধ্যাহ্নকালীন আহারদানের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে সম্মতিজ্ঞাপন করে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের পুরুলিয়া জেলা পরিষদ কতকগুলি পূর্ব-সর্ত আরোপ করেছেন। যে কোনও কারণের জন্য হোক এই ব্যবস্থা বন্ধ করা জেলার পক্ষে এক বিশেষ দুঃখজনক ঘটনা হয়েছিল এবং জেলার বৃহত্তর স্বার্থে বিশেষতঃ এই নিরারুণ খরা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেয়ারের সৌজন্যমূলক ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে শিক্ষক সংঘ যে সম্মত হয়েছেন—তাঁদের এই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে এই সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সাত দফা সর্ত সম্বলিত সেই প্রস্তাব অন্যত্র প্রকাশিত হোল। উপরোক্ত প্রস্তাবের শেষের চারটি সর্ত অর্থাৎ ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং সর্তগুলি খুবই ন্যায় সঙ্গত এবং সেইগুলি পূরণের ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেয়ারের এই মধ্যাহ্নকালীন আহার ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন ধরে চালিয়ে সংঘ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং যে সকল অভাব অসুবিধা ভোগ করেছেন—তারই পটভূমিকায় সংঘ এই সবসর্তগুলি সংযোজিত করেছেন। সুতরাং এই সকল সর্তগুলি পূরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্মত ও সচেষ্ট হবেন বলে আশা করি।

প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের প্রথম তিনটি সর্ত অর্থাৎ ১, ২ ও ৩ নং সর্ত সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে এবং বিশেষ করে ২ নং সর্ত সম্পর্কে শিক্ষক সংঘের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আশা করি শিক্ষক সংঘ খোলা মন নিয়ে এইগুলি বিচার বিবেচনা করবেন এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে সংঘ তাঁদের নীতি ও কর্মপন্থা সুনির্দ্ধারিত করবেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্প্রদায় যে মহান জাতীয় কর্তব্য সাধনের এবং গুরু সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজে ব্রতী হয়েছেন—তাঁদের উপর ন্যস্ত সেই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালনে সচেষ্ট হবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য। সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সম্প্রদায় এই কার্য্যে বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেও ব্যক্তিগতভাবে কোনও কোনও শিক্ষক গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি বা অন্যায় করে সমগ্র শিক্ষক সম্প্রদায়ের মর্য্যাদাহানীর কারণ হয়েছেন এবং দূরপনেয় কলঙ্ক লেপন করেছেন—এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

সুতরাং শিক্ষক সংঘের জেলা পরিষদের প্রস্তাবের বয়ানে "ভিত্তিহীন অভিযোগে শিক্ষকদের উপর পুলিশী নির্য্যাতন" সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথম সর্ত হিসাবে "শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা সত্বর প্রত্যাহার করিতে হইবে"—এই দাবী সম্পর্কে সঙ্ঘকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে কোনও নিরপরাধ শিক্ষক গ্রাম্য ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ পুলিশী নির্য্যাতনের শিকার হয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িত হয়েছেন—এই ঘটনা অসম্ভব না হলেও—বহু ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকেরা কেয়ার সংস্থার খাদ্য নিয়ে গুরুতর দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তথাকথিত পুলিশী নির্য্যাতন ও অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য মামলায় জড়িত হয়েছেন—এই ঘটনাও অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং দুর্নীতিদুষ্ট শিক্ষক-দ্বারা শিক্ষক সম্প্রদায়ের কলঙ্কস্বরূপ—তাঁদের অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে শিক্ষক সঙ্ঘ এই সব শিক্ষকদের বেকসুর মুক্তি দেবার সর্ত আরোপ করবেন—এটা কখনই সঙ্গত ও সমীচিন দাবী হতে পারে না।

দ্বিতীয় সর্তে শিক্ষক সঙ্ঘ দাবী করেছেন যে—জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী কেবলমাত্র সরকার ও শিক্ষক সঙ্ঘের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। এই সর্তটি খুবই বিজ্ঞানিমূলক। জেলার বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধি; লোক সভা ও বিধান সভার সদস্যগণ এবং বিভাগীয় সরকারী কর্তৃপক্ষদের নিয়ে গঠিত জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী বাতিল করে—শিক্ষক সঙ্ঘ প্রস্তাবিত নূতন কমিটী গঠনের দাবী যদি জানানো হয়ে থাকে—তবে সেটা এতই উদ্ভট ও অবাস্তব—যে সেটা বিবেচনারই অযোগ্য। অবশ্য কেবল কেয়ার সংস্থার খাদ্য বণ্টনের বিষয়ে সঙ্ঘ যদি কোনও জেলা ভিত্তিক বিশেষ কমিটী গঠনের প্রস্তাব করে থাকেন—তবে স্বতন্ত্র কথা। সুতরাং এই বিষয়ে সঙ্ঘের বক্তব্য স্পষ্টতর করা প্রয়োজন।

শিক্ষক সঙ্ঘের তৃতীয় সর্ত সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যে কোনও সুস্থ সমাজে শিক্ষকদের উপর পুলিশী হামলা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এই অভদ্র ও অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্নীতি, অনাচার, ব্যাভীচার প্রভৃতি যে রোগ সংক্রামিত হয়েছে—সেই রোগের আক্রমণ থেকে শিক্ষক সম্প্রদায়ও মুক্ত নন। সুতরাং "কেয়ার বণ্টন বিষয়ে যে কোনও অভিযোগই হউক—শিক্ষকদের উপর সরাসরি পুলিশী হস্তক্ষেপ চলবে না"—এইরূপ সর্তের আবরণে আত্মরক্ষার চেষ্টায় শিক্ষক সঙ্ঘের দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। শিক্ষক সঙ্ঘের পক্ষে সত্যকারের মর্য্যাদাপূর্ণ ও আত্মসম্মানজনক ভূমিকা এই হওয়া উচিৎ যে কেয়ার বণ্টন বিষয়ে শিক্ষক সঙ্ঘ গভীর আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে এই ঘোষণা করুন যে সঙ্ঘ এরূপ সুষ্ঠু, সার্থক ও সৎ উপায়ে কেয়ার বণ্টনের ব্যবস্থা করবেন যে কোনও অবস্থায় কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্নীতি স্থান বা প্রশ্রয় পাবে না। বিশেষতঃ নীতি দুর্নীতির কথা বাদ দিয়েও—একথা চিন্তা করতেও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যে সন্তানতুল্য ছাত্রদের মুখের অন্ন বণ্টন ব্যবস্থায় পিতৃতুল্য শিক্ষকেরা কোনওরূপ কারচুপি করবেন বা করার কল্পনা করবেন।

এই কেয়ারের খাদ্য বণ্টন ব্যাপারে শিক্ষক ও সরকার ছাড়াও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সম্প্রদায় বা সমাজ রয়েছে—সেটা হোল ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ তথা জনসাধারণ। এই বৃহত্তর সমাজ এতদিন কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন বলেই—উপেক্ষা বা অবহেলার পাত্র নন। এই জনমতকে শ্রদ্ধা করেই শিক্ষক সম্প্রদায়কেও তাঁদের কর্তব্য পালন করে চলতে হবে। সুতরাং আমরা শিক্ষক সঙ্ঘকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাবো যে জনমতের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁরা নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করুন এবং আর অনাবশ্যক বিলম্ব না করে কেয়ার বণ্টনের ব্যবস্থা যত সত্বর সম্ভব চালু করতে সচেষ্ট ও সক্রিয় হোন।

অ. চ.

বিহারস্থিত মানভূমের খাদ্য সংকট ও আমাদের প্রচেষ্টা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

ইচাগড়, নিমডি, পটমদা ও চান্ডিল—এই চারটি ব্লক পুরুলিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা ১৪ জন লোকের অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। দিল্লীতে আমরা যে দেখাশোনা করি তাতে পুরুলিয়ার সঙ্গে সমভাবেই এই সব অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কথা বলি। পাটনাস্থ ১৭ই মে আমরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে দেখা করি। আরপর ১৮শে মে থেকে আমরা দ্রুতগতিতে ঐ চারটি ব্লক পরিদর্শন করি ও ৩টি জায়গায় আমাদের কর্মী ও জন-প্রতিনিধিদিগের সঙ্গে দেখাশোনা করি। দুর্গত মানুষদের দুর্গতির যে অবয়া পরিদর্শন করি তা মর্মন্তুদ। সরকারী সাহায্য ছেলেখেলা মাত্র—আমাদেরই এখানের মত। সাম্প্রতিক তথ্যাদি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি। প্রধান-মন্ত্রীকে এই অঞ্চলও পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের সফরের বিস্তারিত বিবরণ পরে দিচ্ছি।

—•—

নারায়ণপুর গ্রামে অনাহার মৃত্যু

পুরুলিয়া জেলার অযপুর ব্লকের উপরকাশর অঞ্চলের শ্রীমতী সাকিনা বিবি (১৬) গত ১০ই মে তারিখে অনাহারে মারা যায়।

শ্রীমতী সাকিনার স্বামী বসীরদ্দিন মোমিন ও শ্বশুর জুমন মোমিন ডিকটবর্তী এক জুবীতে পাথর কেটে উপার্জ্জন করতো। তিনজনে সারাদিন পাথর কেটে মোট ১৪০ ফুট টাক্কা পর্য্যন্ত অর্থাৎ মাথাপিছু আট আনা করে উপার্জ্জন করতো। কিন্তু যে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতো—সে নিয়মিত মজুরী দেয় না। সাতদিন কাজ করিয়ে মাত্র দু তিন দিনের মজুরী দেয়—আর বাকী মজুরী বকেয়া পড়ে থাকে। এই সামান্য উপার্জ্জনে এবং তাও অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হওয়ায় অধিকাংশ দিন সপরিবারে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতো। এইভাবে অনাহারক্লিষ্ট শরীরে ধকলটুকে সই যে মারাদিন পাথর ভেঙ্গে সাকিনা বাড়ী ফিরে কিছু অন্নের যোগাড় করে এবং সেই রাত্রে অভুক্ত থাকে। পরদিন অর্থাৎ ১০ই মে সকালে সাকিনার হাত পা টানতে থাকায় গ্রামের ডাক্তার এনে দেখানো হয়। ডাক্তার একটি ইঞ্জেকশান দেন এবং কিছু ওষুধ দেন। কিন্তু সাকিনা ওষুধ খেতে পারেনি। সেই দিন দুপুরে মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্বে এক সপ্তাহের মধ্যে সাকিনা অধিকাংশ দিন নুন চা (অর্থাৎ চুড়বিহীন চায়ে শুধু মিশ্রিত) খেয়ে দিন কাটিয়েছিল। দু একদিন মাত্র ভাতের মাড় বা আটা ঘাঁটা খেতে পেয়েছিল, মারা যাবার দিন সকালে সামান্য পরিমাণ সরবৎ (চিনি মিশ্রিত জল) পান করে। ঘরের বাসনপত্র বন্ধক দিয়ে সামান্য যে পরিমাণ অর্থ পায়—তার দ্বারাই সাকিনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

নারায়ণপুর—পবনপুর গ্রাম সভার প্রায় ১৫০০ লোকের বাস কিন্তু মাত্র ২০/২২ জন ডি, আর পান। এই অঞ্চলের ডি, এল, ভক্সটি এবং কনজেনরের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অনেক গ্রামবাসী অভিযোগ করেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় তদন্ত দাবী

অফিসার সমিতির স্মারকলিপি

ইস্পাত কারখানার অফিসারদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষের কারণ নিরূপণের জন্যে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানিয়ে অফিসার সমিতির পক্ষ থেকে কারখানার চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপির প্রতিলিপি ইস্পাতমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি, সাহের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

অফিসার সমিতি জানিয়েছেন যে, লক্ষআউটের জন্যে তাঁরা কোন অন্যায় ইস্পাতমন্ত্রীকে জানান নি। কয়েকজন সিনিয়র অফিসার অনুরোধ করেছিলেন।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ব্যাপক ডাকাতির আশংকা

গত ২৩শে মে রাত্রি বারোটা নাগাদ পুরুলিয়ার আমডিহা বরজার দিক থেকে তি টি কোমার এবং বেশ কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া গেছে। ২৩শে ও ২৪শে মে মাঝরাত্রিতে বাগান মানুডিহা গ্রামের একটি টোলার দিক থেকে বেশ কয়েকটি বোমার আওয়াজ শোনা গেছে।

৩০শে মে রাতে মানুডিহা গ্রামে চাষী সম্প্রদায়ের একটি সামাজিক বৈঠক যখন চলছিল, গ্রামের একজন সেই সময় খবর দেয় যে উকরদিহি থেকে একদল লোক ঢোলাবাদ্য টাঁড় এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের দিকে আসছে। বৈঠকের লোকেরা আতাআতি সারা গ্রামকে জাগিয়ে তোলেন এবং গ্রামবাসীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে আসেন। আসন্ন হল তখনও এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তারা অনেক কষ্টে পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলে তারা পালিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা সারা রাত জেগে গ্রামটি পাহারা দেন।

—•—

করপরেশন না চোরপরেশন ?

ভূত করপরেশনে চোরের পরম লেগে জনাস্তরিত হয়েছে চোরপরেশনে। কোলকাতার সেক গুদাম থেকে করপরেশনের শত শত মন চাল পাচার হয়ে গেছে। প্রতি মাসে ১ মন ও ২ মন গুদাম থেকে বস্তার বস্তার চাল ও গম পাচার হয়ে যায়। পুলিশ আসিয়েছে যে চুরির অভিযোগ পাওয়া তাঁরা পান কিন্তু করপরেশনের সহযোগিতা না পাওয়ায় কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। এক বছর আগে চুরি বন্ধের জন্যে পুলিশ পাহারা বেড়ানো তৈরী, আলোর ব্যবস্থা, গরুরী খাবার জন্য ঘণ্টা দেওয়া মেশিন্ট্রি-বন্ধ তৈরী করার প্রস্তাব দিয়েছিল ভূত করপরেশনকে কিন্তু কিছুই করা হয় নি। চির ভূতিকের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে ভূত করপরেশনের ওই বৈশিষ্ট্য ও নীরবতা পুলিশ বিভাগের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। সর্বের মধ্যে ভূত থাকলে, সে সর্ষেকে ভূত ছাড়ে না। পশ্চিমবাংলার খাদ্যের ভিতরে এই ভূতুর বাসা আর কতদিন থাকবে?

—•—

রাজ্য সংবাদ

অষ্টবাম বাঙলাকংগ্রেসকে নিতে রাজী

অষ্টবামের প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক ভাবে বাঙলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বাঙলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অভিনন্দন অষ্টবাম ফোটকে বাঙলাকংগ্রেসের এই ফোটে যোগদান সম্পর্কে আশাদিত করেছে। দু-একটি দল ইতিমধ্যেই বাঙলাকংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।

সি, পি, আই ; এস, ইউ, সি, এস আর, পি, পি, আই, (অমাক্সি রাম) ছাড়া অন্যান্য দল পুরাতন ফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করার আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

—•—

জমির উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত।

পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীসভা, পশ্চিমবাংলার ভবন-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, জমির ওপরস্থ আইনতঃ এবং আকৃতিক দুর্বিপাক-অনুবিধার প্রশ্ন ভবিষ্যত করা পরিষদ সিদ্ধু জমির সর্বোচ্চ সীমা একটিন নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। রাজস্বমন্ত্রিসভার ও আইন প্রণয়নের জন্যে সম্প্রতি যে বিলের খসড়া সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির কাছে রাজ্য সরকার পাঠিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে—যে চাষের সমস্ত ব্যয় বহন করলে জমির মালিক ভবনের শতকরা ৬০ ভাগ পাবেন। চাষের সমস্ত ব্যয় চাষী বহন করলে, শতকরা ৭৫ ভাগ ফসল চাষী পাবেন। প্রস্তাবিত সমির বেশি যেখানে উল্লেখ প্রতিবেশের জন্যে করেকটি নতুন ধারা সংযোজিত হচ্ছে। শস্য পরিবার উপরোক্তদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে, পারিবারিক জমির সীমা ২৫ একর অর্থাৎ ৭৫ বিঘায় নির্দ্ধারিত হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি ভাদ্রগুপ্ত
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
(তৃতীয় কিস্তি)

আসুন এবার আমরা বিভূতবের জন্ত ১৯৮৭ সনে ফিরে যাই। যুক্তফ্রন্টের সৃষ্টি হল ১৯৭১ সনে নানা পতন ও অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৯ সনে যে যুক্তফ্রন্ট এল তার সঙ্গে '৬৯ সনের হাবাবাধিকতা আছে বলেই ওটার একটু উল্লেখ দরকার।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন করে দু চারটি পার্টির সৃষ্টি হয়েছে আবার বিলয়ও হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের প্রাধান্যের কথা এখানে আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র—কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ণ থেকে যে রাজনৈতিক দলটি কংগ্রেসের পরেই কেন্দ্রে বেশী জাঁকির ছিল—সেটি কমিউনিষ্ট পার্টি। যুদ্ধের সময় জনযুদ্ধ হিসাবে বা নেতাজী সম্বন্ধে তারা যে নীতিই বা পথই অনুসরণ করুক না কেন স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মধ্যে ঐ বাদে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের অগ্রগতি কিন্তু ব্যাহত হয় নি। পূর্ববর্তী কালে এই কমিউনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির সংখ্যা সর্ব প্রধান হওয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। আজই ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি আরও দু একটি প্রাক স্বাধীনতা দলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ এই বিশ বছরের কথাই বলছি। একটি ঐক্যবদ্ধ, নিয়মতান্ত্রিক- এবং সংগঠনী পার্টি হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টি অগ্রসিদ্ধির ছিল। তাছাড়াও এই পার্টির মধ্যে দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা দেখা দিল। একটির প্রতিনিধিত্ব করলেন এখন যাঁরা বন্ধিপন্থী কমিউনিষ্ট-আর একটির প্রমুখ ছিলেন নাম্বুদ্রিপাদ প্রভৃতি। এই দুইটি গতির সম্বন্ধে আমি বিশেষ বিশ্লেষণের মধ্যে যেতে চাই না কারণ সে সব এক বিরাট ব্যাপার (তুল হলে আমার সংশোধন করে দিলে বাধিত হব)। তবে এই সংঘাতের ধারা বহু ছিল—কংগ্রেস সরকারের শ্রেণী চরিত্রের পৃথক পৃথক মূল্যায়ণ; শাসক শ্রেণী এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টির মধ্যে যে পার্থক্য বিরোধীতার সম্বর্ধে সে সম্পর্কে পৃথক বিচার, কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কতখানি পার্থক্য টানা যেতে পারে; শ্রেণী সম্পর্ক সম্বন্ধে, বর্ণাশ্রিতগত দ্বারা, বর্ণাশ্রিতগত পন্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য দেখা দেয়। এ বিষয়ে কথা অবান্তর হবে না যে এই সময় সমগ্রভাবে নোভিয়েত কমিয়ার ইনিনকে কেন্দ্রবাদে নিশ্চিন্ত করার প্রচেষ্টায় যে নীতি-গত ও পদ্ধতি পরিবর্তনের আলোড়ন চলছিল তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এই পার্থক্যকে বেশ ভাল করেই সক্রিয় করে।

এই মত পার্থক্যগুলি তীব্রতাকে রূপ পায় আবারী পরবর্তীকালে এবং তার ফলে ১৯৬৪ সনে পালঘাটে অশ্রুষ্ঠিত পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে। এখানেই দুটি পৃথক রাজনৈতিক গতির সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

এই মতপার্থক্যগুলি আরও বেশী তীব্রতাবে ১৯৫৯ সনে প্রকাশ পায় এবং চরমে আসে যখন ভারত চীন সমস্যা সামনে আসে।

ঐক্যবদ্ধ পার্টির ভিতরে এই সমস্ত মত পার্থক্যের ফলে এবং যে নীতিতে যে সাংগঠনিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই পার্থক্যের নিষ্পত্তির চেষ্টা হয়েছিল তার ব্যর্থতার ফলেই পার্টি ভাগ হয়ে যায়। কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থী বলে পরিজ্ঞাত হয়।

১৯৫৭ সনের নির্বাচনে সমস্ত ভারতবর্ষে কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস আবার শাসন ক্ষমতা লাভ করে তখন একমাত্র কেরালাতে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণ সাধারণভাবে লাভ করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তখন পার্টি ঐক্যবদ্ধ ছিল।

১৯৬৪ নির্বাচনেও কম্যুনিষ্ট পার্টি ঐক্যবদ্ধভাবেই নির্বাচন সংগ্রামে নেমেছিল। তার পরে ভাগ হয়ে যাবার পরে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে যে সব নির্বাচনি কমিটিই গঠন ছিলেন—তাহার রক্ষিত ও বাদে ভাগ হয়ে গেলেন। পশ্চিম বাংলাতে দেখা গেল বেশী সংখ্যক বাম হয়ে গেছেন। পার্টি হিসাবেও বামপন্থী বেশী।

কেরালাতে ১৯৬৭ সনে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছিল। সেখানেই প্রথম বাম ও দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে নির্বাচনে সরাসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়। দক্ষিণ কমিউনিষ্টরা তাতে শোচনীয়ভাবে হেরে যায়।

সরকারীভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাবার পর এই দুই পার্টির পারস্পরিক কলহের প্রতিক্রিয়া থেকে যে যে রাজ্যে এদের স্থিতি আছে সেই সব রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেহাই পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের পতন ও অভ্যুদয় অনুধাবন করতে হলে এই দুই কমিউনিষ্ট পার্টির মতি সম্বন্ধে ওয়াকিফ থাকা দরকার। সে জন্তই এ বিষয়ে মুখবন্ধ হবার চেষ্টা করলাম। ঘটনা যদি কোথাও শ্রেণিকভাবে পেশ করা যাবে তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। সে বিষয়ে ভ্রান্তি নিরসন করলে বাধিত হব।

১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে এই দুই কমিউনিষ্ট পার্টি একসঙ্গে নির্বাচনে নামতে পারে নি। এই দুই পার্টিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী দল ও অন্যবাবুর নেতৃত্বে সঙ্গঠিত বাংলা কংগ্রেস নির্বাচনে সংগ্রাম করে। দক্ষিণ কমিউনিষ্টদের অর্থাৎ সি-পি-আইকে কেন্দ্র করে যে ছোট গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে ছিল—ফরওয়ার্ড ব্লক; পি. এস. পি; এস. এস. পি; বাংলা কংগ্রেস;—আর সি. পি. এমকে কেন্দ্র করে—আর এম পি, এস, ইউ, পি, ওয়ার্কার্স পার্টি, প্রভৃতির ছোট ছোট এই দুই ছোট কিছুতেই এক হয়ে নির্বাচনে নামতে পারলো না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পরস্পর সংগ্রাম করা থেকে বিরত ছিল। যেমন লোকসভার নির্বাচনে অতুল ঘোষের বিরুদ্ধে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া নির্বাচনক্ষেত্রে; আবার বাম নির্বাচনক্ষেত্রে প্রভুর সেনের বিরুদ্ধে।

দুই নির্বাচনী জোট ও লোক সেবক সংঘ

লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে সংগ্রাম করে। এ বিষয়ে নির্বাচনী ঐক্যের বিধিবিধান, আসনভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত কার্যক্রম ও অভিমত সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক ছাপান ইস্তাহারে সমগ্র কাজের একটা জাগ্য বাস্তব চিত্র সামনে রেখে দুটি পর্যায়ের সম্বন্ধে প্রস্তাবও আলোচনা করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে এই বিষয়গুলি ছিল— (১) নির্বাচনী ঐক্যের বিধিবিধান; (২) আসন ভাগ (৩) নির্বাচনী প্রচার ও সংগ্রাম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল—(১) শাসন কাঠামো; ও কর্মপন্থা, (২) শাসনযন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব; (৩) শাসনমন্ত্রণী পরিচালনা।

লোক সেবক সংঘ পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিল যে দলগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে তবে নিশ্চিতভাবেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠন করতে পারবে। এই উপলব্ধি করেই ১৯৬৭ সনের নির্বাচনের প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে যে প্রস্তাব ও অভিমত দিয়েছিল যুক্তফ্রন্টের নায়কগণ ও মীনে কি ১৯৬৭ আর কি ১৯৬৯ তার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক ছিল। এ সমস্তে কতকগুলি অপরিহার্য উপায় ও ব্যবস্থার সম্বন্ধেও বলা হয়েছিল—যেগুলি অনুসৃত ও কার্যকরী না হওয়াতে যুক্তফ্রন্টের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয় নি।

আমি ১৯৬৯ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত ছাপানো ইস্তাহার থেকে এ সম্বন্ধে আংশিক অংশ উদ্ধৃত করছি।

"নির্বাচনী জোট বা শাসন নিয়ন্ত্রণ কমিটি জোটে সম্মিলিত প্রত্যেক দল থেকে তিন জন করে প্রতিনিধি থাকবেন। ××××।

সমস্ত প্রতিনিধিদের কমিটির নাম হবে সাধারণ সভিষদ। সকল প্রতিনিধির সমান অধিকার থাকবে। ××××।

সাধারণ পরিষদের বৈঠকেই মূল কর্মধারা বা শাসন কর্মধারা নির্ধারিত হবে। শাসনমন্ত্রণী এই নিয়ন্ত্রণ কমিটির নির্দেশের অধীনে থাকবেন। ××××।"

১৯৬৭ সনে নির্বাচনের পরে বস্তুতঃ যুক্তফ্রন্টের কমিটি—যেটাকে যুক্তফ্রন্ট বলা হয়—এই ভিত্তির উপরই গঠিত হয়। প্রত্যেক পরিষদলের

হতেনই যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে উপস্থিত থাকুন না কেন—ছোট বড় দল নির্বিশেষে প্রত্যেক দলের সমান একটি করে ভোট যুক্তফ্রন্টে ছিল।

মন্ত্রীসভার উপরে যুক্তফ্রন্টই সমস্ত নীতি পরিচালনা করবে এই ভাবেই এটা গড়ে উঠেছিল। বাস্তবপক্ষে এই যুক্তফ্রন্টকে আর এক নামে বলা হত যুগান্ত্যাসিনেট। কি ১৯৬৭ সনে কি ১৯৬৯ সনে যুক্তফ্রন্ট বৈঠকেই মন্ত্রী-মণ্ডলীর জন্ত শাসন কর্মধারা ও নীতি নির্ধারিত হচ্ছিল। বস্তুতঃ দেখা গেছে কোন কোন বিষয়ে কোন মন্ত্রী কোন কর্মধারা নিয়েছে কিন্তু যুক্তফ্রন্ট তা মেনে নেয় নি বলে তা সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৬৯ সনে এ নিয়ে কোন গোলমাল হয় নি। গোলমাল শুরু হল যুক্তফ্রন্টের নিজের মধ্যেই—তাই পরে আলোচনা করা যাবে।

সেই ৬৯ সনের সেপ্টেম্বরে লোকসেবক সংঘ তার প্রস্তাবে যুক্তফ্রন্টের পরিষদের এবং মন্ত্রীদের আচরণ বিধি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঐ একই ইস্তাহারে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছিল—

"কোন মন্ত্রী বা কমিটির সদস্য জোটের সাধারণ চুক্তি বা নির্দেশ বহির্ভূত কাজ করলে তাকে সবাবার প্রশ্ন উঠবে। এই নিয়ন্ত্রণ কমিটি (যুক্তফ্রন্ট) তার চূড়ান্ত বিচারক হবেন। কাউকে সরানো হলে সেই ব্যক্তির স্থান সেই দলের থেকেই প্রতিনিধি নেওয়া হবে।

"কাউকে সরাবার কোন কথা উত্থাপিত হলে কোন সিদ্ধান্তের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বৈফিয়ৎ নেওয়া হবে এবং তিনজন বিচারককে নিযুক্ত করে তাদের ওপরে রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচার করা হবে।

"নির্বাচনী জোটের অন্তর্ভুক্ত কোন দল জোটের বিধি বিধান ও শর্তাবলীসমূহ যদি ভঙ্গ করেন—এবং এই জোট যদি তা বাধার হলে সাব্যস্ত করেন—তাহলে সেই দলকে তা বন্ধ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে তা হবে না বলে আশ্বাস দিতে হবে।

লোকসেবক সংঘ যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বর্তিকালীন সময় শেষ পর্যন্ত এই ভিত্তিতেই প্রস্তাব দিয়ে গিয়েছেন এবং কার্যকরীও করার জন্ত চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৬৯ সনে যুক্তফ্রন্টের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে পাঠকবৃন্দ সব দেখা যাবে যে লোকসেবক সংঘ—সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই তার পূর্ণাঙ্গ নীতি ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছিলেন।

১৯৬৭ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে সমস্ত দলগুলির সামনে লোকসেবক সংঘ এই একই ইস্তাহারে নির্বাচন ব্যাপারে একটা আপোষ ও ঐক্যের জন্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রেখেছিলেন।

"আসন ভাগের সাধারণ প্রথম নীতি হবে—বিগত নির্বাচনে যে দল যে আসন লাভ করেছেন—এবারে তাকে তা দেওয়া।

"বিগত নির্বাচনে হেরে যাওয়া আসনে জোটের অন্তর্ভুক্ত যে দল জয়ী প্রার্থীর পরেই সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন সেই দলকে সেই আসন দেওয়া।

"বিগত পাঁচ বছরের কার্যকাল মধ্যে কোথাও যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং কারুর যদি বিশেষ দাবীর কারণ উদ্ভূত হয়ে থাকে—তাহলে সেই বিষয়টি প্রথমে সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে নির্ণয় করার চেষ্টা হবে। তা সম্ভব না হলে জোটের সম্মিলিত বিচারে নির্দ্ধারণ করা হবে।

"নূতন কোন দলের দাবী বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

এইসব প্রস্তাব দিয়ে শেষে বলা হয়েছিল—

"জোটমুক্তিএবং তা থাকা রচিত হল। জোটের সম্মিলিত দলগুলি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যে আলোচনা করবেন—তার সহায়তার উদ্ভাস আলোচনার সূত্র হিসাবে এই খসড়া।"

১৯৭১ সনের সাধারণ নির্বাচনে দলগুলি এককোট হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে নি—দুই জোটে লড়াই করেছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সনে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যখন সব দলগুলি একজোট হয়ে নির্বাচন সংগ্রাম করে তখন বিস্তৃত উদ্ভিখিত প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতেই আসন বণ্টন করা হয়েছিল।

১৯৭১ সনে যখন নির্বাচনে দুই জোট হয়ে গেল তখন লোকসেবক সংঘ কোন জোটে যোগ দেয় নাই। কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জয় লাভের জন্ত বিনা দ্বিধায় দুই জোটের অনেক দলের নির্বাচনে কাজ করেছে। তখন লোকসেবক সংঘের এই জোট-নিরপেক্ষতাকে সকলেই সঠিক নীতি বলেই প্রশংসা করেছিলেন। এমন কি নির্বাচনে দুই জোটের কোন জোট থেকেই কোন দলই লোকসেবক সংঘের কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধেই প্রার্থী দাঁড় করাতে কোন প্রার্থী দেন নাই।

আজ ১৯৭৮ সনে যুক্তফ্রন্ট থেকে যখন দুই ছোটে পরিণত হচ্ছে—এক ছোট বাম কমিউনিষ্টদের কেন্দ্র করে আর একজোট দক্ষিণ কমিউনিষ্ট-দের কেন্দ্র করে—তখন লোকসেবক সংঘ তার জোট-নিরপেক্ষ নীতিই ঘোষণা করেছে—এবং কার্যতঃ তাই অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে সে কোন নূতন পরিস্থিতির নীতি অনুসরণ করে নি। সংঘ তার প্রথম আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুযায়ী সেদিন সঙ্কটকালেই যে নীতি সুচারুভাবে কার্যকরী করেছিল সে নীতি আজও প্রেক্ষ বলেই প্রতিভাত হচ্ছে। ক্ষণিক সংকীর্ণ স্বার্থে আজ যদি কেউ সে সঙ্ঘ ও অপপ্রচার করেন—তা তাঁরা তাঁর প্রেক্ষিত থাকতে হবে না।

এর পরে আমরা ১৯৬৭ সনের নির্বাচন বিশ্লেষণ করে যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং একটা বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধ হবে যে মাক্সবের যুক্তফ্রন্টের পরিণতি আজ শুধু নয়।

(ক্রমশঃ)

Always at your service.
BISHUDHA MEDICAL HALL
Stockist for PURULIA
Squibb, Boehringer-Knoll
Wholesale, Retail & General Medicine Suppliers.
বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়ার টিকিট—সুইব, বোরিনঙ্গার-নল

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়
রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)
দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)
নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

বিজ্ঞপ্তি

ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে প্রদেয় রিটার্ন এ জেলায় জে, এল, আর, ও ছাড়াও সমস্ত তহশিলদার-কর্মচারীগণের নিকট দাখিল করা যাইবে। রিটার্ন দাখিলের জন্ত কোন-রূপ ফি বা খরচ লাগিবে না। রিটার্ন ফরম পূরণের ব্যাপারে রায়তগণ সংশ্লিষ্ট জে, এল, আর, ও/কর্মচারী/তহশিলদার-গণের সহায়তা লইতে পারেন।

পুরুলিয়া
তাং—১৯।৭।৭৮

পার্থসারথি ভৌমিক
জেলাশাসক।

কংগ্রেসী আমলাতন্ত্রের রূপ—রাজ্যশাসন ও জেলাশাসন

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আক্রমণাত্মক আচরণ এবং দুর্ভিক্ষ ও অনাহার মৃত্যু ঠেকা দেবার জন্য বঙ্গবাসী প্রভৃতির মধ্যে নূতন কংগ্রেসী যুগের আবির্ভাব ঘোষণা করলাম।

এই কংগ্রেসও আজ নিজ স্বার্থে আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে না

রাষ্ট্রনীতির শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক এইসব স্বৈরাচার, গুন্ডামি, মিথ্যাচার, দুর্নীতি আবার অবাধ রূপ নেবার চেষ্টা করলেও—তাই আমাদের আজকার কংগ্রেসকে পুনরায় সজাগ হয়ে উঠতে আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়িকে কামলা দিয়ে আজ থামাতেই হবে। কারণ সে বুঝেছে—এ সেদিন আর নেই।

আমলাতন্ত্রের অনাচারের বিরুদ্ধে আবার জোর লড়াই সুরু করতে হবে

রাজনৈতিক স্বৈরাচার ও আমলাতান্ত্রিক দুরাচারের বিরুদ্ধে আমরা যখন বরাবর লড়াই দিয়েছি—আজও তেমনি সেই লড়াই দিতে হবেই হবে। কারণ এইতারই গণচেতনা এসেছে—এবং এই শক্তিতেই স্বৈরাচার এবং দুরাচারের দরুণ রাজত্বে বিরাট পরিবর্ত এখন অনেক সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আজ বিভিন্ন শাসনে থাকুন—এই তীব্র আন্দোলন-গুলি বর্তমান সময়ে আরো নিম্ন শক্তিধর আন্দোলন সম্ভব হবে। ২০ বছর ধরে নিজেদের প্রাপ্য দেওয়া আমলাতন্ত্রকেই আজ জনমতের চাপে নাক খৎ দিতে ওঠাতে বসাতে কংগ্রেস বাধ্য হবে।

প্রধানমন্ত্রীই আজ হিমসিম খাচ্ছেন—আমলাতন্ত্র কা কথা

সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি—নব কংগ্রেসের নিজেদের সমর্থনের কাছ থেকেই প্রধান মন্ত্রীকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ কংগ্রেসের দলবলও আজ অধীর হয়েছে যে, নেতৃত্বের অমিরাী মনোভাবে কংগ্রেসের অর্থাৎ তাদের সকলের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হচ্ছে। এখন আর সে নবাবী রাজত্ব চলবে না।

লেজন্য সংঘের আমন্ত্রণে প্রধান মন্ত্রী সহজেই আসতে রাজী হয়ে গেলেন

দুর্গত মানুষের দুঃখ বিষয়ে কংগ্রেস চিরাচরিত ধারায় উদাসীন থাকলেও—লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রীকে এবং খাদ্যমন্ত্রীকে এই সব দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ বা জরুরী দাবী জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আসতে রাজী হয়ে গেলেন। এর আগে এই সব দুর্গত অঞ্চলে প্রধান মন্ত্রীকে আসবার কথা কেউ ভাবেন নি। বীর ওপর এ সবের চূড়ান্ত দায়িত্ব সেই প্রধান মন্ত্রীরও নিজের দিক থেকে এইসব দুর্গত অঞ্চল আসবার আগ্রহ হয় নি বা কংগ্রেসের দিক থেকেও তাঁকে আসবার কথা মনে পড়ে নি।

পরিশেষে অভিজয় ছাড়া কংগ্রেসের আর পথ কি

দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহিষ্ণু আর্ত মানুষের ধারীর প্রতিক্রিয়াকে লোক সেবক সংঘের আহ্বানের চাপের কাছে যখন স্বীকৃতি জানাতে হল—তখন নব কংগ্রেস থেকে অভিনয় সুরু হল যেন আর্ত মানুষের চিন্তায় তাঁরাই তাদের সংযোজক নেতা প্রধান-মন্ত্রীকে এখানে ডেকে আনছেন। এ অভিনয়ে আমাদের আপত্তি নেই। কারণ এটা ক্রমবর্দ্ধমান জনশক্তির পরিচয়ের একটা সংকোচ রূপ। ছোটের অঙ্গেই হোক আর বার অঙ্গেই হোক—ক্রমশঃ ঝিন এগিয়ে আসছে—যার হাতে শাসন থাকবে তাকে জনগণের জন্য কিছু করতেই হবে। আর অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। এইভাবে জনচেতনা ব্যাপ্তির মধ্য দিয়েই এক দিন এই সব অভিনয় করা শাসনের পূর্ব বিলুপ্তি ঘটবে।

একটি অনন্য উদাহরণ : রাজ্যশাসনের প্রতিনিধির আগমন

রাজ্যশাসনের শাসন অফিসাররা আজ যতই দূরে রাজ্যপাল হতে থাকুন—জনমত যত তীব্র হবে আমলাতান্ত্রিক অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যত উদ্বেলিত হবে—ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ আজ তাঁদের আমলাতন্ত্রকে নাকে খৎ কাজ করাতে বাধ্য হবেন। এখানে আমি একটি উদাহরণ রাখছি যার মধ্য দিয়ে দেখা যাবে—রাজ্যপাল আমাদের প্রতি যে অকৃত্রতা ও উপেক্ষা করেছিলেন—তাঁর সেই অসমিকার ছোড় বেশী দূর গেল না। রাজ্যশাসনকে পুনর্বিচার দিয়ে, লোক সেবক সংঘকে ডেকে আনতে হল। এবং যুক্তফ্রন্টের লাশায় ছুড়া হল, এখানের জেলাশাসক যে বাড়াবাড়ি আ ত করেছিলেন—তার জন্য তাঁকে তিরস্কৃত করে হল।

কমিশনারের আবির্ভাব : রাজ্যপালের পরিবর্তন

এই উদাহরণটি হচ্ছে ২৪পরগণা বিভাগের কমিশনারের এখানে আগমন। গত ২রা কমিশনার মাসের পুরুলিয়া আসেন। এখানের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ও তীব্র অভাবের বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন নার্সিট বাউনে। জিজ্ঞাসার আলাপ, বিশেষ আলোচনার জন্য সংঘের প্রতিনিধি হিসাবে আমাকেও ডেকেছিলেন। আর আমাদের আলোচনার ভূমিকার জন্য কাঁকুড়া পুরুলিয়ার প্রধান ইজিনীয়ারদের এবং ডি নিকে উপস্থিত থাকতে বলেন। আমি উপস্থিত সরলায়—রাজ্যপালের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য এবং দুর্ভিক্ষের প্রতিকার বিষয়ে আমাদের দিক থেকে বিবিধ প্রস্তাব রাখার জন্য এই বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা হয়।

জেলা কর্তৃপক্ষের তিরস্কার লাভ

এই বৈঠকে ট্রাকে জল সরবরাহ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ডি, নিং বিরোধীতার জন্য আমরা তীব্র মন্তব্যের পটভূমিকায় ডি, নিং প্রতি কমিশনারের ভর্ৎসনা এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে ডি, নিং প্রতি তাঁর ত্রি ত্তর, তথাবর অবস্থা সত্ত্বেও কোনো কাজ করা হচ্ছে না—উপ ক্ত অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেবার ষড়যন্ত্র চলছে—আমার এই অভিযোগ প্রমাণ করতে আমি কমিশনারকে গ্রামাঞ্চল দেখতে আমন্ত্রণ করায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং অনাহার মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করার অপরাধের জন্য কমিশনার কর্তৃক ডি-নিংকে দৃঢ় ক্ষমা প্রদান প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলাম যে, জনমতের কাছে আজ সব শাসনযন্ত্রকেই নতি স্বীকার করতে হবে। সেই রক্তের বুল আর নেই। এবং কোনো জেলা শাসক বা অফিসার আজ এই সত্য যদি উপলব্ধি করতে না পেরে আগের মতই ছেলেমানুষী বা একগুঁয়েমী করতে থাকেন তবে তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আগের মত আজ আর তাঁকে বা তাঁর সমশ্রেণীর অফিসারদের প্রশ্রয় দিতে, বাহবা দিতে সাহস করবেন না। ডি, নিং সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা, কমিশনারের আগমন সম্পর্কিত ব্যাপার বিশদভাবে বারান্তরে আলোচনা করব।

(ক্রমশঃ)

মাননীয় রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন বিষয়ে

লোক সেবক সংঘের প্রতি মাননীয় রাজ্যপাল অসম্মানজনক আচরণ করলেও, দুর্গত মানুষকে রক্ষার প্রয়োজনে, শাসনতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োগের লোক সেবক সংঘ তাঁর প্রতি যোগ্য আচরণ করতে বা পুনরায় দাবী নিয়ে তাঁর কাছে অগ্রসর হতে ত্রুটি করেনি। বিগত বছরে যে তাণ্ডিৎস সেবক সঙ্ঘ থেকে সংঘের সচিব রাজ্যপালকে পুরুলিয়ার দুর্গত অঞ্চল অবিলম্বে পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ঐ পত্রে সংঘের সচিব একথা জানান যে, যদিও তিনি (রাজ্যপাল) বিশিষ্ট ব্যবস্থার জন্য কিছু করেছেন, এবং তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ, কিন্তু তাঁর এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় বড় সিদ্ধিতে আছে। অবিলম্বে এসে অবস্থার সাংঘাতিক রূপ কি ও যথার্থ ব্যবস্থা কি হতে পারে—তা' দেখে যেতে অনুরোধ করেন।

এই পত্র পেয়েই ২৮শে যে তারিখে রাজ্যপাল লোক সেবক সংঘে সচিবকে জানান যে, পুরুলিয়ার আসবার বিষয়ে বিবেচনা করছেন। তার পরই তিনি পুরুলিয়া আসবার তারিখ জানান এবং ৩১শে যে তারিখে পুরুলিয়া আগমন করেন। তাঁর এখানে আগমনের সংবাদ পরে প্রকাশিত হচ্ছে।

কম্যুনিষ্ট নেতার অপপ্রচারের জবাবে সংবের নেতার পত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

"প্রথমটি হল যখন যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে তীব্র বিরোধ বিসংবাদ ও বিক্ষুব্ধতার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তখন তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে একদিন তিনি বিশ্বনাথবাবুর কাছে এসে বলেন—"বিশ্বনাথবাবু, ফ্রন্টের এই পরিণতি বিরোধ বিষাদ মীমাংসার জন্য আমি একটা সূত্র (ফরমুলা) আবিষ্কার করেছি। সেটা হল এই যে, যদি ফ্রন্টের কোন শরিক দল, সে তার ছোট বা বড়ই হোক না কেন, ফ্রন্টের নির্দ্ধারিত নীতি ও কর্ম-পন্থার বিরোধী কোনও কাজ করে, এবং সরকার ও করে তেমন্না সত্ত্বেও করতে থাকে—তবে সেই পরিস্থিতিতে ফ্রন্টের বাকী সবাই মিলে যুক্তমতে ও এক-যোগে ফ্রন্টের নীতি অবাস্তকারী শরিকদলের 'বিরুদ্ধে' অভিযান চালাবে।" এর উত্তরে বিশ্বনাথবাবু বলেন—এ'ত খুবই ভাল প্রস্তাব, একে ত্রিমত প্রয়োগ করতে পারলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।" এরপরে বিশ্বনাথবাবু মন্তব্য করেন যে কার্যাক্ষেত্রে বিভূতিবাবু ও তাঁর দল নিজস্ব উদ্ভূত নীতি অনুসরণ করেন নি।

"দ্বিতীয় ঘটনা: উল্লেখ করে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে—প্রদারপুরে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে তিনজন কিষাণ কর্মীকে মর্ম্মান্তিক কমিউনিষ্টরা নৃশংসভাবে হত্যা করলে সেই শহীদদের মৃতদেহ যখন মগরাহাটে (রাইটার্স বিল্ডিংস এ) মোন বিল্ডিং এ'তে আনা হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা মৃতদেহে মালা অর্পণ করলেও বিভূতিবাবু মালাদান করেন নি বা সেই সম্পর্কে কোনও বক্তব্য বা অভিমত প্রকাশ করেন নি।"

আমনি আমার নাম করে প্রকাশ্য জনসভায় পুরুলিয়াতে এই অভিযোগ করেছেন। দ্বিতীয় ঘটনার উল্লেখ করে আমনি এইটাই প্রমাণ করতে চেয়ে ছন যে যেহেতু মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্টদের মন জুগিয়ে চলাই আমাদের নীতি তিন সেই হেতু তাঁরা নৃশংসভাবে হত্যা করলেও পাছে তারা অসন্তুষ্ট হন সেজন্যই আমি মালা দিতে যাই নি। এ যেন কাহিনীর উদ্ভাবন করেছেন।

আমি দ্বিতীয় ঘটনার বিষয়েই আমার বক্তব্য বলছি। নীরব সহযোগীর যে ঘটনাটি আমনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি ওরা নভেম্বর ১৯৬৯ তারিখের। সেদিন সকাল বেলায় মোমনাথবাবু আমাকে ফোন করে ঘটনাটির উল্লেখ করে বলেন যে খবরের নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে যখন আসবে তখন আপনিও আসুন। আমি বলেছিলাম নিশ্চয়ই।

আমি রাইটার্সে যাই বেলা ১১টা নাগাদ। সেখানে হেঁয়ারে যে পুলিশ অফিসার চার্জে ছিলেন—তাকে বলে যাই সহযোগী এলেই যেন আমাকে আমার ঘরে খবর দেন।

অপরাহ্ণ প্রায় ৩-টার সময় আপনে যাবার পথে সহযোগী রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে খবর দেয়। আমাকে খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিচে নেমে আসি।

বিশ্বনাথবাবু। আপনাদের অফিসে খবরের কাগজ নিশ্চয়ই রাখা থাকে। প্রথমে নভেম্বর ৩রা ১৯৬৯ তারিখের কলিকাতা সংস্করণ "অমৃতবাজার পত্রিকা" দেখুন। সামনের পাতাতেই আছে।

"A silent procession carrying three bodies, all C. P. I. workers and victims of a tragic incident of murderous assault by C. P. M. supporters in Prasadpur village under Sonarpur thana in 24 Parganas was taken in Calcutta by the C. P. I. on Monday.

এই সংবাদের অবশিষ্টাংশ অমৃতবাজার পত্রিকার ৭ম পৃষ্ঠার ৮ম কলমে দেওয়া আছে। তা হচ্ছে—

From Page 1

Silent Rally with 3 C. P. I. workers' bodies.

Wreaths were placed by many U. F. leaders including the ministers Mr. Subodh Banerjee, Mr. Bhakti Bhusan Mandal, Biswanath Mukherjee, Abdul Rezzak Khan, Dr. Kanai Bhattacharjya, Mr. Bibhuti Bhushan Dasgupta and Mr. Deo Prakash Rai.

অর্থাৎ মর্গান্তে ঐ তিন জন সি, পি, আই কর্মীর মৃতদেহে আমিও মালাদান করি, সংবাদ পত্রেই রয়েছে।

এরপরে আসুন ওরা নভেম্বর তারিখের "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকাটি দেখা যাক। প্রথম পৃষ্ঠাতেই ফোল্ডে—

Funeral Procession led by C. P. I. Leaders. ৪র্থ কলমে আছে—"Other Ministers who placed wreaths and addressed the gathering were Mr. Somnath Lahiri Biswanath Mukherjee. Abdul Rezzak Khan Deoprakash Rai, Bibhuti Bhushan Dasgupta. Bhakti Bhusan Mandal and Dr. Kanai Lal Bhattacherjee. All of them condemned the "Wrongful attack" on the marchers and urged the people to unite against such violence".

এখানেও "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার লেখা রয়েছে আমি ঐ মর্গান্তে সি, পি আই কর্মীদের মালাদান করি এবং একটুপ বুল ভাষার প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করি।

এবার অ ন্তর ওরা নভেম্বর তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকাটি" দেখি। প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ সুরু হল এই কেন্দ্রে দিয়ে "তিন সি, পি, আই কর্মীর মৃতদেহ নিয়ে বিরাট মৌন মিছিল"।

এই সংবাদের অবশিষ্ট অংশে পরুষ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে লেখা রয়েছে –

"এর পর মিছিলে অংশ গ্রহণকারী ও সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এ অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা। মৃতদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জানাচ্ছি। বিচারবিভাগীয় বিষয় নিয়ে তিনি অবশ্যই বিস্তারিত বিবৃতি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

"মুখ্যমন্ত্রীর পর একে একে স্বরাষ্ট্রসচিব মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, বিচার মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল, পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রাণমন্ত্রী শ্রীআবদুর রেজ্জাক খাঁ, সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, উপমন্ত্রী কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীদেবপ্রকাশ রাই, পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত প্রভৃতি মালাদান করেন।

এইবার "যুগান্তর" পত্রিকাটি দেখা যাক। ৩রা নভেম্বরের যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বেশ বড় টাইপে ছাপা রয়েছে—

"× × × শোকযাত্রাটি রাইটার্স বিল্ডিংএর সামনে এলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, ওর্কা লীগ, সি, বল, সি, আর, সি, সি, আই এবং "লোক সেবক সংঘ" সবাইকে মালা দেন।

এই সংবাদের অবশিষ্ট অংশে পরুষ পৃষ্ঠার পরুষ কলমে ছাপা হয়েছে—

লোক সেবক সংঘের মন্ত্রী শ্রীকৃতি ছরণগুপ্ত মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।"

এর পরে আমার বিশেষ আর কিছু বলবার নেই। তবে বিশ্বনাথবাবু, আপনাদের মতো নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে বেশের লোক এ রকম আচরণ আশা করে না। একটা বিষয় কে প্রভাব করবার চেষ্টা করতে গেলে বিধায়ই আঘাত নিতে হবেই। আপনি তাই করেছেন। পুলিশিয়ার জনসাধারণের কাছে যে উদ্ভেজনা, যেভাবে, যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—তার দ্বারা জনসাধারণের বিচারে আপনা। অনেক নীচে নেমে গেছেন। এটা যদিও বাস্তবীয় নয়—তা হলেও আপনারাই আচরণ দ্বারা নিজেদের মর্যাদা শোচনীয়-ভাবে হারিয়ে চলেছেন। সময় মতো শুন্ত প্রকাশ জনসভায় আপনি যে এই অসত্য উক্তি করলেন তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তবু রাজনীতি আপনারের কোথায় নামিয়ে নিয়ে চলেছে!

এই সম্পর্কে আরও দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি—আপনার অবগতির জন্য। সুবোধ বাবুরের সমর্থক একজন নিহত কর্মীকে নিয়ে সবযাত্রা বিধানসভা ভবনে আসার কথা ছিল। সুবোধ বাবু আমাকে বলেন—

আমি তার জন্য অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করি সুবোধ বাবু তা' ভাল করেই জানেন।

বেলেঘাটায় পি, পি, এম এর সঙ্গে কংগ্রেসার্ভ ব্লকের ব্লককর্মী সংঘর্ষে যে ব্লকের একজন নিরস্ত্র কর্মীকে নিয়ে নীরব শবযাত্রা বিধানসভা ভবনে এসে শ্রীযুক্ত চন্দ্র ঘোষ নিজে যেয়ে শবাধারে মালা অর্পণ করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে ভাষণ দেন। এই সংবাদও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

দুঃখের কথা যাদের আপনি বেছাবে আমাদের জনমনকে যেখাবে চেয়েছেন তার ভিত্তি কোথাও নেই। আপনার ভাষণে ঘটনাটি যেভাবে আপনি পেশ করেছেন সেটা খুবই মর্মান্তিক এই কারণে যে—আপনারই সহিত্যে সংঘর্ষে নিরস্ত্র কর্মীদের পোচনীয় মৃত্যুকে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে বিনা কারণে অস্ত্রত্ত্ব প্রাণীকরণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রচার করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। একটি বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতি আমাদের অমানবিক বিকৃতভাবে কাজিনী সৃষ্টি ক'রে জনমনে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করার কাজ আপনার কাছ থেকে আশা করিনি।

এর পরে আপনার অন্যান্য বক্তব্যগুলির আলোচনা অপ্রয়োজনীয় হলেও প্রথম ঘেটির কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সে বিষয়টি আপনার কল্পনার সৃষ্টি বলিয়া ওটা মনগড়া কোন অন্যায় হবার কথা নয়। আর ঐ সূত্র অনুযায়ী অভিযান চালাতে হবে—সেটা সকলের উপরই সমবেতভাবে নির্ভর করে। এটা কোনও একটি পার্টি বা দলের কথা নয়।

যাই হোক পরিশেষে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য আপনি লোকসেবক সংঘকেই গুরুতরভাবে এবং প্রধানতঃ দায়ী করেছেন। এবং তার জন্য তথ্যেরও অবতারণা করেছেন। যেগুলি এনেছেন তাতে কিন্তু তথ্যের সমর্থে যুক্তিই করেন নি। সমস্ত ব্যাপারটা তালিয়ে আসা গুরুত্ব আলোচনা করতে হয় এবং প্রকৃত ঘটনাগুলি জনসমক্ষে উপস্থিত করতে হয়।

আপনি লোকসেবক সংঘ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পুরুলিয়াই সহীচীন ক্ষেত্র বলেছেন—জন্য কোথাও এই আলোচনার মূল্য নেই বলেই আপনি মনে করেন। একটু সময় করে যদি খবরাদীক্ষিত পুরুলিয়ায় আসেন তাহলে একটা জনসভায় আয়োজন এক্ষনিনের জন্য কোক ভুলিনের জন্য কোক করা যেতে পারে। জনমনের আদালতে আমাদের গুরুত্বভাবে অভিযুক্ত করেছেন—সেইজন্যই সদস্যদেরই আমরা দাবী করতে পারি যে সেই জনমনের গুরীক্ষকোর্টেই আপনি আপনার বক্তব্য বাধুন এবং আমরাও আমাদের তথ্য রাখি। আপনি এই প্রস্তাব অসঙ্গত বলে নিশ্চয়ই মনে করবেন না।

১৯৬৭ সন থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের জীবনে আমরা কোন শক্তি যদের ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে কি জনসভায়, কি পত্রপত্রিকা মারফৎ কোনও প্রকার বাধাদ্বিধাবে আমাদেরও যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুযায়ীই যুক্ত হইনি—তার অবকাশও হয়নি প্রয়োজনও হয়নি। এই যুক্তফ্রন্ট ভাঙাভাঙির ব্যাপারেও আমরা শক্তিকে কোন বাহাদুরীরই একেবারে যেগ দিইনি। কারণ বন্ধুবান্ধবদের জনতলির নিজেদের মধ্যে যাতে বিক্ততা সৃষ্টি না হয় সেটাই আমরা সবসময় চেয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি পুরুলিয়াতে বাংলা কংগ্রেসের আহত জনসভায় লোকসেবক সংঘ ও আমাদের সম্বন্ধে কতগুলি ভিত্তিহীন সমালোচনা করা হয়। তারপরে আপনিও তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনাহত এবং অনাবশ্যক বাহাদুরীরের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। একাস্ত জনমতার আপনার আনীত কতগুলি ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাই আজ আমাকে অনিচ্ছাস্ত্বেও কতগুলি কথা লিখতে হল।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এসব ঘটনার ভিতর দিয়েই স্পষ্টই দেখা গেছে এবং এখনও বোঝা যাচ্ছে যে, শক্তির সংঘর্ষে লিপ্তলোক সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোকসেবক সংঘ বিধাহীন ভাবে অভিমত ব্যক্ত করে এসেছে। জনবিশেষের তরফ মুখ চেয়ে কখনো মাজ করে নি। সংবাদপত্রে এসব ঘটনা প্রকাশিত হবে থাকলেও সাধারণ মানুষ তা মনে করে রাখেনি। আমরা কিছুদিন ধরেই দেখছি তাঁরই তরোগ নিয়ে সভা ঘটনাকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে জেনে বুঝে আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্যরূপ কিছাবে অবজ্ঞাপূর্ণ বিদ্বান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে—এই ব্যাপারটির ভিত্তর দিয়ে তার অনেকখানি জনগণের কাছে উপলব্ধ হবে আশা করি।

পরিশেষে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করি। কি জনতের কি সংবাদের ক্ষেত্রে, কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, কি সংঘর্ষের ক্ষেত্রে, কি যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে সমস্ত দিক দিয়েই লোকসেবক সংঘের ঘোট এক পরিচয় রয়েছে যে কোনও প্রকার উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রচারের দ্বারা তাকে মলিন করা সম্ভবপর নয়।

আমি এই পত্রখানা মুক্তিতেও প্রকাশের জন্য দিলাম। ভিত্তিহীন সংবাদ দ্বারা আমাদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণে দুঃখজনক হলেও তা প্রতিবাদ করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। ইতি

ভবদীয়
বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত
২৪।৫।৭০

কেয়ার (CARE) সম্পর্কে পাথমিক শিক্ষক সংঘের জেলা পরিষদের প্রস্তাব

আমরা পুরুলিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ CARE প্রদত্ত শিশু খাদ্য দুগ্ধের ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্টন করিয়া আসিতেছিলাম। ঐ সংবাদের অভিজ্ঞতায় আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, এই খাদ্য বন্টন করিতে গিয়া ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার অতি ক্ষতি ছাড়াও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আর্থিক অতি ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছিল। অধিকন্তু এই CARE এর শিশু খাদ্যকে উপলক্ষ করিয়া শিক্ষক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অভিক্ততার পরিবেশ গড়িয়া উঠিতেছিল। ভিত্তিহীন অভিযোগে শিক্ষকদের উপর পুলিশী নির্যাতনও চলিতেছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে CARE এর খাদ্য বন্টনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা ১৯৬৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে CARE বন্টন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উক্তমতো জেলার খাদ্য ডাব কমিটি ও CARE বিতরণ সম্পর্কিত জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটির যুক্তিটি মিটিং এ সমিতির প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হইয়াছিল। মিটিং এ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের বার ভিত্তা CARE বন্টনের দুই বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। তা ভাড়া সংশ্লিষ্ট উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নাকি জেলা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন বিকল্প সংস্থার মাধ্যমে CARE বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। এখনে অবস্থা দাঁড়াইতেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ যদি CARE এর খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তবে এই ব্যবস্থা পুরুলিয়া জেলাতে স্থগিত হইয়া যাইবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জেগার বর্তমান অন্ন সংকটের দিনে সমস্তের নি ম নিঃস্তরে অনাহার ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরাত্মা জেলা পরিষদ সভা বরাবাবার সংগেন কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গ্রহণ করিতেছে যে, আমরা পুরুলিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্ত সাপেক্ষে পুনরায় CARE এর শিশু খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।

১। CARE সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা সমস্ত প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদিগকে বিভাগীয় যোগদানের নির্দেশ দিয়া তাহাদের স্থগিত বেতন ও ভাতা এখনে দিতে হইবে।

২। সরকার ও আমাদের সমিতির সম সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া জেলা খাদ্য ডাব কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি CARE বন্টনের দুই ব্যবস্থা এবং অভিযোগের মিমা সা করিবেন।

৩। CARE বন্টন বিষয়ে যে কোন অভিযোগই হউক শিক্ষকদের উপর সরাসরি পুলিশ হস্তক্ষেপ চলিবে না।

৪। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ এবং CARE বিভাগের অফিসারদেরই CARE বন্টন বিষয়ক খাতাপত্র দেখার অধিকার থাকিবে।

৫। CARE কর্তৃক/কর্তৃক তার ঘাড়াইতে হইবে এবং মাসিক নিয়মিত ভ বে দিতে হইবে।

৬। CARE এর মাল আনয়নের জন্য গাড়ী ভাড়া রেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। CARE এর মাল বন্টনের বৈধম্য দূর করিতে হইবে এবং সার্কেল ভরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সার্কেল সম্পাদকদের যৌথভাবে মাল বন্টনের দায়িত্ব দিতে হইবে।

বিশ্ব সংবাদ

কুশ নেতৃর উত্তরে কম্বোডিয়া

আমেরিকার সঙ্গে সামরিক আঁতাত করার বিরুদ্ধে রুশ সরকার কম্বোডিয়াকে যে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, কম্বোডিয়ার লন নোল সরকার তার জবাবে বলেছেন যে উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং সৈন্যদল সমস্ত বিদেশী সৈন্য কম্বোডিয়া থেকে অপসৃত হোক, তাঁরা এটা চান।

নোটে আরও বলা হয়েছে যে আমেরিকার সঙ্গে কম্বোডিয়া কোনরকম সামরিক চুক্তি করে নি। উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকংদের আক্রমণে আমেরিকার কাছে শুধুমাত্র সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বাশিয়ার কাছেও অনুরূপ সাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল বলে নোটে বলা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদ

পুরীতে অতুল্য-বিজু সাক্ষাৎকার

২৬শে মে, মঙ্গলবার পুরীতে উড়িষ্যার শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও পশ্চিম বাঙলার আদি কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের সাক্ষাৎকার হয়। ২৭শে মে শ্রীদীনবন্ধি রাউত রায় ও শ্রীঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা উড়িষ্যার কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ শ্রীঘোষকে দেন এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্যে তাঁদের কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করেন।

পট্টনায়ক-বাউতরায়ের কর্মপন্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন যে উড়িষ্যার জনসাধারণ এই নূতন উপদলকে কীভাবে গ্রহণ করবেন তারই ওপর সব নির্ভর করছে। সম্প্রতি শ্রীঘোষ মন্তব্য করেছেন যে উড়িষ্যার রাজনীতি নির্ভর করছে শ্রীপট্টনায়কের ওপর।

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া পাতকুম হাউসের সংলগ্ন বাঁটী রোডের ধারে প্লট করিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

এস. সেন
পাতকুম হাউস, পুরুলিয়া

বিশ্ব সংবাদ

ভূটানে চীনা আক্রমণের আশংকা

ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর ভূটানে কয়েকবার চীনা অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বড় রকমের চীনা আক্রমণ আশংকা করছেন। ভূটানের রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য ভারতের উদ্যোগই চীনকে বিচলিত করেছে। রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং এবং জেনারেল মানেকশ ভূটান পরিদর্শন করেছেন। ভূটানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যে নাকি প্রস্তুত আছে।

ভূকুমদার কে ?

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে অযোধ্যা পাহাড়ে সমবেত সাঁওতাল জনতার ওপর যে ৩১ রাউণ্ড গুলি চালানো হয়েছিল তার আদেশ কে দিয়েছিলেন ?

প্রথমে জনশ্রুতি শোনা গেল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি. বি. মণ্ডল গুলি চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন। এখন শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি এরকম কোন আদেশ দেন নি।

পুরুলিয়ার জনসাধারণের মধ্যে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগছে, গুলি চালাবার আদেশ আদৌ কেউ দিয়েছিলেন কি ?



পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫০টি শাখা বর্তমান।

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.— 2539/57

PURULIA POLYTECHNIC
PURULIA

Applications in the prescribed form for admission into the Three Years Diploma Courses in Civil, Mechanical and Electrical Engineering for the session 1970-71 will be received by the Principal upto 30th of June, 1970. Application forms with prospectus will be available from the Polytechnic Office upto 30-6-70 between 8-00 a.m to 11-00 a.m. on working days on payment of 75 paise in cash or by Crossed Indian Postal Order payable to the Principal, Purulia Polytechnic, Purulia encashable at Purulia Post Office, accompanied by self addressed stamped 9" × 4" envelope bearing 35 paise postage stamp.

The minimum educational qualification for admission is passed S. F. or H. S. (with elective mathematics in stream other than Technical) or equivalent. Age limit is 15 to 20 Years on 1st January, 1970 and 23 years in case of candidates belonging to scheduled castes and tribes. Those who have appeared in the Higher Secondary (with elective mathematics)/School Final or equivalent examination this year may also apply in anticipation of their results. They will be required to send attested copies of mark-sheets within ten days after the publication of their results.

The application should accompany a registration fee of Rs 2/- (Two) only by Crossed Indian Postal Order (Not refundable) payable to the Principal, Purulia Polytechnic, Purulia at Purulia Post Office, attested copies of Admit Card, Mark-sheet and certificates and a copy of Passport size Photograph duly attested. No money order for registration fee will be accepted.

নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র মিউনিসিপ্যালিটির খাস দখলি "দশেরবাঁধ" নামক পুষ্করিণীতে ১৭।৭০ হইতে ৩০।৬।৭৩ তাং পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরের জন্য মৎস্য আবাদ ও ধরিবার বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। উক্ত বন্দোবস্ত লইবার জন্য আগামী ১০।৪।৭০ তারিখে বেলা ন্যয়টার সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসে নীলাম ডাক হইবে। যাঁহারা উক্ত সময়ের জন্য উক্ত বাঁধ বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অত্র মিউনিসিপ্যাল অফিসে হাজির হইয়া নীলাম ডাক করিতে পারেন। যাঁহার ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহাকে ডাকের সমুদয় টাকা ডাক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

যাঁহাকে উক্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটির প্রচলিত সর্ত্তে এক চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া
২৯।৫।৭০

দিলীপ রায় চৌধুরী
এডমিনিষ্ট্রেটর
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

জরুরী বিজ্ঞপ্তি
—:রায়তদের উদ্দেশ্যে:—

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তকে জানানো যাইতেছে যে, ৩০।৩।৭০ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ৩১।৩।৭০ ইং তারিখ মধ্যে যে টিটার্ণ (১০ নং ফরম) দাখিল করিবার দিন ধার্য্য ছিল তাহার মেয়াদ ৩১।৭।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইল।

পুরুলিয়া
তাং ১৬।৫।৭০

পার্থসারথি চৌধুরী
জেলাশাসক
পুরুলিয়া

নোটীশ

(দেঃ কাঃ আইনের হুকুম ১ নিয়ম ১০)
জেলা ও মোকাম পুরুলিয়া মুনসেফী আদালত
১০০ নং দেওয়ানী সন ১৯৭০ সাল
প্রহ্লাদ চন্দ্র কুণ্ডু দাঁ বনাম পুষ্পম চাঁদ জুনা আইৎ দাঁ:

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার রাঙ্গাডি মৌজার সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে রাঙ্গাডি গ্রামের ১। প্রহ্লাদ চন্দ্র কুণ্ডু ২। বিশ্বম্ভর দত্ত ৩। গোপাল হরি খাঁ ৪। নারায়ণচন্দ্র দত্ত এবং ৫। সেখ কালু রাঙ্গাডি মৌজার পুরাতন সেটেলমেন্টের ১১৭৩ নং প্লটভুক্ত ভূমি রাঙ্গাডি মৌজার সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য রাস্তা বলিয়া ঘোষণা পাইবার জন্য এবং ঐ রাস্তার পূর্ব পার্শ্বের প্রাচীর অপসারণ জন্য রাঙ্গাডি মৌজার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ঐ গ্রামের পুষ্পম চাঁদ জুনা আইৎ প্রমুখ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এই আদালতে উপরোক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় যদি কেহ বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি অত্র আদালতে ১৫।৬।৭০ তাং দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন।

অদ্য ২০।৫।৭০ তাং আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অভয়মত্যাম্বুসারে
S. N. Dutta
সেরেস্তাদার

"Wanted for Manbhum Victoria Institution, Purulia, the following teachers (Preferably trained)"

1. Two Science Graduate/Arts Graduate/Commerce Graduate on deputation vacancy (likely to be deputed)
2. One teacher for Vocational Guidance with necessary qualifications on permanent vacancy.

Apply to the Secretery to reach on or before 10th June, 1970.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম
স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

রেজিষ্টার্ড ডাঃ প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৩শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা
সোমবার, ৮ই জুন '৭০
২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭
বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা



বহু-বিজ্ঞান নিরক্ষর একমাত্রকের পথ করিয়া দেয়। একমাত্র অধিকা বিজ্ঞানই বিশ্বস্ত গণতন্ত্রের পথে লইয়া যাইতে পারে।

—গান্ধীজী

অনাহার মৃত্যু অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

সরকারের সামনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি আজ দীর্ঘ দিন থেকে তুলে ধরার পরও অব্যাহত গতিতে নিত্য যে অনাহার মৃত্যু ঘটে যাচ্ছে—তা শাসন যন্ত্রের গ্লানীজনক অযোগ্যতার পরিচয়। এখনও মৃত্যু ঘটছে।" যেমন পুরুলিয়া জেলায়; তেমনি বিহারে অবস্থিত মানভূমের অংশগুলিতেও অনাহার মৃত্যু এগিয়ে চলেছে। যেমন রাজ্যপালের পশ্চিনবঙ্গ শাসনে,—তেমনি নব-কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত বিহারের শাসনে এই মর্ম্মান্তিক কলঙ্কজনক অনাহার মৃত্যু অব্যাহত। একে রোধ করতেই হবে। এই কিছু দিনের মধ্যেই এতগুলি মানুষের যে মর্ম্মান্তিক অনাহার মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদ বাংলা এবং বিহারে ঘটেছে তার বিবরণ এই—

পুরুলিয়া জেলায়
২৬ জনের অনাহার মৃত্যু

জয়পুর ব্লক

ক্রমিক নং	তারিখ	অঞ্চল	গ্রাম	মৃতের নাম	বয়স
১)	২৯-৩-৭০	জয়পুর	জয়পুর	শ্রীমতী নিশি মুর্মু	৫৫
২)	৪-৪-৭০	"	"	শ্রীমতী ভাদু বাগতী	১৫
৩)	৫-৪-৭০	"	"	শ্রীকালী মুর্মু	৬০
৪)	৯ ৫-৭০	উপর কাশর	বাঙ্গনীটাঁড়	ঐনীলু নাপিত	৬৫
৫)	১০-৫-৭০	"	নারায়ণপুর	শ্রীমতী মাকিনা বিবি	১৬

পাড়া ব্লক

৬)	২৪-৫-৭০	ডাঁডিরিডি	ডাঁডিরিডি	শ্রীমতী মুকনী বাগাল	৫০
৭)	৫-৫-৭০	,,	,,	শ্রীরণধীর বাউরী	৩৫

পুরুলিয়া ব্লক (২)

৮)	১-৪-৭০	আগড়া-নড়রা	বক্সানিয়া	শ্রীবাউল মাহাতী (মাহাতী ভ)	৫৮

ঝড়া ব্লক

৯)	১৪-৫-৭০	কেশরগড়	কুরদুং	শ্রীমতী মানি মুর্মু (আদিবাসি)	৩০

পুরুলিয়া ব্লক (১)

১০)	৮ ৫-৭০	পাড়াডুমুড়ু	ভরডা	শ্রীমতী পুষ্প মাহাত (আদিবাসি)	৬০

পুঞ্চা থানা

১১)	১২-৫-৭০	চাঁদড়া	বৈদ্যবটি	শ্রীঈশান মাহাত	১০
১২)	১৫-৫-৭০	"	নবসিংডি	শ্রীমুকুল চন্দ্র মাঝি	৭

বলদা ব্লক (২)

১৩)	২০ ৫-৭০	বেগুনকোদর	বেগুনকোদর	শ্রীক রিক মুর্মু	৪৫
১৪)	২-৫-৭০	"	টাটুডাঙ্গা	চামড়াকা	শ্রীনিলাস বাউরী (বাউরী পাড়া)	৩৫

বলদা ব্লক (১)

১৫)	১৫-৫-৭০	তুলিন	তুলিন	শ্রীমুকুন্দ নাপিত	
১৬)	১৫-৫-৭০	"	"	শ্রীপতি মাহাত	
১৭)	১৮-৫-৭০	"	(পাকেৎ পাড়া)	শ্রীপদা শাহা	

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

ইচাগড়, নিমডি, পটমদা, চাণ্ডিল
২০ জনের অনাহার মৃত্যু

ক্রমিক নং	তাং	অঞ্চল	গ্রাম	মৃতের নাম	বয়স
পটমদা ব্লক					
১)	১৬ ৪-৭০	কুমীর	কাটাগড়া	শ্রীগোবিন্দ সিং	১৫
২)	৩-৫-৭০	"	"	শ্রীমতী নীরদা সিং (শ্রীগোবিন্দের স্ত্রী)	৬০
৩)	২৫-৫-৭০	গাঙীবুক	গাঙীবুক	শ্রীমতী শশী কুমিক	৬৫
৪)	১৫-৫-৭০	কুমীর	কাঁচিডি	শ্রীরাজিক কর্মকার	৭৫
৫)	৩০-৪-৭০	হাতোয়ারপুর	লাউকড়া	শ্রীবাথান মাহাত	৫৫
৬)	১৩-৫-৭০	কুমীর	ইন্দাডাঙ্গ	শ্রীমতী মানি মুর্মিক	৬০
৭)	১৮-৩-৭০	"	খঁকরো	শ্রীসোনারাম মাঝি	

ইচাগড় ব্লক

৮)	২১-৪-৭০	×	তুতা	শ্রীমতী গঙ্গামণি মুর্মিক	
৯)	×	×	বিশতী	শ্রীমতী কৌশল্যা ভুইঞা	
১০)	২৮-৫-৭০	×	বাঁকারকুঁড়ি	শ্রীমতী কুনকা কানিহী	
১১)	২০-৪-৭০	×	"	শ্রীমতী আদিবাসা সিংহ্	

১২) বইশণ্ডা গ্রামের শ্রীমাঝিহী গোণের মৃত্যু সংবাদ—সংঘের পক্ষে তরফে পাঠানো হয়েছে।

১৩) ঐ গ্রামের শ্রীনীলমণি গোণের তিন বছরের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ—সংঘের পক্ষে তরফে পাঠানো হয়েছে।

১৪) ঐ গ্রামের শ্রীরাম বজুপতের মৃত্যু সংবাদ—সংঘের পক্ষে তরফে পাঠানো হয়েছে।

১৫) ঐ গ্রামের শ্রী ধানীগ্রামের ৩ বছরের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ—সংঘের পক্ষে তরফে পাঠানো হয়েছে।

১৬) আরাডিহ গ্রামের শ্রী চৌধুরী মাহাতঃ অনাহারের আশঙ্কা আত্মহত্যা করেছেন। সংঘের পক্ষে তরফে পাঠানো হয়েছে।

পটমদা ব্লক

১৭) নাইলস পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাথরা গ্রামে একজন মহিলার মৃত্যু সংবাদ এসেছে। তরফে পাঠানো হয়েছে।

১৮) নাইলস পঞ্চায়েতের অধীনে পাথরা গ্রামে আর একজন মহিলার মৃত্যু সংবাদ এসেছে। তরফে পাঠানো হয়েছে।

নিমডি ব্লক

১৯) একটি অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ এসেছে—তরফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

২০) আর একটি অনাহারের মৃত্যুর সংবাদ এসেছে—তরফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
৪।৬।৭০

সম্পাদকীয়

ত্রাণ ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযান

ভয়াবহ খরায় যে দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে—সেই খরা-ক্লিষ্ট আর্ত ও দুর্গতদের জন্যের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সমস্যা এত ব্যাপক ও গুরুতর যে এর সার্থক মোকাবিলা করা কোনক বেসরকারী সংস্থার সামর্থ্য ও সাধ্যের অতীত—সুতরাং এই ত্রাণ-কার্যে প্রধান অংশ ও ভূমিকা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলির সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা এই বিরাট কর্মযজ্ঞে কেবল আংশিক পরিপূরক মাত্র হতে পারে—আর সতর্ক দৃষ্টি দ্বারা এই কর্মকাণ্ডের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ তাই ও সার্থক পরিচালনায় সহযোগিতা দান করতে পারে।

প্রয়োজনের তাগিদে ত্রাণকার্যাদি যেমন বহুমুখী ও ক্রমশঃ ব্যাপকতর হচ্ছে—সেই সঙ্গে বিভিন্ন ত্রাণ কার্যে দুর্নীতির স্রোতও প্রবল আকার ধারণ করছে। এই দুর্নীতির অভিযানে সরকারী যন্ত্রের একাংশ ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবকেরা মুখ্য ও ভয়াবহজনক পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছে। এই সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতারক, জালিয়াৎ ও ঠকেরা সরকারী অর্থ ও সাহায্যের রাশিগুলা বিনা মূলধনে ফলাও ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলছে এবং টেস্ট রিলীফ, খয়রাতী সাহায্য, প্রকৃতি বিপদ আপদমূলক কার্যের মূল উদ্দেশ্যকে কেবল ব্যাহতই নয় ক্ষেত্র বিশেষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

দেশ মাত্রেই, জীবার ও মোহবাবের এই ভাবসর্পণ যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুপ্তবাবের সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এদের অবাধ লুণ্ঠন কখনই সম্ভব হতে পারে না—যদি না সংশ্লিষ্ট ব্লক কর্মচারী ও ব্লক কর্তৃপক্ষের পূর্ণ যোগসাজশ থাকে। টেস্ট রিলীফের ক্ষেত্রে এটা যেমন প্রযোজ্য—তেমনি খয়রাতী সাহায্য বন্টন; কৃষি ঋণ বিতরণ, কূপ খনন ও সংস্কারের অর্থ বন্টন, খয়রাতী সাহায্য প্রাপকদের তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে জি, এল, অফিসার; গ্রাম সেবক; অঞ্চল প্রধান প্রভৃতিদের ব্যাপক দুর্নীতি সমগ্র ত্রাণ ব্যবস্থাকে দূষিত ও বিষাক্ত করে তুলেছে। সুতরাং এই অবাঞ্ছিত ও ভয়াবহজনক অবস্থার উন্নতি বিধানে সার্থক ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ভয়েজ্জা উর্দ্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলে না দেখা গেলে কোনক আশ্বাসযোগ্য সম্পূর্ণ বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রশাসন যন্ত্রের আধুনিক ব্যবস্থাধারার সঙ্গে অনিষ্টভাবে জড়িত হওয়া সমীচীন ও সঙ্গতীয় মনে করতে পারেন না। সুতরাং জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনার পূর্বে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য পূরণ করতে হবে যে ত্রাণমূলক ব্যবস্থার নিম্নতম থেকে উচ্চতম সর্বস্তরেই দুর্নীতি উচ্ছেদে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ত্রাণ ব্যবস্থার দুর্নীতির সঙ্গে আরো দুই রাজনীতিরও প্রভাব বিভিন্ন স্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। রিলীফ স্কীম মঞ্জুরী ও স্থান নির্বাচন; গো-মহীষ, জীবার প্রভৃতি বিয়োগ; খয়রাতী সাহায্যের তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যে দুর্নীতির সঙ্গে দুই রাজনীতির প্রবেশ করেছে। কংগ্রেসী আমলের ঐতিহ্যবাহী জি, এল, অফিসার, গ্রামসেবক, অঞ্চল প্রধান প্রভৃতিরা অধিকাংশই কেবল কংগ্রেসী মনোভাবাপন্নই নয়—অনেকেই রীতিমত সক্রিয় কংগ্রেসী। সুতরাং সমগ্র ত্রাণকার্যের ব্যবস্থাধারা অব্যাহতভাবে কংগ্রেসী খাতে প্রবাহিত করার সক্রিয় অপচেষ্টা চলেছে—এবং উর্দ্ধতন ব্লক কর্তৃপক্ষও সজ্ঞানে, অজ্ঞানে বা অর্দ্ধজ্ঞানে ঐ ধারাকে সমর্থন করে চলেছেন। সম্প্রতি রাজ্যপালের যথা অঞ্চল পরিবর্তনের সূত্রে রাজ্যপালের সহধর্মিণী এই জেলার ত্রাণকার্যের মহত্তরতা ও উৎসাহদানের যে প্রশংসনীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনযন্ত্রের রাজনীতিজ্ঞই ও অবিবেচনা প্রসূত বিপদ এক কার্যক্রম রচনার ফলে জনমানসে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং একজন সম্মানিতা মহিলার ভয়েজ্জাপূর্ণ কর্মোদ্যমকে কলঙ্কিত ও অপমানিত করেছে। সুতরাং আশাকরা যায় যাতে দুই রাজনীতির চক্র ও প্রভাব মুক্ত করার প্রতিশ্রুতিদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্লক ও অঞ্চল স্তরের খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলি সব কার্যতঃ বাতিল হয়ে রয়েছে এবং কেন্দ্রা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিও কালেক্টরে এক আর্তি বৈঠকের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সুতরাং জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যম স্বরূপ এই খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলি সম্পর্কে বর্তমান সরকারী নীতি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্ধারণ ও ঘোষণা করতে হবে এবং খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলিকে ত্রাণকার্যের অংশ ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজ নিজ প্রতিনিধি ছাড়াই বাছাই করে কমিটি-গুলিকেও সর্বপ্রকার অভাব ও দুর্নীতির উর্দ্ধে রাখতে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে।

ম, চ,

টি, আরের কাজে শক্ত মাটির মাপ বিষয়ে কথাবার্তা

টি, আরে যারা কাজ করছেন—তাঁরা বলছেন একে প্রচণ্ড রোদ, তাতে মানভূমের মাটি। চৌকার মাটি ১০০ সি, এফ, টি বরতে গেলে বহু লোক দিনে একটাকার রোজগার করতে পারছে না। সে জন্য কমিশনারের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে কথাবার্তা করি। তিনি বলেন যে, রিলিফবিধি বিধানেই আছে মাটির কাজে চড়াই, দূরত্ব, মাটি শক্ত প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন দর আছে—বিশেষ বিবেচনা করার আছে। আপনারা সরাসরি বি, ডি, ওকে বলুন। তাঁরা বিবেচনা করুন। আমরা বলেছি—জেলার মাটি সর্বত্র প্রায় সমান। পৃথক বিবেচনার কিছু নেই। ১৯৬৭ সালের মত একটা দারাবর নির্দেশ দিয়ে ১০০ জায়গায় ৩০ সি, এফ টি করা হোক। এ বিষয়ে রিলিফ উপদেষ্টা শ্রীএম, এম, বসুকেও জানান হচ্ছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
৫।৬।৭০

রিটার্ন দেবার তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবী

৩১শে তারিখে সার্কিট হাউসে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁকে আমি বলেছিলাম যে জুলাই মাসে বর্ষার সময় রিটার্নের শেষ তারিখ করায় এই জেলার চাষীদের খুবই অসুবিধে হবে। সে জন্য আরো দু'মাস বাড়িয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর করা হোক। কমিশনার তা সমর্থন ক'রলেন। রাজ্যপাল তাতে সম্মত হন। কেউ কেউ বলেন ৩১শে ডিসেম্বর করা হোক তখন লোকের হাতে পয়সা আসবে। তাতে আমি বলি যে, আরো সময় বাড়ালে আমাদের আপত্তি নেই। রাজ্যপাল বললেন—রিটার্ন তো দিতে হবে। আর বেশী সময় বাড়ানো কেন? এ ছাড়া আমরা বলি যে, এখনো বহু জায়গায় মাপ শেষ হয় নি, নতুন পচচা হয় নি। সে সব জায়গায় লোকে রিটার্ন দিতে পারবে না। কমিশনারও তা সমর্থন করলেন। ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হবে কি না বুঝলুম না। তবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হবে—রাজ্যপাল এই মনোভাব প্রকাশ করলেন।

রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন ও আমাদের সঙ্গে বৈঠক

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জি, আর তালিকা তৈরীর ব্যাপারে অবাধ অনাচার

এর পর জি, আর সম্পর্কে বললাম যে, জি, আরের তালিকা অফিসার ও সাব-ডিভিসনাল অফিসারদের দেখানোর জন্য করা হচ্ছে; অন্যান্য বিপন্ন, জি আর পাবার যোগ্য ব্যক্তিরা পাচ্ছে না—তার চেয়ে কম যোগ্যরা তালিকাভুক্ত হচ্ছে—এই ব্যাপক অভিযোগ। এই সময়ে জি, সি বললেন—কি, আর তালিকা অঞ্চল খাদ্য কমিটির সাধ্যমে হচ্ছে। আমি উত্তরে বললাম—এ একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। বি, ডি, ওরা ব্লক কমিটির কনভেনার থাকা সত্বেও এই উদ্দেশ্যে মিটিং ডাকছেন না। এবং অঞ্চল স্তরে কি করা হবে—তারও নির্দেশ ব্লক স্তরে দেওয়া হচ্ছে না। আমি প্রতিনিধিদের দিকে তাকিয়ে বললাম—এখানে পার্টির প্রতিনিধিরা ও অফিসারেরা আছেন—তাঁরা একথা সত্য নয় বলে কেউ বলতে পারেন? প্রতিনিধিরা আমার কথা সমর্থন করলেন অফিসারেরা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম—এই সভাতে জি, আর ব্যাপারে যা চলছে তা এখনিই উত্তম করুন। কাকের ব্যাপারটাই দেখুন। খাদ্য ত্রাণ কমিটির সভ্যেরা ব্যক্তিগতভাবে তালিকা তৈরী করে অত্যন্ত বিপন্ন ব্যক্তিদের নাম দেন। তা বাতিল করে কর্মচারী-দের যেচ্ছামত তালিকার কাজ অব্যাহতভাবে চলছে।

জনসহযোগিতার লক্ষ্যে রাজ্যপালের দৃঢ় নির্দেশ

কমিশনার বললেন—ব্লকস্তরে গঠিত খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলি কার্যকরী হয়েছে কি না এই নি রিখের অভাবে এই অবস্থা হয়েছে। আমি বললাম—তা ঠিক নয়—কারণ কেন্দ্রাতেও তাহলে জি, সি তার মিটিং ডাকলেন কি করে? উপদেষ্টা শ্রীবসু বললেন খাদ্য ত্রাণ কমিটি যেমন ছিল তেমনই তো আছে। তাতে রাজ্যপাল বললেন অবিলম্বে সমস্ত বি, ডি, ওকে নির্দ্দেশ দাও—ব্লক, অঞ্চল সমস্ত কমিটির বৈঠক ডাকে থাক এবং জনগণের সহায়তায় এবং তদারকে সমস্ত রিলিফ কাজ চলুক। জনসহযোগিতা লাভের সুন্দর একটা ব্যবস্থাকে এই খাদ্য ত্রাণ কমিটি করেছে দেখছি।

জি, সি কর্তৃক জনগণের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ

এই সময় জি, সি, রাজ্যপালকে বললেন—পার্টিগুলির নিচের স্তরের কর্মীরা সহযোগিতা করছেন না। তাতে রাজ্যপাল বললেন এ তরি ঘর ওটাতো খুবই দুঃখের কথা। এ বিষয়ে আপনারা কি করছেন? আমি উত্তরে বললাম—জি, সির ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। দুর্ভিক্ষে বিপন্ন মানুষেরা সহায়তা চাইছে সরকারী সাহায্য যাতে প্রসারিত হয়—তাদেরকে চলে—তার জন্য সহযোগিতা করতে সারা জেলার মানুষ হাত বাড়িয়ে রয়েছে—আর উনি বলছেন সহযোগিতা নেই? ঐ অভিযোগ করা অত্যন্ত অন্যায়। বরং অনগণ সহায়তা দিতে চান, জেলা শাসনকে সহযোগিতার মনোভাব করছেন না। খাদ্য ত্রাণ কমিটি প্রভৃতির বৈঠক বন্ধ রেখে তাঁরা জনসহযোগিতা এড়াতে চান। আসল কথা, এখন পর্যন্ত এমন কিছুই রিলিফ কাজ আপনারা করেন নি—যাতে সহযোগিতার কথা ওঠে—ব্যাপক কাজ সুরু ক'রে দাদুন—দেখুন সহযোগিতা পাচ্ছেন কি না। অনগ্র কিছু করে থাকলে তা ঐদেরই জন্য। আর আমাদের সহযোগিতার মনোভাব যখন রয়েছে—তখন আমাদের নিচের স্তর বিরত হবে কেন? অসহযোগিতার কথা দ্বিতীয়বার রাজ্যপাল বললেন—ভাল কথা, ভাল কথা।

অবিলম্বে ব্যাপক ও উপযুক্ত কৃষি ঋণ—আমাদের দাবী

আমরা রাজ্যপালকে বলি যে, আজ মধ্যবিত্ত ও গরীব চাষীদের জন্য ব্যাপক ভাবে উপযুক্তভাবে কৃষি ঋণ সমূহ দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। রাজ্যপাল বলেন—আমরা ঋণ প্রকৃতি দিচ্ছি। উত্তরে আমি বলি যে, তা যথেষ্ট কম হচ্ছে। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মহাজনদের আজ ঋণ দেবার ক্ষমতা ও মনোভাব আদৌ উদয়ুক্ত নয়। সেজন্য অবিলম্বে ব্যাপকভাবে উপযুক্ত ঋণ দিলে চাষী নিজে সব ব্যবস্থা করে নেবে।

বীজধানের চেয়ে বীজ ধানের ঋণ বা সাহায্যই ভাল হবে

কোনো প্রতিনিধি এই সময়ে রাজ্যপালকে বীজ ধান সরবরাহের কথা বলেন। আমরা এখন আর বীজ ধান দেবার কথা বলি নি। ঋণের কথাই বলেছি। কারণ বীজ ধান পৌঁছুতে দেরী হবে—বীজে অনেক গোলমালও হয়। চাষ লেগে গেল। বীজ ধান করে আসবে? ঋণ বা বীজের জন্য সাহায্য দেবে চাষীরা নিজেরা যেখান থেকে ভোক নিজেদের মনোমত বীজ নিয়ে আসবে। বিভাগীয় কমিশনার এই ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেন। বলেন, কোথায় কত বীজ লাগবে তা ঠিক করার দুশ্চিন্তা আর এখন বর্ষার নিষ্ঠুরতা। সেজন্য এই মুহূর্তে ব্যবস্থা রাজ্যপাল অনুমোদন করেন।

জেলার স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থার আলোচনা

আমাদের দিল্লী সাক্ষাৎকার প্রসূতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান উপস্থিত এই জেলার জন্য উপযুক্ত রিলিফের সঙ্গে স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা যাতে নিকাশ এই দুর্ভিক্ষ রোধ করা। এ বিষয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত আলোচনা হয় তার বিষয় আগামী বারে লিখবো।

শাসনযন্ত্রের সদিচ্ছা থাকলে দ্রুত উপযুক্ত ব্যাপক ব্যবস্থা হবে

টাকার অভাব যখন নেই তখন রিলিফ কাজ চাহিদামত ব্যাপক-ভাবে এগিয়ে চলছে না কেন—রাজ্যপালকে আমি জিজ্ঞেস করায় বললেন সব নিয়ম পালন করে কাজের ব্যবস্থা করতে শাসনযন্ত্রের ঢিক থেকে বিলম্ব ঘটে। তাতে আমি বলনাম—এ কথা ১৯৬৭ সালের আগে বললে হয় তো উত্তর দিতে পারতাম না। মনে হত তাই বুঝি সত্যি। কিন্তু ১৯৬৭তে দেখেছি—ইচ্ছে এবং দৃঢ়তা থাকলে বিদ্যুৎবেগে কেমন করে ব্যাপক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জি, আর, টি, আর, কৃষি ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা নিষ্পন্ন হতে পারে। ১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষ আমরা তা করেছি। সেই দৃষ্টান্ত সামনে রয়েছে। আমাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসুন—কাজ কিভাবে হয় দেখবেন। রাজ্যপাল বললেন—আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

অনাহার মৃত্যু অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বরাবাজার ব্লক

ক্রমিক নং	তাং	অঞ্চল	গ্রাম	মৃতের নাম	বয়স
১৮)	২৯-৫-৭০	ভুরভুরি	ভুরভুরি	শ্রীমতী দুলনী সর্দার	৭০
১৯)	মে মাস	মানপুর	মানপুর	শ্রীযাদব কুমার	৬৫
২০)	৪-৬-৭০	বেলমা	বেলমা	শ্রীমতী সুন্দরী বিবি	৬৫
২১)	২১-৫-৭০	হুড়রা	হুড়রা	শ্রীযাদব বাউরী (মুকবেরী)	৬৫
২২ ২৩)					

ভালরা থানার দু জনের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন—শ্রীএবীর কুমার মজিক এম, এস, এ। বিশদ বিবরণ দেন নি।

২৪ ও ২৫) ভালরা থানার তুলিন গ্রামে ২ জনের অনাহার মৃত্যুর খবর দিয়েছেন শ্রীকেরানী কুমার তুডু। ইনিও বিশদ বিবরণ দেন নি।

২৬) ভালরা থেকে আর একটি অনাহার মৃত্যু সংবাদ শ্রীসরজু কুমার হালদার দিয়েছেন।

এই তালিকার ১নং থেকে ১০ নং পর্যন্ত ঘটনা লোক মেরফ নয়ে থেকে তদন্ত করে ঘটনা সত্য বলে জেনেছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
৪-৬-৭০

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া পাতকুম হাউসের সংলগ্ন রাঁচী রোডের ধারে প্লট করিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

জ্ঞান. দেকল
পাতকুম হাউস, পুরুলিয়া

রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন ও আমাদের সঙ্গে বৈঠক

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

অবশেষে রাজ্যপাল এলেন

অত্যন্ত বিলম্ব হলেও অবশেষে বিগত ৩১শে যে তারিখে রাজ্যপাল পুরুলিয়া এলেন। জিলার শাসন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, রাজ্যপাল দুর্ভিক্ষ বিষয়ে উদাসীন এবং তাঁর ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি নিরুত্তিগ্ন অসমর্থতা প্রকাশ করছেন—তাঁকে সচেতন করা হয়তাই। তাই কারণে দিল্লী থেকেই তিনি তাড়া খেয়েছেন; এবং আমরাও তাঁকে অবিলম্বে জেলা পরিদর্শনে জরুরী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

সার্কিট হাউসে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক

সার্কিট হাউসে বেলা ১১টার ওঁর সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়। তিনি আমাদের ডেকেছিলেন। জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির সদস্যদের ডেকেছিলেন। আলোচনার সময় রাজ্যপালের উপরোধে শ্রীসুধাংশুশেখরী বসু, বিভাগীয় কমিশনার শ্রীহরিপ্রিয় ঘোষ, এবং জি, পি, শ্রীনারায়ণী চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে আমাদের সংঘের শ্রীজগত্তারি মাহাতও এম, পি, শ্রীসিধিরি মাহাত, এম, এল, এ এবং আমি ছিলাম। অন্যান্য দলের ছিলেন —পি, পি, আই-এর শ্রীরবীন কুমার মল্লিক, এস-এস-পি ও শ্রীজে, এম, বিশ্বাস এম, পি, আর, এম, পি-র শ্রীঅমৃত মিত্র; এম, ইউ, পি, র শ্রীপুরুষোত্তম ব্যানার্জী, শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল, বাংলা কংগ্রেসের শ্রীশিবির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঝিই ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীপদ্ম তালুকদার। সমাজ কল্যাণ বোর্ডের পক্ষে ছিলেন শ্রীমতী সাঙ্ঘাশ্রী মুখার্জী, বিজারিণী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আরো দু চার জন ছিলেন।

আলোচনা আরম্ভ : আমার প্রশ্ন—তাহলে আমাদের ডাকলেন কেন ?

রাজ্যপাল বললেন—বলুন কি বলতে চান। উত্তরে বললাম—আপনি ডেকেছেন—আপনি কি জানতে চান তা' আপনি বলুন। রাজ্যপাল বললেন —জেলা পরিস্থিতি বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য শুনতেই এসেছি। তাতে বললাম—সংবাদ পত্র থেকে দেখছি—আপনি এই জেলার অবস্থা বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না—সেই কারণে উপযুক্ত ব্যবস্থাও আপনি গ্রহণ করতে পারেন নি। সেজন্য আমাদের কাছে আপনি জঘন্যতম পরিস্থিতি কি তা শুনুন। রাজ্যপাল উত্তর দিলেন—আমি এই জেলার পরিস্থিতি জেনেছি—আমি তো আমার জেলা শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংবাদ নোব—তাই নিয়েছি। ওঁদের কথাইতো আমায় মানতে হবে। আমি বললাম ওঁদের কথাই যদি আপনাকে মানতে হয়—তবে আমাদের ডেকেছেন কেন? জেলা কর্তৃপক্ষ আপনাকে যা সংবাদ দিয়েছেন—তা আদৌ ঠিক নয়।—আমরা জেলার খবর রাখি—যদি জেলার যথার্থ খবর শুনতে চান আমাদের কথা শুনতে হবে। আর যদি জেলা কর্তৃপক্ষের কথাই আপনি চূড়ান্ত মনে করেন—তাহলে আমাদের ডাকার আপনার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

তাতে রাজ্যপাল বললেন—না, না, আপনারা জনগণের প্রতিনিধি— জনগণের সঙ্গে আপনাদের যে যোগাযোগ তা আমার অজানারহে কি ক'রে হবে। আপনারা জনগণের খবর ভাল জানেন আর যা জানেন বলেন—শুনবো।

রাজ্যপাল জেলার প্রকৃত অবস্থা জানেন না কি ?

আমি বললাম—আজকের বহুরঙীতে দেখলাম—আপনি এম, ইউ, পির নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী গুরোং বাবুদের কাছে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বিগত ফরোয়ার্ড ব্লকের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখছি পুরুলিয়ার চেয়ে বাঁকুড়ার বিষয় কতকটা বিগত ঢের বেশী ক'রে বলা হচ্ছে। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ জনগণ বিগত পান—আমরা চাই। কিন্তু বাঁকুড়ার চেয়ে পুরুলিয়ার অবস্থা অনেক বেশী খারাপ। কিন্তু তবুও পুরুলিয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে না—এ থেকেই প্রমাণ হয়েছে। আমি বহুবারই রিপোর্ট পড়ে দেখালাম। বললাম বাঁকুড়ার আজ দু লক্ষ একর জমিতে মেচ ব্যবস্থা হয়েছে। আর আমাদের জেলায় মেচ ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। বাঁকুড়ার অর্থ-নৈতিক অবস্থার চেয়ে পুরুলিয়ার অবস্থা আরো খারাপ। তবু পুরুলিয়ার প্রতি এই অবিচার কেন? এর কারণ কি বলতে হচ্ছে—এখানের অবস্থার গুরুত্বই আপনি উপলব্ধি করেন নি বা আপনাকে করতে দেওয়া হয়নি। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হ'লে ব্যবস্থাও অন্য রকম হোত।

পুরুলিয়ার দুর্গতি বিষয়ে রাজ্যপালের স্বীকৃতি

তাতে রাজ্যপাল বললেন—বাঁকুড়ার অবস্থার চেয়ে সত্যই পুরুলিয়ার অবস্থা আরও খারাপ। তবে সংবাদপত্রে আমার বিবৃতি বলে যা বলা হয়েছে—তা সত্য নয়। আমি নিজে যে তথ্য জানি না—তা অপরের বলব কি করে? তাতে আমি বললাম—আমরা তা'হলে কি বুঝবো। এম, ইউ, পির রাষ্ট্রিবাদল নেতারা বলছেন আপনি বলেছেন। আপনি বলছেন—আপনি বলেন নি। তবে কি সংবাদদাত্র যা ছোক একটা লিখে দিয়েছে। রাজ্যপাল বললেন—আমি ওসব কথা বলি নি।

রিলিফ কাজের নমুনাতেই বোঝা যাচ্ছে—অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হয় নি

তাতে আমি বললাম—আপনি যদি ও সব না-ই বলে থাকেন—কিন্তু জেলায় রিলিফ ব্যবস্থা দেখেও বুঝছি পরিস্থিতির গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করেন নি। এই জেলার ১৬৭টি অঞ্চল—কিন্তু মাত্র ১২৪টি টি, আর, স্কীম করেছেন। অঞ্চল প্রতি ১টা স্কীমও পড়ে নি। এই কথা রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রী বসু বলেন—টি, আর স্কীম ২০০ র ওপর দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম—১২০র বেশী স্কীম হয়তো সম্প্রতি হয়েছে—আর স্কীম কতকগুলো নামমাত্র আছে—কখনো চলছে কখনো বন্ধ—আর আমরা এমন অঞ্চল দেখেছি যেখানে একটাও স্কীম চলছে না। আমি বিভাগীয় কমিশনারকে আমরা-নড়রা অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি কোনো স্কীম চলছে না—কাজের অভাবে লোক হোঁচাহোঁচি করছে।

এই কি কাজ ? প্রতি অঞ্চলে ৫টি স্কীম খোলা হোক

কমিশনার বললেন—হাঁ। পরিবর্তনে গেছলাম—সে সময়ে ঐ অঞ্চলে কাজ বন্ধ ছিল। তাতে আমি বললাম—যেখানে একটা অঞ্চলে হাজার হাজার অনাহারে মৃতপ্রায় মানুষ কাজের অভাবে হাহাকার করছে—সেখানে একটাও কাজ চলবে না, এটা কি রকমই বা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি আর কি রকমই বা রিলিফ কাজের নমুনা? প্রত্যেক অঞ্চলে যেখানে এখনই অন্ততঃ কমপক্ষেও ৫টি ক'রে টি, আর স্কীম করা দরকার —সেখানে একটা আদৌ খোঁড়াই যদি চলে—তাতেই কি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচয় রয়েছে?

রাজ্যপাল বললেন—টাকার অভাব হবে না - প্রধানমন্ত্রী নিজে ব্যগ্র

আমি বললাম—আরো তদধিক টাকার অভাবে কাজ খোলা যাচ্ছে না। তাতে রাজ্যপাল বললেন—না, না টাকার অভাবের কোনো প্রশ্ন নেই। এখানের বিলিফের জন্য যত টাকা চাই—তা পাওয়া যাবে। কাজ করতে পারলেই হোল। টাকার কোনো অভাব হবে না—হচ্ছে না—তাঁর প্রধান মন্ত্রী এই জেলার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখছেন। খোঁজ খবর নিচ্ছেন। গত কালই তিনি আমায় চিঠি দিয়েছে—যার থেকে বুঝতে পারছি—এই জেলার দুর্গত মানুষ বিষয়ে উনি বিশেষ আগ্রহান্বিত।

অনাহার মৃত্যু ক্রমশঃ বাড়ছে : কাজ নেই : উপরন্তু অনাচার

এখানে আমি বললাম—অবস্থা কি ভয়াবহ ওঁরে উঠেছে দেখুন! ইতিমধ্যেই ২০ জনের অনাহার মৃত্যুর তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। আমি একটি তালিকা রাজ্যপালকে দিলাম। (ইতি মধ্যে আরো লোক অনাহারে মারা গেছে—রোজ মারা যাচ্ছে)। বললাম—দিনের পর দিন অনাহারে মানুষ মরছে। এর অর্থ রিলিফ ব্যবস্থা আদৌ ঠিক মতো হচ্ছে না। শাসন কর্তৃপক্ষের দিক থেকে অবস্থা উপলব্ধি করার অনাচার আছে বৈকি—বরং নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার জন্য অনাহার মৃত্যু ঢাপা দেবার বড়যন্ত্র চলছে। কি, আর বিলির নামে অবাধ অনাচার চলছে। টি, আর, প্রভৃতিকে রাজনীতির ও অনাচার চলছে। এবং জনসাধারণের সহায়তা যাতে নিতে না হয়—তার জন্য নানা প্রচেষ্টা অবলম্বিত হচ্ছে। আমি বিষয়টা পরে আলোচনা করছি।

কি, আর, শতকরা ২০ ভাগ চাই

কি, আর বিষয়ে কথা ওঠায় রাজ্যপাল বললেন—এখানে তো শতকরা ৫ ভাগ কি, আর, হচ্ছে। তাতে বললাম যে, আমি আপনার কাছে আগে যে প্রস্তাব সমূহ দিয়েছি—তাতে বলেছিলাম অবিলম্বে উপযুক্ত টি, আর এবং অন্য প্রভৃতি ক'লে কি, আর, শতকরা ৫ ভাগ হবেই চলবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত টি, আর বা অন্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই না করায় বহু মানুষ এমন বিপন্ন যে অবিলম্বে শতকরা ২০ ভাগ কি, আর ব্যবস্থা করা দরকার। কাথা যেভাবে কাজ এগোচ্ছে—তাতে আরও বেশী সংখ্যায় টি, আরের কাজ আরম্ভ হচ্ছে দেখা হবে। সেজন্য কি, আর বাড়ানো চাই। বহু মানুষ বহুদিন ঠিকমতো খেতে না পেয়ে এত দুর্বল হয়েছে যে, কাজ পেলেও সকলের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়, সেজন্য এখন কি-আর শতকরা ২০ ভাগ করতেই হবে।

কি, আর বিষয়ে রাজ্যপালের আশ্বাস

তখন রাজ্যপাল তাঁর উপরেই শ্রীযুক্তে বললেন—শতকরা ২০ ভাগ কি, আর এটা কি রকম ব্যাপার হচ্ছে। আমি বললাম—যুক্তফ্রন্ট আমলে ১৯৬৭ তে কি, আর, শতকরা বোধ হয় বহু ক্ষেত্রে ৪০ ভাগ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল বললেন—৪০ ভাগ? কমিশনার বললেন—তত ভাগ দেওয়া হয়েছিল তার রেকর্ড এখন এখানে নেই—তবে অনেক বেশীই দেওয়া হয়েছিল। আমি রাজ্যপালকে বললাম—টাকার কোনো অভাব হবে না আপনি যখন বললেন—তখন বিপন্ন মানুষকে বাঁচাবার জন্য ২০ ভাগ কি, আর বড় করা নয়। এই ২০ ভাগের ব্যবস্থা আপনারা অবিলম্বে করুন। তাতে রাজ্যপাল বললেন—এ বিষয়ে আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না। পশ্চিম বাঙলার জন্য যে পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়েছে—তার বৈঠক শীঘ্র হচ্ছে—তাতে শতকরা ২০ ভাগ কি, আরের প্রস্তাবটি আমি রাখবো। তাঁরা আর্থিক দিক ও অন্যান্য দিক বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৫০০ লঙ্গরখানা—আমাদের দাবী এর উপযোগিতা

এর পর আমি লঙ্গরখানার কথা তুললাম। বললাম—অবিলম্বে সারা জেলায় লঙ্গরখানা করা উচিত। বিপন্ন আর্ত মানুষ টেস্ট খাবার পেলে অনেক দুরিধা বোধ করবে। কম খাদ্যে বেশী লোককে খাওয়ানো যাবে। এতে মুনীতিও অনেক কম হবে। রাজ্যপাল বললেন—জেলার জন্য কত লঙ্গরখানা চাই মনে করছেন, এবং এক একটায় কত জন খাবেন? এর জবাব আমি যা বললাম—তা ভুটি বিবেচনায়। ১৯৬৭ সালের চেয়েও এবারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরো ভীষণ এবং আরো ব্যাপক। তাছাড়া রাজ্যপাল বলছেন—টাকার অভাব নেই। সেজন্য বললাম প্রতি অঞ্চলে তিনটি ক'রে লঙ্গরখানা করুন—প্রত্যেকটিতে ১০০০ লোক খাবেন। অর্থাৎ যেখানে ১০ লক্ষ লোক বিপন্ন সেখানে অন্ততঃ ৫ লক্ষ লোক লোক আজ সাবেক ১৬৭টি অঞ্চলের জন্য ৫০০ কেন্দ্র। এই পরিকল্পনা যথা লোক তাতে অবস্থা বুঝে কম বেশী করা যাবে।

রাজ্যপালের আশ্বাস - জনগণ লঙ্গরখানা করুন সরকার রসদ দেবে

রাজ্যপাল বললেন—এক একটায় কি রকম খরচ লাগে দেখতে হবে। তবে এই লঙ্গরখানাগুলি চালানো তো সরকারী কর্তাদারের দিয়ে সম্ভব নয়—জনসাধারণের পক্ষ থেকে না চালালে এগুলি করা মুস্কিল হবে। তাতে আমি বললাম ১৯৬৭তে জনসাধারণের পক্ষ থেকেই সমস্ত রাষ্ট্রিয় নেতারাই লঙ্গরখানা চলেছিল। তাতে রাজ্যপাল জিজ্ঞেস করলেন— জনগণই রাষ্ট্রিয় নিয়েছিল আপনারা এ দায়ের রাষ্ট্রিয় নিতে রাজী? আমি বললাম—আপনি লঙ্গরখানার রসদ যোগানের ব্যবস্থা করুন—সারা জেলায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে এর রাষ্ট্রিয় যাতে গ্রহণ করা হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। তবে সরকারী পক্ষ থেকে তাদের তত্ত্বাবধান রাখুন। আর এ সম্পর্কে সর্বত্র স্থানীয় কমিটি ক'রে তাদের নজর ক'রে রাখতে হবে যে, দু চার জন বিবেকহীন যেন গোলমাল না করতে পারে। ১৯৬৭তে কিছু কিছু লঙ্গরখানায় অল্পবিস্তর গোলমাল ঘটেছে—তবে তাও যাতে না হয় দেখতে হবে। তবে জরুরী অবস্থার এই তাড়াহুড়োর মধ্যে এতের বিরাট ব্যাপারে একেবারে গোলমাল হবে না-বলা সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা রাখলে গোলমাল খুবই কম হবে।

লঙ্গরখানায় ডি-সির অনিচ্ছা : রাজ্যপালের জবাব—কোমর বাঁধতে হবে

লঙ্গরখানা ব্যাপারে নানা অসুবিধের কথা জি, পি, তুললে রাজ্যপাল বললেন—জরুরী অবস্থায় বহু আর্ত মানুষকে রক্ষার জন্য সরকারকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়—লঙ্গরখানা করে মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা দরকার আছে—কিন্তু সমস্ত সরকারকে কোমর বাঁধতে হয়—রাজ্যপালকেও কোমর বাঁধতে হবে—নেতাদেরও কোমর বাঁধতে হবে—একজন জেলাশাসককেও কোমর বাঁধতে হবে। ক্ষতি হলেও করতে হবে। কমিশনার—লঙ্গরখানা বিষয়ে রাজ্যপালের বিশেষ আগ্রহ। আমি বলেছিলাম, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা বেশী করে করলেও, অত কি-আরও রাখা দরকার হবে - যারা অসমর্থ হবে বা নানাবিধ কারণে লঙ্গরখানা থেকে সাহায্য না তাঁদের জন্য।

লঙ্গরখানা বিষয়ে অজান্তা পার্টির আপত্তি

এই সময়ে দু একজন কমিশনার—লঙ্গরখানার দুর্নীতি বেশী হয়। আমি বললাম—কিছু কিছু অভিযোগ অবশ্য বিভিন্ন দুর্নীতি হয়েছিল সত্য—তবে অত কি, আরে আরো বেশী দুর্নীতি ঘটে। লঙ্গরখানার অনাদায়রণের রাষ্ট্রিয় থাকে। অত কি, আরে সরকারী কর্তাদারেরই আধিপত্য। এ বিষয়ে আলোচনার মধ্যে সি, পি, আই; এম, ইউ, পি; আর, এম, পি; মাঝিই ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি অনেকগুলি দলের প্রতিনিধিই লঙ্গরখানা সমর্থন না ক'রে শুকনো খাদ্য ও টাকায় যে কি, আর দেওয়া হয়— সেই কি-আরই সমর্থন করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—এতে ৭ দিনে একবার কি আর আসতে পেলেই চলবে লঙ্গরখানায় যেতে হবে। তাছাড়া লঙ্গরখানায় যেতে মানুষ অসম্মানের বিষয় মনে করে ইত্যাদি।

লঙ্গরখানা বিষয়ে এঁদের যুক্তি বা আপত্তি—আমি সঙ্গত মনে করিনি

আমি এঁদের এই কথার বা যুক্তিতে সায় দিতে পারলাম না। কারণ শুকনো কি, আর একপক্ষকালে বা সপ্তাহে একবার নিতে, তারপর আবার টি, আরে কাজ করতে যাবে। লঙ্গরখানা হ'লে নিত্যই বিপন্ন ব্যক্তিরা বা যারা কাজ করছে না বা করতে পারছে না—তাঁরাই যাবে। যারা সক্ষম তারা কাজই চাইবে—তাতে বেশী দেরে পেলেও যাবে না। যারা অজান্ত বিপন্ন তাদের অধিকাংশই লঙ্গরখানায় থেকে অসম্মানের মনে করে না। আর দেখলে দু'জি আবেদই বা কোনটা সম্মানের, তাছাড়া, খিচুড়ি কিছু লোকের মুখে ঘরেও পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের আমি বলেছিলাম যে, ১৯৬৭ সালে দুর্গত পরীক্ষা অধিকেরা লঙ্গরখানায় খাওয়ার জন্য চাপের কাজ করতে সময় ও শক্তি দেখেছিল। আমি লঙ্গরখানার ব্যবস্থা অনেক ভাল এবং প্রয়োজনীয় মনে করি। গুরুবারে আমরাই সব লঙ্গরখানার প্রস্তাব দিয়ে এর প্রবর্তন করেছিলাম এবং তাদেরের আড়ম্বরীকে ব'লে এর সংখ্যা অনেক বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। ঐ সব লঙ্গরখানায় এখানে ওখানে আমাদের লোকজন হ'লেও এই লঙ্গরখানা জেলার অনেক উপকার করেছিল।

রাজ্যপাল বললেন লঙ্গরখানা বিষয়ে আরো বিবেচনা করুন

এই অবস্থায় রাজ্যপাল ঐ সব প্রতিনিধিদের বললেন আপনারা লঙ্গরখানা সম্বন্ধে এত বিগ্ন করছেন কেন? এখন যে সব লঙ্গরখানা হয়েছে তা' তো মন্দভালোই চলছে। যাই হোক, আপনারা বিষয়টি মধ্যে আরো যুক্তি পরামর্শ ক'রে এ বিষয়ে স্থির করুন। এবং আপাততঃ যে সব জায়গায় লঙ্গরখানা চলছে—তাকে সরকার থেকে সরবরাহের সমস্ত ব্যবস্থা করা হোক—আর জনসাধারণ চালান। আর যেখানে যেখানে লঙ্গরখানার চাহিদা হবে বা চালু হবে—সেখানে সেখানে তাড়া সমস্ত সরবরাহ সরকার থেকে হোক।

অনাহারে মৃত্যু চাপা দেবার সরকারী ষড়যন্ত্র বিষয়ে রাজ্যপাল

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ও রিলিফ বিষয়ে বিবিধ যে দুর্নীতি চলছে সে প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করি। বলি যে, বিপন্নদের রিলিফ দেবার বিষয়ে হাদিয়ের ফটিংে চাকবার জন্য অনাহার মৃত্যুর ঘটনাকে চাপা দিতে বি-ডি-ও, ডি-এস-ডব্লিউও যে সমস্ত কাজ করছে—তা অমার্জনীয় অপরাধ। আমি রাজ্যপালকে আহ্বান করি—আমার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এর প্রমাণের সন্ধানও ক'রে। আমি বললাম— তাঁওরিডিতে পাড়া থানার বি-ডি-ও গিয়ে অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের

প্রমত্ত তথ্যকে অসত্য বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টায় বহুরূপ করেন এবং গ্রামবাসীদের প্রলুব্ধ করে প্রত্যাহার করে নেই নিজে মিথ্যাচার করেছেন তারা গ্রামের লোক তার প্রমাণ দেবে। আমি বললাম—আমার কাছে গ্রামের বহু জনের স্বাক্ষরিত চিঠি এবং যাদের প্রলুব্ধ করা হয়েছিল—তাদের চিঠি আছে আমি এখুনই দেখাতে পারি। রাজ্যপাল বললেন—একটা অত্যন্ত গুরুতর কথা—আপনি আমাকে লিখিতভাবে অভিযোগসহ পাঠিয়ে দিন আমি দেখছি। আমি তো নিজে ঐ সব জায়গা যেতে পারছি না। তবে আমি দেখবো।

আমি বললাম—রফানিতে বিচারীয় কমিশনারকে আমি এদের ঘটনা জেনিয়েছি। এ সম্পর্কে অন্যপুরের বি-ডি-ও-র বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ করেছি। সব ঘটনা আমি দিচ্ছি। রাজ্যপাল বলেন হাঁ দেখেন। বললাম—আমাদের সঙ্গে তদন্ত করুন—অনাহার মৃত্যু সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

রিলিফ কাজ সমূহে দুর্নীতিঃ আমাদের বক্তব্যঃ রাজ্যপালের জিজ্ঞাসা

তারপর আমি রিলিফে দুর্নীতির কথা তুলি। সেই সূত্রে প্রবীরবাবু রিলিফে দুর্নীতির কথা তুলে টাকাকড়ি লেনদেনের একটা কি কথা বলেন। তাতে রাজ্যপাল বার্তা ক'রে পরীক্ষা বারুকে জিজ্ঞেস করেন—আপনি টাকা-কড়ি লেনদেনের কথা কি বললেন? এ সব কাজেও কি টাকাকড়ি লেন-দেন চলছে? প্রবীরবাবু বললেন—ক্রটি বিচ্যুতি সব আছে। তাতে আমি রাজ্যপালকে বললাম—ক্রটি বিচ্যুতির সঙ্গে রিলিফের টাকা অন্যভাবে আত্মসাতের নানা ব্যাপারের সংযোগ আছে।

রাজ্যপাল বললেন - কী, রিলিফের টাকায় চা, রসগোল্লা?

এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজ্যপালকে বললাম—অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা শুনুন। জঙ্গপুরের কাছে ভাগিরথীর বাঁধে যে মাটার, ঝোরহার, জিলারের ৯৪ঁ ফুটের ফটার চা মিষ্টি আসছিল—সেখে ১৪০০৲ টাকার কাজের শর্ট ফলের জন্য কাজ বন্ধ করে দিতে হল। বিপন্ন মানুষ কাজ থেকে বঞ্চিত হল। রাজ্যপাল বললেন—কী, রেশের রিলিফের টাকায় চা, বসগোল্লা চলছে? এই ব'লে তি, নিয় দিতে চাইলেন। তি, নি চুপ করে থাকলেন। আমি বললাম—চা মিষ্টি চলছে—অনেক কাও হচ্ছে।

রাজ্যপাল কমিশনারকে বললেন—আপনি সঙ্গে ঘুরে তদন্ত করে দেখুন

আমি রাজ্যপালকে বললাম সেজন্য আমি আপনাকে (রাজ্যপালকে) এই সব কিছু নিজে দেখে যেতে অনুরোধ করছি। তাতে রাজ্যপাল বললেন—আমার তো সময় হচ্ছে না—আজ তো চলে যেতেই হবে—আর ফিরে আসতেও দেরী হবে। তবে আপনি যে এই সব অভিযোগের তদন্ত চাইছেন—তা নিশ্চয়ই হবে। আমি না দেলেও আমার প্রতিনিধি দেখতে যাবেন। এই বলে তিনি কমিশনার শ্রীহরিত ঘোষকে বললেন—আপনি কয়েক দিন অরুণ বাবুর সঙ্গে ঘুরে এই সব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করুন। কমিশনার রাজ্যপালকে বললেন—আচ্ছে স্যাঁ। এবং কমিশনার আমাকে বললেন—১৯ই জুনের পর আসছি—আপনার সঙ্গে যুরবো।

রাজ্যপালের শাসনে আবার কংগ্রেসী পক্ষপাতিত্ব ও কংগ্রেসী রাজত্ব সুরু

তারপর আমি রাষ্ট্রনৈতিক শাসন অর্থাৎ রাজ্যপালের শাসন আবার যে কংগ্রেসী রাজত্ব এবং পক্ষপাতিত্ব সুরু হয়েছে—গাঁৎ-টিক বিরেচনার কাজ আসুর হয়েছে—তার কথা বলি। আমি বলি যে, একে ছোট্ট জি, আর জীম এক কম যে, একটা অঞ্চলে একটা জীমও করা যাচ্ছে না; এই অবস্থাতেও অন্যত্র অঞ্চলকে বঞ্চিত ক'রে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলকে অনেকগুলো ক'রে জীম করেও যাচ্ছে। গোপীবাবা অঞ্চল কংগ্রেসী সুযোগ সন্ধানীদের বেশ প্রভাবের অঞ্চল। সেজন্য এখন আবার এই অঞ্চলে বেশী কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রতি বেশী নজর পড়ছে। এটা আপত্তিকর এই জন্যই যে পুরুলিয়া ২ নং ব্লকে আমরা নজরা প্রকৃতি অঞ্চল সবচেয়ে বেশী খাদ্যাগ হওয়া সত্ত্বেও, এখানে রোগে ও অন্যবৃত্তিতে সবচেয়ে বেশী ধান মরে যাওয়া সত্ত্বেও এখানের জন্য জীম নেই—আর গোলামারা অঞ্চলে পাশাপাশি একসঙ্গে তিনটে জীম চালু করা হয়েছে—যেমন চক্রাণী, কোলবাঁধ, পঞ্চবিয়াড়ে। এই আলোচনার সময় আনন্দাম না যে, একেবারে সংলগ্ন আমরাম মৌজা অঞ্চলে এরসঙ্গে দুটো জীম—দেনেরা, আমড়াম হয়েছে। জেলাবাসী সকলেই জানেন—ঘোষাটিও কংগ্রেসী সুযোগ সন্ধানীদের প্রভাবের অঞ্চল। যেখানে অন্তত মাইলের পর মাইলের মধ্যে কাজ নেই সেখানে একটা সামান্য জায়গার মধ্যে এত জীম? এর অর্থ কি সহজেই বোধগম্য।

অফিসারদের দুর্নীতির সহায়ক চাই—সেজন্যই আবার কংগ্রেস

তাতে রাজ্যপাল বললেন—বেশুন, আমিতো, কংগ্রেসী নই আর বিভিন্ন উপদেষ্টা মিঃ এম, এস, রহুও কংগ্রেসী নন। তাহলে এই পক্ষপাতিত্ব কে করছে। আর ঐভাবে বৈষম্যমূলক ব্যবহার কি জন্যই বা করা হবে। তাতে আমি বললাম—২৮ বছর শাসনে আমরা দেখেছি—যত রাজ্যবাদ হুংযুগ সন্ধানীরা কংগ্রেসী হয়েছে। অফিসারদের ভাগ্যের দুর্বিপাক হয় ব'লে তাঁরা এদের লোকগুলিই সঙ্গে কারবার করতে অভ্যস্ত। এইভাবেই তো কংগ্রেস দাঁড়িয়েছিল। আজ রাজ্যপালের শাসনে সেই ধারায় ভাগ নিতে যাচ্ছে। সেজন্য এতদি কংগ্রেসী রাজনীতির বিরোধরত কাজ ছাড়া আর কি? আমি এই আলোচনার সময় জানতাম না যে, রাজ্যপালের স্ত্রী শ্রীযুক্তা ধাওয়ান এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলার ঐ গোলামারাতেই পরিদর্শন ও কাজও বিলির কর্তৃত্বালিকা রাখা হয়েছে। সুতরাং রাজ্যপালের রাজত্বে কংগ্রেসী আমলের মত ব্যাপার কোন দিকে যেতে সুরু হয়েছে—ভালমতোই বোঝা যাচ্ছে।

অফিসার ও কংগ্রেসী জোট সত্য নয় ব'লে সার্টিফিকেট

এই সময় প্রবীর বাবু আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে বললেন যে, না, না, ঐ সব রিলিফ কাজে চাপরেসিরি বিবেচনায় কোনো কাজ হচ্ছে না—কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্বে কাজ করা হয়েছে—এ কথাও ঠিক নয়। আমি বললাম—আপনি কি করে জানলেন, যে, তা হচ্ছে না। আমার অভিযোগ আমি রাখছি—সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে যা কারুচুরির উদ্দেশ্যে ঐ ব্যাপার করা হয়েছে। রিলিফের উদ্দেশ্য—যেখানে মানুষ সংকটে বিপন্ন হয়ে যেখানে আগে সাহায্য পৌঁছানো টাকার অভাবে কাজ যেখানে কম—সেখানে অত্যন্ত দুর্গত অঞ্চলে কাজ দেওয়া হল না—আর তার চেয়ে ভাল অঞ্চলে জীমের ওপর জীম চাপানো হবে—এর অর্থ কি? অবশ্য একই যুক্তি হয়—তবু এই বৈষম্য হবে কেন?

অত্যন্ত দুর্গত অঞ্চল যদি কাজ না পায়, কংগ্রেসী প্রভাবিত অঞ্চল যদি একটা জীম একসঙ্গে পায় তাকে কি বলব?

তাতে প্রবীর বাবু বললেন—যারা সাহায্য পায়নি, কাজ পায়নি তাদের কাজ দেওয়া হোক—আমি এতদূর বলতে পারেন—কিন্তু অন্য জায়গায় বেশী কাজ পেয়েছে—তাকে আপত্তি করা ঠিক নয়। আমি বলনুম—আমি আপনার কথা সমর্থনযোগ্য মনে করি না—কারণ, সব জায়গায় অল্প টাকা মতো কাজ ও সাহায্য তাকে একটা যেমন আমাদের জানা, তেমনি টাকাকড়ি যখন কম থাকবে—জীম যখন কম হবে—তখন সাহায্য করে দিতে হবে—বেশী দুর্গতদের তার উপযুক্তভাবে দিতে হবে। তা না ক'রে যদি বেশী দুর্গতদের একেবারে বঞ্চিত ক'রে—কংগ্রেসী ঘাঁটিগুলোয় জীমের পর জীম দেওয়া হয়—তাহলে তাকে পক্ষপাতিত্ব এবং রাজনীতি ছাড়া কি বলতে পারি? আমি আমার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি—তা যথার্থ এবং তথ্য সঙ্গত বলে এখনো দৃঢ়ভাবে পোষণ করছি।

এই সময়ে আমাদের সিবির দৃঢ়ভাবে প্রবীর বাবুকে বলেন যে, এখানে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা নিজের নিজের বক্তব্য রাজ্যপালকে বলবার জন্য মিলিত হয়েছেন। আপনারের বক্তব্য আপনারা বলুন—আমাদের দলের বক্তব্য আমরা রাখছি—আপনি অকপরার কথার প্রতিবাদ কিজন্য করতে আসছেন—আপনি কতটুকু জানেন? রাজ্যপাল তাঁর উত্তর দিন—অকপরা তা' প্রমাণের দায়িত্ব নেবেন। এতে প্রবীর বাবু চুপ করলেন।

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

লোকসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে : সকলের সহযোগিতার লক্ষ্যে
বিপন্ন আর্ত মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে এক স্থায়ী মহতী প্রতিষ্ঠান

* আর্ত সেবা সংঘ স্থাপিত হ'ল *

সংঘের উদ্যোগে একটি সার্বজনীন সেবা সংঘ

লোক সেবক সংঘের যেমন ব্যাপক রাষ্ট্রনৈতিক কর্মধারা আছে, তেমনি তার ব্যবস্থানমূলক আর্তনৈতিক, মানুষিক,—কৃষি বিষয়ক শিল্প বিষয়ক, পৃথক পৃথক বিবিধ কর্মধারাও আছে।

এর সঙ্গে সংঘকে তথা সংঘ কর্মীদের সর্বদাই আর্ত মানুষের সেবার জন্য বিবিধ কাজ ও অর্থ ব্যবস্থা করতে হয়। প্রাকৃতিক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষে বিবিধভাবে সাহায্যের চেষ্টা ছাড়াও, নিত্য নানা সংকটে বিপন্ন ব্যক্তিকে—রোগার্তকে, অসহায়কে, সামাজিক অবিচারে আশ্রয়হীন নারী, শিশু ও অসহায়কে নানাভাবে সাহায্য দিতে হয়।

আর্ত সেবায় যে অসুবিধে ঘটে তার সমাধান লক্ষ্য

আর্তমানবতার এই সব জরুরী প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্যে কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, কর্মব্যবোজনের বা অর্থ জোগার না থাকায় এই মহান সেবার পথে বহু অসুবিধা ঘটে এবং এ সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় কাজ করাও সম্ভব হয় না।

এ হেন কোনো রকম সংস্থা আজ এ জেলায় নেই

এ হেন মহান কাজ সমূহের জন্য স্থায়ী সংস্থার ব্যবস্থা কিছু নেই। বেতকদের কাছ থেকেও এই সমস্ত জরুরী অবস্থায় সাহায্য বরনের তেমন ব্যবস্থাও দেখা যায় না। জেলায় কোনো স্থায়ী এ হেন কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাও কিছু নেই। উপরন্তু, খাদ্য সংকট প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সাধারণ সাধারণ মানুষের সময়ে বিপন্ন মানুষের জন্য সহায়তা করাতেও হয়—নতুবা সরকারী সাহায্য পেতে পেতে মানুষের জীবনান্ত হয়।

দুর্ভিক্ষের দিনে সরকারী ভরসাও অনিশ্চিত থাকে

আছাড়া, সরকারী অব্যবস্থার ফলেও বহু বিপন্ন মানুষ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়—যাদের বেসরকারী সাহায্যও অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। যেমন এ বারের দুর্ভিক্ষে ঘটছে। সে জন্য এ হেন একটি স্থায়ী সংস্থার স্থাপনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন ব'লে পড়েছিল।

সেবার যে লক্ষ্যসমূহ আমাদের আছে

এই আর্তসেবা সংঘের মধ্য দিয়ে রোগীর সেবা, বিনাস্থ অনাথ রোগার্তদের চিকিৎসা, বিবিধভাবে বিপন্ন মানুষের জরুরী অবস্থার সাহায্য, দুস্থিত সাহায্যদের সংকার, আশ্রয়হীন বিপন্ন-দুর্গতাদুর্ভিক্ষে অরুরী ত্রাণ কার্য্য,—বিপন্নপ্রায় নারীদের ও শিশুদের আশ্রয় ব্যবস্থা, আর্তদের জন্য খাদ্যদান ব্যবস্থা প্রভৃতির লক্ষ্যে পরিকল্পিত কর্মব্যবস্থা সরকারে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করবে।

(১) সেবার বিভিন্ন বিভাগ সমূহ

ঐ সমস্ত বিবিধ ব্যবস্থার জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ করা হবে সাধারণ।

(২) সহরে রোগীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়স্থল

গ্রামাঞ্চলের রোগীদের সহরে এনে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করাও থাকাপাতালে ভর্তি হবার চেষ্টার সময়ে সহরে তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেজন্য সহরে এই উদ্দেশ্য নিয় একটি আশ্রয়স্থল করার চেষ্টাও এই কাজের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৩) কলকাতায় জেলার রোগীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়স্থল

জেলার রোগীকে চিকিৎসার্থে কলকাতা নিয়ে গিয়ে যাদের মানুষদের আশ্রয়ের অভাবে বিশেষ বিপন্ন হন। সেজন্য কলকাতাতেও রোগীদের সাময়িকভাবে থাকবার জন্য এ রকম একটি স্থায়ী আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা এবং রোগীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে ২।১ জন স্থায়ী কর্মী রাখার একটি পরিকল্পনা রয়েছে।

(৪) অসহায় বিপন্ন রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র

সহরে এবং অন্যান্য জায়গায় কতকগুলি ছাত্রদা ঘন্টা ক'রে সহজ চিকিৎসকদের সহায়তা নেওয়া হবে। সেখানে বিনামূল্যে ও রোগীদের সহায়তা করা হবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা অর্থাভাবে ও হাসপাতালে স্থানাভাবে চিকিৎসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গুরুতরভাবে বিপন্ন হন—তাঁরা বিনা খরচে চিকিৎসিত হবেন। এই উদ্দেশ্যে সঙ্গতি কমিটিরিদি বিপন্ন রোগী অনুসন্ধান ক'রে সাহায্যের। চিকিৎসকদের কাছে থেকে নমুনার ঔষধ পাওয়া ওষুধ এই সব কেন্দ্রে সংগৃহীত হতে পারবে।

(৫) বিপন্ন যাত্রীদের আশ্রয়স্থল প্রভৃতি

বিভিন্ন স্থানে বাসযাত্রীদের দুর্গতি নিবারণে আশ্রয়স্থল বা বিশ্রামস্থল স্থাপন করা যাবে।

(৬) জলদান প্রভৃতি বিবিধ কাজ

জলদান প্রভৃতির কেন্দ্র স্থাপনা করা যেতে পারবে।

বিভিন্ন বিভাগসমূহ যা ক'তে পারবে

(১) রোগীর সেবা (২) অনাথদের চিকিৎসা (৩) অসহায় নারীদের আশ্রয় নিকেতন (৪) অসহায় শিশুদের আশ্রয় উদ্ধার (৫) সংকট বিভাগ (৬) পুরুনিয়ার রোগীদের সামরিক আশ্রয়স্থল (৭) কলকাতার রোগীদের সাময়িক আশ্রয়স্থল (৮) জলদান বিভাগ (৯) আকস্মিক বিপদে ত্রাণকার্য্য (১০) কয়েকটি ছাত্রদা চিকিৎসা কেন্দ্র (১১) যাত্রীদের বিশ্রামাগার (১২) বিবিধ প্রয়োজনীয় সহায়তা বিভাগ প্রভৃতি করা যেতে পারবে।

এর জন্য সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে

লোক সেবক সংঘের বিবিধ কাজের জন্য অর্থের যা কিছু প্রয়োজন ঘটে—তার যোগান হয়—সংঘের কর্মী ও সহায়কদের শক্তিতে। সংঘের কাজের জন্য সহরে বা অন্যত্র সাহায্যসভাবে অর্থ সংগ্রহ করা বা চাঁদা নেওয়া হয় না। এই আর্তসেবা সংঘ লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হ'লেও, এটি সংঘের সংস্থাগত ব্যাপারের বাইরে পৃথকভাবে আর্ত মানুষের সেবার জন্য পরিচালিত হ'বে থাকবে। সেই কারণে এর জন্য সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজ চলবে। সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানানো হচ্ছে। সংঘের মূল সংস্থার বাইরে, পৃথকভাবে, পৃথক প্রতিষ্ঠান সংঘকর্মীদের তথা জেলাবাসীর আর্ত সেবার লক্ষ্যকে রূপায়িত করবে। সংগৃহীত অর্থের জন্য রসিদ দেওয়া হবে। কিভাব পদ্ধতি প্রকাশিত হবে—তা' সকলের জেথার জন্য থাকবে।

এই প্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালিত হবে

এই সংস্থা সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচালিত হবে। একটি ট্রাষ্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। আপাততঃ এর জন্য অর্থাধি ও কর্মধারা সংঘের ব্যবস্থা-পনায় থাকবে। তিন মাসের মধ্যে এই প্রস্তাবিত ট্রাষ্ট গঠিত হবে। ট্রাষ্ট গঠিত করেই এই কাজ সুরু করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু জেলার বর্তমান দুর্ভিক্ষে অবিলম্বে ত্রাণকার্য্য ও অর্থসংগ্রহ চৈতরীর কাজ করতে হচ্ছে ব'লে এই ব্যবস্থা করতে হল। কারণ, যে ট্রাষ্ট স্থায়ী হবে তা' জানাজানি বুকে তবে কারই বু ভুলুক হবে। ট্রাষ্টের অনীনে বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠিত হবে—সে সব গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ে নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রাষ্টে শহর ও গ্রামের জন্য একটি পৃথক্‌পৃথক উপদেষ্টা কমিটি এবং একটি সেবক মণ্ডলী গঠিত হবে। ট্রাষ্ট গঠিত ও পরিচালিত না হওয়া পর্য্যন্ত লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কার্য্যাদি পরিচালনা করা হবে।

মানব সেবার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজীর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কর্তব্য

আর্ত মানবতার পরম বন্ধুরূপে যে মুগাবতার বলেছিলেন—তাঁর জন্মশতবর্ষে আর্তমানবতার এই সংস্থা গঠন করা আমাদের শতাব্দিকী কর্মধারার বিশেষ প্রস্তাবিত অঙ্গ। দেশজুড়ে আজ চর্চিছের জরুরী সেবার কাজ ও পুরকাজের না ক'রে, গান্ধীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর একটি কর্তব্যনিষ্ঠাকে প্রস্তাবিত এই সংস্থার মাধ্যমেই আমরা আর্ত মানবতার সেবার কাজ আরম্ভ করলাম।

কর্মীদের কর্মশক্তি ও মানসুভব ব্যক্তিদের সাড়া দেবার শক্তিই এই সংস্থার ভবিষ্যৎ

এই আর্ত সেবার পরিকল্পনাটি একটি বড়ো পরিকল্পনা। এর সমস্ত অঙ্গের সাফল্য নির্ভর করছে—কর্মী-দের কর্মশক্তি ও সহৃদয় ব্যক্তিদের সাড়া দেবার শক্তির ওপর।

ব্যাপক ফুড দানই এর ভিত্তি : বহু বড় বড় দানও আসবে সন্দেহ নেই

সাধক জনগণের প্রবর্তিপুত আন্তরিক ফুড দানই এর মূল শক্তির ভিত্তি হবে। তবে মানব সেবার একে একটি বৃহৎ পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হয়ে কিছু কিছু মহৎ ব্যক্তির কাছ থেকে বহুতাকাপূর্ণ বড়ো বড়ো দানও দেখা দেবে—বিশ্বাস করি।

সকলের প্রতি আন্তরিক আবেদন

আমরা জেলাবাসী সকলের নিকটে এই মহান কর্ম আয়োজনে—এই অত্যন্ত জরুরী আর্ত সেবার প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবো এই সংকল্প করি। আমরা জেলার বাইরের মহানুভব ব্যক্তিদের কাছ থেকেও আশা করব —সবচেয়ে ইচ্ছিত, অনাকৃত, উপেক্ষিত এই জেলার আর্ত মানবতার সেবায় তাঁদেরও অকুণ্ঠ সহযোগিতা থাকবে। এই মহান উদ্যোগের পথে আন্তরিক অংশ গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি সাদর আহ্বান জানাই। ইতি—

পুরুলিয়া, নিবেদক
১৩।৩।৭০ অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

Regd No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে

বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য বর্ধিত শাস্তির ব্যবস্থা

অপরাধসমূহ আদালতগ্রাহ্য ও জামিনের অযোগ্য হিসাবে বিধিবদ্ধ

১৯৬৯ সালের ফৌজদারী ও নির্বাচনবিধি (সংশোধন) আইনের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির এক সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, মৌখিক বা লিখিত কথার দ্বারা বা সংকেতের সাহায্যে, অথবা দৃশ্যমান বর্ণনার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কেউ যদি ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় কিংবা অন্য যে কোন কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয় ভাষা, বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য অথবা শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব উদ্রেক করে কিংবা উদ্রেক করতে সহায়তা করে অথবা এমন কোনো কাজ করে যা বিভিন্ন ধর্মীয়, বাংশীয়, ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক হয় এবং যে কাজ জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করে বা করতে পারে, তা হলে তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তাছাড়া, কোনো উপাসনা স্থলে বা ধর্মোপাসনায় রত কোনো জনসমাবেশে অথবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেউ যদি উপরে বর্ণিত অপরাধ করে তা হলে তাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত যে কোনও দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই সাথে তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

সংশোধিত আইনে এও বলা হয়েছে যে ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় অথবা অন্য কোনো কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয় ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করতে পারে বা বৃদ্ধি করতে পারে অথবা সেই অভিপ্রায়েই কেউ যদি গুজব বা আতঙ্কজনক কোনো বিবৃতি বা প্রতিবেদন রচনা করে, প্রকাশ করে কিংবা প্রচার করে তা হলে তাকেও তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; উপরন্তু, কোনো উপাসনা স্থলে বা ধর্মোপাসনায় রত কোনো জনসমাবেশে অথবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেউ যদি উপরে বর্ণিত অপরাধ করে তা হলে তাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ক ধারায় বর্তমানে সংযোজিত অংশের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহ আদালতগ্রাহ্য ও জামিনের অযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ধারা মতে জেলাশাসকগণের উপর এই সব অপরাধ সম্পর্কে মামলা দায়ের করার উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩—ক ও ৫০৫ ধারার আওতাভুক্ত উপাসনাস্থলকে আপত্তিজনকভাবে ব্যবহার করার অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ১৯৭৭ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারার (১) উপধারামতে জনপ্রতিনিধিত্বের অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে।

—পশ্চিমবঙ্গ সংকার কর্তৃক প্রচারিত—

আবশ্যক

পুরুলিয়া শহরস্থিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মানভূম মূক-বধির বিদ্যাপীঠের প্রধানশিক্ষকের পদের জন্য আগামী ১৫।৭।৭০ তারিখের মধ্যে এম, এফ, হইচ, এম/আই-এ/বি-এ যোগ্যতাসহমূক-বাধরদের শিক্ষাদানে ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

শ্রীসুধীন্দ্র মোহন রায়
পুরুলিয়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক

Wanted

For Santamayee Girls' Higher Secondary School, P. O. & Dist. Purulia, two Lady teachers in deputation vacancy one M Sc or Hons. in Chemistry; one M. Sc or Hons. in Mathematics. Elderly male teachers can also apply. Pay and allowance as per G. A. rule. Free accomodation in the teachers quarters may be provided to the lady teachers, if required. Apply to the Secretary on or before 23rd June, 1970.

S. Mukherjee
Secretary

বিহারের খরা অঞ্চল পরিদর্শনে
প্রধান মন্ত্রী আজিত

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বিহারের সিংভূম জেলার চাক্তিল, ইচাগড়, পটমদা, নিমডি ব্লক প্রভৃতি খরা অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এবং নিমডি লোক সেবায়তনের সেক্রেটারী শ্রীসুবোধ রায় বিশেষ অনুরোধ ও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকেও এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর
পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সফর

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আগামী ১৮ই জুন পুরুলিয়া আসছেন। ১৯শে জুন এই দুই জেলার খরা অঞ্চল পরিদর্শনের পর তিনি রাঁচী যাবেন।

সেখান থেকে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন।

—শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্নেয়াস্ত্রের
স্বর্গীয় বিনায়ক চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্ভিত্ত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৯শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

সোমবার, ১৫ই জুন '৭০
৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬, সডাক—৭,
নগদ—১৫ পয়সা

প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ কখনও অসত্য ও হিংসাত্মক পথে আসিতে পারে না। তাহার সোজা কারণ হইল, ঐ পথে গেলে বিরোধী শক্তিকে দাবাইয়া রাখিতে হয় কিম্বা প্রতিপক্ষকে নির্মূল করিয়া দিতে হয়। ঐ অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা বাঁচে না। ষোলআনা অহিংসার পরিবেশেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূর্ণতম বিকাশ সম্ভবপর।

—গান্ধীজী

খরা অঞ্চল পরিদর্শনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

আগামী ১৯শে জুন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শন
প্রধান মন্ত্রীর বিশদ সফরসূচি এখনও অজ্ঞাত

লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ লোকসভার সদস্য শ্রীজগন্নাথ মাহাতো এবং শ্রীদিলেশ্বর লাল সেনগুপ্ত এম, পি, নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিহারের সিংভূম জেলার নিমডি, চাক্তিল, পটমদা ও ইচাগড় ব্লকের খরা অঞ্চলে দুর্ভীক্ষকালীন অবস্থার পোচনীয় কাহিনী বর্ণনা করেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের জন্য নির্নমন্ত্রণ অগ্রহণ ও আমন্ত্রণ জানান। সংঘের প্রতিনিধিদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রধান মন্ত্রী লোকসভার অধিবেশনের পর এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরে আগামী ১৯শে জুন তারিখে প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া বাঁকুড়া খরা অঞ্চল পরিদর্শনের কার্যসূচি ঘোষিত হয়। লোকসেবক সংঘের প্রতিনিধিদের নিকট প্রধানমন্ত্রীর খরা অঞ্চল পরিদর্শনে প্রতিনিধি দানের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া পরিদর্শনের সূত্রে এই জেলার ব্যাপক সরকারী প্রগতি ও কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে। তার বিস্তারিত কার্যতালিকা এখনও জানা যায় নি—তবে ১৮ই জুন সন্ধ্যায় রাঁচী এসে স্থানীয় সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করবেন এবং পরদিন সকালে হেলিকপ্টারযোগে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শন করে বৈকালে পানাগড় যাবেন—মোটামুটী এই কার্যসূচির জানা গেছে। এই কার্যসূচির আংশিক পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা আছে।

স্থানীয় প্রশাসনিক ও পুলিশ মহলে প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তা সম্পর্কেও যথাক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মব্যস্ততা চলছে।

বিহারের খরা অঞ্চল পরিদর্শনের অনুরোধ

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কেবলমাত্র পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শন করবেন—প্রধান মন্ত্রীর এই সফর সূচি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হবার পর লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রধান মন্ত্রীর নিকট অদ্যকার পত্রে বিহারের নিমডি, চাক্তিল, ইচাগড় প্রভৃতি খরা অঞ্চল পরিদর্শনও তাঁর সফরসূচির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান।

তাছাড়া লোকসেবক সংঘের দুই জন এম, এল, এ, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ওঝা ও শ্রীবিনিদ চন্দ্র মাহাতো প্রধান মন্ত্রী ও শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে বিহারের খরা অঞ্চল পরিদর্শনের অনুরোধ জানান।

নিমডি লোক সেবায়তনের সম্পাদক শ্রীসুবোধ রায় প্রধান মন্ত্রীর নিকট লিখিত এক পত্রে জানিয়েছেন যে পশ্চিম বাঙলার পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চল পরিদর্শনে এসে বিহারের পার্শ্ববর্তী খরা অঞ্চল প্রধান মন্ত্রী যদি পরিদর্শন না করেন—তবে সেটা খুবই দুঃখের ও বেদনার বিষয় হবে। সুতরাং এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনও তাঁর সফর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়। এই বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

—:—

বিহারের খরাপীড়িত অঞ্চলের জনসাধারণের দাবী
দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম সমিতি গঠিত

গত ২৮শে মে তারিখে লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, লোকসভার সদস্য শ্রীজগন্নাথ মাহাতো (৩২) গত ৭ই জুন তারিখে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। স্থানীয় কর্মীরা এই অবস্থায় নানীয় সাহায্যের জন্য বিভিন্নকে বারবার অনুরোধ করলেও তিনি কর্ণপাত করেন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পর ৭ই জুন তারিখে কিছু গণ্য সরকারের সরকারী ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা তখনও সাধ্য এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ সাধারণ সাহায্য দান করতো—কিন্তু সংঘের নিরাকরণ অভাবগ্রস্ত মুকবধির নিয়মিত সাহায্যদান কারণ পক্ষে সম্ভব হোত না। সংঘের কর্মী শ্রীসুবোধের মাহাত এই সংবাদ দিচ্ছেন।

—:—

বিহারের খরাপীড়িত অঞ্চলে যে সকল কাজ করা হবে

(১) ইচাগড় তথা খরাপীড়িত অঞ্চল থেকে অবৈধভাবে ধানচাল পাচার সর্বশক্তি দিয়ে রোধ করতে হবে।

(২) স্থানীয় চাষীদের প্রয়োজন অনুযায়ে বীজ ধান অবিলম্বে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৩) ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের অতি অবশ্য লাল কার্ড দিতে হবে।

(৪) আগামী ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত টেস্ট রিলীফের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

(৫) বর্ষাকালের যে ৩ তিন মাস টেস্ট রিলীফের কাজ চালানো সম্ভব হবে না সেই সময় সঞ্চয়খানা তথা বিনামূল্যে জোজনালয় চালাতে হবে;

(৬) বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্নভোজনের আহারের ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

(৭) পানীয় ও সেচের জন্য যে সকল কূপ খননের প্রস্তাব আছে—সেগুলির খননকার্য আগামী বর্ষার পূর্বেই সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৮) ইচাগড় থানার সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যে সকল মুখ্য ও শাখা নালা খননের পরিকল্পনা আছে সেগুলিও অবিলম্বে সম্পূর্ণ করা হোক—যাতে বর্ষাকের সকল সময় সেচের জল পাওয়া যায়।

(৯) টেস্ট রিলীফে যারা উৎপাদন কাজে যে সকল শ্রমিকেরা নিযুক্ত আছে তাদের ন্যায্য মজুরী অবিলম্বে প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক।

ইচাগড়ে অনাহারে মৃত্যু

ইচাগড় থানার অন্তর্গত পুরাকুয় নিবাসী ৮ভুইয়ার মাহাতের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী সবন (৫২) মাহাত (৫২) গত ৭ই জুন তারিখে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। স্থানীয় কর্মীরা এই অবস্থায় নানীয় সাহায্যের জন্য বিভিন্নকে বারবার অনুরোধ করলেও তিনি কর্ণপাত করেন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পর ৭ই জুন তারিখে কিছু গণ্য সরকারের সরকারী ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা তখনও সাধ্য এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ সাধারণ সাহায্য দান করতো—কিন্তু সংঘের নিরাকরণ অভাবগ্রস্ত মুকবধির নিয়মিত সাহায্যদান কারণ পক্ষে সম্ভব হোত না। সংঘের কর্মী শ্রীসুবোধের মাহাত এই সংবাদ দিচ্ছেন।

—:—

সম্পাদকীয়—

সিংহল ও ভারত

সিংহলের সাধারণ নির্বাচনে অঘটনীয় ইউনাইটেড জাতীয়ান পার্টিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়লাভ করে সিংহলের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে। এক শত একার আসন বিশিষ্ট সিংহলী পার্লিয়ামেন্টের নব্বইটি আসন যুক্তফ্রন্টের বহুতর পরিকল্পনা শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি একাই দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কিন্তু এই দলের নেত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক এই অসাধারণ সাফল্যের গর্ব ও অহমিকায় ফলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেন নি—বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্টের বহির্ভূত অন্যান্য প্রগতিশীল দলকেও তাঁর সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক হলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী—প্রত্যয়ঃ অতীতের লঘা বীপ সিংহল যেমন এক বিষয়ে পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে—সেইরূপ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যদি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন—তবে এই ক্ষেত্রেও তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন। কারণ ভারতবর্ষে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের মধ্যে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন ও নূতন আশা আকাঙ্খার দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিল—ক্ষুদ্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শোচনীয় আত্ম সংঘর্ষের দ্বারা তার পতন ঘটিয়ে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। সুতরাং সিংহল যদি ভারতবর্ষকে এই বিষয়ে পথ দেখাতে পারে তবে আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে। ভারতের মত সিংহল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। ১৯৪৮ সালে সিংহল নামে স্বাধীনতা পেলেও এখনও বৃটেনের "ডোমিনিয়ন" বলে গণ্য। সিংহলের সংবিধান বৃটেন কর্তৃক রচিত এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল সিংহলের রাষ্ট্র প্রধান। প্রাক স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত ঐতিহ্যমণ্ডিত না হলেও স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের কংগ্রেসের সঙ্গে সিংহলের ইউনাইটেড জাতীয়ান পার্টির অনেকাংশে তুলনা করা চলে।

"স্বাধীনতা" লাভের পর সিংহলের স্বদেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বে এই ইউনাইটেড জাতীয়ান পার্টি সিংহলের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসে এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি দ্বারা সিংহলের বৈদেশিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। দীর্ঘ আট বৎসরের সুশাসনের পর ১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ইউ.এন.পি (ইউনাইটেড জাতীয়ান পার্টি) প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং শ্রীমতীবন্দরনায়কের প্রতিষ্ঠিত শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই লঙ্কা ফ্রীডম পার্টি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মী সিংহলীয়ের প্রতিনিধিত্বকারী ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন এবং ভাষাগত প্রশ্নের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বন্দরনায়ক মন্ত্রীসভার তিন বৎসরকাল নানা সঙ্কটের মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়ক আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কিন্তু বন্দরনায়কের স্থলাভিষিক্

রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন ঃ জেলার উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

৩১শে মার্চ সার্কিট হাউসে রাজ্যপাল জেলা বিষয়ে কথাবার্তার জন্য আমাদের ডেকেছিলেন। জেলার বিভিন্ন বিষয়ে যে আলোচনা হয়—তার বিষয় বিবরণ গত সংখ্যায় দিয়েছি। জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে যে সব কথা হয় তা এখানে লিখছি।

জেলার শোচনীয় অবস্থা : বরাবর উপেক্ষিত ও বঞ্চিত

এ সম্পর্কে আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ রাজ্যপালকে আমি যে কথা বলি তা এই ঃ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এই জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু করা হয় নি—না কোনো শিল্প, না কারখানা, না সেচ প্রকল্প, না কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। এমনকি সীওতালদি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এখানে স্থাপন করা হয়েছে বহুদিন হোল—তার দ্বারা আজও কোনো কিছু উপকার করা হয় নি। এই জেলার অবস্থাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল্যায়ন করছিলেন—যুক্তফ্রন্ট-ভাঙ্গ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সে সব প্রচেষ্টার ধারাও শেষ হয়েছে মনে হচ্ছে।

অবিলম্বে উন্নয়ন ব্যবস্থা না হলে জেলা ধ্বংস হবে ঃ

জেলার জীবনে এই সব পরিস্থিতির কারণে আজ দুর্ভিক্ষ জেলার নিত্য সঙ্গী। জরুরী অবস্থার বিশেষ ব্যবস্থা যা অপরিহার্য্য তা করলেই হবে। তার সঙ্গে এখন থেকে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য সব দিক থেকে জোর চেষ্টা করতে হবে। না করলে জেলা ধ্বংসের সম্মুখীন হ'তে চলেছে। সেজন্যই আমরা সৌওতে গিয়ে এ বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছি।

জেলার উন্নয়নের মূল ভিত্তি হবে সেচ ঃ

আমরা যখন জেলার বিভিন্ন উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসাবে সেচ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে বিশেষ চেষ্টা করছি। ভারতের সেচমন্ত্রীও বিশেষ আগ্রহ জ্ঞান ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁকে রাজ্যপাল বললেন—প্রধান মন্ত্রীকে আসতেন—এ সব তো তাঁদেরই ওপর নির্ভর করছে।

তার উত্তরে তাঁকে বলেছি—তাঁদের ওপর মূল ব্যবস্থা নির্ভর করলেও —আমাদের করণীয় বহু কিছু আছে। তারমধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজন প্রতি ব্লকে সেচ ব্যবস্থার খানিকটা ক'রে ভালো গোড়া পত্তন ক'রে দিতে পারলে জেলার মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াবার অনেকখানা ভরসা পাবে।

সেচের জন্য আজ অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা চাই ঃ

সেচও যদি জেলার সমগ্র সেচ ব্যবস্থার জন্য ৩০/৩২ কোটি টাকা লাগবে—এখনই আমরা ৫ কোটি টাকা চাইছি—তিন বছরের পরিকল্পনা নিয়ে ঐ টাকা সেচ ব্যবস্থায় নিয়োগ করতে এবং তিন বছরে ঐ ৫ কোটি টাকার সেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে। এ কথা রাজ্যপালকে জানিয়ে বললাম—জেলার এই অবস্থার আমাদের এই অন্যায় তাগিদকে দাবী আদায়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ডেকে তুলে ধরুন। সবাই মিলে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বিশ্ব জেলাকে আমরা বাঁচাবার ব্যবস্থা করি। বিভাগীয় কমিশনার ঐ প্রস্তাব আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন ক'রে বললেন—এটা সত্যই প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ কম থাকলেও তিন বছরে এই টাকা নিয়ে প্রায় করে পরিকল্পনায় জল দিতে আমাদের বিশেষজ্ঞরা সমর্থ হবেন। রাজ্যপালও এ বিষয়ে চেষ্টা করবেন বললেন।

অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা ঃ

শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়েও দু এক কথা আলোচিত হল। তবে এসব নির্ভর করছে কেন্দ্রের ওপর।

পানীয় জলের কষ্ট ও সে বিষয়ে আলোচনা ঃ

এই আলোচনার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে আনা গেল—পানীয় জলের জন্য ৪৩টি জেলার জন্য ৪৩৩খানি কূয়া করার নির্দ্দেশ রয়েছে। এখন থেকেই তার জন্য কাজ সুরু হচ্ছে। এই আলোচনা সূত্রে কাঁচা কূয়া ও টাকে জল দেওয়ার কথা তুলে ধরা হয়। সমগ্র জেলায় চাষিদেরে মারফৎ যে অনেকটি চলেছিল—তার জন্য কাঁচা কূয়া ও টাকে জল সরবরাহের কথা কিছুদিন আগে থেকেই বিশেষভাবে বলছিলাম। রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তায় ঐ দুটি বিষয়ের আলোচনাও করলাম—তবে ও বিষয়ে বিশেষ জোর দিই নি—কারণ—এটা সামনেই আসতে হবে চলছিল। সেটা এই জলকষ্ট দূর করে। রাজ্যপাল দুটি বিষয়ই সমর্থন করলেন। টাকের অভাবের কথা উঠল সেই সময়ে। সমবায় প্রধান বাবু প্রস্তাব করলেন—টাক বেশী না থাকলে ডাঙ্গা করেও জল দেওয়া যেতে পারে। রাজ্যপাল বললেন—ভালো কথা "ডাঙ্গা" করেও যেন জল সরবরাহ করা হয়।

এই জেলার পানীয় জলের কষ্ট অনিবার্য এবং স্থায়ী। এই দুর্গতি স্থায়ীভাবে দূর করতে সর্বাঙ্গীন একটি পরিকল্পনার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম।

অন্যান্য বিষয়ে যে কথা ওঠে ঃ

কেউ কেউ কোটনিবাসীর কথা তুলেছিলেন। রাজ্যপাল বললেন—ও বিষয়ে লেফ্‌টেনাণ্টকে বলুন। উন্নয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নেই কারখানা প্রভৃতির কথা উঠেছিল। এ সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা ইতিপূর্ব্বে যে টাস্কুই বিভিন্ন দিকের প্রস্তাব রেখেছি—সে সব বিষয় রাজ্যপালের সহানুভূতি ও সমর্থন জানালাম।

রাজ্যপাল বললেন—এ জেলার জন্য সত্যই উন্নয়নের কিছু হয়নি এবং অত্যন্ত দুঃখের। জেলার উন্নয়ন বিষয়ে আমি চেষ্টা করব।

বরাবাজার থেকে বান্দোয়ান—বিহারের রাস্তা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বরাবাজারের কাছ থেকে বান্দো পর্য্যন্ত—বিহারের এই রাস্তাটি এত খারাপ যাকে যে বর্ষায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিহার সরকার থেকে প্রতি বছর মেরামতের যে ব্যবস্থা হয়—তার নামে লুট হয়। গাড়ীর চাকা যে আমাদের কপাল দিয়ে চলে সেই ভাগ্য প্রায় আগাগোড়া দুটি বড় খালের মধ্য হ'য়ে গেছে। প্রতি বছরই এই অবস্থা ঘটে; আর তার মধ্যে মাটি দেওয়া হয়—ফলে বর্ষায় এই দুটো বিরাট নালী পাঁকের স্তূপে পরিণত হয় ও যানবাহন চলা বন্ধ হয়। বিহারের কর্তৃপক্ষ যা ইঞ্জিনীয়ারেরা জানেন যে, মাটি দেওয়ার অর্থ অপচয় ছাড়া কিছু নয়—তবু এটা কেন করা হয়—তার রহস্য তাঁরাই জানেন। আমরা রাজ্যসরকারে এ বিষয়ে টিমতো ব্যবস্থা করতে বলে এসেছিলাম।

গত ২৮শে মে পটমদা থানার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম আমার সঙ্গে ছিলেন—জিওলজিষ্ট মাহাতো এম, পি, সিংহবর্দ্ধন মাহাতো সংঘের থানা ব্যবস্থাপক পটমদা, শ্রীপ্রফুল্ল মাহাতো, সংঘের থানা ব্যবস্থাপক বরাবাজার, শ্রীযোগেন্দ্র মাঝি এম, এল, এ। ঐ অভিপ্রায় রাস্তার মধ্যে নিযুক্ত জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি, এন, সিনহার দেখা পাই। তিনি রাস্তা মেরামতের কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন—কন্ট্রাক্টারও ছিলেন। আমরা ইঞ্জিনীয়ারকে বললাম—বলরাম—পাঁচনায় বলে এসেছি—আপনাকেও বলছি ঃ দিন—রাস্তার দেখা হল। এখন বলুন—কেন এই লুট চলেছে। এতে মাটি দেওয়ার অর্থ কি হয়? প্রতি বৎসর এই যে তাঁরা করেন—তাতে লোক বলে যে, কন্ট্রাক্টারের সঙ্গে আপনারও ভাগ আছে। ইঞ্জিনীয়ার বললেন—মাটি তো মাটি দিতে কমিশি—কজকড় দিতে বলেছি। আমরা—আপনার সামনেই এই বেদুন—মাটি জমা করা আছে। আমরা এই সব স্তূপ থেকে মাটি নিয়ে রাখছি—উদ্ধৃত কর্তৃপক্ষকে দেখাবার জন্য। ইঞ্জিনীয়ারকে সামনে আমরা মাটি সংগ্রহ করলাম। ইঞ্জিনীয়ার তখন কন্ট্রাক্টারকে হুকুম দিলেন যে, কেন আপনি এত মাটি জমা ক'রে রেখেছেন—আমি কি মাটি দিতে বলেছি? আমি তখন ইঞ্জিনীয়ারকে বললাম যে, পথের দুদিকে এই যে বিরাট খাল রয়েছে—তা' মেরামত করতে কতকগুলি দিতেই বা কি হবে? আপনি একজন ইঞ্জিনীয়ার তার বুঝতেন না যে, পাথর ফেলে ছাড়া কতকগুলি বা মাটি দেওয়ার অর্থ টাকা বরবাদ করা। পথের দু পাশে মাটির ওপরেই এই পাথরের স্তর রয়েছে—কেন আপনারা এই পাথর নিয়ে ফিক্সন না? যাতে রাস্তা ঠিকমতো মেরামত হয় তা দেখবার জন্যই আপনাকে ইঞ্জিনীয়ার অথবা কন্ট্রাক্টারকে বললেন—আমি এখুনই অর্ডার দিচ্ছি—আপনি পথর ফেলুন। আমরা বললাম—আপনি পাথর ফেলার নির্দ্দেশ দিলেন—কিন্তু যদি ইনি সেই আদেশ না শোনেন—পাথরের জায়গায় মাটি বা কজকড় চালাতে থাকেন—তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ বন্ধ করিয়ে আপনাকে সংবাদ দেবে। কন্ট্রাক্টার বললেন—না আমি তা করব না পাথরই দোব। আজকে এই রাস্তায় আবার এসে দেখছি—রাস্তার ধারে ধারে পাথর চালানো হচ্ছে। কর্ত্তব্য পালন রাখছেন।

রাজ্যপালের তথ্য ঃ রিলিফের অবস্থা ঃ আমাদের দাবী

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যে চিঠি পেয়ে রাজ্যপাল নীরব ছিলেন—তার উত্তর দিতে হোল ঃ

অনেকেই জানেছেন যে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত অধিবাসীদের অন্তে দ্রুত উন্নয়ন ব্যবস্থা বিষয়ে রাজ্যপালের বিশদ দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে গভীর তাগিদ ও গুরুত্বজ্ঞান অবগত রেখে আমি বিগত ২৫শে এপ্রিল রাজ্যপালকে অভিযুক্ত ক'রে তীব্র আবার একটি চিঠি দিই। সে চিঠির বাংলা তর্জমা মুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই চিঠির উত্তরে তিনি আমাকে তথা পাঠিয়েছেন ২২শে মে—প্রায় ১ মাস পরে—তখন আমারের দিল্লীর যোগাযোগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। আমি সে চিঠি আরো পরে পাই—জুন মাসের প্রথমে—রাজ্যপাল পুরুলিয়া এসে দিয়ে যাবার পর। সেই চিঠিতে উনি যা আমাকে জানিয়েছেন—আমি তা এখানে বাখছি। এই চিঠি থেকেই দেখা যাবে—আমার অভিযোগ কত যথার্থ ছিল এবং আমার সেই চিঠি পাওয়ার পরই এপ্রিল মাসে আরো কিছুটা সাহায্য তিনি বাড়ান এবং দিল্লীতে আমাদের বক্তব্য কওয়ার আলোচনার পর (এবং সিমলাই দিল্লীর বক্তব্যশুনের পর) আরো খানিকটা রিলিফ ব্যবস্থা করা হয়।

এপ্রিল মাসের রিলিফ খতিয়ান রাজ্যপাল যা দিয়েছেন ঃ

রাজ্যপাল ঐ চিঠিতে জানাচ্ছেন যে, এপ্রিল মাসে যা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা' এই ঃ—

১) খয়রাতী সাহায্য—৭৮,০০০৲ (আটাত্তর হাজার টাঃ)

২) টি, আরের কাজ—২,৫০,০০০৲ (আড়াই লক্ষ টাঃ)

৩) গৃহ বাবত কিছুই না।

আমি ১৫ই এপ্রিল রাজ্যপালের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের আগে পুরুলিয়া থেকে শুনে যাই যে, টি, আরের জন্য মাত্র তাঁরা পঞ্চাশ টাকা এসেছে। চাষিদিকে কাজের জন্য লোক হাহাকার করছে—আর অর্থ বরাদ্দ কিছুই নেই—এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে তীব্রভাবে অভিযোগ করার পর বেলপাহাড়ি—আমারদের জেলার ঐ আড়াই লক্ষ টাকার বরাদ্দ হল। চাষের মরশুম মাঝের কাছে—অথচ গৃহের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। রাজ্যপাল জানাচ্ছেন—এপ্রিলে প্রতি ব্লকে ৬টি ক'রে গৃহ টি, সি গ্রহণ করছেন। এক একটা ব্লকে যেখানে লক্ষাধিক মানুষ সেখানে প্রত্যহ এক হাজার দেড় হাজার মানুষদের জন্য কাজের আয়োজন সম্পূর্ণ অসম্পূরক ব্যবস্থা।

মে মাসের রিলিফ খতিয়ান রাজ্যপাল যা দিয়েছেন ঃ

দিল্লীতে ১০ই মে থেকে ১২ই মে প্রধান মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা ক'রে সব বলায়—তাঁরা বললেন—বীজ আমরা রাজ্য সরকারকে জানিয়ে ব্যবস্থা করছি এবং নিশ্চয়ই সেখানে যাচ্ছি। তারপরেই রাজ্যপালের (প্রেরক হিসাব মত) বরাদ্দ যা বাড়ল তা' এই ঃ—

১) খয়রাতী সাহায্য—৩,০৮,০০০৲ (তার লক্ষ আট হাজার টাকা)

২) টি, আরের কাজ—৫,০০,০০০৲ (পাঁচ লক্ষ টাকা)

৩) কৃষি ঋণ—২,০০,০০০৲ (দু' লক্ষ টাকা)

অবস্থার তুলনায় ব্যবস্থা বহু কম ঃ কেন তা হচ্ছে—যখন টাকার অভাব নেই

অবস্থার তুলনায় এই টাকা,—এই ব্যবস্থাও অত্যন্ত কম। অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেন—তা আমরা বুঝতে পারলাম—যখন রাজ্যপাল ৩১শে মে পুরুলিয়ায় এলেন। তিনি আমাদের বললেন যে, প্রধানমন্ত্রী নিজে আগ্রহের সঙ্গে এখানকার অবস্থা লক্ষ্য রাখছেন এবং আমাদের দিয়েছেন—এখানের রিলিফ কাজের জন্য টাকার কোনো অভাব হবে না। রাজ্যপাল ব্যঙ্গের বললেন—দিনিদের জন্য টাকা যত চাই আসবে।

কেন এখনো অনাহারে মানুষ মরছে—এর জন্য দায়ী কে?

তবে কেন এখানের জরুরী অবস্থার উপযোগী টাকাও ব্যবস্থা আসছে নেই? এর জন্য দায়ী কে? প্রত্যহ মানুষ এখানে অনাহারে মরছে। তাদের বাঁচাবার জন্য দ্রুত, ব্যাপক, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই কেন?

আমরা তো সব জানিয়েছি। তবে এখানকার জরুরী অবস্থা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা এরকম ঘোরাটে?

আমরা বুঝলাম রাজ্যপালও অবস্থা বোঝেন নি—জেলা থেকেও সম্যক অবস্থার ধারণা দেওয়া হয় নি

রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তার ওপরে যে বোঝা গেল যে, এখানের পরিস্থিতির ব্যাপক ভয়াবহতা—এখানকার চাহিদা বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষের ঠিকমতো ধারণা নেই। বোঝা গেল—জেলা শাসন কর্তৃপক্ষও অবস্থা ঠিকমত জানান নি। ঠিকভাবে চাহিদা অনুযায়ী অভাব মানুষগুলোর জন্য এত ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করার কি আছে; এবং জেলার বিষয়ে বৈ ঠৈ ক'রে এই জেলার লোক কিছু যোগাড় করে নিতে চায়—এই সংকীর্ণ সংকল্পবোধ ধারণা এবং রাষ্ট্রিয় গঠ আনীত রাজ্যিকের কর্তব্যবিমূঢ়তা ও জড়তার অভাবই হয়তো এই তাঁকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অথচ, বস্তুতিকে অবস্থার, সাহায্য প্রার্থনা, মানবতার প্রাথমিক প্রভৃতির বিষয় আবেদন, প্রশাসকের দায়িত্ব এই সব বাস্তবিকের 'বাকে' ভুল। এঁরা রাষ্ট্রিয় বুঝুন—যা পোষুক মানুষদের বাঁচান—আমারের সন্ধান ও সহযোগিতা পাবেন।

অবিলম্বে যে ব্যবস্থা আজ করতে হবে

অবিলম্বে ব্যাপক উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং যুদ্ধকালীন শক্তিতে সমস্ত ব্যবস্থা করা চাই। সামনে চাষ, নিম্নে চাষীদের বিত্ত চাষ ওঠাতে হবে। তারপরই তাত্ত আশ্বিনের আগে অনটনের ভয়াবহ সময়। সে সময় ব্যাপক কাজ ও ব্যাপক সাহায্য দিতে হবে।

(১) যে টি, আর্, পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করা উচিত

এখানে এখন প্রতি অঞ্চলে ৩টা ক'রে স্কীম চালু করা হয়েছে। তাহলে হবে প্রায় ৩০০ স্কীম। স্কীম প্রতি ৫০০৲ টাকার গড় বরাদ্দে ৩০ লক্ষ টাকা। প্রতি স্কীমে ১০০ করে লোককে কাজ দিলেও প্রত্যহ মাত্র ৩০ হাজার লোক চু মান কাজ পাবে।

(২) যে জি, আর ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা উচিত

এখানে এখন শতকরা ৫ ভাগ জি, আর পাচ্ছে—কিন্তু কর্মহীন বহু মানুষের অবশ্যই কিছু নেই। সমস্ত টি, আর কাজ গড়ে তুলতেও যেহেন দেরী হবে—তেমনি বহু মানুষ অনাহারে এমন অক্ষম যে কাজ পেলেও ঠিক মতো কাজ করতেও পারবে না—সেজন্য কাজের পাশাপাশি—অন্ততঃ তিন মাসের জন্য (ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিকের জন্য) শতকরা ২০ ভাগ জি-আর (অর্থাৎ বর্তমানের চার গুণ) বরাদ্দ করা দরকার।

প্রতি মাসে ২৫ লক্ষ হিসাবে ৭৫ লক্ষ টাকা লাগবে। শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে বর্তমানে ৮০ হাজার লোক জি আর পাবে। শতকরা ২০ ভাগ হ'লে ৩,২০০ হাজার লোক জি-আর পাবে। জি, আরে খাদ্য খুবই কম দেওয়া এক পরিবারে বেশী লোক যাতে পায় সেজন্য জি-আরে বেশী সংখ্যায় দিতে হবে।

৩) ব্যাপকভাবে লঙ্গরখানার প্রস্তাব ঃ দুরকম হ'তে পারে ঃ অবিলম্বে চাই—

প্রথম ঃ (ক) যদি জি, আর ৫% এর বেশী না বাড়ানো হয়—আর ব্যাপক কাজ খোলা হয় তবে লঙ্গরখানা করাই কাজের হবে। প্রতি অঞ্চলে ২টা ক'রে লঙ্গরখানা করলে ৩০০ লঙ্গরখানা করা হবে। প্রতি লঙ্গরখানার গড় ২০০ করে লোক খাওয়ানো হ'লে দেড় লক্ষ লোক খেতে পাবেন। এরের জন্য মাসে খরচ করা যেতে পারে ২৩ লক্ষ টাকা হিসাবে তিন মাসে প্রায় ৭০ লক্ষ টাঃ।

লঙ্গরখানা করলে যারা নিতান্ত বিপন্ন ও অক্ষম তারা যেতে যাবে – যারা কর্মক্ষম তারা টি, আরে কাজই করতে চাইবে—আর যারা চলাফেরার অক্ষম তারা ঘরে বসে কি, আর পাবে।

দ্বিতীয় ঃ (খ) যদি এইভাবে লঙ্গরখানা না বাড়ানো হয়—তবে প্রয়োজন মত কিছু লঙ্গরখানার জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা উচিত

হবে। গড় বা সাধারণ হিসাবে ব্লক প্রতি ২ টি গুরুধানা হবে। এ ক্ষেত্রে কি, আর সতর্কতা ২০ ভাগে হবে।

(৪) যে কৃষি ঋণ এ জেলায় এখনই চাই

৪) উলুবেড়িয়া মুহিমাকে জেলার কৃষি জীবন আজ বিপর্যস্ত,—ভয়াবহভাবে বিপন্ন। ব্যাপকভাবে চাষীকে ঋণ না দিলে তাঁদের টাকাবে শুকানি। সেজন্য জেলায় ৩ লক্ষ চাষী পরিবারকে ঋণ দিতে হবে। প্রয়োজনমত কম দেরী ঋণ বেওয়ার ব্যবস্থা রাখলেও চাষী প্রতি গড় ১০০ টাকা কৃষি ঋণ অবশ্যই বরাদ্দ হওয়া দরকার। তাতে ২ কোটি টাকা লাগবে।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে এগুলি মূল বিষয় এবং তাদাশাল এগুলি বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। তাঁরই আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব রাখলাম।

২০ বছর ধরে উপেক্ষার প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া পথ নেই

২০ বছর ধরে এই জেলাকে উপেক্ষা ও শোষণ করা হয়েছে। এর উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয় নি। আগে কখনো এই বিরাট খরচ রিলিফে করতে হত না। কিন্তু আজ উপায় নেই। করতেই হবে। উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হচ্ছে। আজ বিপন্ন মানুষকে বাঁচাবার জন্য এই টাকা সেই হিসাবে কিছুই নয়। আমরা নানা দিক ভেবে কম বরাদ্দই দাবী করছি।

এই রিলিফে এই জেলার জন্য এখন অন্ততঃ ৩॥ কোটি টাকা চাই

যে বিভিন্ন পরিকল্পনা আমাদের দিক থেকে বেখেছি—তার জন্য ৩॥ (সাড়ে তিন কোটি) টাকার বরাদ্দ আজ প্রয়োজন। এর ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যাঁরা অবস্থা বোঝেন না, না জানার জন্যই যাঁরা কি তা বোঝেন না—তাঁদের কাছে অঙ্কটা বাড়া মনে হতে পারে। তাঁদের আমি অনুরোধ করবো—১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে মৃতদের আমাদের হিসাবটা দেখতে। আর অনুরোধ করব ফ্রন্টের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের মূল্যের দৃষ্টিতে মরান হাভিয়ের হার পালনের দৃষ্টিতে পরিমাণটা যেন তাঁরা তৈরী করেন—তাহলে এ অঙ্কটা কিছুই মনে হবে না। অবশ্যই পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকবে —এটাই আজ আশা করতে পারি।

প্রতিরক্ষা স্টোর থেকে অস্ত্র চুরি

যদুগুড়ায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

যদুগুড়ার পুলিশ সূত্র থেকে বলা হয়েছে যে কয়েক অঞ্চলে তল্লাসী করে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি বারুদ পাওয়া গেছে তার কিছু নানাগড় ও কিরণীর প্রতিরক্ষা ষ্টোর থেকে চুরি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা দামের বিস্ফোরক কয়েক অঞ্চল থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

দেশের আভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই তথ্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং প্রতিরক্ষা বা স্থা স্পর্কে নূতন করে ভাববার দাবী রাখে। ইতিপূর্বে কলকাতার একটি দোকান থেকে পুলিশ যে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করেছিল তার মধ্যেও প্রতিরক্ষা বিভাগের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে প্রতিরক্ষা বিভাগের অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূচি ঃ শেষ সংবাদ

জানা গেল—প্রধান মন্ত্রী ১৯শে জুন সকাল সওয়া ৯টায় দাসিত হাউসে জেলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা করবেন। তিনি ঐ দিন হেলিকোপ্টারযোগে ৮ টায় ছড়য়ায় অবতরণ করবেন।

রিলিফের গম চুরির বোঝাই ট্রাক আটক

জয়পুর গ্রামের জনসাধারণের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

গত ১০ই জুন তারিখে W G W 906 এই নম্বরযুক্ত একটি রিলিফের গম বোঝাই ট্রাক সন্ধ্যার সময় জয়পুর গ্রামে এসে ঢুকে কোনানী প্রিমরী স্কুলটিকে ৩ বস্তা গম বিক্রয় করলে গ্রামের যুবকেরা ও জনসাধারণ সেই গম বোঝাই ট্রাক আটকান এবং পলায়নে বাধা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জয়পুর থানায় সংবাদ দেওয়া হয় এবং পুলিশ এসে ঘটনা সত্যেও ট্রাকটি থানায় নিয়ে যায় ও যে তিন বস্তা গম বিক্রী করা হয়েছিল—তা আটক করে।

পুলিশী অনুসন্ধানে জানা যায় যে কাশলা ২নং ব্লকের ৬টি রিলিফ স্কীমের চোরাই গম বিক্রয়ের জন্য সংগ্রিষ্ট ডীলারেরা ঐ ট্রাক বোঝাই গম বিক্রয়ের চেষ্টায় বের হয়েছিল। রিলীফ স্কীম ছটি হোল—(১) ঘটিহার শিমুলিয়া বাঁধ এবং জীনাবেরার নাম শ্রীমন্তর নিং ঘাটোয়াল। ঐ ডীলের ৩২ বস্তা অর্থাৎ ২৪ কুইন্টাল ২০ কে জি গম পুলিশ আটক করেছে।

(২) কোটিশিনা-বাগুতি রাস্তা এবং ডীলার বলেন নিমোগাল রায়। ঐ স্কীমের মাত্রে ৪৫ বস্তা অর্থাৎ ৩৮ কুইন্টাল ৮০ কে জি গম পুলিশ আটক করে। বর্তমানকের সময় ডীলার ট্রাক থেকে নেমে পালিয়ে যায়।

আরও প্রকাশ, ট্রাকের লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না।

জয়পুর গ্রামের যুবকদের ও জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি ও চেষ্টার ফলে রিলীফের এই চুরি ধরা পড়েছে। এইরূপ চুরি জেলার বহু স্কীমেই হচ্ছে—সুতরাং সকল স্তরীয় জনসাধারণের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্মীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃএর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের গত ২৪শে মে তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মীদের দাবী পূরণ না হলে আগামী ১৫শে জুন থেকে লাগাতার ধর্মঘট চলবে। ইউনিয়ন গত ৩রা জুন তারিখে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত দাবী পেশ করেছে :

১। কর্মীদের তাদের বয়স অনুযায়ী নিয়োগ পত্র দান ;
২। অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করণ ;
৩। নূতন পে স্কেল গঠন ;
৪। ইলেকট্রিক সার-ষ্টেশন দুইভাবে পুনর্গঠন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই কোম্পানীতে নিম্নোক্ত কর্মীরা "কাজ নেই—বেতন নেই" (No work—no pay) ভিত্তিতে দৈনিক মাত্র দেড় টাকা বেতন পান।

WANTED

One B Sc./Hons./M. Sc. in Physics or Chemistry against a permanent vacancy, one B. Sc. Dist/ Hons. and one B. Com. (Hons) II class against deputation vacancy.

Apply to the Secretary, Sonatholi Kalapathar High (H. S.) School. P. O Sonatholi Ashram, Dist. Purulia, by the 25th June, '70 and come for an interview on the 5th July '70 at 12 noon, at their own expenses.

জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া

(বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত—গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কো-এডুকেশন কলেজ)

প্রাক্তকালীন বিভাগ—বি, এ, ও বি, এস, সি, (কলা ও বিজ্ঞান)।
দিবা বিভাগ—প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় (কলা ও বিজ্ঞান) এবং বি, এ ও বি, এস, সি (কলা ও বিজ্ঞান, অনার্স)
সান্ধ্য বিভাগ—প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কলা এবং বি, কম্।

১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। প্রসপেক্টাসের সহিত দরখাস্ত করিবার ফর্ম পাওয়া যাইবে। কলেজ অফিস হইতে ৫০ পঞ্চাশ পয়সা মূল্যে অথবা মনিঅর্ডার যোগে ডাক খরচাসহ মূল্য পাঠাইলে উহা ডাকে পাঠান হইবে। কলেজ অফিসে নির্দ্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় মার্কসীট, এডমিটকার্ড, পাসপোর্ট সাইজের ফটো (২ কপি), প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট (জগন্নাথ কিশোর কলেজের ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে), মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট (প্রয়োজন হইলে) দাখিল করিতে হইবে। কোন কারণে পড়ার ব্যাঘাত ঘটিলে (Break of studies) তাহার নির্ভরযোগ্য কারণও দর্শাইতে হইবে। আসন সংখ্যা সীমাবদ্ধ। উচ্চ মাধ্যমিক বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দরখাস্ত জমা না দিলে ভর্তির আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

এই প্রসঙ্গে জানান যাইতেছে যে এই কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণকে বা এই কলেজ হইতে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অকৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীগণকে নিজ নিজ পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই ভর্তির জন্য নির্দ্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত করিতে হইবে। নতুবা ভর্তির আবেদন অগ্রাহ্য হইতে পারে। এই কলেজ হইতে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদিগের ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য হইবে।

ইতিহাস, অঙ্ক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স সহ অধ্যয়নের ব্যবস্থা ; সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী; জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত ; অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা ; দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে পড়ার বন্দোবস্ত। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

অধ্যক্ষ
জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া।

Office of the Commissioners Raghunathpur Municipality

Dated the 10th June, 1970

NOTICE

Applications are invited from persons for the post of a Temporary Typist having knowledge of Accountancy, who have the following requisite qualifications for Raghunathpur Municipality.

1. The candidate must be School Final/Higher Secondary or its equivalent.
2. The candidate must be a passed typist having a minimum speed of 40 words per minute, and sound knowledge in accounting work.
3. The candidate must be at least 3 years experienced in typing and accounts work in a reputed concern.
4. Age—Age not below 21 years but not exceeding 35 years.

The emoluments per month is fixed at Rs. 80/ as consolidated Pay, and Govt. D. A. if admissible will be allowed in future.

The last date for submission of application is 27'6'70 within the office hours.

Chairman
Raghunathpur Municipality.

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশুদ্ধতর ধাতু
"সিংহল"
সিংহল—যানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত গণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ;
সিংহল—রক্ষন ক্রিয়া ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—হাপার ডাম নহে বলিয়াই ; কিন্তু স্টেনলেস ষ্টীল অপেক্ষা হাল্কে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিক গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রক্ষন পটীয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রক্ষন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

Office of the District School Board, Purulia.

Notice

Applications are invited from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates for preparation of a panel for the post of teachers of Primary Schools under District School Board, Purulia.

Minimum qualification required :

In case of Scheduled Caste candidates those who have passed the S. F./H. S. Examination or its equivalent securing at least 40% marks may apply.

In case of Scheduled Tribes candidates those who have passed the S. F./H. S. Examination or its equivalent may apply.

Age—None below 18 years of age on 1.7.1970 should apply.

Applications must be in the candidates own handwriting in the following proforma accompanied with the attested copies of academic qualification certificate and the mark-sheets of S. F./H. S. Examination and a certificate from the Special Officer, Scheduled Castes and Tribes Welfare Department.

Candidates belonging to the above communities who have already applied in terms of our previous advertisement should also apply afresh.

Specimen of the form

1. Name.
2. Present address.
3. Permanent address.
4. Father's/Husband's name.
5. Scheduled Caste/Scheduled Tribe.
6. (a) Date of birth.
   (b) Age on 1-7-1970.
7. Qualification — Examination passed — Year — Division
8. Name of two police stations in which the candidate intends to serve. (i) (ii)

Date. Signature of the candidate

Applications should be submitted to the undersigned direct on or before 30-6-1970.

S. M. Roy
District Inspector of Schools,
District School Board, Purulia

WANTED

Two graduate teachers (one Science and one Arts) preferably with honours for Chittaranjan High School, Purulia, to fill up the deputation vacancies for a period of ten months only.

Apply to the Secretary on or before 25th June '70.

Secretary



মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতার যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চাননতলা লেন
কলিকাতা—১২

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্নেমাতরম্

জাতীয় বিবাহণ চন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

উচ্চিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | সোমবার, ২২শে জুন '৭০ ৭ই আষাঢ় ১৩৭৭ | বার্ষিক—৬, ষ্ডাক—৭, নগদ—১০ পয়সা



এসেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ—
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান :
—রবীন্দ্রনাথ

পুরুলিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

সার্কিট হাউসে জনসভায় প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
দর্শনার্থী জনতার উপর পুলিশের লাঠি চার্জ্জ
শ্রীমতী গান্ধীকে লক্ষ্য করে ইষ্টক বর্ষণ

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিকট পুরুলিয়ার দাবী
সার্কিট হাউসে প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর আলোচনা

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

পুরুলিয়া জেলার খরা পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা সূত্রে গত ১২শে জুন পুরুলিয়ার এসে সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন :—

"প্রচণ্ড খরার কবলে পুরুলিয়া যখন পীড়িত হচ্ছিল সেই সংবাদ পেয়ে যত শীঘ্র সম্ভব পুরুলিয়া আসার ইচ্ছা থাকলেও—আরও পূর্ব্বে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া পরিদর্শনে আসা সম্ভব হয় নি বলে আন্তরিক দুঃখিত। তবুও পুরুলিয়ার অধিবাসীদের পাশে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে বিশেষ আনন্দিত। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি পুরুলিয়াবাসীর দুঃখ দারিদ্র্যের এই যে ভয়াবহ সমস্যা তার স্থায়ী সমাধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারের এই আন্তরিক প্রচেষ্টায় আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।"

সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে একটি ঔদণের বনেটের উপর দাঁড়িয়ে মাইক হাতে নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী জনতাকে উদ্দেশ্য করে যখন তাঁর ভাষণ দিচ্ছিলেন—তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য থেকে ইষ্টক বর্ষণ শুরু হয়। সেই সময়ে ইষ্টক বর্ষণ থেকে বাঁচাবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর পার্শ্বে রক্ষীরা তাঁর মাথায় একটি লৌহ শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে ও ছাতা ধরে তাঁকে আড়াল করে ঘিরে দাঁড়ালে—তিনি সকলকে সরে যেতে ও লৌহ শিরস্ত্রাণ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়ে তাঁর ভাষণ চালিয়ে যান। প্রধান মন্ত্রী বলেন—"এই-ভাবে ইট পাটকেল ছুঁড়ে আমার মুখ বন্ধ করা যাবে না।" এর চেয়েও অনেক গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। মন দিয়ে আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছে। সার্কিট হাউসে জোড়ার সময় জনগণের সভ্যতা ও কিছু সমর্থকদের দেখেছি। সুতরাং এই সব ইট পাটকেল কারা ছুঁড়ছে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পূর্বে জনতার উপর পুলিশের লাঠি চালনার যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল—তা হয়ত ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটেছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ইহাদের চক্রান্তকারীর অনভিপ্রেত শিকার হয়ে নিরীহ জনসাধারণকে দুঃখ দায়ক ভোগ করতে হয়েছে।"

শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন—"দেশকে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলাকে নকশাল ও অন্য সব প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া—এই দুই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। নক্সালরা দেশের অভাব-অভিযোগের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতিদের দুষ্কৃত তুলে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও বিকাশকার্য্য বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, এই সঙ্গে বিপ্লব বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমরাও বিপ্লবে বিশ্বাস করি তবে তা হিংসাশ্রয়ী বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়—শান্তিপূর্ণ ও অহিংস

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আমি ১৫ই জুন তারিখে বিধান সভার সদস্য হিসাবে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের স্বাক্ষরিত এক আমন্ত্রণ পত্র পেলাম। তাতে বলা হয়েছিল যে—প্রধান মন্ত্রী ১৯শে জুন বেলা ৯-১৫ মিঃ এর সময় পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে আসবেন এবং আপনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। অনুরূপ ভাবে আমাদের সংঘের এম, পি, এম, এল এরাও ঐ মর্ম্মে চিঠি পান।

সেই অনুযায়ী ১৯শে জুন বেলা ৯টার সার্কিট হাউসে উপস্থিত হই—আমরা ৩ জন বিধান সভার সদস্য, আমি, শ্রীমতেন্দ্র নাথ ওঝা, শ্রীদিবিন চন্দ্র মাহাত, শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি ছিলাম এবং আমাদের এম, পি শ্রীভরদ্বারি মাহাত পরে আসেন।

সার্কিট হাউসের বারান্দায় উপর অনেক ব্যক্তি ও সরকারী অফিসাররা বসেছিলেন। সেই বারান্দার ভাঙত সেবাব্রত সংঘের অনেক সন্ন্যাসীও উপস্থিত ছিলেন। এবং পরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি আসেন।

আমি জিলাপ্রাপ্ত অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে কি ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন যে প্রধান মন্ত্রী ১০টার সময় এখানে আসবেন। তিনি এলেই সাক্ষাতের ফলে বলবেন—তখন প্রথমে এস, এল, এ; এম,পি,দের ডাকা হবে এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন—তাঁরপরে সরকারী অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

৯-১৫ মিনিটের সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সদলবলে এলেন। কিছুক্ষণ আগে রাজ্যপালের উপরোক্ত ঐ, কে ঘোষ সার্কিট হাউসে এসেছিলেন।

অভ্যর্থনের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল শ্রীএস, এম, রাজাম, শ্রীবিজয় সিং নাহার; শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, প্রভৃতি। আমাকে জানানো হয়েছিল যে শ্রীমতী গান্ধী আমার পরে সবাইকে ডাকা হবে—এবং তাহাই তখ আমরা বারান্দায় বসেছিলাম।

শ্রীমতী গান্ধী আমার পরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বারান্দাতেও যারা ছিল তারা কথে চুকে পড়ে। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ অবস্থার মধ্যেই আমাদের ডাকা হয়—আমরাও ভেতরে যাই। গিয়ে দেখি বহু ভদ্রি লোক সব ভীড় করে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ নোটস নেছিলেন। কোন প্রকার কোন শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থা ছিল না। একটা হইচাইয়ের মধ্যে আমি গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বসলাম।

সেখানে জেলার গুরুতর বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কোন অবস্থা বা পরিবেশ ছিল না। শ্রীবিজয় সিং নাহার বলছিলেন যে এখানে কোন বৈঠক হবে না। বিধান সভার সদস্য শ্রীদিবিন চন্দ্র মাহাত তাঁর প্রস্তিবাদ করে বলেন যে, "এখানে বৈঠক বা আলোচনা করে বলে আমাদের ডাকা হয়েছে—হুকুমার তা করতে হবে।" ডেপুটি কমিশনার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বলেন যে, এখানে মিটিং হবে বলা হয়েছে। তখন স্থির হল বৈঠক হবে।

(শেষাংশ পরের পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

প্রধান মন্ত্রীর সফর ও তার তাৎপর্য্য

পুরুলিয়ার মত একটি জেলা সহরে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদার্পণ নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা। আবার এই ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য ততোধিক এই কারণে যে প্রকৃতির রুদ্ররোষে এই জেলাটি বারবার অভিশপ্ত হচ্ছে এবং দেশের দরিদ্রতম ও অনগ্রসর জেলা হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন গণতান্ত্রিক কল্যাণরতী রাষ্ট্রে কেবল অবহেলা ও বঞ্চনা পেয়ে আসছে –এই গুরুতর অভিযোগের খণ্ডনের চেষ্টার স্বার প্রধান মন্ত্রীকে সরেজমীন পর্য্যবেক্ষণে ছুটে আসতে হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক দুর্গতির মূলে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত, অন্যায় ও বৈষম্যমূলক নীতি ও কার্য্যক্রম। সুতরাং পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রয়েছে। গত তের বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব পালন ত করেই নি—এমন কি এ রকম কোনও মনোভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নি। পুরুলিয়া জেলার প্রতিনিধি তথা লোকসেবক সংঘের নেতৃবর্গ এই ত্রুটি বিচ্যুতির কথা প্রধান মন্ত্রীকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে ছিলেন। পুরুলিয়ার প্রতিনিধিবর্গের নিকট প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন —সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ংক্রিই পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং পুরুলিয়া সমস্তার স্থায়ী সমাধানে তাঁর প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হবে এবং কিভাবে রক্ষিত হবে—ভবিষ্যত তার প্রমাণ দেবে।

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূত্রে পুরুলিয়া অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করলো। প্রধান মন্ত্রীর পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব অবশ্য পালনীয়। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তার নামে যে সকল ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হয়েছিল এবং নাগরিকদের স্বাধীন চলাফেরায় যে সকল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছিল —তার অনেকাংশে কেবল বাহুল্যই নয়—একান্তই দৃষ্টিকটু ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধারার পক্ষে অনভিপ্রেত হয়েছিল। তারপর সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রীর যে সকল সূচি প্রণয়ণ করা হয়েছিল—তাতে প্রধান মন্ত্রীর যথা অকল পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করার চেষ্টা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মতালিকাও প্রধান মন্ত্রীর নিজস্ব দলের তত্ত্বাবধানে দলীয় সফরসূচির রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূত্রে ত্রুটি অতীব নিন্দনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা ঘটে। প্রধান মন্ত্রীর দর্শনার্কাঙ্খীদের উপর কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশের লাঠি চালনা কেবল দুঃখজনকই নয়—একান্ত নিন্দনীয় ঘটনা। রাষ্ট্রপতির শাসনের সূক্ষ্ম আইনের বিচারে কর্ত্তব্যচ্যুত যে পুলিশী বিধি লঙ্ঘিত হোক না কেন লাঠি চালনার মত কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি। এই অন্যায় ও অবাঞ্ছিত হঠকারিতার ফলে প্রধান মন্ত্রীর শুভেচ্ছা প্রণোদিত সফরসূচির উপর কালিমা লিপ্ত হয়েছে।—আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হোল জেলাবাসীর পক্ষে চরম লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। প্রধান মন্ত্রী একজন বিশেষ সম্মানিতা মহিলা। –জেলাবাসীর আমন্ত্রণে জেলার স্বার্থে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তাঁর প্রতি উচিৎ সম্মান, সৌজন্য ও মর্য্যাদা প্রদর্শন—জেলা-বাসীর অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ত্তব্যের লঙ্ঘিকার ও পোলীস ক্রটি ঘটে কয়েকটি অর্ব্বাচীন ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের কাপুরুষের মত ইষ্টক বর্ষণের দ্বারা।

পুরুলিয়ার স্বাধীকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ধরণের সন্ত্রাস্তর ও কাপুরুষোচিত ঘটনা কখনও ঘটেনি। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি কয়েকটি কাপুরুষের এই অসম্মান ও অসৌজন্য প্রদর্শনের জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণিত।

অ, চ,

—·—

শ্রীনীরোদ কুমার রায়ের পরলোক গমনে

পুরুলিয়ার একজন কৃতি সন্তান, মনীষী শ্রীনীরদ কুমার রায় ঁাঁচিতে নিজ বাসভবনে বিগত ১৯ই জুন ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পুরুলিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গত অঘোর চন্দ্র রায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। কর্ম্মব্যপদেশে সুদীর্ঘকাল ঁাঁচিতে ছিলেন। ঁাঁচির সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। হিন্দু প্রতাগার, সেবা সমিতি প্রভৃতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য ও পরিষদের ঁাঁচি শাখার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। ঁাঁচিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রায়শঃই ভারতের বহু গুণী, জ্ঞানী, মনীষীদের সমাবেশের আয়োজনে ইনি প্রথম সারির নেতৃত্বে থাকিতেন। ঁাঁচির বহু সমাজ-সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। আজন্মবান, সেবাব্রতী, উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বর্ণাঢ্যপ্রাণ মানুষ তিনি সারাজীবন শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শনাদি অধ্যয়নে তন্ময় থাকিতেন। সুপণ্ডিত সাহিত্যসেবী হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন।

৯ঠা শ্রাবন ১২৯২ সালে, রবিবার ঁাঁচিতেই জন্ম হয়। ঁাঁচিতে জন্ম হইলেও অধ্যয়নকাল পুরুলিয়াতেই কাটে। ইহার অগ্রজ স্বর্গত প্রমোদ কুমার রায় ও পরবর্তী দুই ভাই স্বর্গত ক্ষীরোদ কুমার রায় ও শ্রীসুবোধ কুমার রায়। স্বর্গত অতুল চন্দ্র ঘোষ ইহার ভগিনীপতি ছিলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মানভূমের সৌরব সঙ্গীতগুরু স্বর্গত পশুপতি ভাদ্র এবং স্বর্গত সাধক স্বামী ভগানন্দজী ইহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সঙ্গীতের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুধারাণী এবং অগণিত আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও লোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

—·—

প্রধান মন্ত্রীর আগমনে সহরে লাঠী চার্জ্জের বিষয়ে লোক সেবক সংঘের বিবৃতি

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ত্রুটিপূর্ণ পীত্তিত অকল দেখতে আসার নামে যে যন্ত্রণার এই জেলায় ছিলেন—সেই যন্ত্রণাকর মধ্যেই যে সব বিবিধ অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে—তার মধ্যে সাঁচিই চাইলে প্রধান মন্ত্রীকে দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের ওপর লাঠি চার্জ্জের ঘটনা সবচেয়ে দুঃখজনক। শ্রীমতী গান্ধী এই সব সম্বন্ধে মন্তব্যটুকু ছাড়া কিছু বলবেন—বলেছেনও। সেজন্য তিনি তাদের ভেতরে আসতে বলেছেন—এই ধারণার উদ্ভব জনতা ভেতরে আসবার জন্য ঠেলাঠেলি করে। লাঠি চার্জ্জ না ক'রে তাদের আসতে বাধা দিলেই তারা ক্ষান্ত হোত। কারণ এ অবস্থা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তা না ক'রে কেন্দ্রীয় পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ্জ ক'রে এবং বহু লোককে সজীবে জখম করায় ঘটনাটি এক ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে।

এর জন্য পুলিশ বাহিনীর ওপর যুবই নিন্দার ঘোগ্য। কিন্তু এই ঘটনার জন্য এই একমাত্র পুলিশ বাহিনীই দায়ী নয়। কারণ সেখিন ঐখানে বহু কর্ত্তব্যরত কোনো পরিচয় ছিল না। কিভাবে কি কর্ত্তব্যাদিকা অনুসৃত হবে—কে কিভাবে কার পরিচালনা করবেন—এই কোন কথার শৃঙ্খলার পরিচয় বা কর্ত্তব্য পরিচালনার হাইরিয়ার্কী ছিল না। এই ব্যাপারের জন্য পালন করার কোন্ স্তরের কোন বিভাগ দায়ী তা' জানি না। কিন্তু এর অপরের সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপর গিয়ে পড়েছে।

এই অবস্থার জন্য অপ্রশাসনিক ব্যক্তি যাঁরা সভাবে দায়ী তাঁরা তাড়াতাড়ি একটি বিবৃতি দিয়ে নিজেদের দোষ চাকবার চেষ্টা করেছেন। হাতোর নব কংগ্রেসের সম্পাদক ও সম্পর্কে বিবৃতি দিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিসের ওপর দোষারোপ করেছেন। কিন্তু দেখিন দুলতঃ যে সমস্তির শৃঙ্খলা ও অবাবস্থার জন্য এই লাঠি চার্জের ঘটনা ঘটে—তার জন্য পাঞ্চ-বক্তের নব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কম দায়ী নন। শ্রীমতী গান্ধীর সফরসূচির সমস্ত ব্যাপার যে একটোটা তাঁদের নেতৃত্বাধীনের ব্যাপার—এটা বেথাতে গিয়ে তাঁরা দেখিন প্রশাসনকে যেভাবে কোন ঠাস্ দেখে নিপুঙ্খার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন—তাও সবিশেষ নিন্দনীয়। এঁদের আবিশ্যকের কাছে দেখিন রাজ্যপালও নগণ্য হয়ে গেছলেন। এই অবস্থায় ঐ নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল—শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ পরিচালনা করা। আবিশ্যক ছিল কিন্তু সেই নেতৃত্ব ও যোগ্যতার পরিচয় তাঁদের ছিল না। ফলে এই সব বিশৃঙ্খলা ঘটছে। তাঁদের নেতৃত্বের পরিচয় থাকলে ঐ লাঠি চার্জ্জ হবার পরিস্থিতি ঘটত না। সেজন্য তাঁরাও আজ দায়ী।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়ায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঝটিকা সফরে ঝাঁলিদা ও পুরুলিয়া পরিদর্শন

বিভিন্ন স্থানে সম্বর্দ্ধনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন

গত ১২শে জুন পুরুলিয়া ঐকুড়ার খরা অকল পরিদর্শনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া আসেন। তাঁরা থেকে মোটরযোগে পুরুলিয়া জেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সকাল প্রায় ৮-৩০ মিঃ এর সময় তিনি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানাস্থিত তুলিন গ্রামে এসে পৌঁছান। ঁাঁচী থেকে পুরুলিয়া আসার পথে পশ্চিমবঙ্গের নব-কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটীর সভাপতি শ্রীবিজয় সিং নাহার ও সম্পাদক শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ সঙ্গে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর তুলিনে প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে সভাপতি শ্রীনিত্যানন্দ শঙ্কর রায়, ডাঃ অমরেন্দ্র আহেদির প্রমুখ নবকংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও তুলিনে উপস্থিত ছিলেন। লোক-সভার সদস্য শ্রীনরহরি মাহাতো, জেলা শাসক, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট; মাজিষ্ট্রালের উপরেরা; কলিকাতার ও স্থানীয় সাংবাদিকরা এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মকর্তারাও অনেকে তুলিনে উপস্থিত ছিলেন।

তুলিন থেকে ঝালদা পর্য্যন্ত ছয় মাইল পথে স্থানে স্থানে তোরণ নির্ম্মিত হয় এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ ভাবে সহস্র সহস্র নরনারী প্রধান মন্ত্রীর দর্শন আকাঙ্খায় দণ্ডায়মান থাকেন। অনেক স্থানে প্রধান মন্ত্রীকে মাল্যদান করাও হয়।

ঝালদা

ঝালদায় সভাভাষা বিদ্যানীঠে প্রধান মন্ত্রীর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয় এবং সরকারী কার্য্যসূচি অনুসারে লোকসভার সদস্যদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার ও আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করার কথা। প্রধান মন্ত্রী ঝালিদা সভাভাষা বিদ্যানীঠের নিকট পৌঁছলে উৎসব সভায় তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করে। কংগ্রেস কর্মীরা "ইন্দিরা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি দিতে থাকে এবং ি-নি আই, এস-ইউ-সি, কংগ্রেসাই ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী সমর্থকগণ পুলিয়াকে ধরা অকল ঘোষণা ; জি-আর এর সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কিত ধ্বনি দিতে থাকে।

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

সভাভাষা বিদ্যানীঠের প্রাঙ্গণ প্রান্তরে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান মন্ত্রীর পৌঁছবার পূর্ব্ব থেকেই এই স্থল প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ জনসমাবেশ হয়। স্থলের ছাত্রছাত্রী ব্যতীত বহু শিক্ষক ও কর্ম্মচারী এবং পুলিয়া জেলা কংগ্রেস (শাসক) কমিটির সভাপতি শ্রীবেজেন্দ্র নাথ মাহাত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন: পুলিয়ায় আগমনের নিকট আগবার সুযোগ লাভ করায় আমি খুবই আনন্দিত। গত বৎসর খরার ফলে এই জেলার লোকেদের নানা প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তা'ন আমি আপনাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখবার জন্য এসেছি 'ইতোগং এই সব দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং বিশেষ কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পুলিয়া জেলা খুবই দরিদ্র জানি—আর এই অনুরত জেলার জনগণও খুবই তীব্র। সুখের কথা, এই বৎসর ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় কিছু কিছু বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়ার দুঃখ দারিদ্র্য দূর করতে হলে এই জেলার জন্য স্থায়ী ও ব্যাপক কার্য্যক্রম দরকার। সুতরাং এই জেলার লোক যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে তার জন্য আমার সরকার এই জেলার জন্য স্থায়ী ও বিজ্ঞান সম্মত কার্য্যক্রম গ্রহণ করবে।"

প্রধান মন্ত্রী তাঁর ভাষণ হিন্দীতে দেন এবং শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ বাংলায় তর্জ্জমা করে শোনান। প্রধান মন্ত্রীর ভাষণের সময় সভাস্থলে বামপন্থী বিক্ষোভকারীরা তাঁদের বিক্ষোভসূচক ধ্বনি দিতে থাকেন —ফলে প্রধান মন্ত্রীর কথা শোনা যায় নি—তাঁর বক্তব্য তার বাংলা তর্জ্জমা থেকে ভাষণের সারমর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়।

সভাভাষা বিদ্যানীঠের অনুষ্ঠানের পর সাঁচীতে ওঁার সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রীর নিকট স্মারক লিপি পেশ করা হয়। স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী প্রধান মন্ত্রীকে কিছু টাকার তোড়া প্রদান করেন।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের অনুষ্ঠান

স্থানীয় হাট বাগানে কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই অনুষ্ঠানেও প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। কিন্তু সংগ্র সভা মণ্ডপে হৈ-হট্টগোলের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর হিন্দী ভাষণ বা তাঁর বাংলা তর্জ্জমার কিছু বিশেষ শোনা যায় নি।

রেডক্রশের অনুষ্ঠান

ভারতীয় রেডক্রশের পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে ঝালিদায় শিশু উদ্যান প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সিদ্ধ হস্তে এক হৃদয়ে হৃদয় রসদীকে গান্ধী বিতরণ করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী গান্ধী সরবনদে পুরুলিয়া অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে কোটশিলা, জয়পুর, সিন্দ্রী-চাং মোড়, ভিমরিডা (শিমুলতলা), আয়মতী, বলরুকী (শাবু আশ্রম), চাকড়া, রাগদা, বৈশিক স্কুল প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষমান জনতা প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও মাল্যদান করে। কয়েকটি স্থানে প্রধান মন্ত্রীর জন্য তোরণও নির্ম্মিত হয়। প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বত্র খোলা গাড়ীর মধ্যে দাঁড়িয়ে জোড়হস্তে জনতার সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করেন।

গড়জয়পুর গ্রামে ঁাঁচী রোডের উত্তর পার্শ্বে শতশত নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং এই জনতার পুরোভাগে জয়পুর গ্রামের অনাথার ভিত্তি পরিবারগণ ও অনাথাদের যুক্ত ব্যক্তিদের পুত্র কন্যা ও অন্যান্য পরিবারবর্গকেও ধারা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রধান মন্ত্রীকে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

সিন্দ্রী-চাং মোড়ের বিপুল জনতা প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। পার্শ্ব-বর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু সংখ্যক নরনারী প্রধান মন্ত্রীকে দর্শনের জন্য এইখানে সমবেত হন। কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী পতাকা নিয়ে "ইন্দিরা গান্ধী কি জয়" প্রভৃতি ধ্বনি দেয়।

আইমতী গ্রামে আর্ত্ত সেবা সংঘ পরিচালিত লরেণ্যালার নিকট শতশত বুভুক্ষু নরনারী ও শিশু খরা রাটি হাতে নিয়ে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। লরেণ্যালার আর্থাগী গ্রহণের জন্য দুঃস্থ নরনারীরা এই সময় সমবেত হয়েছিল। এছাড়াও আইমতী ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের বহু নরনারী প্রধান মন্ত্রীকে দর্শনের আশায় সমবেত হন।

লাগদা গ্রামেও সহস্রাধিক নরনারী প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। দৈনিক স্কুলের সমুখে এই স্কুলের ছাত্র ও অন্যান্য কর্ম্মীদের আন্তরিক স্বাগত ও অনুরাগী ব্যক্তিরা প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বহুক শত দুঃস্থ নরনারী জি-আরের দাবীতে বিক্ষোভ জানায়।

প্রধান মন্ত্রীর পরিদর্শনের সূত্রে এই ঁাঁ ঁাঁচী রোড থেকে বরড়া এবং ঁাঁচী রোড থেকে বেলডুকি—এই দুটি রাস্তার টেস্ট রিলিফ কাজের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া ত্যাগ

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া সফর শেষ করে ঁাঁচী রোড থেকে বরড়া বিমান অবতরণ ক্ষেত্র বেলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার যোগে পাটনার অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর এবং রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রী এ, ঘোষও একই হেলিকপ্টারযোগে যাত্রা করেন।

বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সরকারী অফিসার ও বেসরকারী ব্যক্তি ছাড়াও সহস্রাধিক গ্রামবাসী প্রধান মন্ত্রীকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে।

প্রধান মন্ত্রী পাটনা থেকে মোটর যোগে বাঁ কুড়া পরিদর্শন করেন।

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চতুর্থ কিস্তি)

(১)

আজন এবার আমরা ১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা দেখি।

এই নির্বাচনের মুহূর্তে পরিস্থিতিটা একবার স্মরণ করা যাক। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে অধনও রক্তিমুখের মতোই চলছিল। চৌদ্দটি প্রাদেশের অভ্যন্তরে সংগঠন ও ক্ষমতার জন্য আওতন্তেদী যড়যন্ত্র ও কুটচালাদি কার পক্ষে ও বিপক্ষে কেমনভাবে চলছিল সেটার সমন্ধে সংবাদসাত্রাদি ও লোকমুখের গল্প ছাড়া কোন বিশেষ-ভাবে নির্ভরযোগ্য বিবরণাদি না থাকায় তার যতি ও মাত্রার দিকে গেলাম না। তবে এটা ঠিক যে একটা বিভেদ ও বিচ্ছেদ এবং অতুল্য বাবুর বিরুদ্ধে একটা মৃদু আক্রোশ প্রকাশ হতে চাইছিল। সেগুলি ঠিক পশ্চিম বাংলার জনমনের স্বার্থে নয়—ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা একই গোষ্ঠীর একচেটিয়া থাকার জন্য বক্তিত্বদের ক্ষোভের আন্দোলন।

শ্রীঅজয় মুখার্জি তাঁর বিধান রায় মন্ত্রীসভার ও পরে শ্রীপ্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার মন্ত্রী ছিলেন। কামরাজের ফরমুলায় তিনি মন্ত্রীপদ ছেড়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

অতুল্য চক্রের সঙ্গে তার বিরোধ কিছু দিন পরেই অনমন্মক প্রকাশিত হয় এবং তার গতি ক্রমশই আশোবের সম্ভাবনার বাহিরে চলে যেতে থাকে। তিনি অতুল্যবাবু ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অধিকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে চাকলাকর দুর্নীতির অভিযোগসমূহ অনমন্মকে প্রকাশ করতে থাকেন। এর প্রতিক্রিয়ের প্রচেষ্টা ও অন্তাত ব্যাপার এক পৃথক বিস্তৃত ইতিহাস। মোটামুটি এই কথাই বলা যেতে পারে যে কংগ্রেসের চক্রব্যূহ ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হল এবং অতুল্য-প্রফুল্ল দুর্নীতি চক্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান শুরু করে দিলেন। অনেক কংগ্রেস কর্ম্মী ও কিছু কিছু অতুল্য বিরোধী কংগ্রেসের উচ্চ স্থানীয় ব্যক্তি প্রকাশ্যে তাঁর সঙ্গে না এলেও তাঁদের সমর্থন তিনি পেতে লাগলেন। সাধারণভাবে বাংলা দেশ তাঁর এই গতিকে স্বাগত জানালো।

এর পরে তিনি সমগ্রভাবে কংগ্রেস ছেড়ে 'বাংলা কংগ্রেস' বলে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের কিছু পূর্ব্বে।

এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর একটি শব্দধ্বনি শোনা গেল। অনাব হুমায়ুন কবীর প্রথম থেকেই কোনমন্ত্রায় কংগ্রেসী মনস্ক ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রমণ্ডলে অনেক দিন থেকেই প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। অতুল্য বাবুর বিরোধীতায় চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁর কংগ্রেস মনোনয়ন পাবার কোন সম্ভাবনাই যখন রইলো না—মন্ত্রীত্ব তো দূরের কথা তখন তিনি কংগ্রেসের বিরোধী প্রার্থীত্বেশেই সংগ্রাম করা স্থির করলেন।

পুনরাবৃত্তি করেও আমি বলছি যে আমি বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না। অনাব হুমায়ুন কবীর অন্তর বাবুদের পক্ষে এক সঙ্গেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারের ও নির্ব্বাচনী সংগঠনে ও সংস্থাপনে যোগদান করেন। অন্তরাবু ও হুমায়ুন কবিরের যোগাযোগে কংগ্রেসের বিরোধী পরিস্থিতিকে শক্তি দিয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের আয়ত্তক অপরাধে তার যে শক্তিসঞ্চয় অবধারিত হতে তাকে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে এই নূতন বিরোধী শক্তির উদ্যোগ তাকে ব্যাহত করার পথে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে দেখা দিল।

এই নির্ব্বাচনের বেশ কিছুদিন পূর্ব্বেই কমিউনিষ্ট পার্টি দুই ভাগে ভ গ হয়ে দুটি যুদ্ধমান পার্টিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় হয়েছে। তবের আমিন, সংগঠন, বিধান মণ্ডলী ও সংসদ সমস্ত স্তোষ্ঠি সমস্ত ইউই পৃথক পৃথক সত্তায় স্থিত হয়ে গেছে। এবং এই বিভক্ত দুই পার্টির মধ্যে বাম কমিউনিষ্টরা বাংলা দেশে শক্তি ও সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রূপে পরিগণিত হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি বিষয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে—পুরুলিয়ার লোক সেবক সংঘ সমন্ধে।

এই সংগঠনটির অঙ্গ বাংলা দেশে বহুবা বিস্তৃত নয়—পুরুলিয়া জেলাতেই সীমাবদ্ধ।

১৯৪৩ সনের ১৭ই নভেম্বর বিহারে অবস্থিত পুরুলিয়া তথা মানভূম জেলার একটা বৃহৎ অংশ আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং পুরোবর্ত্তী ছিল লোক সেবক সংঘ। এই সংগ্রাম ছিল তাদের মৌলিক অধিকারের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। দ্বিধা-ভাবী বিহারে এই সংগঠনকে একক ঐ জেলার মধ্যেই সংগঠন ও ঐ জেলা থেকেই সংগ্রাম করতে হয়েছে।

এইভাবে পুরুলিয়া বাংলা দেশে আসাতে লোক সেবক সংঘের সংগঠন কিন্তার সীমার মধ্যেই থাকে। বাংলা দেশের বিস্তৃত ক্ষেত্রে অন্তান্ত এই সংগঠনের কর্ম্ম ক্ষেত্র ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনেকের পরিমন বৃদ্ধির যে অবকাশ বহু দিন থেকে ছিল, লোক সেবক সংঘের পক্ষে তা প্রযোজ্য হতে পারে নি। লোক সেবক সংঘের সংগঠন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা জিলার সীমাবদ্ধ থাকলেও—এই সংঘ রেশনাধীন বে মরান গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে এবং গণসংহতি ও সত্যাগ্রহের যে পন্থা জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে আসছে তার প্রভাব ভারতের বহু ক্ষেত্রে সচকৃত হয়ে এসেছে। বাংলার অন্তর্ভুক্ত হবার কি সংগ্রামের ক্ষেত্রে কি গঠনমূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই সংঘের সক্রিয় ও নৈতিক গুরুত্বের কার্য্যকরী প্রভাব জিলার সীমা অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলার বিস্তারিত ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত ও অনুসৃত হয়েছে।

১৯৬৭ সনে চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী ও প্রগতিশীল ঘনগুলি যুক্ত হয়ে যাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার জন্ত বহু চেষ্টাই হয়েছিল। যে চেষ্টাতে লোক সেবক সংঘের যে ভূমিকা ছিল তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও যুক্ত হয়ে সংগ্রাম হল না। ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট সংক্ষেপে ইউ, এল, এফ এক বাম কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কেন্দ্র করে একটা জোট হল। সেই জোটে ছিল সি, পি, এম; আর, এস, পি; এস, ইউ, সি; এস, এস, পি; ওয়ার্কার্স পার্টি, আর, সি, পি, আই; মাজিই ক ব্লক।

আর দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টিকে কেন্দ্র করে যে জোট হল তার নাম হল সিপফ্ রু ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট সংক্ষেপে সি. ইউ, এল, এফ। এই জোটে ছইল সি, পি, আই; ফ: ব্লক; বাংলা কংগ্রেস; বঙ্গসেবক পার্টি।

(ক্রমশঃ)

বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন

রক্ষণশীল দলের অপ্রত্যাশিত জয়

বৃটেনের সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচনে শাসনে অধিষ্ঠিত শ্রমিকদলকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করে রক্ষণশীল দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জ্জন দ্বারা জয়লাভ করেছে। রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ এডওয়ার্ড হীথ রাণী এলিজাবেথ দ্বারা মন্ত্রী সভা গঠনে আমন্ত্রিত হয়ে নতুন মন্ত্রীসভাও গঠন করেছেন।

বৃটেনের ৬৩০ আসন বিশিষ্ট পার্লিয়ামেণ্টের নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল—৩৩০ আসন; শ্রমিক দল—২৮৮ আসন এবং উদার নৈতিক দল—৬টি আসন লাভ করেছেন। বাকী ৬টি আসন বিভিন্ন নির্দ্দলীয় প্রার্থীরা অর্জ্জন করেছেন।

বৃটেনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করায় বৃটেনে প্রতিক্রিয়া পন্থী শক্তি ওলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন—আবার অনেক মহল মনে করছেন যে রক্ষণশীল সরকার বিগত শ্রমিক দল সরকারের পাকিস্তানকে সমর্থন করার নীতি পরিত্যাগ করে ভারতের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবেন।

———

প্রধান মন্ত্রীকে প্রদত্ত লোকসেবক সংঘের স্মারকলিপি

জেলার ত্রাণ ও অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন ব্যবস্থার রূপরেখা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শন সূত্রে স্থানীয় সাংবাদিক হাউসে সাক্ষাৎকার ও আলোচনাকালে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে শ্রীবিভূতি গুহ দাসগুপ্ত এক স্মারকলিপি প্রধান মন্ত্রীর নিকট পেশ করেন। নিম্নে স্মারক লিপির সারাংশ প্রদান করা হোল।

প্রস্তাবনা : স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই জেলার অর্থ-নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্ত রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পরিকল্পনা বা কার্য্যসূচি গ্রহণ করেন নি। এই জেলা বরং সুপরিকল্পিত-ভাবে শোষিত, নিপীড়িত ও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। বিহার আমলে বিহারী মাড়োয়ারীদের হাতেই জেলাবাসীর উপর অত্যাচার নিপীড়ন ও নির্য্যাতন চালানো হয় এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল তথ্যের ভিত্তিতে এই জেলাকে খাদ্য উৎপাদনে "উদ্বৃত্ত জেলা" বলে সরকারী ঘোষণা করা হয়। তাঁদের বিহার সরকারের চক্রান্তে ও কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজসে রাজ্য পুনর্গঠনের নামে মা-তুম জেলাকে চার খণ্ড করে একটি খণ্ড "পুরুলিয়া জেলা" নামে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর ফলে উপেক্ষিত ও অনগ্রসর পুরুলিয়া জেলার অর্থ-নৈতিক কাঠামো আরও নিষ্পিষ্ট ও সংকটাপন্ন করে তোলা হয়। বন জঙ্গলও বেপরোয়া ভাবে ধ্বংস করা হয়।

এইসব কারণে ফলে পুরুলিয়া জেলার জীবনে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার নিত্য সহচর হয়েছে—চাষীদের অভাব ও দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই—বেকারী ভয়ন অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে—জীবন ধারণ করাই জেলার জন-সাধারণের সঙ্কে নিরন্তর সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে।

১৯৬৭ ও ১৯৭০ : ১৯৬৭ সালে, নিম্নরূপ খরার কবল, যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়—তার মোকাবিলায় তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার ঐতিহাসিক ভ্রাণকার্য্যের অবলম্বন করেন। ঐক্রম ব্যাপক ও বিপুল আকারে ত্রাণ-কার্য্যের নজির ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নি। অনাহার মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে রোধ হয় এবং অভাবের তাড়নায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ-মূলক কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ত্রাণ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় —তা দেশের লোক সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করে।

১৯৬৭ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমান ত্রাণ কার্য্যের জন্ত না আছে অর্থ, না কোনও পরিকল্পনা বা কর্ম্ম-ব্যবস্থা। সামান্ত যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে—তার সদ্ব্যবহারের কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা দ্বারা নেই। ত্রাণকার্য্যে অতি নগ্ন ও বেপরোয়াভাবে দুর্নীতিবাজি চলছে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে অভিযোগ ও তদন্তের দাবী এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের সংগঠিত প্রচেষ্টা কর্তৃপক্ষের কোনও মনোভাব নেই—এমন কি খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী-গুলিও আহ্বান করা হচ্ছে না।

ব্যাপক ও বিপুল-আকারে ত্রাণকার্য্য প্রয়োজন কেন?—বর্ত্তমানে টেষ্ট রিলিফ, খয়রাতী সাহায্য ও ঋণদানের যে ব্যবস্থা দ্বারা রয়েছে—প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্ত। আর কিছুদিন বাদে—ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে—দুর্ভিক্ষের জ্বালা অতি তীব্র রূপে অনুভূত হবে। চাষের কাজে এই জেলায় মাত্র ৪৫ দিন কাজ চলবে। তারপরেই আবার কাজ ও খাদ্যের অভাব অতি উগ্ররূপে দেখা দেবে। তখন বহু সংখ্যক টেষ্ট রিলীফ স্কীম প্রয়োজন হবে। এই জেলার বহুসংখ্যক কৃষি ব্যবিজীবী ও পশু নবনারী-দের জন্ত ব্যাপক হারে খয়রাতী সাহায্য ব্যবস্থাও করতে হবে। এই বৎসরের খরিফ চাষও বিশেষ আশাপ্রদ হবে না—তাঁরও সরকার চাষীদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারছে না।

অবিলম্বে যে সব ত্রাণকার্য্য গ্রহণ প্রয়োজন

১। টেষ্ট রিলীফ স্কীম : জেলার নয় লক্ষ দুঃস্থ ও বেকার নরনারীর কর্ম্ম সংস্থানের জন্ত প্রতি অঞ্চলে ৪টি হিসাবে টেষ্ট রিলীফ স্কীম চালু করা দরকার। অর্থাৎ মোট ৬০০ স্কীম চালু করতে হবে এবং প্রতি স্কীমে ৫০০০৲ টাকা ব্যয়ের হিসাবে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হবে। ভাদ্র থেকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই স্কীম চালাতে হবে।

২। খয়রাতী সাহায্য : বহু কষ্টে খয়রাতী সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ৫ জন পর্য্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিন মাসের জন্ত শতকরা ২০ জন পর্য্যন্ত করতে হবে যাতে ৩ লক্ষ ২০ হাজার লোক খয়রাতী সাহায্য পেতে পারে এবং এই খাতে লাভ ৭৪ লক্ষ বরাদ্দ করতে হবে।

৩। লঙ্গরখানা : এই জেলায় লঙ্গরখানা খোলা একান্তভাবে প্রয়োজন। আমরা ৩০০ লঙ্গরখানার প্রস্তাব করি। তবে শতকরা ২০ জন পর্য্যন্ত খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হলে এই জেলার প্রতি ব্লকে ২টি হিসাবে ৬০টি লঙ্গরখানা খুললেই চলবে। এইরূপ প্রতি লঙ্গরখানায় ৫০০ লোককে তিন মাস আহার দিতে হবে এবং এই খাতে আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

অবশ্য আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে প্রতি অঞ্চলে ২টি হিসাবে ৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হোক এবং এই খাতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে।

৪। কৃষি ঋণ : ব্যাপক হারে কৃষি ঋণ দিতে হবে এবং এই জেলার প্রায় ২ লক্ষ কৃষক পরিবারকে পরিবার পিছু ১০০ টাকা হিসাবে প্রায় ২ কোটী টাকা ঋণ দিতে হবে।

৫। বিবিধ ত্রাণ ব্যবস্থা : এছাড়া বিস্তির কুটীর শিল্পীদের বৃত্তি ঋণ; নষ্ট মূল্যের ভোজনবাসন (গৌণ ক্যাটল); প্রভৃতি বিবিধ ত্রাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সর্ব্ব সাকুল্যে এই জেলার ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদির জন্ত প্রায় ৩ কোটী৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে এবং এই ব্যয়ের দ্বারা অবশ্য জেলার স্থায়ী কোনও উন্নতি হবে না।

জেলার স্থায়ী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদির রূপরেখা

জেলা থেকে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার চিরকালের মত দূর করতে হলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন, বিশেষ করে অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধনের বিশেষ কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আর যে কোনও উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচিতে সেচ ব্যবস্থাকে পূর্ব অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাই প্রধানতম কর্ম্মসূচি : সেচ সমস্যার সমাধান করা হলে কৃষির প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই হবে এবং কৃষকের দুঃখ দুর্দশা বহুলাংশে লাঘব হতে থাকবে। এই জেলার পূর্ব্ব সেচ প্রকল্পাদি রূপায়নে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু মাত্র একটি জেলার জন্ত এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ সম্ভব নয়; তাছাড়া এক সঙ্গে ঐ বিরাট পরিমাণ অর্থের কাজ হাতায়ত করাও সম্ভব নয়। সুতরাং সেচ ব্যবস্থাদি বাবদ বর্ত্তমানে ৫ কোটী টাকা বরাদ্দের দাবী জানানো হচ্ছে এবং তিন বৎসরের মধ্যে এই সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ন করতে হবে।

২। কৃষি উপনগরী : পুরুলিয়া জেলার সাধারণতঃ ৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় এবং আরও প্রায় আড়াই লক্ষ একর কৃষিযোগ্য পতিত জমিতে চাষ করা সম্ভব। সুতরাং এই সব জমিতে কৃষিকার্য্যের জন্ত সরকারকে অগ্রণী হতে হবে। সরকারী ব্যবস্থাধীনে জেলার ১০০ কৃষি উপনগরী স্থাপিত হোক এবং প্রত্যেক কৃষি উপনগরীর অধীনে ১০০ একর জমি থাকবে এ ঐ জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ; উন্নত সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধাদির ব্যবহার, প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে খাদ্য মজুত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেকটি উপনগরীর জন্ত কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় করে। এই কৃষি উপনগরীগুলি আদর্শ কৃষিকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে হবে এবং ৫।৭ বৎসরের পর এগুলি সমস্ত কৃষি ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতে পারবে।

অন্যান্য কৃষিকার্য্য

১। ব্যাপক বাগান চাষ : (২) আখের চাষ

৩। বাদামের চাষ (৪) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান

৫। কাশফ শিল্পের জন্ত ইউক্যালিপ্টাস ও সাবুই ঘাসের চাষ,

৬। পশু পালন (৭) মৎস্য চাষ এবং (৮) ডেয়ারী।

এই সকল পরিকল্পনা রূপায়নের জন্ত ১ কোটী টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজ্য সংবাদ

শ্রীপুর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী সি-পি-এম, এস-এস-পি ও পুলিশ সুপারের নিষ্ক্রিয়তা

—ঘোষ তদন্ত কমিটি

গত ২০শে মে থেকে ২রা জুন (১৯৭১) পর্যন্ত শ্রীপুর কলা অঞ্চলে পৈশাচিক নরহত্যা সম্পর্কে ঘোষ তদন্ত কমিটির তদন্ত শেষ হয়েছে। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীহরিপ্রিয় ঘোষ তাঁর ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টে সি-পি-আই (এম) এবং এস-এস-পি এই দুই বিরুদ্ধমান দলকে এবং বর্দ্ধমানের পুলিস সুপারের নিষ্ক্রিয়তাকে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সি পি-এম, ও এস, এস, পি, উভয় দলই নাম্বতি করে নরহত্যার জন্য দায়ী। একটি মৃতদেহ উভয় দলই নিজেদের বলে দাবী করেছে। মৃতের জোড়ে আবিষ্কৃত চাবটি মৃত দেহকে রিপোর্টে সি-পি-এমের হত্যাকাণ্ডের ফল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ছেলেগুলি নাবালক বলে থেকে তোলা হয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল, সি-পি-এমের সমর্থক সাক্ষীদের এই কথা তদন্ত কমিটি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কমিটি এ্যাবানাস হোমোসিস ল্যাবরেটরীর বিশ্লেষ এবং এস-এস-পি-কর্মী জুথমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সি-পি-এমের "মহানের দেশবেটারী" বলে কথিত উঠতি নেতা যখের জোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে চার জনকে খুব কথান ও করব দেওয়ান। মহানের ও তাঁর সঙ্গী "সিংহাসন" ফেরার হয়েছেন।

মাঠী বাজারে তের নম্বর ঘটাটিকে রিপোর্টে "টর্চার হাউস" বা "নির্যাতন-ঘর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সি-পি-এমের লোকেরা বিরোধীদের এখানে আটক রেখে অত্যাচার চালাত। এস-এস পির জুথমের অপহরণ করে এখানে আটক করা হয়। পরে আরেক জন এস-এস-পি কর্মীদের তাকে চোখ বেঁধে যখের জোড়ে আনা হয়। তাকের সামনে করে দোঁড়া হয় এবং উত্তরকে এরই করে চলা হলো হবে জানান হয়। জুথম কোন রকমে পালিয়ে আসে এবং পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। অপর ব্যক্তির গলিত মৃতদেহ করব থেকে উদ্ধার করা হয়।

রিপোর্ট প্রকাশ, ১২৬৯ এর ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত কথাবার্তা অঞ্চলে এস-এস-পি একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এই পার্টি সদস্য পদের জন্য এককালীন চার টাকা ও সদ্যাহে এক টাকা হারে চাঁদা আদায় করতেন। কথাবার্তার মার্কিন গম পার্টা ইউনিয়ন গড়ার জন্যে সি-পি-এম দলকে ডেকে আনেন। ১৩ই অক্টোবর এস-এস-পি ও সি-পি-এম সংঘর্ষ হয়। বর্দ্ধমানের এ-এস পি একতরফা ১১৮ জন এস-এস-পি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারযোগ্য হলেও সি-পি-এমের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। বর্দ্ধমানের জেলাশাসক শ্রীতরুণ রত এই একতরফা গ্রেপ্তারে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

১৪ই অক্টোবর পুলিশ সুপার ২০০ পুলিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীপুরের সুর্দনাট, গুরুহাট, হাজাহাজারা দেখেছেন। সাধারণ পুলিশ বাহিনী সুপারের নির্দেশ বাবরার চেয়েও শান নি। সুপার কোলকাতার আই-জিকে ট্রাঙ্ক কল করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। ট্রাঙ্ক যোগাযোগ পাওয়া যায় নি।

১৩ই ও ১৪ই অক্টোবরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খনি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরে যে পুলিশ সি-পি-এমকে কিছু করবে না। এই ধারণার ফলেই সি-পি-এম সংগঠন কেঁপে ওঠে এবং এস-এস-পিকে ভাঙে পড়ে। সি-পি-এম, এস-এস-পির ভাঙের চাঁদা আদায় করেছেন। মার্কিন পক্ষও সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফ্রন্ট সরকারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এস-এস-পির সংগঠন আবার বেড়েছে, আবার টাকা আদায় হচ্ছে এবং মার্কিন পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট আমলে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধাগুলি কেড়ে নিয়েছেন।

অতঃ কমিটি, শ্রীপুর অঞ্চলে রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত শান্তি-কমিটি গঠনের ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ মোতায়েনের প্রয়োজন আছে বলে মন্তব্য করেছেন।

—•—

পুরুলিয়ার খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ

অখাদ্য ও দূষিত পানীয়ই রোগ সংক্রমণের কারণ

পুরুলিয়া জেলায় দুর্ভিক্ষের অনিবার্য্য ছায়া নেমে এসেছে। অভাবের তাড়নায় লোকে নানা প্রকার অখাদ্য কুখাদ্য খেতে শুরু করেছে—আর তার ফলের উপর হানা দিয়েছে কলেরার মত প্রাণঘাতক অসংখ্য নরনারী পুরুলিয়ার বোগেরা ও খোলা জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সবের অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ মহামারী-রূপে কলেরা দেখা দিয়েছে এবং বহু লোক কলেরার আক্রান্ত হয়েছে ও অনেকের প্রাণহানী ঘটেছে।

এই পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে হুড়া থানার ঘইী-নিডিহা গ্রামে বহু লোক দূষিত পানীয় জল ও কুখাদ্য গ্রহণের ফল কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং ৩ জন রোগী কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই গ্রামে কলেরা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ট্যাংক করে পুরুলিয়া থেকে পানীয় জল সরবরাহ শুরু করা হয়।

টাটুয়াড়া—

ঝালদা ২ নং ব্লকের টাটুয়াড়া গ্রামেরও বহু লোক কলেরা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ৩ জন কলেরা রোগে মারা যায়। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামেও কলেরা রোগের প্রসারের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বারবেন্দ্যা—

জয়পুর ব্লকের বারবেন্দ্যা গ্রামে সংক্রামক রোগরূপে কলেরা দেখা দিয়াছে এবং গ্রামের বহু নরনারী কলেরার আক্রান্ত হয়েছে ও ১২ জন লোক ইতিমধ্যে মারা গেছে। আরও বহু লোকের মৃত্যুর আশংকা করা হচ্ছে। দৈনিক প্রায় ১০-১২ জন লোক কলেরা রোগাক্রান্ত হচ্ছেন বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই রোগের মোকাবিলার জন্য জয়পুর স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে প্রাথমিকভাবে আরও ডাক্তার ও নার্স পাঠাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

—•—

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ

৯, পঞ্চাননতলা লেন

কলিকাতা—১২

পুরুলিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পরবর্তী)

উদ্যোগ এই বিষয় সংযোজিত করতে হবে। অনন্যসহ প্রমুখ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি ভোল মূলতঃ কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল-দের প্রতিনিধি। দেশের দুঃখদারিদ্র্য মোচনে আমাদের আবশ্যিক প্রচেষ্টা তারা রোধ করতে এবং দেশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আবশ্যিক উন্নয়ন মূলক ও প্রগতিশীল কার্যক্রমগুলির প্রচণ্ড বিরোধিতা তারা সৃষ্টি করছে এবং নিজস্ব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রসার ও প্রসার করে দেশের নিরাপত্তার ভিত্তি দুর্বল করছে। এদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য সচিন্তাবদ্ধ জনসাধারণের বিশেষ করে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক দিয়ে প্রভৃতি সব কাজেই বাংলা দেশ নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে; সুতরাং আজও আমার বাংলা দেশকে সেই নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং বাংলার যুব সমাজকে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অগ্রদূতরূপে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।"

জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ্জ

১৫শে জুন সকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যখন সার্কিট হাউসে জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার খরা পরিস্থিতি ও তার স্থায়ী সমাধান বিষয়ে আলাপ আলোচনা শেষ করে সার্কিট হাউসের বাইরে অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার জন্য আসছিলেন সেই সময়ে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ কর্তৃক জনতার "অপসারণে" জনতার উপর নির্দ্বিচারে লাঠি চার্জ্জ করে। এই লাঠি চালনার ফলে চার জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। প্রকাশ প্রায় ১৫ জন ব্যক্তি, কয়েকজন মহিলা সহ, পুলিশের লাঠিতে আহত হয়েছেন বলে বিবৃতি দাবত হয়। আরও প্রকাশ সদস্য সভা শ্রীযুক্ত এম. বিশ্বাস বাহিরে অপেক্ষমান জনতাকে সার্কিট হাউসে আসতে অনুরোধ করেন।

পুলিশের লাঠি চালনা সম্পর্কে লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্ত এম, বিশ্বাসের অভিযোগ এই যে তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেন যে সার্কিট হাউসের বাহিরে অপেক্ষমান জনতাকে উদ্দেশ্য করে যেন কিছু বলেন এবং প্রধান মন্ত্রীও ঐ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশমত সই বাহের সমর্থক জনতাকে সার্কিট হাউসের ভিতরে আনবার জন্য বলতে গেলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যথা ডি, সি; ডি-আই-জি; এস-পি প্রমুখ অভিমাবেরা আপত্তি করেন ও বাধা দেন। ঐ সময়ে বাহিরের জনতা সার্কিট হাউসে ঢোকবার চেষ্টায় পুলিশ কর্ডন অতিক্রম করা মাত্র সি-আর-পি (কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ) লাঠি চালনা শুরু করে।

পুলিশের লাঠি চালনার ফলে গুরুতরভাবে আহত ও রক্তাক্ত দু জন ছোট ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর সামনে হাজির করে পুলিশ নৃশংসতার প্রমাণ দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস উত্তেজিতভাবে এবং কখনও ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে প্রধান মন্ত্রীর নিকট পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকেন ও উত্তেজিত হয়ে অভদ্র ভাষায় কর্তৃপক্ষকে গালিগালাজ করতে থাকেন। সেই সময় জন সংঘের নেতা শ্রীরাম প্রসাদ হাঁস ও শ্রীসমর বিশ্বাস দিল্লীতেও প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে থাকেন। বাজাপাল ধাওয়ান পুনিশী লাঠি চার্জ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্তের আশ্বাস দেন।

Wanted

for Dr. A. N. Jha H/S school, Bandwan (P. o. Bandwan, Dist-Purulia) from the month of July, 1970 an M. A. or Hons. either in English or in Bengali with History in B. A. stage in deputation vacancy to be continued upto 15th May, 1971.

Please apply to the Secretary with all required particulars of the examinations passed.

Secretary

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিকট পুরুলিয়ার দাবী

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পরবর্তী)

শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনাদি

পুরুলিয়া জেলার প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষুদ্র মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এই জেলার বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গড়ে তোলা দরকার। যথা—

১) কৃষি-ভিত্তিক শিল্প (২) খনিজ-ভিত্তিক শিল্প; (৩) সিমেন্ট, কাগজ, ইস্পাত কারখানা, চিনি, কলকা পোনলাগার প্রভৃতি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প,

(৪) ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প (৫) তামর, পাত্র, তাঁত, কাঁসা; কাগজের মণ্ড, কাটানারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কুটীর শিল্প।

বৃহৎ ও মাঝারী শ্রেণীর শিল্পগুলি বাদে অন্যান্য ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের জন্য আনুমানিক ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণ

জেলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সূত্রে জেলার তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প সাঁকতাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পটি যত সত্বর সম্ভব রূপায়িত করার ব্যবস্থা করা হোক।

পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

পুরুলিয়ার বিহারবর্ত্তিত অঞ্চল সম্পর্কে

পুরুলিয়া বিচ্ছিন্নে—নিমজি, চাতিশ, পটমদা ও ইচাগড়—বর্তমানে বিহারের সিংভূম জেলার এই চারটি ব্লকে পুরুলিয়া জেলার মানুষ অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং ৩ লক্ষ অধিবাসী বিপন্ন ও অভিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং পুরুলিয়া জেলার অন্য যে সকল ত্রাণকার্য্য ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন—বিহারের এই চারটি ব্লকের জন্য সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং বিহারের এই চারটি ব্লকের জন্য ২ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ দাবী করা হচ্ছে।

আমাদের মূল দাবীগুলির জন্য অর্থের পরিমাণ

১।	ত্রাণকার্য্য বাবদ	৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
২।	সেচ প্রকল্প বাবদ	৫ কোটি "
৩।	কৃষি-উপনগরী	১ " "
৪।	অন্যান্য কৃষি শিল্প	১ " "
৫।	শিল্প প্রকল্প	১ " "
৬।	বৈদ্যুতিকরণ	৫০ লক্ষ টাকা
	মোট—১২ কোটি টাকা	
৭।	বিহারের ৪টি ব্লক বাবদ	২ " "
	সর্ব্বমোট	—১৪ কোটি টাকা

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সঙ্ঘ

প্রধান মন্ত্রীর আগমনে সহরে লাঠি চার্জের বিষয়ে লোকসেবক সংঘের বিবৃতি

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরবর্তী)

রাজ্যের মন্ত্রী কংগ্রেসের সম্পাদক তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন—"প্রয়োজনা অথবা লাঠি চার্জ্জ করার কোনো কারণের কথা আমার জানা নেই। বিনা লাঠি চার্জ্জে অর্ডার দিয়ে থাকুন—অত্যন্ত দ্রুতি কাজ করেছেন" তিনি আরোও বলছেন—'স্থানীয় সরকারী আমলারা বেভাবে অবস্থার সঙ্গে মোকা-বিলা করছেন—তা অত্যন্ত খারাপ।" যে কোনো মানুষ এই বিবৃতি পাঁড়ে বুঝবেন—রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতি কতটা ধবিবেচী। প্রয়োজনা অথবা লাঠি চার্জ্জের কোনো কারণ ঘটেছিল কি না—তা যদি তাঁর জানা নেই—তবে কারো ওপর এরূপ রোষারোপ করছেন কেন? লাঠি চার্জ্জের কে অর্ডার দিয়েছিলেন তাও তিনি জানেন না—অথচ তিনি স্থানীয় প্রশাসনকেই বা অভিযুক্ত করেছেন কেন? বিবৃতি দেওয়ার আগে সব কেনে নিয়ে বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল। নতুবা চুপ করে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর কোনো বিষয় না জানার কথা নয়। তবে পরিস্থিতিকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি ঐ বক্তব্যে একটা অস্বচ্ছ বিবৃতি দিয়েছেন।

লাঠি চার্জ্জ হওয়ার খানিকক্ষণ পরে শ্রীমতী গান্ধী যখন বাইরে গিয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে অর্চ্চে—তখন কয়েক মিনিট তিন বর্ষণ হতে থাকে। শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য কিছু লোক ঐখানে সমবেত হয়েছিলেন। জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে কোনো কোন সঙ্গীত মনোভাব সম্পন্ন কিছু ব্যক্তিরাই লাঠি চার্জ্জে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের প্রয়োচিত করে এবং নিজেরাও উত্তেজিত হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি ঐ তিন বর্ষণ ঘটায়। শ্রীমতী গান্ধী সাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁরই মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন তিন ঢেঁড়া বন্ধ হয়। শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি তিন বর্ষণের এই গর্হিত কাজকে আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিকট পুরুলিয়ার দাবী

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শ্রীমতী গান্ধী বসেছিলেন—তখন লোকসভার সদস্য শ্রীকে এম বিশ্বাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে জেলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তার বক্তব্য ইংরাজীতে বলতে সুরু করেন। তার বক্তব্যের সমাপ্তিতে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে অনুরোধ করেন যে, বাইরে বহু লোক এসেছে—আপনি তাদের কাছে গিয়ে অন্তত কিছুটা সময় বক্তৃতা দিন। শ্রীমতী গান্ধী সম্মতি দেন।

সামনে আর দুর আর সময়। সরকারীভাবে জানান হয়েছিল যে—উনি আধ ঘন্টা মাত্র পুরুলিয়ায় থাকবেন—তারপরে হেলিকপ্টারে চলে যাবেন।

এর পরে আমি দাঁড়িয়ে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে জেলার অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত স্মারকলিপি প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে আমার বক্তব্য সুরু করি। আমি হিন্দীতে বলতে সুরু করি—

"আমি আপনাকে এই জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। আমি হিন্দীতেই বলছি এবং একবার অনুরোধ করছি যে, এখানে আলোচনাদি যেন হিন্দীতেই করা হয়। কারণ এখানে অনেকে এমন আছেন যাঁরা ইংরাজী বোঝেন না।"

শ্রীমতী গান্ধী বললেন যে বেশ তাই বলুন। তখন একজন কে বললেন যে, আপনি বাংলাতেই বলুন না। তখন শ্রীমতী গান্ধী বাংলাতেই বললেন যে, আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন—আমি বাংলা বেশ বুঝি।

আমি বাংলাতেই আরম্ভ করে বললাম—

সমগ্রভাবে এই জেলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কোন শিল্প নাই। জমি বেশীর ভাগ উচ্চ জমি—কোন রকম সেচের ব্যবস্থা নাই—উপযুক্ত বৃষ্টি না হলে এখানে শস্য হয় না। ফলে এখানে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা নিয়মিত ব্যাপার রূপে দাঁড়িয়েছে এবং ২।৩ বৎসর অন্তরই অনাহারে লোক মারা যাওয়ার ব্যাপারটাও নিয়মিত রূপে দেখা দিচ্ছে।

এই জেলার গড় ১৯৬৮ থেকে উন্নয়নমূলক কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নাই। কোন উন্নয়নের স্কীম এখানে কার্যকরী করা হয়নি। ফলে অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এবং যদি এখনই কোন ব্যবস্থা না করা হয় তবে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় রূপে দাঁড়াবে।

বাংলা দেশে সকলেই বিদিতে দুর্ভিক্ষের অবস্থা থাকলেও দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় না। এখানে কেবল লিলিফের ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। অবস্থা এরকমই দাঁড়িয়েছে যে জেলার সাত বৎসর রিলিফের কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। রিলিফ intensive ও extensive (তীব্র এবং ব্যাপক) হচ্ছে বটে। কি, আর কীম এমন ব্যাপকভাবে করছে বলে যাতে কোন সমর্থ ব্যক্তি কাজের অভাবে উপোস না করে। সাত জেলার অন্তত: ৩০০ লঙ্গরখানা অবিলম্বে খোলা দরকার। কি, আর অন্তত:পক্ষে শতকরা ২০ জনের হিসাবে রেডী বিলের দরকার।

তারপরে চাষীদের ব্যাপকভাবে বহু ঋণ অপরিশোধ্য—না বলে চাষীরা চাষ করতে পারবে না।

তারপরে মধ্যবিত্তের অবস্থা আরো শোচনীয়—তারা মাটি কাটতে পারে না—এবং লোকের কাছে এমনকি সরকারের কাছেও হাত চাইতে পারে না। তাদের আত্মা অর্থ-নীত—তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে পরিকল্পনা নিয়ে উন্নয়নের (ডেভলপমেণ্টের) কাজ সুরু করা অপরিহার্য।

এই জেলার জলসেচের ব্যবস্থাই প্রথম ও সর্বপ্রধান হওয়া দরকার। সমস্ত শক্তি ও অর্থ দিয়ে চাষ আবাদের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করতেই হবে। এখানকার মাটি সম্বন্ধে বলা হয় যে—পাথুরে মাটি এবং পাথরের জন্য ড্রিউব ওয়েল হয় না। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এটা অত্যন্ত অসার কথা।

গত দুর্ভিক্ষের সময় বিহারে গ্রানাইট পাথর ভেদ করে অনেক গভীর নলকূপ করা হয়েছে। আমাদের জেলায় তা কেন সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই জেলার গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করার কথা উঠেছিল আমরা শুনেছি। কিন্তু তার কোন কাজ এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এখানে যে কোন উপায় করে হোক—যেমন করে হোক—জলসেচের ব্যবস্থা করতেই হবে।

আমাদের স্মারকলিপিতে আমরা Agricultural Estate এর (কৃষি এষ্টেটের) কথা বলেছি সেটা একান্তভাবে দরকার।

তার পরে শিল্পের ব্যবস্থা। এই জেলা নানা প্রকার খাতুতে সমৃদ্ধ। বহু খাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু তা খুঁড়াখুড়ি বের করে এই জেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেই।

এই সম্পর্কে প্রয়োজন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রশ্নও। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক। এর দ্বারা সেচের এবং শিল্প দুদিক দিয়েই লোকে সুবিধা করে নিতে পারবে।

এই পুরুলিয়া জেলাতে এই সব ব্যবস্থা অগ্রাধিকার দিয়ে না করলে হবে না। জি আর ও রিলিফের মধ্য দিয়ে কেন লক্ষ লোককে বরাবর বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সেটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে চলতে পারে। কিন্তু স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে চলতে পারে না; এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। এমন অবস্থা অবিলম্বে সৃষ্টি করতে হবে—যাতে জি আর ও রিলিফের কোন প্রয়োজনই যেন না হয়।

এই সব ব্যাপারে আমরা আমাদের স্মারকলিপিতে এখনই ১৪ কোটি টাকার প্রয়োজনের কথা বলেছি ও পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছি। আমরা যা কিছু দিয়েছি সেটা সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞের সহায়তা ও প্রস্তাব অনুযায়ী করেছি।

এই সঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি—তবুও এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এখন বিহারে অবস্থিত সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ৩টি ব্লক—ইচাগড়, চাক্তিয়া, পটমদা ও নিমডিহ বিষয়। সেখানকার অবস্থা এখানকার চেয়েও শোচনীয়। অথচ বিহার সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না—এ বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

পরিশেষে বলতে চাই—আপনার আসা আসাতেই পুরা বলিত হবে না—আমরা সত্যিভাবে আশা করব। আপনার আশাটা যেন তরুর কাজ সুরু করার প্রথম পরশ্চেপ—প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে কার্যকরী হয়। এই জেলার তরাই আজ সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করতেই হবে এবং আমি বলছি—জনসাধারণের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই জেলাতে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন মূলক কাজের সফল রূপায়ণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে আপনার আগমন যেন সেই ক্ষেত্রকে বাস্তব কর্মোদ্যোগের রূপায়নে ভূমিকা গ্রহণ হয়।

আমার বলা শেষ হবার একটু আগেই শ্রীমতী গান্ধী বাইরে রাস্তার জনসংঘের কাছে তাঁহার নেমে যাবার জন্য অগ্রসর হন এবং দাঁড়িয়ে পড়েন। শ্রীনিবিল চন্দ্র মল্লিক তখন বলেন যে—আমাদের আর যে কয়েকটা কথা আছে—তা শুনে নিয়েই আপনি বাইরে যাবেন। আমিও বলি যে, আমাদের কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনে আপনার যাওয়া হবে না।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, নিশ্চয়ই আপনি বলুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বক্তব্যটা দিই। শ্রীমতী গান্ধী তার পরে বাইরে যান।

Land For Sale

Approximately 30 kathas of land in Kamarhati area will be sold. Intended persons may contact the undersigned by 20. 7. 70.

N. Banerjee,
Receiver,
Trailokhyanath Sampat Trust Estate,
Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত
প্রাণাবরান্
নিবেধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

সোমবার, ২৯শে জুন '৭০
১৪ই আষাঢ় ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা



বন্দে মাতরম্

আজ রিলিফের নামে যে বেপরোয়া অনাচার চলেছে

আমরা সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করছি—যাতে ভয়াবহ অরাজকতা নীতিক জেলার মানুষের ত্রাণ ব্যবস্থা হয়। তার জন্য আমরা বিভী কলকাতা দরবার করলাম; প্রধান মন্ত্রী এলেন—রাজ্যপাল এলেন—আরো উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা এলেন। নানা আলোচনা সৃষ্টি করা হল; তাতে রিলিফ বরাদ্দ বাড়ল, আরো বাড়ছে। নানা ঠৈ ঠৈ ক'রে বক্ত কণ্ঠে রিলিফ বীজগুলো বেশী ক'রে খোলাবার ব্যবস্থাও ক'রা। এইসব করা হল যাতে বিপন্ন মানুষেরা এই সংকটে বাঁচবার আশ্রয় পায়।

কিন্তু আমলাতন্ত্র আজ রিলিফের মহান আদর্শ বিস্মৃত

কিন্তু রিলিফের গুরুত্বপূর্ণ এই দেবার কাজ আজ যাদের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে—সেই আমলাতন্ত্র আজ তাঁদের ওপর ন্যস্ত মহান দায়িত্বের তাৎপর্য একটুও উপলব্ধি করেন নি;—সেই মহান কাজকে মর্য্যাদা দিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। আমি সম্প্রতি বহু ব্লক ঘুরে দূর দুরান্তরের বহু গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন ক'রে দেখলাম—সর্বত্র নিরাকার অভিযোগ—রিলিফের নামে ব্লকে ব্লকে বেপরোয়া লুঠ চলেছে।

রিলিফের অবাধ লুঠের বহু প্রমাণ জনগণ দিতে চান

ঐ রকম অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণ এখনই আমার হাতে নেই। লোকে বলেছেন—প্রমাণের অভাব হবে না। তবে এমন কতকগুলি ব্যাপার আমার জানা আছে—যার মধ্য দিয়ে যতঃদিবালোকে দিনের আলোর মত প্রমাণ হচ্ছে যে, সত্যই লুঠের ক্ষেত্র করার জন্য এই সব ব্যবস্থাগুলি হয়েছে। আমি যে ব্যাপারগুলি দেখছি—তা এই।

আমলাতন্ত্র জনসহযোগিতা চান না

(১) আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি যে রিলিফের সুযোগে যে লুটের রাজত্ব চলে—তাকে বাধা দিতে হলে—জনগণের সহযোগিতা চাই। রাজনৈতিক দলগুলির ও খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলির পূর্ণ সহযোগিতা চাই। শুধু আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে রিলিফ কাজের অর্থ কি হয় তা সকলেই জানেন। এবং যেখানে রিলিফের নামে অবাধ লুঠের কামা হয় সেখানে আমলাতন্ত্র চেষ্টা করেন—যাতে জনসহযোগিতার কোন ক্ষেত্র এগোনো যায়। রাজ্যপাল যখন এসেছিলেন—তখন বলেছিলাম—ইচ্ছে করে হুক, অকাল খাদ্যত্রাণ কমিটি গুলিকে নিষ্ক্রিয় রাখা হচ্ছে। তাতে রাজ্যপাল তি, সিকে বলেছিলেন—অবিলম্বে নির্দেশ দাও—সমস্ত ব্লক, অকাল খাদ্যত্রাণ কমিটিগুলির বৈঠক হোক—তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হোক। আমি অনেকগুলি ব্লকের সন্ধান নিয়ে দেখলাম—আজও পর্য্যন্ত বিতিওয়া (কনভেনার ক্রমে) ব্লকের খাদ্যত্রাণ কমিটির বৈঠক ডাকছেন না। রাজ্যপালের নির্দেশ সত্ত্বেও, তথ তি, সি ব্লকগুলিকে নির্দেশ না দিয়ে রাজ্যপালের আদেশ অমান্য করছেন—না তথ বি, ডি, ওরা, তি, সির আদেশ অমান্য করছেন। অথবা রাজ্যপালের সামনে আজ ঠিক করা আছে যে, সকলের সামনে নির্দেশ দেওয়া হবে—কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা কার্যকরী করা হবে না। এর কোনটা সত্য তা আজ নির্ধারিত হোক।

সেই পুরোণো অপরাধীদের আজ আবার খুঁজে বার করা হচ্ছে

(২) আমি অনেকটি প্রমাণ দোব—যে সমস্ত পে মাষ্টার, তিসার, মোহরার আগেকার রিলিফে দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন—অনেকটা রিলিফে—তাদের অনেককে খুঁজে খুঁজে আজ আবার কাজ দেওয়া হচ্ছে।

রিলিফ ব্যবস্থা আজ সরকারী কর্তাদের মর্জ্জীর ব্যাপার

(৩) রিলিফ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা, সঙ্গতি বা জনগণের প্রয়োজন বলে কথা কিছু নেই। রিলিফ বিতরণের এবং এখানকার প্রধান-জন শাসকবর্গের সম্পূর্ণ খেয়ালখুশী, মর্জ্জী ও দরার ওপর রিলিফ ব্যবস্থা-গুলা চলছে। নয় বিপদুন পঞ্চপাতিত্ব আজকে রিলিফের বিধান। আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বহু ত্রাণদক্ষ দাবী, যুক্তি, আবেদন প্রকৃতি তাঁদের কাছে পাঠানো হচ্ছে—কিন্তু তা মূর্তরূপ নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রিলিফ কাজের ধারা থেকে মনে হচ্ছে—বিশেষ বিশেষ যে দুই বা আয়ত্ত সঙ্গে চুক্তির মত কাজ চলছে।

কংগ্রেসকে আবার দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে

(৪) বহু প্রবাণ বিপক্ষে—আবার কংগ্রেসকে খাড়া ক'রে তোলার জন্য বহুস্থানে রিলিফ ব্যবস্থা আজ কুখ্যাত কংগ্রেসীদের হাতের মুঠোয় যাচ্ছে।

এই সব থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে রিলিফের নামে আবার লুঠের রাজত্ব চলতে রেখার জন্য আজ এখানকার সমস্ত শাসন যন্ত্র সচেষ্ট। আমরাও এই সব অবাধ লুটের তথ্যাদি সংগ্রহে আজ নিযুক্ত। যার কাছে যা তথ্য আছে—আমাকে অনুরোধ করি। সেই অথবা ভিত্তিতে প্রতিকার কার্যক্রম কি হবে—পরে আলোচনা করব।

২৯।৬।৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

ইলেকট্রিক কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট বিষয়ে সংঘের বিবৃতি

গত ১৭।৭ জুন তারিখ থেকে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানীর কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট সুরু করেছেন এবং দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন।

ধর্মঘটী শ্রমিকদের বক্তব্য—ইলেকট্রিক কোং-এর কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-দের ন্যায্য প্রাপ্য ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন এবং অনশাধা-রণের উপর অত্যধিক হারে ইউনিটের হার বাড়িয়ে মুনাফা সুটছেন—কিন্তু কোম্পানীর মুনাফার অঙ্ক বছরের পর বছর বাড়তে থাকলেও শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যায্য ও নিয়তম মজুরী দেওয়া প্রয়োজন তা দেওয়া হচ্ছে না এবং কাজের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্ত আরও শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি অনবিধায্য কর্তব্যগুলি পালনে অযীকার করছেন।

অভিযোগ এই যে, কম শ্রমিকে বেশী কাজ করিয়ে অর্থ শোষণের চেষ্টা সব দিক দিয়ে নিন্দনীয় ও অভিপ্রায়ক হচ্ছে; যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না; বেতন অত্যন্ত কম; নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া প্রচুর মুনাফা, কিন্তু তার সিংভাগ নিজেন কর্তৃপক্ষ। এ সব অভিযোগ সত্যই গুরুতর। কর্তৃপক্ষ কি এসব অযীকার করতে পারেন?

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানীর ক্রটিপূর্ণ পরিচালনা ও জনস্বার্থ বিরোধী নীতি সম্পর্কে দীর্ঘকালের অনশাধারণের অভিযোগ দীর্ঘকালের। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জন সম্পর্কিত ব্যাপারটি কতকগুলি জন-বিরোধী, রাষ্ট্রিক-জ্ঞানহীন ব্যক্তির অধিকারীতে পরিণত হয়েছে। জনগণের জ্ঞানসঙ্গত সুযোগ ও সুবিধে থেকে বঞ্চিত।

ব্যাপক অসন্তোষ আজ এই যে, এদের জনস্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারটিকে আর একটা রাষ্ট্রিয়জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের হাতে রাখা সরকারের উচিত হচ্ছে না। জ্ঞানসঙ্গত অধিকার থেকে তাঁরা শ্রমিকদের বেড়াবে বঞ্চিত রাখছেন—এর যাবাই প্রমাণিত যে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই রাষ্ট্রিয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আমরা শ্রমিকদের বরাবর অনুরোধ করেছি। তাঁদের দাবী সত্যই জ্ঞানসঙ্গত আমাদের মনে হয়েছে। অবিলম্বে ধর্মঘটীদের সঙ্গে সন্তোষজনক এক মীমাংসার আসতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই। তাঁরা যদি ধর্মঘটীদের তথা জনগণের জ্ঞানসঙ্গত দাবী মেনে নিতে অযীকার করেন—তবে জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের অপদার্থ দাবী তদানুযায়ী করা নিতান্তই আবশ্যিক। এই সঙ্গে ইলেকট্রিক কোম্পানীর কার্যকলাপের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

২৯-৬-৭০

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সম্পাদকীয়—

কাপুরুষতার অন্ধকার

পুরুলিয়াকে পর পর যে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল সেগুলি সমস্ত দেশের দিক্‌দর্শন বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯শে জুন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুরুলিয়ায় আগমনের পর যা ঘটে গেল তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বিশ্বাস পুলিশের—শান্ত ও নিরীহ জনসাধারণ যারা দূর দূর থেকে প্রধান মন্ত্রীকে দেখবার আগ্রহ নিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল তাদের উপর লাঠি চালনার নিন্দা করবার ভাষা নেই। এর গুরুত্বটা খুবই বেশী। কারণ লাঠিই হাউসে সে সময় রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের তাবৎ বড় বড় পুলিস অফিসার ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। কার নির্দেশে বা আদেশে এই লাঠী চালনা হয়েছে—আর কি পরিস্থিতিতে হয়েছে এ সময়ে আমরা আশা করেছিলাম যে ইতিমধ্যেই সরকারী তরফ শুরু করবে—অন্ততঃ যতদূর জানা যায় রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এ বিষয়ে তদন্ত করবেন বলেই বলেছিলেন।

১৯৪৭ সনের স্বাধীনতার পরে মানভূম ও পরে পুরুলিয়া জেলার প্রকৃতি ও মনুষ্য সৃষ্টি অনেক সঙ্কট এসেছে ও গেছে। এই তো গত ৬৭ সনে দুর্ভিক্ষের অবস্থার মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া পার হয়ে গেছে—কিন্তু কোন প্রধান মন্ত্রী কোন দিন এখানে আসেন নাই।

এরার খরার অবস্থা যখন বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে তখন এখানকার জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধে প্রধান মন্ত্রী এখানে এসেছিলেন। এসেছিলেন এই জেলার দুরবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিতে এবং বলা যেতে পারে এই জেলার দুর্গত অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব নিয়েই।

সেক্ষেত্রে দর্শনার্থী নরনারীর উপর পুলিশ কর্তৃক লাঠী চালনার গুরুত্ব খুবই বেশী। আমরা মনে করি প্রশাসনের দিক থেকে এই ঘটনার যারা এক জনসন্ধানের অধ্যায় রচনা করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য তদন্ত দ্বারা এই পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রকাশ দরকার।

এ গেল একদিক—কিন্তু আর এক দিকও গুরুতর বিচার ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন জনগণের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্যই দাঁড়ালেন তখন তাকে লক্ষ্য করে অপেক্ষমান জনসাধারণের মধ্য থেকে মুহুর্মুহুঃ ইট পাথরগুলি বর্ষিত হতে থাকে। মহিলা প্রধান মন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দেন তারা যেন কোন প্রকার ব্যবস্থা না নেয় বহুতঃ তিনি তাদের সরে থাকতে বলেন এবং সেই প্রস্তর বর্ষণকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থেকে বক্তৃতা দিয়ে যান। গ্রাম থেকে আসা বা সাধারণ জনসাধারণ এটা করে নি। কতগুলি কায়েমী স্বার্থ যারা পুরুলিয়ার জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন করতে চেয়েছে তারাই এ কাজ করেছে। যেই হোন বা যারাই হোন এই গুণ্ডামী ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে পুরুলিয়া সহর ও জেলাবাসীর বিক্ষুব্ধ ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার জনশক্তি ও যুবশক্তিকে এই সব কাপুরুষতা ও গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সচেতন হতে হবে।

আর একটি ঘটনা বহুই মর্মান্তিক। গত ২৩শে জুন তারিখে ছাত্র পরিষদের দুজন ছাত্রকে বাস থেকে নামিয়ে বিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে একদল দুর্বৃত্ত গুলি করে—একজন মারা যায়। বাম ভক্তি লোক। প্রাণ একপাশ কর হবে না। তাদের ভিতর থেকে কয়েকজন লোক দু জন ছাত্রকে জোর করে নামিয়ে নিল—কেউ কোন বাধা দিল না—কিছু দূরে গিয়ে শাঁখানেক লোকের সামনে তাদের গুলি করা হল—অবশ্য এতগুলি লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দেখলেন! গুলি করে আততায়ীরা নিশ্চিন্তে পালাল। এই নরহিংসক কাপুরুষতার কোন জবাবদিহি নেই।

আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অনেক প্রকার ছাপ দুর্ঘটনা অনেক সময় জটিল থেকে জটিলতর হয়ে এক বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন কোন একটা সুষ্ঠু এবং চলবার মতো পথের সন্ধান পাচ্ছে না এটা ঠিকই। কিন্তু এটাও ঠিক যে তার প্রতিকার ও তার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে,—আমাদেরই করতে হবে—সচেতন, সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় হয়ে দুরন্ত শাসনের মধ্যেই আমাদের এগোতে হবে। কিন্তু যদি কিছু লোকের গুণ্ডামী, তাদের হিংসার কাজ যদি আমাদের কর্তব্য আমাদের সাহসকে বিলুপ্ত করে তারা অবাধ গতি পায় তবে অল্প সংখ্যক নির্মম হিংস্র এবং গুণ্ডাপ্রবৃত্তি শ্রেণী সমস্ত জাতটাকে কাবু করে রাখবে। ইতিহাসের শিক্ষা এই।

আজ এই বিরাট অস্থিরতা, চাকলা, অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেটা হচ্ছে—পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার সাহস। কিন্তু যদি কাপুরুষতার অন্ধকার আমাদের সমগ্রীণ জীবনকে আবৃত করে রাখে—তবে তার থেকে মুক্তির পথ আমাদের নেই—ভবিষ্যতেও দুরন্ত হবে। এর পরিণতি হচ্ছে প্রতি বিপ্লব বা আজ বিপ্লবের নামে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাদের দ্বারা দেশ শাসন।

—:—:—

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চতুর্থ কিস্তি)

(২)

এই পটভূমিকাতে যা বলা হল অনেক ক্ষেত্রে তার অনেক কিছু হয়তো পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে। একটা বিষয়ের সঙ্গে কেবল একটা বিষয়ের বা ঘটনার বা পরিস্থিতির একভাবেই সম্পর্ক থাকে না—বিভিন্নভাবে তার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচন ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার জনগণের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

ভারতবর্ষের সমস্ত আকাশ বিস্তৃত দেবার স্থান এখানে নেই—কিন্তু যেখা গেল কংগ্রেসের যে প্রাণান্ত এতদিন উত্তুঙ্গ রেখাচ্ছিল তা কিরকমভাবে অবাস্তবিক হয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতের কংগ্রেসের মহানীতির পতন বহু রাজ্যে কংগ্রেসের শোচনীয় সংখ্যালঘুত্বে অবগতন হয়া ঐতিহাসিক চাকলোর সৃষ্টি করে দিল।

বাংলা দেশে শ্রীঅতুল্য ঘোষের লোকসভার আসনে এবং শ্রীপ্রফুল্ল সেনের বিধান সভার আসনে শোচনীয় পরাজয় তো বটেই তাছাড়া সমগ্রভাবে কংগ্রেসের যে পরাজয় হল তা ধারণার অতীত ছিল।

যুধ্যমান পার্টি ও দলগুলি নিজেরাই ধারণা করতে পারেনি যে নির্বাচনে এমন অবস্থা সম্ভবপর হবে যে সম্মিলিতভাবে তারা সংখ্যাধিক্য অর্জন করে সরকার গঠন করার অবস্থায় আসবে। নির্বাচনের ফলের পরই দেখা গেল সি ই ই এল এফ, ই ই এম এফ, লোক সেবক সংঘ, সি এম ডি ও সোর্থ লীগ মিলে বিধান সভায় এমন ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাতে স্থায়ীভাবে পশ্চিম বাংলার সরকারকে চালান যাবে।

১৯৬৭ সনে নির্বাচনের পরে দলভিত্তিক সমস্ত সংখ্যা বা টাঁয়ান তার একটা তালিকা দিচ্ছি। এই তালিকাটা সামনে থাকলে '৬৭ সনে শেষের দিকের ব্যাপারগুলি চট্‌ করে অনুধাবন করতে সুবিধা হবে।

সাধারণ নির্বাচন ১৯৬৭ সন ফেব্রুয়ারী মাস

পার্টি, দল	নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা
সি পি আই এম (রাম কমিউনিষ্ট)	৪৩
মার্ক্সিষ্ট ফ ব্লক	১
এস, এস, পি	৭
আর এস পি	৬
এস ইউ সি	৪
ওয়ার্কার্স পার্টি	২
আর, পি, পি, আই	• [কোন প্রার্থী দাঁড় করানো হয়নি]
সি পি আই [কমিউনিষ্ট]	১৬
ফরওয়ার্ড ব্লক	১৩
বাংলা কংগ্রেস	৩৪
বলশেভিক পার্টি	• [কোন প্রার্থী দাঁড় করানো হয় নি]
লোক সেবক সংঘ	৫
সি এম পি	৭
নির্দলীয় (ছোট সমর্থিত)	৪
সোর্থ লীগ	৩
কংগ্রেস	১২৭
স্বতন্ত্র	১
জনমত	১
অন্যান্য নির্দলীয়	৬

নির্বাচনে এই ফল প্রকাশ হওয়া মাত্রই দুই ফ্রন্ট একমতে বসলেন। ১৮ দফার এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনা করা ঠিক হল। লোক সেবক সংঘ, সোর্থ লীগ, সি এম পি সবাইকে ডাকা হল। লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে ১৮ দফা কর্মসূচীতে পুরুলিয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্তের একটা প্রস্তাবের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পুরুলিয়া, দার্জিলিং প্রভৃতি সমস্যে একটা বিশেষ ধারা তাতে সন্নিবেশিত হয়।

এই হল যুক্তফ্রন্টের ষোড়াগঠন। যুক্তফ্রন্ট যে সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল—সেখানে দুটি দলের কোন বিধানসভার সদস্য ছিল না। আর সি পি আই ও বলশেভিক পার্টি। কিন্তু তাদেরও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সকলের সঙ্গে সমান অধিকার ও ক্ষমতা ছিল। নীতি নির্ধারণে বা কোন সিদ্ধান্ত নিতে বাম কম্যুনিষ্টদের একটা ভোট এবং বলশেভিক পার্টিরও একটা ভোট ছিল। বিশেষত্ব ছিল এই যে আর সি পি আইর শ্রীহরীন কুমার এবং বলশেভিক পার্টির শ্রীবসু মুহূর্তেরবি উচ্চরে সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তফ্রন্টের যুগ আহ্বায়ক—কনভেনার নিযুক্ত হলেন।

অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন একটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। এ নিয়ে কোন দিক থেকে কোন প্রশ্নই ওঠেনি। ১৯৬৭ সনেও বাম-কমিউনিষ্ট পার্টিই অন্যান্য সকল পার্টির চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিল। কিন্তু সেই কারণে সি, পি, এম থেকে মুখ্য মন্ত্রীত্বের কোন দাবীই ওঠেনি বেটা হয়েছিল ১৯৬৭ সনে।

ইতিহাস এসোসিয়েশন বলে ও তার উপর ভরসা করে বিনের পর দিন কয়েক দিনই ফরার ফরার বৈঠক করে মন্ত্রীসংখ্যা ও দপ্তর বন্টন হয়। এ নিয়ে বিশেষ কোন টানা হেঁচড়া হয় নি। সকলেই বেশ খানিকটা সমঝোতার মনোভাব নিয়েই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মুখ্য মন্ত্রী অজয় বাবু হোম, পুলিশ, প্রশাসন রইল। জ্যোতি বসুকে ডেপুটি টিক মিনিষ্টার করা হল। তাঁকে অর্থ দপ্তর দেওয়া হল। অজয় বাবু একটা তালিকা করেছিলেন নিজে, তাকেই ভিত্তি উপর বর হয়। অজয় বাবুর তালিকাকে আমাকে আন্তা বিশ্বাস রেখার স্থির করেছিলেন। যাই হোক লোকসেবক সংঘের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে দপ্তর বন্টন ব্যাপারে যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয়—যদি কারও কোন দাবী থাকে তবে তার জন্য লোকসেবক সংঘকে কোন দপ্তর না দিলে পারলেও আমরা সবার উপরে ও প্রশ্নেই নিয়েই যুক্তফ্রন্টের শাসনকে সফল করে তোলবার জন্য শক্তি থাকবো।

শীকারের ব্যাপার নিয়ে একটু টানাটানি হয়। শেষকালে ছোট নিয়েই এটা সিদ্ধান্ত করা হয়। ছোট পার্টির পক্ষি দপ্তরগুলিকে এই প্রথম ছোটে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই ছিল যে—ফ্রন্ট মার্ক্সিষ্ট পার্টির নির্ধারিত সদস্য একজন থাকলেও—ঐ পার্টি থেকে কোন মন্ত্রী করা হয়নি।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই ছিল যে—দপ্তর বন্টনটা পার্টি হিসাবে করা হয়নি—১৯৬৯ সনে যেটা করা হল। '৬৭তে খানিকটা ব্যক্তি হিসাবেই দপ্তরগুলি দেওয়া হয়েছিল।

ঐ প্রফুল্ল ঘোষ যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে কাঞ্চনপুর থেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি দুবার আশা করেছিলেন যে তাকে মুখ্য মন্ত্রীপদটা দেওয়া হবে। তবে সেটা তখন প্রকাশ পায়নি। তিনি নিজেই খাদ্য ও সমবায়ও নিলেন। এবং কৃষি ও কুটির শেড় ছেড়ে নিলেন। হৈঠকে বন্ধুরা মনে পড়ে উপস্থিত কেউ বুব প্রস্তাবটা বলেছিলেন যে—ঐ ঘোষ নিজেই একটি ইনস্টিটিউশন।

তপশীল জাতি হিসাবে শ্রীযুক্ত মন্ত্রীপদটাকে একটা বিশেষ কোন পদে নেবার জন্য দাবী এসেছিল। উপরে যখন হৈঠক চলছিল—তখন এই নিয়ে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের বলে তপশীলী জাতির একটা সভা হয়—সভায় দাবীও করা হয়।

বাংলা কংগ্রেসের শ্রীবিশ্বনাথ মিশ্র ডেপুটি স্পীকার হন।

এই সব কিছুর পরে যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার কাঠামো যে ভাবে দাঁড়ালো তা দেওয়া হল। আপনারা এই তালিকাটি ভাল করে অনুধাবন করলে বুঝতে পারবেন ১৯৬৯ সনের ব্যাপারে যখন আসবো তখন এটার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে বুঝতেও বিশেষ কতি আপনার কাছে বুঝই দেখা দেবে।

১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা

দল	বিধান সভার সদস্য সংখ্যা	মন্ত্রীর সংখ্যা
১। বাংলা কংগ্রেস	৩৪	৪
২। কমিউনিষ্ট পার্টি—(মার্ক্সিষ্ট)	৪৩	১ ৩
৩। কমিউনিষ্ট পার্টি—(লেনিষ্ট)	১৬	২
৪। ফরওয়ার্ড ব্লক—	১৩	২
৫। এস, এস, পি—	৭	১
৬। পি, এস, পি—	৭	১
৭। লোকসেবক সংঘ—	৫	১
৮। আর, এস, পি—	৬	১
৯। সোর্থ লীগ—	৩	১
১০। এস, ইউ, সি—	৪	১
১১। ওয়ার্কার্স পার্টি—	২	১
১২। নির্দলীয়—		১

মন্ত্রীর নাম ও দপ্তর

(১) অজয় মুখার্জি—স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, প্রশাসন ইত্যাদি।
(২) জ্যোতি বাড়া—শিল্প ও বাণিজ্য।
(৩) আহাম্মদ কবীর—ডেভেলপমেন্ট ও বন।
(৪) চারুমিহির সরকার—সমাজ উন্নয়ন।
(৫) হরিদাস মিত্র—ডেপুটি স্পীকার।
(৬) জ্যোতি বসু—অর্থ ও ট্রান্সপোর্ট।
(৭) হরেকৃষ্ণ কোঙার—ভূমি ও কৃষি রাজস্ব।
(৮) সোর্থ লীগ—শ্রম ও ১
(৯) বিনয়কৃষ্ণ সেন—বিদ্যুৎ ও জেল।
(১০) বোধরাজ সাহিত্রী—বিধান সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন।
(১১) বিশ্বনাথ মুখার্জি—স্বেচ ও বিদ্যুৎ।
(১২) বেরুক মুমার বসু—পূর্ত।
(১৩) অন্নদা চক্রবর্তি—আইন।
(১৪) তানীকান্ত বৈত্র—মুটির শিল্প, সমবায়ন।
(১৫) নিরীন নাথ মুহু—বিনিক।
(১৬) বিভূতি ভাদগুপ্ত—পঞ্চায়েত, সমাজ কল্যাণ।
(১৭) নবনী ভট্টাচার্য—স্বাস্থ্য।
(১৮) বেরপ্রকাশ রাই—তপশীল জাতি ও আদিবাসী।
(১৯) সুবোধ ব্যানার্জি—শ্রম ও বিশ্রোগ।
(২০) জ্যোতি ভট্টাচার্য—শিক্ষা।
(২১) ঐ প্রফুল্ল ঘোষ—খাদ্য ও সমবায়ন, কৃষি ও কুটির শেড়।

(ক্রমশঃ)

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া পরিদর্শন বিষয়ে সংঘের বিবৃতি

আমাদের সকলের আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল দেখতে এসেন—তার জন্যে আমরা তাঁর প্রতি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনার মূল উদ্দেশ্য যা ছিল

এই জেলা বরাবর উৎপেক্ষিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত। তাছাড়া, প্রধান মন্ত্রীকে আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম এই জন্য যে, তাঁদের হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা; প্রধান মন্ত্রী এই জেলার শোচনীয় অবস্থা জানতাবে উপলব্ধি করবে—যেনাকে বাঁচাতে টাকা তিনি দিতে পারেন। কংগ্রেসী আমলে ২০ বছর ধরে এই জেলার প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করার ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ কি ভাবে নিভ্যনেমী হয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক কাঠামো কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তার সম্যক ধারণা তাঁর হলে—এই জেলার বর্তমান সংকট নিবারণে এবং এর অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্যে প্রাথমিক ব্যবস্থাগ্রহণ নিতান্ত অনিবার্য। ১৫-২০ কোটি টাকা বেরুবা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু হবে না। এই জেলার চরম দুরবস্থা তারস্বরে বলে কিছু ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন—এ আশা করা স্বাভাবিক ছিল।

ভেবেছিলাম তাঁর সফর আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মতালিকার রূপ নেবে

সুতরাং উপরোক্ত ঐ আশা নিয়ে আমরা যখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানার এবং সংঘের তিনি যখন আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন—তখন আমরা স্বভাবতই এই আশা করলাম যে, যখন তিনি দুর্গত মানুষের দুঃখ দেখতে এবং ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র জেলার মানুষকে কাছের পথ থেকে কথা বলতে আসছেন—তখন কম সময়ের জন্যে হলেও, তাঁর আসার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়—তাঁর পরিদর্শনটা যেন কম সময়ের মধ্যেই ঐ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে সংহতের ফলশ্রুতি হয়—তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং জেলা সরকার করবেন।

সকলের পরামর্শ নিয়ে সফর কর্মসূচি হবে আশা ছিল

সেজন্য ভেবেছিলাম, ঐ দুটি সূত্রকে মেখে তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর আসার আগেই জেলার আর্ত মানুষের হয়ার চেষ্টার মধ্যে সংহতি সকলকে ডেকে সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে একটা কর্মতালিকা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। এবং শ্রীমতী গান্ধী যখন আসবেন—তখন তিনি দুর্ভিক্ষে নিষ্ট গ্রাম জীবনের অন্তত দু একটা মর্মান্তিক চিত্র দেখবেন এবং জেলার সংকট বিষয়ে যাঁরা আন্তরিকভাবে তাঁদের সকলকে আমন্ত্রণ ক'রে, প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা, গুরুত্ব এবং এই জেলার প্রতি তাঁর আসার তাৎপর্যের উপযুক্ত পরিবেশে, ভদ্র এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিস্থিতিতে মুখর হবেন। তিনি বিনিময় হবেন এবং তার মধ্য দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী অল্প সময়ে ভয়াবহ অবস্থার সমগ্র একটা ছবি মনে এঁকে নিয়ে যেতে পারবেন এবং জেলার মানুষের মনেও একটা আনন্দময় স্মৃতি রেখে যাওয়া পারবেন যে, প্রধান মন্ত্রীও এই জেলার এই প্রথম আসার ইতিহাস একটা স্মরণীয় ইতিহাস হয়ে রইল।

যে ব্যক্তিদের পরিচয় ঘটবে আশা করেছিলাম তা হল না : কাজ উল্টো হল

লোক যদি দেখতো, তাঁর নিজের আসাটাকে তিনি সরকারী টাকার লভা রাজনীতির ব্যাপারে পরিণত করেন নি—তিনি জেলার দুঃখ জানতেই ঝুরে এসেন তাকে তাঁর এবং কংগ্রেসের সম্মান বাড়তো। তখন সেই পরিস্থিতিতে মানুষ ভাবতো এর মতো ঘটনা ঢাপা দিয়ে রাজা বা স্থানীয় সরকারগুলি নিজেদের রাজনৃতী নেবার জন্য নির্ভারিত সফর সূচি বাদিয়ে ১৯টারও বা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের দৌড়া দিয়ে বোকা বানাবার যে চেষ্টা করেন—শ্রীমতী গান্ধী তার শিকার হন নি—তিনি তাঁর আসনের উপযুক্ত মূল্যতা মানুষের মত ব্যক্তিত নিয়ে দৌড়ানো পদ্ধী পরিষে সভা অবস্থা জেনে নেলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, প্রধান মন্ত্রীর জেলা পরিদর্শন বিষয়ে আমাদের মনের ভেতরে এই যে একটা আশার ছবি ছিল—বাস্তবে তার প্রত্যেকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার ঘটলো।

প্রধান মন্ত্রীর সফর সূচি অন্ধকারে তৈরী হল

সমস্ত দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত জেলা খাদ্য কমিটি আছে। তার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি আছে—যারা জেলার খাদ্য সংকটের প্রতিকার চেষ্টা করছে। লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে আমরা এ সব বিষয়ে দিল্লী কলকাতার আন্দোলন করেছি—ও প্রস্তাব পরিষ্কারভাবে লিখিত-ভাবে দিয়েছি। দুঃস্থদের আনলে মহীতা এলে আমরা সমস্ত পার্টিকে—বিভিন্ন সংস্থাই পক্ষকে ডাকতাম—ফ্রন্টের যৌথভাবে বিরোধীদল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদেরও আমরা ডাকতাম। কিন্তু আজ রাষ্ট্রপতির শাসনে প্রধান মন্ত্রীর সফর সূচি তৈরীর সময়ে আমাদের কাছে সবটা অন্ধকারে রাখা হল; কাউকে তাঁরা ডাকলেন না তাকত পরামর্শ নিলেন না। ফলে যে সফর সূচি তৈরী হল—তা অত্যন্ত আপত্তিকর, অনাবশ্যক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত রূপে তৈরী হল।

ঐ সময়ের মধ্যে গ্রামাঞ্চল দেখানো যেতো : ভাল বৈঠক করা যেতো

জেলার প্রধান মন্ত্রী যতক্ষণ ছিলেন—তার মধ্যে বহু কিছু তাঁকে দেখানো যেত। কাঁচি থেকে বেলিকোপ্টারে ছুড়কা নেমে পুরুলিয়ার কাছাকাছি ১৯টা গ্রাম পুরুলিই জেলার দুর্গত মানুষের শোচনীয় রূপ তিনি দেখতে পেলেন। আর তাতে পুরুলিয়া বৈঠকের ভয়ঙ্কর বেদনী নয় পেতেন। কিন্তু তা করা হল না। কাঁচি থেকে মোটর যোগে পুরুলিয়া আসতে অনেকখানি সময় বেরুবা হল—তাবল এই জেলার কংগ্রেসের ভয়প্রাপ্ত রাজনীতির শেষ আশ্রয় ভরসাটাও যেন চলে না যায়—তার জন্য তাড়াতাড়ি প্রধান মন্ত্রীর আসনের ধনীয় সুযোগ বেরুবা হল। অত দিকে আসনের আসন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। তাড়াতাড়ি বাইরে থাকে দর্শনার্থী মানুষদের ও রাজনৈতিক দলগুলির আনা কিছু লোক ভন তিনি অ অ তুলির থেকে পুরুলিয়া আদালত পথে দেখেছেন। তাছে জেলা বেখা হয় নি। তাদের সঙ্গে কথা বলেন নি। কোনো একটা গ্রামে গিয়ে তার হরিজন বস্তি, শাঁওতাল বস্তির মানুষদের নিয়ে, অন্তত আরো বহু বস্তির মানুষদের নিয়ে বসে আধ ঘন্টা তাদের দুঃখ শুনলে—তিনি জানতে পারতেন—আজ গ্রামের চাষীদের, মজুরদের, শিল্পীদের মধ্যবিত্তে, সাধারণ মানুষের জীবনে কি দুর্যোগ সংঘাত চলেছে। কিন্তু তার ব্যবস্থা করা হল না। এর ও উদ্দে কোনো করা হল না—এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

এর জন্য দায়ী কে? তিনি, না, রাজ্যপাল? রাজ্য সরকার, না ডেপুটি কমিশনার?

এর জন্য দায়ী কে? রাজ্যপাল? রাজ্য সরকার? ডমিনার, অথবা ডেপুটি কমিশনার? অথবা শ্রীমতী গান্ধী নিজেই? তিনি কি জেলার দুর্গত মানুষের প্রতি তাঁর মহান কর্তব্য পালনের দায়িত্ব বলি দিলেন—নিজের ধনীয় মুখস্বার্থের রাজনৈতিক চক্রে?

সফরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ না করে রিলিফে দাও—এর উত্তর কী ছিল

দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর সম্মতি নিয়ে যখন আমরা পুরুলিয়া ফিরলাম—তখন ছাঁটাও জন মন্ত্রণা করেছিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর কয়েক ঘন্টা পুরুলিয়া সফরের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে—এ ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না—তার চেয়ে তাঁর আসার জন্য যে টাকাটা খরচ হবে—সেটা রিলিফের জন্য পেলেও অনেক কাজ হবে। তাতে আমরা বলেছিলাম যে, এটা সত্য যে তিনি এলে অনেকগুলো টাকা ব্যয় হবে—তবে পুরুলিয়া প্রকৃতির আজ যে শোচনীয় অবস্থা তাতে এসব ভাষায়ে জনের হাত থেকে রক্ষা করতে আজই ১১১২ কোটি টাকা চাই। তেজের হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীকে এনে অন্তত ভাল-ভাবে দেখাতে এবং বোঝাতে পারলে ১৫।২০ কোটি টাকা এখনই বেরুবা তাঁদের পক্ষে অসুবিধের হবে না। এবং এই টাকা শ্রীমতী গান্ধীকে না আনলে পাওয়া দুষ্কাধ্য। এ ছাড়া, আমরা বলেছিলাম যে, প্রধান মন্ত্রী তো তাঁর যোগ্য বহু রাখছেন না—ভারতের সর্বজন্ত যাচ্ছেন—যে দিকেই

হাত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ তো হচ্ছেই। পুরুলিয়াই বা বাদ যায় কেন—একবার পুরুলিয়াতেই আসুন, পরচ হয় হোক—দেখা যাক কিছু করতে পারা যায় কি না। সেজন্য আমরা এই চেষ্টা করেছি। ফল যাই দাঁড়াক—চেষ্টা তো করতে হবে?

বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলিকে, এমন কি খাদ্য ত্রাণ কমিটিকেও বাদ দেওয়া হল

তাছাড়া বৈঠকের অবস্থা যা ঘটল তার কথা বলি। এম, পি, এম, এল এদেরই ডাকা হল—প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিল। আর তার সঙ্গে তফেকটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ডাকা হোল। কিন্তু পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে বাদ দেওয়া হল—অথচ জেলার এই খাদ্য সংকট এবং জেলার উন্নয়ন বিষয় চিন্তা, পরিকল্পনা, উদ্যোগ, যোগাযোগ রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকেই অবশী ভাবে সংহতে বেশী করা হচ্ছে। আমাদের এইসব রাজনৈতিক পার্টিকে সম্মান দেওয়ার কথা তিনারে এখনো তুলছি না। জেলার খাদ্য সংকটের সমাধান ও জেলার উন্নয়ন বিষয়ে চিন্তা, পরিকল্পনা অনলাভাবা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে সমাজ সংগঠনগুলির চাইতে এই সবা তুলছি। সেই দৃষ্টিতে একবা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাজনৈতিক দলগুলি এ সম্পর্কে যে সমাধান দিতে পারবে তা অন্য কেউ পারবে না। সুতরাং এদের আমন্ত্রণ না করা অন্যায় অন্যায় এবং অমার্জনীয় ত্রুটি হয়েছে। আর খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে এ ব্যাপারে না ডাকাও অন্যায় অন্যায় ও অভিনব প্রশ্নোচিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকার আলাদা যে উপযোগিতা ছিল

এম, এল, এ, এম, পি, অনেকগুলি চলেই আছেন—তাঁদের ডাকা যায় না। তাঁরা নিজের নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বিষয় পরিস্থিতি জানতে জানেন—এমন কি জেলার বিষয়েও পরিস্থিতি তাঁরা জানেন সুতরাং তাঁদের ডাকা হয়েছে ভাল কথা। কিন্তু রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে ডাকার আলাদা প্রয়োজন আছে। একটা পার্টি সমগ্রভাবে জেলার পরিস্থিতি বেখছে—তাদেরে—তাদ চালাচ্ছে। সুতরাং এম, পি, এম, এল, এ ছাড়াও, পার্টি হিসাবে রাজনৈতিক পার্টিদের ডাকা উচিত ছিল—যখন উদ্দেশ্য হচ্ছে—সকলে মিলে জেলার সংকট নিবারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। এর এই বিশেষ্যের ব্যাপক জনসংগঠন সমাজসাধ্য সংকট পার হওয়া। এছাড়া দিয়ে পার্টিগুলির সমবেতাভিত্তা বেরুবা খুবই প্রয়োজন ছিল। ফ্রন্টফ্রন্টের আমলে সরকারী উদ্যোগ প্রকৃতির ব্যাপারে বিরোধী রাজনৈতিক দলেরও সহযোগিতা নেওয়া হত, চাওয়া হত—তারা তাও না করলেও সরকারী বুদ্ধি যেখানে প্রতিকারক হয় নি—কিন্তু তা হল এই রাজ্যপালের শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনে—প্রধান মন্ত্রীর আগমনে—কংগ্রেস বিরোধী দল খাদ্য সংকটে বহু তাক করা সত্ত্বেও সহযোগিতা দিতে আজও বিমুখ থাকা সত্ত্বেও।

যে ভয়ে এঁরা ঠিকমতো বৈঠকের ও গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনের কর্মসূচি নেন নি।

কিন্তু পার্টিগুলিকে না ডাকার মধ্যে কি ব্যাপার থাকতে পারে তা দেখা যাক।

(১) ১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে সফ্রুফ্রন্ট আমলে—ফ্রন্ট নিজে অনাহারে মৃত্যু তীব্রতর করে, ক্রুদ্ধ রিলিফ ব্যবস্থা করে। সঙ্গে সঙ্গে মুফ্রুফ্রন্ট অনাহার মৃত্যু বন্ধ করে এবং যে সাহায্য সংস্থা করে—তা ঐতিহাসিক। কিন্তু আজ রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে বলা হচ্ছে —রিলিফের নামে বিশৃঙ্খল অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা বিপদ কিছুই করা হচ্ছে না। এই অযোগ্যতার পরিচয় জন্যে আজও বিনা অনাহারে মৃত্যু ঘটে চলেছে। চারিদিকে কাজের ও খাদ্যের অভাবে হাহাকার চলছে।

(২) ফ্রন্টের অভিজ্ঞতের রিলিফ ব্যবস্থা হচ্ছে—তাতেও অবাধ সুষ্ঠু হয়নে। সরকারী রিলিফের ধরণ দেখে এবং অবাধে চুরি চলতে দেখার সরকারী মনোভাব দেখে মনে করেছে যে, রিলিফের নামে অনাহার চাপিয়ে একটিকে বেশের বিপক্ষ-প্রভাব কংগ্রেসী রাজনীতিকে আবার খাড়া করার চেষ্টা করছে—অন্তত্রিকে তেমনি রাজ্যপালের শাসন নামেরে আমলাতান্ত্রিক শাসনে পুরোপুরি সুযোগ নিতে অসামু কর্মচারীদের অবাধ সুষ্ঠের রাজত্ব আবার চালু করার প্রয়াস হয়েছে। সুতরাং বহু অভিযোগ করা সত্ত্বেও, পরকারী ছাড়া এঁরা এসবের প্রতিকারের কোনো মনোভাব রাখছেন না। বিনিময়ে এ যেন নয় বিসমুখ চুনীতি রেখে মাহুষ মুক্তির বহে যাচ্ছে।

(৩) ঐ সব কারণেই এঁরা বিলিফ ব্যাপারে অনাধারণের তথা খাদ্য-ত্রাণ কমিটি প্রভৃতির সহায়তা, সহযোগ, বা তাকত প্রভৃতি আদৌ চাইছেন না—এড়িয়ে যাচ্ছেন ও এড়িয়ে যেতে বহু চেষ্টা করছেন।

(৪) অন্যদিকে ঐ সব কারণেই রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ ক'রে জেলা শাসক পর্যন্ত যে মনোভাব দেখিয়েছেন—তা অভাবিত এবং নিতান্তই অবাঞ্ছিত।

অথচ কংগ্রেসী রাজনীতি এবং আমলাতান্ত্রিক অসাধু রাজত্বের প্রয়োজনে ঐ সব আচরণ করতে হচ্ছে এই অবস্থার যদি শ্রীমতী গান্ধীও উপস্থিতিতে জানজাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমালোচনা বিনিময়ের মধ্যে সত্যকার রাজনৈতিক বৈঠক করা হোত—এবং সেখানে সর্বজনস্বীকৃত সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসী শাসনে বিলিফ ব্যবস্থার দোষে যে সব গলদ বিসমুখ অবাঞ্ছিত ব্যাপার চলছে—তা ধরা পড়তো। প্রধান মন্ত্রীরও সেখেত্রে উক্তা বে ন মত্ত অবাধও কিছু থাকতো না। দুঃস্থফ্রন্ট আমলের যোগাযোগ এবং অবৈধভাবে শতকরা কংগ্রেসী আমলের অযোগ্যতা এবং দুর্নীতী বিসমুখতাকে প্রকট হোতো—আজকার রাষ্ট্রপতির শাসনের দুষ্টিতে ঐ সবের ভক্ত কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ খাদ্য প্রধান মন্ত্রীকে সর্বশেষ ক্ষ মহাসচিব অভিযুক্ত হতে হোত। এবং রিলিফ ব্যাপারে রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ ক'রে জেলা-শাসক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত অবাস্তিত আচরণ করেছেন—সর্বসমক্ষে সে সবের বিষয়েও ঔঁদের আসামীরূপে না-জবানী বৈঠকিয়তের সম্মুখীন হতে হোত।

এই সবের ভয়ে কেন্দ্রীয় শাসন ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে রাজ্য সরকার, জেলা সরকার সমস্তে মিলে এমন কর্মধারা করলেন যাতে এরূপ একটা বৈঠক এড়াবার ব্যবস্থা করা যায়।

তাই পুরোপুরি বৈঠকের সম্মুখীন হওয়া চলবে না—নমো নমো করে সারতে হবে—এই লক্ষ্য ছিল

তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সব পার্টির প্রতিনিধিদের এবং সব এম, এল, এ, এম, পিদের ডাকলে—বেশ একটা তুরুং শক্তিশালী দলের সম্মুখীন হতে হবে—সবাই কথা বলে—উপযুক্ত বৈঠক একানো সম্ভব হবে না—তার চেয়ে জনকয়েক এম, এল, এ, এম, পিদের ডেকে—বেরী করে এনে, নিজেদের অনেক সাজপাক ঢুকিয়ে দিয়ে, বৈ-জরোড়ু লাগিয়ে বৈঠকের নামে দু-চার মিনিট নমো নমো ক'রে সেরে দিয়ে অভিনয় শেষ করতে হবে। তার সঙ্গে তাঁরা স্থির করলেন এমন দু চারটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ডাকবেন—যাঁরা এসব ব্যাপার নিয়ে মাথাঘাত করতে যাবেন না।

বৈঠক ভেকেও বৈঠক উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন!

সমস্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তাঁরা উপরোক্ত ঐ মনোভাব অনুযায়ীই কাজ করেছেন। এম,এ', এ, এম, পি, বিষয়ে আমাদের শ্রীবিভূতি কুমার রাশঞ্জনারা লাখিই চাইবে নিয়ে দেখলেন—১০-১৫ মিনিটে আমরা কর্মসূচি রেখেও প্রধান মন্ত্রী ১০টায় আসছেন। বিভূতি-বাবুরা গিয়ে শুনলেন—বৈঠক তাঁরা কোনো কথাই নাকি নেই। প্রধান মন্ত্রীও এই বৈঠকের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না—পুরুলিয়ার অন্যত্র তাঁদের কংগ্রেস কর্মী বৈঠক লক্ষ্য ছিল—যখন তাঁদেরও কংগ্রেস কর্মী বৈঠক হয়ে এলেন। সরকারী ভাবে বৈঠকে ডেকেও প্রধান মন্ত্রীর আসবেরও পর বৈঠক বসানোর কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না। ঠিক বৈঠক না হলেও, বিভূতি বাবু ও শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত তখন দুঃস্থফ্রন্ট সঙ্গে হাসী ক'রে প্রধান মন্ত্রীকে আলোচনার জন্য বসিয়ে থাকিয়েও বৈঠকের মত করলেন। আলোচনার মধ্যেই প্রধান মন্ত্রী আবার উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বক্তৃতার জন্য যেতে চাইছিলেন। আলোচনা শেষ না হ'লে তিনি যাবেন না—এই হাসী দৃঢ়ভাবে জানিয়ে তাঁকে আবার বসিয়ে কথা শোনানো হল। এর ভেতর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—কিভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে তালঘোল পাকাবার চেষ্টা হয়।

যে সঙ্কটের জন্য আমন্ত্রণ—তার কী পরিণতি হল

এই ব্যাপারটাকে আর একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। আমরা যখন প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি দেয়া করে চিঠ উপেক্ষিত জেলার দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক জীবনের কতি সকলের বর্তমানের কথা তুলে ধ'রে তাঁকে আমন্ত্রণ করি—তিনি সহজেই আসতে রাজী হন। যখন তিনি দুর্ভিক্ষ অঞ্চল দেখতে আসেন বলেন—তখন দুর্গত মানুষের মাঝে এসে সময় দিয়ে ভালভাবে দেখবেন—কাঁহাই আভাবিক ছিল। তাঁকে আমরা ইচাগড়, নিমতি, পটঝরা, চাতিল একেবাজের যেতে আমন্ত্রণ করেছি, তাও সঙ্গে বাঁকুড়াতেও। সেজন্য ভাবলাম—দিনগুই সোটা ফিনেক দিন পুরো সময় দিয়ে এই তিন জায়গা তিনি দেখবেন। কিন্তু তাঁহলে যেভাবে কর্মতালিকা হয়—তাতে একমাত্র অর্থ এই হয় যে, যখন কথা দিয়ে দেয়া গেছে—না গেলেই নয়—তখন যেতে হবে কিন্তু যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে হবে।

মুক্তিলটাও এড়ানো হল—অভিনয় দিয়ে দলীয় প্রচারও হল

ওঁদের কাছে এই সমস্যা উঠেছিল যে, যাবার কথা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে ফল ভাল হল না। কারণ শাসনে থেকেও কংগ্রেস পুকলিয়া প্রভৃতির জন্য কিছুই করে নি। এখন লোক সেবক সংঘের তাকে যদি দিয়ে কিছু করা হয় তাহলে কংগ্রেসের চেয়ে কংগ্রেস সিমোনী হলেই নাম হবে। তার জন্য পরে আবার দু একটা অভিনয় ক'রে নেওয়া হল যে, কংগ্রেসের সঙ্গ থেকে তাঁকে পুকলিয়া বাঁকুড়ার জন্য বিশেষভাবে ডাকা হল। সে জন্যই তিনি যাচ্ছেন। লোকে যেন বোঝে—লোক সেবক সংঘ বা কংগ্রেস বিরোধীদের কাজও তাকে নয়। তাছাড়া, পুকলিয়া গিয়ে ঠিকমতো দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি পরিদর্শন করলে এবং ঠিকমতো বৈঠক হ'লে কংগ্রেসের পক্ষে যখন বিনয় তখন পুকলিয়ার জন্য অন্তত কম সময় রাখতে হবে—যাতে সমালোচনার সম্মুখীন হতে না হয়। আর যখন যেতেই হচ্ছে—তখন প্রধান মন্ত্রীর যাওয়াটাকে কংগ্রেসী প্রচারের রূপেও পরিণত করতে হবে।

প্রধান মন্ত্রীর হাতে সত্যিই কি সময় কম ছিল?

প্রধান মন্ত্রী পুকলিয়ার জন্য ঘন্টা দু' তিন সময় রাখায় বহু লোক অবাক হ'য়ে ভেবেছেন—প্রধান মন্ত্রীর এত কাজ যে, কাজের প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে সময়ই করতে পারেন নি এবং সেজন্য ইচাগড় নিমতি প্রভৃতিতে যেতে পারেন নি। ব্যাপার আদৌ তা নয়। দুর্গত অঞ্চল দেখতে আসছেন—কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেবেন না আর ক'টাচোখ মন্দির উদ্বোধনের জন্য সময় দেবেন? বিহারের দুর্ভিক্ষ অঞ্চল দেখতে আসার কথা। বিহারে এলেন তবে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল এড়িয়ে অন্য ব্যাপারে সময় দিলেন! দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গ্রামে যাবার সময় দেবেন না কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী বৈঠকে যোগ দেবার সময় দেবেন। দুর্গত মানুষের দুঃখের পরিচয় নেবার কাজের চেয়ে প্রধান মন্ত্রীর আর কি বড় কাজ আছে? তাঁর অনেক সময় সাধারণ কাজে ব্যয় হয়—ইচ্ছে করলে দুর্ভিক্ষ অঞ্চলের জন্য বহু সময় দিতে পারতেন। কিন্তু এর জন্য সময়ও দিলেন, মোটমাট সময় দিলেন—তাও যে তাঁকে ব্যথিত হল—তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

নব কংগ্রেস হ'য়েও সেই পুরোনো রোগ যায় নি—তার সঙ্গে চরম অযোগ্যতার পরিচয়

ভারতের প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন—সকলের প্রধান মন্ত্রীরূপে। দুর্গত অঞ্চল দেখতে এসেছিলেন রাজ্যের কাজের গুরুত্ব নিয়ে। সরকারী কাজে এসেছিলেন অনেক টাকা খরচ করে। এ সবের গুরুত্ব, অর্থের দায়িত্বশীল, দুর্গত মানুষের প্রতি কর্তব্য প্রভৃতি নিশ্চয় ছাঁল—প্রধান মন্ত্রীর আগমনকে বিদ্রূপাত্মক একটা কংগ্রেসী শোভাযাত্রা এবং জয়োল্লাসবাদীর ব্যাপারমাত্রে পরিণত করা হল।

একটা রাজনৈতিক পার্টির নেত্রী এলেন কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে তাঁর সঙ্গে একটা বৈঠকে ডাকা হল না—অথচ কংগ্রেসের তিন তলার লোক—কেন্দ্র, রাজ্য, জেলার সাঙ্গপাঙ্গ তাঁর আশেপাশে চার দিকে ঘিরে কংগ্রেসী প্রচার উৎসব পালন করলেন। পার্টিই হাউসে এম, পি, এম, এল, এ এবং দু' চারটি বিশেষ দলের প্রতিনিধিদের ডাকা হল—কিন্তু সেখানেও তিন তলার কংগ্রেসী সাঙ্গপাঙ্গ এসে হাজির। প্রধান মন্ত্রীর একটা রাজনীতির পরিদর্শন ছিল, তবুও কংগ্রেসী কর্তাদের চক্রান্ত এমন হল যে, রাজনীতি পর্যন্ত কোথায় কোন ঠাঁয়া হয়ে থাকলেন।

সিণ্ডিকেট-মুক্ত নতুন নেতৃত্বের পরিচয় আমরা কোথায় পেলাম

কংগ্রেসী প্রচার ও কংগ্রেসের মুখ রক্ষার জন্য এ সব এক করা হয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমনে এর সমিলিত প্রতিক্রিয়াই ঘটছে। আমরা ভেবেছিলাম—সিণ্ডিকেট নামধারী কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সরে যাবার পর শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল যে হয় তো একটু নূতন আদর্শধারা দেখাবার ও চেষ্টা করবেন। এই জেলার প্রতি বিশেষ অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে—রিলিফের নামে বর্তমান অবস্থাকে ভিন্নরূপ করে জনগণের আস্থা অর্জনেরও চেষ্টা করবেন। কিন্তু কাজের যে পরিচয় দিলেন—তাতে যাওয়া হল একটি আগের যাওয়ই অব্যাহত চলেছে—শ্রীমতী গান্ধী এখানে কোনো ব্যক্তির বা নেতৃত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না। তাঁর পশ্চিম বাংলায় যে সব কর্মধার এসে তাঁকে ঘিরে রয়েছিলেন—তাঁহাও কোনো ভঙ্গ বা পরিবর্তিত নেতৃত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না। শ্রীমতী গান্ধীর পরিদর্শনের নামে যে বিরাট কংগ্রেসী প্রচার, যে বৈ জৌলুস ও লজ্জাকর বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি ঘটল—তাতে নব কংগ্রেসের যেমন মুখোসকে পরিচয় ঘটেছে—তেমনি তাঁকে শাসনে রেখে এই সমস্ত যে অবাঞ্ছিত আচরণ হোল—তার দ্বারা শ্রীমতী গান্ধী অসহায় দর্শকরূপেই থাকলেন—সিণ্ডিকেট মুক্ত নূতন নেতৃত্বের কোনো পরিচয় দিতে পারলেন না।

প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলছেন, কিন্তু আর এক সাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গন দিয়ে গেলেন

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পুকলিয়ার ভাষণ দেবার সময়ে অনবধে প্রকৃতিকে তীব্রভাবে তিরস্কার করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে গেলেন, ইঙ্গিতে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রারম্ভিই জনসভা তথা বলছেন। আমরা জানি—এই কংগ্রেসই ক্ষমতা ও ধনীয় স্বার্থের লাভ নিজে সাম্প্রদায়িক উসকে ক'রে ইতিহাসে কম জন খোলা করে নি। বিহার আমলের নয় সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস জনগণ বিস্মৃত হয় নি। সেই আমলে বিহারের ভাষাগত সাম্প্রদায়িক উপদ্রবকারীরা এই জেলার শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবকারীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যে ভয়াবহ তাণ্ডবের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল—তার মূল ঐতিহাসিক কৃতীতিসূত্র সর্বজনবিদিত হয়ে আছে। এই শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতার অগ্নগুরি ছিলেন তালদার কৃষ্ণাত্ত শ্রীমতেন মাহাতো। বাংলাভাষীদের ওপর চরম অত্যাচার করলেও এবং তদনুরূপ বিক্তে চরম কেতাবী আন্দোলন চালালেও—পুকলিয়ার বহুকৃষ্টির সঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক শ্রীমতেন মাহাতের পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসে স্থান পেতে দেরী হয় নি। কারণ জেলার রাজনৈতিক জীবনে সেই শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতাকে বজায় রেখে কংগ্রেসের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িক ভিসিবের পাত্র শ্রীমতেন মাহাতকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

জেলার খবর যাঁরা রাখেন—তাঁরা সবাই জানেন যে বীরভূম রাজনৈতিক জীবন থেকে শ্রীমতেন মহাত ব্যক্তিগত, দলগত এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার জন্য বিবিধ কুকীর্তি করা ছাড়া, জেলার কল্যাণের জন্য কোনো কাজ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ ও শ্রী শাসন হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতেন মাহাত বা কংগ্রেসীরা জেলার খাদ্য সংকটের জন্য কোনো চেষ্টা করেন নি। আমরা সব যখন রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারে যোগাযোগ আন্দোলন ক'রে জেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ, প্রধান মন্ত্রীর আগমন ও রিলিফের জন্য বিবিধ আবেদন বাবস্থা করলাম—তখন শ্রীমতেন মাহাত ছুটোছুটি শুরু করলেন যে, যাতে এসবের রিলিফের সিহে ভাগও তাঁর ভাগ্যে জোটে। আর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তথা রাজ্য সরকারও দেখলেন যে, পুকলিয়া জেলার কংগ্রেসের ভোট উদ্ধার করে কেউ যখন তেমন নেই—ছ'নিয়ার শ্রীমতেন মাহাত নব কংগ্রেসের ভক্তি বাহক হিসাবে রয়েছেন—তখন প্রধান মন্ত্রীর এই পুকলিয়া সফরে কংগ্রেসের এক্ষেত্র প্রস্তুতিকল্পে ক্রমাভক্তির সেবে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে—যাতে শ্রীমতেন মাহাতের রাজনীতি নতুন ক'রে আবার খানিকটা আনিকের পাছ। তাহলে জেলার শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতা নূতন তরণা ও বেগবা পাবে। এবং নির্বাচনে তাহই ভেতর দিয়ে কংগ্রেসের উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা হলে হতে পারে।

কংগ্রেসের এই চিন্তা ধারা ও কর্মধারাকে শ্রীমতেন মাহাত ইতিমধ্যেই নিজের প্রচারে কাজে লাগাতে সুরু করেছেন। শোনা যাচ্ছে—তিনি ও তাঁর দলবল প্রচার করছেন যে, শ্রীমতেন মাহাতই প্রধান মন্ত্রীকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন এবং তাঁরই চেষ্টায় পুকলিয়া জেলা এবার উন্নয়নের হ'তে চলেছে। যাঁরা সব খবর রাখেন—তাঁরা এই সব ভিত্তিহীন প্রচারের মর্ম জানেন না? সে দিক দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীমতেন মাহাতের হাতে এই অপপ্রচারের সুযোগ দিয়ে কংগ্রেসের কাজ হাসিল ক'রে গেছেন।

এর মধ্যে যে কথা আজ ভাববার তা এই যে, যে শ্রীমতী গান্ধী ও অন্যেরা আজ সাম্প্রদায়িকতার ও ধনতন্ত্রমূলক রাজনীতির অগ্রগতিতে অর্ন্তবাধ করছেন—সেই শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলবলেরাই আজ ২০ বছর ধরে নিজেদের বহু কলুষিত কাজে তাঁরই অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র করে গেছেন। আজ তার ক্রন্দন রেখে—বোধোদয়ের বেলাই ও তার মানীর কথা মনে পড়ছে। সিণ্ডিকেট মুক্ত হ'ষে'ও, নব কংগ্রেসের নব ভাবধারা যে বারা ক'রেও, তাঁদের পুরোণো স্বভাবের পরিবর্তন হয় নি আমরা দেখছি। আমরা রেখতে পেলাম যে, নব কংগ্রেস আজ তার পুনর্গঠনে যোগ্য মানুষ খুঁজছে না—সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সুস্থ রাজনীতির সন্ধান করছে না—জনগণের অনাস্থাভাজন কুখ্যাত বহিষ্কৃতদেরই আবার তুলে ধরছে এবং সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক কুখ্যাত সাঙাতদেরই আবার তুলে ধরছে যাতে পুকলিয়ার আবার কংগ্রেসের ক্ষেত্র হয় এবং তার জন্য শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে হলেও—ক্ষতি নেই। পুকলিয়ার খবর অল্প রেখবার নামে সফরে এসে বাঙলা সফরের ক্ষেত্রের দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী পুকলিয়া জেলার জন্য একটি অত্যন্ত অশুভ সূচনার আভাষ দিয়ে গেলেন। সেদিক দিয়ে জেলার অশেষ ক্ষতি করে গেলেন।

যে অশুভ ইঙ্গিতের সূচনা এখনই দেখা যাচ্ছে

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সফরে এসে জানলাবে জেলার অর্থনৈতিক ও সংকটের পরিস্থিতি জেনে গেলেন না। এর দুটো ফল হতে পারে। (১) জান করে অবহা হয়তো না হওয়ার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা করতে তিনি প্রেরণা পাবেন না। সেদিক দিয়ে জেলার ক্ষতি হবে। আর (২) জেলার শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে আমরা যে সব কথা বলেছি—তাকে বিশ্বাস করে'ই যদি রিলিফ ও উন্নয়নের জন্য তাদাভাবে তিনি ব্যয় বরাদ্দও করেন—সে সব টাকা ঠিক মতো কাজে যেন নাশে তা তাঁর ব্যাস্থা তিনি করে গেলেন না—তাতে জেলার প্রভূত ক্ষতি হবে। কারণ আর একটার অভিযোগ এই যে, রিলিফের নামে নগ্ন বেলরোয়া লুঠ হচ্ছে। শাসনমন্ত্র যখন এতখানি বিশৃঙ্খল ও বেপরোয়া হয়েছে—তখন রিলিফের জন্য আরো কোটি কোটি টাকা—উন্নয়নের জন্য এলে জেলার সত্যকার উন্নয়নে তা না গিয়ে, তার বহু অংশে কিছু অফিসার, কর্মচারী ও রাজনৈতিক দুষ্কৃতদের উন্নতি ও রিলিফের ব্যবস্থায় লাগবে। আর রিলিফের নামে যোলাপুলি বেপরোয়া যে লুঠ চলেছে—তা শোনবার বা বোঝবার চেষ্টা শ্রীমতী গান্ধী করলেন না। দুর্ভাগ্যের মধ্যেও এবার কেই বোক আর নির্বাচনের দৃষ্টিতে কংগ্রেসকে ও ভোটের সহায়ক অফিসার কর্মচারীদের লুঠ করার সুযোগ দিতেই চোক—তিনি ঐ সব অভিযোগ ভালভাবে শুনে তা বন্ধ করার এখানে নির্দেশ না দিয়ে যাবার ফলে—আর অবশ্য কি হাঁচাবে তা উপলব্ধি করুন। তার ওপর শ্রী হরেন মাহাত প্রভৃতিকে আশীর্বাদ দিয়ে যাওয়ায়—তাঁর অন্তও ঐ সব বর্ধিত বরাদ্দের ভবিষ্যত কি হবে—তা ভেবে জেলার বহু মানুষ আজ চিন্তিত। শ্রীমতী গান্ধী যদি সব অবস্থা শুনে এবং বুঝে—তা বন্ধ করার জন্য সব দলের মিলিত শক্তিতে জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা ভিত্তিতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যেতেন, অন্তত লোকে ভরসা পেতো। সে সব তিনি কিছু করলেন না বরং যেভাবে সফর কর্তব্য সম্পাদন করলেন, তাতে এই জেলার ভাগ্যে বিচরণকারী অফিসারেরা, অফিসারেরা আজ উন্নসিত। সুতরাং এই জেলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে খুবই অশুভ সূচনা করছে। আমাদের সকলের চেষ্টায় যদি এদের যদি লুঠের আখড়া চলে তবে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে। শ্রীমতী গান্ধীর ও সিণ্ডিকেট মুক্ত কংগ্রেসের শুভবুদ্ধি হোক—এই কামনা। কিন্তু নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই যদি নিতান্তই আর কংগ্রেসী কর্মধারা হয়—সেই কর্মধারাকে সমূলে কর্তার জন্য তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে—তার জন্য জেলার মানুষকে প্রাণবন্ত প্রস্তুতির জন্য আহ্বান জানিয়ে রাখছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোকসেবক সংঘ

প্রকাশ্য দিবালোকে সদর রাস্তায় হত্যাকাণ্ড

ছাত্র পরিষদের কর্মী নক্সালপন্থীদের (?) হাতে নিহত

সন্দেহক্রমে একজন যুবক গ্রেপ্তার

গত ২৩শে জুন বৈকাল প্রায় চারটার সময় খগনা কালীর মন্দিরের অদূরে সদর রাস্তার উপরে পুকলিয়া-পুরুলিয়া সেনগুপ্ত ট্রান্সপোর্ট বাস থামিতে কতিপয় সশস্ত্র যুবক উক্ত বাসের আরোহী ছাত্র পরিষদ কর্মী শ্রীমান শুভময় গুহ ও শ্রীগীতম বাসকে জোরপূর্বক বাহিরে তাদের লাঠি ও লোহার ডান্ডা দিয়ে নির্মমভাবে মারতে মারতে নীচে বান ক্ষেতের দিকে নিয়ে যায় এবং তারপর একজন যুবক বাস থেকে নেমে ছুটে গিয়ে পাইপগান দিয়ে গুলি করে শ্রীমান শুভময় গুহকে হত্যা করে। তার পর যুবকেরা, সংখ্যায় প্রায় ৮৯ বারো জন—মাঠের মধ্য দিয়ে বোমাবাজীর দিকে পালিয়ে যায়। সমস্ত ঘটনা পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ঘটে এবং বাসটি যাত্রী বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও কেউ এই ঘটনার প্রতিরোধ করেন নি, বা আক্রান্ত ছাত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন নি। নিহত শ্রীশুভময় গুহর বন্ধু শ্রীমান গৌতম দানের উক্ত যুবকদের বাধা প্রদান করে গুরুতর আহত হয়।

ঘটনা ঘটে যাবার পর বাসযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন ভেলকল পাড়ার নিবাসী টেলি-কম থেকে পুলিশে টাউন থানায় সংবাদ দেন এবং এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য সদর হাসপাতালেও সংবাদ দেওয়া হয়। কোনও প্রকার সাহায্য আসার পূর্বে বাসে করেই নিহত ও আহত ছাত্র দুটিকে পুকলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নিহত শ্রীশুভময় গুহ বইপড়া গ্রামের শ্রীদেবরাণ গুহার দ্বিতীয় পুত্র। সে বর্তমানে নিজার কর্মফল মামলাতে মেদিনীপুর কলেজে লেখাপড়া করছিল এবং বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে বহু শ্রেণীতম হাসকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিন পূর্বে বইপড়া বেড়াতে এসেছিল। ঘটনার দিন তারা পুকলিয়া সদরে ছাত্র পরিষদ গঠন সম্পর্কিত এক সভায় যোগদানের জন্য এসেছিল এবং সভার শেষে বাড়ী ফিরছিল। পুকলিয়া বাস-ষ্ট্যাণ্ড থেকে কয়েকজন যুবক তাদের অনুসরণ করে। বাসে অত্যধিক ভীড় থাকার জন্যেরা পাড়া বেরুবার ক্রসিং এর নিকট বাস থামলে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শুভময় ও গৌতমও বাসের দ্বার দিয়ে নামে। অনুসরণকারী যুবকরাও বাসের দ্বারে ওঠে বলে প্রকাশ। আরও প্রকাশ, বাসটি খগনা কালীর মন্দিরের কাছাকাছি এলে অপেক্ষমান কয়েকজন যুবক বাসটি থামায় এবং শুভময় ও গৌতমকে বাসের দ্বার থেকে নেমে আসতে আদেশ করে। তাদের দু জনকে এক রকম জোরপূর্বক নামানো হয় এবং রাস্তার নাম্বাছাত্র ঐ দু জনকে ঘিরে যুবকরা প্রহার করতে থাকে। কিছুক্ষণ ধরে এই প্রকার প্রহার-পর্ব চলতে থাকার পরও বাসযাত্রীদের মধ্যে কোনওরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখে—বাসের ভেতর থেকে অপর একজন যুবক নেমে এসে শুভময়কে গুলি করে মেরে ফেলে।

ঘটনার পর পুলিশ চতুষ্কিকে সতর্কতামূলক সংবাদ প্রেরণ করে এবং অনুসন্ধানকারী একদল পুলিশ পুকলিয়া টাউন থানার দিকে আসতে থাকলে অভিযোগ বহনকারী একজন সশস্ত্র কনষ্টেবল—দুষ্কৃতা এরোড্রামে পলায়নরত দু জন যুবককে ধাক্কা করে—কিন্তু মাত্র একজনকে ধরতে সমর্থ হয়। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বিশেষ কোনও তথ্য উদ্ধার করতে পারে নি—সে নিজের নাম সুবোধ দে বলে পরিচয় দেয় এবং ঘটনার জন্য বিস্ময়ের অনুশোচনাও প্রকাশ করে নি। নক্সালপন্থীদের উগ্র ও আক্রমণাত্মক ভাবের সে কথাবার্তা বলে। পরদিন আরালতে উপস্থিত করা হলে ধৃত যুবক কোনও এজাবার দেওয়ার পরিবর্তে বক্তব্যর সাদন ও বিচার ব্যবস্থাকে তীব্র কটাক্ষ করে কথাবার্তা বলতে থাকে—ফলে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট ধৃত যুবককে এজাবার নেবার ভার অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পণ করেন।

———

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

WANTED

Two Science Graduates one pure Science, and another Biological Science for Madhutati High School to fill up two deputation vacancies.

Apply to the Secretary with the copies of certificates and mark sheets by 10th July '70.

Sd/Dr. Aswinikumar Chatterjee
Secretary, Madhutati High School
Po : Madhutati
Dt : Purulia.

WANTED

Three lady graduate teachers capable of teaching English and Economics in top classes for Santamayee Girls' Higher Secondary School to serve temporarily in leave vacancy. Apply immediately.

Sukumar Mukherjee, Secretary,
Santamayee Girls' H. S. School, Purulia.

PURULIA POLYTECHNIC

PURULIA

The following materials are offered for sale "as it and where is" basis. Interested parties may submit tender on plain paper in sealed cover for purchase of the materials wholly or partly after inspecting the materials. Last date of receiving tenders is 17-7-70. The tenderers must be prepared to pay the cost in cash before lifting of the materials.

1) M. S. scraps (Workshop jobs)	2150 Kgs.
2) Cast Iron (Jobs)	1150 Kgs.
3) Steel Scraps (piece bar etc.)	1850 Kgs.
4) Smith's Hand blower with Forge on stand 'Etna' made in India (Dutta & Sons)	14 nos.
5) Electric Fused Lamps with brass cap. (approx).	3000 pcs.

অ্যাঁ! বলেন কি? ব্যাঙ্ক আমাকে ঋণ দেবে?

আমি তো সামান্য কয় বিঘার চাষী!



হ্যাঁ ঠেকে। বঁড় আপনি আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে আগ্রহী কৃষিজীবী হন, তাহলে ভাল বীজ, সার, পোকা-মাকড় মারার ওষুধ—এই সব যোগাড় করতে ব্যাঙ্ক আপনাকে আর্থিক সাহায্য করবে। এমন কী ট্রাক্টরের জন্যও ঋণ পেতে পারেন।

আপনার সন্তোষজনক বুঝিয়ে দেয়া আমাদের লক্ষ্য।

ইউবিআই-এর যে কোন শাখা অফিসে চলে আসুন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
হেড অফিস : ৪, নেতাজী সুভাষ রোড সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

WANTED

"For R. B. B. High School Garhjaipur two Arts Graduates against Deputation Vacancy (16. 7.70 to 15.7.71). Candidates are directed to appear before the selection Board on 14.7.70 at 2 P.M. with all their certificates. Local candidates will be given preference, Selected Candidates have to join on 16.7.70."

WANTED

A lady accountant for our Tailoring shop at Bokaro with fair speaking power in English and General Knowledge. Pay Rs. 150/- to Rs. 200/- according to the merit of the candidate, Facilities for living accommodation will be available. Apply within 12.7.70 & correspond personally for appointment with :

Raffique Ahmed
Tailoring Shop
Shop No : T/3, Russian Colony Sector 4
Bokaro Steel City.
[Dt : Dhanbad]

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ট্রেড্রিক জাগ্রত প্রাণাবর্তন নিবোধক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

সোমবার, ৬ই জুলাই '৭০
২১শে আষাঢ় ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০০ ষাঙ্মাসিক—৩.০০
মূল্য—১৫ পয়সা



রিলিফ সত্ত্বেও বহু বলা সত্ত্বেও অনাহার মৃত্যু ঘটছে

এই অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ছোট বড় সমস্ত অফিসারকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত

রিলিফের নামে অফিসারদের এবং অনুচরদের আজ লজ্জাজনক লুট চলেছে। অবস্থা দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, নিজেদের কাজ হাসিল করতে মাহেন্দ্রী যোগাযোগ সৃষ্টি এই তথাকথিত সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোকেরা ডাকাত এবং চোরের পর্য্যায়ে নেমে পড়েছেন। ব্যাপক রিলিফের অনেকখানি ব্যবস্থা হয়েছে সত্য ; তবে চুরির অবিধা মত ব্যাপক ব্যবস্থাও হয়েছে। তার ফলে বহু বিপন্ন মানুষ সাহায্য পাচ্ছে না। তাদের মধ্য থেকে অনাহার মৃত্যু ঘটতে বাধ্য হচ্ছে। বহু বলা সত্ত্বেও বি, ডি, ওরা সম্পূর্ণ নীরব থাকছেন। তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীরা অনেকে তাঁদের হ'য়ে আবেদন-কারীদের বলছেন—যাও এখন লোক সেবক সংঘের কাছে যাও। এই ব'লে মরণোন্মুখ মানুষদের প্রতি উপহাস করছেন। বি, সি ; এস, ডি, ওরের ব'লে কিছুই হচ্ছে না। তাঁরাও কেবল 'দেখছি' ব'লে এড়াবার ব্যবস্থা করছেন, অপর দিকে তাঁরা লুটের মচ্ছবকে অবাধে চলতে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন। এই অভিযোগ প্রমাণ করার দায়ী নিয়ে আমি একথা বলছি। যুক্তফ্রন্ট আমল থাকলে এ ধারাই চলতে পারত না। অফিসারেরা নির্দেশ মত কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। অনাহারে বিপন্ন মানুষের ব্যবস্থা বিষয়ে খেলা করার তাঁদের সাহস হোত না। কেও তা করলে তাকে ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হোত। আজ রাজশাসন নামধেয় কংগ্রেসী শাসনে কংগ্রেসীদের লুটের সাহায্য করার বিনিময়ে তাঁরাও আজ অবাধ লুটের অধিকার পেয়েছেন। সেজন্য প্রধান মন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রভৃতি থেকে সমগ্র শাসন যন্ত্র রিলিফের নামে অভিনয় ক'রে চলেছেন। এতে আজ অফিসারেরা অবাধ "স্বাধীনতা" অধিকার পেয়ে যাওয়াতে, জনগণকে মনে রাখতে হবে যে, সামনে যে কোনো জন-শাসন গঠিত হোক—তাদের কাছে আমাদের সর্বপ্রধান দাবী হবে যে, যে অফিসারেরা দুর্ভিক্ষে বিপন্ন মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে লুটের রাজত্ব চালিয়েছে —তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং বিচার হোক—এবং অপরাধীদের তাড়িয়ে দেওয়া হোক।

কী রিলিফ চলেছে এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে দেখুন

এই দেখুন, ১৪-৬-৭০ তারিখেই বরাবাজার থানার ভাগাবাদ অঞ্চলের তাবরোনা গ্রামের শ্রীসিং সর্দারের স্ত্রী শ্রীমতী রাহু সর্দার কি ভয়ানক অবস্থায় অনাহারে মারা গেলেন তা দেখুন। এদের পরিবারে ৭ (সাত) জন লোক। অমিভূমি কিছুই নেই। চারিদিকে কোথাও কাজ পাচ্ছিল না। এরা ৭টি প্রাণী বাঁচে কি ক'রে ? ৪-৫ মাস ধ'রে অর্দ্ধাহারে অনাহারে বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যে কাল কাটিয়ে যখন মরণাপন্ন হয়েছে তখন আশে পাশে রিলিফ ব্যবস্থার সন্ধান নেন। বাঁচবার আশায় তি, আরের মজুরী করা বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিবারের একজনও তি, আর পেল না। আর তাদের করা হোক —দেখা যাবে তি, আর পাবার যোগ্য নয় এমন লোকও তি, আর পাচ্ছে। অবশেষে ঐ মহিলা মারা যাবার ৭-৮ দিন পূর্বে

(শেষাংশ অর্থ পৃষ্ঠায়)

রিলিফে অব্যবস্থা ও অনাহারে মৃত্যু

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

আমি গত ১৩ই জুন শনিবার সকালেই কলকাতা থেকে এসে পুরুলিয়াতে পৌঁছাই। বরাবাজার থানার যে অংশ সুবর্ণরেখা নদীর এপারে অর্থাৎ পুরুলিয়া থানার সংলগ্ন সেই অংশটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত—চেলাডাঙ্গা, বানডোড়া, তাতুডাঙ্গা ও ভাগাবাঁধ। এইসব অঞ্চলে অনাহারে কয়েক জনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি সে সম্বন্ধে ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমীনে তদন্ত করে ব্যবস্থা করার জন্য যাই।

ইংরেজ আমলের কথা ছেড়ে দিলাম। কারণ তখন দুর্ভিক্ষে লাইকাদীভাবে হাজার হাজার লোক না মরলে অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হত না বেসরকারী ১৯৬৬ সালে বাংলা দেশে—তখনও পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়নি।

দেশ স্বাধীন হবার পরে বিহার আমলে পুরুলিয়ার অনাহারে অনেক লোক মরেছে। কিন্তু সরকার বরাবরই স্বীকার করেছে। করেছে যে মৃত্যু অনাহারে নয়—রোগে। পুরুলিয়া থানার এক কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশের দারোগা—অনাহারে মৃত্যুকে অনাহারে মৃত্যু বলায়—তাকে সে থানা থেকে বদলি করা হয়—তারপরে তাকে বরখাস্ত অথবা অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কিনা আমার জানা নাই।

পুরুলিয়ার পণ্ডিত অংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হল—তারপরও এখানে অনেক অনাহারে মৃত্যু হয়েছে—তবে সরকারের পক্ষ থেকে নানা-রকম ধড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা করে সেগুলিকে রোগে মৃত্যু বলেই ঘোষণা করার চেষ্টা হয়েছে।

গেল কংগ্রেস আমল। ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্টের সময়েও পুরুলিয়া জেলায় খুকিস এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাহারে মৃত্যুও শুরু হল। জিলার সরকারী কর্তৃপক্ষ থেকে সেই সব অনাহারে মৃত্যুকে অস্বীকার করার উদ্যোগ হতে থাকে এমন কি তদানিন্তন বিলিফ মন্ত্রীও এই ব্যাপারে জিলা কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে অনাহার মৃত্যু অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সমস্ত নেতৃবৃন্দ, মহীমণ্ডলী সরেজমীনভাবে জিলা পরিদর্শন করে সমস্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে ঐ অস্বীকৃতিকে অস্বীকার করে পুরুলিয়া জেলার জন্য যে যুক্তকালীন ব্যাপক জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেটা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—এবং যেখানে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল সেখানে একটি লোকও না খেতে পেয়ে মারা যায়নি।

দু-একটি লোকের অনাহারে মৃত্যু হলে তা নিশ্চিতভাবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাপক খোরাকীর খাদ্যাভাবের পরিস্থিতিরই পরিচয় বহন। সেটা অনুধাবন করে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬৭ সনের বিরাজমান অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে এরকম ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

বিচিত্র পরিস্থিতি।

ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সত্যই একটা ঘোরনাগরের মধ্যে পড়েছে। পাকার থেকে আরম্ভ করে কোথা—কোথা থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমবঙ্গ, আবার এই বাংলা থেকে আরম্ভ করে মিশ্রতা আসাম নিয়ে পাকার পর্য্যন্ত যে ইতিহা অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়ন তার মধ্যে যতগুলি অঞ্চলাত্মা আছে তার মধ্যে বোধ হয়ে আছে জামিলনাদ সরকার অর্থাৎ মাত্রার রাজ্যটি চু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে তা ছাড়া প্রায় সব রাজ্য সরকারই খোঁড়ে হয়ে 'ক্রাচে' ভর দিয়ে 'মৃত্যু যেন কেপে করে আছে' এই ধরনভাবেই চলবার চেষ্টা করছে। মহারাষ্ট্রের বম্বেতে অন্ত রাজ্য মন্ত্রী পরত্যাগ করেছেন, পাঞ্জাবী সরকার মরমর, কেরালার রুকিন-বামপন্থী কম্যুনিষ্ট সরকার পদত্যাগ করেছেন নতুন নির্ব্বাচন হবে; বিহার উত্তরপ্রদেশে ওষধাটি প্রভৃতি রাজ্যের সরকার মৃত্যুর নিষ্ক্রিয় অভিযোগে মৃত্যুর মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। অধিক কি কেন্দ্রীয় সরকারকেও দেখা যাচ্ছে প্রায় চূর্দিশ মন্ত্রক দুই হাতে রুক্ষির ও বামের উপর ভর দিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত চলছেন। প্রশাসন বা শাসন বলতে কোথাও কিছু নাই। সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে চোর, লুটেরা ও রাজাকারের উদয় হচ্ছে; রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীন যথেচ্ছাচারই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে; ক্ষমতালোভীদের নেতৃত্বে প্রায় অধিকাংশে রাজনৈতিক পার্টি-গুলি নির্বাচন সামনে রেখে ছল, ভোট ও গোষ্টির প্রসারের উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রচার ও গালাগালির নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের নামে উদ্ধত প্রতি বিপ্লবের মরড়া চলেছে এবং গণতন্ত্রের নামে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকের কায়েম রাখার জন্ত সংগঠনের সাজুগাট করা হচ্ছে।

সমস্ত দেশব্যাপী এই সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে বাংলা দেশের বিশেষ পরিস্থিতি আবার বাংলার লোককে বিশেষভাবে পর্য্যদস্ত নিয়ে চলেছে। ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭০ পর্য্যন্ত সময়টুকুর মধ্যে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, কংগ্রেস, রাজ্যপাল, আবার যুক্তফ্রন্ট ও রাজ্যপাল শাসনের জন্তরে বাহিত হয়ে চার-দিকে কেবল অন্ধকার পাহাড়ারের টেইই দেখা যাচ্ছে। ১৯৬৯ সনে বাংলার দুর্ধর্ষ অনশক্তি যে যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি করেছিল আজ্ঞাঘাত, আত্ম সংঘর্ষে, ও আত্ম-কৃত অপরাধের নিজেকে বিনাশ করে প্রধানতঃ দুইটি যুযুৎসু গোষ্টিতে বা মোর্চায় বিভক্ত হয়ে দুর্ধরভাবে আবাহন করে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আর একটা নির্ব্বাচন ছাড়া কোন পথ নেই। প্রাক্তন ফ্রন্টের কোনো কোন শরীক যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির শাসনে বাংলায় বিধানসভা ফিরে আসবে—লোক শক্তির নিদর্শন দেখবে। দেখা গেল ঠিক তার বিপরীত। রাষ্ট্রপতির শাসনের নামে এক নৈরাজ্যের অবস্থা চলেছে। এই অবস্থা আনবার জন্ত মতদ্বৈধতার শরীকদের আত্মকৃত অপরাধ একমাত্র দায়ী হলেও একথা এক যুক্তফ্রন্টের বর্তমান দুটি ফ্রন্ট আগামী নির্ব্বাচনে কৃতকার্য্যের জন্ত যুদ্ধে অব-তীর্ণ করে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি ও আয়োজন সুরু করেছে। যে যুক্তফ্রন্ট বিরুদ্ধ করে রাষ্ট্রপতির শাসন ও আনুষঙ্গিক বিপর্য্যয় বাংলার জনজীবনে রোপিত বিষবৃক্ষকে এক মুহূর্ত্তও উৎপাটন করতে পারে —তারা আজ বাংলার লোককে তাদেরই কৃত কুকার্য্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্ত ডাক দিচ্ছেন। সত্যই এক বিচিত্র পরিস্থিতি! আরও এক বিচিত্র পরিস্থিতি এই যে একদল তাদের আন্দোলনের কার্য্যক্রম হিসাবে ২৭শে জুলাই হরতালের ডাক দিয়েছে তারপরে তাদের বিরোধী আর একদল তাদেরই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার জন্ত ১৮ই জুলাই হরতাল ডেকেছেন। একদল আর এক দলকে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্ত অভিযুক্ত করে বলছেন হরতালটা এগিয়ে এনে একদিকে করা যায় না? এক অভিনব ব্যাপার! ১৯৫৭ সাল থেকে আরম্ভ করে আজও বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে যে ঢেউয়ের রাশি বিরাম হীন চক্রনাদ আছাড়ের পর আঘাত করে চলেছে— তা দেখেও আমরা কি এই কথাই মনে করব যে বাংলার বৈশম্যবস্থা এখনও পায় হয় নি এবং এই চাকা এই অস্থিরতা নিম্নে চাকুল—কিন্তু অধিকন্তু? বিবেকহীন ভ্রান্তি ও গোষ্ঠি ক্ষমতায় আরও এবং ক্ষমতা লাভ ও গোষ্ঠেজ্জু ব্যক্তি, গোষ্ঠি শক্তির অবিরাম পতন হয়েছে।

—•—

হরতাল সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের অভিমত

৬ই পার্টির কমিটি ও অষ্টবাম দল—এই দু' ফ্রোটের পক্ষ থেকেই বিভিন্ন দিনে হরতালের আহ্বান জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত কী—অনেকে জানতে চেয়েছেন। পাবসপাতিক বিরোধের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এর পর হরতালের এই সিদ্ধান্ত বিশ্লেষিকরণ ও বিপজ্জনকভাবে দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বাংলার ব্যাপক রাজনৈতিক জীবনে যে বিরোধের পরিস্থিতি সংকটের সৃষ্টি করেছে—সেই পরিস্থিতির মধ্যে হরতালের সিদ্ধান্তই সমীচীন হয় নি বলে মনে করি। কিন্তু হরতালের সিদ্ধান্ত যখন করাই হয়েছে—তখন তার মধ্যে অধিকতর বিপজ্জি যেন আর না ঘটে—তা দেখতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি—এ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবো। এই হরতালের কোনোটির প্রতিই—উদ্যাপন বিষয়ে সহযোগিতা বা প্রতিনিধুর করার জন্ত বিরোধীতার কার্য্যধারা আমাদের নেই। এই হরতালগুলি বিষয়ে জনসাধারণের যে যেরূপ মত বিবেচনা করবেন—করুন। পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কিছুর জন্তই কারো ওপর চাপ সৃষ্টি, ভীতি প্রদর্শন বা হামলা যেন না হয়—পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখবার জন্ত সকলের দিক থেকেই আন্তরিক চেষ্টা যেন থাকে—এই অনুরোধ করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
লোকসেবক সংঘ

পরলোকে
সংঘ-কর্ম্মী শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী

সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী বিশিষ্ট কর্মী, দেশপ্রেমিক জনদেবী শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিগত ২৩। জুলাই রাত্রি ৮-৫ মিনিটের সময় আনাড়ার নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি রোগভোগ করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৯১১ সালে জন্ম হয়।

সংঘের তিনি প্রথম সারির কর্মী ছিলেন। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় হইতে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের কর্মী রূপে দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কারাবরণ, বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। লোকসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে তিনি সংঘের সকল কর্ম সকল গঠনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। শান্তা থানার ভারপ্রাপ্তরূপে একদিকে সংঘের কাজ অন্তদিকে বিবিধ সমাজ-সেবার কাজে অবিরাম মগ্ন ছিলেন। তেজস্বী স্পষ্ট বক্তা রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। নির্ভিকতা ছিল তাঁর চরিত্রা শক্তির আধার। একদিকে যেমন অন্যায়-কারীরা তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করিত—অন্যদিকে তিনি অন্যায় অনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। অবিশ্রাম কর্ম ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। দীর্ঘকাল গুরুতর-ভাবেই অসুস্থতার মধ্যে ছিলেন। তথাপি কর্তব্য পালনের ও প্রদানে জীবন বিলম্ব করিয়াও বিবিধ কাজে আগাইয়া যাইতেন। বহু চিকিৎসার পর ইদানীং কোনরূপ সুস্থ হইলেও, পরিশ্রম দায়ী কাজ নিয়েছিল। কিন্তু ঢি, আবের কাজে অনাচার হইতেছে শুনিয়া, গুরুর গাড়ীতে, পায়ে হাঁটিয়া ভগ্ন করিতে যাইতে সুরু করিয়াছিলেন। যে দিন মৃত্যু ঘটে সেদিনও তিনি দুই বেলা এই রকম বহু পরিশ্রম করেন। বেডসাইডে স্থানীয় সংবাদ শুনিবার পর তাঁহার পুরাতন রোগের অকস্মাৎ প্রকোপ দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জরুরতর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার জীবন শেষ হইয়া যায়।

তাঁহার মৃত্যুতে সংঘ তথা এই জেলার অনেক ক্ষতি হইল। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী ও চারি পুত্র ও দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন তথা গুণ-গ্রাহী বন্ধু বান্ধব রাখিয়া গেলেন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি। তাঁহার শর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৬শ সংখ্যা মুক্তির সম্পাদকীয় রচনায় শেষ দুই লাইনে আছে "এর পরিণতি হচ্ছে প্রতি বিপ্লব বা আত্ম বিপ্লবের নামে ফ্যাসিষ্ট শুণ্ডাদের দ্বারা দেশ শাসন" লাইন দুটির মধ্যে 'আত্মবিপ্লব' কথাটির জায়গায় 'অতি বিপ্লব' হবে। এই মুদ্রাকর প্রমাদের জন্ত আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক, মুক্তি

৬ পার্টির পত্রের উত্তরে লোকসেবক সঙ্ঘ

মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি; আর, পি, সি, আই, ওয়ার্ক র্স পার্টি, মার্ক্সিষ্ট কোয়ার্ড ব্লক; বলশেভিক পার্টি ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস—এই ৬পার্টি মিলে একটি ফোট করেছে। অন্য দিকে বাংলা কংগ্রেস, পি, পি, আই প্রভৃতি মিলে একটি অষ্ট বাম ফোট করেছে। উপরোক্ত ঐ ৬পার্টির পক্ষে কনভেনর শ্রীযুতীন কুমার জনকাতার ঐকিক্ত ভূবন হালদারের সঙ্গে দেখা করেন এবং আমাদের কাছে একটি চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তাঁরা লেখেন যে,—

যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর রাষ্ট্রনীতির শাসনে অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রনীতির শাসনের নামে পুনরায় কংগ্রেস রাজত্ব এবং স্বৈরাচার আরম্ভ করেছে এবং তার সুযোগের মধ্য দিয়ে আমলাতন্ত্র হরভাবে জন অধিকারের কর্তৃত্বেরের ব্যবস্থা করেছে। সেজন্ত এই অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রনীতি-শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ৬ পার্টি নামছেন। এই আন্দোলনে তাঁদের যে দাবী রয়েছে তা এই :—

(১) বর্ণমুখক ব্যবস্থার অবসান, পেন্সীয় পুলিশের অপসারণ, এ সম্পর্কে কৃত অন্তায়ের প্রতিকার।

(২) বর্ণমুখর উচ্ছেদ রোধ, চাষীদের অর্জিত অধিকার রক্ষা, নূতন ভূমি সংস্কার আইন; ভূমি প্রতিকরের জন্ত উন্নত ব্যবস্থা।

(৩) নিম্নে কর্মরত শ্রমিকদের জন্ত বিবিধ ব্যবস্থ-বিধান।

(৪) পে কমিশনের সুপারিশ প্রবর্তন করা; রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কর্মচারীদের উপর দমন ব্যবস্থা বন্ধ করা।

(৫) অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন।

(৬) বিধান সভার অবসান ও নূতন নির্ব্বাচন।

৬ পার্টি ঐ পত্রে আমাদের অনুরোধ করেন যে, আমরা তাঁদের ঐ দাবীগুলি সমর্থন ক'রে তাঁদের আন্দোলনে যুক্ত হই। এই পত্রের উত্তরে আমরা যা লিখি তা এই—

সংঘের উত্তর—

বিগত ৩।৭।৭০ তারিখে ৬ পার্টির আহ্বায়কের কাছে সংঘের পক্ষ থেকে উত্তর :—

সবিনয় নিবেদন।

আপনাদের পত্রের জন্ত ধন্যবাদ। বিবিধ কারণে পত্রের উত্তর দিতে দুঃই দেরী হওয়ার দরুণ ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনাদের পত্রে অনুরোধ করেছেন—ঐ পত্রে উল্লিখিত আপনাদের দাবীগুলির সঙ্গে ঐকমত্য ক'রে এই দাবীর ভিত্তিতে আপনাদের আগামী আন্দোলনে যুক্ত হ'তে।

প্রথম প্রশ্নটিতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনাদের উল্লি'ত দাবী-গুলি সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্যের ধারা, প্রয়োগ-বিধি বা বিশ্লেষণ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের বক্তব্যের ধারা প্রভূতভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে;—তবে আপনাদের দাবীগুলি মোটামুটি যথার্থ বলে মনে করি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে আমরা যুক্ত হ'তে পারছি না। এই বিভিন্ন কারণ-গুলির মধ্যে অন্যতম কারণ এই যে, বাংলা দেশের বিভিন্ন পার্টির সাম্প্রতিক আন্দোলন ধারার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই উপলব্ধি হয়েছে যে, এই সব আন্দোলন অধিকাংশ কর্মধারার মধ্যে নীমাবদ্ধ থাকছে না—তাকে দেওয়াবে রাখার চেষ্টাও করা হচ্ছে না; এবং তার ফলে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে দুঃখজনক প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইকে উপাস্থতিত করছে। এই সবের দরুণ যুক্ত হতে হ'লে, আমাদের দলের কর্মনীতি ও আদর্শের বহির্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পড়তে হচ্ছে। সেজন্ত আমরা কোনো ফ্রোটেই প্রত্যাশিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে না পারার জন্ত মার্জ্জনা করবেন।

আপনাদের
অরুণ চন্দ্র ঘোষ,
সচিব, লোকসেবক সংঘ

পরলোকে বিশিষ্টা মহিলা নেত্রী ও সমাজসেবী
শ্রীমতী লীলা রায়

বৃহস্পতিবার, ১৬ই জুলাই, ১৯৭০ তারিখে বাংলার বিশিষ্টা নেত্রী, সমাজসেবী ও শান্তিনিকেতনী শ্রীমতী লীলা রায় দুরারোগ্য ক্যানসার রোগাক্রান্ত হয়ে ৭৯ বছর বয়সে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী—

১৯০০ সালের ২৯। আগষ্টের, আমাদের পোরাণপাড়া সহরে শ্রীমতী রায়ের জন্ম। বাবা ডাক্তার নিবারণ চন্দ্র নাগ ছিলেন সেখানকার মহকুমা শাসক। ১৯১১ সালে কোলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে তিনি সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হন। ১৯১৩ সালে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৫ সালে বাংলা দেশের নারী ছোটাবিদ্যার সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীমতী লীলা রায় সহ সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে ঢাকার উত্তরবঙ্গ কনফারেন্স কমিটির সহ সম্পাদিকার দায়িত্ব তিনি বহন করেছিলেন।

মেয়েদের শিক্ষা লাভ উন্নতির প্রচেষ্টায় তিনি নীরবে সদাই প্রচেষ্টা করেন। এই সময়ে মাধবে তিনি নানা জাতীয় প্রাথমিক স্কুল, বিদ্যালয়, শিল্প শিক্ষা স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে তাঁহাদের প্রথম ছাত্রী সংগঠন, বীণাপাণি ছাত্রী সংঘ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীযুতিল রায়ের সংস্পর্শে এসে শ্রীমতী রায় গুরু বিপ্লবীসংঘ শ্রীসংঘে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে কোলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে বাঙালার নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব লক্ষ্য হয় তাঁর ওপর। ১৯৩১ সালে তিনি করিগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে অগ্নি পরিক্ষা প্রকাশ করেন। ঐ বছর ১৪ই ডিসেম্বর ২ জন বিপ্লবী মহিলা কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ওপর গুলি চালান। এই সূত্রে পুলিশ শ্রীমতী রায় ও তাঁর সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত জেলে আটক রাখে। ১৯৩৮ এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভি সুভাষচন্দ্র আজীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন এবং শ্রীমতী রায়কে মহিলা শাখাকমিটির সভানেত্রী মনোনীত করেন। ১৯৩৯ এর ১৯শে বে খণ্ডিত অখিল রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৪১-৪২ এর ভারতছাড়ী আন্দোলনে সময় সুভাষচন্দ্র উত্তর ভাকে কংগ্রেসের ত্রিপুরা সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন রায়দম্পতির ওপর।

১৯৪২ এ বেরুবার পর কেন্দ্রে অবস্থান করার ফলে শ্রীমতী রায় গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৪৭ এর সময় তিনি কোলকাতার বিরুদ্ধে শ্রীমতী রায় তীব্র বিরোধিতা করেন। কোল বিভাগের পর সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্তে তাঁদের ঢাকা ছেড়ে ভাইকে আসতে হয়।

১৯৫৫ ও ১৯৫৯ এ দুবার করোনারি থ্রম্বোসিসে, ১৯৬৯, ৭ই, ৬ই মাসে তিনবার সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে শ্রীমতী রায় আক্রান্ত হন। ১৯৬৯ ৪ঠা আগষ্ট তিনি মুখশাস করোনারি কারণাগারে চিকিৎসার জন্তে ভর্তি হন। ২৯ মাস এখানে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

—•—

WANTED

For Shibnarayan Higher Secondary School, P. O. Para. two teachers in the deputation vacancy, a B. A. (Hons.) or M. A. in Philosophy and another B. Sc. Apply to Secy. with copies of testimonials by 18.7.70.

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

রিলিফ সত্ত্বেও—বহু বলা সত্ত্বেও অনাহার মৃত্যু ঘটছে

(৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বহু চেষ্টার বাদুনতিয়া-রাঙ্গামেটী রাস্তার রিলিফের কাজ পায়। কাজ করার মত শরীরে তখনো নেই—তবু ওরা মর্ম্মান্তিক চেষ্টার রিলিফে মাটি কাটল—বাঁচবার আশায়। কিন্তু এরূপ বিপন্ন মানুষেরা কাজ ক'রেও মজুরী পেল না। যার জন্য ঐ পরিবারে শ্রীবতী হাড়সে অনাহারে মারা গেছে হল। তাকে করেও মজুরী পেল না—একথা শুনে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। কিন্তু আজ রিলিফ ব্যবস্থার অধীনে সুস্থের প্রয়োজনে বহু মানুষের জীবনে এই অবস্থা ঘটছে। এই অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার আমরা চেয়েছি। কিন্তু শোনবার কেউ নেই। এখানকার শাসন কর্তৃপক্ষ যদি এগুলো বন্ধ করার জন্য আগ্রহশীল থাকতেন—তাহলে 'কাজ করিয়ে মজুরীদানে অস্বীকৃতি' এই নিন্দ্য ব্যাপক অত্যাচার চলতে পারত না। রাজ্যপালের কাছে, কমিশনারের কাছে এ সব 'প্রকাশ্য বিবাদীদের তালিকা' কথা ব'লে প্রতিকার চেয়েছি। রাজ্যপাল নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন বিভিন্ন কমিশনারকে,—আমাদের সঙ্গে সুরে অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকার করতে। কমিশনার তা' করেন নি। এই রাজ্যে আজ রাজ্যপালের নির্দ্দেশ অমান্য করার সাহস কিসে পাচ্ছেন কমিশনার, ডি, দি প্রভৃতি—আমরা জানি না। কিন্তু তাই হচ্ছে। কমিশনার কথা দিয়েও তখনে আসেন নি। কারণ লোকে মনে করছে—কংগ্রেসকে আবার ঠাঁড়াবার সুযোগ দিতে অবার সুস্থের সুবিধে দিতে হবে।

ভ্যাগ্য বেতন না পেয়ে অনাহারে শ্রীমতী হাড়ু মারা গেলেন

দীর্ঘ তিন বছর একের পরিবারে সকলে অনাহারে কাটাচ্ছে। তার মধ্যে অবশ্য মা বয়সেরে বক্তি হন—এ সবাই জানে। যখন হেটুছ জুটেছে—ছেলেমেয়েদের পাইরে, মায়ের ভাগ্যে জোটে নি। সেজন্য মায়ের শরীর সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছে। তার ওপর রিলিফে মাটি কাটার পরিশ্রমে ক্রমে অর্দ্ধমৃত হ'য়েও বেতন জুটল না। ২৯শে জুন দুপুরে অবসন্ন হয়ে শ্রীমতী হাড়ু চলে গেছে ঘরে। তাকে বাঁচাবার চেষ্টার সাধ্যমত একটু চিঁড়া বা কুঁড়োর চেষ্টা করা হল। বহু সন্ধানে তাও কোথাও পাওয়া গেল না। কী মর্ম্মান্তিক অবস্থা। শ্রীমতী হাড়ুর সংজ্ঞা আর ফিরল না। রাত্রিশেষে অভিশপ্ত সমাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। শুধু শ্রীমতী হাড়ু নয়। আরো অনেকেই রিলিফের রাজত্বে চোখের সামনে তাদের অতই বাঁচবার সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও এমনিভাবেই ম'রে গেছে। আর তাদের মেরে ফেলার অতই মারা দায়ী তারা লুঠের ভাগ নিয়ে এখন হাসছে। আর তাদের মুকলিরা—পানিসের নায়কেরা তাঁদের পরিচালিত কর্মধারা ঠিক চলেছে রেখে এবং তাঁদের অগ্রগতিসম্বন্ধে কৃতকার্য্যতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করছে রেখে গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন।

ডি, ডি, ওর রিপোর্টে এই শ্রীমতী হাড়ুই আবার

বেশী খেয়ে মরার কলঙ্ক পাবে

শ্রীমতী হাড়ুর মৃত্যুর মারা কারণ হ'ল সেই অসহায়ীরা (সেই জিনিষাদেরই) অনাহার অনাহারে মৃত্যুর কারণ ভবকেই তার নিয়ে রায় রেখেন যে, বেশী খেয়ে রোগে মারা গেছে। আমাদের মুকব্বরা শাসনে এই মিথ্যাচার করার প্রয়োজন ঘটে নি। কারণ সে সরকার তা চান নি। তবু যদি কেউ অনাহারে মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক ঘটনা নিয়ে এ ধরে অসত্যাচরণ মিথ্যাচার করত তাহলে মুকব্বরে থেকে আরো সঙ্গে সঙ্গে তাকে চাকরী থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করতাম।

রানবাজার (১) ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

(১) শ্রীসনাতন মাঝি (বয়স ৪০ বৎসর) মানবাজার অঞ্চলের মহলবনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গত ১৩ই জুন তারিখে মারা যান। এঁর ঘরে স্ত্রী ও চারটি নাবালক সন্তান। অনাহারের অভাব ও শ্রীমনাতনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'লে উঠলে ১৩ই জুন তারিখে সনাতনের স্ত্রী একটি আবেদনপত্র রেখ—মানবাজারের অঞ্চল পাঞ্চায়েতের কর্তৃকারক শ্রীসাধুচরণ চৌধুরীকে। তিনি জরুরী অনুরোধসহ রেখে ব'লে-ওর কাছে পাঠান। বি-ডি-ও মহাশয়কে কোনো ব্যবস্থা না ক'রে বিদায়ান্তে দিয়ে তাকে বিদায় করেন যে, ডি, এল, অফিসে অবশ্যে যাবেন। কিন্তু অবশ্যে যান নি। ফলে তিন দিনের মধ্যে সনাতন মারা যায়।

বি, ডি, ও এবং ডি, এল, অফিসের খাদ্য অঞ্চল কমিটির ঐ রাত্রিতে জরুরী অনুরোধ বা কমিটির সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে যোগাযোগ না রেখে খেয়ালখুশী মত অযাচিতভাবে চলার ফলে শ্রীমতী সনাতনের পরিস্থিতি জরুরত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে অঞ্চল কমিটি অফিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। রাজ্যপালের শাসনে জনদায়িত্বশীলতার এই ধারা।

বান্দোয়ান ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

১) অঞ্চল সাহাড় (বয়স ৫০ বৎসর) ডুমুড়ি অঞ্চলের বোলাডি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ২৩শে জুন তিনি অনাহারে মারা গেলেন। মৃতকে বাদ দিয়ে এই পরিবারে লোক সংখ্যা ৯ জন। মাত্র তিন বিঘা জমি। গত তিন বৎসর চাষ হয় নি। অথচ ঐ পরিবারের কাউকে কি আর দেওয়া হয় নি। এখনো পাই না। ফলে শ্রীঅঞ্চল পোচনীয় পরিস্থিতিতে অনাহারে মারা গেলেন। এই পরিবারটি আজ অত্যন্ত সংকটের মধ্যে কাল কাটাচ্ছে। নীম ডি, আর প্রয়োজন।

২) ঐ গ্রামেরই শ্রীসুজন মুর্মি গত ২৮শে জুন দীর্ঘ দিন অনাহারে থেকে গলায় কড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই পরিবারেও কেউ কি, আর পাচ্ছ না। অভিযোগ এই যে, অনাহারে মরলে-মুখ বন্ধ মানুষ এই ব্লকে কি, আর পাচ্ছে না—কংগ্রেসীদের সুপারিশে কি, আর কৈফী হচ্ছে।

পাড়া ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

শ্রীনিবারণ ডেশোয়ালী এই ব্লকের ভাগড়-অবড়া অঞ্চলের অধীন ভোড়বেড়িয়া গ্রামের অধিবাসী। বয়স ২৯ বৎসর। গত ২৪শে জুন তারিখে অনাহারে মারা যায়। বাড়ীতে লোক সংখ্যা ৮।৯ জন। বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কোথাও কাজ পাচ্ছিল না। অবশেষে এই পরিবারে ১ জনের কি, আর পাওয়া যায়—অর্থাৎ ১৪ দিনে ৯ কেজি। তার মানে এক দিনে জন প্রতি ২৫ তোলার খাদ্য পেয়েছে। পরিবারের মধ্যে যার জীবনীশক্তি সবচেয়ে কম ছিল সে মারা গেল। এই পরিবারে আরো কি, আর দেওয়া দরকার। না হলে আরো অঘটন ঘটতে পারে।

পাঁচ সাহসেন্ট, না, বিনা পারসেন্ট কি, আর তবে—বহু কথা নয়। কথা হচ্ছে যা অনিবার্য্য বলে মনে হবে, সেই কি, আর অবশ্যই দিতেহবে।

বরাবাজার ব্লকে আরো অনাহার মৃত্যু

১) সংবাদ এসেছে—ভগাপোরা গ্রামে তিন জনের অনাহার মৃত্যু হয়েছে। বিশদ তথ্যাদির জন্য অপেক্ষা করছি।

২) বড় মুকব গ্রামে শ্রীঅরুত সহিস (বয়স ১০) অনাহারে মারা যান—বিগত ২৭শে মে তারিখে।

৩) বড় মুকব গ্রামে শ্রীজীবন মাঝি (বয়স ৪৫) ১০ই জুন অনাহারে মারা গেছেন।

এই ঘটনা দুটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে মুক্তির অত প্রবন্ধে লেখা হল।

বাগমুণ্ডী ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

শ্রীমতী নিনতা বাগাল (বয়স ২৮) স্বামী শ্রীসুখ বাগাল—স্বামী ও ৪টি নাবালক পুত্রকন্যা রেখে ৪ঠা জুন অনাহারে মারা যান।

আড়ষা ব্লকে অনাহার মৃত্যুর আরো সংবাদ

১) সত্যনারায়ণ সহিস (বয়স ৬০ বৎসর) ৩ ৩টি ছেলে। বড় ছেলের সঙ্গে ছিলেন। জমি পুরই সামান্য। বড় ছেলের ছেলে মেয়ে তিনটি। অত্যন্ত অভাবের সংসার। বিনা রোগে অনাহারে মারা গেলেন—১২ই জুন। গ্রাম মালুডিহর, বেলমা অঞ্চল।

২) শ্রীভঁড়ু সর্দারের মা (বয়স ৬৫ বৎসর) নামান্ত জমি। তাঁর মিস্ত্রীর কাজ করে। ধান হয় নি—তাজ নেই। অনাহারে মা মারা গেলেন বৈশাখে। এই ব্লকে বিনিকের নামে সম্প্রতি বহু চেয়ে চুরি ও লুঠ চলেছে।

কালবা ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

গত ২৮শে জুন তারিখে কালবা ২ নং ব্লকের চিংড় অঞ্চলের ওড়িতি গ্রামের শ্রীসীতা ভুঞা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গাঁড়ুড়ি ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

অনাহার মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেবার বড়যন্ত্রকারী অফিসারদের এক অন্যতম হল—রোগে মারা গেছে—অনাহারে নয়। ব্যাধিগ্রস্ত লোকও অনাহারে মারা যেতে পারে। অনাহার চাপা দেওয়ার বড়যন্ত্রকারী কোনো অফিসারের হাঁপানী বা ম্যালেরিয়ার ব্যারাম যদি থাকে—তিনি আমার কাছে যা হন—তাঁকে ২০ দিন অনাহারে রেখে দোব। কয় দুর্বল শরীরে তিনি ঐ কদিনের অনাহারে নিশ্চয় মারা যাবেন। ২০ দিন অনাহারে না ম'রে যদি বেঁচে থাকেন—তাহলে হাঁপানীতে হাঁপিয়ে হাঁপিয়েও ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচতে পারেন। ২০ দিন অনাহারে থেকে তিনি মারা গেলে আমরা কি বলতে পারি যে, তিনি রোগে মারা গেলেন—অনাহারে নয়। সব জেলের বুদ্ধি হচ্ছে। গাঁড়ুড়ি থানার কয়েকটি অনাহার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে যে ঘটনাগুলিতে রোগী খরচের অজুহাত উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারেনি—তার ওপর খাদ্যের অভাবে মারা গেল।

(১) শ্রীমেহালী হাড়ি—(বয়স ৮ বৎসর)—পিতা ৮৭ডি হাড়ি। তার বিধবা মা ৫ জন নাবালক সন্তান নিয়ে বিপন্ন হয়েছিলেন। একে অন্যান্য জাতে রোগ চিকিৎসার খরচ নেই। রোগের মধ্যে অনাহারে ছেলেটি মারা গেল ১৮ই বৈশাখ। গ্রাম—বেড়্যা—গড়শিলা অঞ্চল ব্লক গাঁড়ুড়ি।

(২) শ্রীভীম হাড়ি (বয়স ৯ বৎসর)—পিতা শ্রীজালিম হাড়ি। কয় অবস্থায় ছেলেটি চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে মারা গেল। গ্রাম—বেড়্যা গড়শিলা অঞ্চল—ব্লক গাঁড়ুড়ি।

(৩) শ্রীকামাক্ষ্যা বাউরী—বয়স ৩৪ বৎসর—চীর্থদিন ভুগছিল। বাঁকুড়া গোবিন্দ নগর হাসপাতালে তার কিছু চিকিৎসা হয়েছিল, টাকাভাবে সারেনি। বাড়ীতে এসে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কয় শরীরে যাওয়াতে মারা গেল। তার মা আছেন—স্ত্রী ও তিনটি নাবালক পুত্রকন্যা আছে। খাটবার মানুষ কাম্যায়া রোগে বিনয় হল—পরিবারে এতগুলি মানুষ—তাও ডি, আর দেন না। অনাহারে মারা যাওয়ায়—তৈ, টৈ হওয়ায় বাড়ীতে ডি, আর এল। গ্রাম—বেঁড়্যানি-গড়শিলা অঞ্চল—ব্লক গাঁড়ুড়ি।

গাঁড়ুড়ি থানার আজ ম্যালকভাবে চরম দুর্গতি। ঘরে ঘরে এই অবস্থা। ওখানকার অসহায়ীদের চাইছে—লঙ্গরখানা, আর্ত্তদের জন্য ডি, আর। কিন্তু রিলিফের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ঐরকমো রিলিফ আদায় করবে কে? তাই আজ ব্লকে ব্লকে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ।

ইউনুসের প্রধান মন্ত্রীর কাছে পুরুলিয়া জেলার ২৬ জনের অনাহার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এর পর ঐ তালিকা ১৬ জনের নাম যুক্ত হল। অর্থাৎ ৪২ জনের অনাহার মৃত্যু ঘটল।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পদবী পরিবর্তন

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমি শ্রীশিবপদ দে অদ্য ইং ৬।৫।৭০ তাং ঝাড়গ্রাম কোর্ট হইতে Affidavit মূলে শ্রীশিবপদ বিশ্বাস বলিয়া জন সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছি। সুতরাং শিবপদ দেকে উক্ত তারিখ হইতে শিবপদ বিশ্বাস বলিয়া জানিবেন।

শিক্ষক চাই

কাঁটাডি শিক্ষাসত্র, পোঃ কাঁটাডি, জেঃ পুরুলিয়াতে ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে দুইজন স্নাতক শিক্ষক (কলাবিভাগে) প্রয়োজন। শিক্ষকপ্রাপ্তগণ অগ্রাধিকার পাইবেন। ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন এবং ১৮ই জুলাই বেলা ২-৩০ মিনিটে উক্ত শিক্ষাসত্রে প্রধানশিক্ষকসহ সাক্ষাৎকারে যোগ দিন।

রিলিফে অব্যবস্থা ও অনাহারে মৃত্যু

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সত্যই অনাহারে মৃত্যু

যাই হোক এযাবও পুরুলিয়া জেলায় অনাহারে কয়েকজনেরই মৃত্যু ইতিমধ্যে হয়েছে—কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু সরকারী ঐতিহ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যেই এগুলির সত্যতা অস্বীকৃতি আর মৃত্যুর কারণ অনাহারের বদ্ধ—বলেই সরকারীভাবে বলা হচ্ছে।

এই নিয়ে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক টানাটানি যাই চলুক না কেন—আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি কয়েকটি ক্ষেত্রে একেবারে অবিশ্বিত্ত অনাহারে মৃত্যু হয়েছে বলেই বলছি। রাবোগ, বি, ডি, ও বা গ্রাম সেবকের দিয়ে নানা প্রকার ভয়ত্ত ও বিনে-টি চিকাচরিত ভাবে দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু তার দ্বারা সত্য যা ঘটনা ঘটেছে তার কোন তারতম্য হতে পারে না।

মানপুর - রাঘব কুমার

১৯ই জুন বেলা ১২টা নাগাদ বাবুনডিহাকে যাই সেখান থেকে যাই মানবুর গ্রামে। সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন কর্মী ছিলেন।

এই গ্রামে রাঘব কুমার ভাল জনের প্রথম দিকে স্নেহ খেতে না পেয়ে মারা গেছে। তার বাড়ীতে গেলাম। ঘরবাড়ী ঠিক বলা চলে না। কোন কণাটের বালাই নাই—একটি খুপরী। রাঘব কুমারের ৫৫ বছরে মৃত্যু হয়েছে। শ্রীলুকু কুমারিব (৩৫), একটি মেয়ে (১১) আছে আর বৃদ্ধা মলিন ছায়ার মতো আমাদের সামনে দাঁড়াল। স্ত্রী বলল রাঘব এখনিই না খেয়ে খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল—কোন কাজ করার ক্ষমতাই ছিল না। মারা যাবার আগে তিন দিন যাবত কোন খাবার পায় নাই। স্ত্রী চেষ্টা করেও খাবার জোটাতে পারে নাই। একটি ছেলে আছে—এক বাড়ীতে রাখালী করে কোনমতে বেঁচে আছে। আর এক ছেলেকে তার শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে গেছে—তারাও প্রায় অনাহারেই থাকে। তবুও এরা কোন প্রকারে হাড়ের উপর জীবন চামড়া ঢাকা দিয়ে দেহের জীবন ধারণ করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম—অনেক লোক সেখানে জুটেছিল। তাদের মধ্যে ছিল ফুলু কুমারীদের বৃদ্ধা মা, বয়স ৭০ বছর। সংসারে এক বিধবা বৌকে নিয়ে চুজনেই প্রায় অনাহারে কাটায়।

একটি ৮-৯ বছরের প্রায় উলঙ্গ মেয়ের কংকাল সামনে এসে দাঁড়াল। জানলাম এর বাবা অনেক কুমার থেকে না পেয়ে ও খাবার জোগাড় করতে না পেরে বৈশাখ মাসেই ঘর ছেড়ে চলে গেছে—স্ত্রী ও সন্তানেরা কোনক্রমে বেঁচে আছে মাত্র।

মৃত রাঘব কুমার—মাঘ মাসে একবার এযাবেঞ্চেসী দি, আর পেয়েছিল—তারপরে মারা যাবার পরে ৩৩শে যে একবার ৫ কেজি গম দি আর পায়। এই দি, আর, এর উদারান পরে বিতৃত করছি।

সেখানে উপস্থিত অনেকের মধ্যে মদন মোহন ব্যানার্জি, বাবুলাল মুণ্ডকার; বুধের অরাত, ছোট বাবুলাল, ছুট্টু মাহাত, নকুল মাহাত, ভজু মাহাত, অতুল মাহাত প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলল লোকটির রোগ-টিকু ছিল না—একবারে না খেতে পেয়ে মরেছে। বললে আমরা যতদূর পেরেছি করেছি—কিন্তু আমরাও য উপায় করছি।

মানপুরের অবস্থা বিশাল রকত রয় না যে গ্রামে এত লোক থাকতে একটি দুটি লোক কেমন করে না খেতে পেয়ে মরে। মরে সত্যই মরে। যেখানে শতকরা ৫৫ জন প্রায় অনাহারে থাকে সেখানে এমনিভাবেই মরে। কে কাকে খেতে দেবে?

মানপুরের হিসেবটা একবার দেখা যাক—

ঘর সংখ্যা—প্রায় ১০০ ঘর

লোক সংখ্যা—প্রায় ৮০০

ব্রাহ্মণ—২ ঘর, কুমার—৫০ ঘর প্রায়; মাহাত—৫০ ঘর প্রায়; কালিন্দী ভোম—১৭ ঘর; ভূমিজ—২ ঘর; কুইরাল—১ ঘর; গরাঞ্জ—৩ ঘর, কর্মকার—২ ঘর।

দু এক ঘর এদিক ওদিক হতে পারে তবে মোটামুটি ঠিকই আছে এর মধ্যে ব্রাহ্মণরা কোনরকমে দিন চালায়।

মুখাইবরের মধ্যে প্রায় ২০ ঘরের মধ্যে কোন কাম কোন আধাইর—কিছুই নাই।

মাহাতবরের মধ্যে ৩০।৪০ ঘরের বিশেষ কোন চাষবাস নাই।

কুমিরকেতে একই অবস্থা।

কবিরাজ, গরাঞ্চা ও কর্মকারেরা সময়ে সময়ে কাজ যোগ করে কোনমতে প্রাণটা রেখেছে।

কালিকী কে ম ১৭ ঘর ঘেরে ছেলে শিশু প্রভৃতি নিয়ে প্রায় ১০০ হবে। এদের কোন কাজ নাই, কোন জমি জমা নাই—দিনের পর দিন উপোস করা ছাড়া জীবনে কোন আশা নাই। এরা কুড়ি কাঁটা বাঁশের কাজ করে চালাতে পারে—পুঁজি পেলেও জীবনটা থাকতেই চলে যাবে। এরের চাঁক ছেলে সব বিক্রী করেছে নতুবা বাঁধা রেখা আছে—কোনদিন ছাড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

ব্যাপক ভি আর কো বটেই তাছাড়া সমস্ত অধিবাসি রিলিফের কাজে এখানে একটি সমবয়ানা অতি সমস্ত অত্যাবশ্যক—যদি আজ অনাহারে মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচাতে হয়।

বড়মুকুন্দ—ভরত সহিস

এর পরেই এলাম বড়মুকুন্দ গ্রামে। এ গ্রামে গত ১৩ই বৈশাখ রোজিনীর দিন ভরত সহিস বলে একটি ১০ বছরের ছেলে অনাহারে মারা গেছে।

এরের সংসারে পিতা ভরত সহিস, স্ত্রী, ১২ বছরের ৩ ৮ বছরের দুটি ছেলে।

সমস্ত পরিবারটিই বৈশাখ মাস থেকে মাঝে মাঝে খেতে পেত। কোন কাজ নেই কোন আধার নেই। ছেলেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জঙ্গলপাকা, চুয়র পাকা খুঁজে খুঁজে খেতো। আমি যখন গ্রামে ঢুকলাম তখন কাকাল মূর্তি ছেলেমেয়ের মল খোতলা থেকে আধারের চেটা ছেড়ে আমার কাছে এসে কিছু করুন।

দশ বছরের সহিস ছেলেটা নিকনায় মা বাবার চোখের সামনে অনাহারে ফিরের আতায় ঘুঁকে ঘুঁকে মারা গেল।

এটা কাহিনী নয়, কল্পনা নয়, একটা খাঁটীন ছেলের এ একটা সত্যজনক সত্য।

বড়মুকুন্দ গ্রামে প্রায় ২০০ ঘর বসতি। গ্রামটি মাহাত প্রধান। মাহাতরা ছাড়া আছে—

সহিস—৬ ঘর; কামার—৩ ঘর, মোমিন—৩ ঘর, ধোবা—২ ঘর; সিংহবাবু—২ ঘর; নাপিত—৪ ঘর; ডাক্তার—২ ঘর।

প্রায় সব লোকের লোক এদের সঙ্গে করেক ঘর মাহাত—কখনীন ও অনাহারে থেকে কোন উপায় না দেখে গ্রামের সকলকে ডাক করে বলে কাজ নাই—খাবার নাই—কি উপায় করি বল?

গ্রামের সমবেত লোকেরা বলে—আমাদের যথাসাধ্য আমরা করব যতটা পারি কাজ দিয়ে আর সাধ্যে যা আছে তাই দিয়ে সাহায্য করব। তারা সাধ্যমতো তাই করে চলেছে—কিন্তু তাদেরই চলার কোন উপায় নাই—দুচার দিন কোন রকমে চালাতে পারে—চেষ্টা করছেও কিন্তু তারপরে সাধ্যের অতীত হয়ে গেছে।

রিলিফের কাজ নাই বললেই চলে। জি আর এর অবাবস্থার চূড়ান্ত। এক একটা দিন যাচ্ছে আর কত লোক মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। এক মুঠো ভাত কিছু মাড় পেলেও বেঁচে থাকতে পারে—কিন্তু তা কোথায়? এরের দেখবার লোক বি, ডি, ও; ডি, এম ডব্লিউ; কতীরা বলে বলে হয়রাণ্ হয়ে হয়রান হয়ে গেছে। একটা সামান্য রিলিফের রাস্তার কাজ মাঝে মাঝে চলছে—সেটা খানিকটা ঠাট্টার মতন।

মৌজা ভুমুরডি—ভূখরী সর্দারীন

মৃতা ভূখরী সর্দারীনের ভাসা কুঁড়েতে গেছে হাজির হলাম। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের বহু লোক এসে জড় হল।

যদি বলি ভূখরী সর্দারীন অনাহারে মরেছে তখনই সরকার থেকে বলা হবে যে জি, আর, পেতো। সত্যই পেতো—কিন্তু তবুও সে অনাহারে মরেছে—জি, আর, এর ব্যাপারটা হেপেক্ষার হিসেব করে মনে হল কেন বিশেষ একটা নির্দিষ্ট উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভূখরী সর্দারীন ১০ বছর বয়সে মারা গেছে। আর ৬ ছেলে ছিল। সবাই মারা গেছে। একটি পুরুষ্যু পেটের দ্বারে কে কোথায় গেছে! এক ছেলে পবিত্র সর্দার আর বউ বেড়াই সর্দারীন দুটি ৬ বছর ও ১০ বছরের নাতনী ভূখরী সর্দারীনের সঙ্গে থাকতো।

ভূখরী ২।৩দিন ধি, আর পেতো এক ইউনিট অর্থাৎ ১৫ দিনে ৩ কেজি গম। এখন অবশ্যই ৪ কেজি গম দেওয়া হয়। ৪ কেজিই মাহুর বরদাস্ত কিন্তু কেবল মাত্র ৪ কেজি গমে ৩টি পেটের ১৫ দিন কেমন করে চলে? কোন রকম ভিক্ষে করে যদি বা কোনদিন কিছু জোটাতো কিন্তু তা ওতদিন?

অনাহারে মৃত্যুর কথা বললেই যারা ডি, আর এর দিকে অঙ্গুলী দিয়ে দেখান তারা একবার নিজেদের জীবনে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন—১৫ দিন অন্তর ৪ কেজি গম দিয়ে ৩ জন কতদিন বাঁচেন।

মেচেরী সর্দারীন বলল বেশীর ভাগ সময়েই শাকপাতা খেয়ে ২টি প্রাণী কাটাত। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল শেষ পর্যন্ত ডি, আর, আনতে যাবারও শক্তি ছিল না। আবার মাহুর না চলতে পারলেও—নিজে না হাজির হলে ডি, আর পাবে না। তাই মরুক আর বাঁচুক। আমি এস ডি এল অফিসারকে বলেছিলাম একথা। সে বললে যে—তার বড় ফ্রুট (ভোজুরী) হয় সুতরাং।

এ গ্রামে মাহাত ছাড়া ২০ ঘর ভূমিজ, ১০ ঘর ঘেচিড়া, ১ ঘর কুলু, ৪ ঘর সহিস, ৩ ঘর কামার আছে। ভূমিজদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ—বাকী সকলেরও প্রায় একই রকম—একটু ইতর বিশেষ—কেউ একদিন অন্তর বড়জোর কেউ দুদিন অন্তর হয়তো আধপেটা খোটায় বা খোটাতে পারে না।

মেচেরী সর্দারীন চাল ছাড়া দেওয়ালের দিকে চেয়েই বলল যে—এবার জল পড়লে কাঁগুলো ভাঁকাই মারা যাবে।

ব্রজরাজপুর—জীবন মাঝি

ভূমুরডি থেকে এলাম ব্রজরাজপুর। এই গ্রামটি মাঝি গ্রাম। ৩৮ ঘর বস্তি তার মধ্যে ৩২ ঘর শাঁকতান আর ৬ ঘর মাহাত।

অগ্রহায়ন মাসে এরা প্রতি বৎসরই ধানকাটার সময় পুরে যায় এবং চাবের সময় আবার আসে। জীবন মাঝি এবার ছেড়ে পারে নি তার অসুস্থতার জন্য।

জীবন মাঝির ৪৫ বছর বয়স ছিল মরবার সময়। ১০ই জুন ১৯৫৫ তৈত্র বিকেলবেলা সে মারা যায়। কাজ কর্ম নাই—ছিল না। উপায় করে মারা গেল। আমার সামনে ছিল জীবনের স্ত্রী সুন্দরী মেঝান, ছেলে বিপন মাঝি (১৫), ৪টি মেয়ে ৩ বছর থেকে ১২ বছর বয়স।

সুন্দরী মেঝান বলবার সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে। জীবন মারা যায় ১০ই জুন—আমি ১৩ই জুন তার বাড়ী যাই। সুন্দরী মেঝান ও তার ৪টি ছেলেমেয়ে এই চারদিন না খেয়ে উপোস করে আছে।

তনলাম ডি, এম, ডব্লিউ ১২ই জুন বলেছিল খোঁজ নিয়ে গেছে। কিন্তু ১৩ই তারিখ পর্যন্ত এরা কিছুই পায় নাই। বি-ডি ও থাকেন সেই বরাবাজারে, এম, ডি, ও মুকন্দিয়ার। তাদের মন্তব্য না হলে জি আর কেউ পায় না। উপোস করে মৃত্যুর হরভায় উনস্থিত হলেও নয়।

সুন্দরী মেঝানের বাড়ীর প্রতিবেশী মাঝি, ও মেঝানরা, উলঙ্গ ও কর্দমি পরে কর্দামাক্ত ছেলেমেয়ের দল নিকনায়ের অনাহারতা নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। মাঝিদের প্রায় বেশীর ভাগ লোককেই উপোস করছে। অগ্রহায়ন মাসে যখন পুরে যায় তখন যা কিছু যোগাড় করে এনেছিল তাই দিয়ে যে কদিন পারে এরা চালিয়েছিল। তার পরে কোন কাজ নাই কোন আধার নাই। এদের প্রাণটা খুব শক্ত না হলে দিনের পর দিন উপোস করে এরা বেঁচে থাকতে পারত না।

দুবরাজপুরে জমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে—এখানকার সমস্ত জমি নাবি। জলের কোন ব্যবস্থা নাই। সেচন তো দূরের কথা। চাষ প্রায় হয় না।

ওখান থেকে ফিরবার পথে বাসুনডিহাতে থামলাম। ডি, এম, ডব্লিউ দুজন ছিল তাদের সঙ্গে কথা বললাম। বেশীর ভাগ গ্রামের অভিযোগ ছিল যে জি, আর এর লিষ্ট করার সময় ডি, এম, ডব্লিউ গ্রামে নেতেনে লিষ্ট করে না—ফলে বহু যোগ্য লোক জি আর পায় না। ডি, এম ডব্লিউরা তাদের কতগুলি অসুবিধার কথা বলল। সেগুলিও উড়িয়ে দেবার নয়। তর্গুপরের উচিত তাদের সে সমস্ত শুনে ব্যবস্থা ও প্রতিকার করা। অনেকের বিভিন্ন স্থান থেকে জরাগত যে খবর পাচ্ছি তাতে ডি, এম ডব্লিউরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিকমতো ব্যবস্থা বা কাজ করে না বা অনেক ক্ষেত্রে অকাজ করে থাকে। অথচ সরকারী যন্ত্রে ডি, এম ডব্লিউরাই হচ্ছে প্রায়ের এজাক সংযোগ। এ ক্ষেত্রে কেমন করে কাজ হবে?

অনাহার হবে আসছে বাসুনডিহাতেও প্রায় শতাধিক লোক। শক্ত, সবল কিন্তু চোখে তাদের নিরাশা, মুখে না খেতে পাওয়ার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এরা একটা রিলিফের স্কীম কাজ করেও পয়সা পায় নাই। গোটা ৫।৬ খন্ডলে টিমটিম করে গোটা দুই রিলিফের রাস্তা তৈরী হচ্ছে। তাও সরকারী অব্যবস্থার ফলে নিয়মিত হচ্ছে না। লোক ঠিকমতো পয়সা পাচ্ছে না।

এরা সবাই আমাকে বলল—আমরা কি, আর চাই না—আমাদের কাজ দিন। যে কাজ হোক দিন।

আমি পরিস্থিতিটা একটু বিশদভাবে বিবৃত করলাম এই জন্য যে প্রায় গোটা জেলাটাও এই রকম অবস্থা। এটা একটি স্যাম্পল মাত্রে বলা যেতে পারে। রিলিফের কাজ চলছে কিন্তু তার গতি বড় ক্ষেত্রেই প্রয়ের অপেক্ষা রাখে। এরকমভাবে লোক বাঁচলেও তাদের কলাল জোরে বড় জোর আমরা ঘরে বেঁচে থাকতে পারে।

ডিপুটি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাত

আমি ১৬ জুন ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে তাকে বলি ঐ অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে রিলিফের কাজ সুরু করা—যা আগেই আরম্ভ করা উচিত ছিল। যাতে কর্মক্ষম একটি লোকও কাজের অভাবে উপোস না করে সে ব্যবস্থা করতেই হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থাদ্য সস্ত ও টাকা দিক—যা লাগে—প্রস্তুত। কেবল নানা অব্যবস্থার ফলে সেগুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা হচ্ছে না। এখন শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছে আমলাতন্ত্র। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই অব্যবস্থা এবং জনগণের দুরবস্থার হারিয় তাদের উপরই এসে পড়ছে।

পরিশেষে

রিলিফ ব্যবস্থার আরও প্রয়োজন হবে—ভাদ্র আশ্বিন মাসে। কিন্তু এখন থেকেই তাদের সংশোধন বর্তমান রিলিফের কাজের সঙ্গেই চালু করে রাখতে হবে। মোটামুটি ভাবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রিলিফের কাজের ব্যবস্থাটা আরও দ্রুত ত্বরিৎ এবং ব্যাপক হওয়া অপরিহার্য।

১৯৫১ সনে অত বড় চুক্তিকেও লোককে অনাহারে মরতে দেওয়া হয় নি—আজ কোন লোক কাজের অভাবে উপোস করবে, জি আর এর অভাবে অক্ষয় লোকেরা মরবে? গুরুবারে কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত পরিমাণে নাগাদা না দিলেও মুক্তফ্রন্ট সমস্ত দিক দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিল। এবার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার অর্থ ও খাদ্য দ্রব্য যা দরকার হবে—দেবেন বিশ্বেন—তবে এরকম দুরবস্থা কেন?

WANTED

An assistant teacher (Deputation Vacancy) for Lagda High School, P. O. Lagda, Dist. Purulia. The applicant should at least be graduate in arts. Preference will be given to a local candidate.

Apply to Secretary within 15th July 1970.

জিলা—পুরুলিয়া

জেলা পুরুলিয়া মোকাম পুরুলিয়া সাবজজ আদালত

টাইটেল আপীল নং ৪২।১৯৬৯

বনমালী বীবর প্রমুখ

বঃ নকুল রজক প্রমুখ

পুরুলিয়া সহরের ধবি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ

প্রতি

এতদ্বারা পুরুলিয়া সহরের ধবি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গকে জানান যাইতেছে যে পুরুলিয়া নিবাসী অধুনা মৃত হরিপদ রজক পুরুলিয়া সহরের ধোবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ এবং ধোবী সম্প্রদায়ের পক্ষে বনমালী বীবর প্রমুখ বিরুদ্ধে পুরুলিয়া মৌজাস্থিত যমুনা বাঁধ নামক পুষ্করিণীতে পুরুলিয়া সহরের ধোবী সম্প্রদায়ের বস্ত্রাদি কাচা সম্পর্কে যে ইজমেন্ট রাইট আছে উক্ত দেতু অর্জন করিয়াছে মর্মে পুরুলিয়াস্থ মুনসেফ সাহেবের এক দেওয়ানী মামলা দায়ের করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হন। উক্ত রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে বনমালী বীবর প্রমুখ ইংরাজী ১৯৬৯ সালে ৪২ নং দেওয়ানী আপীল পুরুলিয়াস্থ মাননীয় সাবজজ সাহেব বাহাদুরের আদালতে বিচারের নিমিত্ত মূলতুবি আছে, এক্ষণে মূল রেসপনডেন্ট হরিপদ রজক মারা যাওয়ায় উক্ত মৃত রেসপনডেন্ট হরিপদ রজকের স্থলে (১) নকুল রজক (২) সুরেশ রজক (৩) বিমলা রজকিনীকে পুরুলিয়ার ধোবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে। এই নোটীশ দ্বারা পুরুলিয়া সহরের ধোবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে তাহাদের মধ্যে মৃত হরিপদ রজকের স্থলে কেহ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিলে তিনি আসিয়া এই নোটীশ প্রকাশের ৭ সাতদিন মধ্যে তাহার মতামত পুরুলিয়াস্থ সাবজজ আদালতে দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে করা যাইবে।

S. N. Ghosh
Subordinate Judge

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্ববিখ্যাত ধাতু
"সিংহল"
সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পণ্যের মধ্যে সর্বোত্তম;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—ঝপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা প্রায় সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চতুর্থ কিস্তি)

এই যুক্তফ্রন্ট একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাংলা কংগ্রেসের মন্ত্রী সংখ্যা প্রথমে তিন জনই ছিল। পরে অনেক কিছু থেকেই দাবী আসে যে একজন তপসিলী জাতির মন্ত্রী নিতে হবে। এইভাবে মন্ত্রী নেওয়াতে অর্থাৎ তপসিলী বা নগণ্য সংখ্যা লঘু—অনেক হলেই মৌলিক নীতিগত ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পি, এম, শিব অধিকে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হয় যে একজন তপসিলী মন্ত্রী নেওয়া হবে। এবং এ বিষয়ে অজয় বাবুর উপর ভার দেওয়া হয়। বাংলা কংগ্রেস থেকে তখন চারুবিভিয় বাবুকে মন্ত্রী করা হয়। সুশীলবাবু প্রথম থেকেই নিজ বাসিন্দাের সঙ্গে সমতি উত্তরন দস্তুর ছিল। চারু মহিয় বাবুকে সেই দস্তুর দেওয়া হল।

এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এই জন্য যে যেখানে অনেক হলের মৌলিক নীতিগত ব্যাপারের প্রশ্ন ছিল—সেখানেও আমরা তাই নিয়েও সিদ্ধান্ত করেছি। এই রকম ব্যাপারে সবাই মেনেও নিয়েছে। সংখ্যাস্বল্পে বাংলা কংগ্রেসে মন্ত্রী সংখ্যা অনেক বেশী হলেও—এবং ডেপুটি স্পীকার নিয়ে মোট সরাসিকারীর সংখ্যা আরও বেশী হলেও কেউই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে কোন আপত্তিই করে নাই।

এরকম ব্যাপার কয়েকটাই হয়েছে এবং অন্যান্য গুরুতর অভিযোগ ও পার্থক্যের অবস্থাতেও সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা হয়েছে—যুক্তফ্রন্টে ও ক্যাবিনেটে—দুই ক্ষেত্রেই। কিন্তু বেতনি সবাই মেনে একটা কার্যকরী সরকার এসেছে—নিজেরা কেউ যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে যাননি।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টির মন্ত্রী শ্রীবিষনাথ মুখার্জি বিধান সভার সদস্য ছিলেন না—বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

এই হল যুক্তফ্রন্টের গোড়াপত্তন। ভবিষ্যতের তো কথাই—সমস্ত বিশ্বের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বাংলাদেশের এই যুক্তফ্রন্টের দিকে তাকিয়েছিল। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিগত ও বর্তমানে—ছোটখাটি বিভিন্ন মতাবর্দের, বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যেখানে মতবাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে—এমন বলদ্বয় সমন্বিত হয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার্ষেক চালাবে এটা ইতিপূর্বে কল্পনাতও বহিরে ছিল। ইউরোপে কোন কোন দেশে কোন কোন সময়ে কোয়ালিশন সরকার্ষে হয়েছে, দু-চারটি বল সমন্বিত হয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টও হয়েছে, ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রে বহু পার্টি-ভিত্তিক সরকার্ষেক বরাবরই হয়ে এসেছে—কিন্তু কোন বলে তা বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি। কিন্তু কোথাও এরকম হয়নি—পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্টের সরকার্ষে যেভাবে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বের গণতান্ত্রিকতিক চিন্তাধারায় বিপ্লবের সঞ্চার করে।

ক্রমশঃ

১৯।৭।৭০

Land For Sale

Approximately 30 kathas of land in Kamarhati area will be sold. Intended persons may contact the undersigned by 20. 7. 70.

N. Banerjee,
Receiver,
Trailokhyanath Sampat Trust Estate,
Purulia

ক্ষুদিরাঁধ জুনিয়র হাইস্কুলের জন্য ডেপুটেশন ভেকেন্সী পদে একজন বি.এ/বি.এস.সি পাশ শিক্ষক প্রয়োজন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪।৭।৭০ ও ১৬।৭।৭০ তারিখে বেলা ২টায় নির্বাচন কমিটির সহিত সাক্ষাতের সময়। যাতায়াতের ভাড়া প্রভৃতি ব্যয় বহন করা হইবে না। সেক্রেটারী

ক্ষুদিরাঁধ জুনিয়র হাই স্কুল পোঃ—ঘোড়া (জিঃ—পুরুলিয়া)।

১। বলরামপুর লালীমতি প্রস্তাবিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন B. Sc. (Physics, Chemistry, Mathematics) মহিলা শিক্ষয়িত্রী চাই। বেতন মাসিক ১১০৲ টাকা। সার্টিফিকেট সহ ১১।৭।৭০ তারিখে বেলা ১২টায় বিদ্যালয় অফিসে সাক্ষাৎ করুন। প্রার্থীকে উচ্চ-মাধ্যমিক/মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

২। বলরামপুর লালীমতি জুনিয়ার হাই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন clerk প্রয়োজন। মাসিক ৫০·০০ বেতন এবং প্রচলিত সরকারী মহার্ঘ ভাতা। যোগ্যতা উচ্চ-মাধ্যমিক/মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। Part I পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীও দরখাস্ত করিতে পারেন। ১৯শে জুলাই দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ।

সম্পাদক
লালীমতি বালিকা বিদ্যালয়
পোঃ অঃ—হাঙ্গাডি
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে B Sc শিক্ষিকা চাই। সংগীত জানা থাকিলে ভাল হয়।

সেক্রেটারী,
মুরাডি গার্লস জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ মুরাডি
জেলা—পুরুলিয়া

Ramkrishna Mission Vidyapith, Purulia,

P. O. Vivekanandanagar, West Bengal

(A Goverament Sponsored Residential Higher Secondary Multipurpose School with English and Bengali Media)

Wanted immediately preferably trained teachers for teaching in higher classes—

i] An M. A /Hons in English against permanent vacancy.

ii] M Sc/Hons for Biology against deputation vacancy.

iii] M. A./Hons in Bengali against deputation vacancy.

PURULIA POLYTECHNIC

PURULIA

ADMISSION—1970-'71

Applications for admission to Three Years L. C. E, L. M. E. & L. E. E. Courses will be received by the Principal upto extended date 31-7-1970. Age limit 15 to 20 years upto 1st January '70. Compartmental cases of H. S. (with Mathematics) may be considered provided the applications are received in time. Form aud Prospectus will be available on payment of 75 paise in cash or in Crossed Postal Order.

Principal

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী ৩৫৬ মুক্তি প্রেস, যুক্ত নয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্ধেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিরিক্ত ডাকাত প্রাপ্যবরান নিবেদন

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩য় বর্ষ ২৮শ সংখ্যা

সোমবার, ১৩ই জুলাই ৭০
২৮শে আষাঢ় ১৩৭৭

বার্ষিক—৬৲, ষ্ডাক—৭৲
নগদ—১৫ পয়সা

স্বরাজের স্বরূপ

শাসন বারণ নাই প্রয়োজন,
সবাই করে আত্মশাসন,
নাইকো হুকুম, নাইকো হুকী,
নাইকো হুকাহুকি—
এ যে সব সমানের দেশ।

—অধি নিবারণচন্দ্র

পুরুলিয়া ও বিহারস্থ মানভূমে আরো অনাহার মৃত্যু

পুরুলিয়া জেলায় আরো অনাহার মৃত্যু

মুক্তির গত সংখ্যায় পুরুলিয়া জেলার ৪২ জনের অনাহার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছি। যারা পড়েছেন দেখেছেন—ব্লকে ব্লকে মৃত্যুর মিছিল এগিয়ে চলেছে। সরকারী যন্ত্র নির্লিপ্ত। কিন্তু মানুষ নির্লিপ্তার নয়—বিদ্রূপ রাখছে। গত সংখ্যার পর আরও সংবাদ যা এসেছে তা এই :—

বাগমুণ্ডি থানায় অনাহার মৃত্যু

মুরুরা গ্রামে শ্রীঘর্ষসীরাম তাঁতী বয়স ৬০।৭০ তারিখে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁর স্ত্রী এবং ৩টি নাবালিকা কন্যা। স্থানীয়রা কিছু কিছু করে ভিক্ষা নির্বাহ করছেন। এই তাঁতও ইদানীং চলছিল না—সেত দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন অগত্যা গিয়ে কাঁচা আনার শক্তি নেই। স্বামী স্ত্রী মাত্র ভিক্ষা করে দিন চালাবার চেষ্টা করেন। তাও জুটছিল না। গত ৩০।৬।৭০ তারিখে তি, আর বিলির দিনে তি, এম দুটিই বন্ধ কাছে তাঁরা তি, আরের জন্য বহু আবেদন নিবেদন করেন। তাতে কর্ণপাত এবং দু দিন তাঁরা নজনে থাকে খেয়ে থাকেন। অনাহার ক্লিষ্ট শরীর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্বামীদের দুর্বল শরীর আর অনাহারের সহ্য করতে পারল না। দ্বিতীয় দিনে তিনি বিদায় নিলেন।

খবর এই যে, এরকারে অসাক্ষাতে মানুষ মারা যাচ্ছে—আরেক জনের অনাহারে রেখে, তাদেরই পাশেনে তাদেরই জন্যে বরাদ্দ খাদ্য দুই হচ্ছে। বাগমুণ্ডির বাস্তিকদের নয়—বরং এর একটি অনন্ত উদাহরণ। বাগমুণ্ডির শ্রীযোগেশ পাত্রা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বহু টাকা দেন, যে ব্যবস্থা চলেছে, এই ব্যবস্থা চললে, কোন কাজই হবে না। এটা বাস্তব সত্য।

বাঘমুণ্ডি থানায় অনাহার মৃত্যু

১) শ্রীমতী মঙ্গল মাঝি (বয়স ৬৫ বৎসর) অন্ধ, দুর্বল ব্যক্তি। ঘরে কেউ নেই। অত্যন্ত অভাবের সংসার। বহু চেষ্টায় মঙ্গলের নাম তি, আর তোলে। ৩০।৬।৭০ তারিখে সে অনুর হয়। তার নিজে থেকে অক্ষম হয়। অথচ তি, আর টুকু গমন, তা অন্যদের কোনরকমে চলবে। তার ছেলে তি, আর বিলির কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরাছ জানালো। বলল—যে তিনি আসতে অনায়স কিন্তু তি, আর পেলে তারা অনাহারে মারা যাবেন। কিন্তু সরকারী বিধান অনড়। স্থানীয় জানান—সে সব তাঁরা জানেন না—ঐ পশু, অন্ধ, অসুস্থকে তি আর বিলে দেতে হবে। চলার শক্তি রহিত পঙ্গুর জন্য তি, আর কাছে নিয়ে গিয়ে তি, আর নিয়ে আসতে হবে—অথচ পঙ্গু হওয়া তি, আর আনতে পারলেন না—অত্যন্ত দুর্বল শরীরে ৭ দিনের অভুক্ত হয়ে রইলেন। মঙ্গলের মৃত্যুর কারণ অনাহার—এই অপ্রিয় সত্যটিকে অস্বীকার করলেন অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীরা। এই সরকারী বিধানের দ্বারা তাঁর জীবনান্ত ঘটলো।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

ইচাগড়ে (বিহারে) আরো অনাহার মৃত্যু

১) শ্রীমতী লুড়ু মাঝি (বয়স ৫৮ বৎসর) ইচাগড় ব্লকের ঘোরাং ওঝা পঞ্চায়েতের বাসিন্দা গ্রামের প্রবীণ বাস্তিক মাঝির স্ত্রী। ইনি ২৩ জুন তারিখে অনাহারে মারা গেছেন।

২) শ্রীমতী জুঁহি কুমার (বয়স ৪২ বৎসর) ইচাগড় ব্লকের বান্দু পঞ্চায়েতের বাবু চামরা গ্রামের ৺ভগীরথ কুমারের বিধবা স্ত্রী। ইনি গত ৩০।৫।৭০ তারিখে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন।

লোক সেবক সংঘের কর্মীরা ঐ ব্লকের বি-ডি-ওকে এই বিষয় মানুষের জন্য বাড়ুয়ার কথা সংঘের সময়ে কোনো ব্যবস্থা হয় নি। অবশেষে রাজনীতির অনুরোধে যখন তারা জানালো তি, আর দিলেন—তখন শ্রীমতী জুঁহির আর আগার প্রবল করার শক্তি আর ছিল না।

বি, ডি, ওদের স্বৈরাচার : লাল কার্ডের ব্যাপার

ডিলিভের নামে অনাচার বিরুদ্ধে বাংলা সরকার বা বিহার সরকার কেউই কম যাচ্ছেন না। বিহারে তি, আর বেলায় ব্যবহার অন্ত লাল কার্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বহু নৈরাশ্য ও অনাচার চলেছে। দেখানেও বি, ডি, ওদের স্বেচ্ছাচার অনাদরের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। অবিলম্বে বহু সংখ্যক লঙ্গরখানা, চীপ ক্যানটিন (সস্তা ক্যান্টিন রোজান) করা দরকার। এখন কাঁদনা কিছু লোকে কিছুটা কাজ পেলেও—আজ মাস গড়লেই অবস্থা গুরুতর রূপে উঠবে। তখন অত্যন্ত বিনিময়ের সঙ্গে মাটি কাটার কাজও করতে হবে।

সি, পি, আই প্রকৃতি দলও কিছু করছেন না

বিহারের বর্তমান শাসনে বন কংগ্রেসের প্রাধান্য। সেজন্য তাদের কাছে বিনিময় বিষয়ে বিশেষ আশা করার ছিল না। কিন্তু এঁদের শাসন ক্ষমতার সঙ্গে সি, পি, আই প্রকৃতি দল যুক্ত হওয়ায়—এবং বিহারের সি, পি, আই এর সর্ব প্রধান নেতার সঙ্গে দেখা ক'রে বিশেষ আবেদন পাঠানো হয়েছিল যে, ইচাগড়, নিমডি, পটমদা, চাকুলিয়ার চরম খাদ্য কষ্টের জন্য তাদেরকেই কিছুটা সাহায্য পাঠানো যাবে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও মুখ্যমন্ত্রী ঐ সব অঞ্চলে এলেন না—সি, পি, আই নেতৃবৃন্দও এলেন না। সি, পি, আই নেতৃবৃন্দ এমন কথাও বলেছিলেন যে "সাধারণ মানুষের কল্যাণ হবে বঁলেই বন কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে আমরা সমর্থন করেছি—সাধারণ মানুষের কল্যাণ যাতে হয় দেখবো—না হলে এদের সঙ্গে থেকে আমাদের লাভ কি হবে?" কিন্তু তাঁরা শাসনে যুক্ত থেকেও মুক্তি-নীতিত মানুষের জন্য বিনিময় ব্যবস্থায় কিছুই করছে না; অনাহারে মানুষ দিনের পর দিন মরে চলেছে। এর জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সি, পি, আইকেও জবাবদিহি করতে হবে। এখনো তাঁরা এ বিষয়ে সজাগ হোন—এই অনুরোধ।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সম্পাদকীয়—

অন্ধ-বিপ্লব

আমাদের জেলায় পুরুলিয়াতে রিলিফের ব্যাপারে যা চলছে তাতে মনে হচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও এই জিলাতে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে এবং জিলার লোককে দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচান যাবে না। ১৯৬৭ সনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা দেখছি—হয় জনসংগঠন, নয় সরকার অথবা জনসংগঠন ও সরকার মিলিতভাবে সুব্যবস্থা না করলে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলেও তা দ্বারা কেবল গৃধ্রদের স্ফীতি হবে জনসাধারণের কিছু হবে না। এই ১৯৭০ সনে পুরুলিয়ার দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই হোক বা রাজ্য সরকারই হোক কারও কাছ থেকেই টাকা বা খাদ্যের অভাব হবে না—স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাই হোক বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্যই হোক। এ সত্ত্বেও এই সংখ্যাতে শ্রীগোবিন্দ খাম্বা একটি অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে সরাসরি ক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে—ইন্দিরা গান্ধী যতই টাকা দিন যে ব্যবস্থা চলেছে এই ব্যবস্থা চললে কোন কাজই হবে না। এটা বাস্তব সত্য।

অনেক লেখা হয়েছে—অনেক লেখা হচ্ছে এবং আরও অনেক লেখা হবে। মুক্তিতে আমরা তাদের জীবনের কথাই বেশী বলি যারা অতি সাধারণ লোক—অক্ষম, ক্ষুধার্ত,—ভি এল ডব্লিউরা যাদের এক মুঠা গম না দিয়ে মেরে ফেলে, বি, ডি, ওর কাছে যাদের জীবনের মূল্য পোকা মাকড়ের চেয়েও কম। গ্রামে যারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করে তারাই পে-মাষ্টার, ডিলার হয় এদের ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে—অথবা তাদের নামে প্রতারণা বঞ্চনা করতে এতটুকুও বাধেনা—শয়তানের চেয়েও এই সব লোকেরা নির্মম। ডুঁফুকুর কয়েকজন লোক এসে বলল যে—বার তের জন লোক মাত্র কাজ করেছে আর বাট সত্তর জনের জন্য গম টাকা মিথ্যে করে নিয়ে যাচ্ছে। বি, ডি, ওরা চেষ্টা করলে রিলিফের চুরী বন্ধ করতে পারে না, এস, ডি, ও ; ডি, সি শক্ত হাতে উঠে পড়ে লাগলে রিলিফে, জি, আর এ চুরী বন্ধ হয় না—এটা আমরা মানিনা। এখন সমস্ত ব্যবস্থা সরকারের হাতে, তারাই সব—আমলাদেরই হুকুম ও ব্যবস্থা চলছে বলেই—আমরা বলছি। কারণ আমরা করে দেখেছি যে এটা সম্ভব।

সমস্ত পরিস্থিতির এটা দিগ্‌দর্শন মাত্র। এইজন্যই আশঙ্কা প্রবল যে—পরিস্থিতি একটা আশু ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে। একদিকে ডি, এল, ডব্লিউ থেকে উপরে উপরে সরকারী ক্ষমতার পর্য্যায়ে অমানুষিকতা ও অপরাধমূলক উদাসীনতা আর একদিকে সমাজে গ্রামের ডিলার পেমাষ্টার থেকে আরম্ভ করে উপরে উপরে ধনপতি পুঁজিপতিদের চুরি জালিয়াতী ও রক্তশোষণ উদ্দাম গতিতে চলেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও গৃধ্রদের পৈশাচিক লোভ যুক্ত হয়ে দেশে যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পুরুলিয়াতেই দেখা যাচ্ছে এই রিলিফের ব্যাপারে লোকের জন্য কাজ ও খাবারের বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সরকারী অব্যবস্থার জন্যই লোকে কষ্ট পাচ্ছে—অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে অনাহারে মরছে। অভিযোগ করে, বলেও প্রতিকার সম্ভব হলেও হচ্ছে না—সেখানে লোকে করবে কি? এখনও জনসাধারণ ততটা সচেতন সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ নয়—তাই এসব চলতে পারছে—কিন্তু এতো চলতে পারে না! কি করবে তারা? গান্ধীজী বলছেন "ক্ষুধার্তের কাছে রুটিই ভগবান"—এ থেকে যারা বঞ্চিত করে তাদের পরিণাম কি? আর্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত শোষিত জনগণ তাদের মাথায় করে নিয়ে নৃত্য করবে? না মরিয়া হয়ে শেষ করে দেবে? দেবেই—কেউ বাঁচাতে পারবে না। এদের কাজই এদের এই ভয়ানক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখের হরিজন পত্রিকায় কাকা-কালেলকর লিখছেন—

"গবর্ণমেণ্ট ও জননেতাগণ আজ কোটি কোটি লোকের ভাগ্য বিধানকর্তা। যদি তাহারা সকল কাজের আগে ইহাদের মঙ্গল করিবার কাজকে স্থান না দেন তবে এমন দিন আসিবে যখন এই কোটি কোটি লোকই নিজেদের এবং সমগ্র দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ আপন হাতে গ্রহণ করিবে। ×××বিপ্লবের বীজ ইহার মধ্যেই নিহিত অন্ধ-বিপ্লব জমিদার, পুঁজিপতি, মুন্সীমলীগ হিন্দু মহাসভা বড়লাট ও প্রাদেশিক লাট সকলকেই শেষ করিয়া দিবে। যদি এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হয় তখন সকলের পা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। যাহাদের দেখিলে আজ ভয় হয় (যেমন ভি, এল, ডব্লিউ, বি, ডি, ও আরও উচ্চস্থানীয় আমলা প্রভৃতি) তাহারা যদি তখনও বাঁচিয়া থাকিতে পারে (সে অবস্থার সম্ভাবনা কম) তবে তাহাদিগকে ভয়ে গর্ত্তে লুকাইতে হইবে। সেই জন্য গান্ধীজী সময় থাকিতে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।"

গান্ধীজী দ্রষ্টা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন "কংগ্রেস ভেঙ্গে দাও—ডিসব্যাণ্ড দি কংগ্রেস" কেউ শুনলো না কংগ্রেসকে রেখে লুটতে চাইলো। সেই কংগ্রেস ভেঙ্গেই গেল কেউ রাখতে পারলো না। যে "অন্ধ-বিপ্লবের" কথা গান্ধীজী বলেছেন—১৯৪৬ সনে, যে সতর্কবাণী তিনি বলেছিলেন সেই সঙ্গে—তা কেউ শোনেনি, শুনছেনা—তাইতো আজ চারদিকে নিয়ন্ত্রণহীন চাঞ্চল্যের আলোড়নের মধ্যে "অন্ধ-বিপ্লবের" নিশ্চিত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আজ হোক কাল হোক এ আসবেই—গান্ধীজী বলে গেছেন।

গান্ধীজী সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে ১৯৪৭ সনে ১৩ই জুলাইয়ের হরিজনে বলেছিলেন—

"দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে আদায়-করা করের উপর সুখে জীবন ধারণ করা তাহারা নরমাংস ভোজনের তুল্য অন্যায় মনে করিবেন। এমন দিন আসিতে বেশী বিলম্ব নাই বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি।"

কিন্তু সেদিন আসে নাই আর আসবার সম্ভাবনাও ক্রমশঃই দূরে সরে গেছে। এখন যে কোন গবর্ণমেণ্টই হোক না কেন এই আমলারা গৃধ্রদের সঙ্গে একত্র হয়ে শোষণে, উপবাসে মানুষের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে দেশের দুর্দ্দশার ভাগাড়ে নরমাংস ভোজন করে চলেছে।

এই রকম অবস্থাতেই—ফরাসীতে 'গান্ধীজীর সংজ্ঞা অন্ধ-বিপ্লব হয়েছিল। ভারতবর্ষ, পশ্চিমবাংলা ও ক্ষুধার্ত্ত পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে—ভি, এল, ডব্লিউ থেকে পে-মাষ্টার ডিলার, বি, ডি, ও, আরও উপরে উপরে যারা নরমাংসভোজী তাদের গান্ধীজীর সতর্কবাণীর সম্বন্ধে অবহিত হতে বলছি। এ কাঁকা কথা নয়—এ সতর্কবাণী হালকাভাবে হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। আজ হোক কাল হোক "অন্ধ-বিপ্লবের" দৃষ্ট্রা এদের চূর্ণ করে ভাগাড়ে ফেলে দেবে—নর মাংস ভক্ষণের জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না—থাকতে পারে না। কেবল সময়ের ফের মাত্র।

একথা যাদের কাছে পৌঁছবে তারা অন্যের কাছে এই সতর্কবাণী পৌঁছে দিও। গান্ধীজীর বাণী—দ্রষ্টার কথা—ঋষির মন্ত্র—সত্য হয়েছে, সত্য হচ্ছে, সত্য হবে।

—•—

রিটার্ণ দাখিলের সময় আরো বৃদ্ধি হল

রাজ্যপাল যখন পুরুলিয়া এসেছিলেন তখন লোক দেখক সংঘের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয় যে, পুরুলিয়া জেলার বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে রিটার্ণ দেবার সময় বাড়িয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর করা উচিৎ। রাজ্যপাল সম্মত হন। সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়ানো হল। কিন্তু পুরুলিয়ার মেটেলমেণ্ট আপীসে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা হয়ে আছে—তাতে সব ব্যাপার দেখে আমরা মনে করছি—সময় আরো বাড়ানো উচিত। আমরা এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ এর মালিকদের সঙ্গে ওয়ার্কাস ইউনিয়নের চুক্তি ঃ

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কর্মীরা তাদের ন্যায্যদাবী নিয়ে ধর্ম্মঘটের উদ্যোক্তা করে ধর্ম্মঘট অভিযোগ গত ১৫শে জুন থেকে ধর্ম্মঘট করে। ফলে শহরে ইলেকট্রিক সংযোগ একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার মালিক পক্ষ এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না। এই অবস্থার পর ৯ই জুলাই ডেপুটি কমিশনার বেলা ২টা ৩টার সময় মালিক পক্ষ, ইউনিয়ন পক্ষ এবং আরও বহু ব্যক্তিকে এ বিষয়ে আলোচনা ও নিষ্পত্তির জন্য একটি বৈঠকে ডাকেন। সেই বৈঠকে প্রথমে সকলেই উপস্থিত হলেও মালিক পক্ষের কেউ উপস্থিত থাকেন না। পরে তা অপিস রেখে আবার ২টা নাগাদ বৈঠক রাখা হয়। সেই বৈঠকে বহু আলোচনার পরে মালিক-পক্ষ ও ইউনিয়ন পক্ষ থেকে শ্রীবিভূতি দাসগুপ্তকে নিম্নে লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

চুক্তি

গত ৬-৭-৭০ তারিখে বৈকাল ৫ ঘটিকায় ডেপুটি কমিশনারের খাস কামরায় মালিক পক্ষ এবং ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নামা—

কর্মীরা যে যা দাবী করেন সেই দাবী অনুসারে ৭ই জুলাই থেকে পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ এর কর্মীদের যে ধর্ম্মঘট চলছিল তা প্রত্যাহার করে মালিক পক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত শর্ত্তাধীনে কাজে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন।

১। ইউনিয়নের অন্যান্য সকল দাবী শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষ কর্তৃক একমাত্র সালিশ হিসাবে স্বীকৃত শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্তের নিকট পেশ করা হবে। সালিশের মুলাবিবাদীগণ চূড়ান্ত এবং উভয়পক্ষের অবশ্য গ্রহণযোগ্য বলে উভয় পক্ষই স্বীকৃত আছেন। শ্রী দাসগুপ্তকে সালিশের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করতে এবং পনের দিনের মধ্যে শেষ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

২। ধর্ম্মঘটে যোগদান করার জন্য কোনও শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে মালিক পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

৩। ছয় রাত্রি থেকে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে ইউনিয়ন রাজী হওয়ায় এবং বিদ্যুৎশক্তি ব্যবসায়কারীদের স্বার্থের স্বার্থে সমগ্র শহরে দিনে নয়রাত্রে ব্যাপী যত শহর সম্ভব চালু করতে মালিক ও শ্রমিক—উভয়পক্ষ আশ্বাস দিচ্ছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত (এম-এল-এ), শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক (এ এল-এ); শ্রীসি, এম, চৌধুরী (জেলা শাসক); শ্রীআর, কে, নিগম (সুপার ইনটেণ্ডেণ্ট); শ্রীআর, মুখার্জি (এস-ডি-ও); বিশিষ্ট নাগরিক-গণ এবং শ্রমিক আন্দোলন কমিটির সভ্যবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত থাকেন।

মালিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ	ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ
স্বাঃ এ. কে. সিংহ দেও	স্বাঃ এ. এন. চৌধুরী
স্বাঃ বি. বি. ঘোষ	সাধারণ সম্পাদক
ডাইরেক্টরবৃন্দ	পুরুলিয়া ইলেকট্রি সাপ্লাই কোং
পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ	ওয়ার্কাস ইউনিয়ন
৯।৭।৭০	স. ভি. আচারিয়র
	ভাইস প্রেসিডেণ্ট
	ইউ. টি. ইউ. সি
	এম. মুখার্জী
	সভাপতি
	পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং
	ওয়ার্কাস ইউনিয়ন
আমি উক্তরি দান করছি	এবং
স্বাঃ বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত	সভাপতি, শ্রমিক-শিক্ষক-কর্ম্মচারী
৯।৭।৭০	যুক্ত আন্দোলন কমিটি।
	৯।৭।৭০

পুরুলিয়া সহরে সদর রাস্তার ওপর

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই নৃশংসভাবে নিহত

গত ৯ই জুলাই বেলা সাড়ে তিনটা চারটার সময় পুরুলিয়া সহরের নামোয়াজার এলাকায় সদর রাস্তার ওপর একটি বাড়ীর মধ্যে ছোট ভাই অজিত বিশ্বাস, বড় ভাই অবিনীকে নৃশংসভাবে খুন করে বলে প্রকাশ। খুন করার সময় অজিত নাকি বাড়ীর নকরকে একটি ঘরে শিকল তুলে আবদ্ধ করে রাখে এবং ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে সবাইকে খুন করা হবে বলে শাসানি দেয়। এর পর সে বড় ভাইয়ের ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় তার মাথায় ও গায়ে আঘাত করে। তারপর আতঙ্কে ভোর করে অপর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে তার মাথায় হাতে ও গায়ে ইয়ত্তাভাবে আঘাতের পর আঘাত করে যায়ান অস্ত্র দিয়ে। প্রকাশ, একটি হাতের চাঁচলি আঙুল আক্রান্তটি কেটে ফেলে। অপর হাতের গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। রাত্রি ১-৩০ নাগাদ পাড়ার কয়েকটি যুবকের সহায়তায় পুলিশ মৃতকে নিয়ে যায়। মরনা তদন্তে মোট ১৩টি ক্ষত পাওয়া গেছে বিলত অবিনীর দেহে। প্রকাশ, খুন করার পর আততায়ী স্নান ঘরে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসে বড় ভাইয়ের মৃতদেহের কাছে ঘরের একটি বেঞ্চে পরিষ্কার সুদ্ধি পরে শুয়ে পড়ে।

পাড়ার লোক পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ পাড়ার কয়েকটি যুবক-সহ ঘরে প্রবেশ করে আততায়ী অজিতকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, গ্রেপ্তারের সময় আততায়ী কোন বাধা দেয় নাই। গ্রেপ্তারের পর পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে আমায় বলে যে সে তার দাদাকে খুন করেছে। সে বলে যে তার দাদার সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হোত। আমায় আরও বলে যে সে কর্মহীন বেকার। এই অবস্থায় সে তার বিবাহের জন্যে পাত্রী নির্বাচন করে। কিন্তু তার দাদা নিজে অবিনী তার উপার্জনহীন বেকারত্বের জন্যে বিবাহিতা করার তার বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমায়ী অজিত পুলিশকে বলেছে যে এইটাই খুনের কারণ হয়েছে।

এই ব্যাপারে সহরে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

WANTED

An assistant teacher (Deputation Vacancy) for Ladhurka High School P. O. Ladhurka, Dist : Purulia. The applicant should at least be graduate in Arts, Preference will be given to a lady teacher. Apply to Secretary within 27th July, 1970.

"এম, আর" উদ্ভাবিত

বাসনপত্রের জন্য বিশ্বাসকর ধাতু

"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রাখে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা আলানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল

তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

প্রধানমন্ত্রীর আগমনে লাঠিচার্জ্জ ও অষ্টবায়ের দায়িত্ব বিষয়ে সংঘের বিবৃতি

প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুতী ইন্দিরা গান্ধীর ১৯শে জুন পুরুলিয়া আগমনের দিন লাঠিট হাউসে নিরপরাধ মানুষের ওপর যে অন্যায় লাঠি চার্জ্জ হয়েছিল—তার প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে একটা বিবৃতি দিয়েছি। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে জনতা নিয়ন্ত্রণের নামে পুলিশ যে লাঠী চার্জ্জ করেছিল—তা যেমন অযথা অযৌক্তিক হয়েছিল—তেমনি তার যারা পুলিশের অপেক্ষাকৃত কঠোর শাস্তি ও উদ্যত খড়্গের পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে পুলিশ এই বর্বরোচিত কাজ করার সুযোগ পেল—সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যে যিনি দায়ী হয়েছিলেন—তাঁর অযাচিত কাজের প্রতিবাদ এখনো করা হয় নি। এ বিষয়ে আগে সঠিক তথ্যাদি জেনে নেবার অপেক্ষাতে থাকার জন্য সেই বিবৃতিতে এ সম্পর্কে তখন কিছু লেখা হয় নি। এখন লেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে লেখার প্রয়োজনীয়তা এখন আরো বেড়েছে এই জন্য যে, যিনি এ দায়ী হাবী—তাঁরাই আজ অনবরত চটুক্তি করে বেড়াচ্ছেন। জনগণকে নিয়ে জনগণের ব্যাপারে যাঁরা নেতৃত্ব দিতে যান—তাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে নেতৃত্ব না দিলে, এবং তাদের আচরণে জনগণ বাস্তবিক শিক্ষার ও'লে তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য—তাঁরা আমাদের শ্রীতিভাজন ও বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি ও'লেও। অথবা তাঁদের দলের প্রতি আমরা বন্ধুভাবাপন্ন হ'লেও।

সেদিন লাঠি চার্জ্জের সময়ে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণকারীদের যিনি অন্যতম ছিলেন—তিনি শ্রীযুত, এম, বিশ্বাস এম, পি—পি, পি আই এর সদস্য—অষ্টবায় জোটের পরিক।

শ্রীমতী গান্ধীর কাছে দাবী জানাবার জন্য পতাকা প্রভৃতি নিয়ে কিছু লোক সার্কিট হাউসের পক্ষে লাঠি হাউসের কাছে গেছলেন। এই কর্ম্মসূচি নিয়ে না হয় তাঁরা ভালই করেছিলেন। সেই অভিযানকারীদের নেতৃত্বদে শ্রীবিশ্বাস মশাই প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে, সার্কিট হাউসের বারান্দার বাইরে যেন লোক সমবেত হয়েছেন—তাঁদের প্রতি প্রধান মন্ত্রী যেন কিছু বলেন। শ্রীবিশ্বাসের এই উদ্যোগও প্রশংসনীয়ই হয়েছিল। কিন্তু শ্রীবিশ্বাসের আরো বক্তব্য বা দাবী এই ছিল যে, তিনি প্রধান মন্ত্রীকে বলেছিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর কথা শোনবার জন্য তাঁদের লোকজনেরা সার্কিট হাউসের হাতার মধ্যে ঢুকবেন—এবং প্রধান মন্ত্রী তাতে রাজী হন বা সম্মতি দেন। আমাদের যাঁরা সেখানে ছিলেন—এবং হয়েছিল ব'লে তাঁদের জানা নেই। যাই হোক, শ্রীবিশ্বাসের এই দাবী ছিল এবং এই ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে শেষ পর্য্যন্ত এক গুরুতর পরিস্থিতি ঘটে যায়।

সেদিন শ্রীমতী গান্ধীর আগমন উপলক্ষ ক'রে সার্কিট হাউসের দিকে কয়েকটি হলের মিছিল যেতে থাকে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক'রে লোক ছিল—অষ্টবায়ের, অনমজেয়, মাঝিই কমিউনিষ্ট পার্টির ও আনন্দ-মার্গের। প্রায় সব হলই ধ্বনি দিচ্ছিলেন। সার্কিট হাউসে প্রহরারত কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ লাঠির বেষ্টনী দিয়ে বেড়ার মত ক'রে রয়ে যাতে মিছিলগুলি ভেতরে না ঢোকে। শ্রীমতী গান্ধী যদি বাইরের লোকজনকে সার্কিট হাউসের হাতার মধ্যে আবার প্রস্তাবে সম্মতিও দিয়ে থাকেন—তাহলেও—সেখানে নিরাপত্তার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা বা লাঠী দিয়ে ঘেরা 'কর্ডন' ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয়ই শ্রীবিশ্বাসকে দেন নি বা দিতে পারেন না। শ্রীমতী গান্ধীও সরাসরি সেই পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। অবশ্য ভারপ্রাপ্ত অফিসারের মাধ্যমেই তা করতে হোত।

শ্রীবিশ্বাসের দাবী যদি ঠিকই হয়—অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধী সমতে লোকজনকে হাতার মধ্যে আসতে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—তাহলে শ্রীবিশ্বাসের দেখা উচিত ছিল যে, শ্রীমতী গান্ধী শ্রীবিশ্বাসের কাছে যে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন—সেই সম্মতির কথা শ্রীমতী গান্ধী যেন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে সঙ্গে নিজে বা সরকারী রাডিয়েল লোক মারফৎ জানিয়ে রেন। তবেই তা কার্য্যকরী হ'তে পারে। সুতরাং এটাই আশা করা স্বাভাবিক যে, শ্রীবিশ্বাসের মত রাডিয়েলী ব্যক্তি নিশ্চয়ই সরাসরি অফিসারদের কাছে গিয়ে বলবেন না যে প্রধান মন্ত্রী আমাকে এই কথা বলেছেন—আপনারা তা কার্য্যকর করুন।—আর তা' বললে অফিসারদেরই বা তা গ্রহণীয় কেন হবে—যতক্ষণ না তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে সেই কথা শোনেন।

কিন্তু শ্রীবিশ্বাস তার বিনীত কর্ত্তব্যটাই অনুসরণ করলেন। তিনি সরাসরি কর্ত্তব্য কাজে গিয়ে জনতাকে ভেতরে আসতে যখন বলছিলেন—তখন কি, সি তাঁকে আপত্তি করেন। শ্রীবিশ্বাস বলেন—ওদের কেতকে আনতে প্রধান মন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন—আপনি বাধা দেবার কে? ডি, সি, তাঁকেও আপত্তি জানালেন—প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রশ্নে। এত শুভনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। এই অবস্থায় শ্রীবিশ্বাসের মত রাডিয়েলীল লোকের কাছে আশা করতে পারি যে, তিনি গিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে বলবেন যে, আপনার আদেশ কার্য্যকর করা হচ্ছে না, আপনি সংশ্লিষ্ট অফিসারকে কাজে আপনার নির্দেশ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। তাহলে পুলিশ 'কর্ডন' সরিয়ে নেওয়া হোত। লোকজন ভেতরে আসতে বাধা পেত না। 'কর্ডন' না সরিয়ে কোক ক'রে ভেতরে ঢুকতে গেলে একটা বিল্ড ট ঘটবে এটা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও, এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে, শ্রীবিশ্বাস উত্তেজিত ভাবে পুলিশ বেষ্টনীর কাছে ছুটে গিয়ে লাঠীর বেষ্টনীর এপার থেকে বেষ্টনীর ওপারের লোকজনকে নির্দ্দেশ দিলেন—তোমরা ভেতরে চলে এসো।

শ্রীবিশ্বাসের কথামত কাজ করলে পরিস্থিতি কি ঘটতে পারে—সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা তখন 'কর্ডন' ঠেলে বা ভেঙে ভেতরে আসতে চেষ্ট করল। তারা মনে করল—শ্রীবিশ্বাস যখন সরকারী কর্ত্তাদের মধ্যে যোগাযোগ সব করছেন—তখন তাঁর নির্দ্দেশ মত ভেতরে ঢুকলে—পুলিশ কিছু করবে না—চেঁচামেচি করলেই ছেড়ে দেবে। আর পুলিশও ভাবল—তাদের ওপর জনতা আটকে রাখার দায়িত্ব—জনতা ভেতরে ঢুকে গেলে পুলিশ হারী হবে—সুতরাং নিরাপত্তার জন্য লাঠি চার্জ্জ আটকাঁচ্ছে হবে। আটকাবার জন্য পুলিশ একটু চেষ্টা করলেই জনতাকে থামাতে পারতো। কারণ জনতা শান্ত ছিল। পুলিশ জনতাকে বলতে পারতো—অপেক্ষা কর—সরকারী নির্দ্দেশ কেনে নিচ্ছি—তারপরে তোমাদের ভেতরে ঢুকে দিচ্ছি। তাতে জনতা স্থির হত—কারণ জনতা মারমুখী ছিল না। কিন্তু তা' না ক'রে কেন্দ্রীয় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে লাঠীচার্জ্জ সুরু করল। বহু লোক আহত হলেন অনেকের রক্তপাত হল—অনেক মাথা অনর্থক অপমানিত লাঞ্ছিত হলেন।

পুলিশ অন্যায় ক'রে লাঠী চার্জ্জ করেছে সত্য। তারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এর ভেতর থেকে এই সত্য প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ক্ষমতামত্ত পুলিশ আক্রমণ এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, কিছু ভাববার বোঝবার প্রয়োজন বোধ করে না। একটা তুচ্ছতম প্রয়োগেই লাঠী চালিয়ে মনের সাধ মেটায়—কারণ তারা মানুষের জীবনকে মানুষের জীবনই ভাবে না। সুতরাং তারা যেমনি সুযোগ পেয়েছে—মনের সুখে এক তরফা লাঠী পর্ব্ব করে ছেড়েছে। কিন্তু আসলে অনর্থক এই সুযোগ দিলেন শ্রী বিশ্বাস—তাঁর হঠকারিতায়। সশস্ত্র কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ যেখানে নিরাপত্তার জন্য মোটা মোটা লাঠি নোটা নিয়ে কর্ডনের বহুস্থানে কাঁচের স্ক্রীন বসে রয়েছে সেই 'কর্ডন' সামান্য কোরে ভেঙে ঢুকতে গেলে একটা বিল্ড ট ঘটতে পারে এবং তাতে নিরীহ সাধারণ বিপন্ন হতে পারে—শ্রী বিশ্বাসের মত মানুষের তা' বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু উত্তেজনার মুহূর্ত্তে, নিজের অভিপ্রায়ের সীমা লঙ্ঘন ক'রে, শ্রী বিশ্বাস যে আচরণ করেন তাঁর সেই হঠকারিতা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা বিষয়ে গুরুতর ত্রুটীর জন্য তাঁরেও কিছু ফলীর লোকেরা এবং অপর কিছু মানুষেরা অযথা পুলিশের হাতে অনর্থক নির্য্যাতীত ও লাঞ্ছিত হলেন—অনর্থক ঐ আঘাত ও রক্তপাত ঘটল।

এটা খুবই দুঃখের বিষয় ও প্রতিবাদযোগ্য বিষয় হয়েছে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁর আচরণের প্রতি বিরূপ মন্তব্য জানাবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ এই যে, নেতৃত্বের প্রকাশ ক্ষমতা-

টীরও মধ্যে রাখাই উচিত। না হলে অযথা অনর্থ সৃষ্টি হয়; এবং নিজেরও অবাঞ্ছিতীয় সম্মুখীন হ'তে হয়।

এখানে আর একটি কথা আমাদের মনে এসেছে। জনগণকে 'ভাতার' ভেতরে আনার প্রশ্ন যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়—তবে তার জন্য শ্রীবিশ্বাস যদি কর্ডন ভেঙে বাধা অপসৃত ক'রে সমবেত ব্যক্তিদের ভেতরে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন—তাহলে কর্ডনের ওপারে গিয়ে তিনি যদি জনতাকে এই গুরুত্ব বুঝিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে কর্ডন ভেঙে ভেতরে আনার জন্য সমবেত ব্যক্তিদের পরিচালিত করতেন—তাহলে ধারা বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন না তাঁরা সরে যেতেন এবং যারা বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী হতেন তাঁরা নেতৃত্বের প্রেরণায় শক্তি পেতেন; লাঠির মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেন না—যা নেতৃত্বের অভাবে ঘটল।

এতে শ্রীবিশ্বাসের সরকারীয়া বৃত্তদের তাঁদের নেতা তাঁদের বিপদে সঙ্গেই আছেন।

আমরা শ্রী বিশ্বাস ও তাঁর পার্টি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল বলে কথিত পার্টিগুলির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তা হলেও,—তাঁদের মারাত্মক ভুল জনগণ নির্য্যাতিত হ'লে কর্ত্তব্যবোধে প্রতিবাদ না ক'রে উপায় নেই। বিশেষতঃ যেখানে আমরা শাসন কর্ত্তাদের ও বিরোধী পক্ষকে এই ব্যাপারে ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য অভিযুক্ত করছি—সেখানে নিজেদের বন্ধুভাবাপন্ন দল ঐ ব্যাপারেই গুরুতর ত্রুটি করবেন—আর আমরা নীরব থাকবো—এটা নিশ্চয়ই সমীচীন হয় না। সেজন্য এ বিবৃতি দিতে বাধ্য হলাম।

এই সূত্রে আর একটি কথা বলি। শ্রীযুতী গান্ধী সেদিন যখন আলয়ার উদ্দেশ্যে চলেন—এবং সভাস্থানে বিজ্ঞানীটে জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য উপস্থিত হলেন—তখন অষ্টবায়ের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ-কারীর হাতে ঐ জনসভার আহ্বায়ক প্রচিত্ত জানি প্রধান ও বৈ ঠকে থাকেন—দিয়ে যান প্রধান মন্ত্রী তোমার কথা শুনবো না। এই বিক্ষোভ-কারীদের মধ্যে সি, পি, আই, ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস, ইউ, সি প্রভৃতির কর্ম্মীরা তাঁদেরও আনা লোকজন ছিলেন শুনেছি। তাঁরা এমন ধ্বনি প্রধান ও বৈ ঠক হতে থাকেন যে, প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাই শোনা গেল না। এই বিক্ষোভের অর্থ কিছুই আমরা বুঝলাম না। দিল্লীতে আমরা গত ১০ই মে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে পুরুলিয়ায় আসতে আমন্ত্রণ করার পরই আমরা দেখলাম—সি, পি, আই বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি পার্টিগুলি প্রধান মন্ত্রীর কাছে ছুটোছুটি ক'রে তাঁকে পুরুলিয়া আসবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁকে আমন্ত্রণ করার পর, তিনি যখন এলেন তখন তাঁকে ঘিরে যা—আমরা বক্তৃতা শুনতে চাই না—ব'লে ধ্বনি দেওয়া কী তাদারার পরিচয় দেয় জানি না। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ও তাহার অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রধান মন্ত্রীকে দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এই শুভ যে তিনি এসে অবস্থা দেখবেন, আমাদের কাছে অবস্থা বুঝবেন এবং এ সব সম্পর্কে তাঁর মনোভাবটাও আমরা বুঝবো এবং সেই বুঝে আরো বলব। তিনি এসে সেই যোগাযোগটা করতে চাইলেন—তাঁকে সেই সুযোগটা দেবার জন্য যুক্তি ও তথ্যের আঙ্গন প্রজ্বালের পরিবেশ তৈরী না ক'রে—তার পরিবেশকে ভঙ্গুর করার বাধা চেষ্টা করেছেন—তাঁরা দেশের ক্ষতি সাধনই করেছেন। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে অবস্থার গুরুত্ব বোঝবার জন্য এবং আর্ত্ত মানুষ যে কত আর্ত্ত,—তাঁদের দুঃখের কথা তাঁরা বলতে চান তা দেখাবার জন্য তাঁকে আনা হয়েছিল। তাঁদেরই সমবেতে ঐ সব বৈ ঠকে ক'রে ঐ উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করা হল। এটা আগে সচীচন কাজ হয় নি। যোগাদা দিয়ে তাঁকে কিছু জানাবার বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের ইচ্ছেই যদি ছিল—তাঁর বক্তব্য বা তাঁর প্রতি জনগণের বক্তব্যের আগে বা পরে এই বিক্ষোভ দেখানো চলত। কিন্তু তেমন সবচেয়ে বড় কাজ ছিল সেটাকে পণ্ড করা কোন্ রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় জানি না। এতটু বুদ্ধি বিবেচনা করে রাজনৈতিক কর্ম্মতালিকাগুলির পরিচালনা করা হবে—এই জনগণের জীবনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলির বিশিষ্ট কর্ম্মীদের কাছ থেকে এটাই আশা করব।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—•—

অষ্টবায় জোট ও লোকসেবক সংঘ

লোক সেবক সংঘের সঙ্গে অষ্টবায় জোটের যোগাযোগ হচ্ছে বলে সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল—সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি অবশ্যই আমাদের জানা উচিত বলে মনে করি। এ সম্পর্কে আমাদের তথ্য এই।

অষ্টবায় জোটের একটি পরিকল্পনা পি, এস, পি। পি, এস, পির সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু পুরুলিয়ায় এসেছিলেন তখন আগে তাঁদের পার্টি প্রসারের জন্যে। এখানে থাকাকালীন তিনি আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েক বার দেখা করতে আসেন। যা দিন আমাদের গান দি। অবশেষে ২৩শে জুন শিয়ালদহে এসে আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। অষ্টবায় জোটের পক্ষ থেকে তিনি কথা বলতে এসেছেন—তা বলেন নি। তবে কথাবার্ত্তার বিষয় অষ্টবায় সম্পর্কিত ছিল। আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্ত্তা হোল। বিদ্যুৎ বাবু বললেন—এখন তো সবাই মিলে কিছু করতে হবে। তাতে বললাম—আপনারা অষ্টবায় পার্টি ভিত্তিক ক'রে তো কিছু করছেন না। তাতে উনি বললেন—আমাদের সঙ্গে আপনাদেরও শক্তির যোগ আমরা চাই। উত্তরে বলেছিলাম আপনাদের অভিমত তো আমরা ভালভাবেই জেনেছি। আমরা একটা অন্যায় মূল্য বৃদ্ধি—একটি ছোট জেলার সামান্য অংশে আমাদের ক্ষেত্র। আর আপনাদের মতে সবচেয়ে খারাপ এবং সা ব্যক্তির যে দল—আমরা এদের দলেরও আবার নেতৃত্ব। সুতরাং এই বজ্জনীতিকে আপনারা আবার চাইছেন কেন? তাতে উনি বললেন—না, না, বাংলা দেশে আপনাদের স্থান আছে। আমাদের তো এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পোষ্ট মর্টেম ক'রে দেখতে হবে। (অর্থাৎ মৃতদের ফেড়ে ডাক্তারেরা যেমন দেখেন—রোগী অপঘাতে কি কারণে মরল।)

এর উত্তরে বললাম—আপনারের কার্য্যধারা দেখে মনে হচ্ছে—পোষ্ট মর্টেমের কথা যাঁরা বলছেন—তাঁরা সত্যকার পোষ্ট মর্টেম এড়াতে চাইছেন। অপরকে তুচ্ছি করা—অভিযুক্ত করাই রাজনৈতিক পোষ্ট-মর্টেম নয়। একটা দলকে যতই অপরাধী করুন—তার সঙ্গে অন্যান্য দলের যে কিছু অপরাধ থাক—তাও দেখতে হবে।—সুতরাং যথার্থ পোষ্ট মর্টেম হচ্ছে তার বুদ্ধি বিবেচনার সমগ্র পরিস্থিতির বিচার করা। এ করবার শক্তির পরিচয় আমরা পাচ্ছি না। আমাদের সঙ্গে আপনারা একযোগে কাজ করতে চাইছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কাজের একমাত্র অর্থ যদি হয় মল যুদ্ধ, তার পরিণতি কি হয় দেখেছি। সেই কাজে যুক্ত হ'তে ইচ্ছে নেই। আপনারা যুদ্ধ নিয়ে যোদ্ধারা সবচেয়ে বড়ছেন। আপনারের কাজের ভবিষ্যৎ কী রূপ নেবে,—আগের বহু অভিজ্ঞতা থেকেই এখন তা উপলব্ধি করছি। তা ছাড়া, রাডিয়েল হলগুলির যাঁরা ফলীর স্বার্থে মিথ্যা প্রচার এবং বহুভাবাপন্ন হলকে অযথা বেয় করার কাজকে প্রশংসনীয় রাজনৈতিক কাজ মনে করেন—তাঁদের সাময়িক সংহতির কোনো অর্থ নেই। এইসব দেখে আমরা স্থির করেছি—আমরা কোনো জোটের মধ্যে যাবো না।

তাতে শ্রীযুক্ত বললেন—আমাদের পি, এস, পির লক্ষ্য রয়েছে—গণতান্ত্রিক হলগুলিকে সংবদ্ধ করা। তার উত্তরে বললাম—গান্ধীজীর আদর্শও আপনাদের অজ্ঞত ফলীর আদর্শ। আপনি তো জানেন—গান্ধীজী বলেছেন—যারা হিংসা দিয়ে জুলুম ক'রে জীতি সৃষ্টি ক'রে দলের প্রসার চায়—জনমতকে দেইজারে চাপ দিয়ে তৈরী করতে চায়—তারা গণতন্ত্রের মূলে না—গণতন্ত্রকে নর্ব্বনাশ করে। অষ্টবায়ের মধ্যেই এমন অনেক দল আছেন—যাঁরা শান্তিপ্রিয় গুণীত নীতি অনু ক'রে রাজনৈতিক অস্ত্র দিয়ে তাক কাশিল করার পক্ষপাতি বিশ্বাসী। তাঁদের সঙ্গে একযোগে থেকে—তাঁদের শক্তিকে ক'রে গণতন্ত্রকে গড়ে তোলা—যা গণতান্ত্রিক হলগুলির সংহতি সাধন করা কি সম্ভব হ'তে পারবে? শ্রীযুক্ত এর উত্তর দিতে পারবেন না। বললে—এ বিষয়ে ভালভাবে আলোচনার জন্য কলকাতায় আপনারের সঙ্গে শীঘ্র মিলিত হবো।

আমরা আবার তাঁকে বললাম—আপনারা বিবরণার শিবির পরম্পর এত দূরে অবস্থিত—কলকা। কী আর বলব। তবে এই সব বুদ্ধ ক জোটের সম্পূর্ণ বাইরে এবং দূরে আমরা থাকবো—এই আমাদের সিদ্ধান্ত। অষ্টবায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে যা তা এই হয়েছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

— ০ —

রিলিফে অবাধ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় ?

জয়পুর ব্লকের রোপো অঞ্চলের পুন্ডাগ গ্রামে "বনবাঁধা বাঁধে" রিলিফ কার্য্য মজুরীর আগে উপরোক্ত স্কীমটি অনুমোদক, অকার্য্যকারী ও সাধারণের কোনও সুবিধা হবে না বলে আপত্তি জানানো হয় এবং তদন্ত করার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেটা উপেক্ষা করে কোনও তদন্ত না করেই ঐ স্কীম মঞ্জুর করেন এবং কাজ শুরু হয়।

ঐ স্কীমে কাজ শুরু হবার পর কাজে বিবিধ দুর্নীতির সঙ্গে প্রতারণা ও জালিয়াতীর অভিযোগ আসে—তখন সঙ্ঘ কর্ম্মীদের দাবীতে জয়পুরের বি-ডি-ও বিষয়টি তদন্তে যান। তদন্তে প্রকাশ পায়—যে পুরাতন বা নতুন সেটেলমেন্ট রেকর্ডে "বনবাঁধা" বলে কোনও বাঁধের উল্লেখ নেই—কেবল ডাঙ্গা জমি আছে। প্রতারণা ও জালিয়াতী করে বাঁধের নাম করে স্কীম মঞ্জুর হয়েছে।

তদন্তে আরও প্রকাশ পায় টি-আর স্কীমের জন্য যে রেজিষ্টার্ড প্লট দেখানো হয়েছে—সেখানে বাঁধ কাটা হয় নি সরকারী টাকায় ঐ স্কীমের ডীলার নিজের চাষের জমি তৈরী করেছেন এবং উপরোক্ত রেজিষ্টার্ড প্লটের উপরে অন্য এক প্লটে বাঁধ কাটানো হচ্ছে। আর এই বাঁধ কাটানোতেও অনেক দুর্নীতি ও প্রচুর "সর্টফল" দেখা যায়। অভিযোগ যে গমে ও টাকায় ঐ স্কীমের জন্য ৬০০৲ টাকা মজুর হয়েছে কিন্তু শতকরা ৪০ ভাগও কাজ হয় নি। বি-ডি-ও প্রায় ২০০০৲ টাকার কাজ "সর্টফল" অনুমান করছেন—কিন্তু ওভারশিয়ার ও বিলিফ ইন্সপেক্টর নাকি কাজ খুব সন্তোষজনক বলে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং তদন্তের পরও আরও টাকা মজুর করা হয়েছে। এখন তদন্ত ধামা চাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

এই স্কীমের পে মাষ্টার—রহন বেগ আনসারী; মোহরার—ইসাক আনসারী এবং ডালাল—জাবেদ হোসেন আনসারী—সর্ব্ব সাকিম রোপো।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে গত ১৯৬৯ সালে অনুরূপভাবে রোপো গ্রামে "বনবাইদ বাঁধ" এর জন্য ১২০০০৲ টাকার টি-আর স্কীম মঞ্জুর করা হলে—সেই স্কীমটি সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করা হয় এবং তদানীন্তন এস ডি ও শ্রীঅচলেশ মাইতি স্বয়ং ঐ ব্যাপারে তদন্ত যান। কয়েক কাঠার একটা "গড়িয়া"কে বাঁধ বলে মঞ্জুর করে টাকা লুঠের ধান্দা বুঝতে পেরে শ্রীমাইতি সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্কীম নাকচ করে দেন এবং ঐ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে তদানীন্তন ওভারশিয়ারকেও বদলীর আদেশ দেন।

কিন্তু "বনবাঁধ বাঁধ" সম্পর্কে দুর্নীতি আরও গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও এখনও কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে প্রশ্রয় দেবার চেষ্টা চলছে।

মুকুন্দপুর অঞ্চল

জয়পুরের মুকুন্দপুর অঞ্চলে একটি রিলিফ রাস্তার কাজ চলছে—"শ্রীরামপুর [তেতুলডি]—আন্ধারা—ভাংগাপুর—ঘাগরী ডাঙ্গা আড্ডা রোড"—প্রায় ৯½ মাইল রাস্তার সওয়া দুই আড়াই মাইল আন্দাজ রাস্তার কাজ হয়েছে। ৩রা জুলাই কাজ শুরু হয় ৬ষ্ঠী এই ও ৯ই জুলাই কাজ বন্ধ; তারপর ৭ই, ৮ই, ৯ই ও ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত যে কাজের হিসাব তলব করে দেখা গেছে তাতে ৪১০ চৌকার মত খাটী কাটা হয়েছে। এই স্কীমে জন এ পর্য্যন্ত ১৯ কুইন্টাল গম এবং ১৮৯০ টাকা নগদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিকে মজুরদের নানাভাবে শোষণ বাড়ন করা হয়—এই অভিযোগ—যার জন্যে এই স্কীমে মজুরেরা কাজ করতে চায় নি শ্রীরামপুরের অন্য স্কীম "জোলা-পড়িয়া"তে সবাই কাজের জন্য ভীড় করতো।

এই স্কীমে আনুমানিক শতকরা ৩০।৩৫ ভাগ কাজ বড় জোর হয়েছে। তাছাড়া এই বিলিফ স্কীমের মাথামুণ্ডু পাওয়ার মুস্কিল। এই স্কীমের অন্তর্ভুক্ত কেঁদুলডি বস্তি, মাহাত বাঁধ থেকে ধোবী ঘর এবং চাটানী—ইস্কাকানাডি [বেহাল] এই প্রায় পৌনে এক মাইল রাস্তায় এক কোদাল মাটীও পড়ে নি। তাছাড়া এমনভাবে রাস্তা করা হয়েছে যাতে লোক চলাচলের কোনও উপকার হোক না হোক প্রায় ৫০০ বিঘা জমিতে জলসেচ বন্ধ হচ্ছে এবং চাষের কাজে প্রভূত ক্ষতি হবে। খাপছাড়া ভাবে এখানে ওখানে মাটী ফেলে রাস্তা হচ্ছে—কোথাও কোথাও রাস্তার নাম নিশানা নেই—এই "অদ্ভুতপূর্ব্ব স্কীমটি" যাঁরা তৈরী করেছেন—মঞ্জুর করেছেন এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মস্তিষ্কের তারিফ করতে হয়। রিলিফের নামে এই জেলায় সব কিছু চলে—সবই সম্ভব।

—·—·—

জয়পুরে ডাকাতি

গত ৮ই জুলাই রাত্রি প্রায় এক ঘটিকারসময় গজমপুরের আর-বি-বি হাইস্কুলের করণিক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। রাত্রি প্রায় ১টার সময় ১০।১২ জন ডাকাত, লাঠি, বল্লম, টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে ঘর চড়াও করে। গরমের জন্য দরজা খোলাই ছিল। ডাকাতেরা মারমূর্ত্তি ধরে টাকা, গয়না, অলঙ্কার প্রভৃতি দাবী করে। তখন মহিলারা যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরের দরজা খুলে দেন। ডাকাতেরা সেই ঘরে ঢুকে আট নয়টি ট্রাঙ্কে জামা কাপড়, বাসন পত্র প্রভৃতি যা কিছু ছিল উজাড় করে নেয়—মহিলাদের দেহ থেকে অলঙ্কার খুলে নিতে বাধ্য করে এবং দিন কয়েক আগে মনি-অর্ডারে যে টাকা এসেছিল ডাকাতদের কাছে সেই সংবাদও ছিল—সুতরাং সেই টাকা তারা দাবী করে। দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই এই বাড়ীতে ডাকাতি সম্পূর্ণ করে পার্শ্বের এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে চড়াও করে। কিন্তু সেখানে সুবিধা করতে না পেরে ডাকাতের দল কিছু দূরে কাঁচী রোডের উপরেই অবস্থিত অবসর প্রাপ্ত দারোগা শ্রীহরিপদ চৌধুরীর গৃহ চড়াও করে।

ডাকাতেরা খোলা জানালার মধ্য দিয়ে নিদ্রিত শ্রীচৌধুরীর মুখের উপর টর্চ্চের আলো ফেলে দরজা খোলার জন্য তাঁকে আদেশ করে। এই নিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে শ্রীচৌধুরীর কিছু কিছু কথা কাটাকাটি হয় সেই অবস্থায় ডাকাতেরা টাঙ্গী চালালে শ্রীচৌধুরীও টাঙ্গী চালিয়ে প্রতিহত করেন। তখন ডাকাতেরা পার্শ্বের মহিলাদের ঘরটি চড়াও করার চেষ্টা করলে সেই অবসরে শ্রীচৌধুরী বন্দুক বের করে তিন রাউণ্ড গুলি করেন। ডাকাতেরা তখন পলায়ন করে এবং পালাবার আগে তাঁর বাড়ীর উঠানে প্রায় আধসের ওজনের একটি বোমা নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ বোমা ফাটে নি; পরে পুলিশ সেটা নিয়ে যায়।

ঘটনা ঘটার পরে লোকজনের সমাবেশ হয় এবং পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে।

—·—·—

স্কুলের তাণ্ডবলীলা

অখাদ্য-কখাদ্য খেয়ে কলেরায় আক্রান্ত

১০ জন দুঃস্থ অনাহারক্লিষ্ট আদিবাসীর মৃত্যু

জয়পুর ব্লকের রোপো অঞ্চলের রোপো, চকুটাড়, শিলুড়ি তালমু প্রভৃতি গ্রামে ২০।২২ জন কলেরা জাতীয় সাংক্রামক রোগের খবর আকাশ হয় এবং ইতিমধ্যে ১০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই ছয় থেকে বারো বৎসর বয়সের বালক বালিকা এই রোগে মারা গেছে। যদিও এই রোগের চিকিৎসা, পথ্য প্রভৃতি সমস্ত কলেরা রোগের মতই—কিন্তু চিকিৎসকদের মতে এই রোগ কলেরা নয় এক প্রকার গুরুতর আমাশয় রোগ যা নানা প্রকার অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার ফলে ঘটতে পারে।

রোগিদের অধিকাংশই নিতান্ত দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারভুক্ত। নিজেদের কোনও সহায় সম্বল না থাকায় এবং কোথাও কোনও কাজের ব্যবস্থা না হওয়ায় অভাব ও ক্ষুধার তাড়নায় এরা শালুকি, শিলুয়াড়ী, কাঁগ, কানা প্রভৃতি শাক সিদ্ধ করে খেয়ে উদর পূর্ত্তি করতো। সংগ্রহ করতে পারলে জোনার ঘাঁটার সঙ্গে এই সব শাক সিদ্ধ করে খেত—এবং এর ফলে সাংক্রামক আমাশয় জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য কর্তৃপক্ষদের কাছে বহু আবেদন—নিবেদন সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও এই সব অঞ্চলে কোনও রিলিফের কাজ খোলা হয় নি এবং জি-আর তালিকা প্রণয়নেও নানা বৈষম্য ও দুর্নীতি চলে আসছে—ফলে প্রকৃত দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনাহারে বা রোগে মৃত্যুবরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

—·—·—

রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতীক ধর্ম্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে ও পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে উদযাপিত

গত ২৫শে জুন পে কমিশন, মার্জিন কণ্ডাকেসন প্রভৃতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে প্রতীক ধর্ম্মঘট পালিত হয়—সেই অনুসারে পুরুলিয়াতে রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীরা পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে ও শান্তিপূর্ণভাবে এই ধর্ম্মঘট উদ্‌যাপন করেন। এই দিন কালেক্টরেট ও অন্যান্য সরকারী অফিস সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে এবং কেউ কাজে যোগদান করেন নি বা কাজকর্ম্ম করে নি। কেবলমাত্র জেওয়ানী আদালতে দুজন কর্ম্মচারী যোগদান করেন এবং আদালতের একাংশ খোলা রাখা হয়। রাজ্য সরকার এই ধর্ম্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করেন।

পুরুলিয়া সহরের বাইরে বিভিন্ন থানায় বা ব্লকেও এই প্রতীক ধর্ম্মঘট সাফল্যের সঙ্গে ও শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

এই দিন বৈকালে প্রবল বর্ষণের জন্য ধর্ম্মঘটী সরকারী কর্ম্মচারীদের সভা ও শোভাযাত্রা স্থগিত রাখা হয় এবং পর দিন ২৬শে জুন এই কার্য্যক্রম উদ্‌যাপিত হয়। এই দিন বিভিন্ন ব্লকের সহরের সরকারী কর্ম্মচারীদের এক বৃহৎ শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমা করে ডুবি নিবারণ পার্কে সমবেত হয় এবং এক সভায় অনুষ্ঠানে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার বিষয় আলোচিত হয়।

—·—·—

নিরুদ্দেশ

আমার পুত্র শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বর মাহাত, বয়স ১৮, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, চোখের দুই ভ্রুর মাঝে মাঝার কালো দাগ, শরীর মাঝামাঝি, উচ্চতা ৪' ৬" গত ২৬-৬-৭০ হইতে নিখোঁজ হইয়াছে। যদি করিয়া কেহ অনুসন্ধান দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। শ্রীতরণীকান্ত মাহাত, গ্রাম চেপুয়া, পোঃ কাশিড়ি, জেলা পুরুলিয়া।

—·—·—

WANTED

A B, A, on deputation vacancy. Apply to the Secretary Baghmundi High School, P. O. Baghmundi Dist. Purulia latest by the 24th July, 1970, Date of interview 29-7-70 at 2-30 P. M. No T. A, will be allowed.

WANTED

Wanted lecturers for the following posts for the Nistarini College, Purulia—Women candidates preferable.

1) One Part-time lecturer in Philosophy He/She must be at least 2nd class M. A. in Philosophy with 2nd class Honours at the graduation stage. One with Logic as special paper will be given preference.

2. One part-time lecturer in Political Science. He/She must be at least 2nd class M. A. in Political Science with 2nd class Honours at the graduation stage.

Remuneration of Rs. 100/ (Rupees One hundred only) fixed will be paid per month for each of the posts,

Apply to the Principal, Nistarini College, Purulia, P. O, & Dist. Purulia on or before 22-7-70.

পুরুলিয়া ও বিহারস্থ মালভূমে আরো অনাহার মৃত্যু

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অথচ অন্ন পশু প্রাণীর ঘরে ঘি, আর, পৌঁছে দেবার সরকারী বিমান আছে। কিন্তু শাসনযন্ত্রের মহত্বরের অক্ষার আর দুরদর্শিতার অভে সে বিমান প্রযুক্ত হচ্ছে না।

বরাবাজার থানায় অনাহার মৃত্যু

ভামরাবাঁধ অঞ্চলের বারুণডাঙার শ্রীহরি মুণ্ডী গত ১৭।৭০ তারিখে অনাহারে মারা গেলেন। কিছুদিন থেকেই অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটছিল। সে বি, আর কার্ডী ছিল। এবং তার নামে ডি, আর মঞ্জুর হল। কিন্তু দুর্বল শরীরে ডি, আরের জন্য যেতে সে অক্ষম হয়। তার দৌড়ি হল, আর নিতে যান সেই ৪৯ই বিমান। ডি, এল, অফিসার এর নির্দ্দেশ হল—শ্রীহরি মুণ্ডীকে নিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থায় ডি, এল, অফিসার এর কাছে যাওয়ার চেয়ে পরলোকে যাওয়াই শ্রীহরি মুণ্ডীর সহজ হল।

এই হল শাসনযন্ত্রের যা চলছে—তার প্রতিবিধান কার কাছে আশা চাওয়া যাবে? এরের কাছে যাওয়ার চেয়ে—মৃত্যুই বিপন্ন মানুষের মুক্তার ঘরে যাওয়া আশ অনেক সহজ হয়েছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—·—·—

জমি ও হাপা বিক্রয়

পুরুলিয়া পৌর এলাকায় বরাকর রোড বাইলেনে একটী ১০ কাঠা পরিমাণ হাপা এবং গোপীবাবু লেনে একটী চতুর্দ্দিকে আন্দাজ ৫০০ ফুট কম্পাউণ্ড দেওয়াল দেওয়া জায়গা পরিমাণ ২৫।৩০ কাঠা এবং পুকুর পরিমাণ ২ বিঘার অর্দ্ধেক জায়গা বিক্রয় হবে। মানভূম আই ক্লিনিকে (পুরুলিয়া) সত্বর অনুসন্ধান করুন।

নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া

১৯৭০ সালে যে সমস্ত ছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই কলেজে ইউনিভার্সিটি এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। তাহাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই দরখাস্ত করা যাইবে। যাহারা ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত করিবে তাহাদিগকে পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই মার্ক-সীট দাখিল করিতে হইবে। তৎপরে তাহাদের ভর্ত্তির ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯৭০ সালের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন হইতে চারদিন পরে এই কলেজে ইউনিভার্সিটি এণ্ট্রান্স ক্লাসে লেকচার আরম্ভ হইবে।

ভর্ত্তির জন্য কলেজ হইতে ফর্ম্ম পাওয়া যাইবে।

অধ্যক্ষা।

কোনেটিক ক্যাশিয়াল ইনষ্টিটিউট, পুরুলিয়া

ফোন নং ২৩৪

জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে। ১। সর্টহাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রাতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনশেসন দেওয়া হয়। — বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রামপ্রসন্ন ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

Regd. No C—4290
Phone No—175
মুক্তি
C. R. No—2539/57

১লা শ্রাবণের পুণ্যদিবস সমাগতঃ ঋষির স্মৃতি বার্ষিকী

১লা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই শনিবার) অন্তরের নিষ্ঠায় পালিত হোক

শ্রাবণের ধারার মত যে জীবন আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেল
তার দান শ্রাবণের ধারার মতই প্রাণসঞ্চারী।
শ্রাবণ তার অকৃপণ বর্ষণ দিয়ে আমাদের ধন্য করতে চায়
আমরা তার দান নিতে পারি না—দুর্ভিক্ষের অন্ন খুঁটে মরি।
ঋষির তপস্যাময় জীবন ত্যাগআদর্শের ধারায় আমাদের ধন্য করতে চেয়েছে
আমরা নিতে পারিনিঃ ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক জীবনে আমরা দরিদ্র।
আজ কলুষময় বিবাদময় কোলাহল তাঁর দান আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক।



কর্ম্মসূচিঃ সকাল ৮॥ টায় শ্মশানে শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ধ্যা ৬॥ টায় শিল্পাশ্রমে স্মরণ সভা

সকলকে এই অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে যোগদান করতে সাদরে অনুরোধ জানাই। ইতি

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টসপ্ততম বর্ষ
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধতিন জাগ্রত
প্রাণাবরান
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩২শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
সোমবার, ২০শে জুলাই '৭০
৩রা শ্রাবণ ১৩৭৭
বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭৲
মূল্য—১৫ পয়সা

স্বরাজের স্বরূপ

বামুন চাঁড়াল ছুতার কামার
করছে কাজ সব সেমন যাহার
নাইক ছোট নাইক বড়
সমান সিহে জেন।
এসে সব সমানের দেশ॥

—ঋষি নিবারণচন্দ্র

পুরুলিয়া জেলার লোককে ১বছর রিটার্ণ দিতে হবেনা

১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময় বাড়াবার সরকারী নির্দ্দেশ হল

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

রাজ্যপাল যখন আমাদের জেলায় আসেন তখন ১০ নং ফরমে রিটার্ণ দেওয়া বিষয়ে তাঁর কাছে আমরা একটি দাবী জানিয়েছিলাম। তা' এই যে, পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলেছে—গত বছর জেলায় ধান হয়নি—এ বছর চাষের সময় রিটার্ণের ভয় ব্যাপারে চাষীরা ব্যস্ত থাকলে, তাদের আবার উঠে দাঁড়াবার উপায় যে চাষ সেটাই বিঘ্নিত হবে। সেজন্য সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক। সেই অনুসারে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে একটা সোরগোল উঠেছিল যে ১০ নং ফরম পূরণ করা শক্ত—চাষীরা মুস্কিলে পড়েছে। আমাদের জেলার বহু লোক আমাদের অনুরোধ করলেন যে, যখন রিটার্ণ দিতেই হবে—তখন ১০ নং ফরম কিভাবে পূরণ করতে হবে—সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আমরা যেন প্রচারপত্র দিই। এই উদ্দেশ্যে রিটার্ণ দেওয়ার নির্দ্দেশ ও ১০ নং ফরম সম্পর্কে পড়াশুনো এবং আইনজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করি। তাতে দেখি যে, রিটার্ণে যে খতিয়ান নম্বর দিতে বলা হয়েছে—তা' হাল-সেটেলমেন্ট খতিয়ান নম্বরই হবে।

তখন আমি জেলার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম—এই জানবার জন্য যে, হাল-সেটেলমেন্টের অবস্থা কী। তাতে যা' জানলাম তা' সাংঘাতিক ব্যাপার। তা' এই যে,—জেলার জমির এক তৃতীয়াংশ ভাগ হাইকোর্টের ইন্জাংশনে এমন ভাবে আটক আছে—যে, তার সেটেলমেন্ট মাপ করার অধিকার সরকারের নেই। আর জেলার জমির আর এক তৃতীয়াংশ জমির অন্ত সেটেলমেন্ট মাপ এখনো আরম্ভ করা যায়নি। এবং বাকি যে এক তৃতীয়াংশ জমি থাকে তার সেটেলমেন্ট মাপ হ'লেও এদবের চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত করতে বা ছাপানোতে পাঠা যায় নি। অর্থাৎ সারা জেলার কোনো জায়গার জন্যই পুরো-পুরি সেটেলমেন্ট মাপ হয়নি।

সারা বাংলা দেশে অন্যান্য জায়গার সেটেলমেন্ট মাপ অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। তাদের খতিয়ান বহুদিন আগেই ছাপা হয়েছে এবং নির্দ্ধারিত মূল্যে জন সাধারণ তা আগেই পেয়েছে। এবং যার যখন যেমন জমির হয়েছে কিনেছে। পুরুলিয়া জেলা বাংলায় যুক্ত হওয়ার পরও বহুদিন যাবত বিশেষ ভূমি-আইনে পরিচালিত হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে সেটেলমেন্ট মাপ অনেক দেরীতে আরম্ভ হয়। এবং তার ফলে আমার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে মামলা করায় বহু জমি বিষয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটে। সেজন্য জেলার সেটেলমেন্ট মাপের এই বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ পরিস্থিতি হয়।

১০ নং ফরমে রিটার্ণ দেবার ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য এইযে, একদিকে যেমন কিছু একর পর্য্যন্ত জমির রায়তদের খাজনা মাপ ক'রে দেওয়া হয়, অন্য দিকে তেমনি ৭ একরের বেশী জমির মালিকদের পর্য্যায় ক্রমে সমান হারের খাজনার আয় বৃদ্ধি করা হবে। এই ফেকে আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে, যদি চাষীরা সময় রিটার্ণ দিতে না পারেন—যদি তাতে বিলম্ব হয়—তাহলে তিন একর পর্য্যন্ত জমির মালিক চাষীরা রাজস্ব থেকে রেহাই পাবার আইনের সুযোগ পাবে না। কিন্তু পরিস্থিতি যা, তাতে আমরা দেখলাম যে, হাল সেটেলমেন্ট হয়নি ব'লে জেলার অর্দ্ধেকের বেশী চাষী রিটার্ণ দিতে পারবেন না—এবং স্বভাবতই ঐ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। অধিকন্তু, যে, চাষীদের জমির মাপ হয়ে গেছে তাঁরা রিটার্ণ দিতে পারবেন ব'লে মনে করা হচ্ছে—তাঁদের বেলাতেও এক সাংঘাতিক অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। যে অবস্থা হবে তা এই—

মাপের চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত বা ছাপা হ'লে নির্দ্ধারিত মূল্যে চাষীরা তা সরবেই কিনতে পারতো—বা যাদের তা কেনবার সামর্থ্য নেই—তারা বিভিন্ন অফিসে গিয়ে ছাপা রেকর্ড রেখে নিজের খতিয়ান নম্বর বা জমির বৃত্তান্ত টুকে আনতে পারতো। কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন এই হাল-সেটেলমেন্টের খতিয়ান যোগাড় করতে এখন তাদের বহু ঝামেলা ও অর্থব্যয় হবে। এটা কেন হবে তা' বলছি। প্রথমতঃ সাধারণ নকলের জন্য দরখাস্ত করলে নকল পেতে দু'তিন মাস সময় লাগে—আর যদি শীঘ্র নকল পেতে হয়—তাহলে তরল খরচ দিয়ে আবেদন করলে—তাও পেতে ১৫।২০ (পনের কুড়ি) দিন সময় লাগে। কিন্তু যদি জেলার লক্ষ লক্ষ চাষী নকলের জন্য একসঙ্গে আবেদন করেন তবে ঐ সময়ের মধ্যে নকল পাওয়া সম্ভব হবে না। একটা ঘোর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। রিটার্ণ দেওয়ার সময় এসে গেল কিন্তু হাল-খতিয়ান পাওয়া যাচ্ছে না—চাষীদের মধ্যে এই অস্থিরতা দেখা দিলে,—হাল-খতিয়ানের নকল যে কোনো উপায়ে বের করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

অন্যান্য কর্ম্মচারীদের পক্ষ থেকে অনুরূপ চাষীকে জানানো শোনানোর ব্যাপার হবে। এজন্য তিন একরের চাষী রিটার্ণ দিলে তার হয়তো ২, টাকা বা ৩, টাকা খাজনা মকুব হবে সত্য, কিন্তু সেটেলমেন্টের বিষয়ে চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যে হাল খতিয়ান সংগ্রহ করতে গিয়ে এই বছরেই অনুরূপ চাষীর প্রত্যেকের ২০ বছরের খাজনার টাকা বেরিয়ে যাবে! কিন্তু সেটেলমেন্ট রেকর্ডের চূড়ান্ত প্রকাশ ও তার নকল ছাপা হয়ে গেলে এবং তার হাল খাঁটি ব'লে চাষীর কাছে সমমনস্কতা হ'লে এই চূড়ান্ত নৈরাজ্যের ও লুটের অবস্থা ঘটবে না। যখন সময় পেয়ে চাষীরা নিজ নিজ হাল খতিয়ান সংগ্রহ করতে বা বহু ছাপা রেকর্ড থাকায়, তা টুকে আনতে সুযোগ পাবে।

এই অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমাদের মনে হল এই জেলায় সেটেলমেন্টের সমস্ত মাপ পুরো বা হওয়া পর্য্যন্ত এবং এই জেলার সমস্ত হাল খতিয়ান পুরোপুরি ছাপার পর তা' জনসাধারণ সমমনস্কতা বা হওয়া পর্য্যন্ত এই জেলার চাষীদের কাছ থেকে রিটার্ণ চাওয়া সরকারের বন্ধ রাখাই উচিত হবে। এবং এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের জেলার পক্ষে চাষী তুলতে হবে—একথা মনে হল।

(দ্বিতীয়াংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

১লা শ্রাবণ

মনে পড়ছে শ্রাবণের ধারার মধ্যে তাঁর শেষ যাত্রা। সেদিন শ্রাবণের ধারার মতই অগণিত মানুষের চোখেও অশ্রুনেমেছিল—প্রকৃতি জননীর অশ্রুধারার সঙ্গে। কত মানুষ আসে যায়—সকলের জন্যে তো বহুজনের চোখে এই শ্রাবণের অশ্রুধারা নামে না। তবে কোন্ মানুষের বিদায় যাত্রার বেদনা পেলে সকল মানুষ কাঁদে?

এ সেই মানুষের জন্যে—যে মানুষ তোমার আমার সকলের বেদনায় সারা জীবন অশ্রুবর্ষণ ক'রে যায়। তাদের শুধু প্রাণের অনুভূতিই অশ্রুমুক্তার শ্রাবণ ধারা বর্ষণ করে না; যাদের জন্য তাদের এই অনুভূতির অশ্রুমুক্ত—সেই বেদনার-পাত্রদের জন্য তারা তাদের প্রাণের সব কিছুই শ্রাবণের ধারার মতই উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে যায়। এমন মানব-দরদী প্রেমিকদের বিদায়-বিধুর শ্রাবণকণে মানুষ যদি না কাঁদে তবে কাঁদবে কার জন্যে?

মানুষের জন্যে কাঁদব ব'লে কাজ করব ব'লে এগিয়ে আসা সোজা কথা নয়। সোজা হয় তখনই—যখন অনাবিল ভালবাসায় মানুষের জন্য—মানুষের সেবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। তখন দেহের ক্ষীণতা, স্বাস্থ্যের দৈন্য, বুকের যন্ত্রণা—কোনো কিছুই পথ আটকাতে পারে না। তখন নিষ্ঠা-ভালবাসার পুঁজি ছাড়া আর কোনো পুঁজির দরকার হয় না। না পদের পুঁজি, না খ্যাতির পুঁজি, না অন্য কোনো ব্যবহারিক সৌভাগ্যের পুঁজি।

যাদের সেই অমাবিল নিষ্ঠা-ভালবাসার পুঁজি থাকে না—তারা লোক-সংগ্রহ করে—বড়শীতে চার গাঁথার কারবারীদের মত। এরা সে জাতের লোক নয়। এরা ফুলের মত;—যেখানেই থাক, তাদের অন্তরের মধুর তাগিদে মৌমাছিরা আপনি ছুটে এসে বসে—তাদের মধুময় জীবন-পাপড়িতে। কিন্তু ভেবো না—তাদের জীবনের এই ফুল ফুটেছে—আপনি পড়ে পাওয়া ধনের মত। দিবানিশি তাদের আপন তপস্যার শ্রাবণ-বর্ষণে সিক্ত তাদের জীবন-ভূমি—তুলে ধরেছে অজস্র ধারায় সেই ফুল। তারা জীবনে এই ফুল ফোটায় ব'লেই তাদের মানবসেবার পূজো হয় সার্থক।

আজ জিজ্ঞেস করো—ঐ দিগন্ত-প্রসারী শ্রাবণ-সমারোহকে—সে বলবে, আমি নিঃশেষে ক'রে যাই ব'লে—তুমি পাও জীবনের অঙ্কুর। জিজ্ঞেস করো ঐ মহাশ্রাবণের জীবন সমারোহকে—সে বলবে—আমার সব কিছু উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে যাই ব'লে—ঐ দেখো, মানব-সম্পদের মহাসমুদ্র পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠছে।

এই যে একটু আগে দেখেছিলে—আকাশভরা নিবিড় নীলকান্তি মেঘ—বিদ্যুতে বর্ষণে ঝঞ্ঝায় জাগিয়েছিল বিপুল আলোড়ন—সে এখন আর নেই। সে কিন্তু কোথাও চলে যায় নি। সে আপনাকে নিঃশেষে বর্ষণ ধারায় শেষ ক'রে দিয়ে হয়ে গেল—সর্ব্বহারা। আর তারও আগে দেখেছিলে—দুঃসহ দহনতাপ নিয়ে এসেছিল নিদাঘ। বৈশাখের সে রুদ্রবোষ তরুলতার সব সম্পদ হরণ ক'রে তাদের করেছিল—সর্ব্বহারা।

এমনি ভাবেই কেউ অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে হয়—সর্ব্বহারা। কেউ আবার নিজের জন্য অপরকে করে—সর্ব্বহারা। আমরা আবার দহন-তাপে জর্জ্জরিত এই সর্ব্বহারাদের জন্য মনের অনেক দুঃখই প্রকাশ করি। কিন্তু তাদের তাপদগ্ধ রিক্তধাত্রীর তখনো যদি দুচারটে ফুল বা পাতা থেকে থাকে—তবে তা আদায় ক'রেই নিজের সওগাত সুর্খ ক'রে ঘরে ফিরি। ফেরার সময় সর্ব্বহারাদের জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে ভুলি না। এই আমাদের সর্ব্বহারাদের জন্য বেদনা। এইভাবে আমরা নিজেদেরও রিক্ত, মনুষ্যত্বহীন, সর্ব্বহারা ক'রে তুলছি।

তাই আজ তোমার আমার জীবনকে,—তোমার আমার অশ্রুকে শ্রাবণ ধারার মতই ঝরতে হবে। তবেই নিজের ও অপরের রিক্ত শীর্ণায় জীবনের উদয়ম হবে। নইলে নয়। এ কথা নিবিড় নীরদ মেঘের অশ্রুমুক্তার উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। এ কথা ১লা শ্রাবণের জীবন তপস্যার বিদ্যুৎবহ্নিতে প্রাণের আলোক হ'য়ে লেখা আছে। আজ ১লা শ্রাবণে,—অকপট সেই ভালবাসার অশ্রুমুক্তার দীপ্তিময় ভাষা কী ছিল—তা পড়ে দেখো।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের জীবন আকাশে যে বর্ষণ-তপস্যার শ্রাবণ-যাত্রা সুরু হয়েছিল—তা শেষ হয় নি, শেষ হবে না। সে ফিরে ফিরে আমাদের জন্য ঐ আসছে—আরো আসবে। মেঘ শেষ হয়েছে কিন্তু রূপ নিয়েছে সমুদ্র-তরঙ্গে। সমুদ্রের তরঙ্গ আবার আকাশ গঙ্গায় শ্রাবণের মেঘ হ'য়ে জাগবে। ঝরে পড়বে সে আবার এই মাটিতে নবাঙ্কুরের সাধনায়। ধন্য এই শ্রাবণ। তার বর্ষণ-পরিক্রমার শেষ নেই!

তপস্বীর আত্মদানের শ্রাবণ ধারারও বিনাশ নেই। তার ভাব-পরিক্রমার গতিপথ মহান। তাই অন্তর্ধান শ্রাবণের এই মহান চরণে আমাদের অসংখ্য প্রণতি।

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

শ্মশান তর্পণ

৺দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

শান্ত স্তব্ধ শ্মশানের মহামৌনতায়
তোমার অন্তিমশয্যা সেজেছে সজ্জায়
অপরূপ সাজে আজি পেয়েছ শ্রাবণে।
বৎসরান্তে একদিন পড়ি গেল মনে—
আমাদেরি মহাপ্রিয়, চিরপুজ্য জন
হেথা আসি চিরশান্তি করেছে গ্রহণ।

ভুলে যাই অন্যদিন, স্মৃতিপট খুলি
তোমার সন্ধান করি—ব্যর্থ আঁখি মেলি,
নাই তুমি হৃদি মাঝে, নাই কোন খানে,
একমাত্র বিরাজিছ পেহলা শ্রাবণে
শ্মশান-মৃত্তিকা মাঝে। তব সহচর
নহি মোরা; নহি মোরা আদর্শ কিঙ্কর।
তোমার আপনজন—শুধ স্মৃতি-বেদী,
সঙ্গসুখ পায় যারা নিত্য নিরবধি।

ক্ষীণকায়া স্বল্পবারিপুষ্টা স্রোতস্বিনী
শোনায় দিবস রাত্রি মধুর রাগিনী,
উল্লসিত বাহু মেলি নব দুর্ব্বাদল
তোমার শয্যার পাশে মেলি ছায়াঞ্চল
করিয়া রেখেছে তারে কোমল সুন্দর,
দীর্ঘবাহু প্রসারিয়া বৃক্ষ তরুবর—
ব্যজনিছে দীর্ঘপত্রে ঢাকি সৌকর্য্য;
এরা তব নিত্য সঙ্গী, সত্য সহচর।

ধৌত করে তব অঙ্গ ঘন বারিধারা—
শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয় গুল্ম বন্যপুষ্প দ্বারা
সেবিতেছে নিত্য তোমা প্রকৃতি আপনি—
এরা তব সত্য শিষ্য, ওগো মহামুনি!
মোরা আসি বর্ষ অন্তে মাত্র একদিন—
যজ্ঞ করি যথাসম্ভে, কিন্তু শিরহীন।

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৮

রিলীফ স্কীমে সর্ব্বত্র অবাধ চুরি ও দুর্নীতি

কোথাও কোথাও তদন্তের নামে প্রহসন

টেষ্ট রিলীফ স্কীম, খয়রাতী সাহায্য বন্টন, কুষি অফিস, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাদিতে অবাধ চুরি, দুর্নীতি ও গুরু নয়, অভিযোগ জেলার সকল স্থান থেকেই আসছে এবং এই সব সম্পর্কে সাম্প্রতি একগুচ্ছ তদন্তের ও উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ—কেবল অনুরোধ মাত্র। কোথাও কোথাও লোক দেখানো তদন্তের ব্যবস্থা হলেও সেটা শুধু প্রহসনে পর্য্যবসিত হচ্ছে। এদিকে দুর্নীতি পরায়ণ সে-মাষ্টার, জীবার প্রভৃতিদের নিকট গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ জানালে—তারা অম্লানবদনে উত্তর দিচ্ছে যে ব্লক ও রিলীফ সপ্তরে শত শত টাকা দক্ষিণা দিয়ে এখানে রিলীফ স্কীম মঞ্জুরী, সে-মাষ্টার প্রভৃতি নিয়োগ এবং সব ও টাকার এনট্রেন্স দিচ্ছে—সেখানে রিলীফ স্কীমে চুরি ও বাটনাটী না করলে—তাদের পোষাবে কি করে?—জেলার সর্ব্বত্র এই একই চিত্র।

বালুরা ২ নং ব্লক

বালুরা ২ নং ব্লকের বেতুনকোরের অঞ্চলে রাধীবাঁধ, মুনবাঁধ, মাঠুড়ি বাঁধ, মন্দিরাঁধ প্রভৃতি টেষ্ট রিলীফ স্কীম মঞ্জুরীর ব্যাপারে অফসরাদীদের এবং অফল থাক ও জাণ কমিটির অধিকাংশ সদস্যদের নিকট থেকে গুরুতর অভিযোগ আসে। তাঁরা এই অভিযোগের করেন যে ঐ অঞ্চলের কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস মনোনীত প্রতিনিধিদের অনস্বার্থের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সহায়তা দান করছেন। বেতুনকোরকের ভূম বাঁধাই বংসর তুই পূর্ব্বে ৪৮০০৲ (চুয়াল্লিশ হাজার) টাকায় সংস্কার করার নামে অবাধ দুর্নীতি চলেছিল এবং পুনরায় টেষ্ট রিলীফ স্কীমে মঞ্জুরীনেবার চেষ্টা চলছে—এই বিশেষ অভিযোগ আসে। এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তাংপ্রাপ্ত অফিসার এস, ডি, ও (সাব্ডে) এর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে এই বিষয়ে তদন্ত করবেন এবং জেলা শাসকের সরাসরি নিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করবেন। এর পরই রিলীফ সপ্তরে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মাহাত এম, এল, এ ও বেতুনকোরকের কংগ্রেসী নেতাবর্গ কর্তৃকার প্রভৃতি বহু ঘন ঘন যাতায়াত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রণা প্রভৃতি সুরু হয়। শ্রীযোগেন মাহাত জেলা শাসকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন বলে শোনা যায়। তারপর বিনা তদন্তেই স্কীমগুলি মঞ্জুর হয়ে যায়। কেবল তাই নয়—তালুরার প্রকৃত দুর্গত অঞ্চলের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মঞ্জুরীকৃত স্কীমগুলি সব বামাচালা দিয়ে একমাত্র বেতুনকোরের অঞ্চলেই প্রায় আট দশটি স্কীমের কাজ শুরু করার ব্যবস্থা হয়।

তদন্তের নামে প্রহসন

বেতুনকোরের অঞ্চলের দুবরাঁধ, মুনিবাঁধ প্রভৃতি স্কীমগুলিতে দু-এক দিন লোক দেখানো কাজ করিয়ে অবাধ লুটপাট সুরু হয়েছে—অফসরাদীরা এই লিখিত অভিযোগ পত্র আসলে শ্রীবিকৃতি ভূষণ রায়গুপ্ত ঐ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতে জেলা শাসককে অনুরোধ করলে—জেলা শাসক তখন মকফুমা শাসককে (বক্সি) অবিলম্বে "তদন্ত" করার নির্দ্দেশ দেন। আর সংশ্লিষ্ট মকফুমা শাসকও তদন্তের নামে এক প্রহসন করেন। প্রকাশ মকফুমা শাসক ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগকারীদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না করে কংগ্রেসী শ্রীনারায়ণ কর্ম্মকার প্রভৃতি অভিযুক্তদের নিজের জীপে চড়িয়ে ঘোরাফেরা করেন এবং তোকেবোরো তদন্তের সময় অভিযোগকারীদের ও যে সকল প্রমিকেরা সাক্ষী দিতে এসেছিল—তাদের বকেয়া মজুরি বরে তেরবার চেষ্টা করেন।

বালুরা ২ নং ব্লকের ঠিকমু টাঁটুবাড়া বকেয়ারা প্রভৃতি অঞ্চলের টেষ্ট রিলীফ স্কীমগুলি সম্পর্কে জনসাধারণ বহু অভিযোগ করে তদন্ত দাবী করেছে—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

বরাবাজার

বরাবাজার থানার রাজামেটা থেকে শ্রীবিমল চন্দ্র মাহাত জানাচ্ছেন বরাবাজার থানার অন্তর্গত বহু অঞ্চলে বাধুনডিহা রাজা-মাঠা টেষ্ট রিলীফ স্কীমে দুর্নীতির অভিযোগ নিম্নরূপ যথা—

১) প্রথম হইতে তুলিবের কার্ড না (এ্যাটেনডেন্স রোল) দিয়া কাজ করানো।

২) ১৫।১৬ দিন বন্ধ রাখিবার পর ১০০ cft মোরামের স্থানে ৬০০ cft মোরাম দেখানো হইয়াছে। প্রকাশ যে ১০০ cft মোরাম পিটের সরকারী রেট ২ kg ৩০০ গ্রাম মত ও ১ টাকা ৩০ পয়সা। কিন্তু সে-মাষ্টার মহাশয় হিসাবে গণ্য ১'৫০ ফেড় কেজি ও পয়সা ১'৫০ হিসাবে। আগে বহু লোককে টাকার পরিবর্তে তুল ৩ kg সের দিয়াকেন।

৩) বাধুনডিহা হইতে আড়াবাড়ি পৌঁছে দেয় মোরা- পর্য্যন্ত (ভূতপূর্ব্ব-সাংসদেরটি রাস্তার সংযোগ স্থল পর্য্যন্ত) ১৮০ মাইল রাস্তার ৬০ ইঞ্চি মোরাম পিট দেওয়া করাইয়াছেন এবং ঘোষণা পুরুষের কাজ দিয়াছেন।

৪) সে মাষ্টার শ্রীজগন্নাথ-কারক, সাং আলাবাঁধ, আড়াবাড়ির রাস্তার মোড় হইতে রাস্তামাটীয়া মৌজার—গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ১ মাইল রাস্তায় ১০০ (একশত ১০'×১০'×১০') মোরাম পিট করাইয়াছিলেন ২০৮টী। কিন্তু ৪ kg করিয়া গম প্রতিপিটের কাম দেওয়া হইয়াছে। এবং ২০টী পিটের কাম এখনো অর্দ্ধেক বাকি আছে তবুও গম দেওয়া হয় নাই।

৫) তুলিবের কাজের কাম বাকি থাকা সত্ত্বেও একদিন রাত্রিতে কিছু সংখ্যক তুলিবে টাকা দিয়া মোরাম পিট ভরানো হইয়াছে বলিয়া রাস্তার যাওয়ায় এবং তুলিবের আপত্তিতে ৮০টী মোরাম পিট ভরানো বাকি ছিল তাহাও পরে ২৪ kg গমের মিশ দিয়া টাকার ভিত্তিতে ভরানো করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, মোরাম বিছানোর সরকারী রেট ৮০৲ cft'র রেট, গম ১ kg ১০০ গ্রাম ও পয়সা মনর ১,১৫ পয়সা হিসাবে।

৮) প্রকাশ থাকে যে, উক্ত রাস্তার কাজের সময় বরাবাজার ব্লকের বি, ডি, ও ছুটিতে ছিলেন। রিলীফ ইন্সপেক্টর কাজ বাকি থাকা সত্ত্বেও বিনা তদন্তে ফাইনাল রিপোর্ট করিয়াছেন।

৯) উক্ত রাস্তার কাজে প্রায় ২।৩০ হাজার টাকার মত চুরি হইয়াছে বলিয়া মনে করা।

১০) উক্ত রাস্তার কাজ তদন্ত করা আবশ্যক।

WANTED

A graduate assistant teacher for the Sonaijuri Anchalik Jr. High School Po. Sonaijuri Dt. Purulia. on deputation vacancy.

Apply to the Secretary sharp.

"এস, আর" উদ্ভাবিত



বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বস্তুকর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;

সিংহল—বন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র জগে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—তুলার ন্যায় নমনীয়তায়; কিন্তু ফেলনেশ মূল্য অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও বন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা অতীব আদরীয় খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—২৩

ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত স্মরণে

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী।

উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে দুলিছে তরণী।
ছিন্নমস্তা পরচাপে কাঁপিছে মেদিনী॥
চিন্তাকুল নাড়ীদল—তাঁর চিরু নাই।
রক্তরাঙ্গা রক্তমুখে বাজিছে সানাই॥
দিকভ্রষ্ট কর্ণধার চিন্তায় আকুল।
অমানিশা অট্টহাসে গ্রাসিতে ব্যাকুল॥
প্রলয় প্লাবন গ্রাসে তরী খান খান।
ছিন্নমস্তা করিতেছে নিজ রক্ত পান॥
ঘুমরিছে আর্তরোল—কেবা কর্ণধার?
রক্তকুয়া নিবারিতে, তরী কর পার॥
সুপ্ত শিব, লুপ্ত সত্য, স্তব্ধ আজ সুন্দরের ধ্বনি।
কোথা ঋষি? কোথা তুমি? কে শোনাবে অহিসোর বাণী?
ভ্রান্ত বুদ্ধি মূঢ় জনে কে দিবে নির্দ্দেশ?
শঙ্খকণ্ঠে কে বলিবে—
হেথা নেইকো রাজা, নেইকো প্রজা, নেইকো হিংসাদ্বেষ॥

শ্রীসন্তোষ রায়
১লা শ্রাবণ, '৭৭ সাল।

১লা শ্রাবণে

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

মহন্তের মৃতিভাঙা যুগে
কি দক্ষিণা দেব আজ ঋষি?
অন্ধকার কালাজ্বরে ভুগে
মাকিন, চৈনিক, রুশ—
চিকিৎসার নানান গুজুগে
পুঁজি সব গিয়েছে নিঃশেষি!

এঁটো পাতা খুঁটে খুঁটে এসে
যত কাক পুচ্ছ নাচায়।
মসৃণ ঢুলভি হোল দেশে,
কোকিল ছেড়েছে কুহু,
বিচক্ষণ সমীক্ষার শেষে
আস্তাকুঁড়ে নিজেকে বাঁচায়।

অসহ্য এ বাভিচার,
হীনতার গর্হিত মহিমা—
পরাণের রুদ্ধ যত দ্বার,
ছুঁচ আর চালুনীর
ছিদ্র-খোঁজা সুদক্ষ বিচার,
বর্দ্ধমান পশুদের সীমা!

সব কিছু ভাসাও প্লাবন!
বজ্রের আলোকে দাও বাণী—
হীনতার চাইতে মরণ
শ্রেয় হোক, প্রেয় হোক,
সর্বগ্রাসী জাগুক প্লাবন,
প্রাণে প্রাণে ধৌত হোক গ্লানি!

১লা শ্রাবণ, ১৩৭৭।

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

কৃষি প্রচার ভবন ঃ বীজ ভবনের আবেদন

সারা জেলার চাষীদের উন্নত বিশ্বাসযোগ্য বীজ সরবরাহ করিতেছে

শীতের ফসলের জন্য বিখ্যাত বীজ প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বহু রকমের বীজ আসিতেছে

ফুলকপি	টমেটো	পিঁয়াজ	বরবটি	ওলকপি	গাজর	লঙ্কা	ব্রোকোলী
বাঁধাকপি	বেগুন	মূলা	পালং	শালগম	বীট পালম্	মটর	সোয়াবীন

ও অন্যান্য বীজ ঃ আলুবীজ ঃ অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম প্রভৃতি আসিতেছে

সাউদ কোপ্পানী, সিলোন বীজ কর্পোরেশন প্রভৃতির বীজ, ঐ সব প্রতিষ্ঠানের মূল্য তালিকা এবং পাইকারী দরে বীজ দেওয়া হইবে। এমন কি, বহু বীজে কমিশনের অংশ চাষীদের সিজা বীজের মূল্য কম করা হইতেছে।

সস্তা পুরাণো ভেজাল বীজের মোহ ত্যাগ করিয়া উন্নত বীজ—যাহা ফসলের উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করে—তাহাই লওয়া উচিত। নিকৃষ্ট জাতের গাছের বীজ ত্যাগ করিয়া কিছু বেশী দাম দিয়া ভাল বীজ হইলে ফসলে বহু লাভ ও উন্নত জাতের উৎপন্ন হইবে।

এখন কয়েকটি থানায় বীজ সরবরাহ কেন্দ্র করার বা ব্যবহার একটী পরিকল্পনা রহিয়াছে। সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সংগঠক, কৃষি প্রচার ভবন

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দয়া করে ভুল সংশোধন করুন

পুরুলিয়া এস, ইউ, সির পক্ষে শ্রীসাধু চরণ ব্যানার্জী লিখিতেছেন ঃ—

গত ৩১শে মে সার্কিট হাউসে রাজ্যপাল সমীপে আলোচনার সংবাদ আপনার ৮ই জুনের মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ৫ম পৃষ্ঠায় "লঙ্গরখানা বিষয়ে অন্যান্য পার্টির আপত্তি" শীর্ষক স্তম্ভে লঙ্গরখানা খোলায় যারা আপত্তি করেছিলেন এবং ড্রাই ডোল অর্থাৎ শুকনো খাদ্য ও টাকা দেবার যারা প্রস্তাব করেছিলেন সেই সব আপত্তিকারী পার্টির মধ্যে এস, ইউ, সি দলকেও (হয়ত ভুলবশতঃ) জড়িয়ে ফেলেছেন। ঐ ড্রাইডোলের প্রস্তাবটি ছিল মাত্র সি, পি, আই, এর এম, পি, শ্রীযুক্ত জে, এম, বিশ্বাসের। এস, ইউ, সির এতে সমর্থন ছিল না। লঙ্গরখানার পরিবর্তে ড্রাইডোলের অভিমতে এস, ইউ, সি, বিরোধিতা করেছিল। ইন এ্যাডিশন টু লঙ্গরখানা অর্থাৎ লঙ্গরখানার সঙ্গে ড্রাইডোলকে যোগ করতে পারা যায়, কিন্তু লঙ্গরখানার (অপ্টারেশনে) পরিবর্তে ড্রাইডোল দেওয়া সমীচীন হবে না বলেই এস, ইউ, সির অভিমত সেদিন ছিল। আপনার উল্লিখিত পত্রিকায় যে ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা দয়া করে সংশোধন করুন।

ইতি—
বিনীত
পুরুলিয়া জেলা এস, ইউ, সির পক্ষে
সাধু ব্যানার্জী
১০।৬।৭০

সাধুবাবুর চিঠির উত্তর

উপরোক্ত এই চিঠিটি সাধুবাবু পাঠিয়েছেন বলে প্রকাশিত করলাম। উনি ভুল সংশোধন করতে চেয়েছেন। মুক্তির আগের লেখায় ভুল কিছু করা হয়নি। কারণ সাধুবাবুর হয়তো মনে নেই—রাজ্যপালের কাছে ওঁদের দলের শ্রীকেনারাম মণ্ডল লঙ্গরখানার পরিবর্তে শুকনো খাদ্যে জি আর সমর্থন করেছিলেন।

ইতি
অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পুরুলিয়া জেলার লোককে ১ বছর রিটার্ণ দিতে হবে না

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই উদ্দেশ্যে রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীকেশব সেন যিনি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা তার সঙ্গে গত ১৫ই জুলাই মহাকরণে দেখা করি। আগে থেকে দেখা করার সময় ধার্য্য করা হয়েছিল বলে শ্রীসেন আমাদের আলোচনার সময় বোর্ডের সদস্য মিঃ ব, নিয়োগীকে এবং আরো দুজন অফিসারকে ডাকেন। তাঁদের কাছে সমস্ত পরিস্থিতি আলোচনা করি। পুরুলিয়া জেলার সেটেলমেন্ট মালের চূড়ান্ত বিপ্লবণ করবার বিষয়ে আমি যা বলি তা' তাঁরা সঠিক বলে সকলেই স্বীকার করেন এবং এরপরও স্বীকার করেন যে, এই আংশিক রিটার্ণ দেওয়ার ব্যবস্থা সত্যই বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হবে এবং দেজন্য সেটেলমেন্ট মাপ পুরো শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রিটার্ণ চাওয়ার কাজ বন্ধ রাখার জন্য আমাদের দাবী তাঁরা সকলেই সঙ্গত বলে মনে করলেন।

আমরা রাজ্যপালের কাছে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়ানোর যে কথা বলেছিলাম—তা' তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে আমার রাজস্ব বিভাগ মনে করলেন যে, সেটেলমেন্ট মানটা আরো কতকটা এগিয়ে নিলে রিটার্ণের পক্ষে সুবিধে হবে এবং সেই ভেবে তাঁরা সবচেয়ে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে আমাকে জানালেন। আমি তাঁদের বললাম—আপনারা কি ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত সেটেলমেন্ট মাপ পুরো করে এ সম্পর্কে সব ব্যবস্থা সমাধা করে নেওয়াতে পারবেন? তাঁরা জানালেন—তা সম্ভব হবে না।

তখন আমি বললাম—৩১শে ডিসেম্বর হলেও ব্যাপার সেই একই দাঁড়াবে। সেজন্য সেটেলমেন্টের মাপের জন্য আরো সময় নিয়ে রিটার্ণ আরো পিছিয়ে দিন। আপাততঃ সময় আরো বাড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে মাপ শেষ করতে চেষ্টা করুন। যা হ'লে পরে আরো সময় বাড়িয়ে রাখবেন। মোট কথা মাপ শেষ করেই রিটার্ণের জন্য লোককে নির্দ্দেশ দেবেন। এই পুনরাবর্তি অনুসারে স্থির হল—১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময় বাড়ানো হল—এই সময় মধ্যে রিটার্ণ চাওয়া হবে না। তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। উনি বা শ্রীকে, কে, সেন রাজস্ব বোর্ডের সভাপতির এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দ্দেশ দেবার যথারীতি ব্যবস্থা করতে বললেন।

এর পর কথা উঠল—রিটার্ণ দিতে সময় পিছিয়ে গেলে তিন একত্র পর্য্যন্ত অবির মালিককে খাজনা বেবাই করার ব্যাপারটা স্বভাবতই পিছিয়ে যাবে—সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি করবে। স্থির এই হল যে, এই খাজনা মকুবের কাজটা অন্যথার্থক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় ব'লেও, এর চেয়ে চাষীদের বেশী স্বার্থে ওটা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে সত্য তবে রিটার্ণের পর যাদের খাজনা মকুব ক'ল দেখা যাবে—তারা ইতিমধ্যে খাজনা দিয়ে থাকলে তা ফেরৎ দেওয়া হবে। শ্রীসেন বিশেষভাবে এই বিষয়টি আলোচনা করেন ও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

রিটার্ণ দেবার সময় পিছিয়ে গেলেও রিটার্ণ এর সময় ঠিকই হবে। সেজন্য এই সময় কালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালভাবে জানতে হবে যে, রিটার্ণে কি কি জানাতে হবে এবং কিভাবে ১০নং ফরম পূরণ করতে হবে। আগে থাকতে জেনে রাখলে সব দিক দিয়ে সুবিধের হবে। পশ্চিম বাংলায় রিটার্ণ বিষয়ে যে দু' চারটে ছোট পুস্তিকা বেরিয়েছে—সেগুলি দেখেছি। এগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভুল তথ্যও দেওয়া হয়েছে। এতে লোক বিভ্রান্তও হচ্ছেন। যথা সময়ে আমরা এ সম্পর্কে পুস্তিকা সরকারে আমাদের জেলার জনগণকে সহায়তা প্রদান করব—এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

এই জেলার চাষীদের খাজনা বিষয়ে আর একটি ব্যবস্থা

কিছু কিছু জমিদারের জমি সরকার বহু দিন নিজে নাবেন নি। মামলা চলছে ব'লে। ইতিমধ্যে বহু বছর মামলা চলছিল—তখন বছরের পর বছর খাজনা নেওয়া হয়নি অথবা জমিদারেরা বেআইনী-ভাবে খাজনা নিয়েছেন। ঐ সব জমি এখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ যখন সরকারের হাতে আসছে—তখন চাষীর কাছ থেকে কতক বছরের বকেয়া খাজনা আদায়ের কথা দেখা দিচ্ছে। জেলা রাজস্ব বিভাগের ওপর কোনো নির্দ্দেশ না থাকলে তাঁরা বকেয়া খাজনা তা' এ বছরেরই হোক, আর ৩ বছরের হোক তা আদায়ের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে থাকবেন। আর তাতে চাষীরা বিপদে পড়বেন। সেজন্য কলকাতায় যখন গত ১৫ই জুলাই রাজ্যপালের উপদেষ্টা ও রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীকে, কে, সেনের সঙ্গে রিটার্ণ বিষয়ে কথাবার্তা কবি—তখন তাঁকে বলি যে, জমিদারের কাছ থেকে যেই কথা জমির জন্য 'খাস খতিয়ান' অনুসারে চাষীদের কাছ থেকে যে বকেয়া খাজনা প্রাপ্য হবে—তা এক সঙ্গে আদায় না ক'রে তা যেন কিস্তিতে নেওয়া হয়। সেটা এইভাবে ক'লে পারে যে, চাষী তার কাছের বছরের খাজনাটা দেবার সঙ্গে পুরানো বকেয়া খাজনার মধ্যে এক বছরের খাজনাটা দেবে। এইভাবে প্রতি বছর বকেয়া এক বছরের খাজনা দিয়ে যাবে—শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত। শ্রীসেন এই প্রস্তাব খুবই সঙ্গত মনে ক'রে এই মর্ম্মে জেলার আধেশ পাঠাবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

Wanted

A Science teacher on a deputation vacancy in Nandalal Junior High School P. O. Lipania. Purulia.

Apply before 31st July '70.

পুরুলিয়ায় সর্ব্বাত্মক হরতাল

মড়বাম ও অষ্টবামের স্বতন্ত্রভাবে একই দিনে ডাক

গত ১৪ই জুলাই মড়বাম ও অষ্টবাম ছোট স্বতন্ত্রভাবে "বাংলা বন্ধ" অর্থাৎ সারা পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাত্মক হরতালের যে আহ্বান দেন সেই অনুসারে পুরুলিয়া সহর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সঙ্গে ও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। পুরুলিয়া সহরে দোকান পাট, হাট বাজার, স্কুল কলেজ, সরকারী অফিস আদালত, ব্যাঙ্ক এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও তার অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, আয়কর অফিস, জীবন বীমা অফিস প্রভৃতি বন্ধ থাকে। বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, রিক্সা, ঠেলা প্রভৃতি যানবাহনও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে এবং সারা দিন-রাতের মধ্যে কোনও যাত্রী বা মালবাহী ট্রেন আতায়াত করে নি। হরতালের প্রাক্কালে সমগ্র সহরে ১৪৪ ধারা জারী করে সভা শোভাযাত্রা, অস্ত্রশস্ত্র বহন নিষেধ করা হয় এবং হরতালের পূর্ব্ব থেকেই সহরে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করলেও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল উদ্যাপিত হয়।

হরতালের দিন চকবাজারে বাংলা কংগ্রেস ও জনসংঘের সমর্থক কয়েকটি দোকান খোলা থাকে; সরকারী কার্য্যালয়ের মধ্যে কালেক্টোরেট, রেজেষ্ট্রী অফিস, ইণ্ডাষ্ট্রি অফিস ও দেওয়ানী আদালতের কিছু সংখ্যক কর্ম্মচারী কাজে যোগদান করেন এবং স্টেট ব্যাঙ্কও খোলা থাকে—তবে কোথাও কোনও কাজকর্ম্ম হয় নি। সারাদিনের মধ্যে বিকেল বেলায় কেবল একটি মালবাহী ট্রেন পুরুলিয়া হয়ে আদ্রা অভিমুখে যায়।

ওই হরতালের প্রস্তুতিরূপে মড়বাম ফ্রোটের পক্ষে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টীর পক্ষ থেকে ১৪ই জুলাই হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হয় এবং ওয়ার্কার্স পার্টীও সমর্থন করে। অন্যদিকে অষ্টবাম ফ্রোটের পক্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টী ও ১৪ই জুলাই এর হরতালের সমর্থনে প্রচার কার্য্য চালায় এবং এস, ইউ, সি; ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি শরিক দল সমর্থন করে। কো-অর্ডিনেশন কমিটী ও ১২ই জুলাই কমিটীর সরকারী কর্ম্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের উদ্যোগে এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা হরতালের সমর্থনে সহর প্রদক্ষিণ করে।

হরতাল পালনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের প্রচেষ্টায় "নাগরিক নিরাপত্তা কমিটী" সহরে প্রচার কার্য্য চালিয়ে দোকান-পাট, হাটবাজার প্রভৃতি খোলা রাখার আহ্বান জানান এবং দোকান পাট খোলা থাকলে তার নিরাপত্তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মোতায়েন রাখার আশ্বাস দেন। বিগত ১৭ই মার্চ্চের হরতালের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সহরে এই কমিটীর উদ্ভব হয় এবং ছোট বড় কতিপয় ব্যবসায়ী ছাড়াও প্রধানতঃ জনসংঘ, কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস এই কমিটীর পক্ষে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করে। —এই পরিপ্রেক্ষিতে সহরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ১৪৪ ধারা জারী এবং ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা করা হয়।

লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে হরতাল সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করা হয় এবং জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে শান্তি বজায় রেখে নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী হরতাল সমর্থন বা অসমর্থন করার আবেদন জানানো হয়।

—•—

ঋষি নিবারণচন্দ্রের ৩৫তম মৃত্যু-বার্ষিকী

পয়লা শ্রাবণের বিভিন্ন স্মরণ অনুষ্ঠান

গত ১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ৩৫তম স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর পাস্তীর্য্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ৮-৩০ মি:-এর সময় শ্মশান বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানের পর ঋষির শ্মশানবেদীতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

শ্মশানবেদীর অনুষ্ঠানে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীনন্দদুলাল মিত্র ও শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ প্রার্থনা সভা পরিচালনা করেন। কুমারী প্রভা দাসগুপ্ত ও শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী ও শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত ধ্বনি পরিচালনা করেন।

রেলা ১২ ঘটিকার সময় ঋষি নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মালাদান করা হয়। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় মালাদান করেন।

সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শিল্পাশ্রমে ঋষির স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণ সভার অনুষ্ঠান হয়। স্মৃতি মন্দিরের চত্বরে এক সুসজ্জিত বেদীর উপর ঋষি নিবারণচন্দ্রের আলেখ্য স্থাপন করা হয়। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীনন্দদুলাল মিত্র এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রার্থনাদির পর সঙ্গীতানুষ্ঠানে কুমারী শুকতারা মল্লিক, কুমারী ভাস্বতী মল্লিক, শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ, কুমারী ভারতী দে, শ্রীমতী বকুল মল্লিক, শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ ও ডাঃ অমর শঙ্কর দে অংশ গ্রহণ করেন। যন্ত্র সঙ্গীতে শ্রীপটল চন্দ্র ঘোষ অংশ গ্রহণ করেন।

এই স্মরণ অনুষ্ঠানে শ্রীসন্তোষ রাও, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনন্দদুলাল মিত্র ও শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ঋষির জীবনী ও কর্ম্ম আলোচনা করে সভায় ভাষণ দেন শ্রীজ্যোতিময় দাশগুপ্ত, শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক চৌধুরী।

এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, শ্রীমতী রেখা মল্লিক, শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীবীর রাঘব আচারিয়া, শ্রীজগদীশ চ্যাটার্জী, ডাঃ নিরঞ্জন মুখার্জী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

—•—

Notice

Applications are invited by the undersigned on or by 27-7-1970 for the post of a Lady assistant teacher of Kasturba Hindi Balika Vidyalaya, Purulia for the deputation vacancy for 1970-71. The applicant must be graduate from any recognised University.

Preference will be given to a Hindi medium candidate. Pay according to scale fixed by the State Government for aided schools.

Purulia,
the 15th July, 1970

Bishnu Prasad Kataruka,
Secretary,
Kasturba H. B. Vidyalaya,
Purulia.

বোরো হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ও সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ

জানাচ্ছেন শ্রীসুবোধ চন্দ্র মাহাত (ধরমপুর), শ্রীকালীনাথ মাহাত (ধরমপুর), শ্রীঅতুলচন্দ্র মাহাত (বোরো) প্রমুখ চল্লিশজন—

বোরো হাই স্কুল জনসাধারণের দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত। কেউ একাকী এই স্কুলের জন্যে মোটা দান কিছু করেন নি। স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কমিটিকে 'ফাউণ্ডার' বলে কেউ ছিলেন না। হেড মাষ্টার শ্রীবাগ-খর গাহাত ও সেক্রেটারী শ্রীশশধর মাহাত দলভারী করার জন্যে কমিটিকে 'ফাউণ্ডার' আমদানী করেছেন এবং সর্ব্বসাধারণের দানে স্কুল চললেও তাঁরা নিজেদের পছন্দমত একজন 'ডোনার'ও করেছেন। শ্রীবিকাশ মাহাতের কেউ স্কুলে না পড়লেও হেড-মাষ্টার ও সেক্রেটারী দলভারী করার প্রয়োজনে তাঁকে অভিভাবক সদস্য করেছেন।

স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গ্রামের সর্বসাধারণ সেক্রেটারীর নামে গ্রামের হাট ইজারা নেন এবং হাটের আয় থেকেই স্কুল চলে। জনসাধারণ এই আয় ব্যয়ের ব্যবস্থাপনার জন্যে হাট কমিটি করেন এবং কমিটিকে (১) প্রতিমাসে আয়-ব্যয়ের হিসাব করা (২) তিন মাস অন্তর জনসাধারণের সামনে আয়-ব্যয়ের হিঃ দাখিল করা এবং (৩) জনসাধারণের মত নিয়ে হাটের আয় স্কুলের জন্যে খরচ করার দাবি দেওয়া হয়।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হাটের হিসাব দাখিল করা হয় নি এবং হাটের আয়ের থেকে নেন। অর্থের কোন উল্লেখ স্কুলের ক্যাসবুকে নেই। সমস্ত অর্থ যাদের নামে 'ডোনেশন' দেখান হয়েছে—তারা দান দক্ষিণার ধার কোন দিন ধারেন নি।

স্বেচ্ছাচারী হেড মাষ্টার ও সেক্রেটারী পূর্ণীমতো সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীমঙ্গলময় মাহাত ও প্রহরী শ্রীঠাকুরদাস মাহাতকে বরখাস্ত করেন। ফলে ৬ মাসেরও বেশী সময় ধরে সংস্কৃত পড়ান হচ্ছে না।

ছাত্রেরা এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রাণী পত্র দিয়েছিল। সেক্রেটারী এক দরিদ্র ছাত্রকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে জুতোপেটা করেন।

সেক্রেটারীর প্রশ্রয়ে হেডমাষ্টার স্কুলের ছাত্রদের রাস্তার কাজে পে মাষ্টার হিসেবে খাটাচ্ছেন।

তাঁদের উদ্ধতের অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদে জন-সাধারণ শান্তিপূর্ণ মিছিল করে সেক্রেটারীকে স্মারকলিপি দেন। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

কাজেই (১) কমিটি পুনর্গঠনের ব্যাপারটি তদন্তের জন্য (২) স্বেচ্ছাচারের অবসানের জন্যে, (৩) সর্ব্বজনীন শিক্ষক শ্রীমঙ্গলময় মাহাতের পুনর্ব্বহালের জন্য এবং (৪) স্কুলের আর্থিক হিসাব তদন্তের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

—•—

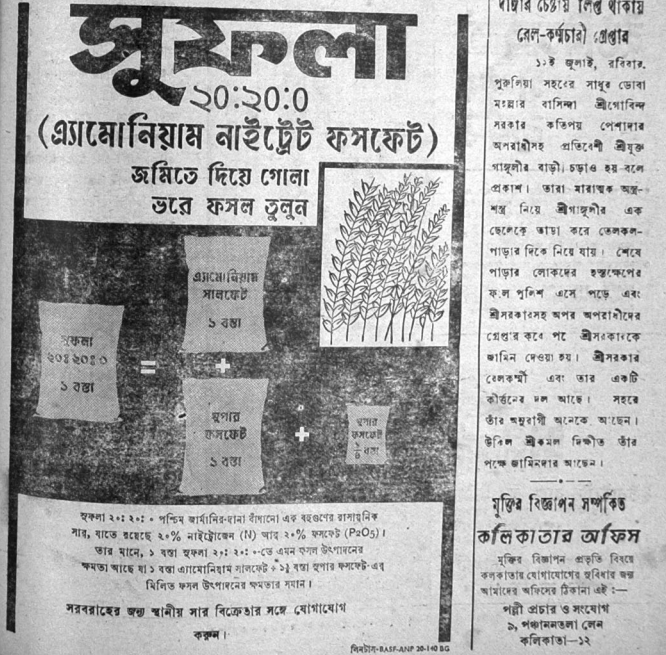

দাদার চেষ্টায় লিপ্ত থাকায় রেল-কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার

১৯ই জুলাই, রবিবার, পুরুলিয়া সহরের সাধুর ডোবা মহল্লার বাসিন্দা শ্রীগোবিন্দ সরকার কতিপয় পেশাদার অপরাধীসহ প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীর বাড়ী চড়াও হয়-বলে প্রকাশ। তারা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শ্রীগাঙ্গুলীর এক ছেলেকে ধাড়া করে তেলকল-পাড়ার দিকে নিয়ে যায়। শেষে পাড়ার লোকদের হস্তক্ষেপের ফল পুলিশ এসে পড়ে এবং শ্রীসরকারসহ অপর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে পরে শ্রীসরকারকে জামিন দেওয়া হয়। শ্রীসরকার রেলকর্ম্মী এবং তার একটি কীর্ত্তনের দল আছে। সহরে তাঁর অনুরাগী অনেকে আছেন। উকিল শ্রীকমল সিংহও তাঁর পক্ষে জামিনদার আছেন।

—•—

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চাননতলা লেন
কলিকাতা—১২

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

WANTED

A Sc. Graduate & an Arts graduate teacher for Harimati Hutmura Girls' Jr. High School, Post Hutmura, Dist. Purulia in deputation vacancy upto 15-5-71. Apply to the Secretary by 25-7-70.

শিক্ষক চাই

কাশীডি সি, আর, সি, জি, বিভাপীঠের জন্য (পোঃ কাশীডি, জেলা পুরুলিয়া। ডেফুটেশন ভেকেন্সীতে এক বংসরের জন্য একজন বি, এ. পাশ শিক্ষক প্রয়োজন। আগামী ২৩-৭-৭০ এর মধ্যে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

কোমেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট, পুরুলিয়া

ফোন নং ২৩৪

জুলাই সেসনে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলিতে ভর্তি চলিতেছে। ১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী ৪। এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনশেসন দেওয়া হয়। — বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

শ্যামহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

আসুন... ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের আর্থিক মূল্য পাবেন সেভিংস আকাউন্টে শতকরা ৩½ টাকা, মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬½ টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক কোথাকার সমস্যাটিতে আপনার টাকা স্বচ্ছ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, ইন্ডাস্ট্রীজ এলো, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় জন্যে সরকারকে অনেক আরও বেশী ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।

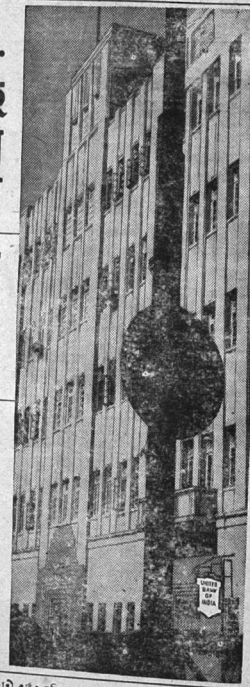

ইউবিআই

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস : ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

পাঁচশয়বাঙ্কে প্রায় ১৫০টি শাখা আছে।

গান্ধী রচনা সম্ভার

গান্ধী রচনা সম্ভারের সকল খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে এবং আগামী ৩১শে জুলাইএর মধ্যে প্রকাশকদের নিকট থেকে ঐ খণ্ডগুলি নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং যাঁরা ১৫৲ টাকা জমা দিয়ে নাম রেজিষ্ট্রী করেছেন—তাঁদের নিকট থেকে প্রাপ্য বাকী ১৪৲ টাকা আগামী **২৬শে জুলাই** তারিখের মধ্যে জমা দেবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রকাশকদের নিকট নগদ মূল্য দিয়ে খণ্ডগুলি ক্রয় করতে হয়—তাহারা রেজিষ্টার্ড গ্রাহকগণকে অবিলম্বে দ্বিতীয় কিস্তী বাদ বকেয়া টাকা পরিশোধ করা আবশ্যক।

যাঁরা পূর্বে নাম রেজিষ্ট্রী করেন নি এরূপ কিছু সংখ্যক গ্রাহককে এককালীন ২৪৲ টাকা জমা দিলে ছয় খণ্ড গান্ধী রচনা সম্ভার সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে—অবশ্য ২৬শে জুলাইএর মধ্যে টাকা জমা দেওয়া চাই।

সাধারণ সম্পাদক
গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি
পুরুলিয়া জেলা

মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া

শিবানন্দ অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তির জাগ্রত প্রাণবান নিবেদন

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

সোমবার, ২৭শে জুলাই '৭০
১২ই শ্রাবণ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲
নগদ—১৫ পয়সা



চরিত্রহীন শিক্ষায় অপরাধ করার ক্ষমতা জন্মায়। প্রতিভাবান চোর ও পোষাকী দুর্বৃত্তদের কত দৃষ্টান্ত আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি।

—গান্ধীজী

কংগ্রেসী সাপ্তাহিক 'যুগের ডাকের' বিরুদ্ধে সংঘের আনীত মামলা

এই মামলায় বিচার বিভাগের অদ্ভুত কতকগুলি ব্যাপারের পরিচয়

বহু লোকেরই স্মরণে আছে—কলকাতার একটি সাপ্তাহিক 'যুগের ডাক' সংঘের কয়েকটি কর্মীর বিরুদ্ধে নানা রকমের অভিযোগ আনে। ঐ সব ঐ ব্যাপারের জন্য সংঘের কয়েক জন তাঁহার অভিযোগ অনেন। ঐ সব ঐ সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হয়। (১) লোকসেবক সংঘের সচিবের পক্ষ থেকে ঐ অভিযোগকে অযথা মিথ্যাচার বলে অভিহিত ক'রে সম্পাদক প্রকাশক ও লেখকের বিরুদ্ধে ১৯৷৪৷৭০ তারিখে মামলা করা হয়—কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে। এবং (২) সংঘের কর্মীর পক্ষ থেকে ঐ পত্রিকার উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়—ঐ অভিযোগকে কয়েক মিথ্যাচার বলে আপত্তি জানিয়ে,—পুরুলিয়ার সাব-ডিভিসন্যাল জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী। আমরা ইচ্ছেন ঐ পত্রিকার সম্পাদক, নিত্যিকেট কংগ্রেসী এম, এল, এ শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া এবং প্রকাশক শ্রীমানীন মজুমদার। সংবাদ সরবরাহকারী হিসাবে নিত্যিকেট কংগ্রেসী শ্রীবৃন্দাবন মান্ডি এম, এল, এ কেও আসামী করা হয়। শ্রীবৃন্দাবন মান্ডি সংবাদ সরবরাহকারী কিনা—এ বিষয়ে শ্রীমান্ডি বা আসামী পক্ষ থেকে কোনো কিছু স্বীকার না করায় বা করানা রাখায় শ্রীমান্ডিকে বিচারক অব্যাহতি দেন।

কলকাতার মামলা

সংঘের পক্ষ থেকে ৫ জন সাক্ষ্য প্রদান করেন। সংঘের সচিব;—যে গ্রামের ঘটনা সেই গ্রামের অর্থাৎ বান্দোয়ান থানার পারবাইদ গ্রামের বিশ্বস্ত শ্রীগঙ্গাধর মাহাত, এবং যে মহিলার নাম উল্লেখ ক'রে অভিযোগ করা হয়েছিল—তাঁর স্বামীর শ্রীরঘুনাথ হাঁসা। (যুগের ডাকে) প্রকাশিত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে তাঁরা সাক্ষ্য দেন। আর সাক্ষ্য দেন আড়রা থানার দুইশা গ্রামের শ্রীঅরুণ কুমার মাহাত এবং কলকাতার শ্রীবোধ হুমার সরকার। শেষোক্ত দুজন সাক্ষ্য দেন যে, ঐ কাগজের লেখা তাঁরা পড়েছিলেন এবং সংঘের বিরুদ্ধে অবমাননাকর লেখা পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। সংঘের পক্ষ থেকে আরও অনেক সাক্ষী দেবার ছিল—নামও দাখিল করা হয়েছিল। বিচারক সংঘের এ্যাডভোকেটকে বলেন যে, আপনাদের এই ক'জন সাক্ষীতেই হবে। আসামী পক্ষ এখন প্রমাণ করুক —তারা যে অভিযোগ তুলেছে—তার সত্যতা কী আছে বা তার সাক্ষ্য প্রমাণ কী আছে?

আসামী পক্ষের এ্যাডভোকেট সংঘের সাক্ষীদের জেরা করেন। ছয়ঃ কথা মাত্রণী জেরা করা হয়েছিল। আসামীরা আগের দুটি তারিখে পর পর অনুপস্থিত হন। পুরুলিয়া থেকে আগত সংঘ সাক্ষীদের বার বার ফিরে যেতে হয়। সেসন্স বিচারক বিরক্ত হয়ে—প্রোয়ানা পরোয়ানা পাঠাবেন কিনা—কথা তোলেন। আসামী পক্ষের এ্যাডভোকেট কথা দেন—আসামীদের পরবর্তী তারিখে নিশ্চয়ই হাজির করবেন। সেই মতো বিগত ১৩ই ও ১৪ই জুলাই তনানী হয়। আসামীদের সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করার তারিখ পড়েছে—৩১শে জুলাই।

কলকাতার সংঘের মামলা পরিচালনা করছেন—বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীমন্মথেন্দ্র নাথ বসু মহোদয়।

পুরুলিয়ার মামলা

পুরুলিয়ার এই মামলা সম্পর্কে একটি বিচিত্র পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা যে এরূপ বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ তা দেখে অশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি। সেই ২৩শে ফেব্রুয়ারী মামলা রায়ের করা হয়েছে—আজও মামলা চলল—এখনও পর্যন্ত আসামীদের ওপর সমনজারী করাই হল না !! বুঝি আসামীরা নানা কৌশলে—সাক্ষীই কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগাযোগে 'সমন' জারী না হবার ব্যবস্থা করেন—তাও নয়। এক্ষেত্রে যা ঘটছে তা' আরও বিচিত্র।

'সমনের' কলকাতা-পরিক্রমার বিভিন্ন খেলা সুরু হল

এখানকার সাব-ডিভিসন্যাল জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের নামে সমন পাঠালেন—কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে—তাঁর মাধ্যমে সমন জারী হবে ব'লে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সমন ফেরৎ দিয়ে জানালেন যে, সমনজারীর সময় বাড়িয়ে যেন ফের সমন দেওয়া হয়। সময় বাড়িয়ে সমন ফেরৎ দেওয়ার পর তিনি জানান—এ ব্যাপারটি আমার ব্যাপার নয় - এটি ডি, সি, সি, ডিকে পাঠাও। এইভাবে দিনের পর দিন গড়তে লাগল। আমাদের পক্ষ অনর্থক হায়রান হচ্ছে লাগল। যাই হোক, সমন এল ডি, সি, সি, ডির কাছে গেল। এবং দিন পড়ল ১১ই জুলাই।

ঐ তারিখে কোর্টে গিয়ে শোনা গেল—ছনের পুতুল যেমন সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মিলিয়ে যায়—তেমনি ডি, সি, সি, ডির ব্যাপার—সমুদ্রে সমন মিলিয়ে গেছে—আর দেখেনি। বিচারকের কাছ থেকেই তা' জানা গেল। আমাদের এ্যাডভোকেট জানী করলেন—তবে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হোক। বিচারক বললেন—সমন ফিরে আসুক—তখন যা হয় করা যাবে।

পুরুলিয়ায় নাকের ডগায় আসামী—তবু সমন জারী হচ্ছে না

কলকাতার সমনের বিষয়ে তো ঐ ব্যাপার দেখল। এবারে আসামী শ্রীবৃন্দাবন মান্ডি এম-এল-এর সমন বিষয়ে আর এক কাহিনীর উদ্ভব হোল। বিধানসভা এখন বন্ধ। শ্রীমান্ডি জেলাতেই আছেন—বাড়ীতেও থাকছেন। কিন্তু তবুও দুর্বৃত্ত কাল ধ'রে তাঁর ওপরও সমনটা জারী করা হচ্ছে না। সমন পাঠানো হচ্ছে, ফিরে ফিরে আসছে—আসামী নেই। মাঝখান দিন আমাদের এ্যাডভোকেট বিচারককে বললেন—এই সমন জারী না হবার কোনো কারণ নেই। আসামীকে যদি না পাওয়াই যায়, তার বাড়ীতে লোকের কাছে জানী ক'রে আসা উচিৎ ছিল। কিন্তু তবুও দীর্ঘকাল ধরে নানা বাহানার সময় জানী হচ্ছে না। এটা স্পষ্ট যে, এটা একটা স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার। এ সম্পর্কে যথাবিধি ব্যবস্থা যাতে হয়—তা কোর্টের

(বেখানে অষ্টম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

কোথায় ?

ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় যে একটা অস্থির ও অরাজক অবস্থা চলেছে এ অবস্থা কোন পরিণতির দিকে যে নিয়ে যাচ্ছে তার হদিস পাওয়া মুস্কিল। সকলের মনেই সবচে হোক বা নীরবে হোক্ এই প্রশ্নটাই এখন প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন হয়ে পড়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই অনিশ্চিত অবস্থা আরও বেশী অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। লোকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আজকের কথাই ভাবছে কারণ কালকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত—ভেবে কোন লাভ নেই।

বাংলা দেশের কথাই বলি। পশ্চিমবঙ্গের ময়দানটা বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলির মল্লভূমিতে পরিণত হয়েছে! প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন সমস্যাই হোক না কেন তার সমাধানের উপায় স্বরূপ হিংসার পন্থাই একমাত্র পন্থা হিসাবে কার্যকরী করতে চেষ্টা করছে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে প্রাণঘাতী রক্তাক্ত সংগ্রাম বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অপরিহার্য্য গতি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ফলে সংঘর্ষ যতই বাড়ছে হিংসার তীব্রতা ও ব্যাপকতা ততই বেশী হতে আরও বেশী হয়ে সংঘর্ষকে আরও বেশী তীব্র করে তুলছে। কি ব্যক্তিগত, কি পার্টিগত কি সমষ্টিগত ক্ষেত্রে হিংসাই যদি সমস্যার মোকাবিলা করবার একমাত্র পথ বলে নীতি হিসাবে গৃহীত হয় তবে হিংসার শক্তি যার বেশী হবে অন্যকে সেই পরাভূত করবে। এখানে অন্য কোন যুক্তি বা বিবেচনার কোন স্থানই নেই। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ এই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছে।

এই অবস্থাটা অবশ্যই নূতন নয়—কিন্তু বাংলা দেশে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতাসীন বহু শরিকই শ্রেণী সংগ্রাম, বেনামী জমি দখল প্রভৃতির যুক্তি দেখিয়ে যেভাবে সমগ্র বাংলা দেশকে কুরুক্ষেত্রে পরিণত করল তাতে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে কোন প্রকার সুস্থ আলোচনা, যুক্তি বা বিবেচনার মাধ্যমে লোক কল্যাণের পরিবেশটাই অন্তর্ধান করল। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও প্রসারের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ ও সংগ্রামে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যাপারে মারণাস্ত্র যেমন এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমায় উন্নীত হয়েছে—বাংলায় রাজনৈতিক আর্ন্তপার্টির ক্ষেত্রে সেই অনুপাতে বিরোধের ব্যাপারে আঘাত ও প্রতিঘাতের অস্ত্র বোমা, বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্রে উন্নীত হয়েছে। শুধু আন্তর্দলীয় বা পারস্পরিক বিরোধের ব্যাপারেই নয়—রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পন্থা, নীতি ও আদর্শ, হিংসা ও অধিকতর হিংসা দ্বারা বাহিত হয়ে চলেছে।

নক্সালপন্থীরা বর্তমান রুশীয় সাম্যবাদকে সংশোধনবাদ বলে বর্জন করেছে। তাদের মতে মাও সে তুঙ্ ব্যাখাত একমাত্র চৈনিক সাম্যবাদই ভারতবর্ষে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করে শোষিত জনগণের মুক্তি আনতে সক্ষম। একে কার্যকরী করে তোলার জন্য তারা হিংসার পথই একমাত্র পথ ও উপায় বলে মনে করে। হিংসার নীতি হিসাবে এক্ষেত্রে বাংলা দেশের অনেক অনেক সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী বামপন্থী পার্টির সঙ্গে তাদের কোন মূলগত পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ধারা ও ধরণ সম্বন্ধে। এরা গান্ধীজীর মূর্ত্তি ভেঙ্গে গান্ধীবাদের বিলোপ করতে চায়, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত বোমা মেরে, তছনছ করে, বুর্জোয়া তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে অচল করে দিতে চায়। এইভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে একটা বাধাকরী অচলাবস্থা সৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র জনগণের অভ্যুত্থান দ্বারা এরা চৈনিক বিপ্লবের প্রতিষ্ঠার যোগ্য অবস্থা তৈরী করতে চায়। তার জন্য অবাধ হিংসার পথই তাদের একমাত্র পথ এবং তার জন্য নির্বিচারে যা কিছু করবার তারা তা করে চলেছে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়কর পরিস্থিতি এই অবস্থা আনবার জন্য কিভাবে কি পরিমাণে কতটা দায়ী তার জন্য বহু আলোচনা ও গবেষণা চলছে, চলবে। সমস্যা সমাধানের জন্য হিংসার পথ—তা সে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে সরকার দখল করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে পুঁজিবাদ রক্ষার নামেই হোক, আর সরকারকে ইতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করার নামেই হোক, আর মাও সে তুঙ্ ব্যাখাত ও স্বীকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বোমা, টেন গান ও গেরিলা যুদ্ধের পথেই হোক—হিংসাশ্রয়ী কোন পথেই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ছোট বড় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে সুরু করে জাতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্য্যায়ে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধানের পথ করতে যে ব্যর্থ হয়েছে ও হচ্ছে তা অবস্থা ও পরিস্থিতির দ্বারাই অধিক ও অধিকতর প্রমাণিত হচ্ছে। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না।

হিংসার সম্বন্ধে আমরা কোন গবেষণা-মূলক তথ্য পরিবেশন করতে চাই না। এ বিষয়ে বহুকাল ধরে অনেক সমীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেছে, আরও হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে একটি সত্য স্বীকৃত যে হিংসা ধ্বংসধর্মী। এর দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না। পরিস্থিতি যেমন-ই হোক না কেন—যতই দুঃখময় বিপর্য্যয় হোক না কেন—বিশেষ করে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যখন মানুষের ধ্বংসশক্তি প্রলয়ের কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেছে—তখন যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, আমাদের চলতি গতিপথ পরিবর্তন করেতেই হবে। এতদিন যা অপরিহার্য্য বলে মনে হচ্ছিল আজ তার পরিবারের মধ্যেই নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম বাংলার সমস্যা বর্তমানে যতই সংকটপূর্ণ হোক না কেন যদি মূলগতির চরিত্র মূলগতভাবে পরিবর্তিত না হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা মল্লযুদ্ধ ও আধিপত্য করছেন তারা যদি সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে এ বিষয়ে অবহিত না হন তবে বর্তমান অবস্থা যে দিকে নিয়ে যাবে তা ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

—০—

যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পরে

অতি-সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ক্রমশই একটা ক্ষোভ ও বিরূপতার প্রতিক্রিয়া ক্রমবর্ধমান।

প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে ১৯৭২ সনের পূর্বে পশ্চিম বাংলায় কোন সাধারণ নির্বাচন হবে না—অন্তত শান্তি ও শৃঙ্খলা স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত তো বটেই। সম্প্রতি আরও একটা সংবাদে জানা গেল যে—বিধান সভাও নাকি এখন বাতিল হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

১৯৭০-এর মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙেছে। আজ ছয়মাস হতে চলল যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন শরিকদারা একও গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে অনেক রকম লক্ষ্যে অনেক রকম কর্মপন্থা

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনের ভবিষ্যৎ

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইন বিষয়ে রেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এ সম্পর্কে খবরাখবর আমরা প্রতিনিয়তই রাখছি। গত বৎসর প্রাক্তন রেলমন্ত্রী শ্রীরাম সুভগ সিংহের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা যখন সাক্ষাৎকার করি—তখন তিনি অবিলম্বে ব্যবস্থা করবেন আশ্বাস দেন এবং তারপরই ডেপুটি রেল মন্ত্রী শ্রীযুক্তকেশীকে এখানে তদন্তে পাঠানো হয়। ডেপুটি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গেও আমাদের সকলের কাছে স্বীকার করে যান যে, এই লাইনকে বড় লাইনে রূপান্তরিত করার দাবী খুবই ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু তিনি ফিরে যাবার পরও ও' তার্যে রূপান্তরিত হ'তে বিলম্ব হ'তে থাকে। সেজন্য আমাদের পক্ষ থেকে আরো যোগাযোগ আমরা চালাতে থাকি। শ্রীগুরুবরি মাঝাত এম, পি বেল কমিটিতেও বিষয়টি উত্থাপন করেন। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার কথাবার্তার লক্ষণ দেখা যায় না।

ইতিমধ্যেই সি, পি, আই এর পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র যোগে জানান হয় যে, কোটশিলার ছোট লাইনকে বড় লাইনে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত বেল কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন। এ তথ্য সঠিক নয় আমরা জানতাম; কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হলাম যে, এ তথ্য তাঁরা কোন্ সূত্র থেকে পেলেন!

শ্রীগুরুজাতীলাল নন্দ বেল মন্ত্রী হওয়ার আমরা তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইন বিষয়ে সাক্ষাৎ করি—বিগত ১১ই মে। আমরা তিন জন ছিলাম—শ্রীগুরুবরি মাঝাত এম, পি, শ্রীবিজয় লাল সেন গুপ্ত এম, পি ও আমি।

আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় আগে থেকে নির্দ্ধারিত ছিল—বেল মন্ত্রী বেল বিভাগের কয়েকজন অফিসারকে উপস্থিত হ'তে বলেছিলেন —এবং বেল মন্ত্রীর নির্দ্দেশে বেল বিভাগ থেকে একটি বিবরণী তৈরী ক'রেও রাখা হয়। ঐ লাইন বিষয়ে বা তার তদন্ত বিষয়ে এ যাবত যে ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে—তার তথ্য সম্বলিত ঐ বিবরণীই বেল মন্ত্রী আমাদের সঙ্গে শোনালেন এবং তিনি বললেন যে, তিনি অফিসারদের নির্দেশ দিচ্ছেন—এ সম্পর্কে তদন্ত ক'রে তাঁকে একটি রিপোর্ট দিতে।

আমরা বললাম—তদন্তের আর কোনো দরকার নেই। বেল মন্ত্রী বিধি ক'রে বললেন—তদন্ত না ক'রে—বিষয়টি বা বুঝে সিদ্ধান্ত নেব কী করে? আমরা বললাম এই ক' বছরের মধ্যে যে ক' জন বেল মন্ত্রী হয়েছেন প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা এ বিষয় নিয়ে দেখা করেছি—প্রত্যেকেই একবার ক'রে তদন্ত করিয়েছেন। আর একটা বাড়তি তদন্তের এখন কি প্রয়োজন আছে? আর আগের তদন্তের যা ফলাফল হয়েছিল—আপনারও তদন্তের সেই ফলাফলই হবে আমি। এবং যা ফলাফল হবে তা' আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। তাতে বলা হবে যে,—"তদন্তে দেখা গেল ছোট লাইন বড় লাইনে রূপান্তরিত ক'রেও ঐ বেল লাইনটি লাভজনক হবে না।" সুতরাং ফলাফল যা হবে—তা যখন জানাই যাচ্ছে—তখন আর আপনি কী জন্য তদন্ত করবেন? কোনো জমি মাঠে নতুন বসাবার পরিকল্পনা ক'রে যদি তা লাভজনক হবে কিনা দেখবার জন্য জমি মাঠটার কী আয় হচ্ছে—হিসাব নিয়ে আসা হয়,—আজ ঐ জমি মাঠের আয়ের হিসাবের ভিত্তিতে যদি জমী নগরীর আয় অনুমান করা হয়—তাহলে সিদ্ধান্ত কী হবে তা বোঝাই যাচ্ছে।

বেল মন্ত্রী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি কথা দিচ্ছি—তদন্তের ফলাফল যাই হোক—আমি তার দ্বারা পরিচালিত হবো না, নিজে সমস্যা বুঝে সিদ্ধান্ত নেব—এবং তার আগে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শও করব।

আমরা উত্তরে বললাম—তদন্তের অর্থ বহু দীর্ঘকাল ব্যাপী বহু ব্যয় সাপেক্ষ একটি তদন্ত; এবং তার মানে—বিষয়টি এখন সুদীর্ঘকাল ঝুলে রইল। তাতে বেল মন্ত্রী ঐনন্দ বলেন—"না, না, বিলম্ব হবে না, আমি নির্দেশ দিচ্ছি—যতদীঘ্র সম্ভব এই তদন্ত কাজ সমাপ্ত হতে পারে তার চেষ্টা করতে বলছি।"

আমাদের এই সাক্ষাৎ ক'রে আসবার পরই অর্থাৎ এখন থেকে মাসখানেক আগে "চার অফিসারের" যে কমিটি সব জায়গার ছোট লাইন-গুলি বড় লাইনে রূপান্তরিত করার বিষয়টি অনুধাবন করতে তারপ্রাপ্ত হয়েছেন—তাঁরা এই জেলার এসে পুরুলিয়া কোটশিলার ছোট লাইন সম্পর্কিত বিষয়টি তদন্ত ক'রে গেছেন।

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনের ব্যাপারটি এই অধ্যায় পর্য্যন্ত হ'য়ে আছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—০—

কেশার দুটি পরিবার শোচনীয় খাদ্য সংকটে বিপন্ন

শ্রীদিবিশ চন্দ্র মাঝাত এম, এল, এ জানাচ্ছেন যে, পুরুা থানার কেশা গ্রামের শ্রীকালী মোহন ও শ্রী ইস্রাইল আনন্দী এই দুই ব্যক্তির পরিবারবর্গ অত্যন্ত সংকটজনক আর্থিক পরিস্থিতিতে পড়েছেন। অতি শীঘ্র সাহায্য না পেলে এদের দুজনের পরিবারের সকলেই মারা যাবে। এঁরা অত্যন্তের আড়ালে নিজেদের অসহায়তা ঢেকে মাটি মর বিক্রি ক'রে ফেলেছেন। অন্য লোকের বাড়ীতে মাঝা গোঁজবার জন্য আছেন। শ্রীকালী মোহনের পরিবারে লোক সংখ্যা ৯ জন আর শ্রীইসমাইল আনন্দীর পরিবারের লোক সংখ্যা ৭ জন। গ্রামের লোক এঁদের কিছু কিছু সাহায্য দিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন। অবিলম্বে এঁদের সাহায্য ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান হচ্ছে।

চারিদিকে অনেক মানুষই এই রকম গুরুতরভাবে সংকটাপন্ন হচ্ছেন। তাদে বন্ধুর নিয়ে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা ক'রে যেতে হবে।

জগন্নাথ কিশোর কলেজে ছাত্র ধর্ম্মঘট

পুরুলিয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজের ছাত্রদের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দাবীর ভিত্তিতে গত ১৫ই জুলাই থেকে ধর্ম্মঘট সুরু করেছে। যে, কে, কলেজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারক লিপিতে যে আট-দফা দাবী সন্নিবেশিত আছে সেগুলি হোল :—

১। ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসিক হোষ্টেল।

২। বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের অধিক সংখ্যক সান্ধ্যানিক (অনার্স) শাখা।

৩। ছাত্রসাফল্যকারী প্রতিটি ছাত্রকে ভর্তির সুযোগ দান ও ঐ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার।

৪। জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের গঠন পাঠনের উন্নতি সাধন।

৫। বাণিজ্য বিভাগের হিন্দী শাখার ব্যবস্থা।

৬। কলেজ পাঠাগারের প্রকৃত উন্নতি ও প্রসার সাধন—বিশেষতঃ জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের।

৭। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাস ঘরের ব্যবস্থা।

৮। খেলাধুলার উপযুক্ত একটি প্রশস্ত মাঠের ব্যবস্থা।

গত ২৩শে জুলাই ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক সাধারণ সম্মেলন ডেকে সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়। গত দু বৎসর যাবৎ এই কলেজের ছাত্রেরা যে সমস্ত দাবী নিয়ে আন্দোলন করে আসছে—তার ফলে গত বৎসর যুক্তফ্রন্ট সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় যে, কে, কলেজে জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ খোলা সম্পর্কিত দাবী পূরণের ব্যবস্থা করেন এবং ছাত্রদের জন্য হোষ্টেল ও খেলার মাঠ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে অনার্স শাখা খোলার যৌক্তিকতা স্বীকার করে ঐ সকল দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। অর্থাভাবে ও সরকার বিদ্যা বিষয়ে অনার্স কোর্সের মঞ্জুরী তাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

—০—

মুক্তির গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

মুক্তির গ্রাহক, যাঁদের নিকট থেকে বার্ষিক চাঁদা বাকী আছে।

আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে তাদের প্রত্যেকের নিকট তাগিদ পত্র পাঠাব। যথাসময়ে টাকা তাঁরা পাঠাবেন এটাই আশা করি।

২৭শে জুলাই, ম্যানেজার
১৯৭০ মুক্তি

লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী দেশপ্রেমিক

শ্রীকালীচরণ সিং পরলোকে

পটমদা থানার জঙ্গল অঞ্চলে তথাকথিত অগ্রগতিসম্পন্ন লোক সমাজ থেকে বহু দূরে গাড়ীগ্রাম নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী শ্রীকালীচরণ সিং নীরব-নিভৃত জগতের মানুষ হ'লেও—আদর্শে, কর্ম্মে, জনসেবায়, দেশসেবায়, সংগ্রামে, তপস্যায় তাঁর স্মরণীয় জীবন মুখর ছিল। কর্ম্মের উজ্জ্বল জীবনতরঙ্গের মধ্যেই সহসা তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটল।

ঋষি নিবারণচন্দ্র, অতুলচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যিনি একদা যৌবন বয়সে স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন—তিনি বিরাশহাল সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়ে গত ৭৫ বয়স বছরে ১লা এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর বহু পরে সেই পাহাড়তলী জঙ্গল মহল থেকে আমাদের কাছে সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছেছে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বেও তিনি সমস্ত কাজে যুবকের মত সক্রিয় ছিলেন। আড়াই মাস যাবত তিনি কঠিন স্নায়ুরোগ ও হৃদরোগে শীড়িত থেকে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁকে পুরুলিয়ায় এনে তাঁর বহু চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু অবস্থা চিকিৎসার অতীত হয়ে গেছল।

অনাদৃত, উপেক্ষিত, জঙ্গল মহলের স্বল্প-শিক্ষিত এই মানুষটির অন্তরেও কিভাবে একদিন গান্ধীজীর মহান কর্ম্মের ডাক এসে পৌঁছুলো কে জানে। সে ডাকে তিনি সাড়া দিলেন—সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার মত। একটি বিরাট সূত্রের মত তাঁর জীবনে একের পর এক চলল—অসহযোগ-আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন, ৪২-র সংগ্রাম, সংঘ-পরিচালিত ভাষা-আন্দোলন, লেভী সত্যাগ্রহ, বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান, অনশন সত্যাগ্রহ, জঙ্গল সত্যাগ্রহ,—আরো কত সংগ্রাম, আন্দোলন, অভিযান, গঠন-কর্ম্ম প্রভৃতি। ব্রিটিশ আমল, বিহার আমল, পশ্চিমবঙ্গ আমল—সব আমল জুড়ে এই একনিষ্ঠ জনসেবক অতন্দ্র প্রহরীর মত জনজীবনে ঐকান্তিক সেবা ও নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

তিনি আদিবাসী সমাজেরও একজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট কৃষিবিদ এবং কঠোর পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। নিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের কৃষিক্ষেত্রে তিনি সারা বৎসর অজস্র সম্পদে পরিপূর্ণ ক'রে রাখতেন। লোকসেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের এবং থানা-পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন। সংঘের তিনি প্রথম সারির একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন।

তথাকথিত সভ্য সমাজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, অনাদৃত উপেক্ষিত গ্রামের এরকম মানুষের জীবনে এহেন কর্ম্মের তপস্যা ও জীবনব্যাপী ত্যাগ-চ্ছন্দবরণের এহেন প্রেরণা কিভাবে আসে—তা বিস্ময়ের জিনিষ। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ছিল—অপূর্ব্ব বিনয়, সরলতা, সহৃদয়তা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

তিনি একটি পুত্র, দুটি কন্যা, কয়েকটি নাতি-নাতনী ও অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

—•—

আর একটি শোক সংবাদ

পুরুলিয়া থানার ভুতামের জনসেবিকা শ্রীমতী সুবিতা মাহাত গত ১৮ই আষাঢ় পরলোক গমন করেছেন। ভুতামের ঋষি নিবারণ চন্দ্র পল্লীগঠন কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়ত যোগ রেখে ইনি এবং এঁর পরিবারবর্গ জনসেবার জীবনে যুক্ত থেকেছেন। বিহার আমলে ভাষা সংগ্রামে যুক্ত থাকার জন্য বিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট পরিচালিত পুলিসের দল যখন সমগ্র ভুতামবাসীকে মামলার অজুহাতে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করেন—তখন ভুতামের নির্ভীক মহিলারা সত্যাগ্রহের দ্বারা পুলিসবাহিনী ও তাঁর ট্রাককে অবরোধ ক'রে পুলিস ও সরকারী কর্ম্মচারীদের পলায়নে বাধ্য করেন। মহিলাদের এই প্রতিরোধ-বাহিনীর যাঁরা নেতৃত্ব করেন শ্রীমতী সুবিতা তাঁদের অন্যতম ছিলেন। এঁর পুত্র শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত শিক্ষক এবং একজন কৃতি পল্লীকবি। শ্রীমতী সুবিতা ৬২ বৎসর বয়সে একপুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। এঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই ও পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

—•—

সামলার সংবাদ

সংঘের নির্ব্বাচনী মামলার সংবাদ

জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্র ও বান্দোয়ান নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের বর্ত্তমান বিধানসভা সদস্যদের বিরুদ্ধে সংঘ এই অভিযোগ সহকারে নির্ব্বাচনী মামলা আনয়ন করেন যে, ঐ দুজন কাঁগ্রেসী এম, এল, এ বহুবিধ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আসন লাভ করেছেন। একজন শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত অপরজন শ্রীবৃন্দেশ্বর মাঝি। নির্ব্বাচনী মামলাগুলির বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই—

বান্দোয়ান ক্ষেত্রের নির্ব্বাচনী মামলা

কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটি ৫ মাস ধ'রে, উভয় পক্ষের বহু সাক্ষীর প্রত্যেকের সুদীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণের পর এবং দু'পক্ষের থেকে সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর গত মে মাসে মামলার শুনানী শেষ হয়। শুনানীর পরই বিচারক বলেন—রায় পরে দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যে এই মামলার রায় প্রদান করা হবে। এই মামলার বিশদ তথ্য বিবরণ ও আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণের বিবরণাদি পরে প্রকাশিত হচ্ছে। এই মামলা সংঘের প্রার্থী শ্রীকাঁদরু মাঝির পক্ষ থেকে করা হয়েছিল।

জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের মামলা

হাইকোর্টে এই মামলা দিনকয়েক চলার পর বিচারক বলেন যে, যদি মামলার আবেদনে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় আর উত্থাপন না করা হয়—তবে অবিলম্বে তিনি ভোটপত্র পুনর্গণনার নির্দ্দেশ দেবেন। এই মামলায় সংঘের অন্যতম দাবী এই ছিল যে, সংঘের প্রার্থী জয়ী হওয়া সত্ত্বেও, এবং রিটার্নিং অফিসারের গণনা থেকে ঐ তথ্য প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ছোট-পত্রে কারচুপি ক'রে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করানো হয়েছে। সুতরাং সংঘের পক্ষ থেকে আমরা দেখলাম—শীঘ্র মধ্যে যদি গণনা হয়—তবে দীর্ঘ মামলার হাত থেকে অব্যাহতি হবে এবং গণনাতে কারচুপি ধরা পড়বে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য যদি ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই ভিত্তিহীন অঙ্কের সঙ্গে ভোটপত্র ঠিক করে নেবার সুযোগ করে নেওয়া হয়েছে—তাহলে স্বতন্ত্র কথা। গণনাতেই তা বোঝা যাবে।

এবারের নির্ব্বাচনী মামলাগুলির মধ্যে যেগুলির জন্য পুনর্গণনার নির্দ্দেশ হয়েছে—সেইগুলির গণনা হাইকোর্টে একের পর এক চলছিল। হাইকোর্টের একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার ঐ গণনা করেন। এক একটি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের বা মামলার গণনার জন্য ১৫ দিন থেকে ১ মাস পর্য্যন্ত লেগেছে। জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ভোটপত্রের পুনর্গণনা এইবার শীঘ্রই সুরু হবে ব'লে পুরুলিয়া থেকে বাঙ্গবন্দী শীলবন্দী কাগজপত্র নিয়ে গত ২০শে জুলাই জনৈক ভারপ্রাপ্ত অফিসার কলকাতা রওনা হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে—আগামী মাসের ১ম সপ্তাহে এই এই মামলার ভোটপত্র গণনা সুরু হবে। সংঘের পক্ষে এই মামলা দায়ের করেন—সংঘের জয়পুর ক্ষেত্রের প্রার্থী শ্রীঅশোক চৌধুরী।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

—•—

ভুল খবর

আনন্দবাজার পত্রিকার ২০শে জুলাইয়ের সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে—

"আগষ্ট বিপ্লব দিবসের কর্ম্মসূচি"

'নিজস্ব প্রতিনিধি—আগষ্ট বিপ্লব দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে আগামী ৯ই আগষ্ট ব্যাপক কর্ম্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে আগষ্ট বিপ্লব দিবস উদ্যাপন কমিটির সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জি এই কর্ম্মসূচির কথা জানান।'

'এই কমিটিতে বাংলা কংগ্রেস; ফরওয়ার্ড ব্লক; এস, ইউ, সি; পি, এস, পি (রিভোল্টী); এস, এস, সি; গোরখা লীগ; আর, সি, পি, আই; লোক সেবক-সংঘ আছে। সি পি আই আগষ্ট আন্দোলনের বিরোধী ছিল বলে তাদের কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। এবার আর এস পিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু তাঁরা যোগ দেন নি। কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্ত্তী।'

উক্ত সংবাদে লোক সেবক সংঘ সম্বন্ধে খবরটি ভুল। লোক সেবক সংঘ অবশ্যই ৯ই আগষ্ট তাদের নিজেদের কর্ম্মসূচি পালন করবেন। কিন্তু যে কমিটির কথা বলা হয়েছে সেই কমিটি বা কোলকাতায় এই সংক্রান্ত অন্য কোন কমিটির সঙ্গে লোক সেবক সংঘ কোনভাবেই যুক্ত নন। এই কমিটির সঙ্গে লোক সেবক সংঘের কোন সম্পর্ক নাই।

—•—

রাজনৈতিক দল ও ভূমি রাজস্ব

ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকায় তাদের বিশেষ প্রতিনিধি ২৪শে জুলাই তারিখে এক সংবাদ প্রকাশ করে জানাচ্ছেন যে—"রাজ্যের কতকগুলি রাজনৈতিক দল সরকারী ভূমি ব্যবস্থার বাইরে পাশাপাশি একটি ভূমি ব্যবস্থা কায়েম করেছেন এবং বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার মতো ভূমি রাজস্ব আদায় করছেন বলে ভূমিরাজস্ব বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের মোটামুটি হিসেবে জানা গেছে। চাঁদা হিসেবে এই রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে।"

"এস্টেট অ্যাকুইজিশন আইন অনুসারে রাজ্য সরকার যে ৭ লক্ষ একর জমি উদ্বৃত্ত ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ একরের দখল সরকার নিয়েছেন, আদালতের ইঞ্জাংশনের জন্যে ১ লক্ষ একরের দখল স্থগিত আছে এবং ১ লক্ষ একর ন্যস্ত উদ্বৃত্ত জমির দখল সরকার গত ১৫ বছরের মধ্যে পান নি। এই ১ লক্ষ একর জমি এখন বিভিন্ন বামপন্থী দলের হাতে আছে এবং জমিগুলি থেকে তাঁরা হিসেব অনুযায়ী বার্ষিক ২ কোটি টাকা পাচ্ছেন। উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০% ভাগ দলের চাঁদা বা রাজস্ব হিসাবে আদায় হয়ে থাকে। কৃষকেরা উৎপন্ন শস্য বিক্রি অথবা তার চলতি বাজার দর অনুসারে মূল্য দিয়ে দলের দাবী মেটান। এইভাবে আদায় করা মোট অর্থের পরিমাণ ২ কোটি টাকারও বেশী।"

"রাজ্যের ভূমি আন্দোলনের বিষয়ে অভিজ্ঞ আমলার মতে আন্দোলনে এই বিপুল আর্থিক সংস্থান থাকাই গত কয়েক বছরের আন্তর্দলীয় সংঘর্ষের মূল কারণ।"

"প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যসরকারের দখলে যে ৫ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি আছে, তা' কৃষিজমি বলে রেকর্ড হলেও, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে ২ লক্ষ একর জমি চাষের অযোগ্য 'বন্ধ জাঙ্গা'।"

"রাজ্য সরকার এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি ছোট চাষীদের মধ্যে বন্দোবস্ত করেছেন।"

—•—

পুরুলিয়ায় দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা

দিল্লী থেকে ২৪শে জুলাইয়ে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে—কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে বি.শ. যোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং দার্জিলিংকে এই বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। তাতেও সবের অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে শিল্পোন্নয়নের গতিকে দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে যে নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে শিল্প অর্থ সংস্থান কর্পোরেশন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলগুলিকে সুবিধাজনক সর্ত্তে আর্থিক সাহায্য দেবেন।

—•—

রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ম্মবিরতি

সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্ব্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা গত ২৪শে জুলাই শুক্রবার কলকাতায় এবং মফঃস্বলে অধিকাংশ সরকারী অফিসে হাজিরা খাতায় সই করে অফিস পরিত্যাগ করেন।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাবী ছিল—পাঁচ বছর থেকে পি আর পি প্রত্যাহার, বহরমপুরে সরকারী কর্মচারীদের উপর হামলার নিন্দা ও তথার যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মুক্তি, পে কমিশনের রিপোর্ট চালু করা, ছাঁটাই বন্ধ করা প্রভৃতি।

পুরুলিয়াতেও অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী এই কার্য্যক্রম সফলতার সঙ্গে পালন করেন।

—•—

হাজিরা দিয়ে কাজ না করলে বেতন কাটা হবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৩শে জুলাই এক নির্দ্দেশ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের দেন যে—রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা আগামীকাল অফিসে উপস্থিত হয়েও কর্মবিরতি পালন করবেন তাদের ঐ দিন অনুপস্থিত বলে গণ্য করে একদিনের বেতন কাটা হবে।

এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার এক প্রেসনোট প্রচার করে বলেছেন যে, চাকুরীর আচরণবিধির ৩-বি ধারা অনুযায়ী যদি কোন সরকারী কর্মচারী কাজে যোগ দিয়েও কাজ না করেন, তাহলে তাঁকে অনুপস্থিত বলে গণ্য করা হবে। বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত থাকার দরুণ তাঁকে ঐ দিনের বেতন ও ভাতা দেওয়া হবে না।

সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি কয়েক দিন আগে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছিলেন, ২৪শে জুলাই তাঁরা পশ্চিম বাংলার সকল সরকারী অফিসগুলিতে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য অফিসে উপস্থিত হয়েও কাজ করবেন না।

এখন দেখা যাক রাজ্য সরকার কি ভাবে কি করেন।

—•—

অলকান্দার বন্যায় ২ শত জনের মৃত্যু

বিখ্যাত তীর্থ বদ্রীনাথের পথে গঙ্গার উপনদী অলকানন্দার বন্যার প্রায় ৩৫টি যান—বাস ট্রাক ও ট্যাক্সি ভেসে গেছে। এই যানগুলিতে প্রায় ৬০০ লোক ছিলেন। তাঁরা সবাই তীর্থযাত্রী। বদ্রীনাথ তীর্থ সেরে ফিরছিলেন।

এই বদ্রীনাথ তীর্থে যেতে হলে হরিদ্বার অবিকেশ হয়ে যেতে হয়।

—•—

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিপদ

বাঁকুড়াতে একটি সরকারী কর্মচারীকে বিক্ষোভক পদার্থ রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করে তাকে জেলে পাঠান হয়।

এই ঘটনার পরে সরকারী কর্মচারীদের এক বিরাট দল জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘেরাও করে রাখে। কয়েক ঘন্টা ঘেরাও করে রাখবার পরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ কর্মচারীর বিনা শর্তে মুক্তির আদেশ দিতে বাধ্য হন।

ঘেরাওকারীরা এর পরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে মুক্তি দেন।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চাননতলা লেন
কলিকাতা—১২

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

[১]

পাড়া ব্লকে কৃষি ঋণ বিভ্রাট

জানাচ্ছেন পাড়া থানার কালুহার গ্রামের শ্রীনলিনী রঞ্জন মাহাত।

গত ৩৭।১০ তারিখে পাড়া থানার অন্তর্গত নওডা সুকলিয়া অঞ্চলের গ্রামবাসীরা দেখেন যে, কালুহার গ্রামের দুর্গাচরণ মাহাতর ও রাখহরি রায়মাহাতের দলের গ্রুপ লোন (Group loan) মঞ্জুর হইয়াছে। তাঁহারের দলের প্রত্যেককে ৯৭।৮০ তারিখে বেলা ১১টার সময় পাড়া ব্লক অফিসে হাজির থাকিতে বলিয়া গেলেন। স্বেচ্ছায় কৃষি ঋণ (Group loan) বিলি হইবে। তাঁহারা কথামত নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে ব্লক অফিসে সকলেই হাজির হইলেন। ঋণ বিলি শুরু হইতে না হইতেই মনের আনন্দ মুখের হাসি কপূরের মত উবিয়া গেল। দুর্গাচরণ মাহাতের দলে বিভূতি মাহাত ও নন্দ মাহাত এবং রাখহরি রায়মাহাতের দলে ফলোচন রায়মাহাত ও গোষ্ঠের নাসিক ডিফল্টার (defaulter) বলিয়া ঘোষিত হইলেন। বি, ডি ও মহাশয়ের নিকট এরূপ হইবার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন এটা আমাদের এখানে হয় নাই। রেজিষ্টি (বাজে) অফিসের বিভূতি বাবু কহিয়াছেন। বি, ডি, ও মহাশয়কে বলা হইল—রেজিষ্টি অফিস হইতে যখন ডিফল্টার লিষ্ট আপনার কাছে আসিল তখন ডিফল্টারদের বাদ দিয়া সংশোধ লিষ্ট কি চলী অন্যত্র হইত? আজকাল চাষের দিনে কাজ ছাড়িয়া, হাল বন্ধ করিয়া, দীর্ঘ ৭।৮ মাইল রাস্তা যাওয়া আসা যে কি হাঙ্গামা ও অতিরক্ত সত্যিকারের চাষী ও চাষী-বন্ধী হইলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন নিশ্চয়ই। সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া বোধ হয় চাষীদের না আছে ইজ্জৎ—না আছে মান মর্য্যাদা। তাহারা যেন বাবের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে।

ডিফল্টারের কি মনগড়া ও আজগুবী আইন আছে জানি না তবে বিভূতি মাহাত তাঁহার দলের কিস্তি গত ২৩।৩৮, ২৫।৩৯, ১৮।১০।৪০ তারিখে দিয়াছেন এবং নূতন অর্থের জন্য অন্য আবেদন লিখিয়া দিয়াছেন। অথচ বিভূতি মাহাতের দলের (পূর্ব অর্থের অনৌদাত) খাঁড় মাহাত বন্যার সন্তানাভাবে মাহাত পুনরায় ঐ দিনেই ঋণ পাইলেন। প্রকাশ থাকে যে, ঋণ শোধ না হওয়া লোকে পুনর্ব্বার ঋণ পাইতেছে এরূপ নমুনা এই গ্রামেই বহু আছে। যেন্তায় যে কত আছে তাহার হিসাব করিতে সম্ভবতঃ কমিশন বসাইতে হইবে। চাষীরা চাষের সময় ঋণ পাইতেছে এ আনন্দ আনন্দ ও সুখের বিষয় কিন্তু এই তাঁকে এক চোখে চুন ও এক চোখে কাজল দেওয়া দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক নয় কি?

[২]

অভাবের তাড়নায় শিক্ষিত যুবকেরাও টী, আরের কাজে নামছেন—কিন্তু যথেষ্ট কাজ নেই

জড়া থানার কলাবনী গ্রামের শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল জানাচ্ছেন—

গত ২৯শে জুন তারিখে লোকসভার সদস্য শ্রীজ, এম, বিশ্বাস মহাশয় ইড়া থানার কলাবনী গ্রামে গিয়েছিলেন যথা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। নেতার নাম উনাহার বুভুক্ষুর দল ভীড় করল। খাদ্য না হোক আশার বাণী শুনার জন্য। তাঁর কাছে অনেক আশার বাণী শুনলাম পারসেন্টেজ নয় কারোজনের ভিত্তিতে ডি, আর; টি, আর; লঙরখানা, ড্রাইলোজিক্যাল্টি। তারপর অঞ্চলের অবস্থা জানিয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করি। কিন্তু আশার বাণী ছাড়া বাস্তবসম্মত কিছুই হয় নি। তারপর দিন গত হল। আষাঢ় শেষ হল। কিন্তু এমন বৃষ্টিপাত হল না যাতে চাষের কাজ চলতে পারে। ক্ষুব্ধ চাষীর সকল সময়-প্রায়। কলাবনী গ্রামে প্রায় ৩৫০ পরিবারের মধ্যে ৯০টি ঘরের অধিকাংশের সারা বৎসরের অন্ন সংস্থান নাই।

দৈবী পড়াশুনী নামক ডাঙ্গায় টী, আর স্কীমে কাজ চলছে। কিন্তু উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকের সংখ্যা এত বেশী দাঁড়াচ্ছে যাতে বহুল অংশ কাজ না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। তার উপর রিলিফের কাজ প্রতিদিন চলছে না।

অভাবের তাড়নায় শিক্ষিত বেকার, মিনু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের আভিজাত্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্যই একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ ভূমিহীন শ্রমিক, ৪০ ভাগ ক্ষুদ্র চাষী, ১০ ভাগ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। শিক্ষিত বেকার যারা অধিকাংশে ঘির শ্রমিকের কাজ করছে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য—

১। শ্রীঈউর মুখার্জী, H. S.
২। শ্রীআনন্দ মণ্ডল B. A. Final
৩। শ্রীভূতনাথ মণ্ডল „ „
৪। শ্রীজগতি সাহু S. F.
৫। শ্রীবিভাই সাহু S. F. (appeared)
৬। শ্রীগাধারন মণ্ডল দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ
৭। শ্রীবীরেন মণ্ডল S. F. (appeared)
৮। শ্রীঅনিল মণ্ডল S. F. (appeared)

পত্রদাতাদের প্রতি অনুরোধ

মুক্তিতে প্রকাশ করার জন্য চিঠিপত্র পত্রদাতারা দয়া করে কাগজের এক পিঠে সংক্ষেপে লিখে সুস্পষ্টভাবে মতামত প্রকাশ করবেন।

—সম্পাদক, 'মুক্তি'

বলরামপুরে নরহত্যাসহ দুঃসাহসিক ডাকাতি

গত ২১শে জুলাই তারিখে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকার সময় স্থানীয় মিঠায় ব্যবসায়ী শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডুর গৃহে এক দশস্ত্র ডাকাতি হয়। সন্ধ্যার সময় অনীতিপর বৃদ্ধ নন্দুল বাবু ও তাঁর স্ত্রী বৈঠকখানায় বসে গল্প করছিলেন এমন সময় একজন যুবক তাঁদের ঘরে ঢোকে। গৃহ-কর্ত্তা এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গেলে তারা "আমরা ডাকাত" এই উত্তর দিয়ে কুত্তাটিকে বন্দুকের নল দিয়ে আঘাত করে। তখন সে আতঙ্কিত হয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ডাকাতেরা তার উপর গুলি চালায় কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। কুত্তাটি পালিয়ে গিয়ে চীৎকার তুলে তাদের হোকালে খবর দেয় এবং থানায় সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

ইত্যবসরে ডাকাতেরা শ্রীনন্দুল চন্দ্র কুণ্ডুকে গুলি মেরে হত্যা করে এবং তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীর নিকট নিষ্ঠুরতর ভাবে তাঁর গহনা চাবী চাবী করে। তিনি চাবী দিতে ইতস্ততঃ করাতে ডাকাতেরা তাঁর মাথায় ক্রুকতর আঘাত করে। বাড়ীর অন্যান্য মহিলা ও আত্মীয় স্বজন সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে ভিতরের গুরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এদিকে কয়েকজন লোকজন ঘটনাস্থলে সমবেত হন—কিন্তু বাহিরে প্রহরারত ডাকাতেরা বেপরোয়াভাবে বোমা ছুঁড়তে থাকায় এগুতে সাহস করেন নি। ভিতরে ডাকাতেরা বাক্স, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ভেঙ্গে টাকা পয়সা ও অলঙ্কার যা পায় নিয়ে পালায়। ডাকাতেরা পালাবার সময় পুলিশবাহিনী এসে পড়ে কিন্তু তাদের তাড়া করা বা ধরার কোনও চেষ্টা করে নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ডাকাতেরা ছয় হাজার টাকার মত জিনিষ নিয়ে যায়।

ডাকাতেরা সংখ্যায় প্রায় তিন পরিত্রিশ জন ছিল এবং তাদের সঙ্গে তিনটি বন্দুক ও কতুর বোমা ছিল। তারা পালাবার সময় নাকি একটি ট্যাক্সী ফেলে যায়। এই গাড়ীতে নাকি উড়িষ্যা রাজ্যের রেজিষ্ট্রেশন নং আছে। পুলিশ এটিকে আটক করেছে বলে প্রকাশ।

সরকারের ন্যস্ত জমির স্থায়ী বণ্টন

প্রকাশ যে গ্রামে যারা গরীব মাঝী, ভূমিহীন—তাদের মধ্যে সরকারী ন্যস্ত জমির স্থায়ীভাবে বণ্টনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ন্যস্ত জমির প্রায় এক তৃতীয়াংশ এক বছরের ভিতরে বণ্টন করা হয়ে গেছে। যদিও এ বিষয়ে অন্যান্য রাজ্য অনেক বেশী অগ্রসর—তাহলেও পশ্চিমবঙ্গের জমি বণ্টনের ব্যাপারটা খুব খারাপ নয়।

জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ যা রাখা হবে—সেটা মাথা পিছু নয়—পরিবার পিছু হবে বলেই ঠিক হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে পরিবারের সংজ্ঞা কি হবে তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মাথা ঘামাচ্ছেন—শীঘ্রই এ সম্বন্ধে ঠিক করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেস নোটে জানিয়েছেন যে—একমাত্র মে মাসেই মহাজনী আইনের ফলে—চা বাগানের বাড়তি ৮৫৮৯ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। ১৯৬৭ সনের আগষ্ট মাসে এই জমি উদ্ধার করার অভিযান সুরু হয়। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত জমি উদ্ধার করে ন্যস্ত হয়েছে—৩৫০০২৩ একর।

সমগ্র পশ্চিম বাংলার মধ্যে পুরুলিয়া জেলাতেই সবচেয়ে বেশী বেনামী জমি উদ্ধার করা হয়েছে—যার পরিমাণ হচ্ছে ১০৩৮৩৯ একর। তার পরেই ২৪ পরগণা জেলা। এ পর্য্যন্ত সেখানে বেনামী জমি উদ্ধার করা হয়েছে—৭১০১ একর।

এ পর্য্যন্ত বেনামী জমি উদ্ধারের একটা জেলাওয়ারী তালি। দেওয়া হল।

মালদহ—১১০৫৮ : পশ্চিম দিনাজপুর—২৭৩৮৩ : বর্দ্ধমান—১৯৭৩৬ : বাঁকুড়া—২০৮২৩ : ২৪ পরগণা—৭২৫০৬ : মেদিনীপুর—১০৩৯৮ মুর্শিদাবাদ—১১৩২২ : বীরভূম—৭৮৩৪ : কাওড়া—২৮৩৫ : হুগলী—৫২৭৭ নদীয়া—১০৩১১ : কুচবিহার—১০৭২২ : জলপাইগুড়ি—১২৮৩১ : মালিদা—৪৬৫১ : পুরুলিয়া—১০৩৩৯৮ একর। এটা সরকারী হিসাব।

আদায় ৯ জন রেল-পুলিশ গ্রেপ্তার
পুলিশ-রেলকর্ম্মী বিরোধে রেল ধর্ম্মঘট

প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই ভোর রাত্রিবেলা আজা ষ্টেশন ইয়ার্ডে "শান্টিং" এর সময় এস, এ, সি কর্ত্তৃক নিয়োজিত জি-আর-পি (রেলওয়ে পুলিশ) বেল ঘন্ত সংরক্ষিত কামরাটিকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করে। সেই সময়ে উক্ত কামরায় বেলওয়ে পুলিশেরা ঘুমুচ্ছিল—ফলে ধাক্কার জন্য তাদের কয়েকজন বেকি থেকে পড়ে যায়। তখন ক্রুদ্ধ রেল পুলিশ কামরা থেকে নেমে জি-আর-পি এর থানাটি অম্বাদার ও ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান, খালাসী প্রভৃতিদের মারধোর করে। একজনের হাত ভেঙ্গে যায় ও কয়েকজন আহত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় সন্ধিরে রেল কর্ম্মচারীরা কার্য্য পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত আজার প্রবল বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।

রেল পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে সমস্ত রেল কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে এবং যাত্রীবাহী ও মালবাহী সমস্ত প্রকার ট্রেন চলাচল বন্ধ করে যায়। রেলকর্ম্মীরা জানী করেন যে অত্যাচারী রেল পুলিশকের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং হাতকড়া ও কোমরে দড়ি দিয়ে সমগ্র আজা ঘোরাতে হবে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সমস্ত পুলিশবাহিনী সহ অতঃ পৌছান এবং আই-জি-জি আর-পির পক্ষে তিনি নরজন জি-আর-পি কনষ্টেবলকে গ্রেপ্তার করেন। এই অন্তর পুলিশী বাহিনার অন্য তিনি বেল কর্ম্মীদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এই ঘটনার ফলে ২৩শে জুলাই সকাল থেকে সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে এবং পুরুলিয়াতে চক্রধরপুর অভিমুখী প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি ২৬শে তারিখের সকাল থেকে আটক হয়ে আছে। রেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য আটক কর্মীদের আহারের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁরা তাড়া ফেরৎ চাইলে—তাঁদের টিকিটের দরুণ ভাড়া ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে।

ধর্ম্মঘট ২৪ ঘণ্টার অধিক অগ্রাহত হয়েছে এবং মীমাংসার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু রেলকর্ম্মীরা এখনও তাতে কড়া দিয়ে দৃঢ় রেল পুলিশদের দাবীর ঘোরাতোর দাবীতে অনড় আছেন। ধর্ম্মঘটের সময় যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে সে জন্য পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তৎপোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

এই আকস্মিক ধর্ম্মঘটের ফলে অনেক বেলযাত্রীর অশেষ হাঙ্গামা ভোগ ও ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন যাত্রীরা এই ধর্ম্মঘটের ফল বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধিত হয়েছেন।

যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পরে

(২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অনুসরণ করে চলেছে বা করবার চেষ্টা করছে। কোন কোন দল নব কংগ্রেসের সমর্থনে কোন কোন দলকে বাদ দিয়ে একটা নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য যে চেষ্টা করে নাই তা নয়—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু কোন কোন গোষ্ঠি লক্ষ্যচ্যুত সেকি থেকে অন্তদিকে এখনও ফেরায়নি।

সম্প্রতি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (দঃ) কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠকে বাম কম্যুনিষ্ট পার্টিকে হাত দিয়ে বাংলা দেশে কোন স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠনের পরিকল্পনা একরকম পরিত্যক্ত হয়েছে এদের বাংলার রাজ্য কমিটি রিপোর্ট দিয়েছেন বলে প্রকাশ। আট পার্টির জোট বাংলা কংগ্রেসকে তাদের জোটে যোগ দেওয়াবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তা এখনও কার্য্যকরী হয় নাই। দঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি সাম্প্রতিক কার্য্যক্রম হিসাবে জবরদস্তি জমি দখল করার কার্য্যক্রম গ্রহণ করে চালাচ্ছেন। এই আন্দোলনের ব্যাপারে শ্রীসুশীল ধাড়ার নির্বাচন ক্ষেত্র মহিষাদলের ভোগলসোলে দঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক গত ১৯শে জুলাই বাংলা কংগ্রেসের সমর্থক নিহত হওয়াতে বাংলা কংগ্রেসের দলের নেতৃবর্গ্গসহ ও কর্মীদের মধ্যে খুবই বিক্ষোভ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে। তার পরিণতি লক্ষ্য করার বিষয়।

বাংলার রাজনীতি এখন ছয় পার্টির জোট, আট পার্টির জোট বাংলা কংগ্রেস ও নক্সালপন্থীদের ক্রিয়া কলাপে আচ্ছন্ন। পরিস্থিতি এক একটা বিচিত্র গতি নিয়ে চলেছে। বাম কমিউনিষ্ট পার্টি নক্সালদের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাংলা কংগ্রেস বাম কমিউনিষ্টদের উৎখাত করার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে আবার দুই জোট একই সঙ্গে হরতাল করে। নির্বাচনের জন্য এক সঙ্গে জোরদার দাবী তুলবার জন্য এক জোট আর এক জোটের কাছে প্রস্তাব পাঠায়। এদের মধ্যে সমস্ত দিক দিয়েই একটা গোলমেলে অবস্থা চলেছে। লোকে যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন শরিকদের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে এদের সম্বন্ধে ক্রমশঃই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে বলেছেন যে—নির্বাচনও হবেনা এবং বিধানসভাও বাতিল করা হবেনা। তা হলে কি হবে? যদি নির্বাচন আগামী ছয়বছর না হয় তবে একমাত্র মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সম্ভাবনা ছাড়া বিধানসভা বাঁচিয়ে রাখবার কোন অর্থ হয় না। গত ছয় মাসের মধ্যে পরিস্থিতি যে গতি নিয়েছে তাতে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তবে বিধানসভা ভেঙ্গে দিলে যদি নির্বাচন অবশ্য-কর্ত্তব্য হয়ে পড়ে তবে অবশ্যই আলাদা ব্যাপার।

বাংলা দেশে এখন শাসন বলে কিছু আছে বলে মনে হয়না। সরকারী কর্ম্মচারীরা যথেচ্ছাচার করে চলেছে, জনসাধারণ যেখানে পারছে যা খুশী তাই করছে, সমাজবিরোধীরা ক্ষেত্র বিশেষে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করেছে, নক্সালরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, পরীক্ষা বন্ধ, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ যথেচ্ছ গুলি ও পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রেই সমস্ত অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নৈরাজ্যের অবস্থাটা কি তাই একটা ধারণা হচ্ছে।

বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী যুক্তফ্রন্ট যারা ভাঙ্গলেন তারাই।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

সেটেলমেণ্ট অফিসের উপর আক্রমণ
নক্সালপন্থীদের কার্য্যকলাপ বলে অভিযোগ

গত ২২শে জুলাই তারিখে বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় নিবারণ সাহেবের উত্তর পাড়ে য়্যাকে সাহেবের বাংলোর অবস্থিত সেটেলমেণ্ট অফিসে একটি তরুণীর নেতৃত্বে একদল নক্সালী যুবক হানা দেয়। অফিসের আজুবার দরজা জানালা গুলে ঘর ভোর যখন পরিষ্কার করছিল সেই সময়ে জোমান দিতে দিতে নক্সালী যুবকেরা আসে এবং তাকে ছোরা দেখিয়ে অফিস থেকে বার করে দেয় ও পাহারাদারকে উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চুপচাপ থাকতে বলে। যুবকেরা তখন অফিসে ঢুকে সাশানাশি তিনটি ঘরে টেবিলের উপর যে সব ফাইল ও কাগজপত্র রাখা ছিল—সেগুলি মেঝেতে ফেলে তার উপর কেরোসীন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড শব্দে একটি বোমা বিস্ফোরণ করে। ঐ ফলটিকে পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইন ধরে গোশালার দিকে যেতে দেখা যায়।

বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে ঐ মহল্লার এবং রাঘবপুর গ্রামের বহু লোক বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং যুবকদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বোমা নিয়ে যেতে দেখেন। গ্রামবাসীরা তাদের প্রশ্ন করলে তরুণীটি নাকি বলে—"আজকারের হামানের গরীব চাষীদের শোষণের জন্য যে সব কাগজপত্র তৈরী করছে—সেগুলি পুড়িয়ে দিয়েছি।"

ঘটনার পরে পুলিশ এসে তদন্তাদি করে—কিন্তু কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করে নি।

সকালের এই ঘটনার পর রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় গাড়ীখানা মহল্লায় বহাকর রোডের উপর অবস্থিত সেটেলমেণ্ট অফিসে নক্সাল পন্থীরা আবার হানা দেয়। আট দশ জন যুবকের দ্বারা গঠিত এই দলেও একজন তরুণী নেতৃত্ব করে এবং অন্যান্য হয় সকালের নক্সালী দলটিই রাত্রের অভিযানেও অংশ গ্রহণ করে। তারা ছোরা দেখিয়ে দারোয়ানকে অফিস খুলে দিতে বাধ্য করে এবং পরে অফিসে ঢুকে ফাইলগুলে অগ্নিসংযোগ করে। এই অভিযানের পর তারা নির্ব্বিঘ্নে স্থান ত্যাগ করে যায়।

সেটেলমেণ্টের এই দুটি অফিসে অগ্নি সংযোগের ফলে ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নি—তবে প্রাথমিক তদন্তের ফলে নাকি এই টুই জানা গেছে যে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা কাগজপত্র নষ্ট হয় নি।

উপরোক্ত ঘটনার দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথপুর মহকুমার সেটেলমেণ্ট অফিসের উপর প্রথম আক্রমণ হয়। সেখানেও সকাল প্রহরীর সময় একদল যুবক অফিসে হানা দেয় এবং প্রচণ্ড শব্দ একটি বোমা বিস্ফোরণ করে। তারপর অফিসের শিয়নরের সামিয়ে ঘরে ঢুকে কাগজপত্রে অগ্নি সংযোগ করে।

পুরুলিয়া সহরেও দিন কয়েক পূর্ব্বে সকালবেলা জুলমীতে অবস্থিত নেতাজী বিদ্যাপীঠে নক্সালপন্থীরা লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশকে সংবাদ দিলে পুলিশ এসে লাল পতাকা নামিয়ে দেয়।

—·—

ফোনেটিক ক্যাশিয়াল ইনষ্টিটিউট, পুরুলিয়া

ফোন নং ২৩৪

জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে।
১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং ৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম, কোর্স ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও বেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনশেসন দেওয়া হয়। —বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাধাহরি ভট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

কংগ্রেসী সাপ্তাহিক 'যুগের ডাকের' বিরুদ্ধে
সংঘের আনীত মামলা

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দেখা দরকার। এবং এই অবস্থা যখন ঘটছে তখন কোর্ট এখনই তার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠান। বিচারক উত্তরে বললেন, আপনি বিশেষ অভিযোগ দিন। তাতে এ্যাডভোকেট বললেন—এ রকম ব্যাপার তো চলেই। যথারীতি অভিযোগ দিয়ে দরিদ্র একটা শিয়নের ওপর গুরুভার ব্যবস্থা করানোর ইচ্ছে নেই। তবে আপনি লক্ষ্য দিলে অনিদ্রেই ঠিক মতো জারী হতে পারে। কিন্তু এখন আর এ বিষয়ে বিলম্ব না ক'রে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিন। তাতে বিচারক বললেন—পাঠানো সমন এখনো ফেরে নি। ফিরুক—দেখা যাবে।

সেই সমনই আবার ফাইলের মধ্যে কাগজ চাপা রয়েছে !!

পরে সেই দিনই আবার জানা গেল—ঐ সমন ফিরে আসে নি—তা নয়; সমন ফিরে এসেছে—বিচারকের দপ্তরখানাতেই ফাইলের মধ্যে চাপা আছে! আমাদের এ্যাডভোকেট আবার গিয়ে বিচারককে চেপে ধরলেন—সমন জারী না হ'য়ে ফিরে এসেছে—সুতরাং আর সময় নষ্ট না ক'রে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠানো হোক। বিচারক বললেন—মামলার দিন যখন আর একটা দিয়ে দিয়েছি—তখন সেই তারিখেই যা হোক করা যাবে। অবশ্য এই ক'দে রইল। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা দরকার যে, মামলার দিনেও এই সহরেই শ্রীযুক্তের মাস্কিকে দেখা গেছে। কিন্তু কোর্টের সমন আর তাকে ২ মাসের মধ্যে ধ'রে উঠতে পারছে না!

এখন প্রশ্ন এই যে—

১) কলকাতার আসামীর জন্য সমন জারী করতে কলকাতার কোন্ বিভাগকে সমন পাঠাতে হবে—এখানের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তা জানেন না—খোঁজ রাখেন না—এটাই কি সত্য?

২) অথবা তিনি নিয়মমত—নির্দ্দেশমত ঠিকই পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু সেখানকার বিভাগীয় অব্যবস্থার ফলে এই বিলম্ব—এই অঘটন।—কোনটা সত্য?

৩) কলকাতার সমন গেছে—কিন্তু সমন জারী হ'তে দুর্গাপুর বাস লাগছে—এই বা কী রহস্য?

৪) পুরুলিয়ার আসামীর প্রতি সমন জারী বিষয়ে এই বিলম্বের জন্য বা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষ থেকে কোনো গাফিলতি বা ত্রুটী ঘটেছে কি না?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া উচিত। কোর্টের সুবিচারের প্রতি কেউ কটাক্ষ করলে কোর্ট অবমাননার আইনের অষ্টোপাশ তার জন্য রয়েছে—কোর্টগুলির পক্ষ থেকেই যদি সুবিচারের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়—তার জন্য কি কোনো বিচার নেই?

পুরুলিয়ার এই মামলা পরিচালনা করেন—বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীঅমাকিত ভট্টাচার্য্য ও তাঁর সহকারী এ্যাডভোকেট প্রজিতীশ চট্টোপাধ্যায়।

পুরুলিয়ার মামলার ভাবিষ্য পড়েছে ২৭।৭।৭০—দেখা যাক—এবার বিচার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় মামলাটা আরম্ভ হওয়ার ভাগ্য কখন ঘটে?

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—·—

আবশ্যক

ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে দুই জন বি. এ. অনার্স (বাংলা এবং ইংরাজী) শিক্ষক প্রয়োজন। আবেদন করুন ৫।৮।৭০ তার মধ্যে। সম্পাদক, গোপালনগর আশুতোষ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পো:—গ্রাম গোপালনগর, জেলা পুরুলিয়া।

WANTED Assistant teacher, B. Sc. on permanent vacancy. Apply on or before 8th August, '70, to the Secretary, Chakalta—Bhagabandh High School, Post Chakalta, Dist Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্যেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্বিগ্ন জাগ্রত প্রাণাবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩য় বর্ষ
৩য় সংখ্যা

সোমবার, ৩রা আগষ্ট '৭০
১৬ই শ্রাবণ ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০, সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা



যে পরিকল্পনা দেশের কাঁচামাল শোষণ করে এবং অনেক বেশী শক্তি-সম্ভাবনাযুক্ত মনুষ্যশক্তিকে অবহেলা করে তাহা ভার-সাম্যহীন। এরূপ পরিকল্পনা কখনও মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে পারে না।

—গান্ধীজী

রাজ্য সভায় পুরুলিয়া প্রসঙ্গ
ভারতের দরিদ্রতম জেলার উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থার দাবী
শ্রীদিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের তথ্য সমৃদ্ধ ভাষণ

আজকের সংবাদ পত্রে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যবাণী করেছেন। প্রথমটি হোল প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীনা থাকবেন এবং দ্বিতীয়টি হোল ১৯৭৩ সালে দেশের অর্থ নৈতিক সঙ্কটের মোচন হবে। কেবলে এইগুলি নিছক জ্যোতিষীদের মতামত—এর কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই; কিন্তু তবুও আমি এর উল্লেখ করলাম এই জন্য যে অন্ততঃ দেশের অর্থ-নৈতিক সঙ্কট মোচন সংক্রান্ত দ্বিতীয় ভবিষ্যবাণী সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি আমরা কি দেখছি?

আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে এসেছি। আমার রাজ্যে তিনটি বিশেষ সঙ্কটের যা সমস্যার উল্লেখ করতে চাই। প্রথম হোল ভারত বিভাগজনিত সঙ্কট ও সমস্যা। গত কয়েক মাসের মধ্যে নূতন করে বিনা পাসপোর্টে লক্ষাধিক হিন্দু ভারতে আশ্রয়ে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই এই উৎকট সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের এমন উন্নতি সাধন সম্ভব হয় নি—যাতে সংখ্যালঘুরা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হোল স্বাধীনতালাভের তেইশ বৎসর পরেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া নামে এমন একটি জেলা আছে যেটা সমগ্র ভারতের মধ্যে দরিদ্রতম ও অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম। এই জেলায় কোনও শিল্প নেই। সেখানে জল-সেচের সামান্যতম ব্যবস্থাও নেই। এমন কি একটা ব্রডগেজ লাইন আজ পর্য্যন্ত হোল না। প্রতি তিন বৎসর অন্তর জেলাটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে থাকে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ত্রাণকার্য্যে ৮ কোটী টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। আর ১৯৭০ সালে লোকসেবক সংঘের সভিব শ্রীমতুল চন্দ্র ঘোষ জেলার চরম খাদ্য সঙ্কট ও অনাহার মৃত্যুর মর্ম্মন্তুদ ঘটনা নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে—সেই গুরুতর পরিস্থিতি সত্বেও রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি এবং তিনি সাময়িক সৌজন্য প্রকাশেও কুণ্ঠিত হয়েছেন। এটা একটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অভাবনীয় ব্যাপার।

১৯৮৮-৬৯ সালে জাতীয় আয় সম্পর্কে এক সরকারী প্রেস নোট প্রকাশিত হয়েছে। একটি বিবরণীতে ১৯৮০-৬১ সাল থেকে ১৯৮৮-৬৯ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ও মাথাপিছু জাতীয় আয়ের হিসাব দেওয়া আছে। ১৯৮০-৬১ সালের হিসাবকে ভিত্তি করে দেখা যায় ১৯৬৪-৬৫ সালে মাথাপিছু আয় যেখানে ছিল ৩৩৩.৩ টাকা, ১৯৮৮-৬৯ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩১২.৩ টাকা। দেশ অগ্রগতি বা অধো-গতি কোন পথে যাচ্ছে—এর থেকেই সেটা বোঝা যায়। সরকারের নিজের স্বীকৃতিতেই দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় আয় কমে যাচ্ছে।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

যুক্তফ্রন্ট ও লোকসেবক সংঘ

বিভূতি দাসগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পঞ্চম কিস্তি)

(ইতিমধ্যে মুক্তির দুই সংখ্যায় ২৮ ও ২১; ১৩ই ও ২০শে জুলাই তারিখে এই বিষয়ে লেখা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।)

১৯৬৭ সনের ২রা ও ৩রা মার্চ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ও অজয় ১৬ জন বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে রাজ্যপালের কাছে শপথ নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

আর সেবক সঙ্ঘ কর্ম্মী বৈঠকের মাধ্যমে জনমত উপলব্ধি করে মন্ত্রীত্বে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল।

মুখ্যমন্ত্রী অজয় বাবুর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা উৎসাহের সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করে চলল। অনেকের গবর্ণেন্ট চালাবার অভিজ্ঞতা না থাকলেও কর্ম্মক্ষমতা যে ছিল না তা নয়। আদর্শের দিক হতে মতের ব্যবধান থাকলেও কাজের দিক দিয়ে সকলেই একমত হয়েই কাজ করত। মন্ত্রীমণ্ডলীকে পরিচালনার জন্য শরিকী দলগুলির প্রতিনিধি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ছিল। একে স্থপার ক্যাবিনেট বলে লোকে জানত। ক্রমে ক্রমে একটা ধারা, যাকে কনভেনশন বলা যেতে পারে সেটা তৈরী হচ্ছিল ক্যাবিনেট অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে এবং ক্যাবিনেট ও স্থপার ক্যাবিনেটের মধ্যেও।

পশ্চিম বাংলার শাসন যন্ত্রটা কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস অর্থাৎ বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় মহাকরণ থেকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রীরা যে নীতি নির্ধারণ করবেন বা যে আদেশ ও নির্দ্দেশ দেবেন তা বিভাগীয় সেক্রেটারী ও ডিরেক্টর মারফত কার্য্যকরী করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাঠামোটার সম্বন্ধে একটু বলার প্রয়োজন আছে না হলে পরবর্ত্তী বক্তব্য-গুলি বুঝবার সুবিধা হবে না। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলেও সেটা খুব সংক্ষেপ হবে না।

প্রায় বেশীর ভাগ দপ্তরেই দুটো ভাগ থাকে একটা থাকে সেক্রেটারীর বিভাগ আর একটা হচ্ছে ডিরেক্টরের বিভাগ। এক একটা মন্ত্রীর দপ্তরে মন্ত্রীর পরেই দপ্তরের সর্ব্বোচ্চ পদ হচ্ছে সেক্রেটারীর পদ। ডিরেক্টর এবং বিভাগের অন্য সমস্ত কর্ম্মচারীরা সেক্রেটারীর নিয়ন্ত্রণাধীন। একজন সেক্রেটারী দুই, তিন বা চারটি দপ্তরের সেক্রেটারীও এক সঙ্গে হতে পারেন এবং কাজ চালাতে পারেন। সাধারণতঃ আই, এ, এস, আই. সি. এস ছাড়া বিভাগীয় সেক্রেটারীর পদে কেউ থাকতে পারে না। দপ্তর যদি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ প্রভৃতি তবে জয়েন্ট সেক্রেটারীও বিভাগের ভার নিতে পারেন—তবে তাকেও আই, এ, এস হতে হবে। ডেপুটি সেক্রেটারীদের পদমর্য্যাদা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের সমান বা উপরে হলেও তারা কোন একটা দপ্তরের ভার প্রায় হতে পারেন না। ডিরেক্টরদের আই, এ, এস হতে হয় তবে অনেক দপ্তর আছে যেখানে আই, এ এস না হলেও ডিরেক্টর হয়। ডিরেক্টরদের কাজ কাজ হচ্ছে বাইরে যে প্রশাসনিক কাঠামো আছে সেগুলি নিজে কাজ করা, যেগুলির সম্বন্ধে ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে নীতি ও নির্দ্দেশ দেওয়া হবে—সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত ও ব্যবস্থিত করা।

(শেষাংশ অন্তম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

সমাধান কোথায় ?

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই ত্রিবিধ সমস্যাই জাতির সমস্যা। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মানুষ বিভিন্ন দেশে—অল্পস্বল্পই হোক আর উন্নতই হোক—এই তিনটি সমস্যার মুখোমুখি বিভিন্ন ভাবে হয়েছে এবং হচ্ছে। বর্তমান যে কোন জাতির ক্ষেত্রেই এই তিনটি সমস্যা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এই তিনটির কোন একটি সমস্যার পৃথকভাবে—কোন জাতির ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা যায় না।

ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি পেলেও—জনগণ সংগ্রামের দ্বারা প্রকৃতভাবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করতে পারেনি। বিদেশীর অধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রাম অপেক্ষা এই সংগ্রাম আরও কঠিন। প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে অফুরন্ত শক্তি মুক্তি পেয়েছিল—স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেস নেতৃত্ব তার দীর্ঘ একুশ বৎসর ব্যাপী সুযোগের মধ্যেও জনগণের সেই শক্তিকে এই ত্রিবিধ মুক্তির জন্য সংগ্রামের পথে যোগ্য পরিচালনা করাতো দূরের কথা—জাতির জীবনে এই সমস্যাগুলিকে ক্রমবর্ধমানরূপে জটিল দুরূহ ও দুর্বিসহ করে তুলেছে। তারই প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ আজ ভারতের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম দেখা দিয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এই সংঘর্ষের রূপ আত্মবিনাশকারী হতে পারে, এই সংগ্রাম সিদ্ধিসী হতে পারে, অসংগতিত নির্মম হতে পারে,—যে রূপই এর হোক না কেন—একে এখন প্রতিহত করা যাবে না।

দেশবাসীকে এই কথাটা, এই বিষয়টা আজ দ্বিধাহীনভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে মূল সমস্যাগুলির সমাধানের পথ সৃষ্টির পূর্বে যে সংঘাত দেশে আরম্ভ হয়েছে তা বন্ধ হবেনা হতে পারে না। গান্ধীজীর দূরদৃষ্টি স্বাধীন ভারতে এই সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছিল এবং এ সম্বন্ধে তিনি দিনের পর দিন জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বিভিন্ন লেখায় বক্তৃতায় সাবধান বাণী ঘোষণা করেছিলেন। জাতিকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু কি দেশবাসী কি দেশের নেতৃত্ব তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নাই তাঁর প্রদর্শিত পথ শুধু অযোগ্যই মনে করে নাই—তা পরিহার করেছে বর্জন করেছে। আজ জাতির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সংগ্রাম, সংঘর্ষ, সংঘাত, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, আলোড়ন যে রূপে দেখা দিচ্ছে তা হচ্ছে জাতির সামগ্রিক অভ্যুত্থানের সজ্ঞ আগ্রত রূপ; এ আসতেই কিন্তু এ যদি সর্বতোমুখী গঠন কর্মের মধ্য দিয়ে আসতো—এবং এখনও যদি একে সেই দিক দিয়ে সেই খাতে প্রবাহিত করা যায় তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষের গতির পথে এর প্রেরণা ও অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সর্বতোমুখী গঠন কর্মের দ্বারাই অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে শক্তির সঞ্চার উদ্দীপন ও বিকাশ সম্ভব হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই রকম শক্তির উদ্দীপনই তাদের সামগ্রিক মুক্তির পথে—রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক মুক্তি লাভের পথে—সমস্ত বাধা স্বতঃই অপসারিত করে। এ অভ্যুত্থান আসবেই এভাবে যদি এর গতি পরিচালিত না হয় তবে—এ তার অন্ধ বিধ্বংসী রূপ নিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করবেই।

ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে বর্তমান যে সাংঘাত সংঘর্ষ ও সংগ্রামের রূপ আমরা দেখছি—তা স্বতঃই শান্তিকামী দেশবাসীকে আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত ও ত্রাস্ত করে তুলেছে। একে একে সমস্তই সর্বপ্রকার শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার বাইরে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কেবলমাত্র বেসামরিক শাসন শক্তির দমন নীতি—তা যতই কঠোর ও কঠিনই হোক না কেন—তার দ্বারা কি এই অশান্ত প্রকৃতিকে রোধ করা যেতে পারে? সেটা একেবারেই সম্ভবনয় নয়। এমনও হতে পারে যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সামরিক শক্তিকে অশান্তি নিবারণে প্রয়োগ করা যেতে পারে—কিন্তু তার দ্বারা এর কোন সমাধানের পথ তৈরী হবে না।

রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে দুর্ভাই বৈষম্য বর্তমান, সেই বৈষম্য থেকে মুক্ত হয়ে সাম্যের অবস্থা প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এই ত্রিবিধ বন্ধন থেকে মুক্তি। বর্তমান যুগে অর্থ-নৈতিক বৈষম্যই হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের জনক। দেশে সংবিধানে ও আইনে যতই সাম্যের কথা ঘোষণা করা হোক না কেন—যারা অর্থবলে বলীয়ান হয়—এবং গণতন্ত্রই হোক আর—ব্যক্তি স্বাধীনতার নামেই হোক—যদি এই শক্তি লাভের পথ সুগম থাকে—তবে সেখানে সমস্ত ব্যাপারই বাস্তবে অর্থবান-দের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবস্থিত হয়। আমাদের দেশে আমাদের জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই এটা উপলব্ধি করছি। এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এই নিষ্পেষণ যদি চলতে থাকে তবে তা জন-জীবনে দুর্বার বিপর্যয় সৃষ্টি করে—যা আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রে হয়েছে। এর ফলে শোষিত নিষ্পেষিত জনসাধারণের মধ্যে দুই রকম অবস্থা হয়—এক হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক নতুবা হিংস্র পশুবৎ মুনষে।

আমাদের যাদের আছে তারা আজ ত্রাস্ত হয়ে চীৎকার করছি—গেল গেল সব গেল! শ্রমিকরা কথায় কথায় ধর্মঘট করছে—ঘেরাও করছে, কৃষকরা জমি দখল করছে—ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচার করে চলেছে। শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, শিক্ষা গেল সব গেল! কথায় কথায় ছোতা, কোমা, টাক্সি, বর্গা নিয়ে মৃত্যুংসব—মানুষের স্বস্তি নিরাপত্তা কিছু আর রইলো না গেল, গেল সব গেল!

ঠিক কথা! ঠিক কথা!! কিন্তু সত্যি সত্যি যাদের গেছে যাচ্ছে তারা কি করবে? সরকারী গুদামে, বনিকের ভাণ্ডারে হাজার হাজার মণ গম মজুত থাকতে গ্রামের লোককে দেখেছি এক মুঠো গমের অভাবে উপোষ করে কুঁকড়ে মরতে; শক্ত সমর্থ পেশীবহুল অজাবীর দল ঘিরে ধরে বলেছে—জি আর চাই না, কাজ দাও, দুদিন খাই নি, রাজদ্বারে আবেদন করেও কিছু হয় নি। যারা বরাদ্দ করে ব্যবস্থা করে তারা এদের প্রাপ্য হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে হয় দালান তুলছে নয় ব্যাঙ্কের আমানত বাড়াচ্ছে। এই সব মুমূর্ষু, বুভুক্ষু পশুপ্রায় জীবন যদি শুধু পশুর মতো বাঁচার জন্যই এক মুঠো খাবারের জন্য হিংস্র পশুবৎ নৃশংস হয়—তাহলে কি বলতে হবে—গেল গেল সব গেল?

শ্রমিকের ক্ষেত্রে, কৃষকের ক্ষেত্রে, ঐ একই অবস্থা চলেছে। দৈনন্দিন জীবনটা যাদের কাছে দুর্বহ ভার হয়ে আছে তারা যদি বলে আর বইতে পারছি না—তখনই চীৎকার ক'রে সব গেল সব গেল; আর যাদের জন্য এই ভার দুর্বহ হয়ে পড়েছে তাদের তো কেউ কিছু বলছে না?

শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ত্রিলিয়াড কোর্স করে পাশ করে কর্মজীবন বেকার হয়ে বসে আছে কয়েক বছর। আমাকে বলল সে অনেকগুলি ইন্টারভিউ দিয়েছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশ্ন ও লোকসেবক সংঘের সিদ্ধান্ত ও প্রচেষ্টা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বিগত মে মাসে আমরা যখন জেলার খাদ্য সংকট বিষয়ে কথাবার্তা বলতে দিল্লী যাই—তখন পশ্চিম বাংলায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্রোতের মত উদ্বাস্তু আসতে সুরু করেছে—কলকাতার সব সময় আমরা উদ্বাস্তুদের দেখেও এসেছিলাম। তখন পশ্চিম বাংলার দু' একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের বলেন যে, পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা নিজেদের দৈনন্দিন ভিটি ও সমাজ-জীবন থেকে বিতাড়িত হয়ে,—ছিন্নমূল হ'য়ে পশ্চিম বাংলায় এসেছেন—বহু আগা নিয়ে যে, বাংলার তাঁরা নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির পরিবেশে আশ্রয় পাবেন।—বাংলার বাইরে ভিন্ন জীবন-পরিবেশে বাধ্য হয়ে তাঁরা থাকতে অনিচ্ছুক। এই অবস্থায় তাঁদের বক্তব্য ছিল যে লোকসেবক সংঘ যদি তাঁদের বাংলার মাথায় তুলে নিজীতে প্রস্তাব দিয়ে চেষ্টা করেন তবে ভাল হয়। এই অনুরোধের উত্তরে আমরা বলি যে, উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাংলাতেই রাখা উচিত। এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও দৃষ্টি গ্রহণ করা উচিত। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে কয়েক লক্ষ একর পতিত জমি রয়েছে। এই সব অমিত তাদের বসানো চলতে পারে। তবে এর অবশ্য কতকগুলি বিশেষ অসুবিধের দিক আছে—তা হলেও, মানবতার দিক দিয়ে ঐ সব জেলায় উদ্বাস্তুদের বসানো উচিত।

অন্যান্য অসুবিধের কথা যাই থেকে থাক—এদের পুনর্বাসনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করতে হবে। তা না ক'রে কয়েকটা জেলায় কয়েকটা ক্যাম্প ক'রে বসিয়ে দিলে চলবে না—তাতে তাদেরও দুর্গতি হবে—এবং সৃষ্ট জেলার মানুষের ওপরও নানাভাবে চাপ ও বিষ সৃষ্টি হবে। আমরা আমাদের জেলার উদ্বাস্তু ভাইদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে পারি এই সর্তে যে, তাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের—অর্থাৎ তাদের বসতির ও জীবিকার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তা এমন ভাবে করতে হবে—যাতে তার দ্বারা জেলার অস্তি তো হবেই না বরং উদ্বাস্তু ও জেলাবাসী—উভয়েই আর্থিক তথা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুবিধে হবে। এবং আমরা মনে করি—এই ভাবে ব্যবস্থা হ'লে—একটা জেলার বাইরের লোক আনার বিভিন্ন অসুবিধের প্রশ্ন থাকলেও—মানবতার দৃষ্টিতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরের জনসাধারণ আপত্তি করবেন না। এই ছিল আমাদের বক্তব্য।

আমরা দিল্লীতে গিয়ে অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার অবকাশে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ শজীবায়ের সঙ্গে গত ১১ই মে সাক্ষাৎ করি এবং উপরোক্ত চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার আলোকে একটি স্মারকলিপি দিই এবং আলোচনা করি। এই সাক্ষাৎকারে লোকসভা সদস্য শ্রীঅন্নদাহরি মাহাতো, রাজ্যসভা সদস্য শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এবং আমি ছিলাম।

মানবতার আহ্বানে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর কাছে আমরা আমাদের জেলা প্রভৃতিতে উদ্বাস্তু রাখার প্রস্তাব দিলেও, এর বৈষয়িক তথা ব্যবহারিক দিকটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে, আমাদের স্মারকলিপিকে ও বক্তব্যে এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব রাখি তা এই।

ঐ সব জেলায় এক এক জায়গায় যেখানে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আছে—সেগুলিতে ছোট ছোট শিল্প নগরী সত্তর ক'রে—তার প্রত্যেকটিতে উপযুক্ত ভাবে কাজ পেতে পারে এমন সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারকে তার পাশে বসানো। এই শিল্প নগরীগুলির চারপাশে জেলার বাসিন্দা লোকেরা কৃষি ব্যবস্থাকে বিশেষ মহারতা দিয়ে গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে—যাতে ঐ শিল্প নগরীগুলির খাদ্য সরবরাহ ঠিকমতো হ'তে পারে;—তাহলে যেন জেলার ওপর চাপ না পড়ে এবং এর দ্বারা জেলার লোকের আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থাও যাতে অগ্রসর হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ঐ সব শিল্প নগরীকে জেলার লোকও কিছু কিছু কাজ পেতে পারবে। এই সব শিল্প-নগরীর লোকজনের বিবিধ চাহিদা মেটাবার জন্য জেলার লোকেরাও মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর শিল্প ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। এবং তা করতে হবে। এই ছিল আমাদের প্রস্তাব। এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করার আগে জেলার ব্যাপক অনমত উদ্বুদ্ধ করে,—তা' অনুসৃত করেই ঐ ব্যবস্থা করা উচিত হবে—আমাদের এই অভিমত ছিল।

সম্প্রতি বেতারে এবং সংবাদ পত্রে সংঘের প্রচারিত ও প্রকাশিত হচ্ছিল যে, পুরুলিয়া জেলায় নবাগত উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প ক'রে রাখা হবে। তাদের দেখলাম—জেলার চারিদিকেই একটা ব্যাপক আশঙ্কার এবং এ সম্পর্কে অনিচ্ছার ভাব প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারী ব্যবস্থায় যে ভাবে যে বর্তমান ধরণ, তা লোকের জানা আছে। তা ছাড়া, উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা-বিহীন একটা ক্যাম্পে বিপন্ন উদ্বাস্তুদের ফেলে রাখলে—তারা জীবন যাবনের জন্য যারা হয়ে পারিপার্শ্বিক সমাজে যে ভাবে চড়াও হয়ে পড়বে—তাও লোকের জানা আছে। অধিকন্তু, নতুন নতুন অন-গ্রাজী কোনো এক জায়গায় এলে, তাদের ভেতর দিয়ে নতুন নতুন কিছু ভাল আচার ব্যবহারের সঙ্গে কিছু কিছু নতুন নতুন অবাঞ্ছিত ব্যবহারও এ আমদানী হয়—তাও লোকের জানা আছে। এই সব কারণে জেলার লোকের আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিবিধ কারণে লোকের মনে আশঙ্কা আসা সত্ত্বেও, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকার নিলে লোকে আপত্তি করবে না ব'লেই মনে করি। কিন্তু উদ্বাস্তু ব্যবস্থা না ক'রেই কতকগুলি উদ্বাস্তু এনে জেলার ঘেড়ে দিয়ে মানবতার দায় খালাস করলে, জেলার লোকের আপত্তি করবার সঙ্গত কারণ আছে বা থাকবে। জেলার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকলেও না হয় এই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া জেলার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু এই জেলা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র, উপেক্ষিত বঞ্চিত জেলা। এরই অর্থনৈতিক পুনর্বাসন আজ সবচেয়ে প্রয়োজন; অন্য লোকের পুনর্বাসনের নামে এর বিপদ বাড়ানো বিলক্ষণক ঝুঁকি নেওয়া হবে। সেটাতে জেলার লোকের সম্মতি বা খুঁজা তার সঙ্গত করা। ছিন্নমূল গৃহহারা জীবিকা হারা উদ্বাস্তুদের সংকট ও দুঃখের প্রতি সমবেদনা আমাদের জেলার সকল মানুষেরই নিশ্চয় আছে। তাদের মুষ্ঠি পুনর্বাসনের নিশ্চয়ই আমাদের জেলার সকলেরই কাম্য। এবং আমাদের জেলার তাদের পুনর্বাসন হোক—তাতেও কারো আপত্তি হবে না বিশ্বাস করি। তবে এখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন না যে ভিন্নদের পুনর্বাসন করা হোক—তা করা উচিত হবে—আমাদের জেলার অর্থনৈতিক পুনর্জীবন সম্ভব অগ্রগতির পরিকল্পনার কার্যকরী ভিত্তির ওপরই। তা' না করা হ'লে—আগত উদ্বাস্তু মানবতাকে যেমন বিপন্ন করা হবে—তেমনি আমাদের জেলার বিপন্ন আর্ত মানবতাকেও আরো বিপন্ন করা হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধানের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আর্ত মানবতার প্রতি হার্দিক বরণের আহ্বান এলে, জেলার সমস্ত মানুষ সাড়া দেবেন—একথা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি।

—:—

গান্ধী রচনা সম্ভার
কিস্তীর টাকা অবিলম্বে জমা দিন

গান্ধী রচনা সম্ভারের পূর্ব টাকা যাঁরা জমা দিয়েছেন তাঁদের বাকী ৫টি খণ্ড রসীদ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যাঁদের প্রথম কিস্তী বাবদ মাত্র ১০৲ টাকা জমা দেওয়া আছে—তাঁদের বাকী ১৪৲ টাকা অবিলম্বে জমা দেবার অনুরোধ করা হচ্ছে—অবশ্য তাঁরা পুরাতন রসিদের বদলে রচনা সম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে যেতে পারেন।

যেহেতু গান্ধী রচনা সম্ভার গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত রেজিষ্টার্ড গ্রাহকদের জন্য সংরক্ষিত থাকার সংবাদ পূর্বেই বিজ্ঞাপিত হয়েছে—সুতরাং বকেয়া কিস্তীর টাকা অবিলম্বে পরিশোধ না করলে—সুলভ মূল্যে গান্ধী রচনা সম্ভার ক্রয়ের সুযোগ হাত ফসকে যেতে পারে।

গান্ধী রচনা সম্ভার টাঙ্গী ষ্টাকের নিকট জীবনবীমা অফিসের পার্শ্বে লোক সেবক সংঘের সহর অফিস থেকে সরবরাহ করা হবে।

পুরুলিয়া
১৮-৮-৫০

সাধারণ সম্পাদক
জেলা গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি
পুরুলিয়া।

রাজ্য সভায় পুরুলিয়া প্রসঙ্গ

(শেষাংশ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগের কথা স্মরণীয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যেখানে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মাত্র ১৪০ কোটি টাকা। মহারাষ্ট্রের প্রতি এরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের কোনও যুক্তি আছে? পশ্চিমবঙ্গের শুল্ক মহারাষ্ট্র অপেক্ষাও অধিকতর অর্থ দাতায় বরাদ্দ কি উচিৎ নয়? উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে ব্যতিব্যস্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীশ্রীবাবুরাও নিকট আসরা করেছিলাম। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সুদূর অঞ্চলে পাঠানো হচ্ছে আর তারা সেখান থেকে ফিরে এসে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভীড় করছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে উন্নত রাজ্য বলেও এই পশ্চিমবঙ্গে একান্তই অবহেলিত ও অনুন্নত অঞ্চল আছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক "অনুন্নত অঞ্চলের পরিচয়" নীর্ষক পুস্তিকার ৫ম পৃষ্ঠায় বলা আছে :

"(ক) অপেক্ষা নিম্নস্তরের নিউযোগ্য তথ্যাদি না পাওয়ায় জেলাকেই সর্বনিম্ন ইউনিটরূপে গণ্য করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোনও জেলা অনুন্নত কিনা—তা নির্দ্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত মাপকাটি স্থির করা হয়েছে।

ক) জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা সূচনা করবে—

১) জাতের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ, এবং

২) মাথাপিছু ভোগ্য দ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ।

খ) উৎপাদনমূলক সম্পদ সমাবেশের দৃষ্টিতে উচ্চ হারের জনসংখ্যা এবং কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা—

১) কৃষি-যোগ্য জমির তুলনায় উচ্চ হারের জনসংখ্যা (অর্থাৎ মাথাপিছু জমির পরিমাণের সর্বজাতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম হলেই সেই অঞ্চলকে অনুন্নত গণ্য করা হবে)।

২) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার নিম্ন-হার (অর্থাৎ সর্বজাতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম হলেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অনুন্নত গণ্য করা হবে)।

৩) খনিজ সম্পদ, পশুপক্ষী, বন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থার অভাব।

৪) অজাত বিকল্প কার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার নিম্ন হার (অর্থাৎ সর্বজাতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা ২৫ বা ততোধিক কম হলেই সেই অঞ্চল অনুন্নত বলে গণ্য হবে)।

৫) গ্রামাঞ্চলের তুলনায় সহরাঞ্চলের অধিবাসীদের আনুপাতিক নিম্ন হার (অর্থাৎ সর্বজাতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম হলেই সেই জেলা অনুন্নত বলে গণ্য হবে)।

৬) জনসংখ্যার অনুপাতে কলকারখানায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যার স্বল্পতা, (অর্থাৎ সর্বজাতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা ৫০ বা ততোধিক কম হলেই অনুন্নত জেলা বলে সূচিত হবে।)

গ) প্রতি বর্গমাইলে রেলপথ ও পাকা রাস্তার বৈর্ঘ্যের স্বল্পতার ফলে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের ব্যবস্থার বৈষ (অর্থাৎ যে জেলার রেলপথ ও সড়কের বৈর্ঘ্য সর্বজাতীয় গড় অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক কম সেই অঞ্চল অনুন্নত বলে গণ্য হবে)।

ঘ) বেকারীর অত্যধিক হার এবং আধা বেকারের সংখ্যাধিক্য।

ঙ) বৈদ্যুতিক শক্তি সংগঠনের পরিমাণ।

চরম দারিদ্র্যসূচক এই সমস্ত বিষয়ই পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমগ্র আরতনে পুরুলিয়াই ভোল ত্রিতীয়তম জেলা। আজ পর্যন্ত এই জেলার উন্নয়নে কোনও ব্যাপী গৃহীত হয়নি। সুতরাং আমি সভকারের নিকট আবেদন করছি যে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমগ্রাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অর্থবিল সৃষ্টি এবং পুরুলিয়া জেলার জন্য এক বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হোক।

—·—

৩১/৩১.

৩·৮·৭০.

১৯ আগষ্টের আয়োজন বিষয়ে বিবৃতি

গত বছর ছই তিন ধ'রে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি দল সম্মিলিত ভাবে ঐ আগষ্টের মহান দিবস পালিত করছেন। গান্ধীজী পরিচালিত আগষ্ট বিপ্লবের 'ভারত ছাড়' অভিযানের মহান সংগ্রাম-যোধাদের ঐতিহাসিক দিবস ছিল—১৯৪২ এর ১৯ আগষ্ট। তাঁরই স্মরণে এই দিবস উদ্যাপন।

এবারে এই দিবস পালনের জন্য সমবেতভাবে এক কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন—ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস, এস, ইউ, সি, সি, এস, সি, এস, এস, সি (খোকা) লীগ, আর, সি, সি, আই (অরোরা সমিতি)। এঁদের কমিটির সম্পাদক—অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বিগত ১২।৭।৭০ তারিখে লোকসেবক সংঘের কাছে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে সংঘের পক্ষ থেকে যে চিঠি দেওয়া হয় —তা এই :—

শ্রী ভট্টাচার্য্যজী

দিল্লী নগর।

আপনার ১৬।৭।৭০ এর চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল কিছু জরুরী কাজের জন্য। ইতালীর আসার কয়েকদিন ধ'রে ফ্লু ও ডায়রিয়ায় ভুগছেন বলে। সেজন্যও আমরা কিছুটা দেরী হল। আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আপনারা ঐ পত্রে আপনাদের আগামিক ১৯ আগষ্টের উৎসব অনুষ্ঠানে যুক্ত হ'তে অনুরোধ করেছেন। যে সব দল এই শুভানুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন—তাঁদের এই জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে, এই জেলাতে ঐ দিবস পালনের জন্য এবং কলকাতার সমাবেশে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

১৯ আগষ্ট আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহান দিবস। ইতিপূর্বে গত ৩' এর বৎসর আমরাদের ডাকে শক্তিশালীভাবে আমরা এই দিবস পালন করেছি। এক মর্মে টাটিয়ে এই সঙ্গে ঐ মহান দিবসের প্রতি ও আগষ্ট বিপ্লবের বীরদের প্রতি আমরা সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

এবারেও সেই মহান দিবসের প্রতি ও অবিস্মরণীয় বীর শহীদদের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য আপনাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত করে। তবে এক বক্তৃতা মঞ্চে বা এক আড়ম্বরিক আয়োজনে এবারে আর মিলিত হ'তে পারছি না—বাধ্য অনুভব করছি। তার জন্য কিছু মনে করবেন না।

এই বাধ্য আমাদের মনের এক আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মুক্তফ্রন্ট জোড় ভাঙার পর সেই দলগুলির অনেকেই কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দলগত বিরোধের সঙ্কীর্ণতা এমন ভীরভাবে তাঁদের মধ্যে কাজ করছে যে, তাঁরা তাঁদের কোনো কর্মতালিকাকেই এই বিরোধ-চিন্তার ব্যাপার থেকে বাইরে রাখতে পারছেন না। ফলে এই বিরোধ-চিন্তা ও তার প্রকারের অধিকাংশই এমন অনাবশ্যকভাবে, এমন কি, এমন অসংগতভাবে এসে পড়ছে—যার দ্বারা মূল আয়োজন বা কর্মতালিকাটি দৌর্বল হয়ে পড়ছে। এই কারণ একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা এমন কাজের সঙ্গে এক বক্তৃতা মঞ্চে সম্বন্ধের হতে চাই না—যাদের বলার বিষয় বস্তুর সীমা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হয়নি বা তার সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং এই অবস্থায়, আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার জন্য দুঃখিত। এবং তার জন্য মার্জ্জনা করবেন। নমস্কার। ইতি

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোকসেবক সংঘ

—·—

পুনশ্চ:

সংবাদ পত্রে এবং রেডিওতে সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে যে, আমরা আপনাদের আহ্বানের ঐ আগষ্টের কর্ম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এ বিষয় আমাদের অজ্ঞিমক না জেনেই ঐ সংবাদ কে বা কারা দিলেন বা কেন দিলেন জানি না। যিনিই দিয়ে থাকুন এভাবে তথ্য দেওয়াটা ঠিক হয় নি—এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি এবং আশা করি আপনি ও আপনাদের সকলে এবথা সমর্থন করবেন।

—·—

সানুনয়ে বললে যা কাজ দেবেন করব একটা কিছু কাজ দিন—অন্ততঃ একটা পিয়নের চাকরীও যদি দিতে পারেন।

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম একে উপদেশ তো দিতে পারি—যাও ফাঁকা নিয়ে মুটেগিরি কর, রিক্সা টানো, ষ্টেশনে কুলিগিরি কর, কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ কথা বললে একে পরিহাস করা হবে মাত্র। কী মূল্য আছে এর কাছে ঐ বি, ই, কলেজের শিক্ষার, আর কি মূল্য আছে সমাজের কাছে এর প্রতিভার, এর শিক্ষার?

এই এরা যখন গতানুগতিক ধারা ছেড়ে বে-ত্রিসরী পথে নামতে বাধ্য হয়, তখন আমরা এদের অশান্তরূপটাই দেখে অভিযোগ করি। যে বৃশ্চিক দংশনে এরা অশান্ত সে বৃশ্চিককে রাজশাসন, সমাজব্যবস্থা, আইন, শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সযত্নে পরিপুষ্ট করে যাই। এই বৃশ্চিক হচ্ছে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ, কায়েমী স্বার্থবাদ—যা সমাজে শোষণ দ্বারা অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশঃ তীব্রতর করে তুলেছে এবং যার প্রত্যক্ষ পরিণতি হচ্ছে বর্তমান অবস্থা!

স্বামী বিবেকানন্দ আজ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে এই সত্যকে অপূর্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন তিনি বলছেন—

"শূদ্রেরা বলিতেছেন, 'উদ্যম'! 'অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্যাপ্ত যেন চরাচরং তোমরা যাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান আত্মার হস্তে। দেখ ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য্য—ইহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুকর। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকাকারী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পঙ্গপালের ন্যায় সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"

সমাজের সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করে বৈশ্য সঞ্চিত ধনে নিজেদের বলবৃদ্ধি করে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—"বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই। এই ভয়। আত্মরক্ষার্থে সে জন্ম শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ কৃষিকর্ম বণিক —সকলের হৃদকম্প-উৎপাদক, অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে সে জন্ম বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তি সঞ্চার হয়—বণিকের এ ইচ্ছা আসে নাই।"

শূদ্র বলিতে স্বামীজী এখানে ব্রাহ্মণেতর শূদ্র জাতির কথা বলেন নাই—সমাজে পরার্থপ্রাণজীবীদের কথাই বলেছেন যারা বৈশ্যাধিকারে সমাজে বৈশ্যদের জন্য মধু সঞ্চয় করে। সে তারা ব্রাহ্মণ ইঞ্জিনীয়ারই হোন আর ডোম খালাসীই হোন।

স্বামীজী এই বৈশ্যদের, কর্মান্তর বণিকদের, সমাজে শোষক বণিক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সতর্ক করে দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—

"তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্র ধর্ম্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপতি লাভ করিবে।"

আমাদের দেশে, সমাজে আজ এই সত্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতার প্রকাশই বর্তমান অরাজকতা। আমরা যে অবস্থাকে বলছি তাই। এ কথা সত্যই যে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধী ও সুবিধাবাদীরা কিছু সঞ্চিত মধু সুটবার এবং বিশৃঙ্খলাকে ভয়াভয়ার পরিণত করবার চেষ্টা করবে। তা হলেও এ অবস্থা কখনই চলতে পারে না যে সমাজে একজন ৫০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে মধু নিষ্পীড়ন করে যাবে আর একজন তারই পাশে একমুঠো গমের অভাবে অনাহারে মরবে। ঐ বণিক ও তাদের সমধর্মীকে সাধারণ পর্যায়ে নেমে এসে সকলের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে খেতে হবে চলতে হবে।

গান্ধীজী এই কথাই তাদের বলে গেছেন। আজ যারা অশান্ত, কর্মঘট করে চলেছে বোমা মেরে বেড়াচ্ছে সমস্ত রোষটা তাদের উপর না চালিয়ে ঐ যারা সমাজে মধু নিষ্পীড়ন করছে তাদের বল—তোমারের কাছে যা সঞ্চিত আছে তাতে তোমারের অধিকার নেই কারণ তা তোমারের কাছে গচ্ছিত আছে—সমাজে সঞ্চারের জন্য। ঐ পঞ্জিত মনে আত্মবুদ্ধি হলে সর্বনাশ হবে।

গান্ধীজীর অভিযান হচ্ছে এই। কেন্দ্রীয় গবর্মেন্ট থেকে রাজ্য সরকার পর্যন্ত যেই হোক না কেন—যে গবর্মেন্টই হোক না কেন—ইন্দিরা গবর্মেন্ট, ধাওয়ানের গবর্মেন্ট, যুক্তফ্রন্ট গবর্মেন্ট, মিনিফ্রন্ট গবর্মেন্ট—ভিত্তিতে যে গবর্মেন্ট যে ভাবেই আসুক না কেন কর্তারনে দেখে যা চলেছে তার সমাধানের পথ কোন বৈঠক, কনফারেন্স, সি, আর, পি, সশস্ত্র পুলিশ বা সৈন্যবাহিনী দিয়েও হবে না—হতে পারে না। যারা আজ দেশের অশান্তি চান না—দেশে চিন্তাশীল, স্থিরবুদ্ধি যারা আছেন যেখানে যে গবর্মেন্ট যে ভাবে আছেন তারা ডাকুন এ সমাজের মধু নিষ্পীড়নকারী বৈশ্যদের—এ সমস্যার মূল স্রষ্টা তারাই—আজ দেশে অর্থনৈতিক সামাজিক বৈষম্যের জন্য এই বৈশ্যরাই দায়ী—এ সমস্যার সমাধানের পথ বের করার দায়িত্ব তাদের—তাদেরই এটা করতে হবে। এটা তাদেরই অপরিহার্য্য কর্তব্য—তাদের এই কর্তব্যে অবহিত হতে বিবেকানন্দ বলেছেন—গান্ধীজী বলেছেন। তা করতে যদি তারা সম্মত না হয়, স্বীকৃত না হয়—তা হলে স্বামী বিবেকানন্দের মতে "হিংস্র শস্ত্রং নৃশংসতা"—গান্ধীজীর মতে "অহ্ন বিপ্লব"এবং মার্ক্স-লেনিনের মতে সাম্যবাদী বিপ্লব কেউ ঠেকাতে পারবে না। এরই পূর্বাভাসগুলি ভারতের পূর্ব-দিগন্তে উদিত হচ্ছে।

—·—

ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের তিরোধান দিবস উদযাপন

মহামানব ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের তিরোধান দিবস উপলক্ষে মাঝি ইড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে; বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কর্মী, ও ছাত্র ছাত্রীগণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার কর্ম সূচী উদযাপন করা হয়।

প্রাতে ৯॥ টায় প্রার্থনাসভা, ৬টায় মাল্যদান ও সমবেত প্রার্থনা হয়; ৭ টায় রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন স্থান বিশেষভাবে সাফাই করা হয়; ৮॥ টায় বাগানে ফুল গাছ রোপন, খনন, নিড়ান, পরিষ্কার ও জলসেচ করা হয়। ৯॥ টায়, আলোচনা সভার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, মহাপুরুষের জীবণের বাণী ও কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ কর্ম সূচী সকাল ৬ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বার ঘন্টা ব্যাপী সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় চারা গাছ রোপণ করা হয়।

—·—

মহান ৯ই আগষ্ট ও ১৫ই আগষ্ট দিবসের আহ্বান

৯ই আগষ্ট '৪২ বিপ্লবের সূচনা দিবস—১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ

জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি অগণিত যোদ্ধা ও শহীদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দিন

১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট ভারতের মহান 'ভারত ছাড়' অভিযানের প্রথম দিবস। ১৯ এর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে,—আগষ্ট বিপ্লবের বিশাল উত্থানের পরিণতিতে ১৫ই আগষ্ট ভারতের আকাশে সগৌরবে স্বাধীন ভারতের পতাকা দেখা দিল।

৯ই আগষ্ট আমরা জাতির সেই মহান সংগ্রামের প্রতি, সেই সংগ্রামের মহান ঐক্যানায়ক, পরিচালক বিপ্লবদ্ধা গান্ধীজীর প্রতি,—সংগ্রামকে নবভাবে উদ্দীপিত করার সেনানায়ক বিপ্লবী নেতাজীর প্রতি,—সেই সংগ্রামের জাতির অবিস্মরণীয় শহীদদের প্রতি ও অগণিত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতার ঘার উদ্ঘাটন করব—জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

১৫ই আগষ্ট আমরা লক্ষ স্বাধীনতাকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতায় রূপায়িত করার জন্য—স্বাধীন জীবনে তথা জনগণের আজ যে কর্তব্য বিস্মরণ, ঐক্যবদ্ধ, ত্যাগী, কিপ্তি পরিকর্মী হয়ে উঠবে—তার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক সংগ্রাম করার জন্য—স্বাধীন জীবনকে যোগ্যতায়, মানবতায়, আত্মমান, গৌরবময় করার জন্য—আমরা আমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করব।

সর্বজন আমাদের অন্তরীণ মহাযুক্তিশীল জনগণের সংযোগিতায়, বিভিন্ন গঠন কর্মের মাধ্যমে, ছোট ছোট বৈঠকে ও প্রচার অভিযানে এই মহান দিবসগুলিকে আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্যাপিত করবেন—এই কামনা।

১লা আগষ্ট, ১৯৭০

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

জেলার দুর্ভিক্ষঃ জেলার বর্ষাঃ জেলার কৃষির অবস্থা

এ বছরেও বৃষ্টি অভাবে দিকে দিকে হাহাকার

শ্রাবণ মাস অর্দ্ধেক পার হোল—কিন্তু এখনও কুয়ার জল তলার দিকে—'ডবে ওঠার লক্ষণ নেই। সারা জেলার চাষ বলতে এই সবেমাত্র শুরু।

বাঙ্গোরান, বরাবাজার প্রভৃতি থানায় চাষ বলতে গেলে এখনো শুরুই হয় নি। এই এখন ঘটি হচ্ছে। রঘুনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখলাম —যাইদের জমি সব চাটিদিকে বিল পড়ে আছে। সারা জেলার চাষ কবে উঠবে—কি ভাবে মনোহা হবে কে জানে।

গত বছরের দুর্ভিক্ষ এ বছরের কৃষি সংকট তবু শাসনযন্ত্র অন্ধ

মুক্তফ্রন্ট দিয়ে গংগোদের হাতে পশ্চিমবাংলার শাসন এসে—আবার সেই নয় কর্মী অনাহারের দিও পাকিয়ে তুলছে। আমাদের জেলার গত বছরের অভাবে পাওয়া দুর্ভিক্ষ এবং এ বছরের কৃষি সংকট—দিন রাত্রির মত পর পর চলছে—কিন্তু তবু আজও পর্যন্ত বিশ্বস্ত চাষীর জন্য কৃষি ঋণ বলতে কিছু নেই!—এমন দুরবস্থা, অযোগ্য, বুদ্ধিহীন প্রতিক্রিতে ভরকারী সরকার হলে যা হয়! আমাদের তুমুল আন্দোলনে পাওয়া বিলিফ বরাদ্দের টাকা—সে যতটুকুই হোক—তার বরাদ্দগুলি গেছে কতগুলি বিবেকহীন অফিসার ও কতগুলি ঘুষখোর-সন্তানীর পকেটে।

বিলিফে অনাচারের তদন্ত করার সাহস হোল না

অথচ সুই, পক্ষপাতিত্ব, অনাচার মৃত্যু চাপা দেওয়ার যড়যন্ত্র প্রভৃতি বিলিফের দুষ্কর্মের দৃষ্টান্তসমূহের জন্যেই জন্য যে দাবী আমরা তুলেছিলাম এবং রাজ্যপাল, কমিশনার প্রভৃতি যা জন্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিবেকহীনভাবে তাঁরা আজ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ চুপ করে আছেন। জন্য করবার সাহস তাঁদের নেই। কারণ এই সব দুষ্কৃতির দায়িত্ব ওপর নিচে অনেক দূর পর্যন্ত জড়িয়ে আছে।

অন্ধের রাজত্বে বন্ধ তো সবই বন্ধ

চাষের কাজ যখন হলে সামগ্রিকভাবে মাটি কাটার কাজ বন্ধ থাকবে —এই হচ্ছে নিয়ম। কাজ করা হয়েছে তো অন্ধের মত সব কিছুই বন্ধ করা হয়েছে। বর্ষাকালেও বৃষ্টি নেই, চাষ নেই—লোকে কাজের অভাবে অস্থির —টাকা আছে তবু কাজ দেবার ব্যবস্থা নেই মনোবৃত্তি নেই। এই অপদার্থতা, নির্দ্দয়তা, শাসন হাতে নিয়ে আত্মাশ্লাঘা স্পর্দ্ধা কটিন ধিক্কারের যোগ্য।

অপদার্থ আমলাতন্ত্র কেন জনসহযোগিতা ঠেকিয়ে রাখতে চায়?

অযোগ্য আমলাতন্ত্র কাজ চালাতে অসমর্থ। সেজন্য বিলিফ কাজে জনসংযোগিতা যুক্ত করলে ক্ষতিটা যুবারা হোক। কিন্তু না-যাতে দুর্নীতি প্রশ্রয়িত হয়ে, তাকে বানচাল করা হোল। খাজরান কমিটির ব্লকের বৈঠক ডাকা হচ্ছে না—ব্লক বা অঞ্চলগুলোকে কার্য্যকরী করার কোনো চেষ্টা হচ্ছে না—ইচ্ছাও নেই। এ বিষয়ে কিছু না করারই অপচেষ্টা কংগ্রেসী শাসনে কার্য্যকরী হয়েছে।

মহা মহা দায়িত্বের রথীরা এ সব বিষয়ে নীরব কেন?

জি, সি, এস, ডি ওদের—বি, জি, ওদের বহু বলেও কিছু হয় নি কারণ তাঁরাও একটা বৃহত্তর চক্রান্তের মধ্যে রয়েছেন। আমার এই কথার প্রতিবাদ করার তাঁদের সাহস নেই। বহু নগ্ন অপরীক্ষিসমূহ জমা করা আছে।

জি, আর বাড়ল না—লঙ্গরখানাও বাতিল হল

জি, আর বাড়ল না; লঙ্গরখানার অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনীয়তে এড়িয়ে যাওয়া হল। অথচ জেলার মানুষের চীৎকে অত্যন্ত সংকটকাল চলেছে। অন্ধ শাসনযন্ত্রের চোখে তা পড়ছে না।

সামনে আরো সংকটের সময় আসছে—সরকার কি প্রস্তুত?

তার ওপর কৃষিকার্য্য শেষের ভাদ্রের দিনগুলি এগিয়ে আসছে ভাদ্র আশ্বিন প্রভৃতি অত্যন্ত সংকটের সময়। কিন্তু এই শাসনযন্ত্র তার মোকাবিলা করবার মত আয়োজন করে রাখছেন ব'লে কোন লক্ষণ নেই!

ওরাই ৭২ সালে নিজেদের শেষ অবলম্বি ডেকে আনছে

অথচ ওরাই আগামী ৭২ সাল পর্য্যন্ত এই শাসন যন্ত্রের ওপর মূলবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছে। এই শাসন চলতে থাকলে, কংগ্রেসী শাসনের যেটুকু শেষ চিহ্ন এখনও আছে—১৯৭২ এ তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে—সন্দেহ নেই।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

ভ্রম সংশোধন

'মুক্তি'র বিগত সংখ্যায় 'যুগের ডাকের' বিরুদ্ধে মামলার বিবরণ দান প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—শ্রীঅরুণ কুমার মাহাত কলকাতায় সাক্ষ্য দেন। তাঁর বাড়ী আড়ষা থানায় হুইনা গ্রাম লেখা হয়েছিল। গ্রাম হুইনা নয়—হেঁসলা।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বিধানসভা বাতিল

৩০শে জুলাই রাজ্যপালের নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী বিধানসভায় নূতন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবিজয় ব্যানার্জীই অধ্যক্ষের পদে আসীন থাকবেন।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

(রায়তদের উদ্দেশ্যে)

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার সমস্ত রায়তকে জানান যাইতেছে যে, ১৬।৫।৭০ ইং তারিখের জেলা-শাসকের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ৩১।৭।৭০ ইং তারিখ মধ্যে যে রিটার্ণ (১০ নং ফরম) দাখিল করিবার দিন ধার্য্য ছিল তাহার মেয়াদ ৩১।১২।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইল।

আঃ নলেন্দ্র লাল বসাক
অতিরিক্ত জেলা-শাসক
পুরুলিয়া

পুরুলিয়া
২৭।৭।৭০

জেলার খাদ্য সঙ্কটের তদন্তে একটি সফর

জেলার গুরুতর খাদ্য সংকটের ব্যাপার নিয়ে যখন দিল্লী যাই—প্রধানমন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করার জন্য,—তখন আমাদের বিশেষ বহু পার্লামেন্ট সদস্য ঐক্যিভেজলাল সেনগুপ্ত সহ আমাদের এই সব সাক্ষাৎকার হয়। এবং তিনি নানাভাবে এই কাজে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন।

আমাদের দিল্লীর এই সাক্ষাৎকার সমূহের সংবাদাদি সংবাদপত্রে মধ্যেচিত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের জন্য কয়েকটি বড় দৈনিক সংবাদপত্র তথ্য তাদের প্রতিনিধিরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যুগান্তরের দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীসাধনা কুমার রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সব সম্পর্কে বহু আন্তরিক সহায়তা প্রদান করেন।

পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষের এই সংকটের অবস্থা দেখতে আমার জন্য ঐক্যেনবাবু কিছু দিন আগেই সময় করার চেষ্টা করছিলেন। যুগান্তরের দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি সাধনা বাবুও পুরুলিয়ার সংকট দেখতে আমার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐক্যেন বাবুর আসবার সময় তুজনেই এক সঙ্গে পরিবর্শনে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তদনুসারে বিগত ৬ই জুন ঐক্যেন বাবু ও সাধনা বাবু পুরুলিয়া আসেন ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁদের পরিবর্শনকালে আমরাও সঙ্গে ছিলাম। অমুসর ব্লক ও পুরুলিয়া ব্লকের কিছুদূর তাঁরা দেখে যান। প্রয়োজনীয় রিলিফের উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বরং অনাহারে মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে খাদ্য সংকটের নমুরূপ যথা প্রকাশিত হচ্ছে—তখন ঐক্যিবাবুদলদে আসীন বি, ডি, ওরা অনাহার মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেবার জন্য কিভাবে যড়যন্ত্র করেছেন—কিভাবে অপরাধমূলক আচরণ করেছেন—তার দৃষ্টান্তসমূহ তদন্তকের বি, ডি, ও অপেক্ষার কাহিনী তদন্তকে তাঁরা জানিয়েছে জানিলেন। অবশেষে যাবার আগে মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে কাজের বৈশিষ্ট্য এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লোকসভা সদস্য ঐক্যেন বাবু নিজের ক্ষোভ জানিয়ে গেলেন।

তদনুসার কাছে কার্য্যটি বাঁধে মাটি কাটার কাজ বিলুপ্ত দিন আগে চলছিল। বিলিফে তুর্নীতি চলার জন্য জনগণের অভিযোগে ঐ কাজটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় কিন্তু আবার সেই বাঁধের কাজই চালু হয়—অভিযোগসমূহ তুলতে থাকা সত্ত্বেও। এই ব্যাপার কি বিলিফ বিভাগই জানেন। ঐক্যেন-বাবুরা এই বাঁধের সব ব্যাপার দেখে, বিজ্ঞানাবার ক'রে গিয়েছেন। তুর্গত মানুষের তুঃখের সময়ে তাদের পাশে এঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন—সেজন্য সকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা কমিটিতে পুরুলিয়ার তুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ

ঐক্যেনবাবুরা পুরুলিয়া সফর সেরে যাওয়ার পরই, পশ্চিমবঙ্গের জন্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হয় দিল্লীতে। ঐক্যেন বাবু এই কমিটির সদস্য। তিনি ঐ বৈঠকে পুরুলিয়ার তুর্ভিক্ষ,—অবিলম্বে প্রয়োজনীয় রিলিফ ব্যবস্থা এবং জেলার উন্নয়ন ব্যবস্থার কথা তোলেন এবং যাতে অতি শীঘ্র এ সব বিষয়ে ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য বিশেষ জোর দেন।

পুরুলিয়ার তুর্ভিক্ষে উদ্যুক্ত ব্যবস্থা, পুরুলিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা, পুরুলিয়া-কোটশিলার ছোট লাইনকে বড় লাইনে উন্নীতকরণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এবং সকল সময় পুরুলিয়ার সকল বিষয় নিয়ে—ঐক্যেন বাবু প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁর এই নিয়ত চেষ্টার জন্য আমরা এবং জেলাবাসী কৃতজ্ঞ।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

আপনার প্রয়োজনীয় বই, উপহারের বই ও গ্রন্থাগারের বই আজই নিয়ে যান।

বিশ্ববিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস-সংলগ্ন)
চাইবাসা রোড
পুরুলিয়া

Advertisement

Wanted a B. Sc (Hons)/M. Sc in Physics or Chemistry in a deputation vacancy for B. P. H. S. School, Post. Chelyama, Distr. Purulia.

Apply to the Secretary on or before the 7th August, 1970.

JAGANNATH KISHORE COLLEGE, PURULIA, is in pressing need of funds for its necessary development. Members of the public are requested to contribute in the College fund for the purpose.

Raising of Local Contribution
Sub-Committee, J. K. College, Purulia

Wanted

Wanted a Headmaster for Chittaranjan High School, Purulia on usual pay scale. He must be an M. A. (II) B. T. II with at least five years experience as Headmaster or Assistant Headmaster in recognised High /Higher Secondary School. Following particulars should be mentioned in the application.

1) Subject.
2) Present and permanent address.
3) Date of birth.

Applications along with the true copies of certificates and testimonials must reach the office on or before 22.8.70.

Date of interview will be intimated later on.

Secretary
Chittaranjan High School, Purulia.
P. O & Dt. PURULIA.

Wanted

Wanted a Headmistress for Chittaranjan Girls' High School, Purulia on an allowance of Rs. 150=00 for the present and on usual pay after recognition of the school. She must be an M. A. B. T. with five years teaching experience in a recognised High/Higher secondary school. Application must reach the office on or before 18 th August 1970.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School,
P. O & Dt. Purulia.

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

যুক্তফ্রন্ট ও লোক সেবক সংঘ

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রশাসনিক কাঠামো ও যন্ত্রের সম্বন্ধে আমি অতি সাধারণ ও মামুলী ব্যাপারটা বললাম। এর মধ্যে অনেক ঘোর প্যাঁচ আছে সে গহন অরণ্যে প্রবেশ না করাই ভাল।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ সরকারী প্রশাসনিক সংগঠন একেবারে ছক বেঁধে করা আছে। সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে জ্বা সেক্রেটারী জেণ্ট সেক্রেটারী, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, সেকসন অফিসার প্রভৃতির কাজ, তাদের সীমা, তাদের ক্ষমতা সব একেবারে এক ছকে করে ঠিক করা আছে। এবং এই ঠিক করার মধ্যে কোন রকম যাথর্থ্য নেই।

দপ্তর, বিভাগে ও ডিরেক্টোরেটে যা কিছুই করতে যাওয়া যাক্ না কেন তার মধ্যে যদি একটা পয়সা খরচেরও সম্ভাবনা থাকে তবে সে কাজ অর্থ দপ্তরের মঞ্জুরী বা সমর্থন ছাড়া হবে না। বাজেটে বিভাগের জন্য বরাদ্দ টাকা খরচ করতে হলেও অর্থ দপ্তরের কাছে যেতেই হবে।

মহাকরণে ছক কাটা ব্যবস্থা অনুযায়ী দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে দপ্তর সংক্রান্ত চিঠিপত্র, কাজকর্ম যা আসুক না কেন তা সেক্রেটারীর অধীন ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে আসতে হবে। সে ডিরেক্টোরেটের ব্যাপারই হোক বা জনসাধারণের অভিযোগের ব্যবস্থাই হোক। আর মন্ত্রীও যা কিছু আদেশ নির্দ্দেশ দেবেন যেটা সরকারীভাবে কার্য্যকরী করে তুলতে হবে সে সমস্তই সেক্রেটারীর মারফত দিতে হবে বা যাবে। এমনি দিলেও সেটা সেক্রেটারীর কাছে আসবেই। এই হচ্ছে শাসনযন্ত্র মারফত সরকারী কাজ চলবার একেবারে গোড়ার ব্যবস্থা। সাম্যিক একটু অদল বদল হলেও এই ব্যবস্থাই বরাবর চলে এসেছে এখনও চলে আসছে। বৃটিশ আমল থেকে প্রশাসনিক কাঠামোর বাঁধাধরা আমলাতান্ত্রিক ভিত্তিটা মহাকরণেই রয়ে গেছে এবং সেটার আঙ্কিক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন অধিক ওদিক বেশ কিছু হলেও মৌলিক পরিবর্ত্তন কিছু হয় নি।

১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্টের ১৮ দফা কর্ম্মসূচি ছিল যা কার্য্যকরী করার দায়িত্ব ছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই সত্যটা নির্মমভাবে দেখা গেল যে এই কাঠামোর যে সমস্ত বাঁধন আছে বিশেষ করে অর্থ দপ্তরের যে গতি তাতে যেভাবে জনসাধারণের জন্য মামুলি কাজগুলিও যে গতিতে সম্পন্ন করা দরকার তা হচ্ছিল না। মোট কথা মহাকরণে যে কাঠামোটি আছি সেটা কায়েমী স্বার্থপ্রধান আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন চালাবার কাঠামো। জনসাধারণের জন্য উন্নতি ও প্রগতিমূলক বাড়তি ব্যবস্থা তো দূরে থাক যেটা দৈনন্দিন মামুলি ব্যবস্থা সেটাকেও যদি জনসাধারণের সুবিধার দিকটা প্রধান করে সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করতে পারা যেত তা হলেও লোকে অনেকটা স্বস্তি লাভ করত। কিন্তু চেষ্টা করেও এই কাঠামোর মারফত সেটাকেও যেমন চাই তেমনভাবে কার্য্যকরী রূপ দেওয়া সম্ভবপর হত না। এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারাই দেখেছি।

এর পরে মহাকরণের বড় ও মাঝারী অফিসারবৃন্দ। বৃটিশ আমলের ছচার জন আছেন যারা বৃটিশ, মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের শাসনকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে আছেন। আর অনেকেই আছেন যারা কংগ্রেসী মহাকরণে দীর্ঘকাল ধরে তাদের নীতি ও কাজকে কার্য্যকরী করে গেছেন।

এইখানে ছোট একটি আলোচনার কথা বলি। ১৯৪৭ সনে যে স্বাধীনতার ঠিক পরেই আমার সঙ্গে কয়েকজন সুনো আই, সি এস অফিসারের এমনি কথা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছিলাম এতদিন তো আমাদের আপনারা চেপেছেন এখন কি করবেন? এম ফিলিপ তখন ছোটনাগপুরের কমিশনার পরে দিল্লীতে বোধ হয় পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। আলোচনাটা কাঁটাতে তার বাস্তোতে বসেই হচ্ছিল। তিনি বললেন—So long we have served the masters, now, we want to serve our official masters by serving the people who are the real masters of the country. মিঃ ফিলিপ বলেছিলেন যে আমাদের এখন প্রশাসনিক ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা আছে সেগুলিকে আপনারা জনগণের জন্য কাজে লাগান। কিন্তু তা হয় নি বরং বিপরীত হয়েছে। যাক সে অনেক কথা।

রুশিয়ার বিপ্লবের পরে লেনিন যখন শাসন কাঠামো এবং শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজছিলেন—তখন জারের আমলের আমলাদের একেবারে বর্জ্জন করবার জন্য অনেকে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন। লেনিন তাতে রাজী হন নি। তিনি বলেছিলেন আমাদের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে হলে এবং ত্বরান্বিত করতে হলে—এদের শিক্ষা এদের অভিজ্ঞতা আমার একান্ত দরকার। আমার এখনই ভাল প্রশাসক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি দরকার—আমি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করতে নূতন লোককে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। এদের এখন জনসাধারণের অধীনে তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে এবং এরা করবে। যারা করবে না তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন পুঁজিবাদ আমলের মাববার জন্য আমাদের দিকে যে ইট ছুঁড়ে মেরেছিল আমরা সেই ইট দিয়েই আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবো।

অবশ্যই একথাটা ঠিক যে লেনিন যে পরিস্থিতিতে যা বলেছিলেন যা করেছিলেন তার সঙ্গে ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীত্বের নেতৃত্ব মহাকরণে গিয়ে কার্মিক ও মহাকার্মিকদের কিভাবে কি করেছিলেন তার হয় তো তুলনা হয় না। তা হলেও ১৯৬৭ সন থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে আমলারা অবিচ্ছেদ্য বলেই তাদের কাজের রূপাবলে এই আমলারা কিভাবে ব্যবস্থিত ছিল বা কিভাবে ব্যবস্থিত হতে পারতো এ বিষয়ে অনেকেরই জানবার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অভিমত ছিল—সেগুলি পরবর্ত্তী আলোচনালোকে অনুধাবন করতে সুবিধা হবে বলেই মিঃ ফিলিপ ও লেনিন সম্বন্ধে কথাগুলি বললাম।

(ক্রমশঃ)

—:—

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।
এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
প্রস্তুত কারক :—মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, খুলনিয়া
ফোন নং—৯৩

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চাননতলা লেন
কলিকাতা—১২

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, খুলনিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

সোমবার, ১৭ই আগষ্ট '৭০
২৪শে শ্রাবন ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.৷ সডাক—৭.৷
নগদ—১৫ পয়সা

সূচীপত্র

● ১৯৪৫ এর ৬ই আগষ্টের হিরোশিমার জাপানী শহীদদের, মানুষের অমরত্বের অমানুষিক হিংসা যাঁদের ওপর নেমে এসেছিল এ্যাটম বোমার আকারে।
● ১৯৪৫ এর ৯ই আগষ্টের শহীদদের, যাঁরা মানুষের সাম্রাজ্যলিপ্সার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মরণকে তুচ্ছ করেছেন—বুকের রক্তে লিখেছেন উজ্জ্বল প্রতিবাদ—"আগষ্ট বিপ্লব"।



বাংলার মত বিহারেও অনাহার মৃত্যু সমানে চলেছে

জনদরদীনতায় বাংলা বিহার উভয় কংগ্রেসী সরকার সমান

পশ্চিম বাংলার মতো বিহারেও অনাহার মৃত্যু সমানে ঘটে চলেছে। একে প্রতিরোধ করবার লক্ষ্যে বাংলা বা বিহার উভয়ের কোন জায়গাতেই কোনো চেষ্টা নেই। কারণ উভয় জায়গাতেই বেনামদার কংগ্রেসী শাসন। ২০ বছরের কংগ্রেসী ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে সমগ্র কংগ্রেসী শাসনে মানুষের জন্য সম্পূর্ণ কোনো লোক নেই।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে যে কিছুই অভিযোগ থাক—আর্ত্ত মানুষের জন্য দরদ ছিল

যুক্তফ্রন্টকে আজ বহুভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের দল-গুলির অনেকের মধ্যে দলীয় প্রাধান্যের দিকে লক্ষ্য থাকায় অত্যন্ত সাংঘাতিক ও ভয়াবহ অন্তর্বিরোধ ঘটেছে সত্য। তবু সেই দলগুলি জন-গণের দল ছিল। অনেক দলই ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত বিচার বুদ্ধি নিয়ে কাজ করার ফলে জনগণ কষ্ট পেয়েছে সত্য। তবু আমরা দেখেছি—আর্ত্ত মানুষের সাহায্যের জন্য যখন আমরা আবেদন করেছি—তখন ফ্রন্টের বহু দলই অর্থাৎ সমগ্রভাবে যুক্তফ্রন্ট আর্ত্ত মানুষের জন্য আন্তরিক দরদ নিয়ে আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। লোক সেবক সংঘ এর জলন্ত সাক্ষ্য হাজির করতে পারে।

সংঘ দেখেছে—আর্ত্ত মানুষের দাবীর প্রতি কংগ্রেস বরাবর প্রতারণা করেছে

যে লোক সেবক সংঘ আর্ত্ত মানুষের দাবী নিয়ে যুক্তফ্রন্টের কাছে আবেদন করেছিল—সেই লোক সেবক সংঘই স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসী শাসন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে আর্ত্ত মানুষের দাবী নিয়ে অগণিত বার প্রাণান্ত আবেদন করেছে। কিন্তু কংগ্রেস বা কংগ্রেসের কারো কাছ থেকে আর্ত্ত মানুষের প্রতি দরদ, সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে—জনদরদীনতা, মিথ্যাচার, চক্রান্ত, প্রতারণা এবং রাজনৈতিক বড়যন্ত্র।

রাজ্যপাল-কমিশনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—ভঙ্গ করবেন জেনেই

এবারেও পশ্চিম বাংলায় রাজ্যপালের শাসনে যখন ভূমিকম্প ও অনাহার মৃত্যুকে স্বীকার না ক'রে বিবিধ চক্রান্ত ও জুনীতি স্তূপ হোল এবং যখন আর্ত্ত মানুষের সেবার কাজকে উপেক্ষা ক'রে রাজনৈতিক বড়যন্ত্রের জালে অনাহার মৃত্যু অবাধে চলতে থাকল—তখন এ সব তথ্যের জন্য রাজ্যপাল ও কমিশনার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা আমল করলেন—তাঁদের প্রদত্ত কথার এক কড়ার মূল্য নেই—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তাঁদের বিধা নেই এবং তাঁরা রাজনৈতিক চক্রান্তের অঙ্গস্তরূপে ব্যবহার অনুভঙ্গ হ'য়ের নীরব থাকতে পারেন। আজ মনে হচ্ছে—ভঙ্গ করবেন জেনেই তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই—একই পথের পথিক

এঁদের মতই অনুরূপভাবে আচরণ ক'রেছেন—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই। তিনি বারম্বার কথা দিয়েছেন—ইচাগড়, নিমডি, পটমদা, চাতিলা প্রভৃতি বিহারের বাংলা ভাষী অঞ্চলের ভূমিক পীড়িত মানুষদের দেখতে আসবেন এবং রিলিফের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তাঁর কাছ থেকেও জরুরীদীনতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আচরণই দেখা গেল—সমভাবেই। এবার শ্রীদারোগা রাই-এর এই সব কীর্ত্তির ফলে বিহারে ঐ সব অঞ্চলে একের পর এক অনাহার মৃত্যু ঘটেই চলেছে। আগে এ বিষয়ে বহু তথ্য দিয়েছি। এখনকার তথ্য এই—

ইচাগড়ে অনাহার মৃত্যুর সাম্প্রতিক ঘটনা

শ্রীমতী বিনতা মাহাতর অনাহার মৃত্যু

পাতকুম গ্রামনিবাসী শ্রীগুরু মাহাতর মাতা শ্রীমতী বিনতা মাহাত অনাহারে ৬৩বৎসর বয়সে ৭-৭-৭০ তারিখে মারা গেছেন। সংঘের কর্ম্মী চিকণডার শ্রীবটধর মাহাত বি, ডি, ওকে অনুরোধ করেন—বিনতাকে লাল কার্ড দেবার জন্য। (লাল কার্ডের অর্থ—যারা বিপন্ন ডি, আরের উপযুক্ত তারা ঐ কার্ড দেখিয়ে খাদ্য পাবে।) কিন্তু বি, ডি, ও গ্রাহ্য করলেন না। বিনতার অনাহার মৃত্যু ঘটল। আজ ঐ বি, ডি, ও কি অপরাধমূলক কাজের জন্য (criminal offence এর জন্য) দায়ী নন?

শ্রীশ্রীনাথ মাঝুয়ার অনাহার মৃত্যু

ভোঁড়িয়াডি পঞ্চায়েতের অধীন নারোগ্রামনিবাসী শ্রীশ্রীনাথ মাঝুয়া ৪৫ বৎসর বয়সে ১১-৭-৭০ তারিখে অনাহারে মারা যান। তাঁর নামে লাল কার্ড হয়েছিল—তা সত্ত্বেও ঐ পঞ্চায়েতের মুখিয়া সরপঞ্চের অনাচার অব বর্ষায় শ্রীনাথকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়তে হয়—একথা সংঘের কর্ম্মী শ্রীবটধর মাহাত জানিয়েছেন।

আমাদের জানান হয় নি ঐ পরিবারে কজন লোক আছেন—বা সেই অন্ন জনদের কি অবস্থা। সংঘের যদি এই হয় যে, ঘরে আরো লোক আছেন—তাঁরা এখুনই ২।১ দিনের মধ্যে মারা নাও হতে পারেন—তাহলে আমাদের এক প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের রাজ্যের তথা জেলার বুদ্ধিমানদের মত বিহারের বুদ্ধিমানেরাও এই প্রশ্ন করতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তি অনাহারেই যদি মারা গেল তবে ঘরের সকলে বেঁচে রইল কি করে? তাঁরাও তাহলে তো মারা যেতো। হবুচন্দ্রর রাজত্বে একটি গ্রামে একবার ব্যাপক কলেরা হয়েছিল। হবুচন্দ্রের নির্দ্দেশে জনৈক ডাক্তার কলেরার কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানালেন যে পুকুরের জল দূষিত হয়েছিল ব'লে এত লোক মারা গেল। হবুচন্দ্র তখন বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন পুকুরের জল যদি দুষিতই হয়েছিল—তাহলে তো গ্রামের সকলেরই কলেরা হত—কিন্তু তা তো হয় নি। সুতরাং হবুচন্দ্রকে মিথ্যে তথ্য সরবরাহের অপরাধে বেচারী ডাক্তার অভিযুক্ত হল। জীবনী শক্তির তারতম্যে যে এটা হয় একথা বোঝবার মতোকেউ সেখানে ছিল না বুঝে বা সে কথা বলবার সাহস কোনো পারিষদের ছিল না ব'লে, হবুচন্দ্রর আদেশে ডাক্তারের প্রাণদণ্ড হোল। এই কাহিনীটার উথানে অন্তত বলবার কথাটা এই জন্য যে, অনাহার মৃত্যুর ঘটনা উত্থাপন করলে 'আমাদের হবুচন্দ্রদের কাছ থেকে যে যে উত্তর আসতে থাকে—তার মধ্যে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তর।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—:—

সম্পাদকীয়—

মহতের অপমান

পশ্চিম বাংলায় সপ্তদশ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মূর্ত্তি কলঙ্কিত করা হয়েছে, ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, স্থানচ্যুত করা হয়েছে। এ সব কাজের সঙ্গে অধিকাংশক্ষেত্রে জড়িত রয়েছে ছাত্র ও যুব সমাজের একটি অংশ। এই উদ্যানের প্রতিবাদও হচ্ছে এবং হবে। কোলকাতার পৌর ভবনে আবার স্থাপিত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার বাঘ আশুতোষ আবার অধিষ্ঠিত হবেন নিজের জায়গায়। দেশের বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংস্থা ধিক্কার দিয়েছে উন্মাদ দুষ্কৃতকারীদের এবং এ রচনা লেখার সময় পর্য্যন্ত শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন অনশন করছেন জাতীয় মহত্বের অপমানের প্রতিবাদে। কিন্তু এর সার্থকতা কোথায়?

জাতীয় মনীষীদের ওপর আমাদের যদি শ্রদ্ধা থাকতো, যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকতো সুরেন্দ্রনাথ-গান্ধীজী-নেতাজীর আদর্শ ও নির্দ্দেশের প্রতি—তবে প্রতিবাদের যোগ্যতা ও অধিকারও আমাদের থাকতো। যে নিষ্ঠা নেই বলেই দেশময় আজ একটিকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহত্বের অপমান—আরেকদিকে তার প্রথাসর্ব্বস্ব অযোগ্য আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। এ শুধু অসার্থকই নয়, জাতীয় মহত্বের পক্ষে অধিকতর অপমানজনক। এ প্রতিবাদ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, মহত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। একদল ভেঙ্গে ফেলে দিল—অপরদল নতুন করে বসালো। এই দু'দলের কাছেই সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ একটি মূর্ত্তি ছাড়া কিছু নন—আত্মপ্রচারের স্বার্থে কেউ ছুড়ে ফেলছে, কেউ তুলে আনছে। কেউ সোজা রাস্তায় অপমান করছে, কেউ শ্রদ্ধার আড়াল দিয়ে তুলে দিচ্ছে অশ্রদ্ধার ডালি।

বাংলার বাঘ, ভারতীয় এড্‌মণ্ড বার্ক, অর্দ্ধনগ্ন ফকির, লক্ষ্মৌনাস্তক বাঘ, ভারতাত্মা স্বামীজী ও বিশ্বকবি আজ নীরবে উভয় দলের ইচ্ছাসুযায়ী কখনও উঠছেন কখনও নামছেন। আজ কোন আদর্শবাদী শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি যদি এই অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে চান জাতীয় নেত ও মনীষীদের, তবে শ্রদ্ধাকরে সমস্ত মূর্ত্তি, চিত্র, স্মারক, মাথায় তুলে নিয়ে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসুন ভারাক্রান্ত হৃদয় আর দু'চোখ ভরা অশ্রু নিয়ে।

১৯৪৭ এর পর যারা জন্মগ্রহণ করেছে স্বাধীন ভারতে, তাদের অন্তরে অন্তরে পুরাতন মূল্যবোধ এবং জাতীয় নেতা-মনীষীদের আদর্শের কোন ছাপমূর্ত্তি এঁকেছেন আজকের নেতারা, সেটা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। গান্ধীজী, সুরেন্দ্রনাথ বা নেতাজীর স্বাধীনতা সংগ্রাম তারা দেখে নি, তারা দেখে নি আধুনিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য আশুতোষের জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা, পায় নি তারা রবীন্দ্রনাথকে, তারা জানে না অধ্যাপিত ভারতের সমাজবাদের প্রথম স্বষ্টিকর্ত্তা স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বাধীন ভারতের নেতারা তাদের জানতে দেন নি কিছুই—১৩ বছরের নেতৃত্বে বরং বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল করেছেন দেশের বালক, কিশোর আর তরুণদের মনে।

জানইতথ্য অবধি তারা দেখছে গান্ধীজীর নাম নিয়ে, গান্ধীজীর ছবি টাঙিয়ে কায়েমীস্বার্থ আর খুঁজিবাদকে পুষ্ট করা হয়েছে প্রবল শোষণে শুকিয়ে গেছে দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ফুলে উঠেছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দল। এই শোষণকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই তৈরী হয়েছে আইন-কানুন, পরিকল্পনা আর কেন্দ্রীভূত শাসন কাঠামো—যেখানে জনসাধারণ নেই, সর্বস্বান্ত হয়ে আছে দরিদ্র অবহেলিত জরাজীর্ণ কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করা অর্থে ও সুযোগে পরিপুষ্ট শুটকিকে নগরকান্তি আমলা। গান্ধীজীর ছবি টাঙিয়ে এরই নাম দেওয়া হয়েছে স্বরাজ! গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের তকমা-আঁটা ভারতরাষ্ট্রে স্বরাজের নামে এই যে বিরাট শোষণযন্ত্র ২৩ বছর ধরে চালু রয়েছে—অনভিজ্ঞ তরুণদের চোখে গান্ধীজীকে তারই প্রতীক হিসেবে খাড়া করা হয়েছে। সুতরাং গান্ধীজীর চরমতম অপমান করা হয়েছে—দেটা আজ বিচার্য্য।

অন্তরঙ্গভাবে নেতাজীর জন্য আদর্শকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর নামকে পেশাদারী রাজনীতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে তাঁকে 'জাপানের পুতুল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার একই উদ্দেশ্যে মালা দোলান হয়েছে তাঁর মূর্ত্তিতে।

স্বাধীনদেশে অপমানিত হলেন মর্মবীভূত সুরেন্দ্রনাথ। পরম্পর বিরোধী দুটি পুরস্কার পেয়েছিলেন জীবন্ত সুরেন্দ্রনাথ বাঙালীর হাত থেকে। একবার তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে কাঁধ লাগিয়ে গাড়ী টেনেছিল বাঙালী তরুণের দল—পরের বার বাঙালী তরুণেরাই তাঁর গলায় ছুঁড়ে দিয়েছিল জুতোর মালা। মর্মবীভূত সুরেন্দ্রনাথকে অজ্ঞ তরুণদের হাতে এতখানি লাঞ্ছিত হতে হয়নি।

যে রবীন্দ্রনাথ 'সম্মানের সিংহাসন' থেকে বেরিয়ে এসে জীবনযাত্রার ছোট ছোট ঘরোওলি ভেঙ্গে ফেলে 'জনতার মাঝখানে' আসতে চেয়েছিলেন —মানব সভ্যতার পরম সত্য ঘোষণা করে যিনি বলেছেন 'শত শত সাম্রাজ্যের শেষ পরে —ভগ্ন ওরা কাজ করে।" এবং পরাধীন দেশের অভিজাত জমিদার বংশে জন্মেও যিনি প্রথম সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশকে—স্বাধীন ভারতে তাঁর অবাঞ্ছিত বেড়াটাকে আরো শক্ত করা হোল. তাঁকে নির্দ্ধারিত করা হোল অধিকতর আভিজাত্যের মধ্যে। তাঁর শিক্ষার আদর্শকে প্রশ্রায়িত না করে আরো সংকুচিত করা হোল কায়েমী স্বার্থের পরিপোষণের উপযোগী করে। জনতার কবিকে, বিশ্বের কবিকে রাখা হোল সকলের নাগালের বাইরে। অর্থাৎ তাঁকেও দাঁড় করানো হোল কায়েমী স্বার্থের প্রতীকরূপে।

ভারতবর্ষ যখন সমাজতন্ত্র দূরের কথা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা কেউ বলেনি, দীক্ষিত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তখন যুগসঞ্চিত কায়েমী স্বার্থকে ধিক্কার দিয়ে আহ্বান করেছেন নবীন ভারতকে—

"তোমরা শূদ্রে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

কিন্তু কে চেনে এই বিবেকানন্দকে? যিনি একদিন নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন ".....We must give up the idea of privilege, then will all religion come. Before that there is no religion at all. (বিশেষ সুবিধার ধারণা আমাদের ত্যাগ করতে হবে, সব ধর্ম্ম তবে জাগবে। তার আগে কোন ধর্ম্মই সম্ভব নয়)।" সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে আজ ঘিরে রাখা হয়েছে ঐ privilege বা বিশেষ সুবিধার বেড়া দিয়ে। সেখানে প্রবেশ করার অধিকার আজ একমাত্র তাদের হাতে, বিবেকানন্দ যাদের বলেছিলেন "তোমরা শূদ্রে বিলীন হও.....।"

জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতির অপমান করে উন্মাদ তরুণের দল ঝড় আঘাতে জাতির বিরাট বিচ্যুতিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা যে কতখানি সরে গেছি, মহত্বের আদর্শ থেকে আমরা যে কতখানি অধঃপতিত, এই লাঞ্ছনার আগে তা এমন করে চোখে পড়ে নি। ২৩ বছরের পরম প্রমত্ত ধীরা সৃষ্টি করেছেন এই বিচ্যুতি, এই অধঃপতন, আজ প্রতিবাদ করার অধিকার তাঁদের কোথায়? প্রতিবাদ তবু হচ্ছে হবে—কারণ শ্রদ্ধা নয় নিষ্ঠা নয়, রাজনীতিক স্বার্থ।

তাই আজ মনে হচ্ছে, প্রার্থনা করি, মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতির মূল্যায়নের হাতিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থের খেলনা হওয়ার আগে ভারতীয় প্রাণ করুক সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথকে। মূল্যহীন মূর্ত্তির চেয়ে মূর্ত্তিহীন প্রেরণাজাত তাঁরা সঞ্চারিত হোন অধঃপতিত জাতির আদর্শহীন জীবনের শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে।

নেপাল চট্টোপাধ্যায়

আন্দোলনের পথে বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ

এ্যাসোসিয়েশন অফ দি অফিসার্স এন্ড সাবর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিস (পরিদর্শন শাখা) পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে গত ৩রা আগষ্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় জেলা পরিদর্শকের দপ্তরের সম্মুখে অবস্থান বিক্ষোভের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন—সেই অনুযায়ী মুকলিয়া জেলার ডেপুটী এ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টার ও সাবইন্সপেক্টার অফ স্কুলদের গত ৩রা আগষ্ট ডি-আই অফ স্কুলদের অফিসের সম্মুখে বেলা ১০-৩০ মিঃ থেকে বৈকাল ৫-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বিভাগীয় পরিদর্শকগণের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার মধ্যে প্রধান প্রধান দাবী হোল :—

(১) অবিলম্বে এম, আই ও ডেপুটী এ, আই পদ দুটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে উচ্চতর স্তরের বেতনক্রমে নূতন পদ সৃষ্টি করতে হবে।
(২) উচ্চতর পদে অর্থাৎ এ, আই ও ডি, আই প্রভৃতি পদে পরিদর্শকের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।
(৩) পরিদর্শন শাখার উচ্চ পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের অসময় গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনঃনিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

—·—·—

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের বিক্ষোভ

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের দাবী দিবস পালনের সূত্রে পুলিয়া জেলার অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবগণ গত ৩রা আগষ্ট তারিখে শোভাযাত্রা সহকারে এসে জেলা শাসকের নিকট তাঁদের দাবীদাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক এই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের বিভিন্ন দাবীর মধ্যে মূল দাবী হোল—অঞ্চল পঞ্চায়েৎ সচিবদের সরকারী কর্ম্মচারীরূপে স্বীকৃতি দান এবং পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটী প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা বিধান।

—·—·—

চিকিৎসকদের ওপর দলবদ্ধ গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে আই, এম, এ'র ডাকে ১লা আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতি

গত ১লা আগষ্ট ডাক্তারদের ওপর দলবদ্ধ হামলা ও গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) আহ্বানে সারা পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকেরা প্রতিবাদ জানিয়ে কর্ম্মবিরতি পালন করেন।

এক বিবৃতি প্রচার করে আই, এম, এ'র পশ্চিমবঙ্গ শাখা ডাক্তারদের ওপর একাধিক গুণ্ডামী ও হামলার উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, বীণদিন ধর পুলিশ ও প্রশাসনের, রাজনৈতিক দল ও গণপ্রতিষ্ঠানের গোড়ীকৃত কয়েক ডজনের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও এসব হামলা গুণ্ডামীর কোন প্রতিকার হয়নি। বরং জুলুম ও নিগ্রহ বেড়েই চলেছে।

আই আই, এম, এ, এইসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমাজের শুভ চেতনা, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্য, দেশের জনসাধারণ ও নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পুরুলিয়ায় সকল কর্ম্মবিরতি :

গত ২৩শে জুলাই রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে মহাত্মা গান্ধী রোড হলে ডাঃ বি, কে, মজিকের সভাপতিত্বে আই, এম, এ'র পুলিয়া শাখার এক অধিবেশনে এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতি পালনের জন্য জেলার চিকিৎসক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আহ্বানের ফলে ১লা আগষ্ট জেলার সমস্ত চিকিৎসক কর্ম্মবিরতি পালন করেন। ঐ দিন চিকিৎসকেরা কেবল জরুরী রোগীদের বিনা ফি-তে চিকিৎসা করেন। স্থানীয় শাখা জানিয়েছেন যে তাঁদের এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতি রোগী বা জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে। দেশের অন্যত্র চিকিৎসা ব্যবস্থাটুকুও যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও এই প্রতিবাদ ও কর্ম্মবিরতির অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য।

·—·

পটমদা থানায় খাদ্য পরিস্থিতির সঙ্কট

পটমদা থানা থেকে আমাদের থানা ব্যবস্থাপক শ্রীবোরবন্ধু মাকাত যে সংবাদ জানিয়ে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য দাবী করেছেন—সেই সংবাদগুলি এই—

১) পটমদা থানার বেলডি, রামোদরপুর, বনিকদলপুর প্রভৃতি পঞ্চায়েতে ১৮-৬-৭০ তারিখ পর্য্যন্ত বীজ ধান দেওয়া হবে—বি, ডি, ও'র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু বিশেষ কিছুই করা হয় নি। শত শত বিঘা জমি পতিত পড়ে থাকবে।

২) থানার কি, আর যা দেওয়া হচ্ছে তা' অতিসিকত। এখন বহু মানুষ বিনা। ব্যানকাডার ঠিকমতো কি, আর না দেওয়া ক'লে বহু মানুষ মারা যাবে।

৩) বহু পঞ্চায়েতে কৃষি ঋণ না দেওয়ার ফলে ভুট্টা ও অন্যান্য চাষের বহু ক্ষতি হয়েছে। এখনো শীঘ্র মধ্যে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা না ক'লে চাষী শেষ পর্য্যন্ত চাষ ওঠাতে টিকমতো পারবে না, ধান উৎপাদনের বহু ক্ষতি হবে। এখনো দেওয়া অবিলম্বে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পথে দস্যুর উপদ্রব : পুলিশ নিষ্ক্রিয়

পটমদা থানার বেলডি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুগডুবি রাস্তায় থানার অদূরেই লোক মারাতাড়ক করে ঐ রাস্তায় চোর ছিনতাই দস্যুর খুবই উপদ্রব চলছে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য কোটী কোটী টাকা রয়ালটি অনাদায়ী

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নোত্তরের সময় জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে ২৩২টি চালু কয়লাখনির মধ্যে ১১৯টি খনি কোন রয়ালটি সরকারকে দিচ্ছে না। বাকী খনিগুলির মধ্যে কয়েকটি নিয়মিত ও কয়েকটি অনিয়মিত ভাবে রয়ালটি দিচ্ছে।

১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বাণিজ্যিক-আদালতগুলি অকূলে ১৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা রয়ালটি বকেয়া আছে। আদায়ীকৃত রয়ালটির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

রাজ্যসরকার নানা আলোচনা এবং সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

—·—·—

প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর (মহারাজ) আকস্মিক লোকান্তর।

প্রবীণ বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ গত শনিবার রাত্রি ৯টা নাগাদ নয়াদিল্লীতে হঠাৎ পরলোক গমন করেন। গত ৮ই আগষ্ট শ্রীযুক্তেশ মোহন ঘোষ মহারাজের সম্মানে এক নৈশ ভোজনের অনুষ্ঠান করেন। মহারাজ এবং বহু বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবর্গ এই ভোজসভায় যোগ দেন। রাত্রি তিনটা নাগাদ ত্রৈলোক্য মহারাজ আমন্ত্রণে যান এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু চিকিৎসকরা আসেন। অথচ ভারতের প্রবীন বিপ্লবী তখন সকলের নাগালের বাইরে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। গত ২রা আগষ্ট তিনি দিল্লী এসেছিলেন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি গত কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতে আসেন পাকিস্তান থেকে।

—·—·—

নিস্তারিণী কলেজ ও বি, টি, ট্রেণিং কলেজের জরুরী দাবী সমূহ

নিস্তারিণী কলেজ ও বি, টি, ট্রেণিং কলেজ—এই দুটি কলেজের অনেকগুলি জরুরী দাবীর সমাধান বিষয়ে আমরা গতদিন বক্তির সঙ্গেতো কিছুদিন থেকে বিশেষ চেষ্টা করছি। এ সম্পর্কে কলকাতায় শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে দেখাশোনাও বহু বারই করেছি। এই সব কাজেও ফরাক্কা সম্পর্কে তথ্যাদি দিতে প্রশাসন বহু। কে, কে, কলেজের দাবী দাওয়া সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে দেখাশোনার তথ্যাদি এই সংখ্যায় প্রকাশ করেছি—সমস্যার যথাযথ প্রকৃতি বিশেষ পরিস্থিতির জন্য। কারো মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে অন্য কলেজগুলির দাবী দাওয়া সম্পর্কে কোন চেষ্টা চলছে কি না। সেজন্যই এই কথা নিবেদন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—·—·—

খাদ্য ত্রাণ কমিটিঃ যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসী আমলের রূপ

একদিকে নেপালী পাহারাদার—অন্য দিকে কাক-তাড়ুয়া

খেতের ফসল রক্ষায় একদিকে তুষারী হাতে জীবন্ত নেপালী পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে—আর অন্য দিকে কাঠ আর খড়ে বানানো কাক তাড়ুয়ার মাথার কাঁড়ি সরিয়ে তাতে ঘুটো চোখ এঁকে দেওয়া হয়েছে। এই দুটি পাহারাদারের মধ্যে ফলাফল বুঝতে কি আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে? আশা করি হচ্ছে না। ঠিক তেমনি আশা করি—যুক্তফ্রন্ট আমলের খাদ্য কমিটি আর এখানকার রাষ্ট্রপতি শাসন নামধারী কংগ্রেসী আমলের খাদ্য ত্রাণ কমিটির মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে— আশা করি সেটাও বুঝতে কারো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

খাদ্য ত্রাণ কমিটি বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার অংশঃ আজ অফিসারদের তান্ত্রিক সাধনার ধন

একটা ছিল জীবন্ত আর একটা এখন মৃত। তবে এই মৃতকেউটা ফেলে দেওয়া হয়নি। এই শবের ওপর বসে ডি, দি; এম, ডি, ও; বি, ডি, ওদের তান্ত্রিক সাধনা চলছে। আক্ষরিক জীবনে অনন্তের চেতনা ও আত্মিকতা বোধ যত বিকশিত হয়ে উঠছে—ততই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিত করার দাবী এগিয়ে চলেছে। বিকেন্দ্রীকরণে প্রথম প্রথম অনেক ভুলভ্রান্তি হবে—তবু এটা গণতন্ত্রের বিকাশের অন্যতম মহান উপায়। এর জন্যে মানুষ চেষ্টা ও সংগ্রাম করে চলেছে—তারই ফল কিছু কিছু হচ্ছে। তারই সূত্রে যুক্তফ্রন্ট আমলে আন্তরিকতার সঙ্গে খাদ্য ত্রাণ কমিটির সৃষ্টি হয়েছে—এবং গভীর গুরুত্বের সঙ্গে যাপিত জনশক্তিকে সক্রিয়ভাবে শাসনযন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তরায়িতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের জনগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই যত কিছুই থেকে থাক —যুক্তফ্রন্টের সবিক ড' একটি দল ছাড়া আজকের দলই জনশক্তিকে বিকেন্দ্রিত অধিকার দিতে আগ্রহশীল ছিলেন—যারা দেবার মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন না।

কংগ্রেস গণতান্ত্রিক বিকাশ ও বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থার শত্রু

কিন্তু কংগ্রেসের চারিত্রিক ধারাই ছিল অন্য রকম। সেজন্য তার সুদীর্ঘ শাসন ইতিহাসে—বিকেন্দ্রীকরণের এক বিন্দু দৃষ্টি ছিল না—সম্পূর্ণ তার বিপরীত দৃষ্টি ছিল—যদিও কংগ্রেস গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণের মহান তত্ত্বের ওপর ভুরোনা ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে। সেজন্য বিকেন্দ্রিক ক্ষমতাকে জনগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য যুক্তফ্রন্ট আমলে যে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান—খাদ্য ত্রাণ কমিটি গড়ে উঠেছিল—কংগ্রেসী শাসনামলে এসেই সেই অধিকারের গলা টিপে ধরেছেন। রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষী রেখে কংগ্রেস এ বিষয়ে তার চিরন্তন ধারার আজ আবার কাজ চালাচ্ছে নির্দেশ দিচ্ছেন; সেই নির্দেশ মতোই কাজও হচ্ছে—না হলে, খাদ্য ত্রাণ কমিটি ঠিকমতো কার্যকরী করা হয়ে আমাদের ছানীকে মেঠো চালাকী দিয়ে বামলাল ক'রে জনসাধারণকে বোকা বানাবার পদ্ধী বা গুটিয়া ডি সি বা এস, ডি, ওদের হোত না।

রাজ্যপালের আদেশ ডি, সির ছেঁড়া পাতার বাক্সয়

আপনারা জানেন—রাজ্যপাল এখানে এসে আমাদের ছানীয় চাপে পড়ে ডি, সির প্রতি আদেশ দিয়ে গেলেন—খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলিকে অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক—বি, ডি, ওরা ব্লক কমিটিগুলির বধুনই বৈঠক করুক—এবং বিলিকের সমস্ত কাজটা জনসাধারণের পরিচালিত হোক। রাজ্যপাল পুরুলিয়ার চৌকাটের ওপারে পা বাড়াতে না বাড়াতে ডি, সি, সেই আদেশ নবরাত চেপে দিলেন। এই অভিনবের মর্মটা কি তা বোঝতে তুল হবা ছিল যে, ওপরের কর্তারা নির্দেশ দেবেন কিন্তু কংগ্রেসকে তুল ধরবার জন্য অবারে লুটের ক্ষেত্র করতে হবে—সেজন্য খাদ্য ত্রাণ কমিটিরূপ আজ পাহারাদার ছিটিয়ে রাখলে চলবে না; তাহলে যা খুশী করার প্লান মাঠে মারা যাবে। সেই কারণে এই খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে কাক-তাড়ুয়ার পরিণত করো। এবং সেই অবার লুটের আনন্দময় অই প্রবরে অফিসারেরাও প্রসাদের ভাগ পাবেন। সেজন্য এই হতভাগা খাদ্য ত্রাণ কমিটি এখন কাক-তাড়ুয়া।

তিনটে গুরুতর অভিযোগের কোনটা সত্য?

রাজ্যপাল চলে যাওয়ার পর ব্লকে ব্লকে বি, ডি, ওরা দিনের পর দিন খাদ্য ত্রাণ কমিটির বৈঠক ডাকছেন না দেখে—আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে জেলা কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা বললাম—একি করছেন আপনারা? বি, ডি, ওদের নির্দেশ দিন। তাঁরা বললেন—আমরা সব বি, ডি, ওকে জানজানে নির্দেশ দিয়েছি। তার পরও দেখি দিনের পর দিন ব্লকগুলির প্রথম বৈঠকও হচ্ছে না। বি, ডি, ওদের নির্দেশ দেওয়া হ'য়ে থাকলে তাঁরা বৈঠক ডাকছেন না—এতো অত্যন্ত সাধারণ কথা; অথবা যে কর্তৃপক্ষের আদেশ মানবার কথা—তাঁরা তাগের বথরা থাওয়া কর্তৃপক্ষ যদি হন—তাই হ'লে ব্লকরা তাদের কথা গ্রাহ্যই করছে না; অথবা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হ'লে জেলা কর্তৃপক্ষের যে বক্তব্য সেটা আদৌ সত্য কথা নয়। এর কোনটা আমরা সঠিক হ'লে মনে করব? এর যে কোনো একটাও মেনে নেবার কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্মানজনক নয়।

রিলিফ অবাধ লুটীর বিরুদ্ধে আমাদের যে অলন্ত অভিযোগ

জন-অধিকারের সম্প্রসারিত ব্যবস্থা হিসাবে যে খাদ্য ত্রাণ কমিটি গঠিত ও একথা পরিচালিত হয়েছে—কংগ্রেস তাকে বরদাস্ত মনে না করলেও তাকে বিলুপ্ত ক'রে দেবার সাহস কংগ্রেসের হয়নি বা নেই। কিন্তু এই অনিচ্ছার দায় আজে নিয়েই—কংগ্রেসকে রিলিফে লুটের কাজ হাসিল করতে হচ্ছে। তাই কংগ্রেস একে মৃত করে রেখেছে। এবং তার ওপর অফিসারকে তান্ত্রিক সাধনা চলছে। আমরা প্রকাশ্যে এই গুরুতর অভিযোগ আনছি যে, রিলিফের কাজে আজ সর্বত্র জেনে বুঝে পরিকল্পনা সহকারে এর বিলুপ্তসভাবে বেপরোয়া লুট চলেছে—তাতে বহু অফিসার জড়িত আছেন। কারণ এই লুটের অর্থার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অফিসারেরা—বহু মিথ্যাচার, চক্রান্ত, পক্ষপাতিত্ব, করছেন—তার বহু প্রমাণ আছে। এ সবের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও, ডি, সি, এম, ডি, ওরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। বরং প্রমাণ আছে তাঁরা অসরাধীদের সমর্থন সহায়তা দিয়েছেন। এর ধারা তাঁরা দুষ্কৃতির অন্য অংশভাগী হয়েছেন। সেজন্য আজ খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলি সক্রিয় করা—তার মাধ্যমে লন্ত দেখা উচিত।

খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে হয় মর্য্যাদা দিতে হবে—নয়, ভেঙ্গে দিতে হবে।

জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন—ডি, দি। ধর্মের সাক্ষী রাখবার জন্য করে একবার জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির বৈঠক ডেকে তারপর থেকে তিনি চুপ করে আছেন। কারণ রিলিফের বহু টাকার ব্যবস্থাপনার তাঁরের ওপর কমিটির খবরদারীটা এঁরা এড়াতে চান—কি উদ্দেশ্যে তা সকলেরই জানা। আমরা বিভিন্ন ব্লকের প্রতিনিধিরা খাদ্য ত্রাণের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য আছি এবং সদস্য পদে এইভাবে ঝুলে থাকবো—আর খাদ্য ত্রাণ কমিটিকে নামে খাড়া রেখে রিলিফে লুটের সুযা চলবে—এ আমরা সহ্য করবো না। কমিটিগুলো বহুদিন আছে—মর্য্যাদা দিয়ে উপযুক্তভাবে কার্যকর ক'রে থাকতে হবে। না হলে আমাদের দিক থেকে এর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্লক, রিলিফ বিভাগ ও ডি, সির কার্য্যধারা

একে তো ব্লক ছাড়ে খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলিকে ডাকা হচ্ছে না—এড়িয়ে চলা হচ্ছে। তার ওপরে ব্যাপার এই যে, দু' এক জায়গায় যেখানে বি, ডি, ওরা কতকগুলি সদস্য নিয়ে মৌট পাকাবার ব্যবস্থা করতে পারছেন বা নিজের যুযোগ বুঝে বৈঠক ডাকতে বা অযাচিত বৈঠকের অনিচ্ছা করতে সক্ষম হচ্ছেন—সেখানে দেখানে তাঁরা বিভিন্ন খেলা খেলছেন—এবং এ সবই কতকগুলো পেটোয়া, দাসী লোক দিয়ে রিলিফের টাক রুটির লুটের সামগ্রী করার জন্য জেলা রিলিফ বিভাগটিকে বহু খেলার আড়ত হয়ে রেখা রয়েছে। এই সব নানা কারণে জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির কনভেনার ডি, সি আজ খাদ্য ত্রাণ কমিটির সম্পূর্ণীন হ'তে বিরাগই অনিচ্ছুক।

আজ যদি তলস্ত নাও হয়—এখানেই যবনিকা পতন হবে না

আমাদের এই সব অভিযোগ যার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সাহস যদি কারো থাকে—তাঁদের আমি এগিয়ে আসতে আহ্বান করি। রাজ্যপালকে যে সমস্ত অভিযোগের জন্য করতে দাবী জানাই তার মধ্যে এই সব অফিসারদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু সে সব কথা উল্লাটন করতে রাজ্য সরকারের সাহস হয়নি। আর যদি সাহসও অন্য নাও হয়—তবে সব চুকে গেল মনে করার কারণ নেই। জনসম্বিত সরকার গঠিত হ'লেই আমাদের সর্বপ্রধান কাজগুলির অন্যতম কাজ হবে—আমলাতন্ত্রের দুষ্চক্রের ব্যাপক তদন্ত এবং অপরাধীদের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য তুমুল দাবী তোলা।

আজ এই কথাটা তোলার যে জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে

কিন্তু আপাততঃ যে জন্য এই প্রবন্ধ লিখছি—তা হল এই যে, অবিলম্বে খাদ্য ত্রাণ কমিটিগুলি পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় করার জন্য আমাদের বক্তব্য রাখতে। এর কারণ হল তিনটি:—(১) শাসনে খুবই সংকটপূর্ণ সময় আসছে—ভাদ্রের আরম্ভ থেকে। (২) আমাদের সকলের চাপে রিলিফের বরাদ্দ বেড়েছে এবং বাড়বে। সেই বর্দ্ধিত বরাদ্দ অর্থ মানুষের জন্য ঠিকমতো না লাগিয়ে লুটের মাধ্যমীতে পরিবর্ত করা হচ্ছে। (৩) কাজ না চলছে—পরিকল্পনা সরকারে আগে চলছে না। ফলে রিলিফের কাজ সাফল্যপূর্ণ ভাবে না হওয়ায়,—খরা এবং ব্যবস্থার নির্দেশ থাকতেও বহু মানুষ বহু কষ্ট পাচ্ছে। সেজন্য আজ খাদ্য ত্রাণ কমিটির দেখা উচিত—কি হচ্ছে, কি করা হলে পরে দুর্নীতির অন্তত কিভাবে রুখে?

এই কংগ্রেসী শাসনেও, খাদ্য ত্রাণ কমিটি খানিকটা নিয়ন্ত্রণের রজ্জু

আমলাতন্ত্র যোগাযোগ সঙ্গে কাজ করতে না পারার জন্যই যে এই সব ঘটছে—তা নয়। আমলাতন্ত্রের তাবেশই এই সব ঘটছে। এখন যখন কংগ্রেসী আমল চলছে—তখন আজ আমলাতন্ত্রের হাতা এই রকমই হবে—তা জানা কথা। তবু তারই মধ্যে রিলিফ কাজে অনেকখানা নিয়ন্ত্রণের রজ্জু হিসাবে যে খাদ্য ত্রাণ কমিটি আছে—তাকে সাধ্যমত শক্তিভাবে কাজে লাগাতে হবে—এটাই আমাদের আজ মূল বক্তব্য।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে

সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দজীর বিবৃতি

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করিতেছেন কিছু সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে বিদ্যাপীঠের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও আচার ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলতা। কর্তৃপক্ষের সকল প্রকার ব্যবস্থা ও সতর্কতা সত্ত্বেও গ্রীষ্মাবকাশের পর ছোট খাট নানা ধরণের অবাঞ্ছিত ও অনিকর কার্যকলাপ ঘটে চলে। এই সকল কাজের বিরোধিতা করলে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে, ইস্তেহারও প্রচারিত হয়।

এর পর ২০-৭-৭০ এর গভীর রাত্রে কয়েকটি ছাত্রের ছাত্রাবাসে অনুপস্থিতি ধরা পড়ে। প্রাতঃকালে অনুপস্থিত ছাত্রগুলি ফিরে এলে কর্তৃপক্ষ যখন ঘটনার অনুসন্ধান করেন তখন কিছু ছাত্র কার্যতঃ কিছু আবরণ তদানুরূপ করে এবং রাত্রের ঘটনার মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে প্রাতঃকালীন প্রার্থনার জন্য সমবেত ছাত্রদের প্রার্থনায় যাওয়ার বাধা দেয়।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অভিবাবকদের জানা হয়। যে সকল অভিভাবক আসেন তাঁদের সমস্ত পরিস্থিতি জানান হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি ছাত্রের পিতা তাঁর ছেলেকে বাড়ী নিয়ে যান। অপর এক অভিভাবকও তাঁর ছাত্রকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য টেলী করে। কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। এর পর বিদ্যাপীঠের জীবন অচলাবস্থা, নিরাপত্তার অভাব ও ভবাবহ পরিস্থিতি আশঙ্কা করে কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বিদ্যাপীঠ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

—·—·—

জগন্নাথ কিশোর কলেজের ছাত্রদের দাবী

কয়েক দিন আগে জগন্নাথ কিশোর কলেজের একটি ছাত্র আমাকে ফোনে জানায় যে তাদের বর্ষফল চলছে, এ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে তারা কথাবার্তা করতে চায়। ছাত্রটি বলে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার যোগ করে—সেই সূত্রে আমাদের সঙ্গেও কথা করে। তাতে আমি সম্মতি জানাই। পরে আর আমার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করে নি।

গত ওরা জুলাই আমি কলকাতা এসেছিলাম বিভিন্ন কাজে। ঐ দিন শিক্ষা বিভাগের জেষ্ঠী সেক্রেটারী মিঃ সি, নি, মুখার্জীর সঙ্গে দেখা ক'রে—তে, কে কলেজের ছাত্রদের দাবী বিষয়ে আলোচনা করি। দাবীগুলি বিষয়ে আমার যা জানা ছিল—তারই ভিত্তিতে কথাবার্তা করি। ঐ দাবীগুলি সম্পর্কে মিঃ মুখার্জী যে সব কথা বলেন তা এই—

১) ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসিক হোষ্টেলের বিষয়ে বলেন যে, শিক্ষিণালয়ের কোয়ার্টারের সীমানা মধ্যে শিক্ষকদের জন্য কয়েকটা ঘর করা যেতে পারে ব'লে ওঁরের মনে হয়েছে। ছাত্রদের হোষ্টেল এবং খেলার মাঠের জন্য জায়গা নিতে হবে। তার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন। বিডুইজিশনে যে পরিমাণ জমি চাওয়া হয়েছিল—অতটা জমি এখন দরকার নেই ব'লে মনটা এখন কেমা করে না—যা দরকার তার জন্য বিডুইজিশনে জমির পরিমাণ বরদাতে হবে। তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

২) কলা ও বিজ্ঞানে অধিক সংখ্যক সাম্মানিক (অনার্স) শাখা খোলার প্রশ্ন বিষয়ে কথা হল। আমাদের জেলা বিষয়ে বলেছিলাম যে, সাধারণভাবে আমাদের জেলার কলেজগুলিকে উৎসাহ ক'রে সাম্মানিক শাখা না খোলার জন্য আমাদের জেলার কলেজগুলি অনাদৃত হয়ে থাকছে —আকর্ণন কম হচ্ছে। এ বিষয়ে মিঃ মুখার্জী বললেন—আমরা জে, কে কলেজসহ পুরুলিয়া কলেজগুলির সাম্মানিক শাখা বাড়াবার বিষয় চিন্তা করছি।

৩) হয়মাজ্ঞাতী প্রতিটি ছাত্রকে ভর্তির সুযোগদান ও ঐ সম্পর্কে বিনিময়ের প্রস্তাবের সম্পর্কিত প্রশ্ন বিষয়ে উনি বললেন—এই ব্যবস্থা কোন কলেজেই চলতে পারে না। সব কলেজের একটা আসনসীমা থাকবেই। সুতরাং যতজন ছাত্র ভর্তা করবে—সকলকে স্থান দিতে হবে—এ প্রস্তাব গ্রহণ করা কি করে সম্ভব? ঐ কলেজে আরো ছাত্র বাড়াবার মত ব্যবস্থা করলেও—তারও সীমা থাকবে। সুতরাং তার বেশী ছাত্র কিভাবে নেওয়া যাবে? তাছাড়া, তিনি আরো বললেন যে, যেখানে একটা কলেজে এখন ছাত্র প্রতি মাত্র ৫ ঘোড়ার ঘুট আসন দরকার—সেখানে যে, কে কলেজে এখন ছাত্র প্রতি মাত্র ৫ ঘোড়ার ঘুট ক'রে আসন রয়েছে। সুতরাং স্থান আরো না বাড়ালে ছাত্র বাড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে কলেজের বিল্ডিং এখনতাবে করা হয়েছে যে, তাকে তোল লা করা সম্ভব নয়—তার উপরোগী জিং শক্ত নয়। ওর মধ্যে যে দু একটা ছোট বিল্ডিংএর ওপর তোলা চলবে—তার নীচ এস্টিমেট ও ইউ, ডি, দি জীম ক'রে ওরের কাছে পাঠাতে হবে। এ বিষয়টা যেন তাড়াতাড়ি হয়—তার জন্য আমাকে দেখতে অনুরোধ করলেন।

৪) জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের উচ্চতি সাধনের প্রশ্নে বাণিজ্য বিভাগ সম্পর্কে মিঃ মুখার্জী বললেন—পুরোপুরি সমতের আর এক জন শিক্ষক নিতে হবে। এই বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেরা উত্তীর্ণ হয়েছে: সেজন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক দিয়ে কাজ চলবে না। সেজন্য এর ব্যবস্থা তাঁরা শীঘ্রই করছেন। জীব বিজ্ঞান বিষয়ের দাবীও ভেবে দেখছেন।

৫) বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতী শাখার ব্যবস্থার প্রশ্নে বললেন —ওখানে তো বাংলা ভাষা ভাষী বাণিজ্যই শতকরা ৯৯ জন। দ্বিতীয় ভাষা কত ছাত্র আর পড়ে? আমি বললাম আমি তা জানি না— তবে সভবে বিভিন্ন স্কুলগুলি তার করেন। সেজন্য দ্বিতীভাষী ছাত্র বেশীও হতে পারে। তাতে উনি বললেন—এ বিষয়টা ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

৬) কলেজ লাইব্রেরীর উন্নতি ও প্রসার সাধনের প্রশ্নে বললেন— এটা শক্তিই দরকার। তবে শুধু জীব বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের কেন? বিভিন্ন বিভাগের জন্যই তো বই প্রয়োজন।

৭) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাস ঘর সম্পর্কিত এক বিষয়ে মিঃ মুখার্জীর উত্তর ছিল এই যে, এর জন্য সর্বাগ্রে জমি চাই। তার জন্য বিভিন্নজনের সংগে আলোচনার ব্যবস্থা ক'রে জমি নেবার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া, যে বিল্ডিং-এর ওপর ছোতলা হওয়া সম্ভব—তার মাপ জোপের এষ্টিমেট দিয়ে ইট, জি, সি তীব্র দিতে হবে—কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। তা পেলেই তাঁরা শীঘ্র ব্যবস্থা করবেন।

৮) খেলাধুলোর জন্য উপযুক্ত প্রশস্ত মাঠ বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—খেলার উপযুক্ত প্রশস্ত মাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। আমি সংগ্রহ করেছি এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হবে।

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে মিঃ মুখার্জী ও জি, ডি, পি, আই ডক্টর জে, সি, চৌধুরী পুরুলিয়া গেছলেন। তখন তাঁরা জে, কে, কলেজও পরিদর্শন করেন। মিঃ মুখার্জী আমার আলোচনার উত্তরে বললেন—আমরা গিয়ে দেখেছি—ঐ সব ছাত্রীদের সত্যই অসুবিধা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি শীঘ্র মধ্যে সমাধান করতে। চেষ্টাটা যেন তাড়াতাড়ি এবং জোর দিয়ে হয়—তার জন্য মিঃ মুখার্জীকে বিশেষ অনুরোধ করলাম। এবং তাঁকে বলেছিলাম যে, সারা বাংলার মধ্যে সবচেয়ে উপেক্ষিত হ'য়ে রয়েছে পুরুলিয়া জেলার শিক্ষার ছাত্রীগুলি। এই জেলার এই সব অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ছাত্রীগুলির সমাধান হওয়া দরকার। আমাদের জেলায় মূল কলেজগুলিকে অর্দ্ধসমাপ্ত করে ফেলাতে দীর্ঘ দিন ফেলে রাখা হয়েছে। এখন এই অঙ্গতী ছাত্রীগুলি অবিলম্বে পূর্ণ করা দরকার।

এই আলোচনার বিষয়ে ছাত্রদের বক্তব্য কী—তা জেনে প্রয়োজন হ'লে শিক্ষা বিভাগের ভার প্রাপ্তদের মধ্যে যাঁর যাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করা দরকার—তা করব।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

এই খাদ্য সংকটের দিনে
সকলের সঙ্গে আপনিও চান
ফসল বাড়াতে
ফসল বাড়ানোর মূল ব্যবস্থা হচ্ছে—
(১) সেচ (২) সার (৩) উন্নত প্রণালী
মূল ব্যবস্থার আর একটি বড় দিক কি জানেন ?
তা হচ্ছে—
উন্নত বীজ
সুস্থ, পুষ্ট, নির্ভেজাল উন্নত জাতের বীজ নিন
সস্তায় অপুষ্ট নিকৃষ্ট জাতের ভেজাল বীজ কিনে আপনি
হয়তো এক তোলায় দু-চার আনা লাভ করতে পারেন সত্য
কিন্তু এক তোলা উন্নত বীজে ফসলটা হবে
দ্বিগুণ তিনগুণ
সেই লাভের কতকটা চাষীকে হিসাব ক'রে দেখতে বলি
যে চাষী সেই হিসেবটা বুঝেছেন—
তাঁকে ফিরে ফিরে আসতে হবে—
কৃষি প্রচার ভবনে
বীজ ভবনে
যেখানে সযত্নে কোটের হাতায় কৃষি প্রচার ভবন
বিশ্বাসযোগ্য, উন্নত বীজ সরবরাহ করছে।

চাণ্ডিল, ইচাগড়, নিমডি ও পটমদায় মানুষ অত্যন্ত বিপন্ন

বৃষ্টির অভাব, কাজের অভাব, খাদ্যের অভাব নিদারুণ

ইচাগড় থানার লোক সেবক সংঘের কর্মী শ্রীবৈদ্যের মারফত লিখিতভেছেন যে—চাণ্ডিল, ইচাগড়, নিমডি ও পটমদা থানা অন্তর্গতদের মধ্যে বিগত অবেক্ষদিন অ সেই টি, আরের কাজ বন্ধ হওয়ায় বিপন্ন মানুষ যাহারা পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্জ্জাহ করিয়া থাকেন, তাহারা আজ কাজের অভাবে কোনো দিন অর্দ্ধাহারে কোন দিন অনাহারে কাল যাপন করিতেছেন।

বিশেষ করিয়া ইচাগড় থানার বিপন্ন মানুষের খাদ্য সমস্যা গুরুতর-ভাবে দেখা দিয়াছে। আমরা প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম অধিকাংশ গ্রামের গরীব লোকেরা কাজ না পাইয়া খাদ্যের অভাবে সামা প্রকৃতি ধানের বীজ ভাঙ্গিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছেন। আসিতেছেন। অনাবৃষ্টি এবং নানারূপ ভুপোদ্যোর কারণে মানুষ মারা

আমরা বি, ডি, ও সাহেব ও মুখিয়া সাহেবদিগকে বরাবর বি, আর বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করিতেছি এবং কৃষি ঋণের অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হোক বলিতেছি। কিন্তু কোন কিছুরই আজ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হয় নাই।

এ বৎসর চাষীরা সরকারকে বীজ ধানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার চাষীদের সে দাবীর প্রতি কোনো দৃষ্টি প্রদান করিবেন না।

যদি বা কিছু লোক কোনো রকমে মহাজনের ঘরে গিয়া দোনা, তুনা দিয়া এবং জমি আমনা বিঘান কোতালা দিয়া ধান সংগ্রহ করিয়া টাকায় ১১ সের দরে খরিদ করিয়া বীজ বপন করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানে বৃষ্টির অভাবে এবং খরচের অভাবে গরীব চাষীরা বিপদে পড়িয়াছেন।

যদিও কোন দিন সামান্য বৃষ্টির ফলে কোন কোন আমগার জল হইতেছে, কিন্তু খরচের অভাবে গরীব চাষীরা চাষ করিতে পারিতেছেন না।

যতটুকু চাষ হইতেছে সমর্থ ব্যক্তিদেরই চাষ হইতেছে। আর গরীবের মধ্যে যাহারা কোনোভাবে সোনা, তুনা দিয়া মহাজনের ঘর হইতে ধান পাইতেছেন তাহারা কিছু কিছু চাষ করিতেছেন। ইচাগড় থানার এ বৎসরও চাষ ভালভাবে হইবে বলিয়া কোন লক্ষণ নাই।

মহুয়ার কাজ পাইবার আশায় যাহারা খাড়াভাবে দেশ বিদেশে গিয়াছিলেন তাহারাও ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহারা পুনরায় অধিকাংশ ছাড়িয়া কাজের খোঁজে চলিয়া যাইতেছেন। অনাবৃষ্টে ফসল হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না। অনাবৃষ্টে ফসল এ বৎসর কিছু হইবে বলিয়া সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অনাবৃষ্টে ফসল শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই। কারণ মানুষ সুধার জ্বালায় মূলজাতি অবস্থাতেই অনার তুলিয়া খাইতেছেন। এখনও ভ্রমণ করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে কেবলমাত্র শাক নিম্ব খাইয়াও লোকে দিন কাটাইতেছেন। ক্যানেলগুলি এখনও যে যে গ্রামগুলিতে জল দেন নাই সে গ্রামগুলিতে এ বৎসর জল সরবরাহ করা একান্ত দরকার। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ক্যানেল অফিসারদের তা করেন নাই।

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়
রাঁচি রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)
দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)
নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
কালি সিংহানিয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

বিজ্ঞপ্তি

(মোটর যান আইনের ৪৭ (এক) ধারা মোতাবিক)

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (পি, এস, টি. পি, এ) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট রুটের "স্টেজ ক্যারেজ", শিরোনামাঙ্কিত খামে রেজেষ্ট্রি করিয়া দরখাস্ত আহ্বানকারীর নিকট ১০।৯।৭০ তারিখের বেলা ১১টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে দরখাস্ত পৌঁছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও একখানি পৃথক কাগজে দিতে হইবে।
(১) দরখাস্তকারীর নাম (২) পিতার নাম (৩) পুরা ঠিকানা [ডাকঘর ও থানা] (৪' স্টেজ জাতীয় সফর প্রমাণ পত্র] (৬) মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং (৭) গাড়ী রাখিবার ও রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ১০'০০ (দশ টাকা) জমার ট্রেজারী চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোনক্রমেই ফেরৎযোগ্য নহে এবং উহা জমা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাহারা এই সমস্ত প্রস্তাবিত রুটের অথবা এলাকা ধরিয়া অথবা উহার নিকটবর্ত্তী এলাকায় ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রির পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন অথবা এতদুদ্দেশে যাঁহারা রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি গঠন করিয়াছেন তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্ব্বশেষ ১০।৯।৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

পুরুলিয়া
৩।৯।৭০

আর. সি, মহাপাত্র
সম্পাদক

১। পুরুলিয়া হইতে ভূতাম ভাঁয়া জুড়া, নপাড়া=১টি পারমিট
২। পুরুলিয়া হইতে বরাবাজার ভাঁয়া বরাভূম রেলওয়ে স্টেশন, [পুরুলিয়া ছাড়িবে আন্দাজ সকাল ৬,৩০ টায় এবং বরাবজার ছাড়িবে আন্দাজ বৈকাল ৪,৩০টায়।] =১টি পারমিট
৩। পুরুলিয়া হইতে বাগমুণ্ডি ভাঁয়া কালদা=১টি পারমিট
৪। ঘাট রাঙ্গামাটি হইতে পুরুলিয়া ভাঁয়া কাশিপুর, লধুডুকা=১টি পারমিট

নোটীশ

জেলা—পুরুলিয়া।

মোকাম—পুরুলিয়া মুন্সেফী আদালত।

সন ১৯৫৭ সালের ৮৬নং দেওয়ানী মোবর্দ্ধমা।

হারাধন মাহাত দিং বনাম চক্কদা ভূমিজানি দিং

জেলা পুরুলিয়া, পং কাশিদা, থানা ঝালিদার অধীন ভিউদার গ্রামের ষোলআনা অধিবাসীগণের প্রতি:

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানান যায় যে উক্ত গ্রামের [১] বালিরাম মাহাত [২] শিবনাথ মাহাত [৩] জয়দেব মাহাত [৪] বাবুল ল গঁও ই [৫] আষাড়ি মুখার্জী [৬] মতিলাল মাহাত [৭] সলাবত মাহাত [৮] গলা মাহাত [৯] ভূগুরাম মাহাত [১০] গোবিন্দ মাহাত [১১ রামেশ্বর মাহাত [১২] কালিদ মাহাত [১৩] কলেবর মাহাত [১৪] হরি সর্দার এই মোকদ্দমায় উক্ত গ্রামের ষোলআনা বাসিন্দার প্রতিনিধি হিসাবে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া অত্র নম্বর মোকদ্দমায় বাদীগণের দাবীর বিরোধিতা করিতে চাহেন। অতএব উক্ত ব্যক্তিগণের ঐ গ্রামস্থ ষোলআনা গ্রামবাসীগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তা থাকিলে আগামী ২৭।৮।৭০ তাং মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন।

অদ্য তাং ৫।৮।৭০ আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ১৯।৮।৭০ তারিখে বৈকাল ৪টার সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসে আগামী ১-৯-৭০ হইতে ৩০-৮-৭৩ সাল পর্য্যন্ত পোকা-বাঁধে মৎস্য আবাদ করিবার জন্য খোলা নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। যাঁহারা ডাকিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজির হইয়া নিলাম ডাক করিতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে কর্তৃপক্ষ সর্বাংশে বা যে কোন ডাক মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন এবং কর্তৃপক্ষের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীদিলীপ রায় চৌধুরী
৮-৮-৭০ পৌর প্রশাসক
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

আরামে চলুন
মসৃণ ছাপ
দেখে নিন
অজন্তা
হাওয়াই

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

"WANTED for Santamayee Girls' High School a Lady B. A. (Hons) or M. A. teacher capable of teaching Bengali in top classes and Mathematics and all other subjects upto class VIII. Apply to the Secretary within a week's time."

"WANTED an M. A. B. T. or B. A. (Hons) B.T. teacher for the post of Headmaster, Lagda High School, P. O. Lagda. Dist. Purulia (W. B.) The applicant should have at least five years' experience in teaching English in top classes of a High or Higher Secondary School. Applications be sent to the Secretary so as to reach him on or before 14.8.70 Applications from candidates having Spl. Hons. degrees will not be entertained.

All the candidates having qualifications as required above are requested to appear before the M. C. on 16. 8, 70 at the School Office at 8 A. M. for an interview.

Separate letters to candidates will not be issued and no T. A. will be allowed for the purpose.

Sd/B. B. Banerjee
Secretary
Lagda High School

বিজ্ঞাপন

বড় উইমা হাই স্কুলের জন্য দুইজন সহ-শিক্ষক (বি. এ) প্রয়োজন। সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৭ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

সেক্রেটারী বড় উইমা হাই স্কুল
পো+পো:—বড় উইমা।
জেলা—পুরুলিয়া। (প: ব:)

Government of West Bengal
Office of the Deputy Commissioner, Purulia,
Judicial (MV) Department.

NOTICE

Applications have been received as shown below for the grant of permanent stage carriage permits on the following routes. The applications will be available for inspection in the office of the undersigned on any working day of the office during office hours.

Any representation and/or objection to be made in connection with said applications u/s 57 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939 may be submitted so as to reach the undersigned on or before the 10th September, 1970.

The applications together with the objection and/or representation, if any, in connection with the said applications will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held on or after 10th September, 1970 The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection and/or representation will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such representation.

R. C. MAHAPATRA
Secretary,
Regional Transport Authority, Purulia.

4.8.70.

DETAILS OF ROUTES

Sl. No.	Name of routes		No. of applications received
1.	Purulia to Raghunathpur (Express Service) Office time	1 permit	5+1
2.	Purulia to Manihara via Santuri	1 permit	15
3.	Purulia to Brajapur via Jhalda, Durgi	1 permit	33+1
4.	Purulia to Bhurkundaghat via Para, Cheliama, G branda.	1 permit	9
5.	Purulia to Kuilapal via Manbazar, Jamtoria	1 permit	24+2
6.	Purulia to Santaldih via Golkunda	1 permit	7+2
7.	Purulia to Kashipur via Hura, Damankiary and Agardih	1 permit	10
8.	Purulia to Kanara via Baragram Gopalpur	1 permit	5
9.	Balarampur Hat Bus Service centering Balarampur	1 permit	4
10.	Jhalda Hat Bus Service centering Jhalda	1 permit	1

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অন্ধেমাতরম্
স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

দুর্দ্দিনের জাগ্রত প্রাণাবরান নিবোধক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৩শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

সোমবার, ১৭ই আগষ্ট '৭০
৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৭

বার্ষিক ৬.০০ সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

স্মরণীয় পনেরই আগষ্ট



*স্মরণ কবি জাতীয় স্বাধীনতা দিবসের মহান তাৎপর্য্য প্রণাম জানাই দেশের অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের।

*স্মরণ কবি ঋষি অরবিন্দকে, প্রণাম জানাই জাতির স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীককে জাতির-অধ্যাত্ম চৈতন্যের ভাস্বর রূপকে।



চলতি দুর্ভিক্ষের পাশে এ বছরের অনাবৃষ্টির সঙ্কট

বান্দোয়ান, বরাবাজার, মানবাজার, জামতোড়িয়া, পুরুলিয়া, পাড়া প্রভৃতিতে বৃষ্টি খুব কম : চাষ আজও বহু অসমাপ্ত

সরকারী অপদার্থতা ও নূতন সঙ্কটের কারণে এখনও অনাহার মৃত্যু

কেউ কেউ এখনো "পাঁচ আঁটি" পর্য্যন্ত করেনি।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, অযোগ্য বিশিক্ বিলিকে অবাধ লুঠের পরিস্থিতির মধ্যে এ বছরও আবার নতুন অনাবৃষ্টির সংকট দেখা দিয়েছে। অনেকগুলি ব্লকে এখনো পর্য্যন্ত পুরো বৃষ্টি হয় নি, কোথাও অর্দ্ধেক, কোথাও সিকি, কোথাও তারও কম বৃষ্টি হয়েছে। ঐ সব ব্লকগুলিতে চাষ কোথাও অর্দ্ধেক বাকী, কোথাও তারও বেশী বাকী। অনেক জায়গাতে বহু চাষী—যাদের সামান্য বাইদ জমি—তারা এখনো "পাঁচ আঁটি" পর্য্যন্ত করে নি!

যে সব ব্লকে বৃষ্টি বিশেষ হয় নি : আজও বহু জমি আবাদহীন

বান্দোয়ান, বরাবাজার, মানবাজার, (২), পুরুলিয়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি ব্লকগুলির প্রত্যেকটিতে উল্লেখযোগ্য অংশে বৃষ্টি ঠিকমতো না হওয়ায়—চাষের কাজ অত্যন্ত বিলম্বিত। বহু জমি খিল পড়ে আছে। পাড়া, বলরামপুর প্রভৃতি ব্লকেও কিছু কিছু অংশে এখনো আবাদহীন অবস্থায় রয়েছে। সব থানার সাম্প্রতিক অবস্থা জানতে পারি নি। আরো দু চারটি ব্লকের এই অবস্থা ঘটেছে—আশঙ্কা হচ্ছে।

গত বছরের অজন্মায় দুর্ভিক্ষ : অযোগ্য সরকার : অসাধু আমলাতন্ত্র : এ বছরের অনাবৃষ্টি

গত বছরের বিপর্য্যয়ের ফলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল—তার প্রতিকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাই হল না। বিবেকহীন অযোগ্য সরকারের উপেক্ষা ও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির সঙ্গে তারই উপযুক্ত অযোগ্য অসাধু হৃদয়হীন আমলাদের উপদ্রবের রাজত্ব মিলিত হয়ে পরিস্থিতি যে রূপ নিয়েছে—তাতে এই নূতন সংকটকে অঙ্কুরাবস্থাতেই ক্রত উপযুক্ত ব্যবস্থা না হবার পরিস্থিতিটাই স্বাভাবিক হয়েছে। এই প্রতিকারের জন্য মানুষের মনে আশা হওয়া দূরে থাক—প্রতিকারে আশার ধারণা হ'লে আমলাদের আজ বহু ক্ষেত্রে যে সাধু ও দৃষ্টতা দেখা যাচ্ছে—তা' বিস্ময়কর।

জনগণের সেবার ভার হাতে নিয়ে যে শাসন কর্তৃপক্ষ আজ অমানুষ-তুল্য

(১) হৃদয় থাকলে মানুষের বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা যায়। (২) বুদ্ধি থাকলে উপযুক্ত পরিকল্পনা করা যায়। (৩) কুশলতা থাকলে সেই পরিকল্পনাকে পারদর্শিতার সঙ্গে কর্মে রূপায়িত করা যায়। (৪) সততা থাকলে অসৎ কর্ম্মব্যবস্থাকে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত করতে পারা যায়; জনকল্যাণের নামে কর্ম্মব্যবস্থা পরিচালিত করে আত্মসাতের ব্যবস্থা চলতে থাকে না।

আজ শাসন যন্ত্রের কাছ থেকে এর প্রত্যেকটিরই গুরুতর অভাব দেখা দিচ্ছে। সেজন্য দুর্ভিক্ষের ব্যবস্থাও যেমন মানীকর হল—তেমনি বর্ত্তমান

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সদর রাস্তায় পুলিশ অফিসার নৃশংসভাবে নিহত
এই হত্যাকাণ্ডের কোনও কিনারা পুলিশ করতে পারে নি

গত ১১ই আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৮-৩০ ঘটিকায় মুলেফ-ডাঙ্গার শোভানী বিবি লেনে পুলিশ বিভাগের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টার তথা ওয়ারলেস অপারেটর শ্রীহীরালাল মুখার্জ্জী আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। প্রকাশ, রাত্রি ৮ টার পর ডিউটী শেষে শ্রীমুখোপাধ্যায় সাইকেল রিক্সা চড়ে ঘরে ফিরছিলেন। সিনেমার সেকেণ্ড শো দেখবার জন্য লাইন অপেক্ষা-কৃত তাড়াতাড়ি বাড়ী আসছিলেন কিন্তু পথে ডাঃ জন্তু সরকারের (বাদল বাবু) বাড়ীর কাছে ঈষৎ অন্ধকারময় স্থানে দুজন যুবক রিক্সাটি থামায় এবং তৃতীয় একজন ব্যক্তি পিছন দিক থেকে টাঙ্গী বা ভোজালী জাতীয় ধারালো অস্ত্রের দ্বারা শ্রীমুখার্জ্জীর মাথায় ও গলায় গুরুতর আঘাত করে। প্রাণঘাতী আঘাতে শ্রীমুখার্জ্জী আর্ত্তনাদ করে উঠলে ঘাতকেরা নাকি অট্টহাস্য করে সেই আর্ত্তনাদ স্তিমিত করে দেওয়ার চেষ্টা করে। হত্যাকাণ্ডের পর আততায়ীরা স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে রিক্সা-চালক (সে নাকি ভয়ে ডাক্তার বাবুর গৃহে পালিয়ে গেছলো) নিহত পুলিশ অফিসারকে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে ডাক্তারেরা শ্রীমুখার্জ্জীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গলার আঘাতই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল এবং প্রচণ্ড আঘাতে গলদেশের প্রায় অর্দ্ধেক কাটা গেছলো।

প্রকাশ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিক্সা চালককে আটক করে রাখে এবং পরদিন অর্থাৎ ১২ই আগষ্ট তারিখে তাকে ছেড়ে দেয়।

হত্যাকাণ্ডের পরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে আসেন এবং পুলিশ কর্ম্মচারীরা ও পুলিশের গাড়ী সহরে ঘোরাফেরা করতে থাকে। পরে সহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে কয়েকজন যুবককে পুলিশ সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে।

গত ১২ই আগষ্ট ময়না তদন্তের পর ৺হীরালাল মুখার্জ্জীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদেরই ইচ্ছাক্রমে পুলিশ বিভাগ নিজস্ব অফিসারের শবযাত্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানে বিরত থাকেন। পুলিশ বিভাগ শ্মশানে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পরলোকগত অফিসারের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

নিহত অফিসার স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা এবং বৃদ্ধা মাতা ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

সম্পাদকীয়—

১৫ই আগষ্টের মতই যা' সার্থক করতে হবে

আমাদের জীবনে মহান ১৫ই আগষ্ট বার ক'রে গেল। আমাদের অধিবাসীরা স্বাধীনতা দিবস। যে স্বাধীনতা একদিন স্বপ্নের মত ছিল—যে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে একদিন অগণিতের দুঃখবরণের ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়েছিল—সেই "স্বাধীনতা" অকস্মাৎ একদিন পরাধীনতার ভিত্তিমাত্রকার জের ক'রে, অবিশ্বাস্যরূপে, নবোদিত সূর্য্যের উজ্জ্বল মহিমার মত, তারকবর্ণের ললাটে লেখা দিল। সেদিন সমস্ত অস্তিত্ব দ্বারে দ্বারে মুখর অন্তরীন আনন্দ, আশা, উল্লাসের, কলরব, ঐক্যবোধ ও প্রেমপ্রেম তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল। আমরা সকলে ভেবেছিলাম—ঐতিহ্যের মহান জাতি আবার নূতন গৌরবময় ইতিহাস রচনা করবে।

স্বাধীন জীবন যখন তার আসন স্বপ্নকে সফল করার জন্য পথের পর পথ উন্মোচন ক'রে যায়—নব সৃষ্টির দুরন্ত যখন একের পর এক আবির্ভূত হ'তে থাকে—তখন সেই স্বাধীন জীবনে স্বাধীনতার মহিমা-মণ্ডনের অনন্য আর বছরমুক্তির দিবসের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তেমুখে, সতস্ফুর্ত হৃদয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করতে থাকে—তুমি অবিস্মরণীয়।

কিন্তু যখন স্বাধীনতার লগ্ন আকাশে উঠিয়ে, স্বাধীন জীবনের হাতির বরন করার নামে সেই হাতির সম্পূর্ণ বিপ্লব হয়ে, তাতে নূতনের খেলা চলতে থাকে—আর সেই তাতে নূতনের পরাথাতে যখন জাতির অগণিত জনগণের আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, শক্তি, সম্মান, নিরাপত্তা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে—তখন স্বাধীনতা লাভের মহান দিনটির প্রতি তাকিয়ে, দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ আত্মস্থির হ'য়ে ওঠবে—এ স্বাভাবিক ! তারা ভুলতে চায় যে, এমন একদিন এসেছিল—তারা ১৫ই জুন, ১৫ই জুলাই এর মধ্যে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে কোনো জন্যে দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। অন্ত সকল দিনের মত ১৫ই আগষ্টও কখন সৃষ্টিতে পার হয়ে যায়।

ইতিহাসের সেই মহান ১৫ই আগষ্ট যখন জাতির জীবনের ওপর দিয়ে পার হচ্ছে—তখন রক্ততা জাতির অগণিত মানুষের কেউ কি, আবের প্রজ্ঞাশাস্ত্র ব্রকের আরপ্রান্তে জিভূকের সম্মানে অভ্যর্থিত হচ্ছেন—কেউ বা তখন বিদিনের চুক্তিকতা সম্পন্ন নিয়ে ব্রকের প্রজ্ঞাশাস্ত্রিত অমিনান্তকের সঙ্গে আলোর বন্দরাস বাস্ত, কেউ বা তখন কর্ণফীন আগাইন ক্রুদ্ধ যুদ্ধসাধনের অনুশাসনের সরকারী অফিসে দিকে দোড়ে নিজেদের নিযুক্ত, আরো কেউ বা তখন অনাহারক্লান্তি মৃত্যুশয্যায় শিকারকণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে জাতির নতুন ইতিহাস রচনা করছে! এই আমাদের স্বাধীনতার অবোধিসঞ্চিতের গৌরব দিবসের নান্দীপাঠ।

১৫ই আগষ্টের স্বাধীন দিবসে যেদিন সকাল বেলায় সহরের রাস্তা দিয়ে পার হবার সময় চারিদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করছিলাম—আমরা আমাদের স্বাধীন দিবসকে কি ভাবে স্মরণ করছি। যেখানে—সহরের এখানে ওখানে দু' চারটি অল্প মানুষ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। আর সব-নীরব। সরকার নীরব—বলগুলি নীরব—বিত্তির অনভোগী নীরব।

কিন্তু অগ্রাগিকাশ্রম কৃতি দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা তাদের স্বাধীনতা দিবস কী সমারোহেই না উদ্‌যাপন করছে। কী তাদের আয়োজন—কী তাদের আজীব জীবনে সেদিন আলোড়ন ! তারা তাদের আজীব দিবসের অবদানকে নিজেদের সার্থক হাতে যেমন তুলে নিয়েছে—তেমনি তারা তাদের স্বাধীনতা দিবসকে নিজেদের উজ্জল অবদানে আরো সৌবর্যান্বিত করেছে। তাদের জীবনের সঙ্গতে সঙ্গতে তারা উপলব্ধি করেছে স্বাধীন জীবনের উদ্যমশিক্তা। আর তার মধ্য দিয়ে তারা হয়েছে—তাদের কী বজ্রকঠোর সংকল্প—তারা তাদের স্বাধীনতার গৌরবকে রাখবে, বাড়াবে, মহীয়ান করবে।

কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসের প্রতি আজ মানুষের কথা তো স্বতন্ত্র—আমাদের সরকারেরই—আমাদের সরকারী আমলাতন্ত্রেরই যে চরম উদাসীনতা—তা বিস্ময়কর। এই অবস্থা কেন হয়েছে—অনেকেই হয়ত বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছেন। এর কারণ আমরা যা বুঝেছি তা এই : জনগণকে স্বাধীন জীবনের মর্য্যাদা ও দায়িত্ববোধ থেকে অচেতন ক'রে রাখলে তাদের অধিকারের অংশ চুরি ক'রে নেবার অবাধ আমলাতান্ত্রিক রাজত্ব কায়েম থাকবে। আর জনগণ উদাসীন কেন তা বোঝা খুবই সহজ। স্বাধীনতার আখাদে, গৌরবে, আনন্দে একদিন উদ্বেলিত হৃদয়ে জনগণ যে আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্নে ভরপুর ক'রে ছিল—বিরক্ত বঞ্চনা, বৈধয়া, শোষণ ও পীড়নে সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সকল ক্ষতাধার মধ্যে জাতির দীর্ঘ বঞ্চার উৎসমন্ত্রণ,—উথানের ক্রোধাগ্নিরূপ জাতির যে অসরাজের আত্মবিশ্বাস—তাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য নেতৃত্ব দিতে কেউ এগিয়ে আসেনি বলেই না। ফলে জনগণ আজ অসহায় দ্রষ্টার মত, উদাসীন পর্য্যবেক্ষকের মত, শাখার চাপা ক্রুদ্ধ আয়েরগিরির মত কাল অতিবাহিত করছে—কেবল এক ব্যাপক বিস্ফোরণের অপেক্ষায়।

সুতরাং ২৩ বছরের স্বাধীনতার পর আজকে এই নিরাকর জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা ১৫ই আগষ্টকে অর্ঘ্য নিবেদন করছি—চোখের জল দিয়ে, দুঃখের বিষয়তা দিয়ে, ক্ষতাধার দিয়ে, আর নিজেদের চরম আত্ম-অবিশ্বাসের দুঃখজনক গ্লানি দিয়ে।

কিন্তু যে জাতি একদিন আপন বুকের রক্ত দিয়ে, অগণিতীম আত্মশক্তি ও অপরাজেয় সংগ্রাম দিয়ে স্বাধীনতার বিজয়-গৌরব অর্জন করেছে—এই ১৫ই আগষ্ট এনেছে—সেই জাতি আজ স্বাধীনতার নামে ব্যাজিছায় দেখে ক্ষতাশায় ভেঙে পড়বে—তা শোভা পায় না। স্বাধীনতা লাভ করার যেমন দুরন্ত পথের প্রণর দিয়ে চলার মতন কঠিন—সেই স্বাধীনতাকে সার্থকভাবে জাতির জন্যাবের উপাদানরূপে প্রতিষ্ঠিত করাও তেমনি দুরন্ত পথের মতই কঠিন। আজ বহুবিধ দুরন্ত সমস্যা দেখে একটা মহান জাতির উজ্জগতিকারীরা হিম্মল হ'বে পড়বে—তা কখনই তার মহান ঐতিহ্যের শোভা নয়। সেজন্য আজ এসব সমস্যাকে সমগ্র বুদ্ধির আলোকে অনুধাবন ক'রে—সুচিন্তিত বিধানীক কর্মপন্থাকে, দৃঢ় সংকল্পের তীব্র, সমাধানের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে হবে—জাতির কাছে এই আজ ১৫ই আগষ্টের আহ্বান।

বিগত বিশ্বযুদ্ধে দুর্ধর্ষ জার্মানীর ভয়াবহ প্রচণ্ড আঘাতে যখন সমগ্র ব্রটেনের অস্তিত্ব কেঁপে থর থর হয়ে উঠেছিল—যখন বিশ্বের সকলেই ভাবছে—প্রজ্ঞাশাস্ত্রিত ব্রিটিশশক্তিও আজ শেষ অধ্যায় এল—তখনো সেই অন্ধকার অসরাজের জাতি আত্মরক্ষার অন্ধকার গহ্বরে বসে মৃত্যুপরবর্তী পরিত্রাণের ধনজা রচনা করেছে।—আমাদের আজকের বিপদ এর চেয়ে বেশী নয়। আর ইতিহাসে আমরাও অসরাজের আত্মশক্তির কম পরিচয় দিইনি। স্বাধীনতার দুর্ধার ইতিহাসই তার অনন্ত সাক্ষী। সুতরাং আজকে আমরা পরাজিত হবো—এর জন্য আমাদের জীবনে ১৫ই আগষ্ট আসে নি।

সেই মহান জাতির উত্তরাধিকারী আমরা আজ যদি ১৫ই আগষ্টে ইক্তসক্ত-বিক্ষিপ্ত বিস্ফোরণের আওয়াজে সমাধ্য উৎপন্নে প্রকম্পিত হ'তে থাকি, তাহলে আমাদের মহান ইতিহাসকে আমরা অপমানিত করব। প্রচণ্ড আত্মশক্তিসম্পন্ন নিভীক নেতৃত্বের অভাবে আমাদের জনতা আজ ঐসব সমস্যায় উদ্বেগে চঞ্চল। সেজন্য আজ উৎপলে শিশুরা চঞ্চল—সেই জনতাই একদিন আমাদেরই ইতিহাসে অজানীয় আত্মশক্তি,—অপূর্ব দুঃখবরণের,—বিস্ময়কর নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে।

নেতা আজ আমাদের জীবনে অগমিত। কিন্তু নেতৃত্ব-শক্তির অভাব আজ চারিদিকে। সেজন্য জাতীয় জীবন আজ বিচ্ছিন্ন, বিপর্য্যস্ত, আত্মশক্তি-বিহীন। আজ আমাদের জীবনে সেই নেতৃত্ব শক্তি চাই—যে নেতৃত্বশক্তি চিন্তা দেবে, আলো দেবে,—উদ্দীপনা দেবে,—নির্ভীকতা দেবে—আত্মবিশ্বাস দেবে—এবং নিজের জীবনে এই সব কিছুর পরিচয় দিয়ে দেশবাসকে দেশবাসী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে; আর এগিয়ে যাবার পথ পরাক্রম চিহ্ন দিয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে।

বহু অসন্তুষ্টকে আমাদের জাতির জীবনেই আমরা সম্ভব করেছি। আমাদের জীবনেই আমরা অভাবনীয় ১৫ই আগষ্ট আমাদের পক্ষিকেই অর্জ্জন করেছি। ১৫ই আগষ্টের যে গৌরবময় পরিণতি আমাদের জাতীয় জীবনে রেখা রেখার কথা ছিল এবং যা আজ নিতান্তই অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে—তাকেও আমরা অবধারিতভাবেই সম্ভব করে' তুলবো—আজকে আমাদের জন্য ১৫ই আগষ্টের এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।

আমাদের জীবনে একদিন যেমন ১৫ই আগষ্ট লেখা দিয়েছিল—তেমনি আমাদের জীবনে ১৫ই আগষ্টের সেই বন্ধন মুক্তিকে সার্থক স্বাধীনতার রূপান্তরিত করার জন্য আকাঙ্খিত নেতৃত্ব শক্তির নিশ্চয়ই অচিরেই প্রতিভার হয়ে উঠবে এবং তার জন্য আমরা আমাদের ক্রান্তিহীন তপস্যার যোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে তুলতে নিরবলস অক্লান্ত প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকবো—এই আমাদের আজকের দিনের ঐকান্তিক সংকল্প।

—:—

পুরুলিয়া জেলা কেমিস্টস্ এ্যাণ্ড ড্রাগিস্টস্ এসোসিয়েশনের বিবৃতি

শ্রীসোমেন মিত্রের আহ্বানে উক্ত সংস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। নূতন 'ড্রাগস্ কন্ট্রোল অর্ডার' এর পরিপেক্ষিতে সাধারণ ক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতাদের সুবিধা অসুবিধার কথা গত ১২ই আগষ্ট বিকাল ৫টায় ইউনিয়ন ক্লাবে অনুষ্ঠিত নবগঠিত সমিতির সভায় বিশদভাবে আলোচিত হয়। আলোচনায় দেখা যায় যে, অদেশ বলে খুচরা বিক্রেতা এবং সাধারণ ক্রেতা কেহই লাভবান হইতেছে না। মোটামুটি যেখানে শতকরা ২০টি ঔষধের দাম কমেছে সেখানে সাধারণ বিক্রয়যোগ্য শতকরা ৮০টীর দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে উক্ত সংস্থা ক্রেতা সাধারণকে যে সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছিলেন যথা :—স্কিন্ডকর ও অক্ষান্ত স্থানীয় করাদি তাঁহারা নিজেরা বহন করে আসছিলেন বর্তমানে তাঁহাদের লভ্যাংশে যে ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে (শতকরা ১৪—৭) তাতে যে সব করাদি তাঁহারা বহন করতেন তা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ১৫ই আগষ্ট থেকে তাঁরা এই সমস্ত করাদি ঔষধের দামের সঙ্গে যোগ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

—:—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ঝালদা ২ নং ব্লকে টি, আর, স্কীমে দুর্নীতি

বেগুনকোদর হ'তে শ্রীগোপীনাথ বিষ্ণু জানাচ্ছেন—

ঝালদা ২ নং ব্লক এলাকার বেগুনকোদর অঞ্চলের মাধুরি বাঁধ T. R. স্কীমে লুঠতরাজ হচ্ছে। বাঁধটির আয়তন ৩ বিঘা, বাঁধের মালিক শ্রীসহদেব মুরু (গণ্ডা)। এই বাঁধটিতে ১৯৬৬ সনে জেলা পরিষদের মাধ্যমে ১৬০০০ ষোল হাজার টাকা তুলা হয়েছে। নামমাত্র কাজ করে বাকি টাকা ঠিকাদার ভাগ বণ্টনার আত্মসাৎ করেছে এবং বিধার আমলেও কিছু টাকা লুঠ হয়েছে আবার ১৯৭০ জুলাই মাসে টাকা তুলা হয়েছে কিন্তু হুমের বিষয় আজ পর্যন্ত কোন B.D.O, ওভারসিয়ার S.D.O, মহাশয়রা বাঁধটি দেখেন নাই। কিন্তু নারাণ কণ্ডকারের কথায় টাকা তু করেন আর কাগজ কলমে মেরামতেরই চক পরেটে বিনিময় হয়। এই সকল ব্যক্তিগণ অনীয় নেতা বলে পরিচয় দেন। লজ্জা নাই, মহুয়ত্ব নাই।

—:—

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচি রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানিয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

প্রধানমন্ত্রীর কাছে লোক সেবক সংঘের স্মারকলিপি দেওয়ার পরবর্তী সংবাদ

প্রধান মন্ত্রী যখন পুরুলিয়া আসেন তখন লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাতে এই জেলার সাম্প্রতিক অকাল বিদ্রিত ব্যবস্থার সঙ্গে এই জেলার দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিবিধ পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কৃষি, সেচ, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প, গোপালন, পশুপালন প্রভৃতির কর্মসূচি সমূহ যা আমাদের জেলায় সম্ভব, তা' স্মারকলিপিতে বলা হয়। ঐ স্মারক লিপি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী যে কর্মব্যস্ততা প্রাণ করেছেন—তা' সম্প্রতি সংঘকে জানান হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সংঘকে সংবাদঃ প্রস্তাবগুলি প্ল্যানিং কমিশন বিবেচনা করছেন

প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সচিবের পক্ষ থেকে ২৩শে জুলাই, ১৯৭০ তারিখের চিঠি দিয়ে লোক লোক সেবক সংঘের সচিবকে জানান হয়েছে যে, ১৯শে জুন, ১৯৭০ তারিখে প্রধান মন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ (পুরুলিয়া) সফরের সময় প্রধান মন্ত্রীর কাছে সংঘের প্রকল্প স্মারকলিপি যথাযথরূপে কার্যকর করার জন্য তাংকীয় প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠান হয়েছে।

স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী প্ল্যানিং কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়াছ, প্ল্যানিং কমিশন—আমাদের বিভিন্ন প্রস্তাব বিভিন্ন বিভাগকে পাঠিয়ে ঐ ঐ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাইই একটি বিষয়ের সংবাদ যা এসেছে—তা এখানে জানাই।

এই জেলায় চিনি কারখানার প্রস্তাব ও তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা

প্রধান মন্ত্রীকে প্রদত্ত আমাদের স্মারক লিপিতে এই জেলার অন্ত প্রস্তাবিত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনার প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের জেলায় ৬টি বড় চিনি তৈরীর কারখানা স্থাপনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে আমরা জানাই যে, এই জেলার আখের চাষ ভালই হয়। এবং বিনা সেচের আখ চাষ এই জেলার দ্রুত প্রসার লাভ করছে। চিনি কারখানার আখ বিক্রির ব্যবস্থা হ'লে আখ চাষ দ্রুত বেড়ে যাবে। এবং পশ্চিমবঙ্গে চিনি সরবরাহের একটি বিরাট শিল্প গড়ে উঠবে। বাঁকুড়াতে এবং বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলে এই শিল্প স্থাপনার সুযোগ রয়েছে—এও আমরা জানিয়েছি। এই জেলাতে বিনা সেচের আখের দৃষ্টিতে বিরাট শিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল এবং তার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে চাষী ও শ্রমিক উপকৃত হবে।

৬ জায়গায় চিনি কারখানা স্থাপনার দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে

প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশক্রমে পশ্চিমবঙ্গের চিনি শিল্পের ব্যবস্থা বিভাগ লোকসেবক সংঘের সচিবকে জানিয়েছেন যে, পুরুলিয়ার ৬টি কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হল—সংঘের প্রস্তাবিত ঐ ৬টি চিনির কল স্থাপন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি যা তাঁরা চাইবেন—তা পাঠাতে। তথ্যাদি প্রশ্নের আকার আছে। এই প্রশ্ন পত্রের একটি কপি তাঁরা সংঘের সচিবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তথ্যাদি যা চাই তার মোটামুটি বিবরণ

যে সব তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে—তা মোটামুটি এই :—কোথায় কোথায় চিনি কারখানার স্থান ঠিক পারে—এক একটি কারখানার চাবিশালে কত মাইল পরিধি পর্য্যন্ত আখ চাষ হতে পারে। যাতায়াত ও জলের সুবিধে কি হবে। আখ চাষের বর্তমান পরিস্থিতি, উৎপাদন হার, লাভ লোকসান, জেলার গুড়ের বর্তমান উৎপাদন; অত চাষের তুলনায় আখ চাষে লাভের পরিস্থিতি কী। আখ চাষে আরও অমিতে তির ফসলী চাষ হ'লে তুলনামূলক ভাবে উৎপন্ন লাভ কতি কী ইত্যাদি। এ সম্পর্কে কারো কিছু বক্তব্য বা প্রস্তাবাদি থাকলে জানালে উপকৃত হবো।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—:—

পুরুলিয়া সংবাদ—

মানবাজার রিলিফ অফিসে আগুন

গত ২৬-৭-৭০ তারিখ রবিবার রাত্রি প্রায় ১১॥ টার সময় মানবাজার ১ নং ব্লকের রিলিফ অফিসে তালা খুলিয়া অফিসের ভিতরে প্রবিষ্ট যে কাগজপত্র ছিল তাহা সমাজবিরোধী ও নজালপন্থী বলিয়া কথিত কিছু লোক প্রবেশ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ব্লকের নাইট গার্ড বংশী রায়কে তাহারা সমস্ত রাত ঘরের মধ্যে আটক করিয়া রাখে। এই পার্শ্ববর্তী অফিসে ওভারসিয়ার শ্রীমথুরা মহাত্রা, কো-অপারেটিভ ইনস্পেক্টার শ্রীমধুরা মজুমদার, পঞ্চায়েৎ ইনস্পেক্টার শ্রীশিবির কুমার সেন ও S. E. O. মহোদয় প্রভৃতি সকলে কাজ সারিয়া অফিস হইতে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। উক্ত সমাজ বিরোধী ও নজালপন্থী বলিয়া অভিহিত দুই লোককুলি অফিস হইতে চলিয়া গেলে নাইট গার্ড শ্রীবংশী রাই এর চিৎকার শুনিয়া B. D, O প্রভৃতি ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং অফিসের আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা করেন। প্রায় ২ঘটার সময় থানার O C কে সংবাদ দিলে তিনি অল্পক্ষণ পরেই অফিসে আসিয়া পৌঁছান। পর দিন প্রাতঃকালে ব্লক অফিসের পতাকা উত্তোলন বেদীতে লাল ঝাণ্ডা [C P I (ML) নামাঙ্কিত] উত্তোলিত অবস্থায় দেখা যায়। পুলিশকে সংবাদ দিলে তাঁহারা আসিয়া ঝাণ্ডাটি নামাইয়া লেন।

প্রকাশ থাকে যে গত ৩-৭-৭০ তারিখে ব্লক এর উক্ত বেদীতে সকাল বেলায় ঐ লাল ঝাণ্ডা দেখা গিয়াছিল। এবং রাত্রি ১টার সময় ব্লকের অফিসের সামনে একটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বোমা বিস্ফোরিত হয়। সেখানেও লাল ঝাণ্ডা উত্তোলিত করা হইয়াছিল। এ বিষয়ে উর্দ্ধতন অফিসারদের জানানো হইয়াছে এবং তদন্ত চলিতেছে।

পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি-পুরুলিয়া

বিধিবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যসূচি সম্মেলনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কেন্দ্রীয় পরিষদ সভায় পুরুলিয়া পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকরি সদস্যদের বাতিল ও পৌর শাখা কমিটিকে বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এই সাধারণ সভা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পৌর সমিতিকে বিভেদের নির্লজ্জ সক্রীয় অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ধিক্কার জানাইতেছে। এই সভা মনে করে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বর্তমানে গণ সংগ্রামের চরম ভাবাইয়া বিশেষ একটি রাজনৈতিকদলের প্রচারকে সক্রিয় করিয়াছে এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শিক্ষক স্বার্থের পরিবর্তে সংগঠনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করিতেছে।

সুতরাং পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গত ১৭-৭-৭০ তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে যে, পুরুলিয়া পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি অদ্য হইতে বিধিবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছে।

এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি নিঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সমিতির সাধারণ সম্পাদক, জেলা শাখার সম্পাদক ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হোক।

শ্যামাপদ সিংহ
সভাপতি, ৮-৮-৭০

ডিপথেরিয়া রোগের প্রকোপ—কিন্তু ঔষধের অভাব

পুরুলিয়া, বলরামপুর কাশুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ডিপথেরিয়া রোগের বিশেষ প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এই রোগের প্রতিষেধকস্বরূপ শিশুদের যে "টক্সিন এ্যান্টিজেন" ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়—তার অভাবে এই রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না—ফলে রোগের প্রকোপ বাড়ছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্কের সঞ্চার হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর মহাপ্রয়াণে শোকসভা

গত ৯ই আগষ্ট ১৯৭০ মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর অকস্মাৎ দিল্লীতে পরলোক গমনে—এখানকার অন্যতম আশ্রমে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকগত বীর বিপ্লবী নেতার উদ্দেশ্যে দু' মিনিট কাল সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভাশেষে সকলে তাঁর দুঃখময় তপস্যাময় জীবনের আলোচনা করেন।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন—হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক অজয় কুমার দাঁ।

সর্বশ্রী রাজেন্দ্র নাথ রায়, নন্দ দুলাল মিত্র, শান্ত সরকার, বৈদ্যনাথ সরকার এবং ত্রিভঙ্গ নাথ সিংহ প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্কুড়া সংবাদ—

বিস্ফোরকের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের ৯০ হাজার খনি শ্রমিকের কাজ বন্ধ

১১ই আগষ্ট, পি, টি, আই জানাচ্ছেন যে বিভাবরে গোমিয়ার ডাইক সরকারের বিস্ফোরক পদার্থের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে পশ্চিম-বঙ্গের কয়লা শিল্পে দারুণ সংকট দেখা দিয়েছিল। বিস্ফোরকের অভাবে আসানসোল কয়লা খনি অঞ্চলের ৯০ হাজার খনি শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়ে গেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যে ঘাটে স্কুল কলেজে যেভাবে বিস্ফোরকের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে, তার পাশাপাশি করুণা শিল্পে বিস্ফোরকের এই মারাত্মক ঘাটতি; দেশের শাসন যন্ত্রের প্রতি উদ্বেগজনক। পরিণাম। যাই হোক ১৩ই আগষ্ট যুক্ত ফ্রন্ট কমিনবার, ঘালিল পক্ষের ১ জন ও প্রতিপক্ষের ১ জন বিশিষ্ট সাদিনী কমিটি স্বীকার করে মর্মঘট প্রত্যাহার হয়েছে।

ডি ভি সির ১০ লাখ টাকার কয়লার হিসাব নাই ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে।

১৯৬৮-৬৯ সালের ডি. ভি. সির অডিট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বোকারো তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের জন্যে একটি বিশেষ কোম্পানীর মাধ্যমে দশ লাখ চাকি হাজার টাকার কয়লা কেনা হয়। কিন্তু বোকারোর হিসাবের খাতাপত্রে এই কয়লার কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে মাইথনে প্রায় ৫২,৫০,৫২৯ টাকার যন্ত্রপাতি গত ১৭ বছরে মরচে লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে ২০ লক্ষ টাকার বিদেশী যন্ত্রপাতিও আছে। দুর্গাপুরে ৩৫,২২৪ টাকার যন্ত্রপাতি সাত বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। দুর্গাপুর তৃতীয় ইউনিটের ৭০,১৬১ টাকার যন্ত্রপাতিও নষ্ট হতে চলেছে।

১৯৬৮-৬৯এ প্রায় ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার ট্রান্সমিশন লাইনের তার চুরি গেছে। অথচ বিদ্যুৎ-বিক্রিতে ডি. ভি সি.র নীট লাভ হয়েছে কয়েক কোটি টাকা।

জনৈক অফিসার নাকি তাঁর প্রাপ্য বাড়ীভাড়ার চেয়ে দু শ' টাকা বেশী পাচ্ছেন প্রতিমাসে এবং তিনি কোলকাতায় নিজের বাড়ীতেই নাকি ডি. ভি. সি.র অফিস খুলেছেন।

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া (রাঁচিরোড) ফোন—২৩৪

সুযোগ

আগষ্ট মাসে ১৬ই আগষ্ট হইতে ৩১শে, আগষ্ট মধ্যে যারা সার্টিফাই, টাইপরাইটিং, টেলিগ্রাফি, বুক কিপিং প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ ২টি যে কোন বিষয় নিয়া ভর্তি হইলে ভর্তির ফি: অর্দ্ধেক মকুব করা হইবে।

প্রিন্সিপ্যাল

পশ্চিমবঙ্গের ১৬৩টি বন্ধ কারখানা খোলার জন্য কেন্দ্র কর্তৃক কাঁচামালের বরাদ্দবৃদ্ধির চেষ্টা।

১৯ই আগষ্ট শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীনৈনেশ সিং রাজ্যসভায় বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৬৩টি কারখানা বন্ধ আছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটগুলি ইস্পাতের মতো কাঁচা মালের অভাবে কাজ চালাতে পারছে না। তিনি এবং উপমন্ত্রী শ্রী এম. আর. কৃষ্ণের মতে শ্রমিক-অশান্তি বেশীর ভাগ কারখানা বন্ধ হওয়ার মূল কারণ। উপমন্ত্রী অবশ্য এ কথাও স্বীকার করেন যে আর্থিক অনটন, অর্ডারের অভাব ও কাঁচা মালের অভাবও এর অন্যতম কারণ। শ্রী সিং বলেন যে কাঁচা মালের বরাদ্দ বাড়ানোই হবে এখন তাঁদের কর্তব্য। শ্রমিক অশান্তির জন্যে শিল্পপতিরা দায়ী কি না প্রশ্ন করা হলে শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী সরাসরি কোন মন্তব্য করেন নি।

বিশ্ব সংবাদ—

রুশ-পশ্চিম জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ক্রেমলিনে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা

এ, এফ, পির সংবাদে প্রকাশ যে গত ১২ই আগষ্ট বেলা তিনটার সময় মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর ব্রান্ট ও সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক কোসিগিন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এই চুক্তির ফলে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বর্তমান সীমানাগুলি সম্পর্কে পশ্চিম জার্মানীর সরোক্ষ স্বীকৃতি পাওয়া গেল বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেন ইতিপূর্বে জানিয়েছেন যে নূতন চুক্তির ফলে সমগ্র জার্মানীর জন্য এই তিন শক্তির দায়িত্ব ব্যাহত হওয়া উচিত হবে না। পশ্চিম জার্মান সরকার-এর উত্তরে জানিয়েছেন যে ঐ শক্তির অধিকার ও দায়িত্ব ব্যাহত হবে না।

এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য ব্যাহত হয় কি না, সেইটাই লক্ষ্যনীয়।

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিশ্বস্বয়ের খাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্মিত পণ্যের মধ্যে সর্বোত্তম ;
সিংহল—রন্ধন ত্বরা ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—তুলার ন্যায় নয়নাভিরাম ; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা স্বল্প দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্বত্র "সিংহল" বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—মেসার্স শ্রীর্গামল রামেশ্বরলাল
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৩৩

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

নড়িহা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগ জানাচ্ছেন শ্রীসত্য নারায়ণ ব্যানার্জী, প্রাক্তন সভাপতি নড়িহা হাই স্কুল, পুরুলিয়া।

গত ২৯।৭।৭০ তারিখ এর সংবাদ পত্রে দেখলাম স্কুল ফাইন্যান্স পরীক্ষার কম্পার্টমেন্টাল ক্লাশ ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ স্কুলে ফিজের টাকা দিবার ও ফরম পূরণ করিবার শেষ তারিখ ২৯।৭।৭০ এবং সেই ফি সহ শেষ তারিখ ৩০।৭।৭০ কিন্তু দুঃখের বিষয় ৩০।৭।৭০ তারিখ তক স্কুলে কোন ফরম বা নির্দেশাবলী আদিয়া পৌছে নাই। ৩১।৭।৭০ তারিখে গেলে অফিসে সন্ধান পইবা জানা গেল বোর্ড হইতে স্কুলের নামে একটি বক্স আসিয়াছে, কিন্তু নড়িহা হাই স্কুলের অবাবস্থার জন্য উহা ক্লেজিভারী লইবার কেহ নাই। কারণ এই "মফস্বলেই" নড়িহা স্কুলে চাবের দুটী রিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় সহ সকলে এতদভাবে উদাও হইয়াছেন যে স্কুল সংক্রান্ত অতী ডাক পর্যন্ত লইবার চার্জে কেহ নাই। পুরুলিয়া জেলায় নড়িহা স্কুল ছাড়া অন্য কোন স্কুলে চাবের দুটী দেওয়া হয় বলিয়া আমার জানা নাই ; আর দুটী থাকিলেও স্কুল অফিসের চার্জে কেহনা কেহ থাকেন ইহাই জানি, কিন্তু এখানে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের খামখেয়াল এমনই হোক্ বা উদাসীনতার ফলেই হোক্ স্কুল নিয়মাবলীর বহু রকম ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে যাহার জন্য ছাত্রদের তথা অভিভাবকদের নানা গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। যথা আমি আগরী ছাত্রগণের ভাগিতে ও ভাতারের জন্যিত্তের কথা চিন্তা করিয়া পরদিন ১৮-৭-৭০ তারিখে প্রত্যুষে সাইকেল যোগে আমার ছেলেকে স্কুলের কর্মিক মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়া তাঁহাকে অফিসে আসা করাই, তিনিও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ছাত্রের ফরম পূরণ, ফি আদায় ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া কাগজপত্র তাহাদের ফিরাইয়া দিবে বলিয়া বোক মারফৎ স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুতবাবে মুখার্জী ও সহ শিক্ষক শ্রীদিনীল মুখার্জী মহাশয়ের নিকট পুরুলিয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবগতের জন্য পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহারা সেখানে অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে পরামর্শকরে সেট ফি সহ (যাহা লাগা উচিত ছিল না) এখানকার ছাত্রদের ফরমগুলি যথানীতি বোর্ডে পাঠাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অথচ প্রধান শিক্ষক মহাশয় কলিকাতায় বসিয়া খাকিয়াও নিজের স্কুলের ছাত্রদের কি ব্যবস্থা করিল না হইল একটু চিঠি দিয়া খোঁজ পর্যন্ত লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গত ১৭।৮।৭০ তারিখে এ স্কুল খুলিয়াছে, এতদিন পর্যন্ত উপরোক্ত ব্যবস্থা না হইলে ছাত্রগুলির পরিণাম কি হইত তাহা সহজবোধ্য। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার ফলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় জনসাধারণের ঘৃণা ও অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও জনসাধারণের সর্বপ্রকার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার ইচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমাদের স্কুলের কোন ক্ষতি না হয় তজ্জন্য তাঁহাকে যথাবাস হইতে অনুরোধ জানাই।

ডাক্তার রোগীর সেবার চেয়ে পার্টির সেবাই বেশী করছেন—

বেলুনকোদর হতে শ্রীগোপীনাথ বিষ্ণু অভিযোগ করছেন—

গত ২২।৭।৭০ তারিখে অনাদিগুড়ি নিবাসী শ্রীমতীরানন্দ রায় (প্রাক্তন মন্ত্রী) বেলুনকোদর আসেন শ্রীবাবু হাদ কর্মকারের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের আসনের জেক্তায় ঐ দিন বেলুনকোদর হাট স্কুলের দুটি হয়। পরে শ্রীরায় একটি গুপ্ত বৈঠক করেন রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বেলু-কোদর কেন্দ্র নেকাবে এবং ভদ্রলোকের আসনের নেতৃত্ব বিজয়ন বিভূষণের জন্য বদ্ধ হয়। সেই জন্য আমরা বলিকে পার্টি বেলুনকোদর হাসপাতাল কংগ্রেসের গুপ্ত বৈঠকের আড্ডা। এই কেন্দ্র নেকাবের ডাক্তার মৈনকিতা রায় কংগ্রেসের প্রচার ব্যক্তি ডাক্তারবাবু বেনীর জাগ কংগ্রেসের কাগীই লিপ্ত থাকেন এবং পার্টিসেক্রিয় বেনীর আগ করেন, এই বিষয়গুলির জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ মনে করি।

মানবাজার থানার বামনি মাঝিহিড়া অঞ্চলে
অনাবৃষ্টি ও ভয়াবহ অন্ন সংকট

জানাইতেছেন শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাতো

এ বৎসর বর্ষার গতি প্রকৃতি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে অত্যন্ত নিরাশ হইতে হইতেছে। পুরুলিয়া জেলার মধ্যে এমন বহু জায়গা আছে যেখানে মাত্র কোনরকম কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। আবার কোথাও বা পূর্বোক্তমত চাষের কাজ চলিতেছে। আবার কোথাও বা সুষ্ঠু অভাবে হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত পড়িয়া আছে। তার মধ্যে আজারের এই বামনি-মাঝিহিড়ার সমস্ত অঞ্চলটি ও গোপালনগর অঞ্চলের জমিগুলিতে শতাব্দ কাজ বর্ষার জমি বাতীত আর কোথাও চাষ হয় নাই। বাইর জানাদীর সম্পূর্ণ ও বরাবরের বহু জমিতে এখনও চাষ হয় নাই। যে সামান্য পরিমাণ জমিতে চাষ হইয়াছে, আর দু চারদিন বৃষ্টি না হইলে তাহাও নষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের পুকুরগুলি এখনও প্রীয়ের মতই আছে।

এই অঞ্চলে ৩ হাজারেরও অধিক লোকের বাস। অত্যন্ত গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যাই অধিক। খুব কম লোক আছে যাহাদের সংসারে বার মাস চলার মত খাবার থাকে। বর্তমানে অনাবৃষ্টির ফলে এই অঞ্চলে নিরারুণ অন্ন সংকট অত্যন্ত ভয়াবহরূপে প্রকট হইয়াছে। শত শত খেটে খাওয়া মানুষের হল আজ সম্পূর্ণরূপে বেকার ও অনাহার ক্লিষ্ট। কোন কাজ নাই। কাজ করাইবার কোন লোক নাই। সরকারী ব্যবস্থার কোন কাজের ব্যবস্থা নাই। অধিকাংশ ঘরে অন্ন নাই। ছাত্রিস্ত্রীদিগত আর মানুষের দল দিনের পর দিন অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাইতেছে। এমন বহু পরিবার আছে যাহারা দিনের পর দিন, কেবল শাক খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ফলে অকাল, উদরাময়, প্রভৃতি নানাবিধ পেটের অসুখে ভুগিয়া অনেক কওলালার হইয়া আছে। পথের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অনাহারজনিত পেটের অসুখের নিত্য উপযুক্ত পথ্যের অভাবে মারা যাইতেছে।

এই অঞ্চলে ৩ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ৪০০ জন লোক মাত্র থয়রাতী সাহায্য পায়। এক বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেল চলতি মাস হইতে থয়রাতী সাহায্যপ্রাপ্তীর সংখ্যাও হ্রাস করিয়া ৩৬৪ জন করা হইবে। অতএব ভিত্তিক থয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থাও কিছু কিছু ছিল। বর্তমান মাস হইতে তাহাও আংশিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবে। যদি থয়রাতী সাহায্য হ্রাস করা হয় অতএব ভিত্তিক থয়রাতী সাহায্য বন্ধ হয় টি, আর, এর কাজও না চলে, তবে অঞ্চলের মধ্যে আরো ভয়াবহ অন্ন সংকট দেখা দিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এখনও পর্যন্ত সাধা অঞ্চলবাসীকে আচ্ছন্ন করিতে বলিয়াছে—তাই আরো ঘনীভূত হইতেছে।

এই অঞ্চলে পেচের কোন সুব্যবস্থা নাই। চাকা নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অঞ্চলের সমগ্র ফসল নীমগাগাঁ কুমারী নদী প্রবাহিত। এই দুইটি নদীর মধ্য দিয়া কোটি কোটি গ্যালন জল সমুদ্রে পড়িতেছে। অথচ এই অঞ্চলে অল্পেও অভাবে বাইর, কানালী ও বহাল অঞ্চলে খাদ্য রোপণ বন্ধ করিয়াছে। খাদ্য শস্য উৎপাদন না হইলে দেশের কোন পরিকল্পনা ও কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হইবে না। প্রত্যেকটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ভগ্নাংশের পথের উপর বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। খাদ্য উৎপাদনের গোড়ার কথা হইতেছে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন। অথচ সেচ সম্পর্কেই দেশের মানুষ আজ সীমাহীনভাবে অবহেলিত হইয়াছে। অতীত ও বর্তমান সরকারও সেচ ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য পরিচয় দিয়াছে। তাহারা বহু কিছু করিতে পারিত কিন্তু নিজেরাও করে নাই এবং অন্যকেও করিতে দেয় নাই।

যাহাই হোক বর্তমানে এই অঞ্চলের চরম দুর্দিনে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব হইবে সে বিষয়ে দেশের সমাজ-সচেতন ব্যক্তি ও সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্য ও গভীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। অবিলম্বে এই অঞ্চলটি তদন্ত করিয়া আসন্ন অন্ন সংকট ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে অঞ্চলবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য আশু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ৭।৮।৭০

বাবযুণ্ডি থানার দেরেংডি অঞ্চলে করোয়ার্ড ব্লক সদস্যের সদ্ভাস সৃষ্টির দ্বারা কাজ আদায়

কুশলডি থেকে শ্রীবিলাস মাহাত জানাচ্ছেন—

বাগমুণ্ডি থানার দেরেংডি অঞ্চলের খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক (করওয়ার্ড ব্লকের) মহম্মদ মোমিনএর উপর অধিকাংশে সমস্ত অনাহা প্রস্তাব করিলে বাগমুণ্ডির বি, ডি, ও মহোদয় গত ৩।৮।৭০ তারিখে সকল সদস্য-গণকে ব্লক অফিসে মীমাংসার জন্য আহ্বান করেন। আমি সেচকেবল সংঘের পক্ষ হইতে একজন খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির সদস্য। ঐ তারিখে বেলা ১১টার সময় প্রথমে অফিসে পৌছাই। শ্রীগোবিন্দ খাঁড়াও অফিসে ছিলেন এবং জি আর ও টি আর অন্যান্যভাবে বিলির প্রতিকারের জন্য বি, ডি, ও সাহেবের সঙ্গে আলোচনা চলিতেছিল। সেই সময় দেরেংডি হইতে লছম গরাঞ্চ লছমোদয় গরাঞ্চ গুরুলছ গরাঞ্চ—অফিসে উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ পরেই বাঘ ঝাড়া লইয়া বৃন্দারা গ্রামের অবনী শাণ্ডিল নিশিকান্ত মাহাতা মহম্মদ মোমিনের পরিচালনায় প্রায় দেড় দুই শত লোক টাঙ্গি তরবারি, লাঠি, ভীর ধনুক, বল্লম লইয়া কিছুদূর হইতেই দৌড়িয়া অবরুদ্ধি অফিসের ভিতর প্রবেশ করে এবং অফিসের অন্যান্য সকল লোককে জোরপূর্বক বাহিরে যাইতে বি, ডি, ও কাছে দাবী করে। বি, ডি, ও নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ জানান তখন অবনী শাণ্ডিল একটী চেয়ার তুলিতে তুলিয়া দেরে ডাকি উক্ত দলসমূহকে মারিতে উদ্যত হয় এবং সকলে মার মার বলিয়া আসন আপন আপন মুখ চালাইতে প্রস্তুত হয়। বি, ডি, ও সাহেব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাধা দেন, এবং আপনাদের বক্তব্য স্থিরভাবে বলুন এই অনুরোধ জানান। তারপর নিশিকান্ত মাহাতা কয়েকটি দাবীর উল্লেখ করে এবং প্রথমেই বিলিক কমিটী বাতিল করিতে হইবে বলিয়া তোহের সহিত বলিতে থাকে ও বাংলা কংগ্রেস ও S.S.P দুই জন সদস্যকে ভর দেখাইয়া সরস্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করাইয়াছেন। সে দিন উক্ত অনাহা প্রস্তাবের কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। ইহাতে জানা গেল, যে কোন হল অসুস্থ লইয়া অফিসে গেলেই তাহাদের কথা মানিতেই হইবে। জি, এল, ডব্লিউ৷ অত্র অঞ্চলকে। তোমরা যার নাম দিবে হাও আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার ফলে উপযুক্ত লোক জি, আর বা কৃষি-ঋণ বলয়-খরিফ-ঋণ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। খরা পীড়িত অঞ্চলে এক দিকে অনাহারে মৃত্যু চলিতেছে —এবং অন্য দিকে ফুর্তির হল গঠন করিয়া নিজ নিজ প্রভাবের কেন্দ্র বিস্তার করা হইতেছে। আমরা বাহিরে অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কি জন্য আনিয়াছ? তারা বলিল— আমরা এসব কিছু জানি নাই—আমরাকে নিশি ও অবনী সোব এবং জি, আর দিব বলিয়া আনিতে বলিয়াছে। গত ৪।৮।৭০ তা: জি, আর বিলির দিন। কুশলডি এবং দেরেংডি গ্রাম বার দিয়ে অন্ন জাহাগায় গিয়ে হেরাত কথা বি, ডি, ও র সাক্ষাতে হয়েছিল। জি, এল, ডব্লিউ সেই অনুযায়ী শ শ গ্রামের ফুলে ইহার স্থান ধার্য্য করেন। যেখানে সাধার পথে অবনী শাণ্ডিল নিশিকান্ত মাহাতা মহম্মদ মোমিন অবরুদ্ধি জি, এল, ডব্লিউ৷ কুশলডি গ্রামে মহম্মদ মোমিনের বাড়ীতে আটকাইয়া জি, আর এর টিন কাটান এবং রাত্রে সকলে মহম্মদ মোমিনের ঘরে থাকে। পরদিন ভোর হইতেই যাদের অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ক'রে বাগমুণ্ডি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল— প্রায় থাক বা না থাক তাদের এমারজেন্সী জি, আর দেওয়া হইয়াছে। বি, ডি, ও মহোদয়কে বলা হয়েছে—এমারজেন্সী জি, আর যারা নেওয়া হইবে তাহার তালিকা যেন প্রত্যেকবার জি, এল, ডব্লিউ৷ রাখেন কিন্তু তাহা করা হয় নাই। এইরূপ অন্যায়ভাবে বিলি করার প্রতিকারের জন্য উচ্চতন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছি ইতি—১১।৮।৭০

চলতি দুর্ভিক্ষের পাশে এ বছরের অনাবৃষ্টির সঙ্কট

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অনাবৃষ্টির সংকট বিষয়েও শাসনময় উদাসীন রইল। বর্ষার জন্য বা চাষের জন্য টি, আর এর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল—কিন্তু বহু জায়গায় আজও পর্যন্ত বৃষ্টি বলতে তেমন কিছুই না হওয়া সত্ত্বেও, সে সব ক্ষেত্রে টি, আর এর কাজ চালু রাখা হল না যা খুবই দরকার ছিল। কিন্তু তা বোধ হয় মাথায় ঢোকে নি। মানুষের দুঃখ বা পরিস্থিতির জন্য কোনো লক্ষ্য বা উদ্বেগও নেই। গতানুগতিকতার আবাঘ এঁরা চলেছেন। যখন কাজ বন্ধ, তখন বন্ধ—যখন কাজ চলছে তখন যা পারো শুষিয়ে নাও। এই মনোবৃত্তি। এর অবধারিত ফল হচ্ছে—মানুষের অবশ্যম্ভাবী কষ্ট, অনাহার মৃত্যু, বিক্ষোভ, বিস্ফোরণ ইত্যাদি। কিন্তু এঁদের তা আগে থেকে বোঝবার ক্ষমতা নেই।

সেজন্য আজও অনাহার মৃত্যু ঘটছে

এই চরম অযোগ্যতাপূর্ণ শাসন চলার ফলে অনাহার মৃত্যু অবিরামভাবে সন্ধান চলেছে। মুক্তির প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই অনাহার-মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক সংবাদ থাকছে। অফিসারতন্ত্রী চক্রান্তকারীরা তা অস্বীকার করছেন। আমরা তাঁদের বার বার আহ্বান করেছি—আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে তদন্ত করতে। কর্তৃপক্ষের তা করবার সাহস নেই। কর্তৃপক্ষ জানেন এসব ঘটনা সত্য সেজন্যই অনাহার মৃত্যু চাপা দেওয়ার অপরাধকে ঢাকা দেওয়ার মত নগ্ন কদর্য্য প্রচেষ্টায় ডি, সি পাতুতিও লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু তা ঢাকা পড়ছে না—অনাহার মৃত্যু ঘটেই চলেছে :

বান্দোয়ান থানায় অনাহার মৃত্যু

এই সম্প্রতিক অনাহার-মৃত্যু ঘটেছে গত ৩-৮-৭০ তারিখে। জিতান থেকে সংঘের তথ্যী শ্রীমতেন্দ্র মাহাত জানাচ্ছেন যে—

"বান্দোয়ান থানায় অন্তর্গত অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের সাইজ্যা গ্রামের গিরি মাহাত পিতা ৺ভোলানাথ মাহাত বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর দীর্ঘ দিন অনাহারে থাকার পর গত ৩।৮।৭০ তারিখে মারা গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সবমোট সম্বল তিন বিঘা জমির মধ্যে এক বিঘা জমি ২ মণ ধানে বন্ধক দিয়া কয়েক দিন সংসার চালাইয়াছিলেন। বাকী অমিটুকুও বন্ধক দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা লইবার লোক জুটে নাই এবং নিজেও চাষ করিতে না পারায় তাহা অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার গরু, ছাগল, ভেড়া কিছুই নাই। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার এক অবিবাহিতা কন্যা রহিয়াছে। তাহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। সেও অন্যাভাবে দিন কাটাইতেছে। আত্মীয়ের মধ্যে মধ্যে তাহার এক আঠামাশাই আছেন— কিন্তু তাঁহার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। ঐ কন্যাটির দায়িত্ব লইবার মত তাঁহার কোনো ক্ষমতাই নাই। অবিলম্বে এই বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করার দায়িত্ব সরকারের রয়েছে।"

মানবাজার ১ নং ব্লকে অনাহার মৃত্যু

মানবাজার থানার দামদা থেকে শ্রীসাবরা প্রসাদ মাহাতী জানাচ্ছেন যে, "মানবাজার ১ নং ব্লকের অধীন কামদা আদিবাসী অঞ্চলস্থ দামদা গ্রামবাসী শ্রীমতী মাহাতীর বয়স অন্দাজ শ্রীমতী রাধিকা দেবী বয়স ৫০ বৎসর, গত ১১ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৭ বেলা ২টার সময় অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। লখন মাহাতী মাত্র ২০ কুড়ি টাকা বেচনে বাইরে রাজার কাজ করে। বাড়ীতে লোক সংখ্যা ৫ জন, বর্তমানে উক্ত পরিবার্টিতে অত্যন্ত খাদ্য সংকটের সম্মুখীন রেখিয়া আমরা স্থানীয় জি, এল, ডব্লিউ মহাশয়কে অনেকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রকার লক্ষেপ করেন নাই; যদিও সরকার মহোদয় গ্রামে কিছু জি, আর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই অল্প মাত্র। অতএব যদি এখনও উক্ত অঞ্চলের উক্ত দামদা গ্রামের প্রতি সরকারের কোন প্রকার দৃষ্টি আকোলিত না হয় তাহা হইলে হয় তো আরও অনেকগুলি পরিবারকে ঐরূপ বিনাদের সম্মুখীন হইতে হইবে— তাহার কোন অন্যথা নাই।"

এই ঘটনা আমরা নিজেরা তদন্ত করি নি। এ ঘটনা সত্য বলেই মনে করি। ভারপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট অফিসার অবিলম্বে তদন্ত ক'রে এই অঞ্চলের বিপন্ন মানুষদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বর্গাদার সমস্যার সমাধানে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার সমস্যাবলীর মধ্যে বর্গাদার সমস্যা অন্যতম — এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অনেক চিন্তা ও পর্যালোচনার পর রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭০ পাশ করে গত ১৩ই জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সকলেই জানেন বর্গাদারকে ভাগচাষ কোর্টের আদেশ ছাড়া উচ্ছেদ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

নূতন আইন অনুসারে—

১। বর্গাদারের উচ্ছেদের ধারাগুলি আরো সীমিত হয়েছে

২। নিজ চাষে ৭'৫ একর পর্যন্ত জমি আ-তে যতটুকু জমির প্রয়োজন তার বেশী জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং দেখতে হবে যেন বর্গাদারের অন্ততপক্ষে দুই একর জমি থাকে।

৩। বর্গাদারের মৃত্যু হ'লে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন বর্গাচাষ চালিয়ে যাবেন।

৪। জমির মালিক হাল, বলদ, বীজ ও সার সরবরাহ না করলে বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৬০ ভাগের পরিবর্তে ৭৫ ভাগ পাবেন।

৫। জমির মালিক ভাগ নিতে কিম্বা রসিদ দিতে রাজি না হলে বর্গাদার মালিকের প্রাপ্য ফসল নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন।

৬। কোথায় ধান তোলা হবে বা মাড়াই হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন বর্গাদার।

৭। মুনসেফ আদালতের পরিবর্তে ভাগচাষ কেসের আপীল শুনবেন মহকুমা শাসক।

পরিবর্তিত ধারাগুলির বিস্তৃত বিবরণ 'পশ্চিমবঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রে (১৭ই জুলাই, ১৯৭০) সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু দৈনিকেও উক্ত ধারাগুলির সারমর্ম সংবাদ স্তম্ভে মুদ্রিত হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণের প্রচুর হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়েও বিলি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার সদর ও মহকুমাস্থিত তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে যে কেউ বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। সরকার আশা করেন যে বর্গাদার, জমির মালিক ও সর্বশ্রেণীর লোকের দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতায় নতুন বিধান ভূমি সংস্কার নীতির সুষ্ঠু রূপায়নের পথে আমাদের এগিয়ে দেবে।

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত)

Notification

Wanted two Arts graduate & one Science graduate teachers preferably experienced, for Tulin J. S. R. H/S. School against deputation vacancy. Interview of suitable applicants be held on 21.8.70 at 2 P. M. in the school premises with their original certificates & testimonials.

Secretary
J. S. R. H/S School
P. O. Tulin, Dist. Purulia

বিশ্ব বিদ্যা ভবন : স্কুল ও কলেজের সকল রকম
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন) : পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ
: করা হয়।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

সুফলা
২০:২০:০
(এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট)

জমিতে দিয়ে গোলা
ভরে ফসল তুলুন



সুফলা ২০:২০:০ পশ্চিম জার্মানির-দানা বাঁধানো এক বহুগুণের রাসায়নিক সার, যাতে রয়েছে ২০% নাইট্রোজেন (N) আর ২০% ফসফেট (P_2O_5)।
তার মানে, ১ বস্তা সুফলা ২০:২০:০-তে এমন ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা আছে যা ১ বস্তা এ্যামোনিয়াম সালফেট + ১½ বস্তা সুপার ফসফেট-এর মিলিত ফসল উৎপাদনের ক্ষমতার সমান।

সরবরাহের জন্য স্থানীয় সার বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সিনটাল-BASF-ANP 20-140 BG

বোরো হাইস্কুল প্রসঙ্গে

বোরো হাইস্কুলের সেক্রেটারীর নামে স্কুলের প্যাডে মোহরাঙ্কিত একটি চিঠি পেয়েছি। অহেতুক গালাগাল দিয়ে পত্র-রচয়িতা নিজের মানসিক মানের পরিচয়টুকু দিয়েছেন। আমাদের রুচি ভিন্ন বলে সে সবের জবাব দিচ্ছি না। কেবল এইটুকুই জানাচ্ছি পত্র-চয়িতাকে যে স্থানসংক্ষেপ করার জন্যেই ঃ- জনের নাম দেওয়া হয়নি—কারুর ভয়ে নয়— একথা আজ ভারতবর্ষের অগণিত লোক জানেন। পত্র লেখক যদি মনে করেন মুক্তির পক্ষ থেকে আইনতঃ দণ্ডনীয় কোনো কাজ করা হয়েছে তাহলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। আমাদের ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না।

—মুক্তি সম্পাদক

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

ভারতীয় সংবাদ—

ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবার ভারত সরকারের হাতে

১৪ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের বলে ওষুধপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। এই ক্ষমতার ফলে ওষুধের পাইকারী ও খুচরা দাম সরকার নির্দ্ধারণ করতে পারবেন।

তেষজ মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হবার পর বিভিন্ন ওষুধের দাম বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যেই ভারত সরকার নূতন আদেশ জারী করে সমস্ত ওষুধের দাম নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। এই আদেশে জনস্বার্থের খাতিরে খুচরা বিক্রেতা এবং মধ্যস্থ ব্যক্তির কমিশন নির্দ্ধারণের ক্ষমতা পর্য্যন্ত সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে।

৫৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত আছে, ঃ মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের আগে খাদ্যনীতি পুনর্নিধারণ হবে না।

১৪ই আগষ্ট খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ. পি. সিন্ধে রাজ্যসভায় জানান যে ভারত সরকারের ভাণ্ডারে ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত আছে।

তিনি জানান মজুত শস্যের ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন রাজ্যের চাহিদা মেটাবে, বাকি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন জরুরী মজুত হিসাবে রাখা হবে। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকার আগে খাদ্যনীতি পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

"WANTED a B. A, capable of teaching English and Bengali in top class for Kalabani High School, P. O. Kalabani, Dist-Purulia. Apply to the Secretary on or before 25th Aug. 1970."

জমি ও হাপা বিক্রয়

পুরুলিয়া পৌর এলাকায় বরাকর রোড বাইপেসে একটি ১০ কাঠা পরিমাণ হাপা এবং বরাকর রোডের গোপীবাবু লেনে একটি চতুর্দ্দিকে আন্দাজ ৫০০' ফুট পাকা কম্পাউণ্ড দেওয়াল দেওয়া জায়গা পরিমাণ ২৫।৩০ কাঠা এবং পুকুর পরিমাণ ২ বিঘার অর্দ্ধেক জায়গা বিক্রয় হবে। মানভূম আই ক্লিনিকে (অন্ধি নিবারণ পার্কের সম্মুখে) সত্বর অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

রেজিষ্টার্ড জার্নাল প্রাপ্তিস্বীকার নিবেদন

মুক্তি

সম্পাদক— বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩য় বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | সোমবার, ২৪শে আগষ্ট '৭০ ৭ই ভাদ্র ১৩৭৭ | বার্ষিক—৬., সডাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা

কবিগুরুর তিরোধান দিবসের স্মরণে



এ বছরের কম বৃষ্টিতে গুরুতর সমস্যার উদ্ভব

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

গত সংখ্যায় বৃষ্টির অনটনের জন্য ভীষণ সংকটের কথা লিখেছি। এ বিষয়ে আরো গুরুতর সংবাদ সব পাচ্ছি। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা—গ্রহন পরিস্থিতির কথা জেলাকর্তৃপক্ষের অন্যতম এক অফিসার—এস, ডি, ও (দাউধ) জানেন না। তাতে মনে হল জেলার কর্তৃপক্ষই এ সম্পর্কে খবর রাখেন না। ২৩।৮।৭০ তারিখে ওর সঙ্গে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে দেখা করে যখন বললাম—অনেকগুলি থানায় অনেকগুলি অঞ্চলে এমন অবস্থা হয়েছে যে, চাষ মাত্র চার আনা উঠেছে, কিম্বা তাও ওঠেনি। তখন এস, ডি, ও সাহেব ব্যগ্রভাবে বললেন আপনাদের এ খবর ঠিক নয়—সর্ব্বত্রই ৫০ ভাগ চাষ হয়ে গেছে—কোথাও ৭০।৮০।৯০ ভাগ কোথাও হয়তো ৫০ ভাগ। আমি বললাম—আপনারা কিছুই খবর রাখেন না। আমার সঙ্গে চলুন আমি যা বলেছি তা যে সত্য তা দেখাতে পারবো।

মানবাজারের মাঝিহিড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভয়াবহ তথ্য

শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত মানবাজারের মাঝিহিড়া প্রভৃতি অঞ্চলের খবর নিয়ে এসেছিলেন—কোনোরকমে মাত্র চার আনা যদি চাষ হয়েছে। উনিও আমার সঙ্গে এস, ডি, ওর কাছে গেছলেন। মানবাজার ১নং ব্লকের বি, ডি, ও তখন এস ডি, ওর কাছে বসে। আমি বললাম—এই বি, ডি, ও সাহেবও আপনাকে এই ভীষণ পরিস্থিতির কোনো সংবাদ দেন নি; আপনিও খবর রাখেন নি। মাঝিহিড়া অঞ্চলে বহু গ্রাম আজ বৃষ্টির অভাবে চাষ না করতে পেরে হাহাকার করছে। চাঁতা নদীতে অজস্র জল রয়েছে জলসেচের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা হলে অনেক জমির চাষ হয়। তাতে বি ডি ও বললেন—সরকারী পাম্পগুলি (মানবাজারের) অকেজো পড়ে আছে। এস, ডি ওকে ঐ অঞ্চল দেখতে যেতে বলায়—উনি ২২শে তারিখে যাবেন জানালেন।

ছড়া ব্লকে অনাবৃষ্টির সংকট

গত সংখ্যার মুক্তিতে যখন এ সম্পর্কে লিখি তখন ছড়া ব্লকের সংবাদ পেলাম (১) লক্ষণপুর অঞ্চল (২) লবুডুকা অঞ্চল, (৩) কলাবনী অঞ্চল (৪) বরডুবা অঞ্চল বৃষ্টির অভাবে বিঘুয়। চাষ মাত্র চার আনা হয়েছে। চারিদিকে লোক বিচলিত হয়ে উঠেছেন।

বহু ব্লকে বহু জনে এখনো পাঁচ আঁটি করেন নি

'পাঁচ আঁটির' অর্থ প্রথম চাষ শুরু করা। যাদের জমি একমাত্র বাইশ—তাদের মধ্যে অনেকে অনেক ব্লকে এখনো কোন চাষ করতে পারেন নি। তাঁরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন ভাবুন। আমাদের কর্তৃপক্ষ (পরিদর্শনাদি বিশেষজ্ঞেরা) গড় করে দেখছেন—অনেকখানা কাজ এগিয়েছে। নদীও কিনারায় আধ হাঁটু জল, মাঝখানে হেঁটে মানুষ জল। পঞ্চিতমশাই অঙ্ক কষে বললেন ভয় নেই—গড় মাত্র এক হাঁটু তোমরা বরষাত্রীও দল পাল্কী নিয়ে নদী পার হয়ে যেতে পারো। পণ্ডিতের জলুসায় চললে সে বাত্রে আর সে বিয়ে অগ্রহিত হতে পারতো না—বুঝতেই পারছেন।

প্রতিকার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোভাব

এস, ডি, ও (দাউধ) কে যখন অনাবৃষ্টির পরিস্থিতি বললাম—তিনি বললেন—আপনাদের প্রস্তাব কি আছে বলুন। কথা শুনে আশান্বিত হলাম যে, যাহোক, ভদ্রলোকের হয়তো কিছু করার আগ্রহ আছে। তাতে বললাম অবিলম্বে কিছু পাম্পের ব্যবস্থা ক'রে যেখানে যেখানে নদী প্রভৃতি আছে বা বাঁধে জল আছে সেখানে সেচন দিয়ে চাষ করার ব্যবস্থা করা দরকার। আর এখন থেকে বিকল্প চাষের (নিজের ফসলের) ব্যবস্থা করা। যে সব জায়গায় বৃষ্টির অভাবে চাষ বন্ধ সেসব জায়গায় ডি, আরের মাধ্যমে অবিলম্বে (এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে) কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ডি, আর না করিয়ে তা অবিলম্বে বাড়ানো।

এইটুকু বলতেই এস, ডি, ও সাহেবের কাছ থেকে উত্তর পেলাম। আপনারা ভাবছেন তাঁর উত্তরে তিনি বললেন—এই জেলায় কোথায় কত সরকারী পাম্প আছে—সেগুলি কিভাবে চালু করার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন—বা বিকল্প চাষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কতটুকু কি করতে পারেন—বা টি, আর প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের এখন করার আয়োজন কতটুকু আছে? এসব তিনি বললেন না। সত্যকার দায়িত্ববোধ নিয়ে এসব বিষয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ কোনো আলোচনার মধ্যে না গিয়ে—তিনি এক নিশ্বাসে বললেন বেশ আপনার প্রস্তাবগুলো ওপরে আমিয়ে দেবো। আমি বললাম এই উত্তরই যদি আপনার দেবার ছিল—আপনি তবে প্রস্তাব কি রয়েছে জানতে চাইলেন কেন? তাতে এস, ডি, ও সাহেব উত্তর দিলেন কি, আপনি ঝগড়া করতে এসেছেন? (হেসুন এদের কাণ্ডজ্ঞান এবং কথা বলবার ধারা!) আমি বললাম—ওপরে প্রস্তাব লিখেই যদি দায়িত্বে হয়—তবে আপনাকে বলব কেন—সে আমিই পারি। আপনি তো জেলার পরিস্থিতিই জানেন না—এবং আমাদের কথাও বিশ্বাস করতে চান না। আপনি এখন তথ্য সংগ্রহ করবেন—তারপর সরকারকে জানাবেন। এতে বাবহা কখন, কি হবে তা বুঝতেই পারছি। আপনি যখন প্রস্তাব চাইলেন তখন আপনার বলা উচিত ছিল—আপনারা এই অবস্থায় কিছুই করতে পারবেন না—আপনাদের কোনো ক্ষমতা নাই—(যা আপনি পরে বললেন) তাহলে অবস্থা বুঝে কথা বলতাম।

এস, ডি, ও র সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে বুঝলাম—জেলার সাম্প্রতিক অবস্থাও যেমন তাঁরা জানেন না বা জানার জন্য কোনো মনোভাব রাখেন নি তেমনি সংকটের প্রতিকার বিষয়ে ইতিমধ্যে সরকারের কাছে এঁরা নিজেদের প্রস্তাব কিছুই দেন নি; বা সংকটের বিষয়ে কোনো নির্দ্দেশই চান নি। তাহলে বলবেন—তাঁরা ইতিমধ্যে সরকারকে কি জানিয়েছেন, কি নির্দ্দেশের অপেক্ষা করছেন।

সুতরাং বোঝা গেল—এঁরা সম্পূর্ণভাবে ঘুমুচ্ছেন বা দায়িত্বশূন্যে বসে ছেলেখেলা করছেন। একটা জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের দায়িত্ব তাদের ওপরই; তাদের সংকটের সময়ানুযুক্ত সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু দেখলাম—যে গুরুত্ববোধই নেই। এভাবে কাজ চালানো কেউই আমরা সহ্য বা সমর্থন করতে পারি না। আজ মুক্তিস্কের পরিস্থিতির মধ্যে অনাবৃষ্টির নূতন সংকট। কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অনুরোধ করি এবং উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে তাঁদেরও দায়িত্ব উপলব্ধি করতে অনুরোধ জানাই।

—০—

সম্পাদকীয়—

মহাবিপ্লবীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী যিনি বিপ্লবীজগতে এবং বাংলা দেশে 'মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন—তিনি গত ৮ আগষ্ট শেষ-রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।

বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ব্রতী যে তরুণেরা জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনতার বেদী প্রতিষ্ঠার জন্য অনিকেত হয়ে অনির্বাণ সংকল্প গ্রহণ করেন মহারাজ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

কটা বোমা ছুঁড়েছিলেন, কটা ইংরেজ মেরেছিলেন—একমাত্র এইসব নিয়েই কোন সত্যকার বিপ্লবীর মূল্যায়ন হয় না। মহারাজের জীবনও ঠিক সেই নিরিখেই বিচার্য্য নয়। যদিও এইগুলিই আমাদের আকর্ষণ করে বেশী।

বালক বয়সে স্কুলে পড়ার সময়েই যখন তিনি দেশের স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে আসেন তখন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় ৬৩ বৎসর ধরে তার জীবনটা ছিল একটা বিরামহীন উৎসর্গের জীবন। রাজশক্তির হাতে তার মৃত্যু হয় নাই সত্য কিন্তু এ ছাড়া বিদেশী রাজশক্তির হাতে একজন সংগ্রামী দেশপ্রেমিকের জন্য লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের যা যা ব্যবস্থা ছিল তার কোনটা থেকেই মহারাজ অব্যাহতি পান নি।

একটা কঠোর অনমনীয় দৃঢ় এবং নির্ভীক চরিত্র মানুষের মধ্যে সত্যই ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে মহারাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সবচেয়ে বড় জিনিষ তার জীবনে অনুভূত হত—তার জীবনের মাধুর্য্য। কঠোর আদর্শবাদীরা একটা কাঠিন্যে জীবনটাকে আবৃত করে রাখেন—যা তাদের সাধারণ জন থেকে পৃথক করে রাখে। এইখানে মহারাজ ছিলেন ব্যতিক্রম।

মহারাজের সমস্ত জীবনটাই ত্যাগের জীবন ছিল—কিন্তু তার ত্যাগের কোন অহঙ্কার ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই হোক বা সামাজিক ক্ষেত্রেই হোক—শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম কর্মীও সাধারণতঃ এই ত্যাগের অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারে না। এইখানে মানুষ কাছে আসতে যেয়ে ঠেকে যায়। মহারাজের ত্যাগপ্লাবিত জীবনে এর চিহ্ন মাত্র ছিল না। সেজন্যই তিনি সকলের কাছের মানুষ আপন মানুষ ছিলেন।

দেশ বিভাগের পরে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে সমস্ত পর্য্যায়ের প্রায় সমস্ত অমুসলমান নেতারাই পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করে নিরাপদ পশ্চিম-বঙ্গে চলে এলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ছুর্গত অধিবাসীদের দুঃখের অংশ-ভাগী হয়ে থাকতে কেউ চাইলেন না। মহারাজ বললেন তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাবেন না। পাকিস্তানে তিনি সকলের সঙ্গে থেকে গেলেন এবং সেখানেও দীর্ঘ কারাবাস এবং অন্যান্য নির্য্যাতনেও তিনি তার সংকল্প পরিবর্তন করেন নি। এই প্রসঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর নাম স্বতই এসে পড়ে। তিনি বরিশালের সতীন সেন—যিনি পাকিস্তানেই ছিলেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ এবং মহারাজদের জীবনের বার্ত্তা জানানোর এবং তাদের চরিত্রের আলোচনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। যে মতবাদই হোক, যে পথই হোক তা যদি মানুষের কল্যাণধর্মী হয় তবে সেটাকে বাস্তবায়িত করতে হলে যোগ্য মানুষের প্রয়োজন। মানুষের চরিত্র গঠনের উপরেই সেই যোগ্যিতা নির্ভর করে। মহারাজের জীবন এর সার্থক প্রতিশ্রুতি।

আমাদের বিগত ইতিহাসে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বর্ত্তমান জীবনে এই সত্যটাই প্রতিভাত হচ্ছে—ভবিষ্যত ইতিহাসকেও এই সত্যকেই স্বীকৃতি দিতে হবে।

বি, দাসগুপ্ত

কেরালায় মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন

অনেক টানা হেঁচড়ার পরে কেরালায় আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর বিধান সভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের দিন ঠিক হয়েছে। ২৪শে আগষ্ট হচ্ছে মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন।

আজ ভারতবর্ষের সর্বত্রই অস্থিরতা—প্রায় অরাজকতার অবস্থা। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার অবস্থা উদ্বেগজনক। নক্সালী হামলা উপলক্ষ্য নয় বলে দিনের পর দিন প্রমাণ করে চলেছে। এই দলের নেতা শ্রীকানু সান্যাল প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও বহু সহকর্মী সহ গ্রেপ্তার হওয়ার পরে বিশেষ করে কলিকাতা নগরে নক্সালপন্থীরা একেবারে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে।

এইসব দিকেই দেশবাসীর দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সমস্ত জটিল, ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক অবস্থা অতিক্রম করে আজ সমস্ত রাজনৈতিক ভারতবর্ষের দৃষ্টি কেরালার আসন্ন নির্বাচনের দিকে চেয়ে আছে।

১৯৫৭ সন থেকেই কেরালায় কোন গবর্মেণ্ট স্থায়ীভাবে কায়েম হতে পারেনি একবার মাত্র অতি অল্প দিনের জন্য কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কায়েম হয়েছিল তাও কংগ্রেস ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে সে গবর্মেণ্টও ভেঙ্গে গেল। কমিউনিষ্ট গবর্মেণ্ট ও রাষ্ট্রপতির শাসন কেরালায় প্রতিযোগিতা করে চলেছে। দল হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টি সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ছিল। ১৯৫৭ সনে নাম্বুদ্রীপাদ হলেন প্রধান মন্ত্রী। কমিউনিষ্ট পার্টিও ভেঙ্গে দুভাগ হওয়ার পরে দেখা গেল মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্টরা দল হিসাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্টদের নেতা নাম্বুদ্রীপাদকে মুখ্য মন্ত্রী করে বিভিন্ন দল নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এইসব দলের মধ্যে দঃ কমিউনিষ্ট, মুসলিম লীগ, আর এস পি প্রভৃতি বামপন্থী ও সাম্প্রদায়িক দল ছিল। যাই হোক এটা একটা যুক্তফ্রন্ট ছিল বলেই বলা যায়। কিছুদিন পূর্বে নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও কলহের ফলে সি কমিউনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রীপাদ পদত্যাগ করেন। তখন মুসলিম লীগের ও অন্যান্য কয়েকটি দলের সাহায্যে দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রী অচ্যুত মেনন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গবর্মেণ্ট গঠন করেন। আর, এস, পি, প্রভৃতি দু একটি দল তারা মন্ত্রীত্বে না এসে অচ্যুত মেনন সরকারকে সমর্থন করেন—যাতে রাষ্ট্রপতির শাসন না হয়।

কিছুদিন পরে অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যেতে থাকে। তখন অচ্যুত মেননও পদত্যাগ করে মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দেন। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং পরিশেষে মধ্যবর্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

কেরালার লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটি নব্বই লক্ষ। বিধান সভার আসন সংখ্যা ১৩৩। নির্ব্বাচনী সংগ্রামে অনেক গুলি অনেক দলের সঙ্গে জোট পাকিয়ে পাঁচ ছয়টি জোট তৈরী করে নামছেন। এর মধ্যে প্রধান সংগ্রাম হল বাম কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জোটের সঙ্গে দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জোটের সংগ্রাম। এ ছাড়া এই নির্ব্বাচনী কুরুক্ষেত্রে কংগ্রেস, সংযুক্ত কংগ্রেস, বিভক্ত অবিভক্ত কমিউনিষ্ট বিরোধী ফ্রন্ট প্রভৃতি তো আছেই। মনোনয়ন পত্র দাখিলের পরেই ঠিক বোঝা যাবে যে ১৩৩টি আসনের মধ্যে কোন জোট ও কারা কারা কতকগুলি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন।

কেরালার এই নির্ব্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া সর্বভারতীয় রাজনীতি বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতির উপর খুবই গভীর ভাবে হবে।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বা শোকসভার কথা এখন আনছিনা। কিন্তু ৭০ সনেই হোক কি ৭১ সনেই হোক কি ৭২ সনেই হোক পশ্চিম বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হবে বলেই আশা করা যায়, সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলায় আত্মঘাতী সংগ্রাম যে রূপ নেবে কেরালার মিনি যুক্তফ্রন্টের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

বি, দাসগুপ্ত

মানবাজার (২) ব্লকের বি-ডি-ওর অভাবনীয় স্পর্দ্ধা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

সুদীর্ঘকাল ধ'রে মানবাজার ২ নং ব্লক অর্থাৎ জামতোড়িয়া ব্লকের নিজস্ব বি, ডি, ও নেই। বান্দোয়ানের বি, ডি, ও যিনি নিজের ব্লকেই কাজ চালাবার যোগ্যতা দেখাতে না পেরে জনগণের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়েছেন—তাঁকে আবার জামতোড়িয়া ব্লকেরও ভার দেওয়া হয়েছে। চার পাঁচ হ'তে চলল—এখনো যে সব কৃষি ঋণ দেবার কথা সে সব দেওয়া হয় নি। চাষের এই জোর কাজের সময়ে চাষীদের ডাকা হচ্ছে—ঋণ দেওয়া হবে—বি, ডি, ও আসবেন, চাষের কাজের বহু ক্ষতি ক'রে চাষীরা ঋণ নিতে যখন আসছেন তখন বি, ডি, ও সাহেব হাজির না হ'য়ে চাষীদের সঙ্গে পরিহাস করছেন। জানান হচ্ছে—বি ডি ও আসেননি—ঋণ দেওয়া আজ হবে না। অবশেষে সম্প্রতি একদিন বি ডি, ও দয়া ক'রে ব্লকে এলেন। ঐ অঞ্চলের খাদ্য ঋণ কমিটিতে প্রস্তাব হয় যে, কমিটির কনভেনার বিভিন্ন কৃষি ঋণ বিলির সময় জনগণকে সাহায্য করবেন। সেই অনুসারে কনভেনার, শ্রীভরত মাহাত ব্লকে যান এবং সমবেত বহুজনের পক্ষে বি, ডি, ও র সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীভরত মাহাত দেখা করে কর্ম-ব্যবস্থা বাস্তিতাবে না চলার জন্য যেসব অসুবিধে হচ্ছে তাঁর কথা বলেন এবং বলেন যে, জামতোড়িয়ার চাষীদের অর্দ্ধেক সার, অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং সারের চৌকেন মানবাজার ও বাঁকুড়ার সারেসডাঙ্গাতে দেওয়া হচ্ছে—এর ফলে বহু চাষীই সার আনতে পারবেন না। যাতে মানবাজার ২ নং ব্লকেই সার দেওয়া হয় ব্যবস্থা করুন।

শ্রীভরত মাহাত লোকসেবক সংঘের একজন বিশিষ্ট সম্মানিত কর্মী—ঐ বি, ডি, ও র চেয়েও অনেক বেশী সম্মানিত এবং জনগণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি—সকলের সুপরিচিত। তার ওপরে তিনি অঞ্চল খাদ্য ঋণ কমিটির কনভেনার—তিনি কমিটির নির্দ্দেশে ব্লকে গেছেন। অধিকন্তু ওখানে সমবেত বহু ব্যক্তির অনুরোধ তাঁদের মুখপাত্র হিসাবেও তিনি কথা বলতে গেছেন এবং যা বলেছেন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কথা। কিন্তু বি, ডি, ও সেই স্বনামে শিয়াল-রাজা তাঁর মত পদস্থ লোকের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন ব্যবহার করা হল—উপরন্তু ভদ্রবাবু বা বললেন—তাও তাঁর মত জানী লোকের পক্ষে অত্যন্ত আপত্তিকর হল।

বি, ডি ও তখন অত্যন্ত বিজ্ঞের মত অতিশয় কড়া মেজাজে বললেন—আপনি অন্য লোকের হ'য়ে কথা বলবার কে? আপনার ব্যক্তিগত কিছু বলার থাকে বলুন—না হলে এখান থেকে বেরিয়ে যান। একটা অঞ্চলের কনভেনার তারও অন্য লোকের হ'য়ে কথা বলার অধিকার নেই।

এই বিবরণ শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এঁরা একটা সামান্য ক্ষমতায় ব'সে ধরাকে কি রকম সরা জ্ঞান করেন! মানুষের মর্য্যাদা ব'লে এঁদের কাছে কোনো কিছু নেই! দক্ষিণ বিপ্লব চরিত্রের পক্ষে যাঁরা প্রতিনিধিত্বে দেখা করতে গেছেন—তাঁদের দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান করবেন কোথায়,—না, তাদের প্রতি তাঁরা অসম্মান করছেন? এই ধৃষ্টতার সাহস এঁরা কোথা থেকে পাচ্ছেন? কোথা থেকে পাচ্ছেন আমরা জানি। দেশের পরাধীনতা যেমন একদিন আমরা ঘুচিয়েছি—তেমনি এই ম্লানিকর জীবন ধারাও একদিন ঘোচাতে হবে। তার জন্য তৈরী হ'তে হবে। বি, ডি, ও যদি আজ ঐ আচরণের অভিযোগ অস্বীকার করেন—আমি তা সত্য ব'লে মনে করব না—কারণ যে সমস্ত লোকেরা আমাদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—তার মধ্যে এমন মানুষ আছেন—যাঁরা অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন সৎ বলে সুপরিচিত। তাঁদের চিঠির প্রতিলিপিও আমি এখানে দিচ্ছি। তার আগে এক কথা ব'লে নিই।

বি, ডি, ও শ্রীভরত মাহাতকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললে—শ্রীভরত মাহাত বলেন—আমাদের অফিসে আমাদের কাজে আমরা এসেছি—এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলার কার অধিকার আছে? সমবেত ব্যক্তিগণও বি ডি, ও র আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তখন ব্লকের এ ই, ও শ্রীবিশ্বনাথ রায় জনগণকে ওখান থেকে চলে যেতে বলায় সকলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বিশেষতঃ এই শ্রীবিশ্বনাথ রায় চিরশত্রুর অগ্নিকাণ্ডের সহায়তা বিষয়ে বহু বিষ সৃষ্টি ক'রে ঐ অঞ্চলবাসীর বিশেষ বিরাগভাজন হয়েছেন।

আমাদের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা আমাদের জানিয়েছেন যে, বি, ডি, ও এবং এ, ই, ও র অপমানজনক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রবল আন্দোলন করতে চান। আমাদের পরামর্শ চেয়েছেন। পরামর্শ এখনো কিছু দিই নি। এই সব অভিযোগরা অত্যন্ত বেড়ে গেছেন। বাঁশ ঝাড়ে কঞ্চির দৌড় একটু বেশী হয়। কঞ্চির দাপট বেশী হলে অবশ্য দেখতেই হবে—তবে মূল-বাপার হচ্ছে বাঁশঝাড়।

এবারে প্রেরিত পত্রটি এখানে দিই। তা এই :—

মহাশয়,

মানবাজার ২ নং উন্নয়ন সংস্থার অধীনের নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণের সাদরনম নিবেদন এই যে, আমাদের ব্লক অফিস্ বড়সোড়িয়াতে বিগত চারি পাঁচ দিন ধ'রে গ্রুপ লোন্ সি, পি, লোন্, সার লোনের জন্য স্থানীয় ভি এল, ভব্লিউ, এবং সংস্থার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এ, ই, ও, বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের কর্মাঙ্ক বেলা ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। প্রত্যহই তাঁরা বলেন, বি, ডি, ও আসেন নাই। এইভাবে আমাদের বি, ডি, ও মহাশয় আজ দীর্ঘদিন ধ'রে কার্য্য করিতেছে। অদ্য আমরা বিভিন্ন লোনের জন্য আসি। আজ বি ডি ও মহোদয় উপস্থিত থাকেন। আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের ২ নং ব্লকের জনপ্রিয় কর্মী শ্রীভরত চন্দ্র মাহাত মহাশয়কে লান পাবার বিভিন্ন অসুবিধার কথা বি, ডি, ও মহোদয়কে জানাবার জন্য অনুরোধ করি। বি, ডি, ও, মহোদয় আমাদের প্রতিনিধিকে যেভাবে অপমানিত করেছেন, বা তিনি যে নিজের ক্ষমতার কথা বলেছেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছি। তাহাতে আমাদের ধারণা, এইভাবে কার্য্যধারা চললে আমাদের এলাকার তথা এই সংস্থার কোনও উন্নয়নমূলক কার্য্য হবে না। এবং এই ব্লকে এই যেচ্ছাচারী বি, ডি, ও যতদিন থাকবেন—আমাদের ব্লকের কাছ থেকে কোনও প্রকার আশা ভরসা নাই। তাই অতি সত্বর এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার। এবং এই এলাকার জনসাধারণের ব্লকের জন বিরি বন্টনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নতুবা এলাকার কৃষির যে ক্ষতি হইবে, তাহার গুরুত্বের কোনও

(শেষাংশ ৬৯ পৃষ্ঠায়)

নতুন সেটেলমেন্টের মাপ নেই অথচ রিটার্ণ দিতে হবে—তার মূল্য কি?

ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন ক'রে, রিটার্ণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার লক্ষ্য এই ছিল যে, ভূমি সম্পর্কে প্রত্যেক চাষীর সাম্প্রতিক সেব তথ্যের বা রেকর্ডের ভিত্তিতে কর্তব্যকর্তব্য নির্ধারণ করা। কিন্তু রিটার্ণ দেওয়ার নির্দেশের মধ্যে দেখা দেই যে, বর্তমান সেটেলমেন্ট মাপের সেব সুধীরেরও পর, চূড়ান্ত রেকর্ড যা প্রকাশিত হবে তাহই ভিত্তিতে পাওয়া খতিয়ান নং, জমির পরিমাণ ইত্যাদি দিতে হবে। সুতরাং রিটার্ণ দেওয়ার নির্দেশ বলবৎ থাকলে যে কোনো অবস্থায় রিটার্ণ দিতেই হবে—তা' সে নতুন সেটেলমেন্টের চূড়ান্ত রেকর্ড থাকুক আর না থাকুক। ৫০ বছরের পূর্বের রেকর্ড'ই যদি থাকে—তাদের কোনো মানই না থাকে—তাও সেই ৫০ বছরের আঁক'জোখ দিতে হবে। অথবা যদি নতুন মাপ মাস্তখান পর্যন্ত হ'য়ে রয়েছে—তাকেই যা বলা হয়েছে—সেই জোখ কুড়িয়ে এনে দিতে হবে। সামগ্রিকভাবে রিটার্ণ দেওয়ার আদেশ যদি সকল কথা না হোক, তবে রিটার্ণ দিতেই হত—কারণ, খাঁড়া কোনোকা ছিল—না দিলে ঘাড়ে পড়ত।

কিন্তু এইভাবে রিটার্ণ দিলেও এর কোনো অর্থ হোত না। তার কারণ, সেই তথ্য বা রিটার্ণ দেবেন অফিসারেরা বলতেন—এর ভিত্তিতে আমরা ব্যবস্থা করব কি ক'রে? তাদের ডুবিল বাক্সেই তো এই মাপ, এই নম্বর বলে যাবে। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে ঐ রিটার্ণের নক্সিই কোনো অর্থ হোত না—অথচ, অনর্থক চাষীর বুকের রক্ত জল করা অর্থ অনেক বেরিয়ে যেতো। আইনের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে আমাদের জেলায় রিটার্ণ দিবার—এই যুক্তিতেই রিটার্ণ স্থগিত-ই রাখা হয়েছে। এবং এই যুক্তিতেই, যতদিন না চূড়ান্ত মাপ ও চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হয়—ততদিন এ জেলার রিটার্ণ চাওয়া সঙ্গত হবে না। রিটার্ণের আইনগত দিকটি সকলকে জানিয়ে রাখার জন্য এই আলোচনা করলাম।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

———•———

পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বর্ষারম্ভল অনুষ্ঠান

গত ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্ণে স্থানীয় বি. টি. কলেজের ছাত্রছাত্রীরা 'শ্রাবণধারা' নামে একটি সুসজ্জিত সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সঙ্গীতে শ্রীমতী রেখা বিশ্বাস, ব্রততী গাঙ্গুলী, শুক্লা দাস, শ্রীবিলাস মুখার্জী, খগন ভট্টাচার্য্য, আবৃত্তি ও পাঠে শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী, কমকান্তি চৌধুরী এবং নাম্রিক্স পরিচালনা, গ্রন্থনী ও সম্পাদনায় শ্রীনিত্রিল ব্যানার্জীর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

———•———

পুরুলিয়ায় পূর্ণিমা সম্মেলন

গত ১৮ই আগষ্ট এক মনোজ্ঞ ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে পুরুলিয়ার শ্রীনিখন চট্টোপাধ্যায়ের (মুনফেফাড়া) ভবনে পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পুরুলিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের কর্মীগণ। সঙ্ঘের অন্যতম কর্মী স্বামী মোক্ষানন্দজী তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে আত্মবিস্মৃত জাতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দের আদর্শ স্মরণ করিতে বলেন ও সনাতনধিজির হিন্দু জাতিকে ধর্মের মহান আদর্শের মাধ্যমে মিলিত ও সংঘবদ্ধ হইতে বলেন। উকিল শ্রীবিমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের সেবা ধর্ম্মের কৃতনী প্রশংসা করেন ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারা বুঝাইয়া দেন। সম্পাদক শ্রীবিজয়রত্নধর ঘটক হিন্দু মিলন মন্দিরের আদর্শ সম্পর্কে বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু পূজা সঙ্ঘের নিত্যকর্ম, সংকীর্তন, সমবেত উপাসনা-ভজন-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সংসঙ্গের প্রতি প্রীতি জ্ঞাপনার্থ ও একতার জন্য সকলে সংঘ গ্রহণ করেন। গত ১১ই আগষ্ট মঙ্গীর ভাঃ ত্রৈলোক্য নাথ ঘটকের ভবনে আর একটি বর্ষাগুছানে স্বামীজী ভাষণ দেন।

———•———

পুরুলিয়ার সেচ দপ্তরে নক্সালী হামলা

গত ২১শে আগষ্ট বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় নিলকুঠিডাঙ্গা মহল্লার পুরুলিয়া ইরিগেশন ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে ৬ জন নক্সালী যুবক হামলা করে। প্রকাশ, সেই সময়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কামরায় একটি সভা ও টেন্ডার চলছিল এবং নক্সালী যুবকেরা সেই কামরায় ও অফিসে ঢুকে বোমা ছুঁড়ে মেরে কেলার ভয় দেখিয়ে সবাইকে চুপচাপ থাকতে নির্দেশ দেয়। তারপর তারা নির্লিপ্তভাবে অফিসের ফাইল ও কাগজ পত্রে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নি।

আগুন প্রকাশ, অফিস ছেড়ে চলে যাবার সময় তারা একটা পাইপ ফাটার এবং অপেক্ষমান জীপ গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। জীপগাড়ীটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগুন প্রকাশ জেলা শাসকের নিকট থেকে ঘটনার খবর পেয়ে এবং ইরিগেশন ডিভিসনের অফিস সহরের কোন মহল্লার কোন অংশে অবস্থিত সেই সব জেনে নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে পুলিশ সব ঘটনা তদন্ত করে এবং সেই সময়ে ঘটনা স্থলে হামলাকারীরা কেউই ছিল না; তবে বশ এগারো বছরের একটি বালক ঐ তাড়া দিয়ে যাবার সময় পুলিশ সন্দেহে কোনও বিক্ষুব্ধ জনতা করায় তাকে অনেক সশস্ত্র পুলিশ নির্দয়ভাবে প্রহার করে।

———•———

কলেজ প্রিন্সিপ্যালের অফিস তছনছ

প্রকাশ, গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে রঘুনাথপুর কলেজের ক্লিশের ধর্মঘটী ছাত্র প্রিন্সিপ্যালের অনুপস্থিতিতে তাঁর কামরায় ঢুকে আসবাব পত্র, টেলিফোন ওভৃতি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সেই সময় ছাত্রদের ধর্মঘট চলতে থাকায় কলেজের কোনও ক্লাস হয় নি তবে অধ্যাপক ও কর্মচারী প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশ, কলেজে অনার্স ক্লাস, ছাত্রদের হোষ্টেল, প্রভৃতি বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে গত কয়েকদিন যাবৎ ধর্মঘট চলছে।

———•———

২১তম বন-মহোৎসব অনুষ্ঠান

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে আড়ষা থানার কাঁটাডি (মঞ্চলগড়) গ্রামে ২১তম বন মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা শাসক শ্রীশর্বাণাথি চৌধুরী, আই-এ-এস-এস সভাপতিত্ব করেন এবং ডকির মণ্ডলের বনপাল শ্রীবনবিহারী প্রসন্ন মল্লিক প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাঁটাডি শিক্ষাসত্র প্রাঙ্গনে যে সভা হয় তাতে বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীগিরিশ মাহাত, শ্রীমশোক চৌধুরী, শ্রীচন্দ্রমোহন মাহাত, শ্রীকাশিনাথ মাহাত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বনসংরক্ষণ ও জনসাধারণের সম্পর্ক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ডি-এফ-ও শ্রীসুকুমার সালিত বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে বনবিভাগের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করেন।

এই দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিক্ষাসত্র প্রাঙ্গনে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গনে ও কাঁটাডি গ্রামে নয় শতাধিক বিভিন্ন চারাবৃক্ষ রোপণ করা হয়।

স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করে এবং প্রতিযোগিতামূলক অঙ্ক বালক ও শ্রীশিক্ষায়ীদের মধ্যে লোকনৃত্যের পরিবেশন করে।

———•———

যুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯৭ পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

দুর্গাপুরের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার

সি-আই-টি-ইউ পরিচালিত দুর্গাপুর ট্রেড ইউনিয়ন সময় কমিটি গত ২২শে আগষ্ট থেকে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য শিল্প সংস্থার ধর্মঘট বিনাশর্তে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে শিল্প নগরী দুর্গাপুরে ১১ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের অবসান ঘোল। গত ১২ই আগষ্ট থেকে সি-আই-টি পুলিশ ও শিল্প'ফলে কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রত্যাহার করা এবং ধৃত ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের মুক্তির দাবীতে দুর্গাপুরের অধিকেরা ধর্মঘট শুরু করেন।

———•———

২৮শে আগষ্ট হরতাল হবে না

গত ২১শে আগষ্ট কলিকাতার শহীদ মিনার ময়দানে এক জনসভার পি, সি, এম, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ও ১২ই জুলাই কমিটির এক অংশ আগামী ২৮শে আগষ্ট সমস্ত পশ্চিম বাংলাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রনৈতিক শাসন প্রবর্তনের পরে সংগ্রামী শ্রমিকদের উপর বর্বর আক্রমণ, পি, আর, পি প্রভৃতি প্রত্যাহার, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মী, মধ্য নির্বাচন প্রভৃতি আন্দোলনের সমর্থনে ও মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এই সভায় রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির মুখ্য আহ্বায়ক ও ইউ, টি, ইউ, দির শ্রীবরীন চক্রবর্তি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি জানান যে—তারা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেন না।

বাংলা কংগ্রেস, আই পার্টির জোট প্রভৃতি এই প্রস্তাবিত ধর্মঘট ও হরতালের বিরোধীতা করেন।

২৩শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে যারা রাজ্যব্যাপী এই হরতাল প্রভৃতির জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা তা প্রত্যাহার করেছেন এবং তাদের এই লিজান্ত ঘোষণা করেছেন যে—হরতাল ও ধর্ম্মঘট হবে না।

———•———

শাসনতান্ত্রিক দুরুক্তি ও উপদ্রবের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

(অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শুরু হয়েছে—এবং কংগ্রেসী আমলে আজও এর প্রতিকার ব্যবস্থা হল না; আশেও হয় নি।

এই ব্যাপারে আমাদের কর্মী ভরতের ভাইকে ধরা হবে বলে তার ঘোষণা হচ্ছে। একটা বিচারহীন মস্তিষ্কহীন শাসনের অধিকারের দুঃখাঠে বলি হ'বে আমাদের কর্মীর ভাই যদি ধরা পড়ে—তাকে তার সজ্ঞা বা অনুতাপের কিছুই হবে না। যে শাসনযন্ত্র এমন নিরপরাধ লোককে ধরবে—সেই শাসনযন্ত্রের মুখে এতে চুনকালি পড়বে। আমি ভরতের ভাইকে বলব—মাতৃদের সঙ্গে আপেক্ষা ক'রে থাকতে—ওরা ধরে নিয়ে যায় তো যাক। ঐ অঞ্চলের মানুষ—এই জেলার মানুষ উপলব্ধি করবে—এই জেলার শাসনতান্ত্রিক মস্তিষ্কহীনেরা—এই রাষ্ট্রনৈতিক শাসনের মুখবীন পুলিশো শাসন রাষ্ট্রিয়ের কত অযোগ্য।

আমি সরকারী, বেসরকারী যে কোনো লোককে আহ্বান জানাচ্ছি আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে তদন্ত করতে চলুন—আমি প্রমাণ ক'রে দোব—সরকারী অফিসারেরা কি রকম চক্রান্তকারীর মত, দুর্নীতি-পরায়ণের মত কাজ করেছেন এবং এখানের এর রাজ্য সরকারের শাসনকারীরা কি রকম বিচার বুদ্ধিহীনের মত, বর্ষরয়কারীদের সহায়কের মত কাজ করেছেন।

এঁরা ভাবছেন আইনের দড়ি দেখিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব ফলাবেন। কিন্তু এরা জানে না—মানুষের চোখে এরা কি রকম অযোগ্য এবং কতখার পায় ব'লে বিবেচিত হচ্ছেন। আমার এই কথার জবাব দেবার মত পুঁজি এই কংগ্রেসী শাসনযন্ত্রে একজনও কারুর আছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করি।

———•———

নকশাল নেতা কানু সান্যাল গ্রেপ্তার

গত ১৮ই আগষ্ট বুধবার শেষ রাত্রির দিকে দার্জিলিং জেলার কার্সিং কেন্দ্রা থানার অন্তর্গত গাদোডোরা বিমান বন্দর থেকে মাত্র কেন্দ্র মাইল দূরে সিটোঝোড়া চা বাগানে পুলিশ এক অতর্কিত হানা দিয়ে নৈর্ম্মালীর নক্সাল নেতা শ্রীকানু সান্যাল ও তাঁর দুই প্রধান সহচর শ্রীকরম মল্লিক ও খোকন মল্লিক সহ ৩৮ জন নক্সালকে গ্রেপ্তার করে।

বিবরণে প্রকাশ যে শ্রীসান্যাল ও তাঁর সহকর্ম্মীরা ঐ চা বাগানের পাশে এক শালবনে এক গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে—নক্সালদের গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া, খুন শক্তিশালী বোমা তৈরী করা এবং নয়া গ্রামাঞ্চলে পরিচালনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

গ্রেপ্তারের সময় শ্রীসান্যাল ও তাঁর দুই সহচর একটি কুঁড়ে ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁরাগাঁটার আগে পাশে ধান ক্ষেত, চা বাগান ঝোপঝাড়। রাত প্রায় আড়াইটার সময় পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্বে প্রায় তিন শত সশস্ত্র পুলিশ অতি নিঃশব্দে আস্তাটা ঘিরে ফেলে এবং এমন অতর্কিতে আক্রমণ করে যে তারা পড়ার পূর্ণ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীসান্যাল, তাঁর সহচর, এবং অন্যান্য নক্সালরা যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা কেউ কিছুই টের পান নি।

পুলিশ হানা দিয়ে ওখানে পিস্তল রিভলবার, রিভলবার, তৈরী বোমা ও বোমা তৈরীর অনেক মালমশলা পান। এ ছাড়াও প্রায় হাজার দুই তীর ধনুক কতক শত ছোরা ও তরোয়ালও পাওয়া যায়। এছাড়া প্রচুর নক্সাল পুস্তিকাও সেখানে পাওয়া যায়।

শ্রীকানু সান্যালকে দুটি রাজ্য সরকারের আদালতে অভিযুক্ত হিসাবে বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে—পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ। অন্ধ সরকার পার্জাকীপুরম্ (শ্রীকাকুলাম) তালুক যড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী হিসাবে শ্রীসান্যালকে পাঁচ বছর সরকারের কাছ থেকে আগেই চেয়ে রেখেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে নক্সালপন্থীদের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা শ্রীচারু মজুমদার ও শ্রীকানু সান্যাল এবং তাঁদের অনেক সহকর্মী মার্ক্সবাদী (বাম) কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ সনের পর থেকেই এঁদের কাজ কর্মের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব আর ঠিক খাপ খাইয়ে চলা হত না।

তার পরে ১৯৬৭ সনে পশ্চিম বাংলায় যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় সেই সময়ে এঁদের নেতৃত্বে দার্জিলিং জেলায় নক্সালবাড়ী অঞ্চলে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অভিমতে এক ঐতিহাসী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এরা নক্সালবাড়ীর আন্দোলনকে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের আখ্যায় আখ্যাত করেন। সেই সময়েই চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, অঙ্গল সাঁওতাল প্রভৃতির নাম দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়েই নক্সাল বাড়ীর আন্দোলনকে বাম কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে ত্রাস্ত আন্দোলন এবং পার্টির কর্মপন্থীর পরিপন্থী আন্দোলন বলে ঘোষণা করা হয়। এরের অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে নক্সাল বাড়ীতে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় তার মধ্যে অঙ্গল সাঁওতাল প্রভৃতি ছিলেন। কানু সান্যাল গ্রেপ্তার হন যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পরে ১৯৬৭ সনে অক্টোবর। তখন পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। কানু সান্যাল সেবার গ্রেপ্তার করার সময়কে অতর্কিতে নিষ্ক্রিত অবস্থায় এই নক্সাল বাড়ীতেই নিয়া প্রতিবারে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সনে যখন দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তখন শ্রীজ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। যুক্তফ্রন্টেরই উদ্যোগে কলকাতাসহরের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কানু সান্যালকে ১৯ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

এবার ১৯শে আগষ্ট গ্রেপ্তারের পরে কানু সান্যাল ও তাঁর সহচরের দার্জিলিং জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুঁটিনাটি খুঁজে প্রকাশ যে শ্রীসান্যাল

ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে লুঠন, হত্যাকাণ্ড গৃহদাহ প্রভৃতি অভিযোগে পুলিশ তাঁদের খুঁজছিল।

গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া

কাছ মাজার প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পরে কলিকাতা সহরের নানা স্থানে বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে নকশালপন্থী যুবকেরা হাঙ্গাম মাজা শুরু করে। ট্রাম, বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কোন কোনো স্থানে পুলিশের সংঘর্ষ প্রায় যুদ্ধ পরিণত হয়। একটি থেকে বিভিন্নরে বোমা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় আর এক দিক থেকে পুলিশ লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও গুলী চালায়। কয়েকজন মারা গেছে, বহু লোক—পুলিশের মধ্যেও অনেকে আহত হয়েছে ও হচ্ছে। হাঙ্গামা এ রকম বিস্তার লাভ করেছে যে অনেকে মনে করছেন কলিকাতায় আবার আগুনে বাইরে চলে যাচ্ছে।

নকশাল ও বাম কমিউনিষ্ট

কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্ক্স) নকশালদের বিরুদ্ধে এক রকম যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ছত্তিশগড় গুলীচালা সংঘর্ষ ও অন্যত্র নির্বিচারে চলেছে।

মানবাজার (২) ব্লকের বি-ডি-ওর অন্যায়ের স্পর্দ্ধা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আশা নাই। তাই আপনাকে অনুরোধ জানাই যে অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্ত যাহাতে হয় দেখিবেন। আমারদের এই অভিযোগসমূহ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া সমাধানের ব্যবস্থা করিতে আমাদের অনুরোধ জানাইলাম।

যাঁরা এই চিঠি দিয়েছেন তাঁদের নাম —
রাজামোটা—চারুচন্দ্র মাহাত, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহাত, নকুল চন্দ্র মাহাত।
চিকণডা নিত্যানন্দ মাহাত, মকর মাহাত অবলাল মাহাত, শৈলেন মাহাত, ফকির চন্দ্র মাহাত।
বড়গড়িয়া—অরুণ চন্দ্র মাহাত, সিদ্ধেশ্বর মাহাত
বড়ামাহা—ভাইবন মাহাত, বালক মাহাত।
ধাদকিভি—লক্ষীকান্ত মাহাত, বিধিকি মাহাত, গণেশ চন্দ্র মাহাত, অধিকেশ মাহাত, জলধর মাহাত।

জমহুড়ি—সতু কুমার হাক মাহাত। সেরেংডি গুরুপদ মণ্ডল: বত্তাচরা—মোহন সিং, হাড়ডু সিং, বেরান্দা—মদন মোহন দত্ত। লোদকুড়ি রাম কুমার।

—০—

পুরুলিয়া টাউন থানার উপর বোমা নিক্ষেপ

নক্সালপন্থী সন্দেহে পুলিশ কর্তৃক কতিপয় গ্রেপ্তার

গত ২৩শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় পুরুলিয়া টাউন থানার উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং পুলিশ এটা নক্সালপন্থীদের হামলা বলে সন্দেহ করছে। প্রকাশ, রাত্রি আট ঘটিকা আন্দাজ—যখন থানার সম্মুখ দিয়ে মনসা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল—সেই সময় টাউন থানার পার্শ্ববর্তী গলির টেলিগ্রাফ পোষ্টের নিকট একটি যুবকসহ তিনজন দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছিল। সেই অবসরে যুবকটি নাকি থানার অফিসার-ইন চার্জ্জের কামরা লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থানার দেওয়ালে লেগে ফেটে যায়। বোমা ছুঁড়েই যুবকটি নিকটবর্ত্তী এক গ্যারেজের মধ্যে ঢুকে পালাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে তাড়া করে কিন্তু যুবকটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যুবকটির পাশে যে তিনজন লোক দাঁড়িয়েছিল পুলিশ সন্দেহক্রমে তাদের গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনার ফলে সহরে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ভোর রাত্রের সময় পুলিশ সহরের বিভিন্ন মহল্লায় হানা দিয়ে নক্সালপন্থী সন্দেহে ১৮ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে।

আরও প্রকাশ, পুরুলিয়ার ঘটনার তিন চার দিন পূর্ব্বে মানবাজার থানার উপরও বোমা বর্ষণ হয়। পুলিশের অভিযোগ যে পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গৃহের ছাদ থেকে থানার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং থানার ছাদের কয়েকটি টালী ভেঙ্গে যায়। এই ঘটনার সূত্রে পুলিশ জনা ছয়েক যুবককে নক্সালপন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে।

—০—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

মানবাজার হেলথ সেন্টারের ডাক্তারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

মানবাজার অধিবাসীদের পক্ষে শ্রীবিজয় দত্ত, শ্রীগোবর্দ্ধন চৌধুরী, শ্রীকমলা চরণ হালদার, শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল চন্দ্র বিট, শ্রীঅশ্বিনী মোদক, শ্রীহরিপদ গোস্বামী, শ্রীমধুসূদন নারায়ণ দেব, শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীধ্যামল কুমার দে, প্রমুখ ২৮ জন ব্যক্তি জানাচ্ছেন :—

মানবাজার হেলথ্ সেন্টারের বর্ত্তমান ডাক্তারের চিকিৎসার ধারায় রোগীরা বিপন্ন বোধ করিতেছেন। প্রথমতঃ তিনি রোগীদের ও তাদের আত্মীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। ঔষধ সঙ্গত যথাসময়ে ও ঠিকভাবে দেন না। রোগীদের বহু ব্যক্তি এরূপও অভিযোগ করেনযে ডাক্তারবাবু গরীব নিরন্ন রোগীদের নিকট হোতে পয়সা না পাইলে কোন ভাল ঔষধপত্র, ইঞ্জেকসনাদি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না।

রোগীদের জীবন লইয়া এইভাবে ছিনিমিনি খেলার জন্য এখানকার সচিন্তা সম্পন্ন অধিবাসীরা হেলথ্ সেন্টারের জন্য সকল রকম আর্থিক সহায়ভূতি ও জমি দান ইত্যাদি করেন নাই। এ বিষয়ে বহুবার মৌখিক অনুযোগ করিয়া মনোবেদনা পেয়েছেন। তাই বাধ্য হইয়া ধৈর্য্যের সব সীমায় পৌঁছিয়া এই আবেদন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট করিতেছি যে এই যন্ত্রনার হাত হইতে আমাদের মত গরীব মধ্যবিত্ত রোগীদের রক্ষা করুন।

যুক্তির জন্য দীর্ঘতরো উচ্চ শিক্ষা সম্পর্ক এম, বি, বি, এস্ চিকিৎসক দিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিয়া হাক্ ছাড়িয়া আমাদিগকে বাঁচিতে দিন এই প্রার্থনা। উক্ত ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে ২৩টী ঘটনার বিবৃতি দেওয়া হইল :—

১। গত ১৭।৭।৭০ তাং এ মানবাজারের একটি কলেরা রোগী শ্রীযুক্ত কুমার দাস মারা যাওয়ায় মানবাজারবাসীদের অনেকেই সরকারী হেলথ্ সেন্টারের ডাক্তারবাবুর নিকট কলেরার প্রতিষেধক ব্যবস্থা লইতে অনুরোধ করায়, উত্তরে তিনি হাঁড়ি করিয়া বলিলেন—কলেরার মাত্র একটিই মারা গেছে সত্য এরূপ অনুরূপ ২৫।৩টী আরও মরুক তবে তো আমি ব্যবস্থার জন্য নির্দ্দেশ দিব ও আমিও মাথা খাটাইব!

২। গত ১৩।৭।৭০ তাং এ মোহরার সকালে ৬টায় একই পরিবারে (নরেন্দ্র নাথ দাস এর পরিবার) ৩ জন ও জন কলেরায় আক্রান্ত রোগীকে মানবাজার হেলথ্ সেন্টারে আনিয়া জানা গেল—ডাক্তারবাবু হাসপাতালে নাই বাড়ী গিয়াছেন, সন্ধিনরের সকালে ৮।৯টার ইঞ্জিনিয়ার বাবে। কম্পাউণ্ডারবাবু ভাড়াতাড়ি এ্যাম্বেন্সী ওয়ার্ড ৩টী রোগীকে ভর্ত্তি করিলেন। চিকিৎসার বিষয় বলায় তিনি বলিলেন আমাকে ঔষধ পত্র দিয়া ডাক্তারবাবু বাড়ী গিয়াছেন আগতে লেলাইন দেওয়া নাই কাজেই ইঞ্জ আমার নিকট নাই—তাহা আনা হোলে। বাড়ির হইতে প্রাইভেট ডাক্তারদের নিকট তাড়াতাড়ি ফ্লাসের মধ্যে একজন জনেনী লেলাইন খরিদ করিয়া আনিয়া দিলেন। কোম্পাউণ্ডারবাবু লেলাইন এপারেটাস্ যন্ত্রটী বাহির করিয়া আনাইলেন এটী কার্য্যকরী হইবে না। এটিও প্রাইভেট ডাক্তারদের নিকট হইতে আনিয়া তাড়াতাড়ি দিতে পারিলে ভাল হয় আমাদের মনে একজন দেটিও আনিয়া দিলেন। তিনিও যন্ত্রটী কার্য্যকরী হওয়ায় ও যথানিয়মে লাগায় হওয়ায় ও কম্পাউণ্ডার বাবুও ও অন্যত্র ষ্টাফদের যথাযোগ্য সহযোগীতায় রোগীরা রোগ মুক্ত হইল। গরীব রোগীদের রোগমুক্তি আমাদের হেলথ সেন্টারে এইভাবে হয়।

৩। গত ১৭।৭।৭০ এ এক টী কলেরা রোগী মাজপাড়ার শ্রীচরিত্র চন্দ্র বিটের প্রায় ১০।১২ বৎসরের মেয়েকে বেলা প্রায় ৭।০টায় সকালে ভর্ত্তি করা হয় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গ অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। ডাক্তারবাবু অতঃপর লেলাইন দেবার আয়োজন করেছেন। ছেলেটির সেই পুরাতন বন্ধুর মত মতন লেলাইন এপারেটাসটী। বার ২ চেষ্টা করিয়াও কার্য্যকরী না হওয়ায় আমাদের মধ্যে একজন অন্য এপারেটাস যন্ত্রটী তাড়াতাড়ি প্রাঃ ডাক্তারদের নিকট আনিয়া ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহার উপর ফেরারও অপমান বোধ করিয়া ঐ অকেজো যন্ত্রটিতেই লেলাইন দিতে লাগিলেন তাহাতে দেখা গেল এক বোতল লেলাইন দিতে ৫ পাঁচ ঘন্টা সময় লাগিল। রোগীটির অবস্থা তখন চরমে গিয়াছে—মেয়েটি মারা গেল বেলা ৫টায়।

শাসনতান্ত্রিক দুষ্কৃতি ও উপদ্রবের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

একটি বিস্ময়কর ষড়যন্ত্রের কাহিনী

দুর্ধর্ষকাল ধ'রে একটি ষড়যন্ত্রের ব্যাপার চলেছে। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে বহু চেষ্টা করেছি—দীর্ঘকাল ধ'রেই। কিন্তু অন্যায় আমলা-দেশীয় চক্রান্ত ও বিদেশপরায়ণতার জন্যে প্রতিকার করার মুখ এখন, ব্যাপারটির কিছুতেই প্রতিকার হচ্ছে না। এখন আবার দুর্নীতি দমনের নামে, সুধর নি, ই, বির ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তাবাই যেন সজ্জার অধরার শাসন-দোষটি কিছুতেই দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না। কিন্তু-আশ্চর্য্য ওখার পরিচয় দিলে দেখা যাবে—নির্লজ্জ শাসনয়ন্ত্র কি রকম আন্তিয়াতিক পথ অনুসরণ করতে পারে। এবং এই ব্যাপারে সমগ্র শাসনযন্ত্রটার মর্য্যাদাহীন আচরণের কী করুণজনক পরিচয় ঘটেছে।

একটা বাঁধের ব্যবস্থা গ্রামবাসীরা হাতে নিলেন

এটা ১৯৬৮-৬৯ সালের ঘটনা। তখনো যুক্তফ্রন্ট হয় নি। মানবাজার ২ নং ব্লক অর্থাৎ আমতোড়িয়ার অধীন দাঁইড়িয়া গ্রামে পেঁজরা বাঁধ সংস্কারের জন্য গ্রামবাসী চেষ্টা করেন। —টি, আই স্কীমে তা' মঞ্জুর হয়। স্থির হয়, গ্রামবাসী সবাই মিলে যেযাঁতা ক'রে কাজ চালাবেন—কিন্তু সরকারের কাছ থেকে একজনকে দায়িত্ব নিতে হবে। সেজন্য আয়োজে বিশিষ্ট কর্মী শ্রীভরত চন্দ্র মাহাতের দাদা শ্রীতাড়িয়াম মাহাতকে সে মাষ্টার ঠ'রে হল,—গ্রামবাসীর অনুরোধে। তবে সকলে মিলেই কাজটার পরিকল্পনা করছিলেন।

সাপ অফিসারদের অধীনে ব্যাঙ গ্রামবাসীদের কাজ করতে হল

এই ব'ধের কাজ মঞ্জুর হয়—১৯৬৮ সালে। কিন্তু তখন সঙ্গে সঙ্গে কাজটার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নি। ঐ মঞ্জুরীর পর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে লোক সেবক সংঘের পক্ষে ঐতিহাসিক লেজী সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়। মানবাজার ২ নং ব্লকের অর্থাৎ আমতোড়িয়ার বি-ডি-ওকে অনশনের বিরাট অভিযানের সমুখীন হ'তে হয়। সত্যাগ্রহীদের শান্তি দেবার জন্য বি-ডি-ও সত্যাগ্রহীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ডাকাতের মত অভিযান করেন। এই অভিযানে তাঁর বিরুদ্ধে সংঘ কে মামলা করা হয়। এবং মুক্তিতে বি-ডি-ওর বিবিধ কর্ম্ম কার্য্যাবলীর পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই সময় ব্যাপারে সংঘ কর্ম্মী শ্রীভরত মাহাত বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং কর্মীদের সঙ্গে বি-ডি-ওর সম্পর্ক কি ছিল সহজেই অনুমেয়—বিশেষ ক'রে শ্রীভরত মাহাত ও তার পরিবারবর্গের সঙ্গে।

তাঁদের নিজস্ব পাওনা তাঁরা দাবী করলেন

মঞ্জুরী যখন ক'রে গেছে—তখন বাঁধের কাজ আরম্ভ করতেই হবে। অনেক টালবাহানার পর ১০।৬।৭০ তারিখে কাজ শুরু করার নির্দ্দেশ আসে। প্রায় ৬০ ফুট-ফিল গর্ত্ত পাওয়া যায়। তার কাজ চলতে থাকে। জুলাইএর প্রথম দিকে যখন প্রথম ফ্লাশ এই সময়ে কাজ শেষ হবার দিকে চলেছে সে সময়ে এ, টি, আই, এবং ওভারসিয়ার দাঁইড়িয়া গ্রামে আসেন এবং বাঁধের সে-মাষ্টার ও তাঁর অজান্তে সরকারীদের কাছে তাঁদের নিজস্ব পাওনার কথা জোসেন—তা দিতে বলেন : গ্রামবাসীরা বলেন যে গ্রামের কল্যাণের জন্য তাঁরা সবাই মিলে কাজ করছেন—সুতরাং দাবীর কথা ওঠে না। আর এই অবাস্তবিক দাবীও সমর্থনযোগ্য নয়—বিবিধ কারণে তাঁরা খুব হতে ফিরে যান। এই ঘটনার কথা ও সরে অন্যান্য অনুরূপ ঘটনার কথা গ্রামবাসী সম্প্রতি বলছেন না; বহু আগেই জানিয়েছিলেন।

মাসের পর মাস যাচ্ছে—মাটির মাপের সময় হচ্ছে না

এই ঘটনার পর ১৭।৭।৭০ তারিখে এ বাঁধের সে মাষ্টার বি-ডি ওকে প্রায় সময় কাজ শেষ হবার রিপোর্ট দেন এবং কাজের মাপ করার জন্য অনুরোধ জানান। সেবার তখন প্রথম জল নাবা নামেনি। তাড়াতাড়ি মাপ নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চুপ ক'রে থাকলেন। প্রথম ফ্লাশ মাটির কাজ শেষ হ'তে যাবার সাড়ে পাঁচ মাস পরে ৩১।১২।৭০ তারিখে ওভারসিয়ার গ্রামে এলেন এবং এসে পরিদর্শন বহিতে লিখলেন—অনেক কাজ বাকী রয়েছে—সুতরাং বাঁধের পাড় কেটে দেওয়া চলে—এই নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল—এবং বি, ডি, ও'র সঙ্গে ওভারসিয়ার ও এ, টি, আই ১৭।১।৭১ তারিখে আসবেন মাপ নেবার জন্য—তা' নোট বই-এ লেখা হল। বাঁধের পাড় কেটে জল বের করে দেওয়া হল কিন্তু ১৭।১।৭১ তারিখে অফিসার-প্রবরদের টিকি দেখা গেল না। বাঁধের জল অনর্থক ফেলে দেওয়া হ'ল—হতভাগিনী খামখেয়ালী মতলববাজ অফিসারের সতর্কতাহীন নির্দ্দেশের জন্য।

অবশেষে ৯ মাস পরে মাপ নেবার অভিনয়

ইতিমধ্যে আবার ৩০ কুইন্টল গম দেওয়া হল—বাঁধের পরবর্ত্তী কাজের জন্য; কিন্তু বি, ডি, ও নির্দ্দেশ দিলেন—নতুন কাজ বা ঐ গমের কাজ কিছুতেই করা চলবে না।

অবশেষে প্রতিশ্রুত ১৭।১।৭১ তারিখের ৯ মাস পরে ৩০-৪-৭১ তারিখে অর্থাৎ প্রথম কাজ শেষ হবার ৯ মাস পরে এ, টি, আই ও ওভারসিয়ার গ্রামে এলেন—মাপ করতে। নাম মাত্র মাপ করলেন। বললেন—নির্দ্দেশমত অনেক কাজ হয় নি। মাপ ক'রে কি হেখলেন তা পরিদর্শন বহী'তে লিখলেন না—পরিদর্শন বহীটা নিয়ে চলে গেলেন।

পাইপ আনতে বলার আসল রহস্য যা ছিল

ঐ নোট বই-এ তাঁরা এই নির্দ্দেশও লিখেছিলেন যে, পাইপ আনবার জন্য যেন পে মাষ্টারেরা নিজ অফিসে যান। তাঁরা অফিস গিয়ে বি-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করলেন। বি, ডি, ও বললেন—এ, টি, আই, এর সঙ্গে দেখা করুন। এ, টি, আই বললেন—তাঁরা এই সব কাজে যা পেতে আশা করেন—তা দিতে হবে। তাতে পে মাষ্টারেরা অস্বীকার করেন। বলেন যে, এই অন্যায় দাবী তাঁরা মানতে পারেন না। তাতে এ, টি, আই তার বেখানে যে, এর ফল ভাল হবে না।

মস্তিষ্ক-পরিমাপ যন্ত্রে মাটির মাপের অঙ্ক বদল হতে লাগল

২-৫-৭১ তারিখে এ, টি, আই পরিদর্শন বহীএ লিখে গিলেন যে, মাটির কাজ মাত্র ১ লক্ষ ৫ হাজার সি, এফ, টি হয়েছে। কিন্তু এই হিসাব যে বাস্তবতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় তুদিন পরেই বোঝা গেল। কারণ তুদিন পরেই বি, ডি, ও লিখলেন যে কাজ আরও কম হয়েছে—১ লক্ষ ৩ হাজার সি, এফ, টি মাত্র কাজ হয়েছে। অফিসে ব'সেই এই সব মাপ ওদ্ধে বা মাপের রকম ফের হচ্ছে।

কিন্তু অফিসের মাপের কেরামতি তখনো শেষ হয় নি। বি-ডি-ও আবার ১৯-৫-৭১ তারিখে লিখলেন—কাজটা ১ লক্ষ ৩ হাজার সি-এফ-টি হয়েছে। সুতরাং দেখা গেল একবার ১১৫০৭৪, একবার ১০৮৫৬৯, আর একবার ১১৪৯৮২ সি, এফ, টি দাঁড়াচ্ছে। হিসাব-বিশেষজ্ঞ অফিসারদের মস্তিষ্কের পরিমাপ যন্ত্রের কারসাজির এটা জলন্ত নিদর্শন।

আরো মাটির কাজ হোল : সরকারী ছুরভিসন্ধির প্রতিবাদ করা হোল

গ্রামবাসী বি, ডি, ওকে বুঝিয়ে বললেন যে, ৯ মাস পরে মাপের সার্থকতা নেই। ও সব হিসাব অর্থহীন। তাঁরেত হিসাবমত ৮৩ হাজার সি, এফ, টি ফতিপূরণ তাঁরা করতে পারবেন না। তবে গ্রামের বাঁধ—জনস্বার্থেই নির্মিত। সবাই মিলে ৭৮০০ সি, এফ, টির কাজ তাঁরা করলেন।

বি, ডি, ও-ও অন্যায় সংক্রিই অফিসারদের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি ক'রে শ্রীভরত মাহাত লোক সেবক সংঘকে জানান। সংঘ উদ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এই সব উপদ্রবের প্রতিকারের জন্য যোগাযোগ করেন।

এক হাকিমের উপদ্রবের কর্ত্তব্য আর এক হাকিম হাতে তুলে নিলেন

এই সব উপদ্রবের মূল নায়ক যে বি, ডি, ও ছিলেন—নিরপেক্ষ মুখাধী তিনি এই সময়ে বহুলী বলেন। শ্রীযতীন সরকার তাঁর আশ্বাস এলেন। তিনি এসে ২৮।৭।৭১ তারিখে নির্দ্দেশ দেন যে, বিস্তীর্ণ ফসার যে ৩০ কুইন্টল গম দেওয়া হয়েছে—তা যেন তাঁর প্রোফেস লোকের হাতে ফেরৎ দেওয়া হয়। তাতে পে মাষ্টার বা বলেন যে, আমরা উদ্ধতন

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা কইছি। তাঁরা কি বলেন দেখেই আমরা সব বিষয়ে কার্যপ্রণালী নেব।

উপপ্রভের ঘোরচন্দ্রিকা আসল মতলব 'মামলায়' পরিণত হোল

এই সব যে উপপ্রভের ঘোঁ-ঘোঁ-রঞ্জিত-তার আসল পরিণতি কর্ণ পরিষদ করুন। মাটিকাটার কাজ নির্ধারণ হয় নি, বি, ডি, ও'র পক্ষ থেকে এ অভিযোগ জমে সে মাষ্টারের নামে ৬৯৯. এর মামলা করা হল—২৩।৩।৬৭ তারিখে। এই অজানবীর ব্যাপার ঘটে ১৫।১০ তারিখে সে মাষ্টার ডি, নিকে, এম, ডি, ওকে এক স্বাক্ষরলিপি দিলেন—ঐ অফিসারদের কুকীর্তি সব জানিয়ে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ডি, সি এবং স্পেশাল ডি, আই, ওকে এবং আরো অন্যান্যের স্বাক্ষরলিপি দেওয়া হল। তাতে ঐ সব অফিসারদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ-মূহ বিবৃত করা হল। কারণ গ্রামবাসী বারবার জানিয়েছেন যে, শ্রীরাঢ়িয়ার মাতাত নামে সে মাষ্টার থাকলেও, গ্রামের বহু জনে মিলেই কাজ পরিচালনা করেছেন। এবং কাজে কোন গোলমাল বা কাজ কম তো হয়ই নি, বরং গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিষ বলে দরাই মিলে মাটিকাটা ও কাজ বেশী ক'রেই করেছেন। অথচ সরাই টাকা মান না করে—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ির জন্য ইচ্ছে ক'রেই মাপ নিচ্ছে ২ মাস দেরী করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে—এক দিকে কিছু প্রাপ্তির চেষ্টা আর অন্যদিকে বিশেষ কারণে বিষয় চরিত্রার্থ করা।

অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগে অফিসারেরা নীরব রইলেন!

সে মাষ্টার, শ্রীরাঢ়ের মাতাত ও গ্রামবাসীরা অমাদেরও সব কথা জানালেন। আমরা ডি, নি; এম, ডি, ওকে বললাম যে, সমস্তটার তদন্ত হওয়া উচিৎ। সে মাষ্টার অন্যায় করে থাকলে তাও দেখুন আর অফিসারদের কাজকর্ম খুবই গুরুতরযুক্ত হয়েছে—তাও দেখুন। তাঁরা বললেন—মামলা যখন হয়েছে তখন দেখা যাক্, মামলায় কি দাঁড়ায়। শ্রীত্রিপাঠ মাতাতও ডি, সি ও এম, ডি, ওকে এ বিষয়ে কয়েকবারই বলেন।

বি, ডি, ও'র আনীত মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাতিল করে দিলেন

মামলা অগ্রাধ কোল—পুলিশ বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তের কাজ শুরু হোল—মানবাজারের ও সি, বি, ডি, ওকে ব্যক্তিগত কাগজপত্র দেখাতে বললেন—তিন মাসের মধ্যে তিনি কাগজপত্র দেখালেন না। এই মামলা সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট আমলেই হাতে হয়েছিল। তারই মধ্যে ঐ সব ব্যাপার চলছিল। ইতিমধ্যে ২১শে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট শাসন বাতিল হ'ল। যুক্তফ্রন্ট বিরোধী তথা লোক সেবক সংঘ বিরোধী শাসন যন্ত্র চলতে থাকলো। এই সময়েই মানবাজারের ও, সি, মামলার তদন্তের প্রয়োজনে বি, ডি, ও'র সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বি-ডি ও কোনো কাগজপত্র বা তাঁর অভিযোগ সম্বন্ধে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ ও, সি'র কাছে দেখাতে পারলেন না। ও, সি ৩১।১৬৮ তারিখে ফাইন্যাল রিপোর্ট দিলেন। অর্থাৎ মামলা চলতে পারে না। ১৫।২৬৮ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ফাইন্যাল রিপোর্ট অনুমোদন করলেন। অবশেষে ২৭।৩৬৮ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়ে মামলা প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। ও, সি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে তিনি ১০ বার বি ডি ও'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন—কিন্তু বি ডি ও কোনো কাগজপত্রও পাঠালেন না বা কোনো অফিসারকেও পাঠালেন না।

৩০ কুইন্টাল গম পচতে লাগল -গ্রামবাসী নিজের খরচে আরো মাটি কাটালেন

ইতিমধ্যে ৪-৫-৬৮ তারিখে গ্রামবাসী আরো ২৬ হাজার মি, এফ টি মাটি কাটার কাজ সাঙ্গ করেন। কিন্তু স্থানীয় ব্লকের ২৭।৯।৬৭ তারিখে দেওয়া ৩০ কুইন্টাল গম ওঁদের হাতে থাকা সত্ত্বেও বি, ডি, ও'র নির্দেশে তা খরচ করা গেল না। ১ বছর পার হতে গেল ঐ গম জমে পঁচে থেকে নষ্ট হ'তে লাগল। কিন্তু কাজে লাগানো হল না—বি, ডি, ও'র দুর্বিনীতিমূলক চক্রান্তের জন্য। বাড়তি মাটি কাটার কাজ গ্রামবাসীরা নিজেরাই করলেন।

এস, ডি, ও তদন্তে গেলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দস্তখুট করলেন না—আবার মামলা দায়ের হল

এই অবস্থায় আমি এস, ডি, ওকে অনুরোধ করলাম—জামতোড়িয়া গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে—বিশেষতঃ অফিসারদের কার্যকলাপ কি ছিল তা অনুধাবন করতে। তিনি ৩১।৫।৬৮ তারিখে জামতোড়িয়া গেলেন। সঙ্গে শ্রীত্রিপাঠ মাতাতও গেলেন। এম, ডি, ও কোনো বিষু তদন্ত করলেন না। ৩৭ কুইন্টাল গমেরও ব্যবস্থা করলেন না। অবশেষে ৪ঠা আবার ডি, নির নির্দেশে সে মাষ্টারের নামে পুনরায় মামলা রুজু করা হল। কেস অত্যন্ত হিম্ম ধরণের।

অবশেষে রাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া হল : দক্ষ প্রশাসক নীরব

৪।৪।৬৮ তারিখে আমি রাজ্যপালকে সমস্ত জানিয়ে চিঠি দিলাম। সে মাষ্টারের পক্ষ থেকেও সমস্ত অভাদি দিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া হ'ল। আমরা জানালাম যে, দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত সরকারী কর্মচারীদের কর্মধ্বংস চক্রান্ত ও উপপ্রভের এটি একটি অনন্য উদাহরণ। দীর্ঘকাল ধ'রে নিরপরাধ লোকের ওপর অন্যায় অত্যাচার চলছে—কোনো প্রতিকার নেই বহু বার সত্ত্বেও। বি, ডি, ও এবং অন্য অফিসারদের দুর্নীতি ও অন্যায় উপপ্রভ সম্পর্কে আমি রাজ্যপালকে যে সমস্ত কথা লিখলাম—তা নিয়ে রাজ্যপালকে জানালাম যে কাগজ পত্র থেকেই আমি অধিকাংশ অভিযোগ প্রমাণ করব—তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য থাকবে। আমি বহু সাক্ষীর নামও রাজ্যপালকে দিলাম। স্থানীয়াম শ্রীপ্রবর্তনীর দক্ষ শাসক—দুর্নীতি বিরুদ্ধে শক্ত হাতে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম হোল। আমাদের অনীতে এই অফিসারে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন। এদিকে সে মাষ্টারের বিরুদ্ধে মামলার কাজ তদন্ত ও নানা হাজরানীর চেষ্টা চলতে লাগল।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী যুক্তিসঙ্গত দাবীতে মামলা তুলে নিতে বললেন

আবার যুক্তফ্রন্ট শাসন এলো। সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমি সমস্ত বললাম। তাঁকে জানালাম যে, মামলা বহু ক'রে বিতাবীর তদন্তে দেখুন—কে অন্যায় করেছে—কে অন্যায়ী। পরিদর্শন বই-এ তাঁকে প্রমাণ করছে—৯ মাস পরে মাপ নিয়ে সর্টকল করেন। এই যেমন একটা বেআইনী উপপ্রভ তেমনি এটা সম্পূর্ণ অফিসারের শাস্তিদানের চূড়ান্ত নিদর্শন। মাটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে মাপ করার সরকারী নির্দেশ আছে। তা না ক'রে বিশেষ মতলবে এই সব যড়যন্ত্র, গাফিলতি, উপপ্রভ করা হয়েছে। সব তদন্ত করে যে দোষী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। মন্ত্রী বিশ্বনাথবাবু আমার কথার যৌক্তিকতা বুঝে মামলা প্রত্যাহারের আদেশ দিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হোল—আবার চক্রান্ত শুরু

আদেশ দেবার পরই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল। আবার চক্রান্ত শুরু হোল। পুলিশ বিভাগের কাছ থেকে আমি নিজেই জানলাম যে, সপ্তাহ ডি, নি তিনি বিদায় নিচ্ছেন—তাঁরই বিশেষ চেষ্টায় ব্যাপারটা ডি, ই, বি পুলিশের হাতে দেওয়া হল। ডি, ই, বির পক্ষ থেকে তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে। ডি, ই, বির সর্বাগ্রে মানবাজারের ও, সি গে মাষ্টারকে গ্রেপ্তার করে জেরা-জোজাক করেছেন শুনলাম।

রাজ্যপালের উপদেষ্টার কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পেলাম না

আমি ইতিমধ্যে বিগত ১৩।৮।৭০ তারিখে রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীএস, এম, বসুর সঙ্গে দেখা করি—যিনি মুখ্যসচিব ছিলেন। বিনিয় বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ এঁর হাতে। ফেলার বিরিফ-কেস জলী কথাবার্তার অঙ্গই মূলতঃ আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করি। ঐ সময়ে এই ব্যাপারটির বিষয়েও কথাবার্তা করি—এবং অফিসারদের নয়-বিশ্বস্ত এবং উপপ্রভের তদন্তের জন্য বলি। মামলা করাটা স্বগত রেখে সমস্তটা তদন্ত করতে তাঁকে বলি। শ্রীএস, এম, বসুর কাছ থেকে ঠিক মতো সাড়া পেলাম না। আমার দাবী ছিল—মামলা এখন স্থগিত রেখে উপযুক্ত তদন্তে সবটা দেখতে। তাহলে যে দোষী তার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কিন্তু তিনি তা করতে রাজী হলেন না। বললেন রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবেন।

এই অবস্থায় আমি বুঝতে পারছি—এত বড় একটা শাসনতান্ত্রিক কর্মী অবিচার ও অন্যাচারের পরিবৃদ্ধি সত্ত্বেও উপলব্ধি ক'রে শাসনকার্য মর্যাদার যে যা ক্রত ব্যবস্থা করার লোক আজ শাসনে নেই। গতানুগতিক ধারা চলছে।

এই ব্যাপারটা এবং এই ব্যাপার বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে শাসন কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত স্থানিক্ষক মনোবৃত্তি যে কোনো শাসনযন্ত্রের পক্ষে লজ্জা এবং অসহজর বিষয়। কিন্তু কংগ্রেসী শাসনতন্ত্রে এই অজাবিক উপদ্রব

(দেখবাশে ৫ম পৃষ্ঠায়)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

চিন্তিত জাগ্রত প্রাণবান নিবেদিত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

সোমবার, ৩১শে আগষ্ট '৭০
১৪ই ভাদ্র ১৩৭৭

বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

২৯। অক্টোবরের স্মরণে



জন্ম শতবর্ষের প্রণাম

অবিলম্বে টি, আর, কৃষিঋণ, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা চাই

উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে সারা জেলায় আজ বিবিধ গুরুতর পরিস্থিতি

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বৃষ্টির অভাবে অনেকগুলি ব্লকের বহু অঞ্চলের চাষ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, অনেক জায়গায় বহু জনার (ভুট্টা) মরে গেল, বহু জায়গায় রোপন করা ধানের চারা মরতে বসেছে। চাষে কাজ নেই—হাহাকার উঠেছে। আশু ধানের ছবিও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। সারা জেলায় খাদ্যের অনটন গুরুতর।

এখনো কি সরকার সচেতন হন নি?

ইতিহাসের এতদিক্ষারেও কি কংগ্রেসের চেতনা হয় নি?

বহির মানুষ নয়ে শুনতে না পেলেও, মানিকটা বিশেষভাবে চেষ্টা করলে শুনতে পায়। জেলার গুরুতর অবস্থার প্রতিকার-প্রার্থনে আমাদের সকলের উচ্চরব করতবির বধির সরকারের কানে পৌঁছানো উচিত। যুক্তফ্রন্ট শাসন থেকে বঞ্চিত তথাতার পর, শাসক-কংগ্রেসপক্ষ যে ভাবে ঝুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা দেখছেন এবং পরচেষ্টায় লেগেছেন তাতে গোড়ার দিকে মনে হচ্ছিল—অন্ততঃ বর্ষা-স্থলত বুদ্ধিতেও কংগ্রেস এখন শাসনের মাধ্যমে জনগণের জন্য কিছু করবেন। যে হাঁস সোনার ডিম দেয় —তাকে আগাগোড়া ফেড়ে ফেলে, তার ভেতরের সমস্ত সোনার ডিম বের ক'রে নেবার নির্লজ্জতা কংগ্রেসের হয়েছিল। ফলে গত নং নির্বাচনে কয়েকটি নিষ্কাচনে কংগ্রেস প্রায় কানমলা লাভ করেছেন। অন্তত বেশী রকম ঠেকে, সামান্য শিখেও, তাতো তাঁদের ব্যবহারগুলোর কিছুটা পরিবর্তন হবে ভেবেছিলাম।

নিচ্ছিদ্র নির্লজ্জতার রোগে ওঁরা ভুগছেন

কিন্তু এখন দেখছি—নিচ্ছিদ্র নির্লজ্জতার রোগে ওঁরা ভুগছেন। ওঁদের ব্যবহারগুলোর একটুকু পরিবর্তন হয় নি। আবার বিলিফের নামে সুই এবং চুতির ক্ষেত্র বিস্তারে ওরা উঠে পড়ে লেগেছেন; আবার অন্যদু অফিসার কর্মচারীদের সহযোগিতায় ওঁরা অবাধ দুর্নীতি ও লুটের রাজত্ব কায়েম করতে আজ প্রয়াসী। সাধারণ মানুষের অভিযোগ না শুনতে ওঁরা দু হাতে কান বন্ধ ক'রে আছেন। মনে করছেন—অন্যর মানুষের বা অন্য দলের কথায় যদি কানো কাজ করা হয়—তবে ঐ সব মানুষেরই প্রভাব বা বাহাদুরি হবে; কংগ্রেসের বাহাদুরির প্রকাশ তাতে হবে না। কিন্তু ওঁদের মনকে আগেই না বুঝে, অপরের কথায় অপর দলের কথায় অন্যায়ের বা অভিযোগের প্রতিকার করলে কংগ্রেসেরই দুর্নাম হবে। কিন্তু যার বোন নেই, তাকে বোঝাবে কে?

তৃতীয় শ্রেণীর বাহাদুরি ওরা শিখেছেন—দু' কংগ্রেসই

শাসন যন্ত্রে বসে মানুষের উপকার করলে, উদারতা প্রদর্শন করলে, বৈষম্যমূলক আচরণ না করলে যে শাসন শক্তিরই প্রভাবের ক্ষয় হয়—এটা ওঁদের মাথায় ঢোকে নি ওঁরা ২২ বছর ধ'রে জেনে এসেছেন যে,

(দেখবাশে ৫ম পৃষ্ঠায়)

এখানা অনাহার মৃত্যু চলেছে

এই সরকারের চরম অযোগ্যতার পরিচয়

আড়ষার বি, ডি, ও কয়েকজনের হত্যাকারী বলে আজ প্রমাণিত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

আমি ২৯।৬৭ তারিখে কেঁদলা গ্রামে গেছলাম। সেই সময়ে বহু গ্রামবাসী আমাকে কয়েকজনের চরম খাদ্য ক'ষ্ট বিষয়ে জানান। আমি বি, ডি, ওকে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে তাদের জন্য অন্তত বিনিময় ব্যবস্থা ক'রে তাদের বাঁচাবার জন্য সাহায্য অগ্রসর করি। এখন এ গ্রাম থেকে আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে আমার চিঠি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা বি, ডি, ও'র সঙ্গে দেখা করেছিলেন—তাদের তিনি গালাগালি আখ্যান না দিয়ে তিরিয়ে দিয়ে উপলাগ ক'রে বলেছিলেন—"অকর বাবু এদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।" অনাহারের জন্য মানুষ মৃত্যুমুখে পড়েছে যখনই সংবাদ পেয়েছি —আমরা সর্বত্র তখনকার মত সাময়িক আর্থিক বা খাদ্য সাহায্য করেছি —কিন্তু চারিদিকে অগণিত মরণোন্মুখ মানুষকে নিয়মিত খাদ্য বা অর্থ দিয়ে বাঁচাবার মত অর্থ সংগতি বা খাদ্য ভাণ্ডার আমাদের হাতে নেই—থাকতে পারে না সকলেই জানেন। সরকারের হাতেই তা থাকে। অতে সামগ্রিক ভোগান দিলেও, স্থানীয় ব্যবস্থার হাঁড়ির সংবাদের। সব জেনেও অফিসারেরা যেখানে ইচ্ছে করেছেন নীরব সেখানে তাঁরা হত্যাকারী ছাড়া আর কি? যেখানে সরকার হুরবলীন,—যেখানে সাধারণ মুরুর তার অফিসারকুল—সেখানে ঐ উভয় অপরাধীর কিছু নয়।

হেঁসলা গ্রামের শ্রীচুট মাহাতর অনাহার মৃত্যু

হেঁসলা গ্রামের শ্রীরামপদ মাতাত আমাদেরকে যে, যে শ্রীচুট মাহাতর সম্পর্ক আমার চিঠি নিয়ে তিনি বি, ডি, ও'র কাছে গিয়ে তাঁর বিদ্রুপ বাক্য শুনে মাথা হাতে ফিরে এসেছিলেন—সেই শ্রীচুট মাহাতর ২১।৮।৭০ তারিখে অনাহারে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে বয়স তাঁর ৬০ হয়েছিল। মারা যাবার শেষ সময় পর্যন্ত বাঁচবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মাত্র তিন বিঘা জমি—তাও তিনি বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। আজও তাঁর সেই জমি অবাবুটিকে শক্তিত রয়েছে।

হেঁসলার শ্রী মহাবীর খোয়াখীর অনাহার মৃত্যু

হেঁসলার শ্রীরামপদ মাতাত আরো একটি দুঃখজনক সংবাদ পাঠিয়েছেন। হেঁসলার শ্রীমহ খোয়াখীর বাড়ীতে ৩টি পোষ্য। বাড়ীটা ছাড়া তাঁর জমি কৃষি নেই। একটি ছেলে পুরুলিয়ায় সাহায্য বেরনে কাজ করে। এই পরিবারে মাত্র একজন ডি, আর পান। আমি ২৯।৬৭ হেঁসলা গেলে অনেকেই বললেন—এবার ডি, আর না বাড়লে এরা বাঁচবে

(দেখবাশে ৫ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

কেন্দ্র, রাজ্য ও পুরুলিয়া

গত ২৪শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের জন্য সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৭০-৭১ সালের জন্য রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি টাকার ব্যয় মঞ্জুরী বিল গৃহীত হয়েছে।

এই তারিখেই ১লা অক্টোবর থেকে আরও ছয় মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭১ সনের মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালান যেতে পারবে।

কেন্দ্রের নির্দেশেই এখন পশ্চিমবঙ্গের সব কিছুই চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার যার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তিনি এই কয়েকদিন পূর্বেই কলিকাতায় এসে ব্রাহাস হাসানাবাদের দিকে নবাগত বাস্তুহারাদের কাছে গিয়ে তাদের আশ্বাস দিয়ে, আবার দিল্লী ফিরে গেলেন।

প্রধান মন্ত্রী এই বাস্তুহারাদের ব্যাপারে এসে পশ্চিমবাংলার আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন। তাঁর মতে অথবা তিনি যা সংবাদ পেয়েছেন তাতে অশান্তি কিছু কমেছে বলেই তিনি মনে করছেন।

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কিছুদিন ধ'রে যা চলেছে তা অনুধাবনের বিষয়। সি. পি আইএর ভূমি দখল আন্দোলনে মারপিট খুন; সি. পি এম এর নেতৃত্বে দুর্গাপুরে শ্রমিক ধর্মঘট ও ধর্মঘটের দশ বার দিন পরে বিনাসর্তে ওতাহার; বাংলা বন্ধের ডাক ও পরে তা প্রত্যাহার; প্রায় ছ লক্ষ সরকারী নন-গেজেটেড কর্মচারীদের লাগাতার তিন দিন যাবত কর্মবিরতি; ২৬শে আগষ্ট থেকে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের কর্ম বিরতি; ৩১শে আগষ্ট তারিখে সি. পি, এম কর্তৃক শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে মহাকরণ ও রাজভবন ঘেরাওয়ের প্রস্তুতি ও তা বন্ধ করবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষদের সমস্ত রকমের উপায় গ্রহণের প্রস্তুতি প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের জীবনকে উদ্বেল করে চলেছে। এগুলি হল— আইনী বা বে-আইনী হোক— রোমা, খুন ও সংঘর্ষবিহীন আন্দোলন।

আর একটি চল নির্বিচারে খুন জখম ও লোমাবাজির প্রবর্তন। একে প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ, আধাসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর গ্রেপ্তার, লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, গুলি ও মারপিটের অবাধ তৈরব তাণ্ডব।

এ চল সরকারী পক্ষ ও বেসরকারী পক্ষের দ্বৈরথ সংগ্রাম। এ ছাড়া চলছে বিপ্লবী, অতিবিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে পারস্পরিক হনন ও প্রতিহনন। সামাজিক, অর্থনৈতিক' রাজনৈতিক, ধার্মিক, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, বাক্তিগত গোষ্ঠীগত, দলগত ও সমষ্টিগত যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন হিংসা ও ও অবাধ হিংসা অর্থাৎ ভায়োলেন্সই যখন উদ্দেশ্য লক্ষ্য বা আদর্শ সাধনের একমাত্র উপায় হিসাবে আচরিত ও ব্যবহৃত হয় তখন হিংসা ও প্রতিহিংসার রূপ দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে যে কি পর্যায়ে পৌছতে পারে তার ধারণা করাও কল্পনার অতীত হয়ে পড়ে। পশুর নৃশংসতা হচ্ছে পশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত কিন্তু মানুষের নৃশংসতা বিশেষ করে সভ্য, শিক্ষিত মানুষের হিংস্র নৃশংসতা যখন সচেতন ও পরিকল্পিত হয় তখন সেই নৃশংসতার ঘৃণ্যতা ও বীভৎসতা অনতিক্রমণীয় হয়। বাংলার সর্বক্ষেত্রে আজ এরই উৎসব চলেছে, এবং বাংলার তরুণ ও যুবশক্তির যে সৃজন প্রতিভা এই অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও যে কল্যাণ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে পারতো তা ধ্বংসপ্রবণ হয়ে নিজেদের' ব্যষ্টির ও সমষ্টির অকল্যাণের পথই প্রশস্ত করে চলেছে। ধ্বংস মাত্রই অকল্যাণ নয় কিন্তু এ ধ্বংসের ধারার মধ্যে সৃষ্টির বীজ নিহিত নাই এ কেবল অকল্যাণেই পর্যাবসিত হবে।

সম্প্রতি পুরুলিয়া সহরে এবং মফঃস্বলেরও দু একটি জায়গায় পরপর কতকগুলি ঘটনা হয়ে গেল যেগুলিকে পুলিশ নক্সালপন্থীদের কাজ বলে অভিহিত করছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের তৎপরতাও বেড়েছে। কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় তালাবন্ধ— বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত। পুরুলিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও কি সেই রকম ভাবেই বন্ধ থাকবে? ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এই জেলার সীমিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেও পর্যুদস্ত করা হয়েছে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নির্মম আঘাতে— তাতে এই অতি পশ্চাৎপদ জেলার অতি সাধারণ গরীব, মধ্যবিত্ত, চাষী ও তৎসম ও তদ্ভব জনসাধারণের ক্ষতিই হয়েছে। আজ এই অসম ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যাই হোক না কেন যেটুকু শিক্ষা লাভের সুযোগ এখন স্থানীয় লোকের মধ্যে এসেছে তারও যদি কোন প্রজ্বলিত বহ্নিশিখায় ভস্মীভূত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে তা সমস্ত বিচারেই ক্ষতিকারকই হবে।

বি, দাসগুপ্ত

প্রধান মন্ত্রীর জরুরী সফরের মূল্য

এই জেলার জরুরী দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির মোকাবিলা(?) করার জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরুলিয়া জেলায় এসেছিলেন। পুরুলিয়ার প্রতিনিধিরা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন জরুরী পরিস্থিতি দেখবার জন্য ও তার প্রতিকারের জন্য। কিন্তু তাঁর এখানে আগমন যে ভীষণ জরুরী ব্যাপার রূপে দেখা দিয়েছে— তার পরিচয় দেবার জন্য কংগ্রেসের নেতাদের এবং কংগ্রেসের বহুভাজন একাধিক দলের নেতাদের লক্ষ থেকে তাঁর কাছে জরুরী আবেদনের অভিনয়ের মহড়া দেওয়াও হয়। সুতরাং তখন বোঝা গেল— ভারতের প্রধান মন্ত্রী একটা অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জরুরী সফরে পুরুলিয়া আসছেন। অন্যান্য বড় বড় দেশের প্রধানমন্ত্রীর জরুরী সফরের এবং জরুরী পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ অভিমতের গভীর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সে সব দেশে এটা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের প্রধান মন্ত্রী অভিনয় করার মত লোক নন— তাঁর মত মানুষ জরুরী পরিস্থিতির জরুরীত্ব বুঝে যখন জরুরী কর্মতৎপরতায় অগ্রসর হয়েছেন— তখন সেটা নিশ্চয় আন্তরিক এবং বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ।

আমাদের দেশেও আমরা প্রধানমন্ত্রীর আসনের গুরুত্ব ও দায়িত্বের মূল্য নিজের নিশ্চলই উপলব্ধি করি এবং সেই মূল্য দিতে চাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীরা যদি নিজেরা নিজেদের কাজের দ্বারা অবিরত এই নজির সৃষ্টি করতে থাকেন যে, তারা জরুরী সফরের আওতা কালে জরুরীত্বের যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন— সে কেবল সংবাদ পত্রে তরঙ্গ তোলার জন্য— আসলে তা অভিনয় মাত্র ছিল। এখন, দেখা যাক, আমাদের জেলায় প্রধান মন্ত্রীর জরুরী সফরের যে চাক্ষুষ পরিচয় আমরা পেয়েছি— তার মূল্য কি ছিল।

একদিক থেকে দেখলে,— আমাদের জেলায় প্রধান মন্ত্রীর সফরের মূল্য ভাল রকমই ছিল। শুনেছি— একদিনের

কয়েক ঘন্টার সফরে নাকি দেশের জনগণকে রাজকোষের ভাণ্ডারের মারফত কয়েক লক্ষ টাকারই মূল্য দিতে হয়েছিল। তাছাড়া, জরুরী মূল্যের আর কিছু পরিচয় আমরা পাই নি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন যে, প্লানীং কমিশনের কাছে লোক সেবক সংঘের স্মারকলিপি তিনি পাঠিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। প্লানীং কমিশনও নীরব। হঠাৎ একটা গাছ থেকে কাক আর্তরবে উড়ে গেলে যেমন ধাবমা হয় যে, হয়তো কাছে পিঠে কোথাও ধনুকবাণ হাতে শিকারী অবতীর্ণ হয়েছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের তিনি শিরের একজন কার্যকর্তার চিঠি থেকে অনুমান করা গেল হয়তো প্লানীং কমিশন একটু সামাজ নড়েছেন। কিন্তু এসব যাই হোক, একটা বিশাল দেশের মহিমান্বিত আসনে উপবিষ্ট একজন প্রধান মন্ত্রীর জরুরী সফরের পরিণতি এই হওয়া আদৌ উচিত হয়নি বলে মনে করি। কেন উচিত হয় নি তা' বলি।

জরুরী সফরে তিনি এসেছিলেন তাঁর সামনে দায়িত্ব ছিল— প্রথমতঃ সবচেয়ে দরিদ্র জেলার মর্ম্মান্তিক দুর্ভিক্ষের সময়ে সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থার প্রতিকার করা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সামনে দায়িত্ব ছিল বরাবর উপেক্ষিত, শোষিত, অর্দ্ধমৃত জেলার ভগ্নপ্রায় অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবিলম্বে জরুরী ব্যবস্থা দ্বারায় পুনর্গঠিত করা। তিনি এখানে এসে জনগণের যে ছত্রমজনক মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দশার চিত্র দেখলেন তা এই :— লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে খাদ্য নেই, কাজ নেই, জীবন নির্বাহের মত কোনো পুঁজি বা বিকল্প কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থা সত্ত্বেও তাঁরই সরকারের অধীনে রিলিফের কোনো ব্যবস্থা নেই— ছেলেখেলা ছাড়া, খামখেয়ালী ছাড়া, সুব্যবস্থিত কার্যধারা নেই। এই নিদারুণ পরিস্থিতির ফলে গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ দিনের পর দিন অনাহারে মরছে। দলে দলে লোক কাজ অভাবে, খাদ্যাভাবে জেলা ছেড়ে পালাচ্ছে। এক স্থায়ী শোচনীয় চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে, বিগত কয়েক বছরের অজন্মা ও অনটনের ভূমিকাপটে, আজ আবার নূতন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সংকট আবির্ভূত। আর তারই নিষ্পেষণে চারিদিকে মর্ম্মান্তিক আর্তনাদ এবং হাহাকার।

প্রধানমন্ত্রী একজন নারী। মেয়েদের মনই বেশী রকম ভাবে করুণাপ্লুত এবং সহানুভূতিপূর্ণ হয়— সকল যুগের ধারণা। এই মাতৃমূর্ত্তি প্রধান মন্ত্রী আমাদের জেলায় এলেন। সব দেখলেন। কিন্তু রিলিফ বিষয়ে কোনো কিছু বর্দ্ধিত ব্যবস্থা করে গেলেন না। কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থার ধারা নির্দ্দীত ক'রে নিজের প্রশাসনীয় দক্ষতার কোনো পরিচয় দিয়ে গেলেন না। রিলিফের রাজত্বে ভূতের নৃত্যকেই তিনি আরো স্বাভাবিক প্রেরণা দিয়ে গেলেন মাত্র।

আর যে জেলা দীর্ঘ কাল ধ'রে ক্ষতবিক্ষত এক অর্থনৈতিক কাঠামোর চাপে নাভিশ্বাস তুলছে— যে জেলার রুক্ষ অনুর্ব্বর ভূমি বারম্বার অনাবৃষ্টির তাণ্ডবে পুড়ে ছাই হ'য়ে শস্যহীন হয়ে যাচ্ছে— সেই জেলার অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রধানতম উপায় যেখানে শক্তিশালী, দ্রুত, ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা সেখানে সেই সেচ ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর জরুরী সফরের পরদিন থেকেই যুদ্ধকালীন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং জরুরী ছিল। কিন্তু সেখানে তা কিছুই হোল না। প্রধান মন্ত্রী সংঘের স্মারকলিপি প্লানীং কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের পরম দায়িত্ব উদযাপন ক'রে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। একটা দেশের প্রধান মন্ত্রী যদি ব্যক্তিসম্পন্ন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হ'ন— তবু তিনি এক জরুরী অবস্থার জন্য জরুরী ব্যবস্থা করার ক্ষমতা বা মনোবার রাখবেন না এ এক অভাবনীয় কথা।

যুক্তফ্রন্ট শাসন ভেঙ্গে যাওয়ার পর কংগ্রেস বড় গলা ক'রে বলছেন— শাসনে তাঁদের ফিরে আসবার দাবী কি এবং কেন রয়েছে। বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ যুক্তফ্রন্টকে যাঁরা ভাঙ্গার জন্য দায়ী হলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জনগণের নিশ্চয়ই বলবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই অবস্থার দৃষ্টিতে কংগ্রেসের আজ আবার জনগণের সমর্থন চাইবার নতুন কি দাবী দেখা দিয়েছে? তা' কি তাঁদের নেতৃবৃন্দ অভিনয় করতে পারেন ব'লে? তাঁদের প্রধান মন্ত্রী জরুরী সফরের নামে জনগণকে মুলাহীন আশ্বাস দিতে পারেন বলে? দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে, সব জেনেও দুর্গত মানুষের জীবনের ভয়াবহ সংকটেও তিনি চুপ ক'রে থাকতে পারেন বলে? ইতিহাসের এত শিক্ষা পেয়েও কংগ্রেসী দলবলেরা আবার ব্রিলিফের নামে লুঠ এবং চুরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'তে পারেন ব'লে? কিসের সুবাদে কংগ্রেস আবার পুরোনো তক্তা ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখছে— জিজ্ঞেস করি। চিরকাল ধোঁকা দিয়ে মানুষকে চালানো যাবে না। যদি কংগ্রেস জনগণের কাছে কোনো দাবী আজ রাখতে চায়— তাহলে তার হাতে যে শাসন রয়েছে— তার মধ্য দিয়ে তাকে তার দাবীর উপযুক্ত যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া সফরের জন্য যদি কোনো মূল্যও না দেখা দেয়— তবু তার এই মূল্য হবে যে, জনগণ তার আসল মূল্য উপলব্ধি করবে— এবং শাসনের নামে এই অভিনয় মূল্যের অবসানের জন্য জনগণ তার উচিত মূল্য দিতে অগ্রসর হবে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

স্থানীয় সংবাদ

মিস্তারিণী কলেজে নক্সালপন্থীদের তৃতীয়বার হামলা

গত ২৮শে আগষ্ট কয়েকজন নক্সালপন্থী যুবক স্থানীয় মিস্তারিণী কলেজে তৃতীয়বার হামলা করে। প্রকাশ, কলেজের প্রিন্সিপ্যালের অফিস তছনছ করার পর যে সমস্ত পুলিশ গাড়ীরা দেওয়া হয়—তা প্রত্যাহৃত হওয়ার সুযোগে নক্সালপন্থীরা সেদিন ছাত্রীদের নিয়ে কলেজের বাসটি কলেজে সৌছবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন রোড বাসটিতে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে এবং পালিয়ে যাবার সময় তারা একটি বোমাও ফেলে যায়। কিন্তু ছাত্রীরা কোন-প্রকার ভীত ও সন্ত্রস্ত না হয়ে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে নিজেদের বই খাতা নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ে এবং কলেজের ছাত্রী, অধ্যাপিকা, অধ্যাপক প্রভৃতি সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বাসটি কোনোরূপ অগ্নিগ্রস্ত হবার পূর্বেই আগুন নির্বাপিত করা হয়। কলেজে স্বাভাবিকভাবে ক্লাশ হচ্ছে এবং ছাত্রীরা ক্লাশে যথারীতি যোগদান করছে।

ঐ ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পেয়ে কলেজের গভর্নিং বডির সম্পাদক ও সভাপতি বিনাশবাবু ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগ যোগ করেন।

এই ঘটনার পর জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কলেজে পুনরায় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই সূত্রে প্রকাশ, নক্সালপন্থী যুবকেরা পালাবার সময় নাকি কলেজের বাস, সাইকেলে এবং আরেক্ষ্য্যাবরেটরী পুড়িয়ে দেই করে যেবে বলে শাসিয়ে যায়।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

অবিলম্বে টি, আর, কৃষিঋণ, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা চাই

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শাসনে বসে শঠতা, চক্রান্ত, উপরন্ত, মুর্খ কংগ্রেসই লোকে বাহাদুর মনে করবে। ইতিহাসের এত শিক্ষার পরও ওঁরা বলবান নি- না ইন্দিরাজীর কংগ্রেস, না, নিজলিঙ্গাপ্পাজীর কংগ্রেস। ফলে, আজ রিলিফের নামে বহু টাকার বরাদ্দ ক'রেও বা আশ্বাস দিয়েও, রিলিফের টাকা নিয়ে কংগ্রেসী রাজনীতির খেলা শু মূর্খ চলেছে। (এই জেলায় আবার এমন বামপন্থী রাজনীতিকেরা আছেন যাঁরা নরকংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্বের আশায় রিলিফের নামে কংগ্রেসী লুটের কাজকে সমর্থন করতেও দ্বিধা করেন না !!)

কংগ্রেসের ভাল সাকরেদ –জেলা ও রাজ্য অফিসাররন্দ

যে কি, সি এই জেলা থেকে সম্প্রতি বিদায় নিলেন—কংগ্রেস তাঁকে ভাল সাকরেদ পেয়েছিলেন। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেওয়ার ঘড়যন্ত্রে তিনি উপযুক্ত সহায়ক ছিলেন—আর্ত মানুষের সেবার কাজকে নানাভাবে বানচাল করার কাজে তিনি কম প্রশাসক ছিলেন। এর জন্য তিনি উর্দ্ধতন অফিসারদের কাছ থেকে আমাদেরই সামনে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তা মুক্তিতে আগেই লিখেছি। তবে আমরা জানি, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তিরস্কার লোক দেখানো ছিল। রাজাপাল, তরানীন্তন কমিশনার প্রভৃতি উর্দ্ধতন অফিসারেরা বিলিফ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে অনেক রকম যে সমস্ত চালাকি করেছেন—সে সবের কথাও আমরা ইতি-পূর্ব্বে কয়েকবারই মুক্তিতে লিখেছি।

তবু আমরা এঁদের কাছ থেকে মানব চার স্পর্শ পেতে আশা করি

আমরা জানি, এদের চাকরী করতে হয় শাসনকারী রাজনীতিক দের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কিন্তু তা হ'লেও কি এমন ভাবে নিজের বিবেককে লঙ্ঘিত রাখতে হবে যে, আর্ত মানুষের চরম দুঃখেও, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের মানবতার সহজ প্রকাশটুকুও দেখা যাবে না? কিন্তু শাসন কাঠামোর মধ্যেও বিপন্ন মানুষকে সহায়তা দিতে আন্তরিক চেষ্টা না ক'রে, তখনও কি তাঁরা শাসনের বশম্বদ জ্ঞানে আর্ত্তমানবতার সঙ্গে দুঃখজনক বড়যন্ত্র এবং পরিহাস করেন? এঁরা শিক্ষিত মানুষ বলে পরিচিত। এঁদের কাছ থেকে কি বিপন্ন আর্ত্ত মানুষ ভদ্র, সততাপূর্ণ, আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শ পাবেন না? আমাদের জেলার মানুষের এই চরম দুঃখের দিনে আমরা এঁদের কাছ থেকে মানবতাপূর্ণ আচরণ পেতে নিশ্চয়ই আশা করছি।

মুক্তিতে খবর প্রকাশ করি কার জন্য এবং কেন?

দুর্ভিক্ষে অনাহার মৃত্যু, অনাবৃষ্টির সংকট প্রভৃতির সংবাদ আমরা প্রতিনিয়ত যে প্রকাশ করি, তা শুধু সংবাদ পত্রে সংবাদ প্রকাশ করতে হয়— তার জন্যই নয়, বা নিশ্চিন্ত আরামে মানুষ ব'সে মানবজীবনের বিচিত্র কাহিনী প'ড়ে আনন্দ উপভোগ করবেন তারও জন্যে নয়। আমরা এসব সংবাদ প্রকাশ করি যেজন্য তা এই :—

(১) স্বাধীন জীবনের মধ্যে থেকেও যারা এই বঞ্চনা দুঃখ, নিগ্রহজনক ভোগ করছেন তাঁরা যাতে উপলব্ধি করতে পারেন যে এই দুঃখ ভোগ করাই আমাদের নিয়তি, তা নয়। তাঁরা যেন বোঝেন—আমার যা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার থেকে আমরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছি। যারা আমাদের বঞ্চিত করছে তারা জনশত্রু। নীরবে এই অবিচার সহ্য করা আমাদের উচিত নয়—প্রতিকারের জন্য জাগতে হবে, লংতে হবে, অধিকার আদায় করতে হবে। এবং তা শুধু নিজের নয়—অপরের অধিকারও রাখতে হবে।

(২) যে সমস্ত মানুষ কোনো বঞ্চনা বা শোষণে তৎকালে সাক্ষাৎ-ভাবে শোষিত বঞ্চিত হচ্ছেন না- সেই সব মানুষও যেন উপলব্ধি করেন যে, বঞ্চিত মানুষের রক্ষা ও অধিকারের জন্য তাঁদেরও কর্তব্য আছে— কর্তব্য হিসাবে এবং সমগ্রভাবে সকলের স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিতেও।

(৩) যে সব সাধারণ মানুষ দেশের প্রবঞ্চকদের, শোষকদের সহায়তা দিয়ে কিছু লাভ করছেন—ছঃখের দিনে সামগ্রিক সুযোগ আদায় করছেন—তাঁদেরও বোঝা দরকার যে, এভাবে অসদুপায় ও স্বার্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত মানীর বিষয়; সমগ্রভাবে নিজেদের বিনাশের পথ তৈরীতেই তাঁরা সাহায্য দিচ্ছেন। তাঁদেরও আজতেনা আজ বিশেষ দরকার।

(৪) আর আমাদের সংবাদ প্রকাশের আর একটি বড় উদ্দেশ্য এই যে, দেশের শাসনমহ যাতে জনজীবনের পরিস্থিতি, জনগণের সংকট ভাল ভাবে বোঝেন এবং তার প্রতিকারে চেষ্টা করেন। এই শাসনমহ বলতে কেবলমাত্র একেবারে উর্দ্ধতম স্তরের শাসন কর্তৃপক্ষকেই বলছি তা নয়— সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার অধস্তন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কথাও এখানে বলছি। এইসব খবরের ভেতর দিয়ে তারা সকলেই সজাগ হোন—এই আমাদের বক্তব্যের লক্ষ্য থাকে।

শাসনযন্ত্রে ব'সে যে মনোভাব রাখা অত্যন্ত দরকার

যদি তাঁদের মনে এমন ধারণাও হয় যে, ছুল সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বা অন্যায় কিছু লেখা হয়েছে এবং তারা যদি প্রকাশে তা' প্রতিবাদ করতে শাসনতান্ত্রিক নির্দ্দেশজাত অন্তর্বিরোধ মধ্যে থাকেন –তাহলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে দেখতে চেষ্টা করুন—কোথায় কি ভুল বা অন্যায় হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা যা লিখি তা ভুল বা অন্যায় দেখাবার ক্ষমতা তাঁদের থাকে না—কারণ আমরা ভুল বা অন্যায় লিখি না। কিন্তু আমরা যা সত্য লিখি—সেই সত্যকে স্বীকার ক'রে সংশোধন করার মত হৃদয়ের প্রসারতাও তাঁদের থাকে না ব'লে তাঁরা বিক্ষুব্ধ চিত্তে চুপ ক'রে থাকেন। শাসনতান্ত্রিক জীবনে এই মানসিক পরিস্থিতি আদৌ কাজের নয়—একে বদলাতে হবে এই আমাদের প্রচেষ্টা এবং অনুরোধ। জনসাধারণের অভিযোগ সহজভাবে শোনার, বোঝার, দেখার এবং প্রতিকারের মনোভাব রাখতে হবে। না হলে শাসনযন্ত্র ব্যর্থ।

অনাবৃষ্টির তাণ্ডবের আরো যে সংবাদ এসেছে

আমরা মুক্তিতে বারম্বার লিখেছি—ও লিখছি যে, বহু ব্লকে কম বৃষ্টির জন্য দিনারুণ পরিস্থিতি ঘটেছে। এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সে বিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষ উদাসীন। এ সম্পর্কে মুক্তিতে আমরা অবস্থার পরিচয় দিয়েছি - এবং এর প্রমাণও বহু আছে। সে সবের মধ্যে যাচ্ছি না। এখন তাঁরা অবস্থা বুঝুন—এই আমাদের কাম্য। অনেক ব্লকে অনেক অঞ্চলের কথা লিখেছি। এ সম্পর্কে আরো যা সংবাদ পেয়েছি তা এই :—

মানবাজার ব্লকের সংবাদ

আমাদের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত যা জানিয়েছেন তা এই :—

মানবাজার ১ নং ব্লকের বামনি-মাঝিহিড়া অঞ্চলে যেমন এক বারেই চাষ হয়নি, নেইরকম জিতুহুড়ি অঞ্চল ও গোপালনগর অঞ্চলেও চাষ বিশেষ কিছু হয়নি। জিতুহুড়ি অঞ্চল পুরুলিয়া মানবাজার পাকা রাস্তার ধারে। যাঁরা বাসে যাতায়াত করেন তাঁরা সকলেই নিশ্চই দেখতে পান রাস্তার দু' পাশেই সমস্ত জমি বহুদূর পর্য্যন্ত পতিত প'ড়ে আছে। কেবল চারগাছড়ুনি দেখতে পাবেন। এই জিতুহুড়ি অঞ্চলের সিন্দুরপুর, কাঁদলাগোড়া, দাঁড়িঘুটু গ্রামগুলি পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর। কিন্তু সেখানেও বহাল জমিতেও চাষ হয়নি। জিতুহুড়ি গ্রামটি মানবাজার থানার সবচেয়ে বড় গ্রাম। প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) লোকের বাস। গত বৎসরও এখানে ধান কিছুই হয়নি। আর এ বৎসর মাত্র গ্রামের উত্তরদিকে কিছু বহাল জমিতে চাষ হচ্ছেছে। বাঁধের নিচের বহাল জমিও পতিত পড়ে আছে। গোপালনগর অঞ্চলেও এবারে বহু বাইদ, কানালি ও বহাল জমি পতিত রয়েছে। মনদাপুজার পর কিছু জল হওয়ায় কিছু চাষ হয়েছে : গোপালনগর অঞ্চলের মেটালা গ্রামে বহু ভাল জমি পতিত আছে। এমনকি বড় বাঁধের নিচে কানালি ও বহাল জমিও পতিত আছে। এবার আর জল হলেও ধান হবে না। কিছু জোনার হয়েছে। যাদের জোনার হয়েছে তারা তিন বেলা জোনার খেয়ে আছে। সরকারের তরফ থেকে কোন কাজ নেই। জি, আর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমারজেন্সী জি, আর একেবারেই বন্ধ। লোকের অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেদের বেতন দিতে না পারায় স্কুল থেকে বের করে দিচ্ছে। বহু ছেলের নাম কেটে দিয়েছে। ঐ অঞ্চলগুলিতে সংকাসী সাহায্য অবিলম্বে না দিলে বহু লোকে না খেয়ে মারা যাবে।

জিতুহুড়ি অঞ্চলের এই অবস্থা লিখিতভাবে সরকারকে বহু জানান হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা দূরে থাক– ব্লকিয়েল কোনো অফিসার তদন্তে পর্য্যন্ত আসেন নি। অথচ এই গ্রাম ও অঞ্চল পাকা রাস্তার ধারেই।" (২৮-৮-৭৮)

বান্দোয়ান থানার অবস্থা

আমাদের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীঅমল চন্দ্র মাহাত যা জানিয়েছেন তা এই:

"এই ব্লকে তিনটি অঞ্চল অনাবৃষ্টিতে অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছে— (১) তুমুড়ি, (২) ভুঁড়ুর, (৩) বান্দোয়ান। টাকায় মাত্র চার আনা চাষ হয়েছে। এই চাষও আবার সবটা বৃষ্টির জলে হয় নি। অধিকাংশ চাষ বাঁধের পাটান জলে সম্পন্ন করতে হয়েছে। কি ভয়াবহ অবস্থা এতেই অনুমান হবে। এই অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টির অভাবে জোনারও হয় নি। এই সময়ে কোনো রকমে বাঁচার খাদ্যটিও মানুষের হাতে নেই।

সমগ্র বান্দোয়ান থানার খাদ্য পরিস্থিতি দিনের পর দিন চরম অবনতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বান্দোয়ান থানার ৫টি অঞ্চলে যদিও কিছু কিছু ধান্য ফোলন হয়েছে—কিন্তু ঐ ধান্য কিংবা অঞ্চলে চাষ একেবারেই হয় নি বললেই চলে। যা ফোলন হয়েছে তাও আজ জলাভাবে নষ্ট হ'তে বসেছে। মাটি ফেটে ফেটে যাচ্ছে; ধানে বিভিন্ন রকমের রোগও দেখা দিচ্ছে।

গাইল, কানালী জমি একেবারে অনাবাদী অবস্থায় প'ড়ে আছে। চারাগুলি বোরের তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে। বর্ষা হলেও ঐ চারাগুলির দ্বারা আর ধান পাওয়া যাবে না। সময়ও পার হ'য়ে গেল। জোনার যা হয়েছিল, তাও শেষ হয়ে গেছে। জলাভাবে সেচসত্ত্বেও ৬০ ৭০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। যে ক'টি জোনার ছিল—না পাকতেই পেটের জ্বালায় কাস্তের সাহায্যে ছানাগুলি ছাড়িয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আজ গ্রামে ঘরে কোন কাজ নেই; সরকারীও কোন কাজ নেই। সরকারীও কোন সাহায্যও নেই, এমতাবস্থায় মানুষ আজ চরম অন্নকষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। থানার কয়েকজন প্রতিনিধি স্থানীয় বাকি এই বিষয়ে থানার বি, ডি, ও'র কাছে খয়রাতি বাড়াবার, টি, আর এর মাধ্যমে কাজ খোলাবার আবেদন করেছিলেন। বি, ডি, ও বলেন প্রস্তাব ডি, সিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, উনি যা নির্দ্দেশ দেবেন সেইভাবে কাজ হবে।" আজ এই-ভাবে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সেইজন্য সরকারের কাছে অনুরোধ— অবিলম্বে তাঁরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে সক্রিয় উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করেন।" (২৮-৮-৭৮)

বরাবাজার থানার সংবাদ

যে সব থানা অনাবৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—বরাবাজার থানা তার মধ্যে অন্যতম। বরাবাজার ব্লকে চারটি অঞ্চল অনাবৃষ্টিতে অত্যন্ত বিপন্ন—(১) বাঁশবেড়া (২) বেড়াদা (৩) তুমড়াশোল (৪) বরাবাজার। এই সেচ জলে চাষ ওঠাবার চেষ্টা করছে। বাঁধের জল, পাম্প প্রভৃতির দ্বারাও কিছু চাষ উঠেছে।

(শেষাংশ অন্যত্র পৃষ্ঠায়)

স্থানীয় সংবাদ

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ তাঁদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে মিছিল সহকারে পতিকরা করে ঘন্টা নিনাদের পর্কে সমবেত হয়ে জনসভা করেন। বে-আইনী ছাঁটাই বন্ধ; প্রমিক বলে স্বীকৃতি; ঈশবেতন মূলা হ্রাস প্রভৃতি দাবী জানিয়ে তাঁরা স্লোগান দেন।

এ্যাসোসিয়েশনের নিম্নরূপ দাবী ছোল—

১। চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান এবং বেতনের স্কেল নির্দ্ধারণ;

২। বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ড;

৩ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা;

৪। দুর্গাপুরা অপ্রতিক বীমার ব্যবস্থা।

প্রকাশ, লোকসভার বর্ত্তমান অধিবেশনে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-দের প্রমিক সম্পর্ক বীক্তিবানের বিলটি পেশ করার সম্ভাবনা আছে।

সমগ্র ভারতে প্রায় ২৩০০ অঞ্চলী ও বিদেশী ঔষধের কারখানায় প্রায় ১৫০০০ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে এঁদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন।

কমলা টকী হাউসে নক্সালী হামলা

প্রকাশ, গত ২৮শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় কয়েকজন নক্সাল-ঘী যুবক কমলা টকীর হোতাদায় অপারেটারের গৃহ ঘর নিকট পেট্রল ঢেলে সিনেমা গৃহ অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে। আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাবার সময় তারা নাকি "চাক মজুমদার জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে থাকে।

আরও প্রকাশ সিনেমা হলের কর্ত্তাগীরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং সিনেমা গৃহের কোনও ক্ষতি হয় নি।

এখনো অনাহার মৃত্যু চলেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

না। আমি বি, ডি, ওকে চিঠি দিলাম—এই পরিবারকে আর একজনকে চি, আর দিতে—এফেক্টেড বি, ডি, ও-র কাছ থেকে সেই উপলব্ধই এসেছি। সাহায্যটুকু 'মসল না। সম্প্রতি ১৪।৮।৭৮ তারিখে ঐ পরিবারের যুবক ছেলে শ্রীধরানীর মোদাগী অনাহারের তাড়নায় মারা গেল—২৪ বৎসর বয়সে। এই খুনের জন্য দায়ী কে? খুনের আসামী কে? আপনারদের সকলের কাছ থেকেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর নিশ্চয়ই আসবে যে, —সে আসামী বি, ডি, ও।

শ্রীরামদস মাহাত আরুয়া থানার আরো দুটি অনাহার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন। তা এই—

সুঁজিকাতা গ্রামের শ্রীরাম ডোমের অনাহার মৃত্যু

আরুয়া থানার সুঁজিকাতা শ্রীরাম ডোম ১৫।৭।৭৮ তারিখে অনাহারে মারা গেলেন। বয়স ৪৯ হয়েছিল; সংসারে একাকী ছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল ছিল।

তেঁয়াসী গ্রামের শ্রীগঙ্গেশ্বর মাহালীর ৩য় পুত্রের অনাহার মৃত্যু

আরুয়া থানার তেঁয়াসী গ্রামের শ্রীগঙ্গেশ্বর মাহালীর পরিবারে ৮ জন পোষ্য। জমি ২।৩ বিঘা। বাঁশের কাজ ক'রে জীবিকা চালানর চেষ্টা চলে। ১ জন মাত্র জি, আর পায়। সমস্ত পরিবারটি অন্নকষ্টে বিপর্য্যস্ত। তার মধ্যে ১৪ বছরের ছেলেটি অনাহার সহ্য করতে না পেরে গত ১৫।৮।৭৮ তারিখে মারা গেল।

ভুরসা গ্রামের শ্রীমতী বানু বিবির অনাহার মৃত্যু

আরুয়া থানার বেলডি অঞ্চলের প্রধান শ্রীঅতুল কুমার পাণ্ডাই জানাচ্ছেন যে, ভুরসা গ্রামের অন্নকষ্ট কানী, শেখ বেহাল, সাধন হক কাজী, এরাশীন কাজীর প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতে উনি ঐ গ্রামে তদন্ত করে জানেন যে, শ্রীলাভ শেখের স্ত্রী শ্রীমতী বানু বিবি অনাহারে মারা গেছেন; ঘটনা সত্য। বয়স ৬০ বৎসর হয়েছিল।

ভুরসা গ্রামের শ্রীমতী চুড়া বিবির অনাহার মৃত্যু

উপরোক্ত প্রধান ঐ সঙ্গে জানিয়েছেন যে, ভুরসা গ্রামে তিনি তদন্তে গিয়ে জানেন যে, শ্রীবসাল শেখের স্ত্রী শ্রীমতী চুড়া বিবি অনাহারে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে বয়স ছিল ৬০ বৎসর।

যে সব পরিবারের কথা লিখলাম—তাঁরা এবং আরো অনেকে আজ অন্নকষ্টে অত্যন্ত বিপন্ন। কিন্তু এই শাসনের কাছে প্রতিকার আশা করা দুরূহ। শাসন যন্ত্রে গাঁতা কি রকম চরম ভুল নিলে একটা সরকারের চোখের সামনে দিনের পর দিন অবাধে অনাহার মৃত্যু ঘটতে থাকে—এ সব তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই অভিযোগের ঊর্দ্ধতে আমাদের সুদরবনের সরকারের কি অবার দেবার আছে জিজ্ঞাসা করি।

—০—

ভারতীয় সংবাদ

কেরালায় জোড়া বলদ প্রতীকহীন নির্ব্বাচন

শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসকে কেরলের আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাংবিধিক প্রতীক "জোয়াল টানে জোড়া বলদ" ছাড়াই লড়তে হবে। এই প্রতীকটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্য সংরক্ষিত—কিন্তু বর্তমানে দুর্ঘা নির্ব্বাচনী কমিশনারের আদালতে প্রতীক মামলার নিষ্পত্তি না হলে শাসক কংগ্রেস অথবা সংগঠন কংগ্রেস কোনও পক্ষই এই সংরক্ষিত প্রতীক পাবেন না।

ইউরোপের কনডেন্সড্‌ মিল্কে ভারতীয় মেয়ে ক্রয়

ইউরোপের কনডেন্সড্‌মিল্ক সম্রাজ্ঞীদের অক্ষয় দুধ করার জন্য কেরলের হোমার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ১২০০ ভারতীয় মেয়ে ক্রয় করেছে বলে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ লণ্ডনের সানডে টাইম্‌স পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আরও প্রকাশ ৭২০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৫৪০০্‌ টাকা দিয়ে এক একজন সম্রাজ্ঞীনীকে কেনা হয়।

অনুসন্ধান করে জেনা গেছে, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মানীর কনডেন্সড্‌মিল এই সম্রাজ্ঞীনী আমদানীর ব্যবসায়ে লিপ্ত। এরা সব চাষীর ঘরের মেয়ে—এদের উন্নত ও দুগ্ধীর জীবনের আশা ও নির্দ্দেশ ভবনের অধিকারে সুবিধার আশ্বাস দিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়।

নয়া দিল্লীর বিড়লা বাড়ি সরকারী দখলের প্রশ্ন

রাজ্যসভায় গৃহ-নির্ম্মাণ মন্ত্রী শ্রীকে. কে. শাহ ঘোষণা করেন যে, নয়া দিল্লীর বিড়লা বাড়ি—যেখানে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল—সেই বাড়ীটি কেন্দ্রীয় সরকার দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে বাড়ীটি হস্তান্তর করার প্রশ্নে বিড়লারা পূর্ব্বে যে সর্ত্তে রাজী হয়েছিলেন—তা এখন গ্রহণ না করায় সরকার বাড়ীটি দখল করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। গৃহ নির্ম্মাণ ও পূর্ত্ত মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসত্যেন মৈত্র আজ্ঞাস দিয়েছিলেন যে—বিড়লা ভবন দখল করার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৮ লক্ষ টাকা প্রদানও করে। শ্রীমৈত্র আরও জানান যে ভবনটি হস্তান্তরের প্রশ্নে বিড়লারা যে সব সর্ত্ত আরোপ করেন সেইগুলির মধ্যে ছিল—(ক) ভবনটির নাম পরিবর্ত্তন করা চলবে না; (১) বিড়লা ভবনে নিজস্ব সম-পরিমাণ জমি বিড়লাদের ছেড়ে দিতে হবে এবং (গ) মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে যদি কোনও কমিটী গঠিত হয়—তবে সেই কমিটিতে বিড়লা পরিবারের একজন প্রতিনিধিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করতে হবে।

কেরলে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন

কেরলে অন্তর্বর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনে রাজ্য বিধান সভার ১৩০টি আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করার শেষ তারিখ ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৯৭০টি মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়। আর ২৫শে আগষ্ট মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার দিন করেকটি মনোনয়ন পত্র নাকচ হবার পর ২৭শে আগষ্ট মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে করেকটি মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহৃত হবার পর মোট ৯৮৩ জন প্রার্থী আগামী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিগত বিধান সভায় যে ৯৪টি দল ছিল—সেই সব কটি দলই এবারের নির্ব্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে সি-পি- আই পরিচালিত মিনিফ্রন্টে রয়েছে আর এম-পি ও মুসলীম লীগ; আর সি-পি এম পরিচালিত ফ্রন্টে এস, এস, পি; আই-এম-পি, কে-এম-পি ও কে-টি-পি সঙ্গী হয়েছেন। মিনিফ্রন্ট ৭৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে—তার মধ্যে সি-পি-আই এর আসন সংখ্যা ছোল—৯২টি। সি-পি-এম পরিচালিত ফ্রন্ট মোট ১৯৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তার মধ্যে সি, পি, এমের আসন সংখ্যা ছোল ৬৯টি।

কেরল কংগ্রেস শেষ মুহূর্ত্তে মিনিফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে ৯০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। শাসক কংগ্রেস ৯৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এবারের নির্ব্বাচনে তিনটি নূতন দল—ডি এম, কে; জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কর্ণাটক সমিতি এইবার কোনও ফ্রন্টের পক্ষে না গিয়ে একলাই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গত বিধান সভায় এই দলের ২ জন সদস্য ছিল।

উড়িষ্যা মন্ত্রীসভার সঙ্কট

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী, এন সিংহদেও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন যে উড়িষ্যার স্বতন্ত্র জন কংগ্রেস মন্ত্রী সভায় কোন সমর্থন দেওয়ার আশা নেই এবং আগামী ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত এই মন্ত্রীসভা বহাল থাকবে। মন্ত্রীসভার অন্যতম শরিক জন-কংগ্রেস অবিলম্বে অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনের জন্য দাবী জানিয়েছিলেন—সে দাবীর অযৌক্তিকতা ও অবান্তরতা উঠে গেল জনকংগ্রেসকে বৃদ্ধিয়ে দিয়েছেন। শাসক কংগ্রেস ভোটে উড়িষ্যা মন্ত্রীসভার সংকট সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা করছিল—তাও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংহদেও উড়িষ্যায় দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবীর পুনরুল্লেখ করেন এবং বলেন কাঁচা মাল সরবরাহ এবং অর্থনৈতিক ও কারিগরী সুযোগ সুবিধার দৃষ্টিতে ইস্পাত কারখানা স্থাপনা সম্পর্কে উড়িষ্যা আদর্শ স্থান পাবে।

ধর্ম্মঘট সংবাদ

সরকারী কর্ম্মচারীদের তিনদিনের ধর্ম্মঘট সমাপ্ত

ধর্ম্মঘটের সাফল্য সম্পর্কে সরকার ও কর্মচারীদের বিপরীত দাবী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে সরকারী কর্ম্মচারীদের তিনদিনের ব্যাপক সংঘর্ষ ও অসহযোগ আশংকা সরকার করেছিলেন, বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি।

সরকার পক্ষ ও ধর্ম্মঘটবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতে ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হয়েছে—অর্ধাং আংশিক হয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের কোঅর্ডিনেশন কমিটির মতে ধর্ম্মঘট পুরোপুরি সফল হয়েছে। উভয়পক্ষের এই পরস্পর বিরোধী দাবীর বাইরে সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী কোলকাতা, সহরতলী এবং করেকটি জেলা সহরে প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি অচল হয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও কুচবিহার জেলার উপস্থিতির খবর স্বাভাবিক ছিল বলে প্রকাশ। সরকারী মুখপাত্রের তথ্য প্রচার করে সাংবাদিকদের জানান যে বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) স্থানীয় কমিটি ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে নেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি স্বয়ং বিতীয় দিনে কাজে যোগ দেন। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যায় কোঅর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণুপুরের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের সত্যতা অস্বীকার করে এটিকে সম্পূর্ণ অসত্য ও সরকার পক্ষের অপপ্রচার বলে অভিহিত করেন।

পুরুলিয়ায় সরকার কর্ম্মচারীদের তিনদিন ব্যাপী লাগাতার ধর্ম্মঘট

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্ত্তৃক আহুত ২৬, ২৭ ও ২৮ আগষ্ট —এই তিন দিন ব্যাপী ধর্ম্মঘটে পুরুলিয়া জেলার রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারীরা সাড়া দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে ধর্ম্মঘট পালন করেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই জেলায় ৪৭০০ রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের (নন-গেজেটেড) প্রথম দিনের ধর্ম্মঘটে মাত্র ১৪৩ জন কার্য্যে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যোগদানকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা আরও কমে গেছে মাত্র ৫৫ জন দাঁড়ায়। সমগ্র পুরুলিয়া জেলা এবং জেলার বিভিন্ন ব্লকে ধর্ম্মঘটি কর্ম্মচারীদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১। পুরুলিয়া জেলা—সদরকরা ১৭ ভাগ

২। জয়পুর, ঝালদা, আড়ষা, বলরামপুর, পাড়া, কাশীপুর, হুড়া, পুরা, রঘুনাথপুর (১) রঘুনাথপুর (২) এবং নিতুড়িয়া ব্লকে—শতকরা ১০০ ভাগ।

৩। মানবাজার, বরাবাজার, বান্দুরী, সাঁতুড়ী, জয়দোড়িয়া ও বাঘমুণ্ডা ব্লকে শতকরা ৯৮ ভাগ।

জেলার সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্ম্মঘটের প্রথম দিনে কিছু সংখ্যক বেতার যুক্ত ধর্ম্মঘটি কর্ম্মচারীদের স্থলে চাকুরীর দাবীতে এবং ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রদর্শন করলে সামান্যিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—কিন্তু কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ধর্ম্মঘটের তিন দিনই ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা রাখা হয়।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আন্দোলন সম্পর্কে

সমিতির সভাপতি শ্রীমন্মথনাথ অধিকারী এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল চেলবাস যুক্ত বিবৃতিতে জানাচ্ছেন -

বিগত রাজ্যিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২শে আগষ্ট '৭০ তে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পুনরায় পর্য্যায়ক্রমিক আন্দোলন শুরু করেছেন। করোনা সত্ত্বেও আমরা হাতেই শিক্ষা বিভাগের আমলাতা শিক্ষা ও শিক্ষকস্বার্থবিরোধী যে কার্য্যকলাপ চালাচ্ছিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষার ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের মনোই বিভিন্ন শরিকদলের নিরাবিচার সুযোগ নিয়ে যেভাবে চালিয়ে যাওয়ার সুবিধা পেয়েছিলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর তালো পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক সরকার কায়েম হওয়ার সুবর্ণ সুযোগে তাঁদের সেই কার্য্যকলাপ আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

স্কুলবোর্ড উপদেষ্টা কমিটির বিলুপ্তির সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলের স্কুল মহুরী বন্ধ রাখা হয়েছে, কিন্তু সরকারদের স্কুল মহুরীর ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড টাকার খেলা চলছে।— এই পঞ্চশিক্ষেই সরকারী নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করে আনট্রেণ্ড শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। অজিজ আনট্রেণ্ড শিক্ষকদের ট্রেণ্ড রাবে বেতন দান (G. O. No. 541 dt. 28-5-68); আনট্রেণ্ড শুধার শিক্ষকদের বিশেষ কেতন দান (G. O. No. 993 dt. 13-10-69); ক্ষমড় শিক্ষকের চাকরী স্থায়ীকরণ (G. O. No 196 dt 28-4-69), জেলাশাসক জেলাভিত্তে কাজ করা শিক্ষক বা নতুন স্কুলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক অথবা রাজনৈতিক কারণে ছাঁটাই শিক্ষকদের চাকরীতে নিয়োগ (G. O. No. 5237 dt. 17-9-69) প্রভৃতি সরকারী নির্দ্দেশ জেলাস্তরেতে কার্য্যকরী হচ্ছে না। রাজ্যকের পরামর্শদাতা কমিটিকে জীবন্তত করে রাখা হয়েছে। জেলাস্তরে উপদেষ্টা কমিটি গঠনে সমিতির বিরোধীতা সৃষ্টিতে উৎসাহদান ছাড়াও সরকারী অফিসার ও মনোনীত ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে। সরকারী নির্দ্দেশ (G.O. No 973 dt 30-8 68) অনুযায়ী প্রতিটি জেলা স্কুল বোর্ডে অতিরিক্ত কর্মবিক ও কিনাদা অফিসার নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসাব দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হয় নি। সরকারের মহুরকৃত প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাপ্য মাসিক ১৫ টাকা পূরণ খরচ (Contingency grant) সার্কেলের অবর/ উপসরকারী পরিদর্শকরা মঞ্জুর করেন না। সরকারদের এজেড স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি পরিবর্ত্তনের নির্দেশ (G. O. No. 599 dt. 7 6-69) এমনও পুরোপুরি কার্য্যকরী হয় নি—ফলতঃ শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ তো দূরের কথা—ন্যায্য ছুটির সুবিধাও পাওয়া যায় না।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পে-কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করা তো দূরস্থান, সমিতিকে রিপোর্টের কপি পর্য্যন্ত দিতে রাজ্যসরকার অস্বীকার করেছেন। বহু বিতর্কিত সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়া বিল বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভা সাব কমিটির অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে অনমতি জানিয়েছেন।

তাই নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে যে, অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি একক অনপ্রতিনিধিমূলক শিক্ষাবর্ত্তী সরকার ছাড়া শিক্ষাজগতের এই আমলাতান্ত্রিকতা ও অব্যবস্থা দূর হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই অবিলম্বে নূতন নির্ব্বাচন; যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অর্জিত অধিকারগুলি রক্ষা; অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা; সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, সে কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করা প্রভৃতি দাবীর সাথে সাথে স্থানীয় অফিসার ও কর্মীদের নিজ্জিতা ও আমলাতান্ত্রিকতা কাটিয়ে স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান ও সরকারী নির্দেশাবলীর অতিরাৎ কার্য্যকারিতা দাবী করে ২২শে আগষ্ট '৭০ তে সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিনিধি সার্কেল ভিত্তিতে জেলা স্কুল বোর্ডে/ জেলা পরিষদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষকদের গণডেপুটেশন দেওয়া হবে। তারপর ৮ই সেপ্টেম্বর '৭০ কোলকাতায় রাজ্যপালের কাছে একটি বৃহত্তর গণডেপুটেশন দেওয়া হবে এবং মহাকরণের সামনে ২৪ ঘণ্টার এক অনশন করা হবে। এরোজন হলে নিখিলবঙ্গ সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা হবে এবং এই অগণতান্ত্রিক সময়েই একদিন সারা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

রাজ্য সংবাদ

হুগলী জেলার বানাহারে ১৪৪ ধারা আন্যা লাঠিচালনা ও কাঁদানে গ্যাস।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ২৫শে আগষ্ট, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট কর্মীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ফলে প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা ও শ্রীবিনয় মুখার্জী সহ ২৮০ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

চুঁচুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসকের এজলাসে, শ্রীরামপুরে এস, ডি, ও.-র কোর্টে, সি, সি, আই, অফিসে তাদের হাজির হয়। সি, সি, আই, অফিস থেকে হাজতাকারীদের নার্সি একটি ট্রাকে মেসিন, কিছু টাকা ও কাগজপত্র নিয়ে গেছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশ অবশ্য আদেশে আনার জন্য গাড়ী ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। চুঁচুড়ায় ১২০, চন্দননগরে ৯৮, বলেখালিতে ৬'জন মহিলা সহ ৩৭, পাণ্ডুয়ায় ১৯, তারকেশ্বরে ১৪, শ্রীরামপুরে ৯, সিঙ্গুরে ৬, এবং আরামবাগে ৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি

চলতি বৎসরের আগামী ১লা অক্টোবর থেকে আরও ৬ মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ১৯শে মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হয়।

লোকসভার এই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির সঙ্গে ১৯৭০-৭১ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কাজকর্ম্ম পরিচালনার কাজের ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় অনুমোদন বিলও গৃহীত হয়। উক্ত বাজেট ব্যয়ের জন্য তাকরের সম্ভাবিত তহবিল থেকে ৪৫৯ কোটী ৮৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করতে বলা হয়েছে।

নির্ব্বাচনের প্রশ্নে স্বীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জী

সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনাকালে কর্ম্মবিরত বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জী বলেন যে, রাজ্যপালের শাসন বেশীদিন চলা ঠিক নয়; সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব জনপ্রিয় সরকার গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হওয়া প্রয়োজন। তবে বর্তমানে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার যে অবস্থা—তাতে অবিলম্বে নির্ব্বাচন হওয়া ঠিক হয়। ভোটারতালিকা যাতে নির্ভুলে ও বিনা বাধায় নিজেদের ইচ্ছামত ভোট দিতে পারেন- তার জন্য আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। নিজ নির্ব্বাচন যে সময়েই হোক না কেন পরবর্ত্তী স্পীকার না আসা পর্য্যন্ত তাঁকে একলা বিধানসভা আসনে বসে থাকতে হবে।

স্থানীয় সংবাদ

জীবন বীমা সংস্থার এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্থানীয়কর্পোরেটিক কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে জীবন বীমা কর্পোরেশনের এজেন্ট বাবোয়াসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই জন মহিলাসহ সভ্য ও সভ্যাগণের বহু এজেন্ট এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় পলিসী হোল্ডারদের স্বার্থে এক সত্বর সভার lapsed policy service গঠিত হয় তার জন্য কার্য্যাবলি গৃহীত হয়। আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচিত হন :—

সভাপতি—শ্রীগণপতি চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি—শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতিনকড়ি পাল।

সাঃ সম্পাদক—শ্রীমদন প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—দ্বিতা ভারতী পাত্তা ও শ্রীশোপাল মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকালোবরণ পাত্রা।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

অবিলম্বে টি, আর, কৃষিঋণ, লঙ্গরখানার ব্যবস্থা চাই

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বলরামপুর থানার সংবাদ

বলরামপুর থানার অর্দ্ধেকাংশ অনাবৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরাই বিপন্ন।

সাঁতুড়ি ব্লকে গুরুতর খাদ্য সংকট

সাঁতুড়ি ব্লক থেকে আমাদের কর্মী শ্রীইশ্বর মাজি এই ব্লকের সাধারণ মানুষের জীবনে যে সংকট দেখা দিয়েছে—তার মর্মান্তিক সংবাদ দিয়েছেন। জেলার দুর্ভিক্ষে যে ক'খানি মহকুমে বিপন্ন হয়েছে—তার মধ্যে সাঁতুড়ি অন্যতম। এই ব্লকের বিলিফ ব্যবস্থার বিশেষ কিছু হয়নি। কৃষি কাজের এই সময়েও লোকে কাজ পাচ্ছে না। টি, আর বন্ধ, কাজ নেই—খাদ্য নেই—ভয়াবহ অবস্থা। তার মধ্যে আবার ডি, আর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমানো দূরের কথা, ১০ পারসেন্ট বাড়ানো উচিত ছিল। শতকরা ১৫ ভাগ লোক আজ হাতাকার করছে। ব্লক আধিকারিকের কাজ থেকে প্রতিকারের কোনো চেষ্টা নেই। অবিলম্বে এই ব্লকের উপযুক্ত রিলিফ ব্যবস্থা করা দরকার।

ঝালদা থানার সংবাদ

টাটুয়াড়া অঞ্চলের চামড়াবা গ্রামের শ্রীসন্তুপতি মোখার্জী জানাচ্ছেন যে, 'ঝালদা ১ নং ব্লকের টাটুয়াড়া অঞ্চলের কয়েকটী গ্রামে বৃষ্টির অভাবে চাষ শতকরা অর্দ্ধেক হয় নাই। গত বৎসরও খারাপ ছিল। পর পর অনাবৃষ্টির জন্য ঐ অঞ্চলের টাটুয়াড়া, চামড়াবা, ডামরা, আমড়া, বড় মেট্যাল্লার অধিবাসীগণের চরম কষ্টভোগ হইতেছে G R T, R নাই। G. R নামে মাত্র দেওয়া হচ্ছে। উক্ত গ্রামবাসীগণের কিভাবে তাহাদের জীবিকা রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। (২৮।৮।৭০)

মানবাজার ব্লক (২) এর সংবাদ

মানবাজার ব্লক (২) বা জামতোড়িয়া ব্লকের আমাদের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীবলরাম মাহাত্ত যা জানিয়েছেন তা এই :—

'মানবাজার ২ নং ব্লকে অনাবৃষ্টির ফলে ৭টি অঞ্চলের মধ্যে—অধিকাংশে গ্রামের শতকরা ছয় আনা জমি পতিত রহিয়াছে—যে সমস্ত জমিতে কোন প্রকারে ধান লাগান হইয়াছিল তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। বহু গ্রামে এখনও এমনও চাষী আছে যাহারা পাঁচ আটি পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই।

বিশেষ করিয়া বৃষ্টি যাঁর জামতোড়িয়া অঞ্চলের অবস্থা আরো ভয়ানক। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। চোখের উপরে আশা লোকের ছিল। তাহাও অনাবৃষ্টির জলে ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং ঐ সব অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ আজ জীবন রক্ষার সংকটের মুখে পড়িয়াছেন বহু বাড়ীর লোকেরা এখন হইতে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে শুরু করিয়াছেন। এই অবস্থাতে আবার সরকার সাহায্য বাড়াইবেন কোথায়—জি, আর কমাইয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে রিলিফের কোন ব্যবস্থা নেই—এই সময় লোকেরা কাজ পাইলেও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারিত। এই ব্লকে দেড়শ কোন সুব্যবস্থা আজও পর্য্যন্ত হইল না। বহু ভোজ প্রকৃতির প্রচুর জল বহিয়া যাইতেছে।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই ব্লকে উদ্যুপতি অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক পঙ্গপালী তথাকার দরিদ্র সাধারণ মানুষ তথা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়া জীবন মরণ সমস্যা লইয়া সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছিল। অবিলম্বে এই ব্লকে ডি, আরের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং মধ্যবিত্তদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লোন—এবং রিলিফের মাধ্যমে কাজের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাই। ২৯।৮।৭০

আড়ষা থানার সংবাদ

সংবাদ পাওয়া গেল—শিকবাবার, পাঁড়কিডি, কুলচাঁড়, মালুই-ডহর, সনাবনা, আমরাদ প্রভৃতি গ্রামে অন বৃষ্টির জন্য ধান খুব কম লাগানো হয়েছে। বেলডি অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীগরুল কুমার গরাই জানিয়েছেন যে, বেলডি অঞ্চলে বাইদ কানালী এখনো চাষ হয়নি। চাষে কাজ নেই—লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে রয়েছে—তবু ডি, আর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। টি, আর বন্ধ। অবিলম্বে রিলিফের কাজ চালু করার জন্য অনশনধারণ আবেদন জানাচ্ছেন।

পাড়া থানার সংবাদ

পাড়া থানা থেকে সংবাদ এসেছে—অনাবৃষ্টির কারণে মুনডাগার, শাংকা প্রভৃতি গ্রামে ধান বোপণের কাজ তেমন কিছুই অগ্রসর হতে পারে নি। অবস্থা সংকটাপন্ন।

কাশীপুর থানার সংবাদ

অনাবৃষ্টি জন্য কালাজোর প্রভৃতি গ্রামে ধান চাষ বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি। সরকারী সাহায্যের জন্য লোক ব্যাকুল। নতুবা বাঁচে কি করে?

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

• • •

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ

• • •

মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গায়র উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলদী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা (জলদী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্বসতি সোনারা নাবি বা বহালী।

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালা প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্ম্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কর্ম্মীরা অগ্রীম নেবার চেষ্টা করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অখিলভারতীয়
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

দুর্ভিক্ষ জাগ্রত
প্রাণবান
নিরোধত

৩১শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

সোমবার, ৭ই সেপ্টেম্বর '৭০
২১শে ভাদ্র ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

বৃষ্টি বালাসের তীরে—
বালেশ্বরের তীর্থে হেরিনু অজেয় সহীদ বীরে।
মুক্তি সমরে নব ইতিহাস গড়ীল মুষাজীরে—
"বাঘা যতীনের" স্মরণে, বন্ধু! মোরাও তোমার শির॥



(মেদিনীপুর—১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫)

সামনে দুটি সমস্যা—অনাবৃষ্টি-জনিত, দুর্ভিক্ষ-জনিত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

জেলার সামনে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যাক্রপে যুগপৎ দেখা দিয়েছে দুটি সমস্যা—একটি অনাবৃষ্টি-জনিত, অপরটি দুর্ভিক্ষ-জনিত। দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর রূপ আজ ব্যাপক। তবু অনাবৃষ্টি-জনিত সমস্যাকে আগে উদ্ধার ক'রে এক অবিচলিত গুরুত্বপূর্ণ স্তরে তুলে ধরছি কেন—তা জিজ্ঞাসার বিষয় হতে পারে। তার উত্তর এই যে, অত্যন্ত দুঃখবরাজ দুর্ভিক্ষের অবস্থার মধ্যে আবার যারা অনাবৃষ্টির জন্য এ বছর ধান লাগাতে পারেন নি—তাঁদের অবস্থা আরো সাংঘাতিক এবং মর্ম্মপীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

এবারে এই অবধি যে বৃষ্টি হচ্ছে—তার আগে পর্য্যন্ত একেবারে ধান লাগাতে পারেন নি—এই লেভার এমন চাষী আজ অগণিত। বৃষ্টি আবার ব'লে থেকে তাদের নিজেদের চাষও হয়নি—অন্যের চাষে কাজও পাননি। অবস্থা শুরুতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। ঘরের যা কিছু বিক্রয়-যোগ্য জিনিষ ছিল—বহু চাষী তা' বিক্রয় ক'রে নর্ম্মস্বান্ত হয়েছে। মান্ডতিক দুঃখে এরই সুরাহা বিশেষ হবে না। এই পরিস্থিতি দেখবার জন্য আমি প্রায়কালে ঘুরলাম। দু' এক জায়গার পরিচয় আমি দিচ্ছি।

বান্দোয়ান থানায় ধানের ক্ষেত শূন্য ধু ধু করছে

বিগত ৩১শে আগষ্ট তারিখে বান্দোয়ান পরিদর্শনে যাই। বান্দোয়ান থানায় বাস থেকে নেমে সাইড়া, জিতান প্রভৃতির দিকে যত অগ্রসর হ'তে লাগলাম—দেখি, ভাদ্রের মাঝামাঝি সময়েও গ্রাম ওদির চারিদিকের ধানের ক্ষেত শূন্য পড়ে ধূ ধূ করছে—আবাদ নেই। গ্রামগুলির বহাল ক্ষেত দু চার বিঘা ক'রে লাগানো হয়েছে মাত্র—সেগুলিতে দুটি প্রথর দিকের জলে চাষ হয়েছে অথবা কেউ কেউ পাম্পে বা পুকুর কাটিয়ে সেচ দিয়েছেন। এ গ্রামগুলি অত্যন্ত বিপন্ন—সেগুলির চাষ কারো ৪ আনা, কারো তিন আনা, কারো বা বড় জোর চার আনা হয়েছে। বান্দোয়ান থানায় অনাবৃষ্টিতে সবচেয়ে বিপন্ন অঞ্চল হচ্ছে—সুপুতি অঞ্চল ও ডুডুর অঞ্চল। বান্দোয়ান অঞ্চলও খুবই খারাপ হয়েছিল—ইদানীং ওখানকার চাষীরা কতকটা চাষ উঠিয়েছেন।

সুপুতি অঞ্চলের খবর

সুপুতি অঞ্চলে ৮টি গ্রাম খুবই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গ্রামগুলির নাম—(১) সাইড়া (২) পাংগলো (৩) জিতান (৪) সুপুতি (৫) চিল্‌দা (৬) মধুপুর (৭) নিকি (৮) চিলগড়া।

এর মধ্যে আবার সাইড়া, জিতান, নিকি, চিল্‌দা সবচেয়ে খারাপ।

ডুডুর অঞ্চলের খবর

ডুডুর অঞ্চলে ১০টি গ্রাম খুবই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গ্রামগুলির নাম—১) সাদাতুলমাউি ২) পারবাদ ৩) বরনী ৪) চাঁদড়া ৫) কোকাল ৬) লতুবরনী ৭) ছোট সন্তাবা ৮) শালবনী ৯) টুটাঁড় ১০) ডুডুর। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে অবস্থা খারাপ—সাদাতুলমাউি, পারবাদ, বরনী, চাঁদড়া।

অবস্থা শোচনীয় দেখলাম : মরিয়া হয়ে মানুষ শেষ বর্ষার চেষ্টাও করছে

বান্দোয়ান থানার কর্ম্মীদের সঙ্গে আমি সুপুতি অঞ্চলের সিকি, সাইড়া, জিতান, চিল্‌দা প্রভৃতি গ্রাম ঘুরলাম। ডুডুর অঞ্চলের তুলনীতি প্রকৃতি আয়তায় পুত থানের ক্ষেত প্রকৃতি দেখল ম। আমি যখন ঐ অঞ্চল ঘুরছি—তখন এবারের বেশী বৃষ্টিও ওদিকেও শুরু হয়েছে। চাষীরা চেষ্টা করছেন—যদি শুরু ক্ষেত্রগুলিতে কিছুটা ক'রেও ধান লাগানো যায়। চাষীরা বললেন—এ অঞ্চলে আগে বাদের চাষ্য কেতা রয়েছিল। চাষাও পিঠ হয়ে গেছে। উৎপাদন তেমন কিছুই হবে না—মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। বীজটা যা তার ভরল যদি ওঠে। এতে আর লাভ হল এই যে, চাষীর ঘরে অন্ন যার ক'রে যা কিছু পুঁজিপাটা হয়েছিল—তাহা ব'য়ে ধান লাগাতে তাও শেষ হ'য়ে গেল।

অত্যন্ত খাদ্যকষ্টের মধ্যে ঐ চাষীদের আজ দিন কাটছে

একটা দুর্ভিক্ষের সাধারণ চাষী, সাধারণ গরীব মানুষ কেউনিয়া হ'য়ে পথে বসে। গত বছরের ভারুণ অজন্মার জলে যে দুর্ভিক্ষের সুত্র গেল—তার ওপর এই বছরে আবার ঐ সব চাষীদের ঘরে যে মর্ম্মান্তিক অবস্থা ঘটেছে—নিতান্ত সাধারণজ্ঞান না হ'লে এ সংবাদে মানুষ আজকে শিউরে উঠবে। সরকারই উপলব্ধি করতে পারবে—অবস্থা কি শোচনীয়। এই অত্যন্ত সংকট সময়ে—অনার (ভুট্টা) যে অঞ্চলে হয়—সেই সব অঞ্চলের চাষী অত্যন্ত দুরার কালবাত্রির পর কাঁচিন ভুট্টা খাড় পেয়ে দুরুওক আখন্ত হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা সুখে হাসি ফুটছে। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে বৃষ্টি অত্যন্ত অনটনের ফলে ভুট্টার প্রতি মুহূর্তের ক্ষেতে অর্দ্ধেকের ওপর জলে গেছে। যে ভুট্টা হয়েছে—সে ভুট্টাও জলাভাবে তেমন পুষ্টি লাভ করেনি। তাহলে দেখুন, এই সব মানুষ বাঁচে কি ক'রে? এদের জন্য অবিলম্বে সরকার থেকে লঙ্গরখানা অবশ্যই খোলা দরকার। তার সঙ্গে দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত জি, আর এবং বৃষ্টি কমলেই টি, আরে কাজ খোলা দরকার। আর চাই উপযুক্ত কৃষি ঋণ—যাদের জলের সুবিধে আছে—তারা চাষ করবে। একথা সমগ্র জেলার অনুরূপ অবস্থার চাষীদের জন্যই বলছি।

মানবাজার ব্লকে বামনী-মাঝিড়িড়া অঞ্চলের সংবাদ

বান্দোয়ানের ঐ সব অঞ্চলের মত বামনী-মাঝিড়িড়া অঞ্চলেও ভয়াবহ সংকট একথা আগেই লিখেছি। এর প্রতিকার সম্পর্কে এম, জি, ও (দক্ষিণ) এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম—সে কথাও আগে লিখেছি। এম জি, ও আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার ২১ দিনের মধ্যেই মাঝিড়িড়া পরিদর্শনে যান। এবং ওখানের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে আসেন। আমি ওঁরা সেপ্টেম্বর মাঝিড়িড়া ও ঐ অঞ্চলের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে এবং প্রতিকার ব্যবস্থা কি করা যায় সে বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ঐ অঞ্চল যাই। মাঝিড়িড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আমাদের ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

পশ্চিম বাংলার জনগণের বাঁচার পথ

গান্ধীজী বার বার বলে গিয়েছিলেন যে— প্রকৃত গণতন্ত্র ঠিক অহিংসার ভিত্তি ছাড়া গঠিত হতে পারে না। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বর্তমান অবস্থা এই বিশেষ তত্ত্বটিকে নিয়ত প্রমাণ করে চলেছে। গান্ধীজী একটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথা বলেছেন যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের কোন রকমের শোষণ থাকবেনা। সে সমাজে অর্থ-নৈতিক যোজনার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার, সমগ্র সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য বিধান ঘটবে।

পশ্চিম বাংলা— ভারতে প্রবর্তিত সাংবিধানিক গণতন্ত্রের দুইটি পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসী পর্যায়, যা একুশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। এখানে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতাকে বাস্তবে একতন্ত্রে রূপায়িত করে, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতাকে ব্যক্তি গোষ্ঠি ও দলের সম্পদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির উপায় হিসাবে প্রয়োগ করে, সেই সাংবিধানিক যুগপর্য্যায়ই প্রথম বলি পড়ল।

যুক্তফ্রন্ট এল— চৌদ্দটি বিভিন্ন দলের মিলিত গোষ্ঠি। বহু-দলীয় গবর্মেণ্ট চলতে পারে কি না এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে বিতর্ক শুরু হল— সেই বিতর্কের শেষ হতে না হতেই যুগ-কাষ্ঠ বদ্ধ কংগ্রেসের সবল ষড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক অবসান হল।

দ্বিতীয় বার ঐ একই চৌদ্দ দল মিলিত ভাবে লড়াই করে— পশ্চিম বাংলার বৈধানিক-ইতিহাসে-ভয়-নাই এমন সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে এল। লোকের ভরসা হল যে এদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ দলই মার্ক্স, লেনিন ও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করলেও এরা বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের একটা সত্যিকারের কাঠামো গড়ে তুলবে।

চৌদ্দটি দলের মধ্যে প্রায় এগারোটি দলই মার্ক্স লেনিনের কম্যুনিষ্ট মতবাদে কমবেশী অনুরক্ত। সুতরাং এখানে ঐ সম্পর্কীয় ঘটনা বা ব্যাপারের উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না।

রুশ বিপ্লবের পরেই কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালকে গড়ে তোলা হয়েছিল আসন্ন বিশ্ব বিপ্লবকে সহায়তার জন্য। কিন্তু কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সংকটে প্রথম বলি পড়ল সেই কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল। রুশিয়ায় বিপ্লবের পূর্বে কম্যুনিজমের সামনে যে সব সমস্যা ছিল বিপ্লবের পরে সে সবের পরিবর্তে দেখা গেল অন্য সব নতুন সমস্যা। এই দুই বিপরীত ধর্মী সমস্যা সমাধানের টানা হেঁচড়ার মধ্যে পড়ে কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের অপমৃত্যু ঘটল। ব্যাপারটা সোজা কথায় এই দাঁড়াল যে কম্যুনিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলেই এটা হতে হল।

১৯৬৯ সনেই যুক্তফ্রন্ট যখন শাসন ক্ষমতায় এল তখন শরীক প্রায় সমস্ত দলগুলিই শ্লোগান দিল— 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার'। কাদের সংগ্রাম এবং কোন সংগ্রাম? কায়েমী স্বার্থবাদী, পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষিত জনসাধারণের সংগ্রাম? কোন কোন দলের মতে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হল যুক্তফ্রন্ট সরকার। এটা হল তত্ত্ব। এবার প্রয়োগ বিধি।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাদের সামনে যে সমস্ত সমস্যা ছিল— ক্ষমতায় আসার পরে দেখা গেল অন্য সব নতুন সমস্যা। এবং এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে প্রধান ও প্রথম সমস্যা দাঁড়াল যে প্রায় বেশীর ভাগ শরীক দলগুলি তাদের দলীয় প্রসার ও প্রাধান্যের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টিত হয়েছে। ফলে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার অত্যন্ত ম্লানিকর ভাবে অন্ত র্দলীয় সংগ্রাম ও সংঘর্ষের হাতিয়ারে পরিণত হল। এর মধ্যে শ্রেণী স্বার্থও এই সংগ্রামের ও সংঘর্ষের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করল। যুক্তফ্রন্টের অনিবার্য শনীক দলই — এই হাতিয়ারবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল তার ফলেই যুক্তফ্রন্টের অপমৃত্যু ঘটল।

এই অপমৃত্যুর পরে আজ পর্যন্ত এই প্রায় ছয়মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন, বিভিন্ন ছোটে বিভক্ত প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন দলগুলি, নয়াল, ও দুই গণ্ডায় কংগ্রেসের প্রকাশ্যে ও গোপন সন্ধিতে সমন্বিত গণতান্ত্রিক-গোষ্ঠি প্রভৃতির হিংস্র ও অহিংস কার্য্য-কলাপ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করে চলেছে তাতে এর জের হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়াবার সম্ভাবনা তা খুব দড় ও দূরদর্শী রাজনীতিরও বুঝে উঠতে পারছেনা।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দুটি অবস্থার একটি অবস্থাকে বেছে নিতে হবে। হয় রাষ্ট্রপতির শাসন সাংবিধানে নির্দ্দিষ্ট করা সর্বাধিক সময় পর্য্যন্ত চলবে, নয় নির্বাচন দ্বারা বিধান সভার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচন হলেই যে মন্ত্রীসভা গঠন করে পারবে এটা এখন নিশ্চিত ভাবে বলা যায়না। মন্ত্রীসভা যদি কোন ক্রমে গঠিত হয়ও তাও কতদিন টিঁকবে তাও বলা যায়না। কারণ এখন ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলা দেশে গণতন্ত্রের পরিস্থিতিই নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমাত্র ভোমা, ছুরি ও নির্বিচারে খুন জখমই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের উপায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এটাই হয়েছে বলতে হবে। অন্যদিকে জনসাধারণ নির্জ্জিয়! তারা খানিকটা খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এদিক ওদিক যেদিকেই হোক জনগণকে সুগঠিত নেতৃত্ব দেবার মতো কোন পার্টি নাই - কোন ব্যক্তি নাই। কংগ্রেসের প্রতি জনগণ বিশ্বাস সম্পূর্ণ হারিয়েছে; যুক্তফ্রন্টের উপর তারা বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিল— যুক্তফ্রন্ট তাও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। জনগণেরও কোন ক্ষেত্রে আত্ম-বিশ্বাস নাই।

সহরে বাজারে সরকার মুহুমুহু বোমা ও হাঙ্গামার মোকাবিলা করতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে— অন্য কোন ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি দেবার অবসর নেই। গ্রামে ঘরে প্রশাসন বলে কিছু নেই। সমাজ বিরোধী সুযোগ সন্ধানী দুর্বৃত্তরা গ্রামাঞ্চলে তাদের পুরোনো বৃত্তি ঝালিয়ে তুলেছে। নির্বাচন হলে পরে যদি কোন দল বা জোট ক্ষমতায় আসে তবে তারা তার বা তাদেরই পতাকা গলায় নিয়ে ঝুলে পড়বে সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছে।

আমাদের মার্কস্‌বাদী বন্ধুরা চাইছেন কি? শ্রেণী সংগ্রাম? বিপ্লব? নির্বাচন? কিন্তু যা চলছে তা তো ওগুলির পাশ দিয়েও যায় না। বিপ্লবই যদি হত তবে বিপ্লবের ভাব ও ভাবনা হত রোমান্টিক ভাব ও ভাবনা। কারণ বিপ্লবের মূল স্বীকার্য তত্ত্ব হল এই যে— মানুষ পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম। সেই জন্যই মার্ক্স মানুষের সৃজনী ক্ষমতার উপর গভীর আস্থা ঘোষণা করে গেছেন। মানুষের এই সৃজন-শীলতাই সমাজ বিবর্তনের গতিবেগকে বাড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব ঘটায়। মার্কস একজন মানবতাবাদী তাই তার প্রৈপ্লবিক তত্ত্বের

মূল আকর্ষণ হল গভীর নৈতিক আবেদন। অতিশয় উচ্চস্তরের নীতি বোধ ও অন্যায়ের প্রতি গভীর বিরক্তি না থাকলে শোষিত ও অত্যাচারিতের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

নির্বাচন? কোন লক্ষ্যে? আর যাই হোক অন্তত: আমাদের দেশে এখন বিধান সভায় যেয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে যে বিপ্লবের কথা আমরা প্রতিনিয়তই শুনতে পাচ্ছি সেই বিপ্লবের রাস্তা, অনুকূল পরিবেশ বা সেই অবস্থা তৈরী করা সম্ভব নয় এটা জ্যামিতির এক্সিয়মের মতোই স্বয়ংসিদ্ধ। সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথে প্রশাসনিক ক্ষমতা যদি হস্তগত হয় তবে তাকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে পরিচালনা ও ব্যবস্থিত করার অভিজ্ঞতা সকলেই ভাল ভাবে অর্জন করেছেন। এ যদি মানুষের মধ্যে সৃজনী শক্তির বিকাশ না করতে পারে, তার মধ্যে নীতি বোধ ও অন্যায়ের প্রতি গভীর বিরক্তি যদি সৃষ্টি না করতে পারে— তবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠাতারা অনর্থ এবং নিজেদের বিপর্য্যয়ের পথ ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারবেন না। এটাতো উপলব্ধ ও পরীক্ষিত বাস্তব সত্য।

এবার আসুন দেশের জনগণ— দেশের জনসাধারণ। যদি আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা স্বীকার করি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথাও ভাবি তাহলেও এটাও ভাবতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তার শক্তি এবং বিচারের শক্তি রয়েছে। সেজন্য আজ সত্যই যে একটি বিষয়ে সক্রিয় হবার অবশ্য কর্তব্য রয়েছে তা হচ্ছে কোন দল বা ব্যক্তিকে নিজেদের বিচার ও বুদ্ধির আমনোক্তার না করে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা নিয়ে— সমবেত বুদ্ধি শক্তি, বিচার শক্তি, শ্রম শক্তি ও অর্থ শক্তি দিয়ে— আমাদের পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষমতা অর্জন করা। এই আত্মনির্ভরতা, এই আত্মবিশ্বাস এই সক্রিয়তাই হচ্ছে গণশক্তির প্রকৃত শক্তি এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের বাস্তব ভিত্তি যা মানুষের কল্যাণকে সম্ভব করে তুলবে। এ যদি না হয় তবে লোকে যে ভাবে হোক মরবে অভিযোগ করার কোন রাস্তা নেই। তার জন্য দায়িত্ব তাদের নিজেদের। এবিষয়ে গান্ধীজী স্পষ্ট ভাবেই বলে গেছেন— অস্পষ্টতা রাখেননি— তিনি বলছেন :—

"If the people die because they will not labour or because they will defraud one another it will be a welcome deliverance. The rest will then learn not to repeat the sin of being lazy, idle or cruelly selfish."

অর্থাৎ "লোকে যদি পরিশ্রম না করে অথবা পরস্পরকে প্রতারণা করতে থাকে এবং তার ফলে মরে তবে সে মৃত্যু বাঞ্ছিত মুক্তিই আনবে। অবশিষ্ট সকলে (যারা বেঁচে থাকবে) তখন এই শিক্ষাই লাভ করবে যে— শ্রম বিমুখতা অলসতা ও অমানুষিক স্বার্থপরতার পাপ আর পুনরায় করা চলবেনা।"

বাংলার জনগণ যদি তাদের এই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন তবেই তাদের বাঁচবার পথ আছে— এবং এইটাই একমাত্র বাঁচবার পথ।

বি, দাসগুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে সব আর, টি, এ বাতিল

সম্প্রতি এক সরকারী আদেশে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষগুলিকে (রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি) বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আবার নতুন করে যে সব আর, টি, এ গঠিত হবে সেগুলি প্রধানতঃ সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত হবে। বেসরকারী যে প্রতিনিধিদের নেওয়া হতে পারে তারা যেন কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হন সেদিকে সরকার লক্ষ্য রাখবেন।

আধুনিক পরিবহন কর্তৃপক্ষগুলি বাসের রুট পারমিট, ট্রাক ইত্যাদির লাইসেন্স প্রভৃতি দিয়ে থাকে। সাধারণতই এগুলি বেশ মোটা টাকা রোজগারের একটা সরকারী আড্ডার। রাজনৈতিক পার্টিভুক্ত কোন লোক না নিলে কোন ক্ষতি নাই। বস্তুত: যুক্তফ্রন্টের আমলেই পুরুলিয়া জেলার আর, টি, এতে অভাবিক দুর্নীতির জন্য লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধি পদগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বেসরকারী তরফ থেকে লোক নিলে এমন লোকই যেন নেওয়া হয় যাদের টাকা দিয়ে প্রভাবান্বিত করা যায় না। এ বিষয়ে যারা কর্তৃপক্ষের পেটোয়া লোক তাদের সম্বন্ধও অবহিত থাকা দরকার। সরকারী কর্তৃপক্ষের মানদণ্ড অনুসারে কংগ্রেস সম্পর্কিত লোককে অনেক সময় পার্টির বাইরে বলে সুবিধামতো ধরা হয়ে থাকে। আমরা পুরুলিয়া জেলার কাকে নেওয়া হবে তা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছি।

বেকার ইঞ্জিনীয়াররা সরকারী সাহায্য পাবেন

গত শনিবার ২৯শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার নব কংগ্রেসের সভাপতি এবং প্রতিযোগী শ্রীসুধীরঞ্জন রায় শিল্পপতিদের এক সভার ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে বেকার যুবক বিশেষ করে বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হলে তাদের সরকার তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। তিনি বলেন যে এজন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তাঁরা যেন আর্থিক সাহায্য পাবেন কেমন অপর দিকে উৎপাদিত বস্তুর ক্রয় করে সরকারও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

পুরুলিয়াতে বেকার ইঞ্জিনীয়ার যুবকদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তারা এ বিষয়ে স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে এবং স্থানীয় জেলার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। যদিও সরকারী কথা ও কাজের মধ্যে অনেক তফাত থাকে এবং সরকারী উদ্যেত ভাল হলেও তার নিয়মকানুন এবং আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার ফিলেমী উদ্যেতকে ব্যর্থ করে দেয় — তা হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে সংঘের যুবকরা লেগে হয়ে দেখুন। এই সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষরা এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অফিসার যদি কোনটা কিভাবে সম্ভব—সে সম্বন্ধে এদের জানবার মত তথ্য ও বিবরণ প্রকাশ করতে চান তবে আমরা আনন্দের সঙ্গে তা প্রকাশ করব—যাতে বহু জন তা জেনে তার সুযোগ নিতে পারে। অনেক সময় জানার অভাবে অনেক সরকারী সুব্যবস্থার সুযোগ লোকে নিতে পারে না। এ বিষয়ে জেলার তথ্য ও জন সংযোগ অফিসারও লোককে জানাবার কাজে তৎপর হতে পারেন।

নিখিল ভারত পর্য্যায় হু কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ইন্দিরা কংগ্রেসের আঁতাত

সম্প্রতি কেরালায় নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি চলেছে আর কয়েক দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হবে।

ত্রিচুর থেকে গত ৩১শে আগষ্টের তারিখ দিয়ে ইউ, এন, আইর এক সংবাদ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (কলিকাতা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে—কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্ষিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা যিনি এবারও নির্ব্বাচনে প্রার্থী—তিনি তার নির্বাচন ক্ষেত্রে কোডাকারার পুকুংচিতে এক জনসভায় ঘোষণা করেছেন যে ১৯৭২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে নিখিল ভারত পর্য্যায়ে হু কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ইন্দিরা কংগ্রেস মিলিতভাবে নির্ব্বাচন সংগ্রাম করবে। তিনি আরও বলেন যে হু কম্যুনিষ্ট পার্টি ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল দল বলেই মনে করেন।

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব ফকিরুদ্দিন আহম্মদ (ইন্দিরা কংগ্রেস) হু কম্যুনিষ্ট পার্টি শ্রীঅচ্যুত মেননের পক্ষে তার নির্বাচনক্ষেত্রে নির্ব্বাচনী অভিযান চালাচ্ছেন। তিনি বলেন যে হু কম্যুনিষ্ট ও ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে মিলিত ফ্রন্টকে—রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা একান্তভাবে দরকার।

এর কোনো প্রতিবাদ আজ পর্য্যন্ত কোন কাগজেই প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং এই রিপোর্টটি যে কোনরূপে ভুল নয় সেটা বলা যেতে পারে।

কেরালার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী যখন হু কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থনে নির্ব্বাচন অভিযান চালাচ্ছেন—তখন এটা বলাই হবে যে বর্তমানে

কেরাণার অন্তে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবেই হং কমুনিষ্ট পার্টি প্রার্থীও ঠাড় করিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এখনই নির্বাচন হচ্ছে না যখনই হোক এটা শুরুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে এখানেও হং কমুনিষ্ট পার্টি ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্তি ও চুক্তি করে নির্বাচনে নামবেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে এই মিলনের ব্যাপারটা শ্রীঅচ্যুত ঘেমন—ব'লিন কমুনিষ্ট পার্টির শুরু থেকে এবং হং কমুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিলনের ব্যাপারটা শ্রীজিতেন্দ্রিয় আজকাল ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে জানাই করেছেন। এখন সর্বসাধারণ থেকে কি বোঝা, কি কেন্দ্রে কংগ্রেস ও হং কমুনিষ্ট পার্টি মিলিত ভোট বাক্সে ধরে প্রকাশ্যে প্রচারিত হল। এতে চরি হলেন সুযুক্ত জনসাধারণের প্রান্ত ধারণাও নির্মল হবে। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের।

---•---

স্থানীয় সংবাদ

নয়ালদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান

পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লায় ব্যাপক তল্লাশী অভিযান চালিয়ে গত সপ্তাহে পুলিশ ২৭ জন নয়ালদপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে। এই তল্লাশী ও গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ কিছু বোমা, একটি ছোরা এবং নয়ালদপন্থীদের মুদ্রিত ও হস্তলিখিত অনেক কাগজ পত্রও আটক করেছে বলে প্রকাশ।

গত সপ্তাহে নিস্তারিণী কলেজ, কমলা টকী হাউস প্রভৃতি স্থানে যে নয়ালী হামলা হয় ও অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার চেষ্টা হয়—সেই সূত্রে পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রেপ্তারাদি করা হয় বলে প্রকাশ।

নিস্তারিণী কলেজে নয়ালী হামলা

প্রকাশ, গত ২৯শে আগষ্ট সকাল সওয়া দশটার সময় জন চারেক নয়ালপন্থী নিস্তারিণী কলেজে হামলা করে এবং কলেজের পিয়নদের বোমা মারার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত্র করে তারা প্রিন্সিপ্যালের অফিস ঘর তছনছ করে; কেরোসীন তেল ঢেলে টেলিফোন ও কাগজ পত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। অন্যত্রগুলোর কলেজের ছেড় ক্লার্কের ঘরের কাগজ পত্রে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তারা সরে পড়ে। সেই সময় প্রিন্সিপ্যাল ও অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা কলেজে এসে পৌঁছান নি। কলেজের কর্মচারীরা ও ছাত্রীরা পরে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

ঝালদার গ্রামে ডাকাতি

গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় ঝালদা থানার মোহনপুর গ্রামে শ্রীকৃষ্ণবিহারী ঠাকুরের গৃহে ডাকাতি হয়। প্রকাশ ডাকাতেরা স্থূলুল প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং গৃহস্বামীকে টাঙ্গী দিয়ে মাথায় মেরে গুরুতর আঘাত করে। তারপর তারা ঘরের লর্ডনটি লাঠি মেরে ভেঙ্গে দেয় এবং টর্চের আলোয় ঘরের বাসন পত্র, অলঙ্কার ও নগদ ৫০০৲ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়।

এই ডাকাতির সময় পার্শ্ববর্তী কোনও ঘর থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনে ডাকাতেরা পালাতে সুরু করে এবং সেই সময় গ্রামবাসীরা ডাকাতদের উদ্দেশ্য করে তীর ছোঁড়ে। গৃহস্বামী চার পাঁচ জন ডাকাতকে চিনতে পেরেছেন।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের উন্নয়নে সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১১৮ শয্যা বিশিষ্ট পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের আরও ১১৬ নূতন শয্যা বৃদ্ধি করার জন্য ৫৮১, ৩২৫৲ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেছেন এবং অবিলম্বে কার্য্য সুরু করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। প্রকাশ, সদর হাসপাতালের পশ্চিমে ভাক্তারদের কোয়ার্টার ও হাসপাতালের মাঝে যে জমি আছে সেখানে ৩০০ ফুট×৪৫ ফুটের একটি ব্লক নির্ম্মাণ করা হবে।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে গত যুক্তফ্রন্ট শাসনের সময় পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের তীব্র স্থানাভাব ও অন্যান্য অসুবিধার কথা জানিয়ে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ করার দাবী জানানো হয়। অর্থকৃচ্ছতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে হাসপাতালের উন্নয়ন ও প্রসার কার্য্য স্থগিত রাখা হলেও জেলার প্রতিনিধিদের বিশেষ দাবীতে সমগ্র জেলার একমাত্র সরকারী হাসপাতালের সম্প্রসারণের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাজেটে এই অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়।

টীচার্স ট্রেনিং কলেজে অবস্থান ধর্মঘট

পুরুলিয়া জেলার চারটি শিক্ষন কলেজের অন্যতম টীচার্স ট্রেনিং কলেজের অধিকাংশ কর্মচারীরা তাঁদের দীর্ঘ দিনের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে নিজ কলেজে অবস্থান ধর্মঘট করেন।

দশের বাঁধে বালকের মৃত্যুদেহ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর সকালে পুরুলিয়া সহরের দশের বাঁধে একটি ষোল সতের বৎসরের বালকের মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখা যায়। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় পুলিশ কর্তৃক ঐ মৃতদেহ হাসপাতালে পাঠানো পর্য্যন্ত বালকটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। মৃত্যুর কারণও অজ্ঞাত।

সিংবাজার গ্রামে ডাকাতি

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের সিংবাজার গ্রামে গত ৩১শে আগষ্ট এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। সিংবাজারে গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে ডাকাতদের সংঘর্ষ হয় ফলে ডাকাতেরা সামান্য কিছু জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। গ্রামবাসীরা ডাকাতদের উদ্দেশ্যে চারটি তীর ছোঁড়েন এবং তিনটি তীর ডাকাতদের বিদ্ধ করে। একজন ডাকাত পাথরের আঘাতেও আহত হয়—কিন্তু সকলেই পালায়। ডাকাতরা প্রতি বারেই এই গ্রামে ডাকাতি চেষ্টা করছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের গণডেপুটেশন

গত ২২শে আগষ্ট হইতে ২৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা স্থানীয় ডি, আই, এর নিকট সাকেল ভিত্তিক গণডেপুটেশন দিয়াছেন। ডেপুটেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকগণ নিজেদের দীর্ঘ দিনের বাকী বেতনাদি ও প্রাক্ তাজেও হিসাব মিটাইয়া দিবার দাবী ছাড়াও পুরুলিয়া জেলাতে প্রাং শিক্ষকদের জন্য পেন্সন/গ্র্যাচুইটি চালু, প্রস্তাবিত নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন, শিক্ষক ন্যাশনাল ও নিয়োগ স্বত্বাধিত করার দাবী পেশ করেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিকল্পনাকে শিক্ষক মূল পরিদর্শক ও গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় সফল করার একটা সুষ্ঠ কার্য্যক্রম গ্রহণ করারও দাবী জানান।

---•---

অতিবৃষ্টির তাণ্ডব (শেষ সংবাদ)

ক্রমাগত ৮ দিন ধ'রে প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে এই জেলার আর এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হোল। দিকে দিকে ব্লকে ব্লকে জমির বন্ধ বড় আইল, ছোট মাঝারি অসংখ্য আইল ভেঙ্গে জমির এবং ফসলের বহু ক্ষতি হয়েছে। চারিদিক থেকে সংবাদ আসছে—ব্লকে ব্লকে অগণিত দরিদ্র, চাষীর ঘর ভেঙ্গে পড়েছে। মৃত্তিকা ইটের পাকা পুরুলো পাঁচিল ঘরবাড়ীর দেওয়াল প্রভৃতি ভেঙ্গেছে। দেওয়াল চাপা পড়ে মানুষ এখানে ওখানে জখম হয়েছে—মৃত্যুর আশঙ্কে।

সংবাদ পাওয়া গেল,—ডামোদরের পাঁচেত বাঁধের ভাঙ্গণার বন্যাতে কচরেল, রামসুর, পাতাডুংগোরা, রাজাডহর, ছাতিরি, লছমনপুর প্রভৃতি মৌজার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হ'য়ে যান ও বিপদাপন্ন হ'য়ে রয়েছে।

---•---

বেকার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমাধারীদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতির শেয়ারপত্র ক্রয়ের শেষ তারিখ ১৫-৯-৭০।

শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্য দশ টাকা মাত্র। চেয়ারম্যানের নিকট আটাকল, নভিহা (জেলা স্কুল মোড়) পুরুলিয়া ঠিকানায় আবেদন করুন।

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস
মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—
পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

সামনে দুটি সমস্যা—অনাবৃষ্টি-জনিত, দুর্ভিক্ষ-জনিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পরোপর)

কর্তাদা সমবেত হন। চারিদিকের পরিস্থিতি দেখি ও কর্তাদের কাছ থেকে যে তথ্য পাই তা এই :—

বামনী-মাঝিড়িহা অঞ্চলে গ্রামগুলির মর্ম্মান্তিকারুণ রূপ

ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এ পর্য্যন্ত (এই শেষ বৃষ্টির সুযোগের পরও) কোন্ গ্রামে কতটুকু চাষ হয়েছে তা জানাচ্ছি :—

বৈদ্যনাথপুরে—৵ মতড়াহ—৵ মাঝিড়িহার—৵ রায়বাঁধে—।০ কয়রায়—।০ নড়রায়—।০ কণ্ডরায়—।০ নাথুবডিহে—।০ চকায়—।০ রহুল—।০ জনড়ার—।৵—অর্থাৎ অঞ্চলে ১০ চাষও হয়নি।

এস, ডি, ও না জেনে যা বলেছিলেন—

বিগত ২১।৮।৭০ তারিখে এস, ডি, ও (দেবিগ) কে বলেছিলাম যে জেলায় এখন এক বহু জায়গা রয়েছে—২য়বারে।০ আমা ধানও রোপণ করা হয়নি বা কোনো রকমে।০ ধান রোপণ করা হয়েছে। উত্তরে এস, ডি, ও, বলেছিলেন—আপনাদের খবর ঠিক নয়—শতকরা ৫০ ভাগ (৫০) ধান নর্মাল রোপণ করা হয়ে গেছে—অনেক জায়গায় ৮০ ভাগ হয়েছে। আমি বলেছিলাম অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, জেলার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা আপনারা জানেন না, বা ভৌঁকার রাখেন না। আমি ওঁকে মাঝিড়িহা অঞ্চলে যেতে অনুরোধ করি। আনন্দের কথা—উনি এই অনুরোধের ২।১ দিনের মধ্যেই মাঝিড়িহা অঞ্চল পরিদর্শনে যান।

অবস্থা দেখে এস, ডি, ওকে মত বদলাতে হোল

যদিও কারুর বলার অপেক্ষা না রেখেই ওঁরের এসব জানা উচিত ছিল এবং বি, ডি, ওদের কাছ থেকে এসব অবস্থার সমাক তথ্য পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তা যে হচ্ছে না—এই ঘটনাগুলিই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যাই হোক—আমারের অনুরোধে এস, ডি, ও, পরিদর্শনে যাওয়ায় বাধিত হয়েছি। এবং আমি এই জন্যও আনন্দিত যে, উনি ঐ অবস্থা স্বীকার ক'রে সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে মাত্র কয়েকদিন আগে চিঠি দিয়েছেন যে, ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ অমিতে ধান রোপণ সম্ভব হয়নি। সেজন্য তিনি ঐ ইঞ্জিনীয়ারকে নীচু ঐ সব অঞ্চল পরিদর্শন করতে এবং সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি করতে পারা যায়—তা দেখতে বলেছেন। অতএব অবস্থায় জেলা কর্তৃপক্ষের অনুরক্ষ এই এস, ডি, ও এ অঞ্চলটি অনুরোধ গেয়েছেন—ইঞ্জিনীয়ার সাহেব। তিনি এখনো ঐ অঞ্চল দেখতে যেতে পারেন নি।

যা সরকারের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কিন্তু যা করা হচ্ছে না

এদিকে বহু নদীকে জল বইছে—বহু বাঁধেও জল। অথচ ওদিকে অনাবৃষ্টির করাল সম্ভাপ। কিন্তু নদী বাঁধার জন্য থাকা সত্ত্বেও সেই জল দিয়ে চাষ করার উপায় নেই। কারণ জল নিচের দিক থেকে ওপরে তোলার কোনো উপায় নেই। পাম্প নেই—পাইপ নেই। একটা স্থায়ীন কেশের সরকারের হাতে প্রত্যেক জেলার অন্ততঃগুলো ক'রে খুব বড়, মাঝারি ও ছোট পাম্প নিশ্চয় থাকা দরকার। তার সঙ্গে এই জেলার মত অন্ততঃ ৫।৬ হাজার ফিট করে পাইপ। আর ঐগুলো বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাক টীম প্রভৃতি। তার সঙ্গে এক্সপ কর্মী। সব মিলিয়ে ভ্রাম্যমান সেচ বিভাগ। চাষীরা ভাড়া দেবে। সরকার সংকটে তাদের জলের জোগান দেবেন। বিভিন্ন ফসলের সময়ে ছোট ছোট চাষীরা (যারা পাম্প কিনতে পারেন না)—তাদের আলু, গম, ও শীতের অন্যান্য ফসলের বা গরমের আবাদের জন্য জল দেবে—যেখানে যা জলের আবশ্যক আছে—তার থেকে। কিন্তু স্বাধীন অভাগা ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে) এই ব্যবস্থার লেশমাত্র নেই। ব্লকে ব্লকে—কৃষি বিভাগে যা দু একটা পাম্প আছে—তাও অকেজো। এবারে এস, ডি, ও সঙ্গে এবারার্তা করতে গিয়ে তা উপলব্ধি করলাম। এবং দু সপ্তাহ হ'য়ে গেল জেলা কর্তৃপক্ষ আজও পর্য্যন্ত পাম্পের ব্যবস্থা করতে পারলেন বলে জানাতে পারেন নি!!

সেজন্য আমরা আবলম্বনের পথে চাষীকে উদ্যোগী করতে সচেষ্ট

সরকারী এই শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে আমরা চাষীদের স্বাবলম্বনের পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছি। এই লক্ষ্য নিয়ে সেদিন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। কলকাতায় গিয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডিপুটি জিরেক্টর জেনারেল মিঃ পি, কে, সেনের সঙ্গে দেখা ক'রে প্রস্তাব দিলাম যে, বিপন্ন লোক বলে পরিচিত যে সব চাষী তারা কয়েকজন ক'রে মিলিত ভাবে চাষ করার জন্য আপনাদের ব্যাঙ্কে এসে ঋণ নেবে। তাদের উন্নত চাষের ব্যবস্থা, তাদের উপযুক্ত-উৎপাদন, তাদের বাজার ব্যবস্থার বিষয়গুলি আমরা তদারক করব —এবং এই সমস্ত ছোট ছোট ইউনিট বা সেক্সগুলিকে আমরা একটি যুক্ত সূত্রে সংবদ্ধ করার ব্যবস্থা করব। অর্থনৈতিক জীবনে বিপন্ন এই জেলার বিপন্ন চাষীদের সহায়তার আশ্বাসের হাত এগিয়ে আসুন—অনুরোধ করি। তাতে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল মহোদয় আন্তরিকতা-পূর্ণ আশ্বাস প্রদান এবং প্রশংসনীয় সহযোগিতা প্রদর্শন করলেন। তিনি ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টাসমূহে আমাদের সহযোগিতার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এই সাক্ষাৎকারে স্বনামধন্যা শ্রীমতী রাণা গুপ্তাকেও যোগ দেন এবং পুরুলিয়ার আর্ত মানুষের কথায় পরিকল্পনার সুচিন্তিত পরামর্শ দান করেন। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কার্য্য ডিরেক্টর, বিজ্ঞানের অপারেটিভের ডাঃ এন, সি, ঘোষাল পুরুলিয়ার চাষীদের সহায়তার সঙ্কল্পে সাধ্যমত পরিকল্পনা বিষয়ে আন্তরিক সহায়তা দেন। এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পুরুলিয়া শাখার একেন্ট শ্রীঅনন্তদার তাঁরা আমাদের পরিকল্পনাগুলির অঙ্ক সর্বসাকোরে সহায়তা প্রদান করেন এবং কার্য্য পরিদর্শন করেছেন।

আমি কলকাতা থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি শ্রীনলিনী ঘোষ মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন—বিস্তৃত পরিকল্পনার কার্য্যকরী রূপ দিতে তা দেখতে।

ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিকে নিয়ে সফর ও পরিকল্পনা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিকে নিয়ে কয়েকটি জায়গায় আমরা যাই। ওঁকে নিয়ে বামনী মাঝিড়িহা অঞ্চলেও আমরা যাই। যে সব চাষী উদ্যোগী, শিক্ষিত—তাদের ৫।৬ জন ক'রে এক একটি ইউনিট ক'রে শাস্য শাইন প্রভৃতির জন্য কয়েকটি ঋণ করা হোল। আরো কতকগুলি ব্লকে অনুরূপ ইউনিট করার পরিকল্পনা হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাকে সংবদ্ধ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাও করা হোল। এ ছাড়া ৭।৯টি বিশেষ পরিকল্পনাও করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে যখন আলোচনা করব, তখন এ সবের বিশদ বিবরণ দিয়ে যাব। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে শিল্প উন্নয়নের সঙ্গেও কর্মহীন মানুষদের জন্য কাজ সৃষ্টির উদ্যোগে অগ্রসর হতে হবে। ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি শ্রীনলিনী ঘোষ বিশেষ আন্তরিকতা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে এই কর্ম সংগঠনে সহযোগিতা দেন।

রঘুনাথপুর সংবাদ

রঘুনাথপুরের শ্রীকানাই শাল হে জানাচ্ছেন যে—"এ বছরে ঐ সব অঞ্চলে বহু চাষীও চাষ করেনি। বাইগ অবিধ চাষ এখন দিকে হচ্ছে পারেনি। এই বুষ্টিতে লোকে যাস সাধ্যবার চেষ্টার থাকলেও মনে হয় এই বুকে অর্দ্ধেক জমি পতিত থাকবে।

এর সঙ্গে আবার অতিবৃষ্টির তাণ্ডব

গত পশ্চিম বাংলার বহন এই বছ, দিন সাত ধ'রে প্রবল বৃষ্টির জন্য দিকে দিকে বিভিন্ন সংকট দেখা দিয়েছে। আমাদের জেলাকে অনাবৃষ্টির তাড়নায় অস্থির ক'রে তোলে এই বৃষ্টির প্রবল বর্ষণকে অভিনন্দিত করেছিল, কিন্তু দিন ৭ ধরে ক্রমাগত প্রচণ্ড বর্ষার রূপ নূতন বিপদমুখর হয়ে রাখিল। শীতের ফসলের তারা যারা ফেলেছেন—তাদের বীজ নষ্ট হোল, কিন্তু তাঁরা কুথা এই বোল। এমন কি বিধি প্রকৃতির যে ফসল গাছে রয়েছে—তাও অতিবৃষ্টির জলে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির জলের তোড়ে বহু আইল ভেঙ্গেছে —তাও অতিপুরণ শীঘ্র হবারও। অতিবৃষ্টিতে ধানের বেশ ক্ষতিও হয়েছে শতা, তবে এই জাবে বেশী বিন চললে ধানের তারা বিপন্ন হবে—যোগ লাগবে। এই জেলার বিপন্ন চাষীদের জীবনে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি পর পর বিপর্যয়ের ওপর বিপর্যয় রূপী ই'য়ে চলেছে।

এত দুর্যোগ সত্ত্বেও আজ এর প্রতিকারে সংগ্রাম চাই

কিন্তু এসব দুর্যোগে হতাশ হলে চলবে না। জনগণকে এবং সরকারকে কোমর বাঁধতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে লঙ্গরখানা, বিনিময় কৃষি ঋণ, জি, আর, টি, আর প্রভৃতি বিষয়ে দৃঢ়পদে এগিয়ে আসতে হবে তার সঙ্গে জনগণের চাষী বলিষ্ঠ আত্মপ্রচেষ্টা—আত্মবল

বিবিধ সংবাদ

নক্সালী নেতা শ্রীচারু মজুমদারের উদ্বৃত্ত জমি সরকারী খাস করা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নক্সাল আন্দোলনের শুরু ও তত্ত্বাবধি শ্রীচারু মজুমদারের ৬৩২৬ একর কৃষি জমি এবং ১৭ একর অকৃষি জমি সম্প্রতি খাসে নিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের সেটেলমেন্ট অফিসার রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন যে—শ্রীমজুমদারের মোট ৮৮২৬ একর কৃষি জমির মধ্যে এখন তিনি ২৩ একরের মত জমি নিজের নামে রেখেছেন। আইনতঃ অবশ্য তিনি ২৫ একর পর্যন্ত কৃষি জমি রাখতে পারেন। বিশ্বস্ত সূত্রেই সরকারের আমলে ভরানীস্থন ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার উদ্বৃত্ত জমি খাসে নেবার যে অভিযান আরম্ভ করেছিলেন—তদনুসারে ঐ জমি খাসে নেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণনগরে দারোগা হত্যার প্রতিক্রিয়ায় অবাধ পুলিশী তাণ্ডব ও প্রতিবাদে হরতাল

গত ৩০শে আগষ্ট বৈকালে শ্রীকালিপদ দাস নামে একজন সাব-ইন্সপেক্টার অফ পুলিশ ডাকাতির তদন্ত করে ফেরার পথে শক্তি নগরের কাছে কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা ছুরিকাহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই নিয়ে কৃষ্ণনগরে এক সন্ত্রাসের মধ্যে ৩ জন পুলিশ কর্মচারী ছুরিকাহত হন।

প্রকাশ, মাব-ইন্সপেক্টারের মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও সি-আর-পির লোকেদের মধ্যে বিক্ষোভের ভাব দেখা দেয় এবং তারা পথে বেরিয়ে রাস্তায় যাকে পায় এলোপাথাড়িভাবে লাঠি পেটা শুরু করে। সি-আর-পির একটি বাহিনী বেল ষ্টেশন অঞ্চলে অবস্থান করে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং বেলকর্মী ও ট্রেনের যাত্রীদের উপরও বেপরোয়া মারপিট করে। সিনেমাগৃহ ও বহু ব্যক্তির বাড়ী পুলিশ দ্বারা আক্রান্ত হয় ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে লাঞ্ছিত হয়। ফলে ২৯ জন আহত হন এবং আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ৩২ জনকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ সমগ্র সহরে কারফিউ জারী করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সৈন্য বাহিনী তলব করলে সহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় থাকে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের শ্রমিক কর্মচারীকে ডিউটী না দিয়ে পুলিশ ব্যারাকে ও পুলিশ লাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উর্দ্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও সাংবাদিকদের তদন্তকালে অকথা পুলিশী নির্যাতনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকে মহিলাদের নির্যাতন, অলঙ্কার ও টাকা পয়সা লুটন প্রভৃতি অভিযোগও পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ নগরে হরতাল

নির্মম পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ২রা সেপ্টেম্বর "কৃষ্ণ নগর বন্ধ" পালিত হয়। এই হরতালের দিনে সমগ্র কৃষ্ণ নগরে সৈন্য বাহিনী মোতায়েন থাকে। হরতালের দিন আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার পুলিশী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

শহীদ দিবস

৩১শে আগষ্ট শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতার কয়েকটি স্থানে পুলিশের উপর সোমা নিক্ষেপ এবং পুলিশের পাল্টা গুলি বর্ষণের ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছেন। বোমার আঘাতে ১৫ জন পুলিশ ও ২ জন এন-ডি-এফ আহত হন বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান। বিভিন্ন অঞ্চলে হাঙ্গামার সূত্রে পুলিশকে প্রায় ১০০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করতে হয়।

কলিকাতার বিভিন্ন মহল্লায় ও কলিকাতার সহরতলীতে সি-পি-এম কর্মীরা সমবেত হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মহাকরণ ও রাজভবন অভিমুখে অভিযান করার চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানেই তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে থাকে ফলে মহাকরণ ও রাজভবন অবরোধের কার্যক্রম সফল হতে পারে নি। সমগ্র ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকা পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্বারা ঘিরে রাখা হয়।

পৌর এলাকায় হরতাল

সেনাবাহিনী নিয়োগ এবং শহীদ দিবস পালনে সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি—দমদম, উত্তর দমদম, খড়দহ, বরানগর, কামারহাটি, বেলঘরিয়া, শ্রীরামপুর, হুগলী, চুচুড়া ও বিষ্ণুপুরে ধর্মঘটের ডাক দেন। পরিবহন ব্যবস্থাও একরূপ অচল হয়।

সুফলা

২০:২০:০

(এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট)

জমিতে দিয়ে গোলা ভরে ফসল তুলুন



সুফলা ২০:২০:০ • পশ্চিম জার্মানির-দানা বাঁধানো এক রাসায়নিক সার, যাতে রয়েছে ২০% নাইট্রোজেন (N) আর ২০% ফসফেট (P_2O_5)। তার মানে, ১ বস্তা সুফলা ২০:২০:০-তে এমন ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা আছে যা ১ বস্তা এ্যামোনিয়াম সালফেট + ১½ বস্তা সুপার ফসফেট-এর মিলিত ফসল উৎপাদনের ক্ষমতার সমান।

সরবরাহের জন্য স্থানীয় সার বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

BASF

সিনটাক্স-BASF-ANP 20-140 BG

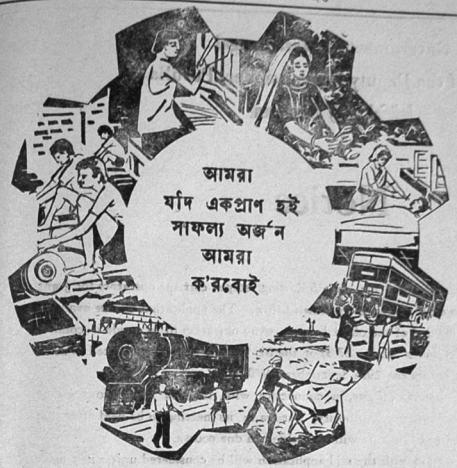

কেবল সুদীর্ঘ এবং কঠিন শ্রমের মধ্যে দিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে। বেশি সংখ্যক লোকের জন্য চাকরি এবং দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের বড় ও ছোট কলকারখানাগুলিকে বিনা বাধায় কাজ করতে দিতে হবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে। শিল্পের প্রসার এবং অর্থনীতির অগ্রগতির পথকে যে কোনভাবে বাধা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশের যুবসমাজের ক্ষতি করা, বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রগতির পথ বন্ধ করা। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল—চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব। আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসাকে সম্বল করে এবং আইন শৃঙ্খলাকে পায়ে মাড়িয়ে এই পরিবর্তন আনা যাবে না। শৃঙ্খলা, সদিচ্ছা ও শান্তিপূর্ণ পথে এই পরিবর্তন আনতে হবে। সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে সমস্ত রাজনীতিক দলের উপরে দেশের জনগণ। অফিসে খেটে খাওয়া মানুষ, সুন্দর তরুণী, সুন্দর সুন্দর শিশু, প্রাণোদ্দীপ্ত তরুণ, সংশতকর্মরা বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড-বিশেষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এরাই হচ্ছেন আমাদের জনগণ। আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই জনগণের স্বার্থকে বিপন্ন করা উচিত নয়। তাঁদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানের অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে উঠবার কাজে লাগাতে হবে। পথ বিপদসঙ্কুল; কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, এবং বাংলার অমর ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত হই তবে সফল আমরা হবই।

—ইন্দিরা গান্ধী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লোকসেবায়তন নিমডি

লোকসেবায়তন এইবার সমগ্র গ্রাম সেবার উদ্দেশ্য সইয়া গ্রামে খাদি উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি গ্রামা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিভিন্ন গ্রামা শিল্প যথা তেলঘানী, ঘুক্তি তৈরী ও তুষকারী শিল্পের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

এখানে বাছাই করা সরিষা হইতে নিজেদের তত্ত্বাবধানে তেল নিষ্কাষন করা হইতেছে। বর্তমান ভেজালের যুগে যাহারা খাঁটী সরিষার তেল ব্যবহার করিতে চাহেন তাহারা লোক সেবায়তনের প্রস্তুত এই তেল ব্যবহার করিয়া দেখিলে উহার গুণ বুঝিতে পারিবেন।

পুরুলিয়াবাসীদিগের সুবিধার জন্য আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন খাঁনীর তেল লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের ঘরে ঘরে তেল পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

যাহারা খাঁনীর তেল ব্যবহার করিতে চাহেন তাহারা মুক্তি প্রেসে নিজেদের নাম লিখাইয়া রাখিলে আমরা তাহাদের বাড়ীতে তেল পৌছাইয়া দিতে পারিব।

আশা করি পুরুলিয়াবাসী সকলে এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক দিকে খাঁনীতে তৈরী খাঁটী সরিষার তেল ব্যবহার করিয়া নিজেরা উপকৃত হইবেন অপরদিকে দেশের একটী লুপ্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করিবেন।

এই তেল প্রতি কিলো ৯৲ ছয় টাকা মূল্য হইবে।

সুবোধ রায়
সম্পাদক
লোক সেবায়তন

৩১।৮।৭০

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের বহু রকম বীজ এসেছে আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশান্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ
মানরাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলদী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা (জলদী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্বসম্মতি সোনারা (নাবি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি কার্য্যের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কম্বীরা অগ্রীম দেবার চেষ্টা করুন।

Government of West Bengal
Office of the Deputy Commissioner, Purulia
Judicial (MV) Department

Notice

Applications have been received for the following stage carriage operators for grant of diversion/extension of the existing routes as shown below. The application will be available for inspection on any working day of the office hours. Any objection to be made in connection with the said application under Section 57(3) of the M. V. Act, 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 29th September, 1970.

The application and objection, if any, in connection with the said applications will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held after that date. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy there of is furnished simultaneously to the applicant by the person making such application.

Sd. Illegible
Secretary,
Regional Transport Authority
Purulia 29.8.70

Name of the Operator	Proposed Diversion/Extension of the route
1. M/s Sakti Bus Service	Extension of the existing route Purulia to Manbazar via Kenda to ply upto Sindri Nadighat.
2. Sri P. K. Das.	Extension of the existing route Purulia to Puncha via Hura to ply upto Manbazar.
3. Mandalal Mahato	Extension of the existing route Purulia to Adra to ply upto Indrabil Railway Station.
4. Sri Bhutnath Mishra	Extension of the existing route Santaldih to Hura via Adra, Kashipur to ply upto Puncha.
5. Sri Sheo Charan Lal Lilha	Diversion of the existing route Purulia to Suisa via Balarampur, Baghmundi to ply via Balarampur, Baghmundi, Madla,
6. Sri Sheo Charan Lal Lilha	Diversion of the existing route Purulia to Suisa via Matha, Baghmundi to ply via Matha, Baghmundi, Burda.
7. M/s Mahalaxmi Transport Co, Purulia.	Diversion of the existing route Purulia to Suisa via Matha, Baghmundi to ply via Matha, Baghmundi, Burda.
8. Sri Monoranjan Mahato	Diversion of the existing route Purulia to Manbazar via Cheka, Majhihira to ply to Manbazar via Jabla, Gopalnagar from July to September each year during rainy season until the road via Majhihira is made all-weather one.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিরাজ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

দুর্নিবার জাগ্রত প্রাণবন্যার নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর '৭০
২৮শে ভাদ্র ১৩৭৭

বার্ষিক—৬৲, ষ্ডাক—৭৲
নগদ—১৫ পয়সা



শহীদ স্মরণে

অমৃতসরের বীর বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন দাস লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশন করে মৃত্যু বরণ করেন।
জন্ম—২৯শে অক্টোবর ১৯০৪
মৃত্যু—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

জেলার সামনে আজ বাঁচবার যে গুরুতর সমস্যা

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

গতবারের মুক্তিতে লিখেছিলাম—আমাদের সামনে সঙ্কটজনক খাদ্যপরিস্থিতির সমস্যা দু'টি—দুর্ভিক্ষ জনিত সমস্যা এবং অনাবৃষ্টি জনিত সমস্যা। যখন ঐ লেখা লিখতে আরম্ভ করি তখন জানতাম না যে ঐ সময়েই সৃষ্টি হচ্ছে আর এক গুরুতর সমস্যা—তা অতিবৃষ্টি জনিত সমস্যা। ঐ মুক্তিতেই শেষ সংবাদ হিসাবে লিখেছিলাম "অতি বৃষ্টির ফলে হঠাৎ চাষিদিকে এক অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে" বলে খবর আসছে। এখন নানা দিকের সংবাদে জানা গেল যে অতিবৃষ্টি-জনিত সমস্যাও আজ এই জেলার জীবনে এক কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে।

রেডিওর সংবাদ আদৌ সত্য ছিল না

অল ইণ্ডিয়া রেডিও (ভারতীয় আকাশ বাণী) সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন যে, অতিবৃষ্টিতে সারা বাংলা বিপন্ন তবে পুরুলিয়া জেলা এর তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ সংবাদ মোটেই সত্য নয়। এই জেলায় বান আসেনি সত্য; কিন্তু ক্রমাগত ৭ দিন ধরে অতি বৃষ্টির জন্য সারা জেলার অগণিত চাষীর জমির আইল ভেঙ্গে জমি নষ্ট হয়েছে, ধানের আবাদ নষ্ট করেছে, সরিষেরও ক্ষতি সাধন করেছে। এই অতি বৃষ্টিতে এই জেলার অগণিত মানুষের ঘর বোর দেওয়ালি প্রভৃতি ভেঙ্গে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে শুধু মাটির ঘর মাটির দেওয়াল নয়—পাকা ইটের দেওয়াল, পাঁচিল প্রভৃতিও বহু পড়ে গেছে। রবি শস্যের অভাবিত ক্ষতি হয়েছে। এই দরিদ্র জেলার জীবনে এই বিধ্বংসী কাণ্ড যে কী কঠিন সমস্যা তা দেশবাসীই জানেন।

সুতরাং আমাদের সামনে আজ

১) **দারুণ দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা**
২) **অনাবৃষ্টিজনিত নিদারুণ পরিস্থিতি**
৩) **অতি বৃষ্টি-জনিত মারাত্মক ব্যাপার**

একজন আমাকে বলেছিলেন যে, জনৈক উকিল বাবু বলছিলেন—অন্নদাবাবু মুক্তিতে সত্য কথা লেখেন নি—যখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তখন তিনি অনাবৃষ্টির দোহাই দিয়ে জেলার কষ্টের কথা জানাচ্ছেন। ঐ উকিল বাবুর মত দু'চার জন ব্যক্তি ঐ কথা ভাবতে পারেন। মনে হয়—তাঁরা এমন ব্যক্তি যাঁরা কৃষি জীবনের অবস্থা জানেন না। দুদীর্ঘকাল ধ'রে অনাবৃষ্টি চলার ফলে যখন চারা বুড়িয়ে গেছে—যখন মরুভূমী সূর্য্যোপ শেষ হতে বসেছে তখন অতিবৃষ্টি হলেও, এবং সেই বৃষ্টিতে কিছু কিছু চাষ সম্ভব হলেও, তা' যে আশাজনক তেমন কিছু নয়—তা' তাঁদের জানা নেই। এই রকম চাষ স্বাভাবিক সুযোগের শতকরা ১ ভাগ মাত্র। তাও যদি অনেক পরে পর্য্যন্ত ঠিক মতো জল হয়। সুতরাং আজ অতিবৃষ্টি হলেও অনাবৃষ্টি জনিত সমস্যা এই জেলায় কম নয়।

অতিবৃষ্টির সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গার সংবাদ

রঘুনাথপুর থানায় পাঁচেত ভ্যালের ধারে ও নানাস্থানে অতি-বৃষ্টি ফলে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।

জয়পুর থানা থেকে শ্রীরামপদ হাজরা জানাচ্ছেন যে, তাঁদের থানায় অতি বৃষ্টির জন্য অগণিত মাটির বাড়ী, দেওয়াল ধ্বসে বহু লোক গৃহহারা অবস্থায় কাটাচ্ছেন। রবি শস্য ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে। বন্যায় গৃহহারা মানুষকে যেমন সাহায্য দেওয়া হয়—সে রকম এদেরও জন্য খাদ্য, বস্ত্র, সাময়িক থাকবার ত্রিপল, গৃহ নির্মাণ সাহায্য এবং শিশুদের জন্য দুধ ও ঔষধ অবিলম্বে দেওয়া প্রয়োজন।

জামতোড়িয়া থানা থেকে সংঘের বিশিষ্ট কর্মীদ্বয় নিত্যেশচন্দ্র মাহাত ও প্রীরদরাম মাহাত জানাচ্ছেন যে, এই অতি বৃষ্টির ফলে নীচের আবাদে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন—তাঁদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। জমির আইল ও দেওয়াল প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ভেঙ্গেছে। তাঁরা আরো জানিয়েছেন যে, **অনাবৃষ্টির** ফলে ওঁদের থানায় চাষের যে পরিস্থিতি তা এই—

আঁকরো অঞ্চলে যে সব গ্রামের জমি পতিত ছিল তা এই—আমড়া ৷৵ খয়ের বনী ৷৵, আঁকরো ৷৵ বড় করম ৷৵০।

বুড়িবাঁধ অঞ্চলে পতিত ছিল—দাড়িকাডোবা ৷৵ কেন্দাডোড়, ভোরবাড়ী, সনকুড়া, বেলসড়িয়া সর্ব্বত্র ।০। **জামতোড়িয়া অঞ্চলে** জামতোড়িয়া বাহিরি, মুহুলপুর সর্ব্বত্র ৷৵। অতি বৃষ্টির সময়ে পতিত জমিতে যে চাষের চেষ্টা হয়েছে—তার অবস্থা কী তা জেলাবাসী ভালভাবেই জানেন।

সরকারকে অবিলম্বে এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে হবে

এই বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জ্জরিত জেলাবাসী আজ মর্ম্মান্তিকভাবে আর্ত্তনাদ করছে। এই আর্ত্ত মানবতার অবশ্যম্ভাবী ডাক আজ সরকারের উপলব্ধি করা দরকার এবং অবিলম্বে ত্রাণ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া দরকার।

— •—

প্রলয়ঙ্কর বন্যা

গত ৩০শে আগষ্ট থেকেই খাপরে পশ্চিমবাঙ্গায় অবিরাম ও অস্বাভাবিক বর্ষণ হতে থাকে। প্রকাশ যে গত প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে এরকম অস্বাভাবিক বর্ষণের ব্যাপার খুব কমই হয়েছে।

সরকারী সূত্রে জানা যায় পঃ বাংলায় ছয়টি জেলা এই বন্যার কবলে পড়ে নিদারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়েছে। হুগলী জেলার আবাসবাগের অবস্থা এরই মধ্যে অতি শোচনীয়। উঁচু বাড়ীগুলি জলবেষ্টিত দ্বীপের মতো হয়ে আছে আর সব জলের তলায়। বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সংক্ষেপে এই বন্যা-বিপর্য্যয়ের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। আজ লক্ষ লক্ষ লোক আশ্রয়হারা ভবিষ্যৎ আশ্রয়েরও কোন ভরসা তারা দেখতে পাচ্ছেন। যাঁরা প্রাণ নিয়ে বেঁচে গেছে—তাদের সর্ব্বস্ব জলের প্লাবনে হয় ভেসে গেছে—নয় নষ্ট হয়ে গেছে। শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও নারীদের দুর্গতি ও আশ্রয়হীন অবস্থা কল্পনারও অতীত।

এই বন্যার কারণ কিন্তু একমাত্র অতিবর্ষণই নয়। শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদরের যে সমস্ত জলাধার বাঁধ করা

হয়েছে যার ব্যবস্থার জন্য দামোদর ভ্যালি করপোরেশন অর্থাৎ ডি, ভি, সি বলে খ্যাত সংগঠন রয়েছে—সেই ডি, ভি, সি অধিকাংশতঃ দায়ী।

ডি, ভি, সির পাঁচতে ও মাইথন ড্যামে জল এক বেশী জমে আছে যে তা বের করে না দিলে ঐ ড্যামের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ডি, ভি, সির কর্তৃপক্ষ দামোদরে ঐ সব জলাধার থেকে লক্ষলক্ষ কিউসেক জল হঠাৎ ছেড়ে দেওয়াতে অতিবৃষ্টির জলস্রোতের সঙ্গে এই পর্বত প্রমাণ জলের স্রোত মিশে প্রলয় তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলল। ফলে হাওড়া ও হুগলী জেলার বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। মহা অতিবৃষ্টিতেও যেসব গ্রামের কাছেও কোনদিন বন্যা আসার সম্ভাবনা নেই, ছিল না, সেখানেও গ্রামগুলি জলের তলায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। ডি ভি সির এই জলাধার এমন অদ্ভুতভাবে ব্যবস্থিত যে—খরার সময় এরা প্রয়োজনীয় জল দিতে পারেনা—কিন্তু বর্ষার সময় এরা প্লাবন সৃষ্টি করে—যদিও এগুলি বন্যা নিরোধের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। এই বন্যার ফলে হুগলি হাওড়ার আতামবাগ থেকে বাগনান আমতার অনেক গ্রাম ১৫ ফুট পর্য্যন্ত জলের তলায় ডুবে গেছে। প্রকৃতির সৃষ্টি বিপর্য্যয়কে মানুষ তার অবিবেচনা সৃষ্ট বিপর্যয়ের দ্বারা এক অপ্রতিরোধ্য বিপর্য্যয়ে পরিণত করেছে। বাংলাকে রক্ষার জন্য যে বাঁধের পরিকল্পনা হয়েছিল—হতভাগ্য বাংলা সেই বাঁধের জলেই ডুবে গেছে এই বিপর্য্যয় কিন্তু সাময়িক নয়।

সরকার নিশ্চয়ই সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। ত্রাণ কার্য্য আরম্ভ হয়েছে, ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে—হেলিকপ্টারে দুর্গতদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীও এই দুর্গতিতে সাহায্যের জন্য নেমে পড়েছে—ঠিকই। যুদ্ধকালীন অবস্থার মত এই—অবস্থাকে গণ্য করে সাহায্যের চেষ্টা হচ্ছে—কিন্তু সরকারী সাহায্যের রূপ আমরা জানি। সামগ্রীর বা অর্থের অভাব হয়তো নাও হতে পারে, ব্যবস্থার অব্যবস্থাই সরকারী আর্ত্তত্রাণের কাজে সব চেয়ে বেশী অমার্জ্জনীয় ত্রুটি।

বেসরকারী ক্ষেত্রে পূর্বে দেখেছি রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি এই রকম অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক দিন আর্তদের তারা ভরসার স্থল ছিল। আজ আর তা নেই। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তার সীমিত শক্তি নিয়ে করে— কিন্তু এই সমুদ্রে তাদের আপ্রাণ চেষ্টা কতটুকু ভরসা দিতে পারবে?

বে-সরকারী পর্য্যায়ে রইল রাজনৈতিক দলগুলি। দুঃখের সঙ্গে এটা বলতে হয় যে বহু ক্ষেত্রে বহু রাজনৈতিক দল যারা তাদের রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে এই অরাজনৈতিক রিলিফের কাজেও নেমে যান তারাও ঠিক নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন না। ফলে নানা প্রকার অভিযোগের সুযোগ তারা করেছেন— এই ব্যাপারেও অভিযোগ হচ্ছে।

দুর্গতি এখন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। বন্যার ফলে দুর্গত হাজার হাজার পরিবারকে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থাতো করতেই হবে তা ছাড়া এখনই রোগ, মারী, এবং অন্যান্য যে সব অবস্থা আনুষঙ্গিক তার প্রতিষেধ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা জাতীয় বিপর্য্যয় বলে গণ্য করে জাতিকে তার সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়ে সক্রিয় হতে হবে— তা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এই অতিবৃষ্টির ফলে কলিকাতা মহানগরীর— জনজীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ মহানগরীর ও তার আশ পাশের লক্ষ লক্ষ নর নারী দুর্গতির মধ্যে পড়ে। এর দ্বারাই পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা খানিকটা অনুমান করা যায়।

সম্প্রতি আবার সংবাদ পাওয়া গেল যে গাঙ্গেয় বাংলায় প্রবল বর্ষণ থেমেছে কিন্তু গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে উত্তর বঙ্গে আবার প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হয়েছে। বন্যার বিপদের আশু সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃতি নির্মম—কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের শৈথিল্য, তার নির্মমতা কে যে কি পরিমাণে বিধ্বংসী বিপর্য্যয়ে পরিণত করে—বাংলার বন্যা ও প্লাবন তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

বি, দাসগুপ্ত

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব
এক কোটি লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত

মানুষের সৃষ্ট বন্যায় মানুষ বিপন্ন

গত ৩০শে আগষ্ট থেকে সপ্তাহাধিক কালব্যাপী অবিরাম প্রবল বর্ষণের ফলে কংসাবতী, ভনমারাবন, দামোদর, অজয় ও ময়ূরাক্ষী—পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান নদনদীগুলিতে ভ্রান্ত জলনীতি ও প্রবল বন্যার ফলে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম জেলাগুলি এবং তৎসংলগ্ন কলিকাতা ও হুগলি নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়, হাজার হাজার ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ হয়—আর লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন, আশ্রয়হীন, ও ছন্নছাড়া বিপন্নপ্রায় হয়। এই প্রবল বর্ষণের সঙ্গে দামোদর ড্যামী কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ দামোদরের জলাধার থেকে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে বন্যার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় এবং আর্ত্ত ও দুর্গত জনসাধারণের বিপন্ন চরমে উঠে। বহু ব্যক্তি ও গবাদি পশু এই বন্যার ফলে প্রাণ হারায়। এ পর্য্যন্ত ৫৩ জনের প্রাণহানীর সংবাদ পাওয়া গেছে।

হুগলী জেলার আরামবাগ সাব-ডিভিসনের আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল প্রভৃতি অঞ্চল এবং মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও চাঁদড়া জেলার আমতা ও উদয়নারায়ণপুরের বন্যার পরিস্থিতি সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। এই সকল জলবেষ্টিত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও ত্রাণ-সাহায্যাদি পৌঁছানো বিশেষ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। বন্যাক্লিষ্ট বিপন্ন ব্যক্তিদের নৌকা, ষ্টীমার, হেলিকপ্টার প্রভৃতি সম্ভাব্য বিভিন্ন যানের সাহায্যে আহার্য্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র প্রভৃতি উপকরণ পৌঁছে দেবার চেষ্টা চলছে। এই ত্রাণকার্য্যে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীকেও কাজে লাগানো হয়েছে।

কলিকাতা

সমগ্র কলিকাতা সহরও জলে থৈ থৈ করছে এবং বস্তী অঞ্চলের তিন সপ্তমাধিক নরনারীকে প্লাবিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্কুল কলেজ গৃহে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মাসের প্রথম ভাগে প্রবল বর্ষণের সময় চারিদিনে কলিকাতা সহরের ৯৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। গত ৭০ বৎসরের মধ্যে এমন প্রবল বর্ষণ আর কখনও হয়নি। ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় চারিদিনে ২৯ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এই অভাবিত বর্ষণ ও প্লাবনের ফলে মহানগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই বন্যরের বন্যায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটী নরনারী নিরাশ্রয়ভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২৪ পরগণার হাড়োয়া, মিনাখা, সন্দেশখালি, পাথর প্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলগুলি বন্যার ফলে বিশেষ বিপন্ন এবং এই অঞ্চল সমূহের বাঁধগুলি সব ভেঙ্গে গিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তুলেছে।

বীরভূম জেলার প্রায় সকাল হাজার একর জমি এখন জলপ্লাবিত। লাভপুর অঞ্চল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। বেড় শত বর্গমাইল প্লাবিত এবং ৩৫ হাজার লোক বিপন্ন।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ৫ লক্ষ, উত্তর মেদিনীপুর মহকুমার ডেবরায় ২ লক্ষ ও তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া ও পাথরপ্রতিমা অঞ্চলের ৩ লক্ষ মোট ১০ লক্ষ বিপন্ন মানুষ এখন জলমগ্ন হয়ে আছেন। ঘাটাল মহকুমা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক শত দাঁড়ায়ে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২৮শে ভাদ্র, সোমবার

জাতির কলঙ্ক

ইংরেজ ভারতবর্ষে তার যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল সাম্রাজ্য রক্ষা করে শাসন চালিয়ে যাচ্ছিল তা—বহু ভারতবাসীরই স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় এবং বহু বহু ভারতবাসীর সাহায্যে ও সহযোগীতায়। সমস্ত ভারতবর্ষময় ইংরেজ শাসন পাকাপাকি হবার আগে এবং শেষ মোগলসম্রাট আওরাঙ্গজেবের পরে সমগ্র ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্তভাবে, ছোট বড় রাজ্যের ক্ষেত্রে, রাজা মহারাজা নবাবদের রাজতান্ত্রিক ও নবাবতান্ত্রিক শাসন রাজা ও নবাবদের ইচ্ছামতো চলত।

ইংরেজ ভারতবর্ষে তার রাজত্ব কায়েম করে সম্রাট বনে গিয়েছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব পাকাপাকিভাবে স্থাপন করতে গিয়ে সে সময়কার রাজা ও নবাবদের কাজ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে যে বাধা পায়নি তা নয়—ছুচার ক্ষেত্রে লড়াইও করতে হয়েছিল। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সব রাজা, নবাবেরা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে। ইংরেজ তাদের সঙ্গে ঠিক সন্ধি করে না—একটা রফা করে। তারা ইংরেজকে কর দিয়ে তার অধীনে নিজেদের রাজ্য শাসনের অধিকার বজায় রাখে। ইংরেজের একজন ইংরেজ এজেন্ট এই সব রাজা নবাবদের রাজত্বে বহাল থাকতো আর কাজ ছিল রাজা বা নবাবের রাজত্বে কোন ইংরাজ বিরোধী কাজ না হয়, এদের ইংরেজভক্তির যেন কোথাও ত্রুটি না থাকে—এসব দেখা। মোদ্দাকথায় ইংরেজ তার এজেন্ট দিয়ে এই সব রাজা নবাবদের শাসনে নিয়ন্ত্রণে রাখতো। আর এরা ইংরেজের বশম্বদ গোলামরূপে নিজেদের রাজ্য শাসন করতেন। এই সমস্ত গোলাম-শাসকদের নেটিভ প্রিন্স, নেটিভ কি বলা হত। এদের রাজত্বকে নেটিভ ষ্টেটস বা দেশীয় রাজ্য বলা হত। কর দিতে বলে বলা হত করদরাজ্য বা করদ রাজ্য।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ দুই পর্য্যায়ের রাজত্বে বিভক্ত ছিল। এক ছিল ইংরেজের সরাসরি শাসনাধীনে ভারতবর্ষ—আর এক ছিল দেশীয় রাজ্য অর্থাৎ করদ রাজ্য, নবাবদের শাসিত ভারতবর্ষ।

ইংরেজের রাজত্ব কায়েম রাখতে এই সমস্ত দেশীয় রাজা, নবাবেরা ধনে জনে ইংরেজের সব চেয়ে বড় সহায়ক ছিল।

প্রজাদের সম্বন্ধে এদের কোন দায়িত্বের বালাই ছিল না। প্রচুর ঐশ্বর্য্য এরা আহরণ করতো আর চূড়ান্ত ভোগ বিলাসের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতো। বিলেতে, বিলেতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ডিনিমিনি খেলা এদের খেলা ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের সঙ্গে ধনের বৈভবে পাল্লা দিত। দেশীয় রাজ্যে কোন আইন কানুন ছিলনা বললেই হয়; প্রজারা ছিল অসহায় পীড়িত, নিষ্পেষিত দলিত ও মথিত। ভারতবর্ষের এই সামন্তযুগীয় অপজ্ঞতাধারা ইংরেজ বর্বরতার পরশেতন করে ভারতের জনজীবনের ক্ষেত্রে সমপ্রভাবে ভারতবর্ষের এক নতুন শত্রুর মতো কাজ করেছে। এদের কার পূর্বপুরুষ কবে কি করেছিলেন—তার দ্বারা এদের বিচার করা চলেনা। ইংরেজ আমলের পরিপ্রেক্ষিতে এদের বিচার করতে হলে এদের সাম্রাজ্যের মূলত ইংরেজের নির্লজ্জ পদলেহনকেই বিচার করতে হয়। এদের সম্বন্ধেই বাংলার স্বদেশীমন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা গোবিন্দদাস একদিন এই বলে গেয়েছিলেন—

"করদ মিত্র নবাব রাজা
সবাই দেখি লক্ষ সাজা
একটাও নয় মানুষ তাজা
অজার মাথা বয়।
ওগুলা সব মানুষ হলে,
কোন্ দিকে কে যেত চলে,
চেনিস পেনিস টেনিস খেলে
ভারতভূমি লয়?
মক্ষদেশের গরুকাটা
ভারত করে জয়?"

ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময় এই অজা-মুণ্ড-বাহী দেশীয় নৃপতিরা সবচেয়ে বেশী মুস্কিলে পড়ল বলে—এরা নিজেরা মনে করল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এরাই সব থেকে বেশী বিপদজনক বলে মনে করেছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এদের সম্মিলিত বহু বহু প্রস্তাব ও অভিমত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে ভারতে বহাল রাখবার জন্য দিনের পর দিন বিঘোষিত হচ্ছে। জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করতে ইংরেজ এদের এগিয়ে দিয়েছে। নিজেদের নির্বিবাদ শোষণ ও ভোগ-বিলাস বজায় রাখার জন্য এই অমানুষগুলির কাছে ভারতের পরাধীনতাই একমাত্র কাম্য ছিল। এদের রক্ষক ছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ, আর ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক ছিল—এরা।

ভারতবর্ষ যদি রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা কায়েম করত তবে এদের বহু বহু তৎসম সমধর্মীর সঙ্গে এদেরও ছিন্নমুণ্ড নিয়ে নিগৃহীত গণনায়কগণ গেণ্ডুয়া খেলতো। কিন্তু তা হয় নাই। এদের যথাপূর্ব অস্তিত্বকে কায়েম ও সুরক্ষিত রেখে এবং স্বাধীন ভারতের গবর্মেণ্টের পক্ষে আরও জটিল করে, ইংরাজের পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতার আইন পাশ হল। স্বাধীন ভারত গবর্মেণ্টের অন্যতম প্রধান কর্ণধার সর্দ্দার প্যাটেলকে বাধ্য হয়েই এদের সঙ্গে একটা রফায় আসতে হল। সেই রফায় এদের রাজত্ব থাকবেনা তবে রাজা ও দেশীয় নৃপতি হিসাবে এদের স্বীকৃতি ও কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী এরা থাকবে। সংখ্যায় এরা কমবেশী ২৭৮ জন হবে। কিন্তু এদের কোন কোন জনের বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ২৬ লক্ষ টাকাও ছিল। এ পর্য্যন্ত এই কতিপয় ব্যক্তি রাজন্য ভাতা হিসাবে কমবেশী প্রায় ১০০ কোটি টাকারও বেশী পেয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষের বুভুক্ষু অননন্তকোটি জনসাধারণের দেয় রাজস্বই এদের এই নিশ্চিন্ত রাজভোগ জুগিয়ে এসেছে। এদের দাবী ও অধিকার কি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে? ইংরেজের প্রভুভক্ত সাংসদ হিসাবেই স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংবিধানে এদের এই দাবী স্বীকৃত ও বিধিসঙ্গত করে তাকে সংবিধানের আইনের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে যে লক্ষ্য ও আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতীয় জনগণের জন্য যে সমান ব্যবস্থা ও মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে—তার একই সঙ্গে তথাকথিত রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে একরূপ একটা রাজকীয় ব্যবস্থা ভারতের গণতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে চলেছে। একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এটা একটা লজ্জাজনক অপমানকর পরিস্থিতি। ইংরেজ শাসক একদিন যে সব অজার-মাথা-হওয়া বিভীষণদের রাজা ও নবাবের পোষাক পরিয়ে ইংরেজ পলিটিকেল এজেন্টদের বুটের ঠোকরে তাদের করজোড়কারক করে রেখেছিল—আমরা স্বাধীন হয়ে সেই সব ইংরেজ-বাক্-সেবী বিভীষণদের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মর্য্যাদা দিয়ে গণতন্ত্র করছি। এটা হওয়াই

উচিত ছিল —হলেও খুবই শীঘ্র তার অবসান হওয়া উচিত ছিল —কিন্তু এতদিন তা হয় নাই।

এতদিন পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই কলঙ্কের অবসান কল্পে পদক্ষেপ করেছেন। রাজন্যদের ভাতা বিলোপ করতে হলে সাধারণ আইনে হবেনা যেহেতু ব্যবস্থাটা সাংবিধানের। সেই জন্য সংবিধান সংশোধন করার দরকার। সংবিধান সংশোধন করতে হলে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোট পক্ষে পাওয়া দরকার।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে লোকসভায় রাজন্যদের এই ভাতা বিলোপ করার জন্য একটি বিল পেশ করেন। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে লোকসভায় এর বিবেচনা হয়। বিবেচনার জন্যও ভোট নেওয়া হয়। লোকসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ৫২০, তার মধ্যে উপস্থিত ৪৭১ জনের মধ্যে পক্ষে ৩২৩ ও বিপক্ষে ১৪৬ ভোটে এটা বিধিমত অনুমোদিত হয়। বহু তর্ক বিতর্ক বাদানুবাদ ও আলোচনার পরে এটি পাশ করার জন্য চূড়ান্ত ভোট নিলে দেখা যায় তখন ৪৯৩ জন উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ৩৩৯ জনই পক্ষে এবং ১৪৪ জন বিপক্ষে ভোট দেন। দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী ভোট পেয়ে এই বিলটি লোক সভায় পাশ হয়ে যায়। ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে এই আইন কার্য্যকরী হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু রাজ্য সভায় আবার দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ না হলে এটা পাকাপাকি আইন হবে না। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যসভায় লোক সভায়-পাশ-করা রাজন্য ভাতা বিল পেশ করা হল। রাজ্য সভায় মোট সদস্য ২৪০ জন। তার মধ্যে উপস্থিত ২২৪ জনের মধ্যে পক্ষে ১৪৯ বিপক্ষে ৭৫ ভোট পড়ল। পক্ষে দরকার ছিল ১৫০। একটি ভোটের জন্য রাজ্য সভার বিলটি পাশ হলনা।

প্রকাশ যে ১৫ জন রাজ্য সভার সদস্য উপস্থিত হতে পারেননি। বিমান কর্মীরা প্রায়-কাজ-বন্ধ করে বসে আছেন। ফলে বাংলার দুজন সদস্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিমানে দেরীতে পৌঁছেন। তাদের আর ভোট দেওয়া হলনা।

রাজ্য সভায় এই আইন পাশ না হলেও সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে ভারত সরকার এক নির্দ্দেশ জারী করে প্রাক্তন নৃপতিদের স্বীকৃতিই বাতিল করেছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্য সভায় অর্থ মন্ত্রী শ্রীচ্যবন এই ঘোষণা করেন। ফলে সরকারী কলমের এক আঁচড়েই সর্বমোট ২৭৮ জন রাজা ও রাণী, মহারাজা ও মহারানী, নবাব ও বেগম এবং রাজ-মাতার রাজকীয় মর্য্যাদা ও রাজন্য ভাতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এরা তাদের খেতাব-সহ সমস্ত বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা হারালেন। এখন রাজা প্রজা সব সমান হয়ে গেল।

আমরা এই পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। লোক সভায় ও রাজ্য সভায় যারা এই বিলের বিরোধিতা করেন ও বিরুদ্ধে ভোট দেন তারা হচ্ছেন জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও নিজলিঙ্গাপ্পা অর্থাৎ সিণ্ডিকেটি কংগ্রেস মিলিতভাবে। সিণ্ডিকেটি শ্রীমোরারজী দেশাই এই বিরোধিতার অভিযান পরিচালনা করেন।

স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের নীতি ও গতি দেশবাসীর সুপরিচিত। কায়েমী স্বার্থ ব্যবস্থা, শোষণ ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা ও কার্য্য ধারার প্রতিভূস্বরূপে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এরা সক্রিয়। রাজন্য ভাতা বিলোপ বিলের এরা বিরোধিতা করবেন—এটা ওদের স্বধর্ম, জানা কথা। কিন্তু সিণ্ডিকেটী কংগ্রেসীদের কি জবাবদিহী আছে? রাজ্যসভায় এই বিলের পরাজয় বার্তা শুনে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা নাকি আনন্দে হেসেছিলেন। এটা শয়তানের হাসি। ভারতের জনক্ষেত্রে গঠায়, কংগ্রেসের দুর্গন্ধযুক্ত বিষ্ঠত ও গলিত অঙ্গ হিসাবে এই সিণ্ডিকেটি রাজনৈতিক গোষ্টিটি ঘৃণ্য এবং পরিত্যাজ্য হয়ে আছে। জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের মতো দলগুলির করস্বরূপ হওয়া ছাড়া এদের কোন গত্যন্তর নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সামগ্রিক বিরোধিতা করাই এদের এখন একমাত্র রাজনীতি। যত ভাল ব্যবস্থাই হোক যেহেতু ইন্দিরা গান্ধী সেহেতু তার বিরোধিতা করতেই হবে। কারণ এই মহিলাটি সিণ্ডিকেটি কংগ্রেসের শুম্ভ, নিশুম্ভ, ভস্মলোচন, ও রক্তবীজদের যেভাবেই হোক অস্তিত্ব বিপন্ন করে ছেড়েছেন। এদের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজ্য সভায় এক ভোটে রাজন্য ভাতা বিলের পরাজয়ে এরা যা চেয়েছিলেন তা হতে পারলোনা। কারণ সংবিধানের ব্যবস্থাতেই এই তথাকথিত পরাজয় রাজন্য-বর্গের সামগ্রিক বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সিণ্ডিকেটি কংগ্রেসীদের গলিত অস্তিত্বকে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করল।

লোক সভাই ভারতের জনমতের বহুলাংশে প্রতিভূ—রাজ্য সভা নয়। এই ক্ষেত্রে জনমত যা কিছু প্রতিফলিত হয়েছে তা লোক সভাতেই হয়েছে। একটা আইনগত রবার ষ্ট্যাম্প দেওয়া ছাড়া রাজ্যসভার আর কোন মূলাই নাই। তারপরে এই সমস্ত সংসদের বাইরে যে বিরাট ভারতবর্ষে বিরাট জনগণ রয়েছে তাদের জাগ্রত জনমত এই রাজন্যবর্গের সামগ্রিক বিলুপ্তির প্রচেষ্টাকে সাগ্রহে সমর্থন করছে।

আজ রাজন্য ভাতা বিলোপের বিরোধিতা দ্বারা ভারতের জনজীবনে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক জীবনে একটা অত্যন্ত কলঙ্ক-জনক অধ্যায়ের বিলুপ্তির প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এটা জনদ্রোহতা ও জনদ্রোহীতা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব গোষ্টিগুলির কি সংসদের মধ্যে সদস্যরূপে, কি সংসদের বাইরে রাজনৈতিক ফড়ঙ্গ রূপে— স্থান হচ্ছে— ইতিহাসের ভাগাড়ে।

ইতিহাসের শিক্ষা ও নির্দ্দেশ হচ্ছে এই।

বি, দাসগুপ্ত

—০—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া সহরে দুর্গত রাস্তা

নয়াদিল্লী থেকে ২৯শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে রাস্তা তৈরীর জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছিলেন—সেই টাকা থেকে শুধু জাতীয় সড়ক খাতেই ৮৯৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ১৯৬৯-৭০ সালে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগেই ফেরত দেওয়া হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রচুর পরিমাণ অর্থসহ অর্থ ফেরত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার বিস্মিত বোধ করছেন এবং রাস্তা নির্মাণ কার্যকে অগ্রাধিকার দেবার চেষ্টা ব্যাহত হয়েছে।

পুরুলিয়া সহরের মধ্য দিয়া প্রধান প্রধান যে রাস্তাগুলি গেছে অর্থাৎ কুমি নিবারণ চন্দ্র রোড, রেঁশন-হাটতলা পর্যন্ত দেন রোড, কেতিয়া রোড, পুরাতন মানবাজার রোড এ সমস্তই জেলা পরিষদের আওতায়। জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা এখন যে কর্ণধারদের মানিক বেন্দ্যোপাধ্যায় একটা সমস্যা।

দুঃখকষ্টের আমলে পঞ্চায়েৎ দপ্তর থেকে পূর্ত বিভাগকে এই রাস্তাগুলি নেবার জন্য বহু অনুরোধ এবং চেষ্টা করা হয়েছিল—কিন্তু পূর্ত বিভাগ অর্থাভাবের অজুহাতে এগুলি নেয় নি। পুরুলিয়ার মিউনিসি-প্যালিটিও এই রাস্তাগুলির ভার নেওয়া তাদের আর্থিক দুরবস্থার দরুণ বাইরে। এ সত্ত্বেও জেলা পরিষদ কয়েকটি রাস্তার মেরামত কাজ সুরু করার চেষ্টা করে টেণ্ডার ডেকে, টিকাদার ঠিক করে, পাথর জমা করেও অর্থাভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। পুরুলিয়া সহরের জনসাধারণের এই দুর্গত রাস্তাগুলির জন্য দুর্গতির আর সীমা নাই।

অথচ রাস্তার জন্য বরাদ্দ প্রায় সাড়ে আটশ কোটি টাকা কেবল কাজ না করার জন্য ফেরত গেছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ একটা অমার্জ্জনীয় দরকারী অপরাধ। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করার কোন ভাষা নেই। তবে ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বছর পর্য্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছিল এবং কাজ না করার জন্য অব্যবহৃত কত টাকা ফেরত গেছে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে সে সম্বন্ধে একটি সঠিক সরকারী বিবৃতি প্রকাশ হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে বলে—আমরা মনে করি।

—০—০—

বিহারে খরা

সংবাদে প্রকাশ যে গত ৩০শে আগষ্ট জামসেদপুরে বিহারের সেচ মন্ত্রী বলেন যে বিহারে শতকরা ৩০ ভাগ জমি খরার কবলে পড়েছে। তিনি আশঙ্কা করেন যে এর ফলে বিহারে মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ ধান উৎপাদন হবে।

সেচ মন্ত্রী খরায় কবলিত যে জেলা ও অঞ্চলগুলির নাম করেছেন—তার মধ্যে সিংভূম জিলার বিশেষ করে চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা থানার নাম করেন নি। অথচ এ বিষয়ে ঐ অঞ্চলের লোকেরা ও লোক সেবক সঙ্ঘ বিহার সরকার থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রীয় সরকার পর্য্যন্ত তাদের দুরবস্থার কথা মন্ত্রী পর্য্যায়ে দেখা করে, আবেদন করে জানিয়েছে। এই ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীকেও ঐ অঞ্চলে যাবার কথা ছিল। অবশ্য ইচাগড় প্রভৃতি ভায়গায় অত্যন্ত গুরুতর।

সম্প্রতি লোকসভার বিহারের অনেক সদস্য এই অভিযোগ করেন যে—বিলিফ এবং সাহায্য দান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিহার সম্বন্ধে ইচ্ছা করে পক্ষপাতিত্ব করেছেন। অথচ এদিকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ইচাগড় এলাকায় দুরবস্থার সম্বন্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিছু করেন নি। তার ফলে সেই অঞ্চলে বহু লোক মারা গেছে এবং মারা যাবার দাখিল হয়ে আছে। এ একটা পক্ষপাতিত্বের অমার্জ্জনীয়। এরা কোন্ মুখে আবার অন্যের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেন! তবে এটাই এখন চলতি ব্যাপার।

—০—০—

খাদ্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষস্থান

গত ৩০শে আগষ্ট নয়াদিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ভারতবর্ষে এ বছর ১৯৬৯-৭০ সনে খাদ্য উৎপাদনের যে হিসাব প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে—ধানের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসে আছে অর্থাৎ এ বছরে ৩৫৫০০০০ টন ধান উৎপন্ন হয়েছে—এবং গত বছরের তুলনায় এক লক্ষ টন বেশী।

আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবছি এত বেশী উৎপাদিত ধান গেল কোথায়? আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই রেকর্ড উৎপাদনের দ্বারা কোন সুবিধাই লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে না। হিসাবটা যেভাবেই করা হোক না কেন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এ বিষয়ে শুদ্ধ পরিসংখ্যান নেবার মতো কোন সরকারী সংগঠন নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগের পরিসংখ্যানের সঙ্গে কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান মেলে না। এ নিয়ে অনেক বিবাদ আছে। অথচ এই পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য নীতি এবং পশ্চিম-বঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যশস্যের সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

হিসাবে ভারতে এ বছর উৎপাদন গত বছরের চেয়ে শতকরা ৫% ভাগ বেড়েছে বলে বলা হয়েছে। বহু দিন পূর্ব কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী বিদেয়াই বলেছিলেন যে খাদ্য শস্যের সম্বন্ধে পরিসংখ্যান তিনি বিশ্বাস করেন না। প্রচলিত একটা কথা আছে যে বিশ্বাস মধ্যে পরিসংখ্যান হচ্ছে সব চেয়ে অবিশ্বাস্য মিথ্যা। এই সব ব্যাপারের এখনও যে কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে তা বলা যায় না। সুতরাং এই পরিসংখ্যানে উৎসাহিত বোধ করার কিছু নাই।

—০—০—

রাজন্য-ভাতা বিলোপের সিদ্ধান্ত

লোকসভা ও রাজ্যসভার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও পাল্টা সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশে রাজন্যদের স্বীকৃতি বাতিল

গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোক-সভায় রাজন্য ভাতা বিলোপ সম্পর্কিত সংবিধান সংশোধন বিলটি (২৬তম সংশোধন বিল) উত্থাপন করে পার্লিয়ামেন্টের সদস্যদের "ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণের" পরিচয় দিতে আহ্বান জানান এবং বলেন যে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সেই সমাজে প্রাক্তন নৃপতিদের অনিচ্ছাকালের জন্য বিশেষ অধিকার ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া চলে কিনা সেটা বিচার বিবেচনার সময় এসেছে। ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই ঐতিহাসিক বিলটি গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটানর বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

পরিপূর্ণ লোকসভায় তাঁদের রাজন্য ভাতা বিলোপ সংক্রান্ত সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে কুরু হয় এবং লোকসভায় রাজন্য সংস্থার প্রধান মুখপাত্র তথা স্বতন্ত্র দলের সদস্য মহারাণা শ্রীরাজ মেহতাসহ বরোদারা বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বিরোধী কংগ্রেসের নেতা শ্রীযোরারজী দেশাই, জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী, স্বতন্ত্র নেতা শ্রীএম, আর মাসানী প্রমুখেরা রাজন্যবর্গের সমর্থনে বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন।

গুরুবার ও রোববার সেপ্টেম্বর লোকসভায় দুই দিনে সাড়ে আট ঘণ্টাব্যাপী বিলটির উপর বিতর্ক চলে এবং তিন পর্য্যায়ে বিলটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের পর চূড়ান্ত পর্য্যায়ে দুই তৃতীয়াংশের অধিক ভোটে বিলটি গৃহীত হয়। প্রথম পর্য্যায়ে বিলটির সমর্থনে ৩৩৮ এবং বিপক্ষে ১৫২ ভোট, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সমর্থনে ৩৩৩ এবং বিপক্ষে ১৫২ ও তৃতীয় পর্য্যায় সমর্থনে ৩৩৬ এবং বিপক্ষে ১৫৩ ভোট পড়ে। চূড়ান্ত পর্য্যায়ে বিলটির পক্ষে ৩৩৯ ভোট এবং বিপক্ষে ১৫৪ ভোট গণনার পর সংশোধনী লোকসভায় গৃহীত হয়। লোকসভার ৫২০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৯৩ জন উপস্থিত থাকেন। শাসক কংগ্রেসের ২০০ জন লোকসভার সদস্যের মধ্যে ১ জন রাজন্য নৃপতি আছেন—তাঁদের মধ্যে ৬ জন বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দেন। মধ্যভার সদস্য নরসিংগড়ের প্রাক্তন রাজা ভানুপ্রতাপ সিং মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দিয়ে বিলটির বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করেন। স্বতন্ত্র দলের একজন এবং নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেসের একজন সদস্য দলের নির্দেশ অমান্য করে বিলটির পক্ষে ভোট দেন।

রাজন্য ভাতা বিলোপ সংক্রান্ত ২৬তম সংবিধান সংশোধন বিলটির বয়ান নিম্নরূপ :—

১। এই আইনটি ১৯৭০ সালের সংবিধান (২৬ খ) সংশোধন আইন বলে অভিহিত হবে।

২। ১৯৭০ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে এই আইন বলবৎ হবে।

৩। সংবিধানের ২৯২ ও ৩৬২ নং অনুচ্ছেদ বাতিল হবে।

৪। সংবিধানের ৩৬৬ নং অনুচ্ছেদের ২২ নং ধারাটিও বাতিল হবে।

লোকসভায় বিলটির স্বপক্ষে যে দলগুলি ভোট দেন :

শাসক কংগ্রেস—২০০; ডি-এম-কে—২৫; সি-পি-আই—১৩, সি-পি-এম—১৯, পি-এস-পি—১৫; এস এস-পি—১০; এল-এস-এস—১ নিদল—৩০।

যে দলগুলি বিরুদ্ধে ভোট দেয়

আর কংগ্রেস—১০; জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্রের সব সদস্য।

রাজ্যসভায় আর এক ইতিহাস

রাজ্যভাতা সম্পর্কিত বিলটি গ্রহণ করে লোকসভা যে নূতন ইতিহাস রচনা করেছিল গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্যসভা তা মাত্র এক ভোটে নাকচ করে দিয়ে পাল্টা ইতিহাস রচনার পথ বেঁধেছেন।

লোকসভার প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোটে বিলটি গৃহীত হবার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যভাতা বিলোপের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলে বিলটি ১৬২-৭৪ ভোটে অর্থাৎ ঐ দিন রাজ্যসভার উপস্থিত সদস্যের দুই-

তৃতীয়াংশের মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে নাকচ হয়ে যায়। এই দিন রাজ্যসভায় ২২৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিলটীর অপক্ষে ১৯৯টি ভোট নিম্নরূপ ছিল :—

শাসক কংগ্রেস—৮২, মি-পি-আই—৩, মি-পি-এম—৭; এস-এস-পি—৭, জি-এম-কে—৫; পি-এম-পি—৫; আকালী—৩; মুসলীম লীগ—৩, আর-এস-পি—১, ফরোয়ার্ড ব্লক—(য়া)—১, বিশ্বাবলিকান—১; বাংলা কংগ্রেস—১; অনকংগ্রেস—১; সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতি—১; কেরলীয়া মুক্তফ্রন্ট—১ এবং নির্দলীয় ও মনোনীত—১৩।

বিরোধী কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র দলের ১ জন করে সদস্যও বিলের পক্ষে ভোট দেন।

বিলের বিপক্ষে ৭৩টি ভোট নিম্নরূপ ছিল :—

বিরোধী কংগ্রেস—৪০; জনসংঘ—১৫, স্বতন্ত্র—১১; বি-কে-ডি—৩ এবং নির্দলীয়—২।

শাসক কংগ্রেসের ১ জন বিলটীর বিপক্ষে ভোট দেন।

রাজ্যসভার ২৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন অনুপস্থিত থাকেন। নির্বাচীয় সদস্য শ্রীযুক্তেন্দ্র লাল সেনগুপ্ত বিলটীর পক্ষে ভোটদানের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে দিল্লী রওনা হন—কিন্তু বিমান পৌঁছতে ১২ ঘন্টা বিলম্ব হওয়ায় তিনি ভোট দিতে পারেন নি। তিনি ভোট দিতে পারলে বিলটী রাজ্যসভাতেও গৃহীত হোত।

রাজন্যদের স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার

রাজ্য সভা এক ভোটের এক তৃতীয়াংশের ব্যবধানে এই বিলটি নাকচ করে দেবার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক জরুরী বৈঠক হয় এবং অবিলম্বে রাজন্যদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও সকল সুযোগ সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি এক জরুরী নির্দেশ জারী করে রাজন্যদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং রাজন্যদের সুযোগ সুবিধার বিলোপের নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক রাজন্যকে আলাদা আলাদা পত্র দিয়ে তাঁর এই নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অনুপস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন রাজ্য সভায় রাষ্ট্রপতির আদেশ জারীর কথা ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে এই বিলোপের ব্যবস্থা সংবিধানে আছে।

প্রত্যাহারের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

ভারত সরকার এক নির্দেশ জারী করে প্রাক্তন নৃপতিদের স্বীকৃতি বাতিল করেছেন এবং অবিলম্বে রাজস্ব ভাতা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়েছেন। সরকারী কলমের এক আঁচড়ে রাজকীয় মর্য্যাদা বিলুপ্ত হওয়ায় মোট ২৭৮ জন রাজা ও রাণী; মহারাজা ও মহারাণী; নবাব ও বেগম এবং রাজমাতা তাঁদের খেতাব সহ বহু অধিকার ও সুযোগ সুবিধা হারালেন।

প্রাক্তন নৃপতিরা আর বিনা পয়সায় জল ও বিদ্যুৎ পাবেন না, নিজেদের ব্যবহারের জন্য শুল্ক মুক্ত দ্রব্য আমদানী করতে পারবেন না; তাঁদের গাড়ীতে লাল প্লেট ও পতাকা দেখা যাবে না। মর্য্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা কোন ধ্বনি জারী করতে পারবেন না; তাঁদের ভূতপূর্ব রাজ্য-গুলিতে নিজেদের জন্য দিন উদযাপন্ন ছুটি ঘোষণার দাবী জানাতে পারবেন না—আর তাঁরা তাঁদের জমি দখল বহাল করতে পারবেন না বা বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারবেন না। এখন থেকে আইনের চোখে রাজা প্রজা দুইই সমান।

রাজন্য বর্গ সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করার তোড়জোড় করছেন এবং এই সম্পর্কে প্রাক্তন নৃপতিদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রাক্তন নৃপতির সংখ্যা—২৭৮

গুজরাট—৮৩ জন
মধ্য প্রদেশ—৪১ জন
হিমাচল প্রদেশ—২৩
উড়িষ্যা—২৩ জন
রাজস্থান—২২ জন
পশ্চিমবঙ্গ—২ জন

কে কত বাৎসরিক রাজন্য ভাতা পান

মহীশূর—২৬ লক্ষ টাকা
হায়দ্রাবাদ—২০ লক্ষ টাকা
জিয়াদুর—১৮ লক্ষ টাকা
পাতিয়ালা—১৭ লক্ষ টাকা
বরোদা—১৩'৬৪ টাকা
১০ জন নৃপতি—১০ লক্ষ টাকা (প্রত্যেকে)
কোচবিহার—৮'০৫ লক্ষ টাকা
৩ জন নৃপতি—৮ লক্ষ টাকা (প্রত্যেকে)
৩৩ জন নৃপতি—৫ থেকে ২ লক্ষ (প্রত্যেকে)
৪২ জন নৃপতি—২ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ (প্রত্যেকে)
২৮ জন নৃপতি—১০ হাজার টাকা থেকে
৫০ হাজার টাকা)
৩৪ জন নৃপতি—৫০ হাজার টাকা থেকে
৩০ হাজার টাকা
১১ জন নৃপতি—৯০ হাজার থেকে
২৫ হাজার টাকা
৮৩ জন নৃপতি—২৫০০০ টাকা ও কিছু কম।

১৯৫০-'৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্য্যন্ত রাজন্যভাতার খতিয়ান

হায়দ্রাবাদ—	৭,৮৬,৩১,৬৯৮ টাকা।
মহীশূর—	৫,২০,০৫,০০০ টাকা।
সোরাষ্ট্রির—	৩,৬২,৩৫,৬১৬ টাকা।
জিয়াদুর—	৩,৩০,০০,০০০ টাকা।
জয়পুর—	৩,৩০,০০,০০০ টাকা।
পাতিয়ালা—	৩,৪১,০০,০০০ টাকা।
যোধপুর—	২,৮২,২১,৩১৮ টাকা।
বরোদা—	২,১৬,২৯,৫৯০ টাকা।
ইন্দোর—	২,১৬,৭৯,৪৫৮ টাকা।
বিকানীর—	২,০৩,৩৯,৩৫২ টাকা।
জয়নগর—	২,০০,০০,০০০ টাকা।
কচ্ছ-কাথীর—	২,০০,০০,০০০ টাকা।
কোলাপুর—	২,০০,০০,০০০ টাকা।
নবনগড়—	২,০০,০০,০০০ টাকা।
রেওয়া—	২,০০,০০,০০০ টাকা।
উদয়পুর—	২,০০,০০,০০০ টাকা।
কুচবিহার—	১৭,০০,০০০ টাকা।
মোরভি—	১,৬৮,০০,০০০ টাকা।
গোয়ালিয়র—	১,৬৩,০০,০০০ টাকা।
ভূপাল—	১,৫৩,৩৯,৫৮৮ টাকা।

তবু ২০ জন বড় রাজামহারাজার হিসাব দেওয়া হোল।

—•—

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

বি, টি, কলেজের সকল রকম বই মজুত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব

(বিস্তার পৃষ্ঠার দেখবেন)

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন। আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, দেবীবাটী, বলাইচক, সাবলডাঙ্গাপুর প্রভৃতি গ্রাম ও অঞ্চলে বিপন্ন মানুষদের আণব্যবস্থার জন্য সামরিক বাহিনী চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে।

বর্দ্ধমান জেলার নদর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যার প্রকোপে ৫ লক্ষাধিক নরনারী ভীষণ বিপন্ন ও অতিগ্রস্ত হয়েছে চাষেরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর, আমতা, ডোমজুড়, পাঁচলা, বাগনান প্রভৃতি থানাগুলি বন্যার তাণ্ডবে বিশেষ বিপন্ন এবং আমতা অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। দুই লক্ষাধিক নরনারী বন্যার তাণ্ডবে বিশেষ বিপন্ন। সামরিক নৌকা ও হেলিকপ্টারযোগে বিপন্নদের সাহায্য পৌঁছাবার চেষ্টা হচ্ছে।

উড়িষ্যাতেও বন্যার তাণ্ডব

ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, লুনা এবং চিল্কাহ্রদ নদীতে বন্যার ফলে কটক জেলার জাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়া মহকুমার তিন লক্ষের অধিক নরনারী বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাজপুর মহকুমার আটশত গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এবং আড়াই লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্রাপাড়া মহকুমার ৪৭৬টি গ্রাম বন্যার জলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

উ ড়ষ্যা বন্যার ভয়ঙ্করতার পরিমাণ নিম্নরূপ :—

কটক জেলা : ১৬০ গ্রাম জলমগ্ন এবং ৭০০০ বাড়ী ভেঙ্গে গেছে। প্রায় ৭৪১,৬০০ নরনারী ক্ষতিগ্রস্ত।

বোলাঙ্গীর জেলা : ১৯টি ব্লক প্লাবিত এবং ১২,৫০০ একর জমি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১০১০০০ নরনারী বন্যাক্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত।

পুরী জেলা : ৮টি ব্লক জলপ্লাবিত এবং লক্ষাধিক লোক বন্যা-ক্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত।

—•—

বিবিধ সংবাদ

সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্রিটীশ আমলের কুখ্যাত পুলিশ আইনের প্রবর্তন

১০ই সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী "বেঙ্গল সাপ্রেশন অব টেরারিষ্ট আউটরেজেস্" আইনটি চালু করা হয়েছে। ১৯৩২ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার এই আইন প্রণয়ন করে-ছিলেন। পুলিশের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে পুলিশী স্বেচ্ছা-চারিতার পথ সুগম করায় তখন সারা দেশে এই আইনটি "কালা কানুন" নামে ধিক্কৃত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও এই কেন্দ্রীয় আইনটি নানা সংশোধনের মধ্যেও এতদিন মজুত রাখা হয়েছিল।

সাব-ইন্সপেক্টর পর্য্যায় পর্য্যন্ত যে কোন পুলিশ অফিসার এই আইনের বলে পর্য্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তাঁদের সন্দেহ হলে যে কোন লোককে তাঁরা ২৪ ঘন্টার জন্যে আটক রাখতে পারেন; যে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখল করতে পারেন; অঞ্চলের বা মহল্লার অধিবাসীদের কাছে পাইকারী জরিমানা আদায় করতে পারেন এবং হিংসাত্মক কাজের পক্ষে উত্তেজক ও উৎসাহপ্রদ মনে করলে পুলিশ যে কোন পুস্তক ও সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

—•—

পশ্চিমবঙ্গে অধ্যাপকদের কর্মবিরতি

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা তাঁদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সরকারী ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে মোট ২১৩টি বেসরকারী কলেজে শিক্ষকের সংখ্যা ৬' হাজারের কিছু বেশী। কলিকাতার পাঁচ ছয়টি কলেজের শিক্ষকেরা অবশ্য এই কর্মবিরতি আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন। রাজ্য সরকার ছাত্র ও দেশের 'সামগ্রিক স্বার্থে' অধ্যাপকদের এই কর্মবিরতি আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন।

কলেজ শিক্ষকদের সতেরো দফা দাবীর মধ্যে আছে নবাগত তৃতীয় পরিকল্পনাধীনে অধ্যাপকদের জন্য অবিলম্বে একটী সাতক বেতনহার স্থিরীকরণ; সমস্ত কলেজ শিক্ষকদের মাসের প্রথম কার্য্যকালীন দিবসে পূর্ণ প্রাপ্য প্রদান, স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকদের চাকুরী বৈধকরণ প্রভৃতি।

পুরুলিয়ার জে,কে কলেজের অধ্যাপকরাও এই অনির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য লাগাতার কর্মবিরতিতে যোগদান করেছেন— ফলে কলেজে ছাত্র আছে অধ্যাপক নাই।

বিদ্যুৎ-ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তাদের প্রত্যাহৃত লাগাতার ধর্মঘটের কার্য্যসূচী প্রত্যাহার করেছেন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই প্রত্যাহার ঘোষণা করা হয়েছে। ইউনিয়ন তাদের বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। তাছাড়া পঃ বঙ্গ রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েসনও পৃথকভাবে ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন। গবর্মেন্ট থেকে এই দুটি ধর্মঘটই বেআইনী বলে ঘোষণা করে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় ভূমিকম্প

১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১১টা ২০ মিনিটে প্রায় ২৪ সেকেণ্ড স্থায়ী ভূমিকম্প হয়। মাটির তলা থেকে গুম্ গুম্ শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পে একটি জোর ধাক্কা লাগে। বাড়ী ও আসবাবপত্র নড়ে ওঠে। মাটির তলার শব্দ এবং ভূকম্পের আলোড়ন একটি প্রবাহের মতো চট করে বয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটি অল্পস্থায়ী হলেও আলোড়নটির তীব্রতা ছিল উল্লেখ যোগ্য।

পুরুলিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতার কাজে অসন্তোষ

পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজে পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লায় যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তাতে যে কোন সময় সহরে মহামারী দেখা দিতে পারে। ছোট ছোট গলিতে ময়লার স্তূপ জমে আছে, ড্রেনের ও পায়খানার জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল জমে এলাকা-গুলিকে বিপন্ন করে তুলেছে। অধিবাসীদের একাধিক যুক্ত আবেদনেও কোন কাজ হয় নি বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

ময়লার ঝুড়িগুলিও আজকাল যত্রতত্র রেখে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের বাসগৃহের পেছনে সেগুলি রেখে লোকের খুবই অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বহু স্থান থেকে এ বিষয়ে অসন্তোষ ও অভিযোগ করা হচ্ছে।

নক্সালপন্থী নেত্রী গ্রেপ্তার

গত ১২ই-১৩ই সেপ্টেম্বর ভোর রাত্রির সময় স্থানীয় পুলিশ রেল-লাইনের পূর্ব্ব দিকে রেল কলোনীর একটী বাড়ির থেকে তালাবন্ধ ঘরে

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2530/57

হানা দিয়ে পুলিশ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং স্থানীয় নক্সালপন্থীদের নেত্রী শ্রীমতী জয়া চৌধুরী (সেন)কে গ্রেপ্তার করে। সেই সময় ঐ ঘরে আরও একজন ছেলেকে ও দুইজন পুরুষ ছিলেন তাঁদেরও ঐ সূত্রে গ্রেপ্তার করে। দুইজন পুরুষের মধ্যে একজন পুলিয়া জেলের শিক্ষক।

প্রকাশ, গত মে মাসে শ্রীমতী জয়া চৌধুরী অন্তত ১৩ জন নক্সালপন্থী সহ ধৃত হন এবং পরে জামীনে মুক্ত হন। কিন্তু জামীনে মুক্তি পাবার কিছুদিন পরেই তিনি আত্মগোপন করেন এবং পুলিশ তাঁকে ধরার জন্য সহরের বিভিন্ন মহল্লায় ব্যাপক তল্লাসী চালায়। বহু স্থানেই পুলিশ হানার পূর্বেই স্থান ত্যাগ করে শ্রীমতী চৌধুরী পুলিশের চক্ষে ধুলা দিতে সক্ষম হন।

শ্রীমতী জয়া চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ডকার অভিযোগ আছে বলে প্রকাশ।

আরও প্রকাশ, গত সপ্তাহে পুলিশ উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও পুরুলিয়ায় ১০ জন এবং বর্দ্ধমানপুরে ৭ জন নক্সালপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

রাত্রি দ্বিপ্রহরে নার্সিং হোমে পুলিশী হামলার প্রতিবাদ

পুরুলিয়ার নিলকুঠিডাঙ্গা মহল্লা থেকে শ্রীমতী রেখা মল্লিক অভিযোগ করছেন :

গত ১৭ই-১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় পুলিশ "নক্সালপন্থী" সন্ধানে ওষুধ ত্রিবেণী লেনে অবস্থিত 'আরোগ্য ভবন' নার্সিং হোমে হামলা করে। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে হোমের দরজা খোলা হলে দশ পনের জন পুলিশ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং কয়েকজন নক্সালপন্থীদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। ডাঃ ঝরিকের অল্প বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র 'টিটো'কে জনৈক দারোগা "টিয়ার বোন জয়া" এবং তার গতিবিধি সম্পর্কে প্রশ্ন নানা করেন, কিন্তু জয়াকে জানে না বা চেনে না এই উত্তর দিলে তাকে মারধোর করার ভয় দেখান। আরেকটি বালক যে ঐ নার্সিং হোমে ছিল তাকেও গ্রেপ্তার করার ভীতি প্রদর্শন করেন। অবশেষে হোমের নার্সকেও নানা প্রশ্ন করে এবং হোমের সমস্ত ঘরগুলি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে চলে যান।

নার্সিং হোমে রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসেন এবং অনেক সময় সঙ্কটজনক অবস্থার রোগীও থাকেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে একটানা পুলিশী হামলা হলে একাকিকে রোগীদের যেমন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে—সেই সঙ্গে নার্সিং হোমেরও অনুমান করা হয়ে হোমের যথেষ্ট ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। এই প্রকার পুলিশী জুলুম অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

অনাহার মৃত্যুর সংবাদ

শাঁতুড়ি ব্লক থেকে আমাদের সংঘের কর্মী শ্রীঈশ্বর মাজি জানাচ্ছেন যে, এই ব্লকের অত্যন্ত দুঃখজনক খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ানিকা অঞ্চলের গোয়ালবেড়িয়া গ্রামের শ্রীমতী দুখী মেঝান গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে অনাহারে মারা যান। বয়স ছিল ৫৫। এর সংসারে পুত্র আর পুত্রবধূ ইনি ছি, আর নেতেন। কাজ অভাবে পুত্র এবং পুত্রবধূরা কর্মহীন থাকায় অত্যন্ত থাকতই হয়েছিল। এই অবস্থার মধ্যে আবার আগষ্ট মাসে ছি, আর বহু ক'রে দেওয়া হয়। ফলে শ্রীমতী দুখী মেঝান ক্রমাগত অনাহারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন পুত্র শ্রীমঙ্গল মাজি ও তার স্ত্রী এখন অত্যন্ত বিপন্ন। এখন কোনোদিকে কাজ নেই, ঘরে খাদ্য নেই।

গোমহিষের মারাত্মক রোগ ও বহু পশু-মৃত্যু

বান্দোয়ান থেকে শ্রীঅজয়কি মাহাত এম. পি জানাচ্ছেন যে, গুঁড়ুব ও সুপুতি অঞ্চলে ব্যাপক হারে গোমহিষ মারা যাচ্ছে। গত মহিষ মারা গেছে—

(১) শালাতুনবাঁড়ি গ্রাম—৯টি
(২) বড়পড়াডাঙ্গা—২০ ২২টি
(৩) ছোট পড়াডাঙ্গায়—৭।৯টি
(৪) ভালুকে—২০।২২টি
(৫) গুঁড়ুবে—১০টি
(৬) বাদুনডিহাতে—১টি

বান্দোয়ান পশু চিকিৎসালয়ে ডাক্তার নেই। একজন কম্পাউণ্ডার আছেন; কোনো ওষুধ নেই। সেখান থেকে সাহায্য পাওয়া যায়নি। অবিলম্বে জেলা পশু বিভাগ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

নূতন আর, টি, এ গঠন

যুক্তফ্রন্টের আমলে গঠিত আর-টী-এ বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসনে গত ৩১ শে আগষ্ট তারিখের নোটিফিকেশন অনুযায়ী পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি ও পশ্চিমদিনাজপুরের আর-টী এ পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

পুরুলিয়া আর-টী-এর সভ্যদের নাম :—

১। ডেপুটী কমিশনার—চেয়ারম্যান
২। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ—সদস্য
৩। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (পি-ডব্লিউ-ডি)—সদস্য

"রাজনৈতিক দল বহির্ভূত" কোনও ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়ায় অদ্যই সভ্যরূপে কোনও বেসরকারী সদস্য নেওয়া হয়নি।

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ
মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলদী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা (জলদী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্ব্বসতি সোনারা (নাবি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্যে থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফ্‌রী চন্দ্রমুখী, কুফ্‌রী সিন্ধুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিদ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কন্দীরা অগ্রীম দেবার চেষ্টা করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিরাবতী চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্থিত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা
সোমবার, ২১শে সেপ্টেম্বর '৭০
৭ই আশ্বিন ১৩৭৭
বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা

"শ্রমিকের মনে যে মুক্তির আকাঙ্খা আছে তাহা বর্ষণটের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, অজ্ঞাত জাতির মনে সেই একই মুক্তির আকাঙ্খা তাহার উচ্চ জাতীয় বলিয়া গণ্য হইবার জন্য সভ্য সমিতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, বিপ্লববাদীর মনে তাহা বিপ্লব চেষ্টার ভিতর দিয়া হয়, অহিংসবাদীর মনে সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়া এবং ভক্ত অভিভূত হিন্দুবীর মনে আবেদন নিবেদনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। এই বহুবিধ চেষ্টার মধ্যে একই মুক্তির আকাঙ্খা দর্শন করিয়া বিক্ষেপশূন্য চিত্তে কর্ত্তব্য নির্দেশ করা সাহিত্য জীবীর কার্য্য।"

—ঋষি বিবারণচন্দ্র

কেরালায় অন্তর্বর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল

মিনিফ্রন্ট ও নব কংগ্রেস জোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

স্বতন্ত্র-জনসংঘ-সংগঠন কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়
নির্ব্বাচনে সি-পি-এম জোটের উল্লেখজনক শক্তি হ্রাস

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কেরালা রাজ্য বিধান সভার ১৩৩টি আসনের জন্য রাজ্যের ১ কোটি ১ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটারের শতকরা ৭০ জন ১১,৩৩৯টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দান করেন এবং ৯ জন মহিলাসহ ৪৮৩ জন প্রার্থী এই অন্তর্বর্তী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকায় ৫০৫ জন প্রার্থীর নাম প্রকাশিত হলেও পরে ২২ জন প্রার্থী পশ্চাদপসরণ করেন।

ভোট গ্রহণের পর দিন অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর ভোট গণনা ও ভোটের ফলাফল ঘোষিত হয়। এই নির্ব্বাচনে ১৬টি রাজনৈতিক দল তিনটি নির্ব্বাচনী জোট বা ফ্রন্ট গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনটি জোটের মধ্যে **কম্যুনিষ্ট পার্টির (সি-পি-আই) মিনিফ্রন্ট জোটে**—সি-পি-আই, সি-এস-পি, মুসলীম লীগ ও আর-এস-পি দল থাকে। **নব কংগ্রেস** অর্থাৎ ইন্দিরা-পন্থী কংগ্রেস মিনিফ্রন্টে না থাকলেও এদের সঙ্গে নির্ব্বাচনী জোটে আবদ্ধ। **মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির** (সি-পি-এম) জোটে সি-পি-এম; এস-এস-পি; কে-টি-পি; আই-টি-পি ও কে-এস-পি দলগুলি আবদ্ধ। আর **সংগঠন কংগ্রেস** অর্থাৎ নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস জোটে—সংগঠন কংগ্রেস, কেরালা কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্রদল যোগ দেয়। ডি-এম-কে দল জোট বহির্ভূতভাবে এবং কিছু নির্দ্দলপ্রার্থী বিভিন্ন জোটের সমর্থন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

এই নির্ব্বাচনে ১০৭ জন প্রাক্তন এম-এল-এ ও ২১ জন প্রাক্তন মন্ত্রী পুনর্নির্বাচন প্রার্থী হন। ১৮টি কেন্দ্রে সরাসরি; ৪৪টি কেন্দ্রে ত্রিকোণ এবং ৬১টি কেন্দ্রে বহুমুখী প্রতিযোগিতা হয়। এই বারের নির্ব্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ নির্ব্বাচিত হতে পারেন নি।

ভোট গণনার ফল

ভোট গণনায় নব কংগ্রেস অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। নব কংগ্রেস ৩৯টি আসনে এবং সি-পি-আই এর নেতৃত্বে মিনিফ্রন্ট ৩৫টি আসনে জয়লাভ করে—সর্ব্বমোট ৬৯ আসন লাভ করে নিম্নরূপ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে :

অন্য দিকে সি-পি-এম ৩১টি আসন এবং অন্যান্য শরিকদল ১৯টি আসনে সাফল্য অর্জন করে এই জোটের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪৫।

আর সংগঠন কংগ্রেস জোটে সংগঠন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জন সঙ্ঘ একটি আসনও লাভ করতে পারে নি; কিন্তু কেরালা কংগ্রেস ১৩টি আসন ও সংগঠন কংগ্রেসের সাহায্যপুষ্ট নির্দ্দল প্রার্থীরা ৭টি আসন লাভ করে এই জোট ১৮টি আসন পায়।

সি-আর-পি, এস-ইউ-সি ও ডি-এম-কে দল একটি আসনও লাভ করতে পারে নি।

১৯৭০ এবং ১৯৬৭ সালের নির্ব্বাচনে তুলনামূলক দলগত আসন সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হোল—

দলের নাম	আসন সংখ্যা	
	১৯৭০	১৯৬৭
সি-পি-এম—	৩১	৫২
সি-পি-আই—	১৯	১৬
নব কংগ্রেস	৩২	৯ (অবিকল কংগ্রেস)
সংগঠন কংগ্রেস—	৯	৯
কেরালা কংগ্রেস—	১৩	৫
এস-এস-পি—	৬	১৯
মুসলীম লীগ—	১২	১৪
আর-এস-পি	৬	৬
সি-এস-পি	৩	৯
কে-টি-পি—	২	২
কে-এস-পি—	২	১
আই-এস-পি	৩	৯
ডি-এম-কে	৯	৯
জনসঙ্ঘ	৯	৩
স্বতন্ত্র—	৯	৯
আর-সি-পি-আই	৯	৯

উল্লেখযোগ্য পরাজয়

সংগঠন কংগ্রেস ৩৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও একটি আসন লাভেও সমর্থ হয়নি। ডি-এম-কে দল ১১টি আসনে; জন সঙ্ঘ ৮টি আসনে, স্বতন্ত্রদল ৬টি আসনে এবং বিদায়ী কম্যুনিষ্ট পার্টি (আর সি-পি-আই) ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—একটি আসনও লাভ করতে পারে নি। এই চারটি দল কেরালার নির্ব্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো।

সি-পি এম জোট ১২৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৪৫টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়। সি-পি-এম ৭১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৩১টি আসন পায়। গত নির্ব্বাচনের তুলনায় সি-পি-এম ২১টি আসন হারায় এবং অধিকাংশ ক্ষত আসনে নব কংগ্রেস সাফল্য অর্জন করে। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সি-পি-এমের সঙ্গে সংগঠন কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী আঁতাত হয়েছে বলে বিরোধীদের জোর প্রচার কার্য্য চলতে থাকে।

এই নির্ব্বাচনে ৫ জন প্রাক্তন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। এঁরা হলেন—প্রাক্তন মানবাদন মন্ত্রী ইথিরি বাভা (সি-পি-এম); প্রাক্তন বনমন্ত্রী এম. কে. কৃষ্ণান প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শেখান (সি-এস-পি); প্রাক্তন মন্ত্রী ও কোরান (আই-এস-পি) এবং সি-পি-এম বিধানসভা দলের সেক্রেটারী টি, কে, রামকৃষ্ণ।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

দু জন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ (সি-পি-এম) এবং অচ্যুত মেনন (সি-পি-আই) নির্ব্বাচিত হয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রীবর্গ—কে. এ জর্জ (কে. কং) মহম্মদ কয়া (মুসলীম লীগ); গোবিন্দ নায়ার (সি-পি-আই); পি. রবিন্দ্রন (পি সি-আই); বি. ওয়েলিক্কল প্রমুখেরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

৯ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২ জন নির্ব্বাচিত হয়েছেন, যথা—শ্রীমতী কে, আর, গৌরী (সি-পি-এম) এবং শ্রীমতী গেয়ারা জাকব (নির্দল)।

পুলিশ হাজতে নক্সাল নেত্রী অসুস্থ ?

স্থানীয় নক্সাল নেত্রী শ্রীমতী অরা চৌধুরীকে ১২ই সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রিতে রোগ্যেরের পর টাউন থানার হাজতে রাখা হয়। আরও প্রকাশ যথারীতি তাহাকে সরু মরফো ইনজেকশন দিবার জন্য ডাক্তার ডাকা হয়। পুলিশ হাজতে রাখার সমর্থনে নিয়ে আরও দিন দুই হাজতে রাখার পর বিচারের জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির করা হয়। প্রকাশ, আদালতে শ্রীমতী চৌধুরী বিশেষ অসুস্থ বোধ করেন এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং হৃদরোগের আক্রমণ আশঙ্কা করে চিকিৎসক তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে বলেন। তাঁকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়—কিন্তু সেখানে অক্সিজেন প্রভৃতি চিকিৎসার কোনই সরঞ্জাম না থাকায় সদর হাসপাতাল থেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে আনা হয়। তিনি পরীক্ষা করে অবিলম্বে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। পুলিশ জেল হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় পুলিশ প্রহরায় এবং কেউ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী অরা চৌধুরীকে ১৬ তারিখ রাত্রেই মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

বেগুনকোদর অঞ্চলে কলেরা জাতীয় রোগের প্রকোপ ও ৬ জনের মৃত্যু

প্রায় দশ বারো দিন ধরে তালরা ২ নং ব্লকের বেগুনকোদর অঞ্চলে বেগুনকোদর, বড়কোলিয়া প্রভৃতি গ্রামে কলেরা জাতীয় সংক্রামক রোগের আক্রমণে ইতিমধ্যে ৬।৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং বহু লোকে রোগাক্রান্ত হচ্ছে। বেগুনকোদর স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঐ কেন্দ্রে এখন কোনও ডাক্তার নেই এবং মাত্র একটি অ্যাম্বুলেন্স সেট আছে কিন্তু অন্যান্য ঔষধেরও একান্ত অভাব। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না।

জনসাধারণের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানানো হয়েছে—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোনও সুব্যবস্থা হয়নি।

---০---

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কলেজ শিক্ষকদের সম্বন্ধে সংবাদের ত্রুটি সংশোধন

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা কমিটির সেক্রেটারী শ্রীসঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—

গত সোমবার (১৩।৯।৭০) প্রকাশিত 'মুক্তিতে' আপনারা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতির সংবাদ প্রকাশ করেছেন। পুলিয়া জেলার কলেজ শিক্ষকগণের কর্মবিরতির প্রশ্নে কেবলমাত্র জে, কে, কলেজের শিক্ষকগণ এই কর্মবিরতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এই সংবাদ কিন্তু আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, পুরুলিয়া জেলার নিজাবিহী কলেজ, বি, টি, কলেজ এবং রঘুনাথপুর কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও এই কর্মবিরতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। এই জেলার কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এক্ষেত্রে অপূর্ণ সংবাদগুলির পরিচয় রাখছেন। আশা করি, এই পূর্ণাঙ্গ সংবাদ প্রকাশ করে, পূর্ণ প্রকাশিত সংবাদের অসম্পূর্ণতা দূর করে পুরুলিয়া জেলার কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সহায়তা করবেন।

---০---

মহিলাদের প্রতি নিন্দনীয় আচরণ

পুরুলিয়া নীলকুঠি ডাঙ্গা থেকে সর্ব্বশ্রী অজিত কুমার বোস, সন্দীপ মুখার্জী, মিহির দাসগুপ্ত, সদানন্দ চেল, নন্দলাল দাসগুপ্ত, মনীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, লখিরাম সহিস জানাচ্ছেন :—

আপনার পত্রিকার এই অভিযোগ পত্রটি ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রশাসনীক কর্তা ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা।

পুরুলিয়া শহরে নীলকুঠিডাঙ্গার "বেকার বাঁধ" নামক পুকুরে নীলকুঠি ডাঙ্গা, ভাগাবাঁধ পাড়া, কসাইডাঙ্গা, ষ্টেশন পাড়া প্রভৃতি মহল্লার বহু মহিলা ও পুরুষ স্নান করিতে যান। এবং মহল্লার বহু লোকের পায়খানার ব্যবস্থা না থাকার জন্য তাহাদের বাঁধে যাইতে হয়। ইহা বহুদিন যাবিয়া চলিয়া আসিতেছে। এখন 'নিশার পট্টি' মহল্লার কতকগুলি যুবক প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ বাঁধে মাছ ধরিবার অছিলায় বসিয়া থাকে। ইহাতে মহিলাদের ভীষণ অসুবিধা হয়। প্রতিবাদ করিলে তাহারা গালাগালি করে ও দলে ভারী থাকে বলিয়া কেউ কিছু সাহস করিয়া করিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় মাঝে মাঝে ৩।৪ জন পুলিশ যায়। তাহারের সামনেই যুবকেরা অশ্লীল ভঙ্গিমা ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে কিন্তু পুলিশ চুপ করিয়া থাকে। মহিলাদের সম্মান রক্ষা ও যাহাতে তাহারা নির্বিঘ্নে তাহারা প্রাতঃ কৃত্যাদি ও স্নান সারিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করার জন্য বারবার পুলিশকে জানাইয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই। ডেপুটী কমিশনার মহাশয়কে জানান হইয়াছে।

আমরা আশা করি স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—নচেৎ সহরের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে বেটা কারোই কাম্য হওয়া উচিত নয়।

---০---

অন্যান্যবারের মত এবারও

অভয় আশ্রম খদ্দর ভাণ্ডারে

॥ দুর্গাপূজা ও গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ রিবেট ॥

১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ৮ই অক্টোবর, পুনরায় ২৬শে অক্টোবর হইতে ৪ঠা নভেম্বর -'৭০

সূতি খাদি—২০%

রিন্ধ সিল্ক—১৫%

স্পান সিল্ক—২৫%

আমাদের ভাণ্ডারে মুর্শিদাবাদ সিল্ক সাড়ী, তসর, মটকা, গরদ ধুতি, সাড়ী, সার্টিং এবং সূতি খাদির ধুতি, সাড়ী, সার্টিং প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে।

এ ছাড়া গ্রামোদ্যোগ দ্রব্য—যথা, সাবান, মধু, তিল তৈল, নারকেল তেল, তাল মিছরী প্রভৃতি সব সময় পাওয়া যায়। আপনার শুভ পদার্পণ কামনা করি।

অভয় আশ্রম

নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত রোড, পুরুলিয়া

শিক্ষক চাই

সিরকাবাদ জুনিয়র হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকের পদে একজন ডিসটিংশন সহ বি, এস, সি (Physics, Chemistry, Mathematics) শিক্ষক চাই। শিক্ষনপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ৩১।৭০ তারিখের মধ্যে নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীজয়ন্তীলাল মাঝি
১৮।৯।৭০ সম্পাদক
সিরকাবাদ জুনিয়র হাই স্কুল
পো: সিরকাবাদ
জে: পুরুলিয়া

মুক্তি

৪ঠা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৭৭

আরও কঠোর

বাংলা দেশের প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন শরিকদলের কোন নেতা কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন যে, সরকারকে আরও শক্ত হতে হবে—আরও কঠোরভাবে দমন চাই। লক্ষ্যটা ছিল নক্সাল ও সি, পি, এম।

যুক্তফ্রন্টের সময়ে ফ্রন্টে যুক্ত শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি হয়েছে—রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। এখানে ওখানে দু-একজন এ দলের ও দলের কর্মীরা যে হত ও আহত হন নাই তা নয়—তবে সংঘর্ষটা ঠিক সন্ত্রাসবাদের রূপ নেয় নি—তার রূপটা বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোথাও কুরুক্ষেত্র, কোথাও পানিপথ, কোথাও পলাশী যুদ্ধের অতি "মিনি" সংস্করণরূপে সংঘটিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট তখন শাসন ক্ষমতায় ছিল—যুযুৎসু শরিকরা যুক্তফ্রন্টির বৈঠকে এই সবের একটা মহাভারতীয় সন্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা হয় নি। আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে দমন ও দণ্ডের কথা ওঠে—কিন্তু যুদ্ধে কখনও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এখানেও আসেনি—কারণ প্রাক্তন অন্তর্শরিক যুদ্ধগুলি কোথাও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কোথাও শ্রেণী-সংগ্রাম কোথাও বা জমি দখলের সংগ্রামে পর্য্যায়িত হয়েছে। পুলিশী ব্যবস্থা যে নেওয়া হয় নি তা নয়—কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে এবং কতটা দলীয় স্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে নয় সেই প্রশ্নের একটা কার্য্যকরী মীমাংসায় আসার পথে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে শরিকেরা সব বিমুক্ত হয়ে গেল।

একটা বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে—যুক্তফ্রন্টের সারা হবার পরেই নক্সালপন্থীদের বোমা ও হত্যাকে করার অভিযান সুরু হল। পুলিশের মতে এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং এর সুযোগে অনেক সমাজ বিরোধীরা স্বকার্য্য সাধন করে চলেছে—যেমন হয়ে থাকে। কোনো কোনো রাজনীতিকের মতে এটা অর্ধ-রাজনৈতিক। কিন্তু ব্যাপারটা কোন পর্য্যায়ে ফেলা যায় সেটা ঠিক করতে অনেক প্রবীণ, অর্ধ-প্রবীণ এবং আধুনিক শিল্পর বিশেষজ্ঞরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। এটা কি? লেনিনের 'রেভলিউসনারী ডায়লেক্স'? হো-চি-মিন বা মাও-সে-তুং এর গেরিলা যুদ্ধ? ডানব্রীনের এটমিক যুগীয় সন্ত্রাসবাদ? এই তিনটার পৃথক বা সম্মিলিত বা সম্মিলিত হলে কি রকম অনুপাতে মিশ্রিত ভারতীয় রূপ? এটাকে রাজনৈতিক কর্ম বলে মনে করলে এই প্রশ্নই আসে।

যাই হোক না কেন—এই কর্মের ব্যাপক হিংস্র রূপ কিন্তু ক্রমশঃই বিস্তারিত হয়ে চলল যেটাকে প্রথমে রাষ্ট্রপতির শাসন ও রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বরেখা উপেক্ষার বস্তু বলে মনে করেছিল—সেটা কিন্তু দেখেই উপেক্ষা করে চলল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতীয়মান নক্সালীদের লেট্রবং বোমার আঘাতে বিশেষ করে কলিকাতা ও অন্যান্য সহরাঞ্চলে একটা বিপর্য্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। গ্রামাঞ্চলে এই সবের একটা খুব বেশী প্রাদুর্ভাব হল না। সেখানে হল প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট শরিকীয় অভিযান। অবতাচ্যুত বহু পার্টীরা বিভিন্নভাবে গগনারায়ণের কৃপাদৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন—তাদের বিনিষ্ট ধারায়। কোথাও জমি দখল, কোথাও সহর দখল, কোথাও ঘাড়ী দখল আর কোথাও বা অঙ্গের ঘাঁটি দখল প্রভৃতি দখল অভিযানে হিংসার উগ্রতার প্রতিযোগীতা চলতে লাগল। দেশে কুশিক্ষা হলেও যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বিদ্যা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলি চালাচ্ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেগুলির চলা না চলা সমান করে দেওয়া হল। পুলিশের গাড়ীতে বোমা এবং পুলিশকে হত আহত করার একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল—অস্ত্রাঘাত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে। অনেক পুলিশ মারা গেল। কলিকাতায় এবং সহরাঞ্চলে বিশেষ করে—জনজীবন একটা বিরামহীন অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে পৌঁছল। কলিকাতার পুলিশ, দিল্লীর পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ এবং সৈন্য পুলিশ কুশলী অফিসারদের নেতৃত্বে দেশে শান্তি রক্ষার জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর দমনের কার্য্যধারা চালাল—দোষী-দের সঙ্গে বহু নির্দ্দোষীরাও হয়রান হতে লাগল। রাষ্ট্রপতির শাসন বলতে লাগল—আরও কঠোর দমন চাই।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা ভাঙ্গলেও ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বিধানসভার সদস্যদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়েছিল এই ভরসায় যে বাংলা দেশে যদি নব-কংগ্রেসের নিরপেক্ষ আধিপত্যে গণ-তান্ত্রিক পোষাক পরে একটা গবর্মেন্ট হতে পারে। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের আমলেই পি, ডি অ্যাক্ট টার বিলোপ করা হয়েছিল কেন্দ্র থেকেই সেই রকম একটা কিছুর অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করলেও এবং রাজ্য-শাসন তাগিদ দিলেও কেন্দ্র তাতে রাজী হচ্ছিল না। শাসনও একটু ইতস্তত: করে চলছিল, কারণ সবই তো ক্ষণভঙ্গুর! প্রাজ্ঞ যারা তারা এই ভঙ্গুরতার সত্যটা বিস্মৃত হন না বলে শিব, বিষ্ণু লেনিন, গান্ধী সকলের পূজা করার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেন।

শেষ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বর্তমান কাঠামোতে বহু বিঘোষিত গণতান্ত্রিক মন্ত্রীমণ্ডলী আর যখন হলই না—তখন বিধান সভা বাতিল করে দিয়ে সদস্যদের সাংসিক অস্তিত্বই একেবারে বিলোপ করে দেওয়া হল। এখন নির্বাচন না হলে—নির্বাচনের পরে যে মন্ত্রীমণ্ডলীই গঠিত হোক না—এখন মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা নাই, আর নির্ব্বাচন কবে হবে সেটাও এখন অনির্দিষ্ট। সুতরাং এখন তৃতীয় খুঁজে দেখা যেতে পারে আরও কঠোর শক্রয় বাণ আর কি আছে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে কঠোর দমনকারী কোন রাজনৈতিক আইন পাশ করাবার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অসুবিধা আছে।

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার অভিযানের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জের ১৯৩২ সনেও চলছিল। বস্তুত: তখন নানাবিধে হুংসাহসিক বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী ইংরেজ শাসনকে চিন্তিত করে তুলেছিল। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহের পরে দেশের জনজীবনে ব্যাপকভাবে যে রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রামের উন্মেষণ ও সংগ্রামের সম্ভব দেখা দেয় তা থেকে স্বভাবতই এই সবস্ত সশস্ত্র অভিযান আরও শক্তি আহরণ করেছিল। ফলে আইনগত দমনের বহু ব্যবস্থা থাকলেও—১৯৩২ সনে একটা আইন করা হয়। তার সুবিখ্যাত নাম হচ্ছে "বেঙ্গল সাপ্রেসন অফ টেররিষ্ট আউটরেজেস অ্যাক্ট অফ ১৯৩২" অর্থাৎ "বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদী ঘোরাত্ম দমন আইন—১৯৩২।"

স্বাধীনতার পরে বছরের পর বছর ধরে ইংরেজ আমলের বহু আইনই বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু এই আইনটি কংগ্রেসী মণি কোঠায় সযত্নে রক্ষিত ছিল। গত ১৮ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার থেকে এই আইনটি চালু করে বাংলা দেশে হিংসাত্মক কাজ বন্ধ করার জন্য পুলিশকে অতি ব্যাপক ও যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার ফলে সরকার তথা পুলিশ যে কোন লোককে যখন খুশী ধরে ২৪ ঘন্টার জন্য আটকে রাখতে পারবে; যে কোন ঘরবাড়ী যখন খুশী দখল করতে পারবে; পুলিশ যদি সন্দেহ করে যে সে বাড়ীতে অবাঞ্ছনীয় কার্য্যকলাপ

চলে তবে তার বাসীন্দাদেরকেও তাড়িয়ে দিতে পারবে: পরওয়ানা ছাড়াই যে কোন বাড়ী যখন খুশী তখন তল্লাশী করা যেতে পারবে এবং যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা যেতে পারবে। হিংসার প্রচোদকারীরা যে কোন বই, ইস্তাহার খবরের কাগজ প্রভৃতি রাখলেই তাকে আদালতে এনে সাজা দেওয়া যেতে পারবে। তারপরে সরকার যে কোন যানবাহন ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করার ক্ষমতা থাকল, আর ক্ষমতা হল যে কোন লোককে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কাজ করতে বাধ্য করতে পারবে। এই আইনের নির্দ্দেশ অমান্য করলে তিন বছর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারবে।

এই আইন ১৯৭০ সনে বাংলা দেশে চালু হলো। অতীতে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সন্ত্রাসবাদীদের নামে সে সময়ে একটু গান্ধীবাদী বা অতি নিরপেক্ষ সাধারণ লোকও এই আইনের আওতায় আহত হয়েছে। এই পুরুলিয়া সহরেই তার দু বজুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রথমেই নীতিগতভাবে আমরা এই আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। আইন ও শৃঙ্খলা যেভাবেই বিপন্ন হোক না কেন তা রক্ষায় রাখার জন্য দমন ও দণ্ডনীতির প্রয়োজন শাসনযন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আছে ঠিকই কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সংকারেরই হোক বা পুলিশেরই হোক নির্বাধ স্বেচ্ছাচারীর ক্ষমতা থাকা একেবারেই উচিত নয়। এই নিয়ে ভারতবর্ষেই শুধু নয় বিশ্বের সমস্ত গণ-তান্ত্রিক দেশেই বহু আলোচনা ও সমালোচনা হয়ে গেছে। তার বিশদ আলোচনার মধ্যে যেতে চাই না কিন্তু মানুষের ন্যূনতম ব্যক্তি স্বাধীনতাও এই ব্যবস্থার ফলে বিলুপ্ত হয়। যে-রকম অবস্থাই হোক না কেন দেশের আইন যদি আইনভঙ্গকারী দৌরাত্ম্যকারীদের একমাত্র দমন করার উদ্দেশ্যে আইনের ভিত্তিকে লঙ্ঘন করে অবাধ স্বেচ্ছাচারের পথে পা বাড়ায়—তখন তারা যাদের দমন করতে চায় তাদেরই নৈতিক অজুহাত আরও শক্ত করে তোলে। ভারতবর্ষেই এরকম দমন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। একমাত্র কঠোর ও আরও কঠোর দমন ব্যবস্থা দিয়ে যদি সব কিছুই দমন করা সম্ভব হয় তবে—ইতিহাস আজ অক্ষরাবে লিখিত হত। এ কী ব্যাপার? একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেখানে না হয়—সংবিধরের শাসনই সামগ্রিক-ভাবে হল, কিন্তু সেখানে কি স্বৈরাচার চালাতে হবে? যে পন্থাতে যাই করুক না কেন একটা শাসন ব্যবস্থার অধীনে যদি এইরকম দমনমূলক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয় তবে এই ব্যবস্থাই ঐ শাসনের ব্যর্থতা একেবারে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে।

দেশের পরাধীনতাই বৃটিশ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রাম সংঘর্ষ ও অভিযানের মূল কারণ ছিল। কিন্তু তার প্রতিকার না করে কেবল দমন করে দমন করতে যেতে তা দমন হয় নি। আজ আমাদের দেশে বিশেষ করে স্বাধীনোত্তর স্তরলা দেশে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তাহীন কুশাসনের ফলে যে সর্ব্বাঙীন অসহ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে সন্তাকারের অর্থ-নৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের যথার্থ পথে তার নিরাকরণের প্রস্তুতি করতে হবে। মূল অব্যবস্থাকে বজায় রেখে এবং তাকে ক্রমবর্দ্ধমান করে কেবল দমন, আরও কঠোর দমন ব্যবস্থা করে কোন ক্রমেই সামগ্রিকভাবে দাঁড়ানো হয়তো রাখা যেতে পারে—কিন্তু মূল ব্যবস্থার অনুকূল পরিবর্তন না হলে তা আবার অন্যরূপে অভিব্যক্ত হবেই।

বি. দাসগুপ্ত

—·—·—

বিবিধ প্রসঙ্গ

মোটর দুর্ঘটনায় বিহার মন্ত্রীর মৃত্যু

গত ১১ই সেপ্টেম্বর বিহারের প্রতিমন্ত্রী শ্রীযুগল কিশোর সিং যাদব তাঁর ভাই অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে মোটর গাড়ীতে যাবার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি চলন্ত বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বাসটি সরকারী যাত্রীবাহী বাস ছিল। যুগলকিশোর বাবু ও তাঁর ভাই ঘটনা স্থলেই মারা যান। ঘটনাটি ফতুয়ার কাছে পাটনা থেকে ৩২ কি: মিটার দূরে সংঘটিত হয়।

যুগল কিশোর বাবু সবেমাত্র ৬ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রীর শপথ নিয়েছিলেন। তিনি বিহারের লোক তান্ত্রিক দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৪ বৎসর। এই মৃত্যুতে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি।

দুর্ঘটনা অবশ্যই হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে বাস ও ট্রাক ড্রাইভারদা যে ভাবে গাড়ী চালায় তাতে মনে হয় দুর্ঘটনার সম্বন্ধে তারা বেপরোয়া। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থা নাই। মন্ত্রী পর্য্যায়ের ব্যক্তি মারা গেলে হয়তো কিছুদিন সংশ্লিষ্ট লোকেরা সজাগ থাকে কিন্তু তাও সাময়িক মাত্র।

—·—·—

কয়লাখনির কেরাণী থেকে মন্ত্রী

আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে মির্জ্জা শ্রীপুর কলিয়ারীতে শ্রীরামেশ্বর পাণ্ডোয়ান একজন সামান্য বেতনের জেনপাচ কেরাণী ছিলেন। বিহার বিধান সভায় তিনি বিহারের নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়ে বিহারের মন্ত্রী সভায় একজন মন্ত্রী হয়েছেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ঐ কলিয়ারীতে এক ষ্টেট ইউনিয়নের সভায় তিনি বলেন যে শ্রমিকদের সত্তাকারের সংগ্রাম হচ্ছে একমাত্র মালিক ও পুঁজিপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। শ্রীপাণ্ডোয়ান একজন কংগ্রেস সদস্য। অতি সামান্য অবস্থা থেকে মন্ত্রী হয়েছেন—এটা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে কথা তিনি বলেছেন সেটা তার ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে কিন্তু কোন কংগ্রেসেরই নীতি নয়। মালিক ও পুঁজিপতিদের সাহায্য ও আশ্রয় ছাড়া কোন কংগ্রেসেরই অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়।

—·—·—

জমি ও হাপা বিক্রয়

পুরুলিয়া পৌর এলাকায় বরাকর রোড বাইলেনে একটী ১॰ কাঠা পরিমাণ হাপা এবং বরাকর রোডের গোপীবাবু লেনে একটী চতুর্দ্দিকে আন্দাজ ৫০॰ ফুট পাকা কম্পাউণ্ড দেওয়াল দেওয়া জায়গা পরিমাণ ২৫।৩॰ কাঠা (দুইটী পুরাতন রুম এবং একটী পাকা ৬ ফুট ডায়া মেটারের কূপ সমেত) এবং পুকুর পরিমাণে ২ বিঘার অর্দ্ধেক (দুইটী বাঁধান ঘাট সমেত) জায়গা বিক্রয় হবে। মানভূম আই ক্লিনিকে (ঋষি নিবারণ পার্কের সম্মুখে সত্বর অনুসন্ধান করুন।

—·—·—

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত

কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।
বি. টি. কলেজের সকল রকম বই মজুত আছে।

স্থানীয় সংবাদ

বন্যাত্রাণে কলেজের ছাত্রীদের উদ্যোগ

পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় দুর্গত ও ক্ষতিগ্রস্ত নর-নারীদের সাহায্যকল্পে স্থানীয় নিস্তারিণী কলেজের ছাত্রী, অধ্যাপিকা, অধ্যাপক, প্রাথমিক প্রমুখেরা গত ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে পুরুলিয়া সহরের চক বাজার, নন্ডিহা, কুরুম কম্পাউণ্ড, লিলুয়টিডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ অভিযান চালিয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রচেষ্টায় ৫১৯৩৩ টাকা নগদ অর্থ ও বহু পরিমাণ পুরাতন বস্ত্রাদি সংগৃহীত হয়েছে। আর্ত্তত্রাণে কলেজের ছাত্রীদের এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

পুরুলিয়া বি, টি, কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণও বন্যা ত্রাণ তহবিলে অর্থাদি সংগ্রহ অভিযান চালিয়েছেন।

প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব—

পুরুলিয়া পুনরুদ্ধ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইউকেটস্ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীউমাপদ রায় জানাচ্ছেন যে, আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় অপরাহ্ণ হতে (তবিদর মাতিতা মন্দির) পুরুলিয়া শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুর্নমিলন উৎসব শুরু হবে। ছাত্র সংঘ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী থাকা ও আহারাদির ব্যবস্থা করবেন এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫্ টাকা টাকা অধ্যক্ষের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কোলে জানাচ্ছেন যে—আঞ্চলিক বন্যাজনিত পরিস্থিতির জন্য সরকারের স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে (বি-১৩৪ বি-আই টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪) অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়সূচী পূর্ববৎ।

জীবন-বীমা সপ্তাহ

জীবন-বীমা কার্পোরেশনের চতুর্থবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জীবন-বীমা সপ্তাহ পালিত হয়। এই সময়ে পুরুলিয়া জেলায় প্রবল জলবৃষ্টি ও দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও পুরুলিয়া সহর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে জীবন-বীমার ডেভেলাপমেণ্ট অফিসর্স, এজেণ্টস প্রমুখেরা পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, ঝালদা, বলরামপুর, নিতুরিয়া প্রভৃতিস্থানে এই সপ্তাহের কার্য্যসূচী পালন করেন। পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় জীবন-বীমাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের অভাব অসুবিধাদি দূর করার ব্যবস্থা হয় এবং এই সাত দিন জীবন-বীমা অফিসে বীমাকারীদের সনিধি সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সপ্তাহকালে জগন্নাথ কিশোর কলেজ, নৈনিক মুল, বি, টি, কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি স্থানের অর্ত্তপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতার নূতন বীমা কার্য্য করা হয়। এই সপ্তাহে কয়েক লক্ষ টাকার নূতন বীমা করা হয়।

বৃন্দাবনপুর আশ্রমে ডাকাতি

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ভাদ্রিখে রাত্রে প্রায় দশ বারো জন ডাকাত টাঙ্গী, ছোরা লাঠী প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে শাঁতুড়ী থানার বৃন্দাবনপুরে শ্রীশ্রীবিশ্বজনিক ভাণ্ডী আশ্রমে হানা দেয় এবং ১০-১৪ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার, টাকাকড়ি, জামা কাপড়, চাল ডাল প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য লুঠ করে নিয়ে যায়। ডাকাতেরা টাঙ্গী উঁচিয়ে তব দেখিয়ে বাড়ীর লোকদের চুপচাপ থাকতে বাধ্য করে। ডাকাত বাড়ীর মহিলাদের দেহের অলঙ্কার খুলে দিতে বাধ্য করে। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে আরও তিনটি ডাকাতি হয়ে গেছে। সুতরাং এই অঞ্চলের জনসাধারণ খুবই আতঙ্কিত ও বিপন্ন বোধ করছেন।

কাশীপুর থানায় চুরি ও ডাকাতি

সম্প্রতি কাশীপুর থানার ছরকিয়ারী গ্রামে এক ডাকাতিকে ডাকাতি হয়েছে এবং অনেক মূল্যবান সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। উপরোক্ত ডাকাতির তদন্তকালে গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়ে পুলিশ সংশ্লিষ্ট ৩ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে ও লুণ্ঠিত সকল মালপত্র উদ্ধার করে। বৃত ৩ জন ডাকাতই মৃত্যুদণ্ড দণ্ডাজ্ঞা এবং তাদের স্বীকারোক্তি অনুসারে আরও অনেক চালিয়ে পুলিশ প্রায় সাত হাজার টাকা মূল্যের ৩টি সেলাইএর কল ও কয়েক জোড়া কাপড় উদ্ধার করে। প্রকাশ গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রে ঐ ডাকাত দলিরা কাপড় কিনে ফেরার পথে ঐ সেলাই-এর কল ও তাদের কাপড়গুলি চুরি যায়।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গ॰ ২১শে ভাদ্র বৈকাল প্রায় তিন ঘটিকার সময় পুরা থানার তুতাম গ্রামে বজ্রাঘাতে শ্রীরঞ্জন মাহাতের কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী মাহাত ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং পুরুলিয়া অজান হয়ে যায়। শুশ্রূষার পর পুরুলিয়া সুস্থ হয়। ঐ দিন তুতাম গ্রামে আরও দুটি বজ্রাঘাত হয়—কিন্তু কোনও ক্ষতি হয় নি।

বাস চাপা পড়ে বালকের মৃত্যু

গত ১৩শে সেপ্টেম্বর বৈকালে পুরুলিয়ার পুরু গ্রামে রাণীবাঁধের নিকট ৭টী বেকে বাসচাপা একটি বালক চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। প্রকাশ, দুর্ঘটনার পর বাসটি না থেমে সজোরে চলে যায় এবং পুরুলিয়ার এসে বাস দুর্ঘটনার আশু সমর্পণ করে।

এই দুর্ঘটনার ফলে পুরুলিয়ার গ্রামে বিশেষ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

—·—·—

বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নতুন আইন

১৯৭০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধন) বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করেছে।

পরিবর্তনের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে এবং অবস্থারও ক্রত পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ভূমি সংস্কার আইনে বলা হয়েছে বর্গাদার বলতে সেই সব মানুষ যাঁরা এই দেশে প্রচলিত আদি বর্গা বা ভাগ প্রথা মূ অন্যের জমি চাষ করেন এই সর্তে যে উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ জমির মালিককে দেওয়া হবে। 'আদি' কথাটা থেকে মনে হয় প্রচলিত নিয়মে উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক মালিককে দেওয়া হত। চলচ্চিকা অতিধানে রাজশেখর বসু মশাই বলেছেন—'জমির মালিক ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবা চাষীকে জমি চাষ করতে দিলে এই বন্দোবস্তকে বলে 'বর্গা বলে।' প্রচলিত ভূমি সংস্কার আইনে চাষীর ভাগ কিছুটা বাড়ানো হয়। যে ক্ষেত্রে চাষের সমস্ত ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ হাল, গরু, সার, বীজ সংগ্রহের ভার কৃষকের উপর সেখানে কৃষক উৎপন্ন শস্যের শতকরা ষাট ভাগ পাবেন। এমন বিধান ছিল—মালিক পাবেন ৩ ভাগ আর।

উক্ত আইনে মালিক যাতে বর্গাদারকে সহজে উচ্ছেদ না করতে পারেন সে সম্পর্কে কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু সত্য কথা বলতে উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি। এমন কি বে-আইনী উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি। এমন কি বে-আইনী উচ্ছেদ করলে আইন অনুসারে গুরুতর দণ্ড হতে পারে (৬ মাস জেল ও হাজার টাকা জরিমানা) এমন ব্যবস্থা করেও উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। ১৯৬৯ সালে তাদের স্বার্থে এমন বিধান করা হয় যে বর্গাদারের উচ্ছেদ সম্পর্কে সমস্ত মামলা মুলতি রাখা হবে এবং কোন অবস্থাতেই ১৯৭০ সালের ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত কোন আদালতকে তার জমি থেকে উৎখাত করা চলবে না। ইতিমধ্যেই নতুন আইন চালু হল। ইহা কার্য্যকরী হয়েছে এই ইংরেজী বছরের ১৩ই জুলাই তারিখ থেকে। এই আইন চালু হওয়ার ৯০ দিন পর্য্যন্ত যে যে কারণে বর্গাদারেরা উচ্ছেদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন বেগুলি হল।

ক) উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বর্গাদার জমি চাষ করেন নি, অথবা ভালভাবে চাষ করতে অযত্ন বা অবহেলা করেছেন অথবা কৃষি ভিন্ন অন্য কাজে জমি ব্যবহার করেছেন।

খ) বর্গাদার নিজে জমি চাষ করেন নি। অবশ্য বর্গাদারের পরিবারের লোক চাষ করলে বর্গাদার নিজেই চাষ করেছেন বলে ধরা হয়।

গ) বর্গাদার ভূমি সংস্কার আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

ঘ) জমির মালিক নিজে জমি চাষ করতে চান। এক্ষেত্রে মালিকের যদি ৫ একরের কম জমি থাকে তাহলে সম্পূর্ণ জমি থেকেই তিনি বর্গা-দারকে উচ্ছেদ করে নিজের চাষে আনতে পারবেন। কিন্তু ৫ একরের

বেনী জমি থাকলে জমির মালিক তাঁর সম্পূর্ণ জমির দুই তৃতীয়াংশের অধিক জমি নিজের চাষে আনবার জন্য বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না।

যেমন যায়—'ভালভাবে চাষ করতে অথবা বা অনবেলা করা' কথাটি খুব স্পষ্ট নয়। মজলবী মালিকের পক্ষে এর সুযোগ নেওয়া সম্ভব। তাই নতুন আইনে এই বিধানটি একেবারে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ভূমি সংস্কার আইনের বিধান সত্ত্বেও কলমে উচ্ছেদ যোগ্য হবে—ইহাও অত্যন্তসম্ভাবে অপশ্চ এবং বিধানটি কঠোরও বটে। যে কোন বিধান লঙ্ঘন করলেই বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যাবে। ইহা কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। এই ধারাটির পরিবর্তে নতুন আইনে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র মালিকের প্রাপ্য ফসলের অংশ না দিলেই বর্গাদার উচ্ছেদযোগ্য হবেন। যেখানে ভাগচাষ আধিকারিক উচ্ছেদের আবেদনের শুনানীর সময়ে সকল দিক বিবেচনা করে যে সময়ের মধ্যে যেরূপ কিস্তিতে ফসলের ভাগ দিতে আদেশ দিবেন বর্গাদার সেই আদেশ অনুসারে কাজ করলে আর তাকে উচ্ছেদ করা হবে না।

নিজ চাষের প্রয়োজনে বর্গাদার উচ্ছেদ নতুন আইনে অনেকখানি সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নিয়মটার ৭.৫ একরের কম জমি থাকলে যে কোন সময়ে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা চলত। বর্গাদারের পরিবারের কথা সেখানে বিবেচনা করা হত না। নতুন আইনে নিজ চাষে ৭.৫ একর পর্যন্ত জমি অন্যত্র যতটুকু জমি প্রয়োজন তার বেশী জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং কোন ক্ষেত্রেই যেন কোন এক বর্গাদারের জমি দুই একরের কম না হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থাৎ বর্গাদারকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন করে মালিক নিজ চাষে জমি নিতে পারবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যদি কোন মালিকের নিজ চাষে পাঁচ একর জমি থাকত এবং তার আরও পাঁচ জন কি তারও বেশী বর্গাদারের কাছে আরও দশ একর বা তারও অধিক জমি বর্গা দেওয়া থাকত তবে সেই সকল বর্গাদারকে একত্রে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল। নতুন আইনে তিনি ঐ সকল বর্গাদারের কাছ থেকে মাত্র ২.৫ একর জমি নিজে পাবেন। আর তাও নেওয়া সম্ভব হবে শুধু সেই সকল বর্গাদারের কাছ থেকে যাদের নিকট তাঁর দেওয়া জমি দুই একরের বেশী আছে। যদি কোন বর্গাদারই তাঁর কাছ থেকে দুই একরের বেশী জমি বর্গা হিসাবে না পেয়ে থাকেন তবে কোন বর্গাদারকেই জমি হস্তচ্যুত করতে হবে না। পূর্বে বর্গাদারের মৃত্যু হলে বর্গা জমিতে তাঁর উত্তরাধিকারীগণের চাষের কোন অধিকার ছিল না। নতুন আইনে বিধান আছে যে বর্গাদারের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। তিনি চাষ চালিয়ে যেতে পারবেন। এইরূপ মনোনয়ন সম্ভব না হলে ভাগচাষ আধিকারিক ঠিক করে দেবেন উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কে বর্গাদার হিসাবে ঐ জমি চাষ করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইরূপ করা সম্ভব না হলেই মালিক ঠিক করবেন কে তাঁর ভাগচাষী হবেন। কিন্তু জমি তিনি কোন অবস্থাতেই নিজে চাষের জন্য নিতে পারবেন না।

নতুন আইনে উৎপন্ন ফসলে বর্গাদারের ভাগও বাড়ান হয়েছে। পূর্বে যেখানে বর্গাদার শতকরা ষাট ভাগ পেতেন এখন সেখানে তিনি শতকরা ৭৫ ভাগ পেতে পারবেন। এরূপ অংশ বৃদ্ধির ফলে বর্গাদারের পক্ষে চাষের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা সম্ভব হবে। অন্যদিকে যে সকল মালিক লাঙ্গল, গরু, ছাড়াও অধিক ফলনশীল বীজ, সার, সেচের খরচ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করবেন—মাত্র তিনিই ফলনের অর্ধাংশ পাওয়ার হকদার হবেন।

আইনে বিধান থাকলেও ফলনের ভাগ নিয়ে অনেক মালিকই বর্গাদারকে জমি ছিতেন না এই ফলে অনেক অসুবিধা হয়েছে। বর্গাদারের কাছ থেকে ইচ্ছা করে ভাগ না নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলাও করা হয়েছে এমন সংবাদ রয়েছে। নতুন আইনে বিধান করা হয়েছে ফলনের ভাগ নিতে বা জমি ছিতে—তা না হলে বর্গাদার নিজেই আধিকারিকের নিকট মালিকের ভাগ জমা দিতে পারবেন। মালিক সেখান থেকে ফলন বা তার মূল্য পেতে পারবেন।

উৎপন্ন ফসল কোথায় তোলা হবে বা মাড়াই করা হবে তা উভয়-পক্ষের সম্মতি অনুসারেই স্থির হবে বলে মিলিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হলে নিজের গৃহসমক্ষ স্থানে বর্গাদার ফসল তুলতে বা মাড়াই করতে পারবেন। অংশ মালিককে মেপিয়ে দিতে হবে এবং সেখানে মালিকের পর্যবেক্ষণ করার জন্য উপস্থিত থাকার অধিকার থাকবে।

এতদিন ভাগচাষ আধিকারিকের হাতের বিরুদ্ধে মূল্যের নিকট আপীল করতে হত—এখন থেকে ইহা মহকুমা শাসকের নিকট করতে হবে। স্থগিত মামলাগুলির বিচারও নতুন সংশোধিত আইনে হবে।

সরকার মনে করেন বর্গাদার সম্পর্কিত নতুন বিধান জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর সংযোগিতার মনোভাব নিয়ে জমির মালিক ও বর্গাদার নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে দেশের মঙ্গল হবে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্ কবিতা" প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করি—শতবর্ষ পূর্বে রচিত হলেও ইহা এখনও সত্য। "আইন অনুসারে প্রজার অধিকার থাকিলেই হয় না—ইহা কার্যে থাকা চাই।" তিনি বলেছেন—"দেশের অধিকাংশ লোকই কুবিদ্যোবি হিসাব করিলে তাহারাই দেশ।... যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। মালিক ও বর্গাদার উভয়েই শুভবুদ্ধি যুক্ত হোন ইহাই সরকার চাহেন।

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(সচিব, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্ব দপ্তর)

('পশ্চিমবঙ্গের সৌজন্যে')

"সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া"

তাং ২১।৯।৭০ ইং

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে এই স্কুলের একখানি পুরাতন বিজ্ঞাগাড়ী নীলামে বিক্রয়ের প্রস্তাবআছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন।

নীলামের তারিখ :—30.9.70.
" সময় :—at 11-00 hrs.

রেজিষ্ট্রার
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া

শহীদ গোবিন্দ-শহীদ চুণারামের আত্মবলিদান স্মরণে

১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার মানবাজারে শহীদ দিবস

স্বার্থমগ্ন দেশজীবনের মধ্যে আজ ত্যাগের মহান আদর্শ আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক

১৯৪২ সালের মহান জাতীয় সংগ্রামের কথা। দেশের পরাধীনতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য ব্যাকুল কর্মীসেনাবাহিনী নিরন্তরভাবে নির্ভিক চিত্তে পুলিসের গুলির মুখে এগিয়ে গিয়ে যে ইতিহাস রচনা করে—সেই সংগ্রাম-ইতিহাসের উজ্জ্বল ভূমিকা পটে আমাদের গোবিন্দ মাহাত, চুণারাম মাহাতর অমর আত্মবলিদান কাহিনী চির জাগরুক হ'য়ে আছে। তাদের জীবন দানের অবিস্মরণীয় তপস্যা আমাদের কর্মপথে নিত্য প্রেরণা স্বরূপ হ'য়ে আছে। ১৩ই আশ্বিন, মানবাজার থানা প্রাঙ্গণে বেলা ১০টায় বীর শহীদদের স্মৃতিবেদীমূলে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য তর্পণের অনুষ্ঠান হবে—সেই অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত হ'য়ে প্রাণের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, এবং কর্মজীবনে নূতন প্রেরণা লাভ করতে সানুনয় আহ্বান জানাই। ২১।৯।৭০

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

"বিজ্ঞপ্তি"

॥ মোটর যান আইনের ৪৭ (এক) ধারা মোতাবিক ॥

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মজুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (পি, এস, টি, পি, এ) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে; নির্দ্দিষ্ট রুটের ষ্টেজ ক্যারেজ, শিরোনামাঙ্কিত খামে রেজিষ্ট্রি করিয়া দরখাস্ত আহ্বানকারীর নিকট ২৪।১০।৭০ তারিখের বেলা ১১টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে দরখাস্ত পৌঁছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলি ও একখানি পৃথক কাগজ দিতে হইবে।

১। দরখাস্তকারীর নাম ২। পিতার নাম ৩। পুরা ঠিকানা (ডাকঘর ও থানা) ৪। ষ্টেজ ক্যারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ ৫। আর্থিক অবস্থা, ব্যাঙ্কে জমা টাকার অঙ্ক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণ পত্র ৬। মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ৭। গাড়ী রাখিবার ও রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ১০,০০ দশ টাকা, জমার টেজারি চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোন ক্রমেই ফেরৎ যোগ্য নহে এবং উহা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাহারা এই সমস্ত প্রস্তাবিত রুটের অথবা এলাকা ধরিয়া অথবা উহার নিকটবর্তী এলাকায় ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রির পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন; অথবা এতদুদ্দেশ্যে যাঁহারা রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহীদিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিমূলক সমিতি গঠন করিয়াছেন তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্ব্বশেষ ২৪।১০।৭০ মধ্যেই নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

পুরুলিয়া
১৬।৯।৭০

আর, সি, মহাপাত্র
সম্পাদক

১। পুরুলিয়া হইতে পুঞ্চা ভায়া ছড়া ১টি পারমিট
(সকাল ৮টা নাগাদ পুরুলিয়ায় ছাড়িবে এবং বিকেল ৩½টা নাগাদ পুঞ্চাতে ছাড়িবে)
২। পুরুলিয়া হইতে পায়রাচালি ভায়া মানবাজার ১টি পারমিট

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর

মাপ : কাগজের পূর্ণমাপ : ৩৮½ × ২৫½ সেঃ মিঃ
মুদ্রিত অংশের মাপ : ৩৩½ × ২০½ সেঃ মিঃ
এক কলমের মাপ : ৩৩½ × ১০ সেঃ মিঃ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : সাধারণতঃ ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠা : দরকার হলে পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়।
প্রকাশের দিন : প্রতি সোমবার
এক বৎসরে প্রকাশিত মোট সংখ্যা ৪৮

বিজ্ঞাপনের দর

প্রতি কলম সেন্টিমিটার— ৪'৫০ টাকা।
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ন্যূনতম প্রতি সংখ্যা—৫'০০ টাকা।
১২ সংখ্যা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লাগাতার বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।
প্রতি কলম প্রতি সেন্টিমিটার হিসাবে মোট মূল্য ধার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

'Mukti'

Rate of Advertisement

Over-all size : 38½ × 25½ cm.
Printed area per page : 33½ × 20½ cm.
Full page contains 2 colomns
Area per column : 33½ × 10 cm.
Pages per issue . Ordinarily 6 to 8 pages : pages are added whenever required.
Day of publication : Monday.
Total issue in a year : 48

Rate of Advertisement

Per issue per insertion—
Per column centimetre— Rs. 4·50
For classified advertisement minimum charge—Rs. 5·0

Proper discount is given for continuous advertisement for 12 issues or more. Charges are calculated on the basis of the rate per column centimetre,

WANTED for R, B, B, High School one M A./ B. A. (Hons) in Bengali and one M. A/B. A. (Hons) in English both preferably trained, in permanent vacancies on pay scale as preseribed in G. A Rules.

Application must reach the secretary on or before 24.9 70.

Secretary
R. B, B. High School
P. O. Garhjaipur,
Dist. Purulia

আরামে চলুন
মৃদুর ছাপ
দেখে নিন
অজন্তা
হাওয়াই

খেলা করবে সময় জেনে
টাকা জমাও নিয়ম মেনে!

স্বপ্না তার বন্ধুদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে,
সন্দেহ নেই। খেলার সময়ে খেলার দিকে নজর তার
আছে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে ব্যাঙ্কে নিয়মিত টাকা জমাতেও
তার উৎসাহের কোন ঘাটতি নেই।
ইউবিআই-তে তার নিজের নামে একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
বাবা খুলে দিয়েছেন—নিজের ইচ্ছেমত তা চালাতে পেরে
স্বপ্না বেজায় খুশি। সত্যি, বাবার তুলনা হয় না।

১৩ বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে মাত্র ৫ টাকা দিয়ে
ইউবিআই-তে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে।

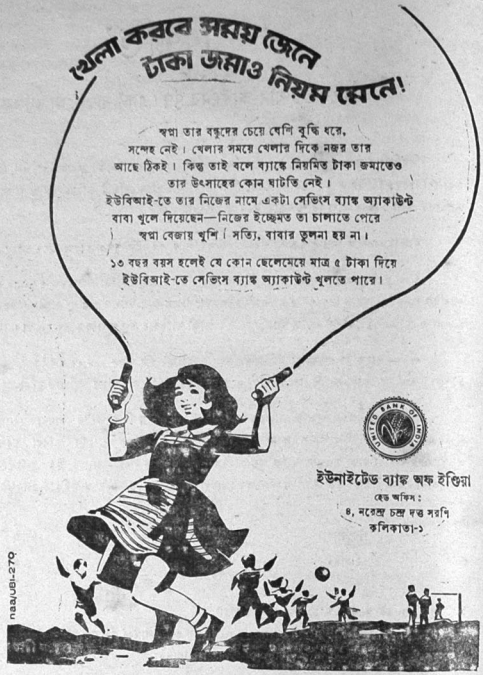

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস:
৩, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
কলিকাতা-১

nasubi-270

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশান্যাল সীড করপোরেশন,
বিশ্যাত স টন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ
মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলদী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা জলদী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্ব্বতি সোনারা (নাবি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্ম্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কর্ম্মীরা অগ্রীম দেবার চেষ্টা করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঊর্দ্ধতন জাগ্রত প্রাণ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

সোমবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর '৭০
১১ই আশ্বিন ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.., সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

শ্রদ্ধাঞ্জলি
শহীদ গোবিন্দ মাহাত
শহীদ চুনারাম মাহাত
১৯৪২ সনে স্বাধীনতার সংগ্রামে
১৩ই আশ্বিন পুলিশের গুলিতে
আত্মদান করেন।



তাদের স্মরণে

২রা অক্টোবর মহান গান্ধী জয়ন্তী দিবস স্মরণে

সমগ্র বিশ্বের—সমগ্র ভারতের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদিত হোক

গান্ধী জন্ম শতবর্ষের বেদীমূলে তাঁর মহিমা উজ্জ্বল জন্ম-জয়ন্তী বিঘোষিত হোক

অগ্রগতিসম্পন্ন নবজাগ্রত ভারতের জীবনে আজ আমরা অনুভব করছি—নেতৃত্বের দায়িত্ব কত মহান। সে কথা স্মরণ ক'রে মনে হচ্ছে—বিশ্বনন্দ্য মহাত্মার যে আসন আজ শূন্য -তাঁর শতাংশের একাংশও পূরণ করা আজও সম্ভব হয় নি। নেতৃত্ব বিহীন ভারতবর্ষের মানুষকে আজ গান্ধীজীবনের মধ্যে অনুধাবন করতে হবে যে, কোন্ কোন্ মহান চারিত্রিক শক্তিতে একটা জাতিকে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব। এই সাধনার ভিতর দিয়েই জাতির জীবনে নেতৃত্ব-শক্তির আবির্ভাব হতে পারবে -অন্য কোনো সহজ পন্থায় বা কৌশল অবলম্বন ক'রে নয়।

আজ তাঁর মহান জন্মজয়ন্তী দিবসে আমরা যেন তাঁর জীবন গঠন তপস্যাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমাদের জীবনে তার আলোক স্পর্শ যেন ক্ষুদ্রতম অংশেও গ্রহণ করতে পারি এই আমাদের আজকের সংকল্প হবে। গান্ধীজীর জন্মতী দিবস উপযুক্ত নিষ্ঠা ও আয়োজনে উদ্যাপিত হোক—এই অনুরোধ করি।

২১-৯-৭০

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা লোক সেবক সংঘ

জেলা আজ গভীর খাদ্য সংকটে ঃ আবার অনাহার মৃত্যু

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যখন নিদারুণ খরা চলছিল—তখন আমি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীএম. এম, বসু যিনি রিলিফ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বিশেষভাবে অনুরোধ করি—অবিলম্বে জেলার বিষয়ে লক্ষ্য দিতে ও জেলার এই চরম দুর্গতিতে কাল বিলম্ব না ক'রে টি, আর-এর কাজ সুরু করতে এবং জি, আর অবিলম্বে বাড়াতে; আর রিলিফ বিভাগ থেকে ব্যাপক কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ও বিকল চাষের আয়োজন করতে। তাঁকে বিশেষভাবে এ বিষয়ে সজাগ হ'তে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তাঁর মধ্যে জেলার প্রতি উদ্বেগ বা ব্যাকুলতা অথবা আন্তরিক আশ্বাস কোনো কিছু দেখলাম না।

ঐ একই অবস্থা এই জেলায় চলছে

ভাদ্র মাসে জেলাবাসীর অধিকাংশের কী অবস্থা হয়-সকলে জানেন। এই ভাদ্র মাসেও টি, আর-এর জন্য জেলা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে বলে কোনো পরিচয় আজও পর্য্যন্ত নেই। অথচ আজও অনাহার মৃত্যু ঘটে চলেছে। সম্প্রতি যে সংবাদ পেলাম তা এই:—

হেঁসলা গ্রামের শ্রীমতী মঙ্গলা গোস্বামীর অনাহার মৃত্যু

এই কদিন আগে—বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর আড়ষা থানার হেঁসলা গ্রামের শ্রীমতী মঙ্গলা গোস্বামী অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৬০ বৎসর বয়স ছিল। এঁর স্বামী শ্রীব্রজমোহন গোস্বামী। পরিবারে ১০ জন লোক। অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট। এই পরিবারে মাত্র ১ জন জি, আর পান। আমি যখন কিছুদিন পূর্ব্বে হেঁসলা গ্রামে যাই—তখন শ্রীমতী মঙ্গলা গোস্বামী আমাকে কাতরভাবে বলেন যে, তাঁদের জি, আর না বাড়ালে তাঁদের পরিবারে অনাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। আমি বি, ডি, ওকে বিশেষ অনুরোধ ক'রে এদের বাড়ীতে জি, আর বাড়াতে চিঠি দিই। পরে সংবাদ পেয়েছি—অন্যান্য কয়েকজনের ব্যাপারের মত এঁদের ব্যাপারেও আড়ষার বি ডি, ও আমার পত্রের প্রতি উপহাস ক'রে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের বিদায় করেন। বি, ডি, ওর এই ঘৃণ্যহীন ব্যবহারের পরিণতি-রূপে এই অনাহার মৃত্যু ঘটল।

বান্দোয়ান থানার সাইড়া গ্রামে অনাহার মৃত্যু

বিগত শ্রাবণ বর্ষার প্রারম্ভে আমি যখন বান্দোয়ান থানা পরিদর্শনে যাই—তখন আমি সাইড়া গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলাম যে—ঐ গ্রামের ৪৫ বৎসর বয়স্ক যুবক শ্রীরাম মাহাত তখন সদ্য অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেছেন এবং তাঁর কনিন্ঠ ভাগ্নে শ্রীমতী হরা মাহাত (বয়স ২৫) অনাহারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

একটা স্বাধীন দেশে এভাবে দিনের পর দিন অনাহারে অথবা মৃত্যু ঘটে চলতে পারে—সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাস মনে পড়লে এটা আর বিস্ময়কর কিছু মনে হবে না।

কংগ্রেস বলছে—তাদের পুরোনো ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। এই কি পরিবর্তনের নমুনা? পরিবর্তনের পরিচয় কি তাঁরা আজ দেবেন?

পশ্চিম এশিয়ার নূতন অগ্নিকেন্দ্র জর্ডন

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কূটনীতির প্রধান লীলাক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। ইউরোপ ও আমেরিকার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ এই দুটি মহাদেশে শেকড় গেড়ে বসেছে। আমেরিকা অবশ্য নবাগত। আফ্রো-এশিয়ায় রাজনীতির টানাপোড়েনে তাই প্রধানত বিদেশী শক্তি বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রয়োজনেই যেখা রেখ এবং তারাই এসব রচনা করে আড়াল থেকে।

বিদেশী শক্তিগুলির প্রভাব দূর করার জন্য প্রথম চেষ্টিত হন গামাল আবদেল নাসের—মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান—সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের জনক। আরব রাষ্ট্রশক্তির ঐক্যের ভূত তৈরী করে তিনি রুখতে চাইলেন বিদেশী প্রভাবের ক্ষতিকর অনুপ্রবেশ। কিন্তু বিদেশী প্রভাব ফাটল ধরাল সেখানেও। জর্ডন বেরিয়ে এল আরব প্রজাতন্ত্র থেকে।

এ ক্ষেত্রে আরও উল্লেখযে গ্য প্রধান হচ্ছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলন এবং আফ্রো-এশিয়া সংহতি সম্মেলন। এই দুই সম্মেলন চেষ্টা করেছেন বিদেশী প্রভাবমুক্তির এবং আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিবাদের আপোষ মীমাংসার। কিন্তু এখানেও ব্যর্থতা এসেছে বারবার। কক্কোর কথা, আলজেরিয়ার কথা জোনবার নয়।

নাসেরের প্রভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম থেকেই রুষ্ট হয়েছিল। অছিলা খুঁজছিল তারা নাসেরকে জব্দ করার। সুযোগ তারা পেল, নাসেরের সুয়েজ-জাতীয়করণের আদেশ জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক স্বার্থের দোহাই দিয়ে ইঙ্গ ফরাসী বাহিনী আক্রমণ করলো মিশর—লেজুর লেছুর এল তাঁদেরও ইস্রায়েল। বিশ্বব্যাপী জনমতের চাপে এবং ইংরেজের নিজের দেশেই প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ হওয়ায় শেষে এল ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী, সন্ত্যাগ করতে বাধ্য হল তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ইডেন। আমেরিকাও তখন নিন্দা করেছিল ইঙ্গফরাসী তৎপরতার। কিন্তু ইঙ্গফরাসী জোটের ব্যর্থতার ফাঁক দিয়ে ইস্রায়েল ও আরব জগতে অনুপ্রবেশ করল আমেরিকা।

মার্কিন অনুপ্রবেশের ফল ফলালো ১৯৬৭তে। মার্কিন সমরসম্ভার নিয়ে তাঁবেদার ইস্রায়েল আক্রমণ করলো মিশরের সুয়েজ এলাকা এবং দখল করলো জর্ডনের ও সিরু অংশ। অতর্কিত ত্রিমুখী আক্রমণে অপ্রস্তুত মিশরের সামরিক শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেল—মাত্র থেকে আকাশে উঠবার আগেই ধ্বসে হয়ে গেল মিশরের বিমান বাহিনী—ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক আর সাঁবায় ভেটের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অপ্রস্তুত মিশরীয় সেনাদল। প্যালেস্টাইনসহ সমস্ত অবরবণ এলাকায় আরব অনড় হয়ে আছে ইস্রায়েল। বর্তমান সমস্যার সূত্র এখান থেকেই।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রজার্স গত আগষ্ট মাসে আরব-ইস্রায়েল সমস্যার সমাধানে যে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব করেছিলেন, প্যালেস্টাইন আরব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল সে প্রস্তাবে। আরব কমাণ্ডো, সিরিয়া এবং আলজেরিয়া বিরোধীতার এবং মিশর সুয়েজ খালের দু'পাশে ১২ মাইল এলাকা অস্ত্রশূন্য না হয়ে গর্ত ভর করেছে এই অজুহাতে ইস্রায়েল প্রস্তাবখান করায় বৈঠক বানচাল হয়ে যায়—যদিও নামের মেনে নিয়েছিলেন রজার্স-প্রস্তাব।

রাষ্ট্রসংঘ, আরব লীগ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি প্যালেস্টাইনীর উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি ১৯৬৭ থেকে। ১৯৭০ এর লুসাকা সম্মেলনও ব্যর্থ হয়েছে এই প্রশ্নে। আরব-ইস্রায়েল বিরোধের এবং আরব উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে লুসাকা কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। নিজেদের ভাগ্য তাই নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে আরব উদ্বাস্তুরা। প্যালেস্টাইনকে সাম্প্রদায়িক কাছে পরিণত করার ইস্রায়েলী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তারা আজ সংগ্রামে ঘোষণা করেছে। ২৫ লক্ষ উদ্বাস্তু সমবেদনে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী—গেরিলা দল—আরব কমাণ্ডো। ইয়াসের নেতা ইয়াসীর আরাফাতের 'আল-ফাতহা' উদ্বাস্তু জর্জ হাবাসের 'পিপলস ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' এবং অন্যান্য নেতৃত্ব নায়কে হাতেরাখাসেরের। 'পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' নিয়ে আরব উদ্বাস্তুদের সংগ্রামী সংগঠন। সিরিয়ার 'সাইকা' ও ইরাকের 'আরব লিবারেশন ফ্রন্ট' আছে উদ্বাস্তুদের নয়ে। আরব দুনিয়ায় প্যালেস্টাইনীর আরবরাই সবচেয়ে শিক্ষিত, সংগঠনে প্রগতিশুই। ১০ হাজার আহত আছে এই মুক্তি সংগঠনে। জর্ডন, লেবানন ও সিরিয়ায় আছে এঁদের ঘাঁটি। ঘাঁটিতে নিযুক্ত আছেন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ ও কৃষক। সাম্প্রদায়িকতার স্থান এঁতা আচ্ছন্ন নন। ডাঃ জর্জ হাবাস, ডাক্তারসেন, যাদান কানাফানি হচ্ছেন খৃষ্টান, আরাফাৎ মুসলমান। ইস্রায়েলের সঙ্গে ওদার এঁদের সির্ষ্ট, মনজীর, তুল, মক্কা আর গ্রন্থাগার রয়েছে—খানাগানি আছে অজানাকর।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উগ্রপন্থী আরব গেরিলাদের একটি বিদেশী বিমান জোর করে নামিয়ে নেয় বিভিন্ন জায়গায়। কাইরো মাটিতে ওর মার্কিন বিমান এবং জর্ডনের মরু অঞ্চলে ৩টি বিমান যাত্রী উড়িয়ে দেয় বারুদ দিয়ে। বৃটেন, ইউগোস্লাভ, পশ্চিম জার্মানী ও ইস্রায়েলে বন্দী আরব গেরিলা ও আলজেরিয়ার মুক্তি যোদ্ধাদের মুক্তিপণ হিসেবে তাঁরা ঐসব দেশের ৫৩ জন যাত্রীকে আটকে রেখেছে। মার্কিন যাত্রীও আছেন এঁদের মধ্যে। এই গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন যাসার কারাফাতি।

উগ্রপন্থী গেরিলাদের এই কাজের ফলে তীব্র প্রচার চালান হচ্ছে সমগ্র মুক্তিফ্রন্টের বিরুদ্ধে নিশ্চয় হয়ে বলে। কিন্তু এ অপপ্রচার যে মিথ্যা তার প্রমান, প্যালেস্টাইন মুক্তিফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সংগঠন উগ্রপন্থীদের বহিষ্কার ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণাকে ভাঁওতা বলে ধরে নিয়ে উদ্বাস্তু মুক্তি চক্র জর্ডনের রাজা হুসেনকে হটাবার ষোড়ে করে আক্রমন চালিয়েছে প্যালেস্টাইন কমাণ্ডোদের ওপর। কমাণ্ডোদের সমর্থন করছে সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া ও লেবানন এবং স্বয়ং নাসের। আন্তর্যাতী এ সংঘর্ষ বন্ধ করার ঐকান্তিক চেষ্টা করছেন নাসের। জর্ডনের রাজধানী আম্মানের পথে পথে লড়াই চলছে—মুসলমের জন্য মুসলমান উঠেছে। বিভীষ বাহিনীও এগিয়ে এসেছে গেরিলাদের সাহায্যে। জর্ডনের ভাগ্যে মার্কিন অস্ত্রভার, অপরপক্ষে রুশ। আমেরিকার ৬ষ্ঠ নৌবহর এশিয়ে দিকে তৈরী করে আছে —অজুহাত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা। রাশিয়া এটাকে প্রচোচনা বলে বর্ণনা করে সাবধান হতে বলেছে মার্কিনপক্ষকে।

পশ্চিম এশিয়ার এই নূতন অগ্নিকেন্দ্রটি এখন পৃথিবীর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। সাংবাদিকেরাও সেখানে সংবাদ সংগ্রহের কোন পথ পাচ্ছেন না। তাঁরা বাধ্য হয়ে বেতিও ট্রান্সিসটারের ওপরই নির্ভর করছেন। উদ্ভয় পক্ষের ঘোষণা থেকে সংবাদ বার করছেন তাঁরা। তাই যুদ্ধবিরতি ঘোষণার খবরও আগে, আবার তা লঙ্ঘন নব বলেও খবর আগে। যাই হোক এটা বোঝা যায় যে ওকটা বিরাট বিস্ফোরনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে পশ্চিম এশিয়া। বিস্ফোরন যদি ঘটে, তা অশিবাহিত হবে এই আলোচিত ওরবে সারা পৃথিবীকে—কারণ ইউরোপ, আমেরিকা পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এর সঙ্গে অড়িত এবং মধ্য ও পূর্ব এশিয়া যে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না তাও অনস্বীকার্য। ঘটনার গতি এইটাই স্পষ্ট করে তুলছে।

দেবাল চট্টোপাধ্যায়

"সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া"

তাং ২১।৯।৭০ ইং

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে এই স্কুলের একখানি পুরাতন বিজ্ঞাপাড়ী নীলামে বিক্রয়ের প্রস্তাবাযাছে আগ্রহী ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন।

নীলামের তারিখ :—30.9.70.

" সময় :—at 11-00 hrs.

রেজিষ্ট্রার
সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়া

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
কলিকাতার অফিস

মুক্তির বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য আমাদের অফিসের ঠিকানা এই :—

পল্লী প্রচার ও সংযোগ
৯, পঞ্চানন তলা লেন
কলিকাতা—১২

'মুক্তি'

১১ই আশ্বিন, ১৩৭৭

শহীদ গোবিন্দ ও শহীদ চুনারাম

১৯৪২ এর আন্দোলনে মানভূমের দেশকর্মীরা ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামী সৈনিক রূপে—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—মন্ত্র নিয়ে মরণ পণ করে যে সংগ্রাম করেছিলেন—সেই সংগ্রামে সৈনিক গোবিন্দ মাহাত ও চুনারাম মাহাত অপূর্ব্ব সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মোৎসর্গের তুলনা বিরল। মানবাজার থানায় পুলিশের গুলীতে নিহত এই বীর শহীদদ্বয়ের আত্মোৎসর্গ আজও এই জেলার সহস্র সহস্র দেশকর্মীর ও লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর প্রেরণা সঞ্চার করে রেখেছে।

আমরা এই বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

বি, দাসগুপ্ত

১৩ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার মানবাজারে থানা প্রাঙ্গনে বীর শহীদদের স্মৃতি বেদীতে জেলার কর্মীরা ও জনসাধারণ স্মৃতি পূজা করবেন। এই শহীদদের মৃত্যুবরণ ও সেই সম্পর্কে ঘটনাবলী এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হল।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

আকাশের মতো অসীম উদারতা ও ভীষ্মের মতো জ্ঞান ও সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে আজ থেকে ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২ই আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের দেশের—বিশেষ করে বাংলার চরম দুর্ভাগ্য এই যে—কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জাতির বৈপ্লবিক অগ্রগতির পথিকৃৎদের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছি। নচেৎ আজ স্থায়ীভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনী ও অবদান পুখক ভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়তম শ্রেণী থেকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায় পর্য্যন্ত অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দ্ধারিত হত। ইংরেজ আমলেও বিদ্যাসাগরকে যে স্থান দেওয়া হয়েছিল আমাদের স্বাধীন পশ্চিম বাংলায় সে আসনের ধারে পাশেও বিদ্যাসাগরকে আসতে দেওয়া হয়নি।

এই বলিষ্ঠ, একজন সত্যকারের জ্ঞানী, নির্ভীক যোদ্ধা, খাঁটি বাঙালির বৈপ্লবিক গতির কালজয়ী পথিকৃৎ—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আজ বাংলার ছেলেরা জানে না বাংলার মেয়ে ঈশ্বর চন্দ্র বিস্মৃত হতে চলেছেন—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে?

সংবাদে প্রকাশ যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগরে ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান চলার সময় ৮টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। স্থানীয় কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ও একজন পুলিশ মোট ৫ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। বোমা পড়ায় ভীড়ের চাপে ৪জন অচৈতন্য হয়ে যান।

এই ঘটনার পরে সহজেই উপলব্ধি হবে দেশের এক শ্রেণীর কোন মতবাদ দেশকে কোথায় নিয়ে চলেছে। ঈশ্বরচন্দ্রদের কোন বোমা মেরেই—বিলুপ্ত করা যাবে না—বরং যাঁরা এটা করতে যাবে তারাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জাতীয় জীবনে আজ জ্ঞানী, বৃদ্ধ, তরুণ যে মতবাদের অনুরাগীই হোন না কেন এই বিদ্যাসাগরের জীবনকে অনুধাবন করুন অনুসরণ করুন। মানুষের শক্তিই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি—বিদ্যাসাগর সেই শক্তিরই আধার ছিলেন যে শক্তিতে শক্তিমান হলে সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্বকালে মানুষ কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আমরা এই ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বার্ষিকীতে সমগ্র জাতির সঙ্গে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বি, দাসগুপ্ত

কেরালায় কাদের বাজীমাত?

অবশেষে কেরালায় বহু টানা হেঁচড়ার পরে বিধানসভার নির্বাচন শেষ হয়ে গেল।

খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবর লিখছি। ১৭ই সেপ্টেম্বর কেরালায় নির্বাচনে ভোট দেবার দিন। সব পক্ষ থেকেই নির্ব্বাচনের জন্য মুহুর্মুহু বাক্য যুদ্ধ পুরোদমে চলেছে। ১২ই সেপ্টেম্বর কেরলের এক গেষ্ট হাউসে দুজন সকালবেলা বসে প্রাতঃরাশ করছেন একজন হচ্ছেন নবকংগ্রেসী—ইন্দিরা মন্ত্রীসভার সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীথাদিলকর, আর একজন হচ্ছেন বাম কমিউনিষ্ট নেতা লোকসভার সদস্য শ্রীরামমূর্ত্তি। এম পি দের মধ্যে দলাভেদ ও মতভেদ থাকলেও বন্ধুত্ব থাকেই - এটা পার্লামেন্টারী কায়দা। একসঙ্গে প্রাতঃরাশ করতে করতে দুই মুখ্যমন্ত্রী বন্ধু রাজনৈতিক খোস গল্প করছেন। থাদিলকর বলে উঠলেন —"এবার তোমরা কাত, আমরা ২৫টি আসন নিশ্চয়ই নেব।" বাম কমিউনিষ্ট নেতা রামমূর্ত্তি একটু উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন—"তাই নাকি?" তারপরে ঠাট্টা করে বললেন—"আপনার দল অর্থাৎ নবকংগ্রেস যদি ১৫টিও আসন পায় তবে আপনারা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করবেন। আমি বাজি ধরছি, প্রতিটি অতিরিক্ত আসনের জন্য আমি ১০০ টাকা করে দেব।"

যে বিধানে বাম কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীরামমূর্ত্তি বাজি ধরলেন ঠিক সেই রকম দৃঢ় বিধান নিয়েই নব কংগ্রেস নেতা বাজী ধরে বললেন—'বেশ আমার দল নব কংগ্রেস যদি ২৫টি আসনের কম পায় তবে প্রতিটি কম আসনের জন্য আমিও ১০০ টাকা করে দেব।'

নির্ব্বাচনের ফলাফল বেরোল বাম কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীরামমূর্ত্তি বাজীতে হারার টাকাটা চিহ্নিত হাতে চেক লিখে নব কংগ্রেস নেতা শ্রীথাদিলকরকে পাঠিয়ে দিলেন।

কেরালায় কায়েমী স্বার্থবাদ বাজিমাত করেছে তারা কোন চান্স বা ঝুঁকি নেননি ওর ভাগের মতো অঙ্ক কসে তারা নিশ্চিত বিধানে আসন জিতে নিয়েছে। শ্রীরামমূর্ত্তিরা বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে ভুল করেছিলেন। সংক্ষেতে একটা বাক্য আছে —এটা বুর্জোয়াদের কথা হলেও কথাটা সত্য। বলছে—

"উদয়ে সবিতা রক্তো রক্তশ্চাস্তময়ে তথা।" অর্থাৎ "উদয়ের সময় সূর্য্য লাল আর অস্তকালেও লাল থাকে।" বুদ্ধিমান যারা তারা এটা যথার্থ উপলব্ধি করে থাকেন।

এবার কেরালায় এই উদয়াস্তের হিসাবটা গাণিতিক সংখ্যা দিয়েই একেবারে বাস্তববাদীও নিরিখে দেখা যাক। ইং ১৯৫৬ সনে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে ত্রিবান্দ্রম কোচিনের মালয়ালাম ভাষী অঞ্চল পৃথক কেরালা রাজ্যরূপে গঠিত হয়। খুব ছোট রাজ্য। বর্তমান লোক সংখ্যা কিছু বেশী ১ কোটি ৭ লক্ষ। সমস্ত রাজ্যে মাত্র ৯টি জেলা। এক একটি জেলার লোক সংখ্যা ১৯ লক্ষ থেকে ২৩ লক্ষ পর্য্যন্ত।

অধিবাসীরা রাজনৈতিক সচেতন। শিক্ষার হার খুব বেশী; ষাট শতে খুবই ঘাটতি জেলা এবং বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের উদ্বৃত্ত জেলা।

ইং ১৯৫৭ সনে সংবিধান অনুযায়ী এই রাজ্যে প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। গোটা ভারতবর্ষে তখন নির্বাচনী আকাশে রাজ্যে রাজ্যে,

কেন্দ্রে কংগ্রেস মধ্যগগনে। একমাত্র কেরালা রাজ্য হল কমিউনিষ্ট (তখন অবিভক্ত) শাসিত রাজ্য—নীলাম্বুদিপাদের মুখ্যমন্ত্রীত্বে। তার পরে এই ১৯৭০ সনের নির্বাচন নিয়ে কেরালায় মোট পাঁচ বার নির্বাচন হয়ে গেল। তার কার্য্য কারণ প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করার স্থান এখানে নেই—তবে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাঙ্গা হল; কেরালায় কংগ্রেস তিন ভাগ হল; সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি ভাঙ্গা হয়ে গেল। তাছাড়াও ইং ১৯৫৭ সনে বিধানসভায় যে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা ছিল ৪৩—১৯৬৭ সনের নির্বাচনে সেই কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র—৯। সমস্ত ভারত জুড়েই প্রায় এই অবস্থা! পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ভাগ্যবিধাতা নিশ্চিন্তে দেখল কংগ্রেস সূর্য্য অস্তাচলে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেরালায় ইং ১৯৫৭ সন থেকে ১৯৭০ এর নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত একটি তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকাতে নির্ব্বাচনে প্রার্থীদলের নাম; নির্বাচনী সনের নীচে বন্ধনীতে বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা এবং জয় হিসাবে নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকাটি চোখের সামনে থাকলে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সুবিধা হবে।

১৯৫৭ থেকে ১৯৭০ পর্য্যন্ত কেরলে
বিধানসভার নির্ব্বাচনের ফিরিস্তি

নির্বাচনে প্রার্থীদল	১৯৫৭ (১২৬)	১৯৬০ (১২৬)	১৯৬৫ (১৩৩)	১৯৬৭ (১৩৩)	১৯৭০ (১৩৩)
১। অবিভক্ত কংগ্রেস	৪৩	৬৩	৩৬	৯	×
২। নব কংগ্রেস	×	×	×	×	৩২
৩। আদি কংগ্রেস	×	×	×	×	×
৪। কেরালা কংগ্রেস	×	×	২৪	৫	১২
৫। অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট	৬০	২৬	×	×	×
৬। কম্যুনিষ্ট (ম:)	×	×	৩	১৯	১৬
৭। কম্যুনিষ্ট (মার্ক্স)	×	×	৪০	৫২	২৮
৮। আর-এস-পি	×	×	×	৬	৬
৯। পি-এস-পি	৯	২০	×	×	৩
১০। এস-এস-পি	×	×	১৩	১৯	৬
১১। আই-এস-পি	×	×	×	×	৩
১২। কে-এস-পি	×	×	×	১	২
১৩। কে-টি-পি	×	×	×	১	২
১৪। স্বতন্ত্র	×	×	১	×	×
১৫। মুসলীম লীগ	×	×	৬	১৪	১১
১৬। নির্দলীয়	১৪	১৭	১০	৭	১২

কংগ্রেস বিধানসভা দলে মুখ্যতঃ দলের শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস বা নব কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেস বা জগজীবন পন্থী ও নিজিকেট পন্থী এদের মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা বা প্রতিক্রিয়াশীলতার নিরিখে কোন পার্থক্য করা চলে না। কারণ কারও বিশেষ কোন একটি কর্ম্ম সমর্থন-যোগ্য হতে পারে কিন্তু সামগ্রিক চরিত্র প্রতিক্রিয়াপন্থী এ বিষয়ে ভিন্ন মতের কোন অবকাশ নাই।

এই ক্ষেত্রে কেরালার নির্ব্বাচনে দুই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দুই জোটবদ্ধের দলসমূহের মধ্যে যে নির্ব্বাচনী সংগ্রাম চলল তাতে একদিকে নবংকংগ্রেস প্রধানতঃ এক জোটের সঙ্গে আর একদিকে আদি কংগ্রেস অপরপক্ষে আর এক জোটের সঙ্গে নির্ব্বাচনে পরিবর্ত্তার হয়ে পড়ল। ১৯৬৭ সনের কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রায় ১টি সূত্র থাকা যে ১৯৭০ সনে ৩২টি মুসকে তৃতে পরিণত হল—তার সমস্ত কৃতিত্ব একেবারে সেই সব রসগুলি—যাদের বলা হয়—বামনদী, বিয়ারী, কায়েমী স্বার্থবিরোধী ইত্যাদি ইত্যাদি। এক বিয়ারীর কাঁধে ভর দিয়ে নব কংগ্রেস গাড়ের কাঁঠাল পাকল—আর এক বিয়ারীর পাঁয়তে আদি কংগ্রেস গর্ত্তে টেনে নামাল। কোন যুক্তি কোন ব্যাখ্যা কোন শব্দচাতুরী এদের অপকারের সমর্থনে আসতে পারে না। পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে এবং কেরালার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে—আমাদের দেশের বিধোদিত বামনদীরা ছোটবড়ভাবে, যুক্ত এবং বিযুক্তভাবে যা করে চলেছেন তাতে ভারতের শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষেরা এদের সঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের একটা সংবিধানের অধীনে যেটাকে লোকসভার (নৈরূপ স্পীকার হাইব্রিড কনস্টিটিউশন বলেছিলেন) বিধানসভাগুলিকে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতা লাভের জন্য আমাদের দেশের বিঘোষিত সাম্যবাদী বিপ্লবকারী দক্ষিণ, বাম প্রভৃতির পক্ষে কোন পথই পরিত্যাজ্য নয়—এটাই দিনের পর দিন জনবর্ধমানহারে প্রমাণিত হয়ে চলেছে। ক্ষমতা লাভের পরে, শাসন ক্ষমতায় নিজেদের দলীয় স্বার্থের জোর বা প্রয়োগকরে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ-রক্ষা করার জন্যই জোর—জোর বা উপযোগিতার আদিবাসী বজায় রাখার জন্য কী যে হতে পারে—আর কী যে হতে পারে না তা কেরালা এবং পশ্চিমবাংলার বর্তমান দলকের ইতিহাস পরিস্ফুট করে তুলেছে। একথা কেরালার জনসাধারণ কেরালায় এবং পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ পশ্চিম বাংলার এই বামনদী গোষ্ঠীদের—তাদের বামনদী বলেই নয়—কংগ্রেসের কায়েমী স্বার্থবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে—প্রাপ্ত শক্তি-রূপে কি নিদারুণ বিশ্বাসেই না নির্ভর করেছিল—আজ সে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রের জয়ই নয়—সেটা তো ছিল, আছে, থাকবে—এটা হয়েছে নিজেদের আত্ম অবহারে। সেই জায়গাটা ট্যাকটিসের ভুল নয়, বা অবজেক্টিভ ক্রিটি নট ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ভুল নয়, সেটা হচ্ছে—আত্মপ্রতারণার জায়গা।

কেরালাতে ১৯৫৭তে কায়েমী স্বার্থবাদের প্রতিভূ কংগ্রেসের পতন দেখবার নীচে যে প্রেরণার উদ্বুদ্ধ করেছিল তা সমগ্রদেশে কংগ্রেসের পতনের পথে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আজ কেরালাতেই আবার সেই ভূপাতিত কংগ্রেসের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী করার উপায় নেই। এর জন্য যে বা যারাই দায়ী হোক না কেন কংগ্রেসের এই অভ্যুত্থান প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে ভরসার উত্থান করেছে।

অবশ্যই জনগণ এটা ভুলে যেবেনা বা বরদাস্ত করবে না। প্রতিক্রিয়াশীলদের দিন শেষ হয়ে আসছে ঠিকই, কিন্তু আজ যারা এদের বিরোধীতার নামে রাজনীতি করতে গিয়ে এদেরই কাঁধে তুলে চাবী, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবের কথা বলছেন—ঐ চাষী মজুরদের কাছেই এদের কথা ও কাজ ক্রমশই বিশ্বাসঘাতক এবং বিশ্বাস ও নির্ভরতার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কেরালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। কেরালাতে যা হল তা সামগ্রিক গতির একটা দিগ্‌দর্শন মাত্র।

১৯৫৭ থেকে আজ পর্য্যন্ত কেরালায় যদিও বা কখনও কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠিত হয়েছে—কিন্তু দুর্ভিক্ষ টিকতে পারে নি। এবার কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠিত হচ্ছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টদের সাহায্যে রেখে। প্রকাশ যে কংগ্রেস নাকি সভায় যোগ দেবেনা তবে কমিউনিষ্টদের মন্ত্রীসভা সমর্থন করে চলবে কারণ কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া এখন মন্ত্রীসভা কেরলে গঠিত হতেই পারে না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—কেরলের মন্ত্রণালয়ে নব কংগ্রেসের জুড়িদাড়ী ভাবতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি টেনে চলবে—বলগা হাতে থাকবে—নব কংগ্রেসের।

এই ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনচেতনা জাগ্রত করে, জনগণকে সংঘবদ্ধ করে শোষণ ও কায়েমী স্বার্থবাদকে বিলুপ্ত করে মানুষকে নিজের মূল্যে প্রতিষ্ঠা করতে গেয়েছিলেন। তার সমস্ত জীবনের কর্ম এই ভিত্তিতেই এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর এই সম্পদকে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের নামে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে বিকৃত করে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে অনপ্রয়োগে ফল এবে বিনাশের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর একটিকে ঐ একই বিরাট মানবতার দৃষ্টি নিয়ে মেনিন বঞ্চিত ও শোষিত মানবতাকে তার বন্ধন ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাকে স্বাধীন করে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। তার কর্মপদ্ধতি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা মানুষের জন্য এক সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে আছে।

ভারতবর্ষে এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সুই নাজর প্রয়োগ তার মতো যে কোন নেতৃত্বই নেই সেটা অত্যন্ত ক্লিষ্টকর হলেও দেশের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। যে নামে, যে ভাবে, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন—জনগণের ক্ষেত্রে অনুকূল ওষুধ নয়—প্রাপ্তির ও সঞ্চেতন প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও—এবা বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে এই শিক্ষার অত্যন্ত সংকীর্ণ, গোঁড়া ও বিকৃত প্রয়োগ করে কেবল স্বার্থপর স্বার্থভাই সৃষ্টি করে চলেছেন। নিজেদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতার জন্য—পুঁজিবাদীদের কায়েমী স্বার্থবাদীদের ও বিভেদ সৃষ্টিকারীদের অপরাধী করে নিজেদের অপরাধ

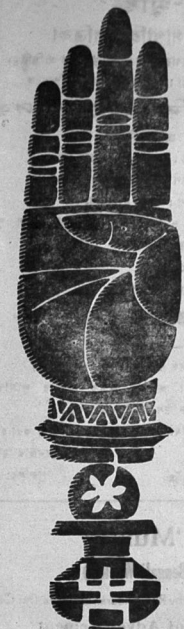

আজ:

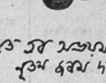

"ভয় হতে তব অভয় মাঝে
নূতন জনম দাও হে॥
দীনতা হতে অসীম ধীরে,
সংশয় হতে সত্যসাগরে,
ক্ষুদ্রতা হতে মহীয়ান জীবনে,
নূতন জনম দাও হে॥"

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি, কলিকাতা-১

মুক্তির বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে জানবার কথা

বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের কপি শুক্র ও শনিবারের মধ্যে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এর পরে দিলে আগত সোমবারের পরের সোমবারেই প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্যই যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন :— কর্মখালি, শিক্ষক চাই, জমি বিক্রয় প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপন বাবত টাকা অগ্রিম দেয়। মুক্তিতেই বিজ্ঞাপনের মাপ ও দর সম্বন্ধে লেখা আছে। তা দেখে অথবা আমাদের জানালে আমরা বিবরণ জানিয়ে দেব—কত মাপের মধ্যে দিতে হবে—সেটাও জানিয়ে দিতে হবে—এবং তার বাবত টাকাও অগ্রিম দিতে হবে। না হলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়।

মানেজার
'মুক্তি' : পুরুলিয়া

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

: স্কুল ও কলেজের সকল রকম
: পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ
: করা হয়।
: বি. টি. কলেজের সকল রকম বই মজুত আছে।

কৃষি প্রচার ভবন

• বীজ ভবন •

শীতের ফসলের
বহু রকম বীজ এসেছে
আরো বহু বীজ আসছে

ভারতের সরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান
ন্যাশান্যাল সীড করপোরেশন,
বিখ্যাত সাটন কোম্পানী
প্রভৃতির উন্নত বীজ

মানবাজার, বান্দোয়ান, বরাবাজার
প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন হাটে
বীজ প্রেরণের আয়োজন হচ্ছে

গমের উন্নত বীজ

ক) কল্যাণ সোনা (জলদী)
খ) লারমা ঐ
গ) সোনালিকা জলদী এবং মাঝামাঝি)
ঘ) সর্বসম্মতি সোনারা (নাবি বা বহালী)

কৃষি প্রচার ভবনে শীঘ্রই এই বীজ আসছে।

শীতের ফসলের বীজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, পিঁয়াজ, মূলা, গাজর, বীট, ওলকপি, শালগম, লঙ্কা, মটর, সয়াবীন, পালং প্রভৃতি

পরবর্ত্তী যে চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে

কৃষি যন্ত্রাদি, কীটনাশক ওষুধ, সার প্রভৃতি এবং কৃষি গ্রন্থাদি কৃষি প্রচার ভবনে কিছু দিনের মধ্য থেকেই থাকবে।

আলুবীজ

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এই জেলায় কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী আলুবীজ খুব উপযোগী হবে। এই আলুবীজ বিখ্যাত এবং উন্নত ধরণের। সারা ভারতে এর চাহিদা রয়েছে। এই বীজের বিশেষ প্রাচুর্য্য না থাকলেও, আমাদের জেলার জন্য কয়েক টন আমরা পাবো। উন্নত কৃষি ফার্ম্মের কাছ থেকে কৃষি প্রচার ভবনে এই বীজ সরবরাহের আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এই বীজ যাঁরা চান অবিলম্বে জানিয়ে রাখুন। কর্ম্মীরা অগ্রিম দেবার চেষ্টা করুন।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

কেরালে মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে

সি, পি, আই : আর, এস, পি, ও মুসলিম লীগ থেকে মন্ত্রী হবেন

কংগ্রেসের অনুগ্রহে

২৮শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে ঃ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীঅচ্যুত মেনন এবং তাঁর নেতৃত্বাধীনে কেরল মন্ত্রীসভা সম্ভবতঃ ১লা অক্টোবর শপথ নেবেন। কেরালা রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঃ কমিউনিষ্ট পার্টির কেরালা রাজ্য সম্পাদক এম এন গোবিন্দন নায়ার এই কথা ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রীদের নামও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। মোট ৯ জন মন্ত্রী কথা হবে তার মধ্যে শ্রীঅচ্যুত মেননকে নিয়ে চারজন—সি, পি, আই ; দুজন— আর, এস, পি ; দুজন—মুসলীম লীগ ; আর একজন—পি, এস, পি।

এই যুক্তফ্রন্টের নেতা হচ্ছেন শ্রী মেনন আর নব কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা হচ্ছেন শ্রী কৃষ্ণণ করণ

প্রকাশ যে কংগ্রেস—মন্ত্রীত্ব বা শরীকার কোন পদই নেবেনা তবে মুখ্যমন্ত্রী পরিষদ দলের নেতা থাকবেন। কংগ্রেস পরিষদ দল ও এই চার দলের যুক্তফ্রন্ট সর্বসাই মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান করে কাজ করবেন।

কংগ্রেসী সদস্যরা সকলে সরকারী যুক্তফ্রন্টের সরকার পক্ষে আসন গ্রহণ করবেন।

কেরলে তাহলে সরকার পক্ষ গঠিত হল—নিম্নলিখিত দলগুলি নিয়ে—

১। কংগ্রেস—
২। দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টি (সি, পি, আই)
৩। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি (আর, এস, পি)
৪। প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি (পি, এস, পি)
৫। মুসলীম লীগ

অর্থাৎ মার্ক্সবেনিনের নামে সাম্যবাদ, কংগ্রেসী কায়েমী স্বার্থবাদ, জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং মুসলীম সাম্প্রদায়িকতাবাদ আজ কেরলে যুক্ত হয়ে শাসনবাদ কায়েম করছে।

—·—·—

ADVERTISRMENT

Wanted for Balarampur Phoolchand H. S. School, P. O. Rangadih, district Purulia one Hons/M.Sc in Chemistry on deputation vacancy in the approved scale of pay and D. A. Place & accommodation attractive. Apply to the Secretary by 3.10.70.

দুর্গাপূজা উপলক্ষে

"মুক্তি প্রেস" ও "মুক্তির" ছুটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী ষষ্ঠী ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৭ : ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ তারিখ থেকে ৩০শে আশ্বিন : ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত ১২ দিন মুক্তি প্রেস বন্ধ থাকবে। ১লা কার্তিক ১৩৭৭ ১৮ই অক্টোবর রবিবার ১২৭০ মুক্তি প্রেস খুলবে।

মুক্তির প্রকাশ ২৪শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর ও ২রা কার্তিক ১৯শে অক্টোবর দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। ১৮ই আশ্বিন ৪ই অক্টোবর মুক্তির ৪০ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর একেবারে ৯ই কার্তিক ১৩৭৭ : ২৬শে অক্টোবর ১৯৭০ সোমবার মুক্তির ৪১শ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

—·—·—

'মুক্তি'

বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা

(১৯২৫ সনে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

পোঃ—পুরুলিয়া : জিলা—পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর

জ্ঞাতব্য বিষয়ক

মাপ : কাগজের পূর্ণমাপ : ৩৮½ × ২৫½ সেঃ মিঃ
মুদ্রিত অংশের মাপ : ৩৩½ × ২০½ সেঃ মিঃ
এক কলমের মাপ : ৩৩½ × ১০ সেঃ মিঃ

পৃষ্ঠা সংখ্যা : সাধারণতঃ ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠা : দরকার হলে পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়।

প্রকাশের দিন : প্রতি সোমবার

এক বৎসরে প্রকাশিত মোট সংখ্যা—৪৮

বিজ্ঞাপনের দর

প্রতি কলম সেন্টিমিটার— ৪'৫০ টাকা।
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ন্যূনতম প্রতি সংখ্যা—৫'০০ টাকা।
১২ সংখ্যা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লাগাতার বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।
প্রতি কলম প্রতি সেন্টিমিটার হিসাবে মোট মূল্য ধার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

'Mukti'

(Bengali Weekly)

(Established in 1925 by Rishi Nibaran Chandra Das Gupta)

Rate of Advertisement

Information regarding the Journal

Over-all size : 38½ × 25½ cm.
Printed area per page : 33½ × 20½ cm.
Full page contains 2 columns
Area per column : 33½ × 10 cm.
Pages per issue . Ordinarily 6 to 8 pages ; pages are added whenever required.
Day of publication : Monday.
Total issues in a year : 48

Rate of Advertisement

Per issue per insertion

Per column centimetre— Rs. 4·50
For classified advertisement minimum charge—Rs. 5·0

Proper discount is given for continuous advertisement for 12 issues or more. Charges are calculated on the basis of the rate per column centimetre.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

ঋষীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা
সোমবার, ৫ই অক্টোবর '৭০
১৮ই আশ্বিন ১৩৭৭
বার্ষিক—৬·, সডাক—৭·
নগদ—১৫ পয়সা



বন্দে মাতরম্

ওঁ হি দুর্গা দল প্রহরণ ধারিণি
কমলা কমলদল বিহারিণি
নমামি ত্বাং।

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন

গত ১লা অক্টোবর থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভ, ভি, গিরি উত্তর প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। তিনি রাজ্য বিধানমণ্ডলী সাময়িক ভাবে ভিরেছেন।

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবি, গোপাল রেড্ডির সুপারিশ ক্রমে রাষ্ট্রপতি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। উত্তর প্রদেশের সংবিধান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সংবিধানের ৩৫৬ ধারানুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা তার নিজের হাতে গ্রহণের সুপারিশ করেন।

রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি বর্তমানে কলিয়ার সফর করছেন। অন্যান্য কার্যসূচীসহ একজন বিশেষ বার্তাবাহ বিশেষ বিমানে করে রাজ্যপালের রিপোর্টটি গভীর রাতে কলিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের কিভেফ সহরে যেখানে শ্রীভি, ভি গিরি বর্তমানে আছেন সেখানে নিয়ে যান। শ্রী গিরি সেই খানেই রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ঘোষণাতে নাম স্বাক্ষর করেন।

রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার সুপারিশ করেন নি, তবে বিরুদ্ধ সরকারের সম্ভাব্যতা উদ্ঘাটনের জন্য বিধানসভা সাময়িককালের জন্য বাতিল করার সুপারিশ করেছিলেন।

উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় দলগত অবস্থা

শাসক কংগ্রেস ১৪৪, বিরোধী কংগ্রেস ৯১, বি-কে-ডি ৮৭, জনসঙ্ঘ ৪৩, এস-এস-পি ২৯, সি-পি-আই ৪, সি-পি-এম ১, সি-এস-পি ৩, কে-এস-পি ১, খতন্ত্র ৪, মুসলিম মজলিস ২, রিপাব্লিকান ১, দল নিরপেক্ষ ১৪। একটি আসন শূন্য। তাছাড়া স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নিরপেক্ষ। মোট সদস্য ৪২৬।

পূর্ব পরিস্থিতি

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হল।

১৯৬৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং পদত্যাগ করার পর উত্তর প্রদেশে প্রথমবার কেন্দ্র রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শ্রীচরণ সিং সেই সময় সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

এবার শাসক কংগ্রেস দল ভারতীয় ক্রান্তিদল পরিচালিত কোয়ালিশন সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা পালন না করার ফলেই রাজ্যপালকে বর্তমান ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

১৯৬৭ সালের ১৪ই ন ভে শ্রী, সি, গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের ১৮ দিন পর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন শ্রীচরণ সিং তখন সংযুক্ত বিধায়ক দলের মুখ্যমন্ত্রী হন।

সংযুক্ত বিধায়ক দল পরিচালনার ভারকণ্ডলি ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় শ্রীচরণ সিং ১৯৬৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করলে উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে অন্তবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আবার শাসন-ক্ষমতা ফিরে পায়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীসি, বি, গুপ্তার নেতৃত্বে ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরলে গুপ্ত মন্ত্রীসভার পতন হয়। ১৯৬৯ সালের ২৭শে নভেম্বর উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী ও অপর ৮ জন মন্ত্রী মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। ফলে গুপ্ত মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতার পর্যবসিত হয়।

জনমতের এই বছর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই মন্ত্রীসভাই চালু থাকে। শ্রীগুপ্ত ফেব্রুয়ারী মাসে বিরোধী দলের নেতা শ্রীচরণ সিংকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য রাজ্যপালকে সুপারিশ করেন।

শ্রীচরণ সিং ইতিমধ্যে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে একটি যুক্তফ্রন্ট আনেন এবং শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠনের দাবী জানান। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শাসক কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

বর্তমান পরিস্থিতি

মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংএর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে শাসক কংগ্রেস রাজ্যের কোয়ালিশন সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। তারপরেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

এই বনিবনা না হওয়ার ব্যাপারটা উত্তর প্রদেশে ক্ষমতা দখলের লড়াই। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল শ্রীবেঙ্কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে নব কংগ্রেসের ২৬ জন ও বি, কে, ডির ১ জন মোট ২৭ জন মন্ত্রীদের হলফের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করেন। ফলে এই ২৭ জন মন্ত্রী থাকবেন কিন্তু তাঁদের কোন হলফ থাকবে না। ঐ হলফগুলিও দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে বলা হয়। এদিকে ভারতের এটর্নি জেনারেল শ্রীনীরেন দে এই অভিমত দেন যে শ্রীচরণ সিং পরিচালিত সরকার থেকে গরিষ্ঠদল নব কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের পর মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। পরে তিনি যদি তাঁর পক্ষে গরিষ্ঠের সমর্থন আছে বলে রাজ্যপালকে আশ্বস্ত করতে পারেন তাহলে তিনি বিধানসভার অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা না করেই নতুন সরকার গঠন করতে পারেন।

এর পরে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিংকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর চরণ সিং রাজ্যপালের পদত্যাগের নির্দেশের যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যপালকে চিঠি দেন।

শাসক কংগ্রেসের উত্তর প্রদেশের কার্যনির্বাহক কমিটি ও পার্লামেন্টারী বোর্ড ২৮শে সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের সমর্থন জানায় এবং মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং পদত্যাগ না করলে তাকে বরখাস্ত করবার জন্য রাজ্যপালের কাছে দাবী জানায়।

তারপরেই রাষ্ট্রপতির শাসন। ফলতঃ দলের মধ্যে বি-পি-আই ও সি-এস-পি নব কংগ্রেসের এই ব্যবস্থার সমর্থন জানান।

উত্তর প্রদেশ সম্বন্ধে তথ্য

আয়তন—১২,৯৩,৩৮৩ বর্গ কিঃ মিটার।

লোক সংখ্যা—৭,৩১,৯৮,৪০১।

এই রাজ্যে জেলা আছে ২৬টি। এক একটি জেলাতে ১ লক্ষ ২২ হাজার থেকে ২৯ লক্ষ পর্য্যন্ত জন সংখ্যা। রাজ্যের জন সংখ্যার দিক থেকে ভারতের মধ্যে সপ্তদশ জন সংখ্যা।

উত্তর প্রদেশে বিধান পরিষদ আছে। বিধান পরিষদে সদস্য সংখ্যা ১০৮। বিধান পরিষদ চলছে, চলবে।

স্থানীয় সংবাদ

পৃ কাম্প দিবালোকে ১৫০০০ টাকা লুঠ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল প্রায় ৮-৩০ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া বরাবাজার রোডের পলসা গ্রাম মে (গাড়া থানা) নিকট বোমা মেরে একটি ট্রাক থামিয়ে বিহলজাত বেঁধেছে ট্রাকের আরোহীর নিকট থেকে ১৫০০০৲ হাজার টাকা লুঠ হয়। প্রকাশ, পিতুরিয়া থানার নবগঠী গ্রামের কোনও এক মহ ভাঁটির টাকা পুরুলিয়া ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার জন্য একটি ট্রাক বোঝাই থানি মরের নিয়ে নিয়ে উক্ত ভাঁটির একজন কর্ম্মচারী পুরুলিয়া আসছিলেন। আরও প্রকাশ, ঐ ট্রাকটি ছাড়াও কিছু পরে একটি কালো রং-এর এ্যাম্বাসাডার গাড়ী ট্রাকটির পিছু নেয় এবং রঘুনাথপুর নবগ পার হবার পর মোটর গাড়ীটি ট্রাকটিকে পিছু ফেলে এগিয়ে যায়।

মরের দিকে বোঝাই ট্রাকটি পলসা গ্রামের কাছাকাছি এলে রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষমান ঐ কালো এ্যাম্বাসাডার গাড়ী থেকে দু জন যুবক বেরিয়ে আসে এবং একজন দুষ্কৃতকারী ট্রাকের অগ্র ড্রাইভার উপরে একটি বোমা ছোড়ে এবং আর একজন ট্রাকটি লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে গাড়ীটি থামাতে বলে। ড্রাইভার ট্রাকটি থামানোর সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ী থেকে আরেক জন যুবক রিভলভার হাতে নেমে আসে এবং ট্রাকের উপর লাফিয়ে পড়ে রিভলভার দেখিয়ে মহভাঁটির কর্ম্মচারীর হাত থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নেয়। তারপর দুষ্কৃতকারী মোটরে করে পালিয়ে যায়। প্রকাশ, এই ঘটনার সময় মোটর গাড়ীর ড্রাইভার দুর্ঘ ঢাকা দিয়ে বসেছিল। ড্রাইভার ও মহভাঁটির কর্ম্মচারী বোমার আঘাতে আহত হন। পুলিশী তদন্ত চলছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জেলার সমস্ত চেক পোষ্টে পুলিশী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং জেলার প্রবেশকারী সমস্ত যানবাহন পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রণীক্ষা করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কালদা ও রঘুনাথপুরে নক্সালী অভিযান

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রৈকাল কালদা এষ্টেটের প্রাক্তন জমিদার শ্রীবলরাম নারায়ণ সিংহের কালদা মিউনিসিপ্যাল অফিসের সুদৃশ্য রাস্তা দিয়ে নিজ রাজবাড়িতে ফিরছিলেন সেই সময় দশিয়েতে ছয় সাত জন যুবক তাঁকে অবোধ্য ভাষায় গালাগালি অস্ত্র, মোহার ভাঙা প্রভৃতি দিয়ে আক্রমণ করে এবং গুরুতরভাবে অথম করে। তাঁকে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

নক্সালী অভিযান সম্বন্ধে পুলিশ এই সম্পর্কে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে রঘুনাথপুরে জনৈক ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রীযুক্ত সর্দ্দা মোটর সাইকেলে বালক পুত্রকে নিয়ে রঘুনাথপুর আসছিলেন—সেই সময় গতীবেষ্ট্রা গ্রামের নিকট রঘুনাথপুর-পাঁতুড়ী রাস্তার উপর কয়েকজন যুবক তাঁর পথ রোধ করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলায় ও মাথায় মারাত্মক আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বালক পুত্রকে আক্রান্তরীরা রেহাই দেয়।

প্রকাশ, শ্রীসর্দ্দার নিকট কয়েক হাজার টাকা ছিল—কিন্তু তা লুণ্ঠিত হয় নি।

এই হত্যাকাণ্ডটিও নক্সালী ঘটিত বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

চাষ রোডে ট্রেন ডাকাতি

গত ২৭ অক্টোবর রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় চাষ রোড ষ্টেশনে এক ডাকাতিতে যাত্রীদের মধ্যবর্ত্তী নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, প্রায় ২০ জন দুর্বৃত্তের একটি দল গোটানাথ বাদে (আইরণ্ডা) ট্রেনে চড়ে এবং চাষ রোডে গাড়ী থামলে তারা পার্শ্ববর্তী একটি কুটীর শ্রেণীর কামরায় ওঠে এবং টাকী, ছোরা, লাঠী প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে খুন করার ভয় দেখিয়ে যাত্রীদের টাকা পয়সা, ঘড়ি, আংটি, গুপ্তধন অলঙ্কার লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠনের পর ট্রেন ছেড়ে দেবার পর তারা গাড়ী থামিয়ে রাস্তায় অন্ধকারে তারা গা ঢাকা দেয়।

বন্যাত্রাণে বি, টি, কলেজ

সম্প্রতিকালের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের ত্রাণকার্য্যে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় বি, টি, কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এক অর্থ সংগ্রহের অর্থ থেকে ৫ কুইন্টাল চাল, ৩ কুইন্টাল ডাল, ১ কুইন্টাল চিড়া ও ১ কুইন্টাল গুড়, ১৫০০ আমাবশ্যক ও নগদ ৩০০৲ টাকা নিয়ে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দুর্গতদের জন্যে বি, টি, কলেজের এক ছাত্র প্রতিনিধিদল ঘাটাল অভিমুখে ওনা হয়েছেন।

বন্যাত্রাণে নিস্তারিণী কলেজ

স্থানীয় নিস্তারিণী মহিলা কলেজের ছাত্রী ও অন্যান্য ও অধ্যাপিকারাও বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য ১৫৪৲ নগদ ও ৭২০ আমা কাপড় সংগ্রহ করেন। এই অর্থের ৭৪০৲ টাকা এবং ৩ ৩ টি আমা কাপড় শাড়ী ছাত্রী সংঘ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দজীর হাতে বন্যাত্রাণকার্য্যে দান এবং বাকী ৪০৲ টাকা এবং ৪০১ টি জামাকাপড় বিদ্যাসাগর বিলিফ কমিটির স্থানীয় প্রতিনিধি মানভূম ডিস্ট্রীক্টিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিতাই পাণ্ডুয়ার হাতে বন্যাত্রাণকল্পে দেন।

পুর্ণাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে

সংসিষ্ট মহল থেকে সংবাদ নিয়ে জানা গেল—২১১ জন স্কুল ফাইনাল ও চাকার সেকেণ্ডারী পাশ ও ট্রেনিং প্রাপ্ত ও নন্-ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ১৫১ জন প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ১৬ জন মাট্রিক ও নন্ মাট্রিক ট্রেনিং প্রাপ্ত (বিহার) প্রার্থী ও স্কুল ফাইনাল ও ট্রেনিং সার্টিফিকেট সমেত যথোপযুক্ত তদন্তের পর তাঁদের বর্ত্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষাদানের যোগ্যতা বিচার করা হবে। এই পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জ্জন করলেই তাঁদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রশ্ন বিবেচিত হবে। এই সমস্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগের পর ট্রেনিং-বিহীন যোগ্য প্রার্থীর নিয়োগের প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে।

স্কুলে নক্সালী হামলা ও ছাত্রদের প্রতিরোধ

গত ২২শে সেপ্টেম্বর পাঁচ ছয়জন নক্সালী যুবক রঘুনাথপুর থানার গতীবেষ্টো গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা প্রতিবাদ করলে নক্সালী যুবকেরা শাসাতে শুরু করে এবং ছাত্রেরাও তাদের তাড়া করে দু জন নক্সালী যুবককে ধরতে সমর্থ হয়। তারপর থানায় সংবাদ দিলে রঘুনাথপুর থেকে পুলিশ বাহিনী এলে পুলিশ ঐ নক্সালী যুবকদের ধরাই লাল ভাতা লাগিয়ে আনে বলে প্রকাশ। ধৃত যুবক দুজনকে অভাড় আরও কয়েকটি নক্সালী ঘাঁটালী সম্পর্কে পুলিশ অনুসন্ধান করছিল।

নক্সালী ধরপাকড়ের অভিযান

প্রকাশ, গত সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ২১ জনকে নক্সালপন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও প্রকাশ, এই জেলায় নক্সালী অভিযান শুরু হওয়া থেকে আজ পর্য্যন্ত ১৬৭ জন নক্সালীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ধৃত নক্সালীদের মধ্যে ৭১ জনকে পুরুলিয়া সদরে এবং বাকী ৯৮ জনকে জেলার অন্যান্য স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত নক্সালীদের মধ্যে ২ জন মহিলাও আছেন।

আনন্দমার্গ-সাধুহত্যার মামলায় জয়পুরের তৎকালীন বি-ডি-ও সহ ১৮ জন দণ্ডিত

১৯৫৫ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া জেলার আনন্দমার্গের সাধু হত্যার মামলায় মেদিনীপুর জেলা ও দায়রা জজ শ্রীএম, রায় আসামীদের ৯ জনকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। বাকি আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত করা হয়েছে। জয়পুরের তৎকালীন বি, ডি, ও অশোক চক্রবর্তীকে বিচারক ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

১৯৬৭ সালের ৩রা মার্চ্চ এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

—০—

'মুক্তি'

১৮ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৭৭

মহাবিপ্লবী মহাত্মা গান্ধী

গত ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ১০১ জন্মদিবস ছিল। যাদির মূল্য বাড়িয়ে যাদি কমিশনের সেই বঞ্চিত মূল্যটা রিবেট দেওয়া—আর যারা গান্ধীর নামে সবচেয়ে বেশী আত্মস্বার্থে এবং গোষ্ঠিস্বার্থে গান্ধী বিরোধী কাজ করে গেছেন তাদের এই গান্ধী জয়ন্তীতে কিছু বাছোট বাক্যবর্ষণ ছাড়া আর কোনভাবে দেশে গান্ধী জয়ন্তী পালন করার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

ভারতবর্ষ এক একটা মহানিয়তী চিন্তাধারার জন্ম দেয় এই ভারতের মাটিতে, বিশ্বের মানুষ সেই—চিন্তা ও কর্ম্মে বিস্মিত হয়—তাদের নিজের পথে তা যাচাই করে নেবার চেষ্টা করে আর ভারতবর্ষে তার অন্ত প্রকার পরিণতি হয়।

বুদ্ধের বাণী সমস্ত পৃথিবী জয় করেছিল—ভারতবর্ষে তার চিহ্নমাত্র রইল না—এক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যাঞ্চলে কিছু লোকের মধ্যে আর এখানে ওখানে সামান্য কিছু লোকের মধ্যে বিকৃত রূপে ছাড়া সেটা পর্য্যবসিত হল তান্ত্রিকতায়। শঙ্করের বেদান্ত যা মানুষের কাছে অনন্ত অসীম ও ভূমার উপলব্ধির প্রচেষ্টায়, এক মহাসাম্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল ভারতবর্ষে তার পরিণতি হল ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা ও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শূদ্রদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও অসাম্য সৃষ্টিতে।

দুটি মহাভাবনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল মাত্র। তারপরে ক্ষুদ্র বৃহৎ ক্ষেত্রে আরও আরও চিন্তার ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম্ম মহাসমুদ্রের তরঙ্গের মতো ভারতের চিন্তাধারাকে তরঙ্গায়িত করেছে—কোন লক্ষ্যে? মানুষের মধ্যে অসাম্য দূর করে সাম্য সৃষ্টি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

বিতর্কের মধ্যে প্রবেশের স্থান এ নেয়—কিন্তু এটা খুবই সত্য যে সমগ্র মানুষের জগতে—সাম্য প্রতিষ্ঠার ভাবনা ও আহ্বান—কার্ল মার্ক্স যিনি ১৮১৮ সনে জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৩ সনে মারা যান তার পূর্বে পাশ্চাত্য জগতে বিশ্বজনের মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। মানুষ তার ঘৃণ্য লোভ, স্বার্থপরতা প্রভুত্বপরায়ণতা ও—সংকীর্ণ ভোগেচ্ছা দ্বারা মানুষের মধ্যে যে অসংখ্য নির্মম নিষ্ঠুর শোষণ দুর্গতি ও বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে—সেই নিপীড়িত মানুষের বাঁচার, প্রতিষ্ঠার ও বিকাশের লক্ষ্যে তিনি যে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা জগতে দিয়ে গেছেন—বর্ত্তমানে মার্ক্সের সাম্যবাদ-বিশ্বাসী যারা—তারা যেভাবে যতটুকুই বিশ্বাস করুন ও কাজ করুন না কেন—মার্ক্স ও তার উত্তর সাধক লেনিন ছাড়া আর যে কেউ বা কারা সাম্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেছেন, চিন্তাধারা দিয়ে গেছেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন—এ কথা তারা একেবারেই স্বীকার করতে চান না। তারা এই অভিমতই পোষণ করেন ও প্রতিষ্ঠা করতে চান যে মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্ক্স লেনিনের ভাবনাই প্রথম ভাবনা এবং তাদের নির্ধারিত ও কর্ম্মায়িত উপায় ও পথই একমাত্র উপায় ও পথ। মার্ক্স-লেনিনবাদী ছাড়া আর কেউ সত্যকারের বিপ্লবী হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতার প্রথম বিকাশ তার পূর্ব্বে হয়েছে কিনা বলতে পারি না কিন্তু আজ থেকে বহু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—আমাদের এই ভারতবর্ষে ঋষিরা অর্থাৎ যারা দ্রষ্টা ছিলেন, যারা পরমার্থে সম্যক দৃষ্টি স্থাপন করে সর্বতোভাবে পরোপকার করেন তারা বেদের ভাষায় বিশ্বজনকে আহ্বান করে বললেন—

"হে জগজ্জন! তোমরা অভিন্ন হৃদয় হয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ কর, তোমাদের বাক্য অবিরোধ ও অভিন্ন হোক তোমাদের মন অবিরোধে পরমজ্ঞান লাভ করুক।

সমান মন্ত্র, সমান মন, সমান সমিতি, সমান চিত্ত হয়ে তোমরা কাজ কর।

তোমাদের আকুতি, মনোভাব, আশা আকাঙ্খা এক হোক, হৃদয় এক হোক, অন্তর এক হোক—আর তোমাদের সেই একত্ব প্রভাবে তোমাদের সাহচর্য্য, মিলন সুখোজ্জ্বল হয়ে উঠুক।"

এটা প্রিমিটিভ কমিউনিজমের কথা নয় সেটা থাকে মানুষের আদিম অজ্ঞান অচেতন অবস্থায়। এটা হচ্ছে তাদের কথা এবং ভারতবর্ষে সেই সময়কার সমাজের কথা—যে সমাজে অবিরোধ—আরেক অর্থে যারা জ্ঞান মার্গে গমন করে সংসার অতিক্রম করেছেন—তাদের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

মানুষের কল্যাণের জন্য এই যে শাশ্বত সাম্যের বাণী এরই রূপ দেবার জন্য যুগে যুগে একের পর এক ভারতবর্ষে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে এসেছে সাধকরা, জ্ঞানীরা, মহাত্মারা। একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রকাশ করে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে তেমনি ঐ একই সাম্যের ভাবনা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে গেছেন এবং বিভিন্নভাবে কার্য্যকরী করে গেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠার যে অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্য—তা নিঃশেষে এই ভারতবর্ষে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, আজও সাম্য-প্রতিষ্ঠার কোন চিন্তাধারাই সমগ্রভাবে একে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। জঙ্গল, ডলার, পাউণ্ড বাটাকার ভিত্তিতে নয়—"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্" এই ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস, এর সংস্কৃতি ঐতিহ্য—ইন্টারপ্রেট—ব্যাখ্যা করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামের নামে লুণ্ঠন বা দস্যুতা, বিপ্লবের নামে উন্মত্ত সন্ত্রাসবাদ এবং বিপ্লব প্রভৃতির নামে প্রয়োগিত ব্যাখ্যা দিয়ে বুর্জোয়া বা অতিবুর্জোয়াদের নয় দাসত্ব প্রভৃতির বিকৃত রূপ দ্বারা যেমন মার্ক্স-লেনিনের চিন্তা ও কার্যধারা বিচার করার অর্থই স্বেচ্ছায় কলঙ্ক করা—তেমনি গান্ধীজীর সাম্যবাদের চিন্তাধারা যা ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তা-ধারারই রূপ তাকে, এবং তার রূপায়ণে তার কাজকে তার অনুসরণকারী বলে ব্যক্তি সংঘ বা গোষ্ঠির বিকৃত কাজের দ্বারা বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা বিচার করতে গেলে সেটাকে সংস্কারাচ্ছন্ন অভিসন্ধিমূলক বিচারই বলতে হবে—তা সে যত গবেষণামূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণই হোক না কেন।

মানুষের জড় জগতে প্রগতি নিশ্চয়ই হয়েছে। পারমানবিক শক্তি তার আয়ত্বে কিন্তু সে শক্তি প্রযুক্ত হতে চলেছে মানুষের সামগ্রিক ধ্বংসের প্রস্তুতিতে। সেই আদিম মানব যখন তারা পাথর ছুঁড়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারতো আর আজ যখন চরম বৈজ্ঞানিক উন্নতি নিয়ে এক পরমানবিক বোমাতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারার ব্যবস্থা হচ্ছে, কোটি কোটি মানুষের সৃষ্টিকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি হচ্ছে তখন সেই আদিম মানবের সঙ্গে বর্ত্তমানের এই উন্নত বৈজ্ঞানিক মানুষের মৌলিক পার্থক্য কোথায়? এই ক্ষেত্রে এই সভ্যতা, এই চিন্তাধারা, এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তো মানুষের পক্ষে চরম অভিশাপ স্বরূপ হয়ে পড়ছে। এই বৈজ্ঞানিক

অগ্রগতির ফলে মানুষের আর যা কিছুই প্রাপ্তি হয়েছে—তার তো কোন মূল্যই, কোন সার্থকতাই—এই দানবীয় ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে নাই—একেবারেই নাই।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজ যদি সাম্যবাদী সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য সে রুশই হোক, চীনই হোক—যে দেশ বা সমাজ বা গোষ্টিই হোক—তাদের এই মানব ধ্বংসের চরম অস্ত্র আনবিক ধ্বংস শক্তির আশ্রয় নেওয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে—তাহলে সে সাম্যবাদ কী শক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে? আজ স্বতই সেই প্রশ্নই আসে।

জড় বিজ্ঞানে মানুষের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে হয়েছে—কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে মানুষের বৈপ্লবিক অগ্রগতি হলে—এই শক্তিকে মানুষ মানুষকে বাঁচাবার কল্যাণের পথেই সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করত উন্নতবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, শ্রীকাকুলাম ও বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানের তীর, ধনুক, লাঠী বর্শা, বন্দুক ক্র্যাকার ও বোমা থেকে আরম্ভ করে রুশ ও চীনের এটম ও হাইড্রজেন বোমা পর্য্যন্ত এই সব উপাদানগুলি বৈপ্লবিক উপাদান নয়—এগুলির সঙ্গে মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লবের পরিচয় নেই। এগুলি পরিহার দ্বারাই মানুষের—কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, কি সমষ্টির ক্ষেত্রে, কি দেশের ক্ষেত্রে, কি বিশ্বের ক্ষেত্রে সমগ্র মানুষের বাঁচার জন্য যে কল্যাণময় সাম্য প্রতিষ্ঠার ভাবনা—সেটাই বর্ত্তমানে অতি প্রয়োজনীয় চিন্তার বৈপ্লবিক অগ্রগতি, বৈপ্লবিক চিন্তা—এবং এই লক্ষ্যে বিহিত ও রূপায়িত কর্মপদ্ধতি কর্মধারাই প্রকৃত বৈপ্লবিক কাজ, বিপ্লবের কাজ এবং বিপ্লব।

গান্ধীজী সমস্ত বিশ্বের ধ্বংসের প্রস্তুতির মধ্যে চিন্তা ও কাজে ভারতবর্ষে এই মহাবিপ্লবের ভিত্তি গড়তে চেয়েছিলেন। জগজ্জনের কল্যাণে ভারতবর্ষের যে শাশ্বত সাম্য প্রতিষ্ঠার বাণী ও সাধনা—গান্ধীজীর সমস্ত জীবন সেই মহাবিপ্লবের সাধনার জীবন। আমরা আজ এই মহাবিপ্লবীকে স্মরণ করি। যখন মানুষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি—সে বিভিন্ন সাম্যবাদের রূপেই হোক বা বিভিন্ন পুঁজিবাদের রূপেই হোক—বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘর্ষে এসে মানুষের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংসের বাস্তব সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত ও পথহারা করে তুলবে তখন বিশ্বজন ও দেশে দেশে বিপ্লবীরা এই মহাবিপ্লবী মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ মনন ও নমস্কার করবেই। একথা আমরা দৃঢ় নিশ্চিতভাবেই বলছি।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

শোক সংবাদ

পুরুলিয়ার স্বনামখ্যাত উকীল স্বর্গীয় লম্বোদর দের পৌত্র উকীল শ্রীবিজয় গোপাল দের একমাত্র পুত্র আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান নীলমনি দে অকস্মাৎ হৃদরোগে মারা যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স ৩৬ বৎসর হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখীর নিকট লোকেসলে তার শ্বশুর বাড়ীতে ছুটিতে গিয়ে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৩টার সময় বুকে বেদনা বোধ করে। ডাক্তার আসেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ভোর ৬টায় সে মারা যায়।

নীলমনি—লাইফ ইনসিওরেন্সের একজন খুবই জনপ্রিয় কর্মচারী ছিল। মৃত্যুকালে সে স্ত্রী ও একটি কন্যা রেখে গেছে। তা ছাড়া তার বৃদ্ধ পিতা মাতা ও ছুটি অবিবাহিত ভগ্নী আছে।

আমরা তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—•—

প্রেসিডেন্ট নাসেরের জীবনাবসান

মিশরীয় বিপ্লবের জনক তথা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল আব্দেল নাসের গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বৈকালে আকস্মিক হৃদরোগের আক্রমণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জর্ডনের রাজা হুসেন প্যালেষ্টাইনী কম্যাণ্ডোদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একজন ডাক বিভাগের কেরানীর সন্তান নাসের প্রথম জীবনে সৈনিক ও পরবর্ত্তীকালে আরব দুনিয়ার অবিসম্বাদী নেতা তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের মর্য্যাদা অর্জ্জন করেন। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই মিশরের রাজা ফারুককে গদীচ্যুত করার বিদ্রোহে নাসের নেতৃত্ব করেন এবং মিশরের প্রথম প্রেসিডেন্ট জেনারেল নাগীবের অধীনে ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্য্যন্ত উপ-প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে আসীন থাকেন। ১৯৫৬ সালে নাসের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরই সুয়েজ বৃটীশ উপনিবেশ উচ্ছেদ করে সুয়েজ খাল জাতীয় করণ করেন এবং সেই সূত্রে বৃটেন ফ্রান্স-ইস্রাইলের মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। রাশিয়ার হস্তক্ষেপে এই সঙ্কটের অবসান হয়।

১৯৬৭ সালে ইস্রায়েলের সঙ্গে ছয় দিন ব্যাপী সংগ্রামে মিশরের শোচনীয় পরাজয় ও প্রভূত ক্ষতি সাধনের গ্লানিতে নাসের প্রেসিডেন্টের পদে ইস্তফা দেন কিন্তু সমগ্র মিশরবাসীর সম্মীলিত ও ঐকান্তিক দাবীতে তাঁকে পুনরায় ঐ পদ গ্রহণ করতে হয়।

সমগ্র আরব দুনিয়ার মধ্যে ঐক্যসাধন তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল এবং ১৯৬৭ সালে মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক হয়। নাসেরের মৃত্যুতে আরব দুনিয়ার ইস্রু পতন ঘটলো।

—•—

মানভূমের ১৯৪২ আন্দোলনের বৃত্তান্ত

অহিংস বৈপ্লবিক সংগ্রামের এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন তারা একে একে বর্ণনা করে গেছেন।

দাম করা হয়েছে এক টাকা। অগ্রিম টাকা জমা দেওয়া হচ্ছে। দশ খানা বই একসঙ্গে নিলে কমিশন দেওয়া হবে। টাকা অগ্রিম দেয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন বা টাকা জমা দিন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ
মুক্তি প্রকাশন
মুক্তি কার্য্যালয়, পুরুলিয়া

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

: স্কুল ও কলেজের সকল রকম
: পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ
: করা হয়।
: বি, টি, কলেজের সকল রকম
বই মজুত আছে।

কৃষি প্রচার ভবন : বীজ ভবন : চাষীদের জন্য খবর

পুরুলিয়া কোর্টের সিয়ানা মধ্যে এই বীজ ভবনে বীজের সম্ভারোহ

শীতের ফসলের অনেক বীজ এসেছে

ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো (বিলাতি বেগুন), মূলা, পিঁয়াজ, পালশাক, লালশাক, বীট, ওলকপি, শালগম, গাজর, মটর প্রভৃতি নানা রকমের বীজ।

যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ আসছে

ভারতের ন্যাশন্যাল বীজ করপোরেশন, সাটন কোম্পানী, এ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন প্রভৃতির বীজ এসেছে।

খুচ্‌রো ক্রেতাদেরও কমিশনের অংশ পাচ্ছেন

সাটন কোম্পানী প্রভৃতির বীজ বিক্রয়ের জন্য কৃষি প্রচার ভবন যে কমিশন বা পাইকারী মূল্যে সুবিধে পাচ্ছেন—সেই কমিশনের অংশ খুচরো খরিদ্দার চাষীদেরও দেওয়া হচ্ছে যাতে চাষীরা সুবিধা দরে পান। সাটন কোম্পানী প্রভৃতির বীজ কোম্পানীর পাইকারী দরেও দেওয়া হচ্ছে।

গমের উন্নত বীজ

কল্যাণ সোনা, সোনালিকা প্রভৃতি বিখ্যাত উন্নত গমের বীজ এসেছে। এখন কল্যাণ সোনা বীজ নিন। নভেম্বরের মধ্যে লাগাতে হবে। সোনালিকা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লাগানো চলবে। এই বীজ আপাততঃ ৫০ মণ আনান হচ্ছে। প্রয়োজনে আরো আসবে।

কৃষি প্রচার ভবনে গমের বীজ (কল্যাণ সোনা) এসেছে।

উন্নত আলুবীজ

পুজোর পরই এসে পৌঁছবে। কুপ্রী চন্দ্রমুখী বীজ। বীজ আসছে এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশনের কাছ থেকে।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এই বীজ উন্নত ধরণের; ফলন বেশী হয়; এই বীজে নৈনীতাল জাতীয় সাদা আলু হয়; এই বীজে গাছে রোগ খুব কম হয়; লাল পাটনাই এর চেয়ে কিছু বড় আকারের বীজ। উন্নত জাতের বলে দাম অন্য বীজের চেয়ে একটু বেশী হতে পারে, এবং কিছু বেশী পরিমাণে বীজ লাগবে আলুর উন্নত উৎপাদনের জন্য আমরা এই বীজ প্রসারের চেষ্টা ও পরীক্ষা করছি। প্রগতিশীল চাষীদের এই আলুবীজ পরীক্ষায় অগ্রসর হতে আহ্বান জানাচ্ছি। এই বীজ আপাততঃ ২০০ মণ আনান হচ্ছে। কর্ম্মীরা সাধ্যমত অগ্রিম টাকা জমা দিন—অনুরোধ করি।

স্বাধীন জীবনে খাদ্যের অনটনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আজ চাষীদের ফসল ফলাবার সংগ্রাম দেখা দিক। দেশের সমস্ত চাষী আজ আত্মশক্তিতে, স্বাবলম্বন শক্তিতে, নতুন উদ্যমে ফসল বাড়াবার—আপন ভাগ্য জয় করবার সংকল্পে অগ্রসর হোন। ২১।৯।৭০

নিবেদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সংগঠক, কৃষি প্রচার ভবন।

'Mukti'

(Bengali Weekly)

(Established in 1925 by Rishi Nibaran Chandra Das Gupta)

Rate of Advertisement

Information regarding the Journal

Over-all size : 38½ × 25½ cm.

Printed area per page : 33½ × 20½ cm.

Full page contains 2 columns

Area per column : 33½ × 10 cm.

Pages per issue : Ordinarily 6 to 8 pages : pages are added whenever required.

Day of publication : Monday.

Total issues in a year : 48

Rate of Advertisement

Per issue per insertion

Per column centimetre— Rs. 4·50

For classified advertisement minimum charge- Rs. 5·00

Proper discount is given for continuous advertisement for 12 issues or more. Charges are calculated on the basis of the rate per column centimetre.

বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা

(১৯২৫ সনে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

পো:—পুরুলিয়া : জিলা—পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর

জ্ঞাতব্য বিবরণ

মাপ : কাগজের পূর্ণমাপ : ৩৮½ × ২৫½ সেঃ মিঃ
মুদ্রিত অংশের মাপ : ৩৩½ × ২০½ সেঃ মিঃ
এক কলমের মাপ : ৩৩½ × ১০ সেঃ মিঃ

পৃষ্ঠা সংখ্যা : সাধারণতঃ ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠা : দরকার হলে পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়।

প্রকাশের দিন : প্রতি সোমবার

এক বৎসরে প্রকাশিত মোট সংখ্যা—৪৮

বিজ্ঞাপনের দর

প্রতি কলম সেন্টিমিটার— ৪·৫০ টাকা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন নূনতম প্রতি সংখ্যা—৫·০০ টাকা।

১২ সংখ্যা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লাগাতার বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।

প্রতি কলম প্রতি সেন্টিমিটার হিসাবে মোট মূল্য ধার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৬)

C. R. No.—2539/57

Notice

District Dhanbad.

In the Court of the Munsif second Court, at Dhanbad.

Title Suit No. 185 of 1968.

Khagendra Nath Chandra & Ors .....Plaintiffs.

Versus.

Gorachand Chandra & Ans .....Defendants.

To

Sm Dhiran Bala Chandra widow of late Bhabani Chandra, by caste Subarnabanik, by occupation cultivation and traders resident of V. Cheliama, P. S. Raghunathpur, District Purulia, (West Bengal).

WHEREAS, the above named plaintiff and others have instituted the above noted title suit against you and anothers in this Court for declaration of title and confirmation of possession and also for permananent injunction in respect of plot nos 740, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1050, 1073, 1074, 1111, 1113, 1114, 1166, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733 1734, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1742 and 1741 measuring 15·48 acres appertaining to khatian no. 12 of village Lakhipur, Pergana Pandra, District Dhanbad.

You are hereby directed to appear—either personally or through an Advocate on 24.11.1970 at 10-30 A. M. and to file written statement, if any, failing which the suit will be heard and determined exparte in your adsence.

Given under my hand and seal of this ; the 30th day of July, 1970.

(M. N. S. Ambasta)
Munsif 2nd Court, Dhanbad.

Memo. 170 Dated, the 30th July, 1970.

Forwarded to the Publisher, Mukti, Purulia, for favour of publication and sudmission of cutting of publication along with bill for payment.

Munsif 2nd Court.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাজস্ব পর্ষদ
বিজ্ঞপ্তি

ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ১০নং ফরমে প্রদেয় রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত হলো।

প্রত্যেক রায়তকে ১৯৫৫ সালের ভূমি-সংস্কার [২য় সংশোধনী] আইন অনুসারে ভূমি-সংস্কার নিয়মাবলীর ৯৫ [ক] ও ৯৫ [খ] নিয়মে প্রকাশিত ১০নং ফরম অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিল করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। বর্তমানে সেই রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১০নং ফরমে আপনার রিটার্ণ দাখিল করুন।

পঃ বঃ [তথ্য ও জনসংযোগ] ২৮৮৮ /৭০

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল।
পাইকারী ও খুচরা ওষধের দোকান।
পুরুলিয়ার ষ্টকিষ্ট ঃ—
SQUIBB BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.
অক্সিজেন সিলেণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে
"মুক্তি প্রেস" ও "মুক্তির" ছুটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী ষষ্ঠী ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৭ : ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ তারিখ থেকে ৩০শে আশ্বিন : ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত ১২ দিন মুক্তি প্রেস বন্ধ থাকবে। ১লা কার্তিক ১৩৭৭ : ১৮ই অক্টোবর রবিবার ১৯৭০ মুক্তি প্রেস খুলবে।

মুক্তির প্রকাশ ২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর ও ২রা কার্তিক ১৯শে অক্টোবর দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। ১৮ই আশ্বিন ৫ই অক্টোবর মুক্তির ৪০ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর একেবারে ৯ই কার্তিক ১৩৭৭ : ২৬শে অক্টোবর ১৯৭০ সোমবার মুক্তির ৪১শ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্
স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত প্রাণ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

সোমবার, ২৬শে অক্টোবর '৭০
৯ই কার্তিক ১৩৭৭

বার্ষিক—৬, সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

আমাদের অন্তরের প্রশ্নাঞ্জলি



ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় হাসপাতালে
২৭শে অক্টোবর ১৯০৭

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

পূজার ছুটির পূর্বে গত ৪০ সংখ্যার 'মুক্তিতে' জমির সম্বন্ধে রিটার্ণ দেবার শেষ তারিখ "৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭০" বলে একটি সরকারী বিজ্ঞপন প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিটি সমস্ত পশ্চিম বাংলার জন্য সাধারণভাবে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার সমস্ত কাগজে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিল—এবং সেই অনুসারে মুক্তিতেও প্রকাশিত হয়েছিল।

এতে পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর আশা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাদের পুরুলিয়া জেলার জন্য রিটার্ণ দাখিল করার তারিখ ৩০শে জুন ১৯৭১ পর্য্যন্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে এর সরকারী তরফ থেকেই পুরুলিয়া জেলার জন্য বর্ধিত সময়টার উল্লেখ করা উচিত ছিল; অথবা মুক্তি সম্পাদকের পক্ষ থেকেই এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য লোকের যে হয়রানী ও ভুল বোঝাবুঝি ব্যাপার হয়েছে তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং গভীর ত্রুটি স্বীকার করছি।

এই সঙ্গে রিটার্ণ বিষয়ে মুক্তির ২৯শ সংখ্যার ২০শে জুলাই ১৯৭০ তারিখে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষের যে বিবৃতি বেরিয়েছিল তার পুনর্মুদ্রণ করে দেওয়া হল। এতেই সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

—মুক্তি সম্পাদক

পুরুলিয়া জেলার লোককে ১ বৎসর রিটার্ণ দিতে হবে না

১৯৭১ সালের ৩০ জুন পর্য্যন্ত সময় বাড়াবার সরকারী নির্দ্দেশ হল

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

রাজ্যপাল যখন আমাদের জেলায় আসেন তখন ১০ নং ফরমে রিটার্ণ দেওয়া বিষয়ে তাঁর কাছে আমরা একটি দাবী জানিয়েছিলাম। তা' এই যে পুরুলিয়ার ভূমিগত অবস্থা চলেছে—গত বছর জেলায় ধান হয়নি—এ বছর চাষের সময় রিটার্ণের মত ব্যাপারে চাষীরা ব্যস্ত থাকলে, তাদের আবার উঠে দাঁড়াবার উপায় যে চাষ সেটাই বিঘ্নিত হবে। দেরর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক। সেই অনুযায়ী সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে একটা গোলযোগ উঠেছিল যে ১০ নং ফরম পূরণ করা পক্ষ—চাষীরা মুখিলে পড়েছে। আমাদের জেলার বহু লোক আমাদের অনুরোধ করলেন যে, যখন রিটার্ণ দিতেই হবে—তখন ১০ নং ফরম কিভাবে পূরণ করতে হবে—সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আমরা যেন প্রচারপত্র দিই। এই উদ্দেশ্যে রিটার্ণ দেওয়ার নির্দেশ ও ১০ নং ফরম সম্পর্কে পড়াশুনো এবং আইনজীবের সঙ্গে আলোচনা করি। তাতে দেখি যে, রিটার্ণে যে খতিয়ান নম্বর দিতে বলা হয়েছে—তা' হাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান নম্বরই হবে।

তখন আমি জেলার রাজস্ব বিভাগের ডাইরেক্টর অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা করলাম—এই জানবার জন্য যে হাল-সেটেলমেন্টের অবস্থা কী। তাতে যা জানলাম তা' সাংঘাতিক ব্যাপার। তা' এই যে,—জেলার জমির এক তৃতীয়াংশ জাগ হাইকোর্টের ইনজাংশনে এমন ভাবে আটক আছে—যে, তার সেটেলমেন্ট মাপ করার অধিকার সরকারের নেই। আর জেলার জমির আর এক তৃতীয়াংশে জমির অন্য সেটেলমেন্ট মাপ এখনো আরম্ভ হয়ই হয়নি। এবং বাকি যে এক তৃতীয়াংশ জমি থাকে তার সেটেলমেন্ট মাপ হ'লেও এদের চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত করতে যা তা ছাপাতে পারা যায় নি। অর্থাৎ সারা জেলার কোনো জায়গার জন্যই পুরোপুরি সেটেলমেন্ট মাপ হয় নি।

সারা বাংলা দেশে অন্যান্য জায়গায় সেটেলমেন্ট মাপ অনেক আগেই হয়ে গেছে। তাদের খতিয়ান বহুদিন আগেই ছাপা হয়েছে এবং নির্দ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণ তা আগেই পেয়েছে। এবং যার যখন যেমন সুবিধে হয়েছে কিনেছে। পুরুলিয়া জেলা বাংলার যুক্ত হওয়ার পরও বহুদিন যাবৎ বিশেষ ভূমি-আইনে পরিচালিত হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে সেটেলমেন্ট মাপ অনেক দেরীতে আরম্ভ হয়। এবং তার ওপর আবার জমিদারদের পক্ষ থেকে মামলা করার বহু জমি বিষয়ে স্থিগতর অবস্থা ঘটে। সেজন্য জেলার সেটেলমেন্ট মাপের এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিণতি হয়।

১০ নং ফরমে রিটার্ণ দেবার ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, একদিকে যেমন তিন একর পর্য্যন্ত জমির রায়তদের খাজনা মাপ ক'রে দেওয়া হবে; অন্য দিকে তেমনি ৭ একরের বেশী জমির মালিকদের পর্য্যায়ক্রমে রাজস্ব বাড়িয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধি করা হবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে, যদি চাষীরা এখন রিটার্ণ দিতে না পারেন—যদি তাতে বিলম্ব হয়—তাহলে তিন একর পর্য্যন্ত জমির মালিক চাষীরা রাজস্ব থেকে রেহাই পাবার আইনের সুযোগ পাবে না। কিন্তু পরিস্থিতি যা, তাতে আমরা দেখলাম যে, হাল সেটেলমেন্ট চলছি ব'লে জেলার অঞ্চলের ওপর চাষী রিটার্ণ দিতেই পারবেন না—এবং স্বভাবতই ঐ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। অধিকন্তু, যে চাষীদের জমির মাপ হয়ে গেছে—তাঁরা রিটার্ণ দিতে পারবেন ব'লে মনে করা হচ্ছে—তাঁদের বেলাতেও এক সাংঘাতিক অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। যে অবস্থা হবে তা এই—

মাপের চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত বা ছাপা হ'লে নির্দ্ধারিত মূল্যে চাষীরা তা সবচেই কিনতে পারতো—বা যাদের তা কেনবার সাধ্য নেই—তারা বিভিন্ন অফিস গিয়ে ছাপা রেকর্ড দেখে নিজের খতিয়ান নম্বর বা জমির বৃত্তান্ত টুকে আনতে পারতো। কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন এই হাল-সেটেলমেন্টের খতিয়ান যোগাড় করতে এখন তাদের বহু হাঙ্গামা ও অর্থব্যয় হবে। এটা কেন হবে তা' বলছি। প্রথমতঃ সাধারণ নকলের জন্য দরখাস্ত করলে নকল পেতে দু'তিন মাস সময় লাগে—আর যদি নীজ নকল পেতে হয়—তাহলে তখন খরচ দিয়ে আনতে বললে—তাও পেতে ১৫-২০ (পনের কুড়ি) দিন সময় লাগে। কিন্তু যদি জেলার লক্ষ লক্ষ চাষী নকলের জন্য এক সঙ্গে আবেদন করেন তবে ঐ সময়ের মধ্যেও নকল পাওয়া সম্ভব হবে না। একটা ঘোর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। রিটার্ণ দেওয়ার সময় এনে গেল কিন্তু হাল-খতিয়ান পাওয়া যাচ্ছে না—চাষীদের মধ্যে এই অস্থিরতা দেখা দিলে,—হাল খতিয়ানের নকল যে কোন উপায়ে বের করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

অসাধু কর্মচারীদের পক্ষ থেকে অসবিধে চাষীকে জানিয়ে সাবধান করে দেবার ব্যবস্থা হবে। এরকম তিন একরের চাষী রিটার্ণ দিলে তার হয়তো ২৲ টাকা বা ৩৲ টাকা খাজনা মকুব হবে সত্য, কিন্তু সেটেলমেণ্টের বিষয়ে চূড়ান্ত অবাবস্থার মধ্যে ভাল খতিয়ান সংগ্রহ করতে গিয়ে এই বছরেই অসবিধে চাষীর প্রত্যেকের ২০ বছরের খাজনার টাকা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সেটেলমেণ্ট রেকর্ডের চূড়ান্ত প্রকাশ ও তার নকল ছাপা হয়ে গেলে এবং তার হাল যার্থা রূপে চাষীর কাছে সহজলভ্য হ'লে এই চূড়ান্ত বৈরাজ্যের ও লুটের অবসান ঘটবে নাঃ যথেষ্ট সময় পেলে চাষীরা নিজ নিজ ভাল খতিয়ান সংগ্রহ করতে বা বহু ছাপা রেকর্ড থাকাও, তা টুকে আনতে সুযোগ পাবে।

এই অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমাদের মনে হল—এই জেলার সেটেলমেণ্টের সমস্ত মাপ পুরো না হওয়া পর্যন্ত এবং এই জেলার সমস্ত ভাল খতিয়ান পুরোপুরি ছাপার মত তা' জনসাধারণের সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত এবং এই জেলার চাষীদের কাছ থেকে রিটার্ণ চাওয়া সরকারের বন্ধ রাখাই উচিত হবে। এবং এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের জেলার পক্ষে দাবী তুলতে হবে—একথা মনে হল।

এই উদ্দেশ্যে রাজ্যশাসনের উপরেই শ্রীকৃষ্ণা সেনের যিনি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপরেই তাঁর সঙ্গে গত ১৫ই জুলাই মুলাকাতে দেখা করি। আগে থেকে দেখা করার সময় ধার্য্য করা হয়েছিল ব'লে শ্রীসেন আমাদের আলোচনার সময় রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য মিঃ এ, নিয়োগীকে এবং আরো দুজন অফিসারকে ডাকেন। তাঁদের কাছে সমস্ত পরিস্থিতি আলোচনা করি। পুরুলিয়া জেলার সেটেলমেণ্ট মাপের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা বিষয়ে আমি যা বলি তা' তাঁরা সঠিক ব'লে সকলেই স্বীকার করেন এবং এরথাও স্বীকার করেন যে, এই অবস্থায় রিটার্ণ চাওয়ার ব্যবস্থা সত্যই বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিপূর্ণ হবে এবং সেজন্য সেটেলমেণ্টে মাপ পুরো শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রিটার্ণ চাওয়ার কাজ বন্ধ রাখার জন্য আমাদের দাবী তাঁরা সকলেই সঙ্গত ব'লে মনে করলেন।

আমরা রাজ্যশাসের কাছে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়াবার যে কথা বলেছিলাম—তা' তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে আবার রাজস্ব বিভাগ মনে করলেন যে, সেটেলমেণ্ট মাপটা আরো কতকটা এগিয়ে নিলে রিটার্ণের পক্ষে সুবিধা হবে এবং সেই জন্যে তাঁরা সময়টা ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন ব'লে আমাকে জানালেন। আমি তাঁদের বললাম—আপনারা কি ডিসেম্বরের মধ্য সমস্ত সেটেলমেণ্ট মাপ পুরো ক'রে এ সম্পর্কে সব ব্যবস্থা সমাধা ক'রে ফেলতে পারবেন? তাঁরা জানালেন—তা সম্ভব হবে না।

তখন আমি বললাম—৩১শে ডিসেম্বর ঠ'লেও যাপার সেই একই দাঁড়াবে। সেজন্য সেটেলমেণ্টে মাপের জন্য আরো সময় দিয়ে রিটার্ণ আরো পিছিয়ে দিন। আপাততঃ সময় আরো বাড়িয়ে দিয়ে আর মধ্যে মাপ শেষ করতে চেষ্টা করুন। না হ'লে পরে আরো সময় বাড়িয়ে দেবেন। মোট কথা মাপ শেষ করেই রিটার্ণের ভক্ত লোককে নির্দ্দেশ দেবেন। এই পরামর্শ অনুসারে স্থির হল—১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময় বাড়ানো হল—এই সময় মধ্যে রিটার্ণ চাওয়া হবে না। তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। উপরোক্ত শ্রীকৃ, কে, সেন রাজস্ব বোর্ডের সভ্যদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দ্দেশ দেবার যথারীতি ব্যবস্থা করতে বললেন।

এর পর কথা উঠল—রিটার্ণ দিতে সময় দিছিয়ে গেলে তিন এবছর পর্য্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা রেয়াত করার ব্যাপারটা অভাবতাই পিছিয়ে যাবে—সে বিষয়ে করণীয় কি হবে। স্থির এই হল যে, এই খাজনা মকুবের কাজটা জনসাধারণের কি কিছু প্রয়োজনীয় হ'লেও, এর চেয়ে চাষীদের বেশী আগে কাটা পিছিয়ে দেবে ফেলে সত্য—তবে রিটার্ণে পর যাদের খাজনা মকুব হ'ল দেখা যাবে—তাদের ইতিমধ্যে খাজনা দিয়ে থাকলে তা ফেরৎ দেওয়া হবে। শ্রীসেন বিশেষভাবে এই বিষয়টি আলোচনা করেন ও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

রিটার্ণ দেবার সময় পিছিয়ে গেলেও রিটার্ণ এক সময় দিতেই হবে। সেজন্য এই সময় কালের মধ্যে সব দিক সকলকে ভালভাবে জানিয়ে হবে যে, রিটার্ণে কি কি জানাতে হবে এবং কিভাবে ১৯৭১ সনের জমির খুপো করতে হবে। আগে থাকতে জেনে রাখলে সব দিক দিয়ে সুবিধের হবে। পশ্চিম বাংলার রিটার্ণ বিষয়ে যে দু' চারটে ছোট পুস্তিকা বেরিয়েছে—সেগুলি দেখেছি। এগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভুল তথ্যের ছেওয়া হয়েছে। এতে লোক বিভ্রান্তও হচ্ছেন। যথা সময়ে আমরা এ সম্পর্কে পুস্তিকা সরকারে আমাদের জেলার জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান করব—এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

—:—

স্থানীয় সংবাদ

চোরাই মাল উদ্ধার

চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য রঘুনাথপুর মর্কেলের পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়ে বহু চোরাই মাল উদ্ধার করে। গত ১১ই ও ১২ই অক্টোবর নিতুরিয়া থানার বলীচোরা গ্রামে তল্লাস চালিয়ে পুলিশ ঐ গ্রামের পুকরিণী থেকে ৪১টি নূতন মোটর টায়ারের রীম উদ্ধার করে। গত ১৯শে অক্টোবর তারিখে পুরুলিয়া থানার ভারাবাঁধ গ্রামে হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় ৫০,০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন আকারের সাইজানাইজড লোহার পাইপ উদ্ধার করে। অনুরূপ ভাবে ঝালুড়া থানার মধুহুড়া গ্রামে তল্লাসকালে পুলিশ ১২ বোর বন্দুকের ২৩টি তাজা কার্ত্তুজ উদ্ধার করে।

মন্ত্রণতি এই জেলায় বিশেষ করে আগ্নেয়াস্ত্র ও আগত্তিজনক দ্রব্য দিয়ে চোরাই চালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্ডার চেক পোষ্টগুলিতে যে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—সেই সূত্র নিতুরিয়া চেক পোষ্টের ইন্চার্জ শ্রীরমেশ নন্দী খালি টিন ভর্ত্তি একটি ট্রাক তল্লাসকালে টিনের মধ্যে বোঝাই করা তামা ও পিতলের টুকরা উদ্ধার করেন। এই তামা ও পিতলের টুকরাগুলির আনুমানিক মূল্য ৩৯,০০০৲ টাকা।

বিশিষ্ট নক্সালপন্থী গ্রেপ্তার

বেহালার একজন নেতৃস্থানীয় নক্সালপন্থী কাজল চাটার্জী ওরফে স্বপন ওরফে বাবলু ওরফে রবি এই সহরের কেওতলা মজুমদার গ্রেপ্তার হয়েছে। প্রকাশ, হেল কলেজীয় জনৈক ট্যাক্সির নিকট আত্মগোপন অবস্থায় পুলিশ হানা দিলে কাজল পালাতেও শুরু করে এবং পুলিশ তাকে তাড়া করে। তাকে ধরার জন্য পুলিশকে শেষ পর্য্যন্ত গুলি চালাতে হয়। কাজল চাটার্জীর নামে আরও যে দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—পুলিশ তাদের বিজ্ঞানাবাবের পর ছেড়ে দেয়।

সত্তর ওরফে স্বপন রায় নামে কলিকাতার টালীগঞ্জের একজন নক্সালপন্থী যুবককে পুলিশ পুরুলিয়া জেলার স্তালর স্টেশনে গ্রেপ্তার করে। আরও ধরন যে নামের বেহালার এক নক্সালপন্থীকেও পুলিশ আত্রা রেল কলোনীতে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় পুলিশ দীর্ঘকাল ধরে এই দুজন নেতৃস্থানীয় নক্সালপন্থীকে বিভিন্ন উপরেবের সূত্রে অনুসন্ধান করছিল।

পুরুলিয়া জেলার গত বৎসরের ১৭ই নভেম্বর থেকে আজ পর্য্যন্ত নক্সালপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত নক্সালপন্থীদের মধ্যে একমাত্র পুরুলিয়া সদরে ৯২ জন এবং ঝালদা সহরে ৮২ জন নক্সালপন্থী গ্রেপ্তার হয়েছে। এদের মধ্যে ৯১ জন ভারতীয় মুক্তিফৌজ হয়েছে আর ৯১ জন ছেলে হাতকে বিচারাধীন বন্দী আছে। এই নক্সালপন্থীদের গ্রেপ্তারের সূত্রে ২টি তাজা বোমা, ১টি রিভলভারের কার্ত্তুজ, কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু প্রচারপত্র, নোটবুক, চিঠিপত্র, নক্সা প্রকৃতি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত নক্সালপন্থীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সংখ্যা হোল ৩২টি।

গুলি করে হত্যা

প্রকাশ, গত ১৯শে অক্টোবর রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় ১০-১২ জন দুর্বৃত্ত ঝরঝা জেলে পুরুলিয়া মফস্বল থানার তুরুকু গ্রামের শ্রীচুণারাম মাহাতকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের সময় নিহত চুণারামের স্ত্রী, কন্যা ও জামাতা উপস্থিত ছিল। চুণারাম মাহাত একজন বেশ বয়স্কা (অন্যূর্ধ্বী) ছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পূর্ব্ব জমিজমা নিয়ে চুণারাম মাহাতের সঙ্গে জনৈক গ্রামবাসীর (সরকারী কর্মচারী) তীব্র বিরোধ হয় বলে প্রকাশ। এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় থানার জাহেরী করা হয় এবং

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

৯ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

বিজয়ার প্রীতি ও সম্ভাষণ

ছুটির পরে মুক্তির পুনঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধন ও মতনির্বিশেষে মুক্তির পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি ও সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বাংলাতে বাঙ্গালীর জীবনে যে দুর্গাপূজা অসুর ও অশিষ্ট ধ্বংসের জাতীয় উৎসব রূপে জয়ের আনন্দ ও মিলনের প্রীতিতে কল্যাণময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির শক্তির উদ্বোধন করে আসছে—নানা প্রতিকূল অবস্থা ও পরিস্থিতি সত্ত্বেও তা যেন আমাদের জীবনে সদা জাগ্রত থাকে—এই কামনা ও প্রার্থনা করি।

মুক্তি সম্পাদক

অতুলচন্দ্র স্মরণে

গত ২৮শে আশ্বিন সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের ৯ম মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ১৯৬১ সনে ২৮শে আশ্বিন মহা অষ্টমীর দিনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এখনও পর্য্যন্ত মৃত্যু মানুষের জীবনে নিশ্চিত পরিণতি। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গেই মানুষের সব কিছুই শেষ হয়ে যায় না। এক একটি জীবন থাকে মানুষের কাছে যার মৃত্যু কখনও হয় না। এই জীবন তার সমগ্র জাগতিক জীবনে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের লক্ষ্যে ত্যাগ, সাধনা ও তপস্যা দ্বারা অমৃত সৃষ্টি করে যান। এদের সাধনা সর্ব্ব মানুষের জন্য। মানুষের সমাজে যারা বঞ্চিত শোষিত ও নিপীড়িত, আর্ত্ত তাদের যেমন কল্যাণের অবশ্য প্রয়োজন আছে তেমনি সমাজে যে মানুষেরা, যে গোষ্ঠি, সমষ্টি, বা শ্রেণী নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে অন্যের দুঃখ ও দুর্গতির কারণ হয়ে আছে—তাদেরও কল্যাণের প্রয়োজন আছে। যারা এই সত্যকে উপলব্ধি করেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে দ্বেষ্য বলে কেউ থাকে না। অতুলচন্দ্রেরও দ্বেষ্য বলে কেউ ছিল না। এটা তার জীবনে আনুষ্ঠানিক পর্য্যায়ে ছিল না—তার মনের স্বাভাবিক অবস্থাই এই ছিল। যাঁর দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয় না ও যিনি নিজেও অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সন্ত্রস্ত হন না—স্বাভাবিকভাবেই তিনি হর্ষ, অনহিংসুতা, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করেন।

অতুলচন্দ্রের জীবনে আমরা এই সত্যেরই প্রকাশ দেখেছি।

মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের জীবন উৎসর্গীকৃত—তারা সাধনা ও তপস্যা দ্বারা সেই সেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। যারা মহান্ লক্ষ্যে মহান কর্ম্মে ব্রতী তাদের দ্বারা কল্যাণ সাধন সুদূরপরাহত। এই লক্ষ্যেই কল্যাণব্রতী মানুষের পক্ষে কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যের সম্মান, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা প্রভৃতিকে শারীর তপঃ বা কায়িক তপস্যা বলা হয়েছে। কারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সত্যবাদ বা অনুদ্বেগকর অর্থাৎ যে বাক্য শুনলে শ্রোতা মনোবেদনা পায় না, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রভৃতিকে বাঙ্ময় বা বাচিক তপস্যা বলে; তারপরে চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্য অর্থাৎ অক্রূরত্ব, বাক্‌সংযম, আত্মসংযম ও ব্যবহারকালে ছলনারাহিত্য অর্থাৎ ছল কাপট্যাদির পরিহার প্রভৃতিকে মানসিক তপস্যা বা মানস তপঃ বলে। অতুলচন্দ্রের জীবনে এই ত্রিবিধ তপস্যা আমরা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। এবং এই তপস্যা নিজের মোক্ষ বা মুক্তির জন্য নয়—সর্ব্বজনহিতের—সকলের হিতের লক্ষ্যে। অতঃ এই ত্যাগ ও তপস্যার কোথাও দম্ভ বা অহংকারের স্পর্শমাত্রও ছিল না। বহু জনকল্যাণ ব্রতী মহান্ ও মহাপুরুষের মধ্যেও একটা অহন্তার অতি সূক্ষ্মভাবে হলেও কাজ করে—সেটা ত্যাগের অহংকার। মানুষ মহান লক্ষ্যে তার ভোগ সুখ, ধন ও অন্যান্য পার্থিব বিষয় ত্যাগ করে থাকে কিন্তু ত্যাগের অহংকার ত্যাগ করা অত্যন্ত দুষ্কঠিন। সেই জন্যই অতুলচন্দ্র সত্যই সর্ব্বত্যাগী ছিলেন।

ব্যক্ত মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু মানুষের সমাজ থাকে। মানুষ ও সমাজ স্থানু নয়, গতিশীল সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীল মানুষের সমাজে কতকগুলি অপরিহার্য্য আচরণ আছে যার গুণগত অস্তিত্ব সর্ব্বকালে সর্বমানুষের গতির পক্ষে অপরিহার্য্য—যদিও দেশকাল ও পাত্রভেদে তার রূপগত পার্থক্য ঘটে থাকে। এই গুণগত অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষ—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠির জন্য পাথেয়র ব্যাস্থা করে যান। মানুষ সচেতনভাবেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক তার থেকেই তার গতির সম্বল আহরণ করে।

মানভূম তথা পুরুলিয়ার জনজীবন অতুলচন্দ্রের নিষ্ঠা, আদর্শবাদ, কর্ম ও আচরণ এমন গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করে গেছে যে সচেতনভাবেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এর থেকেই পাথেয় ও প্রেরণা নিয়েই আমাদের গতিপথ চলেছে। তিনি দেশের জীবনের ক্ষেত্রে একটা মহান ঐতিহ্যের প্রতিভূই শুধু ছিলেন না নিজের জীবনের সাধনা দিয়ে তিনি অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। বস্তুতঃ অতুলচন্দ্রের সঙ্গে মানভূম তথা পুরুলিয়ার জনজীবন একীভূত হয়ে আছে। এই দুইটির কোন একটিকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তাও করা যায় না। অতুলচন্দ্র সর্বতোভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে গেছেন—এবং তাদের মধ্যে তাদের জন্যই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কর্ম্মার্হিত করে গেছেন। মানভূম তথা পুরুলিয়ার প্রাণস্পন্দন তার আদর্শ রাষ্ট্রকে, আদর্শ আচরণে সহস্র সংকটের মধ্যেও অব্যাহত থেকে গেছে।

অতুলচন্দ্রের জীবন সাধনা আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথকে সুষ্ঠু ও মহীয়ান করে তুলুক।

বি, দাসগুপ্ত

—:—

স্মরণীয় ২৮শে আশ্বিন

(জয়ন্ত কুমার দী)

এই দিনটি আমাদের জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—আশ্বিন মাসের ২৮শে ১৩৬৮ সাল শিয়াশ্রমে একটি প্রকোষ্ঠে যিনি চিরকালের জন্য বিশ্রাম নন—মৃত্যুর সময় যাঁর মুখের জ্যোতি ও শান্তি মূর্ত্তি যারা দেখেছেন তাঁরাই সহজেই বলেছেন বীরের মৃত্যু হলো—সত্যই তিনি বীর মানভূম কেশরী—ব্রিটিশের খড়্গ হস্তকে ভ্রুক্ষেপ না করে বহুবার কারাবরণ করেও এই নেতাকে পরাস্ত করতে পারে নাই সেকালের ব্রিটিশ সিংহ। কারণ তিনি ছিলেন ঋষি নিবারণ চন্দ্রের চিরসঙ্গী শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ।

অহিংসা আন্দোলনে তিনি এসে দাঁড়ালেন ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পাশে। মানভূমে সংযোগ হোল মনি কাঞ্চনের। দুই তপস্বীর চেষ্টায় জন জাগরণ সৃষ্টি হ'ল মানভূমের জনগণ হতে সুদূর পল্লীতে। সেদিন এক অভাবনীয় জাগরণ যজ্ঞ আরম্ভ হোল মানভূমের ঘাটোয়ালে। হোতা হোলেন সেই যজ্ঞে দুটি মহারীর ঋষি নিবারণ ও অতুলচন্দ্র। তখন ব্রিটিশের দমন অস্ত্র বিশিষ্ট হয়েছে যারা ভারতের সংগ্রামের ক্ষেত্রে। কিন্তু অপরাজেয় ব্রিটিশ শক্তির আসন টলে উঠেছিল—এই নব জাগরণের উন্মাদনায়।

মায়ের ভাষা বলতে পারবে না—জোর করে হাবিয়ে রেখে হিন্দি প্রচার হল মানভূমে। শত শত স্কুল দাঁড়াল। তৈরী হ'ল হিন্দী প্রচারের জন্য। বাংলা ভাষার নিধন যজ্ঞ চলেছে মুখবোজে এই মানভূমে। এই অবিচার অনাচার সহ্য হয় নাই তাই অতুলচন্দ্র বক্তৃত্বিকে জন্য সত্যাগ্রহ করলেন। বিহার প্রদেশের অংশ ছিল মানভূম এ যেন বিমাতার কোলে শিশুর জন্মন। তিনি ও তাঁর সহযাত্রিক মানভূমবাসী সহকর্মী ইংরাজী ১৯২৯ সালে বঙ্গ-ভূমিকে জন্য পদব্রজে যাত্রা করলেন মানভূমের শেষ প্রান্ত "পাক বিড়রা" গ্রাম থেকে। তিনি অন্যত্র তবু দলনেতা হিসাবে তাঁহার সহকর্মী সহ তাদের বাঞ্ছিত অভিযান শেষ হলো বাংলার রাজধানী কলকাতায়। পরিণতি হলো—সংগৌরব মানভূম বাংলার সহিত যুক্ত হলো। বিমাতার কোড় হতে মুক্ত পুরুলিয়ার সেই আনন্দঘনি আজও আকাশ বাতাসে, সঞ্চারিত হচ্ছে মনে হয়। কর্মী অতুলচন্দ্র ছিলেন সর্বত্যাগী। পরমার্থের জন্য যাঁরা সর্ব-ত্যাগ করেন তাঁরা জনমনে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভ করেন! আর এই জাতীয় ত্যাগ দেখা দিয়েছিলো অতুলচন্দ্রের জীবনে। কবির ভাষায় "সেই ধন্য নর কুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে যারে সেবে সর্বজনে"। সার্থক হলো তাঁর জীবনে। তাঁর তিরোধান দিনে তাঁর জীবনযুদ্ধের কথা মনে করে আজ আমরা সমস্ত মানভূম তথা সমস্ত বাঙালী গৌরব অনুভব না করে পারি না। ত্যাগনীতি ছাড়া অতুলচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি সত্যই বিস্ময়কর মননশক্তির পরিচয় দেয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে একদা তিনি কবিগুরুর "নৌকাডুবি" ও "গোরার" সমালোচনা পাঠিয়ে তাঁর ত্রুটির ইংগিত করেছিলেন। কবিগুরু সশ্রদ্ধভাবে তাঁর ইংগিত স্বীকার করে পত্রে জানিয়ে-ছিলেন তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টির গভীরতাকে এবং পুরস্কৃত করেছিলেন, অতুলবাবুকে তাঁর দুখানি বই পাঠিয়ে।

স্বর্গীয় তিনি, বরণীয় তিনি, ঋষি তিনি—তাই তাঁর প্রেরণাময় আশীর্বাদ প্রার্থনা করি:—

পূণ্য হোল বরষব্রত তব আবির্ভাবে
ধন্য মোরা অয়ি দেব, তোমার সম্ভবে।
আকাশে তোমার জ্যোতি ঔচক অম্লান
তোমার আশীষ ধারে করি যেন স্নান।

পুরুলিয়া-ধামী ট্যাক্সীর উপর বোমা নিক্ষেপ
১জন নিহত ও ২জন আহত

পুরুলিয়া যৌথ সমিতি কর্তৃকগুন প্রতিনিধি আনানসোল থেকে ট্যাক্সীযোগে পুরুলিয়া ফেরার সময় বরাকর ব্রেজে উপর মজুদা ব্রীজের নিকট ট্যাক্সী টি পৌছিলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত গাড়ীটি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং ঐ বোমার ট্যাক্সীর ভিতরে আরোহীর মাথায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয় ও ২জন আরোহী আহত হন। ঐ অবস্থায় ট্যাক্সীর ড্রাইভার গাড়ী না থামাইয়া সজোরে গাড়ী চালাইয়া যায়। পথিমধ্যে আবারও নিকট গাড়ীর একটি টায়ার ফাটিয়া যায় কিন্তু সেই অবস্থায় ড্রাইভার আরোহীসমেত ট্যাক্সীটি গাড়ী থানায় হাজীর করে। সংবাদটি পাবার পর ঘটনা স্থলে পুলিশ ছুটে যায়।

প্রকাশ, যৌথ সমিতি যোগদান থেকে ফেরার পথে রঘুনাথপুরে বাহার দেবার জন্য কয়েকজন ট্যাক্সীতে যে আনানসোল যান। পুলিয়া থেকে রওনা হবার সময় ট্যাক্সীচালক তার একজন বন্ধুকে গাড়ীতে তুলিয়া লয় এবং ঘটনাস্থলে সেই বন্ধুটিই বোমার আঘাতে প্রাণ হারায়।

আরও প্রকাশ আনানসোল থেকে ফেরার পথে রঘুনাথপুরে ট্যাক্সীটি কিছুক্ষণ জন্য থামিয়ে পুরুলিয়ার কয়েক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিনি টাকা আরোহণ জন্য রঘুনাথপুরে গিয়েছিলেন—তিনিও ঐ ট্যাক্সীতে পুরুলিয়া আসিবার কথাবার্তা করেন—কিন্তু যে কোনক কারণেই কোক ঐ ট্যাক্সীতে তিনি আসেন নি। অদ্য মত রব যে ডাকাতির উদ্দেশ্যই দুর্বৃত্তরা গাড়ীতে বোমা ছুঁড়েছিল।

এই স্থানে উ স্লেখযোগ্য যে মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ঐ স্থানেই প্রখর জ্যোতিলোকে একটি ট্রাককে বোমা মেরে থামিয়ে দুর্বৃত্তরা বিস্তর টাকা দেখিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুঠন করে। এই অঞ্চলটি সমাজবিরোধী ও দুর্বৃত্তদের আড্ডা স্থানে পরিণত হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের সঙ্কট মোচন
সংযুক্ত বিধায়ক দল কর্তৃক নূতন মন্ত্রীসভা গঠন

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডা গোপাল রেড্ডী দ্বারা আহুত হয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দলের নব-নির্বাচিত নেতা শ্রীকমলাপতি নিং গত ১৮ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। শ্রীনিং-এর সঙ্গে আরও ৬জন মন্ত্রী শ্রীনিবিড়ী) লাল (আর কংগ্রেস) ও শ্রীবেঙ্কট বর্মা ('বি-কে-ডি) শপথ গ্রহণ করেন। শ্রীটি, এন সিং রাজ্যসভার সদস্য সুতরাং আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে বিধানসভার সভ্য নির্বাচিত করতে হবে। শ্রীনিবিড়ী লাল রাজ্য বিধান সভার বিরোধী দলপতি ছিলেন এবং শ্রীবর্মা বি-কে-ডি নব কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। এই মাসের মধ্যে পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠিত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এবং মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা হবে ৩৬ জন।

সংযুক্ত বিধায়ক দল, আই কংগ্রেস, ভারতীয় ক্রান্তিদল, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত সোশালিষ্ট পার্টি দ্বারা গঠিত এবং ৪২৬ আসন বিশিষ্ট বিধান সভায় সংযুক্ত বিধায়ক দলের সদস্য সংখ্যা ছোল ২৩২ জন। উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ—

নব কংগ্রেস—১২১, সি-পি-আই ৪, সি-পি-এম ১, পি-এস-পি ৩, কে-এম-পি ১, বিশ্বকিষাণ ১, মুসলীম মজলিস ১, অজাত ২, নির্দলীয় ১৮ মোট ১৮০।

আদি কংগ্রেস ৮৪ ভারতীয় ক্রান্তিদল ৮৩, জন সংঘ ৪৩, এস-এস-পি ২৮, স্বতন্ত্র ৪, মোট ২৪২।

নূতন সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে সংকটের ছায়া দেখা যাচ্ছে। নূতন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বি, কে, ডি সদস্য ভারতীয় ক্রান্তিদলের সম্পর্ক ছেদ করেছেন এবং বিধান পরিষদের সদস্য তথা বি কে, ডি উত্তর প্রদেশ শাখার সম্পাদক শ্রীরাজনারায়ণ দ্বিবেদী শপথ গ্রহণ পর ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে জনসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রীসভায় যোগদানের প্রশ্ন নিয়ে তীব্র মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। আবার জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র, আদি কংগ্রেস প্রভৃতি চরম দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনে সংযুক্ত সোশালিষ্ট পার্টির বিভিন্ন রাজ্য শাখায় হাজর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই তিনটি প্রধান শক্তি দলের আভ্যন্তরিন সঙ্কট চরম আকারে দেখা দিলে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব বিশেষ সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

এদিকে উত্তর প্রদেশের নাগরিকে উৎসুক হয়ে আদি কংগ্রেসের নেতা শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা জাতীয় সর্বাহ্যে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের ঘড় দেখতে শুরু করেছেন। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে—গণতন্ত্র রক্ষা ও একমাত্র-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য জাতীয় সর্বাহ্যে উত্তর প্রদেশ ধরণের সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

WANTED

A B.A temporarily for Kesharganh Sri Krishnananda Vidyapith (High School). Apply to the undersigned by 5/11/70.

Swami Tapasananda
Secretary,
Sri Krishnananda Vidyapith
Kesharganh (RAKAB)

কুপ্রী চন্দ্রমুখী আলুবীজ

১লা নভেম্বর থেকে পুরুলিয়ায় কৃষিপ্রচার ভবনে পাওয়া যাবে

• • • • • •

সোনালিকা প্রভৃতি বহুলী গমের বীজও নভেম্বরের প্রথমেই পাওয়া যাবে।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

১০-১২ জন আততায়ীর মধ্যে দু'এক জনের নামও করা হয় বলে প্রকাশ। এই পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তার হয় নি।

ছাত্রের আত্মহত্যা

স্থানীয় অগ্রণী বিদ্যার কলেজের একজন ছাত্র নন্তিবার স্নানের ঠিক পরার ছুটি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রকাশ। ছাত্রটি সম্প্রতি বি, এস নি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ফেল করে এবং সেই সূত্রে আত্মীয় স্বজনের দ্বারা তিরস্কৃত হয়।

বাসযাত্রীর মৃত্যু

পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুর যাবের অনেক যাত্রী গাড়ীতে উঠে খুবই অসুবিধা বোধ করে এবং জেলকলপাড়ার রেলগুমটে ক্রসিংএর নিকট বাসটি থামলে উক্ত যাত্রী বমি করতে শুরু করে ও তাকে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। বাস থেকে নামবার কিছু পরে, কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পূর্বেই যাত্রীটির মৃত্যু হয়।

বিজয়া সম্মেলন

গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে রবিন্দ্র সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীজ্যোতির্ময় রায়গুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। রবিন্দ্র সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীসুব্রত কুমার ঘাঁ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সকলকে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সভয় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীএস, বি, মণ্ডল, শ্রীঅমিত মিত্র, শ্রীওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা ভাষণ দেন। শ্রীঅশোক চৌধুরী বিজয়া সম্মেলন সূত্রে উদ্বিগ্ন সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য রবিন্দ্র সাহিত্য মন্দিরের আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবাদির কার্যক্রম বিবৃত করার প্রস্তাব করেন যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী সম্মেলন ও মার্চ মাসের প্রথম-ভাগে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া সারা বৎসর ধরে লোক উৎসব, মেলা, প্রদর্শনী, ক্রিকেটযোগিতা প্রভৃতি বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠান হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরের মধ্যে জেলা সংগ্রহশালা; লোক সংস্কৃতি অনুশীলন কেন্দ্র; পূর্ণাঙ্গ নাট্যমঞ্চ, শিশুদের উদ্যান ও খেলাধুলার স্থান এবং গ্রন্থাগার ও ছাত্রাবাস সুষ্ঠুক লেনদেন বিভাগের বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নের কথাও বলেন।

এই অনুষ্ঠানে সুরেন্দ্রীর সঙ্গীত সংঘের শিল্পীবৃন্দ উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পুরুলিয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টির জনসভা

গত ২০শে অক্টোবর তারিখে ঋষি নিবারণ পার্কে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পুরুলিয়া জেলা পরিষদের আহ্বানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা এবং যুক্তফ্রন্ট প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীনরিডোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীপ্রবীর মল্লিক প্রারম্ভিক ভাষণ দেন।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস কংগ্রেসী শাসনে কিভাবে কায়েমী স্বার্থের পুষ্টি সাধন করে আসা হয়েছে এবং টাটা-বিড়লা প্রমুখ মাত্র আটটি পুঁজীপতি একচেটিয়া পুঁজীর মালিক হয়ে ভারতের অর্থ-নৈতিক জীবন কায়েম রেখে প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে তাও ব্যাখ্যা করেন। তারপর ১৯৬৭ সালে সারা ভারতে নয়টি রাজ্যে কংগ্রেসী সরকারের পতন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় বামপন্থীদের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট শাসন গঠিত হওয়ার ইতিহাস উল্লেখ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কিভাবে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা হয়েছে—তাও বিবৃত করেন। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিম-বঙ্গে যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় সাফল্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও সরকার কেন স্থায়ী হোল না তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আগ্রাসী নীতিকেই মূলতঃ দায়ী করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম সঙ্কটমুহূর্তে তাকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টাস্বরূপ বিশ্বনাথবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মার্ক্সবাদী নেতা জ্যোতি বসুর সঙ্গে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টাব্যাপী গোপন আলোচনায় যে তিনটি সাধারণ প্রস্তাব রাখেন সেগুলিও কিভাবে জ্যোতি-বাবুর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে সেই সব কাহিনীও উদ্ঘাটিত করেন।

বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও সারা দেশব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং সঙ্কট মোচনের পন্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে জাতকের শাসকদল কংগ্রেস ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেছে এবং কংগ্রেসের চরম প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী জনগণ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থ ও পুঁজীপতি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অন্যদিকে প্রগতিপন্থী শ্রীকংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রগতিপন্থী ও বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন গোষ্ঠী জোট বেঁধেছে। এই জোটে সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল কিছু অংশ থাকলেও তারা কোনও প্রভাব বিস্তার বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না—যদি দেশের সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এক জোট হয়ে কাজ করতে পারে। সুতরাং বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও অর্থনৈতিক দুর্গতি মোচনের একমাত্র পথ হোল যে শাসক কংগ্রেস সহ দেশের যাবতীয় বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিপন্থী শক্তি সমূহের সমন্বয় ঘটিয়ে ক্ষেত্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে গণতান্ত্রিক সংকার গঠন করা। অবশ্য এই নূতন শক্তিজোট মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির কোনও স্থান হবে না বলে তিনি জানান। নূতন শক্তিজোট তথা সরকারের মর্মান্তিক কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথবাবু বলেন যে—(১) সমস্ত বিদেশী পুঁজী বাজেয়াপ্ত করতে হবে; (২) ভারতের একচেটিয়া পুঁজীকে দেশের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করতে হবে; এবং (৩) ভূমীহীন-দের ভূমি বণ্টনসহ বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার কার্যকরে ত্বরান্বিত করতে হবে। এই জিবিধ কর্মসূচীর ভিত্তিতে নূতন শক্তিজোট তথা সরকার গঠনের জন্য শাসক কংগ্রেস সহ দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক, প্রগতিপন্থী ও বামপন্থী শক্তি সমূহকে তিনি আহ্বান জানান।

শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে কেরালার সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী নির্বাচন ও কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে—কেরালায় নূতন যুগের ডাঙ্গা বইতে শুরু হয়েছে এবং সেই ডাঙ্গার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গেও তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রপতির শাসনে দেশের কোনও কল্যাণ সম্ভব নয় এই অভিমত ব্যক্ত করে যথা সত্বর সত্বর রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটানো করেন। এই সূত্রে বন্যানপীড়িতদের ব্যবনের নামে যে পুনিধী জুলুম চলছে—তাও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে বন্যানপীড়ীরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চলছে। কারণ মার্ক্স ও লেনিন উভয়েই সন্ত্রাসবাদের বিরোধী ছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদ পথে যে বিপ্লব সম্ভব নয়—তা উভয়েই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যে দল নিজেদের মার্ক্সবাদী—লেনিনবাদী বলে জাহির করে—তারা কখনও সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করতে পারে না। —এই সব ভ্রান্ত সন্ত্রাসী বুখরতের কবলে অজ্ঞ যে পুনিধী জুলুম হয়েছে—তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার বিপজ্জনক দিক সম্পর্কেও তিনি সচেতন করে দেন।

অনুরূপ ও অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বাবু বলেন যে যুক্তফ্রন্টের সেচমন্ত্রী থাকাকালে এই জেলার জন্য তিনি বহু সেচ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের কাজে হাত দিয়েছিলেন—কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাওয়াতে সেগুলিকে কার্যকরী রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল।
পুরুলিয়া।
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান।
STOCKISTs & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.
অক্সিজেন সিলেণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়।

Regd. No C—4200
Phone No.—175

মুক্তি—(৩)

C. R. No.—2539/57

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, পুরুলিয়া জেলা স্কুল বোর্ডের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি নিম্নে বর্ণিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী—সভায় প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মঞ্জুরী সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। এতদ্বিষয়ে উৎসাহী গ্রামবাসীগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার স্বপক্ষে কাগজাদি সহ উক্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অঞ্চলপ্রধান ও গ্রাম অধ্যক্ষগণের বা যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির বক্তব্য কমিটি মূল্যবান বলিয়া মনে করিবেন ও তাহা সাদরে বিবেচিত হইবে।

স্বাঃ সুধীন্দ্র মোহন রায়
জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
জিলা স্কুল বোর্ড, পুরুলিয়া।

তারিখ	কমিটি বসিবার স্থান ও সময়	যে যে সার্কেলের বক্তব্য শোনা হইবে
৮।১১।৭০ বেলা ১১টা	বলরামপুর ফুলচাঁদ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১। বান্দোয়ান ২। বরাবাজার ১নং সার্কেল ৩। বরাবাজার ২নং সার্কেল ৪। বাঘমুণ্ডি
১৪।১১।৭০ বেলা ১১টা	ঝড়জয়পুর হাই স্কুল	৫। বলরামপুর ১। কাশলা ১নং সার্কেল ২। কাশলা ২নং সার্কেল ৩। জয়পুর
২২।১১।৭০ বেলা ১১টা	পুরুলিয়া জিলা স্কুল	১। পুরুলিয়া আর্বান ২। পুরুলিয়া রুরেল ১নং সার্কেল ৩। পুরুলিয়া রুরেল ২নং সার্কেল ৪। আড়ষা
২৯।১১।৭০ বেলা ১১টা	পৌলাড়া আর, সি, একাডেমী	১। হুড়া ১নং সার্কেল ২। হুড়া ২নং সার্কেল ৩। পুঞ্চা
৬।১২।৭০ বেলা ১১টা	ঐ	১। মানবাবাজার ১নং সার্কেল ২। মানবাজার ২নং সার্কেল
১৩।১২।৭০ বেলা ১১টা	রঘুনাথপুর ভি. ডি. ল্যাড হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	১। রঘুনাথপুর ১নং সার্কেল ২। রঘুনাথপুর ২নং সার্কেল ৩। পাড়া
২০।১২।৭০ বেলা ১১টা	ঐ	১। নেতুড়িয়া ২। সাঁতুড়ি ৩। কাশীপুর ৪। আদ্রা

বিক্রয়

দুগ্ধবতী গাভী (প্রথম বিয়ান ও সদ্য প্রসবা) প্রতিদিন প্রায় ৬ সের দুধ দেয় এবং কিছু বর্মা টীক, সংসার কাঠের আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি আসবাব পত্র বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

গিরিশচন্দ্র মজুমদার
আমডিহা রোড, পুরুলিয়া

কালীপূজা উপলক্ষ্যে মুক্তির ছুটি

কালীপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ১৬ই কার্তিক ১৩৭৭, ২রা নভেম্বর ১৯৭০ সোমবার "মুক্তির" প্রকাশ এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। আগামী ২৩শে কার্তিক ১৩৭৭, ৯ই নভেম্বর ১৯৭০ সোমবার মুক্তির ৪০শ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

ম্যানেজার "মুক্তি"

শিক্ষক চাই

সিরকাবাদ জুনিয়ার হাই স্কুলের জন্য একজন B. Sc. (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও গণিত সহ) পাস শিক্ষক আবশ্যক। ডিষ্টিংশন্ প্রাপ্ত ও শিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। ৭।১১।৭০ তারিখে বেলা ১১টায় আবেদন পত্র ও সকল পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং মার্কশীট সহ Interview এর জন্য সিরকাবাদ স্কুলে (পোঃ সিরকাবাদ) হাজির হইতে হইবে। ভ্রমণের ব্যয় নির্জস্ব।

শ্রীজয়ন্তীলাল মাঝি
সেক্রেটারী ২০।১০।৭০

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া সহরে বসতবাড়ী নির্মাণ নিমিত্ত, ২টী বড় কূপ ও একটী টিনের চালাসহ এক বিঘার কিছু বেশী জমি বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

ডাঃ যগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গোপীবাবু লেন, গাড়ীখানা, পুরুলিয়া।

শ্রীরাধাচরণ অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত প্রাণ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩য় বর্ষ | সোমবার, ৯ই নভেম্বর '৭০ | বার্ষিক—৬., সডাক—৭.
৪২শ সংখ্যা | ২৩শে কার্তিক ১৩৭৭ | নগদ—১৫ পয়সা



বুধ বিদেয় ভিক্ষাভাণ্ড, নিয়াই বিদেয় ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার মালা মানব মাথায় তুলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী ত্যাগী, প্রেমিক কর্মী, জ্ঞানী.
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-বন্ধুর কূল ভঙ্গ ভেসে গেল তব ঃার স্রোতে।
—নজরুল

অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগের সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ও পুরুলিয়া জেলায় শিল্প প্রসারের সুযোগ সম্ভাবনা

(অশোক চৌধুরী কর্তৃক এই লেখাটির অধিকাংশ ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় কলিকাতার আকাশবাণী হ'তে প্রচার হয়েছিল।)

পশ্চিমবঙ্গের যে চারটি অনুন্নত জেলা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য নির্ধারিত হয়েছে—তার মধ্যে পুরুলিয়া অন্যতম। ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India) এবং শিল্প অর্থসম্মতী পর্ষৎ (Industrial Finance Corporation of India) শিল্প প্রকল্পাদি ঋণদানে অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে ঋণ ; পরিশোধের বর্দ্ধিত মেয়াদ বা সময়সীমা ; প্রভৃতি বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি দেবে। এ ছাড়া এই চারটি জেলার মধ্যে দরিদ্রতম জেলাটি আরও বিশেষ সুবিধা হিসাবে মোট ঋণের দশভাগ সাবসিডি বা অনুদান হিসাবে পাবে এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই খাতে অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা বিশেষ অর্থ সাহায্য পাবে।

ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহারের ৪০০০ বর্গ মাইল এলেকা বিশিষ্ট মানভূম জেলার ২৪০০ বর্গ মাইল এলেকা পুরুলিয়া জেলা-রূপে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং সেচ-বিহীন ও সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি এবং শিল্প কারখানাবর্জিত পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের কেবল কনিষ্ঠতম জেলাই নয়—দরিদ্রতম জেলাগুলির অন্যতম। কিন্তু বাহ্যিক প্রকৃতি রুক্ষ ও কঙ্করময় হলেও ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদে পুরুলিয়া জেলা সত্যই রত্নগর্ভা। পারমাণবিক খনিজ পদার্থ ছাড়াও এই জেলার এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, ব্যারাইটিস, ফায়ার ক্লে, গারনেট, বেরিল, ক্যালসাইট, কায়ানাইট, ইলেমানাইট, লোহা পাথর, সীসার আকর, ম্যাঙ্গানীজ, পাইরাইট, কয়লা প্রভৃতি তেইশ ধরণের বিভিন্ন খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজ্য সরকারের খনি ও খনিজ সম্পদের ডাইরেক্টরেটের মতে এই খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে কয়লা, তামার আকর, চুণাপাথর, চিনামাটী, ফেলসপার, ফুওরাইট ও কোয়ার্জ বা সিলিকা রক—এই সাতটি খনিজ সম্পদের বাণিজ্যোপযোগী পরিমাণ ভূগর্ভে বিদ্যমান।

পুরুলিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হচ্ছে "কালো হীরা" বা কয়লা। ৪০০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ১১০ লক্ষ টন নিম্নমানের কয়লা এই জেলায় রয়েছে। জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে দামোদর নদের দক্ষিণতটে রাণীগঞ্জ পারবেলিয়া শালতোড়, ভাদুরিয়া ও নিতুরিয়ার কয়লা-খনিগুলি বিদ্যমান ও কর্মচঞ্চল।

সম্প্রতি মানবাজার থানার তামাঘুন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনি ও খনিজ সম্পদের ডাইরেক্টরেট ১৮ ফুট ঘনতামার খনিজ স্তর আবিষ্কার করেছেন এবং এই প্রাথমিক ধৈর্য্য থেকে গড়ে শতকরা ২ ভাগ তাম্র তোলা সম্ভব বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই খনির বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্পর্কে এখনও সমীক্ষা চলছে।

এই জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ হোল চুণাপাথর। ঝালদা থানা থেকে নিতুরিয়া থানার পাঁচেট পাহাড় পর্য্যন্ত বিশ মাইল দীর্ঘ এলাকা জুড়ে এই খনিজ সম্পদ অবস্থিত। এই জেলার চুণা-পাথর কিছু পরিমাণ নিম্ন মানের হলেও একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের উপযোগী খনিজ সম্পদ এখানে বিদ্যমান এবং এই বিষয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরুলিয়ায় সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার মেসার্স সাহ জৈন কোম্পানীকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লাইসেন্স দিয়েছিলেন—কিন্তু পরে বিশেষ কারণে (ভিত্তিয়ান বোস কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে) সেই লাইসেন্স নাকচ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে চুণ তৈরীর কাজে এই চুণা-পাথর ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুরুলিয়ায় কোয়ার্জ বা সিলিকা রকের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এই খনিজ সম্পদের দ্বারা উচ্চমানের কাঁচ তৈরী সম্ভব বিবেচনা করে দুটি খনি চসমার কাঁচ তৈরীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। —ঝালদা থানার বেলায় মৌজাতে মূল্যবান ফুওরাইট আবিষ্কৃত হয়েছে—পরিমাণে প্রায় দশ হাজার টন। লৌহশিল্পের পক্ষে এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিল্পোদ্যোগের দৃষ্টিতে পুরুলিয়ার অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে ৫০ থেকে ৭০ মাইলের মধ্যে আসানসোল, বার্ণপুর, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, কাইথী, বোকারো, মুরী, রাঁচী, হাতিয়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের শিল্পনগরী তথা শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি অবস্থিত। কিন্তু এ যাবৎ কিছু ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর শিল্প ছাড়া কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রকল্প পুরুলিয়ায় গড়ে ওঠে নি।

পুরুলিয়া জেলার বর্তমান ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলির মধ্যে—লাক্ষা, বিড়ি, কাটদারী, তসর, হস্তচালিত তাঁত শিল্প ধান ভাঙ্গা কল, কাঁসা শিল্প, মৃৎশিল্প, মৃণ্ময়, চর্ম সংস্কার ও পাদুকা তৈরী, বাঁশের কাজ, বেকারী, জাঁতা, চেঁকী, ঘানী, চুন তৈরী প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

লাক্ষা—প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও এই জেলার বিশিষ্টতম শিল্প ছিল লাক্ষা। কৃত্রিম লাক্ষা আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লাক্ষা ছিল ভারতের একচেটিয়া শিল্প এবং সমগ্র ভারতে এই শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল পুরুলিয়া। এই জেলার ঝালদা, বলরামপুর ও তুলিনের ঘাগাকুড়ি সারা ভারত ও বিশ্বের লাক্ষার চাহিদার মুখ্য পরিমাণ যোগান দিত। সেই সময় এই জেলার চাষী, মজুর ও ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরে এই শিল্প ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে বর্তমানে মুমূর্ষু ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিরস পর রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর শিল্প অধিকারের অধীনে লাক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ দপ্তর সৃষ্টি করে এই শিল্পের যথাসম্ভব পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলছে। 'বীহন লা' বা লাক্ষা বীজ উৎপাদনের জন্য বাঘমুণ্ডী, ঝালদা ও রঘুনাথপুরে সরকারী খামার (Broodlac Farm) স্থাপন করা হয়েছে এবং লাক্ষা শিল্পের কারিগরী ও বাণিজ্যিক দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের জন্য বলরামপুরে একটি লাক্ষা শিল্প কেন্দ্র (Lac Industrial Centre) স্থাপন করা হয়েছে। দরিদ্র লাক্ষা শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সহায়তা দানের জন্য তুলিনে সমবায় ভিত্তিতে একটি সাভিসিং কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এখানে বিনামূল্যে কাঁচি লা (stick lac) চূর্ণ ও ধৌত করে ভোরী অর্থাৎ দানাদার

লাক্ষা চূর্ণ তৈরী করা হয়। সে ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে আদিবাসী ও রহিত চাষীদের বিনামূল্যে 'বীজন লা' বা লাক্ষা বীজ সরবরাহের জন্য বাঘমুণ্ডীতে বিশেষ খামার স্থাপন এবং সেই সঙ্গে প্যাকেজ প্রোগ্রাম গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে লাক্ষা শিল্পে প্রায় ৩৪০০ লোক নিযুক্ত আছে এবং প্রায় দেড় কোটী টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বিড়ি : জেলার বর্তমান ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের মধ্যে বিড়ি শিল্পই প্রধানতম। সমগ্র জেলায় ছুটী সমবায় সমিতিসহ ৬০টি সংস্থার মাধ্যমে প্রায় আঠারো হাজার (১৮০০০) শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি বিড়ি রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রচেষ্টা চলছে।

কাটলারী : কাটলারী শিল্পে পুরুলিয়া জেলার বিশেষ সুনাম আছে। এটি জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প। বর্তমানে ২৮০টি সংস্থা কাটলারী শিল্প সহ—আগর, বাইলী, ছেনী প্রভৃতি সূত্রধরদের যন্ত্রপাতিও তৈরী করে। এই জেলার তৈরী আগর সমগ্র ভারতে ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশেও চালান যায়। কালদা, জয়পুর ও পুরুলিয়া থানাতেই এই শিল্পের প্রচলন সমধিক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অধীনে এই শিল্পে শিক্ষাদানের জন্য পুরুলিয়ায় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

তসর : তসর পুরুলিয়া জেলার প্রাচীনতম শিল্প। রঘুনাথপুর ও সিবাজারে এই জেলার তসর শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে প্রধানতঃ সমবায় সমিতির মাধ্যমে জেলার তিন শতাধিক তসর শিল্পীর মধ্যে শতাধিক পরিবারের প্রায় ৩০০ জন এই শিল্প কার্যে নিযুক্ত আছে। তসর মটকা, কেটা ও বাফ্‌তা—এই চার শ্রেণীর তসর উৎপাদন হয়ে থাকে এবং এই জেলার তসর বস্ত্রের প্রধান বাজার হোল—কলিকাতা ও অন্য। সম্প্রতি তসর বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে। এই শিল্প উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হোল তসর শিল্পীদের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থা এবং এই জেলার তথা পশ্চিমবঙ্গে তসরের গুটি উৎপাদনের সন্তোষজনক ব্যবস্থার অভাব।

মুৎশোস : পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির মধ্যে পুরুলিয়া জেলার ছৌনৃত্য বিশিষ্টতম। এই নৃত্যে ব্যবহৃত কাগজের মণ্ডে প্রস্তুত মুখোস—কুটিরশিল্পরূপে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠছে। গৃহসজ্জাক্ষেত্রেও ছৌনৃত্যের মুখোস বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং সম্প্রতি বিদেশেও এই মুখোসের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এই মুখোসের সঙ্গে কাগজের মণ্ডে প্রস্তুত নানাবিধ পেশনাও নূতন শিল্পরূপে গড়ে উঠছে। মুখোশ শিল্পে শতাধিক শিল্পী নিযুক্ত আছে এবং এই জেলা থেকে ২ জন শিল্পী রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্প প্রতিযোগিতার প্রতি বৎসর পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

এই জেলার অন্যান্য কুটীর শিল্পের মধ্যে মৃৎ শিল্পে মাটির বাসন, টালী, খেলনা, প্রতিমা প্রভৃতি নির্মাণে প্রায় ৩০০০ তিন হাজার কুম্ভকার তথা মৃৎশিল্পী নিযুক্ত আছেন। এই জেলায় ২৫টি টালী নির্মাণ সংস্থা আছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প তথা উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০০ জন শিল্পীকে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে টালী উৎপাদনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

চর্ম সংস্কার ও পাদুকা তৈরী এই জেলার বৃত্তিভিত্তিক অন্যতম কুটিরশিল্প। প্রায় ৩০০০ তিন হাজার কবিরাজ তথা মুচী সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পী এই শিল্প কর্মে নিযুক্ত আছে এবং রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প অধিকারের অধীনে মানবাজার ও পুরুলিয়া থানায় প্রতি বৎসর ৪০ জন চর্ম-শিল্পীকে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চর্ম সংস্কার ও পাদুকা তৈরীর শিক্ষা দান করা হচ্ছে।

এই জেলার বিশেষ অনুন্নত ও ভূমিজ ক্ষৌম সম্প্রদায়ের প্রধান জীবিকা হোল বাঁশের কাজ। প্রায় ৫৮০০ লোক এই শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। এই শিল্পের উন্নতির জন্য একটি প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

হস্তচালিত তাঁত শিল্পে প্রায় ৪২০০ চার হাজার দুই শত তাঁতী নিযুক্ত আছেন। এই শিল্পীরা প্রায় সকলেই মোমিন সম্প্রদায়ভুক্ত। থানী শিল্পও এই জেলার বিশিষ্ট শিল্প ছিল—কিন্তু প্রধানতঃ সরিষার অভাবে এই শিল্প এখন মৃতপ্রায়। এখনও পুরুলিয়া, জয়পুর, কালদা ও বরাবাজার থানার প্রায় ২০০০ দুই হাজার থানী শিল্পী এই শিল্প কার্যে নিযুক্ত আছেন।

এই জেলার বৃহত্তম কুটীর শিল্পরূপে একদিন চেঁকীর ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং সমগ্র জেলায় লক্ষাধিক চেঁকীর অধিকাংশই এখন অচল। সম্প্রতি এই জেলায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ২৪টি ধান ভাঙা কল কাজ করছে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে ২ টন পর্যন্ত ধান ভাঙা যায় এরূপ ছুটি বৃহদায়তন চাল কল নির্মীয়মান।

এই জেলার সহজাত লোক আখের চাষ ও গুড় তৈরীর কাজে নিযুক্ত। আড়ষা থানার শিবকাবাদ অঞ্চলে সমবায় সমিতি মাধ্যমে যান্ত্রিক সাহায্যে আখের রস নিষ্কাশন করে খাণ্ডেসরী চিনি তৈরী করা হচ্ছে। এই জেলায় খাণ্ডেসরী চিনি শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার কাংস শিল্প এখন বিশেষ সঙ্কটের মুখে। কাংস ও পিতলের বাসনের চাহিদা কমে যাওয়ায় কাংস শিল্পীরা অধিকাংশই বেকার হয়ে পড়ছেন। অবশ্য নিয়ন্ত্রিত দরে কাঁচা মাল সরবরাহ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই শিল্প পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে। কাংস শিল্পের স্থলে এই জেলায় এলুমিনিয়ামের বাসন তৈরীর নূতন শিল্প গড়ে উঠছে এবং রেনলেস ষ্টীলের বাসন তৈরীর কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই সঙ্গে কিছু কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পও গড়ে উঠেছে। মেশিনিং, ড্রিলিং ওয়েল্ডিং ইত্যাদি কাজ দ্রুত ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের সাহায্যে হচ্ছে এবং লৌহজাত বিবিধ ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ যথা গ্রিল, কোয়ার্টাসিবল গেট ব্যোল্টিং শাটার প্রভৃতির চাহিদা স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প মেটাতে সক্ষম।

এই জেলার শিল্প প্রচেষ্টাগুলিকে সহায়তা ও উৎসাহদানের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন সংস্থাকে ৫০০ পাঁচ শত থেকে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মোট তিন লক্ষ টাকা শিল্প ঋণ হিসাবে আর্থিক সাহায্য দান করেছেন। এই জেলায় নিয়ন্ত্রিত সীওজোন্ট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার উপর শিল্প প্রচেষ্টার উন্নতি ও প্রসার বহুলাংশে নির্ভর করছে।

—•—

স্থানীয় সংবাদ

আবার নক্সালী অভিযান

গত ৬ই নভেম্বর তারিখে বরাভূম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রাক্তন সেক্রেটারী শ্রীগোবিন্দ মাহাতী দুই জন নক্সী সহ সন্ধ্যার সময় বরাবাজার থেকে তাঁদের বাড়ী বড়রা গ্রামে ফিরে আসছিলেন—সেই সময় চার জন যুবক অতর্কিতে বাধাদো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর সঙ্গী দুজনকেও আততায়ীরা জখম করে—কিন্তু তাদের চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ছুটকেরা বাজি ছুটে আসায় দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করে। একজন ধরা পড়ে এবং পুলিশ থানাতল্লাসী চালিয়ে নাকি একটি বোমা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শ্রীমাহাতী সহ আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

গত আততায়ীর স্বীকারোক্তি অনুসারে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং সেই তদন্তের সূত্রে কালদা স্থলে অঞ্চলসহ পুরুলিয়ার একজন সরকারী কর্মচারীর পুত্রকে অযথা গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করেছে বলেও অভিযোগ এসেছে।

আনাড়া রেল কলোনীতে গ্রেপ্তার

প্রকাশ, আনাড়ার রেলওয়ে কলোনী থেকে বিবিধ নক্সালপন্থী কার্যাকলাপের অভিযোগে পুলিশ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ৩ জন কর্মচারী, সেটেলমেণ্ট বিভাগের একজন কর্মচারী এবং সম্প্রতি ব্যানার্জী নামে একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছেন। আরও প্রকাশ, শ্রীমান ব্যানার্জী রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র।

গোপাষ্টমী মেলা

শুকনিয়া গোশালায় তিন দিন ব্যাপী গোপাষ্টমী মেলা শুরু হয়েছে। অষ্টমীর দিন গোশালা থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সমগ্র সহর পরিক্রমা করে। মেলায় প্রতিযোগে যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

দেশবন্ধু স্মরণে

গত এই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম শতবার্ষিকী ছিল। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দেশবন্ধুকে দেশবন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়ে সেই দিন সর্বভারতীয় সরকারী ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিম বাংলায় কলিকাতায় আকাশবাণীর ভবনের সামনে দেশবন্ধুর এক প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও উন্মোচন হল। বাকী দেশের জেলায় জেলায় নানা অনুষ্ঠান হয়ে গেল—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংকারী উদ্যোগে। বে-সরকারী বা জনসাধারণের উদ্যোগে যেখানে যা কিছু হয়েছে—তা কেবল একটা খানিকটা প্রথাবদ্ধ। সরকারী উদ্যোগে যা হয়েছে সেটাতে নির্দ্দেশ পালন করা হয়েছে।

বাংলা দেশের রাজনৈতিক গগনে বিভিন্ন বামপন্থী গ্রুপরা এ বিষয়ে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না—অন্ততঃ যে রকম লক্ষণ কোন দেখা যায় নাই, —, তার একটা অন্যতম কারণ বোধ হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মাল্লিষ্ট ছিলেন না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস—মার্ক্সিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট ছিলেন না—একথা ঠিকই। তিনি দেশ প্রেমিক ও মানব প্রেমিক ছিলেন। এত বড় দেশ প্রেমিক, এত বড় মানবতাবাদী ইতিহাসে আজ পর্য্যন্তও দুর্লভ হয়ে আছে। গান্ধীজী দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বলেছিলেন—

দেশবন্ধু জনতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ছিল অনাসক্ত উদারতা ছিল তার অনীম। তাঁহার প্রেমময় বাহু সকলকে আলিঙ্গন করবার অন্তই প্রসারিত ছিল।"

দেশবন্ধু দাসের এই প্রেম তাঁকে বুদ্ধের মতো চৈতন্যদেবের মতো তাঁর সমস্ত জীবনকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। ত্যাগ তিনি করেন নাই—ত্যাগই তাঁকে বরণ করে ধন্য হয়েছিল। মানবের দুঃখ যেমন বুদ্ধকে তার রাজসিংহাসন ত্যাগ করে পথে বের করেছিল—বাংলার ভাগ্যের মানুষের দুঃখও তেমনি দেশবন্ধুকে তার রাজার ভোগ ও ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে অনিকেত করেছিল। যা ছিল সমস্তই তিনি নিঃশেষে দিয়েছিলেন—প্রাণ শুদ্ধ।

তবুও ভাল যে—দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বাধীন ভারত সরকার ও দেশের কিছু কিছু লোকের দৃষ্টি এই বিশ্বপ্রেমিক মহামানবের প্রতি পড়েছে। বাংলার অবিসংবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা দেশবন্ধু ছাড়া চিন্তা করা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পরে একমাত্র কেওড়াতলার শ্মশানে তাঁর চিতার উপর যে সৃতিসৌধ তৈরী হয়েছিল তা ছাড়া দেশবন্ধুকে স্মরণে রাখবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। তার বাড়ীতে যে হাসপাতাল—সে বাড়ীকেও তাহাই দেওয়া। দেশবন্ধু যারা দেখেন ১৯২৫ সনে আর আজ ৪৫ বছর পরে কলিকাতার তাঁর এক প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ষ্ট্রাচু বসাবার ব্যবস্থা হল। যে কোন জাতির পক্ষে এরকম ব্যাপার একটা কলঙ্ক ও লজ্জার কথা।

এদের বিশ্বত্ত ও মুক্ত করে বিশেষ করে বাংলা দেশ বর্ত্তমানে চলেছে আত্মবিনাশের এক অন্ধ পথে। সাম্যবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম ও সাম্রাবাদী বিপ্লবের নামে কতকগুলি নেতৃত্বহীন গোষ্ঠি বাংলাদেশকে ইতোমধ্যেই অন্তো নষ্ট:—অর্থাৎ সমস্তই পশু হবার দিকে নিয়ে চলেছে। একটা চিন্তাহীন বর্ত্তমানের পৈশাচিক তাণ্ডব বাংলার যা কিছু কল্যাণ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করার অন্তর প্রচেষ্টায় উন্মত্ত। আর একদিকে কায়েমী স্বার্থরা তেমনি সর্ব্বনাশী দুর্জ্জয় লোভে করালীন নিষ্ঠুরতার পরম্পরা গোপনের শেষের জনগণকে বিচারবৌদ্ধিকতার পর্য্যায়ে ঠেলে দিয়েছে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই। কিন্তু এই পরিস্থিতি বাংলার পক্ষে একটা ঘোর আশঙ্কাজনক দিনগুলক—এবং এইটাই শেষ কথা বলে আমরা মনে করিনা। এই দুর্ব্বার ও দুর্জ্জয় অশথাত মৃত্যুর অপঘাত নয়। এ অপঘাতের ইঙ্গিত, এ অপঘাতের সংকেত যদি কোনরূপ সংস্কারমুক্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে অনুধাবন করতে হয়—তবে দেখা যাবে তা এক নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা জাতির সমস্তকাল মুহূর্ত্তে যাঁরা পথিকৃৎ ছিলেন—তাদের জীবন, তাদের কর্ম তাদের আদর্শ তাদের অভিজ্ঞতার দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় দেশবন্ধু কেবল সে যুগেরই পরিচালক ও পথ-দ্রষ্টা ছিলেন না তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ প্রেরণা যে শাশ্বত সত্য অভিব্যক্ত হয়েছিল—আজ তার অনুধাবন দরকার। কেবল দেশবন্ধুর প্রশস্তি যাত্রা তা হবেনা—তাকে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে।

এ প্রচেষ্টাই বিশ্বত্রাসকে অবিসংবাদীর করে তুলবে—আমাদের এই অন্তাতুক বঙ্গোপসাগরের বালুকটে। তার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের এই তো সার্থকতা।

—•—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী চলছে। সারাদেশের কাছে কিন্তু দেশবন্ধু বিস্মৃত প্রায়। চিত্তরঞ্জন দাসের ঐশ্বর্য ছাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে তেলিরবাগ গ্রামে। তাঁর পিতা ভুবন মোহন দাস কলিকাতায় খুব বড় এটর্নি ছিলেন। এই পরিবারটি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত ছিল।

ইংরাজী ১৮৭০ সনে এই নভেম্বর দেশবন্ধুর জন্ম হয় কলিকাতায়। এই পরিবারের চালচলন পাশ্চাত্য ভাবধারাই প্রভাবিত ছিল। চিত্তরঞ্জন শৈশব ও বাল্যকালে খুব স্বাস্থ্যবান মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা থেকেই বি, এ পাশ করে—আই, সি, এস পড়বার জন্য বিলেতে যান। বিলেতে আই, সি, এস পরীক্ষা দেন আরও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাও ১৮৯২ সনে পাশ করেন। বিলেতে থাকতেই ভারতবাসীর পরাধীনতার হাসন্ত তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ইংরাজের কাছেই শুনলেন—ভারতবাসীকে কাপা আদমী বলে পরিহাস আর শুনলেন "ভারতীয়েরা সোনামের জাত তাদের আবার সভ্যতা কৃষ্টি ?"

এই সব ব্যাপারে পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে অস্থির করে তুলল। বিলাতে থাকতেই তিনি ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে ভারতকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে—এই সংকল্প নিয়েই তিনি ভারতবর্ষে ফিরলেন।

দেশে ফিরে তিনি ব্যারিষ্টার হিসাবে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। সেই সময় ১৯০৮ সনে মুরারীপুকুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রভৃতি বহু বন্ধু বিপদে পড়েন। চিত্তরঞ্জন বহু অর্থ স্বীকার করেও সেই মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে প্রায় ছয় মাসেরও অধিক মামলা চালালেন। অন্যান্য বহু জনের খীপান্তর প্রভৃতি সাজা হলেও—শ্রীঅরবিন্দ খালাস পেলেন। চারদিকে চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে বড় বড় পড়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন যখন দেশে ফেরেন তখন তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর পিতা ভুবন মোহন দাস যারা যাবার পূর্বে অনেক দেনা করে ফেউলিয়া হন। চিত্তরঞ্জন সে সকল ধার শোধ না দিলেও পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার ধর সংকল্প থেকে শেষ পরমা পর্য্যন্ত শোধ করে দেন। দেশের লোক বিস্মিত হয়ে রেখল—এ এক নতুন লোক।

সি, আর, দাস ব্যারিষ্টার। বাংলা দেশে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে এই নামের সঙ্গে একটা বিরাটত্ব অচ্ছেদ্য হয়ে লোকের কাছে দেখা দিল। সেকালে সি, আর দাস মাসে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। বিদ্যার, বুদ্ধিতে, ঐশ্বর্য্যে তিনি সর্ব্বাগ্রণী ছিলেন। সি, আর, দাস একটা আভিজাত্য, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও মহাহৃদয়তার মূর্ত্তিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার জন্য গণ-সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এই ব্যাপক গণ-সংগ্রামে গান্ধীজী আহ্বান করেন সরকারে বৃটীশ শাসনের সমস্ত কিছুর সঙ্গে অসহযোগিতা করে জন-সাধারণের সঙ্গে জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে স্টাম্পিড় পড়তে। দেশ আন্দোলনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন যেন নিজের পথ খুঁজে পেলেন। তিনি উদ্দীপ্ত হলেন, অনুপ্রাণিত হলেন—পথই যাদের একমাত্র আশ্রয় তাদের সঙ্গে পথে দাঁড়াতে না পারলে তাদের মুক্তি আনা যাবে না।

এক মুহূর্তে তিনি সেই ১৯২১ সনে বাজার ঐশ্বর্য ছেড়ে দিলেন, তার ব্যারিষ্টারী সনাম ত্যাগ করলেন—ভীষনের চরম ভোগ বিলাস ছেড়ে দিয়ে পথের ধুলায় যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কণ্ঠ আশ্রয় করে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী তাকে বললেন 'দেশবন্ধু' দেশের এক বড় বন্ধু আর নেই—এখনও কেউ নেই।

এর পরে দেশবন্ধু চার বছর বেঁচেছিলেন। ১৯২৫ সনের জুন মাসে তিনি মারা যান। কিন্তু এই আর সময়ের মধ্যেই বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন ভিত্তি তৈরী করে দিয়ে যান। জাতিকে তিনি একটা অবিসম্বাদীয় ঐক্য এবং তার সঙ্গে যে কাজ করে গেছেন তাহাই তাঁকে অমর করে রাখবে।

দেশবন্ধুর জীবন বস্তুতঃ ঐক্যই মানবতার জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন। মানুষকে তিনি বড় ভালবাসতেন—এর চেয়ে আর বড় গভীর, এত বিরাট ও এত তীব্র ছিল যে এই প্রেমে যে কেন আগ্নেয় তাহা কাহে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

আজকের বাংলা দেশ, ভবিষ্যতের বাংলা দেশ—এই দেশবন্ধুকে অনুসরণ কর। অনুকরণ কর!! তাঁর জীবনকে জানবার চেষ্টা কর। যুক্তির মানবতার জন্য পথ খুঁজে পাবে—তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

—শি, হামগুপ

বাংলার সংকট

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

বাংলাদেশ সম্বন্ধে সকলেই এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন—যেখানে তাঁরা মনে করছেন যে কি করা যায় অথবা করবার কিছু নেই। অবশ্য বর্তমান প্রশাসন এবং পুলিশ ভাবছেন এবং কাজেও করছেন যে দমন নীতি আরও কঠোর ভাবে চালাতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত যে সমস্ত আইনকানুনে—মায় সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদ দমন আইনে পুলিশের হাতে যে 'যা খুনী তা করবার' ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতেও প্রশাসন বলছেন যে—তৃপ্ত হচ্ছে না। বিনা বিচারে আটক করার আইন আবার জারি করার জন্য বাংলার রাজ্য প্রশাসন খুব চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত যা সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা যাচ্ছে যে এই নিরর্তনমূলক আটক আইন বাংলার একটা ভাগ বাঙ্গালী সরকার কর্তৃক সমর্থন করে না। কেবলমাত্র বাংলা কংগ্রেস সমর্থন জানিয়েছেন—আর জানিয়েছেন জনসংঘ।

রাশি রাশি পুলিশ, বন্দুকের গুলি এবং কঠোর থেকে কঠোরতর আইন দিয়েও যখন কিছু হচ্ছে না তখন এই নিরর্তনমূলক আটক আইন যে কতটা কি করতে পারবে তা চিন্তার বিষয়। আর এইটাই যদি পুলিশী ও প্রশাসনিক শেষ অস্ত্র হয় তবে—এগেরতে মম্বন্তরে দৈন্যবাহিনী আমদানী করা ছাড়া—যে ধারা চলেছে সেই ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর কোন পথই নেই।

যে ব্যাপার চলেছে তাতে বাংলাদেশে হিংসা এবং হিংস্র বলে আর কিছু নেই। সমস্ত ভারতবর্ষে যেমন কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কি জনসাধারণের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার ও সমস্ত ধরণের বড়, মাঝারি, ছোট চুনীতি এমন ব্যাপক ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে যে সেটা এখন মানুষের কাছে স্বাভাবিক পর্য্যায়ে এসে গেছে, তেমনি বাংলাদেশে বিশেষ্টকরে কলিকাতায় বোমা, ছোরা, গুলি, লোহার ভাঙ্গা এবং অন্যান্য উপায়ে শিশু, বালক, নারী তরুণ ও বৃদ্ধদের হত্যা নির্দয় ও লঘু থেকে গুরুতর অথচ এমন স্বাভাবিক পর্য্যায়ে এসে গেছে যে দেওলি এখন আর লোকের কাছে হিংসার পর্য্যায়ে নেই।

বিশেষ করে কলিকাতায় এখন এমন একটা দিন যায় না যেদিন সরকারী পুলিশের গুলিতে লোক নিহত হয় না বা বেসরকারী বোমা বা ছোরা বা অন্যান্য উপায়ে লোককে হত্যা করা হয় না। পুলিশ এখন আর লাঠি চালায় না বা কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে না। একেবারে মারবার জন্যই গুলি চালায়। বেসরকারী পক্ষে এখন আর টিন, পাইপগেস আর সোডার বোতল ছোঁড়া হয় না—একেবারে তাজা বোমা। তারপরে ছোরা তো আছেই। এই অগ্রগতির ফলে প্রায় ৩০ জনের উপর পুলিশ মারা গেছে এবং কত লোক পুলিশের গুলিতে মরেছে এবং হাজতে কত লোককে পিটিয়ে মারা হয়েছে—তার পরিসংখ্যান সঠিক প্রকাশিত হয় নাই।

বন্দুক রিভলভার পাইপগান, বোমা, ছোরা ও লোহার রড এগুলি সরকারী নিধন ও বেসরকারী হত্যার অস্ত্র। হাঙ্গামা ঠিক নয়, গেরিলা যুদ্ধ লড়াই বা বৈপ্লবিক খুনোখুনী কিন্তু পুলিশ বা সরকারের এবং বে-পুলিশ বা বেসরকারী দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিপ্লবিক, প্রতিপ্লবিক, এমন কি চতুর্থপ্লবিক সংঘর্ষ ক্ষেত্র বিশেষে চলছে। পুলিশ ও নন্যাল; পুলিশ ও সি, পি, এম; পুলিশ ও ফরওয়ার্ড ব্লক; জমির ব্যাপারে কোথাও পুলিশ ও সি পি, আই। তারপরে সি, পি, এম বনাম ফরওয়ার্ড ব্লক অর্থে, সি পি, এম বনাম নন্যাল অর্থে আরও আরও সব আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থে পুলিশ হালাম্বা মামাবার জন্য গুলি করে লোক মারে। এসব হাঙ্গামাতেও ঐ একই বোমা পাইপগান প্রভৃতিই ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশেই বলা যেতে পারে এখন কোন জীবনেরই কোন মূল্য নাই বা দেয় না। স্কুল ভর্তি ছেলে ও শিক্ষকের মধ্যে ক্লাশ থেকে একটি ১৪ বছরের ছেলেকে টেনে গুটি কয়েক যুবক ছোরা মেরে—মেরে ফেলে গেল, কেউ একটা হাত ওঠাবার প্রয়োজন মনে করল না। প্রথ্যাত সি, পি, এম কর্মী কে, জি বসুর স্ত্রীকে স্কুলে ঢুকে কয়েকটি যুবক ছোরা মেরে মেরেতে ফেলে চলে গেল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে মেয়েদের গিলোটিন করার কথা পড়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিশেষ করে এ কি রকম বিপ্লবের নামে ভিন্ন দলের বালক ও নারীকে হত্যা করা ব্যাপার চলছে? নিন্দা? এর উপরে অনেক দিন চলে গেছে।

এগুলি কি দলের লোকেরাই নিজের থেকে করছে না দলের নেতাদের নির্দ্দেশে করা হচ্ছে?

মূর্তি ভাঙার ব্যাপারটা সমস্ত রকম আলোচনা ও সমালোচনার অতীত। যারা এসব করছ তারা কি পরাজিত সমস্ত ঐতিহ্য সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে ধ্বংস করে নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করতে চায়? সেই নতুন সমাজের লোকেরা নমুনা কি—যারা এসব করছে তারাই?

কিন্তু এগুলি তাদের জন্য করা হচ্ছে—জনসাধারণের নামে জনসাধারণের জন্য করা হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে জনসাধারণের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে বিরুপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সক্রিয় ও নিষ্ঠুর আকার ধারন করছে। মেদিনীপুরের মফস্বলের একটি স্কুলের ছাত্রকে হত্যা করার জন্য জনসাধারণ চারদিকেই হত্যাকারী ছাত্রদের খুঁজে বেড়াচ্ছ। চু স্কাউলাদের দুজনকে পাওয়া যায়। তাদের কাছে অস্ত্রাত্র জিনিষের সঙ্গে এসিড বাথও ছিল। জনসাধারণ তাদের ধরে মারপিট তো করেই তা ছাড়া তাদেরই এসিড বাল্বের এসিড দিয়ে দুই হত্যাকারী ছাত্রেরই চোখগুলি চিরদিনের জন্য অন্ধ করে দেয়। নন্যাল থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বামপন্থী বা অন্য পন্থী নেতারা এটা কি উপলব্ধি করেন ও করান যে গ্রুপ থিওরোলেজ থেকে মব ভায়োলেন্স আরও বেশী নির্মম আরও বেশী অন্ধ এবং নিষ্ঠুর? এ তবু সময়ের ফের। আজ চুচাংটে লোক বা পার্টির ছেলে তারা নন্যাল হোক বা অন্য কোন দলেরই হোক বা সমাজ বিরোধী ওয়ারন রেকারই হোক হয়তো বহু লোকের সামনে বোমাবাজী হত্যা প্রভৃতি করে কোন রকম বাধা না পেয়ে চলে যাচ্ছে—কিন্তু এটা নিতান্ত সাময়িক মাত্র। কারণ এর পেছনে জনগণের সমর্থন নেই। এবং জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী সে প্রতিক্রিয়া এড়ানো যাবে না এবং তা যে কোন রোগীন, পতাকা, ছবি লেখা মায় জমি দখল ও ধানকাটা দিয়ে হোয়া যাবে, তা নয়। কারণ এই সরকারির পেছনে সতিকারের রাজনৈতিক ভাবনা কিছু নেই। নিজের বল, অপরের বল—দলীয় হিংসা ও প্রতিহিংসাই প্রধান। জনসাধারণের মধ্যে যারা আছে তারা হয় জমি প্রাপ্তি, ধান প্রাপ্তি প্রভৃতির ভিত্তিতে পতাকা বহন করছে। প্রতিক্রিয়া সক্রিয় রূপ গ্রহণ করলে তা সংকোচক হয়ে অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে—আরম্ভ হয়েছে। এক্ষেত্রে মব মাস্ক যখন প্রথমেই নিজের মাহুতকে হত্যা করে তেমনি এই 'ব্রেকিং উপর চড়ে তা মরের নামে যারা এইসব করে যাচ্ছেন—সেই সব প্রথমেই কর্তাদের নস্যাৎ করবে। লেনিনের কাজে ও কথায় এগুলি 'বেভলিউশনারী ভায়োলেন্স' নয়। কোন রকম মতবাদের কোন রকম প্রয়োগ কৌশল দিয়েই বর্তমানে যে বর্বরতা পাশবিকতা এবং চিন্তাহীন অমানুষিকতা চলছে তার সমর্থন করা যায় না। জনসাধারণের তরফ থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে—তার সঙ্গে ঐ 'বুর্জোয়া' ঐ পুঁজিপতি, ঐ প্রশাসনিক ক্ষমতা গুণোগ নিয়ে আরও পাশবিক আরও চরম বর্বরতার খেলা এরা দেখাবে।

ভারতবর্ষ চীন নয়। চীনের বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন বর্তমান ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। এখানে তেলেঙ্গানা নিয়ে পরীক্ষা

হয়েছে। ১৯৫৭ সালীয় কেরালার কম্যুনিষ্ট গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে কিভাবে মবের প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বল বাজিয়েছেন—তা আমরা দেখেছি। ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বহৃৎ কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ নিশ্চিহ্নই শুধু নয়—তার পুনর্জ্জন্মের কোন সম্ভাবনাই নাই। আজ বাংলা দেশে নন্যালের নামেই হোক আর যে নামেই হোক যারা আজ বাংলার ময়দানে যথেচ্ছ বিচরণ করছেন—তারা নতুন ইতিহাস গড়তে পারবেন না। অতীত বিশেষ করে বর্তমানের কার্য্যধারা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে এদের কারোরই কোন নেতৃত্ব নেই। নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন? বর্তমান পরিস্থিতি যা বাংলা দেশে চলেছে—তাকে কি কোন মার্ক্সবাদী, কোন লেনিনবাদী, কোন সত্যিকার মাওবাদীও কি বলতে পারেন এ তার অগ্রদূত?

প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের একজন মন্ত্রী বলতেন (তিনি কোন গোপন না করে প্রকাশ্যেই বলতেন বলে উদ্ধৃত করছি) যে—বাংলা দেশে সমাজবিরোধী বলে কেউ নেই সব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। কথাটা কতদূর খাঁটি বা বেখাঁটি তা বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলগুলিই বলতে পারবেন কিন্তু বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে, বাংলার চার কে টি লোকই কি বিভিন্ন পার্টিতে কম বেশী বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে?

যারা বলছেন প্রচার, বক্তৃতা এবং অন্যান্য উপায়ে এদের বিভ্রান্ত দৃষ্টির ও কর্মের পরিবর্তন করতে হবে তারা বিভ্রান্ত। পরিস্থিতিই এদের আচরণ পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে। সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে বাংলার জনসাধারণ—বেশীর ভাগই যারা এদের সঙ্গে যুক্ত নয়।

আজ কলিকাতা থেকে আরম্ভ করে গ্রাম বাংলার সর্বত্র বাংলার জনহিতৈষীরা এগিয়ে এসে নতুন পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। দুঃসাধ্য ঠিকই কিন্তু অসাধ্য নয়।

—।—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

আলোর সম্বন্ধে অভিযোগ

সম্পাদক, "মুক্তি" সাপ্তাহিক পত্রিকা পুরুলিয়া মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, তাং ৬।১১।৭০

পুরুলিয়া মিউনিশিপ্যালিটির অন্তর্গত টাইবানা রোডের একটী বাইলেন—যাহা টাইবানা রোড হইতে পূর্ব্বদিকে বর্তমানে Soil conservation অফিসের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং "কমল পাঁড়েয়ে গলি" বলিয়া পরিচিত, উক্ত রাস্তাটিতে Street light এবং রাস্তার ধারগুলি মাটী দিয়া মেরামত করিবার জন্য বহুবারের পত্র বহুবার লিখিয়া মিউনিশিপ্যাল কর্তৃপক্ষে নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। পত্রস্থ কমাণ্ড চাপ দেওয়ায় গত ৪।১১।৭০ তারিখে এ্যাসিসিটেন্ট মহোদয় সরজমিন তদন্তে যাইয়া বলিয়া আসিলেন যে "এখনে জনসাধারণ টাকা দিচ্ছে সেইজন্য রাস্তা মেরামত করে দিতে হবে ইহার কি মুক্তি আছে আমাকে বোঝান"। বলা বাহুল্য যে তাঁহার ওই উক্তির পর মিউনিশিপাল আইনের ২০৮, ১০২, ১১১ এবং ২২৯ ধারাগুলি ভালভাবে পড়িতে বলা ছাড়া আমাদের আর কিছু বলার থাকে না।

তবে আমরা ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে চাই যে, ওই এলাকার অধিবাসীরা মিউনিশিপ্যালিটিকে আর কোনরূপ ট্যাক্স দিতে রাজী থাকিবেন না এবং ইহার ফলে মিউনিশিপ্যালিটির যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহার সমস্ত দায় দায়িত্ব মিউনিশিপাল কর্তৃপক্ষের।

মহাশয়, আপনার নিকট আমার অনুরোধ এই যে, ইহা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া উহাদের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহায্য করিবেন।

ইতি—

শ্রীনিরঞ্জন সিংহ

নন্দিয়া, পুরুলিয়া, ৬।১১।৭০

কৃষক ব্যাঙ্ক ও সরকার

(গত সংখ্যার প্রকাশিত 'কৃষকদের' সম্পাদকীয় হইতে উদ্ধৃত)

বন্যাপীড়িত পাঁচটি জেলার রবি শস্যের চাষটা যাতে জলজাবে করা যায়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাহিবের জন্য ২১ কোটি ২১ লক্ষ টাকার এক অর্ডার দিয়েছেন। তার অর্দ্ধেকটার অন্তত পাবেন, বটা ধরে নেওয়া যায়। গভীর নলকূপ প্রায় ১ কোটি টাকার মত, হিসাব নিকট রেড় কোটি টাকার মত, ৬০০০ অগভীর নলকূপ —জিজ্ঞেস চালিক পাম্পসহ—বাকি কিছু কোটি টাকার মত চাষী এর মধ্যে আছে। এই ৬০০০ অগভীর নল কূপ (পাম্পসহ) চাষীরা যাতে পাবেন—সরজ শিস্তিতে কম সুদে সোন-ঋণ দিবেন।

কী সর্তে সাধারণতঃ এই নলকূপ পাম্পের জন্য ৫০০০ টাকার মত লোন এক একটি চাষীকে দেওয়া হয় বা করে? কোন চাষীর যদি এক একরে ৫০ মাঠে ৩ বিঘা (২ একর) মত জমিতে (পূর্বানো মুক্ত) জমি থাকে তবেই তিনি পাবেন। এ অতীত সর্তে এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন, কৃষি বন্ধুর ও ব্যাঙ্ক থেকেও এই সেড ব্যবস্থার জন্য লোন দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বেশ কয়েক কোটার পাম্পসেট ও ডিজেলচালন রাজ্যে রেশে এখানে সেখানে দিয়েছে কিন্তু এক মাঠে এক একরে দুই একর রাইমুক্ত জমি আছে এমন চাষীর সংখ্যা খুবই কম, তবে শতকরা দুই জনের বেশী হবে না। তার মানে চাষীদের মধ্যে যাদের জমি আছে তাদের শতকরা ২৮ জন চাষীই এ সুবিধা পান না। বাংলা দেশের অধিকতর চাষী বেশীর ভাগই অত্যন্ত দরিদ্র, কম জমির মালিক, তাও তাদের জমি চকবন্দী হয়ে একত্রে নেই। নানা মাঠে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে। জমি একত্রীকরণের (consolidation of holdings) পক্ষে কোন আইন বা আন্দোলন আজও পর্য্যন্ত পশ্চিম বাংলায় নেই—যদিও পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কতক অঞ্চলে জমি চকবন্দী করা হয়েছে। এক মাঠে একত্রে জমি থাকিলে অবশ্য অনেকে এই নলকূপের সুবিধা পেতেন। ফলে হিতাকিছে কি? সরকার থেকে, ব্যাঙ্ক থেকে, অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন থেকে যত টাকা বা যত জমি নলকূপ বসাবার আয়োজনই করা হোক না কেন, বাংলার চাষী বর্তমান বিক্ষিপ্ত ভূমি ব্যবস্থায় তা সামাজিই নিতে পারবে। বেশী যায় ব্লকে ব্লকে বড়জোর পাম্প করার জন্য ব্যাঙ্ক করা হয়, বেশীর ভাগ ব্লক তা ব্যবহার করতে পারে না, টাকা ফিরিয়ে দিতে হয়, এবং যত কম টাকা ব্যবহার করা হয়, ব্লক কর্তৃকারীরা সাধারণতঃ তত খুশি হন। আর এবারে গভীর ও অগভীর নলকূপ ও বিদ্যুৎ সিলট পাম্প দিয়ে পশ্চিম বাংলার শতকরা পাঁচভাগের বেশী জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয় নি—আজও ৯৫-৯৫ ভাগ জমিতে সেচ বাকী আছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? সহজ উত্তর হবে, সমবায় করে যদি চাষীরা অগ্রসর হন, তবে সমবায়ভুক্ত চাষীরা সমবেত চাষবাসের ব্যবস্থা করে এবং সুবিধা সবাইই ভাগ নিতে পারেন। কিন্তু সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি অভিজ্ঞতা যা আছে তা প্রচারিত হয়েছে তাতে সমবায়ের নাম শুনলে চাষীরা ভয় পেয়ে যান। খুব নীতিত সর্তসাপেক্ষে, কয়েকজন মিলে একটা গ্রুপ করে এক একটি নলকূপ দিতে পারেন—কেরলসরকার অনেটা পারবার করে। কিন্তু গ্রুপ কোন সমস্যা ও অতীতে সরকারী নীতি সমস্যা অনেকের ভীতি আছে, কেননা একজনের অপরাধ সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরকার সাধারণ ধরে টান মারতেন। এর গ্রুপের মধ্যে বহুমারেশনীতে আলাদা করে পারেছা করতেন না। এর ফলে আর যখন কৃষিবন্ধর চাষিরের বলেছেন যে, যে গ্রুপ করেও তাদা নলকূপ ও পাম্প নিতে পারবে, তার জন্য কোন সাড়া আসে না। গ্রুপের তাৎপর্য্য কি, তার সমস্যাগুলি কি করে দূর করা যায় এসব কোনকিছু নিয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে কোন এগোয় হয় না। এমনকি গ্রুপ করতে চাষিদের দিয়ে কোথায় এবং কেন সেটাও কর্তৃপক্ষ কখনও ঠীয় মন্তিতে ভেবে দেখবার অবসর পান নি।

(ক্রমশঃ)

—।—

পুরুলিয়ায় রাস মহোৎসব

আগামী ১৮ই নভেম্বর রাস যাত্রাদে এক বিশেষত্বের রাস মহোৎসব ও মেলা সুরু হবে। ঐ দিন প্রভাতে যথারীতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউর বিগ্রহ সহ শোভাযাত্রা, পুষ্পার্চনা, হোম প্রভৃতির সহ বৈকাল ৪ ঘটিকায় উদ্যোগী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। এই সূত্রে সপ্তাহব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে আগামী ২২শে নভেম্বর ও ২৩শে নভেম্বর তারিখে ফেলিয়া পাড়া দুর্গা মন্দিরে রাস মহোৎসবের সাহায্যকল্পে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া রাস মেলার প্রায় প্রতি রাত্রে যাত্রাগান হবে।

গত ৬ই নভেম্বর তারিখে রাস মহোৎসবের মুক্ত কার্য্যকরী সমিতি গঠন ও কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচন হয়েছে। সমিতির কর্ম্মকর্তা হলেন—

সহ সভাপতি—সর্ব্বশ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র ঘীবর ও অনিল চন্দ্র ঘীবর।

সম্পাদক—সর্ব্বশ্রী হরিধর ঘীবর ও গুণেশ্বর নাথ ঘীবর।

সহ-সম্পাদক—সর্ব্বশ্রী ত্রিভঙ্গ হরিয়া, ও গোবিন্দ ঘীবর।

কোষাধ্যক্ষ—সর্ব্বশ্রী মদন মোহন ঘীবর, কৃষ্ণ চন্দ্র ঘীবর।

—।—।—

জীতান গ্রামে ডাকাতি

গত ৮ই অক্টোবর মধ্য রাত্রিতে ২।১২ জন দুরন্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মান্দোরান থানার জীতান গ্রামের সুবর্ণ চন্দ্র মাহাতর গৃহে ধানা দেয় এবং দরজার কপাট কেটে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকে পুরুষদের রজ্জি দিয়ে বেঁধে এবং মেয়েদের মারধোরের ভয় দেখিয়ে অনগ্রাণ, নগদ টাকা, কাপড়-চোপড়, বাসনপত্র ও চাল, ডোনার ইত্যাদি প্রায় ২।৩০০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে পলায়ন করে। ডাকাতেরা সব মুখে চুনকালি মেখে এসেছিল এবং সঙ্গে অনেকজন মহিলা ডাকাতও ছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জীতান গ্রামে লোকমতাচার সহ শ্রীজয়হরি মাহাতর বাটী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—।—।—

স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের তিরোধান দিবস উপলক্ষে স্মৃতি অনুষ্ঠান

বিগত ২৮শে আশ্বিন বড়ুকুড় গ্রামে অক্লান্ত কংগ্রেসের জ্ঞান এবংসরও স্বর্গীয় অতুল চন্দ্র ঘোষের তিরোধান দিবস প্রতিপালিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে থানার বহু বিশিষ্ট কর্ম্মী সমবেত হয়। লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্ত ভজহরি মাহাত মহাশয় এই স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র মাহাত, প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর মাঝি তাকাবাবুর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভায় সুরুতে রামধুন সংগীত পরিবেশন করেন সর্ব্বশ্রী বিমল মাহাত, হেমচন্দ্র মাহাত, নীলকমল মাহাত এবং আরও অনেকে।

বন্দে মাতরম ধ্বনি দিয়ে সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

—।—।—

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইন প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী শ্রীনন্দার পত্র

শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এম, পির নিকট কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারী নন্দার লিখিত পত্রের সারাংশ

গত ১১।৫।৭০ তারিখে পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইনটি বড় লাইনে রূপান্তর প্রসঙ্গে আপনি ও শ্রীজয়হরি মাহাত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে আবেদনিপি প্রদান করেন সেই প্রসঙ্গে জানতা কোল যে ১৯৬৯ সালে "আন-ইকনমিক ব্রাঞ্চ লাইনস্ কমিটির" সুপারিশ অনুসারে রেলওয়ে বোর্ড পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইনটি ব্রডগেজ করার প্রসঙ্গে বিশদভাবে ট্রাফিক সার্ভে করাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সার্ভে সমীক্ষার ফলাফলের উপর এই লাইনটি ব্রড গেজ করাবার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে পূরীত হবে।

—।—।—

দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

গণনারায়ণ সেবা

দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় নবযুবক নিবাসের যোগীবেরা এবং দেশবন্ধু ষোবে দেশবন্ধু নিধু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গণনারায়ণ সেবার মাধ্যমে জুবিলোৎসব আপায়িত করা হয়। এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করেন জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীগোবেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীঅজিত মিত্র।

জয়ন্তী সভা

সন্ধ্যা ৬-০০ ঘটিকার সময় হরিদল সাহিত্য মন্দিরের অঙ্গনে বসে দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের অন্যতম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক শ্রী কে, এম, লাল আই-এ-এস। সভার প্রারম্ভে ঋত্বিগ্বরণ পাঠ করেন শ্রীরাজেন্দ্র নাথ হাজ, শ্রীমনতুলাল মিত্র এবং শ্রীদেবব্রত কুমার ঘী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন সুরভীর্থ সঙ্গীত সংস্থার শিল্পীবৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রীহরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগ ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা করেন এবং ছাত্রজীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হাসের সাহিত্যে আদার ও অনন্যসাধারণ তাঁর আধর্ষ শোনার দুরূহ সুযোগের কথাও বর্ণনা করেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ হালদার তাঁর দীর্ঘ ভাষণে পুরুলিয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু ও দেশবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ যোগের কথা বর্ণনা করেন। পুরুলিয়ার হাল পরিবারবর্গের বাসের সঙ্গ পিতা ভুবনমোহন কর্ত্তৃক একটি বাংলো বাড়ী ক্রয় এবং সেই বাসভবনে দীর্ঘকাল বাস করার পর মাতা নিস্তারিণী দেবী ও পিতা ভুবন মোহনের মৃত্যুর পর দেশবন্ধু অনুজা শ্রীযুতী অমলা হালের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও বিবিধ সমাজ সংস্কারমূলক কার্য্যকলাপের বিবরণ দেন। আইন ব্যবসায় সূত্রে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন হালের পুরুলিয়া কোর্টনী আদালতে একটি মামলা পরিচালনা এবং সেই সূত্রে পুরুলিয়া সহরে বিশেষ চাঞ্চল্য ও আলোড়নের কাহিনীও বর্ণনা করেন।

দেশবন্ধুর সুবহান ত্যাগ ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম পুরুষ হলেন দেশবন্ধু এবং তাঁর আদর্শ ও কর্ম্ম চিরকাল ভারতের ইতিহাসে ভাষর হয়ে থাকবে। দেশবন্ধুর মানবতা ও মানবপ্রেমের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এরূপ মানবদরদী পুরুষ কেবল ভারতবর্ষে কেন—সমগ্র বিশ্বেই বিরল।

সংগ্রামী পুরুষ দেশবন্ধুর জীবনী আলোচনা সূত্রে, তিনি তাঁরকেশ্বরের মোহান্ত সতীশ গিরির দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আন্দোলনের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্বে দেশবন্ধু দৃঢ় ভাষায় আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে বৃটিশ নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। সেই সূত্রে দেশবন্ধু আইনের ব্যাখ্যা করে বলেন যে দেশের দুর্গম, অনগ্রাহ ও হীন ব্যক্তিদের কারাগারে যদি দেশের আইন প্রযুক্ত না হয়—তাদের রক্ষার ব্যবস্থা দিতে না পারে তবে সেই আইন অত্যাচারের নিমন্ত্র রূপে দাঁড়ায়। সেই আইন ও শৃঙ্খলার কোনও মূল্য থাকে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাগুরু স্বাধীন ভারতের শাসনে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমালোচনা প্রসঙ্গে অযুধর অঞ্চলে এক নারী নির্য্যাতনের ঘৃণ্য কাহিনীর উল্লেখ করে বলেন যে উক্ত নির্য্যাতিতা মহিলাকে থানায় পুলিশের নিকট অভিযোগ করে কোনও প্রতিকার বা সহায়তা না পাওয়ায় বি—বরং সেই মহিলার স্বামী পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়ে গ্রেপ্তার ও নির্য্যাতিত হচ্ছেন। এই ঘটনার সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন স্বাধীন ভারতে পুলিশ ও প্রশাসনের যদি এই রূপ দাঁড়ায় তবে নিজেদের স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে দর্প করার মুখ আমাদের কোথায়? এই ক্ষেত্রে আইন ও প্রশাসন দুর্গম ও অনধিগম্য পীকদের মত হয়ে দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানে বিশ্বর ও শ্রেণী সংগ্রামের নামে উন্মত্ত হিংসার যে তাণ্ডব চলছে তার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন নেতৃত্বের দুর্বলতা ও অক্ষমতার অন্তর এই সব উপদ্রব গুলীর মূলে সংঘটিত হচ্ছে। এই সূত্রে তিনি আরও বলেন যে দেশবন্ধু গান্ধীজী, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের আদর্শ ও বাণী শাশ্বত ও অমর হয়ে থাকবে—ততএব তাঁদের মূর্ত্তি ভাঙার উন্মাদ কার্য্যকলাপ যারা তাঁদের আদর্শকে ম্লান বা নষ্ট করা যাবে না।

—।—।—

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

প্রভাতফেরী, শোভাযাত্রা, জয়ন্তী সভা প্রভৃতি মাধ্যমে উদযাপিত

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-এর শতবর্ষ বর্ষ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সমগ্র ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পুরুলিয়াতেও তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব প্রভাতফেরী, সভা ও শোভাযাত্রা, গণনারায়ণ সেবা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

গত ৫ই নভেম্বর তারিখে প্রাক্তনালীন অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল ছাত্র, ছাত্রী ও বয়স্ক শিক্ষা এই তিন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে সমগ্র সহর পরিক্রমা করে প্রভাতফেরী করে। একটি বুলফিট ট্রাকে দেশবন্ধুর আলেখ্য স্থাপন করে যুগল করেওকর ছাত্র মাইকযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকে এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা পরতকে সহর পরিক্রমা করে এবং তাদের পুরোভাগে ব্যাণ্ড বাদকেরা থাকে।

সকাল ৬-৩০টার সময় স্থানীয় আহ্বায়ক প্রাঙ্গন থেকে চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা ঋষি নিবাস পার্ক ও বরাকর রোড দিয়ে নিস্তারিণী কলেজে সমবেত হয়। নিস্তারিণী কলেজে প্রবেশের মুখে কলেজের ছাত্রীরা নিস্তারিণী দেবীর বর্ত্তমান থেকে শোভাযাত্রাকে অভ্যর্থনা জানায়। নিস্তারিণী কলেজের বর্ত্তমান অফিসটি দেশবন্ধুর পুরুলিয়াস্থিত বাসভবন ছিল। দেশবন্ধুর সেই বাসভবনের প্রাঙ্গে বাগানায় একটি সুসজ্জিত বেদীর উপর দেশবন্ধুর আলেখ্য স্থাপন করা হয় এবং সমগ্র অঙ্গনটি মাল্যে দেওয়া হয়। দেশবন্ধুর আলেখ্যের পার্শ্বে দেশবন্ধু অনন্ত-জননী ভুবনমোহন হাল ও নিস্তারিণী দেবীর আলেখ্যও স্থাপন করা হয়। পুরুলিয়ার এই বাসভবনে নিস্তারিণী দেবী দেহত্যাগ করেন এবং দেশবন্ধুর পিতামাতা উভয়ের সমাধি এই ভবন প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

দেশবন্ধুর আলেখ্যের সম্মুখে একদণ্ড দীপ জ্বালিয়ে তাঁর আলেখ্যে মাল্যদান করেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীহরি ইন্দা ভট্টাচার্য্য। ছাত্রীরা সেই সময় শঙ্খধ্বনি করে। তারপর কলেজ অফিসের সম্মুখস্থ চত্বরে পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন অনুষ্ঠান হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ। সেই সময় কলেজের ছাত্রীরা শঙ্খধ্বনি এবং চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের ছাত্রেরা ব্যাণ্ড ও বিউগল বাজাতে থাকে। কলেজের ছাত্রীরা পতাকা অভিবাদন সঙ্গীতও পরিবেশন করে। পতাকা অভিবাদনের পর শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মহান নেতা ও সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ দেশবন্ধুর জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নিস্তারিণী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীহরি ইন্দা ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য মূল সমূহের পরিচর্য্যক শ্রীএম, এম, রায় মহাশয়ও এই উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত ভাষণে দেশবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠানের পর কলেজের ছাত্রীরা আবও কয়েকটি দেশাত্মবোধক ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জনযোগের জন্য চুর ও বিস্কুট পরিবেশন করা হয়। স্থানীয় বেতকল সংস্থা থেকে দুধ এবং তুথ ও জন সংযোগ দপ্তর থেকে বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।

আলোচনা চক্র

নিস্তারিণী কলেজের অনুষ্ঠানের পর জেলা তথ্য ও জন সংযোগ দপ্তরের তথ্য কেন্দ্রে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা চক্রে মহকুমা শাসক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। আলোচনার উদ্বোধন করেন শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং পুরুলিয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু ও দেশবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের তথ্যাদি পরিবেশন করেন। এই সূত্রে জেলা তথ্য ও জন সংযোগ আধিকারিক শ্রীগোবেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীঅজিত মিত্র, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রী এম, বি, সরকার প্রমুখও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। মানভূম ডিস্টিক্ট বিল্ডিং সুলের প্রাক্তন শিক্ষক নিবিড় সাধুনী দেশবন্ধুর জীবন ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চ্যাফম্যানিস্ট্রেট শ্রীবিনীন কুমার রায় চৌধুরী, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীনরেন বংশী মণ্ডল, ডি, আই অফ স্কুলস্ শ্রী এম, এল, রায় প্রমুখেরা।

স্থানীয় সংবাদ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

গত ৭ই নভেম্বর ৬৮তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন এবং বিবিধ ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রীদিগেন্দ্রনাথ মিশ্র সমবায় পতাকা উত্তোলন এবং আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সপ্তাহ ঘোষণা বাণী পাঠ করেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত সমবায় আলোচনা সভায় জেলা সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাঃ প্রফুল্ল কুমার মল্লিক সভাপতিত্ব করেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী অশোক চৌধুরী, দিগেন্দ্রনাথ মিশ্র, প্রবীর কুমার মল্লিক, সুবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিপীল মহাপাত্র। মহকুমা শাসক (উ) শ্রীনরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও সমবায় আন্দোলন ও তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এক সপ্তাহব্যাপী জেলার বিভিন্ন স্থানে সমবায় সপ্তাহের বিবিধ দিবস অনুষ্ঠান সফলতার উদ্‌যাপিত হবে।

ভারতীয় রেড ক্রশের সুবর্ণ জয়ন্তী

ভারতীয় রেড ক্রশ সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯২১-৭১) উপলক্ষে সোসাইটির পুরুলিয়া জেলা শাখা কর্ত্তৃক গত ৭ই নভেম্বর জাতিগৃহ নিলয় ভবনে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা সমাহর্তা চেয়ারম্যান ও জেলা শাসক শ্রীযুক্ত, এম, লাল আই-এ-এস সভা-পতিত্ব করেন। পুরুলিয়া জেলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীনিত্যই চন্দ্র রায় শক্তি-যাচন পাঠ করেন ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রীরা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে। জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবাদল চন্দ্র সোমাদী বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠান্তে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সোসাইটির নিলয় ভবন নির্ম্মাণের বিষয়ও উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ডাঃ এস, সি, মুখার্জ্জী, সি-এম-ও-এইচ প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

—।—।—

পুরুলিয়াস্থ

ট্রেনের সময়-তালিকা

১লা অক্টোবর ১৯৭০ হইতে

ট্রেন নং	নাম	আসে	ছাড়ে
সকাল			
৮৮ আপ	পাটনা-টাটা এঃ	৫-৪০	৫-৫০
৪ কে পি	কোটশিলা-পুরুলিয়া	৬-২৫	×
৪১৫ আপ	হাওড়া-চক্রধরপুর	৬-৪১	৬-৫১
৪২২ ডাউন	চক্রধরপুর-(ঘোমো)	৮-১৯	৮-২২
১ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	×	১০-২০
৩৫৭ আপ	আসানসোল-টাটা	১০-৫৩	১০-৫৬ (ক)
দুপুর			
৩৫৮ ডাউন	টাটা-আসানসোল	২-০৯	২-১২ (খ)
সন্ধ্যা			
২ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	৫-১০	×
৩১৬ ডাউন	চক্রধরপুর-হাওড়া	৬-৩৬	৬ ৪৬
৪২১ আপ	ঘোমো-চক্রধরপুর	৭-০৩	৭-১৩
৩ কে পি	পুরুলিয়া-কোটশিলা	×	৭-২০
৮৭ ডাউন	টাটা-পাটনা এঃ	৯-৪৫	৯-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(ক)

স্টেশন	আসে	ছাড়ে
আসানসোল	×	৭-৪০
আদ্রা	৯-০৫	১০-০০
পুরুলিয়া	১০-৫৩	১০-৫৬
চাণ্ডিল	১২-১৫	১২-২০
টাটা	১-২০	×

(খ)

স্টেশন	আসে	ছাড়ে
টাটা	×	১১-৫৫
চাণ্ডিল	১২-৫৫	১-০০
পুরুলিয়া	২-০৯	২-১২
আদ্রা	৩-২০	৩-৫০
আসানসোল	৫-০৫	×

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer, (P. W. D.)
Purulia Division, Purulia.

Notice Inviting Tenders (Abridged)

Sealed tenders in printed tender form as specified for the following works from eligible tenderers as per particulars below and will be received by the Executive Engineer, Purulia Division, P. W. D., upto the time specified here-in-under.

The tender forms and other documents can be seen from the Office of the Executive Engineer, Purulia Division, P. W. D., and Sub-Divisional Officer, Purulia and Raghunathpur Sub-Division on all working days during office hours.

The tender forms and other documents will be issued only during office hours on all working days and the intending tenderers will have to produce valid certificate of upto date clearance of income tax and sales tax.

No tender papers shall in any case be issued on the last date of receipt of tenders.

1. Last date and time limit for receipt of tender : 17th November 1970 upto 15 00 hours.

Name of the works.	Estimated amount put to tender.	Earnest money.	Contractors eligible to submit tender.
Providing water taps within the Civil Court Compound at Purulia, in the Dist. of Purulia. (Plumbing portion).	Rs. 12, 762.00	Rs. 319/-	Class II regd. contractors of P. W. D. & C. B. as per approved list of Sanitary & Plumbing works.

2. LAST DATE AND TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDER : 24th November 1970 upto 15.00 hours.

Construction of Rural Family i) welfare planning Sub-Centre at Illo under Block Jhalda (1) in the Dist. of Purulia. (Structural portion.)	Rs. 17,968.00	Rs. 450/-	Class IV regd. contractors of P. W. D & C. B. as per approved list for road & Building works.
Construction of Rural family ii) welfare planning Sub-Centre at Chainpur in the Dist. of Purulia. (Structural portion.)	Rs. 17, 437.00	Rs. 436.00	Class IV regd. contractors of P. W. D. & C. B as per approved list of Road & Buildings works

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া আনন্দমঠ বালিকা সংশোধনাগারের সংলগ্ন চাকলা মৌজা মধ্যে ধান, কলাই, গম ইত্যাদি আবাদযোগ্য ৬০ বিঘা জমি বিক্রয় হইবে। মাছ চাষ ও সেচ উপযোগী ২টী করিয়া বাঁধ ও গড়িয়া আছে।

আম, জাম প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলের গাছ ও অন্যান্য নানাবিধ গাছ ঐ সীমানার মধ্যে আছে। চুন কৈরী, বসবাস ও গোয়ালের জন্য ১টী করিয়া খোলার ঘর আছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সন্ধান করুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী
আনন্দধাম মুনসেফডাঙ্গা, পোঃ পুরুলিয়া।

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়া
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান
STOCKISTS & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.
অক্সিজেন সিলেণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

কুফরী চন্দ্রমুখী আলু বীজের দাম

খুচরো বিক্রি ১৭৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে ৫০ কেজির বস্তা ৮৫৲
গ্রামাঞ্চলে খুচরো বিক্রি ১৮৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে নিলে—দামের ওপর যাতায়াত খরচ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেদ্যতরুম
স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ঠিকিঠক জাগ্রত
প্রাণ্যবরান
নিরোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা
সোমবার, ১৬ই নভেম্বর '৭০
৩০শে কার্ত্তিক ১৩৭৭
বার্ষিক—৬.., সডাক—৭
নগদ—১৫ পয়সা

১৯০৮ সনের ১০ই নভেম্বর নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য কানাইলালের ফাঁসী হয়।



ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান হে
আমি অনন্যে দাঁড়াইয়ে তারা দিবে কেবা বলিদান হে।

পুরুলিয়া জেলার সরকারী সেচ ব্যবস্থার রহস্য

(ভজহরি মাহাত এম, পি)

উপক্রমণিকা

মুক্তির গত সংখ্যায় পুরুলিয়া জেলার শিল্প ও খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই পুরুলিয়া জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা না হলে যে এখানকার কৃষি-নির্ভর জীবনের কোন অগ্রগতিই হতে পারে না—এ কথা আমরা গত ২৫ বছর ধরে বলে, চেষ্টা করে, ছোট বড় পরিকল্পনা রাশি রাশি দিয়েও সরকারী অনিচ্ছা, জড়তা ও অকর্মণ্যতা—এই পুরুলিয়া জেলার সম্বন্ধে ঘুচাতে পারিনি।

কি কংগ্রেস সরকার, কি যুক্তফ্রন্ট সরকার পুরুলিয়া জেলার সেচ সম্বন্ধে কোন একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি। অরুণবাবু বাইরে থেকে এবং বিভূতি বাবু মন্ত্রীসভার মধ্যে থেকে বহু চেষ্টা করেছেন কিন্তু একমাত্র সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার প্রকাশ ছাড়া কার্য্যকরী ব্যবস্থা কিছুই হয়নি। পুরুলিয়া জেলাকে স্থায়ী দুর্ভিক্ষের ভিতর দিয়েই চলতে হয়েছে।

এ বৎসর অকৃতপূর্ব্ব খরা হওয়াতে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে অরুণবাবু, বিজেন সেনগুপ্ত, এম, পি ও আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করি। কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে স্বচক্ষে এ জেলার অবস্থা দেখবার জন্য আসতে বলা হয়। তিনি এসেও ছিলেন।

এই সব প্রচেষ্টার ফলে পুরুলিয়া জেলার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি পড়ে। তার ফলে এই জেলাকে পশ্চাৎপদ জেলা হিসাবে স্বীকার করে, শিল্প, সেচন প্রভৃতিতে বিশেষ ও অগ্রাধিকার দেবার কথা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ঘোষণা করেন। কিন্তু কিছু হবার বা এগোবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

এই পরিস্থিতিতে লোকসভার গত অধিবেশনের সময় ৩১ সেপ্টেম্বর আমি ও শ্রীবিজেন সেনগুপ্ত এম, পি কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও এর সঙ্গে দেখা করি। তার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি ও কয়েকটি স্কীমও দিই। তিনি আমাদের সামনেই তার সেক্রেটারীর কাছ থেকে পুরুলিয়ার সেচ ব্যবস্থার সম্বন্ধে জানতে চান। সেক্রেটারী মহাশয় ফাইল খুলে দেখালেন যে—পুরুলিয়া জেলার মধ্যে যে কয়টি স্কীম নেওয়া হয়েছে তার কোনটাই আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হয় নাই এবং বাংলা সরকার সেচনের জন্য এমন কিছু টাকাও বাখেন নি যে নূতন কোন স্কীম নেওয়া যেতে পারে।

মন্ত্রী মহাশয় সমস্তই শুনলেন ও দেখলেন। আমাকে বললেন যে —"বলুন আপনি কি চান ?" আমি বললাম—পুরুলিয়া জেলায় চাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা হোক। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টিতে পুরুলিয়া জেলায় একমাত্র ফসল ধান হচ্ছে না। প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে আর আমরা কেবল কি, আর, ও, টি, আর এর জন্য ভিক্ষা মাগছি। এই অবস্থায় জিলার মানুষ কেমন করে বাঁচবে ?

আমি ডঃ রাওকে পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শনের জন্য জোর করায় তিনি বললেন—যখন পার্লামেণ্ট বন্ধ হবে সে সময় আমি এখান থেকে একজন স্পেশাল সেচ বিশেষজ্ঞকে পুরুলিয়া জেলায় পাঠাবো। তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যে রকম ভাল হয় সেই রকম সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

সেচ বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় ইনজিনীয়ারের পুরুলিয়া সফর

গত ৩০শে অক্টোবর জিতানে আমার বাড়ীতে আমাকে একজন ইনজিনীয়র সংবাদ দেন যে ওরা নভেম্বর তারিখে দিল্লী থেকে ইনজিনীয়র মিঃ ব্যানার্জী—আসবেন—এবং তার সঙ্গে বাংলার চীফ ইঞ্জিনীয়রও থাকবেন। তারা পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি ৩রা নভেম্বর বেলা ২টা নাগাদ পুরুলিয়ার সার্কিট হাউসে যাই সেখানে দিল্লী থেকে আগত মিঃ শ্রীব্যানার্জি, বাংলার চীফ ইনজিনীয়র ও পুরুলিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র ছিলেন। আমি লিখিতভাবে যে সমস্ত সেচ পরিকল্পনা ডাঃ রাওকে দিয়েছিলাম সে বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হলে বাংলার চীফ্ ইনজিনীয়র তার ফাইল খুলে বলেন যে পুরুলিয়া জেলায় ৯টী সেচ স্কীম মঞ্জুর করিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি এবং আরও ৬টী স্কীম আমরা সার্ভে করে স্কীম প্রস্তুত করেছি। সেই স্কীমগুলির নক্সাও দেখালেন। তার পর তিনি স্কীমগুলিতে কাজ করবার অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বললেন "স্টাফ কম, স্কীম দেখাশোনার জন্য গাড়ী নেই, বাইরের লোক আসছে—তাদের থাকবার জায়গা নেই ইত্যাদি।

আমি বললাম যে—ঐ সকল স্কীম বাঁধানিল ধরে তাঁরই হয়ে আছে—কাজে কিছুই এগোয় নি। এবং আমি যে সব স্কীম দিয়েছি সেগুলি আপনার স্কীমের মধ্যে নেই।

তিনি বললেন—আপনার ১টী স্কীম আছে—তা হচ্ছে কুমারী নদী ও বরাকুম অর্থাৎ নেসোই নদীর ও নারাণপুর।

মিঃ ব্যানার্জি তার ফাইল খুলে আমার চিঠি বের করে বললেন যে টটকো নদী আবার কোনকিনে ? আমি বললাম—এখান থেকে ৩০।৩৫ মাইল দূরে। ঐ নদীতে বৈশাখ মাসেও জল বয়ে যায়।

চীফ্ ইনজিনীয়র বললেন—এই জেলায় মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ একর তার মধ্যে ৭।৮ লক্ষ একর জমিতেই বন পাহাড় ইত্যাদি। মাত্র ৬।৮ লক্ষ একর জমিতে কিছু ফসল হয়। এর মধ্যেও মাত্র ৪।৫ লক্ষ ধানী জমি আর বাকী গোড়া জমি।

তিনি বললেন—আমার এই ৯টী স্কীমে মাত্র ৩০ হাজার একর জমিতে সেচন দিতে পারা যাবে। সবই ছোট ছোট স্কীম। কেবল তাঁসাবকী স্কীমটি কিছু বড়। তবে সেই স্কীমটি করতে হয়তো আরও ২০-২২ বছর লাগবে। সব স্কীমগুলি হলে প্রায় ২ লক্ষ একর জমিতে সেচন হতে পারবে। গভীর নলকূপ এই জেলায় বসানো যাবে না।

এই কথা শোনার পরে আমি বললাম যে এই জেলাতে বহু ছোট ছোট নদী আছে—যে সব নদীতে বর্ষার জল বয়। সে সব নদী ও ছোটোর কিনারে পাম্প বসিয়ে হাজার হাজার একর জমিতে জল দেওয়া যায়। এই রকম ছোট ছোট স্কীম করলে পুরুলিয়া জেলার লক্ষ লক্ষ চাষীরা তা

উপকৃতই হবে না—পুকুলিয়া বাসী ডুঙ্গিকের কবল থেকে রক্ষা পাবে। বছর বছর এই ক্ষেতাতে যে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষ চলে আসছে—অনাহারে মানুষ মরছে—তা থেকে লোক রক্ষা পাবে।

আহার কথা শোনবার পরে শ্রীযানার্জী বললেন—এমন ভীম আপনি দু চারটি দেখাতে পারেন? আমি বললাম যে—হাঁ চলুন আমার সঙ্গে। প্রথমে মাতিহিড়ার কাছে চাকা নদীর ভীম তাঁকে দেখাই।

তিনি বললেন—চলুন।

আমরা চাকা নদীর ভীম দেখার জন্ত রওয়ানা হলাম।

(বাকী আগামী সংখ্যায়)

—:—

কৃষক ব্যাঙ্ক ও সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মনে করুন, একটি তিন ইঞ্চি লাইনের টিউবওয়েল পাঁচ ফোট ইঞ্চিন অথবা ইলেকট্রিক চালিত পাম্পের সাহায্যে নিজ জী বন বাইন বিঘা জমিতে বাংরা ধান দেচ দিতে পারে। এই সাত একর অ-আজ জমি যাহার তাহা যদি সবাই সমবেত ও ব্যক্তিগত ভাবিয়ে (collectively and severally responsible for the loan) লন কৃষণি ও পাম্পটি নিতে পারেন, তবেই কিন্তু সব সোজা চুকে যায়। কেননা লিকুইডিটির কথা ওঠে না, কেন না ছ একবেই যেখানে পাঁচ হাজার টাকার মত লোন নেওয়া সম্ভব ছিল, সেখানে সাত একর তো যথেষ্ট ছেড়ে থাকে। তার মধ্যে ২-১ একর জমি যদি পূর্ব কেনাবাহাদুর বলেও সার্ভে করার পর ধরা পড়ে, তাতেও লিকুইডিটির দিক থেকে প্রশ্ন আসে না। যারা ঘাড়ভুক্ত তাদের প্রত্যক্ষভাবে নলকূপের দায়িত্ব নিতে পারেন, সেচ এলাকার বাকী যে অংশটুকু দায়গ্রস্ত বলে প্রতিপন্ন হবে তাদের তখন জিনিষ ধরে জল বিক্রি করতে পারেন, অথবা নিজেরা বোঝাবুঝি করে অন্য কোন উপায়ে তাদেরও সেচের জল দিতে পারেন।

কোন রকমে একটি গ্রুপ করে একটি নলকূপ বসালেই চাষীর সব জমিতে জল মিলবে না, ঐ নলকূপ এলাকার বাইরে মাঠের অন্তত তার যে আরও তিনশে তিনশে জমি আছে তাকে সেচ মিলবে কি করে? যদি ঐ গ্রুপ সিস্টেমে আরও নলকূপ গড় পর বসাতে দেওয়া যায়—যাতে মোটা মাটিটাকে সর্বত্র সেচ পাং—তখন কোন না কোন নলকূপের জলে চাষীর সব জমিই সেচ পাবে। মানে, একটি গ্রুপ করে একটি নলকূপ বসালেই হবে না মাঠকে মাঠ এভাবে নলকূপ, নির্দিষ্ট দূরে দূরে বসিয়ে যেতে হবে যাতে সব জমিতেই সেচ মিলে। একটি মাঠ ধরে যদি এই ভীম সার্থক করা যায়, তবে তার দৃষ্টান্ত দেখে সর্বত্র এই প্রথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। ছোট মাঝারি ও বড় সব চাষীই সেচ পাবেন, এবং নলকূপে সমান সুবিধা পাবেন, ছোট বলে কেউ বঞ্চিত হবেন না। প্রতি নলকূপের অন্তর্গত সেচ সিস্টেমটিতে যার যতটুকু জমি, তাহারাই দেনা তার ততটুকু পড়বে, অথচ একটি নলকূপ একাই বসাবার মোট লোনের বোঝা ও ঝুঁকিটা কাউকে নিতে হবে না। নলকূপটি যার জমি বেশী তার জমিতে বসবে না, বসবে তাহাই জমিতে যেখানে বসালে ঐ ৭ একর জমিতে সবকে ও সহজ সেচ দেওয়া সম্ভব।

কেবল সরকার ও ব্যাঙ্ক ও আড়াই ইঞ্জিনিয়ারই একথা বুঝলে হবে না। প্রথমত ও প্রধানত চাষীদেরকেই একথা বুঝতে হবে। চাষীদের নিজেদের মধ্যে কত ভুল বোঝাবুঝি আছে—পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, সন্দেহ আছে সে তো জানা কথা। তাছাড়া আছে তাদের যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধ রক্ষণশীল মনোভাব, নতুন কিছুতে ভয়। তাদের বৈর্যের সঙ্গে কে কবে কতটুকু যুঝতেছে? আমি সাইটে যে সব আন্দোলন ও লোভ অনেক দেখিয়েছেন, কিন্তু কেমন করে জমিতে সেচ পাবে, সার পাবে, কম সুদে ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় সব রকমের লোন পাবে, তাহা ধরে ফসল বিক্রয় করার জন্ত তখন নিজস্ব গুদামে ধরে রাখার ক্ষমতা পাবে—এসব শিক্ষা তাঁরা কখনও দেওয়া হয় নি—এমনকি কৃষক সমিতিগুলি থাকা সত্ত্বেও। সরকার থেকে এসব বিষয়ে অনশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, ফলতো একটা নিষ্ফলেটক কেউ দিয়েছেন দেখাতে পারবেন না, একটা সভাও এ নগরে কেউ করেছেন বলে জানা নেই।

সমস্ত পশ্চিম বাংলায় এখনে সেখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া কয়েক হাজার অগভীর নলকূপ ও পাম্প যা দেওয়া হয়েছে, তার কার্যকারিতা বা performance কী হলো, তা জানবার কোন ব্যবস্থা নেই। যার কেন দোষ দেয় না সব চাষীরা সেটা বোঝবার চেষ্টা হয় না। ফলতো পাম্পটা কাজই করছে না। ফলতো অজ্ঞানতি—আদির ব্যবস্থার অভাবে আঘাত হয়। ফলতো পাম্প নিয়ে কেউ প্রচুর লাভ করে নিয়ে ঐ লোনের ও ভর্তুকের মোটা টাকাই ই মেরে চাষী মহাজনে খাটাচ্ছেন। সরকার ও ব্যাঙ্ক থেকে চাষীদের লোন দেবার উদ্দেশ্য ছিল চাষীদের মহাজনদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্ত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাবে এই, সরকারী ও ব্যাঙ্কের লোন দিয়েই নূতন নূতন মহাজন সৃষ্টি হয়েছে—সরকার ও ব্যাঙ্ক তাদের কর্তৃপক্ষকেই শক্তিমান করে দিয়েছে। গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীরা আরও মার খেয়েছে, তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে—কেননা তারা সেচের জন্ত নলকূপ পান নি, পাম্প পান নি, সার পান নি, বীজ পান নি। এই অবস্থা বলা হয় নতুন বিপ্লবের সাথে সাথে যেটা ঘনিয়ে উঠছে সেটা গ্রামে গ্রামে বর্দ্ধমান অশান্তি। এখন সময় হয়েছে যখন সরা নিয়ুত একটা যুক্তরাষ্ট্রক বিচার করে পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হওয়া একটা মাঠ ধরে সমভাবে বা concentrated উপায়ে প্রাম করে অগ্রসর হওয়া।

প্রথমে সরকার বা ব্লক থেকে মোটা কয়েক হাজার টাকা নিয়ে মেশানকার চাষিদের উপর ৫% চাপ ও বিশেষ সুবিধার সঙ্গে সর্ত উদ্বিগ্ন করা। মানে কিছুটা pressure এবং কিছুটা inducement থাকা চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলবার ব্যবস্থা চাই।

প্রথমেই চাষিদের সোজা কথা বলা হবে তারা যদি গ্রুপ করে অগ্রসর না হন এবং একটা মাঠ বা একটা গ্রাম নিয়ে অগ্রসর না হন তবে আপনাদের এ সুবিধা হবে না। সবাই মিলে উদ্যমিত না হলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত চাষ বাস, সেচ, পাম্প, বিদ্যুৎ এসব কেওয়া সম্ভব নয়। সবাইকে প্ল্যান করে অগ্রসর হতে হবে—চাষবাসের ব্যাপারে। প্ল্যানটা চাষিরা নিজেরাই করুন।

দ্বিতীয়ত, একথা স্পষ্টে লিখে দিতে হবে, গ্রুপের অংশীদারদের যার যত দেনা পড়লো, তার ভিত্তি অংশীদারেরা নিজে নিজে নিয়ে বসিয়ে নিতে পারবেন, একজনের অন্যায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না।

তৃতীয়তঃ, এসব দীর্ঘমেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী লোন নিতে হলে চাষিকে বর্তমানে যে মোট লোনের শতকরা কত ভাগই জমা দিতে হয়, তা গ্রুপ করে এলে দিতে হবে না—সব টাকাটাই লোন হিসেবে পাবেন। এটা হবে inducement.

চতুর্থত, নলকূপ যাতে ঠিক জল দেয়, পাম্প যাতে বিগড়ে গেলে তক্ষুনি মেরামত করা হয়, এমনকি অতিরিক্ত ২।৩টি পাম্পসেট উদ্বিগ্ন থাকে যাতে যখনযখন জল কিতে বিলম্ব না হয়, পাম্প সাময়িক কোম্পানি যাতে প্রতি ছয়টি পাম্পের জন্ত মেকানিক ক্রি-সার্ভিস কার্যকালে নিযুক্ত রাখেন, এবং ঐ গ্রাম থেকেই ৫।৭ জনকে পাম্প চালনা করার শিক্ষা দানাদিয়ে দিতে হবে—ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হবে—যদি তারা গ্রুপ করে আসেন।

পঞ্চমতঃ কেবল সেচই নয়, অবশ্য সার, উন্নত বীজ, ওষুধ ইত্যাদি যাতে যথাসময়ে সব ঠিক ঠিক সময়ে পান, তার নিখুত স্থানীয় সংযোগ-সূত্র ব্যবস্থা করে দেবেন এমনকি জায়গা ধরে যাতে ফসল বিক্রয় করতে পারেন তার ব্যবস্থাও করবেন চাষিদের সহযোগিতায়।

এতই মাঠে পরিকল্পিত উপায়ে ভাবে ২০০ ২০০ মণ্ডলীয় নলকূপ বসানো যেমনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ সহজ হয়, ব্লক কর্তৃপক্ষের, ব্যাঙ্কের, এগ্রিকোর্ট্রাক্টরের পক্ষে। তাতে টাকা ফেরৎ পাবার আর্থিক ব্যবস্থাও একটা তৈরী হয়। চুরি, ছুয়াচুরি, দুর্নীতির উপর খরদৃষ্টি রাখাও সহজ হয়।

পরিশেষে ব্যাঙ্কের পক্ষে অনশিক্ষা সম্বন্ধে তাদের কর্তব্যের কথা একটু বলা দরকার। ব ক্তি এবং কেন ও সম্বন্ধে সাধারণ চাষীদের সন্দেহ ও সন্দায় অল্প নেই। ব্যাঙ্ক সহজ ভাবে পাইয়ে দেওয়া, সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া মহাজনদের একটা লক্ষ্য। মহাজনেরা ১০০-২০% পার্সেন্ট সুদে টাকা খাটিয়ার ও গহনা করে সম্পত্তি মাল কেনার ভাত যদি ব্যাঙ্ক এসে মেরে দেয়, তবে তারা যাবেন কোথায়? তাই চাষীদের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, রক্ষণশীলতা ও আন্তরিক ভয়টা প্রায় জোড়াবে—

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'
৩০শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

পরলোকে জেনারেল ডগল

ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী জেনারেল ডগল গত ৯ই নভেম্বর রাত্রে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ডগল এক বিচিত্র বেতা—ইতিহাসের এক যুগন্ধর পুরুষ। ইউরোপে যখনই যুদ্ধ লেগেছে তখনই জার্মানীর আক্রমণ ফ্রান্সের উপর কচও ভাবে হয়েছে। ইউরোপের ক্ষেত্রে পরস্পরা প্রতিবেশী ফ্রান্স ও জার্মানী একরকম পরস্পরের চিরশত্রু ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াইটা ফ্রান্সেই বেশী হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানী ফ্রান্স দখল করে নেয়। সেই সময়েই ডগলের নাম শোনা যায় খুব একটা প্রখ্যাত ব্যক্তি বা যোদ্ধা হিসাবে নয় যিনি জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে কখনও ফ্রান্সের মধ্য থেকে কখনও ফ্রান্সের বাইরে থেকে ফ্রান্সি জার্মানীর ফ্রান্স দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন যেভাবে সম্ভব সেভাবে। ডগল কমিটিনিষ্ট ছিলেন না বা মার্ক্সিষ্ট ছিলেন না। তিনি পুঁজীবাদী বা পুঁজিপতিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের এক অবিসম্বাদী দেশপ্রেমিক—যিনি ফ্রান্সকে ভালবাসতেন ফ্রান্স যাকে ভালোবাসতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্স বিশ্বের শক্তিগুলির তুলনায় তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার পুরোধা ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গণতান্ত্রিক শাসন এবং কাঠামো এমন অবস্থায় এসে পড়েছিল যখন ফ্রান্স কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বাস্তবক্ষেত্রে সমগ্র ফ্রান্স তখন ডগলকে আহ্বান করে। জেনারেল ডগল তার দক্ষ ও বলিষ্ঠ হস্তে ফ্রান্সকে সমস্ত দিক থেকে সুগঠিত ও সুগঠিত করে বিশ্বের দরবারে ফ্রান্সের মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুতঃ কম্যুনিষ্ট ইউরোপের দেশগুলি ছাড়া ইউরোপের অন্য সমস্ত দেশগুলির উপর ডগলের অপরিসীম প্রভাব ছিল। তিনি শেষ পর্যন্তও বৃটেনকে ইউরোপীয় কমন মার্কেটে প্রবেশ করতে দেন নাই। স্টালিন, চার্চিল, রুজভেল্টের যুগ ছাড়াও বর্তমান যুগে ডগলের বিরাটত্ব ব্যক্তি ও কৃতিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ।

মৃত্যুর বছর পূর্বেই ১৯৬২ সনে ডগল লিখিত নির্দেশ রেখে যান যে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতি সাধারণ হবে এবং তার খামার পল্লীতে পারিবারিক এক খণ্ড জমিতে হবে তাঁর সমাধি। জাতীয় মর্য্যাদায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাঁর অভিপ্রেত নয় বলেই তিনি নির্দেশ রেখে যান। এই যে অসাধারণ হয়েও সাধ রণের পর্য্যায়ের উর্দ্ধে নিজেকে গণ্য না করা একম ব্যাপার খুবই বিরল। ডগলের মৃত্যুতে সমস্ত ফ্রান্স সত্যই নিজেকে অনাথ মনে করেছে।

বর্ত্তমানে ফ্রান্সের ইতিহাস ডগলের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম এবং অনন্যসাধারণ দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইতিহাস। ফ্রান্সের অধীনে শাসিত আলজেরিয়াকে পূর্ব স্বাধীনতা দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতে হয়নি—বা এই কাজের জন্ত লোকপ্রিয়তা হারাবার ভয়েও তিনি ভীত ছিলেন না—যদিও এক শ্রেণীর সংকীর্ণচিত্ত ফরাসীর তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল। অনেকবারই তার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে—কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি প্রেম ফ্রান্সের কল্যাণ কামনা তাঁর জীবনের একমাত্র শ্রেয়ঃ ও প্রেয় ছিল বলেই তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ফ্রান্সকে সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

একদিন বিশ্বের সমস্ত বঞ্চিত ও নিগৃহীতরা ফরাসী বিপ্লব থেকে প্রেরণা পেয়েছিল—আজ ডগলের জীবন থেকে আমাদের ভারতীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের—নিজের পরিবেশ-সুখ জাতিকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়—তার শিক্ষা ও প্রেরণা নেওয়া সঙ্গত ও সার্থক হবে।

বি, দাসগুপ্ত

—:—

ভোট ও ভোট

ভারতবর্ষের কথা এখন থাক—বাংলাদেশে খুনের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক খুনের সঙ্গে চলেছে ভোটের রাজনীতি। বা লার বহু লোক অপহরণ করলেও এটা একেবারেই অসত্য নয় যে একটা জাতি হিসাবে—বাঙ্গালী জাতিটা অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে ক্রমশঃ নামছে। রাজনীতি বা ঐ ধরণের অজুহাত দিয়ে চরম পাশবিকতাকেও অতিক্রম করে যে নিরিচার খুন, হত্যা প্রভৃতি চলেছে—তা সমস্ত বিশ্ব বিবেকমানীন পাশবিকতাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে—আরও অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু আজকার নৃশংস পাশবিকতার শীকার হচ্ছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভাস্ত ও তরুণ সমাজ আর এই আক্রমণ প্রধানতঃ তাদের মধ্যে জাগ্রত ও আবদ্ধ। এ এক নজীরবী ব্যাপার। এবং সবচেয়ে বীভৎস ভয়াবহ ও বিপদ্‌জনক পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে সমস্ত বাঙ্গালী জাতটা এই ব্যাপারগুলি নীরব দর্শকরূপে দেখছে। আমরা বাঙ্গালীর কৃষ্টি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির মতই গুণগান করিনা কেন আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ জন অখারোহী নিয়ে বক্তিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের ইতিহাসটাই যেন সমস্ত অতিক্রম করে এই জাতটাকে ব্যঙ্গ করছে। আজ সমস্ত কাজের মধ্যে সর্বপ্রধান কাজ হল বাঙ্গালী জাতকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্ত উঠে পড়ে লাগা।

যে নেতারা যে মতবাদেরই হোন না কেন এই ক্রিমিন্যাল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তারা বৈয়ক্তিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে বুঝছেন এবং বোঝাচ্ছেন। তারা সব নিজেরা ভ্রান্ত ও দেশের জনদের যে ভ্রান্ত পথে চালিত করছেন—শুধু তাই নয়, দেশে সত্যকারের বিপ্লবের ভাবনাকে ওরা প্রতিবিপ্লবের পথে নিয়ে চলেছেন। এই মারামারি খুনোখুনিতে সাহসী ক্রিমিন্যাল তৈরী হতে পারে কিন্তু এর দ্বারা বিপ্লবী তৈরী হয় না—বা বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী হয় না। বাংলায় এখনও যারা সুস্থ আছেন—তারা আসুন, সমবেত হোন, আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং সংঘবদ্ধভাবে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করুন—না হলে জাতটা যে জাহান্নামে যেতে বসেছে!

এরই সঙ্গে পাশাপাশি দেশে বাংলাদেশে ভোটের ব্যাপার। তিনটি ভোট এখন বিভিন্ন ভোট বন্ধ হয়ে আগামী নির্বাচনে—যখনই নির্বাচন হোক না কেন—শাসন শক্তি অধিকারের জন্ত কেন পন্থা নেই যে গ্রহণ করতে পেছপা হচ্ছে। সমস্ত কংগ্রেসী, গান্ধীবাদী গণতন্ত্র, বৈয়ক্তিক গণতন্ত্র এবং জৌগী সংগ্রামী জনগণতন্ত্র—নির্বাচনের মাধ্যমে রাইটার' ভিত্তিং অধিকার করার মধ্যেই মুখ্যতঃ দলের এবং গৌণতঃ জাতির সমস্যার সমাধানের দিবাস্বপ্ন দেখছে।

এই ভোটবক্স হয়ে রাইটার্স বিল্ডিং অধিকার দেশের স্বার্থে নয়—স্রেফ দলস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে। ভোটবক্স হবার প্রয়োজন নিজেদের দলস্বার্থে—এটা দাঁড়িয়ে কারও কোন দলের ক্ষমতা নেই—প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করে—কাজেই পারস্পরিক চুক্তি। এবং এই চুক্তি কোন নীতি

বা মুক্তির অপেক্ষা রাখে না। কংগ্রেসকে ও আজ মার্কিন [illegible] শ্রমজীবী থেকে সরাধ শ্রমজীবীর পর্য্যায়ে এনে মুক্ত শ্রমিক [illegible]—ট্রুম্যানও আজ লালনীতি ছেড়ে কমানিষ্ট আতঙ্কের নামে তাদের [illegible] শুরু আরোগ্য করে রাষ্ট্রীয় রিপাবলিকের জন্য তান টুকছে। কংগ্রেস স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে নিজেদের অপরাধ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান প্রমাণ রেখে গেছে—আর মুক্তফ্রন্টের নামে বাংলার অধিকাংশ বিরোধী ও প্রগতিশক্তি বলে কথিত দলগুলি আজ সমস্তের মধ্যেই তারা যে সরকারের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থিকে কতদূর অপরাধ্য—তার বিধাইীন প্রমাণ রেখে গেছে। কংগ্রেসী প্যাটার্ণ গান্ধীবাদী গণতন্ত্রের নামে—যারা বাংলাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন, আর প্যাক্টার ও প্যাটার্ণ মার্ক্সবাদ, আর কেরেনস্কী প্যাটার্ণ বৈপ্লবিক গণতন্ত্রবাদ নিয়ে যারা আজ বাংলাদেশের নির্ব্বাচনে জোট বেঁধে বাংলার জনকেরকে বিপর্যস্ত করতে চান এদের সকলকেই আজ সময়ে পরিহার করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ যদি—যে অংশ এখনও সুপ্ত আছে—তারা যদি এতে সফল কাম হয়ে—নতুন স্তরের পথ করতে পারেন ভালই—না হলে এর ভবিষ্যৎ কি হবে তা ভবিতই জানিয়ে দেবে।

আন্তর্জাতিক, আন্তর্রাজ্য ও আন্তর্বাংলার বহু গুরুতর ঘটনা ঘটছে ও সংস্কার উন্নত ও বিপোর্ণ হচ্ছে সন্দেহ নাই—কিন্তু আজ বাংলা ও বাঙালী জাতির সামনে—কি রকমভাবে সে বাঁচতে পারে সেই সমস্যা অতি নিদারুণ রূপে দেখা দিয়েছে। আর এর জন্য বাইরের কেউ দায়ী নয়—দায়ী তারা নিজে। আর তাই তাদেরই এর জন্য আহ্বান।

বি. দাসগুপ্ত

ফ্রান্সের ঐতিহাসিক পুরুষ জেনারেল
ডগলের জীবনাবসান

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি জেনারেল ডগল গত ৯ই নভেম্বর তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৯ বৎসর হয়েছিল এবং আগামী ২২শে নভেম্বর তারিখে তাঁর ৮০ বৎসর পূর্ণ হোত।

উত্তর ফ্রান্সের লিউন গ্রামে তিনি ১৮৯০ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম স্কুলে পাঠ শেষ করে তিনি সামরিক শিক্ষার জন্য সেন্ট সীর মিলিটারী একাডেমীতে ভর্ত্তি হন এবং চার বৎসর শিক্ষালাভের পর ১৯১২ সালে সনদানে উক্তীর্ণ হয়ে কর্ণেল (সবে মার্শাল) জিনিস সেক্টার অধীনে ৩৩ নং সরাজিক রেজিমেণ্টে সাব-লেফটেনাণ্টের পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে দুইবার গুরুতরভাবে আহত হন এবং ১৯১৫ সালে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হন। ভার্ডুনের যুদ্ধের সময় তিনি জার্মান বন্দী হন এবং পাঁচবার বন্দীশিবির থেকে পালাবার চেষ্টা করেন। বিশ্ব যুদ্ধের অবশিষ্ট কাল তাঁকে যুদ্ধবন্দীরূপে কাটাতে হয়। যুদ্ধের অবসানের পর তিনি সামরিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি চতুর্থ আর্ম্মার ব্রিগেডের কমাণ্ডার ছিলেন এবং ১৯৪০ সালে চতুর্থ আর্ম্মী ডিভিসনের কমাণ্ডার এবং অল্প দিন পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হন। পরে ফ্রান্সের অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে পল রেনো তাঁকে যুদ্ধ ও জার্ম্মান কতিকদের অত্যাচার সম্বন্ধে আরোও সেক্রেটারী করেন—কিন্তু তার পাঁচ দিন পরে নাজী বাহিনীর আক্রমণে ফরাসী সরকারকে রাজধানী প্যারিস ত্যাগ করে টুরস নগরে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই সময় নাজী বাহিনী প্রতি-আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা ফ্রান্স রেনো তা অগ্রাহ্য করা হয় এবং প্রধান মন্ত্রী রেনো পদত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে জেনারেল ডগল শত্রু হস্তে বন্দী হবার আগের রেনো দেওয়ার গোপনে ইংলণ্ডে চলে যান। সেখান থেকে বেতারযোগে প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ফরাসী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং ফ্রান্স স্বাধীন ফরাসী বাহিনী গঠন করে ফ্রান্সে জার্ম্মান সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু এই যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল ও মার্কিন কোনিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে ডগলের গভীর মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং তাঁরা ডগলকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। এই সময় পলায়ন সময় নাজী জেনারেল রিবো অধিকৃত ফ্রান্স থেকে আলজীয়ার্সে পলায়ন করলে জেনারেল ডগলকে কোশঠাসা করার জন্য চার্চিল ও রুজভেল্ট বিশেষ সচেষ্ট হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রশক্তি বাহিনী যখন ফ্রান্সের নর্ম্মাণ্ডীতে অবতরণ করে নাজী অধিকৃত ফ্রান্সে মাটিতে সংগ্রাম করা আরম্ভ করেন—তখন জেনারেল ডগলও ফ্রান্সে মাটিতে সংগ্রাম করা আরম্ভ করেন। অতি অল্প কালের মধ্যে ফ্রান্সে রাজনীতি শান্তি শক্তি তখন থেকে মুক্ত হয় এবং জেনারেল ডগল আশা করেন যে মার্শাল পেতাঁর সরকার (আশ্রিত জার্মানীর সরকার) বাতিল করা হোক এবং আইনানুগভাবে মুক্ত পূর্ব্বাঞ্চলের ফ্রান্সে তৃতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। এর পর ১৯৪৫ সালে ফ্রান্সের গণ পরিষদ "চতুর্থ সাধারণতন্ত্র" সংবিধান রচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল ডগল ফ্রান্সে অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানরূপে শিল্পাঞ্চল অধিকৃত থাকার পর ১৯৪৬ সালে চতুর্থ সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। এরূপর দীর্ঘ কাল বংসরকাল তিনি তাঁর মৃত্তিকথা রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে দেশবাসীর দাবীতে তিনি পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তৃতীয় নেপোলিয়নের পর জেনারেল ডগলই ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রধানরূপে বিবেচিত হন। এর পর ১১ বৎসর তিনি ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বিতর্কিত রাষ্ট্রনীতিক বলে পরিগণিত হন।

ফ্রান্সের উপনিবেশ আলজেরীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে ফ্রান্স যখন বিধা-বিভক্ত ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক শক্তিগুলি পরিস্থিতি জটীলতর আকার ধারণ করে—সেই অবস্থায় সমস্ত রকম বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে প্রেসিডেণ্ট ডগল ১৯৬২ সালে আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেন। ১৯৬৩ সালে ভেটো প্রয়োগ করে তিনি বৃটেনকে ইউরোপের সাধারণ বাজারে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কমুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি দেন। ১৯৬৮ সালে নাটো সামরিক জোট থেকে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৬৮ সালে তিনি ছেলেমেয়ে বিরাট ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতীক সংহতি শ্রমিকদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা করেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে আঞ্চলিক ও সেনেট সংস্কার সংক্রান্ত গণভোটে পরাজিত হয়ে জেনারেল ডগল প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগ করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পকাশ জন মন্ত্রী—উত্তর প্রদেশে নানাভাবে পতন ও অভ্যুদয়ের পরে আদি বা লিঙ্গায়েত্ত বিভিডেকী কংগ্রেসদের সঙ্গে জন সংঘ মতো প্রকৃতি দলের ভোট করে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নিয়ে "সংযুক্ত বিধায়ক দল" গঠন করে মন্ত্রীসভা গঠন করা হচ্ছে। এ পর্য্যন্ত যা সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে এই একটি মন্ত্রীসভায় পঞ্চাশ জনেরও উপর মন্ত্রী নেওয়া হয়ে গেছে। আরও নিতেই হবে কারণ যাদেরই মন্ত্রী করা হবে না—তারাই সরকারী দল ছেড়ে বিরোধী দলে যোগ দেবে। এটাকে ঠিক প্রশংসন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও গণতন্ত্রের নামে যদি এ রকম অবস্থা আসতে পারে এবং চলতে পারে তাহলে এই গণতন্ত্র ভবিষ্যতে আরও কি রূপ নিতে পারে তা একটা চিন্তার বিষয় বৈকী? দেশের জনসাধারণ যদি সুস্থ, জাগ্রত ও সচেতন না হয় তবে এ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই হতে পারে না। এরা চিরকাল কপালে হাত চাপড়ে অভিযোগ করে মরবে—আর এক একটা রাজ্যে পঞ্চাশ এক জন মন্ত্রীর ভার বহন করতে যেতে ভড়িয়ার মেরুদণ্ড আরও বেশী করে ভাঙবে।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মহাজনেরা খুব কাজে লাগিয়ে নেয়। আজ গ্রামে গেলে তার দেখা যায় লোক আছে অনেক, সাহস দেবার লোক নেই কেউ। ব্যাঙ্কে নিজের হাত ও ব্যবসার সম্বন্ধে উপযুক্ত জনমত সৃষ্টি করার জন্য নানা রকমের প্রচারে নামতে হবে। এ বিষয়ে একটির পরামর্শ খরচ করবো না, অন্তের মনে রেখে যা পারি সুরের কারবার করি—এ যদি মনোভাব হয়, তবে ব্যাঙ্ক সত্যি সত্যি গ্রামে গ্রামে যেতে পারবে না। আজ ব্যাঙ্কগুলি যখন সরকারী আয়ত্তে এসেছে—তখন সরকারেরও উচিৎ ব্যাঙ্কের যথাযথ অনস্থা ও প্রচারে নামতে বাধ্য করা। সরকার নিজেই এই সম্বন্ধে প্রচার সামাগই করেছেন। তার ফল থেকেও কখনো এ নিয়ে কোন মিটিং করা হয় না। ফলে চাষীদের অজ্ঞতা, ভয় ও রক্ষণশীলতা দূর হবার

রাজনৈতিক নেতারা কর্ম্মপদ্ধতি সংশোধন করুন

জেনারেল কুমার মঙ্গলমের সতর্কবাণী

গত ৬ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে স্থলবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল কুমারমঙ্গলম অমঙ্গলীন হলদের দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের প্রতি এই মর্ম্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, বর্ত্তমানে যেভাবে চলছেন তাঁরা যদি সেইভাবে চলতে থাকেন তবে মনে হয় উদানৈক্য দল দিয়ে বৈদেশ্য কথা হবে এবং আরও বেশী করে তারা চরম পন্থার দিকে এগিয়ে যাবে।

ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ষ্টেটস কর্টসাইটলিন্ড সর্ব্বশেষ সংখ্যার তাঁর যে লেখা বেরিয়েছে তাতে শ্রীকুমার মঙ্গলম বলেছেন, পরিস্থিতি এমন স্তরে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর সরে দাঁড়ান যায় না—একথা আমি বলি না। তবে, সে পরিস্থিতি নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। রাজনীতিবিদদের যথাসত্বর সংশোধন করা দরকার।

জেনারেল কুমার মঙ্গলম এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, রাজনীতিকরা নিজেদের ছাড়া আর সবার কল্যাণ সম্পর্কেই উদাসীন। শ্রেণীগত, জাতিগত, সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক স্বোর আরও তবে সন্ত্য বাস্তবেই গণবার সবচে সবাই তাঁরা বেছে নিয়েছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে যে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটবে না একথা কেউই বুঝিতে চাইছেন না।

তিনি বলেছেন, সব ধনই নিজে বিশৃঙ্খলার উৎসাহ দিয়ে থাকেন, তবে উৎপাদন হ্রাস পায়। আমি ধর্ণঘটের তার আন্দোলনের জন্যে তাঁরা শৃঙ্খলা-শৃঙ্খলা ভঙ্গে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, আর তা করেন একথা পুরোপুরিই জেনেই যে সমস্ত ভূমিকানকে খুশী করার মত মধেষ্ট জমি নেই। যাঁরা উপাদনশীলতার নিন্দা করেন তাঁরাই আবার তাদের অনুকরণ করেন। তাদের কার্যকলাপ সুবিধাবাদের দ্বারা পরিচালিত।

ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করে জেনারেল কুমার মঙ্গলম বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক সরকারের কোন বিকল্প নেই। একমাত্র বিকল্প হল বোলশেভিক বা একনায়কতন্ত্র। সামরিকভাবে আমি সামরিক শাসনকে ঘৃণাকরি কবি—যা করবে বিশেষভাবে বাছাই করা অনকগুলের হাতে রাষ্ট্রপতিরই শাসন। তাতে রাজনৈতিক আবহাওয়া আরও দূষিত হবে এবং স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটবে।

তাঁর ধারণা, দেশের সমস্যাবলীর সমাধান নির্ভর করছে জনগণের উপর। তাঁদের সাহস থাকবে মুনলীতির জন্যে লড়াই করার এবং এমন কোন প্রচার করবার জন্যে যা হবত মনোমত নাও হতে পারে। রাষ্ট্রনেতাকে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ করণ হবে, কারণ সবাই আমরা তথা চাই, কাজ করতে নয়।

কুরুরী চন্দ্রমুখী আলু বীজের দাম

খুচরো বিক্রি ১৭৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে ৫০ কেজির বস্তা ৮৫৲
গ্রামাঞ্চলে খুচরো বিক্রি ১৮৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে নিলে—দামের ওপর যাতায়াত খরচ।

স্থানীয় সংবাদ

পুলিশ হেপাজত থেকে পলায়ন

গত ১২ই নভেম্বর তারিখে মামলার জন্য জেল হাজত থেকে কয়েক-জন বিচারাধীন নক্সালীকে এনে আদালতে হাজির করা হয় এবং মামলার পর তাদের পুনিশের হেপাজতে ফেরৎ রাখতে রাখা হয়। প্রকাশ, বিচারাধীন নক্সালীদের জেল হাজত থেকে আনার সময় চুজন আসামী সরে পড়ে। তখন দুজন পলাতক নক্সালীদের জন্য সারা সহরে পুলিসের জোর তল্লাস চলতে থাকে এবং সেই সময়ে জেল বাগানের দিক্ষন দিকে হোটেল যেরাজ কারখানার কাছে কোণের ভিতর একজন পলাতক নক্সালীকে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ তাকে ধরে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু দ্বিতীয় পলাতক নক্সালী এখনও পর্য্যন্ত কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় নি।

আরও প্রকাশ, যে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার এই বিচারাধীন নক্সালীদের জেল হাজত থেকে নিয়ে আসা ও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার-প্রাপ্ত ছিলেন—তাঁকে এই সূত্রে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

স্টেট ব্যাঙ্কের গ্রামীন শাখা উদ্বোধন

গত ১২ই নভেম্বর তারিখে মামলার গ্রাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার পুলিয়া শাখার নবনির্মিত উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় জেলা শাসক শ্রীযুক্ত এম, লাল আই এ-এস এই শাখার উদ্বোধন করেন। পুরুলিয়া ষ্টেট ব্যাঙ্কের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বসু ব্যাঙ্কের এই সাব-অফিস খোলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এই সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা

গত ১২ই নভেম্বর তারিখে বৈকাল ৪ ঘটিকায় রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস প্রাঙ্গণে "খুন ও কনেকে হামলার প্রতিরোধে আন্দোলন" সম্পর্কে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলা কংগ্রেসের আহ্বানে এক জন-সভা হয়। এই জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অজয় মুখোপাধ্যায়। ঘুন কলেজকে কেন্দ্র করে বর্ত্তমানে যেসব ঘটনা, উপদ্রব, হামলা প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ চলছে—তা বন্ধ করার জন্য জনমত জাগ্রত করা ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সভায় বাংলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীহরিহর মিশ্রও ভাষণ দেন।

সমবায় সপ্তাহ উদ্যাপন

গত ৭ই নভেম্বর থেকে ১৩ই নভেম্বর পর্য্যন্ত পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। গত ৮ই নভেম্বর ভড়া থানা সমবায় বিপণন সমিতির উদ্যোগে "রাষ্ট্র সমবায় ও আত্মনির্ভরতা দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। গত ৯ই নভেম্বর সকালে ওড়া এম, কে, ইউ, এসের উদ্যোগে ওড়া গ্রামে এবং বৈকালে আড়ষা থানা সমবায় বিপণন সমিতির উদ্যোগে শিরুকাবাদ গ্রামে "কৃষি দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। গত ১০ই নভেম্বর রঘুনাথপুর ডাকর শিল্পী সমবায় সমিতির উদ্যোগে রঘুনাথপুর সহরে "গ্রামশিল্প ও বুদ্ধিজীবি দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। গত ১১ই নভেম্বর সকালে রঘুনাথপুর সহরে পুরুলিয়া জেলা সাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতির রঘুনাথপুর নূতন বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় এবং বৈকালে পুরুলিয়ার অন্তর্গত হলে "ক্রেতা দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় তিন জন বিশিষ্ট ক্রেতাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গত ১২ই নভেম্বর "যুব ও মহিলা দিবস" উদ্‌যাপনের অন্যতম কার্য্যক্রমরূপে মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবিয়া যুব প্রাউটে পুরুলিয়া জেলা যুব ও মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবিয়া ইণ্ডাস্ট্রিটউনদের ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়। গত বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ অত্যন্ত খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ও বেশ উপভোগ্য হয়। এই খেলায় পুরুলিয়া জেলা যুব এক গোলে জয়লাভ করে কি, এন, মিশ্র ট্রফী লাভের অধিকারী হয়।

গত ১৩ই নভেম্বর "শিক্ষা দিবস" উদ্‌যাপনের সূত্রে স্থানীয় জগদীশ হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যসান ক্লাব ও আমলা-পাড়া ইউনিট যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলা একাঙ্ক নাটিকা মঞ্চস্থ করে।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৬)

C. R. No.—2539/57

বিশ্ব শিশু দিবস

গত ১৯শে নভেম্বর তারিখে বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে জেলা সদর শিক্ষা আধিকারিকের উদ্যোগে স্থানীয় বিনতিউ গ্রাউণ্ডে শিশু সমাবেশ, পতাকা উত্তোলন, ছাত্রদের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বৈনিক স্কুলের ছাত্রেরাও এই কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে কে, কে, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব শিশু দিবস সূত্রে জেলার চারটি সিনেমা হলে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে শিশুদের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিশ্ব শিশু দিবসের অন্যতম কার্যক্রম অনুযায়ী আড়শা সম্ব বলাই যোজনার বড়াম, চিটাচি ও রাঙামাটি কেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং এই যোজনার সম্পাদিকা শ্রীমতী বেথ মল্লিক ঐ সকল কেন্দ্রের শিশুদের দুধ, ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। ঐ কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ সভারও অনুষ্ঠান হয়।

বিদ্যাপীঠে দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে গত ৫ই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্‌যাপন হয়। ছাত্রদের বৈকিক শারিরশার্ঠ ও সঙ্গীতের পর আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দজী সকলকে স্বাগত জানান। বিদ্যাপীঠের শিক্ষক সর্বশ্রী পবিত্র মৌলিক ও হিরাকত মুখার্জী দেশবন্ধু জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন এবং ছাত্র প্রিয়ান মাজি দিং ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পুরুলিয়া বিতরণী উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এখানে এসে বিদ্যাপীঠের কার্যাবলীতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করে একে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান বলে উল্লেখ করেন। "ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ" ইংরেজী রচনার এক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে তিনি তিনটি পদক ও একটি চালেঞ্জ কাপ উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে যথাক্রমে মাজি সিং, গোপাল রক্ত সিং ও রামাকন্ত গোস্বামী।

রাজ্যপাল প্রদত্ত পুরস্কার বিতরণ করেন পুরুলিয়া জেলার জেলপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমুরারী শাল। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি দেশবন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছাত্রদের এ বিষয়ে বর্তমানে গভীরভাবে অধ্যয়নের আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে বোম্বের রামকৃষ্ণ আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিদ্যাপীঠের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেন। সভাতে ছাত্রেরা পুনরায় সঙ্গীত পরিবেশন করে।

শ্রীশ্রী ৺দুর্গাপূজার পর গত ১০ই অক্টোবর বিদ্যাপীঠে ক্লাস সুরু হয়েছে।

কনেস্টেবল ও সিপাহী নিয়োগ

কলিকাতা পুলিশের নিয়োগের জন্য বাঙ্গালী এবং সাঁওতাল কনেষ্টেবল ও সিপাহী নির্বাচন করা হবে আগামী ২২শে নভেম্বর সকাল ৮টায় পুরুলিয়া বেলগুমা পুলিশ লাইনে। বিস্তারিত বিবরণ জেলাতথ্য ও জনসংযোগ অফিসে (রাঁচি রোড) পাওয়া যাইবে।

উন্নত গমের বীজ

সোনালিকা বীজ ফুরিয়ে গেছে
ছোট লারমা গমের বীজ পাওয়া যাবে
এই বীজও উচ্চফলশীল ভাল বীজ
এর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশী
দাম ১৮০ পয়সা কেজি

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পুলিশের সাহায্যে গরীবকে ঠকিয়ে ধান কেটে নেবার কৌশল

আড়শা থানার কেঁসলা গ্রাম থেকে সর্বশ্রী কেষ্টু রাজোয়াড়, দেবীলাল রাজোয়াড়, রবী সর্দার আক্কর ও টিপসহি দিয়া নিম্ন-লিখিত চিঠিটি মুক্তি সম্পাদকের নামে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। এই চিঠির বয়ান শ্রীজয়রাম মাহাত এবং শ্রীহাড়িরাম সর্দার চৌকীদার ঘটনা সত্য বলে লিখিত করেছেন।

চিঠির বয়ান—

মহাশয়,

আমি আড়শা থানার অন্তর্গত কেঁসলা গ্রামের অধিবাসী। আমার সহিত নিম্নের এই যে কেঁসলা গ্রামে গত ২৪শা কার্তিক পুলিশ যে ঘটনা ঘটিয়েছে তা নীয়ত বাইরে। পুরুলিয়া উকুনসুদের বাসিন্দা শ্রীনটল লাংকেয়ার আন্দাজ ১০ একর ধানী জমি আছে উক্ত সম্পত্তি আর প্রায় লাগাতার ২২ বৎসর যাবত রবি সর্দার ও কেষ্টু রাজোয়াড় ভাগে চাষ করে আসছে এবং গত সেটেলমেন্টের সময় এই দুই ভাগ চাষীর নামে ভাগ রেকর্ড হয়েছে। গত ২৪শা কার্তিক ইংরাজ অনিল চন্দ্র হাল, লালু হাল, হারু হাল ও আরও কয়েকজন মিলে খানায় যায়। (খানাতে যেয়ে টাকা কি হচ্ছিল বলে লেখা হয়েছে—কিন্তু টাকা কেন্দ্রা হয়েছিল কিনা এবং বাস্তবপক্ষে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে প্রমাণ না থাকাতে লেখা হলনা—মুঃ সঃ)। আমরা ভাগিদার হিসাবে ধান কাটতে থাকি সেই সময় বড়বাবু ছোটবাবু ও সঙ্গে অনুমান তেরজন কনেষ্টবল এসে আমাদের পাওজন লোককে ধানায় নিয়ে যায়। এবং এই সুযোগে অনিল, হারু ও লালু এবং তাদের জীপসুদ্ধ সেই সময় অমির ধান কেটে নিয়ে যায়। এদিকে রাত ১০টার সময় দারোগা বাবু আমাদের থানা থেকে ছাড়েন। আমরা বাড়ী ফিরে দেখি তারি অথর ১টা এবং অনলাম সমস্ত ধান তারা কেটে নিয়েছে। তৎক্ষণাৎ আমরা আবার থানায় গিয়ে জানালে—দারোগা বাবু বলেন—চল আমি যাচ্ছি। মহাশয় তারপরেতে পুলিশের আসার তোন পাত্তা নাই আর আমাদেরও এমন কোন জমি জমাও নাই যে খাবার সংস্থান করি। গোটা বছর কি করে চালাই তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

পুরুলিয়া

পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান

STOCKISTS & DISTRIBUTORS

SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F.

অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

আদেশনামা

১৯৬০ সালের পশ্চিম বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন রুলের ৩(এ) (আই আই) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী আমি পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের আগামী সাধারণ নির্বাচন ১৯৭১ সালের ২৭শে জুন রবিবার ধার্য্য করিলাম।

স্বাঃ কে, এম, লাল
ডেপুটী কমিশনার পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

৺গীয় বিবারণ চন্দ্র হাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

সোমবার, ২৩শে নভেম্বর '৭০
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০০ সডাক—৭.০০
নগদ—১৫ পয়সা



"If India follows in the footsteps of Europe, accepts her political ideals, social system, economic principles, she will be overcome with the same maladies. If India becomes an intellectual province of Europe, she will never attain her natural greatness or fulfil the possibilities within her. India must remain India if she is to fulfil her destiny."

—Sri Aurobinda
1908.

পুরুলিয়া জেলায় সরকারী সেচ ব্যবস্থার রহস্য

(ভজহরি মাহাত এম, পি)

মুক্তির গত সংখ্যায় প্রথমার্দ্ধ প্রকাশ হয়েছিল। আমরা—অর্থাৎ আমি, দিল্লী থেকে আগত বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার শ্রী বানার্জী, এবং বাংলা রাজ্য সরকারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ও পুরুলিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার আমরা মাঝিহিড়ার কাছে চাকা নদীর স্কীম দেখার জন্য রওয়ানা হলাম।

চাকা নদীর স্কীম সম্বন্ধে এখানকার ইঞ্জিনীয়ারদের রিপোর্ট খুবই নিরাশাব্যঞ্জ বলেই শুনলাম। যাই হোক আমরা বেলা ১টা নাগাদ মাঝিহিড়া পৌছলাম এবং শ্রীডির দাসগুপ্তকেও পেলাম। আমরা সকলে মিলে চাকা নদীর সুন্দরঘাটে পৌছলাম।

চাকা নদী এবং প্রচুর জল বইছে দেখে দিল্লীর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবানার্জী খুব উৎসাহিত হয়েই বললেন—বাঃ এখানে ছোট স্কীম খুব ভাল হবে। অনেক জল বইছে। ডাম করাও ভাল সুযোগ আছে দেখছি—অন্ততঃ ৫-৬ হাজার একর জমিতে ভাল সেচন হতে পারে।

বাংলার চীফ ইঞ্জিনীয়ার সাহেব কিন্তু কিছু উৎসাহ বোধ করলেন বলে মনে হলনা। তিনি বললেন এই সব স্কীমে ক্যানেলে বেশী জমি সেচন হবে না এবং নিম্নস্থ ইরিগেশন হলে একর প্রতি অনেক খরচা পড়ে যাবে আর সেই খরচা চাষীরা বহন করতে পারবে না। প্রতি একরে ৬০-৭০ টাকার মত খরচ পড়বে।

শ্রীবানার্জী একথা শুনে বললেন - আপনারা দার্জিলিং জেলার জন্য কত টাকা একরে খরচ করেন ?

চীফ ইঞ্জিনীয়ার বললেন সেখানে অনেক বেশী টাকা খরচ হয়।

শ্রীবানার্জী বললেন তবে এই জেলার জন্য কেন তা করবেন না! কি অসুবিধা কাছে আমাকে বলুন—আমি সমস্ত রকম সহায়তা করার জন্য রাও সাহেবকে বলব এবং নোটিশ দেব। এখন ডাঃ রাও (কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী) সাহেব বেশীর ভাগ ছোট ছোট স্কীম করে লিফট ইরিগেশনের কথাই বলছেন। সেই জন্য এখানে যথেষ্ট ঐকাবে স্কীম করে সেচন ব্যবস্থা করা যায়।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় নীরব রইলেন। আমরা মাঝিহিড়াতে এলাম এবং সেখানে জনসাধারণের প্রচেষ্টায় যে বিরাট একটি ক্যানেল হয়েছে এবং কংগ্রেসীদের বিরোধীতা এবং সরকারী সামান্য একটু উদ্যোগের অভাবে জনসাধারণের একটা বিরাট প্রচেষ্টা যে কেমন অসম্পূর্ণ আছে তিনি তা দেখলেন। সমস্তটা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, বাহাদুরী আছে!

আমরা বেলা ৩টা নাগাদ পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে পৌছি এবং আমি শ্রীবানার্জীকে ক্যান্তোয়ানের টাঁকো নদী দেখার জন্য অনুরোধ করি।

বাংলার ইঞ্জিনীয়র মহাশয় কিন্তু এ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে থাকেন—অর্থাৎ সময়ে কুলাবেনা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু শ্রীবানার্জী বললেন যে এই জেলার স্কীম দেখার জন্যই আমি দু দিন সময় নিয়েই এসেছি। তাই যেতেই হবে।

পরদিন সকাল ৭॥ টার সময় আমরা পুরুলিয়া থেকে রওয়ানা হই। রওয়ানা হবার পূর্ব্বে সার্কিট হাউসে এই জেলার অবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এই জেলার শোচনীয় অবস্থার প্রতি বাংলা সরকার কোন প্রকার গুরুত্ব দেন না। আমি বলি যে দরকার হলে আমাদের অবশ্যই আন্দোলন করতে হবে এবং আমাদের আন্দোলন হিংসাত্মক না হলেও তার গুরুত্ব প্রতিহত করার ক্ষমতা কারুর হয়নি। বাংলা সরকারের উচিত এখানে স্থানীয় লোকদের সমস্ত কাজ কর্মে সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া। এখানকার লোকেরা বকিত করে এই জেলার উপর কোন কিছু চাপান বেশী দিন চলবে না।

৬ই নভেম্বর আমরা টাঁকো নদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে শ্রীবানার্জী কুমারী নদী ও বরাবাঁধারে নেস্যাই নদীর প্রবাহিত জলধারা দেখলেন। ওখান থেকে বান্দোয়ান যাবার পথে লিকি গ্রামের কাছে টাঁকো দেখে বান্দোয়ান হয়ে জৌতান গ্রামে সবাই এলাম। শ্রীবানার্জী টাঁকো নদীর প্রবহমান জল ভাল করে দেখলেন। দিল্লীর বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবানার্জী বললেন এখানে চমৎকার ছোট ছোট স্কীম হতে পারে। এবং এক একটা স্কীম থেকে ৫-৬ হাজার একর জমিতে পাম্প দিয়ে ভাল সেচন হতে পারে।

আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে এই নদীতে বার মাস জলের স্রোত বয়। এবং নদীর ১৫ মাইলের মধ্যে ৩৪টি স্কীম করলে হাজার হাজার চাষী শুধু উপকৃতই হবে না—বছরের পর বছর ধরে যে অনাবৃষ্টিতে খরা এবং অনাহারে মানুষ মরছে তা বন্ধ হবে। এখানকার লোকেরা কর্মনিষ্ঠ নয় তারা কাজ করতে আগ্রহী এবং কাজ করতেও জানে।

ফিরে যাবার সময় মাঠে কোদো বাড়ী হয়ে যাই। বললাম পুরুলিয়া জেলার লোক এই কোদো ও জোনারকেই প্রধান খাদ্যরূপে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি—যদিও এই জেলায় সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করেন তাহলেও বাংলার সরকার ও সাম্প্রতি সরকারী কর্মচারীরা না করা ও না হওয়ার পথেই চলছেন ও চালাতে চাইছেন। এবং দেরজন্যই এখানে বহু বহু সেচ ব্যবস্থা অল্প টাকায়ই সম্ভব হলেও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি তা যে কোন কারণেই হোক করা হচ্ছে না।

এ অবস্থা আমরা চলতে দিতে নিশ্চয়ই পারি না। আমরা দিল্লীতে সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে পরের পরিস্থিতি প্রকাশ করবার অপেক্ষায় রইলাম।

আমাদের আত্মসম্মানের হানিকর

(বিগত ২৪শে অক্টোবর তারিখ দিয়ে কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক "স্টেট্‌সম্যান ইণ্ডাস্টে" প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল কুমারমঙ্গলমের নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল। পাকিস্তানের কাছে রাশিয়াই হোক বা আমেরিকাই হোক যদি অস্ত্রসাহায্য বিক্রয় করে বা সাহায্য বা দান করে তবে সেই অস্ত্র বিক্রয় বা সাহায্যকে—জেনারেল কুমারমঙ্গলম যে দৃষ্টি দিয়ে—যে ভিত্তিতে দেখছেন—ঠিক সেই ভাবে কেউ দেখেছেন বলে আমরা জানি না। কথাগুলি প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ যা বলেছেন সেটা স্পষ্ট এবং বাস্তব এবং সত্যই চিন্তার অপেক্ষা রাখে—মু: স:)

নিউদিল্লী, ২৪শে অক্টোবর—ইউ, এন, আই রিপোর্ট করছেন যে—ভারতবর্ষের প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কুমারমঙ্গলম এই তথ্য ঘোষণা করেছেন যে—যে সমস্ত জাতি আমাদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করে তারা আমাদের তুলনায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ আকারের এক প্রতিবেশীকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করছে বলে যে আমরা আর্তনাদ ও অভিযোগ করে থাকি তা ভারতের সঙ্গে অত্যন্ত আক্ষত্মমান হানিকর।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ বলেন যে—আমরা যদি টিকভাবে আমাদের উৎপাদনের যে সমস্ত উপায় আছে সেগুলি যদি যথাযোগ্যভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি তবে পাকিস্তান কোনকালেই আমাদের সমকক্ষতায় আসতে পারবেনা।

তিনি বলেন যে—বড় বড় শক্তিগুলি এবং অন্যান্য সব দেশ যে পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রয় করছে এই ব্যাপারে আমরা ক্রমশঃগভীর উদ্বিগ্ন হচ্ছি। আমি কিন্তু বুঝতে পারিনা যে—আমরা কেমন করে কোন দেশকে এই নির্দেশ দান করতে বলতে পারি যে—সে কাকে কোন ধরণের জিনিষ বিক্রী করবে কি করবেনা। আমরা সমস্ত দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করছি—পাকিস্তানও সেই একই কাজ করছে বলে আমাদের ভয়ে অভিভূত হওয়া উচিত নয়। দেশ হিসাবে তারা আমাদের চেয়ে অনেক ছোট দেশ।

জেনারেল বলেন যে ১৯৬৫ সনে পাকিস্তানের অস্ত্র-সাজি ভারতবর্ষের চেয়েও বেশী ছিল কারণ সে দেশ সাহায্য হিসাবে অস্ত্রাদি পেয়েছিল। এখন তাকে কিনতে হচ্ছে। পাকিস্তান যদি নিজেকেও মতো এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে যায়—তবে এটাই তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেবে।

জেনারেল কুমারমঙ্গলম বলেন যে—ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতের দিকে পরিচালনা ১৯৬২ থেকে অনেক বেশী উন্নত হয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের সংগঠন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন যে—বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং স্থল সৈন্যবাহিনী এই তিন বাহিনীর আধুনিকের সংগঠনের সঙ্গে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আরও ভাল প্রকার যোগাযোগ থাকা দরকার।

তিনি বলেন যে—সশস্ত্র বিনীর সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে একটা যুক্ত অভিসারবর্গনী থাকার বাধাটা কোথায়? বাধা টা হচ্ছে—রাজনীতিকরা সর্বদাই এই ভয় করছেন যে—যে কোন সময় সামরিক কর্তৃত্ব হস্তগত করে অক্ষমতা করে ক্ষমতা গ্রহণ করে নিতে পারে। আমি সামরিক প্রধান হলেও, একজন ছাড়া, অন্যান্য সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করেছি। এরূপ মতো একজনেরও এরকম একটি সুদূরপ্রসারী কল্পনাও লেশমাত্র ছিলনা। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত অতীতে সেনাবাহিনী কোনদিন এরকম ঘটাং-সামরিক-অভিযান করে থাকেন। এরকম সামরিক-অভিযান কোনদিন সফল হয়। রাজনীতিকেরা যখন নিরাপত্তা এবং জনপ্রশাসনের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন এবং তারা যখন অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অকর্মণ্যতায় হন তখনই সাধারণতঃ এরকম সামরিক শক্তিজাত অকস্মাৎ ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপার ঘটে।

—:—

পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণি-ঝড়, সমুদ্রোচ্ছাস ও বন্যায় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি

বেসরকারী হিসাবে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোকের প্রাণহানীর আশঙ্কা

গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল ও দ্বীপগুলির উপর দিয়ে ঘন্টায় ১২০ মাইল বেগে প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড় প্রবাহিত হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ২০ ফুটেরও বেশী উঁচু হয়ে দ্বীপ ও তীরভূমির উপর এসে পড়ে। এই ঘূর্ণী ঝড়ের পথে যে সমস্ত নগর, গ্রাম বা অঞ্চল পড়ে ঝড়ের বেগে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ও তারপর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের উত্তাল তরঙ্গে ঘরবাড়ী, গাছপালা, বনরাজী ও গবাদি পশু সমস্ত কিছু খড়ের কুটোর মত ভেসে যায়। এই প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয়ের বর্ণনা কল্পনারও অতীত এবং গত এক শত বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় নি।

সরকারী ও বেসরকারী হিসাবে এই ঘূর্ণী ঝড় ও বন্যার ফলে ক্ষতাতের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক অনুমিত হচ্ছে—কিন্তু পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া সম্ভব নয়।

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া দ্বীপের আয়তন প্রায় ২৯০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজার। এই সমগ্র দ্বীপটিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ের পর প্রায় ২০ ফুট উঁচু সমুদ্রের প্লাবন ভেঙ্গে পড়ে এবং ৮ ঘন্টা ব্যাপী দ্বীপটি জলের নীচে ডুবে থাকে। জল নেমে যাওয়ার পর দেখা গেল হাজার হাজার মৃতদেহ গাছের ডালে আটকে রয়েছে। এই একই মহাপ্লাবনের পর দ্বীপে আর কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হয় না।

বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার প্রায় ৭ লক্ষ লোকের বাস। মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চলই ৮ ফুট গভীর জলের নীচে ডুবে গিয়েছিল। মহকুমা হাজারের উপরও ৬ ফুট জল দাঁড়িয়েছিল। এখানেও কোনও লোক বেঁচে নেই বলে মনে হয়। মহকুমা সদরে চাল, পাট ও সিমেন্ট বোঝাই তি-তি বারজ ঘূর্ণি ঝড়ে ডুবে যায়। এখানে ১৪০ মাইল বেগে ঘূর্ণি ঝড় বয়ে যায়। প্রায় সমগ্র বরিশাল জেলার উপর দিয়ে ২৪ ঘন্টা ধরে ঘূর্ণি ঝড় বইতে থাকে এবং আশ্চর্য হচ্ছে একটিও বাঁচা ঘর আর দাঁড়িয়ে নেই।

এই সময় খুলনা জেলার রূপসিয়া তীরে প্রায় ১৪ হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী স্নান পূর্ণিমা উপলক্ষে তীর্থ করতে যান এবং তাঁরা আক্ষর্যজনক-ভাবে এই ঘূর্ণি ঝড় ও জলোচ্ছাসের হাত থেকে বেঁচে গেছেন।

চট্টগ্রামের নিকট সন্দীপ দ্বীপেরও প্রভূত ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে এবং সমুদ্র উপকূলের নিকট ৭৪ দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের কক্সবাজার ও বিমানঘাটি প্রভৃত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

এই প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও বন্যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী প্রায় ৩ হাজার বর্গ মাইলের ২২ লক্ষ মানুষ আজ বিপর্যস্ত এবং এর মধ্যে প্রায় দশ লক্ষের অধিক লোক হতাহত। এ ছাড়া গবাদি পশু কত লক্ষ বিনষ্ট হয়েছে—তার হিসাব এখনও সম্ভব হয় নি। এই সব মৃতদেহের সৎকার এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বড় বড় গর্ত খুঁড়ে এক সঙ্গে হাজার হাজার মৃতদেহ কবর দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকা অনুমিত হচ্ছে।

চাকার সংবাদসমগুলির হিসাব হতে গত ৭ই থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ লোক মারা গেছেন। এই বিপদ যদি সত্য হয়—তবে স্বীকার করতে হবে যে এইটি পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম বিপর্যয়। কারণ এরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর পূর্বে হয় নি। অবশ্য পাকিস্তানের সরকার হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৩৩ হাজার বলে জানানো হয়েছে।

গত ১০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে এ নিয়ে বড় রকম ৩বার ঘূর্ণি ঝড় বয় যাতে সমস্ত লোক প্রাণ হারিয়েছে। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা ও হাতিয়া এবং রামগতি অঞ্চলে ঝড়ে ১৪ হাজার লোক নিহত হয়। ১৯৬১ সালে অনুরূপ বিপর্যয়ে দেড় হাজার লোক নিহত হয়। ১৯৬৩ সালের মে মাসে ১৪ ঘন্টাব্যাপী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১১০ বর্গমাইল এলাকায় ১২ হাজার

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

৭ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭৭

পূর্ব-পাকিস্তানে ঘূর্ণি ঝড়ের বিধ্বংসী প্রলয়

গত ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ব বাংলায়) ঘূর্ণি ঝড়ে ক্ষয়ের যে তাণ্ডব হয়ে গেল তাতে এই কথাই বলতে হয়—যেন একটা প্রলয় হয়ে গেছে।

বঙ্গোপসাগর থেকে একটা ঘূর্ণি ঝড় প্রচণ্ড বেগে আসছে বলে আবহাওয়াবিদরা আগে থেকেই বলছিলেন। কিন্তু সেটা যে কি রকম বিধ্বংসী তা আগের থেকে অনুমান করা সম্ভব হয় নি আর সম্ভব হলেও তার থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। আমরা এই সংখ্যাই অন্তত কিছু বিবরণ দিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রে যা প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কোন ভাষা বা বর্ণনা দ্বারা এই তাণ্ডবের ভীষণতা ও ভয়াবহতার সামান্য মাত্র ধারণাও দেওয়া যায় না। ঘূর্ণি ঝড়ের সঙ্গে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস একরূপ একটা কল্পনাতীত প্রাবন সৃষ্টি করে যার ধারণাও সম্ভব নয়। একটি সামান্য উদাহরণ হাতিয়া দ্বীপ। এটি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির উপকূলের কাছে। এই দ্বীপের জন সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজারের উপর, আয়ত- ২৯০ বর্গ মাইল। সারা দ্বীপটি ৮ ঘন্টারও উপর বিশ ফুট জলের নীচে ছিল। এই মহাপ্লাবনে মানুষ তো দূরের কথা কোন প্রাণীই সেখানে বেঁচে ছিল না। চট্টগ্রামের কক্সবাজার থেকে আরম্ভ করে বরিশাল জেলা পর্যন্ত সমুদ্রের দ্বহীর্ণ উপকূল প্রদেশ এবং ভিতরের দিকেও প্রবাদনত: এই সামগ্রিক ক্ষয়ের ক্ষেত্র ছিল। কত লক্ষ লোক যে মারা গেছে তার একটা আনুমানিক সংখ্যাও বলা সম্ভব নয় পাঁচ লাখও হতে পারে দশ লাখও হতে পারে এবং তার বেশীও হতে পারে। এতো গেল মানুষের কথা এ ছাড়া গবাদি পশুদের সম্বন্ধে তো কোন ধারণাই করা যায় না। গাছের জন্য হাজার হাজার মৃতদেহ ভেসে উঠেছে—সমুদ্র সৈকতে গ্রামে ঘরে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে আছে। মাইলের পর মাইল ধরে গলিত শবের মহা শ্মশান যেন মহা প্রলয়ের মহা-প্রাবনের পরিচয় দিচ্ছে।

পূর্ব বঙ্গের ঘূর্ণি ঝড় সম্বন্ধে যাদের কোন বাস্তব জ্ঞান নাই তারা কোন কল্পনাই করতে পারবেন না। ঘূর্ণি ঝড় বৃষ্টি ও বন্যা একসঙ্গে আসে এবং মানুষের বাঁচার কোন পথই রাখে না। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গেলে বন্যা—বন্যা থেকে বাঁচবার চেষ্টা করতে গেলে ঘূর্ণী ঝড় তবু আশ্রয়-কেই উড়িয়ে নিয়ে যায় না—মানুষকেও উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে মারে। আজ পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ও প্রাণী এইভাবেই ক্ষয়ে হয়েছে।

আজ আর অত কোন প্রশ্ন নাই এই প্রকৃতির ক্ষয়ের দৃশ্য থেকে যারা জীবিত রয়ে গেছে তাদের বাঁচিয়ে রাখাই শুধু নয় তাদের পুনর্বাসন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই একমাত্র কাজ। এটা পাকিস্তানের বা পূর্ব-বাংলারই দায় নয়, এটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মানবতার দায়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃত সংগ্রাম বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির এই সংগ্রাম সমস্ত দেশ, কাল ও পাত্র অতিক্রম করে বিশ্বের সমগ্র মানুষের সমগ্রভাবে।

আজ বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে বিশ্বের সমস্ত মানুষ অকৃপণভাবে এই দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে। পাকিস্তান এই ক্ষয়কে জাতীয় শোক বলে ঘোষণা করেছে এবং সেইভাবে পালন করছে। আমরা মনে করি এটা পাকিস্তানেরই জাতীয় শোক নয়—এটা সমগ্র বিশ্ব মানবের শোকের ব্যাপার।

বিশ্বের সমস্ত মানুষের সঙ্গে ভাবতবর্ষ এ বিষয়ে তার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে। পাকিস্তানের এই দুর্গতি মানুষের দুর্গতি—আজ তাই আহ্বান হচ্ছে মানুষের।

বি, দাসগুপ্ত

—:—

নিবর্তনমূলক আটক আইন

পশ্চিমবঙ্গে নিবর্তনমূলক আটক আইন অর্থাৎ পি, ডি এ্যাক্ট আবার প্রবর্তিত হতে চলেছে। এই আইনটির বিশদ বিবরণ আমাদের সামনে নেই তাই এর বিস্তারিত আলোচনা করতে পারা গেল না—তবে এটা বিনা বিচারে যে কোন লোককে যতদিন খুশী আটক অর্থাৎ জেলের বন্দী হিসাবে রাখা যাবে—এই আইন। বলা হয়েছে এটা সাময়িক —এর কোন অর্থ হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নক্সাল বা উগ্রপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে এই পি, ডি, এ্যাক্ট অপরিহার্য বলে এর প্রবর্তন সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে দাবী করেন।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পরে—পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে আইন করা বা পশ্চিমবঙ্গে কোন আইন চালু করার ক্ষমতা সংসদ থেকে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই আটক আইন করতে এবং এই আটক আইন চালু করতে লোকসভা বা রাজ্যসভায় বিল পেশ করার দরকার নাই।

তবে এটা সংসদীয় পঃ বঙ্গ উপদেষ্টা কমিটিতে গত ১৭ই নভেম্বর দিল্লীতে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপতির শাসনের পরে লোকসভা ও রাজ্যসভার বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন দলের সদস্য নিয়ে এই সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই উপদেষ্টা কমিটিতে আলোচনা করা হয়। যদিও এই উপদেষ্টা কমিটির কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না করা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে, তাহলেও এই কমিটির অভিমতের গুরুত্ব অবশ্যই রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন।

গত ১৭ই নভেম্বর দিল্লীতে এই উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে যখন এই বিনা বিচারে আটক আইনের আলোচনা হয় তখন এর সমর্থনে বা বিরুদ্ধে বিভিন্ন সদস্য তাদের মতা-মত প্রকাশ করেন। প্রধানতঃ দেখা গেল—অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি (ডাঃ ক: পার্টি) জ্যেবন সেন (এস, এস, পি) এর প্রবল বিরোধীতা করেন কিন্তু পি, এস, পি বাংলা কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি এর ভয়ানকভাবে সমর্থন করেন। অন্য যারা এবং যে সমস্ত দল ছিল তারা কেউ এর বিরোধীতা করেন নি। এই আটক আইন চালু করার ব্যাপারটা সংসদীয় পঃ বঙ্গ উপদেষ্টা কমিটিতে সমর্থিত হয়।

এ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে আরও কার্যিকরী ভাবে নকশাল সমস্যার মোকাবিলা করতে পারার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের হাতে শক্তি জোগানো দরকার এবং তার জন্য দুটি আইনগত ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ প্রতিরোধ বিল আর একটি পশ্চিমবঙ্গ শৃঙ্খলারক্ষা বিল। তিনি বলেন যে অনেক দলের নেতার সঙ্গে ঘরোয়াভাবে তিনি আলোচনা করেছেন। মোটামুটি ভাবে তিনি দেখেছেন এইরূপ আইনের পক্ষেই তাদের সমর্থন রয়েছে।

একটা বিষয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার যে সংসদীয় পঃ বঙ্গ উপদেষ্টা কমিটিতে লোকসেবক সংঘের কোন সদস্য নেই।

নকশাল ও পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রধান মন্ত্রী ও

সংসদের বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন সদস্যরা যে দিক দিয়ে ভাবছেন—ও তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী তা পূর্বোক্ত বিবরণে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ হয়েছে।

আমরা এই বিনা বিচারে আটক আইন কোন প্রকারেই, কোন দিক দিয়েই, ব্যাপকভাবেই হোক বা সীমিত ভাবেই হোক—সমর্থন করি না। এই বিনা বিচারে আটক আইন শুধু মানুষের মৌলিক অধিকারকেই বিনষ্ট করেনা এ নিঃসন্দেহরূপে বর্তমান প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতাই ঘোষণা করছে।

নক্সালপন্থী বা উগ্রপন্থীরা যা করে চলেছে সেটা আদর্শ-হীন কিন্তু সন্ত্রাসবাদ যেটা এখন দলগত, গোষ্ঠিগত ও প্রশাসনগত ও ব্যক্তিগত প্রতিশোধবাদে পরিণত হয়ে একটা অত্যন্ত গ্লানিকর আত্মঘাতী সংক্রামক ব্যাধিরূপে পশ্চিমবাংলার তরুণ-ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে সংক্রমিত করে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে। প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ সংসদ সদস্যরা এবং পশ্চিম বাংলার পুলিশ ও প্রশাসন এবং বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠিরা আইন বন্দুক ও জেলের পথে এদের দমন করার কথাই ভাবছেন বা সেই দিক দিয়ে কাজ করছেন। একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এই সমস্ত উগ্রপন্থী নক্সালদের কাজের পেছনে জন সমর্থন নাই, কোন বাম অথবা দক্ষিণ রাজনৈতিক গোষ্ঠি বা দলের সমর্থন নাই বরং বিরোধীতা এবং প্রচণ্ড বিরোধীতাই আছে, তা সত্ত্বেও বাংলার কিশোর, তরুণ, ছাত্র এবং তরুণ ব্যক্তিদের মধ্যে এ যে দিনের পর দিন ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষেত্র করে চলেছে তা এই সমস্ত আটক আইনের প্রবর্ত্তকদের প্রস্তাবেই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

যে ভাবে চলেছে তাতে একমাত্র দমননীতি প্রয়োগ করে এর যে কি সুরাহা হবে—তার কোন স্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। পুলিশ এখন নির্বিচারে গুলী করে চলেছে—কোন রোক টোক জবাবদিহি নেই, আটক আইন চালু হচ্ছে—দলে দলে লোককে আর আদালতে কোন জবাবদিহি না দিয়ে দীর্ঘ দিন আটক করে রাখা হবে—এর পরের ব্যবস্থাটা কি হতে পারে? সামরিক আইনজারী এবং সামরিক শাসন—এই তো এর একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।

জনসমর্থন নেই, কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন নেই, তা সত্ত্বেও কিছু উগ্রপন্থী তরুণ ও কিশোর এমন অবস্থাই কি সৃষ্টি করে চলেছে যাতে কঠোরতর দমন ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে? বিষয়টা অন্য দিক দিয়েও চিন্তা করা দরকার। বর্তমান অবস্থা আরও তৈরী নয়—এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মূলতঃ কি অবস্থা, কি ব্যবস্থা প্রধানতঃ দায়ী সেটা বিচার করে তার সমাধানের দিকেও যদি প্রচেষ্টা না করা যায় তবে এর পরিসমাপ্তি কোথায়? প্রশাসন ব্যবস্থা যারা পরিচালনা করছেন তাদের মধ্যে কোন সুস্থ নেতৃত্ব নেই, উগ্রপন্থীদের যারা নির্দ্দেশ দিচ্ছেন, সংগঠন করছেন তাদের মধ্যেও কোন সুস্থ নেতৃত্ব নেই, যে সমস্ত বাম ও দক্ষিণ দলগুলি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করছেন তাদের মধ্যেও কোন চিন্তাশীল নেতৃত্ব নেই। কিন্তু এই পরিবির বাহিরেও কি বাংলার কোন উদ্যোগী মস্তিষ্ক নেই?

আমরা মনে করি দমন ও পীড়নের বিশেষ পথ এর নিবারণ বা নিরাময়ের একমাত্র পথ বলে ভুল করা হচ্ছে—একই রকমভাবে ঐ উগ্রপন্থীদের মতো। বাংলা দেশের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ছাড়াও বিশেষ পথ নিশ্চয়ই আছে সমস্যার গোড়ায় গিয়ে ব্যবস্থার আমূল সংস্কার বা পরিবর্তন। বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধৈর্য্যের সঙ্গে এ বিষয়ে উদ্যোগী হোন।

বি. দাসগুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

দৈনিক বসুমতী পত্রিকা বন্ধ

গত ১৯ই নভেম্বর থেকে ৫৭ বৎসরের পুরাতন বাংলার অন্যতম প্রধান বাংলা দৈনিক 'বসুমতী'র প্রকাশ বন্ধ করা হল বলে 'বসুমতী'র কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পূর্বে সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করার ফলে পত্রিকার কর্মচারীরা শক্তিবাদে আন্দোলন ও ধর্মঘট করে। সম্পাদককে আবার পুনর্বহাল অবশ্যই করা হয়েছিল কিন্তু তার পরেই এই অভিযোগ করা হয়েছে যে পত্রিকার কর্মীদের অসহযোগজনক ও অরাজনীয় কার্য্যকলাপের ফলে 'বসুমতী' চালান আর সম্ভব হল না। বহু বহু কর্মচারী এই ঘটনিকে কর্মহীন বেকার হয়ে পড়লেন। 'বসুমতী' দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সাংবাদিক সাহিত্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা বড় স্থান অধিকার করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত ঘটনা কি হয়েছে তা কিন্তু কোথাও প্রকাশ করা বা আলোচনা করাও হয় নি। মালিক পক্ষ বা কর্মচারীদের পক্ষ কোন পক্ষ থেকেই নয়। এটা একটা বিষয়ের বিষয়।

কলিকাতায় চুক্তি কর চালু হল

গত ১৬ই নভেম্বর থেকে কলিকাতায় চুক্তি কর চালু হয়েছে। উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার জন্য চুক্তিকর অর্থাৎ octroi বহুদিন থেকেই চালু আছে—বাংলা দেশে এতদিন ছিলনা—এই প্রথম চালু হল। কলিকাতার পৌর এলাকার মধ্যে ট্রেনে হোক, ট্রাকে হোক, মাথায় হোক গাড়ীতে হোক যেসব জিনিষ ঢুকবে—খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত ও অন্যান্য কতকগুলি জিনিষ ছাড়া দ্রব্য হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হারে কর দিতে হবে। এ জন্য কলিকাতার চার দিকে প্রায় ১৭১টি চেক পোষ্ট স্থাপন করা হয়েছে। করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অর্থাভাব চিরন্তন। কলিকাতার উন্নতি ও কিছু কিছু পৌর এলাকার উন্নতির জন্য এই করলব্ধ অর্থ খরচ করা হবে। এই চুক্তিকর যখন বাংলায় আরম্ভ হল তখন কলিকাতার বাহিরে অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার উন্নতির জন্য মফঃস্বল সহরগুলিতে চুক্তি করের প্রবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পৌর এলাকার উন্নতি কতদূর হবে বা হবে না সেটা অবশ্যই পরে দেখা যাবে কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে চুক্তি করের চেক পোষ্টগুলি সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত অর্থ অর্জ্জনের একটা স্থায়ীভাগুরূপে দাঁড়াল। কারণ এটাই চলতি ব্যবস্থা।

আবশ্যক

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগের জন্য যথাক্রমে একজন বেসিক ট্রেণ্ড শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এবং সাদার টিচার্স ট্রেনিণ্ড শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী
মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ মাঝিহিড়া, পুরুলিয়া

পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রস্রোত ও বন্যায় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লোকের প্রাণহানি ঘটে। ৩ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। আর ১৯৬৫ সালে মে ও জিলেদের মাসে ঘূর্ণাবর্ত্ত প্রবল ঘূর্ণিঝড় হয় এবং যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ১৮ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

ভূতিক ও মহামারী বাদ দিয়ে পৃথিবীর বুকের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের যে আন্তর্জাতিক রেকর্ড প্রামাণ্য পুস্তকাদিতে রয়েছে—তাতে দেখা যায়ে যে চীনের হোয়াংহো নদীর বন্যায় ১৮৮৭ সালে মৃতের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ, ১৯৩১ সালে চীনের সেনানী প্রদেশে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৩০ হাজার; ১৯৩১ সালে উত্তর ভিয়েৎনামে হাইফং এ ঘূর্ণিঝড়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। ১৯২০ সনে চীনের হানস্থ প্রদেশে খরা নেমে মৃত্যু সংখ্যা ঘটে ২ লক্ষ।

পুরুলিয়ায় রাস মহোৎসব ও মেলা

গত ১৮ই নভেম্বর হতে পঞ্চমী তিথিতে জেলিহানপাড় রাস মহরাতে ২৩ বর্ষব্যাপী একদ রাস মহোৎসবের উদ্বোধন হয় এবং মেলা সুরু হয়। এই দিন সকালে রাজপুরুষ শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জদেব বিরাট আপন করে এবং হস্তী, অশ্ব ও বাদ্যভাণ্ডসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহর পরিক্রমা করে এবং পুষ্পার্চ্চনা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বৈকালে রাস মেলার উদ্বোধন এবং ছবিনাম সংকীর্ত্তনারম্ভ হয়।

এই রাস মেলা উপলক্ষে সহরের ও জেলার বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় পাট ছাড়াও বাংলার অন্যান্য স্থান থেকেও বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ষ্টল স্থাপিত হয়েছে এবং অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উড়িষ্যার নক্সাকাজের ষ্টল শিল্পকলা এই বৎসরও প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ছাড়া মেলায় ছৌনাচ, ছবিনাচ, যাত্রা, গান, বিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস কমিটির পক্ষে বীরব সমিতি এই বৎসর রাস মহোৎসব ও মেলা পরিচালনা করছে।

রাস মহোৎসব-উপলক্ষে সমগ্র জেলার সহর মফঃস্বল নরনারীর আগমনের সুবিধা গ্রহণ উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাস মহরাতে মেডিকেল ক্যাম্প ও এক বিশেষ স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। কৃষি, বনেরা, বনজ প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যাবিধ চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন চার্ট ও পোষ্টার ও মডেল এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য চার্ট, পোষ্টার ও মডেলের সাহায্যে প্রদর্শিত হচ্ছে। তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক বিবিধ তথ্যমূলক চিত্রাদিও প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আয়ুবের অভিযোগ—

পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বা সামরিক একনায়ক জেনারেল আয়ুব সম্প্রতি প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছেন যে তাকে পাকিস্তানে নিহত্যার ও হেনস্থা করার মূলে আছে আমেরিকার সি. আই-এর ষড়যন্ত্র ও ব্যবস্থা। তিনি অভিযোগ করেছেন যে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভুট্টো আমেরিকার ক্রীনাস ছিলেন ও আছেন। এটা কিছু বিস্ময়ের কথা নয়। পাকিস্তানকে অ মেরিকা সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় রাখতে চায় এবং সেই জন্য পাকিস্তানের ক্ষমতার রাজনীতিতে আমেরিকা যে নিজেদের পছন্দ মতো এবং বশংবদ লোক ক্ষমতার অ বারবার করেছে—এতো স্বাভাবিক ব্যাপারে। আমরা আয়ুবের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম যে- ভারতের ক্ষতার রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমেরিকা ও সি আইএর আর্থিক ও ষড়যন্ত্রিক অবদান প্রচুর। এই রকম সমস্ত দেশ-গুলিতেই কনিয়া ও আমেরিকার অভাব বৃদ্ধর প্রতিক্রিয়ার এক বিচিত্র রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করে। এতটা দেশকে অস্ত্র সাহায্য বা বিক্রয়, আর্থিক সাহায্য বা ঋণদান এই ত্রিবিধ উপরেই চলে। পাকিস্তানকে কেন আমেরিকা বা কেন রাশিয়া অস্ত্র সাহায্য বা অস্ত্র বিক্রয় করছে সে সম্বন্ধে খোঁয়ার কিছু নাই। অবশ্য রাজনীতির ও একটা অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার।

স্থানীয় সংবাদ

পলাতক নক্সালী যুবক গ্রেপ্তার

জেল থেকে আদালতে বিচারের জন্য নিয়ে আসার সময় সঙ্গীর হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া নক্সালী যুবক পুলিশ কোয়ার্টার থেকে পলায়ন করে—তাকে পুলিশ কতকদিন ব্যাপী অনুসন্ধানের পর শেষ পর্যন্ত মানবাজারের নিকটবর্তী এক গ্রামের গায়িরবাড়ীতে খড়ের গাদার মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে।

পাগলা হাতীর আক্রমণে ১৩ জনের প্রাণহানী

কিছুদিন থেকে একটা পাগলা হাতী পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান, মেদিনীপুর জেলার ডাঙ্গুয়াম ও সিংহুম জেলার ঘাটশিলা অঞ্চলের জঙ্গল এলেকার উপর্দ্রব করে ও গ্রামবাসীদের আক্রমন করে বহু প্রাণহানী ঘটিয়েছে। এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে—তাতে বান্দোয়ান থানার মহুলন গ্রামে ২ জন এবং কাশানী গ্রামে ১ জন হাতীর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে এবং আর ২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এই হাতীর আক্রমণে মেদিনীপুর জেলার ডাঙ্গুয়াম অঞ্চলে বিনপুর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলেকার ১০ জন প্রাণ হারিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি পাগলা হাতীটী বাংলা মুলুক থেকে বিহারের সিংভূম জেলার আদবনী জঙ্গল অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছে বলে সংবাদ এসেছে। এই হাতীটি মারার জন্য পুলিশ বিশেষ চেষ্টা করছে এবং একজন শিকারী বান্দোয়ানে ঘাঁটি করে এই হাতীকে মারার জন্য অগ্রসর হয়েছেন।

বসন্তের আক্রমণে ৪ জনের মৃত্যু

পুরুলিয়া সদরের উপরের মাধুডুরা গ্রামে ১৫ জন শক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৪ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পুরুলিয়া সদর হাস-পাতালে বসন্ত রোগীর চিকিৎসার কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে বসন্ত আক্রান্ত রোগীদের স্থানান্তর করা হয়েছে এবং চিকিৎসা করা হচ্ছে। মাধুডিহা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসন্তের টীকা দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ

গত ১৬ই নভেম্বর থেকে ২২শে নভেম্বর পর্য্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষে গত ১৫ই নভেম্বর স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগারে একটি পুস্তক ও পত্রিকা প্রদর্শনী এবং একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সপ্তাহ উদ্যাপন-সূত্রে ১৬ই নভেম্বর ৪ টি গ্রামীন গ্রন্থাগারে এবং ১৮ই নভেম্বর সোবিন্দপুর গ্রামীন গ্রন্থাগারে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। ১৯শে নভেম্বর তারিখে জেলা গ্রন্থাগারে অনেকের ছাত্রদের মধ্যে "নিত্যক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা" সম্পর্কে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয় এবং ২২শে নভেম্বর তারিখে সমগ্র জেলার গ্রন্থাগার কর্মী ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের এক সভা জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীএস, বি, মণ্ডল, জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রফুল্ল রাজওয়া, গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীসোমন দে, শ্রীবরন চন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীরবিন চক্রবর্তী ও শ্রীমতিয়া সুকুনী কমু যথাক্রমে রাজপাল বিদ্যালীরের প্রধান শিক্ষক শ্রীএ. জা ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমণোক চৌধুরী সভানায়ত্ত্ব এবং ডি, আই, অফ স্কুল্স শ্রীএস, এম, রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

নবকুন্ঠ নিবাসে দেশবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণোৎসব

গত ২৭শে নভেম্বর তারিখে নবকুন্ঠ নিবাসে দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। প্রথমে কুষ্ঠ নিবাসের একজন অধিবাসী প্রার্থনা সঙ্গীত করেন এবং তারপর তাঁ আজতে তরুণ সেন গুপ্ত আলোচনা করেন। নবকুষ্ঠ নিবাসের দুইজন অধিবাসী শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমুরিয়ম মোরুক দেশবন্ধুর জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। কুষ্ঠ নিবাসের চিকিৎসক ডাঃ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় দেশ বন্ধু কবিতাগুলি থেকে কয়েকটি নির্ব্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করেন এবং নবকুষ্ঠ নিবাসের লেপ্রোসী ডাঃ প্রভাত কুমার মজুমদার দেশ বন্ধু রচনাবলীর থেকে কিছু অংশ পাঠ করেন। এই দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শ্রীমণোক চৌধুরী সভানায়ত্ত্ব এবং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৬)

C. R. No.—2539/57

নোটিশ

জেলা মো: পুরুলিয়া মন্সেফী আদালত

১৫৩ নং দেওয়ানী ১৯৬৯

ভাকুড় মাহাত ... দিং ... ভোলানাথ মাহাত সিং

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানার সিয়াড়কেটা গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে জানান যাচ্ছে যে ঐ গ্রামের ১। ভাকুড় মাহাত ২। মাগারাম মাহাত ৩। ফকির মাহাত ৪। বনিরাম মাহাত ৫। হরি মাহাত ৬। দলু মাহাত ৭। সৃষ্টিধর মাহাত ৮। উতলা মাহাত ৯। কান্ধল মাহাত ১০। মঙ্গল মাহাত ১১। রাজু মাহাত ১২। যুধিষ্ঠির মাহাত ১৩। পাঁড়ু মাহাত ১৪। গঙ্গাধর মাহাত ১৫। লালি মাহাতানী ১৬। মদন গাঁইই ১৭। বীরেন্দ্রলাল সিংসর্দার ১৮। মঙ্গল সিং সর্দার ১৯। সভারাম মাহাত ২০। বুচন মাহাত ২১। বেহারি মাহাত ২২। কৃষ্ণ মাহাত ঐ গ্রামের সর্ব সাধারণের পক্ষে ঐ গ্রামের সাবেক ১৯২ এবং ১৯৩ নং প্লটের বা নূতন ৩১৭ এবং ৩১৮ নং প্লটের বাঁধ ও বাঁধ আইলএ সিয়াড়কেটা গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীগণ স্বত্ববান থাকা অবধারণে কেবলমাত্র বিবাদীগণ এবং ২১।২২ নং বাদীগণের নামিত উক্ত বাঁধের বর্ত্তমান রেকর্ড ভ্রমাত্মক থাকা অবধারণে ঘোষণামূলক ডিক্রী পাইবার জন্য ঐ গ্রামের ৮৭বদাবাস্ত মাহাতর ওয়ারীশ ১। কোলানাথ মাহাত ১ (ক) ভবতারণ মাহাত ১ (খ) উমেশ মাহাত ১ (গ) কংগ্রেস ওফে গোপেশ্বর মাহাত ১ (ঘ) সাবি মাহাতানী ও ১ (ঙ) কর্পুরা মাহাতানী ২। হারাধন মাহাত ৩। ভরত মাহাত ৪। শত্রুঘ্ন মাহাত ৫। রসবাজ মাহাত ৬। ভূষণ মাহাত ৭। ঘোর ওফে ঋষি মাহাত ৮। অর্জ্জুন মাহাত ৯। মন্তরি মাহাত ১০। সুকেন্দ্র মাহাত এবং ১১ নং নরোত্তম মাহাতর বিরুদ্ধে উক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। গ্রামবাসী মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমার বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন এবং তজ্জন্য আদালত ১৫।১২।৭০ ধার্য্য করিয়াছেন।

অদ্য সন ১৯৭০ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
আর, চ্যাটার্জি
সেরেস্তাদার

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া নিবাসী শ্রীরামেশ্বর লাল সরাওগীর পুত্র শ্রীনন্দলাল সরাওগীকে গত ১৯৬৯ সালের পুরুলিয়া বেজিষ্ট্রি অফিসের ৯ নং অথেনটিকেটেড পাওয়ার মূলে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল উক্ত ক্ষমতা পত্র বা আমমোক্তার নামা গত ১৯।১১।৭০ তাং অত্র অফিসে রিভোকেশন বা ক্যানসেল করা হইয়াছে। এবং শ্রীনন্দলাল সরাওগীর নাবালক পুত্র শ্রীমান অনুপ কুমার সরাওগীকে দত্তক পুত্র হিসাবে ১৭।১১।৬৯ তারিখে রেজেষ্ট্রিকৃত দলিল দ্বারা যে গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাও ১৯।১১।৭০ তারিখে নাকচ করা হইয়াছে।

শ্রীমতী রামদেই সরাওগী

শিক্ষক চাই

কুসুমকোপা জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য একজন বি, এ, অথবা বি, এ, ট্রেনিং প্রাপ্ত অথবা বি, এ, অনার্স শিক্ষক প্রয়োজন। ২৪।১২।৭০ তারিখের পূর্ব্বে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

১৮।১১।৭০

শ্রীমনোরঞ্জন মাহাত
সেক্রেটারী
কুসুমকোপা জুনিয়র হাই স্কুল
পো:—কুসুমকোপা, পুরুলিয়া

Wanted

"Wanted for Santamayee Girls' Higher Secondary School, P. O. & Dist. Purulia a B. A, Kavyatirtha lady teacher or M. A. in Sanskrit-An elderly male with B. A., Kavyatirtha qualification can also apply. Pay and allowance as per Grant-in-aid rule. Free accommodation for a female teacher may be provided. The selected candidate will have to join in the first week of January, 1971. Apply to the Secretary on or before 12.12.70 with copies of testimonials, Diplomas and mark-sheet of different Examinations."

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়া
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান
STOKCISTS & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-KNOLL, T. C. F., J. & J.
অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

কুফরী চন্দ্রমুখী আলু বীজের দাম

খুচরো বিক্রি ১'৭৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে ৫০ কেজির বস্তা ৮৫৲
গ্রামাঞ্চলে খুচরো বিক্রি ১৮৫ পয়সা কে জি
বস্তা হিসাবে নিলে—দামের ওপর যাতায়াত খরচ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত
প্রাণাবরান
নিরোধক

মুক্তি

সম্পাদক – বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
সোমবার, ৩০শে নভেম্বর '৭০
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
বার্ষিক – ৬., সডাক—৭.
নগদ—১৫ পয়সা

ফাঁসীর মঞ্চে গেছে গেল যারা
জীবনের জয় গান—
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়াচ্ছে তারা
দিবে কোন্ বলিদান?
—নজরুল

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩০ সালে কুখ্যাত নরেশ গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে অগ্নি-যুগের বীর বিপ্লবী নতোন বসুর ফাঁসী হয়।

লোকসেবক সংঘের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব সমূহ

রাজ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সংঘের দিগ্‌দর্শন তথা সংঘের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত

লোক সেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে (১২ই অক্টোবর ও ১৬শে নভেম্বর) পরিস্থিতি সমূহের সমাক অনুধাবনের পর সংঘ যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে সংঘের ভবিষ্য কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই প্রস্তাবগুলি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর গৃহীত হয় –

১) পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সংঘের বক্তব্য
২) নির্ব্বাচনী বা রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে সংঘের সিদ্ধান্ত
৩) অর্থনৈতিক কর্মধারা বিষয়ে সংঘের সিদ্ধান্ত
৪) জেলার সাম্প্রতিক কৃষি ও খাদ্য পরিস্থিতি ও তদ্বিষয়ে কর্তব্য সম্পর্কে সংঘের বক্তব্য।

পশ্চিমবাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সংঘের বক্তব্য

যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা ও পরবর্তী আমলাতান্ত্রিক শাসনের চরম অযোগ্যতা

বহু-আকাঙ্খিত যুক্তফ্রন্ট শাসন-ব্যবস্থা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙ্গে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের শাসন-জীবনে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। তার পরিবর্তে অল্প কোনো জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকার বা শাসনব্যবস্থা গঠিত করা সম্ভব হল না। পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হল। এই শাসনময় অযোগ্যতাকে এবং জনস্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ও বিমুখ রূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছে।

হিংসার ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকারে যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা

সারা বাংলার দিকে দিকে আজ বিবিধ কারণে যে সমস্ত ভয়াবহ হিংসাত্মক সংঘাত দেখা দিয়েছে—বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত বিদ্বেষমূলক মারাত্মক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—সে সমস্ত ক্রমবর্দ্ধমান ভাগ্যজনক পরিস্থিতি ও কারণকে দূর করার জন্য যে মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে জনসহায়তার অনুকূল পরিবেশ নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল—তা করতে এই রাষ্ট্রপতি শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

একমাত্র পুলিসী সন্ত্রাস দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিপজ্জনক ফল

তার পরিবর্তে একমাত্র পুলিসী সন্ত্রাস দিয়ে এঁরা পরিস্থিতি দমন করতে গিয়ে সমগ্র পরিস্থিতিকে আরো জটিল এবং আরো বিস্ফোরণসম্ভাবনা-পূর্ণ ক'রে তোলা হচ্ছে। অধিকন্তু, একমাত্র এই ধারার অগ্রসর হওয়ার ফলশ্রুতি পুলিসের ও কিছু জন-শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক এক বিদ্বেষপূর্ণ ভয়াবহ আক্রোশ এবং হিংসার ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। এই অন্ধ-প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পুলিসী শক্তিকে উৎকোচের আরো দৃঢ় এবং অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করা হচ্ছে। অপর পক্ষে এর কারণে একদিকে যেমন অত্যন্ত আশঙ্কাজনকভাবে ক্ষমতার বহু গুরুতর অপপ্রয়োগ হচ্ছে—তেমনি এই অবস্থার মধ্য দিয়ে সমগ্র পরিস্থিতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে—সামরিক শাসনের প্রয়োজনীয়তার দিকে—যা ভারতের জনজীবনের পক্ষে অতন্ত আশঙ্কিত। আজ এই দুষ্টচক্রকে অবশ্য হওয়া প্রয়োজন।

কিসের এর সমাধান? নির্ব্বাচন, না, জনপ্রিয় সরকার?

কিন্তু এর নীত্র সমাধান কী ক'রে হবে—তার চিন্তায় পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ ও বহু দল আজ চিন্তিত হ'য়ে উঠেছেন। কেউ ভাবছেন—একটা জনপ্রিয় সরকার গঠিত হ'লেই এই অবস্থার অবসান হবে। কেউ ভাবছেন—এই রাজ্যের গুরুতর অশান্তির পরিস্থিতি সমাক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত নির্ব্বাচন সম্ভব নয়। কেউ ভাবছেন—জনপ্রিয় সরকার হ'লেও, যে দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে সমাজ-পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ভয়াবহ অবস্থার সমাধান সম্ভব—তারজন্য এখন থেকে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা না হ'লে সেই সরকারও ঠিকমতো চলতে পারবে না; সুতরাং আগামী জনপ্রিয় শাসনকে সফল করবার জন্য এখন থেকে তার অনুকূল পরিস্থিতি গঠন করা একান্ত দরকার।

শতভঙ্গ রাজনৈতিক জীবনে জনপ্রিয় স্থায়ী সরকার গঠনের উপায় কি?

এর সঙ্গে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তা এই যে, পশ্চিমবাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো জনপ্রিয় সরকার বা কোন স্থায়ী সরকার সম্ভব কি না। একটা বিষয় আজ খুবই পরিষ্কার যে, পশ্চিমবাংলার কোনো রাজনৈতিক দলেরই আজ একক ক্ষমতায় শাসনে বসবার শক্তি নেই। জনপ্রিয় সরকার গঠন করতে হ'লে আইন সভায় উপযুক্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাবার জন্য কতকগুলি দলকে মিলিত হ'য়ে একটি সুনির্দ্দিষ্ট, বাস্তব, দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন তথা জরুরী প্রয়োজনগুলির আশু সমাধানযোগ্য কর্মতালিকার রূপ দিতে হবে। যে দলগুলি মিলিতভাবে একটা জনপ্রিয় সরকার গঠনের জন্য অগ্রসর হবে—সেই দলগুলি যৌথমুক্তি এক আদর্শ ও কর্মধারার অনুসরণকারী হলেই ভাল হয়।

বিভিন্ন মতের দলগুলির ছোটে সাকল্যের অপরিহার্য্য যে পথ

কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে বিভিন্ন মতাদর্শের দলগুলিও যদি ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে একটি কর্মসূচির ভিত্তিতে, সরকার গঠনে অগ্রসর হন—তবে সেই ঐক্যবদ্ধ দলগুলির প্রত্যেককে নিজেদের প্রকৃত প্রতিশ্রুতিসমূহ ও তার রূপায়ণসমূহ সততার সঙ্গে পালন করতে হবে;—সেই দলগুলির প্রত্যেককে নিজেদের সেই ছোটের অপর সমস্ত দলের সম্মান রাখবার আন্তরিক মনোভাব ও প্রচেষ্টা নিয়ে চলতে হবে;—বিধানতান্ত্রিক পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, জনশাসন দেবার লক্ষ্য নিয়ে মিলিত সেই ঐক্যবদ্ধ

দলগুলির পক্ষ থেকে যে কর্মতালিকা অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে—সেই কর্মতালিকার ভিত্তিতে কোনোভাবে বিঘ্নিত হ'তে পারে—এমন কোনো কাজ ঐ রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্যই করবেন না—নিজেদের দলীয় রাজনৈতিক কাজের নামে বা নিজেদের কাজের মাধ্যমে—যতক্ষণ এই শাসনের দায়িত্বভার নিয়ে তাঁরা আছেন।

নির্বাচনী জোট চাই—কিন্তু তা ব'লে অবাঞ্ছিতদের নিয়ে জোট মারাত্মক

নির্বাচনী সংগ্রামের লক্ষ্য দেশকে উন্নততর শাসন-জীবন দেওয়া। এবং এই নির্বাচনী সংগ্রামের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশীভাবে দেখা দেয় তখনই—যখন স্বাধীন হওয়ার পরও দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত ক'রে দেশকে বাঞ্ছিত শাসন ব্যবস্থা ও অগ্রগতি থেকে বঞ্চিত করে—জনগণকে শোষণ ক'রে আর শোষণের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে চায়। এই অবস্থায় এদের বিরুদ্ধেই মুখ্যতঃ নির্বাচনী সংগ্রামকে পরিচালনার দায়িত্ব দেখা দেয়। নিজেদের বিপক্ষে তীব্র এবং ব্যাপক জনচেতনা দেখে এরা ভোটযুদ্ধে মানুষকে ভোগাবার জন্য বহু অপকৌশল অবলম্বন করে; কখনও বা বলবার—কখনো প্রতিশ্রুতির কর্মধারার কথা বলে। কিন্তু এরা যে ফাঁদ মাত্র তা বোঝা যায় এদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও এদের মানীময় ঐতিহ্যের অন্তর্হীন নজীরগুলি থেকে যার অংশ কাল পর্যন্তও ঘটেছে।

যারা সত্যকার সংগ্রামী তাঁরা যথার্থ শক্তির জন্য অপেক্ষায় থাকেন

প্রগতিশীল যে সব দল দেশের জনগণকে এই শোষণ-প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থ গ্রাসীর হাত থেকে দেশকে উদ্ধার ক'রে বাঞ্ছিত উন্নত শাসন দিতে চান—তাঁরা এই সব প্রতিক্রিয়াশীলতা ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের কথায় ভোলেন না। তাঁরা লড়াই দিয়ে যান। তাঁরা জানেন—এদের কিছু শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হ'লে সংগ্রামের লক্ষ্য পিছিয়ে যাবে। এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরাই প্রগতিশীলের তকমা পেয়ে যাবে। অন্তিমে ভোরও চেয়ে ফুটে হবে। তাই যাঁরা জন-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন—তাঁরা যদি এক সংগ্রামেই ক্ষমতা দখল করতে না পারেন—তবু নিজেদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকেন।

কিন্তু জনঅধিকারের চেয়ে ক্ষমতা লাভ যাদের কাছে বড় তারা বিপথগামী

কিন্তু প্রগতিশীল দল ব'লে পরিচিত যে সব দল ক্ষমতার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যে ঐ সব অবাঞ্ছিত শ্রেণীর দলগুলির সহযোগিতা নিতে চান—ঐ সব অবাঞ্ছিত দলের বিচ্ছিন্ন কতকগুলি প্রগতিশীল পরক্ষেপকে তাঁরা ঐ সব দলের পূর্ণ রূপান্তরের লক্ষ্য বা প্রগতিশীলতার পরিচয় ব'লে মনে করেন - এবং ঐ সব অজুহাত সৃষ্টি ক'রে ঐ সব অবাঞ্ছিত প্রগতি-বিরোধী দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যুক্ত হন—তাঁরা দেশের জনসংগ্রামের ক্ষতি করেন জনসংগ্রামকে বিপথে চালিত করার জন্য দায়ী হন।

দলীয় প্রসারের জন্য অবাঞ্ছিত সংগ্রহের কাজ জনশত্রুতার নামান্তর

শুধু নির্বাচনী সংগ্রামের সময়েই নয়—যে সব প্রগতিশীল দল ভুল দল-বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দলের দরজা সমাজ বিরোধীদের জন্য বা অন্য দলের স্বার্থান্বেষীদের জন্য অবাধে খুলে দেন—সেই সব প্রগতিশীল দলেরও দলীয় চরিত্র অচিরেই দূষিত হ'য়ে ওঠে তাঁদের দলের বাঞ্ছিত আদর্শ ও কর্মলক্ষ্যগুলি কাগজের পাতাতেই লিখিত থাকে; আর দলগুলি অন্তর্বিরোধ ও দুর্নীতির আখড়া হ'য়ে ওঠে। তাদের জীবনে নিষ্ঠাময় আদর্শের লক্ষ্য গৌণ হ'য়ে ওঠে। এবং তাদের সংগোষ্ঠীর অন্য দলগুলির সঙ্গে দুঃখজনক বিরোধ-বিদ্বেষে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পঙ্কিলীকৃত হ'য়ে ওঠে। শ্রেণী-সংগ্রাম নামে মাত্র থাকে; দলীয় স্বার্থ এবং ক্ষমতা লাভের বাস্তা আকাঙ্খায় বিচিত্র শ্রেণী-বিন্যাস হ'তে থাকে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি, আজ এই সমস্ত কুটীল পঙ্কিলতে আকীর্ণ হচ্ছে। দলীয় মহান আদর্শ, বাঞ্ছিত কর্মধারা এবং জনস্বার্থের সার্জজনীনতার কথা জনগণ যদি দিকে দিকে অগ্রসর না হয়—তবে এই অন্ধকারময় রাজনীতির অবসান শীঘ্র সম্ভব নয়।

আদর্শের লড়াই হোক—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিষ বন্ধ হোক

গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক জীবনে আমলাতান্ত্রিক খবরদারীর হাত থেকে মুক্তির জন্য নির্বাচন জনগণের একটি অতি মূল্যবান অধিকার। আজ নির্বাচনের জ্ঞানসম্মত দাবীর সঙ্গে এই নির্বাচনকে যথার্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচন রূপে অগ্রান্বিত করার জন্য অবিলম্বে সকল দলের পক্ষ থেকে অগ্রসর হওয়া দরকার। নির্বাচনে যে কোনো দলের সঙ্গে যে কোন দলের নির্ব্বাচনী সংগ্রাম বা বিরোধ থাকলেও সকলের সঙ্গে সকলের একটা সাধারণ সম্প্রীতি ও ভদ্রতা রক্ষার পরিবেশ থাকা অত্যন্ত কর্তব্য। সকল দলের পক্ষ থেকেই এই আশ্বাস প্রদান করা আজ প্রয়োজন। নির্ব্বাচনে আদর্শের সংগ্রাম, যুক্তির সংগ্রাম বা অপর দলের অন্যায় কর্মসমূহকে উদ্ঘাটনের সংগ্রাম করার কর্মধারা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তা' যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-সংঘাতের রূপ গ্রহণ না করে—তা দেখা আজ সকল দলের কর্তব্য।

নির্বাচন প্রাক্কালে আজ সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্তব্য

এই সব বিবিধ দুর্বলতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কর্মধারা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম আজ অবিশ্বাস্যভাবে তার ভাবাদর্শ ও চারিত্রিক রূপের উন্নত স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী নিম্নগামী হ'য়ে পড়েছে। নির্বাচন আজই হোক আর কালই হোক—তারই প্রয়োজনে অবিলম্বে নির্ব্বাচনকে গণতান্ত্রিক সুযোগ ও শক্তি জুগে ফ্রত সক্রিয় কাজ আরম্ভ হোক—এই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

—•—

নির্ব্বাচনী জোট বারাজনৈতিক জোট সম্পর্কে সংঘের সিদ্ধান্ত

নির্ব্বাচনী হাওয়া : জোট প্রতি-জোট, মহাজোট প্রভৃতি

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের জন্য নির্বাচনের দাবী উঠেছিল। শীঘ্র মধ্যেই নির্বাচন হ'তে পারে ব'লে বিবিধ তথ্যও প্রচারিত হচ্ছে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে নির্বাচনী জোট ও সমঝোতার লক্ষ্যে জোর যোগাযোগও সুরু হয়েছে কিছুদিন থেকেই। যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর নির্বাচনী কর্মধারার লক্ষ্যে দু'টি জোটের উদ্ভব হয়েছে—একটি হচ্ছে বাম পার্টি দল এবং অপরটি আট পার্টি দল। অধিকন্তু বাংলা কংগ্রেস, শাসক কংগ্রেস এবং সি. পি. আই এর এক নির্বাচনী জোট সৃষ্টি হবার কাজও ফ্রত এগিয়ে চলেছে।

এর মধ্যে লোকসেবক সংঘ কি করবে—এই প্রশ্ন

এর মধ্যে মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রে, বেতিতে শোনা যাচ্ছে—বিভিন্ন জোটের নেতৃবর্গ লোকসেবক সংঘকে তাঁদের জোটে নেবার জন্য কথাবার্তা চালাবেন বলে অভিমত প্রকাশ করছেন। এই সব পরিস্থিতিতে বহু লোকে জানতে চাইছেন—নির্বাচনী জোটের দুইতে লোকসেবক সংঘের কর্মধারা কী হবে। সুতরাং এখন নির্বাচনে লোকসেবক সংঘের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত কি হবে—তা জানান সংঘ প্রয়োজন বোধ করছে।

সংঘ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার সমীচীনতা আরো উপলব্ধ হোস

যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর থেকেই এ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সংঘের কর্মধারা কি হবে—তা স্থির করে নেওয়া হয়েছিল। তথাপি সর্বশেষ পরিস্থিতি সমূহের ভূমিকাপটে নিজেদের কর্মসিদ্ধান্তকে ভালভাবে যাচাই ক'রে নেবার এবং আরো গভীরভাবে বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে বিগত ১২ই অক্টোবর সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে এ সম্পর্কে বিশদভাবে বিচার ও অভিমত বিনিময় করা হয়। তাতে সংঘের পূর্বসিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আরো বেশীভাবে উপলব্ধ হয়। এবং সংঘের আবেদন (২৬শে নভেম্বরের) কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে তা এই :

পশ্চিমবাংলায় সে সমস্ত রাজনৈতিক দল রয়েছে—তাঁদের কারো সঙ্গে বা কোনো জোটের সঙ্গে নির্বাচনের বা সাধারণ রাজনৈতিক কর্মধারার উদ্দেশ্যে সংঘ যুক্ত হবে না। এর বিবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম কারণগুলি এই।

মতের অমিল থাকলেও, সকল দলের প্রতি সংঘের সাধারণ সম্প্রীতির সম্পর্ক

ফ্রন্টের বিভিন্ন পার্টীর কার্যাকলাপ ও কর্মধারার বিরুদ্ধে সংঘের তীব্র অভিমত থাকলেও যুক্তফ্রন্টের কার্যাকালে ফ্রন্টের সকল দলের সঙ্গেই সংঘের সাধারণ সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল, এবং যুক্তফ্রন্টের অবদানের পর

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

'মুক্তি'

১৪ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭৭

নক্সালদের খতম কারা বন্ধ করতে পারে ?

বিষয়টিতে সরাসরি আসা যাক। বাংলা দেশে অর্থাৎ এই পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রায় আট মাস ধরে খুনোখুনী চলেছে—এবং ক্রমশই ক্রমবর্ধমানক্রমে। পুলিশকে খুন করা হচ্ছে—পুলিশও খুন করে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত এই খুনোখুনীর ব্যাপারে বোমার ব্যবহারের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছিল—সম্প্রতি চেইনগান ও রেনগানেরও রণক্ষেত্রে আমদানি করা হয়েছে বলে সংবাদে দেখা যাচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যে হয়তো দেখা যাবে বে-সরকারী যুদ্ধংদেহী আরও উচ্চ মানের অস্ত্রশস্ত্রাদি অর্থাৎ সাবমেশিনগান বা মেশিন গান নিয়ে প্রশাসন শক্তির মোকাবিলা করছে—অথবা অন্তর্জলীয় সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে "মশখাণ" অর্থাৎ একেবারে মেরে নিঃশেষ করার লক্ষ্যে নেমে পড়েছে।

যে দিক দিয়েই যেভাবে দেখা যাক না কেন পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু সহরাঞ্চলে সামাজ কিছু গ্রামাঞ্চলে এবং প্রধানতঃ কলিকাতা মহানগরী এবং তার চারদিকের এলাকাতে সমস্ত দিক দিয়েই খানিকটা অরাজক অবস্থা চলেছে যার ফলে লোকের সামগ্রীক জীবন একটা অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনায় ও শঙ্কায় হাল ছেড়ে বসে আছে।

পুলিশের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সেই ক্ষমতার বলে পুলিশ যা প্রশাসন যা করে চলেছে—তাতে সামরিক আইন জারি হলে এবং দমন ব্যবস্থাটা বে-সামরিক পুলিশের বদলে সোজাসুজি সামরিক বাহিনীর অধীনে হলে কার্যতঃ কোন পার্থক্য থাকতো বলে আমরা মনে করিনা। আইনের নামটা বদলে বিনা বিচারে আটক আইন সম্প্রতি আবার জারি করা হয়েছে—আমরা একে সমর্থন একেবারেই করিনা। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক এবং বিপদজনক ব্যাপার—পুলিশ যখন খুশী এবং যাকে খুশী গুলী করে মারতে পারবে—এবং তার জন্য কোন জবাবদিহি কাউকে দিতে হবেনা। অবশ্যই কতকগুলি ক্ষেত্রের কথা যেমন ট্রপাট হাঙ্গামা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা থাকলেও—সেগুলি একেবারে অবান্তর—কথার কথা মাত্র।

যাই হোক একদিকে—নক্সালই বলা হোক, দুষ্কৃতিকারীই বলা হোক, চরমপন্থী, উগ্রপন্থী, আধ-রাজনৈতিক, আধা সমাজবিরোধী বা গুরো সমাজবিরোধীই বলা হোক—সমস্ত দায় দায়ীত্বটা পড়ছে এদের উপরেই। বলা হচ্ছে এই নক্সাল বা উগ্রপন্থীরা বর্তমান এই বুর্জোয়া-প্রশাসন সমাজ-ব্যবস্থাকে অচল ক'রে দিতে চায়।

বিস্ময়! কী রকম বিস্ময়? একেবারে বুর্জোয়া-ছোঁয়া যা কিছু আছে বা তার স্মারক হিসাবে যা কিছু আছে সমস্ত একেবারে নিঃশেষে ধ্বংস করার বিস্ময়? বর্তমান ও অতীতকে একেবারে অস্তিত্বহীন করার বিস্ময়? কাদের জন্য? সর্বহারাদের জন্য—সর্বহারা চাষী, সর্বহারা শ্রমিক? একমাত্র এরাই শুধু বেঁচে থাকবে—আর কেউ যদি এদের সঙ্গে না থাকে তাকে ধ্বংস করতেই হবে? কারা এই বিস্ময়ের পরিচালক ও প্রযুক্ত হবে? তারা অবশ্যই বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে এলেও ক্ষতি নাই। অন্তর্জলীয় সংঘাতে আহত ও নিহত—বা পুলিশের গুলীতে ও অন্যভাবে নিহত ও আহত যাদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—তারা সবাই মধ্যবিত্ত অন্তঃবরের সন্তান। যারা যে দলের হয়ে হোক না কেন—মারছে মরছে ধরা পড়ছে, জেলে যাচ্ছে তারা সবাই মধ্যবিত্ত অন্তঃবরের ছেলেরা।

সম্প্রতি কলিকাতার কাছে রাজপথের ধারে আটটি তরুণের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, গুলী করে তাদের মেরে অন্য জায়গা থেকে এনে ফেলা হয়েছে তারাও এই মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের ছেলে—তাদের পরিচয় পাওয়া গেছে।

এদের এই লড়াইয়ে জনসাধারণ নেই; শ্রমিক নেই কৃষক নেই—সর্বহারারা নেই। যে লক্ষ্যে এবং যে উদ্দেশ্যেই এরা—এদের সংগ্রাম ও অভিযান আরম্ভ করুকনা কেন—এখন এটা একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে শেষ ও প্রতিশোধের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের কার্যাধারা যেভাবে তাতে কোন মহত্তর ও ব্যাপক আদর্শের এবং অনুপ্রাণী এটা প্রতিভাত হয়নি হচ্ছেনা, বরং দেশের সর্বক্ষেত্রে একটা বিকৃত মনোভাব প্রকট হয়ে উঠছে। এদের কার্যা ধারাই এরা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে চলেছে। এ বিস্ময়ের ভাবনা নয়, বিস্ময়ের গুচ্ছেরা নয়, বিস্ময়ের পথ নয়।

বর্তমানের এই উগ্রপন্থী বা নক্সালপন্থী যাই বলা হোক না কেন—এরা কিন্তু নূতন সৃষ্টি কিছু নয়। বাংলা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—বিশেষ করে স্বাধীনোত্তর যুগে—সামাবাদী, সমাজবাদী লেনিনবাদী, মার্ক্সবাদী সকলেই বিপ্লবধারার নামে শ্রেণী সংগ্রামের নামে হিংসার পথকেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র অভ্রান্ত পথ বলে স্বীকার ও প্রয়োগ করেছেন। বাংলার কিশোর ও তরুণদের কানে, মনে ও জানে অন্য কোন পথ বা অবস্থাটা বাস্তবের সঙ্গে বর্জনীয় ছাড়া অন্যভাবে প্রতিভাত হয়নি। কংগ্রেসের কথা আমরা বলছিনা—কারণ তারাতো ছিল জানাপাশী—কিন্তু তাদের কায়েমী-স্বার্থবাদ প্রতিক্রিয়াশীলতার এবং শোষণবাদের বিরোধীতার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসাবাদের ভিত্তিতেই সমস্ত দেশের মনকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চলেছিল। দেশের তরুণ, দেশের কিশোর, দেশের চাষী, দেশের মজুর সকলেই তাদের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে একই হিংসা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে শিক্ষা পেয়েছে।

তারপরে এল যুক্তফ্রন্ট। প্রথম দফায় নক্সালবাড়ীতে উগ্রপন্থীদের যুক্তফ্রন্টই দমন করে। প্রশাসন তাদের হাতে ছিল এবং নক্সালদের কার্যাক্ষেত্রও অত্যন্ত সীমিত ছিল।

দ্বিতীয় দফায় যুক্তফ্রন্টের সমস্ত বামপন্থী শরীকরাতো কেবল নিজেদের মধ্যে হিংসাবাদের গবেষণা করেছে। পাইকারী হারে এক শরীকের পতাকা নিয়ে শ্রমিকরা আর এক শরীকের শ্রমিকদের কোতল করেছে, চাষীরা চাষীদের হত্যা করেছে, কিশোর তরুণকে ছোরা মেরেছে। ব্যাপকভাবে বোমার বর্ষণ কলিকাতার সহরে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্জলীয় সংঘর্ষেই প্রথম আরম্ভ হয়। গ্রামের ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রামা অঞ্চলেই ব্যাপৃত হত। এক এক দলের নেতারা এক এক জায়গায় জনসভা করে হাজার হাজার লোককে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি নিয়ে শোভাযাত্রা করে আনার মধ্যে নিজের দলের শক্তি এবং যুক্তফ্রন্টের অঙ্গ শরীকের দুর্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা দেশের ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে বাংলার জনসাধারণ—কায়েমী স্বার্থবাদী, শোষণবাদী ও পুঁজিবাদীদের ছাড়া—এই যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেছিল, এই নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক রাস্তার লোক, খেটে খাওয়া লোক, উপোশী, অর্ধাশনী, ছাত্র শিক্ষক তরুণ, যুবক, কিশোর—সকলেই নির্ভর করেছিল, ভরসা করেছিল, আশা করেছিল যুক্তফ্রন্ট বাংলাদেশে সত্যকারের নূতন পথের গোড়াপত্তন করে—যেখানে এতদিন ধরের ভরসা ছিলনা তারা ভরসা পাবে একটা সুষ্ঠু শাসন কায়েম হবে।

দেশের লোকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগল চারদিকে কেবল অন্তর্জলীয় শরীকী মারামারি খুনোখুনী। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরীকদের নেতৃত্বে পাইকারী হিংসাত্মক কার্যের প্রতিযোগীতা চলতে লাগল। মার্কস্ এঙ্গেলস ও লেনিনের "রেভলিউসনারী ডাভোলেন্স" যুক্তফ্রন্টের শরীকদল পরস্পরকে হননের উদ্দেশ্যে "ফিবিভাল ডাভোলেন্সে" পরিণত করল। প্রশাসনের ও হশাসনের বাইরে জনক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব ছিল বলে দেশের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সামগ্রীক বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু এটা ঠিক যে হিংসার ভাবনা ও তার প্রয়োগের ঔচিত্য যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব শুধু বিভাজিতে নয়—অ্যাকটিসেও পরিণত করে দেশের মধ্যে যতটা গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করিয়েছিল—এমনভাবে আর কোনদিন হয়নি। মার্ক্স-লেনিনের অনুগামীদের পারম্পরিক এই হিংস্র প্রতিযোগীতা কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তাদের নিজেদের মৃত্যুবান তুলে দিল। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল এবং তার পরেও এই সব প্রাক্তন শরীকদের বিভিন্নক্ষেত্রে যে সমস্ত কার্যাকলাপ দেখা যেতে লাগল তা বিচার করে দেখলে সে সব কাজের সঙ্গে নক্সালদের কাজের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

সত্য কথা বললে অনেকের গায়ে জ্বর হবে না—কিন্তু বাস্তব সত্য যদি স্বীকার করতে হয় তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে আজকাল নক্সাল ও উগ্রপন্থী যাদের বলা হচ্ছে—তারা এরেস্ট হচ্ছে। আজ নক্সালরা যা করছে তা বাকী অগ্নিপন্থীরা করছে না বা করতে পারছে না বলেই এরেস্ট আসছি। কিন্তু সেই বিদেশপ্রসূত মনোভাব, হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং অনিয়ন্ত্রিত খেচ্ছাচারে বাংলা দেশের বর্তমান বৈয়ক্তিক নেতৃত্বদের দ্বারা সৃষ্ট, পরিপুষ্ট সমর্থিত ও বাস্তবে রূপায়িত। বাংলার শুভ ও বিবেকবোধের মমত্বলিকে এরা শিক্ষা ও কার্য্য একই হিংসার পথ একত্রয়ার পথ বলে নির্ভর করতে শিখিয়েছে। হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করবার মতো কোন নেতৃত্বই এদের মধ্যে নেই তাই উগ্রপন্থীদের অনিয়ন্ত্রিত হিংসাত্মক মনোভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কার্য্যকরী রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে।

বাংলা দেশের এই অনিয়ন্ত্রিত হিংসাত্মক কার্য্য এক পক্ষ থেকেই হয় নি—পুলিশ ও প্রশাসন যার হিসে আত্মরক্ষার্থীই তাক বা হন তথাকথিত ছোক—আরও আগে পক্ষ থেকে করেছে ও চলছে।

আজ কেন্দ্রীয় সংসদের সমস্ত বাম রক্ষিদের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বেসরকারী ভদ্রতাকারী রূপে বাংলা দেশে এসেছেন। কি করবেন এরা? দেখবেন? যদি দেখতে চান তবে বাংলার সমস্ত হিংসার বিষ্যানী রূপগুলিকে ডেকে তাদের ঘোষণা করতে বলুন—কোন সমস্যা সমাধানের পথ হিংসার পথ নয়। তীব্রভাবে হিংসার ভিত্তির প্রতিবাদ, বিরোধীতা এগাই সুরু করুন। শক্তিভাবে হিংসার বিরুদ্ধে এরেই প্রতিরুদ্ধ—বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—কি ছাত্রদের, তরুণ ও কিশোরদের ক্ষেত্রে, কি চাষী শ্রমিক সর্বহারার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা—অসমঞ্জ তৈরী করা।

আরও বলছি জল না গেলে যেমন গাছ শুকিয়ে যায়—এই পথে এই উগ্রপন্থী বা নক্সালপন্থীদের অনিয়ন্ত্রিত হিংসাত্মক কার্য্য তেমনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বি. চাদগুপ্ত

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

পুরুলিয়া

পাইকারী ও খুচরা ঔষধের দোকান

STOKCISTs & DISTRIBUTORS

SQUIBB, BOEHRINGER-NOLL, T. C. F., J. & J.

অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

কুরুরী চন্দ্রমুখী আলু বীজের দাম

খুচরো বিক্রি ১'৭৫ পয়সা কে জি

বস্তা হিসাবে ৫০ কেজির বস্তা ৮৫৲

গ্রামাঞ্চলে খুচরো বিক্রি ১৮৫ পয়সা কে জি

বস্তা হিসাবে নিলে—দামের ওপর যাতায়াত খরচ।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন

(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)

স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

বারাসতে ৮ জন তরুণের চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা

গত ২৭শে নভেম্বর তারিখে সকালে বারাসত মহকুমার বাবরিয়া গ্রামের প্রধান সড়ক, আমডাঙা তরুনসঘ রোড এর প্রথম বিমান ঘাঁটির কাছা খালের নিকট বু পয়েন্ট আথাতে নিহত ৮ জন তরুণের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিহত তরুণদের বয়স পনের থেকে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এবং সকলেই সুবেশ ও ভদ্রবর্শন। প্রত্যেকের হাত পা পিছন দিকে রুশি দিয়ে বাঁধা। অজ্ঞাত অস্ত্র কোনও স্থানে গুলিতে তত্যা করে এদের মৃতদেহগুলি রাতের অন্ধকারে রাস্তার উপরে ফেলে যাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং তদন্তাকার সন্ধানে নানান অনুমান কল্পনা চলতে থাকে। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় নিহত ৮ জন তরুণই আড্ডাধারী এদের নাম (১) শঙ্কর চ্যাটার্জী কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, (২) কানাই ভট্টাচার্য্য(২০) টেক্সম্যাকোর কর্মচারী, (৩) রতীন ধান (৪০) টেক্সম্যাকোর কর্মচারী, (৪) অরুণ ধান (২২) আড্ডিহাত তাই স্কুলের ছাত্র শ্রেণীর ছাত্র, (৫) গণেশ ঘটক (১৯) উমেশচাঁদা স্যাণী মোহন কলেজের বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্র, (৬) শমীক মিত্র (১৮) বন ডমলী কলেজের বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্র, (৭) অসন পাল (১৭), (৮) সমীক্ষ দত্ত (১৮)।

বারাসতের এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার কেন্দ্রীয় তদন্ত বুরোর উপর অর্পণ করা হয়েছে।

দুই জন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছুরিকাঘাতে নিহত ও আহত

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সচিবালয় বিভাগের সচিব শ্রীবালারাম বিশ্বাস গত ১৯শে নভেম্বর তারিখে আততায়ীদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যে সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় বাস থেকে নেমে তিনি ৯৩ পরশপার্ক ডিলক্সা অফিসের নিকটস্থ পার্কের-স্থিত নিজ বাস ভবনের দিকে যখন পদব্রজে যাচ্ছিলেন সেই সময় অপেক্ষারত নির্জন এক স্থানে চার জন তরুণ তাঁকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে মাথায় ও গলায় ছুরিকাঘাত দ্বারা হত্যা করে। এই আততায়ীদের নক্সালপন্থী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অফিসার হিসাবে এবং প্রতিবেশীরূপে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস খুবই জনপ্রিয় ছিলেন—সুতরাং তাঁর উপর এরূপ আক্রমণ হতে পারে—কেউই তা কল্পনা করতে পারে নি। মৃত্যুকালে তাঁর ৫৭ বৎসর হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে হত্যা করার চার দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মিউ কমিশনার শ্রীরাজেশ্বর প্রসাদ পাল (৪১) গত ২২শে নভেম্বর তারিখে বেলঘরিয়ার কেন্দ্রীয় দুগ্ধখামারে অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিহত হন। প্রকাশ, বেলা ১১ টার সময় তিনি যখন কাজের সূত্রে তেঁতুলী গ্রামস্থে গবেষণা কেন্দ্রিলের সেই সময় অতর্কিতে আততায়ীদের তাঁকে আক্রমণ করে ছুরিকাঘাত করে।

মুক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য্য কারণবশতঃ 'মুক্তির' ৪৬ সংখ্যা যাহা গত ডিসেম্বর ২১শে অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবার কথা তাহা সেদিন প্রকাশিত হইবে না। পরবর্ত্তী ৪৬ক সংখ্যা ১-ই ডিসেম্বর ২৮ অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবে।

৩০ নভেম্বর ১৯৭০

ম্যানেজার 'মুক্তি' পুরুলিয়া

সংঘর অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও সংঘ সিদ্ধান্ত

দেশজীবনে অর্থ নৈতিক কর্ম্মধারার আজ সবিশেষ গুরুত্ব কেন

যে কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের যে কোনো কাজের আসল কথা হল (ক) তারা উচিত)—(খ) জনগণের অগ্রগতি ও উন্নতি (গ) তার জন্য জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা; এবং (গ) তারই জন্য নিজ দলের আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা; (ঘ) আর তা' এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে,—এই আদর্শবাদের ভিত্তিতেই জনগণের যথার্থ উন্নতি, কল্যাণ, অগ্রগতি ও শান্তি সম্ভব। জনগণের কল্যাণের জন্য যে কোনো রাষ্ট্রনৈতিক দলের লক্ষ্য সমূহের মধ্যে অন্যতম হল—অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা। ভারতের বর্তমান চরম দারিদ্র্যের দুইটে এই অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা আজ সবচেয়ে বড় কথা-দ্রান্তিই এবং প্রত্যেক দলের সমস্ত কর্মতালিকার মধ্যে এই কর্ম্মধারিরা আজ সবচেয়ে প্রধান-গুলির অন্যতম হবে। সেজন্য প্রত্যেক দলেরই আজ এ বিষয়ে সক্রিয় কর্ম আয়োজনে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

মানুষ না বাঁচলে,—বাঁচার মত বাঁচার অগ্রগতি—তা-সে রাষ্ট্রনৈতিক ছোক বা সামাজিক ছোক অথবা সাংস্কৃতিক ছোক বা আধ্যাত্মিক ছোক—কখনো তা ঠিক পথে পরিচালিত হতে পারবে না। সেজন্য শোকেসের সঙ্গে তার অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মধারার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্ম্মধারাকে আজ অন্যতম সর্বপ্রধান কর্ম্মধারা রূপে গ্রহণ করেছে।

পুরুলিয়ার জীবনে এই অর্থ-নৈতিক কর্ম্মধারার গুরুত্ব আজ আরো বেশী

আজ ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ জানেন যে, ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র জেলা এই পুরুলিয়া জেলা। দুর্ভিক্ষ এর নিত্যসঙ্গী। প্রায় প্রতি বছর এই জেলাকে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার থেকে বাঁচাবার জন্য বহু আলো-জন, বহু আন্দোলন করতে হয়। দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্য বছরাতী সাহায্য সমূহের চেয়েও আজ বড় কথা দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় তার জন্য দ্রুত উপযুক্ত পরিস্থিতি গঠিত করা। এবং এজন্য আমাদের যেমন ত্রাণ বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবিধ দূর বাবী করবার আছে—তেমনি এই দারিদ্রপূর্ণ দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টার জন্য জনগণের আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বন শক্তির কাছেও আমাদের বিশেষ দাবী এ সবিশেষ আবেদন জানাবার আছে। সরকারী সাহায্য বা বাইরের সাহায্য বেলেন, জনগণ যদি তা' গ্রহণ করার মত উপযুক্ত শিক্ষা, চেতনা, উদ্যোগ বা আত্মবলে বলীয়ান হয়ে না থাকেন—তবে সরকারী সাহায্য বা বাইরের সাহায্য ব্যর্থ হবে। এর অগণিত দুঃখক্লান্ত দুর্দান্ত আমাদের জাতীয় জীবনে রয়েছে।

অর্থনৈতিক কর্ম্মোদ্যোগে সংঘ যে ত্রিমুখী কর্ম্মধারা অনুসরণ করছে

সেজন্য আজ লোকসেবক সংঘ একদিকে যেমন জেলার জন্য কৃষি, শেচ, শিল্প, সমবায়, পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিবিধ উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় ও তথা রাজ্য সরকারের কাছে চাপ-সৃষ্টি করার কর্ম্মতালিকা গ্রহণ ক'রে চলেছে—ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কাছ থেকে সাধারণ চাষীর জন্য ঋণের শিল্পী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীর জন্য, সমবায়ের জন্য পুঁজি সংগ্রহের চেষ্টা করছে—তেমনি অন্য দিকে এ বিষয়ে জনগণের দ্রুত আত্মশক্তি, বলিষ্ঠ স্বাবলম্বন শক্তি সঞ্চিত চেতনা ও পূর্ণ কর্ম্মোদ্যম আগ্রহ করার দৃঢ় কার্যক্রম অনুসরণ ক'রে চলেছে। এবং সংঘ এই ত্রিমুখী কার্যক্রমে ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম পর্য্যায়ে "কৃষিজীবন ও গ্রামাঞ্চল ক্ষেত্র" দ্বিতীয় পর্য্যায়ে "শিল্প সমবায়—সহরে ও গ্রামাঞ্চল ক্ষেত্রে"

এই অর্থনৈতিক কার্য্যধারার প্রথম পর্য্যায়ে সংঘ 'কৃষিজীবন ও গ্রামাঞ্চল ক্ষেত্রে" কাজ সুরু করেছে এবং বিশেষ জোর দিয়ে সেই সংঘো কাজ পরিচালনা করছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সংঘ "শিল্প ও সমবায়ের কার্যক্রম সহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র ও প্রসারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শিল্প মহোৎসব কাজ আরম্ভ করার সংকল্প সংঘের রয়েছে।

জন-অধিকারের সংগ্রামের পাশে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম চাই—তার মধ্যে জনগণের উদ্যম ও আত্মশক্তি বিকাশের গুরুত্ব

সংঘ মনে করে—জনগণের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কাজ ও সংগ্রাম সংঘ পরিচালিত ক'রে চলেছে—তার পাশাপাশি জনগণের জন্য এই অর্থনৈতিক সংগ্রামও সমপক্তিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এর জন্য আজ জোর দিতে হবে—জনগণের উদ্যম এবং গঠন কর্ম্মের প্রতি। কারণ জনগণের অন্তর্নুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও জনসাধারণ যদি আগের থেকে অর্থনৈতিক কর্ম্মের উদ্যোগে প্রস্তুত ক'রে না থাকেন—তবে সে অনুন্নত গণতান্ত্রিক শাসন জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ ঠিক গ্রহণ করতে অনমর্থ হবেন না।

অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বললেই হবে না—তার সঙ্গে তার কাজও সুরু করা চাই

অনেক ব্যক্তি অনেক ধন-সম্পদের অর্থনৈতিক অধিকার ও উন্নতির কথা বলেন বা বলছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজের পথে জনগণকে শক্তিভাবে পরিচালনার কোনো কথাই তাঁরা ভাবেন না বা বলছেন না। কোনো রাষ্ট্রনৈতিক দলের পক্ষে এটা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ কর্ম্মধারা। অর্থনৈতিক কর্ম্মধারার বিশেষ গুরুত্বের দিক থেকে এই প্রশ্ন ছাড়াও আর একটি দিক থেকে এরও একটা দাবী আছে। তা' হল এই। নিজস্ব ও সমাজের সঙ্গে সেই সঙ্গে শক্তির কর্ম্ম আয়োজনের প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার-চেতনা ও তারই আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কর্তব্য পালন ও গঠন কর্ম্মের উদ্যোগ গ্রহণ জন। সেজন্য প্রত্যেক দলের নিজেকে এবং দেশের মানুষকে এইভাবে গঠিত করার কর্ম্ম-ব্যবস্থা আজ অপরিহার্য্য।

অধিকার-মন্ত্র কর্ম্ম বিমুখ জীবনের ভবিষ্যৎ ও দায়িত্বশীল গঠনধর্ম্মী জীবনের ভবিষ্যৎ

রাষ্ট্রনৈতিক কাজের পাশাপাশি যদি জনগণকে তার অনিবার্য্য প্রয়োজন শক্তিক জীবনে গঠন কর্ম্মের উদ্যোগে গঠিত করা না হয়—যদি দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সক্রিয় কর্মোদ্যোগের পথে জনগণকে পরিচালিত করা না হয়—তবে অধিকার-মন্ত্র অকর্ম্মণ্য জনগণ দেশের ভার-স্বরূপ হ'তে থাকে। কর্মের ভেতর দিয়ে যদি নিজের ও দেশের সম্পদ সৃষ্টি করবার বিষয়ে সমাক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ গঠন না করা হয়—তবে বহু সুযোগ-সন্ধানী মানুষের সৃষ্টি হয়—একথা আজ আমাদের জাতীয় জীবনে উপলব্ধ সত্য।

সংঘের "উৎপাদন, গঠন, সৃজন" কর্মের উদ্যোগ সমূহ

সেজন্য সংঘ তার রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম ও সংগঠনের পাশাপাশি "উৎপাদন, গঠন ও সৃজন" কর্মের মধ্য দিয়ে কাজে অগ্রসর হচ্ছে। এই লক্ষ্যে সংঘ ইতিমধ্যেই কৃষি উদ্যোগ কর্মী শিক্ষা, শিল্পীগোষ্ঠি গঠন প্রভৃতির বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই সব কাজের শক্তির যোগাযন্ত্রণ ও ভিত্তি-স্বরূপ সংঘ একাধিক বৃহৎ কৃষিফেত্র স্থাপনা করেছে এবং ঐতদি সর্বজীবন আয়োজনে গড়ে তুলতে সংঘ অগ্রসর হয়েছে। জনজীবনে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলবার কাজে সংঘের এই কৃষিফেত্রগুলি যাতে সর্বতোভাবে সহায়ক হয়—তার লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা সংঘের সাধনে রয়েছে। গ্রামের পুঁজিশক্তি ব্যাপকভাবে দিকে দিকে জনগণের কৃষি কর্ম্মে, শিল্প কর্মে, সমবেত সহযোগিতা কর্ম্মে যাতে সম্পদ সৃষ্টির শক্তিরূপে দেখা দেয় এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক শক্তি গোষ্ঠি যাতে সমন্বিত পরিণতির সঙ্গতে হয়—তজ্জন্য সংঘ সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হচ্ছে।

ব্যাপক জনজীবনে সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থার সুযোগ ছড়িয়ে দিতে হবে

এইভাবে নূতন চেতনার যে আবলম্বী, চেতনশীল, শক্তির অর্থনৈতিক গোষ্ঠিগুলি গঠিত হবে—তারা যাতে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যের উন্নয়ন ব্যবস্থা সমূহের সমাক সুযোগ গ্রহণ করতে পারে—তজ্জন্য সংঘ অবিরত চেষ্টা করবে। তবে সংঘের নিজের দিক থেকে জনগণের অর্থনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগ যে কর্ম আয়োজন গ্রহণ করবে—তাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কোনো অর্থ সাহায্য সংঘ গ্রহণ করবে না। এই সিদ্ধান্ত সংঘ বরাবর গ্রহণ করে চলেছে। সংঘের অর্থনৈতিক কাজগুলির যোগান দিতে থাকবে সংঘের স্বাবলম্বন শক্তি, সংঘের কর্মী শক্তি এবং যে ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ের দৃষ্টিতে পুঁজি দেননেবন করছে—তাদের পুঁজি-শক্তি।

নিষ্ক্রিয়তার অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে সংঘের ভূমিকা

দেশের ব্যাপক জীবনে যে উদ্যোগহীন নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করছে—যে ব্যাপক কর্মবিমুখতার জন্য দেশের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে আছে—যে বেহাল পূর্ণ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শোষণধারা অগণিত জনজীবনে গভীর দারিদ্র্য ও হাহাকারকে বহন করে রয়েছে—তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগ্রাম করবার কর্মপরিচালনা সংঘ গ্রহণ করেছে।

এই সব লক্ষ্যে ক্রমবিস্তৃত ধারায় ও ক্রমবর্দ্ধমান-রূপে সংঘ যে সব কাজ করে চলেছে—সে সব পরিকল্পনা ও সংগঠনিক অগ্রগতি ক'রে চলেছে—তার বিস্তৃত তথ্য বিবরণসমূহ সংঘ থেকে প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যেই জনগণ এ সব কাজের কতকগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং দেশের মানুষ এর আশা ও আত্ম জাগানো আশাদিচ্ছে হয়েছেন। সংঘের এই অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার কাজে দেশের মানুষকে সংযোগিতার এগিয়ে আসতে সংঘ বিনীতের অনুরোধ জানাচ্ছে।

—·—·—

পূর্ব পাকিস্তানে দুর্গতদের সাহায্য প্রদানেও পাকিস্তান সরকারের অদ্ভুত মনোবৃত্তি

পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণ ও রক্ষা বিভাগ এলাকার অধিবাসীদের জন্য ভারত সরকার যে সকল ত্রাণ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন—পাকিস্তান সরকার সেই সাহায্যদান প্রত্যাখ্যান করায় এক বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ভারত সরকার ত্রাণকার্যের জন্য ভ্রাম্যমান হাসপাতাল, মেডিকেল ভ্যান; পরিবহন বিমান প্রভৃতি সাহায্যের প্রস্তাব করলে, বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার তা গ্রহণে আপত্তি জানান করেন। তবে ভারতের ত্রাণ, টেন্টজোলা টিন, কাপড় চোপড় ও অন্যান্য সাহায্য সামগ্রী গ্রহণে পাকিস্তান সরকার রাজী আছেন। কিন্তু এই সকল সাহায্য সামগ্রী দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছে দেবার জন্য ভারত সরকার বিমানযোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে পাকিস্তান সরকার তাতেও আপত্তি জানিয়ে ভারতীয় বিমান ভূপরে প্রয়োজনীয় ভিসা দিতে অস্বীকার করায়—বিমানযোগে সেগুলি পাঠানো সম্ভব হবে না। সড়ক পথেই কেবল করার ব্যবস্থা করতে হবে। কলিকাতার পাকিস্তানের ডেপুটী হাই-কমিশনার জানিয়েছেন যে, ভারত যেন ত্রাণ-সামগ্রীগুলি ট্রাকযোগে খুলনা বা যশোহরে পৌঁছে দেন—এবং সেখান থেকে দুর্গত অঞ্চলে নিয়ে যাবার দায়িত্ব থাকবে পাক কর্তৃপক্ষের।

পাকিস্তান সরকারের এই অদ্ভুত মনোভাব ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নানা দেশে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন হবে না
লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট জবাব

গত বছরে নভেম্বর লোকসভায় আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশ্ন আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যাবলাপ বন্ধ হয়ে আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং ছোটাছোট স্বাধীনভাবে ছোট দিতে পারলে এরূপ পরিবেশ গড়ে না ওঠা পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের নব-কংগ্রেস (নং) শ্রীনিত্যানন্দ শর্মা রায় অথবা বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোনও আলোচনার কথা শ্রীমতী গান্ধী অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন যে, আগামী ১৯৭২ সালে সাধারণ নির্ব্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই কথা ইতিপূর্বে সুস্পষ্টভাবে না জানালেও তিনি বরাবর এই অভিমত ব্যক্ত করে এসেছেন যে স্থানীয় ও নিম্নস্তরে ছোটখাটোদের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না ও হবে না।

—·—·—

সেচ ব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য

মন্দাত, মেদনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা, বাঁকুড়া জেলার বহুনাংশে এবং মেদিনীপুর জেলার তাত্ত্বিক মহকুমায় সেচ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৫ কোটী টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করেছেন, পশ্চিমবাংলার এই সকল খরাপ্রবণ অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থার জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান রচনার নির্দ্দেশও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছেন।

—·—·—

পশ্চিমবঙ্গে নূতন আটক আইন

রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক পশ্চিমবঙ্গের জন্য গঠিত সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপ রোধের জন্য আটক আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হবার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার পর "পশ্চিমবঙ্গ হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধক আইন" জরুরী চালু হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কোন না কোনভাবে আটক আইন বরাবর চালু ছিল; কিন্তু রাজিক্রম ঘটে গত এপ্রিল মাসের কিছু কম সময়ের জন্য। কারণ, গত ১৯৭১ জানুয়ারী সাধারণীর নিরাপত্তা নিরোধক আইন অর্থাৎ আটক আইনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার এ জন্য আর আলাদা কোনও আইন করেন নি। রাষ্ট্রনৈতিক শাসনকালে বহু বাধা ও আপত্তি কাটিয়ে এই আটক আইন পশ্চিমবঙ্গে আবার চালু হোল।

নূতন আটক আইন

পূরাতন আটক আইনের নাম (পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা নিরোধ আইন) ও মাত্র কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। নূতন আইনের নাম হয়েছে—"পশ্চিমবঙ্গ হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধক আইন" এবং এই আইনের বলে পুলিশ যে কোনও ব্যক্তিকে এক বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখতে পারবে। অবশ্য হিংসাত্মক কার্যকলাপে রত আছে এরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করার বিধি রয়েছে। এইরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংজ্ঞা হোল :—রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্ন-কারী, এবং (২) জনজীবনের শৃঙ্খলা-বিরোধের আশঙ্কাজনক কার্যকলাপে রত। নূতন আইন থেকে পুরাতন আইনের তৃতীয় ধারা, যথা—"অত্যাবশ্যক সংক্রামিত সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব বিষয়ক কার্যকলাপ"—এটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

নূতন আইনে "প্রেজুডিসিয়াল এ্যাক্টিভিটি" বা আশঙ্কাজনক কার্যকলাপের সংজ্ঞা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে একমাত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপে রত ব্যক্তির বিরুদ্ধেই এই আইন প্রয়োগ করা যাবে। অর্থাৎ যে সব কার্যকলাপে হিংসাত্মক কাজ করা অথবা হিংসাত্মক কার্যকলাপে উস্কানী দেওয়া হয়—এরূপ কার্যকলাপে রত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই পুলিশ এই আইনের প্রয়োগে গ্রেপ্তার করতে পারবে। গ্রেপ্তারের পর পর্যালোচনার মধ্যে কি কি অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হোল তা সরকারকে জানাতে হবে এবং সরকারও বারো দিনের মধ্যে এসব অভিযোগ ও অন্যান্য অনুমোদন জানা করলে সমস্ত বিষয়টি উপদেষ্টা সংসদের নিকট বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। আর উপদেষ্টা সংসদেও ১০।১১ সদস্যের মধ্যে কতদের রায় দিতে হবে। সংসদ যদি এই সব অভিযোগ অনুমোদন করেন তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিনা বিচারে এক বৎসর পর্য্যন্ত আটক রাখা যেতে পারে।

—·—·—

WANTED

A B. A. (Hons) teacher in deputation vacancy of Chittaranjan Girls' High School. Apply to the Secretary before 7th December 1970.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School
28.11.70

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

থেকে ঐ সব দলগুলির কারো সঙ্গে কোনোরূপে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও এবং ঐসব দলগুলির বিভিন্ন দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংঘের অভিমত বর্তমানে আরো তীব্রতর হলেও সংঘের দিক থেকে ঐসব দলগুলির সকলের প্রতিই সাধারণ সম্প্রীতির মনোভাব বজায় রয়েছে।

হিংসাময় রাজনীতি সংঘকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছে

কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আজ এমন পরিবেষ্টিতে উপনীত হয়েছে যে, ঐসব দলগুলির প্রত্যেকেই অপর এক বা একাধিক দলের সঙ্গে তীব্র অন্তর্বিরোধের অবস্থার মধ্যে আছেন। এবং এর কারণে সকল দলই নানাভাবে চরম হিংসাত্মক কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন। এই হিংসাত্মক কাজগুলি কোনো বৃহত্তর সঠিক সংগ্রামের কর্মধারা সম্ভূত বা তার ক্ষেত্র প্রস্তুতিকল্পে উদ্ভূত নয়। এগুলি দলীয় বিরোধ ও দলীয় প্রসারের প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। ফলে এই অবস্থা-সম্পন্ন দলগুলির কোনো ঢেউটের কাছ থেকে বা এদের কারো কাছ থেকে বৃহত্তর ঐক্য বা মহত্তর শ্রেণী-শক্তি সংঘ আশা করতে পারছে না, বরং এই ধরণের ঢেউগুলি সংঘের লক্ষ্যকে অনসংঘের আশা আকাঙ্খা ও আয়ুশক্তিকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে বলে মনে করে। এর পরিচয় শুরু হয়েছে—যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধের সময় কাল থেকেই

ক্ষমতালাভের রাজনীতি বিচিত্র গোষ্ঠীবন্ধনের জন্ম দিচ্ছে

বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে আমাদের এই ধারণাই দৃঢ় হয়েছে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন গোষ্ঠী-বন্ধন-তাদের নীতি আদর্শ কর্মপদ্ধতিকে ভিত্তি করে হচ্ছে না একমাত্র ক্ষমতা-লাভের বাস্তব আকাঙ্খার প্রেরণায়। বিচিত্র গোষ্ঠীবন্ধনের উদ্ভব হচ্ছে সেই কারণেই আজ কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক কংগ্রেসেরও সঙ্গে বা দেশের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহেরও সঙ্গে প্রগতিশীল দলগুলি গোঁট বন্ধনে অগ্রসর হচ্ছেন। এবং ক্ষমতা লাভের পর প্রতিশ্রুত নীতি, আদর্শ, কর্মধারা উপেক্ষা ক'রে দলীয় স্বার্থ ও দলীয় প্রসারের জন্য একই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে—সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে। সেজন্য এই অবস্থায় সংঘ বর্তমানে কর্মরত কোনো দলগুলির ওপর ভরসা রাখতে পারছে না বলেই একক চলার এই কর্মনিষ্ঠাকে গ্রহণ করেছে।

সংঘ আজ একক চললেও যে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় সে আছে

দেশকে উন্নততর বাহিনী এবং জনগণের উপযুক্ত অধিকারসম্পন্ন শাসন শৃঙ্খলা দিতে এবং উন্নত আদর্শবাদ সমাজতন্ত্রিক ও একের সমাজ গঠনের পথের শক্তিশালী বাধাসমূহকে অপসারিত করতে—তার উপযোগী বাহিনী বৃহত্তর দল আজ চাই, অথবা কতকগুলি বাহিনী এবং আদর্শে অবিচল দল গোষ্ঠীর শক্তিসংহতি চাই। এরূপ বৃহত্তর দল বা দলগোষ্ঠীর সহায়তা না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকসেবক সংঘ বর্তমানে তার রাজনৈতিক জীবনে একক অগ্রসর হতে থাকবে এবং চেষ্টা করে চলবে দেশে যাতে তার আদর্শ সম্পন্ন বৃহত্তর দলের উদ্ভব হয় অথবা চেষ্টা করে যাবে—দিকে দিকে আদর্শ সম্পন্ন বাহিনী ছোট ছোট দল যাতে গঠিত হয় ও, তাদের মধ্যে যাতে শক্তিশালী কর্মসংহতি স্থাপিত হয় এবং তার লক্ষ্য রয়েছে—জনগণের আকাঙ্খিত জাতীয় কর্মলক্ষ্যকে রূপ দেবার জন্য। তা না হওয়া পর্য্যন্ত লোকসেবক সংঘ তার কর্মে, সংগঠনে, সংগ্রামে, নির্বাচনে একক শক্তিতেই চলবে।

আগামী নির্বাচন ও মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন বিষয়ে সংঘ-সিদ্ধান্ত ও সংঘ সংকল্প

আগামী নির্বাচনেও লোকসেবক সংঘ কারো সঙ্গে কোনো ভাবে যুক্ত হবে না। জনমত উপলব্ধি ক'রে তার শক্তি অনুযায়ী আসন স্থির করবে এবং নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। সুতরাং এই অবস্থায় কোনো মন্ত্রীমণ্ডলীতে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন তার থাকছে না এবং কোনো মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনেও তার সহযোগিতা বা সমর্থন থাকবে না। লোকসেবক সংঘ শাসন ক্ষমতায় অংশ নেবে না বলে যদি নির্বাচনে জন-সমর্থনের তারতম্যও ঘটে, তার জন্য লোকসেবক সংঘ প্রস্তুত থাকবে। নির্বাচনে জন সমর্থন ও সাফল্যের প্রশ্ন অবশ্য বড় কথা; কিন্তু সংঘের কাছে তার চেয়েও বড় কথা তার আদর্শ ও কর্মনীতি। তার ভেতর দিয়েই সংঘকে জন-সমর্থন ও সাফল্যের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে—এই আজ সংঘের সংকল্প।

—·—·—

জেলার কৃষি ও খাদ্য পরিস্থিতি ও তদ্বিষয়ে কর্তব্য সম্পর্কে সঙ্ঘের বক্তব্য

অল্পমা অঞ্চলের জন্য খাদ্যের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীনতা

এই বৎসর সাধারণভাবে এই জেলায় মোটামুটি ধান ভাল হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ব্লকের কতকগুলি অঞ্চলে অনাবৃষ্টির দরুণ ধান আদৌ হয় নি। এই সব অঞ্চলের জনগণের সম্পর্কে আমরা সরকারকে বিশেষভাবে সচেতন করা সত্ত্বেও রাজ্যসরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। ঐ সব অঞ্চলে ধান না হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলের জনগণের বাঁচবার জন্য বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থা করুন গম, আলু প্রভৃতির জন্য সেচ ব্যবস্থা (গাম্প প্রভৃতির বা সুঁ) করবার জন্য আমরা সরকারকে বহু জায়গায় অনুরোধ করি। আলু ও গম চাষের সময় পার হয়ে যাচ্ছে—সরকার থেকে এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। এক দিকে যেমন কর্মী ভিতরে ভিতরে জনগণের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হল না, অন্য দিকে তাদের সঙ্কটে কোনো রকম সরকারী সাহায্যও দেওয়া হল না।

যাদের ঘরে ফসল নেই—তাদের জন্যও রিলীফ বিভাগের অন্ধ নিয়ম

কৃষি কাজের সময়ে কাজ পায় বলে এ সময় কাঠ বহন করে যারা পায় বলে এই সময়-কালের জন্য সরকারী বহু রকম সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু যে অঞ্চলে চাষ নেই—চাষের কাজ নেই এবং ফসলও নেই—সেই সব অঞ্চলের জন্য অন্ধ-নিয়মের গতিতে সমস্ত সাহায্য বেকার প্রভৃতি সুবিধে যাবার কাজ অব্যাহতভাবে কাজ হয়েছে। এর ফল স্বরূপ আজ ঐ সব অঞ্চলের মানুষ অত্যন্তভাবে ত্রাহি ত্রাহি, জেলা ত্রাণ করতে শুরু করেছে। বাঁরা ঘরে আছে—তাঁরা অত্যন্তভাবে ব্যাকুল হয়েছে। জেলার সাধারণভাবে ভাল ধান হলেও, যাদের ঘরে ধান নেই—তাদের জন্য জেলায় ধান ওজন্য না হওয়া সমান। তাঁরা আজ ভুক্তিদের সামনে। এদের জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আজ রাজ্যসরকার সাথের সামনে মস্ত বড় দায়িত্ব।

ধান ছাড়া সব জিনিষের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধিঃ প্রতিকার চাই

জেলায় কিছু ধান হলেও জেলাবাসী আজ আর এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। আজ দু'বৎসর ধরে এই ধান ছাড়া প্রায়কেটি অনিয়ন্ত্রিত খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষের দাম দ্রুত বেগে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ আজ খুবই বিপদের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন এবং বিশেষভাবে চাকরী নেওয়ারত আজ অত্যন্ত সংকটের মধ্যে এই অঞ্চলে, চাকরীর ধানের চর পুরবার বাহুল্যে অথচ চাকরীকে সব জিনিষ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়ে কিনতে হচ্ছে। সেজন্য এক দিকে যেমন জিনিষ পত্তর ঊর্দ্ধমুখী মূল্যকে নামিয়ে আনবার জন্য সরকারকে অবিলম্বে দৃঢ় ব্যবস্থা করতে হবে, অন্য দিকে তেমনি বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত জিনিষ পত্রের সঙ্গে চাকরীর ধানের হারেরও সামঞ্জস্য রাখতে সরকারকে অত্যন্ত মনোযোগ দিতে হবে। সামঞ্জস্য যে কি ভিত্তিতে হতে পারে তার ব্যবস্থা সরকার করুন—এই সংঘের দৃঢ় অভিমত। বাজারে সস্তা ধান চাল দিলে দেশের প্রচুর লাভ করার ব্যবস্থা থেকেও সরকারকে আজ কতিপয়ের ঠকে সংঘ অনুরোধ করছে। এই ব্যবস্থা দ্বারা অন্যান্য দুঃখজনক ও আশঙ্কাজনক কাজ।

চেকি ছাঁটাই চাল হিসাবে সরকারী প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ পূর্ণ প্রতিকার চাই

এই জেলার চেকি ছাঁটাই চাল সরকার থেকে যদি করবেন না এই সিদ্ধান্ত করার সংঘের প্রতিনিধি সম্প্রতি কলকাতায় খাদ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই চাল কেনার যৌক্তিকতা তাঁদের বোঝাবার ফলে নীতিতে সাংঘাতিক এই চাল কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর ততঃপর অগ্রসর হলেও এ সম্পর্কে সরকারকে তাঁর পূর্ণ স্বাধিত উপলব্ধি করতে হবে। এখানের বাজারে চেকি ছাঁটাই চাল যে কিছু আসবে—তা সরকারের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত হবে। কারণ তা না করলে ঐ সমস্ত চাল বিহারে পাঠাতে হবে এবং চেকি জেলে যাঁরা জীবিকা অর্জন করেন—সেই বহিত 'ভাতাকিয়া' (যার প্রায় সবাই স্ত্রীলোক তাঁরা) অত্যন্ত নিপন্ন হবেন। এই দুর্দিনে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে এবং রাজ্যের খাদ্যকি খাদ্যের পরিস্থিতিতে এই চাল রক্ষা করার

Regd. No C—4290
Phone No—175

মুক্তি—(৮)

C. R No—2539/57

হাড়ির উন্নতি ক'রে সরকার এ বিষয়ে সমাক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আশ করি এই আশা-পোষণ ও অনুরোধ জ্ঞাপন করছে। এই চাল খরিদ না করার মধ্যে যে দুটি সরকারী বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়েছেন বা দিচ্ছেন—তা ভিত্তিহীন ইহা সংঘের পক্ষ থেকে ব্যবহার যে হানী করা হয়েছে—তার জবাব তাঁরা দিতে পারেন নি। সংঘ এখনো এ বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞান জানিয়ে রেখেছে।

সরকারী খাদ্যসংগ্রহে দুর্নীতির অভিযোগ : আশু প্রতিকার হোক

এই জেলার ভূত তদন্তোপেশনের খাদ্য সংগ্রহে শুকতি, বাটা প্রভৃতির নামে আজ সাধারণ মানুষকে অজাহভাবে শোষণ করা হচ্ছে—ইদানিং দেওয়ার ব্যাপারে বহু কারুচুপি চলেছে বলে চারিদিকে যে অভিযোগ উঠেছে—তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি ক'রে সংঘ মনে করে যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত অবিলম্বে হওয়া দরকার।

ব্যাঙ্কের পুঁজি অনগ্রসরদের কাজে লাগার পথের প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর হোক

অনুন্নত কৃষিজীবন শিল্প-জীবনকে সহায়তার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক মুক্ত হস্তে সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন এই আশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থাকে এতোদূর জটিল ও, বিধিবিধানের জটিলতা পূর্ণ করে রাখা হয়েছে যে, বিশেষ অগ্রসরপর সাধারণ চাষীদের, শিল্পীদের বা ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। সেজন্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টির সমাক অনুধাবন ক'রে বিধিবিধানের উপযুক্ত সংশোধন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। অন্যদিকে ব্যাঙ্কের এই পুঁজি যথার্থ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ ক'রে কী সম্পাদনে কাজে লাগানোর দৃষ্টিভঙ্গীও যাতে অনগ্রসরের মধ্যে প্রসারিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা আজ রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির এক বিশেষ কর্তব্য হ'য়ে উঠেছে। সরকার এবং রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যদি এ সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি না করেন—তবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা এবং তার স্থবিধার করার কোনো মূল্য থাকবে না। দারিদ্র্য জর্জরিত জনগণের উন্নতির উপায়ের যে বড় অংশ ব্যাঙ্কের এই তথ্যগত শক্তির মধ্যে রয়েছে—তা অনস্বীকার্য হয়ে থাকবে। সেজন্য এ সম্পর্কে সরকার ও জন-প্রতিনিধিদের দ্রুত নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করতে সংঘ সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছে।

ভেবে দেখেছেন কি ?

দেশে আজ কি ঘটছে ?

কিছু হামলাবাজ দুষ্কৃতকারী মানুষ খুন করে বাড়িঘর, অফিস আদালতে আগুন লাগিয়ে আতাক ছড়ান ও রক্তপাতের খেলায় নেমেছে। যে মহাপুরুষরা বাংলাদেশে নতুন যুগের সাধনায় প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের ছবি ও মূর্ত্তি ধ্বংস করা হচ্ছে।

বাঙালীর সামনে আজ সমস্যা অনেক। সব সমস্যার সমাধান আছে শৃংখলা, দক্ষতা ও কর্মশক্তির মধ্যে। অরাজকতা ও হামলাবাজীর আতাকের মধ্যে এই সমাজগঠনের কাজ কখনও এগোতে পারে না। কিছু ফাঁকা শ্লোগানে বিভ্রান্ত না হয়ে শৃংখলা, শুভবুদ্ধি ও কর্মপরিচয় ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে।

হামলাবাজীর ছোঁয়া সমাজের সর্বস্তরের গায়েই লাগছে। তাই সব নাগরিককেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। দুষ্কৃতকারীদের কার্যকলাপের মোকাবিলা করার ব্যাপারে পুলিশকেও সমভাবে সাহায্য করুন। পুরুলিয়া জেলার অগণিত অধিবাসীদের সমস্যার সমাধানে প্রশাসনকে এইভাবেই আপনারা সাহায্য করতে পারেন।

খোঁজ করা হচ্ছে এমন লোকদের ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে যড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার ও আয়েয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশকে খবর দিন। পরিচয় দেবার দরকার নেই—ডেপুটি কমিশনার বা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে পত্রযোগে জানান।

স্থানীয় সংবাদ

চোরাই গাঁজা ও সিদ্ধি আটক

গত ২১শে নভেম্বর তারিখে বিহারের মজঃফরপুর থেকে পঞ্চম সিং ও রাজকরণ সিং নামক দুই ব্যক্তি বিহার পুলিশের গোচরে সবিধান করে বে-আইনী গাঁজা ও সিদ্ধি নিয়ে ট্যাক্সীযোগে পুরুলিয়া থেকে মানবাজার যাওয়ার প্রাক্কালে তাদের গতিবিধিতে সন্দেহ হওয়ায় পুরুলিয়া টাউন থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ ও কাবিলদার একটী পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাদের রোধ করেন এবং থানাতল্লাসী করে বিহার থেকে চোরাই চালান করা ৩৫ কে. জি নিষিদ্ধ ও ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন।

পাগলা হাতী শিকার

সম্প্রতি যে পাগলা হাতীটি পুরুলিয়া-মেদিনীপুর-সিংভূম সরহদ্দ বরাবরে উপদ্রব করে বাজোয়ান থানার ও অন্ন ও কাড়গ্রাম অঞ্চলে১০ জনের মৃত্যু ঘটিয়েছে সেই দুই হাতীটিকে একজন বিশিষ্ট শিকারী দল তিন বারে হাতীটির সন্ধানকরণ করে শেষ পর্যন্ত কাড়গ্রাম অঞ্চলে একটি বনের মধ্যে শিকার করেন।

কিছুকাল পূর্বে এই মত্ত হাতীটি বাজোয়ান অঞ্চলে উপদ্রব করে বিহারের সিংভূম জেলার আমবনী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করলে উপরোক্ত বিশিষ্ট শিকারী বাজোয়ানকে আঁকি করে হাতীটিকে শিকার করার উদ্যোগ আয়োজন করলে সিংভূমের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বিনা লাইসেন্সে হাতী শিকার নিষেধ—এই আইনের অজুহাতে বিহারে অশ্রু প্রদর্শকারী খুনী হাতীটিকে শিকার করার আপত্তি জ্ঞাপন করেন বলে প্রকাশ। কিন্তু পাগলা হাতীটি পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ এলেকায় চলে এলে শিকারের আইনগতবাধ অনস্তক হয়।

অল্প সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা-চক্র

গত ২৩শে নভেম্বর স্থানীয় জগরীণ হলে জেলা শাসন ও জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে অল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা সম্পর্কে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং মহকুমা শাসক (উ. প্র.) শ্রীযুক্ত নীল মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার সরকারী বিজ্ঞিকেশান ডাইরেক্টার শ্রীঃ চৌধুরী, পোষ্ট অফিস সমূহের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (বাঁকুড়া) শ্রীযুক্ত এস, বর্ধা; জেলা তথ্য ও জন সংযোগ আধিকারিক শ্রীএস, আর, চৌধুরী, জেলা সঞ্চয় আধিকারিক শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য এবং সমস্ত বিভিন্ন ও; এক্সটেনশান অফিসার; লোক্যাল এডুকেশন অফিসার প্রমুখরা উপস্থিত থাকেন।

এই আলোচনা চক্রে জাতীয় অর্থনীতিতে অল্প সঞ্চয়ের ভূমিকা এবং সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা বিষয়ে আলোচনা হয়। অল্প সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রচার কার্য্যের ভূমিকা ও পরিকল্পনার প্রগতি সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে এই তথ্য পরিবেশিত হয় যে পুরুলিয়া জেলার লোক সংখ্যার শতকরা ৯০৮০ জন গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং গ্রাম্য অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১৫'১৯ সাক্ষর তথা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন—মফঃস্বলে মুখ্য ভাষাই প্রচারের মুখ্য মাধ্যম করা প্রয়োজন। পুরুলিয়া জেলার অল্প সঞ্চয় অভিযানে নি-দ্বিষ্ট লক্ষ্য ৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে এই পর্যন্ত ২০'৩৩ ২২ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং এই সব সঞ্চয় অভিযানের বিশিষ্ট এজেন্টদের পুরস্কৃত করা হয়।

ডাক কর্মচারী সমিতি সম্মেলন

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে পুরুলিয়া হেড পোষ্ট অফিস হলে নিখিল ভারত ডাক কর্মচারী সমিতির (৩য় শ্রেণী) পুরুলিয়া জেলা শাখার এক দিবস ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ১৯৬৮'৭০ সালের সম্পাদকের কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচিত ও গৃহীত হয় এবং সমিতির বিভিন্ন সমস্যা, সাংগঠনিক অবস্থা, নিম্নস্থ গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনার পর আগামী বৎসরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস ভাগ্রত প্রাণবান্ নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ ৪৬/৪৭ সংখ্যা | সোমবার, ২১শে ডিসেম্বর '৭০ ৫ই পৌষ, ১৩৭৭ | বার্ষিক—৬., ষন্মাক—৭. নগদ—১৫ পয়সা

ঘাসে কাশবনের মধু মাখা জল
চক্র সূর্য্য আঁকা গেছে বনতল
গৌরবহীনা পাঠান মোগল
অবিচারে হয় সবার পতন।
কাল জলধিতে জলবিম্ব প্রায়
উঠে কত শক্তি কত নিম্নে যায়
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়
আবার পতনে লাগে কতক্ষণ ?
—পুরাণো স্বদেশী গান থেকে—

খরাপীড়িত পুরুলিয়া জেলার সেচ সমস্যা

তার স্থায়ী সমাধানে লোকসেবক সংঘের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা

বিগত ১৯৬৭ সালে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে লোকসেবক সংঘের বিশেষ প্রচেষ্টায় অনুন্নত ও অবহেলিত পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের কর্ম্মধারা যুক্তফ্রন্টের আঠারো দফা কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই বৎসর পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অত্যন্তপূর্ণ খরা ও দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়; ফলে যুক্তফ্রন্ট স্থায়ী প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ সুবিধা ঘটে না। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় বার যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপুলতর শক্তিতে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পুরুলিয়া জেলার কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার এবং শিল্পোদ্যোগের প্রসার সাধনে লোকসেবক সঙ্ঘ সবিশেষ চেষ্টা সুরু করে। তদানীন্তন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে পুরুলিয়া এলে লোকসেবক সঙ্ঘ ও অন্যান্য সংস্থা ও দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে পুরুলিয়া জেলার প্রধানতম সমস্যা সেচ সমস্যার সমাধানকল্পে "মাইনর ইরিগেশন কমিশন" গঠন করে অবিলম্বে বাস্তবভাবে সেচ প্রকল্পাদি গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণে বিষয়টি আর অগ্রসর হয় নি।

১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে পুরুলিয়া জেলায় আবার নিদারুণ খরা ও দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতি দেখা দিলে পুরুলিয়া জেলার সমস্যাদির স্থায়ী সমাধানের তদিদিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ; লোকসভার সদস্য শ্রীঅজহরহি মাহাতো ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী; সেচ মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও, তদানীন্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুজীবন রাম প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিহারের নিকটস্থ জেলার নিমজ্জি-চাত্তিল-ইচাগড়-পটমদা প্রভৃতি খরা অঞ্চল পরিদর্শনে বিশেষ অনুরোধ জানান। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং গত ১৯শে জুন তারিখে তিনি পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার খরা অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন—কিন্তু সময়াভাবে বিহারের নিমজ্জি চাত্তিল প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন সম্ভব হয় নি। পুরুলিয়াতে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে লোকসেবক সঙ্ঘের সাধারণ সচিব ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এক স্মারকলিপিতে জেলার কৃষি, সেচ ও শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসেবক সঙ্ঘের তদিদিষ্ট পরিকল্পনাগুলি প্রধান মন্ত্রীর নিকট পেশ করেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে জনসভায় ভাষণ দানকালে পুরুলিয়া জেলার দারিদ্র্য, অভাব ও খরা সমস্যা সমাধানে স্থানীয় ও অন্যপ্রদেশীয় ব্যবস্থাদিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রধান মন্ত্রীর পুরুলিয়া সফরের অব্যবহিত পূর্বেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন খরাপীড়িত ও অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার সমস্যাদি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা সুরু করেন এবং সেচ ব্যবস্থা ও শিল্প প্রসারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রায় পাঁচ কোটী টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রসার সাধনের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে লোকসভার সদস্য শ্রীঅজহরহি মাহাত ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রীবিজেন্দ্র লাল সেনগুপ্ত সেচ মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও এর সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করে পুরুলিয়া পরিদর্শনে অনুরোধ করায় সেচ মন্ত্রী তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিরূপে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের সদস্য শ্রীএল, কে ব্যানার্জীকে পুরুলিয়া প্রেরণ করেন। শ্রীব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীএল, কে, ঘোষ; রামোদর ইরিগেশন সার্কেলের (বর্দ্ধমান) সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকে, কে, প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া পরিদর্শন করেন এবং সেচ মন্ত্রীর নির্দ্দেশমত শ্রীসুরহরি মাহাত এম, পি সঙ্গে আলোচনা করে ও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। পুরুলিয়া সেচ ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকে, পি, চৌধুরী জেলার সেচ প্রকল্প বিষয়ক সমস্ত তথ্যাদি বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর নিকট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের সদস্য শ্রীব্যানার্জী পুরুলিয়া পরিদর্শনের পর এই জেলার জন্য বিবিধ ক্ষুদ্র ও মাঝারী সেচ প্রকল্প চলতি আর্থিক বৎসর থেকে সুরু হতে চলেছে।

খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়ায়

নয়টি সেচ প্রকল্পের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

সম্প্রতি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর পুরুলিয়া জেলার ৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। এই নয়টি সেচ প্রকল্পের জন্য মোট ৪২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারী মাস থেকে কাজ সুরু করার জন্য চলতি আর্থিক বৎসরের বাকী বাকী ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই নয়টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্প ১৯৭২-৭৩ সালে এবং বাকী ৩টি প্রকল্প ১৯৭৩-৭৪ সালে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। যে নয়টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে সেগুলি হল :

১। চাকা জলাধার ···১৮ লক্ষ টাকা; ২। নাহারহাড়াজোড়···১,৬৪ লক্ষ টাকা; ৩। গোগো···১,২২ লক্ষ টাকা; ৪। যদুনা জোড়···২,২১ লক্ষ টাকা, ৫। ঘাঘরজুরী···৩,০২ লক্ষ টাকা, ৬। জৈরাগী···১ লক্ষ টাকা ৭। জামবাদ···৩,৮০ লক্ষ টাকা; ৮। পঞ্চাশবোনা···১,৩০ লক্ষ টাকা এবং ৯। মরাল বাঁধ···২,৫৯ লক্ষ টাকা।

পুরুলিয়া থানার মরাল বাঁধ প্রকল্প হল পুরুলিয়ার সাম্প্রতিক পরিকল্পনা। বাকী ৮টি হল ছোট বাঁধ সেচ প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলি শেষ হলে বর্ষাকালে যে ৩০ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, তার উপরে অতিরিক্ত ৯১০০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে।

উপরোক্ত ১৪টি প্রকল্প ছাড়াও পুরুলিয়া জেলার জন্য আরও ১৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এই সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে আনুমানিক ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং ১৮,৫০০ একর জমিতে জলসেচ হবে।

বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় ৫টি ডোড়কাধ প্রকল্প এবং ১টি বিভার লিফট ইরিগেশন স্কীম চালু আছে এবং এইগুলির দ্বারা ২৫০০ একর জমিতে জলসেচ হচ্ছে।

এই স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে খরার ফলে পুরুলিয়া জেলায় তীব্র খাদ্যসঙ্কট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া পরিদর্শন করেন এবং দ্রুত পুরুলিয়া জেলার ত্রাণিত্তা ও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে স্থায়ী ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরই ফলশ্রুতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার পুরুলিয়া জেলার সেচ ব্যবস্থা রূপায়ণে প্রাথমিক পর্যায়ে দুই কোটি টাকা মঞ্জুর করেন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি ও প্রসারকল্পে বিশেষ সুবিধা হারে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ঘোষিত হয়।

কেন্দ্রীয় জল-বিদ্যুৎ কমিশনের সদস্য শ্রীএস কে ব্যানার্জী পুরুলিয়া পরিদর্শন করে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে বাঘমুণ্ডী থানার কুলবেড়া ও কেরোবাজার প্রকল্প; আড়ষা থানার ফুলকোড প্রকল্প; রঘুনাথপুর থানার বান্দোজোড় প্রকল্প; কাশীপুর থানার ডাংরা প্রকল্প এবং ঝালদা থানার অর্ধ-সমাপ্ত সাহারজোড়, কাঁসাই ও ফুকিড়ি প্রকল্পগুলির কাজ চলতি আর্থিক বৎসরে শুরু করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে প্রায় ২৩ হাজার একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে।

উপরোক্ত ১৮টি প্রকল্প ছাড়াও শ্রীবাসান্ত্রী আড়ষা থানার বালু নদী; বরবামপুর থানার কুমারী নদী, ঝালদা থানার রুপাই নদী এবং কাশীপুর থানার মাজরা—এই চারটি সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মহাবীদান যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করার আশ্বাস দেন। এই ৫টি সেচ প্রকল্প রূপায়ণে প্রায় ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং ২০ হাজার একর জমি জল-সেচের আওতায় আসবে। আর উপরোক্ত ১৪টি সেচ প্রকল্প ছাড়াও এই জেলার বরাবাজার, পাড়া বাঘমুণ্ডী ও ঝালদা থানার—বরাকম, টাড়া-গোড়িয়া, হোডাই, নাবাহদপুর (জোসাই) কাঁকড় ও ডিমু—এই ৭টি নদী সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যাদি অতি দ্রুত সম্পূর্ণ করার নির্দেশও তিনি দেন। এই সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়নে প্রায় ১ কোটি ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হবে এবং প্রায় ১৩ হাজার একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে।

এই স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পুরুলিয়া জেলার ১৭টি থানার মধ্যে ১৪টি থানায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্কেলের ব্যাপক ব্যবস্থা শুরু হলেও জয়পুর, সাঁতুড়ী ও নিতুরিয়া এই তিনটি থানা সেচ ব্যবস্থার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে। অন্তত জয়পুর থানায় ইজরী, গোয়াই, পাটর্গা প্রভৃতি শাখানদী সহ সেচের উপযোগী জলের বহু উৎস বিদ্যমান। আর কাসাবতী যোজনার অন্তর্ভুক্ত "আপার ক সাবতী প্রোজেক্ট" অর্থের অভাবের জন্য গত ছয় সাত বৎসর ধরে ফাইল চাপা হয়ে পড়ে আছে। এই যোজনার জন্য প্রায় ছয় সাত কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং পুরুলিয়া জেলার প্রায় ৭০ হাজার একর জমিতে জলসেচ হবে।

পুরুলিয়া জেলায় পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা

খরাপীড়িত ও সেচব্যবস্থাহীন পুরুলিয়া জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে সম্প্রতি যে সকল সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে—তার মধ্যে পুষ্করিণী সংস্কার অন্যতম। পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষভাবে 'রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম' অর্থাৎ গ্রামীন সেচ কার্যসূচী নামে পুষ্করিণী সংস্কার দফতরের অধীনে এই জেলার পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আগামী ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার ১০,০০০ (দশ হাজার) একর জমি সেচের আওতায় আনার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে ৫০টি সংস্কার প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ৩৫০,০০০ (সাড়ে তিন লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এই জেলায় প্রায় ১২৫০ একর জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হবে।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র জেলায় মাত্র ৪০০ একর জমিতে জলসেচের উপযোগী দুটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প বিদ্যমান ছিল। প্রকল্প দুটির নাম হল—ঝালদা থানার কাঁসাই ও যন্তিড়ি সেচ প্রকল্প। বঙ্গভুক্তির পর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে ফেমিন ফাউন্ডেশন প্রদত্ত অর্থসাহায্যে পুরুলিয়া জেলার ১০০০ হাজা-মজা পুষ্করিণী সংস্কারের কাজ ১৯৬১ সালে শুরু হয়। প্রথম দিকে নানা প্রকার ত্রুটি ও শৈথিল্যের সঙ্গে কাজ মন্থরগতিতে চলতে থাকে এবং ব্যাপক জনবিক্ষোভের কারণ হয়। পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। বর্তমানে ৬৩৯টি পুষ্করিণী সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৫১৩টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। এই পাঁচ শতাধিক প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ১৩,০০০ একর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই সেচ ব্যবস্থার দ্বারা যাঁরা উপকৃত হচ্ছেন, তাঁদের দেয় জল-কর বাবদ এই পর্যন্ত ৯১ হাজার টাকা রাজস্ব-আদায় হয়েছে। চলতি আর্থিক বৎসরে এই পুষ্করিণী-সংস্কার প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১৪৫,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পাকিস্তান গণপরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী নেতা মুজীবর রহমানের জন্ম জন্মকাল

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্ব্বাচনের ফলাফল

গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সমগ্র পাকিস্তানে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পর দিন ফলাফল ঘোষিত হয়। গণ-পরিষদের আসন সংখ্যা ধরা ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৭ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬ জন মহিলা মনোনীত হলে মোট আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ৩১৩টি। পূর্ব পাকিস্তানে আসন সংখ্যা হোল ১৬২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৮ আসন। শেখ মুজীবর রহমানের আওয়ামী লীগ ১৪৩টি আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন জয় করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ তথা গণ পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। শতকরা ৯৯টি আসনই আওয়ামী লীগ দখল করে এবং শেখ মুজীবর রহমান নিজে দুটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটিতেই জয়লাভ করেন এবং একটি নির্বাচনকেন্দ্রে রেকর্ড সংখ্যক ১৬৪৭৭১ ভোট পান। পূর্ব পাকিস্তানের অন্য দুটি আসনের মধ্যে একটিতে নির্দলীয় প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় জয়লাভ করেন। শ্রীরায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী পদের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু মনোনয়ন লাভ না করায় নির্দলীয় প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রদত্ত ভোটের মধ্যে নয়টি নির্বাচন কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত আছে এবং এই নয়টি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের জয়লাভ করার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা।

পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকর আলী ভুট্টাও বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। পিপলস পার্টি পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১১৮টি আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮২ আসন জয়লাভ করেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আরও যে ২২টি দলের আবির্ভাব হয়েছিল তাদের অনেকগুলি একটি আসনও

(দেখানে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৫ই পৌষ, সোমবার, ১৩৭৭

ইতিহাসের কলঙ্ক

বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ তথা ভারতের ইতিহাসের কলঙ্ক-স্বরূপ দেশীয় নৃপতিবর্গ যাঁরা স্বাধীন ভারতেও তাঁদের কলঙ্কিত ঐতিহ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাক্তন রাজন্যরূপে রাজন্যভাতাসহ-বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করে আসছিলেন—সেই স্বীকৃতি ও রাজন্যভাতা বিলোপ করে সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রপতি যে আদেশ প্রদান করেছিলেন সেই আদেশ ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ সিঞ্জরাপোলের রাজন্যমাতা এই ছয়শত আটাত্তর জন জীব জোড়া-বলদ লাঞ্ছিত এই ভারতীয় গোচারণভূমিতে পুনরায় পুচ্ছ তুলে নৃত্য করার সাময়িক সুযোগ ও অধিকার অর্জন করলেন। রাজন্যভাতা সম্পর্কিত সুপ্রীম কোর্টের এই রায় ভারতীয় সংবিধানের ঠুঁটো জগন্নাথরূপ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধারা অতি উৎকটভাবে প্রকট করে তুলেছে।

এই ঠুঁটো জগন্নাথজনী ভারতীয় সংবিধানেও দেশের জন-সাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও জনগণের দীন সেবক মাত্র। কিন্তু সংবিধান-সম্মত ভারতের জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই—কেবল সংবিধানের শোভাবর্দ্ধনের জন্যই এটা অলঙ্কারস্বরূপে বিরাজ করছে। কারণ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট তথা সর্বোচ্চ আদালতেরও যে উচ্চতর আদালতরূপে জনগণের দরবার রয়েছে—সেই জনগণের সর্বোচ্চতম আদালতে সুপ্রীম কোর্টের এই রায় এক কলমের খোঁচায় বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এই "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে তোলা গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংবিধানে জনগণের রায় দানের কোনও সুযোগ বা অবকাশ নেই; কিন্তু ঠুঁটো সংবিধানের দ্বারা—উপধারার আইনের ফাঁক ও ফাঁকির সূত্র ধরে বাঘা বাঘা আইনজীবিদের বাক-চাতুর্য্য ও আইনের ব্যাখ্যার বেড়াজালে জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় ব্যবস্থাকে আবার জনগণের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হোল—আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণকে ভারবাহী জীবরূপে সেই বোঝা বহন করতে হবে।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রশাসন ব্যবস্থা যেমন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রহসন—এই দেশের বিচার ধারাও তেমনি অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় এবং বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীতেও সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা পদে পদে ভূলুণ্ঠিত। প্রশাসন ব্যবস্থা যেমন কায়েমী স্বার্থের তল্পী বহন করে চলেছে—বিচার ব্যবস্থাও তেমনি "সবার উপরে আইন সত্য" নীতিকে অসাম্য আদর্শ জ্ঞানে আইনের যুপকাষ্ঠে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান করে চলেছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার দৌড় "ক্রাউন" তথা বৃটীশ সম্রাটের "প্যারামাউন্ট পাওয়ার" অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার অনুরূপ কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে রাজন্যভাতা বিলোপের আদেশ দিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রপতির আদেশ সংবিধান-বিরোধী ও অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বৃটীশ সম্রাট তথা বৃটীশ সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করার বাসনা কোনও ভারতবাসীর নেই—ভারতবাসী বিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গী চায় যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ভারতীয় জনগণের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিরূপে ভারতের রাষ্ট্রপতির জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক এই রাজন্যভাতা বিলোপ করার ক্ষমতা কেন থাকবে না। সংবিধানে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে সেই ত্রুটি অবিলম্বে দূর করতে হবে।

ঠুঁটো জগন্নাথজনী ভারতীয় সংবিধানের ত্রুটি বিচ্যুতির অন্ত নেই। শতচ্ছিন্ন এই সংবিধানকে এই পর্যন্ত আঠারশ সংশোধনের জোড়াতালি দিয়ে কোনওরূপে লজ্জা রক্ষার ব্যবস্থা করে আসা হচ্ছে। সুতরাং এই অসার্বভৌম সংবিধানকে বাতিল করে একটি সার্থক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করার সময় এসেছে যাতে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা কায়েমী স্বার্থের ধারক, বাহক ও সেবক হবে না—জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তব ভিত্তি রচনা করে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকেও পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত করা হবে।

অ. চৌধুরী

সাময়িক শাসিত পাকিস্তানে জনগণের রায়

প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের পার্লিয়ামেন্ট অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ তথা গণ পরিষদের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পূর্ব্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ কল্পনা-তীতভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি আশাতীত সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে যথাক্রমে পূর্ব্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলরূপে পরিগনিত হয়েছে। জাতীয় পরিষদের নির্ব্বাচনের পর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলির নির্ব্বাচনেও পূর্ব্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ শতকরা নিরানব্বইটি আসন জয়লাভ করার চূড়ান্ত গৌরব অর্জন করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি পশ্চিম পাঞ্জাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ; বেলুচিস্থান প্রভৃতি রাজ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এই সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় সাফল্যের পশ্চাতে উক্ত দলের নেতা মুজীবর রহমানের অক্লান্তকর্মী অবদান ও কৃতিত্ব যেমন রয়েছে—তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির এই সাফল্যের পশ্চাতে দলের নেতা জুলফিকর আলী ভুট্টোর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে রয়েছে।

পাকিস্তানের এই সর্ব্বপ্রথম গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি পর্য্যা-লোচনা সূত্রে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির পশ্চাতে কোনও গণ আন্দোলন বা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য নেই; মুলতঃ ধর্ম্মীয় জিগীরের ভিত্তিতে 'দ্বো' সাহেবের কূটনীতি এবং অপকৌশল পাকিস্তান সৃষ্টির বুনিয়াদ রচনা করে; ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত পাকিস্তানের জনসাধারণকে ডিক্টেটরী একনায়কত্ব অথবা সামরিক শাসনের অধীনে কাটাতে হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের "বেসিক ডেমোক্রেসী" অথবা মৌলিক গণতন্ত্রও আসলে গণতান্ত্রিক মুখোশে স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থারই নামান্তর মাত্র। স্বাধীন পাকিস্তানের সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর জন-সাধারণকে এই অমনস্কীয় অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়েছে এবং অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা অধিকার করার জন্য পাকিস্তানের জনসাধারণকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামের ধারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি বিভিন্ন-রূপ ধারণ করে।

স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ যেমন এতাবৎকাল উপেক্ষিত অবহেলিত ও নামমাত্রভাবে শোষিত; তার চেয়েও আরও উৎকটভাবে স্বাধীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব্ব পাকিস্তান উপেক্ষিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব পাকিস্তান স্বাধীন পাকিস্তানের উপনিবেশরূপে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থের শোষণ লুণ্ঠনের লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কাশ্মীরের ধুয়া তুলে পশ্চিম পাকিস্তানের গণবিক্ষোভকে যেমন স্তিমিত ও স্তিমিত করার অপচেষ্টা হয়েছে; পূর্ব পাকিস্তানেও তেমনি গণ আন্দোলন ও সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলে হিন্দু নিধন যজ্ঞে রূপান্তরিত করার অপকৌশল বারবার করা হয়েছে। সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা স্বত্বেও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব্ব পাকিস্তানী তথা বাঙ্গালীদের কোনও স্থান ত ছিলই না—এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বাঙ্গালী মুসলমানদেরও প্রবেশাধিকার নেই বা ছিল না। এই সব অন্যায় বৈষম্য ও জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপর শাকের আঁটির ন্যায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষা বাংলার কণ্ঠরোধ করে জোরপূর্বক উর্দ্দুকে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা সুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আত্মপ্রকাশ করে এবং বহু ছাত্র ও যুবকের চরম আত্মদানে সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তান গণআন্দোলন যে-ভাবে উদ্বেল ও উত্তাল হয়ে ওঠে তাতে স্বেচ্ছাচারী পাকিস্তান সরকারকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতির দাবীকে নতজানু হয়ে মানতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলনের এই প্রথম সাফল্যে আওয়ামী লীগ জনমানসে যে স্থান করে নেয় তারই চরম ও পরম অভিব্যক্তি এই সাম্প্রতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আওয়ামী লীগের পূর্ব স্বায়ত্তশাসনের দাবীও সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করলো।

অতঃপর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ তথা গণপরিষদে চার মাসের মধ্যে পাকিস্তানী সংবিধান রচনার যে দায়িত্ব আছে তা পূরণ করার অগ্নি পরীক্ষায় আওয়ামী লীগ উত্তীর্ণ হতে পারলে পাকিস্তানে নূতন যুগ সূচনার গৌরব অর্জন করবে। অঃ চঃ

—•—

স্থানীয় সংবাদ

শ্রীশ্রীসারদা অডোৎসব

গত ২০শে ডিসেম্বর চরিশত সাহিত্য মন্দির হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবত মঠের উদ্যোগে শ্রীশ্রীসারদা অডোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা ও হাইয়া জজ শ্রীতরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ; জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীযোগেন্দ্র বংশী মণ্ডল; রাজমান বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীআনন্দ ভা প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকালে প্রভাত ফেরী, পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং বিপ্রহরে জনসাধারণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারী কর্মচারীদের বার্ষিক সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির পুরুলিয়া শাখার ১৩শ বার্ষিক সম্মেলন পুরুলিয়া চরিশত সাহিত্য মন্দির হলে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী.জ্যোৎস্না ময় আইচ সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীবিভূতি কুমার সাহানা প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে সরকারী কর্মচারীদের বিবিধ সমস্যা আলোচিত হয় এবং নূতন বৎসরের কর্মপরিষদ নির্বাচিত করা হয়।

—•—

বিবিধ সংবাদ

রায় মন্ত্রীসভার পতন

বিহারে নব-কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগা প্রসাদ রাই পদত্যাগ করেন।

সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা শ্রীকর্পুরী ঠাকুর নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করছেন।

পাকিস্তানে বিধানসভার নির্বাচন

গত ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৮ই ডিসেম্বর ফলাফল ঘোষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ২৭৯টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে ভূমিধসাত্মক সাফল্য অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে—কিন্তু সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি।

—•—

রিটার্ণ দেওয়া বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য

আমার কাছে কিছু লোক আসছেন যে, কোনো কোনো যে, এল, আর, ও এবং সরকারী ব্যক্তিরা তাঁদের বলছেন ডিসেম্বরের মধ্যে "রিটার্ণ" দেবার ব্যবস্থা করো। তাঁরা আমার পরামর্শ চেয়েছেন—কী করা যাবে। আমি তাঁদের বলেছি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ৩০শে জুনের আগে এই জেলায় রিটার্ণ দেবার কথাই উঠবে না। এটা হাস্যিস্কার যে, এল, আর, ও দের জানা উচিত ছিল। জনসাধারণকে জানাই যে ১৯৭১ সালের ৩০শে জুনের আগে রিটার্ণ দিতে হবে না।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

Wanted

A Lady teacher for Chittaranjan Girls' High School, Purulia. Qualification B. A. (Hons) in English. / M. A. in English. Experienced teacher will be preferred. Closing date 4. 1. 71. Interview on 10. 1. 71 at 2 p. m.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School.
PURULIA.

Wanted

A male clerk-cum Typist for Chittaranjan Girls' High School, Purulia not below 40 years. Qualification Matriculate/ School Final or its equivalant. Closing date 4-1-71. Interview on 9-1-71 at 2p. m.

Secretary
Chittaranjan Girls' High School.
PURULIA

একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

বান্দোয়ান থানার বহড়াঘুটুর শ্যাম মাঝির দুর্দ্দশার কাহিনী

পুলিশের সাহায্যে বড়লোক চালাক লোকেরা কেমন করে গ্রামের সাধারণ লোকের জমিজিরাত তছনছ করে তাদের সর্ব্বস্বান্ত করছে বান্দোয়ান থানার শ্যাম মাঝির জমিজমা বেদখল হবার কাহিনী বর্ত্তমান সময়ে প্রশাসনের একটি অতি কলঙ্কিত ঘটনা। শ্যাম মাঝি বহু আবেদন নিবেদন ও চেষ্টা করেও কোন প্রতিকারই পাচ্ছে না আর পাবে বলেও মনে হয় না। পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের কাছে লিখিত ও প্রেরিত আবেদনটি সবিনয় নীচে প্রকাশিত হল।

দেশবাসীর কাছে এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাস্য এর পরেও শ্যাম মাঝিরা কি করবে? প্রশাসন ও পুলিশের হাতে যে ঐতিহাসিক ক্ষমতা আছে তা বান্দোয়ানের ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক প্রভৃতি সমাজবিরোধী ও দস্যুদের বিরুদ্ধে কেন প্রযুক্ত হয় না? এই অনিল বরণ মল্লিকদের চেয়ে বড় সমাজবিরোধী আর কারা হতে পারে জানি না। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই একথা বলছি এবং একথাও বলছি যে এই রকম শ্যাম মাঝিরা যারা বর্ত্তমান গৃধ্রদের ও হাঙ্গরদের অবাধে ভক্ষ্য হয়েছে ও হচ্ছে উপায়ান্তরহীন তারা যদি লক্ষ লক্ষ ময়দানে নামে তবে তা কোন আইনেই টেকান যাবে না। গান্ধীজীর কথার "অহ্ন বিপ্লবের" রূপ অতি ভয়াবহ হবে। কারণ অতীত আমাদের বর্ত্তমান সৃষ্টি করেছে আর বর্তমানটা ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে চলেছে।

'মুক্তি সম্পাদক'

মাননীয়,
শ্রীযুক্ত ডেপুটি কমিশনার
পুরুলিয়া।

মহাশয়,

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, পুরুলিয়া জেলার অধীন বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত বান্দোয়ান মৌজার টোলা বহড়াঘুটুর আমি একজন অধিবাসী। বিগত ১৯৫৮ সালে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এক খুন কেসে জড়াইয়া পড়ি। সেই সময় মামলা চালাইবার জন্য আমি আমার কিছু জমি জায়গা বিক্রয় করি। ঐ আমি বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার কাঁকড়াঝোড় গ্রামের একজন বড় জোতদার তথা বিশ্ব ব্যাঙ্ক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র মল্লিক তাঁহার পুত্র ডাঃ অনিল বরণ মল্লিকের স্ত্রী বেলারাণীর নামে ক্রয় করেন। কেসে আমার সাজা হয়। জেল হইতে দীর্ঘদিন পরে মুক্তি লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখি ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক আমার বিক্রিত জমি ছাড়াও আমার অন্যান্য সমস্ত জমি জায়গা দখল করিয়া লইয়াছেন। আমি যখনই আমার জমিতে চাষ করিতে যাই তখনই অনিলবাবু পুলিশের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমার উপর নানা কেস চাপাইয়া আমাকে চালান করাইতে থাকেন। এইভাবে প্রতি বৎসর ধান্য রোপণের ও কর্তনের সময় আমাকে চালান করাইয়া আমার অনুপস্থিতিতে আমার জমি জায়গা অনিল বাবু দখল করিতে থাকেন। আমি কেস চালাইয়া চালাইয়া নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ি। আমার অবস্থা স্থানীয় এম. পি. শ্রীযুক্ত ভজহরি মাহাতো মহাশয়কে জানাইলে পর তিনি ও লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মাহাতো উভয়ে তৎকালীন এস. পি. মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানান। তিনি তখন বলেন, "শ্যাম মাঝির নামে বহু কেসই হয়েছে। আমি আপনাদের অনুরোধে কোর্ট'ও বিষয়টি আপনারা পঞ্চায়েতে মীমাংসা করে নিন। আমার পক্ষে সি, আই, ও ও, সি বান্দোয়ানে উপস্থিত থাকবেন।" সেই মত গত বৎসর সাকনির ধরিয়া মীমাংসার কথাবার্তা চলে ও আমার জমি জায়গা আমিন দ্বারা মাপান হয়। তাহাতে আমার বহু জায়গা পাওয়া হয়। মহামান্য হাইকোর্ট ৩০৯নং প্লটের উপর যে আমার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন তাহাও পঞ্চায়েত পাঠ করেন। তবুও পঞ্চায়েতের অনুরোধে আমি ডবলডি মৌজার ৩০৯ ও ৩০৫ প্লটে মাত্র ৫ বিঘা ৫ কাঠা জমি লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চায়েতের মীমাংসা মানিয়া লই। ঐ পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন বেলারাণীর পক্ষে তাঁর স্বামী ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক ও অনিল বরণের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জলধর মাঝি। আমার পক্ষে প্রাক্তন এম. এল. এ. শ্রীযুক্ত অদ্বৈত মণ্ডল। এস, পি, র পক্ষে বলরামপুর সার্কেলের সি, আই. শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র সরকার ও বান্দোয়ান থানার ও, সি. শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইয়াসিন এবং নিরপেক্ষ শ্রীযুক্ত ভজহরি মাহাতো এম. পি ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মাহাতো। মীমাংসার সময় সরেকমিনে যাইয়া মাননীয় সি, আই, অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমরা জানতে পারি নাই এর মধ্যে শ্যামের অনেক জমি জায়গা আছে। ভুল বুঝে আমার আমলে আজ কয়েক বৎসর ধরে শ্যামের নামে বহু কেস হয়েছে। আমরা যদি জানতে পারতাম তা হোলে শ্যামের নামে এত কেস হোত না।"

বহু জনসাধারণের সামনে ঐ পঞ্চায়েতে অনিল বাবু ঐ জমি আমাকে ছাড়িয়া দেন। পর বৎসর ঐ জমি আমি নির্বিবাদে চাষ আবাদ করিয়াছি। এ বৎসরও ঐ জমিতে ধান্য চারা ফেলিয়াছিলাম এবং পাখনা দিয়া জমি চাষযোগ্য করিয়া বৈকি করিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ গত ৯ই জুলাই ১৯৭০, থানা হইতে ২জন কনেষ্টবল গিয়া আমাকে ১৪৪ এর নোটিশ দেন। আমি ১১ই জুলাই ভোরের বাসে এস, ডি, ও, মহোদয়কে এই ঘটনা জানাইবার জন্য পুরুলিয়া যাই। সে দিন আমার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক থানার বাবোগা বাবু একজন লাঠিধারী কনেষ্টবল ও ২জন বদুকধারী কনেষ্টবল ও বহু গুণ্ডা লইয়া আমার জমির চারা ভাঙ্গিয়া দেয়। আমার ছেলে শ্রীমান নরু মাঝি ঘটনাটি থানায় ডায়েরী করার জন্য থানায় যায়। কিন্তু দারোগা বাবু তাহার ডায়েরী গ্রহণ করেন নাই। আমি এ বিষয়ে মাননীয় এস, পি, পুরুলিয়া মহোদয়ের নিকট একটি আবেদন করি তাহাতে বলরামপুরের সি, আই তদন্তে আসেন। কিন্তু তদন্তে সমস্ত অভিযোগ তিনি এড়াইয়া যান—তদন্ত কিছুই করেন নাই।

গত ১৮।১১।৭০ তারিখে সকাল প্রায় ৭টার সময় দেখা যায় উক্ত অনিল বরণ মল্লিক প্রায় ৪০০৫০ জন সশস্ত্র গুণ্ডা লইয়া ঐ ৩০৯ নং প্লটের ধান্য কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি স্থানীয় থানায় ডায়েরী করিতে যাই। কিন্তু আমার ডায়েরী না লইয়াই বা আমার বক্তব্য না শুনিয়াই দারোগা বাবু আমাকে হাজতে বন্ধী করিয়া দেন। দারোগা বাবু মাঝে মাঝে কনেষ্টবল পাঠাইয়া ঐ ধান্য অনিল বাবু কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছেন কি না তাহার সন্ধান লইতে থাকেন। অনিল বাবু মহা সমারোহে গাড়ীতে করিয়া আমার ঐ জমির কাঁচা ধান্য থানার পাশ দিয়া দারোগার চোখের সামনে কাটিয়া লইয়া যাইতেছেন লক্ষ্য করিয়া আমি হাজত হইতে দারোগা বাবুর দৃষ্টি ঐ ধান বোঝাই গাড়ী ও অনিল বাবুর প্রতি আকর্ষণ

করি। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। অনিল বাবু সমস্ত ধাক্কা স্বয়ংগত করিয়া লইলে পর আমাকে হাতকে হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে আজ দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক পুলিশের সাহায্যে আমার নামে বহু মিথ্যা কেস করিয়া চলিয়াছেন আমার থাকে বে-আইনিভাবে আত্মসাৎ করিয়া চলিয়াছেন। পুলিশ ও আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত পঞ্চায়েতের নায়কে বা মহামান্য হাইকোর্টের রায়কে উপেক্ষ ও অমান্য করিয়া চলিয়াছেন আর আমি আপনাদের নিকট বার বার বহু আবেদন নিবেদন করিয়া তাহার বিচার পাইতেছি না। একটার পর একটা কেসের বোঝা বহন করিতে করিতে আজ আমি ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছি। কেস চালাইবার আর কোন ক্ষমতাই আমার নাই।

অতএব, আমার অনুরোধ ডাঃ অনিল বরণ মল্লিক আমার সমস্ত জমি পুলিশের সাহায্যে বে-আইনভাবে দখল করিয়া ও স্থানীয় পুলিশ ডাঃ অনিল বরণ মল্লিককে উক্ত কার্যে সহায়তা দিয়া আমার উপর যে অন্যায় উৎপীড়ন চালাইতেছেন তাহার তদন্ত ও প্রতিকার করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। নিবেদন ইতি

নিবেদক
শ্যাম মাঝি
সাং বহড়াঘুটু
বান্দোয়ান, জেলা—পুরুলিয়া।

বহড়াঘুটু
তাং—১৬-১১-৭০

Copy to :
ক) এস, পি, পুরুলিয়া
খ) শ্রীযুক্ত অজহরি মাতাত ; এম, পি,
গ) শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, মুক্তি সম্পাদক।

—•—

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পাঞ্জাবি এবং কোনও কোনও ক্ষুদ্র মাত্র চার পাঁচটি করে আসন লাভ করতে পেরেছে। এই নির্বাচনে কোন্ দল কটি আসন লাভ করেছে তার তালিকা নিম্নরূপ:

আওয়ামী লীগ—	১৫১	জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খাঁ)	৭
পিপলস পার্টি—	৮১	জমায়েৎ-ই-ইসলামী—	৪
মুসলীম লীগ (কায়ুম গ্রুপ)	২	মুসলীম লীগ (কনভেনশন) —	২
মুসলীম লীগ (কাউন্সিল) —	১	কেসকেড+ পার্টি -	১
অমিয়ক উল উলেমা ই(পাকিস্তান)	৭		
জমিয়ৎ উল-উলেমা (তাজানী গ্রোপ)	৭	নির্দলীয়—	১৪

সৈয়দ মুজীবর রহমান (৫০)—পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ব স্বায়ত্ব শাসনাধী করেন; পশ্চিম পাকিস্তানের সমিক গ্রোপ এ পাঞ্জাবীরা পূর্ব-পাকিস্তানকে ফেডারেল শোষণ ও অন্যায়ের কবে—তার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ফেডার ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তান সরকারবিরোধক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে ছাত্রআন্দোলন সুরু করলে শেখ মুজীবর বর্তমান ছেপ্তার হন এবং ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছেন এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র পাকিস্তান হাকা কাজমায় বিরুদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আয়ুব খাঁ আওয়ামী লেগ নেতা মুজীবরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

জুলফীকর আলী ভুট্টো (৪২)—পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো আয়ুবের মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকা কালে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং চীনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে পাতা দন। তিন বৎসর মন্ত্রীত্বের পর ১৯৬৮ সালে পদত্যাগ করেন এবং পর বৎসর আয়ুবের বিরোধীরূপে রাজনৈতিক আসরে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসে ১৯৫৩ সালে করাচিতে আইন ব্যবসায় করতেন।

—•—

পুরুলিয়া জেলায় সরকারী সেচ ব্যবস্থার রহস্য

(অজহরি মাহাত এম, পি)

(মুক্তির গত ২৩শে নভেম্বর তারিখের ৪৯শ সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়েছে তার পরে যেটুকু বাকি ছিল তা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। মু: স:)

জিতান থেকে ফেরার পথে বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠে কিছুক্ষণ বসে পুরুলিয়ার সেচ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হল। পশ্চিম বাংলায় চীফ ইনজিনীয়ার মহাশয় কাজ কর্মের সম্বন্ধে কতকগুলি অসুবিধার কথা বললেন। দিল্লী থেকে আগত কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের ইনজিনীয়ার শ্রীব্যানার্জি বললেন যে কত রকম অসুবিধা আছে তা সব লিখিতভাবে দেন—আমি ঐ ব্যাপার ডাঃ রাওকে লিখিত এবং মৌখিক জানিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করব।

স্থলে একটি কুয়া আছে যা আজ দীর্ঘ ৬বৎসর যাবত বাঁধান হচ্ছে না। এই কুয়োটিতে শিক্ষক, ছাত্র ছাড়াও গ্রামের জনসাধারণ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পানীয় জলের দুর্দ্দশার লাঘব করেন। আমি শ্রীব্যানার্জিকে সেই কুয়াটি দেখালাম সেই কুয়াতে তখনও ৩০/৩২ ফুটের মতো জল ছিল।

তিনি বললেন—এতো চমৎকার কুয়ো এতে অনেক জমি সেচন হতে পারে। এই রকম নীচু জমিতে কুয়ো হলে কেন সেচনের কাজ হবে না? এত সুন্দর কুয়োটি আজ পর্যন্ত বাঁধানই বা হয়নি কেন?

জবাব দেবার মতো কিছু ছিল না। চীফ ইনজিনিয়ার মহাশয় বললেন এবার এটার কাজ আটক থাকবে না। এক্সিকিউটিভ ইনজিনিয়ার বললেন আমি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা করছি।

আমি বললাম যুক্তফ্রন্ট আমলের সরকার থেকে আজ পর্যন্ত অনেক দরবার জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আর্জি দরবার করেও আজ পর্যন্ত কিছু হয়নি। দেখি এবার কি হয়।

আমি শ্রীব্যানার্জীকে বললাম গত ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে জেলার গ্রামে গ্রামে ভোট সংগ্রহের এজেন্ট করে কুয়ো কাটাবার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল কোথাও আর কুয়ো হয় নাই কোটি কোটি টাকা বরবাদ করা হল। এবারও আবার ভোট আসছে—এখন আবার গ্রামে গ্রামে কুয়ো কাটাবার তোড় জোড় হবে এবং পুরুলিয়া জেলার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে কয়েক কোটি টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছেন তা ভছনছ হয়ে যাবে।

এই কথা শুনে শ্রীব্যানার্জি বললেন—এটা কি রকম কথা? আমি তার উত্তরে কয়েকটি বরাদ্দ কুয়ার ইতিহাস বললাম। তিনি একটু বিস্মিত হলেন।

চীফ ইনজিনীয়ার মহাশয় বললেন—এবারও পুরুলিয়া বাঁকুড়া মোদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ এলাকার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তাতে পুরুলিয়ার স্পর্শ ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল। আমি তা হতে দিই নাই। পুরুলিয়াতে এবার অনেক কাজ করা হবে।

—•—

শোক সংবাদ

গত ২২শে অগ্রহায়ণ ঝালিদার অধিবাসী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় নিজ বাড়ীতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী দুই পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে গেছেন।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং দেশের জন্য কারাবরণও করেছিলেন।

তিনি ঝালিদাতে মুখ্যতঃ শ্রমিকদের মধ্যে বর্তমানে কাজ করে আসছিলেন। আমরা তার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

—•—

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন : ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী অধিবেশন ঃ ঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতির কার্য্যক্রম এবং গ্রন্থাগার পক্ষ উদযাপন

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হবে এবং সেই সূত্রে পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতিস্বরূপ আগামী ১৮ই ডিসেম্বর থেকে দুই সপ্তাহব্যাপী "গ্রন্থাগার পক্ষ" উদ্‌যাপিত হবে। এই সূত্রে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ; গ্রাহক, জোনার ও সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতির সদস্য সংগ্রহ অভিযান প্রভৃতি কার্যক্রম অনুসৃত হবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কার্যক্রম

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের প্রাথমিক অনুষ্ঠানক্রমে **আগামী ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারী তারিখে নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে।** ২৩শে ও ২৪শে জানুয়ারী তারিখে সম্মেলনের অধিবেশন সূত্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিকবৃন্দ যোগদান করবেন। ২৪শে ও ২৬শে জানুয়ারী শিশু উৎসব সূত্রে শিশু রমরম, মনি-মেলা প্রভৃতি আকর্ষণীয় খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ব্যবস্থাদি চলছে।

আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ১৯৭১ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হবে। দীর্ঘ ১৪ বৎসর পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন দ্বিতীয়বার পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করবেন।

আগামী ৬ই, ৭ই ও ৮ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে কাব্য-নাট্য ও কথা সাহিত্য শাখার অধিবেশনগুলি ছাড়াও বিশেষ কার্য্যসূচিরূপে দেশবন্ধু, অতুল প্রসাদ সেন ও আচার্য্য যদুনাথ সরকারের শতবার্ষিকী এবং বিদ্যাসাগরের সার্ধ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে। আর সম্মেলনের বিশেষ শাখারূপে বৃহত্তর বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে মানভূম জেলার বিচ্ছিন্নাংশে ঢাল্‌ভূম, ঢঁকাগড়, পটভূমা, চাষ, চন্দনকিয়ারী, ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের বাঙালীরা নিজ অধিবাসী এবং সিংভূম, রাঁচী, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলার সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের ভাষা, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে যে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে সেই সব বিষয় আলোচনা ও তার সমাধান প্রচেষ্টার সূত্র সন্ধান করা হবে। বৃহত্তর বঙ্গ শাখা সম্মেলনের অধিবেশন আগামী ৭ই মার্চ্চ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সকল বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদের যোগদান করার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে বাংলার ও বহির্বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সুধী ও শিল্পীবৃন্দ যোগদান করবেন।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের বিবিধ কার্যক্রমকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সহরের ও জেলার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

পুরুলিয়া
১৫।১২।৭০

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতি
হরিপদ সাহিত্য মন্দির

রাজন্য ভাতা বিলোপের আদেশ বাতিল

রাষ্ট্রপতির আদেশ নাকচ করে সুপ্রীম কোর্টের রায়

রাজন্যবর্গের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিয়ে রাষ্ট্রপতি যে আদেশ জারি করেন সুপ্রীম কোর্ট গত ১৫ই ডিসেম্বর সেই আদেশ সংবিধানবিরুদ্ধ ও অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছেন। ১১ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের মূল বেঞ্চ এর ৮ জন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির আদেশ সমর্থনের সপক্ষে রায় দেন এবং ৩ জন বিচারপতি ভিন্ন রায় ঘোষণা করেন। তাঁদের রায় পরবিন্দ পঠিত হয়নি। অধিকাংশের রায়ে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারী রাজন্যবর্গ রাষ্ট্রপতির আদেশ বলবৎ হওয়ার আগে যে সব ভাতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন তা সবই আবার ফিরে পাবেন। অধিকাংশ বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রীএম হিদায়েতুল্লা, বিচারপতি শ্রী জে, সি, শাহ, বিচারপতি শ্রী জে, এম, সেলাম; বিচারপতি শ্রী এম এম, দিকী; বিচারপতি শ্রী ভি কে গুপ্ত; বিচারপতি শ্রী ও বিক্টর; বিচারপতি শ্রী আই ডুয়া ও বিচারপতি শ্রী এ বেগ্রোভার। যে তিনজন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেন—তাঁরা হলেন বিচারপতি শ্রী এ, এন, রায়, বিচারপতি শ্রী বি, কে, মিত্র এবং বিচারপতি শ্রী খান্না।

সুপ্রীম কোর্ট রাজাদের ক্ষেত্রে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে দেবার জন্য নরকারকে নির্দ্দেশ দেন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি রাজন্যবর্গের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিলোপ করে তাঁর আদেশ জারি করেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের পক্ষ থেকে মোজাফিরে, উদয়পুর, নাভা; নানাগড়, জন্ধ, পাটনা, বরুকরার ও বারানসী রাজের নৃপতিদের বিভিন্ন আবেদন পেশ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের মূলকেসে ২১ দিন ধরে শুনানি চলে। নৃপতিদের পক্ষে সওয়াল করেন প্রাক্তন বিচার মন্ত্রী ও সলিসিটর মহী এম-সি-সিতলবাদ, শ্রীএন নীলকণ্ঠন, শ্রী এ, এন, সাকি ওয়াদা প্রমুখ আইন জীবিরা। রাষ্ট্রপতির আদেশের হয়ে সওয়াল পক্ষে সওয়াল করেন এ্যাটর্নী জেনারেল শ্রীনীরেন দে ও প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীমোহন কুমার মঙ্গলম্।

স্বাধীনতার আগে সারা ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন—আর শতকরা ২০ ভাগ শাসন করতেন ৫০২ জন দেশীয় রাজা। এই সব দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ২৩৭টির আয়তন ছিল মাত্র ২০ বর্গ মাইল আর বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ছোট গড়ে মাত্র ২২ হাজার টাকা। স্বভাবে নৃপতিদের সংখ্যা ছিল প্রায় একশ জন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৩ জন এবং ভারতীয় নৃপতিদের সম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল ১৮০০ কোটী টাকা। মর্যাদা প্যাটেল স্বাধীন মন্ত্রী থাকার সময় এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় এবং সেই সূত্রে প্রাক্তন নৃপতিদের জন্য রাজস্ব ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়। স্থির হয় যে মোট ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ভাতা প্রতি বৎসর দেওয়া হবে। এই রাজস্ব ভাতা আইনত মুক্ত। এঁদের মধ্যে মহীশুর রাজা ২৬ লক্ষ টাকা আর বরোদার মহারাজা ২৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বাধিক সুবিধা এবং কোচ্চাবিহার রাজা মাত্র ১২২ টাকা অর্থাৎ সর্বনিম্ন পরিমাণ রাজস্ব ভাতা পেতেন।

১৯৭০ সালের ১৮ই মে লোক সভায় রাজস্ব ভাতা সংক্রান্ত বিলটি পেশ হয় এবং ২৩ সেপ্টেম্বর পাশ হয়। গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাজ্য সভার মাত্র এক ভোটের জন্য (১৯৩—১৪) বিলটি বিবেচিত হোল না। এর পর ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি এক আদেশ জারি করে ২৬শ জন প্রাক্তন নৃপতির স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেন।

—•—

Regd. No C—4290
Phone No.—175

মুক্তি—(৮)

C. R. No.—2539/57

আমি দিলুম পিটুলির গোলা
আমার হোক সোনার গোলা
ক্ষেতে দিয়েছি সার সুফলা

ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন, আমার হ'ব ঝলমলে সংসার– গোলাভরা ধান। ইতুপুজায় পিটুলির গোলায় ছবি এঁকেছি –ধানের মরাই, সংসলতা আর লক্ষ্মীর পা।



লক্ষ্মী আজ পায়ে পায়ে উঠে এসেছেন আমার গোলায়, আমার সংসারে। 'সুফলা' সার নিয়ে পেয়েছি সুফল। ক্ষেত উপরে পড়েছে পাকা ফসলে, গোলা ভরেছে সোনার ধানে।

সব জমিতে সব ফসলে
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের
সার: সুফলা (২০:২০:০)

FCI ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পূর্ণিয়া বিপণন শাখা
৮-সিক্লার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১০

FERTILISER LTD

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক

আগের বছরের মত এবারেও প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত পড়ার বই প্রতি ব্লকের সংশ্লিষ্ট বই বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বই বিনামূল্যে এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বই আগের বার্ষিমত মূলভ মূল্যে দেওয়া হবে। ছাত্র বা অভিভাবককে পৃথক পৃথক ভাবে বই দেওয়া যাবেনা। প্রধান শিক্ষক যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের জন্য দরকারী সকল বই একত্রে সংগ্রহ করবেন। সন ১৯৭১ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বই পাওয়া যাবে।

স্বাঃ মোহন বংশী মণ্ডল
জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক
তাং— পুরুলিয়া

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

WANTED

"For Santamayee Girls' High School, P. O. & Dist. Purulia a lady teacher in a permanent vacancy. Qualification—B. A. with Home Science or a Graduate trained in Home Science or a Graduate having Home Science in H. S. Examination. Pay and allowance as per G-in-aid rule. Apply to the Secretary on or before 23.12.70".

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল
পুরুলিয়া
পাইকারী ও খুচরা ঔষধের ভোলাল
STOKCISTS & DISTRIBUTORS
SQUIBB, BOEHRINGER-NOLL, T. C. F., J. & J.
অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভাড়ায় পাওয়া যায়

পাকা বাস্তুবাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়া শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের নিকটে (মানবাজার রোডের উপর) প্রায় দুকাঠা জায়গায় পাকা একতালা দালান ঘর, বসবার এবং দোকান করিবার সুবিধা আছে।

শ্রীমতিলাল সাউ
নামোপাড়া, পালবাবী দোকান সাক্ষাৎ করুন:—সকাল ৮-১২টা বৈকাল ৫-৯টা।

মফস্বলে সুবর্ণ সুযোগ
ছত্রমী ক্লিনিক
ফুলবেড়্যা, মানবাজারে ২নং অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীবিভূষণ দাস এখানে অল্পব্যয়ে রোগ-পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা হয়।

আরামে চলুন
মুগুর ছাপ

দেখে নিন
অজন্তা হাওয়াই

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গেমাতরম্

স্বর্গীয় বিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩১শ বর্ষ
৪৮ সংখ্যা

সোমবার, ২৮শে ডিসেম্বর '৭০
১২ই পৌষ, ১৩৭৭

বার্ষিক—৬.০০, সডাক—৭.০০
নগদ—১০ পয়সা

দুর্লভং ভারতে জন্ম
মানুষং তত্র দুর্লভম্।

কর্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম দুর্লভ তন্মধ্যে আবার মনুষ্যত্ব দুর্লভ।



সংঘ-নেতৃত্বাধীনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ

পুরুলিয়া জেলা অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত অনগ্রসর ব'লে এবং এই জেলায় প্রায়শই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ব'লে জেলাবাসীদের সংঘ তথা তার কর্মীরা তাঁদের গঠন-কর্ম-তালিকায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবিধ কার্যাবলী বাস্তবায়ন অগ্রসর হয়েছেন। সংঘের লক্ষ নির্দ্দেশে সংঘকর্মীদের বাস্তবায়নায় বিভিন্ন কৃষি উন্নয়নের কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে। তারই কার্যক্রম অনুসারে বৃহৎ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সমূহ নবভাবে রূপায়িত হচ্ছে। সাগমা কৃষিক্ষেত্রে বিধ্বংসী ডাঙ্গা জমিতে অনুরূপ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এই জেলায় কয়েক লক্ষ একর ডাঙ্গাজমি রয়েছে। এই বিরাট ভূমি-সম্পদকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে পথনির্দেশ স্বরূপ সাগমার ডাঙ্গাজমিতে পরীক্ষাকার্য্য পরিচালিত হচ্ছে। সেই কারণে এই পরীক্ষা কার্য্যের গুরুত্ব সমধিক। সাগমা কৃষিকেন্দ্র বলরামপুর থানায় অবস্থিত।

বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রসমূহ

এই কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পনার মধ্যে পুরুলিয়া সহরের উপকণ্ঠে বক্সবাড়ীস্থ বৃহৎ ডাঙ্গাজমির পরিকল্পনা অন্যতম। এর প্রাথমিক উদ্যোগ পর্ব্বের কাজ সমাপ্ত। শীঘ্র মধ্যে এখানে কৃষি, গোপালন, পশুপালন, সার উৎপাদন প্রভৃতির কাজ শুরু হবে। তারই বিবিধ আয়োজন চলেছে।

চাষী-গোষ্ঠী-সংগঠন ও কৃষিদ্রব্যাদি সরবরাহ

অপরদিকে উন্নত ধরণের কৃষি প্রচারের লক্ষ্যে চাষীদের মধ্যে সমিতিগত ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সংগঠনের কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

এই উদ্দেশ্যে চাষীদের প্রয়োজনীয় কৃষি সামগ্রীসমূহের সরবরাহের জন্য সর্ব্বাধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি প্রচার ভবন নামে সংস্থার মাধ্যমে উন্নত বীজ, বিবিধ সার, কীটনাশক ওষুধ, কৃষি যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। সবিশেষরূপে অনুক্ত হ'য়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া চাষী গোষ্ঠীগুলিকে বিবিধভাবে সহায়তার জন্য একটি কেন্দ্র—কৃষিকেন্দ্র ও কৃষি সংস্থাগুলির মাধ্যমে সহায়তাদানে অগ্রসর হয়েছেন। এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে গঠিত সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ গঠনমূলক কর্মধারায় গঠিত ক'রে তোলা হয়েছে; ও পৃথক ষ্ট্রাইক সুগঠিত করা হচ্ছে।

এবারের কৃষিপ্রচার পরিকল্পনা

এই জেলায় উচ্চ ফলনশীল আলু বীজের চাষের প্রসারিত ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গরূপে এবারে লক্ষ্মৌ থেকে কুফরী চন্দ্রমুখী আলুবীজ ৮ মেট্রিক টন (২০০ মন) আনানো হয়। এই বীজের রোপণ পদ্ধতি ভিন্নরূপ হলেও, এবং তা যথেষ্ট সাপেক্ষ এবং বহু পরিশ্রম সাধ্য হলেও, বহু চাষী এই বীজের চাষে ব্রতী হ'য়ে সৎ সাহসের এবং প্রশংসার কাজ করেছেন। এই পরিকল্পনার অঙ্গরূপে প্রায় ৫ মেট্রিক টন (প্রায় ১২৫ মন) এই উচ্চ ফলনশীল গম বীজ চাষীদের সরবরাহ করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান বীজও সরবরাহ করা হয়েছে অধিকন্তু, অন্যবারের মত এবারেও সব্জী ও অন্যান্য ফসলের উন্নত বীজ কয়েক হাজার টাকার সরবরাহ করা হয়েছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

হিংসার উন্মত্ত নৃত্য

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে যে পরিস্থিতি চলেছে সেটা কি পরিস্থিতি এবং কোথায় গিয়ে ঠেকবে সে সম্বন্ধে কেউই কোন আন্দাজও দিতে পারছেন না আন্দাজও করতে পারছেন না হিংসা বললেই যথেষ্ট হয়না বা বোঝা যায় না। চোদ্দ বছর, ষোল বছর, আঠারো বছর, বিশ বছরের আমার তোমার ঘরের ছেলেরা একদিকে যেমন নির্বিচার খুনে হয়ে পড়েছে তেমনি তাদের খুনের বহর দেখে দেখে পুলিশ ও প্রশাসনও এমন নির্বিচার নৃশংস হয়ে পড়েছে যে তা সমস্ত কল্পনা ও ধারণার বাইরে চলে গেছে। বাড়ী থেকে ছেলেকে ধরে এনে গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া—এটা আজ অতি সাধারণ ব্যাপার। এক দলের কয়েকটি কিশোর যে কোন কারণেই হোক আর এক কিশোরকে বাপ মায়ের সামনে ডেকে এনে পেটে ছোরা ঢুকিয়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে দিয়ে তারপরে আর মাথাটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে থেঁতলে দিয়ে নির্বিকার হয়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আরও সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের হাতে আইনগতভাবে তো বটেই তা ছাড়া ব্যবস্থাগতভাবেও অনতিক্রম্য হিংসার আক্রোশ ও উদ্দামতা সব চেয়ে বেশী এবং সেইজন্যই তাদের শাস্তিও বেশী এবং প্রতিশোধের তাণ্ডবে প্রতিহিংসার নির্ম্মমতা, নিষ্ঠুরতা ব্যাপকতা বীভৎসতার রূপ ধারণাতীত। ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আজ হিংসা ও হিংস্রতার একটা হিংস্র প্রতিযোগীতা যেন সমস্ত দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাভাবিক জীবন ধারা, সমস্ত কিছুকে শোষ করে দিয়ে অনিশ্চিত বিপর্য্যয়কেই নিশ্চিত করে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক ছেলের খোঁজ না পেলে বাবারা ছেলেদের হুলিস নেবার জন্য মর্গে যান। সেখানে হতকো গুলীবিদ্ধ, কি ছোরাবিদ্ধ, কি বোমাতে বিকৃত ছেলের কাণ্ড দেখতে পান কিন্তু সনাক্ত করেননা। যদি সনাক্ত হয় তবে পুলিশ করবান করবে। মা শুনলে—মা কাঁদতে পারেনা বা অন্য ছেলেদের দিকে চেয়ে। বৃটিশ আমলে চাটগাতে হিন্দু ভদ্রলোকের ছেলেরা সব ত্রাস্তেড হয়েছিল। এ আমলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের কিশোর ও তরুণরা সকলেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ত্র্যাস্তেড হয়ে গেছে।

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

পুরুলিয়া জেলার স্বল্প-বিত্ত চাষীদের সাহায্যকল্পে সরকারী পরিকল্পনা

গত ১৯ই ডিসেম্বর তারিখে স্থানীয় জেলাশাসক শ্রীযুক্ত, এম, লাল আই-এ-এস এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুরুলিয়া জেলার স্বল্প-বিত্ত চাষীদের সাহায্যকল্পে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের এক "সর্বাত্মক পরিকল্পনার" তাৎপর্য্য বর্ণনা করেন। জেলা শাসক শ্রী লাল নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পেশ করেন—

প্রোজেক্ট এরিয়া ও অন্যান্য তথ্য

পুরুলিয়া জেলার ভূমিহীন চাষী সহ আড়াই একর অর্থাৎ ৭ বিঘার কম জমির মালিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট ৩ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে এবং এর মধ্যে ২ কোটি ৫২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে এবং ১ কোটী ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান বা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। এই কার্য্যসূচির এলেকা পুরুলিয়া ১ নং ও ২ নং ব্লক, অযোধ্যা; জালদা ১ নং ও ২ নং ব্লক; আড়ষা, বাঘমুণ্ডী ও বলরামপুর—এই আটটি ব্লক জুড়ে "প্রোজেক্ট এরিয়ার" মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই আটটি ব্লকের ২৪ হাজার চাষী পরিবার যাদের জমির পরিমাণ ৭ বিঘা কিংবা তারও কম আদের নিম্নলিখিতভাবে সাহায্যদান করা হবে—

ক) ৫০০০ পরিবারকে লেংচে উপযোগী কূপ খননের জন্য প্রত্যেককে ৪০০০ টাকা ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হবে—যাতে তারা অন্ততঃ ৩ বিঘা জমিকে সারুনজী ও ফলমূল উৎপাদন করতে পারে।

খ) অন্যূন ২০,০০০ (বিশ হাজার) চাষী পরিবারকেও আর্থিক সাহায্য ও লেংচের জল সরবরাহ করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ দেওয়া হবে।

গ) এই সূত্রে লেংচের জন্য পুরুলিয়া সংস্থার বিভিন্ন সরকারী খাস জমিতে নূতন পুষ্করিণী খননকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরকারী লক্ষ্য হোল যে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি লেংচ ব্যবস্থার দ্বারা জেলার আরও ৭০ হাজার একর জমিতে লেংচের ব্যবস্থা করা।

ডেয়ারী, পোলট্রি প্রভৃতির উন্নয়ন

ক) ডেয়ারী :—৪০০ পরিবারে (অর্থাৎ বৎসরে ১০০ পরিবার) কে ২টি হরিণখাটার গাভী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রথম বৎসরে গাভীর খাদ্যের জন্য যে গরু খাদ্য প্রয়োজন তা ক্রয়ের জন্য ১৬০০৲ আরও ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন।

খ) পোলট্রি :—৮০০ পরিবারকে (অর্থাৎ বৎসরে ২০০ পরিবার) প্রত্যেককে ৫০টি হাঁস বা মুরগী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে।

গ) শূকর চাষ :— ১০০ পরিবারকে (অর্থাৎ বৎসরে ২৫ পরিবার) প্রত্যেককে একটি শূকর ও ৫টি শূকরী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে।

হাঁস-মুরগী পালন ও শূকর চাষের কার্য্যসূচি হরিজন ও আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

ফল মূলের চাষ :— ৮টি ব্লকের ২০০০ একর জমি ফলমূলের চাষের আওতায় আনা হবে এবং একর প্রতি ১০০০৲ টাকা ঋণ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এইভাবে ৪০০০ (ছয় হাজার) পরিবারকে সুযোগ সুবিধা বিধানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কূপ খননের জন্যও ঋণ দেওয়া হবে।

ভূমি সংরক্ষণ : এই ৮টি ব্লকের ১০,০০০ (দশ হাজার) একর জমিতে ভূমি সংরক্ষণের কাজ নেওয়া হবে এবং একর পিছু ৪০০৲ টাকা ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হবে। এই বাবদে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ২৯ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামীণ শিল্পী : গ্রামাঞ্চলের কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, ডোম প্রভৃতি বৃত্তিজীবিদের ঋণ ও সাহায্য দানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উপরোক্ত পরিকল্পনার জন্য অর্থ সাহায্যাদি সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে লেবার কো-অপারেটিভ তথা শ্রম সমবায়কে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পরিচালনা ব্যবস্থা :

উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য "কৃষি শ্রমজীবি উন্নয়ন সংস্থা" নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হবে এবং জেলা শাসক এই সংস্থার চেয়ারম্যান এবং আই-এ-এস পদমর্য্যাদাসম্পন্ন একজন অফিসার সেক্রেটারী হবেন। এই সংস্থায় সরকারী ও বেসরকারী আরও ১৩ জন সদস্য থাকবেন।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সূত্রে উৎপন্ন ফসলের সংরক্ষণ ও বিক্রয় সমস্যা সমাধানকল্পে পুরুলিয়া, অযোধ্যা, জালদা প্রভৃতি ৫টি স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র ও গুদামের ব্যবস্থা করা হবে এবং সেই সঙ্গে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধান করা হবে। একটি বা একাধিক কোল্ড ষ্টোরেজ তথা হিম ঘর স্থাপনের পরিকল্পনাও বিবেচনাধীন।

জাতীয় তালগুড় দিবস পালন

রঘুনাথপুর ব্লকের বড়রাবে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের পরিচালিত খেজুর গুড় শিল্প প্রদর্শন কেন্দ্রের উদ্যোগে "জাতীয় তালগুড় দিবস" প্রতিপালিত হয়। প্রদর্শনকেন্দ্রে মহাত্মা গান্ধীজীর প্রতিকৃতি, জাতীয় পতাকা, তালগুড় শিল্প সম্পর্কিত বিবিধ বোর্ডাদি নিয়ে এবং নানাস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীকেশানন্দ গঁরাই ও প্রদর্শন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শ্রীনিরঞ্জন মালাক মহাশয়দ্বয়ের পরিচালনায় সন্ধেমাতরম্, ভারতমাতা কী জয়, স্বাধীন ভারত কী জয়, তাল গুড় দিবস কী জয়, জাতি-অবি বন্ধ কর, তাল খেজুরের গুড় কর, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয় ইত্যাদি ধ্বনি আর বাদ্যযন্ত্র সহ টুপ্ সঙ্গীত সহযোগে এক বিরাট মিছিল সভাগ্রামের বস্তিসমূহ ও চাষিবাস প্রদর্শিত করার পরে উক্ত প্রদর্শন কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে মিলিত হন।

প্রদর্শন কেন্দ্রে খেজুর গাছ ছেঁচন প্রক্রিয়া, নীরা জ্বালের আধুনিক উন্নত কৌশল, শিল্পের সাথে সংক্রান্ত ও পুষ্টিকর আদির এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রদর্শন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে গ্রামের প্রধান মাতব্বর শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত মহাশয় সভাপতি ও সুবলচন্দ্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহাত মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশক্রমে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সাড়ে নয়টার তালগুড় শিল্পী শ্রীযুক্ত সিং সর্দার মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সভাপতি মহাশয় কর্তৃক শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর দু'মিনিট মৌন প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর কেন্দ্রের প্রদর্শক শ্রীমাহাতোহন নাথ, কুশল শিল্পী শিক্ষক শ্রীনিতাই চন্দ্র দে, চক গোপালপুর তালগুড় শিল্প কেন্দ্রের শিল্পী শ্রীজগন্নাথ মাহাত ও প্রধান অতিথি মহাশয়গণ যথাক্রমে তালগুড় দিবসের তাৎপর্য্য তথা তালগুড় শিল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের অভাব মোচন, বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান, বিচারে সমাজের কল্যাণ সাধন, চাষী গৃহস্থের অসময়ের সহায় আদি বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় সভা সংগঠনভাবে শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দিয়ে সমবেত সকলকে বিনীত "শপথ বাক্য" পাঠ করান। "জনগণমন" জাতীয় সঙ্গীতের পর বিশেষ প্রদান বিতরণীতে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

জানা গেল চকগোপালপুর খেজুর গুড় শিল্প কেন্দ্রে সর্দারী হরিণ মাহাত ও গোপাল চন্দ্র মাহাত মহাশয়দ্বয়ের পরিচালনায় আর রাজমাটিয়া খেজুর গুড় শিল্পকেন্দ্রে সর্দারী মহাত নরিস ও লালিত মোহন মাহাত মহাশয়গণের পরিচালনায় যথারীতি প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, বিবেদীর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা, শপথ বাক্য গ্রহণ, প্রসাদ বিতরণাদির মাধ্যমে "তালগুড় দিবস" উদ্‌যাপিত হয়।

শ্রীমাত্রামোহন নাথ, প্রদর্শক
খেজুর গুড় শিল্প প্রদর্শন কেন্দ্র,
নগাড়া, বড়রাম
পুরুলিয়া।

মুক্তি

১২ই পৌষ, সোমবার, ১৩৭৭

লোকসভা বাতিল

গত ২৭শে ডিসেম্বর রবিবার রাত্রি ৯টার সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি লোকসভা বাতিল করেছেন। এরপরে লোকসভার পুনর্নির্বাচন হবে। ঘোষণা করা হয়েছে যে ১৯৭১ এর মার্চের মধ্যেই লোকসভার নির্বাচন শেষ করা হবে।

আজকে লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া ভারতবর্ষে এই প্রথম। কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যাবার পর দুটি ভাগে লোকসভার ক গ্রেসী সদস্যরা ভাগ হয়ে যান। ফলে লোকসভায় কংগ্রেসের যে এতাবৎকাল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। লোকসভায় মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৫২৫ জন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দলে সদস্য থাকেন মোট ২২৮ জন। সুতরাং মন্ত্রীসভা সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেন, কারণ অন্ততঃ ২৬৩ জন দলে না থাকলে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয়না। ফলে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভা সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের রীতিতে এরূপ মন্ত্রীসভা চালান উচিত নয়। তবু ইন্দিরা গান্ধী অন্যান্য দলের কমিউনিষ্ট, ডি এম কে প্রভৃতির সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে এতদিন পর্যন্ত মন্ত্রীসভার স্বপক্ষে বেশী ভোটের ভিত্তিতে চালিয়ে এসেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ীই লোকসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। এর মধ্যে সাংবিধানিক আইনগত কি ত্রুটী বা বিচ্যুতি আছে তা আইনের ধুরন্ধরেরা বিচার করবেন—অথবা ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্রের কি মহান্ উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে আরও সৌদ্ধ মাস বাকী থাকতেও লোকসভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দিলেন তা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল ব্যাখ্যা ও অনব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু যদি সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্যই লোকসভা ভাঙ্গার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে তবে আমরা মনে করি তা গণতান্ত্রিক ধারার দিক দিয়ে অনভত ও গণতান্ত্রিক ধারার বিরোধী হয়েছে। শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্যই নয়—যে কোন কারণেই হোক না কেন লোকসভা ভেঙ্গে দিতে গেলে তার পূর্ব্বে লোকসভার অধিবেশনে এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রধান মন্ত্রী যদি কোন কারণে—তা যে কোন কারণই হোক না কেন—মন্ত্রীসভা বজায় রাখা দুষ্কর বা অনুচিত মনে করেন অথবা সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন আর থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন তবে তিনি মন্ত্রীসভা বাতিল করবার পরামর্শ দিয়ে—ইস্তফা দিলেই মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যেত। রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন ডেকে এই ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সলা লোকসভার সদস্যদের উপর ছেড়ে দিলেই তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারাসম্মত হত। এও হতে পারতো—অন্য সদস্যরা মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা করে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের যোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারতেন বা মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারতেন। এই যে সুযোগ এ সুযোগ সদস্যরা পেলেন না বা তাদের দেওয়া হল না। সর্ব্বোপরি মন্ত্রীসভা থাকবে কি না থাকবে বা কি মন্ত্রীসভা হবে কি হবে না—সেটা সংশ্লিষ্ট সদস্যরা সংসদের অধিবেশনে স্থির করবেন—রাষ্ট্রপতি নয়—যদিও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এবিষয়ে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি,—ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে ধরমবীর মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দেবার পরে হয়েছিল। সেই সময়ে লোকসভা-বিধান সভা বনাম রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীসভা, বিধানসভা বা লোকসভা বাতিল করার প্রশ্ন নিয়ে প্রবল ঝড় উঠেছিল। বহু আলোচনা—শুধু ভারতবর্ষেই নয় ভারতের বাইরেও এ নিয়ে হয়েছিল। বাংলাদেশে যে ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন ১৯৬৭-৬৮তে হয়েছিল - তা কিন্তু অনুরূপ রাজনৈতিক প্রশ্নের উপরেই ভিত্তি করে।

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লোকসভার অধিবেশন শেষ হল—তখন পর্যন্ত সদস্যদের মধ্যে সব কিছুই গুজবের রূপে যাওয়া আসা করছে। ২৭শে রাত্রিতে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করার আদেশ দিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ইন্দিরা গান্ধী তাকে পরামর্শ দেন। তাহলে বুঝতে হবে যে লোকসভা বাতিলের সিদ্ধান্ত পূর্বেই নেওয়া হয়েছিল—কারণ এ কয়দিনে এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি যাকে সাংবিধানের ভাষায় 'এমার্জেন্সী বলা যেতে পারে। অনায়াসে এ ব্যাপারটা লোকসভার অধিবেশনে সদস্যদের কাছে উপস্থিত করা যেতে পারতো। আমরা মনে করি এভাবে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দেওয়াটা এবং রাষ্ট্রপতির লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া দুটোই অসাংবিধানিক কাজ হয়েছে।

যাই হোক এর পরেই আসে নির্ব্বাচনের কথা। মার্চের মধ্যে নির্বাচনের সমস্ত কাজটা সম্পূর্ণ করে লোকসভা গঠন করতে হলে ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারীতেই নির্ব্বাচন করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই এই নির্বাচনের দিনক্ষণ জানা যাবে।

এই সঙ্গেই একটা প্রশ্ন আসে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা ভেঙ্গে দেবার পরে প্রায় আট মাস পার হতে চলল। আজকে অবস্থা এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন হত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অস্বাভাবিক ও অসাধারণ পরিস্থিতি—যা সম্পূর্ণতঃ আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত—তার জন্য নির্বাচনের ব্যাপারটা ঠিকভাবে চলবে না চলতে পারে না বলেই কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও বহু বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার নির্বাচন বর্তমান সময়ে করার বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন একেবারেই চলে গেল। লোকসভার নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে করতেই হবে। লোকসভার নির্বাচন করতে হলে যত সংখ্যক ভোটি প্রদান কেন্দ্র দরকার, যে সব ভোটার দরকার—বিধানসভার নির্বাচনেও সেই একই কেন্দ্র ও ভোটার দরকার। লোকসভার সাধারণ নির্বাচন করার পরিস্থিতি যদি পশ্চিমবঙ্গে থাকে তবে বিধানসভার নির্বাচনেরও পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আছে বলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্তৃপক্ষকে মেনে নিতেই হবে। সুতরাং সাধারণ ভাবেই এ কথাটা আসে যে ১৯৭১ সনের মার্চের মধ্যে শুধু লোকসভার নয় পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনও হবার সম্ভাবনাই বেশী। সম্ভাবনা বলার এই জন্য যে—নির্বাচন যেটা করা হচ্ছে সেটা মুখ্যতঃ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বার্থে না হয়েও যারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাহীন শাসনক্ষমতা গ্রহণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই হিসাব করেই লোকসভার সাধারণ নির্বাচন করা হচ্ছে সম্ভতভাবে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়: এই ক্ষমতায় পুনরাবির্ভাবের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সাধারণ নির্বাচন কতটা অনুকূল বা প্রতিকূল হবে তার উপরে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার জন্য সাধারণ নির্বাচন লোকসভার নির্ব্বাচনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। এই হচ্ছে নির্বাচনের বাস্তব দিক।

যাই হোক আমরা মনে করি কয়েকদিনের মধ্যেই এই নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যাপারে সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যাই হোক এবার নির্বাচনে প্রার্থীদের নয়—আসল পরীক্ষা হতে চলেছে নির্বাচক মণ্ডলীর, ভোটদাতাদের অর্থাৎ জনগণের।

বি দাসগুপ্ত

হিংসায় উন্মত্ত বঙ্গ

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বাংলা দেশ আজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের পর্যায়ে চলে গেছে। বাংলার ছেলেরা বাইরে কোন স্কুল কলেজে ভর্তি হতে গেলে সন্দেহভাজন হয়, চাকুরী এমনিই দিতে না এখনতো সজ্যে সব দূরে থাকে—যারা প্রবাসী বাঙালী বাংলা দেশের সঙ্গে সম্পর্কও যাদের নেই—যেহেতু তারা বাঙালী সেই হেতু তাদেরও বিশ্রিত দৃষ্টি নিয়েই দেখা হয়ে থাকে। বাঙালী ছেলেরা আজ সর্বস্থানে সন্দেহের, শঙ্কার এবং ধিক্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছে। এই হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি।

দমদমের একটি অতি নিরীহ নির্বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হল—যিনিরপুরে তিনি চাকুরী করেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন—জীবন যে কি রকম ক্ষণস্থায়ী তা ভাল করেই উপলব্ধি করছি। আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, কোন রাজনীতি করি নাই আর এখনও করিনা—কিন্তু সেদিনই সকল দল মনে করে আমি বিরোধী দলের। বাস্তায় বেরোলে সি. আর, সির গুলি, নক্সালের বোমা বা সি. পি. এম গুন্ডাদের পাইপগান বোমা এড়িয়ে যদি বাড়ী ফিরতে পেরেছি তো মনে হয়—বেঁচে গেলাম নয়, আজকের মত বেঁচে গেলাম। পুলিশের গুলি, যুযুৎসু পার্টিগুলির পাইপগান, বোমা ও ছোরা যখন চলে তখন লড়ুয়ে সৈন্য ভাড়াও নমকম-ব্যাটেলেরা বেশী মার খায়। বর্তমানে যুদ্ধের ধারাই হচ্ছে এই—সুতরাং বাংলা দেশে যখন হিংসার যুদ্ধ চলছে তখন সেখানেই বা এর ব্যতিক্রম হবে কেন?

যুক্তফ্রন্টের সময়ে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৬৯ সনে সারা ভারতে বাংলা ও বাঙালীর মর্যাদা, সম্মান ও শক্তি—বিশেষ করে বাংলার তরুণ সমাজ ও সাধারণ লোকের মূল্য যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তা অনস্বীকার্য। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের বেশীর ভাগ শরিকদার, আজ যে অবস্থা চলেছে তার গোড়াপত্তন করে দিল আমার একথা পরম্পর বিরোধী নয়। বাংলা দেশে হিংসার পথে মহান সংগ্রাম আমাদের পূর্ব্ববর্তিতা অনেক করে গেছেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল প্রশাসনের ক্ষমতায় বসে যেভাবে পারস্পরিক খুনোখুনীর প্রতিযোগীতা সুরু করে দিল—তা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। আজ পুলিশের পক্ষ থেকেই হোক আর পুলিশ-বিরোধী রাজনৈতিক ও তত্ত্বর বা তৎসমদের পক্ষ থেকেই হোক যা করা হচ্ছে সেটা সেই যুক্তফ্রন্ট আমলের বহু শরিকদারদের রোপিত নীতের বৃক্ষরূপ মাত্র।

বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তা আগে থেকেই স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও যুক্তফ্রন্টের শরিকদারদের তিক্ত প্রতিযোগীতা যেভাবে দিনের পর দিন সমস্ত অতিক্রম করে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবার দিকে যাচ্ছিল তাতে পরিণতি স্বাভাবিকভাবেই এদিকে যাবে এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না। কারা কিভাবে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে সেটা স্পষ্টতঃ পরিষ্কার না থাকলেও বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব যাদের হাতে এসে বর্তায় তাদের কার্যধারা যে তরুণ কিশোর থেকে আরম্ভ করে জনমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কোন প্রয়োজন নাই।

হিংসার একটা শোচনীয় পরিস্থিতি নিশ্চিত জেনেই আমি ১৯৬৯ এর ৪ঠা নভেম্বরের তারিখ দিয়ে যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলের সেক্রেটারীদের এবং প্রত্যেক মন্ত্রীকে একখানা 'অতি গোপনীয়' চিঠি লিখি। এবার কলিকাতায় কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন অনেকেই আমাকে সেই চিঠিখানা প্রকাশ করার জন্য খুবই অনুরোধ করেন। মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রগুপ্তির কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই এবং এই পরিস্থিতিতে অবান্তর হবে না বলেই মূল ইংরাজীতে সেই চিঠিখানা ও তার বাংলা তর্জমা প্রকাশ করলাম—

SECRET.

"Dear Friend.

The present political situation prevailing in West Bengal has rather urged me to draw your attention to some aspects as the duty of a partner of the United Front as well as an uncompromising opponent of the vested interest and the interest which exists on the exploitation of the people.

The unity of the United Front was formed and rather it was hailed by the people of West Bengal with the firm belief that they would get a good Government.

Today is the ninth month since the U. F. Government have taken the responsibility and duty of fulfilling the aspiration of the people of West Bengal. But it is regrettfully admitted that we are drifting from the pledge given to West Bengal and journeying in a path which is proving to be inimical to the expectation of the millions of West Bengal in spite of the progressive course which we have tried to implement and bring into reality.

We have been discussing days in and days out to find a way out of the impasse. We are deciding to do something today and tomorrow we are undoing the very thing with determination. We all suggest the desirability of unity. I think unity of goal we have, that is, the implementation of the 32 items of the programme which we had adopted unanimously. Parties we had, we have and we shall have. We may not find a common denominator for improvements, for some will want to go further than others. I see no harm in a wholesome variety. What we would rid ourselves of is distrust of one another and imputation of motives. Our besetting sin is not our differences but our littleness. We are wrangling over words, we are fighting often for shadows and are losing substance. It is not our differences that really matter. It is the meanness behind, that is ugly.

Now in spite of repeated declarations by the constituent parties that the existence of the United Front as a United Front must remain, we are heading towards a situtiion in which people are apprehending that the United Front might fizzle out. If then the United Front fizzles out, it will not be because the Congress, the reactionaries, are wicked every time. It will b because we are fools or, shall I say, even wicked. Whether we are fools or wicked or both, I am quite clear that we must look for danger from within, not fear the danger from without. The first corrodes the soul, the second polishes.

You will kindly excuse me for speaking the truth which may not be denied by all concerned. Long before I had proposed in a meeting of the United front that let us not resort to or encourage the method of violence in diciding our and the people's issues. It has its logical consequences and now that violence is recoiling on ourselves, that is, on the constituents of the United Front, with a very ugly grimace. It is not too late. If we want to thrive, we must mend ourselves.

My proposal is that all constituenr parties must, as a policy, follow the teners of non-violence and prevail upon their followers to adhere to it in a disciplined way and then ask the people not to take the law into their own hands as any grievance would be attended to by the Government and would be dealt with justly. This has become obligatory for us, more so because we are running the Government and we are to see that the Government does not prove itself to be a helpless spectator and a ridiculous institution.

I am drawing your attention towards this. The affairs of the people of West Bengal as a whole are not the affairs of any single party or parties. We have no right to shatter the expectation of the people of West Beneal by quarelling amongst ourselves and destroy the image of a progressive force which is growing to serve not only the interest of the people of West Bengal but also to raise hope and inspiration into the hearts of the exploited people of the whole of India.

If the United Front means the emancipation of the millions of skeletons we see around us, then we must throw away our daggers and stop wrangling at any cost, Otherwise whatever we say to the people of West Bengal that would be considered to be the sermon of wolves by the people.

I repeat again not to repeat the mistakes of others who are falling like a house of cards before the curious look of the world.

Yours sincerely
Bibhuti Das Gupta
4-11-69

বাংলা অনুবাদ

গোপনীয়

প্রিয় বন্ধু,

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসে পড়েছে সেই পরিস্থিতির গুরুত্বের তাগিদেই আমি কতকগুলি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যুক্তফ্রন্টের একজন শরিক হিসাবে তো বটেই তা ছাড়া কায়েমী স্বার্থ এবং জনগণের শোষণের ঘাঁরাই যে স্বার্থের অস্তিত্ব তার একজন অনমনীয় বিরোধী হিসাবেও এ আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

যুক্তফ্রন্টের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং এবার সত্যিই একটা ভাল গবর্মেন্ট পাওয়া যাবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ একে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

সেদিন থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের এই আশা ও আকাঙ্খাকে পূর্ণ রূপ দেবার দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণ করল সেদিন থেকে আজ নয় মাস পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দুঃখের সঙ্গে এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের কাছে যে শপথ করেছিলাম তা থেকে আমরা বিচ্যুত হচ্ছি। প্রগতিশীল ব্যবস্থা কার্যকরী করার, এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা সত্বেও আমরা যে পথে চলেছি সে পথ, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের প্রত্যাশার হানিকারক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

এই নির্মমহীন অন্ধকার থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে যেয়ে আমরা দিনের পর দিন আলোচনা করে চলেছি। আমরা আজ একটা করব বলে ঠিক করছি আর কালই সেটাকে দৃঢ় সংকল্প নিয়েই ভেঙ্গে ফেলছি। আমরা সকলেই ঐক্যের খুবই প্রয়োজন আছে বলে বলছি। আমার মনে হয় লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ঐক্য আছে—সেটা হচ্ছে বত্রিশ দফা কর্মসূচিকে কার্যকরী করে তোলা—যে বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলাম। দলগত পার্থক্য আমাদের ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভিন্ন ভিন্ন দলের ব্যাপারটাকে আরও ভাল করবার মতো সকলের গ্রহণীয় কোন একটা নাম হয়তো পাওয়া মুস্কিল কারণ কেউ কেউ হয়তো অন্যের চেয়ে আরও বেশী অগ্রসর হতে চাইবেন। যাই হোক এই বিভিন্নতা যদি সুস্থ হয় তবে এতে আমি হানিকারক কিছু দেখি না। আমাদের যা থেকে মুক্ত হতে হবে তা হচ্ছে—পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং পরস্পরের মতলব খোঁজার বাতিক। যে পাপে আমরা আজ বেষ্টিত, পারস্পরিক পার্থক্য তার কারণ নয়—তার কারণ আমাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্রতা। কথার হেরফের নিয়ে আমরা কলহ করছি, অবান্তর ছায়ার জন্যে হানাহানি করছি এবং এইভাবে হারিয়ে ফেলছি আমাদের লক্ষ্যবস্তুকে। সুতরাং আমাদের দলগত পার্থক্য আজ সত্যিকার কোন সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে আমাদের কদর্য্য রাজনৈতিক নীচতা, যা এই অনৈক্যের পিছনে আছে।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে বারবার যুক্তফ্রন্ট রূপেই যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্বকে বাচিয়ে রাখার কথা ঘোষিত হওয়া সত্বেও আমরা এমন একটা অবস্থার দিকে এগিয়ে চলছি, যাতে জনসাধারণ মনে করছেন যে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যেতে পারে। আজ সত্যিই যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়, তবে তা কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অবিরাম শয়তানীর ফলে নয়,—আমরা মূর্খ, এবং এটাও বলছি যে আমরাও শয়তানী থেকে মুক্ত নই বলেই তা সম্ভব। আমরা মূর্খ অথবা শয়তান, অথবা দুটোই যাই হই না কেন, নিজেদের ভেতর থেকেই যে বিপদ উদ্ভূত হচ্ছে তার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া দরকার এবং আন্তর্ভৌম কোন উৎস হতে কাল্পনিক বিপদের আশংকা না করাই আমাদের উচিত বলে আমি নিঃসংশয়ে মনে করি। প্রথমটি আত্মাকে কলঙ্কিত করে, দ্বিতীয়টি করে উজ্জ্বল।

সকলের পক্ষে অনাকাঙ্খিত সত্যি কথাটা বলার জন্য আপনারা দয়া করে ক্ষমা করবেন আমাকে। দীর্ঘদিন আগে যুক্তফ্রন্টের একটি বৈঠকে আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আসুন আমরা

সিদ্ধান্ত নেই যে, আমাদের অথবা জনগণের দাবী পূরণের জন্যে হিংসার আশ্রয় আমরা গ্রহণ করব না, প্রশ্রয় দেবনা হিংস্র-পন্থাকে। হিংসাকে আশ্রয় নেওয়া ও হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়ার একটা যুক্তিসঙ্গত পরিণাম আছে এবং সেই পরিণাম হিসেবেই আজ হিংসা আমাদেরই ঘাড়ে অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির ঘাড়ে চেপে তার কদর্য্য মুখ বিকৃত করে বিদ্রূপ করছে। এখনও উপায় আছে। কল্যাণ যদি আমরা চাই, সংশোধন আমাদের করতেই হবে।

আমার শুভ্যার এই যে শরিক দলগুলিকে নীতি হিসেবে অহিংসার সত্য অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁদের অনুসারী কর্মীদের নির্দ্দেশ দিতে হবে শৃংখলার সঙ্গে এই নীতি মেনে চলতে এবং তারপর জনগণকে আহ্বান করে বলতে হবে, যেহেতু সব অভাব অভিযোগ সরকার ন্যায় নীতি অনুসারে বিচার করবেন তাঁরা যেন নিজেদের হাতে আইন গ্রহণ না করেন। এ নীতি গ্রহণ করতে আজ আমরা বাধ্য, বিশেষ করে আমরা যখন সরকার চালাচ্ছি তখন আমাদেরই দেখতে হবে যাতে সরকার অসহায় দর্শকে পর্য্যবসিত হয়ে নিজেকে হাস্যকর সংগঠনরূপে প্রতিভাত না করে।

এই বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিম বাঙলার জন-সাধারণের স্বার্থ কোন একটি অথবা একাধিক দলের দলীয় স্বার্থ নয়। নিজেদের মধ্যে কোঁদল করে পশ্চিম বাঙলার জনগণের আশা আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করার কোন অধিকার আমাদের নেই এবং যে প্রগতি-শীল শক্তির ভারচ্ছবি কেবল পশ্চিম বাঙলার সাধারণ মানুষের স্বার্থেই নয়, সারা ভারতের শোষিত জনতার অন্তরে আশা-উদ্দীপনা সঞ্চারিত করার জন্যে উদ্ভাসিত হয়েছে, সেই ভাবচ্ছবিকে এইভাবে বিনষ্ট করার অধিকারও আমাদের নেই।

চারপাশে আমরা যে লক্ষ লক্ষ কঙ্কাল দেখছি, তাদের মুক্তিই যদি যুক্তফ্রন্টের উদ্দেশ্য হয় তবে হাতের ছোরা আমা-দের ছুড়ে ফেলতে হবে দূরে, যে কোন মূল্যে বন্ধ করতেই হবে এই হানাহানি। নতুবা পশ্চিম বাঙলার জনগণের উদ্দেশ্যে আমরা যে বাণীই উচ্চারণ করি না কেন, জনগণ তাকে এক-দল নেকড়ের নীতিবাক্য বলেই মনে করবেন।

আমি আবার আপনাদের বলছি যে বিশ্বের কৌতূহলী চোখের সামুখে যারা তাদের ঘরের মতো উড়ে যায়, তাদের মারাত্মক ভ্রান্তিগুলির পুনরনুষ্ঠান আপনারা পুণর্ধার করবেন না।

আপনাদের

স্বাঃ বিভূতি দাসগুপ্ত

এই চিঠি, এই আবেদন আমি করেছিলাম যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলের কাছে, যারা মন্ত্রীত্বে ছিলেন সেই সব মন্ত্রীদের কাছে। আজ আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই বলছি যুক্তফ্রন্টের যে' সমস্ত শরিক-দল এখন ছয় পার্টি আট পার্ট, অথবা অন্য ভোট পরছেন তাঁরা যদি এই পথ ধরতেন তবে যুক্তফ্রন্টও ভাঙতো না এবং আজ যে নৃশংস হিংসার দৈত্য বেরে বাংলার বুকে বিভীষিকার বন্যা বইছে তা হত না।

দেশবাসীর কাছে আজকার পরিস্থিতিতে এই নিবেদনই করতে পারি যে এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেরাই পথ ঠিক করুন।

—০—

রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক চতুর্থ লোকসভা বাতিল

আগামী মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বেতার ভাষণ

২৭শে নভেম্বর তারিখে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় রাষ্ট্রপতি ঐরবাহিনি ভেঙ্কট গিরি তাঁর স্বাক্ষরিত এক বিশেষ ঘোষণাবলে চতুর্থ লোকসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তারপর ২৭শে নভেম্বর পুনরায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠকে লোকসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করার যে বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা রাষ্ট্রপতিকে জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এই প্রস্তাবের পর রাষ্ট্রপতি জৈল সিং সন্ধ্যেই লোকসভা ভেঙ্গে দেবার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। গত ১৯৬৭ সালের ১৬ই মার্চ লোক সভার প্রথম অধিবেশন এবং এই বসরের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে লোক সভার শেষ অধিবেশন হয়। স্বীকার বাদে লোকসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫২২ জন এবং ৩টি আসন বর্তমানে শূন্য আছে। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া ভল।

প্রধান মন্ত্রীর বেতার ভাষণ

লোকসভা ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বেতার ভাষণে বলেন যে - কংগ্রেস বিধা বিভক্ত হবার পর লোকসভায় কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও তাঁর মন্ত্রীসভা সংখ্যা গরিষ্ঠের আস্থাভাজন হয়ে শাসন কার্য্য চালিয়ে আসছিলেন; কিন্তু দেশে কায়েমী স্বার্থ তথা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যে ভাবে কর্ম্মতৎপরতা চালিয়ে দেশের প্রগতিমূলক সমস্ত কার্যে বাধা সৃষ্টি করে আসছে এবং অন্যদিকে উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ দেশের প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে—তাতে দেশের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের রায় গ্রহণ করার এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও ধর্ম্মনিরপেক্ষ রূপ বজায় রাখার অপরিহার্য্য প্রয়োজনে পুনরায় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গ্রহণ করে। তিনি এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভা সম্পর্কিত মূলীম কোটের রায়এরও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে চলতি আর্থিক বর্ষের অর্থাৎ আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যেই লোকসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

---০---

লোকসভা বাতিল করার বিষয়ে

লোক সেবক সংঘের বিবৃতি

একটা বিশেষ দলের রাজনৈতিক সুবিধার দৃষ্টিতে লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হল না। জনমতের রায়ে, বিধানসম্মত উপায়ে নির্ব্বাচিত সরকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কাজ সমর্থনযোগ্য হয় নি। লোকসভার মাধ্যমেই এই বিষয়ের পুনর্বিচার সম্ভব ছিল। লোকসভা এ বিষয়ে অসমর্থ হলেই জনমতের দরবারে যাওয়া সঙ্গত হোত। যাই হোক, এখন দৃঢ়তার সঙ্গে বাঞ্ছিত জনমত সৃষ্টির পথে নূতন বিধানতান্ত্রিক শক্তি গঠনের কাজে লাগতে হবে—এই আমাদের সংকল্প।

লালণ্যপ্রভা ঘোষ
২৮।১২।৭০

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

জেলার সংগঠিত স্কুলসমূহের শিক্ষকদের প্রতি

অবিচারের অভিযোগ

অল বেঙ্গল অর্গানাইজার টীচার্স এ্যাসোসিয়েশনের পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীঅমৈত প্রসাদ মাহাতো এবং সম্পাদক শ্রীশীতলচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন : পুরুলিয়া জেলার স্কুল কাউন্সিল ও রাজ্যের দেশেওয়ালী সরকার উদার বেকার যুবকেরা অনেকেই অল্প কর্ম-সংস্থানের সুযোগ না পেয়ে গত কিছু কাল বছর কাল ধরে বেকারহীন গ্রামগুলিতে মজুরীর আশায় এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগঠন করে সেখানে শিক্ষকতা করে আসিতেছে। ১৯৬৬ সালের মার্চে ডিসেম্বর অনুসারে পুরুলিয়া জেলার জন্য ১৩৩টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র স্কুল সংগঠিত বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী শিক্ষকেরা সদ্যই স্কুলগুলির অনুমোদনের আশায় জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শকের নিকট আবেদন করেন। জেলা পরিদর্শক মহাশয় অত্যাধিক সংক্রান্তের জন্য যথারীতি তদন্ত করান এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে গঠিত জেলা স্কুল বোর্ডের উদারচেতাগুলীর মজুরীর জন্য উপস্থাপিত করেন। উক্ত উদারেরা মন্ত্রণী ১৩৩টি স্কুল অনুমোদনের জন্য নির্ব্বাচিত করেন—কিন্তু কারণবশত আপত্তির কারণে ২২টি স্কুল বাদ দিয়া ১১১টি স্কুলের নাম মন্ত্রণীর জন্য প্রেরণ করেন। পরে ডি, পি, আই এর তাগিদের ফলে আরও কয়েটি নাম প্রেরণ করেন। মোট ১৩১টি নাম অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু কোনও বিশেষজনক কারণে এই স্কুলগুলির মজুরী দান অত্যাজনিতভাবে বিলম্বিত করা হচ্ছে। কেবল তাই নয়, এই অর্গানাইজড স্কুলগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া আবার তদন্ত করাইবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে যে স্কুলগুলির মজুরী দিবার কথা সেই স্কুলগুলি মজুরী দান ত দূরের কথা এক বৎসর পরে আবার তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় এই অসমান আভাবিক যে জেলা পরিদর্শক মহাশয় বিশেষ কোনও কারণে আর স্কুলের মজুরীদান করিতে ইচ্ছুক নন—তাই এই দর টান বাহানা করছেন। ১৩৩টি স্কুলের অনুমোদনের প্রশ্ন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করছে।

ইতিপূর্বে বি, ডি, ও : এস, আই; ডি আই এবং ডি, পি, র নিকট এই সব মর্মে ডেপুটেশন দিয়াও কোনও ফল হয়নি। সুতরাং আমাদের নিম্নলিখিত দাবীগুলি অবিলম্বে পূরণ না হলে ৬২টি সংগঠিত স্কুলের শিক্ষক-গণ বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন। আমাদের দাবী নিম্নরূপ—

১) ৬২টি সংগঠিত প্রাথমিক স্কুলকে অবিলম্বে মজুরী দিতে হবে এবং এইসব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বেতন দিতে হবে;

২) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৩১টি বিদ্যালয়কে এক মাসের মধ্যে মজুরী দিতে হবে;

৩) স্কুল বোর্ডের উপরেই সমিতিতে অর্গানাইজার টীচার্স এসোসিয়ে-শনের তুজন প্রতিনিধি নিতে হবে, এবং ট্রেনিং নিয়োগ ক্ষেত্রে এই সব শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪) অর্গানাইজড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দিবার সুযোগ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বই ও শ্লেট দিতে হবে। Care এর খাদ্যও সরবরাহ করতে হবে।

৫) শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে স্থানীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

---০---

বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

রাজনৈতিক জীবনের ক্রিয়া ও ধর্মের বিচিত্রতা ছাড়াও বিশেষ, বিশেষ ব্যক্তিকে নানা ধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় জীবিতকালে, ঠিক তেমনি হয় মৃত্যুর পরও। কিন্তু, একদলেরও কতগুলি মানুষ চিরকালের জন্য দেশ ও দশের মাঝে বিশেষ গুণের জন্য অমর হয়ে থাকেন কারণ সেই গুণগুলি মানবীয়। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় এমনি একজন মানুষ ছিলেন বললে, কেউ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। তাছাড়া, আমাদের সঙ্গে এক স্মরণীয় সম্বন্ধও রয়েছে যা স্মৃতিপটে চিরন্তন হয়ে থাকবে।

রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগকালে, রামলণ্ডী দলগুলি ও সুস্থ নাগরিকদের প্রচেষ্টায় যখন আমাদের মুক্তি দিল সরকার ১৯৬২ সালের ১৫ই আগষ্ট, তখন দীর্ঘ বারবছর বন্দীশিবির হতে এসে বাইরের পরিবেশে বীর সন্তানদিকে আমাদের রাজনৈতিক জগৎ সব চাইতে আগে স্বাগতম জানাল তিনি হলেন এই মানুষটি।

বিচিত্র জীবন : অনিন্দ্য বাঙলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের কুড়িটি নক্ষত্র কাটে বিভিন্ন জেলে। তাঁর জেল জীবন শুরু হয় মাত্র সতর বছর বয়সে—১৯০৭ সালে। এ সময় থেকে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের। ১৯১৬ সালে জীবনলাল মুক্ত হন বাঘা যতিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী হিসেবে। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। মাঝে ১৯২২ সালে মুক্তি পেলেও, ১৯২৩ সালে আবার তাঁকে ৫ বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। এ সময়ে ব্রহ্মের মান্দালয় জেলে তিনি কিছুকাল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কারাবাস করেন। ১৯২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে সরে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন ও ১৯৩০ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় তিনি অবিভক্ত বাঙলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি নানা জায়গায় অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন। ১৯৩৮ সালে অন্তরীণ দশা থেকে মুক্তিলাভের পরে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়ের লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন এর সদস্য হন। কিন্তু, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি ১৯৪১ সালে ঐ দল ছেড়ে দেন এবং ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল দল সংগঠন করেন। ১৯৬৮ সালে এই দল 'ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইণ্ডিয়া'য় রূপান্তরিত হয়। তিনি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৮৮৯ সালে ঢাকায় তাঁর জন্ম হয়। এবং দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর ৮১ বছর বয়সে (১লা ডিসেম্বর, ১৯৭০) এই বিপ্লবীর বিচিত্র জীবনের অবসান ঘটে।

—কম্পাসের সৌজন্যে

—০—

আমি শ্রীমুক্তেশ্বর ঠাকুর গ্রাম ও-পোঃ লক্ষণপুর, জেলা-পুরুলিয়া এফিডেবিট বলে শ্রীদুলাল ঠাকুর হইয়াছি।

Regd. No C—4290
Phone No.—175

C. R. No.—2539/57



গোপাল বড় ইস্কুলে পড়তে চললো

"গোপালী আমার পড়াশুনোয় বরাবরই ভালো। জন্ম পণ্ডিত বলতো—পড়াশুনো করলে গোপাল জলপানি পেয়ে পাস করবে। অনেক সাধ ছিল গোপালকে বড় ইস্কুলে পড়াবো—ডিসট্রে-চারটে পাশ করাবো। তবে সে সাধ যে কোনও দিন পুরবে তার ভরসা ছিল না। বড় ইস্কুলে পড়াতে টাকা খরচ আছে।

হঠাৎ ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। পাশের গাঁয়ের হরু মণ্ডলের কাছে শুনলাম 'ইউরিয়া' সারের কথা। গোলা ভরে ফেলে—অবাক কাণ্ড! কী ফলন। কী ফসলের বাড়! ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের বাবুদের কাছে শিখলাম জমিতে সার দেবার নতুন বিদ্যে। আজ আমার ক্ষেতে ফসল উপচে পড়ছে। সংসারের নিত্য অভাব অনেক ঘুচেছে—সবচেয়ে বড় কথা গোপাল আমার বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে।"

সব জমিতে সব ফসলে
ফার্টিলাইজার করপোরেশনের সার :
সুফলা, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া।

FCI
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন
অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা ২৩লিওসে ষ্ট্রীট,কলিকাতা-১৬



সরযূ প্রসাদ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট্,
পোঃ—ডুড়ুপী (ছায়া ঝালদা) জেলা—পুরুলিয়া।

"জুনিয়ার ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং" কোর্সে ১ম বর্ষে ভর্তি হইবার জন্য ন্যূনতম ৮ম বর্গ বা উচ্চতর শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট আবেদনপত্রে আগামী ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন আহ্বান করা হইতেছে। আবেদনপত্র ও নিয়মাবলী স্বনাম ঠিকানাযুক্ত খাম সহ (১০"×৪½") ৩০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে উল্লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

অসহায় ও আদিবাসী ছাত্রদের জন্য বার্ষিক বৃত্তি ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের সুব্যবস্থা আছে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের পলিটেকনিকে ভর্তির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

এ, আর, রায়
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

মফস্বলে সুবর্ণ সুযোগ
পদ্মশ্রী ক্লিনিক
ফুলবেড়িয়া, মানবাজার ২নং
অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার
শ্রীবিধুভূষণ দাস
এখানে অল্পব্যয়ে রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা হয়।

বিশ্ব বিদ্যা ভবন
(মুক্তি প্রেস সংলগ্ন)
স্কুল ও কলেজের সকল রকম পুস্তক পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা হয়।

"মুক্তি"

সাপ্তাহিক পত্রিকা

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭১
১৯শে পৌষ ১৩৭৭
প্রতি সোমবার

মুক্তির ৩১শ বর্ষ আরম্ভ হচ্ছে।

মুক্তি আপনি নিজে পড়ুন অন্যকে পড়ান

যদি আপনি গ্রাহক না হয়ে থাকেন আজই গ্রাহক হোন।

মুক্তির নিয়মাবলী

১। মুক্তি প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।

২। মুক্তির বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক—৭ টাকা।

৩। ৬ মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।
ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদা—৪৲।

৪। মুক্তি যদি বিলম্বে পান তবে সেজন্যটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

৫। মুক্তি যদি ডাকে না পান তবে পোষ্টাফিসের মন্তব্য সহ আমাদের কাছে অভিযোগ পাঠাবেন।

৬। বার্ষিক বা ষান্মাসিক চাঁদা অগ্রিম দেয়। অগ্রিম না দিলে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

৭। ৫ খানার কম মুক্তির এজেন্ট করা হয় না।

৮। এজেন্টদের কমিশন বাদ দিয়ে নগদ মূল্যে মুক্তি নিতে হবে।

৯। এজেন্টদের কাছে মুক্তি পাঠাবার ডাক খরচ এবং এজেন্টদের টাকা পাঠাবার মঃ অঃ কমিশন আমরাই বহন করে থাকি।

শ্রীরাধেশ্যাম আধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।